প্রকাশকের নিবেদন।

যাহাতে জগৎ পবিত্র হয়, সেই অমৃতসমান রাম-গুণ-গান সম্বলিত সুমধুর মহাকাব্য এই 'রাম-রসায়ন' গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। সন ১৩৩০ সালে ইহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সংস্করণের সকল গ্রন্থই ফুরাইয়া গিয়াছে। সংস্করণের পর সংস্করণ হইয়াছে; কিন্তু আমরা এই গ্রন্থে সেই মহাপুরুষ মহাকবি রঘুনন্দন রচিত মূল পাঠের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করি নাই। যাহাতে সাত নকলে আসল ভেস্তাইয়া না যায়, তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়াই এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৫ই আশ্বিন,
১৩৩৫ সাল। } প্রকাশক।

সূচীপত্র।

আদিকাণ্ড।

অযোধ্যাকাণ্ড।

আরণ্যকাণ্ড।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

সুন্দরকাণ্ড।

যুদ্ধকাণ্ড।

সূচীপত্র সমাপ্ত

মঙ্গলাচরণ।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

জীয়াস্মুর্ভবঘোরতুর্গম-
নদীপারপ্রমাণপ্লবা
মোহধ্বান্তনিতান্তশান্তি-
করণে প্রোদ্যৎপ্রভাভানবঃ।
শ্রীগোপীজনবল্লভাঙ্ঘ্রি-
কমলপ্রেমামৃতাম্ভোধরাঃ
শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুদেবচারু-
চরণাম্ভোজদ্বয়ীরেণবঃ ॥ ১

কলিকলুষতমিস্রব্যূহ-বিধ্বংসকারী
ত্রিভুবনজনপালীতাপসন্তাপহারী।
অভিলসদনুকম্পাশুদ্ধপীযূষসান্দ্রঃ
স জয়তি সততং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ॥ ২ ॥

দনুজদমনলীলাগানকীলালবর্ষৈঃ
কালাদহ্যমানতপ্তান জীবয়ন জীববৃন্দান্।
বিদধদধিকমোদং ভক্তহৃচ্চাতকানাং
জয়তি জয়তি নিত্যানন্দধারাধরেন্দ্রঃ ॥ ৩ ॥

অমোদয়দলং ক্ষিতাববতরন স্বভক্তব্রজং;
বিধায় বিবিধানি যঃ সুচরিতানি কারুণ্যতঃ।
স নিত্যগুণরূপভাক্ প্রিয়জনৈঃ পরীতঃ সদা
জগজ্জনমনোহরো জয়তি জানকীবল্লভঃ ॥ ৪ ॥

সদা পরানুগ্রহধারিতব্রতাং-
স্তৃণীকৃতাশেষপুমর্থসঞ্চয়ান্।
শ্রীরামলীলামৃতমত্তচেতসঃ
শ্রীরামভক্তান্ শিরসা নমাম্যহম্ ॥ ৫ ॥

জয় জয় সদা জয়, শ্রীগুরু-চরণদ্বয়,
তাঁর জয় জয় পুনর্ব্বার।
তৃণ ধরি দশনেতে, লোটাইয়া পৃথিবীতে,
তাঁহে কোটি কোটি নমস্কার ॥ ৬
পাইয়া সংসারবন্ধ, অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ,
হইয়া রহয়ে জীবগণ।
জ্ঞানদীপ দান করি, সে তিমিরে পরিহরি,
যে দেখায় তারে কৃষ্ণধন ॥ ৭
যাঁহার করুণা বিনে, জপ তপ ধ্যান জ্ঞানে,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি কারো নাহি হয়।
নানামত উপচারে, শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে,
তিঁহ তাহা কভু নাহি লয় ॥ ৮
যদি হয় কৃপা তাঁর, তবে ভয় কারে আর,
হয় ভবসমুদ্র গোষ্পদ।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম জ্ঞানহীন, পতিত অধম দীন,
সেহ পায় শ্রীকৃষ্ণের পদ ॥ ৯
শ্রীরঘুনন্দন কয়, রাত্রি দিন যদি হয়,
তাঁহার প্রকাশ স্ববুদ্ধিতে।
সিদ্ধি হয় সব কাম, করুণা করেন রাম,
নাম রূপ লীলা স্ফুরে চিতে ॥ ১০
জয় জয় শচীসুত, শশাঙ্কশেখর-স্তুত,
শশি-শক্র-স্বয়ম্ভু-সেবিত।
সর্ব্ব-সিদ্ধ-সাধ্যগণ, শেষ-সূর্য্য-সমীরণ,
শুক্র-শনি-শমন-পূজিত ॥ ১১
শাস্ত্রে শুনিয়াছি আমি, শ্রীনন্দনন্দন তুমি,
নিজ ভক্তি করিতে প্রচার।

রাধিকার ভাব রুচি, অঙ্গীকার করি শচী-
গর্ভেতে হইলে অবতার ॥ ১২

সংসারসাগর জলে, কলি-কালব্যালগালে,
গিলিত দেখিয়া সর্ব্বলোকে ।
নিজ নাম-মন্ত্রদানে, জিয়াইলে জগজনে,
ঘুচাইলে দুঃখ-মোহ-শোকে ॥ ১৩

তুমি কৃপা-পারাবার, সীমা নাই করুণার,
জগাই মাধাই তরাইলে ।
তাহা হৈতে পাপী আমি, অধমের বন্ধু তুমি,
তবে কেন কৃপা না করিলে ॥ ১৪

জয় ভক্তজনগতি, গদাধর প্রাণপতি,
অদ্বৈত আচার্য্য-প্রাণনাথ ।
সেবাপেক্ষা না করিয়া, কৃপামাত্র প্রকাশিয়া,
শ্রীরঘুনন্দনে কর সাথ ॥ ১৫

জয় পদ্মাবতী-সুত, নিত্যানন্দ অবধূত,
পতিত জনার ত্রাণ কর ।
শ্রীগৌর-পদারবিন্দ, দৃঢতর প্রেমানন্দ,
সুধারস-তরঙ্গসাগর ॥ ১৬

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডচয়, তব রোমকূপে বয়,
তুমি মায়াপতি পরমেশ ।
তব লীলা-পরমার্থ, বুঝিবারে কে সমর্থ,
বিনা তব কৃপাদৃষ্টিলেশ ॥ ১৭

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নিজে, তভু ভক্তিশিক্ষা কাজে,
কৃষ্ণভক্ত অভিমান করি ।
সঙ্কীর্ত্তন পরচারি, লোকের নিস্তার করি,
বিস্তারিলে প্রেমার লহরী ॥ ১৮

পাষণ্ডমণ্ডল দুষ্ট, অন্ধকার হেতু কষ্ট,
হরিতে আপনি দিবাকর ।
শ্রীকৃষ্ণের ভক্তচয়, তাঁর মনঃ সিন্ধু হয়,
তার উল্লাসনে শশধর ॥ ১৯

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমরস, সেহ হয় ঘনরস,
তুমি মেঘ তার বিতরণে ।
সবে ভাসে সেই রসে, না হইল ভাগ্যদোষে,
বিন্দুস্পর্শ এ রঘুনন্দনে ॥ ২০

বন্দিব বৈদেহীবন্ধু, বিবিধ-বিলাসসিন্ধু,
বেদবাদ-বিদিতমহিমা ।
বিধু বিধি বিরূপাক্ষ, বৃন্দারকবৃন্দ লক্ষ,
বলিবে কে বৈদন্ধীর সীমা ॥ ২১

দেবতাদিগের দুখ, দুরন্ত দানব-সুখ,
দশানন-দৌরাত্ম্য দেখিয়া ।
যোগীর জীবনধন, জীয়াইলে জগজন,
জগত মাঝারে জনমিয়া ॥ ২২

রাম তুমি রমাপতি, রঘুবংশ রম্যাকৃতি,
রাজরাজবিরাজি-বদন ।
নিত্যানন্দ নিত্যধাম, নিত্য নব নব কাম,
নাম-নিধি না যায় বর্ণন ॥ ২৩

ক্রুর-কালক্লেশ-হর, কৃপণে করুণা কর,
কাদম্বিনীকমনীয়রূপ ।
সহস্র সহস্র ভানু, সমান সতেজ তনু,
সৌকুমার্য্যসার সুধাকূপ ॥ ২৪

শুন শুন সীতাপতি, সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বগতি,
সদাশিব সতত-সেবিত ।
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, গাব তব লীলাগুণে,
রসে কর রসনা শোধিত ॥ ২৫

জয় জয় বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ জয় ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তচয় ॥ ২৬

বন্দো বিনায়কদেব বিঘ্নবিনাশন ।
বৃন্দারকবৃন্দ-বন্দ্য বিপদতারণ ॥ ২৭

করুণা-কটাক্ষ করি কুমতি কৃপণে ।
কল্যাণ করিয়া কৃতী কর কার্য্যগণে ॥ ২৮

সাদরে সেবিবে সরস্বতীর চরণ ।
সুরাসুরে করে যাঁর সতত সেবন ॥ ২৯

তুমি মাত্র মাতা মোরে মনেতে রাখিবে ।
মোর মনোরথ তবে মিথ্যা না হইবে ॥ ৩০

তোমার কৃপাতে মূর্খ রামগুণ গায় ।
তুমিহ বর্জ্জিলে বিজ্ঞে বাক্য নাহি ভায় ॥ ৩১

মোর রসনাতে রহি গাই রামযশে ।
পরম আনন্দে মগ্ন কর স্বমানসে ॥ ৩২

প্রণমিয়ে সপার্ব্বতী পঞ্চানন-পায় ।
পদ্মাপতি-প্রীতিপথ প্রকাশহি যায় ॥ ৩৩

দেবের দেবতা বৈষ্ণবের চূড়ামণি ।
রামরূপ-গুণতত্ত্ব জানহ আপনি ॥ ৩৪

রাম-গুণগানে হয়্যা আবিষ্টঅন্তর ।
প্রকট কর্যাছ পঞ্চমুখ মনোহর ॥ ৩৫

শ্রীরাধামাধব বন্দো ঘরের ঠাকুর ।
যাঁর কৃপালেশে হয় সব দুখ দূর ॥ ৩৬

জয় জয় রামচন্দ্র মহেশ-মহিত।
প্রিয়তম-পরিবারসমূহ সহিত ॥ ৩৭
শ্রীরামের পাদপদ্মে পরম পিরীতে।
পুনঃপুন প্রণমিয়ে পড়ি পৃথিবীতে ॥ ৩৮
প্রভু ধরিয়াছি আমি অসম সাহস।
গাইতে তোমার লীলা দিব্য সুধারস ॥ ৩৯
কোথা আমি কুমতি কুশীল কুবচন।
মুনির অগম্য কোথা তব লীলাগণ ॥ ৪০
অন্ধ যেন পরমাণু দেখিবারে চায়।
পিপীলিকা যেন মেরু তুলিবারে ধায় ॥ ৪১
হেনই সাহস মোর করিছে হৃদয়।
তব কৃপা হলো সিদ্ধ হইতে পারয় ॥ ৪২
তোমার কৃপায় পঙ্গু লঙ্ঘে পারাবারে।
মূক জন বাচস্পতি জিনিবারে পারে ॥ ৪৩
তবে রাম-বামে বন্দো জনকনন্দিনী।
ভুবনমোহনরাম-মানসমোহিনী ॥ ৪৪
তুমিহ হইবে মাতা কিঞ্চিৎ সদয়।
তব কৃপা বিনে রাম-কৃপা নাহি হয় ॥ ৪৫
দশরথ নৃপপদে করি পরণাম।
যাঁর প্রেমে বশ হয়্যা পুত্র হৈলা রাম ॥ ৪৬
তাঁহার মহত্ত্ব কেবা জানে ত্রিভুবনে।
যাঁর গুণে রামে লোক দেখিল নয়নে ॥ ৪৭
কৌশল্যারে করি কোটি কোটি নমস্কার।
তাঁহার মহিমা বুঝিবারে সাধ্য কার ॥ ৪৮
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক রোমরন্ধ্রে যাঁর।
ধর‍্যাছিলা তেন রামে জঠরমাঝার ॥ ৪৯
কৈকয়ী সুমিত্রা আদি আর যত রাণী।
তাঁ-সবার পদে প্রণমিয়ে যুড়ি পাণি ॥ ৫০
শ্রীলক্ষ্মণ ললিত-লাবণ্য লীলাধাম।
মোর মনে আসি বস্য করোঁ পরনাম ॥ ৫১
ভরত-শত্রুঘ্নে মোর নতি অনিবার।
তাঁ-সবার পত্নীপদে প্রণতি আমার ॥ ৫২
বন্দিব অযোধ্যাপুরী চিদানন্দময়।
সর্ব্বাশ্রয় রামচন্দ্র যাঁহার আশ্রয় ॥ ৫৩
শ্রীরামের ভৃত্য যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রাচীন নূতন করোঁ সবার বন্দন ॥ ৫৪
পবনপুত্রের পদে প্রণাম অশেষ।
করিবে করুণা মোরে তুমি সবিশেষ ॥ ৫৫
অনুগ্রহ করি যদি করহ শ্রবণ।
তবেই সার্থক হয় মোর আয়োজন ॥ ৫৬
তোমার সাক্ষাতে মোর রামলীলা-গান।
গর্দ্দভনিনাদ যেন পিক-বিদ্যমান ॥ ৫৭
তথাপি সাহস করি এই মনে মানি।
শুনিবে অবশ্য তুমি রামলীলা জানি ॥ ৫৮
শ্রীবাল্মীকি মুনিবরে বিস্তর বন্দন।
কৃতার্থ করিলা লোকে করি রামায়ণ ॥ ৫৯
অনেক প্রণাম পিতৃ-গোস্বামীর পায়।
লোক-ধর্ম্ম-শাস্ত্র দেখি যাঁহার কৃপায় ॥ ৬০
বন্দিয়ে গণেশ-বিদ্যালঙ্কারচরণে।
জ্ঞানযোগ হয় যাঁর কৃপাবলোকনে ॥ ৬১
কৃতাঞ্জলি হয়্যা করি ব্রাহ্মণে প্রণাম।
যাঁহাদের কৃপালেশে পূর্ণ হয় কাম ॥ ৬২
বৈষ্ণবচরণে মোর নতি অসংখ্যান।
কৃপা করি শুন সবে রামলীলাগান ॥ ৬৩
যদ্যপি-হ আমি হই কুমতি কদর্য্য।
তবু শুনিবারে যোগ্য রামলীলাচর্য্যা ॥ ৬৪
নীচ জনে যদি জল জাহ্নবীর আনে।
সাদর অন্তরে কেবা না দেয় বয়ানে ॥ ৬৫
রামলীলা অসঙ্খ্য অপার সীমা নাই।
মুই তাহে মহামূর্খ যথাশক্তি গাই ॥ ৬৬

রামায়ণক্ষীরসমুদ্রজাতং
সপ্তপ্রমাণোত্তমকাণ্ডশাখম্।
অভীষ্টদং বন্ধুজনাঃ শ্রয়ধ্বং
কল্পাঙ্ঘ্রিপং রামরসায়নাখ্যম্ ॥ ৬৭

রামায়ণ ক্ষীর-অব্ধি, মন্থন করিতে বুদ্ধি-
মন্দর ভূধর মগ্ন করি।
রামরসায়ন নাম, কল্পতরু অভিরাম,
কৃপা করি মিলাইলা হরি ॥ ৬৮
হইয়াছে সপ্তকাণ্ড, যার শাখা সুপ্রকাণ্ড,
ক্ষুদ্র শাখা পরিচ্ছেদচয়।
অলঙ্কারে ঝলমল, শ্লোক সব যার দল,
অর্থ সব যার পুষ্প হয় ॥ ৬৯
সেই পুষ্পে মধুসার, শান্ত দাস্য সখ্য আর,
বাৎসল্য শৃঙ্গার মুখ্যরস।
বীর রৌদ্র অদ্ভুত, করুণ বীভৎসযুত,
ভয় হাস এইত দ্বাদশ ॥ ৭০

সেই রস-মকরন্দে, আস্বাদয়ে সদানন্দে,
রসিক ভকত-মধুকর
ধর্ম্ম অর্থ কাম মুক্তি, শ্রীরামচরণ-ভক্তি,
ফল ধরে যাহে মনোহর ॥ ৭১
শুনহ বান্ধব জন, সেই রামরসায়ন-
কল্পবৃক্ষে করহ আশ্রয় ।
রঘুপতি-কৃপাবলে পাবে সেই সেই ফলে,
যার মনে যেই ইষ্ট হয় ॥ ৭২
কৌশল্যা-গর্ভপাথোনিধিকলিতজনির্বাল্যলীলা-
মৃতৌঘৈঃ, সিক্তলোকং সুরাতপ্রভৃতিবিপুঘটা-
ধ্বান্তবিধ্বংসকারী । জীয়াত্ত পাদপদ্মা-
স্রপতি-রবি-কৃতাম্ভোচয়ম্মোদনন শ্রী,-সীতাশৎ-
কৈরবঃ শ্রীভৃগুমদকমলম্লানিকৃদ্রামচন্দ্রঃ ॥ ৭৩
জয় জয় রঘুবর, চিদানন্দ মূর্ত্তিধর,
অখণ্ডঐশ্বর্য্য-গুণালয় ।
দশরথ-ভক্তিফলে অবতরি ভূমিতলে,
ত্রিজগতে করিলে নির্ভয় ॥ ৭৪
বহুবাল্যলীলা-রসে, সুখী করি সব দেশে,
বিশ্বামিত্র-সঙ্গে গিয়া বনে ।
তাড়কারে করি নষ্ট, সুবাহু বধিয়া তুষ্ট,
কৈলে সব মুনিগণ-মনে ॥ ৭৫
নিজ পদস্পর্শ দিয়া, অহল্যারে উদ্ধারিয়া,
তরাণ করিলে স্বর্ণময় ।
যাইয়া মিথিলা পুরী, হরধনু ভঙ্গ করি,
জানকী করিলে পরিণয় ॥ ৭৬
গৃহে আসিবার কালে, পথমধ্যে কুতূহলে,
ভৃগুপতিদর্প বিনাশিলে ।
গৃহে আসি সীতা-সঙ্গে, নানা মত কৌতুকরঙ্গে,
ভক্তজন-মানস মোহিলে ॥ ৭৭
এসকল লীলাগন, শেষ শিব পঞ্চাসেন,
নিরন্তর করে আস্বাদন ।
শ্রীরঘুনন্দন দাস, তাহে করে অভিলাষ,
প্রভু তাহা কর সম্পাদন ॥ ৭৮

ইতি শ্রীরামরসায়নে মঙ্গলাচরণম্ ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীরামচন্দ্রাবতার-কারণ ।

যস্য ভক্তিবলতো বশীভবন্
স্বীচকার ভগবাংস্তনূজতাম্ ।
বর্ণনীয়তম-ভাগ্যভাজনং
তং নৃপং দশরথং সদা ভজে ॥ ১

আছয়ে অযোধ্যা নাম অতুল নগর ।
বৈকুণ্ঠবিলাস চিদানন্দ-মূর্ত্তিধর ॥ ২
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে তাঁহার নিবাস ।
ভক্তকৃপাবলে লোকে করেন প্রকাশ ॥ ৩
সংসারে থাকেন তবু স্পর্শ নাহি তার ।
পদ্মদল যেন থাকে জলের মাঝার ॥ ৪
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘে প্রমাণ তাহার ।
অতি মনোহর তিন যোজন বিস্তার ॥ ৫
দৃঢ়তর দুর্গ দেখি সুদীর্ঘ দুরন্ত ।
সাগরগভীর গড়-খাত নাহি অন্ত ॥ ৬
উঠিয়াছে উচ্চ উচ্চ মুরুচা গগনে ।
লঙ্ঘিতে না পারে যাহা বিহঙ্গমগণে ॥ ৭
সুরাসুর-অসম শূরেরা শত শত ।
সাবধানে সাজি সাজি ফিরয়ে সতত ॥ ৮
উপবনে বিবিধ বিচিত্র বৃক্ষ রয় ।
পুন্নাগ পিয়াল পীলু পলাশপ্রচয় ॥ ৯
কপিত্থ কাঁঠাল কোটি কোটি সে কাঞ্চন ।
কদম্বকদম্ব কত করুণ-চন্দন ॥ ১০
শমী শাল শিরীষ শোভয়ে শত শত ।
আসন অর্জ্জুন আম্র আম্রাতক কত ॥ ১১
সুরঙ্গ কুরঙ্গ রঙ্গে বরয়ে নর্ত্তন ।
কৃষ্ণসার কদলী কে করিবে গণন ॥ ১২
শরভ শার্দ্দূল সিংহ শশক শূকর ।
বিরোধ বিরহি বস্যে বনের ভিতর ॥ ১৩
অগণিত খগগণ ডাকে ঘনে ঘনে ।
হাটে বাটে রটে যেন নরনারীগণে ॥ ১৪
শারঙ্গ শাচান শুক শিখণ্ডী সুন্দর ।
কলকণ্ঠ কুহূকণ্ঠ কুক্কুট ক্রকর ॥ ১৫

অশোকে বিশোকে শোভে সারি সারি সারি।
পলাশে বিলাসে মধুকর মনোহারী ॥ ১৬
অতি উচ্চ পুরট পাঁচীর ভাল ভাল।
চতুর্দ্দিগে চতুর্দ্বারে কবাট বিশাল ॥ ১৭
রাজপথে কত লোক গতাগত করে।
যেন সিন্ধু-তরল-তরঙ্গ বায়ুভরে ॥ ১৮
শুভ্রশিলাকৃত রাজপথে নারীজন।
গতায়াত করে যেন স্বর্গে সুরীগণ ॥ ১৯
সহস্র সহস্র ধায় শিবিকাসঞ্চারী।
মাতঙ্গ তুরঙ্গ রঙ্গে যায় সারি সারি ॥ ২০
কত দিকে কত রথ গতায়াত করে।
বিমান চলয়ে যেন মহেন্দ্রনগরে ॥ ২১
নয়নে আনন্দ হয় নিরখি নগর।
ধন ধান্য ধনী ধীর লোকের আকর ॥ ২২
কোটি কোটি পরিপাটী অট্টালিকাপাঁতি।
সুবর্ণশিখরিশৃঙ্গ সম যার কাঁতি ॥ ২৩
মস্তকেতে কনককলস কান্তিতর।
তদুপরি পরিপাটী পতাকাপ্রকর ॥ ২৪
শুভ্র সদনের শিরে শুক্ল পট্টবাস।
যেন হেমগিরিমাথে গঙ্গার প্রকাশ ॥ ২৫
দেবালয় লক্ষ লক্ষ মধুরমাধুরী।
বুঝি বিমানেতে চড়ি দেব দেখে পুরী ॥ ২৬
স্থানে স্থানে ঘাট হাট কোটি কোটি হয়।
সারি সারি পসারি পসারি বস্তু রয় ॥ ২৭
যে বণিকবাসে বস্তু নাহি বহুতর।
এমন কেহ নাহি ছিল সে পুরী-ভিতর ॥ ২৮
ব্রাহ্মণবাসেতে বেদবাদ অবিরত।
রাজসদ্মে অস্ত্রশস্ত্র-স্মরণ সতত ॥ ২৯
বৈশ্যবাসে বাণিজ্য বৃত্তির বিচিন্তন।
শূদ্রসদ্মে সদা শুনি দ্বিজশুশ্রূষণ ॥ ৩০
কুম্ভকার কর্ম্মকার চিত্রকার বন্দী।
তৈলী মালী তাম্বলী সবাই সদানন্দী ॥ ৩১
বারবধূ বস্থে বাসে সদা বার দিয়া।
অপ্সরা যেমন থাকে বিমানে বসিয়া ॥ ৩২
স্থানে স্থানে শোভে সভা সাধু শত শত।
আগম নিগম যোগ গায় অবিরত ॥ ৩৩
জপ যোগ যাগ যজ্ঞ কত স্থানে হয়।
দীক্ষা শিক্ষা ভিক্ষা লক্ষ লক্ষ বিত্তব্যয় ॥ ৩৪

কত স্থানে গান গায় গায়কের গণ।
নানা নৃত্যরঙ্গে করে নাটুয়া নর্ত্তন ॥ ৩৫
বাদ্য বাজে বিবিধ বিচিত্র বহু স্থলে।
কোলাহল করে কত জন কুতূহলে ॥ ৩৬
স্থানে স্থানে সরোবর সলিল শীতল।
বিকসিত কোকনদ কুমুদ কমল ॥ ৩৭
প্রফুল্ল কমলে উড়ে অলিকদম্বক।
বনিতাবদনে যেন বিলসে অলক ॥ ৩৮
তৃষিত হইয়া অলি পড়ে পদ্মবনে।
নাগরনয়ন যেন নাগরীবদনে ॥ ৩৯
কমলভিতরে মধু ঢল ঢল করে।
কামিনীবদনে যেন মৃদু হাস্য করে ॥ ৪০
কমলকোরকে উড়ি পড়ে পদ্মপাত।
প্রিয়াপয়োধরে যেন প্রিয় দেন হাত ॥ ৪১
পবনে দুলিয়া পদ্ম পদ্মেতে পড়য়।
কামিনী-বদন যেন কামুক চুম্বয় ॥ ৪২
সমীরভরেতে কোকনদদল দোলে।
খণ্ডিতা নায়িকা তুষ্ট যেন রোষে লোলে ॥ ৪৩
নিশিম্লান পদ্ম বেড়ি কুমুদিনী রয়।
নবোঢ়ার পাশে যেন প্রৌঢ়া-সখীচয় ॥ ৪৪
দিবাকর দেখি ফুল্ল কুমুদ না হন।
নাগরনিকটে যেন নবোঢ়া-নয়ন ॥ ৪৫
কমলকলিকা-কাছে মধুপ গুঞ্জরে।
নবোঢ়াকে যেন প্রিয় অনুনয় করে ॥ ৪৬
বহুবিধ বিচিত্র বিহঙ্গগণ ডাকে।
রাজহংস শরালি সারস ঝাঁকে ঝাঁকে ॥ ৪৭
কারণ্ডব সব জলে উঠুডুবু করে।
বন্ধু দেখি লজ্জাবতী যেন দ্বারান্তরে ॥ ৪৮
বেণ্যা বউ নিজ বিম্ব বারিতে দেখয়ে।
ইঙ্গিত কেকার বলি কোপেতে কাঁপয়ে ॥ ৪৯
এই লাগি মুহু মৎস্য মারিবার ছলে।
কলহ করিব বলি ঝাঁপ দেয় জলে ॥ ৫০
চক্রবাক কাছে হংসসারি চমৎকার।
নিতম্বিনীস্তন বেড়ি যেন মুক্তাহার ॥ ৫১
ডাহুক ডাহুকী করে কোবা কোবা রব।
আর কত পক্ষী আছে কহিবে কে সব ॥ ৫২
উদক-অম্বরে মৎস্য দেখিতে শোভন।
আকাশেতে আচ্ছাদিত যেন তারাগণ ॥ ৫৩

চারিদিকে চারি ঘাট বিচিত্র সোপান।
উপরিতে চতুর্দ্দিকে সুন্দর বাগান ॥ ৫৪
মন্দার মালতী মৃদু মাধবী মল্লিকা।
যূথে যূথে জাতি জবা জীবক যূথিকা ॥ ৫৫
কৃষ্ণকেলী করবীর কদম্ব কাঞ্চন।
সেবতী শিরীষ শোণ সুরঙ্গ রঙ্গণ ॥ ৫৬
চম্পক পুন্নাগ নাগকেশর বিসর।
বকুল বান্ধুলী বেল বাসক সুন্দর ॥ ৫৭
গন্ধরাজ গুলঞ্চ গুলাব গুলানার।
কদলিকা কামরাঙ্গা কাঁঠাল আনার ॥ ৫৮
বদরী বাদাম বিল্ব বাতাপি বিশাল।
রমণীয় রামরম্ভা রসাল বসাল ॥ ৫৯
ফল-ফুলভরে বৃক্ষ ভূমিতে লোটায়।
গুরু দেখি যেন সাধু মস্তক নোয়ায় ॥ ৬০
লপটিয়ে পুন্নাগেতে মধুর মালতী।
নিজ প্রিয়ে আলিঙ্গয়ে যেমত যুবতী ॥ ৬১
ললিতলবঙ্গলতা লোলে বায়ুযোগে।
কামিনী কম্পিত যেন প্রিয়-উপভোগে ॥ ৬২
মৃদু মন্দ মন্দ তায় মারুত সঞ্চরে।
অপরাধি-বন্ধু যেন খণ্ডিতার ঘরে ॥ ৬৩
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমরী ভ্রমরে।
মধুমদে মত্ত হয়্যা মধুর গুঞ্জরে ॥ ৬৪
কুহুকণ্ঠে কুহু কুহু করে কুতূহলে।
কেকিকুল বরে কেও কেও কোলাহলে ॥ ৬৫
সেইসে নগরমাঝে অতি সুশোভন।
বিরাজয়ে মহারাজ-রাজার ভবন ॥ ৬৬
কিবা সে বিচিত্র বাড়ি, প্রকট পাচীর বেড়ি,
পশুপক্ষী লঙ্ঘিতে না পারে।
দুইদ্বার দুদিগেতে, মণির কপাট তাতে,
দ্বারে দ্বারী দুরন্ত হাঁকারে ॥ ৬৭
নিতি বাজে নহবত, সূত বন্দী শতশত,
স্তুতি করে বিচিত্র বচনে।
তুরঙ্গ-মাতঙ্গশাল, পদাতিসদন ভাল,
দেখি ভয় হয় যম-মনে ॥ ৬৮
চোপদার জমাদার, শত শত শীকদার,
কার্য্যবেগে ধায় ইতস্তত।
লক্ষ লক্ষ রথ-ঘর, খগ মৃগ-গৃহবর,
উষ্ট্রশালা গোশালা সে কত ॥ ৬৯

অপূর্ব্ব সভার স্থান, নানামণি-নিরমাণ,
স্ফটিকের স্তম্ভ সারি সারি।
মধ্যে রাজসিংহাসন, ঝলমল মণিগণ,
কিবা শোভা কহিতে না পারি ॥ ৭০
সরোবর স্থানে স্থানে, অপূর্ব্ব উদ্যানবনে,
তার মাঝে বিচিত্র প্রাসাদ।
দিব্য দেউলের চয়, দেবগণ কত রয়,
দেখি মনে হয় তো প্রসাদ ॥ ৭১
কত শত ভাণ্ডাগারে, অগণিত রত্ন ভারে,
অন্তঃপুর অতি সুশোভন।
বিচিত্র পতাকা হেরি, পারাবত শুক সারী,
আছে কত পতঙ্গের গণ ॥ ৭২
শ্রীরঘুনন্দন কয়, এ শোভা বিচিত্র নয়,
নিত্যধাম অযোধ্যা নগরী।
জগজনে কৃপা করি, তঁহি আনি এই পুরী,
অবতার করাছেন হরি ॥ ৭৩
সেই পুরে দশরথ মহারাজরাজ।
অজরাজপুত্র সদা সুখেতে বিরাজ ॥ ৭৪
ঐশ্বর্য্য-ধৈর্য্য-শৌর্য্য-বীর্য্য-গাম্ভীর্য্য-আকর।
সংগ্রামে দুর্গম্য গুণগ্রামের সাগর ॥ ৭৫
তাঁর তেজ তপনে তাপেতে তপ্ত কৈল।
পুরী পরিহরি আর গিরিচারী হৈল ॥ ৭৬
বহুবিধ বেদবাদে বিপুল বিদ্বান।
অস্ত্র-শস্ত্রে মন্ত্র-তন্ত্রে সতত সন্ধান ॥ ৭৭
অবিরত বসু বসুন্ধরা বিতরণে।
জিয়াইল যুথ যুথ যাচকজীবনে ॥ ৭৮
নিরন্তর পালন করেন প্রজাগণে।
যেন পাতা সাবধানে পালয়ে নয়নে ॥ ৭৯
যত যজ্ঞ-যাগেতে যজিল দেবগণে।
তাহা কে কেমনে কবে একক বদনে ॥ ৮০
সে রাজার রাজ্যে কেহ নাহিক দুঃখিত।
অধর্ম্মিষ্ঠ দুষ্ট নিষ্ঠ কনিষ্ঠ গর্হিত ॥ ৮১
কামী ক্রোধী কদর্য্য কৃপণ অকুলীন।
দুর্ব্বোধ দরিদ্র দাসদাসীতে বিহীন ॥ ৮২
সবে ধর্ম্ম কর্ম্ম নর্ম্ম শর্ম্মেতে প্রবর।
অবর্ব্বর খর্ব্ব-গর্ব্ব সর্ব্বশুভঙ্কর ॥ ৮৩
চুরি দারী গারী মারি কেহ না করয়।
শুদ্ধি বুদ্ধি সিদ্ধি ঋদ্ধি পরম আশ্রয় ॥ ৮৪

সে রাজা বিবহ কৈল নারী তিন জনা।
কৌশল্যা কৈকয়ী আর সুমিত্রা শোভনা॥ ৮৫
আর সার্দ্ধসপ্তশত সুন্দরী আনিল। *
তথাপি দৈবের যোগে পুত্র না হইল॥ ৮৬
রসিক রমণী রাজ্য রত্ন রাশি রাশি।
সুত বিনে সে সকলে সতত উদাসী॥ ৮৭
পুত্র প্রতি নিরন্তর চিন্তে পৃথ্বীপতি।
কভু শুভ দৈবযোগে হল্য এই মতি॥ ৮৮
পুত্র-কাম করি করি অশ্বমেধ যাগ।
তবে বুঝি হত্যে পারে পুত্র মহাভাগ॥ ৮৯
এই চিন্তা করি মন্ত্রিগণেরে আনিয়া।
কহিতেছে দশরথ চিন্তিত হইয়া॥ ৯০
শুন শুন মন্ত্রিগণ আবেশ করিয়া।
অদ্যাবধি রহিলাম অপুত্র হইয়া॥ ৯১
অতএব অশ্বমেধে সন্তোষিব দেব।
শীঘ্র করি আনহ বশিষ্ঠ বামদেব॥ ৯২
সুমতি সুমন্ত্র শুনি নৃপের বচন।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা তাঁরে করে নিবেদন॥ ৯৩
শুন শুন মহারাজ না কর চিন্তন।
সনতকুমারবাক্য হইল স্মরণ॥ ৯৪
পূর্ব্বে ঋষিবর্গমাঝে সনতকুমার।
ভবিষ্যত কথা কর্যাছিল অবতার॥ ৯৫
কশ্যপ মুনির পুত্র বিভাণ্ডক নাম।
তার পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ হবে অনুপাম॥ ৯৬
তার মত তাপস এ জগত্তভিতর।
দেখি নাই হয় নাই শ্রবণগোচর॥ ৯৭
সেহ পিতা বিনা অন্য নর না জানিবে।
তপোবনে নিরন্তর তপস্যা করিবে॥ ৯৮
ইতিমধ্যে অঙ্গদেশে লোমপাদ নাম।
মহারাজ চক্রবর্ত্তী হবে গুণধাম॥ ৯৯
তার দেশে দুষ্ট-দৈব-সংযোগ পাইয়া।
অনাবৃষ্টি হবে বহু বৎসর ব্যাপিয়া॥ ১০০
তবে চলচ্চিত্ত রাজচক্রচূড়ামণি।
জিজ্ঞাসিবে জ্ঞানিজনে কাকুবাণী ভণি॥ ১০১
তবে তাঁরা ধ্যান করি করিবা উত্তর।
কর রাজা আমাদের বচন গোচর॥ ১০২
বিভাণ্ডক-ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ নাম।
তাহারে আনিলে হয় বৃষ্টি অনুপাম॥ ১০৩
তবে মন্ত্রিগণ সহ মন্ত্রণা করিয়া।
আনাইবে বেশ্যা পাঠাইয়া ভুলাইয়া॥ ১০৪
ঋষ্যশৃঙ্গ-পদপাত মাত্র পৃথ্বীতলে।
অনাবৃষ্টি টুটি যাবে ভাসিবেক জলে॥ ১০৫
তবে লোমপাদরাজা শান্তা-কন্যা দিয়া।
ঋষ্যশৃঙ্গে রাখিবেন জামাতা করিয়া॥ ১০৬
বিভাণ্ডক নিজবনে পুত্র না দেখিয়া।
পুত্র পুত্র করি কিছু দূরেতে আসিয়া॥ ১০৭
ধ্যান করি এক ভাবি-বিষয় দেখিয়া।
আনন্দিত হয়্যা বনে যাইবে ফিরিয়া॥ ১০৮
তবে সেই ঋষিগণ সনতকুমারে।
জিজ্ঞাসিলা বিনতি করিয়া আরবারে॥ ১০৯
কি ভাবি-বিষয় দেখি বিভাণ্ডক মুনি।
ফিরি গেলা বিবরিয়া কহ প্রভু শুনি॥ ১১০
সনতকুমার কহে করি বহু মান।
সূর্য্যবংশে রাজা হবে দশরথাখ্যান॥ ১১১
ঋষ্যশৃঙ্গে যজাইবে সেই রাজবরে।
তবে হরি অবতীর্ণ হবে তার ঘরে॥ ১১২
চারি ভাই হইয়া সে জগতের পতি।
রাবণের বধ লাগি করিবে উৎপতি॥ ১১৩
অতি গোপনীয় এই কহিনু বৃত্তান্ত।
না কহিবে কেহ কোনো স্থানে হয়্যা ভ্রান্ত॥ ১১৪
অতএব মহারাজ শুনহ বচন।
ঋষ্যশৃঙ্গ আনাইয়া করহ যজন॥ ১১৫
ঋষ্যশৃঙ্গঋষি সেতো গুণের সাগর।
কৃপা করি অবশ্য আসিবা তব ঘর॥ ১১৬
শুনি রাজা দশরথ সানন্দ হইয়া।
নিবেদিলা বশিষ্ঠে সকল বিবরিয়া॥ ১১৭
ধ্যানে জানি শ্রীবশিষ্ঠ পণ্ডিতপ্রবর।
ভাল ভাল বলি তারে দিলা প্রত্যুত্তর॥ ১১৮
তবে দশরথ আরোহিয়া রথবরে।
প্রস্থান করিলা লোমপাদের নগরে॥ ১১৯
দেখি রাজা লোমপাদ আনন্দিত মনে।
আস্থ আস্থ সখা বলি লইলা ভবনে॥ ১২০

---

* তথাচ অযোধ্যাকাণ্ডে—
"কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকয়ী চ তথাপরাঃ।
অর্দ্ধসপ্তশতা নার্য্যঃ প্রকীর্ণাসিতমূর্দ্ধজা॥" ইতি

নানা মত প্রিয় কথা কহি যোগ্য রীতে।
দশরথ মনোবার্ত্তা নিবেদিলা মিতে ॥ ১২১
তবে লোমপাদ রাজা ঋষ্যশৃঙ্গে আনি।
নিবেদন জানাইছে সুমধুর বাণী ॥ ১২২
এই দশরথ রাজা মোর প্রিয় মিত্র।
অনপত্য মোরে দেখি দিয়াছে দুহিতা ॥ ১২৩
অতএব তোঁহার শ্বশুর এই হন।
পুত্রার্থী হইয়া তোঁতে লভিলা শরণ ॥ ১২৪
কৃপাতে করাহ যদি যাগ পুত্রফল।
কৃতার্থ হয়েন তবে সখা মহাবল ॥ ১২৫
তথাস্তু বলিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিবর।
প্রস্থান করিয়া দশরথের নগর ॥ ১২৬
দশরথ রাজা শান্তাদেবীরে লইয়া।
নিজ নগরীতে আল্যা সানন্দ হইয়া ॥ ১২৭
শান্তাদেবী দেখিয়া রাজার রাণীগণ।
আমোদসমুদ্র মাঝে হইলা মগন ॥ ১২৮
শ্রীশান্তা সহিত ঋষি রাহিলা ভবনে।
দশরথ রাজা দেখি প্রমোদিত মনে ॥ ১২৯
তবে আসি উপস্থিত হইল বসন্ত।
প্রফুল্লিত তরুলতা নাহি সুখ-অন্ত ॥ ১৩০
কোকিল কুহরে ঘন ভ্রমর গুঞ্জরে।
মৃদু মন্দ মলয়ের সমীর সঞ্চরে ॥ ১৩১
তবে রাজা অশ্বমেধ-বিধান কারণ।
বিভাণ্ডকসুতে গিয়া কৈল নিবেদন ॥ ১৩২
অনুমতি করিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
তবে মন্ত্রিগণে রাজা কহেন আপনি ॥ ১৩৩
বামদেব বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজন।
নিমন্ত্রিয়া আন নাহি কর বিলম্বন ॥ ১৩৪
তবে আসি উপস্থিত হল্যা ঋষিগণ।
প্রণমিয়া পৃথ্বীপতি করে নিবেদন ॥ ১৩৫
পুত্রকাম হইয়া যজিব দেবগণে।
কৃপা করি যজন করাহ এ কৃপণে ॥ ১৩৬
তথাস্তু বলিয়া সভে কহে নৃপবরে।
যজ্ঞের সামগ্রী-সিদ্ধি করহ সত্বরে ॥ ১৩৭
তবে রাজা দশরথ যে আজ্ঞা বলিয়া।
যথাবিধি মতে দিলা তুরঙ্গ ছাড়িয়া ॥ ১৩৮
আর আর যজ্ঞ-বস্তু করয়ে সাধন।
সরযূপারেতে যজ্ঞস্থান বিরচন ॥ ১৩৯

তবে পুন মধুমাস আসি উপস্থিত।
তুরঙ্গম আল্যা দেখি রাজা আনন্দিত ॥ ১৪০
ঋষি দ্বিজ রাজগণে করে নিমন্ত্রণ।
আনন্দিত হয়্যা সভে করে আগমন ॥ ১৪১
বিশ্বামিত্র শ্রীবশিষ্ঠ জাবালি গৌতম।
বামদেব শতানন্দ রাম অনুপম ॥ ১৪২
শ্রীঅগস্ত্য ভরদ্বাজ অত্রি মুনিরাজ।
যূথে যূথে আল্যা কত দ্বিজের সমাজ ॥ ১৪৩
রথে রথে রাজগণ করে আগমন।
কাশীপতি শ্রীজনক কেকয়রাজন ॥ ১৪৪
পূরব দক্ষিণ দেশ পশ্চিম উত্তর।
সকলে আইলা যত ছিলা রাজবর ॥ ১৪৫
সরযূর উত্তর তীরেতে শুভক্ষণে।
আরম্ভিলা অশ্বমেধ যত ঋষিগণে ॥ ১৪৬
ঋষ্যশৃঙ্গ হইলেন হোতা সে ক্রিয়ায়।
আর সভে বৃত হল্যা যথাবিধি তায় ॥ ১৪৭
গন্ধ পুষ্প দিয়া আর বসন ভূষণ।
প্রীতিযুক্ত হয়্যা রাজা করিলা বরণ ॥ ১৪৮
কত ধ্বজ পতাকা তোরণ মনোহর।
বাস ভূষা দিয়া সাজাইল যজ্ঞঘর ॥ ১৪৯
শিষ্টকর্ম্মনিষ্ঠ বেদে বরিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
মন্ত্র পড়ি পড়ি করে অনলে হবন ॥ ১৫০
তবে যজ্ঞভাগ আস্বাদিতে দেবগণ।
সেই যজ্ঞশালাতে করিলা আগমন ॥ ১৫১
তাহা দেখি ঋষ্যশৃঙ্গ হয়্যা যোড়কর।
নিবেদন করিছেন গদগদস্বর ॥ ১৫২
আসিয়াছ যাবদীয় অদিতিনন্দন।
কৃপা করি শুন কিছু মোর নিবেদন ॥ ১৫৩
দশরথ রাজা পুত্র কামনা করিয়া।
যজিছেন তোমাদের চরণ চিন্তিয়া ॥ ১৫৪
অতএব কৃপা করি কর বিলোকন।
যেন পূর্ণমনোরথ হয়েন রাজন ॥ ১৫৫
ঋষিবাক্য শুনিয়া কহেন দেবগণ।
অপূর্ব্ব হইবে মহারাজার নন্দন ॥ ১৫৬
এই কহি সভে গিয়া ব্রহ্মার গোচর।
নিবেদন করিলা হইয়া যোড়কর ॥ ১৫৭
দেবদেব দয়া করি শুনহ বচন।
তোমা স্থানে বর পাই দুরন্ত রাবণ ॥ ১৫৮

দেবতা দানব-আদি সভে দেয় দুখ।
সদা সভে সমুদ্বিগ্ন চিতে নাহি সুখ ॥ ১৫৯
চন্দ্র কন কি কহব নিজ দুখকথা।
নিরবধি আমারে ধরিতে হয় ছাতা ॥ ১৬০
রবি রটে মোর স্বভাবেতে খর তাপ।
রাবণভয়েতে সদা করি বাপ বাপ ॥ ১৬১
যম কহে কান্দি কান্দি বস্ত্র দিয়া গলে।
ঘাস্যাড়া কর্য্যাছে মোরে থাকি ঘোড়াশালে ॥ ৮০
কুবের কহেন মুই পাই বড় ডর।
লঙ্কা ছাড়ি পলায়্যাছি কৈলাসশিখর ॥ ১৬৩
অগ্নি কহে সবে করে আমাতে হবন।
(সে আ * * * * ॥ ১৬৪
অন্যায়ত হরি লয় সবাকার ধন।)
নিজবলে করে যজ্ঞভাগের হরণ ॥ ১৬৫
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য সব লইয়াছে হরি।
লুক্যায়া থাকেন এহ ছাড়ি স্বনগরী ॥ ১৬৬
শমনের তার পুরে নাহি অধিকার।
বরুণ কম্পিত সদা ভয়েতে তাহার ॥ ১৬৭
কুবের তাহার যুদ্ধে হইয়া কাতর।
লঙ্কা ছাড়ি গিয়াছেন কৈলাসশিখর ॥ ১৬৮
সূর্য্যের প্রতাপ নাহি না বহে পবন।
অনল না দহে যেথা থাকয়ে রাবণ ॥ ১৬৯
উদয় করেন সদা পূর্ণ হয়্যা শশী।
ছয় ঋতু তার ভয়ে আছে মিলি বসি ॥ ১৭০
তাহার দৌরাত্ম্যে কেহ না পারে যজিতে।
ঋষিগণ নাহি পারে তপস্যা করিতে ॥ ১৭১
সেহ সদা উপদ্রব করে ত্রিজগতে।
গো-বিপ্র-দেবতাদ্রোহ করে নানামতে ॥ ১৭২
আর কি কহিব কত্যে মুখে লাজ করে।
কত সুর-নারী হরি লয়্যা গেছে ঘরে ॥ ১৭৩
পীড়া দেয় অসুরেতে এ নহে অহিত।
তপস্বী ধরিয়া খায় শুনি পোড়ে চিত ॥ ১৭৪
আপনি দিয়াছ বর সেই তুষ্টচিতে।
দেবতা দানব কেহ নারিবে মারিতে ॥ ১৭৫
অতএব সে বর না হইবে লঙ্ঘন।
উপায় চিন্তহ কিসে হইবে দমন ॥ ১৭৬
তবে পিতামহ দেবগণের সহিত।
ক্ষীরোদতীরেতে গিয়া হল্যা উপস্থিত ॥ ১৭৭

সবে গলে বস্ত্র ধরি করি যোড়কর।
আরম্ভিলা নারায়ণ-স্তব মনোহর ॥ ১৭৮
জয় জয় জগন্নাথ দীনের তারণ।
অশেষসংসার-সর্গে তুমি সে কারণ ॥ ১৭৯
প্রকৃতির পর তুমি পুরুষরতন।
সৃষ্টি ইচ্ছা হল্যে কর মায়ারে যোজন ॥ ১৮০
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য তব কে জানে মহত্ত্ব।
তোমাতে একদা দেখি অণুত্ব স্থূলত্ব ॥ ১৮১
তোমার মহিমা-অন্ত জানে কেবা আন।
জান কি না জান তুমি এই হয় ভান ॥ ১৮২
তব তত্ত্ব জানিবারে নাহি প্রয়োজন।
চাহি মাত্র তোমার চরণে প্রেমধন ॥ ১৮৩
সম্প্রতি কাতর হয়্যা ডাকি ঘনে ঘন।
দয়া করি একবার দেও দরশন ॥ ১৮৪
এতেক জানিয়া দেবদের দিব্য স্তব।
প্রকাশ পাইলা বিষ্ণু অচিন্ত্যবৈভব ॥ ১৮৫
গরুড়েতে আরোহিয়া শ্যামকলেবর।
সুমেরু-উপরে যেন নীরদনিকর ॥ ১৮৬
কিবা চারু চতুর্ভুজে ভূষণ সুন্দর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অতি মনোহর ॥ ১৮৭
পীতপট্ট পরিধান গলে বনমালা।
বক্ষঃস্থলে কমলা সর্ব্বদা করে আলা ॥ ১৮৮
শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখি অতি সুশোভন।
কোটি কোটি পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া বদন ॥ ১৮৯
অমল কমল জিনি প্রকাশ নয়ন।
শিরে নানা মণিময় মুকুট মোহন ॥ ১৯০
শ্রীনন্দসুনন্দ আদি পারিষদবরে।
কেহ ছত্র ধরে কেহ ঢুলায় চামরে ॥ ১৯১
সেই রূপ দেখি তারা ভরিয়া নয়ন।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলা দেবগণ ॥ ১৯২
উঠি কৃতাঞ্জলি মন করে কহিবারে।
গদগদে কণ্ঠ রোধে কহিতে না পারে ॥ ১৯৩
বুঝি প্রভু ভগবান্ সভার হৃদয়।
মৃদু মৃদু হাসি কহিছেন দয়াময় ॥ ১৯৪
তোমাদের স্তবে মোর হরষিত মন।
কহ কহ এখানে আইলে কি কারণ ॥ ১৯৫
সভাকার কি লাগিয়া দেখি শুষ্ক মুখ।
বুঝি কোন মতে কেহ দিয়াছে কি দুখ ॥ ১৯৬

এত শুনি পিতামহ সানন্দ হইয়া।
নিবেদন করিছেন বিনতি করিয়া ॥ ১৯৭
তুমি জগতের নাথ জানহ অশেষ।
তোমারে জানান প্রভু হয় পিষ্টপেষ ॥ ১৯৮
তথাপি কহিয়ে কিছু করিয়া প্রকাশ।
উগারিলে মনস্তাপ হয় কিছু নাশ ॥ ১৯৯
দিয়াছি দুরন্ত বর রাক্ষস রাবণে।
সে এখন দেয় দুখ এ তিন ভুবনে ॥ ২০০
দেবতা দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
এ সকলে না মরিবে দিয়াছি এ বর ॥ ২০১
অতএব নিবেদন করি তুয়া পদে।
জগতের রক্ষা কর এ হেন আপদে ॥ ২০২
তবে কহিছেন প্রভু শুন প্রজাপতি।
নাহি চিন্তা কর আমি কর্যাছি যুকতি ॥ ২০৩
আছেন অযোধ্যাপুরে দশরথ ভূপ।
পূর্ব্বজন্মে কর্যাছিলা তপ নানারূপ ॥ ২০৪
তাঁহার ভক্তিতে তুষ্ট হয়্যা দিনু বর।
জন্মে জন্মে হব আমি তোমার কোঁয়র ॥ ২০৫
সম্প্রতিহ সেই রাজা করি পুত্রকাম।
অশ্বমেধ আরম্ভিয়াছেন অনুপাম ॥ ২০৬
অতএব হব আমি তাঁহার নন্দন।
প্রসঙ্গেতে করিব সে রাবণ-মারণ ॥ ২০৭
নরলীলা করিয়া বধিব সে রাবণ।
তবে সত্য রহিবেক তোমার বচন ॥ ২০৮
কিন্তু কহি পুনঃপুন এমত অপার।
অসুরেতে বর নাহি দিও আর বার ॥ ২০৯
শুনি প্রভুবাক্য বিধি আনন্দিত মনে।
হাসি হাসি নিবেদয়ে প্রভুর চরণে ॥ ২১০
আমি যদি না দিতাম এ বর রাবণে।
তবে তব যুদ্ধ-সুখ হইত কেমনে ॥ ২১১
শুন্যাছি শাস্ত্রেতে যুদ্ধ করিবার তরে।
শাপ দেয়াইয়াছিলে নিজ দ্বারিবরে ॥ ২১২
আর শুন প্রভু এক বাক্য নিবেদিয়ে।
যেমত নিয়োগ কর তাহাই করিবে ॥ ২১৩
তুমি সর্ব্ব-অন্তর্যামী সবার অবাধ্য।
তোমার প্রেরণ লঙ্ঘিবারে কার সাধ্য ॥ ২১৪
শুনিয়া বিধির বাক্য সানন্দ অন্তর।
অন্তর্দ্ধান করিলেন প্রভু তার পর ॥ ২১৫

দেবগণ প্রণমিয়া প্রভুর উদ্দেশে।
আনন্দিত হয়্যা গেলা নিজ নিজ দেশে ॥ ২১৬
হেথা অশ্বমেধ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিল।
সেক্ষণে অগ্নিতে এক পুরুষ উঠিল ॥ ২১৭
তেজে দুচ্ছ করে সেতো জ্বলিত অনল।
কৃষ্ণচর্ম্ম-পরিধান পরম উজ্জ্বল ॥ ২১৮
নব-জলধর-ধাম পীত-জটাধর।
নানা আভরণ অঙ্গে পরম সুন্দর ॥ ২১৯
পায়সেতে পরিপূর্ণ পাত্র একখানি।
হস্তেতে ধরিয়া কহে ঋষ্যশৃঙ্গে বাণী ॥ ২২০
বিধি পাঠাইলা মোরে তোমার গোচরে।
এইত পায়স লয়্যা দাও নৃপবরে ॥ ২২১
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি কহে শুনহ বচন।
কৃপা করি নিজে কর নৃপে বিতরণ ॥ ২২২
তবে সেই পুরুষ রাজারে সম্ভাষিলা।
প্রীতি করি পায়সের পাত্র করে দিলা ॥ ২২৩
তবে সেই পাত্র রাজা শিরেতে করিয়া।
কহিলেন দেবদূতে প্রণত হইয়া ॥ ২২৪
নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণে।
কি করিব পায়সেতে কর নিয়োজনে ॥ ২২৫
পুরুষ কহেন শুন মহীপতি রায়।
এই পাত্র দাও গিয়া নিজের দারায় ॥ ২২৬
তাহারা এই পায়স সেবিলে অনুপাম।
অচিরাত সফল হইবে তব কাম ॥ ২২৭
এই কহি সে পুরুষ কৈলা অন্তর্দ্ধান।
রাজা গেলা পায়স লইয়া রাণীস্থান ॥ ২২৮
অন্তঃপুরে দেখেন একত্রে রাণীত্রয়।
কৌশল্যা কৈকয়ী শ্রীসুমিত্রা সুহৃদয় ॥ ২২৯
সম্মানিত হয়্যা রাজা আসনে বসিলা।
মনে মনে এই কথা ভাবিতে লাগিলা ॥ ২৩০
বিবাহ-ক্রমেতে আর বয়স-গণিতে।
কৌশল্যা সভার জ্যেষ্ঠ সকলরাণীতে ॥ ২৩১
কৈকয়ী সে শ্রেষ্ঠ হয় রূপে গুণগণে।
অতএব এ পায়স দিব দুই জনে ॥ ২৩২
এত চিন্তি দশরথ কহেন বচন।
শুন শুন মোর বাক্য স্থির করি মন ॥ ২৩৩
যজ্ঞের অনলে এক পুরুষ উঠিলা।
এইত পায়স মোরে কৃপা করি দিলা ॥ ২৩৪

এ পায়স ভক্তি করি করহ সেবন।
পূর্ণকাম হবে পাবে পুত্র-দরশন ॥ ২৩৫
এত কহি মহারাজ দুই ভাগ করি।
দুই জনে দিলা তাহা দুই ঠাঁই ধরি ॥ ২৩৬
তবে মহারাজ-মনে এই উপজিল।
সুমিত্রারে কিছু ভাগ দিলে ভাল ছিল ॥ ২৩৭
বুঝি নৃপতির চিত কৌশল্যা-কৈকেয়ী।
নিজ নিজ ভাগের অর্দ্ধেক করি লয়ী ॥ ২৩৮
প্রিয়তমা সুমিত্রা দেবীরে তুলি দিলা।
তাহা দেখি রাজা বড় সুখিত হইলা ॥ ২৩৯
তবে তিন জনে সুধা-সম সে পায়স।
পরম প্রীতিতে আস্বাদিলা দিব্যরস ॥ ২৪০
দশরথ গেলা তবে যজ্ঞ-নিকেতনে।
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলা যত ঋষিগণে ॥ ২৪১
যত দিন যজ্ঞ হল্য অযোধ্যানগরে।
কেহ নাহি ক্ষুণ্ন ছিল ক্ষুধার্ত্ত উদরে ॥ ২৪২
দুগ্ধ-দধি মধুকুল্যা ঘৃত কূপ কূপ।
ওদন ব্যঞ্জন কত অগণিত সূপ ॥ ২৪৩
রাজভৃত্য-মুখে আনি শব্দ নাহি হয়।
দাও দাও খাও খাও এই মাত্র কয় ॥ ২৪৪
যতেক যাচক ছিল জগতভিতরে।
সব ধন পাই জয় কৈলা ধনেশ্বরে ॥ ২৪৫
যজ্ঞ পূর্ণ দেখি রাজা আনন্দ অন্তরে।
দক্ষিণা প্রদান কৈলা যত দ্বিজবরে ॥ ২৪৬
আশীর্ব্বাদ করি নৃপে হরষিত মনে।
প্রয়াণ করিলা সবে স্ব স্ব নিকেতনে ॥ ২৪৭
নৃপতিনিচয় নিজ নিলয় চলিলা।
দশরথ মহারাজা পুরী প্রবেশিলা ॥ ২৪৮
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৪৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে আদিকাণ্ড-লীলাকথা-
বর্ণনে শ্রীরামচন্দ্রাবতারকারণবর্ণনং
নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের জন্মবিবরণ।

উদ্যন্নযোধ্যাপুরপুষ্করান্তরে
রাজন কনিষ্ঠত্রয়পারিপার্শ্বিকৈঃ।
জহার যো ভূরি জগদ্গতং তম-
স্তমস্মি রামদ্যুমণিং সদা ভজে ॥ ১

তবে দশরথ রাজা তিন রাণী লয়্যা।
বিহরয়ে অন্তঃপুরে আনন্দিত হয়্যা ॥ ২
শুভকালযোগে সেই রাণী তিন জন।
দেবতারূপ তে কৈলা গর্ভ-সন্ধারণ ॥ ৩
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
মহানারায়ণব্যূহ চারি অতি শুদ্ধ ॥ ৪
প্রবেশিয়া দশরথ মহারাজ চিত।
অনন্তর রাণী-গর্ভে হৈলা উপনীত ॥ ৫
বাসুদেব প্রবেশিলা কৌশল্যা-উদর।
পয়োধি-অন্তরে যেন পূর্ণ নিশাকর ॥ ৬
প্রদ্যুম্ন কৈকেয়ী-গর্ভে গেলা সুখভরে।
সঙ্কর্ষণ অনিরুদ্ধ সুমিত্রা-জঠরে ॥ ৭
দুই ভাগ সেবিছি । সুমিত্রা সুন্দরী।
এই লাগি দুইরূপে প্রবেশিলা হরি ॥ ৮
তবে গর্ভ উপলব্ধি হল্য রাণীগণে।
দেখিয়া শুনিয়া সুখী মহারাজা মনে ॥ ৯
একেতো সুন্দরী সবে তাহে গর্ভে হরি।
বিরাজে সেরূপ সবে চমৎকৃত করি ॥ ১০
দেখি তাহাদের রূপ রাজা সুখি-মন।
নিরন্ন কৃষক ধান্য আশ্বিনে যেমন ॥ ১১
নানামত ভোজ্য লেহ্য দ্রব্য দেয় আনি।
যাহাতে সুখিত হয় সেই তিন রাণী ॥ ১২
যে কালেতে করে তারা ভূমেতে শয়ন।
সে কালেতে মানে ধরা সার্থক জীবন ॥ ১৩
দিনে দিনে তবে গর্ভ বাড়িতে লাগিলা।
ক্রমাসে পঞ্চামৃত সুখেতে সেবিলা ॥ ১৪
আর যত আছে নারীর আচার।
আনন্দিত মনে রাজা করাল্য সবার ॥ ১৫

প্রতিদিন দেখে স্বপ্নে রাণী তিন জন।
যেন চতুর্দ্দিগে ফিরে চক্র সুদর্শন ॥ ১৬
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।
বেড়ি রহে বিষ্ণু-পারিষদ সারি সারি ॥ ১৭
স্তুতি করে চতুর্দ্দিগে যত ঋষিগণ।
চামর ঢুলান লক্ষ্মী বিচিত্ররচন ॥ ১৮
এই সব স্বপ্নকথা শুনিয়া নৃপতি।
জানিলেন নিজগৃহে আল্যা লক্ষ্মীপতি ॥ ১৯
কদাচিত নিদ্রাগত রাণী তিন জন।
আসি উপস্থিত হল্যা যত দেবগণ ॥ ২০
বিধি বামদেব বসু বরুণ বাসব।
শশাঙ্ক শমন সমীরণ আদি সব ॥ ২১
করপুট করি করি কোটি কোটি নতি।
গদগদ গলে গান করে স্তুতিনতি ॥ ২২
করুণা করহ কৃপাসাগর কাতরে।
কল্যাণ করহ কেলি করি কৃপাভরে ॥ ২৩
খণ্ড খণ্ড কর খল জনে খেলা করি।
খশারত্নে খচিত প্রখর খড়্গ ধরি ॥ ২৪
গুণিগণগীত-গুণগ্রামের সাগর।
গুরুতর গম্ভীরতা-গরিমা আকর ॥ ২৫
ঘেরিয়াছে ঘোরতর ঘন অবুদ্ধিতে।
ঘুরিতেছি ঘোর ভবে ঘুচাও ত্বরিতে ॥ ২৬
চরাচরপ্রভু তুমি চতুর চিন্ময়।
চলাপতি চাহি চূর্ণ কর চণ্ড ভয় ॥ ২৭
ছার,ছার রাবণ-ছলনে দেবগণ।
ছাড়ি ছাড়ি ছাওয়াল অবলা গেছে বন ॥ ২৮
জয় জয় জগদীশ জগতকারণ।
জিয়াও জিনিয়া তারে জীবের জীবন ॥ ২৯
ঝাট শুনি তার শর ঝনঝনকারী।
ঝিম ঝিম করে গাত্র নেত্রে ঝরে বারি ॥ ৩০
টানিয়া টঙ্কার দিয়া চাপে আঁটি আঁটি।
টুক টুক করে সেহ দেব কোটি কোটি ॥ ৩১
ঠাকুর ঠাকুর তুমি শঠের কুঠার।
ঠকের ঠাকুর হঠে করহ সংহার ॥ ৩২
ডুকুরী ডুকুরী ডাকি পড়ি বড় ডরে।
ডগ ডগ রূপখানি প্রকাশ সত্বরে ॥ ৩৩
ঢাক ঢোল ঢেম ঢেম করি বাজাইব।
ঢর ঢর দিঠে কবে তোমারে হেরিব ॥ ৩৪

তাপত্রয়-তটিনী তরিতে তুমি তরি।
তোমার তুলনা নাহি ত্রিলোক-ভিতরি ॥ ৩৫
থর থর করে স্থিরা রাবণের ভারে।
থাকিয়া থাকিয়া কাঁপে থির কর তারে ॥ ৩৬
দুরন্তদনুজ-দৈত্য-দর্পের দলন।
দেবের দেবতা তুমি দাও দরশন ॥ ৩৭
ধরণীধরণ ধীর-ধর্ম্মরক্ষা করি।
ধন্য কর ধরাকে ধাইয়া তদুপরি ॥ ৩৮
নিত্য নিরাকৃতি নিত্য নব নব রুচি।
নিরখিয়া নরনারীনেত্র হবে শুচি ॥ ৩৯
পরমপুরুষ পদ্মাপতিপূজ্য ধন।
পাব কবে তব পাদপদ্ম-দরশন ॥ ৪০
ফলিবে ফলিবে ভাগ্য কিবা মো-সবার।
ফুল্ল ফল ফেলিযা ফিরিব অনিবার ॥ ৪১
বরে বড় বাঢিয়া রাবণ বাধে সবে।
বুঝিলাম বধ হল্য এবে সবান্ধবে ॥ ৪২
ভক্তভৃত্য-ভাগ্য তুমি ভগবন্তাশ্রয়।
ভাবে তোহে ভাবিলে ভবের ভাঙ্গে ভয় ॥ ৪৩
মদনমাৎসর্য্যমদে মত্ত যে মানব।
মাহাত্ম্য তোমার মনে না মানে এ সব ॥ ৪৪
যাগ যোগ নিযম যমেতে যার স্থান।
যাইতে না পারে যায় যেই ভক্তিমান ॥ ৪৫
রজোরাগরোষ-লেশ না দেখি রাজার।
রমানাথ রঙ্গরসে হল্যা পুত্র তার ॥ ৪৬
ললিত লাবণ্য লীলা বিলোকিয়া লোক।
লভিবে উল্লাসলক্ষ্মী লয় হবে শোক ॥ ৪৭
দেববর্গে অবিদিত বাক্য-অবিষয়।
বিশিষ্ট বিলাসবাস বৈদগ্ধী-আশ্রয় ॥ ৪৮
শচীপতি-শশি-শেষ-শঙ্কর-সেবিত।
অশরণ-শরণ্য শমন-শঙ্কাজিত ॥ ৪৯
ষড়িন্দ্রিয়ে সদোষ পুরুষে করি যোগ।
বিশেষে করাও তুমি তাঁরে উপভোগ ॥ ৫০
সর্ব্বসিদ্ধিসাধ্যের সাধক তব নাম।
সকৃৎ সেবিলে সাধি দেয় সব কাম ॥ ৫১
হায় হায় হেন নাম না হয় শ্রবণ।
হঠে হারাইলা লোক হীরা-হেন ধন ॥ ৫২
ক্ষমা কর ক্ষিতিপতি অক্ষম-বচনে।
ক্ষুধাক্ষুণ্ণ বালক জনকে কি না ভণে ॥ ৫৩

ওআদিক্রম আণ আদি শব্দ মূর্খজন।
যেমত না জানে তেন তোঁহে বেদগণ ॥ ৫৪
বাক্যগম্য যদ্যপি না হও রমাপতি।
তথাপি করিয়ে স্তুতি নাহি আন গতি ॥ ৫৫
যদ্যপিহ অচক্ষু চাতক জলধরে।
দেখিতে না পায় তভু তোঁহে স্তব করে ॥ ৫৬
রাণীগণে পুনঃপুন করিবে প্রণতি।
চরণধূলিতে ধন্য কৈলা ত্রিজগতী ॥ ৫৭
কোটি কোটি বিশ্ব যাঁর উদর-ভিতরে।
হেন দেবে ধরিছেন ইঁহারা জঠরে ॥ ৫৮
কত কত কল্প কিবা তপ করিছিলা।
অশেষ-শেখর যাহে তনয় হইলা ॥ ৫৯
এত কহি পুষ্প বৃষ্টি করি দেবগণ।
আনন্দিতমনে গেলা নিজ নিকেতন ॥ ৬০
তবে দশমাস গর্ভ হইলা পূরিত।
প্রসব-সময় আসি হলা উপস্থিত ॥ ৬১
কিবা সে বসন্তশোভা, জগজন-মনোলোভা,
বিকসিত তরুলতাগণ।
নবীন পত্রের ভরে, লোটায় ধরণীপরে,
মৃদু মন্দ বহে সমীরণ ॥ ৬২
চম্পক-মাধবী-গন্ধ, পাই লোভে হয়্যা অন্ধ,
ধায় কত ভ্রমর ভ্রমরী।
রসাল-শালের শিরে, পিকে কুহু কুহু করে,
শুনি মনে সুখের লহরী ॥ ৬৩
অশোক কিংশুক কত, পুন্নাগ বকুল যত,
মুঞ্জরিল সব তরুচয়।
সরোবরে সুবিমল, বিকসিত শতদল,
শীতল সমীর সাধু বয় ॥ ৬৪
তাহে নানা পক্ষি জাতি, ঘন ডাকে দিবারাতি,
শুনি শুনি সুখিত শ্রবণ।
শ্রীরঘুনন্দন রটে, বসন্ত সুন্দর বটে
বিশেষে শ্রীরাম-জন্মক্ষণ ॥ ৬৫
চৈত্র মাধব মাস মধু সুধাকর।
শুক্লপক্ষে নবমী পরম মনোহর ॥ ৬৬
পুনর্ব্বসুনক্ষত্র সুবার বৃহস্পতি।
হেনদিনে প্রসব-বেদনা-সমাগতি ॥ ৬৭
দাসী ধাই যাই মহারাজে নিবেদিলা।
শুনি তাঁর মনে মহানন্দ উপজিলা ॥ ৬৮
শাস্ত্রে শুনি গৃহিণীকে অর্দ্ধ অঙ্গ কয়।
তাহার পীড়াতে সুখ এ বিচিত্র হয় ॥ ৬৯
ভাল ভাল ধাত্রী তবে আনাইয়া দিলা।
পুরীর প্রবীণ নারীসকল আইলা ॥ ৭০
তবে আসি উপস্থিত অভিজিত ক্ষণ।
সব্ব শুভকর হলা কর্কট লগন ॥ ৭১
দিক্ সব প্রসন্ন হইলা অতিশয়।
নিরমল প্রকাশ উদয় গ্রহচয় ॥ ৭২
শীতল সুগন্ধ মন্দ সমীরণ বয়।
উপবনে খগগণ নিনাদ করয় ॥ ৭৩
শুক তরু পূর্ণ হল্য পত্র-পুষ্প-ফলে।
প্রফুল্ল কুসুম-মুখে মধুধারা গলে ॥ ৭৪
গভীর মধুর সিন্ধু ডাকে ঘনেঘন।
হ্রদ নদী সরোবর প্রসন্ন-জীবন ॥ ৭৫
বিকসিত কোকনদ কমল সুন্দর।
আনন্দিত হয়্যা ধায় তাহে মধুকর ॥ ৭৬
খগ-মৃগ- নগগণ পরম সুখিত।
আচম্বিতে প্রজা সব হল্যা আনন্দিত ॥ ৭৭
মুনিমনে প্রমোদলহরী উথলিল।
রাক্ষস-অন্তরে বড় ভয় উপজিল ॥ ৭৮
হেনবেলে প্রসবিলা কৌশল্যা কুমার।
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-সুন্দর আকার ॥ ৭৯
নবনীত জিনি অঙ্গ অতি সুকোমল।
পদতল করতল অরুণ-কমল ॥ ৮০
মুখ ঝলকায় যেন কোটি সুধাকর।
চাচর চিকুরচয় অতি মনোহর ॥ ৮১
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রভু কিবা শোভা করে।
যেন শ্যাম-সুধাকর পূর্ব্বধরাধরে ॥ ৮২
প্রভুপদস্পর্শ পাবামাত্র বসুমতী।
যত তপ দূরে গেল সুখে মত্তমতি ॥ ৮৩
নিরখিয়া রাণী পুত্র-লাবণ্যলহরী
প্রেমে পরিপূর্ণ হল্যা আপনা পাশরি ॥ ৮৪
আনন্দে লোচনে লোর গলে শতধার।
স্বেদে তনু সার্দ্র হল্য পুলকবিথার ॥ ৮৫
স্নেহেতে আকুল রাণী পয়োধর ঝরে।
করণীয় কার্য্য যত সকল বিস্মরে ॥ ৮৬
যত নারীগণ ছিল সেইত মন্দিরে।
সেরূপে ডুবিল নেত্র তাদের না ফিরে ॥ ৮৭

লীলাশক্তি-পরবশ প্রভু নারায়ণ।
ওমা ওমা রব করি করেন ক্রন্দন ॥ ৮৮
ধাত্রী ধাই ধরি ধরা হতে তুলি করে।
অনিমিষ নেত্রে নিধি নিরীক্ষণ করে ॥ ৮৯
কৌশল্যা হইতে বুঝি ধাত্রী ভাগ্যবতী।
যার ক্রোড় আগে আল কৈলা লক্ষ্মীপতি ॥
শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন সাধু সব।
কৌশল্যা-সঙ্গের এই জানিহ বৈভব ॥ ৯১
ত্রিভুবন আনন্দ-ভরেতে ভরি রহে।
শেষের অশেষ নেত্রে অশ্রুধারা বহে ॥ ৯২
চক্রপাণি-সুচারুচন্দ্রের উদয়েতে।
মুনি-মনঃক্ষীরোদ উথলে আনন্দেতে ॥ ৯৩
সর্ব্বসাধু সুখিত দুঃখিত দুষ্টজন।
পূষার প্রকাশে পদ্ম পেচক যেমন ॥ ৯৪
স্বর্গে সর্ব্বসুরে করে কুসুম বর্ষণ।
গগনমণ্ডলে করে গন্ধর্ব্বে গায়ন ॥ ৯৫
বহু বিদ্যাধরী নাচে করি কত রঙ্গে।
দামামা মৃদঙ্গ কত বাজে তার সঙ্গে ॥ ৯৬
চতুর্ম্মুখ চারিমুখে শ্রুতি উচ্চারিয়া।
সনকাদিসঙ্গে নাচে সুখিত হইয়া ॥ ৯৭
কৈলাসেতে কৃত্তিবাস কুতূহলমনে।
নৃত্য আরম্ভিলা নন্দি-মহাকাল সনে ॥ ৯৮
জটাজুট-ছন্দবন্ধ এলুইয়া পড়ে।
নৃত্যভরে ধরা ধরাধর সব নড়ে ॥ ৯৯
শচীপতি-সহস্রলোচনে গলে লোর।
কুবের বরুণ যম বায়ু সুখে ভোর ॥ ১০০
জয়জয়-কলকলে ভরিলা ভুবন।
সাধু শব্দ সকলের মুখেতে সঘন ॥ ১০১
এথা দশরথ দিবা দৈবজ্ঞ আনিয়া।
সভামাঝে প্রশ্ন করে সাদর হইয়া ॥ ১০২
দৈবজ্ঞ কহয়ে মহারাজ শুন বাণী।
অপরূপ পুত্র প্রসবিলা মহারাণী ॥ ১০৩
একালে কৌশল্যা দেবী দাসী পাঠাইলা।
দাসী সুখী হয়া নৃপ-নিকটে চলিলা ॥ ১০৪
আসি দাসী দশরথে দিলা দরশন।
মহারাজ জয় জয় কহয়ে সঘন ॥ ১০৫
দাসীর প্রফুল্ল দেখি বয়ন নয়ন।
দৈবজ্ঞ কহয়ে দেব দেখহ গণন ॥ ১০৬
লোক সব সাদর হইয়া দাসী প্রতি।
চাহয়ে চাতক যেন নবঘনততি ॥ ১০৭
নৃপতি কহেন কহ কহ হে কুশল।
দাসী ভাষে মহারাজ মহত মঙ্গল ॥ ১০৮
মোদের রাণীর এক হইল সন্তান।
কে কহিবে তার রূপ না হয় ধেয়ান ॥ ১০৯
দেখ দেখ ত্বরিতে দুরিত যাবে দূরে।
মানস মজিবে তার মাধুরীর পূরে ॥ ১১০
সবে সুখী কৈল দাসী-মুখের বচন।
সুধাংশু-গলিত সুধা চকোরে যেমন ॥ ১১১
এবাক্য নৃপের কর্ণযুগেতে পশিল।
অমৃতের ধারা যেন কেহ ঢালি দিল ॥ ১১২
আনন্দে উন্মত্ত রাজা সকল পাশরি।
কহে কি কহিলে কহ পুন স্পষ্ট করি ॥ ১১৩
দাসী কহে মহারাজ স্থির কর চিত।
পুত্রমুখ দেখ চল হইয়া ত্বরিত ॥ ১১৪
শুনি মাত্র যদি তুমি হইলে উন্মত্ত।
দেখিলে সেরূপ তবে হবে বা কিমত ॥ ১১৫
শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন ভাগ্যবতী।
নৃপে কেন দোষ দাও মত্ত ত্রিজগতী ॥ ১১৬
হবে মহারাজা মন করে যাইবারে।
প্রেমেতে জড়িত তনু উঠিতে না পারে ॥ ১১৭
আনন্দ-লোরের ধারে আকুল নয়ন।
স্বেদের সলিলে সার্দ্র হইল বসন ॥ ১১৮
পরে স্থির করি চিত বশিষ্ঠেরে কয়।
চল প্রভু একবার প্রসব-আলয় ॥ ১১৯
পুত্রমুখ দেখিবার সময় কেমন।
এত শুনি চিন্তা করে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ॥ ১২০
মহারাজা নাহি জানে নিজপুত্রতত্ত্ব।
কিবা ভাগ্যবান্ কিবা প্রেমের মহত্ত্ব ॥ ১২১
ইহার সঙ্গেতে আমি কৃতার্থ হইব।
বেদ-অগোচর বস্তু নয়নে দেখিব ॥ ১২২
ইহাতে বিলম্ব নাহি হয়ত উচিত।
জনম কৃতার্থ করি দেখিয়া ত্বরিত ॥ ১২৩
এত ভাবি কহে নৃপ করহ শ্রবণ।
পুত্রমুখ দরশনে বড় শুভক্ষণ ॥ ১২৪
আজিকার মত দিন না দেখি না শুনি।
শীঘ্র চল পুত্র দেখি যুড়াও আপুনি ॥ ১২৫

বামদেব বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রগণ।
আনন্দ-উল্লাসে সবে করিলা গমন ॥ ১২৬
রাজা রাশি রাশি রত্ন দিয়া দাসীজনে।
তুষিয়া তুরিতে তবে চলিলা ভবনে ॥ ১২৭
অপেক্ষা না করে রাজা ছত্র-পাদুকায়।
সুখে উনমত হয়্যা পদব্রজে ধায় ॥ ১২৮
উত্তরীয় বসন ভূষণ না সম্বরে।
পথ নাহি দেখে রাজা ধাইছে সত্বরে ॥ ১২৯
নিলয়-নিকটে নৃপতিরে নিরখিয়া।
ধাত্রীগণ দ্বারে দিল কবাট আঁটিয়া ॥ ১৩০
দ্বার রুদ্ধ দেখি দশরথ দুখিমন।
একি একি করি কহে কাতর বচন ॥ ১৩১
দ্বাররোধ কর কেন কহ হে কারণ।
পুত্র না দেখিয়া মোর কাতর জীবন ॥ ১৩২
শ্রীরঘুনন্দন কহে শুনহ রাজন।
যে পুত্র তোমার তার দুর্লভ দর্শন ॥ ১৩৩
ধাত্রীগণ শুনি রাজবচন সুন্দর।
গম্ভীর গর্ব্বের ভরে না দেয় উত্তর ॥ ১৩৪
পরস্পরে আন কথা কহয়ে সঘন।
শুনিয়া না শুনে মহারাজের বচন ॥ ১৩৫
পুন কাকু করি কহে অজের সন্তান।
দ্বার মুক্ত করি শীঘ্র দেহ মোরে প্রাণ ॥ ১৩৬
এক ধাত্রী কহে মহারাজ এ কেমন।
তুমি স্থির গভীর অস্থির কেন মন ॥ ১৩৭ *
এত যদি উৎকণ্ঠিত পুত্র দেখিবারে।
তবে ছিলে এত দিন কহ কি প্রকারে ॥ ১৩৮
রাজা কহে শুন শুন কহিয়ে নিশ্চয়।
তোমা সব নাহি জান আমার হৃদয় ॥ ১৩৯
যেমন দরিদ্র বহু দিন দুখ পাই।
চিন্তামণি লভি বুকে রাখি দেখে চাই ॥ ১৪০
ক্ষণমাত্র নাহি দেখি না পারে রহিতে।
সে মত করিতে মোর বাঞ্ছা হয় চিতে ॥ ১৪১
অতএব তোমা সবে সদয় হইয়া।
কৃতার্থ করহ মোরে পুত্র দেখাইয়া ॥ ১৪২

ধাত্রী কহে ধরাপতি ধৈরয ধরিয়া।
মোদের মরম কথা শুন মন দিয়া ॥ ১৪৩
একে তুমি মহারাজ-রাজ ত্রিভুবনে।
তোমার সম্পদ নাই কুবেরভবনে ॥ ১৪৪
তাহে পুন আজি পাল্যে নিধি অপরূপ।
এ লাগি মোদিগে তোষ দিয়া রত্নস্তূপ ॥ ১৪৫
কিন্তু ভাবি যে দেখাব তোমারে রতন।
কি দিয়া সে ঋন তুমি করিবে শোধন ॥ ১৪৬
এ লাগিয়া সাহস না করি দেখাইতে।
বৈকল্য তোমার কিন্তু না পারি দেখিতে ॥১৪৭
বশিষ্ঠ কহেন কিছু কৌতুক করিয়া।
মহারাজ তুষিলে জগতে দান দিয়া ॥ ১৪৮
আজি ঠেকিয়াছ বড় যাচক নিকটে।
পাব কিনা পার মুক্ত হত্যে এ সঙ্কটে ॥ ১৪৯
রাজা কহে ধাত্রীজন শুনহ বচন।
যে বস্তু চাহিবে তাই করিব অর্পণ ॥ ১৫০
হাসি ধাত্রী কহে রাজা এ কেমন কথা।
বার্ত্তা না জানিয়া কেন কহিছ অন্যথা ॥ ১৫১
যে নিধি দেখাব তার হেন গুণ আছে।
কিছুমাত্র চাহিতে না হবে তোমা কাছে ॥ ১৫২
আস্থ আস্থ পরিপূর্ণ কর মনোরথ।
নন্দন নিরখ ভরি নিজ নেত্রপথ ॥ ১৫৩
এত কহি দ্বারদেশে বালকে আনিয়া।
বসি ধাত্রী দিল তবে কবাট খুলিয়া ॥ ১৫৪
দ্বার মুক্ত হল্য হল্য প্রভুর প্রকাশ।
যেন মেঘ দূরে গেলে শশীর উল্লাস ॥ ১৫৫
কিবা সে রূপের শোভা মন্দির-মাঝারে।
যেন ইন্দ্রনীলমণি মেরু-গুহাদ্বারে ॥ ১৫৬
রত্নরাশি দিয়া রাজা দেখি পুত্রমুখে।
নিতান্ত নিমগ্ন হল্য তাঁর মন সুখে ॥ ১৫৭
প্রচণ্ড রবিতে তপ্ত যেন বটচ্ছায়।
দাবানলদগ্ধ দন্তী যেন গঙ্গা পায় ॥ ১৫৮
জন্ম-অন্ধ পায় যেন প্রকাশ নয়ন।
হেন সুখসমুদ্র লভিল সে রাজন্ ॥ ১৫৯
যে সুখ পাইল নৃপ নিরখি নন্দন।
বাক্য-মন-অগোচর না হয় বর্ণন ॥ ১৬০
ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে কম্প পুলকিত ক্ষণে।
ক্ষণে অশ্রুধারা বহে যুগলনয়নে ॥ ১৬১

* এত দিন কিরূপেতে ছিলে পুত্র বিনে
সম্প্রতি ক্ষণেক মনে ধৈরয না মানে ॥

যদ্যপি প্রেমেতে নাহি জানে পুত্রতত্ত্ব।
তথাপি না ছাড়ে সে তো নিজের মহত্ত্ব ॥ ১৬২
দৃষ্টিমাত্রে কৈলা তাঁর সব দুখে দণ্ড।
অজ্ঞাত অনল কি না দহে তুলখণ্ড ॥ ১৬৩
দুখরাত্রি দূরে গেল হল্য শুভ দিন।
কি কহিব ভূপতির ভাগ্য মুই দীন ॥ ১৬৪
বশিষ্ঠ প্রভৃতি যত বেদবাদিগণ।
প্রভুরে নিরখি সুখে করয়ে চিন্তন ॥ ১৬৫
কি ভাগ্য কি ভাগ্য হল্য সফল জীবন।
ধ্যানগম্য বস্তু নেত্রে করিনু দর্শন ॥ ১৬৬
এমত জনম ভাল মুকতি হইতে।
যাতে হেন মুগ্ধ মূর্ত্তি পাইয়ে দেখিতে ॥ ১৬৭
বশিষ্ঠ-ঋষিকে রাজা করে জিজ্ঞাসন।
বালকের শুভাশুভ কিমত লক্ষণ ॥ ১৬৮
বিচারিয়া বিবরিয়া কহিবেন মোরে।
এত শুনি বশিষ্ঠ ভাসেন প্রেমলোরে ॥ ১৬৯
মনে ভাবে মুনি রাজা প্রেমেতে পূরিত।
ঐশ্বর্য্য কথন ইহ না হয় উচিত ॥ ১৭০
প্রকার করিয়া কব বালকের রূপে।
এত ভাবি ভাবিছেন ভাগ্যবান্ ভূপে ॥ ১৭১
মহারাজ যে সকল দেখি সুলক্ষণ।
ইথে বুঝি এহ কোনো দেবোত্তম হন ॥ ১৭২
দেখ দেখ মহারাজ বরণ শোভন।
শ্যাম সূক্ষ্ম কুটিল চিকুর সুচিকণ ॥ ১৭৩
বিশাল মস্তক উচ্চ চৌরস কপাল।
তাহে রাজদণ্ড শোভে পরম বিশাল ॥ ১৭৪
শশধর-সম দেখ প্রসন্ন বদন।
মনদুখ দূরে যায় যুড়ায় নয়ন ॥ ১৭৫
অতি উচ্চ সুদীর্ঘ নয়ন মনোহর।
নাসাপারিপাটী দেখ জিনি খগবর ॥ ১৭৬
রঙ্গন-কুসুম হেন সুরঙ্গ অধর।
হ্রস্বহনূ কম্বুকণ্ঠ পরম সুন্দর ॥ ১৭৭
অতি দীর্ঘ বাহুযুগ রাঙ্গা করতল।
তাহে উর্দ্ধরেখা চক্র কমল কুণ্ডল ॥ ১৭৮
অরুণ নখের আভা পরিসর বুক।
গভীর দেখিয়া নাভি বাড়য়ে কৌতুক ॥ ১৭৯
সুবিশাল কটি হ্রস্ব হ্রস্ব জঙ্ঘাদ্বয়।
প্রাতের তপন যিনি পদতল হয় ॥ ১৮০

তাহে দেখ শঙ্খ-চক্র প্রভৃতি লক্ষণ।
সর্ব্বচিহ্ন-পূর্ণ এহ বুঝি নারায়ণ ॥ ১৮১
বশিষ্ঠের বাক্য শুনি সুখিত নৃপতি।
করযুগ যুড়ি কহে প্রেমে আর্দ্রমতি ॥ ১৮২
কিন্নর দেবতা কিবা দেব নারায়ণ।
যে হকু সে হকু কিন্তু আমার নন্দন ॥ ১৮৩
পদধূলি দিয়া শিরে করহ কল্যাণ।
যেন অমঙ্গল দূরে করয়ে পয়াণ ॥ ১৮৪
তবে স্নান করি আসি রাজা দশরথ।
জাতকর্ম্ম করিলেন যথাশাস্ত্র-পথ ॥ ১৮৫
ধাত্রী তীক্ষ্ণক্ষুরে নাড়ী ছেদন করিলা।
নানারত্ন দিয়া রাজা তা সবে তুষিলা ॥ ১৮৬
যদ্যপি নাড়ীর স্পর্শ ঈশ্বরে দুর্ঘট।
তবু নরলীলা লাগি কবেন প্রকট ॥ ১৮৭
তার পরে রাজা অতি আনন্দিত মন।
সব জন সঙ্গ কৈলা সভাতে গমন ॥ ১৮৮

কি সুখ অযোধ্যাপুরে, রাজা দশরথঘরে,
জনম লভিলা নারায়ণ।
আইল গায়ক কত, বাদ্যকর শত শত,
দেশ দেশ হত্যে ভাটগণ ॥ ১৮৯
বেণু বীণা করতাল, বাজে ঢোল কাড়া ভাল,
নর্ত্তক নাচয়ে রঙ্গ করি।
দোসরি মুহুরি তায়, শিঙ্গা বাজে উভরায়,
গায়ক গাহিছে তান ধরি ॥ ১৯০
কাব্য-কথা পড়ে ভাটে, বন্দিতে কবিত্ব রটে,
ব্রাহ্মণ করয়ে বেদধ্বনি।
তা সবারে নৃপবর, গ্রাম দিলা বহুতর,
অমূল্য মাণিক মুক্তা মণি ॥ ১৯১
স্বর্ণশৃঙ্গ সুশোভিত, পট্টবস্ত্র আচ্ছাদিত,
রূপাখুর গাবী লক্ষ লক্ষ।
উত্তম ব্রাহ্মণগণে, দিলা রাজা হৃষ্টমনে,
শাল পট্ট নানাজাতি ভক্ষ ॥ ১৯২
নগরের যত নারী, আনন্দে উল্লাসে ভরি,
যূথে যূথে গতাগত করে।
বালকের মুখশশী, দেখি পায় সুখরাশি,
হুড়াহুড়ি পড়িল নগরে ॥ ১৯৩
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়নারী, প্রবেশিয়া অন্তঃপুরী,
আশীর্ব্বাদ করে বালকেরে।

সতৈল হরিদ্রা-দধি; নদী বহে অনবধি,
শ্রীরঘুনন্দন নাচি ফেরে॥ ১৯৪
এইরূপে প্রসবে কৈকয়ী এক পুত।
কিবা কামদেব কিবা অশ্বিনীর সুত॥ ১৯৫
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শরীর সুন্দর।
জ্যেষ্ঠের সমান শোভা জগমনোহর॥ ১৯৬
সুমিত্রা প্রসব কৈলা যমল নন্দন।
পরম সুন্দর তনু কনকবরণ॥ ১৯৭
পূর্ব্ব মত রাজা কৈলা সবার সংস্কার।
যাচক দরিদ্র আনি লুটায় ভাণ্ডার॥ ১৯৮
চারি পুত্র পাই তবে রাজা দশরথ।
আনন্দ-সিন্ধুতে ভাসে পূর্ণমনোরথ॥ ১৯৯
অযোধ্যা ভুবনে অবতীর্ণ নারায়ণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সুখিত ত্রিভুবন॥ ২০০
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ২০১

ইতি শ্রীরামরসায়নে আদিকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে শ্রীরামচন্দ্রাবতারো নাম
দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ২॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের বাল্যলীলা।

ভক্তামরগণাস্বাদ্যা-মোক্ষদ্রাক্ষাতিরস্করী।
বাল্যলীলাসুধা জীয়াদ্রঘুবংশশিরোমণেঃ॥ ১
বিশ্বম্ভর-বাল্যলীলা সুধার সমান।
ভবতাপ নাশ করে সবে কর পান॥ ২
বাল্যলীলা-সুধাসিন্ধু-পার নাহি হয়।
মোর বুদ্ধি ভগ্নঘট না হয় সঞ্চয়॥ ৩
প্রভু যদি চান কিছু করুণা বিস্তারি।
তবে কিছু তাঁর লীলা বর্ণিবারে পারি॥ ৪
বর্ণিতে নারিব বলি মোর বড় ভয়।
সে লীলা-উন্মত্তচিত্ত স্থির নাহি হয়॥ ৫
কৃপা করি মোর দোষ ক্ষম সাধু জন।
কিন্তু মহামূর্খে কি না বোলয়ে বচন॥ ৬
তবে চারি জন দশরথের কোঙর।
ক্রমে বাঢে শুক্লপক্ষে যেন সুধাকর॥ ৭
দেখিয়া আহ্লাদ বাঢে নরপতি-মনে।
নদ-নদী-পতি যেন চন্দ্রদরশনে॥ ৮
শুভদিনে দশরথ লয়্যা বিপ্রগণ।
পুত্র-নামকরণ করয়ে শুভক্ষণ॥ ৯
নিত্যনাম প্রভুর ত্রিলোকে তরাইতে।
আপনি প্রকট হন বশিষ্ঠবাণীতে॥ ১০
বিচারিয়া বলেন বশিষ্ঠ ঋষিবর।
মহারাজ দেখ এই কৌশল্যা-কোঙর॥ ১১
রমিবে ইহাতে জগতের প্রাণ-মন।
রমণ করাবে এই যত জীবগণ॥ ১২
রমাতে শোভিত হবে ইহাকার ধাম।
এ লাগি ইহার নাম হইল শ্রীরাম॥ ১৩
যেই মাত্র রাম-নাম কর্ণে প্রবেশিল।
সুধাসিন্ধু-কল্লোলেতে সকলে ডুবিল॥ ১৪
উচ্চারিয়া ঋষির পুলকী সর্ব্ব অঙ্গ।
ক্ষণে স্বেদ অশ্রু বহে কম্পের তরঙ্গ॥ ১৫
সবে চিন্তা করে মনে সুখিত হইয়া।
একি উপস্থিত হল্য অমৃত আসিয়া॥ ১৬
হেন মিষ্ট শব্দ কভু না শুনি ভুবনে।
শ্রুতমাত্র হরিলেক কর্ণ আর মনে॥ ১৭
একি পিক-শব্দ-সারভাগ নিছুড়িয়া।
নির্ম্মাণ কর্য্যাছে বিধি কুতুকী হইয়া॥ ১৮
কিবা সুধা মথিয়া তুলিয়া নবনীত।
তাহে কৈল বিধি রামনাম উপনীত॥ ১৯
রঘু কহে যে কহিলে সব সত্য বটে।
চতুর্ব্বেদ-সার রামনাম শাস্ত্রে রটে॥ ২০
লোকে দেখি পাপেতে পূরিত প্রভু রাম।
তরাইতে কৃপা করি প্রকটিলা নাম॥ ২১
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান গুরুস্ত্রী-সঙ্গতি।
গোবধ স্ত্রীবধ আদি যত পাপততি॥ ২২
শ্রদ্ধাতে যদ্যপি বলে অথবা হেলায়।
অর্দ্ধ উচ্চারণমাত্রে সব পাপ যায়॥ ২৩
শতমেরুদান শস্যসহ ভূমিদান।
সূর্য্যের গ্রহণকালে কোটি গঙ্গাস্নান॥ ২৪
যথাবিধিমত কৃত অশ্বমেধচয়।
সবে মিলি নামকোটি-অংশতুল্য নয়॥ ২৫

পতিত অধম যদি রামনাম করে ।
অনায়াসে সংসার-দুরন্ত-সিন্ধু তরে ॥ ২৬
রামনাম-মহিমা কি ক'ব মো অধম ।
একা এই নাম সে সহস্রনাম-সম ॥ ২৭
এ নাম-মাধুর্য্যে মত্ত হয়্যা পঞ্চানন ।
পঞ্চমুখে গান করে লয়্যা ভৃত্যগণ ॥ ২৮
স্থির হয়্যা পুনঃ কহে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ।
মহারাজ রামনাম হল্যা এ নন্দন ॥ ২৯
কৈকয়ীকুমার যশে ভরিব জগৎ ।
এ লাগি ইহার নাম হইল ভরত ॥ ৩০
সুমিত্রার জ্যেষ্ঠসুত সুন্দরলক্ষণ ।
এ নিমিত্তে হল্যা নাম ইহার লক্ষ্মণ ॥ ৩১
কনিষ্ঠ হইবে শত্রু মারিতে পণ্ডিত ।
শত্রুঘ্ন বলিয়া নাম রহিল উচিত ॥ ৩২
এই নামকরণ করিয়া নৃপবর ।
সভাতে বসিলা গিযা সুখিত-অন্তর ॥ ৩৩
এথা তিন জন রাণী চারি পুত্র লয়্যা ।
লালন পালন করে আনন্দিত হয়্যা ॥ ৩৪
কভু রাণী কৌশল্যা কুমার কোলে করি ।
দেন কুচকলস সে বদন-উপরি ॥ ৩৫
কিবা সাজে সে মুখ সে কুচ সন্নিধান ।
যেন হেমকুম্ভ-মুখে কমল অম্লান ॥ ৩৬
কিবা সে রাণীর ভাগ্য না যায় কথন ।
যার স্তন পান করে দেব নারায়ণ ॥ ৩৭
কভু রাম রহেন জননী-বক্ষঃস্থলে ।
যেন মরকত হেম প্রতিমার গলে ॥ ৩৮
কভু শুভ্রশয্যামাঝ করি রহে আলা ।
জাহ্নবীর জলে যেন নীলপদ্মমালা ॥ ৩৯
উত্তানশয়নে প্রভু কভু করে ধরি ।
আস্বাদেন চরণ-অঙ্গুষ্ঠ প্রীতি করি ॥ ৪০
কিবা শোভে শ্রীবদনে সে পদযুগল ।
শশীর উপরি যেন অরুণ কমল ॥ ৪১
বুঝি বুঝাইতে ভক্তে এই নিজাশয় ।
চরণ-অঙ্গুষ্ঠ প্রভু নিজে আস্বাদয় ॥ ৪২
মোর পদে আছে কি মাধুর্য্য মনোহারি ।
অন্য দূরে রহু আমি বুঝিতে না পারি * ॥ ৪৩

* আমার চরণযুগে কি আছে মাধুরী ।
আছুক অন্যের দায় মো বুঝিতে নারি ॥

এ লাগিয়া লোকবলে সুচঞ্চল মন ।
পুনঃপুনঃ করি নিজে রস আস্বাদন ॥ ৪৪
পার্শ্ব পরিবর্ত্ত সুখে করিলা শ্রীরাম ।
রাজা দান করে অন্ন বস্ত্র রত্ন গ্রাম ॥ ৪৫
অন্নপ্রাশনের কাল আসি উপস্থিত ।
দৈবজ্ঞ লইয়া ক্ষণ করিলা নিশ্চিত ॥ ৪৬
ব্রাহ্মণ কুটুম্বগণ কৈলা নিমন্ত্রণ ।
শুভক্ষণে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ আচরণ ॥ ৪৭
যজ্ঞের বিধান করি ভোজনবেলাতে ।
বহু বিপ্র ভুঞ্জাইলা ভোজনশালাতে ॥ ৪৮

কিবা সে ভোজনশালা, ভুবন কর‍্যাছে আলা,
সুবর্ণ আসন ভাল ভাল ।
কনকনির্ম্মিত ঝারী, ঘটী বাটী মনোহারী,
স্বর্ণমণিময় নানা থাল ॥ ৪৯
তাহে বিপ্র সারি সারি, বসিয়া আনন্দে ভরি,
ব্রাহ্মণেতে করে পরিবেশ ।
শীতল সুগন্ধ জল, অন্ন অতি সুকোমল,
ঘৃত শাক-অশেষ-বিশেষ ॥ ৫০
শুক্তা ঝাল নানামত, ভাজা কত শত শত,
কে করিবে তাহার গণন ।
মৃগমাংস রাশি রাশি, খাইছেন যত ঋষি,
দধি শিখরিণী সুশোভন ॥ ৫১
পুরী পীঠা নানা মত, বড়া বড়ী কত শত,
মণ্ডা মনোহরা বিলক্ষণ ।
বহুবিধ লাড়ু-খাজা, ঘন দুগ্ধ সরভাজা,
শেষে পরমান্ন বিতরণ ॥ ৫২
তিল থুইবার ঠাঁই, উদর-মাঝারে নাই,
তেমত খাইয়া বিপ্রগণ ।
তবে ঝাড়ু ধরি করে, স্থান পরিষ্কার করে,
রামদাস শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৫৩

সবাকার অনুমতি লয়্যা নরেশ্বর ।
পুত্রমুখে অন্ন দিতে চলিলা সত্বর ॥ ৫৪
কনকথালেতে অন্ন আনিল শোভন ।
সুবর্ণবাটীতে করি বহুল ব্যঞ্জন ॥ ৫৫
যথাবিধি মন্ত্র পড়ি অন্ন দেন মুখে ।
ভোজন করেন প্রভু হৃদয়ের সুখে ॥ ৫৬
মুখ প্রক্ষালন করি কর‍্যাল্যা শয়ন ।
দেখিয়া সুখিতচিত্ত যত রাণীগণ ॥ ৫৭

এইরূপে চারি পুত্রে অন্ন ভুঞ্জাইয়া।
কি সুখ রাজার চিত্তে না জানি চিন্তিয়া॥ ৫৮
এইরূপে কিছু কাল সুখেতে রহিলা।
জানু ঘসি সবে চলিবারে আরম্ভিলা॥ ৫৯
কিবা সে তনুর ঠাম. জগজন-অভিরাম,
দেখিলে যুড়ায় প্রাণ মন।
রাঙ্গা পদ করতল, মুখশশী ঝলমল,
শিরে পঞ্চঝুটী সুশোভন॥ ৬০
গোরোচনা-ফোঁটা ভালে,
নাসাতে মুকুতা দোলে,
কাজোরে উজোর তুনয়ন।
গলে বাঘনখ-মণি, কটিতে কিঙ্কিণীধ্বনি,
নূপুরে রঞ্জিত শ্রীচরণ॥ ৬১
জানু হস্ত পাতি ভূমে,
আঙ্গিনা-মাঝারে ভ্রমে,
জননী-নিকটে নাহি যায়।
রাণী যদি ধরিবারে, বেগেতে ধাবন করে,
হাসি হাসি দূরেতে পলায়॥ ৬২
রতন অঙ্গনে কভু, নিজচ্ছায়া দেখি প্রভু,
চমকিত নয়নযুগলে।
ধায়্যা আসি ত্বরা করি, জননীর কণ্ঠে ধরি,
লুকি হয় বসন-অঞ্চলে॥ ৬৩
স্থির হয়্যা কিছুকালে, বসি জননীর কোলে,
স্তন পান কৈলা আরম্ভণ।
এক স্তন করে ধরি, আর স্তন মুখে করি,
চরণ দোলান ঘনেঘন॥ ৬৪
কভু মুখ বিদরিয়া, প্রভু রহে স্থির হৈয়া,
রাণী দেয় মুখে তুগ্ধধার।
সুবর্ণ-কলস হৈতে, যেন চন্দ্র-শরীরেতে,
হয়্যাছিল সুধার সঞ্চার॥ ৬৫
সে সময়ে শ্রীমুখেতে, দেখে রাণী সুখী চিতে,
আধ আধ যুগল দশন।
শ্রীরঘুনন্দন বলে, বিকশিত শতদলে,
তুই খণ্ড মাণিক যেমন॥ ৬৬
কদাচিৎ নরপতি বসিয়া ভোজনে।
আস্থ বাপ বলিয়া ডাকেন ঘনেঘনে॥ ৬৭
না আস্তেন নিকটে হাসিয়া দূরে যান।
ধাইয়া ধরিতে গিয়া রাণী নাহি পান॥ ৬৮

আপন ইচ্ছায় প্রভু নিকটে আসিয়া।
কিছু ভোজ্য লয়্যা যান দূরে পলাইয়া॥ ৬৯
যাহার উচ্ছিষ্ট দেখ যাবৎ অমরে।
কাড়িয়া কুক্কুরমুখ হৈতে ভোগ করে॥ ৭০
হেন প্রভু রাজার উচ্ছিষ্ট খান সুখে।
তাঁর প্রেম-বল কি কহিব এক মুখে॥ ৭১
তবে মহানন্দে কিছু সময় রহিলা।
অঙ্গুলি ধরিয়া দাণ্ডাইতে আরম্ভিলা॥ ৭২
কভু তুই করে ধরি মাতৃ-তর্জ্জনীরে।
পদ পদ করি যান প্রভু ধীরে ধীরে॥ ৭৩
কিবা সে প্রভুর লীলা অতিচমৎকার।
বুঝিতে না পারে কেহ ভাবি অনিবার॥ ৭৪
যাহার প্রেরণবলে জীবগণ চলে।
যাহার আজ্ঞায় মেরু অদ্যাপি না টলে॥ ৭৫
হেন প্রভু জননী-অঙ্গুলি ধরি ধরি।
দাণ্ডায়েন এত লীলা বুঝিব কি করি॥ ৭৬
তুই চারি পদ যান ধরিয়া অঙ্গুলি।
শ্রমেতে বস্তেন পুন করিয়া ব্যাকুলি॥ ৭৭
কভু মণিভিত ধরি দাঁড়ায়্যা সাদরে।
নিজ প্রতিবিম্ব দেখি তাহার ভিতরে॥ ৭৮
অন্য জন মনে করি সুখিত অন্তরে।
ধরিবার তরে কর দেন তার পরে॥ ৭৯
ধরা নাহি গেলে চান জননীর প্রতি।
অঙ্গুলি লোলায়্যা দেখাএন লুব্ধমতি॥ ৮০
বুঝিতে না পারে কেহ তাঁহার আশয়।
অন্য বস্তু দিয়া তবে প্রবোধ করয়॥ ৮১
কভু রাণী পুত্রেরে করেন জিজ্ঞাসন।
কই তোর নাসা বাপু কই রে নয়ন॥ ৮২
শুনিয়া মাতার বাক্য প্রভু হাস্যাকুল।
সেই সেই স্থানে দেন তর্জ্জনী অঙ্গুল॥ ৮৩
দেখিয়া সবার মনে সুখের উল্লাস।
বদনকমলে দেখি হাস্যের প্রকাশ॥ ৮৪
কোনো নারী পুছে বাপ কহ রে কহ রে।
কে তোমার মাতা বাছা নাড়ু দিব করে॥ ৮৫
শুনি সেই বাক্য প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
মাতারে দেখান কিবা অঙ্গুলি চালিয়া॥ ৮৬
দেখি রাণী মগ্ন হয়্যা সুখের পাথারে।
পুত্র কোলে করি মুখ চুম্বে শতবারে॥ ৮৭

এই স্থানে এক কথা করিব বর্ণন।
অনুগ্রহ করি শুন সব ভক্তগণ ॥ ৮৮
শ্রীমান্ তুলসীদাস নিজরামায়ণ।
উত্তরকাণ্ডেতে ইহা করেন বর্ণন ॥ ৮৯
ভূষণ্ডী নামেতে কাক অজর অমর।
বহুকল্পজীবী রামচন্দ্র-ভক্তবর ॥ ৯০
সুমেরু-উত্তরে নীলপর্ব্বত-উপরি।
দিব্য সরোবরে সেহ থাকে বাস করি ॥ ৯১
রাম-অবতার কথা করিয়া শ্রবণ।
দেখিতে আইলা তিঁহ অযোধ্যাভবন ॥ ৯২
প্রভুর সুন্দর রূপ করি নিরীক্ষণ।
হইলা অত্যন্ত সুখ-সমুদ্র-মগন ॥ ৯৩
নানাখেলা দরশন করি সুখ পাই।
কিছুকাল বাস করি রহিলা তোথাই ॥ ৯৪
সর্ব্বদা থাকেন তিঁহ প্রভুসন্নিধান।
প্রভু তার সঙ্গে খেলা করেন বিধান ॥ ৯৫
প্রভুর উচ্ছিষ্ট দ্রব্য পড়য়ে প্রাঙ্গণে।
ভোজন করেন তাহা তিঁহ সুখিমনে ॥ ৯৬
এক দিন প্রভু নিজচ্ছায়া নিরখিয়া।
ক্রন্দন করিলা বহু সাধ্বস পাইয়া ॥ ৯৭
তাহা দেখি ভূষণ্ডী সংশয়যুক্ত-মন।
মনে মনে এইরূপ করয়ে চিন্তন ॥ ৯৮
একি দেখি অতি অসম্ভব আচরণ।
ঈশ্বরে কিমতে ঘটে সাধ্বস ক্রন্দন ॥ ৯৯
কোথা সর্ব্ববেত্তা সর্ব্বমায়ার নিধান।
কোথা এই নিজচ্ছায়া দেখি অজ্ঞান ॥ ১০০
রূপ গুণ দেখি হয় ঈশ্বরপ্রত্যয়।
মোহাদি দেখিয়া কিন্তু না ঘুচে সংশয় ॥ ১০১
এইমতে মুগ্ধ হয়্যা প্রভুর লীলায়।
ভূষণ্ডী আকুল হৈলা বিবিধশঙ্কায় ॥ ১০২
তাহা জানি ঐশ্বর্য্য দেখাব মনে করি।
তাহারে ধরিতে প্রভু যান চরি চরি ॥ ১০৩
ধরিবার উদ্যম দেখিয়া কাকবর।
ভীত হয়্যা পলায়ন কৈলা স্থানান্তর ॥ ১০৪
প্রভু তবে তাহারে ঐশ্বর্য্য দেখাইতে।
আরম্ভিলা আপনার বাহু পসারিতে ॥ ১০৫
তবে কাছে রামকর করি নিরীক্ষণ।
ভূষণ্ডী করিলা পলাইতে আরম্ভণ ॥ ১০৬

সেই কাক কামচারী শিবের বরেতে।
ভ্রমণ করয়ে মধ্য অধ উপরেতে ॥ ১০৭
সপ্তদ্বীপ সপ্তসিন্ধু ভ্রমণ করিয়া।
অধোভুবনেতে কাক প্রবেশিলা গিয়া ॥ ১০৮
সপ্তপাতালেতে ভ্রমি গেলা সুরালয়ে।
ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ঘুরিলা মহা ভয়ে ॥ ১০৯
কিন্তু যেই স্থানে কাক করয়ে গমন।
পশ্চাতে রামের কর করেন দর্শন ॥ ১১০
তবে শ্রম-তৃষ্ণা ভয়ে নিতান্তকাতর।
পুনর্ব্বার আল্যা তিঁহ অযোধ্যানগর ॥ ১১১
শ্রীরামনিকটে যেই করিলা গমন।
দেখিয়া হইলা প্রভু হসিতবদন ॥ ১১২
প্রভুর মায়ার বল বুঝিতে নারিয়া।
প্রবেশিলা কাক তাঁর উদরে যাইয়া ॥ ১১৩
দেখিলা অনেককোটি ব্রহ্মাণ্ড তাহাতে।
কিন্তু রামবাহু নাহি দেখয়ে পশ্চাতে ॥ ১১৪
তবে সেই কাক হয়্যা কিছু স্থিরমন।
এক ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে কৈলা প্রবেশন ॥ ১১৫
সেখানে দেখেন সব পূর্ব্ব-অনুসারে।
আপনারে রঘুবরে আর অযোধ্যারে ॥ ১১৬
কৌশল্যাদি আর যত পরিবারগণ।
দেখিয়া হইলা অতি সবিস্ময়মন ॥ ১১৭
সেখানে প্রভুর লীলা করি দরশন।
অন্য ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে করিলা গমন ॥ ১১৮
সেখানেও পূর্ব্বমত সকল দেখিলা।
এই মতে সব স্থানে ভ্রমিতে লাগিলা ॥ ১১৯
একৈক ব্রহ্মাণ্ডে শত বৎসর যাপন।
কোনো স্থানে কোনো লীলা করেন দর্শন ॥ ১২০
এইরূপে বহুকাল করিয়া ভ্রমণ।
আপন আশ্রমে কাক করিলা গমন ॥ ১২১
কিছুকাল পরে রাম-জন্ম কথা শুনি।
অযোধ্যাতে আগমন কৈলা কাকমুনি ॥ ১২২
সেখানেতে বাল্যলীলা করি দরশন।
হইলা অত্যন্ত সুখ-সমুদ্র-মগন ॥ ১২৩
এইরূপে ভূষণ্ডীরে মায়া-মুগ্ধ জানি।
পুন হাস্য কৈলা প্রভু মিলি মুখখানি ॥ ১২৪
তবে সেই পক্ষিবর আসিয়া বাহিরে।
পূর্ব্বমত ক্রীড়াবিষ্ট দেখিল স্বামীরে ॥ ১২৫

এমত ঐশ্বর্য্য দেখি বিস্ময় পাইয়া।
স্তব করিছেন কাক প্রণাম করিয়া॥ ১২৬
জয় জয় রঘুবংশনাথ কৃপাময়।
জয় জয় পরম ঈশ্বর মায়াশ্রয়॥ ১২৭
সকলের প্রভু তুমি সকলের সার।
তোমার বৈভব বুঝিবারে সাধ্য কার॥ ১২৮
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি বেদার্থে পণ্ডিত।
সেহো ব্রহ্মা তোমার ঐশ্বর্য্যে বিমোহিত॥ ১২৯
তাহে মুই কোন ছার মহামূর্খতম।
ক্রূরমতি দুষ্টশীল নীচ বিহঙ্গম॥ ১৩০
তোমার লীলাতে মোর ভ্রমে কি আশ্চর্য্য।
যাহাতে ভুলেন শম্ভু সর্ব্বসুরবর্য্য॥ ১৩১
কেশকোটিভাগ হৈতে তোমার অণুত্ব।
মহাকাশ হৈতে পুন দেখিয়ে বিভুত্ব॥ ১৩২
অতি দীর্ঘ অতি হ্রস্ব গুণী গুণাতীত।
ইত্যাদি বিরুদ্ধ নানাগুণেতে শোভিত॥ ১৩৩
জগতের সৃষ্টি-স্থিতি সংহারকারণ।
তথাপি না কর প্রভু তাহার স্পর্শন॥ ১৩৪
এমত অদ্ভুত তব মহিমা-সাগরে।
নাহি ভুলে হেন কেবা জগত ভিতরে॥ ১৩৫
দেখিলাম তোমাতে যে ব্রহ্মাণ্ডনিচয়।
তাহা কি বিচিত্র তুমি সর্ব্বাশ্চর্য্যময়॥ ১৩৬
তোমার অদ্ভুত মায়া-প্রভাবদর্শনে।
চিরকাল অবধি আছিলা সাধ মনে॥ ১৩৭
তুমি ভক্তমনোরথসিদ্ধি-কল্পশাখী।
মোর ইষ্ট সিদ্ধ কৈলে সর্ব্বচিত্ত-সাখী॥১৩৮
এত কহি পক্ষী প্রভু-পদেতে পড়িয়া।
পুনঃপুনঃ নতি করে প্রেমার্দ্র হইয়া॥ ১৩৯
কৃপাময় প্রভু তবে নিজ মায়া হরি।
কহিছেন কিছু তাঁর শিরে কর ধরি॥ ১৪০
উঠ উঠ পক্ষিবর ত্যাগ কর ভয়।
তুমি মহাভাগ্যবান্ সর্ব্বগুণাশ্রয়॥ ১৪১
মোর এই অচিন্ত্য বৈভব দরশনে।
কেহো যোগ্য নহে মোর করুণা বিহনে॥ ১৪২
তোমার ভক্তিতে বড় হইয়াছি বশ।
দিব তোহে কিছু বর তব যে মানস॥ ১৪৩
এত শুনি কাকবর বিচার করিয়া।
কহিছেন প্রভুপদে প্রণত হইয়া॥ ১৪৪
কি বর মাগিব প্রভু তোমার চরণে।
কৃতার্থ হয়াছি ও-চরণ দরশনে॥ ১৪৫
তোমারে কৈবল্যনাথ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
তোঁহে বর প্রার্থনা কদাচ যোগ্য-নয়॥ ১৪৬
যদি কহ মুক্তিপদ করহ স্বীকার।
তাহাতেও সুখী নহে হৃদয় আমার॥ ১৪৭
তব ভক্তিসুধা-সিন্ধু-মাঝে যে মগন।
চতুর্ব্বর্গে তৃণ করি মানে সেই জন॥ ১৪৮
অতএব যদ্যপি নিতান্ত বর দিবে।
তবে ও-চরণে ভক্তিমাত্র সমর্পিবে॥ ১৪৯
এত শুনি রঘুমণি কাকের বচন।
কহিছেন তাহারে অত্যন্ত তুষ্টমন॥ ১৫০
পক্ষিবর তুমিহ করিলে যে প্রার্থন।
তার দান সমুদ্রেতে সলিল বর্ষণ॥ ১৫১
এলাগি দিতেছি তোহে আমি নিজে বর।
আমার স্বরূপ তব হইবে গোচর॥ ১৫২
মোর গুণলীলা-তত্ত্ব জানিবে সকল।
তোমা প্রতি না করিবে কাল মায়াবল॥ ১৫৩
এইরূপে কাকে কৃপা করি ভগবান্।
করিতে চলিলা জননীর স্তন পান॥ ১৫৪
শ্রীরামচন্দ্রের যোগমায়ার শক্তিতে।
অন্য কোনো জন ইহা নারিল জানিতে॥ ১৫৫
আছুক অন্যের কথা অতি সুচতুর।
না জানিলা সহচারী লক্ষ্মণ ঠাকুর॥ ১৫৬
কভু রাণী সন্ধ্যাকালে আঙ্গিনা-ভিতরে।
লালন করেন পুত্রে সুখিত-অন্তরে॥ ১৫৭
হেনকালে উদয় পূর্ণিম-শশধর।
হইলা শ্রীরামচন্দ্র নয়নগোচর॥ ১৫৮
পরম সুন্দর শশী নিরখি নয়নে।
ধরিবারে মনোরথ করে কভু মনে॥ ১৫৯
ঘন ঘন বাম কর নাড়িয়া দেখায়।
না বুঝিলে দুই হস্তে করি মারে মায়॥ ১৬০
কি লবে কি লবে বলি রাণী জিজ্ঞাসয়ে।
রামের মনের কথা বুঝিতে নারয়ে॥ ১৬১
হুঁ হুঁ করি অঙ্গুলী দোলান ঘনেঘনে।
চাহিছেন চন্দ্রপানে সুস্থিরনয়নে॥ ১৬২
বুঝিয়া কৌশল্যা তবে নিজ পুত্রমন।
মৃদু মৃদু বাক্যে করি করেন সান্ত্বন॥ ১৬৩

বাপ হেন মনোরথ কভু না করিবে।
আকাশে চলয়ে চান্দ কি করি ধরিবে॥ ১৬৪
তিলক-যোজন পথে শশধর যায়।
বালকে কি তাঁহারে ধরিতে লাগি পায়॥ ১৬৫
খেলিবারে আনি দিব কত রত্নবর।
যার শোভা দেখি ম্লান হয় শশধর॥ ১৬৬
এত কহি নানারত্ন নিকটে আনিল।
কোপ করি শ্রীরাম সকল ছুঁড়ি দিল॥ ১৬৭
চন্দ্র না পাইয়া প্রভু হয়্যা দুখিমন।
আরম্ভিলা ছল করি করিতে রোদন॥ ১৬৮
অশ্রুজলে আকুল করিলা শ্রীবদন।
করে ঘসি ঘসি রাঙ্গা করিলা নয়ন॥ ১৬৯
নানা-যত্ন করে রাণী ব্যাকুল-অন্তরে।
বোধাইতে না পারিলা তবু রঘুবরে॥ ১৭০
শ্রীরাম-রোদন শুনি যত নারীগণ।
আসি উপনীত হল্যা ব্যাকুলজীবন॥ ১৭১
রাণী সবাকারে কহে একি অদভুত।
আকাশের চান্দ চাহে এ অবোধ পুত॥ ১৭২
কি করিব কোথা গেলে পাব শশধর।
কিরূপে প্রবোধ হ'বে অবোধ কোঙর॥ ১৭৩
সবে তারা নানামতে করেন উপায়।
কোনোমতে প্রবোধ না হইল তাহায়॥ ১৭৪
এক নারী কহে রাণী শুন হে বচন।
শশধর লাগি নহে ইহার রোদন॥ ১৭৫
বুঝি ষষ্ঠীদেবী কিছু করিছেন খেলা।
তাঁহার মানহ খই দই এই বেলা॥ ১৭৬
কেহ কহে ডাকিনী দেখ্যাছে এ সন্তানে।
জলপড়া আনি দাও কবিরাজ স্থানে॥ ১৭৭
রঘু কহে যার নামে ভূত মরে ডরে।
সে রামে ডাকিনী-ভয় একি মনে ধরে॥ ১৭৮
বুঝিলাম তোমান্দের ভয়ের কারণ।
অপরূপমহিমা আছয়ে প্রেমধন॥ ১৭৯
তবে কত মত সিদ্ধ ঔষধ আনিল।
তথাপি রোদন নাহি নিবৃত্ত হইল॥ ১৮০
কেহ কহে আমার মনেতে এই হয়।
রামের হয়্যাছে বুঝি ক্ষুধা অতিশয়॥ ১৮১
স্তন দাও রাণী তুমি উহার বদনে।
স্থির হ'বে ক্ষুধা দূরে গেলে এইক্ষণে॥ ১৮২

যত্ন করি রাণী পুত্র-মুখে দেন স্তন।
নির্দ্দয় হইয়া প্রভু করিলা দংশন॥ ১৮৩
দুগ্ধ নাহি খাইলা না তেজিলা রোদন।
আর একজন নারী কহে ততক্ষণ॥ ১৮৪
মোর মনে হয় এই শুন সর্ব্বজন।
রামেরে কর্য়াছে বুঝি নিদ্রা আকর্ষণ॥ ১৮৫
এ লাগি না দুগ্ধ খায় করয়ে রোদন।
পাড়াও ক্ষণেক নিদ্রা করিয়া যতন॥ ১৮৬
তবে রাণী কোলে করি রামেরে দোলায়।
কর্ণেতে অঙ্গুলি ঘসে নানা শ্লোক গায়॥ ১৮৭
উলু উলু আয় আয়, রামধন ঘুম যায়,
জননীর কোলেতে দোলয়ে।
দেখ দেখ সব জন, রাম মোর বাপধন,
কখনো কান্দিতে না জানয়ে॥ ১৮৮
দেখ উহাদের বালা, কান্দি কর্ণ কৈল কালা,
রাম মোর বাপের ঠাকুর।
কালি দিন হল্যে পরে, আনাইয়া কর্ম্মকারে,
পায়ে দিব রতন-নূপুর॥ ১৮৯
শশী সবাকার হিত, রামে মোরে দাও চিত,
তোহে দিব বস্ত্র অলঙ্কার।
নিদ্রাদেবী শীঘ্র আস্য, রামের নয়নে বস্য,
কৃপা কর মোরে একবার॥ ১৯০
না কান্দ না কান্দ বাপ, মোরে নাহি দাও তাপ
হাউ আসিয়াছে ওপাড়ায়।
যে বালক কান্দে তায়, সেহ ধরি লয়্যা যায়,
না ফেল রে দুরন্ত ব্যথায়॥ ১৯১
দেখি তোর ম্লানমুখে, বুক বিদরয়ে দুখে,
বালাই লইয়া মরি তোর।
যদি কান্দ আরবার, দিব্য দিয়ে শতবার,
মাথা খাও বাপ তুমি মোর॥ ১৯২
অনেক দুখের পরে, তোমারে পায়্যাছি কোরে,
বাপ মোরে কেন দাও ব্যথা।
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, চন্দ্র লাগিয়াছে মনে,
প্রভু নাহি শুনে মাতৃকথা॥ ১৯৩
রামের রোদনে রাণী বিকল অন্তরে।
কান্দিছেন যা শুনিয়া পাষাণ বিদরে॥ ১৯৪
কেন কান্দ কেন কান্দ মোর বাপধন।
তোমার রোদনে আর না রহে জীবন॥ ১৯৫

নিদ্রা নাহি যাও বাপু নাহি খাও স্তন।
জননী মরিলে কি রে সুখী হবে মন ॥ ১৯৬
বুঝিলাম বিধি মোরে হইয়াছে বাম।
নতুবা কান্দিবে কেন বাপধন রাম ॥ ১৯৭
কৌশল্যা-ক্রন্দনে কেহো স্থির হৈতে নারে।
সভাকার নেত্রে বহে অশ্রু শতধারে ॥ ১৯৮
দাসী ধাই যায় রাজসভার ভিতরে।
অস্তব্যস্তে মহারাজে নিবেদন করে ॥ ১৯৯
মহারাজ বুঝিতে না পারিয়ে কারণ।
আচম্বিতে রাম আজি করয়ে রোদন ॥ ২০০
নানামত যত্ন সভে মিলিয়া করিলা।
তথাপি না কোনোমতে রোদন তেজিলা ॥ ২০১
শুনি রাজা দাসীর বচন আচম্বিত।
বজ্রপাত পায়্যা যেন হইলা মূর্চ্ছিত ॥ ২০২
মন্ত্রিগণ যত্ন করি করাল্য চেতন।
উঠি রাজা অন্তঃপুরে করয়ে গমন ॥ ২০৩
পথ পানে নাহি চায় ব্যাকুল জীবন।
নিশ্বাস বহয়ে উষ্ণ দীর্ঘ ঘনে ঘন ॥ ২০৪
মন্ত্রিগণ সকল চলিল বেগবান্।
সভে উপনীত হৈলা শ্রীরাম যেখান ॥ ২০৫
দেখি রাজা পুত্রের লোচনে অশ্রুজল।
ফুকরি ফুকরি কান্দে নিতান্ত বিকল ॥ ২০৬
ভাল মন্দ কিছু স্থির না করিতে পারে।
সজল নয়নে পুত্র-বয়ন নেহারে ॥ ২০৭
সুমন্ত্র কহেন রাজা শুনহ বচন।
উপায় করিয়ে দেখ স্থির কর মন ॥ ২০৮
সব বার্ত্তা শুনি তবে সুমন্ত্র পণ্ডিত।
রামচন্দ্রে কোলে নিল বুঝি তাঁর চিত ॥ ২০৯
কি কারণে কান্দ প্রভু কিবা দিতে নারি।
আকাশের চন্দ্র ধরি আনি দিতে পারি ॥ ২১০
সাদরে শুনিয়া প্রভু সুমন্ত্রবচন।
চন্দ্র পানে অঙ্গুলি দোলান ঘনেঘন ॥ ২১১
বুঝি তবে সুমন্ত্র রামের অভিলাষ।
কহিছে ধরিব চান্দ ভূমে পাতি ফাঁস ॥ ২১২
নাহি কান্দ তুমি স্থির হও একক্ষণ।
এত কহি আনাইল বিমল দর্পণ ॥ ২১৩
চন্দ্রের সাক্ষাতে দিল ভূমিতে পাতিয়া।
রামচন্দ্রে দিল তার কাছে বসাইয়া ॥ ২১৪
দেখি প্রভু চন্দ্রবিম্ব দর্পণ-ভিতর।
রোদন দূরেতে গেল সুখিত অন্তর ॥ ২১৫
তার মাঝে পুনশ্চ দেখিয়া নিজ মুখ।
আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন দূরে গেল দুখ ॥ ২১৬
এক চান্দ চাহিতে আইল দুই চান্দ।
এত অদভুত কথা অদভুত কান্দ ॥ ২১৭
দুই চান্দ ধরিব করিয়া প্রভু মনে।
এককালে দুই হস্ত দিলেন দর্পণে ॥ ২১৮
বক্র করি অঙ্গুলি তাহারে ধরিবারে।
পুনঃপুন কর দেন দর্পণমাঝারে ॥ ২১৯
ধরা নাহি গেলে পুন দর্পণপশ্চাতে।
প্রদান করেন কিবা সে যুগল হাতে ॥ ২২০
এইরূপ পুনঃপুন করি নানা লীলা।
প্রমোদ-পাথারে সব জনে ভাসাইলা ॥ ২২১
পুনঃপুন কর দিয়া না পারি ধরিতে।
চাপড় মারিলা কোপে তার উপরিতে ॥ ২২২
মিলিল অঙ্গুলি হল্য নখের উদয়।
বুঝি চন্দ্র নিকট হইল প্যায়া ভয় ॥ ২২৩
নিজ হস্তে দেখি তবে চন্দ্রের প্রকাশ।
প্রভুর মনেতে কত আনন্দ-উল্লাস ॥ ২২৪
এক কালে পায়্যা তবে বহু শশধর।
স্থির হয়্যা নিরখেন প্রভু রঘুবর ॥ ২২৫
দুই করে দেখি দশ নখ শশধর।
কি ধরিব করি প্রভু হইলা কাঁফর ॥ ২২৬
হস্ত তুলি নয়ন নিকটেতে আনিলা।
স্থির নখচন্দ্র দেখি নিশ্চিন্ত হইলা ॥ ২২৭
দুগ্ধ খাই সুখে নিদ্রা করিলা সেবন।
রাজা সুখিচিত্তে দেয় ব্রাহ্মণেরে ধন ॥ ২২৮
এই মতে কত লীলা করেন শ্রীরাম।
কি কহিতে পারি আমি অজ্ঞ অগুণাম ॥ ২২৯
কিছুকাল এইরূপ লীলায় চলিলা।
আধ আধ বাক্য তবে বলিতে লাগিলা ॥ ২৩০
মা বলি বা বলি ডাকে মাতারে বাপারে।
শুনি তাঁরা মগ্ন হন প্রেমার পাথারে ॥ ২৩১
কেহ জিজ্ঞাসয়ে বল তোমার কি নাম।
ম বলিতে প্রভু বোলেন শ্রীরাম ॥ ২৩২
এইরূপ আধ আধ বাক্য-সুধারস।
পান করি সুখি হল্য জগতমানস ॥ ২৩৩

পরম সুখেতে কিছু সময় বহিলা।
নিরবলম্বনে দাণ্ডাইতে আরম্ভিলা ॥ ২৩৪
পাঁচ সাত পদ ধান দারুণ ত্বরাতে।
থর থর করি পুন পড়েন ধরাতে ॥ ২৩৫
ধন্য ধন্য ধরণীর ভাগ্যের বিথার।
যোগি-ধ্যেয় পাদপদ্ম উপরি যাহার ॥ ২৩৬
চলিবার কালে নিজ কিঙ্কিণীর ধ্বনি।
শুনিয়া শুনিয়া প্রভু সুখিত আপনি ॥ ২৩৭
কভু মাতৃগণ সব একত্র মিলিয়া।
নাচায়েন চারি ভাই করতালি দিয়া ॥ ২৩৮
নাচেন তাঁহারা তবে ধেই ধেই বলি।
নিরখিয়া নারীগণ অতি কুতূহলী ॥ ২৩৯
পিতৃ-আজ্ঞা পায়্যা কভু শিরেতে করিয়া।
পিতার পাদুকা দেন নিকটে আনিয়া ॥ ২৪০
পিতার অঙ্গুলি ধরি কভু রঘুবর।
পরম অনন্দে যান সভার ভিতর ॥ ২৪১
রত্নসিংহাসনে রাজ-কোলে রঘুবর।
সুমেরুতে চন্দ্রকোলে যেন জলধর ॥ ২৪২
সে কালে দেখিয়া তারে সবে সুখিমন।
ঋষি বিপ্র মন্ত্রিগণ আর প্রজাগণ ॥ ২৪৩
যে বস্তু চাহেন যবে কুতুকী হইয়া।
একেরে কহিতে আনে শতেকে ধাইয়া ॥ ২৪৪
ক্ষণমাত্র বাহিরে আইলে রঘুবর।
ঘর-বারি করে রাণী ব্যাকুল অন্তর ॥ ২৪৫
এতক্ষণ হয় যেন এক বর্ষ প্রায়।
স্থির হত্যে নারে রাণী পথ পানে চায় ॥ ২৪৬
পুনশ্চ বিলম্ব হৈলে না পারে সহিতে।
দাসী পাঠাইয়া পুত্রে আনায় ত্বরিতে ॥ ২৪৭
এইরূপ বহুবিধ বালক-বিহার।
শুনিয়া পাইয়ে সুখ-সুধাসিন্ধু-সার ॥ ২৪৮
তৃতীয় বৎসর কালে যথাশাস্ত্রপথ।
চূড়াকর্ম্ম করিলেন রাজা দশরথ ॥ ২৪৯
দ্বিজাতি-দরিদ্রে দান দিলা কত তায়।
এইরূপে মহানন্দ বাঢ়ে অযোধ্যায় ॥ ২৫০
ক্রমেতে বাঢ়য়ে যত নবীন বয়স।
নিতি নিতি নূতন নূতন লীলারস ॥ ২৫১
কিবা চারি ভ্রাতার পিরীতি পরস্পর।
রহিতে না পারেন ক্ষণেক আগোচর ॥ ২৫২
বিশেষ লক্ষ্মণ রাম অন্যোন্য-বিহনে।
কোটিযুগ-সমান মানেন একক্ষণে ॥ ২৫৩
এইরূপ শ্রীশত্রুঘ্ন-ভরত-পিরীতি।
নানারঙ্গ-রসেতে খেলেন তাঁরা নিতি ॥ ২৫৪
সমান বয়স সখা মিলে শত শত।
তাহাদের সঙ্গে কেলি করেন সতত ॥ ২৫৫
বিজয় পিঙ্গল দন্তবক্র সুমাধব।
কশ্যপ শ্রীভদ্র আদি গণিবে কে সব ॥ ২৫৬
তাহাদের সঙ্গে রঙ্গে অঙ্গন-মাঝার।
কভু ধূলি লইয়া করেন ঘর দ্বার ॥ ২৫৭
তার মাঝে করি দেবমূর্ত্তির ঘটন।
দেবদেব প্রভু নিজে করেন পূজন ॥ ২৫৮
নানামত পুষ্প দিয়া তাহার উপরি।
ধূলীর নৈবেদ্য দেন সম্মুখেতে ধরি ॥ ২৫৯
না খাইলে সে নৈবেদ্য ক্রোধেতে পূরিয়া।
মুখের মাঝারে দেন সন্ধান করিয়া ॥ ২৬০
তাহাতেও প্রবেশ না হইলে অন্তরে।
ভাঙ্গি চূর্ণ করি ফেলি দেন কোপভরে ॥ ২৬১
এইরূপ দেখিয়া বিবিধ লীলারস।
জননীসমূহ সদা আনন্দে অবশ ॥ ২৬২
কভু রামচন্দ্র মণিস্তম্ভের মাঝারে।
নিজ প্রতিবিম্ব দেখি ডাকেন মাতারে ॥ ২৬৩
মাগো মাগো এথা আসি কর নিরীক্ষণ।
কোথা হত্যে আল্য রাম আর একজন ॥ ২৬৪
যত্ন করি ইহারে রাখহে নিকেতনে।
খেলিতে ইহার সঙ্গে ইচ্ছা হয় মনে ॥ ২৬৫
এত শুনি শ্রীকৌশল্যা রাণী হাসি হাসি।
দাঁড়াইলা শ্রীরামের পৃষ্ঠদেশে আসি ॥ ২৬৬
তাঁর প্রতিবিম্ব পুন স্তম্ভেতে দেখিয়া।
প্রভুবর কহিছেন শঙ্কিত হইয়া ॥ ২৬৭
মাতা কেন গেলে তুমি নিকটে উহার।
এই রাম আমি হই তনয় তোমার ॥ ২৬৮
মোর সম বলি কোলে ল'বে কি উহায়।
না রহিতে দিব তবে উহারে এথায় ॥ ২৬৯
এত কহি কোপ করি হস্ত উঠাইয়া।
দুই তিন পদ প্রভু যাএন চলিয়া ॥ ২৭০
তেনই হস্তের ভঙ্গী দেখিয়া ছায়াতে।
কিবা লীলা পলায়ন করেন শঙ্কাতে ॥ ২৭১

তাহা দেখি রাণী ভাসি আনন্দহিল্লোলে।
বাপ কেন কেন বলি পুত্রে নিলা কোলে॥ ২৭২
এই সুখে কিছু কাল পয়াণ করিলা।
পঞ্চম বৎসর আসি দরশন দিলা॥ ২৭৩
বশিষ্ঠাদি বিপ্রে লয়্যা বসুমতীপতি।
বিদ্যারম্ভ-দিবস করিল শুদ্ধমতি॥ ২৭৪
ব্রত হয়্যা বসিয়া বশিষ্ঠ বিপ্রমণি।
বিবিধ বিধানে দেবে পূজিলা আপনি॥ ২৭৫
যোড়শোপচারে সেবি সারদা সুন্দরী।
পুষ্পাঞ্জলি দেয়াইলা প্রভুপাণি ধরি॥ ২৭৬
অকারাদি বর্ণ বোলাইলা রামে পড়ি।
লেখাইলা তিন বার ধরাইয়া খড়ী॥ ২৭৭
এইরূপ আর তিন জনে আরম্ভিলা।
দশরথ দক্ষিণাতে দ্বিজেরে তুষিলা॥ ২৭৮
তবে সবে সখা সঙ্গে সঙ্গতি করিয়া।
অধ্যাপক-পাশে পাঠ করেন যাইয়া॥ ২৭৯
বেদবর্গ-বিধাতা সে বিদ্যার লাগিয়া।
অধ্যাপকপদে পড়ে প্রণত হইয়া॥ ২৮০
বুঝিনু বিবিধমতে করিয়া বিচার।
লোকশিক্ষা লাগি লীলা এই ত প্রকার॥ ২৮১
অল্পকালে অক্ষর শিখিলা চারি ভাই।
অপর বালক লেখে তাঁহাদের ঠাঁই॥ ২৮২
যদি কেহ নাহি আস্থে লিখিবার ডরে।
ধরিয়া আনেন সবে তারে গিয়া ঘরে॥ ২৮৩
স্বতন্ত্র ঈশ্বর সেই কৌশল্যা-তনয়।
তথাপি গুরুর বাক্যে হেলা না করয়॥ ২৮৪
কিছুকালে কৈলা ব্যাকরণ আরম্ভণ।
সংস্কৃতাদি অষ্টাদশ ভাষাবিবরণ॥ ২৮৫
বাদ্য নৃত্য চিত্রকর্ম্ম আদি যত।
ষষ্টি কলা শাস্ত্র পড়েন সতত॥ ২৮৬
রূপ প্রতিদিন অধ্যাপকপাশে।
াগত করি পাঠ করেন উল্লাসে॥ ২৮৭
যাবার ক্ষণে, সাজায়েন রাণীগণে,
মোছাইয়া শ্রীঅঙ্গ বসনে।
যে বসন সাজে যারে, তাহাই পরাণ তারে,
অঙ্গে দেন নানা আভরণে॥ ২৮৮
আছে শত শত, তথাপি কৌতুকযুত,
নিজে নেন পড়িবার সাজ।
পুথি রামকক্ষান্তরে, দোয়াত দক্ষিণ করে,
চারি ভাই কিবা সে বিরাজ॥ ২৮৯
সব সখা সঙ্গে মেলি, পদব্রজে যান চলি,
নানা রঙ্গে বাহু দোলাইয়া।
পথে যাইবার কালে, পরস্পরে সবে মিলে,
শাস্ত্রকথা যান বিচারিয়া॥ ২৯০
সেই শোভা নিরখিয়া, অতি উলসিত-হিয়া,
সবে ভাসে সুখ-পয়োধিতে।
শ্রীরঘুনন্দন গায়, কি জনম হল্য হায়,
সে শোভা না পাইনু দেখিতে॥ ২৯১
কোনো কোনো দিনে কোলে করিয়া নৃপতি।
পাঠপরিচয় নেন প্রীতিযুক্ত-মতি॥ ২৯২
জিজ্ঞাসিবা মাত্র তার করেন উত্তর।
শুনিয়া সভার সব বিস্মিত অন্তর॥ ২৯৩
বালকে দেখিয়া হেন বিদ্যার উদয়।
নৃপের আনন্দ পরিমাণ নাহি হয়॥ ২৯৪
কভু রাত্রিকালে জননীর কোলে বসি।
কহিছেন প্রভু তাঁরে নিরখিয়া শশী॥ ২৯৫
মাগো মাগো দেখ ওই কিবা রাজহাঁস।
আমারে ধরিয়া দাও পায়ে দিয়ে ফাঁস॥ ২৯৬
উহারে লইয়া সখা-সঙ্গেতে খেলিব।
না পাইলে আজি আমি কিছু না খাইব॥ ২৯৭
এত শুনি শ্রীকৌশল্যা পূর্ব্বের ভীতিতে।
চন্দ্র বলি পরিচয় না পারিল দিতে॥ ২৯৮
কহে রাণী ওত বাপ রাজহংস নয়।
নবনীত-পিণ্ড বলি সবলোকে কয়॥ ২৯৯
শ্রীরাম কহেন যদি হয় নবনীত।
উহাতে কিরূপে কালী হল্য উপস্থিত॥ ৩০০
রাণী কহে কালী নহে এহত গরল।
প্রভু কহে কিমতে লাগিল তাহা বল॥ ৩০১
কৌশল্যা কহেন জান ক্ষীরোদসাগর।
সেই সিন্ধু মথিছিল অসুর অমর॥ ৩০২
তাহাতে উঠিল বাপু গরল প্রথমে।
তার পরে নানারত্ন উঠে ক্রমে ক্রমে॥ ৩০৩
তবেত উঠিল বাপ অই নবনীত।
লাগিয়াছে উহায় সে গরল কিঞ্চিত॥ ৩০৪
এত শুনি শ্রীরাম কহেন কৌশল্যায়।
মাগো আজি মোরে কেন নিদ্রা নাহি পায়॥ ৩০৫

বহু কহ মাতা তুমি এক ইতিহাস।
শুনিতে শুনিতে হ'বে নিদ্রা-পরকাশ ॥ ৩০৬
রাণী কহে শুন বাপ স্থির করি মন।
মরীচি নামেতে আছে ব্রহ্মার নন্দন ॥ ৩০৭
তাঁর পুত্র কশ্যপ নামেতে প্রজাপতি।
তাঁর পুত্র হিরণ্যকশিপু দুষ্ট অতি ॥ ৩০৮
তার পুত্র প্রহ্লাদ হইল সুবিদ্বান।
সদাচার স্থির ধীর বিষ্ণুভক্তিমান্ ॥ ৩০৯
কদাচিত কোলে করি জনক তাহার।
কহে কি প'ড়িলে কহ আগেতে আমার ॥ ৩১০
প্রহ্লাদে কহেন পিতা এইতো নির্দ্ধার।
বিষ্ণুপাদপদ্মসেবা সর্ব্বশাস্ত্র-সার ॥ ৩১১
শুনি মাত্র ক্রোধেতে ঘূর্ণিত দু'নয়ন।
কোলে হৈতে আছাড়িয়া ফেলিল নন্দন ॥ ৩১২
এতেক শুনিয়া প্রভু ভক্ত-অপমান।
দন্ত কড়মড় করে ঘুরে দুনয়ান ॥ ৩১৩
মোর ভক্তে দুঃখ দেয় কেবা রাখে তারে।
খড়্গা দাও খড়্গা দাও বলে বারে বারে ॥ ৩১৪
শুনি রাণী বলে বাণী হইয়া বিস্মিত।
কি কর কি কর বাপ এ কি আচম্বিত ॥ ৩১৫
মাএর বচন শুনি পাইয়া স্মরণ।
কহেন না ভাবো মাগো দেখিনু স্বপন ॥ ৩১৬
পুত্র কোলে করি রাণী করিলা শয়ন।
চরণ সেবন করে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩১৭
আর যত বাল্যলীলা তার সীমা নাই।
কত্যে পারি য'দ আয়ু বর্ষকোটি পাই ॥ ৩১৮
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩১৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে আদিকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে বাল্যলীলাবর্ণনং নাম
তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের পৌগণ্ডাদিলীলা।

শ্রীমদ্গুহং রুচিরচম্পকশাখিবর্য্যং,
সংশোভয়ন্তমতুলং নিজসখ্যপুষ্পৈঃ।
সীতাপলাশলতিকামপি রাগপুষ্পৈঃ,
শ্রীরামপুষ্পসময়ং হৃদি চিন্তয়ামি ॥ ১

এই ত হইল বাল্যলীলার উদ্দেশ।
অনন্তর হইল পৌগণ্ড-পরবেশ ॥ ২
প্রভুর পৌগণ্ড-লীলা পিরীতি করিয়া।
কর্ণে কর তাঁরে পাবে কলুষ কাটিয়া ॥ ৩
কিবা সে পৌগণ্ডরুচি, দেখি নেত্র হয় শুচি,
কিঞ্চিত সূক্ষ্মতা উদরেতে।
সুবলিত পার্শ্বদ্বয়, বক্ষে বিশালতা হয়,
সমুন্নতি কিঞ্চিৎ স্কন্ধেতে ॥ ৪
নাসা উচ্চ সুচিক্কণ, গণ্ড যেন দরপণ,
কম্বু মত কণ্ঠে তিন রেখা।
নিন্দিয়া রঙ্গণ ফুল, ওষ্ঠাধর সু-রাতুল,
চন্দ্রে যেন বিম্ব দিল দেখা ॥ ৫
পীত পট্টবস্ত্র সাজে, শিরেতে পাগড়ী রাজে,
কুঙ্কুমতিলক কপালেতে।
কভু দক্ষকরতলে, ধরি দিব্য শতদলে,
ভ্রমণ করান কৌতুকেতে ॥ ৬
কভু রাঙ্গা পাগ শিরে, পীতজামা কলেবরে,
জঠরেতে জরীর বন্ধন।
এইরূপ নানা বেশ, দেখিয়া মজিল দেশ,
নিরর্থক রথুর নয়ন ॥ ৭
বহুত বালকবৃন্দে হইয়া বেষ্টিত।
পণ্ডিতের পাশেতে পুস্তক পড়ে নিত ॥ ৮
অবসরক্রমে সখাসমূহ সহিত।
নবীন নবীন কেলি করেন উচিত ॥ ৯
দুই দল হয়্যা কভু লুকালুকি খেলি।
মল্লদের মতে কভু বাহুযুদ্ধ কেলি ॥ ১০
খেলিতে কয়েন সত্য যে জন হারিবে।
জয়ীকে শতেক হস্ত সে জন বহিবে ॥ ১১

বদি হারিলেন প্রভু সেইত খেলায়।
রাজপুত্র বলি কেহো নাহি মানে তাঁয়॥ ১২
শিরে হস্ত দিয়া চড়ে স্কন্ধের উপরি।
তাহাদের ভাবের বালাই লয়্যা মরি॥ ১৩
কভু সবে শ্রীরামে করিয়া নরপতি।
কেহ মন্ত্রী হয় কেহ কেহ প্রজাপতি॥ ১৪
কেহ ছত্র ধরে কেহ ঢুলায় চামরে।
কেহ কেহ বন্দিমতে স্তুতি পাঠ করে॥ ১৫
কেহ কেহ বিবাদ করিয়া পরস্পর।
নৃপতির আগে আসি করয়ে গোচর॥ ১৬
শুনি তাহাদের বাক্য করি বিচারণ।
উপযুক্ত দণ্ড তাহে করেন রচন॥ ১৭
এইরূপ সখাসঙ্গে যত লীলা সব।
কোটিযুগে কে কহিবে তার এক লব॥ ১৮
কভু পাঠ কভু মনোহর নানা খেলা।
এইত আনন্দ-ভরে কিছু কাল গেলা॥ ১৯
আসি উপনীত উপনয়নসময়।
দৈবজ্ঞ লইয়া দিন হইল নিশ্চয়॥ ২০
দেশ-দেশান্তরে যত ছিল রাজগণ।
সবে রাজা আনাইলা করি নিমন্ত্রণ॥ ২১
ঋষি বিপ্র আল্যা যত গণা নাহি যায়।
অযোধ্যাতে কেহ পথ দেখিতে না পায়॥ ২২
বাদক গায়ক যত আসি দিল দেখা।
এক মুখে তাহাদের কে করিবে লেখা॥ ২৩
লাখে লাখে বাজিতে লাগিল কত ঢোল।
কোটি কোটি কাড়ারবে বিশ্ব হল্য গোল॥ ২৪
কাঁশী বাঁশী রাশি রাশি বাজে মিষ্টস্বরে।
শানী শুনি মুনির মনের ধৈর্য্য হরে॥ ২৫
কত শত স্থানে রাজে নানা নহবত।
নর্ত্তক নর্ত্তকী নৃত্য করে নানামত॥ ২৬
। জিনিয়া কত গায়ক আইল।
াহাদের গান শুনি সকলে ভুলিল॥ ২৭
দপথে চন্দন জলেতে ছড়া দিল।
। লক্ষ শ্বেত রক্ত পতাকা তুলিল॥ ২৮
গরের নর নারী আনন্দ-উল্লাসে।
: গতাগতি করে রাজবাসে॥ ২৯
। শুভক্ষণেতে করিয়া নান্দীমুখ।
। আরম্ভিলা রাজা মহাসুখ॥ ৩০

মনোহর ক্ষুরে মুণ্ড মুড়াল্য নাপিত।
তারে দিল বসন ভূষণ যে উচিত॥ ৩১
তবে স্নান করাইয়া প্রভু রঘুবরে।
অরুণিত পট্টবস্ত্র পরাল্য সাদরে॥ ৩২
নানা অলঙ্কার পরাইয়া সব গায়।
হবনাদি কর্ম্ম কৈল যথাবিধি তায়॥ ৩৩
তার পরে মুঞ্জার মেখলা পরাইলা।
কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম-যজ্ঞসূত্র দিলা॥ ৩৪
বিধিমতে শ্রীবশিষ্ঠ নিকটে লইয়া।
গায়ত্রী প্রদান কৈলা সুস্থির হইয়া॥ ৩৫
দেখ দেখ বশিষ্ঠের ভাগ্য কি অপার।
জগতের গুরু শিষ্য হইলা যাহার॥ ৩৬
তবে দণ্ড গ্রহণ করিয়া রঘুমণি।
ভিক্ষা লইবার লাগি দাঁড়াল্যা আপনি॥ ৩৭
দেখ রে দেখ রে রাম, নবজলধর-শ্যাম,
কিবা শির কুন্তল-রহিত।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্র সাজে ভালে, কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র দোলে,
করপদ্ম দণ্ডেতে মণ্ডিত॥ ৩৮
মনোহর মধ্য তায়, অরুণবসন তায়,
কিবা পরিপাটী সে শোভার।
যেন নীল-গিরিরাজে, হিঙ্গুলের তট সাজে,
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া তাহার॥ ৩৯
আর দেখ মধ্যদেশে, মুঞ্জার মেখলা ভাসে,
কিবা তার শোভা অতিশয়।
সুন্দরেতে যেবা দিবে, সেইত সুন্দর হ'বে,
যেন চন্দ্রে শশকউদয়॥ ৪০
স্কন্ধেতে করিয়া ঝুলি, ভিক্ষা দাও মাগো বলি,
উপনীত নিকটে মাতার।
শ্রীরঘুনন্দন ধায়্যা, ভিক্ষার সামগ্রী লয়্যা,
যোগাইলা নিকটে তাঁহার॥ ৪১
শ্রীকৌশল্যা রাণী অতি আনন্দিতচিতে।
ভিক্ষা সমর্পিলা রত্নরাশির সহিতে॥ ৪২
তবে মাতৃবন্ধু যত পরেতে রাজন্।
অনন্তর ভিক্ষা দিলা মন্ত্রিপ্রজাগণ॥ ৪৩
ভিক্ষাতে পাইলা যত রতন কাঞ্চন।
বশিষ্ঠচরণে রাম কৈলা সমর্পণ॥ ৪৪
এইতপ্রকারে রাজা আর তিন পুত্রে।
প্রদান করিল বিধিমতে যজ্ঞসূত্রে॥ ৪৫

ব্রাহ্মণেতে দিলা নরপতি নানা ধন।
বসন ভূষণ গ্রাম সুরভি রতন ॥ ৪৬
নানারস অন্ন ভুঞ্জাইলা বিপ্রগণে।
গায়ক বাদকেরে তুষিলা নানা ধনে ॥ ৪৭
এইরূপে চারিপুত্র-সংস্কার করিয়া।
প্রমোদপাথারে রাজা বেড়ায় ভাসিয়া ॥ ৪৮
তবে চারি ভাই তারা গুরুকে তুষিয়া।
বেদপাঠ আরম্ভিলা সাচার হইয়া ॥ ৪৯
যাবত বেদাঙ্গ আগে পড়িলেন সবে।
ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ তবে ॥ ৫০
অথর্ব্ব সে আয়ুর্ব্বেদ পুরাণ বিস্তর।
ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র তন্ত্র বহুতর ॥ ৫১
সকল শাস্ত্রের নাম আমি কিবা জানি।
একমাত্র শুনি কিন্তু পুরাণের বাণী ॥ ৫২
তাঁহারা যে শাস্ত্র নাহি দেখিলা শুনিলা।
হেন শাস্ত্র জগতমাঝারে নাহি ছিলা ॥ ৫৩
এহো কি বিচিত্র হয় সর্ব্বেশ্বরবরে।
যাঁর কৃপালেশে মূর্খ জিনে বাগীশ্বরে ॥ ৫৪
অল্পকালে হল্য বেদ-পাঠ-সমাপন।
গুরুরে তুষিলা তাঁরা দিয়া নানাধন ॥ ৫৫
দেখি চারিপুত্রে বেদবিদ্যার প্রকাশে।
নিরবধি রাজা সুখ-সিন্ধুমাঝে ভাসে ॥ ৫৬
কৈশোর বয়স তবে উদয় করিলা।
যা দেখি জগতনেত্র সফল হইলা ॥ ৫৭
সুমধুর সে কৈশোর, শোভার নাহিক ওর,
দেখি নেত্র সুধাসিক্ত হয়।
মরকত-দর্পণ, জিনি তনু সুচিক্কণ,
ঝলমল করে অতিশয় ॥ ৫৮
জিনি কোকনদশোভা, নয়নে অরুণ-আভা,
কেশ যেন চমরী-চামর।
ঘন নাচে যোড়া ভুরু, শ্রীকটাক্ষ অতি চারু,
কামধনু যেন বিন্ধে শর ॥ ৫৯
জিনি নীলশতদল, শ্রীবদন নিরমল,
কাকপক্ষ শোভে দুই ভিতে।
হেন মুখপুট মেলি, রাহু হয়্যা কুতুহলী,
শশধরে আল্য গরাসিতে ॥ ৬০
দাড়িমদানার পাতি, জিনিয়া দশন-ভাতি,
মনোহর রঞ্জিত নখর।
জিনি মত্তকরিশুণ্ড, বিশাল শ্রীবাহু-দণ্ড,
বক্ষঃস্থল অতি পরিসর ॥ ৬১
তাহে দেখি রোমাবলী, যেন অতিকাল ব্যালী,
ত্রিবলী-রঞ্জিত মধ্য দেশ।
শ্রীরঘুনন্দন দাস, পুরাইয়া অভিলাষ,
ক্ষণে ক্ষণে করে নানাবেশ ॥ ৬২
হেন রাম-রূপ-গুণ গাইয়া গাইয়া।
শ্রীনারদ কভু যান আকাশ বাহিয়া ॥ ৬৩ *
মিথিলানগরে আছে জনক রাজন।
তাহার নিকটে গিয়া দিলা দরশন ॥ ৬৪
দেখি বিধিমতে রাজা সম্মান করিলা।
বিরল পাইয়া ঋষি বলিতে লাগিলা ॥ ৬৫
শুন মহারাজ তুমি হও জ্ঞানবান্।
একারণে কহি তোঁহে রহস্য-সন্ধান ॥ ৬৬
যে কন্যা পায়্যাছ যজ্ঞভূমে হল দিয়া।
সীতা নামে তাঁরে জান শ্রীলক্ষ্মী বলিয়া ॥ ৬৭
দশরথ-গৃহে দেবদেব চক্রপাণি।
চারি ভাই হয়্যা অবতীর্ণ আমি জানি ॥ ৬৮
জ্যেষ্ঠ তাহে রামনাম সগুণ-বিধান।
সেই কন্যা তাঁহার চরণে কর দান ॥ ৬৯
এত শুনি সুখী জানকীর পিতা কয়।
যে কহিলে প্রভু এত বড ভাগ্য হয় ॥ ৭০
রাবণ প্রভৃতি কিন্তু যত বীরগণ।
এ কন্যা আমারে সবে কর্য্যাছে প্রার্থন ॥ ৭১
বিবাদ না হয় যেন তাদের সহিত।
হেন মতে এই কর্ম্ম সাধিতে উচিত ॥ ৭২
তাহে মোর স্থানে এক আছয়ে উপায়।
নিবেদন করি তাহা মুনিবর-পায় ॥ ৭৩
ত্রিপুর দহিয়া শিব পিতামহে মোর।
দিয়াছিল এক ধনু আছে অতি ঘোর ॥ ৭৪
সেই ধনু-পণ আমি অদ্যাই করিব।
যে টানিবে সেই ধনু তারে কন্যা দিব ॥ ৭৫
এ ধনু টানিবে কেবা শ্রীপতি বিহনে।
যারে টানি ছিলা শিব অনেক যতনে ॥ ৭৬

* অত্র প্রমাণম্ অধ্যাত্মরামায়ণে বিশ্বামিত্রং প্রতি জনকবচনম্—"একদা নারদোঽভ্যাগাৎ" ইত্যাদিকং জ্ঞেয়ম্ ॥

এত শুনি ঋষি মহারাজে প্রশংসিলা।
রাজা বন্ধু ডাকি অই প্রতিজ্ঞা করিলা ॥ ৭৭
তবে ঋষি আনন্দ-উল্লাস বড় পাই।
পয়াণ করিলা স্বর্গে রামগুণ গাই ॥ ৭৮
একেতো নারদবীণা তাহে রামনাম।
আছুক আনের কথা শুনি মাতে কাম ॥ ৭৯
সে কালে প্রাসাদে সীতা সখীর সহিত।
খেলিতে খেলিতে শুনিলেন সেই গীত ॥ ৮০
শুনি মাত্র রাম-রূপ-গুণের মাধুর্য্য।
মাতিল মৈথিলী-মন-মতঙ্গজবর্য্য ॥ ৮১
নানাযত্ন করে দেবী নারে ফিরাইতে।
ঘুরি ঘুরি মন পড়ে শ্রীরঘুমণিতে ॥ ৮২
সহজ পিরীতি লীলাবশে গুপ্ত ছিল।
শুনিয়া প্রভুর গুণ জাগিয়া উঠিল ॥ ৮৩
কিন্তু লীলাবশে নিজস্বরূপ না জানে।
কারেও কহিতে নারে এইতো নিদানে ৮৪
বিশেষত পিতার শুনিয়া সেই পণ।
প্রিয়সখীজনেও ছাপাল্যা নিজ মন ॥ ৮৫
কিন্তু মনে জাগে রামগুণ প্রতিক্ষণে।
আসন-বসন-স্নান ভোজন শয়নে ॥ ৮৬
তাহে একদিন স্বপ্ন দূতিকা হইয়া।
শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দিল দেখাইয়া ॥ ৮৭
কিবা সে রূপের ছটা, জিনি জলধরঘটা,
লাবণ্য পড়েছে চুয়াইয়া।
জিনি থল শতদল, রাতুল চরণতল,
ভৃঙ্গ রহে গন্ধেতে মাতিয়া ॥ ৮৮
জিনিয়া কুঞ্জর শুণ্ড, মনোহর উরুদণ্ড,
প্রসর নিতম্বে পট্টবাস।
কেশরিব জিনি, অতি ক্ষীণ মাঝখানি,
ত্রিবলীর তাহাতে প্রকাশ ॥ ৮৯
পরিসর বক্ষঃস্থলে, গজমুক্তামালা দোলে,
মেঘে যেন রাজহংসমালা।
জিনি নীলমণিধাম, ভুজযুগ অভিরাম,
তাহে শোভে বাজুবন্ধ বালা ॥ ৯০
কোকনদসম কর, তাহাতে কামুক শর,
মুখ যেন প্রফুল্ল কমল।
রঙ্গ অধরশোভা, যুবতীর মনোলোভা,
গণ্ড দুই করে ঝলমল ॥ ৯১
নাসা উচ্চ পরিপাটী, দীঘল নয়ন দুটি,
ভুরুযুগ নাচে ঘনেঘন।
গৃধিনী জিনিয়া শ্রুতি, তাহে দোলে গজমতি,
ললাট বিস্তীর্ণ সুচিক্কণ ॥ ৯২
তাহাতে চন্দনবিন্দু, জিনি পূর্ণিমার ইন্দু,
নবমেঘ সমান চিকুর।
শ্রীরঘুনন্দন কহে, কি বর্ণিতে পারি তাহে,
জ্ঞান নাহি দিল বিধি ক্রূর ॥ ৯৩
দেখি হল্য জানকীর সব দুখ দূর।
উথলিল প্রেমানন্দ পয়োনিধি-পূর ॥ ৯৪
কিছু কথা কহিব বলিয়া করে মনে।
কহিতে না পারে কিন্তু লজ্জার কারণে ॥ ৯৫
কিছুকাল এইরূপ আনন্দে রহিলা।
তবে স্বপ্নসখী কামরূপ হরি নিলা ॥ ৯৬
দেখিতে না পায়্যা দেবী হইলা দুঃখিনী।
যেন নিজ মণি হারাইয়া ভুজঙ্গিনী ॥ ৯৭
কোথা গেলা প্রাণনাথ বলি ঘন ডাকে।
নয়নে গলয়ে লোর ধারা ঝাঁকে ঝাঁকে ॥ ৯৮
অবসরক্রমে কাম হৃদি প্রবেশিল।
দুরন্ত দারুণ বাণ বিন্ধিতে লাগিল ॥ ৯৯
স্থির হৈতে নারে দেবী প্রিয়-বিরহেতে।
অঙ্গ সব জ্বলিতে লাগিল উত্তাপেতে ॥ ১০০
সুধাকর-কিরণ গরল হেন গণে।
অধিক তাপিত হল্য দক্ষিণ পবনে ॥ ১০১
উতপত নিশ্বাস বহয়ে ঘনেঘন।
মৃদু মৃদু স্বর করি করেন ক্রন্দন ॥ ১০২
নাথ যদি ভেজিবে বলিয়া ছিল মন।
কি লাগিয়া একবার দিলে দরশন ॥ ১০৩
কেন বা হরিয়া নিলে মোর প্রাণ মন।
এই কি উচিত সূর্য্যকুলের করণ ॥ ১০৪
পুন একবার আসি দাও দরশন।
না দেখিয়া চান্দমুখ রহে না জীবন ॥ ১০৫
যদি কহ সম্প্রতি না দিব দরশন।
তবে দয়া করি মোর রাখ এ বচন ॥ ১০৬
হৃদয়ে রয়্যাছ তুমি আর পঞ্চবাণ।
মানা কর উহায় না বধে মোর প্রাণ ॥ ১০৭
মদন থাকহ তুমি সর্ব্বদা হৃদয়ে।
কি লাগিয়া দগ্ধ কর আপন আলয়ে ॥ ১০৮

না ছাড় না ছাড় বাণ তুমি ঘনেশ্বম।
নারীবধপাপ কর কিসের কারণ॥ ১০৯
যদি বল নিতান্ত ছাড়িব আমি বাণ।
এই উপকার মোর করহ বিধান॥ ১১০
নানামত শক্তি তুমি করহ ধারণ।
আরবার দেখাও আমারে সে স্বপন॥ ১১১
পুন একবার দেখি সে চান্দবদন।
তবে তুমি বিন্ধিবে না করিব বারণ॥ ১১২
এইরূপ কিছুকাল ক্রন্দন করিলা।
চেতন পাইয়া সখী-ভয়ে সম্বরিলা॥ ১১৩
একৈক রজনী হল্য কোটিকল্প হেন।
কোকিলের মিষ্ট রব বজ্রপাত যেন॥ ১১৪
রামগুণ গান করে পাইলে বিরল।
পুলকিত সব অঙ্গ নেত্রে ঝরে জল॥ ১১৫
মরা মরা কহে যদি কেহ কথাক্রমে।
সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হয় রামনাম-ভ্রমে॥ ১১৬
একবার যেহ মনে করিলে উদয়।
যাবতীয় দুখ সেইক্ষণে নষ্ট হয়॥ ১১৭
সে রাম সর্ব্বদা মনে তথাপি তাপিত।
প্রেমের মহিমা যেন না হল্য বিদিত॥ ১১৮
নানাদুখে দিবারাত্রি করেন যাপন।
পিতৃগণ-ভয়ে ভাবে করেন গোপন॥ ১১৯
এথা রামচন্দ্র সখাসমূহ সহিতে।
আরম্ভ করিলা নানাসংগ্রাম শিখিতে॥ ১২০
পূর্ণ হল্য নানামত মল্লযুদ্ধ-শিক্ষা।
কভু কভু সখা সনে করেন পরীক্ষা॥ ১২১
কটিতটী আঁটি মল্লধটী পরিধান।
পরিপাটী রঙ্গমাটী অঙ্গে কৈল দান॥ ১২২
ঘাঘর ঘুঙ্ঘুর বাজে ঘন কটিতটে।
ভ্রহ্মাণ্ড বিদরে যেন বাহুর চাপটে॥ ১২৩
করে করে ভুজে ভুজে ঘন ঘসাঘসি।
করীতে করীতে যেন করে কসাকসি॥ ১২৪
ললাটে ললাটে উঠে কঠোর নিনাদ।
মেষেতে মেষেতে যেন করয়ে বিবাদ॥ ১২৫
গাত্রে গাত্রে ঠেকাঠেকি করে মড় মড়।
করী কোপ করি যেন ভাঙ্গে ইক্ষুজড়॥ ১২৬
কভু দাঁড়াইয়া কভু বসিয়া ভূতলে।
বাহুযুদ্ধ করিছেন নানাকুতূহলে॥ ১২৭
কোনো যুদ্ধে জয়ী হ'ন নিজে রঘুমণি।
কোনো যুদ্ধে পরাজয় হয়েন আপনি॥ ১২৮
এইরূপে সখার সঙ্গেতে মল্ল খেলি।
দণ্ড ধরি কভু খড়্গা-চর্ম্ম যুদ্ধ-কেলি॥ ১২৯
যেন কুম্ভকার-চক্র ঘুরয়ে ত্বরায়।
হেন দণ্ড ধরি ঘুরে দু'জনে তাহায়॥ ১৩০
করী ধরি আকাশ উপরে দেয় লাফ।
মৃগেন্দ্র মতন কভু দেয় মল্লঝাঁপ॥ ১৩১
ঘন ঘন ঘুরে কেহ দেখিতে না পায়।
ঠকাঠকি ঠেঙ্গার কেবল শুনা যায়॥ ১৩২
শুভকালে ধনুর্বিদ্যা কৈলা আরম্ভণ।
নানামত বাণ সব করেন শিক্ষণ॥ ১৩৩
কভু কভু অশ্বে চড়ি মৃগয়া-কারণ।
সখাগণ সহিত মিলিয়া যান বন॥ ১৩৪
বরাহ মহিষ ব্যাঘ্র মৃগ কত মত।
বাণে বিন্ধি বধিয়া আনেন শত শত॥ ১৩৫
এক দিন ধাইতে ধাইতে মৃগ-পাছে।
প্রভু উপস্থিত শৃঙ্গবেরপুর-কাছে॥ ১৩৬
সঙ্গ ছাড়া হইয়াছে সব সঙ্গী জন।
একা প্রভু মৃগপাছে করেন ধাবন॥ ১৩৭
তবে পথশ্রমে আর সূর্য্যতাপভরে।
অতিশয় আক্রান্ত করিল রঘুবরে॥ ১৩৮
ঘর্ম্মজলে আর্দ্র হল্য সকল মুরতি।
তবে এক বৃক্ষমূলে করিলা বসতি॥ ১৩৯
হেনকালে শৃঙ্গবেরনগর-ভূপাল।
আইলেন সেই স্থানে গুহক চণ্ডাল॥ ১৪০
তিঁহ রামচন্দ্র-রূপ অতি সুশোভন।
দেখি মাত্র হইলেন অতি মুগ্ধমন॥ ১৪১
তাকে পুন শ্রান্ত দেখি প্রভু রঘুবরে।
হইলা দুঃখিত বড় আপন অন্তরে॥ ১৪২
তবে করি কোমল পল্লব-আহরণ।
মন্দ মন্দরূপে রামে করেন বীজন॥ ১৪৩
তাহাতে কিঞ্চিৎ পরে পাইয়া বিশ্রাম।
কহিছেন তাঁর প্রতি কৃপাময় রাম॥ ১৪৪
কে বট কে বট ওহে মধুর-আশয়।
দেও তুমি মোর প্রতি নিজ পরিচয়॥ ১৪৫
বান্ধবের মত কৈলে মোর উপকার।
অতএব তুমি সখা হইলে আমার॥ ১৪৬

মি হই দশরথ-রাজার নন্দন।
। বলি আমারে ডাকয়ে সবজন॥ ১৪৭
ইরূপে অতি অল্প সেবনেতে বশ।
হকে দিলেন প্রভু নিজ সখ্যরস॥ ১৪৮
বা হয় তাঁহার করুণা অতিশয়।
হা বিনে অন্যে যার তুলনা না হয়॥ ১৪৯
থ যে সখ্যের পাত্র সহস্রবদন।
। সখা করিলা প্রভু চণ্ডালে অর্পণ॥ ১৫০
নি সেই বাক্য রাম-মুখশশধরে।
লকিত হল্য গুহ সানন্দ অন্তরে॥ ১৫১
য়নেতে অনিবার অশ্রুধার ক্ষরে।
হিছেন রামে কিছু গদগদ স্বরে॥ ১৫২
াজপুত্র আমি হই জাতিতে চণ্ডাল।
হ নামে শৃঙ্গবের-নগরভূপাল॥ ১৫৩
নাকমুখে তব গুণ করিয়া শ্রবণ।
রিতাম তোমারে দেখিতে সদা মন॥ ১৫৪
বধি করি অতিশয় করুণা প্রকাশ।
র্ণ করিলেক আজি মোর সেই আশ॥ ১৫৫
তাহে পুন তুমি সখা করিলে আমারে।
হা হৈতে কিবা সুখ আছয়ে সংসারে॥ ১৫৬
সম্প্রতি বাসনা এক করে মোর মন।
করিবারে হয় তাহা তোমাবে পূরণ॥ ১৫৭
আমার নগর মাঝে চল একবার।
করুক সকল লোকে দর্শন তোমার॥ ১৫৮
গুহের বচন শুনি প্রভু কন তাঁরে।
মিতা আজি নাহি দাও এ ভার আমারে॥ ১৫৯
দেখ আসিয়াছি আমি অতি দূরদেশ।
তাহে দিন প্রায় হই গেল অবশেষ॥ ১৬০
তাহে যদি যাই পুন তোমার নগরে।
তবে অদ্য যাইবারে না পারিব ঘরে॥ ১৬১
তাহা হৈলে মোর পিতা মাতা বন্ধু সব।
পাইবেন হৃদয়ে উদ্বেগ অসম্ভব॥ ১৬২
অতএব শীঘ্র গৃহে করিব গমন।
ইথে তুমি নাহি কর বাধ-বিচরণ॥ ১৬৩
সম্প্রতি করহ তুমি এক উপকার।
অন্বেষণ কর মোর সঙ্গী সবাকার॥ ১৬৪
এইরূপ কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন।
হেনকালে আল্যা তোথা তাঁর সঙ্গিগণ॥ ১৬৫

তবে প্রভু গুহ কাছে বিদায় হইয়া।
আপনার নগরেতে আইলা ফিরিয়া॥ ১৬৬
এইরূপে প্রতিদিন সখাগণসঙ্গে।
মৃগয়া করেন প্রভু নানামত রঙ্গে॥ ১৬৭
আর দিন বনমাঝে একতরুতলে।
সখাগণ সহিত বসিলা কুতূহলে॥ ১৬৮
সবে সবাকার ধনু করে টানাটানি।
শ্রীরাম লইয়া এক মিত্রধনুখানি॥ ১৬৯
টানিতে টানিতে টুটি গেল শরাসন।
যার ধনু প্রভুরে সে কহয়ে বচন॥ ১৭০
যত বল তোঁহার সকল মোরা জানি।
অকারণে ভাঙ্গিলে আমার ধনুখানি॥ ১৭১
যদি করিতেছে কণ্ডু ভুজেতে তোমার।
মিথিলায় গিয়া বল জান আপনার॥ ১৭২
শ্রীরাম কহেন কহ কহি বিবরণ।
মিথিলা নগরমাঝে গমনকারণ॥ ১৭৩
সখা কহে ত্রিপুর দহিলা শিব যাতে।
সেই ধনু আছয়ে শ্রীজনকশালাতে॥ ১৭৪
প্রতিদিন গন্ধপুষ্পে অর্চ্চন করয়।
তিনশত বীর তারে তুলিতে পারয়॥ ১৭৫
যদি শ্রম করি নোয়াইতে পার তারে।
তব কীর্ত্তিকথা আচ্ছাদয়ে এ সংসারে॥ ১৭৬
প্রভু কহে ধনু আছে দেবতার ন্যায়।
টানিতে দিবেন কেন সে ধনু আমায়॥ ১৭৭
হাসি হাসি সখা বলে শুন দিয়া মন।
তাহাতে আছয়ে এক অপূর্ব্ব কারণ॥ ১৭৮
যজ্ঞভূমি কর্ষিতে জনক গুণধাম।
পাইয়াছে এক কন্যা সীতা তার নাম॥ ১৭৯
যে জন করিবে সেই কার্ম্মুক কর্ষণ।
তারে সেই কন্যা রাজা করিবে অর্পণ॥ ১৮০
তার যোগ্য বর, তোমা বিনা ত্রিলোকেতে।
আছয়ে এ কথা মোর না লয় মনেতে॥ ১৮১
বিধির মনের কথা না হয় গোচর।
তাহার কপালে কারে লিখিয়াছে বর॥ ১৮২
তুমি তার যোগ্য সে তোমার যোগ্যা হয়।
উভয় বিনেতে উভয়ের যোগ্য নয়॥ ১৮৩
যদি বিধি দেয় শত সহস্র বদন।
তবে তার রূপ কিছু করিবে বর্ণন॥ ১৮৪

মেনকা উর্ব্বশী শচী রম্ভা তিলোত্তমা।
তার কোটি-অংশতুল্য নহে মনোরমা॥ ১৮৫
তাহার তনুর তুল্য না হয় তড়িত।
কুন্দন কনক বুঝি হয় বা কিঞ্চিত॥ ১৮৬
কিবা কাল কুটিল কুটিল কেশভার।
বিধু বিনা বদনে তুলনা নাহি আঁর॥ ১৮৭
কুরঙ্গী জিনিয়া আঁখি কিবা ভুরু তার।
নাসিকা অধরেতে তুলনা দিব কার॥ ১৮৮
কম্বু কণ্ঠ মৃণাল জিনিয়া ভুজদ্বয়।
করতলে নিন্দে অশোকের কিসলয়॥ ১৮৯
কিবা করিকুম্ভ জিনি ঘন পয়োধর।
অতি ক্ষীণ মাঝাখানি ত্রিবলী সুন্দর॥ ১৯০
নিবিড় নিতম্ব উরু রামরম্ভা মানি।
কমলপল্লব সম চরণ দুখানি॥ ১৯১
যেমত তাহার রূপ তাহে মানি হেন।
ইহার বিধাতা পঞ্চবাণ হবে যেন॥ ১৯২
সৌন্দর্য্যসাগর মথি তুলি নবনীত।
মনসাধে কাম তারে করাছে গঠিত॥ ১৯৩
হেন কন্যাবিবাহে সে ধনু আছে পণ।
নোয়াতে পারিলে লাভ যশ বিলক্ষণ॥ ১৯৪
এইমতে নানাপরিহাস-রস করি।
সখাসঙ্গে মিলি প্রভু আইলা নগরী॥ ১৯৫
কিন্তু শুনি সীতার সৌন্দর্য্য অনুপাম।
মনে প্রবেশিলা ধনুর্ব্বাণ ধরি কাম॥ ১৯৬
অপার মহিমা দেখ শ্রীলীলা-শকতি।
পূর্ব্বরাগ প্রকাশিলা নিত্য প্রিয়া প্রতি॥ ১৯৭
তাহার বলেতে কিছু না হয় স্মরণ।
বিরহে কাতর হলা শ্রীরঘুনন্দন॥ ১৯৮
জাগে সে জানকীরূপ নিরন্তর মনে।
সুখলেশ মাত্র নাহি শয়ন-ভোজনে॥ ১৯৯
মরি জানকীর রূপ-গুণ বলিহারি।
যাহার মাধুর্য্যে মত্ত হইলা দৈত্যারি॥ ২০০
পুনঃপুন করি ধনু-কথা উত্থাপন।
সখামুখে সীতাগুণ করেন শ্রবণ॥ ২০১ *
স্বপ্নকালে পায়া তাঁরে অতি আনন্দিত।
স্বপ্ন গেলে হন পুন নিতান্ত দুঃখিত॥ ২০২

* পুনঃপুন আনচ্ছলে ঐ ধনু-কথা।
জিজ্ঞাসি সখারে শুনে সীতার বারতা॥

উগারে অনলরাশি হেন শশধর।
কামের কামানরব কোকিলের স্বর॥ ২০৩
মলয় সমীর যেন বহয়ে গরল।
ভ্রমরঝঙ্কারে প্রভু অধিক বিকল॥ ২০৪
একদিন সখা সনে বিরলে বসিয়া।
কহিছেন রামচন্দ্র হাসিয়া হাসিয়া॥ ২০৫
শুন কালিকার এক আমার স্বপন।
যেন এক [illegible] আসি দিলা দরশন॥ ২০৬
তাঁহার চরণে যেন করিনু বন্দন। *
তিঁহ এক কন্যা মোরে কৈলা সমর্পণ॥ ২০৭
শুনি স্বপ্ন সুখে সখা কহয়ে বচন।
মোর বাক্য শুন মিত্র দিয়া কর্ণ মন॥ ২০৮
যে দেখিলে স্বপ্ন তাহে পত্নীলাভ হয়।
এইতো পুরাণ-স্মৃতি-শাস্ত্রের নিশ্চয়॥ ২০৯
কিন্তু চিত্তে না হয় তাহার সম্ভাবনা।
অদ্যাপি না কৈলা রাজা সম্বন্ধঘটনা॥ ২১০
দোষ নাহি রাজারো করিবা কিবা তিনি।
তব যোগ্য জগতে না দেখিয়ে কামিনী॥ ২১১
যে এক আছয়ে কন্যা মিথিলাভবনে।
তাহাতে করাছে বিধি গাঢতর পণে॥ ২১২
কিন্তু ভাবি বিধাতার আছে বিবেচন।
অযোগ্য কন্যাতে নাহি করিবে ঘটন॥ ২১৩
শ্রীরাম কহেন মুই কহিনু স্বপন।
একবাক্যে উঠাইলে বিবিধ বচন॥ ২১৪
মনে নাহি চিন্তা করি কভু যে বিষয়।
তাহাতে অধিক কথা কি উচিত হয়॥ ২১৫
এইরূপ মিথ্যা কথা কহি আর বার।
নাহি ফেল মোরে লজ্জা সমুদ্রমাঝার॥ ২১৬
হেন পরিহাস রসে আছেন শ্রীরাম।
এথা বিশ্বামিত্র আল্যা শ্রীঅযোধ্যাধাম॥ ২১৭
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ২১৮

ইতি রামরসায়নে আদিকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে পৌগণ্ডাদিলীলাবর্ননং নাম
চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ৪॥

* প্রণাম করিনু যেন তাঁহার চরণ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মারীচ-পরাজয়।

বনং বিশন্ যঃ খলতাড়কাগজীঃ
তথা সুবাহ্বাদিনিশাচরান মৃগান্।
জঘান তীক্ষ্ণৈর্নখপ্রহারতঃ
শ্রীরামসিংহো জয়তাৎ স সন্ততম্ ॥ ১

আসিতে আসিতে চিন্তা করে মহাশয়।
কিবা শুভদিন আজি হইল উদয় ॥ ২
আজি মুই হইলাম বড় ভাগ্যবান।
নয়নে দেখিব কৃপানিধি ভগবান ॥ ৩
সফল হইবে তপ বেদ-অধ্যয়ন।
সফল হইবে জপ দেবতাপূজন ॥ ৪
কিন্তু মনে বড় এক উদ্বেগ রহিব।
চরণ বন্দন করিবারে না পাইব ॥ ৫
কর্য়াছেন প্রভু নরভাবে অবতার।
অতএব যোগ্য সেইমত ব্যবহার ॥ ৬
তবে দ্বারে আসি ঋষি কহে দ্বারিজনে।
মোর আগমন যাই জানাও রাজনে ॥ ৭
দ্বারী রাজপাশে যাই কহয়ে বচন।
বিশ্বামিত্র চাহেন তোমার দরশন ॥ ৮
শুনিয়া দূতের বাক্য ভূপতি সুখিত।
চলিলা দ্বারেতে লয়্যা মন্ত্রী পুরোহিত ॥ ৯
দেখিয়া ঋষিরে দিয়া বস্ত্র নিজ গলে।
অষ্টাঙ্গপ্রণাম করি পড়িলা ভূতলে ॥ ১০
আশীর্ব্বাদ করি ঋষি কুশল পুছিলা।
ঋষি আগে করি সবে পুরী প্রবেশিলা ॥ ১১
বসাইলা ঋষিবরে অপূর্ব্ব আসনে।
নিজে ধোয়াইলা রাজা তাঁহার চরণে ॥ ১২
পাদোদক লয়্যা শির-উপরি ধরিলা।
যথাবিধিমতে রাজা পূজন করিলা ॥ ১৩
প্রণমিয়া আজ্ঞা লয়্যা বসিয়া আসনে।
কৃতাঞ্জলিপুট হয়্যা কহেন বচনে ॥ ১৪
সফল স্বধর্ম্ম আজি সফল জীবন।
গৃহে বসি পাইলাম তব দরশন ॥ ১৫
পবিত্র হইল এই পুরী নিকেতন।
পবিত্র হইল তনু জ্ঞাতি বন্ধুজন ॥ ১৬
মোর সম ভাগ্যবান আছে কোন্ জন।
যার গৃহে তুমি নিজে কৈলা আগমন ॥ ১৭
কিন্তু হেন নিজ পুণ্য কিছু না দেখিয়ে।
যাহার বলেতে তব দর্শন লভিয়ে ॥ ১৮
বুঝিলাম মহতের কৃপা বলবতী।
নীচ জনে তরাইতে লয়্যা যায় তথি ॥ ১৯
বিশেষে তোমার কৃপা যেন রঘুবংশে।
কহিতে পারয়ে কেবা তার এক অংশে ॥ ২০
যদি কিছু বাসনা থাকয়ে প্রভু চিতে।
আজ্ঞা দাও হয় মনোরথ তা করিতে ॥ ২১
গুরু-আজ্ঞাকরণ হইতে কিবা কার্য্য।
ত্রিভুবনমাঝারে আছয়ে আর আর্য্য ॥ ২২
শুনি নরপতিবাক্য হয়্যা আনন্দিত।
বলিছেন বিশ্বামিত্র অতি উলসিত ॥ ২৩
যে কথা কহিলে রাজা হইয়া সুখিত।
রঘুর কুলের হয় এইতো উচিত ॥ ২৪
তোমাদের কুলে কভু প্রার্থনা করিয়া।
কেহ নাহি গেছে রাজা বিমুখ হইয়া ॥ ২৫
সম্প্রতি আস্যাছি আমি তব নিকটেতে।
এক ভিক্ষা লব এই করিয়া মনেতে ॥ ২৬
মহাদাতা রাজা ভিক্ষা বলি দুই বর্ণ।
শুনি সুধাসিক্ত হল্য যেন তার কর্ণ ॥ ২৭
কিন্তু রাজা চিন্তা করে মনেতে মনেতে।
অলভ্য কি আছে বিশ্বামিত্রের বিশ্বেতে ॥ ২৮
কর্য়াছিলা অন্যমত সংসার সৃজন।
তাঁহার অলভ্য আছে হেন কিবা ধন ॥ ২৯
রঘু কহে মহারাজ কি কর ভাবন।
চাহিবেন বিশ্বাতীত বস্তু তপোধন ॥ ৩০
এতেক পর্য্যন্ত ভাবি অজের নন্দন।
পুনর্ব্বার মনে মনে করেন চিন্তন ॥ ৩১
যদ্যপি করেন প্রাণ পর্য্যন্ত যাচন।
তাও দিয়া করিব ইঁহারে সন্তোষণ ॥ ৩২
যেহকু সেহকু আগে স্বীকার উচিত।
প্রার্থনা শুনিয়া দেয় সে অতি নিন্দিত ॥ ৩৩
এত চিন্তি কহে রাজা যে আজ্ঞা হইবে।
তাহাই করিব নাহি কদাচ টলিবে ॥ ৩৪

এত শুনি কহে বিশ্বামিত্র মুনিবর।
তব বাক্যে হইলাম সুখিত অন্তর ॥ ৩৫
যে নিমিত্তে তোমার নিকটে আগমন।
শুন শুন মন দিয়া করি বিজ্ঞাপন ॥ ৩৬
যজ্ঞসিদ্ধি-নিমিত্তে কর্য্যাছি এক ব্রত।
ক্রোধ না করিব কারো প্রতি এতাবত ॥ ৩৭
ইহা জানি দুরন্ত রাক্ষস দুই জন।
নানামতে করে যজ্ঞে বিঘ্ন আচরণ ॥ ৩৮
একারণ লভিলাম তোমার শরণ।
তাহার দমন লাগি দাও রামধন ॥ ৩৯
একা যাবে রাম আন জন না যাইবে।
তবে মম মনোরথ সম্পূর্ণ হইবে ॥ ৪০
রাম বিনে আন তারে না পারিবে রণে।
অল্পবল বলি বুদ্ধি না কর নন্দনে ॥ ৪১
রামের যেমত বল যত পরাক্রম।
তাহা আমি জানি আর বশিষ্ঠ সত্তম ॥ ৪২
দশ দিনে হবে মোর যজ্ঞ সমাপন।
তাবত রহিবে সেথা তোমার নন্দন ॥ ৪৩
যদি ধর্ম্মরক্ষা যশলাভে থাকে মন।
না কর বিলম্ব পুত্র কর সমর্পণ ॥ ৪৪
অনায়াসে রাক্ষসেরে তোমার তনয়।
মোর আশ্রয়েতে থাকি করিবে বিজয় ॥ ৪৫
যদি না প্রত্যয় হয় আমার বাণীতে।
জিজ্ঞাসহ নির্জ্জনে বশিষ্ঠ পুরোহিতে ॥ ৪৬
এত বাক্য শুনি রাজা হইলা ব্যথিত।
শিরে যেন বজ্রপাত হল্য আচম্বিত ॥ ৪৭
শুষ্ক হল্য হৃদয় বদন ভয়ভরে।
ঘন কাঁপে কলেবর বাক্য না নিঃসরে ॥ ৪৮
মনে মনে ভাবে রাজা করি হাহাকার।
না বুঝি কর্য্যাছি ঋষিবচন স্বীকার ॥ ৪৯
জীবন পর্য্যন্ত আমি পারিতাম দিতে।
প্রাণাধিক বস্তু চাবে নারিনু জানিতে ॥ ৫০
যেহকু সেহকু কিন্তু বাপধন রামে।
পাঠাত্যে নারিব দুষ্ট-রাক্ষস-সংগ্রামে ॥ ৫১
এত চিন্তি কহে রাজা সভয় হইয়া।
করযোড় করি গলে বসন অর্পিয়া ॥ ৫২
তুমি প্রভু ঋষিরাজ-রাজ তপোধন।
কৃপা করি কর মোর বচন শ্রবণ ॥ ৫৩
তোমার মুখেতে অনুচিত এ বচন।
শশী বিষরাশি যেন করয়ে বর্ষণ ॥ ৫৪
বাক্য শুনি বিদরয়ে আমার হৃদয়।
ভূমেতে শূন্যে বা আছি না হয় নিশ্চয় ॥ ৫৫
পঞ্চদশ বৎসরের হইলা নন্দন।
নাহি জানে অস্ত্র-শস্ত্র নাহি জানে রণ ॥ ৫৬
এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া যাইব।
যজ্ঞহন্তা রাক্ষসেরে আমিহ বধিব ॥ ৫৭
পারদর্শী মহাবল রাক্ষস-যুদ্ধেতে।
হেন যোদ্ধা শত শত যাইবে সঙ্গেতে ॥ ৫৮
যুদ্ধেতে আসক্ত হবে রাক্ষস সে সব।
অনায়াসে পূর্ণ হবে যজ্ঞ-মহোৎসব ॥ ৫৯
ক্ষণমাত্র না বাঁচিব রাম গেলে রণ।
যোগ্য নহে তব মোর জীবনহরণ ॥ ৬০
পরমায় হল্য নবসহস্র বৎসর।
শেষকালে হইয়াছে এ চারি কোঙর ॥ ৬১
তার মধ্যে প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ অই রাম।
কেমনে বাঁচিব তারে পাঠায়্যা সংগ্রাম ॥ ৬২
যদি বল নিতান্ত লইয়া যাব তায়।
তবে এক বাক্য মোর শুন করুণায় ॥ ৬৩
বহু সৈন্য লয়্যা আমি করিব গমন।
আমার সঙ্গেতে যাবে রাম বাপধন ॥ ৬৪
যে রাক্ষস আস্যে যজ্ঞে তার কিবা নাম।
কহ আগে শুনি তবে লয়্যা যাব রাম ॥ ৬৫
যদি হয় মধুপুত্র দুরন্ত লবণ।
কিংবা লঙ্কা-অধিপতি দুর্দ্দান্ত রাবণ ॥ ৬৬
অথবা মারীচ কিংবা সুবাহু রাক্ষস।
তবেত রামেরে নিতে না হয় সাহস ॥ ৬৭
মহাবলবান্ তারা বিখ্যাত সংসারে।
দেবতা দানব কেহ তাদিগে না পারে ॥ ৬৮
যদ্যপি রামেরে দেখি পরমমোহন।
হরি লয় তবে মোর না রবে জীবন ॥ ৬৯
ইহা ছাড়া যদি অন্য যেবা কেবা হয়।
রামেরে লইয়া যাব কহিনু নিশ্চয় ॥ ৭০
এত শুনি কৌশিক কোপেতে কম্পবান্।
প্রাতের তপন হেন জ্বলে দুনয়ান ॥ ৭১
তাঁর কোপ দেখিয়া কম্পিত বসুমতী।
কাতর হইল সব অমরসংহতি ॥ ৭২

অকণিত সব অঙ্গ ঘর্ম্ম কলেবরে।
কহিছেন দশরথ-রাজার গোচরে॥ ৭৩
পূর্ব্বেতে স্বীকার করি পরেতে বর্জ্জন।
রঘুর বংশের এই উচিত করণ॥ ৭৪
যদি যোগ্য হলা তব প্রতিজ্ঞাভঞ্জন।
সুখী হয়্যা থাক আমি করিয়ে গমন॥ ৭৫
দেখি বিশ্বামিত্র-রোষ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
বুঝাইয়া নৃপবরে বোলয়ে বচন॥ ৭৬
ইক্ষ্বাকু-কুলেতে জন্ম ধর্ম্ম মূর্ত্তিময়।
নিজ বাক্য মিথ্যা কর এ উচিত নয়॥ ৭৭
সত্যবাদী বলি তোঁহে জানে ত্রিভুবন।
তাহাতে কলঙ্ক কর কেন অকারণ॥ ৭৮
দেখ দেখ বলিরাজা সত্যের ভয়েতে।
আপনা পর্য্যন্ত দান কৈলা বামনেতে॥ ৭৯
বিশ্বামিত্র বিমুখ হইয়া যদি যান।
তবে তব কোনমতে না দেখি কল্যাণ॥ ৮০
শ্রীরাম-বিষয়ে কিছু না কর সংশয়।
তিঁহ মহাবল মহাপরাক্রম হয়॥ ৮১
বিশেষত বিশ্বামিত্র-অনুগ্রহ বলে।
ত্রিলোকের বিজয় করিবা কুতূহলে॥ ৮২
কেবল তাপস নহে এই মুনিবর।
কিন্তু অগণিত অস্ত্র-বিদ্যার সাগর॥ ৮৩
যেবা অস্ত্র কেহ নাহি জানে ত্রিভুবনে।
সে সকল বিদ্যা আছে এই তপোধনে॥ ৮৪
সেই অস্ত্র রামচন্দ্রে এই শিখাইব।
তবে অনায়াসে রাম রাক্ষসে বধিব॥ ৮৫
রামের নিজের মোর প্রজার কল্যাণ।
যদি চাহ রামে আনি শীঘ্র কর দান॥ ৮৬
এত শুনি আনন্দিত হয়্যা নরেশ্বর।
দূতে আজ্ঞা দিল রামে আনহ সত্বর॥ ৮৭
দূত যাই রামচন্দ্রে ত্বরিতে আনিল।
প্রভু আসি সভার মাঝারে প্রবেশিল॥ ৮৮
সঙ্গেতে আইলা শ্রীলক্ষ্মণ মহাশয়।
প্রভাকর বিহনে প্রকাশ নাহি রয়॥ ৮৯
যথাযোগ্য মতে প্রভু সবে সম্ভাষিলা।
রাজার আদেশ পায়্যা আসনে বসিলা॥ ৯০
বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ।
প্রেমের বিকার যত্নে করিলা গোপন॥ ৯১
রাজার সম্মতিতে বশিষ্ঠ ঋষিবর।
শ্রীরামেরে আরম্ভিলা কহিতে সাদর॥ ৯২
বিশ্বামিত্র-মুনি যজ্ঞ-রক্ষণ-কারণ।
তোমারে লইতে কর‍্যাছেন আগমন॥ ৯৩
অতএব মুনিমন-প্রমোদ লাগিয়া।
মুনিসঙ্গে যাত্যে হলা ধনুক ধরিয়া॥ ৯৪
একক যাইতে ঋষিবরের প্রার্থন।
মোদের পিরীতে সঙ্গে যাবেন লক্ষ্মণ॥ ৯৫
যে আজ্ঞা বলিয়া প্রভু লক্ষ্মণসহিতে।
জননীনিকটে গেলা বিদায় হইতে॥ ৯৬
শুনি পুত্রপ্রবাস-পয়াণকথা রাণী।
অচেতনপ্রায় হলা নেত্রে ঝরে পানী॥ ৯৭
দুখে কিছু বাক্য না নিঃসরয়ে বয়ানে।
অনিমিখ নেত্রে চাহে রাম-মুখপানে॥ ৯৮
বুঝি প্রভু জননীর অতি দুখিমন।
মধুর মধুর বাক্যে করেন সান্ত্বন॥ ৯৯
না কর না কর চিন্তা না কর রোদন।
বড় ভাগ্যকথা বিশ্বামিত্রের সেবন॥ ১০০
বিশ্বামিত্র-সেবকের কিবা আছে ভয়।
যাহার তুলনা ত্রিভুবনে নাহি হয়॥ ১০১
নিজ তপস্যার বলে এই তপোধন।
অন্য বিশ্বসৃষ্টি কর‍্যাছিলা আরম্ভণ॥ ১০২
হেন ঋষি তুষ্ট হল্যে সিদ্ধ হয় কাম।
রুষ্ট হল্যে নাহি দেখি অশুভবিরাম॥ ১০৩
অতএব ক্ষণমাত্র না কর চিন্তন।
আজ্ঞা দাও ভেটি গিয়া মুনির চরণ॥ ১০৪
এত শুনি শ্রীকৌশল্যা সুখিত হইলা।
প্রস্থান-মঙ্গলকর্ম্ম তবে অরম্ভিলা॥ ১০৫
সুতের শিরেতে শিখা করিলা বন্ধন।
ললাটে গোময়-ফোঁটা করিলা অর্পণ॥ ১০৬
মন্ত্র পড়ি পড়ি করে সর্ব্বাঙ্গে রক্ষণ।
অজদেব রক্ষা করু তোমার চরণ॥ ১০৭
মণিমান জানুযুগ উরু যজ্ঞেশ্বর।
শ্রীঅচ্যুত কটিতট হয়াস্য-জঠর॥১০৮
হৃদয় কেশব বিষ্ণু ভুজের যুগল।
উরুক্রম মুখ শির ঈশ্বর প্রবল॥ ১০৯
চক্র ধরি হরি অগ্রে পাছে গদাধর।
দুই পাশে খড়্গ-ধনু ধরি মধুহর॥ ১১০

কোণে শঙ্খ ধরি ঊর্দ্ধে গরুড়বাহন।
জনার্দ্দন পৃথিবীতে করুন রক্ষণ॥ ১১১
এইরূপে রক্ষা বান্ধি সব কলেবরে।
যাত্রিক মঙ্গলদ্রব্য আনিল সত্বরে॥ ১১২
দধি মধু গোরোচনা চামর সুবর্ণ।
দেখাইলা ঘৃত মৎস্য পুষ্প শুক্লবর্ণ॥ ১১৩
জননী-পদেতে প্রভু প্রণাম করিলা।
গদগদকণ্ঠে দেবী কহিতে লাগিলা॥ ১১৪
কার্য্য সাধি বাপ নাহি কর বিলম্বন।
পাতিয়া রহিনু পথে আমিহ নয়ন॥ ১১৫
ক্ষণমাত্র নাহি যায় না দেখি তোমারে।
এত দিন যাপন করিব কিপ্রকারে॥ ১১৬
এত বলি শত শত আশিষ করিলা।
অমঙ্গলভয়ে অশ্রুজল নিরোধিলা॥ ১১৭
তবে প্রভু আসিয়া সভার মধ্যস্থলে।
প্রণমিলা শ্রীবশিষ্ঠচরণযুগলে॥ ১১৮
তিঁহ নানামন্ত্র কৈলা রক্ষা অনুপাম।
তবে সব বিপ্রে কৈলা প্রভু পরণাম॥ ১১৯
পিতার চরণে কৈলা শতেক প্রণতি।
স্নেহেতে মস্তকঘ্রাণ নিলা নরপতি॥ ১২০
রাজা বিশ্বামিত্রের দক্ষিণ কর ধরি।
কহিতে লাগিলা পুত্র সমর্পণ করি॥ ১২১
আমার জীবন এই তোমার চরণে।
করিলাম সমর্পণ রাখিবে যতনে॥ ১২২
অধিক কি জানাইব সাক্ষাতে তোমার।
তব অবিদিত নাহি সংসারমাঝার॥ ১২৩
এত কহি রাজা আর কহিতে নারিল।
গদ্গদভরে বাক্য-নিরোধ হইল॥ ১২৪
কৌশিক কহেন কিছু না কর চিন্তন।
আমি আনি দিব তব যুগল নন্দন॥ ১২৫
যদ্যপি শীতল হয় কদাচ অনল।
যদ্যপি সুমেরু কভু করে টলমল॥ ১২৬
সাগরের যদি কভু শুষ্ক হয় জল।
তথাপি পুত্রের না জানিহ অমঙ্গল॥ ১২৭
এত কহি আশিষ করিয়া নরেশ্বরে।
প্রস্থান করিলা ঋষি আনন্দ অন্তরে॥ ১২৮
পশ্চাতে চলিলা তাঁর শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
যেন বৃহস্পতি-পাছে অশ্বিনী-নন্দন॥ ১২৯

যাত্রাকালে পুষ্পবৃষ্টি কৈলা দেবগণ।
স্বর্গেতে বাজিল শঙ্খ-দুন্দুভি বাজন॥ ১৩০
বৎসসহ ধেনু আসি অগ্রে উপস্থিত।
আইল সুন্দরী বেশ্যা ভূষণে ভূষিত॥ ১৩১
পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে কত কুলের রমণী।
বামদিকে উপস্থিত হইলা আপনি॥ ১৩২
দেখি যাত্রাকালে হেন পরম মঙ্গলে।
অতিশয় আনন্দিত হইলা সকলে॥ ১৩৩
রাজপথে চলে বিশ্বামিত্র মুনিবর।
পশ্চাতে পশ্চাতে দুই নৃপতি কোঙর॥ ১৩৪
আগে আগে যান মুনি, তাঁর পাছে রঘুমণি
তার পাছে লক্ষ্মণ সুন্দর।
যেন সূর্য্য অগ্রভাগে, শশধর পাছু দিগে,
মধ্যে যায় নবজলধর॥ ১৩৫
ধনুর্ব্বাণ ধরি করে, পৃষ্ঠে তূণ শোভা করে,
খড়্গ চর্ম্ম করিয়া কুক্ষিতে।
গজেন্দ্র জিনিয়া গতি, মনোহর কোঁচা অতি
ঘন দোলে চলিতে চলিতে॥ ১৩৬
বাল-বৃদ্ধ-যুবা-তি, দেখিতে শ্রীরামগতি,
দাঁড়াইলা পথের পাশেতে।
বিপ্রগণ উচ্চস্বরে, নানা আশীর্ব্বাদ করে
দূর্ব্বা ধান্য দিয়া মস্তকেতে॥ ১৩৭
যাবদীয় কুলনারী, প্রাসাদ-উপরি চড়ি
উলু উলু করে কুতূহলে।
চন্দনের ছড়া দিয়া, রামজয় ফুকারিয়া
শ্রীরঘুনন্দন অগ্রে চলে॥ ১৩৮
পুরী বাহির হয়্যা প্রভু যত বন্ধুগণে।
ফিরাইলা সকলেরে মধুরভাষণে॥ ১৩৯
পুত্রের বিরহে রাজা হয়্যাছে কাতর।
সান্ত্বন করিলা আসি বশিষ্ঠ সত্বর॥ ১৪০
পুরী বাহির হয়্যা রাম বড় কুতূহলে।
দেখেন শরদ-শোভা জগত্মণ্ডলে॥ ১৪১
আকাশ প্রকাশ মেঘগণ-বিবর্জ্জিত।
কাম-ক্রোধআদি শূন্য যেন যোগিচিত॥ ১৪২
শরদের সঙ্গে শান্ত হল্যা সমীরণ।
সাধুর প্রসঙ্গে যেন হয় তুষ্ট জন॥ ১৪৩
জল নিরমল তাহে কমলবিকাশ।
দোষশূন্য চিত্তে যেন ভক্তির প্রকাশ॥ ১৪৪

পৃথিবীমণ্ডলে হলা পথদরশন।
ব্যাসের জনমে যেন দেখি শ্রুতিগণ॥ ১৪৫
পরিপক্ক শস্য সব নোয়াইলা মাথা।
সাধুজন যেন শুনি নিজগুণগাথা॥ ১৪৬
হংস সব আসিয়া মিলিলা সরোবরে।
সাধুজন যেন আস্থে মুমুক্ষুর ঘরে॥ ১৪৭
দেখি দেখি এইমত শরদ-শোভন।
সরযূর তটেতে চলেন তিনজন॥ ১৪৮
কিবা সে সরযূ নদী অতিমনোহর।
দুইতটে উপবন পরম সুন্দর॥ ১৪৯
বিমল বারিতে বারিরুহের উদয়।
বিবিধ বিহঙ্গ ডাকে ভ্রমরসঞ্চয়॥ ১৫০
কি কহিব সরযূর শোভা অবিদিত।
অযোধ্যানগর যাতে হয়্যাছে ভূষিত॥ ১৫১
দর্শন স্পর্শন পানে পাপ তাপ হরে।
শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি দিতে শক্তি ধরে॥ ১৫২
কিছু দূরে বিশ্বামিত্র বলেন বচন।
রামচন্দ্র এই স্থানে বস্য একক্ষণ॥ ১৫৩
বিধিমতে কর বাপ স্নান আচমন।
অপূর্ব্ব মঙ্গল-বিদ্যা করিব অর্পণ॥ ১৫৪
বলা অতিবলা দুই বিদ্যার সত্তম।
যাহা জানি নাহি হয় জরা আর শ্রম॥ ১৫৫
দেবতা দানব যক্ষ রাক্ষস কিন্নরে।
এ বিদ্যা জানিলে কেহ না পারে সমরে॥ ১৫৬
ক্ষুধা তৃষ্ণা পীড়া দিতে কভু না পারিবে।
স্বপ্নেতেও তব পাশে দৈত্য না যাইবে॥ ১৫৭
জ্ঞানেতে সৌভাগ্যে বীর্য্যে প্রভাবে উত্তরে।
তোমা না পারিবে কেহ ভুবন ভিতরে॥ ১৫৮
তবে রামচন্দ্র বিধিমতে বিদ্যা পাই।
এক রাত্রি রহিলেন সুখে সেই ঠাঁই॥ ১৫৯
প্রভাতে উঠিয়া করি স্নানাদি করণ।
ঋষিরে অগ্রেতে করি করিলা গমন॥ ১৬০
তবে কামবনে গিয়া হল্যা উপস্থিত।
একরাত্র সেখানেতে থাকি পাল্যা প্রীত॥ ১৬১
সেই বনে বাস করি যত ঋষি ছিলা।
তাহাদের তারা সবে আতিথ্য করিলা॥ ১৬২
প্রভাতে উঠিয়া চড়ি নৌকার উপর।
পার হয়্যা সরযূরে চলিলা সত্বর॥ ১৬৩

কিছু দূরে দেখি এক দুরন্ত কানন।
রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রে কহেন বচন॥ ১৬৪
অগ্রেতে দেখিয়ে ঘোরতর কার বন।
গৃধ্র কঙ্ক আদি দেখি দুষ্ট পক্ষিগণ॥ ১৬৫
ব্যাঘ্র সিংহ বরাহ ভল্লুক করিবর।
শুনি ইহাদের মাত্র শব্দ ঘোরতর॥ ১৬৬
বহেড়া কুচিলা আর কণ্টকী কদর্য্য।
এই সব বৃক্ষ এথা দেখি মুনিবর্য্য॥ ১৬৭
কহ কহ কাহার হইব এ কানন।
শুনিবারে কুতূহলী হয় মোর মন॥ ১৬৮
ঋষি হাসি হাসি কহে শুন বাপ ধন।
পূর্ব্বেতে এখানে ছিল নগর শোভন॥ ১৬৯
সম্প্রতি হয়্যাছে এই ঘোরতর বন।
তাহার কারণ কহি শুন দিয়া মন॥ ১৭০
সুকেতু নামেতে এক ছিলা যক্ষবর।
প্রজা লাগি তপ কৈলা কথোক বৎসর॥ ১৭১
তপেতে সন্তুষ্ট হয়্যা বিধাতা ঈশ্বর।
তাড়কা নামেতে কন্যা তাঁহে দিল বর॥ ১৭২
কন্যা বর পাই যবে না হইল সুখী।
সহস্রহস্তীর বল দিলা দেখি দুখী॥ ১৭৩
দশশত-মত্তদন্তীবল-বলাধার।
সেই কন্যা করি দিল সুন্দদৈত্য-দার॥ ১৭৪
তবেত তাড়কা সুন্দসঙ্গম পাইয়া।
মারীচ দুরন্ত পুত্র দিল প্রসবিয়া॥ ১৭৫
অগস্ত্যের অপরাধে সে সুন্দ মরিলা।
তাড়কা মারীচসঙ্গে তাঁহারে ধাইলা॥ ১৭৬
দেখিয়া অগস্ত্য তবে দুরন্ত দুর্জ্জন।
পরম রোষেতে কহিলেন এ বচন॥ ১৭৭
মারীচ তুমিরে হও রাক্ষস দারুণ।
তাড়কা রাক্ষসী হও তুমি নিষ্করুণ॥ ১৭৮
সেইতো তাড়কা তবে রাক্ষসী হইলা।
সেই পুরে কৈলা বন মানুষ মারিয়া॥ ১৭৯
এখনো মারিয়া খায় সুরভি ব্রাহ্মণ।
লোক-হিত-লাগি কর তাহার নিধন॥ ১৮০
রামচন্দ্র কহিছেন পরিহাস-বাণী।
একি অপরূপ আজ্ঞা কর মহাজ্ঞানী॥ ১৮১
স্মৃতি সব তোমা-সবাকারী সে বচন।
তাহাতে কর‍্যাছ নারীবধের নিন্দন॥ ১৮২

নিজ মুখে আজ্ঞা দাও পুন বধে তার।
বুঝিতে না পারি বাক্য তোমা-সবাকার ॥ ১৮৩
ঋষি কহিছেন বাক্য হসিত বদনে।
স্ত্রীবধ বলিয়া নাহি ঘৃণা কর মনে ॥ ১৮৪
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই বেদের শাসন।
শিষ্টের পালন আর দুষ্টের মারণ ॥ ১৮৫
অতএব সন্দেহ না কর নারী মানি।
শীঘ্র নষ্ট কর দুষ্টে নিজধর্ম্ম জানি ॥ ১৮৬
ইহাতে পূর্ব্বের এক শুন ইতিহাস।
যা শুনিলে এ সন্দেহ হইবে বিনাশ ॥ ১৮৭
বিরোচনসুতা দীর্ঘজিহ্বা নামে ছিলা।
সে রাক্ষসী-লোকের বিনাশ আরম্ভিলা ॥ ১৮৮
দেখি ইন্দ্র তাহার দৌরাত্ম্য অতিশয়।
লোকহিত লাগি তারে করিলা সংক্ষয় ॥ ১৮৯
এইরূপ অনেক ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মচারী।
বধিয়াছে কত কত অধার্ম্মিক নারী ॥ ১৯০
শুনিয়া ঋষির বাক্য প্রভু রঘুবর।
কহিছেন হাসি হাসি করি যোড়কর ॥ ১৯১
রাজধর্ম্ম শ্রবণ করিব করি মনে।
এত নিবেদিয়াছিনু তোঁহার চরণে ॥ ১৯২
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম নাহি করি বিবেচন।
তব আজ্ঞা পাবা মাত্র করি সেইক্ষণ ॥ ১৯৩
তাহে পুন আছে মোর পিতার বচন।
ঋষি-আজ্ঞা কদাচ না করিবে লঙ্ঘন ॥ ১৯৪
অতএব তব আজ্ঞা পায়্যা হরষিত।
বধিব তাড়কা যাহে ব্রাহ্মণের হিত ॥ ১৯৫
এত শুনি বিশ্বামিত্র অতুল হরিষে।
রামে কোলে করি দিলা অনেক আশিষে ॥ ১৯৬
তবে ঋষিপদে প্রভু করিয়া বন্দন।
কটিতে কসিয়া বস্ত্র করিলা ধারণ ॥ ১৯৭
শরাসনে গুণ দিয়া দিলেন টঙ্কার।
আচম্বিতে হল্য যেন অশনিসঞ্চার ॥ ১৯৮
সেই শব্দে সবদিক্ হইল পূরিত।
ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ফাটে যেন আচম্বিত ॥ ১৯৯
সে বনেতে যত দুষ্ট ছিলা পশুগণ।
মরি মরি করি সবে হল্য অচেতন ॥ ২০০
কত দুষ্ট গর্ভিণীর গর্ভ কত স্থলে।
স্রাব হয়্যা পড়ি গেল সেই শব্দবলে ॥ ২০১
দুষ্ট দৈত্য যত আছে দুরন্ত দানব।
সেই শব্দ শুনি ত্রাস পাইল সে সব ॥ ২০২
দেবগণ ঋষিগণ যত ভক্তজন।
পুলকিত সবে হল্যা আনন্দিতমন ॥ ২০৩
কিবা সেই ধনুকের ধ্বনির মহিমা।
দুষ্টজন দুখী শিষ্টসুখে নাই সীমা ॥ ২০৪
যেন সিংহশব্দ শুনি দন্তী পায় দুখ।
সেই শব্দে সিংহের শিশুতে দেখি সুখ ॥ ২০৫
তাড়কা শুনিয়া শব্দ হইয়া সংভ্রান্ত।
শব্দবাট বাহিয়া চলিলা সুদুর্দ্দান্ত ॥ ২০৬
কোপেতে কাঁপয়ে ঘন তার কলেবর।
মার মার মার রব করে ঘোরতর ॥ ২০৭
মস্তক ঠেকিছে যেন তরণিমণ্ডলে।
পদপাতে কম্পিত করয়ে ধরাতলে ॥ ২০৮
নিরখি তাহারে রাম কহেন লক্ষ্মণে।
দেখ ভাই রাক্ষসীর শরীর নয়নে ॥ ২০৯
শরীরের আভা দেখ দগ্ধগিরি যেন।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ মাথে তপ্ততাম্র হেন ॥ ২১০
নেত্র দুই আছে অতি দীর্ঘ কূপপারা।
অতিশয় পিঙ্গল তাহাতে দুই তারা ॥ ২১১
নাসিকা না হয় দেখ নয়নগোচর।
কেবল দেখিয়ে মাত্র দুইটা বিবর ॥ ২১২
পক্কজম্বুফল সম দুই ওষ্ঠ দিয়া।
নানা রুধিরের ধারা পড়িছে বাহিয়া ॥ ২১৩
গিরির গুহার মত বিকৃত বদন।
তাহাতে গৃহের স্তম্ভসমান দশন ॥ ২১৪
দশনসন্ধিতে নরশির শোভিতেছে।
অতি দীর্ঘ জীহ্বায় করিয়া চাটিতেছে ॥ ২১৫
মনুষ্যের মুণ্ডমালা ঘন দোলে গলে।
বেড়িয়াছে নর-নারী কত কটীস্থলে ॥ ২১৬
গভীর উদর শুষ্ক হ্রদের আকার।
উরু দুই যেন তালতরুর প্রকার ॥ ২১৭
কিন্তু দেখ দুরন্ত রাক্ষসী এইক্ষণে।
মোর বাণে মরি গেল শমন সদনে ॥ ২১৮
এইরূপ কহিতে কহিতে নিশাচরী।
মহাক্রোধে কাছে আলা ঘোর নাদ করি ॥ ২১৯
দুই বাহু পসারিয়া করে আগমন।
গরাসিব রামচন্দ্রে এই করি মন ॥ ২২০

দেখি রঘুমণি অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিয়া।
ধনুকে সংযোগ করি দিলেন ছাড়িয়া ॥ ২২১
বজ্রসম সে শর লাগিল বুকে তার।
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে বার বার ॥ ২২২
বিদীর্ণ বুকেতে বহে রুধিরের ধারা।
পর্ব্বতগহ্বর হতে তরঙ্গিণী পারা ॥ ২২৩
চুরমার করি বন পড়ে দেহখান।
তনু তেজি বাহির হইল তার প্রাণ ॥ ২২৪
রামবাণ-পরশে সে তেজিয়া বিরূপ।
যক্ষিণী পাইল নিজ মনোহর রূপ ॥ ২২৫
রামচন্দ্রে করি তবে বিবিধ স্তবন।
প্রণাম করিয়া গেল নিজ নিকেতন ॥ ২২৬
বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রে কোলেতে করিয়া।
বসন-অঞ্চলে দিলা মুখ মোছাইয়া ॥ ২২৭
হেনকালে দেবগণ সহ পুরন্দর।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন শ্রীরাম-উপর ॥ ২২৮
অম্বরে থাকিয়া কহিছেন ঋষি প্রতি।
মহাশয় দেখ আসিয়াছি দেবততি ॥ ২২৯
তব ভাগ্য-মহিমা কি কব মুনীশ্বর।
যাহে গুরু-সম্মান করেন রঘুবর ॥ ২৩০
যে কর্ম্ম করিলা রাম তাড়কা-মারণ।
ত্রিলোকীতে করিতে পারয়ে কোন্‌জন ॥ ২৩১
যাহার কটাক্ষে বিশ্ব কত শত হয়।
হেন রামচন্দ্রের আশ্চর্য্য এহো নয় ॥ ২৩২
তথাপি মনুষ্য-লীলা করণ-কারণ।
সকল পণ্ডিতে ইহা করিবা বর্ণন ॥ ২৩৩
সম্প্রতি তোমারে এক করি নিবেদন।
আমাদের হিত লাগি রাখ এ বচন ॥ ২৩৪
যত অস্ত্র জানিত কৃশাশ্ব নরপতি।
তাঁর কৃপাবলে তুমি জান মহামতি ॥ ২৩৫
সেই সব অস্ত্রবিদ্যা দাও রঘুবরে।
হেন শিষ্য না পাইবে ত্রিলোকভিতরে ॥ ২৩৬
যদ্যপি শ্রীরাম সর্ব্ববিদ্যার নিধান।
তথাপি অযোগ্য নহে তাঁহে বিদ্যাদান ॥ ২৩৭
যেন জলনিধি হতে জলধরগণ।
জল লয়্যা পুন তাতে করে বরিষণ ॥ ২৩৮
তেন তোমা-সবা-ক্রমে শ্রীরাম হইতে।
পাইয়াছ বিদ্যা যোগ্য হয় তাঁরে দিতে ॥ ২৩৯
এত কহি দেব সব গেলা স্বভবনে।
সে রাত্রি রহিলা সেই বনে তিনজনে ॥ ২৪০
প্রভাতে শ্রীরামে ঋষি নিকটে ডাকিয়া।
অস্ত্র-বিদ্যা প্রদান করেন শুদ্ধ-হিয়া ॥ ২৪১
ব্রহ্মাস্ত্র কালাস্ত্র ধর্ম্ম-অস্ত্র কালদণ্ড।
বজ্র চক্র শূল দুই গদা অতিচণ্ড ॥ ২৪২
ধর্ম্মপাশ কালপাশ বায়ব্য বারুণ।
নারায়ণ অস্ত্র শঙ্করাস্ত্র সুদারুণ ॥ ২৪৩
অমোঘা বিজয়া নামে দুই যমধার।
আগ্নেয় সে অর্দ্ধচন্দ্র গন্ধর্ব্বাস্ত্র আর ॥ ২৪৪
শোষণ মোহন বাণ স্তম্ভন ছেদন।
উন্মাদন মাদন দুরন্ত প্রতাপন ॥ ২৪৫
আর কত শত দিলা নাম নাহি জানি।
তার পর মন্ত্র সব দিলা মহাজ্ঞানী ॥ ২৪৬
মন্ত্র জপ করিতে করিতে মুনি পাশে।
মূর্ত্তিমান অস্ত্র সব আইলা প্রকাশে ॥ ২৪৭
কি করিব কি করিব বলে ঘনে ঘন।
কি লাগি করিলে আমা-সবারে স্মরণ ॥ ২৪৮
কর যোড়ি তাদিগে কহেন ভগবান।
আমারে ভজহ মুনি আজ্ঞা-পরমাণ ॥ ২৪৯
বুঝি মুনি-অনুমতি সেই অস্ত্রগণ।
রামেরে কহেন কিছু মধুর বচন ॥ ২৫০
তুমি পরশিবে আমাদিগে করতলে।
না জানি এ ভাগ্য হল্য কোন কর্ম্মফলে ॥ ২৫১
আমাদিগে স্মরণ করিবে যেইক্ষণ।
ত্বরিতে করিব তব পাশে আগমন ॥ ২৫২
এত কহি অস্ত্রগণ হল্য অন্তর্দ্ধান।
রাম ঋষিপদে নতি কৈলা ভক্তিমান ॥ ২৫৩
তবে যাই উপস্থিত হৈলা তিনজনে।
সিদ্ধাশ্রম নাম সেই বামনের বনে ॥ ২৫৪
কিবা সে বামন-বন, মনোহর তরুগণ,
স্থানে স্থানে নানাসরোবর।
তরুগণে নিতি নিতি, পত্র-পুষ্প-ফলততি,
তার তরে লোটে ভূমিপর ॥ ২৫৫
শুক-সারী আদি পক্ষ, আছে কত শত লক্ষ,
মুনিমুখে শুনি অবিরত।
শিখিয়াছে রামনাম, গান করে অবিশ্রাম,
তা শুনিয়া কান্দে মৃগ যত ॥ ২৫৬

যত আছে মৃগগণ, ত্রাস-শঙ্কা শূন্যমন,
মুনিজন-পাশে-পাশে চরে।
পক্ষী যত তারা আসি, নিকটে নিকটে বসি,
নানামতে সর্ব্বদা বিহরে॥ ২৫৭
কি জানি বনের তত্ত্ব, কিবা দেখি সে মহত্ত্ব,
বিরোধ নাহিক কারো সনে।
করী হরি একবাসে, তুরঙ্গ মহিষ-পাশে,
ব্যাঘ্র করে মৃগের লালনে॥ ২৫৮
কাকসঙ্গে করি মেলা, পেচক করয়ে খেলা,
নকুল ভুজঙ্গে না কাটয়।
সকলেই স্থানগুণে, রহে হর্ষিত মনে,
শ্রীরঘুনন্দন কিছু কয়॥ ২৫৯

বিশ্বামিত্র শ্রীরামে কহেন পরে তার।
এইত আশ্রম রাম আমা-সবাকার॥ ২৬০
পূর্ব্বেতে এখানে ছিলা শ্রীমান বামন।
এ লাগিয়া পরমপাবন এই বন॥ ২৬১
এই ঠাঁই দুরন্ত রাক্ষস দুইজনে।
মুনিদের হিত লাগি করহ দমনে॥ ২৬২
দেখি বিশ্বামিত্রে যাবদীয় ঋষিগণ।
অগ্রেতে আসিয়া সবে কৈলা সম্মানন॥২৬৩ *
যাবদীয় মুনিগণে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কৃতাঞ্জলিপুট হয়্যা করিলা বন্দন॥ ২৬৪
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে করি আশিষ-বচন।
মুনিগণ বসিতে দিলেন কুশাসন॥ ২৬৫
সকলে বসিলা তবে সুখেতে আসনে।
মুহূর্ত্তেক কাল গেলা কুশলকথনে॥ ২৬৬
তবে বিশ্বামিত্রে কহিছেন রঘুমণি।
যজ্ঞের আরম্ভ আজি করুন আপনি॥ ২৬৭
শিষ্ট-অপরাধে দুষ্ট নষ্ট হবে তূর্ণ।
ধর্ম্মবলে তব মর্ম্ম-কর্ম্ম হবে পূর্ণ॥ ২৬৮
তবে আজ্ঞা দিয়া ঋষি যত মুনিগণে।
সেই রাত্রি গোঁয়াইলা সবে সুখিমনে॥ ২৬৯
প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নান দান।
আরম্ভিলা করিবারে যজ্ঞের বিধান॥ ২৭০

ঘৃত কাষ্ঠ নানাজাতি পুষ্প পত্র ফল।
আনিয়া কুণ্ডেতে তবে জ্বালিল অনল॥ ২৭১
চতুর্দ্দিগে ঋষিগণ করেন হবন।
যজ্ঞধূম আচ্ছাদিতে লাগিলা গগন॥ ২৭২
হেনকালে ঋষিবে কহেন রঘুবর।
কোন্‌কালে আসিবে দুরন্ত নিশাচর॥ ২৭৩
কোনকালে করিব তাহার সংহারণ।
এত শুনি বিশ্বামিত্র কহেন বচন॥ ২৭৪
অদ্য আরম্ভিয়া ছয়রাত্রি নিরন্তর।
রক্ষণ করিবে যজ্ঞ হইয়া তৎপর॥ ২৭৫
এই কালমধ্যে তারা এখানে আসিবে।
আইলেই তাহাদিগে বিনাশ করিবে॥ ২৭৬
এত শুনি প্রভু ত্যজি নিদ্রা অন্ন পান।
ছয়রাত্র রক্ষণ করেন সাবধান॥ ২৭৭
ধনুতে চড়ায়্যা গুণ তাহে দিয়া শর।
দাঁড়ায়্যা রহিলা সদা চাহিয়া অম্বর॥ ২৭৮
ষষ্ঠদিনে ধূমগন্ধ মারীচ পাইলা।
সুবাহু সহিত সবে সাজিতে লাগিলা॥ ২৭৯
রক্ত পূয মূত্র বিষ্ঠা কলস কলস।
লইয়া সাজিল কত শতেক রাক্ষস॥ ২৮০
যাত্রাকালে দেখে তারা নানা-অমঙ্গল।
তথাপি না ফিরিল অলঙ্ঘ্য দৈববল॥ ২৮১
এখানে সকলে শুনিলেন আচম্বিতে।
ঘোরতর শব্দ এক ব্যোম-উপরিতে॥ ২৮২
দেখিতে দেখিতে ব্যোম হল্য আবরণ।
নাহি বোধ হয় কিছু নিজ পর জন॥ ২৮৩
প্রবল প্রচণ্ড বায়ু বহে খরশান।
ধূলির ভয়েতে সবে মুদিলা নয়ান॥ ২৮৪
তরু সব ভাঙ্গিছে করিয়া চড চড।
শর্করা করয়ে বৃষ্টি শুনি ঝড় ঝড়॥ ২৮৫
তরণিমণ্ডল কিছু দর্শন না হয়।
উপস্থিত হল্য বর্ষা বুঝি অসময়॥ ২৮৬
নিশাচরনিকর হয়্যাছে জলধর।
তড়িত হয়্যাছে তাহে খড়্গ খরতর॥ ২৮৭
গভীর গভীর রব বজ্রের গর্জ্জন।
রক্ত পূয মূত্র তাহে হয় জলকণ॥ ২৮৮
রক্ত আদি যত কিছু তাহারা বরিষে।
প্রভুর ইচ্ছাতে যজ্ঞস্থানে না আইসে॥ ২৮৯

* শ্রীরাম লক্ষ্মণে করি আশিষ বচন।
বসিতে দিলেন দিব্য কুশের আসন॥

তবে রাম কোপেতে কম্পিতকলেবর।
মারীচেরে কহিছেন কিছু উচ্চস্বর ॥ ২৯০
অরে দুষ্ট পাপাচার শুন রে বচন।
এখানে না আস্য যদি বাঞ্ছহ জীবন ॥ ২৯১
নরপশুমাংস খাও তাহে নহে ব্যথা।
মুনিগণে পীড়া দাও এ কেমন কথা ॥ ২৯২
বুঝি নাহি জান রামচন্দ্র-আগমন।
তোমা মত দুষ্ট-জন-বিনাশকারণ ॥ ২৯৩
পলায়ন কর যদি বাঞ্ছহ জীবন।
পুন মুনিগণে কভু না দিয় পীড়ন ॥ ২৯৪
এত শুনি রামবাক্য দুষ্ট নিশাচর।
অট্ট অট্ট উচ্চরবে হাসিল বিস্তর ॥ ২৯৫
কহে শুন রামচন্দ্র মোরা নিশাচর।
আমা-সবাকার ভক্ষ্য তুমি হও নর ॥ ২৯৬
তাহে দেখি তোমারে অত্যন্ত সুকোমল।
স্তন-দুগ্ধ নিকলে কসিলে গণ্ডস্থল ॥ ২৯৭
যদি পান করিতে বা বলবতী-স্তন।
তবে কিছু হত্যা বল এই হয় মন ॥ ২৯৮
আমারে না জান মুই তাড়কা নন্দন।
যে করে সহস্রহস্তি-বল সন্ধারণ ॥ ২৯৯
ধন্য রাজা দশরথ ধন্য তার হিয়া।
কি করিয়া বাঁচে তাহে তোর মুখে দিয়া ॥৩০০
তব রূপ দেখি কিন্তু কৃপা বড় হয়।
না খাইব ফিরিয়া পালাও নিজালয় ॥ ৩০১
আর এক কথা শুনি শাস্ত্রসারমর্ম্ম।
বিধাতা-নির্ম্মিত আমাদের এই ধর্ম্ম ॥ ৩০২
যত জীব ভুবনমাঝারে কিছু আছে।
বিধাতা মোদের ভক্ষ্য সবে করিয়াছে ॥৩০৩
তপোধন-যজ্ঞভঙ্গ তীর্থের দূষণ।
করিবারে বিধি করিয়াছে নিয়োজন ॥ ৩০৪
অতএব মোর ধর্ম্মে নাহি কর বাধ।
ফিরি যাও যদি থাকে বাঁচিবার সাধ ॥ ৩০৫
এত শুনি মৃদু হাস্য করি রঘুবর।
করেন তাহারে কিছু উচিত উত্তর ॥ ৩০৬
মারীচ হইল বুঝি নিকট মরণ।
এ লাগিয়া কহিতেছ অযোগ্য বচন ॥ ৩০৭
কোমল শরীর দেখি মোরে ভক্ষ্য মান।
কিন্তু তোমাদের বিষ এ বলিয়া জান ॥ ৩০৮
মোর স্পর্শমাত্রে তুমি যাবে যমবাসে।
কুম্ভীর মরয়ে যেন হরিদ্রার বাসে ॥ ৩০৯
কৌমার-যৌবন-জরাবয়স-বিচার।
অকারণ বল মাত্র সকলের সার ॥ ৩১০
পার্ব্বতীনন্দন দেখ কৌমারবয়সে।
বধিলা তারকাসুরে সুখে অনায়াসে ॥ ৩১১
তাড়কানন্দন বলি নিজ পরিচয়।
নাহি দাও শুনি মোর হাসি নাহি রয় ॥ ৩১২
তাড়কার দশা বুঝি শুন নাই কাণে।
দেখ গিয়া একবার তার বাসস্থানে ॥ ৩১৩
নিতান্ত বাসনা যদি হয় মরিবার।
প্রথমে মাতার গিয়া করহ সৎকার ॥ ৩১৪
সেই প্রাণ তেজিয়াছে মোর এক বাণে।
তোমারেও পাঠাইব আজি তার স্থানে ॥ ৩১৫
কহিছ পিতার মোর কঠিন হৃদয়।
নাহি জান দুষ্ট তুমি তাঁহার আশয় ॥ ৩১৬
শৃগালনিকটে পুত্র পাঠাইতে ডর।
সিংহের মনেতে হয় কোথা নিশাচর ॥ ৩১৭
অপকর্ম্ম নিজধর্ম্ম দিলে পরিচয়।
এ বচন সত্য হয় মিথ্যা কভু নয় ॥ ৩১৮
তোমাদের এই ধর্ম্ম যেমত বিহিত।
মোর ধর্ম্ম তোমাদের মারণ নিশ্চিত ॥ ৩১৯
শুনি নীচ মারীচ পোড়য়ে রোষানলে।
জননী-মরণ শুনি শতগুণ জ্বলে ॥ ৩২০
ঘন ঘন ঘুরে তার অরুণ নয়ন।
গগনেতে চড়িল যেন প্রাতের তপন ॥ ৩২১
দন্ত কড মড় করে দংশে নিজ হাত।
মার মার বিনা নাহি বোলে আন বাত ॥ ৩২২
দেখিয়া তাহার রূপ ভয়ে মুনিগণ।
রাখ রাম বলিয়া ডাকেন ঘনেঘন ॥ ৩২৩
মুনিপত্নীগণ পর্ণশালা উপেখিয়া।
পলায়ন করে ফল-মূল ফেলাইয়া ॥ ৩২৪
দেখিয়া লক্ষ্মণ মৃদু কন রঘুবীরে।
বিলম্ব উচিত নহে শীঘ্র তেজ তীরে ॥ ৩২৫
তোমার স্মরণ মাত্রে দুখ দূর হয়।
তোমার সাক্ষাতে পীড়া এ উচিত নয় ॥ ৩২৬
এত শুনি হাসিয়া শ্রীরাম ভগবান্।
ধনুকগুণেতে বাণ করিলা সন্ধান ॥ ৩২৭

বাণেতে বসিলা ঊনপঞ্চাশ পবন।
মন হেন বেগে বাণ করিলা গমন ॥ ৩২৮
মারীচের বুকেতে লাগিল সেই বাণ।
প্রলয়কালের কোটি বজ্রের সমান ॥ ৩২৯
শ্রীরামের ইচ্ছা হেতু প্রাণে না মরিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া শূন্যে ঘুরিতে লাগিল ॥ ৩৩০
উড়িয়া উড়িয়া যায় সে ঊর্দ্ধ গগনে।
শিমুল তূলার খণ্ড যেম সমীরণে ॥ ৩৩১
সেই বাণবলে দুষ্ট লঙ্কার ভিতরে।
পড়িয়া চেতন পাল্য প্রহরেক পরে ॥ ৩৩২
তৃষ্ণাতে কাতর জল খাইল বিস্তর।
ঘন ঘন নিশ্বাস বহয়ে যেন ঝড় ॥ ৩৩৩
কাণ কসে নাক ঘসে ভূমে আপনার।
ঘন বলে না দেখিব রামে আরবার ॥ ৩৩৪
এখানে সুবাহু দেখি মারীচের গতি।
নানামায়া নির্ম্মাণ করয়ে ক্রুদ্ধমতি ॥ ৩৩৫
রামচন্দ্র রুষি বহ্নিবাণ ছাড়ি দিলা।
সুবাহু তাহার বেধে প্রাণ তেয়াগিলা ॥ ৩৩৬
আর যত শত শত রাক্ষস আছিলা।
বায়ব্য বাণেতে সবে প্রভু বিনাশিলা ॥ ৩৩৭
বাজাইল দুন্দুভি দামামা দেবগণ।
শ্রীরাম-উপরি কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ ৩৩৮
বিদ্যাধর করে গান অপ্সরা নর্ত্তন।
ঋষিগণ জয় জয় শব্দ উচ্চারণ ॥ ৩৩৯
রামচন্দ্র ঋষিগণে করিলা প্রণাম।
আশিষ করিলা তাঁরা পাঠ করি সাম ॥ ৩৪০ *
তবে যজ্ঞ পরিপূর্ণ করিয়া সকলে।
সে দিন রহিল সবে অতি কুতূহলে ॥ ৩৪১
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩৪২

ইতি শ্রীরামরসায়নে আদিকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে মারীচপরাজয়ো নাম
পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥

* তবে ত হইল সেই যজ্ঞ সমাধান ॥
সেই রাত্রি সেই স্থানে সকলে রহিলা।
পরভাতে রামচন্দ্রে কহিতে লাগিলা ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অহল্যা-উদ্ধার।

শিলাং সীমন্তিনীং কুর্ব্বন্ কাষ্ঠং কাঞ্চনতাং নয়ন
বিচিত্রলীলতাং ব্যঞ্জন জীয়াচ্ছ্রীলক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥ ১

রজনী যাপন করি প্রাতে রঘুবর।
বিশ্বামিত্র মুনিরে কহেন যুক্তি কর ॥ ২
নির্ব্বিঘ্নে হইল তব যজ্ঞ-সমাপন।
কি কর্ম্ম করিব আর কর আজ্ঞাপন ॥ ৩
তোমা-সবাকার আজ্ঞা-পালন বিহনে।
আর কিছু কুশল না দেখি ত্রিভুবনে ॥ ৪
শুনি বাক্য বিশ্বামিত্র মুদিত হইয়া।
কহিছেন রামচন্দ্রে চতুর চিন্তিয়া ॥ ৫
শুনিয়াছ অতি রম্য মিথিলানগর।
তাহে আছে জনক নৃপতি জ্ঞানিবর ॥ ৬
শ্রীরাম কহেন জানি যাহার ভবনে।
আছয়ে হরের ধনু বিদিত ভুবনে ॥ ৭
হাসি হাসি ধিরি-ধিরি কহেন লক্ষ্মণ।
কেবল থাকিবে কেন হর-শরাসন ॥ ৮
আর এক অপূর্ব্ব আছয়ে রত্নবর।
সীতা নামে যার খ্যাতি লোকেতে বিস্তর ॥ ৯
রামচন্দ্র মৃদু হাসি কটাক্ষে বারিলা।
পুন সেই ঋষিবর কহিতে লাগিলা ॥ ১০
রাম সেই রাজার আছয়ে নিমন্ত্রণ।
তাঁর যজ্ঞ দর্শনে যাইব সে ভবন ॥ ১১
যত ঋষিগণ সবে করিবা গমন।
তুমি চল মোর সঙ্গে সহিত লক্ষ্মণ ॥ ১২
সেখানে দেখিবে সেই শিবশরাসন।
কিবা সে বিচিত্র ধনু অসাধ্য-বর্ণন ॥ ১৩
দেবতা দানব যক্ষ রাক্ষস কিন্নরে।
সে ধনুতে গুণ দিতে সাহস না করে ॥ ১৪
কত শত রাজা আসিছিল তার পাশে।
ধনু দেখি পলায়্যা গিয়াছে স্ব স্ব বাসে ॥ ১৫
জনক ভূপতি বল-পরীক্ষা কারণে।
সেই ধনু রাখিয়াছে আপন ভবনে ॥ ১৬

সে ধনু যদ্যপি পার তুমি নোঁয়াবাবে।
অতিশয় যশ হবে ত্রিলোক-মাঝারে ॥ ১৭
মোর সঙ্গে যাইলে না যাবে তব মান।
গুরু সনে শিষ্যজন যায় নানা স্থান ॥ ১৮
অতএব যদি যাও মিথিলা-ভবনে।
তবে বড় সুখ হয় আমাদের মনে ॥ ১৯
এত শুনি রামচন্দ্র করেন ভাবনা।
বুঝি পরিপূর্ণ হয় আমার বাসনা ॥ ২০
হেন দিন হইবে কি যাব সে নগরী।
দেখিব প্রিয়ার রূপ কোনো ছলা করি ॥ ২১
কহেন ঋষিরে আজ্ঞা লঙ্ঘিতে তোমার।
কি সাধ্য আছয়ে ভৃত্য আমা-সবাকার ॥ ২২
যাহাতে তোমার সুখ মোর কার্য্য সেই।
নিজ বাঞ্ছা তব পদে নিবেদিনু এই ॥ ২৩
ভ্রাতারে ভাষেন প্রভু শুনরে লক্ষ্মণ।
সাধ আছে দেখিতে শিবের শরাসন ॥ ২৪
বুঝি ঋষি-অনুগ্রহে তাহা সিদ্ধ হয়।
অতএব গমন অযোগ্য কভু নয় ॥ ২৫
শ্রীরঘুনন্দন কহে জানি তব মর্ম্ম।
মিথিলাতে আছে গুপ্ত আরো কিছু কর্ম্ম ॥২৬
তবে সবে সাজিলা মিথিলা-পথ দিয়া।
কমণ্ডলু কোশা কুশী কুশাসন নিয়া ॥ ২৭
বনবাসী যত ছিল মৃগ-পক্ষিগণ।
রামরূপে তাহাদের মজি গেল মন ॥ ২৮
রহিতে না পারে তারা রাম-অদর্শনে।
গমন করিল সবে পশ্চাতে গগনে ॥ ২৯
সন্ধ্যাকালে শোণনদ-তটে উপস্থিত।
সেই রাত্রি সেই স্থানে রহিলা সুখিত ॥ ৩০
নানা ইতিহাস-কথা কন ঋষিবর।
শুনি দশরথ-সুত সুখিত অন্তর ॥ ৩১
এইরূপে বিভাবরী বিস্তর বহিলা।
তবে নিদ্রা লাগি সবে শয়ন করিলা ॥ ৩২
শ্রীরঘুনন্দন রাম-নিকটে বসিয়া।
মৃদু মৃদু করি দেয় চরণ চাপিয়া ॥ ৩৩
প্রভাতে উঠিয়া সবে করিলা গমন।
আসি উপনীত হল্যা গৌতম-কানন ॥ ৩৪
বিলোকিয়া বন বিশ্বামিত্রে রঘুবর।
বলিছেন কিছু কথা সুকোমলস্বর ॥ ৩৫
নিরখিয়ে কমনীয় কাহার কানন।
পরিপূর্ণ পত্রপুষ্পে পাদপের গণ ॥ ৩৬
কিন্তু মৃগ বিহঙ্গ না হয় দরশন।
নাহি হয় তাহাদের নিনাদ শ্রবণ ॥ ৩৭
মুনিবৃন্দ-বেদবাদ না শুনি শ্রবণে।
কহ প্রাণিবর্জ্জিত এ বন কি কারণে ॥ ৩৮
বলিছেন বিশ্বামিত্র শুন রামধন।
গৌতম নামেতে মুনি আছে এক জন ॥ ৩৯
তাঁরে বিধি অহল্যা নামেতে কন্যা দিলা।
তাহার সহিত মুনি এই বনে ছিলা ॥ ৪০
সে নারী-লাবণ্য নিরখিয়া পুরন্দর।
পঞ্চবাণ-বাণে যেন হইলা জর্জ্জর ॥ ৪১
কামাতুর সেই ইন্দ্র তারে করি মনে।
নিরন্তর বোলে ঘুরি-ফিরি এই বনে ॥ ৪২
কদাচিৎ স্নান লাগি গেলে তপোধন।
তাঁর বেশ ধরি ইন্দ্র কৈলা আগমন ॥ ৪৩
কহিছেন অহল্যারে নিকটে বসিয়া।
প্রাণ রাখ প্রিয়ে একবার সঙ্গ দিয়া ॥ ৪৪
দেখিয়া বনের শোভা জাগিল মদন।
আলিঙ্গন দিয়া প্রিয়ে রাখহ জীবন ॥ ৪৫
এত কহি অহল্যা-পরশে দিল মন।
সুধা বলি যেন বিষ করয়ে ভোজন ॥ ৪৬
মুনি-বেশে আল্যা ইন্দ্র অহল্যা জানিলা।
তথাপি তাহার সঙ্গ-রঙ্গে মন দিলা ॥ ৪৭
এ লাগিয়া তারে বাপ না কর নিন্দন।
সেই হেতু পাবে সে তো দুর্লভ রতন ॥ ৪৮
হাসিয়া কহেন রাম কি অপূর্ব্ব শুনি।
কিবা সেই রত্ন মোরে কহিবে আপনি ॥ ৪৯
ঋষি কহে কহিতে না হবে সে রতনে।
নিরখিবে আজি রাম আপন নয়নে ॥ ৫০
তবে যবে দেবরাজ কৃতার্থ হইলা।
অহল্যা সুন্দরী হাসি কহিতে লাগিলা ॥ ৫১
কৃতার্থ হইলে মোরে করিলে কৃতার্থ।
এখানে থাকিয়া আর এবে নাহি স্বার্থ ॥ ৫২
যেমত আইলে ইন্দ্র অলক্ষ্য হইয়া।
সেইরূপে শীঘ্র তুমি যাও পলাইয়া ॥ ৫৩
পাপাচার পুরন্দর পুন কহে বাণী।
শুন মোর কথা দয়াময়ী ঠাকুরাণী ॥ ৫৪

তোমারে ছাড়িতে নাহি হয় কভু মন।
মুনির ভয়েতে কিন্তু কাঁপয়ে জীবন ॥ ৫৫
মনেতে রাখিবে না হইবে বিস্মরণ।
সম্প্রতি আমিও শীঘ্র করি পলায়ন ॥ ৫৬
এত কহি পর্ণশালা-বাহির হইয়া।
পলায়ন করে চারি দিগেতে চাহিয়া ॥ ৫৭
বায়ু হেন বেগেতে বাসব চলি যায়।
পড়িলে না উঠে পুন হেন শীঘ্র ধায় ॥ ৫৮
এইরূপে যাইতে যাইতে পুরন্দর।
পড়ি গেলা সাক্ষাতে গোতম-ঋষিবর ॥ ৫৯
যে যাহারে ভয় করে সেই পায় তায়।
খঞ্জের চরণ যেন পড়য়ে খানায় ॥ ৬০
দেখি ঋষিবরে ইন্দ্র ভয়েতে কম্পিত।
দাবানল দেখি যেন শশক ত্রাসিত ॥ ৬১
পলাইতে চাহে নাহি উঠয়ে চরণ।
হৃদয় কাঁপয়ে শুষ্ক হইল বদন ॥ ৬২
দেখি দুষ্টে দারুণ কোপেতে তপোধন।
কহিছেন পুরন্দরে অরুণ-নয়ন ॥ ৬৩
কে বট তুমিরে দুষ্ট মম রূপ ধর।
কি লাগিয়া প্রবেশিয়াছিলে মোর ঘর ॥ ৬৪
সত্য কহ জীবনে বাসনা যদি হয়।
অন্যথা করিব এইক্ষণে ভস্মময় ॥ ৬৫
শুনি মুনিবাক্য ইন্দ্র পায়্যা অতি ভয়।
কহিব কি না কহিব না পায় নিশ্চয় ॥ ৬৬
ক্ষণেক ভাবিয়া সেহ করিলা নিশ্চিত।
যে হকু সে হকু সত্য বচন উচিত ॥ ৬৭
এত ভাবি কহিবারে তবে দিলা মন।
ওষ্ঠ কাঁপে কষ্টে স্পষ্ট না হয় বচন ॥ ৬৮
শুষ্ক হইয়াছে কণ্ঠ জিহ্বা নাহি চলে।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা আধ আধ কিছু বলে ॥ ৬৯
মহাশয় দয়াময় তোমার সমান।
ত্রিলোক মাঝারে মুনি নাহি দেখি আন ॥ ৭০
আমি দেবরাজ দুষ্ট নাহি মোর গতি।
মদনবাণেতে নষ্ট হই গেলা মতি ॥ ৭১
এ লাগি করিনু কর্ম্ম অতি বিনিন্দিত।
করহ আমার দণ্ড যে হয় উচিত ॥ ৭২
এত শুনি মুনি কোপে দ্বিগুণ জ্বলিলা।
জ্বলিত অনল যেন ঘৃতেরে পাইলা ॥ ৭৩
কহিছেন কোপে শুন শুনরে দুষ্কৃত।
কুক্কুর হইয়া তুই খালি যজ্ঞঘৃত ॥ ৭৪
যে অঙ্গে করিলে মোর ভার্য্যা আলিঙ্গন।
করিবে তাহাতে তোর শত্রুতে বন্ধন ॥ ৭৫
করিলে কুকর্ম্ম যার বলেতে মাতিয়া।
সেই অণ্ডকোষ তোর পড়ুক খসিয়া ॥ ৭৬
যোনি ভালবাস যেন তুমি প্রাণ মত।
এ লাগি অঙ্গেতে হবে যোনি দশশত ॥ ৭৭
স্বীকার করিয়া পুরন্দর সেই শাপ।
নিজ ঘরে পালাইলা করি বাপ বাপ ॥ ৭৮
মুনির অলঙ্ঘ্য আজ্ঞা কভু মিথ্যা নয়।
সেইক্ষণে হলা ইন্দ্র-অঙ্গ যোনিময় ॥ ৭৯
আর দুই অণ্ডকোষ খসিয়া পড়িলা।
তাহে পুরন্দর অতি নিস্তেজ হইলা ॥ ৮০
সেই ঘরে গিয়া দেব-ঋষি-পিতৃগণে।
নিজ দশা জানাইলা অতি দুখিমনে ॥ ৮১
তাঁরা তার দশা দেখি সদয় হইয়া।
কহিলেন এই অনুগ্রহ বিবেচিয়া ॥ ৮২
মেষের কাটিয়া কোষ যোগ করি দিলা।
সহস্র যোনিতে তত লোচন করিলা ॥ ৮৩
এথা গৃহে গিয়া ঋষি অহল্যার গায়।
রতি চিহ্ন দেখি কোপে দেখিতে না পায় ॥ ৮৪
তাঁরে দেখি অহল্যা কহিতে না পারয়।
আছি কিনা আছি আমি বলিয়া নিশ্চয় ॥ ৮৫
ঘর্ম্মজলে ভিজি গেলা অঙ্গের অম্বর।
তৃণ হেন ঘন ঘন কাঁপে কলেবর ॥ ৮৬
করযোড় করিয়া আছয়ে দাঁড়াইয়া।
কহিছেন তপোধন তাহারে কুপিয়া ॥ ৮৭
যে কর্ম্ম করিলে কামে হইয়া মোহিত।
ভুঞ্জহ তাহার ফল এইত উচিত ॥ ৮৮
পাষাণ হইয়া থাক এইত কাননে।
নিরাহারে দুঃখ ভুঞ্জ আতপ-বর্ষণে ॥ ৮৯
নানা জন্তু-বিহীন হইব এই বন।
এই শাপ দিয়া শান্ত হল্যা তপোধন ॥ ৯০
শুনিয়া দুরন্ত শাপ দুখিত হইয়া।
ভূমে পড়ি কহে রামা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৯১
তোমা বিনা আন পতি নাহি প্রাণেশ্বর।
কিঞ্চিৎ করুণা কর দেখিয়া কাতর ॥ ৯২

নারীজাতি স্বভাবেতে বহু দোষময়।
তার দোষ স্বামী নিলে সে কোথায় রয় ॥ ৯৩
দেখ নাথ নারী প্রতি ব্যাধ কৃপা করে।
স্ত্রী বলি জানিলে সে তো কভু না সংহারে ॥৯৪
যে কার্য্য হইল অবিলঙ্ঘ্য দৈববলে।
পাইলাম তাহার উচিত ঘোর ফলে ॥ ৯৫
কিন্তু কৃপা করি কান্ত কর শাপ শান্ত।
কে রাখিবে মোরে তুমি না হইলে ক্ষান্ত ॥ ৯৬
শাপ দিলে কোপ নাহি আর পুন রয়।
দগ্ধি কাষ্ঠে অনল নির্ব্বাণ যেন হয় ॥ ৯৭
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
কৃপা করি চাহ নাথ প্রসন্নবয়নে ॥ ৯৮
শুনি বাণী কৃপালু কহেন মহামতি।
ত্রিভুবনমাঝে তব নাহি দেখি গতি ॥ ৯৯
একমাত্র দেখিয়ে উপায় সুশোভন।
দশরথ রাজা হবে অযোধ্যাভবন ॥ ১০০
তাঁর পুত্র রামনামে হবে এক জন।
বিশ্বামিত্র সনে তিঁহ আসিবা এ বন ॥ ১০১
যবে তুমি পাবে তাঁর চরণ-স্পর্শনে।
মুক্ত হবে সেই শাপে তুমি সেইক্ষণে ॥ ১০২
রামপদ-স্পর্শে তুমি পবিত্র হইবে।
সেই কালে পুন মোর দর্শন পাইবে ॥ ১০৩
এত কহি মুনি গেলা গিরি হিমালয়।
তৎক্ষণাৎ অহল্যা হইলা শিলাময় ॥ ১০৪
যত প্রাণী ছিল বনে মৃগ পক্ষিগণ।
স্থানান্তরে গেলা সবে সে শাপকারণ ॥ ১০৫
এ সকল কথা আমি ভালমতে জানি।
এই লাগি তোঁহে কহি আর এক বাণী ॥ ১০৬
অহল্যা ভুঞ্জিছে দুখ বিবিধপ্রকারে।
পবিত্র করহ পদস্পর্শ দিয়া তারে ॥ ১০৭
অন্য গতি নাহি তব চরণ বিহনে।
পুনঃপুনঃ কহি তোঁহে এইতো কারণে ॥ ১০৮
এত শুনি শ্রীরাম কহেন তপোধনে।
প্রভু হেন আজ্ঞা মোরে করিছ কেমনে ॥ ১০৯
আমিহ ক্ষত্রিয় জাতি তিঁহ বিপ্রনারী।
আমি তাঁর গাত্রে কি চরণ দিতে পারি ॥ ১১০
কহিছেন ঋষি শুন বাপ প্রজাপতি।
বিপ্র হিত লাগি করাছেন নরপতি ॥ ১১১
অতএব বিপ্র-সুখ লাগি নৃপগণ।
অনায়াসে করে প্রাণপর্য্যন্ত অর্পণ ॥ ১১২
এখানে তো পরিশ্রম কিছু না হইবে।
চরণপরশমাত্রে পাতকী তরিবে ॥ ১১৩
ইহা যদি না করিবে নরপতি হয়্যা।
কেমনে করিবে হিত তবে দুখ সয়্যা ॥ ১১৪
অপরাধ সন্দেহ না করিবে ইহায়।
সন্তুষ্ট হইবে সেহ অধিক তোমায় ॥ ১১৫
এক ইতিহাস শুন এই বিষয়েতে।
ককুৎস্থ ভূপতি ছিলা তোমার বংশেতে ॥ ১১৬
ইন্দ্রকার্য্য লাগি তিঁহ ইন্দ্রের উপর।
চড়ি ছিলা তবু না হইল পাপডর ॥ ১১৭
এত কহি ঋষি পুন কন কর্ণকূপে।
আমারে না কর তুমি বঞ্চনা এরূপে ॥ ১১৮
তোঁহে জানি নারায়ণ সর্ব্ব-দেবসার।
এই সব কার্য্য লাগি তব অবতার ॥ ১১৯
নর লীলা করিতেছ এই তো লাগিয়া।
সকল-সাক্ষাতে নাহি কহি বিবরিয়া ॥ ১২০
শীঘ্র কর প্রভু বিপ্রপত্নীর উদ্ধার।
এই যশ গাই লোকে তরুক সংসার ॥ ১২১
এত শুনি রামচন্দ্র মৃদু হাসিলা।
কটাক্ষ-ভঙ্গীতে তাঁরে অনুমতি দিলা ॥ ১২২
রামচন্দ্র মুনিগণে কহেন বচন।
এই অপরাধ সবে কর ক্ষমাপণ ॥ ১২৩
গুরু-আজ্ঞা লাগি বিপ্র-পত্নীর মূর্ত্তিতে।
অবশ্য হইল মোরে চরণ অর্পিতে ॥ ১২৪
এত শুনি মুনিগণ বলেন বচন।
অবশ্য কর্ত্তব্য বটে এই তো করণ ॥ ১২৫
মোরা সবে দিলাম সাদরে অনুমতি।
গৌতম-পত্নীর শীঘ্র করহ সদ্গতি ॥ ১২৬
তবে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকরে ধরি।
দেখাইলা শিলারূপী গৌতমসুন্দরী ॥ ১২৭
রামচন্দ্র দক্ষিণ চরণে করি ভয়।
পরশিবা মাত্র পাল্যা তিঁহ পূর্ব্বকায় ॥ ১২৮
কিন্তু এক হইল অধিক চমৎকার।
পূর্ব্ব হত্যে শতগুণ শোভা হল্য তার ॥ ১২৯ *

* যেন হয় কুসুম মলিন ক্ষারসঙ্গে।
জলাধারে রস প্যায়া পুন বাঢ়ে রঙ্গে ॥

তাহার রূপেতে আলা হল্য সব বন।
উদয় করিল যেন বিদ্যুতের গণ॥ ১৩০
মাগো দশরথ-পুত্র রাম মোর নাম।
এত কহি প্রভু তাঁরে করিলা প্রণাম॥ ১৩১
অহল্যা পাইলা তবে অপূর্ব্ব চেতন।
নিদ্রা পরিত্যাগ করি উঠে যেন জন॥ ১৩২
প্রভুর পরশে দূরে গেল সব দুখ।
রামচন্দ্রে নিরখিয়া হল্য বড় সুখ॥ ১৩৩
ইন্দ্রনীলমণি জিনি চিকণ বরণ।
গলিত কাঞ্চন হেন তাহাতে বসন॥ ১৩৪
শারদপূর্ণিমা-শশি-সুন্দর বদন।
বিকসিত শতদল প্রফুল্ল নয়ন॥ ১৩৫
পরিসর কপাল নাসিকা মনোহর।
অধর সুরঙ্গ কাণে কুণ্ডল সুন্দর॥ ১৩৬
মত্তকরি-শুণ্ড জিনি বাহুদণ্ড রাজে।
দক্ষকরে শর বামকরে ধনু সাজে॥ ১৩৭
বিশাল শ্রীবক্ষস্থলে মণিময় হার।
তাহাতে শ্রীবৎসচিহ্ন বনমালা আর॥ ১৩৮
কিবা রোমাবলীশোভা উরু সুশোভন।
থলশতদল জিনি কমল চরণ॥ ১৩৯
তাহে ধ্বজ বজ্র আদি চিহ্ন নানামত।
মধুলোভে ভ্রমর পড়িছে শত শত॥ ১৪০
দেখি হেন রামরূপ প্রমোদ-পাথারে।
ভাসিয়া অহল্যা সিক্ত হল্যা অশ্রুধারে॥ ১৪১
দেখি রামচন্দ্রে নারায়ণ বলি জানি।
প্রণাম করিলা কত হয়্যা যোড়পাণি॥ ১৪২
একবার চান্দমুখ করে নিরীক্ষণ।
পুন বিলোকন করে যুগল চরণ॥ ১৪৩
এইরূপে পুনঃপুন শোভা নিরখিয়া।
স্তব আরম্ভিলা ভক্তিবিনম্র হইয়া॥ ১৪৪
শ্রীরঘুনন্দন-রঘুনাথ জয় জয়।
ত্রিলোকেতে তব সম নাহি দয়াময়॥ ১৪৫
মোরমত ভাগ্যবতী নাহি ত্রিভুবনে।
অনায়াসে পাইলাম তব দরশনে॥ ১৪৬
তাহে পুন পাইলাম তোমার চরণ।
ব্রহ্মা আদি সদা যার করে অন্বেষণ॥ ১৪৭
জনমিলা যে চরণে গঙ্গা ঠাকুরাণী।
যে জল পরশে হয় সর্ব্বপাপ-হানি॥ ১৪৮
সাক্ষাৎ সে চরণ পাইয়া মোর শুদ্ধি।
ইহাতে হইতে পারে কি আশ্চর্য্য-বুদ্ধি॥ ১৪৯
তব নামাভাস যদি বলে একবার।
অনায়াসে তরি যায় দুর্জ্জয় সংসার॥ ১৫০
তব নাম যত পাপে পারে নাশিবারে।
এত পাপ পাতকীতে করিতে না পারে॥ ১৫১
হেন তব পদস্পর্শ আমার যে হয়।
এমত নাহিক মোর পুণ্যের সঞ্চয়॥ ১৫২
বুঝিলাম পতিত-পাবন নিজ নাম।
প্রকটকরণ লাগি আইলে শ্রীরাম॥ ১৫৩
তোমার মহিমা আমি কি কহিতে জানি।
পঞ্চমুখে সদা গান করে শূলপাণি॥ ১৫৪
অতএব তেজি জ্ঞান করি পরণাম।
ইহাতেই পাইব অবশ্য তব ধাম॥ ১৫৫
কিন্তু তব চরণে মাগিয়ে এই বর।
এই মত শাপ যেন পাই নিরন্তর॥ ১৫৬
যাহাতে পাইনু তব চরণের ধূলি।
যে লাগিয়া যোগিজন করয়ে ব্যাকুলি॥ ১৫৭
এইরূপে শ্রীরামে অহল্যা স্তুতি করে।
দেবগণ আল্যা সব অম্বর উপরে॥ ১৫৮
অহল্যা-উপরি করি পুষ্প বরিষণ।
আনন্দ-উল্লাসে তাঁর করে প্রশংসন॥ ১৫৯
অহল্যার মত কার নাহি ভাগ্যবল।
নিজস্থানে বসি পাল্য কিবা দিব্য ফল॥ ১৬০
যে লাগিয়া যোগিজন তেজিয়ে বিষয়।
বনে অনাহারে কোটিকল্প বসি রয়॥ ১৬১
হেন রাম-চরণ পাইলা অনায়াস।
মোদের এমত শাপে হয় অভিলাষ॥ ১৬২
এথা হিমালয়েতে গৌতম তপোধন।
জ্ঞানবলে জানিলা অহল্যা-উদ্ধারণ॥ ১৬৩
শ্রীরাম-দর্শন লাগি হয়্যা আনন্দিত।
যোগবলে সেই ক্ষণে হল্যা উপনীত॥ ১৬৪
বিশ্বামিত্র বচনে জানিয়া তপোধনে।
বন্দন করিলা রাম তাঁহার চরণে॥ ১৬৫
অহল্যা পতির পদে প্রণতি করিয়া।
কৃতাঞ্জলি অধোমুখী রহিলা দাণ্ডায়্যা॥ ১৬৬
শ্রীগৌতম রঘুবর-রূপ নিরখিয়া।
কহিছেন গদগদ-বচন হইয়া॥ ১৬৭

প্রভু তব চরিত্র বিচিত্র বড় হয়।
মোসবার বুদ্ধি-বেদ্য কভু যেন নয় ॥ ১৬৮
কোথা মুই জীব কোথা তুমি নারায়ণ।
আমার বন্দন তব অতি দুর্ঘটন ॥ ১৬৯
কিংবা বুঝিলাম আমি তব অভিলাষ।
লোকশিক্ষা লাগিয়া তোমার এ প্রয়াস ॥ ১৭০
নিজমুখে কহ ধর্ম্ম শিখাও করিয়া।
তুমি না করিলে যায় সে নষ্ট হইয়া ॥ ১৭১
তোমা হেন দয়াময় নাহি ত্রিভুবনে।
মোর বাক্য সত্য-লাগি আস্যাছ এ বনে ॥ ১৭২
অহল্যারে শুদ্ধ কৈলে পদধূলি দিয়া।
আমিহ কৃতার্থ হব উহারে পর্শিয়া ॥ ১৭৩
অহল্যার তুলনা নাহিক এ সংসারে।
আসিযাছ আপনি যাহারে দেখিবারে ॥ ১৭৪
ভক্তবাক্য তুমি সত্য কর ভালে জানি।
এই বলে কহিছিল এ শাপান্ত বাণী ॥ ১৭৫
সম্প্রতি হইল সিদ্ধ সব অভিলাষ।
আমার আশ্রমে কর একক্ষণ বাস ॥ ১৭৬
এত কহি ঋষিবর অহল্যা সহিত।
শ্রীরামের আতিথ্য করিলা সমুচিত ॥ ১৭৭
তবে সবে মিথিলা যাইতে মন দিলা।
তা জানি অহল্যা রামনিকটে বসিলা ॥ ১৭৮
শ্রীরামচরণ-আগে পাতিয়া বসন।
গদগদ স্বরে কিছু কহেন বচন ॥ ১৭৯
প্রভু নিজ চরণে লইয়া বহু ধূলি।
বসন-অঞ্চলে দাও পুনঃপুন তুলি ॥ ১৮০
নারীজাতি স্বভাবেতে অনেক দূষণ।
পরমতেজস্বী ঋষি অধিক কোপন ॥ ১৮১
কি জানি দিবেন হেন শাপ পুনর্ব্বার।
কি করিয়া দরশন পাইব তোমার ॥ ১৮২
এই ধূলি দিব এক সখীজনহাতে।
যদি পুন শিলা হই শুদ্ধ হব তাতে ॥ ১৮৩
এত শুনি বিশ্বামিত্র হাসি হাসি ভণে।
কভু নাহি কহ মাগো এমত বচনে ॥ ১৮৪
যে বস্তু পাইলে তুমি তার তুল্য নাই।
দূরে গেল ভব তাপ শাপ কোন্ ঠাই ॥ ১৮৫
তোমার দর্শনে কত লোক পূত হবে।
তব এই যশ গাই তরি যাবে ভবে ॥ ১৮৬
সম্প্রতি স্বামীরে সেব পরম শ্রদ্ধায়।
রামচন্দ্রে লয়্যা আমি যাব মিথিলায় ॥ ১৮৭
এত কহি সঙ্গে করি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মিথিলা-পথেতে সবে করিলা গমন ॥ ১৮৮
এইস্থানে এক লীলা শুন সংজনে।
কিন্তু এই লীলা নাহি দেখি রামায়ণে ॥ ১৮৯
পরম মধুর এই লীলা এ কারণ।
শিষ্টপরম্পরা দেখি করিব বর্নন ॥ ১৯০
রামপাদপদ্ম-ধূলিস্পর্শ পাই শিলা।
নারী হল্যা এই বার্ত্তা জগত ব্যাপিলা ॥ ১৯১
নৌকা লয্যা আছে এক নাবিক গঙ্গাতে।
তার পত্নী চিন্তা করে শুনি সেই বাতে ॥ ১৯২
যদ্যপি এ বার্ত্তা নাহি জানে মোর পতি।
কি জানি হইতে পারে অনর্থ-উৎপত্তি ॥ ১৯৩
যদি রাম করে পদ-অর্পণ তরিতে।
তবে তো পারিবে সেহ মানুষ হইতে ॥ ১৯৪
অনাযাসে যে করিলা মানুষ পাষাণে।
কি অসাধ্য তার কাষ্ঠ মানুষবিধানে ॥ ১৯৫
যদি যায় তরণী সে রমণী হইয়া।
জীবিকা-নাশেতে গোষ্ঠী যাইবে মরিয়া ॥ ১৯৬
এই ভাবি ভাবিনী চলিলা স্বামিপাশে।
শ্রীরামের গঙ্গাপার-বারণের আশে ॥ ১৯৭
দূর হত্যে নাথ নাথ বলি ডাকে ঘনে।
জিজ্ঞাসয়ে কহ আছে তরণী কেমনে ॥ ১৯৮
স্বামী কহে আচম্বিতে তরির মঙ্গল।
জিজ্ঞাসহ কেন প্রিয়ে কহ অবিকল ॥ ১৯৯
নারী কহে দশরথ রাজার নন্দন।
আসিয়াছে রামনাম নীরদবরণ ॥ ২০০
সে রামের পদধূলিপরশে পাষাণ।
হইলা মানুষ সবে দেখে বিদ্যমান ॥ ২০১
তিঁহ যাইবেন নাথ মিথিলানগরে।
এ বোল শুনিয়া আমি আইনু সত্বরে ॥ ২০২
সাবধান হয়্যা যেন তরির উপর।
না চড়িতে পায় সেই নৃপতি-কোঙর ॥ ২০৩
এত শুনি সে নাবিক তরণী লইয়া।
তরঙ্গিণী-তট ছাড়ি গেল পলাইয়া ॥ ২০৪
আগে পরিচয় লয় সুন্দর প্রকারে।
তবে পার করি দেয় পথিকজনারে ॥ ২০৫

হেনকালে বিশ্বামিত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
জাহ্নবীর তীরে আসি দিলা দরশন ॥ ২০৬
কিবা সেই সুরধুনী, কি গুণ কহিতে জানি,
পরম পবিত্র যার জল।
পাপ হরে দরশনে, স্বর্গ দেয় সুস্মরণে,
স্পর্শনেতে দেয় নানা ফল ॥ ২০৭
শতেক যোজন পথে, থাকি ভক্তি-শ্রদ্ধা সাথে,
গঙ্গা গঙ্গা করে উচ্চারণ।
সর্ব্ব পাপে পরিহরি, যাইয়া বৈকুণ্ঠপুরী,
সেবা করে শ্রীরামচরণ ॥ ২০৮
অজ্ঞানেতে যদি মরে, ব্রহ্মলোক দেন তাঁরে,
জ্ঞানে মরি তরয়ে সংসার।
যদি হয়্যা ভক্তিমান, একবার করে স্নান,
লক্ষকুল সে করে নিস্তার ॥ ২০৯
ব্রহ্মহত্যা আদি যত, পাপ আছে শত শত,
সব যদি করে এক জন।
পুণ্য নাহি করে আন, করে মাত্র গঙ্গাস্নান,
সব পাপে তরে সেই ক্ষণ ॥ ২১০
বধির নয়নহীন, পতিত চণ্ডাল দীন,
যদি করে গঙ্গার আশ্রয়।
তাহে নাহি দাও দোষ, কভু নাহি কর রোষ,
সবে তারা দেবতুল্য হয় ॥ ২১১
জলে স্নান করিবারে, যে জন গমন করে,
শ্রদ্ধা ভক্তি করি দৃঢ়তর।
পদে পদে সেই বলে, পায় অশ্বমেধ ফলে,
কি কহি বা অধিক বিস্তর ॥ ২১২
শুনি এ সকল গুণে, সন্দেহ করয়ে মনে,
কোটি ব্রহ্মহত্যা করে সেই।
স্তুতিবাদ যদি কয়, কল্পেক নরকে রয়,
ভবিষ্যপুরাণে বলে এই ॥ ২১৩
গমন ভোজন পানে, আসন শয়ন দানে,
হয় যেন গঙ্গার স্মরণ।
দর্শনেতে তৃণ ধরি, সদা এই ভিক্ষা করি,
রামদাস এ রঘুনন্দন ॥ ২১৪
গঙ্গা দেখি মুনি রামে কহেন বচন।
পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি দেখ রামধন ॥ ২১৫
কারণ-সমুদ্র-জল এই গঙ্গা দেবী।
ভগীরথ আনিলা ইহারে বহু সেবি ॥ ২১৬
ত্রিবিক্রম বলিরাজা হরণ-কারণে।
উর্দ্ধেতে চরণ ক্ষেপ করিলা যে ক্ষণে ॥ ২১৭
তবে পদাঘাতে অণ্ড-কটাহ ভেদিল।
কারণ-সমুদ্রজল সে রন্ধ্রে পশিল ॥ ২১৮
বামনের চরণ-সম্পর্কে সেই বারি।
এই সুরধুনী হৈলা সর্ব্ব-শুভকরী ॥ ২১৯
সগর রাজার ষষ্টিসহস্র নন্দনে।
ব্রহ্মদণ্ডে তরাইতে আলা এ ভুবনে ॥ ২২০
ব্রহ্মদণ্ডে যায় সেই শমনের দ্বারে।
তাহার উদ্ধার নাই হয় এ সংসারে ॥ ২২১
হেন দুষ্ট সেই সব সগরতনয়।
এ জল পরশমাত্রে গেলা সুরালয় ॥ ২২২
এহ তো আশ্চর্য্য নহে সুরধুনীজলে।
যাহার জনম কৃষ্ণ-চরণকমলে ॥ ২২৩
গঙ্গাতীরে নীচজন্ম সেই ভাল হয়।
অন্য ঠাঁঞি চক্রবর্ত্তী রাজা কিছু নয় ॥ ২২৪
অন্যস্থানে মরি যদি গঙ্গাতে পড়য়ে।
যত দিন অস্থি থাকে থাকে ইন্দ্রালয়ে ॥ ২২৫
অতিবড় ভাগ্যবান হয় যেই জন।
সুরধুনীজলে হয় তাঁহার মরণ ॥ ২২৬
অজ্ঞানে তেজিয়া প্রাণ ব্রহ্মলোক পায়।
জ্ঞানেতে মরিয়া ভবসিন্ধু তরি যায় ॥ ২২৭
গঙ্গার মাহাত্ম্য কিবা করিব বর্ণন।
মস্তক-উপরি যারে ধরে পঞ্চানন ॥ ২২৮
এত শুনি গঙ্গার মহিমা রঘুপতি।
করিলেন ভূমে পড়ি সাষ্টাঙ্গ প্রণতি ॥ ২২৯
জল লয়্যা কিঞ্চিৎ নিজের শিরে ধরি।
প্রার্থনা করিলা বহু নানাস্তুতি করি ॥ ২৩০
লোকশিক্ষা হয়্যাছে প্রভুর বড় ধন।
নিজ পদজলে ভক্তি এই তো কারণ ॥ ২৩১
নাবিক নাবিক বলি ডাকে ঋষিবর।
চাহিয়া দেখিল সে তো শ্রীরাম সুন্দর ॥ ২৩২
মনে ভাবে প্রিয়া মোর কহি গেলা যেই।
সত্য বটে সত্য বটে সেই হবে এই ॥ ২৩৩
যে হকু না দেখি কভু সুন্দর এমন।
দৃষ্টিমাত্রে জুড়াইল প্রাণ চক্ষু মন ॥ ২৩৪
নাবিকে ডাকিয়া কহে ঋষি আরবার।
শীঘ্র তীরে তরি আনি করি দেহ পার ॥ ২৩৫

নাবিক ঋষির বাক্য শুনি না শুনয়।
পাছু হয়্যা অন্যমনে সঙ্গীত করয়॥ ২৩৬
পুনঃপুন বিশ্বামিত্র করেন আহ্বান।
তবে সেহ কহে ঋষি কর অবধান॥ ২৩৭
তব শিষ্য-দুজনের দেহ পরিচয়।
তবে পার করে দিব যদি ইচ্ছা হয়॥ ২৩৮
ঋষি কহে কেন চাহ শিষ্য-পরিচয়।
নাবিক বোলয়ে প্রভু কহিবার নয়॥ ২৩৯
এত শুনি হাসি ঋষি ভাষেন বচন।
আমার সঙ্গেতে যান শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ ২৪০
ইহারা দুজন দশরথের কুমার।
অতএব অবিলম্বে করি দেহ পার॥ ২৪১
নাবিক মনেতে কহে এইত লাগিয়া।
তীর ছাড়ি আসিয়াছি মধ্যে পলাইয়া॥ ২৪২
প্রকাশ করিবা কহে শুন মুনিরায়।
আজি হৈলা পার করা বড় মোর দায়॥ ২৪৩
ভয় তেজি মনের মরম কহি তোঁহে।
তরি তীরে লইতে না কহ পুন মাহে॥ ২৪৪
মুনি ক্রুদ্ধ বহে কেন শুন না বচন।
নিকট হয়্যাছে বুঝি তোমার মরণ॥ ২৪৫
হাসিয়া নাবিক কহে করি যোড় হাত।
রোষ নাহি কর প্রভু শুন এক বাত॥ ২৪৬
মোরে নষ্ট করিবে এ হয় মোর ভার।
কিন্তু কে করিয়া দিবে তরঙ্গিণী পার॥ ২৪৭
তোমারে করিতে পারি অনায়াসে পার।
শ্যামবর্ণ কুমার হয়্যাছে মোরে ভার॥ ২৪৮
ঋষি রামে হাসি কহে তোমার কারণ।
পার নাহি করে বাপ কর জিজ্ঞাসন॥ ২৪৯
শ্রীরাম কহেন কেন নাহি কর পার।
কহ কহ ও নাবিক কি দোষ আমার॥ ২৫০
করপীড়া পাও বুঝি নিকটে পিতার।
কিম্বা দুষ্টলোকে ঘাটে করে অবিচার॥ ২৫১
কহ কহ সব দুঃখ করিব মোচন।
অবিলম্বে কর পার শুন রে বচন॥ ২৫২
বোলয়ে নাবিক রাজ্যে তোমার পিতার।
রাজকরপীড়া বোল আছয়ে কাহার॥ ২৫৩
অপন্যায় শব্দ কভু না পাই শুনিতে।
কিন্তু না পারিব তোঁহে পার করি দিতে॥ ২৫৪
রামচন্দ্র হাসি হাসি কহেন বচন।
নাবিক তোমার এ তো অযোগ্য কথন॥ ২৫৫
মোর দোষ নাই কহি আপন বদনে।
পার কর নাহি দাও কিসের কারণে॥ ২৫৬
নাবিক কহয়ে তব দোষ কিছু নাই।
কিঞ্চিৎ আছয়ে তব চরণের ঠাই॥ ২৫৭
কহিছেন প্রভু কহ সাধ্বস তেজিয়া।
আমি না পাইনু স্থির অনেক ভাবিয়া॥ ২৫৮
নাবিক কহয়ে এই দোষ তব পায়।
ও ধূলি-পরশে নারী হয়্যাছে শিলায়॥ ২৫৯
রামচন্দ্র কহেন পাষাণে হল্যা নারী।
তাহে কি তোমার শঙ্কা বুঝিতে না পারি॥ ২৬০
যেহেতুক তব তরী না হয় পাষাণ।
কি করিবে ইথে মোর পদধূলিদান॥ ২৬১
বোলয়ে নাবিক প্রভু কহ এ কেমন।
শিলাতে কাষ্ঠেতে ভেদ না হয় দর্শন॥ ২৬২
সেহ জড় নীরস কঠিন প্রাণহীন।
এহ সেইমত নহে কোনরূপে ভিন॥ ২৬৩
যদি তরী পদধূলি-পরশে তোমার।
নারী হবে তবে যাবে জীবিকা আমার॥ ২৬৪
অত্যন্ত দরিদ্র মুই এই তো জীবন।
যদি নষ্ট হয় তবে বড় বিঘটন॥ ২৬৫
হাসিয়া কহেন রাম নাবিকের প্রতি।
বিবেচনাশূন্য বড় দেখি তব মতি॥ ২৬৬
নারী হয়্যাছিলা শিলা গৌতমকথাতে।
একারণে উপজিল মানুষী তাহাতে॥ ২৬৭
যদ্যপি সকল পাষাণেতে হত্য নর।
তবে এই সব বনে হইত নগর॥ ২৬৮
এত শুনি নাবিক কহয়ে পুন তাঁরে।
এই তরী মুনিনারী হইতে কি নারে॥ ২৬৯
কোনো ঋষি-শাপে বৃক্ষ হয়্যাছিল কেহ।
সেই বৃক্ষে হয়্যা থাকে যদি নৌকা এহ॥ ২৭০
তবে তরি যাবে তরি ও ধূলি পাইয়া।
তরি গেলে করিব কি মরিব ভাবিয়া॥ ২৭১
নাবিকেরে নারায়ণ নারিলা উত্তরে।
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি ভাবেন অন্তরে॥ ২৭২

* ক্ষতি কি তাহাতে হল্যা শিলা নহে তরি।

এত বড় বিচিত্র অধিক সুখ হয়।
মূর্খের নিকটে প্রভু বাক্যে পরাজয় ॥ ২৭৩
কিম্বা বুঝিলাম এ বিচিত্র না হইবে।
অতএব ভক্তিমার্গে এহ দাঁড়াইবে ॥ ২৭৪
ইহাতেও সাক্ষী এই আমার হৃদয়।
প্রভুর দেখিয়া হারি এহ দুখী নয় ॥ ২৭৫
ভক্তপাশে হারিয়া প্রভুর নাহি দুখ।
তাহা দেখি-শুনি আন ভক্ত পায় সুখ ॥ ২৭৬
অতএব জানিলাম নিশ্চয় করিয়া।
রামকৃপাবলে গেলা এ ভক্ত হইয়া ॥ ২৭৭
আর এক আশ্চর্য্য দেখিয়া সুখি মন।
নদী পার লাগি রাম করেন প্রার্থন ॥ ২৭৮
যার নামাভাসে তরি ভবপারাবারে।
সেহ ক্ষুদ্র নদী পার হইতে না পারে ॥ ২৭৯
পাইলাম নাবিকের মনের সন্ধান।
বুঝি বুঝিয়াছে রামে এই ভাগ্যবান্ ॥ ২৮০
ঘোর ভবসিন্ধু জীব কত দুখে তরে।
তাই জানাইতে রামে এত ভঙ্গী করে ॥ ২৮১
জানিলেন শ্রীরামো ইহার অভিপ্রায়।
এই ত আমার মনে নিশ্চয়েতে ভায় ॥ ২৮২
অতএব প্রভু নাম লীলা গুণ রূপে।
সংসার-তারণশক্তি দিবা সর্ব্বরূপে ॥ ২৮৩
অতএব এই সব স্মরণ-কীর্ত্তনে।
অনায়াসে জীব পাবে উঁহার চরণে ॥ ২৮৪
যে হবু সে হবু এ ত বড় ভাগ্যবান্।
প্রার্থনা করেন যারে নিজে ভগবান ॥ ২৮৫
এত চিন্তি নাবিকে কহেন ঋষিবর।
আর নাহি কর তুমি বিবাদ বিস্তর ॥ ২৮৬
আমি বিশ্বামিত্র রাম রাজার কুমার।
বিলম্ব না কর শীঘ্র করি দাও পার ॥ ২৮৭
বোলয়ে নাবিক প্রভু না কর অন্যায়।
তোঁহে পার করি দিব নারিব ইহায় ॥ ২৮৮
ঋষি ভাষে কর এক উপায় শ্রবণ।
যা করিলে হবে তব নিঃসন্দেহ মন ॥ ২৮৯
রাম-পদধূলি পারে মানুষ করিতে।
এই ত নিশ্চয় আছে তোমার বুদ্ধিতে ॥ ২৯০
জল দিয়া পাখাল রে রামের চরণে।
তবে পার করি দাও অসংশয় মনে ॥ ২৯১

শুনিয়া নাবিক মনে অনেক চিন্তিলা।
ক্ষতি নাই বলি তবে অনুমতি দিলা ॥ ২৯২
পানী আনি দ্রোণীতে করিয়া সেই জন।
জগতদুর্ল্লভ পদ করে প্রক্ষালন ॥ ২৯৩
পঞ্চানন পিতামহ আদি দেবগণ।
সেবিতে না পায় যাঁরে করিয়া যতন ॥ ২৯৪
হেন পদ-প্রক্ষালন সে নাবিক করে।
তাহার ভাগ্যের কথা কবে কে ন নরে ॥ ২৯৫
এথা দেবগণ সব আসিয়া অম্বরে।
নাবিকের ভাগ্য দেখি কহে পরস্পরে ॥ ২৯৬
কি ভাগ্য করিলা এহ কি ভাগ্য করিলা।
এই ভাগ্যবলে ত্রিলোকীরে হারাইলা ॥ ২৯৭
যোগিজন বনে গিয়া তেজি অন্ন-পান।
প্রাণায়াম করি কত করে যাঁরে ধ্যান ॥ ২৯৮
যদি সিদ্ধ হয় কোটি কল্প ভজি তাঁরে।
তবে ত এ হেন পদ পায় সেবিবারে ॥ ২৯৯
ক্রিয়া-হীন অতি নীচজাতি মূঢ়মতি।
অনায়াসে পালা এ ত সে দুর্লভ-গতি ॥ ৩০০
ধিক্ ধিক্ দেবতা-জনমে মো-সবার।
না পাইলুঁ প্রভুরে সেবিতে এপ্রকার ॥ ৩০১
যা বিনে সম্পদ্ হয় আপদের পদ।
যাহারে পাইলে হয় বিপদে সম্পদ ॥ ৩০২
চল চল নাবিকে করিব জিজ্ঞাসন।
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ করয়াছে সাধন ॥ ৩০৩
বক্ষস্থল তেজি লক্ষ্মী সেবা করে যাঁর।
হেন পাদপদ্ম কর-উপরে উহার ॥ ৩০৪
নাবিক হইব গিয়া চল পৃথিবীতে।
অবশ্য পাইব এই রূপেতে সেবিতে ॥ ৩০৫
এখানে নাবিক প্রক্ষালিতে শ্রীচরণে।
মাধুর্য্য দেখিয়া কহে শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ৩০৬
ও ঠাকুর এ কেমন দোলয়ে চরণ।
স্পর্শমাত্রে জুড়াইল তনু প্রাণ মন ॥ ৩০৭
এমত চরণ কারো না দেখি সংসারে।
কত মত চিহ্ন দেখি ইহার মাঝারে ॥ ৩০৮
ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ কমল চিহ্ন ময়।
বুঝি তুমি হইবে কোনহ মহাশয় ॥ ৩০৯
না বুঝিয়ে মনুষ্য-করণ-শক্তি কার।
চরণধূলির হয় অথবা ইহার ॥ ৩১০

যে হকু সে হকু প্রভু তার-উপরিতে।
চরণ অর্পণ না করিহ অন্যচিতে ॥ ৩১১
বসিবে নৌকার ধাবে দোলাইয়া পায়।
স্বীকার করহ তবে চড়াব নৌকায় ॥ ৩১২
বিশ্বামিত্র-মুখ চাহি শ্রীরাম হাসিয়া।
স্বীকার করিলা তাই করিব বলিয়া ॥ ৩১৩
তবে সেই নাবিক প্রভুরে কোলে করি।
ধীরে ধীরে বসাইলা তরণী-উপরি ॥ ৩১৪
বসাইয়া রামে পুন কহে এ বচন।
দেখিয়া ঠাকুর নাহি ঠেকায়া চরণ ॥ ৩১৫
মধ্যজলে যদি নারী হয়া যায় তরী।
তবে সবে দুখ পাবে উঠুডুবু করি ॥ ৩১৬
মুনিগণ কেহ নাহি জানে সন্তরণ।
এখনি ডুবিয়া সবে মজাবে জীবন ॥ ৩১৭
যদি বা বাঁচয়ে কেহ প্রয়াস পাইয়া।
কুশাসন ভাসি গেলে মরিবে ভাবিয়া ॥ ৩১৮
নাবিক-বচনে সবে সুখিত অন্তর।
ক্রমে ক্রমে চড়িলা সে তরির উপর ॥ ৩১৯
তবে ছাড়ি দিয়া সেই নাবিক নৌকারে।
ভবাব্ধি-নাবিকে লয় তরঙ্গিণী-পারে ॥ ৩২০
শোভিছেন গঙ্গামাঝে শ্রীরাম সুন্দর।
ক্ষীরসিন্ধু-মধ্যে যেন নীল ধরাধর ॥ ৩২১
দুলিয়া দুলিয়া যায় চরণযুগল।
জলের উপরি যেন ফুটিল কমল ॥ ৩২২
কেরুয়াল বাহিছে নাবিক ঘনে ঘনে।
সেই জল পড়ে গিয়া প্রভুর চরণে ॥ ৩২৩
বুঝি অই ছল করি দেবী সুরধুনী।
সুখেতে উছলি পদে পড়েন আপনি ॥ ৩২৪
পদপ্রতিবিম্ব দেখি জলের ভিতর।
তাঁরে কি স্পর্শিতে গঙ্গা পসারেন কর ॥ ৩২৫
ক্রমে সবে পার হয়া তীরেতে উঠিলা।
বিশ্বামিত্রে সে নাবিক কহিতে লাগিলা ॥ ৩২৬
তোমা সবা উদাসীন কি দিবে আমারে।
কিন্তু কিছু দিতে হয় রাজার কুমারে ॥ ৩২৭
উহাঁর পিতার তুল দাতা ত্রিভুবনে।
নাহি দেখি কোথাও না শুনিয়ে শ্রবণে ॥ ৩২৮
কিন্তু নাহি চাহি আমি আর কিছু ধন।
একবার শিরে দান করুন চরণ ॥ ৩২৯
উহাঁর পরশে পাইয়াছি বড় সুখ।
শিরে দিবা মাত্র মোর যাবে সব দুখ ॥ ৩৩০
তাহার প্রৌঢ়িতে আর মুনির আজ্ঞায়।
কহিছেন রাম শিরে পদ দিয়া তায় ॥ ৩৩১
যদি তব বাসনা থাকয়ে কিছু ধনে।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে যাবে অযোধ্যা-ভবনে ॥ ৩৩২
এত কহি তারা সবে সুখেতে চলিলা।
নাবিক শ্রীরামরূপ ভাবিতে লাগিলা ॥ ৩৩৩
পাসরিব করে মনে পাসরিতে নারে।
সদা জাগে রামরূপ মানস-মাঝারে ॥ ৩৩৪
তরির উপরি বসি ভাবে বধুবীরে।
দেখিতে দেখিতে তরি ডুবিয়েছে নীরে ॥ ৩৩৫
নাবিক ভাবিত হয়া তীরেতে উঠিলা।
আপনার বন্ধুবর্গ সকলে ডাকিলা ॥ ৩৩৬
নাবিকের রমণী শুনিয়া সব কথা।
কহে জানি তুমি কেন দিলে এত ব্যথা ॥ ৩৩৭
পুনঃপুন নিজে আমি করিনু বারণ।
তথাপি মানিলে নাহি আমার বচন ॥ ৩৩৮
কি করি পোষিবে এবে নিজ বন্ধুজন।
তাহার উপায় কিছু করহ চিন্তন ॥ ৩৩৯
তবে সে নাবিক বড় ভাবিত হইয়া।
সলিলেতে প্রবেশিলা বান্ধব লইয়া ॥ ৩৪০
এক জন পরশি বোলয়ে চিন্তা নাই।
নষ্ট না হয়াছে তরি আছে এই ঠাঁই ॥ ৩৪১
তবে সবে মেলি যত্ন নানামত করি।
জলধারে টানিয়া আনিলা সেই তরি ॥ ৩৪২
সেই নৌকা রঘুমণি-ইচ্ছার বলেতে।
হইয়াছে স্বর্ণময় সর্ব্বাবয়বেতে ॥ ৩৪৩
তরণীরে নিরখিয়া কলধৌতময়।
সবার আশ্চর্য্য বোধ হলা অতিশয় ॥ ৩৪৪
এহেত প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে।
সাক্ষাতে না দিয়া দেন অসাক্ষাৎকারে ॥ ৩৪৫
তার হেতু অপেক্ষা করিয়া নিজ দান।
করেন সেবক-সেবা শতগুণ জ্ঞান ॥ ৩৪৬
অতএব লজ্জা লাগি সাক্ষাতে না দিয়া।
লুকাইয়া দেন প্রভু যথেষ্ট করিয়া ॥ ৩৪৭
এতেক সম্পত্তি যদি নাবিক পাইলা।
তথাপি তাহাতে নাহি আসক্ত হইলা ॥ ৩৪৮

নিরবধি রাম-রূপগুণ মনে ভাবে।
ইথে বুঝি রামচন্দ্রে সে অবশ্য পাবে॥ ৩৪৯
এথা বিশ্বামিত্র মুনি সঙ্গেতে শ্রীরাম।
মিথিলা নিকটে আসি করিলা বিশ্রাম॥ ৩৫০
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ৩৫১

ইতি শ্রীরামরসায়নে আদিকাণ্ডলীলাবর্ণনে
অহল্যোদ্ধারো নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ৬॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামলক্ষ্মণাদির মিথিলায় বাস।

উদীয়মানো মিথিলানভোঽম্বরে
স্বভক্তদৃক্কোকগণং প্রমোদয়ন্।
বিদেহকন্যানলিনীং বিকাশয়ন্
জয়ত্যসৌ দাশরথি-প্রভাকরঃ॥ ১

কিছুকাল পরে রাম বিশ্বামিত্র-সনে
মিথিলা পুরীতে প্রবেশিলা সুখিমনে॥ ২
লোকমুখে শুনি নগরের নরনারী।
দেখিতে দাণ্ডায় দ্বারে হয়্যা সারি সারি॥ ৩
দেখি রাম রাজীবলোচন সুধানিধি
উথলে পরমানন্দ-মহাজলধি॥ ৪
জ্ঞানিলোক যত তারা আনন্দ-অন্তরে।
দেখি রামরূপ রসে ভাসে পরস্পরে॥ ৫
একি প্রভু নারায়ণ প্রকাশ ভূমিতে।
গতি-মতিহীন দীন জনে তরাইতে॥ ৬
বুঝিলাম ভকতের বশ ভগবান।
তেঁই হয়্যাছেন দশরথের সন্তান॥ ৭
মহারাণী শ্রীকৌশল্যা কিবা ভাগ্যবতী।
যার স্তন পান কৈলা প্রভু যজ্ঞপতি॥ ৮
ধন্য বিশ্বামিত্র যার পাছে রাম যায়।
যে রামচরণ বেদে ধাই নাহি পায়॥ ৯
বিশ্বামিত্র মুনির বন্দিয়ে শ্রীচরণ।
যে আনিয়া দেখাইল রাজীবলোচন॥ ১০
মনে করি তৃণ হই মোরা অযোধ্যায়।
রামপদ-রেণু যেন নিতি লাগে গায়॥ ১১
বুঝিলাম শ্রীজানকী জগত-জননী।
তাঁহারে লইতে আল্যা রাম সুরমণি॥ ১২
আমাদের হেন ভাগ্য কভু কি হইব।
জগত-জননী বামে শ্রীরামে দেখিব॥ ১৩
বয়সে অধিক যত মিথিলার নারী।
আনন্দ-অন্তরে কহে বাক্য মনোহারী॥ ১৪
কোন ভাগ্যবতী কত তপ করিয়াছে।
হেন পুত্র যে উদরমাঝে ধরিয়াছে॥ ১৫
আহা মরি নবনীত জিনি মৃদু দেহ।
চলিতেছে রবি-তাপে কি করিল এহ॥ ১৬
যদি আমাদের বশ হত্যা পুরন্দর।
মেঘে করি ঢাকিতাম হবেত অম্বর॥ ১৭
শুনে বায়ু জগত-জীবন তব নাম।
মন্দ বহি উহার ঘুচাও তুমি ঘাম॥ ১৮
বুঝিলুঁ ইহার মাতা নিরদয়-হৃদয়া।
হেন পুত্র বিদেশে পাঠাল্যা কি করিয়া॥ ১৯
যদি মোর পুত্র হত্যা রাম গুণমণি।
নেত্রপথে রাখিতাম দিবস-রজনী॥ ২০
মরি হেন পুত্রেরে বিদেশে পাঠাইয়া।
কেমন করিয়া আছে হৃদয় বান্ধিয়া॥ ২১
আর জন কহে ওগো তো বড় কুমতি।
কভু নাহি নিন্দা কর হেন ভাগ্যবতী॥ ২২
সেহ যদি না পাঠাত্যা সুতে এদেশেতে।
হেনরূপ তোমরা দেখিতে কিরূপেতে॥ ২৩
কৌশল্যা রাণীর ভাগ্য কে কহিতে পারে।
রামচন্দ্র চন্দ্রমুখে মা বোলয়ে যারে॥ ২৪
মা বলি যে কালে রাম কাছে যায় তার।
না জানি কি সুখে মগ্ন হয় মন তার॥ ২৫
জনকের রাণী দেখি শ্রীরঘুনন্দন।
চিন্তা করে মনে বিধি বড়ই কৃপণ॥ ২৬
যদি বিধি না করিত ক্রুর ধনুপণ।
তবে রামে করিতাম সীতা সমর্পণ॥ ২৭
শ্রীরাম আইল শুনি যতেক যুবতি।
ভোলে নিজ গৃহকার্য্য গুরুজন পতি॥ ২৮
কেহ ধায় একপদে যাবক মাখিয়া।
আর জন যায় করে নূপুর পরিয়া॥ ২৯
কেহ মুক্তাহার পরে নিতম্ব-উপরে।
কনককিঙ্কিণী-দাম কণ্ঠদেশে পরে॥ ৩০

এক আঁখি মাত্র কেহ অঞ্জনে রঞ্জিয়া।
ধাইল যুবতী সতী উত্তরল হিয়া॥ ৩১
কেহ ছিল নিজ-পতি-নিকটে বসিয়া।
রাম আল্যা শুনি ধায় স্বামী তেয়াগিয়া॥ ৩২
বসন ধরিয়া স্বামী কহে ওহে প্রিয়া।
কাথা যাও কোথা যাও আমারে রাখিয়া॥ ৩৩
সেহ বলে বসন ছাড়হ প্রাণনাথ।
দেখি গিয়া আস্যাছেন রাম মুনি-সাথ॥ ৩৪
নামের মাধুরী শুনি স্তব্ধ হল্য পতি।
বসন ছাড়ায়া ধায় ত্বরিতে যুবতী॥ ৩৫
সবে তারা দেখি রামে সুখিত অন্তর।
তৃষিত চাতকী যেন দেখি জলধর॥ ৩৬
কারো নয়নেতে গলে আনন্দেতে লোর।
কেহ পুলকিত অঙ্গ রসে ভেল ভোর॥ ৩৭
কেহ বলে অপরূপ দেখ সখীজন।
ব্যোম ছাড়ি জলদের ভূমিতে গমন॥ ৩৮
বসন না হয় কিন্তু সৌদামিনী জানি।
ভুরু নাহি হয় কিন্তু ইন্দ্রধনু মানি॥ ৩৯
কেহ বলে মদন আইল, রতিপতি।
কেহ বলে আদিরস ধরিয়া মূরতি॥ ৪০
দেখ দেখ সখি কিবা শরীরের শোভা।
জগত-যুবতিজন মনোনেত্র-লোভা॥ ৪১
সুকোমল চরণ দেখিয়া মন করি।
নিরবধি হৃদয়-মাঝারে রাখি ধরি॥ ৪২
হেন সুকোমল পদযুগলে করিয়া।
কি করি কঠিন স্থলে ফিরিছে ভ্রমিয়া॥ ৪৩
আর জন কহে সখি শুনগো বচন।
অত্যন্ত কঠিন ছিল আমাদের মন॥ ৪৪
হেন মন নিরখিয়া রাম রসরূপ।
কোমল হইল সখি এগো অপরূপ॥ ৪৫
অতএব বুঝ সখি মনে মনে গণি।
রাম-পদস্পর্শে হবে কে মল ধরণি॥ ৪৬
কিবা উরু করিকর জিনি সুগঠন।
দেখিয়া নারীর কিবা স্থির হয় মন॥ ৪৭
মৃগেন্দ্র জিনিয়া মাঝা অতি সুশোভন।
দেখিয়া পলায় নারী-ধৈর্য্য করিগণ॥ ৪৮
দেখি সখি বক্ষস্থল পরম সুন্দর।
কোন্ ভাগ্যবতী শোবে উহার উপর॥ ৪৯
করি কর জিনি বাহু-যুগল দোলায়।
দেখ সখি হৃদয়েতে ধৈরয না রয়॥ ৫০
কমল জিনিয়া কর পরম সুন্দর।
হেন করে ধরিবেক কোন নারীকর॥ ৫১
শরদ-পুর্ণিমাশশী জিনিয়া বদন।
রাতুল অধর তাকে নাচয়ে নয়ন॥ ৫২
ধন্য ধন্য অযোধ্যার যাবত সুন্দরী।
রামরূপ দেখে যারা নিতি নেত্র ভরি॥ ৫৩
চল সখি যাই চিত্রকরের নিকটে।
কহি গিয়া এই রূপ লেখি দেয় পটে॥ ৫৪
সেই পট হৃদয়েতে ধরিয়া রাখিব।
বিরলে বসিয়া সখি সতত দেখিব॥ ৫৫
কেহ কহে যে করে সে করু সখি হেন।
যেখানে শ্রীরাম যাবে যাব সেই দেশ॥ ৫৬
কোন্ পুণ্যবতী কত পুণ্য করিয়াছে।
যাবত গোপ্য হেন পতি বিধি লিখিয়াছে॥ ৫৭
আর জন কহে শুন বচন আমার।
রামযোগ্য নারী সীতা বিনে নাহি আর॥ ৫৮
কেহ কহে সখি তুমি কহিছ উত্তম।
সীতা-রামে বিবাহ হইলে হয় সম॥ ৫৯
সীতা-সম রাম, রাম-সম সীতা হয়।
নাহি জানি বিধাতার কেমন আশয়॥ ৬০
যদি বিধি আমাদের বাক্যে হত্য রাজি।
রাম-সীতা-বিবাহ দিতাম তবে আজি॥ ৬১
চল দ্বিজগণে কর আশীষ করিতে।
রামের বিবাহ হবু জানকী-সহিতে॥ ৬২
দ্বিজবাক্য কভু সখি বিফল না হয়।
শুনিয়াছি তন্ত্র-বেদ-পুরাণ-নিশ্চয়॥ ৬৩
রঘু কহে কেন তোরা করিছ চিন্তন।
তোমাদের আশ কালি হইবে পূরণ॥ ৬৪
হেন কালে গৃহে বসি জনকনন্দিনী।
সখীজনে কহিছেন মধুর কাহিনী॥ ৬৫
আজি কেন মোর বাম-বাহু ঘনে ঘনে।
নাচিয়া উঠয়ে সখি কারণ বিহনে॥ ৬৬
বাম আঁখি থাকি থাকি করয়ে নর্ত্তন।
না জানি যে কি কারণে আনন্দিত মন॥ ৬৭
আর এক আজিকার শুনহ স্বপন।
নিশাশেষে কাছে আল্যা বিপ্র একজন॥ ৬৮

বিস্তুতি করিয়া তাঁরে করিলুঁ প্রণতি।
আশীষ করিলা তিঁহ শীঘ্র পাও পতি॥ ৬৯
লোকে কহে সত্য হয় প্রাতের স্বপন।
এ ত সখি অতি বড় অসাধ্য ঘটন॥ ৭০
হেন বীর ত্রিজগতে কি আর আছয়ে।
কঠিন হরের ধনু যে তোলে পারয়ে॥ ৭১
শ্রীরঘুনন্দন কহে না ভাব জননি।
আসি উপস্থিত হলা তোর রঘুমণি॥ ৭২
জানকীর এক জন সখি সেই ক্ষণে।
রামে নিরখিয়া গেলা জানকী-দর্শনে॥ ৭৩
কহে আগো সখি শুন বচন ত্বরিত।
অট্টালিকা-উপরিতে চল হে ত্বরিত॥ ৭৪
অপরূপ-রূপ কর নয়ন-গোচর।
শ্যামতনু শরদপূর্ণিমা-নিশাকর॥ ৭৫
শুনিয়া সখীর বাক্য জানকী উঠিলা।
যাইতে যাইতে সখীজনে জিজ্ঞাসিলা॥ ৭৬
কি দেখিয়া আলি সখি নাম নাহি জান।
সখি বলে শুন সখি করি অবধান॥ ৭৭
অযোধ্যায় আছে রাজা দশরথ নাম।
তাঁর পুত্র আসিয়াছে রাম তার নাম॥ ৭৮
সখীর বচনে সীতা অধিক উল্লাসী।
তৃষিত চকোরী যেন পাল্য সুধারাশি॥ ৭৯
শুষ্ক ঠাঁই পড়ি মীন পাই বড় দুখ।
আচম্বিতে বন্ধ্যা পাই যেন পায় সুখ॥ ৮০
হেন রামবিয়োগেতে জানকী ব্যথিত।
তাঁর আগমন শুনি হলা আনন্দিত॥ ৮১
শ্রীরামের নাম শুনি নিজ সখী-মুখে।
স্তব্ধ হয়া দাঁড়াইলা সীতা দেবী সুখে॥ ৮২
ক্ষণেক বিলম্বে পুন চেতন পাইয়া।
কহে সখি কি কহিলে কহ বিবরিয়া॥ ৮৩
সখী কহে দশরথ রাজার নন্দন।
রামচন্দ্র কর্যাছেন এথা আগমন॥ ৮৪
বিশ্বামিত্র সঙ্গে যান রাজপথ দিয়া।
আস মোর সাথে তাঁর রূপ দেখি গিয়া॥ ৮৫
জানকী কহেন সখি শুনগো বচন।
না যাইব আমি তাঁরে করিতে দর্শন॥ ৮৬
যার নাম মাত্রে সখি মুগ্ধ হয় চিত।
বুঝি তার রূপে হয় ভুবন মোহিত॥ ৮৭
স্বভাবে নারীর চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল।
কি জানি হইতে পারে বিপাক প্রবল॥ ৮৮
কঠিন হরের ধনু পিতা ধর্ম্ম-রত।
যদি চিত্ত ভোলে তবে হবে ধর্ম্ম হত॥ ৮৯
শ্রীরঘুনন্দন বলে না ভাবো জননি।'
বেদে বলে নিত্য প্রিয়া রামের আপনি॥ ৯০
সখী কহে সখি কেন কহ মিথ্যা বাণী।
তোমার মনের কথা মোরা সবে জানি॥ ৯১
যদ্যপি না কহ তুমি মোদিগে কিঞ্চিৎ।
অনুমানে জানি মোরা তবু তব চিত॥ ৯২
যে অবধি নারদের বীণায় শুনিলে।
রামরূপ-গুণ সেই অবধি ভুলিলে॥ ৯৩
যখন ঘুমায়্যা থাক তুমিত জাননা।
রাম রাম বলি তোর ডাকয়ে রসনা॥ ৯৪
বিরলেতে পত্ররসে রামরূপ লেখি।
তাহার উপরি তুমি শুয়্যা থাক দেখি॥ ৯৫
যদি কেহ আন ছলে রামনাম গায়।
নয়ন সজল হয় পুলকিত কায়॥ ৯৬
নির্জ্জন পাইলে তুমি রামগুণ গাও।
আমরা নিকটে গেলে ছলেতে ছাপাও॥ ৯৭
সকল জানিযে মোরা কিছু নাহি কই।
হরধনু পণ আছে কি করিব সই॥ ৯৮
সখীর বচনে সীতা লজ্জিত হইলা।
ধীরি ধীরি অট্টালিকা উপরি উঠিলা॥ ৯৯
প্রাচীর-আড়েতে থাকি তুলিয়া বদন।
শ্রীজানকী রঘুনাথে করেন দর্শন॥ ১০০

কিবা রঘুপতি, মধুর মুরতী,
জগজন-অভিরাম।
ইন্দ্রনীলমণি, জলধর জিনি,
অসিত-চিকণ-ঠাম॥ ১০১
অতি সুকোমল, চরণ কমল,
তাহাতে নূপুর বাজে।
করিকর জিনি, উরুর বলনী,
পীত পটে কটি সাজে॥ ১০২
কিবা মাঝখানি, মৃগপতি জিনি,
ত্রিবলী-বলনী তায়।
কিবা রোমাবলী, মধুপ-মণ্ডলী,
জিনিয়া উদরে তায়॥ ১০৩

কবাট-সুন্দর, বুকের উপর,
দুলিছে মুকুতা-হার।
যেন নীলগিরি- তটের উপরি,
বহে সুরধুনী-ধার॥ ১০৪
জিনিয়া কদলী, বাহু যায় তুলী,
তাহে নানা আভরণ।
কর-সরসিজে, শর ধনু সাজে,
কাম করি মানে মন॥ ১০৫
মুখের মাধুরী, কহিতে কি পারি,
কাহার তুলনা তাথে।
যে দেখেছে তারে, সেই ঘৃণা করে,
সরোজ-রজনীনাথে॥ ১০৬
তাহাতে নয়ন, নাচয়ে সঘন,
কপোলে কুণ্ডল দোলে।
ললাটে চন্দন, ফোঁটা সুশোভন,
কেশ দেখি আঁখি তোলে॥ ১০৭
মুখের আমোদে, মাতি মাতি মদে,
অলি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
শ্রীরঘুনন্দন, করিয়া যতন,
বারণ করেন তাকে॥ ১০৮
দেখিয়া শ্রীরাম-রূপ, জানকীর অপরূপ,
উথলিল প্রেমের তরঙ্গ।
ধৈরয ধরিতে নারে, নেত্রে জলধারা ঝরে,
কম্পিত হইল সব অঙ্গ॥ ১০৯
রামরূপ নিরখিয়া, স্থির হতে না পারিয়া,
সখীর অঙ্গেতে হেলা দিলা।
প্রেমেতে উন্মত্ত হিয়া, নরলীলা বিস্মরিয়া,
আধ আধ কহিতে লাগিলা॥ ১১০
শুন শুন প্রাণবন্ধু, তুমি সে করুণাসিন্ধু,
কেমন কঠিন তব হিয়া।
এত দিন বিচ্ছেদেতে, স্থির করি রাখি চিতে,
কি করি রয়াছ বিস্মরিয়া॥ ১১১
আপনি কয়াছ তুমি, তোমা ছাড়া নাহি আমি,
এ কেমন কঠিন আচার।
শ্রীরঘুনন্দন কয়, এইত প্রচুর হয়,
নরলোকে লীলার প্রকার॥ ১১২
জানকীর বাক্য শুনি যত সখীজন।
কহে সখি কি সুমুখি দেখিছ স্বপন॥ ১১৩
কেহ কহে হয়্যা বুঝি দেব-অবঘাত।
কেহ কহে বৈদ্য ডাকি দেখাও গো হাত॥ ১১৪
একজন সুচতুর কহে ওগো শুন।
এইমত শ্রীরামচন্দ্রের প্রেমগুণ॥ ১১৫
সখীদের বাক্যে সীতা পাইলা চেতন।
প্রভুলীলাশক্তি কৈল জ্ঞান-আবরণ॥ ১১৬
তবে স্থির হয়্যা সীতা করেন চিন্তন।
হায় হায় বিধি কৈল কেন ধনু পণ॥ ১১৭
যদি কৃপা করি করে পিতা স্বয়ম্বর।
তবে যেনে নিতান্ত পাইয়ে রঘুবর॥ ১১৮
অন্য কেহ আসি যদি টানে হরধনু।
তবে বিষ খাই আমি তেয়াগিব তনু॥ ১১৯
দয়া কর হর তোঁহে করিয়ে বন্দন।
টানিতে না পারে ধনু যেন অন্যজন॥ ১২০
এইরূপে অধিক-উৎকণ্ঠা শ্রীজানকী।
আসন্নবর্ষাতে ডাকে দ্বিগুণ চাতকী॥ ১২১
সখীগণে পরস্পরে বোলয়ে বচন।
বল দেখি কি উপায় করিব রচন॥ ১২২
কেহ কহে কহি গিয়া জনক-রাজনে।
সীতা সমর্পণ কর শ্রীরামচরণে॥ ১২৩
প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গেতে দোষ যে কিছু হইব।
আমরা সকলে মেলি বাঁটিয়া লইব॥ ১২৪
কেহ বলে হর-কাছে বর মাগ হেন।
রামহাতে গিয়া ধনু টানা যায় যেন॥ ১২৫
কেহ বলে চল পূজা করহ সরস্বতী।
জনকমুখেতে গিয়া করুন বসতি॥ ১২৬
দেখি মাত্র রামে যেন বোলয়ে বচন।
তোঁহে নিজ কন্যা আমি করিলুঁ অর্পণ॥ ১২৭
এক জন কহে শুন আমার বচন।
বিধি বিবেচনাহীন নয় গো কখন॥ ১২৮
রাম বিনা জানকীর উপযুক্ত বর।
ত্রিজগতমাঝে নাই এমত সুন্দর॥ ১২৯
শ্রীরঘুনন্দন ভণে তোঁহে প্রণাময়ে।
আমার মনের কথা দিলে প্রকাশিয়ে॥ ১৩০
সখী-মুখবৃন্দ-মাঝে জানকীবদন।
দেখি সুখী হয়্যা রাম করেন চিন্তন॥ ১৩১ *

* শ্রীরাম জানকীমুখ করি নিরীক্ষণ।
আনন্দিত হয়্যা মনে করেন চিন্তন॥

একি অট্টালিকা-আগে কমলকানন।
তার মাঝে এক শশী হয় দরশন ॥ ১৩২
তাহে পুন বিকসিত কমলযুগল।
তিলপুষ্প রঙ্গাকুসুম অবিকল ॥ ১৩৩
কিম্বা কোন রমণীর হইবে বদন।
তাহে শোভে ওষ্ঠ নাসা সুন্দর নয়ন ॥ ১৩৪
না বুঝিতে পারি নিজ মনের আশয়।
উহা দেখি কেন এত উত্তরল হয় ॥ ১৩৫
ফিরাইতে নারি উহা হইতে নয়ন।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ ॥ ১৩৬
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিজ মনে।
প্রস্থান করেন প্রভু বিশ্বামিত্র সনে ॥ ১৩৭
বিশ্বামিত্র-আগমন জনক শুনিলা।
শতানন্দ-মন্ত্রী সনে তাঁহারে ভেটিলা ॥ ১৩৮
প্রণাম করিয়া কত চরণযুগলে।
গৃহমধ্যে প্রবেশ করালা কুতূহলে ॥ ১৩৯
অপূর্ব্ব আসনে বসাইয়া তপোধনে।
শীতল সলিলে কৈলা পাদ-প্রক্ষালনে ॥ ১৪০
নানামতে করি তবে মুনির পূজন।
সকলের যোগামতে কৈল সম্মানন ॥ ১৪১
কৃতাঞ্জলি হয়্যা রাজা করে নিবেদন।
কি ভাগ্য আমার আজি না হয় বর্ণন ॥ ১৪২
পবিত্র হইল দেশ পবিত্র নগর।
পবিত্র হইল গৃহ নিজ কলেবর ॥ ১৪৩
আজিকার দিবস হইল সুপ্রভাত।
মোর গৃহে হল্য তব পদধূলি-পাত ॥ ১৪৪
আজি হল্য সকল যজ্ঞের আবস্তুণ।
আজি হল্য সকল দেবতা-সম্পূজন ॥ ১৪৫
মোর সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে।
যার গৃহে আগমন করিলা আপনে ॥ ১৪৬
কহ কহ সিদ্ধাশ্রমে সকলে কুশলী।
সম্প্রতি শুনিতে চিত্ত হয় কুতূহলী ॥ ১৪৭
কহিছেন বিশ্বামিত্র শুন নরেশ্বর।
তব তপঃ-প্রভাবেতে প্রমোদ বিস্তর ॥ ১৪৮
যেবা ছিল মোর তিন উদ্বেগ কারণ।
সম্প্রতি তাহাও হইয়াছে বিনাশন ॥ ১৪৯
একতো তাড়কা যক্ষী বিরুদ্ধ-অন্তর।
দ্বিতীয়ত মারীচ সুবাহু নিশাচর ॥ ১৫০
তৃতীয়ত শতানন্দ-জননীর শাপ।
এই তিনে ছিল মোর বড় মনস্তাপ ॥ ১৫১
সম্প্রতি সে সব দুখ পাইয়াছে নাশ।
বড় সুখে আছি এবে পরিপূর্ণ আশ ॥ ১৫২
মহারাজা জিজ্ঞাসা করেন বড় সুখে।
কহ কহ কি করি হরিলে সেই দুখে ॥ ১৫৩
বলিছেন বিশ্বামিত্র শুনহ রাজন।
এই দুই দেখ দশরথের নন্দন ॥ ১৫৪
জ্যেষ্ঠ রাম নাম এহ কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ।
করিয়াছি আমি ইহাদিগে আনয়ন ॥ ১৫৫
পথে আসিবার কালে রাম একশরে।
পাঠাইলা তাড়কারে শমন-নগরে ॥ ১৫৬
সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া মারীচ-নিশাচরে।
এক বাণে ফেলাইলা লঙ্কার ভিতরে ॥ ১৫৭
সুবাহু প্রভৃতি আর অনেক রাক্ষসে।
যমবাসে পাঠাইলা এহ অসাধ্বসে ॥ ১৫৮
তার পর আসিতে আসিতে মোর সনে।
অহল্যারে উদ্ধারিলা পরশি চরণে ॥ ১৫৯
এত শুনি মহারাজ হইয়া বিস্মিত।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে কৈলা সম্মান উচিত ॥ ১৬০
এক দিঠে রামে রাজা দর্শন করয়।
মনে মনে ভাবে শতানন্দ মহাশয় ॥ ১৬১
শুনিয়াছি দশরথ-গৃহে চক্রপাণি।
হয়্যাছেন অবতীর্ণ সত্য বটে বাণী ॥ ১৬২
তা বিনে পিতার শাপ উদ্ধারিতে কার।
শক্তি আছে হেন প্রভু নাহি দেখি আর ॥ ১৬৩
এইতো কারণে রামে করি নিরীক্ষণ।
ব্রহ্মসুখ-অধিক সুখেতে ডুবে মন ॥ ১৬৪
বড় ভাগ্যবতী মোর অহল্যা-জননী।
যারে পদে করি পরশিলা দেবমণি ॥ ১৬৫
এত ভাবি বিশ্বামিত্র-মুনিবরে কন।
সত্য কহ হইয়াছে মাতার মোচন ॥ ১৬৬
পিতা পুন তাঁরে কর্য্যাছেন অঙ্গীকার।
রামে পূজা করিছিলা মাতাতো আমার ॥ ১৬৭
বিশ্বামিত্র বলেন সকল সত্য হয়।
তোমার পিতার বাক্য কভু মিথ্যা নয় ॥ ১৬৮
এত শুনি শতানন্দ সুখ পাল্যা মনে।
বিশ্বামিত্র বলিলেন জনকরাজনে ॥ ১৬৯

আমার কুশল-কথা করিলে শ্রবণ।
নিজ সুখবার্ত্তা এবে কর বিজ্ঞাপন ॥ ১৭০
কিন্তু মোর মনে তব সর্ব্বদা আনন্দ।
যার পুরোহিত মহামুনি শতানন্দ ॥ ১৭১
তোমার রাজ্যেতে দুখ নাহি কারো জানি।
তুমি যার পালক হয়্যাছ মহাজ্ঞানী ॥ ১৭২
কহেন জনক রাজা করি যোড়পাণি।
তব আশীর্ব্বাদে দুখ কিছুই না জানি ॥ ১৭৩
একমাত্র রাখিয়াছ মোর মনে দুখ।
অদ্যাপি না দেখিলাম জামাতার মুখ ॥ ১৭৪
করিয়াছি দারুণ কঠিন এক পণ।
সে লাগিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন আছে মন ॥ ১৭৫
শুনি বাণী মুনি বলে শুন মহারাজ।
অবশিষ্ট আছে মোর করিতে এ কাজ ॥ ১৭৬
কিন্তু সে লাগিয়া তুমি না কর ভাবনা।
অবিলম্বে পরিপূর্ণ হবে এ কামনা ॥ ১৭৭
বিদেহ বিদ্বান বলে বিচিত্র বচন।
তব আশীর্ব্বাদে মোর স্থির হল্য মন ॥ ১৭৮
তোমার আশীষ শুনি হেন মন হয়।
জামাতা আমার যেন সাক্ষাতেই রয় ॥ ১৭৯
সিন্ধু শুষ্ক হয় হয় অনল শীতল।
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ না হয় চঞ্চল ॥ ১৮০
আর এক কথা আমি করি নিবেদন।
সর্ব্বজ্ঞ আপনি কহ ইহার কারণ ॥ ১৮১
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেখি যেন সুখ হয়।
হেন সুখ দেখি কাহারেও কভু নয় ॥ ১৮২
মুনি বলে (ভণে) মহারাজ ইহার কারণ।
আপনার মনেই করহ জিজ্ঞাসন ॥ ১৮৩
কহে নরপতি মোর মনে যেই হয়।
সে কথাতো কাহাকেও কহিবার নয় ॥ ১৮৪
দেখিয়া সৌন্দর্য্য শুনি গুণ অনুপাম।
চঞ্চল মানস মোর করে এক কাম ॥ ১৮৫
সে ইচ্ছা মরুতে যেন জল-অন্বেষণ।
অতএব করিয়াছি অতি দৃঢ় পণ ॥ ১৮৬
কহিছেন বিশ্বামিত্র ভাবনা না কর।
আমার বচনে দৃঢ়-করি শ্রদ্ধা ধর ॥ ১৮৭
পণ বিনে আন যদি বাধক না থাকে।
তবে চিন্তা কর কেন ভয় কর কাকে ॥ ১৮৮
তবে রাজা শতানন্দে কাণে কাণে কয়।
মহাশয় না বুঝিয়ে ঋষির আশয় ॥ ১৮৯
দুরন্ত হরের ধনু জানি মহাজ্ঞানী।
পুনঃপুন কহেন কি মনে হেন বাণী ॥ ১৯০
কিবা ইহাঁকার বরে হরশরাসন।
কোমল হইবে কিম্বা যাবে মোর পণ ॥ ১৯১
শতানন্দ কহেন শুনহ মহাশয়।
হরধনু কোমল হবার কভু নয় ॥ ১৯২
না টলিবে কখন তোমারো দৃঢ় পণ।
কিন্তু বড় বলবান শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৯৩
এই অভিপ্রায়ে পুনঃপুন তপোধন।
কহিছেন ছল করি বুঝি এ বচন ॥ ১৯৪
উপযুক্ত বটে মুনিবর-মনস্কাম।
যেমন তোমার কন্যা তেমন শ্রীরাম ॥ ১৯৫
তবে রাজা বিশ্বামিত্রে করে নিবেদন।
তব বাক্যে প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥ ১৯৬
স্পষ্ট করি কহ কিছু করুণা করিয়া।
কহিছেন বিশ্বামিত্র হাসিয়া হাসিয়া ॥ ১৯৭
এস্যাছেন এই রামচন্দ্র মোর সনে।
হরধনু-দরশন-বাঞ্ছা করি মনে ॥ ১৯৮
শীঘ্র আনয়ন কর সেই শরাসন।
বুঝাইবে রামচন্দ্র আমার বচন ॥ ১৯৯
অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া নরপতি।
কহিছেন শুন মোর বাক্য মহামতি ॥ ২০০
হেন ভাগ্য মোর নাহি হয় দরশন।
জানকীরে রামচন্দ্রে করিব অর্পণ ॥ ২০১
শিবের কার্ম্মুক আছে আমার ভবনে।
সে ধনু কর্ষণ আমি করিয়াছি পণে ॥ ২০২
তাহা শুনি আসিছিল অনেক নৃপতি।
ধনু দেখি তারা সব হল্য ভীতমতি ॥ ২০৩
আছুক কর্ষণ দূরে তুলিতে নারিল।
কন্যা না পাইয়া তারা সকলে ফিরিল ॥ ২০৪
সকলে মিলিয়া তারা করি বড় ক্রোধ।
মিথিলা নগরে আসি করিলা নিরোধ ॥ ২০৫
তবে শিবে নানামতে করিলুঁ সেবন।
সন্তুষ্ট হইয়া তিঁহ দিলা সেনাগণ ॥ ২০৬
সেই সেনা-যুদ্ধে তারা সকলে হারিয়া।
নিজ নিজ নিকেতনে গেলা পলাইয়া ॥ ২০৭

হেন সেই কঠিন কার্ম্মুক আছে পণ।
কি করি অভীষ্ট তব হইবে পূরণ॥ ২০৮
তাহে রামচন্দ্রে দেখি অতি সুকোমল।
ধনুক আনিয়া হবে এখানে কি ফল॥ ২০৯
ঋষি রটে মহারাজ কি কর সংশয়।
পুনঃপুন মোর বাক্যে বিশ্বাস না হয়॥ ২১০
অন্য নৃপতির কথা কহ কি কারণ।
তাহারা তো কেহ নহে মোর রামধন॥ ২১১
তাড়কা-সুবাহুবধ শুনি মোর মুখে।
তথাপি সংশয় কর কেন ফেল দুখে॥ ২১২
এত শুনি জনকের নারদবচন।
স্মরণ হইলা তবে করে নিবেদন॥ ২১৩
যে আজ্ঞা করিছ তুমি এ অযোগ্য নয়।
রঘুবংশ-বালক অচিন্ত্য-শক্তি হয়॥ ২১৪
বিশেষতঃ তোমার হইলে আশীর্ব্বাদ।
বিনাশ হইতে পারে যাবত বিষাদ॥ ২১৫
অতএব দেখাইব শ্রীরামে অবশ্য।
করযোড় হইয়া তোমার আজ্ঞাবশ্য॥ ২১৬
যদি রাম করেন ধনুকে গুণাধান।
তবেই জানকী আমি করিব প্রদান॥ ২১৭
কিন্তু তব পদে এক করি নিবেদন।
আজিকার দিবস করহ প্রতীক্ষণ॥ ২১৮
এ কথা উচিত নহে কদাচ নির্জ্জনে।
নানামত সন্দেহ করিবে দুষ্টজনে ২১৯
যজ্ঞ-দরশন লাগি মোর নিমন্ত্রণে।
আসিয়াছে সব রাজা এইতো ভবনে॥ ২২০
প্রভাতে করিয়া কালি সভার সাজন।
সকল নৃপতিরে করিব আনয়ন॥ ২২১
আপনি আসিবে লয়্যা শ্রীরঘুনন্দনে।
দেখিবেন সেইকালে রাম শরাসনে॥ ২২২
যদি নত হয় সেই ধনু অতি ঘোর।
দেখিবে সকল লোকে সুখ হবে মোর॥ ২২৩
এত শুনি মুনিবর কহেন রাজনে।
তাল বলিয়াছ লাগি গেল মোর মনে॥ ২২৪
রামচন্দ্র আনন্দিত করেন চিন্তন।
সেই হল্য উপস্থিত যেই ছিল মন॥ ২২৫
ঋষিবর যে করিলা মোর উপকার।
কি করিয়া শোধ দিব আমি এই ধার॥ ২২৬
বুঝিলাম শোধ নাহি হবে এ জনমে।
বিক্রীত হইয়া রহিলাম ও-চরণে॥ ২২৭
তবে মুনি-অনুমতি লয়্যা নরেশ্বর।
বাসাস্থান নিশ্চয় করিলা মনোহর॥ ২২৮
সেই স্থানে গেলা মুনি রামচন্দ্র সনে।
নগরের লোক যায় রাম-দরশনে॥ ২২৯
যে দেখয়ে তাঁরে সেই করে এই কাম।
আমাদের পুণ্যে সীতাপতি হন রাম॥ ২৩০
এথা রাজা মন্ত্রিগণে করে আজ্ঞাপন।
তোমা সবা শুন এক আমার বচন॥ ২৩১
ধনুর্ভঙ্গ কথা যদি শুনে রাজগণ।
তবে সভামাঝে না করিবে আগমন॥ ২৩২
কালি দিনে হইবে জানকী-স্বয়ম্বর।
এইতো ঘোষণা দাও নগরভিতর॥ ২৩৩
সভাতে করহ হেন স্থান-নিরূপণ।
যেন সব লোকে সুখে করে দরশন॥ ২৩৪
তবেত কোটালে দিল ঘোষণা নগরে।
জনক নৃপতি প্রবেশিলা নিজ ঘরে॥ ২৩৫
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ২৩৬

ইতি শ্রীরামরসায়নে আদিকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে মিথিলা-নিবাসো নাম
সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ৭॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরাম কর্ত্তৃক হরধনুর্ভঙ্গ।

উন্মূলয়ন্ জনকসংশয়শাখিবর্গাং
সঙ্কূর্ণয়ন্নিতরভূমিপ-গর্ব্বনড্যাম্।
ভঞ্জন্ মুদা পশুপতের্মুরিক্ষুদণ্ডং
প্রোদ্যৎকরো জয়তি দাশরথিদ্বিপেন্দ্রঃ॥ ১

প্রভাতে উঠিয়া শ্রীজনক নরপতি।
সভা সজ্জা করাইলা আনন্দিতমতি॥ ২

পাতাইলা নানামত সুন্দর আসন।
উপরি করিলা দিব্য-বিতান-অর্পণ ॥ ৩
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি জনে।
যথাযোগ্য মতে রাজা দেয়াল্যা আসনে ॥ ৪
নারীজন যাবত বসিলা আন পাশে।
সখীসব সহিত জানকী এক বাসে ॥ ৫
দেশবাসী লোক সব আইসে দেখিতে।
কোলাহল হইল মিথিলা নগরীতে ॥ ৬
সাথে সাথে প্রবিষ্ট হইলা মুনিবর।
অন্তরীক্ষ-পথে আস্যা যাবত অমর ॥ ৭
দুরন্ত দুরন্ত বহু রাক্ষস সহিত।
আইলা শৌষ্কল দশানন-পুরোহিত ॥ ৮
হেথা স্বয়ম্বর-কথা শুনি রাজগণ।
নিজ নিজ অঙ্গেতে পরিছে আভরণ ॥ ৯
কেহ মলা দূর করে গন্ধবস্ত দিয়া।
কেহ ক্ষৌরকর্ম করে নাপিত আনিয়া ॥ ১০
কেহ স্নান করি করে তিলক-বিধান।
পুন পোশাকে আরবার করয়ে নিম্মাণ ॥ ১১
কেহ শিরে পুনঃপুন মনোহর ছন্দে।
বিচিত্র বসনে পাগ বান্ধয়ে আনন্দে ॥ ১২
জরাতুর-মহামূর্খ অনেক নৃপতি।
তাহারাও সাজাইছে আপন মূরতি ॥ ১৩
কেহ পক্ক-শ্মশ্রু-কেশে মাখিছে অঞ্জন।
কেহ ভগ্ন দন্তে করে কল্পিত দশন ॥ ১৪
কেহ ললাটের মাংস তুলিয়া উপরি।
কসি কসি বান্ধে পাগ মহাযত্ন করি ॥ ১৫
কেহ বলি-গোপন লাগিয়া কলেবরে।
নানামত জামাজোড়া পরিধান করে ॥ ১৬
কেহ কহে সখিজনে আজি নিশা-শেষে।
দেখিয়াছি সপনে জানকী বামদেশে ॥ ১৭
অতএব অবশ্য পাইব যেন তায়।
শীঘ্র আনি দাও দিব্য ভূষণ আমায় ॥ ১৮
কোনো ভণ্ড আসি কহে কাহারো আগেতে।
মহারাজ দেখিয়াছি আজি সপনেতে ॥ ১৯
সীতা যেন করিয়াছে তোমারে বরণ।
এত শুনি দেয় মূর্খ-তারে নানা ধন ॥ ২০
সবে তারা দেবতা-নিকটে বর মাগে।
সীতা যেন মালা দেন মোর কণ্ঠে আগে ॥ ২১

এই মতে মিথ্যা তারা করে আয়োজন।
সুধা লাগি করিছিলা যেন দৈত্যগণ ॥ ২২
এ কথাটি ভাবে নাহি কভু এক বার।
সিংহ-ভোগ্যে শৃগালের কিবা অধিকার ॥ ২৩
তবে তারা সবে যায় সীতা ভাবি চিতে।
বামন যেমন ধায় সুধাংশু ধরিতে ॥ ২৪
কেহ তুরঙ্গমে কেহ গজে কেহ রথে।
তিল থুইবার স্থান নাহি রাজপথে ॥ ২৫
অগ্রসর হইতে যে পারে কষ্টভরে।
জানকী পাইমু বলি সেই বাঞ্ছা করে ॥ ২৬
যে জন পশ্চাতে কোন প্রকারে পড়িছে।
হায় না পাইনু বলি খেদে সে মরিছে ॥ ২৭
সবে তারা সভামাঝে বসিলা সাদরে।
জানকী জানকী ভাবে একান্ত অন্তরে ॥ ২৮
তা-সবারে দেখি সুখ নাহি সীতা-মনে।
কুমুদিনী কোথা সুখী শশাঙ্ক-বিহনে ॥ ২৯
শ্রীরামে না দেখি সীতা ভাবিছেন মনে।
এখনো না আইলেন নাথ কি কারণে ॥ ৩০
বুঝি মোর কিছু দোষ দেখি উপেখিলা।
কিম্বা হরধনু হেতু সাধ্বস পাইলা ॥ ৩১
প্রণমিয়ে তোমার চরণে পঞ্চানন।
শীঘ্র নাথে সভামাঝে কর আনয়ন ॥ ৩২
এইরূপ শ্রীজানকী করেন চিন্তন।
এথা মুনি সঙ্গে রাম কৈলা আগমন ॥ ৩৩
অগ্রে বিশ্বামিত্র মুনি পাছেতে লক্ষ্মণ।
সভার মাঝেতে প্রভু দিলা দরশন ॥ ৩৪
বিশ্বামিত্রে দেখি সবে উঠি দাঁড়াইলা।
বুঝি সেই ছলে রামে সম্মান করিলা ॥ ৩৫
জনক-নৃপতি মুনি-শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
আদরেতে বসাইলা অপূর্ব্ব আসনে ॥ ৩৬
কিবা দেখ রঘুবর, ভুবন-মোহনকর,
বিরাজিত সেই সভামাঝে।
আহ্লাদিয়া সবজনে; আকাশের মধ্যস্থানে,
যেন নব নীরদ বিরাজে ॥ ৩৭
বামে তাঁর শ্রীলক্ষ্মণ, হেমগিরি-সুশোভন,
সে শোভা কে বর্ণিতে পারয়।
যেন শুক্র বামে করি, নিজে শ্যামমূর্ত্তিধারি,
পূর্ণচন্দ্র করিলা উদয় ॥ ৩৮

শ্রীরামের তনু-আভা, দশদিক্ করে শোভা,
সকলের তনু হল্য শ্যাম।
দেখি সবে মনে কয়, অশ্বিনীতনয় হয়,
এতো বুঝি কিম্বা হয় কাম ॥ ৩৯
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, তোরা ভাব কি কারণে,
কহ কেন অযোগ্য বচন।
প্রভু-পদনখ-আগ, তার কোটি কোটি ভাগ,
তার শোভা না ধরে মদন ॥ ৪০
শ্রীরামপ্রকাশে কোন রাজা নাহি ভায়।
সূর্য্যের উদয়ে যেন খদ্যোত লুকায় ॥ ৪১
কিবা বিরাজিত সেই শ্রীরঘুনন্দন।
মুখ্য গৌণ রস রসাভাস আলম্বন ॥ ৪২
শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুর।
এই পঞ্চ মুখ্য ভক্তিরস সুপ্রচুর ॥ ৪৩
হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ এ চারি।
গৌণ ভক্তিরসের দেখিয়ে অধিকারী ॥ ৪৪
রৌদ্র আর ভয়ানক বীভৎস নামেতে।
এই তিন রসাভাস দেখি সে স্থানেতে ॥ ৪৫
সভাতে আছয়ে যত শান্ত মুনিজন।
পরতত্ত্ব করি রামে করে নিরীক্ষণ ॥ ৪৬
পরম ঈশ্বর করি দেখে দেবগণ।
লক্ষ্মণের সখ্য রস করে উল্লাসন ॥ ৪৭
জনকের রাণী মানে নিজের নন্দন।
জানকীর অন্তরেতে সাক্ষাৎ মদন ॥ ৪৮
কোনো কোনো মুনি দেখি নরানুকরণ।
হইতেছে হাস্যরসে নিমগ্নমন ॥ ৪৯
কত রাজা রূপ দেখি পাইলা বিস্ময়।
জনকের কন্যা-দান বীররসোদয় ॥ ৫০
বৃদ্ধ নারী দেখি পদব্রজে আগমন।
শ্রীরামের ব্যথা মানি কৃপাযুক্তমন ॥ ৫১
দুষ্ট রাজা যত তারা দেখি রঘুবর।
নিজ বাঞ্ছা ভগ্ন জানি সরোষ-অন্তর ॥ ৫২
রাক্ষস-অসুরে দেখে যমের সমান।
অন্ধকার যেন সুধাকরে করে ম্লান ॥ ৫৩
দশানন-পুরোহিত করয়ে নিন্দন।
সূর্য্যে অন্ধকার বলে পেচক যেমন ॥ ৫৪
এইরূপে সবে দেখে যার যেন মন।
এথা পরস্পরে কহে পুরনারীগণ ॥ ৫৫

স্বয়ম্বর সর্ব্ব কালি দিয়াছে ঘোষণ।
তাহার না দেখি কেন কোনো আয়োজন ॥ ৫৬
যদি সীতা শুনিত গো আমাদের কথা।
এই ক্ষণে রামে দিয়া ত্যেজিতাম ব্যথা ॥ ৫৭
অত্যন্ত নিষ্ঠুর যেন জনকের মন।
রামে দেখি কিরূপে করিছে বিলম্বন ॥ ৫৮
এথা বিশ্বামিত্র-আজ্ঞা লয়্যা সে রাজন।
ধনুক আনিতে করিলেন নিয়োজন ॥ ৫৯
কটাক্ষেতে বুঝি সপ্তশত মল্লগণ।
আধার সহিত ধনু কৈল আনয়ন ॥ ৬০
কিবা সেই শরাসন, দেখিয়া কাঁপয়ে মন,
কি করিব তাহার বর্ণন।
অমরের তেজ লয়্যা, ব্রহ্মা কুতূহলী হয়্যা,
করিছিল যাহার গঠন ॥ ৬১
যেই শরাসনে শর, হয়্যাছিল বিশ্বম্ভর,
গুণ যার বাসুকি ভুজঙ্গ।
শিব যাহে ধনুর্দ্ধর, ত্রিলোকের পীড়াকর,
ত্রিপুর দহিলা করি রঙ্গ ॥ ৬২
বিচিত্র বসন সাজে, শত শত ঘণ্টা বাজে,
মস্তকেতে রুচির চামর।
নানা মণি-আভরণ, অতি বহু সুচিক্কণ,
ঝলমল করে কলেবর ॥ ৬৩
দেবতা দানব নর, গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গবর,
সর্ব্বগর্ব্বহর অনুপম।
শ্রীরঘুনন্দন কয়, সব কথা সত্য হয়,
কিন্তু আজি দেখিব বিক্রম ॥ ৬৪
সেই ধনু দেখি রাজাদের আচম্বিতে।
বজ্রপাত হল্য যেন শির-উপরিতে ॥ ৬৫
চাতক যেমন জল ভাবে এক মনে।
শুষ্ক বজ্রপাত তাহে হয় সেইক্ষণে ॥ ৬৬
সেই মতে ভাবিতে ভাবিতে স্বয়ম্বর।
হঠাৎ আইল ধনু নিতান্ত দুর্জ্জর ॥ ৬৭
কারো হাস্য নাহি দেখি মলিন বদন।
দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘনে ঘন ॥ ৬৮
অধোমুখ হয়্যা নখে লেখে ভূমিতল।
হসিতবদন রাম-লক্ষ্মণ কেবল ॥ ৬৯
কেহ মনে মনে ভাবে জনক কুমতি।
জানি-শুনি করিলেক এতেক দুর্গতি ॥ ৭০

যেন মিষ্ট গানে ভুলাইয়া কৃষ্ণসারে।
কাছে আনি ব্যাধ বাণে বিন্ধি মারে তারে। ৭১
হেন স্বয়ম্বর-বার্ত্তা দিয়া ভুলাইয়া।
ধনু আনি দিল দুখ-সমুদ্রে ডাবিয়া ॥ ৭২
আগেতে জানিলে হেন এথা কে আসিত
লজ্জা না হইত নিজ মর্য্যাদা থাকিত ॥ ৭৩
কেহ ভাবে বুঝি আনিয়াছে এই মনে।
প্রার্থনা করিবে এই সব রাজগণে ॥ ৭৪
করিছিনু আমি সীতা-বিবাহের পণ।
তুচ্ছ করের এই ধনুককর্ষণ ॥ ৭৫
দেখ দেখ এই ধনু সকল ভূপতি।
দেখি স্বয়ম্বরে মোরে দাও অনুমতি ॥ ৭৬
শ্রীরঘুনন্দন কহে তোরা না ভাবিবে।
জনকের মনোবার্ত্তা এখনি জানিবে ॥ ৭৭
জনকের পুরোহিত শতানন্দ জ্ঞানী।
সভামধ্যে দাঁড়াইয়া কহিছেন বাণী ॥ ৭৮
শুন শুন যাবদীয় ক্ষত্রিয়-নন্দন।
জনক-নৃপতি করিয়াছেন এই পণ ॥ ৭৯
এই হরধনু যেবা পারিবে টানিতে।
অথবা ইহাতে পারিবেক গুণ দিতে ॥ ৮০
ত্রিভুবন-বিজয়ী সৌন্দর্য্যের নিধান।
জানকী তাঁহারে এই করিবা প্রদান ॥ ৮১
কিন্তু ধনুকের গুণ জান সর্ব্বজন।
যাহাতে উৎসাহশূন্য আছে দশানন ॥ ৮২
শুনিয়া শৌষ্কল দশাননের নিন্দন।
সহিতে না পারি কোপে কহিছে বচন ॥ ৮৩
অরে শতানন্দ কহ হয়্যা সাবধান।
ত্রিলোকেতে বীর কেবা রাবণসমান ॥ ৮৪
শিব শিবা ষড়ানন গণেশ সহিত।
উপাড়িয়াছিলা সে কৈলাস বিপরীত ॥ ৮৫
হেন রাজা রাবণ প্রধান ত্রিলোকেতে।
তার বাহুবলের পরীক্ষা কি চাপেতে ॥ ৮৬
হেন নৃপে তেজি আনবর-অন্বেষণ।
চিন্তামণি তেজি যেন বালুকা-প্রার্থন ॥ ৮৭
অতএব বিবেচনা পরিত্যাগ করি।
রাবণে দেয়াও সেই জানকী সুন্দরী ॥ ৮৮
শুনি শতানন্দ ঋষি হাসি হাসি ভণে।
তুমি কি না জান জনকের কন্যাপণে ॥ ৮৯
হরধনু টানিতে পারিবে যেই জন।
সেই ত করিবে সীতাপাণি-সংগ্রহণ ॥ ৯০
অট্ট অট্ট হাসিয়া শৌষ্কল তবে কয়।
রাবণের নিকটে এ ধনু তৃণ নয় ॥ ৯১
কিন্তু শিব-সেবক সে হয় দশানন।
ধর্ম্মভয়ে না টানিবে গুরুশরাসন ॥ ৯২
সংসারমাঝারে নাহি দেখি হেন বীর।
দশানন-সংগ্রামে যে হতে পারে স্থির ॥ ৯৩
শতানন্দ কহে এই চাপের উদয়ে।
কত লোক করিবেক শিবের আশ্রয়ে ॥ ৯৪
এ ধনুতে গুণ দিতে যেই না পারিবে।
শিবের সেবক আমি সেই ত কহিবে ॥ ৯৫
বাসুকি-ভুজঙ্গ হয় শিবের ভূষণ।
কিরূপে তাহার দণ্ড করিল রাবণ ॥ ৯৬
গুরুজনে যদি সেহ এত ভক্তিমান্।
কিরূপে করিল কুবেরের অপমান ॥ ৯৭
বিশ্বজয়ী বলি নাহি দাও পরিচয়।
এক জানি অর্জ্জুনেরে করিছিলা জয় ॥ ৯৮
বালীর নিকটে গিয়াছিলা দশানন।
সবে জানে সেই কর্ম্ম নিরর্থ-কথন ॥ ৯৯
এত শুনি শৌষ্কল কোপেতে কম্পবান।
কিছুই কহিতে নারে পাল্য অপমান ॥ ১০০
ধনু-টানা-কথা শুনি যত নরপতি।
উঠি পলায়ন লাগি সবে করে মতি ॥ ১০১
ঘর্ম্মজল গলয়ে সবার কলেবরে।
কাহারো মুখেতে কিছু কথা না নিঃসরে ॥ ১০২
তবে শ্রীজনক-নরপতি দাঁড়াইয়া।
কহিছেন সকল ভূপালে সম্বোধিয়া ॥ ১০৩
আসিয়াছ যাবদীয় রাজার সমাজ।
কেহ সিদ্ধ করহ আমার এই কাজ ॥ ১০৪
লাভ খ্যাতি হইবে ইহাতে অতিশয়।
হেন কন্যা সংসারমাঝারে নাহি হয় ॥ ১০৫
এত কহি কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া।
পুনর্ব্বার কহে রাজা খেদিত হইয়া ॥ ১০৬
একি এক এই শিবধনুর কর্ষণ।
কিম্বা গুণসংযোগ অথবা উত্থাপন ॥ ১০৭
হায় হায় কেহ নাহি করিতে পারিলা।
বুঝি এই ধরাতল নির্ব্বীর হইলা ॥ ১০৮

হেন বাক্য শুনি সীতা ভাবিছেন মনে।
অদ্যাপি না তেজিলে হে পিতা দুষ্ট পণে॥ ১০৯
এ সকল রাজা আসিছিলা কতবার।
জান তুমি পরাক্রম ইহা সবাকার॥ ১১০
নূতন আছেন মাত্র শ্রীরঘুনন্দন।
ইহাতে সম্ভাব্য নহে ধনু-আকর্ষণ॥ ১১১
নবনীত জিনিয়া কোমল যার তনু।
টানিবে সে কেমনে পাষাণ-সম ধনু॥ ১১২
যদ্যপি না ছাড় তুমি নিতান্ত এ পণ।
বুঝিলাম না পাইনু শ্রীরামচরণ॥ ১১৩
না পাইলে রামে মুই খাইব গরল।
প্রবেশিব কিম্বা জল অথবা অনল॥ ১১৪
এথা শ্রীলক্ষ্মণ মনে জানি সীতা-ব্যথা।
তাঁহার সান্ত্বনা লাগি কন এই কথা॥ ১১৫
রঘুবর দেখিলে সবার বাহুবল।
ইদানী বিলম্বে নাহি দেখি কিছু ফল॥ ১১৬
না কহিতু তোমারে এ তুচ্ছ কর্ম্ম লাগি।
কিন্তু এ পণের ফলে আমি নহি ভাগী॥ ১১৭
যে বস্তু হইবে লাভ চাপ-আকর্ষণে।
তার যোগ্য অন্য কেবা ত্রিপদ-বিহনে॥ ১১৮
নতুবা এ কোন কর্ম্ম পিনাক-কর্ষণ
অনায়াসে পারে তব সেবক-লক্ষ্মণ॥ ১১৯
তব আজ্ঞা পালো সিন্ধু পারি পূরাইতে।
সুমেরুকে চূর্ণ করি একটী মুষ্টিতে॥ ১২০
রবির গমন পারি নিরোধ করিতে।
পারি পৃথিবীরে পদাঘাতে ডুবাইতে॥ ১২১
এ ধনুতো দেখি যেন তৃণ অতিক্ষীণ।
জরাজীর্ণ যাহার শরীর সারহীন॥ ১২২
ইহারে তুলিতে পারি ধরি এক করে।
গুণ দিতে পারি পারি টানিতে নির্ভরে॥ ১২৩
অধিক করিব আর কিবা নিবেদন।
দুই খণ্ড করি পারি করিতে ভঞ্জন॥ ১২৪
যদি তুচ্ছ কর্ম্ম বলি না হয় বাসনা।
তবে শীঘ্র মোরে প্রভু কর আজ্ঞাপনা॥ ১২৫
আমি ধনু টানিলেও জানকী তোমার।
ভৃত্যের কর্ম্মের ফল স্বামী পায় তার॥ ১২৬
লক্ষ্মণের বাক্য শুনি সুখিত জানকী।
নীরদ-নিনাদে যেন তৃষিত চাতকী॥ ১২৭

ধারাধর-ধ্বনি শুনি চাতকী উল্লাসে।
অবশ্য পাইব জল বলি ধরে আশে॥ ১২৮
লক্ষ্মণের কথা শুনি সেইমতে সীতা।
রামচন্দ্র-লাভেতে হইলা উৎসাহিতা॥ ১২৯
তবে বিশ্বামিত্র বলিছেন রামধনে।
উঠ বাপ একবার আমার বচনে॥ ১৩০
জনকের প্রতিজ্ঞারে কর পরিপূর্ণ।
সন্দেহ-সাধ্বস সব কর শীঘ্র চূর্ণ॥ ১৩১
তোমার বিলম্ব দেখি জনকের মন।
সন্দেহ-সমুদ্রে পড়ি করিছে ঘূর্ণন॥ ১৩২
এত শুনি রামচন্দ্র যে আজ্ঞা বলিয়া।
উঠিলেন তাঁর পদে প্রণাম করিয়া॥ ১৩৩
কসিয়া পরিলা পীত-পট্ট অনুপাম।
ঋষি বিপ্র সকলে করিলা পরণাম॥ ১৩৪
ইহা দেখি যত মূর্খ মহীপতিগণ।
পরস্পর দেখাদেখি হসিতবদন॥ ১৩৫
জানকীর মন তবে অধিক চঞ্চল।
কমল-দলেতে জল যেন টল মল॥ ১৩৬
প্রভু যবে চাপপাশে করেন গমন।
করতালি দিয়া হাসে দুষ্ট রাজগণ॥ ১৩৭
তাহে কিছু উত্তর না দেন রঘুমণি।
শিবাশব্দে সিংহ কোথা দেয় প্রতিধ্বনি॥ ১৩৮
তবে রাম বামকরে ধনুকেরে ধরি।
তুলিলা তৃণেরে যেন মদমত্ত করী॥ ১৩৯
দেখিয়া জনক-মনে হইল বিস্ময়।
বিশ্বামিত্র-কলেবর পুলকিত হয়॥ ১৪০
রাজা সব এক দিকে চকিত হইয়া।
দেখিয়া পুত্তলী মত আছয়ে বসিয়া॥ ১৪১
হেনকালে সীতা ভৃগুরাম দুই জনে।
বাম চক্ষু নাচিয়া উঠয়ে ঘনে ঘনে॥ ১৪২
তবে গুণযোজনে দেখিয়া আয়োজন।
আনন্দিত কিছু কথা কহেন লক্ষ্মণ॥ ১৪৩
ধনু আকর্ষণ করিছেন রঘুমণি।
কিছুকাল স্থির হয় তুমি মা ধরণি॥ ১৪৪
শেষ তুমি অশেষ ফণাতে ধর ধরা।
দিগ্গজসকল নাহি করয় নড়া চড়া॥ ১৪৫
কুলাচলনিকর না হইবে চঞ্চল।
পয়োনিধিসমূহ না হয় উত্তরল॥ ১৪৬

গুণ দেন যে কালে কার্ম্মুকে বিশ্বম্ভর।
ভরেতে কম্পিত ধরা করে থর থর ॥ ১৪৭
ভগ্ন হয় যেন অনন্তের শির সব।
দিক্করী কাতর হয়্যা করে ঘোর রব ॥ ১৪৮
কুলাচলসকল কম্পিতকলেবর।
উথলিতে উদ্যত হইছে রত্নাকর ॥ ১৪৯
তবে রাম বাম-জানু দিয়া সে ধনুকে।
বাম কর দিয়া তার মস্তকে কৌতুকে ॥১৫০
অনায়াসে গুণ দিলা শিব-শরাসনে।
এ কোন আশ্চর্য্য শিব-বন্দিতচরণে ॥ ১৫১
কেবল না নোঁয়াইলা রাম শরাসনে।
কিন্তু যাবদীয় রাজমস্তকের সনে ॥ ১৫২
তবে রাম করেতে নুকিয়া বার বার।
পদ্মনালে লোকে যেন দ্বিরদ দুর্ব্বার ॥ ১৫৩
তবে দিলা কোমল অঙ্গুলিতে টঙ্কার।
প্রলয়ের মেঘে যেন করয়ে হুঙ্কার ॥ ১৫৪
সে কার্ম্মুকে তবে রাম হসিতবদনে।
আকর্ষিলা জানকীর সংশয়ের সনে ॥ ১৫৫
তবে প্রকটিলা প্রভু কিছু বাহুবল।
জনকের প্রতিজ্ঞা করিতে বহুফল ॥ ১৫৬
টানিতে হইলা সেই ধনু দুইখণ্ড।
যেন মত্ত মতঙ্গজে ভাঙ্গে ইক্ষুদণ্ড ॥ ১৫৭
প্রিয়া তোমা লাগি বড় উদ্বেগ পাইলা।
এই ভাবি বুঝি ক্রোধে তাহারে ভাঙ্গিলা ॥১৫৮
কিবা সেই হর-শরাসন-ভঙ্গরব।
ব্রহ্মাণ্ডবিবর-মধ্যে আচ্ছাদিল সব ॥ ১৫৯
যদি কেহ মেরুগিরি ভাঙ্গিতে পারয়।
তবে সেই রবের তুলনাপাত্র হয় ॥ ১৬০
একটি কার্ম্মুক-ভঙ্গনিনাদ উঠিল।
দুই অণ্ডকটাহ কি তাহাতে ছাড়িল ॥ ১৬১
তিন লোকে যত জীব হল্যা অচেতন।
চতুঃসনেন্দের হল্য ধ্যানের ভঞ্জন ॥ ১৬২
পঞ্চমুখে রাম রাম করে পঞ্চানন।
ছয় মুখে কি হল্য বেলয়ে ষড়ানন ॥ ১৬৩
সপ্তসিন্ধু অম্বর বরয়ে কল কল।
অষ্ট কুলাচল কম্পে হইলা সচল ॥ ১৬৪
নবগ্রহ বিস্মৃত হইলা নিজ গতি।
দশদিগে প্রতিধ্বনি উঠে ঘোর অতি ॥ ১৬৫
একাদশরুদ্র-যোগ-আসন টলিলা।
দ্বাদশসূর্য্যের রথ কাঁপিতে লাগিলা ॥ ১৬৬
কি কহিব আন কথা রহু দূরতর।
শেষের সহস্র শির টল টল করে ॥ ১৬৭
ধরিলেন ধ্রুব রাশি-চক্রের বন্ধন।
পাছে ছিটি যায় এই ভাবে মনেমন ॥ ১৬৮
বিধাতার অষ্ট কর্ণ বধির হইলা।
সূর্য্যের অশ্বেতে নিজ গতি পাসরিলা ॥ ১৬৯
চীৎকার করে আট দিগের কুঞ্জরে।
কূর্ম্মরাজ-কলেবর থর থর করে ॥ ১৭০
জানাইব আর কত করিয়া বর্ণন।
ত্রিজগতী প্রায় তাহে হল্যা অচেতন ॥ ১৭১ *
কেবল আছেন জ্ঞানে এই পঞ্চজন।
কৌশিক জনক সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ ১৭২
যত নরপতি ছিলা সে সভাভিতরে।
তাহাদের প্রাণ যেন নাহি কলেবরে ॥ ১৭৩
করয্যাছিল উপহাস প্রভু রঘুবরে।
তার উপযুক্ত ফল পাইল সত্বরে ॥ ১৭৪
কাহারো আসনে আছে চরণযুগল।
মুকুট খোঁজিয়া মাথা লোটায় ভূতল ॥ ১৭৫
কেহ যেন বসিছিল আছে সে প্রকারে।
কিন্তু পরিস্পন্দ নাহি শরীরমাঝারে ॥ ১৭৬
কেহ শিরে করিয়াছে নীচের চরণ।
মার্থ্যশিরে পদ দিয়া আছে কোন জন ॥ ১৭৭
সীতার মনেতে যেন সুখের বিথার।
তিঁহই জানেন তাহা বেদ্য আর কার ॥ ১৭৮
সখী সব সুস্থির হইয়া তবে কয়।
নিশ্চয় জানিলুঁ বিধি বিবেচক হয় ॥ ১৭৯
জানকী তোঁহার আজি দেবতা-সেবন।
সফল হইল গুরুচরণ-বন্দন ॥ ১৮০
অপূর্ব্ব হইল লাভ পাল্যে সুখবর।
আমাদিগে তুমি আজি এক দান কর ॥ ১৮১
ধনুক ভাঙ্গিয়া বন্ধু পাল্য বড় দুখ।
সুখী কর উহারে দেখায়্যা চান্দমুখ ॥ ১৮২

* অত্র প্রমাণম্ আরণ্যককাণ্ডে অনসূয়াং প্রতি সীতাবচনং জ্ঞেয়ম্।

তবেই হইবে সত্য আমাদের দান ।
বড় সুখী হবে চিত পাইব সম্মান ॥ ১৮৩
হাসি হাসি কহেন জানকী সখীজনে ।
চিনিবেন উনি মোরে বিশেষে কেমনে ॥ ১৮৪
তোমা সবে দেখা দিলে দূরে যাবে দুখ ।
বন্ধু পদ্ম দেখি পায় ভৃঙ্গ যেন সুখ ॥ ১৮৫
সখী কহে চিনিবার না কর সন্দেহ ।
জানাইয়া দেয় পুষ্পে ভৃঙ্গে কোথা কেহ ॥ ১৮৬
আমাদিগে দেখি দুখ হবে কেন ক্ষয় ।
চন্দ্রকলা বিনে সুখী চকোর না হয় ॥ ১৮৭
যদ্যপি না রাখ তুমি মোদের বচন ।
তবে মোরা করিব এ উপায় রচন ॥ ১৮৮
লেখিব তোমার মূর্ত্তি যেন ভাব করি ।
থাক যেন প্রাণনাথ-কণ্ঠে বাহু ধরি ॥ ১৮৯
রামের নিকটে সেই মূর্ত্তি দেখাইব ।
সখী পাঠাইয়া দিল বলি জানাইব ॥ ১৯০
এইরূপ পরিহাস করে সখীগণ ।
এথা সবে পাইয়েছে ক্রমেতে চেতন ॥ ১৯১
রাজা সব ধূলি ঝাড়ি হয়্যা অধোমুখ ।
আসনে বসিলা তবে পাই বড় দুখ ॥ ১৯২
বিশ্বামিত্র-পদে প্রভু প্রণাম করিলা ।
জনক শ্রীরামচন্দ্রে কোলেতে লইলা ॥ ১৯৩
আনন্দে ভাসিল রাজা লোচনের জলে ।
মুনিবরে গদগদ স্বরে কিছু বলে ॥ ১৯৪
যে সুখ সাধিলে প্রভু মোরে কৃপা করি ।
তাহার সমান নাই ভুবন ভিতরি ॥ ১৯৫
এক বরাটক যেবা করে অন্বেষণ ।
চিন্তামণি পায় যেন দৈবে সেই জন ॥ ১৯৬
তুচ্ছবর অন্বেষণ করিতে করিতে ।
পাইলাম যেন রামে তোমায় হইতে ॥ ১৯৭
এবে আমি শ্লাঘা করি আপনার মনে ।
যাহার গুণেতে পাইলাম রামধনে ॥ ১৯৮
এখন করি অনুমতি করহ এক্ষণ ।
রামচন্দ্রে জানকী করিবে সমর্পণ ॥ ১৯৯
আর এক আছে কন্যা শ্রীউর্ম্মিলা নাম ।
তাহারে লক্ষ্মণে দিব এই মোর কাম ॥ ২০০
বুঝি বিশ্বামিত্র বিশ্বম্ভর-অভিপ্রায় ।
কহিছেন কিছু তবে জনক-রাজায় ॥ ২০১
মহারাজ রাম ধনু যবে ভাঙ্গিয়াছে ।
সেই কালে জানকীর বিবাহ হয়্যাছে ॥ ২০২
আনন্দ উৎসব কিন্তু হইবে করিতে ।
এলাগি পাঠাও দূত রাজারে আনিতে ॥ ২০৩
তিঁহ আসিবেন পুত্র বন্ধু ভৃত্য সনে ।
তবে বড় সুখ হবে সকলের মনে ॥ ২০৪
রাজা কহে এই যোগ্য কহিলে বচন ।
ইহা বিনে হবে কেন বিবাহ পূরণ ॥ ২০৫
মত্ত হইয়াছি আমি আনন্দ-রভসে ।
এ লাগিয়া এই কথা না ছিল মানসে ॥ ২০৬
তবে সেই রাজা পত্রবিশেষ ডাকিয়া ।
লেখাইলা অপূর্ব্ব লিখন বিবরিয়া ॥ ২০৭
দূতে ডাকি পত্র দিয়া বিদায় করিলা ।
তারা সুখে অতি বেগে চলিতে লাগিলা ॥২০৮
এথা রাজা সব গেলা আপন বাসাতে ।
রামচন্দ্র বাসাতে গেলেন মুনি-সাতে ॥ ২০৯
রাজা দিব্য সামগ্রী পাঠায় অবিরত ।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় কত শত মত ॥ ২১০
মুনি এই কালে যান জনকের বাসে ।
জানকীর সখী সব যায় রাম-পাশে ॥ ২১১
তারা সবে শ্রীরামের বুঝিবারে মন ।
সীতা-চিত্রপট লয়্যা করিলা গমন ॥ ২১২
নির্জ্জন দেখিয়া তারা গিয়া প্রভুপাশে ।
হাস পরিহাস করি পরস্পরে ভাসে * ॥ ২১৩
আসিয়াছ তোরা রাজকুমার-দর্শনে ।
সখীজন আনিয়াছ কিছু উপায়নে ॥ ২১৪
বিনা ভেটে মহাদিক লোক-নিরীক্ষণ ।
কারণে সকল শাস্ত্রে করে নিবারণ ॥ ২১৫
আনিয়াছ আনিয়াছি বলি আর জন ।
প্রভু আগে চিত্রপট করিলা অর্পণ ॥ ২১৬

* অত্র প্রমাণম্ অরণ্যককাণ্ডে অনসূয়াং প্রতি সীতাবচনং জ্ঞেয়ম্ ।

*—হাস্য পরিহাস্য তারা করে নানা মতে
কেহ রামে কহে কিছু সম্বন্ধ পূরিতে

কিবা সেই বিচিত্র লিখন চিত্রপটে।
যাতে চিত্র বলি বুদ্ধি কাহারো না ঘটে ॥ ২১৭
তাহা নিরীক্ষণ করি শ্রীরঘুনন্দন।
পুলকিত সব অঙ্গ সবিস্ময় মন ॥ ২১৮
মনে মনে ভাবনা করেন রঘুমণি।
কোথা হতো আল্য হেন অপূর্ব্ব রমণী ॥ ২১৯
কিবা কেশ কিবা বেশ সুন্দর নয়ন।
কিবা মুখ কিবা বুক ভুজের বলন ॥ ২২০
কিবা কটী পরিপাটী নাভি মনোহর।
কিবা উরু রম্ভাতরু-সমান-সুন্দর ॥ ২২১
বুঝি হইবেক এহ দেবতার দার।
অনিমিষ দেখিতেছি নয়ন ইহার ॥ ২২২
কিন্তু কালি পথে এক প্রাসাদ-উপর।
হেনই বদন এক দেখ্যাছি সুন্দর ॥ ২২৩
সেই রমণীর যদি প্রতিমূর্ত্তি হয়।
তবেত এমত শোভা অসম্ভব নয় ॥ ২২৪
এইরূপ শ্রীরাম করেন বিবেচন।
তাহারে ভাবিতে দেখি কহে নারীগণ ॥ ২২৫
কি ভাবনা কর তুমি নৃপতিতনয়।
এই চিত্র জানকীর প্রতিমূর্ত্তি হয় ॥ ২২৬
এত শুনি রঘুবর অতি সুখি-চিত্তে।
প্রেমের বিকার না পারিলা সম্বরিতে ॥ ২২৭
স্তম্ভিত হইল তনু স্রবে ঘর্ম্মজল।
অশ্রুজলে টল টল নয়নকমল ॥ ২২৮
তাহা দেখি জানকীর যত সখীগণ।
প্রমোদপাথার-মাঝে হইলা মগন ॥ ২২৯
তবে তারা পরিহাস করি সুখি-চিতে।
কেহ রামে কহে কিছু সমস্যা পূরিতে ॥ ২৩০
কহ দেখি সুন্দর পদ্মিনীপাশে অলি।
যদ্যপি না আস্যে শীঘ্র তারে কিবা বলি ॥ ২৩১
শ্রীরাম কহেন শুন পদ্মিনীপ্রকাশ।
জানিলে ভ্রমরমনে অধিক-উল্লাস ॥ ২৩২
ক্ষণমাত্র রহিতে না পারে তা-বিহনে।
কি করিবে বাদ করে প্রবল পবনে ॥ ২৩৩
যবে অনুকূল হয় সেই সমীরণ।
তাহার নিকটে সেতো করে আগমন ॥ ২৩৪
শুনিয়া এতেক রামচন্দ্রের বচন।
নির্ণয় করিল এই সীতা-সখীগণ ॥ ২৩৫
জানকীতে অনুরক্ত আছে রামমন।
শুনক্ষেত্র লাগিয়া এতেক বিলম্বন ॥ ২৩৬
একজন লেখে এক চক্রবাকী পটে।
রাত্রিতে আছয়ে বড় দুখী নদীতটে ॥ ২৩৭
দেখি রাম সেই তরঙ্গিণী-তীরান্তরে।
লেখি দিলা এক দুখী চক্রবাকবরে ॥ ২৩৮
নিরখি জানিল তারা কার অবধান।
রামের বিরহব্যথা সীতার সমান ॥ ২৩৯
এক পট লেখিয়া দেখায় আর জন।
এক মৃগী বেড়িয়াছে যেন হুতাশন ॥ ২৪০
বুঝি রাম মদনপীড়ন শ্রীসীতার।
নব মেঘ লেখি দিলা উপরি তাহার ॥ ২৪১
জানিলা সকলে তারা প্রভুর আশয়।
নিকটে আইলা রাম আর নাই ভয় ॥ ২৪২
এ কথা কহয়ে তারা পুন সীতা-পাশে।
শুনিয়া ভাসেন তিঁহ অধিক উল্লাসে ॥ ২৪৩
এথা তিন দিন পথে রহি দূতগণ।
পরদিনে অযোধ্যা করিল প্রবেশন ॥ ২৪৪
এখানে কৌশল্যা রাণী অযোধ্যা-ঈশ্বরে।
নিবেদন করিছেন উদ্বিগ্ন-অন্তরে ॥ ২৪৫
নাথ শীঘ্র আসিব বলিয়া গেল রাম।
অদ্যাপি ফিরিয়া না আইল কেন ধাম ॥ ২৪৬
দিবস রজনী সব হইল সমান।
দিক্ সব অন্ধকারময় হয় জ্ঞান ॥ ২৪৭
রাজ্য পুরী গৃহ দ্বার নানা মত ধন।
রাম বিনে শোভা নাহি পায় একক্ষণ ॥ ২৪৮
বিশেষত সেই শব্দ শুনি সে দিবসে।
বড়ই সন্দেহ আছে আমার মানসে ॥ ২৪৯
বিশ্বামিত্র পাশে লোক পাঠাও ত্বরিতে।
রাম বিনে সুখ নাই ক্ষণমাত্র চিতে ॥ ২৫০
রাজা কহে যে কহিলে প্রিয়ে সত্য হয়।
রামের প্রবাসে স্থির না হয় হৃদয় ॥ ২৫১
কিন্তু নাহি ভাব তাব কভু অমঙ্গল।
মুনি-আশীর্ব্বাদে সব হইবে কুশল ॥ ২৫২
তাহে আজি দক্ষ বাহু নাচে ঘনেঘনে।
হৃদয়ে উল্লাস বড় হয় প্রতিক্ষণে ॥ ২৫৩
বুঝি আজি ঘরে রাম আসিবে আমার।
কিম্বা কিছু কুশল-সংবাদ পাব তার ॥ ২৫৪

এ উভয় কিছু যদি আজি নাহি হয়।
কল্য নিজে প্রস্থান করিব সুনিশ্চয় ॥ ২৫৫
এত কহি রাজা আসি সভাতে বসিলা।
এথা জনকের দূত দ্বারে দেখা দিলা ॥ ২৫৬
সংবাদ জানায়্যা নৃপে আজ্ঞা আনাইয়া।
সম্ভাষিল রাজারে সভাতে প্রবেশিয়া ॥ ২৫৭
জনক-কুশল জিজ্ঞাসিলা নরবর।
দূত তবে কহিছে করিয়া যোড়কর ॥ ২৫৮
মহারাজ রামচন্দ্র লক্ষ্মণসহিতে।
আছেন পরম সুখে জনকপুরীতে ॥ ২৫৯
কহিলাম এইত কিঞ্চিৎ সংক্ষেপতঃ।
সব কথা জানিবে লেখনে বিশেষতঃ ॥ ২৬০
এত কহি মস্তক হইতে পত্র নিয়া।
দিল দশরথরাজ-অগ্রেতে ধরিয়া ॥ ২৬১
শুনিয়া দূতের বাক্য রাজা সুখি মন।
দাবানলতপ্ত তরু বর্ষণে যেমন ॥ ২৬২
তবে পত্রপাঠক খুলিয়া সে লিখন।
কুশলসংবাদ দেখি করিছে পঠন ॥ ২৬৩
স্বস্তি মহাবীর্য্যবান, স্থির ধীর সুবিদ্বান,
নানা গুণাশ্রয় মহাশয়।
যাচকের কল্পতরু, সংগ্রামশিক্ষার গুরু,
দশরথরাজ জয় জয় ॥ ২৬৪
ভবদীয় অভিমানী, শ্রীজনক নরমণি,
সম্ভাষিয়া নিবেদন করে।
তব মহামহোন্নতি, করিছেন লক্ষ্মীপতি,
তাহাতেই কুশল এ ঘরে ॥ ২৬৫
বিশেষত নিবেদন, তব পুত্র রামধন,
বিশ্বামিত্র-সঙ্গেতে আসিয়া।
তাড়কা রাক্ষসী মারি, মারীচেরে জয় করি,
গৌতমপত্নীরে উদ্ধারিয়া ॥ ২৬৬
আসিয়া আমার ঘরে, পশুপতি-পিনাকেরে,
অনায়াসে করিলা ভঞ্জন।
সেই ধনু মোর কন্যা, সীতা নামে অতিধন্যা,
তাহার বিবাহে ছিল পণ ॥ ২৬৭
সত্যে তরাইলা মোরে, অতএব আমি তাঁরে,
জানকী করিব সমর্পণ।
কনিষ্ঠা উর্ম্মিলাখ্যান, লক্ষ্মণে করিব দান,
এই হইয়াছে মোর মন ॥ ২৬৮

তুমি পুত্র বন্ধু সনে, আস্ত এই নিকেতনে,
বিলম্ব না কর এক ক্ষণ।
শ্রীরঘুবংশের মণি, তোঁহে মহাশয় জানি,
অধিক কি কহোঁ নিবেদন ॥ ২৬৯
বশিষ্ঠ কহেন রাজা দেখিলে দেখিলে।
বিশ্বামিত্র-কৃপাদৃষ্টিফল নিরখিলে ॥ ২৭০
এইত লাগিয়া রাম তাঁহার চরণে।
অর্পণ করিতে করিছিলুঁ নিবেদনে ॥ ২৭১
শুনিয়া নিখিল দশরথ নৃপবর।
পুন পড়িবারে কহে সানন্দ অন্তর ॥ ২৭২
সাদরে শুনিয়া প্রেমে বিবশ হইলা।
পুলকিত সব অঙ্গ স্বেদেতে ভাসিলা ॥ ২৭৩
ক্ষণে স্থির হয়্যা রাজা সেই দূতগণে।
কত শত মত দিলা বসন-ভূষণে ॥ ২৭৪
মঙ্গলবারতা শুনি যত নারীগণ।
আনন্দ-সমুদ্রমাঝে হল্যা নিমগন ॥ ২৭৫
পুত্র-বার্ত্তা লাগি রাণী ভাবিতে ভাবিতে।
পুত্রের বিবাহবার্ত্তা পাল্য আচম্বিতে ॥ ২৭৬
করিতে করিতে যেন জল অন্বেষণ।
সুধাতরঙ্গিণী পায় আগে কোন জন ॥ ২৭৭
তাহে বড় সুখ পাল্যা কৌশলনন্দিনী।
অযোধ্যানগরে বহে সুখ-তরঙ্গিণী ॥ ২৭৮
মিথিলা-গমন লাগি আনন্দিত-মন।
নগরেতে দেয়াইলা নৃপতি ঘোষণ ॥ ২৭৯
দূতদিগে দিব্য বাসাস্থান দেয়াইলা।
দশরথ গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলা ॥ ২৮০
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৮১

ইতি শ্রীরামরসায়নে আদিকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে হরশরাসনভঞ্জনো নাম
অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামচন্দ্রাদির বিবাহপ্রক্রম।

স্বনন্দনোপযমমঙ্গলপযোহম্বুধৌ
পরিভ্রমন দ্বিজ-বিবুধান প্রতর্পয়ন।
নদন্মুহুর্বিলাবব-বস্তুসঙ্কুলং
জয়ত্যসৌ দশরথ-মন্দরাচলঃ॥ ১

কতক্ষণে যাবে নিশা ভাবে রাজা মনে।
উদয় করিলা দিবাকর সেই ক্ষণে॥ ২
ক্ষণমাত্র বিলম্ব সে না পারে সহিতে।
উড়ি যাই পাখা ধরি ইচ্ছা করি চিতে॥ ৩
বাহিরে আসিয়া রাজা বশিষ্ঠে ডাকিয়া।
নিবেদন করিছেন সানন্দ হইয়া॥ ৪
আগে চল আপুনি লইয়া বিপ্রগণ।
মঙ্গল আবস্ত হক তোমার গমন॥ ৫
তবে আমি সুত বন্ধু সেনার সহিতে।
প্রস্থান করিব তব পশ্চাতে ত্বরিতে॥ ৬
শুনি বাক্য শ্রীবশিষ্ঠ আনন্দিতমন।
বামদেব আদি লয়্যা করিলা গমন॥ ৭
রাজার আজ্ঞায় এথা যত লোক সব।
সাজ সাজ সাজ সাজ বলি করে রব॥ ৮
বাজিতে লাগিল বাদ্য বিবিধপ্রকার।
শুনিতে না পায় কেহো কাহারো হাকার॥ ৯
করের ভঙ্গীতে বুঝি করে সবে সাজ।
সাজিতে লাগিল সব সেনার সমাজ॥ ১০
গায়েতে পরয়ে সানা শিরেতে টোপর।
কেহ নিল খড়্গ চর্ম্ম কেহ চাপ শর॥ ১১
কেহ ছুরী কাটারী বিচিত্র যমধার।
ভূশুণ্ডী মুদ্গার ধরে কেহ শেল সার॥ ১২
সাজিতে সাজিতে বাদ্য শুনিবারে পায়।
কেহ পাগ বান্ধিতে বান্ধিতে চলি যায়॥ ১৩
এথা রমণীয় রথ সাজায় রাজার।
ত্রিজগতে তুলনা দিবারে নাহি যার॥ ১৪
নানাজাতি-মণি রৌপ্য-সুবর্ণ-নির্ম্মাণ।
অমরাবতীর মত বসিবার স্থান। ১৫
সুবর্ণকলস শোভে শিরের উপর।
শ্বেত শ্যাম শত শত সাজয়ে চামর॥ ১৬
মুকুতার ঝাঁরা ঝারা দোলে সারি সারি।
চিকণ বিচিত্র চন্দ্রাতপ মনোহারী॥ ১৭
সুমধুর রবে ঘণ্টা শত শত বাজে।
বিছাইলা বিচিত্র আসন তার মাঝে॥ ১৮
বিচিত্র-সাজান ঘোড়া তাহে জুড়ি দিল।
সারথি সাজন করি তাহাতে চড়িল॥ ১৯
চড়িলা আনন্দে রাজা রথের উপরে।
সহস্রলোচন যেন সুমেরুশিখরে॥ ২০
দুই রথে ভরত শত্রুঘ্ন দুই জন।
দিব্য বেশ করিয়া চাপিল সুখিমন॥ ২১
তবে সবে সাজি রাজপথে চলি যায়।
তটিনী-তরঙ্গ যেন যূথে যূথে ধায়॥ ২২
কিবা চতুরঙ্গ বল, নানাবর্ণ ঝলমল,
সে শোভা কে পারয়ে বর্ণিতে।
মনোহর কত রথ, আগুলিয়া যায় পথ,
উড়য়ে পতাকা উপরিতে॥ ২৩
মদে মত্ত টলটল, যায় কত দন্তাবল,
দোলে দুই কর্ণ ঘনেঘন।
যেন গিরি বহু লক্ষ, পুনর্ব্বার পাই পক্ষ,
সাদরেতে করিছে গমন॥ ২৪
নানাজাতি অশ্ব তায়, নাচিয়া নাচিয়া যায়,
শ্বেত রক্ত শ্যাম শত শত।
খড়্গ-চর্ম্ম-ধনুর্দ্ধর, অনেক পদাতিবর,
গণিতে পারিবে কেবা কত॥ ২৫
কেহ মতঙ্গজে যায়, কেহ তুরঙ্গমে ধায়,
নরযানে কেহ কেহ রথে।
কে করিবে পরিমাণ, রাজপথে নাহি স্থান,
অপথে করিয়া যায় পথে॥ ২৬
বাজিছে দামামা কাড়া,বাঁশী শানা যোড়া যোড়া
করতাল ডম্ফ জগঝম্ফ।
বাদ্য শুনি কারবরে, ঘন চীৎকার করে,
ঘোটক সাটোপে দেয় লম্ফ॥ ২৭
দশদিকে আবরিয়া, গগনেরে আচ্ছাদিয়া,
উঠিল সেনার পদ-ধূলি।
শ্রীরঘুনন্দন দাস, পরিপূর্ণ অভিলাষ,
নাচি যায় দুই বাহু তুলি॥ ২৮

তবে রাজা তিন রাত্র গোয়ায়্যা পথেতে।
মিথিলানিকটে গেলা চতুর্থ দিনেতে ॥ ২৯
শুনিয়া জনক দশরথ-আগমন।
শতানন্দ সঙ্গে আসি দিলা দরশন ॥ ৩০
একি ভাগ্য বলি নরপতি দুই জন।
পরস্পরে করিলেন প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ৩১
গৃহে আনি দশরথে বসায়্যা আসনে।
কহিছে জনক রাজা কিছু সুখিমনে ॥ ৩২
মহারাজ আজি মোর সুপ্রাত রজনী।
যার গৃহে আগমন করিলে আপনি ॥ ৩৩
আজি মোর পূর্ণ হল্য যজ্ঞ-আরম্ভণ।
পবিত্র হইনু নিজে পবিত্র ভবন ॥ ৩৪
বিবাহসম্বন্ধ হয়্যা তোমার সহিত।
ত্রিলোকেতে মোর যশ হল্য প্রকাশিত ॥ ৩৫
তোমার সম্বন্ধে পাইলাম অনায়াসে।
বাশিষ্ঠাদি ঋষিগণে থাকি নিজ বাসে ॥ ৩৬
নিজ নিকেতন জানি এইতো ভবনে।
করিবে অশেষ দোষ মোর ক্ষমাপণে ॥ ৩৭
সম্প্রতি করিয়ে এই মাত্র নিবেদন।
করিবেন কন্যা বিবাহের নিরূপণ ॥ ৩৮
এত শুনি দশরথ আনন্দ-অম্বরে।
কহিছেন যোগ্য মতে মিথিলাধীশ্বরে ॥ ৩৯
শুন মহারাজ তব আমার সহিত।
নূতন সম্বন্ধ নহে তুমি মোর মিত ॥ ৪০
অযোধ্যা তোমার পুরী মিথিলা আমার।
কার নিকেতনে কার নাহি অধিকার ॥ ৪১
তোমার শ্রীরামচন্দ্র তোমার লক্ষ্মণ।
বিবাহ তবেই দিবে ইচ্ছা যেই ক্ষণ ॥ ৪২
এ বিষয়ে কিছু নাহি অপেক্ষা আমার।
এত শুনি সুখিমন জনকরাজার ॥ ৪৩
হেথা বিশ্বামিত্র শুনি রাজার গমন।
আইলা সভাতে সঙ্গে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৪৪
দেখি রাজা বিশ্বামিত্রে করি গাত্রোত্থান।
করিলা তাঁহার পদে প্রণতি-বিধান ॥ ৪৫
আশীষ করিয়া মুনি বসিলা আসনে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কৈলা রাজার বন্দনে ॥ ৪৬
মস্তক আঘ্রাণ লয়্যা দিয়া আলিঙ্গন।
পুত্র কোলে করি রাজা আনন্দিত মন ॥ ৪৭

অনেক দিবস পরে পাইয়া নন্দন
ইচ্ছা নাহি হয় তার ফিরাত্যে নয়ন ॥ ৪৮
ভরত শত্রুঘ্ন সনে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
যথাযোগ্য মতে করিলেন সম্ভাষণ ॥ ৪৯
তবে বিশ্বামিত্রে কহিছেন দশরথ।
কার সাধ্য বুঝিতে তোমার মনোরথ ॥ ৫০
তোমার কৃপার বল কে বুঝিতে পারে।
যে হকু সে হকু পূত করিলে আমারে ॥ ৫১
ঋষি ভাষে রাজা তুমি যেন পুণ্যধাম।
অপবিত্র কবে ছিলে যার পুত্র রাম ॥ ৫২
শুনিয়া থাকিবে রাম-পরাক্রম সব।
যাহা হত্যে পূর্ণ হল্য মোর যজ্ঞোৎসব ॥ ৫৩
তাড়কা রাক্ষসীরে বধিলা এক শরে।
মারীচেরে ফেলাইলা লঙ্কার ভিতরে ॥ ৫৪
সুবাহু প্রভৃতি কত রাক্ষসে বধিলা।
এখানে অক্লেশে হরধনুক ভাঙ্গিলা ॥ ৫৫
হেন পুত্র যাহার বিখ্যাত ত্রিলোকেতে।
তার অপবিত্র্য আছে কিবা শরীরেতে ॥ ৫৬
জনকে তোমাতে হল্য বিবাহসম্বন্ধ।
এত দিনে পূর্ণ হল্য আমার নির্বন্ধ ॥ ৫৭
রাজা কহে তোমার কৃপাতে সব হয়।
নতুবা সম্ভাব্য রামে এ সকল নয় ॥ ৫৮
কোথা দুগ্ধপোষ্য মোর বালক নন্দন।
কোথা তাড়কার বধ পিনাকভঞ্জন ॥ ৫৯
তৃণেরে করিতে পার তুমি কুলাচল।
নির্গুণে সগুণ দুর্ব্বলেরে মহাবল ॥ ৬০
এইরূপ নানামত প্রেম- আলাপন।
শুনিয়া সকলে হল্যা আনন্দিতমন ॥ ৬১
তবেতো জনক দিলা দশরথ ভূপে।
দিব্য বাসাস্থান সহ সৈন্যে যোগ্যরূপে ॥ ৬২
সকল সঙ্গেতে রাজা গেলা সেই ঠাঁই।
জনক অনেক দ্রব্য দিলেন পাঠাই ॥ ৬৩
আসনে বসনে পানে শয়নে ভোজনে।
ক্ষুণ্ণ না রহিল কোনমতে কারো মনে ॥ ৬৪
সেই রাত্রি সকলেতে সুখেতে রহিলা।
প্রভাতে জনক রাজা উঠিয়া বসিলা ॥ ৬৫
পরামর্শ করি শতানন্দের সহিতে।
কুশধ্বজে আনাইলা সাঙ্কাশ্য হইতে ॥ ৬৬

তবে দশরথ নৃপে আনিবার তরে।
সুদামা নামেতে মন্ত্রী পাঠাল্য সত্বরে ॥ ৬৭
সুদামা যাইয়া দশরথে প্রণমিয়া।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা কহে গলে বস্ত্র দিয়া ॥ ৬৮
মহারাজ তোমাদিগে জনক নৃপতি।
দেখিতে করেন ইচ্ছা কর অবগতি ॥ ৬৯
অতএব পুরোহিত পুত্র বন্ধুগণ।
সঙ্গেতে করিয়া কর সেখানে গমন ॥ ৭০
শুনিয়া মন্ত্রীর মুখে মধুর বচন।
সকল সহিতে রাজা করিলা গমন ॥ ৭১
যথাযোগ্য মতে সবে সভাতে বসিলা।
বশিষ্ঠ বিদ্বান বলিবারে আরম্ভিলা ॥ ৭২
শুন শুন সকলে হইয়া একমন।
বিবাহকালেতে কিছু কুলের বর্ণন ॥ ৭৩
সূর্য্যের বংশ হইয়াছে অনন্ত অপার।
যথা শক্তি কিঞ্চিৎ বর্ণিব আমি তার ॥ ৭৪
নারায়ণ-নাভিপদ্মে জনমিলা বিধি।
তার মনে মরীচি হইলা গুণনিধি ॥ ৭৫
তস্য পুত্র কশ্যপ পরম পুণ্যধর।
অদিতিতে তার পুত্র হল্য দিবাকর ॥ ৭৬
যাহার প্রভাবে হয় দিবস রজনী।
হেন দেবদেব এই বংশচূড়ামণি ॥ ৭৭
শ্রাদ্ধদেব তাঁর পুত্র হইল সংজ্ঞাতে।
তার পুত্র ইক্ষ্বাকু জন্মিলা নাসিকাতে ॥ ৭৮
শশাদ নামেতে হল্য তাহার সন্তান।
পুরঞ্জয় তার পুত্র যোদ্ধার প্রধান ॥ ৭৯
সে রাজাকে দৈত্যপাশে হারি দেবগণ।
যুদ্ধ লাগি লভিছিলা আসিয়া শরণ ॥ ৮০
বিষ্ণু-আজ্ঞা পায়্যা ইন্দ্র বৃষমূর্ত্তি ধরি।
হয়্যাছিল বাহন তাহারে স্কন্ধে করি ॥ ৮১
বৃষে চড়ি করিলা সে অসুর-সংগ্রাম।
এ লাগিককুৎস্থ বলি তার হল্য নাম ॥ ৮২
তার সূনু অনেনা তাহার পৃথু সুত।
বিশ্বগন্ধি তার পুত্র চন্দ্র তার সুত ॥ ৮৩
তার সূনু যুবনাশ্ব শ্রাবস্তা জনক।
তার পুত্র বৃহদশ্ব শত্রু-ভয়ানক ॥ ৮৪
তাহার নন্দন কুবলয়াশ্ব-আখ্যান।
বধিছিলা যেহ ধুন্ধু অসুরপ্রধান ॥ ৮৫

একুশ সহস্র পুত্র সেইত রাজার।
ধুন্ধু-মুখানলে হইছিলা ছারখার ॥ ৮৬
অবশেষে তিন মাত্র রহিল তাহার।
দৃঢ়াশ্ব প্রবর তার হর্য্যশ্ব কুমার ॥ ৮৭
নিকুম্ভ তাহার পুত্র বর্হণাশ্ব যার।
কৃশাশ্ব তাহার সুত সেনজিৎ তার ॥ ৮৮
তার পুত্র যুবনাশ্ব শত নারী সনে।
অপুত্রক হয়্যা রাজা গিয়াছিলা বনে ॥ ৮৯
সন্তান লাগিয়া যজ্ঞ ইন্দ্রসন্তোষণ।
তাহারে করাল্য যত শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ ॥ ৯০
এক দিন নিশি বড় তৃষিত হইয়া।
সেই রাজা মন্ত্রপূত জল দিলা পিয়া ॥ ৯১
সে জলের গুণে রাজা হল্য গর্ভবান।
তার কুক্ষি ভেদি হল্য মান্ধাতা সন্তান ॥ ৯২
সূর্য্যের যাবৎ হয় তেজের সঞ্চার।
তাবৎ সকল স্থান রাজ্য মান্ধাতার ॥ ৯৩
তার পুত্র পুরুকুৎস ত্রসদস্যু তার।
অনরণ্য তার সুত হর্য্যশ্ব যাহার ॥ ৯৪
তার ত্রয্যারুণ পুত্র তার নিবন্ধন।
ত্রিশঙ্কু নামেতে রাজা তাহার নন্দন ॥ ৯৫
তার পুত্র হরিশ্চন্দ্র ভুবনে বিদিত।
রোহিত তাহার সূনু তাহার হরিত ॥ ৯৬
চম্প নামে নরপতি তাহার তনয়।
সুদেব তাহার সুত তাহার বিজয় ॥ ৯৭
ভরুক তাহার সুত বৃক পুত্র তার।
বাহুক বলিয়া পুত্র হইলা তাহার ॥ ৯৮
সে রাজা রিপুর ভয়ে বনেতে মরিলা।
তাঁর পত্নী সহমৃতা বাসনা করিলা ॥ ৯৯
তারে গর্ভবতী জানি ঔর্ব্ব তপোধন।
নানাশাস্ত্র দেখাইয়া করিলা বারণ ॥ ১০০
তবে সেই মহিষীরে সপত্নী সকল।
ভুঞ্জাইলা অন্নের সংযোগেতে গরল ॥ ১০১
না মরিলা সেই পুত্র নিজ প্রভাবেতে।
জনমিলা কালে সেতো সগর নামেতে ॥ ১০২
রাজচক্রবর্ত্তী সেই বড় গুণনিধি।
যার কীর্ত্তি হইয়াছে এই পয়োনিধি ॥ ১০৩
হল্য ষষ্টিসহস্র সন্তান সে রাজার।
কপিলের অপরাধে হল্য ছারখার ॥ ১০৪

অসমঞ্জা নামে তার আর এক তনয়।
গৃহ ছাড়ি গিয়াছিলা যোগী মহাশয়॥ ১০৫
তার পুত্র অংশুমান্ দিলীপ তাহার।
ভগীরথ পুত্র তার যশের ভাণ্ডার॥ ১০৬
যেই গঙ্গা আনি তরাইলা ভূমণ্ডলে।
তাহার তুলনা আর দিব কোন স্থলে॥ ১০৭
শ্রুত তার নন্দন হইল লাভ তার।
সিন্ধুদ্বীপ তার পুত্র অযুতায়ু যার॥ ১০৮
ঋতুপর্ণ নামে তার হইলা নন্দন।
তার স্নু সুদাস ভূপতির রতন॥ ১০৯
তাহার তনয় মিত্রসহ নাম ধরে।
ব্রাহ্মণীর শাপে নারীসঙ্গ সে না করে॥ ১১০
বশিষ্ঠ হইতে হলা তাহার তনয়।
অশ্মক বালক নামে যার স্নু হয়॥ ১১১
তার পুত্র দশরথ ঐলবিলি তার।
বিশ্বসহ নামে পুত্র হইলা যাহার॥ ১১২
তাহা হতে জনমিলা খট্টাঙ্গ রাজন।
দেবহিত লাগি যে বধিল দৈত্যগণ॥ ১১৩
খট্টাঙ্গের দীর্ঘবাহু রঘু তার সুত।
অজ নামে তার পুত্র নানাগুণযুত॥ ১১৪
অজের নন্দন এই রাজা দশরথ।
শনিরে জিনিলা যেবা গিয়া স্বর্গপথ॥ ১১৫
ইঁহার তনয় এই দেখ চারিজন।
রামচন্দ্র ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥ ১১৬
এত বলি শ্রীবশিষ্ঠ বিরত হইলা।
জনক নৃপতি কহিবারে আরম্ভিলা॥ ১১৭
শুন শুন মোর বংশকথা মহাশয়।
বিবাহকালেতে কুল কহিবারে হয়॥ ১১৮
ইক্ষ্বাকুতনয় নিমি নামে রাজা ছিলা।
বশিষ্ঠশাপেতে তাঁর শরীর পড়িলা॥ ১১৯
সেই দেহ মথিলা যাবৎ ঋষিগণ।
তাহাতে জন্মিলা আদি জনক রাজন॥ ১২০
তার উদাবসু নামে হইল নন্দন।
তাহা হতে জন্মিলা শ্রীনন্দিবর্দ্ধন॥ ১২১
তার পুত্র সুকেতু তাহার দেবরাত।
বৃহদ্রথ তার পুত্র মহাবীর্য্য-তাত॥ ১২২
সুধৃতি হইল মহাবীর্য্যের কুমার।
ধৃষ্টকেতু তার সুত হর্য্যশ্ব তাহার॥ ১২৩
তার পুত্র মরু প্রতীপক পুত্র তার।
কৃতরথ হলা যাহে দেবমীঢ় যার॥ ১২৪
বিশ্রুত তাহার পুত্র তার মহাধৃতি।
কৃতিরাত নামে তার পুত্র মহাকৃতি॥ ১২৫
মহারোমা তার পুত্র তার স্বর্ণরোমা।
তাহার তনয় হলা নামে হ্রস্বরোমা॥ ১২৬
মোরা এই দুই ভাই তনয় তাঁহার।
সীরধ্বজ-আমি কুশধ্বজ এই আর॥ ১২৭
আমি যজ্ঞ লাগি কভু যজ্ঞের ভূমিতে।
লাঙ্গল দিবারে আরম্ভিনু শাস্ত্ররীতে॥ ১২৮
সেই কালে মেনকারে দেখি আকাশেতে।
এই ইচ্ছা হয়্যাছিল আমার মনেতে॥ ১২৯
ইহাতে যদ্যপি হয় অপত্য আমার।
তবে নাহি থাকে মোর আনন্দের পার॥ ১৩০
উঠিলেন সীতা সেই লাঙ্গলের মুখে।
দেখিয়া পাইলুঁ মুই অতি বড় সুখে॥ ১৩১
সেকালে আকাশবাণী হইল উত্থিতা।
হলা মেনকাতে তব মানসী দুহিতা॥ ১৩২
লালন পালন কর তুমি স্নিগ্ধচিত্তে।
অপূর্ব্ব পাইবে যশ এ কন্যা হইতে॥ ১৩৩
তবে আমি তাঁহারে লইয়া নিকেতনে।
করিলাম নানামতে লালন-পালনে॥ ১৩৪
কঠিন হরের ধনু ছিল মোর পাশে।
কল্যাম বিবাহে পণ দিব্য বর-আশে॥ ১৩৫
তার পরিপূর্ণ কৈলা রাম বাপধন।
ইহারে করিব মুই সে কন্যা অর্পণ॥ ১৩৬
আছয়ে ঔরসী মোর সুতা এক আর।
লক্ষ্মণে অর্পিব তারে বাসনা আমার॥ ১৩৭
এত শুনি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে মিলিয়া।
কহিছেন জনকেরে হাসিয়া হাসিয়া॥ ১৩৮
মহারাজ যে হইল সম্বন্ধঘটন।
ইহাতে আনন্দযুক্ত সবাকার মন॥ ১৩৯
প্রার্থনা করিব কিছু মোরা দুই জনে।
শুনিয়া স্বীকার কর সে বাক্য আপনে॥ ১৪০
আছে দুই কুশধ্বজরাজার দুহিতা।
শ্রীমাণ্ডবী শ্রুতকীর্ত্তি রূপেতে মোহিতা॥ ১৪১
সেই দুই কন্যা তুমি কর সমর্পণে।
ভরত শত্রুঘ্ন এই ভাই দুই জনে॥ ১৪২

তবে সকালের বাঢে আনন্দ-প্রবন্ধ।
তোমাদের নানামতে দেখিয়া সম্বন্ধ ॥ ১৪৩
কুশধ্বজ সনেতে জনক তবে রটে।
এত বড় পরম ভাগ্যের কথা বটে ॥ ১৪৪
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহি আছে আর।
চারি কন্যা দিব মোরা এ দুই ভ্রাতার ॥ ১৪৫
কালি হবে বিবাহ উত্তরফল্গুনীতে।
আজি হউ মঙ্গলাচরণ শাস্ত্ররীতে ॥ ১৪৬
এত শুনি সবে হল্যা আনন্দিত মন।
দশরথ গেলা নিজ বাসা-নিকেতন ॥ ১৪৭
অযোধ্যার অধিপতি তবে করি স্নান।
করিছেন পুত্র অধিবাসন-বিধান ॥ ১৪৮
গণেশাদি নানাদেব পূজন করিলা।
গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য অর্পিলা ॥ ১৪৯
মহী গন্ধ শিলা ধান্য দূর্ব্বা পুষ্প ফল।
দধি ঘৃত স্বস্তিক সিন্দুর নিরমল ॥ ১৫০
শঙ্খ মসী গোরোচনা সিদ্ধান্ন কাঞ্চন।
রূপা তাম্র শ্বেতসরিষপ সুদর্পণ ॥ ১৫১
চামর প্রদীপ পাত্র ঠেকাল্যা কপালে।
পুনশ্চ প্রশস্ত পাত্র দিলা শুভকালে ॥ ১৫২
হরিদ্রা-রঞ্জিত সূত্র দূর্ব্বার সহিতে।
বান্ধিলেন দক্ষকরে পরম পীরিতে ॥ ১৫৩
আর নানামতে করি মঙ্গল বিধান।
পুত্রের কল্যাণ লাগি করেন গো-দান ॥ ১৫৪
স্বর্ণশৃঙ্গ রূপ্যখুর বহু দুগ্ধবতী।
পট্টবস্ত্র-আচ্ছাদিত সবৎসা যুবতী ॥ ১৫৫
এক এক লক্ষ হেন করিলা গো-দান।
একেক পুত্রের বাঞ্ছা করিয়া কল্যাণ ॥ ১৫৬
এইরূপে চারি লক্ষ গো দান করিয়া।
তিলের পর্ব্বত কত দিলা সাজাইয়া ॥ ১৫৭
সুবর্ণ রজত কত বসন ভূষণ।
দিব্য দিব্য ব্রাহ্মণেরে কৈলা বিতরণ ॥ ১৫৮
নগরের যুবতী আসিয়া শত শত।
নারীর আচার সব কৈলা যোগ্যমত ॥ ১৫৯
গোরোচনা হরিদ্রা মাখাল্য প্রভু-অঙ্গে।
সেকালে করয়ে নানা পরিহাস রঙ্গে ॥ ১৬০
কেহ সেই চরণকমল বুকে ধরি।
নানামতে দুঃখ তাপ যাইছে পাসরি ॥ ১৬১
কেহ কহে ওগো সখি এত হবে চোর।
তার সাক্ষী দেখ হাতে বান্ধিয়াছে ডোর ॥ ১৬২
শ্রীরামচন্দ্রের সখা কেহ তবে রটে।
সত্য করিয়াছ তুমি সখা চোর বটে ॥ ১৬৩
তোমাদের সখীও হইলা তবে চোরী।
তাঁহারো হস্তেতে আজি দিয়া গেছে ডোরী ॥
এক নারী কহে তোরা যুদ্ধ কেন কর।
মধ্যস্থ আমার বাক্য শুনি মনে ধর ॥ ১৬৫
এহ চোর হন সত্য সেহ চোরী হয়।
উভয়ের মন চুরী করাছে উভয় ॥ ১৬৬
এত শুনি সকলেতে হাসিতে লাগিলা।
আর জন তরে কহিবারে আরম্ভিলা ॥ ১৬৭
তোমার বচন সখি যুক্তিসহ নয়।
আমাদের সখী চোর কিপ্রকারে হয় ॥ ১৬৮
থাকে অন্তঃপুরে সেতো গোপ্য নিকেতনে।
কিপ্রকারে হরিবেক সে ইহাঁর মনে ॥ ১৬৯
এহ নাহি দেখ্যাছেন কভুত তাঁহারে।
তবে মন ইহাঁর সে পাল্য কিপ্রকারে ॥ ১৭০
সখা কহে নাহি কর তুমিহ চাতুরী।
এইত চুরীর দেখ বিচিত্র মাধুরী ॥ ১৭১
নিকটে আসিয়া যেই কিছু লয় হরি।
তাহার প্রশংসা চোর বলি নাহি করি ॥ ১৭২
তোর সখি আমার সখার কর্ণ দিয়া।
প্রবেশিলা হৃদি এই স্থানেই থাকিয়া ॥ ১৭৩
হরিয়া আনিল চিত্ত-রতন ইহার।
এ চোরের মহিমা বুঝিতে সাধ্য কার ॥ ১৭৪
এত শুনি রামচন্দ্র হাসিতে লাগিলা।
জানকীর সখী পুন কথা আরম্ভিলা ॥ ১৭৫
সখী চোরী হল্য কিন্তু হেন চোর নয়।
এহো যাবদীয়-চোর-চক্রবর্ত্তী হয় ॥ ১৭৬
দেখ দেখ আমাদের সেই সখীজন।
হরিয়াছে ইহাঁরি কেবল মাত্র মন ॥ ১৭৭
এহো হরিলেন তিন ভুবনের মনে।
অতএব মহাচোর বলি এই জনে ॥ ১৭৮
শ্রীরাম কহেন দেখ সুন্দরি বিচারি।
তোমার সখীরে আমি চুরিতে না পারি ॥ ১৭৯
মন বিনে আমি চুরি নাহি করি আন।
ইহাতে তোমারি দেখি বচন প্রমাণ ॥ ১৮০

তব সখী না লইল যার কিছু হরি।
হেন জন নাহি দেখি ভুবনভিতরি ॥ ১৮১
তাহার কিঞ্চিৎ আমি দিব পরিচয়।
শতেক বৎসরে সব কথন না হয় ॥ ১৮২
তাঁর তনু হরিলা সুবর্ণ-শোভা-ধনে।
সে দুখে মরিতে সেতো পশে হুতাশনে ॥ ১৮৩
চামরের রুচি চুরি করিলা কুন্তল।
বিধি বান্ধি ভুঞ্জাইছে তারে সেই ফল ॥ ১৮৪
বদনের গুণ কহিবারে লাগে লাজ।
যার গুণে নির্দ্ধন হইলা দ্বিজরাজ ॥ ১৮৫
নেত্র হরি লবে বলি ভয় করি চিতে।
বিধি নাই যায় কাছে দমন করিতে ॥ ১৮৬
নলিন-লাবণ্য নেত্র হরিয়া লইল।
এই অপমানে সেতো কজ্জল পাইল ॥ ১৮৭
তাঁর স্তনে গিরির উচ্চতা হরিছিলা।
এ লাগিয়া পদক-পাষাণ চাপাইলা ॥ ১৮৮
হরিমধ্য হরিয়াছে তাঁর মধ্যদেশ।
এ লাগি দিয়াছি বিধি বলি-বন্ধ-ক্লেশ ॥ ১৮৯
কোনো করিশুণ্ড চুরি কৈলা উরুদ্বয়।
এ ভয়ে কাননে তারা লুকাইয়া রয় ॥ ১৯০
চরণে কমলগর্ব্ব হরিয়া লইল।
এ লাগি নূপুরছলে বিধি বেড়ী দিল ॥ ১৯১
এইত কহিনু মুই কিঞ্চিৎ উদ্দেশ।
কার সাধ্য কহিবারে করিয়া বিশেষ ॥ ১৯২
সীতা-রূপ বর্ণন শুনিয়া সুখিমন।
পুন কহে জানকীর সেই সখীজন ॥ ১৯৩
যে কহিলে তুমি এ সকল সত্য হয়।
কিন্তু মোর একটি উত্তর নাহি সয় ॥ ১৯৪
যে বস্তু যাহার সখী করায়াছে হরণ।
তাহা তার লাগি কভু না করে প্রার্থন ॥ ১৯৫
প্রার্থনা করিলে সখী দেয় সেইক্ষণ।
অতএব বুঝি তারা করায়াছে অর্পণ ॥ ১৯৬
তুমি দেখ আপনার গুণের মাধুরী।
তব মুখ করিয়াছে চন্দ্র-শোভা চুরি ॥ ১৯৭
তাঁর লাগি সেই চন্দ্র দশ মূর্ত্তি ধরি।
নখচ্ছলে চরণেতে দেয় গড়াগড়ি ॥ ১৯৮
অরুণ আসিয়া ধরিয়াছে ওচরণ।
তথাপি সে শোভা নাহি করিলে অর্পণ ॥ ১৯৯

আর সখী কহে তোরা শুনহ বচন।
আর তোরা এ বিবাদ কর কি কারণ ॥ ২০০
কহ দেখি বিবেচিয়া কে হয় সুন্দর।
আমাদের সখী কিম্বা এই চোরবর ॥ ২০১
আর সখী বলে তোর লাজ নাই মুখে।
কি কবি কহিলে ইহা মরিলাম দুখে ॥ ২০২
সুবর্ণনির্ম্মিত সুকোমল কোথা সেই।
কাল অতি কঠিন কোথা বা সখি এই ॥ ২০৩
শ্রীরামের এক সখা কহেন হাসিয়া।
ব্যামোহ না পাও আর অধিক কহিয়া ॥ ২০৪
শ্যাম হইলেই মন্দ হয়ো নাহি হয়।
ইন্দ্রনীলমণি স্বর্ণ-উপরেতে রয় ॥ ২০৫
আমার সখার রূপ না হয় বর্ণন।
যাহা দেখি পরাজয় পায়াছে মদন ॥ ২০৬
এ লাগিয়া কোপ করি তোমার সখীরে।
ইহার প্রেয়সী বলি টানি মারে তাঁরে ॥ ২০৭
প্রত্যয় না হয় যদি আমার বচনে।
জিজ্ঞাসা করহ গিয়া নিজ সখীজনে ॥ ২০৮
সখী হাসে কহে মাগো মরিলাম লাজে।
লজ্জা-লেশ নাহি দেখি তব মুখমাঝে ॥ ২০৯
যদি মিত্রে না হইত হরিদ্রা মাখিতে।
তবে গর্ব্বে না পড়িত চরণ ভূমিতে ॥ ২১০
হরিদ্রা মাখিতে হলা শোভা লাগি যারে।
তাহার এতেক গর্ব্ব সহিতে কে পারে ॥ ২১১
আমার সখীর কান্তি-কোটি কোটীভাগ।
পাইয়া হরিদ্রা হল্য বন্ধু-অঙ্গরাগ ॥ ২১২
হেন মোর সখীর তুলনা দিব কতি।
যারে দেখি পাইযাছে বড় ব্যথা রতি ॥ ২১৩
এই লাগি তারে দুখ দেয় রতিপতি।
তুমি যে কহিলে সে সকল মিথ্যা অতি ॥ ২১৪
মধ্যস্থ হইয়া কহে আর সখীজন।
তোরা সবে কর এবে বিবাদ বর্জ্জন ॥ ২১৫
শ্যাম বিনে পীত নাহি সাজে কোন স্থানে।
পীত বিনে শ্যাম নাহি লাগয়ে নয়নে ॥ ২১৬
তার সাক্ষী দেখ নবমেঘ-সৌদামিনী।
নীলমণি গিরি জাম্বুনদ-তরঙ্গিণী ॥ ২১৭
এইরূপ বহুবিধ হাস-পরিহাসে।
সকলে আনন্দ-পয়োনিধি মাঝে ভাসে ॥ ২১৮

এখানে জনক নরপতি পুরবাটীতে।
সব ক্রিয়া কৈলা কুশধ্বজের সহিতে ॥ ২১৯
গতায়াত করে নগরের নরনারী।
প্রমোদ-পুরিতচিত্ত হয়্যা সারি সারি ॥ ২২০
সতৈলহরিদ্রা-দধি-নদী বহে কত।
নানারঙ্গ-সরোবর কৈল শত শত ॥ ২২১
যে যাহারে সম্মুখেতে দেখিবারে পায়।
সে তাহারে ধরি আনি রঙ্গেতে ডুবায় ॥ ২২২
নহবৎ বাজিতে লাগিল নানাস্থানে।
নৃত্য করে নাটুয়া গায়কে গায় গানে ॥ ২২৩
দোসরী মহরী বাজে ডম্ফ করতাল।
ঝাঝরী টিকরা ঢোল মর্দ্দল রসাল ॥ ২২৪
যোড়া যোড়া বাজে কাড়া ভেঁও ভেঁও ভেঁও।
গম্ভীর গরজে শিঙ্গা ভেঁও ভেঁও ভেঁও ॥ ২২৫
উঠে দামামার রব তুর তুর তুর।
বাদ্যনাদে ধরা করে গুর গুর গুর ॥ ২২৬
তবে রাত্রিকালে সেই জনকের রাণী।
জল সাধিবারে যায় সুখিত-পরাণী ॥ ২২৭
কিবা সেই রজনী চাঁদিনী-শর্ব্বরী।
দিব্য দিব্য জ্বালি দিল দীপক বিস্তর ॥ ২২৮
রম্যবেশ করে সব কুলের কামিনী।
যাহাদের রূপে আলো হইল যামিনী ॥ ২২৯
কিবা সে মাধুরী, যতেক সুন্দরী,
বেশ করে পরিপাটী।
সাজে যাহা যারে, তাহা সেই পরে,
নীল লাল পট্ট শাটী ॥ ২৩০
কিবা কেশে বেণী পৃষ্ঠেতে দোলনী,
তাহে স্বর্ণ-ঝাঁপা দোলে।
ললাটে সিন্দুর, অতি সুমধুর,
নাসায় বেশর দোলে ॥ ২৩১
মকর-কুণ্ডল, কাণে ঝলমল,
গলে মকুতার হার।
তাড় বালা ভুজে, স্বর্ণ-চুড়ি-সাজে,
গুজুরী নিকটে তার ॥ ২৩২
কুচের উপরি, বিচিত্র কাঁচলী,
পদক ঝুলিছে তায়।
হেম-ধরাধর, শিখর-উপর,
যেন শশধর তায় ॥ ২৩৩
কটিতে কিঙ্কিণী, বাজে ঝিণি ঝিণি,
ঘুমুর নূপুর পায়।
মন্থর গমনে, চলিতে মগনে,
রুণু ঝুণু বাজি যায় ॥ ২৩৪
করি কত কলা, হাব ভাব লীলা,
হাস-পরিহাস তায়।
শ্রীরঘুনন্দন, মঙ্গল-কারণ,
জল সাধিবারে যায় ॥ ২৩৫
বাজিতে লাগিল বাদ্য বিবিধ বিধান।
সবে মিলি করিলেন সুখেতে পয়াণ ॥ ২৩৬
পথে নানা পরিহাস রঙ্গভঙ্গী করে।
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে অঙ্গে পরস্পরে ॥ ২৩৭
জল সাধি সবে তারা ঘরেতে আইল।
উদয় করিলা রবি দিবস হইল ॥ ২৩৮
দশরথ শ্রীজনক কুশধ্বজ আর।
নান্দীমুখশ্রাদ্ধ কৈলা বহু-উপহার ॥ ২৩৯
ক্ষৌর করি প্রভু তবে কৈলা স্নান দান।
বিবিধ বিলাসে দিন হল্য অবসান ॥ ২৪০
তুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৪১

ইতি শ্রীরামরসায়নে আদিকাণ্ডলীলা বর্ণনে
বিবাহপ্রক্রমো নাম নবমঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৯ ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামচন্দ্রাদির বিবাহোৎসব।

যস্য দেবধনং লক্ষ্মীঃ পাত্রং শ্রীকমলাপতিঃ
স দাতৃবৃন্দপারীন্দ্রো জীয়াজ্জনক-ভূপতিঃ ॥
দিবাকর অস্তাচলে প্রবেশ করিলা।
রমণীয় রজনী আসিয়া দেখা দিলা ॥ ২
দশরথ মহারাজ জানি শুভক্ষণ।
দাসগণে কহিলেন সাজাতে নন্দন ॥ ৩
আনন্দ অন্তরে তারা ধাইল তুরিতে।
বাস ভূষা লয়্যা চারি ভাই সাজাইতে ॥ ৪

ভরত লক্ষ্মণ দেব আর শত্রুঘন।
তিন ভাই সাজিলেন না হয় বর্ণন ॥ ৫
রামরূপ স্বভাবেতে জগমনোহর।
সাজিয়া হইলা বাক্য-মন-অগোচর ॥ ৬
কটিতটে আঁটি পীতবসন পরায়।
যেন জলদেতে স্থির সৌদামিনী ভায় ॥ ৭
পীত উত্তরীয় প্রভু নিলা বক্ষঃস্থলে।
জানকীরে এই ভাব বুঝাইতে ছলে ॥ ৮
জানকি তোমারে আমি জনম ভরিয়া।
এইমত হৃদয়েতে রাখিব ধরিয়া ॥৯
মুক্তামালা হৃদয়-মাঝারে দেয় ধরি।
বাবি হয় যেন মুখে হাস্যের লহরী ॥ ১০
ভুজে বাজুবন্দ দিল করে স্বর্ণ বালা।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল গলে দিব্য মালা ॥ ১১
শুনিবে সীতার বাক্য বলিয়া যতনে।
কুণ্ডল অর্পিয়া প্রভু সাজালা শ্রবণে ॥ ১২
নাসিকাতে তিলক ললাটে দিলা ফোঁটা।
উদয় করিল যেন শশধর গোটা ॥ ১৩
বুঝি রামমুখচন্দ্র জানকী-বদনে।
জয় করিবারে সঙ্গী করে আর জনে ॥ ১৪
রঘু কহে কত প্রভু করহ যতন।
না পারিবে হারাইতে জানকী-বদন ॥ ১৫
শিরে দিল মণিময় মুকুট সুন্দর।
বামকরে ধনু ধরে দক্ষকরে শর ॥ ১৬
বাজে বাদ্য বহুত বহুত বড় রঙ্গে।
ডাড়া করতাল কাঁসী কাঁসরের সঙ্গে ॥ ১৭
মধুর মর্দ্দল মডডু মন্দিরা মুচঙ্গ।
খঞ্জরী শারঙ্গী শানী রবাব মৃদঙ্গ ॥ ১৮
ঢোল ঢুলি ঢেমচা তুরুম্পা তাস তুরী।
বাঁশী ভেরী ভুরঙ্গ দামামা ভুবহুরী ॥ ১৯
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া বাদ্যধ্বনি নিকসিলা।
বুঝি রাম বৈকুণ্ঠের লোকে জানাইলা ॥ ২০
ধ্বনি শুনি হাতিনী হানয়ে চীৎকার।
হন হন করে হয় হাতীতে হুঙ্কার ॥ ২১
উঠাইল অগণিত পতাকা গগনে।
যেন নিমন্ত্রণপত্র দিল দেবগণে ॥ ২২
বাণ তূণ নিশান ধরিয়া ধায় কত।
ঢাল খাঁড়া খর্পর লইয়া শত শত ॥ ২৩
লোকভরে ধরাদেবী হইলা অথির।
বুঝি আনন্দেতে হয় কম্পিতশরীর ॥ ২৪
চারি ভাই চারি রথে চড়িলা তখন।
সম্মুখেতে নৃত্য করে নর্ত্তকীর গণ ॥ ২৫
গায়ক গাইছে গীত ভাটে স্তুতি করে।
আগে আগে মনোহর নকীব ফুকরে ॥ ২৬
বাহির হইয়া রাম দেখেন নগর।
বহুবিধ অট্টালিকা গঠন সুন্দর ॥ ২৭
সাজায়াছে শ্রীজনক আনন্দবিথারে।
সারি সারি কদলী দিয়াছে পথধারে ॥ ২৮
প্রতিদ্বারে বারিপূর্ণ কলস বিরাজে।
মুখে আম্রপল্লব গলেতে মালা সাজে ॥ ২৯
চন্দনজলেতে পথ সেচিয়াছে যত।
জালিয়া দিয়াছে দীপ গণিব তা কত ॥ ৩০
এইরূপ পুরশোভা দেখিতে দেখিতে।
রাজপথে বরযাত্র লাগিল চলিতে ॥ ৩১
এথা সীতাসখীজন জনকভবনে।
জানকীরে সাজাইছে হরষিত মনে ॥ ৩২
আচবি চিকুর ছান্দি কবরী করিল।
বুঝি রঘুনাথ-চিত সহিত বান্ধিল ॥ ৩৩
সীঁথাতে সিন্দূর সাজে সীঁথি স্বর্ণময়।
তাহে কত মনোহর মতি ঝলকয় ॥ ৩৪
দিল এই শিখাইতে নয়নে কাজল।
কভু তুমি রামচন্দ্রে না হয়া সরল ॥ ৩৫
যাবক মাখায়া দিল রাতুল অধরে।
কালী একবিন্দু দিল চিবুক-উপরে ॥ ৩৬
কর্ণযুগে কুণ্ডল কণ্ঠেতে হার দিল।
রাম-আলিঙ্গিত হবে বলি সম্মানিল ॥ ৩৭
ওগো সখি ভুজযুগে সাজাও যতনে।
যেন রামচন্দ্রে ভাল করে আলিঙ্গনে ॥ ৩৮
এই বলি হাসি হাসি ভুজে বাজু দিল।
কনক-কঙ্কণ শঙ্খ করে পরাইল ॥ ৩৯
অঙ্গুলে অঙ্গুরী দেয় এই ত মনেতে।
শীঘ্র মালা দিবে তুমি শ্রীরামগলেতে ॥ ৪০
পয়োধরে মৃগমদে মকর লেখয়ে।
বিমল মুকুতাহার অর্পিল হৃদয়ে ॥ ৪১
অরুণবসনে কটিতটী সুশোভিত।
যেন মেরুতটী সন্ধ্যা-মেঘে আচ্ছাদিত ॥ ৪২

শ্রীরামনিকটে যাতো না কর বিলম্ব।
এই বলি সাজায় কিঙ্কিণীতে নিতম্ব ॥ ৪৩
সুচারু চরণযুগে যাবকচর্চ্চিত।
নূপুর পরায় তাহে পরম শোভিত ॥ ৪৪
এক সখী দর্পণ ধরিয়া দেয় কাছে।
জানকী দেখহ তনু কিবা সাজিয়াছে ॥ ৪৫
জগজন-মনোহর শ্রীরঘুনন্দন।
দেখি মাত্র মোহিত হইবে তাঁর মন ॥ ৪৬
শুনি বাণী জানকী পাইয়া বড় সুখ।
মৃদু হাস্য করি নোয়াইলা চান্দমুখ ॥ ৪৭ *
মাণ্ডবী ঊর্ম্মিলা শ্রুতকীর্ত্তি তিন জন।
এইরূপে করিলেন সকলে সাজন ॥ ৪৮
এথা রামচন্দ্র আসি দ্বারেতে ভেটিলা।
পুরোহিত আগে করি জনক চলিলা ॥ ৪৯
রথে হৈতে নামাইলা শ্রীরঘুনন্দনে।
কোলে করি প্রবেশিল জনকভবনে ॥ ৫০
আর তিন ভাই তিন জনে কোলে করি।
প্রবেশ করায় তিন ভবন ভিতরি ॥ ৫১
দাণ্ডাইলা সুবর্ণপীঠেতে রঘুবর।
সুবর্ণশৃঙ্গেতে যেন নব জলধর ॥ ৫২
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি যত আসিছিল।
সকলে আদর করি রাজা বসাইল ॥ ৫৩
কিবা সে অপূর্ব্ব সভা,
কে কহিতে পারে শোভা,
চতুর্দ্দিগে বস্তে ঋষিগণ।
বিশ্বামিত্র শ্রীবশিষ্ঠ, গোতম দেবল শ্রেষ্ঠ,
আদি কত করিব গণন ॥ ৫৪
অগণিত রাজগণ, ঝলমল আভরণ,
বস্তে তার নিকটে নিকটে।
দেখি রামচন্দ্রমুখ, হইছে অপার সুখ,
নয়ননীরেতে ভিতে পটে ॥ ৫৫
ঘটক পাঠক ভাটে, কীর্ত্তিকথা কাব্য রটে,
শুনি সবে বলে ভাল ভাল।
গাইছে গায়কবরে, নর্ত্তকেতে নৃত্য করে,
বাজে বীণা মৃদঙ্গ রসাল ॥ ৫৬

দশরথ নরপতি, অতি আনন্দিত মতি,
বসন ভূষণ দিল কত।
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, কত সুখ হবে বনে,
রামরূপ দেখি পালা যত ॥ ৫৭
দেবগণ শুনি রাম-বিবাহমঙ্গলে।
আনন্দ-অন্তরে আল্য অম্বরমণ্ডলে ॥ ৫৮
নিরখি নারদ যান বিরিঞ্চিনগরে।
প্রণমিয়া পিতৃপদে কহেন সাদরে ॥ ৫৯
উঠ চল অপরূপ কর্ম্ম দেখ গিয়া।
হইছে জগত-তাত-জননীর বিয়া ॥ ৬০
শুনিয়া স্বয়ম্ভু সুখ-সাগরে ভাসিয়া।
সভাসদসঙ্গে সাজে সত্বর হইয়া ॥ ৬১
দেখি দেব দনুজদলন দয়াময়।
পরিপূর্ণ প্রেমের পাথারে পড়ি রয় ॥ ৬২
নিরত নিঃসরে নীর নীরজনয়নে।
গদগদ গলে গায় প্রভুগুণগণে ॥ ৬৩
চন্দ্রচূড় চাহি রাম-চরণকমল।
কেশপাশ খসয়ে কম্পেতে টলমল ॥ ৬৪
জটাজুটে জহ্নুসুতা করে কলস্বন।
মনে অনুমান বুঝি করয়ে ক্রন্দন ॥ ৬৫
যখন জনক রাজা শ্রীরামচরণে।
পরম পিরীতে পাদ্য দিবেক যতনে ॥ ৬৬
হায় হায় হবে তবে গঙ্গা আর জন।
বুঝি তবে না রহিবে মোর সম্মান ॥ ৬৭
প্রভুপাদপদ্ম দেখি দেব পুরন্দর।
সহস্র লোচনে লোর গলয়ে বিস্তর ॥ ৬৮
দাশরথি—দিব্য-রূপ দেখিয়া নারদ।
বীণা বাজাইয়া করে সবার সম্পদ ॥ ৬৯
আর আর অমর অমরী শত শত।
রামরূপ নিরখি রসেতে উনমত ॥ ৭০
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ কেহ হাসে।
অনন্দ-অন্তরে কেহ রামনাম ভাষে ॥ ৭১
এথা নগরের নারী, বারি হয় সারি সারি,
জানকী-বিবাহ দেখিবারে।
পরে চারু পট্টবাস, মুখে মন্দ মন্দ হাস,
রসে অঙ্গ ধরিতে না পারে ॥ ৭২
সুচারু চিকুরবৃন্দে, ঝুটী করে নানা ছন্দে
সাঁথে নিল সিন্দুরের বিন্দু।

* লজ্জিত হইয় মৃদু হাসিয়া জানকী।
অধোমুখ হল্যা চিত্তে হয়্যা বড় সুখী ॥

নয়নে কাজর সাজে, নাসাতে তিলক রাজে
মুখ যেন পরিপূর্ণ ইন্দু ॥ ৭৩
সুকঠিন পয়োধরে, কাঁচুলি কসিয়া পরে,
গলে দোলে মতিময় হার।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে, চরণে নূপুর সাজে,
সারস জিনিয়া শব্দ যার ॥ ৭৪
বাতুল অধরযুগে, তাম্বুলের রাগ লাগে,
নয়ন নাচয়ে ঘনে ঘনে।
হাব ভাব বিলাসেতে, নিতম্বিনী শতে শতে,
পথে যায় হরষিত মনে ॥ ৭৫
সবে বলে চল দ্রুতে, ধৈরয না মানে চিতে,
দেখি গিয়া রাজীবলোচন।
সখি আজিকার নিশি, শ্রীরামসঙ্গেতে বসি,
গোঁয়াইব এই হয় মন ॥ ৭৬
কেহ বলে কহি তোরে, ঠেলি দিয়া সখি মোরে,
জানকী-সখীর বন্ধু-অঙ্গে।
কেহ বলে জানকীরে, সখি ধরি দিব কোরে,
বন্ধুর করিব রস-রঙ্গে ॥ ৭৭
জনক রাজার প্রিয়া, নারীগণে সম্মানিয়া,
লই গেলা আপন বাটীতে।
শ্রীরঘুনন্দন ধাই, রামনাম মুখে পাই,
ফল দিলা চরণ দুইতে ॥ ৭৮
শুভক্ষণ জানিয়া জনক নৃপবর।
ব্রাহ্মণের অনুমতি লইছে সাদর ॥ ৭৯
তবে বর উরখিতে সুন্দরী রমণী।
আগে আগে করি যায় জানকী-জননী ॥ ৮০
রত্নদীপ হাতে করি যাবদীয় নারী।
শ্রীরামে বেষ্টন করে হয়া সারি সারি ॥ ৮১
মলয়া চিন্তয়ে চিত্তে স্নেহার্দ্র হইয়া।
হায় বিধি কেন দিল লজ্জা ঘটাইয়া ॥ ৮২
নিকটে আসিয়া রামধনের বদন।
লজ্জা হেতু দেখিতে না পাইলুঁ এখন ॥ ৮৩
অনুগ্রহ করি বিধি সবার নয়নে।
যদি ঢাকে তবে সুখে দেখি রাম ধনে ॥ ৮৪
বর উরখিয়া রাণী গৃহে প্রবেশিল।
তবে কন্যা আনিবারে জনক কহিল ॥ ৮৫
শুনি সীতারাম-চিতে প্রমোদ প্রচুর।
নীরদ-নিনাদে যেন ময়ূরী-ময়ূর ॥ ৮৬

সীতা ভাবিছেন ভাসি সুখসিন্ধু-জলে।
কেমন করিয়া মালা দিব নাথ-গলে ॥ ৮৭
যদি বিধি তুষ্ট হয়া নাথে আনি দিল।
একি লজ্জা তাহে দুখ দিতে আরম্ভিল ॥ ৮৮
লজ্জাদেবী করপুটে প্রণমিয়ে তোরে।
মালাসমর্পণ-কালে কৃপা কর্য্য মোরে ॥ ৮৯
তবে সখিগণ কহে শুনগো সজনি।
উঠ ভেট গিয়া যাই রাম রঘুমণি ॥ ৯০
দেখ সখি প্রাণনাথ দাণ্ডায়া যতনে
তোমা-ধন-প্রাপ্তি লাগি হরষিত মনে ॥ ৯১
উঠ উঠ বিলম্ব না কর একক্ষন।
কিঞ্চিৎ বরহ এবে লজ্জা সম্বরণ ॥ ৯২
আর জন কহে সখি মোর বাক্য ধর।
মুখ দেখিবার কালে নিমিষ না কর ॥ ৯৩
লজ্জা লাগি দেখিতে নারিবে বহুদিন।
শ্রীরাম-বদনশশী কলঙ্কবিহীন ॥ ৯৪
অতএব আজি দোঁহা দর্শনসময়ে।
আকাঙ্ক্ষা পূরিয়া দেখ বদন নির্ভয়ে ॥ ৯৫
অন্য কহে দেখ বা না দেখ তুমি প্রাণ।
কিন্তু না ঢাকিয়া নিজ বদনশোভান ॥ ৯৬
তৃষিত চকোর যেন চন্দ্র দেখিবারে।
তেমত হয়্যাছে বন্ধু দেখিতে তোমারে ॥ ৯৭
সখিবাক্য শুনি সীতা মৃদু হাস্য করি।
পুষ্পগুচ্ছ ফেলি মারে সখীর উপরি ॥ ৯৮
তবে রাণী আসি স্বর্ণ-পীঠের উপরে।
সাজাইয়া বসাইল সুতায় সাদরে ॥ ৯৯
চতুর্দ্দিগে জ্বালি দেয় রত্নদীপচয়।
সৌদামিনী বেড়ি যেন তারাগণ রয় ॥ ১০০
আচ্ছাদি বসিলা মুখ সীতা করতলে।
যেন পূর্ণ নিশাকর অরুণকমলে ॥ ১০১
বুঝি মান করি সীতা আচ্ছাদিলা মুখ।
শীঘ্র না দেখাব মুখ দিলে বহু দুখ ॥ ১০২
মুখচন্দ্র আচ্ছাদিতে নখচন্দ্র ভায়।
ক্রোধে মুখ বারাল্য কি করি বহু তায় ॥ ১০৩
কর-রক্তকমলেতে ঢাকিল নয়ন।
দেখিবে শ্রীমুখ বলি কৈলা কি পূজন ॥ ১০৪
সুন্দর সিন্দূরপাশে ভাসে নখচয়।
অরুণ-পাশেতে যেন শশিপাঁতি রয় ॥ ২০৫

আর অপরূপ নখচন্দ্রচয়-কাছে।
কাল কেশপাশ অন্ধকার শোভিয়াছে ॥ ১০৬
নখপাঁতি-উপরিতে সীঁতি-মতি ভাব।
বহু বিধু দেখি কান্দে কেশ অন্ধকার ॥ ১০৭
অঙ্গুলীচ্ছাদিত মুখ দেখি মানি হেন।
চম্পক-কলিকাচয়ে পূর্ণচন্দ্র যেন ॥ ১০৮
তবে নবজনে লয়্যা যায় সে আসন।
বুঝি লক্ষ্মী জানি আল্যা গ্রহ নবজন ॥ ১০৯
শ্রীরামনিকটে যান জনকনন্দিনী।
সাগরনিকটে যেন অমর-তটিনী ॥ ১১০
তবে সূক্ষ্মবস্ত্রে রামমুখ আচ্ছাদয়ে।
শরন্মেঘাচ্ছন্ন যেন শশাঙ্ক শোভয়ে ॥ ১১১
বসন-অন্তরে প্রভু দেখি আনন্দিত।
যেন চন্দ্রকলা দেখি চকোরের চিত ॥ ১১২
লজ্জা লাগি ভালমতে দেখিতে না পান।
অধোমুখ করি মন্দ কটাক্ষেতে চান ॥ ১১৩
তবে জানকীরে লয়্যা বেড়ে রঘুবরে।
যেন মন্দগতি সৌদামিনী জলধরে ॥ ১১৪
যেকালে পশ্চাতে সীতা করেন গমন।
সেকালে শ্রীরামচন্দ্র করেন চিন্তন ॥ ১১৫
হায় হায় না হইলুঁ কেন চতুর্মুখ।
চারিদিগে প্রিয়ারে দেখিয়া হত্য সুখ ॥ ১১৬
তবে প্রদক্ষিণ করি সম্মুখে আনিয়া।
দোঁহা-মুখআচ্ছাদন দিল ঘুচাইয়া ॥ ১১৭
আধ আধ দেখি সীতাবক্ত্র-কলানিধি।
উথলিল শ্রীরাম-প্রমোদ-পয়োনিধি ॥ ১১৮
একবার দেখি সীতা শ্রীরাম-বয়ান।
লজ্জার তরঙ্গে পড়ি মুদিলা নয়ান ॥ ১১৯
ভেজিলে কি নাথ আজি আমার হৃদয়ে।
হৃদয়ে দেখিতে গেলা বুঝি এই ভয়ে ॥ ১২০
কিবা রাম-মুখশশি-শোভামৃত নিয়া।
বুঝি গেল হৃদয়ে থুইতে লুকাইয়া ॥ ১২১
মনে মনে শ্রীমৈথিলী করেন মনন।
এ কি করে লজ্জা কেন এক্ষণে পীড়ন ॥ ১২২
হায় বিধি কেন দিল নারীদের লাজ।
দুঃখমাত্র দেয় বহু নাহি কিছু কাজ ॥ ১২৩
তবে গুরুজনবাক্যে লইয়া চন্দন।
শ্রীরামকপালে দিলা হরষিত-মন ॥ ১২৪

দোঁহে দোঁহা স্পর্শ-সুখ পাইয়া দ্রবিল।
বুঝি তেঁই লাগি স্বেদ সলিল স্রবিল ॥ ১২৫
দুইজনে মনেতে করেন পরামর্শ।
এ কি সুখদায়ী চমৎকার এই স্পর্শ ॥ ১২৬
তবে মল্লিকার মালা করিয়া পাণিতে।
শ্রীরাম-কণ্ঠেতে দিতে হর্ষ উঠে চিতে ॥ ১২৭
মালা গলে দিয়া হল্যা জানকী কম্পিত।
বুঝি মান উপস্থিত হল্যা আচম্বিত ॥ ১২৮
রামবক্ষঃস্থলে নিজচ্ছায়া দেখি সীতা।
অন্য নারী আছে বলি হইলা শঙ্কিতা ॥ ১২৯
অতএব বুঝি মালাচ্ছলে পাশ দিয়া।
রামকণ্ঠে বান্ধিলেন কুপিত হইয়া ॥ ১৩০
নাপিত আনন্দে মগ্ন নাড়য়ে ছামনী।
ললিত ললনামুখে উলুউলু ধ্বনি ॥ ১৩১
দেবলোকে দিব্য রথে দেখি দেবগণ।
প্রেমে পরিপূর্ণ করে কুসুম বর্ষণ ॥ ১৩২
নৃত্য করে বিদ্যাধরী বহুবিধ রঙ্গে।
গন্ধর্বগণেতে গান করে তার সঙ্গে ॥ ১৩৩
মৃদঙ্গ মর্দ্দল বাজে মুরজ রসাল।
দুন্দুভি দামামা বাজে বোলে ভালভাল ॥ ১৩৪
তবে জলধারা দিয়া কন্যা গৃহে নিল।
কন্যা দান করি বারে জনক বসিল ॥ ১৩৫
কি কব জনকভাগ্য বাক্যগম্য নয়।
যাহার তনয়া রাম কৈল পরিণয় ॥ ১৩৬
বাস করে যেহ যোগি-চিতের ভিতর।
তাঁহারে বসিতে দিলা কুশের বিষ্টর ॥ ১৩৭
যে চরণ হত্যে গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি।
তাহে পাদ্য প্রদান করিল নরপতি ॥ ১৩৮
যার পদে অর্ঘ্য দিতে বিরিঞ্চি বাঞ্ছয়ে।
সে রাম রাজার অর্ঘ্য মস্তকে ধরয়ে ॥ ১৩৯
যার উদ্দেশেতে যোগী দেয় আচমন।
সে রাম সাক্ষাতে তাহা করেন গ্রহণ ॥ ১৪০
যাবৎ যজ্ঞের যেহ রস আস্বাদয়ে।
সেহ রাজ-মধুপর্ক সুখেতে সেবয়ে ॥ ১৪১
তবে কন্যা কাছে করি বসি নৃপবর।
লেপয়ে সুগন্ধ দ্রব্যে বর-কন্যাকর ॥ ১৪২
পতি-পুত্রবতী নারী উলু উলু দিয়া।
সীতাকর রামকর-উপরি রাখিয়া ॥ ১৪৩

কুশ দিয়া হাসি হাসি বন্ধন করিল।
যেন দোঁহাকার মনে গাঁঠি দিয়া দিল ॥ ১৪৪
সীতাকর রামকরে বুঝি হারাইল।
এই লাগি রাম-কর অধঃস্থ হইল ॥ ১৪৫
করের উপরি কর হেন শোভা করে।
অরুণ নলিন যেন কহ্লার উপরে ॥ ১৪৬
দোঁহে দোঁহা-স্পর্শ পায়্যা সানন্দ-অন্তর।
ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে ক্ষণে কাঁপে কলেবর ॥ ১৪৭
দোঁহে চিন্তে যদি রাজা বিলম্ব করিয়া।
দান করে তবে স্পর্শে সুখী হয় হিয়া ॥ ১৪৮
তবে শ্রীজনক রাজা হরষিত মন।
যথাবিধি মতে কৈলা কন্যা সমর্পণ ॥ ১৪৯
যৌতুকেতে দেয় যোদ্ধা হাতী রথ কত।
বসন ভূষণ দাস দাসী শত শত ॥ ১৫০
স্তব করিবারে রাজা যেই মন দিল।
প্রভু-লীলাশক্তি তেঁই জ্ঞান আচ্ছাদিল ॥ ১৫১
স্নেহে পরিপূর্ণ লোরে ভিজিল বসন।
গদগাদ রবে কিছু করে নিবেদন ॥ ১৫২
শুন শুন বাপধন রাম মনোহারি।
তোমার গুণের কথা কহিতে না পারি ॥ ১৫৩
করাাছিলুঁ অসাধ্য দুরন্ত পণ দড়।
আসি ঘুচাইলে বাপ মনস্তাপ বড় ॥ ১৫৪
বড় বড় বলবান্ বড় আসিছিল।
কেহ নাকি হরধনু তুলিতে পারিল ॥ ১৫৫
এই লাগি হয়্যাছিল বাপ বড় দুখ।
তুমি তাহা ঘুচাইলে দিলে বড় সুখ ॥ ১৫৬
কিন্তু আজি নিজ পণে ভাল করি গণি।
যাহাতে হইলে মোর জামাতা আপনি ॥ ১৫৭
দিলাম অবোধ কন্যা তোমার চরণে।
দোষ নাহি লয়্য করা ভরণ-পোষণে ॥ ১৫৮
তবে জানকীরে রাম-বামেতে লইয়া।
এক নারী দেয় দোঁহা বস্ত্রে গাঁঠি দিয়া ॥ ১৫৯
উলু উলু শব্দ করে সকল সুন্দরী।
দেবলোকে বাজে বাদ্য নাচে বিদ্যাধরী ॥ ১৬০
শোভিছেন সীতা রাম-বামেতে সঙ্গতা।
তরুণ-তমাল কাছে যেন হেমলতা ॥ ১৬১
দেখি সে সুন্দর রূপ কাহারো নয়নে।
আনন্দে গলয়ে লোর ধৈরয না মানে ॥ ১৬২
কেহ স্তব্ধ হয়্যা রয় প্রেমে অগেয়ান।
কেহ পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল বয়ান ॥ ১৬৩
দেখিয়া সুখিত-মন জনক নৃপতি।
যেন লক্ষ্মী-নারায়ণ দেখি নদীপতি ॥ ১৬৪
প্রেমে মত্ত দেখি দশরথ নৃপবর।
রোহিণী শশাঙ্ক দেখি যেমত সাগর ॥ ১৬৫
সীতাদেবী-সখীগণ প্রেমের সায়রে।
ভাসিয়া ভাসিয়া ভাবে ভাষে পরস্পরে ॥ ১৬৬
দেখ দেখ সখি সীতা শ্রীরামে মিলিলা।
রতি রতিপতি কিবা একত্র হইলা ॥ ১৬৭
কিবা শিব-শিবা কিবা লক্ষ্মী-নারায়ণ।
উপস্থিত হল্যা আসি জনকভবন ॥ ১৬৮
হেনরূপ দেখিয়াছ কোথা কোনজনে।
অচঞ্চল চপলা কি বেড়িয়াছে ঘনে ॥ ১৬৯
সার্থক পূজেছে সীতা দুর্গা-দুর্গানাথ।
ভুবনমোহন-রূপ পাল্যা প্রাণনাথ ॥ ১৭০
বুঝিলাম জ্ঞানিবর জনক রাজন।
জানিয়া করিয়াছিল হরধনু পণ ॥ ১৭১
এ পণ না কৈলে কেহ বিবাহ করিত।
তবে আমাদের মনে সুখ না হইত ॥ ১৭২
দেখ দেখ দোঁহাকার রূপের মাধুরী।
দেখি আঁখি কোনমতে না আইসে ঘুরি ॥ ১৭৩
দেখ সখি যে দেখে জানকী-কেশভার।
সে চারু চামরচয়ে করে ছিছিকার ॥ ১৭৪
শ্রীরাম-চিকুরচয়ে চাহি মনোহরে।
কেকিকুল-কলাপ-কলাপ লাজ করে ॥ ১৭৫
বৈদেহী-বদন-বিধু-বিম্ব বিলোকিয়া।
রাম-আঁখি-চকোর নাচয়ে উলসিয়া ॥ ১৭৬
রামমুখ-মধুর-মাধুরী তুল্য হয়।
শশাঙ্ক কলঙ্ক যদি কখনো তেজয় ॥ ১৭৭
জানকীর নয়ন নলিন বুঝি হয়।
তেঁই রাম-আঁখি-অলি তাহাতে পড়য় ॥ ১৭৮
সীতা-ভুজযুগে বুঝি মৃণাল পেখিল।
এই লাগি লজ্জায় পঙ্কেতে প্রবেশিল ॥ ১৭৯
বিপুল বন্ধুয়া-বাহু বলন সুন্দর।
দেখি মনে করি কাম-করীর কি কর ॥ ১৮০
সখীকুচ-উপরে মুকুতা সারি সারি।
নিজ মুক্তা দিল বুঝি করিকুম্ভ হারি ॥ ১৮১

রামবক্ষঃস্থলে তার-হার করে আলা।
নীলগিরিতটে যেন রাজহংসমালা॥ ১৮২
দেখ সখি সখীর নিতম্ব অভিরাম।
বিশ্ব জিনি বুঝি রথচক্র থুল্য কাম॥ ১৮৩
রাম-নাভিশোভা দেখি নারী-নেত্র অলি।
কমল মানিয়া ধায় হয়্যা কুতূহলী॥ ১৮৪
সীতা-উরু করিকর শোভা কৈল চুরি।
চরণযুগল ধরে কমল-মাধুরী॥ ১৮৫
রাম উরু সুন্দর কদলী জিনি হয়।
চরণযুগলে করে অরুণের জয়। ১৮৬
বন্দনা করিয়ে প্রজাপতির চরণে।
হেন নারী যে ঘটালা পুরুষরতনে॥ ১৮৭
কি করিব বিশ্বামিত্র-গুণের স্তবন।
মোদিগে কৃতার্থ কৈলা আনি রামধন॥ ১৮৮
তবে যথাবিধি প্রভু কুশণ্ডী করিলা।
জানকীরে ধ্রুব অরুন্ধতী দেখাইলা॥ ১৮৯
জলধারা দিয়া করি উলু উলু রব।
বর কন্যা বাসরে লইল নারী সব॥ ১৯০

কিবা সে বিচিত্র ঘর, জগজন মনোহর,
মাণিক্য-মুকুতা-মণিময়।
সুবর্ণনির্ম্মিত ধারি, রত্নস্তম্ভ সারি সারি,
বুঝিযে অমরাবতী হয়॥ ১৯১
নানা মণিকুট্টিমতল, ভিত অতি সুবিমল,
উপরিতে বিচিত্র বিতান।
তাহে মুকুতার মালা, গৃহমাঝ করে আলা,
সুবর্ণের ঝারা লম্বমান॥ ১৯২
জরীর ঝালর তায়, ঝলমল করি ভায়,
যেন কোটি চান্দের উদয়।
নানা চিত্র ভিতে ভিতে, দেখি সুখ হয় চিতে,
কহিবারে বাক্য স্তব্ধ হয়॥ ১৯৩
দেবতা দানব যক্ষ, অসুর কিন্নর লক্ষ,
বিদ্যাধর নাগ শত শত।
পশু পক্ষী লতা ফল, কুসুম কমল জল,
মকর কুম্ভীর মীন কত॥ ১৯৪
সেই গৃহ-মধ্যস্থলে, শয্যা পাতিয়াছে ভালে,
তুলী দুগ্ধফেন-সুকোমল।
তাহে নানা পুষ্পগণ, পাতিয়াছে বিলক্ষণ,
বালিশ দিয়াছে অবিকল॥ ১৯৫
রত্নদীপ পরিপাটী, সুবর্ণসম্পুট কোটী,
স্বর্ণঝারি আছে সারি সারি।
তাহে সীতা বামে করি, বসিলা তাড়কা-বৈরী,
শ্রীরঘুনন্দন বলিহারি॥ ১৯৬

এইমতে আর তিন ভাই বিভা করি।
প্রবেশ করিলা সুখে বাসর-ভিতরি॥ ১৯৭
এথা বাসগৃহেতে বসিলা রাম সীতা।
কৈলাসে যেমন হর হিমাদ্রিদুহিতা॥ ১৯৮
চতুর্দ্দিকে বেড়ি বসে সব সীমন্তিনী।
যেন তারাগণ বেড়ে শশাঙ্ক-রোহিণী॥ ১৯৯
মণিগণে রামচন্দ্র প্রতিবিম্ব হৈল।
সীতা দেখিতে কি প্রভু কায়ব্যূহ কৈল॥ ২০০
সে কালেতে সীতাদেবী লজ্জা-পারাবারে।
নিমগ্ন হইয়াছিলা সুখের পাথারে॥ ২০১
যে দিগেতে চান সীতা সেই সে দিগেতে।
দেখেন শ্রীরামমূর্ত্তি অধতে উর্দ্ধেতে॥ ২০২
নয়ন মুদিলে দেখে হৃদয়-ভিতরে।
লজ্জাকুল হয়্যা তিঁহ পড়েন ফাঁফরে॥ ২০৩
কেহ রসে অবশ করিয়া ভাব হেলা।
শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গে অঙ্গ দেয় হেলা॥ ২০৪
কেহ শ্রীচরণযুগ নিজ করে ধরি।
দেখিবার ছলে লয় হৃদয় উপরি॥ ২০৫
তাম্বুল সাজায়্যা কেহ সানন্দ অন্তরে।
তার দানচ্ছলে স্পর্শ করে রঘুবরে॥ ২০৬
কেহ ঘামিয়াছে মুখ বলি করি ছলে।
রামমুখ পোঁছাইছে নিজ করতলে॥ ২০৭
কেহ দিব্য মালা গাঁথি রামগলে ধরে।
দিব না বলিয়া পুন নিজ কণ্ঠে পরে॥ ২০৮
কেহত তাম্বুল দেয় শ্রীরামবদনে।
ভাল নহে না খাও বোলয়ে অন্যজনে॥ ২০৯
সন্দেহ করিয়া প্রভু ফেলেন যখন।
আনন্দেতে দেয় নিজ মুখে সেই জন॥ ২১০
হেন কন্যা শয্যাতে রাখিতে যোগ্য নয়।
বলি কেহ রামকোলে সীতা সমর্পয় *॥ ২১১

* হেন কন্যা কভু নাহি রাখ ভূমিতলে।
বলি সীতা আনি দেয় শ্রীরামের কোলে

ভয়েতে কম্পিত সীতা স্বেদজল ঝরে।
কিন্তু নবপরশ রসেতে চিত্ত ভরে ॥ ২১২
সীতা সেই সখীজনে লীলা-শতদল।
তাড়ন করেন কিন্তু মনে কুতূহল ॥ ২১৩
শ্রীরাম বলেন প্রিয়ে কেন কর রোষ।
ভাল কর্ম্ম করাছেন কেন দাও দোষ ॥ ২১৪
সখী বলে বুঝিলাম সীতার অন্তর।
তোমার উপরি মান কর‍্যাছে সুন্দর ॥ ২১৫
এই লাগি মোরে সখী করিল তাড়ন।
যতন করিয়া মান করহ ভঞ্জন ॥ ২১৬
রামচন্দ্র কহেন জানিলুঁ নিজ দোষ।
নিজে না লয়্যাছি কোরে এই লাগি রোষ ॥২১৭
সীতা নাথ-বচন শুনিয়া হাস্য করি।
ভাসিছেন প্রেমানন্দ-পাথার-উপরি ॥ ২১৮
কোনো সখী দর্পণ সাক্ষাতে দিয়া কয়।
কহ হে সুন্দর কার রূপ ভাল হয় ॥ ২১৯
প্রভু কন কহ কেন এ কথা ভাবিনি।
জান না কি অলি ভাল কিবা কমলিনী ॥ ১২
কমলিনী-মাধুরীতে অলি হয়্যা বশ।
দূর হতে আপনি আসিয়া পিয়ে রস ॥ ২২১
শুনিয়া প্রভুর মুখে এ সব বচন।
অতিশয় আনন্দিত জানকীর মন ॥ ২২২
কেহ রাম-পাণিপদ্ম ধরি করতলে।
পরিহাস করি সখীজনে কিছু বলে ॥ ২২৩
ধনুভাঙ্গা দেখিয়ে সন্দিগ্ধ ছিল মন।
দূরে গেল জানকি না করহ চিন্তন ॥ ২২৪
রামপাণি কোমল-কমল-সম হয়।
অতএব বুঝিয়ে কঠিন কভু নয় ॥ ২২৫
এ বাক্য শুনিয়া হাসি কন রঘুবর।
ভাল কহিয়াছ ইথে সাক্ষী শশধর ॥ ২২৬
ভুবন্ত-জগত অন্ধকার পরিহরে।
তথাপি শীতলতনু সর্ব্ব-সুখ করে ॥ ২২৭
এই মত নানাবিধ রস-পরিহাসে।
সীতা-সখীবৃন্দ সব অতিশয় ভাসে ॥ ২২৮
তবে শ্রীজনক লয়্যা বরযাত্রগণে।
ভোজন করাতে আরম্ভিলা সুখী মনে ॥ ২২৯
সারি সারি সুবর্ণ-পীঠের পরিপাটী।
নানা মণিনির্ম্মিত রম্য ঘটী বাটী ॥ ২৩০
কনককল্পিত পাত্রে পরম শোভন।
তাহে পরিবেশন করয়ে নারীগণ ॥ ২৩১
পুরী পিঠা পাণিতাওয়া পাঁপর পায়স।
মিষ্ট মধু মতিচুর মগধ সুরস ॥ ২৩২
খণ্ড খাজা খইচুর খাসা গাসা বড়া।
গজা গঙ্গাজল মিছরী মণ্ডা মনোহরা ॥ ২৩৩
দেয় দিব্য দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছেনা চাঁছি।
নানাবিধ ফল-মূল ভাল ভাল বাছি ॥ ২৩৪
আম জাম আঁজির জামীর কতমত।
নারেঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা অক্ষত ॥ ২৩৫
কামরাঙ্গা কদম্বক কাগজী কাঁঠাল।
রাশি রাশি রামরম্ভা সুরসাল তাল ॥ ২৩৬
নব নারিকেল দিব্য দাড়িমের দানা।
পিয়াল খর্জ্জুর খাসা খরমুজ-পানা ॥ ২৩৭
শুক্ল শিলাপাত্রে দুগ্ধ আছে মিশাইয়া।
শূন্যপাত্র সন্দেহে না খাইছে তুলিয়া ॥ ২৩৮
প্রবাল পাত্রেতে আছে কারো পানাপানি।
রক্ত মনে করি তাহে নাহি দেয় পাণি ॥ ২৩৯
ঝাল লাড়ু খাই কেহ মুদিছে নয়ান।
জলে তালু লোরে ভিজে নয়ান বয়ান ॥ ২৪০
মণিপাত্রে দেখি কেহ পুরী মনোহর।
চন্দ্রচ্ছায়া মনে করি নাহি দেয় কর ॥ ২৪১
কেহ দেখি চন্দ্রবিম্ব থালের ভিতরে।
বড়া বলি হাত দিয়া অধোমুখ করে ॥ ২৪২
কেহ তারাচ্ছায়া দেখি পাত্রের মাঝারে।
এলাইচদানা মানি স্বহস্ত পসারে ॥ ২৪৩
এইরূপ দেখি দেখি ভ্রম নানামত।
হাসিয়া ব্যাকুল হয় কন্যাযাত্র যত ॥ ২৪৪
নানা রসরঙ্গে সবে ভোজন করিয়া।
নিজ নিজ বাসা গেলা অনুজ্ঞা লইয়া ॥ ২৪৫
এথা রামচন্দ্র বসি বাসরভবনে।
আরম্ভিয়াছেন কৃপা করিয়া ভোজনে ॥ ২৪৬
কি পুণ্য করিয়াছিল জনক রাজন।
যার গৃহে যজ্ঞপতি করিলা ভোজন ॥ ২৪৭
তবে সীতাদেবী সেই প্রসাদ পাইলা।
আর সব নারীগণ বাঁটিয়া লইলা ॥ ২৪৮
সবে কহে শ্রীমুখের প্রসাদ আহার।
কহে কি খাইলুঁ সখি সুধারস-সার ॥ ২৪৯

এ'কি অপরূপ দেখি প্রসাদ-মাধুরী।
মনে হয় নিরবধি মুখে রাখি পূরি ॥ ২৫০
একজন কহে সখি রাত্রি বহি যায়।
শীঘ্র রামকাছে চল গৌণ না জুয়ায় ॥ ২৫১
কেহ কহে শশধরে করহ স্তবন।
যে-সবারে কৃপা ক'র অস্ত নাহি হন ॥ ২৫২
কেহ কহে হায় কেন রামেরে দেখিনু।
অমৃতকলস-লোভে সাগরে ডুবিনু ॥ ২৫৩

হায় সূর্য্যোদয় হলো বিচ্ছেদ হইবে।
তোরা কেন তাপ তবে কিরূপে সহিবে ॥ ২৫৪
রামের বিচ্ছেদ তাহে সখীর বিরহ।
[illegible] হবে উপায় সখি তোরা কহ কহ ॥ ২৫৫
একক্ষণ না দেখিলে তনু মন দহে।
কেমনে রহিবে প্রাণ দারুণ বিরহে ॥ ২৫৬

কেহ কহে আমাদের হবে যেই হয়।
সীতা রাম পান এই মহামহোদয় ॥ ২৫৭
কেহ কহে যাব সখি অযোধ্যানগর।
গুরুজন যদি রোষে তাহে নাহি ডর ॥ ২৫৮
কেহ কহে দশরথ রাজা দয়াধাম।
আমাদের সাথে [illegible] দিবে সীতারাম ॥ ২৫৯

কেহ কহে শুভদিনে কেন দুঃখকথা।
শুনিলে মনেতে সীতা পাইবেক ব্যথা ॥ ২৬০
চল চল শ্রীরাম-নিকটে শীঘ্রগতি।
তাপ দূর হবে দেখি মধুর মুরতি ॥ ২৬১
তবে সবে শ্রীরাম-নিকটে চলি যান।
শ্রীজানকী-মাঝে করি প্রফুল্লবয়ান ॥ ২৬২

দেখি রাম-বদন শারদ-পূর্ণ কর।
তাপ দূর হলো বাড়ে আনন্দসাগর ॥ ২৬৩
রামে দেখি বিরহসন্দেহ দূরে যায়।
যেন অন্ধকার শশী দেখিয়া পলায় ॥ ২৬৪
তবে নানা পরিহাস বিলাস করিলা।
মহানন্দে প্রায় নিশা-শেষ উপজিলা ॥ ২৬৫

তবে নিদ্রা আকর্ষিল সবার নয়ন।
অবশ হইয়া সবে করিলা শয়ন ॥ ২৬৬
সবে নিদ্রাসুখ সেবে সেইত ভবনে।
শ্রীরঘুনন্দন সেই রূপ ভাবে মনে ॥ ২৬৭

দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গান সে রঘুনন্দন ॥ ২৬৮

ইতি শ্রীরামরসায়নে আদিকাণ্ডলীলা-
[illegible] বিবাহোৎসবো নাম দশমঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১০

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভার্গব-পরাজয়।

চূর্ণীকৃতপ্রাখর-ভার্গবগর্ব্বশৈলঃ
সীতা-[illegible]ভূতং স্বপুর্নবাদম্।
সন্দর্শয়ন্ সুহৃদ্ সুখয়ন শিখিনঃ প্রজাঃ স্বা
যুষ্মন্মনো [illegible] রাঘবদেবরাজঃ ॥ ১

তবে অবসান হলো সেইত রজনী।
পূর্ব্বদিগে প্রকাশ করিলা দিনমণি ॥ ২
ভাস্কর-ভয়েতে গেল [illegible] পরবাস।
শতদলসমূহ [illegible] পরকাশ ॥ ৩
সকল জনেতে [illegible] জাগিয়া উঠিলা।
দশরথ মহারাজ জনকে ভেটিলা ॥ ৪
আসনে বসিয়া [illegible] বলয়ে বচন।
বৈবাহিক [illegible] কর শ্রবণ ॥ ৫
মোর মন হয় আজি অযোধ্যা যাইতে।
এলাগি আইলুঁ [illegible] আজ্ঞা লইতে ॥ ৬
কহেন জনক [illegible] কেমন কথা।
শুনিয়া পাইলুঁ মনে [illegible] বড় ব্যথা ॥ ৭
হেন ক্রুরবাক্য [illegible] পুনর্ব্বার।
পুনশ্চ শুনিতে [illegible] আমি আর ॥ ৮
সবে মিলি কিছু [illegible] ভবনে।
তবে বড় সুখ হয় আমাদের মনে ॥ ৯
যদি বল রাজা-[illegible] হইবে কেমনে।
বরঞ্চ আপনি [illegible] নিকেতনে ॥ ১০
রাম-সীতা মিথিলা হইতে পাঠাবারে।
না পারিব রাজা আমি কোনও প্রকারে ॥ ১১
কহিছেন দশরথ শুন মহাশয়।
কিঞ্চিৎ বেদনা তোঁহে সহিবারে হয় ॥ ১২

আগ্রহ হয্যাছে একে উভয়ের মনে।
কিছু দুখ সহিতে হইবে একজনে ॥ ১৩
তাহে রাম গৃহছাড়া অনেক দিবস।
রামের বিরহে সব অযোধ্যা অবশ ॥ ১৪
বিশেষে দুখিনী রামচন্দ্রের জননী।
হইয়াছে সম তার দিবস রজনী ॥ ১৫
তাহাদের স্থির হয় যাহাতে হৃদয়।
অবশ্য তোমারে তাহা করিবারে হয় ॥ ১৬
তোমা সবে একত্রে দেখিলে সীতা রাম।
অযোধ্যায় পরিপূর্ণ কর এই কাম ॥ ১৭
কিছু কাল সেখানে থাকিবা সীতারাম।
পুনশ্চ আসিবে এথা এঙ মোর ধাম ॥ ১৮
আর এক কহি তোঁহে হিত উপদেশ।
যাহাতে জানিবে নাহি বিরহের ক্লেশ ॥ ১৯
যে জন করয়ে স্নেহ মোর রামধনে।
নয়ন মুদিলে তার পায় দরশনে ॥ ২০
বুঝি কোনো গুণ জানে আমার নন্দন।
কিম্বা এই কৃপা করাছেন নারায়ণ ॥ ২১
ইথে সখী মোর পুরবাসী সব জন।
রামের প্রবাসে তারা পায় দরশন ॥ ২২
রাজার আগ্রহ বুঝি জনক নৃপতি।
বরকন্যা-প্রস্থাপনে দিল অনুমতি ॥ ২৩
রামসীতা অযোধ্যাতে করিবা গমন।
এই বার্ত্তা আচ্ছাদিল মিথিলাভবন ॥ ২৪
সবে দেখিবারে ধায় অতি দুখিমন।
বাল যুবা বৃদ্ধ পঙ্গু নর নারীজন ॥ ২৫
দাসীমুখে শুনিয়া জানকী-সখীগণ।
রামচন্দ্রে জাগাইতে কৈলা আরম্ভণ ॥ ২৬
উঠ উঠ নাগর করহ জাগরণ।
সাগর হইতে সূর্য্য উঠিল গগন ॥ ২৭
আমাদের সুখের রজনী পোহাইল।
অযোধ্যা-নারীর আজি সুপ্রাত হইল ॥ ২৮
তাহারা দেখিবে বন্ধু এই চান্দমুখ।
আমাদিগে দিল বিধি অতিবড় দুখ ॥ ২৯
যেন কেহ চিন্তামণি পাইয়া যতনে।
পরম আনন্দ পায় উলসিত মনে ॥ ৩০
চুরি গেলে যেন পায় সে জন বিষাদ।
সেইরূপ মোদের হইল পরমাদ ॥ ৩১
আপনার দোষে এত পাইলাম ব্যথা
কারে দোষ দিব নাহি কহিবার কথা। ৩২
যদি নাহি করিতাম তোঁহে নিরীক্ষণ।
তবে কেন হইবেক এত বিঘটন ॥ ৩৩
তোমার বিরহ একে সহিবারে নারি।
তাহে সখীবিরহ কি করিয়া নিবারি ॥ ৩৪
যে হক সে হক বন্ধু মোদের কপালে।
সখী যেন দুখ নাহি পায় কোনকালে ॥ ৩৫
শুনিয়া উহার সুখ মোরা সুখী হব।
দারুণ বিরহদুখ সব পাসরব ॥ ৩৬
আদরে রাখিবে সীতা রাজকন্যা জানি।
কোনমতে গরবের না করিবে হানি ॥ ৩৭
যে বস্তু যখন চাবে দিবে সেইক্ষণ।
হৃদয়-উপরি নিতি করাবে শয়ন ॥ ৩৮
এ সকল কথা শুনি শ্রীরঘুনন্দন।
হাসি হাসি কহিছেন মধুর বচন ॥ ৩৯
তোমা-সখী বিবেচক হও সুচতুর।
তোমাদের যোগ্য নহে খেদ এতদূর ॥ ৪০
যাবৎ বিবাহ নাহি হয় অবলার।
তাবৎ থাকয়ে সেহ আলয়ে পিতার ॥ ৪১
বিবাহ হইলে যায় স্বামিনিকেতন।
এইত বিধির দৃঢ় ললাট-লিখন ॥ ৪২
তার সাক্ষী দেখিতে না হয় ভিন্নস্থানে।
দেখিলেই হয় চাহি নিজ নিজ পানে ॥ ৪৩
আমার বিয়োগে নাহি হইবে দুখিত।
তাহার উপায় আমি কহি যে উচিত ॥ ৪৪
মোর প্রতি যত স্নেহ করিতেছ মনে।
এই স্নেহ করিবে দেবতা নারায়ণে ॥ ৪৫
তবেই তাঁহার কৃপা-বলেতে আমারে।
ইচ্ছামাত্র পাইবে হৃদয়ে দেখিবারে ॥ ৪৬
বিশেষত সম্প্রতি নাহিক কোন দায়।
সকলে যাইতে হবে মোর অযোধ্যায় ॥ ৪৭
এইরূপ কহি নানা মধুর বচন।
সকলেরে রঘুমণি করিলা সান্ত্বন ॥ ৪৮
বাজিতে লাগিল এথা বিবিধ বাজনা।
সত্বরে সকল সেনা করয়ে সাজনা ॥ ৪৯
তবে বর-কন্যা নারীগণে সাজাইলা।
জানকী জননীপদে বন্দিতে চলিলা ॥ ৫০

দূরে হতো দেখিয়া শ্রীজনক-গৃহিণী।
বাহু পসারিয়া কোলে করিলা নন্দিনী ॥ ৫১
সহস্র সহস্র চুম্ব দিল চান্দমুখে।
শত শত ধারা বহে নয়নেতে দুখে ॥ ৫২
একদিঠে চাহিয়া সে চান্দমুখ প্রতি।
কাতর হইয়া কিছু ভাষয়ে ভারতী ॥ ৫৩
আগো আগো মাতা মোর,
দারুণ বিরহে তোর,
কি করি বাঁচিবে এ দুখিনী।
তোমা বিনে ঘর দ্বার, সব হবে অন্ধকার,
ওগো মোর প্রাণের নন্দিনী ॥ ৫৪
অনেক পুণ্যের ফলে,
পেয়েছিলুঁ তোহে কোলে,
তুমি মোর কুলের বতন।
তোমার গুণেতে মাতা, পাইলাম সে জামাতা
জগতজীবন রামধন ॥ ৫৫
সব দুখ-তাপ-হর, পরম আনন্দকর,
আর না দেখিব এ বদন।
শশীর সমান মুখে, না শুনিব পুন সুখে,
সুধার সমান মা-বচন ॥ ৫৬
যেন তেন থাকি আমি কল্যাণেতে থাক তুমি,
দেব-দ্বিজ-আশীষ বচনে।
জামাতা থাকুন সুখে, শীঘ্র দেখ পুত্রমুখে,
পূর্ণ হকু গৃহ ধান্য-ধনে ॥ ৫৭
অবলার গুরু পতি, পতি বিনে নাহি গতি,
তাঁহারে সেবিবে প্রাণপণে।
দেবরে করিবে প্রীতি, শাশুরী শ্বশুরে নিতি,
সেবন করিবে শুদ্ধমনে ॥ ৫৮
বিস্মৃত না হয়্য পিতা, অভাগিনী এই মাতা,
আর কি কহিব নাহি ভায়।
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, জান না কন্যার গুণে,
কর্যাছেন কৃতার্থ তোমায় ॥ ৫৯
শুনি জননীর মুখে সকরুণ বাণী।
মাতৃকণ্ঠ ধরিয়া কান্দেন ঠাকুরাণী ॥ ৬০
যদ্যপি শ্বশুর হল্যা ইন্দ্রের সমান।
শাশুরী সুশীলা সে দেবর ভক্তিমান ॥ ৬১
পতির উপমা দিতে নাহি ত্রিলোকীতে।
তথাপি জননী-স্নেহ নারেন ভুলিতে ॥ ৬২
কান্দিয়া ব্যাকুল হল্যা জনক-কুমারী।
সান্ত্বনা করিয়া তাহে কহে এক নারী ॥ ৬৩
সীতা তোহে দেখি যে অবোধ অতিশয়।
ক্রন্দন করহ কেন মঙ্গলসময় ॥ ৬৪
কখনো সেখানে রবে কভু এ ভবনে।
তাহার লাগিয়ে কেন কান্দ দুখিমনে ॥ ৬৫
রাণীকে বোলয়ে মা গো এ কেমন বোল।
প্রবীণা হইয়া তুমি হল্যা উতরোল ॥ ৬৬
জানকীরে সান্ত্বনা করিতে তোকে হয়।
তুমিহ অস্থির হলো এ উচিত নয় ॥ ৬৭
স্থির কর চিত্ত এবে ত্যেজহ রোদনে।
বর-কন্যা-বিদায় করহ শুদ্ধমনে ॥ ৬৮
তবে তারা ত্যেজিলা কিঞ্চিৎ বিষাদ।
দূর্ব্বা ধান্য দিয়া রাণী কৈলা আশীর্ব্বাদ ॥ ৬৯
সীতা লয়্যা তবে সবে শ্রীরামে ভেটিলা।
প্রভু প্রিয়া সঙ্গে করি প্রস্থান করিলা ॥ ৭০
উলু উলু ধ্বনি করে যত নারীগণ।
আনন্দেতে করে লাজ-কুসুম বর্ষণ ॥ ৭১
এইরূপে আর তিন ভাই ভার্য্যা সনে।
প্রণমিয়া সকলে চলিলা সুখিমনে ॥ ৭২
সবে মিলা জনকেরে করিলা বন্দন।
রাজা প্রেমে পূর্ণ হয়্যা দিল আলিঙ্গন ॥ ৭৩
শ্রীজনক দেয় নানামত কন্যাধন।
নানাবিধ বসন রতন-আভরণ ॥ ৭৪
একেক কন্যারে দিলা লক্ষেক গোধন।
ভূষণে ভূষিত দশশত দাসীজন ॥ ৭৫
অযুত সুবর্ণ দিলা বিবিধ বাহন।
চতুরঙ্গ সৈন্য দিলা বিচিত্র-সাজন ॥ ৭৬
তবে সবে চঢিলেন রথের উপরে।
সুরসমূহেতে পুষ্প বরিষণ করে ॥ ৭৭
নিজ নিজ বাহনেতে সকলে চঢিলা।
সীতা-সখীসব নরযানেতে চলিলা ॥ ৭৮
বাজিতে লাগিল বাদ্য বিবিধবিধানে।
সেই শব্দ চলি গেলা দশদিক্ পানে ॥ ৭৯
শ্রীরামের ধনুর্ভঙ্গ গান করি করি।
অমর কিন্নর যায় গগন-উপরি ॥৮০
আহা মরি মরি, কিবা সে মাধুরী,
রহিল নয়নে লাগি।

কিবা সে সৌন্দর্য্য, কিবা সে গাম্ভীর্য্য,
রয়্যাছে হৃদয়ে জাগি ॥ ৮১
দশরথ ভূপ, করি নানারূপ,
তপ যোগ যাগ দান।
পায়্যাছে নন্দন, ভুবন-মোহন,
রাম হেন গুণবান ॥ ৮২
যাহার যশেতে, উপমান দিতে;
স্থান নাই ত্রিভুবনে।
তাড়কা বধিয়া, সুবাহু মারিয়া,
সুখী কৈলা সব জনে ॥ ৮৩
গৌতমের নারী, কানন-ভিতরি
পাষাণ হইয়াছিলা।
চরণে পরশি, শাপদোষে নাশি,
তারে শুভপদ দিলা ॥ ৮৪
ভাঙ্গি হরচাপ, জনকের তাপ,
ঘুচাইলা বল-ভরে।
কিবা ভাগ্যবতী, দেখ সীতা সতী,
পতি পাইলা রঘুবরে ॥ ৮৫
মহেন্দ্রপর্ব্বতে থাকি তাহা ভৃগুপতি।
[illegible] মতে শুনি হৈল্যা ক্রুদ্ধমতি ॥ ৮৬
দন্ত কড়মড় করে ঘুরে দুনয়ন।
হাতে হাতে ঘন ঘষে কহে এ বচন ॥ ৮৭
একি অদ্ভুত কথা শুনি আচম্বিতে।
ক্ষত্রিয়ের এত বল হৈলা কা-হইতে ॥ ৮৮
শুনেছিলুঁ সে দিনে যে শব্দ অতিশয়।
এই ধনুভঙ্গের হইল সে নিশ্চয় ॥ ৮৯
ধিক্ ধিক্ আমি বাঁচি থাকিতে থাকিতে।
ক্ষত্রিয়ের এত গর্ব্ব হইবে সহিতে ॥ ৯০
আর মোর অজ্ঞা বিনে মোর গুরুচাপ।
ত্রিলোকে কে সহিবে এত বীরদাপ ॥ ৯১
ক্ষত্র-অরি হরি কিবা জীবনে থাকিতে।
গোপালবালক-দম্ভ পারয়ে সহিতে ॥ ৯২
অত্র যাই দশরথে সবংশে বধিব।
ধনুর্ভঙ্গ-ফল আজি ভুঞ্জাইব ॥ ৯৩
এত কহি ভৃগুপতি চলিলা সত্বরে।
পিপীলিকা-পাখা উঠে মরিবার তরে ॥ ৯৪
পথে গিয়া মিথিলা হইতে ত্রি-যোজন।
রাজা করে অমঙ্গল মঙ্গল দর্শন ॥ ৯৫

গর্দ্দভ কুক্কুর পেঁচা দক্ষিণেতে ধায়।
সবৎসা সুরভী মৃগ সেই পাশে যায় ॥ ৯৬
বাম অঙ্গ নাচিয়া উঠয়ে ঘনেঘন।
কিন্তু বড় প্রফুল্লিত আছে নিজ মন ॥ ৯৭
এইরূপ দেখি নানা বিরুদ্ধ লক্ষণ।
বশিষ্ঠেরে জিজ্ঞাসিলা অজের নন্দন ॥ ৯৮
শুনিয়া সকল কথা সেই মহাজ্ঞানী।
কহিছেন নরেশ্বরে সুমধুর বাণী ॥ ৯৯
মহারাজ যে সকল দেখিলে লক্ষণ।
তাহাতে কিঞ্চিৎ ভয় হয় দরশন ॥ ১০০
পুনশ্চ বিনষ্ট হয়ে যাবে সেই ভয়।
এইত জ্যোতিষশাস্ত্র-দৃঢ়ফল হয় ॥ ১০১
এইরূপে নানাকথা কহে দুই জন।
ঘোরতর বহিতে লাগিল সমীরণ ॥ ১০২
দশদিকে হৈলা অতি ঘোর অন্ধকার।
বালুকা উড়িয়া পড়ে কত অনিবার ॥ ১০৩
ধূলিতে আচ্ছন্ন হৈলা দিগন্ত অম্বর।
কিছুমাত্র দেখা নাহি যায় দিবাকর ॥ ১০৪
মুনিগণ রাজা রাজনন্দন বিহনে।
অচেতন হৈলা যাবদীয় সেনাগণে ॥ ১০৫
দেখি নানা উপদ্রব ভয়েতে লক্ষ্মণ।
শ্রীরামনিকটে বেগে করিলা গমন ॥ ১০৬
একালে ভার্গব সমীপেতে দেখা দিলা।
লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রে কহিতে লাগিলা ॥ ১০৭
দেখ দেখ নরেশ্বর, আইসেন ভৃগুবর,
কাঁপাইয়া ভূমি পদভারে।
শান্ত বীর দুই রসে, মিলায়্যা কৌতুকাবেশে,
গড়্যাছে কি বিধাতা ইঁহারে ॥ ১০৮
জটার পটল শিরে, তাহে কঙ্ক-পক্ষ ধরে,
ললাটে তিলক বীরমাটী।
যজ্ঞসূত্র ধরে গলে, পৃষ্ঠে দুই তূণ দোলে,
গৈরিক বসন পরে আঁটি ॥ ১০৯
রুদ্রাক্ষ-মালিকা ভুজে, করে খর শর সাজে,
বামকরে ধরিয়াছে ধনু।
স্কন্ধেতে কুঠারবর, বুকে লাগাইছে শর,
ঝলমল করে তাহে তনু ॥ ১১০
বহে অতি খরতর, নাসা-বায়ু যেন ঝড়,
অনল উগারে দুনয়নে।

শ্রীরঘুনন্দন মুনি, কেহ কিছু নাহি জানি,
আসিছেন করিয়া কি মনে ॥ ১১১
ভৃগুপতি ক্রোধে পরিপূরিত হইয়া।
উপস্থিত হইলা নিকটেতে আসিয়া ॥ ১১২
যে জন দেখিল পায় দেখে ভৃগুবরে।
পলাইয়া যায় সেই অতি ডরে ডরে ॥ ১১৩
অতি বেগে কেহ ভয়ে পলায়ন করে।
ঠোকর লাগিয়া বহে শরীর উপরে ॥ ১১৪
কারো কেশ ধাইতে কাঁটাকে লাগি যায়।
ছাড়াইতে বিলম্ব হলো ছিঁড়িয়া পলায় ॥ ১১৫
কেহ বাস ভূষা তেজি পলাইয়া যায়।
ফিরি ফিরি পুনঃপুন পাছুপানে চায় ॥ ১১৬
কেহ যদি ভূমে পড়ে ধাইতে ধাইতে।
পড়ি পড়ি যায় সেহ না পারে উঠিতে ॥ ১১৭
বশিষ্ঠাদি মুনিগণ হয়ে অচেতন।
শান্তি-মন্ত্র জপিবারে কৈল আরম্ভন ॥ ১১৮
দশরথ রাজা ভয়ে হইয়া কম্পিত।
কার্য্যাকার্য্য-বিবেচনে হলো শঙ্কিত ॥ ১১৯
ভৃগুপতি ভণে কোপে উন্মত্ত হইয়া।
কোথা রাম কোথা রাম দে রে দেখাইয়া ॥ ১২০
অধার্ম্মিক হইয়া মোর এইত কুঠার।
অন্বেষণ করিতেছে ইদানী তাহার ॥ ১২১
এত শুনি কাতর হইয়া মুনিগণ।
অর্ঘ্য লয়্যা ভৃগুবরে কহেন বচন ॥ ১২২
সুখেতে আইলা প্রভু সুখেতে আইলা।
তোমা দেখি যাবদীয় ভূপ পলাইলা ॥ ১২৩
আমাদের পাদ্য অর্ঘ্য করহ গ্রহণ।
দারুণ ক্রোধেতে হতো শান্ত কর মন ॥ ১২৪
এ সকল মিষ্ট বাক্যে দ্বিগুণ সে জ্বলে।
তপ্ত তৈল যেন জল পাইলে উথলে ॥ ১২৫
সে বাক্যে করিয়া সেতো অতি অনাদর।
রাম কোথা রাম কোথা বলে ভৃগুবর ॥ ১২৬
রামচন্দ্র নিকটেতে গমন করিয়া।
কহিছেন গলবস্ত্র হয়্যা প্রণমিয়া ॥ ১২৭
একি ভাগ্য একি ভাগ্য হইল আমার।
ভৃগুপতি অন্বেষণ করিছেন যার ॥ ১২৮
পঞ্চমুখ নিকটেতে অধ্যয়ন যার।
অস্ত্রবিদ্যা শাস্ত্রবিদ্যা উভয়ের সার ॥ ১২৯
হও তুমি যোদ্ধা যোগী উভয়ের স্বামী।
অনেক ভাগ্যেতে তোহে দেখিলাম আমি ॥ ১৩০
রামে দেখি ভৃগু কহে কোপেতে উদ্দাম।
অরে অরে অরে একি তোরি রাম নাম ॥ ১৩১
অতিশয় কোমল দেখিয়ে তোর তনু।
কি করি ভাঙ্গিলি তুই ত্রিপুরারি-ধনু ॥ ১৩২
তোরে দেখি মোরে হলো বড় সুখী হিয়া।
কেশরীর যেন হয় কুরঙ্গে দেখিয়া ॥ ১৩৩
নিঃক্ষত্রিয় করাছিলুঁ পৃথিবীমণ্ডলে।
একুইশবার যেই কুঠারের বলে ॥ ১৩৪
বুঝি শুন নাই সেই কুঠারে শ্রবণে।
যে সাহসে ভাঙ্গিয়াছ হরশরাসনে ॥ ১৩৫
ধিক ধিক মোরে এক্ষণ পর্য্যন্ত।
রহিয়াছি না করিয়া দুষ্ট তোর অন্ত ॥ ১৩৬
শ্রীরাম কহেন কেন প্রভু কর রোষ।
গুরুর নিকটে বালকের সব দোষ ॥ ১৩৭
তুমি দেব অচিন্ত্য-প্রভাব মহামতি।
জমদগ্নি হইতে তোমার উৎপত্তি ॥ ১৩৮
বিদ্যা ও শিক্ষাতে গুরু যার মহেশ্বর।
যাহা শৌর্য্য তব বাক্য-মন-অগোচর ॥ ১৩৯
সসাগরা মহী ব্রাহ্মণেতে দান যার।
সে তোমার উচিত কেবল নমস্কার ॥ ১৪০
অট্ট অট্ট হাসি হাসি ভৃগুপতি ভণে।
তোর বাক্য শুনি কিছু সুখ হয় মনে ॥ ১৪১
কিন্তু চাপ-ভঞ্জন করিলে যেই কর্ম্ম।
তাহাতেই জ্বলিয়া উঠিছে মোর মর্ম্ম ॥ ১৪২
রঘুবর কহেন শুনহ মহাশয়।
ধনুর্ভঙ্গে মোর দোষ-বিন্দু নাহি হয় ॥ ১৪৩
কিছু না জানিনু নিজবল চাপবল।
স্পর্শমাত্রে হলো ধনুর্ভঙ্গ অমঙ্গল ॥ ১৪৪
তোমার গণনা করি নাই সেইক্ষণে।
শান্ত হও ঠাকুর প্রণাম শ্রীচরণে ॥ ১৪৫
ভাষিছেন ভৃগুপতি ঘূর্ণিত-নয়ন।
কি কহিলি কর নাই আমার গণন ॥ ১৪৬
তোর বংশে ছিল রাজা অনরণ্য নামে।
তাহারে বধিয়াছিল রাবণ সংগ্রামে ॥ ১৪৭
সে রাবণে যে অর্জ্জুন কৈল পরাজয়।
তারে আমি পাঠায়াছি শমন-আলয় ॥ ১৪৮

হেন মোরে গণ নাই তুষ্ট তুমি মনে ॥
বুঝি ইচ্ছা হইয়াছে শমন-সদনে ॥ ১৪৯
অতএব বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
বিশ্বামিত্র-অস্ত্র-শিক্ষা হকু পরীক্ষণ ॥ ১৫০
অদাই দেখিব বল বাহুর তোমার।
জানা যাবে বল বিশ্বামিত্রের বিদ্যার ॥ ১৫১
সহিতে না পাবে মোর বাহু কণ্ড আর।
সহায় হইছে তাহে ক্ষধিত কুঠার ॥ ১৫২
কহেন শ্রীরঘুমণি শুন তপোধন।
গুরুর কথায় নাহি কিছু প্রয়োজন ॥ ১৫৩
কি বলিব নাহি কিছু বক্তব্য বচন।
তোমাদিগে করিয়াছে বিধাতা ব্রাহ্মণ ॥ ১৫৪
নিজ ঘর যাই কিম্বা যমের ভবন।
না পারিব ব্রাহ্মণে করিতে প্রহরণ ॥ ১৫৫
শুনিয়া পরশুরাম জ্বলিতে লাগিল।
ব্রণমুখে যেন কেহ লবণ অর্পিল ॥ ১৫৬
কহিছেন অরে তুষ্ট কি কথা কহিলি।
তোর পূজ্য আমি কি কেবল বিপ্র বলি ॥ ১৫৭
আর ত বিলম্ব নাহি পারি সহিবারে।
পরাক্রম থাকে তবে দেখাও আমারে ॥ ১৫৮
দশরথ রাজা শুনি এ সকল কথা।
কম্পিত হইলা ভয়ে পাই মনে ব্যথা ॥ ১৫৯
ভৃগুপতিনিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে।
কহিছেন কিছু তাঁরে যুড়িয়া পাণিরে ॥ ১৬০
মহাশয় তুমি ভৃগুসন্তান-রতন।
তোমার প্রভাব কিবা করিব বর্ণন ॥ ১৬১
প্রণাম করিয়ে শত শত ও চরণে।
করুণা করিয়া চাহ নিজ ভক্তজনে ॥ ১৬২
তোমার সমান বীর না দেখি নয়নে।
নাগলোকে নরলোকে দেবতা-সদনে ॥ ১৬৩
বালকে উচিত নহে এতেক তর্জ্জন।
তৃণে নাহি উপাড়য়ে কভু সমীরণ ॥ ১৬৪
প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি চাবন-গোচর।
না করিব আমি আর কদাচ সমর ॥ ১৬৫
আজি কি ত্যজিলে তুমি সেই প্রতিজ্ঞারে।
আমা সকলের সর্ব্বনাশ করিবারে ॥ ১৬৬
দশরথে ভাষিছেন সেই ভৃগুপতি।
স্থির হও অধিক না কহ মন্দমতি ॥ ১৬৭
নিজ তনয়েরে করি মোর নাম দান।
ত্যজিয়াছ দুষ্ট তুমি লঘু-গুরু জ্ঞান ॥ ১৬৮
নাহি জ্ঞান কিছুই বীরের ব্যবহার।
হরধনুভঙ্গে মন দহিছে আমার ॥ ১৬৯
তোমারে সবংশে মারি সেইত রুধিরে।
নির্ব্বাণ করিব আমি সেই কোপাগ্নিরে ॥ ১৭০
এত শুনি ভৃগুবরে কহেন লক্ষ্মণ।
গুরুনিন্দা আমা হতে না হয় সহন ॥ ১৭১
অখ্যাতি সুখ্যাতি বা হউক এ সংসারে।
ভাল মন্দ যে বলে বলুক সে আমারে ॥ ১৭২
বান্ধিলাম আমি এই বসন আঁটিয়া।
দুষ্ট বিপ্রসমূহের দমন লাগিয়া ॥ ১৭৩
না দেখি নয়নে কভু না শুনি শ্রবণে।
ধনুর্ব্বাণ ধরি রণ করয়ে ব্রাহ্মণে ॥ ১৭৪
তোহে পায়া হলা বুঝি বিপ্রধর্ম্ম নষ্ট।
নটীর হস্তেতে যেন শালগ্রাম নষ্ট ॥ ১৭৫
আস্ত আস্ত বিলম্ব করিতে না জুয়ায়।
প্রথম সংগ্রাম হবে তোমায় আমায় ॥ ১৭৬
রামচন্দ্র কহিছেন কাঁপিয়া লক্ষণে।
এ কেমন কহ ভাই অযোগ্য বচনে ॥ ১৭৭
বিপ্রমাত্র গুরু হলা তাহে ভৃগুরাম।
তাঁর প্রতি হেন বাক্য এ কেমন কাম ॥ ১৭৮
হেন বুদ্ধি পূর্ব্বেতে না ছিল কভু তোর।
দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হলা আজি মোর ॥ ১৭৯
ভৃগুবর কহিছেন রামে ক্রুদ্ধমনে।
কেন দোষ দাও তুমি অবোধ লক্ষ্মণে ॥ ১৮০
নিকটেতে উপস্থিত যাহার মরণ।
ভালমন্দ জ্ঞান তার থাকয়ে কখন ॥ ১৮১
তব অনুগত হয় এইত লক্ষ্মণ।
তোমার সঙ্গেতে যাবে শমন-সদন ॥ ১৮২
যে হকু উহার আছে সাহস কিঞ্চিৎ।
তোমা হেন জগতে না দেখি ভীতচিত ॥ ১৮৩
গুরু তোর বিশ্বামিত্র জন্ম সূর্য্যকুলে।
যুদ্ধ না করিলে যশ যাইবে নির্ম্মূলে ॥ ১৮৪
অতএব তেজি মিষ্টবচনবিথার।
যুদ্ধ কর তবে সুখ হইবে আমার ॥ ১৮৫
ভৃগুবরে হাসিয়া কহেন রঘুপতি।
সত্য বটে তুমি যে কহিলে মোর প্রতি ॥ ১৮৬

কিন্তু হকু মোর যশ অথবা দুযশ।
না হইবে বিপ্রে অস্ত্র ত্যজিতে সাহস ॥ ১৮৭
ভৃগুপতি ভাবিছেন কোপে উতরোল।
পুনঃপুন নাহি কহ বিপ্র বিপ্র বোল ॥ ১৮৮
দুষ্ট তোর বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ সমান।
আশীষ-বাদক নহে ভার্গব-সন্তান ॥ ১৮৯
সবংশে বধিয়া আজি এ তোর পিতাবে।
নির্ব্বাণ কবিব ক্রোধ সেই রক্তধাবে ॥ ১৯০
গুরুনিন্দা শুনি প্রভু কুপিলা কিঞ্চিৎ।
তাপ দিতে দিতে জল হয় উত্তাপিত ॥ ১৯১
কহিছেন একি তব দেখি ভ্রান্ত মন।
আমার সাক্ষাতে কর গুরুর নিন্দন ॥ ১৯২
অধিক কোনহ কর্ম্ম না হয় উচিত।
ক্ষীর-সিন্ধু-মথনে গরল উপস্থিত ॥ ১৯৩
তব বাক্য-আড়ম্বরে নাহি মোর ভয়।
ব্যাঘ্রের আক্রোশে সিংহ কোথা ভীত হয় ॥ ১৯৪
যে গর্ব্বিতে ইচ্ছা কর করিতে কন্দল।
দেখিব তোমার আজি সেই বাহুবল ॥ ১৯৫
বাহুকণ্ডু নাশি গেছে ভাঙ্গি হর-চাপ।
বুঝি আজি যাবে চূর্ণ করি তব দাপ ॥ ১৯৬
এত শুনি রামচন্দ্রে কহে ভৃগুপতি।
ধনুর্ভঙ্গ কথা পুন না কহ কুমতি ॥ ১৯৭
হর-বাহু পান করাছিল তার সার।
সে ধনু ভাঙ্গিয়া গর্ব্ব নাহি কর আর ॥ ১৯৮
এই বিষ্ণুচাপ টান যদি বল থাকে।
তবেই জানিব আমি বলিষ্ঠ তোমাকে ॥ ১৯৯
এই দুই ধনু বিশ্বকর্ম্মার গঠন।
হরি-হরে দিয়াছিলা যত দেবগণ ॥ ২০০
তার মধ্যে হরির পরশে এই ধনু।
হইয়াছে মহাবল অতি দৃঢ়তনু ॥ ২০১
দিয়াছিলা বিষ্ণু পিতামহে এই চাপ।
ইহাতে বধিলুঁ আমি কত দুষ্ট পাপ ॥ ২০২
এই ধনু যদি তুমি পারহ টানিতে।
যুঝিব আমিহ তবে তোমার সহিতে ॥ ২০৩
কহিছেন রামচন্দ্র শুন মহাশয়।
এ সকল কর্ম্ম মুনিন্দের যোগ্য নয় ॥ ২০৪
মারিয়াছ অনেক দুর্ব্বল নরপতি।
ইহাতে এতেক গর্ব্ব অনুচিত অতি ॥ ২০৫

আন আন দেখিয়ে তোমার শরাসন।
ক্ষত্রিয়ের বাহুবল কর নিরীক্ষণ ॥ ২০৬
এত কহি হাসি হাসি শ্রীরঘুনন্দন।
তাঁর হস্ত হতে নিলা সেই শরাসন ॥ ২০৭
চাপে গুণ দিয়া তাঁর শকতি সহিত।
শর লয়্যা ধনুকে করিলা নিয়োজিত ॥ ২০৮
যে কালেতে ধনুক টানেন রঘুবর।
সে কালেতে জানকীর চিন্তিত অন্তর ॥ ২০৯
কোনো কন্যা বুঝি এই ধনুক-ভঞ্জনে।
থাকিবেক পণ এই ভাবি মনে মনে ॥ ২১০
কিঞ্চিৎ কোপেতে করি অরুণ নয়ন।
নিজ নাথ পানে সীতা চান ঘনেঘন ॥ ২১১
তবে রাম ধনু টানি কন তপোধনে।
তুমি পাত্র নহ এই শর-বিমোচনে ॥ ২১২
কোথা ত্যাগ করি কহ এই বিষ্ণুবাণ।
উচিত না হয় ব্যর্থ ইহার সন্ধান ॥ ২১৩
তপস্যা-সঞ্চিত স্বর্গ কিবা নষ্ট করি।
কহ কহ কিম্বা তব দিব্য গতি হরি ॥ ২১৪
রামতেজে নিস্তেজ হইলা ভৃগুবর।
বিষবৈদ্য-প্রভাবেতে যেন বিষধর ॥ ২১৫
স্মরণ হইল পূর্ব্বের সব কাম।
নারায়ণ বলিয়া জানিলা রামে রাম ॥ ২১৬
প্রেমে পরিপূর্ণ সেই ভার্গবনন্দন।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা রামে করে নিবেদন ॥ ২১৭
তব ক্রোধ জন্মাইলুঁ যাহার কারণ।
হইল সে সব তব প্রভাবদর্শন ॥ ২১৮
তোঁহে জানি বাসুদেব তুমি পরাৎপর।
অগতির গতি নাথ মায়ার ঈশ্বর ॥ ২১৯
তব লীলা বুঝিবারে সাধ্য আছে কার।
যাহার ইচ্ছায় হয় অসংখ্য সংসার ॥ ২২০
সর্ব্ব-অন্তর্যামী তুমি দেব নারায়ণ।
মোর পূর্ব্বকথা কিছু করহ শ্রবণ ॥ ২২১
অর্জ্জুন বধিল জনকেরে মোর যবে।
চক্রতীর্থে তপ আরম্ভিলুঁ আমি তবে ॥ ২২২
আমার তপেতে তুষ্ট হল্যা নারায়ণ।
সাক্ষাৎ হইয়া মোরে কহিলা বচন ॥ ২২৩
উঠ উঠ ভৃগুপতি সিদ্ধ হল্য কর্ম্ম।
অচিরাতে পরিপূর্ণ হবে তব মর্ম্ম ॥ ২২৪

মম শক্ত্যাবেশে তুমি যেন ক্ষুদ্র তৃণে।
অর্জ্জুনে বধিয়া মুক্ত হও পিতৃ-ঋণে ॥ ২২৫
নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া একুশবার ভূমি।
কশ্যপে প্রদান কর পৃথিবীরে তুমি ॥ ২২৬
ত্রেতাযুগে আমি হব রাম-অবতার।
সেইকালে শক্তি হরি লইব আমার ॥ ২২৭
অতএব জানিলাম তুমি নারায়ণ।
আমাতে যে ছিল শক্তি করিলে হরণ ॥ ২২৮
আজি মোর সফল হইল সব ধর্ম্ম।
তোমার দর্শনে সিদ্ধ হল্য সব কর্ম্ম ॥ ২২৯
ব্যর্থ নাহি তেজ প্রভু তুমি নিজ বাণ।
মোর স্বর্গলোকে কর শরের সন্ধান ॥ ২৩০
কশ্যপেরে যে কালে দিলাম আমি ভূমি
তিঁহ কহিলেন ভূমে নাহি থাক তুমি ॥
সে অবধি আমি কভু পৃথিবীমণ্ডলে।
বাস নাহি করি প্রভু বর কোনোস্থলে ॥
অতএব রাখি দিব্যগতি রঘুপতি।
এই বাণে নষ্ট কর মোর স্বর্গগতি ॥ ২৩৩
তবে রাম তেজিলা সে শর পবিদ্ধার
ভার্গবের রুদ্ধ হল্য তাতে স্বর্গদ্বার ॥ ২৩৪
তবে ভৃগু সব অস্ত্র রামে সমর্পিয়া।
নিবেদন করে পুন গলে বস্ত্র দিয়া ॥ ২৩৫
বহু ভাগ্যে পাইলাম তব দরশন।
কৃতার্থ হইনু আমি শুদ্ধ হল্য মন ॥ ২৩৬
প্রার্থনা করিয়ে কিছু তব শ্রীচরণে।
ভক্তি থাকে সদা যেন তব ভক্তজনে।
আজ্ঞা দাও সম্প্রতি যাইব তপোবনে
ও-চরণ থাকে যেন সদা মোর মনে ॥ ২৩৮
কহিছেন তার প্রতি প্রভু রঘুমণি।
মোর সব দোষ ক্ষমা করিবে আপনি ॥ ২৩৯
কহিয়াছি মোরা নানামত কটু কথা।
বালকের বাক্য জানি না করিবে ব্যথা ॥ ২৪০
করিয়ে তোমার পদে অসংখ্য প্রণাম।
এত কহি প্রণমিলা তাঁরে প্রভু রাম ॥ ২৪১
রঘুবরে প্রদক্ষিণ করি ভৃগুবর।
প্রস্থান করিলা তিঁহ পর্ব্বত মন্দর ॥ ২৪২
দশরথ রাজা তবে মিলিয়া নয়ান।
রামে কোলে করি পাল্য যেন গতপ্রাণ ॥ ২৪৩

আনন্দ-অন্তরে পুন প্রস্থান করিলা।
অযোধ্যার নিকটে আসিয়া দেখা দিলা ॥ ২৪৪
রামচন্দ্র-আগমন, শুনি যত পুরজন,
ভাসিতেছে আনন্দপাথারে।
চন্দন-সলিলে করি, পথ অভিষিক্ত করি,
কদলী রোপিল তার ধারে ॥ ২৪৫
জলপূর্ণ-কুম্ভমুখে, আম্রের পল্লব সুখে,
দিয়া ধরি দিল সারি সারি।
দধি খদি পুষ্প লয়্যা, আনন্দিতমন হয়্যা,
বারি হলা নগরের নারী ॥ ২৪৬
ত্যজিয়া ভোজন কেহ, অর্দ্ধেক-ভূষিত-দেহ,
কেহ কেহ করিল পয়ান।
অট্টালিকা-উপরিতে, প্রতিদ্বারে পথভিতে,
জনতাতে নাহি দেখি স্থান ॥ ২৪৭
এথা রাজা পুত্র সনে, দিল আসি দরশনে,
বাজিতেছে বাদ্য কত কত।
উঠে নারীগণ মুখে, উলু উলু রব সুখে,
জয়ধ্বনি করে বিপ্র যত ॥ ২৪৮
রামবামে সীতা দেখি, সবে হল্য অতিসুখী,
সে সুখ কহিবে কে বদন।
দিয়া উলু উলু রব, যাবদীয় নারী সব,
করে লাজ পুষ্প বরিষণ ॥ ২৪৯
ক্রমে চারি সহোদরে, উপনীত হল্য দ্বারে,
জলধার দিয়া নারীগণ।
বর বধূ নিলা ঘরে, পরিপূর্ণ সুখভরে,
নাচি ফিরে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৫০
তবে তাঁরা চারি ভ্রাতা জননীচরণে।
প্রণাম করিলা সবে স্ব স্ব পত্নীসনে ॥ ২৫১
করাইলা প্রণাম যাবৎ দেবালয়ে।
পুত্র আর বধূরে তবে ত গুরুচয়ে ॥ ২৫২
গৃহমাঝে লয়্যা গেলা তবে নারীগণ।
বধূমুখ দেখে সবে সানন্দিতমন ॥ ২৫৩
দিয়া নানামত মণি পূরি দুই পাণি
জানকীবদন হেরে শ্রীকৌশল্যা রাণী ॥ ২৫৪
শত শত চুম্ব দিয়া মুখশশধরে।
ভাসিতে লাগিল রাণী আনন্দসাগরে ॥ ২৫৫
যে দেখয়ে একবার সে চান্দবদন।
কোনমতে ফিরাইতে নারে সে নয়ন ॥ ২৫৬

যূথে যূথে নগরের নারী আসে যায়।
সকলে সম্মান করি সে রাণী পাঠায় ॥ ২৫৭
আনন্দের সীমা নাহি অযোধ্যানগরে।
সীতার সহিতে নিরখিয়া রঘুবরে ॥ ২৫৮
বাদ্যকর ভট্ট আদি যত আসিছিল।
রাজা সবে ধন দিয়া সন্তোষ করিল ॥ ২৫৯
ব্রাহ্মণ কুটুম্বে করাইলা অন্নপান।
এই সব সুখে দিন করিছে পয়ান ॥ ২৬০
তুইলোকে গতি যার শ্রীরাম-সীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৬১

ইতি শ্রীরামরসায়নে আদিকাণ্ডলালা-
বর্ণনে ভার্গববিজয়ো নাম একাদশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাম-সীতার নব-সম্মিলন।

শ্রীজানকীমুখাম্ভোজ-মকরন্দমধুব্রতম্।
নানাবিলাসপীযূষ-পাথোধিং রাঘবং ভজে ॥
শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তা সহিত মিলিয়া।
দিবাকর শীঘ্র অস্তে প্রবেশিলা গিয়া ॥ ২
শ্রীরঘুনন্দন-দেব-প্রমোদ সহিত।
রজনী আসিয়া তবে হৈলা উপস্থিত ॥ ৩
রমনীয় রজনীর করিলা উদয়।
প্রফুল্ল কহলার কন্দ কুমুদনিচয় ॥ ৪
চন্দ্রকর-স্পর্শে পূর্ব্বদিক্ প্রকাশিত।
প্রিয়পাণিস্পর্শে যেন প্রমদা সুখিত ॥ ৫
শশধর দেখি সুখী হৈলা কুমুদিনী।
আইলে প্রোষিতপতি যেন সীমন্তিনী ॥ ৬
অশেষ বিশেষে দশ আশা প্রকাশিল।
পয়োনিধি প্রমোদ-পূরেতে উথলিল ॥ ৭
বিকসিত হৈলা নানাজাতি পুষ্পগণ।
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহে সমীরণ ॥ ৮
পক্ষিগণ কোলাহল করে উপবনে।
তাহাতে গুঞ্জরে অলি মধুর নিস্বনে ॥ ৯

দেখিয়া নিশার শোভা সীতাসখীজন।
সজাইতে দেবীরে করিলা আরম্ভণ ॥ ১০
নানা গন্ধদ্রব্য দিয়া, তনুখানি সু-মাজিয়া,
পরাইলা বিচিত্র বসন।
কেশে দিয়া নানা গন্ধ, করিলা কবরী-বন্ধ,
তাতে দিল নানা পুষ্পগণ ॥ ১১
ললাটে মুকুতা সিঁথি, সিন্দুর দেইলা তথি,
চন্দনের বিন্দু চারিভিতে।
নয়নে কাজল-রেখা, যেন অলি দিল দেখা,
প্রফুল্ল-কমল উপরিতে ॥ ১২
তিলক শ্রীনাসিকায়, অধরে তাম্বুল ভায়,
মসী-বিন্দু চিবুকে শোভন।
কর্ণেতে কুণ্ডলদ্বয়, তাহে গণ্ড ঝলকয়,
চন্দ্রকাছে যেমন দর্পণ ॥ ১৩
কণ্ঠেতে কাঞ্চনমালা, ভুজযুগে বাহুবালা,
অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী সুন্দর।
মৃগমদ-রসভরে, সুবর্ত্তুল-পয়োধরে,
লিখিলা সে বিচিত্র মকর ॥ ১৪
নিতম্বেতে হেম মণি, কিঙ্কিণী বান্ধিল ধনী,
চরণে পঞ্চম বাকপাতা।
সুরঙ্গ যাবক নিয়া, শ্রীরঘুনন্দন প্রিয়া,
রঞ্জিত করিল অতি রাতা ॥ ১৫
দেখি দেবী নিজ রূপ দর্পণভিতরে।
পরম পিরীতি-পূর্ণ হইলা অন্তরে ॥ ১৬
দেখি জানকীর শোভা যত সখীজন।
কৌতুকেতে কৈলা পরিহাস আরম্ভণ ॥ ১৭
কহয়ে বন্ধুর আজি সখি শুভক্ষণ।
এরূপ দেখিবে পূর্ণ করিয়া লোচন ॥ ১৮
সফল হইবে আজি তার সব অঙ্গ।
পাইবা নিভৃতে সখী তব তনুসঙ্গ ॥ ১৯
তোমার হৃদয় রাত্র পাবে শ্রীবদন।
কি সুখ পাইবে তাহা না যায় কথন ॥ ২০
করি এক উপদেশ মানিহ তা চিতে।
শীঘ্র কথা না কহিবে বন্ধুর সহিতে ॥ ২১
বৈকল্য করিবা যবে সে বহু প্রকার।
কিঞ্চিৎ করিবে তবে বচন-বিথার ॥ ২২
অধিক কহিবে নাহি সুন্দরি বচন।
বহু মধু খাইলে মাতিবে সেই জন ॥ ২৩

আর জন কহে ভাল নহে এ শিক্ষণ।
তার সুখ যাতে সেই উচিত করণ ॥ ২৪
যত পিয়ে তৃপ্ত হয় ভ্রমরের মন।
কমলিনী তত মধু করে বিতরণ ॥ ২৫
যদি পার বাক্যেতে করিতে পরাজয়।
তবে আমাদের মনে মহানন্দ হয় ॥ ২৬
এইরূপ সখীদের বচন শুনিয়া।
হাসিছেন সীতা অধোবদনা হইয়া ॥ ২৭
তবে সখীগণ শয্যাগৃহ সাজাইতে।
চলিলা সকলে মিলি আনন্দিত চিতে ॥ ২৮
কিবা সেই অট্টালিকা পরম শোভন।
নানাবর্ণ-মণি-মুক্তা-প্রবাল-রচন ॥ ২৯
স্ফটিক-পাষাণময় তাহে ভিতধারি।
ইন্দ্রনীলমণিময় স্তম্ভ শারি শারি ॥ ৩০
শ্বেত রক্ত নীল পীত পাতিয়াছে মণি।
প্রকাশ হয়াছে যেন রতনের খনি ॥ ৩১
ভিতে নানাচিত্র দেখি দেবতা দানব।
অসুর কিন্নর যক্ষ রাক্ষস মানব ॥ ৩২
তরু লতা মৃগ পক্ষী কচ্ছ সরোবর।
কুমুদ কমল তাহে নানা জলচর ॥ ৩৩
অট্টালিকা-উপরি বিবিধ পক্ষিগণ।
তাহার নির্ম্মাণ-কথা কি হবে বর্ণন ॥ ৩৪
যাহা দেখি সজীব-বিহঙ্গ-বুদ্ধি করি।
ক্ষুধার্ত্ত শোচান আসি পড়য়ে উপরি ॥ ৩৫
কোনোস্থানে করিয়াছে বিড়াল গঠন।
তাহা দেখি ভয়েতে না নামে পক্ষিগণ ॥ ৩৬
কোনোস্থানে অপূর্ব্বনির্ম্মাণ ফলশাখী।
তাহে ফল দেখি লোভে পড়ে আসি পাখী ॥ ৩৭
সর্প সৃজিয়াছে দিব্য কোনো কোনো স্থানে।
তা দেখি নকুল ক্রুদ্ধ আসি দন্ত হানে ॥ ৩৮
কোনোস্থানে আছে দিব্য কমলমাধুরী।
তাহাতে পড়িয়া ভৃঙ্গ মরে ঘুরি ঘুরি ॥ ৩৯
উপরিতে কনক-কলস চমৎকার।
তদুপরি পবিত্র পতাকা পরিষ্কার ॥ ৪০
সেই গৃহ-চতুর্দ্দিগে বাগান সুন্দর।
মালতী যূথিকা জাতি কুন্দ নাগেশ্বর ॥ ৪১
চম্পক পুন্নাগ গন্ধরাজ শেফালিকা।
শেউতী রজনীগন্ধা মাধবী মল্লিকা ॥ ৪২
মধুমদে মত্ত হয়া মধুপ গুঞ্জরে।
কোকিল কোকিলা কিবা কুহু কুহু করে ॥ ৪৩
গৃহের সম্মুখে দেখি দিব্য সরোবর।
স্ফটিক-পাষাণে চারিভিত মনোহর ॥ ৪৪
চারিঘাট অরুণমণির বিরচন।
নিরমল জল দেখি যেন দরপণ ॥ ৪৫
বিকসিত ইন্দীবর শোভন কৈরব।
অলি-বিহঙ্গমগণে করে নানা রব ॥ ৪৬
হেন গৃহে দিলা চন্দ্রাতপ মনোহর।
নীল রক্ত শ্বেত পীত নানা-বর্ণধর ॥ ৪৭
তাহে দেখি মুক্তাময় ঝালর নির্ম্মল।
সন্ধ্যামেঘ হতে যেন গলি পড়ে জল ॥ ৪৮
গৃহমধ্যে পাতিলা পালঙ্ক অবিকল।
গজদন্তময় যার চরণ সকল ॥ ৪৯
তদুপরি পাতাইলা তুলী সুকোমল।
কলানিধি কুন্দ কম্বু জিনিয়া ধবল ॥ ৫০
কোমল কুসুম কতমত বিছাইলা।
বিচিত্র বালিশ চারি ধারেতে থুইলা ॥ ৫১
জ্বালি দিলা রতন-প্রদীপ সারি সারি।
সুগন্ধি সলিলপূর্ণ দিলা স্বর্ণঝারি ॥ ৫২
সজ্জিত তাম্বুলপাত্র নিকটে রাখিল।
বিবিধ সুগন্ধবস্তু-পাত্র সাজাইল ॥ ৫৩
দ্বারের দুদিগে দিলা কদলীযুগল।
সুবর্ণকলস পরিপূর্ণ করি জল ॥ ৫৪
রসালপল্লব দিলা মুখেতে তাহার।
চন্দন লেপিয়া মালা দিলা কণ্ঠে তার ॥ ৫৫
সুন্দর রজনী দেখি এথা রঘুবর।
প্রিয়াপাশে পয়ানেতে হইলা সত্বর ॥ ৫৬
রমণীমোহন দিব্য বেশ বানাইলা।
আসিয়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলা ॥ ৫৭
সখীজন জানকী লইয়া রামপাশে।
প্রস্থান করিল নানা রস-পরিহাসে ॥ ৫৮
আছে লজ্জা আছে ভয় আছে প্রীতি চিতে।
যাইতে না পারে দেবী না পারে থাকিতে ॥ ৫৯
পিন্ডার উপরে কত যতনে উঠিলা।
নীলমণিস্তম্ভে দৃঢ় ধরি দাঁড়াইলা ॥ ৬০
নানামত যত্ন করে যত সখীজন।
তথাপি না করে এক চরণ অর্পণ ॥ ৬১

যাইতে বাসনা হয় না হয় সাহস।
তাদিগের আকর্ষণে চঞ্চল মানস ॥ ৬২
যেন দেখি দিব্য মণি তরঙ্গিণীপারে।
যাইতে ইচ্ছা হয় কিন্তু শঙ্কায় না পারে ॥ ৬৩
যেন পুষ্পমালো করি ভুজঙ্গ-সংশয়।
তাহে মণি দেখি নিতে হয় ইচ্ছা ভয় ॥ ৬৪
তেনই অভয়-পদে করিয়া সাহস।
না যান নিকটে সীতা কিবা প্রেমরস ॥ ৬৫
যবে স্তম্ভ ছাড়াইতে কেহ না পারিলা।
এক সখী চতুরা কহিতে আরম্ভিলা ॥ ৬৬
জানকি যাহার বাহুসদৃশ বলয়।
নীলমণিস্তম্ভে বহিয়াছ আলিঙ্গয়া ॥ ৬৭
কেন প্রিয় পাশে নাহি যাও কি কারণে।
বুঝি কিছু প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা মনে ॥ ৬৮
নহে ভজাইব কত তোমারে সাধিয়া।
গঙ্গাজলে স্নান যেন ধরিয়া বান্ধিয়া ॥ ৬৯
শুনিয়া সখীর বাক্য সলজ্জ হইয়া।
মণিস্তম্ভ হতে বাহু নিলা ছাড়াইয়া ॥ ৭০
তবে সখীগণ ধরি লয়ে গেলা দ্বারে।
কেনহ প্রকারে নাহি গেলা দ্বারপারে ॥ ৭১
এক সখী কহে সীতা চল একবার।
না করিব পুনশ্চ এমত প্রৌঢ়ি আর ॥ ৭২
দেবী বলে সখাতে সখীতে ভিন্ন নয়।
তুমি যাও তবেই আমার যাত্রা হয় ॥ ৭৩
আর জন কহে ওগো বুঝিলুঁ নিশ্চয়।
জানকীর হইয়াছে ক্রোধের উদয় ॥ ৭৪
সীতা কন সত্য বটে শুনহ কারণ।
এক ভ্রমরের প্রতি মোর ক্রুদ্ধমন ॥ ৭৫
প্রফুল্ল পদ্মিনী ছাড়ি সেই ভৃঙ্গরাজ।
কলিকাতে লুব্ধ হয় এ কেমন কাজ ॥ ৭৬
সখী বলে ভাল কথা কয়াছ সুন্দরি।
বালাই লইয়া তোর মোরা সবে মরি ॥ ৭৭
ফুল্ল পুষ্প এড়িয়া মুকুলে কেন ধায়।
ভ্রমর কি মনে করি কে জানিবে তায় ॥ ৭৮
কিন্তু সখী কলিকাও ভ্রমর-ভীতিতে।
কাঁপয়ে একথা নাহি শুনি ত্রিলোকীতে ॥ ৭৯
শুনি বাণী রঘুমণি কহেন ডাকিয়া।
অদ্ভুত কথা শুনি মল্যাম হাসিয়া ॥ ৮০
জিজ্ঞাসহ তোমা-সবে নিজ বয়স্যারে।
স্বপ্নকালে এত ভয় যায় কোথাকারে ॥ ৮১
হাস পরিহাস নানামত রস-রঙ্গে।
প্রতিরাত্রি স্বপ্নে কেবা থাকে মোর সঙ্গে ॥ ৮২
সীতা কন কহ সখি উঁহার চরণে।
মোরে স্বপ্ন দেখিবেন কিসের কারণে ॥ ৮৩
আর কত শত প্রিয়া আছে ত্রিভুবনে।
তাহারাই স্বপ্নে আসি দেয় দরশনে ॥ ৮৪
শুনিয়া প্রিয়ার বাক্য প্রিয়সখী দ্বারে।
আরম্ভিলা রঘুমণি পুন কহিবারে ॥ ৮৫
যদি নাহি থাকে মোর প্রিয়া আন জন।
তবেত উচিত হয় এথা আগমন ॥ ৮৬
এক সখী কহে বন্ধু দিলে পরীক্ষণ।
আমাদের সখীর প্রতীত হয় মন ॥ ৮৭
প্রভু কহে প্রিয়া রোমাবলীসর্প-মাতে।
যে মণি আছয়ে তাহা তুলি দিব হাতে ॥ ৮৮
সখীগণ কহে তবে আগমন করি।
পরীক্ষা করহ তবে যাইবে সুন্দরী ॥ ৮৯
শুনি সব বাক্য সীতা লজ্জায় কাতর।
পলায়ন লাগি যত্ন করেন বিস্তর ॥ ৯০
হেনকালে মৃগরাজ গহনে গর্জ্জিলা।
শুনি ভয়ে শ্রীজানকী কাঁপিতে লাগিলা ॥ ৯১
চতুর সখীরা কহে কি হবে উপায়।
দুরন্ত রাক্ষস আল্য বড় হল্য দায় ॥ ৯২
জানকী তাড়কারিপু-আশ্রয় বিহনে।
অন্য কোনমতে রক্ষা না দেখি নয়নে ॥ ৯৩
এত শুনি সীতা ভয়প্রযুক্ত চলিলা।
গৃহে প্রবেশিয়া শয্যা-উপরি বসিলা ॥ ৯৪
দেখিয়া দেবীর লীলা সাদর-অন্তরে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন প্রভু সিংহবরে ॥ ৯৫
তবে সখীগণ দ্বারে কবাট অর্পিয়া।
স্থানান্তরে গেলা সবে সুখিত হইয়া ॥ ৯৬
অধোমুখী হয়্যা সীতা আছেন বসিয়া।
রামচন্দ্র কহিছেন করেতে ধরিয়া ॥ ৯৭
কেন প্রিয়ে হইয়া রয়্যাছ অধোমুখী।
না দেখি ও চান্দমুখ মন বড় দুখী ॥ ৯৮
চাহিয়া প্রকাশনেত্রে কহ কিছু বাণী।
সুধারস-সিক্ত হকু উত্তাপিত প্রাণী ॥ ৯৯

যদি লজ্জাবশে মুখ তুলিতে না পার।
বচন-অমৃতে কর্ণসন্তাপ নিবার ॥ ১০০
ভয় কেন কর মোর কাছে বিনোদিনি।
ভ্রমরভয়েতে দুঃখ পায় কি পদ্মিনী ॥ ১০১
কোনো কথা শ্রীজানকী যবে না কহিল।
প্রভু করে ধরিয়া শয্যাতে শোয়াইলা ॥ ১০২
রামস্পর্শ চান সীতা কিন্তু কাঁপে তনু।
দিব্য সরোবর দেখি শীতকালে জনু * ॥ ১০৩
শুনিয়াও জানকী না সম্মুখী হইলা।
এইরূপে দুই তিন নিশা গোয়াইলা ॥ ১০৪
তবে ক্রমে ক্রমে ভয় দূরে পলাইলা।
দুইজন প্রেমানন্দে রসেতে মজিলা ॥ ১০৫
ভিন্ন স্থানে রহিতে নারেন একক্ষণ।
চক্রবাক চক্রবাকী দিবসে যেমন ॥ ১০৬
সখীজন জিজ্ঞাসিলে রজনীর কথা।
কিছু না কহেন সীতা লজ্জায় আক্রান্ত ॥ ১০৭
একদিন প্রভাতে গবাক্ষরন্ধ্র দিয়া।
দুঃখিত হইলা তারা শয়ন দেখিয়া ॥ ১০৮
পরিহাস লাগি তারা সকলে মিলিয়া।
জাগাইতে আরম্ভিলা কৌতুক করিয়া ॥ ১০৯
জানকি জাগহ নিশা হইলা অবসান।
কুমুদিনী-বন্ধু অস্তে করিলা পয়ান ॥ ১১০
দিনকর নাথ দেখ উদয় করিলা।
অন্ধকার দশ দিক্ ছাড়ি পলাইলা ॥ ১১১
সরোবরে সরোজ সকল বিকশিল।
চক্রবাক চক্রবাকী একত্র মিলিল ॥ ১১২
শুনি সখীবাক্য জাগিলেন রামপ্রিয়া।
রামচন্দ্র নিদ্রা যান কপট করিয়া ॥ ১১৩
সীতার নিদ্রাতে নেত্র ঢুলু ঢুলু করে।
ঘন হাই উঠে বেশ নাহি কলেবরে ॥ ১১৪
সখী সব প্রবেশিয়া মন্দির-ভিতরে।
নিরখি সীতারে কহে সাদর-অন্তরে ॥ ১১৫
জানকী বন্ধুর সনে নাহি জাগরণ।
প্রভাতকালেতে নিদ্রা কিসের কারণ ॥ ১১৬
এখনো মেলিতে নাহি পারিছ লোচন।
ঘন ঘন উঠে হাই কহ বিবরণ ॥ ১১৭
আন জন কহে তোরা বড়ই অজ্ঞান।
কালি কেন কর নাই বেশের বিধান ॥ ১১৮
দেখ দেখ ওষ্ঠে নাই তাম্বুলের রঙ্গ।
বেণীতে হয়াছে দেখ বন্ধনের ভঙ্গ ॥ ১১৯
গলে পুষ্পমালা নাহি নাহি মণিহার।
বসনবন্ধন-কথা কি কহিব আর ॥ ১২০
যদ্যপি না সাজাইবে সখীরে বিশেষে।
কি লাগি শিখালে তোমা-সব ভূষা-বেশে ॥ ১২১
বুঝি বাক্য সীতা লজ্জা-সাগরে পড়িয়া।
নিরখেন সখীমুখ নেত্র ঘুরাইয়া ॥ ১২২
আর জন কহে কালি না করিলাঁ বেশ।
সে সব মোদের দোষ না করহ দ্বেষ ॥ ১২৩
কিন্তু অপরূপ দেখ শয্যার মাঝার।
কোথা হতে আলো ছিন্ন মালা মণিহার ॥ ১২৪
বন্ধুর অধরে দেখ কাজলের দাগ।
সখীর অধরে দেখ দেখি ক্ষতদাগ ॥ ১২৫
এত শুনি জানকী নারেন নিদ্রা যান।
কপট-কোপেতে কিছু কহিছেন বাণী ॥ ১২৬
তোরা সবে মোরে রাখি কৈলে পলায়ন।
এই কোপে ছিঁড়িলাম হার মালাগণ ॥ ১২৭
তোমাদিগে রোষ করি দংশিলুঁ অধর।
সেই দন্তদাগ আছে না হয় অপর ॥ ১২৮
কেশবেশ ফেলিলাম সব ক্রুদ্ধ চিতে।
ক্রোধ লাগি নিদ্রা নাহি হলো রজনীতে ॥ ১২৯
কজ্জল দেখিছ যদি অধরে উহার।
তাহা হবে নয়নের তোমা সবাকার ॥ * ১৩০
এত শুনি হাসিয়া কহেন রঘুবীর।
সুন্দরি উহার কথা সকল অস্থির ॥ ১৩১
সব শেষে প্রিয়ে তুমি করিলে চুম্বন।
তবে ওষ্ঠে কিরূপেতে থাকিবে অঞ্জন ॥ ১৩২
শুনিয়া প্রভুর বাক্য হাসে সখীগণ ॥
সীতা লজ্জাযুক্ত হৈলা বাহিরে গমন ॥ ১৩৩

* পরশিতে চান সীতা ভয়ে তনু হেলে।
দিব্য সরোবর দেখি যেন শীতকালে ॥

* উহার অধরে যদি দেখিছ কজ্জলে
বুঝি লাগিয়াছে তোমাদের চুম্বকালে

দ্বারেতে কপাট দিবা কহেন বচন।
মনোরথ পূর্ণ কর সব সখীজন ॥ ১৩৪
অনেক দিবস আশ করিছিলে মনে।
ভাগ্যবলে তাহা সিদ্ধ হলা এইক্ষণে ॥ ১৩৫
প্রভু কন কপাট খুলিয়া দাও প্রিয়ে।
রজনীর সব কথা দিলাম কহিয়ে ॥ ১৩৬
সখীসব করিছিলা মনে যে বাসনা।
সকল কহিলুঁ আমি তেজিয়া বঞ্চনা ॥ ১৩৭
এত শুনি লজ্জা-ভয়ে দ্বার ঘুচাইলা।
সখীগণ হাসি হাসি বাহিরে আইলা ॥ ১৩৮
কহিছেন মা গো জানিলাম তোর চিত।
এত সুখে আমাদিগে কহনা কিঞ্চিৎ ॥ ১৩৯
আমাদের প্রীতি আছে বন্ধুর বিশ্বাস।
তেইত শুনিলুঁ তব রজনী-বিলাস ॥ ১৪০
এইরূপ নানামত হাস-পরিহাসে।
দিবস রজনী যায় আনন্দ-উল্লাসে ॥ ১৪১
একদিন কৌতুকেতে শ্রীরঘুনন্দন।
প্রিয়া সনে পাশাখেলা কৈলা আরম্ভন ॥ ১৪২
জানকী কহেন শুন শুন প্রাণনাথ।
নিরর্থক খেলিতে না চলে মোর হাত ॥ ১৪৩
যদি কিছু কর আগে পণ নিরূপণ।
তবেত করিব আমি পাশকক্রীড়ন ॥ ১৪৪
শ্রীরাম কহেন ধনি কহিলে শোভন।
শুন আমি কহি প্রথমেতে শুভপণ ॥ ১৪৫
প্রথম খেলাতে পরাজয় পাবে যেই।
দ্বিজে দিবা রস পান করাইবে সেই ॥ ১৪৬
ভাল ভাল বলি তবে অনুমতি করি।
জনকনাথ সঙ্গে খেলা করেন সুন্দরী ॥ ১৪৭
কিবা দেখি দন্তি-দন্তময় তার সারি।
আর দিগে সুবর্ণের গুটী মনোহারী ॥ ১৪৮
দন্তাবল-দশননির্ম্মিত তার পাটী।
আসন সুবর্ণ-মণিময় পরিপাটী ॥ ১৪৯
প্রথম ক্রীড়ায় প্রভু পাই পরাজয়।
প্রিয়ার চুম্বন-রাশি করেন আশয় ॥ ১৫০
দেখিয়া কহেন সীতা কেমন অন্যায়!
হারিয়া দৌরাত্ম্য কর এতো বড় দায় ॥ ১৫১
প্রভু কন প্রিয়ে আমি অন্যায় না করি।
মোর বাক্য তুমি না বুঝিয়াছ সুন্দরি ॥ ১৫২
দ্বিজ-শব্দে দন্ত কহে জানে সব জনে।
তব ওষ্ঠতুল্য রস না দেখি ভুবনে ॥ ১৫৩
অতএব দ্বিজে রস করায়া সেবন।
উত্তীর্ণ হইব আমি প্রথমের পণ ॥ ১৫৪
এক সখী কহে কেন সীতা কর ভয়।
পুনর্ব্বার খেলা কর ছাড়িয়া সংশয় ॥ ১৫৫
পরাজয় হও জয়ে নাহি প্রয়োজন।
তুমিও শোধিবে তবে এইরূপে পণ ॥ ১৫৬
জয়-পরাজয়ে তবে নিজ লজ্জা জানি।
কপট-কোপেতে কন তারে ঠাকুরাণী ॥ ১৫৭
স্থির হও সখি তুমি নাহি দেও তাপ।
ধাইয়া মধ্যাহ্ন বলে কাতে কাতে মাপ ॥ ১৫৮
হেন খেলা করিতে নাহিক আর আশ।
পাইলুঁ উগার পণ দিলাম খালাস ॥ ১৫৯
রামচন্দ্র কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া।
একি কথা কহ বিবেচনা না করিয়া ॥ ১৬০
শোধিবার শক্তি নাহি কোনমতে যার।
কথায় খালাস হয় তারি মাত্র ধার ॥ ১৬১
মোর শক্তি রহিয়াছে শোধিবারে পণ।
না শোধিলে হইবে অধর্ম্ম বিলক্ষণ ॥ ১৬২
অতএব বাধাত না করহ ইহায়।
এড়াইয়ে আমি তব এ পণের দায় ॥ ১৬৩
এক পরামর্শ ভাবি সীতা মনে মনে।
কহিছেন হাসি হাসি শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ১৬৪
আমি করিলাম তব আজ্ঞা অঙ্গীকার।
আপুনি রাখহ এক বচন আমার ॥ ১৬৫
আর একবার খেলা কর এই পণে।
তবে তাহা করিবে যে ইচ্ছা আছে মনে ॥ ১৬৬
শুনি বাণী ভাল বলি শ্রীরঘুনন্দন।
আরম্ভ করিল পুন করিতে খেলন ॥ ১৬৭
দুইজনে হারিতে করেন আয়োজন।
হেনখেলা কভু নহে দর্শন শ্রবণ ॥ ১৬৮
সেবার খেলাতে তবে জানকী হারিলা।
কৌতুক করিয়া প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ১৬৯
প্রিয়ে আর বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।
শোধা যাকু উভয়েতে উভয়ের পণ ॥ ১৭০
প্রথমে হারিলুঁ আমি শোধিব প্রথমে।
কিম্বা তুমি আগে তাহা কহ ইচ্ছা ক্রমে ॥ ১৭১

হাসি হাসি জানকী কহেন প্রভু প্রতি।
একি একি নাথ কেন এত ঋজুমতি ॥ ১৭২
মোর অভিপ্রায় নাহি করিয়াছ বোধ।
উভয়ের পণ হল্য কোলে কোলে শোধ ॥ ১৭৩
এত শুনি জানকীর যত সখীজন।
রামসনে পরিহাস কৈলা আরম্ভণ ॥ ১৭৪
নাগর সখীরে তুমি নারিলে নারিলে।
বচনসংগ্রামে নাথ নিতান্ত হারিলে ॥ ১৭৫
আরবার কর তুমি খেলা আরম্ভণ।
আমাদের সখী কহিবেক তার পণ ॥ ১৭৬
সীতা কন তোমাদের নাহিক বিচার।
প্রভু-আগে পণ-নিরূপণে সাধ্য কার ॥ ১৭৭
আর শুন সখি এই শ্রীমুখ-বাক্যেতে।
আমাদের ক্ষতি নাহি কোনহ কালেতে ॥১৭৮
রঘুমণি কহেন শুনহ শুবদনি।
এবারে ত এই পণে আমি ভাল গণি ॥ ১৭৯
যাহা হতে পরাজয় হবে যেই জন।
তার সব আজ্ঞা সেহ করিবে পালন ॥ ১৮০
ভাল ভাল বলি সীতা আরম্ভিলা খেলা।
সেবারে শ্রীরামচন্দ্র-পরাজয় ভেলা ॥ ১৮১
সখীজন কহে সীতা ভাবি মনে মনে।
এক আজ্ঞা কর তুমি নিজের রমণে ॥ ১৮২
দেবী কণে অধিক না দিব কিছু ভারে।
স্বর্ণগিরিশৃঙ্গ আনি দেউন আমারে ॥ ১৮৩
এই নাও বলি প্রভু প্রিয়া পযোধরে।
অর্পণ করিতে যান আপনার করে ॥ ১৮৪
দেখিয়া নাথের দেবী সেই আয়োজন।
পাইলাম বলি দূরে কৈলা পলায়ন ॥ ১৮৫
এইরূপ নানামত পরিহাস-রসে।
গোয়ান শ্রীরাম প্রিয়াসঙ্গেতে দিবসে ॥ ১৮৬
ক্রমে আসি ঋতুরাজ প্রকাশ করিলা।
দুইজন নানাকেলি-রসেতে মজিলা ॥ ১৮৭
এক রাত্রি করি নানাপ্রকার বিলাসে।
স্বাধীনভর্তৃকা দেবী নিজ নাথে ভাষে ॥ ১৮৮
প্রাণনাথ আজি সরোবর উপবনে।
বিহার করিব বলি ইচ্ছা হয় মনে ॥ ১৮৯
শুনিয়া প্রিয়ার বাক্য প্রভু আনন্দিত।
সরোবরতীরে আসি হল্যা উপনীত ॥ ১৯০
কহিছেন প্রভু দেখ প্রাণের প্রেয়সি।
তোমার তনুর তুল্য হয়্যাছে সরসী ॥ ১৯১
তব কেশসম দেখ শৈবাল সুন্দরি।
নয়নের মত ইথে নাচযে শফরী ॥ ১৯২
কলানিধি-প্রতিবিম্ব দেখ জলমাঝে।
সে যেন তোমার মুখ হেনই বিরাজে ॥ ১৯৩
ভুরুর সমান দেখ অলি সারি সারি।
কোকনদে অধরে তুলনা দিতে পারি ॥ ১৯৪
মৃণাল দেখহ তব বাহুর সমান।
পয়োধরে চক্রবাকে তুলনা-বিধান ॥ ১৯৫
তব রোমাবলী হেন ভুজঙ্গী শোভয়।
নিতম্বের মত দেখ দিব্য ঘাট রয় ॥ ১৯৬
রক্ত সন্ধ্যাক যেন তব পদতল।
যৌবন-সমান জল করে ঢল ঢল ॥ ১৯৭
এত কহি তাঁর সনে জলেতে নামিলা।
দুই জনে জল সেচা-সেচী আরম্ভিলা ॥ ১৯৮
অঙ্গরাগ অঙ্গ ছাড়ি কৈলা পলায়ন।
সম্বরিতে না পারেন জানকী বসন ॥ ১৯৯
প্রভু প্রিয়াপয়োধর করি নিরীক্ষণ।
ভাল বলি করিছেন পুষ্পবরিষণ ॥ ২০০
কভু পদ্ম তুলিতে অধিক জলে পড়ি।
ধরিছেন নাথকণ্ঠে জানকী সাঁতরি ॥ ২০১
পাইয়া দুর্লভ সেই প্রিয়া-আলিঙ্গন।
আনন্দ উল্লাসী বড় রঘুমণি-মন ॥ ২০২
তবে পদ্মবনে লুকালুকি আরম্ভিলা।
প্রথমত শ্রীরঘুনন্দন লুকাইলা ॥ ২০৩
বদন বাহিরে রাখি অঙ্গ ডুবাইয়া।
লুকায়্যা আছেন প্রভু কৌতুকী হইয়া ॥ ২০৪
দেখি দেবী বিতর্ক করেন পাই সুখ।
নীলপদ্ম বটে কিবা প্রাণনাথ মুখ ॥ ২০৫
এইমতে বহুবার বিতর্ক করিলা।
নিশ্চয় করিতে কিন্তু কিছুই নারিলা ॥ ২০৬
আঘ্রাণ লইতে তবে করিলা গমন।
অধরে অধরে তবে হইল স্পর্শন ॥ ২০৭
কি ভাগ্য আমার আজি না যায় কথন।
তুমিহ করিলে নিজে আমারে চুম্বন ॥ ২০৮
এত বলি রামচন্দ্র হাসিতে লাগিলা।
জানকী লজ্জাতে অধোবদনা হইলা ॥ ২০৯

তবে লুকাইলা সেই রামের রমণী।
অন্বেষণ করিয়া ফিরেন রঘুমণি ॥ ২১০
পদ্মমাঝে প্রিয়ামুখ শ্রীরাম দেখিলা।
নয়নভঙ্গীতে মাত্র নিশ্চয় করিলা ॥ ২১১
নিকটে যাইয়া প্রভু করেন চুম্বন।
স্থির হয়্যা রহে দেবী গোপন কারণ ॥ ২১২
প্রভু কহিছেন কেন নাহি কহ কথা।
জানিয়াছি আমি আর নাহি পাও ব্যথা ॥ ২১৩
এহ শুনি হাসিছেন জানকী সুখিত।
আলিঙ্গন দেন তাঁরে প্রভু হরষিত ॥ ২১৪
এইরূপ নানাকেলি করিতে করিতে।
বিরহেতে পড়িলেন সীতা আচম্বিতে ॥ ২১৫
কিবা দেখি সেই প্রেমবৈচিত্ত্য-বিলাস।
প্রিয়ের আগেও করে বিরহ প্রকাশ ॥ ২১৬
অগ্রে না দেখিয়া নাথে করে অন্বেষণ।
কণ্ঠেতে থাকিতে মণি যেন খোঁজে বন ॥ ২১৭
প্রেমে অন্ধ হইয়াছে তাহার নয়ন।
খুঁজিলে কি হবে না পাইল প্রাণধন ॥ ২১৮
নিতান্ত তাপিত হলা জনকনন্দিনী।
জল-ছাড়া হল্য যেন শফরী তাপিনী ॥ ২১৯
অতিশয় ম্লান হল্যা শ্রীরামমোহিনী।
শশধরে না দেখিয়া যেন কুমুদিনী ॥ ২২০
মলিন হইল মুখ শুকাল্য হৃদয়।
অশ্রুজলে ভাসিল বদন অতিশয় ॥ ২২১
রামচন্দ্র শুনিছেন পাতিয়া শ্রবণ।
আরম্ভিলা জানকী করিতে বিলাপন ॥ ২২২
প্রাণনাথ আমারে তেজিয়া আচম্বিত।
কোথা গেলে এ কর্ম্মতো বড় অনুচিত ॥ ২২৩
সরোবর-মাঝ একে তাহাতে যামিনী।
কেমনে রাখিয়া গেলে মোরে একাকিনী ॥ ২২৪
অপরাধ কিছু নাহি করিয়াছি আমি।
তবে কেন দুখ দাও তুমি হয়্যা স্বামী ॥ ২২৫
যদি দোষ করি থাকি ওপদে কিঞ্চিৎ।
কহ তবে আর না করিব কদাচিৎ ॥ ২২৬
তুমি প্রাণবন্ধু গুণসিন্ধু দয়াময়।
অনন্য-গতিকে দুখ দেয়া যোগ্য নয় ॥ ২২৭
তোমার বিয়োগে সব হইল অহিত।
শশী হল্য অনল গরল ভৃঙ্গ-গীত ॥ ২২৮
আর কেন মার মোরে তুমি পঞ্চবাণ।
বন্ধুর বিরহে মোর দহিছে পরাণ ॥ ২২৯
কোকিল না কর রব তুমি ঘনেঘন।
দগ্ধদেহে কেন কর লবণ অর্পণ ॥ ২৩০
শশধর তুমি দেখিতেছ এ সংসারে।
কোথা আছে প্রাণনাথ বলহ আমারে ॥ ২৩১
জগত-জীবন বায়ু যাহ সর্ব্বঠাই।
মোর এই দশা কহ প্রাণনাথে যাই ॥ ২৩২
কমলিনী তুমিহ হয়্যাছ মোর সখী।
মোর মত তোমারে দুখিনী করি লখি ॥ ২৩৩
কহ কহ নাথ আছে নিকটে তোমার।
তাঁরে না দেখিয়া প্রাণ দহিছে আমার ॥ ২৩৪
এইরূপ নানামত বিলাপ করিয়া।
আরম্ভিলা ক্রন্দন করিতে ফুকারিয়া ॥ ২৩৫
শুনিতে না পারি প্রভু প্রিয়ার ক্রন্দন।
এক কর বলি করে করিলা ধারণ ॥ ২৩৬
নিজ করে মুছিলা নয়ন-অশ্রুজলে।
শত শত চুম্ব দিলা বদনকমলে ॥ ২৩৭
কহিছেন কেন প্রিয়ে করহ রোদন।
তোমার ক্রন্দনে মোর পুড়িছে জীবন ॥ ২৩৮
রহিয়াছি এই আমি আগেই তোমার।
তবে কেন নিরর্থ বিরহ এপ্রকার ॥ ২৩৯
শুনি নাথবাণী সীতা চেতন পাইলা।
লজ্জা সুখ উভয়েতে ভাসিতে লাগিলা ॥ ২৪০
তবে তাঁরা সরোবর-ঘাটেতে উঠিলা।
সখীগণ দিব্য বস্ত্র আনি যোগাইলা ॥ ২৪১
বস্ত্র পরি দোঁহে দোঁহা করেতে ধরিয়া।
উপবন দেখিছেন ফিরিয়া ফিরিয়া ॥ ২৪২
মনোহর মালা গাঁথি রম্য পুষ্পদলে।
দুইজন দেন সুখে দোঁহাকার গলে ॥ ২৪৩
শ্রীরঘুনন্দন কণ্ঠে মাল্যদানচ্ছলে।
প্রিয়া-স্তন স্পর্শ করিছেন কুতূহলে ॥ ২৪৪
কর্ণিকার-কুসুম কর্ণেতে পরাইলা।
অশোক পুষ্পেতে কেশবেশ বানাইলা ॥ ২৪৫
বিবিধ কুসুমে করি নানা আভরণ।
সাজাইলা জানকীরে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৪৬
এক পুষ্পে মধু পিয়ে প্রিয়াসঙ্গে অলী।
তাহে দেখি দোঁহে মধুপানে কুতূহলী ॥ ২৪৭

আসিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিলা।
সুচতুরা সখী সব মধু আনি দিলা ॥ ২৪৮
প্রিয়াসনে মধুপান কৈলা রঘুপতি।
জানকী হইলা মধুমদে মত্তমতি ॥ ২৪৯
অরুণ হইয়া নেত্র ঘুরে ঘনেঘন।
না সম্বরে অম্বর বোলয়ে এ বচন ॥ ২৫০
শু শু শুন প্রাণপতি, চা চা চাহ মোর প্রতি,
দে দে দেহ পা পা পাণি ধরি।
ঘু ঘু ঘু ঘু ঘুরে ভূমি, ধ ধ ধর মোরে তুমি,
খি খি খির হব কি কি করি ॥ ২৫১
তু তু তুমি কে হে শ্যাম,
না না জা জানিনু নাম,
কে কে কেন নাহি কহ কথা।
স স সখী তোরা কেন, হা হা হাস্য কর হেন,
মো মো মোরে নাহি দাও বাধা ॥ ২৫২
দে দে দেখ সখি অরে,
ম ম মধু ভি ভিতরে,
সী সী সীতা রহে আর জন।
মু মু মুখভঙ্গী ভবে, মো মোরে ইঙ্গিত করে,
দে দে দেখ দুষ্ট আচরণ ॥ ২৫৩
কো কো কোনস্থানে ছিল,
কে কে কে এথা আনিল,
দূ দূ দূর কর সখীগণ।
থা থা থাকে যদি এথা,
দি দি দিবে মোরে ব্যথা,
ভু ভুলাবে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৫৪
এ সকল শুনিয়া প্রিয়ার আলাপন।
দেখি অঙ্গশোভা প্রভু আনন্দিতমন ॥ ২৫৫
কিছুকালে শ্রীজানকী সম্বিৎ পাইলা।
পালঙ্ক-উপরি প্রভু সহিত বসিলা ॥ ২৫৬
কিবা শোভা প্রকাশ হইল সে দোঁহার।
যাহা দেখি সুখী মন ভকতজনার ॥ ২৫৭

এই আদিকাণ্ডকথা করিনু বর্ণন।
শুনহ ইহার অনুক্রমণী এক্ষণ ॥ ২৫৮
আদি পরিচ্ছেদে পুরী অযোধ্যাবর্ণনি।
শ্রীরামচন্দ্রের অবতারের কারণ ॥ ২৫৯
দ্বিতীয়ে প্রভুর মাতৃগর্ভে পরবেশ।
প্রভুর জনমে সবলোকে সুখাবেশ ॥ ২৬০
তৃতীয়েতে বাল্যলীলা-মাধুর্য্যবিস্তার।
তার মধ্যে চূড়াকর্ম্ম আরম্ভ বিদ্যার ॥ ২৬১
চতুর্থেতে বেদপাঠ সখা গুরুসনে।
পূর্ব্বরাগ-আবির্ভাব জানকীর মনে ॥ ২৬২
পঞ্চমেতে সিদ্ধাশ্রমে প্রভুর গমন।
তাড়কা-বিনাশ মারীচাদির দমন ॥ ২৬৩
ষষ্ঠে অহল্যার শাপ হইতে মোচন।
চরণপরশে নারি করিলা কাঞ্চন ॥ ২৬৪
সপ্তমে মিথিলাপুরে প্রভুর গমন।
জনক সহিত বিশ্বামিত্র-সম্ভাষণ ॥ ২৬৫
অষ্টমে প্রভুর হরধনুক-ভঞ্জন।
দশরথে আনিবারে দূত-সম্প্রেরণ ॥ ২৬৬
নবমে অযোধ্যাপতি আইলা মিথিলা।
বিবাহ-উচিত সব মঙ্গল করিলা ॥ ২৬৭
দশমে শ্রীরাম-সীতা-বিবাহমঙ্গল।
বরযাত্র-ভোজনাদি করিলা সকল ॥ ২৬৮
একাদশে অযোধ্যায় প্রভুর গমন।
পথমধ্যে ভার্গবের গর্ব্ব-বিনাশন ॥ ২৬৯
দ্বাদশে শ্রীরাম-সীতা-নবীনসঙ্গম।
পাশাখেলা জলকেলি প্রেমের বিভ্রম ॥ ২৭০
এই আদিকাণ্ড কথা হইল পূরণ।
রামপ্রীতে রামজয় বল বন্ধুজন ॥ ২৭১
ভূইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গান সে রঘুনন্দন ॥ ২৭২

ইতি শ্রীরামরসায়নে আদিকাণ্ডলীলাবর্ণনে রহোবিলাসো নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১২

সমাপ্তা চেয়মাদিকাণ্ডলীলাকথেতি।

নমো ভগবতে রামচন্দ্রায় ধনুর্ব্বাণধরায় রাক্ষসকুলবিনাশনায়।
শ্রীশ্রীরাম জয় জগদীশ জানকীবল্লভ জিতজামদগ্ন্য প্রভো প্রসীদ ॥

শ্রীরামরসায়ন।

অযোধ্যাকাণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকোদ্‌যোগ।

ত্যক্তোপস্থিত-দিব্যরাজ্যমতুলং শোকেঽর্পয়িত্বা জনান্, গত্বা মিত্রগুহং সুমন্ত্রমচিরাৎ প্রস্থাপ্য তাপস্থিকম্। প্রাপ্যাদ্রিপ্রবরং সমেতমনুজং ধৃত্বা নিবর্ত্যাগ্রজম্, যশ্চক্রে বিবিধ বিলাসমচলে তং রামচন্দ্রং ভজে॥ ১

জয় জয় জয় রাম, ভুবন-আনন্দধাম,
বিবিধ-ভব-মোহনচরিত।
বিনয় সৌশীল্য ধৃতি, আদি যত গুণততি,
তাহে বশ কৈলা সব-চিত॥ ২
জনকের আজ্ঞা-বাণী, কৈকয়ীর মুখে শুনি,
ছাড়ি উপস্থিত সিংহাসন।
হয় শোক-শূন্য মনে, জানকী-লক্ষ্মণসনে,
চলি গেলা গহন কানন॥ ৩
তেজিয়া ভূপতিবেশ, কান্দাইয়া সব দেশ,
গুহক-মিতারে সম্ভাষিলা।
সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া, ভরদ্বাজে প্রণমিয়া,
চিত্রকূট পর্ব্বতে রহিলা॥ ৪
পিতার সৎকার করি, লয়্যা সব নরনারী,
ভরত আইলা যবে নিতে।
নানাশাস্ত্র-অনুসারে, প্রবোধ করিয়া তারে,
ফিরি পাঠাইলা স্বপুরীতে॥ ৫
চিত্রকূট-গিরিবনে, জনক-নন্দিনীসনে,
বহুবিধ বিলাস করিয়া।
জয়ন্তের অহঙ্কার, করিলেন ছারখার,
অদ্‌ভুত বাণ প্রকাশিয়া॥ ৬
এ সকল তব কেলি, গান করি সবে মিলি
অন্ত না পাইলা মুনিগণ।
আমি অতি মূঢ়মতি, নাহি তব পদে রতি
কি গাইব শ্রীরঘুনন্দন॥ ৭
জয় জয় বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ জয়।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তচয়॥ ৮
জয় জয় রামচন্দ্র মহেশ-মহিত।
প্রিয়তম-পরিবারসমূহ সহিত॥ ৯
এবে কৃপা করি শুন বৈষ্ণবের গণ।
অযোধ্যাকাণ্ডের লীলা করিব বর্ণন॥ ১০

রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামীত্যুক্তিসুন্দর-গর্জ্জিতৈঃ।
নন্দয়ন শিখিনো লোকান জীয়াদ্দশরথাম্বুদঃ॥ ১১

পুত্র-পুত্রবধূ লয়্যা দশরথরাজ।
অযোধ্যায় পালিছেন প্রজার সমাজ॥ ১২
তাঁর প্রতিপালনের পরিপাটী রীতে।
পরম প্রমোদ-পরিপূর্ণ প্রজাচিতে॥ ১৩ *

---

* রামলীলা অপার অসংখ্য সীমা নাই।
মুই তাহে মহামূর্খ যথাশক্তি গাই॥
পূর্ব্বে জন্মাবধি লীলা বিবাহ পর্য্যন্ত।
রামরসায়নে বর্ণি হয়্যাছিলুঁ ক্ষান্ত॥
পুনর্ব্বার রামচন্দ্র করিলা প্রেরণ।
এ কারণে পরলীলাগানে হৈল মন।
সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী তিঁহ থাকেন অন্তরে।
যে কর্ম্ম করান যারে সেই তাহা করে॥
শুনিবে সকলে মোরে হইয়া সদয়।
কাণ্ডের লীলা করিব বর্ণন * * *

বিশেষত শ্রীরাম-জানকী-দরশনে।
যে সুখ সবার জানে তারাই সে মনে ॥ ১৪
এক দিন রাজ্য লয়্যা পাত্রমিত্রগণে।
বসিয়াছে সভামাঝে দিব্য সিংহাসনে ॥ ১৫
হেনকালে ভরত মাতুল যুধাজিত।
অর্ষ্যকের পুত্র আসি হল্যা উপনীত ॥ ১৬
রাজারে সম্ভাষি সেহ বসিয়া আসনে।
নিবেদন করে কিছু মধুর বচনে ॥ ১৭
পিতা মোরে পাঠাইলা তব সন্নিধানে।
পুন পুন করিয়াছেন আশিষ বিধানে ॥ ১৮
দৌহিত্র দেখিতে তাঁর অতি অভিলাষ।
অতএব আমারে পাঠাল্যা তব পাশ ॥ ১৯
ভরতেরে মোর সঙ্গে দাও পাঠাইয়া।
কিছুদিন পরে পুন আসিবে ফিরিয়া ॥ ২০
এত শুনি দশরথ সাদর অন্তরে।
ভাল ভাল বলি তাঁরে লয়্যা গেলা ঘরে ॥ ২১
নানাভোগ-বিভোগেতে সুখিত হৃদয়ে।
রহিলা সে যুধাজিত দশরথালয়ে ॥ ২২
দিনান্তরে সভামাঝে ভরতে ডাকিয়া।
কহিছেন নরপতি কোলেতে করিয়া ॥ ২৩
কেকয়-রাজের পুত্র মাতুল তোমার।
এস্যাছেন তোহে নিতে ঘরে আপনার ॥ ২৪
মাতামহ-মহাশয় তোমারে দেখিতে।
হয়্যাছেন অতিশয় উৎকণ্ঠিত চিতে ॥ ২৫
অতএব শত্রুঘ্নেরে করিয়া সঙ্গেতে।
কিছুদিন লাগি যাও তাঁহার গৃহেতে ॥ ২৬
যে আজ্ঞা বলিয়া তবে ভরত কুমার।
বিদায় হইতে গেলা নিকটে মাতার ॥ ২৭
শুনি পুত্রযাত্রা-কথা মাতুল-আলয়ে।
কৈকয়ীর হল্য হর্ষ-বিষাদ হৃদয়ে ॥ ২৮
বাপঘরে যাবে পুত্র মনে হয় সুখ।
পুত্রের বিয়োগ লাগি পুন হয় দুখ ॥ ২৯
তথাপি পিতার সুখ হবে মনে মানি।
প্রস্থান করিতে পুত্রে আজ্ঞা কৈল রাণী ॥ ৩০
শ্রীরামের আজ্ঞা লয়্যা হরষিতমনে।
যাত্রা কৈলা ভরত শত্রুঘ্ন শুভক্ষণে ॥ ৩১
পিতার পদেতে পড়ি প্রণাম করিল।
রাজা কোলে করি শির-আঘ্রাণ লইলা ॥ ৩২
গদগদ স্বরে কিছু ভরতে শিখান।
সর্ব্বদা থাকিবে বাপ পথে সাবধান ॥ ৩৩
শত্রুঘ্ন যাইছে স্নেহে তোমার সহিত।
আত্মবৎ সর্ব্বত্র রাখিবে স্নিগ্ধচিত ॥ ৩৪
মাতামহ মহাশয় অর্ষ্যক ভূপতি।
দেবতার তুল্য তাঁরে করিবে ভকতি ॥ ৩৫
মাতুলেরে মোর মত সতত মানিবে।
মাননীয় মনুষ্যের সম্মান করিবে ॥ ৩৬
বেদবিজ্ঞ বিপ্রবর্গে করিবে বন্দন।
তা-সবার সাদরেতে শুনিবে বচন ॥ ৩৭
ব্রাহ্মণ-সেবাতে হয় ঐশ্বর্য্য সম্পদ।
কল্যাণ কামনা-সিদ্ধি কমনীয় পদ ॥ ৩৮
প্রজাহিত লাগি যত দেবতার গণ।
বিপ্ররূপে ভূতলে করেন আগমন ॥ ৩৯
তাঁহাদিগে শুদ্ধভাবে করিবে সেবন।
ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র করিবে শিক্ষণ ॥ ৪০
আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ নৃত্য বাদ্য গান।
রথ-গজ বাজিপৃষ্ঠে করিবে সন্ধান ॥ ৪১
শিল্পশাস্ত্র সকল শিখিবে সযতনে।
না গোঁয়াবে বৃথা আলস্যেতে এক ক্ষণে ॥ ৪২
কভু নাহি কহিবে কাহেও কটুবাণী।
এক দুষ্টবাক্যে সব গুণে করে হানি ॥ ৪৩
গিরিব্রজে যত দিন নিবাস করিবে।
মধ্যে মধ্যে দূত দ্বারা বার্ত্তা পাঠাইবে ॥ ৪৪
বহুত বিলম্ব নাহি করিবে সেখানে।
এত কহি অশ্রু ঝরে নৃপের নয়ানে ॥ ৪৫
পিতৃপদে পুন তিঁহ করিয়া বন্দন।
শত্রুঘ্ন সহিত গেলা মাতৃনিকেতন ॥ ৪৬
কৈকয়ী কৌশল্যা আর সুমিত্র চরণে।
প্রণাম করিয়া গেলা রামের ভবনে ॥ ৪৭
ভরত শত্রুঘ্ন রামে প্রণাম করিলা।
বাহু পসারিয়া প্রভু ভাই কোলে নিলা ॥ ৪৮

পুত্রবধু-পুত্র লয়্যা দশরথ রাজা।
অযোধ্যানগরে সুখে পালিছেন প্রজা ॥
তাঁর প্রতিপালনের পরিপাটী-গুণে।
পরমপ্রমোদপরিপূর্ণ প্রজাগণে ॥

আজ্ঞা লয়া শ্রীভরত রথে আরোহিলা।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ পাছে রথেতে চলিল॥ ৪৯
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি পুরবাসী জন।
দুইক্রোশাবধি সবে করিলা গমন॥ ৫০
সুশীল ভরত রথ হইতে নামিয়া।
কহিছেন রামে করযুগল যুড়িয়া॥ ৫১
আর দূরে বৃথা প্রভু না কর গমন।
গৃহেতে প্রস্থান কর লয়া সব জন॥ ৫২
ভৃত্য বলি মনেতে রাখিবে দুইজনে।
অধিক কি নিবেদিব ও রাঙ্গা চরণে॥ ৫৩
এত কহি রামে পুন কৈলা নমস্কার।
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈলা পুরস্কার॥ ৫৪
শ্রীভরত লক্ষ্মণেরে কৈলা আলিঙ্গন।
শত্রুঘ্ন করিলা রাম-লক্ষ্মণে বন্দন॥ ৫৫
বিপ্রে পরনাম করি বন্ধু সম্ভাষিয়া।
ভরত শত্রুঘ্ন রথে আরোহিলা গিয়া॥ ৫৬
রামচন্দ্র অযোধ্যাতে প্রবেশ করিলা।
সেনাসঙ্গে শ্রীভরত পথেতে চলিলা॥ ৫৭
নানামত নদ নদী নগর কানন।
যাইতে যাইতে পথে করেন দর্শন॥ ৫৮
হস্তিনাপুরেতে গিয়া গঙ্গা উত্তরিলা।
পাঞ্চাল দেশেতে নানা নগর দেখিলা॥ ৫৯
কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নানাহ্রদকূলে।
দেখি উপস্থিত হল্যা শরদণ্ডাকূলে॥ ৬০
তারে পার হয়্যা গেলা ভূলিঙ্গানগর।
ক্রমেতে পাইলা গিরিব্রজ পুরবর॥ ৬১
সসৈন্যেতে থাকি তবে পুরবহির্ভাগে।
দূত পাঠাইয়া দিলা মাতামহ-আগে॥ ৬২
ভরতের আগমন শুনি নৃপবর।
হইল পরমানন্দ-সম্পূর্ণ অন্তর॥ ৬৩
চন্দনের জলে পথ সকল সিঞ্চিলা।
আকাশেতে নানাবর্ণ পতাকা রোপিলা॥ ৬৪
জলপূর্ণ কলস রাখিলা প্রতিদ্বারে।
কোমল কদলীবৃক্ষ রোপে পথধারে॥ ৬৫
পুরোহিত আর এক সুন্দর দন্তীরে।
আগে করি চলে রাজা পুরের বাহিরে॥ ৬৬
বাদ্য বাজে নাচয়ে নর্ত্তকী কুতূহলে
পরম সুন্দরী বেশ্যা যুথে যুথে চলে॥ ৬৭

নিকটেতে উপস্থিত কেকয় নৃপতি।
ভরত শত্রুঘ্ন তাঁরে করিলা প্রণতি॥ ৬৮
কোলে করি রাজা দোঁহে আনন্দে বিহ্বল।
মস্তক আঘ্রাণ করি পুছিলা কুশল॥ ৬৯
বিপ্র-গুরুবর্গে তাঁরা প্রনাম করিয়া।
গিরিব্রজ নগরেতে প্রবেশিলা গিয়া॥ ৭০
ভরত-শত্রুঘ্ন দেখি সে নগরলোক।
প্রেমানন্দে ভুলি গেলা সব দুঃখ শোক॥ ৭১
অন্তঃপুরে মাতামহী মাতুলী সকলে।
দুইভাই প্রণমিলা পড়ি পৃথ্বীতলে॥ ৭২
পরম সুখেতে দোঁহে মাতামহ-ঘরে।
থাকি নানামত বিদ্যা অধ্যয়ন করে॥ ৭৩
কিছু কাল পরেতে ভরত মহাশয়।
এক দূত পাঠাইলা পিতার আলয়॥ ৭৪
তার মুখে শুনি সবে ভরতবৃত্তান্ত।
পরম আনন্দে মগ্ন হইলা নিতান্ত॥ ৭৫
দূতের সম্মান করি ভূপতি পাঠালা।
অযোধ্যার শুভ শুনি তাঁরা সুখ পালা॥ ৭৬
এই মতে ভরত-শত্রুঘ্ন দুই জন।
মাতামহ গৃহেতে রহিলা সুখিমন॥ ৭৭

এখানে অযোধ্যামাজ, দশরথ নৃপরাজ,
লয়া আছে শ্রীরাম কুমারে।
দেখিয়া সে চাঁদমুখ, দূরে যায় সব দুখ,
ভাসে সদা আনন্দ-পাথারে॥ ৭৮
পিতৃ-অভিলাষ জানি, রঘুকুলচূড়ামণি,
সাবধানে করে সব কর্ম্ম।
দশরথ তাহা দেখি, হয়্যা অতিশয় সুখী,
নিশ্চিন্ত হইয়া করে কর্ম্ম॥ ৭৯
যে কালেতে পুরবাসী, নৃপের নিকটে বসি,
শ্রীরামচন্দ্রের গুণ গায়।
সে সকল কথা শুনি, আপনাকে ধন্য মানি,
সিক্ত হয় অমৃত ধারায়॥ ৮০
গুরুবর্গ বিপ্রগণ, আরযত মান্য জন,
বন্ধু মন্ত্রী পুর-দেশবাসী।
শ্রীরামের গুণগণে, দুঃখ-বন্ধু নাহি জানে,
আনন্দ-সমুদ্রে রহে ভাসি॥ ৮১
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, [illegible]র বিন্দুপরশনে,
এ তিন ভুবন সুখী হয়।

সেই সে পরম ধাম, সুখঘনমূর্ত্তি রাম
এ কথা অদ্ভুত তাহে নয় ॥ ৮২
এইত পরম সুখ হয় অযোধ্যায়।
পরম পরম সুখ পুন আলা তায় ॥ ৮৩
অমৃতের মহানদী যেন বহি যায়।
তাহে পুন বন্যা আসি ভুবন ভাসায় ॥ ৮৪
সেনই আনন্দময় রামলীলা-প্রথা।
তাহে পুন আলা রাজ্য-অভিষেক কথা ॥ ৮৫
ইচ্ছা হয় সব কথা একক্ষণে গাই।
কি করিব বিধি বহু বক্ত্র দিল নাই ॥ ৮৬
যদি আয়ু দেন রাম বাক্য বুদ্ধি বল।
কালেতে হইবে তবে অভীষ্ট সফল ॥ ৮৭
রামে লোকাতীত গুণ দেখিয়া ভূপতি।
প্রজাদের অতি অনুরাগ দেখি তথি ॥ ৮৮
আনন্দিত হয়্যা সদা ভাবে মনে মনে।
রাজ্যে বসাইব কবে মোর রামধনে ॥ ৮৯
মোর প্রতি বিধি অনুকল কি হইব।
সিংহাসন-উপবিষ্টে রামেরে দেখিব ॥ ৯০
যদি হয় মোর এই অভীষ্ট পূরণ।
ব্রাহ্মণেতে দিব তবে অগণিত ধন ॥ ৯১
অবিলম্বে মোর ভাগ্যে হেন কি হইবে।
রামহ বাঁচিতে রাম-দোহাই ফিরিবে ॥ ৯২
সমুদায় রাজ্যখণ্ড দিয়া রামধনে।
তপস্যা করিব তবে গিয়া তপোবনে ॥ ৯৩
এইরূপ অভিপ্রায় রাজার জানিয়া।
পুরোহিত মন্ত্রিগণ একত্রে মিলিয়া ॥ ৯৪
প্রজাগণ সহিতে মন্ত্রণা সবে করি।
একদিন প্রাতে আলা সভার ভিতরি ॥ ৯৫
রাজারে সম্বোধি সবে মৃদু মৃদু কয়।
চন্দ্রবদনে যেন সুধা ধারা উগারয় ॥ ৯৬
মহারাজ মোরা কিছু কবি নিবেদন।
কর পাতি একবার করহ শ্রবণ ॥ ৯৭
তুমি হও ভূমিপতি-চক্র-চূড়ামণি।
তোমার তুলনাপাত্র তুমিহ আপনি ॥ ৯৮
সুখভোগ তেজি নবসহস্র বৎসর।
পালন করিলে তুমি রাজ্য নিরন্তর ॥ ৯৯
প্রজাগণ সতত সকলে পায় সুখ।
স্বপ্নেতেও কভু নাহি জানে কোনো দুখ ॥ ১০০
সম্প্রতি সবার মনোরথ এই মনে।
রাম-অভিষেক হয় রাজসিংহাসনে ॥ ১০১
শ্রীরাম করেন রাজ্যখণ্ডের পালন।
দেখিয়া সকলে হয় আনন্দিতমন ॥ ১০২
আপুনি নিশ্চিন্ত হয়্যা সুখিতহৃদয়ে।
নানাযজ্ঞ করি তোষ ত্রিদশ-সঞ্চয়ে ॥ ১০৩
এ বাক্য শুনিয়া রাজা সুখিতমানসে।
সিক্ত হলা তরু যেন বহু সুধারসে ॥ ১০৪
তথাপি বুঝিতে সবাকার অভিলাষ।
কঠিন বচন রাজা করিছে প্রকাশ ॥ ১০৫
তপ্তবক্ষ জল পায়্যা সুশীতল হয়।
তথাপি উগারে বাষ্প যেন অতিশয় ॥ ১০৬
উৎকর্ণ হৈল রাজা হেন শুনি সে ভাষণ।
সুখী হৈলা তভু কহে কঠিন বচন ॥ ১০৭
আর এক অভিলাষ আছে তাঁর মনে।
তৃপ্ত নাহি হয় রাজ-সাদগুণ্য শ্রবণে ॥ ১০৮
বিরুদ্ধ বলিলে কবে রামের সদ্‌গুণ।
বাষ্প দেখি যেন লোক পানী দেয় পুন ॥ ১০৯
তবে মোর জুড়াইবে তনু প্রাণ মন।
এত ভাবি রাজা কহে কঠিন বচন ॥ ১১০
কি দোষ দেখিলে মোর প্রজার পালনে।
পুত্রঅভিষেক-কথা কহ কি কারণে ॥ ১১১
অধর্ম্মেতে কাহারো না হরিয়াছি ধন।
না করিনুঁ কাহারে না কোথায় পালন ॥ ১১২
রাজার বচন শুনি রোষ শঙ্কা করি।
কহিছেন সবে রাম-সদ্‌গুণলহরী ॥ ১১৩
আচম্বিতে যেন গৃহে খদ্যোত দেখিয়া।
অগ্নি মানি তাহে দেয় সলিল ঢালিয়া ॥ ১১৪
মহারাজ শুন মো-সবার অভিলাষ।
তোমাতে না দেখি কোনো দোষের সংবাস ॥
তোমার সমান রাজা এ তিন ভুবনে।
হয় নাই হবে নাই নাহিক এক্ষণে ॥ ১১৬
তথাপি রামের গুণে সবাকার মন।
আকর্ষয়ে যেন লৌহে চুম্বক-রতন ॥ ১১৭
অতএব তাহে কারো না হয় দূষণ।
মণি পাশে যায় লৌহ অবশ যেমন ॥ ১১৮
রামের গুণের কথা একক বদনে।
কোন্ জন কত কালে কহিবে কেমনে ॥ ১১৯

সুশ্লাঘ্য শরীর তাহে নানা সুলক্ষণ।
জগত-নয়নানন্দ-জনক দর্শন ॥ ১২০
শরীরের তেজে কোটি সূর্য্য লজ্জা পায়।
প্রভাব দেখিয়া অরি দূরেতে পলায় ॥ ১২১
বলের তুলনা দিতে নাহি ত্রিলোকীতে।
নবীন বয়স দেখি সুখ পাই চিতে ॥ ১২২
সংস্কৃতাদি নানাবিধ ভাষায় বিদ্বান।
বাক্য সত্য রাখিতে তেজিতে পারে প্রাণ ॥১২৩
বচনপ্রবাহ শুনি সুধায় মক্ষিত।
বেদাগম-পুরাণেতে পরম পণ্ডিত ॥ ১২৪
বুদ্ধির বৈচিত্রী বোধগম্য নাহি হয়।
প্রতিভা প্রকাশ করি মনে নাহি লয় ॥ ১২৫
বিদগ্ধ চতুর দক্ষ সব কর্ম্মজালে।
উপকার বিস্মৃত না হন কোনকালে ॥ ১২৬
চঞ্চল না হয় কভু প্রতিজ্ঞা-বচন।
দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনে বিচক্ষণ ॥ ১২৭
শাস্ত্র অনুসারে সব কর্ম্ম-আচরণ।
কোনোমতে নাহি দেখি দোষের স্পর্শন ॥ ১২৮
জিতেন্দ্রিয় স্থির ক্লেশ সহনস্বভাব।
ভূমি লজ্জা পায় দেখি ক্ষমার প্রভাব ॥ ১২৯
পারাবার হতো দেখি গাম্ভীর্য্য উত্তম।
বলির সমান কিবা ধৈর্য্য মনোরম ॥ ১৩০
অরি মিত্র উদাসীন সহিত সমান।
কল্পতরু-কামধেনু-লজ্জ কর দান ॥ ১৩১
যযাতি রাজার সম ধর্ম্ম-আচরণ।
শৌর্য্যে পরাজয় পাল্য ভৃগুর নন্দন ॥ ১৩২
আত্মদুঃখ হৈতে পর-দুঃখে দুঃখভান।
মাননীয়-মাননাতে আপন সমান ॥ ১৩৩
সুকোমল-চরিত্র বিনীত লজ্জাবান।
আশ্রিত জনেতে সদা অভয়-প্রদান ॥ ১৩৪
সেবকসুহৃৎ প্রীতিমাত্র হন বশ।
সকলের হিতকারী প্রতাপী সুযশ ॥ ১৩৫
এইত করিলুঁ কিছু গুণের কথন।
সুধার সাগরে যেন বিন্দু পরশন ॥ ১৩৬
এ সকল গুণে বশ হয়্যা প্রজাগণ।
রাম রাজা হন এই সবে করে মন ॥ ১৩৭
বাল বৃদ্ধ যুবা যত নরনারী জন।
রামরাজ্য লাগি সবে করয়ে প্রার্থন ॥ ১৩৮

মহারাজ হও দাতা কল্পদ্রু যেমন।
পূর্ণ কর সবাকার এইত প্রার্থন ॥ ১৩৯
যত পুত্রগুণ শুনে দশরথ রায়।
অনন্দ-নদীতে তত ভাসি ভাসি যায় ॥ ১৪০
প্রকাশিল স্তম্ভ স্বেদ পুলক প্রচুর।
গদগদ কণ্ঠে কহে মধুর মধুর ॥ ১৪১
আজি হইলাম আমি ধন্য পৃথিবীতে।
মোর সম ভাগ্যবান না পাই দেখিতে ॥ ১৪২
আজি মোর দিবস হইল সুপ্রভাত।
সফল হইল বিপ্র-পদে প্রণিপাত ॥ ১৪৩
যেরূপ মধুর কথা শুনালো আমারে।
ইহা পরিশোধ আমা হতো নাহি পারে ॥ ১৪৪
রাম-অভিষেক লাগি আমার হৃদয়।
নিরবধি উৎকণ্ঠিত আছে অতিশয় ॥ ১৪৫
তোমাদের হেন মত না জানি আশয়।
প্রকাশিতে না পারিয়াছিলুঁ স্বহৃদয় ॥ ১৪৬
ভাল হল্য হল্য একহৃদয় সবার।
বিলম্ব উচিত কোনমতে নহে আর ॥ ১৪৭
এত বলি বামদেব-বশিষ্ঠেরে কন।
কৃপা করি সহায় হইবে দুইজন ॥ ১৪৮
তোমাদের সকরুণ কটাক্ষ বিহনে।
হইবে এ মনোরথ সফল কেমনে ॥ ১৪৯
এই চৈত্রমাসে শুভদিনে শুভক্ষণে।
অভিষেক কর রামে রাজসিংহাসনে ॥ ১৫০
দৈবজ্ঞ ডাকিয়া কর দিন নিরূপণ।
দ্রব্য আয়োজনে জনে কর নিয়োজন ॥ ১৫১
আসিয়া দৈবজ্ঞ দিন দেখি নৃপে কয়।
মহারাজ কল্য অতি শুভক্ষণ হয় ॥ ১৫২
কল্য শুভঙ্কর পুষ্যানক্ষত্র হইবে।
শ্রীরামের অভিষেক তাহাতে করিবে ॥ ১৫৩
শ্রীবশিষ্ঠ বলেন উত্তম সেই হয়।
শুভকার্য্যে বিলম্ব উচিত কভু নয় ॥ ১৫৪
এত কহি বশিষ্ঠ বলেন মন্ত্রিগণে।
শুন শুন সকলেতে সাবধান-মনে ॥ ১৫৫
দধি দুগ্ধ ঘৃত আর গোমূত্র গোময়।
শুক্ল পুষ্প শুক্ল মালা মধু লাজচয় ॥ ১৫৬
ধৌত নববস্ত্র শুক্ল ব্যজন চামর।
শ্বেতধ্বজ হেমদণ্ড ছত্র সুপাণ্ডর ॥ ১৫৭

ধান্য দূর্ব্বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম নানা আভরণ ।
সুবর্ণ রজত আর বিবিধ রতন ॥ ১৫৮
পরিপূর্ণ করি দিয়া নানাতীর্থ বারি ।
কাঞ্চন-কল্পিত কুম্ভ রাখ সারি সারি ॥ ১৫৯
সর্ব্বৌষধি আদি আর শুভ দ্রব্য যত ।
সাবধানে কর আজি প্রস্তুত তাবত ॥ ১৬০
নগরের অলঙ্কার কর সুশোভন ।
ভূষিত হইবে পুরবাসী সবজন ॥ ১৬১
রাজদ্বারে শুক্লবর্ণ রাখ তুরঙ্গম ।
চারিদন্ত শ্বেত এক হস্তী মনোরম ॥ ১৬২
দিব্য রথ রাখ দ্বারে সুসজ্জ করিয়া ।
নানামত অস্ত্রশস্ত্র সুন্দর মাজিয়া ॥ ১৬৩
কোটি কোটি যোদ্ধাগণ শুভ্র বেশ করি ।
দাণ্ডাইয়া রবে দ্বারে দিব্য অস্ত্র ধরি ॥ ১৬৪
নগরে আছয়ে যত দেবতার গণ ।
অধিক করিয়া হবে সবার পূজন ॥ ১৬৫
রাষ্ট্রবাসি-রাজগণে কর নিমন্ত্রণ ।
শীঘ্র আসিবেন সবে লয়া উপায়ন ॥ ১৬৬
এইরূপ শুনিয়া শ্রীবশিষ্ট-বচন ।
দ্রব্য আয়োজন করে যত ভৃত্যগণ ॥ ১৬৭
মহারাজা আজ্ঞা করে সুমন্ত্রে সাদরে ।
শ্রীরামচন্দ্রেরে এথা আনহ সত্বরে ॥ ১৬৮
সুমন্ত্র সানন্দে শুনি সেইত বচন ।
শ্রীরঘুনন্দন-পাশে করিল গমন ॥ ১৬৯
পিতৃ-আজ্ঞা পায়া প্রভু প্রমুদিতমন ।
রথে চটি সভামাঝে করিলা গমন ॥ ১৭০
দূর হতো দশরথ দেখিয়া নন্দনে ।
সুখী হলা সিন্ধু যেন ইন্দুদরশনে ॥ ১৭১
সভাজন সবে করে রাম নিরীক্ষণ ।
তৃষিত চাতক যেন দেখি নবঘন ॥ ১৭২
জনকের দরশন যে স্থানে হইলা ।
সেই স্থানে রথ হতো শ্রীরাম নামিলা ॥ ১৭৩
পিতার পদেতে প্রভু প্রনাম করিলা ।
প্রেমে পরিপূর্ণ পৃথ্বীপতি কোলে নিলা ॥ ১৭৪
রাজার আজ্ঞায় তবে সুবর্ণ আসনে ।
বসিলা শ্রীরাম যেন জলদ গগনে ॥ ১৭৫
সেই রাম মেঘরাজ, সভা-আকাশের মাজ,
সুমন্ত্র-সমীর-সঙ্গ বলে ।
উদয় করিলা আসি, ভূষণের প্রভা-রাশি,
সৌদামিনী করে ঝলমলে ॥ ১৭৬
তাহে মুক্তামালাপাঁতি, সুললিত বকপাঁতি,
মৃদুবাক্য মধুর গর্জ্জন ।
সেই মেঘে আগে দেখি, সব লোক-নেত্রশিখী,
আনন্দেতে করয়ে নর্ত্তন ॥ ১৭৭
সুখ-জল বরিষণে, হৃদয়-সরসী-গণে,
সেই জলধর ভাসাইল ।
পরিমাণ না পাইয়া, সেই জল উচ্ছলিয়া
ঘর্ম্মচ্ছলে বাহিরে আইল ॥ ১৭৮
সিক্ত হলা তনু-শাখী, পুলক-অঙ্কুর দেখি
পরাণ-চাতক উলসিত ।
মন-মীন সেই জলে, ভাসিয়া ভাসিয়া বুলে
সব তাপ হলা পরাজিত ॥ ১৭৯
সেই মেঘে বড় এক, অদ্ভুত পরতেক
দেখি পূর্ণশশী শ্রীলক্ষ্মণ ।
শ্রীরঘুনন্দন কয় এহতো বিচিত্র নয়,
সে জলদ আশ্চর্য্য-ভবন ॥ ১৮০
দশরথ আনন্দিত দেখিয়া নন্দনে ।
নিজ প্রতিবিম্ব যেন দেখিয়া দর্পণে ॥ ১৮১
শ্রীরামে কহিতে নৃপ কৈলা আরম্ভণ ।
শুন শুন বাপ কিছু আমার বচন ॥ ১৮২
রাজ্য ভোগ কৈলুঁ আমি অনেক দিবস
উপস্থিত হলা এবে বার্দ্ধক বয়স ॥ ১৮৩
নানাযজ্ঞে দেব-ঋণে পাইলাম ত্রাণ ।
ঋষি ঋণে মুক্ত হৈলুঁ করি বেদগান ॥ ১৮৪
একমাত্র অবশিষ্ট পিতৃ-ঋণ ছিল ।
তোমা-ধন হতো তাও বিমুক্ত হইল ॥ ১৮৫
বিমুক্ত হয়াছি এইমতে ঋণত্রয়ে ।
বহু ভোগে হইয়াছে বৈরাগ্য বিষয়ে ॥ ১৮৬
আর কিছু কৃত্য মোর নাহি ত্রিভুবনে ।
একমাত্র অভিলাষ আছে মোর মনে ॥ ১৮৭
সেই মোর কথা শুনি কর অঙ্গীকার ।
সন্দিগ্ধ হইয়া না করিবে পরিহার ॥ ১৮৮
জন্মিয়াছ তুমি জ্যেষ্ঠ পত্নীর কুক্ষিতে ।
সব পুত্র হতো বড় বয়স গণিতে ॥ ১৮৯
বন্ধু মন্ত্রী ভৃত্য পুরবাসী দেশবাসী ।
তব অভিষেক লাগি সবে অভিলাষী ॥ ১৯০

অতএব বসাইব তোঁহে সিংহাসনে।
চিরদিন অভিলাষ সাফল্য কারণে ॥ ১৯১
কি কবি হইব রাজা জনক থাকিতে।
ইহা বলি সন্দেহ না কর কভু চিতে ॥ ১৯২
আমাদের কুলধর্ম্ম প্রসিদ্ধ ভুবনে।
পুত্রে রাজ্য দিয়া সব রাজা যায় বনে ॥ ১৯৩
অতএব তোঁহে রাজ্যে অভিষেক করি।
সেবিব শ্রীনারায়ণে যাইয়া বদরী ॥ ১৯৪
পরমায় হল্য নয়সহস্র বৎসর।
প্রায় জরা-জীর্ণ হল্য এই কলেবর ॥ ১৯৫
জনমনক্ষত্রে মোর তিন গ্রহ ক্রুর।
ভোগ করিতেছে রাহু কুজ আর সুর ॥ ১৯৬
দৈবজ্ঞেরা কহে হল্যো এ সব লক্ষণ।
কভু নাহি দেহে রহে প্রাণীর জীবন ॥ ১৯৭
বিশেষত রাত্রিশেষে নানাদুঃস্বপন।
দেখি বোধ হইতেছে নিকট মরণ ॥ ১৯৮
কভু স্বপ্নে দেখি যেন মস্তক-উপর।
বংশ গুল্ম লতা বৃক্ষ হৈল বহুতর ॥ ১৯৯
প্রেত কাক বৃকবাদি করে আবরণ।
ক্রোধে পিতৃলোক কভু করেন ভৎর্সন ॥ ২০০
ভস্ম পঙ্ক কূপ আর জল পঙ্কময়।
এ সকলমাঝে কভু পরবেশ হয় ॥ ২০১
নদীর তরঙ্গে কভু ভাসি ভাসি যাই।
তৈল ঘৃত মাখি কভু কভু তাহা খাই ॥ ২০২
চণ্ডালাদি লোকে কভু করয়ে বন্ধন।
বমন করিয়ে কভু লভিয়ে কাঞ্চন ॥ ২০৩
দেখি চন্দ্র সূর্য্য তারা দন্তের পতন।
প্রদীপ নির্ব্বাণ কভু গিরি-বিদারণ ॥ ২০৪
রক্ত পুষ্পমালা পরি হয়্যা বিবসন।
দক্ষিণ মুখেতে কভু করিয়ে গমন ॥ ২০৫
এইরূপ বহুবিধ দেখি কুস্বপন।
উল্কাপাত ভূমিকম্প হয় ঘনেঘন ॥ ২০৬
এ সকল উপদ্রব দেখিয়া শঙ্কিত।
তোঁহে রাজ্যে অভিষেক করিব ত্বরিত ॥ ২০৭
যদ্যপিহ হও তুমি স্বভাবে বিনীত।
তথাপি পিতারে শিক্ষা করাত্যে উচিত ॥ ২০৮
নানামত নীতিশাস্ত্র করি বিবেচন।
সাবধানে সদা কর প্রজার পালন ॥ ২০৯

মন্ত্রিজনে অনুরাগ না করিবে হীন।
অমাত্য করিবে শুদ্ধ সুবুদ্ধি কুলীন ॥ ২১০
দুষ্ট মন্ত্রী হল্যে উপস্থিত হয় ত্রাস।
বুদ্ধিহীন মন্ত্রী হল্যে হয় সর্ব্বনাশ ॥ ২১১
কদর্য্য মন্ত্রীর সঙ্গে হয় নানাদোষ।
উত্তম অমাত্য হল্যে সকলের তোষ ॥ ২১২
মন্ত্রিবুদ্ধি ভেদ করে শত্রুপক্ষ জনে।
সে বিষয়ে সদা রবে সাবধান মনে ॥ ২১৩
শত্রু-মিত্র-উদাসীন-চরিত্র জানিবে।
যথাকালে সন্ধি আর বিগ্রহ করিবে ॥ ২১৪
স্ববল-লাঘবে সন্ধি করিতে উচিত।
শত্রুবলহানি কালে যুদ্ধ প্রশংসিত ॥ ২১৫
অধিক নিদ্রার বশ কভু না হইবে।
শেষরাত্রে জাগি কার্য্য-ভাবনা করিবে ॥ ২১৬
একা নাহি কদাচিত করিবে মন্ত্রণা।
নিশ্চয় না হয় তাহে কেবল ভাবনা ॥ ২১৭
বহুজন মন্ত্রণা কালেতে ভাল নয়।
সে মন্ত্রণা কোনোমতে গুপ্ত নাহি রয় ॥ ২১৮
সিদ্ধ না হইলে কর্ম্ম স্পষ্ট না করিবে।
লক্ষ মূর্খ দিয়া এক পণ্ডিত কিনিবে ॥ ২১৯
পুরোহিত-পদেতে রাখিবে সদা মন।
তাঁর অনুগ্রহে হয় বিপদ মোচন ॥ ২২০
চিকিৎসা-নিপুণ সুচরিত স্নেহযুক্ত।
ঔষধকরণে বৈদ্য করিবে নিযুক্ত ॥ ২২১
অপূর্ব্ব গণক সদা নিকটে রাখিবে।
জয়কাল জানি যাত্রা যুদ্ধেতে করিবে ॥ ২২২
গড়মধ্যে ধন ধান্য অস্ত্র যন্ত্র জল।
পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে এ সকল ॥ ২২৩
দূত পাঠাইয়া শত্রুচরিত্র জানিবে।
সুবুদ্ধি ধার্ম্মিক জনে দৌত্যে নিয়োজিবে ॥ ২২৪
উত্তম মধ্যম নীচ যে যেমত জন।
উপযুক্ত কার্য্যে তারে করিবে প্রেরণ ॥ ২২৫
শূর বলবান যুবা যুদ্ধে নিয়োজিবে।
সেনাপতি শূর নিজ-সমান করিবে ॥ ২২৬
সৈন্যমধ্যে প্রধানেরে করিবে সম্মান।
সেনাগণে কালে কর্যা বেতন প্রদান ॥ ২২৭
কোনোকার্য্য করে যদি কেহ সমাধান।
করিবে সুন্দর মতে তাহার সম্মান ॥ ২২৮

তোমার কার্য্যেতে যেবা ত্যজিবে জীবন।
তার পত্নী-পুত্রাদিকে করিবে পোষণ ॥ ২২৯
শত্রু যদি কভু আসি মাগয়ে শরণ।
পুত্রের সমান তারে করিবে রক্ষণ ॥ ৩০
শত্রু-নৃপ-জয় যবে বাসনা করিবে।
ধন দিয়া তার সৈন্যে ভেদ জন্মাইবে ॥ ২৩১
নিজ ভক্ষ্য পেয় আদি যত দ্রব্যগণ।
নিযুক্ত করিবে তাহে সুবিশ্বস্ত জন ॥ ২৩২
আত্মজন পরজন হৈতে আপনায়।
অন্তঃপুরে বাহিরে রাখিবে সাবধান ॥ ২৩৩
গজ বাজী রথ অস্ত্র দার ভাণ্ডাগার।
এ সকলে ভাললোকে দিবে অধিকার ॥ ২৩৪
মদ্য-পান দ্যূত-ক্রীড়া যুবতি-সঙ্গতি।
এ সকলে না করিবে অধিক আরতি ॥ ২৩৫
আয়ের অর্দ্ধেক ধন করিবে সদ্ব্যয়।
অবশ্য রাখিতে হয় কিঞ্চিত সঞ্চয় ॥ ২৩৬
পুরাতন ভৃত্যে কিছু না দেখিয়া দোষে।
কর্ম্মচ্যুত না করিবে লোভে কিম্বা রোষে ॥ ২৩৭
কৃষক জনেতে খাদ্য বীজ কালে দিবে।
জলশূন্য স্থানে সরোবর খোদাইবে ॥ ২৩৮
যদি দণ্ড্য পুত্র হয় সাহ না থাকিবে।
বিপক্ষ অদণ্ড্য হলো দণ্ড না করিবে ॥ ২৩৯
ক্রোধ লোভ কিম্বা আত্ম-সুখের লাগিয়া।
আশ্রিত জনার বৃত্তি না লবে হরিয়া ॥ ২৪০
সাধু জনে চোর বলি লোভে না বধিবে।
ধন পায়্যা চোরে সাধু বলি না ছাড়িবে ॥ ২৪১
দূরদেশী শিল্পী বণিকাদি যত জন।
তাহাদের দ্রব্য লবে দিয়া যোগ্য পণ ॥ ২৪২
অন্ধ মূক পঙ্গু আদি যত দুঃখী জন।
পিতার সমান সবে করিবে রক্ষণ ॥ ২৪৩
ব্রাহ্মণচরণে সদা করিবে সেবন।
তারা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের কারণ ॥ ২৪৪
তাঁহাদের পাশে ধর্ম্ম অধর্ম্ম জানিবে।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষের বৃত্তান্ত শুনিবে ॥ ২৪৫
নানাযজ্ঞ করি দেবগণেরে তুষিবে।
মিষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণেরে সদা ভুঞ্জাইবে ॥ ২৪৬
ব্রাহ্মণবদনে যেন খান নারায়ণ।
তেন যজ্ঞাহুতি নাহি করেন ভোজন ॥ ২৪৭

গুরু মান্য জ্ঞানী জনে করিবে মানন।
জ্ঞাতি বন্ধু সকলেরে করিবে পালন ॥ ২৪৮
নিদ্রা তন্দ্রা ভয় ক্রোধ আর দীর্ঘসূত্র।
মৃদুতা এ ছয় দোষে না রাখিবে পুত্র ॥ ২৪৯
আপুনি করিবে ধর্ম্ম শিখাইবে লোকে।
তবে সুখ পাবে ইহলোকে পরলোকে ॥ ২৫০
ধর্ম্ম শিক্ষা না করায়্যা যেই কর লয়।
সে রাজারে প্রজাপাপ ভুঞ্জিবারে হয় ॥ ২৫১
প্রজা পালে যেই রাজা ধর্ম্ম শিখাইয়া।
দিবা সুখ ভোগ করে ইন্দ্রলোকে গিয়া ২৫২
এইত কহিনু কিছু নীতির উদ্দেশ।
বশিষ্ঠমুখেতে পুন জানিবে বিশেষ ॥ ২৫৩
সম্প্রতি ভরত আছে মাতুল-আগারে।
এইকালে অভিষেক করিব তোমারে ॥ ২৫৪
যদ্যপি ভরত বটে সুশীল বিদ্বান্।
জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মনিষ্ঠ তোঁহে ভক্তিমান্ ॥ ২৫৫
তথাপি মনুষ্যমন সর্ব্বদা চঞ্চল।
এই লাগি মোর চিত্ত সতত বিকল ॥ ২৫৬
অতএব আজি তুমি বধূ সঙ্গে করি।
উপবাস করিয়া থাকহ ব্রত ধরি ॥ ২৫৭
সুহৃদ্ সকলে রক্ষা করিবে তোমার।
এ সকল কার্য্যে হয় বিঘ্ন অনিবার ॥ ২৫৮
কালি পুষ্যনক্ষত্রে রজনীপতি রবে।
সেই শুভক্ষণে তব অভিষেক হবে ॥ ২৫৯
যেই মাত্র এই বাণী শুনে রাজমুখে।
সভার সকল লোক ভাসি যায় সুখে ॥ ২৬০
শ্রীরঘুনন্দনভৃত্য দুই চারি জন।
কৌশল্যা নিকটে বেগে করিলা গমন ॥ ২৬১
শ্রীকৌশল্যা মহারাণী, দূতের মুখেতে শুনি,
রাম-অভিষেক বাণী, ভাসে সুখপাথারে।
আনন্দে উন্মত্তমন, সব হল্য বিস্মরণ,
পুন করে জিজ্ঞাসন, কি কহিলে বাছারে ॥ ২৬২
শুনি পুন সমাচার, আপন কণ্ঠের হার,
লইয়া গলায় তার দিয়া দূতে তুষিলা।
প্রেয়সী সুমিত্রা রাণী, শ্রীজানকী বধূমণি,
দুই জনে গৃহে আনি সব কথা ভাষিলা ॥ ২৬৩
তারা শুনি সুখী মন, রাণী আনি বহু ধন,
বিপ্রে করি সমর্পণ, হরিপূজা করিলা।

মুদিয়া সে দুনয়ান, পুনঃপুন করি ধ্যান।
আগে দেখি ভগবান, বহু স্তুতি পড়িলা ॥২৬৪
তুমি প্রভু কৃপাময়, অবিচিন্ত্যগুণালয়।
তব কৃপা হলো ভয়, আর কারো শুনি না।
মোর প্রতি কৃপা করি, সর্ব্ব বিঘ্ন দূর করি,
রামে রাজা কর হরি, তোমা বিনে জানি না।
যদি পূরে মনস্কাম, রাজা হয় মোর রাম,
তব ভক্ত্যে অনুপাম, পূজা তবে করিব।
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, রাণী মুগ্ধ প্রেম-গুণে,
রামতত্ত্ব নাহি জানে, আন কিবা বলিব ॥২৬৬
এখানেতে দশরথ শ্রীরামসুন্দরে।
গৃহ-গমনেতে আজ্ঞা দিলেন সাদরে ॥ ২৬৭
পিতারে প্রণাম করি রাম সলক্ষ্মণ।
জননীর নিকটেতে করিলা গমন ॥ ২৬৮ *
পথে আসি লক্ষ্মণে কহেন রামধন।
ভ্রাতৃবর শুনিলে তো পিতার বচন ॥ ২৬৯
রাজা বলি নাম মাত্র জানিবে আমার।
রাজ্যখণ্ডে অধিকার হইল তোমার ॥ ২৭০
আমি দেহ তুমি হও প্রাণের সমান।
একত্র করিব দোঁহে রাজ্যে অবস্থান ॥ ২৭১
লক্ষ্মণ কহেন কিছু হয়্যা যোড়পাণি।
এত স্তব মোর প্রভু আমি গালি মানি ॥ ২৭২
যদি মোরে বল নিজ দাস অনুদাস।
তবে কিছু জানা যায় করুণাপ্রকাশ ॥ ২৭৩
চিরদিন কহিয়াছ ভালবাসি তোরে।
জানিব সে সব কথা রজনীর ভোরে ॥ ২৭৪
একে মোর প্রভু তাহে রাজত্ব পাইবে।
দেখিব কি দিয়া এই ভৃত্যেরে তোষিবে ॥ ২৭৫
সকলেতে কহে তোঁহে দাতা-শিরোমণি।
মোর ইচ্ছা পূর্ণ হলো আমি সত্য ভণি ॥ ২৭৬
শুনি বাণী রঘুমণি কহেন হাসিয়া।
প্রাণাধিক হেন কথা কহ কি লাগিয়া ॥ ২৭৭
তোমাতে অদেয় আছে কিবা দ্রব্য মোর।
ধন তনু প্রাণ আদি সব হয় তোর ॥ ২৭৮

লক্ষ্মণ কহেন নাহি চাহি এ সকল।
ব্রহ্মাণ্ডের রাজ্যে মোর কিছু নাহি ফল ॥ ২৭৯
নাগলোক ইন্দ্রলোক আর ব্রহ্মধাম।
এ সকলে মোর নাহি কভু মনস্কাম ॥ ২৮০
অপর কি কব তব সেবা উপেখিয়া।
মুক্তি শ্রীবৈকুণ্ঠপদে না দেখি চাহিয়া ॥ ২৮১
সম্প্রতি আছয়ে যেই অভিলাষ মনে।
নিবেদিয়ে শুনি সিদ্ধ করিবে আপনে ॥ ২৮২
রাজা হয়্যা তুমিহ বসিবে সিংহাসনে।
ধরিব ধবল ছত্র আমিও সেক্ষণে ॥ ২৮৩
নানাদেশবাসী লোক সেকালে আসিবে।
তব দাস বলি সবে আমারে জানিবে ॥ ২৮৪
রামদাস বলিয়া যদ্যপি খ্যাতি হয়।
তাহা হতো আর সুখ মনে নাহি লয় ॥ ২৮৪
শুনি লক্ষ্মণের বাণী অমৃত-উপাম।
হাসি হাসি ভাই কোলে করিলা শ্রীরাম ॥ ২৮৫
উপস্থিত হলা তবে জননীর পাশে।
প্রণাম করিয়া কহিছেন মৃদুভাষে ॥ ২৮৭
পিতা আজ্ঞা দিলা মোরে পৃথিবীপালনে।
অভিষেক করিবেন কালি সিংহাসনে ॥ ২৮৮
কিন্তু বড় দুষ্কর হয় এই কর্ম্ম।
অনেক যত্নেতে রক্ষা হয় রাজধর্ম্ম ॥ ২৮৯
মহৎ লোকের কাছে অপরাধ হয়।
অল্পদোষে হয় অপবাদ অতিশয় ॥ ২৯০
আশীর্ব্বাদ করিবে আপুনি কৃপা করি।
পিতৃ-আজ্ঞাপালনে যেরূপে শক্তি ধরি ॥ ২৯১
অদ্য যে করিতে হয় মঙ্গলাচরণ।
সে সকল কর লয়্যা আর মাতৃগণ ॥ ২৯২
এত শুনি কৌশল্যা ত সানন্দঅন্তর।
কহিছেন শ্রীরামেরে গদগদস্বর ॥ ২৯৩
বাপধন চিরদিন থাকহ বাঁচিয়া।
শত্রুগণ সব যাকু আপুনি মরিয়া ॥ ২৯৪
চিরদিন সেবিয়াছি লক্ষ্মী-নারায়ণ।
বুঝি চাহিলেন আজি ফিরায়্যা নয়ন ॥ ২৯৫
বিপ্রপদধূলি বহু দিয়াছি মস্তকে।
সে সকল কেন বা যাইবে নিরর্থকে ॥ ২৯৬
শুভক্ষণে জন্মিয়াছ মোর ভাগ্যবলে।
আপনি গুণেতে বশ করিলে সকলে ॥ ২৯৭

* প্রণাম করিয়া তাঁরে কহেন বচন।
শুনিবে জননি কিছু মোর নিবেদন ॥

মো-সমান ভাগ্যবতী আছে কোন জন।
জগৎপ্রেমের পাত্র যাহার নন্দন ॥ ২৯৮
আমাদের কুলের দেবতা দিনপতি।
তাঁহার চরণে করি অনেক প্রণতি ॥ ২৯৯
কালি যেন শীঘ্র আসি করেন উদয়।
তবেই আমার মনস্কাম পূর্ণ হয় ॥ ৩০০
এত কহি শ্রীকৌশল্যা লয়্যা নারীগণ।
শুভ দ্রব্য আয়োজন কৈলা আরম্ভণ ॥ ৩০১
প্রস্থান করিলা রাম আপন ভবনে।
সীতা যথা যান আনপথে সখী সনে ॥ ৩০২
কৌতুকেতে পরস্পর কহে সখীজন।
আজি হলা আমাদের অভীষ্টপূরণ ॥ ৩০৩
রাম রাজা হবে তাহে সুখী হবে রাণী।
কাঞ্চনে জড়িত যেন হলা মণিখানি ॥ ৩০৪
রাম সীতা একত্রে দেখিব করি মনে।
সাধিত মমতি জানকীরে সযতনে ॥ ৩০৫
কভু না রাখিল বাকা লাগি যেই লাজ।
বিধি বিবেচক তার শিরে দিল বাজ ॥ ৩০৬
মে-সবেও ছিল লাজ বড় যেই কাজে।
কালি তাহা হইবে করিতে সভামাঝে ॥ ৩০৭
অতএব বুঝি সত্য লৌকিক বচন।
খালেতেই পড়ে খঞ্জ-জনার চরণ ॥ ৩০৮
জানকী কহেন তোরা থাকহ নির্ভয়ে।
জানিবে আপন দশা প্রভাতসময়ে ॥ ৩০৯
ভাবিয়াছ মোরে একা সভায় পাঠাব।
তোমা সবা বিনে আমি কভু নাহি যাব ॥ ৩১০
তোরা সবে গমন করিবে আগে আগে।
তবে যাব আমি সবাকার পৃষ্ঠভাগে ॥ ৩১১
তোমাদের যে দশা আমারো দশা তাই।
দশজন সঙ্গে মৃত্যু ভাল বলি গাই ॥ ৩১২
কোনো সখী কহে মিথ্যা বিবাদ অন্যায্য।
প্রভাতে পাইবে কালি তুমি সব রাজ্য ॥ ৩১৩
চিরদিন করিয়াছি তোমার সেবন।
তুষিবে মোসবে কহ দিয়া কোন্ ধন ॥ ৩১৪
জানকী কহেন এত বড় অবিচার।
স্ত্রীজনের হয় কোথা রাজ্যে অধিকার ॥ ৩১৫
যেঁহ রাজা হইবেন তোমা সবাকার।
চল যাই মাগ তাঁরে যেই মনে যার ॥ ৩১৬

আমিহও তাঁরে কিছু করিব প্রার্থন।
সহায় হইবে তাহে যত সখীগণ ॥ ৩১৭
এইরূপ কহি কহি আইলা আগারে।
হেনই সময়ে প্রভু উপস্থিত দ্বারে ॥ ৩১৮
আসনে বসিলা আসি শ্রীরঘুনন্দন।
কিছু দূরে রহি হাসে যত সখীজন ॥ ৩১৯
জিজ্ঞাসেন রামচন্দ্র মধুর বচনে।
কহ হে সুন্দরীগণ হাস কি কারণে ॥ ৩২০
তুমি বল আমি না পারিব সবে বলে।
হাসিয়া পলায় কেহ কেহ অন্য স্থলে ॥ ৩২১
এক সখী পরম প্রখরা পাশে আসি।
কহিছেন কপট করিয়া হাসি হাসি ॥ ৩২২
সীতার বচন শুন ঠাকুরতনয়।
সাক্ষাতে কহিতে নারি মোর মুখে কয় ॥ ৩২৩
ঠাকুরজামাতা চৌর অধিকারী হন।
লয়্যাছেন চুরি করি মোর বহু ধন ॥ ৩২৪
সে সকল কথা যদি কহি এ সময়।
রাজ্য-অভিষেক তবে কখনো না হয় ॥ ৩২৫
অতএব কহ মোরে কিছু ঘুষ দিতে।
অন্যথা সে গুণ কালি হইবে কহিতে ॥ ৩২৬
মৃদু মৃদু হাসিয়া ভাষেন রঘুমণি।
কহ সবিশেষ চৌর্য্য-কথা সুবদনি ॥ ৩২৭
কি চৌর্য্য করিলুঁ মোর না হয় স্মরণ।
শুনিয়া করিব যেই কর্ত্তব্য করণ ॥ ৩২৮
সখী কহে চৌর্য্য কথা কহিয়ে কিঞ্চিৎ।
শুনিলুঁ যেমত গত রজনীচরিত ॥ ৩২৯
সখীর অধরে রাগ প্রবালশোভন।
প্রথমে করিলে তুমি তাহার হরণ ॥ ৩৩০
অমূল্য মাণিক হয় কপালে সিন্দূর।
দ্বিতীয়ত সে মাণিকে হরিলে প্রচুর ॥ ৩৩১
লোচনে অঞ্জন হয় ইন্দ্রনীলমণি।
তৃতীয়ত তাহারেও হরিলে আপুনি ॥ ৩৩২
কণ্ঠেতে মুকুতা-মালা আছিল সুন্দরী।
তাহাও হরিয়া নিলে বলাৎকার করি ॥ ৩৩৩
এইরূপে তাঁর সব ধন হরি নিলে।
পরিধেয় বস্ত্রখানি তাও না রাখিলে ॥ ৩৩৪
শুনি সীতা সখী-মুখে কপট বচন।
লীলাকমলেতে তারে করিলা তাড়ন ॥ ৩৩৫

রামচন্দ্র সখীরে বহেন যে কহিলে।
সত্য বটে সব কথা মনে পড়াইলে ॥ ৩৩৬
কিন্তু জানকীর যোগ্য না হয় কহিতে।
আকাশেতে থু করিলে পড়ে স্বমূর্ত্তিতে ॥ ৩৩৭
চোরের রমণী কেবা কোথা সাধ্বী হয়।
সাধু হইলেও তারে কেবা সাধু কয় ॥ ৩৩৮
যত চৌর্য্যপরিপাটী শুনিলে আমার।
তার অধ্যাপক অই সখী সে তোমার ॥ ৩৩৯
বিলম্ব অনেক হয় বিশেষ কহিতে।
নিশ্চিন্ত হইয়া কব কালি রজনীতে ॥ ৩৪০
সম্প্রতি জিজ্ঞাসা কর নিজ বয়স্যায়।
দিতে হবে কিবা ঘুষ আমাকে তাঁহায় ॥ ৩৪১
আর সখী আসি কহে শুন হে সুন্দর।
কহিলেন যেবা সখী করহ গোচর ॥ ৩৪২
কালি অভিষেক হবে প্রভুর সভায়।
সেকালে বসিতে হবে বামেতে আমায় ॥ ৩৪৩
যদি দেন বামে উরু করিয়া আসন।
তবেই সন্তুষ্ট হয় মোর তুষ্ট মন ॥ ৩৪৪
হাসি হাসি আনজনে শ্রীজানকী কন।
যেমন মধ্যস্থ সখী হয়্যাছে তেমন ॥ ৩৪৫
সখি কহ মোর কথা লইয়া উঁহারে।
হইবেন কালি রাজা রাজ্য-অধিকারে ॥ ৩৪৬
অতএব সখীগণ কিছু চাহে ধন।
জিজ্ঞাসিয়ে তাহাদিগে করুন তোষণ ॥ ৩৪৭
শুনি রঘুমণি জিজ্ঞাসেন সখীগণে।
কহ দেখি কি ধন লইতে আছে মনে ॥ ৩৪৮
সখী কহে আগে তুমি কর অঙ্গীকার।
তবে নিবেদিব আমি ইষ্ট মো-সবার ॥ ৩৪৯
এত কহি কিছু নিজ গূঢ় অভিপ্রায়।
নিবেদিল আঁখির ভঙ্গীতে রামপায় ॥ ৩৫০
বুঝি অভিপ্রায় প্রভু কহেন প্রিয়ারে।
অনুমতি দাও প্রিয়ে তুমিহ আমারে ॥ ৩৫১
তুমিহ গৃহিণী সব ধনের ঈশ্বরী।
তোমার সম্মতি বিনে অর্পিব কি করি ॥ ৩৫২
হাসিয়া কহেন সীতা এক সখীজনে।
কহ হে উঁহারে তুমি আমার বচনে ॥ ৩৫৩
বিবেচক-মুখে কেন অযোগ্য ভারতী।
যুবতীর অনুমতি লয় কোথা পতি ॥ ৩৫৪
সর্ব্বস্ব দিলেক বিপ্রে বলি দৈত্যরায়।
তথাপি না জিজ্ঞাসিল আপন ভার্য্যায় ॥ ৩৫৫
ধনের অধ্যক্ষ মোর তনু-প্রাণপতি।
তিনি কেন চান দাসীজনের সম্মতি ॥ ৩৫৬
সখী যেই চাহে দিতে কহ সেই ধন।
আমিও করিব কিছু পশ্চাৎ প্রার্থন ॥ ৩৫৭
ভাল বলি সখীজনে কহিছেন প্রভু।
যে চাহিবে তাই দিব আন নহে কভু ॥ ৩৫৮
সব সখীসমূহের বদন চাহিয়া।
কহিছেন কলাবতী কৌতুক করিয়া ॥ ৩৫৯
মো-সবারে তুষিতে যদ্যপি হয় হিয়া।
সীতার কণ্ঠের হার দাও নিজে নিয়া ॥ ৩৬০
ভাল ভাল ভাল বলি শ্রীরঘুনন্দন।
হাসি জানকীর পাশে করিলা গমন ॥ ৩৬১
লজ্জা-ভরে দূরে গিয়া শ্রীজানকী কন।
যেমন যাচক হন দাতাও তেমন ॥ ৩৬২
উভয় বিপক্ষ উভয়ের পক্ষপাত।
সখীজন মোর যেন শস্ত্রের করাত ॥ ৩৬৩
এত কহি গৃহে গিয়া হার উতারিয়া।
শ্রীরামচরণপদ্মে দিলা ফেলাইয়া ॥ ৩৬৪
প্রভু কন ভাল কাজ না করিলে প্রিয়া।
অসত্য-পাশেতে মোরে রাখিলে বান্ধিয়া ॥ ৩৬৫
তোমার কণ্ঠেতে হস্তে তুলি দিব হার।
প্রতিশ্রুত হইলাম সাক্ষাতে সবার ॥ ৩৬৬
কি করিয়া উত্তীর্ণ হইব এই দায়।
তুমি অনুকূল হল্যে অনায়াসে যায় ॥ ৩৬৭
জানকী কহেন মৃদু হসিতবদন।
আগে প্রভু দিয়া বর তোষ মোর মন ॥ ৩৬৮
প্রভু কন কহ প্রিয়ে শুনি তব বর।
শোধ না হইলে সবে টানাটানি কর ॥ ৩৬৯
জানকী কহেন মোর বর ভারি নয়।
আপনি করিলে মন ক্ষণে শোধ হয় ॥ ৩৭০
দুষ্টসখীমনোরথ সিদ্ধ না হইবে।
এইমাত্র মোরে বর প্রদান করিবে ॥ ৩৭১
শুনি প্রভু কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া।
বড় সুখ উপস্থিত হইল আসিয়া ॥ ৩৭২
উভয় সঙ্কট মোর হল্য উপস্থিত।
এক পরামর্শ হয় ইহাতে উচিত ॥ ৩৭৩

এইরূপ দায়ে পূর্ব্বে বলি ঠেকেছিলা।
শ্রীবামন তারে পাশে করিয়া বান্ধিলা ॥ ৩৭৪
তেন তুমি বাহুপাশে বান্ধিয়া আমায়।
পার কর আপনার এই বর-দায় ॥ ৩৭৫
তোমার দায়েতে আগে উত্তীর্ণ হইব।
কোনো মতে পাছু বর সখীর শোধিব ॥ ৩৭৬
জানকী কহেন ভাল হইল স্মরণ।
করিছিলা বলিবাজে গরুড় বন্ধন ॥ ৩৭৭
সেহ হয় বামনের সখ্য-অধিকারী।
সেইরূপ সখী মোর এই সব নারী ॥ ৩৭৮
আমি কহিতেছি এই সব সখীগণ।
করুক সকলে তোঁহে তেনই বন্ধন ॥ ৩৭৯
রাম রহিলেন এইরূপ পরিহাসে।
এখানেতে দশরথ বশিষ্ঠেরে ভাষে ॥ ৩৮০
একবার অনুগ্রহ করি তপোধন।
শ্রীরামনিকটে নিজে করহ গমন ॥ ৩৮১
অদ্য যে কর্ত্তব্য আছে তাহার করণ।
সকল বিশেষ তাবে কর অজ্ঞাপন ॥ ৩৮২
এত শুনি শ্রীবশিষ্ঠ মুদিত হইয়া।
শ্রীরামনিকটে যান রথে আরোহিয়া ॥ ৩৮৩
দ্বারিমুখে শুনি বশিষ্ঠের আগমন।
লইতে আইলা আগে রাজীবলোচন ॥ ৩৮৪
রথে হতে নীচে নামাইয়া মুনিবরে।
লইয়া গেলেন নিজ মন্দিরভিতরে ॥ ৩৮৫
আসনেতে বসাইয়া করি পরণাম।
চরণের ধূলি নিজ শিরে নিলা রাম ॥ ৩৮৬
ভৃঙ্গারে করিয়া জল ঢালি দেন সীতা।
মুনিপদ পাখালেন শ্রীগুহক-মিতা ॥ ৩৮৭
সেই জল আপন মস্তকে কিছু নিলা।
পবিত্র হইলুঁ বলি সব গৃহে দিলা ॥ ৩৮৮
তাহা দেখি ঋষি মনে মনে চিন্তা করে।
প্রভুর লীলার গুণ কি বুঝিবে নরে ॥ ৩৮৯
জগতের পূজনীয় যাহার চরণ।
সেহ নিজে করে মোর পদ-প্রক্ষালন ॥ ৩৯০
যার পদ জল ত্রিজগতে পূত করে।
সেহ মোর পদজল নিজ শিরে ধরে ॥ ৩৯১
স্মরণ হইল বেদ-পুরাণ-বচন।
লোকশিক্ষা লাগিয়া প্রভুর এ করণ ॥ ৩৯২
বিশেষ আগ্রহ তাহে ব্রাহ্মণ-সেবায়।
এ লাগি ব্রহ্মণ্যদেব বলি বেদে গায় ॥ ৩৯৩
কিবা প্রভু নর-লীলা-মাধুরী-লহরী।
জানিয়াও সব তত্ত্ব ক্ষণেতে পাসরি ॥ ৩৯৪
জিজ্ঞাসা করেন প্রভু তবে ঋষিবরে।
কিকার্য্যেতে আগমন এ ভৃত্যের ঘরে ॥ ৩৯৫
বশিষ্ঠ কহেন শুন শুন রঘুবর।
শুনিয়াছি কালি হবে রাজ্য-অধীশ্বর ॥ ৩৯৬
অতএব আজি তুমি জানকী সহিত।
উপবাস করিয়া থাকহ যথানীত ॥ ৩৯৭
নিত্যকর্ম্ম করি কর অনলে হবন।
বিবিধ মঙ্গলদ্রব্য করিবে ধারণ ॥ ৩৯৮
রজনীতে কুশাসনে করিবে শয়ন।
করিবে জনকসুতাসঙ্গে জাগরণ ॥ ৩৯৯
যে আজ্ঞা বলিয়া রাম স্বীকার করিলা।
বশিষ্ঠ নৃপেরে গিয়া সকল কহিলা ॥ ৪০০
পুর সাজাইতে রাজা কহি ভৃত্যগণে।
স্নানাদি করিতে গেলা অপর ভবনে ॥ ৪০১
পুরবাসী সবে যায় নিজ নিজ ঘরে।
পথে প্রেমানন্দে ইহা ভাষে পরস্পরে ॥ ৪০২
কিবা দিন মো-সবার আজি আসিছিল।
মনের অভীষ্ট বিধি সম্পূর্ণ করিল ॥ ৪০৩
কিবা বিধি অনুকূল হৈলা মো-সবারে।
সিংহাসনে নিরখিব শ্রীরাম কুমারে ॥ ৪০৪
শ্রীরামের প্রজা বলি নাম হবে যবে।
আমাদের স্বর্গাধিক সুখ হবে তবে ॥ ৪০৫
যদি সবাকার থাকে ভাগ্য বলবান্।
আজিকার দিন শীঘ্র হকু অবসান ॥ ৪০৬
রাম-রাজ্য লাগি মন অতি উৎকণ্ঠিত।
একক্ষণে কল্প বলি করয়ে প্রতীত ॥ ৪০৭
সুপ্রভাত হইবেক কালি কতক্ষণে।
নয়ন জুড়াবে রাম-জানকী দর্শনে ॥ ৪০৮
এইরূপ কহি সবে ভবনে চলিলা।
রাজভৃত্যজন পুর-সজ্জা আরম্ভিলা ॥ ৪০৯
সাজাইছে রাজধানী, প্রথমেতে সম্মার্জ্জনী,
ধরি লোক যূথে যূথে ধায়।
পথে ছিল যত ধূলি, ভস্ম তৃণ তুষ বালি,
সে সকল তুলিয়া ফেলায় ॥ ৪১০

আতর চন্দন চুয়া, সলিলেতে মিশাইয়া,
কলসে কলসে পূরি ঢালে।
রাজপথ পথধার, চত্বর প্রাঙ্গণ দ্বার,
সিক্ত কৈল সব স্থান ভালে ॥ ৪১১
শ্বেত রক্ত নীল পীত, নানাবর্ণ সুশোভিত
কতশত পতাকা তুলিল।
সকল কদলীবৃক্ষ, পথধারে লক্ষ লক্ষ,
সারি সারি করিয়া রোপিল ॥ ৪১২
পরিপূর্ণ করি জলে, রাখিলা তাহার মূলে,
কনককলস সারি সারি।
মুখে নারিকেল ফল, আমের নূতন দল,
পুষ্পমালা কণ্ঠে মনোহারী ॥ ৪১৩
যত বরহস্তিগণ, করাইয়া প্রক্ষালন,
পৃষ্ঠে দিল বিচিত্র কম্বল।
হরিতাল হিঙ্গুলেতে, চিত্র কৈলা নানামতে,
মদপানে করে টল টল ॥ ৪১৪
তুরগী টাঙ্গন তাজী, আদি যত ছিল বাজী,
সজ্জিত করিল তা সবায়।
পৃষ্ঠে জিন সুবর্ণ, কড়িয়ালি সুচিক্কণ,
স্বর্ণদাম ঝলকে গলায় ॥ ৪১৫
বৎস গাবী বৃষগণে, সাজাইল সযতনে,
পৃষ্ঠে দিলা বিচিত্র বসন।
শৃঙ্গে স্বর্ণ-আচ্ছাদন, দিল নানা আভরণ,
কণ্ঠে ঘণ্টা মধুর বাদন ॥ ৪১৬
বসাইল নহবত, কত স্থানে কতমত,
গীত বাদ্য নৃত্য ঘরে ঘরে।
শ্রীরঘুনন্দন দাস, মনেতে অধিক আশ,
বার্ত্তা দিয়া ফিরয়ে নগরে ॥ ৪১৭
রাম-অভিষেক-কথা জগতে ব্যাপিল।
শুনিয়া সবার সুখ-সিন্ধু উথলিল ॥ ৪১৮
তেজি সবে স্নান পান ভোজন শয়ন।
রাজগৃহে গতায়াত করে ঘনেঘন ॥ ৪১৯
তবে রাম-অভিষেক শুনি যতেক সুন্দরী।
দরী হৃদয়ের পূর্ণ কল্য সুখের লহরী ॥ ৪২০
হরি কৃপা করি সাধিলেন মানস সকল।
কল কল করে ইহা বলি আনন্দে চঞ্চল ॥৪২১
চল সীতাকাছে যাইবারে উৎকণ্ঠা বিপুল।
পুলকিত অঙ্গে পর সবে অলঙ্কারকুল ॥ ৪২২
কুল-গৌরবে কি কাজ লাজ পরিহার করি।
করি-সমান গগনে যাব দিব্য বাস পরি ॥ ৪২৩
পরিষ্কার বাণী এত ভনি সকল অবলা।
বলা যায় না করয়ে বেশ করি যত কলা ॥ ৪২৪
কলানিধি সম সকলের মুখ মনোহর।
হর-সুন্দরী-সমান সুশোভন কলেবর ॥ ৪২৫
বর চিকুরে করিল কিবা বেণী পরিপাটী।
পাটী রচিল ললাটে পরিধানে দিব্য শাটী ॥৪২৬
শাটীনেব পটে আচ্ছাদিল স্তনের যুগল।
গলদেশে দিল মণি-মুক্তা-মালা অবিকল ॥ ৪২৭
কলধৌত সিঁথী ললাটেতে পরিল সিন্দুর।
দূর করে যাতে অরুণের গরব প্রচুর ॥ ৪২৮
চর করিতে ধৈরযে পরে নয়নে অঞ্জন।
জন মনে করে ওষ্ঠ রাগে সুখ সমর্পণ ॥ ৪২৯
পণ অসঙ্খ্য বলিয়া যার নিরূপণ করে।
করে হেনই কঙ্কণ সব সীমন্তিনী পরে ॥ ৪৩০
পরে পরিল কিঙ্কিণী কিবা অতি সুবরণ।
রণ করিতে কামের সনে যে করে বাজন ॥ ৪৩১
জন-মানসমোহন কিবা চরণকমল।
মল পাসুলী পঞ্চমপাতা করে কল কল ॥ ৪৩২
কলহংসের সমান তাহে গমন মন্থর।
থর থর হয়্যা যায় সবে সীতা-বরাবর ॥ ৪৩৩
বর ভৃঙ্গারেতে পরিপূর্ণ করি লয়্যা বারি।
বারি হল্যা রঘুনন্দনের দাসী সারি সারি ॥ ৪৩৪
সম্মান করিয়া সবে লয়্যা গেল ঘরে।
নানামত মঙ্গল কৌতুক তারা করে ॥ ৪৩৫
এইরূপে বৃদ্ধ যুবা বালক যাবত।
নৃপতিসদনে সবে করে গতাগত ॥ ৪৩৬
দেশে দেশে শুনে যেই কালে যেইজন।
আসি উপস্থিত হয় সেই সেইক্ষণ ॥ ৪৩৭
এইরূপে আনন্দ-তটিনী বহি যায়।
অযোধ্যার লোক তাহে ভাসিয়া বেড়ায় ॥ ৪৩৮
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪৩৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে অযোধ্যাকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে শ্রীরামাভিষেকোদ্যমো নাম
প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন-সূচনা।

উপস্থিতমহারাজ্যং ত্যক্ত্বা তৃণমিবাদ্ধৎ।
পিতুরাজ্ঞাং স্রজমিব মূর্দ্ধ্নি রামোঽস্তু নো গতিঃ॥

সেইকালে মন্থরা সে কৈকয়ীর দাসী।
কার্য্যক্রমে প্রাসাদ-উপরি চড়ে আসি॥ ১
কিবা রূপ মন্থরার, বর্ণিবারে সাধ্য কার,
বিধি কত কৌশল করিল।
সুস্থির করিয়া মন, ভাবি ভাবি বহু ক্ষণ,
এক এক অঙ্গ নিরমিল॥ ৩
বাহু ছটি সুক্ষ্মতর, অতি দীর্ঘ দুই কর,
দীর্ঘ দীর্ঘ অঙ্গুলী তাহায়।
বুক অতি খর্ব্বতর, মুখ হয় তদুপর,
কণ্ঠ কোথা কে দেখিতে পায়॥ ৪
ডুমুর রক্ষের গায়, যেন তার ফল ভায়,
তেমনই সাজয়ে দুই স্তন।
মৃদঙ্গ সমান মাঝে, কনককিঙ্কিণী সাজে,
অতিসূক্ষ্ম দীঘল জঘন॥ ৫
জঙ্ঘার সৌন্দর্য্য দেখি, লজ্জিত সারস পাখী,
অতি কৃশ দীর্ঘ পদদ্বয়।
কুঁজের তুলনা দিতে, স্থান নাহি ত্রিজগতে,
যার গুণে কুব্জা নাম হয়॥ ৬
কৈকয়ী সুঘড়মতি, দিয়াছিল হারততি,
দোলে কিবা কুঁজ-মধ্যস্থলে।
সবে ভাল মুখমাত্র, সেত উপহাসপাত্র,
পদ্ম যেন গোময়পল্বলে॥ ৭
যদি মুখে দেয় পাণি, অগ্র পৃষ্ঠ নাহি চিনি,
বর্ণন করিব কিবা আর।
শ্রীরঘুনন্দন বলে, জানিবে অত্যল্প কালে,
যেন রূপ তেন গুণ তার॥ ৮
আরো বহু কৌতুক বর্ণিতে ইচ্ছা ছিল।
হায় কেন মন মোর ব্যাকুল হইল॥ ৯
বুঝি উপস্থিত হল্য নৃপে ঋষিশাপ।
জলিবার আগে অগ্নি উগারে সন্তাপ॥ ১০
কোথা তেন সুখ কোথা আল্য তেন দুখ।
বর্ণন করিতে মন না হয় উন্মুখ॥ ১১
বিহরয়ে যেই মীন অমৃতসাগরে।
সে কেমনে যাতো চায় ক্ষারজলান্তরে॥ ১২
হেন রসে ডুবিছিল যেইত রসনা।
সে কেমনে তেন দুখ করিবে বর্ণনা॥ ১৩
নিরন্তর নবনীত যে করে ভোজন।
সে কেমনে কটু রস করিবে সেবন॥ ১৪
ওরে মন কি হইবে করিলে চিন্তন।
হস্ত-আচ্ছাদনে বজ্র না হয় বারণ॥ ১৫
আর শুন যদি পার তরিতে এ দুখ।
পরেতে পাইতে পার অতিশয় সুখ॥ ১৬
এ লোভেও যোগ্য হয় দুখে প্রবেশিতে।
রত্নলোভে লোক প্রবেশয়ে পয়োধিতে॥ ১৭
গরল উঠিল আগে অমৃতমন্থনে।
তথাপি উৎসাহ না ছাড়িল দেবগণে॥ ১৮
অতএব উৎসাহ-রহিত না হইবে।
পরেতে পরমসুখসমুদ্রে মজিবে॥ ১৯
তাতে এহো রামলীলা সুখশূন্য নহে।
তপ্ত ইক্ষুরসে কিবা মিষ্টতা না রহে॥ ২০
অতএব না হইবে উৎসাহ-বর্জ্জিত।
আস্বাদন কর রামচন্দ্রের চরিত॥ ২১
তবে সে মন্থরা দেখি নগরসাজন।
একজন ধাত্রিকারে করে জিজ্ঞাসন॥ ২২
কি লাগিয়া দেখি আজি পুরের সাজন।
কত শত ধ্বজ কত পতাকার গণ॥ ২৩
পুরজন সকলে পরিয়া অলঙ্কার।
উল্লাসেতে গতাগত করে অনিবার॥ ২৪
নানাস্থানে গীত বাদ্য পাই শুনিবারে।
কোলাহল করে সবে পথে ঘরে দ্বারে॥ ২৫
কি লাগি কৌশল্যা করে ধন বিতরণ।
কি কার্য্য করিতে রাজা করিয়াছে মন॥ ২৬
ধাত্রী শুনি মন্থরার এ সব বচন।
প্রত্যুত্তর করে তারে আনন্দিত মন॥ ২৭
কি কারণে নাহি জান এ বার্ত্তা বিশেষ।
অযোধ্যায় আজি নাহি আনন্দের শেষ॥ ২৮
কালি রামচন্দ্রে রাজা রাজসিংহাসনে।
করিবেন অভিষেক লয্যা প্রজাগণে॥ ২৯

সেইমুখে ভাসে আজি অযোধ্যানগর।
কৌশল্যা দিলেন ধন দ্বিজেতে বিস্তর ॥ ৩০
আমন্দের ভাগ কথা কবে কোন জনে।
রামরাজা নিরখিব কালি শুভক্ষণে ॥ ৩১
এত শুনি রোষে কুব্জা কুটিল-অন্তর।
তপ্ত তৈলে জল দিলে অগ্নি উগারয় ॥ ৩২
অরুণ নয়ন মুখে বাণী না নিঃসরে।
কাঁপিতে কাঁপিতে যায় কৈকয়ীর ঘরে ॥ ৩৩
হেনকালে দেবগণ করিয়া মন্ত্রণ।
সরস্বতী প্রতি কিছু কহেন বচন ॥ ৩৪
রাবণ-দৌরাত্ম্য সব জানহ সকলে।
তার বধ লাগি রাম প্রকট ভূতলে ॥ ৩৫
কিন্তু যদি না হয় প্রভুর বনবাস।
তবে তার মরণে কিরূপে হবে আশ ॥ ৩৬
অতএব যাও তুমি পুরী-অযোধ্যাতে।
বাস করি থাক তথা কৈকয়ী-জিহ্বাতে ॥ ৩৭
বনবাস-পরামর্শ দিবেক মন্থরা।
তাহাতেই অনুমতি দিবে অকাতরা ॥ ৩৮
তাতে উপযুক্ত আর যে ক্রূর বচন।
মো-সবার লাগি তাহা করিবে কথন ॥ ৩৯
শুনি দেববাণী বাণী ভণয়ে সভয়।
এ কর্ম্ম করণ মোর কভু যোগ্য নয় ॥ ৪০
রাম-অভিষেক শুনী সুখী ত্রিজগত।
কে করিবে তাহে বজ্রাঘাত হেনমত ॥ ৪১
পাষাণ হইতে যার কঠিন হৃদয়।
সেহো এ দুরন্ত বাক্যে সমর্থ না হয় ॥ ৪২
তাহে জগতের নাথ রাম মোর স্বামী।
কিরূপে এমত দুষ্ট কথা কব আমি ॥ ৪৩
তবে তারে কহিছে যতেক দেবগণ।
না হবে ইহাতে তুমি সশঙ্কিতমন ॥ ৪৪
কৈকয়ী আছিলা যবে পিতার নিলয়ে।
এক বিপ্র আল্যা তাঁহা সেইত সময়ে ॥ ৪৫
মূর্খ দেখি তারে গর্ব্বে করিলা নিন্দন।
ক্রোধে শাপ প্রদান করিল সে ব্রহ্মন ॥ ৪৬
কৈকয়ি করিলে নিন্দা মোর অকারন।
ত্রিজগতে করিবেক তোমার নিন্দন ॥ ৪৭
সেইত শাপের কাল এই উপস্থিত।
অতএব না হইবে তুমি সশঙ্কিত ॥ ৪৮

কিন্তু স্নেহবলে রাখে শাপে আচ্ছাদিয়া।
সহকারী হয়্যা তুমি দাও প্রকাশিয়া ॥ ৪৯
প্রভু ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য রাখিবারে।
পারেন অনেক দুখ নিজে সহিবারে ॥ ৫০
বিপ্রবাক্য সত্য হল্যে হইবেন তুষ্ট।
অন্যথা ব্রহ্ম হল্যে পারিবেন রুষ্ট ॥ ৫১
আর শুন যে কর্ম্মেতে হয় লোকহিত।
অযোগ্য হল্যেও তাহা করিতে উচিত ॥ ৫২
দধীচি তেজিলা তনু লোকহিত লাগি।
এ কার্য্যেতে ত্রিজগত হবে সুখভাগী ॥ ৫৩
বনবাসে না ভাবিবে প্রভুর অসুখ।
যার ভার্য্যা লক্ষ্মী তার কোথা আছে দুখ ॥ ৫৪
এত শুনি যাবদীয় দেবের বচনে।
সরস্বতী যাত্রা কৈলা অযোধ্যাভবনে ॥ ৫৫
এথানে কৈকয়ী আছে শয়ন করিয়া।
মন্থরা দ্বারেতে আসি কহে ক্রুদ্ধা হৈয়া ॥ ৫৬
কি সুখে শয়ন করি আছ লো কুমতি।
উপস্থিত হলা তোর সাধ্বস সম্প্রতি ॥ ৫৭
নিজ গর্ব্বে থাক তুমি সদা মত্তচিতে।
আপনার ভাল মন্দ না পাও দেখিতে ॥ ৫৮
এত শুনি কৈকয়ী পুছয়ে মন্থরারে।
কি কারণে ক্রুদ্ধ দেখি আমিহ তোমারে ॥ ৫৯
কুব্জা কহে কোপেতে কম্পিতকলেবর।
উগারে গরল যেন রুষ্ট বিষধর ॥ ৬০
জান না আইল তোর ঘোর অকল্যাণ।
কালি রাজা করিবেক রামে রাজ্যদান ॥ ৬১
তোর সুখে সুখ দুখে দুখ মুই মানি।
এ লাগি পাইলুঁ দুখ শুনি এই বাণী ॥ ৬২
নিজে রক্ষা কর আর পুত্রেরে আমারে।
এ কর্ম্মেতে বিঘ্ন কর যে কোন প্রকারে ॥ ৬৩
উপায় চিন্তিয়া শীঘ্র কর আয়োজন।
কৌশল্যার ইষ্ট যেন না হয় পূরন ॥ ৬৪
মন্থরার বাক্য শুনি কৈকয়ী সুখিত।
নিজ হার দিল তার কণ্ঠেতে তুরিত ॥ ৬৫
কহিছেন যেন বার্ত্তা শুনালি আমারে।
না শোধিতে পারি আমি তোর এই ধারে ॥ ৬৬
রামচন্দ্র রাজা হবে ইহা হত্যে আর।
কি সুখ আছয়ে মোর জগত-মাঝার ॥ ৬৭

রাম-অভিষেক হলো রামেরে কহিয়া।
তোর ঋণে মুক্ত হব বহু ধন দিয়া॥ ৬৮
চল চল যাই জ্যেষ্ঠভগিনী-আলয়।
আনন্দ-উল্লাসে মন স্থির নাহি হয়॥ ৬৯
কৈকয়ীর কথা শুনি কুবুজা কুপিত।
তেনই কদর্য্য হয় খলের চরিত॥ ৭০
কৈকয়ীর দত্ত হার ছিঁটিয়া ফেলিল।
কাঁপিতে কাঁপিতে পুন কহিতে লাগিল॥ ৭১
তোর মত মূর্খ নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
আনন্দিত হলো তুমি কোন বিবেচনে॥ ৭২
সর্পেতে দংশুক তোর এখনি হিয়ায়।
কিম্বা বজ্রাঘাত হউক এখনি মাথায়॥ ৭৩
মহামূর্খ নিজে তবু বিজ্ঞ-অভিমান।
হিত কথা কহিলে অহিত হয় ভান॥ ৭৪
কৌশল্যারে জানিলাম বড ভাগ্যবতী।
যার পুত্র হইবেক পৃথিবীর পতি॥ ৭৫
দাসী হয়া তুমি তার করিবে সেবন।
শ্রীরামের দাস হবে তোমার নন্দন॥ ৭৬
তোর বধূ হইবেক সীতার কিঙ্করী।
ইহা হলে কিবা দুখ জগতীভিতরী॥ ৭৭
কৈকয়ী কহেন কেন কহ হেন কথা।
কি কারি হইল তোর রাম-সুখে ব্যথা॥ ৭৮
সত্যবাদী ধর্ম্মনিষ্ঠ মোর রামধন।
সে থাকিতে রাজ্যে যোগ্য আর কোন জন॥৭৯
তাহে জ্যেষ্ঠরাণী-পুত্র বয়সেও জ্যেষ্ঠ।
সেই এ রাজ্যের পাত্র হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ॥ ৮০ *
অতিশয় ভক্তি তার সকল মাতায়।
কৌশল্যা-সমান ভক্তি রামের আমায়॥ ৮১
কোথাও না দেখি তার দ্বেষ এক কণ।
পিতৃবৎ ভরতে পালিবে রামধন॥ ৮২
জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র কনিষ্ঠ ভরত।
তার দাস্য করা তার নহে অসম্মত॥ ৮৩
রাম যদি কভু অনুগ্রহ করে তারে।
পাইবে ভরত তবে রাজ্য-অধিকারে॥ ৮৪
অতএব তুমি হেন আনন্দবিষয়ে।
কথা কেন উপতাপ করহ হৃদয়ে॥ ৮৫

এতেক বচন যেই মন্থরা শুনিল।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন মস্তকে পড়িল॥ ৮৬
কাণা খোঁড়া শত দোষ কুজে অন্ত নাই।
এ শাস্ত্রবাক্যের মুই বলিহারি যাই। ৮৭
অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ঘনেঘন।
কৈকয়ীর প্রতি পুন কহিছে বচন॥ ৮৮
মজিলেছ সবংশেতে দুঃখের সাগরে।
তথাপি আমার বাক্য না লয় অন্তরে॥ ৮৯
বুঝিলাম যে জনার নিকট মরণ।
সে মিত্রজনের বাক্য না করে শ্রবণ॥ ৯০
আপনারে মান তুমি রাজপ্রিয়া করি।
নৃপতি করিল তোরে কৌশল্যা-কিঙ্করী॥ ৯১
রামে রাজা দিব বলি চিন্তিয়া পূর্ব্বেতে।
ভরতে পাঠাল রাজা মাতুল-ঘরেতে॥ ৯২
না পার বুঝিতে সে কপট কোনমতে।
বল কিনা রাম রাজা দিবেক ভরতে॥ ৯৩
রাজপুত্র সকলেতে রাজা নাহি পায়।
সবে রাজা হলো হয় বড়ই অন্যায়॥ ৯৪
এ লাগি সবার মাঝে গুণবান্ যেই।
পিতৃ-অনুগ্রহে রাজ্যভার পায় সেই॥ ৯৫
রাম রাজা হলো পরে তার পুত্র হবে।
তোমার বংশেতে রাজ্যসম্পর্ক না রবে॥ ৯৬
পূর্ব্বে গর্ব্বিত হয়া স্বামিসোহাগেত।
কৌশল্যার অপমান কৈলে নানামত॥ ৯৭
সে সকল কখনো না হবে বিস্মরণ।
প্রতিফল দিবে তার তোমারে এক্ষণ॥ ৯৮
অতিশয় প্রীতি তার সুমিত্রার সনে।
প্রাণ সম জানে রাম সুমিত্রা-নন্দনে॥ ৯৯
অতএব তাহাদের হইবেক সুখ।
তুমি মাত্র সবংশেতে পাবে বড় দুখ॥ ১০০
বরঞ্চ মরণ নারী পারে সহিবারে।
সপত্নী-সম্পদ দেখি সহিতে না পারে॥ ১০১
আর শুন ইথে যদি বিঘ্ন না করিবে।
উপায় ভাবহ কিসে পুত্রে বাঁচাইবে॥ ১০২
রাজাদের আছে হেন রীতি পূর্ব্বাবধি।
রাজ্য-অধিকার লয় যারে তারে বধি॥ *১০৩

* তাহাতে বয়সে বড় জ্যেষ্ঠরাণী-পুত্র।
সেই উপযুক্ত বটে এ রাজ্যের পাত্র॥

* রাজাদের আছে হেন পূর্ব্বাপর প্রথা।
আত্মরাজ্য লাগি যার তার কাটে মাথা॥

সহজরিপুতা তার রাম সঙ্গে তায়।
জাতি-সত্বে অনলে কিকাজ শাস্ত্রে গায় ॥ ১০৪
অতএব সংবাদ জানাও স্বকুমারে।
লুকাইয়া থাকে যেন বনের মাঝারে ॥ ১০৫
তুমি কর পিতার গৃহেতে পলায়ন।
এখানে রহিলে সুখে না রবে জীবন ॥ ১০৬
অথবা কবত তুমি যেই হয় হিয়া।
সন্তাপ ত্যেজিব মুই গরল খাইয়া ॥ ১০৭
শ্রীরঘুনন্দন দাস কহে ত্বাগমন।
বিলম্ব না কর কোনমতে একক্ষণ ॥ ১০৮
খলজন-সঙ্গের হেনই গুণ হয়।
ফিরি গেল কৈকেয়ীর কোমল হৃদয় ॥ ১০৯
তাহে ব্রাহ্মণের শাপ সহায় হইলা।
দেবকার্য্যে বাণী আসি জিহ্বায় বসিলা ॥ ১১০
তবে সে কৈকেয়ী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কহিছে কুব্জায় কিছু নিকটে ডাকিয়া ॥ ১১১
জানিলাম আজি আমি বিবিধ বিচারে।
তোর মত হিতৈষিণী নাহিক সংসারে ॥ ১১২
যে কথা কহিলে সখি সব সত্য তায়।
কিন্তু কিছু নাহি দেখি ইহার উপায় ॥ ১১৩
প্রাণাধিক ভালবাসে রামে নরপতি।
কেন দিবে তার রাজ্য-বিঘ্নে অনুমতি ॥ ১১৪
তাহে রাম জ্যেষ্ঠ পুত্র নানাগুণ ধরে।
তাবে রাখি আনে রাজা কি প্রকারে করে॥১১৫
কুব্জা কহে নাহি ভাব তুমি কোনমতে।
রাজ্য দিব বুদ্ধিবলে আমিহ ভরতে ॥ * ১১৬
কিন্তু এক বড় হয় তাহে বিঘটিত।
রামে অনুরক্ত হয় সবলোক-চিত ॥ ১১৭
ভরত নৃপতি হয় রাম থাকে ঘরে।
কি জানি সকলে মিলি কোন বিঘ্ন করে ॥ ১১৮
অতএব ভরত বসিবে সিংহাসনে।
চতুর্দ্দশ বর্ষ রাম থাকু গিয়া বনে ॥ ১১৯
এইকালে বদ্ধমূল ভরত হইবে।
ধন ধান্য সৈন্য ভৃত্য সঞ্চয় করিবে ॥ ১২০

তবেই হইবে তাহে সকলের প্রীতি।
পরে রাম আইলেও কিছু নাহি ক্ষতি ॥ ১২১
রধু কহে কুব্জা কিবা তোমার বচন।
উত্তরে উত্তরে যেন অমৃতক্ষরণ ॥ ১২২
তথাপি তোমার শুভ করি মনে আশ।
যাবৎ প্রাকট্য না কহিলে বনবাস ॥ ১২৩
মন্থরাবচন রাণী সাদরে শুনিয়া।
কহিতেছে তারে শয্যা হইতে উঠিয়া ॥ ১২৪
কিরূপেতে হবে কহ সখি হে বিচারি।
ভরতের রাজ্যলাভ রাম বনচারী ॥ ১২৫
ক্রূরমতি কুব্জা কহে কৈকেয়ীর প্রতি।
শুনহ আমার বাক্য হয়্যা স্থিরমতি ॥ ১২৬
পূর্ব্বে যুদ্ধ হয়্যাছিল অসুর-অমরে।
সহায় করিল তাহে ইন্দ্র নরবরে ॥ ১২৭
তোমা বিনে রাজা না রহিত একক্ষণ।
সঙ্গে করি লয়্যা গেল তোরে সেকারণ ॥ ১২৮
দক্ষিণদিগেতে বন দণ্ডক আখ্যান।
বৈজয়ন্ত নামে পুর আছে সেইস্থান ॥ ১২৯
সম্বর নামেতে দৈত্য রহে সে পুরীতে।
সংগ্রাম আরম্ভ হল্য তাহার সহিতে ॥ ১৩০
খসি গেল যুদ্ধকালে রথচক্র-খিল।
অঙ্গুলী অর্পিয়া তুমি রথ কৈলে স্থির ॥ ১৩১
যুদ্ধ জয় করি রাজা তোর দেখি কাজ।
মগ্ন হল্য বিস্ময়-আনন্দসিন্ধু-মাঝ ॥ ১৩২
গৃহেতে আইলা রাজা শরেতে জর্জ্জর।
তুমিহ করিলে তাহে সেবন বিস্তর ॥ ১৩৩
তুষ্ট হয়্যা রাজা তোরে কহিলা বচন।
তব দুই কর্ম্মে মোর বড় তুষ্ট মন ॥ ১৩৪
অতএব দুইবর দিব আমি তোহে।
মুক্ত কর তুমি এই দুই ঋণে মোহে ॥ ১৩৫
তুমি বিবেচনা করি কহিলে ভূপ লে।
এক্ষণ থাকিল বর নিব আমি কালে ॥ ১৩৬
শুনিছিলুঁ তোর মুখে এ সব বচন।
তোর ভাগ্যে আজি মোর হইল স্মরণ ॥ ১৩৭
সেই দুই বর আজি করিয়া যতন।
নৃপতির নিকটেতে করহ প্রার্থন ॥ ১৩৮
এক বরে রাজা হবে ভরত সুন্দর।
আনে রাম বনবাস চউদ্দবৎসর ॥ ১৩৯

* কুব্জা কহে কোন চিন্তা না করিবে তুমি।
অনায়াসে ভরতেরে রাজ্য দিব আমি ॥

রাজা তোর বড় বশ সহজে পিরীতে।
তাহে বর চাহিলে নারিবে এড়াইতে ॥ ১৪০
অতএব লজ্জা তেজি সাধ নিজ কাজ।
শাস্ত্রে কহে নিজ কার্য্যে না করিবে লাজ ॥ ১৪১
তাহেও কর্ত্তব্য নহে বিলম্বের গন্ধ।
জল বহি গেলে নিরর্থক সেতুবন্ধ ॥ ১৪২
শীঘ্র উঠ তেজ সব মণি-আভরণ।
রোষাগারে যাও পর মলিন বসন ॥ ১৪৩
ভূমিতে শুতিয়া রবে করিবে রোদন।
কোনো জনে না কহিবে উত্তর বচন ॥ ১৪৪
এখনি আসিবে রাজা তোমার ভবনে।
সাধিবেক নানামতে ধরিবে চরণে ॥ ১৪৫
বহু ধন বহু গ্রাম চাহিবেক দিতে।
না ভুলিবে কোনো মতে লোভ করি চিতে ॥
পুন রাজা জিজ্ঞাসিলে সে বর মাগিবে।
প্রতিশ্রুত হলো সাক্ষী রাখিয়া বলিবে ॥ ১৪৭
মিথ্যা কথা কভু নাহি কহে নরপতি।
সুখে বা দুখে বা তাহে করিবে সম্মতি ॥ ১৪৮
তবে অকণ্টক রাজ্য পাইবে ভরত।
রাজমাতা হবে তুমি মোর এই মত ॥ ১৪৯
হিতভাবে শুনে রাণী অহিত বচন।
সুধা মানি যেন করে গরল ভক্ষণ ॥ ১৫০
মন্থরারে আনন্দিত হয়্যা কহে রাণী।
তোর হেন বুদ্ধি এতদিন নাহি জানি ॥ ১৫১
সুন্দর আকৃতি হলো গুণ রহে তায়।
এ শাস্ত্রবচন মিথ্যা হইল তোমায় ॥ ১৫২
এমত শরীরে হেন সুবুদ্ধি তোমার।
মুক্তার প্রকাশ যেন শম্বুক-মাঝার ॥ ১৫৩
এই লাগি সুখী হয় তোরে দেখি মন।
পূর্ব্বে নাহি জানিতাম ইহার কারণ ॥ ১৫৪
গুণ যদি থাকে তবে কি কাজ রূপেতে।
ত্রিজগৎ বশ কৈল কোকিল স্বরেতে ॥ ১৫৫
বুঝিলাম নানাবিদ্যা-বুদ্ধি রাখিবারে।
কুব্জচ্ছলে বিধি করিয়াছে ভাণ্ডাগারে ॥ ১৫৬
যদি অভিষিক্ত হয় পুত্র সিংহাসনে।
এই কুঁজে আচ্ছাদিব সুবর্ণ-রতনে ॥ ১৫৭
দিব্য দিব্য ঝাঁপা দিব ইহার উপরি।
তোর দাসী করি দিব সহস্র সুন্দরী ॥ ১৫৮
সকল ধনের তুমি স্বামিনী হইবে।
তোর পরামর্শে পুত্র পৃথিবী পালিবে ॥ ১৫৯
সম্প্রতি চলিলুঁ আমি রোষাগারমাঝে।
উচিত কহিবে তুমি আগে মহারাজে ॥ ১৬০
এত কহি তেজিল সকল আভরণ।
পরিধান কৈল ছিন্ন মলিন বসন ॥ ১৬১
পাংশু ধূলি মাখিয়া বীভৎস কৈলা ধাম।
কেশ খসাইয়া কেশ করিলা উদ্দাম ॥ ১৬২
অনুমানে বুঝি রাণী জানি শুভক্ষণ।
ভাবিভূষা ত্যাগের করিলা আবস্তন ॥ ১৬৩
তবে যাই রোষাগারে প্রবিষ্ট হইয়া।
ক্রোধাবেশে ভূমিতলে রহিলা শুতিয়া ॥ ১৬৪
এথা দেখে রাজা দিন দেখি প্রায় শেষ।
অন্তঃপুর গমনেতে করিল আবেশ ॥ ১৬৫
কৈকেয়ীরে সন্তোষিব শুভ সম্ভাষণে।
এই ভাবি যাত্রা করে তাহার ভবনে ॥ ১৬৬
তারে সুখ দিতে রাজা সদা করে শ্রম।
রন্ধের যুবতী ভার্য্যা প্রাণপ্রিয়তম ॥ ১৬৭
যন্ত্রবদ্ধ মৃগী দেখি মৃগ সুখিমনে।
তার কাছে যায় যেন মরণকারণে ॥ ১৬৮
হেন রাজা মন্থরা-শিক্ষিত-রাণীপাশে।
গমন করয়ে নাহি গণে আত্মনাশে ॥ ১৬৯
যাত্রাকালে বাম অঙ্গ নাচয়ে সঘন।
উত্তান পাদুকা যান করে দরশন ॥ ১৭০
বায়ু প্রতিলোম হয়্যা করে আগমন।
স্খলিয়া পড়য়ে ছত্র বসন ভূষণ ॥ ১৭১
এ সকল অমঙ্গল দেখিয়া না গণে।
আনন্দ-উল্লাসে যায় কৈকয়ীভবনে ॥ ১৭২
প্রবিষ্ট হইয়া গৃহে তারে না দেখিয়া।
মনে মনে ভাবে রাজা দুঃখিত হইয়া ॥ ১৭৩
কোথা গেল প্রিয়া কেন না পাই দেখিতে।
তারে বিনে ধৈরয না ধরে মোর চিতে ॥ ১৭৪
দূরে মোরে দেখি সম্ভাষয়ে আগে গিয়া।
আজি কেন নাহি দেখি গৃহে প্রবেশিয়া ॥ ১৭৫
রাম অভিষেক শুনি আনন্দিত মনে।
প্রস্থান করিলা বুঝি কৌশল্যা-ভবনে ॥ ১৭৬
যে হকু সে হকু নাহি হল্য সম্ভাষণ।
এই লাগি যাত্রাকালে হল্য বিঘটন ॥ ১৭৭

শ্রীরঘুনন্দন কহে এহ সত্য নয়।
ক্ষণেকে জানিবে যেই যাত্রাফল হয়॥ ১৭৮
এত ভাবি জিজ্ঞাসিলা কিঙ্করীসকলে।
তোমাদের স্বামিনী আছেন কোন স্থলে॥ ১৭৯
কুব্জা কহে রাজা নাহি জানি তার মন।
ক্রোধাগারে শয়নেতে আছে কি কারণ॥ ১৮০
জিজ্ঞাসা করিলে কিছু না করে উত্তর।
মহারাজ গিয়া কর নয়নগোচর॥ ১৮১
শুনিয়া দাসীর কথা, রাজা মনে পাই ব্যথা,
গেলা রোষভবনের দ্বারে।
রাণীর দুর্দ্দশা দেখি, দ্বিগুণ হইয়া দুখী,
প্রবেশিলা গৃহের মাঝারে॥ ১৮২
বসিয়া রাণীর পাশে, ধূলি ঝাড়ি নিজবাসে,
মিষ্টবাক্যে করিছে সান্ত্বন।
যেন কেহ নাড়ি করে, নিদ্রাগত নাগিনীরে,
মৃত্যু লাগি করায় চেতন॥ ১৮৩
প্রিয়ে কেন রোষাগারে, ভূষা নাহি কলেবরে,
পরিয়াছ মলিন বসন।
তুমার এ দশা দেখি, পুড়িতেছে মোর আঁখি,
হৃদয় হইছে বিদারণ॥ ১৮৪
নিশ্চয় জানিহে মনে, স্বপ্নে কিবা জাগরণে,
নিজে নাহি অপরাধ করি।
যদি কোন ব্যাধি হয়, বিলম্ব উচিত নয়,
কহ বৈদ্য আনিয়ে সুন্দরি॥ ১৮৫
কহ আর কোনোজনে, করি থাকে অপমানে,
কহ তার করি যোগ্য দণ্ড।
আমার থাকিতে প্রাণ, তব করে অপমান,
ইচ্ছা কার হতে লণ্ডভণ্ড॥ ১৮৬
কারো ধন হরি নিতে, কারেও বা ধন দিতে,
ইচ্ছা থাকে মনোরথ মনে।
যা কহিবে তাই করি, অবধ্যে বধিতে পারি,
বধ্যে ছাড়ি তোমার বচনে॥ ১৮৭
এ রাজরাজ আমি, মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি,
অলভ্য আছয়ে কোন ধন।
যা চাহিবে দিব তাই, ইহাতে অন্যথা নাই,
মিথ্যা আর না কর ক্রন্দন॥ ১৮৮
আন কথা বহু দূরে, প্রাণ চাহ যদি মোরে,
তাহাও পারিয়ে তোরে দিতে।

শ্রীরঘুনন্দন বলে, মহারাজ যে কহিলে,
হইবেক তাহাই করিতে॥ ১৮৯
এত কহি রাজা তারে নিল বক্ষস্থলে।
মালা বলি দুষ্টসর্পে যেন করে গলে॥ ১৯০
নিজ করে করি করে বদন-মার্জ্জন।
কি ইচ্ছা তা কহ কহ বলে ঘনেঘন॥ ১৯১
কহিতেছে রাণী বাক্য আপাত-শীতল।
সেবিলে দুঃখদ যেন কল্পনাশাজল॥ ১৯২
মহারাজ কিছু মোর রোগ নাহি হয়।
অপমান-কথা কভু সম্ভাবিত নয়॥ ১৯৩
কোনো কর্ম্মে লুব্ধ হইয়াছে কিন্তু মন।
করিতে হইবে তাহা তোমারে পূরণ॥ ১৯৪
যদি সিদ্ধ নাহি হয় সেই অভিলাষ।
জীবন ত্যেজিব তবে গলে দিয়া পাশ॥ ১৯৫
যদি ইচ্ছা হয় তাহা পূর্ণ করিবারে।
সত্য কর আগে তবে কহিব বিস্তারে॥ ১৯৬
রাজা বলে নাহি জান আমার মরম।
রাম বিনে তোর মত নাহি প্রিয়তম॥ ১৯৭
অতএব কহ যে কর্ম্মেতে হয় মন।
তাহাই করিব সিদ্ধ আমি এইক্ষণ॥ ১৯৮
সব পুণ্য যাবে যদি মিথ্যা হয় কথা।
রামের শপথ করি না হবে অন্যথা॥ ১৯৯
সবল নৃপতি এই শপথ করিল।
মৃগ যেন মৃত্যুপাশ নিজে গলে নিল॥ ২০০
এবাক্য শুনিয়া কহে কৈকয়ী সুখিত।
রাজার প্রতিজ্ঞা শুন সকলে নিশ্চিত॥ ২০১
আকাশ পৃথিবী বায়ু আর দিক্‌গণ।
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ সব শুনহ বচন॥ ২০২
প্রতিশ্রুত হল্যা সত্যবাদী নৃপবর।
মোরে দান করিবেন অভিমত বর॥ ২০৩
এত শুনি রাজা কহে কেন হে সুন্দরি।
আজি এত পরিহাস-রসের লহরী॥ ২০৪
অনল শীতল হয় চলে কুলাচল।
মোর বাক্য কদাচিত না হয় চঞ্চল॥ ২০৫
জানি সে সকল সাক্ষী কর কি কারণে।
সমুদ্রের তীরে সেতু করে কোন্ জনে॥ ২০৬
কৈকয়ী কহয়ে ইথে নাহি কর ব্যথা।
অনুগ্রহ করি শুন মোর বর-কথা॥ ২০৭

সম্বরকে জয় করি আসিয়া ভবনে।
সন্তুষ্ট হইলে তুমি আমার সেবনে ॥ ২০৮
আপনি চাহিলে মোরে দিতে বরদ্বয়।
না লয়্যাছি আমি তাহা তোমাতে আছয় ॥২০৯
মনেতে থাকিবে তাহা নহে বিস্মরণ।
সেই দুই বর আজি কর সমর্পণ ॥ ২১০
এক বরে ভরতেরে রাজসিংহাসনে।
অভিষেক কর লয়্যা মন্ত্রি-প্রজাগণে ॥ ২১১
আর বরে জটা ধরি বাকল পরিয়া।
চতুর্দ্দশ বর্ষ রাম বনে রহু গিয়া ॥ ২১২
এ বাক্য শ্রবণ করি কৈকয়ীর তুণ্ডে।
বজ্রপাত হল্য যেন দশরথ-মুণ্ডে ॥ ২১৩
বাহিরে অন্তরে জ্ঞান হইল বিকল।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা পড়ে ভূমিতল ॥ ২১৪
কৈকয়ী দুঃখিত হয়্যা করয়ে চিন্তন।
শুভকার্য্যে নানামতে হয় বিঘটন ॥ ২১৫
একবার অনুমতি যদি হয়্যা যায়।
তবে হেনমতে বিঘ্ন হল্যে নাহি দায় ॥ ২১৬
এত ভাবি সচেতন করিল রাজারে।
নিদ্রাগত মৃগে যেন ব্যাধ মারিবারে ॥ ২১৭
জ্ঞান পায়্যা রাজা মনে করয়ে চিন্তন।
আচম্বিতে দেখিলুঁ কি দিবসে স্বপন ॥ ২১৮
নিদ্রার লক্ষণ কিছু না পাই দেখিতে।
বুঝি ভ্রম হইয়া থাকিবে মোর চিতে ॥ ২১৯
অথবা দুর্ব্বাক্য বুঝি কহিয়াছে এই।
দেখিয়া ইহারে প্রাণ কাঁপিতেছে তেই ॥ ২২০
হেনকালে কৈকয়ী কহয়ে পুন বাত।
শুষ্ক বৃক্ষে যেন করে বজ্রের আঘাত ॥ ২২১
মহারাজ বিলম্ব না কর এইক্ষণ।
"তথাস্তু" বলিয়া সত্য কর স্ববচন ॥ ২২২
এত শুনি পুন রাজা মূর্চ্ছিত হইলা।
মুহূর্ত্ত পরেতে পুন চেতন পাইলা ॥ ২২৩
কর্ণেতে কোনহ কথা না পায় শুনিতে।
অন্ধ হল্য নেত্রে কিছু না পায় দেখিতে ॥ ২২৪
বিন্ধিতেছে তনু যেন সূচী-সহস্রেতে।
কর্দ্দম হইল ক্ষিতি তনুর জলেতে ॥ ২২৫
অতিউষ্ণ অশ্রুজলে ভাসিল বদন।
কাকু করি আধ আধ কহিছে বচন ॥ ২২৬

কেন প্রিয়ে আজি তুমি দাও হেন ব্যথা।
তব মুখে কভু নাহি শুনি কটু কথা ॥ ২২৭
তাহে রাম প্রতি তোর স্নেহ অতিশয়।
শুভকর্ম্মে হেন কথা তোর যোগ্য নয় ॥ ২২৮
যদি কহ রামে তব স্নেহ বুঝিবারে।
পরিহাস করি হেন কহিলুঁ তোমারে ॥ ২২৯
তবে সেই কথা মুখে বল একবার।
অন্যথা তনুতে প্রাণ নাহি রহে আর ॥ ২৩০
রাণী কহে মহারাজ নহে পরিহাস।
পাঠাইলে হবে কালি রামে বনবাস ॥ ২৩১
এত শুনি রাজা তবে সভয়-অন্তর।
মহাপঙ্কে পড়ি গেল যেন করিবর ॥ ২৩২
কণ্ঠ শুকাইল মুখে বাক্য না নিঃসরে।
কাতর হইয়া মনে পরামর্শ করে ॥ ২৩৩
হায় হায় একি দৈব হল্য উপস্থিত।
কি করিলে সম্প্রতি হইতে পারে হিত ॥ ২৩৪
ইহার যেরূপ দেখি কদর্য্য চরিত।
আগেতে বিবাদ ইথে না হয় উচিত ॥ ২৩৫
প্রথমেতে মিষ্ট বাক্যে করিয়ে সান্ত্বন।
যদ্যপি ফিরাতে পারি অতিদুষ্ট মন ॥ ২৩৬
রঘু কহে রাজা মিথ্যা এহ আয়োজন।
লৌহে কোথা আর্দ্র করে অমৃতসেচন ॥ ২৩৭
ইহা ভাবি কৈকয়ীরে কহে নরপতি।
কিকারণে কহ তুমি কঠিন ভারতী ॥ ২৩৮
উত্তম বংশেতে জন্ম পিতা ধর্ম্মময়।
তোমার এমত বাক্য বড় দুষ্ট হয় ॥ ২৩৯
তাহে রামধনে মোর নাহি কিছু দোষ।
কি লাগি তাহার প্রতি কর তুমি রোষ ॥ ২৪০
সর্ব্বদা করহ তুমি শ্রীরামে আরতি।
আজি কেন আচম্বিতে হল্য হেন মতি ॥ ২৪১
নিরন্তর কহ তুমি আমার গোচরে।
কৌশল্যা-অধিক ভক্তি রাম মোরে করে ॥ ২৪২
আমি দেখিয়াছি তোর আপন নয়নে।
ভরত হইতে বড় স্নেহ রামধনে ॥ ২৪৩
সে সকল কিবা হল্য গেল কোথাকারে।
বুঝি কোন দুষ্ট গ্রহ পাইল তোমারে ॥ ২৪৪
ক্ষান্ত হও এ কর্ম্মেতে চাহি মোর মুখ।
অন্যথা হইবে ইথে সকলের দুখ ॥ ২৪৫

তোমার কলঙ্কে লোক পরিপূর্ণ হবে।
আমার তনুতে প্রাণ দিনেক না রবে ॥ ২৪৬
জল ছাড়ি বরঞ্চ বাঁচিয়া থাকে মীন।
রাম ছাড়ি আমি না বাঁচিব এক দিন ॥ ২৪৭
অতএব দুরাগ্রহ ত্যজ এই কর্ম্মে।
পুনর্ব্বার কহিলে বাজিবে বড় মর্ম্মে ॥ ২৪৮
আর শুন ভরত নিতান্ত ধর্ম্মময়।
এ কথা শুনিলে পাবে পীড়া অতিশয় ॥ ২৪৯
বামে রাখি রাজা সেহ কভু না লইবে।
তবে তব আয়োজন নিরর্থ হইবে ॥ ২৫০
শাস্ত্রে কহে রমণীর পতি গুরু হন।
তার বাক্য লঙ্ঘন-করণ যোগ্য নয় ॥ ২৫১
অতএব মোর বাক্য শুন দিয়া কাণ।
এই দুরাগ্রহ ত্যজ রাখ মোর প্রাণ ॥ ২৫২
সুবর্ণ রতন নাও সহস্র নগর।
আর যাহাতে বা হয় সন্তুষ্ট অন্তর ॥ ২৫৩
চরণে ধরিয়া সাধিতেছি আমি তোরে।
একবার প্রসন্না হইবে তুমি মোরে ॥ ২৫৪
এত কহি মহারাজ হইয়া কাতর।
পড়ি গেলা কৈকেয়ীর চরণ-উপর ॥ ২৫৫
ভূমিতে লোটায় রাজা অস্থির হইয়া।
মাথার মুকুট ভূমে পড়িল খসিয়া ॥ ২৫৬
মহারাজ-চূড়ামণি চরণে লোটায়।
তথাপি পাষাণবুকী পালটি না চায় ॥ ২৫৭
নারীর স্বভাব হয় তেনই বিষম।
স্বসুখ লাগিয়া নাহি করে কি রকম ॥ ২৫৮
নাহিক লজ্জার গন্ধ নাহিক সাধ্বস।
পুনর্ব্বার নৃপে কহে বচন বিরস ॥ ২৫৯
দুষ্টগ্রহ মোরে নাহি করে আকর্ষণ।
দিব্যজ্ঞানে কহিতেছি সকল বচন ॥ ২৬০
সত্যবাদী কহে তোঁহে মনুষ্য সকল।
প্রতিজ্ঞা তোমার কভু না হয় চঞ্চল ॥ ২৬১
প্রতিশ্রুত হইয়াছ মোরে বরদ্বয়।
সম্প্রতি ভূমিতে পড়ি কি কর সংশয় ॥ ২৬২
রমণীর স্বামী গুরু যে কহিলে বাণী।
এ বচন সত্য হয় আমি তাহা জানি ॥ ২৬৩
কিন্তু স্বামিবাক্যরক্ষা অপেক্ষা করিয়া।
ধর্ম্ম রক্ষা করা বড় দেখ বিচারিয়া ॥ ২৬৪
ধর্ম্মের সমান কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
নারায়ণ তুষ্ট হন ধর্ম্মের পালনে ॥ ২৬৫
অতএব সন্দেহ না কর কিছু মনে।
অনুমতি কর শীঘ্র আপন বদনে ॥ ২৬৬
এত শুনি দশরথ রাজার হৃদয়ে।
অতিশয় ক্রোধ আসি করিলা উদয়ে ॥ ২৬৭
ক্রোধে শোকে জ্বলিতে লাগিলা তার তনু।
বৃক্ষে দগ্ধ করে যেন চিত্রভানু জনু ॥ ২৬৮
নিশ্বাস ছাড়য়ে অতি দীর্ঘ ঘনেঘন।
কান্দিতে কান্দিতে কহে কোপেতে বচন ॥ ২৬৯
ক্রূরমতি কদর্য্যকারিণী কলঙ্কিণী।
কুশীল কঠিনা তুমি কুলবিনাশিনী ॥ ২৭০
কি দোষ করিল তোর মোর রামধন।
অকারণে কেন তাহে যাতো বল বন ॥ ২৭১
কৌশল্যা-অধিক ভক্তি করে তোহে রাম ॥
তাহার উচিত বুঝি তোর এই কাম ॥ ২৭২
আমি বা তোমার কাছে কি করিলুঁ দোষ।
যাতে এত ধরিয়াছ মোর প্রতি রোষ ॥ ২৭৩
নিজ মৃত্যু লাগি বুঝি আনিলুঁ তোমারে।
দুষ্ট সর্প কেহ যেন পোষয়ে আগারে ॥ ২৭৪
কমলসমান মুখ অমৃত-বচন।
বুঝিলাম ক্ষুরধারসম নারী-মন ॥ ২৭৫
শাস্ত্রে কহে স্বামী হয় নারীর পরাণ।
তোমা হতে সেহ কথা হইগেল আন ॥ ২৭৬
স্বামী রমণীর গুরু কহে সর্ব্বজনে।
তাহারে বধিতে চেষ্টা করিছ কেমনে ॥ ২৭৭
ধিক্ ধিক্ ধিক্ থাকু যতেক নারীরে।
ধনলোভে বধে যারা নিজের স্বামীরে ॥ ২৭৮
নারীবশ পুরুষেরে সহস্র ধিক্কার।
ইহলোকে পরলোকে সুখ নাহি যার ॥ ২৭৯
কৈকয়ি কে শিখাইল তোরে হেন মতি।
বিনাশিতে উদ্যত হয়াছ নিজ পতি ॥ ২৮০
আর শুন তোর পুত্রে রাজ্য দুষ্ট ভাব।
জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে রাজ্য কনিষ্ঠ না পায় ॥ ২৮১
কনিষ্ঠের যেই দোষ বিবাহেতে আগে।
আগে রাজ্যস্বীকারেও সেই দোষ লাগে ॥ ২৮২
অতএব তেজ এই আগ্রহ দুরন্ত।
রাজ্যে সুখী কর মোর নাহি কর অন্ত ॥ ২৮৩

রাম-বনবাস বিনে আন যেবা যাও।
সর্ব্বস্ব অথবা প্রাণ এইক্ষণে নাও ॥ ২৮৪
সত্য কহিয়েছি আন না হবে বচন।
রক্ষা কর মোরে তোর লইলুঁ শরণ ॥ ২৮৫
এত শুনি কৈকয়ী কোপেতে জ্বলি যায়।
জ্বলিত-অনলে যেন ঘৃতাহুতি পায় ॥ ২৮৬
পুনর্ব্বার ক্রূর বাক্য কহয়ে রাজারে।
তারে তুলি মৎস্যে যেন কাটে খড়্গধারে ॥ ২৮৭
কি ভাবনা কর রাজা হয়্যা প্রতিশ্রুত।
অনুমতি দাও ধর্ম্মপানে চাহি দ্রুত ॥ ২৮৮
সত্যবাদী বলি তোমে জানে সর্ব্বলোকে।
আপনার ধর্ম্ম-লোপ না করহ শোকে ॥ ২৮৯
সত্যে লোক থাকে স্বর্গ তাহাই হইতে।
সত্যের সমান ধর্ম্ম নাহি ত্রিলোকীতে ॥ ২৯০
সত্য লাগি বলি রাজা কৈল ত্রিভুবনে।
তেজিলা দধীচি মুনি আপন জীবনে ॥ ২৯১
তোমারে কেমন ধর্ম্ম নিষ্ঠা নাহি জানি।
পুত্রে বন পাঠাইতে কাঁপিছে পরাণী ॥ ২৯২
সূর্য্যবংশে হেন রাজা না শুনি ভুবনে।
প্রতিশ্রুত হয়্যা মিথ্যা করয়ে বচনে ॥ ২৯৩
অসত্য-সমান লোকে নাহিক অধর্ম্ম।
এই কহে সর্ব্ববেদ-পুরাণের মর্ম্ম ॥ ২৯৪
পৃথিবী বলেন পাপ পারিবে ধরিতে।
মিথ্যাবাদি-লোক-ভর না পারি সহিতে ॥ ২৯৫
অতএব কাপুরুষ-আচার তেজিয়া।
মনোরথ পূর্ণ কর তুমি বর দিয়া ॥ ২৯৬
যদি না করিবে সিদ্ধ মোর অভিলাষ।
বিষ খাই তবে আমি পাইব বিনাশ ॥ ২৯৭
এত শুনি রাজা পড়ি যায় ভূমিতলে।
যেনকালে দিবাকর যায় অস্তাচলে ॥ ২৯৮
পুনঃ এই তাপে মূর্চ্ছা পবনে পড়িলা
এই লাগি রক্তবর্ণ ঘর্ষণে হইলা ॥ ২৯৯
রাত্রি উপস্থিত দেখি তবে নরপতি।
বিলাপ করিতে আরম্ভিলা ভ্রান্তমতি ॥ ৩০০

হায় হায় কি করিলুঁ, কেন অন্তঃপুরে আলুঁ,
সাধিবারে আপন-মরণ।
দিবা খাদ্য দেখি লুব্ধ, হইয়া অত্যন্ত মুগ্ধ,
যন্ত্রে যায় মূষিক যেমন ॥ ৩০১
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে, সূর্য্যবংশ-রত্নাকরে
আমি ক্ষুদ্রশম্বুক সমান।
অকলঙ্ক হেন কুলে, কালী দিলুঁ অবহেলে,
ত্রিভুবনে রাখিলুঁ বিগান ॥ ৩০২
নারীবশ আমি যেন, ত্রিলোকেতে অন্য হেন,
নাহি দেখি না শুনি শ্রবণে।
পত্নী স্বামি-সেবা করে, বর দেন কেবা তারে
দুষ্টকামী আমিহ বিহনে ॥ ৩০৩
অসত্য বচন লাগি, হইব নরকভাগী
তথাপি সম্মতি নাহি দিব।
যে হয় সে হয় মোর, হইলে রজনী ভোর
রামে সিংহাসনে বসাইব ॥ ৩০৪
কিন্তু এই দুর্ব্বচন, যদি শুনে রামধন,
তবে বুঝি না হয় অভীষ্ট।
সে হয় রাক্ষিকবর, যদি করে ধর্ম্মে ভর
তবে কি করিব মো-আশিষ্ট ॥ ৩০৫
যদি রাম বনে যান, তবে কি হইবে হায়
বিধি কিবা দিবে হেন দুখ।
জিজ্ঞাসিলে মুনিবর, কি কহিব প্রত্যুত্তর,
কিরূপে দেখাব ছার মুখ ॥ ৩০৬
বিধি অনুকূল হয়, মোরে যমালয়ে লয়
রজনীর শেষ না হইতে।
তবে যায় সব দুখ, হয় বড় মনে সুখ
কলঙ্ক না হয় ত্রিলোকীতে ॥ ৩০৭
প্রণমিয়ে দেবগণে, মূক কর সব জনে,
যে শুনিল দুষ্টবর-কথা।
তবে রাম না শুনিবে, প্রাতঃকালে রাজা হবে
মোর ঘুচি যাবে সব ব্যথা ॥ ৩০৮
কৈকয়ি কদর্য্যভাষি, তোমার নিকটে আসি,
হারাইলুঁ আপন পরাণ।
তৃণাচ্ছন্ন কূপে যেন, লম্ফ দিয়া মূঢ় জন,
করয়ে জীবন-অবসান ॥ ৩০৯
তুমি কাল-বিষধরী, অথবা ব্যাঘ্রের নারী,
তোরে দেখি ভয় পায় মন।
কিম্বা হবে নিশাচরী, মানুষীর বেশ ধরি,
নষ্ট কৈলে আমার জীবন ॥ ৩১০
শুন শুন বিভাবরি, মোর প্রতি কৃপা করি,
তুমি আজি না কর গমন।

না পূরিল মোর আশা, যে হকু সে হকু দশা,
ঘরে রহু শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩১১
এইরূপ বিলাপ করয়ে ঘনেঘন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে অচেতন ॥ ৩১২
এক রাত্রি হল্য কোটিকল্পের সমান।
নাহি বাহিরায় নাহি রহেও পরাণ ॥ ৩১৩
এইমত দুখে নিশা হল্য অবসান।
তাহা নাহি জানে রাজা আছয়ে অজ্ঞান ॥ ৩১৪
এখানেতে যত লোক উদয় দেখিয়া।
রাজার বাটীতে যায় সত্বর হইয়া ॥ ৩১৫
এমত বিপদ তারা কিছু না জানয়।
সবে যায় পূর্ব্বমত সানন্দ-হৃদয় ॥ ৩১৬
গ্রস্তোদয় না জানিয়া চকোর যেমন।
চন্দ্রদরশন লাগি করয়ে গমন ॥ ৩১৭
ঋষিগণে আগে করি যত মন্ত্রিজন।
পুরী প্রবেশিয়া করে দ্রব্য আয়োজন ॥ ৩১৮
কর্ত্তব্য যাবৎ কর্ম্ম প্রস্তুত হইল।
মঙ্গল-বাজনা বহু বাজিতে লাগিল ॥ ৩১৯
প্রভাত হইল তবু না দেখি রাজারে।
সুমন্ত্রে পাঠাল্য সবে বাটীর মাঝারে ॥ ৩২০
দ্বারে গিয়া সুমন্ত্র সুস্বরে সুখিচিতে।
আরম্ভিলা মহারাজবরে নিবেদিতে ॥ ৩২১
সুপ্রভাত রজনী হইল মহারাজ।
উদয় করিলা রবি আকাশের মাঝ ॥ ৩২২
নিদ্রা তেজি গা-তোল গা-তোল নৃপবর
রামচন্দ্র অভিষেক করহ সত্বর ॥ ৩২৩
পুরোহিত মন্ত্রী পুরদেশবাসী জন।
দ্বারেতে সকলে করে তব প্রতীক্ষণ ॥ ৩২৪
এত শুনি রাজা শোকে অধিক কাতর।
না কহিতে পারিলেন কিছুই উত্তর ॥ ৩২৫
কঠিনা কৈকয়ী কহে তবে মন্ত্রিবরে।
সুমন্ত্র সত্বর তুমি যাও রামঘরে ॥ ৩২৬
ত্বরা করি আনিহ রামেরে নৃপকাছে।
নৃপের বিশেষ কথা তার সনে আছে ॥ ৩২৭
সুমন্ত্র কহেন রাণী যে আজ্ঞা করিলে।
কি করি করিব নৃপ-আজ্ঞা না পাইলে ॥ ৩২৮
তবে নরপতি কহে সুমন্ত্র মন্ত্রীরে।
ত্বরিতে আনহ রামে আমার মন্দিরে ॥ ৩২৯
রাম-দরশন লাগি অতি উৎকণ্ঠিত।
স্থির নাহি হয় কোনমতে মোর চিত ॥ ৩৩০
শুনিয়া এতেক বাণী সুমন্ত্র সত্বর।
প্রস্থান করিলা তবে রামচন্দ্রঘর ॥ ৩৩১
দূত দ্বারা জানাইলা শ্রীরঘুমণিরে।
আজ্ঞা পাই প্রবেশিলা সুমন্ত্র মন্দিরে ॥ ৩৩২
রঘুবরে প্রণমিয়া কহে মন্ত্রিবর।
কৈকয়ীর গৃহে চল আপনি সত্বর ॥ ৩৩৩
মহারাজ তোমার দর্শন-অভিলাষে।
পাঠাইলা আমারে ত্বরিতে তব পাশে ॥ ৩৩৪
পিতৃ-আজ্ঞা শুনি রাম সুমন্ত্রের ঠাঁই।
লক্ষ্মণ সহিতে আরোহিলা রথে যাই ॥ ৩৩৫
রামচন্দ্র গমন করিলা যেইক্ষণে।
এককালে হর্ষ-শোক হল্য দেবগণে ॥ ৩৩৬
রাবণ-বিনাশ হবে ইথে অতিসুখ।
অভিষেক-ভঙ্গ লাগি হয় বড় দুখ ॥ ৩৩৭
পথে রামচন্দ্রে দেখি যাবদীয় জন।
সুখে করে জয় জয় শব্দ উচ্চারণ ॥ ৩৩৮
শ্রীরামে প্রশংসা করে নারী সুখিমন।
শুনিয়া তাহার চিত আনন্দে মগন ॥ ৩৩৯
কারেও কটাক্ষে কাহারেও সুবচনে।
সম্ভাষেণ কাহারেও করের চালনে ॥ ৩৪০
যথাযোগ্যমতে সবে করি আশ্বাসন।
ক্রমে প্রবেশিলা রাম পিতার ভবন ॥ ৩৪১
রামপথ পানে চাহি রহিলা সকলে।
চক্রবাক যেন রবি গেলে অস্তাচলে ॥ ৩৪২
গৃহে প্রবেশিয়া রাম দেখেন রাজায়।
মলিনবদনে পড়ি আছয়ে ধরায় ॥ ৩৪৩
অন্ধ হইয়াছে রাজা রামে না দেখয়।
তাহা দেখি রামচন্দ্র উদ্বিগ্ন-হৃদয় ॥ ৩৪৪
রাম আমি তব পদে করিয়ে প্রণাম।
এতবলি প্রণমিলা পিতৃ-পদে রাম ॥ ৩৪৫
রামে আলিঙ্গিব বলি মনেতে করিয়া।
উঠিল ভূপতিবর বাহু পসারিয়া ॥ ৩৪৬
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম-বাণী আধ বলি।
মধ্যপথে ভূমে পড়ে করিয়া বিকলী ॥ ৩৪৭
একি একি বলি রাম তোলেন রাজারে।
ধূলি ঝাড়ি শোয়াইলা শয্যার মাঝারে ॥ ৩৪৮

নাহিক রাজার বাক্য নাহিক স্পন্দন।
কেবল জীবনচিহ্ন শ্বাস ঘনেঘন ॥ ৩৪৯
দেখিয়া রাজারে হেন দুঃখিত অন্তর।
কৈকয়ীরে প্রণমি কহেন রঘুবর ॥ ৩৫০
কহ কহ জননি ত্বরিতে মোর প্রতি।
কি কারণে জনকেরে দেখি দুখিমতি ॥ ৩৫১
কোনো ব্যাধি উপস্থিত হলো কলেবরে।
কিম্বা কোনো দুঃখ বুঝি হয়্যাছে অন্তরে ॥ ৩৫২
কোনো বন্ধুজনে বুঝি হল্য অমঙ্গল।
ভরত বি হে কিবা এতেক বিকল ॥ ৩৫৩
কিম্বা আমি করিলাম কোনহ দূষণ।
একারণে পিতা মোরে না কন বচন ॥ ৩৫৪
মোরে দেখি মাত্র পিতা আনন্দ-উল্লাসে।
ডাকিয়া বসান কৃপা করি নিজ পাশে ॥ ৩৫৫
আজি কেন না চাহেন মিলিয়া নয়ন।
অতিদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন ঘনেঘন ॥ ৩৫৬
আপুনি জানহ নৃপ-দুঃখের কারণ।
কৃপা করি কহি মোর রাখহ জীবন ॥ ৩৫৭
কৈকয়ী কহয়ে বাপ শুন রামধন।
এ সকল নহে রাজদুঃখের কারণ ॥ ৩৫৮
রাজার হয়্যাছে এক উদ্বেগ বুদ্ধিতে।
তুমি মাত্র পার তাহা নিবৃত্তি করিতে ॥ ৪৫৯
দুই বর প্রতিশ্রুত হইলা আমারে।
তুমি না মানিলে তাহা সিদ্ধ হতো নারে ॥ ৩৬০
যদাপি করহ তুমি তাহার স্বীকার।
উদ্বেগ-নিবৃত্তি হয় তবেই রাজার ॥ ৩৬১
রামচন্দ্র চন্দ্রমুখে কহিছেন বাণী।
পিতৃবাক্যে অকার্য্য কি আছে ঠাকুরাণী ॥ ৩৬২
পিতৃ-অভিপ্রায় জানি করে যেই কার্য্য।
সকল শাস্ত্রেতে কহে সেই পুত্র আর্য্য ॥ ৩৬৩
আজ্ঞা পায়্যা করে যেই সে হয় মধ্যম।
অশ্রদ্ধাতে যেবা করে সে হয় অধম ॥ ৩৬৪
যে জন না করে পিতৃ-আজ্ঞার পালন।
তারে পিতৃ-বিষ্ঠা করি কহে শাস্ত্রগণ ॥ ৩৬৫
শরীর-জনক হিতউপদেশ-কর।
শুভকর পিতা হন প্রত্যক্ষ অমর ॥ ৩৬৬
যে জন আপন সুখ সম্পদ চাহিবে।
পিতার সেবন সেই সর্ব্বদা করিবে ॥ ৩৬৭
পিতার অপ্রিয় কর্ম্মে যেই করে মন।
ইহ নিন্দা হয় পরে নরকে গমন ॥ ৩৬৮
আমি পিতৃ-সুখ লাগি অগ্নি প্রবেশিব।
সমুদ্রে ডুবিতে হয় তাহাও করিব ॥ ৩৬৯
সীতাকে তেজিতে পারি তথা স্বমাতারে।
রাজ্যধন প্রাণ সব পারি ছাড়িবারে ॥ ৩৭০
অতএব কোনকর্ম্মে পিতৃসুখ হয়।
তাহা কহ করি শীঘ্র গৌণ যোগ্য নয় ॥ ৩৭১
সমুদ্র শুকায় হয় অনল শীতল।
তথাপি রামের বাক্য না হয় চঞ্চল ॥ ৩৭২
এত শুনি কৈকয়ী সে আনন্দিতমন।
নাহিক লজ্জার গন্ধ কহে দুর্ব্বচন ॥ ৩৭৩
পূর্ব্বে মোর সেবাতে সন্তুষ্ট নৃপবর।
প্রতিশ্রুত হয়্যাছিলা মোরে দুই বর ॥ ৩৭৪
আজি চাহিয়াছি আমি সেই দুই বর।
পিতারে সে ঋণে রাম তুমি মুক্ত কর ॥ ৩৭৫
এক বরে উপস্থিত রাজ্য ত্যাগ করি।
ভরতেরে রাজ্য কর সিংহাসনোপরি ॥ ৩৭৬
চতুর্দ্দশ বৎসর তুমিহ আর বরে।
মুনিবেশ ধরি থাক বনের ভিতরে ॥ ৩৭৭
পিতার নিজের বাক্য সত্য রাখিবারে।
যদি বাস তবে আজি তেজহ আগারে ॥ ৩৭৮
কৈকয়ীর মুখে শুনি এত দুর্ব্বচন।
মৃদুহাস্য করিলেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩৭৯
এমত দুর্ব্বাক্যে তাঁর কিছু নাহি বাধা।
অগ্নিকণ-স্পর্শে সিন্ধু তপ্ত নহে যথা ॥ ৩৮০
লক্ষ্মণের কোপেতে কাঁপয়ে কলেবর।
দন্তে ওষ্ঠ চাপি করে ঘষিছেন কর ॥ ৩৮১
বচন নির্গত নাহি হয় কিছু তুণ্ডে।
বাসিছেন কৈকয়ীর ছিণ্ডিবারে মুণ্ডে ॥ ৩৮২
অধিক কুপিত দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
বারণ করিলা ভঙ্গী করিয়া নয়নে ॥ ৩৮৩
কৈকয়ীরে কহিছেন তবে রঘুমণি।
বড়ই সুখের কথা কহিলে জননি ॥ ৩৮৪
আমি বন গেলে থাকে জনকের ধর্ম্ম।
ইহা হতো আছে কিবা মোর আর কর্ম্ম ॥ ৩৮৫
যযাতিতনয় পুরু পিতৃ-সুখ আশে।
প্রিয়তম যৌবন তেজিল অনায়াসে ॥ ৩৮৬

মোর বনবাস মাত্রে পিতা হন সুখী।
ইহাতে আমার মন কভু নহে দুখী ॥ ৩৮৭
প্রাণ তেজিলেও যদি হয় পিতৃ-সুখ।
তাহা করিতেও আমি নহি মা বিমুখ ॥ ৩৮৮
ভরতেরে বসাইবে রাজসিংহাসনে।
ইহা শুনি বড়ই আনন্দ হলো মনে ॥ ৩৮৯
সুশীল ধার্ম্মিষ্ঠ বিজ্ঞ হয় সে ভরত।
পিতৃসেবা করিবেক অতিশয়মত ॥ ৩৯০
অদ্যই পাঠাও দূত তারে আনিবারে।
আমিহ প্রস্থান করি কানন-মাঝারে ॥ ৩৯১
এ দুই বিষয়ে মোর নাহি কিছু দ্বেষ।
একমাত্র রহিতেছে মনে কিন্তু ক্লেশ ॥ ৩৯২
আজ্ঞাকারী ভৃত্য হই আমিহ পিতার।
আমাতে সন্দেহ কিবা আছয়ে ইহার ॥ ৩৯৩
যদ্যপি করেন আজ্ঞা আপনার মুখে।
তবে বড় মোর মন মগ্ন হয় সুখে ॥ ৩৯৪
কৈকেয়ী কহয়ে রাম না কর সংশয়।
আমার বচন নৃপতির বাক্য হয় ॥ ৩৯৫
হয়াছেন রাজা বড় ব্যগ্র লজ্জা-ভীতে।
এই লাগি না পারেন আপুনি কহিতে ॥ ৩৯৬
তুমি না বিলম্ব কর কোনহ কারণে।
অতি শুভ এইক্ষণ বিপিন-গমনে ॥ ৩৯৭
যাবৎ অযোধ্যা ত্যাগ তুমি না করিবে।
তাবৎ রাজার মন সুস্থ না হইবে ॥ ৩৯৮
তুমি বিপিনেতে যাত্রা করিলেক পরে।
ভরতে আনিতে আজি পাঠাইব চরে ॥ ৩৯৯
অল্পজ্ঞান পাই রাজা একথা শুনিল।
হায় হায় বলি পুন মূর্চ্ছিত হইল ॥ ৪০০
রামচন্দ্র কহিছেন পুন বিমাতারে।
কি কারণে শঙ্কা কর জননি আমারে ॥ ৪০১
পিতা মোর যেন মান্য তুমিহ তেমন।
পিতৃবাক্য সম হয় তোমার বচন ॥ ৪০২
যদ্যপি না হয় আজ্ঞা পিতার আমারে।
তথাপি থাকিব তব বাক্য-অনুসারে ॥ ৪০৩
তব বাক্যে সব কর্ম্ম পারিয়ে করিতে।
অধিক কি কব পারি জীবন ত্যজিতে ॥ ৪০৪
তাহে না কহিছ ক্রূর বচন সম্প্রতি।
ভরতেরে রাজ্য দিবে এহ সুখ অতি ॥ ৪০৫

কিন্তু এই কর্ম্ম লাগি মোরে না কহিয়া।
অধিক কি ফল হলো নৃপে দুঃখ দিয়া ॥ ৪০৬
যে হৈকেলে সম্প্রতি আমি চলিব কানন।
আপুনি কর নরপতিরে সান্ত্বন ॥ ৪০৭
জননীরে জানকীরে সান্ত্বনা করিয়া।
প্রস্থান করিব জনকেরে প্রণমিয়া ॥ ৪০৮
এত কহি মূর্চ্ছিত পিতারে বিমাতারে।
ভক্তিভাবে প্রণতি করিয়া বহুবারে ॥ ৪০৯
প্রদক্ষিণ করিয়া পুনশ্চ প্রণমিয়া।
গমন করিলা রাম সে গৃহ তেজিয়া ॥ ৪১০
শ্রীলক্ষ্মণ ক্রোধে শোকে কান্দিতে কান্দিতে।
চলিলা বাসনা করি রামে ফিরাইতে ॥ ৪১১
তুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪১২

ইতি শ্রীরামরসায়নে অযোধ্যাকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে শ্রীরামচন্দ্রবনগমননিশ্চয়ো
নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামজননী প্রভৃতির সান্ত্বনা।

মাত্রাদিবাক্যৈস্তুমরণ্যযান-
প্রশান্দীবেগানিরোধহেতুম্।
ভিন্দন্ স্ববাণীদশনেন বাঢ়ং
জগত্যাসৌ দাশরথিঃ করীন্দ্রঃ ॥ ১

পিতৃ-অন্তঃপুর হতে বাহিরে আসিতে।
অভিষেক-দ্রব্য রাম পাইলা দেখিতে ॥ ২
প্রদক্ষিণ করি তাহা করিলা গমন।
রাজপথে আসি তবে দিলা দরশন ॥ ৩
রাজ-অভিষেকে আর বিপিন-প্রয়াণে।
আনন্দ-বিষাদ তাঁর কেহ নাহি জানে ॥ ৪
একবিন্দু দিলে বা তুলিলে পারাবারে।
হানি-বৃদ্ধি কোন্ জন পারে লখিবারে ॥ ৫

হাস্যমুখে সকলেরে করিয়া সান্ত্বন।
জননীর গৃহে রাম করিলা গমন ॥ ৬
দেবগৃহে রাণী করে শ্রীকৃষ্ণ পূজন।
শ্রীরাম করিলা গিয়া চরণ বন্দন ॥ ৭
কৌশল্যা কহেন বাপ হও চিরজীব।
তব শুভ করুন শঙ্করী সদাশিব ॥ ৮
শুভকার্য্যে বিলম্ব করিছ কি কারণে।
শীঘ্র সুখী কর মোরে বসি সিংহাসনে ॥ ৯
মৃদু মৃদু বচনে কহেন রঘুমণি।
আজিকার কথা কিছু না জান জননি ॥ ১০
কৈকয়ী মাতার সেবাগুণে নৃপবর।
প্রতিশ্রুত আছিলা তাঁহারে দুই বর ॥ ১১
আজি সেই দুই বর বিমাতা চাহিলা।
দিলাম বলিয়া তাঁরে জনক কহিলা ॥ ১২
এক বরে ভরত হইল দণ্ডধর।
অন্যে মোর বনবাস দ্বিসপ্ত বৎসর ॥ ১৩
শুনি মাত্র রামমুখে এ কঠিন বাণী।
ছিন্ন রম্ভারক্ষ যেন ভূমে পড়ে রাণী ॥ ১৪
এঁকি এঁকি বলি রাম তুলি বসাইলা।
মুখে জল দিয়া তাঁর চেতন করিলা ॥ ১৫
রামমুখ-পানে চাহি কান্দিয়া কান্দিয়া।
কহিছেন রাণী বুকে কর প্রহারিয়া ॥ ১৬
হায় হায় কি কহিলে ওরে বাপধন।
গরল সমান কেন তোমার বচন ॥ ১৭
বুঝি মোর হৃদয় হইবে লৌহময়।
অন্যথা এখনো কেন বিদীর্ণ না হয় ॥ ১৮
মোর সম অভাগিয়া আছে কোন্‌জন।
শুনিতে হইল যারে হেন দুর্ব্বচন ॥ ১৯
যদি রাম তুমি মোর গর্ভে না জন্মিতে।
তবে মোর না হইত এ দুখ পাইতে ॥ ২০
বরঞ্চ উত্তম বন্ধ্যা হয়্যা রহে নারী।
যোগ্যপুত্রবিরহ বড়ই দুঃখকারী ॥ ২১
কি দোষ করিলে বাপ কৈকয়ীর পাশে।
যেই দোষে দিতে চাহে তোরে বনবাসে ॥ ২২
চিরদিন তপ কৈলুঁ তব রাজ্য-আশে।
দুর্দ্দৈব বলেতে সব পাইল বিনাশে ॥ ২৩
কদর্য্য চরিত্রে সেই কৈকয়ীর রীতে।
কভু সুখ না পাইলুঁ নৃপতি হইতে ॥ ২৪
তব জন্মাবধি অষ্টাদশ সংবৎসর।
তোমা হত্যে সুখ পাব আছিল অন্তর ॥ ২৫
সে সকল আশা আজি হল্য অবসান।
তথাপি না যায় কেন মোর ক্রূর প্রাণ ॥ ২৬
বুঝি শমনের ঘরে নাহি অবকাশ।
এই লাগি মোরে নাহি লয় নিজ পাশ ॥ ২৭
যে কোনো উপায়ে আজি তেজিব পরাণ।
তবে হেন ক্রূর বাক্য না শুনিবে কাণ ॥ ২৮
যদ্যপি আমারে বাঁচাইতে হয় মন।
তবে মোর একবাক্য রাখ রামধন ॥ ২৯
তুমি রাজা হয়্যা বস্য রাজসিংহাসনে।
সর্ব্বলোক অনুগত আছে তোমা ধনে ॥ ৩০
কামী বৃদ্ধ রাজা হত্যে কিছু না হইবে।
মোর মন-অভিলাষ পূর্ণতা পাইবে ॥ ৩১
কৌশল্যার দুঃখ দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তাঁহারে সান্ত্বন করি কহেন বচন ॥ ৩২
জননি কহিলে তুমি অপূর্ব্ব বচন।
রামচন্দ্র রাজা হন এই মোর মন ॥ ৩৩
বৃদ্ধ ভ্রান্তমতি তাহে কামী অতিশয়।
স্ত্রীবশ ভূপতি তাঁর অবাচ্য কি হয় ॥ ৩৪
তাঁর বাক্যে জগতের বধিয়া পরাণ।
কদাচ উচিত নহে বিপিনে পয়াণ ॥ ৩৫
রাজ-ধর্ম্ম-শাস্ত্র অর্থ জানে যেই জন।
সে কভু না মানে হেন অযোগ্য বচন ॥ ৩৬
মোর নাথে শক্রতেও দোষ নাহি দেখে।
তবে তাঁরে কোন্ দোষে নৃপতি উপেখে ॥ ৩৭
বুঝিলাম কৈকয়ী জন্মাল্য বুদ্ধিভেদ।
এই লাগি নৃপতি দিতেছে এত খেদ ॥ ৩৮
অতএব তাঁর বাক্য না হয় শুনিতে।
উচিত অত্যন্ত শীঘ্র নৃপতি হইতে ॥ ৩৯
তাহে যদি কেহ আস্যে বাধ করিবারে।
আমিহ পাঠাব শমনের ঘরে তারে ॥ ৪০
অস্ত্রেতে শপথ করি আর না তোমার।
যে গতি রামের জান সে গতি আমার ॥ ৪১
মাতা রাম ভৃত্য আমি নিকটে থাকিতে।
কি সাধ্য রাজার আছে আনে রাজ্য দিতে ॥ ৪২
এত শুনি রাণী কহে শ্রীরঘুনন্দনে।
শুনিলে রে বাপ ধন লক্ষ্মণ-বচনে ॥ ৪৩

এই ত কর্ত্তব্য মোর পরামর্শে হয়।
বিমাতৃ-বচনে বনবাস যোগ্য নয়॥ ৪৪
পিতা যেন মান্য তোর হই তেন আমি।
আমার আজ্ঞাতে তুমি হও ভূমিস্বামী॥ ৪৫
পিতার সহস্রগুণ মাতার গৌরব।
ইহা কহে পুরাণ আগম বেদ সব॥ ৪৬
অদিতি-মুখের আজ্ঞা পাই পুরন্দর।
বিমাতার বহুপুত্রে নিল যমঘর॥ ৪৭
নিতান্ত না হবে যদি রাজ্য-অধিপতি।
আমার আজ্ঞায় নাহি কর বনে গতি॥ ৪৮
কৃতাঞ্জলি হয়্যা রাম কহেন মাতারে।
মোর শক্তি নাহি পিতৃবাক্য লঙ্ঘিবারে॥ ৪৯
চরণে ধরিয়া সাধি তোমারে জননি।
এ বিষয়ে পুন প্রৌঢ় না কর আপনি॥ ৫০
একা আমি পালি নাই পিতার বচন।
পালিয়াছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সব সাধুজন॥ ৫১
পিতৃবাক্যে কাটিছিলা ভৃগুপতি বীর।
জননীর আর নিজ ভ্রাতাদের শির॥ ৫২
সগররাজার ষষ্টিসহস্র নন্দন।
পিতার আজ্ঞায় কৈলা সাগর খনন॥ ৫৩
পিতৃবাক্য না মানিয়া কেবা সুখ পায়।
যযাতির চারি পুত্র সাক্ষী আছে তায়॥ ৫৪
মনুষ্যের পরমায়ু অত্যল্প দিবস।
ইহাতে সাধিতে যোগ্য হয় দিব্য যশ॥ ৫৫
অর্থ লাগি যশ ত্যাগ করে যেই জন।
সকল লোকেতে করে তাহার নিন্দন॥ ৫৬
অতএব প্রসন্ন হইয়া মোর প্রতি।
বিপিনগমনে মাতা দেও অনুমতি॥ ৫৭
এতক'হি জননীরে শ্রীরঘুনন্দন।
লক্ষ্মণের প্রতি পুন কহেন বচন॥ ৫৮
ভ্রাতৃবর তব প্রীতি যেন মোর প্রতি।
তাহা আমি জানি আর জানে ত্রিজগতী॥ ৫৯
করিতেছ যে সম্ভ্রম রাজ্যাভিষেচনে।
সেই ত্বরা কর ভাই কাননগমনে॥ ৬০
মোর অভিষেকহেতু কেকয়তনয়া।
হয়্যাছেন অতিশয় দুঃখিতহৃদয়া॥ ৬১
জ্ঞানযোগে কদাচিত কোনহ মাতার।
স্মরণ না হয় করিয়াছি অপকার॥ ৬২
সম্প্রতি শঙ্কাতে মোর কৈকয়ী ব্যথিত।
তাঁহার সান্ত্বনা শীঘ্র করিতে উচিত॥ ৬৩
যাবৎ বিপিনে নাহি করিব পয়াণ।
তাবৎ না সুস্থ হবে বিমাতার প্রাণ॥ ৬৪
ধর্ম্মের সঙ্কটে পড়িয়াছেন ভূপতি।
তাঁর ধর্ম্মরক্ষা হেতু মোর বন-গতি॥ ৬৫
মোর লাগি দুঃখে পিতা পড়ি ভূমিতলে।
ইহা হত্যে দুঃখ আছে কিবা ভূমণ্ডলে॥ ৬৬
অতএব শীঘ্র করি কাননে গমন।
সুস্থির করিব আমি জনকের মন॥ ৬৭
পিতৃ-আজ্ঞা পালন না করে যেই জন।
তার যেন জীবন না রহে একক্ষণ॥ ৬৮
হেন দিন মোর যেন বিধি নাহি করে।
যবে ইচ্ছা হবে পিতৃবাক্য-অনাদরে॥ ৬৯
পিতৃ-আজ্ঞাপালন সমান নাহি ধর্ম্ম।
এই হয় সব-শ্রুতিপুরাণের মর্ম্ম॥ ৭০
পূর্ব্বাবধি বনবাসে ছিল মোর মন।
পিতার বচন তাহে পিষ্টের পেষণ॥ ৭১
আর শুন ক্ষত্রিয়ের ভুবন-মাঝার।
প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের সম পাপ নাহি আর॥ ৭২
প্রতিজ্ঞা করিলুঁ আমি বিমাতানিকটে।
না করিলে পাপ হবে অধর্ম্মসঙ্কটে॥ ৭৩
ধিক্কার করিবে মোরে সকল সজ্জনে।
অতএব নাহি কহ রহিতে ভবনে॥ ৭৪
পিতা মাতা কাহাকেও না কর সংশয়।
এ কর্ম্মের কারণ কেবল দৈব হয়॥ ৭৫
কৈকয়ী আমাতে হন অতি স্নেহবতী।
দৈব বিনে তাঁর নাহি হয় হেন মতি॥ ৭৬
কৈকয়ী জননী সুকুলীনা পতিব্রতা।
পিতার সাক্ষাতে যে করিলা প্রগল্‌ভতা॥ ৭৭
তাহারো কারণ দৈব বিনে আন নহে।
অচিন্ত্য-প্রভাব করি তারে শাস্ত্রে কহে॥ ৭৮
লাভালাভ সুখ দুঃখ দারিদ্র্য সম্পত্তি।
দৈব হইতেই হয় সবার উৎপত্তি॥ ৭৯
সেই দৈব প্রতিকূল হয়্যাছে আমার।
হেন লোক নাহি দেখি দণ্ড করে তার॥ ৮০
হইয়াছে বহু রাজা সপ্তদ্বীপ-পতি।
কে করিতে পারিয়াছে দৈবের ব্যাহতি॥ ৮১

অতএব ক্রোধ তেজি স্থির করি মনে।
পাঠাইয়া দাও মোরে ত্বরিতে কাননে ॥ ৮২
এত শুনি লক্ষ্মণের কোপ উপজিল।
নয়নযুগল অতি রাতুল হইল ॥ ৮৩
নিশ্বাস তেজিয়া দীর্ঘ খড়্গ ধরি করে।
ভ্রূকুটি-কুটিল-মুখ কন রঘুবরে ॥ ৮৪
প্রভু যে কহিলে এ তোমার যোগ্য নয়।
এ সকল বচন ক্লীবের বাচ্য হয় ॥ ৮৫
দৈবের প্রশংসা করে পুরুষ অনার্য্য।
সুপুরুষ বাহুবলে সাধে সব কার্য্য ॥ ৮৬
দৈবাপেক্ষা না করিয়া বুদ্ধির বলেতে।
যে উদ্যম করে তারে প্রশংসে শাস্ত্রেতে ॥ ৮৭
তব সুখ-দুঃখে হয় দৈব অধিকারী।
একথা আমিহ নাথ সহিতে না পারি ॥ ৮৮
যদি তব ইচ্ছা হয় একবার চিতে।
পৌরুষের মহিমা দেখয়ে ত্রিলোকীতে ॥ ৮৯
ধর্ম্ম বলি কহিতেছ আপনি যাহারে।
অধর্ম্ম করিয়া মানি আমিহ তাহারে ॥ ৯০
যে কর্ম্মেতে জগতের দুঃখ উপজয়।
তারে কোন্ শাস্ত্রে প্রভু ধর্ম্ম করি কয় ॥ ৯১
তব বনবাসে প্রভু কার সুখী হিয়া।
কুবুদ্ধি কুশীল ক্রূর কৈকয়ী বর্জ্জিয়া ॥ ৯২
কৈকয়ীরে আর তাঁর বশ নৃপবরে।
শত্রু করি নিশ্চয়েতে জানহ অন্তরে ॥ ৯৩
শত্রু বলি কোনো দেশে নাহি কোনজন।
শত্রু হয় করিলেই বিরুদ্ধ করণ ॥ ৯৪
অতএব দুই শত্রু প্রতিকার করি।
রাজ্য-অধিকারী হও শঙ্কা পরিহরি ॥ ৯৫
যদ্যপি আপুনি না করিবে প্রতিকার।
মোর প্রতি আজ্ঞা কর তবে একবার ॥ ৯৬
তব অভিষেকে যদি দৈব হয় ক্রূর।
আমিহ করিব তোরে নিজবলে দূর ॥ ৯৭
যদ্যপি বিপক্ষ তাহে সব দেব হয়।
আমিহ করিব যুদ্ধ করি পরাজয় ॥ ৯৮
যদি দৈব নিবৃত্ত করিতে না পারিয়ে।
রামদাস নাম তবে বৃথাই ধরিয়ে ॥ ৯৯
তোমার আজ্ঞায় পারি দৈবে নিবারিতে।
সুমেরু ভাঙ্গিতে পারি সিন্ধু শুকাইতে ॥ ১০০
এই দুই বাহু মোর আর ধনুঃশর।
দর্পিত দুষ্টের দণ্ডে হয় খরতর ॥ ১০১
অনুমতি আছে যার তব বনবাসে।
সকলেরে পাঠাইব আজি যমবাসে ॥ ১০২
ভরত এ কথা শুনি যদি সৈন্য আনে।
সকলেরে সংহারিব খরতর বাণে ॥ ১০৩
এই তীক্ষ্ণ খড়্গ মোর আছয়ে ক্ষুধিত।
আশা পূরি পীবে শত্রু-সৈন্যের শোণিত ॥ ১০
অতএব আজ্ঞা দাও ত্বরিতে আমারে।
নিজ বাহু-প্রভাব দেখাই এ সংসারে ॥ ১০৫
ধর্ম্ম হৈতে ভয় না করিবে কদাচিত।
রাজা এই কর্ম্ম করিছেন অনুচিত ॥ ১০৬
পূর্ব্বে রাজা দিব বলি করিয়া স্বীকার।
কোন ধর্ম্মে এক্ষণে করেন পরিহার ॥ ১০৭
অতএব রাজ্যত্যাগে রাজার অধর্ম্ম।
জগৎজনের দুখী হইবেক মর্ম্ম ॥ ১০৮
বনবাসে যদি ইচ্ছা থাকে তব চিতে।
কালেতে করিবে তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব রীতে ॥ ১০৯
চিরদিন করি রাজ্যগণের পালন।
পুত্র হলো রাজা দিয়া যাইবে কানন ॥ ১১০
সম্প্রতি আমার প্রতি কর নিয়োজন।
রাজ্য-অভিষেক শীঘ্র করি আয়োজন ॥ ১১১
এত শুনি লক্ষ্মণের সরোষ বচন।
মৃদুবাক্যে তারে রাম করেন সান্ত্বন ॥ ১১২
প্রাণাধিক তুমি বাক্য কহিলে যে সব।
কদাচ তোমাতে ইহা নহে অসম্ভব ॥ ১১৩
তুমি বাহুবলে পার সকল করিতে।
তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাহি ত্রিলোকীতে ॥ ১১৪
কিন্তু পিতা মহাগুরু তাঁহার বচনে।
মিথ্যা করিবারে মোর ইচ্ছা নাহি মনে ॥ ১১৫
পিতার প্রতিজ্ঞা যদি আমি সত্য করি।
ইহপরলোকে রবে কীর্ত্তি বিশ্ব ভরি ॥ ১১৬
যদি তব স্নেহ ভক্তি থাকয়ে আমায়।
মোর বাক্যে এই বুদ্ধি তেজহ ত্বরায় ॥ ১১৭
যদি ইচ্ছা থাকে মোর প্রিয় করিবারে।
আমি বন গেলে সেবা করিবে রাজারে ॥ ১১৮
কটু বাক্য কেহো যেন তাঁহারে না কহে।
শোক নাহি পান যেন আমার বিরহে ॥ ১১৯

মাতাদের তাপ নিবারিবে অনুক্ষণ।
ভরতে আমার মত করিবে সেবন ॥ ১২০
এত শুনি রামচন্দ্রমুখের বচন।
কান্দিতে কান্দিতে তাঁরে কহেন লক্ষ্মণ ॥ ১২১
এ বচন প্রভু নাহি কহ আরবার।
মৃতজনে কেন কর অস্ত্রের প্রহার ॥ ১২২
রাজা না হইলে হল্য মনে বড় ব্যথা।
তাহে পুন কেন কহ গৃহবাসকথা ॥ ১২৩
যদ্যপিহ হও তুমি স্বতন্ত্রাচরণ।
তথাপি রাখিবে এক ভৃত্যের বচন ॥ ১২৪
যে গতি তোমার হবে মোর সেই গতি।
বনেতে যাইব আমি তোমার সঙ্গতি ॥ ১২৫
তুমি যেখানেতে নাই সে পুরী শ্মশান।
তুমি বিনে স্বর্গে দেখি নরকসমান ॥ ১২৬
তুমি যেইবনে যাবে সেই স্বর্গবাস।
শ্রীচরণ দরশনে পাইব উল্লাস ॥ ১২৭
সহায় হইব দুর্গ বিষম জঙ্গলে।
ভৃত্য হয়্যা আনি দিব ফল মূল জলে ॥ ১২৮
আতপ-বৃষ্টির কালে পল্লব ভাঙ্গিয়া।
ছত্র করি পথে যাব শিরেতে ধরিয়া ॥ ১২৯
পথশ্রমে যবে তুমি করিবে শয়ন।
আমি নাহি গেলে কে সেবিবে শ্রীচরণ ॥ ১৩০
যদি স্নেহ থাকে নাথ তোমার আমায়।
পুনর্ব্বার না কহিবে থাকিতে এথায় ॥ ১৩১
যদি প্রোঢ়ি কর মোরে ঘরে রাখিবারে।
জীবন তেজিব তবে কোনহ প্রকারে ॥ ১৩২
বিষ খাব কিম্বা ছুরী হৃদয়ে মারিব।
তোমা ছাড়ি ক্ষণকাল প্রাণ না রাখিব ॥ ১৩৩
এত শুনি লক্ষ্মণের মুখে দিয়া কর।
সকরুণ-হৃদয়ে কহেন রঘুবর ॥ ১৩৪
ভাই ভাই হেন বাণী না কহিবে আর।
হৃদয়ে পশিল মোর যেন যমধার ॥ ১৩৫
বরঞ্চ সহিতে পারি আপন মরণ।
না সহিতে পারি তোর এমন বচন ॥ ১৩৬
তুমি মোর বন্ধু সখা প্রিয়তম ভৃত্য।
তোমার যে অভিলাষ মোর সেই কৃত্য ॥ ১৩৭
এত শুনি কৌশল্যার ব্যথিত হৃদয়।
সকল হইল যেন অন্ধকারময় ॥ ১৩৮
পূর্ব্বে লক্ষ্মণের বাক্যে কিছু আশা ছিল।
তাঁর অনুমতি দেখি তাহাও ভাঙ্গিল ॥ ১৩৯
সুদীর্ঘ নিশ্বাস তবে তেজি মহারাণী।
শ্রীরামেরে কান্দি কান্দি কহে পুন বাণী ॥ ১৪০
বহু তপ করি বাপ পাইনু তোমারে।
অবশ্য আমার বাক্য হয় রাখিবারে ॥ ১৪১
অধর্ম্ম যে হবে পিতৃ-আজ্ঞাবিলঙ্ঘনে।
তাহা আমি নিব তুমি থাকহ ভবনে ॥ ১৪২ *
তাহাতে এ বর্ম্মে নাহি কিছুই অধর্ম্ম।
শুনহ কহিয়ে মনু-বচনের মর্ম্ম ॥ ১৪৩
কামী গুরু যদি কার্য্যাকার্য্য নাহি গণে।
না শুনিবে কোনো মতে তাহার বচনে ॥ ১৪৪
শাস্ত্রে কহে জননীরে পালিবে নন্দন।
তুমি কেন মিথ্যা কর সে যোগ্য বচন ॥ ১৪৫
গর্ভেতে ধারণ আর পোষণকারণে।
পিতা হৈতে মাতারে গরিষ্ঠ শাস্ত্রে ভণে ॥ ১৪৬
অতএব মোর বাক্য না কর লঙ্ঘন।
রাজা হয়্যা কর রাম সবার পালন ॥ ১৪৭
যদি এই বাক্য মোর না কর শ্রবণ।
তবে আজি যাব আমি শমন-সদন ॥ ১৪৮
এত শুনি জননীর বাণী রঘুবর।
কহিছেন তাঁরে হয়্যা অধিক কাতর ॥ ১৪৯
উত্তম কুলেতে মাতা জনম তোমার।
জানহ সকল লোক-ধর্ম্মের আচার ॥ ১৫০
যদি করি আমি পিতৃ-বচন-লঙ্ঘন।
তোমারে করিতে হয় তাহাতে বারণ ॥ ১৫১
তাহে আমি পিতৃ-বাক্য করিতে উদ্যত।
তুমিহ বারণ কর এ নহে সম্মত ॥ ১৫২
আমার তোমারও প্রভু হন নরপতি।
মোরে ফিরাইতে তব না হয় শকতি ॥ ১৫৩
নারীর দেবতা মহাগুরু হন পতি।
তাঁর আজ্ঞা-লঙ্ঘনে না কর কভু মতি ॥ ১৫৪
যদি ইচ্ছা থাকে মোর পুনরাগমনে।
তবে আর না করিবে আমায় বারণে ॥ ১৫৫

* অধর্ম্ম যে হবে তাহা লইলাম আমি।
পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘিয়া গৃহেতে থাক তুমি ॥

শ্রীরামবচন শুনি কহে মহারাণী।
বাপধন রাখহ আমার এক বাণী ॥ ১৫৬
যদ্যপি নিতান্ত তুমি যাইবে বনেতে।
আমারে লইয়া চল আপন-সঙ্গেতে ॥ ১৫৭
ক্ষণমাত্র তোরে না দেখিলে যেন মরি।
এতদিন গোঁয়াইব কি উপায় করি ॥ ১৫৮
তাহাতে কৈকয়ী কবে নানা কুবচন।
দগ্ধ অঙ্গে হবে সেহ লবণ-অর্পণ ॥ ১৫৯
অতএব যাব আমি তব সঙ্গে বন।
বৎসছাড়া ধেনু কোথা রহে একক্ষণ ॥ ১৬০
শ্রীরাম কহেন মাতা এহ যোগ্য নয়।
পুত্র কভু নারীর দেবতা নাহি হয় ॥ ১৬১
দুঃশীল দুর্ভগ বৃদ্ধ রোগী বা অধন।
যেহকু সেহকু পতি নারীর জীবন ॥ ১৬২
তাহাতে সুশীল নরপতি মহাশয়।
তাঁহার নিকটত্যাগ তব যোগ্য নয় ॥ ১৬৩
যে নারী সর্ব্বতোভাবে পতি না সেবয়।
ইহলোকে নিন্দা পরলোকে দুঃখ হয় ॥ ১৬৪
তাহে মোর শোকে রাজা হবেন দুঃখিত।
তুমি না রহিলে তাঁর না রবে জীবিত ॥ ১৬৫
যেমতে না হন তিঁহ শোকেতে কাতর।
করিবে সকলে তাহা সর্ব্বদা তৎপর ॥ ১৬৬
মোর লাগি কটু না কহিবে নৃপতিরে।
ক্ষণমাত্র তবে প্রাণ না রবে শরীরে ॥ ১৬৭
পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বর দিলা নরপতি।
তাহে তাঁর কিবা দোষ এই মোর মতি ॥ ১৬৮
মোর বিয়োগেতে কভু ব্যগ্র না হইবে।
সমাগত প্রায় করি আমারে জানিবে ॥ ১৬৯
ভরত সুবুদ্ধি হয় শুদ্ধ সদাচার।
আমার অধিক সেবা করিবে তোমার ॥ ১৭০
তারে কিছু না কহিবে অপ্রিয় বচন।
করিবে আমার মত স্নেহ আচরণ ॥ ১৭১
পিতা তারে করিলেন রাজ্য সমর্পণ।
ইহাতে তাহার দোষ না হয় দর্শন ॥ ১৭২
কৈকয়ীর সঙ্গে সদা রাখিবে প্রণয়।
বশিষ্ঠের সহিত বিবাদ যোগ্য নয় ॥ ১৭৩
দোষ-বুদ্ধি না করিবে কদাচ তাঁহারে।
বিশ্বে কার শক্তি আছে দৈব লঙ্ঘিবারে ॥ ১৭৪

আমাতে অত্যন্ত স্নেহ হয় সে মাতার।
দৈব বিনে নাহি ঘটে হেন বাণী তাঁর ॥ ১৭৫
অতএব দ্বেষ তেজি থাকিয়া মন্দিরে।
সেবা কর যথাযোগ্য মতে নৃপতিরে ॥ ১৭৬
সেবিবে সুন্দর মতে দেবতা ব্রাহ্মণ।
তবেই নির্ব্বিঘ্নে হবে মোর আগমন ॥ ১৭৭
যদি মোর সুখে ইচ্ছা থাকয়ে তোমার।
সঙ্গে যাইবার কথা না কহিবে আর ॥ ১৭৮
এত শুনি কৌশল্যার ফিরি গেল মন।
ধন্য ধন্য সে প্রভুর জীব-নিয়োজন ॥ ১৭৯
কহেন শ্রীরামে বাপ যাহে সুখ তোর।
তাহাই করিবে তুমি যে হউক মোর ॥ ১৮০
বনবাস পূর্ণ করি গৃহেতে আসিবে।
হেন দিন মোর ভাগ্যে রাম কি হইবে ॥ ১৮১
বাঁচিয়া থাকিতে পারি যদি হেন দুখে।
পুনর্ব্বার দেখিব তোমার চান্দমুখে ॥ ১৮২
এত বলি গন্ধপুষ্প ধূপাদি লইয়া।
দেবগণে বিধিমতে অর্চ্চনা করিয়া ॥ ১৮৩
রক্ষার ঔষধি ভুজে করিয়া বন্ধন।
যথাবিধি রক্ষা-মন্ত্র করেন পঠন ॥ ১৮৪
করুন মঙ্গল তব, বিশ্বনাথ দেবদেব,
ব্রহ্মা বিষ্ণু বৃষভবাহন।
একাদশ রুদ্র ব্যূহ, আদিত্যাদি নবগ্রহ,
ইন্দ্র আদি দিক্‌পালগণ ॥ ১৮৫
দেবতার সেনাপতি, কার্ত্তিকেয় মহামতি,
করিবেন রক্ষা সর্ব্বস্থলে।
মোর প্রতি করি দয়া, ভগবতী মহামায়া,
তরাবেন বিপদ সকলে ॥ ১৮৬
সিদ্ধ সাধ্য সমীরণ, বসু নক্ষত্রের গণ,
নাশিবেন বিপক্ষের দল।
সাঙ্গ বেদ বিদ্যা মন্ত্র, পুরাণ আগম তন্ত্র,
সাধিবেন সতত মঙ্গল ॥ ১৮৮
দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি যত, রাজর্ষি শত শত,
শ্রীনারদ বৈষ্ণবপ্রধান।
ধৃতি স্মৃতি মেধা বুদ্ধি, লক্ষ্মী তুষ্টি পুষ্টি সিদ্ধি,
সকলেতে করুন কল্যাণ ॥ ১৮৯
ঊর্দ্ধ আদি দশদিশা, বর্ষ মাস দিন নিশা,
সকলে হইবে শুভকর।

পিশাচ দানব যক্ষ, গন্ধর্ব্ব রাক্ষস লক্ষ,
কেহ না হইবে বিঘ্ন-পর ॥ ১৮৯
সিংহ ব্যাঘ্র মত্ত-করী, বরাহ ঘোটক বৈরী,
গণ্ডক ভল্লুক আর শিবা।
যত ঘোর রূপধারী, জল-স্থল-ব্যোমচারী,
কেহ রামে দুখ নাহি দিবা ॥ ১৯০
সুখদায়ী হউ পথ সিদ্ধ হবে মনোরথ,
সবকাল যাবে সুখিচিতে।
প্রতিজ্ঞায় উত্তরিয়া, সকলের সুখ দিয়া,
রঘুবর আসিবে ত্বরিতে ॥ ১৯১
এইরূপ স্বস্ত্যয়ন করি আচরণ।
স্নেহে রাণী করে রামে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১৯২
মস্তক আঘ্রাণ করি তবে বহুবার।
শোকেতে কাতর না কহিতে পারে আর ॥১৯৩
শ্রীরাম বন্দন করি চরণ তাঁহার।
চলিলা লক্ষ্মণ সঙ্গে নিকটে সীতার ॥ ১৯৪
দূর হৈতে দেবী দেখি করি প্রত্যুত্থান।
প্রণাম করিয়া কৈলা আসন প্রদান ॥ ১৯৫
সেকালের যোগ্য হর্ষ রামে না দেখিয়া।
কহেন জানকী তাঁহে সন্দিগ্ধ হইয়া ॥ ১৯৬
অভিষেক এখনো না হলা কি কারণে।
মিলিয়াছে নাহি কিবা শশী পুষ্যসনে ॥ ১৯৭
এখনো মস্তকে কেন ছত্র নাহি ধরে।
বীজন না করে কেন ব্যজন চামরে ॥ ১৯৮
বন্দিগণ নাহি করে কি লাগি স্তবন।
মন্ত্রি-আদি ভৃত্য কেন না করে সেবন ॥ ১৯৯
অগ্রেতে না আস্তে কেন শুক্ল অশ্ববর।
পশ্চাতে গমন নাহি করয়ে কুঞ্জর ॥ ২০০
অভিষেক-সূচক কিছুই না দেখিয়া।
সন্দেহ-সাগরে ডুবিতেছে মোর হিয়া ॥ ২০১
এত শুনি জানকীর মধুর বচন।
কহিছেন তাঁরে কিছু শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২০২
শুন শুন প্রাণপ্রিয়ে আজিকার কথা।
ধৈরয ধরিবে মনে না করিবে ব্যথা ॥ ২০৩
পূর্ব্বে পিতা দুই বর কৈকয়ী মাতায়।
প্রতিশ্রুত হয়্যাছিলা তুষিয়া সেবায় ॥ ২০৪
সেই বর আজি তারে বিমাতা চাহিলা।
দিলাম বলিয়া পুন ভূপতি কহিলা ॥ ২০৫
এক বরে ভরত হইবে ক্ষিতিপতি।
অন্তে চৌদ্দবর্ষ মোর বনেতে বসতি ॥ ২০৬
অতএব যাত্রা করিতেছি আমি বনে।
অনুমতি কর তুমি প্রসন্নবদনে ॥ ২০৭
কোনোমতে না হইবে সন্দিগ্ধহৃদয়।
পিতৃবাক্যপালনে পরম ধর্ম্ম হয় ॥ ২০৮
যাবৎ না হয় মোর গৃহে আগমন।
করিবে বিবিধমত ব্রত আচরণ ॥ ২০৯
প্রভাতে উঠিয়া কর‍্য দেবতা-পূজন।
করিবে দেবের মতে শ্বশুরসেবন ॥ ২১০
সমভাবে সেবিবে সকল শ্বশ্রূগণ।
করিবে বিশেষ মোর মাতার সেবন ॥ ২১১
পুত্র-সম স্নেহ কর‍্য শত্রুঘ্ন-ভরতে।
তারা মোর প্রিয়তম হয় সর্ব্বমতে ॥ ২১২
না কহিবে ভরতেরে কিছু মন্দ কথা।
আত্ম-দুঃখ হৈতে তার দুঃখে মোর ব্যথা ॥ ২১৩
ভরতের আগে মোর না করিবে স্তব।
পরস্তব শুনি ক্রুদ্ধ হয় নৃপ সব ॥ ২১৪
তাহার যাহাতে প্রীতি তাহাই করিবে।
তবে গ্রাস-আচ্ছাদন সে তোমারে দিবে ॥ ২১৪
সন্তুষ্ট হইলে রাজা হয় সদা সুখ।
অসন্তুষ্ট হইলে সন্তত হয় দুখ ॥ ২১৬
কাহারো অপ্রিয় কর্ম্ম কিছু না করিবে।
মিষ্টবাক্যে সকলের চিত্ত সন্তোষিবে ॥ ২১৭
আমার বিরহে নাহি হইবে কাতর।
প্রিয়সঙ্গ চিরদিন নহে স্থিরতর ॥ ২১৮
নদী-বেগে যেন তৃণ ভাসিতে ভাসিতে।
তৃণান্তরে মিলে পুন ছাড়য়ে ত্বরিতে ॥ ২১৯
হেন লোক ভ্রমিতে ভ্রমিতে কালবলে।
কভু কারো সঙ্গ পায় কালে ছাড়ি চলে ॥ ২২০
এই ভাবি হৃদয়েরে সুস্থির করিবে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় কালে মিলন হইবে ॥ ২২১
এত বাক্য শুনিয়া জানকী রাম-মুখে।
নিমগ্ন হইলা সিন্ধু-সম ঘোর দুখে ॥ ২২২
যত দুখ হল্য অভিষেকবাধে তাঁর।
নিজ গৃহবাস শুনি দ্বিগুণ তাহার ॥ ২২৩
ধন-প্রাণ-নাশ নারী পারে সহিবারে।
পতির বিচ্ছেদ কভু সহিতে না পারে ॥ ২২৪

অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল বদন।
গদগদ স্বরে কিছু কহেন বচন ॥ ২২৫
যদি হয় নাথ বন-গমন নিশ্চয়।
মোর প্রীতি না হইবে কঠিনহৃদয় ॥ ২২৬
গৃহেতে রহিতে মোরে কহ কি কারণে।
তোমার সঙ্গেতে আমি যাইব কাননে ॥ ২২৭
পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র বান্ধব সকল।
সর্ব্বত্র সকলে ভুঞ্জে নিজ কর্ম্মফল ॥ ২২৮
একমাত্র রমণী ভুঞ্জয়ে পতিকর্ম্ম।
উভয়ের সম ভাগ যত ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥ ২২৯
পরলোকে সঙ্গে যায় সাধ্বী যে রমণী।
তার পরিত্যাগ অনুচিত করি গণি ॥ ২৩০
অতএব মোরে লয়্যা চলহ কানন।
গৃহে না রহিব তোমা বিনে একক্ষণ ॥ ২৩১
পতির বিয়োগে সাধ্বী প্রবেশে অগ্নিতে।
তথাপি বিরহ নাহি পারয়ে সহিতে ॥ ২৩২
সঙ্গে মাত্র গেলে যদি সে দায়ে এড়াই।
ইহাতে তোমার ক্ষতি দেখিতে না পাই ॥ ২৩৩
বিশেষতঃ পিতা মাতা দিয়াছে শিক্ষণ।
স্বামিবিনে না থাকিবে কভু একক্ষণ ॥ ২৩৪
অতএব সত্য করি কহিতেছি আমি।
সেই স্থানে যাব যথা যাইবেন স্বামী ॥ ২৩৫
বনে সুকঠিন স্থানে করিবে ভ্রমণ।
দাসী সঙ্গে রহিলে সেবিবে শ্রীচরণ ॥ ২৩৬
মোর ভরণের ভার কিছু না লাগিবে।
শ্রীচরণ-শোভা দেখি ক্ষুধা পলাইবে ॥ ২৩৭
ধর্ম্ম যত শিখাইলে সব সত্য হয়।
কিন্তু পতিসেবনের কোটিঅংশ নয় ॥ ২৩৮
মহাগুরু ইষ্টদেব রমণীর পতি।
সেহ বিনে তাহার নাহিক আন গতি ॥ ২৩৯
অতএব কৃপা করি দাও অনুমতি।
তোমার সঙ্গেতে শীঘ্র বনে করি গতি ॥ ২৪০
এত শুনি জানকীর মন ফিরাইতে।
শ্রীরাম কহেন বনে দোষ নানা রীতে ॥ ২৪১
প্রিয়ে তুমি পরম ধর্ম্মজ্ঞ শুদ্ধমতি।
লঙ্ঘন না হয় কহিতেছ যে ভারতী ॥ ২৪২
তোমার বিরহ লাগি অতি দুখী মন।
কি করিব জনকের অলঙ্ঘ্য শাসন ॥ ২৪৩

তোমার নিকটেতে রহিলো মোর মন।
কেবল শরীর মাত্র চলিল কানন ॥ ২৪৪
তোমারে লইতে সঙ্গে মনোরথ ছিল।
কিন্তু বনে বহু দোষ দেখি না হইল ॥ ২৪৫
রাজপুত্রী ভীরুমতি তাহে সুকুমারী।
তোহে বনে লইয়া যাইতে নাহি পারি ॥ ২৪৬
প্রথমে কণ্টক লোষ্ট্র আছে পথে কত।
কোমল পদেতে তাহে চলিবে কিমত ॥ ২৪৭
কভু সূর্য্যতাপে তপ্ত হবে পদধূলি।
তখন কাতর হয়্যা করিবে ব্যাকুলী ॥ ২৪৮
পার হত্যে হবে কত নদী সুদুস্তর।
তাহে আছে কত ফণী কুম্ভীর মকর ॥ ২৪৯
বিপিনে বিকট ব্যাঘ্র-সিংহ-গজগণ।
মনুষ্য দর্শন মাত্র করয়ে মারণ ॥ ২৫০
সিংহের নিনাদ শুনি মূর্চ্ছা পায় জন।
বহুক দূরেতে তার সাক্ষাতে দর্শন ॥ ২৫১
মহাবিষ আছে কত ফণী বনান্তরে।
দংশন দূরেতে তার শ্বাসে প্রাণী মরে ॥ ২৫২
অতি ঘোর রাক্ষস আছয়ে কত স্থলে।
গিলে যারা সজীবন-মনুষ্য সকলে ॥ ২৫৩
ভোজন করিতে হবে তৃণের তণ্ডুল।
তাহার অভাবে কটু তিক্ত ফল মূল ॥ ২৫৪
কোনো কোনো স্থানেতে তাহাও না মিলিবে
বহুদিন উপবাস করিতে হইবে ॥ ২৫৫
কখনো কখনো নাহি মিলিবেক জল।
পরিতে হইবে পত্র অজিন বল্কল ॥ ২৫৬
বায়ুবেগে উড়ি অঙ্গে লাগি ধূলীগণ।
মলিন করিবে হেন সুবর্ণ বরন ॥ ২৫৭
শয়ন করিতে হবে তৃণশয্যা করি।
অভাবে তাহার কভু ভূমির উপরি ॥ ২৫৮
কীট দংশ মক্ষিকা মশক পক্ষিগণ।
দিবা নিশি মনুষ্যের করয়ে পীড়ন ॥ ২৫৯
গ্রীষ্মে পঞ্চতপা হত্যে হইবে বনেতে।
বর্ষাতে বৃষ্টির ধারা পড়িবে শিরেতে ॥ ২৬০
ডুবাইয়া কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত কীলালে।
রহিতে হইবে ঘোরতর শীতকালে ॥ ২৬১
অঙ্গমল লোম নখ হইবে ধরিতে।
জন্মিবে জটার জাল কুটিল বেণীতে ॥ ২৬২

আর শুন বনে বন্ধু দেখা না পাইবে।
স্ত্রীজাতি কিমতে সেই উদ্বেগ সহিবে॥ ২৬৩
এইরূপ নানা দুঃখ ভাবি মনে মনে।
ইচ্ছা নাহি হয় তোঁহে লইতে কাননে॥ ২৬৪
বাত বৃষ্টি তাপে তুমি হইবে বিশীর্ণ।
তাহা দেখি মোর বুক হইবে বিদীর্ণ॥ ২৬৫
কোটি গুণে প্রিয় তুমি পরাণ হইতে।
নাহি পারি আত্ম লাগি তোঁহে দুঃখ দিতে॥২৬৬
অতএব মোর বাক্য ধরিয়া হৃদয়ে।
প্রাণপ্রিয়ে থাক তুমি সুখেতে নিলয়ে॥ ২৬৭
যদ্যপি হইব আমি দূরদেশচর।
তথাপি হৃদয়ে রবে তুমি নিরন্তর॥ ২৬৮
তুমিহ অন্তরে সদা দেখিবে আমারে।
বিরহ-বিপদে তবে কি করিতে পারে॥ ২৬৯
যেরূপ আবেশ প্রিয় দূরেতে থাকিলে।
তেন নাহি হয় কভু নিকটে রহিলে॥ ২৭০
আর শুন রস-শাস্ত্রে নানাস্থানে ভণে।
রসপুষ্টি নাহি হয় বিরহ বিহনে॥ ২৭১
ইহাও ভাবিয়া স্থির করি নিজ মন।
বিপিনপয়াণে ত্যজ প্রিয়ে আয়োজন॥ ২৭২
এত শুনি শ্রীরামের কঠিন বচন।
দুঃখেতে হইল কিছু স্বরূপ স্মরণ॥ ২৭৩
নয়ন-জলেতে ভাসে কমল বয়ন।
নিজ নাথে জানকী করেন নিবেদন॥ ২৭৪
প্রাণনাথ যে দোষ দেখাও তুমি বনে।
শুনিয়াছি সব আমি ভিক্ষুকীবদনে॥ ২৭৫
কিন্তু সেই সব দোষ তব সন্নিধানে।
দিব্যগুণ হইবে ইহাই মন মানে॥ ২৭৬
রাজপুত্রী কত আমা হইতে কুমারী।
স্বামীর সহিতে থাকে বনে গৃহ ছাড়ি॥ ২৭৭
পৃথু নামে রাজা ছিলা সপ্তদ্বীপনাথ।
তাঁর পত্নী বনবাস কৈলা তাঁর সাথ॥ ২৭৮
পথে আগে আগে তুমি গমন করিবে।
কণ্টক ও-পদ্ম দেখি পথ ছাড়ি দিবে॥ ২৭৯
তব যাত্রাকালে রবি হবেন কোমল।
পথের বালুকা তাহে থাকিবে শীতল॥ ২৮০
আর তব পদ-নখ-চন্দ্রের কিরণে।
শীতল করিতে পারে কোটী সূর্য্যগণে॥ ২৮১
তোমার সাক্ষাতে ভয় হয় নদী-পারে।
ইহা শুনি বিস্ময় লাগিতেছে আমারে॥ ২৮২
শুনিয়াছি ভবসিন্ধু তব নামে তরে।
তোমার সাক্ষাতে ক্ষুদ্র নদী কিবা করে॥ ২৮৩
যারে ডাকি গজেন্দ্র তরিল গ্রাহ-ভয়।
তার নারী গ্রাহে খায় একি মনে লয়॥ ২৮৪
তাড়কা সুবাহু আদি যেই জন মারে।
তার আগে সিংহ আদি কি করিতে পারে॥২৮৫
যাঁর ভৃত্য গরুড় স্মরণে বিষনাশে।
দুষ্ট সর্প কি করিতে পারে তার পাশে॥ ২৮৬
সকল রাক্ষসপতি দশানন হয়।
অর্জ্জুন করিলা তারে অনায়াসে জয়॥ ২৮৭
তার জয়ী ভার্গবের যে হরিল দাপ।
তার ভৃত্যে রাক্ষসে কি দিতে পারে তাপ॥২৮৮
তৃণ-শস্য ফল মূল তোমার প্রসাদ।
সুধা হইতে অধিক হইবে তার স্বাদ॥ ২৮৯
যবে ভক্ষ্য পেয় দ্রব্য কিছু না মিলিব।
মুখ-সুধা পানে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জিনিব॥ ২৯০
মৃগচর্ম্ম পরিধানে দুখী নহে মর্ম্ম।
মহেশ্বররমণী পরেন ব্যাঘ্রচর্ম্ম॥ ২৯১
উড়িয়া ও পদধূলি অঙ্গেতে লাগিবে।
চন্দন-অধিক শোভা তাহাতে হইবে॥ ২৯২
তব সঙ্গে তৃণে কিম্বা ভূমিতে শয়নে।
যে সুখ তা হয় কোথা অপূর্ব্ব আসনে॥ ২৯৩
আর যত কহিলেন ক্ষুদ্র উপদ্রব।
তব সন্নিধানে নাহি গণিয়ে সে সব॥ ২৯৪
যেই মীন বাস করে সমুদ্র-মাঝারে।
বাড়ব অনল তারে তাপ দিতে নারে॥ ২৯৫
তাহে হও তুমি সুখ-সুধার সমুদ্র।
সে সকল উপদ্রব তাহে কোন ক্ষুদ্র॥ ২৯৬
দর্শন স্পর্শন আর তব সম্ভাষণে।
দুঃখ-গন্ধ-সম্বন্ধ না হবে মোর মনে॥ ২৯৭
বন্ধুজনে কদাচ দেখিতে না চাহিব।
ও পদকমল দেখি সব পাসরিব॥ ২৯৮
রসপুষ্টি-কথা অতি অযোগ্য শুনিতে।
অপূর্ণ থাকিলে হয় পূরণ করিতে॥ ২৯৯
তুমি হও পরিপূর্ণ রসের সাগর।
তোঁহে অপূর্ণতা মোর না হয় গোচর॥ ৩০০

হেন তোঁহে ছাড়ি কেন রহিব সদনে।
স্বর্গ ছাড়ি কেবা যায় নরক-ভবনে ॥ ৩০১
অতএব কোনো মতে নাহিক সংশয়।
বনেতে যাইব আমি কহিলুঁ নিশ্চয় ॥ ৩০২
যদি বনে মৃত্যু হয় তাহাও উত্তম।
তোমা ছাড়ি জীবন মানিয়ে মৃত্যুসম ॥ ৩০৩
স্বামী পরিত্যাগ করে যেই রমণীরে।
ধিক্ তারে সেহ কেন রাখয়ে শরীরে ॥ ৩০৪
যে রমণী স্বামীর পশ্চাতে সদা যায়।
ইহলোকে পরলোকে সেই সুখ পায় ॥ ৩০৫
শুনিয়াছি ঋষি-মুখে বেদের বচন।
রমণী করিবে সদা স্বামীর সেবন ॥ ৩০৬
ছায়ামত স্বামীর পশ্চাতে যেই যায়।
পরলোকে সে রমণী সেই স্বামী পায় ॥ ৩০৭
বিনাদোষে যদি তেজে স্বামী স্বভার্য্যারে।
জানহ আপনি শাস্ত্রে কহে কি তাহারে ॥ ৩০৮
আর শুন পূর্ব্বে মোর পিতার ভবন।
আসিছিলা সিদ্ধরূপী কয়েক ব্রাহ্মণ ॥ ৩০৯
কহিলেন তাঁরা মোর দেখিয়া লক্ষণে।
সীতে তব বনে বাস হবে স্বামীসনে ॥ ৩১০
তার কাল উপস্থিত এই মোর মন।
সত্য হক সত্যবাদি-ব্রাহ্মণবচন ॥ ৩১১
যদি মোরে নিতান্ত না লয়্যা যাবে বন।
তব চরণের দিব্য তেজিব জীবন ॥ ৩১২
এইরূপ কহিয়া শ্রীজনকতনয়া।
ভাবনা করেন মনে হইয়া সভয়া ॥ ৩১৩
শ্রীরাম এ বাক্য শুনি প্রিয়ার বদনে।
অধোমুখ হইয়া ভাবেন মনে মনে ॥ ৩১৪
বনে গেলে হইবেক নানাদুঃখ-ভয়।
গৃহেতে রাখিয়া গেলে জীবন সংশয় ॥ ৩১৫
উভয় সঙ্কট মোর হল্য উপস্থিত।
যোগ্য পরামর্শ দেও বিধাতা ত্বরিত ॥ ৩১৬
রামে অধোমুখ দেখি জানকীর চিতে।
কোপের উদয় কিছু হল্য আচম্বিতে ॥ ৩১৭
অরুণ নয়নে ঝরে কোপে অশ্রুজল।
মধু উগারয়ে যেন রক্ত উতপল ॥ ৩১৮
মুখ বাহি সেই জল পড়ে পয়োধরে।
চন্দ্র হত্যে সুধা যেন শিবের উপরে ॥ ৩১৯
অধোমুখী হয়্যা ক্ষিতি লিখেন চরণে।
বুঝি দুঃখে ভূমি প্রবেশিব করি মনে ॥ ৩২০
উত্তপ্ত নিশ্বাস ছাড়ি কম্পিত অধর।
কহিছেন পুন কিছু গদগদ স্বর ॥ ৩২১
ধিক্ ধিক্ ধিক্ বহু জনক-হতাশে।
ক্লীবে যে জামাতা পাই ভাগ্য করি বাসে ॥ ৩২২
তেজস্বী সাহসী রাম বলিষ্ঠ নির্ভয়।
এই সব লোকের বচন মিথ্যা হয় ॥ ৩২৩
এক নারী রক্ষণ করিতে যেই নারে।
ধিক্ তার তেজ বল সাহস বিদ্যারে ॥ ৩২৪
বুঝিলাম রাজা তোঁহে অকর্ম্মণ্য গণি।
ভাল করিলেন নাহি দিলেন ধরণী ॥ ৩২৫
বিবাহ করিয়া নারী কোন্ বিবেচনে।
নটের সমান দিতে চাহ আন জনে ॥ ৩২৬
সীতার সকোপ বাক্য শুনি রঘুবীর।
সুখী হল্যা যেন খাই সমরীচ ক্ষীর ॥ ৩২৭
হায় কি কহিলুঁ বলি ভাবিয়া অন্তরে।
সীতা মিষ্ট বাক্য কন পুন রঘুবরে ॥ ৩২৮
কায়মনোবাক্যে কিছু নাহি করি দোষ।
তবে কেন মোর প্রতি মিথ্যা কর রোষ ॥ ৩২৯
যদি কিছু করি থাকি দোষ-আচরণ।
ক্ষমা কর কৃপা করি ধরিয়ে চরণ ॥ ৩৩০
বিরহ সহিতে নাহি পারি একক্ষণ।
কিরূপেতে এতকাল করিব যাপন ॥ ৩৩১
তোমার বিরহভয়ে কাতর হইয়া।
শরণ লইলুঁ তোঁহে চল সঙ্গে নিয়া ॥ ৩৩২
যদ্যপি নিতান্ত নাহি লইবে সঙ্গেতে।
বিষ খাই মরি তবে তোমার অগ্রেতে ॥ ৩৩৩
আমিহ মরিলে হবে যাত্রা সুলক্ষণ।
বামে শব করি তুমি করিবে গমন ॥ ৩৩৪
এত কহি পড়ি রাম-চরণ-উপরে।
ক্রন্দন করেন সীতা মৃদু মৃদু স্বরে ॥ ৩৩৫
শুনিয়া করুণ কথা জানকীর মুখে।
ধৈরয ধরিতে রাম না পারেন দুখে ॥ ৩৩৬
কৃপাতে বিদীর্ণ যেন হইল অন্তর।
নয়নেতে অশ্রুজল বহে ঝর ঝর ॥ ৩৩৭
বাহু পসারিয়া উঠাইয়া প্রেয়সীরে।
অশ্রুজল মাজিয়া কহেন ধীরে ধীরে ॥ ৩৩৮

প্রিয়ে না বুঝিয়া মোর বচনের অর্থ।
অভিমানে দোষ দেও আমারে নিরর্থ ॥ ৩৩৯
শুন শুন প্রিয়ে মোর চিত্ত-অভিলাষ।
তুচ্ছ দেখি তোমা ছাড়ি ব্রহ্মলোকে বাস ॥৩৪০
তথাপি মনের দুঃখ করিয়া স্মরণ।
সুকুমারী তোহে না লইতে হয় মন ॥ ৩৪১
যদ্যপি সমর্থ সব বিঘ্ন-নিবারণে।
তথাপি বারণ করি এইসে কারণে ॥ ৩৪২
সংপ্রতি জানিলুঁ তব নিতান্ত নিশ্চয়।
আর তোঁহে রাখিয়া যাইতে যোগ্য নয় ॥ ৩৪৩
অতএব গুরুবর্গে করি নিবেদন।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে কর ধন বিতরণ ॥ ৩৪৪
এত শুনি জানকী শ্রীরামে প্রণমিয়া।
শ্বশ্রূগণে কহিতে চলিলা সুখি-হিয়া ॥ ৩৪৫
উপস্থিত হইয়া শ্রীকৌশল্যাভবনে।
ভক্তিভাবে প্রণমিলা তাঁহার চরণে ॥ ৩৪৬
রাণী বধূ কোলে করি কাতর দুখেতে।
রোদন করেন বাণী না আস্তে মুখেতে ॥ ৩৪৭
জানকী কহেন মাতা নাহি ভাব দুখ।
তব আশীর্ব্বাদে কালে হবে সব সুখ ॥ ৩৪৮
পিতৃ-মাতৃ-বচন পালনসম ধর্ম্ম।
সংসারেতে নাহি দেখি আর কোন কর্ম্ম ॥ ৩৪৯
অতএব দুখ তেজি করহ কল্যাণ।
সুখে আসিবেন ঘরে তোমার সন্তান ॥ ৩৫০
সংপ্রতি আমার প্রতি সকরুণ মনে।
আজ্ঞা দাও তব পুত্র-সনে যাই বনে ॥ ৩৫১
তিঁহ তুষ্ট হইয়া করিয়া অনুমতি।
পাঠাইলা তব পদে করিতে প্রণতি ॥ ৩৫২
শুনি বাণী রাণী শোকে দ্বিগুণ কাতর।
কহিছেন জানকীরে গদগদ স্বর ॥ ৩৫৩
কি কথা কহিলে মাতা তুমি যাবে বন।
শুনিয়া বিদীর্ণ হয়্যা যায় মোর মন ॥ ৩৫৪
দেখিয়া তোমার শশিসমান বদনে।
রাম-শোকে বাঁচিব বলিয়া ছিল মনে ॥ ৩৫৫
হায় হায় যদি মাতা তুমিও যাইবে।
কিরূপেতে এত দুখ সহন হইবে ॥ ৩৫৬
কাননে কঠিন মাটী কণ্টক বিস্তর।
যাতাগতি করিবে কিরূপে তদুপর ॥ ৩৫৭
সাধ করি তব পিতা মোর ঘরে দিল।
বিধি নিদারুণ তাহা বিফল করিল ॥ ৩৫৮
কোথা তুমি নৃপতিতনয়া সুকুমারী।
কোথা ঘোর কানন-নিবাস দুঃখকারী ॥ ৩৫৯
অতএব জননি যাইতে না পাইবে।
দুই জন গেলে মোর প্রাণ না রহিবে ॥ ৩৬০
সুমতি সুমিত্রা তাঁরে কহিছেন বাণী।
ভাল কথা না কহিলে তুমি মহারাণি ॥ ৩৬১
যেমন কুলের কন্যা জানকী আমার।
অতিযোগ্য কর্ম্ম হয় এইতো তাহার ॥ ৩৬২
যেই সমভাগী পতি-দুঃখ-সুখে হয়।
সে নারীর যশ গায় সব বেদচয় ॥ ৩৬৩
দুঃখকালে যেই করে স্বামীর সেবন।
সেই নারী হয় দিব্য সুখের ভাজন ॥ ৩৬৪
তার সাক্ষী হল্য দেখ কৈকয়ী সংপ্রতি।
রামে বনবাসী কৈল ভরতে ভূপতি ॥ ৩৬৫
আর শুন যদ্যপি না জানকী যাইবে।
তবে বনে মোর রামধনে কে সেবিবে ॥ ৩৬৬
সুখ দুখ যে সে হক আমা সবাকার।
সীতা রামসঙ্গে যান সম্মতি আমার ॥ ৩৬৭
এত শুনি সুমিত্রার সুন্দর বচন।
সীতা কোলে করি রাণী করেন চুম্বন ॥ ৩৬৮
কহিছেন পুন কিছু গদগদ ভাষে।
চিরজীবী হয়ে থাক তুমি রাম-পাশে ॥ ৩৬৯
না বুঝিয়া কর্য্যাছিলুঁ পূর্ব্বেতে বারণ।
স্মরণ হইল শুনি সুমিত্রা-বচন ॥ ৩৭০
জানিলাম ত্রিভুবনে আমি ভাগ্যবতী।
যার পুত্রবধূ তুমি ধর্ম্মজ্ঞ সুমতি ॥ ৩৭১
আশ্চর্য্য জনম পৃথ্বী হইতে যাহার।
পতি-অনুগতি নহে অদ্ভুত তাহার ॥ ৩৭২
তুমি বনে গেলে রামচন্দ্রের সঙ্গেতে।
গৃহেতে রহিব আমি নিশ্চিন্ত মনেতে ॥ ৩৭৩
এত কহি করি দিব্য বেশ পরিষ্কার।
করিলা বিবিধমতে মঙ্গল-আচার ॥ ৩৭৪
জানকী সবার পদে করিয়া বন্দন।
নিজগৃহে গিয়া দিলা বিপ্রে বহু ধন ॥ ৩৭৫
প্রণতি করিলা গিয়া শ্রীরাম-চরণে।
তাহা দেখি রামচন্দ্র কহেন লক্ষ্মণে ॥ ৩৭৬

ভ্রাতৃবর মোর তুমি রাখহ বচন।
গৃহেতে থাকহ সঙ্গে নাহি যাও বন ॥ ৩৭৭
যদি যাও তুমিহ আমার সঙ্গে বনে।
কে রাখিবে কৌশল্যা সুমিত্রা দুইজনে ॥ ৩৭৮
কৈকয়ী মাতার বশ হয়্যা নরেশ্বর।
পূর্ব্বমত নাহি করিবেন সমাদর ॥ ৩৭৯
বিমাতা কৈকয়ী তাহে ঐশ্বর্য্য পাইয়া।
করিবেন অপমান গরবে মাতিয়া ॥ ৩৮০
অতএব যাবত আমার আগমন।
গৃহে থাকি কর তুমি দোঁহার পালন ॥ ৩৮১
শুনিয়া রামের মুখে কঠিন বচন।
কান্দিতে কান্দিতে তাঁরে কহেন লক্ষ্মণ ॥ ৩৮২
এইক্ষণে আজ্ঞা কৈলে সঙ্গে যাইবার।
বারণ করেন কি কারণে পুনর্ব্বার ॥ ৩৮৩
তুমি যদি মিথ্যা কর আপন বচন।
রাজবাক্য মিথ্যা হল্যে তবে কি দূষণ ॥ ৩৮৪
কৈকয়ীরে খড়্গ ধরি এখনি বধিব।
সিংহাসনে অভিষেক তোমারে করিব ॥ ৩৮৫
পিতৃবাক্য সত্য রাখিবারে যদি হয়।
আমারে বারণ করা তবে যোগ্য নয় ॥ ৩৮৬
আমার মাতারে দেবী করিবে পালন।
তাঁহার পালন লাগি না কর চিন্তন ॥ ৩৮৭
জনমিলে তুমি যার উদর-মাঝারে।
তার শক্তি পরার্দ্ধ-লক্ষ্মণে পালিবারে ॥ ৩৮৮
অধিক কি কব যদি আমার জীবনে।
তব ইচ্ছা থাকে তবে লয়্যা চল বনে ॥ ৩৮৯
লক্ষ্মণে কহেন রাম আনন্দিতমন।
আস্থ ভাই চল যাব একত্রে কানন ॥ ৩৯০
সুমিত্রা জননী আর যত বন্ধু জন।
সকলে জিজ্ঞাসি কর অস্ত্র আনয়ন ॥ ৩৯১
যে দুই ধনুক দিলা রাজারে বরুণ।
তাহা আন আর ক্ষয়হীন দিব্য তূণ ॥ ৩৯২
অভেদ্য কবচ নাও আর অসিদ্বয়।
নানাবিধ খরতর দৃঢ় শরচয় ॥ ৩৯৩
আচার্য্য-গৃহেতে মোর আছে শরাসন।
সকল-অগ্রেতে কর তাহে আনয়ন ॥ ৩৯৪
এত শুনি মাতৃপাশে চলিলা লক্ষ্মণ।
সে কালে সুমিত্রা মনে করেন চিন্তন ॥ ৯৫
নিতান্ত চলিলা যদি বনে রামধন।
কে করিবে যথাকালে তাহার সেবন ॥ ৩৯৬
জনকনন্দিনী হয় অতি সুকুমারী।
কে দিবে তাহারে আনি ফল মূল বারি ॥ ৩৯৭
রাম দূরে গেলে একা রহিবে কেমনে।
সুখ-দুঃখ কথা কহিবেক কার সনে ॥ ৩৯৮
যদি সঙ্গে যায় মোর লক্ষ্মণ তনয়।
সকল উদ্বেগ তবে মোর নষ্ট হয় ॥ ৩৯৯
রঘু কহে সুমিত্রা বালাই লয়্যা মরি।
পুত্র হত্যে রামে তব স্নেহের লহরী ॥ ৪০০
এইরূপ মনে রাণী করয়ে ভাবন।
হেনই সময়ে তথা আইলা লক্ষ্মণ ॥ ৪০১
প্রণাম করিয়া কহিছেন সুমিত্রারে।
একবার অনুমতি দাও মা আমারে ॥ ৪০২
উৎকণ্ঠিত হয়্যা রাম-জানকী-সেবনে।
তাঁহাদের সঙ্গে আমি যাইব কাননে ॥ ৪০৩
মোর লাগি চিন্তা না করিবে একবার।
যার প্রভু রামচন্দ্র কোথা বিঘ্ন তার ॥ ৪০৪
আমার বিয়োগে দুঃখ বড় না হইবে।
শ্রীরাম-বিচ্ছেদ দুঃখ সবে গরাসিবে ॥ ৪০৫
যে জন পড়িয়া থাকে অনল-মাঝারে।
কি অধিক তাপ দিবে তপ্ত লৌহ তারে ॥ ৪০৬
যে হকু করিবে সদা আশীষ সকলে।
রাম সীতা যেন গৃহে আস্থেন কুশলে ॥ ৪০৭
শুশ্রূষা করিবে সদা কৌশল্যা মাতার।
রামশোকে প্রাণ যেন নাহি যায় তাঁর ॥ ৪০৮
এত শুনি সুমিত্রা লক্ষ্মণে কোলে করি।
শত শত চুম্ব দেন বদন-উপরি ॥ ৪০৯
আনন্দ-অশ্রুতে তাঁরে করিয়া সেচন।
গদগদ স্বরে কিছু কহেন বচন ॥ ৪১০
চিরজীবী হয়্যা থাক বাপধন মোর।
বালাই লইয়া মরি যাই আমি তোর ॥ ৪১১
রাম সঙ্গে যাব বলি যে আনন্দ দিলে।
ইহার তুলনা নাহি দেখিয়ে অখিলে ॥ ৪১২
যদি রাম কভু ফিরি আইসেন আগারে।
সে দিন বা বুঝি হেন সুখ হত্যে পারে ॥ ৪১৩
তোমা পুত্র পাইয়া হল্যাম ভাগ্যবতী।
মোর এই যশে পূর্ণ হবে ত্রিজগতী ॥ ৪১৪

বিধির নিকটে সদা করিয়ে প্রার্থন।
যুগে যুগে পাই যেন তোমারে নন্দন ॥ ৪১৫
রাম-সীতা সেবিবে করিয়া প্রাণপণ।
কভু আগে কভু পাছে করিবে গমন ॥ ৪১৬
আতব-সময়ে শাখা শিরেতে ধরিবে।
বিশ্রাম করিলে পদ প্রক্ষালিয়া দিবে ॥ ৪১৭
আহরণ করি দিবে ফল মূল পানি।
শয়ন পাতিয়া দিবে তৃণপত্র আনি ॥ ৪১৮
রাম খাইলের পর করিবে ভোজন।
দুষ্ট স্থলে রাত্রিকালে কর্য্য জাগরণ ॥ ৪১৯
যদি কভু কোনো শত্রু করে আগমন।
নিজে অগ্রসর হয়্যা করিবে বারণ ॥ ৪২০
অধিক কহিব কিবা বাপ অন্য কথা।
সীতা-রামে দেখিবে আপন প্রাণ যথা ॥ ৪২১
বিশেষত সীতায় করিবে অবধান।
কোনোমতে তিঁহ যেন দুখ নাহি পান ॥ ৪২২
রাজকন্যা সুকুমারী লজ্জায় বাধিত।
আশ্বাস করিবে তাঁরে সতত উচিত ॥ ৪২৩
দাস দাসী সখা সখী কেহ না রহিবে।
সকলের কর্ম্ম তুমি সকল করিবে ॥ ৪২৪
কুশলেতে রাম-সীতা ভবনে আসিবে।
তোমার যশেতে লোক সম্পূর্ণ হইবে ॥ ৪২৫
যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁরে করিয়া বন্দন।
নিজগৃহে শ্রীলক্ষ্মণ করিলা গমন ॥ ৪ ৬
ঊর্ম্মিলারে কৌশল্যা-সেবার ভার দিয়া।
চলিলা শ্রীরাম-পাশে অস্ত্রাদি লইয়া ॥ ৪২৭
কহিছেন তাঁরে তবে শ্রীরঘুনন্দন।
ব্রাহ্মণে করিব ভাই ধন সমর্পণ ॥ ৪২৮
অতএব যত বিপ্র আছেন নগরে।
শীঘ্র আনয়ন কর মোর বরাবরে ॥ ৪২৯
সখা মোর সুযজ্ঞ শ্রীবশিষ্ঠ-নন্দন।
সকল-অগ্রেতে কর তাঁরে আনয়ন ॥ ৪৩০
শ্রীরাম-বচন শুনি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সুযজ্ঞে আনিলা শীঘ্র শ্রীরাম-ভবন ॥ ৪৩১
শ্রীরাম গা-তুলি তাঁরে দিলেন আসন।
শীতল সলিলে কৈলা পাদ প্রক্ষালন ॥ ৪৩২
নানামত দান কৈলা বসন ভূষণ।
কত শত গ্রাম দিলা গোধন রতন ॥ ৪৩৩

এত দিয়া কহিছেন জানকী-বচনে।
সখা সীতা দেন কিছু তব পত্নী জনে ॥ ৪৩৪
হার হেমমালা এই বিচিত্র বসন।
অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্ক সর্ব্বঅঙ্গ-আভরণ ॥ ৪৩৫
সুযজ্ঞ সকল দ্রব্য করিলা গ্রহণ।
আশীর্ব্বাদ করি রামে করিলা গমন ॥ ৪৩৬
অনন্তর রামচন্দ্র কহেন লক্ষ্মণে।
ধন সমর্পণ কর অপর ব্রাহ্মণে ॥ ৪৩৭
সুহৃৎ সেবক যত আছে মো-সবার।
সকলেরে ধন দাও যে ইচ্ছা যাহার ॥ ৪৩৮
হেনমতে ধন দাও সব ভৃত্যজনে।
যেন দুঃখ নাহি জানে মোরা গেলে বনে ॥ ৪৩৯
এত শুনি লক্ষ্মণ দিলেন সবে ধন।
রামচন্দ্র ভৃত্যবর্গে কহেন বচন ॥ ৪৪০
যাবত না হয় মোর ফিরি আগমন।
লক্ষ্মণের মোর গৃহ করিবে রক্ষণ ॥ ৪৪১
অধিক উৎকণ্ঠাযুক্তচিত্ত না হইবে।
নিরবধি সাবধানে সকলে রহিবে ॥ ৪৪২
সম্প্রতি আছয়ে যেই অবশিষ্ট ধন।
তাহা আনয়ন কর করি বিতরণ ॥ ৪৪৩
এত শুনি ভাণ্ডাগারে যত ধন ছিল।
সব আনি রামচন্দ্র-আগেতে ধরিল ॥ ৪৪৪
অন্ধ পঙ্গু দরিদ্রাদি যত দুখী জন।
সকলে আনিয়া সমর্পিলা সেই ধন ॥ ৪৪৫
ত্রিজট নামেতে বিপ্র আসি সেইক্ষণে।
নিবেদন করিছেন শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ৪৪৬
রাজপুত্র আমি বহুপোষ্য সুনির্ধন।
মোরে উপযুক্ত ধন কর বিতরণ ॥ ৪৪৭
পরিহাস করি রাম কহেন তাঁহারে।
আর অন্য ধন কিছু নাহি ভাণ্ডাগারে ॥ ৪৪৮
সবে মাত্র দশশত আছয়ে গোধন।
তাহা লও যে করিতে পারিবে পালন ॥ ৪৪৯
এত শুনি বৃদ্ধ বিপ্র লোভেতে চঞ্চল।
কাঁপিতে কাঁপিতে কসি বান্ধয়ে অঞ্চল ॥ ৪৫০
দণ্ড ধরি বেগে ধায় গোধনের স্থলে।
অসমর্থ কাঁপিয়া পড়য়ে ভূমিতলে ॥ ৪৫১
ইহা দেখি হাসি রাম কন দ্বিজবরে।
নাহি ধাও মহাশয় ফিরি আস্য ঘরে ॥ ৪৫২

সহস্র গো সমর্পিলুঁ গোপাল সহিতে।
আর কিছু চাহ ধন যেই লয় চিতে ॥ ৪৫৩
আনন্দিত হয়্যা বিপ্র রঘুবরে কয়।
রামচন্দ্র যজ্ঞ করিবারে ইচ্ছা হয় ॥ ৪৫৪
তার উপযুক্ত যদি দাও কিছু ধন।
তব পুণ্যে করি তবে যজ্ঞ আচরণ ॥ ৪৫৫
এত শুনি রাম দশসহস্র সুবর্ণ।
দিলা তাঁরে আর রত্ন বস্ত্র নানাবর্ণ ॥ ৪৫৬
ধন পায়্যা রামচন্দ্রে আশীর্ব্বাদ করি।
ত্রিজট আপন গৃহে গেলা সুখে ভরি ॥ ৪৫৭
এইরূপে বহু ধন দিয়া নানাজনে।
মন করিলেন রাম বিপিন-গমনে ॥ ৪৫৮
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪৫৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে অযোধ্যাকাণ্ডলীলা
বর্ণনে বনযাত্রা মঙ্গলবিধানো নাম
তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন।

বনপ্রয়াণেন মহত্যযোধ্যা-
নিবাসিপদ্মানি নিমজ্জ্য দুঃখে।
দদস্তমঃসন্ততয়েঽবকাশং
রামো রবির্নো হৃদয়ে চকাস্তু ॥ ১

লক্ষ্মণ-জানকী সনে শ্রীরাম কাননে।
চলিলা এ বার্ত্তা প্রচারিল ত্রিভুবনে ॥ ২
যেজন যেখানে শুনে সেই দুর্ব্বচন।
অচেতন হয়্যা ভূমে পড়ে সেই জন ॥ ৩
কোথা রাম রাজ্য কোথা বিপিন-পয়াণ।
কি করি সহিবে তারা শুনি কান্দে প্রাণ ॥ ৪
যেন কেহ রত্ন দেখি উঠে মহীধরে।
পাইবার কালে বিষক্লেদে খলি পড়ে ॥ ৫
তেন দুঃখসাগরে মজিল সব জন।
শুনি উপস্থিত রাম-রাজ্যে বিঘটন ॥ ৬
আছয়ে নয়ন কিছু না পায় দেখিতে।
শ্রবণ রয়্যাছে কিছু না পায় শুনিতে ॥ ৭
কাতর হইল ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
হাহাকার করি সবে যায় রাজদ্বারে ॥ ৮
বাল বৃদ্ধ যুবা যায় যত নর নারী।
কুলের রমণী ধায় অন্তঃপুরী ছাড়ি ॥ ৯
এখানেতে রামচন্দ্র ছাড়ি নিজ ঘর।
প্রস্থান করিলা দশরথ-বরাবর ॥ ১০
আগে আগে যান প্রভু পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
মধ্যে শ্রীজনকসুতা করেন গমন ॥ ১১
পদব্রজে চলি যান তাঁরা তিনজন।
তাহা দেখি কান্দি কহে সবে এ বচন ॥ ১২
হায় হায় কি করিলা অকরুণ বিধি।
কাড়ি নিলা কর-আগে ঠেকাইয়া নিধি ॥ ১৩
তেন সুখে হেন ঘোর দুঃখ সমর্পিল।
পুষ্পিত কাননে যেন অগ্নি জ্বালি দিল ॥ ১৪
বুঝি দশরথে ভূত পাইয়া থাকিবে।
অন্যথা কিমতে রামে বনে পাঠাইবে ॥ ১৫
নির্গুণ যদ্যপি হয় নিজের তনয়।
তারেও তেজিতে কার মনে ইচ্ছা হয় ॥ ১৬
তাহে রাম সকল-সদ্গুণরত্নাকর।
তাঁহারে কিমতে তেজে কঠিন অন্তর ॥ ১৭
হায় দেখ মো-সবার বিপদতারণ।
সুখ-দাতা রামচন্দ্র চলেন কানন ॥ ১৮
এ ঘোর বিচ্ছেদ মোরা কিরূপে সহিব।
রামে না দেখিলে প্রাণ ধরিতে নারিব ॥ ১৯
আরজন বলে যদি প্রাণ বাহিরায়।
সেহ মোর মনে বড় ভাল বলি ভায় ॥ ২০
রামচন্দ্র ছাড়ি যদি চলিলা কাননে।
কিবা কার্য্য তবে আর এ ছার জীবনে ॥ ২১
প্রাণ গেলে ঘুচি যাবে এই ঘোর দুখ।
একালে মরণ মোরে লাগে ভাল সুখ ॥ ২২
অন্যজন কহে এত ভাব কি কারণে।
যেখানে যাবেন রাম যাব সেই বনে ॥ ২৩
কি কাজ স্ত্রী পুত্র ধন গৃহ বন্ধুজনে।
সকল ছাড়িয়া যাব রামচন্দ্র-সনে ॥ ২৪
কিম্বা যাব লয়্যা যাবদীয় বন্ধুজন।
রাজ্য করু শূন্যপুরী ভরতে অর্পণ ॥ ২৫

রামচন্দ্র যেই বনে করিবা গমন।
তাহাই করিব মোরা নগর-রচন ॥ ২৬
না জানিবা বনবাস বলি রঘুপতি।
তাঁহারে সেবিব মোরা সদা সুখিমতি ॥ ২৭
এইমাত্র খেদ বড় হৃদয়ে রহিল।
অকলঙ্ক কুলে কালি দশরথ দিল ॥ ২৮
কোথা তপনের বংশ প্রচণ্ডপ্রতাপ।
স্ত্রীবশ পুরুষাধম কোথা এই পাপ ॥ ২৯
ভাবি স্থির করিতে না পারি কিছু মনে।
হেন পুত্র কি রূপেতে পাঠাবে গহনে ॥ ৩০
অন্য কহে নৃপে বৃথা দিতেছ দূষণ।
কৈকয়ী কেবল দিল এতেক পীড়ন ॥ ৩১
ভুলাইল রাজারে সে মধুর বচনে।
রামে বনবাস দিল পুত্রের কারণে ॥ ৩২
ধিক্ ধিক্ ধিক রহু যতেক বামারে।
নিজ সুখ লাগি কিবা করিতে না পারে ॥ ৩৩
বুঝি ভরতের বুদ্ধি থাকিবে ইহাতে।
মাতুলগৃহেতে আছে সেই ত লজ্জাতে ॥ ৩৪
রাজা-অভিলাষ যদি তার মনে ছিল।
শ্রীরামনিকটে কেন চাহি না লইল ॥ ৩৫
অশ্ব গজ রথ দোলা যাহার বাহন।
সে রাম-লক্ষ্মণ পদে করেন গমন ॥ ৩৬
যারে নাহি দেখিছিল সূর্য্যের কিরণ।
সে সীতারে সবে আজি করে দরশন ॥ ৩৭
কেমনে কোমল পদে ইঁহারা কাননে।
গতাগতি করিবেন ব্যথা লাগে মনে ॥ ৩৮
হায় বিধি তোর কিছু নাহি বিবেচন।
হেন রামে কিরূপেতে পাঠাও কানন ॥ ৩৯
শুনিতে শুনিতে হেন বিলাপবচন।
রামচন্দ্র প্রবেশিলা পিতার ভবন ॥ ৪০
দ্বারেতে দাঁড়ায়্যা থাকি শ্রীরঘুনন্দন।
শুনিতে পাইলা নিজ পিতার ক্রন্দন ॥ ৪১
অবনি-তলেতে পড়ি, শিরে করাঘাত করি,
কান্দে দশরথ নৃপবর।
কৈকয়ী ডাকিনী তুমি, তোর সঙ্গদোষে আমি,
হইলাম নিতান্ত পামর ॥ ৪২
বৃথা মোর ধৈর্য্য বীর্য্য, বৃথা মোর সব কার্য্য,
ধিক্ ধিক্ রহুক আমারে।
হয়্যা নারী-পরাধীন,
বনবাস দিলাম কুমারে ॥ ৪৩
ভস্ম পড়ু ছার তুণ্ডে, ভুজঙ্গে দংশুক মুণ্ডে
ক্ষণেক জীবন ভাল নয়।
বিধি কৃপাবান্ হয়, শীঘ্র যমালয়ে লয়,
তবে কিছু দুঃখ শান্ত হয় ॥ ৪৪
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে,বিনা দোষে মালি মোরে
রামধনে বনে পাঠাইয়া।
তুচ্ছ রাজ্য-সুখলাগি, হইলি নরকভাগী,
মোর মুখে চুণ কালি দিয়া ॥ ৪৫
হায় হায় কি করিলি, রামে বনবাস দিলি,
হেন দুঃখ সহিব কিরূপে।
সুখ-উপভোগ-কালে, আমার দোষের বলে,
পড়িল তনয় দুঃখকূপে ॥ ৪৬
অশ্ব গজ দোলা রথে, যে করে গমন পথে,
সে কেমনে চরণে ধাইবে।
খায় স্বাদু অন্ন জল, সেহ কটু তিক্ত ফল,
কিরূপেতে ভোজন করিবে ॥ ৪৭
নানামণি অলঙ্কার, অপূর্ব্ব বসন যার,
সে কেমনে বল্কলে পরিবে।
শুতিয়া কুসুম-শেজে, যাহার অঙ্গেতে বাজে
সে কিমতে ভূতলে শুইবে ॥ ৪৮
কৈলি যেন দুষ্ট কাজ, পড়ু তোর মাথে বাজ,
কিম্বা ব্যাঘ্র ধরু বুকে তোর।
তোরে দেখি পোড়ে মন, নাহি বাঁচ একক্ষণ,
অগ্নি দিতে ইচ্ছা হয় মোর ॥ ৪৯
আজি হৈতে তুমি মোরে, স্পর্শ নাহি কর করে,
না দেখিব তোমার বদন।
মোর ভার্য্যা নহ তুমি, সত্য করি কহি আমি,
করিলাম তোমারে বর্জ্জন ॥ ৫০
অন্য কি কহিব তোরে, মোর সিংহাসনোপরে,
ভরত যদ্যপি রাজা হয়।
আমি পাল্যে প্রেতভাবে, যে পিণ্ড-সলিল দিবে
না লইব করিলুঁ নিশ্চয় ॥ ৫১
এত কহি নরপতি, নিতান্ত ব্যাকুলমতি,
গড়াগড়ি যায় ধূলিপরে।
হা রঘুনন্দন বলি, ঘন ঘন রব করি,
ক্রন্দন করয়ে উচ্চস্বরে ॥ ৫২

রামচন্দ্র শুনি এত পিতার ক্রন্দন।
না পারেন স্থির করিবারে নিজ মন ॥ ৫৩
বিশেষত তাহে শুনি ভরতবর্জ্জন।
হৃদয় হইল যেন তাঁর বিদারণ ॥ ৫৪
নিজ আগমন করিবারে নিবেদন।
নৃপ-অগ্রে সুমন্ত্রেরে করিল প্রেরণ ॥ ৫৫
সুমন্ত্র কহেন তবে সাঞ্জলি রাজারে।
মহারাজ রামচন্দ্র দাঁড়াইয়া দ্বারে ॥ ৫৬
তব আজ্ঞা পুরস্কার করি শিরে ধরি।
ব্রাহ্মণেতে বহু ধন সমর্পণ করি ॥ ৫৭
শ্রীসীতা লক্ষ্মণ সঙ্গে যাত্রা করি বনে।
দ্বারেতে দাঁড়ায়্যা তব দর্শনকারণে ॥ ৫৮
এ বচন শুনি রাজা মূর্চ্ছিত হইলা।
ক্ষণপরে সুমন্ত্রেরে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৯
সুমন্ত্র আনহ শীঘ্র মোর রাণীগণে।
সবে মেলি দর্শন করিব রামধনে ॥ ৬০
সুমন্ত্র আনিলা তবে কৌশল্যাদি রাণী।
তবে প্রবেশিলা গৃহে রাম যোড়পাণি ॥ ৬১
দূর হৈতে দশরথ দেখি রঘুবরে।
হা রাম বলিয়া উঠি দাঁড়ালা সত্বরে ॥ ৬২
রামে আলিঙ্গিব বলি বাহু পসারিয়া।
এক পদ যাই পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ৬৩
না পড়িতে ভূমিতলে তাঁরে রঘুমণি।
কোলে করি বসাইলা আসনে আপনি ॥ ৬৪
লক্ষ্মণ জানকী সনে করেন বীজন।
মুহূর্ত্ত পরেতে রাজা পাইলা চেতন ॥ ৬৫
শ্রীরাম কহেন তবে অঞ্জলি করিয়া।
মহারাজ আজ্ঞা দাও সন্তুষ্ট হইয়া ॥ ৬৬
যাত্রা করি আসিয়াছি বিপিন-গমনে।
জানকী লক্ষ্মণ দোঁহে যাইবেন সনে ॥ ৬৭
করিলাম ইঁহাদিকে অনেক বারণ।
না শুনিলা কোনোমতে আমার বচন ॥ ৬৮
এত শুনি কান্দি কান্দি কহে নরপতি।
বাপ তুমি রাখ মোর একটী ভারতী ॥ ৬৯
বদ্ধ হইয়াছি আমি দুই বর দিয়া।
তুমি রাজা হও বাপ আমারে বধিয়া ॥ ৭০
এত শুনি রাম হস্ত অর্পিয়া শ্রবণে।
কহিছেন পুন কিছু রাজার চরণে ॥ ৭১

দাস অনুদাস আজ্ঞা করি ভৃত্যজনে।
হেন বাক্য আপনি কহেন কি কারণে ॥ ৭২
পিতা গুরু পূজনীয় দেবতা ঈশ্বর।
তব বাক্য-পালন পরম ধর্ম্মবর ॥ ৭৩
আমি যদি তব বাক্য করিয়ে লঙ্ঘন।
পিতৃবাক্য না মানিবে তবে কোনোজন ॥ ৭৪
রাজা যেই কর্ম্ম করে নিজে আচরণ।
সকল প্রজাতে তাহা করয়ে শিক্ষণ ॥ ৭৫
অতএব অবশিষ্ট পরমায়ু নিয়া।
সুখ ভোগ করুন ভরতে রাজ্য দিয়া ॥ ৭৬
রাজা কহে যদ্যপি নিতান্ত রামধন।
বনে যাবে তবে এক রাখহ বচন ॥ ৭৭
তোমার বিয়োগ না পারিব সহিবারে।
অতএব সঙ্গে লয়্যা চলহ আমারে ॥ ৭৮
রামচন্দ্র কহিছেন এহ বিপরীত।
পিতৃ অনুগতি পুত্রে করিতে উচিত ॥ ৭৯
পিতা কোথা তনয়ের আনুগত্য করে।
অতএব কৃপা করি তুমি থাক ঘরে ॥ ৮০
পুন রাজা কহে যদি না দিবে যাইতে।
তবে আর বাক্য মোর হইল রাখিতে ॥ ৮১
আজি গৃহে থাকি বাপ তুমি মোর সনে।
নানাভোগ করি কালি যাইবে কাননে ॥ ৮২
শ্রীরাম কহেন পিতা এহো অনুচিত।
ত্যাগ করি পুনর্ব্বার গ্রহণ গর্হিত ॥ ৮৩
আর আজি যে ভোগ করিব থাকি ঘরে।
কালি তাহা কেবা দিবে কানন ভিতরে ॥ ৮৪
অতএব শীঘ্র মোরে কর আজ্ঞাপন।
বিলম্ব উচিত নহে যাইতে কানন ॥ ৮৫
মোর বিরহেতে নাহি হবেন কাতর।
ভবদ্বিধ লোক কোথা শোকের আকর ॥ ৮৬
নৃপ কহে তবে আমি অনুমতি দিব।
সত্য করি কহ তুমি ফিরিয়া আসিব ॥ ৮৭
শ্রীরাম কহেন পিতা দ্বিসপ্তবৎসর।
পূর্ণ হল্যে ফিরিয়া আসিব আমি ঘর ॥ ৮৮
তবে রাজা সুমন্ত্রেরে করে আজ্ঞাপন।
সুমন্ত্র শুনহ তুমি আমার বচন ॥ ৮৯
নিতান্ত না রহিবে যদ্যপি রাম ঘরে।
সঙ্গে যাইবার সৈন্য সাজাও সত্বরে ॥ ৯০

যেরূপে বনেও থাকি মোর বাপ রাম।
রাজ্যসুখ ভোগ করে কর সেই কাম ॥ ৯১
রামের যাবত আছে প্রিয় বন্ধুজন।
সকলে রামের সঙ্গে করিবে গমন ॥ ৯২
যত ধন রত্ন আছে আমার ভবনে।
সব লয়্যা ভাণ্ডাগারী যাকু রাম-সনে ॥ ৯৩
বনে থাকি রাম যেন রাজ্যসুখ করে।
ভরত পালুক লয়্যা নির্দ্ধন নগরে ॥ ৯৪
হেন বাক্য শুনি নরপতির মুখেতে।
কৈকয়ীর শুকাইল বদন দুখেতে ॥ ৯৫
কোপেতে করিয়া তবে অরুণ লোচন।
রাজারে কহিছে কিছু কঠিন বচন ॥ ৯৬
রাজা তোহে দেখি বিবেচনা-বিবর্জ্জিত।
করিতে উদ্যত হেন কর্ম্ম অনুচিত ॥ ৯৭
সার লয়্যা রাজ্য দাও যদ্যপি ভরতে।
তবে ত না হবে সত্য বাক্য কোনমতে ॥ ৯৮
আর শুন পুত্র-ত্যাগে এত কেন ভয়।
ধর্ম্মরক্ষা লাগি প্রাণ ত্যজিবারে হয় ॥ ৯৯
অসমঞ্জা নামে সুতে সগর নৃপতি।
পরিত্যাগ করিছিলা অর্থোদিতমতি ॥ ১০০
অতএব ভরতেরে রাজ্য সমর্পিয়া।
শীঘ্র রামে বিপিনেতে দও পাঠাইয়া ॥ ১০১
এত শুনি ধিক্ ধিক্ বলে নরপতি।
ক্রন্দন করেন হয়্যা সুবিকলমতি ॥ ১০২
বৃদ্ধ এক মন্ত্রী তবে সিদ্ধার্থ নামত।
কহিছেন কৈকয়ীরে যথাযোগ্যমত ॥ ১০৩
হেন বাক্য কহিছ আপনি কেন রাণি।
সগর নৃপের মনোবৃত্ত নাহি জানি ॥ ১০৪
অসমঞ্জা ধরি ধরি বালকের গলে।
নিক্ষেপ করিত আনি সরযূর জলে ॥ ১০৫
তাহা জানি রাজা তুষ্ট মানিয়া কুমারে।
প্রজাদের হিত লাগি উপেখিলা তারে ॥ ১০৬
কিন্তু তাহাতেও দুঃখ শেষেতে পাইলা।
যবে যোগবলে সে বালক দেখাইলা ॥ ১০৭
সেহ নিজ পিতার বৈরক্ত্য জন্মাইতে।
বালক লুকায়্যা রাখিছিল সে নদীতে ॥ ১০৮
তেন দোষাভাসো নাহি দেখি রঘুবরে।
কিরূপে তেজিতে কহ তারে নরেশ্বরে ॥ ১০৯

রামচন্দ্র কহিছেন অজের নন্দনে।
মহারাজ কেন ব্যাজ করহ গমনে ॥ ১১০
রাজ্য পরিত্যাগ করি চলিনু কানন।
তবে কিবা আছে মোর সৈন্যে প্রয়োজন ॥ ১১১
দেখ ছাড়ি দিয়া মতঙ্গজে কোন্ জন।
তাহার বন্ধনরজ্জু করয়ে রক্ষণ ॥ ১১২
সর্ব্বভোগ ছাড়ি যেবা রহিবে কাননে।
তাহার কি প্রয়োজন আছে ধন-জনে ॥ ১১৩
বরঞ্চ নিরর্থ ধনসংগ্রহে মরণ।
মুক্ত হেতু শুক্তি যেন তেজয়ে জীবন ॥ ১১৪
অতএব কোনোধনে নাহি প্রয়োজন।
কেবল চাহিয়ে চীর শর-শরাসন ॥ ১১৫
এত শুনি কৈকয়ী সে সানন্দ হইলা।
লজ্জা তেজি নিজে চীর-বসন আনিলা ॥ ১১৬
মুখেতেও লজ্জালেশ না দেখি তাহার।
পর রাম বলি দিল অগ্রেতে সবার ॥ ১১৭
দিব্য বাস তেজি প্রভু তাহাই পরিলা।
তাহাতেও তাঁর তনু শোভিত হইলা ॥ ১১৮
তনু তেজে দিব্য বস্ত্র চীর-সম-ভান।
দীপ মসীবিন্দু রবি-নিকটে সমান ॥ ১১৯
শ্রীরামচন্দ্রের দেখি চীর পরিধান।
উচ্চস্বরে কান্দে সবে হয়্যা হতজ্ঞান ॥ ১২০
পরিত্যাগ কৈল রাম ভূষণ সকল।
রহিল জনকদত্ত অঙ্গুরী কেবল ॥ ১২১
সেইরূপে শ্রীলক্ষ্মণ কুমার পরিলা।
তবে ক্রূর কৈকয়ী সীতারে চীর দিলা ॥ ১২২
তাহা দেখি শ্রীজানকী উদ্বিগ্ন হৃদয়।
মৃগী যেন দৃঢ় পাশ পথে দেখি হয় ॥ ১২৩
হস্তে করি সেই চীর কান্দিতে কান্দিতে।
নিবেদন করিছেন শ্রীরাম-অঙ্ঘ্রিতে ॥ ১২৪
কি করি পরিব কহ ঠাকুরনন্দন।
না জানি পরিতে কভু এমত বসন ॥ ১২৫
জানকীর মুখে শুনি করুণ বচন।
হাহাকার করি সবে করয়ে ক্রন্দন ॥ ১২৬
যত্ন করি সেই চীর জানকী পরিলা।
তাহা দেখি কৈকয়ীরে সবে গালি দিলা ॥ ১২৭
নারীদের ক্রন্দন শুনিয়া নরপতি।
কহিছেন কৈকয়ীরে অতি ক্রুদ্ধমতি ॥ ১২৮

কৈকয়ি কদর্য্যমতি ভস্ম তোর মুখে।
এককালে ডুবাইলে ত্রিজগতে দুখে ॥ ১২৯
এক রাম বনবাস করিয়া প্রার্থন।
জানকী লক্ষ্মণে দাও চীর কি কারণ ॥ ১৩০
বশিষ্ঠ বলেন রাণী তুমি বড় ছার।
জলিত অনলে ঘৃত নাহি দাও আর ॥ ১৩১
রাম-সঙ্গে যদি যান জানকী সুন্দরী।
যাইবেন দিব্যবস্ত্র অলঙ্কার পরি ॥ ১৩২
ইহাতে যদ্যপি তুমি বিবাদ করিবে।
তব মনোরথ তবে সিদ্ধ না হইবে ॥ ১৩৩
শুনিয়া মুনির মুখে বাণী মনোহর।
কহিছেন ভাণ্ডাগারী জনে নৃপবর ॥ ১৩৪
চতুর্দ্দশ বৎসরেতে যতেক বসন।
পরিবেন বধূমাতা যত আভরণ ॥ ১৩৫
তাহা আনয়ন করি আমার সাক্ষাতে।
জানকীরে সমর্পণ করহ ত্বরাতে ॥ ১৩৬
তবে ভাণ্ডাগারী আনি বসন ভূষণ।
জানকীর অগ্রেতে করিলা সমর্পণ ॥ ১৩৭
চীর তেজি সেই বস্ত্র জানকী পরিলা।
মেঘনাশে চন্দ্রকলা যেন প্রকাশিলা ॥ ১৩৮
তাহে পুন পরিলা বিবিধ অলঙ্কার।
শশীর উপরি যেন বিজুরী সঞ্চার ॥ ১৩৯
তবে তাঁরা তিনজন সেই নৃপবরে।
প্রদক্ষিণ করি কৈলা প্রণাম সাদরে ॥ ১৪০
তাহা দেখি রাজা অতি বিকল-অন্তর।
কহিতেছে কান্দি কান্দি [illegible]গদস্বর ॥ ১৪১
নিশ্চয়ে জানিলুঁ আমি পূরব জনমে।
কর্য্যাছিলুঁ পুত্রহীন কত শত জনে ॥ ১৪২
সেই পাপে প্রাণাধিক বিচ্ছেদ তোমার।
আসি উপস্থিত হৈল এইত আমার ॥ ১৪৩
অকালে মরণ শর-শতে নাহি হয়।
বুঝিলাম এ বচন কভু মিথ্যা নয় ॥ ১৪৪
অতএব তোমা হেন পুত্রের বিরহে।
এখনো আমার শরীরেতে প্রাণ রহে ॥ ১৪৫
ধিক্ ধিক্ মোরে দেখি তোর বন-যান।
বিদীর্ণ না হল্য কেন কঠিন পরাণ ॥ ১৪৬
এত কহি সুমন্ত্রেরে কহে নরপতি।
শীঘ্র রথ আন[illegible] সুমতি ॥ ১৪৭
রথে চড়াইয়া রামে লয়্যা যাও বন।
শ্রম না জানিতে পারে যেন বাপধন ॥ ১৪৮
এত কহি মূর্চ্ছাগত রহে নরেশ্বর।
মাতারে প্রণতি করিছেন রঘুবর ॥ ১৪৯
রাণী কোলে করি করি মস্তক আঘ্রাণ।
কহিছেন রামচন্দ্রে সজল-নয়ান ॥ ১৫০
বাপধন বালা সীতা বালক লক্ষ্মণ।
চলিলা তোমার সঙ্গে দুর্গম কানন ॥ ১৫১
সর্ব্বদা রাখিবে ইহাদিগে সাবধানে।
আপনারে রক্ষা কর্য্য সদা সর্ব্বস্থানে ॥ ১৫২
অভাগিনী মোরে না হইবে বিস্মরণ।
এত কহি আর নাহি স্ফুরয়ে বচন ॥ ১৫৩
শ্রীরাম কহেন মাতা না ভাবিবে চিতে।
লক্ষ্মণ জানকী লাগি না হবে কহিতে ॥ ১৫৪
লক্ষ্মণ দক্ষিণবাহু সীতা মোর ছায়া।
ইহাদিগে দেখি যেন আপনার কায়া ॥ ১৫৫
ধনুর্ব্বাণ ধরিলে মা মোর সাক্ষাৎকারে।
ইন্দ্র যদি আস্যে কিছু না করিতে পারে ॥ ১৫৬
অতএব কোনোমতে চিন্তা না করিবে।
সর্ব্বদা যতনে মোর পিতারে রাখিবে ॥ ১৫৭
পিতার প্রসাদে তব আশীষবিশেষে।
উত্তীর্ণ হইয়া আমি আসিব অক্লেশে ॥ ১৫৮
মোর লাগি শোক না করিবে না ভাবিবে।
স্বরূপাবলেতে পুন আমারে দেখিবে ॥ ১৫৯
তবে রাণী জানকীরে কোলেতে করিয়া।
কহেন করুণ বাণী কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥ ১৬০
জননি গহনে রামে সেবিবে সাদরে।
করিবে অধিক স্নেহ লক্ষ্মণ দেবরে ॥ ১৬১
দুষ্ট নারী নির্দ্ধন হইলে নিজপতি।
অবমান করে তার নিতান্ত দুর্ম্মতি ॥ ১৬২
কদাচিৎ না করিবে সে পথে সঞ্চার।
পতি বিনে রমণীর গতি নাহি আর ॥ ১৬৩
তোমারে এ সব নাহি হয় শিখাইতে।
তথাচ কহায় মাতা স্নেহ-লহরীতে ॥ ১৬৪
কৃতাঞ্জলি হয়্যা সীতা কহেন তাঁহারে।
ঠাকুরাণি শিখাইছ উচিত আমারে ॥ ১৬৫
পূর্ব্বেতেও শুনিয়াছি মাতার বদনে।
নারীর নাহিক গতি বল্লভ বিহনে ॥ ১৬৬

মিত সুখ দেয় পুত্র মাতা পিতা ভ্রাতা।
একমাত্র স্বামী দেখি ভূরি-সুখদাতা ॥ ১৬৭
হেন স্বামিসেবা যেই নারী নাহি করে।
সে কেন জীবন ধরে সংসার ভিতরে ॥ ১৬৮
স্বামি-সুখ লাগি আমি তেজিব জীবন।
বিবাহ অবধি এই করিয়াছি পণ ॥ ১৬৯
এত কহি জানকী বচন সম্বরিলা।
তাহা শুনি শ্রীকৌশল্যা সুখিত হইলা ॥ ১৭০
ঘোরতর দুঃখমাঝে সুখের বিথার।
মেঘান্ধ রাত্রিতে যেন বিজুরী-সঞ্চার ॥ ১৭১
তবে রাণী কহেন লক্ষ্মণে কোলে করি।
বাপধন তোমার বালাই লয়্যা মরি ॥ ১৭২
অক্ষয় অব্যয় হকু তোমার শরীর।
রামেতে তোমাতে প্রীতি রহুক সুস্থির ॥ ১৭৩
তুমিহ রহিবে রামে শ্রীরাম তোমায়।
আশ্বাসন করিবে সতত সীতা মায় ॥ ১৭৪
যে আজ্ঞা বলিয়া তবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
ভূমিতে পড়িয়া তাঁরে করিলা বন্দন ॥ ১৭৫
অনন্তর তিনজনে সুমিত্রাচরণে।
প্রণাম করিলা অতি ভক্তিযুক্তমনে ॥ ১৭৬
রাম-জানকীরে রাণী আশীর্ব্বাদ করি।
লক্ষ্মণেরে কহিছেন কিছু করে ধরি ॥ ১৭৭
নির্ব্বিঘ্নে গমন কর ভ্রাতার সহিতে।
রাম-সীতা সেবিবে সতত স্থিরচিতে ॥ ১৭৮
রামে দশরথ জ্ঞান জানকী আমারে।
অযোধ্যা বলিয়া জ্ঞান বিপিন-মাঝারে ॥ ১৭৯
অনন্তর কহে রাণী কৌশল্যা সন্তানে।
তুমিও রহিবে বাপ সদা সাবধানে ॥ ১৮০
সীতা অতি সুকুমারী অবোধ লক্ষ্মণ।
ইহাদিগে নিরন্তর করিবে পালন ॥ ১৮১
যে আজ্ঞা বলিয়া রাম অন্য মাতৃগণে।
প্রণমিয়া কহিছেন মধুর বচনে ॥ ১৮২
সবার চরণে আমি করি নিবেদন।
শুনহ আমার বাক্য যত মাতৃজন ॥ ১৮৩
নিরন্তর করিয়া থাকিলে সহবাস।
অপরাধ অবশ্য ঘটায় গুরুপাশ ॥ ১৮৪
অতএব যদি কিছু অপরাধ থাকে।
ক্ষমা কর তাহা কৃপা করিয়া আমাকে ॥ ১৮৫

শ্রীরঘুনন্দন-মুখে শুনি এত বাণী।
মুক্তকণ্ঠে কান্দিয়া উঠিল যত রাণী ॥ ১৮৬
রথ লয়্যা আসিয়া সুমন্ত্র সেইক্ষণে।
নিবেদন করিছেন শ্রীরাম-চরণে ॥ ১৮৭
রাজপুত্র এই রথে করি আরোহণ।
চলহ যেখানে যাইবারে হয় মন ॥ ১৮৮
চলিয়া যাইলে হবে বিলম্ব বিস্তর।
এত ভাবি রথে আরোহিলা রঘুবর ॥ ১৮৯
অনন্তর জানকী করিলা আরোহণ।
অস্ত্র-শস্ত্র আদি লয়্যা সুমিত্রানন্দন ॥ ১৯০
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়্যা সুমন্ত্র সত্বর।
তুরঙ্গম চালাইলা কাতর-অন্তর ॥ ১৯১
কোনোমতে মন নাহি মানে যাইবারে।
তথাপি রামের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে ॥ ১৯২
ঘর্ঘর করিয়া রথ ডাকিতে লাগিল।
অযোধ্যা নগরী বুঝি কান্দিয়া উঠিল ॥ ১৯৩
রামের গমন দেখি যত রাণীগণ।
আরম্ভিলা উচ্চস্বরে করিতে ক্রন্দন ॥ ১৯৪
অরে রাম বাপধন রঘুবংশমণি।
কোথা যাও দিবসেতে করিয়া রজনী ॥ ১৯৫
কঠিনহৃদয় হল্যে তুমি কিপ্রকারে।
উদ্যত হইলে এত মাতা বধিবারে ॥ ১৯৬
ক্ষণমাত্র না বাঁচি না দেখিয়া তোমারে।
কি করি ধরিব প্রাণ এই শূন্যাগারে ॥ ১৯৭
না শুনিব তোর আর ‘জননী’ বচন।
কে করিবে আমাদিগে সতত পালন ॥ ১৯৮
কৈকয়ী হইতে দুঃখ কেবা নিবারিবে।
কৌশল্যাসমান ভক্তি কে আর করিবে ॥ ১৯৯
কি বাদ সাধিলি বিধি কি বাদ সাধিলি।
রাম হেন ধন কেন হরিয়া লইলি ॥ ২০০
এত বলি ক্রন্দন করয়ে নারীগণ।
সেই শব্দে নরপতি পাইলা চেতন ॥ ২০১
চক্ষুমেলি চাহি রাজা রামে না দেখিয়া।
হায় কোথা গেল বলি উঠিল কান্দিয়া ॥ ২০২
আগে রথ দেখি বেগে করিলা গমন।
সম্বরণ নাহি করে বসন-ভূষণ ॥ ২০৩
দুই তিন চারি পদ বেগে চলি যায়।
ধরণীতলেতে পুন পড়িয়া লোটায় ॥ ২০৪

পুন উঠি ও রাম হা রাম শব্দ করি।
রথ-পাছে ধায় সঙ্গে সকল সুন্দরী ॥ ২০৫
এথা রাম বাহিরে করিয়া আগমন।
দেখিছেন থরে থরে রহে সর্ব্বজন ॥ ২০৬
কেহ কান্দে কেহ ভূমে পড়ি গড়ি যায়।
কেহ স্তব্ধ হয়্যা আছে পুত্তলীর প্রায় ॥ ২০৭
রামে দেখি সভে তারা চেতন পাইল।
রথ-চতুর্দ্দিকে আসি ঘেরি দাঁড়াইল ॥ ২০৮
সকলেতে কহে তারা ঊর্দ্ধবাহু করি।
স্থির কর সুমন্ত্র ঘোটকে রজ্জু ধরি ॥ ২০৯
একবার দেখি রামচন্দ্রের বদন।
পুন কত দিনে আর পাব দরশন ॥ ২১০
এ ঘোর বিপদে কেবা বাঁচিয়া রহিবে।
ফিরিয়া আইলে রামচন্দ্রে যে দেখিবে ॥ ২১১
সুমন্ত্র জানহ তুমি সুন্দর মন্ত্রণ।
কোনো বুদ্ধি করিয়া ফিরাও রামধন ॥ ২১২
বুঝিলুঁ হৃদয় মো-সবার লৌহময়।
এই লাগি এখনো বিদীর্ণ নাহি হয় ॥ ২১৩
একমাত্র জগতে জানকী ভাগ্যবতী।
সব ছাড়ি বনে যান রামের সঙ্গতি ॥ ২১৪
লক্ষ্মণের তুলনা ত্রিলোকে কোথা দিব।
হেন ভ্রাতৃ-ভক্ত না দেখিব না শুনিব ॥ ২১৫
পিতা মাতা রমণী এ সুন্দর নগরী।
অনায়াসে ছাড়ি যায় তৃণ-তুল্য করি ॥ ২১৬
ধন্য ধন্য লক্ষ্মণ রামের যোগ্য ভাই।
তোমার নিছনী লয়্যা মোরা মরি যাই ॥ ২১৭
রাখিলে অপূর্ব্ব যশ জগত ভিতরে।
সেবাগুণে বশীভূত কৈলে রঘুবরে ॥ ২১৮
এত কহি দুঃখবেগ সহিতে না পারি।
কান্দিয়া কহয়ে তারা শিরে কর মারি ॥ ২১৯
হা নাথ করুণাময় হা রঘুনন্দন।
মো-সবারে ছাড়ি কোথা করিবে গমন ॥ ২২০
যেখানে যাইবে তুমি সেই ত কাননে।
মো-সবারে লয়্যা চল আপনার সনে ॥২২১
এত বলি কান্দে সব নর নারী জন।
দশরথ আসি কাছে দিলা দরশন ॥ ২২২
মলিন হয়্যাছে রাজা নাহি শোভাবিন্দু।
তৈলশূন্য দীপ যেন রাহুগ্রস্ত ইন্দু ॥ ২২৩
তেন দুখী দেখি রাণী সহিত রাজায়।
হাহাকার করি সবে কান্দে উভরায় ॥ ২২৪
কেহ কহে হা রাম পিতার বধি প্রাণ।
কোন ধর্ম্ম হবে কৈলে বিপিন-পয়াণ ॥ ২২৫
কেহ কহে হায় হায় একি নরপতি।
না দেখিতে পারি তব এ হেন দুর্গতি ॥ ২২৬
কৈকয়ীর মুণ্ডেতে পাড়ুক বিধি বাজ।
যে করিল জগত-পীড়ক হেন কাজ ॥ ২২৭
রাজা কহে একবার দাঁড়া রামধন।
এ জনম-মত হেরি ও চান্দ-বদন ॥২২৮
যদ্যপি আমিহ বটি বহুদোষাশ্রয়।
তথাপি তোমারে স্নেহ রাখিবারে হয় ॥ ২২৯
তুমি দোষ-সহিষ্ণুস্বভাব অতিশয়।
গুরুভক্তি-রত্নাকর সুশীলতাশ্রয় ॥ ২৩০
এইত কৌশল্যা রাম তব মাতা হয়।
তোমার দর্শন লাগি বিকল-হৃদয় ॥ ২৩১
ক্ষণেক দাঁড়ায়্যা কর ইহার সান্ত্বন;
পশ্চাৎ করিবে তাহা যেই হয় মন ॥ ২৩২
হা রাম জানকী হাহা প্রাণের লক্ষ্মণ।
দাঁড়াও বলিয়া ডাকে রাজা রাণীগণ ॥ ২৩৩
দাঁড়াও সুমন্ত্র বলি ডাকে নরেশ্বর।
চল চল বলিয়া কহেন রঘুবর ॥ ২৩৪
সুমন্ত্র পড়িলা হেন উভয় সঙ্কটে।
যাইতে রহিতে তার শক্তি নাহি ঘটে ॥ ২৩৫
তেন দুঃখাবিষ্ট দেখি জনক-জননী।
না পারেন ধৈর্য্য ধরিবারে রঘুমণি ॥ ২৩৬
তবে রাম কহিছেন সারথি-প্রবরে।
বিলম্ব না কর রথ চালাও সত্বরে ॥ ২৩৭
ফিরিয়া আইলে জিজ্ঞাসিব পিতা যবে।
কহিবে আমার লাগি মিথ্যা কথা তবে ॥ ২৩৮
রথচক্র-নিনাদেতে তোমার বচন।
নাহি পরশিয়া ছিল আমার শ্রবণ ॥ ২৩৯
ইহাই কহিবে চল সম্প্রতি তুরিত।
দুঃখেতে বিলম্ব করা না হয় উচিত ॥ ২৪০
রাম-অভিপ্রায় জানি সুমন্ত্র দুখিত।
রাজারে প্রণামি রথ চালায় তুরিত ॥ ২৪১
নারীগণ তবে সঙ্গে না পারি যাইতে।
নিরাশ হইয়া সবে পড়িল ভূমিতে ॥ ২৪২

তনুমাত্র তাহাদের পড়িয়া রহিল।
নেত্র মন রামচন্দ্র-সঙ্গেতে চলিল ॥ ২৪৩
প্রায় যত পুরুষ আছিলা অযোধ্যাতে।
সবে চলি গেলা রথ-পশ্চাতে পশ্চাতে ॥ ২৪৪
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ রাজারে বুঝান।
মহারাজ কেন হও শোকেতে অজ্ঞান ॥ ২৪৫
তোমা হেন লোক যদি শোকে মগ্ন হবে।
তবে ধৈর্য্য কাহারে আশ্রয় করি রবে ॥ ২৪৬
উদ্বিগ্ন করয়ে মন দগধে শরীরে।
তথাপি করিয়ে শোক যদি ভাবি ফিরে ॥ ২৪৭
ঈশ্বরের ইচ্ছা লঙ্ঘিবারে সাধ্য কার।
তাহাতেই করে লোক সকল ব্যাপার ॥ ২৪৮
বাজীকরবশে যেন পুত্তলী সঞ্চরে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় তেন সবে কর্ম্ম করে ॥ ২৪৯
সুখদুঃখকারণ কেবল সেই মাত্র।
অতএব না হইবে কভু শোকপাত্র ॥ ২৫০
সম্প্রতি ফিরিয়া প্রবেশহ নিকেতন।
যোগ্য নহে আর রাম-পশ্চাতে গমন ॥ ২৫১
পুনর্ব্বার ইচ্ছা হবে যাহারে দেখিতে।
না যাবে অধিক দূর তাহারে রাখিতে ॥ * ২৫২
এই শাস্ত্রবচন শুনিয়া শ্রদ্ধা করি।
মহারাজ ফিরি চল ভবনভিতরি ॥ ২৫৩
রাম লাগি ভাবনা না কর হৃদয়েতে।
নির্ব্বিঘ্নে আসিবা রাম তোমার পুণ্যেতে ॥ ২৫৪
পঞ্চদশ বর্ষকালে তাড়কা যে মারে।
তার বিঘ্ন-শঙ্কা নাহি সংসার-মাঝারে ॥ ২৫৫
বিপ্র-দেব-আশীর্ব্বাদে তোমার তনয়।
নির্ব্বিঘ্নে আসিবে ঘরে জানহ নিশ্চয় ॥ ২৫৬
প্রবোধ না হয় রাজা মুনির বচনে।
বন্যা নাহি মানে যেন বালুকা-বন্ধনে ॥ ২৫৭
অনিষ্ট-শঙ্কাতে আর না কৈলা গমন।
কিন্তু রাম-রথ প্রতি করে নিরীক্ষণ ॥ ২৫৮
যাবত রথের ধুলি দর্শন পাইলা।
তাবত পর্য্যন্ত রাজা দাঁড়ায়্যা রহিলা ॥ ২৫৯

কিছু মাত্র যবে আর না পাল্যা দেখিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া তবে পড়িলা ভূমিতে ॥ ২৬০
মুহূর্ত্তেক পরে কিছু চেতন পাইয়া।
হায় কে লইল বলি উঠিল কান্দিয়া ॥ ২৬১
রাজার দুঃখের কথা কে কহিতে পারে।
স্মরণ হইলে যাহা হৃদয় বিদারে ॥ ২৬২
অপর কি কব ভূমি যাহা নিরখিয়া।
চক্র চিহ্ন ছলে গিয়াছিলা বিদারিয়া ॥ ২৬৩
বশিষ্ঠ-আজ্ঞায় তবে যত ভৃত্যগণ।
নৃপে ধরি লয়্যা কৈলা নগরে গমন ॥ ২৬৪
অগ্রেতে চালাত্যে পদ পড়ে পাছুভিতে।
বিবশ হইয়া যায় কান্দিতে কান্দিতে ॥ ২৬৫
হায় হায় কোথা গেল মোর রামধন।
তাহারে না দেখি আর না রহে জীবন ॥ ২৬৬
তোবা সবে মোর এক রাখহ বচন।
লয়্যা চল মোরে যথা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৬৭
তাহার রথের চক্রচিহ্ন এই দেখি।
তথাপি সে চান্দমুখ কেন নাহি দেখি ॥ ২৬৮
ধন্য ধন্য জনকনন্দিনী শ্রীলক্ষ্মণে।
অবিরত নিরখিছে যারা রামধনে ॥ ২৬৯
রামের সঙ্গেতে যারা করিল গমন।
তারাও হইল আজি সার্থকজীবন ॥ ২৭০
পথেতে পথিক জন যে রামে দেখিবে।
তাহারাও কি আনন্দ আজি না পাইবে ॥ ২৭১
কৈকয়ী এতেক দুখ দিলেক আমারে।
না লইয়া যাও মোরে তাহার আগারে ॥ ২৭২
কৌশল্যার গৃহে মোরে চলহ লইয়া।
এত কহি রাজা যায় কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ২৭৩
বড় দুখী রাজা দেখি রামশূন্য ঘর।
জল-হীন হ্রদ দেখি যেন জলচর ॥ ২৭৪
রমণীগণ তাঁহারে কৌশল্যাঘরে নিয়া।
শয়ন করাল্যা দিব্য পর্য্যঙ্ক পাতিয়া ॥ ২৭৫
শয্যায় পড়িলা রাজা কান্দে উভরায়।
হা রাম কোথা রে গেলে ছাড়িয়া আমায় ॥ ২৭৬
কৌশল্যা কোথায় আছ পরশহ মোরে।
রাম-সঙ্গে গেছে চক্ষু না দেখিয়ে তোরে ॥ ২৭৭
রামচন্দ্রে তব স্নেহ অতি সুনির্ম্মল।
তোমায় পরশি আমি হইব শীতল ॥ ২৭৮

* পুনর্ব্বার যাহারে দেখিতে ইচ্ছা হবে।
তাহারে রাখিতে দূর পর্য্যন্ত না যাবে ॥

এত শুনি শোকেতে কাতর মহারাণী।
বিলাপ করেন যাহা শুনি কান্দে প্রাণী ॥ ২৭৯
হায় হায় নৃপমণি, কেন কহ হেন বাণী,
মোরে এত স্তুতি যোগ্য নয়।
যার নাকি স্নেহ রহে, সে কি এত দুঃখ সহে,
তার প্রাণ কভু নাহি রয় ॥ ২৮০
চীর পরিধান করি, রাজ্য সুখ পরিহরি,
বনে গেল পুত্র রাম হেন।
তাহা দেখি প্রাণ রয়, একি স্নেহকার্য্য হয়,
মোরে স্নেহবতী বল কেন ॥ ২৮১
স্নিগ্ধলোক-সমাজেতে, মাতা শ্রেষ্ঠ সবা হৈতে.
মিথ্যা কৈলুঁ আমি এ বচন।
না দেখি সে মুখ তার, ফাটিল না বুক ছার,
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন ॥ ২৮২
বুঝি আমি পূর্ব্বকালে, দুগ্ধ খাইবার বেলে,
গাবী-বৎস কৈলুঁ বিয়োজন।
সেই দুষ্ট কর্ম্মফলে, রামধন অল্পকালে,
মোরে ত্যজি প্রবেশিল বন ॥ ২৮৩
কভু দুখ নাহি জানে, কি করি রহিবে বনে,
কেবা আনি দিবে ফলজল।
শয়ন করিবে কোথা, পাইবে কত না ব্যথা,
বুঝিলাম বিধি বড় খল ॥ ২৮৪
বিধি অনুকূল হবে, এ দুঃখ কি দূরে যাবে,
রাম সীতা লক্ষ্মণ আসিবে।
শ্রীরঘুনন্দন বাপ, ঘুচাইবে সব তাপ
মা মা বলি আমারে ডাকিবে ॥ ২৮৫
এইরূপে কৌশল্যার বিলাপকাহিনী।
শুনিয়া ক্রন্দন করে সব সীমন্তিনী ॥ ২৮৬
হেন মতে আর সব পুরবাসী জন।
রাম লাগি নিরবধি অতি দুখিমন ॥ ২৮৭
যে নগরে অবিরত নৃত্য বাদ্য গান।
সেখানে ক্রন্দন বিনে নাহি শুনি আন ॥ ২৮৮
যেখানে করিত সেক চন্দনের জলে।
অশ্রুজলে কর্দ্দম হইল সেই স্থলে ॥ ২৮৯
নিত্য হোম নাহি করে যতেক ব্রাহ্মণ।
স্নান দান শ্রাদ্ধ দেব-পিতৃ-সন্তর্পণ ॥ ২৯০
তনয়ে স্মরণ নাহি করয়ে জননী।
কামিনীরে কামুক কামুকেরে রমণী ॥ ২৯১
আহার বিহার আর আসন শয়ন।
কেহ নাহি করে করে কেবল ক্রন্দন ॥ ২৯২
না খায় তুরগ তৃণ মতঙ্গজে জল।
হাম্বারব নাহি করে বৃষভ সকল ॥ ২৯৩
ধেনু নাহি করে নিজ বৎস অন্বেষণ।
মাতার নিকটে বৎস না করে গমন ॥ ২৯৪
আর যত পশু পক্ষী রামের লাগিয়া।
ভোজন-পানাদি ত্যজি আছয়ে পড়িয়া ॥ ২৯৫
শ্রীরামবিরহে যার দুঃখ না হইল।
হেন প্রাণী অযোধ্যা-মাঝারে নাহি ছিল ॥ ২৯৬
অন্য কি কহিব যত তরুলতা কুল।
শুষ্কপ্রায় হইল তাহার পত্র ফুল ॥ ২৯৭
সবে মাত্র কৈকেয়ী কুবজা দুই জন।
এ হেন দুঃখেতে আছে বড় সুখীমন ॥ ২৯৮
এথা রাম কিছু দূরে করি আগমন।
দেখিলেন নিকটেতে পুরবাসী জন ॥ ২৯৯
কহিছেন রঘুবর তাহা সবাকারে।
শীঘ্র ফিরে যাও সবে নগর-মাঝারে ॥ ৩০০
আর নিরর্থক ক্লেশ পাও কি কারণে।
গৃহে গিয়া সান্ত্বনা করহ সর্ব্বজনে ॥ ৩০১
মোর প্রিয় করিতে যদ্যপি হয় মন।
সকলে মিলিয়া কর্য়্য পিতারে সান্ত্বন ॥ ৩০২
সম্মান করহ সবে আমারে যেমতে।
মোর প্রীতি লাগি তাহা করিবে ভরতে ॥ ৩০৩
সেহ জ্ঞানী শীলবান্ মধুর-ভাষণ।
করিবেক সকলের হিত আচরণ ॥ ৩০৪
হয় সেহ সর্ব্ব র গুণের সদন।
পালন করিহ সবে তাহার শাসন ॥ ৩০৫
এইরূপ কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন।
হেনকালে দূরে থাকি কহে বিপ্রগণ ॥ * ৩০৬
ওহে রাম-বাহন যতেক অশ্বগণ।
স্থির হও স্থির হও না কর গমন ॥ ৩০৭
নগরেতে ফিরি আস্য নাহি যাও বন।
আপন স্বামীর কর হিত আচরণ ॥ ৩০৮

* এই কালে অল্প দূরে বহু বিপ্রগণ।
আসিতে আসিতে কিছু কহেন বচন ॥

এত বাণী শুনি রাম নেত্র ফিরাইলা।
বিপ্র দেখি রথ হৈতে ভূমিতে নামিলা ॥ ৩০৯
পদব্রজে সবে তারা করেন গমন।
পুনর্ব্বার কহিছেন যত বিপ্রগণ ॥ ৩১০
রামচন্দ্র দেখ এই যতেক ব্রাহ্মণ।
তোমার সঙ্গেতে সবে চলেন কানন ॥ ৩১১
মো-সবার স্কন্ধেতে করিয়া আরোহণ।
যজ্ঞিয় অনল সব করেন গমন ॥ ৩১২
আনিয়াছি সকলে যজ্ঞিয় ছত্রগণ।
ইহাতে করিব তব আতপ বারণ ॥ ৩১৩
বনবাস নিশ্চয় করিয়া সকলেতে।
আসিয়াছি মোরা সবে তোমার সঙ্গেতে ॥ ৩১৪
যদি মো-সবারে ফিরাইতে হয় মন।
তবে তুমি ফিরি আগে করহ গমন ॥ ৩১৫
স্থাবর জঙ্গম যত আছে জীবগণ।
তব গৃহে গতি সবে করয়ে প্রার্থন ॥ ৩১৬
অই শুন যত বৃক্ষ না পারি আসিতে।
পক্ষি-রবচ্ছলে কান্দে অতি দুখি-চিতে ॥ ৩১৭
ভক্তজন-পরিত্যাগে যে হয় দূষণ।
তাহা জান তবে নাহি ফির কি কারণ ॥ ৩১৮
এইরূপ শুনি শুনি ব্রাহ্মণ-বচন।
মৌনী হয়্যা রামচন্দ্র করেন গমন ॥ ৩১৯
কিছু আগে দেখেন তটিনী তমসারে।
বিপ্র-পক্ষ হয়্যা যেন গমন নিবারে ॥ ৩২০
সেইকালে সূর্য্য গেলা অস্তশিখরীতে।
বুঝি রামে পদব্রজে না পারি দেখিতে ॥ ৩২১
শ্রীরাম কহেন তবে মধুর বচন।
ভ্রাতৃবর রজনী করিল আগমন ॥ ৩২২
তমসার তট দেখি বড় সুশোভিত।
এই স্থানে রাত্রি বাস করিতে উচিত ॥ ৩২৩
প্রথম রজনী আজি এই বনবাসে।
জলমাত্র খাইয়া থাকিব উপবাসে ॥ ৩২৪
এত কহি প্রভু গেলা সন্ধ্যা করিবারে।
সুমন্ত্র আহার দিয়া বান্ধিল ঘোড়ারে ॥ ৩২৫
রাত্রি উপস্থিত দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সুকোমল পত্র আনি পাতিলা শয়ন ॥ ৩২৬
জল পান করি প্রভু সেই পত্রাসনে।
শয়ন করিলা আসি শ্রীজানকী-সনে ॥ ৩২৭
প্রভুর যে সুখ হল্য সেই শয়নেতে।
তাহা নাহি হয় তাঁর দিব্য পালঙ্কেতে ॥ ৩২৮
ভক্তদত্ত পত্র পুষ্পে তিঁহ সুখিমন।
তাহে ভক্তবৃন্দ-শিরোমণি শ্রীলক্ষ্মণ ॥ ৩২৯
পুরবাসী যত কেহ সঙ্গে আসিছিল।
চতুর্দ্দিগে তারা দূরে শয়ন করিল ॥ ৩৩০
শ্রীরাম-সীতার নিদ্রা জানিয়া লক্ষ্মণ।
সুমন্ত্রেরে রামগুণ করান শ্রবণ ॥ ৩৩১
এই স্থানে এক কথা করিব বর্ণন।
অনুগ্রহ করিয়া শুনহ ভক্তজন ॥ ৩৩২
যদ্যপি না দেখি ইহা বাল্মীকি-বচনে।
তথাপি বর্ণিব শুনি বৈষ্ণব-বদনে ॥ ৩৩৩
কিছু সূত্র আছয়ে অধ্যাত্ম-রামায়ণে।
ইন্দ্রজিৎ-বধে বিভীষণের বচনে ॥ * ৩৩৪
কিছু পরে শ্রীসুমন্ত্র নিদ্রিত হইলা।
একমাত্র শ্রীলক্ষ্মণ জাগিয়া রহিলা ॥ ৩৩৫
ক্ষুধা নিদ্রা সেইকালে হল্যা উপস্থিত।
দেখিয়া লক্ষ্মণ দেব হইলা দুঃখিত ॥ ৩৩৬
যদ্যপি ক্ষুধাদি কভু নাহিক তাঁহার।
লীলারসিক লাগি প্রভু করেন স্বীকার ॥ ৩৩৭
মনেতে ভাবেন প্রভু কি করি উপায়।
কি যুক্তিতে এই দুই উপদ্রব যায় ॥ ৩৩৮
উদর-ভরণ-চেষ্টা যদ্যপি রহিল।
তবে সীতা-রাম-সেবা সদা না হইল ॥ ৩৩৯
রজনীতে নিদ্রা যদি করে আকর্ষণ।
কিরূপে রাখিব তবে জননী-বচন ॥ ৩৪০
এত ভাবি বহু স্তুতি করিল দোঁহারে।
তথাপি সে দুই জন না ছাড়ে তাঁহারে ॥ ৩৪১
তবে কোপে কার্ম্মুকেতে করি শরার্পণ।
দুইজনে বাঁধিতে করেন আয়োজন ॥ ৩৪২
বুঝি ক্ষুধা নিদ্রা দোহে হয়্যা মূর্ত্তিমতী।
প্রভুর পদেতে আসি করিলা প্রণতি ॥ ৩৪৩

---

* তথা চাষ্টমাধ্যায়ে যুদ্ধকাণ্ডীয়ে—
"যস্তু দ্বাদশবর্ষাণি নিদ্রাহারবিবর্জ্জিতঃ।
তেনৈব মৃত্যুর্নির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মণা সুদুরাত্মনঃ।
লক্ষ্মণস্তু যদাযোধ্যানির্গম্যাগাত্ত্বয়া সহ।
তদাদি নিদ্রাহারাদীন্ ন জানাতি রঘূত্তমঃ।

ভয়েতে কম্পিত-তনু করে নিবেদন।
একি প্রভু করহ অযোগ্য আচরণ ॥ ৩৪৪
লীলা লাগি আমাদিগে স্বীকার করিয়া।
আজি কেন বিনাশিতে উদ্যত কুপিয়া ॥ ৩৪৫
লক্ষ্মণ বলেন সত্য বটে ইহা জানি।
কিন্তু তোরা সম্প্রতি শুনহ মোর বাণী ॥ ৩৪৬
যত দিন রাম-সীতা রহিবা কাননে।
তাবৎ না পরশিবে মোরে দুই জনে ॥ ৩৪৭
যবে রাম বসিবেন রাজসিংহাসনে।
তবে তোরা মোর পাশে যাবে দুই জনে ॥ ৩৪৮
যে আজ্ঞা বলিয়া তারা করিল পয়াণ।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সংহরিলা বাণ ॥ ৩৪৯
জাগরণ করি বসি রহিলা লক্ষ্মণ।
সুখে নিদ্রা যান সীতা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩৫০
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩৫১

ইতি শ্রীরামরসায়নে অযোধ্যাকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে বনপ্রস্থানো নাম চতুর্থঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস।

বিযুজ্য বন্ধুপ্রিয়পৌরবর্গাৎ
সংযুজ্য চণ্ডালবরেণ সার্দ্ধম্।
নিযুজ্য গেহায় সুমন্ত্রমৈযীদ্-
যশ্চিত্রকূটং জয়তাৎ স রামঃ ॥ ১

দ্বিতীয়প্রহর নিশা পরে রঘুবর।
নিদ্রা তেজি উঠিয়া বসিলা শয্যাপর ॥ ২
ভূমিতে পতিত দেখি পুরবাসী জনে।
কৃপার্দ্র হইয়া কিছু কহেন লক্ষ্মণে ॥ ৩
প্রাণাধিক দেখ যত অযোধ্যানিবাসী।
মো-সবার লাগি গৃহে উপেখিয়া আসি ॥ ৪
বৃক্ষতলে নিদ্রা যায় পড়িয়া ধূলিতে।
ইহাদের হেন দুঃখ না পারি দেখিতে ॥ ৫
যেরূপ নিশ্চয় দেখি মোরে ফিরাইতে।
বুঝি পারিবেক সবে পরাণ তেজিতে ॥ ৬
নৃপতিরে প্রজাদুঃখ নিবারিতে হয়।
আপনার লাগি দুঃখ দিতে যোগ্য নয় ॥ ৭
অতএব ইহারা যেরূপে ঘরে যায়।
এইক্ষণে করিতে হইল সে উপায় ॥ ৮
নিদ্রাগত আছয়ে যাবত সবজন।
অন্যপথে এইকালে যাইব কানন ॥ ৯
পরেতে সুমন্ত্রে ডাকি কন রঘুবর।
সারথি তুমিহ রথ সাজাও সত্বর ॥ ১০
পুরী অভিমুখ হয়্যা কিছু দূর গিয়া।
অন্যপথে পুন এথা আইস ফিরিয়া ॥ ১১
হেন চালাইবে রথ যেন সর্ব্বজনে।
আমি গৃহে গিয়াছি বলিয়া মানে মনে ॥ ১২
যে আজ্ঞা বলিয়া তবে সেই মন্ত্রিরাজ।
শ্রীরামের আজ্ঞা-মতে কৈলা সব কাজ ॥ ১৩
রাম সীতা লক্ষ্মণ চড়িয়া সেই রথে।
পার হয়্যা তমসা চলিলা বনপথে ॥ ১৪
এথানে প্রভাতে উঠি পুরবাসী জন।
রামে না দেখিয়া সবে সমুদ্বিগ্ন-মন ॥ ১৫
হায় কি হইল বলি কান্দিতে কান্দিতে।
রথচক্রচিহ্ন তারা পাইলা দেখিতে ॥ ১৬
সবে বলে না কান্দ না কান্দ তোরা আর।
অযোধ্যাতে গিয়াছেন ভূপতিকুমার ॥ ১৭
এত দেখ রথচক্র চিহ্ন মাঝে মাঝে।
পুরী-অভিমুখে অশ্বপদচিহ্ন রাজে ॥ ১৮
বুঝি বিধি ফিরাইল কৈকেয়ীর মনে।
এই লাগি রাম লয়্যা গিয়াছে ভবনে ॥ ১৯
কিম্বা আসি থাকিবেক ভরত সদনে।
সেই ফিরাইল রামে বিনয়বচনে ॥ ২০
অথবা সুমন্ত্র রামে লয়্যা গেল ঘর।
সেহ হয় চতুর সুধীর মন্ত্রিবর ॥ ২১
চল চল তুরিতে যাইব সবে ঘরে।
সব দুখ নিবারিব দেখি রঘুবরে ॥ ২২
এত কহি সবে তারা করিল।
মৃগতৃষ্ণা দেখি যেন ধায় মৃগগণ ॥ ২৩

পুরীর নিকটে আসি দেখি শূন্যাকার।
ভূমিতে পড়িলা সবে করি হাহাকার ॥ ২৪
কতক্ষণ পরে পুন চেতন পাইয়া।
নিজ নিজ ঘরে গেলা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ২৫
গৃহে গিয়া কান্দে কেহ অতি উচ্চস্বরে।
ছিন্নবৃক্ষ মত কেহ পড়ে ভূমিপরে ॥ ২৬
তাহা দেখি আসি সব কুলের যুবতি।
অতি দুঃখে নিন্দা করে নিজ নিজ পতি ॥ ২৭
গৃহে ধনে পরিজনে কিবা তার কাম।
সমর্থ হইয়া যারা ছাড়ি আল্য রাম ॥ ২৮
একমাত্র সুপুরুষ ত্রিলোকে লক্ষ্মণ।
সকল ছাড়িয়া গেলা রামসনে বন ॥ ২৯
স্ত্রীজাতি-মাঝারে সীতা শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে।
যার হেন দৃঢ়ভক্তি শ্রীরামচরণে ॥ ৩০
বনেতে আছয়ে যত বনবাসী জন।
সফল হইবে আজি সবার নয়ন ॥ ৩১
যে বনেতে করিবেন শ্রীরাম গমন।
কৃতার্থ হইবে তার মৃগপক্ষিগণ ॥ ৩২
কত তপ করিয়াছে সেই নদীততি।
যাহে অবগাহন করিবা রঘুপতি ॥ ৩৩
ধন্য ধন্য বন্য তরু লতা-তৃণগণে।
সফল জনম হবে শ্রীরাম-দর্শনে ॥ ৩৪
কোন গিরি উপরি পসারি শ্রীচরণ।
লক্ষ্মণ জানকী সনে করিবা ভ্রমণ ॥ ৩৫
যদি মোরা না হত্যাম কুলের রমণী।
তবে যাইতাম যেথা যান রঘুমণি ॥ ৩৬
বিরক্ত হএন পাছে নৃপতি-তনয়।
এই ভয়ে নাহি যাই নতু কুলভয় ॥ ৩৭
ধিক্ তার কুলে ধিক্ তাহার জীবনে।
যে নাহি দেখিল নেত্র-ভরি সে চরণে ॥ ৩৮
তোমা সবে চলহ সেখানে পুনর্ব্বার।
রাম বিনে কি কাজ করিবে ঘর দ্বার ॥ ৩৯
রামচন্দ্রনিকটে নাহিক কোনো ভয়।
পালন করিবা সবে সেই দয়াময় ॥ ৪০
মোরা সব জানকীর করিব সেবন।
তোমা সবে সেবিবে শ্রীরামের চরণ ॥ ৪১
এখানেতে ক্ষণকাল নাহি থাক আর।
থাকিলে পাইবে দুঃখ সকলে অপার ॥ ৪২

যে কৈকয়ী পতিপুত্রে দিল ঘোর দুখ।
তাহা হত্যে পরের কি মতে হবে সুখ ॥ ৪৩
রাম-বিরহেতে রাজা কভু না বাঁচিবে।
রাজা স্বর্গে গেলে অতি দৌরাত্ম্য হইবে ॥ ৪৪
যদি রাজা হয় দুষ্ট কৈকয়ীনন্দন।
পুত্রের শপথ করি না রবে জীবন ॥ ৪৫
অতএব চল রামনিকটে যাইব।
কিম্বা বিষপান করি পরাণ তেজিব ॥ ৪৬
এইরূপে সকলেতে করে বিলপন।
ক্ষণমাত্র কারো নাহি সুস্থ হয় মন ॥ ৪৭
এখানে শ্রীরামচন্দ্র সেইত নিশাতে।
কথোদূর গিয়া সন্ধ্যা কৈলা পরভাতে ॥ ৪৮
তার পর নানাদেশ নগর কানন।
দেখিতে দেখিতে পুন করিলা গমন ॥ ৪৯
যে দেশেতে পয়াণ করেন রঘুপতি।
শ্রবণ করেন সেই স্থানে এ ভারতী ॥ ৫০
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহু কৈকয়ীভর্ত্তারে।
বনবাস দিল যেই এ হেন কুমারে ॥ ৫১
কৈকয়ী কদর্য্যমতি অতিকদাচার।
দুই বরে জগতে করাল্য হাহাকার ॥ ৫২
এইরূপ গুরু-নিন্দা শুনি রঘুবর।
সুমন্ত্রে কহেন রথ চালাও সত্বর ॥ ৫৩
নানাদেশ লঙ্ঘিয়া দিবস-অবসানে।
আইলেন শৃঙ্গবেরপুর-সন্নিধানে ॥ ৫৪
সেখানেতে দেখি গঙ্গা ত্রিলোকপাবনী।
রথ হৈতে নামি স্নান কৈলা রঘুমণি ॥ ৫৫
সুমন্ত্রে ডাকিয়া তবে কহেন শ্রীরাম।
আজি রাত্রি এই স্থানে করিব বিশ্রাম ॥ ৫৬
এই জীবপুত্র-বৃক্ষ অতি সুশোভন।
ইহার তলেতে কর আসন রচন ॥ ৫৭
তাহা শুনি লক্ষ্মণ আসন পাতি দিলা।
শ্রীরাম জানকী আসি তাহাতে বসিলা ॥ ৫৮
তবে রাম বসিয়া ভাবেন মনে মনে।
গুহক মিতার বাস এইত পত্তনে ॥ ৫৯
কিরূপেতে তাঁর সনে হবে সম্ভাষণ।
কেবা জানাইবে তাঁরে মোর আগমন ॥ ৬০
আজি ত হইল সন্ধ্যাকাল উপস্থিত।
কালি দিনে সম্ভাষণ করিব উচিত ॥ ৬১

এখানে চণ্ডালরাজ রাম-আগমন।
সেইকালে লোকমুখে করিলা শ্রবণ ॥ ৬২
চিরদিন ছিল সেহ উৎসুক হইয়া।
সম্ভ্রান্ত হইলা অতি সে বার্ত্তা শুনিয়া ॥ ৬৩
জ্ঞাতি বন্ধু মন্ত্রিজন সঙ্গেতে করিয়া।
শ্রীরামনিকটে গেলা নানা ভেট নিয়া ॥ ৬৪
দূর হৈতে দেখি রাম আপন মিত্রারে।
গাত্তুলি চলিলা তাঁর সঙ্গে মিলিবারে ॥ ৬৫
আস্ত মিতা বলি দোঁহা দোঁহে আলিঙ্গিয়া।
স্তম্ভিত হইয়া রহে আনন্দে মজিয়া ॥ ৬৬
দোঁহার নয়নে বহে প্রেমে অশ্রুধার।
পুলকে প্রফুল্ল তনু হৈলা দোঁহাকার ॥ ৬৭
তবে রাম করে ধরি গুহে বসাইলা।
তাহা দেখি শ্রীসুমন্ত্র ভাবিতে লাগিলা ॥ ৬৮
কিবা গুহকের পুণ্য কহিতে না পারি।
প্রভু যারে কৈলা সখ্য-ভক্তি-অধিকারী ॥ ৬৯
এ কি গুহকের ভাগ্য দেখি অতিশয়।
বচন মনের মোর গোচর না হয় ॥ ৭০
কোথা এ চণ্ডাল-জাতি কদর্য্য-আচার।
কোথা রামে হেন সখ্য-ভক্তি-অধিকার ॥ ৭১
বুঝিলাম জাতি গুণ কুল শীল ধন।
প্রভুপরিতোষ প্রতি না হয় কারণ ॥ ৭২
একমাত্র ভক্তি বশ করে নারায়ণে।
প্রত্যক্ষ হইল আজি গুহের দর্শনে ॥ ৭৩
কিবা গুহকের সখ্যভাব মনোহর।
যাহে অতিশয় বশ হৈলা রঘুবর ॥ ৭৪
ভব-বিধি যারে দেখি করে অভ্যুত্থান।
গুহে দেখি তিঁহ আগে করিলা পয়াণ ॥ ৭৫
চতুর্ম্মুখ পায় নাই যাহা কোনো কালে।
দিলা হেন আলিঙ্গন শ্রীরাম চণ্ডালে ॥ ৭৬
এইরূপ সুমন্ত্র ভাবেন মনে মনে।
রাম কহিছেন গুহে মধুর বচনে ॥ ৭৭
বহু ভাগ্যগুণে চিরদিবস-ব্যতীতে।
পাইলাম আজি মিতা তোঁহারে দেখিতে ॥ ৭৮
কহ কহ আপনার শুভ সমাচার।
কেমন আছেন কহ জননী তোমার ॥ ৭৯
ভ্রাতা ভার্য্যা পুত্র আদি যত নিজ জন।
সবার কুশল শীঘ্র করাহ শ্রবণ ॥ ৮০
গুহক বোলয়ে মিতা তোর মহোদয়ে।
সকল মঙ্গল হয় এ রাজ্য-আলয়ে ॥ ৮১
তুমি কহ আগে নিজ শুভ বিবরণ।
কহিবে এখানে আগমনে প্রয়োজন ॥ ৮২
যদি কহ তব সম্ভাষণে আগমন।
রহিবে এখানে তবে কিসের কারণ ॥ ৮৩
এখানে বিশ্রাম-কথা শুনিয়া তোঁহার।
নাহি হয়্যাছিল মন আসিতে আমার ॥ * ৮৪
কিন্তু কিবা আকর্ষণী শকতি তোমার।
আনিল আমার মনে করি বলাৎকার ॥ ৮৫
যে হকু সে হকু চল সংপ্রতি সদনে।
যেমত অযোধ্যা তেন জান এ ভবনে ॥ ৮৬
তবে হাসি রঘুবর কহেন তাহারে।
মিতা যে বলিলে যোগ্য হয় কহিবারে ॥ ৮৭
কিন্তু এই দোষ নাহি ঘটয়ে আমাতে।
আছয়ে কারণ কিছু অপূর্ব্ব তাহাতে ॥ ৮৮
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকিব কাননে।
না করিব নগর-গ্রামেতে প্রবেশনে ॥ ৮৯
এই লাগি নাহি যাই তোমার নগরে।
ইথে দুঃখ ভাবনা না করিবে অন্তরে ॥ ৯০
এত শুনি গুহ কহে শ্রীরঘুনন্দনে।
কহ কহ বিপিনগমন কি কারণে ॥ ৯১
শ্রীরাম বলেন মিতা পরশ্ব দিবস।
পিতা মোরে রাজ্য দিতে করিলা মানস ॥ ৯২
তাহা জানি কৈকয়ী বিমাতা দুই বর।
প্রার্থনা করিলা নরপতি বরাবর ॥ ৯৩
একবরে রাজা হবে ভরত সুন্দর।
আনে মোর বনবাস দ্বিসপ্তবৎসর ॥ ৯৪
অতএব বনে যাই মুনিবেশ ধরি।
সঙ্গে যান শ্রীলক্ষ্মণ জানকী সুন্দরী ॥ ৯৫
এত শুনি গুহক করিয়া হায় হায়।
ক্রন্দন করয়ে বহু পড়িয়া ধূলায় ॥ ৯৬
কি দোষ করিলি মিতা কৈকয়ীর পাশ।
যাহে কোপ করি তোরে দিল বনবাস ॥ ৯৭

* এখানেতে তোমার বিশ্রামকথা শুনি।
না আসিব বলি স্থির করিছিনুঁ আমি ॥

বিধি যদি বধির করিত মো-সবারে।
না হইত তবে হেন কথা শুনিবারে ॥ ৯৮
বুঝিলাম রাজা বড় কঠিন হৃদয়।
তোরে বন পাঠাইয়া কি করি বাঁচি রয় ॥ ৯৯
পূর্ব্বে ছিলা দয়ালু সবল অনুপাম।
সেই রাজা কিরূপে করিল হেন কাম ॥ ১০০
একি হায় হায় নাহি দেখি এতক্ষণ।
ও চান্দ বদনে মজি আছিল নয়ন ॥ ১০১
ধিক্‌রে কৈকয়ী বড় কঠিনপরাণ।
করিয়াছে তোরে একি চীরপরিধান ॥ ১০২
কোথা বা মলিন ছিন্ন চীর বস্ত্র এহ।
কোথা ইন্দ্রনীলমণিকান্তি এই দেহ ॥ ১০৩
দেখিয়া পশিল বজ্র বুকে আর চিতে।
আর নাহি পারি মিতা পুনশ্চ দেখিতে ॥ ১০৪
এত বলি কান্দে গুহ করিয়া ব্যাকুলি।
রামচন্দ্র বসাইলা তাঁরে ধরি তুলি ॥ ১০৫
কহিছেন প্রভু মিতা না কর রোদন।
সুখ দুঃখ সব হয় দৈবের ঘটন ॥ ১০৬
দৈব লঙ্ঘিবারে কারো শক্তি নাহি হয়।
অতএব উদ্বেগ উচিত কভু নয় ॥ ১০৭
তাহে এ ত মোর হবে অতি শুভকর।
পিতৃ-আজ্ঞা পালন পরমধর্ম্মবর ॥ ১০৮
গুহ কহে মিতা হল্য কপালে যে ছিল।
কিন্তু এথা আসি বড় উত্তম হইল ॥ ১০৯
দুই মিতা একত্রে রহিব গঙ্গাধারে।
কিছু দুঃখ জানিতে না দিব হে তোমারে ॥ ১১০
এক্ষণ করিতে হবে কিঞ্চিৎ ভোজন।
যে-ইচ্ছা কহিবে তাহা করি আয়োজন ॥ ১১১
অযোধ্যায় যেন তব হয় অধিকার।
এখানে জানিবে মিতা অধিক তাহার ॥ ১১২
এত বলি গুহ যত দ্রব্য আনিছিল।
শ্রীরামের অগ্রে তাহা সব ধরি দিল ॥ ১১৩
ভক্ষ্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকার।
বসন শয়ন নানামত অলঙ্কার ॥ ১১৪
তাহা দেখি প্রভু করে করি পরশিয় ।
কহিছেন গুহকেরে সানন্দ হইয়া ॥ ১১৫
মিতা কেন করিলে এতেক আয়োজন ।
তোমার দর্শনমাত্রে মোর তুষ্ট মন ॥ ১১৬
করিয়াছি আমি মুনি-ধর্ম্ম অঙ্গীকার।
পরিধান চীর ফল-মূল জলাহার ॥ ১১৭
ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ সর্ব্বত্র নিন্দিত।
ইহাতেও মোরে নিতে না হয় উচিত ॥ ১১৮
তথাপি তোমার মনঃ-প্রীতির কারণ।
ঘোটকের তৃণমাত্র করিব গ্রহণ ॥ ১১৯
পিতার অত্যন্ত প্রিয় এই হয় হয়।
ইহার সেবনে মোর সন্তুষ্ট হৃদয় ॥ ১২০
সুমন্ত্রের ভালমতে করহ সম্মান।
ইহঁ আমাদের হন সুহৃৎ প্রধান ॥ ১২১
এইরূপ বাক্যে গুহে সুখিত করিলা।
কিন্তু কোনোদ্রব্য তাঁর প্রভু না লইলা ॥ ১২২
তার অভিপ্রায় ভক্তিশাস্ত্র-অনুসারে।
অনুমান করি বুঝি এই হৈতো পারে ॥ ১২৩
গুহের সামগ্রী দেখি করুণা-সাগর।
মনে মনে ভাবনা করিলা রঘুবর ॥ ১২৪
এক্ষণ যদ্যপি ইহা করি অঙ্গীকার।
বিক্রীত হইতে হবে নিকটে মিতার ॥ ১২৫
তাহা হৈলে মিতা মোর যে কথা কহিবে।
তাহাই অবশ্য মোর করিতে হইবে ॥ ১২৬
যদি কহে মোরে রহিবারে এই স্থলে।
বধিব কিরূপে তবে রাক্ষস সকলে ॥ ১২৭
করিয়াছি মনুষ্য-বিলাস অঙ্গীকার।
ইহাতে উচিত নহে ঐশ্বর্য্য-বিস্তার ॥ ১২৮
অতএব কিছুমাত্র এক্ষণ না নিব।
ফিরিবার কালে পুন এখানে আসিব ॥ ১২৯
সেইকালে কিছু দ্রব্য করিয়া স্বীকার।
বিক্রীত হইব নিজে নিকটে মিতার ॥ ১৩০
এইরূপ সিদ্ধান্ত জানিবে ভক্তগণ।
ভক্তিবৃদ্ধি লাগিয়া প্রভুর এ কারণ ॥ ১৩১
রাম-বাক্য শুনিয়া গুহক সুখিমন।
ঘোটকেরে করাইল তৃণ সমর্পণ ॥ ১৩২
জানকী গুহের দেখি রামে হেন রতি।
জিজ্ঞাসেন ধীরে ধীরে নিজ নাথ প্রতি ॥ ১৩৩
ঠাকুর-তনয় ইহঁ হন কোন্ জন।
তোমার সঙ্গেতে এত প্রীতি কি কারণ ॥ ১৩৪
আকৃতি প্রকৃতি দেখি হয় হেন মন।
হইতে পারেন যেন কোনো নীচজন ॥ ১৩৫

তুমি হও মহারাজরাজের তনয়।
তোমাতে ইহাঁতে সখ্য বড়ই বিস্ময় ॥ ১৩৬
হাসি হাসি রঘুমণি কহেন প্রিয়ায়।
নরেন্দ্রনন্দিনি তুমি না জান ইহাঁয় ॥ ১৩৭
গুহ নাম ইহার নিষাদ-কুলপতি।
সত্যবাদী ধার্ম্মিক সুশীল শুদ্ধমতি ॥ ১৩৮
এই শৃঙ্গবেরপুরে বসতি ইহাঁর।
নিজগুণে বশ কৈলা সকল সংসার ॥ ১৩৯
পূর্ব্বে একদিন আমি সখাগণ সনে।
মৃগয়া করিতে আসিছিলাম কাননে ॥ ১৪০
সঙ্গ ছাড়া হয়্যা গেল সব সঙ্গী জন।
একা আমি মৃগপাছে করিয়ে ধ বন ॥ ১৪১
তবে পথশ্রমে আর সন্তাপে পীড়িত।
বসিলাম বৃক্ষমূলে আমিহ কিঞ্চিত ॥ ১৪২
সেইকালে এই মিতা করি আগমন।
সুস্থ কৈলা মোরে করি পল্লবে বীজন ॥ ১৪৩
না জানিতে পারি কিছু বিধির ঘটন।
উভয়েতে মজি গেল উভয়ের মন ॥ ১৪৪
সেইকাল অবধি ইহাঁর মোর সনে।
হই গেল মিত্রভাব কায়-বাক্য মনে ॥ ১৪৫
প্রেমার স্বভাব এই কে পারে বুঝিতে।
নাহি দেয় যেই রূপ গুণ বিবেচিতে ॥ ১৪৬
দেখ কোথা দেবের প্রধান পশুপতি।
কোথা ক্ষুদ্র ভুজঙ্গ বাসুকি গরমতি ॥ ১৪৭
শিব তার প্রেমগুণে বিবশ হইয়া।
ধারণ করেন অঙ্গে ভূষণ করিয়া ॥ ১৪৮
অতএব না করিবে কদাচ বিস্ময়।
প্রেমার স্বভাব অতি সুদুর্গম হয় ॥ ১৪৯
হাসি হাসি কহিছেন জনককুমারী।
তোমার চরিত্র প্রভু বুঝিতে না পারি ॥ ১৫০
কিন্তু যে কহিলে তাহা সকল প্রমাণ।
শাস্ত্রেতেও শুনি ভক্তি-বশ ভগবান ॥ ১৫১
অসংখ্য প্রণাম মোর তোমার প্রেমেরে।
যার গুণে কোলে কর তুমি চণ্ডালেরে ॥ ১৫২
এইরূপ আলাপে আছেন রঘুমণি।
এথা রামপাশে আস্তে গুহকজননী ॥ ১৫৩
পথে রাম-বনবাস-বৃত্তান্ত শুনিয়া।
শ্রীরামনিকটে আলা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১৫৪
আস্থ মা বলিয়া প্রভু সম্ভাষিলা তারে।
তাহার ভাগ্যের কথা কে কহিতে পারে ॥ ১৫৫
শ্রীরামনিকটে বসি অতি দুখিমন।
স্নেহেতে কাতর হয়্যা করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৫৬
বাপধন বড়ই পাইলুঁ মনে ব্যথা।
কহিলেক কৈকয়ী কিরূপে হেন কথা ॥ ১৫৭
শুনিয়াছি সুশীল সরল নরপতি।
তাঁহার হইল কেন হেন দুষ্ট মতি ॥ ১৫৮
যদি ছিল ভরতেরে রাজ্য দিতে মন।
তোঁহে পাঠাইলা বনবাসে কি কারণ ॥ ১৫৯
ধিক্ ধিক্ কৈকয়ী বড়ই ক্রূরমন।
কি করি কাঢ়িয়া নিল বসন-ভূষণ ॥ ১৬০
এ হেন কোমল অঙ্গে চীর পরিধান।
নিরখিয়া বিদরিয়া যায় মোর প্রাণ ॥ ১৬১
ইহাতেও ভাগ্য বলি ভাবি মনে মনে।
চিরকাল রহিতে না কহিল কাননে ॥ ১৬২
কিবা অবক্তব্য আছে জগতে তাহার।
হেন কথা বারি হল্য বদনে যাহার ॥ ১৬৩
যে হকু অপর কোনোবনে না যাইবে।
দুই মিতা মিলি এই স্থানেই রহিবে ॥ ১৬৪
প্রবোধিলা নানামতে শ্রীরাম তাহায়।
তবে তিঁহ কোলে করি কহেন সীতায় ॥ ১৬৫
যেন বাপ মোর রঘুবংশ-চূড়ামণি।
তেনই পাইলুঁ সীতা তোমারে জননি ॥ ১৬৬
তুমি হৃদয়ের হার নয়নে অঞ্জন।
তোহে দেখি জুড়াইল তনু প্রাণ মন ॥ ১৬৭
এত কহি লক্ষ্মণেরে করি সম্ভাষণ।
গুহের জননী গৃহে করিলা গমন ॥ ১৬৮
রাত্রি দেখি তৃণশয্যা পাতিলা লক্ষ্মণ।
জল মাত্র খাই প্রভু করিলা শয়ন ॥ ১৬৯
লক্ষ্মণ শ্রীরামপদ সম্বাহন করি।
কিছু দূরে বসিয়া রহিলা ধনু ধরি ॥ ১৭০
কিছু রাত্রি পরে গুহ তাহা নিরখিয়া।
কহিছেন লক্ষ্মণেরে দুঃখিত হইয়া ॥ ১৭১
ভ্রাতৃবর এই শয্যা তোমার লাগিয়া।
করিয়াছি কিছুকাল থাকহ শুতিয়া ॥ ১৭২
রাজপুত্র তাহে তুমি অতি সুকুমার।
উচিত না হয় এত ক্লেশ অঙ্গীকার ॥ ১৭৩

সন্দেহ না কর কিছু মিতার লাগিয়া।
ধনুর্ব্বাণ ধরি রহি আমিও জাগিয়া॥ ১৭৪
ধর্ম্মের শপথ করি কহিয়ে তোমারে।
রাম সম প্রিয় মোর নাহিক সংসারে ১৭৫
রাম লাগি ধন জন জীবন আমার।
রাম বিনে এ সকলে দেখি আমি ছার॥ ১৭৬
আমার অজ্ঞাত কিছু নাহিক এথায়।
অতএব নিদ্রা যাও ভয় কর কায়॥ ১৭৭
এত শুনি নিশ্বাস তেজিয়া ঘনেঘন।
গুহকে কহেন কিছু ঠাকুর লক্ষ্মণ॥ ১৭৮
ভয় লাগি নাহি করি আমি জাগরণ।
কিন্তু নিদ্রা নাহি হয় দুঃখের কারণ॥ ১৭৯
দেখ রামচন্দ্র সীতা শুতিয়া ভূমিতে।
ইহা দেখি নেত্রে নিদ্রা না পারে আসিতে॥১৮০
যে শয়ন করিতেন কোমল তুলীতে।
তিঁহ ভূমে পড়ি যান পারি কি দেখিতে॥ ১৮১
দেবতা-দুর্ল্লভ দ্রব্য যে করে ভোজন।
সে রাম সলিল মাত্র করিলা সেবন॥ ১৮২
যে জানকী ব্যথা পান কুসুম-শয়নে।
তিঁহ দেখি শুতিয়া রহেন কুশাসনে॥ ১৮৩
এ সকল ইহাদের দুঃখ ভাবি মনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা না হয় নয়নে॥ ১৮৪
লক্ষ্মণের মুখে শুনি করুণ বচন।
গুহক ব্যাকুল হয়্যা করেন রোদন॥ ১৮৫
এইরূপে রজনী হইল অবসান।
রামচন্দ্র প্রভাতে করিলা গাত্রোত্থান॥ ১৮৬
প্রাতঃকৃত্য করি কুশাসনেতে বসিয়া।
কহিছেন সুমন্ত্রেরে নিকটে ডাকিয়া॥ ১৮৭
এই স্থান অবধি ফিরিয়া মন্ত্রিবর।
তুমিহ পয়াণ কর অযোধ্যা নগর॥ ১৮৮
অতঃপর আর রথে আমি না চড়িব।
সুরনদী পার হয়্যা কাননে পশিব॥ ১৮৯
এত শুনি সুমন্ত্র নিতান্ত দুঃখিমন।
কান্দি কান্দি রামচন্দ্রে করে নিবেদন॥ ১৯০
রঘুবংশ-চূড়ামণি, কেন কহ হেন বাণী,
শুনি মোর হৃদয় বিদরে।
তুমি কৃপা-পারাবার, নাহি কর পরিহার,
অনন্যগতিক এ কিঙ্করে॥ ১৯১

তোমে বনবাস দিয়া, ফিরি যাব কি করিয়া,
প্রবেশিব কি করি পত্তনে।
সব লোক আছে দুখী, তাহে শূন্যরথ দেখি,
জীবন তেজিবে সেই ক্ষণে॥ ১৯২
রাজা রাণী মোরে যবে,
তব বার্ত্তা জিজ্ঞাসিবে,
কোথা মোর রাজীবলোচন।
তবে কি কহিব আমি, সে উত্তর কহ তুমি,
তবে মুই করিয়ে গমন॥ ১৯৩
যদি কহি মিথ্যা কথা, হইবে নরক-ব্যথা,
সত্য বাক্যে রাজার মরণ।
এ সঙ্কটে ভৃত্যজনে, নাহি কর নিয়োজনে,
তুমি নাথ করুণা-সদন॥ ১৯৪
ও চরণ সেবা-আশে, চির দিন কৈনু বাসে,
এই সে অযোধ্যা নগরেতে।
উপস্থিত ফলকালে, বিঘ্ন হলা দৈব-বলে,
ধরিব জীবন কিরূপেতে॥ ১৯৫
সদয় হইয়া নাথ, যদি কর মোরে সাথ,
তবে সে বাসনা পূর্ণ হয়।
তোমে চড়াইয়া যানে, ফিরাইব নানাস্থানে,
না হইবে কণ্টকাদি-ভয়॥ ১৯৬
বনবাস নিবড়িয়া, এই রথে চড়াইয়া,
লয়্যা যাব অযোধ্যা নগর।
এইমাত্র করি চিতে, আসিয়াছি তব সাতে,
ঘৃণা নাহি কর রঘুবর॥ ১৯৭
আর দেখ এই হয়, মোর শিসাতুল্য হয়,
দশরথ রাজার বাহন।
তোমা ছাড়ি অযোধ্যাতে,
নাহি যাবে কোনো মতে,
কিরূপে বা করিব গমন॥ ১৯৮
হইয়া নিষ্ঠুর-হিয়া, মোরবাক্য না শুনিয়া,
যদি কর আমারে বর্জ্জন।
তব আগে চিতা করি, তাহে প্রবেশিয়া মরি,
সত্য কহি শ্রীরঘুনন্দন॥ ১৯৯
সুমন্ত্র-বচন শুনি তবে রঘুবর।
কহিছেন কিছু তারে সদয়-অন্তর॥ ২০০
মন্ত্রিবর যেন ভক্তি তব মোর প্রতি।
তাহা ভালমতে জ্ঞাত আছে মোর মতি॥২০১

কিন্তু যে নিমিত্তে তোমে পাঠাই নগরে।
তাহা কহি শুনি দুখ তেজহ অন্তরে ॥ ২০২
সুহৃৎ না দেখি তোমা মত এ ভুবনে।
সান্ত্বনা করিবে সবে কে তোমা বিহনে ॥ ২০৩
অতিশয় দুঃখিত আছেন নৃপবর।
সান্ত্বনা করিবে তাঁরে তুমি নিরন্তর ॥ ২০৪
যাবৎ ফিরিয়া তুমি না যাবে নগরে।
তাবৎ সন্দেহ রবে কৈকেয়ী-অন্তরে ॥ ২০৫
তুমি গেলে তিঁহ হয়্যা নিঃসংশয়মন।
করাইবা ত্বরিতে ভরতে আনয়ন ॥ ২০৬
ভরত আইলে সবাকার হবে সুখ।
তারে দেখি পিতা পাসরিবা সব দুখ ॥ ২০৭
অতএব তুমি শুন আমার বচন।
বিলম্ব তেজিয়া কর নগরে গমন ॥ ২০৮
আছেন যতেক বশিষ্ঠাদি গুরুজন।
সবার চরণে করে আমার বন্দন ॥ ২০৯
প্রণাম কহিবে মোর রাজার চরণে।
নিবেদিবে আর কিছু আমার বচনে ॥ ২১০
মোর লাগি না হইবে আপনি দুঃখিত।
তবাদ্ধ লোকে শোকাবেশ-অনুচিত ॥ ২১১
তাহে মোরা তিন জন ভবৎপ্রসাদেতে।
স্বর্গ সম আনন্দে থাকিব বিপিনেতে ॥ ২১২
ও মুখের আজ্ঞা হলে সহস্র বৎসর।
থাকিতে পারিয়ে মোরা কানন-ভিতর ॥ ২১৩
এতো চতুর্দ্দশ বর্ষ দেখি অল্পক্ষণ।
অনায়াসমত ইহা হইবে যাপন ॥ ২১৪
নৃপে এত কহিয়া কৈকেয়ী সুমিত্রারে।
জানাইবে আমার প্রণাম বহুবারে ॥ ২১৫
বাঁচিয়া থাকেন যদি জননী আমার।
অনেক প্রণতি নিবেদিবে পদে তাঁর ॥ ২১৬
কহিবে তাঁহারে যেন আমার কারণ।
না কহেন নৃপে কিছু কঠিন বচন ॥ ২১৭
আর সব গুরুগণে প্রণাম করিয়া।
আনাইবে ভরতেরে সত্বর হইয়া ॥ ২১৮
ভরত আসিয়া যবে রাজত্ব করিবে।
আমার বিয়োগ সব জন পাসরিবে ॥ ২১৯
ভরতে জানায়্যা মোর আশীষবচন।
কহিবে করেন যেন পিতার সেবন ॥ ২২০
সমভাব হন যেন সব মাতৃগণে।
অকপটে প্রজাদের করেন পালনে ॥ ২২১
এইরূপ কহি রাম নিবৃত্ত হইলা।
লক্ষ্মণ সুমন্ত্রে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ২২২
দুখে রোষে ঝর ঝর ঝরিছে নয়ন।
অতি উষ্ণ নিশ্বাস ছাড়েন ঘনেঘন ॥ ২২৩
মন্ত্রিবর নৃপতিরে মোর এই বাণী।
জানাইবে কিছু তুমি হয়্যা যোড়পাণি ॥ ২২৪
মহারাজ রাজ্যখণ্ডে তব অধিকার।
তার বিতরণে তব হয় স্বেচ্ছাচার ॥ ২২৫
তাহে আপনার বাক্য সত্য রাখিবারে।
ভরতে দিলেন তাহা কে লঙ্ঘিতে পারে ॥ ২২৬
কিন্তু কোনো দোষ রামচন্দ্রে নাহি ভায়।
কিবা অপরাধে বনবাস দিলে তায় ॥ ২২৭
যে কর্ম্ম করিলে হয়্যা স্ত্রীবশ আপনি।
কোথাও ত্রিলোকে হেন না দেখি না শুনি ॥ ২২৮
অতিশয় কামী হয় যেই গুরুজন।
তার বাক্য-লঙ্ঘনে না দোষে শাস্ত্রগণ ॥ ২২৯
তথাপি তোমার বাক্য কৈলা রঘুমণি।
পিতার কর্ত্তব্য কিন্তু না কৈলে আপনি ॥ ২৩০
যে হকু সম্প্রতি তেজি আমা সবাকারে।
শোক করিবার যোগ্য না হয় তোমারে ॥ ২৩১
আপুনি করিয়া কর্ম্ম কারে দিব দোষ।
দশনে রসনা কাটি কারে করি রোষ ॥ ২৩২
যে হকু তোমাতে মোর কিছু স্নেহ নাই।
রাম মাত্র মোর পিতা মাতা বন্ধু ভাই ॥ ২৩৩
এতেক পর্য্যন্ত কহি লক্ষ্মণ কুমার।
তার প্রতি কহিতে লাগিলা আরবার ॥ ২৩৪
ভরতে কহিবে তুমি রাজ বিদ্যমানে।
মত্ত নাহি হন যেন রাজ-অভিমানে ॥ ২৩৫
যদ্যপি বাসনা থাকে আপন মঙ্গলে।
সমভাব হন যেন জননী সকলে ॥ ২৩৬
এত শুনি লক্ষ্মণের সরোষ বচন।
সুমন্ত্রে কহেন পুন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৩৭
সুমন্ত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়্যাছে লক্ষ্মণ।
জনকেরে না শুনাবে ইহার বচন ॥ ২৩৮
মোদের বিরহে তাঁর জীবন-সংশয়।
এ বাক্য শুনিবামাত্র মরণ নিশ্চয় ॥ ২৩৯

স্বামীকে না কবে ভৃত্য কঠিন বচন।
তুমিত জানহ এই শাস্ত্রের লিখন ॥ ২৪০
অতএব কোনোমতে ইহা না বলিবে।
সপ্রণাম শুভ বার্ত্তা মাত্র জানাইবে ২৪১
এত কহি গুহকে বলেন রঘুপতি।
মিতা পার কর মোরে জাহ্নবী সম্প্রতি ॥ ২৪২
গুহক বোলয়ে মিতা কথা এ কেমন।
এখান ছাড়িয়া কোথা করিবে গমন ॥ ২৪৩
অনেক দিবস পরে পাইলুঁ তোহারে।
ছাড়িয়া না দিব মিতা কোনহ প্রকারে ॥ ২৪৪
বাস করি থাক তুমি এই উপবনে।
মোরা সব অবিরত করিব সেবনে ॥ ২৪৫
দূর বনে তুমি যদি করহ গমন।
তবে মোরা কিরূপেতে ধরিব জীবন ॥ ২৪৬
শ্রীরাম বলেন মিতা প্রৌঢ়ি না করিবে।
তোমারে আমার কথা রাখিতে হইবে ॥ ২৪৭
তব দেশে মোর দেশে নিতান্ত নিকট।
এখানে থাকিলে হবে অনেক সঙ্কট ॥ ২৪৮
দেশস্থ সকল লোক সর্ব্বদা আসিবে।
মোর তপস্যাতে বিঘ্ন তাহায় হইবে ॥ ২৪৯
অতএব না করিবে গমনে বারণ।
শীঘ্র করাইয়া দাও গঙ্গাসন্তরণ ॥ ২৫০
গুহ বলে অভিপ্রায় বুঝিলুঁ তোমার।
এ দেশেতে ফিরি না আসিবে পুনর্ব্বার ॥২৫১
অতএব যদি তুমি এখানে না রবে।
আমিহ যাইব মিতা তোর সনে তবে ॥ ২৫২
কহিছেন রঘুমণি না কর সংশয়।
ফিরিয়া আসিব মিতা অবশ্য আলয় ॥ ২৫৩
কখনো বচন মিথ্যা না হয় আমার।
প্রতিশ্রুত আছে তাহে সাক্ষাতে পিতার ॥ ২৫৪
সম্প্রতি বটের ক্ষীর কর আনয়ন।
করিতে হইবে কেশে জটা বিরচন ॥ ২৫৫
এত শুনি বটক্ষীর গুহক আনিল।
দুই ভাই তাহে করি জটা বিরচিলা ॥ ২৫৬
তাহা দেখি হাহাকার করি সব জন।
অবনীতলেতে পড়ি করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৫৭
সকলে সান্ত্বনা করি শ্রীরঘুনন্দন।
পার হইবার ঘাটে করিলা গমন ॥ ২৫৮
গুহক-আজ্ঞায় তরি নাবিক আনিলা।
রাম সীতা শ্রীলক্ষ্মণ তাহাতে চড়িলা ॥ ২৫৯
গুহক বলেন যদি এথা না রহিবে।
বনবাস পূর্ণ করি অবশ্য আসিবে ॥ ২৬০
মেঘের প্রত্যাশে রহে চাতক যেমন।
পথ চাহি মোর প্রাণ রহিল তেমন ॥ ২৬১
চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইলের পরে।
পঞ্চ দিন দেখি তনু ডারিব অনলে ॥ ২৬২
আসিব আসিব মিতা না হবে অস্থির।
এত কহি গুহে স্থির কৈল রঘুবীর ॥ ২৬৩
প্রভু আজ্ঞা পাই নৌকা নাবিক ছাড়িলা।
গুহক সুমন্ত্র তীরে কান্দিতে লাগিলা ॥ ২৬৪
মধ্যজলে যবে উপস্থিত হল্যা তরি।
গঙ্গাকে কহেন কিছু সীতা স্তুতি করি ॥ ২৬৫
জয় জয় জহ্নুসুতা ত্রিপথগামিনি।
কৃপা কর ভগীরথ-নৃপতি-নন্দিনি ॥ ২৬৬
পিতৃ-সত্য পালিবারে রঘুকুলনাথ।
বনবাসে যান ভার্য্যা ভাই করি সাথ ॥ ২৬৭
চতুর্দ্দশ সংবৎসর থাকিবেন বনে।
আপনি করিবে মাতা সতত রক্ষণে ॥ ২৬৮
গৃহে আসি প্রভু রাজা হইবেন যবে।
করিব তোমার পূজা নানামতে তবে ॥ ২৬৯
লক্ষ গাবী ভূমি রত্ন বসন ভূষণ।
তোমার পিরীতে দ্বিজে করিব অর্পণ ॥ ২৭০
তবে তাঁরা তিনজন তীরেতে উঠিয়া।
চলিলা কাননপথে গঙ্গারে বন্দিয়া ॥ ২৭১
শ্রীরঘুনন্দন আগে করেন গমন।
মধ্যেতে জনকসুতা পশ্চাৎ লক্ষ্মণ ॥ ২৭২
কিছু দূর গিয়া সীতা কাতর শ্রমেতে।
ভাবনা করেন এই মনেতে মনেতে ॥ ২৭৩
বংশের প্রধান হন দেব দিবাকর।
তিঁহ তাপ দিতেছেন অতি খরতর ॥ ২৭৪
ধরণী জননী তাঁর নাহি কৃপা-লেশ।
কণ্টক-কুশেতে দেয় চরণেতে ক্লেশ ॥ ২৭৫
আর কি কহব হত বিধির ঘটন।
প্রাণনাথ নাহি দাঁড়ায়েন একক্ষণ ॥ ২৭৬
এত ভাবি পুনঃপুন কহেন ভর্ত্তারে।
নাথ আর কত দূর হবে যাইবারে ॥ ২৭৭

এত শুনি প্রিয়া-পদবেদনা জানিয়া।
কহিছেন রামচন্দ্র কৃপার্দ্র হইয়া ॥ ২৭৮
ধরণি তোমার কন্যা সুকুমারতর।
আমার সঙ্গেতে যান কাননভিতর ॥ ২৭৯
শিরীষকুসুম যিনি কোমল চরণে।
ব্যথা হয় কঠিন মৃত্তিকাপরশনে ॥ ২৮০
অতএব কঠিনতা ছাড় কৃপা করি।
যেন সীতা সুখে ফিরে কাননভিতরি ॥ ২৮১
তুমি মোর কুলের দেবতা দিনমণি।
তব কুলবধূ এই আমার রমণী ॥ ২৮২
তোমার তাপেতে এহ হয়্যাছে বিকল।
কিঞ্চিৎ করহ নিজ কিরণে শীতল ॥ ২৮৩
শুনি রঘুমণিবাণী লক্ষ্মণ সুন্দর।
ধরিলা পল্লব ভাঙ্গি জানকী-উপর ॥ ২৮৪
তাহার ছায়াতে সীতা করিলা গমন।
কোনোকোনো স্থানে আসি মিলে নারীগণ ॥
দেখি তারা রাম-সীতারূপ নেত্র ভরি।
জানকীরে পুছে কিছু মৃদু মৃদু করি ॥ ২৮৬
শ্যাম-তনু আগে যেহ করেন গমন।
চন্দ্রমুখি কহ এহ তোমার কে হন ॥ ২৮৭
জানকী উত্তর কিছু না দেন বচনে।
কিন্তু মৃদু হাস্য করি জানান নয়নে ॥ ২৮৮
এইরূপে কথোদূর যাইয়া শ্রীরাম।
এক বটতরু-মূলে করিলা বিশ্রাম ॥ ২৮৯
সেই স্থান হৈতে চিত্রকূটগিরিবরে।
দেখাইলা প্রভু সীতা-লক্ষ্মণে সাদরে ॥ ২৯০
তবে রাম-আজ্ঞামতে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
করিলেন কিছু বন্য ফল আহরণ ॥ ২৯১
প্রভু তাহা তিন ভাগ করেন বণ্টন।
তাহা দেখি শ্রীলক্ষ্মণ করেন চিন্তন ॥ ২৯২
যদ্যপি করেন আজ্ঞা প্রভু খাইবারে।
তবেত সঙ্কট বড় ঘটিবে আমারে ॥ ২৯৩
কি করিব কিরূপেতে অভীষ্ট হইবে।
রঘুবর মোরে এই সঙ্কটে রাখিবে ॥ ২৯৪
এইরূপ ভাবিছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
ফল হস্তে লয়্যা তার প্রতি প্রভু কন ॥ ২৯৫
আপনার ভাগ ধর নাও ভ্রাতৃবর।
এত শুনি লক্ষ্মণ পাতিলা দুই কর ॥ ২৯৬
তাহে ফল অর্পণ করিলা রঘুপতি।
লইলেন লক্ষ্মণ ঠাকুর সুখিমতি ॥ ২৯৭
প্রভু-আগে কভু নাহি করেন ভোজন।
এই ছলে স্থানান্তরে চলিলা লক্ষ্মণ ॥ ২৯৮
নিজ তূণে সেই ফল করিলা ধারণ।
এইরূপে তাঁর হয় দিবস যাপন ॥ ২৯৯
রামচন্দ্র সেই ফল খাইলা সুখেতে।
প্রসাদ পাইলা সীতা নির্জ্জনস্থানেতে ॥ ৩০০
নিশা উপস্থিত দেখি রঘুকুলপতি।
লক্ষ্মণে কহেন কিছু মধুর ভারতী ॥ ৩০১
আজি এই স্থানে রাত্রি করিব যাপন।
এই বটমূলে কর আমার আসন ॥ ৩০২
আর নাহি দেখা হবে বন্ধুজন সনে।
তথাপি উদ্বেগ কিছু না করিবে মনে ॥ ৩০৩
কিন্তু আজি হৈতে সদা সাবধান চিতে।
জানকীরে দুইজনে হইবে রাখিতে ॥ ৩০৪
এত শুনি আসন করিলা শ্রীলক্ষ্মণ।
তাহাতে বসিলা সীতা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩০৫
এখানে গুহক আর সুমন্ত্র সুধীর।
রামচন্দ্র-অদর্শনে হইলা অস্থির ॥ ৩০৬
সন্ধ্যাবধি বসি থাকি সুরধুনীতীরে।
কান্দি কান্দি গেলা শৃঙ্গবের-নগরীরে ॥ ৩০৭
রামচন্দ্র সে রজনী থাকি বটতলে।
পুনর্ব্বার গমন করিলা কুতূহলে ॥ ৩০৮
দিন-অবসানে ভরদ্বাজ-তপোবনে।
উপস্থিত হইলা যাইয়া তিন জনে ॥ ৩০৯
রাম-আগমন শুনি মুনি শিষ্য-মুখে।
কি ভাগ্য কি ভাগ্য বলি উঠিলেন সুখে ॥ ৩১০
পাদ্য অর্ঘ্য লয়্যা গেলা আশ্রমের দ্বারে।
দেখি রঘুমণি পরণাম কৈলা তাঁরে ॥ ৩১১
অতিথি-ভাবেতে পাদ্য অর্ঘ্য সমর্পিয়া।
কুটীরে লইয়া গেলা সম্মান করিয়া ॥ ৩১২
তার পর বসাইলা অপূর্ব্ব আসনে।
নিবেদন করে কিছু মধুর বচনে ॥ ৩১৩
আজি মোর পবিত্র হইল তপোবন।
পাইয়া তোমার পদধূলি-পরশন ॥ ৩১৪
পবিত্র হইল তনু পবিত্র নয়ন।
পাইয়া তোমার শ্রীচরণ-দরশন ॥ ৩১৫

সফল হইল আজি বেদ-অধ্যয়ন।
সফল হইল আজি তপস্যাচরণ ॥ ৩১৬
একি মোর ভাগ্য প্রভু না পারি কহিতে।
ধ্যান করিবার বস্তু দেখিলুঁ দৃষ্টিতে ॥ ৩১৭
শ্রীরাম কহেন একি কহ মহাশয়।
সেবকের প্রতি হেন কথা যোগ্য নয় ॥ ৩১৮
ঋষি রটে শুন শুন শ্রীরঘুনন্দন।
করিতে নারিবে তুমি আমারে বঞ্চন ॥ ৩১৯
যদ্যপি দুর্গম্য বটে তোমার চরিত।
তোমার কৃপাতে ভক্ত জানয়ে কিঞ্চিত ॥ ৩২০
যে নিমিত্তে করিয়াছ তুমি অবতার।
যে করিলে যে করিবে বেদ্য সে আমার ॥ ৩২১
এত শুনি রঘুমণি মুনির বচন।
মৃদু হাস্য করি হৈলা বিনম্র-বদন ॥ ৩২২
আতিথ্য-বিধানে রামচন্দ্রে তপোধন।
ফল মূল জল দিয়া কৈলা সম্ভাষণ ॥ ৩২৩
রজনীতে একত্রে বসিয়া সেই জ্ঞানী।
কহিছেন রামচন্দ্রে সুমধুরবাণী ॥ ৩২৪
আসিয়াছ চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসে।
রঘুবর পূরাইতে ভক্তজন-আশে ॥ ৩২৫
এই ত প্রয়াগ তীর্থ অতি সুশোভন।
বাসের উচিত স্থান নিতান্ত নির্জ্জন ॥ ৩২৬
যদ্যপি তোমার অভিরুচি হয় মনে।
কিছু দিন তবে থাক মোর তপোবনে ॥ ৩২৭
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন রঘুপতি।
অতি সুখময় প্রভু এখানে বসতি ॥ ৩২৮
অযোধ্যা নিকট কিন্তু এখান হইতে।
আসিবে অনেক লোক সর্ব্বদা দেখিতে ॥ ৩২৯
এ লাগি রহিতে হেথা করিয়ে সংশয়।
অন্য এক স্থান মোরে কহ মহাশয় ॥ ৩৩০
ক্ষণেক ভাবিয়া ঋষি পুন রামে কয়।
রঘুবর আর এক স্থান যোগ্য হয় ॥ ৩৩১
এখান হইতে তিনযোজন-অন্তর।
আছে বাপ চিত্রকূট নামে গিরিবর ॥ ৩৩২
সেইস্থান হয় অতিশয় মনোহর।
আছেন সেখানে কোটি কোটি ঋষিবর ॥ ৩৩৩
চিত্রকূটগিরি-শৃঙ্গ যে করে দর্শন।
সেই হয় নানাবিধ কল্যাণ-ভাজন ॥ ৩৩৪
তাঁহারে আশ্রয় করি কত কোটি জন।
করিয়াছে নিজ নিজ অভীষ্ট সাধন ॥ ৩৩৫
নিকটেতে আছে তার নদী মন্দাকিনী।
কৈলাস-পাশেতে যেন ত্রিপথগামিনী ॥ ৩৩৬
সেইস্থান তোমার বাসেতে যোগ্য হয়।
এই ত আমার মনে হইল নিশ্চয় ॥ ৩৩৭
এইরূপ বাক্যে শেষ হইলা রজনী।
প্রভাতে যাইতে মন কৈলা রঘুমণি ॥ ৩৩৮
ঋষিরে প্রণাম করি করিলা পয়াণ।
পথবার্ত্তা কহি কহি ঋষি সঙ্গে যান ॥ ৩৩৯
রঘুবর কিছু দূর করিয়া গমন।
পাইবে পতঙ্গপুত্রী-নদীর দর্শন ॥ * ৩৪০
তারে পার হইবে যতনে ভেলা করি।
আছয়ে তাহাতে বহু কুম্ভীর মকরী ॥ ৩৪১
তার পর-পারে আছে শ্যাম নামে বট।
যাচিবেন সীতা বর তাহার নিকট ॥ ৩৪২
সেই তরু হয় কল্পতরুর সমান।
যে যা চাহে করয়ে তাহারে তাহা দান ॥ ৩৪৩
তারপর একক্রোশ দূরে নীলবন।
সেই পথে চিত্রকূটে করিবে গমন ॥ ৩৪৪
এত কহি ঋষি ফিরি আশ্রমে আইলা।
তাঁহারে প্রণাম করি শ্রীরাম চলিলা ॥ ৩৪৫
যমুনার তীরে ভেলা করি কাষ্ঠ-বাঁশে।
পার হয়্যা গেলা তাঁরা শ্যামবট-পাশে ॥ ৩৪৬
জানকী তাহারে করি বিবিধ পূজন।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা এই করিল প্রার্থন ॥ ৩৪৭
আমার শ্বশুর আর শ্বশ্রূ শুদ্ধমতি।
তিনজন দেবর প্রাণেশ রঘুপতি ॥ ৩৪৮
চিরজীবী হইয়া রহুন কুশলেতে।
এই বর মাগি আমি তোমার আগেতে ॥ ৩৪৯
তবে তারে প্রদক্ষিণ করি তিনজন।
প্রবিষ্ট হইয়া মনোহর নীলবন ॥ ৩৫০
সে রজনী সেখানেতে করিয়া নিবাস।
প্রভাতে উঠিয়া গেলা চিত্রকূট-পাশ ॥ ৩৫১

* কিছুদূর গমন করিয়া রঘুমণি।
পাইবে দেখিতে পুন পতঙ্গনন্দিনী ॥

সেখানে আছেন এক ঋষি সুবিদ্বান্।
দ্বিতীয় বাল্মীকি বলি যাঁহার আখ্যান ॥ ৩৫২
প্রথমত প্রবেশিয়া তাঁর তপোবনে।
প্রণাম করিলা প্রভু মুনির চরণে ॥ ৩৫৩
বাল্মীকি অগ্রেতে দেখি শ্রীরঘুনন্দন।
সম্ভ্রমেতে উঠি তাঁরে দিলেন আসন ॥ ৩৫৪
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া করি উচিত পূজন।
আদরেতে করাইলা ফলাদি ভোজন ॥ ৩৫৫
শ্রীরাম কহেন মহাশয় বিজ্ঞবর।
ত্রিকালের বার্ত্তা সব তোমার গোচর ॥ ৩৫৬
যে লাগিয়া এখানেতে মোর আগমন।
সকল জানেন তাহা নিরর্থ কথন ॥ ৩৫৭
কোন স্থানে আমি সীতা সহিত সম্প্রতি।
নিবাস করিব তাহা কহ মোর প্রতি ॥ ৩৫৮
ঋষি হাসি হাসি কহে শুন রঘুপতি।
তোমার নিবাস স্থান সমস্ত জগতী ॥ ৩৫৯
যেখানেতে তোমার নিবাস নাহি হয়।
হেন বস্তু জগৎমাঝারে নাহি রয় ॥ ৩৬০
আর শুন তুমি হও জগতনিবাস।
তুমি বাসস্থান পুছ শুনি লাগে হাস ॥ ৩৬১
পুছিলে থাকিব কোনস্থানে সীতা সনে।
তাহার উত্তর কিছু করহ শ্রবণে ॥ ৩৬২
যে জন তোমার কথা করয়ে শ্রবণ।
তব গুণ চরিত্র যে করয়ে কীর্ত্তন ॥ ৩৬৩
তোমার পদারবিন্দ যে করে স্মরণ।
তব পরিচর্য্যা সদা করে যেই জন ॥ ৩৬৪
বিধিমতে যেবা করে তোমার অর্চ্চন।
তোমার চরণ যেবা করয়ে বন্দন ॥ ৩৬৫
তব দাস বলি যেই করে অভিমান।
এ সবার হৃদয়ে করহ অবস্থান ॥ ৩৬৬
শ্রদ্ধা কিম্বা হেলা করি তব নাম কয়।
জানকী সহিতে থাক তাহার হৃদয় ॥ ৩৬৭
কি কহিব তব নাম-মহিমা অপার।
হইয়াছি ব্রহ্ম-ঋষি প্রভাবে যাহার ॥ ৩৬৮
পূর্ব্বে আমি আছিলাম কিরাতের ঘরে।
জন্মমাত্র হয়্যাছিল ব্রাহ্মণী-উদরে ॥ ৩৬৯
নীচসঙ্গে হইলাম কদর্য্য-আচার।
কদর্য্যের মত হল্য আহার বিহার ॥ ৩৭০
এক শূদ্রাগর্ভে হল্য অনেক তনয়।
তাহাদের ভরণেতে ব্যাকুলহৃদয় ॥ ৩৭১
তবে ধর্ম্মভয় তেজি শর ধনু ধরি।
পোষণ করিতে আরম্ভিলুঁ চৌর্য্য করি ॥ ৩৭২
ব্রাহ্মণ সজ্জন কিছুমাত্র নাহি মানি।
অনেক লাগিয়া বধি অনায়াসে প্রাণী ॥ ৩৭৩
একদিন বনে দেখি ঋষি সাতজন।
তাঁহাদের নিকটেতে করিলুঁ গমন ॥ ৩৭৪
মোর দুষ্ট অভিপ্রায় জানি ঋষিগণ।
জিজ্ঞাসিলা আসিতেছ তুমি কি কারণ ॥ ৩৭৫
আমি কহিলাম মোর স্ত্রী পুত্রী তনয়।
গৃহেতে আছয়ে সবে ক্ষুধার্ত্ত-হৃদয় ॥ ৩৭৬
সে সকল বন্ধুজন পোষণকারণ।
তোমাদের বসনাদি করিব হরণ ॥ ৩৭৭
এত শুনি মোরে তাঁরা কহিলা সাদরে।
একবার মোসবার বাক্যে যাও ঘরে ॥ ৩৭৮
বন্ধুজন সকলে করিবে জিজ্ঞাসন।
করিতেছি আমি তোমাসবার পালন ॥ ৩৭৯
যত পাপ করি আমি তোমাদের লাগি।
তোরা সবে হবে কিনা হবে তার ভাগী ॥ ৩৮০
এই কথা পুছি তুমি আইস ফিরিয়া।
তবে মোরা যাইব যে আছে তাহা দিয়া ॥ ৩৮১
যদি বল করিবে তোমরা পলায়ন।
বান্ধি রাখি সবাকারে করহ গমন ॥ ৩৮২
এইরূপে ক্ষণকাল সাধু-সম্ভাষণে।
কিছু নির্ম্মলতা উপজিল মোর মনে ॥ ৩৮৩
তবে তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া।
গেলাম আপন গৃহে—ভাবিত হইয়া ॥ ৩৮৪
স্ত্রী পুত্র সকলে ডাকি মুনির বচনে।
বার বার জিজ্ঞাসা করিলুঁ সব জনে ॥ ৩৮৫
তাহারা কহিল মোরা হই তব ভৃত্য।
আমাদের পালন তোমার হয় কৃত্য ॥ ৩৮৬
পাপ পুণ্য যে করহ সকল তোমার।
তাহে কিছু ভাগ নাহি আমা সবাকার ॥ ৩৮৭
এত শুনি আমি ভয়ে কম্পিত অন্তর।
পুনর্ব্বার আইলুঁ মুনির বরাবর ॥ ৩৮৮
গলবস্ত্র হয়্যা পড়ি সবার চরণে।
নিবেদিতে আরম্ভিলুঁ সজল-নয়নে ॥ ৩৮৯

মহাশয় তোমা সবে হও কৃপাময়।
নদী হীন মোর প্রতি হইবে সদয়॥ ৩৯০
করিয়াছি না বুঝিয়া পাপ আচরণ।
কৃপা করি তোমা সবে করহ রক্ষণ ॥ ৩৯১
যত পাপ করিয়াছি আমি লুব্ধমনে।
তাহা না কহিতে পারি সহস্রবদনে॥ ৩৯২
হায় হায় কি দুর্গতি হইবে আমার।
বহুকল্পে নাহি দেখি নরকনিস্তার॥ ৩৯৩
কিন্তু যদি তোমাদের হয় কৃপালেশ।
তবে অনায়াসে নষ্ট হয় সব ক্লেশ॥ ৩৯৪
দেখ একবার দরশন-প্রভাবেতে।
পাইলাম রক্ষা ভাবি বিস্তর পাপেতে॥ ৩৯৫
অতএব নীচ বলি ঘৃণা না করিয়া।
মোরে এই দুখ হতে যাহ উদ্ধারিয়া॥ ৩৯৬
এত শুনি পরস্পরে করিয়া বিচারে।
কহিলেন কৃপা করি তাঁহারা আমারে ॥ ৩৯৭
উঠ উঠ ভয় তেজি হয়্যা সাবধান।
শুনহ বচন তবে হইবে কল্যাণ॥ ৩৯৮
রাম এই নাম তুমি জপ নিরন্তর।
যাবৎ না আসি মোরা তোমারবরাবর॥ ৩৯৯
ইহাতেই নষ্ট হবে যাবদীয় পাপ।
অপর কি কব দূর হবে ভব-তাপ॥ ৪০০
ইহা শুনি কৈলুঁ আমি অনেক যতন।
কিন্তু কোনোমতে না হইল উচ্চারণ॥ ৪০১
তবে তাঁরা পুনঃপুন করি হাহাকার।
শুষ্ক তরু দেখ্যায়া কহিলা পুনর্ব্বার॥ ৪০২
কহ দেখি এ তরুর কোন্ দশা হয়।
আমিহ কহিলুঁ মরা দেখি মহাশয়॥ ৪০৩
ইহাই জপহ তুমি সদা সাবধান।
এত কহি মুনিগণ করিলা পয়াণ॥ ৪০৪
আমি সত্য মানি তাঁহাদিগের বচনে।
মরা মরা জপিতে করিলুঁ আরম্ভণে॥ ৪০৫
না জানি কি তব নামাভাসেও মাধুরী।
মোর জিহ্বা মজি গেল সকল পাসুরী॥ ৪০৬
সব কার্য্য তেজি সদা জপিতে জপিতে।
বল্মীক হইয়া গেল মোর উপরিতে॥ ৪০৭
সহস্রযুগের পরে তবে মুনিগণ।
পুনর্ব্বার মোর পাশে কৈলা আগমন॥ ৪০৮
বাহিরাও বলি মোরে করিল আহ্বান।
শুনি মাত্র আমি উঠি করিলুঁ পয়াণ॥ ৪০৯
তবে তাঁরা মোর প্রতি কহিতে লাগিলা।
তুমি এই তপোবলে কৃতার্থ হইলা॥ ৪১০
ব্রহ্মর্ষিগণেতে তব হইবে গণন।
তোমার যশেতে পূর্ণ হল্য ত্রিভুবন॥ ৪১১
পুনর্ব্বার জন্ম হল্য বল্মীকে তোমার।
এ লাগি বাল্মীকি বলি কহিবে সংসার॥ ৪১২
এক নামাভাসে জীব তরে সর্ব্বপাপ।
তুমিহ করিলে তাহে বহুবার জাপ॥ ৪১৩
ইহার উচিত ফল কিছু কাল পরে।
প্রত্যক্ষ হইবে এই জগৎভিতরে॥ ৪১৪
এত কহি তাঁরা রাম গমন করিলা।
তাঁহাদের বাক্য আজি সফল হইলা॥ ৪১৫
কি করিব তব নাম-মহিমা বর্ণন।
আভাসেতে দেখাইলা তোমার চরণ॥ ৪১৬
কি ভাগ্য দেখিলুঁ নাথ তোমারে নয়নে।
মুক্ত হইলাম আজি সংসার-বন্ধনে॥ ৪১৭
আস্থ আস্থ সম্প্রতি রাঘব মোর সনে।
তোমার বাসের যোগ্য স্থান-নিরীক্ষণে॥ ৪১৮
এত কহি সঙ্গেতে লইয়া তিনজন।
দেখাইলা চিত্রকূটে স্থান সুশোভন॥ ৪১৯
চিত্রকূট দেখি রাম আনন্দিত মনে।
কহিছেন কিছু তবে জানকী লক্ষ্মণে॥ ৪২০
দেখি এই চিত্রকূট গিরি মনোহারী।
অনায়াসে এথা কাল গোঁয়াইতে পারি॥ ৪২১
অপূর্ব্ব গহ্বর স্থান কুঞ্জ অগণিত।
গৃহের সমান বাস করিতে উচিত॥ ৪২২
দেখ দেখ ফলবান্ সব তরুগণ।
যাহাদের ফলে তুষ্ট দেবতার মন॥ ৪২৩
দিব্য মন্দাকিনী নদী আছয়ে নিকটে।
যাহার আশ্রয়ে তাপ কভু নাহি ঘটে॥ ৪২৪
দেখিয়া গিরির হেন মাধুর্য্যলহরী।
মন হয় নিরবধি থাকি বাস করি॥ ৪২৫
রঘু কহে রঘুবর এ অযোগ্য নয়।
চিত্রকূট তব ধাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ ৪২৬
সেই স্থানে পত্র কাষ্ঠ আনিয়া লক্ষ্মণ।
করিলেন দুইখানি কুটীর রচন॥ ৪২৭

মৃত্তিকা লেপন কৈলা জানকী আপনি।
তবে লক্ষ্মণেরে কহিছেন রঘুমণি ॥ ৪২৮
মৃগ মারি আনয়ন করহ লক্ষ্মণ।
আশ্রম-দেবতা তাহে করিব যজন ॥ ৪২৯
যে আজ্ঞা বলিয়া তিঁহ মাংস আনি দিলা।
বনের দেবতা রাম তাহাতে তুষিলা ॥ ৪৩০
তার পর অগ্রেতে করিয়া জানকীরে।
প্রবেশিলা রঘুমণি আপন কুটীরে ॥ ৪৩১
অপর কুটীরে বাস করিলা লক্ষ্মণ।
তিনজন রহিলা পরম সুখিমন ॥ ৪৩২
লক্ষ্মণ জানকী রাম রহিলা ভূধরে।
বিষ্ণু শচী ইন্দ্র যেন সুমেরুশিখরে ॥ ৪৩৩
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪৩৪

ইতি শ্রীরামরসায়নে অযোধ্যাকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে চিত্রকূটনিবাসো নাম
পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরাম-বিরহে দশরথের মৃত্যু।

শ্রীরামবিরহাৎ প্রাণাংস্ত্যজন্ যঃ স্বিগ্ধমানিনাম্
গর্ব্বং চকূর্ণয়ামাস স জীয়াদজনন্দনঃ ॥ ১

চিত্রকূটে শ্রীরাম রহিলা এইরূপে।
সুমন্ত্রবৃত্তান্ত এবে কর কর্ণকূপে ॥ ২
দুঃখকথা কিঞ্চিৎ মলিন হয়্যাছিল।
হায় হায় পুনর্ব্বার জাগিয়া উঠিল ॥ ৩
সুমন্ত্র সে রাত্রি থাকি শৃঙ্গবেরপুরে।
প্রভাতে অযোধ্যা যান ভাসি অশ্রুপূরে ॥ ৪
রাম ছাড়া হয়্যা ঘোর করয়ে ক্রন্দন।
অনেক যতনে কৈলা ফিরি আগমন ॥ ৫
তবে অতিশয় শোকে হইয়া কাতর।
সন্ধ্যাকালে প্রবেশিলা সুমন্ত্র নগর ॥ ৬
সুমন্ত্রে নিরখি নগরের সব জন।
যূথে যূথে পথে আসি করিল বেষ্টন ॥ ৭
কোথা রাম কোথা রাম কহ মন্ত্রিবর।
এইমাত্র সকলেতে কহে উচ্চস্বর ॥ ৮
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে সুমন্ত্র সবারে।
পরিত্যাগ করি গেলা শ্রীরাম আমারে ॥ ৯
শৃঙ্গবের পুরে মোরে বিদায় করিয়া।
বন প্রবেশিলা তারা গঙ্গা উত্তরিয়া ॥ ১০
এই কথা যেই মাত্র সুমন্ত্র কহিলা।
সকলের শিরে যেন অশনি পড়িলা ॥ ১১
হায় কি হইল বলি হইয়া নিরাশ।
কান্দি কান্দি গেলা সবে নিজ নিজ বাস ॥ ১২
যাইতে যাইতে পথে মন্ত্রিবর দুখে।
নিজ নিন্দা শুনিছেন স্ত্রী-পুরুষ-মুখে ॥ ১৩
ধিক্ ধিক্ সুমন্ত্রে আছিল ভাল জ্ঞান।
মনে ছিল রাম সনে করিবে পয়াণ ॥ ১৪
বনে রামধনে রাখি নির্লজ্জ হইয়া।
কিরূপে আইল একা নগরে ফিরিয়া ॥ ১৫
মহারাণী রামবার্ত্তা যবে জিজ্ঞাসিবে।
কঠিনহৃদয় তবে কি উত্তর দিবে ॥ ১৬
সুমন্ত্র সকল কথা মানি সত্য করি।
কান্দি কান্দি যায় রাজভবন-ভিতরি ॥ ১৭
পথে মনে ভাবে যাব কিম্বা না যাইব।
রামবার্ত্তা শুনি মাত্র নৃপতি মরিব ॥ ১৮
এত ভাবি শাপ-কাল উপস্থিত জানি।
রাজগৃহ প্রবেশিলা মন্ত্রী মহাজ্ঞানী ॥ ১৯
দেখিলা রাজারে পড়ি আছয়ে শয়নে।
রাম-শোকে সদা অশ্রু গলিছে নয়নে ॥ ২০
নৃপতিরে মন্ত্রিবর প্রণতি করিয়া।
অধোমুখে দাঁড়াইলা স্বাঞ্জলি হইয়া ॥ ২১
নরপতি একাকী দেখিয়া মন্ত্রিবরে।
রাম কোথা বলিয়া পড়িলা ভূমিপরে ॥ ২২
রাণীগণ দেখিয়া তাঁহারে অচেতন।
ভূমি পড়ি সকলেতে করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৩
কৌশল্যা সুমিত্রা দোঁহে রাজারে তুলিয়া।
চেতন করান নানা উপায় করিয়া ॥ ২৪
দুঃখে রোষে আক্রান্ত হইয়া মহারাণী।
কহিছেন নৃপে কিছু সুকঠিন বাণী ॥ ২৫
মহারাজ একবার করহ চেতন।
রাম-বার্ত্তা মন্ত্রিবরে কর জিজ্ঞাসন ॥ ২৬

দয়া নাহি তোমার জানয়ে সবে প্রায়।
কিন্তু এত মোহ হয় কেবল লজ্জায় ॥ ২৭
এ সময় লজ্জা করিবারে অনুচিত।
পুত্রের কুশল কথা পুছহ তুরিত ॥ ২৮
না কর সাধ্বস কিছু আপন অন্তরে।
নাহিক তোমার প্রিয়া কৈকয়ী এ ঘরে ॥ ২৯
কিছুকালে দশরথ পাইয়া চেতন।
কান্দি কান্দি সুমন্ত্রেরে করে জিজ্ঞাসন ॥ ৩০
কহ কহ সত্য করি সুমন্ত্র বচন।
রাখিয়া আইলা কোথা মোর রামধন ॥ ৩১
কোথা হৈতে রাম তোহে করিলা বিদায়।
কিরূপে শয়ন করে রাম কিবা খায় ॥ ৩২
দিব্য যান বিনে যে না করিত গমন।
সে কেমনে বনপথে করিছে ভ্রমণ ॥ ৩৩
জানকী জননী মোর সুকুমারী হয়।
কণ্টক-দুর্গম পথে কেমনে চলয় ॥ ৩৪
অতি সুকুমার মোর কুমার লক্ষ্মণ।
কিরূপে রামের সঙ্গে করয়ে গমন ॥ ৩৫
আসিবার কালে কি কহিলা রামধন।
কি বলিল জানকী কি বলিলা লক্ষ্মণ ॥ ৩৬
সব কথা বিশেষত করহ বর্ণন।
রামবার্ত্তা বিনে মোর না রহে জীবন ॥ ৩৭
এত শুনি মন্ত্রিবর গদগদ স্বরে।
কান্দিতে কান্দিতে কহিতেছে যোড়করে ॥ ৩৮
কি কহিব নৃপমণি, মুখে না নিঃসরে বাণী,
ধিক্ ধিক্ থাকুক আমারে।
বিধি বড় দুখ দিল, কেন মৃত্যু না করিল,
হেন বার্ত্তা হল্য কহিবারে ॥ ৩৯
প্রথম দিনের কথা, কহিতে লাগয়ে ব্যথা,
বিপিনেতে যাত্রা করি রাম।
দিন অবসান হৈলে, তমসানদীর কূলে,
তরুতলে করিলা বিশ্রাম ॥ ৪০
কার তৃণ আনয়ন, তরুতরে শ্রীলক্ষ্মণ,
পাতি দিলা অপূর্ব্ব আসন।
জল মাত্র পান করি, সীতা-সঙ্গে তদুপরি,
রামচন্দ্র করিলা শয়ন ॥ ৪১
অর্দ্ধেক রজনী পরে, ডাকি রঘুবর মোরে,
আজ্ঞা দিলা সাজাইতে রথে।
সব জনে পরিহরি, মোরে মাত্র সঙ্গে করি,
প্রস্থান করিলা বনপথে ॥ ৪২
পরদিন গোঁয়াইয়া, শৃঙ্গবেরপুরে গিয়া,
গুহ সনে হইল মিলন।
নানাদ্রব্য সে আনিলা, কিছুমাত্র না লইলা,
জলমাত্র করিলা সেবন ॥ ৪৩
উঠি রাম পরভাতে, মোরে ডাকি নিকটেতে,
কহিলেন মধুর বচনে।
সুমন্ত্র এখান হৈতে, ফিরি যাও অযোধ্যাতে,
আর নাহি চটিব স্যন্দনে ॥ ৪৪
বশিষ্ঠাদি বিপ্রগণে, নৃপতির শ্রীচরণে,
বিস্তর প্রণাম জানাইবে।
কৌশল্যা কেকয়সুতা, সুমিত্রাদি যত মাতা,
সবে মোর প্রণতি কহিবে ॥ ৪৫
মোর শোকে নরপতি, হবেন বিহ্বল-মতি,
করা তাঁরে সতত সান্ত্বন।
কহিবে মোদের লাগি, না হবেন শোকভাগী,
মোরা বনে বর সুখিমন ॥ ৪৬
মাতামহ পুর হৈতে, শীঘ্র আনি শ্রীভরতে,
অভিষেক করিবে আসনে।
মোর বাক্যে বল্য তারে, জনকের সেবা করে,
সমভাব হয় মাতৃগণে ॥ ৪৭
কহিবে মোর জননীরে, মোর লাগি নৃপবরে,
না কহেন যেন দুর্ব্বচন।
যদি শুনি দুষ্ট কথা, ফিরি না আসিব এথা,
এত কহি মৌনী রামধন ॥ ৪৮
জনকনৃপতি-সুতা, অতিশয় লজ্জাযুতা,
মোরে কোন কথা না কহিলা।
কেবল কাতর মনে, ঝর ঝর দুনয়নে,
সভাকারে প্রণাম করিলা ॥ ৪৯
লক্ষ্মণ গুণের ধাম, জানাইয়া পরণাম,
যে কিঞ্চিত বচন কহিলা।
তাহা নিবেদন করি, হেন শক্তি নাহি ধরি,
শ্রীরঘুনন্দন নিষেধিলা ॥ ৫০
এত শুনি সকলেতে করয়ে ক্রন্দন।
কিছু পরে রাজা পুন করে জিজ্ঞাসন ॥ ৫১
কহ কহ মন্ত্রিবর লক্ষ্মণ-বচন।
তাহা শুনিবারে উৎকণ্ঠিত মোর মন ॥ ৫২

যদ্যপি বারণ করি থাকে রামধন।
আমার আজ্ঞায় তভু করহ বর্ণন ॥ ৫৩
রামের সমান মোর লক্ষ্মণ তনয়।
তার বাক্য শুনি সুখী হইবে হৃদয় ॥ ৫৪
সুমন্ত্র বলয়ে নৃপ করহ শ্রবণ।
কোপেতে কহিলা যেই কুমার লক্ষ্মণ ॥ ৫৫
মন্ত্রিবর নৃপতিরে মোর এই বাণী।
জানাইবে কিছু তুমি হয়্যা যোড়পাণি ॥ ৫৬
মহারাজ রাজ্যখণ্ডে তব অধিকার।
তার বিতরণে তব হয় স্বেচ্ছাচার ॥ ৫৭
তাহে আপনার বাক্য সত্য রাখিবারে।
ভরতে দিলেন তাহা কে লঙ্ঘিতে পারে ॥ ৫৮
কিন্তু কোনো দোষ রামচন্দ্রে নাহি ভায়।
কিবা অপরাধে বনবাস দিলে তাঁয় ॥ ৫৯
যে কর্ম্ম করিলে হয়্যা স্ত্রীবশ আপনি।
ত্রিলোকে কোথাও হেন না দেখি না শুনি ॥৬০
অতিশয় কামী হয় যেই গুরুজন।
তার বাক্য লঙ্ঘনে না দোষে শাস্ত্রগণ ॥ ৬১
তথাপি তোমার বাক্য কৈলা রঘুমণি।
পিতার কর্ত্তব্য কিন্তু না কৈলা আপনি ॥ ৬২
যে হকু সম্প্রতি তেজি আমা সবাকারে।
শোক করিবার যোগ্য না হয় তোমারে ॥ ৬৩
আপুনি করিয়া কর্ম্ম কারে দিবে দোষ।
দশনে রসনা কাটি কারে করি রোষ ॥ ৬৪
যে হকু তোমাতে মোর কিছু স্নেহ নাই।
রামমাত্র মোর পিতা মাতা বন্ধু ভাই ॥ ৬৫
এতেক পর্য্যন্ত কহি লক্ষ্মন কুমার।
মোর প্রতি কহিতে লাগিলা আরবার ॥ ৬৬
ভরতে কহিবে তুমি রাজা-বিদ্যমানে।
মত্ত নাহি হন যেন রাজ-অভিমানে ॥ ৬৭
যদ্যপি বাসনা থাকে আপন মঙ্গলে।
সমভাব হন যেন জননী সকলে ॥ ৬৮
এত বাণী শুনি দশরথ নৃপরায়।
অভিষিক্ত হল্য যেন সুধার ধারায় ॥ ৬৯
কহিছেন ধন্য ধন্য ধন্য রে লক্ষ্মণ।
চিরজীবী হয়্যা থাক তুমি বাপধন ॥ ৭০
মন্ত্রিবর কহিয়াছে পুত্র যে বচন।
হেন হিত কহে হেন নাহি অন্য জন ॥ ৭১

যে কর্ম্ম করিলুঁ আমি হয়্যা নারী-বশ।
মরিলেও মার্জ্জনা না হবে এ দুর্যশ ॥ ৭২
হায় গুরু-মন্ত্রিগণে নাহি জিজ্ঞাসিয়া।
এ দুষ্ট সাহস করিলাম কি করিয়া ॥ ৭৩
কহ কহ কি করিল রাম তারপর।
শুনিতে উৎকণ্ঠা করে অধিক অন্তর ॥ ৭৪
মন্ত্রী কহে মহারাজ কি কহিব আর।
যাহা দেখি নয়ন হয়্যাছে ছারখার ॥ ৭৫
সে হেন চাচর কেশে দিয়া বটক্ষীর।
জটা বিরচন কৈলা দুই রঘুবীর ॥ ৭৬
তরণীতে চটি হয়্যা সুরধুনী পার।
প্রয়াগ-মুখেতে তাঁরা করিলা সঞ্চার ॥ ৭৭
তারপর কিরূপেতে করিলা গমন।
তাহা আর না হইল আমার দর্শন ॥ ৭৮
ডাকিবেন রাম এই করি মনে আশ।
আমি সন্ধ্যাবধি কৈলুঁ তথায় নিবাস ॥ ৭৯
শৃঙ্গবের পুরে কবি রজনী যাপন।
প্রভাতে উঠিয়া দেশে কৈলুঁ আগমন ॥ ৮০
দেখিলাম মহারাজ রাজ্যের দুর্গতি।
রাম-শোকে সকলে হয়্যাছে মূঢ়মতি ॥ ৮১
শত্রু মিত্র উদাসীন আছে যত জন।
রামশোকে সকলেই সমাকুলমন ॥ ৮২
নাহি হাস নাহি ভাষ শয়ন ভোজন।
হা রাম বলিয়া সবে করয়ে ক্রন্দন ॥ ৮৩
মনুষ্যের কিবা কথা পশু পক্ষী যত।
শ্রীরামের বিরহেতে কান্দে অবিরত ॥ ৮৪
জলচর স্থলচর যত জীবগণ।
যেখানে সেখানে পড়ি আছে অচেতন ॥ ৮৫
অপর কি কব যত তরুলতা-কুল।
তাহাদেরো শুষ্ক হইযাছে পত্র-ফুল ॥ ৮৬
নদ নদী সরোবর যত দেশে রয়।
সন্তপ্তসলিল হয়্যা ধূম উগারয় ॥ ৮৭
এ সব দুর্গতি দেখি কান্দিতে কান্দিতে।
প্রবেশ করিলুঁ আসি আমিহ পুরীতে ॥ ৮৮
এখানে রোদন বিনু নাহি শুনি আন।
কোথা গেল বেদপাঠ কোথা গেল গান ॥ ৮৯
রামছাড়া দেখি মোরে যত পুরজন।
অতি দুঃখে সবে মোরে করিছে নিন্দন ॥ ৯০

আমি ফিরাইব রামে বলি আশা ছিল।
মোর আগমনে তার বিনাশ হইল ॥ ৯১
হায় হায় আমি আসি কি কাজ করিলুঁ।
কত শত জন-মৃত্যুকারণ হইলুঁ ॥ ৯২
এত বলি কান্দে মন্ত্রী ফুকরি ফুকরি।
রাজা গড়াগড়ি যায় ধুলির উপরি ॥ ৯৩
সুমন্ত্র-বচনে শোক দ্বিগুণ বাঢ়িল।
অগ্নি যেন ঘৃত-ধারা পাই উথলিল ॥ ৯৪
কহয়ে সুমন্ত্র তুমি হও মোর মিত।
একবার করহ আমার কিছু হিত ॥ ৯৫
শীঘ্র গিয়া ফিরাইয়া আন রামধন।
না দেখি তাহারে মোর স্থির নহে মন ॥ ৯৬
অথবা বিলম্ব হবে গমনাগমনে।
আমারেই লয়্যা চল শীঘ্র সেই বনে ॥ ৯৭
যদি কিছু করি থাকি তব প্রিয় কর্ম্ম।
তার শোধে মোরে রাখ হবে ইথে ধর্ম্ম ॥ ৯৮
হায় কোথা রঘুমণি হায় কোথা রাম।
কোথা চন্দ্রমুখ কোথা দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥ ৯৯
সে চান্দমুখের শোভা সে দীর্ঘ নয়ন।
না দেখি সুমন্ত্র দেহে না রহে জীবন ॥ ১০০
হাহা রঘুবর হাহা প্রাণের লক্ষ্মণ।
হা জানকী না দেখিলে আমার মরণ ॥ ১০১
সংসারে দুর্ভাগ্য কেবা আমার সমান।
মৃত্যুকালে দেখিতে না পাইলুঁ সন্তান ॥ ১০২
এত কহি উন্মত্ত হইয়া নরপতি।
অগ্রে রামচন্দ্রে দেখি কহে এ ভারতী ॥ ১০৩
একি মন্ত্রি বুঝিবার লাগি মোর মন।
লুকাইয়া রাখিছিলে রামে এতক্ষণ ॥ ১০৪
রামধন মোর দুঃখ না পারে দেখিতে।
দেখ দেখ অই আল্য মোরে বাঁচাইতে ॥ ১০৫
আয় রাম আয় রাম মোর বাপধন।
একবার কোলে বসি সুখী কর মন ॥ ১০৬
না পাইয়া ও চান্দবদন দরশন।
হারাইয়াছিলুঁ বাপ এখনি জীবন ॥ ১০৭
এত কহি রাজা আলিঙ্গিব করি মনে।
উঠি দাঁড়াইয়া আর না দেখে নয়নে ॥ ১০৮
হায় কে হরিল পুন বলিয়া কাতর।
ছিন্নবৃক্ষমত পাড়লেন ভূমিপর ॥ ১০৯

শয্যার উপরি শোয়াইয়া রাণীগণ।
অনেক যতনে পুন করাল্য চেতন ॥ ১১০
শ্রীকৌশল্যা রাণী শুনি সুমন্ত্র-বচন।
কান্দি কান্দি বিলাপ করিলা আরম্ভণ ॥ ১১১
সুমন্ত্র যেখানে আছে মোর রামধন।
আমাকেও লইয়া চলহ সেই বন ॥ ১১২
সে চান্দবদন তার নাহি নিরখিয়া।
দুঃখেতে হৃদয় মোর যায় বিদরিয়া ॥ ১১৩
বিধির নিকটে কি করিলুঁ মনের অপরাধ।
তেন সুখে যে লাগিয়া কৈল হেন বাধ ॥ ১১৪
কত সাধ করিছিলুঁ মনের মাঝারে।
মো-সমান ভাগ্যবতী কে আছে সংসারে ॥১১৫
রাম রাজা হল্য হইলাম রাজমাতা।
মনের বাসনা পূর্ণ করিল বিধাতা ॥ ১১৬
রাম-সীতা বসিবেক যবে সিংহাসনে।
দেখিয়া আনন্দ হইবেক কত মনে ॥ ১১৭
এ সকল মনোরথ বিফল হইল।
লাভ দূরে রহু মূল সহিতে ডুবিল ॥ ১১৮
এহো আপনার দুখ সহিবারে পারি।
কিন্তু রাম-দুঃখ ভাবি স্থির হৈতে নারি ॥ ১১৯
স্বপ্নেতেও কভু ইহা নাহি ছিল মনে।
রামধন ঘর তেজি যাইবে কাননে ॥ ১২০
বুঝিলাম লৌহ-সম বিধাতার মন।
শ্রীরামের বনবাস যে কৈলা লিখন ॥ ১২১
সে হেন কোমলতনু আমার তনয়।
কি করি সহিবে বনে ক্লেশ অতিশয় ॥ ১২২
ক্ষুধার সময়ে কে দিবেক খাইবারে।
তৃষ্ণায় পীড়িত হয়্যা জল চাবে কারে ॥ ১২৩
যদি বা মিলয়ে ফল মূল কোনোবনে।
কটু তিক্ত খাইবে কি করি সে বদনে ॥ ১২৪
করিত শয়ন যেই বিচিত্র শয়নে।
কি করি শুইবে সেহ পত্র-কুশাসনে ॥ ১২৫
কোমল বালিশে ব্যথা বোধ হয় যারে।
সে কাষ্ঠ-পাষাণ শিরে দিবে কিপ্রকারে ॥ ১২৬
যে করিত পরিধান বসন কোমল।
তার অঙ্গে কিরূপেতে সহিবে বাকল ॥ ১২৭
শীত বাত বৃষ্টিপাত আতপসময়।
রহিবেক কোনস্থানে নাহিক আশ্রয় ॥ ১২৮

এ সকল দুঃখে মন দহে নিরন্তর।
জানকী-লক্ষ্মণ শোক তাহে ঘোরতর ॥ ১২৯
দেখ দেখ রাজরাজ জনকদুহিতা।
কি করি সহিবে হেন দুঃখ সুচরিতা ॥ ১৩০
নবনীত হইতে সে অতি সুকুমারী।
কি করি সহিবে রৌদ্র রাজার ঝিয়ারী ॥ ১৩১
কমল হইতে তার কোমল চরণ।
কিরূপে কঠিন পথে করিবে ভ্রমণ ॥ ১৩২
কি খাইবে কি পরিবে শুতিবে কোথায়।
এ সকল ভাবি মোর হিয়া জরি যায় ॥ ১৩৩
সদা মনে পড়ে মোর লক্ষ্মণবদন।
নরপতি প্রতি ক্রোধে অরুণবরণ ॥ ১৩৪
তার গুণ ক্ষণমাত্র নহে বিস্মরণ।
মাতা ভার্য্যা তেজি গেলা ভাই সনে বন ॥১৩৫
এত গহনের দুখ কিছু না লাগিল।
অনায়াসে রাম সঙ্গে গহনে পশিল ॥ ১৩৬
হেন ভ্রাতৃভক্ত নাহি দেখি কোন ঠাঁই।
আমি তার বালাই লইয়া মরি যাই ॥ ১৩৭
এতো কহি রাম-মাতা করেন ক্রন্দন।
সুমন্ত্র মধুর বাক্যে করেন সান্ত্বন ॥ ১৩৮
মহারাণি পুত্র-পুত্রবধূর কারণে।
কিছুমাত্র শোক তুমি না করিবে মনে ॥ ১৩৯
আছেন পরমসুখে তাঁহারা কাননে।
কিছুমাত্র দুঃখী নাহি হবে কোনোক্ষণে ॥ ১৪০
গৃহবাস হৈতে পিতৃবচন-পালনে।
রামেব অধিক সুখ জানে সর্ব্বজনে ॥ ১৪১
তাহে পুন শ্রীলক্ষ্মণ-জানকী-সেবনে।
পরম আনন্দে তিঁহ থাকিবা কাননে ॥ ১৪২
জানকীর দুঃখ কভু না ভাবিবে মনে।
পরম সুখেতে তিঁহ আছেন গহনে ॥ ১৪৩
রামচন্দ্র হন তাঁর জীবন সমান।
তাঁহা বিনে কভু না রহিত তাঁর প্রাণ ॥ ১৪৪
যে বনেতে রামচন্দ্র করিবা আশ্রম।
সেই হবে তাঁহার অযোধ্যাপুরী-সম ॥ ১৪৫
বন ঘর দুঃখ সুখ তাঁর রাম সনে।
ঘর বন সুখ দুঃখ শ্রীরাম বিহনে ॥ ১৪৬
ক্ষুধা তৃষ্ণা পথ-শ্রম তাপভয় আর।
রামদরশনগুণে কিছু নাহি তাঁর ॥ ১৪৭
লক্ষ্মণ রামের সেবা-সুখেতে মগন।
অযোধ্যা বলিয়া তাঁর না হয় স্মরণ ॥ ১৪৮
পুর ঘর পিতা মাতা ভার্য্যাদি বচন।
একবারো তাঁর মুখে না হয় শ্রবণ ॥ ১৪৯
শ্রীরামজানকী নাম সতত কীর্ত্তন।
তাঁহাদের সেবা লাগি সদা আয়োজন ॥ ১৫০
যেরূপ তাঁহার ভক্তি রামের চরণে।
থাকিতে পারেন কোটিকল্প তাঁর সনে ॥ ১৫১
যেমন তাঁহার ভক্তি রাম-সীতা-পায়।
তেনেই বাৎসল্য দৃঢ় দোঁহার তাঁহায় ॥ ১৫২
অতএব তাঁহাদের লাগি নিজ মন।
কি কারণে কর ঘোর শোকের ভাজন ॥ ১৫৩
এই যশে পরিপূর্ণ করিয়া ভুবন।
অক্লেশে করিবা তাঁরা গৃহে আগমন ॥ ১৫৪
হেন নানামতে মন্ত্রী করয়ে সান্ত্বন।
কিন্তু কোনোমতে স্থির নহে তাঁর মন ॥ ১৫৫
তবে রাত্রি উপস্থিত দেখি মন্ত্রিবর।
অন্তঃপুর ছাড়ি চলি গেলা স্থানান্তর ॥ ১৫৬
এথা রাণী মহাদুঃখে কুপিত-অন্তরে।
পুনর্ব্বার কিছু কথা কন নৃপবরে ॥ ১৫৭
মহারাজ তব কীর্ত্তি আছিল সংসারে।
কিন্তু তাহা নষ্ট হল্য এই কদাচারে ॥ ১৫৮
দেখ রাজ্য সমর্পন করিতে চাহিয়া।
পুত্রে ত্যাগ করে কেবা দোষ না দেখিয়া ॥১৫৯
যদি বল নিজ বাক্য সত্য রাখিবারে।
কাননেতে পাঠাইলুঁ আপন কুমারে ॥ ১৬০
তবে মহারাজ দেখ করি বিবেচন।
ইহাও করিয়া সত্য না হল্য বচন ॥ ১৬১
কালি রাজ্য দিব বলি প্রতিজ্ঞা করিয়া।
মিথ্যাবাদী হইলে কাননে পাঠাইয়া ॥ ১৬২
যদি কৈকয়ীরে বর দিতে ছিল মনে।
রামে রাজ্য প্রতিশ্রুত হল্যো কি কারণে ॥ ১৬৩
অতএব ধর্ম্ম নষ্ট দুইত প্রকারে।
ইহাতে অধিক হল্য অখ্যাতি সংসারে ॥ ১৬৪
যে হকু আমার ভাগ্য আরো মন্দ নয়।
না চাহিল কৈকয়ী তোমারে রামক্ষয় ॥ ১৬৫
তুমিহ ধার্ম্মিক হও দাতার প্রবর।
তোমার অদেয় না হইত সেহো বর ॥ ১৬৬

মহারাজ যেন কর্ম্ম করিলে আপনি।
হেন কোনো স্থানে নাহি দেখি নাহি শুনি॥
এত কহি কৌশল্যার ক্রোধ নিবাইল।
পুনর্ব্বার মহারাজে কহিতে লাগিল॥ ১৬৮
নৃপবর কোন্ রাণী সদ্বংশ-সন্ততি।
আপন স্বামীরে কহে অপ্রিয় ভারতী॥ ১৬৯
তাহে রাম বনযাত্রা-সময়ে আমারে।
বারণ করিয়া গেছে কত শত বারে॥ ১৭০
তথাপি পুত্রের শোকে হইয়া কাতর।
কহিলাম ক্রুর বাক্য তোমারে বিস্তর॥ ১৭১
বুঝিলুঁ অলঙ্ঘ্য হয় ঈশ্বর-ঘটন।
অন্যথা হইবে কেন তব হেন মন॥ ১৭২
ঈশ্বরের ইচ্ছা যারে যাহা করাইতে।
কার সাধ্য তাহা লঙ্ঘিবারে ত্রিলোকীতে॥ ১৭
এ সকল মহারাজ জানিয়ে নিশ্চয়।
তথাপি না দেখি রামে বিদরে হৃদয়॥ ১৭৪
সে চান্দবদন তাহে মৃদু মৃদু হাস।
নিরন্তর হৃদয়েতে পায় পরকাশ॥ ১৭৫
সুরূপা সুশীলা রাজসুতা সুকুমারী।
পুত্রবধূ কোনো মতে পাসরিতে নারি॥ ১৭৬
বিশেষত গুণবান লক্ষ্মণ তনয়।
নিরবধি হৃদয় মাঝারে জাগি রয়॥ ১৭৭
যাত্রাকালে দুঃখ আর তোমা প্রতি রাগে।
ক্রন্দন করিল তাহা সদা বুকে জাগে॥ ১৭৮
এ সকল দুঃখেও জীবন নাহি যায়।
বুঝি বিধি গড়িয়াছে মোদিকে শিলায়॥ ১৭৯
এত শুনি শয়নে থাকিয়া নৃপবর।
কথাশেষে আরম্ভিলা গদগদ স্বর॥ ১৮০
কৌশল্যা আমারে দুঃখ নাহি দাও আর।
মৃত জনে কেবা কোথা করয়ে প্রহার॥ ১৮১
শ্রবণ করহ কিছু আমার-বচন।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত আজি হইল স্মরণ॥ ১৮২
বিবাহের পূর্ব্বে আমি শিখি ধনুঃশর।
হইলাম অতিশয় মৃগয়াতৎপর॥ ১৮৩
একদিন বর্ষাকালে আমি রজনীতে।
গিয়াছিলুঁ সরয়ুতে মৃগয়া করিতে॥ ১৮৪
রজনীতে জল খায় যথা মৃগ করী।
সেই স্থানে লুকায়্যা রহিলুঁ ধনু ধরি॥ ১৮৫
পরে এক মুনিপুত্র জল লইবারে।
ডুবাইল কমণ্ডলু সলিল-মাঝারে॥ ১৮৬
সেই শব্দ শুনি করি করি-শব্দ জ্ঞান।
শব্দভেদী বাণ আমি করিলুঁ সন্ধান॥ ১৮৭
যেইমাত্র ছাড়িলাম সেই তীক্ষ্ণ বাণে।
এই শব্দ ভেঁই মোর প্রবেশিল কাণে॥ ১৮৮
হা মল্যাম কে করিল হেন অকরণ।
বিনা দোষে কে বধিল তপস্বি-নন্দন॥ ১৮৯
কিছু শোক নাহি মোর আপন মরণে।
কিন্তু কান্দিতেছি পিতা-মাতার কারণে॥ ১৯০
একে বৃদ্ধ তাহে অন্ধ তাঁরা দুইজন।
আমি মল্যে কে করিবে তাঁদের পোষণ॥ ১৯১
কোনোমতে তাঁহাদের না রবে জীবন।
এক বাণে তিন জন পাইল মরণ॥ ১৯২
এই বাক্য শুনি মোর ভয়ে কাঁপে তনু।
হস্ত হত্যে পড়িল ধরণীতলে ধনু॥ ১৯৩
নিকটেতে গমন করিয়া তার পর।
জটাচর্ম্মধর দেখি আরো হল্য ডর॥ ১৯৪
তিঁহ দেখি কহিতে লাগিলা মোর প্রতি।
কি দোষ করিলুঁ আমি তোমার নৃপতি॥ ১৯৫
বনে থাকি ফল মূল করিয়ে ভোজন।
অকারণে কেন মোর বধিলে জীবন॥ ১৯৬
যে করিলে কিন্তু যদি আপন কল্যাণে।
ইচ্ছা থাকে তবে যাও পিতৃ-সন্নিধানে॥ ১৯৭
চরণে পড়িয়া তাঁরে সান্ত্বনা করিবে।
যদি শাপ দেন তবে সকল যাইবে॥ ১৯৮
আমার হৃদয় হৈতে দূর কর শর।
ইহার জ্বালাতে আমি নিতান্ত কাতর॥ ১৯৯
ব্রহ্মহত্যা-ভয় তুমি নাহি কর চিতে।
জন্ম মোর বৈশ্যাগর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে॥ ২০০
তবে আমি জল হৈতে তাঁরে তুলি ধীরে।
অনেক যতনে শর করিলুঁ বাহিরে॥ ২০১
তবে তিঁহ পরলোকে করিলা গমন।
আমিহ চলিল ঋষি-পাশে ভীতমন॥ ২০২
মোর চরণের শব্দ পাই তপোধন।
কহিতে লাগিলা মোরে জানি স্বনন্দন॥ ২০৩
বাপ যজ্ঞদত্ত কেন এত বিলম্বন।
শীঘ্র জল আনি দিয়া রাখহ জীবন॥ ২০৪

মোরা উৎকণ্ঠিত দেখি বিলম্ব তোমার।
কোথাও যাইয়া গৌণ না করিহ আর ॥ ২০৫
খঞ্জের চরণ তুমি অন্ধের নয়ন।
কেন বাপ মোরে নাহি কহয়ে বচন ॥ ২০৬
যদি কিছু করি থাকি অপ্রিয় তোমার।
ক্ষমা কর বাপ না করিব কভু আর ॥ ২০৭
এত শুনি আমি ভয়ে কাতর অন্তর।
নিবেদিতে আরম্ভিলুঁ গদগদ স্বর ॥ ২০৮
মহাশয় আমি নাহি তোমার কুমার।
দশরথ নামে আমি রাজা দুরাচার ॥ ২০৯
মৃগ মারিবার আশে সরযূর ধারে।
লুকাইয়া আছিলাম ঘোর অন্ধকারে ॥ ২১০
তোমার পুত্রের শুনি জলকুম্ভধ্বনি।
বাণ ছাড়িলাম আমি গজ করি গণি ॥ ২১১
তাহার প্রহারে প্রাণ ছাড়িলা সে মুনি।
ইহার উচিত দণ্ড করহ আপুনি ॥ ২১২
এত শুনি মূর্চ্ছিত হইলা দুইজন।
মুহূর্ত্ত পরেতে মোরে কহিলা ব্রাহ্মণ ॥ ২১৩
যদি তুমি না কহিতে নিজে এই পাপ।
পরলোক নাশিতাম তবে দিয়া শাপ ॥ ২১৪
যদি আমি করিতাম তোহে শাপ দান।
সবংশে শমনঘরে করিতে পয়াণ ॥ ২১৫
তাহা ক্ষমা করিলাম তোমার বাক্যেতে।
সংপ্রতি লইয়া চল দোঁহে সে স্থানেতে ॥ ২১৬
আমি লয়্যা গেলাম দোঁহারে তার পরে।
তাঁহারা পড়িলা সেই শবের উপরে ॥ ২১৭
অনেক বিলাপ করি তাঁরা দুই জন।
তর্পণ করিতে জলে করিলা গমন ॥ ২১৮
তবে সেই মুনিপুত্র থাকিয়া বিমানে।
কহিতে লাগিলা নিজপিতৃ-বিদ্যমানে ॥ ২১৯
মোর প্রতি না করিবে পিতা কিছু শোক।
তোমাদের কৃপাতে পাইলুঁ দিব্যলোক ॥ ২২০
নৃপতির নাহি কিছু অপরাধ ইতে।
কেবা কোথা ভবিতব্য পারয়ে লঙ্ঘিতে ॥ ২২১
এত কহি ঋষিপুত্র স্বর্গ আরোহিলা।
বিপ্র মোরে চিতাসজ্জা করিতে কহিলা ॥ ২২২
আমি কাষ্ঠ আনি কৈলুঁ চিতা বিরচন।
তর্পণ করি মোরে কহিলা ব্রাহ্মণ ॥ ২২৩
পাপিষ্ঠ অন্যায়ে মোর বধিলি সন্তান।
এই লাগি করি তোরে কিছু শাপ দান ॥ ২২৪
পুত্রশোকে আমি যেন ত্যজিলুঁ জীবন।
তোমার হইবে পুত্র-শোকেই মরণ ॥ ২২৫
এই শাপ দিয়া শব থুইয়া চিতায়।
প্রবেশিলা দুইজনে শোকাবেশে তায় ॥ ২২৬
রাম-মাতা শুন সেই শাপের সময়।
আজি উপস্থিত মোর হইল নিশ্চয় ॥ ২২৭
না শুনি শ্রবণে কিছু না দেখি নয়নে।
বাহির হইতে ত্বরা করে প্রাণগণে ॥ ২২৮
এখনো যদ্যপি রাম মোরে স্পর্শ করে।
তবে প্রাণ নিতান্ত থাকয়ে কলেবরে ॥ ২২৯
দেখিলেও রামে যদি না রহে পরাণ।
পরলোকে তথাপি না হয় শোকভান ॥ ২৩০
ইহার সমান আর কিবা আছে দুখ।
মরণসময়ে না দেখিলুঁ রাম-মুখ ॥ ২৩১
বড় দুখ রহিল কৌশল্যা মোর মনে।
না দেখিলুঁ শ্রীরাম-জানকী সিংহাসনে ॥ ২৩২
আর এক বড় খেদ রহিল হৃদয়ে।
না পাইলুঁ নিরখিতে রামের তনয়ে ॥ ২৩৩
পুনর্ব্বার যে করিবে রামে নিরীক্ষণ।
তাহারা মনুষ্য নহে কিন্তু দেবগণ ॥ ২৩৪
বন হৈতে যবে রাম পুরী প্রবেশিবে।
ভাগ্যবান্ জন সে বদন নিরখিবে ॥ ২৩৫
হা রাম রহিলে কোথা দাও দরশন।
এত কহি অর্দ্ধরাত্রে রাজার মরণ ॥ ২৩৬
রামে ভাবি রামে ডাকি যদ্যপি মরিলা।
তথাপি বৈকুণ্ঠ-গতি তার না হইলা ॥ ২৩৭
তাহার কারণ ভক্তিশাস্ত্র অনুসারে।
প্রভু-ইচ্ছা বিনা আন হইতে না পারে ॥ ২৩৮*
স্বর্গসুখ ভুঞ্জাইতে হইল আশয়।
এ লাগি পাঠালা তাঁরে ইন্দ্রের আলয় ॥ ২৩৯
যদ্যপি বিষয়ভোগ ভক্ত নাহি চায়।
তথাপি ভুঞ্জান প্রভু কারেও স্বেচ্ছায় ॥ ২৪০

* শ্রীরাম করেন ভক্ত-মানস পূরণ।
এই কহে যাবদীয় শ্রুতি-স্মৃতিগণ ॥

তার সাক্ষী প্রহ্লাদের প্রভু নৃকেশরী।
মন্বন্তর রাজ্য করাইলা আজ্ঞা করি ॥ ২৪১
আরো কিছু আছে ইতে অপূর্ব্ব কারণ।
পরেতে হইবে সেই কথা-বিবরণ ॥ ২৪২
রাজারে নীরব জানি কৌশল্যাদি রাণী।
কিছু দূরে শয়ন করিলা নিদ্রা মানি ॥ ২৪৩
এইরূপে তবে নিশা করিলা গমন।
প্রভাতে আইলা যত দাস-দাসীজন ॥ ২৪৪
সূর্য্যোদয় দেখি তারা নৃপে জাগাইতে।
আরম্ভ করিলা মৃদু মধুর বাণীতে ॥ ২৪৫
তথাপি না দেখি তারা তাঁর জাগরণ।
হায় কি হইল বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৪৬
তাহা শুনি কৌশল্যা সুমিত্রা দুইজন।
সম্ভ্রমেতে সেই স্থানে করিলা গমন ॥ ২৪৭
দর্শন স্পর্শনে জানি রাজার মরণ।
আরম্ভিলা হাহারব করিয়া ক্রন্দন ॥ ২৪৮
সেই শব্দ শুনি অন্তঃপুর-নারীগণ।
আইলেন সেই স্থানে শোকাকুল-মন ॥ ২৪৯
সবে মিলি কান্দে তারা যেমন কুররী।
সেই নিনাদেতে পূর্ণ হইল নগরী ॥ ২৫০
বাল বৃদ্ধ যুবা যেই করয়ে শ্রবণ।
সকলেই মহাদুঃখে করয়ে রোদন ॥ ২৫১
সব জন দুখী হল্য রাজার মরণে।
কোনো দুখ নাই কুব্জা কৈকয়ীর মনে ॥ ২৫২
কুব্জা কহে মহারাণী শুন মোর কথা।
রাজার মরণে কিছু না ভাবিও ব্যথা ॥ ২৫৩
জন্মিলেই সকলের অবশ্য মরণ।
ইহাতে অধিক খেদ কেন অকারণ ॥ ২৫৪
তাহে চিরদিন রাজ্য করি মহারায়।
স্বর্গে গেল খেদের বিষয় কি ইহায় ॥ ২৫৫
বরঞ্চ বাঁচিয়া যদি থাকিতেন তেঁহ।
ভরতের রাজ্যলাভে আছিল সন্দেহ ॥ ২৫৬
এক্ষণে ভরতে শীঘ্র করি আনয়ন।
অকণ্টক রাজ্য পাট কর সমর্পণ ॥ ২৫৭
রঘু কহে কুব্জা আন ভরতে ত্বরিত।
তবেই পাইবে তুমি ফল যে উচিত ॥ ২৫৮
এখানেতে রাণীগণ ভূমিতলে পড়ি।
জলছাড়া মীন যেন যায় গড়াগড়ি ॥ ২৫৯

বসন ভূষণ কেশ কিছু না সম্বরে।
শিরে করাঘাত করি কান্দে উচ্চস্বরে ॥ ২৬০
কৌশল্যা পড়িয়া নৃপপদ-উপরিতে।
উচ্চরবে আরম্ভিলা বিলাপ করিতে ॥ ২৬১
হায় হায় মহারাজ, কেন কর হেন কাজ,
মোরে ছাড়ি যাও কোনস্থানে।
তুমি হও কৃপাময়, তোমার উচিত নয়,
দাসীজনে ছাড়া অনিদানে ॥ ২৬২
কতবার কহিছিলে, তোমাছাড়ি ক্ষণকালে,
না রহিতে পারি না রহিব।
আজি তাহা মিথ্যা করি, হৈলে হেন দেশান্তরী,
আর কভু দেখা না পাইব ॥ ২৬৩
তোমা বিনে ঘর দ্বার, সব হৈল অন্ধকার,
শোভাহীন হইল নগরী।
যেন নিশা চন্দ্র-হীন, সূর্য্য ছাড়া যেন দিন,
যেন স্বামি-রহিত সুন্দরী ॥ ২৬৪
কিন্তু জানিলাম আমি, মহাভাগ্যবান্ তুমি,
অক্লেশে তরিলে হেন শোক।
রামে অতি স্নেহবান, শোকেতে তেজিলে প্রাণ,
এ যশ গাইবে সব লোক ॥ ২৬৫
আমি পাপ ক্রূরমতি, অতএব মোর প্রতি,
শোক হেন বল না করিল।
বুঝিলাম নানামতে, ঘোর দুখ ভুঞ্জাইতে,
বিধি মোর জীবন রাখিল ॥ ২৬৬
যদি সঙ্গে পুড়ি মরি, তবে দুইশোক তরি,
ধর্ম্ম যশ জগত-ভিতরে।
কিন্তু রাম-দরশনে, আশা হয় সদা মনে,
সেই আশা তাহে বাধা করে ॥ ২৬৭
জানিলাম বিচারিয়া, বিধি এই আশা দিয়া,
বাধ করে পুড়িতে আমারে।
আমি অতি পাপমতি, তোমার সঙ্গেতে গতি,
হইবেক মোর কি প্রকারে ॥ ২৬৮
তুমি অতি শুদ্ধমতি, রামে তব গাঢ় প্রীতি,
তাহা আমি জানিতে না পারি।
কহিয়াছি কটু কথা, তাহে পাইয়াছ ব্যথা,
ক্ষমা কর করুণ বিস্তারি ॥ ২৬৯
কুমতি কৈকয়ি ওরে, ধিক ধিক্ ধিক্ তোরে,
কৈলি হেন অনর্থ ঘটন।

রাজ্য-লোভে রামধনে, পাঠাইয়া ঘোর বনে,
বিনাশিলি স্বামীর জীবন ॥ ২৭০
হেন নারী ত্রিভুবনে, নাহি দেখি তোমা বিনে,
লোভে করে স্বামীর বিনাশ।
মজিলি বৈধব্যদুখে, কালি দিলি নিজমুখে,
শেষে হবে নরকে নিবাস ॥ ২৭১
ভরত রামের ভক্ত, রামে অতি অনুরক্ত,
বিনা দোষে দোষ দিলি তায়।
কিন্তু সেহ হয় জ্ঞানী, না মানিবে তোর বাণী,
ক্রুদ্ধ হবে বরঞ্চ তোমায় ॥ ২৭২
তোর বড় কঠিন মন, কিরূপে পাঠালি বন,
রাম হেন প্রাণের তনয়।
আভরণ কাড়ি নিলি, চীর পরিবারে দিলি,
নাহি তোর কিছু লাজ-ভয় ॥ ২৭৩
এই দুখে মন দহে, জানকী-বিচ্ছেদ তাহে,
লক্ষ্মণের শোক আরবার।
কিছু অবশিষ্ট ছিল, স্বামিনাশে পূর্ণ হৈল,
একা তুমি হেতু এ সবার ॥ ২৭৪
অত্যন্ত দুর্ভগা আমি, স্বর্গেতে গেলেন স্বামী,
পুত্র পুত্রবধূ গেলা বনে।
কি করিব কোথা যাব, কি করিলে স্থির হব,
আর ক্লেশ সহে না জীবনে ॥ ২৭৫
হাহা রাম রঘুবর, হা লক্ষ্মণ গুণাকর,
হাহা প্রাণ জনকনন্দিনী।
আছ তোরা কোন্‌স্থলে,মোর দুঃখ না দেখিলে,
বিধি মোরে কৈল অনাথিনী ॥ ২৭৬
এইরূপে মহারাণী করেন ক্রন্দন।
কেহ তাঁরে না পারয়ে করিতে সান্ত্বন ॥ ২৭৭
হেনকালে সেই স্থানে বশিষ্ঠ আসিয়া।
উঠা করাইলা দাসীজনে আজ্ঞা দিয়া ॥ ২৭৮
তবে নানাবাক্যে করি সবারে সান্ত্বন।
মন্ত্রিগণে কহিতে লাগিলা তপোধন ॥ ২৭৯
কহ কহ সকলেতে সুন্দর বিচারি।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হইলেন বনচারী ॥ ২৮০
ভরত শত্রুঘ্ন আছে মাতুল-আগারে।
রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে কি প্রকারে ॥ ২৮১
রামচন্দ্রে আনিতে যাওন এ সময়।
মোর পরামর্শমতে যোগ্য নাহি হয় ॥ ২৮২
কোথায় আছেন তিঁহ কেহ না জানয়।
জানিলেও আগমনে নিশ্চয় না হয় ॥ ২৮৩
যদ্যপি না আইসেন প্রতিজ্ঞা লাগিয়া।
মিথ্যা বাধ হইবে নৃপের অন্ত্যক্রিয়া ॥ ২৮৪
অতএব নৃপে রাখি তৈলের দ্রোণীতে।
শত্রুঘ্ন-ভরতে দূত পাঠাও আনিতে ॥ ২৮৫
এইত আমার মনে পরামর্শ হয়।
কহ তোমাদের মনে লয় কিনা লয় ॥ ২৮৬
এত শুনি মন্ত্রিগণ তপোধনে কয়।
এইত কর্ত্তব্য সকলের মত হয় ॥ ২৮৭
বর্ত্তমান থাকিতেও দশরথ রায়।
কার্য্য করিতাম মোরা তোমারি আজ্ঞায় ॥ ২৮৮
আপনি জানহ সব ব্যবহারধর্ম্ম।
করিব তোমার আজ্ঞামতে মোরা কর্ম্ম ॥ ২৮৯
তবে নৃপে রাখাইয়া তৈলের দ্রোণীতে।
দূতগণে মুনিবর লাগিলা কহিতে ॥ ২৯০
ভরত শত্রুঘ্ন আছে মাতুলনগরে।
শীঘ্র আনয়ন কর,তাহাদিগে ঘরে ॥ ২৯১
অতি ভাল অশ্বে চড়ি করহ গমন।
করিবে সুন্দর মতে শোকের গোপন ॥ ২৯২
শ্রীরামের বনবাস রাজার মরণ।
কিছুমাত্র না করিবে তারে নিবেদন ॥ ২৯৩
এই মাত্র কবে রাজা আর রাণীগণ।
আশীষ করিয়া কৈল শুভ জিজ্ঞাসন ॥ ২৯৪
আছে এক কার্য্যের গৌরব অতিশয়।
অতএব শীঘ্র করি চল মহাশয় ॥ ২৯৫
এইরূপে কহি তারে গৃহেতে আনিবে।
পুছিলেও এ সকল কথা না কহিবে ॥ ২৯৬
লয়্যা যাও নানামত বসন ভূষণ।
ভরতের মাতামহে করিবে অর্পণ ॥ ২৯৭
এত শুনি দূতগণ যে আজ্ঞা বলিয়া।
পয়াণ করিলা দিব্য অশ্বে আরোহিয়া ॥ ২৯৮
সপ্তরাত্রে গিয়া তারা অত্যন্ত ত্বরাতে।
প্রবেশিলা গিরিব্রজপুরে পরভাতে ॥ ২৯৯
সেখানে ভরত নানা অরিষ্ট দেখিয়া।
আছেন দুঃখিত মনে উদ্বিগ্ন হইয়া ॥ ৩০০
যদ্যপি ঈশ্বরে রিষ্টি-দৃষ্টি নাহি ঘটে।
তথাপি লীলার বশে শাস্ত্র তাহা রটে ॥ ৩০১

বিশেষত তাহে সেই গতরাত্রিশেষে।
অতিশয় দুঃস্বপ্ন দেখিলা সবিশেষ ॥ ৩০২
এ লাগি উদ্বিগ্নমনে আছেন বসিয়া।
কোন সখা জিজ্ঞাসিল সেরূপ দেখিয়া ॥ ৩০৩
আজি কেন সখা তুমি মলিনবদন।
মুখে হাস্য নাহি শ্বাস ছাড় ঘনেঘন ॥ ৩০৪
অতএব বুঝি প্রসন্নতা নাহি মনে।
কহ কহ উদ্বিগ্ন-হৃদয় কি কারণে ॥ ৩০৫
এত শুনি শ্রীভরত বয়স্য-বচন।
কহিবারে আরম্ভিলা অতিদুঃখিমন ॥ ৩০৬
শুন শুন সখা মোর উদ্বেগ-কারণে।
গোপনীয় কিবা কথা আছে সখিজনে ॥ ৩০৭
না জানি হৃদয় মোর কাঁপে কি কারণ।
বামবাহু উরু আঁখি নাচে ঘনেঘন ॥ ৩০৮
কুক্কুর আমার আগে করয়ে ক্রন্দন।
রোদন করিছে মোর রথের বাহন ॥ ৩০৯
পেচক ডাকয়ে কেন আমার আগেতে।
জ্বলন না জ্বলে কেন ঘৃত-প্রদানেতে ॥ ৩১০
এ সকল উপদ্রবে স্থির নহে মন।
তাহে পুন কল্য দেখিলাম কুস্বপন ॥ ৩১১
দেখিলাম ভূমিতলে পড়িয়াছে ইন্দু।
সাগর-মাঝারে যেন নাহি জলবিন্দু ॥ ৩১২
রাহু যেন দিবাকরে গেরাস করিল।
জ্বলিত অনল জল পাই নিবাইল ॥ ৩১৩
মহাপঙ্কে নিমগ্ন দেখিলুঁ করি-বর।
বিদীর্ণ হইল যেন হিমধরাধর ॥ ৩১৪
এ সব অরিষ্ট দেখি হয় মোর মন।
রাম কিম্বা নৃপতির হয়্যাছে মরণ ॥ ৩১৫
আর দেখিলাম পিতা তৈল ঢালি মুণ্ডে।
গিরি হৈতে পড়িলেন গোময়ের কুণ্ডে ॥ ৩১৬
তাহা হৈতে উঠি বার বার হাস্য করি।
জল পান করিলা অঞ্জলিপুটে করি ॥ ৩১৭
কৃষ্ণবস্ত্র পরি লৌহ-পীঠেতে বসিলা।
পিঙ্গল পুরুষ প্রহারিতে আরম্ভিলা ॥ ৩১৮
তার পর চড়ি তিঁহ গর্দ্দভের রথে।
রক্তমাল্য পরি গেলা দক্ষিণের পথে ॥ ৩১৯
হেনরূপে স্বপ্নে যার হয় দরশন।
তাহার শাস্ত্রেতে লিখে অবশ্য মরণ ॥ ৩২০
অতএব রাজার বিনাশ ভাবি চিতে।
উদ্বেগ হৃদয়ে স্থির না পারি করিতে ॥ ৩২১
এই কথা কহেন ভরত মহাশয়।
দূত উপস্থিত হল্য হেনই সময় ॥ ৩২২
তাহা দেখি সম্ভ্রমেতে ভরত কুমার।
জিজ্ঞাসা করেন সব শুভ সমাচার ॥ ৩২৩
কহ কহ কল্যাণেতে আছেন সকলে।
কহ কহ পিতা মোর আছেন কুশলে ॥ ৩২৪
মঙ্গলে আছেন মোর শ্রীরঘুনন্দন।
কখনো করেন তিঁহ মোদিগে স্মরণ ॥ ৩২৫
কুশলী লক্ষ্মণ আর জনক-দুহিতা।
কৌশল্যা সুমিত্রা দুই মাতা আনন্দিতা ॥ ৩২৬
আত্মকার্য্য-তৎপর ক্রোধন গর্ব্বযুতা।
কুশলিনী মোর মাতা কেকয়ের সুতা ॥ ৩২৭
পুরোহিত আর যত গুরু বন্ধু জন।
সবার কুশল কহি স্থির কর মন ॥ ৩২৮
এত শুনি দূত শোক করিয়া গোপন।
কহিতে লাগিল তারে প্রসন্ন বদন ॥ ৩২৯
যাহাদের কুশল করিলে জিজ্ঞাসন।
আছেন কুশলে সুখে এ সকল জন ॥ ৩৩০
সকল বান্ধব সনে নৃপতি তোমারে।
কহিলেন অযোধ্যাতে শীঘ্র যাইবারে ॥ ৩৩১
অতিশয় ত্বরা আছে কোনহ কার্য্যেতে।
অতএব অদ্যই চলহ ভবনেতে ॥ ৩৩২
দিয়াছেন তব মাতামহে বহু ধন।
সে সকল করহ তাঁহারে সমর্পণ ॥ ৩৩৩
এত শুনি ভরত দূতেরে নানাধন।
সমর্পণ কৈল্যা কিন্তু সুখী নহে মন ॥ ৩৩৪
তবে মাতামহ-পাশে করিয়া গমন।
প্রণাম করিয়া দিলা সেই সব ধন ॥ ৩৩৫
কহিছেন মহারাজ কব অনুমতি।
গমন করিতে ইচ্ছা হয় গৃহ প্রতি ॥ ৩৩৬
আইলা অযোধ্যা হত্যে দূত এইক্ষণ।
তাহারা কহিল শীঘ্র করিতে গমন ॥ ৩৩৭
এত শুনি কোলে করি ভরতে ভূপতি।
মস্তক আঘ্রাণ করি কহে তাঁর প্রতি ॥ ৩৩৮
বাপধন যদ্যপি যাইতে হয় মন।
মোর অনুমতি হল্য করহ গমন ॥ ৩৩৯

সেহ যেন এহ ভেন তোমার আলয়।
রহিবে যেখানে যবে মনে ইচ্ছা হয় ॥ ৩৪০
মাতারে পিতারে আর শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
কহিবে কুশল কথা সব বন্ধুজনে ॥ ৩৪১
এত কহি তাঁরে দিলা অনেক বসন।
কোমল কম্বল কত মণি আভরণ ॥ ৩৪২
বাইশসহস্র দিলা সুবর্ণ উত্তম।
সহস্র তুরঙ্গ দিলা বেগে বায়ু-সম ॥ ৩৪৩
অযুত দিলেন হেমমালী দন্তাবল।
অনেক কুক্কুর সিংহ-সমান প্রবল ॥ ৩৪৪
তারপর শ্রীভরত শত্রুঘ্ন সহিতে।
সবে কহি আরোহিলা রথ-উপরিতে ॥ ৩৪৫
বহু সৈন্য দিলেন আর্য্যক তাঁর সনে।
চলিলা ভরত নানা চিন্তা করি মনে ॥ ৩৪৬
সপ্তম রাত্রিতে থাকি গোমতীর তটে।
প্রাতে উপস্থিত হল্যা অযোধ্যা নিকটে ॥ ৩৪৭
দূর হৈতে অযোধ্যায় দেখি শোভা হীন।
কহিছেন শত্রুঘ্নেরে হয়্যা অতিদীন ॥ ৩৪৮
দেখ দেখ ভ্রাতৃবর, দেখিতে লাগয়ে ডর,
হেন দশা কেন অযোধ্যায়।
ম্লান দেখি উপবন, নাহি ডাকে পক্ষিগণ,
মৃগগণ নাচি না বেড়ায় ॥ ৩৪৯
পূর্ব্বে অতি দূর হৈতে, প্রবেশিত শ্রবণেতে,
গীত বাদ্য বেদ কোলাহল।
আজি তাহা নাহি শুনি, কারণ নাহিক জানি,
প্রাণ মোর হইছে বিকল ॥ ৩৫০
নদ নদী সরোবরে, পুষ্প শোভা নাহি করে,
বাষ্প উগারিছে সলিলেতে।
চড়ি গজ বাজি রথে, কোন জন রাজপথে,
গতাগত না করে পুরেতে ॥ ৩৫১
বৎস নাহি পিয়ে স্তন, অশ্রুমুখী গাবীগণ,
বৃষে নাহি করে হাম্বা রব।
শোভা হীন সব ধাম, রাজ্যের নগর গ্রাম,
নিরানন্দ দেখি লোক সব ॥ ৩৫২
গো মৃগ বামেতে যায়, দক্ষিণে গর্দ্দভ ধায়,
হৃদয় কাঁপয়ে ঘনেঘন।
কিছু নাহি জানি বারে, কিরূপে আছেন ঘরে,
পিতা মোর শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩৫৩

এইরূপ কহি কহি বিকল অন্তরে ॥
প্রবেশিলা শ্রীভরত নগর-ভিতরে ॥ ৩৫৪
যদ্যপি ভরত শুনে সবার ক্রন্দন।
তবে কোনোমতে নাহি আসিবে ভবন ॥ ৩৫৫
এই বুদ্ধি করিয়া বশিষ্ঠ তপোধন।
কান্দিতে সকলে করিয়াছেন বারণ ॥ ৩৫৬
কিন্তু সবে বসিয়া আছয়ে মৃত মত।
তাহা দেখি পুনর্ব্বার কহেন ভরত ॥ ৩৫৭
শুনিয়াছি রাজার মরণে যে লক্ষণ।
শত্রুঘ্ন তাহাই পুরে হয় নিরীক্ষণ ॥ ৩৫৮
গীত বাদ্য কোলাহল না পাই শুনিতে।
মলিন দেখিয়ে রাজ-পথ তৃণাদিতে ॥ ৩৫৯
যাবদীয় লোকে দেখি মলিনবদন।
সকলেতে আছে যেন উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৩৬০
কিছু ক্রয়-বিক্রয় না করে কোনো জন।
কাহারো না দেখি কোনো কর্ম্মে আয়োজন ॥৩৬১
দেবতা প্রতিমা যত আছেন এখানে।
প্রসন্নতা দেখি নাহি কাহারো বয়ানে ॥ ৩৬২
গজ বাজি গো-শালাতে শুনিয়ে ক্রন্দন।
অচেতন প্রায় দেখি সব দ্বারিগণ ॥ ৩৬৩
পূর্ব্বে আসিতাম যবে প্রবাস হইতে।
বন্ধু সব আসিতেন অগ্রেতে মিলিতে ॥ ৩৬৪
আজি কাহারেও নাহি পাই দেখিবারে।
নিশ্চয় জানিনু কষ্ট ভবন-মাঝারে ॥ ৩৬৫
এইরূপ শ্রীভরত কহিতে কহিতে।
প্রবেশ করিলা আসি পিতার বাটীতে ॥ ৩৬৬
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩৬৭

ইতি শ্রীরামরসায়নে অযোধ্যাকাণ্ডলীলাবর্ণনে
দশরথ-নির্ব্বাণহেতুকভরতাগমো নাম
ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দশরথের সংকার।

মন্থরাশাতমোহমিত্রাবযোধোদয়সঙ্গতৌ।
শ্রীমন্তরতশত্রুঘ্নৌ পুষ্পবন্তাবহং ভজে॥ ১
পিতার গৃহেতে তাঁর না পাই দর্শন।
শ্রীভরত গেলা নিজ জননীভবন॥ ২
চিরদিন পরে রাণী দেখিলা নন্দন।
উঠিয়া চলিলা অতি আনন্দিতমন॥ ৩
বন্দিলা ভরত তাঁর পদে ভক্তিমান্।
রাণী কোলে করি কৈলা মস্তক আঘ্রাণ॥ ৪
তার পর ক্রোড়ে বসাইয়া স্ব-তনয়ে।
কৈকয়ী কুশল কথা সাদরে পুছয়ে॥ ৫
কহ বাপ পথে কত দিনেতে আইলে।
সেখানেতে আর পথে সুখেতে আছিলে॥ ৬
মোর পিতা মাতা আর ভ্রাতা যুধাজিৎ।
কিরূপে আছেন তাঁরা কহরে তুরিত॥ ৭
ভরত বলেন মাতা সপ্ত বিভাবরী।
পথে থাকি আইলাম এইত নগরী॥ ৮
মাতামহ মাতামহী মাতুলানী জন।
গিরিব্রজে সকলে আছেন সুখিমন॥ ৯
মাতামহ দিয়াছিলা বহু প্রীতিধন।
পথে পরিত্যাগ করি কৈলুঁ আগমন॥ ১০
অতিত্বরা করিতে লাগিল দূতগণ।
এলাগি আনিতে নাহি পারিলাম ধন॥ ১১
যে হেতু সম্প্রতি তোঁহে জিজ্ঞাসন করি।
কহ কহ কেন হেন মলিন নগরী॥ ১২
নিরুৎসাহ নিরানন্দ মলিন নীরব।
কি কারণে দেখি নগরের লোক সব॥ ১৩
আর বহু দেখিলাম অশুভ লক্ষণ।
বিলম্ব না সহে তাহা কহিবারে মন॥ ১৪
কহ নাহি দেখি কেন পিতারে ভবনে।
আছেন সম্প্রতি তিঁহ কোন্ নিকেতনে॥ ১৫
তাহারে না দেখি মোর স্থির নহে মন।
কহ তাঁর পাশে শীঘ্র করিব গমন॥ ১৬
নাহি লজ্জা নাহি কিছু করুণা হৃদয়ে।
কৈকয়ী কঠিন বাক্যে কহে স্ব-তনয়ে॥ ১৭
বাপধন শুন শুন আমার বচন।
শুনিয়াও না হইবে শোকের ভাজন॥ ১৮
লোকের অধৈর্য্য জানে যেই জ্ঞানিজন।
তাহারা না হয় কভু শোকেতে মগন॥ ১৯
যত কিছু কর্ম্ম করি সংসারে জন্মিয়া।
বাপধন জান সব সুখের লাগিয়া॥ ২০
তাহে সব সুখ হৈতে শ্রেষ্ঠ স্বর্গসুখ।
তাহার লাগিয়া লোক সহে নানাদুখ॥ ২১
তব পিতা যজ্ঞ দান করি যথেচ্ছায়।
সেই স্বর্গে গিয়াছেন কি শোক তাহায়॥ ২২
এত শুনি মাতৃ-মুখে কঠিন বচন।
পড়িলেন শ্রীভরত হয়্যা অচেতন॥ ২৩
পাইয়া চেতন পুন কিছুকাল পরে।
বিলাপ করিতে আরম্ভিলা উচ্চস্বরে॥ ২৪
হায় হায় কি করিলে, পিতা কোথাকারে গেলে,
অনাথ করিয়া মোসবায়।
বিধি অতি ক্রূর ভেল, কিছু দয়া না করিল,
বজ্রাঘাত করিল মাথায়॥ ২৫
বুঝি করিবেন যজ্ঞ, কিম্বা পিতা অতি বিজ্ঞ,
রামে রাজ্য করিবা প্রদান।
এই আশা করি চিতে, আইলাম ভবনেতে,
মোর ভাগ্যে সব হল্য আন॥ ২৬
করিবেক কেবা আর, পালন মো-সবাকার,
কেবা আর করিবে শাসন।
নিকটে গমন কৈলে, বসাইয় নিজ কোলে,
কে কহিবে মধুর বচন॥ ২৭
ধন্য ধন্য রঘুমণি, লক্ষ্মণেরে ধন্য মানি,
যারা কৈলা পিতার সৎকার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে, না পাইলুঁ দেখিবারে,
মৃত্যুকালে চরণ পিতার॥ ২৮
শ্রীভরত এইমতে, কাঁদেন ব্যাকুলচিতে,
ভূমিতলে গড়াগড়ি দিয়া।
শ্রীরঘুনন্দন দাস, ধাই যাই তার পাশ
বসাইলা আসনে তুলিয়া॥ ২৯
পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসেন তিঁহ স্বমাতারে।
কহ মাতা জনক মরিলা কি প্রকারে॥ ৩০
মরিবার কালে বা কহিলা কি সন্দেশ।
কহ কহ জননি সে সব সবিশেষ॥ ৩১

কৈকয়ী কহেন পুত্র না করিবে ব্যথা।
শুন শুন বাপধন কহিব সে কথা ॥ ৩২
কোনো ব্যাধি নাহি ছিল রাজার বিগ্রহে।
মরিলা কেবল তিঁহ রামের বিরহে ॥ ৩৩
মৃত্যুকালে এইমাত্র কহিলা বচন।
হা রাম জানকী কোথা রহিলে লক্ষ্মণ ॥ ৩৪
বন হৈতে যবে রাম ফিরিয়া আসিবে।
ভাগ্যবান্ জন তার মুখ নিরখিবে ॥ ৩৫
এইমাত্র বলি রাজা রামের শোকেতে।
প্রাণ তেজি গিয়াছেন অমর-পুরেতে ॥ ৩৬
এত শুনি দ্বিতীয় বিপদ আশঙ্কায়।
পর্ব্বত পড়িল যেন ভরতমাথায় ॥ ৩৭
হৃদয় বদন শুষ্ক হইল চিন্তায়।
নিশ্বাস ছাড়িয়া পুন জিজ্ঞাসেন মায় ॥ ৩৮
কিকারণে বনে গিয়াছেন রঘুপতি।
কোন্ স্থানে মাতা তিঁহ আছেন সংপ্রতি ॥ ৩৯
কহ কহ নিরখিয়া তাঁহার চরণ।
জনকের শোক আমি করিব বারণ ॥ ৪০
তিঁহ মোর পিতা গুরু বান্ধব ঈশ্বর।
তাঁহারে না দেখি স্থির না হয় অন্তর ॥ ৪১
কৈকয়ী বলেন পুত্র নৃপের শাসনে।
বসন ভূষণ তেজি রাম গেলা বনে ॥ ৪২
গিয়াছে তাহার সঙ্গে জানকী লক্ষ্মণ।
করিয়াছি আমি বাপ একর্ম্ম ঘটন ॥ ৪৩
শৃঙ্গবের পুরে তারা গঙ্গা হয়্যা পার।
কোন্ স্থানে গেলা নাহি নিশ্চয় তাহার ॥ ৪৪
ভরত কহেন মাতা কহ কি দূষণে।
রঘুবরে পাঠাইলা জনক কাননে ॥ ৪৫
রাম কি করিয়াছিলা ব্রহ্মস্বহরণ।
কিম্বা লয়্যাছিলা পর-নারী পরধন ॥ ৪৬
কিম্বা বিনা দোষে কারো বধিলা জীবন।
এ লাগিয়া পিতা তাঁরে পাঠাইলা বন ॥ ৪৭
ভরত সন্তুষ্ট হবে ইহাতে আমারে।
এই ভাবি রাণী নিজ কর্ম্ম কহে তাঁরে ॥ ৪৮
শুন শুন গুণমণি আমার বচন।
য লাগিয়া রামচন্দ্রে পাঠাইলুঁ বন ॥ ৪৯
কানো কালে নাহি হরে সেহ পর-ধন।
নেভেও পরনারী না করে গমন ॥ ৫০
কোনো দোষ-লেশ নাহি দেখিয়ে তাহায়।
জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মিষ্ঠ সুশীল সর্ব্বথায় ॥ ৫১
তার গুণে অনুরক্ত দেখি সর্ব্বজন।
রাজা তারে রাজ্য দিতে করিলেন মন ॥ ৫২
তাহা আমি সহ্য করিবারে না পারিয়া।
এই পরামর্শ করিলাম বিচারিয়া ॥ ৫৩
দুই বর প্রতিশ্রুত আছে মহারাজ।
আজ তাহা লইয়া সাধিব নিজ কাজ ॥ ৫৪
তার পর রাজা মোর নিকটে আইল।
ক্রোধ জানি নানামতে আমারে সাধিল ॥ ৫৫
তবে তাঁরে বহুতর সত্য করাইয়া।
সেই দুই বর আমি লইলুঁ চাহিয়া ॥ ৫৬
এক বরে তব অভিষেক সিংহাসনে।
অপরে রামের চৌদ্দবর্ষবাস বনে ॥ ৫৭
তাহা শুনি রাম পিতৃ-সত্য পালিবারে।
জানকী লক্ষ্মণ সনে গিয়াছে কান্তারে ॥ ৫৮
তার শোকে নরপতি তেজিয়া জীবন।
প্রস্থান করিয়াছেন ইন্দ্রের ভবন ॥ ৫৯
তোর লাগি করিয়াছি আমি এ করম।
রাজা হয়্যা সার্থক কর তুমি মোর শ্রম ॥ ৬০
রাণী বাণী যেই এই পর্য্যন্ত কহিলা।
সরস্বতী মনে মনে ভাবিতে লাগিলা ॥ ৬১
যে কার্য্য লাগিয়া মোর এথা আগমন।
তাহা সিদ্ধ হল্য আর থাকি কি কারণ ॥ ৬২
কিন্তু কুব্জা কহিয়াছে যে দুষ্ট বচন।
তাহা সদা মনে পড়ে নহে বিস্মরণ ॥ ৬৩
যাহা হৈতে মোর নাথ গেলা অটবীতে।
তারে যোগ্য ফল কিছু মোরে হয় দিতে ॥ ৬৪
এইরূপ ভাবি পুন আবেশ করিলা।
তবে রাণী পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলা ॥ ৬৫
বাপধন করিয়াছি কর্ম্ম যে সকল।
এত দূর নহে মোর বাক্য বুদ্ধি বল ॥ ৬৬
মোর সখী মন্থরা সে সুবুদ্ধি-ভাজন।
তার পরামর্শে হল্য এ কর্ম্মসাধন ॥ ৬৭
অতএব সন্তুষ্ট করহ তার মন।
দিয়া গ্রাম দাস দাসী বসন ভূষণ ॥ ৬৮
এই বাক্য যেই মাত্র কৈকয়ী কহিল।
ভরতের বুক যেন বিদীর্ণ হইল ॥ ৬৯

মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকি মূর্চ্ছিত হইয়া।
পুনর্ব্বার উঠিলেন চেতন পাইয়া ॥ ৭০
বক্ষস্থলে করিছেন করের প্রহার।
নয়নে বহিছে অবিরল অশ্রুধার ॥ ৭১
ক্রোধে শোকে ভালমতে স্ফুরে না ভারতী।
কান্দি কান্দি কহিছেন কৈকয়ীর প্রতি ॥ ৭২
কলঙ্কিনি কদর্য্য-কারিণি ক্রূরমতি।
কিবা অপরাধ কৈলা তোর রঘুপতি ॥ ৭৩
কোনো দোষ নাহি দেখি তাঁহাতে নয়নে।
পুষ্প নিরীক্ষণ যেন না হয় গগনে ॥ ৭৪
যাবদীয় গুণের আকর রঘুবর।
জলের পরমাশ্রয় যেমত সাগর ॥ ৭৫
আত্ম-পর-বুদ্ধি যার নাহি ত্রিভুবনে।
যার গুণ অবিরত গায় সর্ব্বজনে ॥ ৭৬
অকারণে হেন রামে পাঠাইলি বন।
কি দোষে বা বিনাশিলি পতির জীবন ॥ ৭৭
কৌশল্যা হইতে প্রীতি করিতা তোমারে।
নৃপতি, তাহার ফল দিয়াছ তাঁহারে ॥ ৭৮
রাজ্যলোভে ছাড়ি লোক-লজ্জা ধর্ম্ম ভয়।
করিলি এমন কর্ম্ম ত্রিলোকে না হয় ॥ ৭৯
ইহ লোকে অযশ হইল ত্রিলোকীতে।
পরলোকে হবে তোরে নরকে যাইতে ॥ ৮০
যদ্যপি বাসনা ছিল নরক গমনে।
কহ সঙ্গী করিলি আমারে কি কারণে ॥ ৮১
কোনো দোষ নাহি করিয়াছি কভু তোর।
এমত অযশ কেন করি দিলি মোর ॥ ৮২
মোর লাগি রঘুবর প্রবেশিলা বন।
মোর লাগি পিতা গেলা শমন-ভবন ॥ ৮৩
কি কার্য্য আমার ধনে কি কার্য্য জীবনে।
রাম হেন ভ্রাতা যার রহিল কাননে ॥ ৮৪
বুঝিলাম নিজ-কুল-বিনাশ কারণে।
রাজা তোরে রাখিছিলা আপন ভবনে ॥ ৮৫
নহ তুমি ধর্ম্ম-পর কেকয়-অপত্য।
হবে কোনো পাপিষ্ঠ রাক্ষস-সুতা সত্য ॥ ৮৬
সর্ব্বলোক-প্রিয় রামে রাক্ষসী বিহনে।
কেবা পাঠাইতে পারে দুর্গম কাননে ॥ ৮৭
সে গুণ স্মরিয়া নিরখিয়া সে বদন।
কিরূপে কহিয়াছিলি রাম যা রে বন ॥ ৮৮

কৌশল্যা-সমান তোহে রামের ভকতি।
কি করি কহিলি তাঁরে এ দুষ্ট ভারতী ॥ ৮৯
বিমাতারো কোনো দ্বেষ নাহি তোর প্রতি।
তবে কেন তাঁরে দুখ দিলি দুষ্টমতি ॥ ৯০
জননীর যত দুখ পুত্র-বিয়োজনে।
আর কেহ নাহি জানে তাহা ত্রিভুবনে ॥ ৯১
যদ্যপিহ পুত্র দুষ্ট হয় নানারীতে।
তাহারো বিরহ মাতা না পারে সহিতে ॥ ৯২
তাহে সর্ব্বগুণাকর মোর রঘুমণি।
তাঁহার বিয়োগ সবে কিরূপে জননী ॥ ৯৩
এই সব পাপে তুমি হইয়াছ ভরা।
কিরূপে তোমার ভর সহিছেন ধরা ॥ ৯৪
পরলোকে পাবে কত যমের প্রহার।
কোটিকল্পে নাহি হবে নরক-নিস্তার ॥ ৯৫
পিতা মোর তেজস্বী অত্যন্ত বলধাম।
সহিলেন কিরূপেতে তোর হেন কাম ॥ ৯৬
কেন শাপ দিয়া তোরে দগ্ধ না করিলা।
তোর সঙ্গে মোরেও নাশিতে যোগ্য ছিলা ॥ ৯৭
লক্ষ্মণ অত্যন্ত রাম-ভক্ত মহাবল।
তোরে কেন নাহি দিল সমুচিত ফল ॥ ৯৮
বুঝি তারে নিষেধি থাকিবা রঘুবর্য্য।
অন্যথা তাহার আগে এ কর্ম্ম আশ্চর্য্য ॥ ৯৯
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে রহু কোটিবার।
কেন মোর জন্ম হল্য জঠরে তোমার ॥ ১০০
যদি মোরে কেহ কহে কৈকয়ী-তনয়।
শরীর তেজিব তবে কহিলুঁ নিশ্চয় ॥ ১০১
আজি হৈতে তুমি নহ জননী আমার।
আমিহ তনয় নহি কদাচ তোমার ॥ ১০২
আর শুন যে আশে করিলি এই কর্ম্ম।
সিদ্ধ না হইবে কভু তোর সেই মর্ম্ম ॥ ১০৩
আমি বনে গিয়া রঘুবরে ফিরাইব।
সিংহাসন-উপরি আনিয়া বসাইব ॥ ১০৪
পালন করিতে নরপতির বচনে।
চতুর্দ্দশবর্ষ নিজে রহিব কাননে ॥ ১০৫
যদ্যপি না আইসেন শ্রীরাম ফিরিয়া।
রহিব তাঁহার পাশে সেবক হইয়া ॥ ১০৬
অত্যন্ত করুণাময় সেই মহাভাগ।
কৈকয়ী-তনয় বলি না করিবা ত্যাগ ॥ ১০৭

যদি ঘৃণা করি নাহি করেন স্বীকার।
অনলেতে প্রবেশিব আগেতে তাঁহার ॥ ১০৮
অথবা অদ্যই প্রাণ এখনি ত্যেজিব।
রামের বিরহ আর সহিতে নারিব ॥ ১০৯
ডাকিতেন যবে প্রভু ভরত বলিয়া।
কত সুখ-সাগরে নিমগ্ন হত্য হিয়া ॥ ১১০
সে রাঙ্গাচরণ দুটি না দেখি নয়নে।
কি ফল আছয়ে আর শরীর-ধারণে ॥ ১১১
ধন্য রে লক্ষ্মণ ধন্য ধন্য মোর ভাই।
তোমার বালাই লয়্যা আমি মরি যাই ॥ ১১২
করিলে ভ্রাতার কার্য্য অকপট ধর্ম্ম।
করিলে জগতে যশ অসম্ভব কর্ম্ম ॥ ১১৩
জানকীর গুণ কেবা পারয়ে বর্ণিতে।
তিনকুল পবিত্র করিলা যে চরিতে ॥ ১১৪
তেমন রাজার কন্যা অতি সুকুমারী।
অনায়াসে রাম সনে হল্যা বনচারী ॥ ১১৫
ধিক্ ধিক্ তোমারে কৈকয়ী নিশাচরী।
এ সকল জনে বনে পাঠালি কি করি ॥ ১১৬
শত্রুঘ্ন এ সব দুঃখ করিয়া স্মরণ।
করিতে না পারি আমি ক্রোধ নিবারণ ॥ ১১৭
ইচ্ছা হয় কৈকয়ীরে করিয়া ছেদন।
সকল শোকের আজি করিয়ে দমন ॥ ১১৮
কিন্তু মাতৃঘাতী বলি শ্রীরঘুনন্দন।
পাছে কোপ করেন এ লাগি ভীত-মন ॥ ১১৯
এইরূপে শ্রীভরত করেন ক্রন্দন।
কিঞ্চিৎ আনন্দ-কথা করহ শ্রবণ ॥ ১২০
মন্থরার এক সখী ভরতবচন।
শুনিয়া তাহার পাশে করিলা গমন ॥ ১২১
কহিতে লাগিলা সখি কি কর বসিয়া।
উপস্থিত হইয়াছে ভরত আসিয়া ॥ ১২২
করিছিলি তুমি মনে আশা যে সকল।
বুঝি তাহা কিছু নাহি হইল সফল ॥ ১২৩
ভরত সে সব বার্ত্তা শ্রবণে শুনিয়া।
কৈকয়ীরে গালি দিছে কুপিত হইয়া ॥ ১২৪
কহিছে রামেরে ফিরি আনিয়া ভবনে।
অভিষেক করিব নৃপতি-সিংহাসনে ॥ ১২৫
পিতৃসত্য পালিতে আপনি যাব বন।
গৃহে থাকি রাজ্য করিবেন রামধন ॥ ১২৬
মন্থরা এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ।
অট্ট অট্ট হাসি হাসি কহিছে বচন। ১২৭
সখি অই কৈকয়ীর ভরত তনয়।
উহার এমত বুদ্ধি অযোগ্য না হয় ॥ ১২৮
কৈকয়ীরো পূর্ব্বে ছিল অইরূপ মন।
ফিরাইলুঁ আমি তারে করিয়া যতন ॥ ১২৯
ইহাকেও হিতাহিত সব বুঝাইয়া।
ফিরাইতে হবে কিছু যতন করিয়া ॥ ১৩০
এই আমি করিলাম সেখানে গমন।
রঘু কহে মন্থরা বড়ই শুভক্ষণ ॥ ১৩১
এত কহি কুব্জা পরি নানা আভরণ।
ভরত-আগেতে গিয়া দিল দরশন ॥ ১৩২
তারে দেখি ভরতের ক্রোধ উপজিল।
জ্বলিত তৈলেতে যেন জল ঢালি দিল ॥ ১৩৩
অরুণ-সমান হল্য অরুণ বদন।
কহিছেন শত্রুঘ্নেরে ফিরায়্যা নয়ন ॥ ১৩৪
যার পরামর্শে রাম গিয়াছেন বন।
নৃপতি হারাল্যা যার গুণেতে জীবন ॥ ১৩৫
সেই এই মন্থরা আগেতে দাঁড়াইয়া।
ইহার উচিত যেই কর সেই ক্রিয়া ॥ ১৩৬

তবে, দেখি তায়, বীররায়,
কোপে কম্পবান্।
তাঁর, জ্বলে ভানু, চিত্রভানু,
সমান নয়ান ॥ ১৩৭
তবে, দিয়া লম্ফ, মহাদম্ফ,
করি বীর যায়।
মহা, রোষে ভরি, যেন হরি,
শিবা-পাশে ধায় ॥ ১৩৮
ধরি, কুব্জা-গলে, মহাবলে,
ভূতলে পাড়িলা।
যেন, মত্তকরী, কোপ করি,
কদলী ভাঙ্গিলা ॥ ১৩৯
সেহ, কেন বাপ, দাও তাপ,
বলে ঘনে ঘনে।
তিঁহ, মুষ্টি করি, পাংশু ধরি,
পূরিলা বদনে ॥ ১৪০
তোর, যে বদন,
কহি ব্যথা দিল।

তায়, হায় বিধি গুণনিধি,
উচিত করিল ॥ ১৪১
পরে, করে করি, ঘাড়ে ধরি,
প্রখর শিলায়।
প্রভু, ঘষি মুখ, দিলা সুখ,
সকল জনায় ॥ ১৪২
তার, সবে মাত্র, শোভা-পাত্র,
কিছু ছিল মুখ।
তাহা, ঘসা গেল, বড় ভেল,
মন্থরার দুখ ॥ ১৪৩
পুন, রোষাবেশে, ধরি কেশে,
ভূমিতে পাড়িলা।
আর, মুষ্টিপাত পদাঘাত,
কুঁজেতে করিলা ॥ ১৪৪
তবে, কুব্জা ভণে, মনে মনে,
এত বড় ক্লেশ।
কিন্তু, সব সয়, সোজা হয়,
যদি পৃষ্ঠদেশ ॥ ১৪৫
তবে, অবশেষে, অতি দ্বেষে,
কেশেতে ধরিয়া।
ফিরি-ছেন বলে, ধরাতলে,
টানিয়া লইয়া ॥ ১৪৬
তবে, কুব্জা পড়ি, দেয় গড়ি,
উত্তান হইয়া।
যেন, ক্ষুদ্র তরি, ধরোপরি,
বেড়ায় গড়িয়া ॥ ১৪৭
তাহে, মণিহার, ছিঁটি তার,
মহীতে পড়িল।
আর, পরিষ্কার, অলঙ্কার,
চূর্ণিত হইল ॥ ১৪৮
সেহ, কান্দি বলে, অশ্রু গলে,
নয়ন বাহিয়া।
হল্য, একি দায়, প্রাণ যায়,
পরের লাগিয়া ॥ ১৪৯
আহা, মরি মরি, হরি হরি,
শুকাল্য হৃদয়।
কেহ, দে রে পানী, যায় প্রাণী,
আর নাহি রয় ॥ ১৫০

ওহে, কৃপাময়ি, শ্রীকৈকয়ি,
রাখহ আমারে।
কর, পরিত্রাণ, মোর প্রাণ,
নিবার ইহারে ॥ ১৫১
তবে, হয়্যা অতি, ক্রুদ্ধমতি,
কন শত্রুঘন।
দুষ্ট, আগে মোর, বধে তোর,
কে করে বাধন ॥ ১৫২
এই, যে কৈকয়ী, দোষময়ী,
বিনাশিল স্বামী।
কিছু, তার বাণী, নাহি মানি,
এ সময়ে আমি ॥ ১৫৩
যদি থাকিতাম, এই হাম,
পূর্ব্বে নিকেতনে।
তবে, কি কারণ, রামধন,
যাবেন কাননে ॥ ১৫৪
আমি, বধি তোরে, নিজ জোরে,
কৈকয়ী কাটিয়া।
রামে, করিতাম, রাজা হাম,
বাপেরে বাজিয়া ॥ ১৫৫
তুই, অতি দুষ্ট, হেন কষ্ট,
দিলি সর্ব্বজনে।
আমি, মারি তোরে, সবাকারে,
তুষি এইক্ষণে ॥ ১৫৬
তবে, এত বলি, মহাবলী,
করে আকর্ষণ।
যেন, মহা হরি, রোষে ভরি,
করে বিক্রমণ ॥ ১৫৭
তবে, তাহা দেখি, মহাসুখী,
হল্য ত্রিভুবন।
সুখে, দিয়া তালি, নাচে ভালি,
শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৫৮

মন্থরার দণ্ড দেখি আনন্দিতমন।
সরস্বতী সুরলোকে করিলা গমন ॥ ১৫৯
শত্রুঘ্নের ক্রোধ দেখি কেকয়নন্দিনী।
ভয়ে শুকমুখী ভেল স্ফুরে না কাহিনী ॥ ১৬০
অত্যন্ত কাতর হয়্যা গদগদস্বরে।
কহিতে লাগিলা কিছু ভরত সুন্দরে ॥ ১৬১

বাপধন বাপধন রাখ রে জীবন।
শত্রুঘ্ন-ভয়েতে মোর স্থির নহে মন॥ ১৬২
তোঁহে বাপ সব লোক ক্ষমাশীল কয়।
মোর প্রাণ রাখ তুমি হইয়া সদয়॥ ১৬৩
মাতৃবাণী শুনি দেখি দশা মন্থরার।
কিঞ্চিৎ সদয় হল্যা ভরত-কুমার॥ ১৬৪
শত্রুঘ্নে কহেন ভাই শান্ত কর রোষ।
নারী বধ্য না হয় যদ্যপি করে দোষ॥ ১৬৫
যদ্যপি মন্থরা করিয়াছে ঘোর কর্ম্ম।
তথাপি ইহার বধে হইবে অধর্ম্ম॥ ১৬৬
কেবল অধর্ম্ম লাগি ভীত নহে মন।
ঐ দোষে পাছে রাম করেন বর্জ্জন॥ ১৬৭
তিঁহ হন ধার্ম্মিক-শেখর কৃপাময়।
স্ত্রীঘাতী বলিয়া ত্যাগ করিবা নিশ্চয়॥ ১৬৮
এই ভয়ে দুষ্ট এই আপন মাতারে।
সাহস করিতে না পারিল বধিবারে॥ ১৬৯
অতএব কর ভাই ক্রোধের শমন।
ইহারে বধিলে হবে কি শোকমোচন॥ ১৭০
করহ যেমতে হয় রাম-আগমন।
যাহা হতো সুখী হবে সকলের মন॥ ১৭১
শত্রুঘ্ন এতেক শুনি ভরত-বচন।
ক্রোধ ছাড়ি মন্থরারে করিলা বর্জ্জন॥ ১৭২
ভরত বলেন ভাই কৌশল্যা মাতারে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় অন্তরমাঝারে॥ ১৭৩
কিন্তু তাঁরে দেখাইব কিরূপে বদন।
ইহা ভাবি করিতে না পারিয়ে গমন॥ ১৭৪
কি কথা কহিয়া তাঁরে করিব সান্ত্বন।
এত বলি উচ্চরবে করেন ক্রন্দন॥ ১৭৫
সেই শব্দ শুনিয়া কৌশল্যা মহারাণী।
নিজগৃহে সুমিত্রারে কহিছেন বাণী॥ ১৭৬
সুমিত্রা আইল বুঝি ভরত নন্দন।
অই তার মত শব্দ করিয়ে শ্রবণ॥ ১৭৭
সেহ হয় সুশীল ধার্ম্মিক বিচক্ষণ।
তাহারে দেখিতে মোর উৎকণ্ঠিত মন॥ ১৭৮
সুমিত্রা কহেন তুমি ত্বরা না করিবে।
এখনি ভরত এই স্থানেতে আসিবে॥ ১৭৯
এখানেতে শ্রীভরত শত্রুঘ্ন সহিতে।
প্রস্থান করিলা কৌশল্যারে নিরখিতে॥ ১৮০
দ্বারের আগেতে আসি অতিভীত মন।
প্রবেশ করিতে নাহি পারেন ভবন॥ ১৮১
মহারাণী দূর হৈতে তাঁহারে দেখিয়া।
ভরত আইলি বলি উঠিলা কান্দিয়া॥ ১৮২
ভরত শত্রুঘ্ন তবে হাহাকার করি।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিপরি॥ ১৮৩
কৌশল্যা কোলেতে করি তনয়যুগল।
ক্রন্দন করিতে আরম্ভিলা সুবিহ্বল॥ ১৮৪
শুনিলে ভরত তব জননীর কাজ।
যাহাতে শমনপুরে গেলা মহারাজ॥ ১৮৫
না জানিলুঁ কি দোষ করিল রঘুবর।
যে লাগি কৈকয়ী কৈল তারে বনচর॥ ১৮৬
সকল ভূষণ তার লইল কাড়িয়া।
পরিবারে চীরবস্ত্র দিলেক আনিয়া॥ ১৮৭
বিপিনে পয়াণ যবে কৈল রঘুমণি।
সঙ্গেতে চলিয়া গেল জানকী জননী॥ ১৮৮
সুশীল ধার্ম্মিক ধীর সুমিত্রা-নন্দন।
ভ্রাতৃস্নেহে সেহ সঙ্গে করিলা গমন॥ ১৮৯
রাম-বিরহেতে রাজা পরাণ তেজিল।
কৈকয়ীর মনস্কাম সংপূর্ণ হইল॥ ১৯০
রাজ্য লইবার ইচ্ছা যদি ছিল মনে।
তবে না কহিল কেন মোর রামধনে॥ ১৯১
সেহ বাছা নহে মোর তেমন নন্দন।
চাহিলেই তোরে রাজ্য করিত অর্পণ॥ ১৯২
তাহা না করিয়া কেন দিল বনবাস।
বিনাদোষে আমার করিল সর্ব্বনাশ॥ ১৯৩
তুমিহ পূর্ব্বেতে ছিলে রাম-হিতকারী।
সংপ্রতি কেমন মন জানিতে না পারি॥ ১৯৪
যে হকু নৃপতি তোরে দিয়াছেন রাজ্য।
অতএব রাজা হও তুমি এই ত্যায্য॥ ১৯৫
আমিহ সুমিত্রা-সনে যাইব কানন।
যেখানে আছয়ে মোর শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥ ১৯৬
এত কহি হা রাম হা সীতা হা লক্ষ্মণ।
বলি রাণী মুক্তকণ্ঠে করেন ক্রন্দন॥ ১৯৭
ইহা শুনি শ্রীভরত সভয়-অন্তর।
কহিছেন কৌশল্যারে গদগদস্বর॥ ১৯৮
মাতা না করিয়া মোর দোষ-বিবেচন।
অকারণে কর কেন এতেক নিন্দন॥ ১৯৯

জননী আমিহ রামদাস-অনুদাস।
তাঁর কৃপা-লেশে মাত্র মোর অভিলাষ ॥ ২০০
তাঁহার চরণ বিনে স্বর্গাদি-আনন্দ।
আমি জানি তৃণ হইতেও অতি মন্দ ॥ ২০১
তিঁহ মোর গুরু পিতা বন্ধু ভ্রাতা পতি।
তাঁহার চরণ বিনে মোর নাহি গতি ॥ ২০২
কৈকয়ী করিলা যেই কর্ম্ম ঘোরতর।
কিছুমাত্র তাহা নহে আমার গোচর ॥ ২০৩
যদ্যপি আমার ইথে অনুমতি হয়।
এই সব পাপভাগী হইব নিশ্চয় ॥ ২০৪
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা বৃথামাংসের ভোজন।
গো-ব্রাহ্মণ-অনলেতে পাদ-প্রহারণ ॥ ২০৫
মাতা-পিতা-বৃদ্ধ-বিপ্র-আচার্য্যনিন্দন।
সাক্ষী হয়্যা সভামধ্যে অসত্য-ভাষণ ॥ ২০৬
কন্যার গৃহেতে থাকি উদরপূরণ।
গুরু-মিত্রদোহ গ্রামে অগ্নিসমর্পণ ॥ ২০৭
গুরুপত্নী-মিত্রপত্নী-কন্যাদি গমন।
ব্রহ্মহত্যা চৌর্য্য আর কপিলা-হনন ॥ ২০৮
আর কি বিস্তর জানাইব ও-চরণে।
যত পাপপদ-বাচ্য আছে ত্রিভুবনে ॥ ২০৯
এ সকল পাপভোগ ঘটিবে আমাকে।
এ কর্ম্মে যদ্যপি মোর অনুমতি থাকে ॥ ২১০
এত শুনি কোলে করি কৌশল্যা ভরতে।
সান্ত্বনা করেন তাঁরে যথাযোগ্যমতে ॥ ২১১
হেন ক্রূর দিব্য বাপ তুমি কেন কর।
আমি জানি অতি শুদ্ধ তোমার অন্তর ॥ ২১২
কাতর হয়্যাছি কিন্তু রামের বিরহে।
ক্ষণমাত্র মন মোর স্থির নাহি রহে ॥ ২১৩
অতএব ভ্রমে কি না বলিলুঁ তোমায়।
তুমি বাপ কিছু দুঃখ না কর তাহায় ॥ ২১৪
যেন মোর রামধন তুমিহ তেমন।
চিরজীবী হও কীর্ত্তি-সৌভাগ্য-ভাজন ॥ ২১৫
সংপ্রতি উদ্বেগ ছাড়ি স্থির কর মন।
ভাল মন্দ সব বাপ দৈবের ঘটন ॥ ২১৬
তোমার পিতারে ছিল ব্রাহ্মণের শাপ।
এই লাগি উপস্থিত হল্য এত তাপ ॥ ২১৭
একপক্ষ হইয়াছে তাঁহার মরণ।
তৈলের দ্রোণীতে তনু আছয়ে এক্ষণ ॥ ২১৮
তব অপেক্ষাতে নাহি হয়্যাছে সৎকার।
করহ সংপ্রতি তাহা আছে যে আচার ॥ ২১৯
নৃপতির শোক আর রামের বিরহ।
তেজিয়া ধর্ম্মত প্রজা পালন করহ ॥ ২২০
তাহা হল্যে হইবে নৃপের সুখি মন।
বড় প্রীতি করিবে তোমার রামধন ॥ ২২১
চতুর্দ্দশবর্ষ-পরে শ্রীরাম আসিবে।
চারি ভাই মিলে তবে আনন্দে থাকিবে ॥ ২২২
এইরূপ মহারাণী কহিতে কহিতে।
দিবাকর প্রবেশিলা পশ্চিমগিরিতে ॥ ২২৩
সন্ধ্যা উপস্থিত দেখি ডাকে সারী শুক।
যাহা শুনি দুঃখেতে বিদরি যায় বুক ॥ ২২৪
শিখিয়াছে সদা তারা শুনি লোকমুখে।
অতএব হা রাম হা রাম বলে দুখে ॥ ২২৫
আর বলে কোথা গেলা শ্রীরঘুনন্দন।
কোথা গেলা শ্রীজানকী কোথা শ্রীলক্ষ্মণ ॥ ২২৬
তাহা শুনি ভরত অত্যন্ত দুখিমন।
অবনী-তলেতে পড়ি করেন ক্রন্দন ॥ ২২৭
হেনকালে যাবদীয় দ্বিজ-মন্ত্রিগণ।
ভরতের নিকটেতে কৈলা আগমন * ॥ ২১৮
তাহা দেখি ভরতের বাড়িল সন্তাপ।
ঝরঝর নয়নেতে করেন বিলাপ ॥ ২২৯
হায় হায় কি হইল, বিধি বাদ কি সাধিল,
হেন দুখে আমারে ডারিল।
জননী অত্যন্ত দুষ্ট, দিলেক এতেক কষ্ট,
ত্রিভুবনে অকীর্ত্তি করিল ॥ ২৩০
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে, মোর লাগি রঘুবরে
প্রবেশিতে হইল কানন।
মোর লাগি নরপতি, হয়্যা অতি দুঃখমতি,
চলি গেলা শমন সদন ॥ ২৩১
হায় কোথা রামচন্দ্র, কোথা গেলে কোশলেন্দ্র,
তোঁহা বিনা পুরী নাহি ভায়।
যেন স্বর্ণধরাধর, বিনা চন্দ্র-দিবাকর,
কোনোমতে শোভা নাহি পায় ॥ ২৩২

* এইরূপে রজনী হইলা অবসান।
প্রাতে দ্বিজ মন্ত্রিগণ আইলা সে স্থান ॥

মোর সম ভাগ্যহীন, কদর্য্য অধম দীন,
কেবা আর আছে এ সংসারে।
পিতা পরলোক গেলা, ভ্রাতা দেশান্তরী ভেলা,
জীবন ধরিব কি প্রকারে ॥ ২৩৩
এ সময়ে রঘুবরে, যদি পাই দেখিবারে,
সব দুখ হয় নিবারণ।
হা রাম রহিলে কোথা, না জানিলে মোর ব্যথা,
তোমা বিনে না রহে জীবন ॥ ২৩৪
রাম বিনে স্বর্গসুখ, মোর লাগে মহাদুখ,
ব্রহ্মপদে তুচ্ছ করি মানি।
এহ অতি ক্ষুদ্ররাজ্য, ইথে আছে কিবা কার্য্য,
বিষ্ঠার সমান করি জানি ॥ ২৩৫
সব ছাড়ি বন যাব, তাঁহার নিকটে রব,
সে পদ করিব আরাধন।
অবশ্য করিয়া দয়া, দিবেন চরণচ্ছায়া,
কৃপাময় শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৩৬
ভরতের মুখে শুনি করুণ বচন।
অতিশোকে সব লোক করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৩৭
তাঁহার মনের ভাব জানি সব জন।
সাধুবাদ তাঁহারে করয়ে ঘনঘন ॥ ২৩৮
অধোমুখে শ্রীভরত করেন চিন্তন।
কহিছেন কিছু শ্রীবশিষ্ঠ তপোধন ॥ ২৩৯
ভরত তুমিহ হও জ্ঞানী ধীর-বর।
কি কারণে এত হও শোকেতে কাতর ॥ ২৪০
কাল বলবান্ তারে কে পারে লঙ্ঘিতে।
সকলেই হবে তার অধীন হইতে ॥ ২৪১
অতএব আবশ্যক ভাবী যেই কর্ম্ম।
তাহে এত শোক করি কেন তেজ ধর্ম্ম ॥ ২৪২
পণ্ডিত সুধীর স্থির যেই জন হয়।
আপৎকালেও সেহ ধর্ম্ম না ছাড়য় ॥ ২৪৩
অতএব শোক তেজি স্থির করি মন।
পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কর আচরণ ॥ ২৪৪
তুমি সবাকার নাথ হইলে সংপ্রতি।
সান্ত্বনা করহ সবে হয়্যা স্থির-মতি ॥ ২৪৫
ভরত কহেন কান্দি কান্দি মুনিবরে।
তব বাক্য শুনি প্রভু হৃদয় বিদরে ॥ ২৪৬
গুণসিন্ধু লোকনাথ শ্রীরাম থাকিতে।
মোরে কেন নাথ বলি দুঃখ দাও চিতে ॥ ২৪৭
সংপ্রতি আছেন যেই স্থানে নরপতি।
আমারে লইয়া চল তথা শীঘ্রগতি ॥ ২৪৮
তবে সবে লইয়া ভরতে আগে করি।
প্রস্থান করিলা নৃপতির বরাবরি ॥ ২৪৯
মৃত নৃপে শ্রীভরত করিয়া দর্শন।
হা তাত বলিয়া পড়ি হল্যা অচেতন ॥ ২৫০
কিছুকাল পরে পুন চেতন পাইয়া।
বিলাপ করেন কিছু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ২৫১
উঠ উঠ নরপতি, বাক্যে কর অবগতি,
নিদ্রা তেজি মিলহ নয়ন।
তোমার আদেশ-মতে, শত্রুঘ্নে করিয়া সাথে,
ভরত করিল আগমন ॥ ২৫২
মাতামহ মহীপাল, পুছিলা কুশল-জাল,
আগে কহি আশীষ বচন।
মাতুল কহিলা নতি, আর যত বন্ধু-তথি,
যথাযোগ্য কৈলা সম্ভাষণ ॥ ২৫৩
প্রবাস হইতে যবে, আসিতাম গৃহে তবে,
স্নেহেতে করিতে আলিঙ্গন।
আজ আসি নিকটেতে, কান্দিতেছি দুখি-চিতে
কেন নাহি কর নিরীক্ষণ ॥ ২৫৪
না কর্য়াছি কোনোদোষ, কি কারণে কর রোষ,
ক্ষমা কর ধরিয়ে চরণ।
মাতৃ-দোষে মোর প্রতি, যদি হও ক্রুদ্ধমতি,
শত্রুঘ্নেরে কর সম্ভাষণ ॥ ২৫৫
ধন্য ধন্য রঘুবর, ধর্ম্মনিষ্ঠ গুণাকর,
তব আজ্ঞা যে কৈল পালন।
ধন্য শ্রীজনক-সুতা, ধন্য শ্রীলক্ষ্মণ ভ্রাতা,
রাম সঙ্গে যারা গেলা বন ॥ ২৫৬
অতিভাগ্যহীন আমি, মোর লাগি পিতা তুমি,
পাইলা অনেক দুঃখ মনে।
মোর লাগি প্রাণ ছাড়ি, প্রবেশিলা স্বর্গপুরী,
শ্রীরঘুনন্দন গেলা বনে ॥ ২৫৭
এইরূপে শ্রীভরত করেন ক্রন্দন।
বশিষ্ঠ জাবালি তাঁরে করেন সান্ত্বন ॥ ২৫৮
ভরত অধিক শোক না করিয়ে আর।
করহ সংপ্রতি যেই উচিত আচার ॥ ২৫৯
চিরদিন রাজা করি রাজ্যের পালন।
করিলেন নানামত ধর্ম্ম আচরণ ॥ ২৬০

ইহলোকে যত সুখ সব ভোগ করি।
সম্প্রতি গেলেন তিঁহ ইন্দ্রের নগরী॥ ২৬১
ইহাতে শোকের পাত্র তিঁহ নাহি হন।
বিচারে তো কেহো নহে শোকের ভাজন॥ ২৬২
সংসারের ধর্ম্ম হয় জনন-মরণ।
জন্মিলেই মৃত্যু হয় না হয় বারণ॥ ২৬৩
সেহ মৃত্যু কেবল দেহের মাত্র হয়।
জীবে জন্ম-মৃত্যুর সম্বন্ধ কভু নয়॥ ২৬৪
যেন ছিন্ন তেজি পরি নবীন বসন।
তেন পূর্ব্ব-দেহ ছাড়ি নূত্ন পায় জন॥ ২৬৫
সেহ দেহ অতি তুচ্ছ ক্ষণ-ভঙ্গ তায়।
তাহার বিয়োগে শোক শোভা নাহি পায়॥২৬৬
অতএব ব্যর্থ শোক তভু তাহা করি।
মৃতজন কভু আইসে বাহড়ি॥ ২৬৭
আর শুন বন্ধুজনে যারে করে শোক।
ইথে নষ্ট হয় সে জনার স্বর্গলোক॥ ২৬৮
ভূরিদ্যুম্ন নামে রাজা আছিল পূর্ব্বেতে।
সেহ মরি স্বর্গে গেলা স্বপুণ্য-বলেতে॥ ২৬৯
কিন্তু তার বন্ধুজন বহু শোক কৈল।
তাহে পুণ্য-ক্ষয় হয়্যা স্বর্গভ্রষ্ট হৈল॥ ২৭০
অতএব ক্রন্দন করিয়া অতিশয়।
নাহি কর আপন পিতার পুণ্য-ক্ষয়॥ ২৭১
সে রাজারে মৃত বলি না করিবে জ্ঞান।
তোমাদ্দের মত যার বিশিষ্ট সন্তান॥ ২৭২
এত শুনি মুনিদ্দের মধুর বচন।
শোক ত্যজি ভরত করেন নিবেদন॥ ২৭৩
যে কহিলে আপনারা সব সত্য হয়।
কিন্তু পিতৃ-স্নেহে বড় কাতর হৃদয়॥ ২৭৪
তথাপি করিব পিতৃ-শরীর সংস্কার।
করাহ সেবকজনে দ্রব্য-সমাহার॥ ২৭৫
এইরূপ কথোপকথনে সেই নিশা।
শেষ হল্যা প্রকাশ পাইল সবদিশা॥ ২৭৬
তবে নানাস্তুতিবাক্যে যত বন্দিজন।
ভরতের যশ গান কৈলা আরম্ভণ॥ ২৭৭
তাহা শুনি তা-সবারে করিয়া বারণ।
ভরত কহেন কিছু মধুর বচন॥ ২৭৮
বন্দিগণ আমি নাহি হই নরপতি।
নিরর্থক কেন কর স্তুতি মোর প্রতি॥ ২৭৯
গৃহেতে আসিবা যবে শ্রীরঘুনন্দন।
করিবে তাঁহারে স্তব যত হয় মন॥ ২৮০
পুন যদি মোরে কেহ নরপতি কয়।
প্রাণ না রাখিব তবে করিনু নিশ্চয়॥ ২৮১
এত শুনি ভরতের করুণ বচন।
সাধুবাদ করে সব দ্বিজ মন্ত্রিগণ॥ ২৮২
বশিষ্ঠ বলেন ভরতেরে পুনর্ব্বার।
চলহ করিতে শীঘ্র পিতার সৎকার॥ ২৮৩
হইয়াছে সকল দ্রব্যের আয়োজন।
বিলম্ব উচিত আর নহে একক্ষণ॥ ২৮৪
যে আজ্ঞা বলিয়া তবে লয়্যা বন্ধুগণ।
শিবিকা উপরি নৃপে করাল্যা শয়ন॥ ২৮৫
নানা গীত বাদ্য করি সরযূর তীরে।
লয়্যা গেলা বান্ধব নিকরে ভূপতিরে॥ ২৮৬
সগোত্র কুটুম্ব আর যত রাণীগণ।
সকলেতে সঙ্গে কান্দি করিলা গমন॥ ২৮৭
বিধিমতে করি তবে দাহ সন্তর্পণ।
ফিরিয়া আইলা ঘরে করিয়া ক্রন্দন॥ ২৮৮
তার পর অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবসে।
যথাবিধি ক্রিয়া কৈলা বেদাচার-বশে॥ ২৮৯
বহু দান কৈল্যা বিষ্ণুপ্রীতির কারণ।
ভূমি পীঠ জল বস্ত্র প্রদীপ ওদন॥ ২৯০
তাম্বুল উত্তম ছত্র গন্ধ মাল্য ফল।
শয়ন পাদুকা গাবী কাঞ্চন নির্ম্মল॥ ২৯১
রূপ্য এই ষোলদান করি সমর্পণ।
আর দিলা বহুগ্রাম ভূষণ রতন॥ ২৯২
কত শত করী তরী যান বাজিগণ।
অন্নকূট তিলগিরি বিচিত্র ভবন॥ ২৯৩
দাস দাসী কন্যা আর সুরভী বৃষভ।
কত দান কৈলা তার গণনা দুর্লভ॥ ২৯৪
দক্ষিণা দিলেন আচার্য্যাদি বিপ্রগণে।
তুষ্ট হয়্যা গেলা সবে স্বস্ব-নিকেতনে॥ ২৯৫
তারপর নানা দ্রব্য করি আয়োজন।
করাইলা লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন॥ ২৯৬
ঘটক পাঠক ভাট আদি যত জন।
তাসবারে ধন দিয়া কৈলা সন্তোষণ॥ ২৯৭
এইরূপে ভাণ্ডারে যতেক ধন ছিল।
যাচকজনেতে প্রভু সব সমর্পিল॥ ২৯৮

আর যে সকল ছিল উচিত করণ।
তাহা করি প্রভু হল্যা কিছু স্থিরমন ॥ ২৯৯
কিন্তু সদা রামের বিরহ মনে জাগে।
অতএব কিছু তাঁরে ভাল নাহি লাগে ॥ ৩০০
ক্ষণমাত্র নিদ্রা তাঁর না হয় নয়নে।
আসন ভোজন পান কিছু নাহি মনে ॥ ৩০১
রামচন্দ্রে ফিরাইয়া আনিব কি করি।
এইমাত্র সর্ব্বদা ভাবেন ধ্যান করি ॥ ৩০২
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রাম-রসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩০৩

ইতি শ্রীরামরসায়নে অযোধ্যাকাণ্ড-লীলা-
বর্ণনে-দশরথ-সৎকারো নাম
সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভরতের রামসমীপে গমন।

উল্লঙ্ঘ্য জননীবাক্যং ত্যক্ত্বা রাজ্যমুপস্থিতম্
যোহগচ্ছদ্রামমানেতুং সোহস্মান্ শ্রীভরতোহবতু

পরদিন প্রভাতে বশিষ্ঠ তপোধন।
সভাতে আইলা সঙ্গে মন্ত্রি-প্রজাগণ ॥ ২
ভরতে আনিয়া সেই সভার ভিতরে।
সময়-উচিত কথা কহেন সাদরে ॥ ৩
রাজপুত্র সুস্থির করিয়া নিজ মন।
কর মো-সবার কিছু বচন শ্রবণ ॥ ৪
রাজা স্বর্গে গেলা গেলা শ্রীরাম দণ্ডক।
হইয়াছে তোমাদের রাজ্য অরাজক ॥ ৫
যদ্যপি রাজ্যেতে নাহি থাকে নরপতি।
প্রজাদের হয় তবে অনেক দুর্গতি ॥ ৬
ইন্দ্র নাহি করে কালে সলিল বর্ষণ।
স্ত্রী পুত্র না মানে স্বামি-পিতার বচন ॥ ৭
গুরুর শাসন শিষ্য না করে গ্রহণ।
নিজ নিজ ধর্ম্মত্যাগ করে সব জন ॥ ৮
কৃষকেতে কৃষিকর্ম্ম করিতে না পারে।
পণিক না পারে দেশান্তরে যাইবারে ॥ ৯
বলবান্ দুঃখ দেয় বলহীন নরে।
চৌরেতে প্রজার ধন অসাধ্বসে হরে ॥ ১০
আর কিবা জানাইব অধিক দুর্গতি।
নারী নিজ স্বামী তেজি ভজে উপপতি ॥ ১১
বিপক্ষ লোকেতে আসি রাজ্য লয় হরি।
কিম্বা দুষ্ট মন্ত্রী বসে সিংহাসনোপরি ॥ ১২
এইরূপে অবিলম্বে রাজ্য নষ্ট হয়।
কর্ণধারহীন তরি যেন নাহি বয় ॥ ১৩
অতএব উপদ্রব না হয় যাবৎ।
একজন রাজা হবে রাজ্যেতে তাবৎ ॥ ১৪
তাহে তব জনক কৈকয়ী-প্রার্থনায়।
রাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন তোমায় ॥ ১৫
শ্রীরামের আছয়ে তাহাতে অনুমতি।
অতএব তুমি হও এ রাজ্যে নৃপতি ॥ ১৬
অভিষেকদ্রব্য সব আছে উপস্থিত।
অতএব শীঘ্র রাজা হইতে উচিত ॥ ১৭
মুনির মুখেতে শুনি এতেক বচন।
কৃতাঞ্জলি ভরত করেন নিবেদন ॥ ১৮
মহাশয় ধর্ম্মশিক্ষা-কারক আপুনি।
তব মুখে অনুচিত কথা কেন শুনি ॥ ১৯
ইক্ষ্বাকু-বংশের আছে প্রসিদ্ধ আচার।
জ্যেষ্ঠপুত্র পায় রাজ্যপদে অধিকার ॥ ২০ *
অতএব নৃপতি হবেন রঘুবর।
মোরা সব তাঁর আজ্ঞা-বাহক কিঙ্কর ॥ ২১
এ রাজ্য উচিত কভু না হয় আমার।
শূদ্রের না রয় যেন বেদে অধিকার ॥ ২২
আর শুন দশরথ-তনয় হইয়া।
কিরূপে হইব রাজা অধর্ম্ম করিয়া ॥ ২৩
এ লাগিয়া বনে গিয়া রামে ফিরাইব।
সিংহাসন-উপরি আনিয়া বসাইব ॥ ২৪
জনকের বচন পালন করিবারে।
আপনি রহিব সেই কানন-মাঝারে ॥ ২৫
মোর বনবাসে তাঁর সিদ্ধ হবে ধর্ম্ম।
স্বামী ফল পায় ভৃত্য করে যেই কর্ম্ম ॥ ২৬

* প্রসিদ্ধ আচার আছে ইক্ষ্বাকুসন্তানে *
রাজার প্রথম পুত্র বসে সিংহাসনে ॥

যদি না ফিরাত্যে পারি বিবিধ যতনে।
তবে অভিষেচন করিব সেই বনে॥ ২৭
তাহাতেও যদি না করেন অনুমতি।
তবে তাঁর নিকটেতে করিব বসতি॥ ২৮
ফল মূল পুষ্প জল করি আহরণ।
করিব সর্ব্বদা তাঁর চরণ-সেবন॥ ২৯
যে কোনোপ্রকারে তাঁর সন্তোষ করিব।
কৈকয়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হত্যে নাহি দিব॥ ৩০
অযোধ্যাতে রহিতে নারিব রাম বিনে।
এ লাগি নিশ্চয় কৈলুঁ যাইব বিপিনে॥ ৩১
আপুনি যাইবে আগে দ্বিজগণ সনে।
পশ্চাৎ যাইব মোরা ভাই দুইজনে॥ ৩২
কৈকয়ী-বর্জ্জিত মোর যত মাতৃগণ।
সুমন্ত্র সারথি আর যার হবে মন॥ ৩৩
এইত কহিলুঁ আমি আপন আশয়।
আজ্ঞা কর তোমাদের যেই ইষ্ট হয়॥ ৩৪
এ সকল কথা শুনি ভরতের মুখে।
নিমগ্ন হইল লোক সব মহাসুখে॥ ৩৫
নেত্রে অশ্রু স্বেদজল ঝরে কলেবরে।
পুলকিত হয়্যা সবে সাধুবাদ করে॥ ৩৬
শ্রীবশিষ্ঠ মহামুনি দ্বিজগণ সনে।
কহিছেন ভরতেরে আনন্দিত-মনে॥ ৩৭
সাধু সাধু চিরজীবী হও বাপধন।
অমৃতের ধারা যেন তোমার বচন॥ ৩৮
দশরথ রাজা হতে যাহার জনন।
তাহাতে আশ্চর্য্য নহে এমত কথন॥ ৩৯
এমত ধর্ম্মিষ্ঠ রাম বিনে নাহি অন্য।
তোমার সম্বন্ধে সব লোক হল্য ধন্য॥ ৪০
তোমার চরিত্রে তুষ্ট হইবা নৃপতি।
তোমার গুণেতে উলসিত ত্রিজগতী॥ ৪১
তোমার উচিত বটে অভিপ্রায় হেন।
হেন না হইলে রাম-ভ্রাতা হবে কেন॥ ৪২
রামে ফিরাইতে যাবে শুনি এ বচন।
পুরবাসী লোক সব হল্য সজীবন॥ ৪৩
বিলম্বেতে প্রয়োজন নাহিক ইহাতে।
যাইব সকলে মিলি কালি পরভাতে॥ ৪৪
এই পরামর্শ করি সকলে নিশ্চয়।
সুখিত হইয়া গেলা নিজ নিজালয়॥ ৪৫
ভরত দেয়াল্যা তবে ঘোষণা নগরে।
চল সবে প্রভাতে আনিতে রঘুবরে॥ ৪৬
তাহা শুনি নগরের লোক সুখি-মন।
যাইবার লাগি সবে করে আয়োজন॥ ৪৭
কতক্ষণে রজনী হইবে অবসান।
এইমাত্র মনে মনে সবে করে ধ্যান॥ ৪৮
হেনমতে সবে আছে আনন্দিত-মন।
এই স্থানে এক কথা করহ-শ্রবণ॥ ৪৯
যে অবধি স্বর্গে গিয়াছেন সরস্বতী।
সেই অবধি কৈকয়ীর স্থির নহে মতি॥ ৫০
নিদ্রা গেলে লোকে যেন হয় সচেতন।
হেনই হয়্যাছে সেই কৈকয়ীর মন॥ ৫১
তাঁর বুদ্ধি কুব্জাসঙ্গে দুষ্ট হয়্যাছিল।
ভরত-আলাপে পূর্ব্বমত উপজিল॥ ৫২
তেজিয়া আসন পান ভোজন শয়ন।
নিরন্তর মনে এই করয়ে চিন্তন॥ ৫৩
হায় হায় কি হইল অনর্থ ঘটন।
কেন হেন কদর্য্য হইল মোর মন॥ ৫৪
পূর্ব্বেতো রামের প্রতি অতি স্নিগ্ধ ছিল।
বুঝি কেহ তন্ত্র-মন্ত্রে এমত করিল॥ ৫৫
কাকু করি নরপতি কতেক সাধিল।
সে সকল কিছু মোর কর্ণে না পশিল॥ ৫৬
সে হেন রাজাধিরাজ ধরিল চরণে।
ধিক্ মোরে তবু না চাহিল স্নিগ্ধমনে॥ ৫৭
রাম মোর মাতৃভক্ত সদ্‌গুণ-ভাণ্ডার।
দয়া না হইল কেন মুখ চাহি তার॥ ৫৮
আগেতে জিজ্ঞাসা না করিয়া যনন্দনে।
কেন কৈলুঁ হেন কাজ কুব্জার মন্ত্রণে॥ ৫৯
স্বামীর বিনাশ হল্য ত্রিলোকে অযশ।
হেন কর্ম্মে কেন মোর হইল সাহস॥ ৬০
কি করিব সংপ্রতি যাইব কোথাকারে।
কেবা আনি দিবে ঘরে শ্রীরাম বাছারে॥ ৬১
তারে না দেখিয়া প্রাণ স্থির নাহি হয়।
দগ্ধ হইতেছে কেন সর্ব্বদা হৃদয়॥ ৬২
আপুনি যাইয়া তারে আনিব বাটীতে।
আর কেহ না পারিবে তারে ফিরাইতে॥ ৬৩
সেহ রাম বড় ভক্তি করে মোর প্রতি।
কোনোমতে লঙ্ঘিবে না আমার ভারতী॥ ৬৪

যদি কেহ নিতান্ত না যায় মোর সনে।
যোগিনীর বেশ ধরি যাইব কাননে ॥ ৬৫
এইরূপ করিছেন কৈকয়ী ভাবনা।
হেনকালে শুনিলেন নগরে ঘোষণা ॥ ৬৬
জিজ্ঞাসা করিলা তবে আপন ভৃত্যারে।
কিসের ঘোষণা শুনি নগরমাঝারে ॥ ৬৭
দাসী কহে কালি ফিরাইতে রঘুবরে।
ভরত যাইবে নিজে কানন-ভিতরে ॥ ৬৮
এই লাগি ঘোষণা দিতেছে নগরেতে।
যার ইচ্ছা হবে সেই যাইবে সঙ্গেতে ॥ ৬৯
কৈকয়ী কহেন তাঁরে আনন্দিত হিয়া।
বড় সুখ দিলি মোরে এই বার্ত্তা দিয়া ॥ ৭০
কর কর যাইবার সকল সাজন।
আমিহ করিব রামে আনিতে গমন ॥ ৭১
দাসী ভণে শুনিলাম রাণী যে বচন।
বুঝি না হইতে পারে তোমার গমন ॥ ৭২
ভরত কহিলা যার ইচ্ছা সেই যাবে।
কেবল আমার মাতা যাইতে না পাবে ॥ ৭৩
এত শুনি নিশ্বাস তেজিয়া ঘনেঘন।
কৈকয়ী করেন মনে মনেতে চিন্তন ॥ ৭৪
হায় তবে কি হইবে যাইব কিমতে।
কোন্‌জন সান্ত্বনা করিবে বা ভরতে ॥ ৭৫
নিশ্চয় করিলুঁ মনে করিয়া বিচার।
রাম-মাতা বিনা ইথে গতি নাহি আর ॥ ৭৬
তিঁহ বড় কৃপাময়ী সুকোমল-হিয়া।
মানাতে পারিব তাঁর চরণে ধরিয়া ॥ ৭৭
এত ভাবি ভয়েতে কম্পিতকলেবর।
ধীরি ধীরি চলিলা শ্রীকৌশল্যার ঘর ॥ ৭৮
কৈকয়ীরে দূর হৈতে কৌশল্যা দেখিয়া।
আদরে ডাকিলা আস্থ ভগিনি বলিয়া ॥* ৭৯
কেমন সারল্য তাঁর কিবা সে বিনয়।
এ দোষেও মর্য্যাদা করিলা অতিশয় ॥ ৮০
কৈকয়ী চরণে পড়ি করেন ক্রন্দন।
রাখহ ভগিনি মোরে লইলুঁ শরণ ॥ ৮১

* মহারাণী দূর হৈতে দেখি কৈকয়ীরে।
আস্থ আস্থ বলিয়া ডাকিলা সমাদরে ॥

করিয়াছি যেমত কুকর্ম্ম আচরণ।
তাহা সহিবারে নাহি পারে কোনোজন ॥ ৮২
কিন্তু জানি তুমিহ নিতান্ত কৃপাবশ।
এই লাগি আসিয়াছি করিয়া সাহস ॥ ৮৩
শুনিলাম কালি রামধনে ফিরাইতে।
ভরত যাইবে সবে লয়্যা অটবীতে ॥ ৮৪
তাহে কিছু বাসনা করিয়ে আমি চিতে।
লজ্জা লাগি কিন্তু তাহা নারি উগারিতে ॥ ৮৫
হইয়াছে অতিশয় অকার্য্যকরণ।
কি কহিব মুখে নাহি নিঃসরে বচন ॥ ৮৬
এত শুনি কৈকয়ীরে উঠাইয়া রাণী।
সান্ত্বনা করিয়া কহিছেন মৃদু বাণী ॥ ৮৭
ভগিনি হইয়াগেছে এই যে করণ।
নাহি হয় দৈব বিনে ইহার ঘটন ॥ ৮৮
ভরত-অধিক স্নেহ রামেতে তোমার।
দৈব বিনে হেন কর্ম্ম ঘটে কি প্রকার ॥ ৮৯
নৃপে বিপ্রশাপ এক কারণ ইহায়।
দ্বিতীয় ব্রাহ্মণশাপ আছয়ে তোমায় ॥ ৯০
রঘু কহে রাণী এহ অন্যায় কথন।
পশ্চাৎ জানিবে ইথে অনেক কারণ ॥ ৯১
রাণী ভণে এ সকল দৈব লঙ্ঘিবারে।
কার শক্তি হয় এই সংসার-মাঝারে ॥ ৯২
অতএব সংপ্রতি সুস্থির করি মন।
রামের কুশল সদা করহ প্রার্থন ॥ ৯৩
সংপ্রতি কি কহিবারে করিয়াছ মন।
কহ কহ তাহা এত ভয় কিকারণ ॥ ৯৪
কৌশল্যার বাক্যে সুখী ভরত-জননী।
প্রথম বৃষ্টিতে যেন শীতল ধরণী ॥ ৯৫
কহিছেন শুন আমি শুনি সে ঘোষণা।
করিয়াছি সঙ্গে যাব বলিয়া বাসনা ॥ ৯৬
রামধনে না দেখিয়া স্থির নহে মন।
অবিরত হৃদয়ে জাগয়ে সে বদন ॥ ৯৭
সে হেন মধুর বাণী শুনিতে না পাই।
প্রাণ মোর নিরবধি কান্দে ভাবি তাই ॥ ৯৮
ভরত আপন পুত্র নিকটে আছয়ে।
তথাপি রামের শোকে বুক বিদরয়ে ॥ ৯৯
যাইবার কালে কহিয়াছি যে কু-কথা।
সে সকল মনে পড়ি বড় পাই ব্যথা ॥ ১০০

যদি পারি রামে কোনোমতে ফিরাইতে।
সব দুখ তবে পারি অক্লেশে তরিতে॥ ১০১
যদ্যপি নিতান্ত রাম না আইসে ঘরে।
রহিব তাহার কাছে কানন-ভিতরে॥ ১০২
রাম বিনে ঘর মোরে লাগে যেন বন।
ভরতের তর্জ্জনেতে তাহে ভীত মন॥ ১০৩
অতএব ইচ্ছা করি যাইব কানন।
কিন্তু শুনি করিয়াছে ভরত বারণ॥ ১০৪
তুমি অনুকূল হয়্যা ভরতেরে কহি।
যদি সঙ্গে লয়্যা যাও তবে প্রাণে রহি॥ ১০৫
অন্যথা গরল খাই তেজিব জীবন।
করহ আপনি যেই হয় বিবেচন॥ ১০৬
কৈকয়ীর কাকু-কথা করিয়া শ্রবণ।
করুণাতে আর্দ্র হল্য কৌশল্যার মন॥ ১০৭
এমত আশ্চর্য্য চর্য্যা যদি না থাকিবে।
শ্রীরামের মাতা তবে কেমনে হইবে॥ ১০৮
আশ্বাসিয়া তাঁরে ভরতেরে আনাইলা।
তিঁহ শ্রীবশিষ্ঠ মুনি সহিত আইলা॥ ১০৯
মুনিরে আসন দিয়া করিয়া প্রণতি।
ভরতে কহেন মহারাণী শুদ্ধমতি॥ ১১০
বাপধন দিব আমি তোরে এক ভার।
করিতে হইবে তোহে তাহা অঙ্গীকার॥ ১১১
নারীর বাল্যেতে পিতা করয়ে রক্ষণ।
যৌবনেতে স্বামী বৃদ্ধ-বয়সে নন্দন॥ ১১২
অতএব তোমাদিগে আমা-সবাকার।
এক্ষণে লইতে হল্য পালনের ভার॥ ১১৩
তাহে নারী স্বভাবেতে বহুদোষাশ্রয়।
ইহার অনেক দোষ সহিবারে হয়॥ ১১৪
এক কর্ম্ম করিয়াছে তোমার জননী।
সে কেবল বিধিবশ করি আমি গণি॥ ১১৫
কোথা হেন স্নেহ কোথা তেন দুর্ব্বচন।
দুর্দ্দৈব বিহনে ইহা হয় কি ঘটন॥ ১১৬
তুমি হও বৃদ্ধসেবী শাস্ত্রেতে কুশল।
তোমারে কি জানাইব আমি এ সকল॥ ১১৭
কৈকয়ীরে হয়্যাছিল পূর্ব্বে বিপ্র-শাপ।
এই লাগি পাইলেক এত মনস্তাপ॥ ১১৮
সংপ্রতি নিমগ্ন হয়্যা শোক-জলধিতে।
ইচ্ছা করে রামধনে দেখিতে যাইতে॥ ১১৯
কিন্তু তব ডরে নাহি পারে উগারিতে।
তুমি বাপধন অনুমতি কর ইথে॥ ১২০
যদ্যপি কহিতে নাহি হয় পুনর্ব্বার।
তবে সে জানিব হবে জনক আমার॥ ১২১
এত শুনি শ্রীভরত কৌশল্যা-বচন।
ধরণী লেখেন নখে বিনম্র-বদন॥ ১২২
ক্ষণেক পরেতে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কহিছেন বশিষ্ঠেরে কাতর হইয়া॥ ১২৩
শুনিলেন মহাশয় মাতার আজ্ঞায়।
আগে ইহা জানিলে না আসিতুঁ এথায়॥ ১২৪
কৈকয়ীরে সঙ্গে করি অযোগ্য গমন।
শয়ন-গৃহেতে যেন ভুজঙ্গ-রক্ষণ॥ ১২৫
ইহার মনের কথা কিছু নাহি জানি।
পুনর্ব্বার কি দুর্দ্দৈব ঘটাইবে আনি॥ ১২৬
ইহারে সঙ্গেতে করি যদি যাই বনে।
রঘুবর তবে কিবা করিবেন মনে॥ ১২৭
লঙ্ঘিতেও নাহি পারি জননী-বচন।
কর্ত্তব্য যে হয় তাহা কর আজ্ঞাপন॥ ১২৮
বশিষ্ঠ বলেন যে কহিলা মহারাণী।
আমিহও ইহাই কর্ত্তব্য করি মানি॥ ১২৯
আমি ভালমতে জানি কৈকয়ীর মন।
দৈবমাত্রে হইয়াছে এই বিঘটন॥ ১৩০
আর শুন যাইতেছ যে করি মনেতে।
এহ না যাইলে তাহা হবে কিরূপেতে॥ ১৩১
কৈকয়ীর বাক্য বিনে ধাম-আগমনে।
কভু নাহি সম্ভাবনা হয় মোর মনে॥ ১৩২
অতএব ইঁহার গমন যোগ্য হয়।
অনুমতি কর তুমি তেজিয়া সংশয়॥ ১৩৩
মুনি-বাণী শুনিয়া ভরত মহাশয়।
অনুমতি দিয়া গেলা আপন আলয়॥ ১৩৪
ক্ষণকালমাত্র নিদ্রা নাহিক নয়নে।
ভাবিছেন প্রভাত হইবে কতক্ষণে॥ ১৩৫
তবে সুপ্রভাত জানি, নগরে হইল ধ্বনি,
সাজ সাজ রাম দেখিবারে।
সেই শব্দ শুনে যেই, আনন্দিতমনে সেই,
ধাই আস্তে নৃপতির দ্বারে॥ ১৩৬
বশিষ্ঠ জাবালি আদি, যত মুনি তত্ত্ববাদী,
সঙ্গে করি লয়্যা বিপ্রগণ।

রাম দেখিবার মনে, চড়ি দিব্য বৃষযানে,
সর্ব্ব-আগে করিলা গমন ॥ ১৩৭ *
শ্বেত-অশ্ব-সুশোভিত, রথে চড়ি স্বর্ণখচিত,
ভরত-শত্রুঘ্ন নিঃসরিলা।
কৌশল্যা কেকয়সুতা, সুমিত্রাদি যত মাতা,
তাঁরা নানাযানেতে চলিলা ॥ ১৩৮ †
যাবদীয় মন্ত্রিগণ, রথে করি আরোহণ,
কেহ গজে ঘোটকে চড়িয়া।
কেহ কেহ যায় আগে, কেহ বা পশ্চাৎভাগে,
সর্ব্বকার্য্যে তৎপর হইয়া ॥ ১৩৯
অযুত চলিল হাথী, তার ছয়গুণ রথী,
একলক্ষ মনোহর হয়।
উষ্ট্র খর বৃষ কত, পদাতি চলিলা যত,
তাহার গণনা নাহি হয় ॥ ১৪০
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্য শূদ্র সবজন,
কুম্ভকার স্বর্ণকার মালী।
তন্তুবায় রঙ্গকার, বৈদ্য দাস সূত্রধার,
তাম্বুলিক মোদক কপালী ॥ ১৪১
কাংস্যকার কাচকর, রজক ভুজঙ্গধর,
সূত নট গোপাল গণক।
মদ্যকর চর্ম্মকার, বাজীকর কর্ণধার,
তৈলিক বণিক্ অসংখ্যক ॥ ১৪২
শ্রীরঘুনন্দন কয়, গ্রন্থের বাহুল্য হয়,
আর সব বিস্তর বর্ণনে।
অত্যন্ত বালক বৃদ্ধ, রোগী অন্ধ পঙ্গু বদ্ধ,
এই মাত্র রহিলা ভবনে ॥ ১৪৩
তবে সেই সব সেনা দিন অবসানে।
উপস্থিত হৈলা গিয়া গঙ্গা-সন্নিধানে ॥ ১৪৪
সেই স্থানে ভরতের আজ্ঞা অনুসারে।
বিশ্রাম করিলা সব সৈন্য স্বেচ্ছাচারে ॥ ১৪৫

তাহা দেখি গুহক নিষাদ-অধিপতি।
কহিছেন ডাকিয়া সকল বন্ধু প্রতি ॥ ১৪৬
দেখ দেখ কার সৈন্য সুরধুনী-ধারে।
পরিমাণ নাহি হয় কোনই প্রকারে ॥ ১৪৭
রঘুবংশ সেনা এই হইল নিশ্চয়।
কাঞ্চনবৃক্ষের মত ধ্বজ রথে রয় ॥ ১৪৮
করিবে মৃগয়া কিম্বা ধরিবে কুঞ্জর।
আগমন-কারণ না হয় সুগোচর ॥ ১৪৯
বুঝিলাম ভরত বসিয়া সিংহাসনে।
আসিয়াছে রামেরে বধিব করি মনে ॥ ১৫০
রাজ্যলক্ষ্মী হেনই প্রভাব কিছু ধরে।
বধ করাইতে পারে পিতারে সোদরে ॥ ১৫১
যদ্যপি নিশ্চয় হয় সেই দুরাশয়।
তবে গঙ্গাপার হত্যে দিতে যোগ্য নয় ॥ ১৫২
রাম মোর সখা প্রাণাধিক প্রিয় হয়।
তার বিঘ্ন আমার জীবনে নাহি সয় ॥ ১৫৩
যাবদীয় যোদ্ধা আছে আমার নিকটে।
সকলে সাজিয়া রহ সুরধুনী-তটে ॥ ১৫৪
পঞ্চশত নৌকা মোর আছয়ে গঙ্গাতে।
শতেক ধনুর্দ্ধারী রহ একেক নৌকাতে ॥ ১৫৫ *
যদি দুষ্ট ইচ্ছা করি হত্যে চায় পার।
সংগ্রাম করিয়া সবে করিব সংহার ॥ ১৫৬
কিন্তু সব লোক তারে ধর্ম্মশীল কহে।
অতএব হঠাৎ বিবাদ যোগ্য নহে ॥ ১৫৭
যাইয়া তাহার পাশে বুঝি তার মন।
করিব পরেতে যেই উচিত করণ ॥ ১৫৮
এত কহি নানাভেট-সামগ্রী লইয়া।
চলিল গুহক সৈন্য সঙ্গেতে করিয়া ॥ ১৫৯
সুমন্ত্রের সহিত করিয়া সম্ভাষণ।
কহিলা ভরতে কহ মোর আগমন ॥ ১৬০
এত শুনি মন্ত্রী গিয়া ভরতনিকটে।
কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহারে কিছু রটে ॥ ১৬১
গুহক রামের সখা চণ্ডালাধিপতি।
তোঁহে সম্ভাষিতে করিয়াছেন আগতি ॥ ১৬২

* তথাচ—
"সমাহিতা বেদবিদো ব্রাহ্মণাঃ ব্রতসম্মতাঃ।
গোরথৈর্ভরতং যান্তমনুজগ্মুঃ সহস্রশ" ইতি ॥
† তথাচ—
"কৈকয়ী চ সুমিত্রা চ কৌশল্যা চ যশস্বিনী।
রামানয়নসংহৃষ্টা যযুর্যানেঃ প্রভাস্বরৈঃ ॥"

* নৈষাং তানাঞ্চ পঞ্চানামেকৈকস্যাং শতং শতম্
সন্নদ্ধানাং শতং যূনাং তিষ্ঠন্ত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ ॥

রামের বৃত্তান্ত তিঁহ জানেন সমস্ত।
অতএব তাঁর সম্ভাষণ সুপ্রশস্ত॥ ১৬৩
এত শুনি ভরত করিলা আজ্ঞাপন।
যাও যাও শীঘ্র তাঁরে কর আনায়ন॥ ১৬৪
সুমন্ত্র যাইয়া তবে সানন্দ-অন্তরে।
গুহকেরে আনিলেন ভরতগোচরে॥ ১৬৫
প্রণাম করিলা গুহ ভরত-সুন্দরে।
তাহা দেখি কহিছেন প্রভু সমাদরে॥ ১৬৬
একি একি কর তুমি মোরে পরণাম।
তব সঙ্গে সখ্য-ভাব করাছেন রাম॥ ১৬৭
তুমি পূর্ণ হয়্যাছ তাঁহার প্রেমরসে;
কৃতার্থ হইব আমি তোমার পরশে॥ ১৬৮
এত কহি গা তুলিয়া করি আলিঙ্গন।
বসিবারে দেয়াইলা অপূর্ব্ব আসন॥ ১৬৯
বসিয়া গুহক তাঁরে করে নিবেদন।
কহ কিকারণে তব এথা আগমন॥ ১৭০
যদি আসিয়াছ এথা করি অনুগ্রহ।
চল তবে মোর গৃহে পবিত্র করহ॥ ১৭১
সহ সৈন্য আতিথেয় করিতে তোমার।
বড় অভিলাষ হয় অন্তরে আমার॥ ১৭২
এত শুনি গুহকে কহেন শ্রীভরত।
তুমি বন্ধু তাহে এবচন যোগ্যমত॥ ১৭৩
যেন মোর অযোধ্যা তেমন এ আলয়।
ইহাতে থাকিতে কহিবারে নাহি হয়॥ ১৭৪
কিন্তু রামে ভেটিতে চঞ্চল বড় মন।
একারণে আতিথ্য না হইল এক্ষণ॥ ১৭৫
কহ কোন্ পথে ভরদ্বাজাশ্রমে যাব।
কোন্ স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের দেখা পাব॥ ১৭৬
বড়ই দুর্গম হয় কাননের পথ।
কিরূপে যাইব ইথে হয় গজ রথ॥ ১৭৭
গুহক বলেন কিছু না করিবে ভয়।
সঙ্গে দিব পথিজ্ঞ অনেক ধনুর্দ্ধর॥ ১৭৮
আমিহ যাইব সঙ্গে যত দূর যাবে।
দিব্য পথে লয়্যা যাব দুখ নাহি পাবে॥ ১৭৯
কিন্তু এক কথা আমি পুছিব তোমায়।
না হইবে তুমি কিছু দুঃখিত ইহায়॥ ১৮০
যদ্যপি তোমার চর্য্যা দেখিনু নির্ম্মল।
তথাপি আমার মন হয়েছে বিকল॥ ১৮১
ভাল বটে যাইতেছ রাম-বরাবরে।
কিন্তু কোন দুষ্টভাব নহেত অন্তরে॥ ১৮২
অতিশয় সেনার সজ্জট্ট নিরখিয়া।
সংশয় সাগরে মগ্ন হয় মোর হিয়া॥ ১৮৩
তাহা শুনি ভরত কর্ণেতে দিয়া পাণি।
রাম রাম বলি গুহে কহেন এ বাণী॥ ১৮৪
নিষাদ-ভূপাল তুমি যে কর সংশয়।
মন্দভাগ্য মোহে তাহা সম্ভাবিত হয়॥ ১৮৫
কৈকয়ীর গর্ভেতে আমার উতপত্তি।
মোর লাগি বনে গিয়াছেন রঘুপতি॥ ১৮৬
কিন্তু হেনদিন যেন মোর নাহি হয়।
যে দিনেতে রামে দুষ্ট হইবে হৃদয়॥ ১৮৭
তিঁহ মোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হন পিতৃসম।
তাঁহারে আনিতে মোর জান এই শ্রম॥ ১৮৮
তিঁহ বিনে অযোধ্যা হয়্যাছে অন্ধকার।
তাঁর লাগি সব জন করে হাহাকার॥ ১৮৯
অতএব ফিরাইয়া আনিব তাঁহারে।
সিংহাসনে বসাইয়া তুষিব সংসারে॥ ১৯০
শঙ্কা না করিবে তুমি অন্য দুরাশয়।
সত্য করি কহিতেছি আমিহ নিশ্চয়॥ ১৯১
ভরতের বাক্য শুনি প্রফুল্ল-বদন।
পুলকিত হয়্যা গুহ করে নিবেদন॥ ১৯২
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি হও মহাশয়।
ইক্ষাকু-বংশের এই বাক্য যোগ্য হয়॥ ১৯৩
শুনিয়াছি তোমার যেমত গুণগণ।
তাহার উচিত হয় এই আচরণ॥ ১৯৪
ধন্য মোর মিতা তার বলিহারি যাই।
গুণবান্ সুশীল তুমিহ যার ভাই॥ ১৯৫
ত্রিভুবনে যোগ্য নাই তব উপমায়।
তোমার তুলনা হয় কেবল তোমায়॥ ১৯৬
দেখ উপস্থিত রাজ্য পরিত্যাগ করে।
হেনলোক নাহি দেখি জগৎভিতরে॥ ১৯৭
রাজ্য লাগি বধে লোক পিতার জীবন।
সে রাজ্য না লয় হেন আছে কোন্ জন॥ ১৯৮
উদ্যত হয়্যাছ তুমি যে কর্ম্ম করিতে।
এ যশ অনেক কাল রবে ত্রিলোকীতে॥ ১৯৯
এত শুনি গুহকের মধুর বচন।
ভরত করেন কিছু তাঁরে জিজ্ঞাসন॥ ২০০

শুনিয়াছি এইস্থানে রঘুকুল-মণি।
নিবাস করিয়াছিলা দ্বিতীয় রজনী ॥ ২০১
কোন্ স্থানে ছিলা কিবা করিলা ভোজন।
কোথা বা জানকী সনে করিলা শয়ন ॥ ২০২
আর বা কি কর্ম্ম এথা কৈলা আচরণ।
কিরূপেতে ছিলা মোর প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ ২০৩
সংপ্রতি বা তাঁহারা আছেন কোন্ দেশে।
কহ কহ এই সব কথা সবিশেষে ॥ ২০৪
গুহক বলেন শুন শুন মহামতি।
অপরাহ্ণ কালে এথা আলা রঘুপতি ॥ ২০৫
ভক্তিভাবে স্নান-করি জাহ্নবীর জলে।
বসিছিলা অই জীবপুত্র বৃক্ষতলে ॥ ২০৬
তাহা শুনি আমি লয়্যা সামগ্রী বিস্তর।
সম্ভাষিতে আইলাম সাদর-অন্তর ॥ ২০৭
অনেক যতন কৈলুঁ ভবনে যাইতে।
তাহে অনুমতি নাহি দিলা ধর্ম্ম-ভীতে ॥ ২০৮
আনিয়াছিলাম নানাভক্ষ্য উপহার।
কিছুমাত্র তাহা নাহি করিলা স্বীকার ॥ ২০৯
লক্ষ্মণ আনিয়া দিলা সুরধুনী-জল।
আহার করিলা মিতা তাহাই কেবল ॥ ২১০
জনক নন্দিনী আর ভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মণ।
তাঁহারাও জলমাত্র করিলা সেবন ॥ ২১১
তারপর কুশশয্যা পাতিলা লক্ষ্মণ।
ভার্য্যা সনে তাহে রাম করিলা শয়ন ॥ ২১২
সেই অই বৃক্ষমূল অই সে আসন।
যাহে রাম সীতা-সনে করিলা শয়ন ॥ ২১৩
তাহা দেখি অই শালবৃক্ষের মূলেতে।
বসিলা লক্ষ্মণ ধনু ধরিয়া করেতে ॥ ২১৪
পুনঃপুন কহিলুঁ শয়ন করিবারে।
তাহা না করিলা সেহ কোনহ প্রকারে ॥ ২১৫
অতিদুঃখে নানামত করি বিলপন।
কান্দি কান্দাইয়া নিশা করিলা যাপন ॥ ২১৬
প্রভাতে বিদায় করি এইত বন্ধীরে।
জটা বিরচিলা দোঁহে বটতরুক্ষীরে ॥ ২১৭
তারপর তরণীতে চড়ি তিন জন।
সুরধুনী পার হয়্যা প্রবেশিলা বন ॥ ২১৮
সংপ্রতি আছেন চিত্রকূট-গিরিবরে।
শুনিয়াছি রহে আবদীয় বনান্তরে ॥ ২১৯
এতেক বচন শুনি গুহকের মুখে।
ভরত নিমগ্ন হল্যা অতিঘোর দুখে ॥ ২২০
স্পন্দহীন হইল সকল কলেবর।
স্থিরনেত্র হইয়া পড়িলা ভূমিপর ॥ ২২১
তাহা দেখি গুহক সুমন্ত্র মন্ত্রিবর।
হায় কি হইল বলি হইলা কাতর ॥ ২২২
শ্রীশত্রুঘ্ন ভরতে তুলিয়া নিজ কোলে।
ক্রন্দন করেন অতিশয় উচ্চরোলে ॥ ২২৩
তাহা শুনি আসি যাবদীয় রাণীগণ।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি সবে করয়ে রোদন ॥ ২২৪
কৌশল্যা কোলেতে করি মুখে জল দিয়া।
জিজ্ঞাসা করেন কিছু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ২২৫
বাপধন চাহ চাহ মিলিয়া নয়ন।
কেন সবাকারে বধ হইয়া এমন ॥ ২২৬
তুমি মাত্র সবাকার সংপ্রতি জীবন।
প্রাণ ধরি দেখি মাত্র তোমার বদন ॥ ২২৭
কোনো ব্যাধি নাহি দেখি শরীরে তোমার।
তবে কেন আচম্বিতে হল্যে এপ্রকার ॥ ২২৮
শুনিলে কি বনে কিছু লক্ষ্মণ-বিপদ্।
কিম্বা জানকীর কিম্বা রামের আপদ্ ॥ ২২৯
যেইমাত্র রামনাম কর্ণে প্রবেশিলা।
চেতন পাইয়া প্রভু নয়ন মিলিলা ॥ ২৩০
তাহা দেখি আনন্দিত হইলা সকল।
রাত্রি গেলে সূর্য্যে দেখি যেমত কমল ॥ ২৩১
চল চল দেখিব প্রভুর শয্যা-স্থান।
এত কহি ভরত করিলা গাত্রোত্থান ॥ ২৩২
নিজ করে করি ধরি গুহকের কর।
প্রস্থান করিলা তরুতলেতে সত্বর ॥ ২৩৩
সেখানেতে সেই শয্যা করি নিরীক্ষণ।
কান্দি কান্দি কহিতে করিলা আরম্ভণ ॥ ২৩৪
ধিক্ ধিক্ বিধিরে কহিব কিবা আর।
ইহাও দেখিয়া প্রাণ না গেল আমার ॥ ২৩৫
এ কি দশরথ মহারাজের নন্দন।
তাঁর উপযুক্ত কিবা ভূতলে শয়ন ॥ ২৩৬
দিব্য অট্টালিকা তাহে বিচিত্র তুলীতে।
যে শুইত সে কি ইহা পারয়ে সহিতে ॥ ২৩৭
কোথা সে কমল হইতে অতি সুকোমল।
কোথা বা কঠিনতর এই ভূমিতল ॥ ২৩৮

এই স্থানে ছিল শির এই শ্রীচরণ।
কোমল পল্লবে চিহ্ন হয় দরশন ॥ ২৩৯
ধিক্ বিধি তোরে ধিক্ তোর বিবেচনে।
হেন দুঃখে কিরূপে ভারিলি তেন জনে ॥ ২৪০
ইহাতেই করিছিলা জানকী শয়ন।
ভূষণের চিহ্ন সব হয় দরশন ॥ ২৪১
এই স্থানে পড়িছিলা উত্তরী খসিয়া।
পট্টসূত্র রহিয়াছে কুশেতে লাগিয়া ॥ ২৪২
ধন্য ধন্য সেই পতিব্রতা-শিরোমণি।
আইলা এসব দুঃখ কিছু নাহি গণি ॥ ২৪৩
ধন্য ধন্য লক্ষ্মণ আমার প্রাণ-ভাই।
তাহার তুলনা পাত্র ত্রিজগতে নাই ॥ ২৪৪
তেজিয়া জননী আর গৃহিণী ভবন।
করিতেছে অকপটে শ্রীরাম-সেবন ॥ ২৪৫
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহু জীবনে আমার।
মোর লাগি এত দুঃখ হইল সবার ॥ ২৪৬
যদ্যপি আমার জন্ম না হত্য সংসারে।
তবে কেন এ দুঃখ ঘটিবে তাঁ-সবারে ॥ ২৪৭
যাবৎ ফিরিয়া প্রভু না আসিবে ঘরে।
তাবৎ শুইব আমি কুশের উপরে ॥ ২৪৮
জল কিম্বা ফল মূল ভোজন করিব।
বল্কল অথবা চীর বসন পরিব ॥ ২৪৯
শত্রুঘ্ন করহ বটক্ষীর আহরণ।
এখনি করিব আমি জটা বিরচন ॥ ২৫০
এত কহি চীর পরি ত্যজিলা বসন।
চাঁচর চিকুরে কৈলা জটা বিরচন ॥ ২৫১
তাহা নিরীক্ষণ করি শত্রুঘ্ন কুমার।
তাঁহার সমান বেশ কৈলা আপনার ॥ ২৫২
উভয়ের মুনিবেশ দেখি রাণীগণ।
মুক্তকণ্ঠ হয়্যা সবে করেন ক্রন্দন ॥ ২৫৩
এইরূপে রজনী করিলা আগমন।
জলমাত্র খাই প্রভু করিলা শয়ন ॥ ২৫৪
গুহক তাঁহার স্থানে অনুমতি লয়্যা।
আপন গৃহেতে গেলা আনন্দিত হয়্যা ॥ ২৫৫
ক্ষণকাল নিদ্রা নাহি প্রভুর নয়নে।
এইরূপ ভাবনা করেন মনে মনে ॥ ২৫৬
প্রভুর নিকটে গিয়া কি কথা কহিব।
কিবা যুক্তি করিয়া তাঁহারে ফিরাইব ॥ ২৫৭
হেন দিন হইবে কি আমার ভাগ্যেতে।
ফিরিয়া যাবেন প্রভু অযোধ্যা-পুরেতে ॥ ২৫৮
প্রসন্ন হয়েন যদি মোরে দেবগণ।
তবেই হইতে পারে এ কর্ম্ম ঘটন ॥ ২৫৯
হেন নানা মনোরথে রাত্রি গোঁয়াইলা।
প্রভাতে শত্রুঘ্নে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২৬০
উঠ উঠ শত্রুঘ্ন তেজহ নিদ্রাভর।
উদয় হইল গগনেতে দিবাকর ॥ ২৬১
শীঘ্র ডাকি আনহ নিষাদ-ভূপতিরে।
সেহ তরাইবে অনায়াসে গঙ্গা-নীরে ॥ ২৬২
শত্রুঘ্ন কহেন প্রভু নিদ্রা নাহি হয়।
নিরন্তর চিন্তাভরে চঞ্চল হৃদয় ॥ ২৬৩
কিরূপে প্রসন্ন হইবেন রঘুমণি।
এই ভাবি ভাবি গোঁয়াইলাম রজনী ॥ ২৬৪
এত বলি দূতে কন গুহকে আনিতে।
হেনই সময়ে গুহ আইলা ত্বরিতে ॥ ২৬৫
ভরত কহেন তাঁরে শুন বন্ধুবর।
গঙ্গা পার করি দাও আমারে সত্বর ॥ ২৬৬
গুহক বলেন ঘাটে পঞ্চশত তরী।
প্রস্তুত আছয়ে পার হও তাহে চড়ি ॥ ২৬৭
তবে সৈন্যসঙ্গে প্রভু গঙ্গাতীরে গেলা।
তরণীতে চড়িয়া সসৈন্যে পার ভেলা ॥ ২৬৮
গুহকেরে সঙ্গে লয়্যা সানন্দ অন্তরে।
প্রস্থান করিলা গঙ্গা নিয়ড়ে নিয়ড়ে ॥ ২৬৯
কিছু দূর গিয়া মহাতীর্থ প্রয়াগেতে।
ভরদ্বাজ-আশ্রম দেখিলা বিদূরেতে ॥ ২৭০
সেই স্থানে যান ছাড়ি যাবদীয় জন।
বশিষ্ঠে আগেতে করি করিলা গমন ॥ ২৭১
দূর হৈতে ভরদ্বাজ বশিষ্ঠে দেখিয়া।
অভ্যুত্থান করিলেন আদর করিয়া ॥ ২৭২
যথাযোগ্যমতে করি তাঁরে সম্ভাষণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈলা উচিত অর্চন ॥ ২৭৩
ভরত শত্রুঘ্ন কৈলা তাঁহারে বন্দন।
ভরদ্বাজ করিলা দোঁহার সম্মানন ॥ ২৭৪
তবে সবে প্রীত-মনে আসনে বসিলা।
ভরদ্বাজ ভরতে ভাষিতে আরম্ভিলা ॥ ২৭৫
শুনিয়াছি পাইয়াছ তুমি রাজাসন।
তাহা ছাড়ি বিপিনে আইলে কি কারণ ॥ ২৭

নাহি দেখি বাস-ভূষা কিছুই শরীরে।
চীর পরিধান কেন জটা কেন শিরে ॥ ২৭৭
বহু সৈন্য তোমার সঙ্গেতে কি লাগিয়া।
বুঝিতে না পারি তব কেমন বা হিয়া ॥ ২৭৮
কান্দি কান্দি কহেন ভরত যোড়পাণি।
হায় হায় কেন কহ আপুনি এ বাণী ॥২৭৯
বিদ্যমান থাকিতে সে পুরুষরতন।
মোরে কেন সাজিবে সে-হেন সিংহাসন ॥ ২৮০
কোথা আমি ক্ষুদ্র কোথা রাজ্য অযোধ্যায়।
একমাত্র তার পাত্র রাম রঘুরায় ॥ ২৮১
যে কুকর্ম্ম করিয়াছে জননী আমার।
তাহা আমি নাহি জানি শপথ তোমার ॥ ২৮২
দুষ্টমতি মাতা মোর রাজ্যলোভে মাতি।
মোর মুণ্ডে পাড়িয়াছে এ ঘোর অখ্যাতি ॥২৮৩
সূর্য্যবংশে জনমি কে হেন দুরাশয়।
অধর্ম্ম করিয়া অগ্রজের রাজ্য লয় ॥ ২৮৪
নাহি মোর ধনে কাজ নাহিক জীবনে।
শ্রীরামের কৃপামাত্র সদা চাহি মনে ॥ ২৮৫
তাঁহারে ফিরিয়া লয়্যা যাইব বাটীতে।
আসিয়াছি কাননে ইহাই করি চিতে ॥ ২৮৬
যদি মনে থাকে অন্য কোনো দুরাশয়।
সত্য করি কহি যাব নরক নিশ্চয় ॥ ২৮৭ *
রামের মস্তকে জটা চীর পরিধান।
মোর শিরে মুকুট বসন শোভমান ॥ ২৮৮
ইহা নাহি সাজে এই করি বিবেচন।
করিয়াছি জটা-চীর-বসন ধারন ॥ ২৮৯
যদ্যপি জানহ প্রভু মোরে শুদ্ধমতি।
কহ কোন্ স্থানেতে আছেন রঘুপতি ॥ ২৯০
এত কহি শ্রীভরত করেন রোদন।
কহেন তাহারে ভরদ্বাজ তপোধন ॥ ২৯১
তোমার যেমত গুণ যেমত আশয়।
তাহা আমি ভাল মতে জানিয়ে নিশ্চয় ॥ ২৯২
তথাপি সকল লোকে তাহা জানাইতে।
পুছিয়াছিলাম কিছু বিরুদ্ধ বাণীতে ॥ ২৯৩

কিছুমাত্র দুখ ইথে নাহি ভাব মনে।
মার্জ্জন করহ অশ্রু-সলিল নয়নে ॥ ২৯৪
কৈকেয়ীর প্রতি দ্বেষ-বুদ্ধি না করিবে।
ইহাতে পশ্চাৎ বড় প্রমোদ পাইবে ॥ ২৯৫
চিত্রকূট গিরিতে আছেন রামধন।
কালি পরভাতে গিয়া করিবে দর্শন ॥ ২৯৬
আজি সহ সৈন্যে মোর আশ্রমে থাকিয়া।
মনোরথ পূর্ণ কর অতিথি হইয়া ॥ ২৯৭
যে আজ্ঞা বলিয়া প্রভু স্বীকার করিলা।
মুনি সৈন্যসমূহে আশ্রমে আনাইলা ॥ ২৯৮
তারপর কুটীরে প্রবেশি তপোধন।
কামধেনু নিকটেতে করিলা প্রার্থন ॥ ২৯৯
সসৈন্যে অতিথি হল্যা আমার ভরত।
মাতা সব দ্রব্য দাও তার যোগ্যমত ॥ ৩০০
তবে সেই ধেনু প্রসবিলা রাশি রাশি।
ভক্ষ্য পেয় বসন ভূষণ দাস দাসী ॥ ৩০১
সেই সব লইয়া উচিত যেই যার।
আদরে আতিথ্য কৈলা মুনি সবাকার ॥ ৩০২
সব জন ভরদ্বাজ-আতিথ্যের গুণে।
স্বর্গে আছি মোরা এইমাত্র মনে গুণে ॥ ৩০৩
এইরূপে সে রজনী প্রভাত হইলা।
ভরত নিকটে আসি মুনি জিজ্ঞাসিলা ॥ ৩০৪
রাজপুত্র সুখে নিশা হয়্যাছে যাপন।
সুখেতে আছিলা তব বন্ধু সৈন্যগণ ॥ ৩০৫
ভরত কহেন তাঁরে পরণাম করি।
প্রভু বড় সুখেতে গিয়াছে বিভাবরী ॥ ৩০৬
তব অনুগ্রহে অনায়াসে মোক্ষ হয়।
ইহাতে বিষয়-সুখ অসম্ভব নয় ॥ ৩০৭
সংপ্রতি করুণা করি কর আজ্ঞাপন।
রামচন্দ্র-দরশনে করিব গমন ॥ ৩০৮
করিবেন আমারে আশীষ বিতরণ।
সদয় হয়েন যেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩০৯
মুনীন্দ্র কহেন গুণ তোমার যেমন।
ইথে রাম দয়া না করিবে কি কারণ ॥ ৩১০
শুভযাত্রা করহ তাঁহারে নিরখিতে।
ফিরিবার কালে হবে এ পথে আসিতে ॥ ৩১১
প্রণমিয়া মুনিরে ভরত চড়ি রথে।
প্রস্থান করিলা সৈন্য নিয়া বনপথে ॥ ৩১২

* অন্য কোন অভিপ্রায় যদি মনে থাকে।
[illegible] করি যাইব নরকে ॥

কিছু দূরে কলিন্দ-নন্দিনী হয়্যা পার।
প্রবেশিলা শ্রীভরত কানন-মাঝার ॥ ৩১৩
যাইতে যাইতে পথে উৎকণ্ঠিত-মন।
এইরূপ নানামত করেন চিন্তন ॥ ৩১৪
কিবা মোর ভাগ্য কল না পারি বুঝিতে।
পাব কি না পাব আজি প্রভুরে দেখিতে ॥৩১৫
মোর মাতা করিয়াছে যেই দুরাচার।
তাহাতে সম্ভাব্য নহে দর্শন তাঁহার ॥ ৩১৬
সাহসে কেবল হেতু আছে একমাত্র।
তাঁর কৃপা বিবেক না করে পাত্রাপাত্র ॥ ৩১৭
আশা হয় মনে তাঁর পাব দরশন।
দক্ষিণ দিগেতে মোর ধায় মৃগগণ ॥ ৩১৮
জুড়াইবে আজি কিবা আমার নয়ন।
সে চরণ-অরবিন্দ করি নিরীক্ষণ ॥ ৩১৯
দর্শন পাইব তাঁর যেখান হইতে।
সেই স্থানে দণ্ডবৎ পড়িব ভূমিতে ॥ ৩২০
তাহা দেখি প্রভু কিবা সদয় হইয়া।
ডাকিবেন আস্ত ভাই ভরত বলিয়া ॥ ৩২১
তবে আমি উঠিয়া বসন দিয়া গলে।
পুনর্ব্বার পড়িব তাঁহার পদতলে ॥ ৩২২
সেকালেতে কমল হইতে সুকুমার।
দিবেন চরণ-পদ্ম শিরে কি আমার ॥ ৩২৩
পড়িয়া রহিব আমি যবে শ্রীচরণে।
চাহিবেন মোর প্রতি কিবা সুনয়নে ॥ ৩২৪
হেন ভাগ্য হইবে কি মোর পুনর্ব্বার।
পূর্ব্বমত প্রেম-আলিঙ্গন পাব তাঁর ॥ ৩২৫
তিঁহ হন নিরঙ্কুশ কৃপা-পারাবার।
অবশ্য করিবা এই দুষ্টে অঙ্গীকার ॥ ৩২৬
যদ্যপি নিতান্ত তিঁহ প্রসন্ন না হন।
জনক-পুত্রীরে তবে লভিব শরণ ॥ ৩২৭
তিঁহ বড় অনুগ্রহ করেন আমায়।
নারিবেন উপেক্ষা করিতে এই ভায় ॥ ৩২৮
তাঁর কৃপা হইলে রামের কৃপা হবে।
শশধর চন্দ্রিকা ছাড়িয়া কেন রবে ॥ ৩২৯
এইরূপ ভাবি ভাবি যাইতে যাইতে।
চিত্রকূটশৃঙ্গ প্রভু পাইলা দেখিতে ॥ ৩৩০
তাহা দেখি শত্রুঘ্নে কহেন সুধিমন।
ভ্রাতৃবর সম্মুখেতে কর নিরীক্ষণ ॥ ৩৩১
নিকট হইলা চিত্রকূট গিরিবর।
অই দেখ দেখা যায় তাহার শিখর ॥ ৩৩২
এইত কানন দেখ অতি মনোরম।
এখানে থাকিতে পারে মুনির আশ্রম ॥ ৩৩৩
অতএব সঙ্গে করি সব সৈন্যগণ।
এইবনে করহ প্রভুর অন্বেষণ ॥ ৩৩৪
ভরতের আজ্ঞা পাই যাবদীয় জন।
চতুর্দ্দিকে কোলাহলে করিলা গমন ॥ ৩৩৫
সেই শব্দে যাবদীয় বনচরগণ।
করিলেক ভয়ে পলাইতে আরম্ভণ ॥ ৩৩৬
পক্ষিগণ বৃক্ষ ছাড়ি উঠিল গগন।
পৃথিবী কম্পিত হয়্যা করে ঘোর স্বন ॥ ৩৩৭
এই সব দেখি শুনি শ্রীরঘুনন্দন।
চিত্রকূটে লক্ষ্মণে কহেন এ বচন ॥ ৩৩৮
ভ্রাতৃবর কিসের শুনিয়ে ঘোর রব।
চঞ্চল দেখি বা কেন বন্য প্রাণী সব ॥ ৩৩৯
উচ্চ এক স্থানেতে করিয়া আরোহণ।
কর ভাই ইহার কারণ নিরূপণ ॥ ৩৪০
যে আজ্ঞা বলিয়া তবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
উচ্চ শালবৃক্ষে চড়ি করেন দর্শন ॥ ৩৪১
রঘুবংশ-সেনা দেখি উত্তর দিগেতে।
অতিশয় কোপ হল্য তাঁর হৃদয়েতে ॥ ৩৪২
অরুণ জিনিয়া হল্য অরুণ নয়ন।
আটোপ করিয়া ক'ন কোপেতে বচন ॥ ৩৪৩
সাবধান হও প্রভু চাপে দেও গুণ।
কবচ পরহ অঙ্গে বান্ধ খড়্গ তূণ ॥ ৩৪৪
কত শত গজ বাজী রথে সুসম্পন্ন।
সেনা আসিতেছে বন করিয়া আচ্ছন্ন ॥ ৩৪৫
বুঝিলাম ভরত পাইয়া রাজাসন।
আমাদিগে বধিতে করিছে আগমন ॥ ৩৪৬
কৈকয়ীর জঠরে জনম হল্য যার।
হেন ক্রূর কর্ম্ম কিবা অকর্ত্তব্য তার ॥ ৩৪৭
রঘুবংশ-সেনা ইথে নাহিক সংশয়।
কাঞ্চন-বৃক্ষের মত ধ্বজা রথে রয় ॥ ৩৪৮
যাহে করি তোঁহে আনিছিলা বনবাসে।
সেই তুরঙ্গম অই রথে পরকাশে ॥ ৩৪৯
শত্রুঞ্জয় নামেতে প্রধান করিবর।
সৈন্য আগে আসিয়াছে যেন ধরাধর ॥ ৩৫০

রথী হাথী ঘোটক আসিছে আর কত।
শূলী ঢালী ধানুকী ধাইছে শত শত ॥ ৩৫১
অতএব জানকীকে রাখি গুহামাঝ।
আপুনি করহ শীঘ্র সংগ্রামের সাজ ॥ ৩৫২
কিম্বা আপুনিহ থাক গুহার মাঝার।
ভৃত্য হইতেই হবে সবার সংহার ॥ ৩৫৩
এহ সৈন্য তৃণ করি না করি গণন ॥
ক্ষণমাত্রে পাঠাইব শমন-সদন ॥ ৩৫৪
যত কোপ কলেবরে করিছে দহন।
সব শান্ত করিব সংহারি সেনাগণ ॥ ৩৫৫
ক্ষুধাগ্নির হয়্যা আছে খর খর শর।
রিপুর রুধির-রসে পূরিবে উদর ॥ ৩৫৬
সুতীক্ষ্ণ শাণিত শর সমরে তেজিব।
কোটি কোটি কুঞ্জরের কুম্ভ বিদারিব ॥ ৩৫৭
তুরঙ্গে তেজিব অতি তীক্ষ্ণতর শর।
বাণে বাণে জনে জনে করিব জর্জ্জর ॥ ৩৫৮
শোণিতসমূহে নদী হবে শত শত।
কাক কঙ্ক কণ্ঠ তুলি রক্ত খাবে কত ॥ ৩৫৯
এইরূপে সব সেনাসমূহ সংহরি।
ভরতে বধিব বাণ বরিষণ করি ॥ ৩৬০
কান্দাইল কঠিন কৈকয়ী যেন লোকে।
তেনই ক্রন্দন করু আজি পুত্রশোকে ॥ ৩৬১
কৌশল্যা জননী ইহা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দিত হয়্যা অশ্রু করিবা মার্জ্জন ॥ ৩৬২
নির্ব্বিঘ্নেতে রাজাসনে আপুনি বসিবে।
মোর মনোরথ তবে সম্পূর্ণ হইবে ॥ ৩৬৩
এইরূপ কহি কহি ভূতলে নামিয়া।
ধনুকেতে গুণ দেন রোষিত হইয়া ॥ ৩৬৪
লক্ষ্মণের রোষ দেখি শ্রীরঘুনন্দন।
কহেন তাঁহারে যেন কিছু দুঃখিমন ॥ ৩৬৫
করিয়াছে ভরত কি অহিত তোমার।
কি কারণে বধিবারে চাহ প্রাণ তার ॥ ৩৬৬
সেহ ধীর সুশীল ধার্ম্মিক সুচরিত।
মনেতেও আমাদের না করে অহিত ॥ ৩৬৭
তার প্রতি হেন রোষ অতি দুষ্ট হয়।
ধিক্ ধিক্ তোমার অত্যন্ত দুরাশয় ॥ ৩৬৮
সংপ্রতি করিছে এথা সে যে আগমন।
আমাদিগে ফিরাইতে এই হয় মন ॥ ৩৬৯
সে হেন প্রাণের ভাই যেকালে আসিবে ॥
ধিক্ ধিক্ ধনুর্ব্বাণ খড়্গে কি করিবে ॥ ৩৭০
যদি লোভ হয়্যা থাকে রাজ্য লইবারে।
ভরতে কহিয়া রাজ্য দেয়াব তোমারে ॥ ৩৭১
সেহ হয় নিরপেক্ষ ধীর ভক্তিমান্।
অনায়াসে তোমারে করিবে রাজ্য দান ॥ ৩৭২
আর নাহি তারে কহ নিষ্ঠুর বচন।
তারে মন্দ কহিলে আমার ব্যথে মন ॥ ৩৭৩
এ বচন শ্রীরামের শুনিয়া লক্ষ্মণ।
লজ্জা-পারাবার-মাঝে হইলা মগন ॥ ৩৭৪
পড়িল হাতের ধনু মলিন বদন।
নখে করি করিছেন ভূতল লিখন ॥ ৩৭৫
তাহা দেখি দুখী হয়্যা সীতা ঠাকুরাণী।
কহিছেন রঘুবরে সুমধুর বাণী ॥ ৩৭৬
দয়াময় কহে তোঁহে যাবদীয় জন।
তোমার উচিত নহে নাথ এ বচন ॥ ৩৭৭
কোথা অতিশয় স্নেহপাত্র এ লক্ষ্মণ।
কোথা বজ্রপাত সম এ ঘোর বচন ॥ ৩৭৮
দেখ দেখ ভয়ে ম্লান হইল বদন।
তাহা দেখি বিদরিয়া যায় মোর মন ॥ ৩৭৯
সব সুখ ছাড়ি যেই আইল কানন।
তার প্রতি উচিত না হয় এ বচন ॥ ৩৮০
আপুনিহ হও প্রভু স্বতন্ত্রআচার।
অধিক কহিতে মোর সাধ্য নাহি আর ॥ ৩৮১
এত বাণী জানকীর বদনে শুনিয়া।
কহিছেন রঘুমণি লজ্জিত হইয়া ॥ ৩৮২
প্রিয়ে নাহি বুঝিয়া আমার অভিপ্রায়।
কি কারণে এত দোষ দিতেছ আমায় ॥ ৩৮৩
হয়্যাছিল ইহার যেমত কোপোদয়।
সান্ত্বনা করিলে শীঘ্র নাহি হয় লয় ॥ ৩৮৪
যদ্যপি হঠাৎ করে বাণ বরিষণ।
তবে হয় অতিশয় অনর্থ ঘটন ॥ ৩৮৫
এ লাগি করিলুঁ ক্রূর বচনবিস্তার।
শীঘ্র শান্ত হয় অগ্নি পাইলে প্রহার ॥ ৩৮৬
লক্ষ্মণ আমার হয় প্রাণের সমান।
ইহাতে না কর কভু অন্যমত জ্ঞান ॥ ৩৮৭
এত কহি কোলেতে করিয়া শ্রীলক্ষ্মণে।
তুষিলেন প্রভু তারে মধুর বচনে ॥ ৩৮৮

এখানে ভরত আসি আর কিছু আগে।
কহিছেন যাবদীয় বন্ধু-মন্ত্রিভাগে॥ ৩৮৯
বুঝিলাম মন্দাকিনী হল্য সন্নিধান।
শুনিতেছি জলচর-বিহঙ্গ-নিস্বান॥ ৩৯০
শুনিয়াছি বনচর লোকের বাণীতে।
চিত্রকূট দূর নহে এখান হইতে॥ ৩৯১
অতএব যান তেজি করিব গমন।
সঙ্গেতে আইস যাবদীয় বন্ধুজন॥ ৩৯২
রাম-সীতা-লক্ষ্মণে না দেখিব যাবৎ।
মোর মন স্থির নাহি হইবে তাবৎ॥ ৩৯৩
রামের সে মুখ নাহি দেখিব যাবৎ।
মোর মন স্থির নাহি হবে তাবৎ॥ ৩৯৪
তাঁর পদ শিরে নাহি ধরিব যাবৎ।
মোর মন স্থির নাহি হইবে তাবৎ॥ ৩৯৫
তাঁর আলিঙ্গন নাহি পাইব যাবৎ।
মোর মন স্থির নাহি হইবে তাবৎ॥ ৩৯৬
রাজ্যে তাঁর অভিষেক না হবে যাবৎ।
মোর মন স্থির নাহি হইবে তাবৎ॥ ৩৯৭
ভাগ্যবান্ লক্ষ্মণ জানকী ভাগ্যবতী।
নিরবধি যাহারা নিরখে রঘুপতি॥ ৩৯৮
মহাভাগ্যবান্ চিত্রকূট-গিরিবর।
প্রভু বাস করিছেন যাহার উপর॥ ৩৯৯
এ বনের ভাগ্য কিবা করিব বর্ণন।
যাহে প্রভু অবিরত করেন ভ্রমণ॥ ৪০০
করিয়াছে নদী মন্দাকিনী তপ কত।
যাহাতে করেন স্নান প্রভু অবিরত॥ ৪০১
এইরূপ কহি কহি যাইতে যাইতে।
পর্ব্বত অগ্রেতে ধূম পাইলা দেখিতে॥ ৪০২
তাহে অনুমান করি প্রভুর নিবাস।
কহিছেন বশিষ্ঠেরে গদগদ ভাষ॥ ৪০৩
অই গিরি-আগে দেখ ধূম মনোরম।
অই স্থানে হবে মোর প্রভুর আশ্রম॥ ৪০৪
অতএব এই স্থানে রহু সৈন্যগণ।
আপনি লইয়া আস্থ সব মাতৃগণ॥ ৪০৫
শত্রুঘ্ন সুমন্ত্র গুহ লইয়া সঙ্গেতে।
প্রস্থান করিব আমি সবার আগেতে॥ ৪০৬
এত কহি সঙ্গে করি সেই তিনজন।
অতিবেগে শ্রীভরত করিলা গমন॥ ৪০৭
জিজ্ঞাসেন যারে তারে দেখেন নয়নে।
কহ কহ রামের আশ্রম কোন্ স্থানে॥ ৪০৮
এইরূপে আসি তবে মন্দাকিনীধারে।
দেখিলা চরণ-চিহ্ন ধূলির মাঝারে॥ ৪০৯
ধ্বজ-বজ্র-পদ্ম রেখা তাহাতে দেখিয়া।
নিশ্চয় জানিলা প্রভু রামের বলিয়া॥ ৪১০
একি ভাগ্য একি ভাগ্য সুপ্রভাতদিন।
এই দেখ এই দেখ প্রভুপদ-চিন॥ ৪১১
এত কহি শ্রীভরত দণ্ডবৎ পড়ি।
শ্রীরাম-চরণ-চিহ্নে দেন গড়াগড়ি॥ ৪১২
নেত্রে গাত্রে সলিল গলয়ে ঝর ঝর।
ধূলিতে ধূসর হল্য শ্যাম কলেবর॥ ৪১৩
উদ্দাম হইল তাঁর জটার বন্ধন।
উঠিয়া পুনশ্চ প্রভু করিলা গমন॥ ৪১৪
পর্ব্বত-উপরি চঢ়ি ভরত সুধীর।
দেখিলেন দূর হৈতে রামের কুটীর॥ ৪১৫
কিবা সেই পর্ণশালা, গিরি করিয়াছে আলা,
মনোহর ছান্দে বিরচিত।
চম্পক পুন্নাগ শাল, পিয়াল রসাল তাল,
আদি বহুবিটপি-বেষ্টিত॥ ৪১৬
তাহে ইন্দ্রধনু জিনি, দোলে ধনু দুইখানি,
ছিন্ন নাহি হয় যার গুণ।
আর তীক্ষ্ণ বিষধর, সমান অক্ষয় শর,
পরিপূর্ণ দিব্য দুই তূণ॥ ৪১৭
জিনিয়া রবির কর, সুচিক্কণ খরতর,
দুই খড়্গ করে ঝল মল।
অপূর্ব্ব বেদীর মাঝে, সুপ্রকাশ হয়্যা রাজে,
বেদ-মতে স্থাপিত অনল॥ ৪১৮
কুটীরের মধ্যস্থানে, সুকোমল কুশাসনে,
শ্রীরামেরে করিলা দর্শন।
নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, শিরে-জটা অভিরাম,
পরিধান বাকল নূতন॥ ৪১৯
বামেতে জনক-কন্যা, রূপে গুণে অতিধন্যা,
পদতলে বসিয়া লক্ষ্মণ।
রঘুনাথে হেনমতে, দেখিয়া ভরতচিতে,
সুখ-দুঃখ কৈল আক্রমণ॥ ৪২০
চিরকাল পরে দেখি আনন্দ-উল্লাস।
মুনি-বেশ দেখি পুন দুঃখের প্রকাশ॥ ৪২১

দৈন্য লজ্জা আর শঙ্কা হর্ষ অতিশয়।
সব ভাব এককালে করিলা উদয় ॥ ৪২২
স্পন্দহীন হইয়াছে শরীর তাঁহার।
লোচন-কমলে জল গলে শতধার ॥ ৪২৩
পুলক হইল জিনি কদম্ব-কেশর।
স্বেদজলে আর্দ্র তনু কাঁপে থর থর ॥ ৪২৪
গলে চীরবস্ত্র দিয়া করি যোড়কর।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিপর ॥ ৪২৫
তাঁরে দেখি রামচন্দ্র সুখিত হইয়া।
ডাকিছেন আস্ত ভাই ভরত বলিয়া ॥ ৪২৬
রামবাক্য শুনি শ্রীভরত দাঁড়াইয়া।
গমন করেন এহ বিলাপ করিয়া ॥ ৪২৭
হায় হায় একি মোর কঠিন জীবন।
ইহা দেখি এখনো না হইল মরণ ॥ ৪২৮
হয় গজ নরে বেড়ি রহিত যাঁহারে।
মৃগপক্ষী রহিয়াছে তাঁর চারি ধারে ॥ ৪২৯
দিব্য রত্নগৃহ তাহে বিচিত্র শয়নে।
শুইতেন যিঁহ তিঁহ পড়ি কুশাসনে ॥ ৪৩০
যে অঙ্গে লেপন হত্য সুগন্ধি চন্দন।
একি কষ্ট তাহে ধূলী হয় দরশন ॥ ৪৩১
পরিধান ছিল যার অমূল্য বসন।
কিরূপে বাকল তিঁহ করেন ধারণ ॥ ৪৩২
কোমল কুসুমে শির ব্যথিত যাঁহার।
কি করি সহেন তিঁহ হেন জটাভার ॥ ৪৩৩
মোর লাগি এত দুখ পান রঘুবর।
ধিক্ মোরে ধিক্ মোর জীবনে বিস্তর ॥ ৪৩৪
কান্দি কান্দি এইরূপ কহিতে কহিতে।
দণ্ডবৎ পড়িলেন রামের অঙ্ঘ্রিতে ॥ ৪৩৫
দুই হস্তে করি ধরি দুখানি চরণ।
তাহে শির সমর্পিয়া করেন রোদন ॥ ৪৩৬
হইয়াছে অশ্রুভরে কণ্ঠ অবরোধ।
কি কহেন তাহা কিছু নাহি হয় বোধ ॥ ৪৩৭
ভরতে নিরখি রাম করুণাসাগর।
রোদন করেন অতি দুখিত-অন্তর ॥ ৪৩৮
ভাই ভাই বলি দুই বাহুতে ধরিয়া।
আলিঙ্গন কৈলা তাঁরে ভুজ পসারিয়া ॥ ৪৩৯
অশ্রুধারা বহিতেছে নয়নে দোঁহার।
পুলকেতে পরিপূর্ণ হইল আকার ॥ ৪৪০
এইরূপে শত্রুঘ্ন করিলা পরণাম।
তাঁরে স্নেহযুক্ত হয়্যা কোলে কৈলা রাম ॥ ৪৪১
ভরতেরে লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন শ্রীলক্ষ্মণে।
প্রণাম করিলা প্রেমে সজল-নয়নে ॥ ৪৪২
ভরত শত্রুঘ্ন জানকীর শ্রীচরণে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলা সুখিমনে ॥ ৪৪৩
গুহকে সুমন্ত্রে রামচন্দ্র সম্ভাষিয়া।
বসিলেন তিন ভাই সহিত মিলিয়া ॥ ৪৪৪
কিবা শোভা তিন ভাই সহ রঘুবর।
গুরু-শুক্র-বুধ-সনে যেন নিশাকর ॥ ৪৪৫
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪৪৬

ইতি শ্রীরামরসায়নে অযোধ্যাকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে ভরতসমাগমো নাম অষ্টমঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

ভরতের প্রত্যাগমন।

প্রমোদ্য মাধুর্য সুধাং কিরন্তি-
র্বচোহংশুভির্বান্ধবকৈরবাণি।
যোহবাকিরদ্ভ্রান্তিকহূর্ম্মতান্ধং
তৈ রাঘবেন্দুঃ স শিবং করোতু ॥ ১

তবে ভরতেরে কোলে করি রঘুবর।
জিজ্ঞাসা করেন কিছু সন্দিগ্ধ-অন্তর ॥ ২
কহ কহ ভ্রাতৃবর তেজিয়া ভবন।
কি কারণে এখানে করিলে আগমন ॥ ৩
নহে ত আপন দেশে কিছু অকুশল।
অযোধ্যানিবাসী সব জনের মঙ্গল ॥ ৪
কুশলে আছেন মোর পিতা নৃপমণি।
বাঁচিয়া আছেন মোর কৌশল্যা জননী ॥ ৫
আনন্দে আছেন মাতা কৈকয়নন্দিনী।
সুমিত্রা জননী মোর হন কুশলিনী ॥ ৬
আর সব মাতা পুরোহিত মন্ত্রিগণ।
জ্ঞাতি বন্ধু ভৃত্য সব কুশলভাজন ॥ ৭

কহ কহ পিতা ত আমার বিরহেতে ।
অতিশয় উদ্বেগ না পান হৃদয়েতে ॥ ৮
তুমিত করহ তাঁর সুন্দর সেবন ।
কায়মনোবাক্যে কর বচন-পালন ॥ ৯
কহ কহ জনকের বাক্য শিরে ধরি ।
অভিষিক্ত হয়াছ ত সিংহাসনোপরি ॥ ১০
সে হেন রাজত্বসুখ পরিত্যাগ করি ।
কি কারণে আসিয়াছ কাননভিতরি ॥ ১১
কেন বা তোমার দেখি চীর পরিধান ।
মস্তকেতে জটা কেন মলিন বয়ান ॥ ১২
কহ কহ সবিশেষ এ সকল কথা ।
তোমারে এমত দেখি পাই বড় ব্যথা ॥ ১৩
এত শুনি ভরত হইয়া কৃতাঞ্জলি ।
কহিছেন কান্দি কান্দি করিয়া বিকলী ॥ ১৪
প্রভু কি কুশল-কথা পুছহ এক্ষণ ।
নিজে করি আসি সবে শোকেতে মগন ॥ ১৫
তোমার বিরহে সবে নিতান্ত কাতর ।
অন্ধকার হইয়াছে অযোধ্যা নগর ॥ ১৬
কৌশল্যা মাতার সদা করিয়া রোদন ।
অন্ধপ্রায় হইয়াছে যুগল নয়ন ॥ ১৭
নাহি তাঁর স্নান পান শয়ন ভোজন ।
কোথা রাম বলি সদা করেন ক্রন্দন ॥ ১৮
সুমিত্রা প্রভৃতি আর যত মাতৃগণ ।
তোমার লাগিয়া কারো স্থির নহে মন ॥ ১৯
বশিষ্ঠাদি বিপ্র তেজি যজন যাজন ।
সর্ব্বদা তে মারে মাত্র করেন চিন্তন ॥ ২০
মন্ত্রিগণ কেহো নাহি করে রাজকাম ।
সর্ব্বদা ডাকয়ে কোথা গেলে প্রভু রাম ॥ ২১
আর যত বন্ধু ভৃত্য উদাসীন জন ।
তব শোকে কারো বুঝি না রহে জীবন ॥ ২২
কি কহিব আর প্রভু মনুষ্যের কথা ।
পশু পক্ষী বৃক্ষের কহিতে নারি ব্যথা ॥ ২৩
করীতে না খায় মদ ঘোটকেতে মাষ ।
সুরভী বৃষভ সব নাহি চরে ঘাস ॥ ২৪
হম্বারব গোষ্ঠে নাহি করে বৃষগণ ।
বৎস নাহি পীয়ে নিজ জননীর স্তন ॥ ২৫
পক্ষিগণ আহার-বিহার উপেখিয়া ।
সতত রোদন করে শাখাতে বসিয়া ॥ ২৬
বৃক্ষেতে নাহিক পত্র কোথায় কুটুম্ব ।
দূরে পুষ্প অতি দূরে ভৃঙ্গ-কলকল ॥ ২৭
এত দূর ভরত কহিলা কথা যবে ।
মনে মনে ভাবনা করেন রাম তবে ॥ ২৮
ভরত কহিল প্রায় বৃত্তান্ত সবার ।
এখনো না কহে কেন সংবাদ পিতার ॥ ২৯
বুঝি কোপ করিয়াছে এহ তাঁর প্রতি ।
কিম্বা কোনো অমঙ্গলে ঠেকিলা নৃপতি ॥ ৩০
রঘুবর ভাবনা করেন এই মত ।
পুনর্ব্বার তাঁহারে কহেন শ্রীভরত ॥ ৩১
এইরূপে তব শোকে সকলে কাতর ।
তাহে পুন হইয়াছে বিপদ্ অপর ॥ ৩২
যেকালে ছিলাম আমি মাতামহঘরে ।
আপুনিহ আসিয়াছ কানন-ভিতরে ॥ ৩৩
তবে তব বিচ্ছেদ সহিতে না পারিয়া ।
স্বর্গে গিয়াছেন পিতা জীবন তেজিয়া ॥ ৩৪
শুনি ভরতের বাণী শ্রীরঘুনন্দন ।
ভূতলে পড়িলা প্রভু হয়্যা অচেতন ॥ ৩৫
কিবা প্রেমভক্তি অবিচিন্ত্য শক্তি ধরে ।
অখণ্ড ঐশ্বর্য্য যাহে প্রকাশ না করে ॥ ৩৬
কোথা মহামায়ার ঈশ্বর শ্রীরাঘব ।
কোথা মোহ কোথা শোক অতি অসম্ভব ॥ ৩৭
কিন্তু কিবা গুণ ধরে সেই সে প্রেমায় ।
ঈশ্বরেও যাহে করি স্বরূপ ভুলায় ॥ ৩৮
প্রভুরে সে-মত দেখি ভাই তিনজন ।
জানকী সুমন্ত্র গুহ করেন ক্রন্দন ॥ ৩৯
কিছুকাল পরে প্রভু চেতন পাইয়া ।
বিলাপ করেন শোকে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৪০
ভাই কি কহিলে কথা, দিলে রে বড়ই ব্যথা,
শেল হেন পশিল অন্তরে ।
এ কি দুরদৃষ্ট মোরা, জনকে হইনু হারা,
অতি অল্প দিবস ভিতরে ॥ ৪১
হায় হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল,
নৃপবরে কোথা লয়্যা গেল ।
আর কভু সে চরণ, না করিব দরশন,
সব লোক অন্ধকার দেখে ॥ ৪২
সে হেন সুন্দর পুরী, [illegible]
হয়াছে অত্যন্ত [illegible]

আর তারে কে পালিবে, কেবা ধর্ম্ম শিখাইবে,
দুষ্টের কে করিবে দমন ॥ ৪৩
চতুর্দ্দশবর্ষ-পরে, তাঁর আজ্ঞা অনুসারে,
ভবনে যাইতে ছিল মন।
কিন্তু আর না যাইব, যাই কোথা দাঁড়াইব,
কে কহিবে সে মিষ্ট বচন ॥ ৪৪
আমি অতিমন্দভাগী, মম পিতা মোর লাগি,
মরিলেন শোকাতুর-চিতে।
তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-কর্ম্ম, পুত্রের অবশ্য ধর্ম্ম,
না পাইলুঁ তাহাও করিতে ॥ ৪৫
তোরা দোঁহে ভাগ্যবান, তাহা কৈলে সমাধান,
করিয়াছ সন্তানের কর্ম্ম।
শ্রীরঘুনন্দন-মুখে, হেন কথা শুনি দুখে,
ভিন্ন হৈল সবাকার মর্ম্ম ॥ ৪৬
সুমন্ত্র কাতর দেখি তবে রঘুবীরে।
নিবেদন করিছেন কিছু ধীরে ধীরে ॥ ৪৭
উঠহ পুরুষসিংহ স্থির কর চিত।
তোমাতে এমত শোক না হয় উচিত ॥ ৪৮
সংপ্রতি হইলে তুমি সবার প্রধান।
তুমি স্থির হল্যে রহে সবার পরাণ ॥ ৪৯
অনিত্য সংসার তার চর্য্যা এই হয়।
কোনজন কোথা চিরদিন বাঁচি রয় ॥ ৫০
এ সকল তোমার সাক্ষাতে নিবেদন।
বৃহস্পতি-আগে যেন শুকের পঠন ॥ ৫১
অতএব সকলেরে করিয়া সান্ত্বন।
করহ সংপ্রতি যেই যোগ্য আচরণ ॥ ৫২
ভরত শত্রুঘ্ন করিয়াছেন তর্পণ।
আপুনিহ নৃপে কর জল-সমর্পণ ॥ ৫৩
প্রিয় পুত্র পিতার উদ্দেশে দেয় যাহা।
পিতৃলোকে অক্ষয় হইয়া যায় তাহা ॥ ৫৪
এত শুনি করিয়া শোকের সম্বরণ।
উঠি বসি রামচন্দ্র করেন চিন্তন ॥ ৫৫
কৈকয়ী মাতার প্রতি হয়্যা ক্রুদ্ধমতি।
মিথ্যা শাপ দিয়াছেন ভরতে ভূপতি ॥ ৫৬
এই লাগি মনে করিয়া থাকিবা গ্রহণ।
করিয়াছে এহ যেই পিণ্ড জলার্পণ ॥ ৫৭
অতএব মোরে পুন সব প্রেত-কর্ম্ম।
করিতে হইল ইথে নাহিক অধর্ম্ম ॥ ৫৮

এত ভাবি লক্ষ্মণে কহেন রঘুপতি।
ভ্রাতৃবর শোক ত্যজি শুনহ ভারতী ॥ ৫৯
ফল মূল কিঞ্চিৎ করহ আনয়ন।
পিতার উদ্দেশে আমি করিব অর্পণ ॥ ৬০
সীতারে আগেতে করি করহ গমন।
মন্দাকিনী নীরে সবে করিব তর্পণ ॥ ৬১
এত কহি রঘুপতি সকলে লইয়া।
মন্দাকিনী-তীরে গেলা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৬২
স্নান সন্তর্পণ করি কুশের উপর।
ফল-মূলে পিণ্ড দান কৈলা রঘুবর ॥ ৬৩
সেই দশরথ রাজা কিবা ভাগ্যবান।
জগতের নাথ যাঁরে কৈলা পিণ্ড দান ॥ ৬৪
যাঁর পদচিহ্নে পিণ্ড দিলে পাপী তরে।
হেন প্রভু পিণ্ড দিলা নৃপে নিজ করে ॥ ৬৫
অনন্তর আশ্রমেতে করি আগমন।
শোকেতে করেন সবে অধিক ক্রন্দন ॥ ৬৬
সেই শব্দ শুনি যাবদীয় সেনাগণ।
অনুমান করিয়া কহিছে এ বচন ॥ ৬৭
শুনা যায় চিত্রকূটে যেমত ক্রন্দন।
বুঝি হইয়াছে রামে ভরতে মিলন ॥ ৬৮
চল চল শীঘ্র গিয়া করিব দর্শন।
রাম বিনে ক্ষণমাত্র স্থির নহে মন ॥ ৬৯
এত কহি সবে অতি সোৎকণ্ঠ হইয়া।
চিত্রকূট উপরেতে চলিলা ধাইয়া ॥ ৭০
এখানেতে স্থির হয়্যা শ্রীরঘুনন্দন।
ভরতেরে করিছেন কিছু জিজ্ঞাসন ॥ ৭১
কহ ভাই তব সঙ্গে কোন্ কোন্ জন।
করিয়াছে এথান পর্য্যন্ত আগমন ॥ ৭২
ভরত কহেন প্রভু শুন মোর বাণী।
তোমার বিরহেতে কাতর সব প্রাণী ॥ ৭৩
অতএব সহিতে না পারি তব শোক।
আস্যাছেন প্রায় সব অযোধ্যার লোক ॥ ৭৪
মাতৃবর্গ পুরোহিত বিপ্র মন্ত্রিগণ।
বান্ধব সেবক প্রজা উদাসীন জন ॥ ৭৫
এইরূপ ভরত করেন নিবেদন।
হেনকালে সবে আসি দিলা দরশন ॥ ৭৬
শ্রীরামেরে মুনিবেশে করি নিরীক্ষণ।
ফুকরি ফুকরি সবে করয়ে রোদন ॥ ৭৭

রামচন্দ্র সকলেরে করিয়া সান্ত্বন।
যথাযোগ্যমতেতে করিলা সম্ভাষণ ॥ ৭৮
হেনকালে বশিষ্ঠ সঙ্গেতে রাণীগণ।
রামের নিকটে আসি দিলা দরশন ॥ ৭৯
তপস্বিসমান দেখি তাঁরা রঘুবরে।
ক্রন্দন করিতে আরম্ভিলা দীর্ঘস্বরে ॥ ৮০
মাতৃগণে দেখি গাত্রোত্থান করি রাম।
আগে আসি কৌশল্যারে করিলা প্রণাম ॥ ৮১
রাণী বাহু পসারিয়া পুত্র করি কোলে।
সজল নয়ন ভাসে প্রেমের হিল্লোলে ॥ ৮২
মস্তক আঘ্রাণ করি শত শত বার।
গদগদ কণ্ঠে কহে ঝরে দুগ্ধধার ॥ ৮৩
বাপধন বাপধন তোরে না দেখিয়া।
ছিলাম সকলে মৃত-সদৃশ হইয়া ॥ ৮৪
কিন্তু আমি বাপ বড় কঠিনহৃদয়।
এ লাগি অদ্যাপি মোর দেহে প্রাণ রয় ॥ ৮৫
মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত স্নেহবান্।
তোমার বিয়োগে শীঘ্র তেজিলা পরাণ ॥ ৮৬
মোর মত অভাগী কে আছে ত্রিলোকীতে।
তব শিরে যারে জটা হইল দেখিতে ॥ ৮৭
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে এ দুই নয়নে।
অন্ধ না হইল ইহা দেখি কি কারণে ॥ ৮৮
সে হেন বরণ তোর ধূলিতে মলিন।
দেখিয়াও প্রাণ কেন না যায় কঠিন ॥ ৮৯
সে হেন রাজত্ব ভোগ সব পরিহরি।
এ ঘোর কাননে বাপ রয়্যাছ কি করি ॥ ৯০
এত কহি রাণী কান্দে করি হাহাকার।
শ্রীমুখকমলে চুম্ব খায় শত বার ॥ ৯১
প্রভু তবে কৈকয়ীরে দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করেন নিজ জননীর ঠাঁই ॥ ৯২
জননি হয়্যাছে সকলেরি আগমন।
কৈকয়ী মাতারে নাহি দেখি কি কারণ ॥ ৯৩
বুঝি করি থাকিবে ভরত অপমান।
সেই দুখে মাতা মোর তেজিয়াছে প্রাণ ॥ ৯৪
কিম্বা নাহি দিয়াছে ভরত আসিবারে।
কহ কহ মাতা শীঘ্র কারণ আমারে ॥ ৯৫
কৌশল্যা কহেন শুন শুন বাপধন।
করিয়াছে কৈকয়ী ভগিনী আগমন ॥ ৯৬
ভরত করিয়াছিল তাহার বারণ।
আমি বহুযত্নে করিয়াছি আনয়ন ॥ ৯৭
কিন্তু লজ্জা লাগি নাহি আইসে সাক্ষাতে।
আছে বাপ সেহ সব নারীর পশ্চাতে ॥ ৯৮
এত শুনি রঘুবর করিলা গমন।
কোথা মাতা কোথা মাতা বলি অন্বেষণ ॥ ৯৯
সেই রাম-শব্দ শুনি কৈকয়ী লজ্জায়।
অধোমুখী রয়্যাছেন পুত্তলীর প্রায় ॥ ১০০
একি একি মাতা কেন দাঁড়ায়্যা এথায়।
এত কহি প্রভু তাঁর পড়িলেন পায় ॥ ১০১
ভুজ পসারিয়া রাণী রামে কোলে করি।
ক্রন্দন করেন বহু ফুকরি ফুকরি ॥ ১০২
লজ্জা দুঃখ-ভয়ে কিছু কথা না নিঃসরে।
কেবল নয়ন-জলে রামে সিক্ত করে ॥ ১০৩
তবে প্রণমিয়া প্রভু সব মাতৃগণে।
বন্দন করিলা আসি বশিষ্ঠচরণে ॥ ১০৪
এইমতে সকলেরে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
শ্রদ্ধা-ভক্তিযুক্ত হয়্যা করিলা বন্দন ॥ ১০৫
জনক-নন্দিনী আসি সব শ্বশ্রূগণে।
ক্রমে ক্রমে প্রণাম করিলা প্রীতমনে ॥ ১০৬
কৌশল্যা কোলেতে করি লক্ষ চুম্ব দিয়া।
কহিছেন জানকীরে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১০৭
মাগো মাগো মোর মাগো জনকনন্দিনি।
মোর ভাগ্যে হইয়াছ কাননবাসিনী ॥ ১০৮
হায় হায় শশধর-সম এ বদন।
বনবাসদুঃখে ম্লান দেখি দহে মন ॥ ১০৯
দশরথ-বধূ শ্রীজনকের নন্দিনী।
কিরূপে সহিছ দুখ রামের গৃহিণী ॥ ১১০
কোথা মাতা তুমি অতিশয় সুকুমারী।
কোথা এই ক্লেশ ইহা সহিতে না পারি ॥ ১১১
কহিছেন জনকনন্দিনী তাঁরে বাণী।
মোর লাগি ভাবনা না কর ঠাকুরাণী ॥ ১১২
কিছু মিথ্যা নহে যত দুখ ভাব চিতে।
কিন্তু মোরে না পরশে দেবর হইতে ॥ ১১৩
ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি যত দুঃখের কারণ।
দেবর করেন তাহা সকলে বারণ ॥ ১১৪
জানকীর মুখে শুনি এত মিষ্ট বাণী।
আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হয়্যা সব রাণী ॥ ১১৫

বসিলেন তবে বন্ধু লয়্যা রঘুবর।
অমরসমূহ সনে যেমত ভাস্কর ॥ ১১৬
বসিয়া আছেন প্রভু শির করি নত।
কযোড়াতে আগেতে বসিলা শ্রীভরত ॥ ১১৭
কহিবেন কিবা বাক্য ভরত কুমার।
এই কুতূহল মনে হয়্যাছে সবার ॥ ১১৮
হেনকালে সাধ্বস-কম্পিত কলেবর।
আরম্ভিলা কহিতে ভরত বীরবর ॥ ১১৯
প্রভুবর কিছু আমি করি নিবেদন।
কৃপা করি করিবেন ক্ষণেক শ্রবণ ॥ ১২০
আমি মাতামহ গৃহে যাইলের পর।
মাতা মোর করিয়াছে কর্ম্ম দুষ্টতর ॥ ১২১
তাহাতে আমার যদি থাকে অনুমতি।
না হইবে ইহলোকে পরলোকে গতি ॥ ১২২
যে কুকর্ম্ম করিয়াছে জননী আমার।
উচিত আছিল বধ করিতে তাহার ॥ ১২৩
কিন্তু পাপী বলি পাছে বর্জ্জহ আমারে।
এই ভয়ে বধিতে না পারিয়াছি তারে ॥ ১২৪
এই ভৃত্য প্রতি করি কৃপাবলোকন।
আমার মাতার দোষ কর ক্ষমাপণ ॥ ১২৫
পিতারে কি কব তিঁহ হন গুরুতর।
তাহাতে সম্প্রতি গিয়াছেন লোকান্তর ॥ ১২৬
কিন্তু বুঝিলাম মৃত্যু হইলে নিকট।
জনমে বুদ্ধির ভ্রম নিতান্ত বিকট ॥ ১২৭
ইহা না হইলে শুনি রমণী-বচন।
কেবা ত্যাগ করে দোষ-রহিত নন্দন ॥ ১২৮
অতএব বুদ্ধিভ্রমে যে কহিলা তাত।
তোমায় শুনিতে যোগ্য নহে সেই বাত ॥ ১২৯
কোথা তুমি নৃপতির প্রধান নন্দন।
কোথা বনে বাস একি উচিত করণ ॥ ১৩০
অতএব ইহা তেজি যাইয়া ভবন।
রাজা হয়্যা কর সব প্রজার পালন ॥ ১৩১
ক্ষত্রিয়ের পরধর্ম্ম প্রজার রক্ষণ।
আর তার লাভে নানা যজ্ঞ-আচরণ ॥ ১৩২
ইহা তেজি বনে থাকি ধর্ম্মের সঞ্চয়।
মোর মতে লোকুত ধর্ম্মত যোগ্য নয় ॥ ১৩৩
চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থ শোভন।
তাহা ত্যাগ করহ আপনি কি কারণ ॥ ১৩৪
চল চল কৃপা করি অযোধ্যাপুরীরে।
অন্যথা কাহারো প্রাণ না রবে শরীরে ॥ ১৩৫
এইস্থানে ঋষি মন্ত্রী সকলে মিলিয়া।
অভিষেক করুন তোমারে সবে নিয়া ॥ ১৩৬
তবে গৃহে যাইয়া বসিয়া সিংহাসনে।
আনন্দিত করিবেন সকলের মনে ॥ ১৩৭
দাসানুদাসের শুনি এই ত প্রার্থন।
একবার কর কৃপাকটাক্ষ-পাতন ॥ ১৩৮
যদি মোর বচন না শুন ঘৃণা করি।
আমিও রহিব তবে কাননভিতরি ॥ ১৩৯
ও-চরণ ছাড়িয়া রহিতে না পারিব।
তুমিহ তেজিলে দুষ্ট প্রাণ না রাখিব ॥ ১৪০
শ্রীভরতমুখে শুনি এতেক বচন।
সাধুবাদ তাঁহারে করয়ে সব জন ॥ ১৪১
আশীষ করয়ে কেহ কেহ জয় জয়।
কোলাহল করিয়া তাঁহারে সবে কয় ॥ ১৪২
দশরথপুত্র রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ।
না কহিবে কেন তুমি বচন বরিষ্ঠ ॥ ১৪৩
এ হেন বচন তব করিয়া শ্রবণ।
সুধাসিক্ত হল্য যেন সবাকার মন ॥ ১৪৪
শুনি ভরতের বাণী তবে রঘুবর।
মৃদু মৃদু তাঁহারে করেন প্রত্যুত্তর ॥ ১৪৫
ভ্রাতৃবর তুমি হও যেমত সুজন।
কহিতেছ তার যোগ্য সকল বচন ॥ ১৪৬
কিন্তু মোর সংপ্রতি শুনিতে যোগ্য নয়।
মনে হয় ধর্ম্ম হৈতে ভয় অতিশয় ॥ ১৪৭
পিতা মহাগুরু তাহে গুরুধর্ম্মময়।
লঙ্ঘিলে তাঁহার বাক্য ধর্ম্মনাশ হয় ॥ ১৪৮
পরলোকে নিজ সুখ চাহিবে যে জন।
কভু না লঙ্ঘিবে সেহো গুরুর বচন ॥ ১৪৯
আর শুন দুই লোকে দিবেক উল্লাস।
এইভাবে পিতা করে পুত্রে অভিলাষ * ॥ ১৫০
আমি যদি করি তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন।
অবশ্য হইবে তাঁহে অধর্ম্ম ঘটন ॥ ১৫১

* আর শুন ইহ-পর লোকে সুখ দিবে।
পুত্র অভিলাষ করে পিতা এই ভাবে ॥

ক্ষত্রিয়ের বড় ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা-পালন ।
তাহা না হইলে হয় নরকে পতন ॥ ১৫২
আমা হৈতে যদি ধর্ম্ম যাইবে তাঁহার ।
তবে কিবা প্রয়োজন জীবনে আমার ॥ ১৫৩
অতএব পিতা যে কহিলা সো-সবারে ।
তাহাই কর্ত্তব্য হয় ধর্ম্ম অনুসারে ॥ ১৫৪
গৃহে গিয়া তুমি কর প্রজার পালনে ।
আমি বাস করিয়া রহিব এই বনে ॥ ১৫৫
এ বিষয়ে পিতারে না দিবে কিছু দোষ ।
না করিবে আপন মাতার প্রতি রোষ ॥ ১৫৬
পূর্ব্বাবধি বনবাসে মোর ইচ্ছা ছিল ।
বিধি কৃপা করিয়া তাহাই ঘটাইল ॥ ১৫৭
অতএব ফিরিয়া যাইতে নহে মন ।
অতিরিক্ত আছে তাহে পিতার বচন ॥ ১৫৮
সত্য করি কহিতেছি আমিহ তোমারে ।
না পারিব কভু পিতৃ-বাক্য লঙ্ঘিবারে ॥ ১৫৯
এত শুনি নিশ্বাস ফেলিয়া দীর্ঘতর ।
পুন রামে কহেন ভরত বীরবর ॥ ১৬০
প্রভুবর করিতেছ তুমি যে আদেশ ।
সব সত্য কিন্তু কিছু আছয়ে বিশেষ ॥ ১৬১
গুরু যদি হন কামী মূঢ় দুরাচার ।
অবশ্য লঙ্ঘিতে পারে বচন তাঁহার ॥ ১৬২
মোর পিতা নারীবশ জানে সর্ব্বজনে ।
কিছু দোষ নাহি তাঁর বচন-লঙ্ঘনে ॥ ১৬৩
বনবাসে যদি আছে তোমার আশয় ।
করিবেন কালে তাহা নহে এ সময় ॥ ১৬৪
নানাকর্ম্ম করি রাজ্য দিয়া স্বকুমারে ।
কাননেতে আসিবেন শাস্ত্র অনুসারে ॥ ১৬৫
শ্রীরাম কহেন তাই স্থির কর মন ।
নাহি কর কোনোমতে পিতার নিন্দন ॥ ১৬৬
কামী মূঢ়মতি কভু নহেন নৃপতি ।
কিন্তু সত্য-প্রতিজ্ঞ ধার্ম্মিক শুদ্ধমতি ॥ ১৬৭
শম্বর-সংগ্রামকালে কৈকেয়ী মাতায় ।
দুই বর প্রতিজ্ঞাত ছিলা মহারায় ॥ ১৬৮ *
সেই বর অভিষেক কালে পুনর্ব্বার ।
করাইয়াছিলা মাতা নৃপে অঙ্গীকার ॥ ১৬৯
এক বরে তব রাজ্য অযোধ্যানগরে ।
আনে মোর বনে বাস দ্বি-সপ্ত বৎসরে ॥ ১৭০
সত্যভয়ে পিতা কৈলা এমত ব্যবস্থা ।
নারী-বশ বলি তাঁরে না কর নিন্দন ॥ ১৭১
অতএব আমারে তোমারে সর্ব্ব রীতে ।
তাঁহার প্রতিজ্ঞা হয় অবশ্য রাখিতে ॥ ১৭২
তোমা-মত লোক যদি পিতৃ-হেলা করে ।
পুত্রে ইচ্ছা না করিবে তবে কোনো নরে ॥ ১৭৩
এ লাগি নগরে গিয়া হয়্যা অভিষিক্ত ।
মাতার ঋণেতে কর পিতারে নির্ম্মুক্ত ॥ ১৭৪
আমিহ লক্ষ্মণ সীতা সঙ্গেতে করিয়া ।
পিতৃ-আজ্ঞা পালিব দণ্ডকে প্রবেশিয়া ॥ ১৭৫
কহিয়াছি পিতার সাক্ষাতে সেই কথা ।
না পারিব কভু তাহা করিতে অন্যথা ॥ ১৭৬
অতএব ফিরাইতে ত্যজি আয়োজন ।
সকলে লইয়া কর গৃহেতে গমন ॥ ১৭৭
এইরূপ কহিতে কহিতে রঘুবর ।
প্রবেশিলা অস্তাচলে দেব দিবাকর ॥ ১৭৮
শুনিয়া প্রভুর মুখে এ সব বচন ।
সবজন হৈলা সুখ-দুঃখের ভাজন ॥ ১৭৯
শ্রীরামের সত্যে নিষ্ঠা দেখি হয় সুখ ।
ফিরি না যাবেন বলি বাড়িতেছে দুখ ॥ ১৮০
ভরত প্রভুর মুখে শুনি এ বচন ।
অধোমুখে নখে ভূমি করেন লিখন ॥ ১৮১
থাকি থাকি নিশ্বাস তেজেন ঘনেঘন ।
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইছে নয়ন ॥ ১৮২
তবে সে কৈকেয়ী রাণী আসি রামপাশে ।
লজ্জা-ভয়যুক্ত হয়্যা মৃদু মৃদু ভাষে ॥ ১৮৩

* পূর্ব্বে তব জননীর বিবাহসময় ।
কহিছিলা পিতারে আর্য্যক মহাশয় ॥
আমার কন্যাতে যেই হইবে সন্তান ।
তাহারে করিবে তুমি নিজ রাজ্য দান ॥
এই ত প্রতিজ্ঞা কর সবার সাক্ষাতে ।
তবে এই কন্যা দিব আমি তোমাতে ॥
শুনি শ্বশুরের বাণী পিতা মহাশয় ।
প্রতিজ্ঞা করিয়া করিছিলা পরিণয় ॥

যাপধন করিয়াছি আমি যে কারণ।
তাহে কি কহিব মুখে না আইসে বচন ॥ ১৮৪
কিন্তু প্রাণ-পীড়া যবে উপস্থিত হয়।
সেকালেতে কিছু নাহি রহে লজ্জা-ভয় ॥ ১৮৫
এই লাগি কহিতেছি কাতর হইয়া।
মোর কিছু কথা শুন বাছা মন দিয়া ॥ ১৮৬
আমার যেমন বাপ দুষ্ট আচরণ।
তাহে মোর বাক্যে শ্রদ্ধা করে কোন্ জন ॥ ১৮৭
অরিমিত্র-বুদ্ধিহীন ধীর কৃপাময়।
একমাত্র তুমি পার করিতে প্রত্যয় ॥ ১৮৮
এই ত সাহসে পরিহরি লাজ-ভয়।
কহিতেছি তোরে রাম আপন হৃদয় ॥ ১৮৯
তোর অভিষেক শুনি মন্থরার মুখে।
প্রথমে হইল মোর মন মহাসুখে ॥ ১৯০
কি হইল না জানিনু কিছুই কারণে।
সেই মন ভুলি গেল কুব্জার বচনে ॥ ১৯১
জন্ম হইতে স্নেহ আছিল তোমায়।
তাহা নষ্ট হইল কি মতে ইহা হয় ॥ ১৯২
বুঝি কুব্জা কিছু মন্ত্র জানয়ে অনিষ্ট।
কিম্বা কোনো ক্রূর গ্রহ হইল আবিষ্ট ॥ ১৯৩
তাহাতে হইয়া আমি মহামূঢ়-মন।
পুষ্পিত কাননে কৈনু অনল অর্পণ ॥ ১৯৪
হেন রাজা পদে ধরি কত না সাধিল।
হায় সে সকল কথা কর্ণে না পশিল ॥ ১৯৫
মাতৃকুল পিতৃকুল শ্বশুরকুলেতে।
লাগিল দুর্যশ-কালী আমার দোষেতে ॥ ১৯৬
তোমা হেন পুত্রে কহি হেন দুষ্ট বাণী।
খসি না পড়িল কেন মোর জিহ্বাখানি ॥ ১৯৭
কাড়িয়া লইনু তোর বসন ভূষণ।
পরিবারে কৈনু চীর-বসন অর্পণ ॥ ১৯৮
একা আমা হইতে হইল সর্বনাশ।
রাজার মরণ রাম তোর বনবাস ॥ ১৯৯
হায় তোর এত দুঃখ আমিহ কারণ।
মোরে বিধি কৈল কেন জগতে সৃজন ॥ ২০০
বিষ খাই তেজিতাম দুষ্ট এ জীবন।
কিন্তু তাহা কোনো মতে নাহি যাচে মন ॥ ২০১
এই অভিলাষ নিরন্তর মন করে।
দেখিব তোমারে পুনঃ সিংহাসনোপরে ॥ ২০২
সেই আশা-পাশে বদ্ধ হইয়া নিতান্ত।
হইয়াছি আপন মরণ হৈতে ক্ষান্ত ॥ ২০৩
কিন্তু না দেখিয়া তোর এ চান্দবদন।
নিরন্তর হৃদয়েতে জলয়ে দহন ॥ ২০৪
আমি হইয়াছি ক্ষুদ্র-হরিণী-সমান।
লজ্জাজাল-বন্ধনে না রহে দেহে প্রাণ ॥ ২০৫
তাহে পুন দহে তব বিয়োগ-অনল।
শ্রীভরত-সিংহের তর্জনে সুবিকল ॥ ২০৬
এ সকল দুঃখ ক্ষণমাত্র দূর হয়।
যদি বাপধন তুমি হও রে সদয় ॥ ২০৭
দেখিতে না পাই কিন্তু তাহার কারণে।
কেবল তোমার গুণসমূহ বিহনে ॥ ২০৮
সাধুজন পরদোষ না করে গ্রহণ।
ক্ষমাশীল হন তারা ঋজু শুদ্ধমন ॥ ২০৯
তুমি হেন সাধুসমূহের সুপ্রধান।
মোর দোষ ক্ষমা করি রাখ মোর প্রাণ ॥ ২১০
চল বাপ সবে লয়্যা অযোধ্যা-ভবনে।
অভিষিক্ত হয়্যা বস নিজ সিংহাসনে ॥ ২১১
তোমাবিনে অন্ধকার হয়্যাছে নগর।
দিনমণি বিনে যেন মলিন অম্বর ॥ ২১২
গৃহে গিয়া সকলের রাখহ জীবন।
আমার কলঙ্ক বাপ কর বিমোচন ॥ ২১৩
তোমা হেন গুণবান্ থাকিতে তনয়।
মাতার কলঙ্ক হয় এ তো যোগ্য নয় ॥ ২১৪
যদ্যপি কর্য্যাছি আমি দুষ্ট আচরণ।
তথাপি তুমিহ মোর কর সম্মানন ॥ ২১৫
এইত সাহসে আপনার দিব্য দিয়া।
কহিতেছি বারম্বার চলহ ফিরিয়া ॥ ২১৬
যদ্যপি আমার কথা না কর গ্রহণ।
তোমার সাক্ষাতে তবে তেজিব জীবন ॥ ২১৭
এতেক কহিয়া তবে শ্রীকৈকয়ী রাণী।
কান্দিয়া বিকল হৈলা নাহি স্ফুরে বাণী ॥ ২১৮
শ্রীরাম কহেন মাতা না কর ক্রন্দন।
নাহি কর মোর আগে আপন নিন্দন ॥ ২১৯
তব নিন্দা শুনি মোর বড় হয় ব্যথা।
অতএব তাহা তেজি শুন মোর কথা ॥ ২২০
আমি তব আজ্ঞাকারী দাস-অনুদাস।
অনুচিত এতেক বৈকল্য মোর পাশ ॥ ২২১

ভাল মন্দ যেবা মাতা কন পুত্রপ্রতি।
তাহা নাহি করে হেন কেবা মূঢ়মতি ॥ ২২২
তাহাতে আপুনি ভাল কয়্যাছ আমারে।
ইথে দুখ কেন হবে অন্তরমাঝারে ॥ ২২৩
পূর্ব্বাবধি মোর ইচ্ছা ছিল বনবাসে।
কহিতে না পারিতাম জনকের ত্রাসে ॥ ২২৪
তোমা হত্যে সে বাসনা হৈল সম্পাদন।
করিয়াছ মাতা বড় কৃপা বিতরণ ॥ ২২৫
আর দেখ তব ঋণ না করি শোধন।
যদি করিতেন পিতা স্বর্গেতে গমন ॥ ২২৬
তবে সেই পাপবলে অবশ্য তাঁহারে।
গমন করিতে হত্য নরকমাঝারে ॥ ২২৭
করাইলে আপুনি সে বিপদ মোচন।
ইথে বড় সুখী হইয়াছে মোর মন ॥ ২২৮
যদ্যপি করেন প্রৌঢ়ি মোরে ফিরাবারে।
তবে সেই পাপ পুন ঘটিবে রাজারে ॥ ২২৯
স্ত্রীজাতির পতি গুরু শাস্ত্রেতে বিদিত।
তাহে পাপ ঘটান না হয় সমুচিত ॥ ২৩০
আপুনি সৎকুল-কন্যা জানহ সকল।
তব আগে নিবেদন আমার বিফল ॥ ২৩১
অতএব ভরতেরে গৃহে লয়্যা গিয়া।
স্বামি-বাক্য সত্য কর রাজ্যপাট দিয়া ॥ ২৩২
মোর বনবাস আর রাজার মরণে।
না করিবে অধিক উদ্বেগ কভু মনে ॥ ২৩৩
ঈশ্বরের ইচ্ছা বলবতী অতিশয়।
তাহারে লঙ্ঘিতে কারো শক্তি নাহি হয় ॥ ২৩৪
যেন তৈলযন্ত্র-বৃষ স্বামিবশে চলে।
তেন জীব ফিরয়ে ঈশ্বর-ইচ্ছা-বলে ॥ ২৩৫
যে কর্ম্ম করান তিঁহ তাহাই করয়।
আপন ইচ্ছায় অন্য কার্য্যে প্রভু নয় ॥ ২৩৬
অতএব হইয়াছে যেই বিঘটন।
তাহাতে উচিত নহে উদ্বেগ করণ ॥ ২৩৭
আপনারে দুষ্টবুদ্ধি কভু না করিবে।
কলঙ্কিনী বলিয়া পরাণ না তেজিবে ॥ ২৩৮
তোমারে নৃপেরে ছিল ব্রাহ্মণের শাপ।
সেই হেতু পাইলে কিঞ্চিৎ মনস্তাপ ॥ ২৩৯
ব্রাহ্মণের শাপ কভু না হয় অন্যথা।
ইহা ভাবি তেজহ জননি সব ব্যথা ॥ ২৪০

আমি না ফিরিলে চাহ তেজিতে জীবন।
তব যোগ্য নাহি হয় এমত করণ ॥ ২৪১
যে জন পরাণ তেজে যাহার কারণে।
তার বধ তারে লাগে সব শাস্ত্রে ভণে ॥ ২৪২
তুমি যদি মোর লাগি তেজহ পরাণ।
সেই পাপে নরকে না হবে মোর স্থান ॥ ২৪৩
মাতা হয়্যা যদি পুত্রে এত দুখ দিবে।
তবে মাতা স্নেহময়ী আর কে কহিবে ॥ ২৪৪
অতএব সুস্থির করিয়া নিজ মন।
ভরতে লইয়া গৃহে করহ গমন ॥ ২৪৫
ভাই মোর হয় অতি সুশীল বিদ্বান্।
না করিবে কদাচিৎ তব অপমান ॥ ২৪৬
পূর্ব্বে যদি কোপে কিছু কয়্যাছে ভর্ৎসন।
মোরে কৃপা করি তাহা কর ক্ষমাপণ ॥ ২৪৭
এইরূপ মধুর ভাষণে রঘুবর।
কৈকয়ী রাণীরে করিলেন নিরুত্তর ॥ ২৪৮
হেনমত বহুবিধ কথোপকথনে।
রজনী-যাপন কৈলা সবে জাগরণে ॥ ২৪৯
প্রভাতে সকল জন করি নিত্যক্রিয়া।
পুনর্ব্বার বসিলেন সভাতে আসিয়া ॥ ২৫০
মৌনী হয়্যা বসিয়া আছয়ে সব জন।
পুনর্ব্বার ভরত করেন নিবেদন ॥ ২৫১
সত্যবাদী পিতা মোর ধার্ম্মিকপ্রধান।
সত্য বটে কয়্যাছেন মোরে রাজ্য দান ॥ ২৫২
কিন্তু সেই রাজ্য আমি দিতেছি তোমারে।
স্বীকার করহ কৃপা করিয়া আমারে ॥ ২৫৩
পরের ভূষণ নাহি সাজে যেন পরে।
তেন তব রাজ্য মোরে নাহি শোভা করে ॥ ২৫৪
শূদ্রের কোথায় হয় বেদে অধিকার।
শিবা কি খাইতে পারে সিংহের আহার ॥ ২৫৫
অতএব আমি করিতেছি সমর্পণ।
করহ আপনি এই রাজ্যের পালন ॥ ২৫৬
আমি তব দাস-[illegible]।
কৃপা করি পূর্ণ কর মোর অভিলাষ ॥ ২৫৭
আমার অজ্ঞাতে মাতা করিলা কুছল।
তাহাতে উচিত নহে আমার [illegible] ॥ ২৫৮
দেখ তোঁহে ফিরাইতে [illegible]
কর্য্যাছেন অযোধ্যার [illegible] ॥ [illegible]

পুরোহিত বিপ্রবর্গ বান্ধব-বন্ধুগণ।
মন্ত্রী ভৃত্য প্রজা কত না হয় গণন ॥ ২৬০
বড় আশা করি আসিয়াছেন তব পাশ।
এ সকল জনে নাহি করহ নিরাশ ॥ ২৬১
চল চল প্রভুবর তুরিতে ভবন।
সকল লোকের দেহে রাখহ জীবন ॥ ২৬২
রামচন্দ্র কহেন ভরতে পুনর্ব্বার।
নিরর্থক প্রৌঢ়ি নাহি কর ভাই আর ॥ ২৬৩
বন ছাড়ি যদি আমি যাইব ভবন।
কিরূপেতে সত্য রবে পিতার বচন ॥ ২৬৪
পিতৃবাক্য মিথ্যা করি স্বসুখ-বাসনা।
যেই করে তার হয় নরকে যন্ত্রণা ॥ ২৬৫
অতএব না পারিব আমিহ ফিরিতে।
তুমি সবে লয়্যা শীঘ্র যাও নগরীতে ॥ ২৬৬
এত শুনি জাবালি নামেতে তপোধন।
শ্রীরামে কহেন কিছু কুতর্ক বচন ॥ ২৬৭
রামচন্দ্র সুস্থ করি আপনার মন।
আমার বচন কিছু করহ শ্রবন ॥ ২৬৮
তোমাতে সকল গুণসমূহ বিরাজে।
এমত প্রকৃতি বুদ্ধি কিন্তু নাহি সাজে ॥ ২৬৯
দেখি রাজা দশরথ করি বিবেচন।
প্রথমে তোমারে দিয়াছিল সিংহাসন ॥ ২৭০
কৈকয়ী তাহার পর করিলা প্রার্থন।
তাহাতেও নাহি কৈলা আজ্ঞা বিতরণ ॥ ২৭১
অতএব কিবা দোষ সে রাজ্য লইতে।
ভাবনা করিয়া স্থির না পারি করিতে ॥ ২৭২
তাহে পুন পাইয়াছে যেই রাজাসন।
সে ভরত করিতেছে আপুনি অর্পণ ॥ ২৭৩
আর দেখ যেই কৈলা এ কর্ম্ম ঘটন।
সে কৈকয়ী তোমাহে যুহ করিছে প্রার্থন ॥ ২৭৪
অতএব করি সব সন্দেহ বর্জ্জন।
রাজা হয়্যা সুখিত করহ বন্ধুজন ॥ ২৭৫
কহিতেছ পিতৃবাক্য করিলে লঙ্ঘন।
করিতে হইবে মোরে নরকে গমন ॥ ২৭৬
এ বচন কভু নাহি প্রবেশে শ্রবণে।
পরলোক দেখিয়াছে কে কোথা নয়নে ॥ ২৭৭
ধর্ম্ম কৈলে পরলোকে স্বর্গসুখ হয়।
অধর্ম্ম করিলে পরে নরকেতে ভয় ॥ ২৭৮

অতএব কর সদা ধর্ম্ম আচরণ।
নাহি কর কদাচিৎ অধর্ম্ম ঘটন ॥ ২৭৯
ভণ্ডের প্রলাপ এ সকল বাক্য হয়।
বিচার করিলে কভু স্থির নাহি রয় ॥ ২৮০
দেখ পরলোক হয় প্রত্যক্ষ কাহার।
অপ্রত্যক্ষ বস্তু সিদ্ধ হয় কি প্রকার ॥ ২৮১
অতএব কোথা স্বর্গ-নরকের কথা।
কোথা তাহে সুখ-ভোগ কোথায় বা ব্যথা ॥২৮২
এই লোক হয় সুখ-দুঃখভোগালয়।
এখানেতে সুখভোগ পুরুষার্থ হয় ॥ ২৮৩
এই হেতু যাহে হয় আপনার সুখ।
তাহাই কর্ত্তব্য বৃথা কেন পাও দুখ ॥ ২৮৪
চলহ অযোধ্যাপুরে নৃপতি হইয়া।
নানা সুখভোগ কর বান্ধব লইয়া ॥ ২৮৫
রাজা হৈলে পিতা মোরে হইবা কুপিত।
ইহা বলি সংশয় না কর কদাচিত ॥ ২৮৬
মরিলেই যাবদীয় জন মুক্ত হয়।
কোথা রাজা কোথা তাঁর কোপের উদয় ॥২৮৭
শরীর-বিনাশ হৈলে কোথা কোন্ জনে।
দেখিয়াছ অবশিষ্ট করে কি নয়নে ॥ ২৮৮
ইক্ষ্বাকু ককুৎস্থ রঘু দিলীপ সুরথ।
সগর মান্ধাতা যুবনাশ্ব ভগীরথ ॥ ২৮৯
এ সকল আদি যত নৃপতিসঞ্চয়।
মরিয়া কে কোথা গেলা নাহিক নিশ্চয় ॥ ২৯০
লোকে কহে পরলোকে যায় যেই জন।
সেহ খায় পুত্রেদত্ত শ্রাদ্ধার তর্পণ ॥ ২৯১
কবির কল্পনা মাত্র এইতো বচন।
যুক্তিসহ নাহি হয় কৈলে বিবেচন ॥ ২৯২
শ্রাদ্ধপিণ্ড ভোজন করয়ে অন্যজন।
অন্যের কিরূপে তাহে হইবে ভোজন ॥ ২৯৩
খাইলে অপর জন অন্যকলেবরে।
কহ কিরূপেতে সেই আহার সঞ্চরে ॥ ২৯৪
ইহা যদি হয় তবে প্রবাসী জনারে।
পিণ্ড দিলে তার তৃপ্তি হইবারে পারে ॥ ২৯৫
আর শুন কে কার জনক কে জননী।
কেবা কার ভ্রাতা পুত্র কে কার রমণী ॥ ২৯৬
একা আস্যে যায় জীব জনম-মরণে।
অতএব নিরর্থ আসক্তি বন্ধুজনে ॥ ২৯৭

আর দেখ সংসারে ধর্ম্মিষ্ঠ যত লোক।
তাহারাই পায় নানামত দুঃখ-শোক ॥ ২৯৮
অধর্ম্মিষ্ঠ লোক সব থাকে ভালমতে।
এইমত বৈপরীত্য দেখিয়ে জগতে ॥ ২৯৯
ইহা দেখি পাপে দুঃখ ধর্ম্মেতে আনন্দ।
এই বুদ্ধি পরিত্যাগ কর অতি মন্দ ॥ ৩০০
সংসারের সহজ স্বভাব এই হয়।
কদাচিৎ দুঃখ কদাচিৎ সুখোদয় ॥ ৩০১
এই সব বিচার করিয়া হৃদয়েতে।
বিশ্বাস ছাড়হ তুমি পরোক্ষবাদেতে ॥ ৩০২
মোর বাক্যে শ্রদ্ধা করি চলহ ভবনে।
সুখী কর সকলে বসিয়া সিংহাসনে ॥ ৩০৩
এত শুনি জাবালি-বচন রঘুবর।
হইলেন তাঁর প্রতি কুপিত অন্তর ॥ ৩০৪
যদ্যপি শ্রীরামে কোপ-গন্ধ নাহি ছিল।
তথাপি ধর্ম্মের হানি শুনি উপজিল ॥ ৩০৫
কহিছেন ঋষিরে শুনহ তপোধন।
তোমার উচিত নহে এ সব বচন ॥ ৩০৬
ব্রাহ্মণে করিতে হয় ধর্ম্মসংস্থাপন।
তাহাতে উচিত নহে এমত শিক্ষণ ॥ ৩০৭
সংপ্রতি শুনিতে ভাল পরে বিনাশক।
তোমার এ বাক্য যেন বিষের মোদক ॥ ৩০৮
এ কুতর্কে না পারিবে মোরে ভুলাইতে।
ক্ষুদ্র বাতে পারে কোথা গিরি চালাইতে ॥ ৩০৯
কিন্তু কহি তোঁহে কিছু আমি অতিহিত।
হেন দুষ্ট বাক্য না কহিবে কদাচিত ॥ ৩১০
ঈশ্বরের শ্বাসে বেদ পরকাশ পায়।
ভ্রম প্রমাদাদি দোষ কভু নাহি তায় ॥ ৩১১
সেহ ধর্ম্মাধর্ম্ম ইহ-পর-লোকে কয়।
তাহাতে বিশ্বাস কোন্ জনের না হয় ॥ ৩১২
বিশ্বামিত্র অগস্ত্যাদি যত ঋষিগণ।
তাঁহারাও ধর্ম্মাধর্ম্ম করে নিরূপণ ॥ ৩১৩
জন্মাবধি এপর্য্যন্ত এমত বচন।
কারো মুখে করি নাই কদাচ শ্রবণ ॥ ৩১৪
কহ যদি পরলোক নাহি থাকে আন।
তবে কেন নিজ কন্যা অন্যে কর দান ॥ ৩১৫
পরস্ত্রী-গমনে লুব্ধ নহে কার মন।
কি লাগি তেমন সুখ কর বিসর্জ্জন ॥ ৩১৬
মদ্য মাংস আদি মিষ্ট আহার তেজিয়া।
দুঃখ পাও কেন ফল-মূলাদি খাইয়া ॥ ৩১৭
অন্যে আবেশিয়া প্রেত গয়াশ্রাদ্ধ চায়।
তাহা দেখি পরলোক নাই কেবা গায় ॥ ৩১৮
প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিনে নাহি মান আন।
কেবল ভ্রমের কার্য্য হেন মত জ্ঞান ॥ ৩১৯
অনুমান প্রমাণ মানেন মুনিগণ।
তাহা না মানিলে হয় বহু বিঘটন ॥ ৩২০
স্বামী পরবাসী হৈলে তাহার ভার্য্যারে।
বৈধব্য করিতে হয় তোমার বিচারে ॥ ৩২১
যদি কহ তাহে বাধ করয়ে লিখন।
তবেত হইল অনুমানের সাধন ॥ ৩২২
যদি কহ লোকমুখে বার্ত্তা পায় তার।
এই লাগি নাহি করে বৈধব্য-আচার ॥ ৩২৩
হায় হায় তবে পুন শব্দ হয়্যা সিদ্ধ।
কেবল প্রত্যক্ষবাদিমর্ম্ম কৈলা বিদ্ধ ॥ ৩২৪
অতএব অনুমান আর শব্দাখ্যান।
অবশ্য মানিতে হয় এ দুই প্রমাণ ॥ ৩২৫
তাহার মধ্যেও শব্দ অতিবলবান্।
যাহার সাহায্য পাই সিদ্ধ হয় আন ॥ ৩২৬
দেখ জ্যোতিষাদি শাস্ত্র কি বা দৃঢ়তর।
অপ্রত্যক্ষ বস্তু সব করয়ে গোচর ॥ ৩২৭
সূর্য্যগ্রহ চন্দ্রগ্রহ বায়ু মেঘোদয়।
দেখিয়া কাহার মনে থাকয়ে সংশয় ॥ ৩২৮
এইরূপ আর যাবদীয় শাস্ত্রগণ।
কদাচিৎ মিথ্যা নহে তাহার কথন ॥ ৩২৯
তার মধ্যে বেদ হয় নিতান্ত প্রমাণ।
তাহে সর্ব্বত্রই করে ধর্ম্মের বিধান ॥ ৩৩০
ঈশ্বর জগৎপিতা শ্রুতিবাক্য তাঁর।
তাহা নাহি মানে যেই সেহ মূঢ় ছার ॥ ৩৩১
সেই বেদে ভণ্ডের প্রলাপ যেই কয়।
তার বাক্য কিরূপেতে সপ্রমাণ হয় ॥ ৩৩২
যত কহিয়াছ তুমি কুতর্ক-আভাসে।
খণ্ডিতে পারিয়ে আমি সব অনায়াসে ॥ ৩৩৩
কিন্তু নাস্তিকের সনে বাক্য আলাপন।
নিষিদ্ধ এ লাগি কৈলুঁ বিচার বর্জ্জন ॥ ৩৩৪
এত শুনি শ্রীরামের সক্রোধ বচন।
কহিছেন তাঁহারে বশিষ্ঠ তপোধন ॥ ৩৩৫

রামচন্দ্র হও তুমি বিজ্ঞ স্থিরমতি ।
না হইবে কোপাবিষ্ট জাবালির প্রতি ॥ ৩৩৬
নাস্তিক নহেন কভু জাবালি পণ্ডিত ।
তাহা ভালমতে আছে আমার বিদিত ॥ ৩৩৭
কিন্তু ফিরাইব তোহে এই করি মন ।
করিছিলা নাস্তিকের মত উদঘাটন ॥ ৩৩৮
তাহাতে অন্যথা বুদ্ধি বর্জ্জন করিয়া ।
শুনহ আমার কিছু কথা মন দিয়া ॥ ৩৩৯
মনুষ্যের তিনজন গুরু মান্য আর্য্য ।
জনক জননী আর যে হয় আচার্য্য ॥ ৩৪০
আমি গুরু হই তব পিতার তোমার ।
মোর বাক্য কিছু তুমি কর অঙ্গীকার ॥ ৩৪১
ফিরাইতে তোঁহে এই যাবদীয় জন ।
বড় আশা করি করিয়াছে আগমন ॥ ৩৪২
তাহে বিপ্রগণ আর তব মাতৃগণ ।
ইহাদের আশা-ভঙ্গ অযোগ্য করণ ॥ ৩৪৩
এ সবার মান আর ভরতের প্রাণ ।
রাখিবারে কর তুমি গৃহেতে পয়াণ ॥ ৩৪৪
তুমি যদি গৃহে ফিরি না কর গমন
তবে ভরতের নাহি রহিবে জীবন ॥ ৩৪৫
দেখ তব মুনিবেশ করিয়া শ্রবণ ।
করিয়াছে নিজ কেশে জটা বিরচন ॥ ৩৪৬
বসন ভূষণ তেজি পরিয়াছে চীর ।
আহার কেবল করে ফল মূল-নীর ॥ ৩৪৭
প্রথমে জাবালি যেই কহিছিলা বাণী ।
যতি যোগ্য করিয়া আমিও তাহা মানি ॥ ৩৪৮
কৈকয়ীর বরে দশরথ নরপতি ।
আমি জানি নাহি করিছিলা অনুমতি ॥ ৩৪৯
তাহে পুন ভরত করিছে প্রত্যর্পণ
কিছু দোষ নাহি রাজ্য করহ গ্রহণ ॥ ৩৫০
শ্রীরাম কহেন যে কহিলা মহাশয়
তাহাতে উত্তর দিতে মোর শক্তি নয় ॥ ৩৫১
পিতা হন গুরুর মধ্যেতে মহত্তম ।
তাঁর আজ্ঞা যে না পালে সে বড় অধম ॥ ৩৫২
তিঁহ বর দিলা যেই কৈকয়ীর প্রতি ।
তাহাতেই হইয়াছে তাঁর অনুমতি ॥ ৩৫৩
তাতে পুন বিধাতার সুদৃঢ় আদেশ ।
তাতে কিরূপে করি গৃহেতে প্রবেশ ॥ ৩৫৪

যদ্যপি এ সব কথা না কর গ্রহণ ।
কৃপা করি শুন তবে অপর বচন ॥ ৩৫৫
ক্ষত্রিয়ের পরধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা-রক্ষণ ।
তাহা না করিলে হয় নরকে গমন ॥ ৩৫৬
আমিহ প্রতিজ্ঞা কৈনু কৈকয়ী-অগ্রেতে ।
চতুর্দ্দশবর্ষ আমি থাকিব বনেতে ॥ ৩৫৭
সে প্রতিজ্ঞা যদ্যপি আমার নাহি থাকে ।
ঠেকিতে হইবে তবে অধর্ম্মবিপাকে ॥ ৩৫৮
অসত্য সমানপাপ নাহি ত্রিভুবনে ।
এইরূপ বর্ণন করেন শাস্ত্রগণে ॥ ৩৫৯
শ্রাদ্ধ যজ্ঞ করে যেই মিথ্যাবাদী জন ।
পিতৃ দেবলোক তাহে নহে তুষ্ট মন ॥ ৩৬০
সংসারেতে ধর্ম্ম নাহি সত্যের সমান ।
সত্য-মূল জপ যজ্ঞ তপ দান ধ্যান ॥ ৩৬১
সত্যবাদী প্রতি তুষ্ট দেবতাসঞ্চয় ।
সত্য হৈতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হয় ॥ ৩৬২
সব শুভ-ক্রিয়া বিধি তৌল করিছিলা ।
তাহে সবা হৈতে সত্য অধিক হইলা ॥ ৩৬৩
হেন সত্য পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে ।
জানিয়া হইব মগ্ন ঘোর পাপকূপে ॥ ৩৬৪
আর দেখ রাজা যেই করে আচরণ ।
ভালমন্দ তাহাই করয়ে সব জন ॥ ৩৬৫
আমি যদি পিতার বচন না পালিব ।
এই দোষে সব রাজ্যে অধর্ম্ম হইব ॥ ৩৬৬
অতএব মোর প্রতি করি অনুগ্রহ ।
ফিরাইতে পুনর্ব্বার না কর আগ্রহ ॥ ৩৬৭
এত শুনি শ্রীভরত প্রভুর বচন ।
দুখী হয়া সুমন্ত্রে করেন আজ্ঞাপন ॥ ৩৬৮
মন্ত্রিবর কর তুমি মোর এক বাণী ।
ভূমিতে পাতহ শয্যা কুশপত্র আনি ॥ ৩৬৯
প্রসন্ন না হন প্রভু আমারে যাবৎ ।
নিরাহারে এক পার্শ্বে শুতিব তাবৎ ॥ ৩৭০
সুমন্ত্র ভরত-বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
দুঃখি মনে রাম-পানে করে নিরীক্ষণ ॥ ৩৭১
তাহা দেখি আপনি পাতিয়া কুশাসন ।
ভরত রামের আগে করিলা শয়ন ॥ ৩৭২
ইহা নিরখিয়া তাঁরে কন রঘুবর ।
কেন ভাই বৃথা পাও দুঃখ ঘোরতর ॥ ৩৭৩

একপার্শ্বে যদি শয্যা করেন ব্রাহ্মণ।
তবে করিবারে পারে নগর দহন ॥ ৩৭৪
ক্ষত্রিয়ের উপবেশে নাহি অধিকার।
এই হয় সব বেদ স্মৃতির বিচার ॥ ৩৭৫
উঠ উঠ এই ব্রত পরিত্যাগ করি।
প্রজাগণে লয়্যা যাও অযোধ্যানগরী ॥ ৩৭৬
ভরত কহেন শুন সব বিপ্রগণ।
সকলে না কর কেন প্রভুরে প্রার্থন ॥ ৩৭৭
তোমাদের বাক্য না পারিবে লঙ্ঘিবারে।
এই ভাবি আনিয়াছি তোমা সবাকারে ॥ ৩৭৮
তাঁহারা কহেন শুন ভরত সুধীর।
মোরা জানি সত্যনিষ্ঠ হন রঘুবীর ॥ ৩৭৯
পিতার বচন এই করিতে পালন।
না মানিবা অন্য কোনোজনার বচন ॥ ৩৮০
বরঞ্চ সুমেরু কভু হয় চলাচল।
রামের প্রতিজ্ঞা তভু না হয় চঞ্চল ॥ ৩৮১
অতএব ফিরাইতে নারিব বলিয়া।
আছি সকলেতে মোরা স-মৌন হইয়া ॥ ৩৮২
এতেক বচন শুনি তবে রঘুপতি।
আনন্দিত হয়্যা কন বিপ্রগণ প্রতি ॥ ৩৮৩
বিপ্রগণ হও বেদ পুরাণে পণ্ডিত।
না কহিবে কেন হেন বাক্য সমুচিত ॥ ৩৮৪
তোমাদের বাণী শুনি স্থির হৈল মন।
কর কৃপা করি ভরতেরে প্রবোধন ॥ ৩৮৫
ভ্রাতৃবর তোঁহে আমি কহি পুনর্ব্বার।
বিপ্রবাক্য শুনি কর প্রৌঢ়ি পরিহার ॥ ৩৮৬
দিব্য দিয়া কহিতেছি আমিহ তোমারে।
বিলম্ব না কর ফিরি যাহ অযোধ্যারে ॥ ৩৮৭
অনল শীতল হবে সিন্ধু শুকাইবে।
তথাপি পিতার আজ্ঞা মিথ্যা না হইবে ॥ ৩৮৮
পুনশ্চ কহিয়ে আমি শপথ করিয়া।
ফিরিতে নারিব কভু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গিয়া ॥ ৩৮৯
এত শুনি ভরত মিতান্ত দুঃখিমন।
ফুকরি ফুকরি তবে করেন ক্রন্দন ॥ ৩৯০
কুশাসন হৈতে উঠি করি আচমন।
পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ করেন নিবেদন ॥ ৩৯১
মাতৃগণ বিপ্রগণ বন্ধু বান্ধবগণ।
সবে মোর এক বাক্য করহ শ্রবণ ॥ ৩৯২
সত্য করি কহিতেছি তোমাদের পাশ।
পিতৃরাজ্যে কভু মোর নাহি অভিলাষ ॥ ৩৯৩
অতএব জটা চীর করিয়া ধারণ।
আমি বনে থাকি প্রভু চলুন ভবন ॥ ৩৯৪
ইহাতে হইবে সত্য পিতার বচন।
স্বামী হয় ভৃত্য-কর্ম্মফলের ভাজন ॥ ৩৯৫
এত শুনি সন্তুষ্ট হইয়া রঘুবর।
করিছেন সভামধ্যে কিছু প্রত্যুত্তর ॥ ৩৯৬
জীবনে থাকিয়া পিতা করে যে করণ।
তাহারে অন্যথা নাহি করিবে নন্দন ॥ ৩৯৭
তাহে ভরতের রাজ্য মোর বনবাস।
পিতৃ-আজ্ঞা প্রাপ্ত দুই কার্য্য পরকাশ ॥ ৩৯৮
ইহাতে যদ্যপি করি আমিহ ব্যত্যয়।
তথাপি অধর্ম্ম মোর পূর্ব্বমত হয় ॥ ৩৯৯
ভরতের ভক্তি যেন সুদৃঢ় আমায়।
তাহা আমি অবগত আছি সর্ব্বথায় ॥ ৪০০
চতুর্দ্দশবর্ষ পূর্ণ হইলের পর।
ইহারি গুণেতে আমি ফিরি যাব ঘর ॥ ৪০১
এইরূপ আলাপে আছেন রঘুবর।
হেনকালে আল্য মুনি দেবতানিকর ॥ ৪০২
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ আর সিদ্ধগণ।
আকাশে থাকিয়া তাঁরা কহেন বচন ॥ ৪০৩
ধন্য ধন্য দশরথ নৃপমহাশয়।
এমত ধর্ম্মজ্ঞ দুই যাহার তনয় ॥ ৪০৪
তোমাদের যশে পরিপূর্ণ হল্য লোক।
তোমাদের গুণে পাসরিল সবে শোক ॥ ৪০৫
তোমাদের তুলনা না দেখি সংসারেতে।
উভয়ের তুলনা কেবল উভয়েতে ॥ ৪০৬
এত কহি রাবণবধার্থী ঋষিগণ।
পুনর্ব্বার ভরতে করেন বিজ্ঞাপন ॥ ৪০৭
ভরত তুমিহ হও স্থির ধীর জ্ঞানী।
না লঙ্ঘিবে কভু নিজ অগ্রজের বাণী ॥ ৪০৮
ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন পিতা তব।
নাগলোক মনুষ্য বিশেষে সুর সব ॥ ৪০৯
শ্রীরামের বনবাস নিষ্পন্ন হইলে।
বহু কার্য্য হবে তাহা জানিবে অখিলে ॥ ৪১০
এত কহি সবে তারা হৈলা অন্তর্হিত।
শুনিয়া সকল জন হইল বিস্মিত ॥ ৪১১

তবে শ্রীভরত পুন কহেন শ্রীরামে।
যদ্যপি নিতান্ত প্রভু নাহি যাবে ধামে॥ ৪১২
তবে এইস্থানে বিপ্র-মন্ত্রি-প্রজাগণ।
করুন তোমারে অভিষেক সুশোভন॥ ৪১৩
এইস্থানে থাকি কর রাজ্যের পালন।
তবেই সুসিদ্ধ হবে বেদাদি-বচন॥ ৪১৪
ইহা যদি নাহি করিবেন অঙ্গীকার।
তবে রাজ্য পুরী গৃহ হউ ছারখার॥ ৪১৫
আমিহ নিকটে থাকি যেমন লক্ষ্মণ।
করিব সর্ব্বদা এই চরণ সেবন॥ ৪১৬
যার যেথা ইচ্ছা থাকু সেথা সেই জন।
আমি না রহিব তোমা বিনে একক্ষণ॥ ৪১৭
প্রভু কন ভাই বনে বসতি আমারে।
অবশ্য করিতে হবে রাজত্ব তোমারে॥ ৪১৮
পুনঃপুন কন্দল না কর আর ইতে।
চন্দনেও উঠে অগ্নি ঘসিতে ঘসিতে॥ ৪১৯
তোমারে শপথ মোর লক্ষ্মণ সীতার।
শীঘ্র গৃহে যাও নাহি গৌণ কর আর॥ ৪২০
ইহাতে যদ্যপি তুমি করহ অন্যথা।
তবে আর তোমারে না কব আমি কথা॥ ৪২১
শুনিয়া এ ঘোর বাণী শ্রীরামের মুখে।
কান্দিয়া কহেন শ্রীভরত মহাদুখে॥ ৪২২
বৃথা কেন দিব্য দাও প্রভু এ কিঙ্করে।
চলিলাম এই আমি অযোধ্যানগরে॥ ৪২৩
আমি তব ভৃত্য-ভৃত্য-ভৃত্য-অনুভৃত্য।
যাহাতে তোমার সুখ সেই মোর কৃত্য॥ ৪২৪
ইহাতে যদ্যপি যায় আপন জীবন।
তথাপি করিব যেই কৈলে আজ্ঞাপন॥ ৪২৫
কিন্তু তব রাজ্যভার পালন করিতে।
মোর শক্তি না পারিবে কদাচ ঘটিতে॥ ৪২৬
গরুড়ের কর্ম্ম কোথা করয়ে শলভ।
অশ্বের সমান কোথা ধায় বা গর্দ্দভ॥ ৪২৭
পিপীলিকা গিলে কোথা সিংহের আহার।
মশকে সহিতে পারে গজের কি ভার॥ ৪২৮
অতএব কে করিবে সে রাজ্য পালন।
বিবেচনা করি তাহা কর আজ্ঞাপন॥ ৪২৯
তব ভোগ্য ধনহানি না হয় যেমন।
এই লাগি করি হেন মত নিবেদন॥ ৪৩০

শ্রীরাম কহেন শুন শুন গুণধাম।
তোমারেই করিতে হইবে সেইকাম॥ ৪৩১
যেমত তোমার বুদ্ধি যেমত বিনয়।
ইথে ত্রিলোকীর রাজ্য তে হে যোগ্য হয়॥ ৪৩২
তাহে আমাদের রাজ্য হয় অতি অল্প।
ইহারে পালিতে পার তুমি কোটিকল্প॥ ৪৩৩
তুমি জান সব রাজনীতি-শাস্ত্ররীতে।
তথাপি আমারে কিছু হয় শিখাইতে॥ ৪৩৪
শক্র সূর্য্য সমীরণ বরুণ শমন।
সুধাকর কুবের ধরণী আট জন॥ ৪৩৫
ইহাদের গুণ যেই রাজা শিক্ষা করে।
তার নিন্দা নাহি হয় সংসারভিতরে॥ ৪৩৬
বর্ষা-চারিমাস যেন ইন্দ্র বৃষ্টি করে।
রাজা তেন ধন দিবে কালে প্রজাঘরে॥ ৪৩৭
আটমাস যেন জল হরে দিবাকর।
প্রজাদের রাজা তেন লইবেক কর॥ ৪৩৮
বায়ু যেন সর্ব্বভূতে অদর্শনে চরে।
চারদ্বারা রাজা তেন রাজ্যের ভিতরে॥ ৪৩৯
বরুণ যেমন পাশে বান্ধয়ে শক্রে।
তেন বান্ধিবেন রাজা সকল দস্যুরে॥ ৪৪০
অরিমিত্রবুদ্ধি-হীন যেমন শমন।
তেনই করিবে রাজা দণ্ড্যের দমন॥ ৪৪১
শশী যেন সব লোকে আহ্লাদিত করে।
অনুরক্ত করিবেক তেন সব নরে॥ ৪৪২
অনেক ধনের পতি কুবের যেমন।
নরপতি সঞ্চয় করিবে তেন ধন॥ ৪৪৩
ধরণী যেমন হন সবার আলয়।
হইবেক তেন রাজা প্রজার আশ্রয়॥ ৪৪৪
এ সকল রাজনীতি-মার্গ অনুসারে।
পালন করিবে প্রজা সস্নেহ-বিচারে॥ ৪৪৫
মাতৃভাবে দেখিবে পরের নারীজনে।
কভু লোভ না করিবে অপরের ধনে॥ ৪৪৬
না করিবে মাননীয়জন-মানভঙ্গ।
কদাচিত না করিবে নীচজনসঙ্গ॥ ৪৪৭
সমরে করিবে শৌর্য্য ধৈর্য্য বিপদে।
গুরুতে রাখিবে ভক্তি বিনয় সম্পদে॥ ৪৪৮
সুজন-সঙ্গমে বাঞ্ছা পরগুণে প্রীতি।
রাখিবে অযশ হৈতে সদা মনে ভীতি॥ ৪৪৯

কিঞ্চিৎ কহিনু আমি দিক্ দরশন।
জানিবে অপর আর করি বিবেচন॥ ৪৫০
জনকের প্রতি না হইবে অসন্তোষ।
কৈকয়ী মাতার প্রতি না করিবে রোষ॥ ৪৫১
তাঁহার হৃদয়ে যাহা শুনি হয় ব্যথা।
কভু নাহি কহিবে তেমন ক্রূর কথা॥ ৪৫২
সম্প্রতি বিলম্ব আর না কর এ স্থলে।
গৃহে যাত্রা কর শীঘ্র লইয়া সকলে॥ ৪৫৩
এত শুনি শ্রীভরত হইয়া কাতর।
পড়িলা শ্রীরামচন্দ্র-চরণ-উপর॥ ৪৫৪
সর্পের সমান ভূমে বেড়ান গড়িয়া।
হায় কি হইল বলি কান্দেন ডাকিয়া॥ ৪৫৫
তাহা দেখি শ্রীরামের যত মাতৃগণ।
মুক্তকণ্ঠে সকলেতে করেন ক্রন্দন॥ ৪৫৬
সেকালেতে সো-মনুষ্য সেখানে না ছিল।
যার মন করুণাতে দ্রব না হইল॥ ৪৫৭
মনুষ্যের কথা কিবা করিব বর্ণন।
পশুপক্ষি-সমূহের ঝরয়ে নয়ন॥ ৪৫৮
মধুচ্ছলে বৃক্ষলতা কান্দিতে লাগিলা।
অন্য কি কহিব গলি গেল সব শিলা॥ ৪৫৯
তবে রামচন্দ্র কোলে তুলিয়া ভরতে।
কহিছেন কিছু কথা সকরুণমতে॥ ৪৬০
না কান্দ না কান্দ ভাই তুমি পুনর্ব্বার।
তোমার ক্রন্দনে বুক বিদরে আমার॥ ৪৬১
তোমারে এমত নিরখিয়া মোর মন।
ঘোর অন্ধকারে যেন হইছে মগন॥ ৪৬২
অতএব মোর দুঃখে যদি দুঃখ হয়।
তবে আর বিলম্ব করিতে যোগ্য নয়॥ ৪৬৩
এইরূপ ভরতে কহেন রামধন।
হেনকালে আল্যা শরভঙ্গ-শিষ্যগণ॥ ৪৬৪
দিয়া দুটী কুশের পাদুকা উপায়ন।
তাঁরা কৈলা রামে আশীর্ব্বাদ বিতরণ॥ ৪৬৫
রামচন্দ্র তা-সবারে কুশল পুছিলা।
বশিষ্ঠ ভরতে তবে কহিতে লাগিলা॥ ৪৬৬
ভরত রামের পদে করি সমর্পণ।
এ দুই পাদুকা তুমি করহ গ্রহণ॥ ৪৬৭
ইহারাই করিবেন রাজ্যের পালন।
ইহাতেই সুখিত হইবে ত্রিভুবন॥ ৪৬৮
শুনি বাণী সব জন আনন্দিতমতি।
সাধুবাদ করে বহু বশিষ্ঠের প্রতি॥ ৪৬৯
তাহা শুনি ভরত কিঞ্চিৎ সুখিমন।
করিলেন রামপদে পাদুকা অর্পণ॥ ৪৭০
সেইত পাদুকা তবে শিরেতে করিয়া।
কহেন প্রভুরে পুন কান্দিয়া কান্দিয়া॥ ৪৭১
ভরতেরে রাখিতে দিয়াছি নিজ ভার।
ইহা বলি মনেতে রাখিবে আপনার॥ ৪৭২
চতুর্দ্দশবর্ষ পরে করিয়া গণন।
পাঁচদিন পর্য্যন্ত করিব প্রতীক্ষণ॥ ৪৭৩
তার পরে যদি না করহ আগমন।
ষষ্ঠ দিবসেতে তবে ত্যজিব জীবন॥ ৪৭৪
এত শুনি ভরতের বাণী রঘুবর।
তথাস্তু বলিয়া তাঁরে দিলা প্রত্যুত্তর॥ ৪৭৫
তবে প্রদক্ষিণ করি ভরত প্রভুরে।
প্রণাম করিলা পুন ভাসি অশ্রুপূরে॥ ৪৭৬
মাতৃগণ শোকেতে অত্যন্ত মগ্নমতি।
কিছু না কহিতে পারিলেন রাম প্রতি॥ ৪৭৭
কেবল শ্রীমুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ।
আরম্ভিলা সকলেই করিতে ক্রন্দন॥ ৪৭৮
সহিতে না পারি তাহা করিয়া প্রণাম।
কান্দি কান্দি কুটীরেতে প্রবেশিলা রাম॥ ৪৭৯
ভরত শিরেতে করি পাদুকাযুগল।
প্রস্থান করিলা শোকে নিতান্ত বিকল॥ ৪৮০
বশিষ্ঠ প্রবোধ করি সব রাণীগণে।
আরোহণ করাইলা যানে সযতনে॥ ৪৮১
শত্রুঘ্ন সঙ্গেতে করি যাবদীয় জন।
কান্দি কান্দি গিরি ছাড়ি কৈলা আগমন॥ ৪৮২
নীচে আসি সবে স্ব স্ব যানে আরোহিয়া।
চলিলা অযোধ্যামুখে দুঃখিত হইয়া॥ ৪৮৩
তবে শ্রীভরত সঙ্গে লয়্যা সেনাগণ।
ভরদ্বাজ-আশ্রমেতে করিলা গমন॥ ৪৮৪
সকল বৃত্তান্ত তাঁরে নিবেদন করি।
গঙ্গা পার হয়্যা গেলা গুহের নগরী॥ ৪৮৫
সেইস্থানে গুহকে করিয়া বিসর্জ্জন।
ক্রমে প্রবেশিলা আসি অযোধ্যা-ভবন॥ ৪৮৬
মাতৃবর্গে গৃহে রাখি ডাকি মন্ত্রিগণ।
কহেন সবারে কিছু ভরত বচন॥ ৪৮৭

পিতা গিয়াছেন স্বর্গে শ্রীরাম কাননে।
শ্মশান-সমান পুরী লাগয়ে নয়নে॥ ৪৮৮
অতএব এথানে রহিতে না পারিব।
নন্দিগ্রামে আমি এইক্ষণেই যাইব॥ ৪৮৯
না আসিবা প্রভু মোর ফিরিয়া যাবৎ।
সহিব এ সব দুঃখ সেথানে তাবৎ॥ ৪৯০
সেইস্থানে লইয়া ব্রাহ্মণ সবাকারে।
অভিষেক করিব প্রভুর পাদুকারে॥ ৪৯১
শুনিয়া এতেক বাণী যত মন্ত্রিগণ।
সবিস্ময় হইয়া করয়ে নিবেদন॥ ৪৯২
শ্রীরামচরণে ভক্তি তোমার যেমন।
তাহারি উচিত করিতেছ আজ্ঞাপন॥ ৪৯৩
লোক-বেদ-ধর্ম্মপথে সুসম্মত অতি।
ইহাতে কাহার না হইবে অনুমতি॥ ৪৯৪
এত শুনি শ্রীভরত শত্রুঘ্নে লইয়া।
রথে আরোহিলা মাতৃগণে প্রণমিয়া॥ ৪৯৫
সঙ্গেতে চলিলা বশিষ্ঠাদি বিপ্রগণ।
প্রবীণ প্রবীণ মন্ত্রী মুখ্য প্রজাগণ॥ ৪৯৬
সেথানেতে গিয়া তবে অতি শুভক্ষণে।
পাদুকারে বসাইয়া দিব্য সিংহাসনে॥ ৪৯৭
অভিষেক করিয়া তাঁহার বিধিরীতে।
আপুনি ধরিলা ছত্র তাঁর উপরিতে॥ ৪৯৮
শত্রুঘ্ন আপন করে করেন চামর।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন যতেক অমর॥ ৪৯৯
ভরতের গুণ দেখি যাবদীয় লোক।
বিস্মৃত হইলা সবে দশরথ-শোক॥ ৫০০
শিরে জটা পরিধান বৃক্ষের বাকল।
শয়নের স্থান তাঁর কেবল ভূতল॥ ৫০১
গোমূত্রে যবের চূর্ণ করিয়া রন্ধন।
তাহাই কিঞ্চিৎ খাই শরীর ধারণ॥ ৫০২
লইয়া সুগন্ধপুষ্প অপূর্ব্ব চন্দন।
প্রতিদিন পাদুকার করেন পূজন॥ ৫০৩
পাদুকার অগ্রেতে করিয়া নিবেদন।
করেন যাবৎ রাজ-কার্য্য আচরণ॥ ৫০৪
যেন কেহ কাহারো যোগায় স্বাসধন।
তেনমতে রামরাজ্য করেন রক্ষণ॥ ৫০৫
শত্রুঘ্ন-সঙ্গেতে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ।
রামের গমন-দিন করেন গণন॥ ৫০৬
আপনার নিকটে যাবৎ মন্ত্রী ছিলা।
তা-সবারে কষায়-বসন পরাইলা॥ ৫০৭
ভরতের ভক্তি দেখি শ্রীরামচরণে।
সাধু-সাধু ঘোষণা হইল ত্রিভুবনে॥ ৫০৮
তুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ৫০৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে অযোধ্যাকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে শ্রীভরতপ্রত্যাগমো নাম
নবমঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ৯॥

দশম পরিচ্ছেদ।

রাম-সীতার বন-ভ্রমণ।

পর্ব্বতে যো বহুবিধং পর্ব্ব তেনে প্রিয়াযুতঃ।
জয়ন্তং তং শরাগ্রেণ জয়ন্তং রামমাশ্রয়ে॥ ১

নন্দিগ্রামে ভরত রহিলা এইরূপে।
শ্রীরাম-বৃত্তান্ত এবে ধর কর্ণকূপে॥ ২
চিত্রকূটে জানকী-লক্ষ্মণ করি সঙ্গে।
কথোদিন যাপন করিলা প্রভু রঙ্গে॥ ৩
একদিন সঙ্গে করি আপন রমণী।
গিরি-শোভা দর্শন করেন রঘুমণি॥ ৪
করে ধরি কৌতুক করান দরশন।
নিজমুখে গিরিগুণ করেন বর্ণন॥ ৫
দেখ দেখ পবিত্র পর্ব্বত প্রাণপ্রিয়ে।
পরম পিরীতি পাই যাহারে পেখিয়ে॥ ৬
এ গিরির গুণগুণে মগ্ন মোর মন।
কভু না স্মরণ করে সে হেন সদন॥ ৭
অযোধ্যা-নিবাস হৈতে অনেক গুণিত।
ভাল লাগে এথা বাস তোমার সহিত॥ ৮
এথানে তোমার সঙ্গে যে সব বিলাস।
স্বর্গেতেও নাহি হয় তাহার উল্লাস॥ ৯
দেব সিদ্ধ বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
এথানে থাকয়ে সবে ছাড়ি নিজ ঘর॥ ১০
কিবা দেখ অতি উচ্চ এই গিরিবর।
জিনিয়াছে জগতের যত ধরাধর॥ ১১

সুমেরুর দর্প ছিল সুবর্ণ-শোভায়।
তোমার ছটাতে জয় করিয়াছে তায়॥ ১২
গৌরীবাস বলি গর্ব্বী ছিল হিমালয়।
তোঁহে পাই এহ তাহে করিয়াছে জয়॥ ১৩
তব মুখসুধাংশু-সিন্দূর দিবাকরে।
পাই জয় করিয়াছে উদয়-ভূধরে॥ ১৪
স্বর্ণতটী গৌরী-ফণিসমূহ-সুন্দর।
নিরন্তর শোভে গিরি যেন মহেশ্বর॥ ১৫
মুনিগণ সেবনীয় বনমালাধারী।
সদ্গতি-দায়ক এহ যেন শ্রীমুরারি॥ ১৬
সহস্রমস্তক মণিগণ-মনোহর।
অনন্তদেবের শোভা বহে ক্ষিতিধর॥ ১৭
কিন্তু এক আশ্চর্য্য লাগয়ে তাহে মনে।
সেহ শিরে ধরে তুমি এহতো চরণে॥ ১৮
কত শত মণিময় শিখর শোভন।
সহস্রশীর্ষার শীরে মুকুট যেমন॥ ১৯
বিচিত্র শিখর এহ করিয়া স্বীকার।
সার্থক করিয়াছেন নাম আপনার॥ ২০
সিত পীত নীল রক্ত নানা বর্ণময়।
ইহার শিখর সব যেন দেবচয়॥ ২১
কেহ অতি শুক্লবর্ণ যেন শশধর।
কেহ বা অরুণ যেন শোভয়ে ভাস্কর॥ ২২
কেহ শ্যামবর্ণ দেখ যেমত শমন।
কেহ কেহ গৌর যেন কুবের দহন॥ ২৩
শুক্ল শিলা উপরিতে কাঞ্চন শিখর।
ঐরাবতস্কন্ধে যেন দেব পুরন্দর॥ ২৪
রূপ্যশৃঙ্গ সাজে শুক্ল পাষাণ-উপরি।
বৃষে আরোহিয়া যেন মদনের অরি॥ ২৫
নীলমণি শৃঙ্গ স্বর্ণ-শিলার উপর।
গরুড়-উপরি যেন দেব দামোদর॥ ২৬
কাহারো অর্দ্ধেক শ্যাম অর্দ্ধেক ধবল॥
হরিহরমূর্ত্তি যেন দেখ অবিকল॥ ২৭
শুক্লশৃঙ্গ দেখ শ্যামশিলা কোলে করি।
হিরণ্যকশিপু মারি যেন নরহরি॥ ২৮
প্রকাশ পাইছে কত মণি-খনিচয়।
সহস্রাক্ষ-দেহে যেন চক্ষুঘটা রয়॥ ২৯
হিঙ্গুলের খনি দেখ তায় মাঝে মাঝে।
বাণবিদ্ধ বীর যেন সমরেতে সাজে॥ ৩০
হরিতাল তট সাজে কিবা এ ভূধরে।
সুবর্ণপদক যেন শ্যামা-পয়োধরে॥ ৩১
শোভিতেছে কোনো কোনো স্থানেতে নির্ঝর।
মুক্তাহার যেন তব স্তনের উপর॥ ৩২
এই ধরাধরে দেখ তরুলতাগণ।
যাহার দর্শনমাত্রে জুড়ায় নয়ন॥ ৩৩
শ্রীবৈদেহি দেহী সুখী যার দরশনে।
নিরীক্ষণ ক্ষণকাল কর সে-কাননে॥ ৩৪
যাহাতে হাতেতে করি শরশরাসন।
মন্মথ মথন করে বিরহীর মন॥ ৩৫
অবিরত রত এই স্থানে ঋতু ছয়।
শ্রীবসন্ত সন্তত বিশেষে এথা রয়॥ ৩৬
বৃক্ষকুল কুলবতী কিবা শোভা পায়।
মনোরম রমণী-সমান লতা তায়॥ ৩৭
অশ্বত্থ বৃক্ষেতে দেখ সদা দোলে দল।
অশ্বজিহ্বা যেন হয় সতত চঞ্চল॥ ৩৮
তুলসীর কানন করহ নিরীক্ষণ।
তুলনা রহিত যার হয় গুণগণ॥ ৩৯
না রাখেন দর্শন-স্পর্শনে সর্ব্বপাপ।
নারায়ণ দেন দূর করি ভব-তাপ॥ ৪০
কপিত্থসমূহ দেখ প্রিয়ে অবিরল।
কপিলার ক্ষীর-সম স্বাদু যার ফল॥ ৪১
পলাশ-পাদপে পুষ্প বিরহী দেখিয়া।
পলায়ন করে কাম কাটার মানিয়া॥ ৪২
মাধবী-কুসুম কত হয় বিকসিত।
মাধব পূজনে অতিশয় সমুচিত॥ ৪৩
মকরন্দে সুন্দর ইহার পুষ্পচয়।
মকরধ্বজের যেন বাণবৃন্দ রয়॥ ৪৪
সুরস অত্যন্ত এই দেখ দ্রাক্ষাগণ।
সুর সব ইহাতে হয়েন লুব্ধ মন॥ ৪৫
বাতাপি-জম্বীরবৃক্ষ করে ঝলমল।
বাতাপি অসুর-শিরসম যার ফল॥ ৪৬
নাগরঙ্গ-ফলে শোভে কণ্টক আচর।
নাগর-নখের দাগ যেন স্তনোপর॥ ৪৭
করুণ কুসুমমুখে মধুধারা ধরে।
করুণাতে কারো যেন নেত্রে অশ্রু ঝরে॥ ৪৮
কমলাফলেতে নব কিশলয় সাজে।
কমলার স্তনে যেন বিষুব্ধর রাজে॥ ৪৯

কুষ্ণকেলি কুসুম করহ নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণকেশে শোভে মেঘে তড়িৎ যেমন ॥ ৫০
সেবতীর পুষ্প দেখ কিবা শোভা করে।
সেবতীর ধনু করি ইথে পঞ্চশরে ॥ ৫১
নারিকেলবৃক্ষ-ফল হয়্যাছে শোভন।
নারীকে লভিল যেন যৌবনেতে স্তন ॥ ৫২
কর করঞ্জের ফলে কটাক্ষ-অর্পণ।
কুরু কুরুবক-পুষ্প প্রিয়ে নিরীক্ষণ ॥ ৫৩
সমী সমীরণ-সঙ্গে দেখ কিবা দোলে।
বদ বদরীতে কার নেত্র নাহি ভোলে ॥ ৫৪
রসাল রসাল কত সুধার সমান।
কদম্ব-কদম্ব নাহি হয় পরিমাণ ॥ ৫৫
মধুর মধুরগন্ধে ভৃঙ্গে যে ভুলায়।
সেফালী সে ফালী ফালী করে পান্থ-গায় ॥ ৫৬
রমণীর মণি প্রিয়ে সর্ব্ব-গুণধাম।
জানকি জানকি তুমি এ তরুর নাম ॥ ৫৭
সকল জনেতে কহে এ তরু অশোক।
ইহা দেখি বিরহীর কেন বাঢে শোক ॥ ৫৮
সুললিত জটার পটল দেখি বটে।
মনে হয় বুঝি এহ শিবভক্ত বটে ॥ ৫৯
কিবা দোষ হরীতকী মধুর আমলা।
যার ফল খাইলে মনের যায় মলা ॥ ৬০
বোয়ানি বেতস পীলু পাকুড় পালিতা।
চমৎকার চোরপুষ্পী চিরাতা চালিতা ॥ ৬১
বিম্বলতা সুললিত পক্বফল ধরে।
যাহার তুলনা হয় তোমার অধরে ॥ ৬২
আগে দেখ কত শত তরুণ তমাল।
যাহার কুসুমে হয় সুললিত গাল ॥ ৬৩
নিবিড় পলাশে মন হরয়ে কেশর।
যাহার কুসুমে লাগে বিরহীকে শর ॥ ৬৪
নয়নগোচর কর জানকি বকুল।
যা দেখি রাখিতে নারে বধূসব কুল ॥ ৬৫
নিরীক্ষণ কর প্রিয়ে পবিত্র শ্রীফলে।
যাহার সেবনে স্বর্গ-রাজত্ব-শ্রী ফলে ॥ ৬৬
যাহা খাই মনে হয় সুধায় কি ফল।
আগে দেখ পরিপক্ক সে কণ্টকি-ফল ॥ ৬৭
ফলের মাঝারে তুলা প্রসরে সেমুল।
জানয়ে শীতার্ত্ত জন ইহার সে মূল ॥ ৬৮

বিকশিত কুসুমে শোভয়ে নাগেশ্বর।
যেন মণিগণেতে বাসুকি নাগেশ্বর ॥ ৬৯
সুপক্ক মধুর ফলে ঝলকে বাদাম।
ও ফলের করিতে পারয়ে কেবা দাম ॥ ৭০
সুবর্ণ-বরণ বিকসিত বাঘনখ।
যাহারে বিরহী মানে কামবাঘ-নখ ॥ ৭১
নরেন্দ্রনন্দিনি নিরীক্ষণ কর তাল।
যার রসে মাতি লোক দেয় করতাল ॥ ৭২
প্রিয়ে দেখ দেবতৃপ্তিকারী মুচুকুন্দ।
যেন রাজা দেবতৃপ্তিকারী মুচুকুন্দ ॥ ৭৩
দেখ শাখাসহস্রেতে শোভিত অর্জ্জুন।
যেন বাহু সহস্রেতে শোভিত অর্জ্জুন ॥ ৭৪
কিবা পুষ্পমালে শোভা করয়ে করুণ।
যেন পুষ্পমালে শোভা করয়ে বরুণ ॥ ৭৫
দেখ দিব্য-পত্রাবলী শোভিত কামিনী।
যেন দিব্য পত্রাবলী-শোভিত কামিনী ॥ ৭৬
সরল পল্লবে করি শর শরাসন।
মদমত্ত করয়ে মদন সব জন ॥ ৭৭
মধুকের মধুগন্ধে মাতে অলিগণ।
শোভাঞ্জন শোভা দেখি মজিল নয়ন ॥ ৭৮
তিলক দেখহ বনতিলক-সমান।
আসন কামের যেন আসনপ্রধান ॥ ৭৯
অপরাজিতারে দেখ ধরিত্রীর সুতে।
অপরাধ নাশ করে ধরিলে তনুতে ॥ ৮০
বহুবার বৃক্ষ বহু বাজের ভজন।
চিত্র করে হৃদয়েতে চিত্রক কানন ॥ ৮১
সহকার লতা সহকারে সুললিত।
নাগর যেমন নাগ্র রমণী-মিলিত ॥ ৮২
কলসা বৃক্ষেতে দেখ অতি মিষ্ট ফল।
গল প্রবেশিবা মাত্র করয়ে পাগল ॥ ৮৩
মলহীন ফুটিয়াছে কত ভূ-কমল।
কলরব করে তাহে অলি অবিকল ॥ ৮৪
রম্ভা নানাজাতি প্রিয়ে দেখ বিদ্যমান।
রম্ভা অপ্সরার উরু যাহার সমান ॥ ৮৫
কাঞ্চন-কুসুমে চিত্ত না ভুলে কাহার।
কাঞ্চন-চম্পক দেখ রম্য যার হার ॥ ৮৬
কুন্দ নবমল্লিকা সুগন্ধ গন্ধরাজ।
কুঞ্চন-কনকসম ঝিণ্টি সুবিরাজ ॥ ৮৭

বাসক-কুসুমে চিত্ত নাহি হরে কার।
বাস করি যাহে অলি করিছে ঝঙ্কার ॥ ৮৮
প্রিয়াল হয়্যাছে লতাসঙ্গে মনোহর।
প্রিয়া লয়্যা বিলাস করেন যেন হর ॥ ৮৯
আনার মধুর সম শর্করা দানার।
আনার অধিক মূল্য একেক দানার ॥ ৯০
ধবল লোহিত বহুমত করবীর।
ধবহীনা প্রতি যেন বাণকর বীর ॥ ৯১
গুবাক দেখহ প্রিয়ে রহে সারি সারি।
অবাক করয়ে যার মূল্যেতে পসারি ॥ ৯২
কর্ণিকার কার চিত্তে না করে বিকার।
যার প্রভা প্রভাতের ভানুর প্রকার ॥ ৯৩
আমলী মলিন নহে দিবস-রজনী।
বিরহী রহিতে নারে যা দেখি সজনি ॥ ৯৪
হিজল জলদজাল শ্যাম হরে মন।
সুন্দর রঙ্গণ দেখ যাবক যেমন ॥ ৯৫
জানকি হে কি হের হরহ ডানিকরে।
যার পুষ্প পুষ্পবাণ-বাণকর্ম্ম করে ॥ ৯৬
মনোহর হরসিত সিত সুরহিত।
নানাজাতি জাতিগণ গণনা-রহিত ॥ ৯৭
উড়ুম্বর বরফলে পাইছে প্রকাশ।
উড়ুসঙ্ঘ-সঙ্ঘটনে যেমন আকাশ ॥ ৯৮
গরবিণি বিনিদ্র দেখিয়া এত গর।
গরজনে জনে অলি করে গরগর ॥ ৯৯
প্রিয়ে দেখ এ গিরিতে পশুর নিকর।
করিতে না পারি যার গণিয়া নিকর ॥ ১০০
আছয়ে এখানে কত শরভসঞ্চয়।
সিংহ মারি করে যারা মাংসের সঞ্চয় ॥ ১০১
কিবা দেখ যূথে যূথে শোভা করে হরি।
করিকুম্ভ ভেদি যারা মুক্তা লয় হরি ॥ ১০২
রহিয়াছে এখানেতে অনেক বারণ।
মাতি যারা নাহি শুনে কাহারো বারণ ॥ ১০৩
এই ত পর্ব্বতে সুখে আছে ব্যাঘ্র সব।
যাহাদিগে দেখি ভীত লোক হয় শব ॥ ১০৪
এখানে বরাহ সব বিদারয়ে ক্ষিতি।
নাহি হয় তাহে কভু মুখাগ্রের ক্ষিতি ॥ ১০৫
শাখীর উপরি দেখ শাখামৃগ-কুল।
যাহাদের প্রিয় বড় আম জাম কুল ॥ ১০৬
এ গিরি-গুহাতে কত রহিয়াছে ভল্ল।
যাহাদের নখ হয় যেন মহাভল্ল ॥ ১০৭
ভ্রমণ করয়ে এথা কতকোটি খড়্গী।
সমর-মাঝারে যেন মহাবল খড়্গী ॥ ১০৮
মহিষসমূহ পড়ি রহিয়াছে জলে।
যাহাদের সূর্য্যতাপে অঙ্গ বড় জলে ॥ ১০৯
রহিয়াছে এখানে শৃগাল কত লক্ষ।
যাহাদের চরিত্র না হয় কারো লক্ষ ॥ ১১০
আর দেখ এখানেতে বিবিধ কুরঙ্গ।
যাহাদের অঙ্গে নাহি কোথাও কু-রঙ্গ ॥ ১১১
প্রিয়ে নাচিতেছে দেখ দিব্য কৃষ্ণসার।
যেন তব নাচয়ে নয়ন-কৃষ্ণসার ॥ ১১২
লম্ফ দিয়া ভ্রমে দেখ হরিণ চিতল।
সলিল মাঝারে যেন প্রবল চিতল ॥ ১১৩
অতিমিষ্ট মাংস এই দেখহ রোহিত।
যেন জলচর মাঝে উত্তম রোহিত ॥ ১১৪
আগে দেখ এ মৃগ সম্বর নাম হয়।
যাহাদের আকৃতি সকল যেন হয় ॥ ১১৫
প্রিয়ে দেখ এই মৃগ চামরী কি নয়।
চামর লাগিয়া লোক যার পুচ্ছ লয় ॥ ১১৬
গবয়সমূহ দেখ শ্রেষ্ঠ যারা বলে।
যাহাদিগে লোক সব গো-সমান বলে ॥ ১১৭
আছে যত খেজারুপ্রভৃতি-পশু-লেখা।
রঘুকুলবধূমণি নাহি তার লেখা ॥ ১১৮
আর দেখ হেথা আছে বিহঙ্গমগণ।
করিতেছে কতমত সদা কল স্বন ॥ ১১৯
কোকিকুলে কেও কেও করয়ে বিশাল।
বুঝি এহ হইবে কামের কোতোয়াল ॥ ১২০
কুহু কুহু রব করে কোকিলের গণে।
কামের কাহলি হবে বাল মানি মনে ॥ ১২১
পুত্রপ্রিয় পাখী পুত্র পুত্র বলি ডাকে।
মোর মাতা ডাকিতেন যেমন আমাকে ॥ ১২২
ভৃঙ্গরাজ পক্ষী করে বিচিত্র নিস্বন।
রাজার সভার মাঝে যেন ভণ্ডজন ॥ ১২৩
চাতকসমূহ করে সলিল প্রার্থন।
ধনীর দ্বারেতে দুখী দরিদ্র যেমন ॥ ১২৪
শুক সব মুনিমুখে করিয়া শ্রবণ।
পাঠ করে কত শ্রুতি-পুরাণ বচন ॥ ১২৫

ঘনে ঘনে গতায়াত করয়ে খঞ্জন।
নাগর দেখিয়া যেন নাগরী-নয়ন ॥ ১২৬
কুক্কুট কুলিঙ্গ করে কল কল রব।
ঘন ঘন ঘুঘু করি ডাকে ঘুঘুসব ॥ ১২৭
চিল চাস চকোর চটক শারি শারি।
পরিপাটী পারাবত প্রমোদিত সারি ॥ ১২৮
ময়না মাণিকজোড় মুনিয়া মদনা।
কমনীয় কাকাতুয়া করট চন্দনা ॥ ১২৯
আর যত রহিয়াছে বিহঙ্গমগণ।
কে করিতে পারে তাহা সকল গণন ॥ ১৩০
কিবা দেখ এইত গিরির বিচিত্রতা।
পশুপক্ষী কাহারো না দেখি বিপক্ষতা ॥ ১৩১
ব্যাঘ্রের বালকে পিয়ে মহিষীর স্তন।
মহিষের পুত্রে ব্যাঘ্র করয়ে লালন ॥ ১৩২
মৃগশাবকের মুখে সিংহ দেয় ঘাস।
সিংহের গুহাতে করী করয়ে নিবাস ॥ ১৩৩
ভুজঙ্গ নকুল একগর্ত্তে করে বাস।
কাক হৈতে পেচকের নাহি কভু ত্রাস ॥ ১৩৪
এইরূপে করি প্রভু বিপিন-বর্ণন।
মন্দাকিনী দেখি পুন কহেন বচন ॥ ১৩৫
দেখ দেখ সুবদনি, কিবা নদী মন্দাকিনী,
মন্দাকিনী যেন সুরালয়ে।
অতিশয় নিরমল, চল চল করে জল,
মন্দবাতে তরঙ্গ উঠয়ে ॥ ১৩৬
বিকসিত শতদলে, খেলা করে অলিকুলে,
ভুরু যেন তোমার বদনে।
সুললিত কোকনদ, অলি তাহে করে পদ,
যেন তব নেত্র জাগরণে ॥ ১৩৭
কুমুদিনী ইন্দীবর, রহে কত থরে থর,
তাহা দেখি জুড়ায় নয়ন।
জলচর পক্ষী সব, করয়ে মধুর রব,
শুনি কার ভুলে না শ্রবণ ॥ ১৩৮
দিব্য রাজহংস পক্ষ, শারি শারি লক্ষ লক্ষ,
মাঝে মাঝে করিছে ভ্রমণ।
যেন সীমন্তিনী-গলে, মল্লিকার মালা দোলে,
তাহে নাহি মজে কার মন ॥ ১৩৯
চক্রবাক কারণ্ডব, শরালি সারস সব
কলহংস কুরর কুররী।
এ সকল খগগণ, করিছে মধুর স্বন,
ঝঙ্কারিছে ভ্রমর ভ্রমরী ॥ ১৪০
কিবা দুই তট-শোভা, জগজন-মনোলোভা,
সুচিক্কণ বালুকা তাহায়।
নানাজাতি লতা তরু, পত্র-পুষ্পফলে মরু,
শাখা সব সলিলে লোটায় ॥ ১৪১
তাহে নানাপক্ষী ডাকে, অলি গায় ঝাঁকে ঝাঁকে,
শীতল সুগন্ধ বায়ু বয়।
রঘুবংশ-বরমণি, এই দিব্য তরঙ্গিণী,
তোমার বিলাসে যোগ্য হয় ॥ ১৪২
দেখ দেখ এই নদীজলে মুনিগণ।
ঊর্দ্ধবাহু হয়্যা সূর্য্যে করেন সেবন ॥ ১৪৩
কেহ স্নান কেহ মন্ত্রজপ কেহ ধ্যান।
কেহ ক্রিয়া করি গৃহে করেন পয়াণ ॥ ১৪৪
কোনো স্থানে জল-পান করয়ে কুরঙ্গ।
কোনো স্থানে খেলে প্রিয়াসঙ্গেতে মাতঙ্গ ॥ ১৪৫
হেন দিব্য নদী আর এ দিব্য কানন।
করিতেছে পর্ব্বতের মাধুর্য্য পোষণ ॥ ১৪৬
ভূমণ্ডলে হেন সুখপ্রদ ধরাধর।
নাহি দেখি নাহি হয় শ্রবণগোচর ॥ ১৪৭
ইহারে আশ্রয় করি থাকে যেই জন।
তারে নাহি হয় কোনো দুঃখের স্পর্শন ॥ ১৪৮
তৃষ্ণা নাশ করে নদী-নির্ঝরের জল।
ক্ষুধার নিবৃত্তি করে দিব্য মূল ফল ॥ ১৪৯
কুঞ্জ গুহা করে বৃষ্টি আতপ বারণ।
বিস্তীর্ণ পাষাণ হয় বিচিত্র শয়ন ॥ ১৫০
অতএব এইস্থানে থাকি মুনিগণ।
নির্ব্বিঘ্নে করেন সদা তপ আচরণ ॥ ১৫১
ইহার এ সব গুণ করিয়া দর্শন।
এখানে থাকিতে কার লুব্ধ নহে মন ॥ ১৫২
এইরূপ নানামত বচন বিলাসে।
ভ্রমণ করেন প্রভু প্রিয়া করি পাশে ॥ ১৫৩
আগে এক গুহা দেখি নিতান্ত নির্জ্জন।
জানকীরে কন কিছু উলসিতমন ॥ ১৫৪
দেখিতেছ আগে এই গুহা বিধুমুখি।
হেনস্থান দেখি কার মন নহে সুখী ॥ ১৫৫

যার চারিদিগে কুসুমিত তরুগণ।
তাহে নাহি হয় রবিকিরণ স্পর্শন ॥ ১৫৬
মধ্যে দেখ দিব্য শিলা পট্ট বিরাজিত।
প্রাণপ্রিয়ে তোমার বাসেতে সমুচিত ॥ ১৫৭
অতএব কিছুকাল থাকি এইস্থলে।
বিশ্রাম করহ মোর সনে কুতূহলে ॥ ১৫৮
জানকী কহেন নাথ যে ইষ্ট তোমার।
অবশ্য কর্ত্তব্য সেই হয়ত আমার ॥ ১৫৯
এত কহি সেই শিলোপরি রামসনে।
বসিলেন রতি-কাম যেন দিব্যাসনে ॥ ১৬০
হাসিয়া হাসিয়া কহিছেন রঘুমণি।
দেখ দেখ প্রাণপ্রিয়ে কুরঙ্গনয়নি ॥ ১৬১
বিকসিত কুসুমে হইয়া অবনতা।
বেড়িয়াছে আম্রবৃক্ষে মাধবীর লতা ॥ ১৬২
যদি তুমি মোর ক্রোড়ে বৈস একবার।
তবে উপমান দিতে পারিয়ে ইহার ॥ ১৬৩
এত শুনি হাসি হাসি জনক দুহিতা।
রামের উরুতে চড়ি বসিলা সুখিতা ॥ ১৬৪
সেকালে বিচিত্র শোভা দোঁহার হইল।
যেন নবমেঘে স্থির তড়িৎ পশিল ॥ ১৬৫
তবে প্রভু অঙ্গুলি ঘষিয়া মনঃশিলা।
জানকীর কপালে তিলক করি দিলা ॥ ১৬৬
সে তিলকে জানকী শোভিলা অতিশয়।
পূর্ব্বদিক্ যেন হল্য শশাঙ্ক-উদয় ॥ ১৬৭
দিব্য পত্রাবলী চিত্র কৈলা গণ্ডস্থলে।
উর্দ্ধ করি চূড়া বান্ধি দিলেন কুন্তলে ॥ ১৬৮
সেখান হইতে উঠি ধরি প্রিয়া-কর।
অন্যস্থানে পয়াণ করিলা রঘুবর ॥ ১৬৯
আগে এক কপি দেখি সীতা ভীত-হিয়া।
আলিঙ্গন কৈলা নাথে বাহু পসারিয়া ॥ ১৭০
সেকালে হইলা প্রভু কিবা সে শোভিত।
রসাল যেমন স্বর্ণ-লতায় বেষ্টিত ॥ ১৭১
কহেন প্রভুরে নাথ তাড়হ বানরে।
উহারে দেখিয়া আমি কাঁপি বড় ডরে ॥ ১৭২
প্রভু কহিছেন কেন কহ অনুচিত।
কপি করিয়াছে বড় আমারে সুখিত ॥ ১৭৩
শতকোটি প্রার্থনেও যাহা নাহি দিতে।
হেন আলিঙ্গন দিলে উহার হইতে ॥ ১৭৪

এত কহি হাসি হাসি চুম্বিয়া বদন।
দূর কৈলা শাখামৃগে করিয়া ভৎর্সন ॥ ১৭৫
জানকীর তিলক শ্রীরাম-বক্ষস্থলে।
লাগিছিলা আলিঙ্গনকালে অবিকলে ॥ ১৭৬
তাহা দেখি আনন্দ-লজ্জাতে মগ্ন মন।
হইলা জনকসুতা হসিত-আনন ॥ ১৭৭
শ্রীরাম কহেন পুন চল সেইস্থানে।
পুনর্ব্বার তিলক বনাব ও বয়ানে ॥ ১৭৮
অথবা আমারে পুন কর আলিঙ্গন।
তবেই হইবে এই তিলকলগন ॥ ১৭৯
জানকী কহেন কাজ নাহি তিলকেতে।
অশোককুসুম মোর লাগিল মনেতে ॥ ১৮০
অতএব চল এই অশোক-কানন।
করিব বিবিধমতে বেশ বিরচন ॥ ১৮১
এত শুনি প্রিয়া-পরবশ রঘুবর।
প্রবেশিলা অশোকের কানন ভিতর ॥ ১৮২
তাহার কুসুমে চূড়া নির্ম্মাণ করিয়া।
জানকীর কেশে দিলা কৌতুকী হইয়া ॥ ১৮৩
দিব্য গুচ্ছ তুলি কৈলা কর্ণ-অলঙ্কার।
কণ্ঠদেশে সমর্পিলা গাঁথি দিব্য হার ॥ ১৮৪
তবে সীতা নাথে সাজাইব করি মন।
আরম্ভিলা করিবারে কুসুম চয়ন ॥ ১৮৫
ভুজমূল প্রকাশিল উঠাইতে কর।
তাহা দেখি কিঞ্চিৎ হাসিলা রঘুবর ॥ ১৮৬
লজ্জিত হইয়া তবে সীতা ঠাকুরাণী।
অশোকের প্রতি কহিছেন কিছু বাণী ॥ ১৮৭
যদি তব মূলস্কন্ধ হইত পুষ্পিত।
তবে কেন হব আমি এমত লজ্জিত ॥ ১৮৮
এত কহি করিয়া কপট কোপ-লব।
অশোকে প্রহার কৈলা চরণপল্লব ॥ ১৮৯
পদ্মিনীর পদস্পর্শ পাই সে শাখিতে।
আমূলত পুষ্প হল্য দেখিতে দেখিতে ॥ ১৯০
সে সকল পুষ্প তুলি বিবিধপ্রকারে।
সাজাইলা রামসীতা দোঁহে দোঁহাকারে ॥ ১৯১
পুষ্পের ভূষণ হাতে পুষ্প-ধনুর্ব্বাণ।
বিহরে যেমন রতি-কাম মূর্ত্তিমান্ ॥ ১৯২
এইরূপে কিছুকাল বিলাস করিয়া।
আপন আশ্রমে প্রভু আইলা ফিরিয়া ॥ ১৯৩

শ্রান্ত হয়্যা তরু-মূলে পাতি কুশাসন।
সীতাকোলে শির দিয়া করিলা শয়ন ॥ ১৯৪
হেনকালে দেবগণ করিয়া যুকতি।
কহিছেন ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের প্রতি ॥ ১৯৫
যাহ যাহ জয়ন্ত রামের সন্নিধান।
নিরূপণ কর তাঁর বলের প্রমাণ ॥ ১৯৬
উহাঁরে করিতে হবে রাবণের জয়।
তাহে আমাদের হয় অনেক সংশয় ॥ ১৯৭
তুমি কোনোমতে তাঁরে করিয়া কুপিত।
অস্ত্র-দেহ-বল জানি আসিহ তুরিত ॥ ১৯৮
দিতেছি তোমারে মোরা সকলেতে বর।
কামচারী হবে তুমি ইচ্ছামূর্ত্তিধর ॥ ১৯৯ *
এত শুনি জয়ন্ত নিতান্ত মূঢ়তম।
কাক-বেশ ধরি গেলা রামের আশ্রম ॥ ২০০
সীতার কোমল পদ করি নিরীক্ষণ।
নখতুণ্ডে করি দুষ্ট করে বিদারণ ॥ ২০১ †
অতি সুকুমারী সেই জানকী সুন্দরী।
তাহাতে এতেক ব্যথা চরণ-উপরি ॥ ২০২
তথাপি রামের নিদ্রা ভঙ্গ হবে বলি।
না করেন কোনোমতে কিছুই বিকলী ॥ ২০৩
হেনকালে নিদ্রা তেজি শ্রীরঘুনন্দন।
দেখিলেন ব্রণযুক্ত জানকী-চরণ ॥ ২০৪
জিজ্ঞাসা করেন প্রিয়ে চরণে তোমার।
কোনজন কৈল ব্রণ আগেতে আমার ॥ ২০৫
হেনই সময়ে পুন সেই দুষ্ট পাপ।
জানকীর চরণ-উপরি দিল ঝাঁপ ॥ ২০৬
তাহা দেখি রামচন্দ্র করিলা বারণ।
দুষ্টমতি কোনোমতে না করে শ্রবণ ॥ ২০৭
তবে রোষাবিষ্ট হয়্যা শ্রীরঘুনন্দন।
শরের ইষীকা এক করিলা গ্রহণ ॥ ২০৮
মন্ত্রপূত করি সেই শরাগ্রে সত্বরে।
নিক্ষেপ করিলা দুষ্ট কাকের উপরে ॥ ২০৯
সেই অস্ত্র তেজে তপ্ত হইয়া বায়স।
পলায়ন করে কিছু পাইয়া সাধ্বস ॥ ২১০
কিছুদূরে গিয়া ফিরি দেখয়ে পশ্চাতে।
আসিছে নিকটে অস্ত্র উজ্জ্বল প্রভাতে ॥ ২১১
তবে বড় ভীত হয়্যা ভ্রমি নানাদেশ।
সুমেরু গুহাতে শেষে করিলা প্রবেশ ॥ ২১২
সেখানেও সেই অস্ত্র দেখিয়া সভয়।
পাতাল-তলেতে গেলা যেথা নাগালয় ॥ ২১৩
তথাপিহ সেই অস্ত্র করি নিরীক্ষণ।
পুনর্ব্বার স্থানান্তরে কৈলা পলায়ন ॥ ২১৪
এইরূপে সপ্তদ্বীপ সপ্ত রসাতল।
ভ্রমণ করিয়া কাক হইলা বিহ্বল ॥ ২১৫ *
যাঁহা যায় তাঁহা সেই অস্ত্রেরে দেখয়।
জগৎ হইল যেন ইষীকাস্ত্রময় ॥ ২১৬
তবে সেই কাক হয়্যা অত্যন্ত কাতর।
প্রবেশ করিলা দেব সভার ভিতর ॥ ২১৭
পিতার চরণে পড়ি করে নিবেদন।
রাখ রাখ রাখ পিতা আমার জীবন ॥ ২১৮
তোমাদের কার্য্য লাগি গিয়া রাম-পাশ।
হইল আমার আজি জীবন-বিনাশ ॥ ২১৯
হাই দেখ পিছে পিছে ইষীকাস্ত্র ধায়।
উহার তেজেতে মোর প্রাণ বাহিরায় ॥ ২২০
তুমি হও যাবদীয় দেবতার-পতি।
রাম-অস্ত্র হৈতে মোর কর অব্যাহতি ॥ ২২১
এত শুনি ইন্দ্র কহে মুই কোন্ ছার।
রাম-অস্ত্র নিবারিতে শক্তি কি আমার ॥ ২২২

* তথাচ শ্রীরামায়ণম্—
"যঃ সাধারান্তরচরঃ কামচারী বিহঙ্গমী" ইতি।
"দেবৈর্দত্তবরঃ পক্ষী ধারান্তরচরো লঘু"রিতি চ

† তথাচ শ্রীতুলসীদাসঃ—
"সুরপতিসুত ধরি বায়স-বেশা।
শঠ চাহত রঘুপতি বল দেখা ॥
সীতা-চরণ চোচ হতি ভাগা।
মূঢ় মন্দমতি কারণ কাগা ॥" ইত্যাদি।

‡ অধ্যাত্ম-রামায়ণে সুন্দরকাণ্ডে শ্রীসীতা-বাক্যম্—
"ঐন্দ্রঃ কাকস্তদাভ্যেত্য নখৈস্তুণ্ডেন চাসকৃৎ মৎপাদাঙ্গুষ্ঠমারক্তং বিদদারামিষাশয়া" ইতি।

* তথাচ শ্রীরামায়ণম্—
"স তস্মাভিহতঃ কাকস্ত্রীন্ লোকান্ পর্য্যধাবত।" ইতি

যে নষ্ট করিলা ঘোরতর তাড়কারে।
বধিলা সুবাহু-আদি রাক্ষস-প্রচারে॥ ২২৩
ভঙ্গ কৈলা জনক-ভবনে হরচাপ।
চূর্ণ কৈলা জগজ্জয়ী ভার্গবের দাপ॥ ২২৪
সে রাম সঙ্গেতে কেবা করিবে বিবাদ।
মরণ হইতে কার না হয় বিষাদ॥ ২২৫
এত শুনি কাক তবে পাই বড় ত্রাস।
কান্দিয়া কান্দিয়া গেলা বিরিঞ্চির পাশ॥ ২২৬*
তাঁহার চরণে পড়ি করে নিবেদন।
জয় জয় দেবদেব কমল-আসন॥ ২২৭
তুমি হও জগৎ-ঈশ্বর জগন্ময়।
তোমা হৈতে সংসারেতে সৃষ্টি স্থিতি লয়॥২২৮
তব কৃপা-কটাক্ষ পাইয়া দশানন।
অনায়াসে বশ কৈলা এ তিন ভুবন॥ ২২৯
হেন তব কৃপাবলোকন যদি হয়।
তবে মোর নষ্ট হয় রাম-অস্ত্র-ভয়॥ ২৩০
এত শুনি বিধি জ্ঞানে সকল জানিয়া।
কহিছেন জয়ন্তেরে রামে প্রণমিয়া॥ ২৩১
শুনিয়াছ সকলেই দেব নারায়ণ।
রাম-রূপে অবতীর্ণ বধিতে রাবণ॥ ২৩২
তবে কেন হলা তব হেন বুদ্ধিভ্রম।
প্রভুর নিকটে কৈলে কার্য্য এ বিষম॥ ২৩৩
কোথা রাম সংসারের পরম ঈশ্বর।
কোথা তুমি মন্দ-বুদ্ধি অতি-ক্ষুদ্রতর॥ ২৩৪
বুঝিবারে যাও তুমি রামের বিক্রম।
প্রচণ্ড পবন-পাশে যেন কীটাধম॥ ২৩৫
তাঁহার নিকটে অপরাধ যে করয়।
হেন কেবা আছে তারে রাখিতে পারয়॥ ২৩৬
তাহে আমি অতি ক্ষুদ্র অল্পশক্তিমান্।
আপন করেতে সপ্তবিতস্তি-প্রমাণ॥ ২৩৭
তিঁহ সর্ব্বশক্তিমান সবার আশ্রয়।
অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড তাঁর রোমকূপে রয়॥ ২৩৮

যাঁর নাভিপঙ্কজেতে আমার উৎপত্তি।
যাঁর কোপে জনমিলা রুদ্র ভূতপতি॥ ২৩৯
যাঁর অনুগ্রহে করি আমিহ সৃজন।
যাঁহার শক্তিতে রুদ্র করেন হরণ॥ ২৪০
পড়িয়াছ তুমি সে প্রভুর কোপাগ্নিতে।
মোর শক্তি কিবা আছে তোমারে রাখিতে॥
বিরিঞ্চির বাণী শুনি জয়ন্ত কাতর।
শিবের নিকটে গেলা কৈলাস-শিখর॥ ২৪২
দেখি মাত্র তারে শিব সর্ব্বজ্ঞ-শেখর।
কহিছেন কিছু কোপে কম্পিত-অধর॥ ২৪৩
অরে দুষ্ট এ দুর্ব্বুদ্ধি দিল কে তোমারে।
শ্রীরামের প্রভাব পরীক্ষা করিবারে॥ ২৪৪
যার অংশ কূর্ম্ম পৃষ্ঠে ধরিলা মন্দর।
ভূমি উদ্ধারিলা যাঁর একাংশ শূকর॥ ২৪৫
যাঁর কলা শেষ শিরে ধরিছেন ভূমি।
তাঁর বল পরীক্ষা করিবে কিবা তুমি॥ ২৪৬
তুমি যাঁর পুত্র তাঁর জেতা দশানন।
কার্ত্তবীর্য্য রাজা তার দর্প-বিনাশন॥ ২৪৭
তারে যেই ভৃগুপতি করিলা মারণ।
তাহার বিজয় কৈলা শ্রীরঘুনন্দন॥ ২৪৮
এ সকল বৃত্তান্ত জানহ সব জনে।
তথাপি করিলি হেন দুষ্কর্ম্ম কেমনে॥ ২৪৯
তিঁহ হন সবার ঈশ্বর সমাশ্রয়।
তাঁহা হৈতে সকলের সমুদ্ভব হয়॥ ২৫০
সবার কারণ মায়া সে বশ তাঁহার।
তাহা হৈতে হয় সৃষ্টি রক্ষণ সংসার॥ ২৫১
হেন ঈশ্বরের এই অস্ত্র তেজোময়।
প্রলয়-কালের বৈশ্বানর-তুল্য হয়॥ ২৫২
ইহারে বারিতে কেবা হয় শক্তিমান্।
মহানলে তুল-খণ্ড করে কি নির্ব্বাণ॥ ২৫৩
আর দেখ করিয়াছ যেই দুরাচার।
ইহাতে করিতে যোগ্য মারণ তোমার॥ ২৫৪
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সনকাদি মুনি।
যে চরণ চিন্তন করয়ে বেদে শুনি॥ ২৫৫
সে চরণ-পদ্মে তুমি করিয়াছ ব্রণ।
তোমার মরণে দুখী নহে কারো মন॥ ২৫৬
শুনিয়া এ সব বাক্য শিবের বদনে।
নিরাশ হইল কাক আপন জীবনে॥ ২৫৭

---

* তথাচ অধ্যাত্মরামায়ণে সুন্দরকাণ্ডে—
"অভ্যদ্রবদ্বায়সঃ স ভীতো লোকান্ ভ্রমন্ পুনঃ। ঐন্দ্রো ব্রহ্মাদিভিশ্চাপি ন শক্যো রক্ষিতুং তদা॥

অস্ত্রের প্রতাপ আর সহিতে না পারি।
পলায়ন করিল কৈলাসগিরি ছাড়ি॥ ২৫৮
কিন্তু আর বল নাই ধাইতে না পারে।
বিষণ্ণ হইল তনু জ্ঞান না সঞ্চারে॥ ২৫৯
শুষ্ক হইয়াছে কণ্ঠ ঘন শ্বাস বহে।
ক্ষণকাল প্রাণ আর দেহে নাহি রহে॥ ২৬০
হেন কষ্ট পাইতেছে ইন্দ্রের তনয়।
দেখিলেন তাহা শ্রীনারদ মহাশয়॥ ২৬১
তার দুঃখ দেখি মাত্র হইলা সদয়।
মহান্ত জনের সম্ম কেনই হৃদয়॥ ২৬২ *
নিকটেতে আসি তার করি আশ্বাসন।
করিছেন মিষ্টবাক্যে কিছু জিজ্ঞাসন॥ ২৬৩
বায়স তোমারে দেখি হেন কি কারণ।
শুষ্ক হইয়াছে ওষ্ঠ মলিন বদন॥ ২৬৪
অনুমানে জানিতেছি ত্রাসিত হইয়া।
আসিয়াছ তুমি দেশ অনেক ভ্রমিয়া॥ ২৬৫
কহ কহ কহ তার কারণ আমারে।
যদ্যপি অযোগ্য নাহি হয় কহিবারে॥ ২৬৬
মুনিবাণী শুনি কাক করিয়া প্রণতি।
কহিতেছে কান্দি কান্দি শ্রীনারদ প্রতি॥ ২৬৭
প্রভু তব অবেদ্য কি আছে ত্রিলোকীতে।
তথাপি পুছিলে মোরে হয় নিবেদিতে॥ ২৬৮
জয়ন্ত নামেতে আমি ইন্দ্রের নন্দন।
গিয়াছিলুঁ বুঝিতে রামের বিক্রমণ॥ ২৬৯
নখে করি বিদারিলুঁ সীতার চরণ।
এই লাগি রাম কৈলা শরাবিসর্জ্জন॥ ২৭০
তার তাপে তপ্ত হয়্যা ভ্রমিলুঁ ভুবন।
পাপী দেখি মোরে সবে কৈলা উপেক্ষণ॥ ২৭১
কিন্তু বুঝিলাম মোর না গেল জীবন।
অন্যথা হইবে কেন তব দরশন॥ ২৭২
আপুনি করহ যেই জগতে ভ্রমণ।
দীনের উদ্ধারমাত্র তার প্রয়োজন॥ ২৭৩
যোগীর প্রবর তুমি বৈষ্ণব-প্রধান।
কৃপা করি কাতরের রাখহ পরাণ॥ ২৭৪
পঞ্চবর্ষকালে ধ্রুব তোমার কৃপায়।
পাইয়াছে সুদুর্লভ নারায়ণ-পায়॥ ২৭৫ *
অই দেখ আস্য সেই অস্ত্র তেজোময়।
উহার প্রতাপ আর সহ্য নাহি হয়॥ ২৭৬
এত শুনি কহেন নারদ তপোধন।
স্থির হও স্থির হও না কর ক্রন্দন॥ ২৭৭
করিয়াছ তুমিহ যেমত দুরাচার।
ইথে তোহে রাখিতে অন্যের সাধ্য কার
ব্রহ্মাদি যতেক দেব দেখ ত্রিভুবনে।
কারো শক্তি নাহি হয় রক্ষণ-মারণে॥ ২৭৯
একমাত্র তাহার কারণ রঘুবর।
তাঁহার ইচ্ছায় কর্ম্ম করে চরাচর॥ ২৮০
তিঁহ যারে মারেন রাখিবে কেবা তারে।
তিঁহ বাঁচাইলে কেবা বিনাশিতে পারে॥ ২৮১
অতএব তুমি ছাড়ি সকল অমরে।
শরণ লভহ গিয়া সেই রঘুবরে॥ ২৮২
তিঁহ হন নিঃসীম করুণা-পারাবার।
করিবেন অবশ্য তোমারে অঙ্গীকার॥ ২৮৩
কোটিদোষ করি তাঁরে যে লভে শরণ।
কদাচিৎ না করেন তারে উপেক্ষণ॥ ২৮৪
এইব্রত সুদৃঢ় তাঁহার শাস্ত্রে কয়।
ইহার অন্যথা কদাচিৎ নাহি হয়॥ ২৮৫
অতএব লভ গিয়া তাঁহার শরণ।
করিবেন তিঁহ তব জীবন রক্ষণ॥ ২৮৬
ইহা শুনি প্রণাম করিয়া মুনিবরে।
চলিলা বায়স চিত্রকূট-ধরাধরে॥ ২৮৭
শ্রীরাম-চরণে পড়ি গদগদস্বরে।
নিজজ্ঞান অনুসারে কিছু স্তব করে॥ ২৮৮

জয় জয় জয়, জগত-আশ্রয়,
অমিত-মহিমাধার।
নৃপ-অজসুত, সুকৃত বলত,
ভুবনেতে অবতার॥ ২৮৯
মহিমা তোমার, বুঝিতে আমার,
শকতি নাহি জুয়ায়।

* তথাচ তুলসীদাসঃ—
"নারদ দেখা বিকল জয়ন্তা।
লাগি দয়া কোমল চিত সন্তা" ইত্যাদি।

* তোমার কৃপাতে ধ্রুব পঞ্চবর্ষকালে।
পাইয়াছে নারায়ণ-চরণ-কমলে॥

রবির কিরণ, পেচক যেমন,
নিরখিতে নাহি পায়॥ ২৯০
বিধি পঞ্চানন, আদি সুরগণ,
নাহি জানে তব পার।
তাহে মূঢ় তম, পাপিষ্ঠ অধম.
আমি হই কোন্ ছার॥ ২৯১
করিলুঁ যেমন, অধম করণ,
জানকীর সন্নিধিতে।
তাহাতে শমন- সদন গমন,
মোরে হয় করাইতে॥ ২৯২
তথাপি আমায়, তারহ এ দায়,
আপনার গুণগণে।
লভিলুঁ শরণ, তোমার চরণ,
বড় আশা করি মনে॥ ২৯৩
ভ্রমিলুঁ ভুবনে, আমি নানাস্থানে,
দেখিলুঁ বিবিধমতে।
রাখিবারে প্রাণ, তোমা বিনে আন,
কেহ নাহি ত্রিজগতে॥ ২৯৪
নারদ-বদনে, শুনি তব গুণে,
বড়ই সাহস ধরি।
আইলুঁ তোমার, নিকটে আমার,
প্রাণ রাখ কৃপা করি॥ ২৯৫
শ্রীরঘুনন্দন, কর নিরীক্ষণ,
অই আল্য তব বাণ।
উহার প্রতাপ, দেয় বড় তাপ,
প্রভু কর পরিত্রাণ॥ ২৯৬
শুনিয়া কাতর বাণী কাকের বদনে।
উপজিল করুণা বড়ই প্রভু-মনে॥ ২৯৭
কিন্তু না পারেন কিছু কহিতে বচন।
ঘন ঘন চাহিছেন প্রিয়ার বদন॥ ২৯৮
নিজের নিকটে যদি করয়ে দূষণ।
প্রভু তাহা করিতে পারেন ক্ষমাপণ॥ ২৯৯
ভক্তনিকটেতে যদি অপরাধ হয়।
প্রভু তাহা ক্ষমা করিবারে না পারয়॥ ৩০০
ইহা জানি জনকনন্দিনী রঘুবীরে।
কহিছেন মুদিত হইয়া ধীরে ধীরে॥ ৩০১
প্রভু কাক পাইতেছে বড়ই বিষাদ।
করহ ইহার প্রতি আপনি প্রসাদ॥ ৩০২
করিয়াছে এই অতি অল্পই দূষণ।
ইহাতে উচিত নহে নাশিতে জীবন॥ ৩০৩
দেখ কণ্ঠ শোষে নাহি স্ফুরয়ে বচন।
ইহা দেখি বড় দুঃখী হয় মোর মন॥ ৩০৪
প্রিয়ার বচনে প্রীতি পাই রঘুপতি।
বলিছেন মিষ্টবোলে বায়সের প্রতি॥ ৩০৫
উঠ উঠ কাক তুমি স্থির কর মন
আর নাহি নষ্ট হবে তোমার জীবন॥ ৩০৬
যে জন শরণ মাগে মোরে একবার।
আমা হৈতে তার ভয় নাহি হয় আর॥ ৩০৭
কিন্তু ব্যর্থ নাহি হয় যেন মোর বাণ।
এক অঙ্গ উহারে করহ তুমি দান॥ ৩০৮
এক অঙ্গ তেজিলে যদ্যপি প্রাণ রয়।
তাহাও কর্ত্তব্য এই সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ ৩০৯
এত শুনি উঠি কাক ভাবি মনে মনে।
নির্ণয় করিয়া কহে শ্রীরাম-চরণে॥ ৩১০
প্রভুবর যেই আজ্ঞা হইল তোমার।
অবশ্য কর্ত্তব্য হল্য তাহাই আমার॥ ৩১১
বাম চক্ষু বাণে আমি কৈলুঁ সমর্পণ।
ইহাই লইয়া মোর রাখুন জীবন॥ ৩১২
শ্রীরামের আজ্ঞাক্রমে তবে সেই শর।
বায়সের বামনেত্রে নাশিলা সত্বর॥ ৩১৩
তাহা দেখি সদয় সহৃদয় রঘুপতি।
কহিলেন কাক প্রতি কিঞ্চিৎ ভারতী॥ ৩১৪
কাক তুমি এক অঙ্গ দিলে মোর বাণে।
আমিও তুষিব তোহে কিছু বর-দানে॥ ৩১৫
এক নয়নেই তব কার্য্য দোঁহাকার।
নিষ্পন্ন হইবে এই বরেতে আমার॥ ৩১৬
এত শুনি কাক পুন প্রণমিয়া রামে।
প্রস্থান করিলা তবে আপনার ধামে॥ ৩১৭
এথা জানকীর করে ধরি রঘুবীর।
প্রবেশিলা প্রমুদিত হইয়া কুটীর॥ ৩১৮
এইরূপ করি নানা প্রকার বিলাস।
চিত্রকূটে রামচন্দ্র করেন নিবাস॥ ৩১৯
এই ত অযোধ্যাকাণ্ড হইল বর্ণন।
শুনহ ইহার অনুক্রমণী এক্ষণ॥ ৩২০
আদিপরিচ্ছেদে ভরতের পরবাস।
রামে রাজ্য সমর্পিতে রাজার উল্লাস॥ ৩২১

দ্বিতীয়ে কৈকেয়ী প্রতি কুব্জার শিক্ষণ।
শ্রীরামের বনযাত্রা-নিশ্চয় বর্ণন ॥ ৩২২
তৃতীয়ে জননী আদি সবার সান্ত্বন।
জানকীরে অনুমতি মঙ্গলাচরণ ॥ ৩২৩
চতুর্থে রাজার কাছে বিদায় হইয়া।
তমসা-তটেতে প্রভু রহিলা যাইয়া ॥ ৩২৪
পঞ্চমে গুহক সনে প্রভুর মিলন।
সুমন্ত্রে রাখিয়া চিত্রকূটেতে গমন ॥ ৩২৫
ষষ্ঠে শ্রীসুমন্ত্র ফিরি আইলা ভবন।
দশরথ-মৃত্যু ভরতের আগমন ॥ ৩২৬
সপ্তমে মন্থরা-দণ্ড কৌশল্যা-সান্ত্বন।
দশরথ নৃপতির দাহাদি করণ ॥ ৩২৭
অষ্টমে আনিতে রামে ভরত-গমন।
গুহক-সঙ্গম রাম-সহিত মিলন ॥ ৩২৮

নবমে শ্রীরাম কৈলা পিতার তর্পণ।
সব জনে বুঝাইয়া পাঠাল্যা ভবন ॥ ৩২৯
দশমে শ্রীরাম-সীতা-কানন-ভ্রমণ।
ইন্দ্র-পুত্র জয়ন্তের গরব-খণ্ডন ॥ ৩৩০
এই ত অযোধ্যাকাণ্ড হইল পূরণ।
রামপ্রীতে রামজয় বল বন্ধুজন ॥ ৩৩১
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩৩২

ইতি শ্রীরামরসায়নে অযোধ্যাকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে জয়ন্তদণ্ডো নাম দশমঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১০ ॥

সমাপ্তা চেয়মযোধ্যাকাণ্ডলীলাকথেতি

শ্রীশ্রীরামসীতালক্ষ্মণেভ্যো নমঃ।

শ্রীরামরসায়ন।

আরণ্যকাণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামচন্দ্রাদির পঞ্চবটী-বাস।

কৃত্বা শ্রীলাত্রিদৃষ্টিং ভ্রমণমনুবনং তাপসানাং সমীপে, পঞ্চাবট্যাং নিবাসং দশমুখভগিনী-দণ্ডনাং লক্ষ্মণেন। রক্ষোনাশঞ্চ ভক্তানিহ পরমসুখে মজ্জয়ন্ স্বপ্রিয়ার্থং, ক্রন্দন্ কারুণ্যকে চ দ্বিজবর-শবরীমোচনঃ পাতু রামঃ॥ ১

জয় জয় রঘুবর, লোকাতীত গুণাকর,
অপার অসংখ্যলীলা যার।
চিত্রকূট পরিহরি, অত্রিরে দর্শন করি,
বিরাধেরে করিলা সংহার॥ ২
বহুমুনি প্রণমিয়া, জটায়ুরে সম্ভাষিয়,
পঞ্চবটী প্রবেশ করিলা।
শূর্পণখা দুষ্টমতি, তাহার নাসিকাশ্রুতি,
লক্ষ্মণেরে ছেদ করাইলা॥ ৩
সহসৈন্যে মারি খরে, বিনাশিয়ে মারীচেরে,
জানকীর বিরহে কাতর।
অনেক বিলাপ করি, বিপিনেতে ঘুরিফিরি,
ভেটিলা জটায়ু পক্ষিবর॥ ৪
কবন্ধের প্রাণ হরি, শবরীরে কৃপা করি,
পম্পাতীরে করিলা গমন।
এ সকল লীলাগণে, প্রকাশহ মোর মনে,
দয়া কর শ্রীরঘুনন্দন॥ ৫
জয় জয় বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ জয়
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ও

জয় জয় রামচন্দ্র মহেশ-মহিত।
প্রিয়তম-পরিবারসমূহ সহিত॥ ৭
এবে কৃপা করি শুন সব ভক্তগণ।
আরণ্যককাণ্ড-লীলা করিব বর্ণন॥ ৮

দুর্লভ্যাদৃষ্টিরপি যো মুনিদর্শনার্থং,
বভ্রাম দুর্গবিপিনে জনশিক্ষণায়।
নিষ্কর্ম্মকোঽপি পিতৃকৃত্যততিং গয়ায়াং,
চক্রে বিচিত্রচরিতো জয়তাৎ স রামঃ॥ ১

চিত্রকূটে কিছুদিন করিয়া যাপন।
একদিন রামচন্দ্র করেন চিন্তন॥ ২
এখানে যদ্যপি আমি করিয়ে নিবাস।
পুনর্ব্বার ভরত আসিবে মোর পাশ॥ ৩
তার সেই মুনিবেশ আর সে ক্রন্দন।
অদ্যাপি পর্য্যন্ত মনে করে জাগরণ॥ ৪
যদ্যপি আসিয়া পুন করয়ে রোদন।
কিরূপেতে তবে আমি ধরিব জীবন॥ ৫
এখানে থাকিলে আমি যত বন্ধুততি।
পাইবেন দুঃখ সদা করি গতাগতি॥ ৬
অতএব প্রবেশিব অতি দূর বন।
যেন কাছে যাইতে না পারে বন্ধুজন॥ ৭
এত ভাবি সঙ্গে করি জানকী লক্ষ্মণ।
অত্রির আশ্রমে প্রভু করিলা গমন॥ ৮
রামের আগতি জানি মুনি যোগবলে।
ভেটিবারে আগেতে আইলা কুতুহলে॥ ৯

শ্রীরামে দর্শন করি সেই মুনিবর।
হইলেন প্রেমানন্দে পূরিত অন্তর ॥ ১০
রাম আমি প্রণাম করিয়ে তব পায়।
এত বলি প্রণতি করিলা প্রভু তাঁয় ॥ ১১
শিরে দূর্ব্বাধান্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করি।
কহিছেন ঋষিবর প্রেমানন্দে ভরি ॥ ১২
যদ্যপিহ হও তুমি স্বয়ং ভগবান্।
তথাপি করিয়ে আমি পুত্র সম জ্ঞান ॥ ১৩ *
অতএব তুমি মোরে যে কৈলে বন্দন।
সেহ যোগ্য যোগ্য মোর আশীষ বচন ॥ ১৪
তাহাতে সংপ্রতি নৃপবংশে অবতার।
ইহাতে অধিক আশীর্ব্বাদে অধিকার ॥ ১৫
তবে প্রভু মৃদু হাসি মুনির চরণে।
করাইলা পরণাম জানকী-লক্ষ্মণে ॥ ১৬
আশ্রমে লইয়া রামে অত্রি তপোধন।
অতিথি-ভাবেতে কৈলা বহু সম্মানন ॥ ১৭
শ্রীরাম কহেন তবে আপন প্রিয়ারে।
যাহ সীতে মুনিরাজপত্নী দেখিবারে ॥ ১৮
ভক্তিভাবে কর গিয়া তাঁহারে বন্দন।
বিঘ্ন দূরে যাবে হবে কল্যাণভাজন ॥ ১৯
মুনিগণ-মুখে শুনি যাঁর যশখানি।
পতিব্রতা-শিরোমণি হন ঠাকুরাণী ॥ ২০
যেহ অবিচ্ছেদে দশসহস্র বৎসর।
করিলেন তপস্যা অত্যন্ত ঘোরতর ॥ ২১
পূর্ব্বে হয়্যাছিল দশবর্ষ অনাবৃষ্টি।
সবে বাঁচাইলা মূল-ফল করি সৃষ্টি ॥ ২২
যাঁহার ভক্তিতে তুষ্ট হয়্যা নারায়ণ।
দত্তাত্রেয়রূপে নিজে হইলা নন্দন ॥ ২৩
তাঁহার চরণে ভক্তি করে যেই জন।
কোনোবিঘ্ন তাঁহারে না করয়ে স্পর্শন ॥ ২৪
এত শুনি জনকনন্দিনী সুখি-মন।
অনসূয়াপদে গিয়া করিলা বন্দন ॥ ২৫
পরিচয় পাই তবে অত্রির গৃহিণী।
সমাদরে কোলে নিলা জনকনন্দিনী ॥ ২৬
কুশল জিজ্ঞাসি কহিছেন পুনর্ব্বার।
মাতা তব যশেতে ব্যাপিল এ সংসার ॥ ২৭
ধর্ম্মনিষ্ঠ নারীজন তোমার সমান।
ত্রিলোকীর মাঝে মাতা নাহি দেখি আন ॥ ২৮
বন্ধুজন-গৃহে-সুখ পরিত্যাগ করি।
আসিয়াছ স্বামিসনে কানন-ভিতরি ॥ ২৯
যেমন কুলেতে জন্ম জননী তোমার।
তাহার উচিত বটে এই ব্যবহার ॥ ৩০
ধার্ম্মিক অথবা পাপী ধনী বা নির্ধন।
গুণী বা নির্গুণ পতি নারীর জীবন ॥ ৩১
পতি বন্ধু পতি গুরু ইষ্টদেব পতি।
পতি বিনে রমণীর কেহ নাহি গতি ॥ ৩২
হেন পতি-সেবা যেই নারী নাহি করে।
ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়্যা যায় নরকভিতরে ॥ ৩৩
অতএব অকপটে স্বামীর চরণ।
সেবিবে তবেই হবে কল্যাণ ভাজন ॥ ৩৪
জানকী কহেন যে কহিলে ঠাকুরাণী।
তোমার উচিত হয় এই সব বাণী ॥ ৩৫
তোমা হেন লোকে যদি ইহা নাহি করে।
মোরা সব কিরূপে জানিব ধর্ম্ম তবে ॥ ৩৬
ঠাকুরাণি মাতা মোর বিবাহ-বেলায়।
শিখাইয়াছিলা এই সকল আমায় ॥ ৩৭
বনে আসিবার বেলে শ্বশ্রূ মহারাণী।
উজ্জ্বল করিয়া দিলা সেই সব বাণী ॥ ৩৮
পুনর্ব্বার তব মুখে শুনিলুঁ নির্দ্ধার।
পতি-সেবা বিনে স্ত্রীর গতি নাহি আর ॥ ৩৯
যদ্যপি কদর্য্য হন আপনার পতি।
তথাপি করিতে হয় সুদৃঢ় ভকতি ॥ ৪০
তাহে মোর স্বামী সর্ব্বগুণের সদন।
দোষগন্ধ কারো মুখে না করি শ্রবণ ॥ ৪১
তাঁহার চরণে মতি থাকে অপ্রমাদ।
করিবে সর্ব্বদা মোরে এই আশীর্ব্বাদ ॥ ৪২
এত শুনি অনসূয়া অতি স্নিগ্ধমতি।
কহিছেন পুনর্ব্বার জানকীর প্রতি ॥ ৪৩
কহ কহ বড় ইচ্ছা হয় শুনিবারে।
বিবাহ করিলা রাম কিরূপে তোমারে ॥ ৪৪
জানকী কহেন মাতা শুন দিয়া মন।
যেরূপে হইল মোর বিবাহ-ঘটন ॥ ৪৫
মোর পিতা অযোনিজা জানিয়া আমারে।
সর্ব্বদা ভাবেন দিব্য বর পাইবারে ॥ ৪৬

* তথাচ শ্রীরামায়ণং—"ত্বমপি ভগবানত্রিঃ পিতৃবৎ প্রত্যপদ্যত" ইতি।

হেনকালে নারদ করিলা আগমন।
তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রাজন্ ॥ ৪৭
পূর্ব্বাবধি গৃহে ছিল হর-শরাসন।
তাহাই করিলা মোর বিবাহেতে পণ ॥ *
যে করিবে এই হরধনু আকর্ষণ।
তাহারে করিব আমি সীতা সমর্পণ ॥ ৪৯
এত শুনি আইলা অনেক রাজগণ।
ধনু দেখি তারা সব কৈল পলায়ন ॥ ৫০
কিছুকাল পরে রাম বিশ্বামিত্রসনে।
আইলেন মিথিলাতে ধনু দরশনে ॥ ৫১
পিতা মোর দিব্য সভা করি বিরচন।
আনয়ন করাইল সেই শরাসন ॥ ৫২
রঘুবর অক্লেশেতে তাহারে ভাঙ্গিলা।
তবে পিতা আমার শ্বশুরে আনাইলা ॥ ৫৩
শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীরামচরণে।
সমর্পণ কৈলা মোরে শ্রদ্ধাযুক্ত মনে ॥ ৫৪
এইরূপে প্রভু মোরে কৈলা অঙ্গীকার।
তাঁহার চরণ বিনে নাহি জানি আর ॥ ৫৫
এ সকল কথা শুনি জানকীর মুখে।
অনসূয়া পরিপূর্ণ হইলেন সুখে ॥ ৫৬
তবে সেই ব্রাহ্মণী কহেন শ্রীসীতারে।
বড় সুখ দিলে মাতা তুমিহ আমারে ॥ ৫৭
আছে মোর কিঞ্চিৎ সঞ্চিত তপোবল।
দিব আমি তোমারে তাহার কিছু ফল ॥ ৫৮
এই অঙ্গরাগ এই বসন-ভূষণ।
এই দিব্য মালা তুমি করহ ধারণ ॥ ৫৯
কভু নাহি মলিন হইবে এ সকল।
চিরদিন রহিবেক হেনই উজ্জ্বল ॥ ৬০ †
এত কহি দিলা দুই অরুণ বসন।
অতিমনোহর-তর সর্ব্বাঙ্গ-ভূষণ ॥ ৬১
কুঙ্কুম চন্দন আদি দিব্যানুলেপন।
বিচিত্র পুষ্পের মালা অতি সুশোভন ॥ ৬২
এ সকল দান করি কহেন ব্রাহ্মণী।
মোর আগে পরিধান করহ জননি ॥ ৬৩
দর্শন করিয়া মোর জুড়াক নয়ন।
তবে তুমি রাম-পাশে করিবে গমন ॥ ৬৪
সেই অলঙ্কার সীতা করি পরিধান।
তাঁরে প্রণমিয়া গেলা রাম-সন্নিধান ॥ ৬৫
সীতা-মুখে সব কথা করিয়া শ্রবণ।
অতি আনন্দিত হৈলা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ৬৬
তবে আসি উপস্থিত হইল রজনী।
সেইস্থানে সেদিন রহিলা রঘুমণি ॥ ৬৭
প্রাতে উঠি মুনিরে করেন নিবেদন।
আজ্ঞা দাও প্রভু আমি প্রবেশিব বন ॥ ৬৮
মুনি কহে অনেক রাক্ষস এই বনে।
সর্ব্বদা থাকিবে বাপ সাবধান-মনে ॥ ৬৯
সে সব রাক্ষস দুঃখ দেয় মুনিগণে।
সে বিপদে সকলেরে পালিবে যতনে ॥ ৭০
এত কহি মুনি কৈলা আশীষ বচন।
প্রণাম করিয়া প্রভু করিলা গমন ॥ ৭১
এইস্থানে এক কথা করিব বর্ণন।
কৃপা করি শুন রামচন্দ্র-ভক্তগণ ॥ ৭২
যদ্যপি শ্রীরামায়ণে নাহি এই কথা।
তথাপি বর্ণিব শুনি সর্ব্বদেশে প্রথা ॥ ৭৩
বায়ব্য-পুরাণ আর অনল-পুরাণ।
দেখিলে মিলয়ে সূত্ররূপেতে প্রমাণ ॥ ৭৪
এইরূপে রঘুবর যাইতে যাইতে।
গয়াতীর্থে উপস্থিত হৈলা আচম্বিতে ॥ ৭৫
দেখিয়া গয়ার শোভা শ্রীরঘুনন্দন।
হইলা পরম সুখ-সমুদ্রে মগন ॥ ৭৬
কিবা সেই গয়া নাম, তীর্থ সুখময় ধাম,
নাহি হয় বাক্যের গোচর।
পঞ্চক্রোশ পরিমাণ, পূর্ব্বে ফল্গু বিদ্যমান,
মহানদী যার নামান্তর ॥ ৭৭
দক্ষিণেতে ধর্ম্মারণ্য, সেহ অতিশয় পুণ্য,
যেথানেতে মতঙ্গ-আশ্রম।
নৈর্ঋতে অক্ষয় বট, মণিবন্ধ যার তট,
ব্রহ্মকুণ্ড অতি পুণ্যতম ॥ ৭৮
গিরি প্রেতশিলা নাম, বায়ুকোণে অভিরাম,

* হর শরাসন ছিল পূর্ব্ব হৈতে গৃহে।
তাহাই করিলা পণ আমার বিবাহে ॥
† তথাচ শ্রীরামায়ণে—
"অদ্য প্রভৃতি ভদ্রং তে মণ্ডনং যদু শাশ্বতম্।
অঙ্গলেপক রুচিরং গাত্রাত্রাণসমিন্ব্যতীত্যাদি ॥

উত্তরেতে রামশিলা, রামচন্দ্র শ্রাদ্ধ কৈলা,
প্রথমেতে যার দিব্যতটে ॥ ৭৯
রামতীর্থ সেইস্থান, যাহাতে করিলে স্নান,
বৈকুণ্ঠলোকেতে গতি হয়।
উত্তর-মানস-পুণ্য, কনখল অতি ধন্য,
দক্ষিণ-মানস ধর্ম্মময় ॥ ৮০
আর যত তীর্থগণ, কে করিবে নিরূপণ,
সব হয় অতিপুণ্যতর।
নানাদেবমূর্ত্তি যত, শিবলিঙ্গ শত শত,
সবার প্রধান গদাধর ॥ ৮১
গয়াসুর-শিরমাঝে, বিষ্ণু-পদচিহ্ন রাজে,
সেবিলে নির্ম্মল হয় মন।
ধ্বজ-বজ্র আদি রেখা, তাহে কত যায় দেখা,
নিরখিলে জুড়ায় নয়ন ॥ ৮২
উদ্দেশ করিয়া যারে, তাহে পিণ্ড দান করে,
সেই পাপী স্বর্গপুরে যায়।
যদি সেহ স্বর্গী হয়, তবে পায় কৃষ্ণালয়,
শ্রীরঘুনন্দন রস গায় ॥ ৮৩ *
গয়া প্রবেশিয়া প্রভু বৃক্ষমূলে বসি।
কহিছেন শ্রীলক্ষ্মণে মনেতে হরষি ॥ ৮৪
ভ্রাতৃবর অতি পুণ্য এই গয়াস্থান।
এখানে করিতে হয় শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান ॥ ৮৫
অতএব আনহ ব্রাহ্মণ একজন।
তাঁর মুখে শুনিয়া করিব যে করণ ॥ ৮৬
হেনকালে এক বিপ্র তথাই আইলা।
প্রভু তাঁরে কুশাসন পাতি বসাইলা ॥ ৮৭
প্রণাম করিয়া তাঁরে যোড় করি কর।
নিবেদন করিছেন কিছু রঘুবর ॥ ৮৮
অযোধ্যা-নগরে ঘর রাজা দশরথ।
প্রবেশিয়া থাকিবা অবশ্য ক্ষিতিপথ ॥ ৮৯
তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আমি নাম মোর রাম।
আমার কনিষ্ঠ এই শ্রীলক্ষ্মণ নাম ॥ ৯০
ত্রিভুবনে খ্যাত শ্রীজনক নৃপমণি।
তাঁর কন্যা সীতা এই আমার ঘরণী ॥ ৯১
পালন করিতে আমি পিতার বচন।
আসিয়াছি ভার্য্যা ভ্রাতা সহিত কানন ॥ ৯২
এখানেতে মোরে শ্রাদ্ধ হইবে করিতে।
আপুনিহ পৌরোহিত্য কর শাস্ত্রমতে ॥ ৯৩
ক্ষত্রিয়সকল হয় ব্রাহ্মণের দাস।
তার প্রতি যোগ্য হয় করুণাপ্রকাশ ॥ ৯৪
অতএব অগ্রেতে করহ আজ্ঞাপন।
গয়ার মহিমা আর ইহার জনন ॥ ৯৫
প্রভুর মাধুর্য্য দেখি শুনিয়া বচন।
ভুলিয়াছে ব্রাহ্মণের নেত্র আর মন ॥ ৯৬
কহিছেন রঘুবর কর অবধান।
তব পিতা হন সব রাজার প্রধান ॥ ৯৭
তাঁর পুত্র তুমি তাহে দেখি যে লক্ষণ।
নিশ্চয় হইবে তুমি কোনো মহাজন ॥ ৯৮
করাইব আমিহ তোমার সব কার্য্য।
এখানে করিতে হয় যাহা রাঘবার্য্য ॥ ৯৯
সংপ্রতি সাদর-চিত্তে করহ শ্রবণ।
প্রথমে কহিয়ে গয়া-জন্মবিবরণ ॥ ১০০
গয় নামে ছিল এক অসুর উত্তম।
অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রচণ্ডবিক্রম ॥ ১০১
সেহ করি কোটি কোটি যজ্ঞের বিধান।
অতিশয় পবিত্র করিলা এইস্থান ॥ ১০২
কিছুকাল পরে তার হৈল এই মন।
সকায়ে পাঠাব স্বর্গে আমি সব জন ॥ ১০৩
এত ভাবি আপনার দেহ বাড়াইল।
তাহাতেই চড়ি সবে স্বর্গেতে চলিল ॥ ১০৪
ইহা দেখি কাতর হইয়া দেবগণ।
বিষ্ণুর নিকটে গিয়া কৈলা নিবেদন ॥ ১০৫
তাহা শুনি গরুড়ে চাপিয়া নারায়ণ।
গয়াসুর নিকটেতে কৈলা আগমন ॥ ১০৬
হাসি হাসি অসুরে করেন জিজ্ঞাসন।
কহ তুমি অকার্য্য করহ কি কারণ ॥ ১০৭
সবলোক তোমারে ধার্ম্মিক করি কয়।
তোমার উচিত এই কার্য্য নাহি হয় ॥ ১০৮
স্বর্গলোক গমন না হয় এ বিগ্রহে।
যাবদীয় পুরাণ আগম এই কহে ॥ ১০৯
পুণ্যবান্ লোক সব পুণ্য-অনুসারে।
সুখ ভোগ করে গিয়া স্বর্গের আধারে ॥ ১১০

* তথাচ অগ্নিপুরাণে—
"শমীপত্রপ্রমাণেন পিণ্ডং দত্ত্বা গয়াশিরে।
নরকস্থা দিবং যান্তি স্বর্গস্থা মোক্ষমাপ্নুয়ুঃ ॥"

পাপিষ্ঠ লোকের নাহি অধিকার তায়।
আছুক প্রবেশ দূরে দেখিতে না পায়॥ ১১১
তুমিহ সকল লোকে সেখানে সকায়।
পাঠাইছ এ কর্ম্ম সহন নাহি যায়॥ ১১২
ছাড়হ এ কর্ম্মে দুরাগ্রহ অতিশয়।
অন্যথা তোমার দেখি জীবনে সংশয়॥ ১১৩
এত শুনি গয়াসুর কুপিত হইয়া।
কহিছেন নারায়ণে হাসিয়া হাসিয়া॥ ১১৪
শুন শুন যেন মন তব চক্রপাণি।
যেন বা করণ তাহা আমি ভাল জানি॥ ১১৫
চিরদিন কর তুমি দেবপক্ষপাত।
আমাদের কুলেতে করহ অপঘাত॥ ১১৬
জীব পুণ্য করিলে কি তব লাভ হয়।
পাপ করিলে বা হয় কিবা অর্থক্ষয়॥ ১১৭
নিরর্থক বৈষম্য করিয়া আচরণ।
তাহাদিগে সুখ-দুখ করাও ভোজন॥ ১১৮
ইহা আমি কোনমতে সহিতে না পারি।
করিয়াছি এই কর্ম্ম বিস্তর বিচারি॥ ১১৯
সব জনে সকায়েই স্বর্গে পাঠাইব।
নানামতে সুখ উপভোগ করাইব॥ ১২০
কহিতেছ ইথে তব জীবনে সংশয়।
ইহা শুনি মোর আর হাস্য নাহি রয়॥ ১২১
তোমামত কোটিজন যদি এক হয়।
তথাপি না হবে মোর যুদ্ধে পরাজয়॥ ১২২
এইরূপ বলাবলি করিতে করিতে।
কোপ উপজিল আসি দোঁহাকার চিতে॥ ১২৩
তবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল ঘোরতর।
তাহাতে যাপন হৈল অনেক বৎসর॥ ১২৪
কারো নাহি হয় তাহে জয় পরাজয়।
দেখি দেবগণ-মনে হইলা বিস্ময়॥ ১২৫
সেই গয়াসুর অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়।
তারে বধ করিতে প্রভুর ইচ্ছা নয়॥ ১২৬
আর তার বাণী শুনি পাপিজন প্রতি।
প্রভুর হৃদয়ে হল্য করুণা-উৎপত্তি॥ ১২৭
তবে যুক্তি ভাবি তারে হৃদয়ে প্রেরিলা।
গয়াসুর তবে তাঁরে কহিতে লাগিলা॥ ১২৮
গদাধর দেখি যুদ্ধে তব পরাক্রম।
হইয়াছে মোর মনে সন্তোষ উত্তম॥ ১২৯

তুমি মোরে কিছু বর করহ প্রার্থন।
যে চাহিবে তাহাই করিব সমর্পণ॥ ১৩০
বিষ্ণু কহিছেন তুমি ভূমির ভিতর।
প্রবেশ করহ আমি চাহি এই বর॥ ১৩১
'তথাস্তু' বলিয়া পুন গয়াসুর কয়।
কিছু বর তোমারেও মোরে দিতে হয়॥ ১৩২
মোর শিরে দাও তুমি আপন চরণ।
সেই ভরে আমি ভূমে করি প্রবেশন॥ ১৩৩
হেনমতে করিবে চরণ সমর্পণ।
যেন তার চিহ্ন শিরে থাকে সুশোভন॥ ১৩৪
তাহাতে করিবে যারে পিণ্ড বিতরণ।
পাপে মুক্ত হয়্যা স্বর্গে যাবে সেই জন॥ ১৩৫
যে দিবসে পাপী পাপে মুক্ত না হইব।
সেইদিনে আমি ভূমি হইতে উঠিব॥ ১৩৬
তথাস্তু বলিয়া তবে দিলা গদাধর।
দক্ষিণ চরণ তার শিরের উপর॥ ১৩৭
সেইত অসুররাজ কিবা ভাগ্যবান্।
যার শিরে নারায়ণ কৈলা পদদান॥ ১৩৮
যে চরণ দেখিতে না পায় যোগিজন।
অর্চ্চন করয়ে যারে বিধি পঞ্চানন॥ ১৩৯
তবে প্রবেশিলা সেই অসুরপ্রবর।
বিশ্বম্ভর-পদভরে ভূমির ভিতর॥ ১৪০
তার দেহ বিস্তারেতে পাঁচ ক্রোশ ছিল।
তাবৎপ্রমাণ স্থান পবিত্র হইল॥ ১৪১
এখানেতে স্নান দান পিণ্ডসমর্পণ।
জপ যজ্ঞ আদি ক্রিয়া পরমপাবন॥ ১৪২
আছিল তাহার শির ক্রোশেক বিস্তার।
অতিশয় পবিত্রতা হইল তাহার॥ ১৪৩
উত্তরেতে মানস দক্ষিণে ধর্ম্মারণ্য।
পূর্ব্বে কল্প পশ্চিমেতে যোনিদ্বার ধন্য॥ ১৪৪
এই এক ক্রোশ স্থান অত্যন্ত পাবন।
ইহার মহিমা কহে যত শাস্ত্রগণ॥ ১৪৫
এখানেতে যেই করে পিণ্ড সমর্পণ।
শত কুল উদ্ধার করয়ে সেই জন॥ ১৪৬
তার মধ্যে বিষ্ণুপদে যদি শ্রাদ্ধ করে।
তবে তারা ঘোর ভব-পয়োনিধি তরে॥ ১৪৭
এখানেতে জীব যেই করে আগমন।
পদে পদে [illegible]রোহণ॥ ১৪৮

তিন পক্ষ এখানে যদ্যপি করে বাস।
করে আ-সপ্তম কুলে ভবপীড়া নাশ ॥ ১৪৯
যদি কেহো গয়াতীর্থে করয়ে গমন।
এই আশে বহু পুত্র মাগে সবজন ॥ ১৫০
শমীপত্র-পরিমাণ পিণ্ড গয়াশিরে।
পাপি-পাপ হরে মুক্তি দেয় নিষ্পাপীরে ॥ ১৫১
অক্ষয়বটের মূলে ব্রাহ্মণ-ভোজন।
কোটিগুণ ফল হয় শাস্ত্রের লিখন ॥ ১৫২
হেন বহু মহিমা কহিলা বিপ্রবর।
সকল লিখিতে হয় গ্রন্থ সবিস্তর ॥ ১৫৩
তবে প্রভু সেই বিপ্রে করি পুরোহিত।
করিলা তর্পণ শ্রাদ্ধ সর্ব্বত্র উচিত ॥ ১৫৪
প্রভুর আগ্রহ কিবা লোক-সুশিক্ষণে।
নিজে পিণ্ড দান কৈলা নিজের চরণে ॥ ১৫৫
সেই বা নৃপতি কিবা ভাগ্যবান্ ছিলা।
গয়াতীর্থে প্রভু নিজে যারে পিণ্ড দিলা ॥ ১৫৬
যদ্যপি রাজারে হৈছে হয় মুক্তিভাগী।
সেকালে না হৈলা তভু প্রভু-ইচ্ছা লাগি ॥১৫৭
দশরথ-মৃত্যুকালে তাহার কারণ।
বর্ণিয়াছি তাহাই দেখিবে ভক্তজন ॥ ১৫৮
শিব-ভক্তি করাইতে সকলে শিক্ষণ।
কৈলা রামেশ্বর নামে লিঙ্গ সংস্থাপন ॥ ১৫৯
এইরূপে গয়াক্রিয়া করিয়া পূরণ।
প্রবেশ করিলা প্রভু দণ্ডক-কানন ॥ ১৬০
ঘোরতর সেই বনে যাইতে যাইতে।
বিরাধ রাক্ষসে দেখিলেন আচম্বিতে ॥ ১৬১
মহাধরাধর জিনি আকার বিশাল।
কদর্য্য অঞ্জন-পুঞ্জ-সম প্রভাজাল ॥ ১৬২
তপ্ত তাম্রগুণ-সম শ্মশ্রু রোম কেশ।
বক্র নাসা গভীর নয়ন ঘোর বেশ ॥ ১৬৩
মুখের প্রকাশ যেন জ্বলিত-অনল।
অতিশয় দীর্ঘ জিহ্বা করে চলাচল ॥ ১৬৪
ধরাধর-দীর্ঘ দরী-গভীর উদর।
ব্যক্ত শিরাসহস্রেতে জঙ্ঘা ভয়ঙ্কর ॥ ১৬৫
স-রুধির সপাদ ব্যাঘ্রের চর্ম্ম পরি।
আনিতেছে অষ্টসিংহ শূলে বেধ করি ॥ ১৬৬
সেহ দেখি শ্রীরাম জানকী শ্রীলক্ষ্মণ।
অতি ভয়ঙ্করতর করিলা গর্জ্জন ॥ ১৬৭

সেইশব্দে বসুমতী কম্পিত হইলা।
বন ছাড়ি পশুপক্ষী সব পলাইলা ॥ ১৬৮
তবে সেই রাক্ষস সীতারে লয়্যা কোলে।
কিছু দূরে গিয়া রামে কহে উচ্চবোলে ॥ ১৬৯
কহ কহ কে বট তোমরা দুইজন।
দেখিতেছি বিরুদ্ধ সকল আচরণ ॥ ১৭০
মস্তকেতে জটা ধর সঙ্গেতে প্রেয়সী।
চীর পরিধান কর ধর ধনু অসি ॥ ১৭১
রমণী সঙ্গেতে করি মুনিন্দের বনে।
বাস করি থাক তোরা কহ কি কারণে ॥ ১৭২
শ্রীরাম কহেন দশরথের নন্দন।
মোর নাম রাম এহ কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ ॥ ১৭৩
পালিবারে পিতৃবাক্য আমিহ কাননে।
ভ্রমিতেছি সঙ্গে লয়্যা এই দুইজনে ॥ ১৭৪
তুমি কহ কে বটহ বিকট-আকার।
কেন বা করহ হেন কদর্য্য আচার ॥ ১৭৫
এত শুনি মৃত্যুবাঞ্ছা করি রামকরে।
বলিছে বিরাধ তারে সানন্দ অন্তরে ॥ ১৭৬
মাতা শতহ্রদা পিতা কাল মহাশয়।
বিরাধ আমার নাম রাক্ষসেতে কয় ॥ ১৭৭
তপোবলে আমিহ পাইয়া ব্রহ্মবর।
হইয়াছি সবাকার অচ্ছেদ্য অমর ॥ ১৭৮
এই বনে করি সদা আমিহ ভ্রমণ।
তপস্বী খাইয়া করি জীবন ধারণ ॥ ১৭৯
তোরা দুইজন যদি বাসহ জীবন।
তবে ত্বরাযুক্ত হয়্যা কর পলায়ন ॥ ১৮০
পরম সুন্দরী এই জনক-নন্দিনী।
করিব ইহারে আমি আপন গৃহিণী ॥ ১৮১
তাহাতে যদ্যপি কর বিবাদ ঘটন।
তবে আগে তোমাদিগে করিব ভক্ষণ ॥ ১৮২
এত কহি সেইত রাক্ষস ঘোরতর।
উঠিল জানকী লয়্যা আকাশ-উপর ॥ ১৮৩
জানকী এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ।
করিছেন রাখ নাথ বলিয়া ক্রন্দন ॥ ১৮৪
শ্রীরাম কহেন শুন কালের নন্দন।
অকারণে কেন কর হেন অকরণ ॥ ১৮৫
নাহিক তোমার সনে কোনহ বৈরিতা।
বিবাদ করহ কেন ছাড়হ বনিতা ॥ ১৮৬

অধর্ম্ম করিলে হয় অকীর্ত্তি এখানে।
পরলোকে মহাদুঃখ শমনের স্থানে ॥ ১৮৭
বিরাধের বাঞ্ছিত মরণ রামকরে।
এ সকল কথা কিছু শ্রবণ না করে ॥ ১৮৮
তাহা দেখি কোপাবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণ।
করিছেন রামচন্দ্রে কিছু নিবেদন ॥ ১৮৯
প্রভু তুমি সকল লোকের নাথ হও।
অনাথ লোকের মত কথা কেন কও ॥ ১৯০
ধর্ম্মশিক্ষা কভু নাহি মানে দুষ্টজন।
মত্ত মতঙ্গজ যেন প্রবোধ বচন ॥ ১৯১
দুষ্টজনে যোগ্য সদা করিতে দমন।
যেন মত্ত করিকুম্ভে অঙ্কুশ-পাতন ॥ ১৯২
আজ্ঞা দাও ভৃত্যজন প্রতি একবার।
একবাণে দুষ্টজনে করিয়ে সংহার ॥ ১৯৩
বজ্রসম বাণ মোর বিন্ধিবে বিরাধে।
খাইবে উহার মাংস শিবা সব সাধে ॥ ১৯৪
এত শুনি কিঞ্চিৎ হাসিয়া রঘুবর।
বিরাধের উপরি ছাড়িলা সপ্ত শর ॥ ১৯৫
সেই সাত শর তার শরীরে বিন্ধিয়া।
পৃথিবীতে পড়িলা রক্তে রঞ্জিত হইয়া ॥ ১৯৬
তথাপি না মরিলা সে কঠিন রাক্ষস।
পুনর্ব্বার ঘোরনাদ করে অসাধ্বস ॥ ১৯৭
বজ্রের সমান এক শূল করে ধরি।
নিক্ষেপ করিলা বেগে লক্ষ্মণ-উপরি ॥ ১৯৮
রাম তারে দুই শরে ব্যোম-উপরিতে।
খণ্ড খণ্ড করিয়া পাড়িলা পৃথিবীতে ॥ ১৯৯
আর এক বাণ তার বুকেতে বিন্ধিলা।
বজ্র যেন প্রকাণ্ড পর্ব্বতে প্রবেশিলা ॥ ২০০
তবে জানকীরে ধীরে ভূতলে রাখিয়া।
পড়িলা রাক্ষস সেহ পরাণ তেজিয়া ॥ ২০১
কৃতাঞ্জলিপুট হয়্যা সানন্দ-অন্তরে।
নিবেদন করিতেছে কিছু রঘুবরে ॥ ২০২
জয় জয় রামচন্দ্র করুণা-সাগর।
কৌশল্যা-জঠর-পয়োনিধি-সুধাকর ॥ ২০৩
জানকী-চাতকী-সুখকারী ধরাধর।
ভক্তগণমনোরথ-কল্পতরুবর ॥ ২০৪
পূর্ব্বাবধি আমি তব পরিচয় জানি।
তোঁহে রোষাইতে কহিছিনুঁ কুবাণী ॥ ২০৫

আমিহ গন্ধর্ব্ব হই কপোত-আখ্যান।
করিতাম কুবের-সভাতে সদা গান ॥ ২০৬
কদাচিৎ রম্ভাতে দেখিয়া কাম মোর।
কোপেতে কুবের মোরে দিলা শাপ ঘোর ॥ ২০৭
দুষ্ট তুমি যেন পাপ কৈলে কামবলে।
রাক্ষস হইয়া থাক গিয়া ভূমিতলে ॥ ২০৮
তাহা শুনি কৈলুঁ আমি তাঁরে স্তুতি নতি।
শাপান্ত করিলা তবে যক্ষ-অধিপতি ॥ ২০৯
যবে দাশরথি রাম বধিবা তোমায়।
তবে মুক্ত হয়্যা পুন আসিবে এথায় ॥ ২১০
সেই কথা ছিল মোর মনেতে স্মরণ।
এইহেতু কহিছিনুঁ তোঁহে কুবচন ॥ ২১১
মুক্ত হইলাম এবে তোমার কৃপাতে।
অনুজ্ঞা করহ যাই কুবের-সাক্ষাতে ॥ ২১২
এত কহি প্রণাম করিয়া রঘুবরে।
তাঁর আজ্ঞা লয়্যা গেলা কৈলাস-শিখরে ॥ ২১৩
তবে জানকীরে রাম করি আশ্বাসন।
শ্রীলক্ষ্মণ প্রতি কিছু কহেন বচন ॥ ২১৪
ভ্রাতৃবর এক গর্ত্ত করি বিরচন।
বিরাধের কলেবর কর প্রক্ষেপণ ॥ ২১৫
মৃতরাক্ষসের এই দিব্য ধর্ম্ম হয়।
গর্ত্তেতে রাখিলে হয় স্বর্গে মহোদয় ॥ ২১৬
কৃপালুর কথা শুনি কৃপালু লক্ষ্মণ।
যে আজ্ঞা বলিয়া কৈলা তাহা আচরণ ॥ ২১৭
এইরূপে বিরাধেরে শাপে মুক্ত করি।
চলিলেন প্রভু পুন কানন ভিতরি ॥ ২১৮
কিঞ্চিৎ দূরেতে শরভঙ্গের আশ্রম।
দেখিলেন রামচন্দ্র অতিমনোরম ॥ ২১৯
আশ্রম প্রবেশি দূরে থাকি রঘুবর্য্য।
মুনি অগ্রে দেখিলেন এক অত্যাশ্চর্য্য ॥ ২২০
তাহা দেখি লক্ষ্মণে কহেন রঘুবর।
ভ্রাতা দেখ কি আশ্চর্য্য আকাশ-উপর ॥ ২২১
দেখহ পুরুষ এক পরমসুন্দর।
নির্ম্মল ভূষণ-মাল্য নির্ম্মল অম্বর ॥ ২২২
সূর্য্যের সমান তেজে করে ঝলমল।
চরণেতে স্পর্শ নাহি করে ভূমিতল ॥ ২২৩
পরমসুন্দর আর শত শত জন।
করিতেছে নানামতে উহার সেবন ॥ ২২৪

পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল-সমান মনোহর।
ধরিয়াছে ছত্র কেহ মস্তক-উপর ॥ ২২৫
দুইদিকে দুই নারী অতি সুশোভন।
দোলাইছে অতি দিব্য চামর ব্যজন ॥ ২২৬
বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেবগণ।
করিতেছে নানাস্তুতি বিচিত্র-রচন ॥ ২২৭
কিছু দূরে এক রথ অতিতেজোময়।
দেখিতেছ যাহার হরিতবর্ণ হয় ॥ ২২৮
যেমত আকার আর যেমন সৌন্দর্য্য।
বুঝি হইবেন ইহ ইন্দ্র সুরবর্য্য ॥ ২২৯
এইরূপ কহি কহি যান রঘুপতি।
ওথা ইন্দ্র কহিছেন শরভঙ্গ প্রতি ॥ ২৩০
আসিছেন রামচন্দ্র নিকটে তোমার।
যোগ্য নহে স্থিতি আর এখানে আমার ॥ ২৩১
যদি রামসঙ্গে আমি করি সম্ভাষণ।
সতর্ক হইবে তবে নিশাচরগণ ॥ ২৩২
এত কহি ইন্দ্র গেলা আপন ভবনে।
প্রভু প্রণমিলা আসি মুনির চরণে ॥ ২৩৩
রামে দেখি সম্ভ্রমে উঠিয়া মুনিবর।
বসিবারে দিলা দিব্য কুশের বিষ্টর ॥ ২৩৪
ভক্তিভাবে করি তাঁরে বহু সম্মানন।
রঘুবরে মুনিবর করে নিবেদন ॥ ২৩৫
চিরদিনাবধি রাম এইত কাননে।
আমি আছি তোমারে দেখিব করি মনে ॥ ২৩৬
পরিপূর্ণ হল্য আজি সেইত বাসনা।
সার্থক হইল জপ তপস্যা অর্চ্চনা ॥ ২৩৭
এইক্ষণ মাত্রে ইন্দ্র লয়্যা দেবগণ।
মোরে স্বর্গে নিতে করিছিলা আগমন ॥ ২৩৮
আমিহ দর্শন নাহি করিয়া তোমারে।
প্রস্থান না করিলাম স্বর্গের মাঝারে ॥ ২৩৯
পুরন্দরলোক আর ব্রহ্মার ভবন।
করিয়াছি আমি তপোবলেতে সাধন ॥ ২৪০
সে সকল তোমারে করিয়ে সমর্পণ।
অনুগ্রহ করি তুমি করহ গ্রহণ ॥ ২৪১
তুমি হও সর্ব্বেশ্বর সকল আশ্রয়।
তোঁহে সমর্পণ বিনে সব মিথ্যা হয় ॥ ২৪২
শ্রীরাম কহেন সিদ্ধ হয়্যা সমর্পণ।
আপুনি করহ ব্রহ্মলোকেতে গমন ॥ ২৪৩
কিন্তু এক আজ্ঞাপন কর মোর প্রতি।
আমিহ করিব কোন্ কাননে বসতি ॥ ২৪৪
শরভঙ্গ করিছেন রামে নিবেদন।
সুতীক্ষ্ণ-নিকটে তুমি করহ গমন ॥ ২৪৫
অতি রমণীয় হয় তাঁর তপোবন।
সেইস্থানে থাকি কাল করিবে যাপন ॥ ২৪৬
কিন্তু এক মুহূর্ত্ত থাকহ এইস্থানে।
শরীর তেজিব আমি তোমা বিদ্যমানে ॥ ২৪৭
এত কহি চিতা-সজ্জা করি তপোধন।
রামে প্রণমিয়া প্রবেশিলা হুতাশন ॥ ২৪৮
যোগবলে সেই মুনি দেহ ত্যাগ করি
প্রবেশিলা সুখী হয়্যা বিরিঞ্চিনগরী ॥ ২৪৯
সেই মুনি স্বর্গ-ভোগে সকাম আছিলা।
অতএব সেকালেতে মুক্ত না হইলা ॥ ২৫০
এইরূপে শরভঙ্গ স্বর্গেরে পাইলা।
মুনিগণ শ্রীরামেরে দেখিতে আইলা ॥ ২৫১ *
তাঁ-সবারে নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীরাম।
গাত্রোত্থান করি কৈলা সাদরে প্রণাম ॥ ২৫২
আশীর্ব্বাদ করিয়া যতেক মুনিগণ।
কুশলসংবাদ পরে রঘুবরে কন ॥ ২৫৩
রামচন্দ্র হরিবারে ধরণীর ভার।
দশরথ-গৃহেতে হয়্যাছ অবতার ॥ ২৫৪
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর দেব নারায়ণ।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেতে এইত লিখন ॥ ২৫৫
ইহা জানি রাক্ষস হইতে পাই ভয়।
করিলাম মোরা সবে তোমার আশ্রয় ॥ ২৫৬
আস্য আস্য একবার দণ্ডক কানন।
মুনিদের দুর্দ্দশা করহ দরশন ॥ ২৫৭
অতিদুষ্ট দুরন্ত অনেক নিশাচর।
নানাদুঃখ দেয় আমাসবে নিরন্তর ॥ ২৫৮
কেহ কর্ণ-নিকটেতে ঘোর রব করে।
কেহ মর্কটীর ফল দেয় কলেবরে ॥ ২৫৯

* বৈখানস বালিখিল্য কিরণ-ভোজন।
শুষ্কপত্র-ভোজী কেহ সমীর-ভক্ষণ ॥
জলাহারী ভূমিশায়ী কেহ দিগম্বর।
কেহ নিরাহার কেহ পঞ্চতপকর ॥

কারো দেহে ধূলি-মূত্র করয়ে অর্পণ।
কারো অঙ্গে করে অধোবায়ু-বিমোক্ষণ ॥ ২৬১
কেহ আসি ভয় দেয় ঘোর-মূর্ত্তি ধরি।
কেহ যজ্ঞঘৃত যজ্ঞপাত্র নেয় হরি ॥ ২৬২
যজ্ঞকুণ্ডে বিষ্ঠা-মূত্র-রক্ত-বৃষ্টি করে।
কুশ-পুষ্প-পুস্তক ফেলয়ে স্থানান্তরে ॥ ২৬৩
যদি কেহ অবধানশূন্য হয়্যা রয়।
সেইক্ষণে তারে মারি ভক্ষণ করয় ॥ ২৬৪
নিরীক্ষণ কর আমাদের সঙ্গে আসি।
মুনিদের অস্থি পড়ি আছে রাশি রাশি ॥ ২৬৫
অতএব করিয়া করুণা-বিলোকন।
করহ আপুনি মুনিসমূহে রক্ষণ ॥ ২৬৬
এত শুনি কৃতাঞ্জলি হয়া রঘুবর।
করিছেন মুনিগণে মধুর উত্তর ॥ ২৬৭
আমি হই তোমাদের কৃপার ভাজন।
মোর প্রতি অনুচিত এ সব বচন ॥ ২৬৮
তোমা সবা হও সর্ব্বলোকের শরণ।
তোমাদের শরণ হইবে কোন জন ॥ ২৬৯
কিন্তু নিজে নাহি কর কাহারো হিংসন।
এভাবতা করহ রক্ষক অন্বেষণ ॥ ২৭০
তোমাদের করুণা-কটাক্ষ যদি হয়।
মশক করিতে পারে কেশরীরে জয় ॥ ২৭১
অতএব তোমাদের তপস্যার বলে।
নাশিব অক্লেশে আমি রাক্ষস সকলে ॥ ২৭২
নাহি করিবেন আর কোনমতে ত্রাস।
তোমাদের সেবার্থেই মোর বনবাস ॥ ২৭৩
এত শুনি আনন্দিত তাপস-নিকর।
শ্রীরামচন্দ্রেরে কৈলা আশীষ বিস্তর ॥ ২৭৪
সঙ্গেতে লইয়া সেইসব মুনিগণ।
সুতীক্ষ্ণ আশ্রমে প্রভু করিলা গমন ॥ ২৭৫
শ্রীরাম আইলা জানি সেই তপোধন।
আগেতে আসিয়া তাঁরে কৈলা সম্ভাষণ ॥ ২৭৬
রঘুবর কৈলা তাঁর চরণবন্দন।
যথাযোগ্য পূজা করি কহে তপোধন ॥ ২৭৭
চিরদিনাবধি তব দর্শনকারণে।
বাস করিয়াছি রাম এই তপোবনে ॥ ২৭৮
রাজ্য ত্যাগ করি তুমি আইলে কাননে।
ইহা শুনি আছি তব পথ-প্রতীক্ষণে ॥ ২৭৯
জরাজীর্ণ হইয়াছে মোর কলেবর।
তবু পরলোকে না গিয়াছি রঘুবর ॥ ২৮০
তুমিহ এখানে আসি দিয়া দরশন।
মোর সেই মনোরথ করিলে পূরণ ॥ ২৮১
কহিছেন রামচন্দ্র শুন মহাশয়।
ভৃত্য-জন প্রতি হেন বাক্য যোগ্য নয় ॥ ২৮২
তোমাদের চরণ করিয়া নিরীক্ষণ।
পূত হব এই আশে আসিয়াছি বন ॥ ২৮৩
সংপ্রতি থাকিতে মোর যোগ্য কোন দেশ।
নিরূপণ করি তাহা করহ আদেশ ॥ ২৮৪
মুনি কহে এই স্থান বাসযোগ্য হয়।
নিকটেতে আছয়ে অনেক জলাশয় ॥ ২৮৫
পুষ্প-মিষ্টফল-যুক্ত তরুলতাগণ।
দিব্য দিব্য মূল অতি মিষ্ট-আস্বাদন ॥ ২৮৬
অতএব তুমিহ থাকহ এই বনে।
ইহাতে অধিক সুখ হবে মোর মনে ॥ ২৮৭
এত শুনি আনন্দিত হয়্যা রঘুবর।
যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁরে দিলেন উত্তর ॥ ২৮৮
সে রজনী সেই স্থানে করিয়া যাপন।
প্রাতে উঠি মুনিরে করেন নিবেদন ॥ ২৮৯
তপোধন মোর সঙ্গে বহু মুনিগণ।
কর্যাছেন অনুগ্রহ করি আগমন ॥ ২৯০
ইহাঁদের আশ্রম করিতে নিরীক্ষণ।
বড়ই উৎকণ্ঠাযুক্ত হয় মোর মন ॥ ২৯১
তাহাতে যেমত আজ্ঞা হইবে তোমার।
অবশ্য কর্ত্তব্য হয় সেইত আমার ॥ ২৯২
সুতীক্ষ্ণ কহেন রাম কাহলে উত্তম।
তোমারে যাইতে হবে সবার আশ্রম ॥ ২৯৩
তোমার দর্শন লাগি সবে উৎকণ্ঠিত।
করিতে হইবে তোঁহে সবাকার প্রীত ॥ ২৯৪
অতএব যাইতে উচিত মুনি সনে।
কিন্তু পুন আসিবে আমার এই বনে ॥ ২৯৫
যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁরে করিয়া প্রণাম।
চলিলেন মুনিগণ সঙ্গেতে শ্রীরাম ॥ ২৯৬
তাহা নিরীক্ষণ করি জানকী সুন্দরী।
নিবেদন করিছেন করযোড় করি ॥ ২৯৭
প্রভুবর আমি কিছু করি নিবেদন।
কৃপা করি একবার করহ শ্রবণ ॥ ২৯৮

কোনো দোষ নাহি হয় তোমাতে বিদিত।
কিন্তু অন্য অস্থানে শঙ্কতা উপস্থিত ॥ ২৯৯
মুনিগণ-আগে তুমি করিলে স্বীকার।
করিব আমিহ সব রাক্ষসে সংহার ॥ ৩০০
যাইতেছ সংপ্রতি ধরিয়া ধনুঃশর।
তাহা দেখি কাঁপিতেছে আমার অন্তর ॥ ৩০১
অস্ত্রের স্বভাব এই সর্ব্বলোকে গায়।
নিকটে থাকিলে হিংসা হঠাৎ করায় ॥ ৩০২
পূর্ব্বে এক মুনির নিকটে একজন।
আপনার খড়্গ করিছিলা সমর্পণ ॥ ৩০৩
সেই ঋষি হারাইবে বলি করি মন।
নিরন্তর নিজপাশে করেন রক্ষণ ॥ ৩০৪
সেই অস্ত্রসঙ্গ দোষে ধর্ম্ম পরিহরি।
বহু হিংসা করি গেলা নরক-ভিতরি ॥ ৩০৫
রাক্ষসে না করে তব কিছু অপরাধ।
তাহাদের সঙ্গে বাদে কেন হয় সাধ ॥ ৩০৬
যদি বল ক্ষত্রিয়ের বিহিত করণ।
দুষ্টের দমন করি শিষ্টের পালন ॥ ৩০৭
তাহার উচিত নহে এইত সময়।
কোথা নৃপ-ধর্ম্ম কোথা বনবাস হয় ॥ ৩০৮
যবে অযোধ্যায় গিয়া রাজত্ব পাইবে।
হিংসাধর্ম্ম সেইকালে উচিত হইবে ॥ ৩০৯
মুনির সমান বেশ আচার ভোজন।
ইথে কিরূপেতে যোগ্য হিংসা আচরণ ॥ ৩১০
এ সকল কথা তোঁহে আমি না শিখাই।
কিন্তু স্নেহহেতু মাত্র স্মরণ করাই ॥ ৩১১
তুমি হও অতি বিবেচক শিরোমণি।
বিবেচনামতে যোগ্য করহ আপুনি ॥ ৩১২
শ্রীরঘুনন্দন কহে মাতা না ভাবিবে।
তুমিহ-ই নিশাচর-কুলান্ত হইবে ॥ ৩১৩
জানকীর বাণী শুনি আনন্দিত-মন।
রামচন্দ্র তাঁর প্রতি কহেন বচন ॥ ৩১৪
প্রিয়ে কহিতেছ স্নেহসদৃশ সন্দেশ।
ইথে কেন হইবে তোমার প্রতি দ্বেষ ॥ ৩১৫
কিন্তু শুন প্রজাগণে রক্ষা করিবারে।
ঈশ্বর করিলা সৃষ্টি ক্ষত্রিয় সবারে ॥ ৩১৬
শাস্ত্র-শস্ত্র ধরে তারা এই সে কারণ।
যেন নাহি শুনি কারো মুখেতে ক্রন্দন ॥ ৩১৭
বিশেষে বিপ্রের ভৃত্য হয় নৃপগণ।
করিবে সর্ব্বতোভাবে তাহারে রক্ষণ ॥ ৩১৮
এইত দণ্ডকবাসী যত বিপ্রগণ।
দেখিয়াছ মোরে আসি লভিলা শরণ ॥ ৩১৯
ইহাঁদের রক্ষা হয় যেকোন প্রকারে।
উচিত অবশ্য তাহা করিতে আমারে ॥ ৩২০
আমারে শরণ মাগে যেবা কোনজন।
মোর এই ব্রত তারে করিয়ে রক্ষণ ॥ ৩২১
ইহাতে যদ্যপি আত্ম-ধর্ম্ম নষ্ট হয়।
তথাপি করিয়ে তাহা নাহিক সংশয় ॥ ৩২২
তাহাতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বিপ্র-আগে।
তাহা ভঙ্গ হইলে বড়ই পাপ লাগে ॥ ৩২৩
বরঞ্চ তেজিতে পারি আপনার প্রাণ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা কভু নাহি হয় আন ॥ ৩২৪
তুমি স্নেহহেতু কহিয়াছ যে বচন।
তাহে হইয়াছে বড় তুষ্ট মোর মন ॥ ৩২৫
এইরূপ কহি কহি গিয়া স্থানান্তরে।
দেখিলেন অতি রম্য এক সরোবরে ॥ ৩২৬
চারিক্রোশ পরিমাণ জল সুনির্ম্মল।
পক্ষিগণ ডাকে তাহে বিকশে কমল ॥ ৩২৭
তার মধ্যে গীত বাদ্য করিয়া শ্রবণ।
ধর্ম্মভৃত মুনিরে করেন জিজ্ঞাসন ॥ ৩২৮
একি অদ্ভুত কথা কহ তপোধন।
সরোবরে কার গীত করিয়ে শ্রবণ ॥ ৩২৯
কহিছেন মুনিবর শুন শুন রাম।
এইস্থানে ছিলা ঋষি মন্দকর্ণি নাম ॥ ৩৩০
বায়ু-ভক্ষ্য হয়্যা তিঁহ অযুতবৎসর।
করিলেন এইস্থানে তপ ঘোরতর ॥ ৩৩১
তাহা নিরীক্ষণ করি দেব পুরন্দর।
নিজ স্থানে লবে বলি হইলা কাতর ॥ ৩৩২
তবে ডাকি সুন্দর অপ্সরা পাঁচজন।
তপোভঙ্গ-লাগি পাঠাইলা এই বন ॥ ৩৩৩
তাহাদের গীত বাদ্য শুনি মুনিবর।
হইলা মদনবাণ-বিবশ-অন্তর ॥ ৩৩৪
সেই তপোধনে লয়্যা তাঁরা পাঁচজন।
এই সরোবরে সদা করয়ে রমণ ॥ ৩৩৫
তাহাদের গৃহ আছে জলের ভিতর।
তাহাতেই শুনা যায় গীতবাদ্যস্বর ॥ ৩৩৬

এ সকল কথা শুনি প্রভু পাই প্রীত।
সেইমুনি-আশ্রমে হইলা উপস্থিত ॥ ৩৩৭
সেখানে দেখেন নানামত মুনিগণ।
অত্যন্ত তেজস্বী যেন সাক্ষাৎ তপন ॥ ৩৩৮
বৈখানস বালিখিল্য কিরণভোজন।
শুষ্কপত্রভোজী কেহ সমীর-ভক্ষণ ॥ ৩৩৯
জলাহারী ভূমিশায়ী কেহ দিগম্বর।
কেহ নিরাহার কেহ একান্তরাকর ॥ ৩৪০
কেহ অধঃশিরা হয়্যা ঊর্দ্ধে পদ করি।
চিরদিন আছেন আহার পরিহরি ॥ ৩৪১
কেহ একচরণ-অঙ্গুষ্ঠে দিয়া ভর।
দাঁড়াইয়া রয়্যাছেন অনেক বৎসর ॥ ৩৪২
চারিদিকে চারি অগ্নি ঊর্দ্ধেতে তপন।
মধ্যে বসি জপ করিছেন কোনোজন ॥ ৩৪৩
কেহ করিছেন যজ্ঞ কেহ পূজা ধ্যান।
কেহ বা নিষ্কাম কেহ কামনা-প্রধান ॥ ৩৪৪
সকলে দেখিয়া করি ভকতি প্রণাম।
আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হইলা শ্রীরাম ॥ ৩৪৫
মুনিগণ রামচন্দ্রে করি সম্মানন।
অতিথিভাবেতে কৈলা বিবিধ পূজন ॥ ৩৪৬
সে দিবস সেইস্থানে করিয়া নিবাস।
পরদিনে গেলা অন্য তপোধন-পাশ ॥ ৩৪৭
এইরূপে পাঁচ সাত দিন কোনো ঠাঁই।
কোনো স্থানে মাসেক অধিক প্রীতি পাই ॥ ৩৪৮
কোনোস্থানে দুই তিন পাঁচ সাত মাস।
কোনোস্থানে বৎসরেক করেন নিবাস ॥ ৩৪৯
হেনমতে ভ্রমণ করেন রঘুবর।
বহি গেলা তাহে কাল দশসংবৎসর ॥ ৩৫০
যতদিন রামচন্দ্র সে বনে রহিলা।
তাবৎপর্য্যন্ত নিশাচর না আইলা ॥ ৩৫১
তবে প্রভু হেনমতে ভ্রমি বনে বনে।
আইলেন পুনর্ব্বার সুতীক্ষ্ণ-কাননে ॥ ৩৫২
কিছুদিন সেখানেতে করিয়া বসতি।
একদিন কহিছেন মুনিরাজ প্রতি ॥ ৩৫৩
শুনিয়াছি মহাশয় লোকের বদনে।
মহামুনি অগস্ত্য আছেন এইবনে ॥ ৩৫৪
কিন্তু নাহি জানি তাঁর স্থানের নিশ্চয়।
কৃপা করি আপুনিহ কহ মহাশয় ॥ ৩৫৫

তাঁহার চরণ নিরীক্ষণ করিবারে।
বড় অভিলাষ হয় অন্তর-মাঝারে ॥ ৩৫৬
মুনি কহে ভাল কহিয়াছ রঘুপতি।
কহিতাম আমিহ ইহাই তোমা প্রতি ॥ ৩৫৭
সেই মুনি মহাজ্ঞানী মহাযোগী হন।
অবশ্য করিতে হয় তাঁহার দর্শন ॥ ৩৫৮
এথা হৈতে যোলক্রোশ যাইয়া দক্ষিণে।
দর্শন করিবে তাঁর ভ্রাতার বিপিনে ॥ ৩৫৯
সেখানেতে সে রজনী করিয়া যাপন।
পরদিন দক্ষিণেতে করিবে গমন ॥ ৩৬০
চারিক্রোশ পথ-পরে অগস্ত্য আশ্রম।
ত্রিভুবনে নাহি স্থান তেন মনোরম ॥ ৩৬১
এত শুনি মুনিপদে করিয়া প্রণাম।
ভ্রাতা ভার্য্যা সঙ্গে করি চলিলা শ্রীরাম ॥ ৩৬২
তবে প্রভু যাইয়া দিবস-অবসানে।
উপনীত অগস্ত্য-ভ্রাতার সন্নিধানে ॥ ৩৬৩
সে রজনী সুখেতে থাকিয়া সে বিপিনে।
প্রভাতে উঠিয়া চলিলেন পরদিনে ॥ ৩৬৪
দূর হৈতে অগস্ত্য-আশ্রম নিরখিয়া।
লক্ষ্মণে কহেন রাম সুখিত হইয়া ॥ ৩৬৫
দেখ ভ্রাতা এই হবে অগস্ত্য-আশ্রম।
তরুলতা সব দেখি অতিমনোরম ॥ ৩৬৬
ফল-পুষ্পভরে তরু ভূমিতে লোটায়।
নিবিড় পলাশে রবি-তাপ নাহি তায় ॥ ৩৬৭
নানামত দেখ তাহে পশুপক্ষিগণ।
কেহে নাহি কাহারো করয়ে বিহিংসন ॥ ৩৬৮
মিথ্যাবাদী ক্রূর শঠ হিংসক যে জন।
তাহাদের এখানেতে না রহে জীবন ॥ ৩৬৯ *
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর এ বনে।
বাস করি থাকে মুনি-সেবন কারণে ॥ ৩৭০
যে মুনি দেবতাহিত লাগি সিন্ধুগণে।
গণ্ডুষ করিয়া অনায়াসে একক্ষণে ॥ ৩৭১
নাহি পারি যার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে।
না পারয়ে বিন্ধ্যগিরি মস্তক তুলিতে ॥ ৩৭২

---

* তথাচ—
"নাত্র জীবেন্মৃষাবাদী ক্রূরো নৈকৃতিকোঽশুচিঃ
নৃশংসঃ পাপবৃত্তো বা মুনিন্যেষ তথাবিধঃ ॥"

যেই মুনি মেষরূপী বাতাপি অসুরে।
উদরে পুরিয়া পাঠাইলা যমপুরে ॥ ৩৭৩
তাহা দেখি মারিবারে ইল্বল আইলা।
তাহারেও নেত্র-তেজে ভসম করিলা ॥ ৩৭৪
আজি মোরা সে মুনিরে করিব দর্শন।
কিবা আমাদের ভাগ্য না হয় বর্ণন ॥ ৩৭৫
এইরূপ কহি কহি আশ্রমের দ্বারে।
উপস্থিত হয়্যা রাম কহেন ভ্রাতারে ॥ ৩৭৬
আগে গিয়া সংবাদ জানাহ ভ্রাতৃবর।
পশ্চাৎ আমিহ যাব মুনি বরাবর ॥ ৩৭৭
তাহা শুনি আগে গিয়া ঠাকুর লক্ষ্মণ।
একজন মুনি-শিষ্যে কহেন বচন ॥ ৩৭৮
দশরথ নৃপতির প্রথম তনয়।
রাম ওঁার নাম জানিবেন মহাশয় ॥ ৩৭৯
দ্বারেতে দাঁড়ায়্যা তিঁহ মুনি দেখিবারে।
আপুনিহ সংবাদ জানাহ গিয়া তাঁরে ॥ ৩৮০
এত শুনি সেই বিপ্র গিয়া মুনি-পাশে।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা অগস্ত্যেরে কিছু ভাষে ॥ ৩৮১
মহাশয় দশরথ রাজার নন্দন।
শ্রীরাম দ্বারেতে তব চাহেন দর্শন ॥ ৩৮২
এত শুনি সেই মুনি রাম-তত্ত্বজ্ঞানী।
আনন্দ উল্লাসে শিষ্যে কহিছেন বাণী ॥ ৩৮৩
একি ভাগ্য একি ভাগ্য রাম মোর দ্বারে।
যাহ যাহ আনয়ন কর শীঘ্র তাঁরে ॥ ৩৮৪
এত কহি সেই বিপ্রে বিদায় করিয়া।
নিজেও চলিলা মুনি শিষ্যগণ নিয়া ॥ ৩৮৫
মুনিশিষ্য আসিয়া লক্ষ্মণে সঙ্গে করি।
রামচন্দ্রে লয়্যা যান আশ্রম-ভিতরি ॥ ৩৮৬
হেনকালে শ্রীঅগস্ত্য দূরে দেখা দিলা।
তা দেখি লক্ষ্মণে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ৩৮৭
দেখ ভাই আগে একজন তেজোময়।
আসিছেন হবেন কোনহ মহাশয় ॥ ৩৮৮
মনে হয় যেন অগ্নি কিম্বা দিবাকর।
অথবা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম নরমূর্ত্তিধর ॥ ৩৮৯
যেমত ইঁহার তেজ যেমত মুরতি।
নিশ্চয় জানিলুঁ শ্রীঅগস্ত্য মহামতি ॥ ৩৯০
আমাদের প্রতি কৃপা করি সেই মুনি।
আসিছেন লইবারে আগেতে আপুনি ॥ ৩৯১
এত কহি নিকটেতে করিয়া গমন।
মুনির চরণ ধরি করিলা বন্দন ॥ ৩৯২
এ কি ভাগ্য একি ভাগ্য বলি তপোধন।
বাহু পসারিয়া রামে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৩৯৩
প্রেমেতে ভাসিলা মুনি রাম-পরশনে।
ঝর ঝর অশ্রুজল পড়িছে নয়নে ॥ ৩৯৪
এবে শ্রীজানকী আর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
মুনিবর-চরণেতে করিলা বন্দন ॥ ৩৯৫
সকলে লইয়া তবে আশ্রমে আসিয়া।
বসিতে আসন দিলা আপনি আনিয়া ॥ ৩৯৬
কুশল জিজ্ঞাসা করি রঘুবর প্রতি।
কহিছেন মুনি নিজশিষ্যে সুখিমতি ॥ ৩৯৭
পূজার সামগ্রী বাপ কর আনয়ন।
শ্রীরামচন্দ্রেরে আমি করিব পূজন ॥ ৩৯৮
অতিথিরে নাহি সেবে যেই দুরাশয়।
নিজপুণ্য তাঁরে দিয়া তাঁর পাপ লয় ॥ ৩৯৯
একে অভ্যাগত তাহে রাজার কুমার।
তাহাতে তপস্বী তাহে শ্রীরাম আমার ॥ ৪০০
ইঁহাতে পূজন নাহি করয়ে যে জন।
নরকে সে নিজ মাংস করয়ে ভোজন ॥ ৪০১
সকল লোকের নাথ সকলের গতি।
সকলের পূজাযোগ্য মোর রঘুপতি ॥ ৪০২
তবে নানামতে করি শ্রীরামে অর্চ্চন।
ভক্তিভাবে মুনি করিছেন নিবেদন ॥ ৪০৩
আজি মোর কিবা দিন কিবা শুভক্ষণ।
নয়নেতে দেখিলাম প্রভু নারায়ণ ॥ ৪০৪
যবে তুমি কহিলে ব্রহ্মারে সিন্ধুকূলে।
অবতীর্ণ হব আমি রঘুরাজকুলে ॥ ৪০৫
সে অবধি তোমারে দেখিব করি মনে।
নিবাস করিয়া আছি এই তপোবনে ॥ ৪০৬
আজ তাহা তুমিহ করিলে সম্পাদন।
হইল সফল নেত্র সফল জীবন ॥ ৪০৭
যোগী যারে দেখিবারে না পায় চিন্তনে।
কি ভাগ্য আমার তাঁরে দেখিলুঁ নয়নে ॥ ৪০৮
কেহ তোঁহে ব্রহ্ম কহে কেহ অন্তর্যামী।
কেহ কেহ ভগবান্ সর্ব্বশক্তি-স্বামী ॥ ৪০৯
তার মধ্যে শেষপক্ষ মোর মনে লয়।
তাঁহাতেই হয় ভক্ত সুখ অতিশয় ॥ ৪১০

যে হও সে হও তুমি কি কাজ বিচারে।
রহু মোর রতি দশরথের কুমারে ॥ ৪১১
সব লীলা হৈতে নরলীলা সুখময়।
ইহাতে ভক্তের মন বড় মগ্ন হয় ॥ ৪১২
কেবল মাধুর্য্যময় নাহিক ঐশ্বর্য্য।
ইহাতে বিমুগ্ধ হয় যত জ্ঞানিবর্য্য ॥ ৪১৩
দেখ কোথা শিব-শেষ-সেবনীয় তুমি।
কোথা ক্ষুদ্র জীব আমি মহামোহ-ভূমি ॥ ৪১৪
তোমার চরণ তুমি কর নমস্কার।
তব কৃপা বিন্দু বুঝিবারে সাধ্য কার ॥ ৪১৫
তোমারে ব্রহ্মণ্যদেব কহে বেদগণ।
বিপ্রসেবা লোকে তুমি করাও শিক্ষণ ॥ ৪১৬
নিজমুখে কহ ধর্ম্ম শিখাও করিয়া।
আমি স্থির করিয়াছি এই বিচারিয়া ॥ ৪১৭
আসিয়াছ বিপ্রহিত লাগি ঘোরবনে।
সঙ্গে করি শ্রীজনকনন্দিনী লক্ষ্মণে ॥ ৪১৮
কাননেতে এমত যেন সুকুমারী সীতা।
কোনোমতে নাহি হন কদাচ ব্যথিতা ॥ ৪১৯
করিছেন এই কার্য্য অত্যন্ত দুষ্কর।
স্বামি-ভক্ত হেন নারী না দেখি অপর ॥ ৪২০
কোথা রাজকন্যা কোথা এই ঘোরবন।
না ঘটিতে পারে এখানেতে আগমন ॥ ৪২১
বুঝিলাম ইঁহাতে না হয় অসম্ভব।
পতি লাগি অনলে প্রবেশে সাধ্বী সব ॥ ৪২২
ইঁহ তাহে হন সাধ্বীগণ-ঠাকুরাণী।
কহিতে ইঁহার গুণ আমি কিবা জানি ॥ ৪২৩
লক্ষ্মণের তুলনা না দেখি ত্রিভুবনে।
রাজ্যসুখ ছাড়ি যেই আইলা কাননে ॥ ৪২৪
ইঁহা হৈতে তুমি নানাপ্রমোদ পাইবে।
ইঁহার যশেতে লোক পূরিত হইবে ॥ ৪২৫
এত শুনি কৃতাঞ্জলি হঞা রঘুবর।
কহিছেন মুনিবে বচন মিষ্টতর ॥ ৪২৬
ধন্য আমি ধন্য সীতা ধন্য শ্রীলক্ষ্মণ।
যার প্রতি আপনি হইলে তুষ্ট-মন ॥ ৪২৭
সংপ্রতি আমার প্রতি কর আজ্ঞাপন।
কোনস্থানে থাকি করি সময় যাপন ॥ ৪২৮
এত শুনি দুই দণ্ড করিয়া চিন্তন।
রামে পুন অগস্ত্য করেন নিবেদন ॥ ৪২৯
এখান হইতে দুইযোজন অন্তর।
পঞ্চবটী নামে স্থান আছে মনোহর ॥ ৪৩০
স্বাদু-মূলফলযুক্ত তরুলতাগণ।
নিকটেতে গোদাবরী নদী সুশোভন ॥ ৪৩১
সেইখানে থাকি তুমি আনন্দিতমন।
যাবদীয় মুনিগণে করিবে পালন ॥ ৪৩২
বাস করি থাকিলে আমার তপোবনে।
হইত আমার সুখ দর্শন স্পর্শনে ॥ ৪৩৩
কিন্তু জানি আমি ভালমতে তব মন।
অতএব কহি যাহ পঞ্চবটী বন ॥ ৪৩৪
তোমার চরণে সমর্পণ করিবারে।
দিয়াছিলা কিছু অস্ত্র সুরেন্দ্র আমারে ॥ ৪৩৫
সেই সব অস্ত্র-শস্ত্র করিয়া গ্রহণ।
পঞ্চবটী স্থানে তুমি করহ গমন ॥ ৪৩৬
এত কহি দিলা শ্রীবৈষ্ণব শরাসন।
বিশ্বকর্ম্মা করিছিলা যাহারে রচন ॥ ৪৩৭
ব্রহ্মদত্ত বহু বাণ অমোঘ অক্ষয়।
অক্ষয় শরেতে পরিপূর্ণ তূণদ্বয় ॥ ৪৩৮
দৃঢ় এক চর্ম্ম আর খড়্গ তীক্ষ্ণতর।
অভেদ্য কবচ এক যুদ্ধে সুখকর ॥ ৪৩৯
সে সকল গ্রহণ করিয়া রঘুমণি।
রহিলেন সেই স্থানে সুখে সে রজনী ॥ ৪৪০
প্রভাতে মুনির পদে করিয়া প্রণতি।
প্রস্থান করিলা প্রভু পঞ্চবটী প্রতি ॥ ৪৪১
পথমধ্যে দেখিলা জটায়ু পক্ষিবর।
পর্ব্বত হইতে যার বড় কলেবর ॥ ৪৪২
রাক্ষস বলিয়া শঙ্কা করিয়া অন্তরে।
কহিছেন রামচন্দ্র লক্ষ্মণসুন্দরে ॥ ৪৪৩
দেখ ভাই আগে এক রাক্ষস বিকট।
পক্ষিবেশ ধরিয়াছে করিয়া কপট ॥ ৪৪৪
এই দুষ্ট তপস্বি-ভক্ষক নিশাচরে।
পাঠাই আমিহ আজ শমনের ঘরে ॥ ৪৪৫
এত শুনি শ্রীজটায়ু শঙ্কিত হইয়া।
কহিছেন শ্রীরামেরে কাকুতি করিয়া ৪৪৬
পরম সুন্দর তুমি হও কোনজন।
ব্যর্থ চাহ কেন মোর বধিতে জীবন ॥ ৪৪৭
আমি নহি দুষ্ট নিশাচর মায়াবান্।
জটায়ু বিহঙ্গ হই গরুড়-সন্তান ॥ ৪৪৮

তুমি বট কোনজন দাও পরিচয়।
শুনিতে আমার বড় অভিলাষ হয় ॥ ৪৪৯
তোঁহে দেখি কেন মোর স্নেহ হয় মনে।
দেখিতে না পাই কিছু তাহার কারণে ॥ ৪৫০
শুনি জটায়ুর মুখে মধুর বচন।
তার প্রতি কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৪৫১
দশরথ রাজা অধিপতি অযোধ্যার।
জানিবে তাঁহারে ত্রিভুবনে খ্যাতি যাঁর ॥ ৪৫২
রাম নাম আমি হই তাঁহার নন্দন।
মোর ভার্য্যা সীতা এই অনুজ লক্ষ্মণ ॥ ৪৫৩
আমি নিজ জনকের সত্য পালিবারে।
ভ্রমণ করিয়ে এই কানন মাঝারে ॥ ৪৫৪
এত শুনি পক্ষিরাজ প্রেমেতে বিহ্বল।
কহিছেন রামচন্দ্রে নয়ন সজল ॥ ৪৫৫
কি আনন্দ আজি মোর কি শুভ বাসর।
নয়নেতে দেখিলুঁ তোমারে রঘুবর ॥ ৪৫৬
তুমি হও বাপ মোর সখার তনয়।
এই হেতু তোঁহে দেখি মোর স্নেহ হয় ॥ ৪৫৭
পূর্ব্বেতে তোমার পিতা শনিরে জিনিতে।
গিয়াছিলা রথে চড়ি অমর পুরীতে ॥ ৪৫৮
শনির নয়ন-তেজে পুড়ি গেল রথ।
ভূমেতে পড়েন তবে রাজা দশরথ ॥ ৪৫৯
সেই কালে ধরিলাম আমি পৃষ্ঠ পাতি।
এই লাগি মোরে সখা কৈলা রঘুনাতি ॥ ৪৬০
ভাল হল্য তুমিহ আইলে এই বন।
আমিহ করিব সদা তোমারে রক্ষণ ॥ ৪৬১
শ্রীরাম কহেন তুমি সুহৃৎ পিতার।
পাইলাম বহুভাগ্যে দর্শন তোমার ॥ ৪৬২
নিবাস করিব আমি পঞ্চবটী বনে।
আপুনিহ সর্ব্বথা থাকিবে এ কাননে ॥ ৪৬৩
এত কহি পক্ষিবরে দিয়া আলিঙ্গন।
করিলেন প্রভু পঞ্চবটী প্রবেশন ॥ ৪৬৪
প্রবেশিয়া সেই বন, করি শোভা নিরীক্ষণ,
রামচন্দ্র কহেন লক্ষ্মণে।
দেখ ভাই পঞ্চবটী, কিবা শোভা পরিপাটী,
কে বর্ণিবে একেক বদনে ॥ ৪৬৫
শুনিয়াছি এই স্থানে, মহামুনি পাঁচজনে,
যজ্ঞ করিছিলা বহু মত।
আছে পঞ্চ কুণ্ড তার, দর্শন স্পর্শনে যার,
পূত হয় পতিত দুর্গত ॥ ৪৬৬
নানাজাতি তরু লতা, দিব্য ফল পুষ্প পাতা,
তাহে গান করিছে ভ্রমর।
কোকিল ময়ূর শারি, বিহঙ্গম সারি সারি,
ডাকিতেছে সুমধুর স্বর ॥ ৪৬৭
নিকটেতে গোদাবরী, সুনির্ম্মল যার বারি,
শোভা করে কমল উৎপল।
নানা পক্ষী জলে স্থলে, মৃগকুল কূলে খেলে,
বায়ু বহে সুগন্ধ শীতল ॥ ৪৬৮
আগে দেখ এক গিরি, জগজ্জন-মনোহারী,
অতি উচ্চ যাহার শিখর।
স্বর্ণ রূপ্য হরিতাল, হিঙ্গুলের খনি ভাল,
বহুবিধ বৃক্ষেতে সুন্দর ॥ ৪৬৯
পর্ব্বত-নিকট-স্থান, তরুকুলে শোভমান,
জুড়াইল নিরখি হৃদয়।
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, তোমার বিলাসস্থানে,
হেন শোভা আশ্চর্য্য না হয় ॥ ৪৭০
সেই স্থানে রামের আজ্ঞাতে শ্রীলক্ষ্মণ।
করিলেন দিব্য দুই কুটীর রচন ॥ ৪৭১
তবে আনি কুশ পুষ্প ফল মূল নীর।
আশ্রম দেবতারে পূজিলা রঘুবীর ॥ ৪৭২
সীতা সঙ্গে পশিলা কুটীরে রঘুবর।
রোহিণী শশাঙ্ক যেন বিমান-ভিতর ॥ ৪৭৩
শ্রীরামের বাস দেখি যত মুনিগণ।
নির্ভয়ে করেন সবে যজ্ঞ আচরণ ॥ ৪৭৪
প্রভুর নিবাস-গুণে সেই ত কাননে।
সূর্য্য নাহি তাপ দেন প্রখর কিরণে ॥ ৪৭৫ *
নাহি বহে কদাচিৎ অসহ্য পবন।
অতিবৃষ্টি নাহি করে জলদবাহন ॥ ৪৭৬
সেই স্থানে জানকী-সঙ্গেতে রঘুমণি।
যাপন করেন সুখে দিবস-রজনী ॥ ৪৭৭

* তথাচ—
"নাতিশীতো ববৌ বায়ুর্নাত্যুষ্ণং তপতে রবিঃ।
বসতো রাঘবস্তাত্র মুদং চক্রে পুরন্দরঃ ॥"ইতি

ত্রিলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪৭৮

ইতি শ্রীরামরসায়নে আরণ্যকাণ্ড-লীলাবর্ণনে পঞ্চবটীনিবাসো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শূর্পণখার নাসা-কর্ণচ্ছেদ।

একমেব খলু শূর্পণখায়া
ঘ্রাণমুদ্যদসিনা পরিখণ্ড্য।
রাবণস্য বিনসামিব কুর্ব্বন্
লক্ষ্মণো মুখহৃতিং জগদব্যাৎ ॥ ১

এইরূপে রামচন্দ্র আছেন কাননে।
একদিন মারীচ আইলা সেই বনে ॥ ২ *
ধরিয়াছে মৃগমূর্ত্তি নিজে ঘোরতর।
সঙ্গে দুই মৃগমূর্ত্তিধর নিশাচর ॥ ৩
হেনকালে ফলপুষ্প করি আহরণ।
আশ্রমেতে শ্রীরাম করেন আগমন ॥ ৪
দোলিতেছে দিব্য ধনু পৃষ্ঠেতে সগুণ।
খরতর বাণে পরিপূর্ণ দুই তূণ ॥ ৫
পথমধ্যে মারীচ করিয়া নিরীক্ষণ।
দূরে হৈতে মনে মনে করয়ে চিন্তন ॥ ৬
একি দেখি সেই দশরথের নন্দন।
মুনিবেশে এখানে আইল কি কারণ ॥ ৭
যেহেতু এ দুষ্ট মোর বড় শত্রু হয়।
ইহার নামেতে মোর কাঁপয়ে হৃদয় ॥ ৮
পাইয়াছি কিন্তু আজি একাকী কাননে।
বধিব ইহার প্রাণ মিলি তিন জনে ॥ ৯
দেখিতেছি ভোজন করয়ে মূল-ফল।
অতএব না থাকিবে পূর্ব্বমত বল ॥ ১০
কিন্তু আগে করি যাব এই দুই বীরে।
থাকে ফাঁড়া উত্তরিবে ইহাদের শিরে ॥ ১১
আর এক পরামর্শ ইথে যোগ্য হয়।
ইহাদিগে উহার না দিব পরিচয় ॥ ১২

শুনিয়াছে রামহাতে সুবাহু-মরণ।
পরিচয় পাইলে করিবে পলায়ন ॥ ১৩
এত ভাবি সঙ্গীরে কহয়ে নিশাচর।
আগে দেখ এক নর অপূর্ব্ব সুন্দর ॥ ১৪
ইহারে বধিয়া আজি করহ ভক্ষণ।
হইবে ইহার মাংস বড়ই শোভন ॥ ১৫
এত শুনি সেই দুই রাক্ষস দুর্ম্মতি।
মারীচের বচনে করিলা অনুমতি ॥ ১৬
তবে তারা শৃঙ্গ সব সম্মুখে করিয়া।
বিকট গর্জ্জন করি মিলিত হইয়া ॥ ১৭
শ্রীরামেরে বধিবারে করয়ে গমন।
দাবানল নিবাইতে শলভ যেমন ॥ ১৮
যায় যায় মারীচ দাঁড়ায় ঘনেঘন।
কি করেন রাম তাহা করে নিরীক্ষণ ॥ ১৯
তাহা দেখি রামচন্দ্র জানি নিশাচর।
তিন বাণ ধনুতে জুড়িলা খরতর ॥ ২০
আকর্ণ পর্য্যন্ত টানি করিলা মোচন।
বজ্রের সমান বাণ করিলা গর্জ্জন ॥ ২১
খরতর সেই শর তেজ-প্রকাশনে।
শত সূর্য্য-উদয় হইল যেন বনে ॥ ২২
পূর্ব্বাবধি সাবধান মারীচ আছিল।
শরের প্রতাপ দেখি ভয়ে পলাইল ॥ ২৩
দুই বাণ নিলা দুই রাক্ষসের প্রাণ।
মারীচের পশ্চাতে ধাইলা এক বাণ ॥ ২৪
তাহা দেখি মারীচ অত্যন্ত ভীতমন।
যতদূর শক্তি তাহা করিছে ধাবন ॥ ২৫
ধায় ধায় পুনঃপুন ফিরি ফিরি চায়।
ঘন ঘন বলে কি করিলুঁ হায় হায় ॥ ২৬
হৃদয় বদন ওষ্ঠ নীরস হইল।
ঝর ঝর স্বেদজল গলিতে লাগিল ॥ ২৭
এইরূপে সেহ প্রাণপণে চেষ্টা করি।
সিন্ধু পার হয়্যা গেল্ল লঙ্কার ভিতরি ॥ ২৮
যোগ্য নহে সেকালে বধিতে তার প্রাণ।
সিন্ধুকূল হইতে ফিরিল রামবাণ ॥ ২৯ *

---

* অত্র প্রমাণং রাবণং প্রতি মারীচবচনে,—
"রাক্ষসাভ্যামহং দ্বাভ্যামনির্বিণ্ণস্তথা হৃতঃ"
ইত্যাদিকং জ্ঞেয়ম্।

* তথাচ মারীচবাক্যম্—
"ততোহহং বেগবাংস্তত্র বাতরংহা নিমেষতঃ।
অপক্রান্তঃ পরং পারং নিবৃত্তঃ সাগরাৎ শরঃ ॥"
ইতি।

মারীচ লঙ্কায় পড়ি হইয়া মূর্চ্ছিত।
মুহূর্ত্তেক পরে পুন পাইলা সম্বিত ॥ ৩০
চক্ষু মিলি চাহি নাহি দেখি রামশরে।
জীবনের আশা কিছু হইল অন্তরে ॥ ৩১
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে হইয়া অবশ।
তৃষ্ণাতে খাইল জল অনেক কলস ॥ ৩২
কিছুকাল পরে স্থির হইলা রাক্ষস।
কিন্তু মনে রহি গেল বড়ই সাধ্বস ॥ ৩৩
থাকি থাকি অতিশয় সশঙ্কিতমন।
চমকিত হইয়া উঠয়ে ঘনেঘন ॥ ৩৪
স্বপ্নকালে রামের সে রূপ নিরখিয়া।
গেলাম গেলাম করি উঠয়ে কান্দিয়া। ৩৫
রাম রাজ্য প্রভৃতি রেফাদি যত নাম।
শুনিয়া রামের ভয়ে হয় কম্প-ঘাম ॥ ৩৬ *
কোনহ বিষয় ভোগে না যায় অন্তর।
নিরবধি রামভয়ে অত্যন্ত কাতর ॥ ৩৭
বিরক্ত হইয়া সেহ সমস্ত বিষয়ে।
তপস্যা করিব বলি ভাবিলা হৃদয়ে ॥ ৩৮
লঙ্কা ছাড়ি আসি সিন্ধু উত্তরকূলেতে।
আরম্ভিলা তপস্যা করিতে নির্জ্জনেতে ॥ ৩৯
এখানেতে রঘুবর আসিয়া কুটীরে।
কহিলেন সব কথা সীতা সৌমিত্রিরে ॥ ৪০
এইরূপে বনেতে আছেন রঘুবর ॥
বহি গেল অষ্টমাস দ্বাদশ বৎসর ॥ ৪১
তবে আসি উপস্থিত হইলা হেমন্ত।
যাহাতে যাবৎপ্রাণী হয় সুখবন্ত ॥ ৪২ †
সেইকালে কদাচিৎ প্রভু পরভাতে।
স্নান করিবারে যান সীতা লয়্যা সাতে ॥ ৪৩
পশ্চাতে পশ্চাতে যান ঠাকুর লক্ষ্মণ।
করিছেন রামচন্দ্রে কিছু নিবেদন ॥ ৪৪
দেখ প্রভু হেমন্ত তোমার প্রিয়তর।
যার গুণে সুখেতে গোঁয়াই সংবৎসর ॥ ৪৫
মনুষ্য সকল আর পশু-পক্ষিগণ।
এ সময়ে সকলেরে দেখি সুখী-মন ॥ ৪৬
যাবদীয় শস্যগণ নোয়াইল শির।
তাহে আমি অনুমান করি রঘুবীর ॥ ৪৭
কৃষকের সেবারে অধিক করি জানি।
আপনার ফল তাহা হত্যে ন্যূন মানি ॥ ৪৮
হইয়াছে হৃদয়েতে লজ্জা অতিশয়।
এই লাগি নিজ শির অধ করি রয় ॥ ৪৯
বিধিমতে করি পিতৃ-দেবতা-অর্চ্চন।
করিতেছে সব লোক নবান্ন ভোজন ॥ ৫০
নবশস্য নবশাক গোরস প্রচুর।
ভোগ করে গ্রাম্যজন অত্যন্ত মধুর ॥ ৫১
যাবদীয় প্রজা সব উল্লসিত-মন।
দিগ্বিজয়ে নৃপগণ করিছে গমন ॥ ৫২
উত্তর তেজিলা হিম নিরখিয়া রবি।
দোষ দেখি সভা ত্যাগ করে যেন কবি ॥ ৫৩
অগ্নিকোণে তিঁহ পুন করেন গমন।
মনে অনুমানি যেন শীতে ভীতমন ॥ ৫৪
হিমেতে শীতলকর নাহি তাপবিন্দু।
প্রভাত-ভানুরে বোধ হয় যেন ইন্দু ॥ ৫৫
রবির সে তাপ গেল কোন্ দেশান্তরে।
না রহে প্রভাব যেন নারীবশ নরে ॥ ৫৬
না শোভে উত্তর দিক্ বিনা দিনমণি।
সিন্দূর-তিলক বিনে যেমন রমণী ॥ ৫৭
হিমভয়ে কমল হইল অদর্শন।
কলিতে পাষণ্ড-ভয়ে যেন সাধুজন ॥ ৫৮
সহজে শীতল জল দ্বিগুণ নীহারে।
সাধুজনমন যেন প্রেমের সঞ্চারে ॥ ৫৯
প্রভু বড় চমৎকার দেখি এ সময়।
জীবনপরশে যেন জীবন না রয় ॥ ৬০
তপনেতে নাহি তাপ দহনে দহন।
জগৎপ্রাণ বায়ু করে জগত-পীড়ন ॥ ৬১
নদী সব শীতে বুঝি অনল পোহায়।
বাষ্পচ্ছলে বাহিরেতে ধূম দেখা যায় ॥ ৬২

---

* তথাচ, মারীচবাক্যম্,—
"রেফাদীনি হি নামানি রামাত্তীতস্য রাবণ ॥
রত্নানি চ রমণ্যশ্চ ত্রাসং সঞ্জনয়ন্তি মে ॥" ইতি

† তথাচ,—
"এবং তস্য তদা জাতা শরদোহর্দ্ধত্রয়োদশ।
শরদ্ব্যপায়ে হেমন্তঃ প্রাবর্ত্তত ভৃশং প্রিয়ঃ ॥" ইতি
তত্রচ, অর্দ্ধেন কিয়তা অংশেন উনাস্ত্রয়োদশেত্যেব ব্যাখ্যেয়ম্, অন্যথা সুন্দরকাণ্ডবর্ণিতো লঙ্কায়াং সীতায়া দশমাসবাসোহনুপপন্নঃ স্যাৎ।

দিবস হয়্যাছে ক্ষুদ্র রজনী মহতী।
ধনিজনে যেন বিবেচনা অহম্মতি ॥ ৬৩
অধিক না ভাসে রবি হিমে আচ্ছাদিত।
আত্মা যেন মায়ার বৃত্তিতে উপহিত ॥ ৬৪
হিমেতে আচ্ছন্ন শশী না হয় শোভন।
মুখের শ্বাসেতে যেন মলিন দর্পণ ॥ ৬৫
পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না হিম-দোষে নাহি ভায়।
জ্ঞান-খলে যেন বিদ্যা শোভা নাহি পায় ॥ ৬৬
রোমাঞ্চ-অধর-ভেদ-শীৎকার-কারণ।
প্রিয়াসঙ্গ সম এই পশ্চিম পবন ॥ ৬৭
এ সময়ে ঘরে থাকি অগ্রজ ভরত।
করিছেন তোমা লাগি তপ কত মত ॥ ৬৮
রাজভোগ উপেখিয়া ফলাদি ভোজন।
চীরবাস পরিধান ভূতলে শয়ন ॥ ৬৯
হেনই সময়ে তিঁহ স্নান করিবারে।
পয়াণ করেন বুঝি সরযূর ধারে ॥ ৭০
অতিসুকুমার সেহ তোমার কনিষ্ঠ।
কিরূপে সহেন শীত-কষ্ট সুবরিষ্ঠ ॥ ৭১
প্রাপ্ত রাজ্য ছাড়ি করি তব অনুগতি।
সাধিলা অক্ষয় ধর্ম্ম সেই মহামতি ॥ ৭২
মাতুল-বন্ধুর মত হয় সবজন।
ভরত করিলা মিথ্যা এ লোক-বচন ॥ ৭৩
হেন ধর্ম্মনিষ্ঠ যার ভরত কুমার।
কেন তেন দুষ্টমতি মধ্যম মাতার ॥ ৭৪
এত শুনি লক্ষ্মণে কহেন রঘুমণি।
নিন্দা নাহি কর ভাই মধ্যম জননী ॥ ৭৫
এই বনবাসে মোর ছিলই মানস।
বিপ্র-শাপে মাত্র মাতা পাইল অযশ ॥ ৭৬ *
কর কর ভরতের গুণ-সংকীর্ত্তন।
শুনিয়া জুড়ায় মোর জীবন শ্রবণ ॥ ৭৭
এইরূপ কহি কহি গিয়া গোদাবরী।
স্নান করি আশ্রমে আইলা নরহরি ॥ ৭৮
জানকী সঙ্গেতে করি কুটীরে বসিলা।
হেনমতে আর কিছু দিবস রহিলা ॥ ৭৯

এক দিন রাবণভগিনী সেইস্থলে।
শূর্পণখা উপস্থিত হল্য দৈববলে ॥ ৮০
হেন বুঝি রাক্ষসীর সেই আগমন।
নিজকুলনাশবৃক্ষ বীজ-আরোপণ ॥ ৮১
দূরে থাকি সেহ রামে করি নিরীক্ষণ।
হইল কন্দর্পশরে জরজর-মন ॥ ৮২
ক্ষণেক পরেতে পুন পাইয়া চেতন।
মনে মনে নানাকথা করয়ে চিন্তন ॥ ৮৩

একি চমৎকার, বিপিন-মাঝার,
পুরুষের সার, দেখি নয়নে।
জনম অবধি, হেন গুণনিধি,
না দেখাল্য বিধি, কোনো ভুবনে ॥ ৮৪
দেখিয়াছি নর, অমর কিন্নর,
নাগ বিদ্যাধর, আমি সবারে।
ইহার চরণ, শোভা এককণ,
নহে দরশন, কারো আকারে ॥ ৮৫
একি মূর্ত্তিধর, হয়্যা পঞ্চশর,
কানন-ভিতর, বিহার করে।
অথবা শৃঙ্গার, ধরিয়া আকার,
আমা সবাকার, হৃদয় হরে ॥ ৮৬
সকল চারুতা, করিয়া একতা,
গঢ়িলা বিধাতা, ইহারে জানি।
নব জলধর, স্ফুট-ইন্দীবর,
সম কলেবর, বরণখানি ॥ ৮৭
জিনি শশধর, শতদলবর,
বদন সুন্দর, কি কব শোভা।
তাহাতে শোভন, দীঘল নয়ন,
রমণীর মন, করয়ে লোভা ॥ ৮৮
জিনি করিকর, বাহু মনোহর,
না মজে অন্তর, কাহার তাতে।
বিশাল হৃদয়, দেখি মন হয়,
তেজি লাজ-ভয়, ধরি হিয়াতে ॥ ৮৯
কিবা মাঝাখানি, মৃগপতি জিনি,
ত্রিবলি-বলনী, তাহার আগে।
উরু অভিরাম, যেন মণিধাম,
তাহা দেখি কাম, কার না জাগে ॥ ৯০
ভুলাব কেমনে, আমি এইজনে,
ভাবে মনে মনে, সেই হতাশী।

* নিশ্চয় আছিল মোর এই বনবাসে।
বিমাতার অযশ কেবল শাপ-দোষে ॥

জানি তার মন,
করিয়া যতন, ঢাকিলা হাসি ॥ ৯১
পুনর্ব্বার শূর্পণখা করয়ে চিন্তন।
কিরূপে ভুলাব এই পুরুষরতন ॥ ৯২
যে নারীর বশ নহে এ হেন সুন্দর।
কি কাজে ধারণ করে সেহ কলেবর ॥ ৯৩
অতএব আমি আজি রম্য রূপ ধরি।
ভুলাইব ইহারে যে কোনোমত করি ॥ ৯৪
কিন্তু দেখি ইহার বামেতে যেন নারী।
শঙ্কা হয় ভুলাইতে পারি কি না পারি ॥ ৯৫
যে জন অমৃতরস করে আস্বাদন।
কটুরসে তার কি ভুলয়ে কভু মন ॥ ৯৬
আমাদের মায়া বটে কিন্তু বলবতী।
অনায়াসে ভুলাইতে পারি ত্রিজগতী ॥ ৯৭
অতএব করি হেন রূপের ঘটন।
যেন তাহা দেখি বশ হয় এইজন ॥ ৯৮
হেন মনোরথ করে শ্রীরামে পাইতে।
পাষণ্ডী যেমন চাহে তাঁহারে দেখিতে ৯৯
এত ভাবি আরম্ভিলা বেশ করিবারে।
খর্ব্ব যেন চন্দ্র-আশে পাণিরে পসারে ॥ ১
বর বেশ বনাইল শূর্পণখা,
করিয়া বহু যত্ন না যায় লেখা।
তনুকান্তি সুচম্পক-মান হরে,
কত তাপস-মানস মোহ করে ॥ ১০১
ঘন চিক্কণ কেশঘটা উপরে,
অতি সুন্দর মালতি-দাম পরে।
বদনে সরসীরুহ-কান্তি ধরে,
অলকাবলি-ভৃঙ্গঘটা বিহরে ॥ ১০২
কত কামশরে নয়নে বিন্ধিছে,
শ্রুতিকুণ্ডল গণ্ডযুগে দুলিছে।
ভুজ কোমল-পদ্মমৃণাল-জয়ী,
বরকঙ্কণ তাড় চুড়ী বলয়ী ॥ ১০৩
কুচকুম্ভযুগে বরহার-ছটা,
গিরিশৃঙ্গ-শিরে জনু হংসঘটা।
তনুমধ্যপরে ত্রিবলীঘটনা,
কটি-হেমতটে পরিলা রসনা ॥ ১০৪
তঁহি সূক্ষ্ম সুরঙ্গ পটী পরিছে,
উরু বারণ-শুণ্ডজয়ী শুম্ভিছে।
চরণে সরসীরুহ-মান হরে,
তঁহি কাঞ্চন-নূপুরযুগ্ম পরে ॥ ১০৫
দুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া চলিছে,
রুণুঝুনু রুণুঝুনু রুণুঝুনু বাজিছে।
ধরিয়া সরসীরুহ বামকরে,
বহু ভঙ্গি করি ঘন ঘূর্ণ করে ॥ ১০৬
নব কন্দুক দক্ষকরে লইয়া,
চলিছে গগনে লুফিয়া লুফিয়া।
ত্বরিতে চলিতে উতরী খসিতে,
কত ভঙ্গি করে হাসিতে হাসিতে ১০৭
ইনি যত্ন করে কত রাত্রিচরী,
করু কিন্তু বৃথা হইবে সকলি।
রঘুনন্দন-ধৈর্য্য তোটকথা,
নরশৃঙ্গ খপুষ্পসমূহ যথা ॥ ১০৮
হেনমতে বেশ করি সাজে নিশাচরী।
নটী যেন রঙ্গস্থলে অন্যমূর্ত্তি ধরি ॥ ১০৯
তবে রামে ভুলাইতে মনোরথ করি।
তাঁর পাশে ধীরে ধীরে যায় রাত্রিচরী ॥ ১
পূর্ব্বে যেন ভুলাইতে নরনারায়ণ।
গিয়াছিল রম্ভা আদি অপ্সরার গণ ॥ ১১১
তবে রাম-নিকটেতে যাইয়া রাক্ষসী।
জিজ্ঞাসা করয়ে কিছু মন্দ মন্দ হাসি ॥ ১১২
কহ কহ সুন্দর তোমার কোথা ঘর।
কিবা তব নাম তুমি কাহার কোঁয়র ॥ ১১৩
যেমত তোমার দেখি প্রকৃতি মূরতি।
তাহে অনুমান হয় হইবে নৃপতি ॥ ১১৪
কিন্তু এই ঘোরবনে মুনিবেশ ধরি।
রহিয়াছ কি কারণে তুমি বাস করি ॥ ১১৫
এখান হইতে অতি কাছে জনস্থান।
সেথা আছে অনেক রাক্ষস বলবান্ ॥ ১১৬
শ্রীখর দূষণ দুই সবার প্রধান।
যার নাম মাত্রত মনুষ্য ছাড়ে প্রাণ ॥ ১১৭
অতি সুকুমার দেখি আমিহ তোমারে।
কেন রহিয়াছ এথা প্রাণ হারাবারে ॥ ১১৮
তোমার নিকটে হবে তোমার গৃহিণী।
ইহার কি নাম এহ কাহার নন্দিনী ॥ ১১৯
এত শুনি রামচন্দ্র কহেন তাহায়।
জান রাজা দশরথ পুরী অযোধ্যায় ॥ ১২০

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি রাম-অভিধান।
পিতৃসত্য পালিতে এখানে অবস্থান ॥ ১২১
বিমাতার আজ্ঞাতে ধরিয়া মুনিবেশ।
সর্ব্বভোগ ত্যাগ করি ফিরি দেশ দেশ ॥ ১২২
মোর বামে দেখ যেই আমার গৃহিণী।
শ্রীসীতা ইহাঁর নাম জনকনন্দিনী ॥ ১২৩
আর এক ভ্রাতা মোর আছয়ে সঙ্গেতে।
লক্ষ্মণ তাহার নাম অতুল্য বিশ্বেতে ॥ ১২৪
কিছুমাত্র বাদ নাহি রাক্ষসের সনে।
খাইবেক তাহারা আমারে কি কারণে ॥ ১২৫
তুমি কহ কে বটহ কাহার নন্দিনী।
বিপিনে ভ্রমণ কর কেন একাকিনী ॥ ১২৬
তোমার যেমত রূপ যেমত বয়স।
ইথে একা বনেতে থাকিলে অপযশ ॥ ১২৭
এত শুনি পরম আনন্দে হাসি হাসি।
শ্রীরামেরে পুন কহে সেই ত রাক্ষসী ॥ ১২৮
বিশ্রবার কন্যা আমি পুলস্ত্য-নাতিনী।
শূর্পণখা নাম বহু-বিচিত্ররূপিণী ॥ ১২৯
রাবণ আমার ভ্রাতা খ্যাত-ত্রিভুবনে।
যার সেবা করে সদা সব সুরগণে ॥ ১৩০
কুম্ভকর্ণ নামে মোর আর এক ভ্রাতা।
যার নাম শুনি কাঁপে ইন্দ্র সুরত্রাতা ॥ ১৩১
আর এক ভ্রাতা তার বিভীষণ নাম।
অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ নিতান্ত নিষ্কাম ॥ ১৩২
আর দুই ভ্রাতা নাম শ্রীখর দূষণ।
এই বনে আছে লয়্যা নিশাচরগণ ॥ ১৩৩
আমিহ দেখিয়া তোঁহে পরমসুন্দর।
হইয়াছি পঞ্চশর-শরেতে জর্জ্জর ॥ ১৩৪
অতএব তুমি মোরে কর অঙ্গীকার।
তব সঙ্গ বিনে প্রাণ নাহি রহে আর ॥ ১৩৫
আমি পারি নানামত রূপ ধরিবারে।
নব নব সঙ্গে সুখী করিব তোমারে ॥ ১৩৬
যেখানে যাইতে ইচ্ছা হবে তব মনে।
সেইস্থানে লইয়া যাইব সেইক্ষণে ॥ ১৩৭
স্বর্গলোকে যেখানে যে আছে উপবন।
সেখানে তোমারে লয়্যা করিব রমণ ॥ ১৩৮
শূর্পণখা এমতে লোভায় রঘুবরে।
যেন কেহ শুক্তি দেখাইয়া রত্নাকরে ॥ ১৩৯
অঙ্গমোড়া দেয় ঘন করয়ে জৃম্ভণ।
বাহুমূল দেখাইয়া নাচায় নয়ন ॥ ১৪০
সে সকল ক্ষুদ্র-ভঙ্গি-পবন সঞ্চারে।
দোলাইতে রামমন-মেরুরে না পারে ॥ ১৪১
শুনি রাক্ষসীর বাণী শ্রীরঘুনন্দন।
পরিহাস করি কিছু কহেন বচন ॥ ১৪২
সুন্দরি তুমিহ হও পৌলস্ত্যদুহিতা।
এতদিন কেন না হয়্যাছ বিবাহিতা ॥ ১৪৩
যে সকল লোক ধর্ম্মশীল জ্ঞানবান্।
কৌমার বয়সে তারা করে কন্যাদান ॥ ১৪৪
ভ্রাতা তব ধনবান্ বলিষ্ঠ কুলীন।
অদত্তা রাখিল কেন তোহে এতদিন ॥ ১৪৫
তোমাতেও কৌরূপ্য না হয় দরশন।
তবে কেন নাহি হয় বিবাহ-ঘটন ॥ ১৪৬
কেন বা সে হেন লঙ্কা পরিত্যাগ করি।
নিবাস করিয়া আছ কানন-ভিতরি ॥ ১৪৭
এত শুনি শূর্পণখা হইলা ভাবিত।
একি উপদ্রব আসি হৈলা উপস্থিত ॥ ১৪৮
শুনিয়াছি এহ হয় ধর্ম্মিষ্ঠ আশয়।
যদি সত্য কহি তবে স্বকার্য্যে সংশয় ॥ ১৪৯
মিথ্যা যদি কহি তবে নিজ ধর্ম্মক্ষয়।
পিতৃকুলে অপযশ হয় অতিশয় ॥ ১৫০
অতএব মিথ্যা কথা নাহি কহা যায়।
একদোষ হইতেছে অধিক ইহায় ॥ ১৫১
পরোঢ়া বলিয়া যদি না করে স্বীকার।
তবে প্রৌঢ়াভাবেও করিবে পরিহার ॥ ১৫২
অতএব মিথ্যা কহি কেন ছাড়ি ধর্ম্ম।
মায়াবলে সাধন করিব নিজ মর্ম্ম ॥ ১৫৩
যদি কোনোমতে ভুলাইতে নাহি পারি।
ভোজন করিব তবে দুইজনে মারি ॥ ১৫৪
এত ভাবি পুন কহে রাক্ষস-বনিতা।
রঘুবর আমি হয়্যাছিলুঁ বিবাহিতা ॥ ১৫৫
কালকঞ্জ দৈত্যগণে বিদ্যুজ্জিহ্ব নাম।
ছিলা মোর স্বামী অতিশয় গুণধাম ॥ ১৫৬
দিগ্বিজয়কালে তাঁর ভ্রাতা দশানন।
সংগ্রামেতে করিয়াছে জীবন হরণ ॥ ১৫৭
তাহা শুনি আমি গিয়া ভ্রাতার সাক্ষাতে।
কান্দিলাম অনেক পড়িয়া বসুধাতে ॥ ১৫৮

তবে দয়া করি ভ্রাতা কহিলা আমারে।
না কান্দ ভগিনি আমি পালিব তোমারে ॥ ১৫৯
যাহ যাহ তুমি জনস্থানের ভিতরি।
চতুর্দ্দশ-সহস্র রাক্ষস সঙ্গে করি ॥ ১৬০
সঙ্গে লয়্যা খর আর অনুজ দূষণে।
রাজ্যসুখ ভোগ কর গিয়া সেই বনে ॥ ১৬১
এত শুনি আমিহ হইয়া তুষ্টমন।
এই স্থানে আসি কৈলুঁ নিবাস-রচন ॥ ১৬২
নিরন্তর করি এইস্থানে বিহরণ।
ভাগ্যে আজি পাইলাম তব দরশন ॥ ১৬৩
তোমারে দেখিয়া মোর বাঢ়িল মদন।
তুমিহ আমার সঙ্গে করহ রমণ ॥ ১৬৪
সকামা নারীর ত্যাগ না হয় শোভন।
দেখ ইথে শর্ম্মিষ্ঠা-যযাতি নিদর্শন ॥ ১৬৫
এত শুনি হাসি হাসি রামপ্রিয়া কন।
প্রাণনাথ শুভকার্য্যে গৌণ কি কারণ ॥ ১৬৬
এইক্ষণ মাত্রে কর ইহারে স্বীকার।
হেন সতী কন্যা পাবে কোন্ স্থানে আর ॥ ১৬৭
আপুনি যদ্যপি কর বিবাহ ইহায়।
ইথে মোর কিছু দুখ নাহিক হিয়ায় ॥ ১৬৮
শ্রীরাম কহেন ভাল কহিতেছ প্রিয়ে।
আমিও বড়ই সাধ ইহাতে করিয়ে ॥ ১৬৯
ইহ পত্নী হৈলে হবে সম্বন্ধী রাবণ।
ইহাতে কাহার নাহি লুব্ধ হয় মন ॥ ১৭০
দশ মুখে খুবে রাজা কৌতুক করিবে।
সে কালেতে মনে কত উল্লাস হইবে ॥ ১৭১
তাহে বড় স্নেহ করে ইহাঁকে রাবণ।
অতএব মোরে বড় করিবে মানন ॥ ১৭২
দেখ ইহ বিধবা হয়্যাছে বহুদিন।
তভু নাহি করিয়াছে বেশ-ভূষা হীন ॥ ১৭৩
যুবতী ভগিনী একা ভ্রমে নানা বনে।
তথাপি না কহে কিছু স্নেহের কারণে ॥ ১৭৪
অতএব বিবাহ করিতে বড় আশ।
কিন্তু এক ভাবি মনে পাই কিছু ত্রাস ॥ ১৭৫
বড় ভাল বাসে রাজা রাবণ ইহারে।
সপত্নী দেখিলে কোপ করিবে আমারে ॥ ১৭৬
কিন্তু হেন সতী কন্যা ত্যাগযোগ্য নয়।
শ্রীলক্ষ্মণ করুক ইহারে পরিণয় ॥ ১৭৭

রাক্ষসীর রামরূপ লাগিয়াছে মনে।
এসব ইঙ্গিত কথা পশে না শ্রবণে ॥ ১৭৮
যেন কেহ মধু দেখি অতি লুব্ধমন।
মধুমক্ষিকার বেধ না করে গণন ॥ ১৭৯
শ্রীরাম কহেন তারে শুন সুকুমারী।
মোর সঙ্গে রহিয়াছে দেখ এক নারী ॥ ১৮০
তুমি হও সুলক্ষণা ধনীর ভগিনী।
না পারিবে কোনোমতে সহিতে সতিনী ॥ ১৮১
ও কুটীরে আছে মোর অনুজ লক্ষ্মণ।
সর্ব্বগুণাকর যুবা বলী সুলক্ষণ ॥ ১৮২
নিকটেও নাহি আছে তাহার কামিনী।
তুমি যাও হও গিয়া তাহার গৃহিণী ॥ ১৮৩
আমি হই বৃদ্ধ তাহে বিরূপ সদার।
পূরাইতে না পারিব বাসনা তোমার ॥ ১৮৪
এত শুনি শূর্পণখা করয়ে চিন্তন।
অনুচিত নাহি হয় ইহার বচন ॥ ১৮৫
নারীজন সব দুখ পারে সহিবারে।
সপত্নীসম্বন্ধ-গন্ধ সহিতে না পারে ॥ ১৮৬
যদি এইক্ষণে জানকীরে খাই মারি।
তবে সপত্নীর দুখ ঘুচাইতে পারি ॥ ১৮৭
কিন্তু যদি তাহা দেখি ভয় পায় রাম।
তবে কিরূপেতে পূর্ণ হবে মনস্কাম ॥ ১৮৮
অতএব লক্ষ্মণে দেখিব একবার।
তারপর করিব যে মনেতে আমার ॥ ১৮৯
এত ভাবি যায় রণ্ডা লক্ষ্মণের পাশে।
দূর হৈতে তাঁরে দেখি মনে মনে ভাষে ॥ ১৯০
আহা মরি আহা মরি লইয়া বালাই।
যেন জ্যেষ্ঠ তেনই দেখিয়ে ছোট ভাই ॥ ১৯১
বুঝি লয়্যা জাম্বূনদ সুবর্ণের সার।
নির্ম্মাণ করিল বিধি শরীর ইহার ॥ ১৯২
চৌরস কপাল কিবা সুদীর্ঘ নয়ন।
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি সুন্দর বদন ॥ ১৯৩
মুখমাঝে যোড়া ভুরু অতি মনোহর।
অলি-মালা যেন স্বর্ণসরোজ-উপর ॥ ১৯৪
আজানুলম্বিত বাহু বিশাল হৃদয়।
তাহা দেখি মন আর স্থির নাহি রয় ॥ ১৯৫
ইহার জ্যেষ্ঠের কথা মিথ্যা নাহি ভায়।
যে কহিল তাহাই নয়নে দেখা যায় ॥ ১৯৬

যদ্যপি আমাতে মন মজয়ে ইহার।
নির্ব্বিবাদে করি তবে সদাই বিহার ॥ ১৯৭
এইরূপ ভাবি ভাবি গিয়া তাঁর পাশে।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি সুমধুর ভাষে ॥ ১৯৮
নিকটেই রহিয়াছ সুন্দর লক্ষ্মণ।
শুনিয়া থাকিবে সব কথোপকথন ॥ ১৯৯
পাঠাইলা তোমার নিকটে রঘুমণি।
তুমিহ করহ মোরে আপন ঘরণী ॥ ২০০
এহেন সৌন্দর্য্য আর এহেন যৌবন।
নারীসঙ্গ বিনা তব যায় অকারণ ॥ ২০১
এত শুনি মৃদু হাস্য করিয়া লক্ষ্মণ।
কহিছেন তারে কিছু মধুর বচন ॥ ২০২
সুন্দরি! তোমার বড় দীঘল বচন।
সরল জনের মত দেখি কেন মন ॥ ২০৩
আমি হই শ্রীরামের দাস-অনুদাস।
মোর ভার্য্যা হইতে কি মতে কর আশ ॥ ২০৪
যদ্যপি তুমিহ মোর গৃহেশ্বরী হবে।
করিতে হইবে জানকীর দাস্য তবে ॥ ২০৫
অতএব তেজি তুমি এই দুরাশয়।
শ্রীরামেরি নিকটেতে করহ বিজয় ॥ ২০৬
তুমি হও অতিবড় লোকের ভগিনী।
তোমার উচিত হতে রামের গৃহিণী ॥ ২০৭
বিশেষে প্রথমে তাঁরে কর্যাছ বরণ।
অতএব যুক্ত হয় তাঁহারি সেবন ॥ ২০৮
তাঁহারো তোমার প্রতি আছয়ে আসক।
জানকীর মুখাপেক্ষা কেবল বাধক ॥ ২০৯
কিন্তু তব যেন রূপ যেন গুণগ্রাম।
তোমারি নিতান্ত বশ হইবেন রাম ॥ ২১০
হেন দিব্য রমণী ছাড়িয়া কোন্‌জন।
মানুষীতে আসক্ত করয়ে নিজ মন ॥ ২১১
লক্ষ্মণের বাণী শুনি মানি সত্য করি।
পুনর্ব্বার রাম-পাশে গেলা নিশাচরী ॥ ২১২
এইরূপে বারে বারে গতায়াত করে।
ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুরী যেন ফিরে ঘরে ঘরে ॥ ২১৩
রামে কহে আগে তোঁহে বরিয়াছি আমি।
তোমারেই হইতে হইল মোর স্বামী ॥ ২১৪
তোমার অনুজ কহে আমি রামভৃত্য।
দাসের গৃহিণী হয়্যা মোর কিবা কৃত্য ॥ ২১৫
হাসি হাসি কহিছেন রামের ঘরণী।
এতো বড় অনুচিত হয় নৃপমণি ॥ ২১৬
রহিয়াছ দুই ভাই একঠাঁই মিলে।
একটা নারীর কাম পূরাত্যে নারিলে ॥ ২১৭
দেখ নিশাচর-রাজ-রাজের ভগিনী।
দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে কামরসার্থিনী ॥ ২১৮
ইহার অত্যল্প আশা যদি না পূরিবে।
মহাযাচকেরে তবে কিরূপে তোষিবে ॥ ২১৯
এত শুনি কিঞ্চিৎ হাসিলা রঘুবর।
তাহা দেখি শূর্পনখা কুপিত-অন্তর ॥ ২২০
দন্ত কড়মড়ি করে ঘুরায় নয়ন।
রামচন্দ্রে কহে কিছু কঠোর-নিস্বন ॥ ১২১
এই বৃদ্ধ-নারী-অনুরোধে রঘুবর।
করিতেছ তুমি এত মোর অনাদর ॥ ২২২
অতএব এই দুষ্টে করিয়া ভক্ষণ।
করিয়ে আমিহ মনস্তাপ নিবারণ ॥ ২২৩
এত কহি নিজমূর্ত্তি ধরে নিশাচরী।
তাল-পরিমাণ দীর্ঘ অতিভয়ঙ্করী ॥ ২২৪
পাংশুরাশি সম-রুচি পিঙ্গল কুন্তল।
বিনত ললাট নেত্র যেমন অনল ॥ ২২৫
বিকট নাসিকা কর্ণপর্য্যন্ত বদন।
বিরল বিরল তাহে দীঘল দশন ॥ ২২৬
অতিকৃশ বাহু শূর্পসমান নখর।
দীর্ঘ জঙ্ঘা দীর্ঘ উরু গভীর জঠর ॥ ২২৭
তাহা দেখি হাসি হাসি কহেন শ্রীরাম।
হেন না হইলে কেন শূর্পনখা নাম ॥ ২২৮
সেই মূর্ত্তি ধরি করি মুখ বিবরণ।
জানকী ধরিতে যায় করিয়া গর্জ্জন ॥ ২২৯
রঘুবর তাহা দেখি হয়্যা ক্রুদ্ধমন।
থাক থাক বলিয়া করিলা নিবারণ ॥ ২৩০
তাহা শুনি সেইস্থানে আইলা লক্ষ্মণ।
তাঁর প্রতি কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৩১
ভ্রাতৃবর পরিহাস দুষ্টের সহিত।
বুঝিলাম যোগ্য নাহি হয় কদাচিৎ ॥ ২৩২
দেখ এই কদর্য্য কামুক নিশাচরী।
জানকীরে ধরিতে আসিছে কোপ করি ॥ ২৩৩
অতএব ইহাতে যে হয় সমুচিত।
বিদায় করহ তাহা করিয়া ত্বরিত ॥ ২৩৪

এত শুনি লক্ষ্মণ প্রচণ্ড-কোপাবেশে।
লম্ফ দিয়া ধরিলেন রাক্ষসীর কেশে॥ ২৩৫
ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পাড়ি ভূমিতলে।
বসিলেন জানু পাতি তার বক্ষঃস্থলে॥ ২৩৬
হাসি হাসি কহিছেন জনক-নন্দিনী।
মনোরথ পূর্ণ হল্য রাবণভগিনি॥ ২৩৭
ভূমে পড়ি শূর্পণখা কহে ঘনেঘন।
তোমাদের দেশের বিবাহ এ কেমন॥ ২৩৮
লক্ষ্মণ বলেন থাম কিছুকাল আর।
আমাদের দেশের হেনই ব্যবহার॥ ২৩৯
রঘু কহে রাক্ষসী না হইবে বিকল।
অসৎ কর্ম্মের হয় বিপরীত ফল॥ ২৪০
তবে রুষি তীক্ষ্ণ অসি লইয়া লক্ষ্মণ।
দুই খান তার কাণ করেন ছেদন॥ ২৪১
একি একি একি বলে ঘন নিশাচরী।
লক্ষ্মণ কহেন ভূষণের ছিদ্র করি॥ ২৪২
এইরূপ কহি কহি সুমিত্রা-নন্দন।
নির্ম্মূলে কাটিলা তার দুই টা শ্রবণ॥ ২৪৩
শূর্পণখা কহে বিবাহেতে নাই কাজ।
যে হইল সেই ভাল ছাড় রঘুরাজ॥ ২৪৪
না হইবে আর অতিশয় বিলম্বন।
এত কহি নাসিকাতে ধরিলা লক্ষ্মণ॥ ২৪৫
এঁকি কর এঁকি কর আর পুনর্ব্বার।
বলি নিশাচরী করে সুঘোর চীৎকার॥ ২৪৬
ভুজ পদ আছাড়য়ে অশেষ-বিশেষে।
বিষধরী যেন দণ্ডে চাপা মধ্যদেশে॥ ২৪৭
সেই তীক্ষ্ণ খড়্গে করি তাহার লক্ষ্মণ।
ওষ্ঠের সহিত নাসা করিলা ছেদন॥ ২৪৮ *
তার মুণ্ড নাসা কর্ণ-ওষ্ঠেতে বিকল।
প্রকাশ পাইল যেন পক্ক তালফল॥ ২৪৯
তাহা দেখি জানকী কহেন হাস্য করি।
দেবর হইল বড় রাক্ষসী সুন্দরী॥ ২৫০

এক ভ্রাতা ইহারে করহ পরিণয়।
যেন গুণ তেন হৈল শোভা অতিশয়॥ ২৫১
তবে তারে পরিত্যাগ করিলা লক্ষ্মণ।
ধূলী ঝাড়ি নিশাচরী উঠিল গগন॥ ২৫২
কর্ণ-নাসা বাহিয়া রুধিরধারা ক্ষরে।
গুগ্‌গুলু-বৃক্ষেতে যেন নির্য্যাস নির্ঝরে॥ ২৫৩
বিনা দোষে কৈলি যেন মোর অপমান।
থাক থাক করিব ইহার ফল দান॥ ২৫৪
এত কহি বিকট নাদেতে নিশাচরী।
জনস্থানে খর-আগে যায় ত্বরা করি॥ ২৫৫
পথে গিয়া নাসা কর্ণে হস্ত দিয়া কয়।
হায় একি কাটিয়াছে নির্ম্মূলে নির্দ্দয়॥ ২৫৬
কিরূপে যাইব আমি বান্ধব-গোচর।
দেখিয়া বা কি কহিবে ননদ দেবর॥ ২৫৭
যেহেতু কাটিয়া ওষ্ঠ করাছে কুশল।
নাসিকার রক্তটা না হইল নিষ্ফল॥ ২৫৮
তবে খর-আগে পড়ি স্ফুরে না বচন।
বিকট শব্দেতে করে কেবল ক্রন্দন॥ ২৫৯
তাহার দুর্দ্দশা দেখি কুপিত অন্তর।
দন্ত কড়মড় করি কহিতেছে খর॥ ২৬০
কহ কহ ভগ্নি তব হেন অপমান।
করিলেক কোন্ জন আমা-বিদ্যমান॥ ২৬১
ধিক্ ধিক্ মোরে ধিক্ মোর ধনুর্ব্বাণ।
আমি বর্ত্তমানে তব কে কাটিল কাণ॥ ২৬২
হেন লোক ত্রিলোক-মাঝারে কেবা হয়।
মোর ভগিনীর হেন দুর্দ্দশা করয়॥ ২৬৩
হইয়াছে কার মুণ্ড মুণ্ডের উপরি।
দেখিতেছে কেবা দ্বিজরাজে দুই করি॥ ২৬৪
নির্ব্বাণপ্রদীপ-গন্ধ কেবা না পাইছে।
অরুন্ধতীদর্শন কাহার না হইছে॥ ২৬৫
কার শিরে শরট পড়িল অকারণ।
সুধা বলি গরল খাইল কোন্‌জন॥ ২৬৬
কে করিল মোর কাছে হেন অপরাধ।
শমনসদন-যানে কার হল্য সাধ॥ ২৬৭
কহ কহ কহ আজি তাহার উপর।
তেজি তীক্ষ্ণতর-শর করিব জর্জ্জর॥ ২৬৮
খণ্ড খণ্ড করিব প্রখর খড়্গে করি।
শিবা সব সেবিবে রুধির পেট ভরি॥ ২৬৯

* তথাচ, যুদ্ধকাণ্ডে দেশাগমনে শ্রীরাম-বাক্যম্,—"অথ শূর্পণখা রৌদ্রী রাক্ষসী মামুপস্থিতা। যত্রাস্যাঃ কর্ণনাসোষ্ঠং ছিন্নবান্ দেবি লক্ষ্মণঃ" ইতি॥

আমি যার জীবনাশে যাইব যুঝিতে।
দেব দৈত্য দানব না পারিবে রাখিতে ॥ ২৭০
অতএব স্থির হয়্যা কহ মোর প্রতি।
কোন্‌জন করিল তোমার এ দুর্গতি ॥ ২৭১
শুনিয়া খরের বাণী রাক্ষসী উঠিয়া।
কহিতে লাগিলা তারে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥২৭২
ভ্রাতৃবর পঞ্চবটী-বনে দুই জন।
আসিয়াছে পরম সুন্দর সুলক্ষণ ॥ ২৭৩
কহে তারা মোরা দশরথের নন্দন।
অগ্রজের নাম রাম কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ ॥ ২৭৪
সঙ্গে আছে একজন রামের রমণী।
সীতা নাম হয় সেই রমণীর মণি ॥ ২৭৫
গোদাবরী-তীরে আছে করিয়া কুটীর।
তপস্বীর বেশ ধরে কিন্তু মহাবীর ॥ ২৭৬
তাহাদের বলে হয়্যা ভয়শূন্যমন।
যোগ যাগ করিতেছে সব মুনিগণ ॥ ২৭৭
তাহা নিরীক্ষণ করি আমি ক্রুদ্ধ-চিতে।
গিয়াছিলুঁ তাহাদিগে ভক্ষণ করিতে ॥ ২৭৮
বধূ কহে এখনো তোমার এত লাজ।
না কহিলে সত্য করি আপনার কাজ ॥ ২৭৯
কহিতেছে রাবণ-ভগিনী পুনর্ব্বার।
সেই লাগি কৈলা হেন দুর্দ্দশা আমার ॥ ২৮০
সংপ্রতি করুণা যদি থাকয়ে আমায়।
তবে শীঘ্র চল বধিবারে তা-সবায় ॥ ২৮১
যদি পাই তাহাদের রক্ত খাইবারে।
তবে কিছু দুঃখ-উপশম হৈতে পারে ॥ ২৮২
অট্ট অট্ট হাসি কহে তবে সেই খর।
ধিক্ ধিক্ এ ত অতিশয় লজ্জাকর ॥ ২৮৩
কোথা ক্ষুদ্র নর কোথা বিক্রম আমার।
মশক মারিতে যেন মুদ্গর-প্রহার ॥ ২৮৪
যদি মোরে যাত্যে হয় মনুষ্য মারিতে।
তবে আর বাঁচিয়া কি কাজ পৃথিবীতে ॥ ২৮৫
যাহ যাহ যাহ রে কথোক নিশাচর।
শীঘ্র গিয়া বধ সেই তিন দুষ্ট নর ॥ ২৮৬
তাহাদের রক্তপানে ভগ্নী ইচ্ছা করে।
শীঘ্র তাহা সিদ্ধ করি ফিরহ সত্বরে ॥ ২৮৭
যাহ তোরা চতুর্দ্দশ জন ভীমরূপ।
চতুর্দ্দশ-সহস্র সৈন্যের বীজরূপ ॥ ২৮৮

এত শুনি চৌদ্দজন অস্ত্র-শস্ত্র ধরি।
প্রস্থান করিলা শূর্পণখা সঙ্গে করি ॥ ২৮৯
দূরে থাকি দেখাইয়া রামের কুটীর।
লুকাইল নিশাচরী ভয়েতে অস্থির ॥ ২৯০
তবে সিংহনাদ ছাড়ে নিশাচর সব।
ভুজঙ্গম আগে ভেক করে যেন রব ॥ ২৯১
তাহা শুনি লক্ষ্মণে কহেন রঘুবর।
দেখ ভাই পাতাইল রাক্ষসী সমর ॥ ২৯২
তুমি জানকীরে রক্ষা করহ যতনে।
আমি নষ্ট করি আসি দুষ্ট কয়জনে ॥ ২৯৩
এত কহি চাপে করি গুণ সমর্পণ।
বাহিরে আসিয়া নিশাচর প্রতি কন ॥ ২৯৪
দশরথপুত্র মোরা ভাই দুই জন।
ঋষিদের হিত লাগি আসিয়াছি বন ॥ ২৯৫
তোরা অস্ত্র ধরি আসিতেছ কিকারণে।
ফিরি যাও যদি কার্য্য থাকয়ে জীবনে ॥ ২৯৬
এত শুনি ক্রুদ্ধ হয়্যা চৌদ্দ নিশাচর।
কহিতেছে রঘুবরে বচন প্রখর ॥ ২৯৭
আমাদের স্বামী হন খর মহামতি।
চতুর্দ্দশ সহস্র-রাক্ষস-অধিপতি ॥ ২৯৮
তাঁহার নিকটেতে করিয়া অপরাধ।
এখনো করহ তুমি বাঁচিবারে সাধ ॥ ২৯৯
একা তুমি মোরা বীর চতুর্দ্দশ জন।
কিরূপে সমরে তব রহিবে জীবন ॥ ৩০০
এত কহি অস্ত্র ধরি ধায় নিশাচর।
দুর্ব্বল শলভ যেন অনলের-উপর ॥ ৩০১
কেহ শর কেহ চক্র কেহ বা মুদ্গর।
কেহ গদা কেহ শক্তি কেহ বা তোমর ॥ ৩০২
এককালে চৌদ্দ অস্ত্র ছাড়ে চৌদ্দ জন।
চৌদ্দবাণে রাম তাহা করিলা ছেদন ॥ ৩০৩
আর চৌদ্দ শর লয়্যা অতি তীক্ষ্ণতর।
পুন প্রভু প্রক্ষেপিলা তাদের উপর ॥ ৩০৪
সেই সব শর তাহাদিকে বেধ করি।
ফিরিয়া আইলা রামতূণের ভিতরি ॥ ৩০৫
তারা চৌদ্দজন তাহে প্রাণ পরিহরি।
ছিন্ন বৃক্ষ সমান পড়িলা ভূমে পরি ॥ ৩০৬
বুঝি হল্য সেই চৌদ্দ জনের মরণ।
তাবৎসহস্র-বধে বীজ-আরোপণ ॥ ৩০৭

তাহা দেখি শূর্পণখা ভয়যুক্ত-মন।
খরের নিকটে কান্দি করিলা গমন ॥ ৩০৮
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়নে গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩০৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে আরণ্যকাণ্ডলীলাবর্ণনে
শূর্পণখাপমানো নাম দ্বিতীয়ঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

পরিচ্ছেদ

খর-দূষণ-বধ।

সহেশ্বরাণাং রজনীচরাণাং
হত্বা সহস্রাণি চতুর্দ্দশৈব।
তাবন্ত্যতপীড়ুবনানি যোহসৌ,
সেশানি তং রামমহং ভজামি ॥ ১

পুনর্ব্বার ভগিনীর শুনিয়া ক্রন্দন।
জিজ্ঞাসা করয়ে খর অতি ক্রুদ্ধমন ॥ ২
করিবারে তব মনোরথ-সুসাধন।
সঙ্গেতে দিলাম বীর চতুর্দ্দশ জন ॥ ৩
তারা হয় মোর ভক্ত শক্ত অতিশয়।
অবশ্যই নিবারিবে তব দুঃখ ভয় ॥ ৪
তবে কেন ভূমে পড়ি কান্দ পুনর্ব্বার।
কহ না দেখিতে পারি এ দশা তোমার ॥ ৫
এত শুনি রাক্ষসী নয়ন পুঁছি করে।
পুনর্ব্বার নিবেদন করিতেছে খরে ॥ ৬
দিয়াছিলে তুমি যেই চতুর্দ্দশ জন।
একবারে রাম সবে কৈলা সংহারণ ॥ ৭
তাহা দেখি আমিহ পাইয়া বড় ত্রাস।
আইলাম পুনর্ব্বার এই তব পাশ ॥ ৮
যদ্যপি আমার প্রতি করুণা থাকয়।
তবে নিজে সংগ্রামেতে সাজিবারে হয় ॥ ৯
যদি না করহ আজি তা-দিগে মারণ।
তবে তব আগে আমি তেজিব জীবন ॥ ১০
যদি তার সমরে সাহস নাহি ধর।
তবে জনস্থান তেজি পলায়ন কর ॥ ১১
এখানেতে যদ্যপি করিয়া থাক বাস।
করিবেক রাম তবে তব সর্ব্বনাশ ॥ ১২
যেমত তোমায় দেখি তাহা হৈতে ভয়।
কদাচ এখানে ইথে স্থিতি যোগ্য নয় ॥ ১৩
ধিক্ ধিক্ শূর বলি মান আপনারে।
এখনো উৎসাহ নাহি যুদ্ধে যাইবারে ॥ ১৪
সে সব প্রতাপ বল বুদ্ধি বিক্রমণ।
কোথাকারে গেল তাহা না হয় দর্শন ॥ ১৫
নিশ্চিন্ত আছয়ে দাদা তোঁহে দিয়া ভার।
লণ্ড-ভণ্ড কৈলে তুমি রাজত্ব তাহার ॥ ১৬
যে বনে রাক্ষসভয়ে কম্পিত-অন্তর।
প্রবেশিতে না পারিত কদাচিৎ নর ॥ ১৭
হায় হায় বাস করি আজি সেইস্থানে।
কাটিলেক মনুষ্যেতে মোর নাসা-কাণে ॥ ১৮
তাহা দেখি এখনো না সাজিলে সমরে।
ধিক্ ধিক্ তোহে ধিক্ তব ধনুঃশরে ॥ ১৯
এইরূপ রূঢ় বাক্যে রাক্ষসে রোষায়।
যেন কেহ কর্ণমর্দ্দ করিয়া মেটায় ॥ ২০
শুনি ভগিনীর বাণী অভিমানী খর।
কহিতেছে কোপ করি ঘষি করে কর ॥ ২১
জ্বলিতেছে আমার হৃদয়ে কোপ-অগ্নি।
তাহে ঘৃতধারা কেন তুমি দাও ভগ্নি ॥ ২২
না কর ক্রন্দন আর স্থির কর মন।
চলিলাম আমি তারে করিতে মারণ ॥ ২৩
একে রাম নর তাহে সেনানী-রহিত।
তাহারে গণনা নাহি করি কদাচিত ॥ ২৪
কোথা ত্রিজগতজয়ী এই আমি খর।
কোথা সেই তাপস দুর্ব্বল ক্ষুদ্র নর ॥ ২৫
তাহা হইতে আমার সাধ্বস হয় মনে।
একথা কহিছ তুমি কিরূপে বদনে ॥ ২৬
আজি তারে তীক্ষ্ণ শরে করিয়া সংহার।
তার রক্তে পূরাইব উদর তোমার ॥ ২৭
সে মরিলে ধরি আনি জানকী-লক্ষ্মণ।
তাহাদের মৃদু মাংস করিবে ভক্ষণ ॥ ২৮
এত শুনি নিশাচরী সানন্দ হিয়ায়।
আরম্ভিলা প্রশংসিতে আপন ভ্রাতায় ॥ ২৯
ভাল ভাল ভাই মহাবীর তোহে জানি।
তোমার উচিত হয় এই সব বাণী ॥ ৩০

তুমি যদি সংগ্রামেতে পরাঙ্মুখ হবে।
তবে শৌর্য্য পরাক্রম কার কাছে রবে॥ ৩১
রাবণের সম তব বীর্য্য পরাক্রম।
ত্রিলোকীতে কেবা আর আছে তব সম॥ ৩২
জনস্থান তোমাতে করিয়া সমর্পণ।
নিশ্চিন্ত লঙ্কায় আছে দাদা দশানন॥ ৩৩
তোমার বলেতে এই পঞ্চবটী বনে।
বিহরে রাক্ষসগণ অসাধ্বস-মনে॥ ৩৪
একা তুমি সমর্থ জিনিতে এ সংসার।
তাহাতে তাপস ক্ষুদ্র রাম কোন ছার॥ ৩৫
তাহে সব সেনা সঙ্গে করিয়া যাইলে।
কি করিবে কোটি রাম একস্থানে মিলে॥ ৩৬
অতএব সাজ শীঘ্র লয়্যা সেনাগন।
রামের রুধির-রসে তোষ মোর মন॥ ৩৭
হেনমতে রাম-বধে নিযোজে সে খরে।
কুক্কুরে প্রেরয়ে যেন কেশরী-উপরে॥ ৩৮
সেহ মূর্খ সেই বাক্য মানে হিতকারি।
সন্নিপাতে অভিভূত যেন শীত বারি॥ ৩৯
তবে সেই নিশাচর ডাকিযা দূষণে।
কহিতেছে সমরে উৎসাহ করি মনে॥ ৪০
শুন মহামতি সেনাপতি অনুজ দূষণ।
হল্যা যাইবারে নাশিবাবে মর্ত্ত্য তিনজন॥ ৪১
তেঁই সাজাও সেনা নিজে সানা পরহ সুন্দর।
শিরে দৃঢতর মনোহর ধবহ টোপর॥ ৪২
কহ সারথিরে সাজাবারে আমার স্যন্দন।
তাহে নানা অস্ত্র সব শস্ত্র করুক ধারন॥ ৪৩
তবে এত শুনি খরের বাণী সংগ্রামে সরস।
সাজে অসাধ্বস চতুর্দ্দশ-সহস্র রাক্ষস॥ ৪৪
তারা নানা রঙ্গে পরে পরিপাটী সানা।
যাহে রণস্থানে বৈরী বাণে দিতে নারে হানা॥ ৪৫
করে রণের বেশ মাথার কেশ সুদৃঢ় বান্ধিলা।
তাহে সুশোভন সুবরণ টোপর পরিলা॥ ৪৬
বান্ধে মনোহারি স্বর্ণজরি মাঝাতে মধুর।
তাহে করে ধ্বনি নানামণি ঘাগর-ঘুঙ্ঘুর॥ ৪৭
তারা পরে গলে মুক্তামালে করেতে বলয়।
ভুজে বাজুবন্দ নানাছন্দ করিয়া পরয়॥ ৪৮
অতি মনোহর সমকর কুণ্ডল শ্রবণে।
পরে অনিবার ঝনৎকার নূপুর চরণে॥ ৪৯

যত মল্লগণ আভরণ নানা মতে পরে।
তাহে পরিপাটি রঙ্গমাটি মাখে কলেবরে॥ ৫০
বান্ধে তীক্ষ্ণতর নানাশর-পরিপূর্ণ তূণ।
ধরে সুশোভন শরাসন দিয়া দিব্য গুণ॥ ৫১
তারা কসি কসি চর্ম্ম অসি বান্ধয়ে তোমর।
কত ছোরা ছুরী গদা করী মুষল মুদ্গর॥ ৫২
সাজি হেনমত বীর যত করিতে সমর।
চলে সবে মিলি কুতূহলী যেখানেতে খর॥ ৫৩
এথা সেই পথে খরের রথে সারথি সাজায়।
যেহ স্বর্ণগিরি জয় করি উজ্জ্বল শোভায়॥ ৫৪
যার মণিময় সব হয় অঙ্গের সাজন।
যাহা দেখি কার চমৎকারযুক্ত নহে মন॥ ৫৫
সেই দিব্যরথে স্থিরহাথে অলঙ্কার করে।
দিল সচামর ধ্বজবর শিখর-উপরে॥ ৫৬
কিবা বসিবার স্থানে তার আসন পাতিলা।
তার উর্দ্ধদেশে অবকাশে বিতান তুলিলা॥ ৫৭
তাহে মুক্তামাল দোলে ভাল কত থরে থরে।
যেন ধরাধরে জলধরে বরিষণ করে॥ ৫৮
তাহে ঘণ্টাততি বাজে অতি মধুর বিস্তর।
দোলে নীল সিত উল্লসিত চৌদিগে চামর॥ ৫৯
তাহে জোড়ে বাজি তুগী তাজি প্রবলপ্রতাপ।
যার বেগভরে চূর্ণ করে পবনের দাপ॥ ৬০
যাদের পৃষ্ঠে জিন দোষহীন বিচিত্র সাজন।
তাহে থোঁপা থোঁপা স্বর্ণঝাঁপা করিছে ঝজন॥
দোলে গলে ভাল স্বর্ণমাল বাজনঘুঙ্ঘুর।
ভালে স্বর্ণপাটা দিব্য জটা নাগাম মধুর॥ ৬২
রথে তোলে ধনু যার তনু লৌহের সমান।
অতি খরতর ফলধর দিব্য দিব্য বাণ॥ ৬৩
কত রিপু-নাশি গদা অসি কঠিন কুঠার।
কত শূল সাল ভিন্দিপাল তোমর কাটার॥ ৬৪
সেই রথোপর চড়ি খর করিয়া সাজন।
মূর্খ মনে করে জিনিবারে শ্রীরঘুনন্দন॥ ৬৫
চড়িলা অপর রথে দুর্দ্দান্ত দূষণ।
প্রস্থান করিলা তবে সব সেনাগণ॥ ৬৬
হেনকালে আকাশে ভূতলে কলেবরে।
নানামত উৎপাত সকলে দৃষ্টি করে॥ ৬৭
ঘন ঘন ঘোরতর করিয়া গর্জ্জন।
করে জলধরে শিলা-রুধির বর্ষণ॥ ৬৮

দেখে সূর্য্যে পরিবেশ লোহিত বরণ।
অকালে হইল ঘোর তরণিগ্রহণ ॥ ৬৯
উদয় করিলা দিনে চন্দ্র তারাগণ।
সম্মুখ হইয়া বহে প্রচণ্ড পবন ॥ ৭০
সন্ধ্যা নহে তা রক্ত হইল গগন।
উল্কাপাত নির্ঘাত-নিস্বন ঘনেঘন ॥ ৭১
বিনা বায়ু ধূলিজালে ব্যাপিলা দিগন্ত।
জনস্থানে আচ্ছাদিল তিমির দুরন্ত ॥ ৭২
মুহুর্ম্মুহু অচলা কম্পয়ে চলাচল।
কম্পিত হইছে তরু ভূধর সকল ॥ ৭৩
বদনে বমন করি বহ্নি কণকণ।
শিবাসব শব্দ করে অশুভ সূজন ॥ ৭৪
কত কত কুক্কুরেতে করয়ে ক্রন্দন।
প্রচণ্ড চিৎকার করে গর্দ্দভের গণ ॥ ৭৫
বিনা বাতে বহু বৃক্ষ হয় উৎপাটন।
কাক কঙ্ক গৃধ্র পেঁচা করয়ে নিস্বন ॥ ৭৬
রথের ধ্বজেতে বসি গৃধ্র ভয়ানক।
উগারয়ে রক্ত মাংস ঝলকে ঝলক ॥ ৭৭
রথের যতেক বাজী সমানেও স্থানে।
স্খলিতচরণ হয়্যা পড়ে অনিদানে ॥ ৭৮
খরের কাঁপয়ে বাম বাহু বাম দৃষ্টি।
অকারণে নয়নেতে হয় অশ্রু-বৃষ্টি ॥ ৭৯
থাকি থাকি হৃদয় কাঁপয়ে অনিবার।
শুকাইল মুখ স্বরে হইল বিকার ॥ ৮০
এ সব উৎপাত দেখে তথাপি না ঘুরে।
বুঝি যম ধরিয়াছে তাহার চিকুরে ॥ ৮১
কহিতেছে তবে খর সব সেনাগণে।
শুন শুন বন্ধুগণ আমার বচনে ॥ ৮২
বিবিধ উৎপাত দেখি না করিবে ভয়।
এ সব কেবল দুষ্টদেবকৃত হয় ॥ ৮৩
তারা হয় আমাদের শত্রু সর্ব্বকাল।
আমাদের জয় হল্যে মানয়ে জঞ্জাল ॥ ৮৪
এই লাগি সংগ্রামে করিতে অমঙ্গল।
দেখাইছে নানামত উৎপাত সকল ॥ ৮৫
কিন্তু আমি আপন বাহুর পরাক্রমে।
তৃণ করি গণনা না করি কভু ভ্রমে ॥ ৮৬
কুবের বরুণ অগ্নি ইন্দ্র চন্দ্র যম।
সহিতে না পারে কেহ আমার বিক্রম ॥ ৮৭
তাহে কোন্ ছার হয় এই ক্ষুদ্র নর।
ইহার সংগ্রামে কেন হইবেক ডর ॥ ৮৮
কদাচিৎ না হয়্যাছি আমি পরাজয়।
তোমাদেরো তাহা অপ্রত্যক্ষ নাহি হয় ॥ ৮৯
রঘু কহে কিছু পরে পারিবে জানিতে।
ঠেকি গেলে আজি মোর প্রভুর পাণিতে ॥ ৯০
খরের প্রগর বাণী শুনি মূর্খগণ।
ভুলিয়া সংগ্রামরসে হইল মগন ॥ ৯১
উন্মত্ত হইয়া সবে করয়ে গমন।
প্রথম পানীয় পাই যেন প্রোষ্ঠীগণ ॥ ৯২
তাহে আরম্ভিল বহুবিধ বাজিতে বাজনা।
কত বাঁক, বাঁশী বেণু বীণা না হয় বর্ণনা ॥ ৯৩
তায় বাজে কাড়া জোড়া জোড়া কড় কড় করি
কত ঝল্লক ঝর্ঝর ঝাঁঝি ঝসক ঝল্লরী ॥ ৯৪
বাজে ডিণ্ডিম ডমরু ডম্ফ করি আড়ম্বর।
অতি মধুর মৃদঙ্গ মড্ডু মন্দিরা মর্দ্দল ॥ ৯৫
বাজে ঢাক ঢোল ঢেমচা ঢুলি ঢাকী জোড়ঘাই
তাহে তরুম্পদ তাস তুরী তার তুলা নাই ॥ ৯৬
কত অগণিত নাগারার গভীর গর্জ্জন।
করে কল্প-অন্তকালে কাল-জলদ যেমন ॥ ৯৭
বহু ধামসার ধ্বনিতে ধ্বসয়ে ধরাধর।
আর সকম্পশরীর শাখী সংক্ষুব্ধ সাগর ॥ ৯৮
কিবা সুন্দর শানাঁর শব্দ সুমিষ্ট শুনিতে।
তার মাঝে মাঝে বাজয়ে মুরজ মনোনীতে ॥৯৯
বাজে রণশিঙ্গা তুঙ্গ ভেরী ভেঁওভেঁও করি।
কত কাহাল কর্ত্তাল কাঁসি খমক খঞ্জরী ॥ ১০০
সেই বাদ্যের দুর্দ্দুরনাদ দশদিক্ ব্যাপে।
তাহে কুলাচল সকল বিকল হয়্যা কাঁপে ॥ ১০১
সেই শব্দ শুনি সেনাসব সাজিল সমরে।
যেন বর্ষাতে বারিদবৃন্দ বর-বায়ুভরে ॥ ১০২
তাহে ঘর্ঘর ঘর্ঘর করি ঘন ডাকে রথ।
যেন পাখা পাই প্রচণ্ড পর্ব্বত চলে পথ ॥ ১০৩
কত দীর্ঘদন্ত দুরন্ত দারুণ দন্তিগণ।
তারা মদে মাতি মন্দ মন্দ যায় মগ্নমন ॥ ১০৪
তাহে মাহুত মারয়ে মাথে মুদ্গর প্রহার।
তায় পাইয়া চেতন করে প্রচণ্ড চীৎকার ॥ ১০৫
কত বাজনা শুনিয়া বাজী করিয়া গর্জ্জন।
তারা করি দাপ দেয় লাফ গগনে সঘন ॥ ১০৬

তবে রথ গজ বাজি পত্তি বাদ্য কোলাহল।
সব আচ্ছাদিল দশদিক্ আকাশ ভূতল ॥ ১০৭
সেই ঘোরতর সেনাশব্দ করিয়া শ্রবণ।
এথা লক্ষ্মণেরে কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১০৮
ভ্রাতৃবর শুন শুন বিকট নিস্বন।
আচ্ছাদিল ধূলীজালে সকল গগন ॥ ১০৯
বন ছাড়ি পশু পাখী করে পলায়ন।
বুঝি রণে আল্য খর লয়্যা সৈন্যগণ ॥ ১১০
কিন্তু যেন সুলক্ষণ নিরীক্ষণ হয়।
ইহাতে হইতে পারে আমাদের জয় ॥ ১১১
শর সব করিতেছে ধূম উগারণ।
অতিশয় প্রকাশ পাইছে শরাসন ॥ ১১২
নাচিছে দক্ষিণ বাহু দক্ষিণ নয়ন।
সুপ্রসন্ন দেখিতেছি তোমার বদন ॥ ১১৩
যাহাদের যুদ্ধেতে হইবে পরাজয়।
পূর্ব্বে তাহাদের মুখ সুমলিন হয় ॥ ১১৪
যদ্যপি বিজয়ে আছে নিশ্চয় বিজ্ঞান।
তথাপি হইতে হয় পূর্ব্বে সাবধান ॥ ১১৫
অতএব তুমি লয়্যা জনকসুতারে।
প্রবেশ করহ গিরিগুহার মাঝারে ॥ ১১৬
না হইবে কোনো মতে সসংশয়মন।
তুমিহ জানহ মোর বিক্রম যেমন ॥ ১১৭
উত্তর না দিবে কিছু ইথে অন্যমত।
দিতেছি আমিহ তোহে নিজ দিব্য শত ॥ ১১৮
এত শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া শ্রীলক্ষ্মণ।
জানকীরে লয়্যা কৈলা গুহাতে গমন ॥ ১১৯

এথা রঘুবর, করিতে সমর,
সুখেতে মগন হইয়া।
অতি সুকোমল, তরুর বাকল,
পরিলা কটিতে আঁটিয়া ॥ ১২০
শিরে অবিকল, জটার পটল,
বান্ধিলা বেড়িয়া বেড়িয়া।
পরিলা বিকচ, কঠিন কবচ,
শরীরে সুদৃঢ় করিয়া ॥ ১২১
পিঠে তূণদ্বয়, বান্ধিলা অক্ষয়,
প্রখর শরেতে পূরিয়া।
বান্ধিলেন ভাল, খর অসিঢাল,
বামেতে যাইছে দুলিয়া ॥ ১২২
করি গুণার্পণ, নিলা শরাসন,
করকমলেতে ধরিয়া।
এক তরুতলে, অতি কুতূহলে,
রহিলা সুখেতে দাঁড়িয়া ॥ ১২৩
হসিত বদনে, পথ-নিরীক্ষণে,
রহিলা নয়ন পাতিয়া।
শ্রীরঘুনন্দন, হইলা মগন,
সে রূপমাধুরী ভাবিয়া ॥ ১২৪

হেনকালে যাবদীয় বৃন্দারকগণ।
আইলেন করিতে সংগ্রাম নিরীক্ষণ ॥ ১২৫
হংসযানে চড়ি চতুর্ব্বেদে বিচক্ষণ।
চতুর্ম্মুখ আল্যা সঙ্গে করি চতুঃসন ॥ ১২৬
বৃষভবাহনে বিরূপাক্ষ বিশ্বপতি।
শিরে সুরসরিৎ শোভয়ে শুদ্ধ অতি ॥ ১২৭
বামে বামা উমা বিশ্ববন্দিত-চরণ।
নন্দী মহাকাল গাল বাজায় সঘন ॥ ১২৮
গিরি-অরি গজে অজে উজ্জ্বল দহন।
হরি-অরি চড়ি হরি হরির নন্দন ॥ ১২৯
মকরেতে নদীপতি হরিণে পবন।
নরযানে ধনপতি কৈলা আগমন ॥ ১৩০
শশী সূর্য্য আদি আর যত সুরগণ।
আইলা সকলে হয়্যা আনন্দিত মন ॥ ১৩১
দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি আর রাজর্ষি তপসী।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ অপ্সরারূপসী ॥ ১৩২
তারা সকলেতে মিলি পরস্পরে কন।
সমরে হউন জয়ী শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৩৩
এথা হেনকালে কোলাহলে আচ্ছাদি গগন।
তবে সেই বন প্রবেশন কৈলা সৈন্যগণ ॥ ১৩৪
তারা থাকি দূরে রঘুবরে করে নিরীক্ষণ।
যেন আপনারে মারিবারে সাক্ষাৎ শমন ॥ ১৩৫
তাহে পায়্যা ভয় সেনাচয় না পারে যাইতে।
যেন শিবাততি ভীতমতি সিংহেরে দেখিতে ॥
প্রভু-প্রভাবত অভিভূত তারা ঘুরি বোলে।
যেন নদীতৃণ বলহীন সমুদ্রকল্লোলে ॥ ১৩৭
দেখি খর তাহা কহে মহা কোপেতে দূষণে।
একি ভ্রাতা কেন হয় হেন সেনা অকারণে ॥১৩৮
আগে নাহি আছে নদী কাছে হইবার পার।
তবে কেন স্থির সব বীর জানহ নির্দ্ধার ॥ ১৩৯

শুনি আগে গিয়া নিরখিয়া ফিরিয়া দূষণ।
আসি খরে কয় সসংশয় শুনহ বচন ॥ ১৪০
আগে দেখিলাম এক হাম অদভুত বড়।
আছে ধনুর্দ্ধর এক নর তরুতলে দড় ॥ ১৪১
তারে সেনাগণ দরশন করি ভীতমন।
কেহ অগ্রভিতে বাড়াইতে না পারে চরণ ॥ ১৪২
তবে রঘুবরে দেখি খরে শূর্পণখা কয়।
ভাই শুন বাণী আমি জানি ওই রাম হয় ॥১৪৩
শুনি সেই দুষ্ট হয়্যা রুষ্ট সেনায় বোলয়।
বুঝি তোরা সবে না হইবে বীরের তনয় ॥ ১৪৪
একি দেখি নরে ভয় করে যে নীচ রাক্ষস।
হায় কেন সেহ রাখে দেহ করিতে অযশ ॥ ১৪৫
দেখ মোর বল তো-সকল বিক্রম সংগ্রামে।
আমি এক শরে যমঘরে পাঠাইব রামে ॥ ১৪৬
এত কহি খর অগ্রসর হইয়া ধাইলা।
দেখি সেনাচয় তেজি ভয় পশ্চাতে চলিলা ॥১৪৭
তবে আগে গিয়া নিবারিয়া সৈন্য-কোলাহলে।
সেই দুষ্টমতি প্রভু প্রতি খর কিছু বলে ॥ ১৪৮
অবে মূর্খ কেন তোর হেন হলা বুদ্ধিনাশ।
তুমি কার মতে এখানেতে কর্যাছ নিবাস ॥১৪৯
দাদা দশানন এই বন দিয়াছে আমারে।
হই মহাতেজা আমি রাজা এ বন-মাঝারে ॥১৫০
তুমি হয়্যা নর কর ঘর এথা বলে কার।
দাও অপমান অল্পজ্ঞানে ভগ্নীরে আমার ॥ ১৫১
তোর কাটি মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করি কলেবরে।
আমি বিনাশিব পাঠাইব শমনের ঘরে ॥ ১৫২
শুনি রঘুবর প্রত্যুত্তর দেন তার প্রতি।
শুন তাজি ব্যথা মোর কথা মূঢ় মন্দমতি ॥ ১৫৩
মোরা দণ্ডধর হই খর সর্ব্বদা ভারতে।
তাহে তুমি ছার অধিকার করিবে কিমতে ॥১৫৪
নাহি জানিতাম তব কাম এতদিন মোরা।
তেঁই মুনিকুলে দিতেছিলে নানাদুঃখ তোরা ॥
করি মন স্থির ভগিনীর শুন গুণ-কথা।
সেহ অপরূপ ধরি রূপ আল্য নটী যথা ॥ ১৫৬
তেন গুণবতী ত্রিজগতী-মাঝে নাহি নারী।
সেহ রণ্ডা হয় কিন্তু নয় তেন বেশধারী ॥ ১৫৭
কিবা কব আর গুণ তার কামে মত্তচিতে।
চাহে যারে-তারে বলাৎকারে রতি করাইতে ॥
মোরা ক্ষিতিপতি তার অতি কুক্রিয়া দেখিলুঁ।
তেঁই সমুচিত দণ্ড হিত লাগিয়া করিলুঁ ॥ ১৫৯
তাহে হয়্যা কোপী তুমি পাপী আইলে যুঝিতে।
সেহ হল্য ভাল চেষ্টা ছিল তোমারে দেখিতে ॥
আজি মারি তোরে যমদ্বারে দিয়া উপহার।
করি মুনিগণ সন্তোষণ সুখিত সংসার ॥ ১৬১
এত রঘুবর-বাক্য খর করিয়া শ্রবণ।
রোষে জ্বলি যায় ঘৃত পায় যেমত দহন
কর্ম্মকার-শাণ হেন ঘুরে দুনয়ন।
দন্ত কড়মড় করে বিকট নিস্বন ॥ ১৬৩
মার মার শব্দ করি ধরি ধনুর্ব্বাণ।
সব সেনা সঙ্গে করি করিলা পয়াণ ॥ ১৬৪
শ্যেনগামী পৃথুগ্রীব পরুষ দুর্জ্জয়।
যজ্ঞশত্রু মহাবিষ এই বীর ছয় ॥ ১৬৫
মহাবলী কুতূহলী করিবারে রণ।
খরের দক্ষিণদিকে করিলা গমন ॥ ১৬৬
কালিকাবদন কালিকাক্ষ মেঘমাল।
মহাবাহু সর্পাস্য নির্ন্নতোদর ভাল ॥ ১৬৭
এই ছয়জন আছে প্রবীণ সংগ্রামে।
অস্ত্র-শস্ত্র ধরিয়া চলিলা তার বামে ॥ ১৬৮
সকল সেনার আগে দুর্দ্দান্ত দূষণ।
সাজিল সংগ্রামে ধরি শর-শরাসন ॥ ১৬৯
স্থূলাক্ষ প্রমাথী মহাপাল ত্রিশির।
তাহার সঙ্গেতে যায় এই চারি বীর ॥ ১৭০
আর সব সেনাগণ যথোচিত স্থলে।
যায় হয়ে গজে রথে যুদ্ধ-কুতূহলে ॥ ১৭১
রথের ঘর্ঘর ধ্বনি বাদ্যের নিস্বন।
মাঝে মাঝে সিংহনাদ করে বীরগণ ॥ ১৭২
তুরঙ্গের হন হন করীর চীৎকার ॥
সব শব্দে আচ্ছাদিল সকল সংসার ॥ ১৭৩
তবে মিলি দ্বিসপ্তসহস্র নিশাচর।
এককালে অস্ত্র ছাড়ে রামের উপর ॥ ১৭৪
কেহ শর শূল কেহ নারাচ মুদ্গর।
কেহ চক্র কেহ খড়্গ পরশু তোমর ॥ ১৭৫
সব অস্ত্র এক কালে করে নিক্ষেপণ।
ধারাধর করে যেন বারি-বরিষণ ॥ ১৭৬
তাহা দেখি রামতত্ত্ব-অজ্ঞযত জন।
পরস্পরে কহিছেন সসংশয়মন ॥ ১৭৭

চতুর্দ্দশসহস্র রজনীচর সনে।
সংগ্রাম করিবা একা শ্রীরাম কেমনে ॥ ১৭৮
দেখ দেখ এত অস্ত্র আস্তে একবার।
কিরূপে করিবা একা সকল সংহার ॥ ১৭৯
শুনিয়া এ সব বাণী মৃদু হাস্য করি।
চাপেতে টঙ্কার দিলা নিশাচর-অরি ॥ ১৮০
সেই শব্দে আচ্ছাদিলা সকল ভুবন।
প্রলয়জলদে যেন করিল গর্জ্জন ॥ ১৮১
তাহাতে কম্পিত হল্যা ধরা ধরাধর।
ভীত হয়্যা কল কল করয়ে সাগর ॥ ১৮২
সুর সব সুখী তাহে রাক্ষস সভয়।
সিংহশব্দে যেন সিংহ-সুত শিবাচয় ॥ ১৮৩
তবে গুণে সংযোগ করিয়া তীক্ষ্ণ শর।
নিক্ষেপ করেন শত্রু-সৈন্যের উপর ॥ ১৮৪
সব শর খরশাণ শাণিত প্রখর।
সূচীমুখ ব্যালমুখ তীক্ষ্ণ-ফলধর ॥ ১৮৫
বজ্রধার যমধার জীবন-নাশন।
প্রাণহর মৃত্যুকর রুধিরভোজন ॥ ১৮৬
মর্ম্মবেধী শিরশ্ছেদী বুক-বিদরণ।
শক্রমারী ক্লেশকারী পবন-গমন ॥ ১৮৭
শীঘ্রযায়ী রক্তপায়ী শত্রুবিমর্দ্দন।
কঙ্কপত্র লৌহগাত্র অস্থি-বিভেদন ॥ ১৮৮
শরের গ্রহণ তার গুণেতে যোজন।
ধনু-আকর্ষণ আর শর বিমোচন ॥ ১৮৯
এ সকল কিছুমাত্র লখা নাহি যায়।
কেবল অলাতচক্র হেন শোভা পায় ॥ ১৯০
সে স্বশাণিত শর যাইয়া সত্বর।
ভস্মসাৎ করিল যতেক শত্রুশর ॥ ১৯১
তবে প্রভু প্রকাশ পাইলা রঘুবর।
নীহার বিনাশ করি যেন দিনকর ॥ ১৯২
পুন প্রভু প্রক্ষেপ করেন বহু বাণ।
সমীরণ সমান যাহারা বেগবান ॥ ১৯৩
সে সকল শর আসি শত্রু-কলেবর।
প্রবেশয়ে যেন কাল-ভুজঙ্গ [illegible] ॥ ১৯৪
কারো কর কারো বাহু কারো কণ্ঠ দেশ।
কাটিয়া কাটিয়া করে ভূমিতে প্রবেশ ॥ ১৯৫
বাণবিদ্ধ বীর সব সমরেতে সাজে।
পুষ্পিত পলাশ যেন বিপিনে বিরাজে ॥ ১৯৬

অনিবার রক্তধার শরীরে গলয়।
লাক্ষার নির্ঝর যেন মহীধরে বয় ॥ ১৯৭
পুঙ্খানুপুঙ্খেতে পড়িতেছে প্রভু-বাণ।
কত শত বীর তাহে তেজিলা পরাণ ॥ ১৯৮
করিবর-শরীরে প্রবেশে কত শর।
মহামহীধরে যেন বজ্র ঘোরতর ॥ ১৯৯
কারো শুণ্ড কারো মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করি।
প্রবেশে প্রচণ্ড বাণ পেটের ভিতরি ॥ ২০০
তাহাতে চীৎকার করি কত করিবর।
পড়িতেছে যেন ছিন্নপক্ষ পৃথ্বীধর ॥ ২০১
প্রাণ ছাড়ি অশ্ব সব গড়াগড়ি যায়।
কষ্ট পাই উষ্ট্র সব সাধ্বসে পলায় ॥ ২০২
রুধিরের নদী শত শত বহি যায়।
কাক কঙ্ক গৃধ্র ঊর্দ্ধকণ্ঠে রক্ত খায় ॥ ২০৩
সহিতে না পারি তবে রঘুপতিশরে।
বিকল হইয়া তারা ঘোর শব্দ করে ॥ ২০৪
নিশাচর সব রাম-শরেতে জর্জ্জর।
পলায়ন করে আর কহয়ে কাতর ॥ ২০৫
গেল গেল গেল প্রাণ আর নাহি রয়।
এটা এটা এটা কি সাক্ষাৎ কাল হয় ॥ ২০৬
নহে নহে নহে মনুষ্যের এত বল।
একা একা একা সবে করিল বিকল ॥ ২০৭
কোথা কোথা কোথারে আমার বন্ধুজন।
আয় আয় আয় সবে করি পলায়ন ॥ ২০৮
যদি যদি যদি থাকে জীবনেতে আশ।
তবে তবে তবে নাহি কর এথা বাস ॥ ২০৯
একি একি একি হেন বাণের প্রতাপ।
কেবা কেবা কেবা দেখিয়াছে কার বাপ ॥ ২১০
এত কহি নিশাচর করে পলায়ন।
শার্দ্দূলসাধ্বসে যেন শশকের গণ ॥ ২১১
তাহা দেখি খর পুন কহিছে দূষণে।
ভ্রাতৃবর স্থির কর সেনাগণে ॥ ২১২
একি অসম্ভব কথা রাক্ষস-সকল।
একটা নরের ভয়ে হইছে বিকল ॥ ২১৩
শুনিয়া খরের বাণী দুরন্ত দূষণ।
ফিরাইল সেনাগণে করিয়া যতন ॥ ২১৪
তবে পুনর্ব্বার সেই সব নিশাচর।
নানা অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়ে প্রভুর উপর ॥ ২১৫

বিবিধ বাণেতে তাহা করি নিবারণ।
পুন প্রভু রাক্ষসের বধেন জীবন ॥ ২১৬
ছাড়িলা গন্ধর্ব্ব বাণ তবে রঘুবর।
তাহাতে মোহিত হল্য যত নিশাচর ॥ ২১৭
কিবা সে বাণের গুণ না হয় বর্ণন।
রামময় দেখে তারা নিজ সৈন্যগণ ॥ ২১৮
এই রাম এই রাম মার মার বলি।
নিজে নিজে কাটাকাটি করে কুতূহলী ॥ ২১৯
এইরূপে প্রায় সবে হারাইলা প্রাণ।
অবশিষ্ট রহিলা কথোক বলবান্ ॥ ২২০
তাহাদের প্রতি প্রভু শত শত বাণ।
কোপ করি কোদণ্ডেতে করিলা সন্ধান ॥ ২২১
তাঁহার প্রহার আর না পারি সহিতে।
নিশাচর সব ভঙ্গ দেয় ভীতচিতে ॥ ২২২
তাহা দেখি দূষণ কোপেতে কম্পবান।
রঘুবরে বিন্ধিতেছে শত শত বাণ ॥ ২২৩
রামদেহ অবেধ্য অচ্ছেদ্য শাস্ত্রে কয়।
তাহাতে রাক্ষসবাণ-স্পর্শ নাহি হয় ॥ ২২৪
তথু প্রতিযোদ্ধার উৎসাহ বাড়াইতে।
দেখায়েন বাণস্পর্শ মায়ার শক্তিতে ॥ ২২৫
তবে প্রভু কোপ করি দূষণ-উপর।
বর্ষণ করেন বাণ বহু খরতর ॥ ২২৬
একশরে রথধ্বজ কাটিয়া ফেলিলা।
চারিবাণে চারি রথঘোটকে মারিলা ॥ ২২৭
দুইবাণে সারথির শির কৈলা ছিন্ন।
তিনবাণে করিলেন রথখান ভিন্ন ॥ ২২৮
বিরথ হইয়া তবে সেই নিশাচর।
নিক্ষেপ করিলা এক গদা ঘোরতর ॥ ২২৯
রঘুবর চারি শর ছাড়ি সুপ্রচণ্ড।
কাটিলেন সেই গদা করি খণ্ড খণ্ড ॥ ২৩০
তবে সেনাপতি এক ধরিলা মুদ্গার।
শিখরি-শিখরসম যার কলেবর ॥ ২৩১
সহস্র সহস্র লৌহকণ্টক-বেষ্টিত।
বজ্রসম দৃঢ় স্বর্ণকিঙ্কিণী-ভূষিত ॥ ২৩২
ধরি সেই মুদ্গার ধাইলা প্রভু প্রতি।
কাটিতে তাহারে শর ছাড়েন শ্রীপতি ॥ ২৩৩
সে সকল শর সেই মুদ্গারে ঠেকিয়া।
পড়িলা পৃথিবীতলে কুণ্ঠিত হইয়া ॥ ২৩৪

তবে অতি রুষিত হইয়া রঘুবর।
ধনুকেতে জুড়িলা প্রখর দুই শর ॥ ২৩৫
তাহাতে তাহার দুই বাহুরে কাটিলা।
ছিন্নপক্ষ-গিরি হেন তবে সে সাজিলা ॥ ২৩৬
আর এক বাণে তার কাটিলেন শিরে।
সাধুবাদ করিলা সকলে রঘুবীরে ॥ ২৩৭
তাহা দেখি ধায় তিন বীর তার সাথী।
মহাকপালক আর স্থূলাক্ষ প্রমাথী ॥ ২৩৮
একবাণে কাটি মহাকপালের শিরে।
স্থূলাক্ষের চক্ষু পূরিলেন রাম তীরে ॥ ২৩৯
প্রমাথীরে বহুবাণে করিয়া মথন।
সিংহনাদ ছাড়িলেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৪০
তবে শ্যেনগামী আদি করি বারজন।
মহাকোপে একেবারে করিলা ধাবন ॥ ২৪১
তাহা দেখি প্রভু দিয়া ধনুকে টঙ্কার।
বার বাণে বার বীরে করিলা সংহার ॥ ২৪২
এইরূপে চউদ্দসহস্র নিশাচরে।
দুইদণ্ডে প্রভু পাঠাইলা যমঘরে ॥ ২৪৩
এহতো আশ্চর্য্য নহে সেই রঘুবীরে।
ইচ্ছামাত্র সংহারেন যিঁহ ত্রিলোকীরে ॥ ২৪৪
সে সকল সৈন্যেতে রহিলা অবশিষ্ট।
কেবল ত্রিশিরা আর খর রোষাবিষ্ট ॥ ২৪৫

করি নিরীক্ষণ, সব সেনাগণ,
মরণ রামের বাণে।
ধরি ধনুশর, কুপিত অন্তর,
খর চলে রণ-স্থানে ॥ ২৪৬
তাহা নিরখিয়া, অঞ্জলি করিয়া
ত্রিশিরা তাঁহারে কয়।
আমার জীবন, থাকিতে গমন,
তোমার উচিত নয় ॥ ২৪৭
আজ্ঞা দাও মোরে, আমি এক শরে,
মারি এই দুষ্টজন।
তুমি সাক্ষী হয়্যা, এই স্থানে রয়্যা,
দরশন কর রণ ॥ ২৪৮
ধনু পরশিয়া, শপথ করিয়া,
কহি তোমা বরাবরে।
রামে না মারিয়া, না যাব ফিরিয়া,
আজি আমি পুন ঘরে ॥ ২৪৯

শুনি সাহঙ্কার, কথা ত্রিশিরার,
হইয়া সুখিতমতি।
অতি কুতূহলী, ভাল ভাল বলি,
খর দিলা অনুমতি ॥ ২৫০
তবে সেই বীর, কহে সারথির,
প্রতি অসাধ্যসমন।
চালাও বাজীরে, দেখহ সমরে,
আজি মোর বিক্রমণ ॥ ২৫১
খায়াছি বেতন, স্বামীর যেমন,
শোধিব তাহার ধার।
পাঠাব উহারে, অথবা নিজেরে,
আজি শমনের দ্বার ॥ ২৫২
শুনি এ বচন, করিলা প্রেরণ,
সারথি রথের হয়।
শ্রীরঘুনন্দন, করি নিরীক্ষণ,
দাঁড়াইলা অসংশয় ॥ ২৫৩
তবে যুদ্ধ লাগিলা ত্রিশিরা রঘুবরে।
যেন হয়াছিল পূর্ব্বে জম্ভ-পুরন্দরে ॥ ২৫৪
মহাবীর ত্রিশিরা প্রখর ধনুর্দ্ধর।
শত শত শর ছাড়ে প্রভুর উপর ॥ ২৫৫
প্রভু অবহেলা করি সেই সব শরে।
খণ্ড খণ্ড করিয়া পাড়িলা ভূমিপরে ॥ ২৫৬
তবে অতি রোষাবেশে সেই নিশাচর।
শ্রীরামের ললাটে বিন্ধিলা তিন শর ॥ ২৫৭
বাণবিদ্ধ হয়্যা প্রভু ত্রিশিরারে কন।
ভাল ভাল রাক্ষস জানহ তুমি রণ ॥ ২৫৮
যদ্যপিহ আপনার শত্রু ক্ষুদ্র হয়।
তথাপি অবজ্ঞা তারে কভু যোগ্য নয় ॥ ২৫৯
কণ্টকো যদ্যপি লাগে কাহারো চরণে।
সেহ কিছু দুঃখ দিতে পারে সেই জনে ॥ ২৬০
দেখ অবহেলা করি আমিহ তোমায়।
হইলাম প্রতিবিদ্ধ তোর শরঘায় ॥ ২৬১
ইদানী থাকহ মোর আগে একক্ষণ।
কত বল আছে তাহা করি নিরীক্ষণ ॥ ২৬২
এত কহি এককালে চতুর্দ্দশ শর।
নিক্ষেপ করিলা তার বুকের উপর ॥ ২৬৩
এক বাণে স্যন্দনের ধ্বজেরে পাড়িলা।
চারি বাণে চারি রথ-ঘোটকে কাটিলা ॥ ২৬৪
সন্ধিন্ন করিলা স্যন্দনেরে সাত তীরে।
অষ্ট বাণে নষ্ট কৈলা দুষ্ট সারথিরে ॥ ২৬৫
তাহা দেখি ত্রিশিরা রাক্ষস মনে মনে।
প্রশংসা করিলা বহু শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ২৬৬
তবে সেই ত্রিশিরা প্রখর খড়্গ ধরি।
লম্ফ দিয়া পড়িল ধরণী তলোপরি ॥ ২৬৭
রাম প্রতি অসি ধরি যায় নিশাচর।
বিদ্যুৎ সহিত যেন নবজলধর ॥ ২৬৮
দশ শর প্রভু তার হৃদয়ে মারিলা।
তিন অর্দ্ধচন্দ্রে তিন মস্তকে কাটিলা ॥ ২৬৯
পড়ে তার তিন-মুণ্ড অতি স্থূলতর।
পর্ব্বত হইতে যেন পড়িল শিখর ॥ ২৭০
রুধিরে রঞ্জিত হয়্যা তাহার শরীর।
পড়িলা ভূধর ভূমি করিয়া অস্থির ॥ ২৭১
ত্রিশিরার তিনমুণ্ড পাতে ত্রিভুবন।
সুখী হল্য ত্রিপুরের পতনে যেমন ॥ ২৭২
তবে খর ত্রিশিরার বিনাশ দেখিয়া।
মনে মনে চিন্তা করে শঙ্কিত হইয়া ॥ ২৭৩
এ কি এ কি দেখিতেছি বড় অদভুত।
মনুষ্যে এমত বীর অদৃষ্ট অশ্রুত ॥ ২৭৪
দেখি মাত্র এক নিশাচরে মারে নর।
এ কি একা এহ বধে এত নিশাচর ॥ ২৭৫
দেব-দৈত্যজয়ী মোর অনুজ দূষণ।
তাহারে কিরূপে এহ করিলা মারণ ॥ ২৭৬
ত্রিশিরার নামেতে কম্পিত ত্রিভুবন।
তাহারেও অনায়াসে কৈল সংহরণ ॥ ২৭৭
কিবা লিখিয়াছে বিধি ললাটে আমার।
যশ কিবা অপযশ তাহা বুঝা ভার ॥ ২৭৮
যেহকু রণেতে জয় অথবা মরণ।
উভয়েরি সব শাস্ত্রে করে প্রশংসন ॥ ২৭৯
জয়ে যশ রাজত্ব মরণে স্বর্গ হয়।
অতএব সংগ্রাম তেজিতে যোগ্য নয় ॥ ২৮০
এত ভাবি স্থির করি বীর সারথিরে কয়।
ওরে চালা হয় যোগ্য নয় গৌণ এ সময় ॥ ২৮১
দিল বড় কষ্ট এই দুষ্ট মারি বন্ধুলোকে।
চল শীঘ্র করি দুষ্টে মারি পাসরিব শোকে ॥ ২৮২
তাহা শুনি অতি মন্দমতি সারথি সরঙ্গে।
কসি কশা মারি শীঘ্র করি চালায় তুরঙ্গে ॥ ২৮৩

তবে ধরি চাপ সেই পাপমতি নিশাচর।
বড আঁটি আঁটি কোটি কোটি বৃষ্টি করে শর॥
সেহ মহাবীর রণে ধীর যেমন রাবণ।
বাণ বরিষণ করি বন কৈল আচ্ছাদন॥ ২৮৫
প্রভু তাহা দেখি মহাসুখী ছাড়িছেন শর।
যেন ধরাধরে বৃষ্টি করে নব ধারাধর॥ ২৮৬
তবে রঘুবর আর খর উভয়ের শরে।
কৈল আচ্ছাদন সব বন দিগন্ত অন্তরে॥ ২৮৭
তাহে দরশন নাহি হন সূর্য্যের কিরণ।
আর নাহি চলে কোনোস্থলে কিঞ্চিৎ পবন॥
সেই বাণে বাণে ঘনে ঘনে ঠেকাঠেকি হয়।
তাহে করে ধ্বনি ঠনাঠনি অগ্নি উগারয়॥ ২৮৯
যত বাণগণ নিক্ষেপণ করিছিল খর।
তাহা কৈলা নাশ অনায়াস মতে রঘুবর॥ ২৯০
তবে কোপবান্ অগ্নিবাণ তেজে নিশাচর।
সেহ উগারয় অগ্নিচয় অতি ঘোরতর॥ ২৯১
দেখি রঘুবর জলধর বাণ ছাড়ি দিলা।
তাহে সগর্জ্জন নবঘন অনেক হইলা॥ ২৯২
তারা বৃষ্টি করি বহ্নি হরি ধায় খরপাশে।
তাহা দেখি খর বায়ুশর ছাড়য়ে অত্রাসে॥ ২৯৩
হয়্যা সমীরণ মেঘগণ নিবারণ করি।
ভাঙ্গি তরুততি ফবে গাতি শ্রীরাম-উপরি॥ ২৯৭
প্রভু ধরাধর নামে শর তেজেতে তেজিলা।
অতি বড় গিরি সারি সারি তাহে উপজিলা॥
তাহা সেইবাতে স্ববলেতে বিমুখ করিয়া।
ঘার খর-বাণে অতিবেগে ব্যোম আচ্ছাদিয়া॥
খর দেখি তাহা ছাড়ে মহা-বেগে ইন্দ্রবাণ।
তাহে কাটি কাটি গিরি কোটি কৈল খান খান
তবে অতিশয় রোষোদয় করি রঘুবর।
তেজি তীক্ষবাণ ধনুখান কাটিলা সত্বর॥ ২৯৮
তবে পুনর্ব্বার ধনু আর লয়্যা নিশাচর।
পুন দেয় হানা কাটি শানা করিল জর্জ্জর॥২৯৯
সেই শরে জীর্ণ হয়্যা তূর্ণ কবচ পড়িল।
দেখি ছাড়ি ত্রাস উপহাস বিস্তর করিল॥ ৩০০
আর সিংহরব করি সব ভুবন ভরিল।
দেখি দেবচয় সবিস্ময় সভয় হইল॥ ৩০১
প্রভু অতিকোপে বীরদাপে চাপে দিলা বাণ।
খর মহাবীর ছাড়ি তীর কাটে ধনুখান॥ ৩০২

দেখি অনিবার হাহাকার করে সুরগণ।
প্রভু কোপভরে নিলা করে বিষ্ণু-শরাসন॥৩০৩
তাহে গুণ দিয়া আকর্ষিয়া নারাচ তেজিলা।
তাহে ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া পাড়িলা॥ ৩
আর দশশরে স্তনান্তরে করিয়া বেধন।
প্রভু অবিষাদ সিংহনাদ করেন সঘন॥ ৩০৫
হয়্যা রোষযুক্ত সেই শক্র-খর দুর্ম্মন।
রামে সাতবাণে উরঃস্থানে করিল বেধন॥ ৩০৬
রাম এক শরে তার উরে করিয়া তাড়ন।
আর কৈলা রাগে ভুজযুগে দুই শরার্পণ॥ ৩
পুন রামচন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণ চারি তেজি।
বিনা-শিলা ঘোড়া দুই যোড়া তার মহাতেজী॥
আর দুই তীরে সারথিরে করিয়া সংহার।
পুন ছয় বাণে শরাসনে কাটিলা তাহার॥ ৩০৯
আর তেজি পাঁচ বাণ পাঁচ পতাকা পাড়িলা।
প্রভু ভল্ল মারি চূর্ণ করি স্যন্দনে ফেলিলা॥৩১০
তবে রথশূন্য হয়্যা ধন্য নামি রামে খর।
ধরি গদা হাতে ভূতলেতে নামিলা সত্বর॥৩১১
পরে তাহা দেখি মহাসুখী যত দেবগণ।
তাহা রঘুবরে স্তুতি করে সবিস্ময় মন॥ ৩১২
বিরথ করিয়া খরে তবে রঘুবর।
কহিছেন কিছু কথা কুপিত অন্তর॥ ৩১৩
অরে দুষ্ট নিশাচর-বংশের পাংশন।
মূঢ়মতি শুন কিছু আমার বচন॥ ৩১৪
ধন জন প্রভুত্ব থাকিলে মূর্খজন।
করে লোক ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ করণ॥ ৩১৫
লোভ হেতু করে পাপ যাহে লাগে মন।
কিন্তু সেই পাপে হয় দুঃখেতে মগন॥৩১৬
পাপীতেই কহে পাপ করিলে কি হয়।
কিন্তু সে সকল কথা কভু সত্য নয়॥ ৩১৭
কাল পাই সেই পাপ উদয় করয়ে।
পক্ব হইলেই ফল অবশ্য পড়য়ে॥ ৩১৮
তার সাক্ষী দেখ তুমি করি নানা পাপ।
মোর হাতে ঠেকি আজি পাইতেছ তাপ॥ ৩১৯
দিয়াছ অনেক দুঃখ বিপ্র-মুনিগণে।
তার ফল আজি দেখ আপন নয়নে॥ ৩২০
ত্রিশিরা দূষণ-আদি তোর সঙ্গিগণ।
দেখিলে সকলে গেল শমন সদন॥ ৩২১

এবে বাণে তোর মুণ্ড করিয়া খণ্ডন।
করাই কুক্কুরে মাংস-রুধির ভোজন ॥ ৩২২
শিবা শব তোরে খাবে ছিঁটিয়া ছিঁটিয়া।
সুখী হইবেন ঋষিগণ তা দেখিয়া ॥ ৩২৩
পূর্ব্বে যাহাদিগে দুষ্ট করিয়াছ নষ্ট।
স্বর্গে থাকি তাঁরাও দেখুন তোর কষ্ট ॥ ৩২৪
এবে আমি তোর শির করিব ছেদন।
আছয়ে যতেক শক্তি কর প্রকাশন ॥ ৩২৫
এত শুনি দণ্ড-হত ভুজঙ্গ যেমন।
গর্জ্জন করিয়া কহে খর সতর্জ্জন ॥ ৩২৬
অরে রাম তুই ক্ষুদ্র রাক্ষসে সংহরি।
স্বমুখে আপন স্তুতি করিছ কি করি ॥ ৩২৭
অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধিহীন হয় যেই জন।
সেই করে আপনার বিক্রম বর্ণন ॥ ৩২৮
যেজন শূরতা-বল-বিবেচনা ধরে।
বিক্রম দেখায় সেহ গর্ব্ব নাহি করে ॥ ৩২৯
বিশেষে এ গর্ব্ব এবে না সাজে তোমারে।
হয়্যাছ উদ্যত যমঘর যাইবারে ॥ ৩৩০
আমি গদা ধরিয়া দাঁডায়্যা তোর আগে।
এখনো বাঁচিতে তোর মনে সাধ লাগে ॥ ৩৩১
আমি জিনিবারে পারি সকল ভুবনে।
একা তোরে তৃণতুল্য করি মানি মনে ॥ ৩৩২
কহিতাম আর তোরে অনেক বিশেষ।
কিন্তু যুদ্ধ নাহি হয় দিন হলা শেষ ॥ ৩৩৩
এবে এই গদাঘাতে তোরে করি চূর্ণ।
আপনার মনোরথ করি আমি পূর্ণ ॥ ৩৩৪
মারিয়াছ যেই এই মোর বন্ধুজন।
তোরে মারি করি তার শোক নিবারণ ॥ ৩৩৫
তোর রক্তে কারব তা-সবার তর্পণ।
তোর মাংস রান্ধি পিণ্ড করিব অর্পণ ॥ ৩৩৬
খরের প্রখর বাণী শুনি রঘুবর।
পুনর্ব্বার হাসি হাসি দেন প্রত্যুত্তর ॥ ৩৩৭
মূঢ় তোর এই বাক্য তবে যোগ্য হয়।
যদি পার করিবারে এ সমর জয় ॥ ৩৩৮
হইয়াছ অস্ত্র-রথ-সারথি-রহিত।
তথাপি এমত গর্ব্ব বড় অনুচিত ॥ ৩৩৯
তোর বিদ্যমানে তোর এত সৈন্যগণ।
পাঠাইলুঁ একা আমি শমনসদন ॥ ৩৪০
যদ্যপি আছিল তোর বল বিক্রমণ।
করিতে নারিলি কেন তাহা নিবারণ ॥ ৩৪১
যদি কিছু থাকে তোর শরীরে শকতি।
প্রকাশ করহ তাহা সমরে সংপ্রতি ॥ ৩৪২
এত শুনি পুন খর রঘুনাথে কয়।
জানি রাম তোরে তোর পিতারে যে হয় ॥ ৩৪৩
আছে তোর যত বল করহ প্রকাশ।
এই গদাঘাতে তোর করিয়ে বিনাশ ॥ ৩৪৪
এত কহি নিশাচর অতি ক্রুদ্ধ-মন।
শ্রীকুবের-দত্ত গদা করিলা ক্ষেপণ ॥ ৩৪৫
সেই গদা অতিঘোর অনল-সমান।
শ্রীরামের অভিমুখে করিলা পয়াণ ॥ ৩৪৬
লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ সেই করিয়া দহন।
মোর বজ্রসম বেগে করয়ে গমন ॥ ৩৪৭
তাহা দেখি বিবেচনা কার রঘুবর।
আগ্নেয় নামেতে বাণ ছাড়িলা সত্বর ॥ ৩৪৮
প্রলয়ের প্রজ্বলিত জ্বলন সমান।
সন সন শব্দ করি চলে সেই বাণ ॥ ৩৪৯
আকাশে গদার পথ করি আবরণ।
উঠি গেল অতিশয় দুরন্ত দহন ॥ ৩৫০
সেই গদা অগ্রেতে আসিতে না পারিয়া।
পড়িল পৃথিবীতলে জ্বলিত হইয়া ॥ ৩৫১
যত ছিল খরের বাদক-আদি জন।
তাহারি অনলে তারা তেজিল জীবন ॥ ৩৫২
তেন গদা দগ্ধ দেখি খর দুরাশয়।
নিতান্ত মরিলুঁ বলি করিল নিশ্চয় ॥ ৩৫৩
তবে সুধমতি রঘুপতি কহেন তাহারে।
কহ মূঢ় ঘোর গদা তোর গেল কোথাকারে ॥
তুমি কহিছিলে গদাবলে তোমারে মারিব।
মারি বন্ধুলোক-সব-শোক নির্ব্বাণ করিব ॥ ৩৫৫
তাহা হল্য বৃথা সব কথা গেল কোন্ স্থানে।
আর কি উপায় আছে তায় বাঁচাইবে প্রাণে ॥
দেখ বল মোর কাটি তোর মুণ্ড সরে খল।
তব রক্তধারে পৃথিবীরে করিয়ে শীতল ॥ ৩৫৭
তবে প্রাণ ছাড়ি ভূমে পড়ি রহিবে শুতিয়া।
আসি শিবাততি সুস্থিমতি খাইবে ছিঁটিয়া ॥
তুমি রণস্থানে মোর বাণে মহানিদ্রা পাবে।
তবে ঋষিগণ সুস্থমন সুখে নিদ্রা যাবে ॥ ৩৫৯

তোর যত নারী হাহা করি ক্রন্দন করিবে।
তব বন্ধুগণ ছাড়ি বন লঙ্কা প্রবেশিবে॥ ৩৬০
তোর হরি প্রাণ জনস্থান করিব নির্ভয়।
তাহে মুনিততি মোর প্রতি হবেন সদয়॥ ৩৬১
এত রঘুমণি-বাণী শুনি কুপিত-অন্তর।
অতি দুষ্টমতি তাঁর প্রতি কহিতেছে খর॥৩৬২
অরে জানিলাম তোর রাম নিকট মরণ।
তেঁই হেন রুষ্ট-কথা দুষ্ট কর উচ্চারণ॥ ৩৬৩
যার যমালয়-গতি হয় কাছে উপস্থিত।
সেহ নাহি জানে নাহি শুনে হিত বা অহিত॥
হলো তুমি সুখী মোরে দেখি অস্ত্রশূন্য কর॥
ইহা ভাল নয় মোর হয় অস্ত্র বহুতর॥ ৩৬৫
যত তরুবর ধরাধর শর্করা-পাষাণ।
সব অস্ত্র মোর ইথে তোর বধিব পরাণ॥ ৩৬৬
এত কহি খর ক্রুদ্ধতর চাহি চতুর্ভাগে।
এক অতিগুরু শালতরু দেখিলেক আগে॥৩৬৭
তারে উপাড়িয়া ঘুরাইয়া সিংহনাদ করি।
তারে রঘুবরে ক্ষেপ করে মারিল ফুকরি॥ ৩৬৮
তবে তাহা দেখি মনে সুখী তেজি বহুবাণ।
কাটি মহীপাল সেই শাল কৈলা খান খান॥৩৬৯
তাহা নিরখিয়া রুষ্ট-হিয়া দুষ্ট নিশাচর।
ধরি তালবৃক্ষ ছাড়ে লক্ষ করি রঘুবর॥ ৩৭০
প্রভু পূর্ব্বমতে ধনুকেতে যুড়ি বহু শর।
সেই মহাক্রমে কাটি ভূমে পাড়িলা সত্বর॥৩৭১
সেহ হেনমতে সে বনেতে বৃক্ষ যত ছিল।
তাহা কৈল নাশ রামপাশ কিন্তু না পাইল॥৩৭২
রোষে শিলাগণ বরিষণ করে অতি তূর্ণ।
রাম সে সকলে বাণবলে করিলেন চূর্ণ॥ ৩৭৩
তবে যুদ্ধরসে সমাবেশে তেজিয়া তখন।
প্রভু নিশাচরে বধিবারে করিলেন মন॥ ৩৭৪
তবে এককালে মহাবলে দশশত শরে।
বিন্ধি রঘুবর জরজর করিলেন খরে॥ ৩৭৫
তার ব্রণান্তরে রক্ত ঝরে অতি অনিবার।
যেন প্রস্রবণ শৈলে ঘন পড়ে জলধার॥ ৩৭৬
সেই রক্তগন্ধ পাই অন্ধ উন্মত্ত হইয়া।
খর ধরিবারে রঘুবীরে চলিল ধাইয়া॥ ৩৭৭
দেখি রামচন্দ্র পুন ইন্দ্রদত্ত মহাবাণ।
লয়া নিজ চাপে বীরদাপে করিলা সন্ধান॥৩৭৮
সেহ পক্ষপর্ব্ব রিপুগর্ব্ব-হর পক্ষপক্ষ।
অতি তীক্ষ্ণতর-ফলধর দৃঢ় রণে দক্ষ॥ ৩৭৯
তার মুখে ভানু সূর্য্যস্যুম্ন বসিলা দহন।
কিবা দেহে পুন একে ঊন-পঞ্চাশ পবন॥ ৩৮০
তবে সেই শর রঘুবর আকর্ণ টানিয়া।
করি মন্ত্রজাপ সপ্রতাপ দিলেন ছাড়িয়া॥ ৩৮১
তাহে হল্য ধ্বনি যাহা শুনি সকল ভুবন।
তারা মনে মনে অনুমানে নির্ঘাত-নিস্বন॥ ৩৮২
তবে সেই বাণ বেগবান্ করিলা গমন।
যাহা দেখি মন্দে মহালাজে মন-সমীরণ॥ ৩৮৩
সেহ হুতাশন উগারণ করে রাশি রাশি।
যাহা দেখি ভয় যুক্ত হয় সব স্বর্গবাসী॥ ৩৮৪
তবে বেগভরে খর উরে পড়িল সে শর।
যেন কুলাচলে মহাবলে প্রবেশে বজর॥ ৩৮৫
সেহ ভেদি তার বুক আর পৃষ্ঠেতে নিস্সরি।
পুন আল্যা ফিরি খরবৈরি-তূণের ভিতরি॥৩৮৬
খর সেইবাণে তেজি প্রাণে পড়িল ধরাতে।
যেন মহাশূর বৃত্রাসুর বজ্রের আঘাতে॥ ৩৮৭
তাহা নিরখিয়া সুখিহিয়া যত দেবগণ।
করে জয়নাদ সাধুবাদ দুন্দুভি-বাজন॥ ৩৮৮
তারা নানাজাতি জাতিযুতী কুসুম লইয়া।
কিবা রাম-শিরে বৃষ্টি করে সানন্দ হইয়া॥ ৩৮৯
শোভে প্রভুমাতে ভালমতে সেই পুষ্পগণ।
যেন নীলগিরি-শৃঙ্গোপরি বারি-বরিষণ॥ ৩৯০
করে ধরি তান দিব্য গান বিদ্যাধরমালা।
নাচে বিদ্যাধরী তাল ধরি রূপে করি আলা॥
যত ঋষিগণ সুখিমন আল্যা প্রভুআগে।
তাহা দেখি রাম পরণাম কৈলা অনুরাগে॥৩৯২
তাঁরা দূর্ব্বা ধান্য আর বন্য-পুষ্প দিয়া শিরে।
করি আশীর্ব্বাদ মিষ্টনাদ কন রঘুবীরে॥ ৩৯৩

জয় জয় রঘুমণি, দিব্য নানাগুণ-খনি,
দশরথ-নরেন্দ্র-নন্দন।
অবনীতে অবতরি, বিচিত্র বিলাস করি,
তুষিলেন এ তিন ভুবন॥ ৩৯৪
তোমার মহিমা নাথ, না জানে পার্ব্বতীনাথ,
পিতামহ আদি দেবগণ।
মোরা তাহে মন্দমতি, কি করিব তব স্তুতি,
রসনাতে স্ফুরে না বচন॥ ৩৯৫

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি লয়, তোমার ইচ্ছাতে হয়,
তুমি কর পালন তাহার।
যবে তব ভক্তজনে, দুঃখ দেয় দুষ্টগণে,
তবেই করহ অবতার ॥ ৩৯৬
তুমিহ করুণাসিন্ধু, দুঃখিতজনার বন্ধু,
গো-ভূমি-ভূসুর-হিতকর।
আমাদের হিত লাগি, নিজে হয়্যা ক্লেশভাগী,
প্রবেশিলে কাননভিতর ॥ ৩৯৭
সহসৈন্যে খরে মারি, দূষণেরে বধ করি,
সত্য কৈলে আপন বচন।
এবে তব কৃপাগুণে, নির্ভয় হইয়া বনে,
তপস্যা করিবে মুনিজন ॥ ৩৯৮
মোসবার প্রভুবর্য্য, আর একমাত্র কার্য্য,
অবশিষ্ট রহিল এক্ষণ।
শ্রীরঘুনন্দন যবে, তোমার বাসনা হবে,
তবে তারে করিবে পূরণ ॥ ৩৯৯
হেনকালে গুহা হৈতে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
জানকীরে আগে করি কৈলা আগমন ॥ ৪০০
তবে প্রভু বিদায় করিয়া মুনিগণে।
দেখায়েন রণস্থলী জানকী-লক্ষ্মণে ॥ ৪০১
জনকনন্দিনী দেখি সবিস্ময়মন।
সুখী হয়্যা প্রভুরে করেন নিবেদন ॥ ৪০২
প্রভু সহসৈন্যে খরে করিয়া মারণ।
আপনার প্রতিজ্ঞারে করিলে পূরণ ॥ ৪০৩
আজি হৈতে নিশ্চিন্ত হইয়া মুনিগণ।
করিবেন সর্ব্বদা তপস্যা আচরণ ॥ ৪০৪
তাঁহাদের তপে আর বাধ নাহি হবে।
তোমারে করিবে আশীর্ব্বাদ তাঁরা সবে ॥ ৪০৫
ব্রাহ্মণের সন্তোষণ হয় যে করণে।
ইহা হৈতে আর কার্য্য আছে কি ভুবনে ॥ ৪০৬
শুনিয়া প্রিয়ার বাণী আনন্দিত-মন।
আপন আশ্রমে প্রভু করিলা গমন ॥ ৪০৭
রণবেশ ছাড়ি রাম আসনে বসিলা।
লক্ষ্মণ সলিল আনি পদ প্রক্ষালিলা ॥ ৪০৮
জানকী প্রভুর অঙ্গে দেখি বাণব্রণ।
নিজ কর-পদ্মে করি করেন মার্জ্জন ॥ ৪০৯
তবে শ্রম-দূর লাগি করিলা শয়ন।
জানকী করেন প্রভুপাদ-সম্বাহন ॥ ৪১০
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪১১

ইতি শ্রীরামরসায়নে আরণ্যককাণ্ডলীলা-
বর্ণনে সসৈন্য-খরবধো নাম
তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মারীচ-বধ।

সীতামর্ণিং হর্ত্তুমনা দশাস্যঃ,
স্বং দূরমানেতুমুপাহিনোদযম্।
তং মারয়ন্ স্বর্ণতনূজভেকং,
জীয়াৎ সদা রাঘব-নাগরাজঃ ॥ ১

হেনমতে রামচন্দ্র রহিলা কাননে।
হায় আর বাক্য কেন স্ফুরে না বদনে ॥ ২
বুঝি শূর্পণখা এবে লঙ্কাপুরে যায়।
তাহাই ভাবিয়া মন বড় ব্যথা পায় ॥ ৩
রামবনবাস-রবি তাপ দিতেছিল।
জানকীহরণ-অগ্নি তাহাতে বেড়িল ॥ ৪
কিরূপেতে বর্ণন করিব এই কথা।
স্মরণ হইয়া মনে বাড়িতেছে ব্যথা ॥ ৫
যদি বা কঠিন আমি করিয়ে বর্ণন।
শুনিবেন কিরূপেতে সহৃদয়গণ ॥ ৬
এত ভাবি ভাবি কথা করিতে বর্ণন।
কোনোমতে উৎসাহ না করে মোর মন ॥ ৭
অরে মন এখন ভাবিলে কি হইবে।
প্রভু দেশে না গেলে উদ্বেগ না ঘুচিবে ॥ ৮
কিন্তু শুন এহ লীলা দুঃখহেতু নয়।
আপাত শুনিতে দুঃখ কিন্তু সুখময় ॥ ৯
যেন ওলা সুকঠিন আপাত দেখিতে।
কিন্তু অতি মিষ্ট লাগে খাইতে খাইতে ॥ ১০
ইহা না হইলে এ সকল লীলাগণ।
হনুমান কিরূপেতে করেন শ্রবণ ॥ ১১

শ্রীভক্তবশতা নাম সদ্‌গুণ ইহায়।
প্রভুর প্রকাশ হইবেন সর্ব্বথায় ॥ ১২
অতএব দুঃখভয় করিয়া বর্জ্জন।
কর উপস্থিত রাম-বিলাস বর্ণন ॥ ১৩
শূর্পণখা দেখি সব সৈন্যের মরণ।
অতিশয় ভীত হয়্যা কৈল পলায়ন ॥ ১৪
সিন্ধু পার হয়্যা লঙ্কা-পরবেশ করি।
রাবণের আগে যায় সভার ভিতরি ॥ ১৫
বসিয়াছে পাত্রমিত্র লয়্যা দশানন।
হেনকালে শূর্পণখা দিল দরশন ॥ ১৬
নাহি তার মুখে নাসা ওষ্ঠ কর্ণদ্বয়।
দেখযে সকল লোক হয়্যা সসংশয় ॥ ১৭
কেহ কেহ করি তার রূপ নিরীক্ষণ।
ঢাকিতে না পারে হাস্য করিয়া যতন ॥ ১৮
তাহা দেখি অতিশয় কোপযুক্ত-মন।
রাবণ-নিকটে সেই করিল গমন ॥ ১৯
বাচাল দুঃশীল সেই রাবণভগিনী।
রাবণেরে রোষাইতে কহে কু-কাহিনী ॥ ২০
গেল গেল মহারাজ রাজত্ব তোমার।
গেল গেল মর্য্যাদা সকল-অধিকার ॥ ২১
গেল গেল তোমা হৈতে রাক্ষসের মান।
গেল গেল আর না রহিব লঙ্কাখান ॥ ২২
নাহি কর নিজ রাজ্যে কিছু অবধান।
কেবল করহ সদা মধু মদ্য পান ॥ ২৩
রমণী লইয়া কর সর্ব্বদা বিহার।
ইহাতেই হেন রাজ্য কৈলে ছারখার ॥ ২৪
সদা কামে সমাসক্ত হয় যে নৃপতি।
তারে বহুমান নাহি করে প্রজাততি ॥ ২৫
যে কালে যে কর্ম্ম করিবারে হয় ন্যায্য।
তাহা না করিলে রাজা হয় ভ্রষ্টরাজ্য ॥ ২৬
আপনার রাজ্য যদি রক্ষা নাহি করে।
সে সব নৃপতি মিথ্যা রাজা নাম ধরে ॥ ২৭
নৃপতিরে সর্ব্বত্র রাখিতে হয় চর।
তার দ্বারা ভদ্রাভদ্র করিবে গোচর ॥ ২৮
চর দ্বারা নৃপে সব জানিবারে হয়।
এই লাগি চারচক্ষু তারে শাস্ত্রে কয় ॥ ২৯
তোমার অনেক রাজ্য কিন্তু নাহি চার।
ইহাতে কিরূপে আর থাকে অধিকার ॥ ৩০

তুমিহ নিতান্ত লুব্ধ প্রমত্ত অলস।
না জানিছ উপস্থিত বিষম সাধ্বস ॥ ৩১
চিরদিন অধিকার ছিল জনস্থানে।
ঘোর শত্রু বাস করিয়াছে সেই স্থানে ॥ ৩২
তাহারে আশ্রয় করি যত ঋষিগণ।
নির্ভয়েতে করিতেছে তপ আচরণ ॥ ৩৩
তাহাদের যজ্ঞে ইন্দ্র আদি দেবচয়।
আহুতি গ্রহণ করে আসিয়া নির্ভয় ॥ ৩৪
এ সকল তুমি নাহি জান কিছুমাত্র।
কিরূপেতে হইবে এ রাজত্বের পাত্র ॥ ৩৫
যদি রাজ্যে রাজার না থাকে অধিকার।
কিছু কার্য্য নাহি আছে বাঁচিয়া তাহার ॥ ৩৬
লোষ্ট-পাংশু-কাষ্ঠেতে বরঞ্চ কার্য্য হয়।
নষ্টরাজ্য রাজা কোনো কার্য্যে যোগ্য নয় ॥ ৩৭
এতেক শুনিয়া শূর্পণখার বচন।
ঘোরতর ক্রোধেতে জ্বলিল দশানন ॥ ৩৮
দশ মুণ্ডে বিশ চক্ষু ঘুরয়ে সঘন।
আপন ভগিনী প্রতি করে জিজ্ঞাসন ॥ ৩৯
দুর্ম্মুখি! আমার প্রতি এত কুবচন।
কহিতেছ তুমি আজি কিসের কারণ ॥ ৪০
মারিয়াছি রণস্থলে আমি তোর স্বামী।
সেই লাগি সহি তোর কটু কথা আমি ॥ ৪১
দেখিতেছি নাহি তোর নাসা-ওষ্ঠ-কাণ।
করিলেক কোন্ জন হেন অপমান ॥ ৪২
ভগিনীর রূপ দেখি দহিছে হৃদয়।
দশমুখে দশানন দাপ করি কয় ॥ ৪৩
হেন বলবান্ কেবা হেন বলবান্।
আমি বিদ্যমানে তোর কাটে নাসা-কাণ ॥ ৪৪
এমত সাহস করে এমত সাহস।
নাহি বাসে আমা হৈতে মানসে সাধ্বস ॥ ৪৫
এমত দুর্ম্মতি কার এমত দুর্ম্মতি।
দূত পাঠাইল প্রেত-পতি কার প্রতি ॥ ৪৬
নিকট মরণ কার নিকট মরণ।
তক্ষকের পুচ্ছে কৈল কেবা পদার্পণ ॥ ৪৭
আশ নাহি প্রাণে কার আশ নাহি প্রাণে।
প্রবেশ করিল কেবা ব্যাঘ্রের বয়ানে ॥ ৪৮
ধরিল শমনে কারে ধরিল শমনে।
সাগরে কে দিল ঝাঁপ আলম্ব বিহনে ॥ ৪৯

বাসনা মরণে কার বাসনা মরণে।
দেখিতে না পায় শির কেবা দরপণে॥ ৫০
প্রাণ হারাইল কেবা প্রাণ হারাইল।
জতুগৃহে অগ্নি দিয়া তাহে কে শুতিল॥ ৫১
কহ তার নাম ভগ্নি কহ তার নাম।
কি লাগিয়া করিলেক এমত কুকাম॥ ৫২
কোন্‌স্থানে থাকে সেহ কোন্‌স্থানে থাকে।
এখনি কাটিব গিয়া আমিহ তাহাকে॥ ৫৩
এত শুনি শূর্পণখা আনন্দিত-মন।
পুনর্ব্বার রাবণেরে করে নিবেদন॥ ৫৪
দাদা আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে জনস্থানে।
গিয়াছিলুঁ আজি সেই পঞ্চবটীস্থানে॥ ৫৫
সেখানেতে দেখিলাম পরমসুন্দর।
রাম-নাম দশরথ-রাজার কোঙর॥ ৫৬
নব-দূর্ব্বাদল যিনি তাহার বরণ।
প্রতিঅঙ্গে জয় করে উপমান-গণ॥ ৫৭
তার সঙ্গে আছে তার কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ।
কামকোটি-কমনীয় সুবর্ণবরণ॥ ৫৮
দোঁহার শিরেতে জটা চীর পরিধান।
কুটীরে করয়ে বাস ধরে ধনুর্ব্বাণ॥ ৫৯
রামের সঙ্গেতে আছে তাহার গৃহিণী।
সীতা তার অভিধান জনক-নন্দিনী॥ ৬০
তাহার যেমত রূপ কৈলুঁ নিরীক্ষণ।
শতেক বৎসর তাহা না হয় বর্ণন॥ ৬১
এত শুনি তুষ্ট দশানন সুপ্রমন।
তবে তবে বলি তারে করে জিজ্ঞাসন॥ ৬২
তত কোপ না হইল ভগ্নি-বিমাননে।
যত কাম হল্য তার সীতার শ্রবণে॥ ৬৩
তবে শূর্পণখা অতিসানন্দ-অন্তরে।
কহিবারে আরম্ভিলা পুন লঙ্কেশ্বরে॥ ৬৪

শুন শুন শুন শুন হে ভূপ,
নিবেদন করি সীতার রূপ,
ভুবন-ভিতরি সেমত সুন্দরী.
নাহি দেখি কোনোস্থলে।
আছুক দূরেতে দেখার দায়,
শ্রবণেও কভু শুনা না যায়,
দরশন করি তাহার মাধুরী,
ঘৃণা লাগে স্ত্রীসকলে॥ ৬৫
মনুজ-ভুজগ কিন্নর-নারী,
যত বিদ্যাধরী সুর-সুন্দরী,
ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী শঙ্কর রমণী,
কেহো তার সম নয়।
অপর কি কব রাক্ষস-রাজ,
কহিবারে মুখে বাসিছে লাজ,
রাণী মন্দোদরী তাহার কিঙ্করী
বুঝি হত্যে না পারয়॥ ৬৬
কিবা সে সুন্দর বরণখানি,
গলিত কুন্দন কাঞ্চন জিনি,
চমরীচামর-সুন্দর চিকুর,
মুখ দেখি শশী লাজে।
খঞ্জনগঞ্জন নয়নশোভা,
ভুরুযুগে কালফণীর আভা,
বান্ধুলীর ফুল জিনিয়া রাতুল,
কিবা সে অধর রাজে॥ ৬৭
মৃণাল জিনিয়া কোমল ভুজে,
মণিময় নানা ভূষণ সাজে,
নব কিশলয় জিনি করদ্বয়,
তাহে নখ মণিপাতি।
মাঝা কৃশতর কেশরী জিনি,
কিবা রোমাবলী যেমত ফণী,
সুবিশাল কটি তাহে পরিপাটী,
কিঙ্কিণী বসন ভাঁতি॥ ৬৮
করিকর হেন উরু সুঠাম,
মনে হয় যেন কনক-থাম,
চরণযুগল যেন শতদল,
অলি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
শ্রীরঘুনন্দন-বামেতে বসি,
হাসিছে খসিছে অমিয়ারাশি,
অঙ্গের সৌরভে মুনি-মনলোভে,
কি দোষিব ভ্রমরাকে॥ ৬৯

সে জানকী যদি হয় তব পট্টরাণী।
তবে বিধাতারে বিবেচক বলি মানি॥ ৭০
যে পুরুষে সীতা না করিল আলিঙ্গন।
ব্যর্থ কেন করে সেহ জীবন ধারণ॥ ৭১
তাহা বিনে তোমার এ সুবর্ণ-নগরী।
আমি অন্ধকারময় নিরীক্ষণ করি॥ ৭২

হরি আনিয়াছ তুমি অনেক রমণী।
কিন্তু তার দাসীর দাসীতে নাহি গণি ॥ ৭৩
যদি তুমি নিরীক্ষণ করহ তাহারে।
না পারিবে কোনোমতে ধৈর্য্য ধরিবারে ॥ ৭৪
সেই নারী দেখি দাদা তোমার লাগিয়া।
গিয়াছিলুঁ আমি তারে আনিতে হরিয়া ॥ ৭৫
সেই লাগি রামের অনুজ যে লক্ষ্মণ।
কাটিল আমার ওষ্ঠ নাসিকা শ্রবণ ॥ ৭৬
তবে আমি খর-আগে গিয়া জনস্থানে।
জানাইলুঁ আপনার এই অপমানে ॥ ৭৭
সেই পাঠাইলা বীর চতুর্দ্দশ জন।
চৌদ্দবাণে রাম সবে কৈলা সংহরণ ॥ ৭৮
পরে চৌদ্দসহস্র রাক্ষস-সেনা নিয়া।
আপুনি সাজিল খর কুপিত হইয়া ॥ ৭৯
রামের বিক্রম কিবা করিব বর্ণন।
দুইদণ্ডে সব সেনা কৈল সংহরণ ॥ ৮০
বাণের গ্রহণ ত্যাগ ধনু আকর্ষণ।
না দেখি কেবল দেখি সেনার মরণ ॥ ৮১ *
বধ করি দূষণ ত্রিশিরা বীরবরে।
সকল শেষেতে শেষ করিলেক খরে ॥ ৮২
অতএব যদি কিছু পরাক্রম থাকে।
তবে শীঘ্র যাত্যে হয় বধিতে তাহাকে ॥ ৮৩
তারে মারি মারি তার অনুজ লক্ষ্মণ।
জানকীরে কর লঙ্কাপুরে আনয়ন ॥ ৮৪
ইথে লভ্য হবে অতিচমৎকৃত নারী।
ত্রিভুবনে হইবেক যশ মনোহারী ॥ ৮৫
রামের দমন যদি না পার করিতে।
নাহি রবে রাজ্য হবে দুর্যশ ভূমিতে ॥ ৮৬
এ সকল ভাবিয়া মনেতে যেই লয়।
তাহাই করহ শীঘ্র গৌণ যোগ্য নয় ॥ ৮৭
এত শুনি দশানন আনন্দিত-মতি।
কহিছে সান্ত্বনা করি শূর্পণখা প্রতি ॥ ৮৮
যাহ যাহ ভগিনি না করহ ক্রন্দন।
তোষিব রামেরে বধি আমি তোর মন ॥ ৮৯

* একা ধনুর্দ্ধর চৌদ্দসহস্র রাক্ষসে।
একি একি দুইদণ্ডে নিলা যম-বাসে ॥

লক্ষ্মণের নাসা-কর্ণ কাটিয়া অসিতে।
ধরিয়া আনিয়া দিব তোমারে খাইতে ॥ ৯০
রামের গলের রক্ত তোরে পিয়াইব।
জানকীরে আনি তোর দাসী করি দিব ॥ ৯১
জানহ আমার যেন বীর্য্য পরাক্রম।
আমিহ রামেরে গণি পিপীলিকা-সম ॥ ৯২
জয় করিয়াছি রণে যত দেবগণ
আজ্ঞাবহ হয়্যা তারা করিছে সেবন
কিন্নর দানব দৈত্য বিদ্যাধর যক্ষ।
জয় করিয়াছি আমি কত লক্ষলক্ষ
তাহে ক্ষুদ্র মানুষ সহায়-সৈন্যহীন
দুই নরে আমি দেখি তৃণ হৈতে ক্ষীণ ॥ ৯৫
যাহ যাহ ঘরে যাহ সুস্থ কর মন।
অদ্যই করিব আমি তোমার সান্ত্বন ॥ ৯৬
এত কহি ভগিনীরে পাঠায়্যা মন্দিরে।
বিদায় করিল রাজা সকল মন্ত্রীরে ॥ ৯৭
একাকী বসিয়া মনে করয়ে চিন্তন।
কিরূপে করিব আমি রামের দমন ॥ ৯৮
কভু না হয়্যাছে মোর হেন অপমান।
কাটিলেক ভগিনীর ওষ্ঠ নাসা কাণ ॥ ৯৯
বধিলেক প্রাণ-সম ভ্রাতা দুইজন।
দ্বিসপ্ত সহস্র সেনা করিল মারণ ॥ ১০০
যদি বা সহিতে পারি এত অপমানে।
সীতা-রূপ শুনি মন ধৈর্য্য নাহি মানে ॥ ১০১
কিরূপে হইবে মোর সঙ্গ তার সনে।
কিরূপে বা আনিব তাহারে নিকেতনে ॥ ১০২
যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণেরে করি পরাজয়।
সীতারে আনিতে হয় হৃদয়ে সংশয় ॥ ১০৩
শুনিয়াছি শৌক্কল মুখেতে বল তার।
ভাঙ্গিয়াছে সেহ হরধনু মহাসার ॥ ১০৪
একা চৌদ্দসহস্র রাক্ষসে বিনাশিল।
ত্রিশিরা-দূষণ-খরে অক্লেশে মারিল ॥ ১০৫
অতএব সেহ ত সামান্য নর নয়।
আছয়ে তাহাতে দিব্যশক্তি অতিশয় ॥ ১০৬
সামান্য দেবতা অন্য কেহ না হইবে।
তা হইলে খর কেন সমরে হারিবে ॥ ১০৭
অতএব বুঝি হবে নারায়ণ-অংশ।
তাহা বিনে কে করিবে হরধনু ধ্বংস ॥ ১০৮

।তদূর পর্য্যন্ত করিয়া অনুমান।
তাবে আসুর-ভাবেতে হতজ্ঞান॥ ১০৯
।থবা না হবে বিষ্ণু অন্য কেহ হবে।
ষ্ণু হল্যে বনে কেন এত ক্লেশ সবে॥ ১১০
রধনু ভঙ্গ যেই করিলা সে জন।
রধির ঘটনা হবে তাহাতে কারণ॥ ১১১
।রের মারণে কিছু অসম্ভব নয়।
প্রাপ্তকাল হল্যে তৃণ-পরশে মরয়॥ ১১২
।র সাক্ষী নমুচি নামেতে দৈত্যপতি।
।াছিলা পূর্ব্বেতে শূর বলবান্ অতি॥ ১১৩
।র্থ হল্য ইন্দ্রবজ্র শরীরে তাহার।
।হ মল্য পাই সিন্ধু-ফেনের প্রহার॥ ১১৪
হকু সেহকু যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন।
।য়াবলে নিজকার্য্য করিব সাধন॥ ১১৫
।ারীচ জানয়ে মায়া বিবিধ প্রকার।
।ারে লয়্য নিজ কার্য্য করিব উদ্ধার॥ ১১৬
।ত ভাবি করিলেন কদর্য্য নিশ্চয়।
।হে হবে নিজকুল সমূলত ক্ষয়॥ ১১৭
।বে দুষ্ট একা গিয়া রথের মন্দিরে।
সজ্জা করিতে কহিলা সারথিরে॥ ১১৮
হ তার অভিপ্রায় জানিয়া সারথি।
।য়ামস এক রথ আনিলেক তথি॥ ১১৯
।হাতে পিশাচমুখ গর্দ্দভ জুড়িল।
।নুর্ব্বাণ আদি নানা অস্ত্র তুলি নিল॥ ১২০
।সই রথে চড়ি তবে দুষ্ট দশানন।
।ারীচের আশ্রমেতে করিলা গমন॥ ১২১
।র হৈতে দেখি রাজা মারীচের বেশ।
।গচর্ম্ম পরিধান জটাময় কেশ॥ ১২২
।শ-হস্ত ললাটে তিলক সুশোভন।
।শাসনে বসি করে যজ্ঞ-আয়োজন॥ ১২৩
।খিয়া রাবণ রাজা কহে হাসি হাসি।
।য়্যাছে মারীচ এক বিড়াল-সন্ন্যাসী॥ ১২৪
তবে রাজা নিকটে আসিয়া দেখা দিল।
মারীচ দেখিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল॥ ১২৫
একি ভাগ্য এ কি ভাগ্য বলে ঘনেঘন।
বসিতে আনিয়া দিল দিব্য কুশাসন॥ ১২৬
রথ হৈতে নামি রাজা বসিলা আসনে।
মারীচ অতিথি-ভাবে করিলা পূজনে॥ ১২৭
তবে নিকটেতে বসি মধুর বচনে।
মারীচ জিজ্ঞাসা করে কিছু দশাননে॥ ১২৮
কহ কহ মহারাজ অদ্য কি কারণ।
আমার আশ্রমে তুমি কৈলে আগমন॥ ১২৯
সঙ্গেতে না দেখি কোনো পাত্র-মিত্র জন।
দেখি যেন তোহে কিছু বিষন্ন বদন॥ ১৩০
অনুমান হয় যেন আছহ চিন্তিত।
যদি যোগ্য হয় তবে বলহ ত্বরিত॥ ১৩১
যদি সাধ্য হয় কোনো বিষয় আমার।
কহ তাহা করি মন তুষিব তোমার॥ ১৩২
রাবণ বোলয়ে শুন শুন মহামতি।
অযোধ্যায় ছিল দশরথ নরপতি॥ ১৩৩
জান তার পুত্র রাম অপর লক্ষ্মণ।
ভরত শত্রুঘ্ন হয় এই চারিজন॥ ১৩৪
ভরত শত্রুঘ্ন তাহে হয় গুণবান্।
এ লাগি কর্য়াছে তাহাদিগে রাজ্যদান॥ ১৩৫
অন্য দুই পুত্র হয় অতিশয় দুষ্ট।
দুঃশীল কর্কশ মূর্খ লুব্ধ কামী রুষ্ট॥ ১৩৬
অতএব রাজা তাহা হৈতে পাই ত্রাস।
রাজ্যচ্যুত করিয়া দিয়াছে বনবাস॥ ১৩৭
সেই দুইজন আসি পঞ্চবটী বনে।
বাস করি আছে সীতানাম-নারী সনে॥ ১৩৮
মুনির সমান বেশ ধরে ধনু-অসি।
চৌর্য্য করে নানাস্থানে কপট-তপসী॥ ১৩৯
আমিহ ভগ্নীরে সেই পঞ্চবটী বনে।
দিয়াছি রাজত্ব করি জানে সর্ব্বজনে॥ ১৪০
সেহ বিহরিতে গিয়াছিল সেই বনে।
বিবাদ না করে কিছু তাহাদের সনে॥ ১৪১
তথাপি রামের ভাই কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ।
কাটিল ভগ্নীর ওষ্ঠ নাসিকা শ্রবণ॥ ১৪২
তবে সে কহিলা গিয়া খরের গোচরে।
সেহ পাঠাইয়া দিল চৌদ্দ নিশাচরে॥ ১৪৩
জিজ্ঞাসা করিতে আল্য তারা শিষ্টাচারে।
উত্তর না দিয়া রাম বধিল সবারে॥ ১৪৪
তবে খর দূষণ অধিক ক্রুদ্ধ হয়্যা।
সংগ্রাম করিতে গেলা সব সেনা লয়্যা॥ ১৪৫
করিলেক বীরগণ তুমুল সংগ্রাম।
ক্ষণদোষে কিন্তু সবে বধিলেক রাম॥ ১৪৬

ভগ্নী-অপমানে আর ভ্রাতার নির্ঘাণে।
পুড়িছে আমার চিত্ত ধৈর্য্য নাহি মানে ॥ ১৪৭
এ লাগি কাতর হয়্যা কৈল্যুঁ আগমন।
মোর এক বাক্য তুমি করহ পালন ॥ ১৪৮
তুমি মোর সব কার্য্যে পরম সহায়।
তোমার সমান আর কেহ নাহি ভায় ॥ ১৪৯
দশশত-মত্তহস্তি-সম বলবান্।
তুমি হও শূর নানা মায়াতে বিদ্বান্ ॥ ১৫০
তুমি যদি থাক মোর সাহায্যে চেষ্টিত।
তবে দেবগণে নাহি গণে মোর চিত ॥ ১৫১
অতএব তোহে আমি করিয়ে প্রার্থন।
মোর সঙ্গে চল তুমি পঞ্চবটী বন ॥ ১৫২
সেথা যাই ধরি স্বর্ণ-হরিণ-মূরতি।
জানকীর আগেতে করিবে গতাগতি ॥ ১৫৩
তাহা দেখি জানকী তোমারে ধরিবারে।
কহিবেক রাম-লক্ষ্মণেরে বারে বারে ॥ ১৫৪
সীতার বচনে তারা তব পাছুভিতে।
যাইবেক তোমারে ধরিব করি চিতে ॥ ১৫৫
তুমি তাহাদিগে ভুলাইয়া ক্রমে ক্রমে।
চলিয়া যাইবে দূরকাননে সম্ভ্রমে ॥ ১৫৬
তবে আমি শূন্য ঘর পাইয়া সীতারে।
ছলে বলে হরি লয়্যা যাইব লঙ্কারে ॥ ১৫৭
তুমিহ সেখানে মৃগ-মূর্ত্তি পরিহরি।
দুইজনে বধিবে আপন মূর্ত্তি ধরি ॥ ১৫৮
মারিয়াছে তারা যে সকল নিশাচর।
তারা কেহো নহে তোমা-সম বলধর ॥ ১৫৯
অথবা তাদ্দের বধে কিবা প্রয়োজন।
চলিয়া আসিবে তুমি করিয়া বঞ্চন ॥ ১৬০
এই মোর প্রিয় কর্ম্ম করিয়া বিধান।
ঘুচাও আমার শোক আর অপমান ॥ ১৬১
তুমি বিনে এ কর্ম্ম সাধয়ে হেনজন।
লঙ্কামাঝে মোর নাহি হয় দরশন ॥ ১৬২
অতএব মোর প্রতি প্রকটিয়া প্রীত।
চলহ আমার সঙ্গে তুমিহ ত্বরিত ॥ ১৬৩
মারীচ রাবণ মুখে রাম কথা জানি।
নীরব হইয়া রহে অতিভীত-প্রাণী ॥ ১৬৪
শুষ্ক হইয়াছে তার হৃদয় বদন।
নখে করি ভূমিতলে করয়ে লিখন ॥ ১৬৫

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি কথোক্ষণ পরে।
কহিতে লাগিল ধীরে ধীরে লঙ্কেশ্বরে ॥ ১৬৬
শুন শুন মহারাজ আমার বচন।
অবজ্ঞা না করিবে না করি বিবেচন ॥ ১৬৭
প্রিয়বাদী জন হয় সর্ব্বত্র সুলভ।
অপ্রিয় পথ্যের বক্তা শ্রোতাও দুর্লভ ॥ ১৬৮
করিয়াছ যে মন্ত্রণা তুমি মহাশয়।
আমার বুদ্ধিতে ইহা ভাল নাহি লয় ॥ ১৬৯
স্ত্রী-বাক্যে রামের সঙ্গে বিবাদ করিতে।
আমি নারি কোনোমতে অনুমতি দিতে ॥ ১৭০
দোষগুণ বলাবল করি বিবেচন।
করিবেক নৃপতি বিবাদ আরম্ভণ ॥ ১৭১
দেখ তাহে শ্রীরামে না দেখি দোষ-লেশ।
যত গুণ আছে তাহা দেখি সবিশেষ ॥ ১৭২
সুশীল সুবুদ্ধি সদাচার সত্যবাদী।
কৃপাবান্ ক্ষান্ত দান্ত শান্ত নির্বিবাদী ॥ ১৭৩
বীর ধীর সুস্থির গভীর বলবান্।
গুণজ্ঞ কৃতজ্ঞ দক্ষ ঋজু মতিমান্ ॥ ১৭৪
বিনীত বদান্য মহাসত্ত্ব প্রিয়ম্বদ।
সর্ব্বলোক-প্রিয় সাধু নীতির আস্পদ ॥ ১৭৫
শুনিয়াছ তুমি যেই তাঁহার দূষণ।
সে কেবল অতি দুষ্ট লোকের কল্পন ॥ ১৭৬
ধর্ম্ম-সঙ্কটেতে তরাইতে স্বপিতারে।
রাজ্য ছাড়ি সেহ আল্য বনের মাঝারে ॥ ১৭৭
নাহি করে কখনো কাহারো অপরাধ।
তুমি কেন তার সনে বাদে কর সাধ ॥ ১৭৮
তাহে সেই মহাপরাক্রম মহাবল।
তার সঙ্গে বিবাদ করিয়া নাহি ফল ॥ ১৭৯
সেহ ধর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্মনিষ্ঠা-ভার্য্যা তার।
নাহি সুখ হবে তারে হরিয়া তোমার ॥ ১৮০
সহস্র সহস্র আছে রমণী আগারে।
তবে কেন হরিবারে চাহ রাম-দারে ॥ ১৮১
যাহ যাহ ডাকিয়া উত্তর মন্ত্রিগণ।
দোষ-গুণ বিবেচিয়া কর-গা মন্ত্রণ ॥ ১৮২
অন্য মন্ত্রী যে হকু ডাকিয়া বিভীষণে।
মন্ত্রণা নিশ্চয় কর গিয়া তার সনে ॥ ১৮৩
ত্রিজটা রাক্ষসী আছে বিজ্ঞ সত্যভাষী।
করিবে যে ইষ্ট হয় তাহারে জিজ্ঞাসি ॥ ১৮৪

মোর পরামর্শ এই হইল নিশ্চয়।
কোনোমতে রামসঙ্গে দ্বন্দ্ব যোগ্য নয় ॥ ১৮৫
যদি কথা না মানিয়া করহ এ ক্রিয়া।
বিপদ ঘটিতে পারে এই মোর হিয়া ॥ ১৮৬
সুহৃৎ হইলে হিত কহিবারে হয়।
কহিলাম তেঁই কর যেই মনে লয় ॥ ১৮৭
শুনিয়া মারীচমুখে এতেক বচন।
বিস্তর হাসিয়া তারে কহে দশানন ॥ ১৮৮
মারীচ তোমারে জানি মোরা বলবান।
বচন কহিলে কেন ক্লীবের সমান ॥ ১৮৯
সহজে মনুষ্যসব ভক্ষ্য মোসবার।
তাহা হৈতে ভয় কেন তব এ প্রকার ॥ ১৯০
তাহে রাম সহায়-সম্পত্তি-সৈন্য-হীন।
কি করিবে মোসবার সেহ অতিদীন ॥ ১৯১
অতএব না করহ কোনোমতে ডর।
চলহ আমার সঙ্গে তুমিহ সত্বর ॥ ১৯২
এত শুনি মারীচ ভয়েতে কম্পবান।
পুনর্ব্বার কহিছে রাবণ-বিদ্যমান ॥ ১৯৩
মহারাজ রাম-সঙ্গে নাহিক সাক্ষাৎ।
এই লাগি কহিতেছ তুমি হেন বাত ॥ ১৯৪
আমি জানি তার বীর্য্য বিক্রম যেমন।
সেইহেতু ভয়ে মোর কাঁপয়ে জীবন ॥ ১৯৫
শুন শুন পূর্ব্বে আমি বলেতে গর্ব্বিত।
ভ্রমিতাম বনে বহু-রাক্ষস-বেষ্টিত ॥ ১৯৬
করিতাম বিপ্র-ঋষি-সুরভি-হিংসন।
যজ্ঞভঙ্গ তপোভঙ্গ পরস্ত্রীধর্ষণ ॥ ১৯৭
তাহা জানি বিশ্বামিত্র মহাতপোধন।
অযোধ্যায় গিয়া রামে কৈলা আনয়ন ॥ ১৯৮
তার পর মুনি কৈলা যজ্ঞ আরম্ভণ।
তাহা ভাঙ্গিবারে মোরা করিলুঁ গমন ॥ ১৯৯
দেখি তাহা রঘুবীর ধনুর্ব্বাণ হাতে।
বারণ করিলা মোসবারে হিত বাতে ॥ ২০০
অবজ্ঞা করিয়া মোরা তাহা না শুনিয়া।
উপদ্রব আরম্ভিলুঁ মদেতে মাতিয়া ॥ ২০১
মারিলেন রাম মোর হৃদে এক বাণ।
তাহে মূর্চ্ছা পাই আমি হারাইলুঁ জ্ঞান ॥ ২০২
ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই রাম-শরাঘাতে।
পড়িলাম আমি আসি ভূমিতে লঙ্কাতে ॥ ২০৩
প্রহরেক পরে পুন পাইয়া চেতন।
বহুকষ্টে প্রবেশিলুঁ আপন ভবন ॥ ২০৪
মোর সঙ্গে গিয়াছিল যত নিশাচর।
রাম-শরে তারা গেলা শমন-নগর ॥ ২০৫
এ কর্ম্ম করিলা পঞ্চদশ-সম্বৎসরে।
এখন হয়্যাছে যুবা কে পারে সমরে ॥ ২০৬
আর এক বৃত্তান্ত শুনহ মহারাজ।
অতি অল্প দিন হয়্যাগেছে এই কাজ ॥ ২০৭
রাম আইলের পর পঞ্চবটী বনে।
একদিন আমি গিয়াছিলুঁ সে কাননে ॥ ২০৮
সঙ্গে দুই মৃগমূর্ত্তি নিশাচর করি।
আপুনিহ সেই মত মৃগমূর্ত্তি ধরি ॥ ২০৯
হেনকালে রাম পুষ্পচয়ন করিয়া।
অগ্রেতেই উপস্থিত হইলা আসিয়া ॥ ২১০
তাহা দেখি পূর্ব্বের শত্রুতা সুমরিয়া।
তাহারে বধিব বলি হৃদয়ে ভাবিয়া ॥ ২১১
সেই দুই নিশাচর-সঙ্গেতে মিলিয়া।
ধাইলাম তার প্রতি কুপিত হইয়া ॥ ২১২
তাহা দেখি শ্রীরাম তেজিলা তিন বাণ।
দুই বাণে তারা দোঁহে তেজিলা পরাণ ॥ ২১৩
আমি অতি ভয়েতে করিলুঁ পলায়ন।
সমুদ্র পর্য্যন্ত বাণ কৈল আগমন ॥ ২১৪
অতিকষ্টে প্রবেশিয়া লঙ্কার ভিতরে।
সুস্থ হইলাম আমি কিছুকাল পরে ॥ ২১৫
নর হস্তে পাই অপমান দুইবার।
বহুই ধিক্কার হল্য অন্তরে আমার ॥ ২১৬
সেই লাগি পরিত্যাগ করি বন্ধু ঘর।
তপস্যা করিতে হইয়াছি বনচর ॥ ২১৭
কিন্তু রাম হইতে হয়্যাছে হেন ভয়।
দেখি যেন সকল জগৎ রামময় ॥ ২১৮
রাকারাদি নাম যদি শুনি যার তার।
রামভয়ে হয় মন কাতর আমার ॥ ২১৯
এইরূপে ঠেকি জানিয়াছি তার বল।
তুমি নাহি জান তেঁই কহ এ সকল ॥ ২২০
আমিহ প্রার্থনা করি দেবতা সাক্ষাতে।
না ঠেকিতে হয় যেন তোহে তার হাতে ॥ ২২১
যে হকু সে হকু হিত-বাণী কহি তোহে।
রাম-সঙ্গে বাদ ভাল লাগে নাহি মোহে ॥ ২২২

আর শুন রামের সাক্ষাতে তার দার।
হরে হেন লোক নাহি ত্রিলোকমাঝার ॥ ২২৩
যদি কোনোমতে রাম যান দূরদেশে।
লক্ষ্মণ করিবা রক্ষা সীতারে অক্লেশে ॥ ২২৪
তাহার যেমন দেখি প্রভাব মূরতি।
তব সাধ্য নহে তার করিতে ব্যাহতি ॥ ২২৫
সেহ বা দূরেতে যদি করয়ে গমন।
তভু তব সাধ্য নহে জানকী-হরণ ॥ ২২৬
রামের রমণী কেবা পারে ছুঁইবারে।
অনলের জ্বালা কেবা পারে ধরিবারে ॥ ২২৭
যদি কোনোমতে দৈবে তাহাও বা হয়।
তবে জান আপনার জীবনে সংশয় ॥ ২২৮
রাম-সঙ্গে বাদ করি ব্রহ্মলোকে যাও।
তথাপি রামের হাতে রক্ষা নাহি পাও ॥ ২২৯
অতএব তেজিয়া দুষ্কর্ম্মে দুরাশয়।
ফিরি যাও দশানন আপন আলয় ॥ ২৩০
তোমার মঙ্গল হকু পুত্রের তোমার।
স্বস্তিমান্ হকু তব বন্ধু ভৃত্য দার ॥ ২৩১
তোমার প্রতাপে সুখে আছে লঙ্কাপুর।
সীতা আনি কেন তারে করহ আতুর ॥ ২৩২
ভগ্নী অপমানে আর ভ্রাতার মরণে।
হইয়াছে তোমার যতেক কোপ মনে ॥ ২৩৩
ক্ষমা কর সে সকল আমারে পাইয়া।
সকলেরে নাহি মার একের লাগিয়া ॥ ২৩৪
এ সকল কথা যদি না শুন আমার।
রাম-হাতে জীবনের সংশয় তোমার ॥ ২৩৫
এত শুনি কিঞ্চিৎ কুপিত দশানন।
কহিছে মারীচ প্রতি কর্কশ বচন ॥ ২৩৬
মারীচ দেখিয়ে তোরে অতিমন্দমতি।
নাহি জান তুমি কিছু রাজনীতি-গতি ॥ ২৩৭
রাজা যদি মন্ত্রীরে করয়ে জিজ্ঞাসন।
তবে তারে কহিবেক মধুর বচন ॥ ২৩৮
পথ্যবাক্য কহে যদি কর্কশ করিয়া।
তাহা শুনি সুখী নহে নৃপতির হিয়া ॥ ২৩৯
অগ্নি ইন্দ্র চন্দ্র যম আর ধনেশ্বর।
এ পাঁচের মূর্ত্তি ধরে যত নরবর ॥ ২৪০
অতএব সদা তার করিবে মানন।
অন্যথা করিলে তার সুখী নহে মন ॥ ২৪১
তুমি এসকল কিছু না জান অজ্ঞানী।
মোর প্রতি কহিতেছ তেঁই মন্দবাণী ॥ ২৪২
করিতেছ রিপুর প্রশংসা মোর আগে।
যাহা শুনি সবার হৃদয়ে কোপ জাগে ॥ ২৪৩
তোর প্রতি আমার বড়ই স্নিগ্ধ মন।
এই লাগি সহি তোর এতেক গঞ্জন ॥ ২৪৪
যদি তোরে পুঁছিতাম আমি হিতাহিত।
তবে তোর মোরে শিক্ষা হইত উচিত ॥ ২৪৫
জিজ্ঞাসা বিহনে যেবা উপদেশ করে।
সে সম্মান নাহি পায় রাজবরাবরে ॥ ২৪৬
যে হউক সংপ্রতি আমার এই কথা।
করিতেই হবে তোরে না হবে অন্যথা ॥ ২৪৭
যদি তাহা না করিবে দুষ্ট নিশাচর।
তবে তোরে পাঠাইব আমি যমঘর ॥ ২৪৮
এত কহি পুন রাজা মিষ্ট বাণী কয়।
ভয়-প্রীতি বিনে কার্য্য সিদ্ধ নাহি হয় ॥ ২৪৯
যদি মোর এই কার্য্য পার সাধিবারে।
লঙ্কাতে অর্দ্ধেক রাজ্য অর্পিব তোমারে ॥ ২৫০
রাম হৈতে ভয় কেন করহ নিষ্ফল।
নরে কি করিবে মোসবার অমঙ্গল ॥ ২৫১
ইন্দ্রাদি দেবেরে আমি করিয়াছি জয়।
তাহা দেখি মনুষ্য হইতে কেন ভয় ॥ ২৫২
সীতা হরি মোরা যাব্যে সমুদ্রের পারে।
শত রাম আসিয়া কি করিবারে পারে ॥ ২৫৩
চৌদ্দ চতুর্যুগ হল্য রাজত্ব আমার।
সমবল শত্রু না দেখিনুঁ মধ্যে তার ॥ ২৫৪ *
দেবতা দানব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
যক্ষ রাক্ষসাদি সব মোর আজ্ঞাকর ॥ ২৫৫
লঙ্কাপুরে রাক্ষসের নাহি যমভয়।
একজন নর হৈতে তাহে কিবা হয় ॥ ২৫৬
অতএব লঙ্কা তেজি চলহ ত্বরিতে।
আপন জীবন মোর প্রণয় রাখিতে ॥ ২৫৭
রাবণের এত কথা মারীচ শুনিয়া।
কহিতে লাগিল পুন কুপিত হইয়া ॥ ২৫৮

* তথাচ শ্রীরামায়ণে—
চতুর্যুগপরাবৃত্ত্যা গতাশ্চ নব পঞ্চ চ।
ভুঞ্জানস্ত হি লোকাংস্ত্রীন্ ন মে প্রতিবলঃ ক্বচিৎ

নির্ব্বাণপ্রদীপ-গন্ধ সুহৃদ্-বচন।
না পায় না শুনে যার নিকটে মরণ॥ ২৫৯
কে দিল তোমারে এ দুর্ম্মতি উপদেশ।
যাহে অসংশয় হবে সবংশেতে শেষ॥ ২৬০
তোমার সুখেতে সুখী নহে যেই জন।
বুঝিলাম তাহাদের এই কুমন্ত্রণ॥ ২৬১
নিজে তারা না পারিয়া তোমারে বধিতে।
দিয়াছে এ দুষ্ট বুদ্ধি বিনষ্ট করিতে॥ ২৬২
রাজা যদি দুষ্ট-পথে করয়ে গমন।
মন্ত্রিসব যুক্তিমতে করিবে বারণ॥ ২৬৩
তাহা না করিয়া যেই দেয় দুষ্ট মতি।
শত্রু করি কহে তারে শ্রুতি-স্মৃতিভর্তি॥ ২৬৪
যে রাজাও নাহি শুনে উত্তমমন্ত্রণ।
না করিতে পারে সেই রাজ্যের পালন॥ ২৬৫
অতি ক্রূরস্বভাব যে হয় নরপতি।
তার রাজ্যে কোনোমতে নাহি অব্যাহতি॥ ২৬৬
তাহাকে আশ্রয় করি থাকে যেই জন।
তাহারাও নাহি হয় কুশল-ভাজন॥ ২৬৭
যেন অন্ধ সারথির দোষের দ্বারায়।
রথারূঢ় লোকসব পথে দুঃখ পায়॥ ২৬৮
অন্যের পাপেও নষ্ট হয় অন্যজন।
ব্যাঘ্র লাগি বনদাহে যেন মৃগগণ॥ ২৬৯
অতএব বুঝিলাম তোমার দোষেতে।
বিনষ্ট হইল লঙ্কা এবে সমূলেতে॥ ২৭০
দেখিবে আপন পুরী তুমি ভস্মময়।
প্রাণ-হীন হাতী ঘোড়া পদাতিনিচয়॥ ২৭১
সকল রাক্ষসী নিজ-সমান করিতে।
কুমন্ত্রণা সৃজিয়াছে শূর্পণখা চিতে॥ ২৭২
তুমি হরি আনিলে সে রামের ভার্য্যায়।
না রবে সধবা নারী লঙ্কাপুরে প্রায়॥ ২৭৩
পূর্ব্বে তুমি নষ্ট করিয়াছ তার পতি।
তার শোধ দিতে সৃজিয়াছে এই মতি॥ ২৭৪
সে যেমন সুচরিতা তাহা সবে জানে।
তবে কেন এত ক্রোধ তার অপমানে॥ ২৭৫
রাম-কাছে কিছু দোষ করিয়া থাকিবে।
তাহা না করিলে কেন এ দণ্ড পাইবে॥ ২৭৬
কিম্বা নিজ নাসা-কর্ণ আপনি কাটিয়া।
মিথ্যা কহি দিতেছে বিবাদ লাগাইয়া॥ ২৭৭
খরের বিনাশে যদি ক্রোধ হয় চিতে।
সসৈন্যে সাজিতে হয় সংগ্রাম করিতে॥ ২৭৮
তোমার যেমত বল বিক্রম যেমন।
আমার অজ্ঞাত তাহা নহে দশানন॥ ২৭৯
তোহে জয় করিল অর্জ্জুন ভূমিপতি।
তারে হারাইলা ভৃগুরাম মহামতি॥ ২৮০
তার দর্পচূর্ণ কৈলা যেই ঘুমণি।
কি সাহসে তুমি তার হরিবে রমণী॥ ২৮১
চাপ-খড্গ কাষ্ঠ যার শর জ্বালা যার।
হেন রামানলে প্রবেশিতে সাধ্য কার॥ ২৮২
দেবগণে জয় করিয়াছ এই দর্পে।
নাহি ক্রুদ্ধ কর তুমি রাম-কালসর্পে॥ ২৮৩
যদি রাম কোপ করে মনের মাঝারে।
স্বর্গে হতে ইন্দ্রে দূর করিবারে পারে॥ ২৮৪
কুবের বরুণ যম যারে মনে করে।
বান্ধিয়া আনিতে পারে ভুজবল-ভরে॥ ২৮৫
যদি সেই রামচন্দ্র ইচ্ছা করে চিতে।
এমত অপর বিশ্ব পারয়ে রচিতে॥ ২৮৬
শুনিয়াছি আমি নানামুনির বদনে।
রামরূপে বিষ্ণু অবতীর্ণ এ ভুবনে॥ ২৮৭
সে বিষ্ণুর চরণের অঙ্গুষ্ঠপ্রহারে।
মনে আছে হয়্যাছিল সেই বলিদ্বারে॥ ২৮৮ *
যদি সত্য হয় সেই রামরূপধারী।
কোথা যাই বাঁচিবে হরিয়া তার নারী॥ ২৮৯
মোরে কহিতেছ তোরে অর্দ্ধ রাজ্য দিব।
প্রাণ গেলে রাজ্য লয়্যা কি কার্য্য করিব॥ ২৯০
যাহ যাহ গৃহে ফিরি যাহ দশানন।
দুষ্টের বুদ্ধিতে কেন মজাও জীবন॥ ২৯১
এত শুনি অত্যন্ত কুপিত দশানন।
পুনর্ব্বার মারীচেরে কহে দুর্ব্বচন॥ ২৯২
মারীচ হয়্যাছে বুঝি মৃত্যু অভিলাষ।
তেঁই কহিতেছ দুষ্ট মোরে দুষ্ট-ভাষ॥ ২৯৩
জন্মাবধি এ পর্য্যন্ত হেন দুর্ব্বচন।
আমি কারো মুখে কভু না কৈলুঁ শ্রবণ॥ ২৯৪

* অত্র প্রমাণং শ্রীভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ভূগোলবর্ণনে দ্রষ্টব্যম্।

আর যদি পুন তুই কহিবি এ বাতে।
এই খড়্গা করিয়া কাটিব তোর মাতে ॥ ২৯৫
যদ্যপি বাসহ তুমি আপন কল্যাণ।
উঠিয়া আমার সঙ্গে করহ পয়াণ ॥ ২৯৬
অন্যথা তোমার মুণ্ড করিয়া ছেদন।
করিব তাহাই যেই লয় মোর মন ॥ ২৯৭
এত কহি খরশাণ খড়্গ ধরি করে।
দশানন কোপে দন্ত কড়মড়ি বরে ॥ ২৯৮
তাহা দেখি ভয়েতে কম্পিত-কলেবর।
মনে মনে ভাবয়ে মারীচ নিশাচর ॥ ২৯৯
যেন ক্রূরাগ্রহ ধরিলেক দশানন।
বুঝিলাম হল্য ইথে নিশ্চয় মরণ ॥ ৩০০
যেমত রামের রূপ যেমত বিক্রম।
তাহে মনে হয় যেন বিষ্ণু দেবোত্তম ॥ ৩০১
অতএব তার হাতে যদি মৃত্যু হয়।
অবশ্য সদ্গতি তবে হইতে পারয় ॥ ৩০২
কি ফল হইবে মরি রাক্ষসের হাতে।
অতএব যাই রামচন্দ্রের সাক্ষাতে ॥ ৩০৩
এতেক নিশ্চয় করি মারীচ অন্তরে।
দশাননে নিবেদন করে যোড়করে ॥ ৩০৪
রাজা যদি নিতান্ত না শুনিলে বারণ।
করি তবে তুমি যেই কর আজ্ঞাপন ॥ ৩০৫
কিন্তু এই কর্ম্মে মোর তোমার লঙ্কার।
কারো ভাল না হইবে এই জ্ঞান সার ॥ ৩০৬
কেশে ধরা পর্য্যন্ত স্বামীকে ভৃত্য-হিত।
করিবেক এই আছে শাস্ত্রেতে নিশ্চিত ॥ ৩০৭
অতএব নিজ দোষ ক্ষালন-কারণ।
কহিয়াছি দুষ্ট কথা না কর গ্রহণ ॥ ৩০৮
এত শুনি রাবণ অধিক সুখিমন।
সন্নিপাতী শুনি যেন অপথ্য ভোজন ॥ ৩০৯
উঠি মারীচেরে করি দৃঢ় আলিঙ্গন।
পুনর্ব্বার কহিতেছে তারে দশানন ॥ ৩১০
এই বটে ইহা না হইবে কি কারণে।
বীরের উচিত কথা হল্য এতক্ষণে ॥ ৩১১
উঠ উঠ রথেতে করহ আরোহণ।
ক্ষণেক বিলম্ব আর না হয় সহন ॥ ৩১২
এত কহি মারীচেরে করেতে ধরিয়া।
রথে আরোহিলা রাজা সানন্দ হইয়া ॥ ৩১৩

চলিলা রাবণ রাজা জানকী হরিতে।
সন্নিপাতজ্বরী যেন সলিল খাইতে ॥ ৩১৪
নানাদেশ লঙ্ঘন করিয়া কতক্ষণে।
উপনীত হল্য গিয়া পঞ্চবটী বনে ॥ ৩১৫
রথ হৈতে নামি ধরি মারীচের করে।
কহিছে রাবণ রাজা তাহাকে সাদরে ॥ ৩১৬
রামের আশ্রম সখা এই বনে হয়।
অতএব আর আগে যাওয়া ভাল নয় ॥৩১৭ *
অতএব যার লাগি এথা আগমন।
তাহা কর আর যোগ্য নহে বিলম্বন ॥ ৩১৮
এত শুনি কামরূপী সেই নিশাচর।
নিজ মূর্ত্তি ঢাকি হল্য মৃগমূর্ত্তি-ধর ॥ ৩১৯
কিবা সে মৃগের শোভা, জগজ্জন-মনলোভা,
কিবা সব অঙ্গ জাম্বূনদ।
তাহে রজতের বিন্দু, মধ্যে মধ্যে যেন ইন্দু,
প্রবালনির্ম্মিত চারি পদ ॥ ৩২০
নীলমণিময় খুর, কিবা শোভা সুপ্রচুর,
দুই অর্দ্ধচন্দ্র দুই পাশে।
পৃষ্ঠে নীলমণি পাট, কিবা মনোহর ঠাট,
স্বর্ণসূত্রময় পুচ্ছ ভাসে ॥ ৩২১
নীল রক্ত সিত পীত, নানামণি-বিরচিত,
চারি শৃঙ্গ মনোহর কাঁতি।
স্ফটিকনির্ম্মিত মুখ, তাহা দেখি বাঢ়ে সুখ,
মুকুতাঘটিত দন্তপাঁতি ॥ ৩২২
রসনা প্রবালময়, নীলমণি-নেত্রদ্বয়,
ললাটেতে রজতে রচিত।
পত্রসম শ্যামবর্ণ, রত্নকৃত দুই কর্ণ,
ওষ্ঠ রক্তমণিতে ঘটিত ॥ ৩২৩
অতি সূক্ষ্ম সুচিক্কণ, সুকোমল রোমগণ,
বিবিধ আবর্ত্ত দুই ভিত।
হেন দিব্যমূর্ত্তি ধরি, সেহ যায় ধীরি ধীরি,
শ্রীরঘুনন্দনে ভুলাইতে ॥ ৩২৪
মারীচের হল্য শোভা অত্যাশ্চর্য্যময়।
অধিক প্রকাশে দীপ নির্ব্বাণসময় ॥ ৩২৫

* তথাচ শ্রীরামায়ণে—তং প্রতি রাবণ-বাক্যম্ "ক্রিয়তাং তৎ সখে শীঘ্রম্"। ইত্যাদি ॥

শ্রীরামচন্দ্রের বার্ত্তা যদি নাহি পান।
না রবে ইঁহার তবে কোনোমতে প্রাণ ॥ ১২৩
তাহা যদি হয় তবে মোর এত শ্রম।
মিথ্যা হইবেক আর সকল উদ্যম ॥ ১২৪
যবে জিজ্ঞাসিবা প্রভু কি কহিলা প্রিয়া।
কি উত্তর দিব তবে কথা না শুনিয়া ॥ ১২৫
দিয়াছেন আসিবার সময়ে অঙ্গুরী।
কি বলিয়া তাঁর আগে তাহা দিব ঘুরি ॥ ১২৬
যদি যাই সেথা সীতা-সন্দেশ না লয্যা।
দহিবেন প্রভু মোরে তবে ক্রুদ্ধ হয্যা ॥ ১২৭
অতএব জানকীর সঙ্গে সম্ভাষণ।
অবশ্য করিতে হয় আমারে এক্ষণ ॥ ১২৮
এমনো নির্জ্জন কাল আর না পাইব।
কিন্তু কিরূপেতে এই ব্যাপার সাধিব ॥ ১২৯
এইরূপ ক্ষণকাল করিয়া সংশয়।
করিলেন এই পরামর্শ সুনিশ্চয় ॥ ১৩০
মনুষ্য-সমান বাক্যে থাকি এই ঠাঁই।
প্রথম অবধি রাম-লীলা-কথা গাই ॥ ১৩১
তদেকহৃদয়া সীতা শুনি রাম-কথা।
নাহি পাইবেন চিতে কোনোমতে ব্যথা ॥ ১৩২
তার পরে ডাকিবা আমারে অগ্রদেশে।
কহিব সকল কথা তবে সবিশেষে ॥ ১৩৩
এত ভাবি সুমধুর স্বরের সঞ্চারে।
আরম্ভিলা রামলীলা-কথা কহিবারে ॥ ১৩৪
আছয়ে অযোধ্যানাম, পুরী অতি অভিরাম,
রঘুকুল-ভূপাল-বসতি।
তাহে সর্ব্ব-গুণালয়, আছিলেন মহাশয়,
দশরথ নামে নরপতি ॥ ১৩৫
তাঁর পুত্র চারিজন, রামচন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণ,
ভরত শত্রুঘ্ন-অভিধান।
জ্যেষ্ঠ তাহে রাম নাম, সকল সদ্গুণ ধাম,
পবিত্র করুণা-কীর্ত্তিমান্ ॥ ১৩৬
তিঁহ পিতৃ-আদেশেতে, লক্ষ্মণ-জানকীসাতে,
আসছিলা দণ্ডক-কাননে।
বধিলা দূষণ খর, তাহা শুনি লঙ্কেশ্বর,
ক্রুদ্ধ হয্যা গেলা সেই বনে ॥ ১৩৭
সেহ রামে ভুলাইয়া, দূর বনে পাঠাইয়া,
নির্জ্জন পাইয়া সেই স্থল।
রামভার্য্যা জানকীরে হরি লয্যা বলাৎকারে,
আনিয়াছে লঙ্কামাঝে খল ॥ ১৩৮
সে সীতার অন্বেষণ, করিবারে সযতন,
আমি করি সাগর-লঙ্ঘন।
রঘুবর-আজ্ঞা-ধন, শিরে করি আভরণ,
করিয়াছি এথা আগমন ॥ ১৩৯
শ্রীজানকী তেজি ব্যথা, মন দিয়া মোর কথা,
আপুনিহ করহ শ্রবণ।
লক্ষ্মণ অনুজ সহে, শ্রীরঘুনন্দন তোঁহে,
করাছেন কুশল ভাষণ ॥ ১৪০
এতেক পর্য্যন্ত কহি পবন-কোঙর।
মৌন হয্যা বসিলেন বৃক্ষের উপর ॥ ১৪১
সুধা-সম সেই বায়ু-পুত্রের বচন।
কর্ণ পাতি শ্রীজানকী করিলা শ্রবণ ॥ ১৪২
নাহি বোধ রামদূত-বচন বলিয়া।
তভু অতিশয় সুখী হল্যা তাঁর হিয়া ॥ ১৪৩
যেন নাহি থাকিলেও সুধা বলি জ্ঞান।
অতিশয় আনন্দিত করে সুধা-পান ॥ ১৪৪
তাহা শুনি তার বক্তা দেখিব বলিয়া।
চাহিলেন বৃক্ষপানে বদন তুলিয়া ॥ ১৪৫
সেইত শিংশপাতরু-শাখার উপরে।
দেখিলেন ক্ষুদ্রাকৃতি সেই কপিবরে ॥ ১৪৬
তাহা দেখি অতিশয় সশঙ্কিত-মন।
করিছেন হৃদয়েতে এইত চিন্তন ॥ ১৪৭
একি একি দেখিলাম কদর্য্য স্বপনে।
মোর মত অভাগিনী নাই ত্রিভুবনে ॥ ১৪৮
যে জন স্বপ্নেতে করে বানর দর্শন।
হয় তার অচিরাতে অশুভ ঘটন ॥ ১৪৯
যে হকু সে হকু মোর তাহে নাহি ব্যথা।
কুশলে থাকুন মাত্র শ্রীরাম সর্ব্বথা ॥ ১৫০
কুশলে থাকুন মোর লক্ষ্মণ দেবর।
কৌশল্যা সুমিত্রা আর পিতা নৃপবর ॥ ১৫১
সব দেবগণে আমি করিয়ে প্রণতি।
সবান্ধবে কুশলে থাকুন রঘুপতি ॥ ১৫২
এতেক চিন্তন করি নিশ্বাস ছাড়িয়া।
রাম নাম উচ্চারিয়া রহিলা বসিয়া ॥ ১৫৩
তাহা দেখি অতিশয় সশঙ্কিত-মন।
অন্তরেতে ভাবিছেন পবন-নন্দন ॥ ১৫৪

একি আমি দেখিতেছি সকলি স্বপন।
কিম্বা কোনো রাক্ষসের মায়া বিরচন ॥ ১৫৫
অথবা উন্মত্ত হইয়াছে মোর চিত।
এই লাগি দেখিতেছি সব বিপরীত ॥ ১৫৬
যদি ইহঁ হইতেন সত্য সেই সীতা।
তবে রাম কথা শুনি হত্যেন সুখিতা ॥ ১৫৭
করিতেন রামের কুশল জিজ্ঞাসন।
মোর প্রতি করিতেন সাদর বীক্ষণ ॥ ১৫৮
তাহা কিছু না দেখিয়া মনে শঙ্কা করি।
হন কি না হন ইহঁ জানকী সুন্দরী ॥ ১৫৯
অতএব জিজ্ঞাসা করিতে যোগ্য হয়।
এত ভাবি পুন কন পবনতনয় ॥ ১৬০
কে বট কে বট তুমি কহ তপস্বিনী।
কার কন্যা কার বধূ কার বা গৃহিণী ॥ ১৬১
কি কারণে করিতেছ তুমিহ ক্রন্দন।
কেন বা নিশ্বাস দীর্ঘ ছাড় ঘনেঘন ॥ ১৬২
হবে শচী সাবিত্রী বা অথবা রোহিণী।
কিম্বা গৌরী অথবা শ্রীমুকুন্দগৃহিণী ॥ ১৬৩
কিন্তু দেখি যেন তব অঙ্গের লক্ষণ।
তাহে রাজমহিষী বলিয়া হয় মন ॥ ১৬৪
যদি হও রাম-ভার্য্যা জানকী আপুনি।
সত্য করি বিবরিয়া কহ তাহা শুনি ॥ ১৬৫
এত শুনি শ্রীজানকী পুন উর্দ্ধভিতে।
নিরীক্ষণ করি পুন ভাবিছেন চিতে ॥ ১৬৬
একি আমি দেখিলাম পুন দুঃস্বপন।
কেন বিধি করিতেছে হেন বিড়ম্বন ॥ ১৬৭
এত ভাবি পুনর্ব্বার করেন চিন্তন।
দেখিতে না পাই কিছু স্বপ্নের লক্ষণ ॥ ১৬৮
এই আমি রহিয়াছি হয়্যা সচেতন।
ইথে কিরূপেতে হবে স্বপ্ন নিরীক্ষণ ॥ ১৬৯
হইয়াছি যে অবধি প্রাণনাথ-হীন।
সে অবধি নিদ্রা নাহি হয় একদিন ॥ ১৭০
অতএব নহে কভু স্বপ্ন-সন্দর্শন।
তবে বুঝি হইলাম আমি ক্ষিপ্ত-মন ॥ ১৭১
উন্মত্ত হইয়া নাথ-বিরহ-ব্যাধিতে।
পাইতেছি অসম্ভব শুনিতে দেখিতে ॥ ১৭২
অথবা না হত্যে পারে এহতো উন্মাদ।
তাহা হল্যে হয় জ্ঞান-বল-অবসাদ ॥ ১৭৩
মোরত না দেখি কিছু জ্ঞানের অন্যথা।
ইথে কিরূপেতে ঘটে উন্মাদের কথা ॥ ১৭৪
অতএব বুঝি হবে মায়াবী রাবণ।
আসিয়াছে করিবারে আমারে বঞ্চন ॥ ১৭৫
এতেক নিশ্চয় করি ক্ষণকাল পরে।
স্মরণ করিয়া পুন ভাবেন অন্তরে ॥ ১৭৬
কিম্বা পূর্ব্বে কহিছিলা যেই পুরন্দর।
উদ্ধারিবা অবশ্য তোমারে রঘুবর ॥ ১৭৭
সঙ্গে করি বহু কোটি ভল্লুক বানর।
এখানে আসিয়া বিনাশিবা লঙ্কেশ্বর ॥ ১৭৮
সেহ দেববাণী মিথ্যা হইতে না পারে।
সেই কাল আইল কি ভাগ্য-অনুসারে ॥ ১৭৯
দেখিতেছি এই ব্যক্তি হয়ত বানর।
ইন্দ্র-বাক্য সত্য হল্যে হয় রামচর ॥ ১৮০
সব দেবগণে আমি করিয়ে বন্দন।
সত্য হয় যেন এই বানর-বচন ॥ ১৮১
অথবা আমার ভাগ্য হেন কি হইবে।
যাহে দাসী বলি নাথ স্মরণ করিবে ॥ ১৮২
নাহি হয় কদাচিত তার সম্ভাবন।
অতএব নিরর্থক সে সব চিন্তন ॥ ১৮৩
যে হকু সে হকু কিন্তু কৈলে জিজ্ঞাসন।
পরিচয় দিতে হয় কহে শাস্ত্রগণ ॥ ১৮৪
এ লাগিয়া পরিচয় দিব এই জনে।
এত ভাবি কহিছেন পবননন্দনে ॥ ১৮৫
জনক জনক মোর স্বামী প্রভু রাম।
কোশলেন্দ্র শ্বশুর আমার সীতা নাম ॥ ১৮৬
বিবাহের পর আমি শ্বশুর-ভবনে।
ছিলুঁ তিনবর্ষ কাল অতি সুখ-মনে ॥ ১৮৭
শ্বশুর ঠাকুর পরে আমার ভর্ত্তারে।
চাহিলেন রাজ্য অভিষেক করিবারে ॥ ১৮৮
তাহা শুনি কৈকয়ী নামেতে তাঁর রাণী।
কহিলেন মহারাজ প্রতি এই বাণী ॥ ১৮৯
পূর্ব্বে মোরে প্রতিশ্রুত আছ বরদ্বয়।
আজি মোরে সমর্পণ কর সে উভয় ॥ ১৯০
এক বরে মোর পুত্রে রাজ্য সমর্পণ।
আনে চৌদ্দ বর্ষ বনে রামের গমন ॥ ১৯১
তাহা শুনি শ্বশুর ঠাকুর অতিশয়।
হইলেন মোহ-শোকে আবিষ্ট হৃদয় ॥ ১৯২

ইহা শুনি মোর স্বামী কৈকয়ী-বদনে।
রাজ্য ছাড়ি প্রস্থান করিলা দূর বনে ॥ ১৯৩
তাঁর সঙ্গে আমিহ করিনুঁ আগমন।
আর তাঁর বৈমাত্রেয় অনুজ লক্ষ্মণ ॥ ১৯৪
এই তিন জন মোরা ভমি বহু বনে।
শেষে বাস করিছিনুঁ দণ্ডক কাননে ॥ ১৯৫
সেখান হইতে মোরে কপট করিয়া।
আনিয়াছে দশানন হরণ করিয়া ॥ ১৯৬
এই হেতু পতি-বিরহেতে দুখিমন।
নিরন্তর করি আমি উদ্বেগে ক্রন্দন ॥ ১৯৭
এইত কহিনুঁ নিজ বৃত্তান্ত তোমারে।
ইচ্ছা হয় তুমি কে বটহ শুনিবারে ॥ ১৯৮
যদি বট রাবণ অথবা তার চর।
সত্য করি কহ তাহা না কহ অপর ॥ ১৯৯
যদি মিথ্যা কহি মোরে করহ বঞ্চন।
অবশ্য হইবে তবে অশুভ ঘটন ॥ ২০০
এত শুনি হনূমান আনন্দিত-মতি।
গদগদ কণ্ঠে কন জানকীর প্রতি ॥ ২০১
রাজপুত্রি করিছ আপুনি যে সংশয়।
আমিহ কদাচ নহি ইহার বিষয় ॥ ২০২
না হই রাবণ আমি নহি তার চর।
সত্য কহি হই আমি রামের কিঙ্কর ॥ ২০৩
কেশরি-কপির ভার্য্যা অঞ্জনা-আখ্যান।
তাঁর গর্ভে বায়ু হৈতে মোর উপাদান ॥ ২০৪
হনূমান্ বলি মোরে ডাকে লোকততি।
মোরে এথা পাঠাইলা প্রভু রঘুপতি ॥ ২০৫
জানিতে তোমার বার্ত্তা রামের আজ্ঞায়।
আগমন করিয়াছি আমিহ এথায় ॥ ২০৬
জানকি তোমারে সেই শ্রীরঘুনন্দন।
কর্য্যাছেন সপ্রণয় কুশল ভাষণ ॥ ২০৭
শোকাবিষ্ট হয়্যা তব লক্ষ্মণ দেবর।
কর্য্যাছেন তব পদে প্রণতি বিস্তর ॥ ২০৮
এত বলি মস্তক নোয়ায়্যা কপিবর।
জানাইলা তাঁরপদে প্রণাম বিস্তর ॥ ২০৯
জানকী সে বাণী শুনি দেখিয়া বন্দন।
আশাতরু-বীজ মনে কৈলা আরোপণ ॥ ২১০
কিন্তু রাক্ষসের মায়া জানিয়া সভয়।
কোনো মতে সংশয়-বিনাশ নাহি হয় ॥ ২১১
যেন কেহ পড়িয়া অগাধ নদীজলে।
ভাসি ভাসি অল্পজল পায় কোনোস্থলে ॥ ২১২
তাহাতেও যেন তার না হয় প্রত্যয়।
হেনই সীতার মনে ঘুচে না সংশয় ॥ ২১৩
তবে ছাড়ি দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস সঘন।
মারুতিরে করিছেন সীতা জিজ্ঞাসন ২১৪
কহ দেখি যদি রামে কর্য্যাছ দর্শন।
কেমন তাঁহার রূপ কেমন লক্ষণ ॥ ২১৫
কেমন বা হন মোর দেবর লক্ষ্মণ।
কিবা গুণ দোষ তাঁহে হয় নিরীক্ষণ ॥ ২১৬
এত শুনি জানকীর মধুর বচন।
পুলকে পূরিত হল্যা পবননন্দন ॥ ২১৭
গদগদ বচনেতে করি যোড় কর।
সজল নয়নে তাঁরে করেন উত্তর ॥ ২১৮
জানকি আপুনি যাহা পুছিলে আমারে।
কি শক্তি আছয়ে মোর ইহা বর্ণিবারে ॥ ২১৯
ব্রহ্মাদি দেবতা আর যত মুনিরায়।
যার রূপ গুণ গাই অন্ত নাহি পায় ॥ ২২০
অন্য কি কহিব আর আপুনি অনন্ত।
সহস্র বদনে গাই নাহি পান অন্ত ॥ ২২১
আমিহ তাহাতে পশু অজ্ঞানভাজন।
কি করিব তাঁর রূপ গুণ বিবরণ ॥ ২২২
তথাপি তোমার আজ্ঞা করিয়া প্রমাণ।
কিঞ্চিৎ কহিয়ে যেন আপনার জ্ঞান ॥ ২২৩
নবীন বয়স রাম দীর্ঘ-কলেবর।
শ্যামল অঙ্গের কান্তি জিনি জলধর ॥ ২২৪
শরদের কোকনদ জিনি পদতল।
তাহে শোভে ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ কমল ॥ ২২৫
পূর্ণিমার শশী যিনি সুন্দর নখর।
ঊরুযুগলের শোভা যেন করিকর ॥ ২২৬
মধ্যদেশ দেখি করি হরিরে ধিক্কার।
রোমাবলী-সুশোভিত বুকের বিস্তর ॥ ২২৭
আজানুলম্বিত দুই ভুজ মনোহর।
পল্লবেরে ঘৃণা করি দেখি দুই কর ॥ ২২৮
শোভে তাহে দিব্য মুক্তা-সমান নখর।
চক্র পদ্ম যব আদি লক্ষণ বিস্তার ॥ ২২৯
কম্বু হেন কমনীয় কণ্ঠ অভিরাম।
বদনসুধাংশু দেখি মুগ্ধ হয় কাম ॥ ২৩০

অধরের তুলনা রঙ্গণে নাহি হয়।
খগপতি-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী নাসাদ্বয়॥ ২৩১
নীলমণি-দর্পণ জিনিয়া গণ্ডস্থল।
মৃদুহাস্য-ছটাতে করয়ে ঝলমল॥ ২৩২
উৎপল জিনিয়া ঢল ঢল বিলোচন।
শশধর-সমান ললাট সুচিক্কণ॥ ২৩৩
সূক্ষ্ম কৃষ্ণকেশে কিবা জটার পটল।
কটিতটে শোভা পায় বৃক্ষের বাকল॥ ২৩৪
পৃষ্ঠে তূণ অসি চর্ম্ম দোলে দুই পাশে।
সগুণ ধনুক বাণ দুই করে ভাসে॥ ২৩৫
এইত করিলুঁ কিছু সৌন্দর্য্য-বর্ণন।
এবে কর কিছু শুভ লক্ষণ শ্রবণ॥ ২৩৬
ত্রি-গম্ভীর তিন হ্রস্ব তিনেতে বিস্তার।
চারি অঙ্গ অতি কৃষ্ণ দেখিয়ে তাঁহার॥ ২৩৭
পঞ্চ দীর্ঘ পঞ্চ সূক্ষ্ম পঞ্চ স্নেহবান্।
ছয় অঙ্গ দেখি হয় মধ্যে উচ্চভান॥ ২৩৮
সপ্ত অঙ্গে হয় তাঁর রক্তিমা দর্শন।
দশ পদ্ম দশ বর্ত্ত করেন ধারণ॥ ২৩৯
চতুর্দ্দশ যুগ্ম অঙ্গ সমান-ঘটন।
সংক্ষেপে কহিলুঁ এই তাঁহার লক্ষণ॥ ২৪০
বিশেষ বর্ণিয়ে শুন মন করি স্থির।
স্বর বুদ্ধি নাভি তিন তাঁহার গম্ভীর॥ ২৪১
গ্রীবা আর দুই জঙ্ঘা হ্রস্ব পরিষ্কার।
বক্ষঃস্থল কটি ললাটেতে সুবিস্তার॥ ২৪২
শ্মশ্রু ভুরু নেত্রতারা শিরের কুন্তল।
এই চারি অঙ্গ তাঁর অত্যন্ত শ্যামল॥ ২৪৩
নাসা ভুজ নেত্র জানু মস্তক পঞ্চম।
এই পাঁচে দীর্ঘতা দেখিয়ে মনোরম॥ ২৪৪
দন্ত কেশ রোম নখ পঞ্চম অঙ্গুলী।
এই পাঁচ অঙ্গে সূক্ষ্ম দেখি সব ভুলি॥ ২৪৫
চর্ম্ম চক্ষু দন্ত নখ পঞ্চম চিকুর।
এই পাঁচ অঙ্গে দেখি স্নেহ সুপ্রচুর॥ ২৪৬
বক্ষঃস্থল কক্ষ নখ নাসা কটি মুখ।
এই ছয় মধ্যউচ্চ দেখি হয় সুখ॥ ২৪৭
হস্ত পদ তালু জিহ্বা নেত্রান্ত অধর।
এই ছয় আর নখ সাত রক্ততর॥ ২৪৮
পাণি পদ জানু নেত্র নাভি শ্রীবদন।
এই দশ অঙ্গ তাঁর কমল যেমন॥ ২৪৯
উরু পার্শ্ব গণ্ড নাভি গ্রীবা বক্ষঃস্থল।
দশম মস্তক দশ আবর্ত্তে উজ্জ্বল॥ ২৫০
কর্ণ নেত্র নাসা গণ্ড ওষ্ঠ বাহুদ্বয়।
হস্ত স্তন পার্শ্ব কটি উরুর উভয়॥ ২৫১
জানু জঙ্ঘা পদ এই দ্বিসপ্ত-যুগল।
পরস্পর সমান-সৌন্দর্য্য অবিকল॥ ২৫২
এ সব লক্ষণ এক স্থানে নাহি রয়।
কিন্তু মহাপুরুষ-রামেতে দৃষ্ট হয়॥ ২৫৩
তাঁহার গুণের সংখ্যা যে করিতে পারে।
হেন লোক নাহি দেখি ভুবন-মাঝারে॥ ২৫৪
বরঞ্চ ভূমির রেণু পারিয়ে গণিতে।
তাঁর গুণ কেহ নাহি পারে নিরূপিতে॥ ২৫৫
তভু বাক্য বুদ্ধিবল আমার যেমন।
সেই অনুসারে কিছু করিয়ে বর্ণন॥ ২৫৬
জগৎ-রক্ষক রাম ধর্ম্মের পালক।
অত্যন্ত বিনয়বান্ ব্রাহ্মণ-সেবক॥ ২৫৭
শত্রু-গর্ব্বহারী মান্যজন-মানকারী।
দৃঢব্রতধারী অবিচল ব্রহ্মচারী॥ ২৫৮
মৃদু দান্ত শান্ত সর্ব্বভূতহিতকর।
বেদে ধনুর্ব্বেদে বেদাঙ্গেতে বিজ্ঞবর॥ ২৫৯
সত্যসন্ধ দাতা অতিশয় বলবান্।
সর্ব্বলোক-প্রিয় মহাতেজস্বী শ্রীমান্॥ ২৬০
সত্যবাদী মিষ্টভাষী করুণাসাগর।
গুণজ্ঞ কৃতজ্ঞ বীর্য্য শৌর্য্যের আকর॥ ২৬১
এইরূপ আছে গুণ তাঁহার বিস্তর।
বর্ণন করিব তাহা কিবা মূঢতর॥ ২৬২
দোষ-গন্ধসম্বন্ধ না দেখি রঘুবরে।
কি দিব সে পরিচয় তোমার গোচরে॥ ২৬৩
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মত্ততা মৎসর।
এই ছয় দোষ সর্ব্বদোষের আকর॥ ২৬৪
ইহারাই ছুঁইতে না পারয়ে প্রভুরে।
অপর দোষের কথা রহু অতি দূরে॥ ২৬৫
এক মাত্র দোষ তাঁর হয় নিরীক্ষণ।
আশ্রয় না দেন কোনো দোষে এক্ষণ॥ ২৬৬
এইত কহিলুঁ কিছু রাম-রূপ-গুণ।
লক্ষ্মণেও কোনো অংশে নহে কিছু ন্যূন॥ ২৬৭
কেবল বিশেষ এই রাম শ্যামবর্ণ।
লক্ষ্মণের বর্ণে ঘৃণা করে শুদ্ধ স্বর্ণ॥ ২৬৮

এইত করিলুঁ তব প্রশ্নের উত্তর ।
আজ্ঞা কর আর কিবা কহিব অপর ॥ ২৬৯
শুনিয়া সীতার সেই মারুতি-বচন ।
প্রেমজলে অতিশয় আর্দ্র হল্য মন ॥ ২৭০
একে রাম-রূপ-গুণ তাহে ভক্ত-মুখে ।
শুনিয়া জানকী মগ্ন হল্যা অতি সুখে ॥ ২৭১
সেই বাক্য-সুধারসে হইয়া সিঞ্চিত ।
প্রত্যাশা তরুর বীজ হল্য অঙ্কুরিত ॥ ২৭২
তথাপি না হয় তাঁর সংশয় ভঞ্জন ।
অতএব পুন মনে করেন চিন্তন ॥ ২৭৩
যদি দেখি থাকে এই শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
ঘটিতে পারয়ে তবে এ সব বর্ণন ॥ ২৭৪
অতএব শুনিয়াও এ সব বচন ।
নাহি হয় কোনোমতে সন্দেহ-ভঞ্জন ॥ ২৭৫
এ লাগি অপর কথা জিজ্ঞাসি ইহারে ।
এত ভাবি কন সীতা পবনকুমারে ॥ ২৭৬
কপিবর তোমা সঙ্গে রামের মিলন ।
কিরূপে হইল তার কহ বিবরণ ॥ ২৭৭
কেন বা তুমিহ তাঁর দৌত্য করিবারে ।
আইলে তাহাও কহ মোরে সবিস্তারে ॥ ২৭৮
শ্রবণ করিয়া এত জানকী-বচন ।
কহিবারে আরম্ভিলা পবননন্দন ॥ ২৭৯
জানকি তোমারে যবে আনিল রাবণ ।
তবে রাম করেন তোমার অন্বেষণ ॥ ২৮০
জটায়ুমুখেতে শুনি কিঞ্চিৎ উদ্দেশ ।
প্রস্থান করিলা প্রভু দক্ষিণ প্রদেশ ॥ ২৮১
কবন্ধ মুখেতে শুনি কিছু হিতবাণী ।
ঋষ্যমূক-নিকটে আইলা শার্ঙ্গপাণি ॥ ২৮২
সেইত গিরিতে ছিলা সুগ্রীব বানর ।
সূর্য্যপুত্র সঙ্গে করি চারি অনুচর ॥ ২৮৩
তিঁহ রামে দেখি করি বালি-ভৃত্য জ্ঞান ।
অতিশয় ভয়েতে হইলা কম্পবান্ ॥ ২৮৪
আমি তাঁরে স্থির করি রাম-কাছে গিয়া ।
পরিচয় করিলাম বিশেষ করিয়া ॥ ২৮৫
তবে লয়্যা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে স্কন্ধে করি ।
আইলাম ঋষ্যমূক গিরির উপরি ॥ ২৮৬
পরে রামচন্দ্র সেই সুগ্রীবের সনে ।
মিত্রতা করিলা সাক্ষী করি হুতাশনে ॥ ২৮৭
তবে সুগ্রীবের জোষ্ঠ বালীরে বধিয়া ।
সুগ্রীবেরে দিলা রাজ্য তোমার লাগিয়া ॥ ২৮৮
পরে সেই সুগ্রীব তোমার অন্বেষণে ।
চারিদিকে পাঠাইলা প্লবঙ্গমগণে ॥ ২৮৯
তাহে আমি প্রভৃতি অনেক কপিগণ ।
করিয়াছি দক্ষিণ দিকেতে আগমন ॥ ২৯০
সম্পাতি পক্ষীর স্থানে তোমার উদ্দেশ ।
পাই আমি আসিয়াছি একা এই দেশ ॥ ২৯১
ইথে নাহি কর তুমি সন্দেহ অপর ।
সত্য কহি হই আমি শ্রীরামের চর ॥ ২৯২
আসিবার কালে প্রভু কহিলা আমারে ।
কুশল-ভাষণ মোর কহিবে প্রিয়ারে ॥ ২৯৩
শ্রীরামের মিতা সে সুগ্রীব কপিপতি ।
কয়্যাছেন কুশল-সম্ভাষ তোমা প্রতি ॥ ২৯৪
দুঃখেতে আবিষ্ট সেই তোমার দেবর ।
কর্য্যাছেন সবিনয় প্রণাম বিস্তর ॥ ২৯৫
শঙ্কা নাহি যায় যদি ইহারো শ্রবণে ।
এক পূর্ব্ব-কথা কহি স্মৃতি কর মনে ॥ ২৯৬
যবে তোহে হরিয়া আনয়ে দশানন ।
তবে ঋষ্যমূকে থাকি মোরা পঞ্চজন ॥ ২৯৭
তুমি দেখি মোসবারে কি ভাবি অন্তরে ।
ফেলি দিলে বসন ভূষণ সে ভূধরে ॥ ২৯৮
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সেই করহ স্মরণ ।
তোমারিত হয় সেই বসন ভূষণ ॥ ২৯৯
যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র তাহা নিরখিয়া ।
রোদন করিলা কত তোঁহে স্মঙরিয়া ॥ ৩০০
অতএব দূরে করি সকল সংশয় ।
মোর সঙ্গে কথা কহ প্রকাশি হৃদয় ॥ ৩০১
শুনিয়া জানকী সেই মারুতি-বচন ।
অতিশয় আনন্দেতে হইলা মগন ॥ ৩০২
সেইত মারুতি-বাক্য সুধাবৃষ্টি-বলে ।
বাঢ়িল প্রত্যাশাতরু পুষ্প-শাখা-দলে ॥ ৩০৩
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব হইল স্মরণ ।
করিছেন মনে মনে এইত চিন্তন ॥ ৩০৪
একি বিধি মোর প্রতি হইল সদয় ।
এ কপির সব কথা সত্য বোধ হয় ॥ ৩০৫
কপি যে কহিল ইহা না হয় অন্যথা ।
স্মরণ হইল মোর সব পূর্ব্ব-কথা ॥ ৩০৬

যদি সত্য হল্য এই কপি রামচর।
ইন্দ্রের বচন তবে হল্য সত্যতর॥ ৩০৭
হেন মোর ভাগ্য আর কভু কি হইবে।
রাবণে বধিয়া নাথ মোরে উদ্ধারিবে॥ ৩০৮
এইরূপ ভাবনাতে অত্যাবিষ্ট-চিত।
হয়্যাছেন সীতা বাহ্য জ্ঞান বিরহিত॥ ৩০৯
অতএব শ্রীজনকসুতা ঠাকুরাণী।
না কহেন মারুতির প্রতি কোনো বাণী॥ ৩১০
তবে সসংশয় হয়্যা পবনকুমার।
বৈদেহীর প্রতি কহিছেন পুনর্ব্বার॥ ৩১১
জনকনন্দিনি আর না কর সংশয়।
আমাতে এমত শঙ্কা করা যোগ্য নয়॥ ৩১২
কর্যাছেন আমারে সেবক রঘুমণি।
অতএব হও তুমি আমার জননী॥ ৩১৩
অতএব শঙ্কা ছাড়ি আজ্ঞা দাও মোহে।
প্রণাম করিয়ে নিকটেতে গিয়া তোঁহে॥ ৩১৪
যাবৎ না জাগে এই নিশাচরীগণ।
তাবৎ সন্দেশ কথা কর আজ্ঞাপন॥ ৩১৫
শ্রীরামের অঙ্গুরী আছয়ে মোর পাশ।
তাহা দিব যা দেখিয়া পাইবে বিশ্বাস॥ ৩১৬
অন্য ভাবে মোরে ক্রোধ কর তুমি পাছে।
এই ভয়ে যাইতে না পারি আমি কাছে॥ ৩১৭
শুনিয়া মারুতি-মুখে এতেক সম্ভাষ।
হইল সীতার মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস॥ ৩১৮
সজল নয়নে তবে চাহি ঊর্দ্ধপানে।
আস্থ আস্থ বলিয়া ডাকেন হনুমানে॥ ৩১৯
তিঁহ তাহে আপনারে কৃতার্থ মানিয়া।
ভূমিতলে নামিলেন রামজয় দিয়া॥ ৩২০
জানকীর চরণাগ্রে করিয়া প্রণতি।
এই নাও অঙ্গুরীয় বলেন সুমতি॥ ৩২১
তাহা শুনি শ্রীজানকী পাতিলেন কর।
মারুতি অঙ্গুরী দিলা তাহার উপর॥ ৩২২
সেই রত্ন-অঙ্গুরী সাজয়ে সীতা-করে।
পূর্ণচন্দ্র যেন রক্তকমল-উপরে॥ ৩২৩
দেখি সেই অঙ্গুরী শ্রীরাম-নামাঙ্কিতা।
রামেরী দর্শন-সুখ পাইলা শ্রীসীতা॥ ৩২৪
পুলকিত হইল সকল কলেবর।
নয়ন-কমলে অশ্রু গলে ঝরঝর॥ ৩২৫

নাথের অঙ্গুরী সেই মস্তকেতে ধরি।
ধরিলেন পুন আনি হৃদয়-উপরি॥ ৩২৬
রাখেন নয়নে কভু শিরে পুনর্ব্বার।
পুন আনি ধরিছেন হৃদয়মাঝার॥ ৩২৭
অনিমিষ নেত্রে কভু করেন দর্শন।
কভু নিজ অশ্রুজলে করেন সিঞ্চন॥ ৩২৮
কখনো কহেন তারে প্রেমে মাতোয়ার।
অঙ্গুরি প্রাণের সখি কুশল তোমার॥ ৩২৯
কুশলে আছেন তব স্বামী রঘুবর।
কুশলে আছেন সেই লক্ষ্মণ দেবর॥ ৩৩০
এইরূপ তাঁর চেষ্টা করি নিরীক্ষণ।
শ্রীমারুতি হল্য হর্ষ-বিস্ময়ে মগন॥ ৩৩১
তবে সীতা অশ্রু মুছি করেতে করিয়া।
বায়ুপুত্রে জিজ্ঞাসা করেন সুখি-হিয়া॥ ৩৩২
পূর্ব্বে যে কহিলে তুমি পবননন্দন।
মোর মনে তাহা কিছু না হয় স্মরণ॥ ৩৩৩
অতএব কহ নাথ আছেন কেমন।
কেমত আছেন মোর দেবর লক্ষ্মণ॥ ৩৩৪
কোন্ স্থানে আছেন তাঁহারা দুই জন।
এ সকল কথা কহ করি বিবরণ॥ ৩৩৫
তাহা শুনি হনুমান্ প্রেমে মগ্নমতি।
নিবেদন করিছেন শ্রীজানকী প্রতি॥ ৩৩৬
কুশলে আছেন মাতা শ্রীরঘুনন্দন।
কয়্যাছেন তোঁহে বহু কুশল ভাষণ॥ ৩৩৭
কুশলে আছেন তব লক্ষ্মণ দেবর।
কয়্যাছেন তব পদে প্রণতি বিস্তর॥ ৩৩৮
সুগ্রীব বানর-রাজ-সঙ্গে সখ্য করি।
আছেন শ্রীরাম মাল্যবানের উপরি॥ ৩৩৯
সেই স্থান হইতে তোমার অন্বেষণে।
পাঠাইয়াছেন চারিদিগে কপিগণে॥ ৩৪০
তাহে মোরা দক্ষিণে কর্যাছি আগমন।
বালিপুত্র অঙ্গদ প্রভৃতি বহুজন॥ ৩৪১
সম্পাতির স্থানে তব পাইয়া উদ্দেশ।
সিন্ধু লঙ্ঘি আমি এথা কর্যাছি প্রবেশ॥ ৩৪২
সব লঙ্কা ভ্রমি তব না পাই দর্শন।
প্রবেশিলুঁ আমি এই অশোক কানন॥ ৩৪৩
তোমার নিকটে যবে আইল রাবণ।
তার পূর্ব্বে আমিহ কর্যাছি আগমন॥ ৩৪৪

শুনিলাম তোহে তাহে সব সম্ভাষণ।
করিলাম রামের কুশল নিবেদন ॥ ৩৪৫
এখন সন্দেশ কথা কহিয়া আমায়।
থাকিতে থাকিতে নিশা করহ বিদায় ॥ ৩৪৬
শ্রীজানকী শুনি এত মারুতি-বচন।
আনন্দিত-মনে তাঁর প্রতি পুন কন ॥ ৩৪৭
বাপধন দিলে তুমি যে সুখ আমারে।
কি দিয়া শোধিব আমি তব এই ধারে ॥ ৩৪৮
কভু মোরে অনুকূল হয় যদি বিধি।
শোধিব তোমার ধার দিয়া বহু নিধি ॥ ৩৪৯
এক্ষণ করিয়ে কিছু আশীষ অর্পণ।
তাহা সিদ্ধ করুন সকল দেবগণ ॥ ৩৫০
যদি মোর দৃঢ়ভক্তি থাকে রাম-পদে।
চিরজীবী হবে তুমি মোর আশীর্ব্বাদে ॥ ৩৫১
পাইবে অতুল বল বুদ্ধি সুনির্ম্মল।
ত্রিভুবনে হবে যশ অত্যন্ত উজ্জ্বল ॥ ৩৫২
তুমিও তো নহ বাপ সামান্য বানর।
যেহেতু লঙ্ঘিলে শত যোজন সাগর ॥ ৩৫৩
রাবণাদি নিশাচরে না করি গণন।
করিলে এমত দুর্গ লঙ্কাতে ভ্রমণ ॥ ৩৫৪
হেন বল বুদ্ধি যদি না হবে তোমার।
তবে কিরূপেতে পাবে হেন কর্ম্মে ভার ॥ ৩৫৫
আর বুঝিলাম মনে সমীরনন্দন।
বট তুমি শ্রীরামের বিশ্বাস-ভাজন ॥ ৩৫৬
অন্যথা কি প্রকারেতে মোর সন্নিধিতে।
যোগ্য হয় অবিশ্বস্ত জনে পাঠাইতে ॥ ৩৫৭
অতএব প্রকাশিয়া আপন হৃদয়।
তোমার সহিত সম্ভাষিতে যোগ্য হয় ॥ ৩৫৮
কহ কহ বিবরিয়া নাথের চরিত।
শ্রবণ করিতে মন বড় উৎকণ্ঠিত ॥ ৩৫৯
আমারে না দেখি নাথ আছেন কেমন।
পীড়া ত না পান মোর বিয়োগে এক্ষণ ॥ ৩৬০
করিছেন নিজ নিত্যক্রিয়া আচরণ।
করিছেন সহৃদয় মিত্র অন্বেষণ ॥ ৩৬১
এই কিঙ্করীরে কভু করেন স্মরণ।
কখনো করেন মোর নাম উচ্চারণ ॥ ৩৬২
কখনো কহেন মোর উদ্ধারের কথা।
ভাবেন নাথ কিবা মোর এই ব্যথা ॥ ৩৬৩
অতি স্নেহপাত্র মোর দেবর লক্ষ্মণ।
করয়ে কখনো সেহ আমারে স্মরণ ॥ ৩৬৪
কহিয়াছিলাম আমি কুবচন তায়।
তাহা কি আছয়ে তার অদ্যাপি হিয়ায় ॥ ৩৬৫
তাঁরা দুই ভাই মিলি বহু সৈন্য নিয়া।
বধিবেন রাবণে কি এখানে আসিয়া ॥ ৩৬৬
কহ কহ এই সব করি বিবরণ।
শুনিতে তোমার মুখে উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৩৬৭
এত শুনি জানকীর মধুর বচন।
গদগদ স্বরে শ্রীমারুতি তাঁরে কন ॥ ৩৬৮
জননি আপুনি জিজ্ঞাসিলে যে সকল।
তাহার কথনে মন বড়ই বিকল ॥ ৩৬৯
তোমার বিরহে প্রভু যেন দুঃখ পান।
তাহা নিরীক্ষণ করি গলয়ে পাষাণ ॥ ৩৭০
বড়ই কঠিন হয় আমার মানস।
এ লাগি কহিতে তাহা করিয়ে সাহস ॥ ৩৭১
তোমার বিরহে প্রভু সর্ব্বদা চিন্তিত।
নিশ্বাস ছাড়েন সদা হুঙ্কার সহিত ॥ ৩৭২
অধোমুখ হয়্যা নখে লিখেন ভূতল।
হা হা প্রিয়ে বলি কভু কান্দিয়া বিকল ॥ ৩৭৩
শরীর হয়্যাছে তাঁর কৃশ অতিশয়।
শ্যাম অঙ্গে হইয়াছে পাণ্ডুতা-উদয় ॥ ৩৭৪
মলিন হয়্যাছে তেন কলেবর-কান্তি।
কোনোমতে নাহি হয় সন্তাপের শান্তি ॥ ৩৭৫
না করেন কভু অস্ত্র-শস্ত্রের অভ্যাস।
না করেন কভু কারো সঙ্গে পরিহাস ॥ ৩৭৬
না করেন কভু মধু-মাংস-নিষেবণ।
করেন কেবল মাত্র ফলাদি ভোজন ॥ ৩৭৭
তাহাতেও নাহি দেখি কিছু সুখ চিতে।
করেন কেবলমাত্র জীবন ধরিতে ॥ ৩৭৮
পাইয়া উত্তম পুষ্প কিম্বা দিব্য ফল।
হা হা প্রিয়ে বলি শ্বাস ছাড়েন দীঘল ॥ ৩৭৯
আসন ভোজন স্নান গমন শয়নে।
তোমা বিনে অন্য আর নাহি তাঁর মনে ॥ ৩৮০
রজনীতে রজনী-পতিরে নিরখিয়া।
অত্যন্ত কাতর তব বদন স্মরিয়া ॥ ৩৮১
নিরন্তর উদ্বেগেতে বিষণ্ণ হৃদয়।
শয়নেও নয়নেতে নিদ্রা নাহি হয় ॥ ৩৮২

যদি বা ক্ষণেক কভু হয় নিদ্রা-লেশ।
তবে তাহে পুন হয় স্বপ্নের আবেশ ॥ ৩৮৩
সেই স্বপ্নে করি তোঁহে সাক্ষাতে দর্শন।
যে কথা কহেন তাহা শুনি দহে মন ॥ ৩৮৪
প্রিয়ে ত্রয়োদশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইল।
ঘরে যাইবার কাল নিকটে আইল ॥ ৩৮৫
অতএব আর কেন হও সচিন্তিত।
সুখের সময় আসি হল্য উপস্থিত ॥ ৩৮৬
কহিতে কহিতে ইহা ঘুচয়ে স্বপন।
অর্দ্ধ-নিদ্রাবেশে তোঁহে করেন মার্গণ ॥ ৩৮৭
শয্যার মাঝারে তব স্পর্শ না পাইয়া।
ডাকেন কোথা হে প্রিয়ে জানকি বলিয়া ॥৩৮৮
এইরূপে ক্ষণকাল করিয়া যাপন।
চেতন পাইয়া প্রভু করেন ক্রন্দন ॥ ৩৮৯
হাহা প্রিয়ে চন্দ্রমুখি, কোথা গেলে প্রাণসখি,
কোথা মোর কণ্ঠমণি-দাম।
হাহা সর্ব্ব গুণখনি, হা লাবণ্য-তরঙ্গিণি,
হাহা লীলা-বিলাসের ধাম ॥ ৩৯০
প্রিয়ে কোথা গেলে তুমি,তোহে না দেখিয়া আমি
হইয়াছে অধিক কাতর।
শশধর-আদি করি, যত বস্তু মনোহারী,
সে সকল লাগে ঘোরতর ॥ ৩৯১
না শুনি তোমার কথা, পাই অতিশয় ব্যথা,
বজ্র মানি কোকিল-নিস্বন।
তব-তনু-স্পর্শ বিনে, সুশীতল সমীরণে,
বোধ হয় প্রচণ্ড দহন ॥ ৩৯২
তব অঙ্গ-গন্ধ বিনে, সুগন্ধি কুসুমগণে,
গরল-সমান বোধ হয়।
তব করপদ্ম অন্ন, না পাইয়া অতি খিন্ন,
আহারেতে বিরক্ত হৃদয় ॥ ৩৯৩
তুমি মোর প্রাণধন, হৃদয়ের আভরণ,
নয়নের কর্পূর অঞ্জন।
এমত তোমারে বিনে, এখনো আছিয়ে প্রাণে,
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন ॥ ৩৯৪
ধিক্ মোর ধনুর্ব্বাণে, ধিক্ মোর বিক্রমণে,
ধিক্ মোর বীর্য্যে ধিক্ মোরে।
জীবনে থাকিতে আমি, দুষ্ট নিশাচর-স্বামী,
হরিয়া লইয়া গেল তোরে ॥ ৩৯৫
হেন দিন হবে কবে, বধ করি সবান্ধবে,
যাহে দুষ্টমতি দশানন।
তোমাকে উদ্ধার করি, যাইবে আপন পুরী,
সুখী হয়্যা এ রঘুনন্দন ॥ ৩৯৬
এ সব বিলাপ-বাক্য করিয়া শ্রবণ।
চেতন দূরেতে রহু দ্রবে অচেতন ॥ ৩৯৭
এইরূপে তোমার বিরহে রঘুমণি।
পাইছেন মহাক্লেশ দিবস-রজনী ॥ ৩৯৮
তথাপি বিহিত যেই ধর্ম্ম-আচরণ।
কোনোমতে না করেন তাহার বর্জ্জন ॥ ৩৯৯
তোমা লাগি বধ করি বালী কপিবরে।
সুহৃৎ করিয়াছেন সুগ্রীব বানরে ॥ ৪০০
সেহতো সুগ্রীব জম্বুদ্বীপ-কপিগণে।
আনাইয়াছেন বধিবারে দশাননে ॥ ৪০১
তুমি এখানেতে আছ ইহা রঘুমণি।
না জানেন তেঁই এত বিলম্ব জননি ॥ ৪০২
আমি ফিরি যাবামাত্র কপিসৈন্য নিয়া।
এখানে আসিবা প্রভু তোমার লাগিয়া ॥ ৪০৩
শরজালে বদ্ধ করি দুর্গম সাগর।
প্রবেশিবা সসৈন্যেতে লঙ্কার ভিতর ॥ ৪০৪
সবান্ধবে বধ করি দুষ্ট দশাননে।
লইয়া যাবেন তোঁহে আপন ভবনে ॥ ৪০৫
ইথে যদি ত্রিভুবন মিলি বিঘ্ন করে।
তভু রক্ষা করিতে নারিবে লঙ্কেশ্বরে ॥ ৪০৬
লক্ষ্মণের তোমার চরণে যেন ভক্তি।
তাহা কহিবারে মোর কিবা আছে শক্তি ॥ ৪০৭
যাবৎ থাকেন তিঁহ রামের সাক্ষাতে।
সান্ত্বনা করেন তাঁরে বিবিধ কথাতে ॥ ৪০৮
বিবর পাইলে তিঁহ মা জানকি বলি।
ক্রন্দন করেন করি অত্যন্ত বিকলী ॥ ৪০৯
যদি কিছু কহি থাক তুমি কটু কথা।
তাঁর মনে থাকিতে না পারে সেই ব্যথা ॥৪১০
আসিবার কালে তিঁহ কহিলা আমারে।
প্রণাম জানাবে মোর জানকী-মাতারে ॥৪১১
তার পর তাহারে করিয়া আশ্বাসন।
কহিবে আমার এই বাক্য নিবেদন ॥ ৪১২
রাজপুত্রি কুশলে আছেন রঘুমণি।
তাঁর লাগি চিন্তিত না হইবে আপনি ॥ ৪১৩

সে দুর্দ্দিনে পায়্যাছিলে যাহা শুনি ত্রাস।
সে কেবল মারীচের দুষ্টতা-প্রকাশ ॥ ৪১৪
সেই দুষ্ট কনক-হরিণমূর্ত্তি ধরি।
রামে লয়্যা গিয়াছিল গহন-ভিতরি ॥ ৪১৫
যবে রাম তারে শরে করিলা বেধন।
করিছিল তবে দুষ্ট সেইত নিস্বন ॥ ৪১৬
অতএব তাহা ভাবি হইয়া শঙ্কিত।
শ্রীরাম-বিষয়ে নাহি হইবে চিন্তিত ॥ ৪১৭
আমিহ কহিয়াছিলুঁ তাঁহে কুবচন।
করেন আমার যেন সে দোষ মার্জ্জন ॥ ৪১৮
বারণ করিবে তাঁরে করিতে চিন্তন।
শীঘ্র রামে মিলাইব বধিয়া রাবণ ॥ ৪১৯
অতএব আর চিন্তা না কর আপনি।
তুরিত আসিবা দুই ভাই রঘুমণি ॥ ৪২০
সত্য করি কহিতেছি আমি এ বচন।
না কর আপনি ইথে অন্যথা ভাবন ॥ ৪২১
কহিতে হইবে রামে তব কি সন্দেশ।
সম্প্রতি আমারে কর তাহা সমাদেশ ॥ ৪২২
পবন-পুত্রের মুখে শুনি এ ভারতী।
কহেন তাহারে সীতা সুখ-দুঃখবতী ॥ ৪২৩
বায়ুপুত্র কহিলে তুমিহ যে বচন।
এত সুধা-সম্মিশ্রিত গরল যেমন ॥ ৪২৪
মোর প্রতি আছে তাঁর প্রীতি অতিশয়।
ইহা শুনি আনন্দিত হইল হৃদয় ॥ ৪২৫
কিন্তু মোর লাগি নাথ পাইছেন ব্যথা।
ইহা শুনি হল্য দুঃখ বজ্রাঘাতে যথা ॥ ৪২৬
ধিক্ ধিক্ কেন মোরে সৃজিলেক বিধি।
যার লাগি দুঃখ পান তেন গুণনিধি ॥ ৪২৭
কবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে মো-সবার।
প্রাণনাথ পাইবেন এ দুখের পার ॥ ৪২৮
কবে বা দেখিতে পাব আমি প্রাণেশ্বরে।
হেন দিন কিবা হবে এ জন্ম ভিতরে ॥ ৪২৯
এত কহি অতিশয় শোক-দুঃখযুতা।
ফুকুরিয়া কান্দেন জনক-নৃপসুতা ॥ ৪৩০
তাহা দেখি মহামতি পবনকুমার।
সান্ত্বনা করিয়া তাঁরে কন পুনর্ব্বার ॥ ৪৩১
না কর না কর মাতা তুমিহ ক্রন্দন।
আজি দেখি গিয়া চল শ্রীরাম-চরণ ॥ ৪৩২
আশু আরোহণ কর মোর পৃষ্ঠভাগে।
এখনি লইয়া যাই তোঁহে রাম-আগে ॥ ৪৩৩
বৃষে আরোহিয়া যেন যান কাত্যায়নী।
তেন মোর পৃষ্ঠে চড়ি চলহ আপনি ॥ ৪৩৪
যদি কেহ এই কর্ম্ম পারয়ে জানিতে।
তথাপি নারিবে ইথে বিঘ্ন আচরিতে ॥ ৪৩৫
তোঁহে লয়্যা প্রস্থান করিব আমি যবে।
কেহ মোরে ধরিতে না পারিবেক তবে ॥ ৪৩৬
অপর কি কব মোর সঙ্গেতে গমন।
করিতে পবন বিনে নারে অন্যজন ॥ ৪৩৭
যদি কপি বলি নাহি চড় শঙ্কা করি।
তবে আজ্ঞা কর যার তার রূপ ধরি ॥ ৪৩৮
করিতে পারিয়ে সর্ব্ব-শরীর ধারণ।
যাহে ইচ্ছা হয় তাহা কর আজ্ঞাপন ॥ ৪৩৯
তোমার এ দুঃখ আর না পারি দেখিতে।
অদ্যাই মিলাই তোঁহে শ্রীরাম-সহিতে ॥ ৪৪০
মারুতি-বচন শুনি জানকীর মুখে।
দশ মাস পরে হাস্য প্রকাশিল সুখে ॥ ৪৪১
মন্দ মন্দ হাসি তবে পবননন্দনে।
কহিছেন আর বার মধুর বচনে ॥ ৪৪২
বাছা দেখিতেছি তব যেন ক্ষুদ্র কায়।
ইথে কি সাহসে চাহ লইতে আমায় ॥ ৪৪৩
লঙ্ঘিয়াছ কিরূপে তুমিহ পারাবার।
এ সন্দেহ এখনো না গিয়াছে আমার ॥ ৪৪৪
ইথে কি সাহসে স্কন্ধে চড়িব তোমার।
তুমি বা কিরূপে যাবে হয়্যা সিন্ধুপার ॥ ৪৪৫
এত শুনি শ্রীমারুতি জানকী-বচন।
হাসিয়া হাসিয়া পুন তার প্রতি কন ॥ ৪৪৬
মাতা মোরে ক্ষুদ্র দেখি করিছ সংশয়।
আমার এমত মূর্ত্তি সহজ না হয় ॥ ৪৪৭
ধরিতে পারিয়ে আমি বিবিধ শরীর।
দেখাইব তোঁহে তাহা যাহে হবে স্থির ॥ ৪৪৮
সাগর লঙ্ঘনে যেই করহ সংশয়।
তাহা সত্য বটে কিন্তু মোর প্রতি নয় ৪৪৯
পবন-প্রসাদ আর প্রসাদ তোমার।
পাইয়া প্রসাদ আর তোমার ভর্ত্তার ॥ ৪৫০
এ তিন প্রসাদ-বলে সাগর লঙ্ঘন।
করিলাম অনায়াসে গোষ্পদ যেমন ॥ ৪৫১

আর শুন যে রামের নাম উচ্চারিয়া।
লোক সব যায় ভব-সাগর তরিয়া ॥ ৪৫২
তাঁহার কিঙ্কর আমি তাঁর কার্য্যে আসি।
লঙ্ঘিব সাগর এ কি অসম্ভব বাসি ॥ ৪৫৩
এখন মুদ্রিত কর আঁখি একবার।
দেখাইব তোঁহে আমি মূর্ত্তি আপনার ॥ ৪৫৪
এত শুনি শ্রীজানকী মুদিলা নয়ন।
শরীর বাঢান তবে পবননন্দন ॥ ৪৫৫
আকাশ-উপরি উঠি পর্ব্বত প্রমাণ।
আপনার শরীর করিলা হনুমান ॥ ৪৫৬
কহিছেন দেখ মাতা মিলিয়া নয়ান।
বাঢায়্যাছি আমি কিছু নিজ তনু খান ॥ ৪৫৭
যদি আজ্ঞা কর তবে আরো বাঢ়িবারে।
পারি তব অনুগ্রহে ইচ্ছা অনুসারে ॥ ৩৫৮
পর্ব্বত কানন পুরী সকল সহিতে।
পারি আমি এই লঙ্কা লইয়া যাইতে ॥ ৪৫৯
অতএব কোনো শঙ্কা না কর অন্তরে।
আরোহণ কর মোর পৃষ্ঠের উপরে ॥ ৪৬০
এত বাণী শুনি দেখি মারুতি-আকারে।
কহিছেন সুখী হয়্যা জানকী তাঁহারে ॥ ৪৬১
জানিলাম বাপ তুমি যেন শক্তি ধর।
কিন্তু অতি শীঘ্র এই শরীর সম্বর ॥ ৪৬২
যদি কোন নিশাচর করয়ে দর্শন।
এখনি করিবে তবে উৎপাত ঘটন ॥ ৪৬৩
ইহা শুনি শ্রীমারুতি পূর্ব্বরূপ ধরি।
বসিলা সীতার আগে পরণাম করি ॥ ৪৬৪
তবে পুন কহিছেন তাঁরে রামপ্রিয়া।
বিস্ময় হইল বাপ তোমারে দেখিয়া ॥ ৪৬৫
নাহি আছে কোনো কার্য্য অসাধ্য তোমার।
আমারে লইয়া যাবে এত নহে ভার ॥ ৪৬৬
কিন্তু তব পৃষ্ঠে চঢ়ি গমন করিতে।
অভিলাষ নাহি হয় বাঞ্ছা মোর চিতে ॥ ৪৬৭
বায়ু সম বেগে তুমি করিবে গমন।
মোর শক্তি নহে তাহা করিতে সহন ॥ ৪৬৮
যদি ভীত হয়্যা পড়ি সাগরের জলে।
তবে তব সব শ্রম যাইবে নিষ্ফলে ॥ ৪৬৯
আর দেখ শ্রীরামের গৃহিণী হইয়া।
অন্য পুরুষেরে পরশিতে নহে হিয়া ॥ ৪৭০
তবে যে ছুঁইয়াছিল রাবণ আমারে।
সেই ইচ্ছা মতে নহে কিন্তু বলাৎকারে ॥ ৪৭১
আর শুন মোরে লয়্যা যাত্রা লুকাইয়া।
তোমাদ্দেরো যোগ্য নহে দেখ বিচারিয়া ॥ ৪৭২
রাবণেরে বীর বলি সকলে জানিবে।
নাথের অবীর বলি অযশ হইবে ॥ ৪৭৩
সসৈন্যে আসিয়া এথা বধিয়া রাবণ।
রামের উচিত মোরে করিতে গ্রহণ ॥ ৪৭৪
অতএব তুমি শীঘ্র করিয়া গমন।
সসৈন্যে লক্ষ্মণ-রামে কর আনয়ন ॥ ৪৭৫
এত শুনি পুলকিত হয়্যা কপিবর।
পুনর্ব্বার কহিছেন জানকী-গোচর ॥ ৪৭৬
জননি আপুনি যে করিলে আজ্ঞাপন।
কার সাধ্য করিবারে ইহার লঙ্ঘন ॥ ৪৭৭
একে সুকুমারী তুমি তাহে কৃশতর।
তোঁহে লয়্যা যোগ্য নহে লঙ্ঘিতে সাগর ॥ ৪৭৮
কহিলেন যেই আর দ্বিতীয় কারণ।
অপর পুরুষে আমি না করি স্পর্শন ॥ ৪৭৯
তোমার উচিত বটে এমত বচন।
তোমা বিনে ইহা কহে নাহি হেন জন ॥ ৪৮০
কিন্তু এই দোষ মাতা মোর প্রতি নয়।
পুত্রের পরশে মাতা কোথা দুষ্ট হয় ॥ ৪৮১
তথাপি না পারি তোঁহে লইয়া যাইতে।
ক্ষীণ দেখি শঙ্কা হয় পৃষ্ঠেতে তুলিতে ॥ ৪৮২
অতএব কহি নিজ সন্দেশ-বচন।
কর রাম-নিকটেতে আমারে প্রেষণ ॥ ৪৮৩
যাবৎ না যাব আমি শ্রীরামসাক্ষাতে।
তাবৎ পাইবে দুঃখ তুমিহ লঙ্কাতে ॥ ৪৮৪
আমি যাবামাত্র তিঁহ সসৈন্যে আসিয়া।
উদ্ধার করিবা তোঁহে রাবণে বধিয়া ॥ ৪৮৫
শুনি বায়ুপুত্রমুখে এত নিবেদন।
জানকী কহেন তাঁরে সন্দেশ-বচন ॥ ৪৮৬
কহিবে নাথেরে তুমি পবননন্দন।
যেরূপ আমার দশা করিলে দর্শন ॥ ৪৮৭
তর্জ্জন করিল যেন দুষ্ট দশানন।
শুনিয়াছ তাহা তাঁরে কর্য্য নিবেদন ॥ ৪৮৮
তার পর তাঁর পদে নতি-পুরঃসর।
করিবে আমার এই বাক্য সুগোচর ॥ ৪৮৯

নাথ তব মোর প্রতি করুণা যেমন।
তাহা জানিলেক এই সব ত্রিভুবন ॥ ৪৯০
সকল জনেতে কহে তোঁহে দয়াময়।
সে কি মিথ্যা অথবা আমার প্রতি নয় ॥ ৪৯১
অন্যথা এ দুঃখ কেন আমিহ পাইব।
এখানে বা এত দিন কি লাগি রহিব ॥ ৪৯২
রক্ষণ করেন পিতা নারীকে কৌমারে।
যৌবনে রক্ষণ করে বল্লভ তাহারে ॥ ৪৯৩
তুমিহ আমারে নাহি করিয়া রক্ষণ।
করিলে অত্যন্ত মিথ্যা শাস্ত্রের বচন ॥ ৪৯৪
কোথা তব সেই ধনু কোথা সেই শর।
এখনো বাঁচিয়া রহে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর ॥ ৪৯৫
কোথা গেল তেন তেজ কোথা পরাক্রম।
কোথা গেল তেন বল ভুবনে অসম ॥ ৪৯৬
বুঝি মোর ভাগ্যে সব হইয়াছে নষ্ট।
অন্যথা পাইব কেন আমি এত কষ্ট ॥ ৪৯৭
শূর বলি তোঁহে যেই কহে সর্ব্বজন।
বুঝিলাম সে কেবল মিথ্যা আরোপণ ॥ ৪৯৮
অন্যথা করিয়া স্পর্শ শূরের ভার্য্যারে।
কে কোথা বাঁচিয়া আছে ভুবন-মাঝারে ॥ ৪৯৯
কোশলেন্দ্র-বধূ আমি জনকনন্দিনী।
রঘুবংশ-চন্দ্র নাথ তোমার গৃহিণী ॥ ৫০০
হেন আমি রহিলাম রাক্ষস-আগারে।
ইহা হত্যে দুখ আর কি আছে সংসারে ॥ ৫০১
সমুদ্রের শোষ চন্দ্র-সূর্য্যের পতন।
অগ্নির শীততা আর মেরুর চলন ॥ ৫০২
এ সকল যেন নাহি ঘটে কদাচিৎ।
তেন তব আমার উপেক্ষা অনুচিত ॥ ৫০৩
এত কহি অভিমান কিঞ্চিৎ তেজিয়া।
কহিছেন আরবার বিনয় করিয়া ॥ ৫০৪
অথবা কহিয়াছিলুঁ ধরিতে হরিণ।
সেই ক্রোধে মোরে দুখ দিলে এত দিন ॥ ৫০৫
অথবা অনন্যগতি এ দাসী জনারে।
উপেক্ষা করহ ইহা ঘটিতে না পারে ॥ ৫০৬
যেন তব বাহুবল যেন পরাক্রম।
তাহা আমি ভাল মতে জানি রঘূত্তম ॥ ৫০৭
জনস্থানে ত্রিসপ্ত সহস্র নিশাচরে।
একাকী বধিলে তুমি আমার গোচরে ॥ ৫০৮
সে বীর্য্য সে সব অস্ত্র এ দুষ্ট রাবণে।
নিয়োজন নাহি কর কিসের কারণে ॥ ৫০৯
বুঝিলাম দুর্দ্দৈব-বিপাক অনুসারে।
বিস্মৃত বা হইয়াছ অভাগ্য আমারে ॥ ৫১০
যদি কিছু থাকয়ে করুণা মোর প্রতি।
তবে শীঘ্র এখানেতে কর সমাগতি ॥ ৫১১
দুইমাস অবধি দিয়াছে দশানন।
দুই মাস পরে মোরে করিবে ভক্ষণ ॥ ৫১২
এহতো অবধি হয় অতি দীর্ঘতর।
ততদিন না রহিবে মোর কলেবর ॥ ৫১৩
তব আগমন-আশে এক মাস গাত্র।
রাখিব এ সব দুখ সহি এই মাত্র ॥ ৫১৪
ইতোমধ্যে যদি নাহি আইসহ স্বামি।
তবে প্রাণ তেজিব যে কোনমতে আমি ॥ ৫১৫
এইরূপ নানা কথা কবে প্রাণেশ্বরে।
যেন কৃপা হয় তাঁর আমার উপরে ॥ ৫১৬
আর নাথে কয়্য তুমি পবননন্দন।
যেমন স্বভাব হয় এই দশানন ॥ ৫১৭
সাম দান ভেদ তিন উপায়ের দ্বারে।
না দিবে ফিরিয়া এহ কখনো আমারে ॥ ৫১৮
বিভীষণ নামে এক অনুজ ইহার।
মোরে ফিরি দিতে কয়্যাছিল বহুবার ॥ ৫১৯
অবিন্ধ্য নামেতে আর এক নিশাচর।
সেহ মোরে দিতে কয়্যাছিল সুবিস্তর ॥ ৫২০
তাহা না শুনিয়া দুষ্টমতি দশানন।
কহিল তাদিগে অতি নিষ্ঠুর বচন ॥ ৫২১
নন্দা নামে বিভীষণ-কন্যা অতি শান্ত।
তার মুখে শুনিয়াছি এ সব বৃত্তান্ত ॥ ৫২২
অতএব বুঝিয়াছি না করিয়া রণ।
রাবণ না দিবে মোরে ফিরি কদাচন ॥ ৫২৩
এ লাগি কহিবে যত্ন করি মোর নাথে।
আইসেন যেন বহু সৈন্য নিয়া সাথে ॥ ৫২৪
রাবণের সেনা হয় যাবৎপ্রমাণ।
শুনিয়াছি তাহা কহি কর অবধান ॥ ৫২৫
ত্রিশকোটি বত্রিশ সহস্র নিশাচর।
তাহার দ্বিগুণ হয় পিশাচ প্রখর ॥ ৫২৬
ইহাদের প্রত্যেকের আছে অনুচর।
দশশত করি যারা রণে অগ্রসর ॥ ৫২৭

তারা সবে শূর যোদ্ধা বলী মায়াধর।
এই উপযুক্ত রথ ঘোটক কুঞ্জর ॥ ৫২৮
এ সকল জয় বিনে তুষ্ট না মরিবে।
তার উপযুক্ত সৈন্য আনিতে কহিবে ॥ ৫২৯
এ সকল কথা নাথে করি নিবেদন।
দেবরে কহিবে পরে আমার বচন ॥ ৫৩০
রামসেবা লাগি নিজ সুখ ত্যাগ করি।
দেবর এস্যাছ তুমি কানন-ভিতরি ॥ ৫৩১
রাখিবে তাঁহারে হেন করিয়া যতন।
নাহি পান যেন মোর বিরহে বেদন ॥ ৫৩২
কি আর কহিব তোহে আপনার লাগি।
তাহাই করিবে যাহে হও যশোভাগী ॥ ৫৩৩
জানিতাম তোহে বড় তেজস্বী বলিয়া।
বুঝি তাহা মোর ভাগ্যে গেল উলটিয়া ॥ ৫৩৪
অন্যথা এমত অপমান সহ্য করি।
কিরূপে নিশ্চিন্ত হয়্যা আছ ধৈর্য্য ধরি ॥ ৫৩৫
কোথা গেল তেন পরাক্রম তেন বল।
কোথা গেল অস্ত্র শস্ত্র পাণ্ডিত্য সকল ॥ ৫৩৬
তোমাদের কুলনারী করিয়া হরণ।
এখনো রয়্যাছে বাঁচি দুষ্ট দশানন ॥ ৫৩৭
ধিক্ ধিক্ তোমাদের বিক্রমাদি গুণে।
ধিক্ ধিক্ তোমাদের খড়্গ ধনু তূণে ॥ ৫৩৮
এতেক পর্য্যন্ত কহি অভিমান-লেশে।
পুনশ্চ কহেন সীতা দুঃখের আবেশে ॥ ৫৩৯
দেবর হয়্যাছি আমি দুখেতে মোহিত।
এ লাগিয়া কহিতেছি বহু অনুচিত ॥ ৫৪০
কিন্তু তুমি শ্রবণ করিয়া এই কথা।
হৃদয়েতে না করিবে কোনো মতে ব্যথা ॥ ৫৪১
পূর্ব্বেও কহিয়াছিলুঁ তোহে যে দুর্ব্বাণী।
তাহা মনে না রাখিবে স্ত্রী-স্বভাব জানি ॥ ৫৪২
করিবে সর্ব্বদা তুমি হেন আয়োজন।
যাহে নাথ শীঘ্র হেথা করেন গমন ॥ ৫৪৩
তুমি বিনে এথানেতে তাঁহারে আনিতে।
আর কারো শক্তি নাহি আছে ত্রিলোকীতে ॥
অতএব উদ্যোগ করিয়া আনি তাঁরে
রাবণে বধিয়া লয়্যা চলহ আমারে ॥ ৫৪৫
তাহাতেও না করিবে বিলম্ব বিস্তর।
না রহিবে প্রাণ মোর একমাস-পর ॥ ৫৪৬

যেমত রূপেতে আছি আমিহ এথানে।
সে সকল শুনিবে শ্রীমারুতির স্থানে ॥ ৫৪৭
এতেক লক্ষ্মণে কহি কয় তার পরে।
বিনয় করিয়া প্রভু-মিত্র কপীশ্বরে ॥ ৫৪৮
বলবান্ বহু সৈন্য সবে করি আনি।
উদ্ধার করেন যেন মিতা এই প্রাণী ॥ ৫৪৯
এইত কহিলুঁ নিজ সন্দেশ কিঞ্চিৎ।
কহিবে অপর তুমি যে হয় উচিত ॥ ৫৫০
যদি বাছা পার কোনোরূপেতে আমারে।
উদ্ধারিতে তবে যশ ঘুষিবে সংসারে ॥ ৫৫১
হইবেক অতিশয় ধর্ম্মের সঞ্চয়।
উপস্থিতমৃত্যু-জন-রক্ষা ধর্ম্ম হয় ॥ ৫৫২
এতেক করুণ কথা জানকীর মুখে।
শুনিয়া কান্দেন শ্রীমারুতি বড় দুখে ॥ ৫৫৩
ক্ষণেক পরেতে মুছি আপন নয়ন।
কহিছেন জানকীরে সান্ত্বনা-বচন ॥ ৫৫৪
মাতা কেন এতেক বৈকল্য কর আর।
গিয়াছে বলিয়া জান ক্লেশ আপনার ॥ ৫৫৫
আমি যাবামাত্র প্রভু আসিবা এথানে।
বধিবেন সবান্ধবে রাবণেরে প্রাণে ॥ ৫৫৬
যার এক বাণে বালী তেজিল জীবন।
তার সঙ্গে করিতে পারিবে কেবা রণ ॥ ৫৫৭
তাহে পুন আল্যো তিহ লক্ষ্মণ-সঙ্গতে।
কার সাধ্য ত্রিভুবনে সাক্ষাৎ হইতে ॥ ৫৫৮
রাবণের সৈন্য দেখি না করিবে ভয়।
রাম-সৈন্য-আগে এত অতি অল্প হয় ॥ ৫৫৯
সে সৈন্যে আসিবে বীর যেন বলবান্।
তার আগে নিশাচর মশক সমান ॥ ৫৬০
সে সব বীরের কথা রহুক অন্তরে।
একা আমি বধিব সকল নিশাচরে ॥ ৫৬১
সে বিষয়ে আপুনিহ কোনহ প্রকারে।
কিছু চিন্তা না করিবে মানস-মাঝারে ॥ ৫৬২
কিন্তু রাম দিয়াছিলা অঙ্গুরী যেমন।
তেন কিছু চিহ্ন মোরে কর সমর্পণ ॥ ৫৬৩
যাহা নিরীক্ষণ করি হৃদয়ে তাঁহার।
সুদৃঢ় প্রত্যয় হয় বচনে আমার ॥ ৫৬৪
মারুতির কথা শুনি ভাবেন জানকী।
কিবা আছে মোর অভিজ্ঞান যে দিব কি ॥ ৫৬৫

পথে আসিবার কালে বসন ভূষণ।
করি আসিয়াছি ঋষ্যমূকে নিক্ষেপণ ॥ ৫৬৬
এত ভাবি নিশ্চয় করিয়া কিছু মনে।
কহিছেন গদগদ পবননন্দনে ॥ ৫৬৭
বাপধন এক মাত্র মণি মোর পাশে।
আছে প্রাণনাথের বিজ্ঞাত কেশপাশে ॥ ৫৬৮
ইহাই করিয়ে তোহে আমি সমর্পণ।
যাহা দেখি নাথের প্রতীত হবে মন ॥ ৫৬৯
কিন্তু পতি-মঙ্গলার্থে কিঞ্চিৎ ভূষণ।
সধবা নারীরে হয় করিতে ধারণ ॥ ৫৭০
তাহে আর কিছু নাহি নিকটে আমার।
পরিধান করি এই অঙ্গুরী তাঁহার ॥ ৫৭১
এত কহি লইয়া শ্রীরামের অঙ্গুরী।
পরিলেন অঙ্গুলীতে অশ্রুজলে পূরি ॥ ৫৭২
স্বভাবে কৃশাঙ্গী তিঁহ দ্বিগুণ বিরহে।
সেইত অঙ্গুরী অঙ্গুলীতে নাহি রহে ॥ ৫৭৩
তবে সে অঙ্গুলী লম্বা কান্দিয়া কান্দিয়া।
ধরিলেন ভুজমূলে বলয় করিয়া ॥ ৫৭৪
তাহা দেখি ক্রন্দন করেন শ্রীমারুতি।
পুনর্ব্বার জানকী কহেন সকাকুতি ॥ ৫৭৫
মোর দশা নিরখিলে তুমি বাপধন।
করিবে শ্রীরাম-পদে ইহা নিবেদন ॥ ৫৭৬
এত কহি কেশ হৈতে লয়্যা মণিখানি।
মারুতিরে দিয়া পুন কন ঠাকুরাণী ॥ ৫৭৭
বাপধন এই নাও শির-আভরণ।
করিবে শ্রীরাম-পদে ইহা সমর্পণ ॥ ৫৭৮
আর এক অভিজ্ঞান কহিবে তাঁহারে।
আমি তিনি বিনে কেহ না জানে যাহারে ॥ ৫৭৯
নাথ এক দিন চিত্রকূটের উপরি।
দুই জনে বন-শোভা দরশন করি ॥ ৫৮০
ফিরিতে ফিরিতে এক সুন্দর শিলায়।
বসিলে আপুনি সঙ্গে করিয়া আমায় ॥ ৫৮১
দিব্য মনঃশিলা ঘষি অঙ্গুলীতে করি।
তিলক করিলে মোর ললাট-উপরি ॥ ৫৮২
সেইত তিলক-দান করহ স্মরণ।
আর এক অভিজ্ঞান করহ শ্রবণ ॥ ৫৮৩
অই দিন শ্রান্ত হয়্যা ভ্রমণ লাগিয়া।
ঘুমাইলে আমার উরুতে শির দিয়া ॥ ৫৮৪
তবে কাকরূপে আসি ইন্দ্রের নন্দন।
ওষ্ঠে করি কৈল মোর চরণে তাড়ন ॥ ৫৮৫
তুমি নিদ্রা তেজি দেখি মোর পদে ব্রণ।
তাহার কারণ মোরে কৈলা জিজ্ঞাসন ॥ ৫৮৬
হেনকালে পুন ঝাঁপ দিল সে দুর্ম্মতি।
তাহা দেখি বারণ করিলে রঘুপতি ॥ ৫৮৭
তাহা না মানিয়া সেহ পুনঃপুন ধায়।
দেখি তাহা তুমি এক করিলে উপায় ॥ ৫৮৮
শরের ইষীকা লয়্যা মন্ত্রপূত করি।
নিক্ষেপ করিলে সেই কাকের উপরি ॥ ৫৮৯
সেই অস্ত্র-তেজে তপ্ত হয়্যা সে বায়স।
ভ্রমিলেক বাঁচিবার আশে দিক্‌দশ ॥ ৫৯০
কেহ যবে তাহারে না বাঁচাত্যে পারিল।
তবে ফিরি পুন তব নিকটে আইল ॥ ৫৯১
করিলেক নানামত স্তুতি আচরণ।
তাহা শুনি তার প্রতি হল্যে তুষ্ট-মন ॥ ৫৯২
অস্ত্র-মর্য্যাদার্থে বাম আঁখি লয়্যা তার।
বাঁচাইলে অনুমতি লইয়া আমার ॥ ৫৯৩
সেইত পূর্ব্বের কথা স্মৃতি করি মনে।
বিশ্বাস করহ নাথ মারুতি-বচনে ॥ ৫৯৪
মোর লাগি বায়সেরে করিছিলে দণ্ড।
এখন না কর কেন রাবণেরে লণ্ড ॥ ৫৯৫
বায়ুপুত্র তুমি এই তিন অভিজ্ঞান।
লয়্যা প্রাণনাথ-কাছে করহ প্রস্থান ॥ ৫৯৬
তাঁহার চরণে মণি করিবে অর্পণ।
তিলক-কাকের কথা করাবে শ্রবণ ॥ ৫৯৭
একমাস মধ্যে নাথে এখানে আনিবে।
বিলম্ব হইলে মোর দেখা না পাইবে ॥ ৫৯৮
অতএব বাছা শীঘ্র করহ পয়াণ।
পথে তব কুশল করুন ভগবান্ ॥ ৫৯৯
বিঘ্ন না করুন তব কোনহ অমর।
কুশল করুন পথে শঙ্করী শঙ্কর ॥ ৬০০
তবে সেই মণি লয়্যা পবননন্দন।
করিলেন জানকীর চরণ বন্দন ॥ ৬০১
কৃতাঞ্জলি হয়্যা প্রদক্ষিণ করি তাঁয়।
পুনর্ব্বার প্রণতি করিলা তাঁর পায় ॥ ৬০২
মারুতিরে যাইতে উদ্যত দেখি সীতা।
কহিছেন পুনর্ব্বার অতি শোকান্বিতা ॥ ৬০৩

বাছা তুমি মোর কাছে ছিলে যতক্ষণ।
ততক্ষণ বড় সুখে করিল গমন ॥ ৬০৪
শ্রীরামের রূপ-গুণ করিয়া বর্ণন।
উপস্থিত মৃত্যু মোর করিলে বারণ ॥ ৬০৫
তুমি এথা হতে গেলে বাঁচিব কেমনে।
তাহা কিছু ভাবি স্থির নাহি হয় মনে ॥ ৬০৬
যে হকু করিবে বাছা ইহাই সম্প্রতি।
শীঘ্র যাহে হয় প্রাণনাথের আগতি ॥ ৬০৭
এত কহি শ্রীজানকী গদগদ স্বরে।
কণ্ঠ-রোধ হল্য আর বাক্য না নিঃসরে ॥ ৬০৮
তাহা দেখি মারুতি করেন নিবেদন।
মাতা পুনঃপুন কেন কহ এ বচন ॥ ৬০৯
এক মাসে আনিতে না পারি যদি রাম।
তবে বৃথা ধরি রামদাস বলি নাম ॥ ৬১০
সবান্ধবে বধ করি দুষ্ট দশাননে।
সত্য সত্য মিলাইব তোঁহে রাম-সনে ॥ ৬১১
আপুনি না কর আর দুঃখানুসন্ধান।
এত বলি বিদায় লইলা হনূমান্ ॥ ৬১২
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৬১৩

ইতি শ্রীরামরসায়নে সুন্দরকাণ্ডলীলা-
কথাবর্ণনে জানকী-সন্দেশো নাম
চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হনূমানের রাবণ-সভাপ্রবেশ।

অশোকবনিকাং বলান্নিরবশেষমুন্মূলয়-
ন্ননেকরজনীচরৈঃ সহিতমক্ষমুজ্জাসয়ন্।
দশাননসভাং লুলোকয়িষুরিন্দ্রজিদ্বন্ধনং
স্বয়ং কিল সমাদদজ্জয়তি সাধু বায়োঃ সুতঃ

মারুতি বিদায় হল্য যবে সীতা-আগে।
অরুণ উঠিল তবে পূর্ব্বদিগভাগে ॥ ২
কিছু দূর গিয়া তবে পবননন্দন।
মনে মনে করিছেন এইত চিন্তন ॥ ৩
যে কার্য্যেতে পাঠাইলা শ্রীরাম আমায়।
তাহাতো হইল সিদ্ধ তাঁহার কৃপায় ॥ ৪
এক্ষণে অপর কর্ম্ম করিতে উচিত।
যাহে প্রভু অতিশয় হইবা সুখিত ॥ ৫
এক কর্ম্মে যেই ভৃত্য হইয়া প্রেরিত।
দুই কর্ম্ম করে তারে স্বামী হয় প্রীত ॥ ৬
অতএব রাবণের প্রিয় এই বন।
আপনার বাহুবলে করিয়ে ভঞ্জন ॥ ৭
তাহা শুনি ক্রুদ্ধ হয়্যা রাজা দশানন।
পাঠাইবে আমারে বধিতে সেনাগণ ॥ ৮
সেই সব সেনাগণে বিনাশ করিয়া।
প্রভুকাছে যাব দশাননে জানাইয়া ॥ ৯
করি এত যুক্তি মহাশক্তি পবননন্দন।
নিজ কলেবরে বাড়াবারে কৈলা আরম্ভণ ॥ ১১
তবে ক্ষণমাত্র তার গাত্র হল্য গিরিপ্রায়।
তাহে দুই আঁখি হেন দেখি যেন রবি ভায় ॥ ১১
আর ঘন দোলে ব্যোমতলে তাঁর পুচ্ছদেশ।
যেন মেরুগিরি-শিরোপরি ফণা ধরি শেষ ॥ ১২
করি চৎকার হুহুঙ্কার সমীরনন্দন।
মহা-কুতুহলে বৃক্ষজালে করেন ভঞ্জন ॥ ১৩
তাঁর পদাঘাতে করাঘাতে অঙ্গের স্পর্শনে।
ভাঙ্গে আনায়াসে নাসাশ্বাসে লাঙ্গুল-দোলনে ॥
তাহে সুবিশাল কত শাল কৈলা উৎপাটন।
কত লক্ষ লক্ষ বটবৃক্ষ করিলা চূর্ণন ॥ ১৫
কত মনোহর নাগেশ্বর পুন্নাগ চম্পক।
কত নানাজাতি যূথী জাতী কাঁঠাল কেতক ॥ ১৬
পরে মহাবীর করবীর ভাঙ্গিলা সকল।
আর নারিকেল দিব্য বেল অতি মিষ্টফল ॥ ১৭
কত মহাগুরু বেদদারু সরল চন্দন।
বহু ফলধর উডুম্বর কদলী কাঞ্চন ॥ ১৮
কত নানা রঙ্গ নাগরঙ্গ করিলা ভঞ্জন।
কত শত কুল সহমূল কৈলা উৎপাটন ॥ ১৯
আর কত জাম দিব্য আম-কানন ভাঙ্গিলা।
পরে পরিষ্কার সহকারসমূহ নাশিলা ॥ ২০
কত আম্রাতক দিব্য বক পলাশ পারলী।
কত কৃষ্ণকেলী কাষ্ঠমালী কুটজ আমলী ॥ ২১
পরে শোভাঞ্জন তরুগণ মাধবী মান্দার।
বীর মহাবলে ভাঙ্গি ফেলে সাগর-মাঝার ॥ ২২

ছিল যত দ্রাক্ষা তাহা রক্ষা না করিল শূর।
মারি ভুজে তাল ভাঙ্গে তাল গুবাক খর্জ্জুর ॥২৩
আর সেই বনে নানাস্থানে কৃত্রিম ভূধর।
কিবা যত ছিলা তা ভাঙ্গিলা পবনকোঁয়র ॥২৪
তবে হেন মতে সে বনেতে যত তরু ছিলা।
তাহা জগৎপ্রাণ-সুসন্তান সকল ভাঙ্গিলা ॥২৫
তাহে বায়ুপুত্র একমাত্র পাদপ রাখিলা।
যার মূলদেশে শোকাবেশে জানকী আছিলা ॥২৬
সেই মহারঙ্গ বনভঙ্গ-নিনাদ শুনিয়া।
যত বনচারী বন ছাড়ি যায় পলাইয়া ॥ ২৭
পশু পক্ষিগণ ভীতমন চীৎকার করয়।
দেখি রঘুপতি-ভৃত্য অতি সুখিত-হৃদয় ॥ ২৮
সেইত কানন-ভঙ্গ-বিকট নিস্বন।
শুনিয়া জাগিল যত নিশাচরীগণ ॥ ২৯
দেখি বন-ভঙ্গ আর পবননন্দন।
জানকীরে করে তারা সবে জিজ্ঞাসন ॥ ৩০
জনকনন্দিনি বটে কে এই বানর।
কোথা হত্যে আল্য হয় কাহার বা চর ॥ ৩১
বুঝি তব নিকটে কর্য়াছে আগমন।
ভয় তেজি কহ তুমি যথার্থ বচন ॥ ৩২
শুনি রাক্ষসীর বাণী জানকী সুমতি।
কহিছেন তাহাদের প্রতি এ ভারতী ॥ ৩৩
রাক্ষসেতে নানা রূপ পারে ধরিবারে।
তাহাদের মায়া মোরা নারি বুঝিবারে ॥ ৩৪
তোরাই নির্ণয় কর বিবেচিয়া চিতে।
রাক্ষসের মায়া পারে রাক্ষসে বুঝিতে ॥ ৩৫
এত শুনি তবে সেই নিশাচরীগণ।
রাবণনিকটে গেল ভয়যুক্ত-মন ॥ ৩৬
সভা-মাঝে প্রণাম করিয়া লঙ্কেশ্বরে।
এই নিবেদন করে সভয়-অন্তরে ॥ ৩৭
মহারাজ কোথা হৈতে অশোকবনীতে।
আসিয়াছে এক কপি আজি রজনীতে ॥ ৩৮
অত্যন্ত বিকটমূর্ত্তি মহা বলবান্।
ভাঙ্গিলেক সেহ তব সব বনখান ॥ ৩৯
রাখিয়াছে এক মাত্র শিংশপা পলাশী।
যাহার তলেতে আছে সীতা রূপরাশি ॥ ৪০
ইহাতেই মোরা সবে করি অনুমান।
বুঝি আসিয়াছে সেহ জানকীর স্থান ॥ ৪১
হইবে ইন্দ্রের কিম্বা শমনের চর।
অথবা হইবে সেহ রামের কিঙ্কর ॥ ৪২
যে হকু সে হকু কিন্তু তেন দিব্য বন।
অকারণে নির্ম্মূলেতে করিল ভঞ্জন ॥ ৪৩
অতএব যেই দণ্ড তাহার উচিত।
তাহা করিবারে আজ্ঞা করহ তুরিত ॥ ৪৪
রাক্ষসীর বচন শুনিয়া দশানন।
হইলা অত্যন্ত কোপে লোহিত-লোচন ॥ ৪৫
কিঙ্কর নামেতে আশীসহস্র রাক্ষসে।
ডাক দিয়া আনাইয়া কহে কোপবশে ॥ ৪৬
যাহ যাহ যাহ তোরা অশোক-কানন।
বর্ব্বর বানরে বান্ধি কর আনয়ন ॥ ৪৭

শুনিয়া দশানন, বাণী সে বীরগণ,
সাজিল অতি বেগবান্।
লইল শূল শাল, প্রখর অসি ঢাল,
পরশু ধনু তূণ বাণ ॥ ৪৮
করিয়া কল কল, কাঁপায়্যা ধরাতল,
চলিল সব নিশাচর।
যেখানে হনূমান্, শ্রীরাম-নাম গান,
করেন পাঁচীর উপর ॥ ৪৯
তবে সে সেনা-তর্তি, দেখিয়া শ্রীমারুতি,
ধরিয়া নিজ কলেবর।
দেখিলা সেই ঠাঁই, যাহার তুলা নাই,
তেমন এক রাজঘর ॥ ৫০
লাফিয়া উঠি তায়, সেইত বীররায়,
বাহুতে মারিলেন তাল।
অশনি-নাদ জিনি, শুনিয়া যার ধ্বনি,
নগরী করে দলমাল ॥ ৫১
যাবত বীর তায়, শুনিতে নাহি পায়,
রুধিল শ্রবণের দ্বার।
ভূমিতে পাখী পড়ে, তুরগ-গজ-খরে,
সঘনে করে চীৎকার ॥ ৫২
বহেন শ্রীমারুতি, জয়তি রঘুপতি,
শ্রীরাম ভূমি-সুতানাথ।
জয়তি শ্রীলক্ষ্মণ, জয়তি অনুক্ষণ,
সুগ্রীব কপিগণ-সাথ ॥ ৫৩
আমিহ রঘুবর, প্রভুর অনুচর,
কর্য়াছি এথা আগমন।

নাশিয়া এই পুরী, সীতারে নতি করি,
যাইব রাম-দরশন ॥ ৫৪
কহিয়া এস্ত বাণী, করিয়া ঘোর ধ্বনি,
সেইত অটালি উপর।
করিলা পদাঘাত, যাহাতে অচিরাৎ,
চূর্ণিত হল্য সেই ঘর ॥ ৫৫
নিরখি সেই ক্রিয়া, কোপেতে মূঢ়হিয়া,
ধাবত সেই বীরগণ।
করিয়া মার মার, বেড়িলা চারি ধার,
ধরিব এই করি মন ॥ ৫৬
দেখিয়া তাহা অতি, কুপিত শ্রীমারুতি,
করিয়া বিকট হুঙ্কার।
উপাড়ি সেই ধাম, একটা মণিথাম,
ঘুরায়্যা করিলা প্রহার ॥ ৫৭
সেইত স্তম্ভরুক্ত, প্রহার খাই শত,
রাক্ষস তেজিল জীবন।
ঘুরায়্যা আরবার, করিলা পরহার
মরিল তাহে শত জন ॥ ৫৮
হেনই পরকারে, অশীতি-সহস্রেরে,
পাঠায়্যা শমন-আলয়।
গগনে চড়ি তবে, করিয়া সিংহরবে,
কহেন পবনতনয় ॥ ৫৯
জয়তি রঘুবর, অনুজ কপিবর,
সহিত সহ কপিভাগে।
তাঁহার আমি চর, বিনাশি নিশাচর,
যাইব আজি তাঁর আগে ॥ ৬০
আনিব রঘুবীরে, সুগ্রীব সহচরে,
বানরসমূহ-সহিতে।
নাশিব লঙ্কাপুরী, সকল নিশাচরী,
বিধবা করিব তুরিতে ॥ ৬১
মারিয়া দশানন, জানকী-উদ্ধারণ,
করিয়া আনন্দিত-মন।
সকলে সুখী করি, যাইব নিজপুরী,
আমার শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৬২
এই মতে অশীতিসহস্র নিশাচর।
স্তম্ভাঘাতে বধিলেন পবন-কোঁয়র ॥ ৬৩
সেই অট্টালিকা-কাছে এক উপবন।
ছিল তাহা ভাঙ্গিতে করিলা আরম্ভণ ॥ ৬৪
তাহা দেখি বনপাল বহু নিশাচর।
ছাড়িতে লাগিল অস্ত্র মারুতি-উপর ॥ ৬৫
তবে ক্রুদ্ধ হয়্যা সেই স্তম্ভ ধরি করে।
বধিলেন প্রায় সেই সব নিশাচরে ॥ ৬৬
অবশিষ্ট নিশাচর দশ বিশ জন।
মৃত্যু-ভয়ে চারিদিগে করে পলায়ন ॥ ৬৭
হায় হায় কি হল্য কি হল্য বলি ধায়।
যায় যায় ঘন ঘন পাছু দিকে চায় ॥ ৬৮
কেহ কেহ এক মুখে পলাইয়া যায়।
পশ্চাতে চাহিতে অবসর নাহি পায় ॥ ৬৯
তাহে কেহ আপনার পদ-শব্দ শুনি।
মূর্চ্ছা পায় মারুতি আসিছে বলি গুণি ॥ ৭০
ধাইতে ধাইতে কেহ যদি পাছু হয়।
মরিলাম বলি সেহ করয়ে নিশ্চয় ॥ ৭১
বন্ধু বলি অপেক্ষা করয়ে কে কাহারে।
সবাই চাহয়ে সবে পাছু ফেলিবারে ॥ ৭২
কেহ যদি ধাইতে ধাইতে পড়ি যায়।
মৃতজন-সম ভাব বাহিরে দেখায় ॥ ৭৩
মৃত দেখি না মারিবে এই করি মন।
নাহি নাড়ে কোনো অঙ্গ না মিলে নয়ন ॥ ৭৪
কতোক্ষণে অল্প অল্প চারিদিগে চায়।
মারুতি না দেখি পুন উঠিয়া পলায় ॥ ৭৫
যে জন অগ্রেতে দ্বার পার হয়্যা যায়।
সেহ সেই দ্বারে বেগে কবাট লাগায় ॥ ৭৬
এইরূপ রাক্ষসের দেখি পলায়ন।
হাসেন প্রাচীরে বসি পবননন্দন ॥ ৭৭
তবে পলাইয়া গিয়া সে রাক্ষসগণ।
উপনীত হল্য যেথা আছে দশানন ॥ ৭৮
শুকায়্যাছে বুক মুখ উদ্ভ্রান্ত কুন্তল ॥
কলেবরে বহিয়া পড়িছে ঘর্ম্মজল ॥ ৭৯
তাহাদিগে অতি ভীত দেখি দশানন।
এক কালে দশ মুখে করে জিজ্ঞাসন ॥ ৮০
কিকি কিকি কিকি কিকি কিকি হল্য বলি।
পুনঃপুন জিজ্ঞাসয়ে করিয়া বিকলী ॥ ৮১
তবে সে রাক্ষসগণ কিছুকাল পরে।
স্থির হয়্যা দশাননে নিবেদন করে ॥ ৮২
মহারাজ কি আর করেন জিজ্ঞাসন।
বচনের অগোচর কপির করণ ॥ ৮৩

শুন শুন প্রভু, [illegible] ।
আপন ইচ্ছাতে আমি এথা আসি নাই ॥ ৩৬
লক্ষ্মণ রাখহ মোরে রাক্ষস-পাপিষ্ঠে ।
এই দুষ্ট শব্দ যেন ধ্বনিত হইতে ॥ ৩৭
তাহা শুনি শ্রীজানকী কম্পিত-মন ।
এখানে আসিতে মোরে করিলা প্রেরণ ॥ ৩৮
প্রভুর প্রভাব আমি ভালমতে জানি ।
বুঝাইনু তারে করি নানাযোগ্য বাণী ॥ ৩৯
তাহা না শুনিয়া অতিশয় কষ্ট-মনে ।
কহিলেন যাহা তাহা না আইসে বদনে ॥ ৪০
সেই বাক্য শুনি আমি হস্ত দিয়া কাণে ।
আইলাম তব অন্বেষণে এই স্থানে ॥ ৪১
কিরূপেতে সম্প্রতি আছেন ঠাকুরাণী ।
কুশলে বা অকুশলে তাহা নাহি জানি ॥ ৪২
কহ কহ আপুনি এখনে কি কারণ ।
তেমত দুঃশব্দ করিলেক কোন জন ॥ ৪৩
শুনিয়া লক্ষ্মণ-মুখে এতেক বচন ।
প্রভু হল্যা অতিশয় সশঙ্কিত-মন ॥ ৪৪
যদ্যপি আপুনি হন সর্ব্বজ্ঞ-শেখর ।
তবু নরলীলাবশে অত্যন্ত কাতর ॥ ৪৫
দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া সঘন ।
কহিছেন অনুজেরে বিরস-বদন ॥ ৪৬
ভ্রাতা জানকীরে একা কুটীরে রাখিয়া ।
ভাল কর্ম্ম কর নাই এখানে আসিয়া ॥ ৪৭
স্ত্রীজাতি স্বভাবে হয় বিবেক-বর্জ্জিত ।
তার বাক্য নাহি শুনে যে জন পণ্ডিত ॥ ৪৮
তাহে দুঃখ-রোষাবেশে যে কহিলা প্রিয়া ।
তাহে অনুচিত আইলা তাঁহারে রাখিয়া ॥ ৪৯
হইতেছে সদা বাদ নিশাচর-সনে ।
ইথে একা তারে রাখি আইলে কেমনে ॥ ৫০
ঐই দেখ মারীচ হরিণমূর্ত্তি ধরি ।
আনিলেক মোরে এত দূরে মায়া করি ॥ ৫১
যবে আমি বধিলাম ইহারে তেজি শর ।
তবে মৃগমূর্ত্তি ছাড়ি হল্যা নিশাচর ॥ ৫২
না জানিনু কি ভাবেতে সেই দুরাশয় ।
করিলেক মোর মত শব্দ অতিশয় ॥ ৫৩
যাহা শুনি [illegible] আইলে এই স্থান ।
কিন্তু ইথে দুঃখ না হইল মোর মনে ॥ ৫৪

বুঝিলাম নিরাপদ করিবে আমারে ।
অসংশয় নাহি সীতা কুটীর-মাঝারে ॥ ৫৫
যেন অশুভ দেখি তাহে অমঙ্গল ।
খাইল রাক্ষসে তাঁকে কিম্বা নিল হরি ॥ ৫৬
এইরূপ কহি করি আসি তপোবনে ।
শোভাহীন দেখি তারে কহেন লক্ষ্মণে ॥ ৫৭
এ কি দেখি কেন হেন বিরূপ কানন ।
ম্লান হইয়াছে যত তরু-লতাগণ ॥ ৫৮
মূক হয়্যা রোদন করয়ে পক্ষিগণ ।
হরিণী হরিণ সব অতি দুঃখিমন ॥ ৫৯
জানকী যে হরিণেরে করেন পালন ।
সেহ পড়ি রহিয়াছে হয়্যা অচেতন ॥ ৬০
দেখিতেছি অন্ধকার কানন-মাঝারে ।
না জানি ঘটিল কোন বিপদ আমারে ॥ ৬১
এত কহি ত্বরা করি চলেন শ্রীরাম ।
ভয়েতে শ্রীঅঙ্গ হতে বহিতেছে ঘাম ॥ ৬২
তবে উপস্থিত হল্যো কুটীর-নিয়ড়ে ।
শূন্য দেখি আকাশ ভাঙ্গিল মুণ্ডোপরে ॥ ৬৩
দেখ দেখ কিবা গুণ ধরয়ে প্রেমায় ।
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাহি স্ফুরে তায় ॥ ৬৪
ভক্তের সংযোগে সুখ অর্পয়ে প্রভুরে ।
তাহার বিয়োগে মগ্ন করে দুঃখপুরে ॥ ৬৫
অতএব জানকী না দেখি রঘুবর ।
হইলেন অতিশয় দুঃখেতে কাতর ॥ ৬৬
স্পন্দহীন হইল সকল কলেবর ।
হস্ত-হতে খসিয়া পড়িল ধনুঃশর ॥ ৬৭
এলাইল মস্তকের জটার পটল ।
শিথিল-বন্ধন হল্য কটীর বাকল ॥ ৬৮
নিমিষ না দেখি তাঁর নয়ন-যুগলে ।
অবশ হইয়া প্রভু পড়িলা ভূতলে ॥ ৬৯
তাহা দেখি একি একি বলিয়া লক্ষ্মণ ।
বাহু পসারিয়া আসে কান্দিয়া বারণ ॥ ৭০
নবীন পল্লবে করি করেন বীজন ।
অনেক যতনেতে প্রভু পাইলা চেতন ॥ ৭১
উঠি প্রিয়া প্রিয়া বলি ডাকি ঘনে ঘনে ।
কুটীর-মাঝারে প্রভু চৈলা অন্বেষণে ॥ ৭২
তার তিন কোণ শূন্য করি নিরীক্ষণ ।
না পাইয়া [illegible]

অতিশয় দুঃখে শোকে হইয়া কাতর ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতল-উপর ॥ ৭৪
তাহা দেখি কান্দি কান্দি ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
নিজজলে কৈলা তাঁর মুখ প্রক্ষালন ॥ ৭৫
একি প্রভু একি প্রভু বলি উচ্চস্বরে ।
ডাকিছেন অঙ্গ নড়াইয়া রঘুবরে ॥ ৭৬
কিঞ্চিৎ বিলম্বে চক্ষু মিলি রঘুমণি ।
কহিছেন অশ্রুজেরে গদগদ-ধ্বনি ॥ ৭৭
ভ্রাতৃবর না পাইনু আমিহ দেখিতে ।
কুটীরের চারিকোণ দেখহ ত্বরিতে ॥ ৭৮
কোন্ কোণে রয়াছেন প্রিয়া লুকাইবা ।
দেখা নাহি দেন মোরে কাতর দেখিয়া ॥ ৭৯
তাহা শুনি কুটীর দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মণ ।
কহিছেন প্রভু প্রতি সজল-নয়ন ॥ ৮০
দেখিলাম ভালমতে কুটীর-ভিতর ।
এখানে জানকী নাহি দেখি রঘুবর ॥ ৮১
যেই মাত্র এই কথা লক্ষ্মণ কহিলা ।
হাহাপ্রিয়ে বলি প্রভু কান্দিয়া উঠিলা ॥ ৮২
নয়নেতে অশ্রুধারা বহিছে সঘন ।
গদগদ স্বরেতে লক্ষ্মণে কিছু কন ॥ ৮৩
লক্ষ্মণ কোথায় গেলা মোর প্রাণ-প্রিয়া ।
ধৈরয ধরিতে নারি তারে না দেখিয়া ॥ ৮৪
কোথা গেল কোথা গেল মোর কণ্ঠমণি ।
কোথা গেল কোথা গেল কনক-বরণী ॥ ৮৫
কোথা গেল কোথা গেল কমল-বদনা ।
কোথা গেল কোথা গেল কুরঙ্গ-নয়না ॥ ৮৬
কোথা গেল কোথা গেল মোর প্রাণপ্রিয়া ।
না দেখি তাহারে বুক যায় বিদরিয়া ॥ ৮৭
হরণ করিয়া লয়্যা গেল কোন জন ।
অথবা রাক্ষসে মারি করিল ভক্ষণ ॥ ৮৮
কিম্বা গিয়াছেন বনে পুষ্প তুলিবারে ।
কিম্বা জল আনিবারে গোদাবরী-ধারে ॥ ৮৯
কিম্বা একাকিনী এথা না পারি থাকিতে ।
গিয়াছেন মুনিদের আশ্রম দেখিতে ॥ ৯০
অথবা আমার প্রেম পরীক্ষা করিতে ।
লুকায়্যা আছেন কোনো নির্জ্জন স্থলীতে ॥ ৯১
এত কহি প্রেমরসে উন্মত্ত হইয়া ।
সীতা অন্বেষিতে প্রভু চলিলা উঠিয়া ॥ ৯২

তাহা দেখি শ্রীলক্ষ্মণ হয়্যা সাবধান ।
চলিলেন পাছে পাছে কাতর-পরাণ ॥ ৯৩
রামচন্দ্র যারে আগে করেন দর্শন ।
প্রিয়া-বার্ত্তা তারেই করেন জিজ্ঞাসন ॥ ৯৪
কদম্ব প্রিয়ক বলে তোমে সর্ব্বলোকে ।
মোর প্রিয় হও তুমি নিবারিয়া শোকে ॥ ৯৫
দেখিয়াছ গিয়াছেন এ পথে জানকী ।
অকলঙ্ক-শশিমুখী প্রতিমা কানকী ॥ ৯৬
বিল্ব তব সখী মোর প্রিয়া বিল্বস্তনী ।
গিয়াছেন এপথে কি হরিণ-নয়নী ॥ ৯৭
অর্জ্জুন তুমিহ হও কার্ত্তবীর্য্য-মিত্র ।
সৌশীল্যাদ্যাস্তুক আদি গুণেতে বিচিত্র ॥ ৯৮
যদি জান তবে কহ সংবাদ প্রিয়ায় ।
তবে শরীরেতে প্রাণ থাকয়ে আমার ॥ ৯৯
অশোক প্রসিদ্ধ নাম তোমার অশোক ।
সার্থক করহ মোর নিবারিয়া শোক ॥ ১০০
তাল-তরু তুমি হও অতি উচ্চতর ।
দেখিতেছ তুমিহ এদেশ দেশান্তর ॥ ১০১
কোথা আছে মোর প্রিয়া সরোজ-নয়নী ।
কহিয়া আমার প্রাণ রাখহ আপনি ॥ ১০২
অশ্বত্থ তুমিহ হও বিষ্ণুর মূরতি ।
প্রিয়াবার্ত্তা কহ কৃপা করি মোর প্রতি ॥ ১০৩
তুলসী তুমিহ হও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া ।
রক্ষা কর মোরে জানকীর বার্ত্তা দিয়া ॥ ১০৪
করুণ বলিয়া তোমে কহে সর্ব্বজন ।
করুণা না কর কেন করুণা-অর্ণব ॥ ১০৫
বরুণ তুমিহ ধর দেবতার নাম ।
তাঁহাদের সমান না কর কেন কাম ॥ ১০৬
তাঁরা হন কৃপাবান্ পরহিতকারী ।
তুমিহ তেমই হও কহ মোর নারী ॥ ১০৭
বট তুমি শিবভক্ত হবে জটাধারী ।
কোথা গেল প্রিয়া কহ করুণা বিস্তারি ॥ ১০৮
পুন্নাগ পিয়াল শাল আম্র আমলকী ।
দেখাইয়া দাও তোরা আমার জানকী ॥ ১০৯
মল্লিকা মালতী জাতী মাধবী কামিনী ।
কহ কহ কোথা গেলা জনক-নন্দিনী ॥ ১১০
কোকিল-ময়ূর-শুক-শারি-আদি পাখী ।
কহ কহ কোথা গেল প্রিয়া মোরে রাখি ॥ ১১১

হরিণী দেখ্যাছ তুমি হরিণ-নয়নী।
তোমাদিগে আমি তার সখী করি গণি॥ ১১২
কহ কহ গজরাজ গজেন্দ্র-গামিনী।
গিয়াছে এ পথে মোর হৃদয়মোহিনী॥ ১১৩
আর যত আছে বনে পশু-পক্ষিগণ।
সীতা-বার্ত্তা দিয়া মোর রাখহ জীবন॥ ১১৪
এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে মোহাবেশে।
পুনর্ব্বার আল্যা প্রভু কুটীর-প্রদেশে॥ ১১৫
জিজ্ঞাসা করেন তারে কাতর হইয়া।
কহ কহ কুটীর কোথায় মোর প্রিয়া॥ ১১৬
তুমিহ আমার হও নিতান্ত আশ্রয়।
আশ্রিত জনেরে বিনাশিতে যোগ্য নয়॥ ১১৭
তোমাতে আছিলা সীতা গেলা কোথাকারে।
কহ কিম্বা কেহ হরি লয়্যা গেল তারে॥ ১১৮
হেন মতে কান্দিতে কান্দিতে তবে রাম।
দেখিলেন ভূতলেতে ছিন্ন পুষ্পদাম॥ ১১৯
আপুনি গাঁথিয়া যত্নে সেই পুষ্পহার।
পূর্ব্বদিনে দিয়াছিলা কণ্ঠেতে সীতার॥ ১২০
তাহা দেখি দ্বিগুণ জ্বলিলা শোকানল।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হয়্যা তাহারি উপর॥ ১২১
ইহা নিরীক্ষণ করি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
শ্রীরামেরে কোলে লয়্যা করেন ক্রন্দন॥ ১২২
এ কি এ কি কর প্রভু রঘুবংশ-রাজ।
শুকতরু-উপরিতে কেন পড়ে বাজ॥ ১২৩
মরিতেছি জানকী-চরণ না দেখিয়া।
তুমি কেন পুন মার এমন হইয়া॥ ১২৪
চাহ চাহ লোচনযুগল প্রকাশিয়া।
তোমারে বিষণ্ণ দেখি বিদরয়ে হিয়া॥ ১২৫
ক্রন্দনের শব্দে প্রভু পাইয়া চেতন।
চাহিলা লক্ষ্মণ-পানে মিলিয়া নয়ন॥ ১২৬
জানকী-বিরহদুঃখে অধিক কাতর।
বিলাপ করিতে আরম্ভিলা রঘুবর॥ ১২৭
শুন ভাই শ্রীলক্ষ্মণ, জানকী হিয়ার ধন,
কোথা গেল আমারে উপেখি।
কি হইল হায় হায়, প্রাণ মোর বাহিরায়,
তার মুখচন্দ্র নাহি দেখি॥ ১২৮
করি গৃহ-সুখ ত্যাগ, মোর দুখে নিতে ভাগ,
যে আইল হর্ম্য কানিনে।
অতিশয় সুকুমারী, সেই মোরে পরিহরি,
অজ্ঞানে গেল কি দূষণে॥ ১২৯
যাহা বিনে অক্ষি অন্ধ, কাল হয় যেন বন্ধ,
কত না উদ্বেগ হয় চিতে।
না দেখিয়া তার মুখ, বাড়িতেছে বড় দুখ,
আর প্রাণ না পারি ধরিতে॥ ১৩০
যদি ছাড়ি গেল সেহ, কি কাজ রাখিয়া দেহ,
মন স্থির করা নাহি যায়॥
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে প্রিয়া পাব
ভ্রাতৃবর বল মা উপায়॥ ১৩১
হাহা প্রিয়ে চন্দ্রমুখি, হাহা প্রাণ-প্রিয়সখি,
হা জনক-নরেন্দ্রনন্দিনি।
হাহা নানাগুণখনি, হাহা সীমন্তিনীমণি,
হাহা প্রেমরস-তরঙ্গিণি॥ ১৩২
তোমার সন্তোষ লাগি, নিজে হয়্যা ক্লেশভাগী,
আনিলাম সুবর্ণহরিণে।
তাহা নাহি নিরখিয়া, আমারে উদ্বেগ দিয়া,
চলি গেলে কোথা হে কঠিনে॥ ১৩৩
তুমি মোর গৃহেশ্বরী, মন্ত্রিকার্য্যে অধিকারী,
প্রিয়সখা সদ-র্থবচনে।
প্রিয়শিষ্য নানাগুণে, দাসী পদসম্বাহনে,
প্রতিযোদ্ধা পঞ্চবাণ-রণে॥ ১৩৪
বিধি একা তোহে হরি, মোর কিনা কৈলা চুরি,
শূন্য কৈল এ তিন ভুবনে।
প্রিয়ে তোহে না দেখিয়া, হিয়া যায় বিদরিয়া,
দেখা দাও এ রঘুনন্দনে॥ ১৩৫
হেনমতে ক্রন্দন করিয়া রঘুপতি।
বুঝাইলা এই নিজ ভাব ভক্ত প্রতি॥ ১৩৬
মোরে যেই জন ভজে অন্ত ভক্তিতে।
তাহার বিয়োগ আমি না পারি সহিতে॥ ১৩৭
প্রভুরে কাতর দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
মধুর বচনে তাঁরে করেন সান্ত্বন॥ ১৩৮
প্রভু হও [illegible]-শেখর আপনি।
গম্ভীরতা-পারাবার ধৈর্য্যরত্নখনি॥ ১৩৯
আপুনি যদ্যপি হবে হেন উতরোল।
তবে আর কেবা শোকে না হবে বিভোল॥ ১৪০
বিবেচনা-গম্ভীরতা ধরে যেইজন।
সেহ নাহি হয় কভু শোকেতে [illegible]॥ ১৪১

বিপদে যে জন ধৈর্য্য ধরিবারে পারে।
কদাচিৎ বিপদে বাঁধিতে নারে তারে ॥ ১৪২
অতএব শোক তেজি উৎসাহ করিয়া।
অন্বেষণ কর তবে পাবে নিজ প্রিয়া ॥ ১৪৩
আমি এই বিতর্ক করিয়ে মনে মনে।
সীতা গিয়াছেন পুষ্প-লাগি দূরবনে ॥ ১৪৪ *
অথবা কোমল শতদল তুলিবারে।
প্রবেশিয়া থাকিবেন গোদাবরী-ধারে ॥ ১৪৫
চল চল মোরে সঙ্গে করি রঘুবর।
অন্বেষণ কর বন তটিনী ভূধর ॥ ১৪৬
আমিহ এখনি করি বন অন্বেষণ।
করিবারে পারিয়ে তাঁহারে আনয়ন ॥ ১৪৭
কিন্তু দেখি তোমারে কাতর অতিশয়।
একা রাখি যাইতে সাহস নাহি হয় ॥ ১৪৮
লক্ষ্মণের বচনেতে অবধান করি।
উঠিলেন রামচন্দ্র রোদন সম্বরি ॥ ১৪৯
যে কহিলে ভাই তুমি তাহাই করিব।
আস্ত আস্ত কাননেতে প্রিয়া অন্বেষিব ॥ ১৫০
এত কহি সঙ্গেতে লইয়া শ্রীলক্ষ্মণে।
ফিরেন জানকী-লাগি প্রভু বনে বনে ॥ ১৫১
কভু স্তব্ধ কভু মোহ বৈবর্ণ্য সন্তাপ।
কদাচিৎ এইমতে করেন বিলাপ ॥ ১৫২
হে হে শ্রীজনকসুতে মোর প্রাণপ্রিয়া।
কোথা আছ রাখ মোর প্রাণ দেখা দিয়া ॥ ১৫৩
তুমি মোর প্রাণপ্রিয়া কণ্ঠে হেমদাম।
নেত্রে সুখকরী চন্দ্রকলা অভিরাম ॥ ১৫৪
কেন তোহে দেখিতে না পাইয়া হৃদয়।
খদির-অঙ্গারে নিরন্তর দগ্ধ হয় ॥ ১৫৫
তোমাতে আমার প্রীতি কিমত প্রকার।
ইহাই জানিতে কি এমত ব্যবহার ॥ ১৫৬
যে বুঝিলে সেই ভাল অনুগত জনে।
আর নাহি দুঃখ দাও দয়া করি মনে ॥ ১৫৭
দেখিতে পায়াছি আমি তোমার প্রকাশ।
আর কেন লুকাইতে করহ প্রয়াস ॥ ১৫৮

আনিয়াছি মৃগ মারি তোমার বচনে।
আজ বসি ইহার উপরি দুইজনে ॥ ১৫৯
এখানে আছহ যত বনের দেবতা।
কৃপা করি তোরা কহ প্রিয়ার বারতা ॥ ১৬০
দিবাকর হও তুমি মোর কুলপতি।
প্রকাশিত করিছ আপনি ত্রিজগতী ॥ ১৬১
তব অগোচর নাহি ভুবন-ভিতরি।
আছয়ে জানকী কোথা কহ কৃপা করি ॥ ১৬২
এইরূপ কহি কহি অন্যস্থানে গিয়া।
কহিছেন শ্রীলক্ষ্মণে খেদিত হইয়া ॥ ১৬৩
ভাই দেখ এই তরুতলে কালি বসি।
সাজাইলা পুষ্প তুলি আমারে প্রেয়সী ॥ ১৬৪
এই তরুতলে আমি বসি জানকীরে।
সাজাইয়াছিনু নানাপুষ্প দিয়া শিরে ॥ ১৬৫
এইস্থানে করি পত্র-কুসুমে আসন।
কত রঙ্গে বসিয়াছিলাম দুইজন ॥ ১৬৬
এই কুঞ্জে লুকাইয়াছিলা মোর প্রিয়া।
ধরিলাম আমি অঙ্গ-সৌরভ পাইয়া ॥ ১৬৭
এইস্থানে কৈনু তারে বলেতে চুম্বন।
তাহে রুষি প্রিয়া ভুজে করিল বন্ধন ॥ ১৬৮
একদিন এইস্থানে শুনি সিংহস্বন।
ভয়ে প্রিয়া মোরে নিজে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৬৯
এই সেই সব স্থান করি নিরীক্ষণ।
ভ্রাতৃবর মোর আর স্থির নহে মন ॥ ১৭০
এইমতে নানাস্থানে করি অন্বেষণ।
প্রস্রবণ গিরি কাছে করিলা গমন ॥ ১৭১
কোথা হে জীবন মোর কোথা হে জীবন।
এই বলি উচ্চরবে ডাকেন সঘন ॥ ১৭২
তাহে গিরি গুহাতে উঠিছে প্রতিধ্বনি।
তাহা শুনি লক্ষ্মণে কহেন রঘুমণি ॥ ১৭৩
ভ্রাতৃবর ওই শুন গিরি-গুহাদ্বারে।
ডাকিছেন প্রাণপ্রিয়া হারায়্যা আমারে ॥ ১৭৪
এত কহি প্রবেশিয়া গুহার ভিতর।
জানকী না দেখি হৈল্যা অধিক কাতর ॥ ১৭৫
পুন বাহিরেতে আসি ভ্রমি নানাস্থান।
গোদাবরী-নিকটেতে করিলা পয়াণ ॥ ১৭৬
স-ভৃঙ্গ কমল এক দেখে তার জলে।
সীতামুখ ভাবি কম অতি কুতূহলে ॥ ১৭৭

---

* মোর [illegible] হয় যেন জনকতনয়া।
দূর [illegible]ছেন কুসুম-লাগিয়া ॥

ভাল ভাল প্রিয়ে তোহে জানিল নিশ্চয়।
তুমি হও অতিশয় কঠিন-হৃদয়॥ ১৭৮
এত আয়োজন তব মোরে দুঃখ দিতে।
লুকাইয়া রহিয়াছ নদীর বারিতে॥ ১৭৯
লুকাবার ভাল বুদ্ধি করিছিলে চিতে।
পদ্মমাঝে এ মুখ কে পারিত চিনিতে॥ ১৮০
কিন্তু তব স্নেহে মোর হিত করিয়াছে।
তাহাতেই আমার সংশয় ভাঙ্গিয়াছে॥ ১৮১
উঠি আস্ত আর কেন ক্লেশ পাও জলে।
না আইলে আমিহ যাইব অই স্থলে॥ ১৮২
এত কহি উৎকণ্ঠিত হয়্যা রঘুবর।
প্রবেশিতে যান সেই নদীর ভিতর॥ ১৮৩
তাহা দেখি লক্ষ্মণ করেন নিবেদন।
একি একি প্রভু কোথা করিছ গমন॥ ১৮৪
জানকীবদন-শঙ্কা করিছেন যায়।
সেহ তাহা নহে কিন্তু শতদল তায়॥ ১৮৫
নয়ন বলিয়া যাহে করিছেন মন।
সেহ মধুকর হয় না হয় নয়ন॥ ১৮৬
লক্ষ্মণ-বচন শুনি দুঃখিত-অন্তর।
অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলা রঘুবর॥ ১৮৭
তবে সব নদীতীর করি অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার নিজাশ্রমে কৈলা আগমন॥ ১৮৮
আসিয়া থাকিবা ঘরে প্রিয়া এতক্ষণ।
এই আশে কুটীরেতে করিলা গমন॥ ১৮৯
শূন্য ঘর দেখি পুন স্তম্ভিত হইয়া।
পড়িলেন ভূতলেতে অঙ্গ আছাড়িয়া॥ ১৯০
লক্ষ্মণ ধাইয়া আসি কোলে তুলি নিয়া।
চেতন করাল্যা জলে মুখ প্রক্ষালিয়া॥ ১৯১
হেনই সময়ে অস্ত গেলা দিনকর।
রজনীতে উদয় করিলা শশধর॥ ১৯২
তাহা দেখি জানকীর মুখ বলি মানি।
কহিছেন লক্ষ্মণেরে প্রভু এই বাণী॥ ১৯৩
দেখিতেছ ভ্রাতৃবর জানকীর ক্রিয়া।
এতক্ষণ কোন স্থানে ছিলা লুকাইয়া॥ ১৯৪
সংপ্রতি বুকেতে ঢাকি আপন কায়ারে।
দেখ অই মুখ তুলি দেখেন আমারে॥ ১৯৫
অতএব অন্তরীক্ষেতে গমন করিয়া।
ধরিব উহারে আমি নয়ন চাপিয়া॥ ১৯৬

এত কহি প্রেমাবেশে উত্তরল-মন।
জানকী ধরিব বলি করিলা গমন॥ ১৯৭
ইহা দেখি কান্দিয়া কান্দিয়া শ্রীলক্ষ্মণ।
বাহু পসারিয়া রামচন্দ্রে ধরি কন॥ ১৯৮
একি একি রঘুপতি কর এ কেমন।
রজনীতে কোন্ স্থানে করেন গমন॥ ১৯৯
কোথা দেখিছেন প্রভু আপন-ঘরণী।
উদয় করয়াছে এ ত চন্দ্র দ্বিজমণি॥ ২০০
এত শুনি মূর্চ্ছিত হইয়া রঘুপতি।
পড়িলা ভ্রাতার কোলে অবশমুরতি॥ ২০১
বসিয়া কোলেতে তাঁরে শোয়াল্যা লক্ষ্মণ।
অনেক পরেতে প্রভু পাইলা চেতন॥ ২০২
তবে প্রেম-উন্মাদেতে সকল বিস্মরি।
কহিছেন লক্ষ্মণেরে নিশাচর-অরি॥ ২০৩
অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকে জিজ্ঞাসেন রঘুবর।
অর্দ্ধে অর্দ্ধে লক্ষ্মণ করেন প্রত্যুত্তর॥ ২০৪
কহ কহ কহ তুমি হও কোন্ জন।
একি প্রভু আমি তব সেবক লক্ষ্মণ॥ ২০৫
তোমার কোলেতে আমি কেবা কহ শুনি।
প্রভুবর একি কহ শ্রীরাম আপনি॥ ২০৬
কোন্ রাম হই আমি বল রে লক্ষ্মণ।
প্রভু রামচন্দ্র দশরথের নন্দন॥ ২০৭
অযোধ্যানগর ছাড়ি তবে কেন বনে।
রঘুবর পিতৃবাক্য-পালন-কারণে॥ ২০৮
কহ কহ তোর কোলে পড়ি কি লাগিয়া।
প্রেয়সী-বিরহে অতি মূর্চ্ছিত হইয়া॥ ২০৯
কে মোর প্রেয়সী বল এত গুণবতী।
জনকতনয়া সীতা রাম রঘুপতি॥ ২১০
যেইমাত্র কর্ণে প্রবেশিলা সীতানাম।
প্রিয়ে কোথা গেল বলি কান্দেন শ্রীরাম॥
লক্ষ্মণ কুটীরে মোর জানকী আছিল।
কোন্ দুষ্টজন আসি হরিয়া লইল॥ ২১২
প্রেয়সী থাকিতে ছিল যে স্বর্গ সমান।
সে কুটীরে হইতেছে অন্ধকার জ্ঞান॥ ২১৩
চন্দ্রকলা বিনে যেন না শোভে অম্বর।
কমলিনী-বিহনে যেমন সরোবর॥ ২১৪
লক্ষ্মী বিনে পুরী যেন শোভা-বিবর্জ্জিত।
তেমনই কুটীর জানকী-বিবর্জ্জিত॥ ২১৫

সেই ত কুটির আছে সেই দিব্য বন।
সেই গোদাবরী নদী কমল-কানন ॥ ২১৬
সেই আমি আছি কিন্তু প্রিয়ার বিরহে।
অবিরত বদন-অঙ্গারে প্রাণ দহে ॥ ২১৭
দেখি সেই মৃগগণ সেই বৃক্ষলতা।
না দেখি কেবল সেই প্রিয়া অনুরতা ॥ ২১৮
এইত মাধবী দেখি রোপিত তাহার।
জলিছে বিরহানলে শরীর আমার ॥ ২১৯
এইস্থানে প্রিয়া সদা বসিয়া রহিত।
এইস্থানে মোর সনে শয়ন করিত ॥ ২২০*
এইস্থানে পাশা খেলাইত মোর সঙ্গে।
এইস্থানে বেশ বনাইত নিতি রঙ্গে ॥ ২২১
এ সকল নিরীক্ষণ করিয়া নয়নে।
প্রাণ আর নাহি রহে জানকী-বিহনে ॥ ২২২
এত কহি পূর্ব্বদিক্-পানে নিরখিয়া।
পুনর্ব্বার কহেন লক্ষ্মণে সম্বোধিয়া ॥ ২২৩
চল ভাই তরুতলে অঙ্গে তাপ লাগে।
উদয় করিলা রবি দেখ পূর্ব্বভাগে ॥ ২২৪
লক্ষ্মণ কহেন প্রভু কোথা দিনকর।
পূর্ব্বদিকে উদয় হয়াছে শশধর ॥ ২২৫
এতেক বচন শুনি নিশ্বাস ছাড়িয়া।
বিলাপ করেন রাম কাতর হইয়া ॥ ২২৬
যখন যাহারে বিধি প্রতিকূল হয়।
বুঝিলুঁ তখন তারে কেহ ভাল নয় ॥ ২২৭
তেঁই সুধাকর তাপ দিতেছে আমার।
জলিছে সকল অঙ্গ মলয়ের বায় ॥ ২২৮
এত কহি অতিশয় উদ্বেগে কাতর।
শশধরে সম্বোধিয়া কন রঘুবর ॥ ২২৯
চন্দ্র তব জন্মদাতা ক্ষীর-পারাবার।
অতিশয় শীতল স্বভাব হয় তার ॥ ২৩০
তুমি তাহা হৈতে জন্ম পাইয়া এখানে।
কেন দাহকত্ব শক্তি পাল্যে কার স্থানে ॥ ২৩১
সর্ব্বত্র কারণ-গুণ কার্য্যে দেখা যায়।
তাহে কেন নিরর্থ হইল এই ন্যায় ॥ ২৩২

---

* বসিয়া রহিত প্রিয়া সদা এইস্থানে।
শয়ন করিত এইস্থানে মোর সনে ॥

বুঝিলুঁ গরলসঙ্গে এ গুণ-উদয়।
সঙ্গাধীন গুণ-দোষ জন্মে শাস্ত্র কয় ॥ ২৩৩
কিম্বা বাস করি থাকি শিব-ভালতটে।
শিখিয়াছ এই গুণ ভুজঙ্গ-নিকটে ॥ ২৩৪
জগৎপালক বিষ্ণু সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কিন্তু তাহা বিরহিজনার প্রতি নহে ॥ ২৩৫
তাহা হৈলে বিরহীর নাশক তোমার।
রক্ষা লাগি এত যত্ন না হইত তাঁর ॥ ২৩৬
যদি তিঁহ চক্র তোর রক্ষণ লাগিয়া।
না দিতেন তবে রাহু খাইত গিলিয়া ॥ ২৩৭
যদ্যপি থাকিতে তুমি রাহুর বদনে।
তবে কেন দুঃখ পাবে বিরহার্ত্ত জনে ॥ ২৩৮
যদি বা না গণি রাহু কভু চক্রভয়।
খায় তোহে কিন্তু পুন গিলিতে নারয় ॥ ২৩৯
বুঝি হবে অতি তীক্ষ্ণ শরীর তোমার।
অতএব সেহ তোহে করয়ে উদ্গার ॥ ২৪০
যেকালে আছিলে তুমি পয়োনিধি-নীরে।
কালকূট লাগিছিল তোমার শরীরে ॥ ২৪১
সেই বিষ অদ্যাবধি আছয়ে লাগিয়া।
মুগ্ধ লোকে তাহে কহে কলঙ্ক করিয়া ॥ ২৪২
সে গরল আস্তে তব কিরণে মিলিয়া।
তেঁই তার স্পর্শে লোক মরয়ে জ্বলিয়া ॥ ২৪৩
কিম্বা তুমিহ হইবে শুভ্র বিষময়।
অন্যথা এমত তাপ কিরূপেতে হয় ॥ ২৪৪
তবু তোহে লোকে সুধাকর বলি কয়।
যেন বিষে অমৃত বোলয়ে শাস্ত্রচয় ॥ ২৪৫
সাগরে জনম তোর বাস শম্ভুশিরে।
তোমার উচিত নহে বধ বিয়োগীরে ॥ ২৪৬
হইয়াছ গুরুনারী-হরণে মলিন।
বুঝি তেঁই কর তুমি কর্ম্ম অতিহীন ॥ ২৪৭
যেই জন পারে গুরুপত্নী হরিবারে।
বিরহী বধিতে কিবা ভয় হয় তারে ॥ ২৪৮
কহিতেছি তোহে আমি এক হিত কথা।
বিরহি-বিনাশ-পাপ না কর সর্ব্বথা ॥ ২৪৯
বিশেষত মোর বধ অতি অনুচিত।
তুমি হও মোর প্রিয়া-বদনের মিত ॥ ২৫০
মোর বধে কারণ দেখিয়ে একমাত্র।
আমি হই সূর্য্যবংশ সূর্য্য-প্রীতিপাত্র ॥ ২৫১

শক্রক্ত তোমার দিবাকর-প্রিয়সনে।
দেখিতেছি তুখ দাও শতদলগণে ॥ ২৫২
তোহে বা কি দোষ দিব এ অদ্ভুত কথা।
জগতজীবন বায়ু দিয় মোরে ব্যথা ॥ ২৫৩
বায়ু তুমি আসিতেছ মলয় হইতে।
ভ্রমিতেছ কত সরোবর তটিনীতে ॥ ২৫৪
তবে কেন তোমার পরশে মোর দেহ।
পাইতেছে অতিশয় দাহ সদা এহ ॥ ২৫৫
বঝিলুঁ মলয়ে আছে বহু দুষ্ট ফণী।
তার সঙ্গে হইয়াছ সন্তপ্ত আপনি ॥ ২৫৬
কিম্বা আজি কাম মোরে মারিবার মনে।
বিষ লেপিয়াছে নিজ বাণ-পুষ্পগণে ॥ ২৫৭
তুমিহ উত্তপ্ত হইয়াছ তারি সঙ্গে।
তেঁই বিষ হেন লাগিতেছে মোর অঙ্গে ॥ ২৫৮
যে হকু তুমিহ হও জগৎজীবন।
তোমার কর্ত্তব্য নহে আমার মারণ ॥ ২৫৯
তোমার অগম্য কোন স্থান না নিরখি।
জানিতেছ কোথা মোর আছে প্রাণসখী ॥ ২৬০
তাহারে পরশি যদি পরশ আমায়।
তবেই আমার প্রাণ থাকয়ে কায়ায় ॥ ২৬১
করিলে আর কোনহ প্রকারে।
ধরিতে না পারি প্রাণ কামের প্রহারে ॥ ২৬২
অনঙ্গ তোমার কয় হৃদয়ে উৎপাত।
কিরূপেতে বাণ ছাড়িতেছ তার প্রতি ॥ ২৬৩
পিতৃ-বধপাপ তব হইবে ইহায়।
অতি অপযশ হবে জগতে তাহায় ॥ ২৬৪
যদ্যপি এ কর্ম্ম কর তাহাও না মানি।
হইবেক ইথে তব বড় অর্থহানি ॥ ২৬৫
তোমার আশ্রয় মন সব লোকে গায়।
কহ তাহা বিনাশিয়া রহিবে কোথায় ॥ ২৬৬
তোহে পঞ্চশর করি কহে যেই জন।
বুঝি তারা নাহি জানে তব বিক্রমণ ॥ ২৬৭
আমি দেখিতেছি অগণিত তব শর।
অন্যথা হইবে কেন হৃদয় জর্জ্জর ॥ ২৬৮
ধন্য তুমি ধন্য তব ধনু ধন্য বাণ।
নিরাকার মনে বিন্ধি কৈলি খান খান ॥ ২৬৯
অস্ত্রেতো মূর্ত্তিমান্ হয় সব বীর।
যারে ধরে করে সেই হয় সশরীর ॥ ২৭০
তুমিহ অনঙ্গ অঙ্গহীন মোর মন।
তভু কিরূপেতে তারে করিছ বেধন ॥ ২৭১
আর শুনি তব বাণ পুষ্পময় হয়।
প্রবেশিছে কিরূপেতে তারা বা হৃদয় ॥ ২৭২
বুঝি রুদ্র দগ্ধ করাছেন তোরে যেন।
দগ্ধ কর্য্যাছেন তোর শরে তেঁহ তেন ॥ ২৭৩
তাহে যেন তোর শক্তি কিছু না গিয়াছে।
সেইরূপে তোমার বাণের শক্তি আছে ॥ ২৭৪
অতএব অনায়াসে আমার অন্তর।
বিন্ধিয়া করিলে তুমি অতিজরজর ॥ ২৭৫
কিন্তু তাহে এক কথা কহি আমি হিত।
এখান হইতে তুমি পালাও ত্বরিত ॥ ২৭৬
আমি জটাধর ভস্ম-আচ্ছন্ন-মূরতি।
উন্মত্তহৃদয় হইয়াছি পশুপতি ॥ ২৭৭
যদি পড় তুমি নেত্রপথেতে আমার।
এই ক্ষণে দগ্ধ হয়্যা যাবে পুনর্ব্বার ॥ ২৭৮
জ্বলিতেছে তোমার শরেতে মোর মন।
ইহাকেও ত্যাগ করি করহ গমন ॥ ২৭৯
আমি মৃত হইয়াছি প্রিয়ার বিরহে।
মৃতদেহ-পরশ উচিত কভু নহে ॥ ২৮০
হাহা প্রিয়ে শ্রীজনক-নৃপতিনন্দিনী।
হাহা মম মানসচাতক কাদম্বিনী ॥ ২৮১
না দেখি তোমারে অন্ধ হইল নয়ন।
না শুনি তোমার বাণী বধির শ্রবণ ॥ ২৮২
তোহে না পরশি অঙ্গ জ্বলিছে সকল।
না পাই অধর-রস রসনা বিকল ॥ ২৮৩
গন্ধজ্ঞানহীন নাসা মুখাব্জ-বিহনে।
আর প্রাণে নাহি রহে তব অদর্শনে ॥ ২৮৪
এখনো যদ্যপি পাই দেখিতে তোমায়।
তৎক্ষণাৎ সব দুঃখ দূরেতে পলায় ॥ ২৮৫
অতএব যদি স্নেহ থাকে মোর প্রতি।
তবে আসি দেখা দাও প্রিয়ে শুদ্ধমতি ॥ ২৮৬
যদি কিছু করিয়া থাকিয়ে অপরাধ।
ক্ষমা কর নাহি কর মোর প্রাণবাধ ॥ ২৮৭
এত কহি প্রেমাবেশ-বিশেষঘটনে।
দশদিক্ সীতাময় দেখেন নয়নে ॥ ২৮৮
তবে অতি আনন্দিত হয়্যা রঘুপতি।
পুলকেতে কহিছেন লক্ষ্মণের প্রতি ॥ ২৮৯

ভাই ভাই দেখ দেখ আর প্রাণপ্রিয়া।
আসিয়াছে বহুমূর্ত্তি প্রকট করিয়া॥ ২৯০
মোর অতিশয় দুঃখ করিতে বারণ।
করিয়াছে প্রিয়া বহু মূর্ত্তি প্রকটন॥ ২৯১
এই বিদ্যা শিক্ষা লাগি প্রিয়া এতক্ষণ।
করিছিলা কোন মুনি-নিকটে গমন॥ ২৯২
তেঁই না দেখিতে পায়্যাছিলুঁ এতক্ষণ।
জুড়াইল দেখি এবে তনু প্রাণ মন॥ ২৯৩
ভাল ভাল প্রিয়ে আমি জানিলুঁ তোমায়।
কিছুমাত্র দয়া নাই তোমার আমায়॥ ২৯৪
যাহে উপস্থিত হয় প্রাণের সংশয়।
হেন পরিহাস করা কভু যোগ্য নয়॥ ২৯৫
যদি আর ক্ষণেক তুমিহ না আসিতে।
তবে আর আমাকে দেখিতে না পাইতে॥
কামের কঠিন শরসমূহ-প্রহারে।
ছাড়িয়া যাইত প্রাণ এখনি আমারে॥ ২৯৭
যে করিলে সেই ভাল সংপ্রতি এথায়।
আস্ত আস্ত দেখি কত বাজিয়াছে গায়॥ ২৯৮
ভ্রমিয়াছ বনে বনে মোরে দুঃখ দিতে।
তাহে কত লাগিয়াছে কণ্টক মূর্ত্তিতে॥ ২৯৯
আস্ত আস্ত একবার আলিঙ্গন দিয়া।
শীতল করহ মোর উত্তপিত হিয়া॥ ৩০০
পুন পুন ডাকি তভু না কর আগতি।
মান করিয়াছ কিবা প্রিয়ে মোর প্রতি॥ ৩০১
জানিয়া কোনহ দোষ আমি নাহি করি।
অজ্ঞানে হইয়া থাকে ক্ষমহ সুন্দরি॥ ৩০২
এই জোড় করিতেছি আমি দুইকর।
প্রাণ রাখ পিয়াইয়া অমৃত অধর॥ ৩০৩
শুনিয়া প্রভুর প্রেম-উন্মাদ বচন।
ঢর ঢর লোচনেতে কান্দেন লক্ষ্মণ॥ ৩০৪
পুন প্রভু কহিছেন ভ্রাতারে লক্ষ্মণ।
প্রিয়া কেন নিকটে না করে আগমন॥ ৩০৫
যাই যাই বিলম্ব সহিতে নাহি পারি।
ধরি আনি গিয়া আমি কণ্ঠে ভুজ ডারি॥ ৩০৬
এত কহি উঠি বেগে প্রস্থান করিলা।
লক্ষ্মণ ঠাকুর তাঁরে ধরিতে নারিলা॥ ৩০৭
আগে এক শাললতা করি নিরীক্ষণ।
জানকী-ভ্রমেতে রাম কৈলা আলিঙ্গন॥ ৩০৮
কঠিন পরশে তার পাইয়া চেতন।
ভূতলে পড়িয়া পুন করেন ক্রন্দন॥ ৩০৯
লক্ষ্মণ কোথায় গেল জানকী আমার।
তারে না দেখিয়া ক্লেশ সহ নহে আর॥ ৩১০
সহিয়াছি রাজ্যনাশ পিতার মরণ।
সহিতে না পারি কিন্তু প্রিয়া-অদর্শন॥ ৩১১
আর এক কহি তোহে অন্তরের কথা।
মরণ-জীবন উভয়েই মোর বাধা॥ ৩১২
মরিলে প্রিয়ার সঙ্গে না হয় দর্শন।
জীবনেতে তাহার বিরহে দহে মন॥ ৩১৩
অতএব কিছুই না দেখি নিজ হিত।
কি করিব হায় হায় বল না ত্বরিত॥ ৩১৪
এত কহি রঘুপতি শোকাবিষ্ট মন।
মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিলা আরম্ভণ॥ ৩১৫
তাহা শুনি কান্দে যত বন্য পশু পাখী।
অন্য কি কহিব দ্রবি গেল শিলা শাখী॥ ৩১৬
তাহা দেখি শ্রীলক্ষ্মণ কান্দিয়া কান্দিয়া।
কহিছেন রঘুবরে কোলেতে লইয়া॥ ৩১৭
প্রভু যদি তুমি এত কাতর হইবে।
কার সাধ্য কে তোমারে সুস্থির করিবে॥ ৩১৮
হইল তোমার শোক দাবাগ্নি যেমন।
আমি তৃণতুল্য করি কিমতে বারণ॥ ৩১৯
অতএব নিজে স্থির করি নিজ মন।
ক্ষণকাল কর প্রভু শোক নিবারণ॥ ৩২০
আপদ ঘটয়ে সংসারেতে সব নরে।
পুনশ্চ সম্পদ হয় কিছুকাল পরে॥ ৩২১
যেন জন্ম মৃত্যু আর দিবস রজনী।
তেনই সম্পদ আর বিপদেরে গণি॥ ৩২২
এ আপদে যদি তুমি অস্থির হইবে।
প্রাকৃত লোকেতে তবে কে তাহা সহিবে॥ ৩২৩
যেজন সুবুদ্ধি ধীর ধৈর্য্য-সমাশ্রয়।
শুভাশুভে সেহ সুখী দুঃখী নাহি হয়॥ ৩২৪
অতএব স্থির করি আপনার চিত্ত।
জানকীর অন্বেষণ করিতে উচিত॥ ৩২৫
উদ্যম বিহনে কোনো কার্য্য নাহি হয়।
উদ্যম করিলে কিছু অসম্ভব নয়॥ ৩২৬
দেবতা অসুরগণ উদ্যমের বলে।
উঠাইয়াছিলা সুধা সাগরের জলে॥ ৩২৭

অন্বেষহ এ বনের সকল প্রদেশ।
মিলিবে অবশ্য তবে জানকী-উদ্দেশ ॥ ৩২৮
এ সকল কথা আমি তোঁহে না শিখাই।
কিন্তু বুদ্ধি অনুসারে স্মরণ করাই ॥ ৩২৯
বৃহস্পতি তব আগে মূর্খতাভাজন।
তোমারে শিখায় হেন আছে কোন্ জন ॥ ৩৩০
হইয়াছ আপুনি শোকেতে মগ্ন-মন।
এই লাগি স্মরণার্থে কহি এ বচন ॥ ৩৩১
লক্ষ্মণের বচন শুনিয়া রঘুপতি।
কহিছেন রোদন তেজিয়া তাঁর প্রতি ॥ ৩৩২
ভাল বলিয়াছ প্রাণাধিক ভ্রাতৃবর।
এই বটে বান্ধবের কার্য্য যোগ্যতর ॥ ৩৩৩
যে হিত আদেশ করে বিপদ-সময়।
তাহারেই বান্ধব বলিয়া শাস্ত্রে কয় ॥ ৩৩৪
করিব তোমার সঙ্গে প্রিয়া অন্বেষণ।
কিঞ্চিৎ রজনী আছে কর প্রতীক্ষণ ॥ ৩৩৫
এত কহি প্রভু কিছু সুস্থতা পাইয়া।
বসিলা ভূতল হৈতে শ্রীঅঙ্গ তুলিয়া ॥ ৩৩৬
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রাম রসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩৩৭

ইতি শ্রীরামরসায়নে আরণ্যকাণ্ডলীলাবর্ণনে
শ্রীরামবিরহদশাবর্ণনো নাম ষষ্ঠঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামের জটায়ুমুখে সীতা-বার্ত্তা লাভ।

আদায় সীতাবৃত্তান্তদ্রবিণং যো জটায়ুষঃ।
বৈকুণ্ঠংপ্রদদৌ তস্মৈ শ্রীরামঃ সোঽস্তু নো গতিঃ
তবে সেই রজনী হইল অবসান।
পূর্ব্বদিগে হইল অরুণ-কান্তি ভান ॥ ২
প্রভু তবে উঠি নিত্য-ক্রিয়া সমাপিয়া।
প্রিয়া অন্বেষিতে যান উদ্বিগ্ন হইয়া ॥ ৩
অস্ত্রশস্ত্র মৃগচর্ম্ম লইয়া লক্ষ্মণ।
পশ্চাতে পশ্চাতে তাঁর করিলা গমন ॥
বন কুঞ্জ নদীতট পর্ব্বতের দরী।
ভ্রমিছেন জানকীর অন্বেষণ করি ॥ ৫
এই স্থানে এক কথা শুন ভক্তজন।
ভক্তমাল-টীকামতে করিব বর্ণন ॥ ৬
এইরূপে কথোক্ষণ করিয়া ভ্রমণ।
লক্ষ্মণের প্রতি রামচন্দ্র কিছু কন ॥ ৭
এক পথে যদ্যপি যাইবে দুইজন।
তবে বহুদিনে দেখা হইবে এ বন ॥ ৮
অতএব দুইজন দুপথে যাইব।
দিন-অবসানে পুন আশ্রমে আসিব ॥ ৯
এত কহি একপথে পাঠায়্যা লক্ষ্মণে।
নিজে অন্য পথে গেলা সীতা-অন্বেষণে ১০
যাবৎ বনের স্থান করেন ভ্রমণ।
জানকি জানকি বলি ডাকেন সঘন ॥ ১১
জানকী না দেখি অতি উৎকণ্ঠিত-মন।
এক তরুমূলে বসি করেন ক্রন্দন ॥ ১২
হেনকালে পার্ব্বতী-সহিত মহেশ্বর।
গমন করেন ব্যোম-মার্গের উপর ॥ ১৩
কিবা পশুপতি, মধুর-মূরতি,
আরোহণ বৃষবরে।
যেন হিমধর, শিখর-উপর,
শশধর শোভা করে ॥ ১৪
কিবা মনোহর, শিরের উপর,
তাহে সুরধুনী, ত্রিলোক-তারিণী,
করিছেন কলঘটা ॥ ১৫
আর নানামণি, মনোহর ফণী,
কত রহে ধরি ফণা।
প্রসন্ন কপালে, শশধর ঝলে,
তাহে দিব কি তুলনা ॥ ১৬
কিবা তিন আঁখি, ঢুলু ঢুলু দেখি,
শ্রীরাম-চরণ-ধ্যানে।
বদন-কমল, করে ঝলমল,
ফণীর কুণ্ডল কাণে ॥ ১৭
অতি নীলগলে, হাড়মালা দোলে,
উপবীত ফণিরাজ।

বলয় কঙ্কণ, প্রভৃতি ভূষণ,
সব ফণিময় সাজ ॥ ১৮
কটিতে শিকলি, অসিত কুণ্ডলী,
পরিধান বাঘচাম।
বাম উরুপরি, অতি সুকুমারী,
গিরিসুতা অভিরাম ॥ ১৯
নন্দী মহাকাল, ভৈরব বেতাল,
চারিদিকে নাচি চলে।
বাজাইয়া গাল, দিয়া করতাল,
শিব শিব ঘন বলে ॥ ২০
তার মাঝে থাকি, হইয়া কৌতুকী,
আপনি পার্ব্বতীপতি।
গাইছেন রাম, রঘুবর-নাম,
প্রেমসুধা-মগ্নমতি ॥ ২১
যাইতে যাইতে অধ করিতে নয়ন।
পার্ব্বতীর রামরূপ হইল দর্শন ॥ ২২
দেখিমাত্র অন্তরে জন্মিল চমৎকার।
পুলকে পুরিত হল্য সকল আকার ॥ ২৩
দেখ্যাছেন যদ্যপি প্রভুরে বহুবারে।
তথাপি চিনিতে নাহি পারিলা তাঁহারে ॥ ২৪
তার হেতু ভগবানে আছে অচিন্ত্যতা।
বিশেষত দেখি প্রতিক্ষণে নবীনতা ॥ ২৫
তবে গদগদে কিছু অস্পষ্ট বচন।
করিছেন আপন পতিরে জিজ্ঞাসন ॥ ২৬
দেখ দেখ প্রাণনাথ কানন-ভিতর।
উদয় হয়্যাছে একি শ্যাম-সুধাকর ॥ ২৭
এমত সুন্দর নর এ তিন ভুবনে!
না দেখি নয়নে কভু না শুনি শ্রবণে ॥ ২৮
অঙ্গের গঠন দেখি হেন হয় মতি।
যেন হইবেন এহ কোনহ ভূপতি ॥ ২৯
কিন্তু শিরে জটা বৃক্ষছাল পরিধান।
দেখিয়া না হয় মনে নিশ্চয়-বিজ্ঞান ॥ ৩০
কহ কহ নাথ এঁহ হন কোন্ জন।
শুনিবারে সাভিলাষ হয় মোর মন ॥ ৩১
শিবা-বাণী শুনি নিরখিয়া রঘুবরে।
প্রেমসিন্ধু উথলিল শঙ্কর-অন্তরে ॥ ৩২
বিবশ হইল সব অঙ্গের বন্ধন।
পড়িলেন প্রিয়াকোলে হয়্যা অচেতন ॥ ৩৩

ক্ষণেক পরেতে পুন পাই বাহ্যজ্ঞান।
রামরূপ নিরখিয়া সজল নয়ান ॥ ৩৪
স্বেদ জল বহে অঙ্গে নাচে রোমগণ।
গদগদ বচনে প্রিয়ারে কিছু কন ॥ ৩৫
প্রিয়ে আজি দিলে তুমি যে সুখ আমারে।
শোধিতে নারিব কভু আমি এই ধারে ॥ ৩৬
তব গুণে আজি দিন হইল সফল।
পবিত্র হইল দেহ ইন্দ্রিয় সকল ॥ ৩৭
আজিকার সম দিন না হয় দর্শন।
দেখিলাম যাহে নিজ অভীষ্টচরণ ॥ ৩৮
প্রিয়ে আমি যার নাম সদা করি গান।
সেই এই প্রভু মোর রাম ভগবান্ ॥ ৩৯
দেব-কার্য্য-লাগি এই ভূতল-মাঝার।
হয়্যাছেন দশরথ-গৃহে অবতার ॥ ৪০
পিতৃ-আজ্ঞা পালিবারে কাননে আসিয়া।
ফিরিছেন মুনিবেশ ধারণ করিয়া ॥ ৪১
ইঁহার রমণী হরি লয়্যাছে রাবণ।
করিছেন সংপ্রতি তাঁহারি অন্বেষণ ॥ ৪২
এত শুনি গিরিসুতা হসিত-বদনে।
কহিছেন পুনর্ব্বার কিছু পঞ্চাননে ॥ ৪৩
মরি মরি কিবা তব কৃপা মহেশ্বর।
যেমন পুছিলুঁ তেন পাইলুঁ উত্তর ॥ ৪৪
মগ্ন হয়্যা থাক সদা সিদ্ধিরস-পানে।
এমন উত্তর হল্য বুঝি সেই জ্ঞানে ॥ ৪৫
রাম জগতের পতি পালক সবার।
তাঁহাতে কি কভু ঘটে হেন ব্যবহার ॥ ৪৬
স্বরূপ-সুখানুভবে পূর্ণ যেইজন।
কান্দিবেন ভার্য্যা লাগি তিঁহ কি কারণ ॥ ৪
যিঁহ হন সর্ব্বজ্ঞান-শক্তির আশ্রয়।
তাঁর কি রাবণ-কর্ম্ম বেদ্য নাহি হয় ॥ ৪৮
অতএব পরিহাস-বচন ছাড়িয়া।
কহ নাথ সত্য কথা করুণা করিয়া ॥ ৪৯
শুনিয়া শিবার বাণী কন পশুপতি।
প্রভুর লীলার তত্ত্ব জান না পার্ব্বতি ॥ ৫০
এই ত মনুষ্য-লীলা ভুবনমোহন।
ভুলেন ইহাতে শেষ বিধি মুনিগণ ॥ ৫১
অপর কি কব এই লীলার শক্তিতে।
প্রভু নিজে নিজেরে না পারেন জানিতে ॥

স্বরূপ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য সহজ বিজ্ঞান।
এ মধুর লীলাবেশে নাহি হয় ভান ॥ ৫৩
এই লাগি জানকীর বিরহে কাতর।
অন্বেষণ করিছেন তাঁরে রঘুবর ॥ ৫৪
ভকত-বৎসল্য গুণে অতি আর্দ্র-মন।
প্রিয়ার শোকেতে প্রভু করেন ক্রন্দন ॥ ৫৫
এ বিচিত্র লীলা সেই পারে বুঝিবারে।
এইত প্রভুর কৃপা-দৃষ্টি হয় যারে ॥ ৫৬
অন্যথা যদ্যপি হয় মহাজ্ঞানবান।
সেহ কভু নাহি পায় ইহার সন্ধান ॥ ৫৭
এত শুনি শিবা পুন কহেন শঙ্করে।
নাথ এ বচন মোর না লয় অন্তরে ॥ ৫৮
অতএব ক্ষণেক দাঁড়াও শূলপাণি।
আমি আসি রামের ঐশ্বর্য্য কিছু জানি ॥ ৫৯
মায়াবলে সীতামূর্ত্তি ধরিয়া যাইব।
রামের ঐশ্বর্য্য তাহে পরীক্ষা করিব ॥ ৬০
এত শুনি কোপেতে কহেন পঞ্চানন।
না কর না কর প্রভু-নিকটে গমন ॥ ৬১
মহামায়া-অধিপতি হন রঘুপতি।
কিবা তাঁরে ক্ষুদ্র-মায়া দেখাবে পার্ব্বতি ॥ ৬২
খদ্যোত না ভায় যেন সূর্য্য বিদ্যমান।
তেন হবে রাম আগে তব মায়া-ভান ॥ ৬৩
যদি ইচ্ছা হয় প্রভু ঐশ্বর্য্য দেখিতে।
ভজহ উঁহারে তবে প্রেমযুক্তচিতে ॥ ৬৪
না মানিয়া কাত্যায়নী শিবের বচন।
রাম-বীর্য্য দেখিবারে করিলা গমন ॥ ৬৫
সীতামূর্ত্তি ধরি কিছু দূরে দেখা দিলা।
পার্ব্বতীর ভাব প্রভু সকল জানিলা ॥ ৬৬
দেখ লীলাশক্তি কিবা বৈচিত্রী ধরয়।
ভক্ত-মনোরথ যাহে অপূর্ণ না রয় ॥ ৬৭
রাখি ছিল সেই প্রভু ঐশ্বর্য্য ঢাকিয়া।
সেহ তাহা প্রকাশিলা পার্ব্বতী লাগিয়া ॥ ৬৮
যবে কিছু কাজে তিঁহ কৈলা আগমন।
তবে তাঁরে প্রণমিয়া রঘুপতি কন ॥ ৬৯
একি মাতা একা কোথা হয়্যাছে গমন।
কোথা বা আছেন আজি দেব ত্রিলোচন ॥ ৭০
বুঝি মোর আজি এই বিপদ দেখিয়া।
আইলে শঙ্করি মাতা করুণা করিয়া ॥ ৭১
গিরিসুতা রাম-বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অতি লজ্জা-পারাবারে হইলা মগন ॥ ৭২
অধোমুখী হয়া কিছু নারেন কহিতে।
উদ্যম করেন কাত্যায়নী পলাইতে ॥ ৭৩
তাহা দেখি ভক্তাভীষ্ট-দাতা রঘুপতি।
আপন মনেতে কহিছেন এ ভারতী ॥ ৭৪
আমার ঐশ্বর্য্য কিছু দর্শন করিতে।
অভিলাষ হইয়াছে ভবানীর চিতে ॥ ৭৫
ইহঁ হন শিবের প্রেয়সী অতিশয়।
ইহাঁর বাসনা মোরে পূরাইতে হয় ॥ ৭৬
যে জন আমারে যেন চাহে দেখিবারে।
তেন মতে দেখা দিয়ে আমিহ তাহারে ॥ ৭৭
অতএব কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য প্রকটিব।
পার্ব্বতীর মনোরথ সকল করিব ॥ ৭৮
এতেক ভাবনা করি তবে রঘুপতি।
প্রকট করিলা প্রভু অনেক মূরতি ॥ ৭৯
ভূমি জল আকাশ কানন দিক্‌গণ।
ক্ষণমাত্রে রামময় হইল ভুবন ॥ ৮০
যে দিকে পার্ব্বতী চান পদ বাড়াইতে।
সেইদিকে পান রামচন্দ্রেরে দেখিতে ॥ ৮১
তবে হয়্যা অতিশয় সবিস্ময়মতি।
স্তব্ধ হয়্যা দাঁড়াইলা শ্রীমতী পার্ব্বতী ॥ ৮২
পুলকেতে পূরিত হইল সব গাত্র।
লোচনযুগল হলা অশ্রুজল-পাত্র ॥ ৮৩
কৃতাঞ্জলিপুট হয়্যা গদগদ স্বরে।
নিবেদন করিতে লাগিলা রঘুবরে ॥ ৮৪
রামচন্দ্র তোমার ঐশ্বর্য্য না বুঝিয়া।
করিয়াছি আমি এই অতি মন্দ ক্রিয়া ॥ ৮৫
কোথা তুমি অখণ্ডিত-জ্ঞানৈশ্বর্য্যধারী।
কোথা আমি ক্ষুদ্রতম জ্ঞানহীন নারী ॥ ৮৬
আসিয়াছিলাম আমি ভুলাতে তোমায়।
নটী যেন সূত্রধারে ভুলাইতে চায় ॥ ৮৭
হইয়াছে দণ্ড মোর উপযুক্ত তার।
সূর্য্য-আগে থাকে কোথা প্রভাব তারার ॥ ৮৮
ইথে বড় আনন্দ হইল মোর মনে।
দেখিলাম তোমার ঐশ্বর্য্য এ নয়নে ॥ ৮৯
সনকাদি মুনিগণ যাহা নিরখিতে।
নিরন্তর অভিলাষ করিছেন চিতে ॥ ৯০

তাহা আমি দেখিলাম সাক্ষাৎ নয়নে।
মোর সম ভাগ্যবতী কে আছে ভুবনে॥ ৯১
আজি মোর তোমার নিকটে অপরাধ।
হইল আনন্দদাতা পূরাইলে সাধ॥ ৯২
বালাই লইয়া মরি ঠাকুর তোমার।
এত অপরাধে এত করুণা-বিথার॥ ৯৩
এহেন বিচিত্র লীলা বুঝিতে তোমার।
এ তিন ভুবন-মাঝে শক্তি আছে কার॥ ৯৪
লজ্জা লাগি আর মোর বাক্য না নিঃসরে।
আজ্ঞা দাও যাই আমি স্বামী বরাবরে॥ ৯৫
এত শুনি হাসি হাসি তবে রঘুপতি।
যোগমায়া সম্বরিয়া কন তাঁর প্রতি॥ ৯৬
যাহ যাহ স্বামি-পাশে আপনি সংপ্রতি।
শিবপদে জানাইবা আমার প্রণতি॥ ৯৭
করিবে সকলে মোরে শুভ-আশীর্ব্বাদ।
শীঘ্র যেন জানকীর পাইয়ে সংবাদ॥ ৯৮ *
শুনি রাম-বাণী লজ্জা-বিনম্র-বদনা।
কিছু না কহিতে পারি যান ত্রিলোচনা। ৯৯
সীতা-মূর্ত্তি পরিহরি তবেত পার্ব্বতী।
অধোমুখী হয়্যা গেলা যেথা পশুপতি॥
তাঁরে দেখি হাসিয়া কহেন কৃত্তিবাস।
পূরিয়াছে পার্ব্বতি তোমার অভিলাষ॥ ১০১
সব বার্ত্তা বিবরিয়া কহিলা শিবানী।
শুনিয়া সুখিত-চিত্ত হল্যা শূলপাণি॥ ১০২
তবে তাঁরা রামগুণ গাইতে গাইতে।
প্রস্থান করিলা সুখে কৈলাস গিরিতে॥ ১০৩
এখানেতে পুন পূর্ব্বমতে রঘুবর।
ভ্রমিছেন লীলাবশে কানন-ভিতর॥ ১০৪
কোনস্থানে জানকী-উদ্দেশ না পাইয়া।
সন্ধ্যাকালে নিজাশ্রমে আইলা ফিরিয়া॥ ১০৫
মনে মনে আশা করি করেন চিন্তন।
জানকীর বার্ত্তা দিবে আসিয়া লক্ষ্মণ॥ ১০৬
আইলা লক্ষ্মণ তথা হেনই,সময়।
তাঁরে দুখী দেখি রাম উদ্বিগ্ন-হৃদয়॥ ১০৭
কহিছেন জানকীর বিরহে কাতর।
পাও নাই বুঝি সীতা-বার্ত্তা ভ্রাতৃবর॥ ১০৮
আমিও ভ্রমণ কৈনু বহুতর দেশ।
না পাইনু কোনোস্থানে প্রিয়ার উদ্দেশ॥ ১০৯
অতএব বুঝি তারে কোন নিশাচর।
খাইয়াছে কিম্বা ধরি লয়্যা গেছে ঘর॥ ১১০
কিম্বা এই কাননেই নানাবস্তু-ততি।
বাঁটিয়া লয়্যাছে মোর প্রিয়ার মুরতি॥ ১১১
লইয়াছে তার কেশ চমরীসকল।
বদনকমলে হরি লয়্যাছে কমল॥ ১১২
নয়নে হরিণ ভ্রূযুগলে সর্পগণ।
নাসায় পারুলীফুল অধরে রঙ্গণ॥ ১১৩
ভুজে দিব্যলতা করে অশোক-পল্লব।
অঙ্গুলে চম্পককলি নখে পুষ্পসব॥ ১১৪
স্তনে বিল্বফল নাভি গর্ত্তে গিরিদরী।
নিতম্বে তটিনীতট মধ্য দেশে হরি॥ ১১৫
ঊরুযুগে করিকর পদে কিশলয়।
গমনেরে হংস স্বরে কোকিলনিচয়॥ ১১৬
এইরূপে সকলেতে বণ্টন করিয়া।
লয়্যাছে প্রিয়ারে স্ব স্ব মাধুরী লাগিয়া॥ ১১৭
এইরূপ কহিতে কহিতে রঘুবর।
দুঃখেতে হইলা কিছু কুপিত-অন্তর॥ ১১৮
দীর্ঘ দীর্ঘ হুঙ্কার ছাড়িয়া ঘনেঘন।
কম্পিত-অধরে পুনর্ব্বার কিছু কন॥ ১১৯
যেই ধর্ম্ম লাগি আমি রাজ্য উপেখিয়া।
আইলাম বনে নানাক্লেশ না গণিয়া॥ ১২০
সেহ ধর্ম্ম রক্ষা না করিল মোর নারী।
এমত অন্যায় আর সহিতে না পারি॥ ১২১
বুঝিলাম মোরে মৃদুস্বভাব বিলোকি।
অবজ্ঞা করয়ে সদা সকল ত্রিলোকী॥ ১২২
যেই জন সর্ব্বকাল একভাবে থাকে।
অবজ্ঞা করয়ে যাবদীয় লোকে তাকে॥ ১২৩
অতএব যে বাসিবে আপন মঙ্গল।
যথাকালে সেহ হবে ক্রূর বা কোমল॥ ১২৪
একি একি লোকসব এমত দুর্ম্মতি।
অবজ্ঞা করিছে মরিবারে মোর প্রতি॥ ১২৫
আমিহ না করি কারো মন্দ আচরণ।
সকলেরি হিত হকু এই মোর মন॥ ১২৬

* শুভ আশীর্ব্বাদ মোরে করিবে সকলে।
যেন জনকনন্দিনী-বার্ত্তা মিলে।

তথাপি আমার প্রতি এমত আচার।
সহিতে না পারি ক্রোধ-বেগ আমি আর ॥১২৭
যদি আজি সীতা না দেখায় দেবগণ।
বিনাশিব আমি তবে সকল ভুবন ॥ ১২৮
খরশরে খণ্ড খণ্ড করি আখণ্ডলে।
বাণে বাণে বিন্ধি বধ করিব অনলে ॥ ১২৯
বরুণে বধিয়া নাশি যমের জীবনে।
শমনসদনে সাজাইব সমীরণে ॥ ১৩০
কুবেরে কাটিয়া কাঁটি কোপে শশধরে।
দর্প করি দহিব দ্বাদশ দিবাকরে ॥ ১৩১
দুষ্ট অষ্টবসু নষ্ট করি অষ্টবাণে।
ক্ষুদ্র রুদ্রগণে শীঘ্র সংহারিব প্রাণে ॥ ১৩২
আর যত আছে তুচ্ছ দেবতানিকর।
শীঘ্র দেখাইব সবে শমনের ঘর ॥ ১৩৩
মারিয়া গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-ভূত-প্রেতগণে।
অবশেষে বিনাশ করিব পদ্মাসনে ॥ ১৩৪
দেবলোকে আছে যত বিচিত্র বিমান।
ভূতলে পাড়িব তাহা করি খান খান ॥ ১৩৫
পরে সপ্ত পাতাল-তলেরে পোড়াইয়া।
বধিব সকল নরে ধনুক ধরিয়া ॥ ১৩৬
দগ্ধ করি বন-বৃক্ষে বাণবৈশ্বানরে।
বিধ্বস্ত করিব ধনু ধরি ধরাধরে ॥ ১৩৭
শোষিব অশেষ নদী সরসী সাগর।
দিগ্‌গজগণেরে বিন্ধি করিব জর্জ্জর ॥ ১৩৮
ধরণীরে ধসাইব করি খণ্ড খণ্ড।
করিব ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডে শেষে লণ্ড ভণ্ড ॥ ১৩৯
এইরূপ কহিতে কহিতে রঘুবর।
হইলেন অতিকোপে পূরিতঅন্তর ॥ ১৪০
হইল অরুণবর্ণ নয়ন-কমল।
শ্যাম অঙ্গে ঝর ঝর পড়ে স্বেদজল ॥ ১৪১
তবে প্রভু ধনুকেতে করি গুণার্পণ।
তাহাতে টঙ্কার দিতে লাগিলা সঘন ॥ ১৪২
তাহা দেখি সশঙ্কিত হইয়া লক্ষ্মণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন ॥ ১৪৩
এ কি কর এ কি কর প্রভু দয়াময়।
অকস্মাৎ আজি কেন কোপের উদয় ॥ ১৪৪
পৃথিবী হইতে ক্ষমা অধিক তোমার।
তাহে আজি কোপ দেখি এ কি চমৎকার ॥ ১৪৫
একের দোষেতে বিশ্ব চাহ বিনাশিতে।
ইহাতো উচিত নাহি হয় ন্যায়-রীতে ॥ ১৪৬
তুমি যদি ক্রুদ্ধ হয়্যা নাশিবে সংসার।
শরণ লইবে তবে প্রজাসব কার ॥ ১৪৭
অমর কিন্নর যক্ষ ভূত নাগ নরে।
সীতা হরিয়াছে ইহা না হয় অন্তরে ॥ ১৪৮
সন্দেহ কেবল দুষ্ট নিশাচরে হয়।
অতএব এ সবার বধ যোগ্য নয় ॥ ১৪৯
অন্বেষণ কর সব দেশ দেশান্তর।
হইবে জানকী-বার্ত্তা অবশ্য গোচর ॥ ১৫০
তবে জানি শত্রুজনে করিবেন নষ্ট।
অন্যথা সংসার নাশি যাইবে কি কষ্ট ॥ ১৫১
নিতান্ত জানকী-বার্ত্তা যবে না পাইবে।
তখন যে ইচ্ছা তব তাহাই করিবে ॥ ১৫২
লক্ষ্মণের মুখে শুনি উচিত ভারতী।
কোপ ত্যেজি সুস্থির হইলা রঘুপতি ॥ ১৫৩
ধনুক হইতে করি গুণ-বিমোচন।
পুনর্ব্বার লক্ষ্মণের প্রতি কিছু কন ॥ ১৫৪
ভ্রাতা তবে কহ কহ করি কি উপায়।
পাইব প্রাণের সীতা যাইলে কোথায় ॥ ১৫৫
প্রিয়ার বৃত্তান্ত উপদেশ কে করিবে।
হেন বন্ধু কেবা আছে মোরে বাঁচাইবে ॥ ১৫৬
লক্ষ্মণ কহেন প্রভু না কর চিন্তন।
মিলিবে জানকীবার্ত্তা অন্বেষহ বন ॥ ১৫৭
এখানে আছয়ে নানা গোপনীয় স্থল।
ভালমতে দেখিতে হইবে সে সকল ॥ ১৫৮
উদ্বেগ করিলে কার্য্য সিদ্ধ নাহি হয়।
উদ্যম করিলে স্বর্গে রাজত্ব মিলয় ॥ ১৫৯
অতএব উদ্বেগে করিয়া নিবারণ।
জানকীর উদ্দেশে করহ আয়োজন ॥ ১৬০
এত বাণী শুনি স্থির হৈলা রঘুমণি।
অবসান হল্য তবে সেইত রজনী ॥ ১৬১
প্রভাতে উঠিয়া পুন পূর্ব্বদিন-রীতে।
দুইজনে মিলি যান সীতা অন্বেষিতে ॥ ১৬২
যাইতে যাইতে পথে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কহিছেন রামচন্দ্রে কিছু সুখিমন ॥ ১৬৩
প্রভু আজি দেখি যেন লক্ষণ-বিশেষ।
বুঝি হল্যে পারে মাতা সীতার উদ্দেশ ॥ ১৬৪

সম-শীত-উষ্ণ ধীর ধূলী-বিবর্জ্জিত।
অনুকূল হয়্যা বায়ু বহে আমোদিত ॥ ১৬৫
প্রদক্ষিণ করি যায় যত মৃগগণ।
অতিশয় সুপ্রসন্ন দেখি নিজ মন ॥ ১৬৬
পূর্ব্বমত কান্তি দেখি তব কলেবরে।
বন্য পক্ষিগণ অতি মিষ্ট শব্দ করে ॥ ১৬৭
ক্রমে ক্রমে আজি শোক হইতেছে ক্ষান্ত
অতএব বুঝি হত্যে পারে দুখ শান্ত ॥ ১৬৮
কথোদূরে রাম তবে করিয়া গমন।
জানকী-চরণ-চিহ্ন কৈলা দরশন ॥ ১৬৯
তাহা দেখি অতিশয় শোকেতে কাতর।
কহিছেন লক্ষ্মণেরে কিছু রঘুবর ॥ ১৭০
দেখিয়াছ দেখিয়াছ ভ্রাতা রে লক্ষ্মণ।
এই প্রিয়া-পদ-চিহ্ন কর নিরীক্ষণ ॥ ১৭১
সমান সুন্দর দেখি পদের আকার।
ধ্বজ-শঙ্খ-আদি চিহ্ন বিবিধপ্রকার ॥ ১৭২
এহ চিহ্ন দেখি হেন অনুমান হয়।
বেগে গিয়াছিলা যেন হইয়া সভয় ॥ ১৭৩
দেখ আর পদচিহ্ন ইহার নিকটে।
বিকট আকৃতি এই রাক্ষসের বটে ॥ ১৭৪
অনুমানে জানি এই পদাকৃতি যার।
সেই হরি লয়্যা গেছে জানকী আমার ॥ ১৭৫
এত কহি কিছু আগে করিয়া পয়াণ।
দেখিলেন জটায়ু-রাবণ-রণস্থান ॥ ১৭৬
তাহা দেখি অতিশয় সশঙ্কিত-মতি।
কহিছেন রঘুবর শ্রীলক্ষ্মণ প্রতি ॥ ১৭৭
দেখ একি অপরূপ অনুজ লক্ষ্মণ।
দেখিতেছি এই স্থানে রণের লক্ষণ ॥ ১৭৮
ভগ্ন হয়্যা রহিয়াছে রথ একখান।
মৃত চারি খর দেখি পিশাচবয়ান ॥ ১৭৯
ভগ্ন ছত্র-ধ্বজ মৃত চারি নিশাচর।
রক্তবিন্দু নানাস্থানে ভগ্ন ধনু শর ॥ ১৮০
বুঝি এই চারিজনে জানকী লইয়া।
প্রস্থান করিয়াছিল এ রথে চাড়িয়া ॥ ১৮১
অন্য কেহ বলিষ্ঠ বধিয়া এ সবারে।
লইয়া গিয়াছে সীতা আপন আগারে ॥ ১৮২
দেখ দেখ ভালমতে দেখ এইস্থান।
কোন্ দিকে করিয়াছে এ দুষ্ট পয়াণ ॥ ১৮৩

এত কহি কিছু আগে করিয়া গমন।
কিছুদূরে জটায়ুরে করিলা দর্শন ॥ ১৮৪
পড়িয়া আছেন পক্ষী পর্ব্বত-আকার।
ছিন্নপক্ষে বহিতেছে রুধিরের ধার ॥ ১৮৫
তাহা দেখি কহিছেন লক্ষ্মণ সুন্দরে।
দেখিতেছ ভ্রাতা আগে দুষ্ট নিশাচরে ॥ ১৮৬
বুঝিলাম এই দুষ্ট গৃধ্ররূপ ধরি।
বাস করি আছে এই কানন-ভিতরি ॥ ১৮
আজি মোর জানকীরে ভক্ষণ করিয়া।
সুখে নিদ্রা যাইতেছে ভূতলে শুতিয়া ॥ ১৮৮
ধনুকেতে সন্ধান করিয়া তীক্ষ্ণ বাণ।
বধি আমি এই দুষ্ট রাক্ষসের প্রাণ ॥ ১৮৯
এত কহি ধনুকে সন্ধান করি শর।
ক্রুদ্ধ হয়্যা প্রস্থান করিলা রঘুবর ॥ ১৯০
তাঁর পদ-প্রহারে কাঁপয়ে পৃথ্বীতল।
কালভরে তরি যেন করে টলটল ॥ ১৯১
শ্রীরামের শব্দ শুনি করি অনুমান।
কহিছেন ভগ্নকণ্ঠে গরুড়-সন্তান ॥ ১৯২
রাম রাম বাপধন কৈলে আগমন।
মৃত্যুকালে আগে আসি দাও দরশন ॥ ১৯৩
এহ আশা নাহি ছিল মনেতে আমার।
এহেন সময়ে দেখা পাইব তোমার ॥ ১৯৪
বিধি অতি অনুকূল হল্য মোর প্রতি।
হেনকালে ঘটাওল তোমার আগতি ॥ ১৯৫
আস্তে আস্তে নিকটেতে কর আগমন।
দেখিয়া তোমার মুখ তেজিব জীবন ॥ ১৯৬
শুনি এত স্নেহময় বাণী রঘুবর।
তাঁহার নিকটে গিয়া সংহারিলা শর ॥ ১৯৭
প্রভুরে আগেতে দেখি তবে পক্ষিপতি।
কান্দিয়া কান্দিয়া কহিছেন তাঁর প্রতি ॥ ১৯৮
রামচন্দ্র মোর প্রতি নাহি তেজ শর।
কর মোর কথা কিছু শ্রবণগোচর ॥ ১৯৯
করিতেছ আপুনি যাঁহার অন্বেষণ।
সে জানকী হরি লয়্যা গিয়াছে রাবণ ॥ ২০০
তাহা দেখি আমিহ না পারিয়া সহিতে।
দাঁড়াইলুঁ তার পথে সংগ্রাম করিতে ॥ ২০১
বুঝাইলুঁ নানামতে আমিহ তাহারে।
তাহা না মানিয়া বাণে বিন্ধিল আমারে ॥ ২০

তবে আমি পড়ি তার রথে কোপবান।
ভাঙ্গিলাম নখ-তুণ্ডাঘাতে ধনুখান ॥ ২০৩
ছত্রধর চামর-ধারক দুই জনে।
বধিলাম সারথিরে নখপ্রহরণে ॥ ২০৪
রথ-বাহ চারি খর পিশাচ-বদন।
বধিয়া করিনু রথখান খান খান ॥ ২০৫
ভগ্নচাপ-রথ হত-সারথি-বাহন।
হইয়া পড়িল ভূমিতলে দশানন ॥ ২০৬
তবে আমি পুন পড়ি তাহার উপরে।
ছিন্ন ভিন্ন করিলাম প্রখর নখরে ॥ ২০৭
সেহ দুষ্ট তবে খড়্গ করিয়া ধারণ।
মোর দুই পক্ষ পদ করিলা ছেদন ॥ ২০৮
তার পর জানকী লইয়া অন্তরথে।
চলি গেল দক্ষিণ-মুখেতে ব্যোমপথে ॥ ২০৯
শুনি বাণী জটায়ু বলিয়া তাঁরে জানি।
রামচন্দ্র পাইলেন চিত্তে বড় গ্লানি ॥ ২১০
কান্দি কান্দি কোলেতে লইয়া প্রভু তাঁয়।
শ্রীহস্ত-কমল দেন তাঁর সব গায় ॥ ২১১
কহিছেন লক্ষ্মণেরে দেখ মহামতি।
মোর লাগি প্রাণ হারাইলা পক্ষিপতি ॥ ২১২
ইহার সমান বন্ধু আমা-সবাকার।
দেখিতে না পাই আর সংসার-মাঝার ॥ ২১৩
এহেন বান্ধব মোর হইলা বিকল।
দেখ দেখ আমার ভাগ্যের কিবা ফল ॥ ২১৪
পিতা স্বর্গে গেলা প্রিয়া হল্যা নিরুদ্দেশ।
আছিলা বান্ধব বনে তাহা হল্যা শেষ ॥ ২১৫
আমি যদি কোনবৃক্ষে করিয়ে আশ্রয়।
বুঝি সেহ মোর ভাগ্যবলে শুষ্ক হয় ॥ ২১৬
জলার্থী হইয়া যদি যাই সিন্ধুধারে।
সেহ বুঝি শুষ্ক হয় দেখিয়া আমারে ॥ ২১৭
হায় হায় পিতৃসখা এহ পক্ষিবর।
মোর লাগি প্রস্থান করিলা যমঘর ॥ ২১৮
যে হইল জীবনে থাকেন যতক্ষণ।
করিতে হইল সীতা-বার্ত্তা জিজ্ঞাসন ॥ ২১৯
এত কহি জটায়ুরে কন রঘুপতি।
পক্ষিবর শুন কিছু আমার ভারতী ॥ ২২০
মোর হিত লাগি তুমি করিলে যে কাজ।
সে যশ গাইবে তব দেবতা-সমাজ ॥ ২২১
হেনলোক নাহি দেখি এ তিন ভুবনে।
অন্য-হিত লাগি যেই তেজে স্বজীবনে ॥ ২২২
যদি সত্য হয় সব শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্র।
তবে ইথে হবে তব অবশ্য সদ্গতি ॥ ২২৩
স্ত্রী-গো-বিপ্ররক্ষা লাগি যেই তেজে প্রাণ।
সকল দেবতা তারে করয়ে সম্মান ॥ ২২৪
সীতা-বার্ত্তা দিয়া যে করিলে উপকার।
আমা হৈতে শোধ নাহি হইবে ইহার ॥ ২২৫
যদি তব হার শক্তি থাকে কহিবারে।
বিশেষে রাবণ-বার্ত্তা জানাও আমারে ॥ ২২৬
কোথা তার ঘর হয় কাহার সন্তান।
কত বা তাহার সৈন্য কত বলবান ॥ ২২৭
এত শুনি অতিশয় গদগদ স্বরে।
কহিছেন জটায়ু পুনশ্চ রঘুবরে ॥ ২২৮
রামচন্দ্র অবসন্ন হল্য মোর অঙ্গ।
দৃষ্টি নাহি হয় নেত্রে জ্ঞান হল্য ভঙ্গ ॥ ২২৯
প্রাণ সব চাহিতেছে দেহ ছাড়িবারে।
আর নাহি পারি বহু কথা কহিবারে ॥ ২৩০
এত কহি রাম-মুখ করি নিরীক্ষণ।
পরাণ তেজিলা সেই গরুড়-নন্দন ॥ ২৩১
তাহা দেখি শোকেতে কাতর দুইজন।
করিছেন মুক্তকণ্ঠ হইয়া ক্রন্দন ॥ ২৩২
শ্রীরাম কহেন একি বিধি-বিঘটিত।
দুখের উপরি দুখ হল্য উপস্থিত ॥ ২৩৩
পিতৃসখা পিতৃতুল্য ছিলা পক্ষিবর।
সেহ আজি মোরে তেজ্য গেলা লোকান্তর ॥২৩৪
ত্রিভুবনে নাহি দেখি হেন সাধুজন।
পরের লাগিয়া তেজে আপন জীবন ॥ ২৩৫
সুকুলে দুষ্কুলে জন্মে কিছু না করায়।
নিজ কর্ম্ম অনুসারে গুণ দোষ হয় ॥ ২৩৬
দুষ্কুলেও ভাল হয় সুকুলে দুর্জ্জন।
তার সাক্ষী এই পক্ষী আর দশানন ॥ ২৩৭
তত দুঃখ নহে মোর জানকীহরণে।
যত দুঃখ হল্য এই জটায়ু-মরণে ॥ ২৩৮
হাহা পিতৃমিত্র হাহা বান্ধব-প্রধান।
মো-সবারে রাখি কোথা করহ পয়াণ ॥ ২৩৯
তুমি ছাড়ি গেলে বনে কে রক্ষা করিবে।
কেবা আর হিত কথা শিক্ষা করাইবে ॥ ২৪

যে হবার সেই হল্য ফিরিবার নয়।
কালের বিক্রম কভু লঙ্ঘ্য নাহি হয়॥ ২৪১
সৃষ্টি করে কাল পুন করয়ে সংহার।
ঈশ্বর-প্রভাব বলি শাস্ত্রে নাম যার॥ ২৪২
ব্রহ্মাদি দেবতা ভয় করয়ে যাহারে।
তাহার বিক্রম কেবা লঙ্ঘিবারে পারে॥ ২৪৩
কিন্তু তুমি মোর লাগি হারাইলে প্রাণ।
করিব আমিহ তব সদ্গতি-বিধান॥ ২৪৪
এইরূপে ক্রন্দন করেন রঘুপতি।
হেনকালে হল্য এক চমৎকার অতি॥ ২৪৫
বৈকুণ্ঠ হইতে এক রথ মনোহর।
আইলা স্বতেজে আলো করি দিগন্তর॥ ২৪৬
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
তাহার উপরি চারি শ্রীরাম-কিঙ্কর॥ ২৪৭
জটায়ু শ্রীরামচন্দ্র-ইচ্ছা-শক্তিবলে।
চড়িলেন সেইত বিমানে কুতূহলে॥ ২৪৮
হইল তাঁহার মূর্ত্তি চিদানন্দময়।
নবীননীরদ-শ্যাম নানাগুণালয়॥ ২৪৯
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শোভী চারি কর।
দিব্য বনমালা গলে পীতাম্বর-ধর॥ ২৫০
বিমানে থাকিয়া তবে সেই পক্ষিপতি।
রামে করিছেন স্তুতি প্রেমে আর্দ্রমতি॥ ২৫১
জয় কোশল-নন্দিনী-নন্দন হে।
জয় ভূপতি-মণ্ডল-মণ্ডন হে॥ ২৫২
জয় ঘোর-সুবাহু-বিনাশন হে।
জয় সুন্দ-তনূজ-বিকর্ত্তন হে॥ ২৫৩
জয় গোতম-দার বিমোচন হে।
জয় শঙ্কর-কার্ম্মুক-ভঞ্জন হে॥ ২৫৪
ভৃগু-নন্দন-দর্প বিনাশন হে।
জয় শক্রসুতাক্ষি বিদারণ হে॥ ২৫৫
জয় ঘোর-বিরাধ-শিরোর্দ্দন হে।
জয় দূষণ-সৈন্য-বিমর্দ্দন হে॥ ২৫৬
ত্রিশিরা-শিরতাল-নিপাতন হে।
খর-নাম-নিশাচর-ঘাতন হে॥ ২৫৭
কমলা-হৃদয়ে বর চন্দন হে।
ময়ি দেহি গতিং রঘুনন্দন হে॥ ২৫৮
এইরূপ নানাস্তব করিতে করিতে।
প্রস্থান করিলা তিঁহ বৈকুণ্ঠ-পুরীতে॥ ২৫৯

এহতো তাঁহাতে অতি আশ্চর্য্য না হয়।
তিঁহ হন শ্রীরামের ভক্ত অতিশয়॥ ২৬০
তাহে রামে আগে দেখি তেজিয়া জীবন।
বৈকুণ্ঠ পাইলা ইহা নহে অঘটন॥ ২৬১
যাঁর নামাভাসমাত্র উচ্চারণ করি।
অজামিল পাইয়াছে বৈকুণ্ঠ নগরী॥ ২৬২
যাঁর পদ-জল গঙ্গা তাহে তেজি প্রাণ।
পাইতেছে কত লোক মুকতি নির্ব্বাণ॥ ২৬৩
তবে রামচন্দ্র দেখি পক্ষীর সদ্গতি।
আনন্দিত হয়্যা কন লক্ষ্মণের প্রতি॥ ২৬৪
ভ্রাতৃবর যেন মান্য পিতা মো-সবার।
তেন মান্য হন এই পক্ষী সখা তাঁর॥ ২৬৫
অতএব বিধিমতে ইহাঁর সৎকার।
অবশ্য করিতে যোগ্য হয় মো-সবার॥ ২৬৬
যদ্যপি হইলা ইহঁ নিজগুণে মুক্ত।
তথাপি সৎকার করিবারে উপযুক্ত॥ ২৬৭
শুষ্ক শুষ্ক কাষ্ঠ কিছু কর আনয়ন।
করিব আমিহ নিজে ইহাঁরে দহন॥ ২৬৮
তাহা শুনি বহু কাষ্ঠ আনিয়া লক্ষ্মণ।
ভালমতে করি দিলা চিতার সাজন॥ ২৬৯
রামচন্দ্র অগ্নি তুলি কাষ্ঠেতে ঘসিয়া।
যথা বিধিমতে কৈলা তাঁর দাহক্রিয়া॥ ২৭০
তবে স্নান তর্পণ করিয়া দুইজন।
অরণ্যেতে মৃগ মারি কৈলা আনয়ন॥ ২৭১
তার মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন।
যাবদীয় পক্ষিগণে কৈলা সমর্পণ॥ ২৭২
আহা মরি শ্রীজটায়ু কিবা ভাগ্যবান্।
যাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কৈলা ভগবান্॥ ২৭৩
প্রভু বা আমার কিবা হন কৃপাময়।
ভক্ত্যাভাসমাত্রে বশ হন অতিশয়॥ ২৭৪
এহেন ঠাকুর তেজি যে ভজে অপরে।
তেন মূঢ় নাহি দেখি ত্রিলোক-ভিতরে॥ ২৭৫
অত্যল্প সেবনে তুষ্ট দেন বহু ফল।
হেন রাম যে না ভজে মূর্খ সে কেবল॥ ২৭৬
তবে রামচন্দ্র দেখি দিন-অবসান।
ভাই সঙ্গে আশ্রমেতে করিলা প্রস্থান॥ ২৭৭
জানকী-উদ্দেশ পাই কিছু সুখি-মনে।
বিশ্রাম করিলা আসি কুটীর-ভবনে॥ ২৭৮

দুই লোকে গতি যার শ্রীকৃষ্ণমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৭৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে আরণ্যকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে সীতা-বার্ত্তালাভো নাম
সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শবরী-মোচন।

কবন্ধং শাপসম্বন্ধাচ্ছবরীং ভববন্ধতঃ।
মোচয়ন্ করুণাদৃষ্টিঃ রাঘবেন্দ্রঃ ক্রিয়ান্ময়ি ॥ ১
রজনীতে জানকীর বিরহে কাতর।
শ্রীলক্ষ্মণে কহিতে লাগিলা রঘুবর ॥ ২
পাইলাম পক্ষিমুখে প্রিয়ার উদ্দেশ।
কিন্তু নাহি জানিলাম কিছুই বিশেষ ॥ ৩
দশানন নিবাস করয়ে কোন ঠাঁই।
কিরূপে বা মোরা তারে দেখিবারে পাই ॥ ৪
তারে বধি না পাইব জানকী যাবৎ।
বাঢ়িতে লাগিলা মোর বেদনা তাবৎ ॥ ৫
জানকী-বিরহে দুঃখ হৃদয়ে আছিল।
রাক্ষসের নাম শুনি দ্বিগুণ বাঢ়িল ॥ ৬
আহা মরি দেখ প্রিয়া রাক্ষসের আগে।
কিরূপেতে আছে তাহা ভাবি ব্যথা লাগে ॥ ৭
একে নারী তাহে ভীরু তাহে বন্ধু-হীন।
কিরূপেতে যাপন করিছে প্রিয়া দিন ॥ ৮
যবে দুষ্ট আস্যাছিল তাহারে হরিতে।
কত না উদ্বেগ তার হয়্যাছিল চিতে ॥ ৯
তাহার ভয়েতে হয়্যা কাতর-পরাণ।
কর্য্যাছিলা মো-সবারে কত না আহ্বান ॥ ১০
আমার সমান নাহি কঠিনহৃদয়।
এত দুঃখ পায় প্রিয়া তবু প্রাণ রয় ॥ ১১
হা জানকি মোর সঙ্গে বনেতে আসিয়া।
কত দুঃখ না পাইলে আমার লাগিয়া ॥ ১২
সহিয়াছিলাম আমি দুঃখ নানা মত।
কিন্তু তব দুঃখ শুনি হইলাম হত ॥ ১৩
একাকিনী ছিলে তুমি হৃদয়-মাঝার।
প্রবেশিল দশানন তাহে পুনর্ব্বার ॥ ১৪
অর্দ্ধেক হৃদয়ে তুমি অর্দ্ধে দশানন।
শোকে আর কোপে হিয়া দহিছে সঘন ॥ ১৫
এইরূপ বিলাপেতে গোঙাইয়া রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া কহিছেন রঘুমণি ॥ ১৬
দক্ষিণে জানকী লয়্যা গিয়াছে রাবণ।
এই কথা কয়্যাছেন গরুড়নন্দন ॥ ১৭
অতএব চল যাব ছাড়ি এই দেশ।
যেখানেতে প্রিয়াবার্ত্তা পাই সবিশেষ ॥ ১৮
যে আজ্ঞা বলিয়া তবে সুমিত্রা-সন্তান।
লইলেন অস্ত্রশস্ত্র মৃগচর্ম্মখান ॥ ১৯
তবে তাঁরা দুই ভাই ছাড়ি জনস্থান।
দক্ষিণাভিমুখ হয়্যা করিলা পয়াণ ॥ ২০
কথোদূরে গিয়া তবে ভাই দুইজন।
অতিদূরে কবন্ধেরে করিলা দর্শন ॥ ২১
তারে দেখি নরলীলাবেশে শ্রীলক্ষ্মণ।
ধরাধর-বুদ্ধি করি করেন বর্ণন ॥ ২২
দেখ দেখ প্রভু আগে এক মহীধর।
যেন ঘোরতর-নিশাচর-কলেবর ॥ ২৩
অতি দীর্ঘ অতি উচ্চ মহৎ বিস্তার।
মলিন অঞ্জন-পুঞ্জ-সমান আকার ॥ ২৪
তদুপরি নানা লতা পিঙ্গল বরণ।
যেন দীর্ঘ দীর্ঘ তার দেহে রোমগণ ॥ ২৫
দক্ষিণ বামেতে আর দুইগিরি তার।
রহিয়াছে যেন ভুজ করিয়া পসার ॥ ২৬
এইরূপ কহিছেন সুমিত্রা-নন্দন।
কবন্ধ করিল তাঁহাদিগে নিরীক্ষণ ॥ ২৭
তবে দুষ্টমতি দুই বাহু পসারিয়া।
বেঢ়িলেক দুইজনে খাইব বলিয়া ॥ ২৮
প্রকাশ করিয়া পুন বিকট-বদন।
ক্রমে ক্রমে বাহুবলে করে আকর্ষণ ॥ ২৯
তাহা দেখি পুনর্ব্বার কহেন লক্ষ্মণ।
একি একি প্রভু করিতেছি নিরীক্ষণ ॥ ৩০
করিতেছিলাম আমি গিরিবুদ্ধি যায়।
এতো গিরি নহে কিন্তু নিশাচর ভায় ॥ ৩১
কিন্তু নাহি দেখি স্কন্ধ নাহি দেখি শির।
উদর-মাঝারে দেখি বদন গভীর ॥ ৩২

গিরিশৃঙ্গ-অগ্রসম তাহে দন্তপাঁতি।
দোলিতেছে দীঘল রসনা ঘোর-কাঁতি ॥ ৩৩
বিকট আকৃতি অতি পিঙ্গল বরণ।
দেখিতেছি বক্ষস্থলে একটী নয়ন ॥ ৩৪
দীর্ঘ দীর্ঘ দুই ভুজ যোজন-প্রমাণ।
করাগ্রেতে নখ যেন খড়্গ খরশাণ ॥ ৩৫
আর এক দেখিতেছি অতিচমৎকার।
পদ জঙ্ঘা জানু উরু নাহিক ইহার ॥ ৩৬
না জানি ঘেরিল আমাদিগে কিকারণ।
কি লাগি বা নিকটেতে করে আকর্ষণ ॥ ৩৭
তবে তাঁরা দুইজন তার ভুজ-টানে।
উপস্থিত হল্যা তার মুখসন্নিধানে ॥ ৩৮
দেখি তাঁহাদের তেজ অতি দিবাতর।
স্তব্ধ হইয়াছে সেই দুষ্ট নিশাচর ॥ ৩৯
পুনঃপুন ইচ্ছা করে বদনে পূরিতে।
সাধ্বস-প্রযুক্ত কিন্তু না পারে পূরিতে ॥ ৪০
তবে সেহ অতিশয় সবিস্ময়মন।
করিতেছে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে জিজ্ঞাসন ॥ ৪১
কহ কহ কে বটহ তোরা দুইজন।
আসিয়াছ এখানে বা কিসের কারণ ॥ ৪২
বুঝি আজি বিধি মোরে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া।
আহার প্রদান কৈল তোদিগে আনিয়া ॥ ৪৩
ঘোর বাহু-মধ্যে আসি পড়ে যেইজন।
সে পুন না দেখে আর বান্ধব-বদন ॥ ৪৪
এত কহি মুখ মেলি ঘন তোলে হাই।
চাটয়ে অধর ওষ্ঠ রসনা ঘুরাই ॥ ৪৫
তাহার বচন শুনি রঘুবর কন।
ভ্রাতৃবর শুনিলে এ দুষ্টের বচন ॥ ৪৬
অতএব যোগ্য নহে বিলম্ব করণ।
খড়্গে করি দুইবাহু কাটি দুইজন ॥ ৪৭
তবে তাঁরা দুই খড়্গ করিয়া ধারণ।
কবন্ধের দুই বাহু করিলা ছেদন ॥ ৪৮
সেই দুই বাহু হয়্যা ভূতলে পতিত।
করিলা পৃথিবী বন ভূধর কম্পিত ॥ ৪৯
সেহ তাহে অতিশয় হইয়া কাতর।
মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িলা ভূমিপর ॥ ৫০
ক্ষণেক পরেতে পুন পাইয়া চেতন।
সবিস্ময়-মনেতে করয়ে নিবেদন ॥ ৫১
কহ কহ মোর প্রতি করি অনুগ্রহ।
কি নাম কাহার পুত্র তোমরা বটহ ॥ ৫২
নাহি দেখি ভুবন-মাঝারে হেন জন।
আমার কঠিন বাহু করয়ে ছেদন ॥ ৫৩
শ্রীরাম কহেন শুন শুন নিশাচর।
রামনাম আমি দশরথের কোঙর ॥ ৫৪
আমার কনিষ্ঠ ভাই এইত লক্ষ্মণ।
পিতৃ-বাক্যে মোরা সবে আসিয়াছি বন ॥ ৫৫
পঞ্চবটী হৈতে মোর ভার্য্যা শ্রীসীতারে।
হরি লয়্যা গিয়াছে রাবণ কোথাকারে ॥ ৫৬
তার অন্বেষণ লাগি মোরা দুইজন।
করিতেছি এই বন-মধ্যেতে ভ্রমণ ॥ ৫৭
তুমিহ আপন বার্ত্তা কহ সবিস্তরে।
কি কারণে আছ এই কানন-ভিতরে ॥ ৫৮
কেন বা তোমার হেন বিকৃত আকার।
বদন তোমার কেন উদর-মাঝার ॥ ৫৯
কাটিলাম মোরা তব বাহু দুইখান।
তাহে বা না হল্য কেন ক্রোধ-উপাদান ॥ ৬০
এত শুনি অষ্টাবক্র-বচন চিন্তিয়া।
হইলা কবন্ধ অতি উল্লসিত-হিয়া ॥ ৬১
আনন্দেতে পুলকিত সকল মূরতি।
গদগদ স্বরে কহে রঘুনাথ প্রতি ॥ ৬২
কি ভাগ্য আমার আজি কি ভাগ্য আমার।
দর্শন পাইলুঁ আমি তোমা সবাকার ॥ ৬৩
কিবা আজি আমার দিবস শুভকর।
কাটিলে আমার বাহু তুমি রঘুবর ॥ ৬৪
সত্য সত্য সত্য হল্য মুনির বচন।
পাইলাম পাইলাম তব দরশন ॥ ৬৫
ছিলাম গন্ধর্ব্ব আমি দনু মোর নাম।
পঞ্চশর হইতে অধিক অভিরাম ॥ ৬৬
তপস্যাতে সন্তুষ্ট হইয়া মোরে বিধি।
দীর্ঘ পরমায়ু দিলা আর বহু নিধি ॥ ৬৭
তবে আমি গরবে মাতিয়া অতিশয়।
ভ্রমিয়ে ভুবন-মাঝে সর্ব্বত্র নির্ভয় ॥ ৬৮
রাক্ষস-মূরতি ধরি যাইয়া কাননে।
ভয় দরশাই যত বিপ্র-মুনিগণে ॥ ৬৯
একদিন সেইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
গেলাম আমিহ অষ্টাবক্র-সন্নিধিতে ॥ ৭০

মোরে নিরীক্ষণ করি মুনি মহাজ্ঞানী।
কহিলেন কুপিত হইয়া এই বাণী ॥ ৭১
রাক্ষস হইয়া যেন লোকে দাও ভয়।
রাক্ষস হইয়া থাক তেন দুরাশয় ॥ ৭২
শুনিয়া মুনির শাপ ত্রাসিত হইয়া।
কহিলাম আমি তাঁর চরণে পড়িয়া ॥ ৭৩
গরবে মাতিয়া প্রভু কৈলুঁ কুকরণ।
কৃপা করি কর মোর শাপ বিমোচন ॥ ৭৪
তবে শান্ত হয়্যা মুনি কহিল আমারে।
থাক থাক তুমি এই কানন-মাঝারে ॥ ৭৫
ম লক্ষ্মণ যবে আসিবা কানন।
করিবেন তাঁরা তোর ভুজ-বিখণ্ডন ॥ ৭৬
তাঁহাদের নিরীক্ষণ করি সে সময়।
নিজ রূপ পাবে তুমি কহিলুঁ নিশ্চয় ॥ ৭৭
তার পর এক দিন আমি ইন্দ্র-সঙ্গে।
যুদ্ধ করিবারে গিয়াছিলুঁ মহারঙ্গে ॥ ৭৮
তিঁহ ক্রুদ্ধ হয়্যা মোর হানিয়া বজরে।
প্রবেশাল্যা উরু-পদ-শির দেহান্তরে ॥ ৭৯
তাহা দেখি মোরে কৃপা করি দেবগণ।
দেবরাজ প্রতি সবে কৈল নিবেদন ॥ ৮০
মুখ না থাকিলে প্রভু আহার নহিবে।
তবে কিরূপেতে এহ বাঁচিয়া থাকিবে ॥ ৮১
তবে তিঁহ কৃপা করি দিলা মোরে বর।
বদন হইবে তোর উদর-উপর ॥ ৮২
হইবেক বক্ষঃস্থলে একটী নয়ন।
তাহাতেই আহার করিবে নিরীক্ষণ ॥ ৮৩
যোজন-প্রমাণ ভুজযুগল হইবে।
তাহাতেই নানামত আহার মিলিবে ॥ ৮৪
সেইত অবধি আমি আছি এই ঠাঁই।
ভোজন করিয়ে যে-দিবস যাহা পাই ॥ ৮৫
বাহুর মধ্যেতে যাহা করে আগমন।
তার মধ্যে কিছু নাহি করিয়ে বর্জ্জন ॥ ৮৬
হেন দুঃখ হৈতে মোরে কৈলে পরিত্রাণ।
তোমার সমান কেবা আছে কৃপাবান্ ॥ ৮৭
এই লাগি মোর এই ভুজের খণ্ডনে।
ক্রোধ না হইল পূর্ব্ব-কথা ভাবি মনে ॥ ৮৮
করিলে আপনি মোর যেই উপকার।
ইহা শোধ করিবারে কি সাধ্য আমার ॥ ৮৯
তথাপি আপন বল-বুদ্ধি অনুসারে।
ইচ্ছা হয় কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবারে ॥ ৯০
অতএব যদি কিছু থাকে প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর তাহা আমি করিব সাধন ॥ ৯১
প্রভু কন যদ্যপি করিবে মোর হিত।
সীতা-বার্ত্তা বিশেষিয়া কহ সুচরিত ॥ ৯২
হরি লয়্যা গিয়াছে তাহারে দশানন।
এই মাত্র শুনিয়াছি জটায়ু-বচন ॥ ৯৩
কোথা তার ঘর সেহ কত বলধারী।
কিরূপে বা পাইব আমিহ নিজনারী ॥ ৯৪
এ সকল কহ যদি তব বেদা হয়।
ইহাতেই তুষ্ট হবে আমার হৃদয় ॥ ৯৫
ইহা শুনি কবন্ধ কহয়ে পুনর্ব্বার।
শুন শুন রামচন্দ্র বচন আমার ॥ ৯৬
রয়্যাছি রাক্ষস-দেহে আমিহ সংপ্রতি।
এই লাগি নাহি স্মরে মোর দিব্যমতি ॥ ৯৭ *
যদি দগ্ধ কর তুমি মোরে কৃপা করি।
তবে সব কহি আমি নিজ মূর্ত্তি ধরি ॥ ৯৮
এত শুনি রামচন্দ্র লক্ষ্মণে কহিলা।
তিঁহ বহু শুষ্ক কাষ্ঠ আহরি আনিলা ॥ ৯৯
তবে এক বড় গর্ত্তে ফেলি নিশাচরে।
শুষ্ক কাষ্ঠে আচ্ছাদন করিলেন পরে ॥ ১০০
তাহার উপরি কৈলা অগ্নি সমর্পণ।
জ্বলিতে লাগিল ঘোরশব্দেতে দহন ॥ ১০১
নিজরূপ পাই দনু সে অগ্নি হইতে।
দশদিক্ প্রকাশি উঠিল উপরিতে ॥ ১০২
হেনকালে বিমান আইল মনোহর।
আরোহণ করিল সে তাহার উপর ॥ ১০৩
কৃতাঞ্জলি হয়্যা রামে করিয়া প্রণতি।
নিবেদন করিতে লাগিলা সুধর্মমতি ॥ ১০৪
জয় জয় রঘুবর, বিবিধ-গুণাকর,
সকল-জীব হিতকারী।
জয় জয় মুনিগণ-হৃদয়-বিভূষণ,
জয় জয় ধরণীধারী ॥ ১০৫
জয় কমলাসন,—সনক সনাতন-
চিন্তিত-গুণগণ-রূপী।

* রহিয়াছি আমি এই রাক্ষস-শরীরে।
সংপ্রতি এ লাগি দিব্য বোধ নাহি স্ফুরে ॥

অতিশয় বলবতী করুণা তোমার।
যেখানে সেখানে যাও বশ হয়্যা তার ॥ ১৭৯
এত কহি অশ্রুজলে ভাসিল বদন।
গদগদ কণ্ঠরোধে স্ফুরে না বচন ॥ ১৮০
তার প্রেম দেখি প্রভু অতিসুখিমন।
করিছেন তাঁহারে কুশল জিজ্ঞাসন ॥ ১৮১
কহ কহ কুশলেতে আছ এই বনে।
বিঘ্ন নাহি হয় কিছু তপ-আচরণে ॥ ১৮২
সফল হয়্যাছে তব ব্রাহ্মণ-অর্চ্চন।
সফল হয়্যাছে গুরু-চরণ-বন্দন ॥ ১৮৩
শুনিয়া তোমার গুণ দন্তুর বদনে।
বড়ই আনন্দ হইয়াছে মোর মনে ॥ ১৮৪
কিরূপেতে শ্রীমতঙ্গ মুনি মহামতি।
করিলেন এতেক করুণা তোমা প্রতি ॥ ১৮৫
সম্প্রতি সে মুনি গিয়াছেন কোন্ স্থানে।
তুমি একাকিনী এথা আছ কি নিদানে ॥ ১৮৬
এ সকল কথা কহ করি বিবরণ।
শুনিতে আমার বড় সাভিলাষ মন ॥ ১৮৭
শ্রীরাম-বচন শুনি সুখিত শবরী।
নিবেদন করিছেন করযোড় করি ॥ ১৮৮
রঘুবর আমি হই অতি নীচজাতি।
শবর বলিয়া লোকে যার হয় খ্যাতি ॥ ১৮৯
আমি অল্প বয়সেতে কাষ্ঠ লইবারে।
আসিছিলুঁ একদিন এবন-মাঝারে ॥ ১৯০
শ্রীমতঙ্গ মুনিবরে করি নিরীক্ষণ।
তাঁর সেবা লাগিয়া সতৃষ্ণ হল্য মন ॥ ১৯১
কিন্তু নিজে হই নীচ-জাতি অতিশয়।
অতএব তাহার সম্ভব নাহি হয় ॥ ১৯২
এত ভাবি রজনীতে করি আগমন।
মুনিন্দ্রের স্নান-পথ করিয়ে মার্জ্জন ॥ ১৯৩
কিন্তু নীচ দেখি রুষিবেন মুনিবর।
এই ভাবি অলক্ষ্যেতে যাই স্থানান্তর ॥ ১৯৪
কণ্টক কাঁকর কিছু পথে নাহি রয়।
তাহে কিছু মুনিবর-চিত্তে সুখ হয় ॥ ১৯৫
একদিন কহিলেন মুনি শিষ্যগণে।
তোরা জান্ এই কর্ম্ম করে কোন্জনে ॥ ১৯৬
তবে মুনি-শিষ্যগণ থাকি লুকাইয়া।
মুনি-আগে লয়্যা গেলা আমাকে ধরিয়া ॥ ১৯৭
ভয়েতে কম্পিত মোরে দেখিয়া সদয়।
জিজ্ঞাসা করিলা মুনি মোরে পরিচয় ॥ ১৯৮
তবে আমি অতিশয় ভয়েতে কাতর।
কহিবারে আরম্ভিলুঁ হয়্যা যোড়কর ॥ ১৯৯
প্রভু আমি অতি নীচ জাতিতে শবরী।
এইবনে নিরন্তর গতায়াত করি ॥ ২০০
তোমার চরণপদ্ম করি নিরীক্ষণ।
সেবিবারে সাভিলাষ হল্য মোর মন ॥ ২০১
তাহে আপনারে অতি অযোগ্য দেখিয়া।
স্নানপথ শুদ্ধ করি নিশাতে আসিয়া ॥ ২০২
কিন্তু রুষ্ট হও পাছে নীচেরে দেখিয়া।
এইভয়ে অলক্ষ্যেতে যাই পলাইয়া ॥ ২০৩
এই নিজ বৃত্তান্ত কহিলুঁ মহাশয়।
করহ উচিত দণ্ড আপুনি যে হয় ॥ ২০৪
এত শুনি করুণা-সাগর তপোধন।
কহিতে লাগিলা মোরে মধুর বচন ॥ ২০৫
করিতেছ কেন তুমি এতেক সাধ্বস।
হইয়াছি আমিহ তোমার গুণে বশ ॥ ২০৬
হয়্যা থাকে যদি ইচ্ছা আমার সেবনে।
তবে তুমি থাকহ আমার তপোবনে ॥ ২০৭
এত কহি মোরে পুন করাইয়া স্নান।
করিলা কর্ণেতে তব নাম-মন্ত্র দান ॥ ২০৮
আমিহ ছাড়িয়া নিজ বন্ধু-গৃহ-দ্বার।
সর্ব্বদা সেবন করি চরণ তাঁহার ॥ ২০৯
সতত করেন তাঁরা তব গুণগান।
তাহা শুনি কাছে বসি হয়্যা সাবধান ॥ ২১০
এইরূপে বহুদিন যাইলের পরে।
একদিন মুনি মোরে কহিলা সাদরে ॥ ২১১
আসিয়াছে দিব্য-রথ আমারে লইতে।
অতএব যাব আমি ব্রহ্মার পুরীতে ॥ ২১২
তুমিহ থাকহ কিছুদিন এই বনে।
শ্রীরামচরণ সদা ভাব মনে মনে ॥ ২১৩
সংপ্রতি আছেন রাম চিত্রকূট-তটে।
আসিবেন কিছুদিনে তোমার নিকটে ॥ ২১৪
তুমি তাঁরে নিরখিয়া করিয়া অর্চ্চন।
করিবে তাঁহার আগে অগ্নি-প্রবেশন ॥ ২১৫
এত কহি মুনি গেলা বিরিঞ্চি-ভবনে।
তদবধি আছি আমি এই তপোবনে ॥ ২১৬

আপুনিহ ভক্তাধীন হও রঘুপতি।
এ লাগি করিলে সত্য মুনির ভারতী ॥ ২১৭
সফল করিলে মোর বিপ্রপদার্চ্চন।
সফল করিলে গুরু-চরণ-সেবন ॥ ২১৮
এত কহি আনন্দিত হইয়া শ্রমণা।
করিছেন মনে মনে কিঞ্চিৎ ভাবনা ॥ ২১৯
যেই মিষ্ট ফল বনে পায়্যাছি যখন।
প্রভুকে ভুঞ্জাব বলি কর্যাছি রক্ষণ ॥ ২২০
অতি অসম্ভব সেই মনোরথ হয়।
কিরূপে সফল হবে না হয় নিশ্চয় ॥ ২২১
ইহঁ হন লক্ষ্মীপতি যজ্ঞ-অধীশ্বর।
ইহাঁরে কিরূপে দিব ফল ক্ষুদ্রতর ॥ ২২২
তাহে হল্য সেহ চিরকালের সঞ্চিত।
হইয়া থাকিবে শুষ্ক রসবিবর্জ্জিত ॥ ২২৩
এইরূপ করিছেন শবরী চিন্তন।
তাহা জানি কৃপাময় প্রভু তাঁরে কন ॥ ২২৪
তপস্বিনি শুনিয়াছি আমার লাগিয়া।
রাখিযাছ তুমি মিষ্ট ফল যোগাইয়া ॥ ২২৫
পথশ্রমে আমি বড় হয়্যাছি ক্ষুধিত।
শীঘ্র সেই ফল দিয়া করহ সুখিত ॥ ২২৬
শুনিয়া শ্রীরাম-মুখে সদয় বচন।
অশ্রুজলে পূর্ণ হল্য শবরী-নয়ন ॥ ২২৭
সেইফল আনি প্রেমরসে আর্দ্র-মন।
শ্রীরামচন্দ্রের আগে কৈলা সমর্পণ ॥ ২২৮
শবরীর প্রেমভক্তি-মহিমার বলে।
বিকার না হইয়াছে কিছু সেইফলে ॥ ২২৯
তাহা লয়্যা ভক্তিবশ প্রভু রঘুবর।
ভোজন করেন করি অতিসমাদর ॥ ২৩০
দেখ দেখ ভক্তিদেবী কিবা গুণ ধরে।
সেবকের অল্পদ্রব্যে ভুলায় ঈশ্বরে ॥ ২৩১
কহিছেন রামচন্দ্র তবে ফল খাই।
হেন সুমধুর ফল কভু দেখি নাই ॥ ২৩২
একি সুধাসার কিবা রসমূর্ত্তিধর।
মোর জিহ্বা মাতাইল এই ফলবর ॥ ২৩৩
ইহা দেখি শ্রীলক্ষ্মণ ভাবেন হৃদয়ে।
কিবা গুণ প্রেমভক্তি-রসেতে আছয়ে ॥ ২৩৪
যেই গুণে বশ হয়্যা মোর রঘুবর।
গমন করেন প্রভু যার তার ঘর ॥ ২৩৫
বুঝিলাম জাতি গুণ তপ যোগ জ্ঞান।
এ সকলে বশ নাহি হন ভগবান্ ॥ ২৩৬
এই ত শবর জাতি কিবা গুণ জানে।
অধিকার নাহি তপ-যোগ-যাগ জ্ঞানে ॥ ২৩৭
তথাপি প্রভুরে এত করিয়াছে বশ।
বুঝিলাম সর্ব্বোত্তম হয় ভক্তিরস ॥ ২৩৮
তবে রাম ফল খাই কৈলা আচমন।
শবরী প্রসাদ লয়্যা করিলা ভোজন ॥ ২৩৯
সে দিবস সুখে প্রভু করিয়া যাপন।
পরদিনে শবরীর প্রতি কিছু কন ॥ ২৪০
শুনিয়াছি পূর্ব্বে আমি কবন্ধ-বদনে।
মুনির মহিমা বহু আছে এই বনে ॥ ২৪১
তুমিহ আমারে তাহা করাও দর্শন।
তবে বড় আনন্দিত হয় মোর মন ॥ ২৪২
যে আজ্ঞা বলিয়া দুইভাই আগে করি।
তপোবন-পরিক্রমা করান শবরী ॥ ২৪৩
কহিছেন এইত মুনির যজ্ঞস্থলী।
পূজিতেন তিঁহ এথা দেবতা-মণ্ডলী ॥ ২৪৪
দেখ দেখ অদ্যাপি তাঁহার তপোবনে।
গ্লানি নাহি হইয়াছে কুশ-পুষ্প ফলে ॥ ২৪৫
এই দেখ প্রভু বৃক্ষশাখার উপর।
রহিয়াছে সেই মুনিবরের বল্কল ॥ ২৪৬
স্নান করি আসি যেন রাখিছিলা গাছে।
অদ্যাবধি সেই মত আর্দ্রভাবে আছে ॥ ২৪৭
কদাচিৎ উপবাস-ব্রতে মুনিবর।
স্নান হয়্যা যাইতে না পারিলা সাগর ॥ ২৪৮
তবে তিঁহ স্নান-লাগি করিলা স্মরণ।
সেইক্ষণে সপ্তসিন্ধু কৈলা আগমন ॥ ২৪৯
দেখ দেখ সেই এই সাতটি জলধি।
রয়্যাছেন সরোবর-রূপে অদ্যাবধি ॥ ২৫০
সেই মুনি-আজ্ঞা-পরমাণে এইবনে।
দৌরাত্ম্য না করে কভু মত্তগজগণে ॥ ২৫১
এইরূপে দেখাইয়া সকল কানন।
শবরী আশ্রমে আসি রামচন্দ্রে কন ॥ ২৫২
দেখিলেন আপুনি মুনির তপোবনে।
আজ্ঞা দাও এবে মোরে প্রবেশি দহনে ॥ ২৫৩
আপুনিহ কৃতার্থ করিয়া এ দাসীরে।
যাইবেন ঋষ্যমূক নাম শিখরীরে ॥ ২৫৪

সেখানে সুগ্রীব-সঙ্গে করিয়া সখিতা।
অনায়াসে উদ্ধারিবে আপন বনিতা॥ ২৫৫
এত কহি শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা নিয়া।
চিতা বিরচিলা শুষ্ক তৃণ কাষ্ঠ দিয়া॥ ২৫৬
তাহে অগ্নি দিয়া রামে করিয়া প্রণতি।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা স্তুতি করেন সুমতি॥ ২৫৭
জয় জয় রঘুপতি, অগতি-জনার গতি,
সূর্য্যবংশ-পদ্ম-দিনকর।
শ্রীকৌশল্যা-স্নেহাম্বুধি, তাহে পূর্ণ কলানিধি,
ভকত-চাতক-জলধর॥ ২৫৮
তব কৃপা-পারাবার, সীমা নাহি দেখি তার,
উপমান না হয় দর্শন।
বশ হয়্যা সেইগুণে, তরাত্যে এ দুষ্টজনে,
এত দূর কৈলে আগমন॥ ২৫৯
মৃত্যুকালে যে চরণ, ধ্যান করে যোগিজন,
নানামত স্থির করি মনে।
নাহি জানি রঘুপতি, কিবা আমি ভাগ্যবতী,
সে চরণ আমার নয়নে॥ ২৬০
আমি অতি নীচজাতি, তাহে নারী মূঢ়মতি,
কি কহিব তোমার মহত্ত্ব।
যাবদীয় মুনিবর, চতুর্ম্মুখ মহেশ্বর,
জানিতে নারেন তব তত্ত্ব॥ ২৬১
তব কলা-অবতার, শেষ বলি নাম যার,
তিঁহ ধরি মুখ দশ শত।
প্রেমানন্দ-রসে ভরি, নিরবধি গান করি,
অন্ত না পাইলা এতাবত॥ ২৬২
আমি পড়ি ভব-কূপে, দুঃখ পাই নানারূপে,
লইয়াছি শরণ তোমার।
কৃপা-দৃষ্টি বিতরিয়া, পদ অবলম্ব দিয়া,
দীন জনে করহ উদ্ধার॥ ২৬৩
বেদে কহে সীতা-স্বামী, পতিতপাবন তুমি,
এ সাহসে লয়্যাছি শরণ।
যদি পার তরাইতে, এই অতিদুষ্ট-চিতে,
তবে জানি শ্রীরঘুনন্দন॥ ২৬৪
এত কহি প্রেমরসে পূরিত হইয়া।
শ্রীরামেরে প্রদক্ষিণ প্রণতি করিয়া॥ ২৬৫
প্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র দেখিতে দেখিতে।
প্রবেশিলা অনলে শবরী সুখিচিতে॥ ২৬৬

হেনকালে যাবদীয় দেবতা-নিকর।
কুসুম বর্ষণ করে তাঁহার উপর॥ ২৬৭
ক্ষণমাত্রে দেহত্রয় পরিত্যাগ করি।
আকাশে উঠিলা তিঁহ দিব্য দেহ ধরি॥ ২৬৮
হেনকালে রথ আলা বৈকুণ্ঠ হইতে।
চড়িলেন তাহে তিঁহ আনন্দিত-চিতে॥ ২৬৯
শ্রীরামচন্দ্রের গুণ গাইতে গাইতে।
প্রস্থান করিলা তিঁহ বৈকুণ্ঠ পুরীতে॥ ২৭০
কিবা দয়াময় মোর প্রভু রঘুবর।
অল্প ফল লয়্যা দিলা ফল বহুতর॥ ২৭১
কিবা দেখি ভক্তির মহিমা সর্ব্বোপরি।
অনায়াসে শ্রীবৈকুণ্ঠে পাইল শবরী॥ ২৭২
এখানেতে রামচন্দ্র কহেন লক্ষ্মণে।
ভ্রাতা আর মন স্থির নহে এইবনে॥ ২৭৩
চল চল আগে যাব পম্পা সরসীরে।
বিশ্রাম করিব আজি সুখে তার তীরে॥ ২৭৪
এত কহি সঙ্গেতে করিয়া শ্রীলক্ষ্মণ।
পম্পার তীরেতে প্রভু করিলা গমন॥ ২৭৫
কিবা সেই পম্পা সরোবর সুখস্থান।
দীর্ঘে বিস্তারেতে এক ক্রোশ পরিমাণ॥ ২৭৬ (১)
তাহাতে সলিল নিরমল অতিশয়।
বৈষ্ণব জনের যেন বিশুদ্ধ হৃদয়॥ ২৭৭
সুমধুর সেবনমাত্রত তাপহারী।
কৃষ্ণ-ভক্তিরস-শাস্ত্র হেন তার বারি॥ ২৭৮
তাহে অবগাহন করয়ে যেইজন।
পূর্ব্ববৎ অন্তে তার নাহি লাগে মন॥ ২৭৯
তাহাতে শোভয়ে কত ফুল্ল কোকনদ।
সাধুর হৃদয়ে যেন শ্রীরামের পদ॥ ২৮০
বিকসিত পদ্মততি সূর্য্যদরশনে।
ভক্তজননেত্র যেন কৃষ্ণ-নিরীক্ষণে॥ ২৮১
কত শত শোভিতেছে বর ইন্দীবর।
সহস্রশীর্ষের যেন নয়ন সুন্দর॥ ২৮২
শারি শারি রাজহংস শোভে তার জলে।
মালতীমালিকা যেন রাম-বক্ষঃস্থলে॥ ২৮৩

(১) তথাচ অধ্যাত্মরামায়ণে "ক্রোশমাত্রং সুবিস্তীর্ণ"মিতি।

কুরর কুররী তাহে করে মিষ্ট রব।
রাম-লীলা গান করে যেন ভক্ত সব॥ ২৮৪
ভ্রমণ করয়ে অলি কমল-কাননে।
শ্রবণতৎপর ভক্ত যেন সভাগণে॥ ২৮৫
কলবল করে মধুপানে মাতি অলী।
প্রেমরসে মাতি যেন ভক্ত-মণ্ডলী॥ ২৮৬
কারণ্ডব-কুল তাহে উঠ্‌ডুবু করে।
কিঞ্চিৎ বিরাগী জন যেন নিজ ঘরে॥ ২৮৭
সুখ পায় কেবা ভক্তিরসে অকৌতুকী।
এইভাবে কোবা কোবা ডাকয়ে ডাহুকী॥ ২৮৮
ঝলমল করে জল ভিতরে শফরী।
যেন কবি-কাব্য ব্যঙ্গ অর্থের লহরী॥ ২৮৯
দিব্য চারি ঘাট তার নিতান্ত সুগম।
কৃষ্ণ-ভক্তিমার্গ যেন অতিমনোরম॥ ২৯০
তীরে তরুগণ নম্র ফল-পুষ্পভরে।
দেখি যেন সদা নম্র কৃষ্ণভক্ত নরে॥ ২৯১
তাহে বায়ু মন্দ মন্দ করে গতায়াত।
শিষ্য যেন আপনার গুরুর সাক্ষাত॥ ২৯২
শাখীর উপরি পাখী করে নানা নাদ।
পণ্ডিত-সমাজে যেন হয় বেদবাদ॥ ২৯৩
দেখি হেন সরোবর তবে রঘুপতি।
কহিছেন লক্ষ্মণেরে মধুর ভারতী॥ ২৯৪
ভ্রাতৃবর এই সরোবরে নিরখিয়া।
সুখ-দুঃখ দুই আল্য আমারে মিলিয়া॥ ২৯৫
স্বর্ণ-পদ্ম দেখি প্রিয়ামুখ পড়ে মনে।
স্মৃতি হয় প্রিয়া-ভুরু ভ্রমরীদর্শনে॥ ২৯৬
ইন্দীবরে দেখি ভাবি তাহার নয়ন।
কোকনদে হস্ত-পদ্ম কলিকাতে স্তন॥ ২৯৭
মনে পড়ে তার ভুজ দেখিয়া মৃণাল।
সূক্ষ্ম রোমাবলী পুন দেখিয়া শৈবাল॥ ২৯৮
রাজহংস দেখি মনে পড়য়ে গমন।
কোকিলের স্বরে হয় বচন স্মরণ॥ ২৯৯
তাহে অবকাশ পাই দুষ্ট পঞ্চবাণ।
হৃদয়েরে বিন্ধিয়া করিল খানখান॥ ৩০০
আজি যদি জানকী থাকিত মোর পাশ।
করিতাম তবে এথা কত না বিলাস॥ ৩০১
ভ্রাতৃবর তুলি আনি প্রফুল্ল কমলে।
শয্যা পাতি দাও মোরে এক তরুতলে॥ ৩০২
শীতল সুগন্ধ বায়ু মৃদু মৃদু চলে।
বিশ্রাম করিব আজি আমি এই স্থলে॥ ৩০৩
এত শুনি ফুল্ল পদ্ম আনি শ্রীলক্ষ্মণ।
এক বটমূলে কৈলা শয্যা-বিরচন॥ ৩০৪
মিষ্ট বারি পান করি শ্রীরঘুনন্দন।
করিলেন সেই শয্যা-উপরি শয়ন॥ ৩০৫
শ্রীচরণতলে বসি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
করিছেন মৃদু মৃদু চরণ সেবন॥ ৩০৬
এই ত আরণ্য-কাণ্ড চরিত্র-বর্ণন।
শুনহ ইহার অনুক্রমণী এক্ষণ॥ ৩০৭
আদিপরিচ্ছেদে প্রভু ভ্রমি নানাবন।
গয়া দেখি কৈলা পঞ্চবটী প্রবেশন॥ ৩০৮
দ্বিতীয়েতে মারীচের দ্বিতীয়াপমান।
লক্ষ্মণ কাটিলা শূর্পণখা-নাসা-কাণ॥ ৩০৯
তৃতীয়েতে দ্বিসপ্ত-সহস্র-নিশাচর।
সহযোগে খরে বিনাশিলা রঘুবর॥ ৩১০
চতুর্থে মারীচে লয়্যা আল্য দশাশির।
মৃগমূর্ত্তি মারীচে মারিলা রঘুবীর॥ ৩১১
পঞ্চমে শ্রীরামকাছে লক্ষ্মণ-গমন।
সীতা হরি লয়্যা লঙ্কা গেল দশানন॥ ৩১২
ষষ্ঠে রামচন্দ্র ফিরি কুটীরে আসিয়া।
ভ্রমিলেন বনে বনে সীতা-অন্বেষিয়া॥ ৩১৩
সপ্তমে জটায়ুস্থানে সীতা-বার্ত্তা পাই।
রঘুবর তাঁরে দিলা বৈকুণ্ঠ পাঠাই॥ ৩১৪
অষ্টমে শাপেতে মুক্ত করিয়া কবন্ধে।
শবরীরে মুক্তা কৈলা প্রভু ভববন্ধে॥ ৩১৫
এই ত আরণ্যকাণ্ড হইল পূরণ।
রাম-প্রীতে রামজয় বল বন্ধুজন॥ ৩১৬
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ৩১৭

ইতি শ্রীরামরসায়নে আরণ্যকাণ্ডলীলাবর্ণনে
শবরীমোচনো নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ৮

—

সমাপ্তা চেয়মারণ্যকাণ্ডলীলাকথেতি।

শ্রীশ্রীজানকীবল্লভায় নমঃ।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুগ্রীবের সহিত শ্রীরামের সখ্য।

শ্রীসুগ্রীবেণ সখ্যং বিদধদনুপমং পাটয়ন্ সপ্ততালান্ বাণেনৈকেন হত্বা হরিসুতমনুজং তস্য রাজ্যেঽভিষিচ্য। জ্ঞানং দত্বাঙ্গনেয়ে বিরহকৃতশুচাক্রন্দ্য মিত্রায় রুষ্যন্, সীতায়ৈ প্রৈষয়দ্ যঃ প্লবগ-গণমসৌ পাতু বো রাম-ভদ্রঃ॥ ১

জয় দশরথপুত্র লোকাতীত-গুণপাত্র,
কৃপাসীমা নাহি ত্রিভুবনে।
বায়ুসুতে সঙ্গী করি, গিয়া ঋষ্যমূক-গিরি,
সখ্য কৈলা সুগ্রীবের সনে॥ ২
সপ্ততাল করি ভেদ, ঘুচায়্যা মিতার খেদ,
বধ করি অঙ্গদ-পিতারে।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিয়া, বায়ুসুতে সন্তোষিয়া,
শিখাইলা ভকতি প্রকারে॥৩
বর্ষার সৌন্দর্য্য দেখি, বিরহে হইয়া দুখী,
বিলাপ করিলা করুণায়।
মিতার বিলম্ব দেখি, কোপেতে অরুণ আঁখি,
লক্ষ্মণে পাঠাল্যা কিষ্কিন্ধ্যায়॥ ৪
সূর্য্যপুত্র আসি যবে, তুষি নানামত স্তবে,
আনাইলা যাবৎ বানর।
সীতাবার্ত্তা আনাইতে, নানাদেশ-বিদেশেতে,
পাঠাইলা শরদে সত্বর॥ ৫
পাঠাল্যা দক্ষিণ দেশে, হনুমানে অবশেষে,
চিহ্ন দিয়া নিজের অঙ্গুরী।
এ সকল স্বচরিতে, প্রকাশহ মোর চিতে,
শ্রীরঘুনন্দন আশা পূরি॥ ৬

জয় জয় বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ জয়।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তচয়॥ ৭
জয় জয় রামচন্দ্র মহেশ-মহিত।
প্রিয়তম পরিবার সমূহ-সহিত॥ ৮
এবে কৃপা করি শুন সব ভক্তজন।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের লীলা করিব বর্ণন॥ ৯

বালিগ্রীষ্মসমুত্তপ্তং সুগ্রীবাভিধচম্পকম্।
সখ্যামৃতেন যোঽতর্পীৎ স জীয়াদ্রামনীরদঃ॥ ১

সে রজনী পম্পাতীরে করিয়া বিশ্রাম।
প্রাতে উঠি নিত্যকৃত্য করিলা শ্রীরাম॥ ২
দূর হৈতে ঋষ্যমূকে করি নিরীক্ষণ।
নিজ অনুজেরে প্রভু কহেন বচন॥ ৩
দেখ দেখ আগেতে চাহিয়া ভ্রাতৃবর।
নিকট হইল ঋষ্যমূক-ধরাধর॥ ৪
কিবা দেখ এই গিরি পরম সুন্দর।
দিব্য বৃক্ষ লতাগণ শোভে থরেথর॥ ৫
তাহাতে হয়্যাছে পুন বসন্ত উদয়।
যাহার শোভাতে মুনি-মন মুগ্ধ হয়॥ ৬
পত্রপুষ্পে ভরিয়াছে তরুলতা-পাঁতি।
গুঞ্জরিছে ভ্রমর-ভ্রমরী দিবারাতি॥ ৭

কোকিলেতে কুহু কুহু করে ঘনেঘন।
আর যত পক্ষী ডাকে না হয় গণন ॥ ৮
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহে সমীরণ।
প্রিয়া বিনে মোরে লাগে অনল যেমন ॥ ৯
অত্যন্ত নির্দ্দয় হল্য বিধাতা আমায়।
হেনকালে প্রিয়া লয়্যা রাখিল কোথায় ॥ ১০
চল চল সুগ্রীবেরে মিলিব ত্বরিতে।
প্রিয়ার উদ্দেশ যদি হয় তা হইতে ॥ ১১
এইরূপ কহি কহি সুমিত্রা-সন্তানে।
চলিলা শ্রীরাম ঋষ্যমূক-সন্নিধানে ॥ ১২
এখানে সুগ্রীব থাকি পর্ব্বত-শিখরে।
নিরীক্ষণ করিলেন দুই রঘুবরে ॥ ১৩
তাঁহাদিগে দেখি মানি বালি-অনুচর।
মন্ত্রিগণে কহিছেন শঙ্কিত-অন্তর ॥ ১৪
দেখ দেখ বন্ধুজন উত্তরেতে চাহি।
আসিতেছে দুইজন পম্পাপথ বাহি ॥ ১৫
তপস্বিসমান বেশ নানা অস্ত্রধর।
বুঝি হবে ইহারা বালির অনুচর ॥ ১৬
নিজে বালি আসিতে না পারি এ শিখরী।
পাঠায়্যাছে ইহাদিগে কোন যুক্তি করি ॥ ১৭
রাজাদ্দের এইত স্বভাব খ্যাত হয়।
নানামত ছল করি রিপুরে মারয় ॥ ১৮
তাহে দেখি যেমত তেজস্বী দুইজন।
ইথে কোনোমতে নাহি রহিবে জীবন ॥ ১৯
অতএব শঙ্কা হয় এখানে থাকিতে।
চল যাই সবে মিলি মলয়-গিরিতে ॥ ২০
এত শুনি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে নিরখিয়া।
কহিছেন হনুমান্ হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২১
একি একি কপিরাজ কহ কি বচন।
এহেন পুরুষ দেখি ভয় কি কারণ ॥ ২২
দেখিতেছি দোঁহাকার যেমত সৌন্দর্য্য।
ইথে মানি হইবেন কোনো দেববর্য্য ॥ ২৩
দেখি যেন দোঁহাকার আকার-প্রকার।
ইথে মানি হইবেন ভূপতি-কুমার ॥ ২৪
যেমত দেখিয়ে তেজ হেন প্রগল্ভতা।
ইহাতে সম্ভাব্য নহে কপি-কিঙ্করতা ॥ ২৫
আর দেখ বিবেচনা করিয়া রাজন্।
দেখি মাত্র দোঁহে জুড়াইছে নেত্র মন ॥ ২৬
অতএব নাহি কর কোনহ সংশয়।
ইহারা বটেন কোনো সাধু মহাশয় ॥ ২৭
বরঞ্চ যেমত দেখি লক্ষণসকল।
ইথে মানি হত্যে পারে সবার কুশল ॥ ২৮
দেখিতেছি সকলের প্রসন্ন বদন।
শুভ শব্দ করিতেছে মৃগ-পক্ষিগণ ॥ ২৯
প্রসন্ন হইয়া বায়ু বহে সুলক্ষণে।
অতএব কোনো শঙ্কা না করিবে মনে ॥ ৩০
শুনিয়া এতেক বায়ু-পুত্রের বচন।
পুনর্ব্বার সুগ্রীব তাঁহারে কিছু কন ॥ ৩১
মন্ত্রিবর কহিতেছ তুমি যেই বাণী।
আমিহও সত্য করি এ সকল মানি ॥ ৩২
তথাপি না যায় মোর মনের সংশয়।
অতএব বালী সদা বদ্ধ-বৈর হয় ॥ ৩৩
দেখ দেখি উহাদ্দের ধনুর আকার।
স্থির নহে কোনো মতে হৃদয় আমার ॥ ৩৪
অতএব তুমি আগে করিয়া গমন।
কর উহাঁদ্দের সঙ্গে বাক্য আলাপন ॥ ৩৫
নানামতে করি জান উহাদ্দের মন।
কিকারণে এখানেতে করে আগমন ॥ ৩৬
যদি হয় শত্রুপক্ষ-লোক দুষ্টমতি।
জানাইবে হস্তভঙ্গী করি মোর প্রতি ॥ ৩৭
যদি জান বিশুদ্ধ-আশয় সাধুজন।
চাহিবে আমার পানে হসিতবদন ॥ ৩৮
এত শুনি হনুমান সুগ্রীব-ভারতী।
যে আজ্ঞা বলিয়া তাহে কৈলা অনুমতি ॥ ৩৯
নিজমূর্ত্তি ছাড়ি তবে ভিক্ষু-মূর্ত্তি ধরি।
প্রস্থান করিলা রামপাশে ত্বরা করি ॥ ৪০
কিছু দূর হৈতে ভালমতে নিরখিয়া।
মনে মনে কহিছেন সানন্দ হইয়া ॥ ৪১
একি দেখি অদভুত সৌন্দর্য্য-লহরী।
নাহি দেখি কভু হেন ত্রিলোক-ভিতরি ॥ ৪২
দেখি মাত্র মোর মন নয়ন ভুলিল।
অমিয়-সাগর-মাঝে যেমত ডুবিল ॥ ৪৩
একি নবদূর্ব্বাদলসার নিঙ্গাড়িয়া।
বিধি গাড়িয়াছে সুধাসঙ্গে মিলাইয়া ॥ ৪৪
তাহে ঝলমল করে চিকণ লাবণী।
তনুর ছটাতে শ্যাম হইছে ধরণী ॥ ৪৫

একি দেখি চরণারবিন্দ মনোহর।
গন্ধে মাতি ঝাঁকে ঝাঁকে পড়িছে ভ্রমর ॥ ৪৬
কিবা জঙ্ঘা কিবা উরু কটী অতিক্ষীন।
সুগভীর নাভি-হ্রদ মাঝাখানি ক্ষীণ ॥ ৪৭
নীলমণি-কবাট জিনিয়া বক্ষস্থল।
তদুপরি রোমাবলি করে ঝলমল ॥ ৪৮
আজানুলম্বিত বাহু যেন শুণ্ডাদণ্ড।
শমনেন্দ্র শঙ্কাকর কান্ধেতে কোদণ্ড ॥ ৪৯
আহা মরি শ্রীমুখের বালাই লইয়া।
গাড়িয়াছে বিধি একি মৃগাঙ্কে মাজিয়া ॥ ৫০
কিবা ওষ্ঠ কিবা নাসা কিবা সে নয়ন।
চৌরস কপালে শিরে জটা সুশোভন ॥ ৫১
আসিছেন পশ্চাৎ দিগেতে যেইজন।
ইহারি সমান ভিন্ন কেবল বরণ ॥ ৫২
দোঁহাকার শোভা দেখি এই হয় জ্ঞান।
হবেন ইহাঁরা কোনো অমর-প্রধান ॥ ৫৩
অশ্বিনীকুমার কিবা শশাঙ্ক তপন।
কিবা গুরু শুক্র কিবা নরনারায়ণ ॥ ৫৪
আর এক আশ্চর্য্য দেখিয়ে অতিশয়।
ইহাদিগে মোর কেন ইষ্টবুদ্ধি হয় ॥ ৫৫
এইরূপ ভাবি ভাবি গিয়া প্রভু-পাশে।
জিজ্ঞাসা করেন কিছু সুমধুর ভাষে ॥ ৫৬
মহাশয় শুন কিছু মোর নিবেদন।
কোথা হত্যে আল্যে আপনারা দুই জন ॥ ৫৭
কোন্ দেশে বাস হও কাহার নন্দন।
এই ঘোর কাননে আইলে কি কারণ ॥ ৫৮
কিবা নাম কোনবংশে হয়্যাছ প্রকাশ।
কহ কহ শুনিতে বড়ই হয় আশ ॥ ৫৯
কিন্তু তোমাদের দেখি আকার প্রকার।
নানামত তর্ক করে মানস আমার ॥ ৬০
যেমত দেখিয়ে সব অঙ্গের লক্ষণ।
ইথে মানি হবে যেন ক্ষত্রিয়-নন্দন ॥ ৬১
তপস্বীর বেশ পুন কার নিরীক্ষণ।
সন্দেহ-সাগরে মগ্ন হয় মোর মন ॥ ৬২
আর দেখ নর-নাগ-অমর-ভুবনে।
এমত পুরুষ নাহি দেখিয়ে নয়নে ॥ ৬৩
একি তোমা দোঁহাকার তনুর ছটায়।
ঝলমল করে বন আন নাহি তায় ॥ ৬৪
একে একে তোমরা সকল ত্রিভুবন।
অনায়াসে করিবারে পারহ রক্ষণ ॥ ৬৫
রাজ-উপভোগযোগ্য তোমা দুইজন।
করিতেছ ঘোর বনে কেন বা ভ্রমণ ॥ ৬৬
নবীন পল্লব হত্যে অতি সুকোমল।
দেখিতেছি তোমাদের শ্রীচরণ-তল ॥ ৬৭
ইহাতে এমন দুর্গ-কানন-মার্গেতে।
পদব্রজে ভ্রমণ করিছ কিরূপেতে ॥ ৬৮
এ সকল বৃত্তান্ত শুনিতে মোর মন।
বড়ই বাসনা করে এই নিবেদন ॥ ৬৯
মারুতির মুখে শুনি প্রভু এ বচন।
কটাক্ষেতে অনুজেরে কৈলা নিযোজন ॥ ৭০
তাঁর অভিপ্রায় বুঝি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বায়ুপুত্র প্রতি কিছু কহেন বচন ॥ ৭১
শুনিয়া থাকিবে ভিক্ষু অতি অভিরাম।
অযোধ্যানগরে রাজা দশরথ নাম ॥ ৭২
চারি পুত্র তাঁহার শ্রীরাম ধর্ম্মনিষ্ঠ।
শ্রীভরত লক্ষ্মণ শ্রীশত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ ॥ ৭৩
তার মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এই প্রভু রাম।
আমিহ ইহাঁর ভৃত্য শ্রীলক্ষ্মণ নাম ॥ ৭৪
পিতা মোর কৈকয়া-রাণীর সত্য-পাশে।
বদ্ধ হয়্যা প্রভুরে দিলেন বনবাসে ॥ ৭৫
অতএব মোরে আর সীতানাম দারে।
সঙ্গে করি আল্যা প্রভু কানন-মাঝারে ॥ ৭৬
থাকি পঞ্চবটীবনে প্রভু অনায়াসে।
বধিলা সসৈন্যে খর-দূষণ ত্রাশে ॥ ৭৭
পরে দুষ্ট দশানন আসি মায়া করি।
লইয়া গিয়াছে প্রভু-গৃহিণীরে হরি ॥ ৭৮
অতএব শোকে মগ্ন হয়্যা দুইজন।
ভ্রমিতেছি জানকীর করি অন্বেষণ ॥ ৭৯
পথে প্রভু কবন্ধের শাপান্ত করিলা।
সেহ কিছু হিতবাণী প্রভুরে কহিলা ॥ ৮০
দক্ষিণেতে আছে গিরি ঋষ্যমূকনাম।
পরমপবিত্র সর্ব্বমতে অভিরাম ॥ ৮১
তাহে আছে সুগ্রীব নামেতে কপিরাজ।
তাহাতেই সিদ্ধ হইবেক তব কাজ ॥ ৮২
সখ্য কর গিয়া তুমি তাঁহার সহিত।
হইবেক তাহা হৈতে তব নানা হিত ॥ ৮৩

অতএব প্রভু এথা কৈলা আগমন।
সুগ্রীব-বানর-সঙ্গে মিলন-কারণ ॥ ৮৪
এইতো করিলুঁ নিজ বৃত্তান্ত-কথন।
তুমি কহ কে বটহ যদি হয় মন ॥ ৮৫
এত শুনি লক্ষ্মণের মধুর বচন।
হনুমান্ মনে মনে করেন চিন্তন ॥ ৮৬
শুনিয়াছি আমি বহুমুনির বদনে।
রঘুবংশে নারায়ণ জন্মিবা ভুবনে ॥ ৮৭
সেই বুঝি হইবেন এই রঘুবর।
দেখিতেছি সুলক্ষণ ইহাঁতে বিস্তর ॥ ৮৮
ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ কমল আদি করি।
নানাচিহ্ন পদযুগে দেখি নেত্র ভরি ॥ ৮৯
অতএব বিতর্ক করয়ে মোর মন।
হইবেন ইহ বুঝি সেই নারায়ণ ॥ ৯০
বুঝি মো-সবারে সুপ্রসন্ন হয়্যা বিধি।
মিলাওল এতদিনে সেই গুণনিধি ॥ ৯১
জানিব সকল বার্ত্তা পরে যেই বটে।
এক্ষণ লইয়া যাই সুগ্রীব-নিকটে ॥ ৯২
এই পরামর্শ করি পবননন্দন।
সানন্দ-মনেতে পুনর্ব্বার কিছু কন ॥ ৯৩
যে কহিলে সুগ্রীব-নামেতে কপিবর।
প্রভু মোরে জানহ তাঁহার অনুচর ॥ ৯৪
পবনের পুত্র আমি নাম হনুমান্।
সদা থাকি সুগ্রীব রাজার সন্নিধান ॥ ৯৫
কহিয়াছে কবন্ধ তোমারে যেই বাণী।
আমিহ অত্যন্ত হিত বলি তাহা মানি ॥ ৯৬
সুগ্রীব বানররাজ সুশীল ধর্ম্মিষ্ঠ।
সত্যবাদী পরহিত-করনে বরিষ্ঠ ॥ ৯৭ *
সরলস্বভাব দাতা গভীর আশয়।
ধৈর্য্য বীর্য্য প্রভাবাদি গুণের আলয় ॥ ৯৮
দেবাসুর-নরজয়ী যাবন্ত বানর।
তাহারা সকল হয় তাঁহার কিঙ্কর ॥ ৯৯
তাঁর সঙ্গে যদি কর আপুনি সখিতা।
অক্লেশে উদ্ধার হবে তোমার বনিতা ॥ ১০০

তাঁহার অজ্ঞেয় স্থান নাহি ত্রিভুবনে।
জানেন সকল তিঁহ রাক্ষস-ভবনে ॥ ১০১
তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি নামে কপিবর।
হরিয়া লয়্যাছে তাঁর রাজ্য পত্নী ঘর ॥ ১০২
সেহ বালি অতি দুষ্ট রাবণের মিত।
তাহা হৈতে সদা এহ সমুদ্বিগ্নচিত ॥ ১০৩
ঋষ্যমূকে বাস করি আছেন সংপ্রতি।
চারিজন মন্ত্রী সঙ্গে করি মহামতি ॥ ১০৪
তাঁর সঙ্গে তব সখ্য হৈলে রঘুবর।
করিবেন তিঁহ তব সাহায্য বিস্তর ॥ ১০৫
এত শুনি রামচন্দ্র অতি সুখিমনে।
কহিবারে আরম্ভিলা পবননন্দনে ॥ ১০৬
কপিবর তুমিহ হইয়া অগ্রগামী।
মিলাইয়া দাও মোরে বানরের স্বামী ॥ ১০৭
যদি হয় আমার মিত্রতা তাঁর সনে।
করিব আমিহ তাঁর হিত প্রাণপণে ॥ ১০৮
যেরূপেতে পান তিঁহ রাজত্ব সুন্দরী।
অবশ্য করিব তাহা আমি যত্ন করি ॥ ১০৯
অতএব বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
চল শীঘ্র তাঁর পাশে করিব গমন ॥ ১১০
শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শুনি হনুমান্।
কহিছেন কৃতাঞ্জলি প্রভুবিদ্যমান ॥ ১১১
চল চল রঘুবর পর্ব্বত-উপর।
এখনি লইয়া যাব সুগ্রীব-গোচর ॥ ১১২
কিন্তু পর্ব্বতের পথ বড়ই দুর্গম।
পদব্রজে যাইতে হইবে বড় শ্রম ॥ ১১৩
অতএব আমি ধরি আপন মূরতি।
দুইজন মোর স্কন্ধে চড় রঘুপতি ॥ ১১৪
তবে আমি লইয়া যাই একটী নিমিষে।
না জানিতে পারিবে তোমরা কিছু ক্লেশে ॥ ১১৫
এত কহি সানন্দ হইয়া কপিবীর।
প্রকট করিলা তবে আপন শরীর ॥ ১১৬
দুইভাই তাঁর স্কন্ধে কৈলা আরোহণ।
শ্রীরাম দক্ষিণপাশে বামে শ্রীলক্ষ্মণ ॥ ১১৭
কিবা শোভা হইল সেকালে কপিবরে।
মেরু যেন মেঘ-শশী ধরিয়া শিখরে ॥ ১১৮
তাহা দেখি পর্ব্বতে সুগ্রীব মহাশয়।
হইলেন আনন্দিত নিঃশঙ্ক-হৃদয় ॥ ১১৯

* সুগ্রীব বানররাজ হয় বলধর।
যাবৎ বানর হয় তাঁহার কিঙ্কর ॥

তবে হনুমান্ দুইজনে স্কন্ধে করি ।
উঠিলেন ঋষ্যমূক-পর্ব্বত-উপরি ॥ ১২০
এক বৃক্ষমূলে দুই ভ্রাতারে রাখিয়া ।
সুগ্রীব নিকটে গেলা সত্বর হইয়া ॥ ১২১
সুগ্রীব দেখিয়া তবে কহেন তাঁহারে ।
কহ কহ মন্ত্রিবর বৃত্তান্ত আমারে ॥ ১২২
হনূমান্ কহিছেন শুন মহাশয় ।
বড় শুভ জান ত্যজ সকল সংশয় ॥ ১২৩
রাজা দশরথ নাম অযোধ্যার পতি ।
মহাবল বিদ্বান্ ধার্ম্মিক শুদ্ধ-মতি ॥ ১২৪
কপিরাজ রামনাম তাঁর জ্যেষ্ঠসুত ।
আস্যাছেন দেখিলাম সর্ব্বগুণযুত ॥ ১২৫
যেমত দেখিলুঁ আমি যেন মোর জ্ঞান ।
ইথে অনুমানি হইবেন ভগবান্ ॥ ১২৬
তিঁহ পিতৃ-আজ্ঞা পালিবারে ঘোর বনে ।
আসিয়াছিলেন ভার্য্যা-ভ্রাতা করি সনে ॥ ১২৭
পঞ্চবটীবনেতে থাকিয়া রঘুবর ।
বধিলেন দ্বিসপ্ত-সহস্র নিশাচর ॥ ১২৮
ত্রিশিরা দূষণ খরে পরে বিনাশিলা ।
এ লাগি তাঁহার নারী রাবণ হরিলা ॥ ১২৯
তাঁহার উদ্ধার লাগি তোমার সহিতে ।
মিলিতে আসিতেছিলা এইত গিরিতে ॥ ১৩০
এ সকল বার্ত্তা আমি শ্রবণ করিয়া ।
আনিলাম তাঁহাদিগে স্কন্ধেতে তুলিয়া ॥ ১৩১
বৃক্ষমূলে রাখি আসিয়াছি দুইজনে ।
আস্ত আস্ত কপিরাজ মিল রামসনে ॥ ১৩২
তাঁহা হৈতে হইবে তোমার বহু হিত ।
ঘুচিবে সকল দুখ এই মোর চিত ॥ ১৩৩
কহিলাম আমি সব বৃত্তান্ত তোমার ।
তাহা শুনি রাম এই কৈলা অঙ্গীকার ॥ ১৩৪
যদি হয় আমার মিত্রতা তাঁর সনে ।
করিব আমিহ তাঁর হিত প্রাণপণে ॥ ১৩৫
অতএব বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন ।
চল চল শীঘ্র রামে কর সন্দর্শন ॥ ১৩৬
এত শুনি মারুতির মধুর উত্তর ।
আনন্দসাগরে মগ্ন হল্য কপিবর ॥ ১৩৭
চল চল ত্বরিতে মিলিব রঘুবরে ।
এত কহি চলিলা ধরিয়া তার করে ॥ ১৩৮
সঙ্গেতে চলিলা জাম্ববান্ বিজ্ঞবর ।
নল নীল নামে আর দুই ত বানর ॥ ১৩৯
কিঞ্চিৎ দূরেতে থাকি সুগ্রীব রাজন ।
দেখিছেন রামমূর্ত্তি ভরিয়া নয়ন ॥ ১৪০

কিবা সে রঘুবীর, সরলমতি ধীর,
দাঁড়ায়্যা বর তরুতলে ।
অতসী-ফুলদাম, জিনিয়া অভিরাম,
তাঁরে কি তুলা উতপলে ॥ ১৪১
অরুণ শতদল, জিনিয়া পদতল,
তাহাতে নানাসুলক্ষণ ।
জিনিয়া করিকর, শ্রীউরু মনোহর,
দেখিয়া ভুলে নারীগণ ॥ ১৪২
অসিতগিরি যিনি, বুকের সুবলনি,
চিকণ রোমাবলী তায় ।
কদলীতরু হেন, ভুজের সুগঠন,
কমল হেন কর ভায় ॥ ১৪৩
বাসব-ধনুজনু, কান্ধেতে দুইধনু,
পিঠেতে দুই তূণ সাজে ।
কিবা সে মুখশশী, অমৃত-সম হাসি,
দশন মতি হেন রাজে ॥ ১৪৪
জিনিয়া জবাফুল, অধর সু-রাতুল,
কপোলে মুকুর-প্রকাশ ।
নয়ন শতদল, করিছে চল চল,
রমণী-মন-মৃগপাশ ॥ ১৪৫
কিবা সে দুইভুরু, চাঁচর কেশে চারু,
জটা শোভয়ে শিরোপরি ।
শ্রীরঘুনাম জন, করয়ে বিভাবন,
সেরূপ হৃদয়েতে ধরি ॥ ১৪৬

জাম্ববান্ করি রামচন্দ্রে নিরীক্ষণ ।
মনে মনে করিছেন এই ত চিন্তন ॥ ১৪৭
একি অদভুত রূপ দেখিয়ে নয়নে ।
এতদিন পর্য্যন্ত না দেখি ত্রিভুবনে ॥ ১৪৮
একি জগতের শোভা একত্র করিয়া ।
গঢ়িয়াছে বিধি অতিনিশ্চিন্ত হইয়া ॥ ১৪৯
বহুযুগ হইয়াছে আমার জনন ।
কিন্তু না দেখ্যাছি হেন পুরুষরতন ॥ ১৫০
একি সুমধুর চরণের শোভা হয় ।
তাহে ধ্বজ বজ্র পদ্ম অঙ্কুশ শোভয় ॥ ১৫১

এসকল চিহ্ন প্রভু মাধব বিহনে।
অন্যত্র দর্শন নাহি হয় কোনোজনে ॥ ১৫২
দেখিয়াছিলাম পূর্ব্বে বামনে যেমন।
সেইরূপ দেখিতেছি এই দুইজন ॥ ১৫৩
ইথে বোধ হয় নারায়ণ-অবতার।
হইবেন দুইজন পুরুষের সার ॥ ১৫৪
যেহেতু জানিব পরে বৃত্তান্ত সকল।
এক্ষণেতে উগারিয়া নাহি কিছু ফল ॥ ১৫৫
এইরূপে ভল্লুকের পতি জাম্ববান।
মনে মনে করিছেন নানা অনুমান ॥ ১৫৬
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র-অদ্ভুতসৌন্দর্য্য।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হল্যা কপিবর্য্য ॥ ১৫৭
আগে আসি সম্ভাষা করিয়া রঘুবরে।
কহিছেন কপিরাজ পরম আদরে ॥ ১৫৮
কি ভাগ্য আমার আজি কি ভাগ্য আমার।
রামচন্দ্র আপনি আইলে কাছে যার ॥ ১৫৯
দশরথ যাবৎ রাজার চূড়ামণি।
তার পুত্র তুমি হও সর্ব্বগুণ-খনি ॥ ১৬০
তব দৃষ্টি পাইলাম আমি গৃহে রহি।
এত কোন্ ভাগ্য-ফল তাহা জ্ঞাত নহি ॥ ১৬১
চল চল আগে স্থান অতি অভিরাম।
দিব্য তরুতলে বসি করহ বিশ্রাম ॥ ১৬২
এত কহি নিজস্থানে শ্রীরামে আনিয়া।
বসিতে দিলেন দিব্য পল্লব ভাঙ্গিয়া ॥ ১৬৩
হনূমান্ পত্রাসন দিলেন লক্ষ্মণে।
বসিলেন সবে তবে সেইত আসনে ॥ ১৬৪
পরেতে সুগ্রীব-রাজা সাদর অন্তরে।
জিজ্ঞাসা করেন কিছু প্রভু রঘুবরে ॥ ১৬৫
রঘুপতি কহ কহ করিব শ্রবণ।
কিকারণে এখানেতে তব আগমন ॥ ১৬৬
শুনিয়াছি সংক্ষেপেতে মারুতি-বদনে।
সবিশেষ শুনিতে বাসনা হয় মনে ॥ ১৬৭
এত শুনি রামচন্দ্র কহিলা লক্ষ্মণে।
ভ্রাতা সব বার্ত্তা কহ বানর-রাজনে ॥ ১৬৮
তবে কহিবারে আরম্ভিলা শ্রীলক্ষ্মণ।
শুন শুন কপিরাজ হয়্যা একমন ॥ ১৬৯
পিতৃসত্য পালিবারে প্রভু রঘুমণি।
বনে আল্যা সঙ্গে করি আপন ঘরণী ॥ ১৭০
আমিহ সেবিব দোঁহে এই করি মনে।
আইলাম বিপিনমাঝারে প্রভু-সনে ॥ ১৭১
কথোদিন চিত্রকূটে করিয়া বসতি।
পরেতে আইলা প্রভু পঞ্চবটী প্রতি ॥ ১৭২
সেথা একদিন আল্য রাবণ-ভগিনী।
তারে দুষ্ট দেখি আমি কৈলুঁ বিরূপিণী ॥ ১৭৩
তবে সে আনিল গিয়া চৌদ্দ নিশাচরী
প্রভু চৌদ্দবাণে নিলা সবে যমঘর ॥ ১৭৪
তবে চৌদ্দসহস্র রাক্ষস সঙ্গে লয়্যা।
আল্য খর দূষণ ত্রিশিরা ক্রুদ্ধ হয়্যা ॥ ১৭৫
দুইদণ্ডকালে প্রভু সে সব রাক্ষসে।
পাঠাইলা একা যমবাসে যুদ্ধরসে ॥ ১৭৬
পরেতে মারীচ আল্য মৃগমূর্ত্তি করি।
তাহারে বধিতে গেলা প্রভু ধনু ধরি ॥ ১৭৭
সেহ মৃত্যুকালে শব্দ কৈলা কপিস্বামি।
তাহা শুনি তত্ত্ব জানিবারে গেলুঁ আমি ॥ ১৭৮
এই অবসরে আসি দুষ্ট দশানন।
জানকী হরিয়া নিল করিয়া বন্ধন ॥ ১৭৯
তবে আশ্রমেতে আসি সীতা না দেখিয়া।
দুইজনে ভ্রমিতেছি তাঁরে অন্বেষিয়া ॥ ১৮০
পথমধ্যে প্রভু মুক্ত করিলা কবন্ধে।
সে কহিল কিছু হিত প্রভুর সম্বন্ধে ॥ ১৮১
দক্ষিণেতে আছে গিরি ঋষ্যমুকনাম।
পরম পবিত্র অতিশয় অভিরাম ॥ ১৮২
তাহে আছে সুগ্রীব নামেতে কপিরাজ।
তাহা হৈতে সিদ্ধ হইবেক তব কাজ ॥ ১৮৩
সখ্য কর গিয়া তুমি তাঁহার সহিত।
হইবেক তাঁহা হৈতে তব নানা হিত ॥ ১৮৪
অতএব তব পাশে কৈলা আগমন।
যে উচিত হয় তাহা কর দুইজন ॥ ১৮৫
এত শুনি কপিরাজ সানন্দ হইয়া।
কহিছেন রামচন্দ্রে বিনয় করিয়া ॥ ১৮৬
রঘুবর মোর সনে সখ্য ব্যবহার।
করিবে আপনি এত সৌভাগ্য আমার ॥ ১৮৭
কোথা মহাগুণী তুমি রঘুবংশধর।
কোথা গুণলেশশূন্য আমিহ বানর ॥ ১৮৮
তুমি যদি মোরে সখা কর আপনার।
ইহা হৈতে কিবা মোর লাভ আছে আর ॥ ১৮৯

অতএব নাথ যদি কয় তব মন।
কর এই মোর হস্তে হস্ত সমর্পণ ॥ ১৯০
এত কহি প্রেমে পরিপূর্ণ কপিবর।
বাঢ়াইল প্রভু-আগে নিজ দক্ষকর ॥ ১৯১
রামচন্দ্র কহেন শুনহ কপিপতি।
এত ঘৃণা নাহি কর তুমি নিজ প্রতি ॥ ১৯২
আমার বংশের আদিদেবতা তপন।
কপিরাজ তুমি হও তাঁহার নন্দন ॥ ১৯৩
অতএব সখ্যভাব তোমায় আমায়।
অতি সমুচিত হইয়াছে সর্ব্বথায় ॥ ১৯৪
এত কহি প্রেমে পূর্ণ হয়্যা রঘুবর।
তাঁর হস্তোপরি দিলা নিজ দক্ষকর ॥ ১৯৫
হেনকালে করি শুষ্ক কাষ্ঠ আনয়ন।
হনুমান মধ্যস্থলে জ্বালিলা দহন ॥ ১৯৬
সেই অগ্নি সাক্ষী করি তাঁরা দুইজন।
প্রদক্ষিণ করি কৈলা সখ্য আচরণ ॥ ১৯৭
সে কালেতে যাবদীয় দেবতা-নিকর।
পুষ্পবৃষ্টি করিছেন দোঁহার উপর ॥ ১৯৮
নাচিতে লাগিল কত শত বিদ্যাধরী।
বিদ্যাধরে করে গান দিব্য তান ধরি ॥ ১৯৯
এথা অগ্নি প্রদক্ষিণ করি দুইজন।
পরম আনন্দে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ২০০
দোঁহার শরীরে হল্য রোমাঞ্চ-উদ্গম।
নয়নেতে অশ্রুজল বহে অনুপম ॥ ২০১
ইহা দেখি অন্দরে থাকিয়া দেবগণ।
কহিছেন পরস্পর সাশ্চর্য্য বচন ॥ ২০২
কি পুণ্য করিয়াছিল সুগ্রীব বানর।
যার সঙ্গে সখ্যভাব কৈলা রঘুবর ॥ ২০৩
কোথা লক্ষ্মীনাথ সর্ব্বব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।
কোথা বা নির্গুণ মূঢ় পশু ক্ষুদ্রতর ॥ ২০৪
এ দোঁহার সখ্যভাব ঘটিল কি রীতে।
না পারিল মোরা ইহা নির্ণয় করিতে ॥ ২০৫
অথবা স্বতন্ত্রাচার হন এই প্রভু।
স্বেচ্ছায় করেন কৃপা কাহারেও কভু ॥ ২০৬
দেখহ গুহক অতি কদর্য্য জাতিতে।
কোনহ সাধন তার না পাই দেখিতে ॥ ২০৭
তাহারে করিলা প্রভু করুণা যেমন।
সুগ্রীবেও তেন আজি হয় নিরীক্ষণ ॥ ২০৮
একি ভাগ্য যার লাগি লক্ষ্মী স্পৃহা করে।
হেন বক্ষঃস্থল দিলা প্রভু এ বানরে ॥ ২০৯
এত কহি ধন্য ধন্য করি দেবগণ।
সুগ্রীবের মাথে করে পুষ্পবরিষণ ॥ ২১০
এথা দোঁহে আলিঙ্গন সম্বরণ করি।
বসিলেন সুখী হয়্যা আসন-উপরি ॥ ২১১
তাঁহাদের ভাব দেখি সেখানে যে ছিলা।
সকলে আনন্দ-সিন্ধু-নিমগ্ন হইলা ॥ ২১২
কোলাহল করিতে লাগিল পক্ষিগণ।
ময়ুর-ময়ুরী নাচে আনন্দিতমন ॥ ২১৩
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২১৪

ইতি শ্রীরামরসায়নে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডলীলাবর্ণনে সুগ্রীবসখ্যলাভো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১

২য় পরিচ্ছেদ।

শ্রীরাম কর্ত্তৃক সপ্ততালভেদ।

উৎক্ষিপ্য দেহং চরণেন দুন্দুভেঃ,
সখ্যুঃ কপের্বালিজয়া ভিয়া সহ।
তৎসংশয়েনাবদদার সপ্ত য-
স্তালাঙ্কুরেণাবতু বঃ স রাঘবঃ ॥ ১ ॥

বসিলা সকলে তবে আনন্দিতমন।
সুগ্রীবেরে কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২
মিত্রবর কর মন্ত্রী লয়্যা বিবেচন।
কিরূপেতে হইবে জানকী-অন্বেষণ ॥ ৩
হরিয়া লইয়া গেছে রাবণ তাহায়।
এইমাত্র জানিয়াছি জটায়ু-কথায় ॥ ৪
কিন্তু কোন্ দিকে গেল তাহা জ্ঞাত নয়।
অতএব কিরূপেতে হইবে নির্ণয় ॥ ৫
সুগ্রীব কহেন মিতা না কর চিন্তন।
হল্য মোর এক পূর্ব্ব বৃত্তান্ত-স্মরণ ॥ ৬
একদিন এইস্থানে মোরা পঞ্চজন।
বসিয়া করিতেছিলুঁ কথোপকথন ॥ ৭

হেনকালে অকাশ-উপরি দশানন।
রথে আরোহণ করি করয়াছে গমন ॥ ৮
তার রথে এক নারী করয়ে ক্রন্দন।
হা রাম লক্ষ্মণ বলি হইল শ্রবণ ॥ ৯
আজি তব মুখে সব পূর্ব্ববার্ত্তা জানি।
হইবা তিঁহই সীতা এই অনুমানি ॥ ১০
সেহ নারী মোসবারে করি নিরীক্ষণ।
ফেলিছিলা আপনার বসন ভূষণ ॥ ১১
মোরা রাখিয়াছি তাহা যতন করিয়া।
হয় কি না হয় তবে জানহ দেখিয়া ॥ ১২
এত শুনি রামচন্দ্র কহেন সত্বর।
আনহ আনহ শীঘ্র আন মিত্রবর ॥ ১৩
সুগ্রীব কহিলা তবে পবননন্দনে।
আনিলেন তিঁহ সেই বসন-ভূষণে ॥ ১৪
তাহা নিরীক্ষণ করি শ্রীরঘুনন্দন।
লক্ষ্মণে কহেন কিছু কান্দিয়া বচন ॥ ১৫
প্রাণাধিক ভাই দেখ করি বিবেচন।
বটে কি না বটে জানকীর আভরণ ॥ ১৬
অশ্রুজলে পূর্ণ হল্য আমার নয়ন।
অতএব ভালমতে না হয় দর্শন ॥ ১৭
তাহা শুনি লক্ষ্মণ সেসকল দেখিয়া।
কহিছেন রামচন্দ্রে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১৮
প্রভু এই সুবর্ণনূপুর দুইখানি।
জানকী মাতার বটে আমি ভাল জানি ॥ ১৯
প্রতিদিন শ্রীচরণ-বন্দন সময়ে।
নিরীক্ষণ করিতাম আমি এ উভয়ে ॥ ২০
অন্য উর্দ্ধ অঙ্গের যাবৎ অলঙ্কার।
এ সকল নহে নেত্রগোচর আমার ॥ ২১
শুনি লক্ষ্মণের মুখে এতেক বচন।
গ্রীব-কর্ণেতে কিছু কন ॥ ২২
কপিরাজ শুনিলে লক্ষ্মণ-ব্যবহার।
না দেখি না শুনি কভু হেন চমৎকার ॥ ২৩
এমত সৌশীল্য যদি ইথে না থাকিবে।
তবে শ্রীরামের ভ্রাতা কিরূপে হইবে ॥ ২৪
ধন্য ধন্য ধন্য মানি তোমারে লক্ষ্মণ।
তব যশে উজ্জ্বল হইল ত্রিভুবন ॥ ২৫
লক্ষ্মণের এত বাণী শুনি রঘুবীর।
করকমলেতে মুছি নয়নের নীর ॥ ২৬

জানকীর বাস-ভূষা নিরীক্ষণ করি।
হাহা প্রিয়ে বলিয়া পড়িলা ভূমিপরি ॥ ২৭
সেই আভরণ আর সেইত বসন।
আপনার বুকেতে করিয়া আরোপণ ॥ ২৮
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি বিরহে কাতর।
বিলাপ করেন অশ্রুবহে ঝর ঝর ॥ ২৯

লক্ষ্মণ প্রাণের ভ্রাতা, কোথা গেল মোর সীতা,
পরাণ-প্রেয়সী সুকুমারী।
না দেখি তাহার মুখ, বাড়িছে বিরহ-দুখ,
আর স্থির হইতে না পারি ॥ ৩০
বিরহ জ্বলিতেছিল, তাহে পুন বাড়াইল,
এই তার বসন ভূষণ।
ইহা নিরীক্ষণ করি, ধৈরয ধরিতে নারি,
বিরহে বিহ্বল মোর মন ॥ ৩১
এই উত্তরীয় বাস, মানে বন্ধনের পাশ,
পাতিবার শয্যা রজনীতে।
পাশাখেলিবার পণ, গ্রীষ্মে ঘর্ম্ম-নিবারণ,
ইহা দেখি না পারি বাঁচিতে ॥ ৩২
এই ত নূপুর তার, এই মুকুতার হার,
এই তার বলয় কঙ্কণ।
এইত কিঙ্কিণীদাম, মণিমালা অভিরাম,
দেখি ধৈর্য্য নাহি ধরে মন ॥ ৩৩
অরে উত্তরীয় বাস, শুন তুমি মোর ভাষ,
তুমি মোর মত অভাগিয়া।
পূর্ব্বে ছিলে কুতুহলে, প্রেয়সীর বক্ষঃস্থলে,
ভূমিতলে এখন পড়িয়া ॥ ৩৪
ওরে মুকুতার হার, ছিলে তুমি কণ্ঠে তার,
দোলিতে সে স্তনের উপরি।
এখন ভূতলে পড়ি, কেন যাও গড়াগড়ি,
কোথা তব প্রাণ-সহচরী ॥ ৩৫
আলিঙ্গনকালে যার, বিচ্ছেদ করিতে হার,
তেঁই তোরে বাসিতাম অরি।
সে হেন আমার প্রিয়া, কোথাকারে গেল নিয়া,
তাহা বিনে রহিব কি করি ॥ ৩৬
নূপুর তুমিহ যবে, তার পদে ছিলে তবে,
তোর শব্দে জুড়াইত মন।
এবে বজ্রাঘাত যিনি, ঘোর লাগে সেই ধ্বনি,
কি দুর্ভাগ্য এ রঘুনন্দন ॥ ৩৭

হেনভাব-পরিপাটী প্রভুর দেখিয়া।
জাম্ববান্ কহিছেন বিস্মিত হইয়া ॥ ৩৮
একি একি কপিরাজ প্রীতি চমৎকার।
নাহি দেখি নাহি শুনি ভুবন-মাঝার ॥ ৩৯
কিবা গুণবতী হবে সেই বা রমণী।
যাহে বশ করিয়াছে এ পুরুষমণি ॥ ৪০
দেখ হেন স্থির ধীর গভীর-আশয়।
যাহার বিরহে হল্যা উন্মত্ত হৃদয় ॥ ৪১
এইরূপ দুখকথা কহিতে কহিতে।
উদয় হইল ক্রোধ রঘুবরচিতে ॥ ৪২
অরুণ হইল তার নয়ন বয়ন।
উঠি বসি সুগ্রীবের প্রতি কিছু কন ॥ ৪৩
কহ মিতা মোর প্রাণ-প্রেয়সী লইয়া।
কোন দিগে গেল দুষ্ট রাবণ চলিয়া ॥ ৪৪
যদি আমি সেইদিগ্ পারি জানিবারে।
ভস্ম করি পোড়াইয়া বহ্নি-শরে তারে ॥ ৪৫
দেখ মোর বাহু বাণ চাপের বিক্রম।
ক্ষণমাত্রে পোড়াইয়া করি ভস্মসম ॥ ৪৬
এমত হইছে মোর ক্রোধ-উদ্দীপন।
অরাক্ষস করি যেন আজি ত্রিভুবন ॥ ৪৭
যেবা সৃষ্টি করিয়াছে দুষ্ট নিশাচরে।
তারেও বধিতে ইচ্ছা হইছে অন্তরে ॥ ৪৮
এইরূপ কহি প্রভু ধনুকের পানে।
পুনঃপুনঃ চাহিছেন অরুণ নয়নে ॥ ৪৯
দেখিয়া প্রভুর এত কোপের প্রকাশ।
কহেন সুগ্রীব রাজা সুমধুর ভাষ ॥ ৫০
রঘুমণি তুমি হও পরম সুমতি।
কি শিখাব আমি মূঢ় পশু তোমা প্রতি ॥ ৫১
তথাপি বন্ধুর হয় হিত করিবারে।
এই লাগি কহি নিজ বুদ্ধি অনুসারে ॥ ৫২
নাহি হও নাহি হও হেন শোকাবিষ্ট।
শোকাবিষ্ট হল্যে হয় অনেক অরিষ্ট ॥ ৫৩
শোকেতে শরীর ব্যথা শোকে তেজহানি।
একা শোকে সর্ব্বদোষ-খনি করি জানি ॥ ৫৪
অতএব হেন শোকে নাহি দাও স্থান।
অবশ্যই কার্য্য সিদ্ধ করে ধৈর্য্যবান্ ॥ ৫৫
দেখ আমি পাইয়াছি শোক অতিশয়।
তবু স্থির করি রাখি আপন হৃদয় ॥ ৫৬
তুমি হও স্থির ধীর সুশীল পণ্ডিত।
তোমার এমত শোক না হয় উচিত ॥ ৫৭
অতএব দুঃখ রোষ উভয় তেজিয়া।
উদ্যম করহ যাহে পাবে নিজ প্রিয়া ॥ ৫৮
না জানি কোথায় আছে দুষ্ট দশানন।
তার প্রতি এত রোষ অযোগ্য এক্ষণ ॥ ৫৯
একের দোষেতে চাহ বধিতে সংসার।
তোমার উচিত নহে হেন ব্যবহার ॥ ৬০
স্থির হও আমি তাঁর অন্বেষণ করি।
আনি দিব তব প্রিয়া রাবণ সংহারি ॥ ৬১
করিতেছি তব অগ্রে প্রতিজ্ঞাবন্ধন।
অবশ্য করিয়া দিব সীতা আহরণ ॥ ৬২
এইরূপ কহি কহি সুগ্রীব রাজন।
নীরজলে কৈলা রামমুখ প্রক্ষালন ॥ ৬৩
তবে স্থির হয়্যা মিত্রে দিয়া আলিঙ্গন।
কহিছেন পুনর্ব্বার শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৬৪
মিতা তুমি কহিলে আমারে যেই বাণী।
এই অতি সমুচিত করি আমি মানি ॥ ৬৫
অত্যন্ত দুর্লভ তোমা হেন বন্ধুলোক।
হিতবাক্য কহি নিবারয়ে যেই শোক ॥ ৬৬
স্থির হইলাম মিত্র তোমার বচনে।
কিন্তু যত্ন কর তুমি সীতা-অন্বেষণে ॥ ৬৭
সংপ্রতি তোমার হিত হয় যে করিতে।
তাহা কহ আমি তাহা সাধিব ত্বরিতে ॥ ৬৮
তোমার মনের যেই হবে অভিলাষে।
তাহাই করিব সিদ্ধ আমি অনায়াসে ॥ ৬৯
মোর মুখে নির্গত হইল যেই কথা।
কদাচিৎ ইহা নাহি হইবে অন্যথা ॥ ৭০
কভু মোর জিহ্বা মিথ্যা বাক্য না বোলয়।
অতএব কহ তুমি যাহা ইচ্ছা হয় ॥ ৭১
এত বাণী শুনিয়া সুগ্রীব মহাশয়।
কহিছেন রামচন্দ্রে করিয়া বিনয় ॥ ৭২
রঘুবর তোমা হেন পাইয়া বান্ধব।
অনায়াস-সাধ্য আমি জানিয়াছি সব ॥ ৭৩
সংপ্রতি আমার প্রতি যাবৎ অমর।
করিবেন তোঁহে মিতা দেখি কৃপাভর ॥ ৭৪
আজ মোর অনুগত হবে বন্ধুজন।
আজি মোরে মর্য্যাদা করিবে প্রজাগণ ॥ ৭৫

পাইয়া তোমারে মিতা হয়্যাছি কৃতার্থ।
নাহি চাহে মোর মন আর কিছু স্বার্থ॥ ৭৬
তথাপি তোমার অতি আগ্রহ দেখিয়া।
নিজ কার্য্য কহি মিতা শুন মন দিয়া॥ ৭৭
বালী নামে আছে মোর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
ইন্দ্রের তনয় সেহ বহু-বলধর॥ ৭৮
সেহ মোর রাজ্য ভৃত্য নিকেতন দার।
লইয়াছে হরি মিতা করি বলাৎকার॥ ৭৯
এসকল লইয়াছে তভু মোর প্রতি।
অদ্যাবধি দ্বেষ নাহি ছাড়ে দুষ্টমতি॥ ৮০
তাহার ভয়েতে আমি সর্ব্বদা কাতর।
আশ্রয় করিয়া আছি এই গিরিবর॥ ৮১
সেই ভয় যদি তুমি করহ খণ্ডন।
তবেই পরমানন্দ পায় মোর মন॥ ৮২
শ্রীরাম কহেন মিতা তব যাহে সুখ।
তাহাই করিব আমি না হব বিমুখ॥ ৮৩
কিন্তু কহ ভ্রাতা-সঙ্গে শত্রুতা এমন।
কিকারণে হল্য তাহা করিব শ্রবণ॥ ৮৪
সুগ্রীব কহেন মিতা শুনহ বচন।
কহি বালি-সঙ্গে মোর শত্রুতা-কারণ॥ ৮৫
সুমেরু-উপরি কদাচিত পদ্মাসন।
বসিয়া করিতেছিলা ঈশ্বরচিন্তন॥ ৮৬
সে আনন্দে তাঁর নেত্র হতো অশ্রুজল।
অনেক পড়িল তাঁর হস্তের উপর॥ ৮৭
তিঁহ সেই জল দেখি ভাবিয়া কিঞ্চিৎ।
ভূমিতে নিক্ষেপ কৈলা আনন্দিত-চিৎ॥ ৮৮
সেইজলে হল্য এক কপি মহাকায়।
দেখি সুখী পদ্মাসন কহিলা তাহায়॥ ৮৯
মোর অক্ষি হৈতে হল্য তোমার জনন।
অক্ষিরজা বলি নাম হল্য একারণ॥ ৯০
থাক তুমি কিছুকাল নিকটে আমার।
পাইবে পরেতে তুমি আনন্দ অপার॥ ৯১
এইরূপ বিধাতার শুনিয়া বচন।
অক্ষিরজা মেরুতে রহিলা সুখি-মন॥ ৯২
কদাচিৎ ভ্রমিতে ভ্রমিতে সে ভূধরে।
দেখিলেন তিঁহ এক দিব্য সরোবরে॥ ৯৩
তার জলে আপনার ছায়া নিরখিয়া।
অন্য কপি মানি কোপে পড়িলা লাফিয়া॥ ৯৪
সেথা কাহরেও নাহি দেখিয়া উঠিলা।
কিন্তু নিজে দিব্য নারী সুন্দরী হইলা॥ ৯৫
হেনকালে সেইদিগে যান পুরন্দর।
সেই নারী দেখি কৈলা কামে জরজর॥ ৯৬
তবে বাসবের বীর্য্য হইয়া ক্ষরিত।
সেই রমণীর কেশে হইলা পতিত॥ ৯৭
তাহাতে জন্মিল এক অপূর্ব্ব কুমার।
বাসব রাখিলা নাম বালী বলি তার॥ ৯৮
পরে সেথা ভাস্কর করিলা আগমন।
পূর্ব্বমতে তাঁরো বীর্য্য হইল ক্ষরণ॥ ৯৯
সেইবীর্য্য তাঁর গ্রীবাদেশেতে পড়িল।
তাহা হইতেই মোর জনম হইল॥ ১০০
তবে তিঁহ দুইজন মোদিকে লইয়া।
রহিলেন একস্থানে শয়ন করিয়া॥ ১০১
নিদ্রা ত্যজি উঠিয়া দেখিলা আপনায়।
হয়্যাছেন পূর্ব্বমত কপি মহাকায়॥ ১০২
তবে সঙ্গে লয়্যা আমাদিগে দুইজনে।
ব্রহ্মার নিকটে গেলা তিঁহ সুখিমনে॥ ১০৩
তাঁরে দেখি সুখী হয়্যা কমল-আসন।
একজন দূতে ডাকি কৈলা আজ্ঞাপন॥ ১০৪
দূত তুমি যাহ শীঘ্র কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
সঙ্গে লয়্যা এই অক্ষিরজা-কপিবরে॥ ১০৫
বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত সে পুরী সুশোভন।
ইহার করহ সেথা রাজ্যাভিষেচন॥ ১০৬
জম্বুদ্বীপে আছে যত ভল্লুক বানর॥
এই রাজা হইবেক তাদের উপর॥ ১০৭
ঋক্ষরাজ বলি দিয়া আর এক নাম।
আস্যহ তুরিতে ফিরি পুন মোর ধাম॥ ১০৮
বিধাতার আজ্ঞা পাই সেই দূতবর॥
সব কার্য্য সিদ্ধ করি গেল সুসত্বর॥ ১০৯
এইরূপে রাজ্য পাই পিতা মোসবার।
বহুদিন পালন করিলা অধিকার॥ ১১০
পিতা স্বর্গে গেলা রাজা হইলেন বালী।
আমিহ রহিলুঁ তাঁর হয়্যা আজ্ঞাকারী॥ ১১১
মায়াবী নামেতে ময়-দানব-নন্দন।
করিছিলা বালী তার রমণী হরণ॥ ১১২
অতএব সেহ অতি কুপিত হইয়া।
যুদ্ধ করিবারে আল্য গর্জ্জন করিয়া॥ ১১৩

তার শব্দ শুনি বালী হইয়া কুপিত।
সাজিলা সমরে সেহ রাত্রেতে ত্বরিত ॥ ১১৪
তাহা দেখি যাবদীয় রমণীর গণ।
করিলা তাহারে নানাপ্রকারে বারণ ॥ ১১৫
না শুনিয়া তাহা বালী করিলা প্রস্থান।
আমিহ তাহার পাছু করিলুঁ পয়াণ ॥ ১১৬
দেখিয়া দানব আমাদিগে দুই জন।
যুদ্ধ না করিয়া ভয়ে কৈলা পলায়ন ॥ ১১৭
অতিক্রুদ্ধ হয়্যা বালী যায় তার পাছে।
আমিহ স্নেহেতে যাই তার কাছে কাছে ॥ ১১৮
সেহত দানব গিয়া দ্বাদশ যোজন।
একগিরি গুহা-মধ্যে কৈলা প্রবেশন ॥ ১১৯
তাহা দেখি বালী যায় পশ্চাতে তাহার।
বারণ করিলুঁ আমি তারে বারবার ॥ ১২০
তাহা না মানিয়া বালি কহিলা আমারে।
আমি না ফিরিব না বধিয়া দুরাচারে ॥ ১২১
যাবৎ পর্য্যন্ত আমি না আসি ফিরিয়া।
তাবৎ থাকহ তুমি এথাই বসিয়া ॥ ১২২
এত কহি বালী প্রবেশিলা সে গুহারে।
আমি থাকিলাম বসি সেই গুহাদ্বারে ॥ ১২৩
এইরূপে বহি গেল এক সংবৎসর।
তথাপি ফিরিয়া নাহি আইল বানর ॥ ১২৪
কিন্তু মধ্যে মধ্যে পাই প্রহারের রব।
কভু কভু শুনি সিংহনাদ অসম্ভব ॥ ১২৫
কিছুকাল পরে বাহি সেই গুহাদ্বার।
নির্গত হইয়া আল্য রুধিরের ধার ॥ ১২৬
তাহা দেখি আমি মানি বালীর মরণ।
দ্বারে শিলা দিয়া ভয়ে কৈলুঁ পলায়ন ॥ ১২৭
শোকেতে কাতর হয়্যা আইলুঁ ভবন।
মোরে একা দেখি জিজ্ঞাসিলা মন্ত্রিগণ ॥ ১২৮
কহিলাম তাহাদিগে আমি সব কথা।
শুনিয়া সকলে বড় পাইলেন ব্যথা ॥ ১২৯
পরেতে যাবৎ মন্ত্রী আর বন্ধুজন।
করিলেন মোরে রাজ্য-ভার সমর্পণ ॥ ১৩০
বালী মায়াবীরে মারি কিছুদিন পর।
আসি উপস্থিত হল্য কিষ্কিন্ধ্যা-ভিতর ॥১৩১
মোরে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া কুপিয়া।
এরি এরি অরে এই কহেন ডাকিয়া ॥ ১৩২
আমি তারে ক্রুদ্ধ দেখি ভয়-যুক্ত মন।
প্রণাম করিয়া পদে কৈলুঁ নিবেদন ॥ ১৩৩
কি ভাগ্য আমার আজ কি ভাগ্য আমার।
রণজয়ী হয়্যা ফিরি আস্যা ভ্রাতা যার ॥ ১৩৪
এই নাও এই নাও নিজ সিংহাসন।
কর আপনার রাজ্য সুখেতে পালন ॥ ১৩৫
এই নাও দিব্য ছত্র এইত চামর।
দেখি নাও আপনার ভাণ্ডাগার ঘর ॥ ১৩৬
তোমার বিক্রম যবে না পারি বুঝিতে।
ভয়েতে কাতর হয়্যা আইলুঁ বাটীতে ॥ ১৩৭
তবে পরামর্শ করি যত মন্ত্রিগণ।
করিলেন মোরে রাজ্যপদ সমর্পণ ॥ ১৩৮
মোর ইচ্ছা নাহি ছিল ভূপতি হইতে।
হয়্যাছিলুঁ ইহাদের মাত্র আরতিতে ॥ ১৩৯
সত্য করি কহিতেছি এ সব বচন।
নাও তুমি নিজরাজ্য করহ পালন ॥ ১৪০
দন্তে তৃণ করি ধরিতেছি তব পায়।
ক্রোধ নাহি কর বিনাদোষেতে আমায় ॥১৪১
এইরূপে কৈলুঁ আমি অনেক সান্ত্বন।
কিছুমাত্র না শুনিল সেহ ক্রুদ্ধ-মন ॥ ১৪২
মোর পক্ষ মন্ত্রিগণে বান্ধি কারাগারে।
কহিতে লাগিল ডাকি যাবৎ প্রজারে ॥১৪৩
শুন শুন যাবদীয় বন্ধু প্রজাগণ।
মোর এই সহোদর ভ্রাতার করণ ॥ ১৪৪
মায়াবী বধিতে গিয়াছিলুঁ যে আমরা।
সে সব বৃত্তান্ত শুনি থাকবে তোমরা ॥ ১৪৫
মোর সঙ্গে গিয়াছিল এই দুষ্টমতি।
ইহার চরিত্র কিছু শুনহ সম্প্রতি ॥ ১৪৬
যবে আমি প্রবেশিলুঁ গুহার মাঝারে।
কহিয়া গেলাম তবে এইত ইহারে ॥ ১৪৭
যাবৎ পর্য্যন্ত আমি না আসি ফিরিয়া।
তাবৎ থাকহ তুমি এথায় বসিয়া ॥ ১৪৮
এত বলি গেলাম আমিহ সঙ্গে তার।
সেখানে সংগ্রাম হল্য অতি চমৎকার ॥ ১৪৯
বৎসরেক সংগ্রাম করিয়া ঘোরতর।
বধিলাম মায়াবীরে আমি তার পর ॥১৫০
সে গুহাতে ছিল তার অনেক বান্ধব।
ক্রুদ্ধ হয়্যা যুদ্ধ লাগি আল্য তারা সব ॥ ১৫১

তাদিগেও যুদ্ধে আমি করি পরাজয়।
পাইলাম দেবতা-সভাতে স্তুতিচয় ॥ ১৫২
ইন্দ্র স্বর্ণমালা দিলা সন্তুষ্ট-হৃদয়।
তবে দ্বারে আসি দেখি দ্বার রুদ্ধ হয় ॥ ১৫৩
সুগ্রীব সুগ্রীব বলি ডাকিলুঁ বিস্তর।
কোনোমতে শুনিতে না পাইলুঁ উত্তর ॥ ১৫৪
তবে মোর হৃদয়েতে কোপ উপজিলা।
পদপ্রহারেতে চূর্ণ কৈলুঁ দ্বার-শিলা ॥ ১৫৫
মনে হল্য এই দুষ্ট রাজ্য লইবারে।
দ্বার রোধ করি রাখি গিয়াছে আমারে ॥ ১৫৬
এইরূপ ভাবি ভাবি দেখিলুঁ আসিয়া।
মোর সিংহাসনে দুষ্ট রয়্যাছে বসিয়া ॥ ১৫৭
তখনি ইহারে নখে করি বিদারিয়া।
দিতাম শমন-পুর-দ্বারে পাঠাইয়া ॥ ১৫৮
কিন্তু এই বার্ত্তা সবে ইহারি সাক্ষাতে।
জান্‌হইব এইভাবে ছিলুঁ কুঁই-হাতে ॥ ১৫৯
সম্প্রতি শুনিলে সবে ইহার চরিত।
এখন করিব আমি যে হয় বিহিত ॥ ১৬০
এত কহি কোপ করি দন্ত কড়মড়ি।
লম্ফ দিয়া উঠিল সে হুহুঙ্কার করি ॥ ১৬১
তাহা দেখি আমি হয়্যা ভয়যুক্তমন।
একমাত্র বস্ত্র লয়্যা কৈলুঁ পলায়ন ॥ ১৬২
ভ্রমিলাম নানাদেশে পর্ব্বত কানন।
কিন্তু পাছে পাছে দুষ্ট করবে গমন ॥ ১৬৩
এইরূপে নানাস্থান ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
স্মৃতি হল্য এই গিরি আমার বুদ্ধিতে ॥ ১৬৪
এখানে আসিতে নারি পারে সে দুর্দ্দান্ত।
অতএব এথা আসি চিন্তা হলা শান্ত ॥ ১৬৫
সেই কালাবধি এই চারি বন্ধুজন।
করেন আমার সঙ্গে সর্ব্বদা ভ্রমণ ॥ ১৬৬
বিশ্বকর্ম্ম-পুত্র নল আর হনুমান্।
অগ্নিপুত্র নীল ভল্লপতি জাম্ববান্ ॥ ১৬৭
পরে শুনিলাম সেহ অতি দুরাশয়।
হরিয়া লয়্যাছে মোর রমণী আলয় ॥ ১৬৮
তথাপি তাহার ভয়ে না পারি যাইতে।
সর্ব্বদা নিবাস করি আছি এ গিরিতে ॥ ১৬৯
এত শুনি রঘুবর মিতার বচন।
করিছেন এক কথা তাঁরে জিজ্ঞাসন ॥ ১৭০
কহ মিতা বালী হেন বলিষ্ঠ হইয়া।
এ গিরিতে আসিতে না পারে কি লাগিয়া ॥ ১৭১
শ্রীরামের বাক্য শুনি তবে কপিপতি।
কহিবারে আরম্ভিলা পুন তাঁর প্রতি ॥ ১৭২
মায়াবীর ছোট ভ্রাতা দুন্দুভি-আখ্যান।
আছিল মহিষাকৃতি ময়ের সন্তান ॥ ১৭৩
ধরিত সে বল দশশত-হস্তি-সম।
তাহে ব্রহ্মবরে হল্যা মহাপরাক্রম ॥ ১৭৪
কদাচিৎ সিন্ধুপাশে গিয়া সেইজন।
যুদ্ধ দাও বলিয়া প্রার্থয়ে ঘনেঘন ॥ ১৭৫
তাহা শুনি অজয় দেখিয়া সেই বীরে।
কহিলেন বিনয় করিয়া ধীরে ধীরে ॥ ১৭৬
দানবেন্দ্র তুমি অতিশয় বলধর।
তব সঙ্গে যুদ্ধ দিতে আমিহ কাতর ॥ ১৭৭
যদি যুদ্ধ করিবারে তব ইচ্ছা হয়।
তবে হিমালয়-পাশে যাহ মহাশয় ॥ ১৭৮
তিঁহ বড় বলবান্ শিবের শ্বশুর।
যুদ্ধে করিবেন তব সন্তোষ প্রচুর ॥ ১৭৯
তাহা শুনি সমুদ্রেরে অশক্ত জানিয়া।
হিমালয়-পাশে গেলা দুন্দুভি হাসিয়া ॥ ১৮০
ভাঙ্গিল অনেক বৃক্ষ শৃঙ্গের আঘাতে।
চূর্ণ কৈলা অনেক পাথর পদাঘাতে ॥ ১৮১
যুদ্ধ দাও বলি ডাকে সিংহনাদ করি।
সাক্ষাৎ হইয়া কন তুষার-শিখরী ॥ ১৮২
দুন্দুভি আমিহ হই তপস্বি-আশ্রয়।
মোরে বিদারণ করা তব যোগ্য নয় ॥ ১৮৩
আমিহ তোমার সঙ্গে করিবারে রণ।
সমর্থ না হই ফিরি যাহ নিকেতন ॥ ১৮৪
তবে অট্টহাস্য করি ময়ের নন্দন।
পুনর্ব্বার হিমালয়ে কহিছে বচন ॥ ১৮৫
যদি তুমি না পারিলে করিবারে রণ।
কহ মোর সম যোদ্ধা আছে কোন্ জন ॥ ১৮৬
তার কাছে গিয়া করি যুদ্ধ আচরণ।
করিব আপন বাহু-কণ্ডুর খণ্ডন ॥ ১৮৭
এত শুনি কিছুকাল করিয়া চিন্তন।
হিমালয় দানবে কহেন ক্রুদ্ধ-মন ॥ ১৮৮
দুন্দুভি তুমিহ শীঘ্র যাহ কিষ্কিন্ধ্যাতে।
বালী নামে মহাবলী কপি আছে তাতে ॥ ১৮৯

তার সঙ্গে ক্ষণকাল করিলে কন্দল।
জানিতে পারিবে আপনার বাহুবল ॥ ১৯০
দৌরাত্ম্য করহ গিয়া তার মধুবনে।
তবেই আসিবে সেহ ক্রুদ্ধ হয়্যা মনে ॥ ১৯১
তাহার চাপড়ে চূর্ণ হবে তব দেহ।
দেখিবে অত্যন্ত-কালে শমনের গেহ ॥ ১৯২
এত শুনি দুন্দুভি হইলা আনন্দিত।
যুদ্ধ লাগি কিষ্কিন্ধ্যাতে চলিলা ত্বরিত ॥ ১৯৩
মহিষ-আকৃতি সেহ পর্ব্বত-সমান।
গিরিশৃঙ্গ-সম শিরে শৃঙ্গ দুইখান ॥ ১৯৪
সেহ করি অতি ঘোর প্রচণ্ড চীৎকার।
আসি রোধ করিলেক কিষ্কিন্ধ্যার দ্বার ॥ ১৯৫
কাঁপাইছে ভূমিতল চরণ-প্রহারে।
মধ্যে মধ্যে খুরে করি বিদারে তাহারে ॥ ১৯৬
শৃঙ্গে করি চূর্ণ করে জাঙ্গাল দেউল।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ করিয়া নির্ম্মূল ॥ ১৯৭
মধ্যে মধ্যে শব্দ করে অত্যন্ত বিকট।
যাইতে না পারে কেহ তাহার নিকট ॥ ১৯৮
মধুবনে থাকি তাহা শুনি মহাবলী।
স্ত্রীগণ সহিতে বালী আল্য কুতূহলী ॥ ১৯৯
দুন্দুভি দানবে দেখি কহে করি দাপ।
কহ কহ কুক্রিয়া করহ কেন পাপ ॥ ২০০
জানিয়ে যতেক জোর আছয়ে তোমার।
পলাও বাসনা যদি থাকে বাঁচিবার ॥ ২০১
দুন্দুভি দানব দর্পে করিছে হাঁকারি।
বালি তোর বচন সহিতে আর নারি ॥ ২০২
বর্ব্বর বানর-জাতি কিবা জান রণ।
এখনি দেখিবে গিয়া শমন-সদন ॥ ২০৩
জানাইছ বীরপণা রমণীর আগে।
ইহা দেখি আমার বড়ই হাস্য লাগে ॥ ২০৪
আছয়ে লাঙ্গুলমাত্র যুদ্ধের উপায়।
ইহাতে এতেক দর্প শোভা নাহি পায় ॥ ২০৫
আস্ত আস্ত তীক্ষ্ণশৃঙ্গে করি বিদারণ।
এখনি দেখাই তোরে যমের ভবন ॥ ২০৬
কিম্বা আজিকার নিশি নারীগণ-সঙ্গে।
কামভোগ-বিলাস করহ নানারঙ্গে ॥ ২০৭
অন্যথা থাকিবে খেদ অন্তর-মাঝারে।
নারীগণ অভিশাপ দিবেক আমারে ॥ ২০৮
আর এক দোষ দেখি আজিকার রণে।
রহিয়াছ তুমি মদ্যপানে মত্তমনে ॥ ২০৯
মত্ত ক্ষিপ্ত সুপ্ত রোগী বিরথ জনায়।
যুদ্ধেতে যে জন বধে পাপ ঘটে তায় ॥ ২১০
অতএব আজ রাত্রি করহ বিশ্রাম।
কল্য দিনে তোহে মোহে হইবে সংগ্রাম ॥ ২১১
এত শুনি হাসি কপি কহে কোপাবেশে।
বুঝিলাম যম তোর ধরিয়াছে কেশে ॥ ২১২
কহিতেছ অস্ত্র শস্ত্র নাহিক তোমার।
যত বৃক্ষ গিরি অস্ত্র জানহ আমার ॥ ২১৩
বিশেষ কি কাজ অস্ত্রে তোমারে বধিতে।
এক মুষ্টিঘাত মোর নারিবে সহিতে ॥ ২১৪
সত্য বটে দুষ্ট রণ মত্তের সহিতে।
মারিতে হইলে হয় না হয় মরিতে ॥ ২১৫
তুমি মোর সঙ্গে যুদ্ধে এখনি মরিবে।
তোমা প্রতি সে দোষ কখনো না ঘটিবে ॥ ২১৬
মদ্যপান করে বীরগণ ভাবি রণে।
তাহাই জানহ মোর এ মদ্য-সেবনে ॥ ২১৭
আস্ত আস্ত বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
দেখিয়ে তোমার আছে বিক্রম কেমন ॥ ২১৮
তবে বালী নারীগণে রাখি স্থানান্তরে।
হুঙ্কার করিয়া আল্য তার বরাবরে ॥ ২১৯
তাহা দেখি অতিক্রুদ্ধ ময়ের নন্দন।
সজ্জ হয়্যা দাঁড়াইল করিবারে রণ ॥ ২২০
ঘোর শব্দ করি ধরাতলে ঘষি খুর।
কত বৃক্ষ ভাঙ্গিতেছে ঘুরায়্যা লাঙ্গুর ॥ ২২১
অধোমুখে হয়্যা শৃঙ্গ করি অগ্রভিতে।
ধাইল পবন-বেগে বালীরে মারিতে ॥ ২২২
তাহা দেখি বালী-বড় বৃক্ষ উপাড়িয়া।
মারিল মহিষ-মুণ্ডে বেগে ঘুরাইয়া ॥ ২২৩
তার তীক্ষ্ণশৃঙ্গে ঠেকি সেই বৃক্ষবর।
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল ভূমিপর ॥ ২২৪
পুন বালী আর এক বৃক্ষ প্রহারিল।
সেহ পূর্ব্বমতে ভগ্ন হইয়া পড়িল ॥ ২২৫
এইরূপে যত বৃক্ষ এড়িল বানর।
সে সকল চূর্ণ হয়্যা গেল রঘুবর ॥ ২২৬
তবে কাছে উপস্থিত হয়্যা অতিদ্রুতে।
শৃঙ্গাঘাত করিলা দুন্দুভি ইন্দ্রসুতে ॥ ২২৭

বালী এক মুষ্টিঘাত তাহারে করিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া সেহ ভূতলে পড়িল॥ ২২৮
চেতন পাইয়া পুন দুন্দুভি উঠিয়া।
বালীর নিকটে আল্য গর্জ্জন করিয়া॥ ২২৯
তাহা দেখি বালী তার দুইশৃঙ্গে ধরি।
পাছুদিকে ঠেলি লয়্যা গেল রঙ্গ করি॥ ২৩০
কথো দূর গিয়া পুন দিলেক ঠেলিয়া।
পড়িল ভূতলে সেহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া॥ ২৩১
ভাল ভাল বলি বালী রাজা হাস্য করে।
তাহা শুনি দানব কোপেতে পুড়ি মরে॥ ২৩২
পুনর্ব্বার উঠি ধায় অত্যন্ত কুপিত।
বালীর নিকটে আসি হল্য উপস্থিত॥ ২৩৩
তাহা দেখি বালী পুন শৃঙ্গেতে ধরিয়া।
ঘুরাইতে আরম্ভিলা আকাশে তুলিয়া॥ ২৩৪
অতিবেগে ঘুরাইয়া পাঁচ সাত বার।
ভূতলেতে আছাড়িয়া করিলা প্রহার॥ ২৩৫
সব অঙ্গ ফাটি বারি হইল রুধির।
প্রাণ-বায়ু চলি গেলা ছাড়িয়া শরীর॥ ২৩৬
তবে বালী চরণে তুলিয়া দুন্দুভিরে।
ফেলাইয়া দিলা একযোজন বাহিরে॥ ২৩৭
তার শরীরের রক্ত উড়িয়া সমীরে।
লাগিল মতঙ্গ-মুনিরাজের শরীরে॥ ২৩৮
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়্যা সেই মহামুনি।
আচমন করি শাপ দিলেন আপুনি॥ ২৩৯
যে করিল এ দৌরাত্ম্য মোর তপোবনে।
এখানে আসিবা মাত্র তেজিবে জীবনে॥ ২৪০
তাহা শুনি সে অবধি বালী কপিবর।
মৃত্যুভয়ে না আইসে এ বন-ভিতর॥ ২৪১
মতঙ্গ-আশ্রম—মধ্যে এই গিরি হয়।
এলাগি এখানে আছি আমিহ নির্ভয়॥ ২৪২
তভু তাহা হৈতে সদা থাকি সশঙ্কিত।
কি জানি অন্যের দ্বারা করয়ে অহিত॥ ২৪৩
অতএব আজি দেখি তোমা দুইজনে।
বড়ই সন্দেহ হয়্যাছিল মোর মনে॥২৪৪
এইত কহিনু তার শত্রুতা-কারণ।
করহ উচিত যেই হয় তব মন॥ ২৪৫
কিন্তু সেহ জীবনেতে থাকিবে যাবৎ।
মোর মন সুস্থ নাহি হইবে তাবৎ॥ ২৪৬

এত শুনি অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহার।
কহিছেন রামচন্দ্র তাঁহে পুনর্ব্বার॥ ২৪৭
মিতা আর বালী হৈতে না করিবে ভীত।
নিকটেতে হইয়াছি আমি উপস্থিত॥ ২৪৮
এই তীক্ষ্ণ-বাণে করি বধিয়া তাঁহারে।
সানন্দ করিব আজি আমিহ তোমারে॥ ২৪৯
গিরি-গুহা প্রবেশয়ে যেন বিষধর।
তেন বালি-বুকে মোর প্রবেশিবে শর॥ ২৫০
যাবৎ না দেখিয়াছি আমি সে কপিরে।
তাবৎ আছয়ে প্রাণ তাহার শরীরে॥ ২৫১
হইয়াছে যত ক্রোধ রাবণ-উপরি।
সফল করিব তাহা বালিবধ করি॥ ২৫২
তারে বধি তোহে দিব রাজসিংহাসন।
পাইবে আপন রাজ্য রমণী ভবন॥ ২৫৩
ইথে অন্য বুদ্ধি নাহি কর কপি-স্বামি।
সত্য সত্য সত্য করি কহিতোছ আমি॥ ২৫৪
এত শুনি সুগ্রীব হইয়া সুখি-মন।
পুনর্ব্বার রঘুবরে করে নিবেদন॥ ২৫৫
মিতা কহিতেছ তুমি যে সকল কথা।
সব সত্যকরি মানি না হয় অন্যথা॥ ২৫৬
যেমত প্রভাব তব হয় দরশন।
ইথে অসম্ভাব্য নহে এমত করণ॥ ২৫৭
যদি তুমি ক্রোধ কর শ্রীরঘুনন্দন।
তবে বাণে দহিতে পারহ ত্রিভুবন॥ ২৫৮
কিন্তু বালিপরাক্রম করি নিরীক্ষণ।
সংশয়-সাগরে মগ্ন হয় মোর মন॥ ২৫৯
অতএব বালি-বীর্য্য মোর মুখে শুন।
করিবে পশ্চাতে যেই উচিত আপুনি॥ ২৬০
মায়াবি-দুন্দুভি বধ করিলে শ্রবণ।
অন্য পরাক্রম কহি শুনহ এক্ষণ॥ ২৬১
অরুণ-উদয়ে বালি করি গাত্রোত্থান।
প্রতিদিন চারি সমুদ্রেতে করে স্নান॥ ২৬২
কোনোদিন কোনো সমুদ্রেতে স্নান করে।
উদয় না হত্যে হত্যে ফিরি আস্যে ঘরে॥ ২৬৩
যদি ইচ্ছা করে সেই ইন্দ্রের তনয়।
নিমিষেতে ভূমণ্ডল ফিরিতে পারয়॥ ২৬৪
কদাচিৎ সে বালী দক্ষিণ পারাবারে।
আরম্ভিলা স্নান করি পূজা করিবারে॥ ২৬৫

হেনকালে সেথানে আইলা দশানন।
বালীর নিকটে আসি ঘন চাহে রণ ॥ ২৬৬
মৌন-ভঙ্গ-ভয়ে বালী কিছু না বোলয়।
তবে ক্রুদ্ধ দশানন তার প্রতি কয় ॥ ২৬৭
অরে মূঢ় কপি তুমি মহামূর্খমতি।
মোরে ছাড়ি পূজা কর কাহার সংপ্রতি ॥ ২৬৮
আমি লইয়াছি ভাগ সব দেবতার।
মোর আগে পূজা কর তুমি অন্য কার ॥ ২৬৯
সুরাসুর-নর-নাগে বিজয় করিয়া।
আসিয়াছি তোর কাছে যুদ্ধের লাগিয়া ॥২৭০
কহিলা নারদ মুনি তোরে বলবান্।
এই লাগি তোর কাছে আমার পযাণ ॥ ২৭১
আমি রাজা রাবণ আগেতে দাঁড়াইয়া।
এতক্ষণ তভু নাহি দেখহ চাহিয়া ॥ ২৭২
এক পদাঘাত মারি তোর বক্ষঃস্থলে।
ভুলাইব এখনি দেবতা-পূজা-ফলে ॥ ২৭৩
এত শুনি হাসি হাসি কহে কপিবর।
জানি জানি তোরে ওরে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর ॥ ২৭৪
আস্তু আস্তু যদি যুদ্ধে ইচ্ছা হয্যা থাকে।
দেখাব তোমার বল আমিহ সবাকে ॥ ২৭৫
বালীর বচন শুনি ক্রুদ্ধ দশানন।
মারিবার আশে করিল গমন ॥ ২৭৬
তাহা দেখি হাসি বালী বীর অক্লেশেতে।
বামভুজে করি তারে ধরিল কণ্ঠেতে ॥ ২৭৭
সর্প যেন মূষিকেরে গর্ত্তে লয় বলে।
হেন তারে সেহ নিল বাম-কক্ষতলে ॥ ২৭৮
কক্ষের বাহিরে তার দশমুণ্ড ভায়।
পেচাগণ যেন বৃক্ষকোটরে সন্ধ্যায় ॥ ২৭৯
তার কক্ষতলে বদ্ধ হয্যা দশানন।
নড়িতে না পারে হল্য প্রায় অচেতন ॥ ২৮০
ঘন শ্বাস বহে রক্ত হল্য দশতুণ্ড।
পর্ব্বত চাপিলে যেন সর্প দশমুণ্ড ॥ ২৮১
তবে বালী পুনর্ব্বার করি আচমন ॥
সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্ম কৈলা সমাপন ॥ ২৮২
পরে বায়ুমার্গে উঠি পশ্চিমে আসিয়া।
কৈলা স্নান তর্পন প্রভৃতি সব ক্রিয়া ॥ ২৮৩
এইরূপে আর দুই সিন্ধু-স্নান করি।
ক্ষণকালে কিষ্কিন্ধ্যাতে আইল বাহুড়ি ॥২৮৪
তবে কক্ষ হত্যে মুক্ত করিয়া রাবণে।
কহিতে লাগিলা তারে হসিত-বদনে ॥ ২৮৫
বীরের প্রধান তুমি হও দশানন।
আশা আছে তোমা সনে করিবারে রণ ॥ ২৮৬
কিন্তু সূর্য্য-সেবাতে হৃদয় মগ্ন ছিল।
একারণে কিছুকাল বিলম্ব হইল ॥ ২৮৭
সম্প্রতি হইলুঁ আমি নিশ্চিন্তহৃদয়।
আস্তু আস্তু এবে যুদ্ধ কর মহাশয় ॥ ২৮৮
শুনিয়া বালির মুখে ইঙ্গিত-বচন।
অধোমুখ হইলা লজ্জাতে দশানন ॥ ২৮৯
ক্ষণকাল ভাবি আর না দেখি উপায়।
কালোচিত বচন রাবণ কহে তায় ॥ ২৯০
বানরেন্দ্র বট তুমি বল-বীর্য্যবান্।
ত্রিলোকেতে নাহি বীর তোমার সমান ॥ ২৯১
আমিহ আইলুঁ করি তিনলোক জয়।
অতএব তোহে মোহে সখ্য যোগ্য হয় ॥ ২৯২
যাহাদের সম হয় বল-বীর্য্য-ধন।
তাহাদের সখ্যভাব বড় সুশোভন ॥ ২৯৩
অতএব মোর ইচ্ছা তোহে সখা করি।
সুখিত হইয়া যাই আপন নগরী ॥ ২৯৪
এত শুনি বালী রাজা অনল জ্বালিয়া।
সখ্য কৈলা তার সঙ্গে সুখিত হইয়া ॥ ২৯৫
এইত কহিলুঁ রাম বালীর বিক্রম।
এই লাগি হয় মোর সংশয়-উদ্গম ॥ ২৯৬
যদি একবাণে পার তারে বধিবারে।
তবেই কুশল সবাকার হত্যে পারে ॥ ২৯৭
যদি ব্যর্থ হয় বাণ তাহার উপরি।
তবে পাঠাইবে সবে শমন-নগরী ॥ ২৯৮
এসকল কথা আমি কহি শুদ্ধচিতে।
মিথ্যা নাহি কহি তোহে ভয় দেখাইতে ॥ ২৯৯
তোমার প্রভাব দেখি হেন মন হয়।
বধিতে পারিবে যেন তারে অসংশয় ॥ ৩০০
কিন্তু তার বল হয় প্রত্যক্ষ আমার।
অনুভূত নহে মিতা বল সে তোমার ॥ ৩০১
এলাগি কাতর হয় আমার হৃদয়।
বালি-বধ হবে বলি না করে প্রত্যয় ॥ ৩০২
এত শুনি সুগ্রীবের অকপট বাণী।
হাসি হাসি তাঁহারে কহেন শার্ঙ্গপাণি ॥ ৩০৩

মিতা যদি প্রত্যয় না হয় মোর প্রতি।
তবে এক পরামর্শ শুনহ সংপ্রতি ॥ ৩০৪
তোমার প্রত্যয় হয় সিদ্ধ কৈলে যাহা।
হেন কোনো কর্ম্ম থাকে কহ করি তাহা ॥ ৩০৫
এত শুনি সুখী কহে সুগ্রীব বানর।
মিতা এই দেখহ দুন্দুভি-কলেবর ॥ ৩০৬
পদে করি গিরি-সম এই কলেবরে।
ফেলিছিলা বালী একযোজন-অন্তরে ॥ ৩০৭
আমিহ তুলিতে পারি এইত শরীর।
ত্রিলোকীতে নাহি পারে অন্য কোনো বীর ॥৩০৮
যদি তুমি এই দেহ যোজনের পরে।
ফেলিতে পারহ তবে বধিবে তাহারে ॥ ৩০৯
এত শুনি শ্রীবদনে মৃদুহাস্য করি।
দুন্দুভিশরীর-পাশে গেলা খর-অরি ॥ ৩১০
কাছে কাছে চলিলা সুগ্রীব কপিবর।
পাছে পাছে শ্রীলক্ষ্মণ ভল্লুক বানর ॥ ৩১১
বাম-চরণেতে করি তুলি সে শরীরে।
ফেলাইলা প্রভু শত-যোজন বাহিরে ॥ ৩১২
তাহা দেখি কপিবর ভাবি একক্ষণ।
কহিতেছে পুনর্ব্বার সশঙ্কিত-মন ॥ ৩১৩
মিতা বালী এই দেহ ফেলিছিলা যবে।
সমাংস-শোণিত আর্দ্র ভারি ছিলা তবে ॥৩১৪
সংপ্রতি হয়্যাছে শুষ্ক মাংসাদি-রহিত।
ইথে কার বল বড় না হল্য বিদিত ॥ ৩১৫
আগে দেখিতেছি যেই সপ্ত মহাতাল।
বজ্র-সম দৃঢ়-তনু অত্যন্ত বিশাল ॥ ৩১৬
পূর্ব্বে বালী ধনু ধরি মোদের গোচরে।
বিদ্ধিত ইহার তিন বৃক্ষ এক শরে ॥ * ৩১৭
তুমি যদি সাত বৃক্ষ পারহ বিন্ধিতে।
একশরে তবেই প্রত্যয় হয় চিতে ॥ ৩১৮
রামবীর্য্য বুঝিবারে সুগ্রীব-বচন।
পুনঃপুন শুনি কোপে কহেন লক্ষ্মণ ॥ ৩১৯
কপিরাজ কহিতেছ কথা এ কেমন।
প্রভুপরাক্রমেতে প্রতীত নহে মন ॥ ৩২০
মারীচ-মাতারে যেই একবাণে মারে।
তার বীর্য্য তৃণেতে জানিবে কি প্রকারে ॥৩২১
বাহুর বিক্রমে যেবা সুবাহু বধিলা।
সুন্দসুতে শরাঘাতে সিন্ধুপারে নিলা ॥ ৩২২
কপালি-কোদণ্ড ভাঙ্গি কৈলা খণ্ড খণ্ড ॥
প্রচণ্ড ভার্গব-দর্পে যে করিলা দণ্ড ॥ ৩২৩
সসৈন্য প্রখর-খরে করিলা যে জয়।
তাঁর বীর্য্য-পরীক্ষা তৃণেতে নাহি হয় ॥ ৩২৪
দেবতা দানব যক্ষ পিশাচ কিন্নর।
রাক্ষস ভুজঙ্গ নর গন্ধর্ব্ব বানর ॥ ৩২৫
ত্রিভুবন-মাঝে যত শরীরী আছয়।
রামবীর্য্যকোটিভাগ কাহেও না রয় ॥ ৩২৬
তোমার প্রত্যক্ষ নহে প্রভুর বিক্রম।
এই লাগি সংশয়ে পাইছ মতিভ্রম ॥ ৩২৭
প্রভুর যেমত বীর্য্য যেন বাহু-বল।
ত্রিভুবনে আমি মাত্র জানিয়ে সকল ॥ ৩২৮
কিছু কিছু জানেন দেবতা মুনিগণ।
করিবে কি তুমিহ ইহার পরীক্ষণ ॥ ৩২৯
সংশয় ছাড়হ তুমি শাখামৃগ-রাজ।
সাধিবেন অচিরাতে প্রভু তব কাজ ॥ ৩৩০
কুপিলে পারেন এই বিশ্ব সংহারিতে।
বালীরে বধিবা ইথে কি সংশয় চিতে ॥ ৩৩১
লক্ষ্মণের কোপ দেখি প্রভু শার্ঙ্গপাণি।
হাসি হাসি কহিছেন সুমধুর বাণী ॥ ৩৩২
ভ্রাতৃবর বালী রাজা বহু-বলধর।
ইথে সশঙ্কিত হয় সবার অন্তর ॥ ৩৩৩
বিশেষত পরাভব পাই তার হাতে।
মিতার অজেয়-বুদ্ধি আছয়ে তাহাতে ॥ ৩৩৪
অতএব যাহে হয় ইহার প্রত্যয়।
আমারে অবশ্য তাহা করিবারে হয় ॥ ৩৩৫
এত কহি ধনুতে করিয়া গুণার্পণ।
প্রভু তূণ হইতে বাণ করিলা গ্রহণ ॥ ৩৩৬ *
গুণেতে সংযোগ করি আকর্ণ টানিয়া।
সপ্ততাল বিন্ধিবারে দিলেন ছাড়িয়া ॥ ৩৩৭

---

* তথাচ রামায়ণম্—
অথোবাচ সুগ্রীবঃ সপ্ততালানিমান্ পুরা।
বিধ্যাদেকেষুণা বালী ত্রীনেষাং সুমহাবল" ইতি

* এত কহি গুণযোগ করিয়া ধনুতে।
নিলেন অপূর্ব্ব বাণ প্রভু তূণ হৈতে ॥

বজ্র হেন গর্জ্জন করিয়া সেই শর।
চলিলা অত্যন্ত বেগে তালের উপর ॥ ৩৩৮
সপ্ততাল বিন্ধি বিন্ধি ঋষ্যমূকাচলে।
প্রবেশ করিলা সেই শর ভূমিতলে ॥ ৩৩৯
দেখিতে দেখিতে সেও হংস-মূর্ত্তি ধরি।
আইলা শ্রীরামচন্দ্র-তূণের ভিতরি ॥ ৩৪০
তাহা দেখি জাম্ববান আর কপিগণ।
হইলা বিস্ময়-সিন্ধু মাঝারে মগন ॥ ৩৪১
সুগ্রীব বানর সেই বিক্রম দেখিয়া।
ক্ষণেক রহিলা স্তব্ধ-শরীর হইয়া ॥ ৩৪২
পরে গলে বস্ত্র দিয়া করিয়া প্রণতি।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা কয় রামচন্দ্র প্রতি ॥ ৩৪৩

জয় রঘুপতি, অমিত-শকতি,
অগণিত-গুণাধার।
এতিন ভুবন, পালন-কারণ,
ভুবনেতে অবতার ॥ ৩৪৪
বিধি পশুপতি, আদি দেব-ততি,
আর যত মুনিগণ।
তোমার মহিমা, করিবারে সীমা,
নাহি পারে কোনো জন ॥ ৩৪৫
তাহে আমি অতি, মূঢ় পশু-জাতি,
প্রভু কিবা আছে জ্ঞান।
তব গুণ সব, জানিতে পারব,
যোগী যাহা করে ধ্যান ॥ ৩৪৬
তুমি নারায়ণ, সকল-কারণ,
চিদানন্দ-তনু ধর।
তোমার মায়াতে, ভুলিয়া জগতে,
ভ্রমিতেছে যত নর ॥ ৩৪৭
তুমি সৃষ্টি কর, শেষেতে সংহার,
পালন করহ মাঝে।
বিধি হর হরি, তিন রূপ ধরি,
তোঁহে সব গুণ সাজে ॥ ৩৪৮
তুমি কটাক্ষেতে, এতিন জগতে,
অনায়াসে কর লয়।
তাহাতে বানর, মোর সহোদর,
তব আগে কিবা হয় ॥ ৩৪৯
আমিহ অধম, তোমার বিক্রম,
পরিচয় লইবারে।
কহিয়াছি যাহা, ক্ষমা কর তাহা,
কৃপা করি এই ছারে ॥ ৩৫০
গলে বাস দিয়া, কাকুতি করিয়া,
করিতেছি নিবেদন।
প্রভু রঘুপতি, হও মোর প্রতি,
তুমিহ সদয়-মন ॥ ৩৫১

এত কহি কপিরাজ পুন প্রণমিয়া।
আর বার কহিছেন প্রেমার্দ্র হইয়া ॥ ৩৫২
বুঝিলাম বুঝিলাম আশয় তোমার।
রাবণ-বিনাশ লাগি তব অবতার ॥ ৩৫৩
জানকী-হরণ ছল করি রঘুরাজ।
সাধিবে আপুনি সব দেবতার কাজ ॥ ৩৫৪
সফল জনম মোর সফল জীবন।
ঘরে বসি পাইলাম তোমা হেন ধন ॥ ৩৫৫
কি ভাগ্য আমার নাথ কি ভাগ্য আমার।
দেবের দেবতা তুমি সখা হল্যে যার ॥ ৩৫৬
তব করুণার সীমা নাহি এ সংসারে।
যাহে বশ হয়্যা সখা বলিলে আমারে ॥ ৩৫৭
কোথা মূঢ় কদর্য্য বানর-জাতি আমি।
কোথা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর তুমি লক্ষ্মী-স্বামী ॥ ৩৫৮
তুমি সখা বলি মোরে করহ আদর।
কৃপা বিনে কিবা হেতু ইহার অপর ॥ ৩৫৯
আজি হল্য মোর সব বিপদ মোচন।
পরিপূর্ণ-মনোরথ হল্য মোর মন ॥ ৩৬০
তোমারে পাইয়া প্রভু হইলুঁ কৃতার্থ।
নাহি চাহি তোমা-স্থানে আর কিছু স্বার্থ ॥ ৩৬১
নাহি চাহি রাজ্য নাহি চাহিয়ে রমণী।
কেবল তোমার সেবা চাহি রঘুমণি ॥ ৩৬২
অতএব করুণা করিয়া মোর প্রতি।
দাও প্রভু নিজ পদকমলে ভকতি ॥ ৩৬৩
সুগ্রীবের দেখি হেন প্রভু-পদে রতি।
হনূমান্ কহিছেন জাম্ববান্ প্রতি ॥ ৩৬৪
দেখ দেখ ভল্লুক-প্রবর মহাশয়।
সুগ্রীবের রাম-পদে ভকতি-উদয় ॥ ৩৬৫
বুঝিতেছি হইয়াছে রামতত্ত্ব-জ্ঞান।
অন্যথা হইতে নারে এ সকল ভাণ ॥ ৩৬৬
এহ তো আশ্চর্য্য সর্ব্ব শ-ক্রপাত্রে নহে।
উদিত হইয়া রবি লুকায়্যা কি রহে ॥ ৩৬৭

আমাদের মনেতে যে আছিল সংশয়।
তাহাও হইল এবে নির্ম্মূলেতে লয়॥ ৩৬৮
পাইয়া এ হেন প্রভু মোরা অনায়াসে।
পারিব করিতে ভেদ ঘোর মায়া-পাশে॥ ৩৬৯
মারুতির মুখে শুনি এতেক বচন।
জাম্ববান্ সুখী হয়্যা তার প্রতি কন॥ ৩৭০
হনূমান যে কহিলে সব সত্য হয়।
আজি মো-সবারে বিধি হইল সদয়॥ ৩৭১
করিয়া থাকিব মোরা তপ শাস্ত্র-রীতে।
সেইফলে পাইলাম শ্রীরামে দেখিতে॥ ৩৭২
সুগ্রীব রাজার ভাগ্য কি কহিতে পারি।
যারে সখা করিলেন প্রভু দনুজারি॥ ৩৭৩
এইরূপ আলাপ করেন দুইজন।
এখানে সুগ্রীবে কন শ্রীরঘুনন্দন॥ ৩৭৪
মিতা কেন কহ রাজ্যে নাহি প্রয়োজন।
এ কথা শুনিয়া সুখী নহে মোর মন॥ ৩৭৫
তুমি যদি রাজ্য অঙ্গীকার না করিবে।
কিরূপে প্রতিজ্ঞা মোর সফল হইবে॥ ৩৭৬
অতএব অদ্যই বধিয়া সেই ছারে।
রাজ্যপাটে অভিষেক করিব তোমারে॥ ৩৭৭
চল ঋষ্যমূকে গিয়া নিভৃতে বসিয়া।
তার পরামর্শ করি সকলে মিলিয়া॥ ৩৭৮
এত কহি ঋষ্যমূক-উপরি আসিয়া।
বসিলেন সকলেতে সানন্দ হইয়া॥ ৩৭৯
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ৩৮০

ইতি শ্রীরামরসায়নে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড-
লীলাবর্ণনে সপ্ততালবেধো নাম
দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ২॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বালি-বধ।

অকৃত্যমপ্যস্মি করোমি লোকে
স্বভক্তসৌখ্যার্থমিতীব লোকান্।
বিজ্ঞাপয়ন্নিন্দ্রসুতং সমন্দ-
মচ্ছদ্মনা দাশরথিঃ স বোহব্যাৎ॥ ১

শ্রীরাম কহেন তবে সুগ্রীবের প্রতি।
মিতা শুন শুন বাক্য আমার সম্প্রতি॥ ২
বালী রাজা থাকে সদা কিষ্কিন্ধ্যা-মাঝারে।
উচিত উপায় এই বধিতে তাহারে॥ ৩
তুমি করি সংগ্রামের উচিত সাজন।
কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে গিয়া করহ গর্জ্জন॥ ৪
তোমা প্রতি আছে দ্বেষ তাহার অন্তরে।
গর্জ্জন শুনিবা মাত্র আসিবে সমরে॥ ৫
তবে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে তোমা-সনে।
আমিহ বধিব তারে বাণে সেইক্ষণে॥ ৬
দেখিতেছি সুপ্রসন্ন তোমার বদন।
ইথে মানি অবশ্য বিজয় হবে রণ॥ ৭
অতএব বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
এখনি বধিব চল বালীর জীবন॥ ৮
প্রভুর বচন শুনি সুগ্রীব সুমতি।
এইত কর্ত্তব্য বলি দিলা অনুমতি॥ ৯
তবে তাঁরা সকলে কিষ্কিন্ধ্যা-কাছে গিয়া।
থাকিলেন ঘনবৃক্ষ-বনে লুকাইয়া॥ ১০
অনন্তর শ্রীরাম কহিলা স্ব-মিতারে।
যাহ যাহ মিতা শীঘ্র কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে॥ ১১
যেই মাত্র এ কথা কহিলা রঘুবীর।
আকাশে হইল এক নিনাদ গভীর॥ ১২
সূর্য্যদত্ত এক স্বর্ণমালা মনোহর।
পড়িল আকাশ হৈতে সুগ্রীব-উপর॥ ১৩
শোভিলা সুগ্রীব সেই মালা কণ্ঠে ধরি।
বিদ্যুতে বেষ্টিত যেন কাঞ্চন-শিখরী॥ ১৪
তবে সূর্য্যে প্রণতি করিয়া কপিপতি।
শ্রীরামচন্দ্রের পদে করিলা প্রণতি॥ ১৫

তিঁহ এ কি কর মাতা বলি ঘনেঘন।
বাহু পসারিয়া দিলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১৬
সুগ্রীব লক্ষ্মণ-সঙ্গে করি আলিঙ্গন।
করিলেন আর সবে যোগ্য সম্ভাষণ ॥ ১৭
তবে প্রদক্ষিণ করি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
সুগ্রীব প্রস্থান কৈলা আনন্দিত মনে ॥ ১৮
কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে গিয়া করয়ে গর্জ্জন।
প্রলয়ের মেঘ যেন করে ঘোর স্বন ॥ ১৯
সেই শব্দ শুনি বালী হইয়া কুপিত।
কিষ্কিন্ধ্যার বাহিরেতে আইলা ত্বরিত ॥ ২০
তারে দেখি পুনর্ব্বার সুগ্রীব বানর।
ক্রুদ্ধ হয়্যা সিংহনাদ করে ঘোরতর ॥ ২১
তাহা শুনি অত্যন্ত কুপিত হয়্যা বালী।
কহিতেছে সুগ্রীবেরে দিয়া নানা গালি ॥ ২২
অরে দুষ্ট আজি কেন এ কুমতি তোর।
করিতেছ সিংহনাদ দ্বারে আসি মোর ॥ ২৩
বুঝি যম ধরিয়াছে কেশেতে তোমার।
এই লাগি হেথা আসি দিতেছ হাঁকার ॥ ২৪
ভাল হল্য পাইলাম তোমারে দেখিতে।
সফল করিব কোপ আছে যেই চিতে ॥ ২৫
সুগ্রীব কহেন শুন শুন পাপমতি।
আজি তোরে মনে করিয়াছে প্রেতপতি ॥ ২৬
করিয়াছ যত পাপ-কর্ম্ম আচরণ।
তার ফলে আজি তোর বধিব জীবন ॥ ২৭
তাহা শুনি বালী রাজা অত্যন্ত কুপিত।
সুগ্রীবের কাছে আসি হল্য উপস্থিত ॥ ২৮
নয়ন ঘুরায়্যা করি দন্ত কড় মড়।
সুগ্রীবে মারিলা বালী প্রচণ্ড চাপড় ॥ ২৯
তিঁহ তাহা সহি কহি কদর্য্য বচন।
চালাইলা চাপড ঝাপটে বিলক্ষণ ॥ ৩০
তবে বালী মুটকী মারিলা তার মাতে।
সুগ্রীব সারিয়া শোধ দিলা অচিরাতে ॥ ৩১
বাসবতনয় বাহুবলে বৃক্ষ নিয়া।
সূর্য্য-সূনু-শিরেতে ফেলিলা ঘুরাইয়া ॥ ৩২
তপনতনয় তেজ করি তরু ধরি।
প্রক্ষেপিলা পুরন্দর-পুত্রের উপরি ॥ ৩৩
হেন মতে শাল শিলা শৈলের শিখর।
পরস্পর প্রতি প্রক্ষেপয়ে পরস্পর ॥ ৩৪
সে সব পর্ব্বতশৃঙ্গ পাদপ পাথর।
তাদের অঙ্গেতে ঠেকি ভোটয়ে সত্বর ॥ ৩৫
দেখি সেই দোঁহাকার দুরন্ত সংগ্রাম।
অতিশয় বিস্ময় পাইলা প্রভু রাম ॥ ৩৬
কিন্তু দেখি সম বেশ সমান মূরতি।
সংশয়সাগরে মগ্ন হল্যা রঘুপতি ॥ ৩৭
কেবা হয় বালী কেবা সূর্য্যপুত্র হয়।
করিতে নারিলা রাম ইহার নিশ্চয় ॥ ৩৮
এ লাগি রহিলা মাত্র ধরি শরাসন।
না পারিলা করিতে বাণের বিমোচন ॥ ৩৯
অসর্ব্ববিজ্ঞতা দোষ ইথে না ঘটয়।
কেবল শ্রীলীলাশক্তি-বিচিত্রতা হয় ॥ ৪০
এথা দুই বীরে তবে বৃক্ষাদি তেজিয়া।
বাহুযুদ্ধ আরম্ভিলা বিক্রম করিয়া ॥ ৪১
হাতাহাতি গলাগলি ধরাধরি করি।
ঠেলাঠেলি করিতেছে কোপাবেশে ভরি ॥ ৪২
কভু কেহ ভূতলেতে কেহ বা উপরি।
কদাচিৎ দুই জনে যায় গড়াগড়ি ॥ ৪৩
পাষাণে পড়িয়া হয় অঙ্গ চুরমার।
বহিতেছে শরীরেতে রুধিরের ধার ॥ ৪৪
এইরূপে কতক্ষণ করিয়া সমর।
কিছু গ্লানিযুক্ত হল্যা সুগ্রীব বানর ॥ ৪৫
বালীর বিক্রম আর সহিতে না পারি।
প্রাণভয়ে পলাইলা রণস্থল ছাড়ি ॥ ৪৬
পিছে পিছে তাড়ি আসি বালী কপিবর।
মতঙ্গ-আশ্রম হৈতে ফিরি গেলা ঘর ॥ ৪৭
সুগ্রীব চড়িলা তবে ঋষ্যমূক-মাতে।
শ্রীরাম আইলা তথা সব জনসাতে ॥ ৪৮
প্রভুরে দেখিয়া অভিমানে কপিমণি।
অধোমুখ হয়্যা নখে লিখেন ধরণী ॥ ৪৯
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি সজল-নয়ন।
করিছেন শ্রীরামচন্দ্রেরে নিবেদন ॥ ৫০
রঘুবর তুমি হও স্বতন্ত্র-আচার।
বুঝিতে পারয়ে কেবা তব ব্যবহার ॥ ৫১
যে হকু তথাপি লয় যে জন আশ্রয়।
তারে দুঃখ দেয়া কোনোমতে যোগ্য নয় ॥ ৫২
যদি কোনো অপরাধ থাকয়ে আমার।
আপুনি করিতে হয় দমন তাহার ॥ ৫৩

শক্র-হাতে ঠেকাইয়া ভৃত্যের দমন।
উচিত না হয় প্রভু তোমার করণ ॥ ৫৪
যদি নিজে হেনমতে ভক্তে দুঃখ দিবে।
ভকতবৎসল নাম কিরূপে ধরিবে ॥ ৫৫
আমি পশুজাতি প্রভু বিষয়-লালস।
রাজ্য-লোভে করিলাম এ হেন সাহস ॥ ৫৬
যদি বালি-হাতে আজি যাইত জীবন।
কে লইত রাজ্য মোর কে লইত ধন ॥ ৫৭
আপনারো মরণে না আছিল অসুখ।
দুর্যশ হইত তব এই বড় দুখ ॥ ৫৮
বিধি অনুকূল হয়্যা করিল কুশল।
না হইতে দিয়াছে সে হেন অমঙ্গল ॥ ৫৯
আর মোর রাজ্য-পদে নাহি প্রয়োজন।
কেবল সেবিব সদা তোমার চরণ ॥ ৬০
মিতার মুখেতে শুনি অভিমানবাণী।
ব্যথিত-হৃদয় বড় হল্যা শার্ঙ্গপাণি ॥ ৬১
ছলছল নয়নে ধরিয়া তাঁর করে।
কহিতে লাগিলা প্রভু বানরপ্রবরে ॥ ৬২
মিতা আর নাহি কহ হেন ক্রূর-কথা।
দিলে অতিশয় মোর হৃদয়েতে ব্যথা ॥ ৬৩
না জানিয়া না শুনিয়া মোর অভিপ্রায়।
কহিয়া এ সব কথা বধিলে আমায় ॥ ৬৪
আমি যে লাগিয়া নাহি ছাড়িলাম বাণ।
শুন মিতা মন দিয়া তাহার নিদান ॥ ৬৫
আমি দেখি তোমাদের সমান আকার।
সমান বিক্রম স্বর গতি অলঙ্কার ॥ ৬৬
কে বালী কে তুমি ইহা না পারি জানিতে।
না পারিলুঁ কপিবর শর নিয়োজিতে ॥ ৬৭
এ লাগি পাইলে তুমি পীড়া বহুতর।
মোর মুখ চাহি ক্ষমা কর মিত্রবর ॥ ৬৮
আর একবার চল আমার বচনে।
বধিব তোমার শত্রু আমি এই রণে ॥ ৬৯
কিন্তু এক চিহ্ন ধর আপনার গায়।
যুদ্ধকালে চেনা যায় যাহাতে তোমায় ॥ ৭০
উঠ উঠ বিলম্ব না কর মিতা আর।
না দেখিতে পারি মুখ মলিন তোমার ॥ ৭১
এত কহি নিজ করে ধরি উঠাইয়া।
দিলেন মিতার অঙ্গ নিজে পোঁছাইয়া ॥ ৭২
প্রভুকরপদ্ম-স্পর্শ পাই কপিপতি।
সব ব্যথা-মুক্ত হয়্যা কন তাঁর প্রতি ॥ ৭৩
রঘুবর তব অভিলাষ যেই হয়।
তাহাই কর্ত্তব্য মোর অন্যথা না হয় ॥ ৭৪
লক্ষ্মণে কহেন তবে প্রভু শার্ঙ্গপাণি।
ভ্রাতৃবর তুমি শুন মোর এক বাণী ॥ ৭৫
এই নাগেশ্বর পুষ্প তুলি মালা করি।
শীঘ্র দাও আমার মিতার কণ্ঠোপরি ॥ ৭৬
যাহা দেখি আমি নিজ মিতারে জানিয়া।
মারিব ইহার-শত্রু শরেতে করিয়া ॥ ৭৭
এত শুনি মালা গাঁথি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে করিলা অর্পণ ॥ ৭৮
সে মালাতে কিবা সে শোভিলা কপিবর।
বকের পঙ্ক্তিতে যেন হেম-ধরাধর ॥ ৭৯
তবে কপিরাজ অতি সুখিত হইয়া।
লক্ষ্মণেরে কোলে নিলা বাহু পসারিয়া ॥ ৮০
শ্রীরামেরে প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া।
প্রস্থান করিলা কপি সুখিত হইয়া ॥ ৮১
তাঁর সঙ্গে দুই ভাই করিলা পয়াণ।
জাম্ববান্ নল নীল আর হনুমান ॥ ৮২
তবে তাঁরা নানা তরু মৃগ পক্ষিগণ।
দেখি দেখি অন্য পথে করিলা গমন ॥ ৮৩
কথো দূর গিয়া দেখি প্রভু এক বন।
সুগ্রীবেরে জিজ্ঞাসা করেন সুখিমন ॥ ৮৪
মিতা দেখা যায় এই কদলী-কানন।
অতি রমণীয় এই কার তপোবন ॥ ৮৫
কহ কহ সেই কথা করি বিবরণ।
শুনিতে আমার বড় অভিলাষ মন ॥ ৮৬
শুনিয়া প্রভুর বাক্য তবে কপিবর।
কহিছেন প্রভু প্রতি মধুর উত্তর ॥ ৮৭
মিতা এথা সপ্তজন নামে সাতজন।
পূর্ব্বে বাস করিছিলা মহা তপোধন ॥ ৮৮
সপ্ত রাত্রে বায়ু জল করিতা আহার।
সর্ব্বদা থাকিতা মৌনে অতি সদাচার ॥ ৮৯
এইরূপে সপ্ত-শত-বর্ষ তপ করি।
সকায়েতে গেলা তাঁরা অমর-নগরী ॥ ৯০
তাঁদের প্রভাবে সে অবধি এই বন।
প্রবেশ করিতে নাহি পারে কোনোজন ॥ ৯১

অন্য কি কহিব পশু পাখী বনচর।
তারাও যাইতে নারে ইহার ভিতর ॥ ৯২
যদি কেহ ইহাতে করয়ে প্রবেশন।
কদাচ ফিরিয়া নাহি করে আগমন ॥ ৯৩
এথা সদা শুনা যায় ভূষণনিস্বন।
গীত বাদ্য মধ্যে মধ্যে মধুর বচন ॥ ৯৪
সর্ব্বদা নাসাতে লাগে গন্ধ সুশোভন।
দেখা যায় তাঁহাদের যজ্ঞের দহন ॥ ৯৫
হেন মহাপ্রভাব সে মুনি সাতজন।
তাঁহাদিগে উদ্দেশেতে করহ বন্দন ॥ ৯৬
যে জন করয়ে তাঁহাদিগে পরণাম।
সব দুঃখ দূরে যায় সিদ্ধ হয় কাম ॥ ৯৭
সুগ্রীবের এ বচন করিয়া শ্রবণ।
প্রণাম করিয়া সবে করিলা গমন ॥ ৯৮
কিষ্কিন্ধ্যা-নিকটে তবে সম্প্রাপ্ত হইয়া।
কহেন সুগ্রীব রামে বিনয় করিয়া ॥ ৯৯
প্রভু উপস্থিত হল্যে কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে।
কি করিব এবে আজ্ঞা করহ আমারে ॥ ১০০
শ্রীরাম কহেন মিতা আমার বচনে।
পুনর্ব্বার পূর্ব্বমতে সাজ তুমি রণে ॥ ১০১
এই মালা হইয়াছে তব দিব্য চিনু।
ইহা হৈতে জানিতে পারিব তোহে ভিন ॥১০২
অতএব দ্বারে গিয়া করহ গর্জ্জন।
করিবে এখনি বালী যুদ্ধে আগমন ॥ ১০৩
তার পর করিব আমিহ যেই কাজ।
সাক্ষাতে দেখিবে শীঘ্র তাহা কপিরাজ ॥ ১০৪
এত শুনি শ্রীসুগ্রীব প্রস্থান করিলা।
পূর্ব্বমতে প্রভু বৃক্ষ-আড়েতে থাকিলা ॥ ১০৫
যবে সে সুগ্রীব রাজা বাঢ়াল্য চরণ।
নাচিল তারার তবে দক্ষিণ নয়ন ॥ ১০৬
তবে কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে করিয়া গমন।
সুগ্রীব করিলা অতি বিকট গর্জ্জন ॥ ১০৭
সেই শব্দে সভয় হইয়া সব পাখী।
পলায়ন করিতেছে ছাড়ি ছাড়ি শাখী ॥ ১০৮
মৃগ মৃগপতি মত্ত মতঙ্গজগণ।
নিজ নিজ স্থান ছাড়ি করে পলায়ন ॥ ১০৯
আকাশ হইতে ভয়ে হইয়া কাতর।
পড়ি গেল কত স্থানে কত না খেচর ॥ ১১০

সেই ঘোরতর শব্দে তবে বলশালী।
কিষ্কিন্ধ্যাতে থাকিয়া শ্রবণ কৈলা বালী ॥ ১১১
শুনি মাত্র কোপেতে কম্পিত-কলেবর।
রক্তবর্ণ হল্য যেন প্রভাত-ভাস্কর ॥ ১১২
সন্ধ্যাসূর্য্য সম হল্য সুরক্ত-নয়ন।
হুহুঙ্কার করে চাপি দশনে দশন ॥ ১১৩
অতিশয় কোপ-বেগ সহিতে না পারে।
ধায় বীর ধরণী কাঁপায়্যা পদভারে ॥ ১১৪
তাহা নিরখিয়া তারা অতি ভীত-মন।
বাহু পসারিয়া কৈলা পথ-আবরণ ॥ ১১৫
কাতর-হৃদয় হয়্যা করিয়া অঞ্জলি।
কহিতেছে নিজনাথে করিয়া বিকলী ॥ ১১৬
একি একি প্রাণনাথ কর এ কেমন।
স্থির হয়্যা শুন কিছু আমার বচন ॥ ১১৭ *
তুমি হও বিবেচক সুস্থির পণ্ডিত।
তোমাতে এমত কোপ অতি অনুচিত ॥ ১১৮
পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করি যে জন।
কার্য্য করে তারে সবে করয়ে নিন্দন ॥ ১১৯
অতএব বিবেচনা করি মহাশয়।
পরেতে করিবে তাহা যাহা হিত হয় ॥ ১২০
দেখ দেখ সুগ্রীব হারিয়া তোমা ঠাঁই।
বাঁচিয়াছে কেবল মতঙ্গ-বন পাই ॥ ১২১
সর্ব্বদা তোমার ভয়ে অত্যন্ত কাতর।
না যাইতে পারে আর কোনো স্থানান্তর ॥ ১২২
তাহে পুন এখনি হারিয়া গেছে রণে।
আরবার দ্বারে আসি গর্জ্জয়ে কেমনে ॥ ১২৪
না করিয়া ইহার কারণ বিবেচন।
রণেতে পয়াণ মোরে না লাগে শোভন ॥ ১১২৪
ইহার যেমত দর্প আজি দেখা যায়।
ইথে বোধ হয় যেন পায়্যাছে সহায় ॥ ১২৫
অতএব রণে গিয়া নাহি কিছু কাজ।
গৃহে থাকি নানা সুখে করহ বিরাজ ॥ ১২৬
বালী বলে প্রিয়ে তুমি না হও কাতর।
সুগ্রীব হইতে মোর কিবা আছে ডর ॥ ১২৭

* একি একি প্রাণনাথ না হও অস্থির।
তুমি হও বিবেচক গম্ভীর সুস্থির ॥

তাহার বিক্রম যেন যেন বাহুবল।
আমার অবেদ্য, কিছু নহে সে সকল ॥ ১২৮
যদি বা তাহার কেহ হয়্যাছে সহায়।
সহায় সহিতে তবে বধিব তাহায় ॥ ১২৯
ত্রিলোকীতে হেন জন না দেখি নয়নে।
মোর সঙ্গে করিবারে পারে যেবা রণে ॥ ১৩০
অতএব নিশ্চিন্ত হইয়া বস্য ঘরে।
এই আমি বধ করি আসি সে বর্ব্বরে ॥ ১৩১
বালীর বচন শুনি তারা বুদ্ধিমতী।
পুনর্ব্বার বিনয়ে বোলয়ে তার প্রতি ॥ ১৩২
কপিরাজ শুনিয়াছি অঙ্গদ-বদনে।
দশরথ-পুত্র রাম এস্যাছেন বনে ॥ ১৩৩ *
পিতৃবাক্যে ছিলা তিঁহ পঞ্চবটী বনে।
সীতা-ভার্য্যা লক্ষ্মণ অনুজ লঞা সনে ॥ ১৩৪
তার ভার্য্যা হরি লয়্যা গিয়াছে রাবণ।
ভ্রাতা সঙ্গে করিছেন তাঁর অন্বেষণ ॥ ১৩৫
সেই রাম-সঙ্গে তব ভ্রাতা বুদ্ধিশালী।
অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া করিয়াছে মিতালী ॥ ১৩৬
বুঝি সেই সহায়েতে বলিষ্ঠ হইয়া।
গর্জ্জন করিছে আজি দ্বারেতে আসিয়া ॥ ১৩৭
সেই রাম হয়েন অত্যন্ত বলবান্।
অস্ত্র-শস্ত্রে মন্ত্র-তন্ত্রে পরম বিদ্বান্ ॥ ১৩৮
অতএব প্রাণনাথ শুনহ বচন।
আজি যুদ্ধে যোগ্য নহে তোমার গমন ॥ ১৩৯
আর দেখ সুগ্রীব তোমার সহোদর।
নানা গুণবান্ বল-পরাক্রম-ধর ॥ ১৪০
তার সঙ্গে চিরদিন বিবাদ-রক্ষণ।
কদাচ উচিত নহে এই মোর মন ॥ ১৪১
যদি বশ হয় সেহ অথবা অন্যথা।
তথাপি তোমার সেহ বান্ধব সর্ব্বথা ॥ ১৪২
তোমারে করিতে হয় তাহার পালন।
যোগ্য নাহি হয় তার বধিতে জীবন ॥ ১৪৩
এ লাগি তাহারে প্রীতি করি ডাকি আনি।
যুবরাজ করহ ইহাতে নাহি গ্লানি ॥ ১৪৪
যদি আস্যাছেন কাছে ভূপতি-তনয়।
তাঁর সঙ্গে মিল গিয়া তিঁহ মহাশয় ॥ ১৪৫
নানা রত্ন নানা দ্রব্য উপায়ন নিয়া।
মন্ত্রিগণ সঙ্গে করি তাঁরে দেখ গিয়া ॥ ১৪৬
যদি মোর প্রতি প্রীতি থাকয়ে তোমার।
প্রাণনাথ রাখ এই বচন আমার ॥ ১৪৭
এত শুনি বীর্য্যমদে মত্ত কপিপতি।
পুনর্ব্বার কহিছেন নিজ প্রিয়া প্রতি ॥ ১৪৮
প্রিয়ে তুমি জানিয়া আমার বিক্রমণ।
কহিতেছ কেন পুন অযোগ্য বচন ॥ ১৪৯
আমি বালী রাজা হই ত্রিলোকে দুর্জ্জয়।
মনুষ্য হইতে মোর ভয় কিবা হয় ॥ ১৫০
বধিলাম মায়াবী দুন্দুভি দুই বীর।
পরাজয় করিলুঁ রাবণ দশশির ॥ ১৫১
আজি যদি মনুষ্য হইতে ডরাইব।
ধিক্ ধিক্ কি কার্য্যেতে জীবন রাখিব ॥ ১৫২
এক রাম কিবা তুমি দেখাও আমারে।
শত রাম আল্যে মোর কি করিতে পারে ॥ ১৫৩
রাজপুত্র বলি তারে কহিছ মিলিতে।
এক্ষণ উচিত নহে এ কার্য্য করিতে ॥ ১৫৪
সখ্য করিয়াছে সেহ মোর শত্রু-সনে।
এক্ষণ তাহার সঙ্গে মিলিব কেমনে ॥ ১৫৫
আর কহিতেছ তুমি যে কথা আমারে।
সুগ্রীবে আনিয়া যুবরাজ করিবারে ॥ ১৫৬
ইহা কোনোমতে আমি না পারি সহিতে।
অদ্যাপি কুক্রিয়া তার সদা জাগে চিতে ॥ ১৫৭
শুন শুন অই তার গভীর গর্জ্জন।
সহিতে পারয়ে ইহা বীর কোন্ জন ॥ ১৫৮
যদি তুমি বারণ করিছ বধিবারে।
না বধিব তবে বান্ধি আনিব তাহারে ॥ ১৫৯
যাহ যাহ প্রিয়ে তুমি ফিরিয়া ভবনে।
রাম হৈতে কিছু শঙ্কা না করিবে মনে ॥ ২৬০
শুনিয়া স্বামীর বাক্য তারা শুদ্ধমতি।
কহিছে কাতর হয়্যা পুন তার প্রতি ॥ ১৬১
প্রাণনাথ বিবেচক-বরিষ্ঠ হইয়া।
কহিতেছ কিবা বিবেচনা না করিয়া ॥ ১৬২
একি একি অদ্ভুত-বিক্রম-আকরে।
সামান্য মনুষ্য-বুদ্ধি কর রঘুবরে ॥ ১৬৩

* তথাচ, অধ্যাত্মরামায়ণে,—
"আহ মামঙ্গদঃ পুত্রো মৃগয়ায়াং শ্রুতং বচঃ ॥"
ইত্যাদি।

পশুপতি-পিনাক ভাঙ্গিল যেই জন।
ভৃগুপতি-মহাদর্প করিলা খণ্ডন ॥ ১৬৪
সসৈন্যে বধিল যেই সদূষণ খরে।
ইহাতে সামান্য নর-বুদ্ধি কেবা করে ॥ ১৬৫
আর শুনিয়াছি রাম দুন্দুভিশরীরে।
ফেল্যাছেন চারিশত ক্রোশের বাহিরে ॥ ১৬৬
নিজ বাহুবীর্য্য দেখাইতে সে দেবরে।
সপ্ততাল বেধ করাছেন এক শরে ॥ ১৬৭
এ সকল কর্ম্ম দেখি হেন হয় মন।
হইবেন ইহঁ বুঝি দেব নারায়ণ ॥ ১৬৮
তাঁহা বিনে পশুপতিপিনাক-ভঞ্জন।
ত্রিলোকীতে করিতে পারয়ে কোন্ জন ॥ ১৬৯
তাঁরে পাই সুগ্রীব হয়্যাছে বলবান্।
অতএব তাঁর যুদ্ধে না কর পয়াণ ॥ ১৭০
প্রীতি কর তাঁর সঙ্গে যেরূপেতে হয়।
অন্যথা হইতে পারে জীবনে সংশয় ॥ ১৭১
শুনিয়াছি সত্য করাছেন রঘুরায়।
সুগ্রীবে দিবেন রাজ্য বধিয়া তোমায় ॥ ১৭২
অতএব না মিলিবে যদি তাঁর সনে।
পলায়ন কর তবে তুমিহ কাননে ॥ ১৭৩
আপাত শুনিতে কটু মোর এই কথা।
শুনি প্রাণনাথ মনে নাহি ভাব ব্যথা ॥ ১৭৪
উত্তর কালের হিত কহিতেছি আমি।
কদাচ অন্যথা ইহা নাহি কর স্বামি ॥ ১৭৫
রাবণের সঙ্গদোষে বালী দুষ্ট-মন।
ভাল নাহি মানে হেন তারার বচন ॥ ১৭৬
কিঞ্চিৎ কুপিত হয়্যা তবে কপিপতি।
কহিবারে আরম্ভিলা প্রেয়সীর প্রতি ॥ ১৭৭
শুন শুন তারা তুমি আমার ভারতী।
করিতেছ কোন্ গুণে রামে বিষ্ণু-মতি ॥ ১৭৮
ভাঙ্গিলা ভবের ধনু ইথে কি বিস্ময়।
মোর আগে সে পিনাক তৃণতুল্য হয় ॥ ১৭৯
ভার্গবের মহাদর্প করিলা খণ্ডন।
একে বিপ্র তাহে বৃদ্ধ সে কি জানে রণ ॥ ১৮০
সসৈন্যে বধিলা খর দূষণ ত্রিশির।
চর জান তা সবারে নহে তারা বীর ॥ ১৮১
দুন্দুভির দেহ ফেলাইলা দূরদেশে।
কিবা জানা যাবে বল অস্থিমাত্র-শেষে ॥ ১৮২
সপ্ততাল-বেধ-কথা যদি কহ তবে।
যদি সত্য হয় তবে এইমত হবে ॥ ১৮৩
সেই বৃক্ষে আছে মোর বাণের বিবর।
তাহাতেই পাইয়া থাকিবে তার শর ॥ ১৮৪
এসকল কর্ম্মে তারে বিষ্ণু-বুদ্ধি করে।
হেন কে নির্বুদ্ধি আছে ভুবন-ভিতরে ॥ ১৮৫
যদ্যপি হইত সেই জন নারায়ণ।
কিরূপে হরিল তার রমণী রাবণ ॥ ১৮৬
তব পরামর্শে আমি কভু না ভুলিব।
আপনার পরাক্রম ছাড়িতে নারিব ॥ ১৮৭
যদি বা উপাড়ে রাম সুমেরু ভূধর।
কিম্বা শরে শুষ্ক করে সকল সাগর ॥ ১৮৮
অথবা বাণেতে দহে সকল সংসার।
তভু তাহা হৈতে ভয় না হয় আমার ॥ ১৮৯
আর শুন যদি রাম সত্য বিষ্ণু হয়।
তবে কিবা আছে মোর তাঁহা হৈতে ভয় ॥ ১৯০
নারায়ণ সম-ভাব হন সর্ব্বজনে।
তিঁহ কেন বধিবেন মোরে অকারণে ॥ ১৯১
তারা কহে বুঝিলুঁ বুঝিলুঁ মহাশয়।
ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু অন্যথা না হয় ॥ ১৯২
তাঁর যদি মনে ইচ্ছা হয় লুকাইতে।
কার সাধ্য আছে তবে অন্যথা করিতে ॥ ১৯৩
কহিতেছ বিষ্ণু হন সর্ব্বত্র সমান।
তবে কেন বধিবেন তিঁহ মোর প্রাণ ॥ ১৯৪
ইহা সত্য বটে কিন্তু ভক্ত-অপমান।
সহিতে নারেন কোনোমতে ভগবান্ ॥ ১৯৫
অতএব তাঁর ভক্ত-পক্ষপাত দোষে।
মহাগুণ বলি সব মুনিগণ ঘোষে ॥ ১৯৬
দেখ ভক্ত-অপমান সহিতে না পারি।
প্রহ্লাদের পিতারে বধিলা শ্রীমুরারি ॥ ১৯৭
দেবগণ-পক্ষপাত করি নারায়ণ।
কতবার বধিলেন কত দৈত্যগণ ॥ ১৯৮
তাঁহার চরণে লয় যে জন শরণ।
যেন তেন মতে তারে করেন রক্ষণ ॥ ১৯৯
এহতো সুগ্রীব ছাড়ি সকল বিষয়।
একান্তত করিয়াছে শ্রীরামে আশ্রয় ॥ ২০০
অতএব যাহাতে তাহার যাবে ব্যথা।
তাহাই করিবা রাম না হবে অন্যথা ॥ ২০১

এত ভাবি তোমারে কাহলুঁ হিত আমি।
করহ যে ইষ্ট হয় তব কপিস্বামি॥ ২০২
এত শুনি পুন বালী কোপে কহে তাঁরে।
যে হকু সে হকু না পারিব ফিরিবারে॥ ২০৩
নিজে শূর বিখ্যাত হইয়া ত্রিজগতে।
স্ত্রী-বুদ্ধিতে ক্লীবকর্ম্ম করিব কিমতে॥ ২০৪
দেখাইলে আপনার সৌহার্দ্দ আমারে।
এবে সবে লয়্যা যাহ ভবন-মাঝারে॥ ২০৫
এই আমি এখনি সুগ্রীবে করি জয়।
ফিরিয়া আইলুঁ বলি জানহ নিশ্চয়॥ ২০৬
এত শুনি তারা তার জানিয়া আশয়।
মঙ্গল-আচার কৈলা যেই যোগ্য হয়॥ ২০৭
প্রদক্ষিণ করি সহচরীগণ-সনে।
গৃহেতে ফিরিয়া গেলা সশঙ্কিত মনে॥ ২০৮
এথা বালী পুন শুনি সুগ্রীব-গর্জ্জন।
ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়্যা করিলা গমন॥ ২০৯
যাত্রাকালে দেখে সেহ নানা অমঙ্গল।
তথাপি না ফিরিল অলঙ্ঘ্য কালবল॥ ২১০
দ্বারেতে দাঁড়ায়্যা দূরে সুগ্রীবে দেখিয়া।
কালানল হেন কোপে উঠিল জ্বলিয়া॥ ২১১
কাঁপিতে লাগিল কোপে তার কলেবর।
নয়ন হইল যেন প্রভাত-ভাস্কর॥ ২১২
কটিতটী-ধটী আঁটি পরি কপিবর।
কহিতেছে যেমন গর্জ্জয়ে ধরাধর॥ ২১৩
অরে অতি নষ্ট কপি দুষ্ট শুনহ বচন।
একি মারিবারে চুলে তোরে ধর্য্যাছে শমন॥ ১৪
তেঁই বারবার মোর-দ্বার-দেশেতে আসিয়া।
করি শব্দ ঘোর ক্রোধ মোর দিতেছ জ্বালিয়া॥
আজি এইক্ষণে প্রাণে প্রাণে গিয়াছ বাঁচিয়া।
পুন কার বলে রণস্থলে আইলি ফিরিয়া॥ ২১৬
তুমি জান মোর যেন জোর বিক্রম যেমন।
তবে কেন হেথা আল্যে বৃথা হারাত্যে জীবন॥
এবে তোরে ধরি নখে করি করিব খণ্ডন।
আজি না ফিরাব দেখাইব শমন-সদন॥ ২১৮
শুনি বালিবাণী কপিমণি শ্রীসুগ্রীব কন।
শুন দুষ্টমতি কপিপতি আমার বচন॥ ২১৯
তুমি যে কহিলে কার বলে আল্যে পুনর্ব্বার।
শুন শাস্ত্রসিদ্ধ অবিরুদ্ধ উত্তর তাহার॥ ২২০
দেখ যার বলে ভূমিতলে ধরে গজগণ।
তথা গ্রহরাশি দেব ঋষি ধরে সমীরণ॥ ২২১
কব কিবা আর বলে যার তুমি বলবান্।
মাল্যে দুন্দুভিরে দশশিরে কৈলে অপমান॥২২২
সেই নারায়ণ সর্ব্বজন-বলের কারণ।
আমি তাঁরি বলে রণস্থলে কৈলুঁ আগমন॥ ২২৩
দেখ তাঁহা বিনে ত্রিভুবনে বল আছে কার।
তাহে দুষ্টমন মূর্খজন করে অহঙ্কার॥ ২২৪
তার সাক্ষী তুমি কপিস্বামী করি ক্ষুদ্র কাজ।
মান আপনারে এ সংসারে সর্ব্ববীর-রাজ॥২২৫
আজি তাঁর বলে এই স্থলে তোমারে বধিব।
আমি মহাপাপ তব দাপ বিনাশ করিব॥ ২২৬
আর তুমি মোরে মারিবারে ইচ্ছা কর চিতে।
ইহা অসম্ভব নহে সব পারয়ে হইতে॥ ২২৭
কিন্তু এ আমার প্রতি তাঁর যদি কৃপা থাকে।
তবে না পারিবে হারাইবে তুমি আপনাকে॥২৮
কহে তারাপতি ও দুর্ম্মতি একি তো বর্ব্বর।
তুমি কোন্ গুণে নারায়ণে কৈলে আত্মাকর॥২৯
একি আগে তোর করযোড় করি জনার্দ্দন।
আছে দাঁড়াইয়া তা দেখিয়া গরব এমন॥ ২৩০
আমি বুঝিলাম তুমি রাম-রাজারে পাইয়া।
তাহে নরহরি বোধ করি গিয়াছ ভুলিয়া॥২৩১
তার শুনি শুনি গর্ব্ববাণী সাহস করিয়া।
বুঝি যুদ্ধ-আশে মোর পাশে আস্যাছ ফিরিয়া॥
শুনি এত কথা পাই ব্যথা তপনকুমার।
অতি ক্ষুব্ধচিতে ইন্দ্রসুতে কহে পুনর্ব্বার॥ ২৩৩
শুনি অতি মূঢ় বড় গূঢ় প্রভু-ব্যবহার।
তাহা বুঝিবারে নাহি পারে হৃদয় তোমার॥২৩৪
তুমি মধুপান-হতজ্ঞান পাপেতে পূরিত।
তেঁই না দেখিতে পাও চিতে প্রভুর চরিত॥৩৫
প্রভু আত্মারাম পূর্ণকাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
তাঁরে গুণবলে জাতি কুলে পাইতে নারয়॥২৩৬
কিন্তু আছে তাঁর গুণসার করুণা আখ্যান।
হয়্যা বশ তার যার তার সঙ্গেতে বেড়ান॥ ২৩৭
সেহ গুণ তাঁর এ সংসার ব্যাপিয়া আছয়।
কিন্তু পাত্রগুণে কোনো স্থানে কভু প্রকাশয়॥
যেন সূর্য্যতেজে সদা রাজে সর্ব্বত্র অনল।
কিন্তু অয়স্কান্ত-মণি-প্রান্ত-সঙ্গেতে উজ্জ্বল॥২৩৯

হেন কৃপাবান্ ভগবান্ প্রকট ভূমিতে।
রঘু-রাজ-কুলে ভক্তকুলে পালন করিতে ॥২৪০
তাঁর করুণাতে দৃষ্টিপাতে হয়্যা বলধর।
আমি পাঠাইব আজি তব প্রাণে যমঘর ॥২৪১
তুমি মূঢ় তাঁরে কর না রে ঈশ্বরেতে লেখা।
এ ত যোগ্য ভায় কোথা পায় পেঁচা সূর্য্য-দেখা
শুনি এ উত্তর কপিবর গর্জ্জিয়া গভীর।
কহে সু-ীবেরে কোপভরে কম্পিতশরীর ॥ ২৪
'ওরে মূঢ়মতি তোর প্রতি বিষ্ণু-কৃপাবল।
আছে কি প্রকার অদ্য তার দেখা যাবে ফল ॥
আমি মুষ্টিপাতে তোর মাতে করিব চূর্ণিত।
তুমি উচ্চরবে ইষ্টদেবে ডাকহ ত্বরিত ॥ ২৪৫
এত কহি বীর সুগভীর সিংহনাদ করি।
কৈল মুষ্টিপাত সূর্য্যজাত-বক্ষের উপরি ॥ ২৪৬
তাহে সূর্য্যসূনু ক্লিষ্টতনু রাম রাম করে।
উঠে অনিবার রক্তধার বদনবিবরে ॥ ২৪৭
সেহ নিশ্বে সারি বৃক্ষ ধরি বলে উপাড়িয়া।
মারিলেক বালি-বুকে ভালি বেগে ঘুরাইয়া ॥৩৪৮
সেহ কপীশ্বর তরুবর-ঘায় বক্ষস্থলে।
করি মরি মরি ঘুরি ঘুরি পড়িলা ভূতলে ॥ ২৪৯
সেই ক্ষণান্তরে আপনারে সুস্থির করিয়া।
উঠি মহাগুরু শালতরু নিল উপাড়িয়া ॥ ২৫০
ধরি তার মূলে করতলে করি নিক্ষেপিলা।
তাহা রামামত্র সূর্য্য-পুত্র ধরিয়া লইলা ॥ ২৫১
পরে এক গিরি-শৃঙ্গ ধরি ইন্দ্রের নন্দন।
তারে করি ভগ্ন রণে মগ্ন করিলা ক্ষেপণ ॥ ২৫২
তাহা নিরখিয়া তেন নিয়া শৃঙ্গ একখান।
করি অবহেলা চালাইলা সূর্য্যের সন্তান ॥২৫৩
সেই শৃঙ্গ তুটী বেগে ছুটি উভয়ে ঠেকিয়া।
তারা মধ্যস্থলে ভূমিতলে পড়িল ভাঙ্গিয়া ॥২৫৪
তবে কুপি বালী দিয়া গালি সুগ্রীবে ধরিলা।
সেহ রোষে মাতি হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভিলা ॥
তারা চুলাচুলি ঠেলাঠেলি করে অনিবার।
কভু হাতে হাতে মাতে মাতে করয়ে প্রহার ॥
কভু মুষ্টিপাত পদাঘাত প্রচণ্ড চাপড়।
কভু কোপভরে মাতি ধরে দশনে কামড় ॥২৫৭
তারা তুইজন করে রণ অতি ঘোরতর।
যেন পক্ষ ধরি তুই গিরি করয়ে সমর ॥ ২৫৮
পরে হেনমতে উভয়েতে অনেক যুঝিলা।
পরে সুগ্রীবেরে বালী জোরে পরাস্ত করিলা ॥
সেহ বাহুবলে ভূমিতলে তাহারে পাড়িয়া।
তার সুবিশালে উরস্থলে বসিলা চড়িয়া ॥ ২৬০
বুকে বসি বলে হেন কালে ডাক রে বর্ব্বর।
যারে বিষ্ণু বল কোথা গেল সেহ তোর নর ॥২৬১
আসি যুদ্ধ করি মোরে মারি বাঁচাকু তোমারে।
তাহা না হইলে এই গেলে তুমি যমদ্বারে ॥২৬২
এত বাণী শুনি রঘুমণি ভক্ত-অপমান।
দেখি ক্রুদ্ধমনে ধনুর্গুণে জুড়িলেন বাণ ॥ ২৬৩
পরে ধরি বাণ ধনুখান করি আকর্ষণ।
শর দিলা ছাড়ি মন্ত্র পড়ি শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৬৪
সে শর সমীরবেগে করিয়া পয়াণ।
বাজিল বালী। বুকে বজ্রের সমান ॥ ২৬৫
বুক বেধ করি বাণ পৃষ্ঠে হল্য পার।
পড়িল ভূতলে বালী করি হাহাকার ॥ ২৬৬
মূর্চ্ছিত হইয়া সেহ যখন পড়িল।
তার ভয়ে সভূধর-ধরণী কাঁপিল ॥ ২৬৭
তাহা দেখি লক্ষ্মণাদি সবে সঙ্গে করি।
সেখানে আইলা প্রভু নিশাচর-অরি ॥ ২৬৮
সুগ্রীব উঠিয়া তবে ভূতল হইতে।
রামচন্দ্র আগে দাঁড়াইলা সুখিচিতে ॥ ২৬৯
মুহূর্ত্তেক পরে বালী পাইয়া চেতন।
চক্ষু মেলি আগে রামে করে দরশন ॥ ২৭০
অনুমানে জানি সেহ তবে রঘুবরে।
কহিবারে আরম্ভিলা কুপিত অন্তরে ॥ ২৭১
মনে অনুমান করি আমি জানিলাম।
হবে তুমি দশরথ-নৃপ-পুত্র রাম ॥ ২৭২
কহ কহ তুমি রাম করি বিবরণ।
বধিলে কি কারণেতে আমার জীবন ॥ ২৭৩
কিছু দোষ করি নাই নিকটে তোমার।
নাহি করি কিছু তব রাজ্যে অপকার ॥ ২৭৪
তাহে অন্য সঙ্গে যুদ্ধে ছিলাম মগন।
হেনকালে কেন বাণ করিলে ক্ষেপণ ॥ ২৭৫
অন্যজন সঙ্গে যেবা করয়ে সমর।
তাহারে বধিলে পাপ হয় সুবিস্তর ॥ ২৭৬
ধার্ম্মিক করুণাবান্ সুশীল আচার।
এই সব গুণ কহে লোকেতে তোমার ॥ ২৭৭

সেই সব বাক্যে মুই বিশ্বাস করিয়া।
আইলাম যুদ্ধে তারা-বাণী না মানিয়া ॥ ২৭৮
লোকবাক্যে ভুলি না জানিলুঁ তব রূপ।
তুমি হও তৃণেতে আচ্ছন্ন যেন কূপ ॥ ২৭৯
বেশ দেখি তোহে বোধ হয় তপোধন।
এমত কদর্য্য কেন তব আচরণ ॥ ২৮০
সূর্য্যকুলে জন্ম লয়্যা এ বেশ ধরিয়া।
কোন জন করে রাম এমত কুক্রিয়া ॥ ২৮১
দশরথ রাজা ছিলা অত্যন্ত ধর্ম্মিষ্ঠ।
তাঁর পুত্র হয়্যা কেন তুমিহ পাপিষ্ঠ ॥ ২৮২
ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়া রাজা পাপিষ্ঠ তোমারে।
জন্ম-দান করিলেক রাম কি প্রকারে ॥ ২৮৩
বিবেচনা ক্ষমা দয়া দুষ্টের দমন।
এসকল গুন ধবে রাজা যেই জন ॥ ২৮৪
তোমাতে না দেখি রাম তাহা কিছুমাত্র।
কিরূপে হইবে তুমি রাজ্যভোগপাত্র ॥ ২৮৫
ভূমি ধন আর নারী বিগ্রহে কারণ।
এখানে না দেখি কিছু সেই প্রয়োজন ॥ ২৮৬
বনেতে আমার রাজ্য ধন পুষ্প-ফল।
রমণী আমার হয় বানরী সকল ॥ ২৮৭
ইহাতে তোমার লোভ ঘটিতে না পারে।
তবে কেন অকারণে বধিলে আমারে ॥ ২৮৮
ভক্ষ্য নহে মোর মাংস ধার্য্য নহে চর্ম্ম।
অস্থিতেও না হইতে পারে কোনো কর্ম্ম ॥২৮৯
শশক শল্লকী গোধা কচ্ছপ গণ্ডার।
এই পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষ্য সবাকার ॥ ২৯০
শৃগাল কুক্কুর নর বানর কুম্ভীর।
এই পঞ্চ পঞ্চনখ ভক্ষ্যের বাহির ॥২৯১
আমি ত ইহার মধ্যে হইয়ে বানর।
তবে কেন মোরে নষ্ট করিলে বর্ব্বর ২৯২
এমত নির্দ্দয় তুমি যদি হও ভূপ।
তবে প্রজা সব দুঃখ পাবে নানারূপ ॥২৯৩
বুঝি দশরথ এই বিবেচনা করি।
পাঠায়্যাছে তোহে এই কাননভিতরি ॥ ২৯৪
রাজ্যে যোগ্য নহ তুমি অধর্ম্মতৎপর।
লুকায়্যা বধিলে একি নিষ্ঠুর বানর ॥ ২৯৫
সাক্ষাৎ হইয়া যদি করিতে সমর।
নিশ্চয় দেখিতে আজি তুমি যমঘর ॥ ২৯৬

যে হকু করিয়া তুমি এমত কু-কাজ।
কি কহিবে সুশীল-ধার্ম্মিক-লোকমাজ ॥ ২৯৭
যদি কহ বধিলাম নিজ প্রয়োজনে।
তথাপি বলিবে মূর্খ তোহে সর্ব্বজনে * ॥ ২৯৮
যে কার্য্য উদ্দেশে তুমি বধিলে আমারে।
সুগ্রীব হইতে তাহা সিদ্ধ হত্যে নারে ॥ ২৯৯
যদি বা হইতে পারে হবে বহুকালে।
নানাবিধ আয়োজনে অনেক জঞ্জালে ॥ ৩০০
সে কার্য্য লাগিয়া যদি মোরে দিতে ভার।
করিয়া দিতাম আমি অদ্যই উদ্ধার ॥ ৩০১
যেমত আমার বীর্য্য বিক্রম যেমন।
সুগ্রীবমুখেতে করি থাকিবে শ্রবণ ॥ ৩০২
গলে বান্ধি আনিয়া দিতাম দশাননে।
এই স্থানে রাক্ষস পিশাচ লঙ্কা সনে ॥ ৩০৩
নিজ কার্য্য না বুঝিয়া না মানিয়া ধর্ম্ম।
হঠাৎ করিলে রাম কেন এ কুকর্ম্ম ॥ ৩০৪
বালীর বদনে শুনি এত দুর্ব্বচন।
তার প্রতি কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩০৫
নাহি জান ধর্ম্ম নাহি জান লোকাচারে।
বালি কেন মিথ্যা দোষ দিতেছ আমারে ॥৩০
নাহি জান শাস্ত্র নাহি কর সাধুসঙ্গ।
কিরূপে জানিবে কপি ধর্ম্মের প্রসঙ্গ ॥ ৩০৭
অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হয় ধর্ম্মের প্রকার।
জ্ঞানিজন ভুলে তাহে পশু কোন্ ছার ॥ ৩০৮
তুমিহ দিতেছ যেই দূষণ আমারে।
তাহার উত্তর শুন শাস্ত্র অনুসারে ॥ ৩০৯
নরপতি হয় যেই অযোধ্যা নগরে।
তাহার রাজত্ব এই ধরণী-উপরে ॥ ৩১০
পশু-পক্ষি-মনুষ্যেতে যত দুষ্টজন।
রাজা হয়্যা সে সবার করয়ে পালন ॥ ৩১১
তাহাতে সংপ্রতি রাজা শ্রীভরত বীর।
পরম ধার্ম্মিক সত্যবাদী মহাধীর ॥ ৩১২

* যদি কহ নিজ কার্য্যে বধিলাম তোরে।
তথাপি সকলে মূর্খ বলিবে তোমারে ॥

তাহার শাসনে মোরা ভ্রমিয়ে কাননে।
শাসন করিতে যাবদীয় দুষ্টজনে * ॥ ৩১৩
তুমি নিজ ভ্রাতা এই সুগ্রীবের প্রতি।
করিয়াছ নানামতে অন্যায় দুর্ম্মতি ॥ ৩১৪
কাড়ি লইয়াছ রাজ্য বসন ভূষণ।
অপর কি কব কাড়ি লয়্যাছ ভবন ॥ ৩১৫
এ লাগি লইলা এহ আমারে শরণ।
অতএব তোহে আমি করিলুঁ মারণ ॥ ৩১৬
যদি কহ অন্য-সঙ্গে করিছিলুঁ রণ।
লুকায়্যা থাকিয়া কেন বধিলে জীবন ॥ ৩১৭
তাহার উত্তর শুন কপি দিয়া মন।
শাস্ত্রে বিধি আছে ইহা না হয় দূষণ ॥ ৩১৮
শত্রু-বধ মৃগ-বধ সমান রাজার।
বিশেষ দেখিয়ে মৃগ-বধে কিছু আর ॥ ৩১৯
লুকায়্যা থাকিয়া কিম্বা দাঁড়ায়্যা সাক্ষাতে।
মৃগেরে মারিতে পারে রাজা স্ব-ইচ্ছাতে ॥ ৩২০
জাগ্রত অথবা সুপ্ত পলায়ন করে।
স্ত্রীসঙ্গমে কিম্বা থাকে অন্যের সমরে ॥ ৩২১
যে কোনো প্রকারে রাজা যদি মৃগে মারে।
তার বধ-পাপ কভু নাহি লাগে তারে ॥ ৩২২
এ লাগি দুষ্মন্ত আদি ধার্ম্মিক নৃপতি।
বধিছিলা মৃগয়াতে নানা মৃগ-জাতি ॥ ৩২৩
তুমিহ হয়্যাছ তাহে মৃগ-জাতিভেদ।
শাখামৃগ করি মর্কটেরে কহে বেদ ॥ ৩২৪
অতএব পাপ নাহি বধিলে তোমারে।
বিশেষে পাপিষ্ঠ তুমি জানয়ে সংসারে ॥ ৩২৫
আর এক তব বধে আছে যে কারণ।
দুষ্ট কপি মন দিয়া করহ শ্রবণ ॥ ৩২৬
কনিষ্ঠ সোদর শিষ্য আপননন্দন।
সর্ব্বমতে সম হয় এই তিন জন ॥ ৩২৭
এ তিন জনের ভার্য্যা ভগিনী সোদর।
এই চারি জনে তুল্য কহে দ্বিজবর ॥ ৩২৮
তাহে তুমি ধর্ম্ম-ভয় পরিত্যাগ করি।
লইয়াছ এই সুগ্রীবের নারী হরি ॥ ৩২৯

এই হেতু বধিলাম তোহে শর মারি।
স্বরাজ্যে অধর্ম্ম মোর সহিতে না পারি ॥ ৩৩০
আর শুন প্রতিজ্ঞা করয়্যাছি লোকমাজ।
তোহে বধি সুগ্রীবে করিব কপিরাজ ॥ ৩৩১
অতএব যদ্যপি বা এ অধর্ম্ম হয়।
তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কভু যোগ্য নয় ॥ ৩৩২
ক্ষত্রিয়ের পর-ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা-পালন।
প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় নরকে গমন ॥ ৩৩৩
মোরে বনবাস দিয়া বরঞ্চ মরিলা।
তবু দেখ পিতা মোর প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥ ৩৩৪
এ সব কারণে আমি বধিলাম তোরে।
তুমি ধর্ম্ম নাহি জানি দোষ দাও মোরে ॥ ৩৩৫
ইহাতেও নাহি ভাব তুমি কিছু দুখ।
উত্তর কালেতে ইথে হবে তব সুখ ॥ ৩৩৬
যে পাপী জনের দণ্ড করে নরপতি।
সে পাপ হইতে পায় অক্লেশে মুকতি ॥ ৩৩৭
শুদ্ধ না হইয়া মরে যেই পাপী জন।
পরলোকে হয় তার নরকে গমন ॥ ৩৩৮
তুমিহ আমার শরে পবিত্র হইয়া।
দিব্য সুখ ভোগ কর ইন্দ্রপুরে গিয়া ॥ ৩৩৯
এত শুনি শ্রীরামের গভীর বচন।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা বালী করে নিবেদন ॥ ৩৪০
রঘুবর যে কহিলে তুমি মোর প্রতি।
এ সকল সত্য আমি জানিলুঁ সম্প্রতি ॥ ৩৪১
তব বাণে আর বরে শুদ্ধ হল্য মন।
হৃদয়ে স্ফুরিল এবে তারার বচন ॥ ৩৪২
বুঝিলাম তুমি রাম হবে নারায়ণ।
অন্যথা ঘটিতে নারে বিক্রম এমন ॥ ৩৪৩
এক বাণে মোরে জয় করে হেন জন।
ত্রিলোকীর মাঝে নাহি হয় দরশন ॥ ৩৪৪
না জানি তোমারে আমি অনেক কু-বাণী।
কহিয়াছি তাহা ক্ষমা কর শার্ঙ্গপাণি ॥ ৩৪৫
স্বভাবেতে পশুজাতি মোরা মন্দমতি।
কিরূপে জানিব তব তত্ত্ব রঘুপতি ॥ ৩৪৬
করিলে আমারে মুক্ত পাতক হইতে।
আর এক কথা মোর হইবে রাখিতে ॥ ৩৪৭
তুমি হও সর্ব্বভূত-পালন কারণ।
করিবে আমার সব বান্ধবে রক্ষণ ॥ ৩৪৮

---

* তথাচ—
"তে বয়ং শাসনাৎ তস্য চরন্তঃ পৃথিবীমিমাম্।
ধর্ম্মাতিক্রমিণাং ধর্ম্ম্যং কুর্ম্মহে দণ্ডধারণম্ ॥

ভরত-সমান প্রীতি করিবে সুগ্রীবে।
লক্ষ্মণ-সমান স্নেহ অঙ্গদে রাখিবে॥ ৩৪৯
তারা বড় প্রিয়তমা আছিল আমার।
অবজ্ঞা না করে যেন সুগ্রীব তাহার॥ ৩৫০
সুগ্রীবে সর্ব্বদা তুমি করুণা করিবে।
তবে এই কপিরাজ্য পালিতে পারিবে॥ ৩৫১
শ্রীরাম কহেন বালী শুনহ বচন।
উত্তর কালের লাগি না কর চিন্তন॥ ৩৫২
সুগ্রীব আমার দেহ অঙ্গদ তনয়।
ইহাদের লাগি মোরে কহিতে না হয়॥ ৩৫৩
মিতা মোর বিবেচনাযুক্ত জানে সবে।
তারার সম্মান লাগি কহিতে না হবে॥ ৩৫৪
এইরূপ প্রভু-মুখে শুনি মিষ্ট কথা।
দূর হয়্যা গেল যেন বালীর সে ব্যথা॥ ৩৫৫
হেন কালে বালি-বধবার্ত্তা লোকমুখে।
শ্রবণ করিযা তারা ডুবি গেল দুখে॥ ৩৫৬
শুনি মাত্র মূর্চ্ছা-গত পড়িল অমনি।
ছিন্নমূল রম্ভা যেন লোটায় ধরণী॥ ৩৫৭
ক্ষণকাল পরে সেই পাইয়া চেতন।
রণস্থল অভিমুখে করিলা গমন॥ ৩৫৮
সঙ্গে সঙ্গে যায় তার অঙ্গদ নন্দন।
দাস দাসী কত আর মন্ত্রি-বন্ধুগণ॥ ৩৫৯
যায় যায় তারা পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত।
পুন উঠি কান্দি কান্দি চলয়ে ত্বরিত॥ ৩৬০
সম্বরণ নাহি করে বসন-ভূষণ।
আপন স্বামীর পাশে করিল গমন॥ ৩৬১
ভূতলে পতিত নিজ পতিরে দেখিয়া।
পড়িল তাহার পদে মূর্চ্ছিত হইয়া॥ ৩৬২
ক্ষণকাল পরে পুন পাইয়া চেতন।
বুকে করাঘাত করি করয়ে ক্রন্দন॥ ৩৬৩
একি একি প্রাণপতি, অবলাজনার গতি,
ভূমেতে পড়িয়া কি কারণ।
বস্ত্র বস্ত্র অঙ্গ তুলি, ডাক মোরে প্রিয়া বলি,
রাখ রাখ আমার জীবন॥ ৩৬৪
দিব্য দিয়া শত শত, করিলুঁ বারণ কত,
কোনোমতে কথা না শুনিলে।
ঠেকিলে শক্রর হাতে, প্রাণ যায় শরাঘাতে,
কেন নাথ এ কাজ করিলে॥ ৩৬৫
হরিলে ভ্রাতার নারী, তারে দিলে দূর করি,
অনুচিত কৈলে আচরণ।
তার ফল এত দিনে, পাইলে রামের বাণে,
প্রাণনাথ হারাল্যে জীবন॥ ৩৬৬
আমি অতি ক্রূরমতি, দেখি তোমা হেন পতি,
হেন মতে পতিত ভূতলে।
প্রাণ না বাহির হৈল, বুক নাহি বিদরিল,
কেবা মোরে স্নেহবতী বলে॥ ৩৬৭
মলিন তোমার মুখ, দেখিয়া বাড়য়ে দুখ,
মুখ দেখি বুক ফাটি যায়।
হায় বিধি কি করিল, কেন হেন দুখ দিল,
কি করিব যাইব কোথায়॥ ৩৬৮
প্রাণনাথ একবার, চাহ চাহ আপনার,
দাসী প্রতি মিলিয়া নয়নে।
কান্দে পড়ি পদতলে, প্রাণপুত্র নাও কোলে,
স্থির কর মধুর বচনে॥ ৩৬৯
একি এত কান্দি আমি, উত্তর না দাও তুমি,
কপিনাথ একি অকরণ।
আমার দুর্দ্দৈববলে, সুগ্রীবের ভাগ্যফলে,
কাল হল্য এ রঘুনন্দন॥ ৩৭০
এত কহি তারা উঠি স্বামী কোলে নিয়া।
পুনর্ব্বার কহিতেছে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ ৩৭১
প্রাণনাথ একি কর অযোগ্য করণ।
মোরে রাখি পরলোকে করিছ গমন॥ ৩৭২
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহু অভাগী আমারে।
দেখিতে হইল স্বামি-মরণ যাহারে॥ ৩৭৩
সে রমণী কেন জন্মে ভুবন-মাঝার।
ক্ষণেক বিধবা বলি নাম হয় যার॥ ৩৭৪
যাবৎ আছহ বনে ক্রূর পশুগণ।
মোর প্রতি কর তোরা কৃপা বিতরণ॥ ৩৭৫
তোরা সবে মিলি কাক-গৃধ্র-পক্ষি-সঙ্গে।
ছিটি ছিটি খাও মোর মাংস নানা রঙ্গে॥ ৩৭৬
এইরূপে বালিপ্রিয়া কহিতে কহিতে।
সুগ্রীব শ্রীরামে আগে পাইলা দেখিতে॥ ৩৭৭
তাহা দেখি কোপে অতি অরুণ-নয়ন।
কহিতেছে কান্দি কান্দি কঠোর বচন॥ ৩৭৮
ভাল ভাল সুগ্রীব করিলে ভাল কাজ।
ক্ষুদ্র রাজ্য লাগিয়া বধিলে কপিরাজ॥ ৩৭৯

হয়্যাছিলে এত যদি রাজ্যে লুব্ধমতি।
তবে কেন কহ নাই তুমি মোর প্রতি ॥ ৩৮০
আমি ইহা জানিলে কহিয়া এ রাজারে।
দেয়াত্যাম রাজ্যভাগ উচিত তোমারে ॥ ৩৮১
তোমা হেন দুষ্টবুদ্ধি কঠিন-হৃদয়।
ত্রিলোকীতে অন্যজন দর্শন না হয় ॥ ৩৮২
একে সহোদর ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ পুন তায়।
নষ্ট করাইলে তুমি কি করি ইহায় ॥ ৩৮৩
যে করিলে সেই ভাল সংপ্রতি আমারে।
বিনষ্ট করাও কহি আপন মিতারে ॥ ৩৮৪
রামচন্দ্র তব নাহি আছে ধর্ম্মভয়।
অতএব মোরে নষ্ট করা যোগ্য হয় ॥ ৩৮৫
পূর্ব্বেতেও নষ্ট করিয়াছ তাড়কারে।
সেইরূপে মোরেও পাঠাও যমদ্বারে ॥ ৩৮৬
এহতো স্ত্রীবধ তব নহে অনুচিত।
তোমার পিতার কর্ম্ম আছয়ে বিদিত ॥ ৩৮৭
নির্দ্দোষে বধিলা তিঁহ ব্রাহ্মণ-তনয়।
তাঁর পুত্র তোমার স্ত্রীবধ যোগ্য হয় ॥ ৩৮৮
এ কি সবে কহে তোহে ধার্ম্মিক পণ্ডিত।
মোর দৈবে বুঝি তাহা হল্য বিপরীত ॥ ৩৮৯
নির্দ্দোষে বধিলে তুমি স্বামীরে আমার।
কিরূপে দেখাবে মুখ সভার মাঝার ॥ ৩৯০
তারার বদনে শুনি এ সব ভারতী।
অধোমুখ হইলা সুগ্রীব রঘুপতি ॥ ৩৯১
প্রিয়ার ক্রন্দন শুনি সজল-নয়ন।
সুগ্রীবে গদ্‌গদস্বরে বালী কিছু কন ॥ ৩৯২
ভাই ভাই সুগ্রীব শুনহ কিছু কথা।
থাকিল আমার মনে বড় এক ব্যথা ॥ ৩৯৩
বিধি প্রতিকূল হয়্যা দিল বড় দুখ।
না করিল তোহে মোহে সহবাসসুখ ॥ ৩৯৪
সংসারে জন্মিয়া সহোদর-ভাই-সনে।
সহবাস-সম সুখ নাহি ত্রিভুবনে ॥ ৩৯৫
তাহা না হইল কভু তোমাতে আমাতে।
বিধি প্রতিকূল হৈয়া বাধ কৈল তাতে ॥ ৩৯৬
সম্প্রতি তুমিহ এই পিতৃ-রাজ্য লয়্যা।
পালন করহ সদা সাবধান হয়্যা ॥ ৩৯৭
বড় ব্যথা দিতেছে রামের তীক্ষ্ণশরে।
আর প্রাণ নাহি রহে মোর কলেবরে ॥ ৩৯৮
এ সময়ে আমি তোহে দিব কিছু ভার।
যদ্যপি দুষ্কর তভু কর অঙ্গীকার ॥ ৩৯৯
প্রাণাধিক প্রিয় মোর অঙ্গদ-কুমার।
পালন করিবে তুমি সর্ব্বদা ইহার ॥ ৪০০
না লইবে কোনো দোষ করিবে পিরীতি।
শিখাইবে তাহা যাহে জানে ধর্ম্মনীতি ॥ ৪০১
অদ্যাবধি হইলে ইহার তুমি বাপ।
এই কার্য্য করা যেন নাহি পায় তাপ ॥ ৪০২
সুষেণদুহিতা তারা দিলাম তোমারে।*
রাখিবে আদর করি সর্ব্বদা ইহারে ॥ ৪০৩
পরম সুবুদ্ধি হয় এই মোর প্রিয়া।
ইহার সম্মতি লয়্যা করা সব ক্রিয়া ॥ ৪০৪
তুমিহ রামের কার্য্যে তৎপর হইবে।
আজ্ঞা না করিতে কার্য্য নিষ্পন্ন করিবে ॥ ৪০৫
অন্যথা করিলে হবে অধর্ম্ম বিস্তর।
কুপিলেও বিনাশ করিবা রঘুবর ॥ ৪০৬
সংপ্রতি অঙ্গদে দাও মোর কোলে ধরি।
মৃত্যুকালে একবার আলিঙ্গন করি ॥ ৪০৭
সুগ্রীব এতেক শুনি বালীর বচন।
ভূমে পড়ি ফুকরিয়া করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪০৮
পরে উঠি অঙ্গদের ভুজে ধরি আনি।
বালীর কোলেতে দিলা দুখিত-পরাণী ॥ ৪০৯
মস্তক আঘ্রাণ করি পুত্রে কোলে নিয়া।
কহিতে লাগিলা বালী কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৪১০
পুত্র শুন সাবধান হয়্যা মোর কথা।
না ভাবিবে আমার মরণে বহু-ব্যথা ॥ ৪১১
সংসার স্বভাব এই আছয়ে নিশ্চয়।
জন্মিলে অবশ্য সবে মরিবারে হয় ॥ ৪১২
সংপ্রতি জানহ পিতা করিয়া সুগ্রীবে।
অকপটে নিরন্তর ইহারে সেবিবে ॥ ৪১৩
এহ বটে বিবেচক তোহে স্নেহবান্।
করিবে পালন তব অধিক সম্মান ॥ ৪১৪
যদি কিছু অপ্রিয়াচরণ কভু করে।
সহিয়া থাকিবে নাহি কহিবে অপরে ॥ ৪১৫

তথাচ ভট্টিঃ—"দদৌ স দয়িতাং ভ্রাত্রে মালাঞ্চাগ্র্যাং হিরণ্ময়ীম্।" ইতি

নৃপতির প্রীতি-রক্ষা বড়ই দুষ্কর।
অতএব সদা হবে তাহাতে তৎপর ॥ ৪১৬
সুগ্রীবের শত্রুসনে কভু না মিলিবে।
ইহার শত্রুর পক্ষ লোকে না রাখিবে ॥ ৪১৭
না দিবে ইহার কভু বচনে বচন।
না করিবে ইহার বিরুদ্ধ আচরণ ॥ ৪১৮
অবিশ্বাস অথবা বিশ্বাস অতিশয়।
না করিবে অথচ করিবে এ উভয় ॥ ৪১৯
অনুমতি না পাই না বসিবে আসনে।
অনুমতি বিনে নাহি চড়িবে বাহনে ॥ ৪২০
সুগ্রীবের কোনো বাক্যে হেলা না করিবে।
যাহাতে ইহার সুখ তাহাই সাধিবে ॥ ৪২১
যাবে তারে ডাকিলেও কি আজ্ঞা বলিয়া।
আপুনি উত্তর দিবে সম্ভ্রান্ত হইয়া ॥ ৪২২
উচ্চ কথা না কবে অত্যুচ্চ না হাসিবে।
অত্যন্তগভীর হইয়া আগে না রহিবে ॥ ৪২৩
প্রীতি করি দিবে যেই বসনভূষণ।
সর্ব্বদা অঙ্গেতে তাহা করিবে ধারণ ॥ ৪২৪
সাক্ষাতে পরোক্ষে সদা প্রশংসা করিবে।
থাকিলেও দোষ কোনো জনে না কহিবে ॥৪২৫
না করিবে অধিক মন্ত্রণা কারো সঙ্গে।
ইহার সমান বেশ না ধরিবে অঙ্গে ॥ ৪২৬
সুখ দুঃখ যবে যেই উপস্থিত হবে।
তাহা ভুঞ্জি সুগ্রীবের বশ হয়্যা রবে ॥ ৪২৭
করিবে শ্রীরাম-কার্য্য সদা প্রাণপণে।
অগ্রসর হবে নিজে রাবণের রণে ॥ ৪২৮
দোষ-বুদ্ধি কভু না করিবে রঘুবরে।
তবেই মঙ্গল হবে সংসার-ভিতরে ॥ ৪২৯
এত কহি কৃতাঞ্জলি হয়্যা কপিপতি।
কহিবারে আরম্ভিলা রামচন্দ্র প্রতি ॥ ৪৩০
রঘুবর তুমি হও সর্ব্বভূত-গতি।
নিবেদন শুন কিছু আমার সম্প্রতি ॥ ৪৩১
প্রথম অবধি যার নাহি থাকে ধন।
তাহারে না কহি কভু আমিহ কৃপণ ॥ ৪৩২
পূর্ব্বে ধনী থাকিয়ে দরিদ্র পরে হয়।
তাহারেই দুঃখী বলি সকলেতে কয় ॥ ৪৩৩
এইতো তনয় মোর পূর্ব্বে ধনী ছিল।
আমিহ মরিলে এবে দুঃখিত হইল ॥ ৪৩৪
অতএব কৃপা করি আপুনি আমারে।
নিরবধি পালন করিবে এ কুমারে ॥ ৪৩৫
ইন্দ্রদত্ত আছে মোর কণ্ঠে হেমদাম।
ইহা কণ্ঠে ধরিলে সফল হয় কাম ॥ ৪৩৬
এই মালা আপুনি করহ অঙ্গীকার।
লক্ষ্মণে বা দাও কিম্বা ভ্রাতারে আমার ॥ ৪৩৭
দিতেছে বড়ই ব্যথা মোর তব শর।
উদ্ধার করহ শীঘ্র ইহা রঘুবর ॥ ৪৩৮
প্রাণ মোর আর নাহি থাকে কলেবরে।
আজ্ঞা দাও যাই এবে আমি লোকান্তরে ॥৪৩৯
কপিবর-বচন শুনিয়া রঘুপতি।
কহিছেন আর্দ্রচিতে মধুর ভারতী ॥ ৪৪০
কপিরাজ পুনঃপুনঃ অঙ্গদের লাগি।
অনুরোধ করি কেন কর লজ্জাভাগী ॥ ৪৪১
পূর্ব্বেতেই কহিয়াছি আমিহ তোমায়।
অঙ্গদের লাগি চিন্তা না কর হিয়ায় ॥ ৪৪২
যাহ তুমি মহেন্দ্র-ভবনে মোর বরে।
সুখভোগ কর গিয়া সানন্দ অন্তরে ॥ ৪৪৩
ওহে মিত্র তুমি মোর অনুমতিবলে।
এই স্বর্ণমালা ধর আপনার গলে ॥ ৪৪৪
তুমি পরিলেই হবে সন্তোষ আমার।
বালীর হৃদয়ে হবে আনন্দ অপার ॥ ৪৪৫
এত শুনি সুগ্রীব শ্রীরামের বচন।
এককালে হল্যা হর্ষ-শোকাবিষ্ট-মন ॥ ৪৪৬
মালা-লাভে হল্য তাঁর আনন্দ-উদয়।
ভ্রাতার মরণে হল্য শোক অতিশয় ॥ ৪৪৭
তবে তিঁহ সূর্য্যদত্ত আপন মালায়।
উত্তারি লইয়া দিলা অঙ্গদ-গলায় ॥ ৪৪৮
তাহা দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণ কপিগণ।
করিলেন বহু মতে তাঁরে প্রশংসন ॥ ৪৪৯
বার বার ডাকে বালী আক্ষ ভাই বলি।
তিঁহ তার কাছে গেলা হয়্যা কৃতাঞ্জলি ॥৪৫০
তবে বালী মালা লয়্যা স্বকণ্ঠ হইতে।
প্রীতি করি দিলা নিজ ভ্রাতার পাণিতে ॥ ৪৫১
সেহ সেই মালা লয়্যা মস্তকেতে ধরি।
প্রণাম করিলা তাঁর চরণেতে পড়ি ॥ ৪৫২
তবে রামচন্দ্র বাণ-মূলেতে ধরিয়া।
বালি-বক্ষস্থল হৈতে লইলা তুলিয়া ॥ ৪৫৩

সেইত বাণের তেজ প্রকাশিল হেন।
তড়িত বাহির হয় মেঘ হতো যেন ॥ ৪৫৪
তবে বাণ-ব্রণেতে ব্যাকুল তারাপতি।
প্রাণ তেজি গেলা পুরন্দর-পুরী প্রতি ॥ ৪৫৫
মরণ-সময়ে রাম আগে দাঁড়াইয়া।
কতবার কৈলা নাম শ্রীরাম বলিয়া ॥ ৪৫৬
তভু ইন্দ্র-পদ মাত্র সে বালী পাইল।
সুগ্রীবের অপরাধে মুক্তি না হইল ॥ ৪৫৭
শুন শুন ভক্তজন সুস্থির হইয়া।
ভক্ত অপরাধ ছাড় যতন করিয়া ॥ ৪৫৮
নিজ অপরাধ প্রভু পারে সহিবারে।
ভক্ত অপরাধ কভু সহিতে না পারে ॥ ৪৫৯
অতএব বালীর না হইল মোচন।
বরঞ্চ হইতে যোগ্য নরক-দর্শন ॥ ৪৬০
তথাপি লজ্জিত হয়্যা বালীর বচনে।
পাঠাইলা প্রভু তারে মহেন্দ্রভবনে ॥ ৪৬১
সেহ রামচন্দ্র-বরে পাই ইন্দ্রপদ।
করিতে লাগিলা ভোগ বিচিত্রসম্পদ ॥ ৪৬২
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রাম-রসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪৬৩

ইতি শ্রীরামরসায়নে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডলীলা-বর্ণনে
বালিবধো নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক।

সুগ্রীবস্যাভিষেকেণাভিষেকেণেব বল্লরীম্।
প্রভিজ্ঞাং সফলাং কুর্ব্বন্ রামভদ্রোঽস্তু নো
গতিঃ ॥ ১

বালীর মরণ দেখি অত্যন্ত কাতর।
বানর-বানরীগণ কান্দে উচ্চস্বর ॥ ২
সুগ্রীব অঙ্গদ তারা হইয়া মূর্চ্ছিত।
ভূতলে পড়িলা নাহি কাহার সম্বিত ॥ ৩
ক্ষণেক পরেতে পুন পাইয়া চেতন।
মুক্তকণ্ঠে সকলেতে করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪
ধরণীতলেতে পড়ি, শিরে করাঘাত করি,
কান্দিতেছে বালীর সুন্দরী।
প্রাণনাথ কহ কথা, মোরে নাহি দাও ব্যথা,
উঠিবস্থ নিদ্রা পরিহরি ॥ ৫
বুঝিলাম আমা হৈতে, ভূমি তব নানামতে,
হইয়াছে প্রিয় বিলক্ষণ।
এলাগি আমারে ছাড়ি, রহিয়াছ তাহে পড়ি,
বুঝি করি দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ৬
যদি মোরে কদাচিৎ, দেখিতে উদ্বিগ্ন-চিৎ,
কতমতে করিতে সান্ত্বন।
আজি কান্দি ভূমে পড়ি,কত না ব্যাকুলী করি,
কেন নাহি কহিছ বচন ॥ ৭
করি নাই কিছু পাপ, তবে কেন দাও তাপ,
মোরে ছাড়ি যাহ যমবাসে।
তোমার উচিত কার্য্য, এ নহে বানর-বর্য্য
ডাকি নাও মোরে নিজ পাশে ॥ ৮
দিব্যনানা-গুণপাত্র, প্রাণাধিক মোর পুত্র,
কান্দে পড়ি তব পদতলে।
আঘ্রাণ লইয়া মাতে, আশীর্ব্বাদ করি সুতে,
তুলি লও নিজ বক্ষঃস্থলে ॥ ৯
বিধি কি করিল কাজ, পড়িল মাথায় বাজ,
বুঝি নাথ তোহে নিল হরি।
হায় হায় কি করিব, কোথা গেলে তোহে পাব,
স্থির নাহি হয় হরি হরি ॥ ১০
আর নাহি তোমা সনে, বিহার করিব বনে,
আর না করিব মধুপান।
না শুনিব মিষ্ট ভাষ, না শোব তোমার পাশ,
আর না করিব কভু মান ॥ ১১
তনয় বান্ধবগণে, ছাড়ি এ দুঃখিনীজনে,
তুমি নাথ করিলে গমন।
সব আশা দূরে গেল, দশদিক্ শূন্য হৈল,
কি করিবা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১২
এইরূপে কান্দে তারা ভূতলে পড়িয়া।
ফেলিল অঙ্গের সব ভূষণ খুলিয়া ॥ ১৩
তাহারে ব্যাকুল দেখি যতেক বানরী।
উঠাইয়া বসাইল সকলেতে ধরি ॥ ১৪
তাহা দেখি মহামতি পবননন্দন।
করিছেন নানা মতে তাহারে সান্ত্বন ॥ ১৫

শুন শুন মহারাণি আমার বচন।
স্থির কর স্থির কর আপনার মন ॥ ১৬
সংসারের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই হয়।
জন্মিলেই অবশ্য পাইতে হয় লয় ॥ ১৭
কদাচ অন্যথা ইহা হইতে না পারে।
ইথে কেন এত শোক কর অবিচারে ॥ ১৮
তাহে বালী ধর্ম্মবলে আর প্রভু-বরে।
গিয়াছেন মনোহর মহেন্দ্র-নগরে ॥ ১৯
তাঁর প্রতি শোক করা না হয় উচিত।
করিলেও শোক কিছু না হইবে হিত ॥ ২০
বরঞ্চ ইহাতে হবে তাঁর অমঙ্গল।
বান্ধব-রোদনে ক্ষয় হয় পুণ্যফল ॥ ২১
তব পুত্র যুবরাজ যখন হইবে।
তখন এ সব শোক তুমি পাসরিবে ॥ ২২
সংপ্রতি করিতে যোগ্য স্বামীর যে ক্রিয়া।
তাহা কর স্থির হয়্যা অঙ্গদে লইয়া ॥ ২৩
এত শুনি তারা কহে কান্দিয়া কান্দিয়া।
হনুমান্ কি করিব তনয় লইয়া ॥ ২৪
পতি-হীন রমণীর কি কাজ নন্দনে।
কি কাজ রাজ্যেতে গৃহে বসন-ভূষণে ॥ ২৫
কহিতেছ পুত্র দেখি দুঃখ পাসরিবে।
বায়ুপুত্র ইহা কেন কর্ণে প্রবেশিবে ॥ ২৬
পতিস্পর্শে রমণীর যেই সুখোদয়।
কোটিপুত্র-পরশে সে সুখ নাহি হয় ॥ ২৭
অতএব আমি শোক সহিতে নারিব।
স্বামি-সঙ্গে অনলেতে পুড়িয়া মরিব ॥ ২৮
সংপ্রতি করিতে যোগ্য রাজার যে কাজ।
দেবরে করিতে কহ তাহা মন্ত্রিরাজ ॥ ২৯
কোন বিষয়েতে মোর নাহি অধিকার।
সুগ্রীব সকল কার্য্যে উপযুক্ত তাঁর ॥ ৩০
এত কহি পুন তারা ভূতলে পড়িয়া।
কান্দিবারে আরম্ভিলা ধৈরয ছাড়িয়া ॥ ৩১
তারার ক্রন্দন শুনি দেখিয়া ভ্রাতায়।
কান্দয়ে সুগ্রীবরাজা কাতর-হিয়ায় ॥ ৩২
ধিক্ ধিক্ মোরে ধিক্ আমার জীবনে।
করিলাম কি কাজ নিন্দিত ত্রিভুবনে ॥ ৩৩
ক্ষুদ্র রাজ্য লাগিয়া বধিলুঁ সহোদর।
মোর মুখ না দেখিবে কেহ নিজ পর ॥ ৩৪
ইহলোকে হইল অত্যন্ত অপযশ।
পরলোকে হবে বড় যমের সাধ্বস ॥ ৩৫
কোথা গেল তেন মোর ভ্রাতা কপিপতি।
বীর শূন্য হল্য এত দিনে বসুমতী ॥ ৩৬
আর কে শিখাবে নীতি কে শিখাবে রণ।
কেবা আর করিবেক প্রজার পালন ॥ ৩৭
আত্ম-সুখ লাগি দুঃখ দিলাম সবারে।
মোর মত কদর্য্য কে আছয়ে সংসারে ॥ ৩৮
এত কহি ভূমিতলে দেয় গড়াগড়ি।
ফুকুরী কান্দয়ে শিরে করাঘাত করি ॥ ৩৯
তাহা দেখি করুণা-সাগর রঘুমণি।
করিছেন তাঁর প্রতি সান্ত্বন আপনি ॥ ৪০
মিতা কেন এত হইতেছ শোকাবিষ্ট।
শোকের কেবল ফল হয়্যাছে অনিষ্ট ॥ ৪১
হেন শোকে অবকাশ দিয়া কি কারণে।
দুঃখ দাও আপনার তনু-প্রাণ মনে ॥ ৪২
যার লাগি হইতেছ কাতর-হৃদয়।
বুঝিলে সে নাহি হয় শোকের বিষয় ॥ ৪৩
কহ শুনি ভ্রাতা বলি শোক কর যার।
পূর্ব্বজন্মান্তরে ছিল সেহ কে তোমার ॥ ৪৪
পরে বা হইবে কেবা তার নাহি স্থৈর্য্য।
তবে কেন হইতেছ এমত অধৈর্য্য ॥ ৪৫
তৃণ যেন নদীবেগে ভাসিয়া বেড়ায়।
মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য তৃণ-সঙ্গ পায় ॥ ৪৬
জীব তেন কর্ম্মবশে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।
কভু আসি জন্মে কারো পুত্রাদি হইয়া ॥ ৪৭
পুন কর্ম্মবেগে পায় দেহান্তর যবে।
পূর্ব্ব বন্ধু সম্বন্ধ না থাকে কিছু তবে ॥ ৪৮
সেই জীব জ্ঞানানন্দ-নির্ম্মল-মূরতি।
কারো সঙ্গে নাহি আছে তাহার সঙ্গতি ॥ ৪৯
অতএব তার লাগি যে করে ক্রন্দন।
অতিশয় নিরর্থক এই আচরণ ॥ ৫০
যদি কহ নাহি কান্দি জীবের উদ্দেশে।
কিন্তু সহোদর এই দেহের বিশ্লেষে ॥ ৫১
তবে শুন যদি দেহ অভীষ্ট হইত।
তবে যত্নে রাখিলে উদ্বেগ বিনাশিত ॥ ৫২
এই জড় পঞ্চভূতকার্য্য বিনশ্বর।
এহ কি হইতে পারে প্রীতির আকর ॥ ৫৩

প্রীতি-পাত্র অন্য নহে জীবাত্মা বিহনে।
তাহে শোক খণ্ডিয়াছি পূর্ব্বের বচনে ॥ ৫৪
আর এক মন দিয়া শুন ইতিহাস।
যাহার শ্রবণে হবে শোকের বিনাশ ॥ ৫৫
উশীনর-দেশে ছিলা সুযজ্ঞ-আখ্যান।
নরপতি অতি খ্যাত ধনী বীর্য্যবান্ ॥ ৫৬
সেহ শত্রু-সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মরিল।
তবে তার জ্ঞাতি সব কান্দিতে লাগিল ॥ ৫৭
শ্মশানে আসিয়া তার যাবৎ রমণী।
কান্দিতে লাগিল যেন বালীর ঘরণী ॥ ৫৮
এইরূপে সন্ধ্যাকাল আসিয়া মিলিল।
তথাপি তাহারে তারা দহিতে না দিল ॥ ৫৯
তাহা দেখি কৃপা করি আসিয়া শমন।
বালক হইয়া কহিছিলা এ বচন ॥ ৬০
একি দেখি তোরা সব বয়সে প্রবীণ।
তবে কেন হইতেছ শোকে এত দীন ॥ ৬১
যেখান হইতে আসিছিল এই জন।
সেইখানে গেল ইথে শোক কি কারণ ॥ ৬২
তোমরাও কিছু পরে যাইবে সেথায়।
তবে কেন শোক নাহি কর আপনায় ॥ ৬৩
হইয়াছে পঞ্চভূত হৈতে এই দেহ।
কিছুকালে লয় হবে পঞ্চভূতে সেহ ॥ ৬৪
তারো জন্ম-মৃত্যু আত্মবশ নাহি হয়।
ঈশ্বর ইচ্ছাতে কালে তাহার উদয় ॥ ৬৫
অতএব তোরা আর না কর ক্রন্দন।
কান্দিলে বা কোন্ জন করিবে শ্রবণ ॥ ৬৬
যে জন শুনিত আর যে দিত উত্তর।
সেহ দেহ ছাড়িয়া গিয়াছে লোকান্তর ॥ ৬৭
এ লাগি না কান্দ তোরা অকারণে আর।
করাহ উচিত যেই ইহার সংস্কার ॥ ৬৮
এত কহি অন্তর্হিত হইলা শমন।
তাহারাও শোক তেজি হলা শান্ত-মন ॥ ৬৯
তুমিহও স্থির হয়্যা তেজহ রোদন।
করহ তারারে আর অঙ্গদে সান্ত্বন ॥ ৭০
ভ্রাতৃবধ কৈলুঁ বলি যেই আপনারে।
নিন্দা করিতেছ ইহা ঘটে না বিচারে ॥ ৭১
ঈশ্বর আছেন সব জীবের অন্তরে।
তাঁহার প্রেরণে সবে সব কর্ম্ম করে ॥ ৭২
তাঁহার যে ইচ্ছা তাহা লঙ্ঘন করিতে।
কেহো নাহি পারে কভু আপন বুদ্ধিতে ॥ ৭৩
তাঁহারেই দৈব করি সব শাস্ত্রে কয়।
যে দৈবেরে কোনো জন লঙ্ঘিতে নারয় ॥ ৭৪
সেই দৈব হেতু হইয়াছে এই কাজ।
ইহা কি লঙ্ঘিতে শক্তি তব কপিরাজ ॥ ৭৫
অতএব সব খেদ করি পরিহার।
উঠিয়া করহ নিজ ভ্রাতার সংস্কার ॥ ৭৬
তারা আর অঙ্গদেরে কর আশ্বাসন।
তোমারে কাতর দেখি কান্দে সব জন ॥ ৭৭
তুমিহ হইলে এবে নাথ সবাকার।
এমত কাতর্য্য আর সাজে না তোমার ॥ ৭৮
অঙ্গদ উঠহ বাপ তেজিয়া রোদন।
পুত্রের উচিত ক্রিয়া করহ এক্ষণ ॥ ৭৯
সান্ত্বনা করহ বাপ আপন মাতারে।
পালিতে হইবে তোহে এক্ষণ উঁহারে ॥ ৮০
কপিরাজ-রাণী তুমি হও স্থিরমন।
তোমারে ব্যাকুল দেখি ব্যাকুল নন্দন ॥৮১
দেখ অস্তাচলেতে চলিলা দিবাকর।
স্বামীর উত্তর-ক্রিয়া করহ সত্বর ॥ ৮২
শ্রীরাম-বদনে শুনি এ সব বচন।
উঠিলা সকলে তারা তেজিয়া ক্রন্দন ॥ ৮৩
তবে প্রভু কহিছেন পবননন্দনে।
যাহ যাহ তুমি শীঘ্র বালীর ভবনে ॥ ৮৪
আন এক অপূর্ব্ব শিবিকা মনোহর।
দিব্য গন্ধ-মাল্য দিব্য বসন-বিস্তর ॥ ৮৫
সজ্জ হকু বলবান্ অনেক বানর।
বহি লয়্যা যাইবে যাহারা কপীশ্বর ॥ ৮৬
এত শুনি তার-নাম মন্ত্রী সঙ্গে করি।
হনূমান্ গেলা তবে কিষ্কিন্ধ্যা-ভিতরি ॥ ৮৭
লইয়া সকল দ্রব্য সেই সমুচিত।
পুনর্ব্বার রাম-আগে আইলা তুরিত ॥ ৮৮
তবে সব কপিগণে হরিধ্বনি করি।
চঢ়াইলা বালি-দেহ চতুর্দ্দোলোপরি ॥ ৮৯
দিব্য বস্ত্রে ঢাকি গন্ধ পুষ্প মালা দিয়া।
শ্মশানে লইয়া গেলা স্কন্ধেতে করিয়া ॥ ৯০
পাছে পাছে সুগ্রীবাদি যত কপিগণ।
কান্দিতে কান্দিতে সবে করিলা গমন ॥ ৯১

নানা ধন ছড়াইয়া আগে কপি ধায়।
সব পিছে নারীগণ কান্দি কান্দি যায়॥ ৯২
তবে তারা যথাবিধি দহি কপীশ্বরে।
তর্পণ করিতে গেলা পম্পা-সরোবরে॥ ৯৩
স্নান করি বিধিমতে করিয়া তর্পণ।
শ্রীরামচন্দ্রের কাছে করিলা গমন॥ ৯৪
শোকেতে কাতর পড়ি প্রভু-পদতলে।
কান্দি কান্দি সুগ্রীব প্রভুরে কিছু বলে॥ ৯৫
প্রভু আমি যে করিলুঁ কদর্য্য আচার।
তব কৃপা বিনে ইথে না দেখি নিস্তার॥ ৯৬
হইল অত্যন্ত পাপ দুর্যশ বিস্তর।
কিরূপে দেখাব মুখ সভার ভিতর॥ ৯৭
তরিব কি করি এই লজ্জা-পয়োধিতে।
ভাবি স্থির করিতে না পারি কিছু চিতে॥ ৯৮
যদি এক কথা মোর রাখহ আপনি।
তবে কিছু স্থির হই আমি রঘুমণি॥ ৯৯
অঙ্গদেরে সিংহাসনে অভিষেক করি।
দাও প্রভু ইহারেই রাজত্ব নগরী॥ ১০০
সিংহাসনে দেখিয়া আমিহ বাপধনে।
সে হেন ভ্রাতার শোক পাসরিব মনে॥ ১০১
আমিহ তোমার কাছে থাকি অবিরত।
ও চরণকমল সেবিব ইচ্ছামত॥ ১০২
নাহি চাহি আমি রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা-ভিতর।
বসন-ভূষণ রামা গৃহ রঘুবর॥ ১০৩
সুশীল সুবুদ্ধি হয় অঙ্গদ কুমার।
মোর বাক্যে করি দিবে কার্য্য সে তোমার॥১০৪
এই কৃপা কর প্রভু তুমি মোর প্রতি।
তবে স্থির হতে পারি আমি রঘুপতি॥ ১০৫
শুনি বাণী বুঝিবারে অঙ্গদের মন।
মৌন হয়্যা রহিলা শ্রীরাম একক্ষণ॥ ১০৬
খুড়ার বচন শুনি অঙ্গদ সুমতি।
জোড়হাত করি কহিছেন প্রভু প্রতি॥ ১০৭
প্রভু শুনিলেন মোর খুড়ার বচন।
আপুনি করিবে ইথে উত্তর অর্পণ॥ ১০৮
কহিছেন মোরে সমর্পিতে রাজ্য ভার।
অতি অনুচিত এই বচন খুড়ার॥ ১০৯
এহ সিংহাসন যোগ্য হয় কি আমার।
কুকুরেতে খায় কোথা সিংহের আহার॥ ১১০
খুড়া বর্ত্তমানে মোরে সাজে না রাজত্ব।
ব্রাহ্মণ থাকিতে যেন অন্যে আচার্য্যত্ব॥ ১১১
হইবেন খুড়া এই রাজ্যে অধিকারী।
থাকিব নিযুক্ত আমি দাস্যেতে ইহাঁরি॥ ১১২
এইত কহিলুঁ আমি প্রভু নিজ-মন।
করহ আপুনি ইথে যোগ্য আজ্ঞাপন॥ ১১৩
এত শুনি অঙ্গদেরে রঘুমণি কন।
ভাল ভাল চিরজীবী হও বাপধন॥ ১১৪
তোমাতে আশ্চর্য্য নহে এমত আশয়।
উত্তমবংশেতে কি অধম কভু হয়॥ ১১৫
দেখিয়া তোমার হেন গুরুজনে রতি।
বড়ই আনন্দযুক্ত হল্য মোর মতি॥ ১১৬
সুগ্রীবে কহেন প্রভু মিতা শুন শুন।
নাহি কর তুমি মনে এত ব্যথা পুন॥ ১১৭
উঠি বস্য স্থির হও স্থির কর মন।
করহ আমার কিছু বচন শ্রবণ॥ ১১৮
কহিল আমারে যেই অঙ্গদ কুমার।
এই যোগ্য হয় আর অভীষ্ট আমার॥ ১১৯
দিয়াছেন বালী রাজা তোহে এই রাজ্য।
ইথে অন্য নরপতি নাহি হয় স্নায্য॥ ১২০
অতএব তুমি রাজা হও এই পদে।
যৌবরাজ্যে অভিষেক করহ অঙ্গদে॥ ১২১
তবেই সফল হয় প্রতিজ্ঞা আমার।
আনন্দিত হইবেক চিত্ত সবাকার॥ ১২২
না কর দুর্যশ আর পাপ হৈতে ভয়।
রাজাদের এই ব্যবহার সিদ্ধ হয়॥ ১২৩
রাজ্য লাগি কেহ মারে আপন পিতারে।
কেহ বা তনয়ে কেহ সোদর-ভ্রাতারে॥ ১২৪
অমর অসুর সব কশ্যপনন্দন।
রাজ্য লাগি কৈল তারা কতবার রণ॥ ১২৫
ইন্দ্রের প্রপৌত্র হয় বলি দৈত্যবর।
স্বর্গরাজ্য লাগি তাহে মাল্য পুরন্দর॥১২৬
মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানে শুক্রাচার্য্য।
তাহাতেই বাঁচিল সে বলি অসুরার্য্য॥ ১২৭
ইন্দ্রের সম্বন্ধে ভ্রাতুষ্পুত্র বৃত্রাসুর।
তাহারে বধিলা সেহ লজ্জা করি দূর॥ ১২৮
এইমত আর কত অসুর অমরে।
রাজ্য লাগি কতবার যুদ্ধ করি মরে॥ ১২৯

অতএব সব শঙ্কা বর্জ্জন করিয়া।
রাজ্যে অভিষিক্ত হও বান্ধব লইয়া ॥ ১৩০
প্রথমে ভ্রাতার প্রেতক্রিয়া সিদ্ধি করি।
পরেতে বসিবে রাজসিংহাসনোপরি ॥ ১৩১
প্রভুর বদনে শুনি এ সব বচন।
সুগ্রীব উঠিয়া তাঁরে করে নিবেদন ॥ ১৩২
যে আজ্ঞা করিলে প্রভু আপুনি আমারে।
কার সাধ্য ইহার লঙ্ঘন করিবারে ॥ ১৩৩
রঘুবর তব পদ-প্রসাদ-সম্পদে।
পাইলাম আমি নিজ পিতৃ-রাজ্যাপদে ॥ ১৩৪
তোমার আজ্ঞাতে নিজপুরী-মাঝে গিয়া।
করিব ভ্রাতার সমুচিত যেই ক্রিয়া ॥ ১৩৫
পরেতে প্রভুর এই আজ্ঞা অনুসারে।
লইব আপন রাজ্যাপদ অধিকারে ॥ ১৩৬
কিন্তু এক ইচ্ছা করি আমি রঘুরাজ।
কৃপা করি সিদ্ধ কর তুমি সেই কাজ ॥ ১৩৭
আপুনি সকল আগে কিষ্কিন্ধ্যা-ভিতরে।
প্রবেশ করহ সঙ্গে লয়্যা ভ্রাতৃবরে ॥ ১৩৮
যথাশক্তি তোমাদের করিয়া অর্চ্চন।
পরেতে করিব যেই কৈলে আজ্ঞাপন ॥ ১৩৯
চরণ-কমল-রেণু করি সমর্পণ।
পবিত্র করহ মোর পুরী-নিকেতন ॥ ১৪০
এত শুনি মিতার মুখেতে মিষ্টবাণী।
কহিছেন তাঁর প্রতি প্রভু শার্ঙ্গপাণি ॥ ১৪১
মিতা তব পুরে আর আমার নগরে।
কিছু ভেদ-বুদ্ধি মোর নাহিক অন্তরে ॥ ১৪২
যেই তব ঘর সেই মোর ঘর হয়।
যেই তুমি সেই আমি জানহ নিশ্চয় (১) ॥ ১৪৩
অতএব তব গৃহে গমন করিতে।
কিছু মাত্র অন্যথা না আছে মোর চিতে ॥ ১৪৪
কিন্তু পিতৃ-বাক্যে আমি দ্বিসপ্ত বৎসর।
নাহি প্রবেশিব ঘর অথবা নগর ॥ ১৪৫
অতএব লক্ষ্মণেরে সঙ্গেতে করিয়া।
যাহ তুমি কিষ্কিন্ধ্যাতে সকলে লইয়া ॥ ১৪৬
প্রেতকার্য্য করি নিজে হইয়া ভূপতি।
যুবরাজ করিবে অঙ্গদে শুদ্ধমতি ॥ ১৪৭
বর্ষাকাল নিকট হইলা এইক্ষণ।
হইতে নারিবে এবে সীতা অন্বেষণ ॥ ১৪৮
অতএব শ্রীলক্ষ্মণ আগমন কৈলে।
নিবাস করিব আমি মাল্যবান শৈলে ॥ ১৪৯
অতি রমণীয় হয় অইত শিখরী।
সুখে গোঁয়াইব কাল তথা বাস করি ॥ ১৫০
বর্ষা-অবশেষে আসি মিলি মোর সনে।
করিবে উচিত যত্ন সীতা-অন্বেষণে ॥ ১৫১
এই হয়্যা রহিল সময়-নিরূপণ।
এক্ষণ করহ তুমি গৃহেতে গমন ॥ ১৫২
পাইয়াছ বহু ক্লেশ বিদেশে থাকিয়া।
কিছুদিন সুখভোগ কর ঘরে গিয়া ॥ ১৫৩
এত শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া কপিপতি।
নিজ-গৃহ গমনেতে করিলেন মতি ॥ ১৫৪
রঘুবরে প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া।
কথোক বানর রাম-নিকটে রাখিয়া ॥ ১৫৫
লক্ষ্মণে অগ্রেতে করি লয়্যা বন্ধুগণ।
কিষ্কিন্ধ্যাতে কপিবর করিলা গমন ॥ ১৫৬
দ্বারেতে প্রবিষ্ট হয়্যা ঠাকুর লক্ষ্মণ।
করিছেন কপিরাজ-পুরী-নিরীক্ষণ ॥ ১৫৭
কিবা সে কিষ্কিন্ধ্যাপুরী, অতিশয় মনোহারী,
পর্ব্বতের গুহার ভিতর।
বিশ্বকর্ম্ম-বিরচন, অতিশয় সুগঠন
আয়াম-বিস্তার বহুতর * ॥ ১৫৮
মণিময় পুরদ্বার, হেমের কবাট যার,
রাজপথ অতি সুশোভন।
ফল দেয় ইচ্ছামতে, — হেন তরু পথভিতে,
কত জাতি কে করে গণন ॥ ১৫৯
দেবতাতনয় যত, শাখামৃগ শত শত,
তাহাদের গৃহ মনোহর।
ভল্লুকের অধিপতি, জাম্ববান্ মহামতি,
তাঁর গৃহ পরম সুন্দর ॥ ১৬০

(১) তথাচ অধ্যাত্মরামায়ণে—
"ত্বমেবাহং ন সন্দেহঃ শীঘ্রং গচ্ছ মমাজ্ঞয়া"।

* তথাচ,—"কীর্ণাং কামফলৈর্বৃক্ষৈর্নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা।" ইতি।

দিব্য-রত্ন-বিরচিত, রাজসভা-সুশোভিত,
অতিকমনীয় রাজবাটী।
স্থানে স্থানে উপবন, কুসুম-বাটিকাগণ,
কত সরোবর পরিপাটী॥ ১৬১
দিব্য ঘাট দিব্য হাট, দিব্য যত ক্ষুদ্র বাট,
সে শোভা কি করিব বর্ণন।
রঘুমণি শ্রীলক্ষ্মণ, হইলা সানন্দ মন,
সেই পুরী করি নিরীক্ষণ॥ ১৬২
পুরী প্রবেশিলা যবে সেই কপিবর।
সাক্ষাতে আইল তবে যাবৎ বানর॥ ১৬৩
কেহ আশীর্ব্বাদ করে কেহ বা প্রণতি।
কেহ কেহ আলিঙ্গন করে সুখি-মতি॥ ১৬৪
সে সকলে সম্মান করিয়া প্রীত-মনে।
প্রবেশ করিলা সেই আপন ভবনে॥ ১৬৫
তবে করি ভ্রাতার শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্ররীতে।
মানস করিলা কপি ভূপতি হইতে॥ ১৬৬
তাহা জানি আনন্দিত হয়্যা কপিগণ।
অভিষেক-দ্রব্য সব করে আনয়ন॥ ১৬৭
দিব্য কনকের কুম্ভ করি পরিপূর্ণ।
আনিলেক চারি-সিন্ধুজল অতি তূর্ণ॥ ১৬৮
আর যত পুণ্য তীর্থ নদী-নদগণ।
তার জল কত কপি কৈল আনয়ন॥ ১৬৯
শুক্লবর্ণ ছত্র দুই ধবল চামর।
নানামত মণি রত্ন সুবর্ণবিস্তর॥ ১৭০
দিব্য বস্ত্র গন্ধ পুষ্প ব্যাঘ্রচর্ম্ম দধি।
এই আদি শুভ দ্রব্য আর সর্ব্বৌষধি॥ ১৭১
তবে সে সুগ্রীব রাজা ঠাকুর লক্ষ্মণে।
নানামতে পূজা কৈল ভক্তিযুক্ত মনে॥ ১৭২
বিপ্রগণ যথাবিধি জ্বালিয়া দহন।
করিলেন তাহে মন্ত্র পড়িয়া হবন॥ ১৭৩
তবে অন্ন-বস্ত্র ধন-রত্নসমর্পণে।
তুষিলা সুগ্রীবরাজা যাবৎ ব্রাহ্মণে॥ ১৭৪
লক্ষ্মণের আগে আসি লয়্যা অনুমতি।
কপিগণে সম্মান করিয়া কপিপতি॥ ১৭৫
দিব্য-রত্ন সিংহাসনে পূর্ব্বমুখ হয়্যা।
বসিলা পরমানন্দে বামে রাণী লয়্যা॥ ১৭৬
অঙ্গদ ধরিলা ছত্র মস্তক-উপর।
দিকে দুই নারী ঢুলায় চামর॥ ১৭৭
বিপ্র সব করিছেন মন্ত্র উচ্চারণ।
অভিষেক করেন যাবৎ কপিগণ॥ ১৭৮
গবাক্ষ গবয় গয় শ্রীগন্ধমাদন।
শরভ দ্বিবিদ মৈন্দ পবননন্দন॥ ১৭৯
ভল্লুকের অধিপতি মন্ত্রী জাম্ববান্।
সবে মেলি করায়েন তাঁরে রাজ্য-স্নান॥ ১৮০
পরম সুন্দরী দিব্য কন্যা কত জন।
তাহারা করয়ে তাঁরে সলিল-সেচন॥ ১৮১
সেকালে সাজিলা কিবা সেই কপিবর।
মেঘ বৃষ্টিধারে যেন হেম ধরাধর॥ ১৮২
বেদধ্বনি জয়ধ্বনি উলু উলু ধ্বনি।
এ সকলে পূর্ণ হলা আকাশ অবনী॥ ১৮৩
সেখানে আছিল যত মন্ত্রিপ্রজাগণ।
রাজারে আনিয়া দিল নানা উপায়ন॥ ১৮৪
এইরূপে নিজে রাজা আসনে বসিয়া।
কহিছেন কপিপতি অঙ্গদে ডাকিয়া॥ ১৮৫
বাপধন প্রভু-আজ্ঞা পালন-কারণে।
বসিলাম মাত্র আমি এই সিংহাসনে॥ ১৮৬
তুমিহ হইয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত।
করহ আমারে সব দোষ হৈতে রিক্ত॥ ১৮৭
নাম মাত্র হইল আমার কপিরাজ।
করিতে হইবে তোহে সব রাজ্যকাজ॥ ১৮৮
এত শুনি সুগ্রীবের মধুর বচন।
সাধু সাধু বলিয়া উঠিল সব জন॥ ১৮৯
তবে সেই সবে মিলি যুবরাজপদে।
আনন্দেতে অভিষেক করিলা অঙ্গদে॥ ১৯০
তাহা দেখি যাবৎ পুরুষ নারীগণ।
আনন্দ-সাগরে সবে হইলা মগন॥ ১৯১
এইরূপে অভিষেক হইল পূরণ।
তবে সুগ্রীবেরে কন শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ॥ ১৯২
কপিরাজ পূর্ণ হল্য এথাকার ক্রিয়া।
এবে প্রভুপাশে যাই এই মোর হিয়া॥ ১৯৩
আপুনিহ প্রভুপাশে গিয়া বর্ষা শেষে।
উদযোগ করিবে সীতা মাতার উদ্দেশে॥ ১৯৪
এত কহি প্রস্থান করিলা রঘুবর।
সঙ্গেতে চলিল সভা-সনে কপীশ্বর॥ ১৯৫
পুরীপ্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া কপিরাজ।
লক্ষ্মণের আজ্ঞা লয়্যা গেলা গৃহমাঝ॥ ১৯৬

প্রভু-অনুগ্রহে পাই সেই রাজ্যধন।
হইলা পরমানন্দ-সিন্ধুমগ্ন মন ॥ ১৯৭
মারুতিরে সঙ্গে করি সুমিত্রা-নন্দন।
শ্রীরামচন্দ্রের কাছে করিলা গমন ॥ ১৯৮
প্রভুর চরণে তিঁহ করিয়া বন্দন।
সমুদায় বৃত্তান্ত করিলা নিবেদন ॥ ১৯৯
তাহা শুনি রামচন্দ্র আনন্দিতমতি।
কহিবারে আরম্ভিলা শ্রীলক্ষ্মণ প্রতি ॥ ২০০
দেখ ভাই গ্রীষ্মঋতু প্রায় হল্য শেষ।
অচিরাতে হইবেক বর্ষার প্রবেশ ॥ ২০১
প্রায় শেষ হল্য দেখ শিরীষের কলী।
সমঞ্জরী হইতেছে অর্জ্জুন-আবলী ॥ ২০২
মল্লিকা-কানন তেজি ভ্রমরসকল।
জাতী প্রতি যাইতে হইছে উত্তরল ॥ ২০৩
ঝিঞঝিনি কুরঙ্গ প্রায় হইল নীরব।
কেকা-শব্দ স্মরণ করিছে শিখিসব ॥ ২০৪
অতিশয় শব্দ করে চাতকের গণ।
মানসে যাইতে হংস করে আয়োজন ॥ ২০৫
ইথে বোধ হয় বর্ষা নিকটে আইল।
অতএব মাল্যবানে যাইতে হইল ॥ ২০৬
এত কহি সবে সঙ্গে করি রঘুবর।
প্রস্থান করিলা সেই গিরির উপর ॥ ২০৭
অতি রমণীয় সেই গিরি মাল্যবান্।
নিরীক্ষণে আনন্দিত হয় মন প্রাণ ॥ ২০৮
পরম সুন্দর তাহে তরু-লতাগণ।
নিরন্তর ফল-ফুলে অতি সুশোভন ॥ ২০৯
নানাবিধ মৃগ তাহে সদা সুখিমন।
কলরব করে নানাজাতি পক্ষিগণ ॥ ২১০
দিব্য এক কুণ্ড আছে তাহার উপর।
অবিরত তাহে জল স্রবে বহুতর ॥ ২১১
এই লাগি সব লোক সেই গিরিবরে।
প্রস্রবণ গিরি বলি কহে নামান্তরে ॥ ২১২
সেই কুণ্ডে আছে কত কুমুদ কমল।
কত জলচর পক্ষী করে কলকল ॥ ২১৩
তাহার নিকটে এক সুন্দর গহ্বর।
নাহিক তাহাতে বৃষ্টি-পবনের ডর ॥ ২১৪
সেই গুহা নিরীক্ষণ করি রঘুপতি।
আনন্দিত-মনে কিছু কহেন ভারতী ॥ ২১৫
প্রাণাধিক ভ্রাতা দেখ এই দিব্য দরী।
বর্ষা গোয়াইব এই স্থানে বাস করি ॥ ২১৬
গৃহের সমান হয় ইহার আকার।
না হইবে ইথে কিছু উদ্বেগ বর্ষার ॥ ২১৭
নিকটেতে জলাশয় কুসুম-কানন।
এথা বড় সুখে কাল হইবে যাপন ॥ ২১৮
হনূমান তুমি সঙ্গে লয়্যা কপিগণ।
কিষ্কিন্ধ্যানগর-মাঝে করহ গমন ॥ ২১৯
এখানে আসিয়া আমি রহিলুঁ যেরূপে।
নিবেদন কর গিয়া তাহা কপিভূপে ॥ ২২০
এত শুনি পরণাম করি রঘুবরে।
হনূমান্ কপি-সঙ্গে করি গেলা ঘরে ॥ ২২১
এখানে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ-সহিতে।
নিবাস করিলা সেই পর্ব্বত-দরীতে ॥ ২২২
ত্রিলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২২৩

ইতি শ্রীরামরসায়নে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডলীলাবর্ণনে সুগ্রীবরাজ্যপ্রদানো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামের নিকট হনূমানের জ্ঞানলাভ।

ভবাটবীতো বহিরীষিষূণাং,
স্বভক্তিমার্গং পরিতঃ প্রকাশ্য।
পুংসাং তমোমূঢ়দৃশাং বিতেনে,
হিতং য এষোঽবতু বঃ স রামঃ ॥ ১

এইরূপে মাল্যবান্ পর্ব্বত-উপর।
সুখে বাস করিয়া রহিলা রঘুবর ॥ ২
জাম্ববান্ হনূমান্ মিলি দুই জন।
প্রত্যহ করেন আসি প্রভুর সেবন ॥ ৩
এক দিন প্রভু-আগে পবননন্দন।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা করেন নিবেদন ॥ ৪
জয় জয় রঘুপতি, পতিত জনার গতি,
কৃপারস-সুধা-পারাবার।
কৌশল্যা-জঠরাম্বুধি, পরকাশ কলানিধি,
দশরথ-নৃপ-পুণ্য-সার ॥ ৫

জানিয়াছি তোঁহে আমি, কমলা-বল্লভ তুমি,
পরাৎপর পুরুষ-রতন।
দেখিয়া অনন্ত-গতি, করহ আমার প্রতি,
প্রভু কৃপা কটাক্ষ অর্পণ ॥ ৬
আপন কর্ম্মের দোষে, বদ্ধ হয়্যা মায়াপাশে,
ডুবিয়াছি ভবসিন্ধু-মাজ।
কাম-ক্রোধ-মকরেতে, ক্লেশ দেয় ননামতে,
উদ্ধারহ রঘুবংশ-রাজ ॥ ৭
কিরূপেতে এই ভব, হইয়াছে সমুদ্ভব,
তার স্থিতি হয় কি প্রকারে।
কি মতে বা হবে লয়, তাহা কহ দয়াময়,
বড় ইচ্ছা হয় শুনিবারে ॥ ৮
এই দৃঢ় মায়াপাশ, কিরূপেতে হয় নাশ,
কহ কহ তাহার উপায়।
যাহা অবলম্ব করি, এ ঘোর সংসারে তরি,
জীব সব তব পদ পায় ॥ ৯
সেহ পথ তুমি বিনে, আর কেহ নাহি জানে,
এই মোর হৃদয়ে নিশ্চয়।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ, তব মায়া-মুগ্ধমন,
অন্য জন অতি দূরে হয় ॥ ১০
অতএব করি দয়া, তরাইতে নিজ মায়া,
কহ প্রভু তাহার সাধন।
শরণ লইলুঁ তোঁহে, ঘৃণা নাহি কর মোহে,
দয়াময় শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১১
এত বাণী শুনি কৃপাময় রঘুপতি।
কহিছেন মৃদু হাস্য করি তাঁর প্রতি ॥ ১২
শুন শুন বায়ুপুত্র স্থির করি মন।
করি আমি তোমার প্রশ্নের বিবরণ ॥ ১৩
প্রীতি-পাত্র হও তুমি বড়ই আমার।
এই লাগি তোহে কহি আমি শাস্ত্রসার ॥ ১৪
সৃষ্টি আদি লীলা মোর আছে চিরদিন।
কাপবর হয় সেহ আদিঅন্ত-হীন ॥ ১৫
তাহাতে প্রলয় কালে যত শক্তিগণ।
আমাতে থাকয়ে তারা করিয়া শয়ন ॥ ১৬
মোর ইচ্ছা না থাকিলে সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে।
সে সকল শক্তি কিছু করিতে নারয়ে ॥ ১৭
যবে মোর পুন সৃষ্ট্যাদিতে ইচ্ছা হয়।
তবে ক্রমে পরকাশে সেই শক্তিচয় ॥ ১৮
মায়া কর্ম্ম কাল আর বদ্ধ জীবগণ।
এই চারি শক্তি মোর সৃষ্ট্যাদি-সাধন ॥ ১৯
তার মধ্যে মায়া শক্তি হয় সর্ব্ব-সার।
সেই করে সব কার্য্য যে ইষ্ট আমার ॥ ২০
অবিচিন্ত্য রূপ তার তর্ক নাহি সহে।
দুর্ঘট-ঘটনা-শক্তি করি তারে কহে ॥ ২১
সত্ব-রজ তম নাম তিন গুণ যাঁর।
যাহা হৈতে জন্মে এই সকল সংসার ॥ ২২
সে মায়ার সম্বন্ধ নাহিক মোর সনে।
তেঁই তারে বহিরঙ্গ করি বেদে ভণে ॥ ২৩
স্পর্শ নাহি তার কিন্তু তাহার আশ্রয়।
এই মোর অবিচিন্ত্য মহৈশ্বর্য্য হয় ॥ ২৪
সেইত প্রকৃতি মোর পাই নিরীক্ষণ।
প্রথমত মহত্তত্ত্বে করয়ে সৃজন ॥ ২৫
তাহারেই চিত্ত করি সব শাস্ত্রে কয়।
জানি সেহ করে প্রলয়ের তমঃক্ষয় ॥ ২৬
অহঙ্কার তত্ত্বের তাহাতে উপাদান।
সাত্বিক রাজস আর তামস আখ্যান ॥ ২৭
সাত্বিকাহঙ্কার হৈতে জনময়ে মন।
তাহার দেবতা চন্দ্র অমৃতকিরণ ॥ ২৮
এই অহঙ্কারে পায় ইহারা জনন।
শ্রোত্র আদি দশেন্দ্রিয় দেব দশ জন ॥ ২৯
দিক বায়ু সূর্য্য পাশী অশ্বিনী-কোঙর।
শ্রোত্র-ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা-ঘ্রাণের ঈশ্বর ॥ ৩০
বহ্নি ইন্দ্র শ্রীউপেন্দ্র মিত্র প্রজাপতি।
বাক্-পাণি-পাদ-গুদ-লিঙ্গ-অধিপতি ॥৩১
এই দশেন্দ্রিয় সৃজে রাজসাহঙ্কার।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বিবিধপ্রকার ॥ ৩২
আর তাহা হৈতে হয় বুদ্ধির জনন।
যাহাতে করিয়া হয় পদার্থস্ফুরণ ॥ ৩৩
সেই অহঙ্কার হৈতে জন্মে পঞ্চ প্রাণ।
যাহার শক্তিতে হয় দেহ ক্রিয়াবান ॥৩৪
তামসাহঙ্কার হৈতে জনমে আকাশ।
তাহা হৈতে হয় পবনের পরকাশ ॥ ৩৫
পবন হইতে তেজ তেজ হৈতে জল।
জল হৈতে জন্মে এই পৃথিবী সকল ॥ ৩৬
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাঁচ তায়।
ক্রমে এক দুই তিন চারি পাঁচ তায় ॥ ৩৭

তবেত জীবের পুরুষার্থ সাধিবারে।
সেই সকলেতে সৃষ্টি করিয়ে সংসারে ॥ ৩৮
তাহে তিন মায়াগুণ অবলম্ব করি।
প্রবেশ করিয়ে আমি তিন মূর্ত্তি ধরি ॥ ৩৯
রজোগুণে ব্রহ্মা হয়্যা করিয়ে সৃজন।
সত্বগুণে বিষ্ণুরূপে করিয়ে পালন ॥ ৪০
তমোগুণ অবলম্বি রুদ্রমূর্ত্তি ধরি।
পুনর্ব্বার প্রলয়েতে সংহরণ করি ॥ ৪১
এই তিন জন ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণু শঙ্কর।
বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার তিনের ঈশ্বর ॥ ৪২
এইত সংসারে মায়া -বদ্ধ জীবগণ।
উর্দ্ধাধো মধ্যে মুহু করয়ে ভ্রমণ ॥ ৪৩
কর্ম্ম অনুসারে পাই নানা কলেবরে।
কভু সুখ কভু দুখ উপভোগ করে ॥ ৪৪
সেই জীব যত দিন থাকে সেই কায়।
তত দিন অতিশয় প্রীতি করে তায় ॥ ৪৫
কিবা মোর মায়ার মহিমা অতিশয়।
শূকর-দেহেও জীব বিরক্ত না হয় ॥ ৪৬
শূকরী-সঙ্গমে আর বিষ্ঠার ভোজনে।
অতি উপাদেয় করি জানে নিজ মনে ॥ ৪৭
এইরূপে কভু পায় মনুষ্যমুরতি।
আপনারে বড় করি মানে মূঢ়মতি ॥ ৪৮
নানামত বাসনাতে নিবদ্ধ-হৃদয়।
আশা করে ভুঞ্জিবারে বিবিধ বিষয় ॥ ৪৯
তাহে আসি ঘটে পুন সুন্দর-যুবতি।
যাহার দর্শনে ভুলে মহা মহা যতি ॥ ৫০
তার রূপ বাক্য গুণে হয়্যা লুব্ধমন।
আপনারে করে তাঁর চরণে অর্পণ ॥ ৫১
যে কর্ম্ম করিলে হয় তাহার সন্তোষ।
তাহাই করয়ে না বিচারে গুণদোষ ॥৫২
মোর নারীরূপা মায়া কিবা শক্তি ধরে।
কটাক্ষ মাত্রেত বশ করে সব নরে ॥ ৫৩
তাহাতে জন্ময়ে পুন সন্ততি সন্তান।
করে তাহে আপনা হইতে প্রিয় জ্ঞান ॥ ৫৪
তাহাদের মৃদু বাক্য শ্রবণ করিয়া।
আপনার হিতাহিত যায় পাসরিয়া ॥ ৫৫
সেই জন তাহাদিগে করিতে ভরণ।
নিরবধি নানামতে করে আয়োজন ॥ ৫৬
যদি সঙ্গদোষে তাহে হয় দুষ্ট মন।
তবে করে নানামত কু-কর্ম্মাচরণ ॥ ৫৭
কামে মূঢ় হয়্যা করে পরস্ত্রী-হরণ।
ক্রোধবশে করে নানা প্রাণীর পীড়ন ॥ ৫৮
লোভ লাগি বলে ছলে লয় পরধন।
মোহ প্রাপ্ত হয়্যা করে অকার্য্য-করণ ॥ ৫৯
মদে মাতি মান্য জনে অপমান করে।
মাৎসর্য্যেতে পরবৃদ্ধি দেখি পুড়ি মরে ॥ ৬০
এইরূপে ছয় দোষে হইয়া আবিষ্ট।
নানা পাপ করে পায় যাহাতে অনিষ্ট ॥ ৬১
স্ত্রী-পুত্রে যদ্যপি পোষিবারে নাহি পারে।
তবে তারা আদর না করে তেন তারে ॥ ৬২
তথাপি বৈরাগ্য নাহি জন্মে তার মনে।
কিন্তু দুঃখ-নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘনেঘনে ॥ ৬৩
হেনমতে যৌবন বয়স বহি যায়।
তবে তারে বার্দ্ধক্য বয়স আসি পায় ॥ ৬৪
জরা গরাসয়ে তবে তার কলেবরে।
কাশের কুসুম সম কেশ শোভা করে ॥ ৬৫
বলির আবলি সব কলেবরে হয়।
দশন বিহনে নাহি বচন স্ফুরয় ॥ ৬৬
নাহি পারে লোচনে করিতে আলোচন।
শ্রবণ করিতে শক্ত না হয় শ্রবণ ॥ ৬৭
কিছু দূরে গতায়াত করিতে না পারে।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথা কহে বসি নিজ দ্বারে ॥ ৬৮
মন্দাগ্নি-অরুচিতে আহার হয় ক্ষীণ।
নূতন নূতন রোগ ঘটে প্রতিদিন ॥ ৬৯
যবে সেহ সর্ব্ব কার্য্যে অসমর্থ হয়।
তবে তারে স্ত্রী-পুত্রাদি আদর ছাড়য় ॥ ৭০
ভালমতে নাহি দেয় গ্রাস আচ্ছাদন।
বৃদ্ধ বলীবর্দ্দ প্রতি কৃষক যেমন ॥ ৭১
ঘৃণা করি যদি কিছু করয়ে অর্পণ।
উপাদেয় করি তাহা করয়ে গ্রহণ ॥ ৭২
অধিক প্রগল্ভ বধূ কহে কটু কথা।
তাহাতে মনেতে অতিশয় পায় ব্যথা ॥ ৭৩
কেহ বা দুর্ভাগ্য-বশে পুত্রাদি-মরণ।
দেখিয়া শোকেতে দুঃখী হয় এক ক্ষণ ॥ ৭৪
তথাপি বৈরাগ্য নাহি গৃহাশ্রমে হয়।
কিবা এই সংসার আশ্চর্য্য অতিশয় ॥ ৭৫

মরি যায় যে জন অল্পায়ু কহে তারে।
জানে কিন্তু অজর অমর আপনারে ॥ ৭৬
এইরূপে কিছুকাল থাকিতে থাকিতে।
মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় সন্নিধিতে ॥ ৭৭
কফে আচ্ছাদয়ে কণ্ঠ কথা না নিঃসরে।
ঘনশ্বাস বহে কণ্ঠ ঘুর ঘুর করে ॥ ৭৮
কান্দি কান্দি বন্ধুলোক করে জিজ্ঞাসন।
কহ কোথা রাখিয়াছ লুকাইয়া ধন ॥ ৭৯
আছে কি না আছে তাহা কহিতে নারয়।
স্ত্রী-পুত্রের মুখ চাহি রোদন করয় ॥ ৮০
হেন কালে যমদূত আস্থে দুই জন।
পাশ-কর ভয়ঙ্কর বিকট-বদন ॥ ৮১
তাহা দেখি ভয়েতে হইয়া অচেতন।
বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করে অতি পাপিজন ॥ ৮২
আকর্ষণ করি তবে সেইত প্রাণীরে।
প্রবেশ করায় তারা যাতনা-শরীরে ॥ ৮৩
চর্ম্ম-পাশে করি গেল করিয়া বন্ধন।
শমন-নগরে লয্যা করয়ে গমন ॥ ৮৪
সেই পথে হয় বায়ু অতি ঘোরতর।
সন্তপ্ত বালুকা নীচে উর্দ্ধেতে ভাস্কর ॥ ৮৫
তাহে কভু ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লেশেতে কাতর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমির উপর ॥ ৮৬
তাহা দেখি কশা মারি করায্যা চেতন।
যমদূত পুন লয্যা করয়ে গমন ॥ ৮৭
বিকট কুকুর আছে সে পথে অনেক।
তারা আসি মাংস খায় ছিঁটি পরতেক ॥ ৮৮
তাহাতে যদ্যপি হয় বিলম্ব গমন।
যমদূত করে তবে ভর্জ্জন তাড়ন ॥ ৮৯
এইরূপে নিরানই-সহস্র যোজন।
ছয় দণ্ডে সেই জন করয়ে গমন ॥ ৯০
যদ্যপিহ হয় আরো পাপেতে বিনষ্ট।
তবে চারি দণ্ডে যায় পাই মহাকষ্ট ॥ ৯১
সেখানে যাইয়া নিজ পাপ-অনুসারে।
যাবৎ-নরক দুঃখ হয় ভুঞ্জিবারে ॥ ৯২
অত্যন্ত বাহুল্য হয় তার বিবরণ।
সংক্ষেপে কহিব কিছু করহ শ্রবণ ॥ ৯৩
পর-নারী পরধন যেই জন হরে।
সেহ যায় তামিস্রাখ্য-নরক-ভিতরে ॥ ৯৪
সেখানেতে উপবাস উচ্চ-নিপাতন।
ভর্জ্জন তাড়ন দুঃখ করয়ে ভোজন ॥ ৯৫
অবিধিতে পশু কাটি খায় যেই জন।
রৌরব নরকে সেহ করয়ে গমন ॥ ৯৬
সেই সব পশু সেথা হৈয়া রুরু-নাম।
সেই জনে দংশন করয়ে অবিশ্রাম ॥ ৯৭
সজীবনে পশু পাখী যে করে রন্ধন।
কুম্ভীপাক নরকে সে করে প্রবেশন ॥ ৯৮
লৌহের কটাহ তপ্ত তৈলেতে পূরিত।
তাহে উঠুডুবু করে সেই দুষ্টচিত ॥ ৯৯
ব্রাহ্মণের দ্রোহ করে যেজন দুর্ম্মতি।
কালসূত্র নরকেতে তার হয় গতি ॥ ১০০
অযুত যোজন তাম্রময় তপ্তথল।
উপরিতে সূর্য্য তার নীচেতে অনল ॥ ১০১
যত বিপ্ররোম তত সহস্র বৎসর।
ফিরিয়া বেড়ায় সেই থলের উপর ॥ ১০২
অনাপদে ধর্ম্ম ছাড়ি পাষণ্ড যে হয়।
অসিপত্র বনে সেহ প্রবেশ করয় ॥ ১০৩
দুইদিকে ধার সেই অসিপত্র-বনে।
ছিন্নভিন্ন হয্যা ভ্রমে কশা-প্রহরণে ॥ ১০৪
অদণ্ড্যে যে করে দণ্ড বিপ্রে বা মারণ।
প্রবেশ করয়ে সেহ শূকরবদন ॥ ১০৫
সে নরকে মহাবল শূকরের গণ।
ইক্ষুদণ্ডমতে তারে করয়ে চর্ব্বণ ॥ ১০৬
ঈশ্বর কল্পিত-বৃত্তি মশকাদি জীবে।
যেই বধে অন্ধকূপে সে জন যাইবে ॥ ১০৭
সেই সব মশকাদি প্রাণী অন্ধকূপে।
সেই পাপিষ্ঠের দুঃখ দেয় নানারূপে ॥ ১০৮
পিতৃ-দেব অতিথিরে না দিয়া যে খায়।
সেহ ক্রিমিভোজন নরকে মরি যায় ॥ ১০৯
লক্ষেক যোজন কুণ্ডে সে ক্রিমি হইয়া।
ঘুরিয়া বেড়ায় কৃমি ভোজন করিয়া ॥ ১১০
বিপ্রধন চৌর্য্যে কিম্বা বলে যেই হরে।
সে যায় সংদশ-নাম নরক-ভিতরে ॥ ১১১
সেখানেতে অতি তপ্ত লৌহপিণ্ডে করি।
দহে যম-ভৃত্য তার গাত্রের উপরি ॥ ১১২
অনাপদে যদি লয় অন্যের বা ধন।
সেহ পূর্ব্বমত করে নরক ভোজন ॥ ১১৩

অগম্য নারীতে যেই করয়ে বিহার।
তপ্তশূর্ম্মী নরকে প্রবেশ হয় তার ॥ ১১৪
সেখানেতে তপ্ত করি লৌহময় নারী।
আলিঙ্গন করায় তাহারে কশা মারি ॥ ১১৫
অগম্য পুরুষে যদি নারী হয় রত।
তারে লৌহ পুরুষে দহয়ে এইমত ॥ ১১৬
সকল যোনিতে যেই অভিরত হয়।
তারে বজ্রকণ্টক শাল্মলীতে কর্ষয় ॥ ১১৭
রাজা রাজভৃত্য যদি ধর্ম্মপথ হরে।
তবে তারা বৈতরণী পরবেশ করে ॥ ১১৮
বিষ্ঠা মূত্র পূয রক্ত সে নদীতে বহে।
কুম্ভীরে ধরিয়া খায় কিন্তু প্রাণ রহে ॥ ১১৯
অগ্নিদাতা বিষদাতা গ্রাম চুরী করে।
তারা যায় শ্বভোজন-নরকভিতরে ॥ ১২০
সেখানেতে সপ্তশত-বিংশতি-কুক্কুর।
খায় তাহাদের মাংস অতিশয় ক্রূর ॥ ১২১
সাক্ষী হয়্যা যেই জন মিথ্যা কথা বলে।
অবীচি নরকে সেই পড়ে সেই ফলে ॥ ১২২
চারিশতক্রোশ উচ্চ পর্ব্বত হইতে।
অধোমুখ হয়্যা পড়ে শিলা-উপরিতে ॥ ১২৩
তিল তিল হয়্যা চূর্ণ হয় কলেবর।
নাহি মরে পুন ফেলে পর্ব্বত-উপর ॥ ১২৪
দ্রব্য বদলেতে যেই কহে মিথ্যা কথা।
সেহ এই নরকেতে পায় এই ব্যথা ॥ ১২৫
বিপ্র বা ক্ষত্রিয় বৈশ্য যদি মদ্য খায়।
অয়ঃপান নরকেতে সেহ মরি যায় ॥ ১২৬
সেখানে তাহারে ভূমে পাড়ি যম-চর।
ঢালয়ে গলিত লৌহ মুখের ভিতর ॥ ১২৭
আপনারে বড় মানি নিজ মান্য নরে।
যেই তুষ্ট-বুদ্ধি জন সম্মান না করে ॥ ১২৮
সেহ ক্ষার-কর্দ্দম নরককুণ্ডে গিয়া।
নানা দুঃখ পায় অধোবদন হইয়া ॥ ১২৯
নরবলি দেয় নর নারী পশু খায়।
রাক্ষসভোজন স্থানে তারা মরি যায় ॥ ১৩০
সেই পশু সেখানেতে রাক্ষস হইয়া।
তাহাদের মাংস খায় খড়্গেতে কাটিয়া ॥ ১৩১
খেলাইতে পশু পাখী যে রাখে বান্ধিয়া।
সেহ যায় শূলপ্রোত নরকে মরিয়া ॥ ১৩২

সেখানে সে শূলাদিতে বিদ্ধ হয়্যা থাকে।
কঙ্ক আদি পক্ষী সব ছিঁটি খায় তাকে ॥ ১৩৩
গর্ত্তাদিতে যেই রাখে প্রাণী রোধ করি।
তাহারে সেখানে রাখে অনল-ভিতরি ॥ ১৩৪
অতিথির প্রতি যেবা বক্র নেত্রে চায়।
সেখানে তাহার নেত্র কঙ্কাদিতে খায় ॥ ১৩৫
বিড়াল কুক্কুট ছাগ কুক্কুর শূকর।
এ সকল পোষণ করয়ে যেই নর ॥ ১৩৬
সে সকল পূযবহ নরকে পড়িয়া।
সেই পূয পান করে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ॥ ১৩৭
এইরূপ আরো আছে নরকে বিস্তর।
কর্ম্ম অনুসারে তাহে যায় পাপকর ॥ ১৩৮
সে সকল ভোগ করি পাপ-অবসানে।
পুনর্ব্বার আগমন করে এইখানে ॥ ১৩৯
শস্য দ্বারা প্রবেশিয়া পুরুষ-উদরে।
বীর্য্য-সঙ্গে প্রবেশয়ে স্ত্রীগর্ভ-ভিতরে ॥ ১৪০
এক রাত্রি শুক্র রক্তে সেখানে মিশায়।
বুদ্‌ আকৃতি পরে পঞ্চ দিনে পায় ॥ ১৪১
দশাহে বদরীফল-সম দৃঢ় হয়।
এক মাসে হয় তার মস্তক-উদয় ॥ ১৪২
দুই মাসে হস্ত পদ প্রভৃতি জনম।
তিন মাসে নখ লোম লিঙ্গের উদ্গম ॥ ১৪৩
ত্বক্ চর্ম্ম মাংস রক্ত মজ্জা অস্থি মেদ।
চারি মাসে হয় এই সপ্ত ধাতু ভেদ ॥ ১৪৪
পঞ্চমেতে হয় ক্ষুধা-তৃষ্ণা-পরকাশ।
মাতৃভুক্ত অন্ন দিতে তাহার বিনাশ ॥ ১৪৫
জননীর অন্নছিদ্রে তার নাভিদ্বারে।
এক নাড়ী রহে রস তাহাতে সঞ্চারে ॥ ১৪৬
ক্রমে পুষ্ট হয় সেহ সেইত আহারে।
উর্দ্ধে বদ্ধ হয়্যা ফিরে উদর-মাঝারে ॥ ১৪৭
বিষ্ঠা-মূত্র গর্ত্তে থাকে করিয়া শয়ন।
মূর্চ্ছাপ্রায় কভু ক্রিমিদংশন কারণ ॥ ১৪৮
কটু-উষ্ণলবণাদি যদি মাতা খায়।
তবে তার স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা পায় ॥ ১৪৯
বেষ্টিত হইয়া সেহ অনেক নাড়ীতে।
জড় হয়্যা থাকে শির রাখিয়া কুক্ষিতে ॥ ১৫০
নাড়িতে না পারে কিছু নিজ কলেবরে।
বদ্ধ হয়্যা থাকে যেন বিহঙ্গ পঞ্জরে ॥ ১৫১

সপ্তম মাসেতে তার হয় জ্ঞানোদয়।
পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্ম-বার্ত্তা তবে স্মৃতি হয় ॥ ১৫২
যদি কেহ তার মধ্যে হয় ভাগ্যবান্।
ঈশ্বরে করয়ে স্তুতি শ্রদ্ধা-ভক্তিমান্ ॥ ১৫৩
জয় জয় মহাপ্রভু, নানা-শক্তিধরবিভু,
অপার-মহিম-নিকেতন।
দেব দেব নারায়ণ, ভবদীয় শ্রীচরণ,
এই আমি লভিলুঁ শরণ ॥ ১৫৪
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফলে, জননীর কুক্ষিতলে,
বিষ্ঠা-মূত্র গর্ত্ত মাঝে পড়ি।
পূর্ব্ব পাপ স্মঙরিয়া, ভয়েতে কম্পিত-হিয়া,
কর জুড়ি নিবেদন করি ॥ ১৫৫
তুমিহ করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
করুণা করহ এ পাপীরে।
চাহি নেত্র-কোণে ফিরি, এ দুঃখ খণ্ডন করি,
শীঘ্র নাও আমারে বাহিরে ॥ ১৫৬
এ বারে বাহিরে গিয়া, সব কর্ম্ম উপেখিয়া,
সর্ব্বভাবে ভজিব তোমারে।
যাহে তরি এই দুখ, পাই তব প্রেম-সুখ,
পুনর্ব্বার না পড়ি সংসারে ॥ ১৫৭
অথবা বাহিরে গেলে, তব মায়া-সর্পী গিলে,
এই লাগি না যাব সেখানে।
ভাগবত-জন-গতি, প্রভু তোহে করি রতি,
মায়ারে তরিব এই স্থানে ॥ ১৫৮
হেন স্তুতি করে যেই জীব শুদ্ধমন।
জন্মি সে সংসার তরে করিয়া ভজন ॥ ১৫৯
যে জন পাপিষ্ঠ সেহ পূর্ব্বজন্ম-কথা।
স্মরণ করিয়া গর্ভে পায় বড় ব্যথা ॥ ১৬০
দশমাস পূর্ণ হল্যে প্রসূতি-সময়।
অধোমুখ হয়্যা গর্ভ হত্যে বাহির হয় ॥ ১৬১
ভূমিতলে পড়িয়া হইয়া স্মৃতি-ভ্রষ্ট।
রোদন করয়ে সেহ অতি মূঢ় নষ্ট ॥ ১৬২
কভু ইষ্ট শয়ন-পানেতে পায় সুখ।
কভু বা অনিষ্ট তাহা হৈতে লভে দুখ ॥ ১৬৩
যদি মশকাদি তারে করয়ে দংশন।
করিতে না পরে তবে তাহারে বারণ ॥ ১৬৪
ক্ষুধার সময়ে খাদ্য না পারে চাহিতে।
ভাল মন্দ আপনার না পারে জানিতে ॥ ১৬৫

এইরূপে বাল্যকালে দুঃখ ভোগ করি।
প্রবেশ করয়ে পুন পৌগণ্ডভিতরি ॥ ১৬৬
সে কালেতে গুণ-শিক্ষা লাগি মাতা বাপ।
তর্জ্জন তাড়ন করে তাহে পায় তাপ ॥ ১৬৭
পরেতে প্রকাশ হয় তাহার যৌবন।
নানা অভিমানে তাহে হয় মত্ত-মন ॥ ১৬৮
যদি পুন দুষ্টসঙ্গ ঘটয়ে তাহায়।
পূর্ব্বমত পাপ করি নরকেতে যায় ॥ ১৬৯
যদ্যপি সকাম হয়্যা করে পুণ্য ক্রিয়া।
কিছু দিন পুণ্য ভোগ করে স্বর্গে গিয়া ॥ ১৭০
সেথা সুধাপান দিব্য সঙ্গীত-শ্রবণ।
অপ্সরাসম্ভোগ দিব্য নৃত্য সন্দর্শন ॥ ১৭১
এইরূপ সুখভোগ করে কিছুকাল।
কিন্তু সেখানেও আছে অনেক জঞ্জাল ॥ ১৭২
অন্যের উৎকর্ষ দেখি দুঃখিত-হৃদয়।
মনে জাগি নিরন্তর রহে পাতভয় ॥ ১৭৩
হেন মতে কথোদিন থাকিয়া সেখানে।
পুনর্ব্বার এথা আস্যে পুণ্য-অবসানে ॥ ১৭৪
এইরূপে কভু স্বর্গে কভু নরকেতে।
ফিরিয়া বেড়ায় কভু মনুষ্য-লোকেতে ॥ ১৭৫
স্থিতিকাল হয় এই বিশ্বের যাবৎ।
পালন করিয়ে আমি ইহারে তাবৎ ॥ ১৭৬
মনু মনুপুত্র আর দেবতার গণ।
তথা ভূমিপাতিরূপে করিয়ে পালন ॥ ১৭৭
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।
স্থিতিকালে হইয়াছে এইত করণ ॥ ১৭৮
এইত কহিলুঁ সৃষ্টি-স্থিতির উদ্দেশ।
এবে প্রলয়ের কিছু শুনহ বিশেষ ॥ ১৭৯
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ চারি।
জপ্যমালা হেন সদা ফিরে শারি শারি ॥ ১৮০
একাত্তরি চতুর্যুগে মন্বন্তর কয়।
হেন চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্ম-দিন হয় ॥ ১৮১
তাহাতে চল্লিশশত যুগ যায় বহি।
সেইত ব্রহ্মার দিনে কল্প করি কহি ॥ ১৮২
সেই কল্প-শেষে বিষ্ণু গর্ভোদসাগরে।
শয়ন করেন শেষশয্যার উপরে ॥ ১৮৩
ব্রহ্মা ত্রিলোকীর প্রজা করি সংহরণ।
শেষ-শায়ি-উদরেতে করেন শয়ন ॥ ১৮৪

উঠয়ে অনল তবে সঙ্কর্ষণাননে।
দহে সে ভূর্ভুবঃ স্বর্গ এ তিন ভুবনে॥ ১৮৫
উছলি উঠিয়া তবে সপ্ত-সিন্ধুগণ।
এই ত্রিলোকীরে জলে করে আচ্ছাদন॥ ১৮৬
দৈনন্দিন প্রলয় ইহারে শাস্ত্রে কয়।
দিনে দিনে ব্রহ্মার যে হেতু এহ হয়॥ ১৮৭
এক কল্প সমকাল ব্রহ্মার যামিনী।
তাবৎ পরম সুখে নিদ্রা যান তিনি॥ ১৮৮
পুন রাত্রি-শেষে উঠি আসি স্বভবনে।
পূর্ব্বমত বিরিঞ্চি সৃজেন প্রজাগণে॥ ১৮৯
এইরূপ অহোরাত্রে বৎসর ব্রহ্মার।*
হেন শতবৎসর-প্রমাণ আয়ু তাঁর॥ * ১৯০
শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হয় তার শেষে।
সব রস শোষে সূর্য্য নাহি রাখে শেষে॥ ১৯১
তবে রুদ্র মহাদেব ধরিয়া ত্রিশূল।
সংহার করেন যাবদীয় প্রজাকুল॥ ১৯২
জ্বলিত হইয়া সঙ্কর্ষণ-মুখানল।
দগ্ধ করে পাতাল অবধি ভূমিতল॥ ১৯৩
সেই বহ্নিতেজে আর সূর্য্যের প্রভাবে।
এই অণ্ডগোল পায় ভস্ম সমভাবে॥ ১৯৪
পরেতে প্রচণ্ড বায়ু শতেক বৎসর।
নিরন্তর বহে অতিশয় খরতর॥ ১৯৫
তবে প্রলয়ের মেঘ সকল আসিয়া।
শতবর্ষ বৃষ্টি করে গর্জ্জন করিয়া॥ ১৯৬
সেই জলে পূর্ণ হয় কটাহ-অন্তর।
তবে ভূমি লয় পায় জলের ভিতর॥ ১৯৭
জল লীন হয় তেজে তেজ সমীরণে।
সমীরণ লয় পায় কালেতে গগনে॥ ১৯৮
গগন প্রবিষ্ট হয় তামসাহঙ্কারে।
বুদ্ধি প্রাণ দশেন্দ্রিয় রাজস-মাঝারে॥ ১৯৯
ইন্দ্রিয়-দেবতা-মন সাত্ত্বিকে মিলায়।
মহত্তত্ত্বে অহঙ্কারতত্ত্ব লয় পায়॥ ২০০
সেই মহত্তত্ত্ব হয় ত্রিগুণেতে লয়।
সেহ তিন গুণ প্রধানেতে লীন হয়॥ ২০১
সেহ ঈশ্বরের শক্তি থাকয়ে তাহায়।
তাহার প্রলয় কোনো বেদে নাহি গায়॥ ২০২

প্রাকৃত প্রলয় এই সব শাস্ত্রে কয়।
সত্ত্বাদি প্রকৃতি যাতে ইথে লয় হয়॥ ২০৩
মায়া জয় করি যেই মোর সাক্ষাৎকার।
আত্যন্তিক লয় বলি আখ্যান তাহার॥ ২০৪
যে লাগিয়া সে প্রলয় হল্যে পুনর্ব্বার।
সেই জীব আর নাহি দেখয়ে সংসার॥ ২০৫
ভিন্ন ভিন্ন দশা যেই হয় ক্ষণে ক্ষণে।
নিত্য লয় করি তাহে বিজ্ঞ সব ভণে॥ ২০৬
কহিলাম এই চারি প্রকার প্রলয়।
শ্রবণ করিলে ইহা তত্ত্ববোধ হয়॥ ২০৭
এই জন্মস্থিতি-লয়-ময় এ সংসারে।
কর্ম্ম-বদ্ধ জীব ফিরে কর্ম্ম-অনুসারে॥ ২০৮
ঊর্দ্ধ-অধো-মধ্যলোকে করয়ে ভ্রমণ।
দেখিতে না পায় কিন্তু আপন ভবন॥ ২০৯
এত শুনি পুনর্ব্বার পবননন্দন।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা রামে করে নিবেদন॥ ২১০
প্রভু যে কহিলে তুমি ভবের আকার।
ইথে বোধ হয় এত দুর্জ্জয় সবার॥ ২১১
অতএব কৃপা করি ইহার উপায়।
কহ প্রভু লোক সব যাহে তরি যায়॥ ২১২
এত শুনি কৃপা-পারাবার রঘুবর।
পুনর্ব্বার করিছেন তাঁহারে উত্তর॥ ২১৩
যে কহিলে এই ভব অতি ঘোরতর।
তাহা সত্য বটে মিথ্যা নহে কপিবর॥ ২১৪
মোর মায়া হয় অতিশয় বলবতী।
তারে জয় করে হেন কাহার শকতি॥ ২১৫
এক মাত্র আছে তার উপায় সংসারে।
মোরে যে আশ্রয় করে সেই তাহা পারে॥ ২১৬
সেই আশ্রয়ের মার্গ ত্রিবিধ প্রকার।
কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ আর॥ ২১৭
বিষয়েতে দুঃখ-বুদ্ধি নাহি হয় যার।
সে কামিজনের কর্ম্মযোগে অধিকার॥ ২১৮
সেহ কর্ম্মযোগ চিরদিন না সেবিবে।
উপযুক্ত কাল পাই বর্জ্জন করিবে॥ ২১৯
বিষয়ে বৈরাগ্য কিম্বা ভক্তিযোগে মতি।
জন্মিলেই কর্ম্মযোগে তেজিবে আরতি॥ ২২০
ইহলোক-পরলোক-বিরক্ত-যে জন।
করিবেক সেহ জ্ঞানযোগ আশ্রয়ণ॥ ২২১

---

* দৈনন্দিন প্রলয় ইহারে শাস্ত্রে কয়।
দিনে দিনে ব্রহ্মার যে হেতু এই হয়॥

যে জনার সাধুজন-সঙ্গতি-কারণে।
শ্রদ্ধা হয় মোর কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে ॥ ২২২
বিষয়ে বিরক্ত নহে নহে অত্যাসক্ত।
সে পুরুষ ভক্তিযোগে হবে অনুরক্ত ॥ ২২৩
যদ্যপি বৈরাগ্য তাহে হয় উপস্থিত।
তবে সুবর্ণেতে মণি হইল জড়িত ॥ ২২৪
অতএব তার দেখি মহিমা অপার।
বিরক্ত-বিষয়ী দুই জনে অধিকার ॥ ২২৫
এ তিন যোগের একে যে ভজে আমারে।
সেই পায় মোরে স্ববাসনা-অনুসারে ॥ ২২৬
অন্যথা করয়ে যেই সব মূঢ়জন।
তাহারাই সংসারেতে করয়ে ভ্রমণ ॥ ২২৭
তার মধ্যে যারা হয় কদর্য্য-অন্তর।
তারা পাপ করি যায় নরক-ভিতর ॥ ২২৮
যে সকল জন হয় কর্ম্ম-পরায়ণ।
তারা নানা পুণ্য স্থানে করয়ে গমন ॥ ২২৯
সে দ্বিবিধ জন পাপপুণ্য-অবসানে।
পুনর্ব্বার জন্ম লভে আসি এই স্থানে ॥ ২৩০
ধিক ধিক্ ধিক্ রহু সে সকল জনে।
না তরিল ভবে পাই মনুষ্য-জনমে ॥ ২৩১
এতেক শ্রবণ করি পবননন্দন।
পুনর্ব্বার শ্রীরামে করেন নিবেদন ॥ ২৩২
প্রভু উপায়ের মাঝে পূর্ব্বেতে গণিয়া।
এবে নিন্দা কর কর্ম্মযোগে কি লাগিয়া ॥ ২৩৩
ইহার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিতে না পারি।
প্রকাশ করিয়া কহ করুণা বিস্তারি ॥ ২৩৪
জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ হয় কি প্রকারে।
তাহাও কিঞ্চিৎ আজ্ঞা করহ আমারে ॥ ২৩৫
আমি হই তব শিষ্য দাস অনুদাস।
আমাতে করিতে হবে করুণা প্রকাশ ॥ ২৩৬
এত শুনি রামচন্দ্র তার প্রতি কন।
শুন শুন বাপু তুমি স্থির করি মন ॥ ২৩৭
প্রথমত কর্ম্ম-কাণ্ড তিন মত হয়।
নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য সব শাস্ত্রে কয় ॥ ২৩৮
নিত্য-সন্ধ্যা আদি নৈমিত্তিক জাতেষ্ট্যাদি।
পুত্রেষ্টিপ্রভৃতি কাম্য কহে বেদবাদী ॥ ২৩৯
সেই কর্ম্ম পুন হয় ত্রিবিধ প্রকার।
সাত্ত্বিক রাজস আর তামস-আকার ॥ ২৪০

আমার প্রীতির লাগি-অথবা নিষ্ফল।
যে কর্ম্ম করয়ে সেহ সাত্ত্বিক নির্ম্মল ॥ ২৪১
সকাম কর্ম্মেরে কহে শাস্ত্রেতে রাজস।
তার মধ্যে হিংসা আদি সাধনা তামস ॥ ২৪২
কেবল সাত্ত্বিক কর্ম্ম যদি করে তায়।
সঙ্গ-অনুসারে জ্ঞান কিম্বা ভক্তি পায় ॥ ২৪৩
তাহাতে সংসার তরি পায় সে আমারে।
এই হেতু পূর্ব্বে ভাল বলিয়াছি তারে ॥ ২৪৪
সকাম কর্ম্মেতে হয় সংসারে পতন।
সেই লাগি নিন্দা করি তাহারে এক্ষণ ॥ ২৪৫
এ সকল তত্ত্ব-কথা জানিবে যে জন।
না করিবে সেহ মূর্খে কর্ম্মে নিয়োজন ॥ ২৪৬
স্বভাবেতে কামেতে আসক্ত সব জন।
যোগ্য নহে তাহাতে তাহার নিয়োজন ॥ ২৪৭
যদি মন্দ পথে অন্ধ করয়ে গমন।
তাহা দেখি কেবা পুন করয়ে প্রেরণ ॥ ২৪৮
যদি কহ বেদে কেন বিধি দেয় তায়।
তবে মন দিয়া শুন তার অভিপ্রায় ॥ ২৪৯
হঠাৎ তেজিতে সব যদি বেদ কন।
তবে তাহা কোনো জন না করে শ্রবণ ॥ ২৫০
এই হেতু নিজ বাক্যে শ্রদ্ধা জন্মাইতে।
প্রথমেতে কহে কাম্য-কর্ম্ম আচরিতে ॥ ২৫১
সেই কর্ম্ম করি ফল পায় যবে জন।
তবে হয় বেদ-বাক্যে সুবিশ্বস্তমন ॥ ২৫২
কিন্তু ক্ষুদ্র স্বর্গসুখে বিরক্ত হইয়া।
পুন জিজ্ঞাসয়ে মহাসুখের লাগিয়া ॥ ২৫৩
তবে বেদ তাহারে ছাড়িয়া সব কর্ম্ম।
করিতে কহেন জ্ঞান কিম্বা মোর ধর্ম্ম ॥ ২৫৪
এইত কহিলুঁ তব প্রশ্নের উত্তর।
শুন এবে জ্ঞান-ভক্তি-মার্গের বিস্তর ॥ ২৫৫
বিষয়েতে বিরক্ত হইবে যেই জন।
সেহ বিজ্ঞ-গুরু-কাছে করিবে গমন ॥ ২৫৬
নানামত সেবা করি তাঁহারে তোষিবে।
তার স্থানে জ্ঞানমার্গ সকল শিখিবে ॥ ২৫৭
বুঝিবে বেদের অর্থ সুন্দর যখন।
নির্জ্জনে বসিয়া তবে করিবে চিন্তন ॥ ২৫৮
পরমাত্মা বিনে বস্তু জগতে না আছে।
এই বিশ্ব আরোপিত তাহাতে হয়্যাছে ॥ ২৫৯

যেমন রজ্জুতে হয় সর্প-জ্ঞানোদয়।
বিবেচনা কৈলে সর্প-সিদ্ধি নাহি হয় ॥ ২৬০
পরমাত্মা-অংশ আমি অভিন্ন তাঁহার।
অনন্ত-সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমার ॥ ২৬১
নহি আমি দেহ নহি ইন্দ্রিয়-নিচয়।
নহি আমি প্রাণগণ না হই হৃদয় ॥ ২৬২
এ সব নশ্বর জড় দুঃখরূপী হয়।
আমিহ সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিশ্চয় ॥ ২৬৩
নাহি মোর জন্ম মৃত্যু জরাদি বিকার।
এ সব দেহের হয় না হয় আমার ॥ ২৬৪
যেই ব্রহ্ম বিশ্বজন্মাদির অধিষ্ঠান।
সেই আমি আমি সেই মিথ্যা অন্য ভান ॥ ২৬৫
এইরূপ চিন্তা সদা করিতে করিতে।
পরমাত্মরূপস্ফূর্ত্তি হয় তার চিতে ॥ ২৬৬
ইহারেই নির্ব্বিকল্প সমাধি কহিয়ে।
অষ্ট অঙ্গ ইহার বেদান্তে নিরখিয়ে ॥ ২৬৭
যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-বিধান।
প্রত্যাহার ধারণা চিন্তন সমাধান ॥ ২৬৮
তাহে যম কহি হিংসা-অসত্য-বর্জ্জন।
চৌর্য্য-মৈথুনের ত্যাগ অপরিগ্রহণ ॥ ২৬৯
নিয়ম সন্তোষ-শৌচ তপ-আচরণ।
প্রণবের জপ আর ঈশ্বর-চিন্তন ॥ ২৭০
আসন পদ্মাদিরূপ খ্যাত শাস্ত্রগণে।
প্রাণায়াম রেচকাদি কহে সর্ব্ব জনে ॥ ২৭১
প্রত্যাহার রূপাদিক বিষয় হইতে।
নয়নাদি ইন্দ্রিয়-আকর্ষ শাস্ত্ররীতে ॥ ২৭২
ধারণা ব্রহ্মেতে সদা মনের ধারণ।
ধ্যান কহি অবিচ্ছেদ তাঁহার চিন্তন ॥ ২৭৩
সমাধি-পদেতে জ্ঞান এথা সবিকল্প।
দেখায়াছি প্রথম চিন্তনে তার অল্প ॥ ২৭৪
করিবেক এই অষ্ট অঙ্গের অভ্যাস।
অচিরাতে হয় তবে স্বরূপপ্রকাশ ॥ ২৭৫
যে কালে প্রারব্ধ ভোগ তার পূর্ণ হয়।
তবে দেহ ছাড়ি সে আমাতে পায় লয় ॥ ২৭৬
এইরূপ জ্ঞানমার্গে যে জানে আমারে।
পুনর্ব্বার সে জন না পড়ে এ সংসারে ॥ ২৭৭
করিবেক এহ জ্ঞান-ভক্তি-সংমিশ্রিত।
ভক্তি বিনে জ্ঞান নহে সমর্থ কিঞ্চিত ॥ ২৭৮

ভক্তি বিনে শুষ্ক জ্ঞান করে যেই জন।
তার শ্রম ব্যর্থ তুষঘাতন যেমন ॥ ২৭৯
সংক্ষেপে কহিনু এই জ্ঞানের প্রকার।
যদি কহ তবে আর কহিব বিস্তার ॥ ২৮০
এত শুনি শ্রীরামচন্দ্রের মিষ্ট বাণী।
কহেন তাঁহারে কপিমণি জোড়পাণি ॥ ২৮১
জয় জয় রঘুবর জগত-ঈশ্বর।
অগতি জনার গতি করুণা-সাগর ॥ ২৮২
কহিতেছ আপুনি যে সব তত্ত্ব-জ্ঞান।
ইহা জানে হেন কেবা আছয়ে বিদ্বান্ ॥ ২৮৩
কিন্তু মোর মনোবৃত্তি না পারি বুঝিতে।
আবিষ্ট না হয় কেন এ সকল চিতে ॥ ২৮৪
অতএব প্রভু তুমি করুণা করিয়া।
কহ কহ নিজ ভক্তিমার্গ বিবরিয়া ॥ ২৮৫
ইথে বা না হয় কেন রত মোর মন।
কহিবেন কৃপা করি তাহারো কারণ ॥ ২৮৬
তাহা শুনি হাসি হাসি শ্রীরঘুনন্দন।
পুনর্ব্বার পবননন্দন প্রতি কন ॥ ২৮৭
শুনহ শুনহ বাপু পবনকুমার।
কহিব তোমারে আমি ভজনপ্রকার ॥ ২৮৮
ভক্তিযোগ হয় মোর বড় গোপ্যধন।
মোরে বশ করিবার পরম সাধন ॥ ২৮৯
তাহাতে জন্ময়ে যার একবার রতি।
কভু নাহি যায় তার মন অন্যপ্রতি ॥ ২৯০
অপর কি কব পুরুষার্থ চতুষ্টয়।
মোর ভক্ত তৃণ-তুল্য করিয়া দেখয় ॥ ২৯১
এই লাগি জ্ঞানকাণ্ড করিয়া শ্রবণ।
আনন্দিত না হইল তোমাদের মন ॥ ২৯২
এবে শুন ভক্তিকাণ্ড করি বিবরণ।
যাহার শ্রবণ-মাত্রে মুক্ত হয় জন ॥ ২৯৩
মো-বিষয়ে কায়-বাক্য মনের ব্যাপার।
আনুকূল্যময় হয় ভক্তি নাম তার ॥ ২৯৪
যদি তাহে কর্ম্ম-জ্ঞান-সম্বন্ধ না রয়।
অন্য কাম নাহি থাকে সে উত্তম হয় ॥ ২৯৫
প্রথমত সেই ভক্তি দ্বিবিধ প্রকার।
সাধনাখ্য সাধ্যনাম দুই ভেদ যার ॥ ২৯৬
সেহত সাধন-ভক্তি হয় অনেকধা।
তার মধ্যে মুখ্যতম এইত নবধা ॥ ২৯৭

শ্রবণ কীর্ত্তন স্মৃতি চরণ-সেবন।
অর্চ্চা নতি দাস্য সখ্য আত্ম-নিবেদন॥ ২৯৮
শ্রবণ তাহাতে নাম গুন-লীলাকৃতি।
কীর্ত্তন এ সকলের কহিয়ে প্রভৃতি॥ ২৯৯
স্মৃতি কহিলাম রূপ-গুণাদি-চিন্তন।
পদসেবা নানা পরিচর্য্যা-আচরণ॥ ৩০০
অর্চ্চন কহিয়ে বিধি-বোধিত পূজন।
নতি-পদে কহি মোর চরণ-বন্দন॥ ৩০১
দাস্য দাস আমি বলি মনে অভিমান।
সখ্য আমি সখা বলি হৃদয়েতে জ্ঞান॥ ৩০২
আত্ম-নিবেদন-পদে দুই অর্থ হয়।
তাহার প্রকার শুন পবনতনয়॥ ৩০৩
আত্ম-পদে দেহ কহে তার সমর্পণ।
বিক্রীত-গবাদি-ন্যায় আত্ম-নিবেদন॥ ৩০৪
কেহ কেহ কহে আত্মপদে জীবাত্মায়।
আত্ম-নিবেদন তার অর্পণ আমায়॥ ৩০৫
সংক্ষেপে কহিলুঁ ভক্তি যেই এই নয়।
ইহারে সাধন-ভক্তি করি শাস্ত্রে কয়॥ ৩০৬
এইত সাধন-ভক্তি যে করে আশ্রয়।
অনায়াসে হয় তার সর্ব্বপাপক্ষয়॥ ৩০৭
পাপের বাসনা-যত নাশ হয় তার।
লয় হয় সংসার-নিদান অবিদ্যার॥ ৩০৮
সব জন অনুরক্ত হয় সেই জনে।
সব গুণ হয় তার যে আছে ভুবনে॥ ৩০৯
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পুরুষার্থ সার।
নিরন্তর থাকে কর-উপরি তাহার॥ ৩১০
অপর কি কব মোরে যেই করে বশ।
লভ্য লয় ইহাতে সে হেন প্রেমরস॥ ৩১১
ইহা সকলের মাঝে কীর্ত্তন উত্তম।
কীর্ত্তনেও নাম-সংকীর্ত্তন মুখ্যতম॥ ৩১২
কি কহিব কপিবর নামের মহিমা।
এক মুখে কহি তার নাহি হয় সীমা॥ ৩১৩
চৌর্য্য করে মদ্য খায় মিত্রদ্রোহ করে।
গো নারী বালক বধে গুরুপত্নী হরে॥ ৩১৪
পিতৃ-ব্রহ্ম-বধ করে হরে দেব-ধন।
সাক্ষী হয়্যা কহে যদি অসত্য বচন॥ ৩১৫
আর বা যতেক পাপ তাঁহা সবে করে।
এক নাম-উচ্চারণে সব পাপে তরে॥ ৩১৬
সাক্ষাৎ নামের গুণ কি কহিব আর।
সর্ব্ব পাপ হরয়ে আভাস মাত্র যার॥ ৩১৭
বিশেষত কলিযুগে এ নাম বিহনে।
অন্য আর গতি নাহি দেখিয়ে নয়নে॥ ৩১৮
অন্য অন্য যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল।
কলিযুগে নামেতেই পায় সে সকল॥ ৩১৯
কিন্তু সেই নামে হয় দশ অপরাধ।
আর এক হেলে হয় সব ফল-বাধ॥ ৩২০
নিজ অপরাধ আমি পারিয়ে সহিতে।
না পারি নামাপরাধ সহন করিতে॥ ৩২১
মোর অপরাধ তরে নামের শক্তিতে।
নাম-অপরাধ আমি নারি তরাইতে॥ ৩২১
সেহ অপরাধ দশবিধ শাস্ত্রে ভণে।
শ্রবণ করহ তাহা কহিব এক্ষণে॥ ৩২৩
বৈষ্ণবের নিন্দা বেদ শাস্ত্রের নিন্দন।
আমা হৈতে শিবে ভিন্ন-বুদ্ধি আচরণ॥ ৩২৪
গুরুতে অবজ্ঞা নাম-বলে পাপাবেশ।
রুচি-শূন্য দুষ্টজনে নাম-উপদেশ॥ ৩২৫
অন্য পুণ্য সম বুদ্ধি যত্নার্থ করণ।
নামের মহিমা শুনি প্রশংসা মনন॥ ৩২৬
নামের মাহাত্ম্য শুনি অপ্রীতি তাহায়।
এই দশ নাম-অপরাধ শাস্ত্রে গায়॥ ৩২৭
আত্মহিত অভিলাষ যে জন করিবে।
সে ইহাতে সাবধান সর্ব্বদা হইবে॥ ৩২৮
যদ্যপিহ কোন দৈবে উপস্থিত হয়।
সর্ব্বভাবে নামেরেই করিবে আশ্রয়॥ ৩২৯
নিরন্তর করিবেক নাম সংকীর্ত্তন।
তাহাতেই হয় অপরাধের ভঞ্জন॥ ৩৩০
এইত কহিলুঁ কিছু সাধন ভজন।
এবে শুন করি সাধ্যভক্তি-বিবরণ॥ ৩৩১
অন্য অভিলাষ ছাড়ি পিরীতি আমায়।
তাহারেই সাধ্য ভক্তি করি শাস্ত্র গায়॥ ৩৩২
ভাগ্যবশে এই ভক্তি জনময়ে যার।
কোন কৃত্য অবশিষ্ট নাহি থাকে তার॥ ৩৩৩
ইহার অঙ্কুর যদি জনমে অন্তরে।
রাজ্যাদি বিষয়সুখে তৃণবুদ্ধি করে॥ ৩৩৪
চক্রবর্ত্তি-পদ ইন্দ্র-বিরিঞ্চি-নগরী।
দেখে তুচ্ছ লোষ্ট ইষ্টকাদি-তুল্য করি॥ ৩৩৫

অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি না করে প্রার্থনা।
অপর কি কব মুক্তি না করে বাসনা ॥ ৩৩৬
ধর্ম্ম-যোগজ্ঞানে আমি নাহি হই বশ।
বশ করে আমারে কেবল ভক্তিরস ॥ ৩৩৭
ভক্তি বিনে নাহি ভব-তরণে উপায়।
ভক্তি বিনে মোরে দেখিবারে নাহি পায় ॥৩৩৮
এই প্রেমভক্তি যার প্রকাশে হিয়ায়।
দেখা যায় এই সব লক্ষণ তাহায় ॥ ৩৩৯
স্তম্ভ স্বেদ রোমোদ্গম স্বরভঙ্গ হয়।
কম্প অশ্রু বিবর্ণতা দেখিয়ে প্রলয় ॥ ৩৪০
কদাচিৎ করে গান কভু বা নর্ত্তন।
কদাচিৎ অট্টহাস্য কদাচ ক্রন্দন ॥ ৩৪১
হেন ভক্তিযুক্ত হয় যেই ভক্ত জন।
তাহার চরণ-স্পর্শে পবিত্র ভুবন ॥ ৩৪২
হেন ভক্ত জন যে কুলেতে জন্ম লয়।
একুইশ পুরুষ তাহার পূত হয় ॥ ৩৪৩
সম্ভাষণ স্পর্শ আর দর্শন শ্রবণে।
কত লোকে উদ্ধারয়ে তাহা কেবা গণে ॥ ৩৪৪
সেই প্রীতি নিজাশ্রয় স্বভাব কারণে।
পঞ্চবিধ হয় এই সর্ব্বশাস্ত্রে ভণে ॥ ৩৪৫
শান্তি দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুর।
এই পঞ্চবিধ ভক্তি অত্যন্ত মধুর ॥ ৩৪৬
পরমাত্ম-ভাবে যেই রতি মোর প্রতি।
মমতারহিত তারে কহি শান্তি রতি ॥ ৩৪৭
সনক সনন্দ আদি যত মুনিচয়।
তাঁরা সবে এই ভক্তি রসের আশ্রয় ॥ ৩৪৮
মো-বিষয়ে হয় যেই আরাধ্য ভাবন।
ভক্তি করি তারে কহে শাস্ত্রগণ ॥ ৩৪৯
[illegible]হার আশ্রয় মোর কনিষ্ঠ ভরত।
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন আর যত এই মত ॥ ৩৫০
-বুদ্ধি করি মোরে হয় যে আসক্তি।
[illegible]চ-বর্জ্জিত তারে কহে সখ্য-ভক্তি ॥ ৩৫১
[illegible]গুলাধিপতি গুহ ভাস্কর-তনয়।
[illegible]ই সব জন এই ভক্তির আশ্রয় ॥ ৩৫২
[illegible]গ্রাহ্য ভাবে যেই প্রীতি মোহে হয়।
[illegible]সল্য ভকতি করি তারে শাস্ত্র কয় ॥ ৩৫৩
[illegible] আশ্রয় হন মোর মাতা পিতা।
[illegible] মাতৃগণ কেকয়দুহিতা ॥ ৩৫৪

মো-বিষয়ে পতি ভাবে যেই রতি হয়।
মধুর ভকতি করি তারে শাস্ত্র কয় ॥ ৩৫৫
এইত ভক্তির পাত্র সেই অভাগিনী।
পরম প্রেয়সী মোর জনকনন্দিনী ॥ ৩৫৬
এ পঞ্চ ভক্তির মধ্যে কোন কোন জনে।
পাত্র-গুণে থাকে দুই তিন সম্মেলনে ॥ ৩৫৭
এইত কহিনু সাধ্য-ভক্তির লক্ষণ।
আর কি কহিব তাহা কহ বাপধন ॥ ৩৫৮
এত শুনি অতিশয় সানন্দ হইয়া।
কহিছেন হনূমান্ প্রণতি করিয়া ॥ ৩৫৯
প্রভু শুনি ভক্তিতত্ত্ব তোমার বদনে।
কৃতার্থ হইলুঁ নাথ আমি এইক্ষণে ॥ ৩৬০
আর কিছু শুনিতে বাসনা নাহি হয়।
সর্ব্বমতে পরিপূর্ণ হয়্যাছে হৃদয় ॥ ৩৬১
কিন্তু এই প্রেমভক্তি হয় কি সাধনে।
তাহা কিছু কহ কৃপা করি ভৃত্যজনে ॥ ৩৬২
মারুতির বচন শুনিয়া রঘুবর।
কহিছেন শুন বাপু পবন-কোঙর ॥ ৩৬৩
প্রেমভক্তি পাইতে করিবে যেই মন।
করিবে সে আগে গুরু-নিকটে গমন ॥ ৩৬৪
অকপট ভাবে তাঁরে সর্ব্বদা সেবিবে।
তাঁর স্থানে বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য শিখিবে ॥ ৩৬৫
পূর্ব্বে কহিয়াছি যেই নবধা ভজন।
নিষ্কামেতে করিবেক তাহা আচরণ ॥ ৩৬৬
ভক্তিভাবে পুণ্যতীর্থ করিবে আশ্রয়।
সেখানে থাকিলে সদা সাধুসঙ্গ হয় ॥ ৩৬৭
করিবেক সাধু-সেবা কায়বাক্য-মনে।
গতি নাহি কিছু সাধু-সঙ্গম বিহনে ॥ ৩৬৮
সাধুসঙ্গ বিনে মন না হয় নির্ম্মল।
সাধুসঙ্গ বিনে প্রেম না হয় উজ্জ্বল ॥ ৩৬৯
সাধুসঙ্গ বিনে জয় না হয় সংসার।
সাধুসঙ্গ বিনে নহে মোর সাক্ষাৎকার ॥ ৩৭০
এ লাগি করিবে সদা সাধু-নিষেবণ।
তাঁহাদের সঙ্গেতে নির্ম্মল হয় মন ॥ ৩৭১
তবে তার চিত্তে প্রেম-সূর্য্য পরকাশে।
সেই মায়া-অন্ধকার অনায়াসে নাশে ॥ ৩৭২
যদ্যপি মোক্ষেতে ইচ্ছা ভক্তের না থাকে।
প্রভু প্রেমভক্তি মুক্তি-পদ দেয় তাকে ॥ ৩৭৩

মায়াবন্ধ-মুক্ত হয়্যা পাই নিত্য দেহ।
নির্ব্বিঘ্নেতে সদা মোরে সেবা করে সেহ॥ ৩৭৪
হেন মতে পায় যে আমার নিত্যলোক।
না হয় না হয় তার কভু দুঃখ শোক॥ ৩৭৫
এইত কহিলুঁ সর্ব্বশাস্ত্রের সারার্থ।
ভক্তি বিনে নাহি আর আছে পুরুষার্থ॥ ৩৭৬
শুনিলে আমার স্থানে যে সব উত্তর।
বুঝিয়াছ ইহার তাৎপর্য্য কপিবর॥ ৩৭৭
জাম্ববান্ মহামতি নির্ম্মল-হৃদয়।
হইয়াছে তব মনে ইহার উদয়॥ ৩৭৮
অতি প্রিয়তম হও তোরা দুইজন।
এই লাগি গোপ্য কথা কৈলুঁ বিবরণ॥ ৩৭৯
দাম্ভিক নাস্তিক শঠ অভক্ত যে জন।
না করিবে তাহাতে এ কথা প্রকাশন॥ ৩৮০
এ সকল দোষশূন্য যে জন হইবে।
তার প্রতি এ সকল বৃত্তান্ত কহিবে॥ ৩৮১
আর কিছু শুনিবারে যদি হয় মন।
কহ কহ তবে তাহা করি বিবরণ॥ ৩৮২
এত শুনি হনূমান আর জাম্ববান্।
কহিছেন প্রণাম করিয়া ভক্তিমান্॥ ৩৮৩
প্রভু তব করুণাতে মোরা দুইজন।
হইলাম কৃতার্থতা-সৌভাগ্য-ভাজন॥ ৩৮৪
আছিল সংশয় যত সব হল্য দূর।
যথামতি তব বাক্য বুঝিলুঁ ঠাকুর॥ ৩৮৫
আর কিছু শুনিতে বাসনা নাহি মনে।
চাহি মাত্র দাস্য-ভক্তি তোমার চরণে॥ ৩৮৬
তুমি হও কৃপাময় বদান্য-রতন।
কৃপা করি মো-সবারে দাও প্রেমধন॥ ৩৮৭
এত শুনি উভয়ের মধুর বচন।
কহেন তাদের প্রতি শ্রীরঘুনন্দন॥ ৩৮৮
শুন শুন কপিবর ভল্লুক-রাজন্।
মোর অতি প্রীতিপাত্র তোরা দুইজন॥ ৩৮৯
করিতেছ যে বাসনা তোরা দুই ব্যক্তি।
হইবে আমাতে তোমাদের সেই ভক্তি॥ ৩৯০
সংপ্রতি দেখহ বর্ষা হল্য উপস্থিত।
অতএব কিষ্কিন্ধ্যাতে প্রবেশ ত্বরিত॥ ৩৯১
শরদ আইলে লয়্যা মিত্র কপিবরে।
আসিবে সকলে মিলি মোর বরাবরে॥ ৩৯২
এখন এখানে থাকি নাহি পাও ক্লেশ।
আমার বচনে গৃহে করহ প্রবেশ॥ ৩৯৩
এত শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া দুইজন।
করিলেন রামচন্দ্র-চরণ বন্দন॥ ৩৯৪
ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা নাহি হয় চিতে।
তথাপি প্রভুর আজ্ঞা না পারে লঙ্ঘিতে॥ ৩৯৫
অতএব গেল তাঁরা কিষ্কিন্ধ্যা-নগরে।
প্রভুর চরণে রাখি আপন অন্তরে॥ ৩৯৬
তাঁহাদিগে বিদায় করিয়া রঘুবর।
বসিলা লক্ষ্মণ-সনে সানন্দ-অন্তর॥ ৩৯৭
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ৩৯৮

ইতি শ্রীরামরসায়নে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে হনূমদনুগ্রহো নাম পঞ্চমঃ
পরিচ্ছেদঃ॥ ৫॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বর্ষাশোভা দর্শনে শ্রীরামের বিলাপ।

ঘনশ্যামাংশুকাং বিদ্যুদ্গৌরীং শ্রীজানকীমিব।
প্রাবৃষং বীক্ষ্য সংমুহ্যন্ রামচন্দ্রোঽস্ত মানসে॥ ১
মাল্যবান্ শ্রীরাম আছেন বাস করি।
বর্ষা উপস্থিত হল্য ভুবন-ভিতরি॥ ২
তাহা দেখি বিরহে ব্যাকুল রঘুপতি।
লক্ষ্মণের প্রতি কহিছেন এ ভারতী॥ ৩
দেখ দেখ ভ্রাতৃবর দেখ রে লক্ষ্মণ।
বর্ষাকাল জগতে করিল আগমন॥ ৪
সংযোগি-জনেরে এহ দেয় নানা সুখ।
বিয়োগি-জনেরে তেন দেয় বহু দুখ॥ ৫
অবিরত বহিতেছে প্রবল পবন।
যাহে শীতে ব্যথা পায় বিরহিত জন॥ ৬
আচ্ছাদিল জলধর জলেতে গগন।
প্রবল কামেতে যেন বিয়োগীর মন॥ ৭
হেন নীচ দেশে সদা ধায় জলধর।
মনে হয় ধরা যায় বাড়াইলে কর॥ ৮

গর্জ্জন করিয়া তারা স্মরে ব্যোমতলে।
মদ-মত্ত মতঙ্গজ যেন রণস্থলে ॥ ৯
জলধর-উপরি শোভয়ে সৌদামিনী।
পূর্ব্বে মোর ক্রোড়ে যেন জনকনন্দিনী ॥ ১০
এইত বিদ্যুৎ দেখি হেন হয় মন।
কাম করে কোষ হৈতে অসি নিষ্কাশন ॥ ১১
মেঘাবলি-উপরি বলাকা পরিস্ফুরে।
মুক্তাহার যেন শ্যাম অঙ্গনার উরে ॥ ১২
জলদে ঢাকিল সূর্য্য দেখা নাহি যায়।
কামের উদ্রেকে যেন ক্রোধ নাহি ভায় ॥ ১৩
কভু কভু উদয় করয়ে ইন্দ্রচাপ।
কামধনু মানি যাহে আমি পাই তাপ ॥ ১৪
অবিরত মেঘ সব করয়ে বর্ষণ।
বাণ বৃষ্টি করে কাম এই হয় মন ॥ ১৫
কভু বৃষ্টি করে তারা জলের পাষাণ।
যা দেখি বিরহিজন হয় হতজ্ঞান ॥ ১৬
এই বড় অনুচিত মেঘের আচার।
যাচক চাতকে করে পাষাণ-প্রহার ॥ ১৭
অনুচিত নহে মেঘ পীড়য়ে আমারে।
অনুগত ময়ূরে যে বজর প্রহারে ॥ ১৮
যে যার দর্শেতে সুখী সেহ বধে তারে।
এমত অন্যায় আর না দেখি সংসারে ॥ ১৯
বুঝিলাম এই রীতি শ্যামবর্ণ-জন।
অতি ক্রূর হয় সাক্ষী তাহার মদন ॥ ২০
বৃষ্টিধারে শোভা করে যত মহীধর।
প্রিয়-জলসেকে যেন প্রিয়া-পয়োধর ॥ ২১
মেঘেতে ঢাকিল গিরি কিবা শোভা করে।
রমণীর স্তন যেন অসিত অম্বরে ॥ ২২
চপলা প্রকাশ পায় উপরি তাহার।
সেই স্তন-উপরি যেমন স্বর্ণহার ॥ ২৩
শত শত ঝরিছে ভূধরেতে নির্ঝর।
রতিশ্রমে ঘর্ম্ম যেন স্তনের উপর ॥ ২৪
শিখরি-শিখরে শিখী সুখে নৃত্য করে।
দিব্য নট যেন রাজ-সভার ভিতরে ॥ ২৫
ভাবি নিজ প্রিয়া-পাশে অন্ত-আগমন।
বুঝি শিখী কেও কেও করে ঘনেঘন ॥ ২৬
সলিলবর্ষণে মহী-তাপ হল্য শান্ত।
প্রোষিতভর্তৃকা-ব্যথা যেন পাই কান্ত ॥ ২৭
বনের অনল সব হইল নির্ব্বাণ।
বৃষ্টি-ধারা পাতে যেন মানিনীর মান ॥ ২৮
পত্রাঙ্কুরে শোভিত হইল বনততি।
প্রবাসী বল্লভ আল্যে যেমন যুবতি ॥ ২৯
অঙ্কুরিত হইল বৃষ্টিতে তরুবর।
প্রিয়া-পরশেতে পুলকিত যেন নর ॥ ৩০
ভূমিতে লোটায় তরু পল্লবের ভরে।
প্রিয় যেন মানিনীর চরণ-উপরে ॥ ৩১
পত্র আগে জলবিন্দু কিবা শোভা করে।
বিরাজে মানিনী-নেত্র যেন অশ্রু ঝরে ॥ ৩২
অর্জ্জুন কুটজ তরু হইল পুষ্পিত।
যাহা দেখি বিরহির স্থির নহে চিত ॥ ৩৩
কুসুমিত মালতীতে ভ্রমর গুঞ্জরে।
স্বামী যেন প্রেয়সীরে অনুনয় করে ॥ ৩৪
কদম্বক্ষেতে হল্য কুসুম-উদ্গম।
গৌরাঙ্গী-রমণী-স্তন হয় যার সম ॥ ৩৫
কেতকীকুসুমে পত্র দেখি অভিরাম।
মনে হয় বুঝি ছুরী রাখিয়াছে কাম ॥ ৩৬
বিকসিত হইতেছে নব কর্ণিকার।
মোর প্রিয়া কর্ণেতে পরিত পুষ্প যার ॥ ৩৭
যার মালা প্রিয়া-গলে অধিক সাজিত।
যূথে যূথে যূথী-ততি সে হল্য পুষ্পিত ॥ ৩৮
পরিপক্ক বিম্বফল অতি শোভা করে।
যাহা দেখি মন ধায় প্রিয়ার অধরে ॥ ৩৯
নূতন সলিলে তৃণ হইল ভূতলে।
যৌবনেতে রোম যেন নারীবক্ষঃস্থলে ॥ ৪০
রক্তকীটততি সাজে উপরি তাহার।
রোমালি-উপরি যেন প্রবালের-হার ॥ ৪১
বৃষ্টিজলে পূর্ণ হল্য ধরণী সকল।
নাহি জানা যায় কিছু উচ্চ নীচ স্থল ॥ ৪২
সিন্ধুকাছে বেগে যায় যত তরঙ্গিণী।
নায়ক-নিকটে যেন সকামা কামিনী ॥ ৪৩
উছলি উঠিয়া নদী ধায় পথ ছাড়ি।
চির-পরে রমণে দেখিতে যেন নারী ॥ ৪৪
নদীকূলে থাকি জল চাতকী না খায়।
সতী যেন অন্য-পতি পানে নাহি চায় ॥ ৪৫
কিবা মেঘমাত্র-নিষ্ঠ এইত পক্ষিণী।
যেন আমামাত্র-নিষ্ঠ জনকনন্দিনী ॥ ৪৬

বর্ষাকালে প্রিয়া বিনে কে কোথা কৌতুকী।
এই ভাবে কোবা কোবা ডাকয়ে ডাহুকী ॥ ৪৭
পিউ-পাখী কিবা পিউ পিউ করি ডাকে।
যাহা শুনি মনে পড়ে সর্ব্বদা প্রিয়াকে * ॥ ৪৮
সরস সুস্বর করে সারস পক্ষিণী।
শুনি যাহা মনে পড়ে প্রিয়ার কিঙ্কিণী ॥ ৪৯
মেঘাগমে দিন-রাত্রি বোধ নাহি হয়।
এ সময়ে প্রিয়া বিনা প্রাণ নাহি রয় ॥ ৫০
মালতী-বিকাশ আর কমল-মুদ্রণ।
এই দুই মাত্র রাত্রি-বিজ্ঞান-কারণ ॥ ৫১
মেঘ-অন্ধকারে চন্দ্র দেখা নাহি যায়।
বিরহে প্রিয়ার মুখ যেন নাহি ভায় ॥ ৫২
সর্ব্বদা দর্দ্দুর সব করে কলকল।
ইহা শুনি কার মন না হয় বিকল ॥ ৫৩
হেন বর্ষাকাল যুবজন-প্রিয়তম।
কিন্তু মোরে প্রিয়া বিনে লাগে বিষসম ॥ ৫৪
এইরূপ কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন।
তাহা শুনি ভাবনা করেন শ্রীলক্ষ্মণ ॥ ৫৫
দেখিয়া বর্ষার শোভা অতি উদ্দীপন।
হয়্যাছেন প্রভু অতি উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৫৬
অতএব এই বর্ষা বর্ণিব ফিরিয়া।
শৃঙ্গার-বিরোধি-রসে উপমান দিয়া ॥ ৫৭
তাহা শুনি যদি হয় নিবৃত্ত মদন।
গোঁয়াবেন কিছু কাল তবে স্থির-মন ॥ ৫৮
এত ভাবি কর জোড়ি সুমিত্রানন্দন।
শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কহেন বচন ॥ ৫৯
প্রভু বর্ষা-শোভা দেখি আমার হৃদয়।
বর্ণন করিতে ইচ্ছা বাসনা করয় ॥ ৬০
যদ্যপি করেন তাহা আপুনি শ্রবণ।
তবে কিছু সংক্ষেপেতে করিয়ে বর্ণন ॥ ৬১
শ্রীরাম কহেন কহ কহ ভ্রাতৃবর।
কহেন লক্ষ্মণ তবে সুমধুরতর ॥ ৬২
প্রভু কিবা হইয়াছে প্রাবৃট্‌সময়।
বর্ণন করিয়া যার সীমা নাহি হয় ॥ ৬৩

অবিরত ধাইতেছে প্রবল পবন।
বিষয়েতে যেন অতি বিষয়ীর মন ॥ ৬৪
নব-জলধরগণে ঢাকিল অম্বর।
তমোগুণে যেন পাপিজনার অন্তর ॥ ৬৫
তড়িৎ প্রকাশ পায় কভু জলধরে।
শ্মশান-বৈরাগ্য যেন বিষয়ি-অন্তরে ॥ ৬৬
ক্ষণকাল মেঘে স্থির না হয় তড়িৎ।
পুরুষের প্রতি যেন দুষ্ট-নারী-চিৎ ॥ ৬৭
গুণ নাহি তভু ইন্দ্রধনু বক্র হয়।
স্বভাবে ভঙ্গুর যেন খলের হৃদয় ॥ ৬৮
আচ্ছাদিল দিবাকরে জলধর-জাল।
তপের প্রভাবে যেন দুষ্ট কলিকাল ॥ ৬৯
অবিরত মেঘে করে সলিল বর্ষণ।
ভক্তিরস দান করে যেন ভক্তজন ॥ ৭০
তার মাঝে কভু জল শিলাবৃষ্টি করে।
জ্ঞান-উপদেশ যেন ভক্তিকথান্তরে ॥ ৭১
চাতক-উপরি কভু পড়য়ে পাষাণ।
ক্রূরজন করে যেন ভিক্ষু-অপমান ॥ ৭২
বৃষ্টিধারে ব্যথা নাহি পায় গিরিগণ।
দুর্জ্জন-বচনে যেন সুজনের মন ॥ ৭৩
মেঘ দেখি শিখিগণ সুখে নৃত্য করে।
সাধু যেন বৈষ্ণব আইলে নিজ ঘরে ॥ ৭৪
মেঘশব্দ শুনি শিখী করে প্রতিধ্বান।
ভক্তগণ যেন শুনি হরিনাম-গান ॥ ৭৫
নূতন সলিলে মহী হইলা শীতল।
তপস্বী পাইয়া যেন কাম্য-তপঃফল ॥ ৭৬
বনের অনল জলে করিল নির্ব্বাণ।
ভব তাপ নাশে যেন ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান ॥ ৭৭
অঙ্কুরে শোভিত হল্য তরুলতাগণ।
প্রেমে পুলকিত যেন তব ভক্তজন ॥ ৭৮
পত্রভরে বৃক্ষসব লোটায় ভূতলে।
সাধু যেন অবিরত প্রণত সকলে ॥ ৭৯
গলিয়া পড়িছে জল সদা পত্র-অগ্রে।
ভক্ত-নেত্র যেন নারায়ণ-অনুরাগে ॥ ৮০
কুটজ কেতকী জাতি হইল প্রকাশ।
ভাবাবেশে যেন ভক্ত-বদনেতে হাস ॥ ৮১
তৃণেতে ঢাকিল ভূমি পথ হল্য গুপ্ত।
কলিকালে যেন হয় বেদমত লুপ্ত ॥ ৮২

* "পিউ পিউ করি ডাকে কিবা পিউ পাখী।
যাহা শুনি সদা মনে জাগিছে জানকী ॥"

নাহি দেখি উচ্চ নীচ ঢাকিল জীবনে।
নিজ হিতাহিত যেন মোহ-আবরণে॥ ৮৩
বহু-মুখে যায় সব তটিনী সাগরে।
নানা শ্রুতিগণ যেন পরম ঈশ্বরে॥ ৮৪
ক্ষুদ্র নদী উছলি বিপথে সব ধায়।
দুষ্টের ইন্দ্রিয়বৃত্তি যেন যায় তায়॥ ৮৫
ভাঙ্গিয়া ফেলিল আলি সলিল উচ্ছালে।
ধর্ম্ম-মার্গে বাদ-শাস্ত্র যেন কলিকালে॥ ৮৬
সরোবর ভাঙ্গি জল ইতস্তত যায়।
কু-যোগীর মন যেন যোগ ভাঙ্গি ধায়॥ ৮৭
স-পঙ্ক হইল সব নদী-নদ-জল।
কামযোগে যোগি-চিত্ত যেমন সমল॥ ৮৮
অবিরত চাতক ডাকয়ে জলধরে।
ভক্ত যেন উৎকণ্ঠাতে দেব দামোদরে॥ ৮৯
রয়্যাছে সারস সব বসি নদী-ধারে।
এখনি ভাঙ্গিবে বলি কভু না বিচারে॥ ৯০
দুষ্ট গৃহী বসি থাকে নিকেতনে।
পরেতে হইবে ক্ষয় নাহি ভাবে মনে॥ ৯১
ছাড়িয়া হংস গিয়াছে মানসে।
যোগি যেন গৃহ ছাড়ি কাননেতে পশে॥ ৯২
ন-রাত্রি ভিন্ন বোধ না হয় মেঘেতে।
ষ-প্রকৃতিবোধ যেন অজ্ঞানেতে॥ ৯৩
মেঘে নাহি ভায় নিশাপতি।
কালে অধর্ম্মেতে যেন শ্রুতিততি॥ ৯৪
রজনীর মাঝে খদ্যোত শোভিত।
পাষণ্ড-শাস্ত্র যেন বিরাজিত॥ ৯৫
শব্দ সদা করে ভেক অতিতুষ্ট।
কথা ছাড়ি অন্য কহে যেন দুষ্ট॥ ৯৬
ই বর্ষাকালে যত বানপ্রস্থগণ।
শ্রয়ে বসি করে তপ আচরণ॥ ৯৭
তাগতি না হয় এ কালে কোনো স্থানে।
সুখ হয় সদা ইষ্টপদ-ধ্যানে॥ ৯৮
সব লক্ষ্মণ-বাণী করিয়া শ্রবণ।
র প্রতি কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন॥ ৯৯
চা যেই অভিলাষে করিলে বর্ণন।
হল্য তব এই আয়োজন॥ ১০০
হেতে জর্জ্জর হয়্যাছে মোর মন।
তে না পারে তব এ সব বচন॥ ১০১
তাহাতে অসহ্য হইয়াছে এ সময়।
কিরূপেতে স্থির হবে ইহাতে হৃদয়॥ ১০২
দেখ দেখ এই বর্ষাকালে করি সেনা।
মারিতে আসিছে কাম বারণ শুনে না॥ ১০৩
রথ হইয়াছে এই জলধরগণ।
প্রবল পবন অশ্ব তাহার বাহন॥ ১০৪
বিদ্যুল্লতা পতাকা শোভিছে রথোপর।
বজ্র-শব্দচ্ছলে রথ ডাকিছে ঘর্ঘর॥ ১০৫
ময়ুর-দর্দ্দুরগণ রথ-বাদ্যকর।
যার শব্দ শুনিয়া বিরহী পায় ডর॥ ১০৬
মেঘ-রথে রথী কাম দেখা নাহি যায়।
যেহেতু অতনু বলি তারে শাস্ত্রে গায়॥ ১০৭
সেই জলধারা-বাণ করিয়া বর্ষণ।
জর্জ্জর করিল মোর তনু আর মন॥ ১০৮
পঞ্চবাণ বলে তারে শাস্ত্রে সত্য নয়।
যে লাগি অসংখ্য বাণ দরশন হয়॥ ১০৯
এ সময়ে প্রিয়া বিনে স্থির হইবারে।
কহ কহ প্রাণাধিক কোন্ জন পারে॥ ১১০
আপনারো দুঃখে যত দুঃখী নহে মতি।
তত দুঃখী হয় ভাবি প্রিয়ার দুর্গতি॥ ১১১
এত কহি কান্দিয়া কান্দিয়া রঘুবর।
বিলাপ করেন অতি কাতর-অন্তর॥ ১১২
হায় হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল,
কোথা-কারে লয়্যা গেল প্রিয়া।
তাহার দুরন্ত-শোকে, শূন্য দেখি তিন লোকে,
হিয়া মোর যায় বিদরিয়া॥ ১১৩
তাহে ঘোর বর্ষাকাল, সাক্ষাৎ যেমন কাল,
অবিরত দিতেছে বেদনা।
এ সময়ে প্রিয়া বিনে, চিতে না ধৈরয মানে,
কিরূপেতে সহিব যন্ত্রণা॥ ১১৪
রাক্ষসের হস্তগত, প্রিয়া একাকিনী কত,
দুঃখ পায় তাহা নাহি জানি।
ভাবি ভাবি দিবারাতি, সন্তাপে পুড়িছে মতি,
আর দেহে নাহি রহে প্রাণী॥ ১১৫
হা জনক-কুলমণি, হা লাবণ্য-তরঙ্গিণি,
হাহা মোর জীবাতু-রতন।
হা জানকি প্রিয়া মোর, না দেখি বদন তোর,
ধরিতে না পারিয়ে জীবন॥ ১১৬

একা এ সময়ে কোথা, প্রিয়ে তুমি পাও ব্যথা,
তাহা ভাবি বিদরয়ে হিয়া।
বুঝিলাম ত্রিভুবনে, এ রঘুনন্দন বিনে,
আর হেন নাহি অভাগিয়া॥ ১১৭
এত বলি ক্রন্দন করেন রঘুবীর।
বহিতেছে শতধার নয়নেতে নীর॥ ১১৮
তাহা দেখি মধুর বচনে শ্রীলক্ষ্মণ।
করিছেন নানামত প্রকারে সান্ত্বন॥ ১১৯
একি প্রভু নিজে হয়্যা গভীর শেখর।
হইছেন কেন এত শোকেতে কাতর॥ ১২০
নিরন্তর শোকে যারা অবসন্ন হয়।
তাহাদের যাবদীয় কার্য্য পায় ক্ষয়॥ ১২১
অতএব শোক তেজি কর আয়োজন।
পাইবে যাহাতে সীতা বধিয়া রাবণ॥ ১২২
করিয়াছ মিত্রভাব সুগ্রীবের সনে।
অবশ্য আছয়ে তব কার্য্য তার মনে॥ ১২৩
সেহ হয় কৃতজ্ঞ ধার্ম্মিক সত্যবাদী।
ঋণে মুক্ত হবে তব কার্য্য সুসম্পাদি॥ ১২৪
উপস্থিত হয়্যাছে সম্প্রতি যে সময়।
ইথে দেশান্তরে গতাগতি নাহি হয়॥ ১২৫
এ সময়ে ব্যবসায়ী বণিক্ ভূপতি।
গৃহেতে আছয়ে সবে ছাড়ি গতাগতি॥ ১২৬
এ কালেতে কপি-সৈন্য আসিবে কেমনে।
এ লাগি সুগ্রীব রাজা আছয়ে ভবনে॥ ১২৭
পরেতে শরদ যবে হবে উপস্থিত।
সাধিবে তোমার কার্য্য সে জন তুরিত॥ ১২৮
তাহারো বিলম্ব আর না দেখি অনেক।
ঋতু-সন্ধিকাল-গুণ দেখি পরতেক॥ ১২৯
তেজিছে পবন কিছু চাঞ্চল্যস্বভাব।
যুথীতে না করে অলি পূর্ব্বমত ভাব॥ ১৩০
মেঘ সব তেন আর না করে বর্ষণ।
ভগ্ন ভগ্ন লাগিতেছে ময়ূর-নিস্বন॥ ১৩১
অতএব বুঝিতেছি নিকটে শরদ।
কিছুদিন স্থির হও ঘুচিবে আপদ॥ ১৩২
এত শুনি লক্ষ্মণের মুখে মিষ্টবাণী।
স্থির হয়্যা বসিলেন প্রভু শার্ঙ্গপাণি॥ ১৩৩
এইরূপে বর্ষাকাল হল্য অবশেষ।
পরেতে শরদ ঋতু করিল প্রবেশ॥ ১৩৪
তাহা দেখি হনুমান্ গিয়া রাজ-ঘরে।
নিবেদন করিছেন কিছু কপিবরে॥ ১৩৫
জয় জয় কপিরাজ শুনহ বচন।
ভুবনে শরদ ঋতু কৈল আগমন॥ ১৩৬
বাহির হইয়া দেখ ইহার সৌন্দর্য্য।
পরম সুন্দর হয় এই ঋতুবর্য্য॥ ১৩৭
শরদের গুণে শান্ত হইল পবন।
সাধুজন-সঙ্গ পাই যেন দুষ্টজন॥ ১৩৮
শ্যামতা তেজিয়া শুভ্র হল্য জলধর।
পাপমুক্ত হয় যেন তীর্থসেবী নর॥ ১৩৯
গর্জ্জন করয়ে মেঘ নাহি দেয় জল।
কলি-বিপ্র-শাপ-বরে নাহি যেন ফল॥ ১৪০
গগন নির্ম্মেঘ হল্য শরদাগমনে।
হৃদয় নির্দ্দোষ হয় যেমন ভজনে॥ ১৪১
উদয় হইল রবি মেঘের বিনাশে।
অবিদ্যার ক্ষয়ে যেন আত্মা পরকাশে॥ ১৪২
অখণ্ড মণ্ডল চন্দ্র উঠিলা গগনে।
কৃষ্ণের উদয় যেন প্রেমপূত মনে॥ ১৪৩
চন্দ্র-উদয়েতে অন্য গ্রহ না শোভয়।
নারায়ণ উদয়ে যেমন দেবচয়॥ ১৪৪
কৃষ্ণপক্ষ-রজনীতে অন্য গ্রহ ভায়।
বেদাভাবে যেন অন্য শাস্ত্র শোভা পায়॥ ১৪৫
মেঘ দূরে গেল প্রকাশিল গিরি সব।
মায়ামোহ নষ্ট হল্যে যেন শ্রীমাধব॥ ১৪৬
সপ্তচ্ছদ পুষ্প সব হল্য বিকশিত।
শ্রীরামচন্দ্রের যশ যেন সুশোভিত॥ ১৪৭
ক্রমে ক্রমে কর্দ্দমে তেজিলা বসুমতী।
অহন্তা মমতা ত্যাগ করে যেন যতি॥ ১৪৮
যত্ন করি কৃষক ক্ষেত্রেতে রাখে জল।
তপস্বী যেমন রাখে নিজ তপোবল॥ ১৪৯
ক্ষেত্রে থাকি মৎস্য নাহি জানে জলক্ষয়।
গৃহী যেন নিজ আয়ুঃশেষ না জানয়॥ ১৫০
অল্প জলে তাপ পায় জলচরগণ।
গৃহে থাকি বহুপোষ্য দরিদ্র যেমন॥ ১৫১
শরদের সঙ্গে জল হইল নির্ম্মল।
কৃষ্ণ-ভক্তি-গুণে যেন ইন্দ্রিয়-সকল॥ ১৫২
নদী সব শান্ত হয়্যা যাইছে সাগরে।
যোগীর হৃদয়-বৃত্তি যেমত ঈশ্বরে॥ ১৫৩

সরোবরে প্রকাশিল অপূর্ব্ব কমল।
ভক্তহৃদয়েতে যেন কৃষ্ণ-পদতল ॥ ১৫৪
মানস সরসী হত্যে আস্তে হংসপাতি।
হিমালয় হত্যে যেন গঙ্গা শুভ্রকাঁতি ॥ ১৫৫
সেই রাজহংস আসি মিলে সরোবরে।
বৈষ্ণব যেমন আস্তে বৈষ্ণবের ঘরে ॥ ১৫৬
শরদ দেখিয়া ভেক হইল নীরব।
পণ্ডিত জনারে দেখি যেন মূর্খ সব ॥ ১৫৭
বণিক্‌সমূহ যায় বাণিজ্যে বিদেশে।
মুনি যেন তপস্যার্থে বনে পরবেশে ॥ ১৫৮
এ সময়ে যাবদীয় নরপতিগণ।
দিগ্বিজয় লাগিয়া করিছে আয়োজন ॥ ১৫৯
তুমিহ না কর অবধান এ সময়ে।
রহিলে আসক্ত হয়্যা সর্ব্বদা বিষয়ে ॥ ১৬০
যাহার চরণপদ্ম-প্রসাদসম্পদে।
পাইয়াছ অনায়াসে কপিরাজ্যপদে ॥ ১৬১
আত্মপত্নী রুমা আর বালীর ঘরণী।
পাইয়াছ আর তার সহস্র রমণী ॥ ১৬২
পাইলে অপূর্ব্ব যশ পিতৃরাজ্য ধন।
অনুরক্ত করিলে যাবত বন্ধুজন ॥ ১৬৩
সে রামের কার্য্য নাহি করি আয়োজন।
নিশ্চিন্ত রহিলে এত অযোগ্য করণ ॥ ১৬৪
যে জন না করে মিত্র-হিত-আচরণ।
নষ্ট হয় তার কীর্ত্তি আয়ু বল ধন ॥ ১৬৫
অতএব আপুনি রামের উপকারে।
বিস্মৃত না হইবেন কোনহ প্রকারে ॥ ১৬৬
যে জন মিত্রের কার্য্যে সর্ব্বদা তৎপর।
ধর্ম্ম অর্থ যশ হয় তাহার বিস্তর ॥ ১৬৭
সেহ কার্য্য করিবেক উচিত সময়।
অকালে করিলে কার্য্য কার্য্য নাহি হয় ॥ ১৬৮
হইয়াছে রামকার্য্য সীতা-অন্বেষণ।
তাহার উচিত কাল করিছে গমন ॥ ১৬৯
সেহ রাম সত্য জানি তোমার বচন।
না করিবা কোনোমতে তোহে নিয়োজন ॥ ১৭০
অতএব তিঁহ না কহিতে না কহিতে।
উচিত তাঁহার কার্য্য তোমারে করিতে ॥ ১৭১
যদি তুমি নাহি কর তাহে অবধান।
হইতে পারিবে তব নানা অকল্যাণ ॥ ১৭২
তিঁহ হন কপিরাজ জগত-ঈশ্বর।
তাঁর বশ হয় এই সব চরাচর ॥ ১৭৩
দেখিয়াছ নিজ নেত্রে তাঁহার বিক্রম।
অতএব অধিক বর্ণন বৃথাশ্রম ॥ ১৭৪
এলাগি সম্প্রতি আজ্ঞা কর কপিগণে।
আয়োজন করু সবে সীতা-অন্বেষণে ॥ ১৭৫
ভল্লুক বানর সব তব আজ্ঞাকর।
আনয়ন করাহ সে সকলে সত্বর ॥ ১৭৬
তারা সব ভ্রমণ করিয়া নানাদেশ।
ত্বরিতে করুক রাম-ভার্য্যার উদ্দেশ ॥ ১৭৭
এইত কহিলুঁ রাজা আমি যথামতি।
কর বিবেচনা করি যে হয় সম্প্রতি ॥ ১৭৮
শুনিয়া মারুতিমুখে এ সব ভারতী।
স্মরণ পাইয়া তাঁরে কহে কপিপতি ॥ ১৭৯
হনূমান তুমি মোর বান্ধব-প্রধান।
সেই লাগি দিলে মোরে হেন হিতজ্ঞান ॥ ১৮০
আমি মূঢ় অতি ক্ষুদ্র বিষয় পাইয়া।
আছিলাম রামকার্য্য সকল ভুলিয়া ॥ ১৮১
তুমিহ করিলে বড় হিত আচরণ।
তোমার বচনে আমি পাইলুঁ চেতন ॥ ১৮২
এত কহি আর সব মন্ত্রী ডাকি আনি ॥
পুনর্ব্বার কহিছেন কপিরাজ বাণী ॥ ১৮৩
শুনহ আমার বাক্য সব মন্ত্রিগণ।
করিতে হইবে এবে সীতা-অন্বেষণ ॥ ১৮৪
অতএব অযুত বানর চারিদিগে।
পাঠাও আনিতে সব ভল্ল-কপিদিগে ॥ ১৮৫
জম্বুদ্বীপে আছে যত ভল্লুক বানর।
শীঘ্র আনয়ন কর মোর বরাবর ॥ ১৮৬
পঞ্চরাত্রমধ্যে যেবা হেথা না আসিব।
তাহারে সবংশে বধ আমিহ করিব ॥ ১৮৭
রাজ-আজ্ঞা পাই তবে যত মন্ত্রিগণ।
চারিদিগে কপিগণে করিলা প্রেরণ ॥ ১৮৮
তাহা দেখি আনন্দিত হয়্যা কপিরাজ।
প্রবেশ করিলা নিজ অন্তঃপুর-মাঝ ॥ ১৮৯
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ১৯০

ইতি শ্রীরামরসায়নে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডলীলাবর্ণনে
বর্ষাবিলাপ-বর্ণনো নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুগ্রীবের প্রতি শ্রীরামের ক্রোধ।

অমোহোঽপি ভৃশং মুহ্যন্নরোষোঽপি রুষং ব্রজন্
পুর্ব্বিতর্ক্যস্বরূপোঽসৌ রামো বঃ কুশলং
ক্রিয়াৎ ॥ ১

এখানেতে রামচন্দ্র থাকি প্রস্রবণে।
দেখেন শরদ-শোভা আপন নয়নে ॥ ২
তাহা নিরীক্ষণ করি বিরহে কাতর।
জানকীরে ভাবনা করেন নিরন্তর ॥ ৩
কদাচিৎ রাম লাগি ফল-আহরণে।
গিয়াছেন শ্রীলক্ষ্মণ কিছু দূর বনে ॥ ৪
হেন কালে কাননের শোভা নিরখিয়া।
রামচন্দ্র হইলা বিরহে মুগ্ধ-হিয়া ॥ ৫
নিকটে লক্ষ্মণ নাই জানেন আপনি।
তভু তাঁরে সম্বোধিয়া কন রঘুমণি ॥ ৬
ভ্রাতৃবর দেখিতেছ শরদ-সৌন্দর্য্য।
যাহা দেখি মদনে মাতয়ে মুনিবর্য্য ॥ ৭
ধীরে ধীরে পবন করয়ে আগমন।
অপরাধী কান্ত যেন মানিনী-ভবন ॥ ৮
মেঘ দূরে গেল হল্য চন্দ্র-প্রকাশন।
ঘোম্‌টা ঘুচাল্যে যেন প্রিয়ার বদন ॥ ৯
অন্ধকার রজনীতে দেখি তারাগণ।
শ্যামাঙ্গনা-অঙ্গে যেন মণি-আভরণ ॥ ১০
ধরাধর দূরে গেল দেখি ধরাধর।
বসন ঘুচাল্যে যেন প্রিয়া-পয়োধর ॥ ১১
স্থলপদ্ম বিকসিত হইল কাননে।
যাহা দেখি প্রিয়ার নয়ন পড়ে মনে ॥ ১২
তাহার উপরি শোভে ভ্রমর-নিকর।
ভুরু-শোভা যেন পিয়া-বদন-উপর ॥ ১৩
নির্ম্মল হইল জগতের যত জল।
মান গেলে যেন হয় হৃদয় নির্ম্মল ॥ ১৪
অতি ক্ষীণ হল্য যাবদীয় তরঙ্গিণী।
আমার বিরহে যেন জনকনন্দিনী ॥ ১৫
কমল-কোরক দেখা দিল সরোবরে।
নব পয়োধর যেন স্ত্রীবক্ষ-উপরে ॥ ১৬
বিকশিত শতদল দেখা যায় জলে।
প্রিয়া-মুখ যেন জলকেলি-কুতূহলে ॥ ১৭
প্রফুল্ল হইল কত কোকনদগণ।
মানের সময় যেন জানকী-নয়ন ॥ ১৮
সরোবরে রাজহংস বুলে শারি শারি।
কুন্দদাম যেন প্রিয়া-বক্ষে মনোহারি ॥ ১৯
তীরে তীরে হংস সব করয়ে গমন।
যাহা দেখি প্রিয়া-গতি হইছে স্মরণ ॥ ২০
এমন সুন্দর এই শরদ সময়।
প্রিয়া বিনা ভ্রাতা মোর মহাদুঃখে রয় ॥ ২১
শীতল সুগন্ধ বায়ু চন্দ্রের কিরণ।
প্রিয়া বিনে লাগে মোরে অনল যেমন ॥ ২২
এ সময়ে উদ্দীপিত হইয়া মদন।
করিতেছে জানকীরে কত না তাড়ন ॥ ২৩
কুরর-সারস-হংস-চক্রবাক-নাদ।
শুনি প্রিয়া কত পাইতেছে অবসাদ ॥ ২৪
আছে কিনা আছে বাঁচি না পারি জানিতে।
রাক্ষসে খায়্যাছে বলি কভু ভাবি চিতে ॥ ২৫
যদ্যপি থাকিত পক্ষ লক্ষ্মণ আমার।
যাইতাম এইক্ষণে নিকটে তাহার ॥ ২৬
এইরূপ কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন।
হেন কালে ফল লয়্যা আইলা লক্ষ্মণ ॥ ২৭
দেখি রামচন্দ্রে তেন বিরহে কাতর।
কহেন তাঁহারে অতি দুঃখিত অন্তর ॥ ২৮
একি একি করিতেছ প্রভু রঘুবর্য্য।
তোমাতে না শোভা পায় এমত কাতর্য্য ॥ ২৯
স্থির হয়্যা কর এবে কার্য্যে আয়োজন।
যাহে হয় জানকী-মাতার অন্বেষণ ॥ ৩০
জানকী লাগিয়া কভু না কর ভাবনা।
ত্রিলোকে কে দিতে পারে তাহারে যন্ত্রণা ॥ ৩১
আছেন কুশলে তিঁহ জানহ নিশ্চয়।
করহ উদ্যম যাহে তাঁর লাভ হয় ॥ ৩২
এত শুনি স্থির হয়্যা তবে রঘুপতি।
পুনর্ব্বার কহিছেন লক্ষ্মণের প্রতি ॥ ৩৩
ভ্রাতা অতি বিহ্বল হয়্যাছে মোর মন।
বনে গিয়াছিলে তুমি না ছিল স্মরণ ॥ ৩৪
দেখ দেখ শরদ করিল আগমন।
গতাগতি-পথ সব হল্য প্রকাশন ॥ ৩৫

এ সময়ে করি সব সেনার সঞ্চয়।
নৃপগণ যায় করিবারে শত্রু-জয় ॥ ৩৬
আমাদের উদ্‌যোগ কিছু নাহি হয়।
সুগ্রীব রহিলা গৃহে বসি এ সময় ॥ ৩৭
নিজ কার্য্য সাধি সেই শাখা-মৃগপতি।
রহিলা ভবনে বিষয়েতে মত্ত মতি ॥ ৩৮
এইরূপ লক্ষ্মণেরে কহিতে কহিতে।
ক্রোধের উদয় হল্য রঘুবর-চিতে ॥ ৩৯
তবে প্রভু অতিশয় অরুণ-নয়ন।
পুনর্ব্বার লক্ষ্মণে কহেন এ বচন ॥ ৪০
তুচ্ছ-বুদ্ধি করিয়াছে মোরে সে বানর।
এই লাগি মোর কার্য্যে না করে আদর ॥ ৪১
যে কাল নির্ব্বন্ধ করি গৃহে প্রবেশিল।
অতীত হইল তাহা তভু না আইল ॥ ৪২
অতএব ভ্রাতৃবর কিষ্কিন্ধ্যা-মাঝারে।
তুমি গিয়া আমার বচনে কহ তারে ॥ ৪৩
ভাল বা মন্দ বা বাক্য যে করে পালন।
উত্তম বলিয়া তারে কহে সর্ব্বজন ॥ ৪৪
প্রতিশ্রুত হয়্যা যেহ কার্য্য না করয়ে।
সে পুরুষে সকলেতে কদর্য্য কহয়ে ॥ ৪৫
কৃতার্থ হইয়া হিত না করে মিতার।
মরিলে না খায় মাংস কুক্কুরেও তার ॥ ৪৬
বানর তুমিহ নিজে কৃতার্থ হইয়া।
গৃহেতে রয়্যাছ বসি আমারে ভুলিয়া ॥ ৪৭
প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলে আসি বর্ষা পারে।
উদ্ধার করিয়া দিব তোমার প্রিয়ারে ॥ ৪৮
এখন সে সব কথা বিস্মৃত হইয়া।
নিশ্চিন্ত রহিলে কাম-ভোগেতে মাতিয়া ॥ ৪৯
তোমার লাগিয়া আমি দুর্যশ না গণি।
বধিলাম বালী হেন বীর-চূড়ামণি ॥ ৫০
তুমিহ অনল-আগে প্রতিজ্ঞা করিয়া।
না করিলে মোর উপকার মূঢ়-হিয়া ॥ ৫১
অতএব এই বোধ হয় মোর চিতে।
বুঝি চাহিতেছ নিজ ভ্রাতারে দেখিতে ॥ ৫২
ইন্দ্রধনু-সম মোর এই শরাসন।
দেখিতে চাহিছে বুঝি তোমার নয়ন ॥ ৫৩
বজ্র-শব্দ সম এই ধনুর টঙ্কার।
শুনিতে চাহিছে বুঝি শ্রবণ তোমার ॥ ৫৪
সত্যবাদী হও কপি না দেখ ভ্রাতায়।
বালিবধা বাণ মোর গিয়াছে কোথায় ॥ ৫৫
এক মাত্র বধিয়াছি বালিরে পূরবে।
অধার্ম্মিক তোমারে বধিব সবান্ধবে ॥ ৫৬
অতএব যদি চাহ আপনার হিত।
মোর কার্য্যে তবে তুমি সাজহ ত্বরিত ॥ ৫৭
ভ্রাতৃবর এই কথা কহিয়া সুগ্রীবে।
কি উত্তর দেয় তাহা শুনিয়া আসিবে ॥ ৫৮
দেখিয়া রামের দুঃখ শুনি এ বচন।
অতিশয় ক্রুদ্ধ হল্যা ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ ৫৯
যে আজ্ঞা বলিয়া রামে করিয়া বন্দন।
চলিলা লক্ষ্মণ ধরি শর-শরাসন ॥ ৬০
কাঁপিতে লাগিল ভূমি তাঁর পদাঘাতে।
থর থর করে বৃক্ষ কলেবর-বাতে ॥ ৬১
তাহা দেখি ভকত-বৎসল রঘুবীর।
পুনর্ব্বার কহিছেন তাঁরে হয়্যা স্থির ॥ ৬২
ভ্রাতৃবর এত ক্রোধ তাঁরে না করিবে।
দুষ্ট বাক্য কিছু তাঁর প্রতি না কহিবে ॥ ৬৩
বহু দুঃখ পরে সেহ পাইয়া বিষয়।
ভুলিয়াছে তাহে এত ক্রোধ যোগ্য নয় ॥ ৬৪
তোমারে দেখিয়া মাত্র হইয়া লজ্জিত।
আসিবেক মিতা মোর নিকটে ত্বরিত ॥ ৬৫
অতএব প্রীতি করি তাহারে আনিবে।
আমার ক্রোধের কথা কিছু না কহিবে ॥ ৬৬
এত শুনি কহেন লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার।
বুঝিতে না পারি প্রভু চরিত্র তোমার ॥ ৬৭
যে হকু যদ্যপি দেখি সে কপি আমারে।
এখানে আইসে তবে আনিব তাহারে ॥ ৬৮
যদি না আদর করে আমারে দেখিয়া।
কহিব তোমার বাক্য সব বিবরিয়া ॥ ৬৯
তাহাতেও যদ্যপি না আইসে এথায়।
তবে রাজা করিব অঙ্গদে বধি তায় ॥ ৭০
আনাইবে অঙ্গদ যাবৎ কপিগণ।
করিবেক তাহারা জানকী-অন্বেষণ ॥ ৭১
এত কহি কোপাবেশে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ।
কিষ্কিন্ধ্যা-নগর প্রতি করিলা গমন ॥ ৭২
পয়াণ করিলা বায়ু-সমান ত্বরিত।
কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে গিয়া হল্যা উপস্থিত ॥ ৭৩

তাঁরে ক্রুদ্ধ দেখি যত মূর্খ কপিগণ।
যুদ্ধ আশে কৈল বৃক্ষ-পাষাণ-গ্রহণ ॥ ৭৪
তাহা দেখি তিঁহ আরো হইলা কুপিত।
ঘৃতধারা পাই যেন অগ্নি প্রজ্বলিত ॥ ৭৫
চটি গেল দুই ভুরু তাঁহার কপালে।
দুই নেত্র জ্বলে যেন সূর্য্য প্রাতঃকালে ॥ ৭৬
অতি ক্রুদ্ধ দেখি তাঁরে সে সব বানর।
ভয়ে পলাইয়া গেলা নগর-ভিতর ॥ ৭৭
কাতর হইয়া গিয়া সুগ্রীবের দ্বারে।
বৈকল্য করিয়া নিবেদন করে তারে ॥ ৭৮
কপিরাজ রামচন্দ্র-অনুজ লক্ষ্মণ।
ক্রোধেতে আইল দ্বারে জানি না কারণ ॥ ৭৯
এইরূপ পুনঃপুন কহে কপিগণ।
মধুমদে মত্ত রাজা না করে শ্রবণ ॥ ৮০
তবে তারা ফিরি আসি সেনাপতি-পাশে।
কহিলেক সেই বার্ত্তা সংগ্রামের আশে ॥ ৮১
সেই মূর্খ কপি-সৈন্য লইয়া বিস্তর।
দ্বার-রোধ কৈল আসি কুপিত-অন্তর ॥ ৮২
তাহা দেখি আরো কুপি লক্ষ্মণ কুমার।
দিলেন আপন শরাসনেতে টঙ্কার ॥ ৮৩
সেই শব্দ শুনি কত দুর্দ্দান্ত বানর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ধরণী-উপর ॥ ৮৪
এখানে শ্রীলক্ষ্মণের আগমন শুনি।
অঙ্গদ ত্বরিতে ধাই আইলা আপুনি ॥ ৮৫
দূর হৈতে রোষাবিষ্ট দেখিয়া লক্ষ্মণে।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা আসি পড়িলা চরণে ॥ ৮৬
তারে দেখি কোপাবিষ্ট সুমিত্রানন্দন।
কহিছেন তাঁর প্রতি কর্কশ বচন ॥ ৮৭
অঙ্গদ শুনহ কিছু বচন আমার।
যাহ তুমি সুগ্রীব-নিকটে একবার ॥ ৮৮
কহ গিয়া শীঘ্র তুমি এই কথা তারে।
শ্রীরামের অনুজ দাঁড়ায়্যা তব দ্বারে ॥ ৮৯
কহিবেন তোহে কিছু শ্রীরাম-শাসন।
যদি ইচ্ছা হয় তবে করগা শ্রবণ ॥ ৯০
এ বাক্য শুনিয়া সেহ কি বলে তোমারে।
শীঘ্র ফিরি আসি তাহা কহিবে আমারে ॥ ৯১
শুনিয়া অঙ্গদ এত লক্ষ্মণবচন।
যে আজ্ঞা বলিয়া শীঘ্র করিলা গমন ॥ ৯২
সুগ্রীব-নিকটে আসি চরণ চাপিয়া।
জাগাইলা তারে অতি যতন করিয়া ॥ ৯৩
তবে সে অঙ্গদ-মুখে শুনি সব কথা।
ডাকায়্যা আনিল নিজ মন্ত্রিগণে তথা ॥ ৯৪
নল নীল সুষেণ বিনত জাম্ববান্।
কুমুদ গবাক্ষ গয় আর হনুমান্ ॥ ৯৫
এ সকল মন্ত্রিগণ দেখি কপিপতি।
কহিবারে আরম্ভিলা তাহাদের প্রতি ॥ ৯৬
মন্ত্রিগণ শুন সবে আমার আশয়।
বিবেচনা করি কহ কর্ত্তব্য যে হয় ॥ ৯৭
করি নাই মন্দ না কয়্যাছি কুবচন।
তবে কেন ক্রুদ্ধ হয়্যা আইলা লক্ষ্মণ ॥ ৯৮
বুঝি মোর মিত্রারে কোনহ দুষ্ট জন।
মিথ্যা করি মোর দোষ করাল্য শ্রবণ ॥ ৯৯
সেই হেতু ক্রুদ্ধ হয়্যা আইলা লক্ষ্মণ।
কিম্বা অন্য আর কিছু ইহার কারণ ॥ ১০০
এতেক বচন শুনি পবন-নন্দন।
সুগ্রীবের প্রতি কিছু কহেন বচন ॥ ১০১
মহারাজ তব হিত লাগি রঘুবর।
বধিলা স্বধর্ম্ম তেজি ইন্দ্রের কোঙর ॥ ১০২
তুমিহ তাঁহার হিত-চেষ্টা নাহি করি।
গৃহে রহিয়াছ নিজ বচন পাসরি ॥ ১০৩
যে কাল নির্ব্বন্ধ করি আসিয়াছ ঘরে।
তাহা হইয়াছে কিন্তু না জান অন্তরে ॥ ১০৪
অতএব বুঝি ক্রুদ্ধ হয়্যা তোমা প্রতি।
শ্রীলক্ষ্মণে পাঠাইলা এথা রঘুপতি ॥ ১০৫
তুমিহ সম্প্রতি তাঁরে করিয়া আদর।
আনয়ন কর নিজ নগর-ভিতর ॥ ১০৬
কহেন যদ্যপি তিঁহ কোনা কটু-কথা।
সহিতে হইবে সব না কর অন্যথা ॥ ১০৭
অনুনয় বিনয় ভকতি বিনে আর।
না দেখি এ দোষে কিছু অপর উদ্ধার ॥ ১০৮
যদি ক্রুদ্ধ হয়্যা ফিরি যান শ্রীলক্ষ্মণ।
সবংশে তোমারে রাম করিবা মারণ ॥ ১০৯
মন্ত্রিজন নৃপতিরে কহিবেক হিত।
এই লাগি কহিতেছি আমিহ উচিত ॥ ১১০
ইথে কোনোমতে রাজা না কর অন্যথা।
অন্যথা করিলে পরে পাইবেক ব্যথা ॥ ১১১

যদি সত্য নাহি কর আপন বচন।
সেই অধর্ম্মেতে হবে নরকে গমন ॥ ১১২
রামে যদি তুষ্ট কর সাধি তার কাজ।
ইহ-পরলোকে সুখ হবে কপিরাজ ॥ ১১৩
তিঁহ যার প্রতি হন সন্তুষ্ট-হৃদয়।
কোন্ পুরুষার্থ তার সুলভ না হয় ॥ ১১৪
অতএব এখানে আনিয়া শ্রীলক্ষ্মণে।
সম্মান করিয়া চল রামদরশনে ॥ ১১৫
হনুমান মৌনী হল্যা কহি এ বচন।
তাহাতেই অনুমতি দিলা সব জন ॥ ১১৬
শুনি মারুতির মুখে স্বহিত-ভারতী।
তুষ্ট হয়্যা তাঁহারে কহেন কপিপতি ॥ ১১৭
বায়ুপুত্র যে কহিলে তুমি মোর প্রতি।
এইত কর্ত্তব্য হয় আমার সম্প্রতি ॥ ১১৮
অতএব অঙ্গদেরে সঙ্গেতে করিয়া।
লক্ষ্মণেরে এথা আন তোরা সবে গিয়া ॥ ১১৯
তাঁহারে সান্ত্বনা করি মধুর বচনে।
যাইব অদ্যাই আমি রামনিরীক্ষণে ॥ ১২০
এত শুনি অঙ্গদেরে করি অগ্রভিতে।
মারুতি প্রভৃতি গেলা লক্ষ্মণে আনিতে ॥ ১২১
এথা কপিরাজ পুন মধুমদবলে।
মাতিল রমণী-পরিহাস-কুতূহলে ॥ ১২২
হনুমান্ আসি তবে লক্ষ্মণের আগে।
প্রণাম করিলা তাঁর পদ-অগ্রভাগে ॥ ১২৩
লক্ষ্মণ তাঁহারে দিলা প্রেম-আলিঙ্গন।
তবে তিঁহ করেন লক্ষ্মণে নিবেদন ॥ ১২৪
আস্থ আস্থ প্রভু আস্থ নগর-মাঝারে।
দাড়াইয়া রয়্যাছ কেন তুমি বহির্দ্বারে ॥ ১২৫
সুগ্রীবের কিছু গোপ্য নাহি তোমা-স্থানে।
তবে কেন অকারণে দাঁড়ায়্যা এখানে ॥ ১২৬
আস্থ আস্থ পদধূলী দিয়া আপনার।
পবিত্র করহ সুগ্রীবের ঘর দ্বার ॥ ১২৭
পরে কৃপা করি যে করিবে আজ্ঞাপন।
করিবেন কপিরাজ তাহাই পালন ॥ ১২৮
মারুতির এত কথা করিয়া শ্রবণ।
নগর ভিতরে প্রভু করিলা গমন ॥ ১২৯
রাজার বাটীতে ছয় প্রস্থ হয়্যা পার।
প্রবেশিলা সুগ্রীবের অন্তঃপুর-দ্বার ॥ ১৩০

দূর হৈতে দেখন লক্ষ্মণ মহাবীর।
সুগ্রীব রাজার সেই সুন্দর মন্দির ॥ ১৩১
কিবা রম্য সে ভবন বিশ্বকর্ম্ম-বিরচন,
স্ফটিক পাষাণে সুগঠিত।
যাহা নিরীক্ষণ করি, মহেশ-নিবাস-গিরি,
ম্লান করে সব জন-চিত ॥ ১৩২
চারিদিকে পুষ্পবাটী, দেখি অতি পরিপাটী,
নানা মণিরচিত প্রাঙ্গণ।
নীলমণিময় ধাম, শত শত অভিরাম,
মধ্য-দেশ প্রবাল-রচন ॥ ১৩৩
মুক্তা ঝাঁপা ঝলমল, নানা বর্ণে সমুজ্জ্বল,
উপরিতে বিতান সুন্দর।
মধ্যে রাজসিংহাসন, মণি-মুক্তা সুশোভন,
বিচিত্র আসন তদুপর ॥ ১৩৪
তাহে বসি কপিবর, নানা অলঙ্কারধর,
বামে তারা রুমা দক্ষপাশে।
হেন বিমানের মাঝ, পরিপূর্ণ দ্বিজরাজ,
দুইতারা মধ্যে পরকাশে ॥ ১৩৫
শত শত নারী আর, বসি তার চারিধার,
করে গীত বাদ্য মনোহর।
তাহা শুনি কুতূহলী, রঘুবর-কার্য্য ভুলি,
মাতিয়া রয়্যাছে কপীশ্বর ॥ ১৩৬
দেখিয়া বিষয়ে মত্ত সুগ্রীবে তেমন।
পুনশ্চ লক্ষ্মণ হল্যা অতি ক্রুদ্ধমন ॥ ১৩৭
রামের সে হেন দুখ ভাবি মনে মনে।
দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ছাড়েন ঘনে ঘনে ॥ ১৩৮
বিকট ভ্রুকুটি করি অরুণ-নয়ন।
ঘন চাহিছেন ওষ্ঠ করিয়া দংশন ॥ ১৩৯
তাঁরে তেন নিরীক্ষণ করি কপিপতি।
কাতর হইলা অতি ভয়ে ব্যগ্রমতি ॥ ১৪০
কৃতাঞ্জলি হয়্যা নামি আসন হইতে।
সহ পরিবারে আল্যা লক্ষ্মণ লইতে ॥ ১৪১
ভয়েতে চঞ্চল-চিত্ত পরণাম করি।
লক্ষ্মণে লইয়া গেলা গৃহের ভিতরি ॥ ১৪২
অপূর্ব্ব আসন দিয়া ভক্তিযুক্ত মন।
বস্থ বস্থ এই কথা বলে ঘনেঘন ॥ ১৪৩
অতিশয় কোপেতে কম্পিত-কলেবর।
না বসিলা লক্ষ্মণ সে আসন-উপর ॥ ১৪৪

যদ্যপি কর্কশবাক্য সুগ্রীবে কহিতে।
বারণ করিযাছিলা রাম শুদ্ধচিতে॥ ১৪৫
তথাপি সুগ্রীবে মত্ত দেখিয়া লক্ষ্মণ।
কহিবারে আরম্ভিলা কর্কশ বচন॥ ১৪৬
স্বামি-কার্য্য লাগি দূত যেখানে যাইবে।
কার্য্য না হইলে সেথা সম্মান না নিবে॥ ১৪৭
কৃতার্থ হইবে কিম্বা অর্থের নিশ্চয়।
তবে দূত সম্মান লইতে যোগ্য হয়॥ ১৪৮
আমিহ প্রভুর কার্য্যে এখানে আসিযা।
কিরূপে আসনে বসি তাহা না সাধিয়া॥ ১৪৯
তুমিহ আমার কথা করিযা শ্রবণ।
কি বল তা শুনি তবে করিব যেমন॥ ১৫০
সত্যবাদী কৃপালু কৃতজ্ঞ যেহ হয।
সেই জন দুই লোকে সুখের আলয॥ ১৫১
যে জন প্রতিজ্ঞা করি মিথ্যা করে তারে।
তাহা হৈতে দুষ্ট কেবা আছযে সংসারে॥ ১৫২
মিথ্যাবাদী সবান্ধবে নরকেতে পড়ে।
ধরণী অত্যন্ত ব্যথা পান তার ভরে॥ ১৫৩
কৃতার্থ হইয়া মিত্র-হিত যে না করে।
কুক্কুরে না খায় তারে মরিলের পরে॥ ১৫৪
কৃতঘ্ন-বিষয়ে আছে ব্রহ্মার বচন।
তার অর্থ কহি তাহা করহ শ্রবণ॥ ১৫৫
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান সুবর্ণ-হরণ।
যে সকল জন করে গুরুস্ত্রী-গমন॥ ১৫৬
এ সবার প্রায়শ্চিত্ত কহে মুনিগণ।
কৃতঘ্নের প্রায়শ্চিত্ত নহে দরশন॥ ১৫৭
তুমি প্রভু-কৃপাতে পাইয়া রাজ্যপদে।
মাতিয়া রয়াছ ঘোর বিষয়ের মদে॥ ১৫৮
বিস্মৃত হয্যাছ তুমি তাঁর উপকার।
বিস্মৃত হয্যাছ পূর্ব্ব-দশা আপনার॥ ১৫৯
অনল-সাক্ষাতে সখ্য কিরূপে ভুলিলে।
কি করিয়া পাণিসমর্পণ পাসরিলে॥ ১৬০
না জানেন প্রভু তোহে এমন বলিয়া।
এই লাগি রাজা কৈলা বালীরে বধিয়া॥ ১৬১
মূর্খ মিথ্যাবাদী অকৃতজ্ঞ যে হইবে।
বিজ্ঞজন তার উপকার না করিবে॥ ১৬২
বিশেষত তোমা হেন স্ত্রী-বশ জনার।
কদাচ কর্ত্তব্য নাহি হয় উপকার॥ ১৬৩
একি দেখি লোকের এমত বিনশ্বর।
কোন্ জন হয় এত স্ত্রীসুখে তৎপর॥ ১৬৪
ভ্রাতার সে দুখ ভাবি মত্ত দেখি তোরে।
বাঢ়িয়া অত্যন্ত কোপ দহিতেছে মোরে॥ ১৬৫
মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন কর্কশ তোহে নাশি।
করিব আমিহ আজি প্রেতপুরবাসী॥ ১৬৬
যমালয়ে বালী রাজা যে পথে গিয়াছে।
সে পথ অদ্যাপি নাহি রুদ্ধ হইয়াছে॥ ১৬৭
অতএব তোরে বধি শিখাব সবারে।
হেন মৈত্র যেন কেহ ভাঙ্গিতে না পারে॥ ১৬৮
শুনিয়া সুগ্রীব এত লক্ষ্মণবচনে।
ত্রাসেতে বচন কিছু স্ফুরে না বদনে॥ ১৬৯
তাহা দেখি তারা রাণী সুচতুরা মতি।
ধীরে ধীরে কহিছেন লক্ষ্মণের প্রতি॥ ১৭০
দেবর ত্যজহ ক্রোধ হও স্থির-মন।
শ্রবণ করহ কিছু মোর নিবেদন॥ ১৭১
তোমা হেন ধৈর্য্যযুক্ত যাবদীয় জন।
কভু নাহি হয় তারা কোপের ভাজন॥ ১৭২
বিশেষত কার্য্যতত্ত্ব না জানি নিশ্চয়।
তোমাতে এতেক ক্রোধ উচিত না হয়॥ ১৭৩
এহ কপিপতি নহে শঠ না নিষ্ঠুর।
নহে মিথ্যাবাদী নহে অকৃতজ্ঞ ক্রূর॥ ১৭৪
যে সব কর্কশবাক্য কহিছ আপনি।
ইহা শুনিবার যোগ্য নহে কপিমণি॥ ১৭৫
বিশেষত তব মুখে এ সকল কথা।
শুনিতে হইলে হয় অতিশয় ব্যথা॥ ১৭৬
তুমিহ সখার ভ্রাতা বান্ধবপ্রধান।
তব মুখে দুর্ব্বাক্য শুনিলে ব্যথে প্রাণ॥ ১৭৭
আর দেখ শ্রীরাম কহেন সখা যারে।
অনুচিত তুমি অপমান কর তারে॥ ১৭৮
অতএব দোষ তেজি প্রসন্ন হইয়া।
শ্রীরাম-নিকটে যাও রাজারে লইয়া॥ ১৭৯
ইহ শ্রীরামের কার্য্যে আছেন তৎপর।
ইহাতে অন্যথা নাহি জান রঘুবর॥ ১৮০
যে রাম-কৃপাতে পাল্য তারা-রাজ্য-ধন।
তাঁর কার্য্য কিরূপে হইবা বিস্মরণ॥ ১৮১
যদি কহ তবে কেন হল্য কালাত্যয়।
তাহার কারণ কহি শুন মহাশয়॥ ১৮২

সহস্র বৎসর এহ হয়্যা রাজ্যভ্রষ্ট।
গৃহদারা বিনে পায়্যাছেন বহু কষ্ট ॥ ১৮৩
এবে রাজ্য পাই রাম-কৃপায় অক্লেশে।
দিবা-রাত্রি-বোধ নাই বিষয়-আবেশে ॥ ১৮৪
তোমা সবে করিবে এ দোষ ক্ষমাপন।
নিজ-আরোপিত বৃক্ষে কে করে চ্ছেদন ॥১৮৫
আর এক বিলম্বেতে আছয়ে কারণ।
তাহাও শ্রবণ কর দেবর লক্ষ্মণ ॥ ১৮৬
শুনিয়াছি অঙ্গদের পিতার বদনে।
বহু সৈন্য আছে সেই রাবণ-ভবনে ॥ ১৮৭
ত্রিশ-কোটি বত্রিশ-সহস্র নিশাচর।
তাহার দ্বিগুণ আছে পিশাচ প্রখর ॥ ১৮৮
ইহান্দের প্রত্যেকের আছে অনুচর।
দশশত করি রণে যারা অগ্রসর ॥ ১৮৯
সে সকলে না বধিয়া বধিতে রাবণে।
কাহারও না হয় শক্তি এ তিন ভুবনে ॥ ১৯০
সে সব রাক্ষস-বধ বহু সৈন্য বিনে।
না হইতে পারে অল্প-সৈন্যে অল্পদিনে ॥ ১৯১
এই লাগি আনিবারে যাবৎ-বানর।
গিযাছে অনেক দূত দিগ্-দিগন্তর ॥ ১৯২
তাহান্দের আগমন করি প্রতীক্ষণ।
মিতার নিকটে রাজা না করে গমন ॥ ১৯৩
যেমত শাসন লয়্যা গেছে সব চর।
তাহাতে আসিতে পারে অদ্যাই বানর ॥ ১৯৪
কোটি কোটি আসিবে ভল্লুক কপিগণ।
যাহারা করিবে রাম-প্রিয়া-অন্বেষণ ॥ ১৯৫
অক্লেশে বধিয়া তারা সসৈন্য রাবণে।
মিলাইবে জানকীরে শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ১৯৬
তাহারা আইলে সঙ্গে লয়্যা কপিবরে।
যাইবে আপুনি রামচন্দ্র-বরাবরে ॥ ১৯৭
এক্ষণ হইয়া শান্ত বসহ আসনে।
স্বীকার করহ পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমনে ॥ ১৯৮
তারার বচন শুনি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
আসনে বসিলা ক্রোধ ত্যজি তুষ্ট-মন ॥ ১৯৯
তাহা দেখি সুস্থমন হয়্যা কপিপতি।
কহিছেন কিছু তবে শ্রীলক্ষ্মণ প্রতি ॥ ২০০
রঘুবর তোহে শান্ত বার নিরীক্ষণ।
ত্রাস ত্যজি এবে সুস্থ হল্য মোর মন ॥ ২০১
তুমিহ করিলে মোর বড় উপকার।
কটুবাক্যে জন্মাইলে চৈতন্য আমার ॥ ২০২
আমিহ ছিলাম বড় মাতিয়া বিষয়ে।
শ্রীরামের কার্য্য মোর ছিল না হৃদয়ে ॥ ২০৩
মারুতিবচনে কিছু পায়্যাছিনু জ্ঞান।
তুমিহ করিলে মোরে দিব্য-জ্ঞান দান ॥ ২০৪
রামের প্রসাদে পাইয়াছি রাজ্য-পদ।
পাইয়াছি দিব্য নারী-নগরী-সম্পদ ॥ ২০৫
তাঁর আজ্ঞা পালন যদ্যপি নাহি করি।
সবান্ধবে যাব তবে নরক ভিতরি ॥ ২০৬
তবে যে হইল কিছু কালাতিক্রমণ।
ক্ষমা কর তোমা সবে মোর সে দূষণ ॥ ২০৭
এত শুনি সুগ্রীবের কাতর বচন।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন লক্ষ্মণ ॥ ২০৮
কপিরাজ দেখি ক্ষমা ধৈরয তোমার।
হইল আমার মনে বড় চমৎকার ॥ ২০৯
ত্রিভুবনে না দেখি না শুনি হেন জন।
সমর্থ হইয়া সহে যে দুষ্ট বচন ॥ ২১০
তুমি শুনি আমার দুর্ব্বাক্য অতিশয়।
ক্ষুব্ধ না হইলে এত চমৎকার হয় ॥ ২১১
যেমত তোমার শীল-ধৈর্য্য কপিরাজ।
ইথে সিদ্ধ হবে তোমা হত্যে রাম-কাজ ॥ ২১২
তোমারে সহায় করি মোর রঘুমণি।
অনায়াসে উদ্ধারিবা আপন ঘরণী ॥ ২১৩
সম্প্রতি চলহ শীঘ্র তুমি প্রভু-পাশ।
কর মিষ্ট বচনেতে তাঁহারে আশ্বাস ॥ ২১৪
জানকী-বিরহ আর বিলম্ব তোমার।
হয়্যাছেন ইথে ব্যগ্র অগ্রজ আমার ॥ ২১৫
তাঁর দুঃখ দেখি আমি হয়্যা রোষান্বিত।
কহিয়াছি তোহে বহু বাক্য অনুচিত ॥২১৬
সে সকল দোষ মোর করি ক্ষমাপন।
শ্রীরাম-নিকটে শীঘ্র করহ গমন ॥ ২১৭
এত শুনি প্রসন্ন দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মণে।
কপিপতি পূজা কৈলা তারে সুখ-মনে ॥২১৮
পরেতে হইয়া তিঁহ আনন্দিত-মন।
পবননন্দন প্রতি কহেন বচন ॥ ২১৯
হনুমান্ কপি আনিবারে গেল যারা।
এখন পর্য্যন্ত ফিরি না আইল তারা ॥ ২২০

অতএব পাঠাও অপর কপিগণ।
শীঘ্র করি কপিবর্গে করু আনয়ন ॥ ২২১
যেই মাত্র এই কথা সুগ্রীব বলিলা।
সেই ক্ষণে দূত সব কিরিয়া আইলা ॥ ২২২
রাজ-আগে আসি তারা করি সম্ভাষণ।
করিতেছে আপন বৃত্তান্ত নিবেদন ॥ ২২৩
মহারাজ যত কপি জম্বুদ্বীপে আছে।
জানাইলুঁ তব আজ্ঞা ত-সবার কাছে ॥ ২২৪
তারা সব মস্তকেতে করিয়া শাসন।
করিতেছে তোমার নিকটে আগমন ॥ ২২৫
এত শুনি রাজা বড় সন্তুষ্ট হইয়া।
তুষিলা সকল দূতে বহুধন দিয়া ॥ ২২৬
তবে পুন কহিছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কপিরাজ এবারে বিলম্ব অকারণ ॥ ২২৭
অপেক্ষা আছিল কপি-সৈন্য আসিবার।
তাহা সিদ্ধ হল্য এবে কর আগুসার ॥ ২২৮
লক্ষ্মণ-বচন শুনি তবে কপিপতি।
জিজ্ঞাসা করেন কিছু মারুতির প্রতি ॥ ২২৯
কহ কহ বায়ুপুত্র করি বিবেচন।
কিরূপেতে মিতা-কাছে করিয়ে গমন ॥ ২৩০
তিঁহ মোর প্রতি হয়্যা আছেন কুপিত।
অতএব কিরূপেতে গমন উচিত ॥ ২৩১
এই এক মত আল্যে সকল বানর।
তা সবারে লয়্যা যাই শ্রীরাম-গোচর ॥ ২৩২
তাহা হল্যে সব সৈন্য করি নিরীক্ষণ।
হইতে পারেন মিতা সুপ্রসন্ন-মন ॥ ২৩৩
অথবা লক্ষ্মণে আগে করি এইক্ষণে।
পড়ি গিয়া কর জোড়ি মিতার চরণে ॥ ২৩৪
তাহা হলো অগ্রেতে দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মণে।
মিতা মোর প্রতি ক্রোধ না করিবা মনে ॥ ২৩৫
এ দুই মতের মধ্যে যেই যোগ্য হয়।
তাহা বিবেচনা করি কহ সুনিশ্চয় ॥ ২৩৬
সুগ্রীব-বচন শুনি হাসি কপিবর।
করিছেন তাঁর প্রতি কিছু প্রত্যুত্তর ॥ ২৩৭
মহারাজ রঘুবর বড় কৃপাময়।
তাঁর প্রতি তুমি কেন কর এ সংশয় ॥ ২৩৮
কভু তাঁর হৃদয়েতে নাহি আছে রোষ।
সকলের প্রতি তাঁর সদাই সন্তোষ ॥ ২৩৯
তাঁহে তুমি তাঁর সখা প্রীতির ভাজন।
তোমাতে তাঁহার ক্রোধ অতি দুর্ঘটন ॥ ২৪০
তোমার বিলম্ব দেখি যদি অভিমান।
হয়্যা থাকে তাঁহে দেখি সে হবে নির্ব্বাণ ॥ ২৪১
অতএব এখনি লক্ষ্মণে আগে করি।
চল চল দেখ গিয়া নিশাচর-অরি ॥ ২৪২
এত শুনি কহে রাজা ডবে ডাকি চরে।
কহ কহ মোর রথ আনিতে সত্বরে ॥ ২৪৩
যেই মাত্র কপিরাজ এ আজ্ঞা করিল।
তৎক্ষণাৎ দিব্যরথ সেখানে আনিল ॥ ২৪৪
তাহা দেখি লক্ষ্মণেরে কহে কপিবর।
তুমি আগে চড় এই রথের উপর ॥ ২৪৫
এত কহি লক্ষ্মণেরে করেতে ধরিয়া।
চড়িল সুগ্রীব রথে আনন্দিত-হিয়া ॥ ২৪৬
শ্রীরামদর্শন লাগি সুগ্রীব চলিলা।
চারিদিকে মন্ত্রিগণ প্রস্থান করিলা ॥ ২৪৭
মাল্যবান্ সমীপেতে আসি কপিবর।
নামিলা লক্ষ্মণ-সনে ধরণী-উপর ॥ ২৪৮
পদব্রজে উঠি তবে গিরির উপরি।
রাম-কাছে যায় রাজা থরথর করি ॥ ২৪৯
দূর হৈতে দেখি রাম ভীত জানি তাঁরে।
আস্য মিতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে ॥ ২৫০
সে বচন শুনি রাজা আনন্দিতমতি।
শ্রীরামনিকটে গিয়া করিলা প্রণতি ॥ ২৫১
লজ্জা ভয়-আনন্দেতে বাণী না নিঃসরে।
প্রেমে পূর্ণ কপিরাজ নিবেদন করে ॥ ২৫২
জয় জয় রঘুমণি, করুণা-রতন-খনি,
জয় জয় পতিতপাবন।
জয় জয় বিশ্বপতি, বিশুদ্ধ-সবলমতি,
অশরণ-জনার শরণ ॥ ২৫৩
আমি অতি দুষ্টমতি, জ্ঞানহীন পশুজাতি
নাহি জানি তোমার ভজন।
তব পদ-পরসাদে, পাই ক্ষুদ্র রাজ্যপদে,
ভুলিছিলুঁ তোমার চরণ ॥ ২৫৪
স্বভাব না হয় জয়, এই সব শাস্ত্রে কয়,
তার সাক্ষী দেখহ অঙ্গার।
লক্ষবার দিয়া বারি, ধৌত কর যত্ন করি,
মালিন্য না যায় তবু তার ॥ ২৫৫

তুমি বিশ্ব-হিতকারী, এই লাগি কৃপা করি
আপন ভ্রাতারে পাঠাইয়া।
চেতন করায়্যা মোরে, নাশি মোহ-অন্ধকারে,
নিজপাশে আনিলে টানিয়া ॥ ২৫৬
আমি অতি দুরাচার, ভুলি তব উপকার,
গৃহে মাতি ছিলুঁ দুষ্টমতি।
ক্ষমা কর এই দোষ, মোরে নাহি কর রোষ,
শরণ লইলুঁ রঘুপতি ॥ ২৫৭
এত কহি প্রণাম করয়ে বহুবার।
নয়নেতে অবিরল ঝরে অশ্রুধার ॥ ২৫৮
তাহা দেখি একি একি বলি রঘুমণি।
ভুজে ধরি তুলি কোলে করিলা আপনি ॥ ২৫৯
আর সব মন্ত্রী প্রভু-চরণে পড়িলা।
যোগ্যমতে সকলেরে তিঁহ সম্ভাষিলা ॥ ২৬০
তবে সবে পরম-প্রমোদযুক্ত চিতে।
বসিলেন স্থানে স্থানে শ্রীরাম সহিতে ॥ ২৬১
তবে পরিহাস করি সুগ্রীবের প্রতি।
কহিছেন হাসি হাসি রঘুবংশপতি ॥ ২৬২
কহ কহ মিতা ভোগ করিয়া বিষয়।
সর্ব্বভাবে তৃপ্ত হইয়াছে তো হৃদয় ॥ ২৬৩
এখন করহ যত্ন করি আয়োজন।
যাহে হয় আমার প্রিয়ার অন্বেষণ ॥ ২৬৪
তুমি বিনে কেবা আছে সহায় আমার।
তুমি বিনে নাহি হয় রাবণ-সংহার ॥ ২৬৫
এত শুনি সুগ্রীব কহেন জুড়ি কর।
আর কেন লজ্জা দাও মোরে রঘুবর ॥ ২৬৬
করিয়াছ আপুনি যে মোর উপকার।
তাহা শোধ করিবারে সাধ্য কি আমার ॥ ২৬৭
তুমিহ আপন বীর্য্যে বধিবে রাবণ।
পিষ্টপেষ মাত্র ইথে মোর আয়োজন ॥ ২৬৮
এক বাণে সপ্ততাল পর্ব্বত ভূতল।
যে ভেদিলা তার কিবা সহায়েতে ফল ॥ ২৬৯
তথাপি যেমত আজ্ঞা করিবে আপুনি।
তাহাই করিব সদা আমি রঘুমণি ॥ ২৭০
আসিতেছে যাবদীয় ভল্লুক বানর।
সাধিবেক তব কার্য্য তারা রঘুবর ॥ ২৭১
এত শুনি সুগ্রীবের মধুর ভারতী।
পরম-আনন্দযুক্ত হলা রঘুপতি ॥ ২৭২
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৭৩

ইতি শ্রীরামরসায়নে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডলীলা
বর্ণনে সুগ্রীবপ্রত্যাগমো নাম
সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সীতার অন্বেষণার্থ বানরসৈন্যপ্রেরণ।

বিশ্বং সাক্ষাৎ পশ্যতাপি প্রিয়াং স্বাং
যেনান্বেষ্টুং বানরৌঘো ন্যযোজি।
তং শ্রীরামং তর্কদুর্গম্যভাবং,
ভক্তস্বান্তানন্দলীলং ভজামঃ ॥ ১

এইরূপে বসিয়া আছেন রঘুবর।
হেন কালে আসিতেছে ভল্লুক বানর ॥ ২
কেহ বা ভূতলে কেহ আকাশ-উপরি।
আসিতেছে সব দিক অন্ধকার করি ॥ ৩
তাহা দেখি রামচন্দ্র বিস্মিত অন্তরে।
জিজ্ঞাসা করেন কিছু বানর-ঈশ্বরে ॥ ৪
মিতা নাহি বহে ঝড় সেনা নাহি চলে।
তবে কেন এত ধূলি গগন-মণ্ডলে ॥ ৫
প্রকাশ না পায় কেন দিবসে তরণি।
কম্পিত হইছে কেন সঘনে ধরণী ॥ ৬
কিন্তু বোধ হয় এহ অমঙ্গল নয়।
দেখিতেছি সকলের প্রসন্ন হৃদয় ॥ ৭
তাহা শুনি হাসিয়া কহেন কপিপতি।
না কর না কর ইথে প্রভু অন্যমতি ॥ ৮
এহ হয় আমাদের পরমমঙ্গল।
তব কার্য্য লাগি আল্য বানর সকল ॥ ৯
তাহারাই দিগ্বিদিক্ সকল ঢাকিয়া।
আসিতেছে কেহ কেহ ভূমি কাঁপাইয়া ॥ ১০
এতেক বচন শুনি সুগ্রীবের মুখে।
শ্রীরাম চাহেন দশদিকে মহাসুখে ॥ ১১
তবে ক্রমে ক্রমে যত শাখামৃগগণ।
করিতেছে সেইত স্থানেতে আগমন ॥ ১২

কেহ কেহ ক্ষুদ্রাকৃতি কেহ বৃষ-সম।
কেহ গজ-তুল্য কেহ পর্ব্বত-উপম ॥ ১৩
এক দুই তিন চারি ক্রোশ পরিমাণ।
কত কত বানরের শরীর-সংস্থান ॥ ১৪
দুই তিন চারি পাঁচ দশ বিশ ত্রিশ।
যোজন প্রমাণ হয় কত শত কীশ ॥ ১৫
কেহ কেহ আপনার ইচ্ছা-অনুসারে।
ছোট বড় মধ্য মূর্ত্তি ধরিবারে পারে ॥ ১৬
শুক্ল রক্ত নীল পীত নানা-বর্ণধর।
করে ধরি বৃক্ষ গিরিশৃঙ্গ ধরাধর ॥ ১৭
গজবল কেহ কেহ দশগজবল।
কেহ শতগজবল নিবাসের স্থল ॥ ১৮
সহস্র অযুত লক্ষ কোটি গজবল।
কেহ কেহ অপ্রমেয় বলে সমুজ্জ্বল ॥ ১৯
কারো সঙ্গে শত কারো সহস্র অযুত।
লক্ষ সে নিযুত কোটি অর্ব্বুদ বিশ্রুত ॥ ২০
কারো পদ্ম খর্ব্ব কারো নিখর্ব্ব গণিত।
কারো মহাপদ্ম শঙ্খ সিন্ধুপরিমিত ॥ ২১
মধ্য অন্ত্য পরার্দ্ধ-গণিত কারো সৈন্য।
সবে নানা গুণধর সমরে অদৈন্য ॥ ২২
যেমত দেখিয়ে সব মুনির বচন।
ইথে বোধ হয় রামসৈন্য অগণন ॥ ২৩
সে সব বানর আসি রামে কপীশ্বরে।
ভক্তিভাবে ক্রমে ক্রমে সম্ভাষণ করে ॥ ২৪
নিজ নিজ দেশের উত্তম ফলফুল।
উপায়ন দেন নৃপে অতি মিষ্ট মূল ॥ ২৫
সে সকলে মিষ্টবাক্যে করি সম্ভাষণ।
সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রে করে নিবেদন ॥ ২৬
রঘুবর তব আজ্ঞা ধরি সবে মাতে।
আইলা যাবৎ কপি তোমার সাক্ষাতে ॥ ২৭
ইহারা সকলে হয় বহু বলধর।
বীর্য্য শৌর্য্য-সাহসাদি নানা-গুণাকর ॥ ২৮
এ সকলে যেই আজ্ঞা আপনি করিবে।
অনায়াসে ইহারা তাহাই সাধি দিবে ॥ ২৯
ইহারা সুমেরু-গিরি পারে ভাঙ্গিবারে।
জল তুলি শোষিতে পারয়ে পারাবারে ॥ ৩০
যদি ইচ্ছা হয় পারে সিন্ধু পূরাইতে।
নূতন অপর সিন্ধু পারয়ে কাটিতে ॥ ৩১

এ সবার মাঝে মুখ্য এই কয় জন।
ইহাদের বল গুণ না হয় বর্ণন ॥ ৩২
এই শতবলী নামে মহাবীরবর।
যার সঙ্গে দশকোটি-সহস্র বানর ॥ ৩৩
তারার জনক শ্রীসুষেণ মহাশয়।
পূর্ব্বের সমান কপি যার সঙ্গে হয় ॥ ৩৪
এই গন্ধমাদন অত্যন্ত বলবান্।
যার সেনা লক্ষাধিক খর্ব্ব পরিমাণ ॥ ৩৫
অংশুমান্ নামে বীর কর নিরীক্ষণ।
অযুত অধিক লক্ষ যার সেনা-জন ॥ ৩৬
এই দেখ গবয় নামেতে যূথপতি।
অযুত প্লবঙ্গ হয় যাহার সংহতি ॥ ৩৭
অনল-তনয় এই নীল কপিবর।
দশ কোটি কপি হয় যার অনুচর ॥ ৩৮
দুর্ম্মুখ নামেতে এই কপি মহাধীর।
এক লক্ষ নয়শত যার সঙ্গে বীর ॥ ৩৯
পিতামহ-পুত্র সর্ব্ব-বানরপ্রধান।
এই দেখ শ্রীকেশরী মহা বুদ্ধিমান্ ॥ ৪০
যুদ্ধে শূর সমর্থ বিবিধ গুণধর।
যার সঙ্গে দশ কোটি সহস্র বানর ॥ ৪১
এক খর্ব্ব গোলাঙ্গুল যার সঙ্গে যায়।
এই দেখ সেইত গবাক্ষ বীররায় ॥ ৪২
তিন শত কোটি কপি সঙ্গেতে লইয়া।
আইলা পবন তব আদেশ পাইয়া ॥ ৪৩
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ নামে দুই বীরবর।
যাহাদের সঙ্গে দশশত কোটি চর ॥ ৪৪
এই দেখ তার নামে বীর পারিস্কার।
পঞ্চ কোটি শাখামৃগ সেনা হয় যার ॥ ৪৫
লক্ষ কোটি সেনা যার রণেতে উন্মুখ।
নিরীক্ষণ কর এই সেই দরীমুখ ॥ ৪৬
চারি কোটি বানর যাহার পাছে ধায়।
সেই এই ইন্দ্রজানু নামে বীররায় ॥ ৪৭
লক্ষ বানরাধিপতি শরভ শ্রীমান্।
কোটিকপি-পালক দেখহ রুমণ্বান্ ॥ ৪৮
একাদশ কোটিপতি মহাবল গয়।
তত সৈন্যপতি শ্রীবিনত মহাশয় ॥ ৪৯
তোমার অত্যন্ত প্রিয় বীর হনুমান।
এক মুখে যার গুণ না হয় সংখ্যান ॥ ৫০

বল-বীর্য্য-পরাক্রমে যার উপমান।
এ তিন ভুবন মাঝে দিতে নাহি স্থান ॥ ৫১
ইহাঁর আইল সেনা দেখ মহাবলী।
এক কোটি সহস্র সমরে কুতূহলী ॥ ৫২
আইল প্রাণের পুত্র অঙ্গদ কুমার।
বালীর সমান বীর্য্য-পরাক্রম যার ॥ ৫৩
শত শঙ্খ আর পদ্ম সহস্র প্রমাণ।
ইহার সঙ্গেতে কপি বলবীর্য্যবান ॥ ৫৪
কুমুদ সুবাহু নল সম্পাতি সন্নত।
এই আদি সেনাপতি আছে আর কত ॥ ৫৫
সর্ব্ব ভল্লূকের রাজা এই জাম্ববান।
তব ভক্ত স্থির ধীর বীর মতিমান ॥ ৫৬
সমরে সমর্থ মহাকায়-বলধর।
কোটিবৃন্দ ভল্লূক যাহার অনুচর ॥ ৫৭ *
ধূম্রনামা এইত ভল্লূক যুদ্ধরঙ্গী।
দুই কোটি সহস্র ভল্লূক যার রঙ্গী ॥ ৫৮
এই সব সেনা হয় মোর রাজ্যবাসী।
উপস্থিত হল্য তব কার্য্যে এথা আসি ॥ ৫৯
ইহাদিগে যাহাতে করিবে নিয়োজন।
সেই কর্ম্ম ইহারা করিবে নিষ্পাদন ॥ ৬০
অতএব সম্প্রতি কি হয় করিবারে।
তাহা আজ্ঞা কর এই কপি সবাকারে ॥ ৬১
এত শুনি আনন্দিত হয়্যা রঘুপতি।
কহিছেন মিষ্টবাণী সুগ্রীবের প্রতি ॥ ৬২
মিতা দেখি এ সকল তব পরিজন।
বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হল্য মোর মন ॥ ৬৩
বুঝিলাম দুষ্ট দশাননের বিজয়।
তোমার আগেতে অতি ক্ষুদ্র কর্ম্ম হয় ॥ ৬৪
যেমত তোমার ভৃত্য যেমত শাসন।
ইথে তোহে কোনো কর্ম্ম নহে অঘটন ॥ ৬৫
সম্প্রতি যে কর্ম্ম হয় যাহে করিবারে।
তুমিহই তাহা কহ ডাকিয়া সবারে ॥ ৬৬
কোন্ স্থানে আছে সেই দুষ্ট দশানন।
প্রথমত ইহাই করাও অন্বেষণ ॥ ৬৭
সীতা বাঁচি আছে কিংবা তেজিল জীবন।
এই বার্ত্তা আগেতে করাও আনয়ন ॥ ৬৮
জানি জানকীর বার্ত্তা রাবণের স্থান।
পরেতে করিব সবে যে হয় বিধান ॥ ৬৯
তবে শ্রীসুগ্রীব কপিগণে সম্বোধিয়া।
কহিছেন অতিশয় পিরীতি করিয়া ॥ ৭০
যাবদীয় কপিগণ, হয়্যা সবে একমন,
শুন শুন আমার বচন।
আমি দূত পাঠাইয়া, তোমা সবে যে লাগিয়া,
এখানে করিলুঁ আনয়ন ॥ ৭১
দশরথ-নৃপ-পুত্র, সকল-সদ্গুণ-পাত্র,
এই রাম ভার্য্যা-ভ্রাতৃ-সনে।
পিতৃ-আজ্ঞা পালিবারে, রাজ্য দিয়া অনুজেরে,
ছিলা আসি পঞ্চবটী বনে ॥ ৭২
দশানন দুষ্টমতি, যোগী হয়্যা আসি তথি,
লয়্যা গেছে ইহাঁর বনিতা।
তাঁর বার্ত্তা-লাভ আশে, এহঁ আসি এই দেশে,
মোর সঙ্গে করিলা সখিতা ॥ ৭৩
এই কৃপা করি মোরে, এইত কিষ্কিন্ধ্যাপুরে,
কর্য়াছেন রাজ্যেতে নিযুক্ত।
তাহে মোর এই মন, করি সীতা উদ্ধারণ,
ইহাঁর ঋণেতে হই মুক্ত ॥ ৭৪
তেঁই তোমা সবাকারে, আনাইলুঁ দূত দ্বারে,
কর সবে এ কার্য্য সাধন।
পাইবে অপূর্ব্ব খ্যাতি, ইহাতে সন্তুষ্ট-মতি,
হইবেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৭৫
সুগ্রীব রাজার এই বাক্য অবশেষে।
কহিছেন প্রভু নিজে তাদিগে বিশেষে ॥ ৭৬
শুন শুন মোর কিছু কথা কপিগণ।
মোর কার্য্যে তোমাদিগে আনাল্যা রাজন্ ॥ ৭৭
শুনিলে সকল বার্ত্তা মিতার বদনে।
করহ উচিত যত্ন সকলে এক্ষণে ॥ ৭৮
তোমাদের হবে ইথে নানামত দুখ।
সহিতে হইবে তাহা চাহি মোর মুখ ॥ ৭৯
এতশুনি কৃতাঞ্জলি হয়্যা কপিগণ।
শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি করে নিবেদন ॥ ৮০
প্রভু তব শ্রীচরণ করিয়া দর্শন।
ভুলিয়া গিয়াছে বস্ত মো-সবার মন ॥ ৮১

* তথাচ অধ্যাত্মরামায়ণে,—
"এষ মে মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠঃ কোটিভল্লূকবৃন্দপ" ইতি

যে কার্য্য করিলে সিদ্ধ হবে তব কাজ।
তাহাই করিব মোরা শুন রঘুরাজ ॥ ৮২
তেজিয়া আসন স্নান ভোজন শয়ন।
করিব তোমার কার্য্য সবে অনুক্ষণ ॥ ৮৩
অপর কি কব যদি যায় নিজ প্রাণ।
তথাপি করিব তব কার্য্য-সমাধান ॥ ৮৪
এত শুনি বানরের মধুর বচন।
অতি আনন্দিত হলা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৮৫
তবে শ্রীসুগ্রীব রাজা বিনতে ডাকিয়া।
কহিছেন অতিশয় পিরীতি করিয়া ॥ ৮৬
কপিবর করিতে জানকী-অন্বেষণ।
তুমি কর শীঘ্র পূর্ব্বদিকেতে গমন ॥ ৮৭
সুবুদ্ধি চতুর বীর বলের আকর।
সঙ্গে নাও বহু-কোটি বাছিয়া বানর ॥ ৮৮
দেখিবে যাবৎ গ্রাম কানন নগর।
নদী নদ তীর ভূমি পর্ব্বত সাগর ॥ ৮৯
দেখিবে দণ্ডকবন বিবিধ প্রকারে।
যমুনা শ্রীভাগীরথী সরযূর ধারে ॥ ৯০
কৌশিকী দেবিকা চম্পা তমসা গোমতী।
শোণনদ কর্ম্মনাশা পূর্ব্ব-সরস্বতী ॥ ৯১
বিদেহ মালব শুহ্ম শ্রীকাশী-নগরী।
কোশল মগধ মল্ল অঙ্গের ভিতরী ॥ ৯২
পরে বঙ্গদেশে দেখি যাবদীয় স্থান।
সমুদ্রের কূলে কূলে করিবে সন্ধান ॥ ৯৩
মন্দর পর্ব্বতে বহু ম্লেচ্ছ জাতি আছে।
ভালমতে অন্বেষিবে তাহাদের কাছে ॥ ৯৪
লম্বকর্ণ-কৃষ্ণমুখ খর্ব্বর আখ্যান।
কেহ কেহ স্বর্ণবর্ণ অতি বলবান্ ॥ ৯৫
কেহ কেহ কাঁচামৎস্য ভোজন করয়ে।
এ লাগি তাদিগে নরকুম্ভীর বোলয়ে ॥ ৯৬
তাহাদের বাসস্থান সুন্দর দেখিবে।
তারপর পূর্ব্বসিন্ধু দেখিতে পাইবে ॥ ৯৭
শতেক যোজন হয় সেইত জলধি।
অগাধ যাহার জল আছে নিরবধি ॥ ৯৮
তার পর বানরের গতি না ঘটিবে।
অতএব সেই স্থান হইতে ফিরিবে ॥ ৯৯
একমাস মধ্যে এথা করহ আগমন।
বিলম্ব হইলে আমি বধিব জীবন ॥ ১০০
যে জন জানকীবার্ত্তা মোরে আনি দিবে।
মোর অর্দ্ধরাজ্যভাগী সে জন হইবে ॥ ১০১
এত শুনি শ্রীবিনত যে আজ্ঞা বলিয়া।
শ্রীরাম-চরণে প্রণমিলা সুখি-হিয়া ॥ ১০২
সুগ্রীবে সম্ভাষি আর যত কপিগণে।
প্রস্থান করিলা পূর্ব্বদিকে কপিসনে ॥ ১০৩
তবে শ্রীসুগ্রীব ডাকি শতবলী বীরে।
সবিনয় মিষ্ট কথা কহিছেন ধীরে ॥ ১০৪
শুন শুন কপিবর আমার বচন।
উত্তরাংশেতে তুমি করহ গমন ॥ ১০৫
সঙ্গে নাও বহু কোটি প্রধান বানর।
অন্বেষণ কর গিয়া সীতা-লঙ্কেশ্বর ॥ ১০৬
দেখিবে যাবৎ বন তটিনী নগরী।
যাবদীয় ভূধর শিখর কুঞ্জদরী ॥ ১০৭
নিরখিবে মৎস্যদেশ শূরসেন আর।
মদ্রদেশ কান্যকুব্জ যবন গান্ধার ॥ ১০৮
শকদেশ বাহ্লীক দেখিবে চীনদেশ।
কাম্বোজ দরদদেশ দেখহ সবিশেষ ॥ ১০৯
কত শত ধরাধর করিয়া দর্শন।
পরেতে যাইবে গিরি সে গন্ধমাদন ॥ ১১০
বিশল্যকরণী দিব্যৌষধি আছে যায়।
যাহার পরশে মৃত প্রাণী প্রাণ পায় ॥ ১১১
হাহা হুহু নামে দুই গন্ধর্ব্বের পতি।
তিনকোটি চরসনে সদা থাকে তথি ॥ ১১২
তার পরে হিমালয়-উপরি যাইয়া।
অন্বেষিবে জানকীরে যতন করিয়া ॥ ১১৩
সেথা থাকে বহু যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
ভাল করি দেখহ সবে তাহাদের ঘর ॥ ১১৪
ভৃগু-তুঙ্গ মহাশ্রম করি নিরীক্ষণ।
কাল নামে গিরিবরে করিবে গমন ॥ ১১৫
তার পর আছে এক অতি দুর্গ স্থান।
চারিদিগে শতেক যোজন পরিমাণ ॥ ১১৬
নাহি জল বৃক্ষ প্রাণী কিছুই সেথায়।
অতিশয় তপ্ত সেহ সূর্য্যের প্রভায় ॥ ১১৭
অতএব বড় বেগে তাহা হবে পার।
পূর্ব্বে করি জল-পান ফলাদি আহার ॥ ১১৮
তার পর দেখিবে কৈলাস গিরিবর।
যেখানেতে বাস করি আছেন ঈশ্বর ॥ ১১৯

পরম সুন্দর সেই রজত-শিখরী।
এক মুখে তার শোভা বর্ণিব কি কবি ॥ ১২০
সেখানে আছয়ে দিব্য বটতরু এক।
যার শোভা ত্রিভুবন হেতে অতিরেক ॥ ১২১
শতেক যোজন উচ্চ সেই তরুবর।
চারিদিগে পঁচাত্তরি যোজন বিস্তর ॥ ১২২
নাহিক পক্ষীর বাসা তাহাতে কোথায়।
বৃষ্টি বায়ু আতপের পীড়া নাহি তায় ॥ ১২৩
তার মূলে যাবদীয় পার্ষদ সহিত।
থাকেন সর্ব্বদা শম্ভু জগজন-হিত ॥ ১২৪
তাঁর ভক্ত হয় সেই দুষ্ট দশানন।
সেখানেতে তাহার করিবে অন্বেষণ ॥ ১২৫
তার পর দেখিবে শ্রীকুবেরের ধাম।
অলকা নগরী বলি খ্যাত যার নাম ॥ ১২৬
কুবেরের ভ্রাতা হয় সেইত রাবণ।
তাঁর কাছে থাকিতে পারয়ে সেই জন ॥ ১২৭
ভালমতে নিরখিয়া সে সকল স্থান।
তার পরে আগে সবে করিবে পয়াণ ॥ ১২৮
কিম্পুরুষবর্ষ হিমালয়ের উত্তর।
দেখিবে সে সব স্থান হইয়া তৎপর ॥ ১২৯
তাহার উত্তরে হেমকূট গিরি হয়।
দেখিবে তাহার বন-কুঞ্জ-দরীচয় ॥ ১৩০
তাহার উত্তরে হরিবর্ষ মনোহর।
নিরখিবে তাহে যত কানন নগর ॥ ১৩১
তাহার উত্তরে হয় নিষধ ভূধর।
ভালমতে অন্বেষিবে তাহার উপর ॥ ১৩২
ইলাবৃত বর্ষ হয় উত্তরে ইহার।
সুমেরু পর্ব্বত আছে মাঝেতে যাহার ॥ ১৩৩
কেবল সুবর্ণময় হয় সেই স্থান।
নিরবধি সূর্য্যের কিরণে শোভমান ॥ ১৩৪
সেখানেতে সদা শিব পার্ব্বতীর সনে।
বিহার করেন অবিশ্রান্ত সুখি-মনে ॥ ১৩৫
সেখানেতে না করিহ তোমরা প্রবেশ।
আছয়ে শিবের বড় বিষম আদেশ ॥ ১৩৬
পুরুষ যদ্যপি কেহ সেথা প্রবেশয়।
তাঁহার শাপেতে সেইক্ষণে নারী হয় ॥ ১৩৭
ইলাবৃতপশ্চিমেতে গিরি মাল্যবান্।
সেখানে করিবে দশাননের সন্ধান ॥ ১৩৮
কেতুমাল বর্ষ হয় পশ্চিমে তাহার।
বঙ্কু নামে গঙ্গাধারা বহে মধ্যে যার ॥ ১৩৯
সে বর্ষ দেখিয়া আর সমুদ্রের তীর।
ফিরিবে সেখান হতে যত কপিবীর ॥ ১৪০
ইলাবৃত-পূর্ব্বে গিরি শ্রীগন্ধমাদন।
করিবে সেখানে দশানন-অন্বেষণ ॥ ১৪১
সে গিরির পূর্ব্বে বর্ষ ভদ্রাশ্ব-আখ্যান।
সেখানেতে রাবণের করিবে সন্ধান ॥ ১৪২
বহেন সেখানে গঙ্গাদেবী নামে সীতা।
তাঁহার কূলেতে অন্বেষিবে দেবী সীতা ১৪৩
পূর্ব্বসিন্ধু-তটভূমি করি নিরীক্ষণ।
ইলাবৃত-উত্তরেতে করিবে গমন ॥ ১৪৪
নীল নামে ধরাধর সেখানে দেখিবে।
রাবণে তাহার গুহা-বনে অন্বেষিবে ॥ ১৪৫
রম্যক বর্ষেরে দেখি তাহার পরেতে।
চড়িবে যাইয়া শ্বেতগিরি-উপরেতে ॥ ১৪৬
সেখানে করিয়া ভালমতে অন্বেষণ।
হিরণ্ময়বর্ষ-মাঝে কর প্রবেশন ॥ ১৪৭
নানা নদ নদী গ্রাম সেখানে দেখিয়া।
শৃঙ্গবান মহীধরে চড়িবে যাইয়া ॥ ১৪৮
সেখানে না পাও যদি রাবণদর্শন।
উত্তর কুরুতে তবে করিবে গমন ॥ ১৪৯
অতিরমণীয় স্থান সেহ স্বর্গ-সম।
দশাননে সেখানে দেখিবে কার শ্রম ॥ ১৫০
তাহার পরেতে হয় উত্তর-সাগর।
সেখানে যাইতে নাহি পারয়ে বানর ॥ ১৫১
অতএব এই সব স্থান নিরখিয়া।
একমাস-কালমধ্যে আসিবে ফিরিয়া ॥ ১৫২
শুন শুন প্রধান প্রধান সেনাগণ।
কর তোরা শতবলি-সঙ্গেতে গমন ॥ ১৫৩
যত্ন করি জানকী করিবে অন্বেষণ।
না করিবে কদাচ আলস্য আচরণ ॥ ১৫৪
যে জন জানকীবার্ত্তা মোরে আসি দিবে।
মোর অর্দ্ধরাজ্যভাগ সে জন পাইবে ॥ ১৫৫
একমাস মধ্যে নাহি ফিরিবে যে জন।
বিনাশ করিব আমি তাহার জীবন ॥ ১৫৬
এত শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া শতবলী।
প্রণাম করিলা রামে মহা কুতূহলী ॥ ১৫৭

শ্রীলক্ষ্মণে বন্দিয়া সম্ভাষি কপীশ্বরে।
প্রস্থান করিলা সঙ্গে করি বহু চরে॥ ১৫৮
পরেতে সুগ্রীব রাজা সুষেণে ডাকিয়া।
কহেন বিনয় করি সাঞ্জলি হইয়া॥ ১৫৯
মহাশয় শুন কিছু বচন আমার।
আপুনি করহ এই সাহায্য মিতার॥ ১৬০
সঙ্গেতে লইয়া বহু বানরের গণ।
পশ্চিমে করহ নিজে আপুনি গমন॥ ১৬১
আপুনি মো-সবার গুরু মান্য-জন।
উচিত না হয় মোর তোমারে প্রেরণ॥ ১৬২
কিন্তু এ পশ্চিম দিক্ বড় দুর্গমন।
তুমি বিনে নাহি হয় তাহা অন্বেষণ॥ ১৬৩
অতএব সঙ্গেতে লইযা কপিদিকে।
যাইতে হইল তোহে এ পশ্চিমদিকে॥ ১৬৪
দেখিবে সুরাষ্ট্র দেশ বাহ্লীক আভীর।
মদ্রদেশে দেখিবে যাবৎ নদী-তীর॥ ১৬৫
গহন কানন গ্রাম নগর নির্ঝর।
দেখিবে যাবৎ গিরিশিখর-কন্দর॥ ১৬৬
কেকয় সৌবীর সিন্ধুদেশ নিরখিয়া।
দেখিবে আনর্ত্তদেশ যতন করিয়া॥ ১৬৭
পরে দেখি সিন্ধুনদী সাগর-মিলন।
মহাফেন ধরাধরে করিবে গমন॥ ১৬৮
সে গিরিতে আছে পাখী বড় বলবান্।
তাহাদের কাছে নাহি করিহ পয়াণ॥ ১৬৯
তাহারা চঞ্চুতে বড় বড় গজ ধরি।
তুলিয়া লইয়া যায় বাসার উপরি॥ ১৭০
ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে বহু সাগর-মাঝারে।
সে সকলে অন্বেষিবে বিবিধ প্রকারে॥ ১৭১
মরুদেশ শূর-দেশ আভীরের স্থান।
দেখি যবনের পুরে করিবে সন্ধান॥ ১৭২
নিরখিয়া পঞ্চজন অসুর-বসতি।
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে যাবে সাবধান-মতি॥ ১৭৩
সেই পুরী পরম বিচিত্র স্বর্ণময়।
নরক-অসুর ভূমিপুত্র যথা রয়॥ ১৭৪
তাহার নগরে দেখি সব কপিবীরে।
অন্বেষণ করিবে পশ্চিম-সিন্ধু-তীরে॥ ১৭৫
তার পরে বানরের গতি না ঘটিবে।
অতএব সেই স্থান হইতে ফিরিবে॥ ১৭৬
আপুনি শ্বশুর মান্য সদৃশ পিতার।
ত্রিভুবনে বন্ধু নাহি সমান তোমার॥ ১৭৭
যেরূপেতে আমি হই মিত্র-ঋণে মুক্ত।
তাহা কর আপুনি হইয়া কৃপাযুক্ত॥ ১৭৮
যাহ যাহ কপিগণ শ্বশুরের সনে।
পালন করিবে সবে ইহাঁর বচনে॥ ১৭৯
যে জন ইহাঁর বাক্য করিবে লঙ্ঘন।
পাঠাইব আমি তারে শমন-ভবন॥ ১৮০
এইত পশ্চিম দেশ বড় দুর্গমন।
এ লাগিযা শ্বশুরে করিলুঁ নিয়োজন॥ ১৮১
ইহাঁর সঙ্গেতে থাকি সীতা অন্বেষিবে।
একমাস মধ্যে এথা ফিরিয়া আসিবে॥ ১৮২
ইহা হৈতে অধিক বিলম্ব হবে যার।
নিজ হাতে আমি শির কাটিব তাহার॥ ১৮৩
যে জন জানকী-বার্ত্তা মোরে আনি দিবে।
মোর অর্দ্ধরাজ্যভাগ সে জন পাইবে॥ ১৮৪
সুগ্রীব-বচন শুনি সুষেণ সুমতি।
ভাল ভাল বলিয়া করিলা অনুমতি॥ ১৮৫
শ্রীরাম লক্ষ্মণে সেহ করিয়া প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিলা সুগ্রীব ভূপপ্রতি॥ ১৮৬
আর সব কপিগণে করি সম্ভাষণ।
পশ্চিমে চলিলা সঙ্গে করি কপিগণ॥ ১৮৭
তবে ডাকি সুগ্রীব প্রধান বীরগণে।
কহিবারে আরম্ভিলা মধুরবচনে॥ ১৮৮
হনুমান অঙ্গদ কুমুদ জাম্ববান্।
গবাক্ষ গবয় গয় নীল বলবান॥ ১৮৯
শ্রীনল দ্বিবিদ মৈন্দ শ্রীগন্ধমাদন।
সবে মেলি দক্ষিণেতে করহ গমন॥ ১৯০
দক্ষিণ দিকেতে যত নিশাচর রয়।
অই দিক্ অন্বেষিতে হবে অতিশয়॥ ১৯১
অতএব তোমাসবে বহু সৈন্য নিয়া।
দেখ সীতা দশাননে দক্ষিণে যাইযা॥ ১৯২
প্রথমেতে দেখ গিয়া দণ্ডক-কানন।
গোদাবরী-নদীতীরে আছে যত বন॥ ১৯৩
সহস্রশিখর বিন্ধ্য মহাগিরিবর।
ভালমতে অন্বেষিবে সকল বানর॥ ১৯৪
শ্রীনর্ম্মদা কৃষ্ণবেণ্বা করি অন্বেষণ।
ভালমতে দেখহ মহানদী-তট বন॥ ১৯৫

মেকল-দশার্ণদেশ চেদি সে উৎকল।
ভোজদেশ পাণ্ড্যদেশ সুন্দর মুক্তাল॥ ১৯৬
অবন্তীনগর দেখি বিদর্ভে যাইবে।
ওড্রদেশ পাণ্ড্য আর দ্রবিড় দেখিবে॥ ১৯৭
যাইবে সকলেতে মলয় গিরিবরে।
উত্তম চন্দন হয় যাহার উপরে॥ ১৯৮
চৌদিগে চল্লিশক্রোশ যত তরু হয়।
সে গিরির গুণে তারা চন্দন জন্ময়॥ ১৯৯
সেখানে দেখিবে শ্রীঅগস্ত্য তপোধন।
করিবে সকলে তাঁর চরণবন্দন॥ ২০০
তাঁর অনুমতি লয়্যা দেখি সে শিখরী।
কাবেরী নদীর কূল দেখ্য যত্ন করি॥ ২০১
দক্ষিণসমুদ্র-তটে করি অন্বেষণ।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে সবে করিবে গমন॥ ২০২
স্বর্ণময় শৃঙ্গ তার পরম সুন্দর।
তাহে থাকে বহু যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥ ২০৩
এ সকল স্থান যত্ন করি নিরখিবে।
যেবা আমি না কহিনুঁ তাহাও দেখিবে॥ ২০৪
দেখিয়া জানকী আর রাবণ-ভবন।
একমাস মধ্যেতে করিবে আগমন॥ ২০৫
ইহার অধিক যার বিলম্ব হইব।
শমন-সদনে তারে আমি পাঠাইব॥ ২০৬
যে জন জানকীবার্ত্তা মোরে আনি দিবে।
আমার অর্দ্ধেক-রাজ্য সে জন পাইবে॥ ২০৭
এত কহি সুগ্রীব পুনশ্চ মারুতিরে।
বিশেষত কহিছেন কথা ধীরে ধীরে॥ ২০৮
হনুমান তুমিত মিতার প্রিয়তম।
হেন কর যাহে সিদ্ধ হয় এ করম॥ ২০৯
ভূতলে পাতালে জলে গগনে অনলে।
তব গতি-বাধা নাহি দেখি কোনস্থলে॥ ২১০
গতি-বেগ-তেজ তব পবন-সমান।
ত্রিভুবনে তোমা-তুল্য নাহি বলবান্॥ ২১১
জান তুমি দেশ কাল পাত্র নীতি গতি।
সর্ব্বকার্য্যে তত্ত্বদর্শী হয় তব মতি॥ ২১২
করিতে হইবে তোহে ইহাতে যতন।
যাহে লভ্য হয় শ্রীজানকী-দরশন॥ ২১৩
এত শুনি হনুমান্ জুড়ি দুই পাণি।
কহিছেন সুগ্রীবের প্রতি মিষ্টবাণী॥ ২১৪
কপিরাজ শ্রীরামের কার্য্য সাধিবারে।
এত ভার দিতে নাহি হইবে আমারে॥ ২১৫
বিক্রীত হয়্যাছি আমি প্রভুর চরণে।
করিব উহাঁর কার্য্য নিজ-প্রাণপণে॥ ২১৬
জলে বা অনলে প্রবেশিলে সীতা পাই।
তাহাও করিব নিজ ধর্ম্মের দোহাই॥ ২১৭
কিন্তু যদি শ্রীজানকী-সন্দর্শন হয়।
কিরূপে আমাতে তাঁর হইবে প্রত্যয়॥ ২১৮
যদি মোরে রিপুপক্ষ-বুদ্ধি হয় তাঁর।
তবে সব আয়োজন যাবে ছারখার॥ ২১৯
অতএব আমি কিছু চাহি অভিজ্ঞান।
যাহা পাই মোরে তাঁর হয় স্বীয়-ভান॥ ২২০
এত শুনি রঘুবর আনন্দিত মন।
কহিছেন মারুতিরে মধুর বচন॥ ২২১
হনুমান চিরজীবী হও বাপধন।
তব বাক্যে আমি যেন পাইনুঁ জীবন॥ ২২২
অতিশয় উৎসাহ তোমার নিরখিয়া।
দেখিবে জানকী তুমি এই হয় হিয়া॥ ২২৩
আস্থ আস্থ মোর কাছে পবননন্দন।
এক অভিজ্ঞান তোহে করি সমর্পণ॥ ২২৪
দেখ এই অঙ্গুরী আমার নামাঙ্কিতা।
দিয়াছিলা বিবাহেতে মৈথিলীর পিতা॥ ২২৫
এই অঙ্গুরীয় লয়্যা করহ গমন।
ইহা দেখি প্রতীত হইবে প্রিয়া-মন॥ ২২৬
জানিবে তোমারে প্রিয়া মোর দূত করি।
আপন-হৃদয়কথা কহিবে বিবরি॥ ২২৭
যদি পাও তুমি বাপ তার দরশন।
কহিবে আমার দশা করি বিবরণ॥ ২২৮
এত কহি অঙ্গুরীয় কৈলা সমর্পণ।
হনুমান কর পাতি করিলা গ্রহণ॥ ২২৯
পরম সুখিত হয়্যা ধরিলা স্বশিরে।
প্রদক্ষিণপ্রণতি করিলা রঘুবীরে॥ ২৩০
প্রভু পদ্মহাত দিয়া মারুতির মাতে।
আপনার শক্তি কিছু সঞ্চারিলা তাতে॥ ২৩১
মারুতিরে যাইবারে উদ্যত দেখিয়া।
কহিছেন শ্রীলক্ষ্মণ নির্জ্জনে ডাকিয়া॥ ২৩২
যদি পাও জানকী-মাতার দরশন।
কহিবে তাঁহারে তবে আমার বন্দন॥ ২৩৩

জানাইবে কুশলে আছেন রঘুমণি।
ইঁহার লাগিয়া নাহি ভাবেন জননী ॥ ২৩৪
কহিবে সে দুষ্ট-দিনে যাহা শুনি ভয়।
পায়্যাছিলে সে ত শব্দ মারিচের হয় ॥ ২৩৫
সেই দুষ্ট কনক-হরিণমূর্ত্তি ধরি।
রামে লয়্যা গিয়াছিল গহন-ভিতরি ॥ ২৩৬
যবে রাম তারে শরে করিলা বেধন।
করিছিল তবে দুষ্ট সেইত নিস্বন ॥ ২৩৭
অতএব তাহা ভাবি হইয়া শঙ্কিত।
শ্রীরামবিষয়ে নাহি হইবে চিন্তিত ॥ ২৩৮
সেই দুষ্ট-সময়েতে আমিহ তাঁহারে।
কহিছিলুঁ দুষ্ট-কথা কোপের বিকারে ॥ ২৩৯
করুণা করিয়া মোর প্রতি ঠাকুরাণী।
না রাখেন মনে যেন সেই দুষ্টবাণী ॥ ২৪০
করিবে আমার বাক্যে তাঁহারে সান্ত্বন।
শীঘ্র মিলাইব রামে বধিয়া রাবণ ॥ ২৪১
না করেন অধিক ভাবনা আর মনে।
মৃতপ্রায় করিয়া জানেন দশাননে ॥ ২৪২
এত শুনি তাঁর পদে করিয়া বন্দন।
সম্ভাষিলা সুগ্রীবেরে পবননন্দন ॥ ২৪৩
সম্ভাষিয়া যোগ্যমতে আর সব জনে।
প্রস্থান করিলা তবে আনন্দিত-মনে ॥ ২৪৪
জাম্ববান্ অঙ্গদ প্রভৃতি কপিগণ।
সম্ভাষিয়া সকলেরে করিলা গমন ॥ ২৪৫
কোটি কোটি বানর অত্যন্ত বলবান্।
তাঁহাদের সঙ্গে সবে করিল পয়াণ ॥ ২৪৬
এইরূপে কপিগণে বিদায় করিয়া।
মানিলা সুগ্রীব নিজে কৃতার্থ বলিয়া ॥ ২৪৭
আনন্দিত হয়্যা তবে শ্রীরঘুনন্দন।
করিছেন আপন মিতারে জিজ্ঞাসন ॥ ২৪৮
কহ কহ মিতা তুমি এ সকল দেশে।
কোন্ কালে গিয়াছিলে কি কার্য্য উদ্দেশে ॥২৪৯
সুগ্রীব কহেন মিতা শুন দিয়া মন।
যে কারণে কৈলুঁ আমি এসব ভ্রমণ ॥ ২৫০
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি তোমা বিদ্যমান।
যেরূপে বধিলা বালী মায়াবীর প্রাণ ॥ ২৫১
গৃহে আসি বালী রাজা দেখিয়া আমারে।
ক্রুদ্ধ হয়্যা আইল আমারে বধিবারে ॥ ২৫২
তার ভয়ে আমি চারি-মন্ত্রী সঙ্গে নিয়া।
পলায়ন কৈলুঁ অতিকাতর হইয়া ॥ ২৫৩
সেহ মোর পাছে পাছে করিল গমন।
বধিবে আমারে এই করিয়া চিন্তন ॥ ২৫৪
তার ভয়ে আমি আসমুদ্র-ভূমণ্ডলে।
বহুবার ভ্রমণ করিলুঁ বহুস্থলে ॥ ২৫৫
পরে মারুতির বাক্যে পাইয়া স্মরণ।
ঋষ্যমূকে আসিয়া হইলুঁ সুস্থ-মন ॥ ২৫৬
সেই কালে ভূমণ্ডল ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
দেখিছিলুঁ এই সব স্থান স্বদৃষ্টিতে ॥ ২৫৭
এতেক বচন শুনি সুগ্রীব-বদনে।
পরম-আনন্দ পালা রঘুবর মনে ॥ ২৫৮
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৫৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে বানরপ্রস্থাপনো নাম অষ্টমঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

স্বয়ম্প্রভার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা বিতরণ।

সমালোকয়িতুং প্রাপ্তাং স্বসেবাবিধিমাদিশন্।
স্বয়ম্প্রভাং নয়ল্লোকং স্বং রামো মানসেঽস্তু নঃ॥

রাম-আগে বিদায় হইয়া কপিগণ।
নিজ নিজ দিক্ সব করে অন্বেষণ ॥ ২
যাবৎ নগর গ্রাম ভূধর কানন।
নদ-নদী সিন্ধুতট কৈলা নিরীক্ষণ ॥ ৩
পশ্চিম-উত্তর পূর্ব্বদিগের বানর।
দেখিবারে না পাইল সীতা-লঙ্কেশ্বর ॥ ৪
তবে তারা নিরাশ হইয়া দুঃখিমনে।
একমাস মধ্যে ফিরি আল্য প্রস্রবণে ॥ ৫
শতবলী সুষেণ বিনত কপিবর।
নিজ নিজ বার্ত্তা-দিল রাম-বরাবর ॥ ৬
তাহা শুনি রঘুবরে ভাবিত দেখিয়া।
কহিছেন শ্রীসুগ্রীব সান্ত্বনা করিয়া ॥ ৭

প্রভু চিন্তা নাহি কর তুমি কিছু চিতে।
আনিবে জানকী-বার্ত্তা মারুতি ত্বরিতে ॥ ৮
জানকী লইয়া সেই দুষ্ট দশানন।
দেখ্যাছি দক্ষিণদিকে কর্যাছে গমন ॥ ৯
দক্ষিণেতে হয় যত রাক্ষসের স্থান।
অতএব সীতা-বার্ত্তা পাবে হনূমান্ ॥ ১০
সেহ হয় সর্ব্বকল কার্য্যেতে বিচক্ষণ।
কার্য্য-সিদ্ধি করিয়া করিবে আগমন ॥ ১১
এত শুনি হইলা শ্রীরাম সুখি-স্বান্ত।
শুন ভক্তজন এবে দক্ষিণবৃত্তান্ত ॥ ১২
সঙ্গেতে করিয়া অঙ্গদাদি কপিগণ।
করিছেন মারুতি দক্ষিণে অন্বেষণ ॥ ১৩
দণ্ডককানন দেখি অগ্রে তার পরে।
দেখিলা যাবৎ গ্রাম নগর ভূধরে ॥ ১৪
নদী নদ তট সব করি নিরীক্ষণ।
বিন্ধ্যগিরি-নিকটেতে করেন ভ্রমণ ॥ ১৫
নানাবিধ উপবন গুহা নিরখিয়া।
একস্থানে উপস্থিত হইলা যাইয়া ॥ ১৬
সেখানেতে অতিশয় দুর্গমকানন।
কিন্তু ফলপুষ্পশূন্য সব তরুগণ ॥ ১৭
নদী-সরোবর সব সলিল-রহিত।
স্থলেতেই কিন্তু পদ্ম হয় বিকসিত ॥ ১৮
সে সকল শতদল হয় দিব্যগন্ধ।
কিন্তু তাহে নাহি দেখি ভ্রমর-সম্বন্ধ ॥ ১৯
সে বনেতে নাহি আছে মৃগ বিহঙ্গম।
শার্দ্দূল শশক কপি গজ তুরঙ্গম ॥ ২০
অনেক কি কব যত পশু বনচর।
তাহা কেহ নাহি সেই কানন-ভিতর ॥ ২১
কণ্ব নামে মহাঋষি তপোধনপতি।
করিছিলা সেই স্থানে পূর্ব্বেতে বসতি ॥ ২২
দশবৎসরের এক তাঁহার নন্দন।
কুসুম তুলিতে গিয়াছিলা সেই বন ॥ ২৩
দৈবযোগে জলে ডুবি সেহ হল্য নষ্ট।
তাহা জানি শাপ দিলা কণ্ব পাই কষ্ট ॥ ২৪
অদ্যাবধি এই মোর বচনের বলে।
এ বনেতে জল না রহিবে কোনো স্থলে ॥ ২৫
না ধরিবে কোনহ বৃক্ষেতে ফলফুল।
না হইবে ভোজনের উপযুক্ত মূল ॥ ২৬
না রহিবে এখানেতে কেহ প্রাণধর।
এত কহি স্থানান্তরে গেলা মুনিবর ॥ ২৭
সেই লাগি সে কাননে নাহি থাকে জল।
অতএব সর্ব্বপ্রাণি-বর্জ্জিত সে স্থল ॥ ২৮
সে স্থান লঙ্ঘিয়া যাবদীয় কপিগণ।
অপর স্থানেতে পুন করিলা গমন ॥ ২৯
প্রবেশিয়া তাঁরা এক পর্ব্বতগহ্বর।
দেখিলেন মহাকায় নামে নিশাচর ॥ ৩০
পর্ব্বত সমান তার বিশাল-আকার।
করিতেছে এক করী ধরিয়া আহার ॥ ৩১
তারে দেখি যাবদীয় শাখামৃগগণ।
কহিছেন পরস্পরে এইত বচন ॥ ৩২
দেখ দেখ আগে এই কোন দুষ্টজন।
বুঝি হইবেক এই দুরন্ত রাবণ ॥ ৩৩
বুঝি রাখিযাছে সীতা গুহার ভিতরি।
খাইতেছে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া করী ধরি ॥ ৩৪
যদি হয় এহ সেই ক্রূর-নিশাচর।
পাঠাইব ইহারে এখনি যমঘর ॥ ৩৫
এত শুনি মহাকায় কুপিত হইয়া।
কহিতেছ কপিগণে গরব করিয়া ॥ ৩৬
ওরে কপি দেখি যে নির্ব্বুদ্ধি তো-সবারে।
বধিতে চাহিছ তোরা কিরূপে আমারে ॥ ৩৭
আমাদের ভক্ষ্য যত পশু-পক্ষি-নর।
তাহে তোরা বীর্য্যহীন অবোধ বানর ॥ ৩৮
বিধি অনুকূল আজি হয্যাছে আমারে।
আহার আনিয়া উপস্থিত কৈল দ্বারে ॥ ৩৯
এত কহি ক্রুদ্ধ হয্যা সেই নিশাচর।
মারিবারে আইল বানর-বরাবর ॥ ৪০
তাহা দেখি কপিগণ তাহারে বধিতে।
করে সবে পরস্পরে কলহ পিরীতে ॥ ৪১
হনূমান কহেন শুনহ কপিগণ।
এই নিশাচর মোরে কর বিতরণ ॥ ৪২
নল কহে আমি এই দুষ্টে বিনাশিব।
নীল বলে তবে আমি কিবিযা যাইব ॥ ৪৩
গয় বলে প্রথমেতে এই উপহার।
বধ করিবারে হয় উচিত আমার ॥ ৪৪
এইরূপে প্রেমকেলি করে বীরগণ।
তাহা শুনি যুবরাজ কহেন বচন ॥ ৪৫

আমি রাজপুত্র সবাকার অগ্রগণ্য।
আমি বিদ্যমানে ইহা পাবে কেন অন্য ॥ ৪৬
যাবদীয় নিশাচর হইবে বধিতে।
তাহার আরম্ভ আজি হইবে করিতে ॥ ৪৭
আরম্ভেতে প্রধানের হয় অধিকার।
এই হয় সকল শাস্ত্রের সুনির্দ্ধার ॥ ৪৮
অতএব আমি নষ্ট করি এই জনে।
তোমা সবে দাঁড়াইয়া দেখহ নয়নে ॥ ৪৯
বানর-বচন শুনি অট্ট অট্ট হাসি।
কহিতেছে মহাকায় প্রভাব প্রকাশি ॥ ৫০
শুরে কপি তোমাদ্দের এ সব বচন।
আমি মানি মনে মনে কদলী-ভোজন ॥ ৫১
মারিতে চাহিছ মোরে স্ববল না জানি।
মরিলাম হাসি হাসি শুনিয়া এ বাণী ॥ ৫২
আস্থ আস্থ কে বাসিছ আগে মরিবারে।
যাহ যমালয় এক চাপড়প্রহারে ॥ ৫৩
এত শুনি শ্রীঅঙ্গদ আগে দাঁড়াইলা।
মহাকায় কোপে আসি চাপড় মারিলা ॥ ৫৪
বজ্রসম চাপড়ে না বেথিলা অঙ্গদ।
পুষ্পমালাপ্রহারেতে যেমত দ্বিরদ ॥ ৫৫
তিঁহ তবে হাসি হাসি মারিলা চাপড়।
তাহে মূর্চ্ছা পাইয়া পড়িল নিশাচর ॥ ৫৬
ক্ষণেক পরেতে পুন পাইয়া চেতন।
উঠিয়া আইল তাঁরে করিতে ধারণ ॥ ৫৭
তাহা দেখি লম্ফ দিয়া বালীর নন্দন।
কেশেতে ধরিয়া কৈলা ভূতলে পাতন ॥ ৫৮
সেহ বীর বলবান্ ভয় নাহি করে।
বাহু পসারিয়া ধরে বালীর কোঙরে ॥ ৫৯
দুইজনে জড়াজড়ি গড়িয়া বেড়ায়।
মাঝে মাঝে মুষ্টিপাত-শব্দ শুনা যায় ॥ ৬০
পরে বাহুবলে বালিতনয় চাপিলা।
তাহে নিশাচর বড় কাতর হইলা ৬১
তবে শ্রীঅঙ্গদ বাহুবন্ধ ছাড়াইয়া।
দাঁড়াইলা ভূমিতল হইতে উঠিয়া ॥ ৬২
মহাকায় পুন উঠি ছাড়িয়া নিশ্বাসে।
আইলা অঙ্গদে মুষ্টি মারিবার আশে ॥ ৬৩
তাহা দেখি অতি রুষ্ট বালীর কুমার।
করিলা তাহার বুকে চপেটপ্রহার ॥ ৬৪

সেই ত চাপড়ে সেহ রক্ত উগারিয়া।
পড়িল ভূতলে দুষ্ট পরাণ তেজিয়া ॥ ৬৫
তাহা দেখি যাবদীয় বানরনিকর।
করিলা কুসুম বৃষ্টি অঙ্গদ-উপর ॥ ৬৬
পরে তারা সে গুহা করিয়া অন্বেষণ।
অপর-বনেতে সবে করিলা গমন ॥ ৬৭
এইরূপে বহুস্থান করিয়া ভ্রমণ।
বসিলেন বৃক্ষমূলে সবে দুঃখিমন ॥ ৬৮
তাহা দেখি যুবরাজ-অঙ্গদ সুমতি।
কহিছেন যাবদীয়শাখামৃগ প্রতি ॥ ৬৯
দেখিলে যাবৎ বন পর্ব্বতের দরী।
তরঙ্গিণী-তট গ্রাম সকল নগরী ॥ ৭০
কিন্তু নাহি শ্রীজানকী-উদ্দেশ পাইলে।
রাবণেরো বাসস্থান জানিতে নারিলে ॥ ৭১
একমাস কাল প্রায় হল্য অবসান।
কিন্তু না হইল কিছু কার্য্য সমাধান ॥ ৭২
অতএব খেদ করিবারে এ সময়।
তোমাদের কোনোমতে যোগ্য নাহি হয় ॥ ৭৩
জানহ সুগ্রীব রাজা অলঙ্ঘ্য-শাসন।
করিবে বিলম্ব হল্যে দণ্ড-আচরণ ॥ ৭৪
আর দেখ রামচন্দ্র সবাকার হিত।
তাঁর কার্য্যে আলস্য না হয় সমুচিত ॥ ৭৫
অতএব উঠ সবে আলস্য তেজিয়া।
সীতা অন্বেষণ কর যতন করিয়া ॥ ৭৬
এত শুনি ভাল ভাল বলি কপিগণ।
উঠি পুনর্ব্বার সবে করিলা গমন ॥ ৭৭
কহিছিলা যত স্থান সুগ্রীব রাজন।
সে সকল স্থান তারা কৈলা নিরীক্ষণ ॥ ৭৮
অতিদুর্গ বিন্ধ্যগিরি দেখিলা এমন।
অদৃষ্ট না রহিল যেমন এক-কণ ॥ ৭৯
এইরূপে কপিগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
গেল এক ফল-জল-রহিত স্থলীতে ॥ ৮০
ভ্রমণে হয়্যাছে তারা শ্রান্ত অতিশয়।
তাহে হইয়াছে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদয় ॥ ৮১
বিশেষে তৃষ্ণাতে হয়্যা কাতর-হৃদয়।
অন্বেষণ করিতে লাগিলা জলাশয় ॥ ৮২
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তারা অতি ভয়ঙ্কর।
দেখিলেন তমোময় একটা বিবর ॥ ৮৩

বাহির হইছে সেই বিবর বাহিয়া।
যত জলচর পক্ষী জলার্দ্র হইয়া ॥ ৮৪
তাহা দেখি কপিগণ কহেন সবারে।
দেখ দেখ বন্ধুগণ এই বিলদ্বারে ॥ ৮৫
অনুমানে বোধ হয় ইহার ভিতর।
থাকিতে পারয়ে নদী কিম্বা সরোবর ॥ ৮৬
দেখ দেখ হংস বক সারস কুররী।
আসিতেছে এই গর্ত্তদ্বার অনুসরী ॥ ৮৭
ইহাদের পক্ষ সব আর্দ্র দেখা যায়।
ইথে নিকটেতে জল আছে এই ভায় ॥ ৮৮
অতএব চল সবে ইহার ভিতরি।
প্রাণরক্ষা করি গিয়া জলপান করি ॥ ৮৯
ইহারো ভিতরে আছে যাবদীয় স্থান।
করিব সেখানে সীতা-রাবণ-সন্ধান ॥ ৯০
শুনি মারুতির মুখে এতেক বচন।
তাহাতেই অনুমতি দিলা কপিগণ ॥ ৯১
তবে তারা সুদৃঢ় করিয়া বস্ত্রপরি।
প্রবেশিলা সেই গর্ত্তে হস্ত-ধরাধরি ॥ ৯২
নাহি দেখি আত্মপর ঘোর অন্ধকারে।
ঘুরিয়া বেড়ায় সেই গর্ত্তের মাঝারে ॥ ৯৩
এইরূপে কথোদূর করিয়া গমন।
সূর্য্য হেন প্রভা তারা কৈলা দরশন ॥ ৯৪
সেই স্থানে তবে সবে করিয়া পয়াণ।
দেখিলেন অতি রমণীয় একস্থান ॥ ৯৫
স্বর্ণময় ভূমিতল সমাম সুন্দর।
তাহে স্বর্ণময় তরুলতা বহুতর ॥ ৯৬
শাল তাল তমাল পুন্নাগ নাগেশ্বর।
চম্পক মল্লিকা যূথী বকুল তগর ॥ ৯৭
শেফালী কামিনী বক গোলাপ সেবতী।
অশোক কিংশুক ঝিঁণ্ট মাধবী মালতী ॥ ৯৮
স্বর্ণময়শাখা তার নীলমণিদল।
মণিময় ভ্রমর করিছে কলকল ॥ ৯৯
জলের মধ্যেতে আছে যত জলচর।
সকলেই স্বর্ণময় পরমসুন্দর ॥ ১০০
সেই পুষ্পবন-মধ্যে অতি মনোহর।
নানা-মণি-বিরচিত আছে কত ঘর ॥ ১০১
রাশি রাশি ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য নানামত।
সুমধুরফলযুক্ত মহীরুহ কত ॥ ১০২

সেই পুষ্পবনে এক দেখেন তাপসী।
মৃগচর্ম্ম পরিধান পরমরূপসী ॥ ১০৩
তাহার অঙ্গের তেজে সেই সব স্থল।
সূর্য্য চন্দ্র বিনেও করিছে ঝলমল ॥ ১০৪
তাহা দেখি বিস্মিত হইয়া কপিগণ।
তাঁহার নিকটে সবে করিলা গমন ॥ ১০৫
কৃতাঞ্জলি হয়্যা তবে পবননন্দন।
তাঁর আগে দাঁড়াইলা জিজ্ঞাসা-কারণ ॥ ১০৬
তাহা নিরীক্ষণ করি তাপসী সুমতি।
জিজ্ঞাসা করেন বায়ুনন্দনের প্রতি ॥ ১০৭
কহ কহ কপিবর এ দুর্গম স্থলে।
আসিয়াছ কি কারণে তোমরা সকলে ॥ ১০৮
কিরূপে বা এখানেতে আসিবার দ্বার।
নয়ন-গোচর হলা তোমা সবাকার ॥ ১০৯
কহ কহ শুনিতে বাসনা করে মন।
এত শুনি কহিছেন পবননন্দন ॥ ১১০
শুন শুন পুণ্যবতি, অযোধ্যার অধিপতি,
দশরথ নামে নৃপবর।
তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাম, সকল সদ্গুণধাম,
যাবদীয়-পুরুষপ্রবর ॥ ১১১
তিঁহ পিতৃবচনেতে, গৃহিণী-অনুজ সাতে,
বাস করিছিলেন কাননে।
দশানন দুষ্টাচার, হরি লয়্যা গেছে তাঁর,
রমণীরে করিয়া বঞ্চনে ॥ ১১২
তিঁহ ঋষ্যমূক বনে, আসিয়া সুগ্রীব-সনে,
কর্য্যাছেন সখ্য বহ্নি-আগে।
তিঁহ বহু কপিবরে, সীতাতথ্য জানিবারে,
পাঠাইলা চারিদিক্‌ভাগে ॥ ১১৩
তাহে মোরা সকলেতে, আসিয়াছি দক্ষিণেতে,
অন্বেষিতে রাবণের স্থান।
পাইয়া বিবিধ ক্লেশ, ভ্রমিলাম বহুদেশ,
না হইল তাহার সন্ধান ॥ ১১৪
তৃষ্ণাতে কাতর-হয়্যা, জলাশয় অন্বেষিয়া,
মোরা সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
দেখিলাম গর্ত্তদ্বারে, উড়িয়া বাহিরে পড়ে,
জলচর পাখী স্থখিচিতে ॥ ১১৫
তাহে এথা আছে পানী, এই মনে অনুমানি,
জলপান করিবার আশে।

আসিয়াছি সবে এথা, এইত আপন-কথা,
নিবেদন কৈলুঁ তব পাশে ॥ ১১৬
কার হয় এই স্থান, তুমি ধর কি আখ্যান,
কার কন্যা কাহার ঘরণী।
শ্রীরঘুনন্দ-দাস, মোরা সবে করি আশ,
শুনিবারে কহ মা আপনি ॥ ১১৭
শুনি বাণী আনন্দিত হয়্যা তপস্বিনী।
কহিছেন মারুতিরে মধুর-কাহিনী ॥ ১১৮
কপিগণ পাই তোমা-সবার দর্শন।
অতিশয় আনন্দিত হল্য মোর মন ॥ ১১৯
আহারাদি করি আগে স্থির হও সবে।
আপন বৃত্তান্ত আমি নিবেদিব তবে ॥ ১২০
এত কহি রাশি রাশি মিষ্ট মূল ফল।
আনি দিলা দিব্যপাত্রে সুশীতল জল ॥ ১২১
সে সব ভোজন পান করি কপিগণ।
হইলেন হৃষ্ট-পুষ্ট তৃপ্তিযুক্ত-মন ॥ ১২২
পরে তাঁরা পুন তাঁরে জিজ্ঞাসা করিলা।
তবে তিঁহ নিজবার্তা কহিতে লাগিলা ॥ ১২৩
শুন শুন মোর বাক্য যাবৎ-বানর।
করি আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর ॥ ১২৪
শ্রীমেরুসাবর্ণি নামে মহাগুণধাম।
তাঁর কন্যা হই আমি স্বয়ম্প্রভা নাম ॥ ১২৫
বাল্যাবধি করি আমি তপ-আচরণ।
এ লাগি না করিয়াছি পাণিসংগ্রহণ ॥ ১২৬
এইত দিলাম আমি নিজ পরিচয়।
এখন স্থানের জন্ম শুন মহাশয় ॥ ১২৭
জান ময় নামে মহামায়াবী দানব।
বিশ্বকর্ম্মা হেন ধরে যেই শক্তি সব ॥ ১২৮
সেই মায়াবলে নিজ নিবাসকারণ।
নিজে করিছিলা এই স্থান বিরচন ॥ ১২৯
বহুকাল তপ করি সে যথাবিধানে।
পাইলা অমর-বর পিতামহস্থানে ॥ ১৩০
তবে তিঁহ বাস করি থাকিয়া এথায়।
আসক্ত হইয়াছিলা হেমা অপ্সরায় ॥ ১৩১
তাহা জানি ক্রুদ্ধ হয়্যা আসি পুরন্দর।
প্রবেশিলা এথা বজ্রে করিয়া বিবর ॥ ১৩২
অতিশয় রুষ্ট হয়্যা পুন শচীপতি।
বজ্র নিক্ষেপণ কৈলা দানবের প্রতি ॥ ১৩৩
ব্রহ্মবরে ময় নাহি তেজিলা পরাণ।
ভয় পাই পলাইলা তেজিয়া এ স্থান ॥ ১৩৪
তাহা জানি বিধি এথা করি আগমন।
হেমারে এ সব স্থান কৈলা সমর্পণ ॥ ১৩৫
সেই হেমা অপ্সরা আমার হয় সই।
সে লাগিয়া দুইজনে এই স্থানে রই ॥ ১৩৬
এই স্থান রক্ষা লাগি রাখিয়া আমারে।
গিয়াছেন সখী ব্রহ্মলোকে নাচিবারে ॥ ১৩৭
যাবৎ এথানে সে না আসিবে বাহুড়ি।
তাবৎ থাকিব আমি এ গর্ত্তভিতরি ॥ ১৩৮
এক্ষণ করিব তোমাদের কিবা হিত।
তাহা কহ কপিগণ আমারে ত্বরিত ॥ ১৩৯
এত শুনি আনন্দিত হয়্যা কপিগণ।
করিছেন স্বয়ম্প্রভা প্রতি নিবেদন ॥ ১৪০
ফল জল দিয়া প্রাণ রাখিলে সবার।
অধিক কি হিত আছে ইহা হৈতে আর ॥ ১৪১
তভু দিব তোহে মোরা ক্ষুদ্র এক ভার।
সেই হিত কর তুমি আমা-সবাকার ॥ ১৪২
আসিয়াছি দক্ষিণেতে মোরা সবজন।
শ্রীরামের প্রিয়ারে করিতে অন্বেষণ ॥ ১৪৩
করয়াছেন কপিরাজ নিয়ম তাহায়।
একমাস-মধ্যে হবে যাইতে সেথায় ॥ ১৪৪
তাহাতে দুর্গম এই দক্ষিণ প্রদেশ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মাস প্রায় হল্য শেষ ॥ ১৪৫
এস্যাছি যে কার্য্যে তাহা না হল্য সাধন।
এ লাগিয়া হইতেছে ভয়যুক্ত মন ॥ ১৪৬
তাহে পুন প্রবেশিয়া এ গর্ত্ত-মাঝার।
দেখিতে না পাই বাহির হইবার দ্বার ॥ ১৪৭
অতএব তুমি কৃপা করিয়া অন্তরে।
বাহির করিয়া দাও মোদিগে সত্বরে ॥ ১৪৮
এত শুনি স্বয়ম্প্রভা সানন্দ হইয়া।
কহিছেন কপিগণে বিস্ময় করিয়া ॥ ১৪৯
কপিগণ তোরা হও শ্রীরামের ভৃত্য।
যে কহিবে করিব আমিহ সেই কৃত্য ॥ ১৫০
এই স্থান হয় ময়দানব-নির্ম্মিত।
অত্যন্ত দুর্গম হয় লোকে অবিদিত ॥ ১৫১
দৈবেতে প্রবেশে যদি ইহার মাঝারে।
তবে কেহ বাহিরে যাইতে নাহি পারে ॥ ১৫২

তথাপি আমিহ নিজ তপস্যার বলে।
বাহির করিয়া দিব বানরসকলে ॥ ১৫৩
কিন্তু কর তোমাসবে নয়ন-মুদ্রণ।
অন্যথা বাহিরে গতি অতি সুর্ঘটন ॥ ১৫৪
এত শুনি আনন্দিত হয়্যা কপিগণ।
নিজ নিজ হস্তে কৈলা নেত্র আচ্ছাদন ॥১৫৫
তবে সেই স্বয়ম্প্রভা তপস্যার বলে।
বাহিরে আনিয়া দিলা তাদিগে সকলে ॥ ১৫৬
পরে কপিগণে কন মধুর বচন।
ঘুচাও তোমরা এবে নেত্র-আচ্ছাদন ॥ ১৫৭
এই বিন্ধ্যগিরি দেখ অইত সাগর।
সুখে যাও তোমা-সবে আমি যাই ঘর ॥ ১৫৮
এত কহি স্বয়ম্প্রভা যাইতে যাইতে।
এইরূপ ভাবনা করেন নিজ চিতে ॥ ১৫৯
নিরন্তর করি যারে মনেতে চিন্তন।
শুনিলাম অবতীর্ণ সে রঘুনন্দন ॥ ১৬০
তাহে নিকটেতে হয়্যাছেন উপস্থিত।
অতএব দেখিতে যাইতে সমুচিত ॥ ১৬১
যদ্যপি আইসে শীঘ্র মোর হেমা সখী।
অদ্যই যাইয়া তবে শ্রীরামে নিরখি ॥ ১৬২
যদি কিছু থাকে মোর প্রাক্তন সাধন।
এখনি করুক মোর সখী আগমন ॥ ১৬৩
এইরূপ ভাবি ভাবি গর্ত্তে প্রবেশিলা।
হেনই সময়ে হেমা ভবনে আইলা ॥ ১৬৪
তারে দেখি স্বয়ম্প্রভা আনন্দিত-মন।
সকল বৃত্তান্ত তাঁরে কৈল বিজ্ঞাপন ॥ ১৬৫
তাঁর অনুমতি লয়্যা শ্রীরামে দেখিতে।
চলিলা তাপসী যোগবলেতে ত্বরিতে ॥ * ১৬৬
মাল্যবান্ ধরাধরে আসি তপস্বিনী।
দর্শন করেন রামচন্দ্রে মনস্বিনী ॥ ১৬৭

কিবা রঘুপতি, সকল জগতী,
হৃদয়ে মোহনরূপ।
অগণিতগুণ, করুণা ভাজন,
মধুর লাবণি-কূপ ॥ ১৬৮
নব-জলধর, নীলমণি বর,
অসিত-সুন্দরধাম।
জিনি শতদল, করে ঝলমল,
কিবা মুখ অভিরাম ॥১৬৯
কিবা সে শ্যামল, চিকণ-কুন্তল-
বিরচিত জটা শিরে।
কপাল চৌরস, দিঠি জিনি ঝষ,
বিলোকন ধীরে ধীরে ॥ ১৭০
জিনি জবাফুল, অধর রাতুল,
গণ্ড দুই মনোহর।
কম্বুপতি জিনি, কণ্ঠ-সুবলনী,
বাহু যেন করিকর ॥ ১৭১
বুক পরিসর, মধ্য মনোহর,
ত্রিবলী শোভয়ে তায়।
নাভি-শতদল, কটিতে বাকল,
উরু কদলীর প্রায় ॥ ১৭২
স্ফুট কোকনদ, সুরুচির পদ,
তাহে নানাবিধ চিন।
কলস সারস, বজ্র অঙ্কুশ,
ছত্র যব ধ্বজ মীন ॥ ১৭৩
স্বর্ণ-মৃগচাম, পাতি অভিরাম,
প্রভু বসি তদুপর।
বামেতে লক্ষ্মণ, অতি সুলক্ষণ,
দক্ষিণেতে কপীশ্বর ॥ ১৭৪
চৌদিকে বানর, করি জোড় কর,
বসি রহে অভিমুখে।
দেখিয়া তেমন, শ্রীরঘুনন্দন,
তাপসী ডুবিলা সুখে ॥১৭৫

হেনমতে রামচন্দ্রে কার নিরীক্ষণ।
প্রেমে পরিপূর্ণ হল্য স্বয়ম্প্রভা-মন ॥ ১৭৬
দুই নেত্রে বহে তার ঘন-অশ্রুধার।
পুলকেতে পূর্ণ হল্য সকল আকার ॥ ১৭৭
বহুবার শ্রীচরণে করিয়া বন্দন।
গদগদ স্বরে কিছু করে নিবেদন ॥ ১৭৮
জয় জয় রামচন্দ্র সৎগুণ-খনি।
জয় জয় ভক্ত-মনোরথ-চিন্তামণি ॥ ১৭৯
জয় জয় কৃপা-রস-সুধার সাগর।
জয় জয় মায়া-তম-বিনাশ-ভাস্কর ॥ ১৮০

* তথাচ অধ্যাত্মরামায়ণে,—
সাপি ত্যক্ত্বা গুহাং শীঘ্রং যযৌ রাঘবসন্নিধিম্।
তত্র রামং সসুগ্রীবং লক্ষ্মণঞ্চ দদর্শ হ ॥ ইত্যাদি

প্রভু চাহি মোর পানে করুণ-নয়নে।
মোর কিছু নিবেদন ধরহ শ্রবণে॥ ১৮১
আমি হই প্রভু মেরুসাবর্ণি-দুহিতা।
স্বয়ম্প্রভা বলি মোরে ডাকিতেন পিতা॥ ১৮২
পিতার মুখেতে আমি শুনি তব খ্যাতি।
নিরন্তর তোঁহে চিন্তা করি সুখে মাতি॥ ১৮৩
কি গুণ আছয়ে তব চরণ-চিন্তায়।
পাসরিতে নারে যেই তার রস পায়॥ ১৮৪
অতএব থাকি আমি অত্যন্ত চিন্তনে।
করিতাম তোমার চিন্তন সদা মনে॥ ১৮৫
সম্প্রতি ভূতলে তব অবতার শুনি।
দর্শন করিব বলি আইলুঁ আপুনি॥ ১৮৬
সিদ্ধ হল্য তাহা তব কৃপাবলোকনে।
মোর সম ভাগ্যবতী কে আছে ভুবনে॥ ১৮৭
সফল হইল আজি ভবেতে জনম।
সফল হইল আজি সকল ধরম॥ ১৮৮
কি ভাগ্য আমার কিবা করুণা তোমার।
নয়নে দেখিলুঁ তব অচিন্ত্য আকার॥ ১৮৯
যোগি-জন দেখিতে না পায় যারে মনে।
একি একি আমি তাহা দেখিলুঁ নয়নে॥ ১৯০
বুঝিলাম যাবদীয় জীবে তরাইতে।
অবতীর্ণ হয়্যাছ আপুনি পৃথিবীতে॥ ১৯১
যে দেখিবে যে শুনিবে তব লীলা-গুণ।
সেইত তরিবে তব মায়া তিনগুণ॥ ১৯২
জয় জয় কৃপাময় জয় রঘুপতি।
তোমার চরণে মোর সহস্র প্রণতি॥ ১৯৩
স্বয়ম্প্রভামুখে এত স্তবন শুনিয়া।
কহিছেন প্রভু তারে সন্তুষ্ট হইয়া॥ ১৯৪
কহ কহ তপস্বিনি করি বিবরণ।
কোন্ বস্তু লইতে হয়্যাছে তব মন॥ ১৯৫
তোমার স্তবেতে বড় হইয়াছি প্রীত।
তাহাই তোমারে দিব যে তব বাঞ্ছিত॥ ১৯৬
এত শুনি স্বয়ম্প্রভা সাঞ্জলি হইয়া।
প্রভুরে কহেন পুন কাকুতি করিয়া॥ ১৯৭
আপুনিহ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া রঘুরায়।
মোর ইষ্ট জিজ্ঞাসহ এ বড় অন্যায়॥ ১৯৮
অন্তর্যামিরূপে থাক সবার অন্তরে।
যারে যে করাও সেই জন তাহা করে॥ ১৯৯
অতএব কি অজ্ঞেয় আছয়ে তোমার।
তবু নিবেদিয়ে তব আজ্ঞা অনুসার॥ ২০০
নাহি চাহি প্রভু আমি সার্ব্বভৌম-পদ।
ইন্দ্রাদি লোকের দেখি যেমন আপদ॥ ২০১
ব্রহ্মলোক-বাসনা না করে মোর মন।
অণিমাদি-সিদ্ধিগণে না করে প্রার্থন॥ ২০২
অপর কি কব নাহি চাহিয়ে মুকতি।
কেবল চাহিয়ে তব চরণে ভকতি॥ ২০৩
সদা যেন মোর জিহ্বা গায় তব নাম।
ধ্যান করে মন তব মূর্ত্তি অভিরাম॥ ২০৪
তব গুণ লীলা-কথা শুনয়ে শ্রবণ।
তব ভক্ত-সঙ্গ যেন হয় অনুক্ষণ॥ ২০৫
এইত করিনু নিজ ইষ্ট নিবেদন।
কর রঘুবর যেই হয় তব মন॥ ২০৬
এত শুনি প্রসন্ন হইয়া রঘুবর।
কহিছেন তার প্রতি মধুর উত্তর॥ ২০৭
স্বয়ম্প্রভা করিতেছ তুমি যে প্রার্থন।
তাহা সিদ্ধ আছে কি তা করিব সাধন॥ ২০৮
যাহ যাহ তুমি যাহ বদরী-কানন।
সেখানে আমারে সদা করিবে চিন্তন॥ ২০৯
মুনিগণ-কাছে মোর প্রসঙ্গ শুনিবে।
কভু মোর গুণনাম কীর্ত্তন করিবে॥ ২১০
এইরূপ অল্প দিন করিয়া সাধন।
মোর নিত্যধামে তুমি করিবে গমন॥ ২১১
তবে স্বয়ম্প্রভা রামে করিয়া বন্দন।
আনন্দিত হয়্যা গেলা বদরী-কানন॥ ২১২
সেখানেতে কিছু দিন করিয়া ভজন।
নিত্যধামে পাইলেন শ্রীরাম-চরণ॥ ২১৩
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ২১৪

ইতি শ্রীরামরসায়নে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে স্বয়ম্প্রভানুগ্রহো নাম নবমঃ
পরিচ্ছেদঃ॥ ৯॥

দশম পরিচ্ছেদ।

সম্পাতির মুখে বানর-সৈন্যগণের সীতাবার্ত্তা-লাভ।

যদ্ধ্যানাচরণাৎ পক্ষৌ সদ্যঃ সম্পাতিরাপ্তবান্।
করুণাবরুণাগারং তং শ্রীরামং সদা ভজে ॥১

স্বয়ম্প্রভা রাখিয়া যাইলে কপিগণ।
চাহিলেন সকলেতে মিলিয়া নয়ন ॥ ২
তবে তাঁরা বিন্ধ্যগিরি-নিকটে বসিয়া।
ভাবনা করেন সবে বিষণ্ণ হইয়া ॥ ৩
তাহা দেখি যুবরাজ বালীর নন্দন।
কহিছেন সকলেরে ডাকিয়া বচন ॥ ৪
আসিয়াছি মোরা সবে প্রথম আশ্বিনে।
বহি গেল এক মাস ভ্রমিতে বিপিনে ॥ ৫
না হইল শ্রীরাম-প্রিয়ার অন্বেষণ।
এখন কর্ত্তব্য কি তা কহ বন্ধুগণ ॥ ৬
মোর মনে হয় এই পরামর্শ ভান।
উপবাস করি সবে তেজিয়ে পরাণ ॥ ৭
দেখ সেই সুগ্রীবের শাসন বিষম।
না সহিবে মো-সবার এই ব্যতিক্রম ॥ ৮
করিলে তোমরা যত এথা পরিশ্রম।
তাহা না শুনিবে দিবে দণ্ড অনুপম ॥ ৯
বিশেষত শক্রপুত্র-বুদ্ধিতে আমারে।
বধিবেক অথবা রাখিবে কারাগারে ॥ ১০
অতএব ফিরিয়া না যাইব সেখানে।
জীবন ত্যজিব কোনো মতে এই স্থানে ॥ ১১
এত শুনি অঙ্গদের করুণ-বচন।
কহিছেন তার প্রতি সব কপিগণ ॥ ১২
যুবরাজ কহিতেছ তুমি যেই বাণী।
আমরাও ইহারেই হিত করি মানি ॥ ১৩
যদি যাই মোরা নাহি সিদ্ধ করি কাজ।
অবশ্য বধিবে মো-সবারে কপিরাজ ॥ ১৪
অতএব সেথা যাই নাহি প্রয়োজন।
এইখানে নিরাহারে তেজিব জীবন ॥ ১৫
অত্যন্ত কাতর দেখি এ সব মর্কটে।
কহিছেন তার নামে মন্ত্রী অকপটে ॥ ১৬
শুন শুন কপি সব আমার বচন।
নাহি কর কোনো মতে এতেক চিন্তন ॥ ১৭
প্রবেশ করিয়াছিলুঁ যে গর্ত্তে পূরবে।
পুন প্রবেশিব চল তাহাতেই সবে ॥ ১৮
করিয়াছ সেই স্থান সবে দরশন।
প্রবেশিতে নাহি পারে সেথা কোনো জন ॥ ১৯
বাস করি থাকিয়ে যদ্যপি মোরা তথা।
কেহ দিতে না পারিবে মো-সবারে ব্যথা ॥ ২০
যাইতে না পারে কোনো দেবতা সে ধাম।
কি করিবা কপিরাজ কি করিবা রাম ॥ ২১
সেখানে আছয়ে নানা ভক্ষ্য-মিষ্ট-জল।
সুখে গোঁয়াইব কাল তাহে মো-সকল ॥ ২২
এইত কহিলুঁ নিজ-বুদ্ধি-অনুসার।
যদি ইষ্ট হয় তবে করহ নির্দ্ধার ॥ ২৩
এ সকল কথা শুনি পবননন্দন।
কহিছেন বালিপুত্রে উচিত বচন ॥ ২৪
যুবরাজ হও তুমি স্থির ধীর জ্ঞানী।
শ্রবণেতে নাহি ধর ইহাদের বাণী ॥ ২৫
এ সবারে দেখি বুদ্ধি-বিবেক-বর্জ্জিত।
নাহি জানে ইহারা আপন-হিতাহিত ॥ ২৬
দেখ কহিতেছে রব বিবর-মাঝারে।
না পারিবে সেখানেতে কেহ বধিবারে ॥ ২৭
একথা কি ধরে বিবেচকজন মনে।
সুগ্রীব-অগম্য-স্থান না দেখি ভুবনে ॥ ২৮
যদ্যপি বধিতে ইচ্ছা করে কপিপতি।
ত্রিভুবনে কোথাও না হবে অব্যাহতি ॥ ২৯
কহিতেছে অভেদ্য করিয়া যে ভবনে।
সে কথা কি সত্য বোধ হয় তব মনে ॥ ৩০
শ্রীরাম-বাণের বীর্য্য আছে তব বেদ্য।
ত্রিভুবনে কোন্ স্থান তাহার অভেদ্য ॥ ৩১
থাকুন শ্রীরাম যদি রোষেন লক্ষ্মণ।
খণ্ড খণ্ড করিবা শরেতে ত্রিভুবন ॥ ৩২
বজ্রে করি করিছিলা ইন্দ্র এক-দ্বার।
লক্ষ্মণ করিবা গর্ত্তে বাণে ছারখার ॥ ৩৩
আর শুন যদি তুমি থাকহ এথায়।
এই সব কপি ছাড়ি যাইবে তোমায় ॥ ৩৪
সাক্ষাতেই কহিতেছি আমিহ সবার।
কেহ অনুগত নহে ইহারা তোমার ॥ ৩৫

স্ত্রী-পুত্র-বান্ধব ছাড়ি রহিতে নারিবে।
ক্রমে ক্রমে তোমারে ছাড়িয়া পলাইবে ॥ ৩৬
তবে তুমি একাকী হইয়া বন্ধু-বিনে।
অন্তেতেই প্রাণ হারাইবে অল্পদিনে ॥ ৩৭
রাম-আগে যাইতে যে করিতেছ ভয়।
যুবরাজ এত অতি-অনুচিত হয় ॥ ৩৮
করুণাসাগর হন শ্রীরঘুনন্দন।
না করিবা তোমাদিগে কদাচ তাড়ন ॥ ৩৯
বিবেচক ধার্ম্মিক হয়েন কপিপতি।
না করিবা প্রহরণ তোমাদের প্রতি ॥ ৪০
বিশেষত তুমি তাঁর অতি-প্রিয়তম।
না হইবে তাঁর মন তোমাতে বিষম ॥ ৪১
তারারে করেন তিঁহ অধিক সম্মান।
ইহাতেও তোমাকে না হবে কোপভান ॥ ৪২
সুগ্রীবেরো পুত্র নাহি তোমা বিনে আর।
ইথে তোতে দ্বেষ হবে কি করি তাঁহার ॥ ৪৩
অতএব স্থির হও ত্যেজহ সাধ্বস।
না হও নির্ব্বোধ-লোক-পরামর্শ-বশ ॥ ৪৪
জানকী-দর্শন যদি নিতান্ত না ঘটে।
পড়িব যাইয়া সবে শ্রীরাম-নিকটে ॥ ৪৫
তিঁহ হন অতিশয় করুনা-নিধান।
না করিবা তোমাদিগে কিছু অপমান ॥ ৪৬
মারুতির বাণী শুনি বালীর নন্দন।
পুনর্ব্বার তাঁহারে করেন বিজ্ঞাপন ॥ ৪৭
কহিলে যে বাক্য তুমি পবন-তনয়।
ইহাতে প্রতীত হৈলা আমার হৃদয় ॥ ৪৮
অতিশয় কৃপাবান্ শ্রীরঘুনন্দন।
ক্ষমিতে পারেন তিঁহ সকল দূষণ ॥ ৪৯
তার মুখাপেক্ষাতে সেহতো কপিপতি।
করিতে পারেন কৃপা মো-সবার প্রতি ॥ ৫০
তথাপি না যাব আমি শ্রীরাম-গোচরে।
আর এক ভয় মোর হইল অন্তরে ॥ ৫১
দেখিয়াছ জানকী-বিরহে রঘুবর।
হইয়া আছেন তিঁহ যেমত কাতর ॥ ৫২
পাঠাইয়াছেন আর দিগে কপি যত।
তাহারা হইয়া থাকিবেক প্রত্যাগত ॥ ৫৩
সীতা-বার্ত্তা না পাঞা থাকিবে কেহ তায়।
অন্যথা আসিত দূত নিতে মো-সবায় ॥ ৫৪
অতএব জানকীর বার্ত্তা না পাইয়া।
শ্রীরাম আছেন অতি উদ্বিগ্ন হইয়া ॥ ৫৫
তাহে পুন জানকীর অনুদ্দেশ-কথা।
শুনি মো-সবার মুখে পাইবেন ব্যথা ॥ ৫৬
সে দুঃখেতে কোনোমতে তনুতে তাঁহার।
না রহিবে প্রাণ এই সংশয় আমার ॥ ৫৭
তাঁহার সে হেন দশা করি নিরীক্ষণ।
ধরিতে পারিবে প্রাণ কহ কোন জন ॥ ৫৮
অতএব সেখানে গেলেও মৃত্যু হবে।
এ স্থান ছাড়িয়া কেন যাত্তে চাহ তবে ॥ ৫৯
বরঞ্চ তোমরা যদি মরহ এখানে।
তোমাদের আশে তাঁরা বাঁচিবেন প্রাণে ॥ ৬০
এই হেতু আমি এই করিলুঁ নিশ্চয়।
অনাহারে পরাণ ত্যেজিব অসংশয় ॥ ৬১
এইত কহিলুঁ আমি আপন আশয়।
করহ তোমরা যার যেই ইষ্ট হয় ॥ ৬২
এত কহি কুশ আনি ভূতলে পাতিয়া।
বসিলা অঙ্গদ-বীর মরণ লাগিয়া ॥ ৬৩
শুনি অঙ্গদের বাণী দেখি রীতি তাঁর।
সুখ-দুঃখ-মগ্ন হৈল্যা পবন কুমার ॥ ৬৪
শ্রীরামেতে ভক্তি দেখি পাইলেন সুখ।
প্রায়োপবেশন দেখি অতিশয় দুখ ॥ ৬৫
কহিছেন যদি তুমি ত্যেজিবে জীবন।
বাঁচিবেক মো-সবার মধ্যে কোন্ জন ॥ ৬৬
যে দশা তোমার সেই দশা মো-সবার।
সকলেই মরিব করিয়া অনাহার ॥ ৬৭
কিন্তু এই খেদ বড় রহি গেল মনে।
সীতা-রাম একত্র না দেখিলুঁ নয়নে ॥ ৬৮
এত কহি মারুতিও পাতি কুশাসন।
বসিলেন তাহে করি আহার বর্জ্জন ॥ ৬৯
জাম্ববান্ নল নীল আদি বীর যত।
সকলেই বসিলা করিয়া সেই মত ॥ ৭০
তাহা নিরখিয়া মূর্খ যতেক বানর।
তারাও বসিল সেইরূপে স্থানান্তর ॥ ৭১
চপল-স্বভাব সেই ক্ষুদ্র কপিগণ।
কথোক্ষণ বসি থাকি স্থির নহে মন ॥ ৭২
তার মাঝে একজন মুদিয়া নয়ন।
অবসন্ন হয়্যা যেন করিল শয়ন ॥ ৭৩

ক্ষণেক শুতিয়া সেহ রহিতে রহিতে।
নিদ্রা-আকর্ষণ কৈল তাহার আঁখিতে॥ ৭৪
তাহা দেখি মনে করে আর মূর্খজন।
নেত্র মুদিলেই বুঝি হয় বা মরণ॥ ৭৫
এত ভাবি ক্রমে ক্রমে মুদিয়া নয়ন।
বসি থাকে কিছুকাল নিঃশব্দ-বদন॥ ৭৬
মধ্যে মধ্যে দেখে অল্প নয়ন মিলিয়া।
পুনশ্চ মুদ্রিত করে শঙ্কিত হইয়া॥ ৭৭
পরে তারা করিতেছে মনেতে চিন্তন।
শয়ন না কৈলে বুঝি না হবে মরণ॥ ৭৮
প্রথমেতে শয়ন করাছে যেই জন।
নাহি দেখি তার কোন অঙ্গের স্পন্দন॥ ৭৯
অতএব বুঝি শুইলেই কুশাসনে।
মরণ হইতে পারে এই লয় মনে॥ ৮০
এত ভাবি একজন শয়ন করিলা।
তাহা দেখি ক্রমে ক্রমে সবেই শুইলা॥ ৮১
নাহি নাড়ে অঙ্গ নাহি ফেলে বড় শ্বাস।
নয়ন মুদিয়া রহে পাইয়া প্রয়াস॥ ৮২
এইরূপে শুতিয়া থাকিয়া কথোক্ষণ।
সহিতে না পারে আর পঞ্জর-বেদন॥ ৮৩
উঠিবারে ইচ্ছা করে কিন্তু না পারয়।
কেহ পাছে দেখে বলি সংশয় করয়॥ ৮৪
একজন শুয়্যা থাকি করিয়া কপট।
যাইতেছে অগ্র-সুপ্ত-জনের নিকট॥ ৮৫
নিঃশবদে তার নাসা-আগে হাত দিয়া।
চপল-স্বভাব কপি উঠিল হাসিয়া॥ ৮৬
তার হাস্য শুনি তবে যত কপিগণ।
নয়ন মিলিয়া তারে করে জিজ্ঞাসন॥ ৮৭
কেন কেন ভাই তুমি এমন করিলে।
মো-সবার উপস্থিত-মৃত্যু নিবারিলে॥ ৮৮
যদি তুমি না করিতে এ বিকট হাস।
হয়্যাছিল মো-সবার মরণেতে আশ॥ ৮৯
দেখ দেখ অই জন তেজিয়া জীবন।
এড়াইল সুগ্রীবের প্রচণ্ড শাসন॥৯০
এত শুনি সেই কপি কহিছে বচন।
শুন শুন তোরা মোর হাস্যের কারণ॥ ৯১
দেখিলুঁ ইহার আমি ঘ্রাণে দিয়া কর।
অবিরল নিশ্বাস বহিছে সুপ্রখর॥ ৯২
কিন্তু রহিয়াছে হেন স্থির করি অঙ্গ।
যাহা দেখি মৃত্যু-শঙ্কা নাহি পায় ভঙ্গ॥ ৯৩
অতএব নিরখিয়া কপট-মরণ।
না পারিলুঁ আমি হাস্য করিতে বারণ॥ ৯৪
আর এক কপি কহে কুপিত হইয়া।
নাহি হাস্য কর বিবেচনা না করিয়া॥ ৯৫
কুশাসনে মরিলে যদ্যপি হেন হয়।
নিশ্বাস না ছাড়ে তবে হাসি কোথা রয়॥ ৯৬
তাহা শুনি সেহ তার অঙ্গে দিল কর।
চেতন পাইয়া সেহ উঠিল সত্বর॥ ৯৭
যমদূত বলি শঙ্কা হয়্যাছিল মনে।
মল্যাম মল্যাম বলি ডাকে ঘনেঘনে॥ ৯৮
নয়ন মিলিয়া চাহি দেখি বন্ধুগণ।
লজ্জিত হইয়া অধ করিলা বদন॥৯৯
এইরূপ ক্ষুদ্র-কপি চরিত্র দেখিয়া।
হাসিছেন অঙ্গদাদি দূরেতে বসিয়া॥ ১০০
হেন মতে সব কপি বসিয়া রহিছে।
তাহাদের অঙ্গগন্ধ দূরেতে যাইছে॥ ১০১
সেই গন্ধ পাই বিন্ধ্য-গুহায় থাকিয়া।
আইলা সম্পাতি-পাখী বাহির হইয়া॥ ১০২
জটায়ুর জ্যেষ্ঠ তেঁহ গরুড়নন্দন।
কপিগণে দেখিয়া কহেন হৃষ্টমন॥ ১০৩
দেখিতেছি আগে এই সব কপিগণ।
করিয়াছে মরিবারে প্রায়োপবেশন॥ ১০৪
ইথে বুঝি মোর প্রতি হয়্যা অনুকূল।
বিধি আনি দিল এথা এই কপিকুল॥ ১০৫
ক্রমে ক্রমে উপবাসে ইহারা মরিবে।
দিবসে দিবসে মোর আহার হইবে॥ ১০৬
তাঁর সেই বাক্য শুনি চাহি উর্দ্ধদিগে।
কহিছেন যুবরাজ সব কপিদিগে॥ ১০৭
দেখ দেখ উপরি চাহিয়া কপিগণ।
উপস্থিত হইল আসিয়া কোন্ জন॥ ১০৮
শুনিলে উহার মুখে কঠোর বচন।
ক্রমে ক্রমে তোমাদিগে করিবে ভক্ষণ॥ ১০৯
যদি মোসবার দেহ পড়িয়া থাকিত।
রাম-দূতে তবে আসি দেখিয়া যাইত॥ ১১০
তাহ হল্যে জানিতেন শ্রীরঘুনন্দন।
মোর লাগি কপিগণ তেজিল জীবন॥ ১১১

তিঁহ যদি করিতেন কভু হেন মতি।
মো-সবার তবে ত হইত দিব্যগতি ॥ ১১২
সংবাদ না পাই তিঁহ ভাবিবা অপর।
মোর ভয়ে পলাইল এসব বানর ॥ ১১৩
তবে তাঁর হৃদয়েতে কোপ উপজিবে।
মোসবার তবে ভাল গতি না হইবে ॥ ১১৪
যদি কহ যুদ্ধ করি বধিব উহায়।
তাহা ভাল নাহি লাগে আমার হিয়ায় ॥ ১১৫
মৃত্যুকালে করে সবে সুকৃত-অর্জ্জন।
তোরা কেন করিবে অধর্ম্ম-আচরণ ॥ ১১৬
ধন্য ধন্য করি মানি আমি জটায়ুরে।
রাম-হিত করি গেল যে বৈকুণ্ঠপুরে ॥ ১১৭
করিলা মহৎ যুদ্ধ সুখ্যাতি রাখিলা।
শ্রীরামে দেখিয়া মরি সদ্গতি পাইলা ॥ ১১৮
মোরা রাম-কার্য্যে আসি সাধিতে নারিলুঁ।
নিরর্থক কেবল পরাণ হারাইলুঁ ॥ ১১৯
শুনিয়া সম্পাতি তবে জটায়ু-মরণ।
শোকেতে কাতর হয়্যা করে জিজ্ঞাসন ॥ ১২০
কে বট কে বট তোরা ওহে কপিগণ।
কহিতেছ পুনঃপুন জটায়ু-মরণ ॥ ১২১
সেহ হয় প্রাণাধিক অনুজ আমার।
বড় দুখ পাইলুঁ শুনিয়া মৃত্যু তার ॥ ১২২
কহ কহ রাবণের সঙ্গে কি কারণ।
হয়্যাছিল প্রাণাধিক জটায়ুর রণ ॥ ১২৩
মুক্ত হল্য মোর ভ্রাতা কার যাঁর হিত।
সে রাম কাহার পুত্র কহ হে তুরিত ॥ ১২৪
কেন বা তোমরা সবে হয়্যা দুঃখি-মন।
করিতেছ এখানেতে প্রায়োপবেশন ॥ ১২৫
শুনিয়া ভ্রাতার বার্ত্তা তোমাদের পাশ।
তোমাদের কাছে যাত্যে হয় মোর আশ ॥ ১২৬
কিন্তু পুড়িয়াছে পক্ষ যাইতে না পারি।
তোমরা নামাও মোরে করুণা বিস্তারি ॥ ১২৭
নাহি কর তোরা আমা-হৈতে কিছু ভয়।
মিথ্যাবাদী নহি আমি নহি দুরাশয় ॥ ১২৮
সম্পাতি-বচন শুনি মূর্খ কপিগণ।
মুখ্য-কপিসমূহে করয়ে নিবেদন ॥ ১২৯
শুনিলে শুনিলে সবে উহার বচন।
বড়ই বঞ্চকবুদ্ধি হয় অই জন ॥ ১৩০

এত দূরে আপুনি নামিতে নাহি পারে।
এ লাগিয়া ডাকিতেছে তোমা-সবাকারে ॥ ১৩১
যেই মাত্র উহার নিকটেতে যাইবে।
তেঁই তোমা-সবে অই ধরিয়া খাইবে ॥ ১৩২
অতএব না যাহ না যাহ কোনো-জন।
এই অবসরে চল করি পলায়ন ॥ ১৩৩
তাহা শুনি কহেন যাবত বীরগণ।
তোমাদের এত ভয় কিসের কারণ ॥ ১৩৪
বহু-ক্লেশ হইত মরিতে অনশনে।
অক্লেশে হইবে মৃত্যু ইহার ভক্ষণে ॥ ১৩৫
এত কহি উঠিয়া যাবৎ কপি-বীরে।
বিন্ধ্যশৃঙ্গ হইতে নামাল্য সম্পাতিরে ॥ ১৩৬
সম্পাতি কহেন কহ প্রশ্নের উত্তর।
কহেন তাঁহারে তবে বালীর কোঙর ॥ ১৩৭
অযোধ্যা-নিবাসী রাজা দশরথ নাম।
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম সর্ব্বগুণধাম ॥ ১৩৮
তিঁহ পিতৃ-আজ্ঞাক্রমে ভার্য্যা-ভাই সনে।
বাস করিছিলা আসি পঞ্চবটীবনে ॥ ১৩৯
রাবণ আসিয়া সেথা কপট করিয়া।
রামপ্রিয়া জানকীরে লইল হরিয়া ॥ ১৪০
হা রাম লক্ষ্মণ বলি কান্দেন জানকী।
রথে চড়ি লয়্যা যায় তাহারে পাতকী ॥ ১৪১
তাহা দেখি শ্রীজটায়ু দশরথ-মিত।
পথ আগুলিলা পক্ষ পসারি তুরিত ॥ ১৪২
করিলা অনেক যুদ্ধ রাবণ সহিতে।
শেষে তাঁর পক্ষ সেহ কাটিল অসিতে ॥ ১৪৩
তবে পক্ষী পড়িলেন কাতর হইয়া।
দশানন চলি গেলা জানকী লইয়া ॥ ১৪৪
পরে সীতা অন্বেষণ করিতে করিতে।
আইলেন শ্রীরাম জটায়ুসন্নিধিতে ॥ ১৪৫
জানকী হরিয়া লয়্যা গিয়াছে রাবণ।
এই মাত্র কহি রামে মরিলা সে জন ॥ ১৪৬
তবে তাঁর সৎকার করিলা নিজে রাম।
তিঁহ তার অনুগ্রহে পাল্যা নিত্যধাম ॥ ১৪৭
সেই রাম আসিয়া সুগ্রীব-কপি-সাতে।
কর্য্যাছেন সখ্যভাব অনল-সাক্ষাতে ॥ ১৪৮
বালি-কপিরাজে বধি সেই রঘুবর।
সুগ্রীবে দিলেন রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা-ভিতর ॥ ১৪৯

স সুগ্রীব আনাইয়া কপি সবাকারে।
পাঠাইলা জানকীর তত্ত্ব জানিবারে ॥ ১৫০
মোরা তাহে আসিয়াছি এ দক্ষিণদিকে।
এই সব কপি অন্বেষিতে জানকীকে ॥ ১৫১
আসিবার কালে রাজা কৈলা আজ্ঞাপন।
একমাসমধ্যে ফিরি করা আগমন ॥ ১৫২
ইহার অধিক যার বিলম্ব হইব।
তাহারে আমিহ যমদ্বার দেখাইব ॥ ১৫৩
অতীত হয়্যাছে তাহে কাল মো-সবার।
কিন্তু না হয়্যাছে সীতা-বৃত্তান্ত-নির্দ্ধার ॥ ১৫৪
এই লাগি রাজদণ্ড-ভয়ে ভীত মন।
করিতেছি মোরা সবে প্রায়োপবেশন ॥ ১৫৫
যদি তব ইচ্ছা হয় মো-দিগে ভুঞ্জিতে।
ভুঞ্জহ না আছে খেদ আমাদের ইতে ॥ ১৫৬
অঙ্গদ-বচন শুনি সজল নয়ন।
কহিছেন শ্রীসম্পাতি মধুরবচন ॥ ১৫৭
কপিগণ আমা হতে নাহি কর ভয়।
আত্মীয় বলিয়া মোরে জানহ নিশ্চয় ॥ ১৫৮
বৃত্তান্ত জানিতে আমি জটায়ু-ভ্রাতার।
আইলাম নিকটেতে তোমা-সবাকার ॥ ১৫৯
দুখ সুখ দুই হল্য তাহার মরণে।
মরণেতে দুখ সুখ বৈকুণ্ঠ-গমনে ॥ ১৬০
ধন্য ধন্য ভ্রাতা মোর সেই অনুপাম।
মরণ-সময়ে যেই নিরখিল রাম ॥ ১৬১
সম্প্রতি তোমরা মোর কর এক হিত।
সমুদ্রকূলেতে লয়্যা চলহ তুরিত ॥ ১৬২
সমুদ্র-সলিলে আমি যথাবিধি রীতে।
তর্পণ করিব সেই ভ্রাতার পিরিতে ॥ ১৬৩
তোমরাও তেজ সবে দুঃখ খেদ ভয়।
সীতা-বার্ত্তা মোর স্থানে পাইবে নিশ্চয় ॥ ১৬৪
এত শুনি আনন্দিত হল্যা কপিগণ।
মৃত-দেহে পুন যেন আইল জীবন ॥ ১৬৫
তবে তারা সবে মিলি অতি কুতূহলে।
সম্পাতিরে লয়্যা গেলা সাগরের জলে ॥ ১৬৬
তেঁহ যথাবিধি করি ভ্রাতার তর্পণ।
পুনর্ব্বার পূর্ব্ব স্থানে করিলা গমন ॥ ১৬৭
তবে সম্পাতিরে মধ্যস্থানে বসাইয়া।
চারি ধারে কপিগণ বসিল বেড়িয়া ॥ ১৬৮

তবে শ্রীসম্পাতি হয়্যা আনন্দিত-মতি।
কহেন জানকী-বার্ত্তা কপিগণ প্রতি ॥ ১৬৯
নিঃশব্দ হইয়া সবে করি স্থিরমন।
মোর মুখে কর সীতা-বৃত্তান্ত-শ্রবণ ॥ ১৭০
এক দিন আমি এই বিন্ধ্যের উপরি।
বসিয়াছিলাম ঊর্দ্ধদিগে মুখ করি ॥ ১৭১
হেন কালে রাবণ নামেতে নিশাচর।
রথে আরোহিয়া যায় আকাশ-উপর ॥ ১৭২
তাহার কোলেতে এক ভুবন-মোহিনী।
দেখিলাম পরম-সুন্দরী সীমন্তিনী ॥ ১৭৩
হা রাম হা রাম হা হা দেবর লক্ষ্মণ।
এই বলি উচ্চস্বরে করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৭৪
সেহ দুষ্ট দশানন লইযা তাঁহারে।
দক্ষিণমুখেতে গেলা পযোনিধি-পারে ॥ ১৭৫
সেই দিন সন্ধ্যাকালে আমার নন্দন।
সুপার্শ্ব করিল মোর কাছে আগমন ॥ ১৭৬
প্রতিদিন মোর লাগি লইয়া আহার।
আইসে দিবসে সেই তনয় আমার ॥ ১৭৭
বিলম্ব দেখিয়া আমি হয়্যা ক্রুদ্ধমন।
করিলাম নানামতে তাহার ভর্ৎসন ॥ ১৭৮
তবে সে কাতর হয়্যা কহিল আমায়।
শুন পিতা কথা মোর করুণ-হিয়ায় ॥ ১৭৯
আমি আজ তোমা লাগি আহার আনিতে।
গিয়াছিলুঁ যথাকালে মহেন্দ্র গিরিতে ॥ ১৮০
দেখিলাম সেখানে থাকিয়া একজন।
এক নারী হরি লয়্যা করিছে গমন ॥ ১৮১
তাহা দেখি আমিহ ধরিব করি চিতে।
পক্ষ মেলি দাঁড়াইলুঁ তার অগ্রভিতে ॥ ১৮২
সে পুরুষ কৈল মোরে অনেক বিনয়।
ছাড়িয়া দিলাম পথ করি ধর্ম্মভয় ॥ ১৮৩
সেহ পথ পাই গেল সমুদ্র-উপরে।
মুনিগণ কহিলা আমারে তার পরে ॥ ১৮৪
সুপার্শ্ব তোমার আজি বড় ভাগ্যবল।
ছাড়ি গেল তেঁই তোহে নিশাচর খল ॥ ১৮৫
এহ হয় লঙ্কা-অধিপতি দশানন।
ত্রিভুবন-জয়ী দেব দানব-মর্দ্দন ॥ ১৮৬
যাইতেছে দশরথ-বধূ হরি নিয়া।
এই লাগি গেল তোহে সান্ত্বনা করিয়া ॥ ১৮৭

তাহা শুনি আমি অতিকুপিত হইয়া।
গেলাম তাহার পাছে সংগ্রাম লাগিয়া ॥ ১৮৮
সেহ মোরে দূর হৈতে করি নিরীক্ষণ।
ভয়যুক্ত হয়্যা বেগে কৈলা পলায়ন ॥ ১৮৯
পলায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া নিশচরে।
ফিরিয়া আইলুঁ আমি মহেন্দ্র-শিখরে ॥ ১৯০
হেন মতে দিবস হইল অবশেষ।
না হইল আর কিছু আহার-উদ্দেশ ॥ ১৯১
এইত কহিলুঁ নিজ বিলম্ব কারণ।
দোষ ক্ষমা কর পিতা লইলুঁ শরণ ॥ ১৯২
পুত্র-মুখে এ বচন শুনিয়া আমার।
রাবণের প্রতি ক্রোধ হইল অপার ॥ ১৯৩
দশরথ রাজা মিতা আমার ভ্রাতার।
তাঁর বধূ-হরণেতে উদ্বেগ অপার ॥ ১৯৪
করিব কি কিছু মোর সাধ্য নাহি হয়।
করিয়াছে পক্ষহীন বিধি দুরাশয় ॥ ১৯৫
এক্ষণে করিয়ে সাধ্য যে হয় আমার।
কেবল বচন মাত্রে রাম-উপকার ॥ ১৯৬
সিন্ধু-কূল হৈতে শতযোজনের পারে।
লঙ্কানামে পুরী আছে সমুদ্র-মাঝারে ॥ ১৯৭
সেই নগরেতে বাস করে লঙ্কেশ্বর।
জানকীরে রাখিয়াছে তাহার ভিতর ॥ ১৯৮
অনেক রাক্ষসী তাঁরে করয়ে রক্ষণ।
কারো সাধ্য নহে সেথা করয়ে গমন ॥ ১৯৯
কহিতেছি আমি ইহা দেখিয়া নয়নে।
ইথে মিথ্যা-বুদ্ধি নাহি কর কভু মনে ॥ ২০০
ধান্য-উপজীব্য যত হয় পক্ষিগণ।
দেখিবারে পায় তারা একক যোজন ॥ ২০১
যোজন-যুগল দেখে যত কাকগণ।
কুরর-বকাদি পাখী দেখে ত্রিযোজন ॥ ২০২
শোচানাদি পাখী দেখে চারি যোজনান্ত।
গৃধ্রদৃষ্টি হয় পঞ্চ যোজন-সংক্রান্ত ॥ ২০৩
হংস ছয়-যোজন-পর্য্যন্ত পায় দেখা।
গরুড়দৃষ্টির কিছু নাহি হয় লেখা ॥ ২০৪
গরুড় হইতে বটে মোদের জনম।
কিন্তু দুরদৃষ্টে মোরা করি কুকরম ॥ ২০৫
নিরন্তর মোরা যার-তার মাংস খাই।
এই লাগি বহুদূর দেখিতে না পাই ॥ ২০৬

তভু পঞ্চবিংশাধিক একশ যোজন।
দেখিবারে পায় আমা-সবার নয়ন ॥ ২০৭
অতএব কহি আমি দেখিয়া নয়নে।
রয়্যাছেন শ্রীজানকী রাবণ-ভবনে ॥ ২০৮
উৎসাহ করহ সবে তাঁর সন্দর্শনে।
কোনো মতে অবসাদ না কর এক্ষণে ॥ ২০৯
একশ যোজন যেই পারিবে লঙ্ঘিতে।
সিদ্ধ হবে এই কার্য্য সে জন হইতে ॥ ২১০
যদি মোর পক্ষ আর পূর্ব্বমত বল।
থাকিত হইত তবে আমা হৈতে ফল ॥ ২১১
যাইতাম এইক্ষণে লঙ্কানগরীকে।
সীতা বার্ত্তা আনিয়া দিতাম তোমাদিকে ॥ ২১২
সম্প্রতি হয়্যাছি বৃদ্ধ পক্ষ-বিবর্জ্জিত।
বাক্যমাত্রে করিলাম যে কিঞ্চিৎ হিত ॥ ২১৩
এত শুনি আনন্দিত হয়্যা কপিগণ।
করিছেন সম্পাতিরে কিছু নিবেদন ॥ ২১৪
পক্ষিরাজ যে করিলে তুমি উপকার।
ইহা শোধিবার সাধ্য নাহি মো-সবার ॥ ২১৫
গিয়াছিল আমাদের সবার জীবন।
সীতা-বার্ত্তা দিয়া তাহা করিলে স্থাপন ॥ ২১৬
কহি দিলে রাম-কার্য্য-সিদ্ধির উপায়।
ত্রিভুবন আনন্দিত হইল যাহায় ॥ ২১৭
সম্প্রতি তোমারে কিছু করি জিজ্ঞাসন।
কহিতে হইবে তোহে তার বিবরণ ॥ ২১৮
দগ্ধ হল্য তব পক্ষদুটী কি কারণে।
কহ হল্য ভ্রাতা-সঙ্গে বিয়োগ কেমনে ॥ ২১৯
এতেক বচন শুনি সম্পাতি সাদরে।
কহিছেন নিজকথা সকল বানরে ॥ ২২০
আমি আর শ্রীজটায়ু এই দুই জন।
শ্রীগরুড়বিহঙ্গমরাজের নন্দন ॥ ২২১
কভু মোরা বীর্য্যমদে মাতি দুই জনে।
বিবাদ করিলুঁ বলপরীক্ষা-কারণে ॥ ২২২
তবে বিন্ধ্যধরাধরে করি আগমন।
মুনিদের সাক্ষাতে কহিলুঁ দুইজন ॥ ২২৩
করিব আমরা নিজ-বল-পরীক্ষণ।
ইথে সাক্ষী থাকহ যাবৎ-মুনিগণ ॥ ২২৪
ধরিতে পারিবে যেই তরণি-মণ্ডল।
পাইবেক সেইজন রাজত্ব সকল ॥ ২২৫

এইরূপ পণ করি মোরা দুইজন ।
উড়িলাম আকাশে করিয়া আলম্বন ॥ ২২৬
কথো দূর গিয়া স্থির-পবন পাইয়া ।
দেখিলাম ভূমিতল পানেতে চাহিয়া ॥ ২২৭
রথ-চক্র হেন ভায় যাবৎ নগর ।
পিপীলিকাপ্রায় দেখি যত করিবর ॥ ২২৮
গৃহ সব লাগে যেন লোষ্টের সমান ।
মহামহাবৃক্ষে হয় ক্ষুদ্র-তরু জ্ঞান ॥ ২২৯
লাঙ্গলের রেখা বোধ হয় নদীগণে ।
ক্ষুদ্র-গিরি দেখিয়া উৎপল হয় মনে ॥ ২৩০
হিমালয়-বিন্ধ্য-আদি প্রবরশিখরী ।
দেখি মনে হয় যেন এ সকল করী ॥ ২৩১
পুন কিছু উর্দ্ধে গিয়া কৈলুঁ নিরীক্ষণ ।
খেচর গন্ধর্ব্ব যক্ষ অপ্সরার গণ ॥ ২৩২
তার পর আর কিছু উর্দ্ধেতে যাইতে ।
আরম্ভ হইল অঙ্গে সন্তাপ লাগিতে ॥ ২৩৩
হইল আমার তবে মনে বড় ভয় ।
শরীরের গ্লানি আর মোহ অতিশয় ॥ ২৩৪
পূরব পশ্চিম আর দক্ষিণ উত্তর ।
চিনিতে না পারি দিক্ আর দিগন্তর ॥ ২৩৫
তবে আমি উর্দ্ধদিকে চাহিলুঁ যতনে ।
দর্শন হইলা তবে ভাস্কর নয়নে ॥ ২৩৬
বোধ হল্য ভূমণ্ডল-সমান বিস্তার ।
অগ্নি-রাশিসম অতি লোহিত-আকার ॥ ২৩৭
হেন কালে জটায়ু সে তাপেতে পীড়িত ।
অধোমুখ হইয়া পড়িলা মূর্চ্ছায়িত ॥ ২৩৮
তাহা দেখি আমি স্নেহে মোহিত হইয়া ।
ঢাকিলাম জটায়ুরে পক্ষ পসারিয়া ॥ ২৩৯
না পুড়িল সেহ মোর পক্ষ-আচ্ছাদনে ।
শুনিয়াছি পড়িয়াছে দণ্ডক-কাননে ॥ ২৪০
আমি দগ্ধ-পক্ষ হয়্যা ভাস্করের করে ।
পড়িলাম এই বিন্ধ্য-শিখর উপরে ॥ ২৪১
ছয়রাত্রপরে পুন পাইয়া চেতন ।
এই বিন্ধ্যগিরি বলি হইল স্মরণ ॥ ২৪২
সূর্য্যের সন্তাপ আর পাষাণে পতন ।
ইহাতেই গতপ্রায় হইল জীবন ॥ ২৪৩
তবে আমি অতিশয় দুঃখযুক্ত চিতে ।
ইচ্ছা কৈলুঁ নিশাকরমুনিরে দেখিতে ॥ ২৪৪
পরে আমি ভূমিতলে নামি ধীরে ধীরে ।
গেলাম সে তপোবন-আশ্রম-বাহিরে ॥ ২৪৫
হেনকালে স্নান করি সেই তপোধন ।
করিলেন সেই স্থানে নিজে আগমন ॥ ২৪৬
কিন্তু মোরে বিরূপ দেখিয়া মুনিবর ।
চিনিতে না পারি গেলা আশ্রম ভিতর ॥ ২৪৭
ক্ষণেক পরেতে পুন ফিরিয়া আসিয়া ।
আজ্ঞা করিলেন মোরে করুণা করিয়া ॥ ২৪৮
কে বট কে বট তুমি রহিয়াছ দ্বারে ।
দেখিতেছি অতিশয় পীড়িত তোমারে ॥ ২৪৯
মোর মনে ইথে এক হইছে সংশয় ।
কহ কহ তাহা সত্য হয় কিনা হয় ॥ ২৫০
পূর্ব্বে দেখেছিলুঁ আমি দুই পক্ষিবর ।
সম্পাতি-জটায়ু নামে গরুড়-কোঙর ॥ ২৫১
সেই দুই-মধ্যে তুমি হবে কোন জন ।
এইমত অনুমান করে মোর মন ॥ ২৫২
এমত দুর্গতি তব হৈল কি কারণ ।
কহ কহ সব কথা করি বিবরণ ॥ ২৫৩
এত শুনি আমি দুঃখে কান্দিতে কান্দিতে ।
নিবেদন করিলুঁ তাঁহারে ব্যগ্র চিতে ॥ ২৫৪
শুন শুন মুনিপতি, কৃপা করি মোর প্রতি,
করি নিজবার্ত্তা নিবেদন ।
জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভাই, আমিহ সম্পাতি হই,
তব ভৃত্য গরুড়-নন্দন ॥ ২৫৫
দুই ভাই বল-মদে, পণ করি রাজ্য-পদে,
গিয়াছিলুঁ ধরিতে ভাস্কর ।
চড়ি অতি উচ্চোপরি, সে তেজ সহিতে নারি,
ব্যথা পাইলাম ঘোরতর ॥ ২৫৬
ভ্রাতারে কাতর দেখি, আমি বড় হয়্যা দুখী,
নিজ পক্ষে কৈলুঁ আচ্ছাদন ।
না পুড়িল পক্ষ তাহে, অজ্ঞান হইয়া মোহে,
অধোমুখে করিল পতন ॥ ২৫৭
আমি দগ্ধ-পক্ষ হয়্যা, দুঃখেতে মূর্চ্ছিত হিয়া,
পড়িলাম বিন্ধ্যের শিখরে ।
ছয় দিবসের পরে, জ্ঞান হল্য কলেবরে,
স্মৃতি হল্য তোমাকে অন্তরে ॥ ২৫৮
অতএব ধীরে ধীরে, আইলাম তব দ্বারে,
আপনার দুঃখ নিবেদিতে ।

আপুনিহ কৃপাবান, কর মোর পরিত্রাণ,
এই ঘোর বিপদ হইতে ॥ ২৫৯
হইয়াছি বন্ধু-হীন অপক্ষ দুর্ব্বল দীন,
আর বাঁচি নাহি প্রয়োজন।
ভাগবতবৃন্দ-বর, তুমি বিচক্ষণতর,
কহ মোর মৃত্যুর সাধন ॥ ২৬০
এই বাক্য শুনি মোর মুনি নিশাকর।
মুহূর্ত্তেক ধ্যান করি করিলা উত্তর ॥ ২৬১
সম্পাতি হইয়া গেছে যে কর্ম্ম-সাধন।
তাহে অতি অনুচিত বিষাদ এক্ষণ ॥ ২৬২
বিধির লিখন যেই থাকয়ে ললাটে।
কোনজন আছে হেন সে লিখন কাটে ॥ ২৬৩
সম্প্রতি তুমিহ স্থির কর নিজ মন।
নাহি কর মরণ লাগিয়া আয়োজন ॥ ২৬৪
পূর্ব্বে করিয়াছি আমি পুরাণে শ্রবণ।
এক্ষণ করিয়া ধ্যান করিলুঁ দর্শন ॥ ২৬৫
হইবে তোমার পক্ষ পরে পুনর্ব্বার।
শুন শুন মোর মুখে তাহার বিস্তার ॥ ২৬৬
সূর্য্যবংশে রাজা আছে দশরথাখ্যান।
তাঁর পুত্র হইয়া জন্মিবা ভগবান্ ॥ ২৬৭
জ্যেষ্ঠ তার রাম নাম পিতার বচনে।
ভার্য্যা আর ভাই সঙ্গে আসিবা কাননে ॥২৬৮
তাঁহার রমণী সীতা পরম সুন্দরী।
রাবণ-রাক্ষস তাঁরে আনিবেক হরি ॥ ২৬৯
তাঁরে অন্বেষিতে আসিবেক রামচর।
অঙ্গদ-মারুতি-আদি অনেক বানর ॥ ২৭০
তাঁহাদিগে তুমি সীতা-বৃত্তান্ত কহিবে।
সেই কালে দুই পক্ষ পুনশ্চ পাইবে ॥ ২৭১
হইবেক তাহে রাম-লক্ষ্মণের হিত।
দেব-বিপ্র-মুনিগণ হবেন সুখিত ॥ ২৭২
অতএব এই স্থান করিয়া বর্জ্জন।
অন্য কোনো স্থানে তুমি না কর গমন ॥ ২৭৩
আমারো দেখিতে রামে আছিল আশয়।
কিন্তু কাছে হইয়াছে মরণসময় ॥ ২৭৪
অতএব মহাপথে করিব গমন।
তুমি থাক সেই কাল করি প্রতীক্ষণ ॥ ২৭৫
এত কহি প্রস্থান করিলা নিশাকর।
আমিহ আইলুঁ এই গিরির উপর ॥ ২৭৬
অদ্যাবধি সেই মুনি-আজ্ঞা-পরমাণে।
তোমাদিগে দেখিবারে আছি এই স্থানে ॥২৭৭
এই দেখ এই দেখ সব কপিগণ।
সত্য হল্য সত্য হল্য মুনির বচন ॥ * ২৭৮
এই দেখ এই দেখ মোর পক্ষদ্বয়।
পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত পাইল উদয় ॥ ২৭৯
তাঁর পক্ষ-উদ্গম দেখিয়া কপিগণ।
কহিছেন পরমসুখেতে এ বচন ॥ ২৮০
একি চমৎকার দেখ একি চমৎকার।
রামগুণে দগ্ধপক্ষ হল্য পুনর্ব্বার ॥ ২৮১
এত কহি কপিগণ পাইল বিস্ময়।
হইল আকাশ-বাণী হেনই সময় ॥ ২৮২
কপিগণ তোমাদের সুসত্য ভারতী।
রামের প্রভাবে পক্ষ পাল্য পক্ষিপতি ॥ ২৮৩
এহ কি আশ্চর্য্য হয় জগত-কর্ত্তায়।
সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় যাঁহার ইচ্ছায় ॥ ২৮৪
শুনিয়া আকাশ-বাণী প্রেমে কপিগণ।
রাম জয় জয় বলি করয়ে নর্ত্তন ॥ ২৮৫
পরে অতি সুবুদ্ধি ভল্লুক-অধিপতি।
জিজ্ঞাসা করেন কিছু সম্পাতির প্রতি ॥ ২৮৬
পক্ষিবর সীতা-বার্ত্তা কহি মো-সবারে।
করিলে রামের হিত বিবিধপ্রকারে ॥ ২৮৭
কিন্তু শত-যোজনে শুনিলুঁ লঙ্কাখান।
কিরূপে যাইব সেথা নাহি হয় জ্ঞান ॥ ২৮৮
অতএব কর তুমি পরামর্শ-সার।
কিরূপেতে যাই মোরা সাগরের পার ॥ ২৮৯
এত শুনি কিছুকাল ভাবি পক্ষিবর।
করিছেন জাম্ববান্ প্রতি প্রত্যুত্তর ॥ ২৯০
অকর্ত্তব্য নাহি মোর কিছু রাম-কাজ।
কি করিব বৃদ্ধ হইয়াছি ভল্লুরাজ ॥ ২৯১
পূর্ব্বমত বল যদি থাকিত আমার।
পৃষ্ঠে করি তোমাদিগে করিতাম পার ॥ ২৯২
সম্প্রতি যে কৃত্য তাহা করহ শ্রবণ।
মহেন্দ্রপর্ব্বতে সবে করহ গমন ॥ ২৯৩

* এই দেখ এই দেখ সব দুই পাখা।
পুনর্ব্বার পূর্ব্বের সমান দিল দেখা ॥

সেখান হইতে লঙ্কা শতেক যোজন।
যাইবে সেখানেতে কেবল একজন ॥ ২৯৪
বহুজন যাইলে জানিবে দশানন।
জানিলে করিবে বধ অথবা বন্ধন ॥ ২৯৫
অতএব একজন সুধী বলযুক্ত।
এই কর্ম্ম সাধিবারে করিবে নিযুক্ত ॥ ২৯৬
অনায়াসে চারি শত ক্রোশ যে লঙ্ঘয়।
সেই জন এই কর্ম্মে উপযুক্ত হয় ॥ ২৯৭
সিংহিকা রাক্ষসী আছে সাগর-মাঝারে।
ছায়া পাইলেই সেহ পারে খাইবারে ॥ ২৯৮
তাহাতে হইবে অতিশয় সাবধান।
ঘটিবেক তবে লঙ্কামধ্যেতে প্রস্থান ॥ ২৯৯
কিন্তু তোরা নাহি কর কোনহ সংশয়।
সিদ্ধ হবে কার্য্য এই মোর মনে লয় ॥ ৩০০
শক্তি নাহি আছে মোর ভাবিষ্য প্রজ্ঞায়।
কিন্তু জানিতেছি সেই মুনির কৃপায় ॥ ৩০১
হইবে লঙ্ঘন শত-যোজন-সাগর।
হইবেন শ্রীজানকী নয়ন-গোচর ॥ ৩০২
তাঁরে দেখি কৃতকার্য্য হয়্যা কপিগণ।
জানিতেছি রাম-কাছে করিবে গমন ॥ ৩০৩
অতএব ত্যজ সবে চিন্তা খেদ ভয়।
উৎসাহ করহ রাম-কার্য্যে অতিশয় ॥ ৩০৪
তোমাসবে সুবুদ্ধি নিপুণ সুসমর্থ।
উৎসাহ করিলে হয় অসাধ্য কি অর্থ ॥ ৩০৫
অতএব বিলম্ব না কর এক্ক্ষণ।
মহেন্দ্রপর্ব্বতে সবে করহ গমন ॥ ৩০৬
আমিহ আপন-ভার্য্যা বান্ধব দেখিতে।
প্রস্থান করিয়ে হিমালয়-শিখরীতে ॥ ৩০৭
এত কহি কপিদের অনুমতি লয়্যা।
হিমালয়ে গেলা পক্ষী আনন্দিত হয়্যা ॥ ৩০৮
তাহা দেখি আনন্দিত বালীর নন্দন।
কহিছেন বন্ধুগণে এইত বচন ॥ ৩০৯
সীতা-বার্ত্তা কহি তোমা-সবে বাঁচাইয়া।
সম্পাতি স্বগৃহে গেল সুখিত হইয়া ॥ ৩১০
চল চল মোরা যাই মহেন্দ্র-ভূধরে।
পরামর্শ করি গিয়া লঙ্ঘিতে সাগরে ॥ ৩১১
অঙ্গদের এত বাক্য শুনি কপিগণ।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাত্যে করিলেন মন ॥ ৩১২
এইত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড-চরিত্র-বর্ণন।
শুনহ ইহার অনুক্রমণী এক্ষণ ॥ ৩১৩
আদি-পরিচ্ছেদে শ্রীসুগ্রীব-কপি-সনে।
সখ্য কৈলা রঘুবর আনন্দিত-মনে ॥ ৩১৪
দ্বিতীয়ে সুগ্রীব-বালি-বিবাদশ্রবণ।
দুন্দুভির দেহক্ষেপ তাল-বিদারণ ॥ ৩১৫
তৃতীয়ে সুগ্রীব সঙ্গে বালির সংগ্রাম।
দ্বিতীয় সমরে তারে মারিলা শ্রীরাম ॥ ৩১৬
চতুর্থে সুগ্রীব-তারা-শোক-নিবারণ।
বালি-দাহ সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেচন ॥ ৩১৭
পঞ্চমে করুণা করি বায়ুপুত্র প্রতি।
শিখাইলা শাস্ত্রের সারার্থ রঘুপতি ॥ ৩১৮
ষষ্ঠে বর্ষা-শোভা দেখি উদ্বিগ্ন-অন্তর।
নানামত বিলাপ করিলা রঘুবর ॥ ৩১৯
সপ্তমে শরদ-শোভা শ্রীরামের রোষ।
সুগ্রীব আইলে পুন পাইলা সন্তোষ ॥ ৩২০
অষ্টমেতে অষ্টদিক্কপি-আগমন।
সীতা অন্বেষিতে-কপি-সৈন্য নিয়োজন ॥ ৩২১
নবমে দক্ষিণ-অন্বেষণ-বিবরণ।
স্বয়ম্প্রভা প্রতি প্রভু-কৃপা-বিতরণ ॥ ৩২২
দশমেতে কপিদের প্রায়-উপবেশ।
সম্পাতি করিলা সীতা-বার্ত্তা-উপদেশ ॥ ৩২৩
*এইত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হইল পূরণ।
রামপ্রীতে রামজয় বল বন্ধুজন ॥ ৩২৪
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩২৫

ইতি শ্রীরামরসায়নে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড লীলা-
বর্ণনে জানকীবার্ত্তোপলম্ভো নাম
দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১০ ॥

সমাপ্তা চেয়ং কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডলীলাকথেতি

শ্রীরামরসায়ন।

সুন্দরকাণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হনূমানের সাগর লঙ্ঘন।

অম্ভোরাশের্বিলঙ্ঘং দশবদনপুরীমার্গণং ভূমিপুত্রী,—সন্দর্শোদ্যানভঙ্গৌ রজনিচরচমূনাশলঙ্কাপ্রদাহৌ।

ভূয়োহব্ধের্লঙ্ঘনং তন্মধুবনমথনং জানকীমৌলিদানং, চক্রে যস্য প্রসাদাৎ খলু পবনসুতস্তং ভজে রাঘবেন্দ্রম্॥ ১

জয় জয় রঘুবর, সকল-সদ্গুণাকর,
বহুবিধ-শক্তি-নিকেতন।
কৃপামৃত-পারাবার, ভক্তজনভাগ্যসার,
দুর্গতজনার উদ্ধারণ॥ ২
যাহার করুণাবলে, লঙ্ঘিয়া দুর্গম জলে,
সিন্ধু পার হৈলা হনূমান্।
মধ্য পথে যাইবার, সিংহিকার মুখ-দ্বার,
প্রবেশি বধিলা তার প্রাণ॥ ৩
প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরী, সীতা অন্বেষণ করি,
শেষে গিয়া অশোককানন।
সম্ভাষি জনকসুতা, ভাঙ্গি সব তরুলতা,
ভ্রষ্ট কৈলা রাবণের বন॥ ৪
বহু সৈন্যবধ করি, কুমার অক্ষেরে মারি,
দশানন সভা মাঝে গিয়া।
কহি বহু কুবচনে, রোষাইয়া দশাননে,
দহিলেন লঙ্কা বহ্নি দিয়া॥ ৫
পুন সিন্ধু পার হয়্যা, কপিগণ সঙ্গে লয়্যা,
ভগ্ন করি বালিমধুবন।
সীতা-বার্ত্তা নিবেদিয়া, চূড়ামণি সমর্পিয়া,
সুস্থির করিলা তব মন॥ ৬
এত মারুতির বীর্য্য, শুনি নিজ কৃপাকার্য্য,
জানি অতি সুখিত-অন্তর।
কপিসৈন্য সঙ্গে নিয়া, সাগরের কূলে গিয়া,
সেতুবন্ধ করিলে সুন্দর॥ ৭
তোমার মহিমা এত, না জানি অমর যত,
আমি তাহে অতি মূঢ় মন।
যদি তব কৃপা হয়, তবে চিতে প্রকাশয়,
কৃপাময় শ্রীরঘুনন্দন॥ ৮
জয় জয় বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ জয়।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তচয়॥ ৯
জয় জয় রামচন্দ্র মহেশ-মহিত।
প্রিয়তম-পরিবার-সমূহ-সহিত॥ ১০
এবে কৃপা কর শুন সব ভক্তজন।
সুন্দরকাণ্ডের কথা করিব বর্ণন॥ ১১
সুন্দরে সুন্দর রাম সুন্দরজানকী।
সুন্দর শ্রীহনূমান নহে সুন্দর কি॥ ১২

রামানুকম্পাবলমাপ্নুবন্ যো,
ঘ্নন্ সিংহিকাখ্যাং রজনীচরীং তাম্।
বিলঙ্ঘয়ামাস তরঙ্গিণীশং,
নমামি তং সন্ততমাঞ্জনেয়ম্॥ ১৩

সীতা-বার্ত্তা দিয়া গেলা সম্পাতি উত্তরে।
কপিগণ চলিলেন দক্ষিণ-সাগরে ॥ ২
সেখানেতে গিয়া তবে সেই কপিগণ।
করিছেন দক্ষিণসাগরে নিরীক্ষণ ॥ ৩
লক্ষৈকযোজন হয় যাহার বিস্তার।
অতিশয় গভীর না দেখি পারাবার ॥ ৪
উঠিছে ডুবিছে তাহে তরঙ্গের গণ।
ভয়ানক-জলচর করিছে ভ্রমণ ॥ ৫
তেমত দুর্গমসিন্ধু দেখিয়া নয়নে।
নিরাশ হইলা সবে সীতা-অন্বেষণে ॥ ৬
হইল নিতান্ত শুষ্ক সবার বদন।
অধোমুখ হয়্যা সবে করেন চিন্তন ॥ ৭
তাহা দেখি মহাবলী বালীর নন্দন।
আশ্বাস করিয়া সবে কহেন বচন ॥ ৮
কপিগণ নাহি কর কদাচ বিষাদ।
বিষাদেতে করে সব-কার্য্যে অবসাদ ॥ ৯
এ লাগি বিষাদ ছাড়ি করহ উদ্যম।
যাহে হয় পয়োনিধি-পারে উপগম ॥ ১০
কিন্তু আজি হইল দিবস-অবসান।
অতএব করহ আহার জলপান ॥ ১১
কল্য পরভাতে সবে পরামর্শ করি।
পারে যাব সাগরের সলিল উত্তরি ॥ ১২
কপি সব শুনি এই বচন সকলে।
বিশ্রাম করিলা সে রজনী সেই স্থলে ॥ ১৩
প্রভাতে উঠিয়া বসি বালীর নন্দন।
কপিগণে ডাকিয়া কহেন এ বচন ॥ ১৪
শুন শুন কপি-সব সুস্থির হইয়া।
এথা আল্যে সবে রাম-কার্য্যের লাগিয়া ॥ ১৫
কিন্তু সিন্ধু দেখি হেন হয় মোর মন।
বুঝি না হইতে পারে কার্য্যের সাধন ॥ ১৬
যদি নাহি হয় দেখা জানকী-সহিত।
পুনর্ব্বার তবে মৃত্যু হবে উপস্থিত ॥ ১৭
সংবাদ পাইয়া নাহি সাধি গেলে কাজ।
বধিবে অবশ্য তোমাদিগে কপিরাজ ॥ ১৮
অতএব কে যাইবে পয়োনিধি-পারে।
তাহা কহি প্রাণ দাও বান্ধব-সবারে ॥ ১৯
অঙ্গদের কথা শুনি যাবৎ-বানর।
কেহ না করিতে পারে কোনহ উত্তর ॥ ২০
অধোমুখ হয়্যা সবে আছয়ে নীরব।
ঘর্ম্ম-জলে আর্দ্র হল্য ক্ষুদ্র-কপি-সব ॥ ২১
তাহা দেখি পুনর্ব্বার বালীর নন্দন।
কপিন্দের প্রতি সবিনয় হয়্যা কন ॥ ২২
বন্ধু সব শুনিলে আমার নিবেদন।
কিন্তু কেহ না কহিলে উত্তর বচন ॥ ২৩
ইহাতে হইছে বড় মনেতে সংশয়।
বুঝি মো-সবার কারো প্রাণ নাহি রয় ॥ ২৪
যদ্যপি না হইল জানকী-দরশন।
বধিবে সুগ্রীব রাজা সবার জীবন ॥ ২৫
অতএব যদি কেহ আছহ সমর্থ।
তবে সিদ্ধ কর স্বাকার এই অর্থ ॥ ২৬
সাগর লঙ্ঘন করি সীতাবার্ত্তা আনি।
বাঁচাও সবার অই দুখিত পরাণী ॥ ২৭
তোমা-সবে হও বলবান্ অতিশয়।
গরুড়সমানগতি-বেগের আশ্রয় ॥ ২৮
তার মধ্যে কে পার কি পর্য্যন্ত লঙ্ঘিতে।
তাহা বিবরিয়া কহ স্ব স্ব-ভারতীতে ॥ ২৯
শ্রবণ করিয়া তাহা করি বিবেচন।
করিব যাহাতে হয় কার্য্যের সাধন ॥ ৩০
এত শুনি প্রধান প্রধান কপিগণ।
ক্রমে ক্রমে অঙ্গদেরে করে নিবেদন ॥ ৩১
প্রথমেতে গয়বীর কহে আমি পারি।
লঙ্ঘিবারে যোজনদশক সিন্ধুবারি ॥ ৩২
গবাক্ষ বলয়ে তবে গরব করিয়া।
বিংশতিযোজন পার হব লম্ফ দিয়া ॥ ৩৩
গবয় কহয়ে আমি ত্রিংশৎ-যোজন।
লঙ্ঘন করিতে পারি বিনা আলম্বন ॥ ৩৪
শরভ বলয়ে আমি পারিয়ে লঙ্ঘিতে।
চল্লিশ-যোজন একলম্ফে উপরিতে ॥ ৩৫
তার পর নিবেদয়ে শ্রীগন্ধমাদন।
পঞ্চাশযোজন আমি করিব লঙ্ঘন ॥ ৩৬
মহাবল মৈন্দ কহে বানর-সবারে।
পারি ষষ্টিযোজন আমিহ লঙ্ঘিবারে ॥ ৩৭
দর্প করি দ্বিবিদ বোলয়ে সবা-প্রতি।
পারিয়ে লঙ্ঘিতে আমি যোজনসপ্ততি ॥ ৩৮
অনল-তনয় নীল কহয়ে বচন।
লঙ্ঘন করিয়ে আমি অশীতিযোজন ॥ ৩৯

বলিতেছে নল বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
নবতিযোজন আমি করিব লঙ্ঘন॥ ৪০
কহিছেন জাম্ববান ভল্লুকের পতি।
করহ সকলে মোর বাক্য অবগতি॥ ৪১
পূর্ব্বে ছিল মোর যেন বীর্য্য পরাক্রম।
তাহা নিবেদিয়ে কর সবে অবগম॥ ৪২
যে কালেতে বলি-দৈত্যযজ্ঞেতে বামন।
করিছিলা নিজ বিশ্বরূপ-প্রকটন॥ ৪৩
সে কালেতে আমিই জটায়ু-সহকার।
করিছিনু প্রদক্ষিণ একইশ বার॥৪৪ *
সম্প্রতি বার্দ্ধকে বল হইয়াছে ক্ষয়।
এক্ষণে সে মত কার্য্য সাধ্য নাহি হয়॥ ৪৫
তথাপি করিতে পারি হেন হয় মন।
নই কিম্বা একানই যোজন লঙ্ঘন॥ ৪৬
কিন্তু তাহে সিদ্ধ নাহি হয় কিছু ফল।
অতএব নিরর্থক এ সকল-বল॥ ৪৭
এত শুনি আরম্ভিলা অঙ্গদ কহিতে।
পারি আমি একশত যোজন লঙ্ঘিতে॥ ৪৮
পারি কি না-পারি কিন্তু ফিরিয়া আসিতে।
তাহার নির্ণয় কিছু নাহি হয় চিতে॥ ৪৯
কহিছেন জাম্ববান্ এত বাক্য শুনি।
নাহি কহ নাহি কহ এ কথা আপুনি॥ ৫০
সুগ্রীব রাজন্ যেন যেন ছিলা বালী।
আপুনিহ হও সেইরূপ বলশালী॥ ৫১
পার তুমি লঙ্ঘিবারে সহস্র যোজন।
তাহে শতযোজনে কি করিয়ে গণন॥ ৫২
কিন্তু তুমি প্রভু হও আমা-সবাকার।
তোমারে প্রেরণ করে হেন সাধ্য কার॥ ৫৩
তুমি রাজপুত্র হও সবাকার মূল।
মোরা সবে হই তব শাখা পত্র ফুল॥ ৫৪
মূল সুখে থাকিলে সবার হয় সুখ।
মূলের দুখেতে হয় সকলের দুখ॥ ৫৫
অতএব মোসবারে ছাড়িয়া যাইতে।
উচিত না হয় তব কোনহ যুক্তিতে॥ ৫৬

আমাদেরো তোমাকে ছাড়িতে যোগ্য নয়।
অতএব তব গতি যুক্ত নাহি হয়॥ ৫৭
এত শুনি পুনর্ব্বার যুবরাজ কন।
তবে কর পুন সবে প্রায়োপবেশন॥ ৫৮
আমি না যাইব অন্য কেহ না যাইবে।
তবে জানকীর বার্ত্তা কিরূপে পাইবে॥ ৫৯
যদি ফিরি যাই সবে নাহি সাধি কাজ।
অসংশয় সবারে বধিবে কপিরাজ॥ ৬০
অতএব আমি এই পরামর্শ করি।
যাব সীতা-অন্বেষিতে লঙ্কার ভিতরি॥ ৬১
যদ্যপি পারিয়ে কোন মতে ফিরিবারে।
বাঁচিব আপুনি বাঁচাইব সবাকারে॥ ৬২
যদি না ফিরিতে পারি তবু নাহি ক্ষতি।
এখানেও হইতেছে মৃত্যু-উপস্থিতি॥ ৬৩
অসংশয়-মৃত্যু হৈতে ভাল সসংশয়।
এ লাগি লঙ্কাতে গতি সমুচিত হয়॥ ৬৪
অতএব আমিহ যাইতে কার মন।
কহ তোমা-সবে যেই উচিত করণ॥ ৬৫
এত শুনি নল-নীল-আদি কপিগণ।
অঙ্গদের প্রতি সবে কহেন বচন॥ ৬৬
এখান ছাড়িয়া তব গমন লঙ্কায়।
যুবরাজ যোগ্য নহে এই মনে ভায়॥ ৬৭
যে সুখ হইত তব পিতারে দেখিয়া।
সেই সুখ পাই মোরা তোহে নিরখিয়া॥ ৬৮
সুগ্রীব করেন যদি দণ্ড মো-সবার।
করিব স লে মিলি তাহা অঙ্গীকার॥ ৬৯
এইরূপ পরামর্শ করে কপিগণ।
কিন্তু নাহি সেখানেতে পবননন্দন॥ ৭০
কিছু দূরে থাকি প্রেমরসে আর্দ্র মন।
করিছেন রামচন্দ্র-চরণ-চিন্তন॥ ৭১
অঙ্গদের কথা শুনি মন্ত্রী জাম্ববান্।
কহিছেন তাঁর প্রতি পরমবিদ্বান্॥ ৭২
না কর না কর চিন্তা তুমি যুবরাজ।
অবশ্য হইবে সিদ্ধ শ্রীরামের কাজ॥ ৭৩
হইবেক সেহ সিদ্ধ যে জন হইতে।
তাহা কহি শুন সবে সাবধান-চিতে॥ ৭৪
যে জন হইবে শাস্ত্রবেত্তা বুদ্ধিমান।
স্থির ধীর নির্ভয় বিক্রমী বলবান্॥ ৭৫

* তথাচ—"ত্রিবিক্রমে ময়া তাত সশৈল-বনকাননা। ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী চাতিক্রান্তা প্রদক্ষিণা।" ইতি।

সুগ্রীবের প্রিয় ভক্তিযুক্ত রঘুরাজে।
হেন জনে নিযুক্ত করহ এই কাজে ॥ ৭৬
এত শুনি অঙ্গদ চিন্তিয়া এককক্ষণ।
জাম্ববান প্রতি পুন কহেন বচন ॥ ৭৭
কহিতেছে যে সকল গুণ ভল্লপতি।
একাধারে সুদুর্ঘট ইহার বসতি ॥ ৭৮
একমাত্র এথা আছে এ গুণ-নিধান।
কপিকুল- চূড়ামণি পবন-সন্তান ॥ ৭৯
আসিবার কালেতেও পিতৃব্য আমার।
বিশেষত দিয়াছেন তাঁরে এই ভার ॥ ৮০
কিন্তু তিঁহ ভাল মন্দ কিছুই না কন।
স্থানান্তরে বসিয়া কি করেন চিন্তন ॥ ৮১
অতএব তুমি ডাকি জিজ্ঞাস উইঁারে।
মনে হয় উইঁা হৈতে কার্য্য হত্যে পারে ॥ ৮২
শুনি বাণী ভল্লমণি কন পুনর্ব্বার।
পরামর্শ এক হল্য তোমার আমার ॥ ৮৩
হনুমান বিনে ত্রিভুবনে অন্য জন।
কেহ নাহি হয় এই কর্ম্মের ভাজন ॥ ৮৪
এত কহি বায়ুপুত্রে নিকটে ডাকিয়া।
কহিছেন জাম্ববান্ প্রণয় করিয়া ॥ ৮৫
বায়ুপুত্র কেন বসি আছ মৌন ধরি।
সাগর-লঙ্ঘনে পরামর্শ নাহি করি ॥ ৮৬
এই কর্ম্ম তোমারেই হইবে সাধিতে।
ইহাতে উচিত নহে ঔদাস্য করিতে ॥ ৮৭
বল বুদ্ধি বিক্রম সাহস শাস্ত্রজ্ঞান।
এ সকলে কেহ নাহি তোমার সমান ॥ ৮৮
কিন্তু বুঝি নাহি জান আপন বিক্রম।
এ লাগিয়া আছহ হইযা নিরুদ্যম ॥ ৮৯
শুন শুন আমি কিছু করিয়ে বর্ণন।
তোমার জনম আর বাল্যের বিক্রম ॥ ৯০
অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলী নামেতে আছিল।
ইন্দ্রের শাপেতে সেহ বানরী হইল ॥ ৯১
কুঞ্জরকপির কন্যা অঞ্জনা-নামিনী।
কামরূপা শ্রীকেশরী কপির গৃহিণী ॥ ৯২
কদাচিৎ ঋতুস্নাতা হয্যা সে সুন্দরী।
বিহার করয়ে মলয়ের শৃঙ্গোপরি ॥ ৯৩
তাহার সৌন্দর্য্য দেখি দেব সমীরণ।
কামেতে উন্মত্ত হয্যা কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৯৪

তবে অতি কাতর হইয়া সে বানরী।
কহিলেন পবনেরে করযোড় করি ॥ ৯৫
কে বট কে বট তুমি মহাবলধর।
কেন মোর পাতিব্রত্যধর্ম্ম নষ্ট কর ॥ ৯৬
সাধুর কর্ত্তব্য পরধর্ম্মের রক্ষণ।
তাহাতে উচিত নহে বিরুদ্ধ-করণ ॥ ৯৭
এতশুনি তাহারে কহিলা প্রভঞ্জন।
না কর না কর তুমি অশুভভাবন ॥ ৯৮
আমি সকলের প্রাণরূপী সমীরণ।
হইনু তোমারে দেখি কামে অচেতন ॥ ৯৯
অতএব করিনু তোমারে বলাৎকার।
হইবে উত্তমপুত্র গর্ভেতে তোমার ॥ ১০০
আমার সমান হবে তাহার বিক্রম।
লঙ্ঘনে গমনে সেহ হবে মোর সম ॥ ১০১
কামরূপী মহাবল শাস্ত্রার্থে পণ্ডিত।
স্থির ধীর গভীর সুশীল সর্ব্ব-হিত ॥১০২
অপর কি কহিব শ্রীবৈকুণ্ঠ-চরণে।
হইবেক অবিচলা ভক্তি তার মনে ॥ ১০৩
শ্রীরাম-রাবণ-যুদ্ধে পরাক্রম করি।
সম্পূর্ণ করিবে যশে ভুবন-ভিতরি ॥ ১০৪
অতএব নাহি কর কিছু দুঃখ চিতে।
হইবে তোমারো কীর্ত্তি এ পুত্র হইতে ॥ ১০৫
এত কহি সমীরণ অন্তর্দ্ধান কৈলা।
অঞ্জনা সকল কথা শুনি সুখী হৈলা ॥ ১০৬
তবে কালে সেই গিরি-গুহার মাঝারে।
প্রসবিলা শুভক্ষণে অঞ্জনা তোমারে ॥ ১০৭
কদাচিৎ তুমি থাকি জননী-হৃদয়ে।
দর্শন করিলে সূর্য্যে প্রভাত সময়ে ॥ ১০৮
তাহা দেখি করি জবাপুষ্প-গুচ্ছ জ্ঞান।
ধরিবারে লম্ফ দিলে তুমি বেগবান্ ॥ ১০৯
তাহা দেখি যাবদীয় দেবাসুরগণ।
কহিবারে আরম্ভিলা সবিস্ময়-মন ॥ ১১০
একি বায়ুপুত্রে দেখি বেগ অতিশয়।
গরুড়ের সনে তুলা হয় বা না হয় ॥ ১১১
এমত বিক্রম যদি ইহার শৈশবে।
না জানি যৌবনে তবে কেমন বা হবে ॥ ১১২
তেন পুত্র-বিক্রম দেখিয়া সমীরণ।
দিবাকর-তাপ হৈতে করিলা রক্ষণ ॥ ১১৩

রবিও বালক দেখি কৃপার্দ্র হইয়া।
নাহি তাপ দিলা কিছু কিরণে করিয়া ॥ ১১৪
ক্রমে ক্রমে তুমি তবে উপরে উঠিয়া।
ধরিলে সূর্য্যের রথ বাহু পসারিয়া ॥ ১১৫
হেনই সময়ে সূর্য্য গ্রহণ করিতে।
উপস্থিত হল্যা রাহু সেইত স্থলীতে ॥ ১১৬
সেহ তোহে দেখি ভয়ে হইয়া কাতর।
ইন্দ্রের নিকটে গিয়া করিলা গোচর ॥ ১১৭
মোর ভক্ষণার্থে মিলি সব দেবগণ।
করিয়াছ মোরে চন্দ্রসূর্য্য-সমর্পণ ॥ ১১৮
তারো লাভ মোর প্রতিদিন নাহি হয়।
কোনো যোগবিশেষেতে কখনো ঘটয় ॥ ১১৯
তাহে অদ্য গিয়াছিলুঁ সূর্য্য ধরিবারে।
দেখিলাম আর রাহু তাব সাক্ষাৎকারে ॥ ১২০
অতএব আইলাম নিকটে তোমার।
কর বিবেচনা কি বা উচিত ইহার ॥ ১২১
এত শুনি ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহিয়া।
সূর্য্য-কাছে গেলা রাহু অগ্রেতে করিয়া ॥ ১২২
তুমিহ রাহুরে দেখি ফল-বুদ্ধি করি।
সূর্য্যরথ ছাড়িয়া ধাইলে তদুপরি ॥ ১২৩
তাহা দেখি রাহু অতিশয় ভীত-চিতে।
থাকিতে না পারি আরম্ভিলা পলাইতে ॥ ১২৪
অতিশুষ্ক হইয়াছে তাহার বদন।
রাখ রাখ ইন্দ্র বলি ডাকে ঘনেঘন ॥ ১২৫
তবে ইন্দ্র রাহুরে অভয় দান করি।
অগ্রেতে আইলা নিজ করে বজ্র ধরি ॥ ১২৬
তবে ঐরাবতে করি দিব্যফলজ্ঞান।
তাহারেই ধরিতে ধাইলে বেগবান্ ॥ ১২৭
তাহা দেখি পুরন্দর ক্রোধযুক্ত-চিতে।
নিক্ষেপ করিলা বজ্র তোমারে বধিতে ॥ ১২৮
তুমি ভগ্নহনু হয়্যা বজ্রাঘাতভরে।
পড়িলে মলয়গিরি-শৃঙ্গের উপরে ॥ ১২৯
তোহে অচেতন দেখি তাহে সমীরণ।
হইলেন অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট-মন ॥ ১৩০
তবে তিঁহ আপনার সঞ্চার হরিলা।
তাহে যাবদীয় জীব অশ্বাস হইলা ॥ ১৩১
জগতে পীড়িত দেখি যত দেবগণ।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া করে নিবেদন ॥ ১৩২
প্রভু তুমি প্রজাবর্গ কর্যাছ সৃজন।
তাহাদের প্রাণ করি দিয়াছ পবন ॥ ১৩৩
সেহত পবন আজি এ তিন-ভুবনে।
নাহি বহে কোনো স্থানে না জানি কারণে ॥১৩
ইহাতে সকল লোক হল্যা মৃতপ্রায়।
করহ করুণা করি জীবন-উপায় ॥ ১৩৫
এত শুনি কহিলেন কমল-আসন।
[illegible] না ভাব আমি জানিলুঁ কারণ ॥ ১৩৬
রাহুর বচনে ইন্দ্র পবন-কুমারে।
নষ্ট কর্যাছেন আজি বজ্রের প্রহারে ॥ ১৩৭
তাহাতেই ক্রুদ্ধ হয়্যা সেই সমীরণ।
কর্যাছেন আপনার গতি-সংহরণ ॥ ১৩৮
এই লাগি হইয়াছ সকলে পীড়িত।
সান্ত্বনা করিগা চল তাহারে ত্বরিত ॥ ১৩৯
এত কহি প্রজাপতি দেবগণ-সাতে।
উপনীত হল্যা গিয়া সমীরসাক্ষাতে ॥ ১৪০
ব্রহ্মারে দেখিয়া বায়ু তোহে কোলে করি।
প্রণাম করিলা আসি তাঁর পদে ধরি ॥ ১৪১
বায়ুরে আশীষ করি বসি পদ্মাসন।
জিজ্ঞাসা করিলা তবে মরণ-কারণ ॥ ১৪২
তিঁহ করিলেন সবিশেষ নিবেদন।
তাহা শুনি বিধি কৈলা তোমারে স্পর্শন ॥ ১৪৩
বিধি-করস্পর্শে তুমি পাইয়া জীবন।
চক্ষু মিলি চাহি সুখী কৈলে সর্ব্বজন ॥ ১৪৪
তাহা দেখি বায়ু অতি-আনন্দিত মনে।
পূর্ব্বমত সঞ্চার করিলা ত্রিভুবনে ॥ ১৪৫
নিশ্বাস-প্রশ্বাস পাই তাহে ত্রিজগতী।
সুস্থ-দেহ হইলা সকলে সুখি-মতি ॥ ১৪৬
তবে ব্রহ্মা নিকটে ডাকিয়া দেবগণে।
কহিছেন কিছু অতিমধুর বচনে ॥ ১৪৭
এই ত পবনপুত্র ভুবনে বিদিত।
করিবেন তোমাদের নানামত হিত ॥ ১৪৮
অতএব ইহা প্রতি প্রসন্ন-অন্তর।
তোমা সবে পৃথক্ পৃথক্ দাও বর ॥ ১৪৯
ব্রহ্ম-বাক্য শুনিয়া প্রথমে শচীপতি।
করিলেন দিব্য-বরদান তোমা প্রতি ॥ ১৫০
মোর বজ্রে ইহার এ হনূ ভাঙ্গিছিল।
এ কারণে হনুমান্-আখ্যান হইল ॥ ১৫১

ার এই বজ্র ধরে অমোঘপ্রভাবে।
হা হত্যে কভু এহ মৃত্যু নাহি পাবে ॥ ১৫২
াগ্নি কহে মোর অস্ত্র হয় এই শক্তি।
হা হত্যে মৃত্যু না পাইবে এই ব্যক্তি ॥ ১৫৩
।মন কহেন মোর দণ্ড মারুতিরে।
া বধিবে রোগ নাহি হইবে শরীরে ॥ ১৫৪
রুণ বলেন মোর পাশে না বান্ধিবে।
জল-জলচর-জন্তু ব্যথা নাহি দিবে ॥ ১৫৫
কুবের কহেন মোর এই গদাখান।
না করিবে কভু নষ্ট মারুতির প্রাণ ॥ ১৫৬
ভূতেশ ভাষেন মোর ত্রিশূলপ্রচণ্ড।
না করিবে কভু মারুতির প্রাণদণ্ড ॥ ১৫৭
ভণিছেন ভানু আমি দিলাম সদয়ে।
নিজ-তেজ-দশমাংশ পবনতনয়ে ॥ ১৫৮
যবে বিদ্যা শিখিতে ইহার হবে মন।
করিব আমিহ তবে বিদ্যা সমর্পণ ॥ ১৫৯
চন্দ্র কহিছেন আমি বৃক্ষ-অধিপতি।
বনে কভু মারুতির না হবে ব্যাহতি ॥ ১৬০
বিশ্বকর্ম্মা বলেন আমিহ শিল্পকর।
আমার নির্ম্মিত সব দেবাস্ত্র-নিকর ॥ ১৬১
সে সকল-অস্ত্র মোর বরের প্রভাবে।
কভু বায়ু-তনয়েরে বধিতে না যাবে ॥ ১৬২
এইরূপে আর যাবদীয় দেবগণ।
ক্রমে ক্রমে কৈলা নানা বর সমর্পণ ॥ ১৬৩
তবে ব্রহ্মা নিজে কন সমীরে সদয়।
ব্রহ্মদণ্ডে ব্রহ্মাস্ত্রে ইহার নাহি ভয় ॥ ১৬৪
হইবেন ইহ শত্রুপক্ষে কালানল।
সুহৃৎ কুমুদগণে চন্দ্র পূর্ণকল ॥ ১৬৫
শ্রীরাম-রাবণযুদ্ধে কাঁর বিক্রমণ।
পরিপূর্ণ করিবা যশেতে ত্রিভুবন ॥ ১৬৬
এত কহি ব্রহ্মা গেলা আপন ভবন।
তোমারে পাইয়া সুখী হইলা পবন ॥ ১৬৭
এ সকল কথা মোর স্মৃতি হল্য চিতে।
এই লাগি কহি তোহে সমুদ্র লঙ্ঘিতে ॥ ১৬৮
অতএব উঠ শীঘ্র প্রকাশহ বল।
বিক্রম প্রভাব বীর্য্য করহ সফল ॥ ১৬৯
এ কর্ম্ম সাধিতে তোমা বিনে নাহি আর।
সাধিয়া করহ প্রাণরক্ষা সবাকার ॥ ১৭০
যে জন বিপদ হৈতে রাখে বন্ধুগণে।
হয় তার ধর্ম্ম যশঃ এ তিন ভুবনে ॥ ১৭১
এতেক শুনিয়া ভল্লুরাজের বচন।
মারুতির প্রতি কহে সব কপিগণ ॥ ১৭২
একি একি একি তব বিক্রম এমন।
নাহি জানিতাম মোরা পবননন্দন ॥ ১৭৩
আজি তাহা শুনি দূর হল্য সব ত্রাস।
হইল সবার মনে জীবনের আশ ॥ ১৭৪
উঠ উঠ বিক্রম দেখাও সব-জনে।
সীতা-বার্ত্তা আনি স্থির কর রাম-মনে ॥ ১৭৫
দেখিতে তোমার এই সাগর-লঙ্ঘন।
অতিশয় অভিলাষী সব কপিগণ ॥ ১৭৬
এইরূপ স্তুতি করে সব কপিকুল।
তাহে মারুতির বল বাড়য়ে অতুল ॥ ১৭৭
যেন সিন্ধু বাঢে নিশাকর-দরশনে।
তেন মারুতির বল বাঢয়ে স্তবনে ॥ ১৭৮
তবে সব কপিগণে করিয়া বিনয়।
নিবেদন করেন মারুতি মহাশয় ॥ ১৭৯
না কর না কর সবে কোনহ চিন্তন।
করিব করিব আমি সাগরলঙ্ঘন ॥ ১৮০
এমত শকতি আছে শরীরে আমার।
লঙ্ঘিতে পারিয়ে এই সিন্ধু শতবার ॥ ১৮১
জাম্ববান্-বাক্য শুনি হইল স্মরণ।
পূর্ব্বকথা নিবেদিয়ে করহ শ্রবণ ॥ ১৮২
পশ্চিমসমুদ্রে তীর্থ আছয়ে প্রভাস।
সেখানে করেন বহু মুনিবর বাস ॥ ১৮৩
কভু শঙ্খধবল নামেতে এক করী।
উপস্থিত হল্য সেই তীর্থের ভিতরি ॥ ১৮৪
সেহ সেই তীর্থবাসী সেই ঋষিগণে।
পীড়া দিতে আরম্ভিলা নিত্য ক্ষণে ক্ষণে ॥ ১৮৫
কদাচিৎ দুর্ব্বারণ সেইত বারণ।
ভরদ্বাজে বধিবারে করিলা ধাবন ॥ ১৮৬
তাহা দেখি মোর পিতা কেশরী বানর।
লম্ফ দিয়া পড়িলেন সে করি-উপর ॥ ১৮৭
ছিন্নভিন্ন করি তারে চিরিয়া নখরে।
উপাড়িলা দুই চক্ষু ধরি দুই করে ॥ ১৮৮
পরে দুই দশনেতে দুই করে ধরি।
উপাড়িয়া তারে প্রহারিলা তাহে করি ॥ ১৮৯

সেহ করী সেই নিজদন্তের আঘাতে।
প্রাণ তেজি গিরি হেন পড়িলা ধরাতে॥ ১৯০
তবে পিতা প্রণমিলা মুনির চরণে।
তিঁহ তাঁরে সঙ্গে লয়্যা গেলেন ভবনে॥ ১৯১
সব ঋষিগণে ডাকি ভরদ্বাজ মুনি।
আনন্দিত-হৃদয়েতে কহেন আপুনি॥ ১৯২
যেই দুষ্ট গজ দিত তোমা-সবে দুখ।
কেশরী দেখাল্যা তারে আজি যমমুখ॥ ১৯৩
অতএব তোমা সবে দিয়া ইষ্টবর।
পরিতুষ্ট কর আজি ইহার অন্তর॥ ১৯৪
তবে মুনি সব ডাকি আমার পিতারে।
প্রসন্নহৃদয়ে আরম্ভিলা কহিবারে॥ ১৯৫
কপিবর করি দুষ্ট করীরে সংহার।
তুমিহ করিলে বড় হিত মো-সবার॥ ১৯৬
অতএব তোহে বর করিব অর্পণ।
যেই ইষ্ট হয় তাহা করহ প্রার্থন॥ ১৯৭
তবে মোর পিতা মনে করি বিবেচন।
মুনিগণ প্রতি এই কৈলা নিবেদন॥ ১৯৮
যদি কৃপা করিয়া দিবেন মোরে বর।
তবে এক পুত্র দাও দিব্য-গুণধর॥ ১৯৯
বিক্রমেতে হইবেক সমীর-সমান।
কামরূপী অক্ষয় পণ্ডিত বুদ্ধিমান্॥ ২০০
তথাস্তু বলিয়া বর দিলা মুনি-সব।
সেই বরে অঞ্জনাতে আমার উদ্ভব॥ ২০১
দেবগণ স্থানে যবে পাইলাম বর।
হইল আমার মনে তবে গর্ব্ব-তর॥ ২০২
তবে আমি ঋষিদের আশ্রমেতে গিয়া।
করি নানা উপদ্রব উন্মত্ত হইয়া॥ ২০৩
স্রুক্ স্রুব মৃগচর্ম্ম আসন বল্কল।
নষ্ট করি বস্ত্র এই প্রভৃতি সকল॥ ২০৪
তবে তাঁরা বারণ করেন বার বার।
তথাপি না ছাড়ি আমি সেই দুরাচার॥ ২০৫
তবে কিছু ক্রুদ্ধ হয়্যা সেই মুনিগণ।
করিলেন এই মোরে শাপসমর্পণ॥ ২০৬
যে বলের গর্ব্বে পীড়া দিছ মো-সবায়।
কিছুকাল জানিতে নারিবে তুমি তায়॥ ২০৭
জাম্ববান্-মুখে যবে স্ব-বল শুনিবে।
তবে পুন আপনার বিক্রম জানিবে॥ ২০৮
সেই শাপে আমি নিজ বল নাহি জানি।
থাকিতাম নিজেরে সামান্য কপি মানি॥ ২০৯
এ সকল কথা মোর মনে নাহি ছিল।
ঋক্ষরাজ-বাক্যে আজি স্মরণ হইল॥ ২১০
ধরি বল আমি সেই সমীর-সমান।
বেগেতেও তুলনা তা বিনে নাহি আন॥ ২১১
উৎসাহ করিয়ে সপ্ত-সমুদ্র-লঙ্ঘনে।
তাহে শতযোজন কি লাগে মোর মনে॥ ২১২
অনালম্বে এই সিন্ধু লঙ্ঘন করিব।
জানকীর বার্ত্তা আনি সবে জিয়াইব॥ ২১৩
এ সকল কথা কহি না করি গরব।
তোমাদের প্রত্যয়ার্থে সত্য কহি সব॥ ২১৪
এত শুনি মারুতির মধুরবচন।
বিস্ময়-সুখাব্ধি-মাঝে মজে কপিগণ॥ ২১৫
স্তব্ধ হল্য সকলের ইন্দ্রিয়নিকর।
পুলকে পূরিত হল্য সব কলেবর॥ ২১৬
পুন তারা সকলেতে আনন্দিত মন।
করিছেন বায়ুপুত্র প্রতি নিবেদন॥ ২১৭
জয় জয় বায়ুপুত্র, অশেষ গুণের পাত্র,
কেশরি-কুলাব্জ-দিনকর।
অঞ্জনার গর্ভখনি, তাহাতে বিচিত্রমণি,
সর্ব্ব-শাখামৃগ-পুরন্দর॥ ২১৮
তোমার গুণের তত্ত্ব, যেন বলগম্ভীরত্ব,
তাহা কেবা পারে বর্ণিবারে।
হয়্যা অতি কুতূহলী, আমি লঙ্কা যাব বলি,
বাঁচাইলে আমাসবাকারে॥ ২১৯
যদি তুমি এই ভার, না করিতে অঙ্গীকার,
তবে মোরা সুগ্রীবের ভয়ে।
ছাড়িয়া ভোজন পান, তেজিতাম সবে প্রাণ,
না যাত্যাম কদাচ আলয়ে॥ ২২০
তাহা কৈলে নিবারণ, দিব্যযশে ত্রিভুবন,
পরিপূর্ণ করিলে সকল।
যত সুরসিদ্ধগণ, ভূমিদেব তপোধন,
করিবেন তোমার মঙ্গল॥ ২২১
অনুকূল হউ বাত, নাহি করু অবঘাত,
কোনোমতে এই নদীপতি।
রহিব আমরা সবে, এক পায় শুদ্ধভাবে,
যাবৎ তোমার প্রত্যাগতি॥ ২২২

তুমি কার্য্য সম্পাদিয়া, লঙ্কা হত্যে বাহুড়িয়া,
শীঘ্র এথা কর আগমন।
সকলের হকু সুখ, দূরে যাকু সব দুখ,
সুখী হৌন শ্রীরঘুনন্দন॥ ২২৩
এত শুনি বায়ু-পুত্র প্রসন্নহৃদয়।
উঠি দাঁড়াইলা বলি রাম জয় জয়॥ ২২৪
যুবরাজ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন।
বন্দনীয় সব-জনে করিলা বন্দন॥ ২২৫
অন্য আর কপিগণে আলিঙ্গন দিয়া।
কহিছেন সকলেরে উলসিত-হিয়া॥ ২২৬
আমি যবে লম্ফ দিব সাগর লঙ্ঘিতে।
না পারিবা মোর ভার ধরণী সহিতে॥ ২২৭
অতএব চড় সবে মহেন্দ্রভূধরে।
লম্ফ দিব থাকি ঐ গিরির উপরে॥ ২২৮
এত শুনি অগ্রে করি পবন-কোঙরে।
উঠিলেন কপিগণ সেই ধরাধরে॥ ২২৯
মহেন্দ্র-উপরি শোভে মারুতনন্দন।
যেন অন্য গিরি আসি কৈল আরোহণ॥ ২৩০
হেনকালে যাবদীয় অমর-কিন্নর।
দেখিবারে আল্যা সবে অম্বর-উপর॥ ২৩১
বিদ্যাধর অপ্সরা গন্ধর্ব্ব নাগগণ।
যক্ষ ভূত সিদ্ধ সাধ্য মুনি তপোধন॥ ২৩২
তবে মিলি যাবদীয় শাখামৃগকুল।
গাঁথিলেন এক মালা তুলি নানা ফুল॥ ২৩৩
সেই মালা যুবরাজ লয়্যা নিজ করে।
সমর্পিলা পবন-তনয়-কণ্ঠোপরে॥ ২৩৪
শোভিলা শ্রীহনুমান্ সেই মালা পরি।
যেন মণিমালা গলে ঐরাবত করী॥ ২৩৫
তবে সব কপি-স্থানে অনুমতি লয়্যা।
বসিলেন হনুমান পূর্ব্বমুখ হয়্যা॥ ২৩৬
ভক্তিযুক্ত মনে কৈলা দণ্ডবৎ নতি।
গণেশাদি-পঞ্চদেব-দিক্‌পাল প্রতি॥ ২৩৭
বিশেষত প্রণমিলা পবন-পিতারে।
কেশরী অঞ্জনা শ্রীসুগ্রীব পারাবারে॥ ২৩৮
লক্ষ্মণ-জানকী-পদে করিয়া বন্দন।
আরম্ভিলা রামচন্দ্রে করিতে চিন্তন॥ ২৩৯
চিন্তা মাত্রে হৃদয়ে প্রকাশ রঘুবর।
দেখিয়া মারুতি মনে কহেন সাদর॥ ২৪০
জয় জয় রামচন্দ্র রঘুকুলপতি।
কৃপামৃত-পারাবার অগতির গতি॥ ২৪১
তুমি যদি চাহ প্রভু হইয়া সদয়।
তবে পিপীলিকা মেরু তুলিতে পারয়॥ ২৪২
পরমাণু দেখিতে পারয়ে অন্ধজন।
পঙ্গু পারে পারাবারে করিতে লঙ্ঘন॥ ২৪৩
এইত সাহসে আমি হেন গাঢ়-কাজ।
করিবারে সাহস করয়্যাছি রঘুরাজ॥ ২৪৪
যদি সিদ্ধি নাহি কর তুমি সেই কামে।
দোষ হবে তব ভক্ত-কল্পতরু নামে॥ ২৪৫
অতএব তব পদে করি নিবেদন।
কর মোর প্রতি কৃপা-কটাক্ষ অর্পণ॥ ২৪৬
এত নিবেদন কৈলা যবে হনুমান্।
কটাক্ষেতে অনুমতি দিলা ভগবান্॥ ২৪৭
তবে প্রভু অন্তরেই কৈলা অন্তর্দ্ধান।
প্রভু নাহি দেখি বীর ত্যজিলেন ধ্যান॥ ২৪৮
প্রভু-অনুগ্রহ পাই আনন্দিত মন।
কহিছেন কপিগণে পবননন্দন॥ ২৪৯
আর নাহি করি আমি কোনহ চিন্তন।
হইয়াছি রাম-কৃপা-কটাক্ষ-ভাজন॥ ২৫০
এবে দেখি সমুদ্রেরে গোষ্পদ যেমন।
শত কোটিবার লঙ্ঘিবারে করি মন॥ ২৫১
সবংশ-রাবণ-বধে সাহস করিয়ে।
লঙ্কা তুলি এখানেতে আনিতে পারিয়ে॥ ২৫২
ভুজে করি হেলাইয়া সাগরের বারি।
ইচ্ছা হল্যে ব্রহ্মাণ্ডেরে ডুবাইতে পারি॥ ২৫৩
মারুতির বাণী শুনি সুখী কপিগণ।
শিখী যেন শুনি ধারাধরের গর্জ্জন॥ ২৫৪
তবে পুন মারুতি অঙ্গদে আলিঙ্গিয়া।
বৃদ্ধকপি ভল্লুরাজ-চরণ বন্দিয়া॥ ২৫৫
দাঁড়াল্যা দক্ষিণ-মুখে লঙ্ঘিতে সাগর।
শ্রীরঘুনন্দন-পদে রাখিয়া অন্তর॥ ২৫৬
সব-গুণপাত্র বায়ুপুত্র সিন্ধু লঙ্ঘিবারে।
তবে করি লীলা বাড়াইলা আপন কায়ারে॥ ২৫৭
তবে অসাধারণ হল্য দশ-যোজন বিস্তার। (সেই।
আর মহাবল সুদীঘল দ্বিগুণ তাহার॥ ২৫৮ *

---

* "দশযোজনবিস্তীর্ণং দৃষ্ট্বা দ্বিগুণমায়তম্।
কায়ং বানররাজস্য জলজা বিস্ময়ং গতাঃ॥"

করি দরশন তাঁরে মন করে হেন জ্ঞান।
যেন সেই গিরি-শিরোপরি আলা গিরি আন
তাহে দুনয়ন বিরোচন-সম প্রকাশয়।
কিবা নাসা-রব শুনি সব নির্ঘাত মানয়॥ ২৬০
কিবা-রোমগুচ্ছ দীর্ঘ পুচ্ছ শিরোপরি লোলে।
যেন মেরুগিরি-শৃঙ্গোপরি নাগরাজ দোলে॥ ২৬১
সেই কপিবর-কলেবর-ভরে সে ভূধর।
নারি সহিবারে বারে বারে করে থরথর॥ ২৬২
তাহে তরুগণ আন্দোলন করে ঘনেঘন।
তাহে পুষ্প ঝরে বুঝি বীরে করয়ে বরণ॥ ২৬৩
আর কত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ উপাড়ি পড়য়ে।
তাহে নানা পাখী ছাড়ি শাখী আকাশে উড়য়ে
তাহে কত শৃঙ্গ পাই ভঙ্গ ভূতলে পড়িলা।
তাহে কত দুষ্ট পশু নষ্ট কষ্টেতে হইলা॥ ২৬৫
তাহে পাষাণ ভীতি কত হাতী কাতর হইয়া।
সবে পলায়ন ছাড়ি বন চীৎকার করিয়া॥ ২৬৬
আর কত করী প্রাণে মরি উচ্চ হতে পড়ে।
তাহে হল্য হত পশু কত যে ছিল নিয়ড়ে॥ ২৬৭
দেখে হল্য এক পবতেক মহৎ আশ্চর্য্য।
কিবা করী স্থানে হল্য প্রাণে শূন্য সিংহবর্য্য॥
কিবা জগৎপ্রাণ-সুসন্তান কলেবর-ভরে।
সহিবারে নারি সে শিখরী চড় চড় করে॥ ২৬৯
তাহে পাই চাপ যত সাপ বিবরে আছিল।
তারা পাই ত্রাস মহাশ্বাস ছাড়িতে লাগিল॥
তবে মহাবীর হয়্যা স্থির উচ্চ কর্ণ করি।
তার মহালম্ফ দিলা লম্ফ শ্রীরাম ফুকরী॥ ২৭১
সেই মহারব লোক সব ক্ষণে আচ্ছাদিল।
যেন কল্পকালে কুতূহলে জলদ গজ্জিল॥ ২৭২
সেই শব্দ শুনি যত প্রাণী করে টলবল।
হল্য অচেতন কত জন ভয়েতে বিকল॥ ২৭৩
তাহে কপিগণ ঘনেঘন জয়ধ্বনি করে।
দুই শব্দে মিলি গেলা চলি দশদিগন্তরে॥ ২৭৪
সেই মহাবীর মারুতির গতি-বেগ দেখি।
তার উপমান গরুত্মান পবনেরে লেখি॥ ২৭৫
সেই বেগে বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ না পারি সহিতে।
তারা বীররায়-পাছে যায় ব্যোম-উপরিতে॥ ২৭৬
মনে এই লখি তারা দেখি প্রবাসী তাঁহায়।
যেন বন্ধুজন দুঃখিমন অনুব্রজি যায়॥ ২৭৭

আর কত হাতী শুণ্ডতি উড়িয়া চলিল।
তারা কথোদূরে গিয়া পরে জলেতে পড়িল॥
তবে বিনা লম্ফে অন্তরীক্ষে মারুতি উঠিলা।
করি নিরীক্ষণ সব জন স্তম্ভিত হইলা॥ ২৭৯
কিবা শোভা পায় কপিরায় আকাশ-উপরে।
যেন মেরুগিরি পক্ষ ধরি উড়য়ে অম্বরে॥ ২৮০
তাঁর বাহুদ্বয় প্রকাশয় সঘনে দোলয়।
যেন নাগরাজ গিরিরাজ-উপরি শোভয়॥ ২৮১
তার ঊর্দ্ধদেশে কিবা ভাসে পুচ্ছ উচ্চতর।
যেন ভাদ্রমাসে সুপ্রকাশে ইন্দ্রধ্বজবর॥ ২৮২
তাঁর অঙ্গগণ, সমীরণ হেন তেজে বয়।
যার শুনি রব লোক সব নির্ঘাত মানয়॥ ২৮৩
সেই বেগবান্ মরুত্বান লাগয়ে যাহারে।
সেহ কোনমতে স্বস্থানেতে স্থির হতে নারে॥
সেই সমীরণ-বেগে ঘন সব আকর্ষিত।
তাঁর পাছে পাছে কাছে কাছে চলিল ত্বরিত॥
আর বহুতর ধরাধর সাগরে পড়িল।
কত ব্যোমচারি সিন্ধুবারি-মাঝারে ডুবিল॥ ২৮৬
আর সিন্ধুজল কল কল করে অতিশয়।
সেহ উছলন হয়্যা স্থল অবধি কাঁপয়॥ ২৮৭
তাহে স-মকর জলচর যাবৎ আছিল।
তারা পাই ভয় অতিশয় দূরে পলাইল॥ ২৮৮
তবে ক্রমে ক্রমে উঠে ব্যোমে পবননন্দন।
হলা প্রথমেতে তার মাথে মুকুট তপন॥ ২৮৯
পরে সে তরণি-কর্ণমণি-সমান শোভিলা।
পরে দুইপদ কোকনদ ভূষণ হইলা॥ ২৯০
হেন মারুতির মহাবীর-পণা নিরীক্ষণে।
পাই মহাতুষ্টি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে॥ ২৯১
তবে এইমতে আকাশেতে চলিলা বানর।
কিবা প্রেমে ভরি চিন্তা করি মনে রঘুবর॥ ২৯২
এইরূপ মারুতির বিক্রম দেখিয়া।
সুরসাকে সুরসব কহেন ডাকিয়া॥ ২৯৩
নাগমাতা তুমি ধর শক্তি বিলক্ষণ।
কর মো-সবার এক সন্দেহ ভঞ্জন॥ ২৯৪
যাইছেন এই বায়ু-তনয় লঙ্কারে।
রামচন্দ্র-প্রেয়সীর তত্ত্ব জানিবারে॥ ২৯৫
তুমিহ তাহাতে করি বিঘ্ন আচরণ।
জানহ ইহার বলবুদ্ধি বা যেমন॥ ২৯৬

পারিবা নারিবা কিম্বা এই কপিরাজ।
সেথা হৈতে ফিরিবারে সাধি এই কাজ ॥ ২৯৭
ইহাই জানিতে হয়্যা ঘোর-কলেবর।
যাহ তুমি ক্ষণেক মারুতি-বরাবর ॥ ২৯৮
এত শুনি সর্পমাতা সুরসা সুখিনী।
প্রস্থান করিলা হয়্যা রাক্ষসী-রূপিণী ॥ ২৯৯
মারুতির অগ্রে ভীম-মূরতি হইয়া।
কহিছেন নাগমাতা কপট করিয়া ॥৩০০
ওরে কপি যাও তুমি আর কোন্ স্থানে।
প্রবেশ করহ আসি আমার বয়ানে ॥ ৩০১
হইয়াছি অতিশয় ক্ষুধাতে পীড়িত।
এ সময়ে তোহে পাই বড় হল্য প্রীত ॥ ৩০২
বুঝিলাম কৃপা করি যত দেবগণ।
করিদিল মোর আগে তোহে আনয়ন ॥ ৩০৩
অতএব বিলম্ব না কর এক ক্ষণ।
শীঘ্র আসি কর মোর মুখে প্রবেশন ॥ ৩০৪
এত শুনি বায়ুপুত্র যুড়ি করদ্বয়।
কহিছেন তাঁর প্রতি করিয়া বিনয় ॥ ৩০৫
দশরথ-পুত্র রাম দণ্ডক কাননে।
আসি বাস করিছিলা পিতার বচনে ॥৩০৬
বিনা দোষে হরি আনিয়াছে তাঁর নারী।
দশানন এই লঙ্কাপুর-অধিকারী ॥ ৩০৭
যাইতেছি আমি তাঁর তত্ত্ব জানিবারে।
তাহে বিঘ্ন নাহি কর কোনহ প্রকারে ॥ ৩০৮
সেই রামচন্দ্র হন সকলের হিত।
তাঁহার অহিত করা তব অনুচিত ॥ ৩০৯
যদি বল অবশ্যই খাইব তোমারে।
তবে যোগ্য হয় কিছু গৌণ করিবারে ॥ ৩১০
সীতা দেখি বার্ত্তা দিয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
আসি প্রবেশিব আমি তোমার বদনে ॥ ৩১১
কিছু নাহি কর তুমি ইহাতে সংশয়।
কহিতেছি আমি সত্য করিয়া নিশ্চয় ॥ ৩১২
সুরসা কহেন তাহা আমি নাহি মানি।
মোর আগে আসি ফিরি নাহি যায় প্রাণী ॥ ৩১৩
সুরসার বাণী শুনি সমীর-নন্দন।
কোপ করি কহিছেন কঠোর বচন ॥ ৩১৪
কোন্ মুখে দুষ্ট মোরে করিবে ভক্ষণ।
প্রকাশ করহ তাহা করি প্রবেশন ॥ ৩১৫
শুনিয়া সুরসা বিংশ-যোজন-বিস্তার।
প্রকাশ করিলা নিজমুখের আকার ॥ ৩১৬
তা দেখি মারুতি ত্রিশ যোজন হইলা।
চল্লিশ-যোজন মুখ সুরসা করিলা ॥ ৩১৭
পঞ্চাশ যোজন হল্যা পবন-সন্তান।
করিলা সুরসা ষষ্টি যোজন ব্যাদান ॥ ৩১৮
সপ্ততি-যোজন হল্যা পরে হনূমান।
সেহ মুখ কৈল আশী যোজন-প্রমাণ ॥ ৩১৯
হনুমান হল্যা তবে নবতি-যোজন।
সুরসা করিলা শতযোজন আনন ॥ ৩২০
তাহা দেখি হনুমান চিন্তিত আশয়।
একি এত সামান্য রাক্ষসী নাহি হয় ॥ ৩২১
এত ভাবি ক্ষণকাল মানস-মাঝারে।
জানিলেন মারুতি সুরসা বলি তারে ॥ ৩২২
তবে নিজে হয়্যা শত-যোজন প্রমাণ।
তার মুখমধ্যে প্রবেশিলা হনূমান্ ॥ ৩২৩
প্রবেশিবা মাত্র সে সুরসা ঠাকুরাণী।
ওষ্ঠ চাপি মুদ্রিত করিলা মুখ-খানি ॥ ৩২৪
তাহা দেখি হয়্যা বীর অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ।
কর্ণরন্ধ্র দিয়া কৈলা বাহিরে পয়াণ ॥৩২৫ *
বলিছেন কপিবর জানিলুঁ তোমায়।
নাগ-মাতা প্রণতি করিয়ে তব পায় ॥ ৩২৬
তব বাক্যে প্রবেশিলুঁ তোমার বদন।
অনুমতি দাও এবে করিয়ে গমন ॥ ৩২৭
তবে সে সুরসা ধরি আপন মূরতি।
কহিবারে আরম্ভিলা বায়ুপুত্র প্রতি ॥ ৩২৮
সুখে যাহ হনুমান পরমকুশলী।
করুন তোমার শুভ অমরমণ্ডলী ॥ ৩২৯
তব বীর্য্য-পরাক্রম-বুদ্ধি জানিবারে।
পাঠাইয়াছিলা সব অমরে আমারে ॥ ৩৩০
তাহা জানিলাম এবে করহ গমন।
রামসীতা উভয়েতে করাও মিলন ॥ ৩৩১
এত কহি নাগমাতা গেলা নিজ স্থান।
পুন পূর্ব্বরূপ হয়্যা যান হনূমান্ ॥ ৩৩২

* প্রবেশ হইবা মাত্র অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ।
বাহিরে আসিয়া তবে কন হনুমান ॥

দেখি মারুতির হেন বীর্য্য বুদ্ধি বল।
প্রশংসা করেন তারে অমরসকল॥ ৩৩৩
হেন কালে নদীপতি সচিন্তিত-মন।
করিছেন হৃদয়েতে এই বিচারণ॥ ৩৩৪
সগর নৃপতি হত্যে মোর উপাদান।
এ লাগি সাগর বলি ভুবনে আখ্যান॥ ৩৩৫
সেইত সগরবংশে রামের জনন।
সে রাম-কার্য্যেতে যান পবননন্দন॥ ৩৩৬
এ লাগি ইহাঁর হিত কর্ত্তব্য আমার।
অন্যথা হইবে নিন্দা লোকেতে অপার॥৩৩৭
লঙ্ঘিছেন হনূমান এই পারাবার।
হইতেছে বড শ্রম ইহাতে ইহাঁর॥ ৩৩৮
অতএব মধ্য পথে আলম্বন পাই।
যেরূপে সুখেতে যান করিব তাহাই॥ ৩৩৯
এত ভাবি নদীপতি মৈনাক ভূধরে।
ডাকিয়া কহেন কিছু বচন সাদরে॥ ৩৪০
হিমালয়-তনয় মৈনাক গিরিরাজ।
করহ তুমিহ মোর আজ এক কাজ॥ ৩৪১
সগর হইতে হয় উৎপত্তি আমার।
জন্ম লয়্যাছেন রাম বংশেতে তাঁহার॥ ৩৪২
সেই রাম-কার্য্যে যান সমীর-তনয়।
তাঁর হিত কিছু মোরে করিবারে হয়॥ ৩৪৩
এই লাগি কহি আমি তোহে প্রৌঢ়ি করি।
একবার উঠ তুমি সলিল-উপরি॥ ৩৪৪
ঊর্দ্ধ অধ আর চারি পার্শ্বে বাড়িবার।
আছয়ে তোমার শক্তি অনেক প্রকার॥ ৩৪৫
এই লাগি কহিতেছি তোহে বার বার।
উঠিয়া করহ তুমি মোর উপকার॥ ৩৪৬
তোমার উপরিশৃঙ্গে দুই তিন ক্ষণ।
মারুতি বিশ্রাম করি করুন গমন॥ ৩৪৭
এত শুনি ভাল ভাল বলি গিরিবর।
উঠিলেন সাগরের জলের উপর॥ ৩৪৮
কিবা সাজে সিন্ধু-মাঝে সুবর্ণ-শিখরী।
প্রাতের তপন যেন সমুদ্র-উপরি॥ ৩৪৯
পথ-মাঝে দেখি তারে মারুতি চিন্তিত।
একি আসি কোন্ বিঘ্ন হল্য উপস্থিত॥ ৩৫০
তবে সেই গিরি ধরি মনুষ্য-মূরতি।
নিজশৃঙ্গে থাকি কন মারুতির প্রতি॥ ৩৫১
বায়ুপুত্র শুন কিছু আমার বচন।
সমুদ্র-আদেশে আমি কৈলুঁ আগমন॥ ৩৫২
শ্রীরামের পূর্ব্ববংশ নৃপতি সগর।
তিঁহ খাত কর্য্যাছেন এইত সাগর॥ ৩৫৩
এই হেতু রামদূত তোহে সম্মানিতে।
পাঠাইলা মোরে তিঁহ প্রীতিযুক্ত-চিতে॥ ৩৫৪
তুমিহ আমার শৃঙ্গে করিয়া বিশ্রাম।
খাও দিব্য ফল মূল জল অনুপাম॥ ৩৫৫
পরেতে হইয়া তুমি সুখযুক্ত-মন।
করিবে রাবণ-পুর-মধ্যেতে গমন॥ ৩৫৬
আমাতেও না করিবে তুমি শঙ্কা লব।
হই আমি তোমাদের সম্বন্ধি-বান্ধব॥ ৩৫৭
এ লাগিও আসিয়াছি পূজিতে তোমায়।
তুমিহ সফল কর মোর বাসনায়॥ ৩৫৮
এত শুনি হনূমান্ থাকিয়া আকাশে।
জিজ্ঞাসা করেন তারে সুমধুর ভাষে॥ ৩৫৯
কহ কহ কি কারণে তুমি গিরিবর।
বাস করি আছ সিন্ধু-জলের ভিতর॥ ৩৬০
কিরূপে বা হও তুমি আমার বান্ধব।
বিবরণ করি কহ কথা এই সব॥ ৩৬১
শুনি বাণী মহীধর মুদিত হইয়া।
কহেন পবনপুত্রে প্রণয় করিয়া॥ ৩৬২
পূর্ব্বে যাবদীয় গিরি ছিলা পক্ষবান্।
উড়িয়া করিত তারা সর্ব্বত্র পয়াণ॥ ৩৬৩
তবে তাহাদের দুষ্ট-বুদ্ধি উপজিল।
পড়িয়া নগর গ্রাম ভাঙ্গিতে লাগিল॥ ৩৬৪
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়্যা সহস্রলোচন।
বজ্রে করি কৈলা পক্ষ-ছেদ আরম্ভণ॥ ৩৬৫
সকলের পক্ষচ্ছেদ করি অবশেষে।
বজ্র ধরি হরি আল্যা মোর পার্শ্বদেশে॥ ৩৬৬
তাহা দেখি আমি ভয়ে করি পলায়ন।
পাছে পাছে চলিলেন সহস্রলোচন॥ ৩৬৭
তবে মোরে দেখিয়া কাতর অতিশয়।
করুণাতে আর্দ্র হল্যা বায়ু মহাশয়॥ ৩৬৮
তিঁহ অতিশয় বেগ প্রকাশ করিয়া।
ফেলাইলা মোরে এই সমুদ্রে আনিয়া॥ ৩৬৯
তাঁহার কৃপাতে আর সমুদ্র-আশ্রয়ে।
না কাটিলা ইন্দ্র মোর এ পক্ষ উভয়ে ৩৭০

সে অবধি আছি আমি সাগর-ভিতর।
হিমালয়-পুত্র নাম মৈনাক ভূধর ॥ ৩৭১
তুমি হও মোর বন্ধু বায়ুর তনয়।
তোমার সম্মান মোরে করিবারে হয় ॥ ৩৭২
অতএব মোর আর সিন্ধুর পিরিতে।
তুমিহ বিশ্রাম কর মোর উপরিতে ॥ ৩৭৩
গিরি-বাক্য শুনি কন পবন-কুমার।
তোমার দর্শনে দিন সফল আমার ॥ ৩৭৪
তোমার মধুর বাক্যে মন জুড়াইল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লেশ শ্রম নিবৃত্ত হইল ॥ ৩৭৫
করিলে আতিথ্য তুমি দেখাইয়া প্রীত।
তোমাতে বিশ্রাম করা মোর সমুচিত ॥ ৩৭৬
কিন্তু বড় ত্বরা আছে লঙ্কায় যাইতে।
এ লাগি না পারিলাম এক্ষণ থাকিতে ॥ ৩৭৭
আর শুন আসিবার কালে সিন্ধুতটে।
এস্যাছি প্রতিজ্ঞা করি বান্ধব-নিকটে ॥ ৩৭৮
নিরালম্বে পার হব শতেক যোজন।
অতএব যোগ্য নহে বিশ্রামকরণ ॥ ৩৭৯
অঙ্গুলি মাত্রেতে করি পরশি তোমারে।
দোষ ক্ষমা করি দাও অনুজ্ঞা আমারে ॥ ৩৮০
এত শুনি সাধু সাধু বলি গিরিবর।
অনুমতি দিলা তাঁরে প্রশংসি বিস্তর ॥ ৩৮১
তবে কর-অঙ্গুলিতে করিয়া ভূধরে।
পরশি পয়াণ কৈলা মারুতি অম্বরে ॥ ৩৮২
[মা]রুতির আতিথ্যেতে সন্তুষ্ট-অন্তর।
[মৈ]নাক ভূধর প্রতি কন পুরন্দর ॥ ৩৮৩
[মৈ]নাক তোমার আজি দেখি এই কর্ম্ম।
পাইলাম মোরা সবে অতিশয় শর্ম্ম ॥ ৩৮৪
রামদূত মারুতির আতিথ্য করিয়া।
ত্রিজগতে করিলে তুমিহ তুষ্ট-হিয়া ॥ ৩৮৫
[অ]তএব আমি তোহে দিলাম অভয়।
[সু]খে থাক তুমি হয়্যা নির্ভয়-হৃদয় ॥ ৩৮৬ *
[এ]ত শুনি আনন্দিত হল্যা গিরিবর।
দক্ষিণেতে চলিলেন পবন-কোঙর ॥ ৩৮৭

কথো-দূর যবে তিঁহ করিলা গমন।
সিংহিকা রাক্ষসী তাঁরে করিলা দর্শন ॥ ৩৮৮
দেখি চিন্তা করে সেই দুষ্টনিশাচরী।
বুঝি আজি ভুঞ্জিতে পাইব পেট ভরি ॥ ৩৮৯
যাইতেছে আকাশেতে বড় এক প্রাণী।
ইহার ছায়াতে ধরি আকর্ষিয়া আনি ॥ ৩৯০
এত ভাবি মারুতির ছায়া-স্পর্শ পাই।
আকর্ষিতে আরম্ভিলা মুখখান বাই ॥ ৩৯১
তার আকর্ষণে ন্যূন দেখি নিজবেগ।
মনে চিন্তা করিছেন মারুতি সোদ্বেগ ॥ ৩৯২
একি মোর গতি-বেগ ন্যূন হল্য কেন।
দৃঢ়রজ্জু দিয়া কেহ বান্ধিলেক যেন ॥ ৩৯৩
এত ভাবি সব দিক্ দেখিতে দেখিতে।
দেখিলেন রাক্ষসীরে নিজ অধোভিতে ॥ ৩৯৪
পাতাল সমান মুখ বিবরণ করি।
রহিয়াছে অম্বরেতে দুষ্ট নিশাচরী ॥ ৩৯৫
তাহা দেখি ভাবনা করেন পুনর্ব্বার।
একি অধোভাগে দেখি বিকট-আকার ॥ ৩৯৬
বুঝি এই জন মোরে করে আকর্ষণ।
আপনার মুখে করাইতে প্রবেশন ॥ ৩৯৭
সম্পাতির বাণী মনে হইল স্মরণ।
এই বটে সিংহিকারাক্ষসী দুষ্ট-মন ॥ ৩৯৮
আজ আমি প্রতিকার ইহার করিব।
এপথের কণ্টক নিঃশেষ ঘুচাইব ॥ ২৯৯
এত ভাবি ক্ষুদ্রমূর্ত্তি হয়্যা কপিবর।
প্রবেশিলা সিংহিকার বদন-ভিতর ॥ ৪০০
সেহ বড় সুখী হয়্যা মুদিল বদন।
যেন কেহ বিষ খায় মরণ-কারণ ॥ ৪০১
তবে তার হৃদয়ে প্রবেশি হনূমান্।
নখে করি বিদারি করিলা খান খান ॥ ৪০২
সেই ছিদ্র দিয়া নিজে হইলা বাহির।
তাহে রাক্ষসীর প্রাণ ছাড়িলা শরীর ॥ ৪০৩
তবে ঘুরি ঘুরি সেই দুষ্ট নিশাচরা।
পড়িল পরেত হয়্যা পয়োধি-উপরি ॥ ৪০৪
তাহে সুখী হৈল্যা বহু-কোটি জলচর।
ভোজন করিয়া তার মাংস বহুতর ॥ ৪০৫
বুঝিলাম বহুমাংস পূর্ব্বে খায়্যাছিল।
আজি সেই সকলের শোধন করিল ॥ ৪০৬

অতএব অভয় দিলাম তোহে আমি
ভয়শূন্য হইয়া সুখেতে থাক তুমি ॥

সিংহিকার মৃত্যু দেখি যত দেবগণ।
করিছেন হনুমানে বহু প্রশংসন ॥ ৪০৭
সর্ব্বদা বিজয়ী হও পবন-কুমার।
করুন শ্রীভগবান্ কল্যাণ তোমার ॥ ৪০৮
যে কর্ম্ম করিলে তুমি আজি অযতনে।
ইহার সম্ভব নহে এ তিন ভুবনে ॥ ৪০৯
একে নিরালম্ব শত-যোজন লঙ্ঘন।
তাহে পুন সুদুর্দ্দান্ত-সিংহিকা-মারণ ॥ ৪১০
এ দুষ্ট-রাক্ষসী-ভয়ে যত দেবভাগ।
করিছিলা এই ব্যোমমার্গ পরিত্যাগ ॥ ৪১১
আজি তুমি করিলে এ পথ অকণ্টক।
সুখে বিহরুন এবে সব বৃন্দারক ॥ ৪১২
তোমা হৈতে রাম-কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে।
তোমা হৈতে ত্রিভুবন আনন্দ পাইবে ॥ ৪১৩
একি বল একি বল একি পরাক্রম।
ত্রিভুবনে কোথাও না দেখি যার সম ॥ ৪১৪
যত ধরাধর সব যাবৎ থাকিবে।
তাবৎ পর্য্যন্ত তব এ যশ রহিবে ॥ ৪১৫
এই যাহ করিতেছি মোরা আশীর্ব্বাদ।
কৃতকার্য্য হয়্যা ফিরি আস্য অবিসাদ ॥ ৪১৬
এত কহি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ।
শুনি আনন্দিত বীর করিলা গমন ॥ ৪১৭
কিছু দূর হৈতে লঙ্কা করি নিরীক্ষণ।
মনে মনে ভাবিছেন পবননন্দন ॥ ৪১৮
এত মহাদেহে যদি প্রবেশিয়ে লঙ্কা।
তবে সকলেতে মোরে করিবেক শঙ্কা ॥ ৪১৯
অতএব ক্ষুদ্রমূর্ত্তি হয়্যা প্রবেশিব।
উচিত সময়ে নিজ কার্য্য সমাধিব ॥ ৪২০
এত ভাবি আপন সহজমূর্ত্তি ধরি।
সিন্ধু লঙ্ঘি পড়িলেন সুবেল-উপরি ॥ ৪২১
কম্পিত সুবেল গিরি ভরেতে তাঁহার।
কাঁপিতে লাগিল লঙ্কাদ্বীপ-সহকার ॥ ৪২২
আর এক হল্য বড় সে সময়ে রঙ্গ।
সীতা আর রাবণের নাচে বাম অঙ্গ ॥ ৪২৩
যদ্যপি লঙ্ঘিলা তিঁহ শতেকযোজন।
তথাপি নাহিক কিছু শ্রম একক্ষণ ॥ ৪২৪
দিবাকর-অস্তকাল প্রতীক্ষা করিয়া।
রহিলেন এক বৃক্ষ মূলেতে বসিয়া ॥ ৪২৫
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪২৬

ইতি শ্রীরামরসায়নে সুন্দরকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে সাগরলঙ্ঘনবর্ণনো নাম
প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সীতা-দর্শনার্থে হনূমানের লঙ্কানগরী-ভ্রমণ।

সমীরস্যাপ্যগম্যায়াং লঙ্কায়াং যো ভ্রমন্ মুহুঃ।
জানকীমন্বিযেষাসৌ মারুতিঃ শরণং মম ॥ ১

এইরূপে সুবেলে রহিলা হনুমান।
লঙ্কার বৃত্তান্ত কিছু কর প্রণিধান ॥ ২
মারুতির ভরে লঙ্কা যখন কাঁপিল।
সে সময়ে দশানন সভামাঝে ছিল ॥ ৩
আচম্বিতে কম্পিত দেখিয়া পুরীখান।
মন্ত্রিগণে কহিতেছে রাক্ষসপ্রধান ॥ ৪
একি একি একি একি একি আচম্বিত।
মোর লঙ্কাপুরী কেন হইল কম্পিত ॥ ৫
মোর পুরে শমনের নাহি অধিকার।
মোর পুরে নাহি কিছু অগ্নির বিকার ॥ ৬
মোর পুরে পবন অধিক নাহি বয়।
মোর পুরে দিবাকর তাপ না করয় ॥ ৭
মোর বশ হইয়াছে নর-দেব-ততি।
মোর বশ হইয়াছে সব বসুমতী ॥ ৮
ইথে মোর পুরে কেন হেন বিঘটন।
আজি দেখি তাহা কহ কহ মন্ত্রিগণ ॥ ৯
এত শুনি যাবদীয় দুষ্ট নিশাচর।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা তারে করে প্রত্যুত্তর ॥ ১০
মহারাজ ধরণীর স্বভাব আছয়ে।
মধ্যে মধ্যে অকারণে কাঁপিয়া উঠয়ে ॥ ১১
ইহাতে আপুনি কেন করেন সংশয়।
তব রাজ্য উৎপাতবিষয় নাহি হয় ॥ ১২
ভূকম্প প্রভৃতি বটে অরিষ্টসূচন।
কিন্তু তোঁহে অরিষ্টের নাহি সম্ভাবন ॥ ১৩

যম যার আজ্ঞা নাহি পারে লঙ্ঘিবারে।
অন্য জন কেবা তার কি করিতে পারে ॥ ১৪
অতএব হয়্যা সব-শঙ্কা-বিবর্জ্জিত।
নিজরাজ্য-পালন করহ সুখি-চিত ॥ ১৫
শুনি এত মন্দ-বুদ্ধি-রাক্ষস-বচন।
অবিন্ধ্য নামেতে বিপ্র নিশাচর কন * ॥ ১৬
মহারাজ কৃপা করি চাহি মোর পানে।
মোর কিছু নিবেদন-বাক্য ধর কাণে ॥ ১৭
যে সকল বচন কহিলা মন্ত্রিগণ।
ইহা মোর হৃদয়েতে না করে গ্রহণ ॥ ১৮
তাহার কারণ কিছু শুন দিয়া মন।
না করিবে ইথে কভু ক্রোধ-আচরণ ॥ ১৯
কেবল ভূকম্প যদি হয় কদাচিৎ।
তবে ভূমিস্বভাব বলিতে সমুচিত ॥ ২০
যে অবধি আনিয়াছ রামের বধূরে।
সে অবধি অনেক উৎপাত এই পুরে ॥ ২১
জিজ্ঞাসা করহ তুমি এই সব জনে।
দেখে কি না দেখে প্রতিদিন দুঃস্বপনে ॥ ২২
পুর মাঝে শোভা নাহি দেখি পূর্ব্বমত।
অকারণে সব লোকে উদ্বিগ্ন সন্তত ॥ ২৩
চীৎকার করয়ে থাকি থাকি করিগণ।
নিরন্তর ঘোটকেতে করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৪
ঘাস নাহি খায় নাহি করে জল পান।
নিরবধি চক্ষু মুদি কিবা করে ধ্যান ॥ ২৫
পুর-মধ্যে যুথে যুথে কুক্কুর সকল।
ক্রন্দন করয়ে ঊর্দ্ধমুখেতে বিকল ॥ ২৬
শৃগালসকল মুখে অনল উগারি।
পুরমাঝে শব্দ করে দিনে শারি শারি ॥ ২৭
গৃধ্র-কঙ্ক আদি যত দুষ্টপক্ষি-ততি।
গৃহের উপরি তারা করয়ে বসতি ॥ ২৮
যূথে যুথে রজনীতে পেচক আসিয়া।
বিকট নিনাদ করে গৃহেতে বসিয়া ॥ ২৯
উল্কাপাত-নির্ঘাত-নিনাদ অতিশয়।
সে কাল অবধি প্রায় মধ্যে মধ্যে হয় ॥ ৩০

এইরূপ নানাবিধ উৎপাত দেখিয়া।
নিরন্তর সংশয়েতে মগ্ন মোর হিয়া ॥ ৩১
অতএব এই মনে পরামর্শ করি।
কিছু কার্য্য নাই রাখি রামের সুন্দরী ॥ ৩২
যে অবধি এথা তাঁর হয়্যাছে প্রবেশ।
সেই দিন আরম্ভিয়া সকলেরই ক্লেশ ॥ ৩৩
অতএব শ্রীরামের নিকটে সীতায়।
পাঠাইয়া দিতে মোর বাসনা হিয়ায় ॥ ৩৪
ইথে মহারাজার যেমন ইচ্ছা হয়।
অধিক কহিতে আর মোর সাধ্য নয় ॥ ৩৫
এত শুনি রাবণ-অনুজ বিভীষণ।
অবিন্ধ্যেরে ধীরে ধীরে কহেন বচন ॥ ৩৬
কহ কহ কেবা রাম কাহার তনয়।
যার নারী এন্যাছেন দাদামহাশয় ॥ ৩৭
অবিন্ধ্য বোলয়ে জান জান মহামতি।
দশরথ নামে রাজা অযোধ্যার পতি ॥ ৩৮
তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাম পিতার বচনে।
এস্যাছিলা ভার্য্যা আর ভাই সনে বনে ॥ ৩৯
শূর্পণখা-পরামর্শে অগ্রজ তোমার।
হরিয়া আনিয়াছেন গৃহিণী তাঁহার ॥ ৪০
কিন্তু যে অবধি তাঁরে কৈলা আনয়ন।
সে অবধি হয় এথা উৎপাত-দর্শন ॥ ৪১
আপুনি থাকহ সদা ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে।
অতএব এ বার্ত্তা না পশে তব কাণে ॥ ৪২
এত শুনি পরম পণ্ডিত বিভীষণ।
এইরূপ মনে মনে করেন ভাবন ॥ ৪৩
কুম্ভকর্ণ দাদারে নারদ মহাজ্ঞানী।
কহিছিলা পূর্ব্বে বনমধ্যে যেই বাণী ॥ ৪৪
বুঝি সেই কাল এবে পাইল প্রকাশ।
যাহে সবান্ধবে হবে রাবণের নাশ ॥ ৪৫
যে হকু সে কথা প্রকাশিয়া নাহি কাজ।
প্রকারে বুঝাই এই নিশাচররাজ ॥ ৪৬
যদি শান্ত হয়্যা জানকীরে দেন ঘুরি।
তবে কুশলেতে থাকে সবান্ধবে পুরী ॥ ৪৭
এত ভাবি বিভীষণ সাঞ্জলি হইয়া।
কহিছেন দশাননে কাকুতি করিয়া ॥ ৪৮
মহারাজ অবিন্ধ্য কহিলা যে বচন।
ইহারেই উচিত মানয়ে মোর মন ॥ ৪৯

* তথাচ মারুতিং প্রতি সীতাবাক্যম্,—
"অবিন্ধ্যো নাম তেজস্বী বিদ্বান্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ
সোঽস্মানয়মনুপ্রাপ্তং রাবণং প্রত্যষেধয়ৎ ॥ইতি

কত দেবনারী তোহে করয়ে সেবন।
ইথে মানুষীরে রাখি কিবা প্রয়োজন ॥ ৫০
অতএব মোরে আজ্ঞা করহ আপনি;
রামে দিয়া আসি গিয়া তাহার রমণী ॥ ৫১
দূর হকু লঙ্কার সকল উপদ্রব।
সুখে থাকু তোমার প্রসাদে প্রজা সব ॥ ৫২
এত শুনি কিঞ্চিৎ কুপিত দশানন।
কহিবারে আরম্ভিলা কঠিন বচন ॥ ৫৩
যাহ যাহ তোরা নিজভবনে ত্বরিত।
শিখাইতে না হইবে মোরে হিতাহিত ॥ ৫৪
এত শুনি মৌনী হল্যা অবিষ্যস্সুমতি।
বিভীষণ গেলা নিজ নিকেতন প্রতি ॥ ৫৫
নন্দা নামে বিভীষণ-সুতা অতি শান্ত। *
জানকীরে জানাইলা এ সব বৃত্তান্ত ॥ ৫৬
তবে দিন-অবসানে করি নিরীক্ষণ।
সভা ত্যজি অন্তঃপুরে গেলা দশানন ॥ ৫৭
এথা সুবেলেতে থাকি পবননন্দন।
করিছেন দশানন-নগরী-দর্শন ॥ ৫৮
কিবা সেই লঙ্কাপুরী, বর্ণন করিতে নারী,
বিশ্বকর্ম্মা রচিল যাহায়।
লঙ্কাদ্বীপ সিন্ধু-মাঝে, ত্রিকূটভূধররাজে,
তিন শৃঙ্গ শোভা করে তায় ॥ ৫৯
তার মধ্য-শৃঙ্গোপরি, হইয়াছে লঙ্কাপুরী,
দীর্ঘ যার শতেক যোজন।
ত্রিংশৎ-যোজন যার, হইয়াছে সুবিস্তার,
যার তুল্য না হয় দর্শন ॥ ৬০
বাহিরে পরিখা অতি, বিস্তীর্ণ কুম্ভীরবতী,
অগাধ হয়্যাছে যার জল।
তার তীরে ঘন বন, তাহে ফিরে পশুগণ,
করে কল কল ॥ ৬১

তার পরে পরিষ্কার, অতি উচ্চ সুবিস্তার,
লৌহের প্রাচীর চারিধারে।
চারিদিগে চারি দ্বার, লৌহের কপাট তার,
রক্ষক আছয়ে দ্বারে দ্বারে ॥ ৬২
সেই চারি দ্বার-আগে, পরিখা উপরিভাগে,
চারি সাঁকো অতি মনোহর।
নানা যন্ত্র তাহে আছে, শত্রু লোক গেলে কাছে
তারা ডুবে জলের ভিতর ॥ ৬৩
লৌহের প্রাচীর পরে, গিয়া আর কথোদূরে,
শিলার প্রাচীর পূর্ব্বরীত।
চেনই পিত্তল কাঁসা, তাম্র রৌপ্য স্বর্ণখাসা,
পঞ্চ প্রস্থে পাঁচখান ভিত ॥ ৬৪
সাতখণ্ড এই মতে, রাক্ষস-নিবাস তাতে,
গৃহ সব স্বর্ণ-মণিময়।
নানা স্থানে সরোবর, উপবন বহুতর,
নানামণিবদ্ধ পথচয় ॥ ৬৫
তাহে রাজপথ চারি, ক্ষুদ্র পথ শারি শারি,
কত চবুতরা কত স্থানে।
নহবত অস্ত্র-গৃহ, অশ্ব হস্তি-রথ-গেহ, *
কত আছে তাহা কেবা জানে ॥ ৬৬
মধ্যে রাবণের বাটী, কি কহিব পরিপাটী,
ইন্দ্রপুরে যে করে ধিক্কার।
বিশ্বকর্ম্মা সুনিপুণ, প্রকাশিলা নিজ গুণ,
বিশেষত ভিতরে যাহার ॥ ৬৭
যে পুরীর বহির্দ্দেশে, বহু গিরি পরকাশে,
সুবেল প্রভৃতি শারি শারি।
কত শত তরঙ্গিণী, মধুর যাহার পানী,
শ্রীরঘুনন্দন বলিহারী ॥ ৬৮
এইরূপ লঙ্কাপুরী করি নিরীক্ষণ।
শ্রীমারুতি করিছেন হৃদয়ে চিন্তন ॥ ৬৯
দেখিতেছি এ নগর যেমত দুর্গম।
ইথে বুঝি নিরর্থক হয় সব শ্রম ॥ ৭০
কিরূপে আসিবা এথা যাবৎ বানর।
লঙ্ঘন করিয়া শত-যোজন সাগর ॥ ৭১
আমি আর যুবরাজ আর কপিপতি।
এই তিন বিনে নাহি ঘটে সমাগতি ॥ ৭২

* "বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসো রাবণানুজঃ। বিজ্ঞপ্তবান্ রাবণং স মম নির্য্যাতনং প্রতি ॥" ইত্যারভ্য "বিভীষণসুতা জ্যেষ্ঠা নন্দা নাম মহাকপে। তয়া মে সর্ব্বমাখ্যাতং মাত্রা চ প্রেষিতা স্বয়ম্" ইতি মারুতিং প্রতি সীতাবচনং প্রমাণম্।

* কত স্থানে নহবত, তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ,
অস্ত্রগৃহ না যায় গণনে ॥

যদি বা আইসে সবে কোনহ প্রকারে।
যেমত দুর্গম পুরী কি হইতে পারে ॥ ৭৩
যেমত কঠিন হয় সব নিশাচর।
ইথে চারি উপায় না হয় কার্য্যকর ॥ ৭৪
ক্রুরতাপ্রযুক্ত নিরর্থক মিষ্টবাণী।
অধিক সম্পত্তি হেতু দানে মিথ্যা মানি ॥ ৭৫
মাৎসর্য্য লাগিয়া নহে ভেদ-সম্ভাবন।
সৈন্য-দুর্গে দেখি নিরর্থক মানি রণ ॥ ৭৬
অথবা কি করি আমি নিরর্থ চিন্তন।
শ্রীরামচন্দ্রেতে নহে কিছু অঘটন ॥ ৭৭
শোষিতে পারেন তিঁহ সিন্ধু এক তীরে।
পোড়াইতে পারেন সকল ত্রিলোকীরে ॥ ৭৮
তাহে অতিশয় ক্ষুদ্র হয় এই লঙ্কা।
ইথে অতি অনুচিত এ সকল শঙ্কা ॥ ৭৯
এক্ষণ কর্ত্তব্য মোর সীতা-অন্বেষণ।
তাহে কিরূপেতে করি লঙ্কাতে গমন ॥ ৮০
যদ্যপিহ এইরূপে প্রবেশ করি।
সশঙ্কিত হবে নিশাচর নিশাচরী ॥ ৮১
যদি কোনোমতে ইহা রাবণ শুনয়ে।
তবে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারয়ে ॥ ৮২
রাক্ষস-শরীর ধরি করিয়ে গমন।
তাহাতেও নানামত শঙ্কা করে মন ॥ ৮৩
অতিসুচতুর হয় নিশাচরগণ।
ইহাদের অজ্ঞেয় না হয় দরশন ॥ ৮৪
সীতাও রাক্ষস-মূর্ত্তি নিরখি আমারে।
করিবেন বিশ্বাস আমাতে কি প্রকারে ॥ ৮৫
অতএব অন্যমূর্ত্তি ধরা যোগ্য নয়।
নিজশরীরেতেই যাইতে যোগ্য হয় ॥ ৮৬
তাহাতেও হইব এমত মূর্ত্তিমান্।
যেন কপি বলি নাহি করে কেহ জ্ঞান ॥ ৮৭
এইরূপ ভাবনা করেন কপিবর।
অস্তাচলে প্রবেশিলা দেব দিবাকর ॥ ৮৮
তবে রাত্রি দেখি হয়্যা বিড়ালপ্রমাণ।
লঙ্কাপুরে বায়ুপুত্র করিলা পয়াণ ॥ ৮৯ *

উত্তরদ্বারেতে বসি প্রাচীর-উপরি।
ভাল মতে নিরীক্ষণ করেন নগরী ॥ ৯০
কিবা সেই লঙ্কাপুরী অতিশয় মনোহর।
হর-সখার অলকাপুরী হইতে সুন্দর ॥ ৯১
দরশন করে একবার তাহারে যে জন।
জনমের মাঝে তারে আর নহে বিস্মরণ ॥ ৯২
রণপণ্ডিত পিশাচ কত দ্বারেতে হাঁকারে।
কারে নিবারণ নাহি করে তারা যাইবারে ॥৯৩
বারে বারে তাহে সাবধান করে নিশাচর।
চর বিপক্ষ জনের যাহে না পায় বিবর ॥ ৯৪
বর মণিতে নিবদ্ধ তার যত পথ-ভিত।
ভীত জন যারে পরশিতে হয় বিত্রাসিত ॥ ৯৫
সিত অসিত লোহিত পীত মণিতে খচিত।
চিত সুখী করে অট্টালিকাসকল তুরিত ॥ ৯৬
রীত কি কহিব সে পুরীর অতি চমৎকার।
কার দেখি তারে নাহি হয় আনন্দ-বিস্তার ॥ ৯৭
তার মাঝে মাঝে কত স্থানে সুন্দর বাজার।
যার দ্রব্য দেখি সবিস্ময় হৃদয় সবার ॥ ৯৮
বার-বধূ সব পথধারে করয়ে নিবাস।
বাস যাদের অঙ্গের করে কামের প্রকাশ ॥ ৯৯
কাশ-কুসুম হইতে শুক্ল কত গৃহ-মালা।
মালা মুকুতার দোলে তার মধ্যে সুবিশালা ॥
শালা-শিখরেতে শোভে স্বর্ণকলস শোভিত।
ভিত-উপরিতে নানা মণি-চিত্র বিরাজিত ॥ ১০১
জিত-ইন্দ্রপুরী উপরি যাদের অবিকল।
কল-ধৌতময় হেন কত গৃহ সমুজ্জ্বল ॥ ১০২
জল স্রবে যারা নিশাতে নিরখি দ্বিজরাজে।
রাজে সে মণি-নির্ম্মিত কত গৃহের সমাজে ॥১০৩
মাজে দাসীগণ নিরন্তর প্রাঙ্গণ তাহার।
হার হেন শুভ্র শিরেতে পতাকা পরিষ্কার ॥১০৪
কার সে নগরে বর্ণন করিতে সবিশেষ।
শেষ বিনে ইতরের হয় বুদ্ধির প্রবেশ ॥ ১০৫
বেশ ভূষা করি ফিরে তাহে যাবৎ অঙ্গনা।
গণা নাহি যায় সে সকলে করিয়া সাধনা ॥১০৬
ধনাধ্যক্ষ অনুজের সেই নগর লঙ্কায়।
কায় নিরখিয়ে নানা মত রাক্ষস সভায় ॥ ১০৭
ভায় কেহ দীর্ঘ কেহ হ্রস্ব কেহত বামন।
মন ভয়ঙ্কর অতি কৃশ সুদীর্ঘ জঘন ॥ ১০৮

* তথাচ—
"বৃষদংশপ্রমাণস্তু ততো ভূত্বা গতেঽহনি।
নিশি লঙ্কাং মহাতেজাঃ প্রাবিশন্মারুতাত্মজঃ

ঘন রোমশ বিকটমুখ বিরলদশন।
শণ-পুষ্পনেত্র একচক্ষু বিশাল-চরণ ॥ ১০৯
রণ প্রহারেতে কেহ কেহ ভিন্ন-কলেবর।
বহু শূল শাল ধনুর্ব্বাণ খড়্গ-চর্ম্মধর ॥ ১১০
ধর-নীরে যারা একে একে জিনিতে পারয়।
রয় হেন নিশাচর কত গণন না হয় ॥ ১১১
হয় হাতী রথ গো মহিষ ছাগাদি ভবন।
বন উপবন গিরি নদী কত বিলক্ষণ ॥ ১১২
ক্ষণ কতিপয়ে কেবা পারে বর্ণিতে তাহায়।
হায় শ্রীরঘুনন্দন যদি কৃপাতে না চায় ॥ ১১৩
হেনরূপ লঙ্কাপুরী করি নিরীক্ষণ।
এই চিন্তা করিছেন পবননন্দন ॥ ১১৪
এবে আসি রজনী হইল উপস্থিত।
পথ সব হল্য গতাগতি-বিরহিত ॥ ১১৫
এখন প্রবেশি এই নগর-মাঝারে।
অন্বেষণ করিতে হইল শ্রীসীতারে ॥ ১১৬
কিন্তু কভু তারে নাহি কর্য্যাছি দর্শন।
কিরূপে চিনিব ইথে সসংশয়মন ॥ ১১৭
অথবা নাহিক কিছু ইহাতে সংশয়।
চিন্তামণি বালুকাতে মিশ্রিত না হয় ॥ ১১৮
রামের রমণী সর্ব্বগুণে বিলক্ষণ।
দর্শনমাত্রত তাঁরে চিনিবে নয়ন ॥ ১১৯
এত ভাবি প্রাচীর হইতে অবতরি।
প্রবিষ্ট হইলা গিয়া নগর-ভিতরি ॥ ১২০
তাহা দেখি উগ্রচণ্ডা দেবতা লঙ্কার।
আসি উপস্থিত হল্য অগ্রেতে তাঁহার ॥ ১২১ *
নিশাচরী মূর্ত্তি ধরি অতি ভয়ঙ্কর।
দক্ষিণকরেতে অসি বামেতে খর্পর ॥ ১২২
পবন-পুত্রের আগে তিঁহ দাঁড়াইয়া।
কহিছেন অতিশয় কুপিত হইয়া ॥ ১২৩
কে বট কে বট তুমি কপিরূপ ধরি।
চোর হেন প্রবেশিছ আমার নগরী ॥ ১২৪
বুঝি কোনো কুকর্ম্মে হয়্যাছে তোর আশ।
তেঁই আসিয়াছ করিবারে আত্ম-নাশ ॥ ১২৫
এত কহি কোপাবেগে আপনা পাসরি।
করিলেন পদাঘাত মারুতি-উপরি ॥ ১২৬
হনূমান সহি তাঁর চরণপ্রহারে।
বাম করে কারি মুষ্টি মারিলা তাঁহারে ॥ ১২৭
তিঁহ তাহে কারি বহু রুধির বমন।
পড়িলা পৃথিবীতলে হয়্যা অচেতন ॥ ১২৮
ক্ষণেক পরেতে পুন চেতন পাইয়া।
উঠিয়া কহেন পূর্ব্বকথা স্মরিয়া ॥ ১২৯
জানিলুঁ জানিলুঁ তোহে পবনতনয়।
শ্রীরামচন্দ্রের তুমি প্রিয় অতিশয় ॥ ১৩০
আমিহ জানাই তোহে আপন বারতা।
উগ্রচণ্ডা নাম আমি এ পুর-দেবতা ॥ ১৩১
হইল আমার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ।
শ্রবণ করহ তাহা করি নিবেদন ॥ ১৩২
পূর্ব্বে একদিন আমি সত্যলোকে গিয়া।
জিজ্ঞাসিয়াছিলুঁ বিধাতারে সম্বোধিয়া ॥ ১৩৩
প্রভু এই রাবণের দুষ্ট-আচরণে।
ত্রিভুবনে সুখ নাহি দেখি কারো মনে ॥ ১৩৪
আপুনিহ জান ভূত-ভবিষ্য-বৃত্তান্ত।
কহ কহ নষ্ট হবে কবে এ দুর্দ্দান্ত ॥ ১৩৫
তবে কহিলেন মোরে সেই প্রজাপতি।
শুন গোপ্য কথা হয়্যা সাবধান-মতি ॥ ১৩৬
সূর্য্যবংশে রাজা হবে দশরথাখ্যান।
তাঁর পুত্র হইয়া জন্মিবা ভগবান ॥ ১৩৭
তিঁহ পিতৃবাক্যে ভ্রাতা আর ভার্য্যা সনে।
আসি বাস করিবেন দণ্ডক-কাননে ॥ ১৩৮
তাঁর ভার্য্যা যবে হরি আনিবে রাবণ।
সবংশেতে যাবে তবে যমের ভবন ॥ ১৩৯
কিন্তু কহি রাখয়ে তোমারে এক কথা।
বিস্মৃত হইয়া ইহা না কর অন্যথা ॥ ১৪০
সেই রামভার্য্যারে করিতে অন্বেষণ।
আসিবেন লঙ্কাপুরে পবননন্দন ॥ ১৪১
রজনীতে তিঁহ অতি ক্ষুদ্রমূর্ত্তি ধরি।
প্রবেশ করিবা আসি এ লঙ্কানগরী ॥ ১৪২
তাহা দেখি তুমি হয়্যা কুপিত অত্যন্ত।
করিবে তাঁহারে পদ-আঘাত দুরন্ত ॥ ১৪৩
তিঁহ তাহা সহি কোপে বাম হাতে করি।
করিবেন মুষ্টিপাত তোমার উপরি ॥ ১৪৪

* অত্র প্রমাণম্ আধ্যাত্মরামায়ণে দ্রষ্টব্যম্।

তুমি তাহে মূর্চ্ছা পাই ভূতলে পড়িয়া।
উঠিবে ক্ষণেক-পরে চেতন পাইয়া॥ ১৪৫
কিন্তু সে-সময়ে মোর বাক্য রাখি চিতে।
কোলাহল না করিবে লোকে জানাইতে॥ ১৪৬
যদ্যপি জানয়ে দুষ্ট নিশাচরগণ।
করিবে রামের কার্য্যে বিঘ্ন-আচরণ॥ ১৪৭
এইরূপ শুনিছিলুঁ বিধির বদনে।
তোমারে দেখিয়া আজি পড়ি গেল মনে॥১৪৮
যাহ তুমি প্রবেশ করহ লঙ্কামাজ।
সীতারে ভেটিয়া তোষ গিয়া রঘুরাজ॥ ১৪৯
এত কহি উগ্রচণ্ডা গেলা স্থানান্তরে।
হনূমান্ প্রবেশিলা লঙ্কার ভিতরে॥১৫০
সীতা-অন্বেষণ করিছেন স্থানে স্থানে।
বাটী-গৃহ-সরোবর-চত্বর-উদ্যানে॥ ১৫১
প্রথমেতে প্রবেশিলা প্রহস্তের ঘরে।
গেলা মহাপার্শ্বের মন্দিরে তার পরে॥ ১৫২
বিলোকিয়া তবে কুম্ভকর্ণ-নিকেতন।
বিভীষণ-বাসে বীর করিলা গমন॥ ১৫৩
বসিয়া তুলসীমূলে রাক্ষস-প্রবর।
ঈশ্বরের গুণ গান করেন সুস্বর॥ ১৫৪
তাহা দেখি সবিস্ময় পবননন্দন।
করিছেন নিজমনে এইত চিন্তন॥ ১৫৫
একি একি চমৎকার রাক্ষস-মাঝারে।
সাধু মহাজন কেহ আছে কি প্রকারে॥ ১৫৬
শুনিয়াছি লোকমুখে রাবণকনিষ্ঠ।
বিভীষণ নামে এক আছয়ে ধর্ম্মিষ্ঠ॥ ১৫৭
বুঝি সেই হইবেক এই মহাশয়।
দেখিয়া ইহাঁরে সুখী হইল হৃদয়॥ ১৫৮
এত ভাবি দেখি তার সকল ভবন।
মহোদরনিকেতনে করিলা গমন॥ ১৫৯
এইরূপে অতিকায় আর বিদ্যুন্মালী।
বজ্রদংষ্ট্র বিদ্যুজ্জিহ্ব শুক বুদ্ধিশালী॥ ১৬০
ইন্দ্রজিৎ উল্কাজিহ্ব দ্বিজিহ্ব সারণ।
ধূম্রাক্ষ শূর্পাক্ষ রশ্মিক্রীড় দুর্দ্ধর্ষণ॥ ১৬১
বিরূপাক্ষ সম্পাতি বিঘস ভীমঘস।
কুম্ভ শঠ নিকুম্ভ নিশঠ সে লোমশ॥ ১৬২
হ্রস্বকর্ণ যুদ্ধোন্মত্ত মত্ত শোণিতাক্ষ।
করাল পিশাচ ধ্বজগ্রীব মকরাক্ষ॥ ১৬৩

ইত্যাদি করিয়া যত আছে নিশাচর।
বায়ুপুত্র দেখিলেন তা-সবার ঘর॥ ১৬৪
দেখি এ সকল স্থান সবিস্ময়-মন।
পরে গেলা যেখানেতে রাবণভবন॥ ১৬৫
কিবা অতি পরিপাটী, রাজা রাবণের বাটী,
দেখি হয় সবিস্ময় মন।
বিশ্বকর্ম্মা মহামতি, যাহাতেই স্বশকতি,
সকল কর্য্যাছে প্রকাশন॥ ১৬৬
অত্যন্ত-গভীর-জল, বিকশিত শতদল,
বিশাল পরিখা চারিধারে।
অতি উচ্চ হেমময়, প্রাচীর চৌদিকে রয়,
পক্ষী যারে লঙ্ঘিতে না পারে॥ ১৬৭
নীলমণিকৃত দ্বারে, প্রবাল-কবাট স্ফুরে,
নানামণিবিচিত্র তোরণ।
শক্তি শূল খড়্গধারী, দ্বারে কোটি কোটি দ্বারী,
সাবধানে করয়ে রক্ষণ॥ ১৬৮
বাজে দিব্য নহবত, যাহা শুনি অবিরত,
কর্ণ মন হয় আনন্দিত।
পথ নানামণিকৃত, তাহে করে গতাগত,
রাক্ষস রাক্ষসী অগণিত॥ ১৬৯
শুক্ল কৃষ্ণ নানাজাতি, মদমত্ত কত হাতী,
বদ্ধ রহিয়াছে কত ঠাঁই।
নানাদেশ-সমুদ্ভূত, রক্ত পীত কৃষ্ণ সিত,
কত অশ্ব তার লেখা নাই॥ ১৭০
স্বর্গীয়বিমান যিনি, খচিত-সুবর্ণ-মণি,
রথে পূর্ণ কত রথশাল।
সর্ব্ব-অস্ত্রে প্রপূরিত, রহিয়াছে অগণিত,
অস্ত্রশালা কত ভাল ভাল॥ ১৭১
সেনা রহিবার স্থান, নাহি হয় পরিমাণ,
দিব্য উপবন জলাশয়।
পাকশালা ভাণ্ডাগার, গণিবারে সাধ্য কার,
কত কোটি মদিরা-আলয়॥ ১৭২
কত বা সঙ্গীত-শাল, নাট্যগৃহ ভাল ভাল,
কোটি কোটি বিহার-নিলয়।
শ্রীরঘুনন্দন ভণে, যত্ন করি বহু দিনে,
সবিশেষ বর্ণনা না হয়॥ ১৭৩
এ সব ঐশ্বর্য্য দেখি পবননন্দন।
ভাবিছেন অতিশয় সবিস্ময়-মন॥ ১৭৪

একি একি এমত ঐশ্বর্য্য ত্রিভুবনে।
নাহি দেখি কোনো স্থানে না শুনি শ্রবণে ॥ ১৭৫
ভাল তপ কর‍্যাছিলা রাজা দশানন।
যাহাতে হয়্যাছে হেন ঐশ্বর্য্যভাজন ॥ ১৭৬
যদি না হইত এহ আসক্ত পাপেতে।
কোন্ ছার ইন্দ্রপদ ইহার অগ্রেতে ॥ ১৭৭
এত ভাবি সে সকল স্থানে অন্বেষিয়া।
সীতা না দেখিয়া হল্যা সচিন্তিত-হিয়া ॥ ১৭৮
হেনই সময়ে আরো অগ্রেতে কিঞ্চিৎ।
শুনিতে পাইলা দিব্যবাদ্য দিব্যগীত ॥ ১৭৯
তাহা শুনি সেই স্থানে করিয়া গমন।
পুষ্পক বিমান-রাজ করিলা দর্শন ॥ ১৮০
কিবা সেই বিমান অত্যন্তচমৎকার।
ছয়-ক্রোশ দীর্ঘে ক্রোশ-যুগল-বিস্তার ॥ ১৮১
সুবর্ণ বিবিধ-মণিগণে বিরচিত।
নাহি হয় অতি উষ্ণ নহে অতি শীত ॥ ১৮২
সর্ব্বঋতু-সুখপ্রদ ইচ্ছা-অনুসারে।
যত লোকে ইচ্ছা করে পারে ধরিবারে ॥ ১৮৩
আরোহণ করি সেই বিমান উপর।
দেখিলেন সব স্থান পবন-কোঙর ॥ ১৮৪
না দেখি জানকী অতি চিন্তিত-হৃদয়।
পাইলেন দিব্য গন্ধ হেনই সময় ॥ ১৮৫
সেই গন্ধ-পথ বহি করিয়া গমন।
রাবণের অন্তঃপুরে কৈলা প্রবেশন ॥ ১৮৬
কিবা অতি রমণীয় হয় সেই স্থান।
করিতে না পারি যার গুণের সংখ্যান ॥ ১৮৭
চৌদিকে প্রাচীর তার সুবর্ণ-রচিত।
অতিশয় উচ্চ বহুমণিতে জড়িত ॥ ১৮৮
হীরার কবাট তার দ্বারেতে শোভয়।
যাহা দেখি হৃদয়েতে চমৎকার হয় ॥ ১৮৯
রক্ষক তাহাতে নপুংসক নিশাচর।
সহস্র সহস্র আছে নানা-অস্ত্রধর ॥ ১৯০
বাটীর ভিতরে কত দিব্যসরোবর।
সিত রক্ত নীল পীত সরোজ সুন্দর ॥ ১৯১
নানাজাতি বৃক্ষলতা-সমূহে শোভন।
কত স্থানে আছে কত শত উপবন ॥ ১৯২
সেই ত বাটীর মধ্যে করিয়া গমন।
দেখিলেন দশানন-শয়ন-ভবন ॥ ১৯৩

কিবা সে ভবন, অধিক শোভন,
যিনি সুরপতি-পুর।
হয়্যা সযতন, কর‍্যাছে গঠন,
দেব-শিল্পী সুচতুর ॥ ১৯৪
সুবর্ণ-রচিত, অতি উচ্চ ভিত,
জড়িত রতনগণ।
গৃহের ভিতর, স্ফাটিক পাথর,
পাতিয়াছে সুচিক্কণ ॥ ১৯৫
স্তম্ভ শারি শারি, অতি মনোহারী,
সোপান সুন্দরতর।
কিবা শোভমান, উপরি বিতান,
তাহে ঝাপা থরেথর ॥ ১৯৬
পালঙ্ক সুন্দর, তাহার উপর,
তূলী অতি সুকোমল।
ছাড়িতে আলিস, বিচিত্র বালিশ,
তদুপরি অবিকল ॥ ১৯৭
সুবর্ণ-রচিত, ঘটী বাটী যত,
সম্পুট কলস ঝারী।
অধিক উজ্জ্বল, করে ঝলমল,
মণি-দীপ শারি শারি ॥ ১৯৮
অতি মনোহর, ব্যজন চামর,
কত রহে মনোলোভা।
মণির কিরণে, নাহিক সেখানে,
তিমির প্রদীপ-শোভা ॥ ১৯৯
দেখি সে ভবন, করেন ভাবন,
শ্রীমারুতি মহাশয়।
এ হেন সদন, শ্রীরঘুনন্দন,
বাসের উচিত হয় ॥ ২০০
সেই গৃহে প্রবেশিলা পবননন্দন।
নিঃশব্দ-রূপেতে করি চরণ-অর্পণ ॥ ২০১
তার মধ্যে দেখিছেন সীমন্তিনীগণ।
রতি-শ্রান্ত হয়্যা করি আছয়ে শয়ন ॥ ২০২
অমরী কিন্নরী যক্ষী গন্ধর্ব্বী মানবী।
রাক্ষসী ভুজঙ্গী আর পিশাচী দানবী ॥ ২০৩
সবে তারা স্বরূপত পরমা সুন্দরী।
অধিক তাহাতে দিব্য বস্ত্রভূষা ধরি ॥ ২০৪
সে সব রমণীগণে করি নিরীক্ষণ।
মনে মনে ভাবিছেন সমীরনন্দন ॥ ২০৫

দেখিতেছি দিব্য দিব্য অনেক কামিনী।
থাকিতে পারেন ইথে জনকনন্দিনী ॥ ২০৬
সকলেরি রূপ দেখি অতিমনোহর।
সকলেই হয় নানা গুণের আকর ॥ ২০৭
অতএব ভালমতে এই নারীগণে।
নিরীক্ষণ করিতে হইবে সযতনে ॥ ২০৮
এত ভাবি পুন অতি সশঙ্কিত-মন।
করিছেন আরবার মারুতি চিন্তন ॥ ২০৯
অথবা আমিহ করিতেছি যে সংশয়।
ইহার সম্ভব কভু হতো না পারয় ॥ ২১০
যদ্যপি হইবা সীতা এ সবার সম।
তবে কেন তাঁহারে আনিবে এ অধম ॥ ২১১
অতএব এ সকল রমণী হইতে।
হইবেন সীতা শ্রেষ্ঠ এই হয় চিতে ॥ ২১২
এত ভাবি অন্য দিকে ফিরায়্যা নয়ন।
দেখিলেন এক অতি সুন্দর আসন ॥ ২১৩
স্ফটিক মণিতে কৃত পরমচিক্কণ।
জড়িত তাহাতে কত বিচিত্র রতন ॥ ২১৪
দিব্য তুলী বিচিত্রবসনে আচ্ছাদিত।
চারিদিকে রত্নদীপ পরমশোভিত ॥ ২১৫
সেই আসনের একদিকে মনোহর।
দেখিলেন রাজযোগ্য ছত্র সুপাণ্ডর ॥ ২১৬
তাহা দেখি রাজাসন বলি মনে গণি।
সেখানে যাইতে মন কৈল কপিমণি ॥ ২১৭
তবে চারি অঙ্গুলী-প্রমাণ মূর্ত্তি ধরি।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন তাহার উপরি ॥ ২১৮
সেথা উঠি দেখিছেন রাজা লঙ্কেশ্বর।
মন্দর-গিরিতে সুপ্ত যেন করিবর ॥ ২১৯
সজল-জলদ জিনি শ্যামল-বরণ।
পরিধান তাহে পীতবরণ বসন ॥ ২২০
রতন-মুকুট দশমুণ্ডে শোভা করে।
মণির কুণ্ডল সাজে শ্রুতিপরিসরে ॥ ২২১
রক্তচন্দনেতে শোভে বিশ বাহুদণ্ড।
গৈরিকে চিত্রিত যেন শুণ্ডা সুপ্রচণ্ড ॥ ২২২
তাহে শোভা করে কত দিব্য-অলঙ্কার।
সুবিস্তীর্ণ-বক্ষঃস্থলে মুকুতার হার ॥২২৩
তার চারিদিকে আছে শয়ন করিয়া।
সহস্র রমণী নিদ্রা-আবিষ্ট হইয়া ॥ ২২৪
সেই নারীগণ-মাঝে শোভে লঙ্কেশ্বর।
করিণী-কদম্ব মাঝে যেন করিবর ॥ ২২৫
তার বামদিকে মেঘনাদের জননী।
শুতিয়াছে দেখিলেন তাঁরে কপিমণি ॥ ২২৬
সুবর্ণ-সমান-বর্ণ অতি মনোহারী।
ত্রিভুবনে কোথাও না দেখি হেন নারী ॥ ২২৭
তার রূপে আলো হইয়াছে ঘরখান।
দেখি বিস্ময়েতে ভাবিছেন হনুমান্ ॥ ২২৮
বুঝিলাম হইলেন ইহই সে সীতা।
তাঁহা বিনে হেন নাহি সুন্দরী বনিতা ॥ ২২৯
কিন্তু যদি হয় ইহ শ্রীরামের রাণী।
তবে সব পরিশ্রম বৃথা হল্য জানি ॥ ২৩০
বৃথা হল্য ইন্দ্রপুত্র-বালি-বিনাশন।
বৃথা হল্য সুগ্রীবেতে রাজ্য-সমর্পণ ॥ ২৩১
বৃথা হল্য সব বানরের আয়োজন।
বৃথা হল্য মোর এই সাগর-লঙ্ঘন ॥ ২৩২
বুঝিলাম হয়্যা অতি ভয়েতে কাতর।
জানকী ভজিয়াছেন রাজা লঙ্কেশ্বর ॥ ২৩৩
হায় এই কথা শুনি মোর রঘুবর।
কি করিবা তাহা নাহি হয় সুগোচর ॥ ২৩৪
অতএব তাঁর কাছে আমি না যাইব।
যাইয়া কিরূপে হেন কথা নিবেদিব ॥ ২৩৫
এতেক ভাবনা করি পবনসন্তান।
করিছেন মনে পুন অন্য অনুমান ॥ ২৩৬
করিতেছি আমি এই যে সব সংশয়।
ইহাতো কদাচ নাহি ঘটিতে পারয় ॥ ২৩৭
কোথা রামচন্দ্র-ভার্য্যা কোথা অন্যজন।
হইতে না পারে কোনো কালেতে মিলন ॥ ২৩৮
ত্রিভুবনে রাম-সম নাহি অন্যব্যক্তি।
তাঁর গৃহিণীর অন্যে হয় কি আসক্তি ॥ ২৩৯
আর দেখ যেন হয় রামের সৌন্দর্য্য।
তাহা হৈতে বহু অংশে এ নারী কদর্য্য ॥ ২৪০
এহ কিরূপেতে হবে সে রামের রাণী।
হইবেক রাবণেরি ভার্য্যা এই মানি ॥ ২৪১
এতেক নিশ্চয় করি পুন কপিবর।
করিছেন মনে মনে ভাবনা অপর ॥ ২৪২
করিতেছি আমিহ সম্প্রতি যেই কর্ম্ম।
ইথে নষ্ট হইতে পারয়ে সব ধর্ম্ম ॥ ২৪৩

পরনারী তাহে অবশ নিদ্রায়।
জাগিতে পারয়ে কাম দেখি এ সবায়॥ ২৪৪
অথবা না আছে কিছু ইহাতে সংশয়।
দেখিতেছি সুস্থ আছে আমার হৃদয়॥ ২৪৫
দেখিলাম যাবদীয় রাবণ-যোষিত।
কিন্তু নাহি দেখি মনে চাঞ্চল্য কিঞ্চিত॥ ২৪৬
সব ইন্দ্রিয়ের শুভ-অশুভ চেষ্টায়।
হেতু হয় মন এই সব শাস্ত্রে গায়॥ ২৪৭
সেই মন আছে মোর সুস্থির সর্ব্বথা।
ইথে নাহি হতে পারে কদাচ অন্যথা॥ ২৪৮
আর দেখ আর দেখ নারী-অন্বেষণ।
নারীর কাছেই করা হয় বিবেচন॥ ২৪৯
যে হয় সজাতি এই জগতে যাহার।
তাহারে দেখিতে পাই নিকটে তাহার॥ ২৫০
মৃগী হারাইলে অন্বেষিয়ে মৃগী-গৃহে।
কদাচিৎ নাহি দেখি ব্যাঘ্রের সমূহে॥ ২৫১
কিন্তু দেখিলাম সব অন্তঃপুরীখানি।
দেখিতে না পাইলাম কিন্তু রামরাণী॥ ২৫২
কি করিব কোথা এবে করিব গমন।
জানকী-দর্শন বিনে স্থির নহে মন॥ ২৫৩
যে হেতু ঔদাস্য করা উচিত না হয়।
[illegible] করি লোকে সব অসাধ্য সাধয়॥ ২৫৪
অতএব অন্তঃপুরে আছে যত স্থান।
পুন তাহে ভালমতে করিয়ে সন্ধান॥ ২৫৫
এত ভাবি বায়ু-সম বেগে অলক্ষিতে।
পুনর্ব্বার আরম্ভিলা সীতা অন্বেষিতে॥ ২৫৬
কোন স্থান সে পুরীতে না রহিল প্রায়।
না করিলা অন্বেষণ মারুতি যেথায়॥ ২৫৭
এইরূপে ফিরিছেন পবন-কোঙর।
হইল রজনী তবে দ্বিতীয় প্রহর॥ ২৫৮
কোনো ঠাঁই দেখিতে না পাইয়া সীতায়।
বসিলা নিরাশ হয়্যা প্রাচীরমাথায়॥ ২৫৯
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যার অনায়াস রঙ্গে।
হইলেন চিন্তা-সমুদ্র-তরঙ্গে॥ ২৬০
অতিশয় উদ্বেগেতে পাই বড় তাপ।
করিছেন মন্দ মন্দ স্বরেতে বিলাপ॥ ২৬১
হায় হায় কি হইল বিধি-বিড়ম্বন।
না পাইনু এথা আসি বৈদেহী-দর্শন॥ ২৬২
নিষ্ফল হইল কপিরাজের উদ্যম।
নিষ্ফল হইল মো-সবার সব শ্রম॥ ২৬৩
দেখিলাম সমগ্র রূপেতে এ নগরী।
কিন্তু নাহি দেখিলাম রামের সুন্দরী॥ ২৬৪
ইথে নানা মতে করি হৃদয়ে সংশয়।
কিন্তু কোনো মতে কিছু না হয় নিশ্চয়॥ ২৬৫
বুঝি আসিবার কালে স্যন্দন হইতে।
পড়্যাছেন সীতা কোনো ঠাঁই ধরণীতে॥ ২৬৬
কিম্বা উচ্চ অন্তরীক্ষ-পথে পাই ভয়।
বিদীর্ণ হইয়া গেছে তাঁহার হৃদয়॥ ২৬৭
অথবা রাবণ-রথ হইতে পড়িয়া।
গিয়াছেন সীতা সিন্ধু-সলিলে ডুবিয়া॥ ২৬৮
কিম্বা তাঁরে নিজ বশ করিতে না পারি।
দুষ্টমতি দশানন খাইয়াছে মারি॥ ২৬৯
অথবা তাঁহারে দেখি অতি মনোহারী।
নষ্ট করিয়াছে সব রাবণের নারী॥ ২৭০
কিম্বা রাম-বিরহ সহিতে নাহি পারি।
আপুনি মরিয়াছেন জনককুমারী॥ ২৭১
হায় হায় কোথা গেলা মোর ঠাকুরাণী।
তাঁরে না দেখিয়া স্থির নাহি হয় প্রাণী॥ ২৭২
এত কহি অতি দুঃখে নিমগ্ন হইয়া।
পুন কহিছেন তত্ত্বজ্ঞান বিস্মরিয়া॥ ২৭৩
যদি আমি ফিরি যাই না দেখিয়া তাঁরে।
তবে নানা বিপদ ধরিবে মো-সবারে॥ ২৭৪
মোর মুখে শুনিবা তাঁহার অনুদ্দেশ।
না জানি পাইবা কত রামচন্দ্র ক্লেশ॥ ২৭৫
যেমত তাঁহার প্রীতি জানকী-বিষয়।
ইথে ইহা শুনি তাঁর জীবনে সংশয়॥ ২৭৬
তাঁহার সে দশা দেখি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কোনোমতে ধরিতে না পারিবা জীবন॥ ২৭৭
এ সকল বার্ত্তা শুনি কৌশল্যাদি রাণী।
ভরত শত্রুঘ্ন কেহ না ধরিবা প্রাণী॥ ২৭৮
এখানেতে রামের সে দশা নিরখিয়া।
মরিবা সুগ্রীব রাজা কাতর হইয়া॥ ২৭৯
তাহা দেখি তারা রাণী জীবন তেজিবা।
মাতৃ-পিতৃ-শোকে তবে অঙ্গদ মরিবা॥ ২৮০
তবে জাম্ববান্ আর যতেক বানর।
তেজিবেক সবে নিজ নিজ কলেবর॥ ২৮১

অতএব আমি সেথা ফিরি না যাইব ।
যাই কেন সকলের সংহার করিব ॥ ২৮২
আমিও না দেখি রামে থাকিতে নারিব ।
অতএব কোনোমতে জীবন তেজিব ॥ ২৮৩
চিতা সাজাইয়া প্রবেশিব হুতাশন ।
কিম্বা সিন্ধুসলিলে করিব প্রবেশন ॥ ২৮৪
এইরূপ নানাচিন্তা-সমুদ্রে মগন ।
সুস্থ-চিত্ত নাহি হন পবননন্দন ॥ ২৮৫
হেন কালে অশোক-কাননে পক্ষিসব ।
এককালে করিয়া উঠিলা মিষ্টরব ॥ ২৮৬
তাহা শুনি সেই দিগে ফিরায়্যা নয়ন ।
নিরীক্ষণ করিলেন বিচিত্র কানন ॥ ২৮৭
তাহা দেখি করিছেন মনেতে চিন্তন ।
না কর্যাছি আমি এই স্থান অন্বেষণ ॥ ২৮৮
দেখিতেছি এই বন অতি মনোহারী ।
এখানে থাকিতে পাবে জনক-কুমারী ॥২৮৯
অতএব প্রবেশিয়া এই উপবন ।
করিতে হইবে ভাল মতে নিরীক্ষণ ॥ ২৯০
এত ভাবি ধৈর্য্য ধরি মুছি অশ্রুনীর ।
প্রবেশ করিলা সেই বনে কপিবীর ॥ ২৯১
ত্রিলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন ।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৯২

ইতি শ্রীরামরসায়নে সুন্দরকাণ্ডলীলাবর্ণনে
জানক্যন্বেষণো নাম দ্বিতীয়ঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

হনুমানের সীতাদর্শন-লাভ ।

অশোককাননগতামপি শোকপরায়ণাম্ ।
সীতাং পশ্যন্ সুখে মগ্নো বায়ুসূনুঃ প্রিয়েহস্তুনঃ

প্রবেশ করিয়া তবে সেই উপবন ।
পবননন্দন করিছেন নিরীক্ষণ ॥ ২
কিবা সেই বনের মাধুরী বিলক্ষণ ।
লক্ষ নয়নেও যার না হয় দর্শন ॥ ৩
নানামণি-বদ্ধ হয় ভূতল যাহার ।
হারযোগ্য মুক্তা যাহে বালুকাপ্রকার ॥ ৪
স্বর্ণ-রজত মণিময় বৃক্ষগণ ।
গণনা করিতে পারে তাহা কোন জন ॥ ৫
নানাজাতি আছে তাহে শ্রীঅশোকতরু ।
তরুণীর পদ-স্পর্শে যাহে পুষ্পভরু ॥ ৬
কেহ তাহে রক্ত পীত কেহ ত শ্যামল ।
মল-ধূলী বিনা তারা করে ঝলমল ॥ ৭
সুন্দর অশ্বত্থ কত অধিক বিস্তার ।
তার উপমান ত্রিজগতে নাহি আর ॥ ৮
যার স্কন্ধ শাখা হয় অত্যন্ত সবল ।
সরলসমূহ সে শোভয়ে অবিরল ॥ ৯
শিরীষ শিংশলী শমী সুমধুর সাল ।
রসাল সরল ফলে পরিপূর্ণ তাল ॥ ১০
মনোহর মুকুলে শোভয়ে সহকার ।
সহকার জগতে তুলনা দিব তার ॥ ১১
পরম সুন্দর কত চম্পক নিকর ।
করঞ্জ কেতকী কাষ্ঠমল্লিকা তগর ॥ ১২
যূথে যূথে শোভে কত নাগে কবরীর ।
রবির পূজনে শস্ত করে যাহে ধীর ॥ ১৩
শ্বেত রক্ত শোভে কত বিচিত্র কাঞ্চন ।
কাঞ্চন জিনিয়া শোভা করে বকুলগণ ॥ ১৪
কুসুমিত হয়্যা শোভে কেতকীসকল ।
সকলঙ্ক হয় নারী দেখি যার দল ॥ ১৫
দেখিছেন শ্রীমারুতি কত গন্ধরাজ ।
ধবাজয়ী গন্ধ যার অধিক বিরাজ ॥ ১৬
কমলা ছোলঙ্গ টাবা বিবিধ বাতাপী ।
তাপী জন বোধ করে যাহে সুধাবাপী ॥ ১৭
সারি সারি শোভা করে কত নারিকেল ।
কে লখিতে পারে তাহা আছে কত বেল ॥ ১৮
তার মাঝে মাঝে অতি শোভন গুবাক ।
বাক্‌পতি যার সংখ্যা করিতে অবাক ॥ ১৯
কোটি কোটি কত স্থানে শোভে কম্বরঙ্গ ।
রঙ্গণ মাধবী জবা বান্ধুলী সুরঙ্গ ॥ ২০
শ্বেত পীত নীল ঝিণ্টী কত কুরুবক ।
রব করে যাহে অলী অত্যন্ত মাদক ॥ ২১
কুসুমিত হয্যা শোভা করয়ে প্রিয়ক ।
প্রিয় করি যার রস পিয়ে ভ্রমরক ॥ ২২

* অতএব নিরখিব ইহা ভাল করি ।

যাহার গন্ধেতে মত্ত হয় মধুকর।
মধুক রয়াছে হেন কত থরেথর ॥ ২৩
যাহাতে করয়ে ভৃঙ্গ সব রবকুল।
বকুল সে শোভা করে বিকসিত-ফুল ॥ ২৪
কিবা প্রকাশয়ে তাহে পুষ্পিত আসন।
আসন বাণের করে যাহাবে মদন ॥ ২৫
বিচিত্র মাধুর্য্য ধরে কত না পলাশ।
পলা-সম হয় যার পুষ্পের প্রকাশ ॥ ২৬
সহস্র সহস্র তাহে শোভে বল্কার।
বহু বার যাহে ভৃঙ্গ করয়ে ঝঙ্কার ॥ ২৭
পুষ্পেতে উজ্জ্বল কত শ্রীনাগকেশর।
কে সরস নাহি হয় যাহে দেখি নর ॥ ২৮
শোভয়ে লবঙ্গলতা-বেষ্টিত প্রিয়াল।
প্রিয়া লয়্যা বিলাসয়ে যেন যুবজাল ॥ ২৯
সুপক্ক মধুর ফলে শোভয়ে নারঙ্গ।
না রঙ্গ বাঢ়য়ে কার দেখি তার রঙ্গ ॥ ৩০
যার পুষ্পে হয় অতি সুশোভিত মাল।
তমাল শোভয়ে হেন কত ভাল ভাল ॥ ৩১
সেই বনে আছে কত বিবিধ কুরঙ্গ।
কু-রঙ্গ-লেশেতে যুক্ত নহে যার অঙ্গ ॥ ৩২
বিহঙ্গম আছে তাহে বিবিধপ্রকার।
যার তাহে দেখি নাহি হয় চমৎকার ॥ ৩৩
কেও কেও করে কত মধুর-বিসর।
পঞ্চম নিনাদ করে কোকিল-নিকর ॥ ৩৪
শাখিশাখা উপরি বসিয়া সারি সারি।
শারী শুক নানা শব্দ করে মনোহারী ॥ ৩৫
মধুপানে মত্ত হয়্যা কত মধুকর।
করয়ে সুস্বরে গান বৃক্ষের উপর ॥ ৩৬
আর কত আছে তাহে কৃত্রিম ভূধর।
বর্ণা-বক্ষের শোভা যাহে বহুতর ॥ ৩৭
দেখিলেন কত শত তটিনী কল্পিত।
নীল সিত রক্ত পদ্ম তাহে বিরাজিত ॥ ৩৮
[illegible]-দূত করি সে বন বীক্ষণ।
[illegible] হইলেন সবিস্ময়-মন ॥ ৩৯
সেই বন-মাঝে তবে এক স্থানেতে।
দেখিলা শিংশপাতরু কপি মহাশয় ॥ ৪০
সেই তরু অতি উচ্চ অত্যন্ত-বিস্তার।
[illegible]-পত্র-পল্লবেতে পূর্ণ পরিসর ॥ ৪১

তাহার তলেতে শুনি লোকের নিস্বন।
গুপ্তভাবে সেখানেতে করিলা গমন ॥ ৪২
সেইত শিংশপা-বৃক্ষ-উপরি চঢ়িয়া।
দেখিছেন চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া ॥ ৪৩
তবে সেই বৃক্ষমূলে করেন দর্শন।
সহস্র সহস্র ঘোর নিশাচরীগণ ॥ ৪৪
কেহ দীর্ঘ কেহ হ্রস্ব অত্যন্ত বামন।
কেহ স্থূল কেহ কৃশ বিকট-দর্শন ॥ ৪৫
কেহ অতিশয় কৃষ্ণ কেহ ত পিঙ্গলা।
বিবিধ-রমণী কেহ কেহ ত ধূমলা ॥ ৪৬
অকেশা পিঙ্গলাকেশা অরুণ-কেশিকা।
স্থূলকেশা শুক্লকেশা হ্রস্বকুন্তলিকা ॥ ৪৭
শঙ্কুকর্ণী লম্বকর্ণী ত্রিকর্ণা অকর্ণী।
স্থূলকর্ণা এককর্ণী অতি-দীর্ঘকর্ণা ॥ ৪৮
একাক্ষী বিড়ালচক্ষু বিকটলোচনা।
পিঙ্গলাক্ষী কূপচক্ষু জ্বলিত-নয়না ॥ ৪৯
অতি উচ্চকপালিকা নিম্নকপালিকা।
স্থূলনাসা হ্রস্বনাসা আর অনাসিকা ॥ ৫০
হস্তিমুখী অশ্বমুখী কুম্ভীরবদনা।
ব্যাঘ্রমুখী শূচীমুখী বরাহ-আননা ॥ ৫১
কর্ণান্ত-পর্য্যন্ত কারো মুখ বিস্তারিত।
কৃষ্ণ-ওষ্ঠী লম্ব-ওষ্ঠী ওষ্ঠ-বিবর্জ্জিত ॥ ৫২
দীর্ঘদন্তা বক্রদন্তা ব্যাঘ্র-দশনিকা।
দীর্ঘকণ্ঠী সূক্ষ্মকণ্ঠী কেহ অকণ্ঠিকা ॥ ৫৩
স্থূলভুজা সূক্ষ্মভুজা কেহ দীর্ঘকরা।
শূর্পনখা দীর্ঘনখা প্রচণ্ডনখরা ॥ ৫৪
কেহ স্থূলস্তনী কেহ লম্ব-পয়োধরা।
দীর্ঘোদরী কেহ কেহ গভীর-জঠরা ॥ ৫৫
এক দুই তিন চারি পঞ্চচরণিকা।
স্থূলজঙ্ঘা দীর্ঘজঙ্ঘা কৃশ-জঘনিকা ॥ ৫৬
অসিধরা শূলকরা মুদ্গরধারিণী।
ছোরা-ছুরি-শক্তিধারী খর্পর-বাহিনী ॥ ৫৭
মদ্য মাংস বসা-রক্ত করিছে ভোজন।
দেখিলেন কপি সেই নিশাচরীগণ ॥ ৫৮
সেই তত নিশাচরী-সমূহ-মাঝারে।
নিরীক্ষণ করিছেন পরে শ্রীসীতারে ॥ ৫৯
কিবা সে জনকসুতা, অতিশয় দুঃখযুতা,
নিশাচরী-সমূহভিতরে।

যেমত পালক-হীন, হইয়া হরিণী দীন,
থাকে ব্যাঘ্রী-সংহতি-অন্তরে ॥ ৬০
শ্রীরাম-বিরহানলে, নিরন্তর দেহ জ্বলে,
ক্ষণকাল স্বাস্থ্য নাহি চিতে।
জল বিনে যেন মীন, হয় অতিশয় ক্ষীণ,
তেন পড়ি আছেন ভূমিতে ॥ ৬১
কৃষ্ণপক্ষ-চতুর্দ্দশী, শুক্লপ্রতিপদ-শশী,
জিনি অতি কৃশ কলেবর।
যেন ধূলীচ্ছন্ন ভানু, মলাতে ধূসর তনু,
তভু প্রকাশয়ে বহুতর ॥ ৬২
চিন্তাতে মলিন মুখ, ক্ষণকাল নাহি সুখ
নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘনেঘন।
সদা বহে অশ্রুজল, তাহে মুখ শতদল,
ভাসি যায় নহে সম্বরণ ॥ ৬৩
কর্যাছেন ঠাকুরাণী, কেশে এক মাত্র বেণী,
তাহাতেও শোভা অতিশয়।
ধূলীতে অত্যন্ত ম্লান, এক মাত্র পরিধান
তারো শোভা বর্ণন না হয় ॥ ৬৪
অঙ্গে নাহি অলঙ্কার, নাহি বেশ পরিষ্কার,
না করেন আপন যতন।
নিরবধি একান্তরে, ভাবিছেন রঘুবরে,
না করেন আপন চিন্তন ॥ ৬৫
হেন মতে জানকীরে করি নিরীক্ষণ।
করিছেন শ্রীমারুতি হৃদয়ে ভাবন ॥ ৬৬
একি একি একি নারী সুন্দরী এমন।
ত্রিজগতে না দেখি না কারিযে শ্রবণ ॥ ৬৭
নাহি কোনো বেশ নাহি কোনো অলঙ্কার।
সহজ রূপেই তভু করে চমৎকার ॥ ৬৮
কিবা দেখি সমুজ্জ্বল অঙ্গের বরণ।
যা দেখি কুন্দন স্বর্ণে ঘৃণা করে মন ॥ ৬৯
কিবা দেখি চরণের শোভা অতিশয়।
অরুণ কমল যার তুল্য নাহি হয় ॥ ৭০
তাহে কিবা অঙ্গুলিতে দশ নখ সাজে।
যাহা নিরীক্ষণ করি চন্দ্র মরে লাজে ॥ ৭১
কিবা জঙ্ঘা কিবা উরু কিবা মাঝাখানি।
কিবা বুক কিবা দুই বাহু কিবা পাণি ॥ ৭২
মুখের তুলনা স্থান দেখা নাহি যায়।
শশাঙ্ক কলঙ্কী পদ্ম মলিন নিশায় ॥ ৭৩
কিবা ওষ্ঠ কিবা নাসা কিবা এ লোচন।
দেখি স্বর্গ-নারীতে ধিক্কার করে মন ॥ ৭৪
দেখিলাম মন্দোদরী ধন্যা ত্রিলোকীতে।
সেহ কোটি গুণে ন্যূন ইঁহার হইতে ॥ ৭৫
অতএব মনে এই অনুমান করি।
হইবেন ইঁহ বুঝি রামের সুন্দরী ॥ ৭৬
যে রূপ ইহাঁর দেখি অঙ্গের লাবণী।
রাম বিনে অন্যে নাহি সাজে এ রমণী ॥ ৭৭
রূপ গুণ বয়সাদি সবে অনুমান।
রাম-যোগ্য ইঁহ যোগ্যা ইঁহার সে রাম ॥ ৭৮
দেখিয়াছিলাম রাবণের রথে যায়।
সে নারীর তুল্য রূপ দেখিয়ে ইহায় ॥ ৭৯
পাইয়াছিলাম সেথা যে সব ভূষণ।
ইহাঁর অঙ্গেতে তাহা না হয় দর্শন ॥ ৮০
কিন্তু সেই অলঙ্কার পরিধান চিন।
ইহাঁর কোমল অঙ্গে দেখি ভিন ভিন ॥ ৮১
পায়্যাছিলুঁ সেথা যেন উত্তরীয় বাস।
তেন এই পরিধান-বসন প্রকাশ ॥ ৮২
এ সব কারণ দেখি এই চিন্তা করি।
হইবেন ইঁহ মোর প্রভুর সুন্দরী ॥ ৮৩
কিন্তু তভু মনে নাহি ছাড়য়ে সংশয়।
বহু রত্নযুক্ত এই ভূমণ্ডল হয় ॥ ৮৪
যদি অনুকূল হয়্যা কোনমতে বিধি।
এ শঙ্কা ঘুচায় তবে পাই সুখ-নিধি ॥ ৮৫
এইরূপ নানামতে পবননন্দন।
আপনার হৃদয়েতে করেন চিন্তন ॥ ৮৬
হেনকালে শ্রীজানকী দুঃখিত-অন্তরে।
হা রাম হা রাম বলি ডাকিলা সুস্বরে ॥ ৮৭
সে বাক্য শ্রবণ করি পবননন্দন।
হইলেন মহাসুখ-সাগরে মগন ॥ ৮৮
পুলকিত হলা অঙ্গ সজল নয়ন।
পুনর্ব্বার করিছেন হৃদয়ে চিন্তন ॥ ৮৯
হইল হইল এবে শঙ্কাসব চূর্ণ।
হইল হইল মোর মনোরথ পূর্ণ ॥ ৯০
সফল হইল সুগ্রীবের আয়োজন।
সফল হইল মোর সাগর-লঙ্ঘন ॥ ৯১
বুঝিলাম হইলেন ইঁহই নিশ্চয়।
শ্রীরামের প্রিয়া সীতা নাহিক সংশয় ॥ ৯২

যদি না হইত হেন ইহার সৌন্দর্য্য ।
তবে না হতেন তেন দুঃখী রঘুবর্য্য ॥ ৯৩
যোগ্য বটে যোগ্য বটে বিরহে ইহার ।
শ্রীরামচন্দ্রেতে হেন মোহাদি বিকার ॥ ৯৪
করেন দুঃসাধ্য কর্ম্ম প্রভু রঘুমণি ।
বাঁচেন ক্ষণেক যে না দেখি এ রমণী ॥ ৯৫
বালীরে যে বধিলেন ইহার লাগিয়া ।
সেহো অতি যোগ্য হয় দেখিলে ভাবিয়া ॥
বালী কোন ছার যদি নাশেন ভুবনে ।
কোন জন তাঁহাকেই মন্দ বলি গণে ॥ ৯৭
ইহেন জানকী সেই শ্রীরাম-বিচ্ছেদে ।
পাইয়াছেন অত্যন্ত দুর্দশা মহাখেদে ॥ ৯৮
মলিন হয়াছে অঙ্গ [illegible] শোভা পায় ।
ধূলিতে আচ্ছন্ন যেন শশিকলা ভায় ॥ ৯৯
হয়াছেন এবে বড় চিন্তায় বিকল ।
[illegible] অধোমুখে নেত্রেতে [illegible] ॥ ১০০
দেখিলে ইহার চিত্তে উদ্বেগ যেমন ।
[illegible] কিরূপে [illegible]
[illegible] অন্যথা হয় দৈবের ঘটনা ।
[illegible] জানকী পান অনেক যন্ত্রণা ॥ ১০২
দশরথ-নৃপ বধূ জনকনন্দিনী ।
এ দুঃখ পাইতে যোগ্য কি রাম-গৃহিণী ॥ ১০৩
[illegible] দেখিয়া ইহার হেন ক্লেশ ।
বিদীর্ণ হইছে যেন মোর বক্ষোদেশ ॥ ১০৪
এখন হইবা পুন অনুকূল বিধি ।
জানকী তরিবা যাহে দুঃখ-জলনিধি ॥ ১০৫
এতেক ভাবনা করি পবন-কুমার ।
করিছেন হৃদয়ে ভাবনা পুন আর ॥ ১০৬
জানকীর রীতি দেখি হইল নিশ্চয় ।
কেবল শ্রীরাম-নিষ্ঠ ইহার হৃদয় ॥ ১০৭
কিরূপে রাবণ-সঙ্গে হয় সম্ভাষণ ।
তাহা জানিবারে অভিলাষ করে মন ॥ ১০৮
তাহা সিদ্ধ হয় যদি কোনহ প্রকারে ।
তবে ভাল হয় রাম আগে কহিবারে ॥ ১০৯
এইরূপ ভাবিছেন সমীর-সন্তান ।
তৃতীয় প্রহর নিশা করিল পয়াণ ॥ ১১০
তবে দিব্য নহবৎ লঙ্কায় বাজিল ।
তাহা শুনি দশানন জাগিয়া উঠিল ॥ ১১১

সীতারে স্মরণ করি মদনে মোহিত ।
যাইতে তাঁহার কাছে করিলেক চিত ॥ ১১২
তবে উঠি নারীগণে করিয়া আহ্বান ।
অশোক-কানন-মুখে করিলা প্রস্থান ॥ ১১৩
তাহার সঙ্গেতে যায় অনেক সুন্দরী ।
গন্ধর্ব্ব অসুর সুর নারী বিদ্যাধরী ॥ ১১৪
সুগন্ধ তৈলেতে অভিষিক্ত বহুতর ।
জ্বালিলা রমণীগণ দীপক বিস্তর ॥ ১১৫
কেহ নিল চামর ব্যজন পরিপাটী ।
কেহ কেহ লইলেন সম্পুট ভৃঙ্গার ॥ ১১৬
যবে প্রবেশিলা রাজা সেই ত কানন ।
শুনিলা মারুতি নারী-কিঙ্কিণী-নিস্বন ॥ ১১৭
তাহা শুনি চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ।
দেখিলেন দশাননে অগ্রেতে আসিতে ॥ ১১৮
তাহা দেখি করিছেন মনেতে চিন্তন ।
একি বিধি মনোরথ করিল পূরণ ॥ ১১৯
কিন্তু ভাল মতে লুকাইতে এবে হবে ।
যদি দেখে দশানন বিঘ্ন হবে তবে ॥ ১২০
এত ভাবি ঘনপত্র এক শাখামাঝ ।
লুকাইয়া রহিলেন হয় কপিরাজ ॥ ১২১
তবে দশানন নারী সঙ্গে বেষ্টিত ।
জানকীর আগে আসি হলা উপস্থিত ॥ ১২২
তারে দেখি অতি ভীত জনকনন্দিনী ।
বিকট ব্যাঘ্রেরে দেখি যেমত হরিণী ॥ ১২৩
ভূতলে শয়ন ত্যজি বসিলা উঠিয়া ।
উরুতে জঠর ভুজে কুচেরে ঢাকিয়া ॥ ১২৪
তবে নিকটেতে আসি বসি দশানন ।
জানকীরে কহিতে লাগিলা কুবচন ॥ ১২৫
কহ কহ ও সুন্দরি তুমি কি কারণ ।
করিয়া রয়্যাছ ভূমিতলেতে শয়ন ॥ ১২৬
অশ্রুজলে আর্দ্র দেখি তোমার বদন ।
মোরে দেখি হইতেছ কেন ভীতমন ॥ ১২৭
আমি হই তব বশ ভৃত্যের সমান ।
আমারে দেখিয়া কেন হয় ভয়ভান ॥ ১২৮
অন্য পুরুষের এথা নাহি সমাগতি ।
তবে অকারণে কেন হও ভীতমতি ॥ ১২৯
সুস্থ-চিত হয়্যা অশ্রু সম্মার্জ্জন করি ।
কটাক্ষ নিক্ষেপ কর আমার উপরি ॥ ১৩০

আসিয়াছ বহুদিন ভবনে আমার।
কিন্তু না চাহিলে মোর পানে একবার ॥ ১৩১
আমিহ তোমার রূপে অত্যন্ত মোহিত।
তাহে সদা মদনের বাণেতে পীড়িত ॥ ১৩২
সম্প্রতি সে দুঃখ আর না পারি সহিতে।
আসিয়াছি তব পাশে আশা করি চিতে ॥১৩৩
তুমিহ সদয় হয়্যা করহ প্রসাদ।
বাক্য-সুধা পিযাইয়া হরহ বিসাদ ॥ ১৩৪
একে মদনের বাণে সদা পোড়ে চিত।
তব দুঃখ দেখি পুন অধিক পীড়িত ॥ ১৩৫
এ দিব্য কেশেতে তব বেণী এক মাত্র।
দেখি তুষানলে দহিতেছে মোর গাত্র ॥ ১৩৬
সুন্দর ললাটে তব না দেখি সিন্দুর।
মোর মন হইতেছে অতি দুঃখাতুর ॥ ১৩৭
নয়নে না দেখি তব কজ্জলের দাগ।
আহা মরি ওষ্ঠে নাহি তাম্বূলের রাগ ॥ ১৩৮
উদ্বর্ত্তন বিনে অঙ্গ হয়্যাছে মলিন।
মৃগমদ-চিত্র বিনে স্তন শোভাহীন ॥ ১৩৯
দিব্য বস্ত্র বিনে নাহি অঙ্গের মাধুরী।
চরণে যাবক না দেখিয়া সদা ঝুরি ॥ ১৪০
কোনো অঙ্গে নাহি তব যোগ্য অলঙ্কার।
ইহা দেখিবারে শক্তি হয় কি আমার ॥ ১৪১
শুনিয়াছি চেটী মুখে না কর ভোজন।
উচিত না হয় তব এ সব করণ ॥ ১৪২
আজ্ঞা কর মোরে ডাকাইয়া দাসীগণ।
করাই তোমার অঙ্গ-মলার মার্জ্জন ॥ ১৪৩
করুক সকল দাসী তোমার চিকুরে।
দিব্য বেশ যাহা দেখি দুঃখ যায় দূরে ॥ ১৪৪
সিন্দূরের বিন্দু দেহ ললাট উপরে।
যাহা দেখি অরুণ মজিবে লজ্জাভরে ॥ ১৪৫
সীমন্ত উপরি দেহ সিঁথি মুক্তাময়।
সাজিবে জলদ কাছে যেন বকচয় ॥ ১৪৬
নয়নে কজ্জল-রেখা কর সমর্পণ।
যাহা দেখি লজ্জা পাবে মধুকরগণ ॥ ১৪৭
নাসিকাতে দেহ মুক্তাময় আভরণ।
স্বর্ণ-তিলপুষ্প-আগে যেন জলকণ ॥ ১৪৮
শ্রবণ-যুগলে দেহ মণির কুণ্ডল।
চন্দ্র-দুইপাশে যেন নক্ষত্রযুগল ॥ ১৪৯

মৃগমদে চিত্র কর তব পয়োধরে।
যেন মহোৎসবে করি-কুম্ভোপরি করে ॥ ১৫০
তাহার উপরি দেহ দিব্য মুক্তামাল।
কাঞ্চনগিরিতে যেন রাজহংসজাল ॥ ১৫১
রতন-পদক দেহ আর তদুপর।
উদয়-পর্ব্বতে যেন পূর্ণ শশধর ॥ ১৫২
ভুজেরে সাজাহ দিয়া বলয় কঙ্কণে।
কল্পলতা যেন নানা মণি-আভরণে ॥ ১৫৩
নিতম্বেতে যত্ন করি পরাহ বসন।
তদুপরি কর স্বর্ণ-কিঙ্কিণী বন্ধন ॥ ১৫৪
চরণে যাবক দিয়া পরাহ নূপুর।
পাশুলী পঞ্চমপাতা বাজুক মধুর ॥ ১৫৫
অঙ্গেতে লেপন কর অগুরু চন্দন।
কণ্ঠে কেশে কর পুষ্পমাল্য সমর্পণ ॥ ১৫৬
তুমি চতুর্ব্বিধ অন্ন করিয়া ভোজন।
কর মোর শয়ন-ভবনে পদার্পণ ॥ ১৫৭
এমন কোমল অঙ্গে ভূতলে শয়ন।
নাহি সাজে কোনোমতে তোহে একক্ষণ ॥১৫৮
বিচিত্র পালঙ্কোপরি বসি মোর সঙ্গে।
অবিরত বিলাস করহ বহু রঙ্গে ॥ ১৫৯
নৃত্য গীত বাদ্য করি কর মধু পান।
কেন বৃথা কালক্ষেপ কর অনিদান ॥ ১৬০
মনোহর এই তব বয়স যৌবন।
চন্দ্রমুখি করিতেছে বৃথাই গমন ॥ ১৬১
এহত যৌবন বহু দিন নাহি রয়।
সফল করহ ইহা ভুঞ্জিয়া বিষয় ॥ ১৬২
আছে মোর অনেক সহস্র সীমন্তিনী।
হও তুমি তার মধ্যে প্রধান গৃহিণী ॥ ১৬৩
রূপের তুলনা তব না দেখি সংসারে।
তুমি বিনে অন্য রাণী সাজে না আমারে ॥১৬৪
যে অঙ্গে তোমার মোর পড়িছে নয়ন।
তাহা হৈতে করিতে না পারি আকর্ষণ ॥ ১৬৫
অতএব আমি বশ হইলুঁ তোমার।
কৃপা করি তুমি হও মহিষী আমার ॥ ১৬৬
কুবের না করিয়াছে যাহা নিরীক্ষণ।
হেন রত্ন সব তোহে করিব অর্পণ ॥ ১৬৭
আমি আর আছে যেই রাজত্ব আমার।
এ সকল নিতান্ত জানিহ আপনার ॥ ১৬৮

তোমার পিরীতি লাগি জিনি বহু স্থান।
করিব তোমার পিতা জনকে প্রদান ॥ ১৬৯
যারে ইচ্ছা হয় যাহা করিতে অর্পণ।
কহ তাহা এইক্ষণে করি বিতরণ ॥ ১৭০
আর যে বাসনা হয় কহ তাহা করি।
ভজহ আমারে তুমি সুখেতে সুন্দরি ॥ ১৭১
রাবণবচন শুনি পবননন্দন।
সংশয়-প্রচণ্ডবাতে আন্দোলিতমন ॥ ১৭২
না জানি কিরূপ কথা কন ঠাকুরাণী।
এই শঙ্কাযুক্তচিত্ত স্থির নহে প্রাণী ॥ ১৭৩
এত শুনি রাবণের কদর্য্য বচন।
হইল সীতার মনে ক্রোধ উদ্দীপন ॥ ১৭৪
কিন্তু তাহা প্রযত্নেতে করি সম্বরণ।
পশ্চাৎ করিয়া বসি কহেন বচন ॥ ১৭৫
শুন শুন নিশাচরপতি দশানন।
দ্বেষ-ভাব ছাড়ি শুন আমার বচন ॥ ১৭৬
বীর্য্য পরাক্রম শৌর্য্য ঐশ্বর্য্যেতে করি।
হও তুমি খ্যাতি প্রাপ্ত ভুবনভিতরি ॥ ১৭৭
তোমার উচিত নহে অধর্ম্মে আশয়।
যাহা হৈতে সবলোকেতে অখ্যাতি করয় ॥ ১৭৮
অতএব স্থির কর আপন হৃদয়।
পরের নারীতে কভু না কর আশয় ॥ ১৭৯
যেমন তোমার নারী পরের তেমন।
ইহা ভাবি কর পর-নারীরে পালন ॥ ১৮০
দৌরাত্ম্য না কর কভু তাদের উপরি।
যাহা হৈতে যাতে হয় নরক ভিতরি ॥ ১৮১
ইহলোকে অপযশ পরেতে নরক।
হেন কর্ম্ম করে কেবা হয়্যা বিবেচক ॥ ১৮২
বুঝি এ নগরে নাহি আছে সাধুজন।
থাকিলে করিত তোহে অবশ্য বারণ ॥ ১৮৩
কিম্বা তুমি নাহি কর সাধুর সঙ্গতি।
তাহা হল্যে হবে কেন এমত কুমতি ॥ ১৮৪
যাহ যাহ সাধুজনে করি জিজ্ঞাসন।
যাহে ভাল হয় তাহা কর আচরণ ॥ ১৮৫
যদি নাহি ছাড় তুমি আমাতে আগ্রহ।
বুঝি তোমা প্রতি প্রতিকূল সব গ্রহ ॥ ১৮৬
এখনো তোমার প্রতি কহি আমি হিত।
শ্রীরামচন্দ্রেরে তুমি কর গিয়া মিত ॥ ১৮৭
মোরে লয়্যা দাও গিয়া তাঁহার চরণে।
যদি লঙ্কা রাখিবারে ইচ্ছা থাকে মনে ॥ ১৮৮
তিঁহ হন অতিশয় করুণা-নিধান।
করিবেন দোষ ক্ষমি অভয় প্রদান ॥ ১৮৯
যে লোভ দেখাও তুমি মোরে বার বার।
এ কেবল বীজ-রোপ উষর-মাঝার ॥ ১৯০
দেখাইছ আপন ঐশ্বর্য্য আর ধন।
আমি করি তৃণ বলি এ সব গণন ॥ ১৯১
যে ঐশ্বর্য্য দেখাইছ মোর বরাবরে।
হেন কত আছে রাম চরণ-নখরে ॥ ১৯২
আর শুন পতিব্রতা হয় যে যুবতী।
সে কি ধন-লোভে ছাড়ে আপনার পতি ॥ ১৯৩
দুঃশীল দুর্ভাগ্য রোগী মূর্খ বা অকিঞ্চন।
যে হকু সে হকু পতি সতীর জীবন ॥ ১৯৪
তাহে সর্ব্ব গুণেতে ভূষিত রঘুমণি।
আমিহ অনন্যগতি তাঁহার ঘরণী ॥ ১৯৫
ইথে তুমি অন্য মত যে কর ভাবনা।
সে সকল শশশৃঙ্গ খপুষ্প দর্শন ॥ ১৯৬
অতএব তোহে কহি তেজিয়া দুরাশ।
পাঠাইয়া দাও মোরে শ্রীরামের পাশ ॥ ১৯৭
অন্যথা হইবে তব মহা অমঙ্গল।
কেন সবান্ধবে ধনে মজহ নিষ্ফল ॥ ১৯৮
জানকীর মুখে শুনি এ সব বচন।
আনন্দে মগন মনে কপিমণি কন ॥ ১৯৯
ভাল ভাল ভাল মোর মাতা ঠাকুরাণী।
বাঁচাইলে নিজ দাসে শুনায়্যা এ বাণী ॥ ২০০
যদি তুমি না হইবে হেন গুণবতী।
তবে কেন এত বশ হবে রঘুপতি ॥ ২০১
শুনি জানকীর বাণী দুষ্ট দশানন।
কহিতে লাগিল করি গর্ব্ব প্রকাশন ॥ ২০২
জানকি তোমারে দেখি বড় মন্দমতি।
আত্ম-হিতাহিত নাহি কর অবগতি ॥ ২০৩
কোথা ত্রিলোকীর পতি আমি দশানন।
কোথা রাম বলহীন তপস্বী নির্দ্ধন ॥ ২০৪
আমারে ছাড়িয়া তব রামে এই ভক্তি।
চিন্তামণি তেজি যেন শুক্তিতে আসক্তি ॥ ২০৫
স্বর্ণময় নগরেতে আমার বসতি।
বনে পত্র-কুটীরেতে থাকে তব পতি ॥ ২০৬

মোর চতুরঙ্গ সৈন্য গণা নাহি যায়।
একজন নাহি আছে তাহার সহায় ॥ ২০৭
দেবতা-দুর্লভ বস্ত্র মোর ভৃত্যে পরে।
তব পতি বৃক্ষের বাকল অঙ্গে ধরে ॥ ২০৮
মোর দাস দাসী পরে যে সব ভূষণ।
তব পতি কভু তাহা না পায় দর্শন ॥ ২০৯
ইন্দ্রের দুর্ল্লভ দ্রব্য মোর ভৃত্য খায়।
রাম ফল মূল খাই দিবস গোঁয়ায় ॥ ২১০
মোর যত শয্যা আদি গৃহোপকরণ।
তাহা কভু রাম নাহি কর্য্যাছে শ্রবণ ॥ ২১১
হেন মোরে তেজি তুমি কোন বিবেচনে।
ভজ রামে তাহা স্থির নাহি হয় মনে ॥ ২১২
আর শুন সেহ রাম ভোজন-বিপাকে।
এত দিন জীবনেতে থাকে বা না থাকে ॥২১৩
যদি বা বাঁচিয়া থাকে কোনহ প্রকারে।
আসিবেক কিরূপেতে এ পুরী-মাঝারে ॥ ২১৪
শতেক যোজন সিন্ধু জলের অন্তরে।
মোর এই লঙ্কাপুরী নাহি জানে নরে ॥ ২১৫
যদি বা জানয়ে কেহ আসিবে কি করি।
দেবতা না পারে প্রবেশিতে এ নগরী ॥ ২১৬
যদি বা কোনহ মতে হয় সিন্ধুপার।
তভু তোহে লইবারে সাধ্য হয় কার ॥ ২১৭
আছয়ে আমার পুরে হেন কত বীর।
যাহাদের রণে ইন্দ্র হত্যে নারে স্থির ॥ ২১৮
আপন বিক্রম কথা কহা অনুচিত।
তভু কিছু কহি তব জন্মাত্যে প্রতীত ॥ ২১৯
ইন্দ্রের অশনি ঠেকি এই বক্ষস্থলে।
ভগ্নধার হয়্যা পড্যাছিলা ভূমিতলে ॥ ২২০
শমনের দণ্ড দেখি আমার প্রতাপ।
তার হস্ত হত্যে খসি পড়ে ছাড়ি দাপ ॥ ২২১
বরুণের পাশ মোর নিকটে আসিয়া।
হুঙ্কারে কাতর হয়্যা পলায় ফিরিয়া ॥ ২২২
কুবেরের গদা মোর অঙ্গ-স্পর্শভয়ে।
আমার নিকটে নাহি আসিতে পারয়ে ॥ ২২৩
অন্য আর দেবগণে না করি গণন।
কোন ছার হয় তাহে দৈত্য-নাগগণ ॥ ২২৪
হেন মোরে ক্ষুদ্র নর রাম করি জয়।
লইয়া যাইবে তোহে একি মনে লয় ॥ ২২৫

শত কোটি রাম যদি আইসে মিলিয়া।
তভু না পারিবে তোহে লইতে জিনিয়া ॥২২৬
অতএব আশ ছাড়ি তুমি সেই রামে।
ভজহ আমারে পূর্ণ কর মনস্কামে ॥ ২২৭
অপর পুরুষ বলি না কর সংশয়।
আমাদের এই ধর্ম্ম শাস্ত্র-সিদ্ধ হয় ॥ ২২৮
বল ছল করি মোরা হরি আনি যারে।
সেই হয় আমাদের গৃহিণী বিচারে ॥ ২২৯
অতএব কোনহ সন্দেহ নাহি করি।
হও তুমি আমার রমণী পট্টেশ্বরী ॥ ২৩০
শুনি রাবণের কথা পবননন্দন।
ভাবেন অধিক ক্রোধে পরিপূর্ণ-মন ॥ ২৩১
কহিতেছে যেই দুষ্ট কথা দশানন।
দিতাম উচিত ফল ইহার এক্ষণ ॥ ২৩২
কিন্তু হয় হৃদয়েতে বিবিধ সংশয়।
এই লাগি হেন কথা সহিবারে হয় ॥ ২৩৩
কি জানি আগতি মোর পাইলে প্রকাশ।
শ্রীরামচন্দ্রের হয় এই কার্য্য নাশ ॥ ২৩৪
এই ভাবি সহিলাম নিশা আজিকার।
কল্য দেখাইব ফল কিঞ্চিৎ ইহার ॥ ২৩৫
শ্রীজানকী শুনি তবে রাবণ-বচন।
পুনর্ব্বার কহিছেন ক্রোধে পূর্ণ-মন ॥ ২৩৬
ওরে দুষ্ট দুরাগ্রহ দশ-শির-ধর।
বুঝিলাম বট তুমি বড়ই বর্ব্বর ॥ ২৩৭
বৈভব কিঞ্চিৎ পাই বিধির বরেতে।
কোশলাপতির কক্ষ্যা কর কিরূপেতে ॥ ২৩৮
দুরাশয় দৌরাত্ম্যে পাইয়া দিব্য পদ।
আগেতে না দেখ তুমি আপন আপদ ॥ ২৩৯
স্বর্ণময় নগরের করহ গরব।
হইবেক ছারখার তোমার এ সব ॥ ২৪০
সংখ্যাশূন্য আছে সৈন্য ইহা সত্য হয়।
রামশরানলে কিন্তু হবে ভস্মময় ॥ ২৪১
সাহস করহ সদা সাগরের জল।
রামকোপ-কটাক্ষেতে শোষিবে সকল ॥ ২৪২
নাহি কর বীরের বড়াই অতিশয়।
পাইয়াছি তোমাতেই সব পরিচয় ॥ ২৪৩
যদ্যপি থাকিত বীর্য্য বিক্রম তোমায়।
তবে কেন চুরি করি আনিবে আমায় ॥ ২৪৪

আশ্রমে থাকিতে তাঁরা পারিতে আনিতে।
পারিতাম তবে তব বিক্রম বুঝিতে ॥ ২৪৫
সাক্ষাতে যাইতে যার চিতে হয় ভীত।
অসাক্ষাতে তার নিন্দা করা অনুচিত ॥ ২৪৬
ত্রিলোকবিজয়ী মোর স্বামী রঘুপতি।
তুমি তাঁর আগে কোন্ ছার ক্ষুদ্রমতি ॥ ২৪৭
তাঁরে কক্ষা কর তুমি একি সহ্য হয়।
তোমাতে তাঁহাতে বৈলক্ষণ্য অতিশয় ॥ ২৪৮
তুমি গ্রামসিংহ তিঁহ হয়েন কেশরী।
শশক তুমিহ তিঁহ ঐরাবত করী ॥ ২৪৯
তুমিহ মশক তিঁহ বিনতা-নন্দন।
খদ্যোত তুমিহ তিঁহ মধ্যাহ্ন-তপন ॥ ২৫০
তুমিহ কর্কর তিঁহ হন চিন্তামণি।
এরণ্ড তুমিহ তাঁরে কল্পতরু ভণি ॥ ২৫১
ক্ষারগর্ভ তুমি তিঁহ অমৃতবারিধি।
শুদ্ৰ তারা হও তুমি তিঁহ সুধানিধি ॥ ২৫২
কর্মনাশাজল তুমি তিঁহ গঙ্গাজল।
তুমি দগ্ধলোষ্ট্র তিঁহ হন স্বর্ণাচল ॥ ২৫৩
তুমিহ চণ্ডাল তিঁহ হন দেবগুরু।
চণ্ডালের বিপ্র তুমি শ্রীরাম অগুরু ॥ ২৫৪
যেন তুমি তেন তাঁর করহ নিন্দন।
অতি অনুচিত ইহা না হয় সহন ॥ ২৫৫
যাবৎ যাবৎ তাঁর দেখা নাহি হয়।
দেখা হইলেই পাবে নিজ পরিচয় ॥ ২৫৬
যখন রামের শরে সবংশে মরিবে।
তখন আমার কথা স্মরণ হইবে ॥ ২৫৭
কহিতেছ দুষ্ট তুমি পরস্ত্রী-হরণ।
রাক্ষসের শাস্ত্র-সিদ্ধ হয় আচরণ ॥ ২৫৮
মনে দুষ্ট এমত বিষয়ে তাহা নয়।
অনূঢ়া কন্যার প্রতি সেই শাস্ত্র হয় ॥ ২৫৯
নিন্দিত সকল শাস্ত্রে পরস্ত্রী-হরণ।
আয়ু-ধন-হানিকর নরককারণ ॥ ২৬০
বিশেষতঃ সতী নারী প্রতি দুরাশয়।
তৎক্ষণাৎ করে অমঙ্গল অতিশয় ॥ ২৬১
ইথে মোরে দুষ্ট কথা কহিতেছ যায়।
সে তোর রসনা কেন খসি নাহি যায় ॥ ২৬২
মোর পানে যে নয়নে চাহ দুষ্ট-মনে।
এখনো না পড়ে তাহা খসি কি কারণে ॥ ২৬৩
বুঝিলাম সবংশেতে হইবে বিনষ্ট।
এই লাগি এখনো না পাও কোনো কষ্ট ॥ ২৬৪
করিতাম নিজ তেজে তোহে ভস্মময়।
কিন্তু তাহে বাধ করে তপোহানি-ভয় ॥ ২৬৫
রাম-আজ্ঞা বিনে কোনো কর্ম্ম নাহি করি।
এ লাগিও তোর দণ্ডে উৎসাহ না ধরি ॥ ২৬৬
আছেও নিশ্চয় তোরে বধিবেন রাম।
তবে বৃথা তপোভঙ্গ করিয়া কি কাম ॥ ২৬৭
কিন্তু রাম এখানেতে না আসিয়া যাবৎ।
সহিতে হইবে তোর দুর্ব্বাক্য তাবৎ ॥ ২৬৮*
যখন রামের শরে তুমিহ মরিবে।
তখন এ সব মোর বাধা নিবাইবে ॥ ২৬৯
কাক-কঙ্ক-কুক্কুরেতে খাবে তোরে খণ্ডি।
লঙ্কা নগরীতে হবে সব নারী রণ্ডী ॥ ২৭০
তুমিহ মরিলে সুখী হইবে ভুবন।
করিবেক শ্রীরামের যশের ঘোষণ ॥ ২৭১
যদি তুমি স্থানান্তরে কর পলায়ন।
তথাপি তোমারে রাম করিবে মারণ ॥ ২৭২
বরঞ্চ ছাড়য়ে কোনো মানুষে শমন।
না করিবা কভু তোরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ২৭৩
তাহারো বিলম্ব আর হবে না বিস্তর।
দেখিতেছি তোর মৃত্যু হইবে সত্বর ॥ ২৭৪
অন্যথা আমারে কেন কবে দুর্ব্বচন।
বিষ পিয়ে কেবা বিনা নিকট মরণ ॥ ২৭৫
এত কহি শ্রীজনকনরেন্দ্র-দুহিতা।
না কহিলা আর কিছু রাবণে কুপিতা ॥ ২৭৬
তাহা সমাদরে শুনি সমীরনন্দন।
আনন্দ-বিস্ময়-মাঝে হইল মগন ॥ ২৭৭
ঊর্দ্ধ হল্য অঙ্গের সকল রোমগণ।
মনে মনে কহিছেন সজল নয়ন ॥ ২৭৮
একি চমৎকার কিবা একি চমৎকার।
পতিব্রতা রমণীর কিবা ব্যবহার ॥ ২৭৯
এহেন ঐশ্বর্য্য দেখি না টলে হৃদয়।
ঘোর রাবণেও দেখি নাহি হয় ভয় ॥ ২৮০

* কিন্তু রাম যাবৎ না আসিছেন এথা।
তাবৎ সহিতে হল্য তব দুষ্ট কথা ॥

এহত অভয় রাম পত্নীতে উচিত।
সিংহী কোথা কুক্কুরে দেখিয়া হয় ভীত ॥ ২৮১
এ সকল কথা শুনি বড় হল্য সুখ।
দূর হয়্যা গেল হৃদয়ের সব দুখ ॥ ২৮২
সীতার বচন শুনি নিশাচরপতি।
হইল অনল্প-ক্রোধ-সমাবিষ্টমতি ॥ ২৮৩
অরুণ হইল বিশ নয়ন তাঁহার।
দন্ত কড়মড়ি করি কহে পুনর্ব্বার ॥ ২৮৪
জানকী স্ত্রীবধ কেহ না করে সংসারে
এ লাগি অবধ্য করি মান আপনারে ॥ ২৮৫
সেইত সাহসে তুমি তেজিয়া সাধ্বস।
কহিতেছ মোরে এত বচন বিরস ॥ ২৮৬
প্রভু ধনী বলবান্ হয় যেই জন।
কহিতে উচিত নহে তারে কুবচন ॥ ২৮৭
বুঝি তুমি কর নাই সে শাস্ত্র শ্রবণ।
এই লাগি মোরে কহিতেছ কুবচন ॥ ২৮৮
রমণীর মিষ্টবাণী হয় অলঙ্কার।
তাহা না দেখি তব বদন-মাঝার ॥ ২৮৯
কঠোরবচন কোন্ গুণে তব পতি।
হইয়াছে বশ তাহা নহে অবগতি ॥ ২৯০
হয় যেন ক্রোধ তোর কথা শুনি চিতে।
ইথে ইচ্ছা হয় তোরে এখনি বধিতে ॥ ২৯১
কিন্তু কি করিব কাম ক্রোধে রোধ করে।
যেমন সারথি করে রথ-অশ্ববরে ॥ ২৯২
যার প্রতি কাম হয় জগতে যাহার।
তার প্রতি কৃপা আর স্নেহ হয় তার ॥ ২৯৩
এই লাগি বধিতে না পারিতেছি তোহে।
কিন্তু সদা ক্রোধানল দহিতেছে মোহে ॥ ২৯৪
যাহক্ দেখিব আমি আর দুইমাস।
হয় কি না হয় তব মোরে অভিলাষ ॥ ২৯৫
এ দুই মাসেও যদি না ভজিলে মোরে।
পূরিব উদরে তবে নষ্ট করি তোরে ॥ ২৯৬
দশানন-দুষ্টবাণী শুনি তবে সীতা।
পুনর্ব্বার কহিছেন অত্যন্ত কুপিতা ॥ ২৯৭
বুঝি দুষ্ট নাহি তোর কেহ হিত জন।
অতএব কুকর্ম্মেতে না করে বারণ ॥ ২৯৮
তোমা বিনে অন্য হেন কে আছে ভুবনে।
রামভার্য্যা প্রতি দুষ্টভাব করে মনে ॥ ২৯৯
বুঝিলাম বিধি তোরে করিতে মারণ।
করিয়াছে এইত উপায় বিরচন ॥ ৩০০
দিতেছ অবধি কেন মোরে দুই মাস।
কোটি কোটি জন্মেও না হবে তব আশ ॥ ৩০১
থাকুক ভজন-কথা দূরেতে পড়িয়া।
না ছুঁইব তোরে বাম পদেও করিয়া ॥ ৩০২
শুনি জানকীর এত সুকর্কশ বাণী।
দ্বিগুণ কোপেতে জলে রাবণের প্রাণী ॥ ৩০৩
ললাটে উঠিল বিশ লোচন তাহার।
দশনে দশন চাপি করয়ে হুঙ্কার ॥ ৩০৪
ভুতলে চাপড় মারি উঠি দাঁড়াইয়া।
কহিতে লাগিলা পুন আটোপ করিয়া ॥ ৩০৫
দুর্ম্মুখি বুঝিলুঁ আজি আমিহ নিশ্চিত।
তোমার মরণ-কাল হল্য উপস্থিত ॥ ৩০৬
জন্মকালাবধি মোরে হেন কুবচন।
কহিতে না পারিয়াছে কভু কোনো জন ॥ ৩০৭
হেন কথা নিজ কর্ণে করিয়া শ্রবণ।
করিতে না পারি আর ক্রোধ সম্বরণ ॥ ৩০৮
দেহ দেহ অরে চেড়ী খড়্গ তীক্ষ্ণধার।
আপনার করে কাটি মস্তক ইহার ॥ ৩০৯
এত কহি মত্ত হয়্যা কোপে লঙ্কেশ্বর।
চেটীহস্ত হতে নিল খড়্গ খরতর ॥ ৩১০
তাহা দেখি শ্রীজনকনরেন্দ্র-দুহিতা।
ব্যাঘ্র দেখি মৃগী যেন হইলেন ভীতা ॥ ৩১১
রাবণের রীতি দেখি সমীর-সন্তান।
বিকট কোপের বেগে হল্যা হতজ্ঞান ॥ ৩১২
রাবণে বধিব বলি করিয়া নিশ্চয়।
লম্ফ দিয়া নামিবারে করিলা আশয় ॥ ৩১৩
পরেতেই পুনর্ব্বার পাইয়া চেতন।
স্থির হয়্যা করিছেন মনেতে ভাবন ॥ ৩১৪
হঠাৎ কোনহ কর্ম্ম করা যোগ্য নয়।
সে কর্ম্ম করণে শাস্ত্রে বহু দোষ কয় ॥ ৩১৫
এহত রাবন রাজা বধিবে সীতায়।
ইহা ত না লয় কভু আমার হিয়ায় ॥ ৩১৬
আনিয়াছে ভার্য্যা করিবার আশে যায়।
হঠাৎ বধিতে তারে কভু না জুয়ায় ॥ ৩১৭
কেবল হইবে এহ ভয়-প্রদর্শন।
অতএব স্থির থাকা হয় বিবেচন ॥ ৩১৮

এত ভাবি তবে সেই পবননন্দন।
করিলেন বিক্রমের চেষ্টা সম্বরণ ॥ ৩১৯
রাবণেরে নারী-বধে উদ্যত দেখিয়া।
ধরিলেক মন্দোদরী বাহু পসারিয়া ॥ ৩২০
কাড়ি লয়্যা অসি তার ভুজাগ্র হইতে।
কহিছে সান্ত্বনা করি মধুর বাণীতে ॥ ৩২১
স্থির হও স্থির হও নিশাচররাজ।
তোমার উচিত নহে হেন মন্দ কাজ ॥ ৩২২
নারী-বধ নিন্দা করে শ্রুতি-স্মৃতিচয়।
নারী-বধে আয়-ধন-ধর্ম্মযশঃ-ক্ষয় ॥ ৩২৩
আছে তব দিব্য সীমন্তিনী শত শত।
তাহাদের সঙ্গে ক্রীড়া কর অবিরত ॥ ৩২৪
এ নর মানুষী তাহে দুর্ব্বল দুঃখিত।
সুমলিন কৃশ নহে তব সমুচিত ॥ ৩২৫
আর দেখ এ রমণী অকামা তোমাতে।
কদাচ উচিত নহে আসক্তি ইহাতে ॥ ৩২৬
অকামা-রমণী-সঙ্গে যে করে বিলাস।
তার নানা রোগ হয় পরমায়ু-নাশ ॥ ৩২৭
অতএব মোর প্রতি কৃপা প্রকাশিয়া।
চলহ আপনি আজি মন্দিরে ফিরিয়া ॥ ৩২৮
রাণী-বাণী শুনি কিছু স্থিরতা পাইয়া।
কহিছে রাবণ চেড়ীগণেরে ডাকিয়া ॥ ৩২৯
চেড়ীগণ সাবধানে মোর বাণী শুন।
বুঝাও সীতারে তোরা সবে পুনঃপুন ॥ ৩৩০
দুইমাস-মধ্যে যদি জানকী আমায়।
ভজিবেক তবে রাজ্ঞী করিবে লঙ্কায় ॥ ৩৩১
যদি ইহামধ্যে তাহা না করে স্বীকার।
তবে কাটি করি দিবে আমার আহার ॥ ৩৩২
এত কহি কামে ক্রোধে আবিষ্ট হইয়া।
অন্তঃপুরে গেলা রাজা স্ত্রীগণ লইয়া ॥ ৩৩৩
এখানেতে যাবদীয় রাক্ষসী আসিয়া।
জানকীর চারিদিগে বসিল বেড়িয়া ॥ ৩৩৪
তারা সবে নানা মতে বচন-বিস্তারে।
আরম্ভিলা জানকীর মন ফিরাবারে ॥ ৩৩৫
যেন কেহ অতি অল্প বালুকা-আলিতে।
ইচ্ছা করে জাহ্নবীর বেগ ফিরাইতে ॥ ৩৩৬
ও জনকসুতা তুমি পাতিয়া শ্রবণ।
শুন মো-সবার কিছু স্ব-হিত বচন ॥ ৩৩৭

ব্রহ্মার মানস পুত্র শ্রীপুলস্ত্য মুনি।
তাঁর পুত্র শ্রীবিশ্রবা মুনি মহাগুণী ॥ ৩৩৮
শ্রীনিকষা নামে * তাঁর ভার্য্যা গুণবতী।
তাহে তাঁহা হৈতে হল্যা এই লঙ্কাপতি ॥ ৩৩৯
এই তবে বশ করি বিধি সুরবরে।
পাইয়াছে অমরত্ব-আদি কত বরে ॥ ৩৪০
বাহুবলে বশ করি চউদ্দ ভুবনে।
করিয়াছে আজ্ঞাকারী সব সুরগণে ॥ ৩৪১
যার ভয়ে উগ্রতাপ না দেয় তপন।
যার ভয়ে অধিক না বহে সমীরণ ॥ ৩৪২
যার ইচ্ছাক্রমে মেঘে করয়ে বর্ষণ।
যারে দেখি পুষ্পবৃষ্টি করে বৃক্ষগণ ॥ ৩৪৩
যাহার নগরে নাহি শমনের ভয়।
হয়্যাছে নগর যার স্বর্ণ-মণিময় ॥ ৩৪৪
এমত কুলীন ধনী বলিষ্ঠ রাবণে।
পতিত্বে বরণ নাহি কর কি কারণে ॥ ৩৪৫
দেখাইলে এত দিন পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
সেই ভাল অত্যন্ত না সাজে কোনো কর্ম্ম ॥ ৩৪৬
এক্ষণ স্বপতি হৈতে ফিরাইয়া মন।
কর নিশাচর মহারাজেতে মগন ॥ ৩৪৭
একেত মানুষ তাহে নির্দ্ধন দুর্ব্বল।
সে পতি হইতে হবে কি সুখ তা বল ॥ ৩৪৮
এহত রাবণ রাজা অমর আপনে।
ধনে বলে তুল্য নাহি যার ত্রিভুবনে ॥ ৩৪৯
ইহারে ভজহ তুমি সদা পতিভাবে।
ভুঞ্জিবে সকল সুখ যাহে ইচ্ছা যাবে ॥ ৩৫০
আছয়ে রাজার সপ্তসহস্র কামিনী।
তারা সব হবে তব আজ্ঞাবিধায়িনী ॥ ৩৫১ †
অপর কি কব মহারাণী মন্দোদরী।
সেহ নিজে হইবেক তব আজ্ঞাকারী ॥ ৩৫২

* যত্তু, "তস্য পুত্রো বিশালাক্ষি রাবণঃ শত্রুরাবণঃ,পুষ্পোৎকটায়ামুৎপন্নশ্চতুর্থঃ প্রপিতামহাৎ" ইতি, তত্র পুষ্পোৎকটেতি নামান্তরং নিকষায়া এব জ্ঞেয়ম্ অন্যথা উত্তরবিরোধঃ ॥

† তথাচ,—
"স্ত্রীসহস্রাণি তে সপ্ত বশে স্থাস্যন্তি মৈথিলি !"

তুমিহ হইয়া রাবণের পট্টরাণী।
ভুঞ্জহ বিবিধসুখ শুন হিত বাণী॥ ৩৫৩
যদি নাহি শুন মো-সবার এ বচন।
করিব তোমারে তবে তর্জ্জন তাড়ন॥ ৩৫৪
তাহেও রাবণে যদি আসক্ত না হবে।
সবে মিলি কাটিয়া খাইব তোরে তবে॥ ৩৫৫
রাক্ষসীগণের এত শুনি কটু বাণী।
কহিছেন তাহাদিগে সীতা ঠাকুরাণী॥ ৩৫৬
করহ তর্জ্জন তোরা অথবা তাড়ন।
কিম্বা মোরে কাটি কর মাংস আস্বাদন॥ ৩৫৭
কিম্বা জলে ডুবাইয়া নাশহ জীবন।
অথবা অনল দিয়া করহ দাহন॥ ৩৫৮
তভু বামপদে করি না ছোঁব রাবণে।
ভজিবার কথা মিথ্যা কহ কি কারণে॥ ৩৫৯
জানকীর কথা শুনি নিশাচরীচয়।
কহিতেছে পুন তাঁরে দেখাইয়া ভয়॥ ৩৬০
আন আন ছোরা ছুরী অসি যমধার।
করিয়ে ইহার অঙ্গে সকলে প্রহার॥ ৩৬১
না ভজিল যদি এই রাজা দশাননে।
তবে আর ইহা প্রতি দয়া কি কারণে॥ ৩৬২
তাহা শুনি বক্রোদরী নামে নিশাচরী।
কহিতেছে দীঘল রসনা বারি করি॥ ৩৬৩
আনিলেন ইহারে যে দিনে দশানন।
সে অবধি এই আশ করে মোর মন॥ ৩৬৪
যদি সীতা রাজারে না ভজে ভয়-প্রীতে।
খাইব ইহার মাংস তবে সুখি-চিতে॥ ৩৬৫
সেই আশ আজি সবে করহ পূরণ।
কাটিয়া কোমল মাংস করহ ভোজন॥ ৩৬৬
কিন্তু রাজা শুনি পাছে কোপযুক্ত হয়।
এই ভাবে পুন হয় ভয়ের উদয়॥ ৩৬৭
এত শুনি বিকটা রাক্ষসী কহে কথা।
ইহার উপায় শুন নাহি কর ব্যথা॥ ৩৬৮
কণ্ঠ চিপি সবে মিলি মারিয়া ইহারে।
মরিল জানকী বলি জানাও রাজারে॥ ৩৬৯
তাহা শুনি রাজা আসি ইহারে দেখিবে।
মৃত দেখি খাও বলি অনুমতি দিবে॥ ৩৭০
এ বচন শুনি তবে শূর্পণখা কয়।
এই পরামর্শ অতি সমুচিত হয়॥ ৩৭১
ভজিলে বা না ভজিলে রাজারে জানকী।
ইথে মো-সবার বৃদ্ধি হানি হয় বা কি॥ ৩৭২
বধহ ইহারে মদ্য আন বহুতর।
নর-মাংস খাই সবে পূরহ উদর॥ ৩৭৩
সমীরসন্তান শুনি সে সকল কথা।
কহিছেন হৃদয়ে পাইয়া বড় ব্যথা॥ ৩৭৪
দৌত্যকর্ম্ম করা কদাচিত ভাল নয়।
নানা মত দুঃখ ইথে সহিবারে হয়॥ ৩৭৫
যদি আসিতাম আমি অপর উদ্দেশে।
তবে কেন সহিতে হইবে এত ক্লেশে॥ ৩৭৬
এতক্ষণ লম্ফ দিয়া ধরি চেড়ীগণে।
আছাড়িয়া মারিতাম সবার জীবনে॥ ৩৭৭
কি জানি জানিলে মোর কার্য্য হয় নষ্ট।
এইত সংশয়ে নাহি হতে পারি স্পষ্ট॥ ৩৭৮
যে রুক্ষ সে রুক্ষ যদি প্রহারে মাতাকে।
তবে না পারিব কোনো মতে সহিবারে॥ ৩৭৯
সীতা শুনি রাক্ষসীগণের সে বচন।
ভয়েতে কম্পিত হয়্যা করেন ক্রন্দন॥ ৩৮০
তাহা শুনি ত্রিজটা নামেতে নিশাচরী।
কাছে আসি চেড়ীগণে কহে কোপ করি॥ ৩৮১
ওরে ওরে ওরে দুষ্ট নিশাচরীগণ।
শুন শুন শুন তোরা আমার বচন॥ ৩৮২
নিজ নিজ কল্যাণেতে যদি থাকে মন।
না কর সীতারে তবে তর্জ্জন তাড়ন॥ ৩৮৩
দেখিলাম আমি এক স্বপ্ন এইক্ষণে।
যাহা দেখি অতিশয় ভয় হয় মনে॥ ৩৮৪
যাহে বোধ হয় সীতাপতির কুশল।
সবান্ধবে রাবণের মহা অমঙ্গল॥ ৩৮৫
এত শুনি সীতারে ছাড়িয়া চেড়ীগণ।
ত্রিজটারে বেড়ি বসি করে জিজ্ঞাসন॥ ৩৮৬
দেখিয়াছ তুমি আজি কিবা দুঃস্বপন।
কহ তাহা সকলেতে করিব শ্রবণ॥ ৩৮৭
সেইত ত্রিজটা তবে হয়্যা রোমাঞ্চিত।
কহিবারে আরম্ভিলা স্বপ্নের চরিত॥ ৩৮৮
দেখিলাম স্বপ্নে আমি যেন রঘুমণি।
গ্রাস করি গিরি-বন-সহিত ধরণী॥ ৩৮৯
পান করি অতিশয় রুধির বিস্তর।
আরোহিলা গজদন্ত-রথের উপর॥ ৩৯০

সেই রথ সহস্র-গজেতে বহি নিলা।
তাহে রাম শ্বেতগিরি-উপরি চড়িলা ॥ ৩৯১
রুধিরেতে স্নান করি পরি শুক্লপট।
জানকী বসিলা গিয়া রামের নিকট ॥ ৩৯২
শুক্ল বৃষে চড়ি শুক্ল বস্ত্র মালা পরি।
উঠিলা লক্ষ্মণ শ্বেত পর্ব্বত-উপরি ॥ ৩৯৩
পুষ্পক বিমান হৈতে যেন দশানন।
পড়িয়াছে ভূমিতলে করিলুঁ দর্শন ॥ ৩৯৪
গলে করে বান্ধি এক রক্তবস্ত্রধারী।
দক্ষিণে টানিয়া লয়্যা যায় শ্যামা নারী ॥ ৩৯৫
আবার দেখিলুঁ মুণ্ড শিবা রক্তাম্বর।
গর্দ্দভের রথেতে চড়িল লঙ্কেশ্বর ॥ ৩৯৬
রক্তমালা গলে দিয়া হাসিয়া হাসিয়া।
প্রবেশ করিলা গোময়ের হ্রদে গিয়া ॥ ৩৯৭
কুম্ভকর্ণ-আদি যত নিশাচরগণ।
করিলা উষ্ট্রেতে চড়ি দক্ষিণে গমন ॥ ৩৯৮
রক্তবস্ত্র পরি তারা তৈল পান করি।
প্রবেশিলা গোময়ের হ্রদের ভিতরি ॥ ৩৯৯
দেখিলাম পুন এক সমাজ লঙ্কায়।
নৃত্য গীত বাদ্য করে সকলে তাহায় ॥ ৪০০
ভস্মময় লঙ্কা হইয়াছে ভস্মময়।
তাহে নৃত্য গীত করে নিশাচরীচয় ॥ ৪০১
একমাত্র চারি মন্ত্রী সঙ্গে বিভীষণ।
করিয়াছে রজত-গিরিতে আরোহণ ॥ ৪০২
এ সকল স্বপ্ন দেখি হেন বোধ হয়।
রাম-সীতা-লক্ষ্মণের হবে শুভোদয় ॥ ৪০৩
লঙ্কামাঝে সকলের হবে অমঙ্গল।
মন্ত্রিসনে বিভীষণ কুশলী কেবল ॥ ৪০৪
অতএব তোরা যদি নিজ ভালবাস।
জানকীরে কটু কথা কেহ নাহি ভাষ ॥ ৪০৫
বধিবেন রামচন্দ্র রাক্ষস সবারে।
তোরাও মরিবি যদি কান্দাও সীতারে ॥ ৪০৬
অতএব তোষহ সকলে জানকীকে।
তুষ্ট হয়্যা বাঁচাইবে এই তোমাদিকে ॥ ৪০৭
ইহাতে না কর কভু সংশয় অপার।
রাম-আগমনে নাহি বিলম্ব বিস্তর ॥ ৪০৮
বৃক্ষের উপরি কাক ডাকিছে যেমন।
ইহা শুনি সেই বোধ করে মোর মন ॥ ৪০৯
অল্পকাল মধ্যে যেন কোন প্রিয়জন।
জানকীর নিকটে করিবে আগমন ॥ ৪১০
আস্তে আস্তে সবে সীতা-নিকট ছাড়িয়া।
বিশ্রাম করুন এই কিঞ্চিৎ বসিয়া ॥ ৪১১
এত কহি ত্রিজটা লইয়া চেড়ীকুলে।
শয়ন করিলা কিছু দূরে বৃক্ষমূলে ॥ ৪১২
তাহা দেখি সীতা আর সমীরনন্দন।
হইলেন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুস্থমন ॥ ৪১৩
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪১৪

ইতি শ্রীরামরসায়নে সুন্দরকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে জানকী-সন্দর্শন-লাভো নাম
তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হনুমানের সহিত সীতার প্রিয়সম্ভাষণ।

জীয়াৎ স রামোগ্রবিয়োগদাবৈঃ,
সন্তাপিতাং ভূমিসুতাখ্যবল্লীম্।
তদীয়বার্ত্তামৃত-বর্ষণেন,
সঞ্জীবযন্মারুতিবারিদাহঃ ॥ ১

তবে নিদ্রা গেল সেই নিশাচরীগণ।
জানকীর বার্ত্তা এবে করহ শ্রবণ ॥ ২
শ্রীরাম-বিরহে সদা তাপিত-হৃদয়।
ক্ষণমাত্র কোনোমতে স্থির নাহি হয় ॥ ৩
তাহে রাবণের কথা রাক্ষসী-তর্জ্জন।
শুনিয়া হইলা পুন অতি ভীত-মন ॥ ৪
সেই স্থান জনশূন্য করি নিরীক্ষণ।
উঘারি হৃদয়-কথা করেন ক্রন্দন ॥ ৫
হায় হায় কি হইল বিধি-বিড়ম্বন।
এ ঘোর দুঃখের অন্ত না হয় দর্শন ॥ ৬
করিয়াছিলাম পূর্ব্ব জন্মে কিবা পাপ।
যাহা হৈতে পাইতেছি এত মনস্তাপ ॥ ৭
ধিক্ ধিক্ মোরে ধিক্ আমার জীবনে।
এখনো বাঁচিয়া আছি নাথ-অদর্শনে ॥ ৮

যে শ্রবণে নাহি শুনে তাঁহার বচন।
সে শ্রবণ বধির হউক এইক্ষণ ॥ ৯
যে অঙ্গেতে তাঁর অঙ্গ-স্পর্শ নাহি পায়।
সে কেন এখনি ভস্ম নাহি হয়্যা যায় ॥ ১০
দেখিতে না পায় যেহ সে চান্দবদন।
অন্ধ নাহি হয় কেন সে মোর নয়ন ॥ ১১
যে না পায় সে মুখ-প্রসাদ আস্বাদিতে।
সে রসনা খসি কেন না পড়ে ভূমিতে ॥ ১২
সে অঙ্গ-সৌরভ যে না করে অনুভব।
সে মোর নাসিকা নাহি রহ একলব ॥ ১৩
নাথ বিনে জীবনে নাহিক প্রয়োজন।
প্রাণ তুমি এইক্ষণে করহ গমন ॥ ১৪
এত বলি পুনর্ব্বার ক্ষণকাল-পরে।
ক্রন্দন করিয়া কন গদগদ স্বরে ॥ ১৫
অকালে না হয় মৃত্যু কহে সর্ব্বজন।
মিথ্যা নহে কোনো মতে এইত বচন ॥ ১৬
অতএব তেন প্রাণনাথের বিরহে।
এখনো কঠিন প্রাণ মোর দেহে রহে ॥ ১৭
লৌহেতে নির্ম্মিত বুঝি আমার হৃদয়।
এমত দুঃখেও তেঁহ বিদীর্ণ না হয় ॥ ১৮
কলঙ্ক দিলাম আমি প্রেম-পথে বর।
এ হেন দুখেও রাখি এ প্রাণ পামর ॥ ১৯
অথবা নাহিক প্রেম শ্রীরামে আমার।
অন্যথা হইবে কেন হেন ব্যবহার ॥ ২০
আছে প্রেম কিঞ্চিৎ তাঁহাতে যে জনার।
ক্ষণকাল না বাচে সে বিরহে তাঁহার ॥ ২১
হা নাথ হা রঘুমণি হা চন্দ্র-বদন।
হা হা দূর্ব্বাদলশ্যাম গজেন্দ্র-গমন ॥ ২২
হা জানকী-প্রাণবন্ধু হা হা জটাধারি।
তোমারে না দেখি আর স্থির হতে নারি ॥ ২৩
এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁর চিতে।
প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হল্য আচম্বিতে ॥ ২৪
সেইত উন্মাদে রামে আগে নিরখিয়া।
কহিছেন শ্রীজানকী সানন্দ হইয়া ॥ ২৫
ভাল ভাল বটে বটে রঘুকুলপতি।
জানিলাম যেন তব কৃপা মোর প্রতি ॥ ২৬
একে নারী তাহে একাকিনী পুনর্ব্বার।
তাহে পুন পড়িয়াছি রাক্ষস-মাঝার ॥ ২৭
এমন আমাকে তুমি উপেক্ষা করিয়া।
কিরূপে আছিলা তাহা কহ বিবরিয়া ॥ ২৮
যদি কহ আমি ইহা জানিব কিরূপে।
তাহার উত্তর তবে ধর কর্ণকূপে ॥ ২৯
কহি আসিয়াছি আমি বৃক্ষাদি সবারে।
কহিয়া থাকিবে তারা অবশ্য তোমারে ॥ ৩০
অতএব সংবাদ না পাবে কি কারণ।
হল্য কিন্তু আর এক নিদান স্মরণ ॥ ৩১
পাইয়াছ ক্লেশ বুঝি ধরিতে হরিণ।
সেই ক্রোধে মোরে দুঃখ দিলে এত দিন ॥ ৩২
যে হউক সম্প্রতি সব দোষ ক্ষমা করি।
উদ্ধারিয়া লয়্যা চল আপন কিঙ্করী ॥ ৩৩
এই আমি ধরিতেছি তোমার চরণে।
সে সকল দোষ আর নাহি রাখ মনে ॥ ৩৪
এত কহি তাঁর পদ ধরিব বলিয়া।
তিন চারি পদ যান জানকী উঠিয়া ॥ ৩৫
সেখানেতে না পাইয়া শ্রীরামে দেখিতে।
দুঃখিত হইয়া পুন পড়িলা ভূমিতে ॥ ৩৬
শান্ত হল্য সেই ভাব তবেত উঠিয়া।
ক্রন্দন করেন পুন নিশ্বাস ছাড়িয়া ॥ ৩৭
হায় হায় বিধি বড় সাধিলেক বাদ।
সেই ত হরিয়া নিল এহেন উন্মাদ ॥ ৩৮
যদ্যপি থাকিত এহ আর কতক্ষণ।
তবে ভালরূপে হত্য নাথের দর্শন ॥ ৩৯
যেদিন অবধি দুষ্ট আনিল আমারে।
সে অবধি দেখিতে না পাই কভু তাঁরে ॥ ৪০
স্বপ্নেতে দেখিব বলি আশ করি মনে।
কিন্তু নিদ্রা নাহি হয় কদাচ নয়নে ॥ ৪১
যদি পাইলাম আজি দেখিতে তাঁহায়।
ক্রুর বিধি বাধ কৈল তাতে হায় হায় ॥ ৪২
হা নাথ প্রাণের বন্ধু রহিলে কোথায়।
তোমারে না দেখি বুক বিদরিয়া যায় ॥ ৪৩
পড়্যাছি এমন স্থানে নাহি বন্ধুজন।
যে যাই করয়ে মোর দশা নিবেদন ॥ ৪৪
এইরূপ কহিতে কহিতে সেই বনে।
মন্দ মন্দ মতে বায়ু বহয়ে সঘনে ॥ ৪৫
তাহা উপলব্ধি করি প্রেমে মুগ্ধমন।
জানকী করেন তার প্রতি নিবেদন ॥ ৪৬

সমীরণ হও তুমি জগত-জীবন।
পরহিত লাগি কর সর্ব্বত্র ভ্রমণ ॥ ৪৭
কোনো দেশে নাহি স্থান অগম্য তোমার।
কৃপা করি কর হিত কিঞ্চিৎ আমার ॥ ৪৮
প্রাণনাথ আছেন আমার কোন স্থানে।
দেখিতেছ তাহা তুমি আপন নয়নে ॥ ৪৯
তাঁহার নিকটে তুমি করিয়া গমন।
মোর এই মন্দদশা কর নিবেদন ॥ ৫০
দিতেছে যেমন দুখ রাবণ আমায়।
তাহা ভালমতে নিবেদিবে তাঁর পায় ॥ ৫১
শ্রবণ করিয়া এত প্রলাপ সীতার।
মনে মনে কহিছেন সমীরকুমার ॥ ৫২
মাতা কেন কর আর এ লাগি চিন্তন।
আসিয়াছে তব দাস পবননন্দন ॥ ৫৩
সংবাদ জানাব রামে আনিব এথায়।
রাবণে বধিয়া শীঘ্র মিলাব তোমায় ॥ ৫৪
জানকী পবনস্থানে না পাই উত্তর।
হইলেন অতিশয় চিন্তায় কাতর ॥ ৫৫
তাহে রাবণের ভয়ে ভীত পুনর্ব্বার।
মুক্তকণ্ঠে রোদন করেন অনিবার ॥ ৫৬
হায় হায় কখনো দেখিব রঘুবরে।
বলিয়া বড়ই আশা আছিল অন্তরে ॥ ৫৭
বুঝি ক্রূর বিধি সেই আশে কৈল নষ্ট।
যে হেতু সহিতে নাহি পারি এত কষ্ট ॥ ৫৮
একে অতিদুঃখ দেয় নাথের বিরহ।
রাবণগর্জ্জন তাহে অত্যন্ত দুঃসহ ॥ ৫৯
যদ্যপি বা বাঁচিতাম নাথ-দৃষ্টি-আশে।
তাহা আজি গেল শুনি রাবণ-সম্ভাষে ॥ ৬০
কহি গেল দুই মাসে যদ্যপি আমারে।
সীতা নাহি ভজে তবে বধিবে উহারে ॥ ৬১
ইহা শুনি হইয়াছে সাধ্বস উৎকট।
কিরূপে উত্তীর্ণ হব এ ঘোর সঙ্কট ॥ ৬২
মধ্যে অতি অল্পকাল নাথ সিন্ধুপারে।
ইথে এ বিপদ নষ্ট হবে কি প্রকারে ॥ ৬৩
যাইবেক নাথের নিকটে কোন জন।
করিবেক সেথা মোর দুঃখ নিবেদন ॥ ৬৪
যদি বা শুনেন কারো মুখেতে শ্রবণ।
তবু হেথা কিরূপে করিবে আগমন ॥ ৬৫
মাঝেতে দুর্গম সিন্ধু শতেক যোজন।
কভু নাহি ঘটে তাঁর এথা আগমন ॥ ৬৬
অতএব এত ক্লেশ সহি অনুক্ষণ।
করি আর কি কারণে এ দেহ ধারণ ॥ ৬৭
সহিতে ও নারি নাথ-বিরহ বেদন।
বধিবেও কিছু দিন পরেতে রাবণ ॥ ৬৮
অতএব আজি কোনো উপায় করিয়া।
তেজি ক্রূর প্রাণ সব আশারে ছাড়িয়া ॥ ৬৯
কিন্তু তার উপায় না দেখি এই স্থলে।
যে হেতুক কোনো মতে না পাব গরলে ॥ ৭০
কিরূপেতে ঘটাইব এথা চিতানল।
জানিলে করিবে বাধ রাক্ষসী-সকল ॥ ৭১
নাহি দেখি এখানে অগাধ জলাশয়।
কি করি হইবে মৃত্যু না হয় নিশ্চয় ॥ ৭২
একমাত্র দেখি এথা উপায় ইহার।
রজ্জু কার্য্য-কর দীর্ঘ বেণী এ আমার ॥ ৭৩
ইহারে বান্ধিয়া বৃক্ষে ফাঁস বিরচিয়া।
ত্যজিব জীবন নিজ-কণ্ঠে সমর্পিয়া ॥ ৭৪
নাহি জাগে যাবৎ এসব নিশাচরী।
ইতি মধ্যে এই কার্য্য আমি সিদ্ধ করি ॥ ৭৫
কিন্তু এক মাত্র খেদ রহি গেল চিতে।
একবার না পাইলাম নাথেরে দেখিতে ॥ ৭৬
হা নাথ করিহ এই করুণা আমায়।
জন্মান্তরে পাই যেন তব পদচ্ছায় ॥ ৭৭
হা দেবর সর্ব্বগুণ ভাজন লক্ষ্মণ।
না হইল তব সঙ্গে আর দরশন ॥ ৭৮
কহিয়াছিলাম তোরে বড় কুবচন।
করিবে আমার সেই দোষ সম্মার্জ্জন ॥ ৭৯
হা হা শ্বশ্রূঠাকুরাণী শ্রীসুমিত্রা আর।
হা মোর জননি তোরা রহিলে কোথায় ॥ ৮০
কহিতে না পাইলাম হৃদয়ের কথা।
থাকি গেল এ জনম-মত এই ব্যথা ॥ ৮১
করিবে করুণা কিন্তু এই মোরে সবে।
পাই যেন তোমাদিগে পুন অন্য ভবে ॥ ৮২
ওরে বিধি সাধিলি বিস্তর মোর বাদ।
এখন করহ কিছু আমারে প্রসাদ ॥ ৮৩
আমিহ মরিলে মোর দেহ পঞ্চভূতে।
ঘটাইয়া দিয় নাথ-সেবার বস্তুতে ॥ ৮৪

ভূমি-ভাগ দিবে তাঁর চলিবার স্থলে।
জল মিলাইবে তাঁর স্নানযোগ্য জলে ॥ ৮৫
তেজ অংশ দিবে তাঁর বিচিত্র দর্পণে।
বায়ু মিলাইয়া দিবে তাঁহার ব্যজনে ॥ ৮৬
গগন তাঁহাব দিবে প্রাঙ্গণ-গগনে।
যেন কোনোমতে পাই তাঁহার স্পর্শনে ॥ ৮৭
কর জুড়ি আর এক করিবে প্রার্থন।
তাহাও করিবে করি কৃপা প্রকাশন ॥ ৮৮
ঘটাবে এমন স্থানে আমার উৎপত্তি।
বিবাহ করেন যেন পুন রঘুপতি ॥ ৮৯
যদি নাহি হয় এত করুণা উদয়।
রাখিহ তবেত এই কথা মহাশয় ॥ ৯০
দেখিতে পাইব নিজ নাথেরে যেখানে।
জন্ম দিবে যে কোনোরূপেতে সেই স্থানে ॥৯১
এত কহি নিজ বেণী করেতে ধরিয়া।
উঠিবারে বাসনা করেন রামপ্রিয়া ॥ ৯২
তাহা দেখি অতিশয় ভয়েতে কাতর।
স্তব্ধ হইলেন সেই পবন-কোঙর ॥ ৯৩
চেষ্টাশূন্য হল্য তাঁর সব অঙ্গগণ।
কহিবারে ইচ্ছা হয় স্ফুরে না বচন ॥ ৯৪
যেই মাত্র চাহিলেন জানকী উঠিতে।
অকস্মাৎ বাম নেত্র লাগিল নাচিতে ॥ ৯৫
বাম বাহু বাম স্তন বাম উরুদেশ।
ঘন ঘন স্পন্দন করয়ে সবিশেষ ॥ ৯৬
আর তাঁর চিরদিন পরেতে হৃদয়।
সেইক্ষণে আনন্দিত হল্য অতিশয় ॥ ৯৭
সে সকল শুভচিহ্ন অনুভব করি।
স্থির হয়্যা কন পুন জানকী সুন্দরী ॥ ৯৮
একি একি মোর কেন চিরদিন পরে।
সব বাম অঙ্গ এককালে নৃত্য করে ॥ ৯৯
হৃদয়ে বা হয় কেন আনন্দ-উদয়।
ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় না হয় ॥ ১০০
যে হকু এ সব দুখ করিয়া সহন।
করিতে হইল কিছু কাল প্রতীক্ষণ ॥ ১০১
এত কহি হইয়া কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যযুতা।
বসিলা শিংশপা মূলে শ্রীজনকসুতা ॥ ১০২
জানকীর বাণী শুনি পবননন্দন।
স্থির হয়্যা করিছেন হৃদয়ে চিন্তন ॥ ১০৩

করিছে অসংখ্য কপি যারে অন্বেষণ।
সে সাধ্বীরে করিলাম আমি নিরীক্ষণ ॥ ১০৪
দেখিলাম সবিশেষে রাক্ষস-নগরী।
জানিলাম রাবণ-স্বভাব ভাল করি ॥ ১০৫
জানকীর রামে আর দুষ্ট-দশাননে।
যেন ভাব দেখিলাম তাহাও নয়নে ॥ ১০৬
দূতের কর্ত্তব্য হয় কর্ম্ম যে সকল।
গুপ্তরূপে সিদ্ধ হল্য তাহা অবিকল ॥ ১০৭
এক মাত্র কর্ম্ম আছে এথা অবশিষ্ট।
সীতা-সঙ্গে সম্ভাষণ করিতে অভীষ্ট ॥ ১০৮
কিরূপে নির্ব্বিঘ্নে তাহা হইবে সাধন।
নিশ্চয় করিতে নারী করিয়া চিন্তন ॥ ১০৯
যদি করি জানকীর সাক্ষাতে গমন।
তাহাতেও নানামত শঙ্কা করে মন ॥ ১১০
অদৃষ্ট অশ্রুত কপি আমারে দেখিয়া।
জানকী করিবা শঙ্কা রাবণ বলিয়া ॥ ১১১
সেহ পাবে বহুবিধ রূপ ধারবারে।
অতএব ইহাঁর সন্দেহ হৈতে পারে ॥ ১১২
তাহে ভয় পাই যদি করেন ক্রন্দন।
তাহা শুনি আসিবেক নিশাচরীগণ ॥ ১১৩
তারা মোরে বাঁধিতে অথবা ধরিবারে।
করিবেক আয়োজন বিবিধ প্রকারে ॥ ১১৪
তবে মোর উচ্চ বৃক্ষে হইবে চাড়িতে।
তাহা দেখি জানাইবে তাহারা পুরীতে ॥ ১১৫
শুনি তাহা বলবান্ নিশাচরগণ।
আমারে বধিতে এথা করিবে গমন ॥ ১১৬
তারা যদি করে মোরে বধ বা বন্ধন।
না হইবে তবে রাম-কার্য্যের সাধন ॥ ১১৭
পারিয়ে আমিহ যুদ্ধে বহু নিশাচরে।
বধিতে এমত বোধ আছয়ে অন্তরে ॥ ১১৮
তথাপি যুদ্ধেতে নাহি জয়ের নিশ্চয়।
এই লাগি এমত করিতে যোগ্য নয় ॥ ১১৯
যদি বা ধরিয়া যাই মানুষের দেহ।
তাহাতেও হয় এই সকল সন্দেহ ॥ ১২০
যদি যাই না করিয়া ইহাঁরে সম্ভাষ।
তাহাতেও দেখি বহু দোষের প্রকাশ ॥ ১২১
যদি যাই ইহাঁরে না করি আশ্বাসন।
নাহি রাখিবেন ইহঁ কদাচ জীবন ॥ ১২২

শ্রীরামচন্দ্রের বার্ত্তা যদি নাহি পান।
না রবে ইঁহার তবে কোনোমতে প্রাণ ॥ ১২৩
তাহা যদি হয় তবে মোর এত শ্রম।
মিথ্যা হইবেক আর সকল উদ্যম ॥ ১২৪
যবে জিজ্ঞাসিবা প্রভু কি কহিলা প্রিয়া।
কি উত্তর দিব তবে কথা না শুনিয়া ॥ ১২৫
দিয়াছেন আসিবার সময়ে অঙ্গুরী।
কি বলিয়া তাঁর আগে তাহা দিব ঘুরি ॥ ১২৬
যদি যাই সেথা সীতা-সন্দেশ না লয়্যা।
দহিবেন প্রভু মোরে তবে ক্রুদ্ধ হয়্যা ॥ ১২৭
অতএব জানকীর সঙ্গে সম্ভাষণ।
অবশ্য করিতে হয় আমারে এক্ষণ ॥ ১২৮
এমনো নির্জ্জন কাল আর না পাইব।
কিন্তু কিরূপেতে এই ব্যাপার সাধিব ॥ ১২৯
এইরূপ ক্ষণকাল করিয়া সংশয়।
করিলেন এই পরামর্শ সুনিশ্চয় ॥ ১৩০
মনুষ্য-সমান বাক্যে থাকি এই ঠাঁই।
প্রথম অবধি রাম-লীলা-কথা গাই ॥ ১৩১
তদেকহৃদয়া সীতা শুনি রাম-কথা।
নাহি পাইবেন চিতে কোনোমতে ব্যথা ॥ ১৩২
তার পরে ডাকিবা আমারে অগ্রদেশে।
কহিব সকল কথা তবে সবিশেষে ॥ ১৩৩
এত ভাবি সুমধুর স্বরের সঞ্চারে।
আরম্ভিলা রামলীলা-কথা কহিবারে ॥ ১৩৪
আছয়ে অযোধ্যানাম, পুরী অতি অভিরাম,
রঘুকুল-ভূপাল-বসতি।
তাহে সর্ব্ব-গুণালয়, আছিলেন মহাশয়,
দশরথ নামে নরপতি ॥ ১৩৫
তাঁর পুত্র চারিজন, রামচন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণ,
ভরত শত্রুঘ্ন-অভিধান।
জ্যেষ্ঠ তাহে রাম নাম, সকল সদ্গুণ ধাম,
পবিত্র করুণা-কীর্ত্তিমান্ ॥ ১৩৬
তিঁহ পিতৃ-আদেশেতে, লক্ষ্মণ-জানকীসাতে,
আসিছিলা দণ্ডক-কাননে।
বিনাশিলা দূষণ খর, তাহা শুনি লঙ্কেশ্বর,
ক্রুদ্ধ হয়্যা গেলা সেই বনে ॥ ১৩৭
সেই রামে ভুলাইয়া, দূর বনে পাঠাইয়া,
নির্জ্জন পাইয়া সেই স্থল।
রামভার্য্যা জানকীরে হরি লয়্যা বলাৎকারে,
আনিয়াছে লঙ্কামাঝে খল ॥ ১৩৮
সে সীতার অন্বেষণ, করিবারে সযতন,
আমি করি সাগর-লঙ্ঘন।
রঘুবর-আজ্ঞা-ধন, শিরে করি আভরণ,
করিয়াছি এথা আগমন ॥ ১৩৯
শ্রীজানকী তোজ ব্যথা, মন দিয়া মোর কথা,
আপুনিহ করহ শ্রবণ।
লক্ষ্মণ অনুজ সহে, শ্রীরঘুনন্দন তোঁহে,
করাছেন কুশল ভাষণ ॥ ১৪০
এতেক পর্য্যন্ত কহি পবন-কোঙর।
মৌন হয়্যা বসিলেন বৃক্ষের উপর ॥ ১৪১
সুধা-সম সেই বায়ু-পুত্রের বচন।
কর্ণ পাতি শ্রীজানকী করিলা শ্রবণ ॥ ১৪২
নাহি বোধ রামদূত-বচন বলিয়া।
তভু অতিশয় সুখী হল্যা তাঁর হিয়া ॥ ১৪৩
যেন নাহি থাকিলেও সুধা বলি জ্ঞান।
অতিশয় আনন্দিত করে সুধা-পান ॥ ১৪৪
তাহা শুনি তার বক্তা দেখিব বলিয়া।
চাহিলেন বৃক্ষপানে বদন তুলিয়া ॥ ১৪৫
সেইত শিংশপাতরু-শাখার উপরে।
দেখিলেন ক্ষুদ্রাকৃতি সেই কপিবরে ॥ ১৪৬
তাহা দেখি অতিশয় সশঙ্কিত-মন।
করিছেন হৃদয়েতে এইত চিন্তন ॥ ১৪৭
একি একি দেখিলাম কদর্য্য স্বপনে।
মোর মত অভাগিনী নাই ত্রিভুবনে ॥ ১৪৮
যে জন স্বপ্নেতে করে বানর দর্শন।
হয় তার অচিরাতে অশুভ ঘটন ॥ ১৪৯
যে হকু সে হকু মোর তাহে নাহি ব্যথা।
কুশলে থাকুন মাত্র শ্রীরাম সর্ব্বথা ॥ ১৫০
কুশলে থাকুন মোর লক্ষ্মণ দেবর।
কৌশল্যা সুমিত্রা আর পিতা নৃপবর ॥ ১৫১
সব দেবগণে আমি করিয়ে প্রণতি।
সবান্ধবে কুশলে থাকুন রঘুপতি ॥ ১৫২
এতেক চিন্তন করি নিশ্বাস ছাড়িয়া।
রাম নাম উচ্চারিয়া রহিলা বসিয়া ॥ ১৫৩
তাহা দেখি অতিশয় সশঙ্কিত-মন।
অন্তরেতে ভাবিছেন পবন-নন্দন ॥ ১৫৪

একি আমি দেখিতেছি সকলি স্বপন।
কিম্বা কোনো রাক্ষসের মায়া বিরচন ॥ ১৫৫
অথবা উন্মত্ত হইয়াছে মোর চিত।
এই লাগি দেখিতেছি সব বিপরীত ॥ ১৫৬
যদি ইহঁ হইতেন সত্য সেই সীতা।
তবে রাম কথা শুনি হতেন সুখিতা ॥ ১৫৭
করিতেন রামের কুশল জিজ্ঞাসন।
মোর প্রতি করিতেন সাদর বীক্ষণ ॥ ১৫৮
তাহা কিছু না দেখিয়া মনে শঙ্কা করি।
হন কি না হন ইহঁ জানকী সুন্দরী ॥ ১৫৯
অতএব জিজ্ঞাসা করিতে যোগ্য হয়।
এত ভাবি পুন কন পবনতনয় ॥ ১৬০
কে বট কে বট তুমি কহ তপস্বিনী।
কার কন্যা কার বধূ কার বা গৃহিণী ॥ ১৬১
কি কারণে করিতেছ তুমিহ ক্রন্দন।
কেন বা নিশ্বাস দীর্ঘ ছাড় ঘনেঘন ॥ ১৬২
হবে শচী সাবিত্রী বা অথবা রোহিণী।
কিম্বা গৌরী অথবা শ্রীমুকুন্দগৃহিণী ॥ ১৬৩
কিন্তু দেখি যেন তব অঙ্গের লক্ষণ।
তাহে রাজমহিষী বলিয়া হয় মন ॥ ১৬৪
যদি হও রাম-ভার্য্যা জানকী আপুনি।
সত্য করি বিবরিয়া কহ তাহা শুনি ॥ ১৬৫
এত শুনি শ্রীজানকী পুন উর্দ্ধভিতে।
নিরীক্ষণ করি পুন ভাবিছেন চিতে ॥ ১৬৬
একি আমি দেখিলাম পুন দুঃস্বপন।
কেন বিধি করিতেছে হেন বিড়ম্বন ॥ ১৬৭
এত ভাবি পুনর্ব্বার করেন চিন্তন।
দেখিতে না পাই কিছু স্বপ্নের লক্ষণ ॥ ১৬৮
এই আমি রহিয়াছি হয়্যা সচেতন।
ইথে কিরূপেতে হবে স্বপ্ন নিরীক্ষণ ॥ ১৬৯
হইয়াছি যে অবধি প্রাণনাথ-হীন।
সে অবধি নিদ্রা নাহি হয় একদিন ॥ ১৭০
অতএব নহে কভু স্বপ্ন-সন্দর্শন।
তবে বুঝি হইলাম আমি ক্ষিপ্ত-মন ॥ ১৭১
উন্মত্ত হইয়া নাথ-বিরহ-ব্যাধিতে।
পাইতেছি অসম্ভব শুনিতে দেখিতে ॥ ১৭২
অথবা না হত্যে পারে এহতো উন্মাদ।
তাহা হল্যে হয় জ্ঞান-বল-অবসাদ ॥ ১৭৩

মোরত না দেখি কিছু জ্ঞানের অন্যথা।
ইথে কিরূপেতে ঘটে উন্মাদের কথা ॥ ১৭৪
অতএব বুঝি হবে মায়াবী রাবণ।
আসিয়াছে করিবারে আমারে বঞ্চন ॥ ১৭৫
এতেক নিশ্চয় করি ক্ষণকাল পরে।
স্মরণ করিয়া পুন ভাবেন অন্তরে ॥ ১৭৬
কিম্বা পূর্ব্বে কহিছিলা যেই পুরন্দর।
উদ্ধারিবা অবশ্য তোমারে রঘুবর ॥ ১৭৭
সঙ্গে করি বহু কোটি ভল্লুক বানর।
এখানে আসিয়া বিনাশিবা লঙ্কেশ্বর ॥ ১৭৮
সেহ দেববাণী মিথ্যা হইতে না পারে।
সেই কাল আইল কি ভাগ্য-অনুসারে ॥ ১৭৯
দেখিতেছি এই ব্যক্তি হনত বানর।
ইন্দ্র-বাক্য সত্য হল্যে হয় রামচর ॥ ১৮০
সব দেবগণে আমি করিয়ে বন্দন।
সত্য হয় যেন এই বানর-বচন ॥ ১৮১
অথবা আমার ভাগ্য হেন কি হইবে।
যাহে দাসী বলি নাথ স্মরণ করিবে ॥ ১৮২
নাহি হয় কদাচিত তার সম্ভাবন।
অতএব নিরর্থক সে সব চিন্তন ॥ ১৮৩
যে হকু সে হকু কিন্তু কৈলে জিজ্ঞাসন।
পরিচয় দিতে হয় কহে শাস্ত্রগণ ॥ ১৮৪
এ লাগিয়া পরিচয় দিব এই জনে।
এত ভাবি কহিছেন পবননন্দনে ॥ ১৮৫
জনক জনক মোর স্বামী প্রভু রাম।
কোশলেন্দ্র শ্বশুর আমার সীতা নাম ॥ ১৮৬
বিবাহের পর আমি শ্বশুর-ভবনে।
ছিলুঁ তিনবর্ষ কাল অতি সুখ-মনে ॥ ১৮৭
শ্বশুর ঠাকুর পরে আমার ভর্ত্তারে।
চাহিলেন রাজ্য অভিষেক করিবারে ॥ ১৮৮
তাহা শুনি কৈকয়ী নামেতে তার রাণী।
কহিলেন মহারাজ প্রতি এই বাণী ॥ ১৮৯
পূর্ব্বে মোরে প্রতিশ্রুত আছ বরদ্বয়।
আজি মোরে সমর্পণ কর সে উভয় ॥ ১৯০
এক বরে মোর পুত্রে রাজ্য সমর্পণ।
আনে চৌদ্দ বর্ষ বনে রামের গমন ॥ ১৯১
তাহা শুনি শ্বশুর ঠাকুর অতিশয়।
হইলেন মোহ-শোকে আবিষ্ট হৃদয় ॥ ১৯২

ইহা শুনি মোর স্বামী কৈকয়া-বদনে।
রাজ্য ছাড়ি প্রস্থান করিলা দূর বনে ॥ ১৯৩
তার সঙ্গে আমিহ করিনু আগমন।
আর তাঁর বৈমাত্রেব অনুজ লক্ষ্মণ ॥ ১৯৪
এই তিন জন মোরা ভ্রমি বহু বনে।
শেষে বাস করিছিনু দণ্ডক কাননে ॥ ১৯৫
সেখান হইতে মোরে কপট করিয়া।
আনিয়াছে দশানন হরণ করিয়া ॥ ১৯৬
এই হেতু পতি-বিরহেতে দুঃখিমন।
নিরন্তর করি আমি উদ্বেগে ক্রন্দন ॥ ১৯৭
এইত কহিনু নিজ বৃত্তান্ত তোমারে।
ইচ্ছা হয় তুমি কে বটহ শুনিবারে ॥ ১৯৮
যদি বট রাবণ অথবা তার চর।
সত্য করি কহ তাহা না কহ অপর ॥ ১৯৯
যদি মিথ্যা কহি মোরে করহ বঞ্চন।
অবশ্য হইবে তবে অশুভ ঘটন ॥ ২০০
এত শুনি হনুমান্ আনন্দিত-মতি।
গদগদ কণ্ঠে কন জানকীর প্রতি ॥ ২০১
রাজপুত্রি করিছ আপুনি যে সংশয়।
আমিহ কদাচ নহি ইহার বিষয় ॥ ২০২
না হই রাবণ আমি নহি তার চর।
সত্য কহি হই আমি রামের কিঙ্কর ॥ ২০৩
কেশরি-কপির ভার্যা অঞ্জনা-আখ্যান।
তাঁর গর্ভে বায়ু হৈতে মোর উপাদান ॥ ২০৪
হনুমান বলি মোরে ডাকে লোকততি।
মোরে এথা পাঠাইলা প্রভু রঘুপতি ॥ ২০৫
জানিতে তোমার বার্ত্তা রামের আজ্ঞায়।
আগমন করিয়াছি আমিহ এথায় ॥ ২০৬
জানকি তোমারে সেই শ্রীরঘুনন্দন।
করিয়াছেন সপ্রণয় কুশল ভাষণ ॥ ২০৭
শোকাবিষ্ট হয়্যা তব লক্ষ্মণ দেবর।
করিয়াছেন তব পদে প্রণতি বিস্তর ॥ ২০৮
এত বলি মস্তক নোয়ায়্যা কপিবর।
জানাইলা তাঁরপদে প্রণাম বিস্তর ॥ ২০৯
জানকী সে বাণী শুনি দেখিয়া বন্দন।
আশাতনু-বীজ মনে কৈলা আরোপণ ॥ ২১০
কিন্তু রাক্ষসের মায়া জানিয়া সভয়।
কোনো মতে সংশয়-বিনাশ নাহি হয় ॥ ২১১

যেন কেহ পড়িয়া অগাধ নদীজলে।
ভাসি ভাসি অল্পজল পায় কোনোস্থলে ॥ ২১২
তাহাতেও যেন তার না হয় প্রত্যয়।
হেনই সীতার মনে ঘুচে না সংশয় ॥ ২১৩
তবে ছাড়ি দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস সঘন।
মারুতিরে করিছেন সীতা জিজ্ঞাসন ॥ ২১৪
কহ দেখি যদি রামে করাছ দর্শন।
কেমন তাঁহার রূপ কেমন লক্ষণ ॥ ২১৫
কেমন বা হন মোর দেবর লক্ষ্মণ।
কিবা গুণ দোষ তাঁহে হয় নিরীক্ষণ ॥ ২১৬
এত শুনি জানকীর মধুর বচন।
পুলকে পূরিত হলা পবননন্দন ॥ ২১৭
গদগদ বচনেতে করি যোড় কর।
সজল নয়নে তাঁরে করেন উত্তর ॥ ২১৮
জানকি আপুনি যাহা পুছিলে আমারে।
কি শক্তি আছয়ে মোর ইহা বর্ণিবারে ॥ ২১৯
ব্রহ্মাদি দেবতা আর যত মুনিরা।
যার রূপ গুণ গাই অন্ত নাহি পায় ॥ ২২০
অন্য কি কহিব আর আপুনি অনন্ত।
সহস্র বদনে গাই নাহি পান অন্ত ॥ ২২১
আমিহ তাহাতে পশু অজ্ঞান ভাজন।
কি করিব তাঁর রূপ গুণ বিবরণ ॥ ২২২
তথাপি তোমার আজ্ঞা করিয়া প্রমাণ।
কিঞ্চিৎ কহিয়ে যেন আপনার জ্ঞান ॥ ২২৩
নবীন বয়স রাম দীর্ঘ-কলেবর।
শ্যামল অঙ্গের কান্তি জিনি জলধর ॥ ২২৪
শরদের কোকনদ জিনি পদতল।
তাহে শোভে ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ কমল ॥ ২২৫
পূর্ণিমার শশী জিনি সুন্দর নখর।
উরুযুগলের শোভা যেন করিকর ॥ ২২৬
মধ্যদেশ দেখি করি হাররে ধিক্কার।
রোমাবলী-সুশোভিত বুকের বিস্তর ॥ ২২৭
আজানুলম্বিত দুই ভুজ মনোহর।
পল্লবেরে ঘৃণা করি দেখি দুই কর ॥ ২২৮
শোভে তাহে দিব্য মুক্তা-সমান নখর।
চক্র পদ্ম যব আদি লক্ষণ বিস্তার ॥ ২২৯
কম্বু হেন কমনীয় কণ্ঠ অভিরাম।
বদনসুধাংশু দেখি মুগ্ধ হয় কাম ॥ ২৩০

অধরের তুলনা রঙ্গণে নাহি হয়।
খগপতি-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী নাসাদ্বয় ॥ ২৩১
নীলমণি-দর্পণ জিনিয়া গণ্ডস্থল।
মৃদুহাস্য-ছটাতে করয়ে ঝলমল ॥ ২৩২
উৎপল জিনিয়া ঢল ঢল বিলোচন।
শশধর-সমান ললাট সুচিক্কণ ॥ ২৩৩
সূক্ষ্ম কৃষ্ণকেশে কিবা জটার পটল।
কটিতটে শোভা পায় বৃক্ষের বাকল ॥ ২৩৪
পৃষ্ঠে তূণ অসি চর্ম্ম দোলে দুই পাশে।
সগুণ ধনুক বাণ দুই করে ভাসে ॥ ২৩৫
এইত করিলুঁ কিছু সৌন্দর্য্য-বর্ণন।
এবে কর কিছু শুভ লক্ষণ শ্রবণ ॥ ২৩৬
ত্রি-গম্ভীর তিন হ্রস তিনেতে বিস্তার।
চারি অঙ্গ অতি কৃষ্ণ দেখিয়ে তাঁহার ॥ ২৩৭
পঞ্চ দীর্ঘ পঞ্চ সূক্ষ্ম পঞ্চ স্নেহবান্।
ছয় অঙ্গ দেখি হয় মধ্যে উচ্চভান ॥ ২৩৮
সপ্ত অঙ্গে হয় তাঁর রক্তিমা দর্শন।
দশ পদ্ম দশাবর্ত্ত করেন ধারণ ॥ ২৩৯
চতুর্দ্দশ যুগ্ম অঙ্গ সমান-ঘটন।
সংক্ষেপে কহিলুঁ এই তাঁহার লক্ষণ ॥ ২৪০
বিশেষ বর্ণিয়ে শুন মন করি স্থির।
স্বর বুদ্ধি নাভি তিন তাঁহার গম্ভীর ॥ ২৪১
গ্রীবা আর দুই জঙ্ঘা হ্রস্ব পরিষ্কার।
বক্ষঃস্থল কটি ললাটেতে সুবিস্তার ॥ ২৪২
শ্মশ্রু ভুরু নেত্রতারা শিরের কুন্তল।
এই চারি অঙ্গ তাঁর অত্যন্ত শ্যামল ॥ ২৪৩
নাসা ভুজ নেত্র জানু মস্তক পঞ্চম।
এই পাঁচে দীর্ঘতা দেখিয়ে মনোরম ॥ ২৪৪
দন্ত কেশ রোম নখ পঞ্চম অঙ্গুলী।
এই পাঁচ অঙ্গে সূক্ষ্ম দেখি সব ভুলি ॥ ২৪৫
চর্ম্ম চক্ষু দন্ত নখ পঞ্চম চিকুর।
এই পাঁচ অঙ্গে দেখি স্নেহ সুপ্রচুর ॥ ২৪৬
বক্ষঃস্থল কক্ষ নখ নাসা কটি মুখ।
এই ছয় মধ্যউচ্চ দেখি হয় সুখ ॥ ২৪৭
হস্ত পদ তালু জিহ্বা নেত্রান্ত অধর।
এই ছয় আর নখ সাত রক্ততর ॥ ২৪৮
পাণি পদ জানু নেত্র নাভি শ্রীবদন।
এই দশ অঙ্গ তাঁর কমল যেমন ॥ ২৪৯
উরু পার্শ্ব গণ্ড নাভি গ্রীবা বক্ষঃস্থল।
দশম মস্তক দশ আবর্ত্তে উজ্জ্বল ॥ ২৫০
কর্ণ নেত্র নাসা গণ্ড ওষ্ঠ বাহুদ্বয়।
হস্ত স্তন পার্শ্ব কটি উরুর উভয় ॥ ২৫১
জানু জঙ্ঘা পদ এই দ্বিসপ্ত-যুগল।
পরস্পর সমান-সৌন্দর্য্য অবিকল ॥ ২৫২
এ সব লক্ষণ এক স্থানে নাহি রয়।
কিন্তু মহাপুরুষ-রামেতে দৃষ্ট হয় ॥ ২৫৩
তাঁহার গুণের সংখ্যা যে করিতে পারে।
হেন লোক নাহি দেখি ভুবন-মাঝারে ॥ ২৫৪
বরঞ্চ ভূমির রেণু পারিয়ে গণিতে।
তাঁর গুণ কেহ নাহি পারে নিরূপিতে ॥ ২৫৫
তভু বাক্য বুদ্ধিবল আমার যেমন।
সেই অনুসারে কিছু করিয়ে বর্ণন ॥ ২৫৬
জগৎ-রক্ষক রাম ধর্ম্মের পালক।
অত্যন্ত বিনয়বান্ ব্রাহ্মণ-সেবক ॥ ২৫৭
শত্রু-গর্ব্বহারী মান্যজন-মানকারী।
দৃঢ়ব্রতধারী অবিচল ব্রহ্মচারী ॥ ২৫৮
মৃদু দান্ত শান্ত সর্ব্বভূতহিতকর।
বেদে ধনুর্ব্বেদে বেদাঙ্গেতে বিজ্ঞবর ॥ ২৫৯
সত্যসন্ধ দাতা অতিশয় বলবান্।
সর্ব্বলোক-প্রিয় মহাতেজস্বী শ্রীমান্ ॥ ২৬০
সত্যবাদী মিষ্টভাষী করুণাসাগর।
গুণজ্ঞ কৃতজ্ঞ বীর্য্য শৌর্য্যের আকর ॥ ২৬১
এইরূপ আছে গুণ তাঁহার বিস্তর।
বর্ণন করিব তাহা কিবা মূঢ়তর ॥ ২৬২
দোষ-গন্ধসম্বন্ধ না দেখি রঘুবরে।
কি দিব সে পরিচয় তোমার গোচরে ॥ ২৬৩
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মত্ততা মৎসর।
এই ছয় দোষ সর্ব্বদোষের আকর ॥ ২৬৪
ইহারাই ছুঁইতে না পারয়ে প্রভুরে।
অপর দোষের কথা রহু অতি দূরে ॥ ২৬৫
এক মাত্র দোষ তাঁর হয় নিরীক্ষণ।
আশ্রয় না দেন কোনো দোষে একক্ষণ ॥ ২৬৬
এইত কহিলুঁ কিছু রাম-রূপ-গুণ।
লক্ষ্মণেও কোনো অংশে নহে কিছু ন্যূন ॥ ২৬৭
কেবল বিশেষ এই রাম শ্যামবর্ণ।
লক্ষ্মণের বর্ণে ঘৃণা করে শুদ্ধ স্বর্ণ ॥ ২৬৮

এইত করিলুঁ তব প্রশ্নের উত্তর।
আজ্ঞা কর আর কিবা কহিব অপর ॥ ২৬৯
শুনিয়া সীতার সেই মারুতি-বচন।
প্রেমজলে অতিশয় আর্দ্র হল্য মন ॥ ২৭০
একে রাম-রূপ-গুণ তাহে ভক্ত-মুখে।
শুনিয়া জানকী মগ্ন হল্যা অতি সুখে ॥ ২৭১
সেই বাক্য-সুধারসে হইয়া সিঞ্চিত।
প্রত্যাশা তরুর বীজ হল্য অঙ্কুরিত ॥ ২৭২
তথাপি না হয় তাঁর সংশয় ভঞ্জন।
অতএব পুন মনে করেন চিন্তন ॥ ২৭৩
যদি দেখি থাকে এই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ঘটিতে পারয়ে তবে এ সব বর্ণন ॥ ২৭৪
অতএব শুনিয়াও এ সব বচন।
নাহি হয় কোনোমতে সন্দেহ-ভঞ্জন ॥ ২৭৫
এ লাগি অপর কথা জিজ্ঞাসি ইহারে।
এত ভাবি কন সীতা পবনকুমারে ॥ ২৭৬
কপিবর তোমা সঙ্গে রামের মিলন।
কিরূপে হইল তার কহ বিবরণ ॥ ২৭৭
কেন বা তুমিহ তাঁর দৌত্য করিবারে।
আইলে তাহাও কহ মোরে সবিস্তারে ॥ ২৭৮
শ্রবণ করিয়া এত জানকী-বচন।
কহিবারে আরম্ভিলা পবননন্দন ॥ ২৭৯
জানকি তোমারে যবে আনিল রাবণ।
তবে রাম করেন তোমার অন্বেষণ ॥ ২৮০
জটায়ুমুখেতে শুনি কিঞ্চিৎ উদ্দেশ।
প্রস্থান করিলা প্রভু দক্ষিণ প্রদেশ ॥ ২৮১
কবন্ধ মুখেতে শুনি কিছু হিতবাণী।
ঋষ্যমূক-নিকটে আইলা শার্ঙ্গপাণি ॥ ২৮২
সেইত গিরিতে ছিলা সুগ্রীব বানর।
সূর্য্যপুত্র সঙ্গে করি চারি অনুচর ॥ ২৮৩
তিহ রামে দেখি করি বালি-ভৃত্য জ্ঞান।
অতিশয় ভয়েতে হইলা কম্পবান্ ॥ ২৮৪
আমি তাঁরে স্থির করি রাম-কাছে গিয়া।
পরিচয় করিলাম বিশেষ করিয়া ॥ ২৮৫
তবে লয়্যা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে স্কন্ধে করি।
আইলাম ঋষ্যমূক গিরির উপরি ॥ ২৮৬
পরে রামচন্দ্র সেই সুগ্রীবের সনে।
মিত্রতা করিলা সাক্ষী করি হুতাশনে ॥ ২৮৭
তবে সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ বালীরে বধিয়া।
সুগ্রীবেরে দিলা রাজ্য তোমার লাগিয়া ২৮৮
পরে সেই সুগ্রীব তোমার অন্বেষণে।
চারিদিকে পাঠাইলা প্লবঙ্গমগণে ॥ ২৮৯
তাহে আমি প্রভৃতি অনেক কপিগণ।
করিয়াছি দক্ষিণ দিকেতে আগমন ॥ ২৯
সম্পাতি পক্ষীর স্থানে তোমার উদ্দেশ।
পাই আমি আসিয়াছি একা এই দেশ ২৯১
ইথে নাহি কর তুমি সন্দেহ অপর।
সত্য কহি হই আমি শ্রীরামের চর ॥ ২৯২
আসিবার কালে প্রভু কহিলা আমারে।
কুশল-ভাষণ মোর কহিবে প্রিয়ারে ॥ ২৯৩
শ্রীরামের মিত্র সে সুগ্রীব কপিপতি।
কয়্যাছেন কুশল-সম্ভাষ তোমা প্রতি ॥ ২৯৪
দুঃখেতে আবিষ্ট সেই তোমার দেবর।
কর্যাছেন সবিনয় প্রণাম বিস্তর ॥ ২৯৫
শঙ্কা নাহি যায় যদি ইহারো শ্রবণে।
এক পূর্ব্ব-কথা কহি স্মৃতি কর মনে ॥ ২৯৬
যবে তোমে হরিয়া আনয়ে দশানন।
তবে ঋষ্যমূকে থাকি মোরা পঞ্চজন ॥ ২৯৭
তুমি দেখি মোসবারে কি ভাবি অন্তরে।
ফেলি দিলে বসন ভূষণ সে ভূধরে ॥ ২৯৮
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সেই করহ স্মরণ।
তোমারিত হয় সেই বসন ভূষণ ॥ ২৯৯
যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র তাহা নিরখিয়া।
রোদন করিলা কত তোঁহে স্মঙরিয়া ॥ ৩০০
অতএব দূরে করি সকল সংশয়।
মোর সঙ্গে কথা কহ প্রকাশি হৃদয় ॥ ৩০১
শুনিয়া জানকী সেই মারুতি-বচন।
অতিশয় আনন্দেতে হইলা মগন ॥ ৩০২
সেইত মারুতি-বাক্য সুধাবৃষ্টি-বলে।
বাড়িল প্রত্যাশাতরু পুষ্প-শাখা-দলে ॥ ৩০৩
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব হইল স্মরণ।
করিছেন মনে মনে এইত চিন্তন ॥ ৩০৪
একি বিধি মোর প্রতি হইল সদয়।
এ কপির সব কথা সত্য বোধ হয় ॥ ৩০৫
কপি যে কহিল ইহা না হয় অন্যথা।
স্মরণ হইল মোর সব পূর্ব্ব-কথা ॥ ৩০৬

অধরের তুলনা রঙ্গণে নাহি হয়।
খগপতি-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী নাসাদ্বয় ॥ ২৩১
নীলমণি-দর্পণ জিনিয়া গণ্ডস্থল।
মৃদুহাস্য-ছটাতে করয়ে ঝলমল ॥ ২৩২
উৎপল জিনিয়া ঢল ঢল বিলোচন।
শশধর-সমান ললাট সুচিক্কণ ॥ ২৩৩
সূক্ষ্ম কৃষ্ণকেশে কিবা জটার পটল।
কটিতটে শোভা পায় বৃক্ষের বাকল ॥ ২৩৪
পৃষ্ঠে তূণ অসি চর্ম্ম দোলে দুই পাশে।
সগুণ ধনুক বাণ দুই করে ভাসে ॥ ২৩৫
এইত করিলুঁ কিছু সৌন্দর্য্য-বর্ণন।
এবে কর কিছু শুভ লক্ষণ শ্রবণ ॥ ২৩৬
ত্রি-গম্ভীর তিন হ্রস তিনেতে বিস্তার।
চারি অঙ্গ অতি কৃষ্ণ দেখিয়ে তাঁহার ॥ ২৩৭
পঞ্চ দীর্ঘ পঞ্চ সূক্ষ্ম পঞ্চ স্নেহবান্।
ছয় অঙ্গ দেখি হয় মধ্যে উচ্চভান ॥ ২৩৮
সপ্ত অঙ্গে হয় তাঁর রক্তিমা দর্শন।
দশ পদ্ম দশ আবর্ত্ত করেন ধারণ ॥ ২৩৯
চতুর্দ্দশ যুগ্ম অঙ্গ সমান-ঘটন।
সংক্ষেপে কহিলুঁ এই তাঁহার লক্ষণ ॥ ২৪০
বিশেষ বর্ণিয়ে শুন মন করি স্থির।
স্বর বুদ্ধি নাভি তিন তাঁহার গম্ভীর ॥ ২৪১
গ্রীবা আর দুই জঙ্ঘা হ্রস্ব পরিষ্কার।
বক্ষঃস্থল কটি ললাটেতে সুবিস্তার ॥ ২৪২
শ্মশ্রু ভুরু নেত্রতারা শিরের কুন্তল।
এই চারি অঙ্গ তাঁর অত্যন্ত শ্যামল ॥ ২৪৩
নাসা ভুজ নেত্র জানু মস্তক পঞ্চম।
এই পাঁচে দীর্ঘতা দেখিয়ে মনোরম ॥ ২৪৪
দন্ত কেশ রোম নখ পঞ্চম অঙ্গুলী।
এই পাঁচ অঙ্গে সূক্ষ্ম দেখি সব ভুলি ॥ ২৪৫
চর্ম্ম চক্ষু দন্ত নখ পঞ্চম চিকুর।
এই পাঁচ অঙ্গে দেখি স্নেহ সুপ্রচুর ॥ ২৪৬
বক্ষঃস্থল কক্ষ নখ নাসা কটি মুখ।
এই ছয় মধ্যউচ্চ দেখি হয় সুখ ॥ ২৪৭
হস্ত পদ তালু জিহ্বা নেত্রান্ত অধর।
এই ছয় আর নখ সাত রক্ততর ॥ ২৪৮
পাণি পদ জানু নেত্র নাভি শ্রীবদন।
এই দশ অঙ্গ তাঁর কমল যেমন ॥ ২৪৯
উরু পার্শ্ব গণ্ড নাভি গ্রীবা বক্ষঃস্থল।
দশম মস্তক দশ আবর্ত্তে উজ্জ্বল ॥ ২৫০
কর্ণ নেত্র নাসা গণ্ড ওষ্ঠ বাহুদ্বয়।
হস্ত স্তন পার্শ্ব কটি উরুর উভয় ॥ ২৫১
জানু জঙ্ঘা পদ এই দ্বিসপ্ত-যুগল।
পরস্পর সমান-সৌন্দর্য্য অবিকল ॥ ২৫২
এ সব লক্ষণ এক স্থানে নাহি রয়।
কিন্তু মহাপুরুষ-রামেতে দৃষ্ট হয় ॥ ২৫৩
তাঁহার গুণের সংখ্যা যে করিতে পারে।
হেন লোক নাহি দেখি ভুবন-মাঝারে ॥ ২৫৪
বরঞ্চ ভূমির রেণু পারিয়ে গণিতে।
তাঁর গুণ কেহ নাহি পারে নিরূপিতে ॥ ২৫৫
তভু বাক্য বুদ্ধিবল আমার যেমন।
সেই অনুসারে কিছু করিয়ে বর্ণন ॥ ২৫৬
জগৎ-রক্ষক রাম ধর্ম্মের পালক।
অত্যন্ত বিনয়বান্ ব্রাহ্মণ-সেবক ॥ ২৫৭
শত্রু-গর্ব্বহারী মান্যজন-মানকারী।
দৃঢ়ব্রতধারী অবিচল ব্রহ্মচারী ॥ ২৫৮
মৃদু দান্ত শান্ত সর্ব্বভূতহিতকর।
বেদে ধনুর্ব্বেদে বেদাঙ্গেতে বিজ্ঞবর ॥ ২৫৯
সত্যসন্ধ দাতা অতিশয় বলবান্।
সর্ব্বলোক-প্রিয় মহাতেজস্বী শ্রীমান্ ॥ ২৬০
সত্যবাদী মিষ্টভাষী করুণাসাগর।
গুণজ্ঞ কৃতজ্ঞ বীর্য্য শৌর্য্যের আকর ॥ ২৬১
এইরূপ আছে গুণ তাঁহার বিস্তর।
বর্ণন করিব তাহা কিবা মূঢ়তর ॥ ২৬২
দোষ-গন্ধসম্বন্ধ না দেখি রঘুবরে।
কি দিব সে পরিচয় তোমার গোচরে ॥ ২৬৩
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মত্ততা মৎসর।
এই ছয় দোষ সর্ব্বদোষের আকর ॥ ২৬৪
ইহারাই ছুঁইতে না পারয়ে প্রভুরে।
অপর দোষের কথা রহু অতি দূরে ॥ ২৬৫
এক মাত্র দোষ তাঁর হয় নিরীক্ষণ।
আশ্রয় না দেন কোনো দোষে একক্ষণ ॥ ২৬৬
এইত কহিলুঁ কিছু রাম-রূপ-গুণ।
লক্ষ্মণেও কোনো অংশে নহে কিছু ন্যূন ॥ ২৬৭
কেবল বিশেষ এই রাম শ্যামবর্ণ।
লক্ষ্মণের বর্ণে ঘৃণা করে শুদ্ধ স্বর্ণ ॥ ২৬৮

এইত করিলুঁ তব প্রশ্নের উত্তর।
আজ্ঞা কর আর কিবা কহিব অপর ॥ ২৬৯
শুনিয়া সীতার সেই মারুতি-বচন।
প্রেমজলে অতিশয় আর্দ্র হল্য মন ॥ ২৭০
একে রাম-রূপ-গুণ তাহে ভক্ত-মুখে।
শুনিয়া জানকী মগ্ন হল্যা অতি সুখে ॥ ২৭১
সেই বাক্য-সুধারসে হইয়া সিঞ্চিত।
প্রত্যাশা তরুর বীজ হল্য অঙ্কুরিত ॥ ২৭২
তথাপি না হয় তাঁর সংশয় ভঞ্জন।
অতএব পুন মনে করেন চিন্তন ॥ ২৭৩
যদি দেখি থাকে এই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ঘটিতে পারযে তবে এ সব বর্ণন ॥ ২৭৪
অতএব শুনিযাও এ সব বচন।
নাহি হয় কোনোমতে সন্দেহ-ভঞ্জন ॥ ২৭৫
এ লাগি অপর কথা জিজ্ঞাসি ইহারে।
এত ভাবি কন সীতা পবনকুমারে ॥ ২৭৬
কপিবর তোমা সঙ্গে রামের মিলন।
কিরূপে হইল তার কহ বিবরণ ॥ ২৭৭
কেন বা তুমিহ তাঁর দৌত্য করিবারে।
আইলে তাহাও কহ মোরে সবিস্তারে ॥ ২৭৮
শ্রবণ করিয়া এত জানকী-বচন।
কহিবারে আরম্ভিলা পবননন্দন ॥ ২৭৯
জানকি তোমারে যবে আনিল রাবণ।
তবে রাম করেন তোমার অন্বেষণ ॥ ২৮০
জটায়ুমুখেতে শুনি কিঞ্চিৎ উদ্দেশ।
প্রস্থান করিলা প্রভু দক্ষিণ প্রদেশ ॥ ২৮১
কবন্ধ মুখেতে শুনি কিছু হিতবাণী।
ঋষ্যমুক-নিকটে আইলা শার্ঙ্গপাণি ॥ ২৮২
সেইত গিরিতে ছিলা সুগ্রীব বানর।
সূর্য্যপুত্র সঙ্গে করি চারি অনুচর ॥ ২৮৩
তিঁহ রামে দেখি করি বালি-ভৃত্য জ্ঞান।
অতিশয় ভয়েতে হইলা কম্পবান্ ॥ ২৮৪
আমি তাঁরে স্থির করি রাম-কাছে গিয়া।
পরিচয় করিলাম বিশেষ করিয়া ॥ ২৮৫
তবে লয়্যা শ্রীরাম-লক্ষ্মণে স্কন্ধে করি।
আইলাম ঋষ্যমুক গিরির উপরি ॥ ২৮৬
তবে রামচন্দ্র সেই সুগ্রীবের সনে।
মিত্রতা করিলা সাক্ষী করি হুতাশনে ॥ ২৮৭
তবে সুগ্রীবের জোষ্ঠ বালীরে বধিয়া।
সুগ্রীবেরে দিলা রাজ্য তোমার লাগিয়া ॥ ২৮৮
পরে সেই সুগ্রীব তোমার অন্বেষণে।
চারিদিকে পাঠাইলা প্লবঙ্গমগণে ॥ ২৮৯
তাহে আমি প্রভৃতি অনেক কপিগণ।
করিয়াছি দক্ষিণ দিকেতে আগমন ॥ ২৯০
সম্পাতি পক্ষীর স্থানে তোমার উদ্দেশ।
পাই আমি আসিয়াছি একা এই দেশ ॥ ২৯১
ইথে নাহি কর তুমি সন্দেহ অপর।
সত্য কহি হই আমি শ্রীরামের চর ॥ ২৯২
আসিবার কালে প্রভু কহিলা আমারে।
কুশল-ভাষণ মোর কহিবে প্রিয়ারে ॥ ২৯৩
শ্রীরামের মিতা সে সুগ্রীব কপিপতি।
কর‍্যাছেন কুশল-সম্ভাষ তোমা প্রতি ॥ ২৯৪
দুঃখেতে আবিষ্ট সেই তোমার দেবর।
কর‍্যাছেন সবিনয় প্রণাম বিস্তর ॥ ২৯৫
শঙ্কা নাহি যায় যদি ইহারো শ্রবণে।
এক পূর্ব্ব-কথা কহি স্মৃতি কর মনে ॥ ২৯৬
যবে তোহে হরিয়া আনয়ে দশানন।
তবে ঋষ্যমূকে থাকি মোরা পঞ্চজন ॥ ২৯৭
তুমি দেখি মোসবারে কি ভাবি অন্তরে।
ফেলি দিলে বসন ভূষণ সে ভূধরে ॥ ২৯৮
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সেই করহ স্মরণ।
তোমারিত হয় সেই বসন ভূষণ ॥ ২৯৯
যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র তাহা নিরখিয়া।
রোদন করিলা কত তোঁহে স্মঙরিয়া ॥ ৩০০
অতএব দূরে করি সকল সংশয়।
মোর সঙ্গে কথা কহ প্রকাশি হৃদয় ॥ ৩০১
শুনিয়া জানকী সেই মারুতি-বচন।
অতিশয় আনন্দেতে হইলা মগন ॥ ৩০২
সেইত মারুতি-বাক্য সুধাবৃষ্টি-বলে।
বাঢ়িল প্রত্যাশাতরু পুষ্প-শাখা-দলে ॥ ৩০৩
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব হইল স্মরণ।
করিছেন মনে মনে এইত চিন্তন ॥ ৩০৪
একি বিধি মোর প্রতি হইল সদয়।
এ কপির সব কথা সত্য বোধ হয় ॥ ৩০৫
কপি যে কহিল ইহা না হয় অন্যথা।
স্মরণ হইল মোর সব পূর্ব্ব-কথা ॥ ৩০৬

যদি সত্য হয়্যা এই কপি রামচর।
ইন্দ্রের বচন তবে হয়্যা সত্যতর ॥ ৩০৭
হেন মোর ভাগ্য আর কভু কি হইবে।
রাবণে বধিয়া নাথ মোরে উদ্ধারিবে ॥ ৩০৮
এইরূপ ভাবনাতে অত্যাবিষ্ট-চিত।
হয়্যাছেন সীতা বাহ্য জ্ঞান বিরহিত ॥ ৩০৯
অতএব শ্রীজনকসুতা ঠাকুরাণী।
না কহেন মারুতির প্রতি কোনো বাণী ॥ ৩১০
তবে সসংশয় হয়্যা পবনকুমার।
বৈদেহীর প্রতি কহিছেন পুনর্ব্বার ॥ ৩১১
জনকনন্দিনি আর না কর সংশয়।
আমাতে এমত শঙ্কা করা যোগ্য নয় ॥ ৩১২
করাছেন আমারে সেবক রঘুমণি।
অতএব হও তুমি আমার জননী ॥ ৩১৩
অতএব শঙ্কা ছাড়ি আজ্ঞা দাও মোহে।
প্রণাম করিযে নিকটেতে গিয়া তোঁহে ॥ ৩১৪
যাবৎ না জাগে এই নিশাচরীগণ।
তাবৎ সন্দেশ কথা কর আজ্ঞাপন ॥ ৩১৫
শ্রীরামের অঙ্গুরী আছয়ে মোর পাশ।
তাহা দিব যা দেখিয়া পাইবে বিশ্বাস ॥ ৩১৬
অন্য ভাবে মোরে ক্রোধ কর তুমি পাছে।
এই ভয়ে যাইতে না পারি আমি কাছে ॥ ৩১৭
শুনিয়া মারুতি-মুখে এতেক সন্ত্রাস।
হইল সীতার মনে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥ ৩১৮
সজল নয়নে তবে চাহি ঊর্দ্ধপানে।
আস্থ আস্থ বলিয়া ডাকেন হনুমান ॥ ৩১৯
তিঁহ তাহে আপনারে কৃতার্থ মানিয়া।
ভূমিতলে নামিলেন রামজয় দিয়া ॥ ৩২০
জানকীর চরণাগ্রে করিয়া প্রণতি।
এই নাও অঙ্গুরীয় বলেন সুমতি ॥ ৩২১
তাহা শুনি শ্রীজানকী পাতিলেন কর।
মারুতি অঙ্গুরী দিলা তাহার উপর ॥ ৩২২
সেই রত্ন-অঙ্গুরী সাজয়ে সীতা-করে।
পূর্ণচন্দ্র যেন রক্তকমল-উপরে ॥ ৩২৩
দেখি সেই অঙ্গুরী শ্রীরাম-নামাঙ্কিতা।
রামেরী দর্শন-সুখ পাইলা শ্রীসীতা ॥ ৩২৪
পুলকিত হইল সকল কলেবর।
নয়ন-কমলে অশ্রু গলে ঝরঝর ॥ ৩২৫
নাথের অঙ্গুরী সেই মস্তকেতে ধরি।
ধরিলেন পুন আনি হৃদয়-উপরি ॥ ৩২৬
রাখেন নয়নে কভু শিরে পুনর্ব্বার।
পুন আনি ধরিছেন হৃদয়মাঝার ॥ ৩২৭
অনিমিষ নেত্রে কভু করেন দর্শন।
কভু নিজ অশ্রুজলে করেন সিঞ্চন ॥ ৩২৮
কখনো কহেন তারে প্রেমে মাতোয়ার।
অঙ্গুরি প্রাণের সখি কুশল তোমার ॥ ৩২৯
কুশলে আছেন তব স্বামী রঘুবর।
কুশলে আছেন সেই লক্ষ্মণ দেবর ॥ ৩৩০
এইরূপ তাঁর চেষ্টা করি নিরীক্ষণ।
শ্রীমারুতি হৈলা হর্ষ-বিস্ময়ে মগন ॥ ৩৩১
তবে সীতা অশ্রু মুছি কবেতে কাবিয়া।
বায়ুপুত্রে জিজ্ঞাসা করেন স্নিগ্ধ-হিয়া ॥ ৩৩২
পূর্ব্বে যে কহিলে তুমি পবননন্দন।
মোর মনে তাহা কিছু না হয় স্মরণ ॥ ৩৩৩
অতএব কহ নাথ আছেন কেমন।
কেমত আছেন মোর দেবর লক্ষ্মণ ॥ ৩৩৪
কোন স্থানে আছেন তাঁহারা দুই জন।
এ সকল কথা কহ করি বিবরণ ॥ ৩৩৫
তাহা শুনি হনুমান প্রেমে মগ্নমতি।
নিবেদন করিছেন শ্রীজানকী প্রতি ॥ ৩৩৬
কুশলে আছেন মাতা শ্রীরঘুনন্দন।
কয়্যাছেন তোঁহে বহু কুশল ভাষণ ॥ ৩৩৭
কুশলে আছেন তব লক্ষ্মণ দেবর।
কয়্যাছেন তব পদে প্রণতি বিস্তর ॥ ৩৩৮
সুগ্রীব বানর-রাজ-সঙ্গে সখ্য করি।
আছেন শ্রীরাম মাল্যবানের উপরি ॥ ৩৩৯
সেই স্থান হইতে তোমার অন্বেষণে।
পাঠাইয়াছেন চারিদিগে কপিগণে ॥ ৩৪০
তাহে মোরা দক্ষিণে কর্য্যাছি আগমন।
বালিপুত্র অঙ্গদ প্রভৃতি বহুজন ॥ ৩৪১
সম্পাতির স্থানে তব পাইয়া উদ্দেশ।
সিন্ধু লঙ্ঘি আমি এথা কর্য্যাছি প্রবেশ ॥ ৩৪২
সব লঙ্কা ভ্রমি তব না পাই দর্শন।
প্রবেশিলুঁ আমি এই অশোক কানন ॥ ৩৪৩
তোমার নিকটে যবে আইল রাবণ।
তার পূর্ব্বে আমিহ কর্য্যাছি আগমন ॥ ৩৪৪

শুনিলাম তোহে তাহে সব সম্ভাষণ।
করিলাম রামের কুশল নিবেদন ॥ ৩৪৫
এখন সন্দেশ কথা কহিয়া আমায়।
থাকিতে থাকিতে নিশা করহ বিদায় ॥ ৩৪৬
শ্রীজানকী শুনি এত মারুতি-বচন।
আনন্দিত-মনে তাঁর প্রতি পুন কন ॥ ৩৪৭
বাপধন দিলে তুমি যে সুখ আমারে।
কি দিয়া শোধিব আমি তব এই ধারে ॥ ৩৪৮
কভু মোরে অনুকূল হয় যদি বিধি।
শোধিব তোমার ধার দিয়া বহু নিধি ॥ ৩৪৯
এক্ষণ করিয়ে কিছু আশীষ অর্পণ।
তাহা সিদ্ধ করুন সকল দেবগণ ॥ ৩৫০
যদি মোর দৃঢ়ভক্তি থাকে রাম-পদে।
চিরজীবী হবে তুমি মোর আশীর্ব্বাদে ॥ ৩৫১
পাইবে অতুল বল বুদ্ধি সুনির্ম্মল।
ত্রিভুবনে হবে যশ অত্যন্ত উজ্জ্বল ॥ ৩৫২
তুমিও তো নহ বাপ সামান্য বানর।
যেহেতু লঙ্ঘিলে শত যোজন সাগর ॥ ৩৫৩
রাবণাদি নিশাচরে না করি গণন।
করিলে এমত দুর্গ লঙ্কাতে ভ্রমণ ॥ ৩৫৪
হেন বল বুদ্ধি যদি না হবে তোমার।
তবে কিরূপেতে পাবে হেন কর্ম্মে ভার ॥ ৩৫৫
আর বুঝিলাম মনে সমীরনন্দন।
বট তুমি শ্রীরামের বিশ্বাস-ভাজন ॥ ৩৫৬
অন্যথা কি প্রকারেতে মোর সন্নিধিতে।
যোগ্য হয় অবিশ্বস্ত জনে পাঠাইতে ॥ ৩৫৭
অতএব প্রকাশিয়া আপন হৃদয়।
তোমার সহিত সম্ভাষিতে যোগ্য হয় ॥ ৩৫৮
কহ কহ বিবরিয়া নাথের চরিত।
শ্রবণ করিতে মন বড় উৎকণ্ঠিত ॥ ৩৫৯
আমারে না দেখি নাথ আছেন কেমন।
পীড়া ত না পান মোর বিয়োগে এক্ষণ ॥ ৩৬০
করিছেন নিজ নিত্যক্রিয়া আচরণ।
করিছেন সহৃদয় মিত্র অন্বেষণ ॥ ৩৬১
এই কিঙ্করীরে কভু করেন স্মরণ।
কখনো করেন মোর নাম উচ্চারণ ॥ ৩৬২
কখনো কহেন মোর উদ্ধারের কথা।
তরাবেন নাথ কিবা মোর এই ব্যথা ॥ ৩৬৩
অতি স্নেহপাত্র মোর দেবর লক্ষ্মণ।
করয়ে কখনো সেহ আমারে স্মরণ ॥ ৩৬৪
কহিয়াছিলাম আমি কুবচন তায়।
তাহা কি আছয়ে তার অদ্যাপি হিয়ায় ॥ ৩৬৫
তাঁরা দুই ভাই মিলি বহু সৈন্য নিয়া।
বধিবেন রাবণে কি এখানে আসিয়া ॥ ৩৬৬
কহ কহ এই সব করি বিবরণ।
শুনিতে তোমার মুখে উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৩৬৭
এত শুনি জানকীর মধুর বচন।
গদগদ স্বরে শ্রীমারুতি তাঁরে কন ॥ ৩৬৮
জননি আপুনি জিজ্ঞাসিলে যে সকল।
তাহার কথনে মন বড়ই বিকল ॥ ৩৬৯
তোমার বিরহে প্রভু যেন দুঃখ পান।
তাহা নিরীক্ষণ করি গলয়ে পাষাণ ॥ ৩৭০
বড়ই কঠিন হয় আমার মানস।
এ লাগি কহিতে তাহা করিয়ে সাহস ॥ ৩৭১
তোমার বিরহে প্রভু সর্ব্বদা চিন্তিত।
নিশ্বাস ছাড়েন সদা হুঙ্কার সহিত ॥ ৩৭২
অধোমুখ হয়্যা নখে লিখেন ভূতল।
হা হা প্রিয়ে বলি কভু কান্দিয়া বিকল ॥ ৩৭৩
শরীর হয়্যাছে তাঁর কৃশ অতিশয়।
শ্যাম অঙ্গে হইয়াছে পাণ্ডুতা-উদয় ॥ ৩৭৪
মলিন হয়্যাছে তেন কলেবর-কান্তি।
কোনোমতে নাহি হয় সন্তাপের শান্তি ॥ ৩৭৫
না করেন কভু অস্ত্র-শস্ত্রের অভ্যাস।
না করেন কভু কারো সঙ্গে পরিহাস ॥ ৩৭৬
না করেন কভু মধু-মাংস-নিষেবণ।
করেন কেবল মাত্র ফলাদি ভোজন ॥ ৩৭৭
তাহাতেও নাহি দেখি কিছু সুখ চিতে।
করেন কেবলমাত্র জীবন ধরিতে ॥ ৩৭৮
পাইয়া উত্তম পুষ্প কিম্বা দিব্য ফল।
হা হা প্রিয়ে বলি শ্বাস ছাড়েন দীঘল ॥ ৩৭৯
আসন ভোজন স্নান গমন শয়নে।
তোমা বিনে অন্য আর নাহি তাঁর মনে ॥ ৩৮০
রজনীতে রজনী-পতিরে নিরখিয়া।
অত্যন্ত কাতর তব বদন স্মরিয়া ॥ ৩৮১
নিরন্তর উদ্বেগেতে বিষণ্ণ হৃদয়।
শয়নেও নয়নেতে নিদ্রা নাহি হয় ॥ ৩৮২

যদি বা ক্ষণেক কভু হয় নিদ্রা-লেশ।
তবে তাহে পুন হয় স্বপ্নের আবেশ ॥ ৩৮৩
সেই স্বপ্নে করি তোঁহে সাক্ষাতে দর্শন।
যে কথা কহেন তাহা শুনি দহে মন ॥ ৩৮৪
প্রিয়ে ত্রয়োদশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইল।
ঘরে যাইবার কাল নিকটে আইল ॥ ৩৮৫
অতএব আর কেন হও সচিন্তিত।
সুখের সময় আসি হল্য উপস্থিত ॥ ৩৮৬
কহিতে কহিতে ইহা ঘুচয়ে স্বপন।
অর্দ্ধ-নিদ্রাবেশে তোঁহে করেন মার্গণ ॥ ৩৮৭
শয্যার মাঝারে তব স্পর্শ না পাইয়া।
ডাকেন কোথা হে প্রিয়ে জানকি বলিযা ॥৩৮৮
এইরূপে ক্ষণকাল করিয়া যাপন।
চেতন পাইয়া প্রভু করেন ক্রন্দন ॥ ৩৮৯
হাহা প্রিয়ে চন্দ্রমুখি, কোথা গেলে প্রাণসখি,
কোথা মোর কণ্ঠমণি-দাম।
হাহা সর্ব্ব গুণখনি, হা লাবণ্য-তরঙ্গিণি,
হাহা লীলা-বিলাসের ধাম ॥ ৩৯০
প্রিয়ে কোথা গেলে তুমি,তোহে না দেখিয়া আমি
হইয়াছে অধিক কাতর।
শশধর-আদি করি, যত বস্তু মনোহারী,
সে সকল লাগে ঘোরতর ॥ ৩৯১
না শুনি তোমার কথা, পাই অতিশয় ব্যথা,
বজ্র মানি কোকিল-নিস্বন।
তব-তনু-স্পর্শ বিনে, সুশীতল সমীরণে,
বোধ হয় প্রচণ্ড দহন ॥ ৩৯২
তব অঙ্গ-গন্ধ বিনে, সুগন্ধি কুসুমগণে,
গরল-সমান বোধ হয়।
তব করপক্ক অন্ন, না পাইয়া অতি খিন্ন,
আহারেতে বিরক্ত হৃদয় ॥ ৩৯৩
তুমি মোর প্রাণধন, হৃদয়ের আভরণ,
নয়নের কর্পূর অঞ্জন।
এমত তোমারে বিনে, এখনো আছিয়ে প্রাণে,
ধিক্ ধিক্ আমার জীবন _ ৩৯৪
ধিক্ মোর ধনুর্ব্বাণে, ধিক্ মোর বিক্রমণে,
ধিক মোর বীর্য্যে ধিক্ মোরে।
জীবনে থাকিতে আমি, দুষ্ট নিশাচর-স্বামী,
হরিয়া লইয়া গেল তোরে ॥ ৩৯৫

হেন দিন হবে কবে, বধ করি সবান্ধবে,
যাহে দুষ্টমতি দশানন।
তোমাকে উদ্ধার করি, যাইবে আপন পুরী,
সুখী হয়্যা এ রঘুনন্দন ॥ ৩৯৬
এ সব বিলাপ-বাক্য করিয়া শ্রবণ।
চেতন দ্রবেতে রহু দ্রবে অচেতন ॥ ৩৯৭
এইরূপে তোমার বিরহে রঘুমণি।
পাইছেন মহাক্লেশ দিবস-রজনী ॥ ৩৯৮
তথাপি বিহিত যেই ধর্ম্ম-আচরণ।
কোনোমতে না করেন তাহার বর্জ্জন ॥ ৩৯৯
তোমা লাগি বধ করি বালী কপিবরে।
সুহৃৎ করিয়াছেন সুগ্রীব বানরে ॥ ৪০০
সেহতো সুগ্রীব জম্বুদ্বীপ-কপিগণে।
আনাইয়াছেন বধিবারে দশাননে ॥ ৪০১
তুমি এথানেতে আছ ইহা রঘুমণি।
না জানেন তেঁই এত বিলম্ব জননি ॥ ৪০২
আমি ফিরি যাবামাত্র কপিসৈন্য নিয়া।
এথানে আসিবা প্রভু তোমার লাগিয়া ॥ ৪০৩
শরজালে বদ্ধ করি দুর্গম সাগব।
প্রবেশিবা সসৈন্যেতে লঙ্কার ভিতর ॥ ৪০৪
সবান্ধবে বধ করি দুষ্ট দশাননে।
লইয়া যাবেন তোঁহে আপন ভবনে ॥ ৪০৫
ইথে যদি ত্রিভুবন মিলি বিঘ্ন করে।
তভু রক্ষা করিতে নারিবে লঙ্কেশ্বরে ॥ ৪০৬
লক্ষ্মণের তোমার চরণে যেন্ ভক্তি।
তাহা কহিবারে মোর কিবা আছে শক্তি ॥ ৪০৭
যাবৎ থাকেন তিঁহ রামের সাক্ষাতে।
সান্ত্বনা করেন তাঁরে বিবিধ কথাতে ॥ ৪০৮
বিবর পাইলে তিঁহ মা জানকি বলি।
ক্রন্দন করেন করি অত্যন্ত বিকলী ॥ ৪০৯
যদি কিছু কহি থাক তুমি কটু কথা।
তাঁর মনে থাকিতে না পারে সেই ব্যথা ॥৪১০
আসিবার কালে তিঁহ কহিলা আমারে।
প্রণাম জানাবে মোর জানকী-মাতারে ॥৪১১
তার পর তাহারে করিয়া আশ্বাসন।
কহিবে আমার এই বাক্য নিবেদন ॥ ৪১২
রাজপুত্রি কুশলে আছেন রঘুমণি।
তাঁর লাগি চিন্তিত না হইবে আপনি ॥ ৪১৩

সে দুর্দ্দিনে পায়্যাছিলে যাহা শুনি ত্রাস।
সে কেবল মারীচের দুষ্টতা-প্রকাশ ॥ ৪১৪
সেই দুষ্ট কনক-হরিণমূর্ত্তি ধরি।
রামে লয়্যা গিয়াছিল গহন-ভিতরি ॥ ৪১৫
যবে রাম তারে শরে করিলা বেধন।
করিছিল তবে দুষ্ট সেইত নিস্বন ॥ ৪১৬
অতএব তাহা ভাবি হইয়া শঙ্কিত।
শ্রীরাম-বিষয়ে নাহি হইবে চিন্তিত ॥ ৪১৭
আমিহ কহিয়াছিলুঁ তাঁহে কুবচন।
করেন আমার যেন সে দোষ মার্জ্জন ॥ ৪১৮
বারণ করিবে তাঁরে করিতে চিন্তন।
শীঘ্র রামে মিলাইব বধিয়া রাবণ ॥ ৪১৯
অতএব আর চিন্তা না কর আপনি।
ত্বরিত আসিবা দুই ভাই রঘুমণি ॥ ৪২০
সত্য করি কহিতেছি আমি এ বচন।
না কর আপনি ইথে অন্যথা ভাবন ॥ ৪২১
কহিতে হইবে রামে তব কি সন্দেশ।
সম্প্রতি আমারে কর তাহা সমাদেশ ॥ ৪২২
পবন-পুত্রের মুখে শুনি এ ভারতী।
কহেন তাহারে সীতা সুখ-দুঃখবতী ॥ ৪২৩
বায়ুপুত্র কহিলে তুমিহ যে বচন।
এত সুধা-সম্মিশ্রিত গরল যেমন ॥ ৪২৪
মোর প্রতি আছে তাঁর প্রীতি অতিশয়।
ইহা শুনি আনন্দিত হইল হৃদয় ॥ ৪২৫
কিন্তু মোর লাগি নাথ পাইছেন ব্যথা।
ইহা শুনি হল্য দুঃখ বজ্রাঘাতে যথা ॥ ৪২৬
ধিক্ ধিক্ কেন মোরে স্বজিলেক বিধি।
যার লাগি দুঃখ পান তেন গুণনিধি ॥ ৪২৭
কবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে মো-সবার।
প্রাণনাথ পাইবেন এ দুখের পার ॥ ৪২৮
কবে বা দেখিতে পাব আমি প্রাণেশ্বরে।
হেন দিন কিবা হবে এ জন্ম-ভিতরে ॥ ৪২৯
এত কহি অতিশয় শোক-দুঃখযুতা।
ফুকরিয়া কান্দেন জনক-নৃপসুতা ॥ ৪৩০
তাহা দেখি মহামতি পবনকুমার।
সান্ত্বনা করিয়া তাঁরে কন পুনর্ব্বার ॥ ৪৩১
না কর না কর মাতা তুমিহ ক্রন্দন।
আজি দেখি গিয়া চল শ্রীরাম-চরণ ॥ ৪৩২
আস্থ আরোহণ কর মোর পৃষ্ঠভাগে।
এখনি লইয়া যাই তোঁহে রাম-আগে ॥ ৪৩৩
বৃষে আরোহিয়া যেন যান কাত্যায়নী।
তেন মোর পৃষ্ঠে চটি চলহ আপনি ॥ ৪৩৪
যদি কেহ এই কর্ম্ম পারয়ে জানিতে।
তথাপি নারিবে ইথে বিঘ্ন আচরিতে ॥ ৪৩৫
তোঁহে লয়্যা প্রস্থান করিব আমি যবে।
কেহ মোরে ধরিতে না পারিবেক তবে ॥ ৪৩৬
অপর কি কব মোর সঙ্গেতে গমন।
করিতে পবন বিনে নারে অন্যজন ॥ ৪৩৭
যদি কপি বলি নাহি চড শঙ্কা করি।
তবে আজ্ঞা কর যার তার রূপ ধরি ॥ ৪৩৮
করিতে পারিয়ে সব্ব-শরীর ধারণ।
যাহে ইচ্ছা হয় তাহা কর আজ্ঞাপন ॥ ৪৩৯
তোমার এ দুঃখ আর না পারি দেখিতে।
অদ্যই মিলাই তোঁহে শ্রীরাম-সহিতে ॥ ৪৪০
মারুতি-বচন শুনি জানকীর মুখে।
দশ মাস পরে হাস্য প্রকাশিল সুখে ॥ ৪৪১
মন্দ মন্দ হাসি তবে পবননন্দনে।
কহিছেন আর বার মধুর বচনে ॥ ৪৪২
বাছা দেখিতেছি তব যেন ক্ষুদ্র কায়।
ইথে কি সাহসে চাহ লইতে আমায় ॥ ৪৪৩
লঙ্ঘিয়াছ কিরূপে তুমিহ পারাবার।
এ সন্দেহ এখনো না গিয়াছে আমার ॥ ৪৪৪
ইথে কি সাহসে স্কন্ধে চটিব তোমার।
তুমি বা কিরূপে যাবে হয়্যা সিন্ধুপার ॥ ৪৪৫
এত শুনি শ্রীমারুতি জানকী-বচন।
হাসিয়া হাসিয়া পুন তার প্রতি কন ॥ ৪৪৬
মাতা মোরে ক্ষুদ্র দেখি করিছ সংশয়।
আমার এমত মূর্ত্তি সহজ না হয় ॥ ৪৪৭
ধরিতে পারিয়ে আমি বিবিধ শরীর।
দেখাইব তোঁহে তাহা যাহে হবে স্থির ॥ ৪৪৮
সাগর লঙ্ঘনে যেই করহ সংশয়।
তাহা সত্য বটে কিন্তু মোর প্রতি নয় ৪৪৯
পবন-প্রসাদ আর প্রসাদ তোমার।
পাইয়া প্রসাদ আর তোমার ভর্ত্তার ॥ ৪৫০
এ তিন প্রসাদ-বলে সাগর লঙ্ঘন।
করিলাম অনায়াসে গোষ্পদ যেমন ॥ ৪৫১

আর শুন যে রামের নাম উচ্চারিয়া।
লোক সব যায় ভব-সাগর তরিয়া ॥ ৪৫২
তাঁহার কিঙ্কর আমি তাঁর কার্য্যে আসি।
লঙ্ঘিব সাগর এ কি অসম্ভব বাসি ॥ ৪৫৩
এখন মুদ্রিত কর আঁখি একবার।
দেখাইব তোঁহে আমি মূর্ত্তি আপনার ॥ ৪৫৪
এত শুনি শ্রীজানকী মুদিলা নয়ন।
শরীর বাড়ান তবে পবননন্দন ॥ ৪৫৫
আকাশ-উপরি উঠি পর্ব্বত প্রমাণ।
আপনার শরীর করিলা হনুমান ॥ ৪৫৬
কহিছেন দেখ মাতা মিলিয়া নয়ান।
বাড়ায়্যাছি আমি কিছু নিজ তনু খান ॥ ৪৫৭
যদি আজ্ঞা কর তবে আরো বাড়িবারে।
পারি তব অনুগ্রহে ইচ্ছা অনুসারে ॥ ৩৫৮
পর্ব্বত কানন পুরী সকল সহিতে।
পারি আমি এই লঙ্কা লইয়া যাইতে ॥ ৪৫৯
অতএব কোনো শঙ্কা না কর অন্তরে।
আরোহণ কর মোর পৃষ্ঠের উপরে ॥ ৪৬০
এত বাণী শুনি দেখি মারুতি-আকারে।
কহিছেন সুখী হয়্যা জানকী তাঁহারে ॥ ৪৬১
জানিলাম বাপ তুমি যেন শক্তি ধর।
কিন্তু অতি শীঘ্র এই শরীর সম্বর ॥ ৪৬২
যদি কোন নিশাচর করয়ে দর্শন।
এখনি করিবে তবে উৎপাত ঘটন ॥ ৪৬৩
ইহা শুনি শ্রীমারুতি পূর্ব্বরূপ ধরি।
বসিলা সীতার আগে পরণাম করি ॥ ৪৬৪
তবে পুন কহিছেন তাঁরে রামপ্রিয়া।
বিস্ময় হইল বাপ তোমারে দেখিয়া ॥ ৪৬৫
নাহি আছে কোনো কার্য্য অসাধ্য তোমার।
আমারে লইয়া যাবে এত নহে ভার ॥ ৪৬৬
কিন্তু তব পৃষ্ঠে চড়ি গমন করিতে।
অভিলাষ নাহি হয় বাছা মোর চিতে ॥ ৪৬৭
বায় সম বেগে তুমি করিবে গমন।
মোর শক্তি নহে তাহা করিতে সহন ॥ ৪৬৮
যদি ভীত হয়্যা পড়ি সাগরের জলে।
তবে তব সব শ্রম যাইবে নিষ্ফলে ॥ ৪৬৯
আর দেখ শ্রীরামের গৃহিণী হইয়া।
অন্য পুরুষেরে পরশিতে নহে হিয়া ॥ ৪৭০
তবে যে ছুঁইয়াছিল রাবণ আমারে।
সেই ইচ্ছা মতে নহে কিন্তু বলাৎকারে ॥ ৪৭১
আর শুন মোরে লয়্যা যাত্রা লুকাইয়া।
তোমাদেরো যোগ্য নহে দেখ বিচারিয়া ॥ ৪৭
রাবণেরে বীর বলি সকলে জানিবে।
নাথের অবীর বলি অযশ হইবে ॥ ৪৭৩
সসৈন্যে আসিয়া এথা বধিয়া রাবণ।
রামের উচিত মোরে করিতে গ্রহণ ॥ ৪৭৪
অতএব তুমি শীঘ্র করিয়া গমন।
সসৈন্যে লক্ষ্মণ-রামে কর আনয়ন ॥ ৪৭৫
এত শুনি পুলকিত হয়্যা কপিবর।
পুনর্ব্বার কহিছেন জানকী-গোচর ॥ ৪৭৬
জননি আপুনি যে করিলে আজ্ঞাপন।
কার সাধ্য করিবারে ইহার লঙ্ঘন ॥ ৪৭৭
একে সুকুমারী তুমি তাহে কৃশতর।
তোঁহে লয়্যা যোগ্য নহে লঙ্ঘিতে সাগর ॥ ৪
কহিলেন যেই আর দ্বিতীয় কারণ।
অপর পুরুষে আমি না করি স্পর্শন ॥ ৪৭৯
তোমার উচিত বটে এমত বচন।
তোমা বিনে ইহা কহে নাহি হেন জন ॥ ৪৮
কিন্তু এই দোষ মাতা মোর প্রতি নয়।
পুত্রের পরশে মাতা কোথা দুষ্ট হয় ॥ ৪৮১
তথাপি না পারি তোঁহে লইয়া যাইতে।
ক্ষীণ দেখি শঙ্কা হয় পৃষ্ঠেতে তুলিতে ॥ ৪৮২
অতএব কহ নিজ সন্দেশ-বচন।
কর রাম-নিকটেতে আমারে প্রেষণ ॥ ৪৮৩
যাবৎ না যাব আমি শ্রীরামসাক্ষাতে।
তাবৎ পাইবে দুঃখ তুমিহ লঙ্কাতে ॥ ৪৮৪
আমি যাবামাত্র তিঁহ সসৈন্যে আসিবা।
উদ্ধার করিবা তোঁহে রাবণে বধিয়া ॥ ৪৮৫
শুনি বায়ুপুত্রমুখে এত নিবেদন।
জানকী কহেন তাঁরে সন্দেশ-বচন ॥ ৪৮৬
কহিবে নাথেরে তুমি পবননন্দন।
যেরূপ আমার দশা করিলে দর্শন ॥ ৪৮৭
তর্জ্জন করিল যেন দুষ্ট দশানন।
শুনিয়াছ তাহা তাঁরে কর্য্য নিবেদন ॥ ৪৮৮
তার পর তাঁর পদে নতি-পুরঃসর।
করিবে আমার এই বাক্য সুগোচর ॥ ৪৮৯

নাথ তব মোর প্রতি করুণা যেমন।
তাহা জানিলেক এই সব ত্রিভুবন ॥ ৪৯০
সকল জনেতে কহে তোঁহে দয়াময়।
সে কি মিথ্যা অথবা আমার প্রতি নয় ॥ ৪৯১
অন্যথা এ দুঃখ কেন আমিহ পাইব।
এখানে বা এত দিন কি লাগি রহিব ॥ ৪৯২
রক্ষণ করেন পিতা নারীকে কৌমারে।
যৌবনে রক্ষণ করে বল্লভ তাহারে ॥ ৪৯৩
তুমিহ আমারে নাহি করিবা রক্ষণ।
করিলে অত্যন্ত মিথ্যা শাস্ত্রের বচন ॥ ৪৯৪
কোথা তব সেই ধনু কোথা সেই শর।
এখনো বাঁচিয়া রহে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর ॥ ৪৯৫
কোথা গেল তেন তেজ কোথা পরাক্রম।
কোথা গেল তেন বল ভুবনে অসম ॥ ৪৯৬
বুঝি মোর ভাগ্যে সব হইয়াছে নষ্ট।
অন্যথা পাইব কেন আমি এত কষ্ট ॥ ৪৯৭
শূর বলি তোঁহে যেই বহে সর্ব্বজন।
বুঝিলাম সে কেবল মিথ্যা আরোপণ ॥ ৪৯৮
অন্যথা করিবা স্পর্শ শূরের ভার্য্যারে।
কে কোথা বাঁচিয়া আছে ভুবন-মাঝারে ॥ ৪৯৯
কোশলেন্দ্র-বধূ আমি জনকনন্দিনী।
রঘুবংশ-চন্দ্র নাথ তোমার গৃহিণী ॥ ৫০০
হেন আমি রহিলাম রাক্ষস-আগারে।
ইহা হতে দুখ আর কি আছে সংসারে ॥ ৫০১
সমুদ্রের শোষ চন্দ্র-সূর্য্যের পতন।
অগ্নির শীতত্ব আর মেরুর চলন ॥ ৫০২
এ সকল যেন নাহি ঘটে কদাচিৎ।
তেন তব আমার উপেক্ষা অনুচিত ॥ ৫০৩
এবে কহি অভিমান কিঞ্চিৎ তেজিয়া।
কহিছেন আরবার বিনয় করিয়া ॥ ৫০৪
অথবা কহিয়াছিলুঁ ধরিতে হরিণ।
সেই ক্রোধে মোরে দুখ দিলে এত দিন ॥ ৫০৫
অথবা অনন্যগতি এ দাসী জনারে।
উপেক্ষা করহ ইহা ঘটিতে না পারে ॥ ৫০৬
যেন তব বাহুবল যেন পরাক্রম।
তাহা আমি ভাল মতে জানি রঘূত্তম ॥ ৫০৭
জনস্থানে দ্বিসপ্ত সহস্র নিশাচরে।
একাকী বধিলে তুমি আমার গোচরে ॥ ৫০৮

সে বীর্য্য সে সব অস্ত্র এ দুষ্ট রাবণে।
নিয়োজন নাহি কর কিসের কারণে ॥ ৫০৯
বুঝিলাম দুর্দ্দৈব-বিপাক অনুসারে।
বিস্মৃত বা হইয়াছ অভাগা আমারে ॥ ৫১০
যদি কিছু থাকয়ে করুণা মোর প্রতি।
তবে শীঘ্র এখানেতে কর সমাগতি ॥ ৫১১
দুইমাস অবধি দিয়াছে দশানন।
দুই মাস পরে মোরে করিবে ভক্ষণ ॥ ৫১২
এহতো অবধি হয় অতি দীর্ঘতর।
ততদিন না রহিবে মোর কলেবর ॥ ৫১৩
তব আগমন-আশে এক মাস গাত্র।
রাখিব এ সব দুখ সহি এই মাত্র ॥ ৫১৪
ইতোমধ্যে যদি নাহি আইসহ স্বামি।
তবে প্রাণ তেজিব যে কোনমতে আমি ॥ ৫১৫
এইরূপ নানা কথা কবে প্রাণেশ্বরে।
যেন কৃপা হয় তাঁর আমার উপরে ॥ ৫১৬
আর নাথে কয় তুমি পবননন্দন।
যেমন স্বভাব হয় এই দশানন ॥ ৫১৭
সাম দান ভেদ তিন উপায়ের দ্বারে।
না দিবে ফিরিয়া এহ কখনো আমারে ॥ ৫১৮
বিভীষণ নামে এক অনুজ ইহার।
মোরে ফিরি দিতে কয়াছিল বহুবার ॥ ৫১৯
অবিন্ধ্য নামেতে আর এক নিশাচর।
সেহ মোরে দিতে কয়াছিল সুবিস্তর ॥ ৫২০
তাহা না শুনিয়া দুষ্টমতি দশানন।
কহিল তাদিগে অতি নিষ্ঠুর বচন ॥ ৫২১
নন্দা নামে বিভীষণ-কন্যা অতি শান্ত।
তার মুখে শুনিয়াছি এ সব বৃত্তান্ত ॥ ৫২২
অতএব বুঝিয়াছি না করিয়া রণ।
রাবণ না দিবে মোরে ফিরি কদাচন ॥ ৫২৩
এ লাগি কহিবে যত্ন করি মোর নাথে।
আইসেন যেন বহু সৈন্য নিয়া সাথে ॥ ৫২৪
রাবণের সেনা হয় যাবৎপ্রমাণ।
শুনিয়াছি তাহা কহি কর অবধান ॥ ৫২৫
ত্রিশকোটি বত্রিশ সহস্র নিশাচর।
তাহার দ্বিগুণ হয় পিশাচ প্রখর ॥ ৫২৬
ইহাদের প্রত্যেকের আছে অনুচর।
দশশত করি যারা রণে অগ্রসর ॥ ৫২৭

তারা সবে শূর যোদ্ধা বলী মায়াধর।
এই উপযুক্ত রথ ঘোটক কুঞ্জর ॥ ৫২৮
এ সকল জয় বিনে তুষ্ট না মরিবে।
তার উপযুক্ত সৈন্য আনিতে কহিবে ॥ ৫২৯
এ সকল কথা নাথে করি নিবেদন।
দেবরে কহিবে পরে আমার বচন ॥ ৫৩০
রামসেবা লাগি নিজ সুখ ত্যাগ করি।
দেবর এস্যাছ তুমি কানন-ভিতরি ॥ ৫৩১
রাখিবে তাঁহারে হেন করিয়া যতন।
নাহি পান যেন মোর বিরহে বেদন ॥ ৫৩২
কি আর কহিব তোহে আপনার লাগি।
তাহাই করিবে যাহে হও যশোভাগী ॥ ৫৩৩
জানিতাম তোহে বড় তেজস্বী বলিয়া।
বুঝি তাহা মোর ভাগ্যে গেল উলটিয়া ॥ ৫৩৪
অন্যথা এমত অপমান সহ্য করি।
কিরূপে নিশ্চিন্ত হয়্যা আছ ধৈর্য্য ধরি ॥ ৫৩৫
কোথা গেল তেন পরাক্রম তেন বল।
কোথা গেল অস্ত্র শস্ত্র পাণ্ডিত্য সকল ॥ ৫৩৬
তোমাদ্দের কুলনারী করিয়া হরণ।
এখনো রয়্যাছে বাঁচি দুষ্ট দশানন ॥ ৫৩৭
ধিক্ ধিক্ তোমাদ্দের বিক্রমাদি গুণে।
ধিক্ ধিক্ তোমাদ্দের খড়্গ ধনু তুণে ॥ ৫৩৮
এতেক পর্য্যন্ত কহি অভিমান-লেশে।
পুনশ্চ কহেন সীতা দুঃখের আবেশে ॥ ৫৩৯
দেবর হয়্যাছি আমি দুখেতে মোহিত।
এ লাগিয়া কহিতেছি বহু অনুচিত ॥ ৫৪০
কিন্তু তুমি শ্রবণ করিয়া এই কথা।
হৃদয়েতে না করিবে কোনো মতে ব্যথা ॥ ৫৪১
পূর্ব্বেও কহিয়াছিলুঁ তোহে যে দুর্ব্বাণী।
তাহা মনে না রাখিবে স্ত্রী-স্বভাব জানি ॥ ৫৪২
করিবে সর্ব্বদা তুমি হেন আয়োজন।
যাহে নাথ শীঘ্র হেথা করেন গমন ॥ ৫৪৩
তুমি বিনে এথানেতে তাঁহারে আনিতে।
আর কারো শক্তি নাহি আছে ত্রিলোকীতে ॥
অতএব উদ্‌যোগ করিয়া আনি তাঁরে
রাবণে বধিয়া লয়্যা চলহ আমারে ॥ ৫৪৫
তাহাতেও না করিবে বিলম্ব বিস্তর।
না রহিবে প্রাণ মোর একমাস-পর ॥ ৫৪৬
যেমত রূপেতে আছি আমিহ এখানে।
সে সকল শুনিবে শ্রীমারুতির স্থানে ॥ ৫৪৭
এতেক লক্ষ্মণে কহি কয় তার পরে।
বিনয় করিয়া প্রভু-মিত্র কপীশ্বরে ॥ ৫৪৮
বলবান্ বহু সৈন্য সবে করি আনি।
উদ্ধার করেন যেন মিতা এই প্রাণী ॥ ৫৪৯
এইত কহিলুঁ নিজ সন্দেশ কিঞ্চিৎ।
কহিবে অপর তুমি যে হয় উচিত ॥ ৫৫০
যদি বাছা পার কোনোরূপেতে আমারে।
উদ্ধারিতে তবে যশ ঘুষিবে সংসারে ॥ ৫৫১
হইবেক অতিশয় ধর্ম্মের সঞ্চয়।
উপস্থিতমৃত্যু-জন-রক্ষা ধর্ম্ম হয় ॥ ৫৫২
এতেক করুণ কথা জানকীর মুখে।
শুনিয়া কান্দেন শ্রীমারুতি বহু দুখে ॥ ৫৫৩
ক্ষণেক পরেতে মুছি আপন নয়ন।
কহিছেন জানকীরে সান্ত্বনা-বচন ॥ ৫৫৪
মাতা কেন এতেক বৈকল্য কর আর।
গিয়াছে বলিয়া জান ক্লেশ আপনার ॥ ৫৫৫
আমি যাবামাত্রে প্রভু আসিবা এখানে।
বধিবেন সবান্ধবে রাবণেরে প্রাণে ॥ ৫৫৬
যার এক বাণে বালী তেজিল জীবন।
তার সঙ্গে করিতে পারিবে কেবা রণ ॥ ৫৫৭
তাহে পুন আল্যে তিহ লক্ষ্মণ-সহিতে।
কার সাধ্য ত্রিভুবনে সাক্ষাৎ হইতে ॥ ৫৫৮
রাবণের সৈন্য দেখি না করিবে ভয়।
রাম-সৈন্য-আগে এত অতি অল্প হয় ॥ ৫৫৯
সে সৈন্যে আসিবে বীর যেন বলবান্।
তার আগে নিশাচর মশক সমান ॥ ৫৬০
সে সব বীরের কথা রহুক অন্তরে।
একা আমি বধিব সকল নিশাচরে ॥ ৫৬১
সে বিষয়ে আপুনিহ কোনহ প্রকারে।
কিছু চিন্তা না করিবে মানস-মাঝারে ॥ ৫৬২
কিন্তু রাম দিয়াছিলা অঙ্গুরী যেমন।
তেন কিছু চিহ্ন মোরে কর সমর্পণ ॥ ৫৬৩
যাহ' নিরীক্ষণ করি হৃদয়ে তাঁহার।
সুদৃঢ় প্রত্যয় হয় বচনে আমার ॥ ৫৬৪
মারুতির কথা শুনি ভাবেন জানকী।
কিবা আছে মোর অভিজ্ঞান যে দিব কি ॥ ৫৬৫

পথে আসিবার কালে বসন ভূষণ।
ক'রে আসিয়াছি ঋষ্যমূকে নিক্ষেপণ ॥ ৫৬৬
ত ভাবি নিশ্চয় করিয়া কিছু মনে।
কহিছেন গদগদ পবননন্দনে ॥ ৫৬৭
বাপধন এক মাত্র মণি মোর পাশে।
আছে প্রাণনাথের বিখ্যাত কেশপাশে ॥ ৫৬৮
ইহাই করিয়ে তোহে আমি সমর্পণ।
যাহা দেখি নাথের প্রতীত হবে মন ॥ ৫৬৯
কিন্তু পতি-মঙ্গলার্থে কিঞ্চিৎ ভূষণ।
সধবা নারীরে হয় করিতে ধারণ ॥ ৫৭০
তাহে আর কিছু নাহি নিকটে আমার।
পরিধান করি এই অঙ্গুরী তাঁহার ॥ ৫৭১
এত কহি লইয়া শ্রীরামের অঙ্গুরী।
পরিলেন অঙ্গুলীতে অশ্রুজলে পূরি ॥ ৫৭২
স্বভাবে কৃশাঙ্গী তিঁহ দ্বিগুণ বিরহে।
সেইত অঙ্গুরী অঙ্গুলীতে নাহি রহে ॥ ৫৭৩
তবে সে অঙ্গুলী লয়্যা কান্দিয়া কান্দিয়া।
ধরিলেন ভুজমূলে বলয় করিয়া ॥ ৫৭৪
তাহা দেখি ক্রন্দন করেন শ্রীমারুতি।
পুনর্ব্বার জানকী কহেন সকাকুতি ॥ ৫৭৫
মোর দশা নিরখিলে তুমি বাপধন।
করিবে শ্রীরাম-পদে ইহা নিবেদন ॥ ৫৭৬
এত কহি কেশ হৈতে লয়্যা মণিখানি।
মারুতিরে দিয়া পুন কন ঠাকুরাণী ॥ ৫৭৭
বাপধন এই নাও শির-আভরণ।
করিবে শ্রীরাম-পদে ইহা সমর্পণ ॥ ৫৭৮
আর এক অভিজ্ঞান কহিবে তাঁহারে।
আমি তিনি বিনে কেহ না জানে যাহারে ॥ ৪৭৯
নাথ এক দিন চিত্রকূটের উপরি।
দুই জনে বন-শোভা দরশন করি ॥ ৫৮০
ফিরিতে ফিরিতে এক সুন্দর শিলায়।
বসিলে আপুনি সঙ্গে করিয়া আমায় ॥ ৫৮১
দিব্য মনঃশিলা ঘষি অঙ্গুলীতে করি।
তিলক করিলে মোর ললাট-উপরি ॥ ৫৮২
সেইত তিলক-দান করহ স্মরণ।
আর এক অভিজ্ঞান করহ শ্রবণ ॥ ৫৮৩
দিন শ্রান্ত হয়্যা ভ্রমণ লাগিয়া।
শুইলে আমার উরুতে শির দিয়া ॥ ৫৮৪
তবে কাকরূপে আসি ইন্দ্রের নন্দন।
ওষ্ঠে করি কৈল মোর চরণে তাড়ন ॥ ৫৮৫
তুমি নিদ্রা তেজি দেখি মোর পদে ব্রণ।
তাহার কারণ মোরে কৈলা জিজ্ঞাসন ॥ ৫৮৬
হেনকালে পুন ঝাঁপ দিল সে দুর্ম্মতি।
তাহা দেখি বারণ করিলে রঘুপতি ॥ ৫৮৭
তাহা না মানিয়া সেহ পুনঃপুন ধায়।
দেখি তাহা তুমি এক করিলে উপায় ॥ ৫৮৮
শরের ইষীকা লয়্যা মন্ত্রপূত করি।
নিক্ষেপ করিলে সেই কাকের উপরি ॥ ৫৮৯
সেই অস্ত্র-তেজে তপ্ত হয়্যা সে বায়স।
ভ্রমিলেক বাঁচিবার আশে দিক্‌দশ ॥ ৫৯০
কেহ যবে তাহারে না বাঁচাতে পারিল।
তবে ফিরি পুন তব নিকটে আইল ॥ ৫৯১
করিলেক নানামত স্তুতি আচরণ।
তাহা শুনি তার প্রতি হল্যে তুষ্ট-মন ॥ ৫৯২
অস্ত্র-মর্য্যাদার্থে বাম আঁখি লয়্যা তার।
বাঁচাইলে অনুমতি লইয়া আমার ॥ ৫৯৩
সেইত পূর্ব্বের কথা স্মৃতি করি মনে।
বিশ্বাস করহ নাথ মারুতি-বচনে ॥ ৫৯৪
মোর লাগি বায়সেরে করিছিলে দণ্ড।
এখন না কর কেন রাবণেরে লণ্ড ॥ ৫৯৫
বায়ুপুত্র তুমি এই তিন অভিজ্ঞান।
লয়্যা প্রাণনাথ-কাছে করহ প্রস্থান ॥ ৫৯৬
তাঁহার চরণে মণি করিবে অর্পণ।
তিলক-কাকের কথা করাবে শ্রবণ ॥ ৫৯৭
একমাস মধ্যে নাথে এখানে আনিবে।
বিলম্ব হইলে মোর দেখা না পাইবে ॥ ৫৯৮
অতএব বাছা শীঘ্র করহ পয়াণ।
পথে তব কুশল করুন ভগবান্ ॥ ৫৯৯
বিঘ্ন না করুন তব কোনহ অমর।
কুশল করুন পথে শঙ্করী শঙ্কর ॥ ৬০০
তবে সেই মণি লয়্যা পবননন্দন।
করিলেন জানকীর চরণ বন্দন ॥ ৬০১
কৃতাঞ্জলি হয়্যা প্রদক্ষিণ করি তাঁয়।
পুনর্ব্বার প্রণতি করিলা তাঁর পায় ॥ ৬০২
মারুতিরে যাইতে উদ্যত দেখি সীতা।
কহিছেন পুনর্ব্বার অতি শোকান্বিতা ॥ ৬০৩

বাছা তুমি মোর কাছে ছিলে যতক্ষণ।
ততক্ষণ বড় সুখে করিল গমন ॥ ৬০৪
শ্রীরামের রূপ-গুণ করিয়া বর্ণন।
উপস্থিত মৃত্যু মোর করিলে বারণ ॥ ৬০৫
তুমি এথা হতে গেলে বাঁচিব কেমনে।
তাহা কিছু ভাবি স্থির নাহি হয় মনে ॥ ৬০৬
যে হক করিবে বাছা ইহাই সম্প্রতি।
শীঘ্র যাহে হয় প্রাণনাথের আগতি ॥ ৬০৭
এত কহি শ্রীজানকী গদগদ স্বরে।
কণ্ঠ-রোধ হল্য আর বাক্য না নিঃসরে ॥ ৬০৮
তাহা দেখি মারুতি করেন নিবেদন।
মাতা পুনঃপুন কেন কহ এ বচন ॥ ৬০৯
এক মাসে আনিতে না পারি যদি রাম।
তবে বৃথা ধরি রামদাস বলি নাম ॥ ৬১০
সবান্ধবে বধ করি দুষ্ট দশাননে।
সত্য সত্য মিলাইব তোমা রাম-সনে ॥ ৬১১
আপুনি না কর আর দুঃখানুসন্ধান।
এত বলি বিদায় লইলা হনূমান্ ॥ ৬১২
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৬১৩

ইতি শ্রীরামরসায়নে সুন্দরকাণ্ডলীলা-
কথাবর্ণনে জানকী-সন্দেশো নাম
চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হনূমানের রাবণ-সভাপ্রবেশ

অশোকবনিকাং বলান্নিরবশেষনুন্মূলন-
ন্ননেকরজনীচরৈঃ সহিতমক্ষমুক্তাং হন।
দশাননসভাং লুলোকানিবুরিন্দ্রজিদ্বন্ধনং
স্বয়ং কিল সমাদদজ্জয়তি সাধু বায়োঃ সুতঃ

মারুতি বিদায় হল্য যবে সীতা-আগে।
অরুণ উঠিল তবে পূর্ব্বদিগভাগে ॥ ২
কিছু দূর গিয়া তবে পবননন্দন।
মনে মনে করিছেন এইত চিন্তন ॥ ৩
যে কার্য্যেতে পাঠাইলা শ্রীরাম আমায়।
তাহাতো হইল সিদ্ধ তাঁহার কৃপায় ॥ ৪
এক্ষণে অপর কর্ম্ম করিতে উচিত।
যাহে প্রভু অতিশয় হইবা সুখিত ॥ ৫
এক কর্ম্মে যেই ভৃত্য হইয়া প্রেরিত।
দুই কর্ম্ম করে তাবে স্বামী হয় প্রীত ॥ ৬
অতএব রাবণের প্রিয় এই বন।
আপনার বাহুবলে করিয়ে ভঞ্জন ॥ ৭
তাহা শুনি ক্রুদ্ধ হয়্যা রাজা দশানন।
পাঠাইবে আমারে বধিতে সেনাগণ ॥ ৮
সেই সব সেনাগণে বিনাশ করিয়া।
প্রভু-কাছে যাব দশাননে জানাইয়া ॥ ৯
করি এত যুক্তি মহাশক্তি পবননন্দন।
নিজ কলেবরে বাড়াবারে কৈলা আরম্ভণ ॥ ১১
তবে ক্ষণমাত্রে তার গাত্র হল্য গিরিপ্রায়।
তাহে দুই আঁখি হেন দেখি যেন রবি ভায় ॥ ১২
আর ঘন দোলে ব্যোমতলে তাঁর পুচ্ছদেশ।
যেন মেরুগিরি-শিরোপরি ফণা ধরি শেষ ॥ ১৩
করি চমৎকার হুহুঙ্কার সমীরনন্দন।
মহা-কুতূহলে বৃক্ষজালে করেন ভঞ্জন ॥ ১৩
তাঁর পদাঘাতে করাঘাতে অঙ্গের স্পর্শনে।
ভাঙ্গে অনায়াসে নাসাশ্বাসে লাঙ্গুল-দোলনে
তাহে সুবিশাল কত শাল কৈলা উৎপাটন।
কত লক্ষ লক্ষ বটবৃক্ষ করিলা চূর্ণন ॥ ১৫
কত মনোহর নাগেশ্বর পুন্নাগ চম্পক।
কত নানাজাতি যূথী জাতী কাঁঠাল কেতক
পরে মহাবীর করবীর ভাঙ্গিলা সকল।
আর নারিকেল দিব্য বেল অতি মিষ্টফল ॥ ১৭
কত মহাগুরু বেদদ্রুরু সরল চন্দন।
বহু ফলবর উডুম্বর কদলী কাঞ্চন ॥ ১৮
কত নানা রঙ্গ নাগরঙ্গ করিলা ভঞ্জন।
কত শত কুল সহমূল কৈলা উৎপাটন ॥ ১৯
আর কত জাম দিব্য আম-কানন ভাঙ্গিলা।
পরে পরিহার সহকারসমূহ নাশিলা ॥ ২০
কত আম্রাতক দিব্য বক পলাশ পারলী।
কত কৃষ্ণকেলী কাষ্ঠমালী কুটজ আমলী ॥ ২১
পরে শোভাঞ্জন তরুগণ মাধবী মান্দার।
বার মহাবলে ভাঙ্গি ফেলে সাগর-মাঝার ॥ ২২

ছিল যত দ্রাক্ষা তাহা রক্ষা না করিল শূর।
মারি ভুজে তাল ভাঙ্গে তাল গুবাক খর্জ্জুর ॥২৩
আর সেই বনে নানাস্থানে কৃত্রিম ভূধর।
ছিল যত ছিলা তা ভাঙ্গিলা পবনকোঙর ॥২৪
তবে হেন মতে সে বনেতে যত তরু ছিলা।
তাহা জগৎপ্রাণ-সুসন্তান সকল ভাঙ্গিলা ॥২৫
নাহে বায়ুপুত্র একমাত্র পাদপ রাখিলা।
যার মূলদেশে শোকাবেশে জানকী আছিলা ॥২৬
সেই মহারঙ্গ বনভঙ্গ-নিনাদ শুনিয়া।
যত বনচারী বন ছাড়ি যায় পলাইয়া ॥ ২৭
পশু পক্ষিগণ ভীতমন চীৎকার করয়।
দেখি রঘুপতি-ভৃত্য অতি সুখিত-হৃদয় ॥ ২৮
সেইত কানন-ভঙ্গ-বিকট নিস্বন।
শুনিয়া জাগিল যত নিশাচরীগণ ॥ ২৯
দেখি বন-ভঙ্গ আর পবননন্দন।
জানকীরে কবে তারা সবে জিজ্ঞাসন ॥ ৩০
জনকনন্দিনি বটে কে এই বানর।
কোথা হতে আলা হয় কাহার বা চর ॥ ৩১
বুঝি তব নিকটে করাছে আগমন।
ভয় ত্যেজি কহ তুমি যথার্থ বচন ॥ ৩২
শুনি রাক্ষসীর বাণী জানকী সুমতি।
কহিছেন তাহাদের প্রতি এ ভারতী ॥ ৩৩
রাক্ষসেতে নানা রূপ পারে ধরিবারে।
তাহাদের মায়া মোরা নারি বুঝিবারে ॥ ৩৪
তোরাই নির্ণয় কর বিবেচিয়া চিতে।
রাক্ষসের মায়া পারে রাক্ষসে বুঝিতে ॥ ৩৫
এত শুনি তবে সেই নিশাচরীগন।
দশাননিকটে গেল ভয়যুক্ত-মন ॥ ৩৬
সভা-মাঝে প্রণাম করিয়া লঙ্কেশ্বরে।
এই নিবেদন করে সভয়-অন্তরে ॥ ৩৭
মহারাজ কোথা হৈতে অশোকবনীতে।
আসিয়াছে এক কপি আজি রজনীতে ॥ ৩৮
অত্যন্ত বিকটমূর্ত্তি মহা বলবান্।
ভাঙ্গিলেক সেহ তব সব বনখান ॥ ৩৯
রাখিয়াছে এক মাত্র শিংশপা পলাশী।
যাহার তলেতে আছে সীতা রূপরাশি ॥ ৪০
ইহাতেই মোরা সবে করি অনুমান।
বুঝি আসিয়াছে সেহ জানকীর স্থান ॥ ৪১
হইবে ইন্দ্রের কিম্বা শমনের চর।
অথবা হইবে সেহ রামের কিঙ্কর ॥ ৪২
যে হকু সে হকু কিন্তু কেন দিল বন।
অকারণে নিম্মূলেতে করিল ভঞ্জন ॥ ৪৩
অতএব যেই দণ্ড তাহার উচিত।
তাহা করিবারে আজ্ঞা করহ ত্বরিত ॥ ৪৪
রাক্ষসীর বচন শুনিয়া দশানন।
হইলা অত্যন্ত কোপে লোহিত-লোচন ॥ ৪৫
কিঙ্কর নামেতে আশীসহস্র রাক্ষসে।
ডাক দিয়া আনাইয়া কহে কোপবশে ॥ ৪৬
যাহ যাহ যাহ তোরা অশোক-কানন।
বর্ব্বর বানরে বান্ধি কর আনয়ন ॥ ৪৭

শুনিয়া দশানন, বাণী সে বীরগণ,
সাজিল অতি বেগবান।
লইল শূল শাল, প্রখর অসি ঢাল,
পরশু ধনু তূণ বাণ ॥ ৪৮
করিয়া কল কল, কাঁপায়্যা ধরাতল,
চলিল সব নিশাচর।
যেখানে হনুমান, শ্রীরাম-নাম গান,
করেন পাঁচীর উপর ॥ ৪৯
তবে সে সেনা-তাত, দেখিয়া শ্রীমারুতি,
ধরিধা নিজ কলেবর।
দেখিলা সেই ঠাই, যাহার তুলা নাই,
তেমন এক রাজঘর ॥ ৫০
লাফিয়া উঠি তায়, সেইত বীররায়,
বাহুতে মারিলেন তাল।
অশনি-নাদ জিনি, শুনিয়া যার ধ্বনি,
নগরী করে দলমল ॥ ৫১
যাবত বীর তায়, শুনিতে নাহি পায়,
রুধিল শ্রবণের দ্বার।
ভূমিতে পাখী পড়ে, তুরগ-গজ-খরে,
সঘনে করে চীৎকার ॥ ৫২
কহেন শ্রীমারুতি, জয়তি রঘুপতি,
শ্রীরাম ভূমি-সুতানাথ।
জয়তি শ্রীলক্ষ্মণ, জয়তি অনুক্ষণ,
সুগ্রীব কপিগন-সাথ ॥ ৫৩
আমিহ রঘুবর, প্রভুর অনুচর,
কর্য্যাছি এথা আগমন।

নাশিয়া এই পুরী, সীতারে নতি করি,
যাইব রাম-দরশন ॥ ৫৪
কহিয়া এত বাণী, করিয়া ঘোর ধ্বনি,
সেইত অটালি উপর।
করিলা পদাঘাত, যাহাতে অচিরাৎ,
চূর্ণিত হল্য সেই ঘর ॥ ৫৫
নিরখি সেই ক্রিয়া, কোপেতে মূঢ়হিয়া,
যাবত সেই বীরগণ।
করিয়া মার মার, বেড়িলা চারি ধার,
ধরিব এই করি মন ॥ ৫৬
দেখিয়া তাহা অতি, কুপিত শ্রীমারুতি,
করিয়া বিকট হুঙ্কার।
উপাড়ি সেই ধাম, একটা মণিথাম,
ঘুরায়্যা করিলা প্রহার ॥ ৫৭
সেইত স্তম্ভরূপ, প্রহার খাই শত,
রাক্ষস তেজিল জীবন।
ঘুরায়্যা আরবার, করিলা পরহার
মরিল তাহে শত জন ॥ ৫৮
হেনই পরকারে, অশীতি-সহস্রেরে,
পাঠায়্যা শমন-আলয়।
গগনে চড়ি তবে, করিয়া সিংহরবে,
কহেন পবনতনয় ॥ ৫৯
জয়তি রঘুবর, অনুজ কপিবর,
সহিত সহ কপিভাগে।
তাঁহার আমি চর, বিনাশি নিশাচর,
যাইব আজি তাঁর আগে ॥ ৬০
আনিব রঘুবীরে, সুগ্রীব সহচরে,
বানরসমূহ-সহিতে।
নাশিব লঙ্কাপুরী, সকল নিশাচরী,
বিধবা করিব ত্বরিতে ॥ ৬১
মারিয়া দশানন, জানকী-উদ্ধারণ,
করিয়া আনন্দিত-মন।
সকলে সুখী করি, যাইব নিজপুরী,
আমার শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৬২
এই মতে অশীতিসহস্র নিশাচর।
স্তম্ভাঘাতে বধিলেন পবন-কোঁয়র ॥ ৬৩
সেই অট্টালিকা-কাছে এক উপবন।
ছিল তাহা ভাঙ্গিতে করিলা আরম্ভণ ॥ ৬৪
তাহা দেখি বনপাল বহু নিশাচর।
ছাড়িতে লাগিল অস্ত্র মারুতি-উপর ॥ ৬৫
তবে ক্রুদ্ধ হয়্যা সেই স্তম্ভ ধরি করে।
বধিলেন প্রায় সেই সব নিশাচরে ॥ ৬৬
অবশিষ্ট নিশাচর দশ বিশ জন।
মৃত্যু-ভয়ে চারিদিগে করে পলায়ন ॥ ৬৭
হায় হায় কি হল্য কি হল্য বলি ধায়।
যায় যায় ঘন ঘন পাছু দিকে চায় ॥ ৬৮
কেহ কেহ এক মুখে পলাইয়া যায়।
পশ্চাতে চাহিতে অবসর নাহি পায় ॥ ৬৯
তাহে কেহ আপনার পদ-শব্দ শুনি।
মূর্চ্ছা পায় মারুতি আসিছে বলি গুণি ॥ ৭০
ধাইতে ধাইতে কেহ যদি পাছু হয়।
মরিলাম বলি সেহ করয়ে নিশ্চয় ॥ ৭১
বন্ধু বলি অপেক্ষা করয়ে কে কাহারে।
সবাই চাহয়ে সবে পাছু ফেলিবারে ॥ ৭২
কেহ যদি ধাইতে ধাইতে পড়ি যায়।
মৃতজন-সম ভাব বাহিরে দেখায় ॥ ৭৩
মৃত দেখি না মারিবে এই করি মন।
নাহি নাড়ে কোনো অঙ্গ না মিলে নয়ন ॥ ৭৪
কতোক্ষণে অল্প অল্প চারিদিগে চায়।
মারুতি না দেখি পুন উঠিয়া পলায় ॥ ৭৫
যে জন অগ্রেতে দ্বার পার হয়্যা যায়।
সেহ সেই দ্বারে বেগে কবাট লাগায়। ৭৬
এইরূপ রাক্ষসের দেখি পলায়ন।
হাসেন প্রাচীরে বসি পবননন্দন ॥ ৭৭
তবে পলাইয়া গিয়া সে রাক্ষসগণ।
উপনীত হল্য যেথা আছে দশানন ॥ ৭৮
শুকায়্যাছে বুক মুখ উদ্দাম-কুন্তল ॥
কলেবরে বহিয়া পড়িছে ঘর্ম্মজল ॥ ৭৯
তাহাদিগে অতি ভীত দেখি দশানন।
এক কালে দশ মুখে করে জিজ্ঞাসন ॥ ৮০
কিকি কিকি কিকি কিকি কিকি হল্য বলি।
পুনঃপুন জিজ্ঞাসয়ে করিয়া বিকলী ॥ ৮১
তবে সে রাক্ষসগণ কিছুকাল পরে।
স্থির হয়্যা দশাননে নিবেদন করে ॥ ৮২
মহারাজ কি আর করেন জিজ্ঞাসন।
বচনের অগোচর কপির করণ ॥ ৮৩

এথা হত্যে গেল আশী-সহস্র কিঙ্কর।
সেথানে উদ্যানপাল আছিল বিস্তর ॥ ৮৪
একা কপি মারিলেক লক্ষ নিশাচরে।
রাক্ষস হইয়া ইহা কহ্যে লজ্জা করে ॥ ৮৫
ভাঙ্গিলেক তোমার বিহার-নিকেতন।
আর তার কাছে ছিল যেই উপবন ॥ ৮৬
অতএব তাহারে যে পারযে মারিতে।
তাহারে আদেশ কর আপুনি ত্বরিতে ॥ ৮৭
এত শুনি অতিশয় ক্রুদ্ধ দশানন।
প্রহস্ত-পুত্রেরে ডাকি করে আজ্ঞাপন ॥ ৮৮
যাহ জম্বুমালী সেথা ত্বরিত হইয়া।
না ফিরিবে বব্বর বানরে না বধিয়া ॥ ৮৯
শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন দশানন।
কখনো না মিথ্যা হবে তব এ বচন ॥ ৯০
তবে বনমালী জম্বুমালী হইয়া বিদায়।
রণে যাইবারে অলঙ্কারে নিজেরে সাজায় ॥ ৯১
পরে রক্তপট সুবিকট সানা পরে গায়।
নানা-মণিধর দৃঢ়তর টোপর মাথায় ॥ ৯২
গলে মুকুতার দিল হার শ্রবণে কুণ্ডল।
ভুজে নানা-বর্ণ মণি স্বর্ণ-বলয় মণ্ডল ॥ ৯৩
নিল খরতর বহুশর বিচিত্র কোদণ্ড।
কত পরিষ্কার যমধার খড়্গ চর্ম্ম দণ্ড ॥ ৯৪
পরে সারথিরে আজ্ঞা করে স্যন্দন আনিতে।
সেই সাজাইয়া রথ নিয়া আইলা ত্বরিতে ॥ ৯৫
যাহে বেগধর অষ্টখর আছে নিয়োজিত।
শোভে মিষ্টরব ঘণ্টা সব চামর সহিত। ৯৬
তাহে কুতূহলী জম্বুমালী করি আরোহণ।
যায় সেনা সাতে যেখানেতে পবননন্দন ॥ ৯৭
খ প্রাচীরেতে বায়ুসুতে প্রহস্ত-তনয়।
গুণ দিয়া চাপে স্বপ্রতাপে বাণ বরিষয় ॥ ৯৮
তাহে এক বাণ হনূমান্-বদনে বিন্ধিলা।
আর খরতর একশর মুণ্ডেতে মারিলা ॥ ৯৯
দুই ভুজদণ্ডে দশকাণ্ডে করিল বেধন।
পুন এক শরে স্তনান্তরে করিলা ভেদন ॥ ১০০
সেই শরাঘাতে রুষ্টচিতে পবননন্দন।
ধরি তারে লক্ষ এক বৃক্ষ করিলা ক্ষেপণ ॥১০১
সেই দশশরে সে তরুরে কৈলা খানখান।
দেখি হল্যা অতি ক্রুদ্ধমতি সমীরসন্তান ॥ ১০২
এক অতিগুরু শালতরু করি উৎপাটন।
কৈলা মহাবলী জম্বুমালী প্রতি নিক্ষেপণ ॥১০৩
সেহ বীর তাহা দেখি মহা কোপে কম্পবান।
ধরি দীর্ঘচাপ করি দাপ তেজে বহু বাণ ॥১০৪
সেহ ভুজবলে সেই শালে কাটি চারিশরে।
আর পঞ্চবাণে ভুজস্থানে বিন্ধিলা বানরে ॥ ১০৫
আর উরুদ্বয়ে মহাশয়ে বিন্ধি এক শর।
পুন দশশরে স্তনান্তরে কৈল জরজর ॥ ১০৬
তাহে হনূমান্ ক্রোধবান্ সেই গৃহস্তম্ভ।
ধরি আকাশেতে ঘুরাইতে করিলা আরম্ভ ॥১০৭
তবে তাহে করি রথোপরি করিলা প্রহার।
তাহে সুনির্ম্মাণ রথখান হল্য চুরমার ॥ ১০৮
আর হল্য অষ্ট খর নষ্ট মরিল সারথি।
সব অঙ্গ চূর্ণ হয়্যা তূর্ণ ভূমে পড়ে রথী ॥ ১০৯
তার বক্ষ মুণ্ড ভুজ তুণ্ড উরু নাহি ভায়।
সব কোথা গেল কি হইল চেনা নাহি যায় ॥১১০
পরে সঙ্গে তার যত আর নিশাচর ছিলা।
তাহা সেই মতে স্তম্ভাঘাতে মারুতি মারিলা ॥
দুই চারি জন পলায়ন করি পূর্ব্বরীতে।
গেল লঙ্কাপুরে রাবণেরে বার্ত্তা জানাইতে ॥
হেথা পুন রণ-লুব্ধমন পবননন্দন।
বসি সেই স্থানে ভাবে মনে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১১৩
তবে গিয়া রাবণেরে কহে ভগ্নদূত।
সসৈন্যে মরিল রণে প্রহস্তের সুত ॥ ১১৪
তাহা শুনি অতিশয় কুপিত রাবণ।
বিশনেত্রে চারিদিগে করে নিরীক্ষণ ॥ ১১৫
দেখি তাহা সাত জন মন্ত্রীর নন্দন।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা দাঁড়াইলা সেই ক্ষণ ॥ ১১৬
তাহা দেখি আনন্দিত হয়্যা দশানন।
সেই সাত জনে কহে করি সম্মানন ॥ ১১৭
ভাল ভাল এই বটে বীরের করণ।
সংগ্রামের কথা শুনি উৎসাহ ধারণ ॥ ১১৮
যাহ যাহ যদি পার বধিতে তাহারে।
সন্তোষ করিব তবে তোমা সবাকারে ॥ ১১৯
শুনি রাবণের বাণী বীর সপ্তজন।
প্রণাম করিয়া তারে করিলা গমন ॥ ১২০
বড় বড় বাজী হয় যাহার বাহন।
হেন সপ্ত রথে কৈলা তারা আরোহণ ॥ ১২১

দিব্য দিব্য অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সকলে ।
বহু সৈন্য সঙ্গে করি চলে কুতূহলে ॥ ১২২
মারুতিরে দূর হৈতে দেখি করি দাপ ।
খর খর শর ছাড়ে টানি টানি চাপ ॥ ১২৩
ঢাকিল সে সব শরে সমীরনন্দনে ।
প্রকাণ্ড পর্ব্বত যেন বারিদ-বর্ষণে ॥ ১২৪
সে সকল বাণেরে বঞ্চিয়া বীরবর ।
গগনেতে উঠিলা বিকট-কলেবর ॥ ১২৫
সেখানেতে সিংহনাদ সাটোপে করিলা ।
যাহা শুনি শত্রু সব সত্রাস হইলা ॥ ১২৬
তবে তাল দিয়া ভুজে সমীর-তনয় ।
চরণ-চাপনে চূর্ণ কৈলা রথচয় ॥ ১২৭
কোথা গেল ধ্বজ চক্র পতাকা চামর ।
জীবন তেজিল তার ঘোটক-নিকর ॥ ১২৮
তবে সেই সাত বীর উঠিয়া অম্বরে ।
বাণ বরিষণ করে মারুতি-উপরে ॥ ১২৯
পবনের পুত্র পরে প্রকাশি প্রতাপ ।
দূর কৈলা সেই দুষ্ট-নিশাচর-দাপ ॥ ১৩০
প্রচণ্ড চাপড়ে চূর্ণ কারেও করিলা ।
পদ-প্রহারণে প্রাণ কাহারো হরিলা ॥ ১৩১
মুষ্টি মারি কারো মুণ্ড করিলা মর্দ্দন ।
কাহাকেও খর নখে করিলা খণ্ডন ॥ ১৩২
বুকের ব্যাঘাতে বধ কৈলা কত জন ।
সিংহনাদে কত জন তেজিল জীবন ॥ ১৩৩
অবশিষ্ট দুই চারি জন যে রহিল ।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতে তারা সবে পলাইল ॥ ১৩৪
শ্রীমারুতি পুন আশ করিয়া সমরে ।
বসিলেন পুনর্ব্বার প্রাচীর-উপরে ॥ ১৩৫
এখানে রাবণ শুনি তাদের মরণ ।
ডাকিয়া আনিলা সেনাপতি পঞ্চজন ॥ ১৩৬
ভাসকর্ণ প্রঘস দুর্দ্ধর্ষ বিরূপাক্ষ ।
এই চারি জন আর পঞ্চম যূপাক্ষ ॥ ১৩৭
পঞ্চজনে ডাকি কহে কোপেতে পূরিত ।
যাহ যাহ তোরা সবে সমরে সজ্জিত ॥ ১৩৮
তুরঙ্গ-মাতঙ্গ রথ-পদাতি-সহিত ।
যাইয়া বানরে বধি আনহ তুরিত ॥ ১৩৯
কিন্তু তার সঙ্গে রণ করয় সাবধান ।
সামান্য না হয় সেহ এই হয় জ্ঞান ॥ ১৪০
শুনিতেছি যেন বল বিক্রম তাহার ।
ইথে তাহে কপি-বুদ্ধি না হয় আমার ॥ ১৪১
দেখিয়াছি আমি বহু বলিষ্ঠ বানর ।
বালী সে সুগ্রীব নীল পবনকোঁয়র ॥ ১৪২
নহে তারা কেহ হেন বিক্রম-ভাজন ।
অতএব সসংশয় হয় মোর মন ॥ ১৪৩
জয় করিয়াছি আমি অসুর-অমরে ।
গন্ধর্ব্ব পন্নগ যক্ষ পিশাচ কিন্নরে ॥ ১৪৪
বুঝি তারা সবে মিলি এইত বানরে ।
সৃষ্টি করি পাঠায়্যাছে আমার নগরে ॥ ১৪৫
অতএব যত্ন করি কারবা সমর ।
যেরূপেতে নষ্ট হয় সেইত বানর ॥ ১৪৬
তোরা সবে হও যুদ্ধে অতি বিচক্ষণ ।
পার জয় করিতে ইন্দ্রাদি দেবগণ ॥ ১৪৭
তথাপি থাকিবে সাবধানে নিরন্তর ।
যুদ্ধে নাহি হয় কভু জয় স্থিরতর ॥ ১৪৮
এতেক বচন শুনি দশানন ঠাঁই ।
প্রণমিলা পঞ্চজন মস্তক নোয়াই ॥ ১৪৯
তবে সেই পঞ্চ সেনাপতি শত্রু-বিদারণ ।
রণ-সাজন করিতে সুখে করিল গমন ॥ ১৫০
মন-অগোচর পরে তারা সানাহ টোপর ।
পর-পক্ষ-সনে রণে যাহা হয় হিতকর ॥ ১৫১
কর-ভুজ গলে পরিল যতেক অলঙ্কার ।
কার শক্তি আছে তাহা নিরূপণ করিবার ॥ ১
বার বার কহে তারা রথ তুরিতে আনিতে ।
নিতে নানামত অস্ত্র-শস্ত্র রথ-উপরিতে ॥ ১৫৩
রীতে সাজায়্যা আনিল পঞ্চ রথ ভৃত্যততি ।
ততি পাঁচজন আরোহিলা রথিক সম্প্রতি ॥ ১৫৪
প্রতি রথে নিল খড়্গ চর্ম্ম শর শরাসন ।
সন সন করি চলে তবে রথের বাহন ॥ ১৫৫
হন হন শব্দ করে হয় করীতে চীৎকার ।
কার শুনি তাহা নাহি হয় সাধ্বস অপার ॥ ১৫
পার নাহি যার এত সেনা সঙ্গেতে সাজয় ।
জয় করিবারে রামচর পবনতনয় ॥ ১৫৭
নয় তা-সবার এমত বাসনা অনুচিত ।
চিত সদা করে অলভ্য-লাভের সমীহিত ॥ ১৫৮
হিত করিবারে রাবণের চলিল সকল ।
কল কল কার যেখানে মারুতি মহাবল ॥ ১৫৯

এল করি তারা নানা অস্ত্র বর্ষে তদুপরি।
পরি-স্কার মেঘে শৈলে যেন সলিল-লহরি ॥১৬০
হরি-সম তেজে দুর্দ্ধর্ষ লইয়া পঞ্চবাণ।
বান-রেন্দ্রশিরে বিন্ধিলেক যুদ্ধে বুদ্ধিমান ॥১৬১
মান-শূন্য শরে পুন বিন্ধে কপি মহাবলে।
বলি জিনিলাম আমি এই দুষ্ট বিশৃঙ্খলে॥ ১৬২
খলে-রে বচন শুনি তবে বানর-প্রবব।
রব সিংহনাদ ছাড়ি লম্ফ দিলা রথোপব ॥১৬৩
পর-সৈন্য তাহা দেখি শুনি ভয়ে কম্পমান।
মান দূর হল্য ভাঙ্গি গেল রথের নিশান ॥১৬৪
শান হেন বেগে ঘুরি তবে পবনকুমার।
মার মার করি রথ ভাঙ্গি কৈল চুরমার ॥ ১৬৫
মার-ণের তেজে মরিল তাহার চারি হয়।
হয় উচিত এ দণ্ড কভু অনুচিত নয় ॥ ১৬৬
নয়-পণ্ডিত মারুতি তবে দুর্দ্ধর্ষ সংহরি।
হরি-ধ্বনি করি বসিলেন প্রাচীর উপরি ॥ ১৬৭
পরি-নষ্ট দেখি তবে বিরূপাক্ষ মহাবলী।
বলি মার মার সংগ্রামে সাজিল যেন কলি ॥১৬৮
কলি-প্রিয় সে যূপাক্ষ তার হইল সহায়।
হায় অকারণে কেন প্রাণ হারাইতে যায় ॥১৬৯
যায় ঘণ্টা বাজে ধরি তেন যুগল মুদ্গার।
গর-বেতে মাতি নিক্ষেপিলা মারুতি-উপর ॥১৭০
পর-মেশ্বররূপায় তাহা তিঁহ সহ্য করি।
করি-অরি হেন লম্ফ দিয়া ভূমিতলে পড়ি ॥ ১৭১
পড়ি রাম-নাম সিংহনাদ করিয়া বিশাল।
শাল-তরু এক উপাড়ি লইয়া সেইকাল ॥ ১৭২
কাল হেন মহাপরাক্রম করি প্রকাশন।
শন শন শব্দে সেই বৃক্ষ করিলা বর্জ্জন ॥ ১৭৩
জন-দুঃখকারী সেই দুই দুষ্ট নিশাচর।
চর কথোক সহিতে গেল শমন-নগর ॥ ১৭৪
গর-বেতে মত্ত প্রঘস কহিয়া কটু ভাষ।
ভাস-কর্ণ সহযোগে কৈলা সমরে প্রকাশ ॥১৭৫
কাশ-পত্র হেন অতি তীক্ষ্ণ শরের নিকরে।
করে জরজর তাহারা মারুতি-কলেবরে ॥ ১৭৬
বরে জানকীর তাহে কপি না হয়্যা ক্ষুভিত।
ভীত-শূন্য গিরিশৃঙ্গ করে করিলা সঞ্চিত ॥১৭৭
চিত-সমুল্লাসে তাহে করি মারিলা উভয়ে।
ভয়ে হাহাকার করি তারা গেলা যমালয়ে ॥১৭৮
লয়ে মগ্ন পঞ্চ সেনাপতি করি নিরীক্ষণ।
ক্ষণ-মাত্রে কপি সব সৈন্যে কৈলা সংহারণ ॥১৭৯
রণ-মত্ত সে মারুতি তবে সব নিশাচর।
চর-ণেতে ধরি আছাড়ি মারয়ে তদুপর ॥ ১৮০
পর-পঙ্কজয়ী কপিবর ধরি করি-করে।
করে সংহারণ আছাড়িয়া অন্য গজোপরে ॥১৮১
পরে তুরঙ্গ-উপরি মারি তুরঙ্গ ইতর
তর-ণি-তনয়ে দেখাইলা শমন সোসর ॥ ১৮২
শর-বনে বিনাশয়ে যেন প্রচণ্ড অনল।
নল-বনে ভঙ্গ করে যেন মত্ত দন্তাবল ॥ ১৮৩
বল-যোগে তেন সবে মারি পুন রণে আশ।
আশ-যেতে ভাবে নিজ নাথে রঘুপতি-দাস ॥

সহ-সৈন্যে পঞ্চ সেনাপতি হেন রীতে।
মারি বীর বসিলা প্রাচীর উপরিতে ॥ ১৮৫
ভগ্নদূত গিয়া তবে সভার ভিতর।
রাবণেরে সব বার্ত্তা করিলা গোচর ॥ ১৮৬
তাহা শুনি ক্রোধ আর বিস্ময়ে মগন।
অক্ষকুমারের পানে চাহে দশানন ॥ ১৮৭
বধু কহে এই যোগ্য হয় লঙ্কানাথ।
পরে পরে যায় কেন ঘরে দাও হাত ॥ ১৮৮
পিতার আশয় বুঝি সে অক্ষকুমার।
করযোড় করি আগে দাঁড়ায় তাহার ॥ ১৮৯
তবে আনন্দিত হয়্যা রাজা দশানন।
কহিতেছে তার প্রতি সুমিষ্ট বচন ॥ ১৯০
এই বটে এই বটে মোর বাপধন।
পুত্রের উচিত বটে হেনই করণ ॥ ১৯১
যে পুত্র পিতার মন বুঝি করে কার্য্য।
তারে সব শাস্ত্রে কহে পুত্র-মধ্যে আর্য্য ॥ ১৯২
বিশেষত বীর-বংশে পাইয়া জনম।
যুদ্ধ-কথা শুনি যোগ্য সাহস-ধারণ ॥ ১৯৩
জানিয়া তোমার যুদ্ধে যাইতে আশয়।
বড়ই সন্তুষ্ট হল্য আমার হৃদয় ॥ ১৯৪
যাহ যাহ বহু সৈন্য সঙ্গেতে করিয়া।
রাক্ষসের মান রাখ বানরে বধিয়া ॥ ১৯৫
এত শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া অক্ষবীর।
যাত্রা কৈলা পিতৃ-পদে নোয়াইয়া শির ॥ ১৯৬

তবে রণে দক্ষ বীর অক্ষ হইয়া বিদায়।
নিজ কলেবরে অলঙ্কারে সাদরে সাজায় ॥১৯৭

পরে দিব্য সানা রণে হানা বারয়ে যাহ.য়।
আর শিরস্ত্রাণ পরিধান করয়ে মাথায় ॥ ১৯৮
দিল গলে হার করে সার বলয় নির্ম্মল।
ভুজে বাজুবন্ধ করে বন্ধ কর্ণেতে কুণ্ডল ॥ ১৯৯
তবে সারথিরে আজ্ঞা করে রথ সাজাইতে।
সেহ রথে ঘোড়া চারি যোড়া জুড়িল তুরিতে ॥
তাহে দিল ধ্বজা তুলি সাজাইয়া মনোহর।
দিল রক্ত পীত নীল সিত পতাকা বিস্তর ॥২০১
তাহে পরিপাটী কোটি কোটি ঘণ্টা বান্ধি দিল
আর বসিবার স্থানে তার তুলী বিছাইল ॥২০২
নিল সুপ্রখর নানা-শর ভুষণ্ডী তোমর।
কত খড়্গ-করী ছোরা ছুরী প্রচণ্ড মুদ্গর ॥২০৩
আর সেইক্ষণ দশানন-আদেশে সাজিয়া।
আল্য বহুতর নিশাচর পিশাচ ধাইয়া ॥ ২০৪
কত দিব্য বাজী তুর্গী তাজী আনে সাজাইয়া
মদে টলমল দন্তাবল সাজন করিয়া ॥ ২০৫
দেখি হেন সৈন্য নিজে ধন্য মানি অক্ষবীর।
নিজে দিব্যগুণ ধনুতুণ বান্ধে রণে স্থির ॥ ২০৬
তবে বাজে কাড়া যোড়া যোড়া মৃদঙ্গ মর্দ্দল।
আর রণঢাক কত বাক ভেউর কাহল ॥ ২০৭
যবে দশানন-পুত্র রণ করিবার মনে।
মানি শুভক্ষণ আরোহণ করিল স্যন্দনে ॥ ২ ৮
তবে সে কালেতে নানা মতে অশুভ দেখয়।
তার রথোপরি বাস করি গৃধিনী ডাকয় ॥ ২০৯
বিনা ঘনাঘন রক্তকণ বরিষণ হয়।
আর অকারণে ক্ষণে ক্ষণে ধরণী কাঁপয় ॥ ২১০
দেখি এ সকল অমঙ্গল রাবণ-কুমার।
কিছু না গণিল কিন্তু কৈল রণে আগুসার ॥২১১
সেহ সেনাসনে রণস্থানে করিয়া গমন।
থাকি কিছু দূরে মারুতিরে করিল দর্শন ॥২১২
দেখি ক্রুদ্ধ-মন আকর্ষণ করি শরাসন।
করে মহাজোরে মারুতিরে শরেতে বেধন ॥ ১৩
সেই শরাঘাতে ক্রুদ্ধ-চিতে সিংহনাদ করি।
তবে হনুমান্ লম্ফদান করিলা উপরি ॥ ২১৪
কিবা অনিবার রক্তধার সুলোহিত তনু।
তাহে শোভাবান্ হনুমান্ সন্ধ্যা-ভানু জনু ॥
তাঁরে নিরখিয়া ক্রুদ্ধ-হিয়া রাবণ-সন্তান।
সেহ শরাসন আকর্ষণ করি বর্ষে বাণ ॥ ২১৬

তাহে কপিবর অনাদর করিয়া সুঘড।
তার রথোপরি কোপ করি মারিলা চাপড় ॥২১৭
তার রথখান শতখান হইয়া ভাঙ্গিল।
তার ঘোড়া অষ্ট হল্য নষ্ট সারথি মরিল ॥২১৮
তাহা নিরখিয়া লম্ফ দিয়া অক্ষ বীরবর।
ধরি ধনুর্ব্বাণ বেগবান্ উঠিল অম্বর ॥ ২১৯
তাহা শ্রীমারুতি দেখি অতি নিকট হইলা।
ধরি পদে তার অনিবার ঘুরাত্যে লাগিলা ॥২২০
সেই ঘূর্ণাভরে পড়ে দূরে বস্ত্র অলঙ্কার।
পরে অতি বলে ভূমিতলে মারিলা আছাড় ॥
তাহে অচিরাৎ প্রাণবাত গেল দেহ ছাড়ি।
আর অস্থি মাংস হল্য ধ্বংস নাস্তি ভুড়ি নাড়ী
তার মৃত্যু দেখি মহাসুখী যত দেবগণ।
করে ঋষিবর বিদ্যাধর কুসুম বর্ষণ ॥ ২২৩
তবে অক্ষে মারি স্তম্ভে ধরি পবনকুমার।
তার সপদাতি ঘোড়া হাতী কৈলা চুরমার ॥২২৪
তবে হেন মতে সে রণেতে জয়ী হনুমান্।
বসি সে প্রাচীরে রঘুবরে করিছেন ধ্যান ॥২২৫
এথা ভগ্নদূত গিয়া সভার ভিতর।
দশাননে রণ-বার্ত্তা করয়ে গোচর ॥ ২২৬
মহারাজ তোমার কুমার গিয়া রণে।
কপির দৌরাত্ম্যে গেলা শমনসদনে ॥ ২২৭
তাঁর সঙ্গে গিয়াছিল যত সেনাগণ।
তাহারাও সেই সঙ্গে করিল গমন ॥ ২২৮
শুনি পুত্রমৃত্যু-কথা রাজা দশানন।
ভূমিতলে পড়িলা হইয়া অচেতন ॥ ২২৯
রঘু কহে মহারাজ স্থির কর মন।
এ কেবল প্রথম সন্ধ্যার আরম্ভণ ॥ ২৩০
তবে মন্ত্রিগণ অতি সম্ভ্রান্ত হইয়া।
বসাইলা তাহারে আসনে উঠাইয়া ॥ ২৩১
চেতন পাইয়া সেহ কথোক্ষণ পরে।
ক্রন্দন করিল বহু দুঃখিত অন্তরে ॥ ২৩২
অতিশয় মানী হয় সেই লঙ্কেশ্বর।
শোক হৈতে ক্রোধ তার হইলা প্রবর ॥ ২৩৩
তবে মন স্থির করি রোষযুক্ত-হিয়া।
কহিতে লাগিল ইন্দ্রজিতে সম্বোধিয়া ॥ ২৩৪
বাপধন শুনিলেত বৃত্তান্ত সকল।
বড় লজ্জা শোক দুঃখ দিল কপি খল ॥ ২৩৫

বধিলেক অশীতি-সহস্র অনুচর।
মহাবীর জম্বুমালী প্রহস্ত কোঙর ॥ ২৩৬
মন্ত্রিপুত্র সাতজন পঞ্চ সেনাপতি।
বধিলেক বীর অক্ষে কপি দুষ্ট-মতি ॥ ২৩৭
আর যত রাক্ষস পিশাচ হাতী হয়।
নাশিলেক কপি তার লেখা নাহি হয় ॥ ২৩৮
যে লাগি যেরূপে হয় তাহার বিনাশ।
করিবারে যোগ্য তার লাগিয়া প্রয়াস ॥ ২৩৯
হেন যোগ্য পাত্র তুমি বিনে অন্যজন।
লঙ্কা-মাঝে আর নাহি হয় নিরীক্ষণ ॥ ২৪০
তুমি হও অস্ত্র-শস্ত্রে অতি বিক্রমতম।
পিতামহ-বরে ত্রিভুবনেতে অসম ॥ ২৪১
নিজবলে বশ করিয়াছ সুর নরে।
অপর কি কব জিনিয়াছ পুরন্দরে ॥ ২৪২
আমার সমান বুদ্ধি পরাক্রম বল।
আমার সমান তব সমরে কৌশল ॥ ২৪৩
তোমার অসাধ্য কোনো কর্ম্ম নাহি হয়।
করিয়াছ তুমি সব ত্রিলোকীরে জয় ॥ ২৪৪
সম্প্রতি যাইয়া রণে কপি জয় করি।
সুস্থির করহ মোরে রাখ স্বনগরী ॥ ২৪৫
শুনিলেক পিতার বাক্য শুনি ইন্দ্রজিৎ।
যে আজ্ঞা বলিয়া তবে উঠিলা ত্বরিত ॥ ২৪৬
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া লঙ্কেশ্বরে।
রণসজ্জা করিবারে গেল নিজ ঘরে ॥ ২৪৭
বিচিত্র বসন আর দৃঢ় সানা পরে।
দিব্য দিব্য অলঙ্কার সব কলেবরে ॥ ২৪৮
নিল ধনু বাণে পূর্ণ তূণ যমধার।
খড়্গ চর্ম্ম তোমর ভূষণ্ডী শক্তি সার ॥ ২৪৯
হেন কালে সারথি সাজায়্যা দিব্য রথে।
আনি উপস্থিত কৈল তার যাত্রা-পথে ॥ ২৫০
কিবা সেই রথ অতিবিচিত্র-সাজন।
চারি ঘোড়া ব্যাঘ্র হয় যাহার বাহন ॥ ২৫১
সেই রথে আরোহণ করি ইন্দ্রজিৎ।
রণ করিবার আশে চলিলা ত্বরিত ॥ ২৫২
সঙ্গে সঙ্গে সাজে কোটি কোটি নিশাচর।
প্রখর প্রকোপী কত পিশাচ-প্রবর ॥ ২৫৩
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ চড়ে খরে।
কেহ উষ্ট্রে কেহ ব্যাঘ্রে মহিষ-উপরে ॥ ২৫৪

বাজিতে লাগিল কত মর্দ্দল মৃদঙ্গ।
শানী ভেরি ডম্ফ তুরী মুচুঙ্গ তুরঙ্গ ॥ ২৫৫
তবে শক্রজিৎ সেই সৈন্য সঙ্গে নিয়া।
মারুতি-নিকটে উপনীত হল্য গিয়া ॥ ২৫৬
তারে নিরীক্ষণ করি পবননন্দন।
জলধর যিনি কৈলা গভীর গর্জ্জন ॥ ২৫৭
তাহা শুনি সিংহনাদ ছাড়ি ইন্দ্রজিৎ।
ধনুকে টঙ্কার দিলা অতি বিপরীত ॥ ২৫৮
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর যোগ করি শরাসনে।
টানি টানি বেধ করে পবননন্দনে ॥ ২৫৯
পাঁচ বাণে বেধ কৈলা মস্তকে তাঁহার।
আট বাণ বিন্ধিলেক বুকে তাহার ॥ ২৬০
ছয়শরে বেধ কৈলা চরণযুগলে।
এক বাণ মারিল লাঙ্গুলে বেগবলে ॥ ২৬১
তাহা সহ্য করি তবে পবননন্দন।
করিলেন সেই গৃহ-স্তম্ভেরে ধারণ ॥ ২৬২
সেই স্তম্ভ-প্রহারে সারথিরে সংহরি।
চূর্ণ কৈলা সবাহন রথে তাহে করি ॥ ২৬৩
তবে ইন্দ্রজিৎ পুন অন্য রথে চাপি।
অনিবার বাণবৃষ্টি করয়ে প্রতাপী ॥ ২৬৪
সেহ স্তম্ভ কাটিয়া করিয়া খানখান।
মারুতি-উপরে পুন বরিষয়ে বাণ ॥ ২৬৫
সে সকল শর সহি সমীরনন্দন।
উপাড়িয়া পাদপ করেন প্রক্ষেপণ ॥ ২৬৬
সেহ খর খর শর ছাড়ি তদুপরি।
কাটিলেক কোপে কোটি কোটি খণ্ড করি ॥
পুন অন্য বৃক্ষ লয়্যা বানর-প্রবর।
ক্ষেপণ করিলা তার রথের উপর ॥ ২৬৮
সেহ শরাসনে শর করিয়া সন্ধান।
সে বৃক্ষেও কাটিয়া করিল খানখান ॥ ২৬৯
হেন মতে বৃক্ষ শিলা যতেক এড়িলা।
রাবণ-তনয় তাহা সকলি কাটিলা ॥ ২৭০
তাহা দেখি সাবিস্ময় পবননন্দন।
তারে ছাড়ি সৈন্য-বধ কৈলা আরম্ভণ ॥ ২৭১
পদপাত চাপড় মুটকী নখাঘাতে।
বধেন তুরঙ্গ-গজ-পদাতিসঙ্ঘাতে ॥ ২৭২
তাহা নিরীক্ষণ করি রাবণনন্দন।
সহস্র সহস্র শর করে বরিষণ ॥ ২৭৩

শ্রীমারুতি কৈলা হেন বেগ-প্রকটন।
যাহে সে সকল বাণ না হয় স্পর্শন ॥ ২৭৪
অম্বরে তেজিতে শর আস্থেন ভূতলে।
ভূতলে তেজিতে শর ব্যোমে যান বলে ২৭৫
কখনো দূরেতে যান কখনো বা কাছে।
কভু বামে দক্ষিণে বা কভু যান পাছে ২৭৬
হেন মতে বেগে মেঘনাদের সে শর।
পরশিতে নারে মারুতির কলেবর ॥ ২৭৭
যদি বা কোনহ বাণ পরশন করে।
কিছু মাত্র করিতে না পারে দেববরে ॥
তাহা দেখি অতিশয় পাইয়া বিস্ময়।
মেঘনাদ চিন্তা করে আপন হৃদয় ॥ ২৭৯
একি দেখি বানরের বল বিক্রমণ।
ত্রিভুবন-মাঝে হেন না হয় দর্শন ॥ ২৮০
দেখ আমি তেজিলাম অগণিত শর।
সব ব্যর্থ করিলেক এইত বানর ॥ ২৮১
অতএব বুঝিলাম এহ বধ্য নয়।
এ লাগিয়া ইহারে বান্ধিতে যুক্তি হয় ২৮২
এতেক ভাবনা করি রাবণনন্দন।
করিলেক অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপণ ॥ ২৮৩
সেই অস্ত্রে বদ্ধ হয়্যা সমীরতনয়।
ভূতলে পড়িলা চেষ্টাশূন্য-অঙ্গচয় ॥ ২৮৪
কিন্তু কোনো অঙ্গে বাধা নাহি বিনিবরে।
তাহা দেখি অনুমান করেন অন্তরে ॥ ২৮৫
হইয়াছে ব্রহ্ম অস্ত্রে আমার বন্ধন।
তথাপি না হয় কিছু ব্যামোহ দর্শন ॥ ২৮৬
হইতেছে বরঞ্চ এমত অনুভব।
ঘুচাইতে পারি আমি এই বন্ধ সব ॥ ২৮৭
কিন্তু যার গুণে অস্ত্র-পীড়া নাহি হয়।
তেন বিধি-আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে যোগ্য নয় ॥ ২৮৮
আর এক বড় গুণ দেখি এ বন্ধনে।
হইতে পারয়ে দেখা রাবণের সনে ॥ ২৮৯
অতএব সম্প্রতি না ঘুচাব বন্ধন।
করুক আমারে লয়্যা সভাতে গমন ॥ ২৯০
দেখিব দিবসে লঙ্কা যাইতে যাইতে।
কত সৈন্য আছে তাহা হইবে দেখিতে ॥ ২৯১
দুষ্ট দশাননে করি যোগ্য সম্ভাষণ।
তার পর প্রভুপাশে করিব গমন ॥ ২৯২
যদি মোরে বধিবারে করে আয়োজন।
তবে বল প্রকাশিয়া করিব মারণ ॥ ২৯৩
এতেক নিশ্চয় করি পবনকুমার।
রহিলেন করি সেই বন্ধন স্বীকার ॥ ২৯৪
তাঁরে বদ্ধ দেখি যত নিশাচরগণ।
ধরিবার আশে কাছে করয়ে গমন ॥ ২৯৫
কিন্তু হৃদয়েতে দৃঢ় সাহস না ভায়।
যায় যায় পুনঃপুনঃ থমকি দাঁড়ায় ॥ ২৯৬
কেহ কহে কপিকে না করহ বিশ্বাস।
করিয়া আছয়ে কোনো কপট প্রকাশ ॥ ২৯৭
সবে মিলি তোরা যবে নিকটে যাইবে।
না জানি তখনি কি অনর্থ ঘটাইবে ॥ ২৯৮
তাহাদিগে ভীত দেখি রাবণকুমার।
ধর ধর ধর করি পাড়য়ে হাঁকার ॥ ২৯৯
তাহা শুনি সেই সব নিশাচরগণ।
দুখে আর ভয়ে করে নিজেরে নিন্দন ॥ ৩০০
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহু পরাধীন জনে।
জানিয়া যাইতে হয় যমের বদনে ॥ ৩০১
যদি বাঁচি মোরা এ দায়েতে এইবার।
তবে এই লঙ্কাপুরে না রহিব আর ॥ ৩০২
এত কহি দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
যায় মারুতির কাছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ॥ ৩০৩
মৃত্যুডর হতো বড় রাবণের ডর।
এই লাগি ধরে গিয়া তারা কপিবর ॥ ৩০৪
নানা মত দৃঢ়রজ্জুসমূহ আনিয়া।
বান্ধিলেক মারুতিরে যতন করিয়া ॥ ৩০৫
রজ্জুবদ্ধ নিরীক্ষণ করি কপিবরে।
সংহারিলা মেঘনাদ বিধাতার শরে ॥ ৩০৬
তথাপি কোনহ কর্ম্ম করিবার মনে।
রহিলেন হনূমান্ তেনই বন্ধনে ॥ ৩০৭
তবে মারুতিরে সব দুষ্ট নিশাচর।
লইয়া যাইতে চাহে লঙ্কার ভিতর ॥ ৩০৮
চল চল বলি করে তর্জ্জন তাড়ন।
তবে তাহাদিগে কন পবননন্দন ॥ ৩০৯
ভাই সব মারিতেছ মোরে অকারণে।
যাইব কিরূপে কহ থাকিয়া বন্ধনে ॥ ৩১০
যদি ইচ্ছা হয় স্থানান্তরে লইবারে।
তবে একজন নাও তুলিয়া আমারে ॥ ৩১১

তাহা শুনি ভাল ভাল বলি একজন।
তুলিবার আশে তাঁরে করিল ধারণ ॥ ৩১২
বিশ্বম্ভর প্রভু যার মানস-মাঝারে।
তাঁহারে তুলিবে কিবা নড়াইতে নারে ॥ ৩১৩
তাহারে ধিক্কার করি অন্য আর জন।
ধরিলেক আসি করি গর্ব্ব প্রকাশন ॥ ৩১৪
তারো সেইরূপেতে হইল গর্ব্ব হত।
এইরূপে গেল আর বীর কত শত ॥ ৩১৫
তবে দশ বিশ জনে একত্র ধরিল।
তাহারাও কিছুমাত্র করিতে নারিল ॥ ৩১৬
তবে অতি ক্রুদ্ধ হয়্যা রাবণের পুত।
নিশাচরগণে গালি দিলেক বহুত ॥ ৩১৭
তাহে ভীত হয়্যা শত শত নিশাচর।
মিলিয়া ধরিল সেই পবন-কোঙর ॥ ৩১৮
তিঁহ কিছু পরামর্শ করিয়া হৃদয়ে।
প্রকাশিলা শরীরে লাঘব অতিশয়ে ॥ ৩১৯
তবে তারা অতিশয় সুখিত অন্তর।
তুলিয়া লইল তাঁরে স্কন্ধের উপর ॥ ৩২০
সেই কালে মারুতি সে ভার প্রকাশিলা।
সহিতে না পারি তাহা তারা ছাড়ি দিলা ॥ ৩২১
তাঁহার চাপনে সেই সব নিশাচর।
জীবন তেজিয়া গেল শমনের ঘর ॥ ৩২২
তাহে ক্রুদ্ধ হয়্যা তাঁরে মারে নিশাচর।
হাসি হাসি কহেন তাদিগে কপিবর ॥ ৩২৩
ভাই সব তোমরা না করি বিবেচনা।
অকারণে কেন দাও আমারে যন্ত্রণা ॥ ৩২৪
দুর্ব্বল রাক্ষস ভর সহিতে না পারি।
মরিল কি দোষ মোর দেখহ বিচারি ॥ ৩২৫
যদি মোরে লয়্যা যাত্যে করহ অন্তর।
তবে তবে বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ নিশাচর ॥ ৩২৬
তবেত ধরিল অন্য জনে আরবার।
তাহারাও পূর্ব্বমতে হৈল চুরমার ॥ ৩২৭
হেনমতে কৌতুক করিয়া প্রকাশন।
করিলা মারুতি বহু রাক্ষস-মারণ ॥ ৩২৮
তবে আর ভয়ে তারা কাছে নাহি যায়।
তাহা দেখি অন্তরে ভাবেন কপিরায় ॥ ৩২৯
যদি থাকি আমিহ এখানে এইরূপে।
কি করি দেখিতে পাব তবে লঙ্কাভূপে ॥ ৩৩০

এ লাগি নিজেই সেথা হইল যাইতে।
এত ভাবি তাহাদিগে লাগিলা কহিতে ॥ ৩৩১
বুঝিলাম তোমাদের কারো নাহি বল।
অতএব আয়োজন করহ নিষ্ফল ॥ ৩৩২
কিছু শ্লথ কর মোর পদের বন্ধন।
নিজে করি যেথা বল সেথানে গমন ॥ ৩৩৩
শুনি নিশাচরগণ মারুতিবচন।
কিছু শ্লথ কৈল তাঁর চরণ-বন্ধন ॥ ৩৩৪
আগে পাছে রজ্জু ধরি তারা চলি যায়।
মাঝে মাঝে কৌতুকেতে যান কপিরায় ॥ ৩৩৫
পথে পুরবাসী সব দেখিবারে আসি।
মারুতিরে অপমান করে হাসি হাসি ॥ ৩৩৬
কেহ চড় মারে কেহ চাপড় মুটুকী।
কেহ রোম ধরি টানে হৃদয়ে কৌতুকী ॥ ৩৩৭
কেহ বা লাঙ্গুল ধরি করে আকর্ষণ।
কেহ করে কলেবরে পাংশু সমর্পণ ॥ ৩৩৮
হনূমান্ নিজ কার্য্য-সাধন-আশায়।
সে সকল গণনা না করেন হিয়ায় ॥ ৩৩৯
তবে ইন্দ্রজিৎ লয়্যা পবন-কোঙরে।
রণজয়ী হয়্যা গেলা সভার ভিতরে ॥ ৩৪০
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩৪১

ইতি শ্রীরামরসায়নে সুন্দরকাণ্ডলীলাবর্ণনে
হনূমতো বহুবীরবধপূর্ব্বক-রাবণসভা-
প্রবেশো নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥৫॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হনূমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কা-দাহ।

ন প্রধর্ষয়িতুং শক্যাং মহেন্দ্রাদ্যৈঃ সুরৈরপি।
দদাহ যো বলাল্লঙ্কাং তং শ্রীমন্মারুতিং ভজে ॥ ১

সভার ভিতরে গিয়া পবননন্দন।
করিছেন নিশাচর-নাথে নিরীক্ষণ ॥ ২
কিবা সিংহাসন দিব্য স্ফটিক-নির্ম্মিত।
নীল সিত রক্ত পীত মণিতে খচিত ॥ ৩

অতি সুকোমল শুভ্রতুলী তদুপর।
চারিদিগে সুন্দর বালিশ থরেথর ॥ ৪
সেই সিংহাসনে বসিয়াছে লঙ্কেশ্বর।
হিমালয়-শৃঙ্গে যেন নব ধরাধর ॥ ৫
প্রকাণ্ড পর্ব্বত হেন বিপুল শরীর।
মণিময় মুকুটে শোভিত দশশির ॥ ৬
বিংশতি শ্রবণে শোভে বিংশতি কুণ্ডল।
বিংশতি লোচন যেন মিহিরমণ্ডল ॥ ৭
বিংশতি বাহুতে শোভে বহু আভরণ।
বক্ষঃস্থলে করে মুক্তামালা আন্দোলন ॥ ৮
পরিয়াছে অতিরক্ত পট্টের বসন।
সর্ব্বাঙ্গেতে লেপিয়াছে অরুণ চন্দন ॥ ৯
মস্তক-উপরে রাজছত্র সুশোভিত।
পর্ব্বত-উপরি যেন পূর্ণেন্দু উদিত ॥ ১০
দুই পাশে পরম সুন্দরী নারীগণ।
মন্দ-মন্দরূপে করে চামর ব্যজন ॥ ১১
প্রহস্ত নিকুম্ভ মহাপার্শ্ব মহোদর।
চারি জন মন্ত্রী অগ্রে মন্ত্রণাপ্রবর ॥ ১২
আর কত স্থানে রহে কত নিশাচর।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা রহে অমরনিকর ॥ ১৩
গন্ধর্ব্বেতে যশ গায় নাচে বিদ্যাধরী।
স্তুতি পাঠ করে বন্দী সুমধুর করি ॥ ১৪
রাবণের এমত ঐশ্বর্য্য নিরখিয়া।
ভাবিছেন হনূমান্ সবিস্ময়-হিয়া ॥ ১৫
একি একি রাবণের দেখিয়ে ঐশ্বর্য্য।
কিবা ধৈর্য্য কিবা বীর্য্য প্রভাব প্রাগর্য্য ॥ ১৬
যদি না হইত এহ অধর্ম্মতৎপর।
তবে হইবার যোগ্য ত্রিলোক-ঈশ্বর ॥ ১৭
যদি এহ হৃদয়েতে উৎসাহ করয়।
তবে সিন্ধুজলে ভূমি ডুবাত্যে পারয় ॥ ১৮
এইরূপ ভাবিছেন পবননন্দন।
ইন্দ্রজিৎ রাবণেরে করে নিবেদন ॥ ১৯
মহারাজ অশোক-কানন-ভঙ্গকর।
কুমার অক্ষের শত্রু এইত বানর ॥ ২০
আনিলাম এ দুষ্টেরে করিয়া বন্ধন।
করহ উচিত যেই দণ্ড-আচরণ ॥ ২১
এত শুনি অত্যন্ত কুপিত দশানন।
প্রহস্তের প্রতি কহে গভীর-নিস্বন ॥ ২২

মন্ত্রিবর জিজ্ঞাসহ দুর্ব্বুদ্ধি বানরে।
কে বটে কি লাগি আলা আমার নগরে ॥ ২৩
করিলেক বন-ভঙ্গ কিসের কারণ।
করিলেক কেন এত রাক্ষস-মারণ ॥ ২৪
এত শুনি সে প্রহস্ত মধুর বচনে।
জিজ্ঞাসা করয়ে কিছু পবননন্দনে ॥ ২৫
ও বানর তুমি করি ভয় পরিহার।
সত্য করি কহ আপনার সমাচার ॥ ২৬
কে বট তুমিহ হও কাহার নন্দন।
কার কার্য্যে এখানে করাছ আগমন ॥ ২৭
পাঠাইল তোহে ইন্দ্র অথবা দহন।
কিম্বা যম বরুণ অথবা জনার্দ্দন ॥ ২৮
যেমন তোমার বীর্য্য বিক্রম যেমন।
বানরেতে অসম্ভব ইহার ঘটন ॥ ২৯
কিন্তু কি কারণে এথা কৈলে আগমন্।
কেন বা করিলে রাজ-উদ্যান-ভঞ্জন ॥ ৩০
কহ কহ এ সকল কথা সত্য করি।
ছাড়ি দিব তবে তোহে বন্ধ পরিহরি ॥ ৩১
যদি মিথ্যা কহি কব মোদিগে বঞ্চন।
তবেহ হইবে তব দুর্লভ জীবন ॥ ৩২
এতেক প্রহস্ত বাণী করিয়া শ্রবণ।
রাবণের প্রতি কন সমীরনন্দন ॥ ৩৩
নিশাচরনাথ আমি নাহি ইন্দ্রচর।
শমন-বরুণ-যম বিষ্ণুর কিঙ্কর ॥ ৩৪
হই আমি কপীন্দ্র-সুগ্রীব-সহচারী।
দশরথ-নন্দনের দূত আজ্ঞাকারী ॥ ৩৫
কেশরি-কপির ক্ষেত্রে পবন হইতে।
জন্ম মোর হনুমান নাম ত্রিলোকীতে ॥ ৩৬
আমি রাম সুগ্রীবের পাইয়া আদেশ।
করিয়াছি সিন্ধু লঙ্ঘি লঙ্কায় প্রবেশ ॥ ৩৭
কার্য্য-সিদ্ধি করি এথা তোহে দেখিবারে।
হইল বাসনা মোর অন্তর-মাঝারে ॥ ৩৮
এই লাগি ভাঙ্গিলাম তোমার কানন।
দেখিতে পাইব তোহে এই করি মন ॥ ৩৯
তাহে গেল বহুবীর আমারে বধিতে।
বধিলাম তা-সবারে নিজে বাঁচাইতে ॥ ৪০
পরে করিবারে তব সঙ্গে সম্ভাষণ।
কৈলুঁ মেঘনাদ-বাণ-বন্ধন গ্রহণ ॥ ৪১

তার পর তব ভৃত্য নিশাচরগণ।
করিলেক রজ্জু দিয়া আমারে বন্ধন ॥ ৪২
তাহাও কর‍্যাছি ইচ্ছামতে অঙ্গীকার।
ইথে তুমি না ভাবিবে দৌর্ব্বল্য আমার ॥ ৪৩
যদি ইচ্ছা হয় মোর করিতে গমন।
অনায়াসে ঘুচা'ব এ সব বন্ধন ॥ ৪৪
এতেক পর্য্যন্ত শুনি মারুতি-বচন।
জিজ্ঞাসা করয়ে কিছু তাঁহারে রাবণ ॥ ৪৫
কপি তুই এ দুর্গম অলঙ্ঘ্য সাগর।
কিরূপে লঙ্ঘিলি হয়্যা প্রাকৃত বানর ॥ ৪৬
অতএব তোর বাক্যে ঘুচে না সংশয়।
সত্য কথা কহ যাহে বিশ্বাস জন্ময় ॥ ৪৭
ইহে শুনি হাসি হাসি পবননন্দন।
কহিছেন নিশাচর-নাথেরে বচন ॥ ৪৮
লঙ্কাপতি করিতেছ তুমি যে সংশয়।
আমাতে কদাচ ইহা উচিত না হয় ॥ ৪৯
যার কার্য্যে করিয়াছি আমি আগমন।
তাঁহার কৃপায় কিবা না হয় সাধন ॥ ৫০
সাগরে ভূধর হয় ভূধরে সাগর।
নগরে কানন হয় কাননে নগর ॥ ৫১
তাহারি কৃপায় সিন্ধু শতেক যোজন।
লঙ্ঘি আসিয়াছি আমি গোষ্পদ যেমন ॥ ৫২
ইহাতে না কর কিছু তুমিহ সংশয়।
সম্প্রতি অপর কথা শুন মহাশয় ॥ ৫৩
কপীন্দ্র সুগ্রীব তব মিতার সোদর।
কয়্যাছেন তোহে শুভ সংবাদ সাদর ॥ ৫৪
তার পর কয়্যাছেন আর যে বচন।
আমার মুখেতে তাহা করহ শ্রবণ ॥ ৫৫
দশরথ নামে রাজা অযোধ্যাধিপতি।
ধার্ম্মিক গভীর ধীর স্থির শুদ্ধমতি ॥ ৫৬
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম পিতার বচনে।
আস্যাছিলা ভার্য্যা আর ভাই সঙ্গে বনে ॥ ৫৭
বিনা দোষে সীতা নাম তাঁহার ঘরণী।
হরণ করিয়া লয়্যা গিয়াছ আপনি ॥ ৫৮
তিঁহ অনুগ্রহ করি আমার সহিতে।
মিত্রতা করিয়াছেন প্রীতিযুক্ত-চিতে ॥ ৫৯
তব মিত্র বালীরে বধিয়া এক বাণে।
মারে দিয়াছেন রুমা আর রাজ্যস্থানে ॥ ৬০
আমি করিয়াছি তাঁর আগে অঙ্গীকার।
উদ্ধার করিয়া দিব জানকী তোমার ॥ ৬১
অতএব দূত পাঠাইয়ে তব পাশ।
বান্ধবে কহিতে হয় হিতাহিত ভাষ ॥ ৬২
তোমাদের মত বুদ্ধিমান্ যত জন।
কভু নাহি হয় তারা পাপেতে মগন ॥ ৬৩
যে হেতু করিলে পাপ নাহি হয় সুখ।
ইহলোকে অপযশ পরলোকে দুখ ॥ ৬৪
অত্যন্ত উৎকট যদি করে কেহ পাপ।
এইত লোকেই সেহ পায় মহাতাপ ॥ ৬৫
অতএব আমি তোহে কহি হিত বাণী।
ফিরি দাও শ্রীরামচন্দ্রেরে তাঁর রাণী ॥ ৬৬
এহ হন অতিশয় করুণা-নিধান।
অবশ্য করিবা তোহে অভয় প্রদান ॥ ৬৭
এইত কহিলুঁ আমি সুগ্রীব-সন্দেশ।
আমারো স্থানেতে আর শুনহ বিশেষ ॥ ৬৮
আপন কল্যাণ যদি বাসহ অন্তরে।
জানকী লইয়া চল রাম বরাবরে ॥ ৬৯
বরঞ্চ গরল খাই পারো জারিবারে।
না পারিবে কভু তুমি জারিতে সীতারে ॥ ৭০
রামের নিকটে দোষ করি পুরন্দর।
না বাঁচয়ে তাহে কিবা তুমি নিশাচর ॥ ৭১
যে অবধ্য করি মান নিজে বর-বলে।
সেত রাম-লক্ষ্মণ-সুগ্রীব ভিন্ন স্থলে ॥ ৭২
তাঁহারা না হন দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
পন্নগ পিশাচ যক্ষ ভূত নিশাচর ॥ ৭৩
হন তাঁরা নর আর বানর স্বরূপে।
বাঁচিবে তা-সবা হৈতে বরেতে কিরূপে ॥ ৭৪
তাঁহাদেরো বার্ত্তা রহু অতিশয় দূরে।
পারি আমি একা নাশিবারে তব পুরে ॥ ৭৫
কিন্তু রাম কর‍্যাছেন প্রতিজ্ঞা ধারণ।
বধিব আমিহ নিজে সবংশে রাবণ ॥ ৭৬
তাঁহার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ের কারণ।
নারিলাম আমি লঙ্কা করিতে নাশন ॥ ৭৭
এখনো কহিয়ে হিত আমিহ তোমায়।
সীতা দিয়া শরণ লভহ রাম-পায় ॥ ৭৮
অন্যথা সকল জ্ঞাতি বান্ধব সহিতে।
রাম-বাণে মরি যাবে যমের পুরীতে ॥ ৭৯

এতেক বচন শুনি মারুতি-বদনে।
ক্রোধেতে বিস্মৃত হল্যা রাবণ আপনে॥ ৮০
দশমুখে কোপে করে দন্ত কড়মড়।
শত শত ঢাকে যেন পাড়িল রগড়॥ ৮১
অরুণ হইল তার বিংশতি নয়ন।
পরস্পর বিশ হস্তে করয়ে ঘর্ষণ॥ ৮২
ভৃত্যগণে ডাকি কহে পুনঃপুনর্ব্বার।
কাটরে কাটরে শীঘ্র মস্তক ইহার॥ ৮৩
তার বাক্য শুনি কথো নিশাচরগণ।
উঠিয়া দাঁড়ায় অস্ত্র করিয়া ধারণ॥ ৮৪
তাহা দেখি মারুতির নাহি কিছু ভয়।
হাসিতে লাগিলা মুখ ঢাকি মহাশয়॥ ৮৫
শুনি বাণী পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া রাবণে কিছু কন॥ ৮৬
মহারাজ এই কর্ম্ম যোগ্য নাহি হয়।
লোক-ধর্ম্ম-শাস্ত্রেতে নিষিদ্ধ ইহা কয়॥ ৮৭
অদ্যাবধি কোনো বেদে কোনহ পুরাণে।
দূতের বিনাশ করা না শুনিয়ে কাণে॥ ৮৮
অঙ্গের বৈরূপ্য চর্ম্ম-কশার প্রহার।
মুণ্ডন বিহনে দূত-দণ্ড নাহি আর॥ ৮৯
অতএব এই কর্ম্ম না হয় উচিত।
অধর্ম্মের মূল লোক শাস্ত্রে বিগর্হিত॥ ৯০
বিশেষে তোমার মত বিবেচক জনে।
অস্থানেতে ক্রোধোদয় না দেখি নয়নে॥ ৯১
আর দেখ এ বানরে করিলে সংহার।
হবে উপস্থিত কার্য্যে কিবা উপকার॥ ৯২
এ দণ্ড কর্ত্তব্য হয় তাদের উপরে।
পাঠায়াছে যারা এথা এইত বানরে॥ ৯৩
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিলোকীতে।
কিবা শঙ্কা তব নর-বানর হইতে॥ ৯৪
তাহে তব বহু সেনা আছে বলধর।
তাদিগেই হৈতে জয় হইবে সমর॥ ৯৫
অতএব ছাড়ি দিতে উচিত ইহায়।
সংবাদ জানাকু গিয়া রামের সভায়॥ ৯৬
এইত কহিলুঁ আমি বুদ্ধি অনুসারে।
করহ উচিত দণ্ড যে হয় বিচারে॥ ৯৭
বিভীষণ-বাক্য শুনি তবে দশানন।
কহিবারে আরম্ভিলা স্থির করি মন॥ ৯৮

ভ্রাতা যে কহিলে এত অত্যন্ত উচিত।
দূতের মারণ বটে সর্ব্বথা নিন্দিত॥ ৯৯
কিন্তু এই বানরের শাস্ত্র-অনুসারে।
কিছু দণ্ড অবশ্য হইবে করিবারে॥ ১০০
তাহে আমি করিলাম এইত নিশ্চয়।
ইহার বৈরূপ্য কিছু করিবারে হয়॥ ১০১
কপিন্দের পুচ্ছ হয় অভীষ্ট ভূষণ।
পোড়াইব তাহা অগ্নি করি সমর্পণ॥ ১০২
দগ্ধ-পুচ্ছ লয়্যা এহ করুক গমন।
নিরীক্ষণ করুক ইহার বন্ধুজন॥ ১০৩
উঠরে উঠরে শীঘ্র নিশাচরগণ।
জীর্ণ বস্ত্র ঘৃত তৈল কর আনয়ন॥ ১০৪
রাক্ষসসমূহ শুনি রাবণবচন।
আনিলেক রাশি রাশি পুরাণ বসন॥ ১০৫
সে সকলে করি মারুতির পুচ্ছদেশে।
বেড়াইতে আরম্ভিলা কৌতুক-আবেশে॥ ১০৬
তাহা দেখি বায়ুপুত্র সকৌতুক-চিতে।
আরম্ভিলা আপন লাঙ্গুল বাঢাইতে॥ ১০৭
হেন বাঢাইলা পুচ্ছ বেড়াইতে যায়।
লঙ্কার সকল বস্ত্র শেষ হল্যা প্রায়॥ ১০৮
তবে নিশাচর তাহে ঘৃত তৈল ঢালি।
অগ্নি লাগাইয়া দিল কুতূহলশালী॥ ১০৯
পরে নানা বাদ্য করি লইয়া তাহারে।
দেখাইয়া ফিরিতে লাগিল দ্বারে দ্বারে॥ ১১০
তাহা দেখি দুই চারি রাক্ষসী মিলিয়া।
কহিলেক সেই বার্ত্তা সীতা-কাছে গিয়া॥ ১১১
সীতা তব কাছে আসিছিল যে বানর।
তারে ধরি লয়্যা গেছে যত নিশাচর॥ ১১২
পুচ্ছে বস্ত্র বেড়াইয়া জ্বালিয়া দহন।
নগরেতে ফিরাইছে বাজায়্যা বাজন॥ ১১৩
তাহা শুনি সীতা দেবী অতি দুঃখিমন।
অগ্নি জ্বালি পূজা করি করেন প্রার্থন॥ ১১৪
যদি থাকে গুরুভক্তি কিম্বা পূর্ব্বতপ।
শ্রীরামচরণে মতি ইষ্টমন্ত্রজপ॥ ১১৫
সে সকলে তুষ্ট হয়্যা আপুনি অনল।
মারুতির প্রতি হও অত্যন্ত শীতল॥ ১১৬
সীতার বচন শুনি অগ্নি তুষ্ট-চিত।
নির্ধূম দক্ষিণাবর্ত্তে হল্যা প্রজ্বলিত॥ ১১৭

অগ্নিরে সেরূপ দেখি তুষ্ট অনুমানি।
সুস্থ-চিত্ত হইলেন সীতা ঠাকুরাণী ॥ ১১৮
এখানেতে মারুতির লাঙ্গুলে অনল।
জ্বলিতে লাগিলা হয়্যা অত্যন্ত প্রবল ॥ ১১৯
কিন্তু কিছু তাপ নাহি লাগে কপিবরে।
তাহা দেখি তিঁহ চিন্তা করেন অন্তরে ॥ ১২০
একি একি বড়ই আশ্চর্য্য দেখা যায়।
জ্বলিত অনলে তাপ না দেয় আমায় ॥ ১২১
কিম্বা অগ্নি হয় মোর জনকের মিত।
এই লাগি নাহি করে আমারে তাপিত ॥ ১২২
কিম্বা রাম-জানকীর অনুগ্রহ-বলে।
শীতলস্বভাব আজি দেখিয়ে অনলে ॥ ১২৩
এমত করুণা যদি তাদের না হয়।
তবে সবে কৃপাময় বলি কেন কয় ॥ ১২৪
এতেক নিশ্চয় করি পবন-কুমার।
পরামর্শ করিছেন মনে পুনর্ব্বার ॥ ১২৫
হইল সম্পূর্ণ মোর সব অভিলাষ।
এক্ষণ বন্ধনে কেন পাইয়ে প্রয়াস ॥ ১২৬
নিজ শক্তি পরকাশি ঘুচায়্যা বন্ধন।
শ্রীরামচন্দ্রের কাছে করিয়ে গমন ॥ ১২৭
এত ভাবি হঠাৎ হইয়া ক্ষুদ্রতর।
বন্ধন হইতে বাহির হল্যা কপিবর ॥ ১২৮
পুন বড় হয়্যা সিংহনাদ করিয়া।
উঠিলেন প্রাচীর-উপরি লম্ফ দিয়া ॥ ১২৯
তাহা দেখি রজ্জুধর নিশাচরগণ।
দাঁড়ায়্যা রহিল কাষ্ঠপুত্তলী যেমন ॥ ১৩০
তবে শ্রীমারুতি এক স্তম্ভ উপাড়িয়া।
মারিলেন সে সব রাক্ষসে ঘুরাইয়া ॥ ১৩১
তাহার প্রহারে তারা সকলে মরিল।
দুই চারি জন প্রাণ লয়্যা পলাইল ॥ ১৩২
তাহারা যাইয়া বার্ত্তা দিল দশাননে।
তাহা শুনি সকলে বিস্ময় পাল্যা মনে ॥ ১৩৩
এখানে মারুতি উঠি প্রাচীর উপরে।
আর এক পরামর্শ করেন অন্তরে ॥ ১৩৪
পাইলাম জানকী-মাতার সন্দর্শন।
ভাঙ্গিলাম রাবণের বিচিত্র কানন ॥ ১৩৫
মারিলাম অনেক-সহস্র নিশাচর।
এক্ষণ করিতে যোগ্য হয় কি অপর ॥ ১৩৬

এই মোর পুচ্ছে জ্বলিতেছে যে দহন।
অবশ্য করিতে হয় ইহাঁরে তর্পণ ॥ ১৩৭
অতএব এই অগ্নি দিয়া ঘরে ঘরে।
দগ্ধ করি লঙ্কা দুখ দিব লঙ্কেশ্বরে ॥ ১৩৮
ইহাতে সাহায্য কিছু কর মোর পিতা।
প্রজ্বলিত হন যেন সুখে তব মিতা ॥ ১৩৯
তবে এত যুক্তি করি শক্তি প্রকাশ করিলা।
তাহে হনূমান তনুখান পুন বাড়াইলা ॥ ১৪০
তাহে পুচ্ছদেশে পরকাশে প্রচণ্ড দহন।
তাহে সুশোভিত সতড়িত জলদ যেমন ॥ ১৪১
তিঁহ করি দম্ফ দিয়া লম্ফ করেন ভ্রমণ।
তাহে খসি খসি রাশি রাশি পড়ে হুতাশন ॥
তাহে সমীরণ-সঙ্ঘটন পাই সে দহন।
তবে ক্রমে ক্রমে পর্য্যাক্রমে কৈলা প্রকাশন ॥
পরে সে অনল মহাবল হইয়া জ্বলিলা।
তাহে নানামত গৃহ যত পুড়িতে লাগিলা ॥ ১৪৪
কত পরিষ্কার ভাণ্ডাগার বিহার-কেতন।
আর ঘোড়াশাল হস্তিশাল রথের ভবন ॥ ১৪৫
কত সেনাস্থান দিব্য যান অস্ত্রের আলয়।
কত মণ্ডপ ধান্য-ঘর পাকের নিলয় ॥ ১৪৬
ইথে বড় এক পরতেক দেখিয়ে বিস্ময়।
যাহা দেখি শুনি অনুমানি না হয় নিশ্চয় ॥ ১৪৭
তৃণ-কাষ্ঠময় গৃহচয় সে অগ্নি পোড়ায়।
ইহা অসম্ভব নহে সব দেশে দেখা যায় ॥ ১৪৮
সেই হুতাশন সুবরণ-নির্ম্মিত আলয়।
করে অচিরাৎ ভস্মসাৎ এ বড় বিস্ময় ॥ ১৪৯
তাহে রঘু কহে এত নহে বিস্ময়-বিষয়।
হয় সে অনল মহাবল সীতা-কোপময় ॥ ১৫০
তাহে মণিময় গৃহচয় ভসম হইয়া।
কত কোটি কোটি পরিপাটী পড়য়ে খসিয়া ॥
তাহে অগণিত তৈল ঘৃত পাই সে অনল।
কত স্থানে স্থানে কোটীগুণে হইল প্রবল ॥১৫২
তার ধূমগণ আচ্ছাদন করিল অম্বর।
আর ভয়ঙ্কর শব্দবর দশ দিগন্তর ॥ ১৫৩
তাহা দেখি শুনি হেতু জানি কুপিত-অন্তরে।
কত বলবান্ যাতুধান বেড়ে কপিবরে ॥ ১৫৪
তারা নানা অস্ত্র বহুশস্ত্র ছাড়ে উভরায়।
তাহা নিরখিয়া ক্রুদ্ধ-হিয়া হল্যা কপিরায় ॥১৫৫

করি মহাদম্ভ গৃহস্তম্ভ এক উপাড়িলা।
তার সম্প্রহারে নিশাচরে মারিতে লাগিলা ॥
তাহে বহুতর নিশাচর গেলা যমবাসে।
আর অবশিষ্ট কথো দুষ্ট পলায় তরাসে ॥ ১৫৭
দেখি কপিরায় পাছু ধায় করে স্তম্ভ ধরি।
তাহা দেখি ডরে তারা পড়ে অনল-উপরি ॥
এই পরকারে সে নগরে পবননন্দন।
বহু নিশাচরে যম-ঘরে করিলা প্রেরণ ॥১৫৯
তাহা নিরখিয়া দুখি-হিয়া পুরবাসিগণ।
নিজ প্রাণ-ডরে পলাবারে কৈল আরম্ভণ ॥১৬
তারা অনিবার হাহাকার করয়ে ক্রন্দন।
করে দুখি-মনে দশাননে গালি সমর্পণ ॥ ১৬১
তারা অগ্নিতাপ-ভয়ে বাপ বাপ বলি ধায়।
আর পিতা পুত্র ভার্য্যা মিত্র কারেও না চায় ॥
পড়ে স-বসন আভরণ শরীর হইতে।
তাহা না সম্বরে বেগভরে ধায় চারি ভিতে ॥
কারো পোড়ে চুল কর্ণমূল কাহারো বদন।
পোড়ে কারো হস্ত কারো মস্ত বস্ত্র আভরণ ॥
তারা পায়্যা ভয় মুখে কয় কি হইল হায়।
কেহ দেহ বারি প্রাণ বারি হইল তনুত্যাগ ॥১৬৫
কিবা পাই দুখ উল্কামুখ পিশাচ পলায়।
তারা কি হল্য রে কি হল্য রে বলি উভরায় ॥
তারা কথা যবে কহে তবে তাদের বদনে।
কিবা বহ্নিচয় নিকসয় ঝলকে সঘনে ॥ ১৬৭
সেই হুতাশন এ দহন-সাহায্য করয়।
তাহা নিরখিয়া সুখিহিয়া পবনতনয় ॥ ১৬৮
কত নিশাচর বৈশ্বানর-তাপে পাই ক্লেশ।
তারা তেজি ঘরে সরোবরে করিল প্রবেশ ॥
কেহ দুখভরে মারুতিরে করে গালি দান।
কোথা হতে দুষ্ট আসি নষ্ট কৈল লঙ্কাখান ॥
যদি দৈববলে সেই কালে পবনসন্তান।
কিবা আচম্বিত উপস্থিত হন সেই স্থান ॥ ১৭১
তবে দেখি তারে মহাডরে সেই নিশাচর।
কহে মহাশয় মহাশয় করি যোড় কর ॥ ১৭২
তার দেখি দৈন্য অতি ধন্য পবনসন্তান।
তারে না মারিয়া উপেখিয়া অন্য ঠাঁই যান ॥
আর স্থানান্তরে বহ্নিডরে পলায় রাক্ষস।
তার পাছে ধান হনুমান্ কোপেতে অবশ ॥১৭৪

তাহা দেখি তারা অতি ত্বরা করিয়া পলায়।
আর কি হল্যরে কি হল্যরে বলে উভরায় ॥১৭৫
তাহে কেহ কেহ মহাদেহ মহাবলবান্।
ফিরি দাঁড়াইয়া রুষ্ট-হিয়া করে গালিদান ॥ ১৭৬
তাহে দেখি অতি ক্রুদ্ধমতি পবননন্দন।
নিজ লাঙ্গুলেরে বেগভরে করায়্যা ঘূর্ণন ॥ ১৭৭
তার পরহার তাসবার উপার করিলা।
তাহে তেজি প্রাণ যমস্থান তারা প্রবেশিলা ॥
যত নিশাচরী পরিহরি নিজ নিজ ঘরে।
করে পলায়ন ভীতমন অনলের ডরে ॥ ১৭৯
কত সুরনারী বিদ্যাধরী ভুজঙ্গ-ভাবিনী।
কত দৈত্যরামা সিদ্ধরামা মর্ত্তসীমন্তিনী ॥ ১৮০
তারা স্ববসন আভরণ নারে সম্বরিতে।
তেজি লজ্জা ভীতি পুত্র পতি ধায় চারিভিতে
কিবা যে রমণী দিনমণি দেখিতে না পায়।
সেহ বহ্নিভীতে পদব্রীতে পলাইয়া যায় ॥ ১৮২
কত বিদ্যাধরী লঙ্কা ছাড়ি উঠিল গগনে।
তারা ধূমমাজে তেন সাজে চপলা কি ঘনে ॥
তাদে-রুদ্ধবেগেতে নয়নেতে অশ্রুজল ঝরে।
বুঝি নবঘন ধূমগণ ছলে বৃষ্টি করে ॥ ১৮৪
যেই অমরীরে বলাৎকারে আনি রাখিছিল।
সেই অবসরে নিজ ঘরে সেহ পলাইল ॥ ১৮৫
এথা লঙ্কাপুরে চারি ধারে রমণী পলায়।
তারা ভীতমনে কারো পানে ফিরি নাহি চায় ॥
তাহে করিবর-সুমন্থর-গতি যেই নারী।
তারা আপনারে নিন্দা করে যাইতে না পারি ॥
কারো বস্ত্রভাগে অগ্নি লাগে অঙ্গ পোড়ে তায়
তভু লজ্জাভরে বসনেরে তেজিতে না পায় ॥
পোড়ে কারো মুণ্ড কারো তুণ্ড শিরের কুন্তল।
পোড়ে কারো হার পরিষ্কার কঙ্কণ কুণ্ডল ॥ ১৮৯
তারা বেগভরে সরোবরে গিয়া প্রবেশিল।
কেহ নদীরাজ-জলমাজ ভাসিতে লাগিল ॥ ১৯০
সাজে সরোবরে জলোপরে রমণী-বদন।
যেন পদ্মাকরে শোভা করে অরবিন্দগণ ॥১৯১
যদি দৈবযোগে সেই দিগে যান কপিবর।
তাঁরে দেখি তবে তারা ডুবে জলের ভিতর ॥
তাহে সে অনল-তাপে জল প্রায় ফুটিতেছে।
তাহে নারী সব অসম্ভব দুঃখ পাইতেছে ॥ ১৯৩

এথা বহুতর নিশাচর সেই বৈশ্বানরে।
হয়্যা দগ্ধকায় চলি যায় শমন-নগরে॥ ১৯৪
তাহে লঙ্কাপুরে ঘরে ঘরে উঠিল ক্রন্দন।
কান্দে হাহা পিতা হাহাভ্রাতা জননি নন্দন॥
পোড়ে কত করী শব্দ করি অতি ঘোর স্বরে।
কেহ মদে অন্ধ ছিটি বন্ধ পলায়ন করে॥ ১৯৬
পোড়ে সে অনলে ঘোড়াশালে কোটি কোটি হয়।
আর কত খর উষ্ট্রবর গণনা না হয়॥ ১৯৭
পোড়ে উপবন বৃক্ষগণ লতা যথা তথা।
কত পশু পক্ষ লক্ষ লক্ষ কে কবে সে কথা॥
এই পরকারে সে নগরে করেন দাহন।
বীর হনুমান করি ধ্যান শ্রীরঘুনন্দন॥ ১৯৯
এইরূপ অগ্নি দেখি রাজা দশানন।
হইলা অত্যন্ত ভয়ে সমুদ্বিগ্ন মন॥ ২০০
নিদ্রাগত কুম্ভকর্ণ পড়ে তার মনে।
কে আছ কে আছ বলি ডাকয়ে সঘনে॥ ২০১
আগে উপস্থিত ষষ্টিলক্ষ নিশাচর।
পাঠাইলা রাখিবারে কুম্ভকর্ণ-ঘর॥ ২০২
তারা জলপূর্ণ কুম্ভ করেতে করিয়া।
রহে কুম্ভকর্ণ-গৃহ-কাছে দাঁড়াইয়া॥ ২০৩
বধু কহে কেন তোরা কর আয়োজন।
নিদ্রাতুরে না পোড়াবে পবননন্দন॥ ২০৪
হবে সেই কপিবর অনল সহিত।
রাবণের ভবনেতে হল্যা উপস্থিত॥ ২০৫
দেখিয়া শঙ্কিত-মন রাজা দশানন।
পলাইব পলাইব এই করে মন॥ ২০৬
কিন্তু লজ্জা লাগি উঠিবারে নাহি পারে।
মন্ত্রিগণ-মুখ-পানে চাহে বারে বারে॥ ২০৭
তার কাছে আছে যত নিশাচরগণ।
তাহারাও পলাইব বলি করে মন॥ ২০৮
কিন্তু উঠিবারে নারে রাবণের ডরে।
রহিতেও নাহি পারে অগ্নিতাপভরে॥ ২০৯
হেনকালে রামজয় দিয়া হনুমান।
উপস্থিত হইলা আসিয়া সেই স্থান॥ ২১০
তারে দেখি আর কেহ রহিতে না পারি।
উঠি উঠি পলায়ন করে লজ্জা ছাড়ি॥ ২১১
শূন্য দেখি তবে সেহত রাবণ।
আপনিও উঠিয়া করিল পলায়ন॥ ২১২

বাহির হইয়া সেহ দক্ষিণের দ্বারে।
প্রবিষ্ট হইল নিকুম্ভিলার মাঝারে॥ ২১৩
এইরূপে ক্ষণমাত্রে পবন-কুমার।
স্বর্ণ লঙ্কা পোড়াইয়া কৈলা ছারখার॥ ২১৪
না দিলা কেবল তিন স্থানেতে দহন।
যেখানেতে সীতা কুম্ভকর্ণ বিভীষণ॥ ২১৫
তাহা দেখি বিভীষণ-ভার্য্যা শ্রীসরমা।
অশোক-কাননে গেলা যেথা রাম-রমা॥ ২১৬
ভাবিছেন শ্রীজানকী মারুতি-লাগিয়া।
সান্ত্বনা করেন তাঁরে সরমা হাসিয়া॥ ২১৭
জনকনন্দিনি ভাবিতেছ কি কারণ।
বন্ধ-মুক্ত হইয়াছে পবননন্দন॥ ২১৮
কত কোটি নিশাচর করিয়া মারণ।
সেই পোড়াইছে লঙ্কা লাগায়্যা দহন॥ ২১৯
নাহি ঘর নাহি দ্বার প্রাচীর তোরণ।
নাহি বন উপবন ঘোড়া-হাতিগণ॥ ২২০
ক্ষণকাল মাত্রে লঙ্কা হল্য ভস্মময়।
এ কেবল তোমার কোপের ফল হয়॥ ২২১
হেন মতে লঙ্কাদাহ-কথা সবিস্তর।
কহিছেন শ্রীসরমা জানকী-গোচর॥ ২২২
সরমার বাক্য শুনি সীতা ঠাকুরাণী।
সুখিত হইয়া তাঁরে কন মিষ্টবাণী॥ ২২৩
যে আনন্দ দিলে তুমি সরমা আমারে।
কি ধন আছয়ে দিয়া শোধিব এ ধারে॥ ২২৪
বিক্রীত হইলুঁ আমি নিকটে তোমার।
সখী বলি কর তুমি আমারে স্বীকার॥ ২২৫
এতবাক্য শুনি সীতা-বদনকমলে।
কহেন সরমা পড়ি তাঁর পদতলে॥ ২২৬
জানকি আমারে এত কহা যোগ্য নয়।
নীচের অধিক মান অপমান হয়॥ ২২৭
তাতে আমি করিলাম কিবা উপকার।
শোধিতে না পারিলে আপুনি যার ধার॥ ২২৮
দাসী বলি অনুগ্রহ আপুনি করিবে।
তাহাতেই কৃতার্থতা আমার হইবে॥ ২২৯
এক্ষণ আমিহ এথা না থাকিব আর।
দেখিলে চেড়ীরা তোহে করিবে প্রহার॥ ২৩০
এত কহি জানকীর লয়্যা অনুমতি।
স্থানান্তরে চলিলা সরমা শুদ্ধমতি॥ ২৩১

এখানেতে বায়ুপুত্র দেখিয়া অনল।
মনে মনে ভাবিছেন অত্যন্ত বিকল ॥ ২৩২
হায় আমি কি করিলুঁ, সব কার্য্য বিনাশিলুঁ,
পূর্ব্বেতে না করিয়া বিচার।
এই ঘোর বৈশ্বানরে, পোড়াইলুঁ জানকীরে,
কিছু নাহি সংশয় ইহার ॥ ২৩৩
দেখিতেছি বিদ্যমান, এ নগরে যত স্থান,
অগ্নি ছাড়া নাহি কিছু তাহে।
ইথে শ্রীজনকপুত্রী, অত্যন্ত-কোমলগাত্রী,
কিরূপে বাঁচিবা অগ্নি-দাহে ॥ ২৩৪
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে, বিবেচিতে পূর্ব্বাপরে,
বুদ্ধিযোগ নাহিক যাহার।
হয়্যা কোপে মূঢ়-হিয়া, বানরত্ব প্রকাশিয়া
মূল ধন করিলুঁ সংহার ॥ ২৩৫
কিরূপে যাইব দেশে, সুগ্রীব-রাজার পাশে,
কি দিব গা তাঁহারে উত্তর।
জিজ্ঞাসিলে সীতাস্বামী, অতি মন্দভাগ্য আমি
কি কহিব তাঁহার গোচর ॥ ২৩৬
অতএব ছার দেহে, প্রাণ রাখা যোগ্য নহে,
প্রবেশিব এইত দহনে।
অগ্নি যদি নাহি দহে, প্রবেশিব তবে দহে,
ভাবি রঘুনন্দন-চরণে ॥ ২৩৭
এতেক পর্য্যন্ত ভাবি পবনকুমার।
পরামর্শ করিছেন পুন আর বার ॥ ২৩৮
একি করিতেছি আমি অযোগ্য চিন্তন।
জানকীরে দহিবেন কিরূপে দহন ॥ ২৩৯
একে পতিব্রতা তাহে রামের গৃহিণী।
কিরূপেতে তাঁহারে দহিবে এ অগিনি ॥ ২৪০
আমারে না দহে যেহ যাঁহার কৃপায়।
সেহ কিরূপেতে দগ্ধ করিবে তাঁহায় ॥ ২৪১
বরঞ্চ পারেন সীতা দহনে দহিতে।
কদাচ না পারে অগ্নি তাঁরে পরশিতে ॥ ২৪২
এইরূপে হনুমান করেন চিন্তন।
তাহা দেখি আকাশে কহেন দেবগণ ॥ ২৪৩
যে কর্ম্ম করিলা বীর পবন-তনয়।
ত্রিভুবনে ইহা কভু সম্ভব না হয় ॥ ২৪৪
ত্রিলোকীতে-বিজয়ী রাবণের এ নগরে।
ভস্মময় করিলা জ্বালিয়া বৈশ্বানরে ॥ ২৪৫

তাহে আর এক বড় চমৎকার হয়।
সীতারে না দেয় কিছু তাপ ধনঞ্জয় ॥ ২৪৬
অথবা আশ্চর্য্য বুদ্ধি ইহাতে না করি।
অগ্নিশিখা পোড়ে কোথা অনল-ভিতরি ॥ ২৪৭
আর এক কর্ম্ম একা কৈল চমৎকার।
বিনাশিল চতুর্থাংশ রাবণ-সেনার ॥ ২৪৮
এতেক দেবতা-বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে নিমগ্ন হল্যা পবননন্দন ॥ ২৪৯
রামজয় শব্দ করি উঠিলা গগনে।
জানকী দেখিতে গেলা অশোক-কাননে ॥ ২৫০
শ্রীজানকী দেখি তারে আনন্দিত-মন।
আস্য বাপ বলিয়া ডাকেন ঘনেঘন ॥ ২৫১
মারুতি প্রণতি করি কাছে দাঁড়াইলা।
জনকনন্দিনী তবে কহিতে লাগিলা ॥ ২৫২
বাপধন তোমারে কুশলী নিরখিয়া।
আইল আমার প্রাণ দেহেতে ফিরিয়া ॥ ২৫৩
আহা মরি বাপ তোর বালাই লইয়া।
কত দুখ পাইলে রে আমার লাগিয়া ॥ ২৫৪
কত কষ্ট কিরূপেতে ঘুচালো বন্ধন।
কিরূপেতে বা অগ্নি-তাপ করিলে সহন ॥ ২৫৫
এত শুনি শ্রীমারুতি জানকী-বচন।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন ॥ ২৫৬
মাতা যার প্রতি কৃপা আছয়ে তোমার।
ত্রিভুবনে বিঘ্ন হয় কোথায় তাহার ॥ ২৫৭
তোমার কৃপায় আর রামের কৃপায়।
মুক্ত কৈলু বন্ধন হইতে স্ব-ইচ্ছায় ॥ ২৫৮
পূর্ব্বে ভয় হয়্যাছিল দেখিয়া অনল।
কিন্তু তিঁহ মোর প্রতি হইলা শীতল ॥ ২৫৯
তাহা দেখি মনেতে করিলুঁ অনুমান।
তোমাদের কৃপা হয় তাহার নিদান ॥ ২৬০
কিছু তাপ না পায়্যাছি আমি সে দহনে।
আপুনিহ সে লাগিয়া না ভাবিবে মনে ॥ ২৬১
উদ্বেগ করহ পাছে না দেখি কিঙ্করে।
এই ভাবি আইলাম তোমার গোচরে ॥ ২৬২
ইচ্ছা ছিল রাবণে করিতে সম্ভাষণ।
সিদ্ধ হল্য তাহা আর নগরী-দর্শন ॥ ২৬৩
কথনো মনেতে যার উদয় না ছিল।
প্রসঙ্গেতে সেহ লঙ্কা-দহন হইল ॥ ২৬৪

এক্ষণ করহ মোরে আজ্ঞা-সমর্পণ।
শ্রীরামে আনিতে শীঘ্র করিয়ে গমন ॥ ২৬৫
এত শুনি শ্রীজানকী মারুতি-বচন।
কহিছেন তাঁর প্রতি সজল-নয়ন ॥ ২৬৬
বাপধন যাবে তুমি প্রভুরে আনিতে।
ইহাতে কহিতে নারি বিলম্ব করিতে ॥ ২৬৭
কষ্ট হইয়াছে তব শ্রম অতিশয়।
এক দিন থাকি গেলে বড় ভাল হয় ॥ ২৬৮
যতক্ষণ থাক তুমি মোর সন্নিধানে।
রাম-কথা শুনি সুখ পাই তোমা-স্থানে ॥ ২
যদ্যপি প্রভুরে তুমি না পার আনিতে।
তবে আর রামগুণ না পাব শুনিতে ॥ ২৭০
দেখ দেখ নিরখিয়া দুর্গম সাগর।
কোনমতে সন্দেহ না ছাড়য়ে অন্তর ॥ ২৭১
কিরূপে আসিবা এথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কিরূপে বা আসিবে সকল কপিগণ ॥ ২৭২
এইত সংশয় মোর নাহি হয় নাশ।
কহ কহ কিরূপে হইবে অন্ত আশ ॥ ২৭৩
এতেক বচন শুনি সমীর-নন্দন।
পুনর্ব্বার তাঁহারে করেন নিবেদন ॥ ২৭৪
জননি আপুনি এত কি করহ সংশয়।
পুনঃপুন এমত কথন যোগ্য নয় ॥ ২৭৫
সাগর দেখিয়া তুমি করিতেছ ভয়।
কপি-সৈন্য-আগে এহ অতি ক্ষুদ্র হয় ॥ ২৭৬
হেন বীর আছে কত সুগ্রীবের সনে।
যাহাদের গতিবাধ নাহি ত্রিভুবনে ॥ ২৭৭
কেহ মোর সম কেহ কেহ বা উত্তম।
কোনো বীর নহে আমা হইতে অধম ॥ ২৭৮
তারা সবে যখন করিবে আগমন।
অনায়াসে করিবেক সাগর-লঙ্ঘন ॥ ২৭৯
না কর সংশয় প্রভুদের আগমনে।
আসিবেন তাঁরা মোর পৃষ্ঠ-আরোহণে ॥ ২৮০
আর দেখ যদ্যপি করেন প্রভু চিতে।
এক শরে পারাবার পারিবা শোধিতে ॥ ২৮১
অতএব চিন্তা নাহি করহ হৃদয়ে।
রাবণেরে নষ্ট বলি জান সুনিশ্চয়ে ॥ ২৮২
এক্ষণ প্রসন্ন-মনে মোরে আজ্ঞা কর।
প্রস্থান করিয়ে আমি প্রভু বরাবর ॥ ২৮৩

এতেক বচন শুনি আনন্দিতমন।
জনকনন্দিনী মারুতির প্রতি কন ॥ ২৮৪
যাও গিয়া আস্থ গিয়া বাপ হনুমান।
পথে দেবগণ তোর করুন কল্যাণ ॥ ২৮৫
তবে জানকীর পদে প্রণতি করিয়া।
প্রস্থান করিলা শ্রীমারুতি সুখি-হিয়া ॥ ২৮৬
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৮৭

ইতি শ্রীরামরসায়নে সুন্দরকাণ্ডলীলা-
কথা-বর্ণনে লঙ্কাদাহো নাম
ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বানর গণের মধুবন-ভঞ্জন।

লঙ্কাপ্রবৃত্তিং সকলং নিবেদ্য,
প্রমোদয়ামাস কপীনলং যঃ।
নিপায়য়ামাস চ তান মরন্দং,
স বায়ুসূনুঃ কুশলং করোতু ॥ ১

তবে শ্রীমারুতি রাম-নিকটে যাইতে।
উঠিলা অরিষ্ট-নাম গিরি-উপরিতে ॥ ২
সেথান হইতে সিন্ধু পার হইবারে।
বাড়াইলা পূর্ব্বমতে আপন কায়ারে ॥ ৩
সেই গিরি সহিতে না পারি তার ভার।
করিতে লাগিল শব্দ অতি ঘোরতর ॥ ৪
তবে রাম-জানকী-চরণ করি ধ্যান।
লম্ফ দিলা আকাশেতে সমীর-সন্তান ॥ ৫
সে অরিষ্ট গিরি দশ-যোজন-বিস্তার।
একশত যোজন দীর্ঘতা শুনি তার ॥ ৬
উচ্চতা তাহার ত্রিশ যোজনপ্রমাণ।
সেহ মারুতির ভরে হৈল ভূ-সমান ॥ ৭
আকাশ-উপরি উঠি তবে কপিমণি।
পুনর্ব্বার করিলেন রামজয় ধ্বনি ॥ ৮
সেহ শব্দে আচ্ছাদিল দশ দিগন্তর।
শুনিলেন তাহা অঙ্গদাদি কপিবর ॥ ৯
জাম্ববান্ তাহা শুনি অনন্দিত-মন।
শাখামৃগ সকলেরে সম্ভাষিয়া কন ॥ ১০

শুনিলে শুনিলে সবে রামজয় ধ্বনি।
মারুতির বটে ইহা অসংশয় গণি ॥ ১১
তাহাতেও করি আমি আর অনুমান।
হয়্যাছে অবশ্য কৃতকার্য্য হনূমান্ ॥ ১২
অন্যথা এমন জয়ধ্বনি হেন বেগ।
ঘটিতে না পারে কভু থাকিতে উদ্বেগ ॥ ১৩
এত বাক্য শুনি আনন্দিত কপিগণ।
এক দৃষ্টে করে সবে পথ নিরীক্ষণ ॥ ১৪
কপি সব এক পদে দাঁড়াইয়াছিল।
মারুতির শব্দ পাই চঞ্চল হইল ॥ ১৫
কেহ উচ্চবৃক্ষোপরি করে আরোহণ।
কেহ গিরিশৃঙ্গে চঢি করয়ে দর্শন ॥ ১৬
হেথা হনূমান আসি সাগর-উপরে।
সম্ভাষণ করিলা মৈনাক গিরিবরে ॥ ১৭
অঙ্গুলি-অগ্রেতে করি পরশিয়া তারে।
ক্রমে উপস্থিত হল্যা উত্তরের ধারে ॥ ১৮
তবে তাঁরে নিরখিয়া যত কপিগণ।
আনন্দে করয়ে সবে হুঙ্কার সঘন ॥ ১৯
কেহ ভূমি হৈতে উঠে তরুর উপরে।
কেহ বৃক্ষ হৈতে লম্ফ দিয়া ভূমে পড়ে ॥ ২০
কেহ বৃক্ষ-উপরিতে ফিরে লম্ফ দিয়া।
কেহ কিলকিলা শব্দ করে সুখি-হিয়া ॥ ২১
শ্রীমারুতি তবে রামজয় শব্দ করি।
নামিলেন ব্যোম হৈতে মহেন্দ্র-উপরি ॥ ২২
সেইত মহেন্দ্র-নাম মহাকুলাচল।
মারুতির পদভরে করে টলমল ॥ ২৩
যবে গিরি-উপরি নামিলা কপিবর।
জয় জয় শব্দ করে সমস্ত বানর ॥ ২৪
করেতে লইয়া তারা নানা উপায়ন।
বেঢ়িলেক চারিদিগে পবননন্দন ॥ ২৫
কেহ শিরে হাত দেয় কেহ ধরে করে।
কেহ পদে কেহ তাঁর লাঙ্গুলেতে ধরে ॥ ২৬
এইরূপে মারুতিরে পাই কপিগণ।
আনন্দ-সমুদ্র-মাঝে হইল মগন ॥ ২৭
হনূমান্ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন।
করিলেন সকলের যোগ্য সম্ভাষণ ॥ ২৮
জাম্ববান্ সংক্ষেপে পুছিলা তাঁর প্রতি।
কহ কহ দেখিয়াছ কি না সীতা সতী ॥ ২৯

মারুতিও সংক্ষেপে দিলেন প্রত্যুত্তর।
হয়্যাছেন শ্রীজানকী নয়নগোচর ॥ ৩০
এই বাক্য সুধা হেন করিয়া শ্রবণ।
আনন্দেতে মাতি গেল যত কপিগণ ॥ ৩১
হুঙ্কার করয়ে কেহ কেহত নর্ত্তন।
কেহ উচ্চ-পুচ্ছ হয়্যা করয়ে ধাবন ॥ ৩২
কোনো কপি ইতস্তত লম্ফ দিয়া ফিরে।
পুনর্ব্বার আসি পবশয়ে মারুতিরে ॥ ৩৩
কেহ তাঁরে চরণেতে করে নমস্কার।
কেহ তাঁরে আলিঙ্গন করে বার বার ॥ ৩৪
পরেতে অঙ্গদ ধরি মারুতির করে।
বসিলেন এক দিব্য শিলার উপরে ॥ ৩৫
নিকটে বসিলা জাম্ববান্ ভল্লরাজ।
চারিদিকে বসিলেন বানর-সমাজ ॥ ৩৬
তবে জাম্ববান্ অতি মধুর বচনে।
জিজ্ঞাসিতে আরম্ভিলা সমীরনন্দনে ॥ ৩৭
কহ কহ বায়ুপুত্র পথের কুশল।
কিরূপেতে প্রবেশিলে লঙ্কা-মধ্যস্থল ॥ ৩৮
কিরূপেতে রামের মহিষী নিরখিলে।
কেমন চরিত্র তাঁর এখন দেখিলে ॥ ৩৯
কিরূপেতে রাখিয়াছে তাঁরে দশানন।
কহ এ সকল কথা করি বিবরণ ॥ ৪০
এ সকল সবিশেষে করিতে শ্রবণ।
অতিশয় উৎকণ্ঠিত মোসবার মন ॥ ৪১
শুনিয়া এতেক ভল্লপতির বচন।
কহিবারে আরম্ভিলা পবননন্দন ॥ ৪২
তোমাদের কাছে আমি বিদায় হইয়া।
লম্ফ দিয়া উঠিলাম আকাশ বাহিয়া ॥ ৪৩
যবে আমি কথো দূর করিলুঁ গমন।
মধ্যে এক নিশাচরী দিল দরশন ॥ ৪৪
পথ আগুলিয়া সেহ কহিল আমারে।
কোথা যাও কপি আমি খাইব তোমারে ॥ ৪৫
তাহা শুনি আমি কিছু চিন্তিত হইয়া।
কহিতে লাগিলুঁ তারে বিনয় করিয়া ॥ ৪৬
দশরথপুত্র রাম পিতার বচনে।
এস্যাছেন ভাই আর ভার্য্যা সঙ্গে বনে ॥ ৪৭
তাঁর ভার্য্যা জানকারে লঙ্কার রাবণ।
হরিয়া লইয়া করিয়াছে আগমন ॥ ৪৮

যাইতেছি আমি তাঁর তত্ত্ব করিবারে।
ফিরিয়া আসিব শীঘ্র দেখিয়া তাঁহারে॥ ৪৯
ইহাতে না কর তুমি সসংশয় মন।
ফিরিয়া আইলে মোরে করিহ ভক্ষণ॥ ৫০
এতেক বচন শুনি সেহ না মানিল।
না ছাড়িব না ছাড়িব কহিতে লাগিল॥ ৫১
তবে আমি ক্রুদ্ধ হয়্যা কহিলাম তারে।
দেখি তোর মুখ যাহে খাইবে আমারে॥ ৫২
সেহ মোরে দেখি দশ-যোজন-প্রমাণ।
বিংশতি যোজন কৈল বদন ব্যাদান॥ ৫৩
তাহা দেখি আমি হৈলুঁ তিরিশ যোজন।
সেহ কৈল চল্লিশ যোজন স্ববদন॥ ৫৪
বিশ বিশ যোজন ক্রমেতে এই রীতে।
আমি আর নিশাচরী লাগিলুঁ বাড়িতে॥ ৫৫
যবে আমি হইলাম নবতি যোজন।
রাক্ষসী করিল শত-যোজন আনন॥ ৫৬
তাহা দেখি আমি হৈলুঁ চিন্তিত আশয়।
একি এত সামান্য রাক্ষসী নাহি হয়॥ ৫৭
এইরূপে আমি তবে ক্ষণেক ভাবিয়া।
জানিলাম তাঁরে নাগজননী বলিয়া॥ ৫৮
তবে আমি হয়্যা শত- যোজন-আকার।
প্রবেশ করিলুঁ মুখ-ভিতরে তাঁহার॥ ৫৯
তবে তিঁহ বদন মুদিলা কি ভাবিয়া।
ক্ষুদ্র হয়্যা বাহির হৈলুঁ আমি কর্ণ দিয়া॥ ৬০
জানিলাম নাগমাতা আমিহ তোমায়।
কোটি কোটি প্রণতি করিয়ে তব পায়॥ ৬১
এত বাক্য শুনি মোর সে দক্ষ-দুহিতা।
কহিতে লাগিলা মোরে হয়্যা আনন্দিতা॥ ৬২
সুখে যাহ হনূমান্ পরম কুশলী।
করুন তোমার শুভ অমরমণ্ডলী॥ ৬৩
তব বীর্য্য পরাক্রম বুদ্ধি জানিবারে।
পাঠাইয়াছিলা সব অমরে আমারে॥ ৬৪
তাহা জানিলাম এবে করহ গমন।
রাম সীতা উভয়েতে করাও মিলন॥ ৬৫
এত কহি নাগমাতা গেলা নিজ স্থান।
পুন পুষ্পমতে আমি করিলুঁ পয়ান॥ ৬৬
কথোদূর গিয়া তবে সমুদ্রের মাজ।
দেখিলাম স্বর্ণবর্ণ এক গিরিরাজ॥ ৬৭
পথমাঝে দেখি তাঁরে হইলুঁ চিন্তিত।
একি কোন্ বিঘ্ন আসি হল্য উপস্থিত॥ ৬৮
তবে সেই গিরি ধরি মনুষ্যমুরতি।
নিজ শৃঙ্গে থাকিয়া কহিলা মোর প্রতি॥ ৬৯
বায়ুপুত্র শুন কিছু আমার বচন।
সমুদ্র-আদেশে আমি কৈলুঁ আগমন॥ ৭০
তুমিহ আমার শৃঙ্গে ক্ষণেক বিশ্রাম।
করিয়া যাইবে পুন দশানন-ধাম॥ ৭১
আমাতেও না করিবে তুমি শঙ্কা-লব।
হই আমি তোমাদের সম্বন্ধি-বান্ধব॥ ৭২
এত শুনি আমি তবে থাকিয়া আকাশে।
জিজ্ঞাসা করিলুঁ তাঁরে সুমধুর ভাষে॥ ৭৩
কহ কহ কি কারণে তুমি গিরিবর।
বাস করি আছ সিন্ধু-জলের ভিতর॥ ৭৪
কিরূপে বা হও তুমি আমার বান্ধব।
বিবরণ করি কহ কথা এই সব॥ ৭৫
শুনি বাণী সেই গিরি সানন্দ হইয়া।
কহিতে লাগিলা মোরে প্রণয় করিয়া॥ ৭৬
পূর্ব্বে যত ভূমিধর পক্ষবান্ ছিল।
উড়িয়া পড়িয়া দেশ ভাঙ্গিতে লাগিল॥ ৭৭
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়্যা সহস্রলোচন।
বজ্রে করি কৈলা পক্ষচ্ছেদ আরম্ভণ॥ ৭৮
সকলের পক্ষচ্ছেদ করি অবশেষে।
বজ্রে ধরি হরি আল্যা মোর পার্শ্বদেশে॥ ৭৯
তাহা দেখি আমি ভয়ে করি পলায়ন।
পাছে পাছে চলিলেন সহস্রলোচন॥ ৮০
তবে মোরে দেখিয়া কাতর অতিশয়।
করুণাতে আর্দ্র হল্য বায়ু মহাশয়॥ ৮১
তিঁহ অতিশয় বেগ প্রকাশ করিয়া।
ফেল্যাইলা মোরে এই সমুদ্রে আনিয়া॥ ৮২
তাঁহার কৃপাতে আর সমুদ্র-আশ্রয়ে।
না কাটিলা ইন্দ্র মোর এ পক্ষ উভয়ে॥ ৮৩
সে অবধি আছি আমি সাগর-ভিতর।
হিমালয়-পুত্র নাম মৈনাক ভূধর॥ ৮৪
তুমি হও মোর বন্ধু বায়ুর তনয়।
তোমার সম্মান মোরে করিবারে হয়॥ ৮৫
অতএব মোর আর সিন্ধুর পীরিতে।
তুমিহ বিশ্রাম কর মোর উপরিতে॥ ৮৬

শুনিয়া আমিহ এত গিরির বচন।
মধুর বচনে তাঁরে করিলুঁ সান্ত্বন ॥ ৮৭
অঙ্গুলিমাত্রেতে পরশিয়া সে ভূধরে।
পুনর্ব্বার চলিলাম আকাশ-উপরে ॥ ৮৮
তার পর কথোদূর যাইতে যাইতে।
আমার গমন বাধ হল্য আচম্বিতে ॥ ৮৯
তবে আমি দশদিক্ দেখিতে দেখিতে।
রাক্ষসী দেখিলুঁ এক নিজ অধোভিতে ॥ ৯০
পাতাল সমান মুখ বিবরণ করি।
রহিয়াছে অম্বরেতে দুষ্ট নিশাচরী ॥ ৯১
তবে আমি সম্পাতির বচন স্মরিয়া।
নিশ্চয় করিলুঁ তারে সিংহিকা বলিয়া ॥ ৯২
তবে আমি হয়্যা অতি ক্ষুদ্র কলেবর।
প্রবেশ করিলুঁ তার বদন-ভিতর ॥ ৯৩
সেহ বড় সুখী হয়্যা মুদিল বদন।
আমিহ করিলুঁ তার বুক বিদারণ ॥ ৯৪
সেই ছিদ্র দিয়া আমি আইলুঁ বাহিরে।
সেহ প্রাণ তেজিয়া পড়িল সিন্ধু-নীরে ॥ ৯৫
তবে আমি গিয়া দিবাকর-অস্তবেলে।
সিন্ধু লঙ্ঘি পড়িলাম পর্ব্বত সুবেলে ॥ ৯৬
যাবৎ দিবস ভাগ থাকি সেই স্থলে।
দেখিলাম লঙ্কাপুরী-শোভা কুতূহলে ॥ ৯৭
রাত্রি উপস্থিত দেখি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধরি।
প্রবেশ করিলুঁ গিয়া রাবণ-নগরী ॥ ৯৮
তাহা দেখি উগ্রচণ্ডা দেবতা লঙ্কার।
আসি উপস্থিত হল্যা অগ্রেতে আমার ॥ ৯৯
নিশাচরী-মূর্ত্তি ধরি অতি ভয়ঙ্কর।
দক্ষিণ করেতে অসি বামেতে খর্পর ॥ ১০০
আমার আগেতে আসি তিঁহ দাঁড়াইয়া।
কহিলেন অতিশয় কুপিত হইয়া ॥ ১০১
কে বট কে বট তুমি কপিরূপ ধরি।
চৌর হেন প্রবেশিছ আমার নগরী ॥ ১০২
বুঝি কোন কুকর্ম্মে হয়্যাছে তোর আশ।
তেঁই আসিয়াছ করিবারে আত্ম-নাশ ॥ ১০৩
এত কহি কোপ-বেগে আপনা পাসরি।
করিলেন পদাঘাত আমার উপরি ॥ ১০৪
আমিহ সহিয়া তাঁর চরণ-প্রহারে।
বাম করে করি মুষ্টি মারিলুঁ তাঁহারে ॥ ১০৫
তিঁহ তাহে করি বহু রুধির বমন।
পড়িলা পৃথিবী-তলে হয়্যা অচেতন ॥ ১০৬
ক্ষণেক পরেতে পুন চেতন পাইয়া।
উঠিয়া কহিলা পূর্ব্ব-কথা-সুমরিয়া ॥ ১০৭
জানিলুঁ জানিলুঁ তোহে পবন-তনয়।
শ্রীরামচন্দ্রের তুমি প্রিয় অতিশয় ॥ ১০৮
আমিহ জানাই তোরে আপন বারতা।
উগ্রচণ্ডা নাম আমি লঙ্কার দেবতা ॥ ১০৯
হইল আমার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ।
শ্রবণ করহ তাহা করি নিবেদন ॥ ১১০
পূর্ব্বে এক দিন আমি সত্যলোকে গিয়া।
জিজ্ঞাসিয়াছিলুঁ বিধাতারে সম্বোধিয়া ॥ ১১১
প্রভু এই রাবণের দুষ্ট আচরণে।
ত্রিভুবনে সুখ নাহি দেখি কারো মনে ॥ ১১২
আপনিহ জান ভূত-ভবিষ্য-বৃত্তান্ত।
কহ কহ কবে নষ্ট হবে এ দুর্দ্দান্ত ॥ ১১৩
তবে কহিলেন মোরে সেই প্রজাপতি।
শুন গোপ্য কথা হয়্যা সাবধান-মতি ॥ ১১৪
সূর্য্যবংশে রাজা হবে দশরথাখ্যান।
তার পুত্র হইয়া জন্মিবা ভগবান্ ॥ ১১৫
তিঁহ পিতৃবাক্যে ভ্রাতা আর ভার্য্যা সনে।
আসি বাস করিবেন দণ্ডক-কাননে ॥ ১১৬
তাঁর ভার্য্যা যবে হরি আনিবে রাবণ।
সবংশেতে যাবে তবে যমের ভবন ॥ ১১৭
কিন্তু কহি রাখিয়ে তোমাবে এক কথা।
বিস্মৃত হইয়া ইহা না কর অন্যথা ॥ ১১৮
সেই রাম-ভার্য্যার করিতে অন্বেষণ।
আসিবেন লঙ্কাপুরে পবননন্দন ॥ ১১৯
রজনীতে তিঁহ অতি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধরি।
প্রবেশ করিবা আসি এ লঙ্কা নগরী ॥ ১২০
তাহা দেখি তুমি হয়্যা কুপিত-অত্যন্ত।
করিবে তাহারে পদে আঘাত দুরন্ত ॥ ১২১
তিঁহ তাহা সহি কোপে বাম হাতে করি।
মারিবেন মুষ্টিপাত তোমার উপরি ॥ ১২২
তুমি তাহে মূর্চ্ছা পাই ভূতলে পড়িযা।
উঠিবে ক্ষণেক পরে চেতন পাইয়া ॥ ১২৩
কিন্তু সে সময়ে মোর বাক্য রাখি চিতে।
কোলাহল না করিবে লোকে জানাইতে ॥

যদ্যপি জানয়ে দুষ্ট নিশাচরগণ।
করিবে রামের কার্য্যে বিঘ্ন আচরণ ॥ ১২৫
এইরূপ শুনিছিলুঁ বিধির বদনে।
তোমারে দেখিয়া আজি পড়ি গেল মনে ॥ ১২৬
যাহ তুমি প্রবেশ করহ লঙ্কা-মাজ।
সীতারে ভেটিয়া তোষ গিয়া রঘুরাজ ॥ ১২৭
এত কহি উগ্রচণ্ডা গেলা স্থানান্তর।
আমিহ প্রবেশ কৈলুঁ লঙ্কার ভিতর ॥ ১২৮
দেখিলাম সেখানেতে যত নিকেতন।
কৃত্রিম ভূধর সরোবর উপবন ॥ ১২৯
কিন্তু কোনো ঠাঁই না দেখিয়া শ্রীসীতায়।
বড়ই ভাবনা মোর হইল হিয়ায় ॥ ১৩০
ভাবিতে ভাবিতে এক অশোক-কানন।
নিকটেই তাঁহার করিলুঁ দরশন ॥ ১৩১
সেখানে যাইয়া এক শিংশপা-শাখীতে।
চঢ়িয়া লাগিলুঁ দশদিক্ নিরখিতে ॥ ১৩২
দেখিলাম তার মূলে জনকনন্দিনী।
রাক্ষসী-বেষ্টিত যেন কাতরা হরিণী ॥ ১৩৩
অতিশয় কৃশা তিঁহ এক-বেণী-ধরা।
মলিন-বসনা ধূলি-ধূম্র-কলেবরা ॥ ১৩৪
দেখিতে দেখিতে তাঁরে স্ত্রীগণ-সহিত।
দশানন আসি তোথা হল্য উপস্থিত ॥ ১৩৫
তারে দেখি জানকী উদ্বেগযুক্ত মন।
বসিলা আপন অঙ্গ করি সম্বরণ ॥ ১৩৬
বিস্তর প্রলোভ তাঁরে দেখাল্য রাবণ।
কিন্তু তাহে জানকীর না টলিল মন ॥ ১৩৭
তবে সেই রাবণ কহিল পুনর্ব্বার।
জানকি শুনহ তুমি বচন আমার ॥ ১৩৮
দুই মাস মধ্যে যদি নাহি ভজ মোরে।
তবে পান করিব রুধির কাটি তোরে ॥ ১৩৯
শুনি এত বাণী সীতা কুপিত-অন্তর।
কহিলেন তারে অতি কঠোর উত্তর ॥ ১৪০
কহিতে আমার প্রতি কদর্য্য বচন।
জিহ্বা না খসিল কেন তোর দশানন ॥ ১৪১
ধিক্ তোর পরাক্রমে ধিক্ তোর বলে।
লুকায়্যা হরিয়া মোরে আনিলি এ স্থলে ॥ ১৪২
যদ্যপি তুমিহ রাম-সাক্ষাতে যাইতে।
তবে বিরাধের গতি তখনি পাইতে ॥ ১৪৩
এখনো নিশ্চিন্ত নাহি জান আপনারে।
মারিবা অবশ্য নাথ সবংশে তোমারে ॥ ১৪৪
এত বাণী শুনি অতি ক্রুদ্ধ দশানন।
সীতারে কাটিতে কৈল খড়্গ সন্ধারণ ॥ ১৪৫
তাহা দেখি রাবণের রাণী মন্দোদরী।
ফিরাইয়া লয়্যা গেল তারে যত্ন করি ॥ ১৪৬
সেহ গেলে শত শত নিশাচরীগণ।
করিলেক জানকীরে অনেক তর্জ্জন ॥ ১৪৭
হেন কালে ত্রিজটা নামেতে নিশাচরী।
স্বপ্ন দেখি উঠিয়া আইলা ত্বরা করি ॥ ১৪৮
সেহ সব রাক্ষসীরে করি নিবারণ।
কহিলেক আপনার সকল স্বপন ॥ ১৪৯
তাহা শুনি বোধ হৈল শ্রীরামের জয়।
অচিরাতে হবে রাবণের পরাজয় ॥ ১৫০
ত্রিজটার কথা শুনি যত নিশাচরী।
ভীত হয়্যা শয়ন করিলা শয্যা করি ॥ ১৫১
তারা নিদ্রা গেলে পরে জনক-দুহিতা।
আরম্ভিলা ক্রন্দন করিতে সুদুঃখিতা ॥ ১৫২
তাঁর সেই দশা দেখি লাগিলুঁ ভাবিতে।
সম্ভাষণ করিব ইহাঁরে কি যুক্তিতে ॥ ১৫৩
তবে পরামর্শ করি রামের চরিত।
কহিবারে আরম্ভিলুঁ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ॥ ১৫৪
তাহা শুনি তিঁহ মোরে কৈলা জিজ্ঞাসন।
কে বট তুমিহ এথা আল্যে কি কারণ ॥ ১৫৫
রাবণ অথবা তার চর কিম্বা পর।
বট তাহা সত্য করি কহ রে বানর ॥ ১৫৬
তবে আমি জন্মাবারে তাঁহার প্রত্যয়।
দিলাম বিশেষ মতে সব পরিচয় ॥ ১৫৭
তাহেও না হল্য অসংশয় তাঁর মন।
তবে আমি কৈলুঁ অঙ্গুরীয় সমর্পণ ॥ ১৫৮
তাহা দেখি যেই দশা হইল তাঁহার।
বর্ণন করিতে তাহা সাধ্য হয় কার ॥ ১৫৯
আমি অতি দুঃখী দেখি কহিলাম তাঁরে।
ক্রন্দন না কর আর মাতা বারে বারে ॥ ১৬০
চঢ়হ আমার এই স্কন্ধের উপর।
অদ্যই দেখাই তোঁহে প্রভু রঘুবর ॥ ১৬১
তাহা শুনি কহিলেন পুন ঠাকুরাণী।
গোপনে গমন আমি ভাল নাহি মানি ॥ ১৬২

বহু সৈন্য আনি বধ করিয়া রাবণ
লয়্যা যান প্রভু এই উচিত করণ ॥ ১৬৩
তবে আমি কহিলাম পুন শ্রীসীতারে।
কিছু অভিজ্ঞান তুমি দাও মা আমারে ॥ ১৬৪
তাহা শুনি কিছু ভাবি শ্রীরাম-ঘরণী।
দিলেন আমারে এই নিজ চূড়ামণি ॥ ১৬৫
আর কহিলেন কিছু প্রভুরে সন্দেশ।
তাঁহার আগেতে তাহা কব সবিশেষ ॥ ১৬৬
তার পর আমি তাঁরে করিয়া বন্দন।
কিছুদূর আসি এই করিলুঁ চিন্তন ॥ ১৬৭
এক কর্ম্মে যেই ভৃত্য হইয়া প্রেরিত।
দুই কর্ম্ম করে তারে স্বামী হয় প্রীত ॥ ১৬৮
অতএব রাবণের এই দিব্য বন।
আপন বিক্রমে আমি করিব ভঞ্জন ॥ ১৬৯
তবে বহু সৈন্য পাঠাইবে দশানন।
তাহা মারি প্রভু-কাছে করিব গমন ॥ ১৭০
এত ভাবি সেই দিব্য অশোক-কানন।
করিলাম সমূলেতে আমিহ ভঞ্জন ॥ ১৭১
তাহা শুনি আমারে ধরিতে লঙ্কেশ্বর।
পাঠাইল অশীতি-সহস্র নিশাচর ॥ ১৭২
তাহাদিগে পাঠাইলুঁ আমি যমালয়ে।
বনপাল আরো বহু রাক্ষসনিচয়ে ॥ ১৭৩
পরেতে আইল রাজপুত্র অক্ষ নাম।
তাহারেও পাঠাইলুঁ শমনের ধাম ॥ ১৭৪
পরে আল্য ইন্দ্রজিৎ রাবণ-নন্দন।
মহা বলবান্ সেহ যুদ্ধে বিচক্ষণ ॥ ১৭৫
মারিলাম তার আমি সব সেনাগণ।
সেহ মোরে ব্রহ্ম-অস্ত্রে করিল বন্ধন ॥ ১৭৬
সে বন্ধন-চ্ছেদে শক্তি আছিল আমার।
রাবণেরে সম্ভাষিতে করিলুঁ স্বীকার ॥ ১৭৭
তবে তারা রজ্জু দিয়া বান্ধিয়া আমারে।
সবে মিলি লয়্যা গেল সভার মাঝারে ॥ ১৭৮
দশানন মোরে দেখি কৈল জিজ্ঞাসন!
কে বট তুমিহ কেন ভাঙ্গিলে কানন ॥ ১৭৯
আমিহ সকল কথা কহিলাম তারে।
শেষে কহিলাম সীতা ফিরিয়া দিবারে ॥ ১৮০
তাহা শুনি অতিশয় ক্রোধযুক্ত-মন।
মারে কাটিবারে আজ্ঞা দিল দশানন ॥ ১৮১

শুনি তাহা তাহার কনিষ্ঠ বিভীষণ।
নানা মতে বুঝাইয়া করিল বারণ ॥ ১৮২
পুন দশানন আজ্ঞা দিল ভৃত্যগণে।
মোর পুচ্ছ পোড়াবারে লাগায়্যা দহনে ॥ ১৮৩
পরে নিশাচরগণ পুরাণ বসন।
পুচ্ছে বেড়াইয়া ঘৃত করিল অর্পণ ॥ ১৮৪
তাহাতে অনল দিয়া করি বাদ্য গান।
ফিরাইতে লাগিল আমারে সব স্থান ॥ ১৮৫
জানকীর অনুগ্রহে সেই ত অনল।
হইলেন মোর প্রতি অত্যন্ত শীতল ॥ ১৮৬
তবে আমি ক্ষুদ্র হয়্যা ঘুচায়্যা বন্ধন।
সেইত অনলে কৈলুঁ লঙ্কারে দাহন ॥ ১৮৭
পুনর্ব্বার জানকীরে করিয়া প্রণাম।
তোমা সকলের সন্নিধানে আইলাম ॥ ১৮৮
পাইয়া জানকী-রামচন্দ্র-কৃপাকণ।
আমা হৈতে এই কর্ম্ম হইল সাধন ॥ ১৮৯
জানকীর শীল দেখি করিলুঁ নিশ্চয়।
শ্রীরামের তেমন উদ্বেগ যোগ্য হয় ॥ ১৯০
সফল মানিলুঁ কপিরাজ-আয়োজন।
সফল মানিলুঁ মোর সাগর-লঙ্ঘন ॥ ১৯১
তাঁর ধর্ম্মবলেই মরিবে দশানন।
হেতু মাত্র হইলেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৯২
এক্ষণ করিতে যাহা হয় সমুচিত।
পরামর্শ করি তাহা করহ ত্বরিত ॥ ১৯৩
এত শুনি মারুতির মধুর বচন।
বানরসমূহ তাঁরে করে প্রশংসন ॥ ১৯৪
যে কর্ম্ম করিলে তুমি পবনকুমার।
ত্রিভুবন-মাঝে ইহা সাধ্য হয় কার ॥ ১৯৫
করিলে অলঙ্ঘ্য এই সাগর লঙ্ঘন।
রাবণের অন্তঃপুরে সীতা-অন্বেষণ ॥ ১৯৬
রাবণের বন-ভঙ্গ রাক্ষসমারণ।
রাবণ বাঁচিতে তাঁর নগর-দাহন ॥ ১৯৭
এ সকল কর্ম্ম করে হেন অন্য জন।
এ তিন ভুবনে নাহি হয় দরশন ॥ ১৯৮
করিলে রামের কার্য্য ত্রিভুবনে খ্যাতি।
বাঁচাইলে শ্রীজানকী আর বন্ধুজ্ঞাতি ॥ ১৯৯
তার পর বালিপুত্র অঙ্গদকুমার।
কহিতে লাগিলা কপিসমূহ-মাঝার ॥ ২০০

শুনিলে সকলে বায়ুপুত্রের বচন।
কহ কহ হয় কিবা কর্ত্তব্য এক্ষণ ॥ ২০১
মোর মনে হয় এই মোরা সবে মিলি।
রাবণে বধিয়া লয়্যা যাই শ্রীমৈথিলী ॥ ২০২
একা আমি সব সৈন্য-বান্ধব-সহিতে।
দুষ্টমতি দশাননে পারিয়ে বধিতে ॥ ২০৩
তাহে তোমা সকলের সঙ্গে মিলি গেলে।
সসৈন্যে-রাবণ-বধ হবে অবহেলে ॥ ২০৪
দেখ দেখ বায়ুপুত্র মহাবলবান।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি যাহার সমান ॥ ২০৫
জাম্ববান ভল্লপতি রণেতে প্রবীণ।
শ্রীনল পনস দুই তুলনা-বিহীন ॥ ২০৬
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ দুই স্বর্বৈদ্যতনয়।
যাহাদের ত্রিভুবনে নাহি পরাজয় ॥ ২০৭
পিতামহ-বরে আর সুধারস-পানে।
অমরত্ব পাইয়াছে যারা সব স্থানে ॥ ২০৮
অনলতনয় নীল মহাবল-ধর।
যার সম নাহি হয় নয়নগোচর ॥ ২০৯
এ সকল আর গয়-গবাক্ষাদি করি।
সকলে মিলিয়া সাজ রাবণ-উপরি ॥ ২১০
সমরে জিনিয়া তারে জানকী লইয়া।
শ্রীরামের কাছে যাব সানন্দ হইয়া ॥ ২১১
সীতা দেখি এস্যাছি আনিতে পারি নাই।
এ বোল বলিলে যায় বীরের বড়াই ॥ ২১২
অতএব সংগ্রামেতে সাজিতে উচিত।
এই পরামর্শ আমি করিলুঁ নিশ্চিত ॥ ২১৩
তাহা শুনি কপিরাজ-কুমার-বচন।
কহিছেন বুদ্ধিমান্ ভল্লুক-রতন ॥ ২১৪
যুবরাজ যে কৈলে আপুনি আজ্ঞাপন।
ইহাই কর্ত্তব্য কিন্তু নহে এইক্ষণ ॥ ২১৫
বানরভূপতি আর শ্রীরঘুনন্দন।
আজ্ঞা দিলা করিবারে সীতা-অন্বেষণ ॥ ২১৬
কোনো জন না কহিলা বধিতে রাবণে।
অতএব তাহা তোরা করিবে কেমনে ॥ ২১৭
তবে দেখ দশাননে বিনাশিব আমি।
ইহা বলি প্রতিজ্ঞা করিলা সীতাস্বামী ॥ ২১৮
সে প্রতিজ্ঞা অন্যথা হইলে কি উহঁ সুখী।
না হবেন বরঞ্চ হবেন তাহে দুখী ॥ ২১৯
যদি তোরা লয়্যা যাও তাঁহার ঘরণী।
না করিবা স্বীকার তাহারে রঘুমণি ॥ ২২০
অতএব চল সবে রাম-বরাবরে।
কহ গিয়া এই বার্ত্তা তাঁহার গোচরে ॥ ২২১
তার পর যেমত করিবা আজ্ঞাপন।
তাহাই করিবে সবে মিলিয়া সাধন ॥ ২২২
শুনি জাম্ববান্-মুখে এতেক বচন।
ভাল ভাল বলিয়া উঠিলা কপিগণ ॥ ২২৩
হনুমানে আগে করি রামজয় বলি।
চলিলা মহেন্দ্র হৈতে মহা কুতূহলী ॥ ২২৪
কপিগণ কথোদূর করিয়া গমন।
দেখিতে পাইল সুগ্রীবের মধুবন ॥ ২২৫
রাজার মাতুল দধিমুখ যেই বনে।
নিরবধি রক্ষা করে বহুসৈন্য-সনে ॥ ২২৬
যেখানেতে প্রবেশিতে নারে কোন জন।
অন্য দূরে বহু দেবতারো দুর্গমন ॥ ২২৭
তাহা দেখি যাবদীয় শাখামৃগগণ।
মধুপান লাগি হৈলা লোভযুক্ত মন ॥ ২২৮
অপরের কথা কিবা করিব বর্ণন।
বৃদ্ধ জাম্ববান মধুগন্ধে লুব্ধ-মন ॥ ২২৯
তবে তারা কহিলেন পবনকুমারে।
পিয়াও তুমিহ এই মধু মো সবারে ॥ ২৩০
মধুর গন্ধেতে বড় মজিয়াছে মন।
করিতে না পারি এক চরণ গমন ॥ ২৩১
তাহা শুনি হনুমান্ বালীর নন্দনে।
কহিতে লাগিলা কিছু মধুর বচনে ॥ ২৩২
যুবরাজ কৈলুঁ আমি সবাকার হিত।
দিতে যোগ্য মোরে পারিতোষিক কিঞ্চিত ॥
তাহা শুনি কহিলেন বালীর নন্দন।
কহ তব কিসে অভিলাষী হয় মন ॥ ২৩৪
যা চাহিবে তাহাই করিব সমর্পণ।
তোমাতে অদেয় আছে মোর কিবা ধন ॥ ২৩৫
মারুতি কহেন এই সব কপিগণে।
পান করিবারে দাও এই মধুবনে ॥ ২৩৬
তাহা শুনি হাসি কহে বালির তনয়।
ইহার লাগিয়া এত কহিতে না হয় ॥ ২৩৭
যে কর্ম্ম করিলে সিদ্ধ আজি তুমি ইতে।
হয় সব ধন প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পিতে ॥ ২৩৮

চল চল লয়্যা যাবদীয় বন্ধুগণ।
পান কর যথেষ্ট রূপেতে মধুবন ॥ ২৩৯
শুনি বাণী বানর-সমূহ সুখিমন।
সাধু সাধু বলি সবে করিল গমন ॥ ২৪০
প্রবিষ্ট হইয়া তারা সে মধুকানন।
মধুপান করিবারে কৈলা আরম্ভণ ॥ ২৪১
ভাঙ্গিয়া মধুর চাক নিজ নিজ করে।
পান করে মধু সব পুরিয়া উদরে ॥ ২৪২
[illegible] পান করি যত কপিগণ।
[illegible]ইলা অত্যন্ত মদে উলাসিত মন ॥ ২৪৩
একে কপি তাহে মধুমদে মাতোয়ার।
করিবারে আরম্ভিলা বিবধ বিকার ॥ ২৪৪
কেহ মাতি বৃক্ষতলে পড়ি নিদ্রা যায়।
কেহ কেহ অকারণে হাসে উভরায় ॥ ২৪৫
অধোমুখ হয়্যা কেহ করয়ে চিন্তন।
মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার করয়ে ঘনেঘন ॥ ২৪৬
কেহ মধু লয়্যা কারো অঙ্গে দেয় ঢালী।
কেহ কেহ নৃত্য করে দিয়া করতালী ॥ ২৪৭
নাচিতে নাচিতে কহে দে দেখ তোমরা।
না না নাচিতেছি আমি যে যেন অপ্সরা ॥২৪৮
আ আ আর না করিব এমত নর্ত্তন।
দে দেখিলে লয়্যা যাবে মোরে দেবগণ ॥ ২৪৯
য যদি লইয়া যায় তবে কি হইবে।
পু পু পুত্র ভার্য্যা-সব কা কান্দি মরিবে ॥ ২৫০
এত বলি শিরে কর-আঘাত করিয়া।
ক্রন্দন করয়ে শোকে ব্যাকুল হইয়া ॥ ২৫১
কেহ কেহ গান করে মদে মত্ত-মন।
আপনিহ আপনারে করে প্রশংসন ॥ ২৫২
ভা ভা ভা ভা ভাল ব ব বলিহারী যাই।
ব ব বটে এইত না হবে কেন ভাই ॥ ২৫৩
আর জন আসি তার মুখ চাপি ধরি।
কহে তারে মধুমদে টলবল করি ॥ ২৫৪
তু তু তুমি কি কি জান গা গান করিতে।
শু শু শুন মো মোর মু মুখে এক চিতে ॥ ২৫৫
এত কহি চীৎকার করয়ে অতিশয়।
যাহা শুনি পলায়ন করে পক্ষিচয় ॥ ২৫৬
কেহ কহে সু সুখ কি আছে গা গায়নে।
ঘু ঘুমাই ভূ ভূতলে পাতিয়া শয়নে ॥ ২৫৭
এত কহি নিদ্রা যায় পল্লব পাতিয়া।
তাহা দেখি কেহ কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২৫৮
থা থাকিতে এ এমন শয়নের ঠাঁই।
ক কঠিন ভূমে কেন শুয়্যা ক্লেশ পাই ॥ ২৫৯
এত কহি আক শেতে শুতিবারে চায়।
আধার না পাই তাহে পড়য়ে ধরায় ॥ ২৬০
পুন উঠি লম্ফ দেয় আকাশ-উপরি।
পুন ভূমিতলে পড়ি যায় গড়াগড়ি ॥ ২৬১
কেহ লম্ফ দিয়া কারো পৃষ্ঠেতে চড়য়।
ঘোড়ায় চঢ্যাছি বলি চাবুক মারয় ॥ ২৬২
সেহ নিজে ঘোড়া বলি করি অভিমান।
লম্ফ দেয় শব্দ করে ঘোড়ার সমান ॥ ২৬৩
কেহ নিজচ্ছায়া দেখি অন্য বোধ করি।
তাহাবে মারিতে হস্ত তোলে কোপে ভরি ॥২৬৪
নিজ হস্ত তুলিতে ছায়াও হস্ত তোলে।
তাহা দেখি আপনার কোপাবেশে ভোলে ॥২৬৫
তবে পদ তুলি তার মস্তকে মারিতে।
লম্ফ দিয়া পড়ে সেই ছায়া-উপরিতে ॥ ২৬৬
সেহ ছায়া তাহে অন্য স্থানে সরি যায়।
তাহা দেখি অত্যন্ত কোপেতে পড়ি যায় ॥ ২৬৭
কেহ বুদ্ধি করি বসি ছায়ার উপর।
শক্তি-অনুসারে মারে প্রচণ্ড চাপড় ॥ ২৬৮
তাহে যদি নিজ হস্তে লাগয়ে বেদন।
কহে তবে মদে মত্ত এইত বচন ॥ ২৬৯
কো কোনো দেশের এই দু দুষ্ট বানর।
পা পাষণ হে হেন ইহার কলেবর ॥ ২৭০
আর কপি মদে মাতি গিয়া সরোবরে।
আপনার ছায়া দেখে জলের ভিতরে ॥ ২৭১
হাসি কহে তারে তু তু তুমি কে বটরে।
ডু ডুবিয়া রহিয়াছ স স সরোবরে ॥ ২৭২
এত কহি অন্য বোধ করিয়া ছায়ারে।
মুখ-ভঙ্গী করিয়া ইঙ্গিত করে তারে ॥ ২৭৩
সেই প্রতিবিম্বেতেও সে ভঙ্গী দেখিয়া।
কহে তারে পুনর্ব্বার কোপেতে মাতিয়া ॥ ২৭৪
মো মো মোরে ইঙ্গিত করহ কি কারণ।
বু বু বুঝি ধরিয়াছে তো তোরে শমন ॥ ২৭৫
এ এখনি মু মুটকী ক করি প্রহার।
চু চু চুর্ণ ক করিব তো তো তোর হাড় ॥ ২৭৬

এত কহি হস্ত তুলি মুটকী দেখায় ।
ছায়াতেও সেইরূপ ভঙ্গী দেখা যায় ॥ ২৭৭
তাহাতে অত্যন্ত কোপ-অনলে জ্বলিয়া ।
মা মা মার বলি পড়ে জলে লাফ দিয়া ॥ ২৭৮
জলের পরশে কিছু পাইয়া চেতন ।
লজ্জিত হইয়া তীরে করয়ে গমন ॥ ২৭৯
আর জন আপনার ছায়া দেখি জলে ।
নিজ বুদ্ধি করি তারে নিজ প্রতি বলে ॥ ২৮০
জ জলের ভিতরে র রয়্যাছি আমিহ ।
তী তীরে কে কে কে বট ও ভাই তুমিহ ॥ ২৮১
আ আ আমি হই তুমি য যদি বলহ ।
ত ত তবে পানীর ভিতরে এ কে কহ ॥ ২৮২
এইরূপে অত্যন্ত উন্মত্ত কপিগণ ।
তথাপি না ছাড়ে মধু করিতে ভক্ষণ ॥ ২৮৩
তাহা দেখি দধিমুখ-অনুচরগণ ।
করিতে লাগিল আসি তাদিগে বারণ ॥ ২৮৪
একি একি সুগ্রীবের প্রিয় মধুবন ।
কাহার আজ্ঞায় তোরা করহ ভঞ্জন ॥ ২৮৫
তাহা দেখি মধুমত্ত যাবৎ বানর ।
হাস্য করি তাহাদিগে করয়ে উত্তর ॥ ২৮৬
মোরাই হয়্যাছি রাজা ত্রিলোক-মাঝারে ।
কার আজ্ঞা চাহি মোরা মধু খাইবারে ॥ ২৮৭
ইহা শুনি হাসি কহে মধুপালগণ ।
মত্ততা ছাড়হ তোরা স্থির কর মন ॥ ২৮৮
জান সবে সুগ্রীবের অলঙ্ঘ্য শাসন ।
কাহলে কেনবা এ কুকর্ম্ম আচরণ ॥ ২৮৯
এখনো করিয়ে মানা না ভাঙ্গহ বন ।
অন্যথা বান্ধিয়া লয়্যা করিব গমন ॥ ২৯০
এত শুনি কোপে কহে মত্ত কপিগণ ।
ব র রহ ক করাই মোদিগে বন্ধন ॥ ২৯১
এত কহি মধুপালগণেরে ধরিয়া ।
নানা অপমান করে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২৯২
কেহ কারো কারো মুণ্ডে মুণ্ডেতে ধরিয়া ।
নিজ জোরে ঢুসা-ঢুসি দেয় লাগাইয়া ॥ ২৯৩
কেহ কারো পুচ্ছ ধরি করে আকর্ষণ ।
কেহ কারো কর্ণে করে বিকট নিস্বন ॥ ২৯৪
কেহ কেহ পাক দেয় কারো ভুজে ধরি ।
পুন ঘুরাইয়া ফেলে আকাশ-উপরি ॥ ২৯৫
কাহারেও আলিঙ্গন ছল করি কষে ।
সেহ তাহে বাপ বাপ করে ক্লেশবশে ॥ ২৯৬
কেহ কেহ কারো কারো ধরিয়া গলায় ।
মধুবন বাহিরে আনিয়া রাখি যায় ॥ ২৯৭
কেহ কাহারেও বান্ধি নিজ-পুচ্ছ বলে ।
বৃক্ষের উপরি উঠে মহাকুতূহলে ॥ ২৯৮
দোলায় শাখাতে বসি পুচ্ছে বান্ধি তায় ।
বৃক্ষের উপরি যেন বড় ফল ভায় ॥ ২৯৯
কথোক্ষণ রাখি ছাড়ি দেয় সে বানরে ।
ভূতলে পড়িয়া সেহ পলায়ন করে ॥ ৩০০
কেহ কারো সম্মুখেতে পশ্চাৎ হইয়া ।
নিজ গুহ্য দেখাইছে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৩০১
এইরূপে পরাভব পাইয়া বিস্তর ।
দধিমুখ-কাছে গেল-তার অনুচর ॥ ৩০২
নিবেদন করে তারা শুন কপিবর ।
আসিয়াছে মারুতি অঙ্গদাদি বানর ॥ ৩০৩
তারা ভাঙ্গি খাইলেক সব মধুবন ।
তাহা দেখি মোরা গেলুঁ করিতে বারণ ॥ ৩০৪
বারণ-শ্রবণ-কথা থাকু যমদ্বারে ।
অপমান করিলেক বিবিধ প্রকারে ॥ ৩০৫
অবশিষ্ট আছে মাত্র কেবল মরণ ।
উচিত যে হয় তাহা করহ এক্ষণ ॥ ৩০৬
এত শুনি দধিমুখ কুপিত হইয়া ।
কহিতেছে কপিদিগে আশ্বাস-করিয়া ॥ ৩০৭
ভয় নাহি কর তোরা চল মধুবনে ।
বারণ করিব বলে আমি কপিগণে ॥ ৩০৮
এত কহি দধিমুখ হল্য অগ্রসর ।
পাছে পাছে যায় তার সব অনুচর ॥ ৩০৯
কিন্তু সে সকল কপি ভাবে পূর্ব্ব দশা ।
যাইতেছে কিন্তু নাহি মনেতে ভরসা ॥ ৩১০
তবে তারা করে ধরি পাদপ পাষাণ ।
মধুমত্ত কপি কাছে করিল পয়াণ ॥ ৩১১
দধিমুখ মার মার বলি রব করে ।
তাহে তার অনুচর বর্ষয়ে প্রস্তরে ॥ ৩১২
তাহা দেখি রুষিলা অঙ্গদ-সঙ্গিগণ ।
বৃক্ষ উপাড়িয়া লয়্যা করিলা ধাবন ॥ ৩১৩
তাহা নিরখিয়া দধিমুখ-অনুচর ।
পলাইতে আরম্ভিলা দিগদিগন্তর ॥ ৩১৪

দেখি তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যতেক বানর।
তাড়াইয়া পাছে পাছে ধাইছে সত্বর ॥ ৩১৫
মদে মাতিয়াছে তাহে চরণ না চলে।
থর থর করিয়া পড়য়ে ভূমিতলে ॥ ৩১৬
উঠি পর ধর ধর ধর বলি ধায়।
পুন পৃথিবীতে পড়ি গড়াগড়ি যায় ॥ ৩১৭
নিজ সৈন্য পলাইল দেখি ক্রুদ্ধ মন।
দধিমুখ বৃক্ষ-হাতে করিল ধাবন ॥ ৩১৮
তাহা দেখি যুবরাজ অঙ্গদ কুমার।
থাক থাক বলিয়া হইলা আগুসার ॥ ৩১৯
দুই বাহু পসারিয়া ধরি সে বানরে।
ঘুরাইয়া ফেলিলেন ভূমির উপরে ॥ ৩২০
ঘাড়েতে ধরিয়া তার দুই হস্তে করি।
বদন ঘসিয়া দিলা ভূমির উপরি ॥ ৩২১
তাহাতে পড়িল বহু রুধিরের ধারা।
মূর্চ্ছিত পড়িয়া রহে মৃতজন-পারা ॥ ৩২২
জানিলে ঠাকুর দাদা আপন বিক্রম।
ছাড়ি দিলুঁ পলাইয়া যাহ নিজাশ্রম ॥ ৩২৩
এত বলি যুবরাজ গেলা স্থানান্তরে।
সেহ উঠি ভীত হয়্যা পলায়ন করে ॥ ৩২৪
নিজ অনুচর-সঙ্গে যাইয়া মিলিয়া।
কহিতে লাগিলা তা-সবারে দুখিহিয়া ॥ ৩২৫
চল চল সবে মিলি করিয়ে গমন।
যেখানে আছেন রাজা সূর্য্যের নন্দন ॥ ৩২৬
এই সব কথা তাঁরে করি নিবেদন।
করিবে অবশ্য সেহ দুষ্টের দমন ॥ ৩২৭
এত কহি দধিমুখ সঙ্গে লয়্যা চর।
প্রস্থান করিলা শ্রীসুগ্রীব-বরাবর ॥ ৩২৮
এথানেতে মারুতির বিলম্ব দেখিয়া।
সুগ্রীবে কহেন রাম উদ্বিগ্ন হইয়া ॥ ৩২৯
মিতা দেখ তিন দিক্ হৈতে কপিগণ।
ফিরিয়া ফিরিয়া সব কৈল আগমন ॥ ৩৩০
দক্ষিণের কেহ ত অদ্যাপি না ফিরিছে।
ইহাতে বড়ই মনে উদ্বেগ হইছে ॥ ৩৩১
একমাস-মধ্যে কথা ছিল ফিরিবার।
কিন্তু বহি গেল দিন অধিক তাহার ॥ ৩৩২
ইহাতেই স্থির নাহি হয় মোর মন।
কহ কহ মিতা কিবা করিবে এক্ষণ ॥ ৩৩৩

তাহা শুনি কহেন সুগ্রীব কপিবর।
না হও না হও প্রভু চিন্তিত-অন্তর ॥ ৩৩৪
বিলম্ব দেখিয়া করিতেছি অনুমান।
কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আসিবে হনূমান্ ॥ ৩৩৫
এইরূপ কহিছেন সুগ্রীব রাজন্।
হেন কালে দধিমুখ কৈলা আগমন ॥ ৩৩৬
সম্বন্ধ-গৌরব ছাড়ি সুগ্রীবের পায়।
পড়িয়া কান্দয়ে দধিমুখ উভরায় ॥ ৩৩৭
তাহা দেখি কপিপতি সম্ভ্রান্ত হইয়া।
কহিছেন একি কর অনুচিত ক্রিয়া ॥ ৩৩৮
ধরিতেছ কেন তুমি আমার চরণ।
কহ কহ করিলাম অভয় অর্পণ ॥ ৩৩৯
কহ কহ প্রিয় মধুবনের মাঝার।
নাহি হইয়াছে ত কোনহ অপকার ॥ ৩৪০
করিলেক কেবা তব দুর্দ্দশা এমন।
কহ কহ সব কথা করি বিবরণ ॥ ৩৪১
উঠি বসি দধিমুখ কহিছে রাজারে।
মহারাজ কি কহিব দৌবাত্ম্য তোমারে ॥ ৪২
তব পিতা ঋক্ষপতি বালী কপীশ্বর।
যে কাননে রক্ষা করিছিলা নিরন্তর ॥ ৩৪৩
আপুনিহ নাহি কর যাহার স্পর্শন।
বানরে ভাঙ্গিল আজি সে মধুকানন ॥ ৩৪৪
অঙ্গদের আজ্ঞা পাই সব কপিগণ।
ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ কৈল তেন মধুবন ॥ ৩৪৫
তাহা নিরখিয়া মোর অনুচরগণ।
গিয়াছিল তা-সবারে করিতে বারণ ॥ ৩৪৬
বারণ-শ্রবণ কথা রহু দূর পারে।
অপমান করিলেক বিবিধ প্রকারে ॥ ৩৪৭
আমি তাহা শুনিয়া গেলাম নিবারিতে।
মোরে ধরি অঙ্গদ পাড়িলা পৃথিবীতে ॥ ৩৪৮
ঘাড়ে ধরি ঘসি দিলা আমার বদন।
প্রাণভয়ে করিয়া আইলুঁ পলায়ন ॥ ৩৪৯
তুমিহ থাকিতে মোর এত অপমান।
জানাইলুঁ কর যেই উচিত বিধান ॥ ৩৫০
এত শুনি কপিরাজ সুখিত-হৃদয়।
না হইল কিছু তাঁর ক্রোধের উদয় ॥ ৩৫১
দধিমুখ-বাক্য শুনি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
করিছেন সুগ্রীবেরে এই জিজ্ঞাসন ॥ ৩৫২

কপিরাজ কহিতেছে কিবা ও বানর।
অঙ্গদের নাম করি হইয়া কাতর ॥ ৩৫৩
কহিছেন শ্রীসুগ্রীব দক্ষিণ হইতে।
ফিরিয়াছে যুবরাজ কটক সহিতে ॥ ৩৫৪
তাহারাই আমাদের মধুর কানন।
ভঞ্জন করিয়া সবে কর্য্যাছে ভক্ষণ ॥ ৩৫৫
গিয়াছিলা ইহঁ তাহে করিতে বারণ ॥
করিয়াছে মদে মাতি ইহাঁরে ভৎর্সন ॥ ৩৫৬
ইথে এই অনুমান করে মোর মন।
তারা কার্য্য সাধি করিয়াছে আগমন ॥ ৩৫৭
অন্যথা কদাচ তারা মোর মধুবন।
না পারিত করিবারে স্বেচ্ছায় ভঞ্জন ॥ ৩৫৮
এতেক বচন শুনি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
হইলেন অতিশয় আনন্দিত-মন ॥ ৩৫৯
প্রভু কন মিতা হেন দিন কি হইবে।
যাতে জানকীর-বার্ত্তা শুনিতে পাইবে ॥ ৩৬০
[illegible]রে প্রবোধ করি তবে কপিপতি।
[illegible] করিয়া কন দধিমুখ প্রতি ॥ ৩৬১
[illegible]ল অঙ্গদ হয় অবোধ তনয়।
[illegible] দৌরাত্ম্য সবে সহিবারে হয় ॥ ৩৬২
[illegible] করি আসিয়াছে যে কম্ম সাধন।
[illegible]তে সহিতে হবে মহা-অকরণ ॥ ৩৬৩
[illegible]ম-কার্য্য সাধি যদি মোর কোনো জন।
[illegible] বিনাশে তাহে দুঃখী নহে মন ॥ ৩৬৪
[illegible] যাহ তুমি ফিরি সে মধু-কাননে।
[illegible]দের প্রতি রোষ না করিবে মনে ॥ ৩৬৫
[illegible]দিগে শীঘ্র এথা করগা প্রেষণ।
[illegible]বারে উৎকণ্ঠিত বড় মোর মন ॥ ৩৬৬
[illegible] পর্য্যন্ত যদি সুগ্রীব কহিলা।
প্রভু তবে দধিমুখে বলিতে লাগিলা ॥ ৩৬৭
[illegible] মিতার বাক্য করিলে শ্রবণ।
[illegible] হইয়া তুমি করহ গমন ॥ ৩৬৮
[illegible]র কার্য্যে গিয়াছিল সেই কপিগণ।
[illegible]দের দোষ তুমি না কর গ্রহণ ॥ ৩৬৯
[illegible] যাহ পাঠাহ গা তাদিগে এথানে।
[illegible] দেখি তা-সবে মন ধৈর্য্য নাহি মানে ॥ ৩৭০
[illegible]তুল মাতুল শব্দ শুনি প্রভু-মুখে।
[illegible]ধিমুখ ডুবিল অপার প্রেমসুখে ॥ ৩৭১

পাসরিল অঙ্গদের প্রহার-বেদন।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা করে রামে নিবেদন ॥ ৩৭২
একি প্রভু এত কৃপা সুগ্রীবে তোমার।
মাতুল বলিছ মোরে সম্বন্ধে যাহার ॥ ৩৭৩
সব দুঃখ গেল শুনি তোমার বচন।
চলিলাম শীঘ্র পাঠাইতে কপিগণ ॥ ৩৭৪
এত কহি দধিমুখ সম্ভাষি রাজায়।
অনুচর-সঙ্গে ফিরি মধুবনে যায় ॥ ৩৭৫
সেখানেতে গিয়া যোড় করি দুই কর।
নিবেদন করে কিছু অঙ্গদ-গোচর ॥ ৩৭৬
যুবরাজ না জানিয়া সকল বৃত্তান্ত।
করিয়াছি অপরাধ আমিহ নিতান্ত ॥ ৩৭৭
মোর অনুচরে কহিয়াছে দুর্ব্বচন।
ক্ষমা কর তাহা চাহি আমার বদন ॥ ৩৭৮
কহিলাম সব কথা বানর-ঈশ্বরে।
তিঁহ শুনি বড় সুখী হইলা অন্তরে ॥ ৩৭৯
কহিলেন তোমাদিগে শীঘ্র পাঠাইতে।
করহ সংপ্রতি তাহা যাহা লয় চিতে ॥ ৩৮০
এত শুনি দধিমুখে করি আশ্বাসন।
যুবরাজ নিজ সঙ্গি-কপিগণে কন ॥ ৩৮১
শুনিলে সকলে দধিমুখের ভারতী।
মোদের বৃত্তান্ত শুন্যাছেন রঘুপতি ॥ ৩৮২
অতএব এথা আর বিলম্ব করিতে।
উচিত না হয় আমা-সবার যুক্তিতে ॥ ৩৮৩
অঙ্গদের বাক্য শুনি সব কপিপতি।
ভাল ভাল বলি সবে দিলা অনুমতি ॥ ৩৮৪
তবে তাঁরা যাইবারে রাম-বরাবরে।
রাম জয় শব্দ করি উঠিলা সাদরে ॥ ৩৮৫
দুইলোকে গতি যায় শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩৮৬

ইতি শ্রীরামরসায়নে সুন্দরকাণ্ডলীলাকথা-
বর্ণনে মধুবনভঞ্জনো নাম সপ্তমঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হনূমান্ প্রভৃতির প্রত্যাগমন।

সীতাবার্ত্তাং মারুতেঃ প্রাপ্য সর্ব্বা-
মানন্দাব্ধৌ পারশূন্যে নিমজ্জন্।
ব্রহ্মাদীনামপ্যলভ্যং দদেহস্মৈ
আশ্লেষং যস্তং ভজে রামচন্দ্রম্ ॥ ১ *

তবে মারুতিরে অগ্রে করি কপিগণ।
ব্যোমপথে কৈলা রাম-নিকটে গমন ॥ ২
আকাশে উঠিয়া তারা আনন্দিত-হিয়া।
রাম জয় শব্দ করে সকলে মিলিয়া ॥ ৩
সেই শব্দ শুনিয়া সুগ্রীব কপিবর।
কহিছেন রামচন্দ্রে সুখিত অন্তর ॥ ৪
স্থির কর স্থির কর প্রভু নিজ মন।
আইল দক্ষিণ হৈতে তব ভৃত্যগণ ॥ ৫
অই শুন অই শুন আকাশ-উপর।
রামজয় শব্দ করে যাবৎ বানর ॥ ৬
শুনি ইহাদের যেন আনন্দ-নিস্বন।
ইথে দেখিয়াছে সীতা এই মানে মন ॥ ৭
যদি তারা জানকীর বার্ত্তা না পাইত।
মাস বহি গেছে ইথে আসিতে নারিত ॥ ৮
যদি বা এখানে কোনো প্রকারে আসিত।
এমত প্রগল্ভ শব্দ করিতে নারিত ॥ ৯
তাহাতেই আমি এই করি অনুমান।
সীতাবার্ত্তা আনিয়াছে বীর হনুমান ॥ ১০
সেহ হয় শূর বীর বিক্রম-আশ্রয়।
বুদ্ধিমান্ বিবেচক সর্ব্বত্র নির্ভয় ॥ ১১
তাহা হৈতে হইয়াছে এ কর্ম্ম সাধন।
ইহাতে সন্দেহ নাই স্থির কর মন ॥ ১২
এইরূপ কহিতে কহিতে কপিসব।
নিকটে আইলা করি রামজয় রব ॥ ১৩
অগ্রেতে অঙ্গদ তার পাছে বায়ুসুত।
তার পাছে ভল্লপতি সব কপিযুত ॥ ১৪

শ্রীরাম-নিকটে তারা সকলে আসিয়া।
প্রণাম করিলা ভূমিতলেতে পড়িয়া ॥ ১৫
শ্রীলক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রণতি করিয়া।
বন্ধুবর্গে সম্ভাষি বসিলা আজ্ঞা নিয়া ॥ ১৬
না জানি কি কহে এই শঙ্কা করি চিতে।
রামচন্দ্র না পারেন কিছু জিজ্ঞাসিতে ॥ ১৭
সুগ্রীব পুছিলা কহ সংক্ষেপে মঙ্গল।
কপিগণ কহে রাজা সকল কুশল ॥ ১৮
সুধারস-সম এই বাক্য পান করি।
সকলে ডুবিলা সুখসাগর-ভিতরি ॥ ১৯
তবে রামচন্দ্র অতি আনন্দিত মন।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকেতে করেন জিজ্ঞাসন ॥ ২০
প্রসন্ন-বদনে অঙ্গদাদি কপিবর।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকেতে করেন প্রত্যুত্তর ॥ ২১
কহ কহ দেখিয়াছ জনক-নন্দিনী।
দেখ্যাছি দেখ্যাছি প্রভু তোমার গৃহিণী ॥ ২২
সত্য কহ দেখিয়াছ মোর অভাগিনী।
সত্য কহি দেখিয়াছি সৌশীল্যশালিনী ॥ ২৩
বাঁচিয়া আছয়ে কিবা জনক-দুহিতা।
বাঁচিয়া আছেন প্রভু জগন্মাতা সীতা ॥ ২৪
কপিগণ-মুখে শুনি এতেক বচন।
রঘুবর প্রেমরসে হল্যা অচেতন ॥ ২৫
পুলকিত হইল সকল কলেবর।
কমলনয়নে অশ্রু গলে ঝরঝর ॥ ২৬
জানকীর বার্ত্তা পাই ঠাকুর লক্ষ্মণ।
হয়্যাছেন অতিশয় আনন্দে মগন ॥ ২৭
তবে কিছুকাল পরে স্থির করি মন।
শ্রীরাম করেন কপিগণে জিজ্ঞাসন ॥ ২৮
কহ কহ কপিগণ বিশেষ করিয়া।
কিরূপে আইলা তোরা জানকী দেখিয়া ॥ ২৯
কিরূপে আছয়ে সীতা আছয়ে কোথায়।
সংপ্রতি দেখিলে তার কি ভাব হিয়ায় ॥ ৩০
এ সকল কথা কহ বিস্তার করিয়া।
শুনিবারে উৎকণ্ঠিত বড় মোর হিয়া ॥ ৩১
শুনিয়া প্রভুর মুখে এতেক বচন।
পরস্পর মুখপানে চাহে কপিগণ ॥ ৩২
সম্ভ্রম প্রযুক্ত কেহ কহিতে না পারে।
তাহা দেখি জাম্ববান্ কহেন তাঁহারে ॥ ৩৩

* "কীশব্যূহৈর্দক্ষি ণাদ্রিং সহাগাদ্
যস্তং শ্রীমদ্রামচন্দ্রং ভজামঃ ॥"

প্রভু তব আগে মোরা বিদায় হইয়া।
চলিলাম সকলে দক্ষিণে অন্বেষিয়া ॥ ৩৪
কথোদূরে যাইয়া দেখিলুঁ এক স্থল।
সর্ব্বপ্রাণিবর্জ্জিত নাহিক সেথা জল ॥ ৩৫
পরে প্রবেশিয়া এক পর্ব্বত-গহ্বর।
দেখিলাম গিরি-সম এক নিশাচর ॥ ৩৬
রাবণ বলিয়া তার নিকটে যাইতে।
উঠিল সে মো-সবারে ভক্ষণ করিতে ॥ ৩৭
তার সঙ্গে মহাযুদ্ধ করি যুবরাজ।
পাঠাইলা তারে প্রেতপতির সমাজ ॥ ৩৮
কহিছিলা যত স্থান সুগ্রীব রাজন।
সে সকল স্থান মোরা কৈলুঁ নিরীক্ষণ ॥ ৩৯
শ্রান্ত হইয়া মোরা তৃষ্ণায় কাতর।
অন্বেষণ করিতে লাগিলুঁ সরোবর ॥ ৪০
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মোরা অতি ভয়ঙ্কর।
দেখিলাম তমোময় একটা বিবর ॥ ৪১
বাহির হইছে সেই বিবর বাহিয়া।
নানা জলচর পক্ষী জলার্দ্র হইয়া ॥ ৪২
তাহা দেখি মোরা তাহে জল-বোধ করি।
প্রবিষ্ট হইলুঁ গিয়া তাহার ভিতরি ॥ ৪৩
অন্ধকারে কথোদূর করিয়া গমন।
সুবর্ণের প্রভা তাহে করিলুঁ দর্শন ॥ ৪৪
সেই স্থানে তবে সবে করিয়া পয়াণ।
দেখিলাম অতি রমণীয় এক স্থান ॥ ৪৫
স্বর্ণের ভূমিতল সমান সুন্দর।
তাহে স্বর্ণময় তরু লতা বহুতর ॥ ৪৬
সেই স্থানে এক ঘরে দেখিলুঁ তাপসী।
স্বয়ম্প্রভা নাম তাঁর পরম-রূপসী ॥ ৪৭
তাঁহার নিকটে মোরা করিলুঁ গমন।
তিঁহ করিলেন পরিচয় জিজ্ঞাসন ॥ ৪৮
কহিলাম মোরা তাঁরে সকল বৃত্তান্ত।
তাহা শুনি হল্যা তিঁহ আনন্দিত-স্বান্ত ॥ ৪৯
তিঁহ মিষ্ট ফল মূল জল ভুঞ্জাইয়া।
সবারে রাখি গেলা বাহিরে আনিয়া ॥ ৫০
পরে মোরা বিন্ধ্যগিরি উপরি বসিয়া।
ভাবিতে লাগিলুঁ সীতা-তত্ত্ব না পাইয়া ॥ ৫১
অঙ্গদ কহিলা সীতা-বার্ত্তা না লইয়া।
কিরূপে যাইবে প্রভু-অগ্রেতে ফিরিয়া ॥ ৫২
অতএব এই স্থানে তেজিব জীবন।
এত কহি করিলেন প্রায়োপবেশন ॥ ৫৩
তাহা দেখি মোরাও সকলে দুঃখাবেশে।
বসিলাম মরিবারে প্রায়-উপবেশে ॥ ৫৪
দেখি তাহা সম্পাতি নামেতে পক্ষিবর।
কহিতে লাগিল থাকি বিন্ধ্যের উপর ॥ ৫৫
দেখিতেছি আগে এই সব কপিগণ।
করিয়াছে মরিবারে প্রায়োপবেশন ॥ ৫৬
ক্রমে ক্রমে উপবাসে ইহারা মরিবে।
দিবসে দিবসে মোর আহার হইবে ॥ ৫৭
এখানেতে খেদিত হইয়া পুনর্ব্বার।
কহিতে লাগিলা এই অঙ্গদ কুমার ॥ ৫৮
ধন্যধন্য করি মানি আমি জটায়ুরে।
রাম-হিত করি গেল যে বৈকুণ্ঠ পুরে ॥ ৫৯
করিলা মহৎ যুদ্ধ সুখ্যাতি রাখিলা।
শ্রীরামে দেখিয়া মরি সদ্গতি পাইলা ॥ ৬০
মোরা রামকার্য্যে আসি সাধিতে নারিলুঁ।
নিরর্থক কেবল পরাণ হারাইলুঁ ॥ ৬১
শুনিয়া সম্পাতি তবে জটায়ুমরণ।
শোকেতে কাতর হয়্যা কৈলা জিজ্ঞাসন ॥ ৬২
কে বট কে বট তোরা ওহে কপিগণ।
কহিতেছ পুনঃপুন জটায়ু-মরণ ॥ ৬৩
সেহ হয় প্রাণাধিক্ অনুজ আমার।
বড় দুঃখ পাইলুঁ শুনিয়া মৃত্যু তার ॥ ৬৪
কহ কহ রাবণের সঙ্গে কি কারণ।
হয়্যাছিল প্রাণাধিক জটায়ুর রণ ॥ ৬৫
মুক্ত হল্যা মোর ভ্রাতা করি যাঁর হিত।
সে রাম কাহার পুত্র কহ হে ত্বরিত ॥ ৬৬
কেন বা তোমরা সবে হয়্যা দুখিমন।
করিতেছ এখানেতে প্রায়োপবেশন ॥ ৬৭
শুনিয়া ভ্রাতার বার্ত্তা তোমাদের পাশ।
তোমাদের কাঁছে যাত্যে হয় মোর আশ ॥ ৬৮
কিন্তু পুড়িয়াছে পক্ষ যাইতে না পারি।
তোমরা নামাও মোরে করুণা বিস্তারি ॥ ৬৯
নাহি কর তোরা আমা হৈতে কিছু ভয়।
মিথ্যাবাদী নহি আমি নহি দুরাশয় ॥ ৭০
মোরা তবে শৃঙ্গ হৈতে নামাইয়া তাঁরে।
কহিলাম সব বার্ত্তা বিশেষ প্রকারে ॥ ৭১

তবে তিঁহ জটায়ুর তর্পণ করিয়া।
কহিতে লাগিলা মো-সবারে দুখি-হিয়া ॥ ৭২
একদিন আমি এই বিন্ধ্যের উপরি।
বসিয়াছিলাম ঊর্দ্ধদিগে মুখ করি ॥ ৭৩
হেনকালে রাবণ নামেতে নিশাচর।
রথে আরোহিয়া যায় আকাশ-উপর ॥ ৭৪
তাহার কোলেতে এক ভুবনমোহিনী।
দেখিলাম পরমসুন্দরী সীমন্তিনী ॥ ৭৫
হা রাম হা রাম হাহা দেবর লক্ষ্মণ।
এই বলি উচ্চস্বরে করয়ে ক্রন্দন ॥ ৭৬
এতেক পর্য্যন্ত কথা করিয়া শ্রবণ।
ক্রন্দন করেন শোকে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ ৭৭
তাঁহাদিগে কপিরাজ করিলা সান্ত্বন।
তবে প্রভু কহ কহ কহেন সঘন ॥ ৭৮
পুনর্ব্বার কহেন সুবুদ্ধি ভল্লপতি।
তার পর শুন প্রভু সম্পাতি-ভারতী ॥ ৭৯
সেই দুষ্ট দশানন লইয়া তাঁহারে।
দক্ষিণ-মুখেতে গেলা পয়োনিধি-পারে ॥ ৮০
সেই দিন সন্ধ্যাকালে আমার নন্দন।
সুপার্শ্ব করিল মোর কাছে আগমন ॥ ৮১
প্রতিদিন মোর লাগি লইয়া আহার।
আইসে দিবসে সেই তনয় আমার ॥ ৮২
বিলম্ব দেখিয়া আমি হয়্যা ক্রুদ্ধমন।
করিলাম নানা মতে তাহারে ভর্ৎসন ॥ ৮৩
তবে সে কাতর হয়্যা কহিল আমায়।
শুন পিতা কথা মোর করুণ-হিয়ায় ॥ ৮৪
আমি আজ তোমা লাগি আহার আনিতে।
গিয়াছিলুঁ যথাকালে মহেন্দ্র গিরিতে ॥ ৮৫
দেখিলাম সেখানে থাকিয়া একজন।
এক নারী হরি লয়্যা করিছে গমন ॥ ৮৬
তাহা দেখি আমিহ ধরিব করি চিতে।
পক্ষ মেলি দাঁড়াইলুঁ তার অগ্রভিতে ॥ ৮৭
সে পুরুষ কৈল মোরে অনেক বিনয়।
ছাড়িয়া দিলাম পথ করি ধর্ম্ম-ভয় ॥ ৮৮
সেহ পথ পাই গেল সমুদ্র-উপরে।
মুনিগণ কহিলা আমারে তার পরে ॥ ৮৯
সুপার্শ্ব তোমার আজি বড় ভাগ্যবল।
ছাড়ি গেল তেঁই তোহে নিশাচর খল ॥ ৯০
এহ হয় লঙ্কা-অধিপতি দশানন।
ত্রিভুবনজয়ী দেব-দানব-মর্দ্দন ॥ ৯১
যাইতেছে দশরথ-বধূ হরি নিয়া।
এই লাগি গেল তোহে সান্ত্বনা করিয়া ॥ ৯২
তাহা শুনি আমি অতি কুপিত হইয়া।
গেলাম তাহার পার্শ্বে সংগ্রাম লাগিয়া ॥ ৯৩
সেহ মোরে দূর হৈতে করি নিরীক্ষণ।
ভয়যুক্ত হয়্যা বেগে কৈলা পলায়ন ॥ ৯৪
পলায়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া নিশাচরে।
ফিরিয়া আইলুঁ আমি মহেন্দ্রশিখরে ॥ ৯৫
হেন মতে দিবস হইল অবশেষ।
না হৈল আর কিছু আহার-উদ্দেশ ॥ ৯৬
এইত কহিলুঁ নিজ বিলম্ব-কারণ।
দোষ ক্ষমা কর পিতা লইলুঁ শরণ ॥ ৯৭
পুত্রমুখে এ বচন শুনিয়া আমার।
রাবণের প্রতি ক্রোধ হইল অপার ॥ ৯৮
দশরথ রাজা মিত্র আমার ভ্রাতার।
তাঁর বধূ-হরণেতে উদ্বেগ আমার ॥ ৯৯
করিব কি কিছু মোর সাধ্য নাহি হয়।
করিয়াছে পক্ষহীন বিধি দুরাশয় ॥ ১০০
এক্ষণ করিয়ে সাধ্য যে হয় আমার।
কেবল বচন মাত্রে রাম-উপকার ॥ ১০১
সিন্ধুকূল হৈতে শত যোজনের পারে।
লঙ্কা নামে পুরী আছে সাগর মাঝারে ॥ ১০২
সেই নগরেতে বাস করে লঙ্কেশ্বর।
জানকীরে রাখিয়াছে তাহার ভিতর ॥ ১০৩
কহিতেছি আমি ইহা দেখিয়া নয়নে।
ইথে মিথ্যা বুদ্ধি নাহি কর কভু মনে ॥ ১০৪
উৎসাহ করহ সবে তাঁর সন্দর্শনে।
কোনো মতে অবসাদ না কর এক্ষণে ॥ ১০৫
একশত যোজন যে পারিবে লঙ্ঘিতে।
সিদ্ধ হবে এই কার্য্য সেজন হইতে ॥ ১০৬
যদি মোর পক্ষ আর পূর্ব্বমত বল।
থাকিত হইত তবে আমা হৈতে ফল ॥ ১০৭
সম্প্রতি হয়্যাছি বৃদ্ধ পক্ষবিবর্জ্জিত।
বাক্য মাত্রে করিলাম যে কিঞ্চিৎ হিত ॥ ১০৮
এতেক পর্য্যন্ত শুনি বড় সুখি-মন।
কহিবারে আরম্ভিলা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১০৯

যা ছেন সম্পাতি যে হিত আচরণ।
কি সাধ্য আমার তাহা করিতে শোধন ॥ ১১০
যদি কিছু থাকে মোর পূর্ব্বপুণ্য-বল।
যেন তিঁহ পুন স্বপক্ষ-যুগল ॥ ১১১
রামের মুখচন্দ্রে শুনি এ বচন।
হাসি হাসি তাঁর প্রতি জাম্ববান্ কন ॥ ১১২
প্রভু তব কিবা আছে শকতি এমন।
সম্পাতির ধার যাহে করিবে শোধন ॥ ১১৩
জন্মে বা কিবা তব সুকৃত এমন।
যাহা হৈতে পুন পক্ষ পাবে সেই জন ॥ ১১৪
কিন্তু আছে হেন তব করুণার বল।
যাহাতে সাধিতে পারে অসাধ্য সকল ॥ ১১৫
দেখিয়াছি ইহা মোরা আপন নয়নে।
নিবেদন করি তাহা ধরহ শ্রবণে ॥ ১১৬
সম্পাতি-বচন শুনি আনন্দিত-মন।
কহিলাম আমরা তাঁহারে জিজ্ঞাসন ॥ ১১৭
বল তব পক্ষদুটি কি কারণে।
বল ভ্রাতা-সঙ্গে বিয়োগ কেমনে ॥ ১১৮
কহিলা সম্পাতি মোরা ভাই দুইজন।
গিয়াছিলুঁ এক দিন ধরিতে তপন ॥ ১১৯
রবিদেবে গিয়া ভ্রাতা তাপেতে পীড়িত।
অধোমুখে হইয়া পড়িলা মূর্চ্ছায়িত ॥ ১২০
তা দেখি আমি স্নেহে মোহিত হইয়া।
রাখিলাম জটায়ুরে পক্ষ পসারিয়া ॥ ১২১
পুড়িয়া গেল মোর পক্ষ-আচ্ছাদনে।
আছি পড়িয়াছে দণ্ডক-কাননে ॥ ১২২
আমি দগ্ধ-পক্ষ হয়্যা ভাস্করের করে।
বিন্ধ্য-শিখর উপরে ॥ ১২৩
রাত্রি পরে পুন পাইয়া চেতন।
বিন্ধ্যাগিরি বলি হইল স্মরণ ॥ ১২৪
দিব সন্তাপ আর পাষানে পতন।
তাই গতপ্রায় হইল জীবন ॥ ১২৫
আমি নিশাকরমুনি-পাশে গিয়া।
নাম আপন বৃত্তান্ত বিবরিয়া ॥ ১২৬
শুনি সে মুনি কহিলা মোর প্রতি।
উঠো আর না কর কুমতি ॥ ১২৭
তোমার পক্ষ পরে পুনর্ব্বার।
দিন মোর মুখে তাহার বিস্তার ॥ ১২৮

সূর্য্যবংশে রাজা আছে দশরথাখ্যান।
তাঁর পুত্র হইয়া জন্মিবা ভগবান্ ॥ ১২৯
জ্যেষ্ঠ তাঁর রাম নাম পিতার বচনে।
ভার্য্যা আর ভাই-সঙ্গে আসিবা কাননে ॥ ১
তাঁহার রমণী সীতা পরম সুন্দরী।
রাবণ রাক্ষস তাঁরে আনিবেক হরি ॥ ১৩১
তাঁরে অন্বেষিতে আসিবেক রাম-চর।
অঙ্গদ মারুতি আদি অনেক বানর ॥ ১৩২
তাহাদিগে তুমি সীতা-বৃত্তান্ত কহিবে।
সেই কালে তুই পক্ষ পুনশ্চ পাইবে ॥ ১৩৩
হইবেক তাহে রাম-লক্ষ্মণের হিত।
দেব বিপ্র মুনিগণ হবেন সুখিত ॥ ১৩৪
অতএব এই স্থান করিয়া বর্জ্জন।
অন্য কোনো স্থানে তুমি না কর গমন ॥ ১৩৫
আমারো দেখিতে রামে আছিল আশয়।
কিন্তু কাছে হইয়াছে মরণ-সময় ॥ ১৩৬
অতএব মহাপথে করিব গমন।
তুমি থাক করি সেই কাল প্রতীক্ষণ ॥ ১৩৭
এত কহি প্রস্থান করিলা নিশাকর।
আমিহ আইলুঁ এই গিরির উপর ॥ ১৩৮
অদ্যাবধি সেই মুনি-আজ্ঞা পরমাণে।
তোমাদিগে দেখিবারে আছি এই স্থানে ॥ ১৩৯
এই দেখ এই দেখ সব কপিগণ।
সত্য হল্য সত্য হল্য মুনির বচন ॥ ১৪০
এই দেখ এই দেখ মোর পক্ষদ্বয়।
পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত পাইল উদয় ॥ ১৪১
তাঁর পক্ষ-উদ্গম দেখিয়া কপিগণ।
কহিতে লাগিলা মহাসুখে এ বচন ॥ ১৪২
একি চমৎকার দেখ একি চমৎকার।
রাম-গুণে দগ্ধ পক্ষ হল্য পুনর্ব্বার ॥ ১৪৩
এত কহে কপিগণ পাইয়া বিস্ময়।
হইল আকাশ বাণী হেনই সময় ॥ ১৪৪
কপিগণ তোমাদের সুসত্য ভারতী।
রামের প্রভাবে পক্ষ পাল্যা পক্ষিপতি ॥ ১৪৫
এহ কি আশ্চর্য্য হয় জগতকর্ত্তায়।
সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় যাঁহার ইচ্ছায় ॥ ১৪৬
তার পর প্রভু আমি করি বিবেচন।
করিলাম সম্পাতিরে পুন জিজ্ঞাসন ॥ ১৪৭

পক্ষিবর সীতা-বার্ত্তা কহি মো-সবারে।
করিলে রামের হিত অশেষ প্রকারে ॥ ১৪৮
কিন্তু শত-যোজন শুনিলুঁ লঙ্কাখান।
কিরূপে যাইব সেথা নাহি হয় জ্ঞান ॥ ১৪৯
অতএব কহ তুমি পরামর্শ সার।
কিরূপেতে যাই মোরা সাগরের পার ॥ ১৫০
এত শুনি কিছুকাল ভাবি পক্ষিবর।
করিলেন আমা সবা প্রতি প্রত্যুত্তর ॥ ১৫১
অকর্ত্তব্য নাহি মোর কিছু রামকাজ।
কি করিব বৃদ্ধ হইয়াছি ভল্লরাজ ॥ ১৫২
সম্প্রতি যে কৃত্য তাহা করহ শ্রবণ।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে সবে করহ গমন ॥ ১৫৩
সেখান হইতে লঙ্কা শতেক যোজন।
যাইবে সেখানেতে কেবল এক জন ॥ ১৫৪
অনায়াসে চারিশত ক্রোশ যে লঙ্ঘয়।
সেই জন এই কর্ম্মে উপযুক্ত হয় ॥ ১৫৫
সিংহিকা রাক্ষসী আছে সাগর-মাঝারে।
ছায়া পাইলেই ধরি খায় যারে তারে ॥ ১৫৬
তাহাতে হইবে ভাল মতে সাবধান।
ঘটিবেক তবে লঙ্কা-মধ্যেতে প্রস্থান ॥ ১৫৭
কিন্তু তোরা নাহি কর কোনহ সংশয়।
সিদ্ধ হবে কার্য্য এই মোর মনে লয় ॥ ১৫৮
এত কহি আমাদের অনুমতি লয়্যা।
হিমালয়ে গেলা পক্ষী আনন্দিত হয়্যা ॥ ১৫৯
এত শুনি শ্রীরাম কহেন বার বার।
কহ কহ কি করিলে পরেতে তাহার ॥ ১৬০
জাম্ববান্ কহিছেন মোরা তার পর।
গেলাম সাগর-কাছে মহেন্দ্র ভূধর ॥ ১৬১
সেখানে যাইয়া সবে দেখিয়া সাগর।
পুনর্ব্বার হইলাম বিষণ্ণ-অন্তর ॥ ১৬২
একশত যোজন কে করিবে লঙ্ঘন।
কে রাখিবে এই সব বান্ধব-জীবন ॥ ১৬৩
ইহা ভাবি মরিতে উদ্যত কপিগণ।
প্রাণ দিলা তাহে এই পবননন্দন ॥ ১৬৪
করিলা দুঃসাধ্য কর্ম্ম ত্রিভুবন-মাজ।
বাঁচাইলা কপিগণে করি তব কাজ ॥ ১৬৫
ইহার গমনকালে বিক্রম যেমন।
তাহা বর্ণিবারে নারে সহস্রবদন ॥ ১৬৬

এত শুনি কহেন সুগ্রীব সুখি-মন।
দেখ প্রভু অনুমান আমার কেমন ॥ ১৬৭
জাম্ববান-বাণী শুনি তবে রঘুপতি।
সজল নয়নে চান মারুতির প্রতি ॥ ১৬৮
গদগদ বচনে কহেন বার বার।
কহ ভল্লপতি পরে কি হল্য তাঁহার ॥ ১৬৯
জাম্ববান কহিছেন পরেতে ইহার।
যে হইল তাহা দৃষ্ট না হয় আমার ॥ ১৭০
মারুতির মুখে তাহা করহ শ্রবণ।
কবিমুখে কাব্য বড় লাগয়ে শোভন ॥ ১৭১
তবে প্রভু মারুতির বদন চাহিয়া।
কহিছেন প্রেমানন্দে পূরিত হইয়া ॥ ১৭২
কহ কহ সবিশেষে পবনকুমার।
কিরূপেতে হইলে অপারসিন্ধু পার ॥ ১৭৩
সেখানে বা কিরূপে দেখিলে মোর প্রিয়া।
করিলে বা সেখানেতে আর কোন ক্রিয়া ॥ ১৭৪
প্রভুর বচন শুনি পবননন্দন।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন ॥ ১৭৫
প্রভু ইহাদের আগে বিদায় হইয়া।
উঠিলাম আমিহ আকাশে লম্ফ দিয়া ॥ ১৭[illegible]
যবে আমি কথোদূর করিলুঁ গমন।
মধ্যে এক নিশাচরী দিল দরশন ॥ ১৭৭
পথ আগুলিয়া সেহ কহিল আমারে।
কোথা যাও কপি আমি খাইব তোমারে ॥ [illegible]
তাহা শুনি আমি কিছু চিন্তিত হইয়া।
কহিতে লাগিলুঁ তারে বিনয় করিয়া ॥ ১৭৯
দশরথ-পুত্র রাম পিতার বচনে।
এস্যাছেন ভাই আর ভার্য্যা-সঙ্গে বনে ॥ ১৮০
তাঁর ভার্য্যা জানকীরে লঙ্কার রাবণ।
হরিয়া লইয়া করিয়াছে আগমন ॥ ১৮১
যাইতেছি আমি তার তত্ত্ব করিবারে।
ফিরিয়া আসিব শীঘ্র দেখিয়া তাহারে ॥ ১৮[illegible]
ইহাতে না কর তুমি সসংশয় মন।
ফিরিয়া আইলে মোরে করিহ ভক্ষণ ॥ ১৮[illegible]
এতেক বচন শুনি সেহ না মানিল।
না ছাড়িব না ছাড়িব কহিতে লাগিল ॥ [illegible]
তবে আমি ক্রুদ্ধ হয়্যা কহিলাম তারে।
দেখি তোর মুখ যাহে খাইবে আমারে ॥ [illegible]

সেই মোরে দেখি দশ-যোজন প্রমাণ।
বিংশতি-যোজন কৈল বদন ব্যাদান ॥১৮৬
তাহা দেখি আমি হৈলুঁ তিরিশ-যোজন।
সেহ কৈল চল্লিশযোজন স্ববদন ॥ ১৮৭
বিশ বিশ যোজন ক্রমেতে এই রীতে।
আমি আর নিশাচরী লাগিলুঁ বাড়িতে ॥ ১৮৮
যবে আমি হইলাম নবতি যোজন।
রাক্ষসী করিল শত-যোজন আনন ॥ ১৮৯
তাহা দেখি আমি হৈলুঁ চিন্তিত-আশয়।
এ কি এত সামান্য রাক্ষসী নাহি হয় ॥ ১৯০
এইরূপে আমি তবে ক্ষণেক ভাবিয়া।
জানিলাম তাঁরে নাগজননী বলিয়া ॥ ১৯১
তবে আমি হয়্যা শতযোজন আকার।
প্রবেশ করিলুঁ মুখ-ভিতরে তাঁহার ॥ ১৯২
যবে তিঁহ বদন মুদিলা কি ভাবিয়া।
ক্ষুদ্র হয়্যা বারি হৈলুঁ আমি কর্ণ দিয়া ॥ ১৯৩
জানিলাম নাগমাতা আমিহ তোমায়।
কোটি কোটি প্রণতি করিয়ে তব পায় ॥ ১৯৪
এত বাক্য শুনি মোর সে দক্ষদুহিতা।
কহিতে লাগিলা মোরে হয়্যা আনন্দিতা ॥ ১৯৫
সুখে যাহ হনুমান্ পরম কুশলী।
করুন তোমার শুভ অমরমণ্ডলী ॥ ১৯৬
তব বীর্য্য পরাক্রম বুদ্ধি জানিবারে।
পাঠাইয়াছিলা সব অমরে আমারে ॥ ১৯৭
তাহা জানিলাম এবে করহ গমন।
রাম সীতা উভয়েতে করাও মিলন ॥ ১৯৮
এত কহি নাগমাতা গেলা নিজ স্থান।
পুন পূর্ব্বমতে আমি করিলুঁ পয়াণ ॥ ১৯৯
কথোদূর গিয়া তবে সমুদ্রের মাজ।
দেখিলাম স্বর্ণময় এক গিরিরাজ ॥ ২০০
পথ-মাঝে দেখি তাঁরে হইলুঁ চিন্তিত।
এ কি কোন্ বিঘ্ন আসি হল্যা উপস্থিত ॥ ২০১
তবে সেই গিরি ধরি মনুষ্য-মুরতি।
নিজ শৃঙ্গে থাকিয়া কহিলা মোর প্রতি ॥ ২০২
বায়ুপুত্র শুন কিছু আমার বচন।
সমুদ্র-আদেশে আমি কৈলুঁ আগমন ॥ ২০৩
তুমিহ আমার শৃঙ্গে ক্ষণেক বিশ্রাম।
করিয়া যাইবে পুন দশানন-ধাম ॥ ২০৪
আমাতেও না করিবে তুমি শঙ্কা লব।
হই আমি তোমাদের সম্বন্ধি-বান্ধব ॥ ২০৫
এত শুনি আমি তবে থাকিয়া আকাশে।
জিজ্ঞাসা করিলুঁ তাঁরে সুমধুর ভাষে ॥ ২০৬
কহ কহ কি কারণে তুমি গিরিবর।
বাস করিয়াছ সিন্ধুজলের ভিতর ॥ ২০৭
কিরূপে বা হও তুমি আমার বান্ধব।
বিবরণ করি কহ কথা এই সব ॥ ২০৮
শুনি বাণী সেই গিরি সানন্দ হইয়া।
কহিতে লাগিলা মোরে প্রণয় করিয়া ॥ ২০৯
পূর্ব্বে যত ভূমিধর পক্ষবান ছিল।
উড়িয়া পড়িয়া দেশ ভাঙ্গিতে লাগিল ॥ ২১০
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়্যা সহস্রলোচন।
বজ্রে করি কৈলা পক্ষচ্ছেদ-আরম্ভণ ॥ ২১১
সকলের পক্ষচ্ছেদ করি অবশেষে।
বজ্র ধরি হরি আল্যা মোর পার্শ্বদেশে ॥ ২১২
তাহা দেখি আমি ভয়ে কৈব পলায়ন।
পাছে পাছে চলিলেন সহস্রলোচন ॥ ২১৩
তবে মোরে দেখিয়া কাতর অতিশয়।
করুণাতে আর্দ্র হল্যা বায়ু মহাশয় ॥ ২১৪
তিঁহ অতিশয় বেগ প্রকাশ করিয়া।
ফেলাইলা মোরে এই সমুদ্রে আনিয়া ॥ ২১৫
তাঁহার কৃপাতে আর সমুদ্র-আশ্রয়ে।
না কাটিলা ইন্দ্র মোর এ পক্ষ উভয়ে ॥ ২১৬
সে অবধি আছি আমি সাগর-ভিতর।
হিমালয়-পুত্র নাম মৈনাক ভূধর ॥ ২১৭
তুমি হও মোর বন্ধু বায়ুর তনয়।
তোমার সম্মান মোরে করিবারে হয় ॥ ২১৮
অতএব মোর আর সিন্ধুর পীরিতে।
তুমিহ বিশ্রাম কর মোর উপরিতে ॥ ২১৯
শুনিয়া আমিহ এত গিরির বচন।
মধুর বচনে তাঁরে করিলুঁ সান্ত্বন ॥ ২২০
অঙ্গুলি-মাত্রেতে পরশিয়া সে ভূধরে।
পুনর্ব্বার চলিলাম আকাশ-উপরে ॥ ২২১
তার পর কথোদূর যাইতে যাইতে।
আমার গমন বাধ হল্য আচম্বিতে ॥ ২২২
তবে আমি দশদিগ্ দেখিতে দেখিতে।
রাক্ষসী দেখিলুঁ এক নিজ অধোভিতে ॥ ২২৩

পাতাল-সমান মুখ বিবরণ করি।
রহিয়াছে অম্বরেতে দুষ্ট নিশাচরী ॥ ২২৪
তবে আমি সম্পাতির বচন স্মরিয়া।
নিশ্চয় করিলুঁ তাঁরে সিংহিকা বলিয়া ॥ ২২৫
পরে হয়্যা আমি অতি ক্ষুদ্রকলেবর।
প্রবেশ করিলুঁ তার বদন-ভিতর ॥ ২২৬
এত শুনি স্নেহেতে কাতর রঘুবর।
কহিছেন কহ কহ বাছা তার পর ॥ ২২৭
মারুতি কহেন প্রভু উদ্বেগ না কর।
তব কৃপা আছে যাহে তার কিবা ডর ॥ ২২৮
সে রাক্ষসী সুখী হয়্যা মুদিল বদন।
আমিহ করিলুঁ তার বুক বিদারণ ॥ ২২৯
সেই ছিদ্র দিয়া আমি আইলুঁ বাহিরে।
সেহ প্রাণ তেজিয়া পড়িল সিন্ধুনীরে ॥ ২৩০
তবে আমি গিয়া দিবাকর-অস্তবেলে।
সিন্ধু লঙ্ঘি পড়িলাম পর্ব্বত সুবেলে ॥ ২৩১
যাবৎ দিবস ভাগ থাকি সেই স্থলে।
দেখিলাম লঙ্কাপুরী-শোভা কুতূহলে ॥ ২৩২
রাত্রি উপস্থিত দেখি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধরি।
প্রবেশ করিলুঁ গিয়া রাবণ-নগরী ॥ ২৩৩
তাহা দেখি উগ্রচণ্ডা দেবতা লঙ্কার।
আসি উপস্থিত হল্যা অগ্রেতে আমার ॥ ২৩৪
নিশাচরী-মূর্ত্তি ধরি অতি ভয়ঙ্কর।
দক্ষিণ করেতে অসি বামেতে খর্পর ॥ ২৩৫
আমার আগেতে আসি তিঁহ দাঁড়াইয়া।
কহিলেন অতিশয় কুপিত হইয়া ॥ ২৩৬
কে বট কে বট তুমি কপিরূপ ধরি।
চোর হেন প্রবেশিছ আমার নগরী ॥ ২৩৭
বুঝি কোনো কুকর্ম্মে হয়্যাছে তোর আশ।
তেঁই আসিয়াছ করিবারে আত্মনাশ ॥ ২৩৮
এত কহি কোপবেগে আপনা পাসরি।
করিলেন পদাঘাত আমার উপরি ॥ ২৩৯
আমিহ সহিয়া তাঁর চরণপ্রহারে।
বাম করে করি মুষ্টি মারিলুঁ তাঁহারে ॥ ২৪০
তিঁহ তাহে করি বহু রুধির বমন।
পড়িলা পৃথিবীতলে হয়্যা অচেতন ॥ ২৪১
ক্ষণেক পরেতে পুন চেতন পাইয়া।
উঠিয়া কহিলা পূর্ব্ব কথা সুমরিয়া ॥ ২৪২

জানিলুঁ জানিলুঁ তোহে পবন-তনয়।
শ্রীরামচন্দ্রের তুমি প্রিয় অতিশয় ॥ ২৪৩
আমিহ জানাই তোহে আপন-বারতা।
উগ্রচণ্ডা নাম আমি লঙ্কার দেবতা ॥ ২৪৪
হইল আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ।
শ্রবণ করহ তাহা করি নিবেদন ॥ ২৪৫
পূর্ব্বে এক দিন আমি সত্যলোকে গিয়া।
জিজ্ঞাসিয়াছিলুঁ বিধাতারে সম্বোধিয়া ॥ ২৪৬
প্রভু এই রাবণের দুষ্ট আচরণে।
ত্রিভুবনে সুখ নাহি দেখি কারো মনে ॥ ২৪৭
আপুনিহ জান ভূত-ভবিষ্য-বৃত্তান্ত।
কহ কহ কবে নষ্ট হবে এ দুর্দ্দান্ত ॥ ২৪৮
তবে কহিলেন মোরে সেই প্রজাপতি।
শুন গোপ্য কথা হয়্যা সাবধান-মতি ॥ ২৪৯
সূর্য্যবংশে রাজা হবে দশরথাখ্যান।
তাঁর পুত্র হইয়া জন্মিবা ভগবান্ ॥ ২৫০
তিঁহ পিতৃবাক্যে ভ্রাতা আর ভার্য্যাসনে।
আসি বাস করিবেন দণ্ডক-কাননে ॥ ২৫১
তার ভার্য্যা যবে হরি আনিবে রাবণ।
সবংশেতে যাবে তবে যমের ভবন ॥ ২৫২
কিন্তু কহি রাখিয়ে তোমারে এক কথা।
বিস্মৃত হইয়া ইহা না কর অন্যথা ॥ ২৫৩
সেই রাম-ভার্য্যারে করিতে অন্বেষণ।
আসিবেন লঙ্কাপুরে পবননন্দন ॥ ২৫৪
রজনীতে তিঁহ অতি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধরি।
প্রবেশ করিবা আসি এ লঙ্কানগরী ॥ ২৫৫
তাহা দেখি তুমি হয়্যা কুপিত অত্যন্ত।
করিবে তাহারে পদে আঘাত দুরন্ত ॥ ২৫৬
তিঁহ তাহা সহি কোপে বাম হাতে করি।
মারিবেন মুষ্টিপাত তোমার উপরি ॥ ২৫৭
তুমি তাহে মূর্চ্ছা পাই ভূতলে পড়িয়া।
উঠিবে ক্ষণেক পরে চেতন পাইয়া ॥ ২৫৮
কিন্তু সে সময়ে মোর বাক্য রাখি চিতে।
কোলাহল না করিবে লোকে জানাইতে ॥ ২৫৯
যদ্যপি জানয়ে দুষ্ট নিশাচরগণ।
করিবে রামের কার্য্যে বিঘ্ন-আচরণ ॥ ২৬০
এইরূপে শুনিছিলুঁ বিধির বদনে।
তোমারে দেখিয়া আজি পড়ি গেল মনে ॥ ২৬১

যাহ তুমি প্রবেশ করহ লঙ্কামাজ।
সীতারে ভেটিয়া তোষ গিয়া রঘুরাজ ॥ ২৬২
এত কহি উগ্রচণ্ডা গেলা স্থানান্তর।
আমিহ প্রবেশ কৈলুঁ লঙ্কার ভিতর ॥ ২৬৩
দেখিলাম সেখানেতে যত নিকেতন।
কৃত্রিম ভূধর সরোবর উপবন ॥ ২৬৪
কিন্তু কোনো ঠাঁই না দেখিয়া শ্রীসীতায়।
বড়ই ভাবনা মোর হইল হিয়ায় ॥ ২৬৫
ভাবিতে ভাবিতে এক অশোক-কানন।
নিকটেই তাহার করিলুঁ দরশন ॥ ২৬৬
সেখানে যাইয়া এক শিংশপা-শাখীতে।
চড়িয়া লাগিলুঁ দশদিক্ নিরখিতে ॥ ২৬৭
দেখিলাম তার মূলে সীতা ঠাকুরাণী।
তাঁর দশা বর্ণিবারে আমি কি বা জানি* ॥ ২৬৮
এত শুনি কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন।
কহ কহ তাহা কিছু করিব শ্রবণ ॥ ২৬৯
প্রভু-আজ্ঞা পাই তবে পবননন্দন।
কান্দি কান্দি কহিতে করিলা আরম্ভণ ॥ ২৭০
কিবা সে জনক-সুতা, অতিশয় দুখযুতা,
নিশাচরী-সমূহ-ভিতরে।
যেমন পালকহীন, হইয়া হরিণী দীন,
থাকে ব্যাঘ্রীসংহতি-অন্তরে ॥ ২৭১
তোমার বিরহানলে, নিরন্তর দেহ জ্বলে,
ক্ষণকাল স্বাস্থ্য নাহি চিতে।
জল বিনে যেন মীন, হয় অতিশয় ক্ষীণ,
তেন পড়ি আছেন ভূমিতে ॥ ২৭২
কৃষ্ণপক্ষ-চতুর্দ্দশী, শুক্ল-প্রতিপদ-শশী,
জিনি অতি কৃশ কলেবর।
যেন ধূলীচ্ছন্ন ভানু, মলাতে ধূসর-তনু,
তবু প্রকাশয়ে বহুতর ॥ ২৭৩
চিন্তাতে মলিনমুখ, ক্ষণেক নাহিক সুখ,
নিশ্বাস ছাড়েন ঘনেঘন।
সদা বহে অশ্রুজল, তাহে মুখ-শতদল,
ভাসি যায় নহে সম্বরণ ॥ ২৭৪
করিয়াছেন ঠাকুরাণী, কেশে একমাত্র বেণী,
তাহাতেও শোভা অতিশয়।
ধূলিতে অত্যন্ত ম্লান, এক বস্ত্র পরিধান,
তারো শোভা বর্ণন না হয় ॥ ২৭৫
অঙ্গে নাহি অলঙ্কার, নাহি বেশ পরিষ্কার,
না করেন আপন যতন।
নিরবধি একান্তরে, ভাবিছেন প্রভুবরে,
না করেন আপন-চিন্তন ॥ ২৭৬
করিয়া মারুতি-মুখে এতেক শ্রবণ।
কান্দিয়া ব্যাকুল হল্যা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৭৭
কিছুকাল পরে পুন স্থির করি মন।
বায়ুপুত্রে করিতে লাগিলা জিজ্ঞাসন ॥ ২৭৮
কহ কহ বাপ তুমি তাহারে দেখিয়া।
কিরূপে নিশ্চয় কৈলে জানকী বলিয়া ॥ ২৭৯
কহ কহ সত্য করি কিরূপে তাহার।
দশানন-সঙ্গেতে দেখিলে ব্যবহার ॥ ২৮০
রাম-বাণী শুনি কন পবননন্দন।
সকল বৃত্তান্ত প্রভু করহ শ্রবণ ॥ ২৮১
যবে আমি জানকীরে করি নিরীক্ষণ।
সেই কালে সেখানে আইল দশানন ॥ ২৮২
তারে দেখি জানকী উদ্বেগযুক্ত-মন।
বসিলা আপন অঙ্গ করি সম্বরণ ॥ ২৮৩
অনেক প্রলোভ তারে দেখাল্য রাবণ।
কিন্তু তাহে জানকীর না টলিল মন ॥ ২৮৪
তবে সেই রাবণ কহিল পুনর্ব্বার।
জানকি শুনহ তুমি বচন আমার ॥ ২৮৫
দুইমাস-মধ্যে যদি নাহি ভজ মোরে।
তবে পান করিব রুধির কাটি তোরে ॥ ২৮৬
যেইমাত্র এ কথা কহিলা হনুমান্।
শুনিয়া লক্ষ্মণ হল্যা কোপেতে অজ্ঞান ॥ ২৮৭
প্রাতের তপন হেন হইল নয়ন।
ছাড়িছেন বিকট হুঙ্কার ঘনে ঘন ॥ ২৮৮
কহেন পবন-পুত্রে এখনি আমারে।
লয়্যা চল লঙ্কায় বধিব রাবণারে ॥ ২৮৯
হেন কটু কথা আমি থাকিতে জীবনে।
সীতা মায়ে কহে ইহা সহিব কেমনে ॥ ২৯০
এত বলি দাঁড়াইলা ধরি ধনুঃশর।
সান্ত্বনা করেন তাঁরে পবন-কোঁয়র ॥ ২৯১
স্থির হও স্থির ও প্রভু কিছু কাল।
করিবে পরেতে দুষ্ট রাবণের কাল ॥ ২৯২

* রাক্ষসী-বেষ্টিত যেন কাতরা হরিণী।

এই কপি-সৈন্য লয়্যা যাইয়া সেখানে।
বধিবে সবংশে দুষ্ট নিকষা-সন্তানে॥ ২৯৩
এত শুনি স্থির হল্যা ঠাকুর লক্ষ্মণ।
পুনর্ব্বার হনুমান্ রঘুবরে কন॥ ২৯৪
শুনি রাবণের বাণী কুপিত অন্তর।
করিলেন সীতা মাতা কঠোর উত্তর॥ ২৯৫
কহিতে আমার প্রতি কদর্য্য বচন।
জিহ্বা নাহি খসে কেন তোর দশানন॥ ২৯৬
ধিক্ তোর পরাক্রমে ধিক্ তোর বলে।
লুকায়্যা হরিয়া মোরে আনিলি এ স্থলে॥২৯৭
যদ্যপি তুমিহ রাম-সাক্ষাতে যাইতে।
তবে বিরাধের গতি তখনি পাইতে॥ ২৯৮
এখনো নিশ্চিন্ত নাহি জান আপনারে।
মারিবা অবশ্য নাথ সবংশে তোমারে॥ ২৯৯
এত বাণী শুনি অতি ক্রুদ্ধ দশানন।
সীতারে কাটিতে কৈল খড়্গ সন্ধারণ॥ ৩০০
তাহা দেখি রাবণের রাণী মন্দোদরী।
ফিরাইয়া লয়্যা গেল তবে যত্ন করি॥ ৩০১
সেহ গেলে শত শত নিশাচরীগণ।
করিলেক জানকীরে অনেক তর্জ্জন॥ ৩০২
হেন কালে ত্রিজটা নামেতে নিশাচরী।
স্বপ্ন দেখি উঠিয়া আইল ত্বরা করি॥ ৩০৩
সেহ সব রাক্ষসীরে করি নিবারণ।
কহিলেক আপনার সকল স্বপন॥ ৩০৪
তাহা শুনি বোধ হৈল প্রভুদ্দের জয়।
অচিরাতে হবে রাবণের পরাজয়॥ ৩০৫
ত্রিজটার কথা শুনি যত নিশাচরী।
ভীত হয়্যা শয়ন করিলা শয্যা করি॥ ৩০৬
তারা নিদ্রা গেলে পরে জনকদুহিতা।
আরম্ভিলা ক্রন্দন করিতে সুদুঃখিতা॥ ৩০৭
তাহা কহিবারে মোর না হয় শকতি।
স্মরণ করিতে বিদারিয়া যায় মতি॥ ৩০৮
এইত করিলুঁ তুই প্রশ্ন-বিবরণ।
এক্ষণ অপর কথা করহ শ্রবণ॥ ৩০৯
তাঁর সেই দশা দেখি লাগিলুঁ ভাবিতে।
সম্ভাষণ করিব ইঁহারে কি যুক্তিতে॥ ৩১০
তবে পরামর্শ করি প্রভুর চরিত।
কহিবারে আরম্ভিলুঁ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ॥ ৩১১
তাহা শুনি তিঁহ মোরে কৈলা জিজ্ঞাসন।
কে বট তুমিহ এথা আস্য কি কারণ॥ ৩১২
রাবণ অথবা তাঁর চর কিম্বা পর।
বট তাঁহা সত্য করি কহ রে বানর॥ ৩১৩
তবে আমি জন্মাবারে তাঁহার প্রত্যয়।
দিলাম বিশেষ মতে সব পরিচয়॥ ৩১৪
তাহেও না হল্য অসংশয় তাঁর মন।
তবে আমি কৈলুঁ অঙ্গুরীয় সমর্পণ॥ ৩১৫
তাহা দেখি যেই দশা হইল তাঁহার।
বর্ণন করিতে তাহা সাধ্য হয় কার॥ ৩১৬
আমি অতি দুঃখী দেখি কহিলাম তাঁরে।
ক্রন্দন না কর আর মাতা বারে বারে॥ ৩১৭
চড়হ আমার এই স্কন্ধের উপর।
অদ্যই দেখাই তোঁহে প্রভু রঘুবর॥ ৩১৮
তাহা শুনি কহিলেন পুন ঠাকুরাণী।
গোপনে গমন আমি ভাল নাহি মানি॥ ৩১৯
বহু সৈন্য আনি বধ করিয়া রাবণ।
লয়্যা যান প্রভু এই উচিত করণ॥ ৩২০
তবে আমি কহিলাম পুন শ্রীসীতারে।
কিছু অভিজ্ঞান তুমি দাও মা আমারে॥ ৩২১
তাহা শুনি কিছু ভাবি জগৎ-জননী।
দিলেন আমারে এই নিজ চূড়ামণি॥ ৩২২
শ্রীরাম কহেন দেখ দেখ চূড়ারত্ন।
মারুতি দিলেন তাঁর করে করি যত্ন॥ ৩২৩
দেখি সেই চূড়ামণি শ্রীরঘুনন্দন।
ধৈরয বর্জ্জন করি করেন ক্রন্দন॥ ৩২৪
কখনো হৃদয়ে তারে করেন ধারণ।
কখনো হস্তেতে ধরি করেন দর্শন॥ ৩২৫
এইরূপ কথোক্ষণ যাপন করিয়া।
কহিছেন মারুতিরে প্রেমার্দ্র হইয়া॥ ৩২৬
বায়ুপুত্র এই মণি কর নিরীক্ষণ।
পাইলাম আমি যেন জানকী-দর্শন॥ ৩২৭
এই মণি ইন্দ্র দিয়াছিলা মোর তাতে।
তিঁহ দিয়াছিলা যৌতুকেতে সীতা-হাতে॥ ৩২৮
সাজিত এ মণি পূর্ব্বে জানকী-সীঁথিতে।
দেখিয়া কত না সুখ পাইতাম চিতে॥ ৩২৯
এক্ষণ জানকী বিনে এ মণি দেখিয়া।
অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে হিয়া॥ ৩৩০

প্রকৃতি কহেন প্রভু স্থির কর মন।
পরের বৃত্তান্ত সব করহ শ্রবণ ॥ ৩৩১
তাহা শুনি কহ কহ কহেন শ্রীরাম।
পুনশ্চ কহেন বায়ুপুত্র অনুপাম ॥ ৩৩২
এই মণি মোরে সমর্পিয়া ঠাকুরাণী।
কহিলেন পুনর্ব্বার আর কিছু বাণী ॥ ৩৩৩
আর দুই অভিজ্ঞান কহিয়ে তাঁহারে।
আমি তিনি বিনে কেহ না জানে যাহারে ॥৩৩৪
এত কহি চিত্রকূটে তিলক প্রদান।
কহিলেন আর কাক-দণ্ডের বিধান ॥ ৩৩৫
নিবেদন কৈলুঁ এই তিন অভিজ্ঞান।
করহ এক্ষণ যেই হয় অবধান ॥ ৩৩৬
এত শুনি প্রভু কন পবনকুমারে।
কহিয়াছে প্রিয়া কিছু সন্দেশ আমারে ॥ ৩৩৭
তবে কৃতাঞ্জলি হয়্যা গদগদ্‌বচনে।
কহিছেন বায়ুপুত্র শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ৩৩৮
শুন শুন প্রভু তাঁর সন্দেশ-বচন।
সেই সেই অক্ষরে করিয়ে উচ্চারণ ॥ ৩৩৯
যবে আমি চাহিলাম সন্দেশ তাঁহারে।
কহিলেন তবে মাতা এইত আমারে ॥ ৩৪০
কহিবে নাথেরে তুমি পবননন্দন।
যেরূপ আমার দশা করিলে দর্শন ॥ ৩৪১
হরণ করিল যেন দুষ্ট দশানন
শুনিয়াছ তাহা তাঁরে কর্য নিবেদন ॥ ৩৪২
তার পর তাঁর পদে নতি পুরঃসর।
করিবে আমার এই বাক্য সুগোচর ॥ ৩৪৩
নাথ তব মোর প্রতি করুণা যেমন।
তাহা জানিলেক এই সব ত্রিভুবন ॥ ৩৪৪
সকল জনেতে কহে তোঁহে দয়াময়।
সে কি মিথ্যা অথবা আমার প্রতি নয় ॥ ৩৪৫
অন্যথা এ দুঃখ কেন আমিহ পাইব।
এখানে বা এত দিন কি লাগি রহিব ॥ ৩৪৬
রক্ষণ করেন পিতা নারীরে কৌমারে।
যৌবনে রক্ষণ করে বল্লভ তাহারে ॥ ৩৪৭
তুমিহ আমারে নাহি করিয়া রক্ষণ।
করিলে অত্যন্ত মিথ্যা শাস্ত্রের বচন ॥ ৩৪৮
কোথা তব সেই ধনু কোথা সেই শর।
এখনো বাঁচিয়া রহে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর ॥ ৩৪৯

কোথা গেল তেন তেজ কোথা পরাক্রম।
কোথা গেল তেন বল ভুবনে অসম ॥ ৩৫০
বুঝি মোর ভাগ্যে সব হইয়াছে নষ্ট।
অন্যথা পাইব কেন আমি এত কষ্ট ॥ ৩৫১
শূর বলি তোঁহে যেই কহে সর্ব্বজন।
বুঝিলাম সে কেবল মিথ্যা আরোপণ ॥ ৩৫২
অন্যথা করিয়া স্পর্শ শূরের ভার্য্যারে।
কে কোথা বাঁচিয়া আছে ভুবনমাঝারে ॥ ৩৫৩
কোশলেন্দ্র-বধূ আমি জনকনন্দিনী।
রঘুবংশচন্দ্র নাথ তোমার গৃহিণী ॥ ৩৫৪
হেন আমি রহিলাম রাক্ষস-আগারে।
ইহা হত্যে দুঃখ আর কি আছে সংসারে ॥ ৩৫৫
সমুদ্রের শোষ চন্দ্র-সূর্য্যের পতন।
অগ্নির শীততা আর মেরুর চলন ॥ ৩৫৬
এ সকল যেন নাহি ঘটে কদাচিত।
তেন তব আমার উপেক্ষা অনুচিত ॥ ৩৫৭
অথবা কহিয়াছিলুঁ ধরিতে হরিণ।
সেই ক্রোধে দুঃখ দিলে মোরে এত দিন ॥৩৫৮
অন্যথা অনন্যগতি এ দাসী-জনারে।
উপেক্ষা করহ ইহা ঘটিতে না পারে ॥ ৩৫৯
যেন তব বাহুবল যেন পরাক্রম।
তাহা আমি ভাল মতে জানি রঘূত্তম ॥ ৩৬০
জনস্থানে দ্বি-সপ্তসহস্র নিশাচরে।
একাকী বধিলে তুমি আমার গোচরে ॥ ৩৬১
সে বীর্য্য সে সব অস্ত্র এ দুষ্ট রাবণে।
নিয়োজন নাহি কর কিসের কারণে ॥ ৩৬২
বুঝিলাম দুর্দ্দৈব-বিপাক অনুসারে।
বিস্মৃত বা হইয়াছ অভাগ্য আমারে ॥ ৩৬৩
যদি কিছু থাকয়ে করুণা মোর প্রতি।
তবে শীঘ্র এখানেতে কর সমাগতি ॥ ৩৬৪
দুই মাস অবধি দিয়াছে দশানন।
দুই মাস পরে মোরে করিবে ভক্ষণ ॥ ৩৬৫
এহত অবধি হয় অতি দীর্ঘতর।
ততদিন না রহিবে মোর কলেবর ॥ ৩৬৬
তব আগমন-আশে এক মাস মাত্র।
রাখিব এ সব দুঃখ সহি এই গাত্র ॥ ৩৬৭
ইতোমধ্যে যদি নাহি আইসহ স্বামি।
তবে প্রাণ তেজিব যে-কোনো মতে আমি ॥

এ সব সন্দেশ-কথা কহিয়া তোমারে।
পুনর্ব্বার কহিলেন জানকী আমারে ॥ ৩৬৯
এ সকল কথা নাথে করি নিবেদন।
দেবরে কহিবে পরে আমার বচন ॥ ৩৭০
রাম-সেবা লাগি নিজ সুখ ত্যাগ করি।
দেবর এস্যাছ তুমি কানন-ভিতরি ॥ ৩৭১
রাখিবে তাঁহারে হেন করিয়া যতন।
নাহি পান যেন মোর বিরহে বেদন ॥ ৩৭২
কি আর কহিব তোহে আপনার লাগি।
তাহাই করিবে যাহে হও যশোভাগী ॥ ৩৭৩
জানিতাম তোহে বড় তেজস্বী বলিয়া।
বুঝি তাহা মোর ভাগ্যে গেল উলটিয়া ॥ ৩৭৪
অন্যথা এমত অপমান সহ্য করি।
কিরূপে নিশ্চিন্ত হয়্যা আছ ধৈর্য্য ধরি ॥ ৩৭৫
কোথা গেল তেন পরাক্রম তেন বল।
কোথা গেল অস্ত্র শস্ত্র পাণ্ডিত্য সকল ॥ ৩৭৬
তোমাদ্দের কুলনারী করিয়া হরণ।
এখন রয়্যাছে বাঁচি দুষ্ট দশানন ॥ ৩৭৭
ধিক্ ধিক্ তোমাদ্দের বিক্রমাদি গুণে।
ধিক্ ধিক্ তোমাদ্দের খড়্গ ধনু তূণে ॥ ৩৭৮
এতেক পর্য্যন্ত কহি অভিমান-লেশে।
পুনশ্চ কহিলা কিছু দুঃখের আবেশে ॥ ৩৭৯
দেবর হয়্যাছি আমি দুঃখেতে মোহিত।
এ লাগিয়া কহিতেছি বহু অনুচিত ॥ ৩৮০
কিন্তু তুমি শ্রবণ করিয়া এই কথা।
হৃদয়েতে না করিবে কোনমতে ব্যথা ॥ ৩৮১
পূর্ব্বেও কহিয়াছিলুঁ তোহে যে দুর্ব্বাণী।
তাহা মনে না রাখিবে স্ত্রীস্বভাব জানি ॥ ৩৮২
করিবে সর্ব্বদা তুমি হেন আয়োজন।
যাহে নাথ শীঘ্র এথা করেন গমন ॥ ৩৮৩
তুমি বিনে এখানেতে তাঁহারে আনিতে।
আর কারো শক্তি নাহি আছে ত্রিলোকীতে ॥
অতএব উদযোগ করিয়া আনি তাঁ[illegible]।
রাবণে বধিয়া লয়্যা চলহ আমারে ॥ [illegible]
তাহাতেও না করিবে বিলম্ব বিস্তর।
না রহিবে প্রাণ মোর একমাস-পর ॥ ৩৮৬
যেমন রূপেতে [illegible] আমিহ এখানে।
সে সকল শুনিবে শ্রীমারুতির স্থানে ॥ ৩৮৭

এতেক লক্ষ্মণে কহি কন্য তার পরে।
বিনয় করিয়া প্রভু-মিত্র কপীশ্বরে ॥ ৩৮৮
বলবান্ বহু সৈন্য সঙ্গে করি আনি।
উদ্ধার করেন যেন মিতা এই প্রাণী ॥ ৩৮৯
এইত কহিলুঁ তাঁর সন্দেশ-বচন।
করহ উচিত তাহা যাহে হয় মন ॥ ৩৯০
শুনিয়া সীতার কথা মারুতির মুখে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মগ্ন হল্যা মহা দুখে ॥ ৩৯১
দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন ঘনেঘন।
অশ্রুজলে ঢর ঢর হইল নয়ন ॥ ৩৯২
তবে রামচন্দ্র পুন গদগদ স্বরে।
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন পবন কোঁয়রে ॥ ৩৯৩
বাপধন কহ কহ অপর কাহিনী।
সেখানে কিরূপে আছে জনকনন্দিনী ॥ ৩৯৪
পূর্ব্বেতে কহিয়াছিলে তুমি যে কিঞ্চিত।
শোকাবেশে ভুলিযাছে তাহা মোর চিত ॥৩৯৫
প্রভুর বচন শুনি পবননন্দন।
কহেন গদ্‌গদ কণ্ঠে সজল নয়ন ॥ ৩৯৬
প্রভু তাঁর যেন দশা কৈলুঁ নিরীক্ষণ।
কার সাধ্য করিবারে তাহার বর্ণন ॥ ৩৯৭
পাষাণ সমান যদি কভু হিয়া হয়।
সহস্রবদন তবে কিঞ্চিৎ পারয় ॥ ৩৯৮
দেখিলুঁ শিংশপা-মূলে জনকনন্দিনী।
তোমার বিরহে প্রভু অত্যন্ত দুখিনী ॥ ৩৯৯
হয়্যাছে সোণার অঙ্গ দুঃখে কান্তিহীন।
তাহে পুন ধূলী লাগি অত্যন্ত মলিন ॥ ৪০০
অঙ্গের কৃশতা দেখি করি অনুমান।
শুক্ল-প্রতিপদ্-শশী তাঁর উপমান ॥ ৪০১
অপর কি কব সেই অঙ্গুরী তোমার।
পরিতে হইল বাহু-বলয় তাঁহার ॥ ৪০২
কোন অঙ্গে নাহি তাঁর কিছু আভরণ।
পরিধান একমাত্র মলিন বসন ॥ ৪০৩
কোমল শয্যাতে যাঁর ব্যথে কলেবর।
শুতিয়া থাকেন তিঁহ ভূমির উপর ॥ ৪০৪
বামহস্ত-উপরিতে কপোল রাখিয়া।
লিখেন ধরণীতল নখেতে করিয়া ॥ ৪০৫
তেমন চাঁচর কেশে বেণী একমাত্র।
দেখিয়া না হয় কোন্ প্রাণী দুঃখ-পাত্র ॥ ৪০৬

প্রভাতের শশী হেন পাণ্ডু কলেবর ।
নয়নেতে অশ্রুজল বহে নিরন্তর ॥ ৪০৭
হা হা নাথ হা দেবর লক্ষ্মণ বলিয়া ।
নিশ্বাস ছাড়েন দীর্ঘ থাকিয়া থাকিয়া ॥ ৪০৮
কভু নাহি হয় নেত্রে নিদ্রা আকর্ষণ ।
উদ্বেগেতে ক্ষণকাল স্থির নহে মন ॥ ৪০৯
তাহে দুষ্ট রাবণের ভয়েতে বিকল ।
তর্জ্জন করয়ে পুন রাক্ষসী সকল ॥ ৪১০
নিদ্রাগত হল্য যবে সেই চেড়ীগণ ।
দেখিলুঁ অদ্ভুত ভাব তাঁহার তখন ॥ ৪১১
ক্ষণে স্তম্ভ ক্ষণে স্বেদ রোমাঞ্চিত ক্ষণে ।
ক্ষণে কম্প ক্ষণে অশ্রু গলয়ে নয়নে ॥ ৪১২
নির্ব্বেদে করেন কভু নিজের নিন্দন ।
কখনো বিষাদে শুষ্ক কমলবদন ॥ ৪১৩
কখনো উন্মাদাবেশে অট্ট অট্ট হাস ।
কখনো প্রলাপ ব্যর্থ চেষ্টা পরকাশ ॥ ৪১৪
কহিলা যে কিছু তিঁহ পরে বিলপন ।
সাধ্য নহে তাহা মোর করিতে বর্ণন ॥ ৪১৫
করিছিলা আর এক যে কর্ম্ম উদাম ।
মো সবার ভাগ্যে তাহা হল্য উপশম ॥ ৪১৬
এইত কহিলুঁ দশা জানকী মাতার ।
করহ যে কোনরূপে তাঁহার উদ্ধার ॥ ৪১৭
দেখিয়া তাহার দুঃখ হেন হয় মন ।
বিলম্ব করিতে যোগ্য নহে এক ক্ষণ ॥ ৪১৮
আমিহই রাবণেরে করি সংহারণ ।
করিতাম জানকীরে এথা আনয়ন ॥ ৪১৯
কিন্তু তব আজ্ঞা নাহি ছিল একরণে ।
আনিতে নারিলুঁ তাঁরে বধিয়া রাবণে ॥ ৪২০
করহ আপুনি কিন্তু হেন আয়োজন ।
শীঘ্র যাহে হয় তাঁর সে দুঃখ মোচন ॥ ৪২১
এতেক সীতার দশা করিয়া শ্রবণ ।
ক্রন্দন করেন তবে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৪২২
হা হা প্রিয়ে শ্রীজনক-নরেন্দ্র-নন্দিনি ।
সহিতেছ তুমি কত ব্যথা একাকিনী ॥ ৪২৩
একে মোর বিরহ তাতে রাক্ষসী-তর্জ্জন ।
সহিতেছ কিরূপে শুনিয়া কান্দে মন ॥ ৩২৪
হেন দিন হবে কিবা ভাগ্যেতে আমার ।
রাবণে বধিয়া মুখ দেখিব তোমার ॥ ৪২৫

এত বলি ক্রন্দন করেন রঘুবর ।
সান্ত্বনা করিলা তাঁরে পবন-কোঙর ॥ ৪২৬
তবে প্রভু জিজ্ঞাসেন সমীর-কুমারে ।
আর এক কথা বাছা কহ রে আমারে ॥ ৪২৭
শুনিলাম যেন তার বিরহ-বেদন ।
ইথে বড় সশঙ্কিত হল্য মোর মন ॥ ৪২৮
কহ কহ কহ তারে সান্ত্বনা করিয়া ।
আসিয়াছ কি না তাহা কহ বিবরিয়া ॥ ৪২৯
এতেক প্রভুর বাণী করিয়া শ্রবণ ।
কহিছেন তাঁর প্রতি পবননন্দন ॥ ৪৩০
না কর ভাবনা প্রভু না কর ভাবনা ।
করি আসিয়াছি তাঁরে অনেক সান্ত্বনা ॥ ৪৩১
প্রভুরে সন্দেশ কহি জানকী যখন ।
ক্রন্দন করেন আমি কহিলুঁ তখন ॥ ৪৩২
মাতা কেন এতেক বৈকল্য কর আর ।
গিয়াছে বলিয়া জান দুঃখ আপনার ॥ ৪৩৩
আমি যাবামাত্র প্রভু আসিবা এখানে ।
বধিবেন সবান্ধবে রাবণেরে প্রাণে ॥ ৪৩৪
যাঁর এক বাণে বালী তেজিল জীবন ।
তাঁর সঙ্গে করিতে পারিবে কেবা রণ ॥ ৪৩৫
তাহে পুন আল্যে তিঁহ লক্ষ্মণ-সহিতে ।
কার সাধ্য ত্রিভুবনে সাক্ষাৎ হইতে ॥ ৪৩৬
রাবণের সৈন্য দেখি না করিবে ভয় ।
রাম-সৈন্য-আগে এহ অতি অল্প হয় ॥ ৪৩৭
সসৈন্যে আসিবে বীর যেন বলবান্ ।
তার আগে নিশাচর মশক-সমান ॥ ৪৩৮
সে সব বীরের কথা রহুক অন্তরে ।
একা আমি বধিব এ সব নিশাচরে ॥ ৪৩৯
সে বিষয়ে আপুনিহ কোনহ প্রকারে ।
কিছু চিন্তা না করিবে মানস-মাঝারে ॥ ৪৪০
এক মাসে আনিতে না পারি যদি রাম ।
তবে বৃথা ধরি রামদাস বলি নাম ॥ ৪৪১
সবান্ধবে বধ করি দুষ্ট দশাননে ।
সত্য সত্য মিলাইব তোঁহে রাম-সনে ॥ ৪৪২
এইত প্রতিজ্ঞা করি আসিয়াছি আমি ।
করহ এখন যাহা হয় রঘুস্বামি ॥ ৪৪৩
ভকতবৎসল তোঁহে কহে সর্ব্বজন ।
কর তুমি ভকতের প্রতিজ্ঞা রক্ষণ ॥ ৪৪৪

এক্ষণ করহ যাহে সুখ হয় তাঁর ।
ও-চরণে নিবেদিব অধিক কি আর ॥ ৪৪৫
এত শুনি রঘুমণি আনন্দিত-মন ।
কহিছেন সুগ্রীবেরে মধুর বচন ॥ ৪৪৬
মিত্র হে বানররাজ, করিলেক যেই কাজ,
বায়ুপুত্র মহাগুণবান্ ।
একক বদনে তাহা, কভু নাহি যায় কহা,
দূরে রহু বিশেষ বাখান ॥ ৪৪৭
পক্ষিরাজ সমীরণ, বিনা আর হেন জন,
নাহি দেখি এ তিন ভুবনে ।
এক লম্ফে হয় পার, এ দুর্গম পারাবার,
হেন কেবা মারুতি বিহনে ॥ ৪৪৮
দেবতা দানব নর, সিদ্ধ নাগ বিদ্যাধর,
প্রবেশিতে যেখানে না পারে ।
হেন লঙ্কাপুরে গেলা, জানকীরে সম্ভাষিয়া,
নিশাচরী-সমূহ-মাঝারে ॥ ৪৪৯
জানকীর বার্ত্তা আনি, রাখিলা আমার প্রাণী,
জীয়াইলা প্রাণের লক্ষ্মণ ।
রাখিলেক রঘুবংশ, সব দুঃখ কৈলা ধ্বংস,
আনন্দিত কৈল তব মন ॥ ৪৫০
যাবত সাগর সাত, নিশাকর যম-তাত,
থাকিবেক অষ্ট কুলাচল ।
ততদিন ত্রিভুবনে, এই কীর্ত্তি সব স্থানে,
থাকিবেক অত্যন্ত উজ্জ্বল ॥ ৪৫১
হইল অপার সুখ, এক মাত্র ইথে দুখ,
হইতেছে বড় মোর মনে ।
এ কর্ম্ম উচিত মতে, না পারিলুঁ কিছু দিতে,
ধিক্ ধিক্ এ রঘুনন্দনে ॥ ৪৫২
এত কহি রঘুবর সজল নয়ন ।
মারুতিরে নিকটে ডাকিয়া কিছু কন ॥ ৪৫৩
যে হিত করিলে মোর তুমি বাপধন ।
শক্তি নাহি মোর ইহা করিতে শোধন ॥ ৪৫৪
যদি কভু বিধি মনোরথ পূর্ণ করে ।
পরিশোধ করিব তোমায় নানা বরে ॥ ৪৫৫
এক্ষণেতো এক মাত্র করহ গ্রহণ ।
সর্ব্বস্ব আমার এই প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ৪৫৬

তাহা শুনি কৃতাঞ্জলি হইয়া মারুতি ।
নিবেদন করিছেন করিয়া কাকুতি ॥ ৪৫৭
প্রভু আমি করিলাম কি কার্য্য-সাধন ।
হইব যাহাতে হেন প্রসাদভাজন ॥ ৪৫৮
পারি নাই রাবণের শির আনিবারে ।
পারি নাই বিনাশিতে তাহার লঙ্কারে ॥ ৪৫৯
পারি নাই পান করি সাগর শোষিতে ।
এ প্রসাদভাজন হইব কি যুক্তিতে ॥ ৪৬০
যদি বল অবশ্যই কিছু দিতে হবে ।
অভয় চরণ দেও মোর শিরে তবে ॥ ৪৬১
এত শুনি শ্রীবাহুযুগল পসারিয়া ।
বায়ুপুত্রে কোলে নিলা প্রভু আকর্ষিয়া ॥ ৪৬২
তাহা দেখি অম্বরে থাকিয়া দেবগণ ।
মারুতি-উপরি করে কুসুম বর্ষণ ॥ ৪৬৩
বিস্মিত হইয়া তারা করে প্রশংসন ।
একি একি চমৎকার কর দরশন ॥ ৪৬৪
যে প্রসাদপাত্র নহে সুরমুনিগণ ।
যে প্রসাদপাত্র নহে কমল-আসন ॥ ৪৬৫
অন্য কি কহিব যাহা না পায় শঙ্কর ।
হেন আলিঙ্গন পাল্য পবন-কোঙর ॥ ৪৬৬
এখানেতে যাবত ভল্লুক কপিগণ ।
পরস্পর কহে সবে আনন্দিত-মন ॥ ৪৬৭
একি চমৎকার ভাই একি চমৎকার ।
দয়াল ঠাকুর হেন না দেখিয়ে আর ॥ ৪৬৮
যদি এহ করুণা করেন মো সবারে ।
তবে আর কিবা ভয় এ ঠ য়ে সংসারে ॥ ৪৬৯
অতএব মোরা সবে করি প্রাণপণ ।
করিব শ্রীরামচন্দ্র-কার্য্যের সাধন ॥ ৪৭০
এত কহি জয় জয় শব্দ উচ্চারিয়া ।
নাচে সব কপিগণ আনন্দে মাতিয়া ॥ ৪৭১
রামচন্দ্র মারুতিরে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া ।
নানা আশীর্ব্বাদ কৈলা শিরে হাত দিয়া ॥ ৪৭২
তবে দণ্ডবৎ হয়্যা পবনকোঙর ।
পড়িলেন শ্রীরামের চরণ-উপর ॥ ৪৭৩
পুনঃপুন প্রণাম করিয়া বহুতর ।
উঠিয়া বসিয়া তবে হয়্যা জোর কর ॥ ৪৭৪
এইরূপে সীতা-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ ।
সকলে হইলা অতি আনন্দিতমন ॥ ৪৭৫

ত্রিলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪৭৬

ইতি শ্রীরামরসায়নে সুন্দরকাণ্ডলীলাকথা-
বর্ণনে হনূমৎপ্রত্যাগমনো নাম
অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

বানরসৈন্যসহ শ্রীরামের সমুদ্রতীরে বাস।

যো মোদয়িষ্যন্ গৃহিণীং কুমুদ্বতীং,
বিনাশয়িষ্যংস্তিমিরাণি নৈর্ঋতান্।
কীশর্ক্ষযুক্তোঽহ্ধিসমীপকং যযৌ,
স রামচন্দ্রো হৃদি মেঽভ্যুদীয়তাম্ ॥ ১

মারুতির বাণী শুনি চিন্তিত-অন্তর।
সুগ্রীবের প্রতি কহিছেন রঘুবর ॥ ২
মিত্র জানকীর বার্ত্তা মারুতি আনিল।
তথাপি উৎসাহ মোর ইথে না হইল ॥ ৩
শুনিলাম শতেক যোজন সিন্ধু-মাঝে।
রাবণের সেই লঙ্কা নগর বিরাজে ॥ ৪
কিরূপে সেখানে যাবে সব কপিগণ।
কিরূপে বা মোরা সেথা করিব গমন ॥ ৫
ইথে এই বোধ মোর অন্তরেতে হয়।
জানকীর উদ্ধার হইতে না পারয় ॥ ৬
এত কহি অত্যন্ত কাতর রঘুবীর।
সান্ত্বনা করেন তাঁরে সুগ্রীব সুধীর ॥ ৭
একি কর একি কর প্রভু রঘুবর।
অকারণ শোকে কেন হইছ কাতর ॥ ৮
সীতাবার্ত্তা পাই জানি রাবণের ঘর।
আর কেন হও তুমি বিহ্বল অন্তর ॥ ৯
তোমা হেন লোক যদি নিরর্থ কান্দিবে।
তবে আর লোকে পুরুষার্থ কে করিবে ॥ ১০
অতএব শোক ত্যাগ করিয়া এক্ষণ।
কর নিজ গৃহিণী-উদ্ধারে আয়োজন ॥ ১১
তুমি শূর বলবান অস্ত্রে বিচক্ষণ।
তোমার অগ্রেতে আছে কিবা অঘটন ॥ ১২
ত্রিভুবনে হেন জন না দেখি নয়নে।
তোমার অগ্রেতে স্থির হয় যেই রণে ॥ ১৩
তাহে নিজ সম এই অনুজ লক্ষ্মণ।
আর মহাবল এই সব কপিগণ ॥ ১৪
এ সকল সঙ্গে করি তুমি যাবে যবে।
সবংশে রাবণ-নাশ অবহেলে হবে ॥ ১৫
সাগর লাগিয়া করিতেছ যে চিন্তন।
তাহা আমি কভু নাহি করিয়ে গণন ॥ ১৬
তোমার সঙ্গেতে যাবে যে সকল ভৃত্য।
ইহাদের অসাধ্য আছয়ে কিবা কৃত্য ॥ ১৭
যদি এই সব কপিগণ ইচ্ছা করে।
তবে পূরাইতে পারে সকল সাগরে ॥ ১৮
অতএব সব চিন্তা করিয়া বর্জ্জন।
জয় হইয়াছে শক্র বলি কর মন ॥ ১৯
সুগ্রীব বচন শুনি মন করি স্থির।
কহেন মারুতি প্রতি প্রভু রঘুবীর ॥ ২০
বায়ুপুত্র যে কহিলা মিতা কপিবর।
এ সকল নাহি হয় অসম্ভব-পর ॥ ২১
দেখিতেছি তোমাদের যেমত বিক্রম।
করিতে পারহ তোরা সাগরে সংক্রম ॥ ২২
আমিহও নিজে যদি করি আয়োজন।
সেবাতে করিতে পারি সাগরে তোষণ ॥ ২৩
যদি তাহে করেন অবজ্ঞা আচরণ।
করিতে পারিব শরে তাহার শোষণ ॥ ২৪
যে হউক কোনমতে হব সিন্ধু পার।
কিন্তু কহ শুনি কিবা লঙ্কার আকার ॥ ২৫
কেমন তাহার গড় দ্বারেতে কবাট।
দ্বারেতে রক্ষক কত কি প্রকার বাট ॥ ২৬
রাবণের সৈন্য কত কতেক বাহন।
কিরূপ ঐশ্বর্য্য তার কত বন্ধুজন ॥ ২৭
সেনা সব অনুগত তাহাতে কেমন।
এই সব কহ তুমি করি বিবরণ ॥ ২৮
শ্রীরামের কথা শুনি পবননন্দন।
করিতে লাগিল লঙ্কা-স্বরূপ-বর্ণন ॥ ২৯

প্রভু দেখিলাম দ্বীপ সিন্ধু চারিভিত।
নানা গিরি নদ-নদী-কানন শোভিত ॥ ৩০
তার মধ্যে এক গিরি ত্রিকূট আখ্যান।
তার মহাশৃঙ্গে হয় লঙ্কাপুরীখান ॥ ৩১
এক শত যোজন দীর্ঘতা দেখি তার।
ত্রিংশৎ যোজন হয় তাহার বিস্তার ॥ ৩২
বাহিরেতে গড়খাত অত্যন্ত গভীর।
তাহে কত ভয়ঙ্কর মকর কুম্ভীর ॥ ৩৩
যদি শত্রুপক্ষ লোক সন্তরিয়া যায়।
তবে সেই কুম্ভীরেতে ধরি ধরি খায় ॥ ৩৪
খাতের কূলেতে অতি ঘোরতর বন।
তাহে নানা জাতি পশু আর পক্ষিগণ ॥ ৩৫
তার প্রান্তে বিকট মুরুচা লোহময়।
লঙ্ঘিতে না পারে পাখী দেখি হয় ভয় ৩৬
চারিদিগে চারিদ্বার অতি মনোহর।
লৌহের কবাট তাহে অতি দৃঢতর ॥ ৩৭
সেই চারি দ্বার আগে পরিখা উপর।
চারি সাঁকো গতাগতি করিতে সুন্দর ॥ ৩৮
সেই সাঁকো করিয়াছে যন্ত্রে বিরচন।
শত্রুলোক গেলে হয় সলিলে মগন ॥ ৩৯
লৌহের প্রাচীর পরে কতদূরে আর।
পাষাণ প্রাচীর আছে বেড়ি চারি ধার ॥ ৪০
তেনই পিতল কাঁসা তাম্র রৌপ্য স্বর্ণ।
পঞ্চপ্রস্থে ক্রমে পাঁচ প্রাচীর সম্বর্ণ ॥ ৪১
এইরূপে সাত খণ্ড সে লঙ্কানগর।
তাহে স্বর্ণ-মণি-বিরচিত সব ঘর ॥ ৪২
দিব্য দিব্য সরোবর দিব্য উপবন।
তাহার বর্ণন করি কিবা প্রয়োজন ॥ ৪৩
এখন করিব তার সৈন্য নিরূপণ।
মন দিয়া তাহা প্রভু করহ শ্রবণ ॥ ৪৪
পশ্চিম দ্বারেতে আছে যুদ্ধে অনলস।
খড়্গ-চর্ম্মধর দশ-সহস্র রাক্ষস ॥ ৪৫
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে লক্ষ নিশাচর।
গজেতে চড়িয়া তারা করয়ে সমর ॥ ৪৬
পূর্ব্ব দ্বারে আছে সব অস্ত্র-শস্ত্রে দক্ষ।
মহাঘোরতর নিশাচর দশ লক্ষ ॥ ৪৭
উত্তর দ্বারেতে আছে রথী মহাবল।
এক কোটি নিশাচর সমরে কুশল ॥ ৪৮
নগরের মধ্যে আছে মহাবলধর।
রণেতে পণ্ডিত এক কোটি নিশাচর ॥ ৪৯
আর সব স্থানে যত আছে সৈন্য তার।
পারি নাই আমি তাহা করিতে নির্দ্ধার ॥ ৫০
এক মাত্র সীতা-মুখে করাছি শ্রবণ।
সেনার নির্ণয় তাহা করি নিবেদন ॥ ৫১
ত্রিশকোটি বত্রিশ সহস্র নিশাচর।
তাহার দ্বিগুণ হয় পিশাচ প্রখর ॥ ৫২
ইহাদেব প্রত্যেকের আছে অনুচর।
দশ শত করি যারা রণে অগ্রসব ॥ ৫৩
তারা সবে শূর যোদ্ধা নানা অস্ত্রধর।
ইহা ছাড়া বাল বৃদ্ধ আছে বহুতর ॥ ৫৪
তারা সবে রাবণের অতি অনুগত।
তার কার্য্যে জীবন তেজিতে সমুদ্যত ॥ ৫৫
রথ গজ অশ্ব খর উষ্ট্রাদি বাহন।
যত আছে তাহা নাহি হবে নিরূপণ ॥ ৫৬
স্থানে স্থানে আছে নানাজাতি যন্ত্রততি।
উপদ্রব করে তারা শত্রুপক্ষ প্রতি ॥ ৫৭
এইরূপে অত্যন্ত দুর্গম সেই লঙ্কা।
প্রবেশিতে সেখানে দেবতা করে শঙ্কা ॥ ৫৮
রাবণ-ঐশ্বর্য্য দেখি হেন হয় মতি।
হইবার যোগ্য সেহ ত্রিলোকীর পতি ॥ ৫৯
যদি না হইত সেহ পাপেতে নিযুক্ত।
তবে ইন্দ্র-পদে বসিবারে উপযুক্ত ॥ ৬০
তাহার ঐশ্বর্য্য দেখি হেন হয় মন।
প্রভুর উচিত শত্রু বটে দশানন ॥ ৬১
করিলে তাহারে জয় এ তিন ভুবনে।
গাইবে প্রভুর যশ সদা সব জনে ॥ ৬২
ইহাতেও কিছুমাত্র নাহি অসম্ভব।
প্রভু যাবামাত্র হবে তার পরাভব ॥ ৬৩
তাহেও না হবে শ্রম প্রভুর প্রচুর।
ভৃত্যগণ হইতেই শত্রু হবে দূর ॥ ৬৪
সুগ্রীব অঙ্গদ জাম্ববান্ নীল নল।
দ্বিবিদ পনস মৈন্দ গয় মহাবল ॥ ৬৫
এই কয় জন মাত্র করিলে গমন।
অনায়াসে জয় করিবেন দশানন ॥ ৬৬
ইহাদেরো অতিশয় না হইবে ক্লেশ।
এই ভৃত্য হইতেই কার্য্য হবে শেষ ॥ ৬৭

কহিলাম রাবণের সেনা যে পর্য্যন্ত ।
বধি আসিয়াছি তার চতুর্থাংশ অন্ত ॥ ৬৮ *
ভাঙ্গিয়াছি অট্টালিকা প্রাচীর তোরণ ।
ভস্ম করিয়াছি পুরী লাগায়্যা দহন ॥ ৬৯
যেই মাত্র এই কথা মারুতি কহিলা ।
শুনিয়া বানরবৃন্দ বিস্ময় পাইলা ॥ ৭০
পুলকিত হইল সবার সব কায় ।
নেত্র পসারিয়া মারুতির পানে চায় ॥ ৭১
রামচন্দ্র সবিস্ময় আনন্দে মগন ।
আপনার মিতা প্রতি কহেন বচন ॥ ৭২
মিতা মিতা একি কহে পবনকুমার ।
সুধারসে সিঞ্চিলেক শরীর আমার ॥ ৭৩
এমত বিক্রম যদি ইহার নহিবে ।
এমত অসাধ্য কর্ম্ম কিরূপে সাধিবে ॥ ৭৪
এত কহি মারুতিরে কন পুনর্ব্বার ।
কহ কহ বাছা ইহা করিয়া বিস্তার ॥ ৭৫
কহ কহ একাকী তুমিহ কি প্রকারে ।
বধিয়াছ চতুর্থাংশ রাবণ-সেনারে ॥ ৭৬
কেমনে ভাঙ্গিলে পুরী দহিলে কেমনে ।
কহ কহ বড় ইচ্ছা হইল শ্রবণে ॥ ৭৭
প্রভুর বচন শুনি করি যোড় কর ।
কহিবারে আরম্ভিলা পবনকোঙর ॥ ৭৮
প্রভু জানকীর আগে বিদায় হইয়া ।
ভাবিলাম আমি কিছু দূরেতে আসিয়া ॥ ৭৯
এক কর্ম্মে যেই ভৃত্য হইয়া প্রেরিত ।
দুই কর্ম্ম করে তারে স্বামী হয় প্রীত ॥ ৮০
অতএব রাবণের এই দিব্য বন ।
আপন বিক্রমে আমি করিব ভঞ্জন ॥ ৮১
তবে বহু সৈন্য পাঠাইবে দশানন ।
তাহা মারি প্রভু কাছে করিব গমন ॥ ৮২
এত ভাবি সেই দিব্য অশোক কানন ।
করিলাম সমূলেতে আমিহ ভঞ্জন ॥ ৮৩
তাহা শুনি আমারে ধরিতে লঙ্কেশ্বর ।
পাঠাইলা অশীতি-সহস্র নিশাচর ॥ ৮৪
তাহাদিগে পাঠাইনু আমি যমালয়ে ।
বনপাল আরো বহু রাক্ষসসঞ্চয়ে ॥ ৮৫
জম্বুমালী আর মন্ত্রি-পুত্র সাতজন ।
পরে পঞ্চ সেনাপতি কৈল আগমন ॥ ৮৬
অনেক পদাতি গজ ঘোটক সহিত ।
তাহারাও গেল যমভবনে ত্বরিত ॥ ৮৭
পরেতে আইল রাজপুত্র অক্ষ নাম ।
তাহারেও পাঠাইনু শমনের ধাম ॥ ৮৮
পরে আল্য ইন্দ্রজিৎ রাবণনন্দন ।
মহাবল পরাক্রম যুদ্ধে বিচক্ষণ ॥ ৮৯
মারিলাম তার আমি সব সেনাগণ ।
সেই মোরে ব্রহ্ম-অস্ত্রে করিল বন্ধন ॥ ৯০
সে বন্ধন-চ্ছেদ-শক্তি আছিল আমার ॥
রাবণেরে সম্ভাষিতে করিনু স্বীকার ॥ ৯১
তবে তারা রজ্জু দিয়া বান্ধিল আমারে ।
সবে মিলি লয়্যা গেল সভার মাঝারে ॥ ৯২
দশানন মোরে দেখি কৈল জিজ্ঞাসন ।
কে বট তুমিহ কেন ভাঙ্গিলে কানন ॥ ৯৩
আমিহ সকল কথা কহিলাম তারে ।
শেষে কহিলাম সীতা ফিরিয়া দিবারে ॥ ৯৪
তাহা শুনি অতিশয় ক্রোধযুক্ত-মন ।
মোরে কাটিবারে আজ্ঞা দিল দশানন ॥ ৯৫
শুনি তাহা তাহার কনিষ্ঠ বিভীষণ ।
নানা মতে বুঝাইয়া করিল বারণ ॥ ৯৬
পুন দশানন আজ্ঞা দিল ভৃত্যগণে ।
মোর পুচ্ছ পোড়াবারে লাগায়্যা দহনে ॥ ৯৭
পরে নিশাচরগণ পুরাণ বসন ।
পুচ্ছে বেড়াইয়া ঘৃত করিল অর্পণ ॥৯৮
তাহাতে অনল দিয়া বাদ্য ভাণ্ড করি ।
ফিরাইতে লাগিল আমারে সে নগরী ॥ ৯৯
জানকীর অনুগ্রহে সেই ত অনল ।
হইলেন মোর প্রতি অত্যন্ত শীতল ॥ ১০০
তবে আমি ক্ষুদ্র হয়্যা ঘুচায়্যা বন্ধন ।
সেই ত অনলে কৈনু লঙ্কারে দাহন ॥ ১০১
তাহাতে পুড়িল বহু কোটি নিশাচর ।
রথ গজ ঘোড়া আর যাবদীয় ঘর ॥ ১০২
পুন আমি জানকীরে করিয়া প্রণাম ।
এই ত প্রভুর সন্নিধানে আইলাম ॥ ১০৩

* তথাচ অধ্যাত্মরামায়ণে,—
"দশাননবলৌঘস্য চতুর্থাংশো হতো ময়া" ইতি

এ ক্ষণে কহ প্রভু হেন আয়োজন।
যাহে শীঘ্র জানকীর হয় উদ্ধারণ ॥ ১০৪
তাহাতেও বিলম্ব করিতে যোগ্য নয়।
শীঘ্র যাত্রা কর এই মোর মনে হয় ॥ ১০৫
অতএব নির্ণয় করিয়া শুভক্ষণ।
সেনাগণে সাজিবারে কর আজ্ঞাপন ॥ ১০৬
মারুতির কথা শুনি শ্রীরঘুনন্দন।
করিছেন নিজমুখে তাঁরে প্রশংসন ॥ ১০৭
বায়ুপুত্র তুমি কর্ম্ম করিয়াছ যাহা।
এক মুখে কিবা আমি প্রশংসিব তাহা ॥ ১০৮
যদি বিধি দেয় মোরে সহস্র বদন।
তবে তব যশ গাই এই হয় মন ॥ ১০৯
এক কর্ম্ম অবিলঙ্ঘ্য-সাগর-লঙ্ঘন।
দ্বিতীয় রাবণপুরে সীতা অন্বেষণ ॥ ১১০
তৃতীয় রাবণপুত্র অক্ষের মারণ।
চতুর্থ রাবণ-অগ্রে লঙ্কার দাহন ॥ ১১১
এই চারি কর্ম্ম যেই করয়ে সাধন।
তোমা বিনে হেন আর না হয় দর্শন ॥ ১১২
হয়্যাছে যাবৎ কবি আর যে হইবে।
এইত তোমার যশ তাহারা গাইবে ॥ ১১৩
প্রভুমুখে এত স্তুতি শুনিয়া মারুতি।
বিনম্র-বদনে কন করিয়া কাকুতি ॥ ১১৪
একি প্রভু অতি ক্ষুদ্র ভৃত্য যেই জন।
যোগ্য নহে করিতে তাহার প্রশংসন ॥ ১১৫
তাহে আমি আপন বিক্রমে কোন্ কাজ।
সাধিলাম যাহে স্তুতি কর রঘুরাজ ॥ ১১৬
লঙ্ঘিলাম একশ-যোজন পারাবার।
কিন্তু তাহে না জানিলুঁ শ্রম আপনার ॥ ১১৭
তাহে অনুমানি মনে করিলুঁ নিশ্চয়।
এ কেবল তোমার কৃপার বল হয় ॥ ১১৮
যার নাম গাই লোক যায় ভব-পারে।
তাহার দূতের সিন্ধু কি করিতে পারে ॥ ১১৯
রাবণের অন্তঃপুরে যে কৈলুঁ ভ্রমণ।
ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ নাহি করে মন ॥ ১২০
প্রবেশিতে পারে যেই পরের বুদ্ধিরে।
তাহার দূতের কিবা অগম্য বাহিরে ॥ ১২১
লঙ্কার দাহন নাহি হয় মোর কাজ।
তোমারো সে নাহি হয় রঘুবংশরাজ ॥ ১২২
সীতার নিশ্বাসবায়ু আর কোপানল।
এই দুই জনে লঙ্কা দহিল সকল ॥ ১২৩
করিয়াছি বটে বহু রাক্ষস-বিনাশ।
কিন্তু না জানিলুঁ কিছু তাহাতে আয়াস ॥ ১২৪
ইথে এই নিশ্চয় হইল মোর বোধে।
মরিয়াছে তারা সব জানকীর ক্রোধে ॥ ১২৫
অতএব আর যে আছয়ে অবশেষ।
তাহাদিগে বধিতেও না হইবে ক্লেশ ॥ ১২৬
মরি আছে তারা তাঁর কোপাগ্নি-জ্বালায়।
হেতু মাত্র হও প্রভু আপনি তাহায় ॥ ১২৭
পবন-পুত্রের মুখে মধুর বচন।
শুনিয়া সুখিত হল্যা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১২৮
ক্ষণেক ভাবিয়া তবে নিশ্চয় করিয়া।
কহিছেন আপন মিতারে সম্বোধিয়া ॥ ১২৯
মিত্রবর দেখিলুঁ করিয়া বিবেচন।
যাত্রা করিবারে বড় যোগ্য এইক্ষণ ॥ ১৩০
আজি হয় উত্তরফল্গুনী শুভকর।
সাধকাখ্য তারকা তৃতীয় শশধর ॥ ১৩১
তাহাতে হয়্যাছে দিন দ্বিতীয় প্রহর।
উপস্থিত বিজয়-মুহূর্ত্ত শুভঙ্কর ॥ ১৩২
নাচিছে দক্ষিণ বাহু দক্ষিণ নয়ন।
হইতেছে অধিক প্রসন্ন মোর মন ॥ ১৩৩
অতএব এইক্ষণে করিব প্রস্থান।
আজ্ঞা কর সেনাগণে করিতে পয়াণ ॥ ১৩৪
অগ্রেতে প্রস্থান করু নীল সেনাপতি।
সঙ্গেতে লইয়া শাখামৃগ-ভল্লততি ॥ ১৩৫
দিব্য ফল মূল জল যে পথে আছয়ে।
সেই পথে লইয়া যাইবে সেনাচয়ে ॥ ১৩৬
অত্যন্ত দুরাত্মা হয় রাক্ষস সকল।
দূষণ করিবে তারা ফল মূল জল ॥ ১৩৭
হইতে হইবে তাঁহে বড় সাবধান।
বিবেচনা করিয়া করিবে অন্ন পান ॥ ১৩৮
পথ-মাঝে আছে যত গোপনীয় স্থান।
সে সকলে সাবধানে করিবে পয়াণ ॥ ১৩৯
কি জানি লুকায়্যা থাকি শত্রুপক্ষজন।
পথ মাঝে করে মো-সবারে বিড়ম্বন ॥ ১৪০
গবয় গবাক্ষ গয় এই তিন জন।
সেনা-সকলের অগ্রে করুক গমন ॥ ১৪১

ঋষভ বানর আর বীর শতবলি।
সেনার দক্ষিণে যাকু হয়্যা কুতূহলী ॥ ১৪২
শ্রীকেশরী আর এই শ্রীগন্ধমাদন।
বাম দিক্ রক্ষা করি করুক গমন ॥ ১৪৩
মধ্যে তুমি আমি আর ভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মণ।
তিন জন যাব সেনা করিয়া রক্ষণ ॥ ১৪৪
ঋক্ষরাজ শ্রীসুষেণ আর জাম্ববান।
সেনার পশ্চাতে তিনে করুন পয়াণ ॥ ১৪৫
কিছু সেনা এখানেতে করু অবস্থান।
রক্ষণ করিতে এথাকার সব স্থান ॥ ১৪৬
শুনি বাণী আনন্দিত হয়্যা কপিপতি।
কহিতে লাগিলা সব সেনাপতি প্রতি ॥ ১৪৭
শুন শুন যাবদীয় প্রধান বানর।
সাজহ সকলে সঙ্গে লয়্যা অনুচর ॥ ১৪৮
হইয়াছে উপস্থিত অতি শুভক্ষণ।
করহ সকলে রাম-কার্য্যেতে গমন ॥ ১৪৯
কপিরাজ-মুখে শুনি এতেক বচন।
উঠিল যে আজ্ঞা বলি সব কপিগণ ॥ ১৫০
প্রণাম করিয়া তারা শ্রীরাম-চরণে।
সাজাইতে গেলা নিজ নিজ সেনাগণে ॥ ১৫১
এখানেতে শুভক্ষণ জানি রঘুপতি।
লক্ষ্মণের প্রতি কহিছেন এ ভারতী ॥ ১৫২
উঠ উঠ ভ্রাতৃবর করহ সাজন।
মোর সব অস্ত্রশস্ত্র কর আনয়ন ॥ ১৫৩
যত্ন করি নাও জানকীর চূড়ামণি।
উদ্দেশ-সময়ে দেখি জুড়াব আপনি ॥ ১৫৪
তবে শ্রীলক্ষ্মণ গুহা-ভিতর হইতে।
অস্ত্র শস্ত্র আনি দিলা রাম-সন্নিধিতে ॥ ১৫৪
সব লইয়া প্রভু করিলা সাজন।
শ্রীলক্ষ্মণ সাজিয়া করিলা আগমন ॥ ১৫৬
হেন কালে শুক্রপুষ্পে করিয়া গ্রন্থন।
আনিলেন দুই মালা পবননন্দন ॥ ১৫৭
তাহা দেখি দয়ার সাগর রঘুবর।
আন আন বাছা বলি ডাকেন সাদর ॥ ১৫৮
সেই দুই মালা লয়্যা ভাই দুই জন।
করিলেন নিজ নিজ কণ্ঠে আরোপণ ॥ ১৫৯
তবে শুভক্ষণে প্রভু আনন্দিতমন।
করিলা দক্ষিণমুখে চরণ অর্পণ ॥ ১৬০

পদব্রজে যাইতে উদ্যত দেখি তায়।
অভিমান উপজিল মারুতি-হিয়ায় ॥ ১৬১
ছল ছল দুই নেত্র মলিন বদন।
করিছেন নখে করি ধরণী লিখন ॥ ১৬২
তাহা দেখি জিজ্ঞাসা করেন রঘুবর।
একি কেন অন্য-মন পবনকোঙর ॥ ১৬৩
তুমি মাত্র হইয়াছ একর্ম্মের মূল।
তোমার উৎসাহ বিনে সকল আকুল ॥ ১৬৪
প্রভুর বচন শুনি লজ্জায় কাতর।
কহিছেন শ্রীমারুতি গদগদ-স্বর ॥ ১৬৫
প্রভু চির-দিনাবধি আশা ছিল মনে।
পৃষ্ঠে করি লয়্যা যাব ভাই দুইজনে ॥ ১৬৬
আজি দেখি পদব্রজে যাইতে উদ্যত।
সে সকল মোর মনোরথ হল্য হত ॥ ১৬৭
সেহ বা যে হকু এই কোমল চরণে।
কিরূপে চলিবে তোরা এ দুর্গম বনে ॥ ১৬৮
অতএব পৃষ্ঠে করি লয়্যা যাইবারে।
ভৃত্য বলি কহিবারে হয় মো-সবারে ॥ ১৬৯
তাহা কিছু না দেখিয়া হইয়া দুখিত।
রহিয়াছি এক ভিতে উৎসাহরহিত ॥ ১৭০
মারুতির কথা শুনি প্রেমে আর্দ্রমন।
কহিছেন তাঁর প্রতি রাজীবলোচন ॥ ১৭১
বাপধন জানি আমি তোমার বাসনা।
কিন্তু ডাকি নাই এই করি বিবেচনা ॥ ১৭২
করি আসিয়াছ তুমি শ্রম বিলক্ষণ।
কিরূপে মো-দিগে বহি করিবে গমন ॥ ১৭৩
যদি তাহে দুঃখিত হইল তব মন।
আস্থ আস্থ পৃষ্ঠেতে করিয়ে আরোহণ ॥ ১৭৪
এত বাণী শুনি অতি সুখিতহৃদয়।
প্রণাম করিলা আসি পবনতনয় ॥ ১৭৫
তাঁর পৃষ্ঠে রামচন্দ্র কৈলা আরোহণ।
ঐরাবত পৃষ্ঠে যেন সহস্রলোচন ॥ ১৭৬
তাহা দেখি লক্ষ্মণের অগ্রেতে আসিয়া।
কহিছেন বালিপুত্র প্রণাম করিয়া ॥ ১৭৭
প্রভু তুমি মোর প্রতি অনুগ্রহ করি।
চড়হ আমার এই পৃষ্ঠের উপরি ॥ ১৭৮
শ্রীরামের আজ্ঞা লয়্যা ঠাকুর লক্ষ্মণ।
করিলেন অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ ॥ ১৭৯

সেকালে যেরূপ শোভা হল্য দোঁহাকার।
তাহা নিরখিয়া মন না ভুলিল কার॥ ১৮০
কিবা দেখ রঘুবর, বায়ুপুত্র-পৃষ্ঠোপর,
আরোহণ করিয়া শোভিত।
যেন স্বর্ণ ধরাধর, উপরিতে ধারাধর,
শোভা পায় অতি উলসিত॥ ১৮১
কিবা জটাজুট শিরে, চাপ বাণ দুই করে,
শোভে দুই তূণ পৃষ্ঠতলে।
মনোহর বামপাশে, খড়্গ-চর্ম্ম পরকাশে,
কটিতট শোভিত বাকলে॥ ১৮২
মারুতি-গ্রথিত মালা, বক্ষঃস্থল করে আলা,
নব মেঘে যেন বকপাঁতি।
বামদিগে পরকাশে, অঙ্গদের পৃষ্ঠদেশে,
শ্রীলক্ষ্মণ তপ্তহেম-ভাতি॥ ১৮৩
দক্ষিণেতে কপিবর, যেন স্বর্ণ ধরাধর,
মধ্যদেশে রাজীবলোচন।
মৈনাক-সুমেরু-মাজে, যেন নীলাচল সাজে,
দেখি আনন্দিত দেবগণ॥ ১৮৪
লয়্যা তাঁরা পুষ্পগণ, করিছেন বরিষণ,
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-শিরোপরি।
শ্রীরঘুনন্দন জয়, এই শব্দ উচ্চারয়,
মহানন্দে আপনা পাসরি॥ ১৮৫
বাজিতে লাগিল স্বর্গে দুন্দুভি বাজন।
নৃত্য-গীত করিতেছে বিদ্যাধরীগণ॥ ১৮৬
অনুকূল হয়্যা বহে শুভ সমীরণ।
দক্ষিণেতে কৃষ্ণসার করয়ে গমন॥ ১৮৭
মৃগ-পক্ষিগণে করে মঙ্গল নিস্বন।
শ্রীরামচন্দ্রের হস্ত করে কণ্ডুয়ন॥ ১৮৮
এ সব মঙ্গল দেখি আনন্দিত মন।
প্রস্থান করিলা তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ ১৮৯
কিছু সৈন্য লয়্যা নীল অনলসন্তান।
পথ দেখাইয়া আগে করিলা পয়াণ॥ ১৯০
তাহা দেখি যাবৎ ভল্লুক কপিগণ।
ক্রমে ক্রমে করিতেছে সকলে গমন॥ ১৯১
তবে কপিচয়, সুখিত-হৃদয়,
করি রামজয়, রব সঘনে।
বধিতে রাবণ, কুতুহলি-মন,
করিলা গমন, শ্রীরামসনে॥ ১৯২
সেনা-আগে গয়, গবাক্ষ গবয়,
চলিলা অভয়, দিয়া সবারে।
শ্রীঋষভ বলী, আর শতবলি,
দুই কুতুহলী, দক্ষিণ ধারে॥ ১৯৩
শ্রীগন্ধমাদন, কেশরী দুজন,
করয়ে গমন, সেনার বামে।
পাছে জাম্ববান, সুষেণ ধীমান,
ঋক্ষরাজ যান, অতি সুঠামে॥ ১৯৪
মাঝে রামধন, সুগ্রীব লক্ষ্মণ,
সব কপিগণ, চারিদিগেতে।
তাহারা সকল, হয়্যা উতরল,
করে কলকল, রব সুখেতে॥ ১৯৫
কেহ দেয় লম্ফ, কেহ করে দম্ফ,
কেহ কহে ঝম্ফ, দিব দহনে।
সলিলে পশিব, তথাপি সাধিব,
একাজ তুষিব, রামের মনে॥ ১৯৬
এত বলি বলি, অতি কুতুহলী,
সব কপি চলি, যায় ত্বরাতে।
অবনী গগন, করি আচ্ছাদন,
হয় সন সন, নিনাদ তাতে॥ ১৯৭
তাদের চরণ- কর-পরশন,
পায়্যা ধূলীগণ, উড়ি চলিল।
তাহাতে অম্বর, দশ দিগন্তর,
হইল ধূসর, রবি ঢাকিল॥ ১৯৮
মাঝে মাঝে তার, করে অনিবার,
গভীর হুঙ্কার, সুখিত-চিতে।
শ্রীরঘুনন্দন, করিয়া শ্রবণ,
আনন্দিত-মন, ভাই সহিতে॥১৯৯
এইরূপে রামচন্দ্র লয়্যা সেনাগণ।
করিলা দক্ষিণদিক-মুখেতে গমন॥ ২০০
মারুতি-অঙ্গদোপরি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
দুই মেরুশৃঙ্গে মেঘ-শশাঙ্ক যেমন॥ ২০১
যাইতে যাইতে পথে লক্ষ্মণ কুমার।
কহিছেন এই বাণী জ্যেষ্ঠে আপনার॥ ২০২
প্রভুবর অন্তরীক্ষে আর পৃথিবীতে।
নানাশুভ দেখি সুখ হইতেছে চিতে॥ ২০৩
দেখ দেখ মন্দ মন্দ সুগন্ধ শীতল।
বহিতেছে অনুকূল বায়ু নিরমল॥ ২০৪

দেখিতেছি নির্ম্মল-প্রকাশ দিকগণ।
হইয়াছে উদয় নির্ম্মল বিরোচন ॥ ২০৫
নির্ম্মল হইয়া ভায় সপ্তর্ষিমণ্ডল।
ত্রিশঙ্কু-রাজর্ষি দেখ অত্যন্ত বিমল ॥ ২০৬
আমাদের কুলের নক্ষত্র শ্রীরোহিণী।
উপদ্রবশূন্য হইয়াছে উদয়িনী ॥ ২০৭
নিশাচরকুলের নক্ষত্র হয় মূলা।
হইতেছে ধূমকেতুজ্বালায় আকুলা ॥ ২০৮
এইত নক্ষত্র-পীড়া দেখি বোধ হয়।
অবশ্য হইবে সব নিশাচর-ক্ষয় ॥ ২০৯
এখানে প্রসন্ন নদী-নদ-সরোবর।
ফল-পুষ্পে পরিপূর্ণ পলাশি-নিকর ॥ ২১০
দেখিতেছি অধিক প্রকাশ সেনাগণে।
প্রসন্নতা অতিশয় প্রভুর বদনে ॥ ২১১
এ সব মঙ্গল দেখি হেন মনে হয়।
অবশ্য হইবে রণে মো-সবার জয় ॥২১২
এতেক বচন শুনি লক্ষ্মণ-বদনে।
অতি আনন্দিত হল্যা প্রভু মনে মনে ॥ ২১৩
তবে নানা দেশ নদ নদী গিরি বন।
লঙ্ঘন করিয়া প্রভু করিলা গমন ॥ ২১৪
ক্রমে ক্রমে বিন্ধ্যগিরি মলয় ভূধর।
লঙ্ঘিলা মহেন্দ্র হৈতে দেখিলা সাগর ॥ ২১৫
তাহা দেখি কপিরাজ সুগ্রীব সুমতি।
কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন প্রভু প্রতি ॥ ২১৬
নিরীক্ষণ কর নেত্র পাতি রঘুবর।
বরণীয় তীর্থ এই আগেতে সাগর ॥ ২১৭
তোমারি কুলের কীর্ত্তি এই নদীপতি।
পতিত জনেও যেই দেয় দিব্যগতি ॥ ২১৮
ইহার বিস্তার হয় লক্ষেক যোজন ॥
জন সব কহে যার অগাধ জীবন ॥ ২১৯
উঠিতেছে অতি উচ্চ তাহাতে তরঙ্গ।
রঙ্গ করি তোলে বুঝ তোহে দেখি অঙ্গ ॥ ২২০
গভীর গর্জ্জন করে শুন রত্নাকর।
করয়ে বুঝিয়ে তোহে সম্ভাষ সাদর ॥ ২২১
কলকল করে জল পাই প্রভঞ্জন।
জন সব করে যেন হট্টেতে নিস্বন ॥ ২২২
তীরে আগমন করে তরঙ্গ-নিকর।
করয়ে যেমন সেনা শত্রুর উপর ॥ ২২৩
রহিয়াছে কত জলচর এই জলে।
জলেশ্বর বরুণ থাকেন কুতুহলে ॥ ২২৪
বড় ছোট মৎস্য আছে কত নানামত।
মতঙ্গজ সমান কচ্ছপ কতশত ॥ ২২৫
যূথে যূথে ইথে কত আছে জলকরী।
করিতে না পারি লেখা মকর-মকরী ॥ ২২৬
আছে কত সলিল-বিড়াল শিশুমার।
মারণ করিয়া মীন করয়ে আহার ॥ ২২৭
অগণিত আছে শঙ্খ দেখিতে সুন্দর।
দরশন হয় কত কোটি বিষধর ॥ ২২৮
নানাজাতি আছে শুক্তি জলেতে ইহার।
হার-যোগ্য মুক্তা হয় জঠরে যাহার ॥ ২২৯
প্রবাল কাঞ্চন কত জলের ভিতর।
তরঙ্গে কর্য্যাছে যারা রক্ত-বর্ণ-ধর ॥ ২৩০
আর যত রত্ন আছে এই রত্নাকরে।
করে কেবা তার সংখ্যা ভুবন-ভিতরে ॥ ২৩১
তীরেতে বিচিত্র বন কর নিরীক্ষণ।
ক্ষণকাল থাকি এথা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৩২
তবে ক্ষণকাল সেথা করিয়া বিশ্রাম।
সসৈন্যে সমুদ্র-কূলে চলিলা শ্রীরাম ॥ ২৩৩
কূলের কানন লঙ্ঘি যাইয়া তটীতে।
রামচন্দ্র সুগ্রীবেরে লাগিলা কহিতে ॥ ২৩৪
মিতা আইলাম মোরা এই সিন্ধুকূলে।
নিবাস করহ এথা ভল্ল-কপিকুলে ॥ ২৩৫
ইহার পরেতে সিন্ধু পার হইবারে।
করহ সকলে বুদ্ধি যুক্তি অনুসারে ॥ ২৩৬
সাবধান করি দাও সকল বানরে।
স্বসৈন্য ছাড়িয়া নাহি যায় স্থানান্তরে ॥ ২৩৭
নিকট হইল এবে শত্রুর নগর।
সাবধানে থাকিতে হইবে নিরন্তর ॥ ২৩৮
এত বাণী শুনিয়া সুগ্রীব কপিপতি।
সেইরূপ আজ্ঞা কৈলা সেনাপতি প্রতি ॥ ২৩৯
সেহ নীল শাখামৃগ ভল্লূক সকলে।
নিবাস করাল্যা যোগ্যমতে স্থলে স্থলে ॥ ২৪০
সেই রামসৈন্য থাকি সিন্ধুতীর-মাজে।
দ্বিতীয় সাগর হেন অতিশয় সাজে ॥ ২৪১
অলঙ্ঘ্য অপার সুগভীর রত্নাকর।
রাম-সৈন্য সেই সব গুণের আকর ॥ ২৪২

সেহ নিরন্তর করে গভীর গর্জ্জন।
এহ রামজয় শব্দ করে ঘনেঘন ॥ ২৪৩
তাহার মধ্যেতে বাস করে নারায়ণ।
আছেন ইহার মাঝে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৪৪
তাহাতে সুবর্ণগিরি মৈনাক শোভিত।
ইহাতে তেমই শ্রীলক্ষ্মণ বিরাজিত ॥ ২৪৫
স্থানে স্থানে আছে দ্বীপ উঠি উঠি তায়।
ইতে তেন কোটি কোটি কপি মহাকায় ॥ ২৪৬
তাহাতে আছয়ে বহুতর শিশুমার।
ইহাতে ভল্লুক তেন দেখি পরিষ্কার ॥ ২৪৭
সাগরে ফিরয়ে নানাজাতি জলচর।
তেমনি ইহাতে ফিরে বিবিধ বানর ॥ ২৪৮
তাহাতে দেখিয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ সর্পকুল।
ইহাতে তেমন শোভে কপির লাঙ্গুল ॥ ২৪৯
এইরূপে সিন্ধু আর স্বসৈন্যে সমান।
দেখিয়া সুখিত-চিত্ত হৈলা ভগবান ॥ ২৫০
সহ-সৈন্যে ফল জল খাই রঘুবর।
বিশ্রাম করিলা তট-শিলার উপর ॥ ২৫১
কাছে বসি বায়ুপুত্র বালীর নন্দন।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-পদ করে সম্বাহন ॥ ২৫২
ত্রিলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৫৩

ইতি শ্রীরামরসায়নে সুন্দরকাণ্ডলীলাকথা-
বর্ণনে সমুদ্রতীর-নিবাসো নাম
নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৯ ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

বিভীষণের লঙ্কা পরিত্যাগ।

প্রত্যাশয়া রামপদাব্জলব্ধে-
র্লঙ্কাং সুরেন্দ্র-স্পৃহণীয়ভোগাম্।
জ্যেষ্ঠঞ্চ রামে বিমুখং দশাস্যং
তত্যাজ যো নৌমি বিভীষণং তম্ ॥

এইরূপে শ্রীরাম রহিলা সিন্ধুকূলে।
লঙ্কার বৃত্তান্ত কিছু ধর কর্ণমূলে ॥ ২
সীতারে সম্ভাষি মারি বহু নিশাচর।
দহি লঙ্কা আল্যা যবে পবনকোঙর ॥ ৩
সেই দিন আরম্ভিয়া রাবণ-জননী।
নিরন্তর ব্যাকুল বিপদ গণি গণি ॥ ৪ *
যে দিবসে রঘুমণি আল্যা সিন্ধু-তটে।
সেই দিন সেহ বিভীষণে ডাকি রটে ॥ ৫
বাপধন তোমার অগ্রজ দশানন।
আনিয়াছে জানকীরে করিয়া হরণ ॥ ৬
তাঁর স্বামী রামচন্দ্র পণ্ডিত নীতিতে।
পাঠাইয়াছিল দূত তারে অন্বেষিতে ॥ ৭
সেহ তাঁরে দেখি ধ্বংস করি লঙ্কাপুরী।
জানহ গিয়াছে রামচন্দ্রকাছে ঘুরি ॥ ৮
আমিহ ইহাতে করি মনেতে সংশয়।
অবশ্য বিপদ কিছু ঘটিতে পারয় ॥ ৯
অত্যন্ত অধর্ম্ম যেই করে আচরণ।
তার ফল এথানেই করে সে ভোজন ॥ ১০
সেহ রাম নাহি হয় সামান্য মানুষ।
মোর মনে লয় হবে পরম পুরুষ ॥ ১১
অন্যথা একাকী চৌদ্দ সহস্র রাক্ষসে।
বধিবেক কি প্রকারে অনায়াস-বশে ॥ ১২
তাহে পুন খর আর মারীচের ক্ষয়।
দেখি দেববুদ্ধিও তাহাতে না ঘটয় ॥ ১৩
দেবতার মধ্যে আছে হেন কোন্ জন।
করে যেই খরে আর মারীচে মারণ ॥ ১৪
অতএব বুঝি কালরূপী জনার্দ্দন।
রামরূপে আসিয়াছে পালিতে ভুবন ॥ ১৫
অতএব সেহ বার্ত্তা পাইয়া সীতার।
অবশ্য করিবে রাবণের প্রতীকার ॥ ১৬
দেখ দেখ রামদূত একটা বানর।
বধি গেল কত কোটি কোটি নিশাচর ॥ ১৭
মারিল কুমার অক্ষে-দহিল নগর।
লঙ্ঘি গেল অনায়াসে অলঙ্ঘ্য সাগর ॥ ১৮
শুনিয়াছি সেহ কহি গিয়াছে রাবণে।
সেই রাম মিলিয়াছে সুগ্রীবের সনে ॥ ১৯
আসিবে এমত কত কপি সঙ্গে তার।
তারাই রাক্ষসকুলে করিবে সংহার ॥ ২০

* তবে একদিন সেই রাবণ-জননী।
বিভীষণে ডাকিয়া কহয়ে এই বাণী ॥

এই সব ভাবি মোর রজনী দিবস।
উদ্বেগে আকুল চিত্ত নাহি হয় বশ ॥ ২১
অতএব এখানেতে শ্রীরাম যাবৎ।
না আইসে কর তুমি একার্য্য তাবৎ ॥ ২২
রাবণেরে যুক্তিমতে প্রবোধ করিয়া।
রামের জানকী তারে দাওগা ফিরিয়া ॥ ২৩
যাইতাম আমি তারে এ কথা কহিতে।
কিন্তু তার রীতি দেখি শঙ্কা করি চিতে ॥ ২৪
তুমিহ-কুশল নীতিশাস্ত্রেতে যুক্তিতে।
পারিবে তাহার দুষ্ট মন ফিরাইতে ॥ ২৫
এক মাত্র তুমি এই কুলে ধর্ম্মনিষ্ঠ।
পরম বিদ্বান অতি সুশীল বরিষ্ঠ ॥ ২৬
এই সব নিশাচর সম্ভ্রমে তোমার।
যথা ইচ্ছা করিতে না পাবে দুরাচার ॥ ২৭
অতএব কহি তোরে তারে বুঝাইতে।
যাহ যাহ বাছা তার নিকটে ত্বরিতে ॥ ২৮
ত্রিভুবনে যাহে নাহি হয় অপযশ।
সমুদায় কুল নাহি হয় মৃত্যুবশ ॥ ২৯
হেন মতে বুঝাইয়া দুরন্ত রাবণে।
জানকী ফিরিয়া দাও শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ৩০
জননীর এত বাণী শুনি বিভীষণ।
কহিলা তাহার প্রতি উত্তর বচন ॥ ৩১
যে আজ্ঞা করিলে মাতা আপুনি আমারে।
অবশ্য করিতে হয় ইহা মো-সবারে ॥ ৩২
কিন্তু যেন দাদা মহাশয়ের আশয়।
তাহা ভাবি যাইতে উৎসাহ নাহি হয় ॥ ৩৩
পূর্ব্বে এক দিন আমি শ্রীঅবিন্ধ্য আর।
কয়াছিলুঁ এই মত অগ্রেতে তাঁহার ॥ ৩৪
তাহাতে আদর কিছু মাত্র না করিলা।
বরঞ্চ মোদিগে কটু বচন কহিলা ॥ ৩৫
অতএব যাইবারে না চলে হৃদয়।
না গেলে তোমার আজ্ঞা বিলঙ্ঘন হয় ॥ ৩৬
যে হকু চলিলুঁ তব আজ্ঞা করি মাতে।
ভাল মন্দ ফল কিন্তু ঈশ্বরের হাতে ॥ ৩৭
এত কহি জননীরে করিয়া বন্দন।
চলিলেন রাবণ-দর্শনে বিভীষণ ॥ ৩৮
এখানেতে মারুতির কর্ম্মে ভীতমন।
মন্ত্রণা করিতে বসিয়াছে দশানন ॥ ৩৯
সভা-মাঝে নাহি নিরখিয়া বিভীষণে।
তাঁহারে ডাকিতে দূতে কহে ঘনে ঘনে ॥ ৪০
হেনই সময়ে বিভীষণ সুপণ্ডিত।
সেই সভা মাঝে আসি হল্যা উপস্থিত ॥ ৪১
রাবণে প্রণাম করি লয়্যা অনুমতি।
বসিলেন রাবণ-অগ্রেতে মহামতি ॥ ৪২
হেনকালে দ্বারী আসি করে নিবেদন।
মহারাজ আইল রাক্ষস অষ্ট জন ॥ ৪৩
পূর্ব্বে গিয়াছিল যারা দণ্ডক-মাঝারে।
ফিরি আসিয়াছে তারা বার্ত্তা জানাবারে ॥ ৪৪
এত শুনি আন আন বলে দশানন।
তবে তারা আসি কৈল রাবণে বন্দন ॥ ৪৫
রাবণ জিজ্ঞাসে তোরা গেলে যে ক্রিয়াতে।
কি হইল তাহার বলহ অচিরাতে ॥ ৪৬
এত শুনি তাহারা করয়ে নিবেদন।
মহারাজ কৈলুঁ মোরা নানা আয়োজন ॥ ৪৭
কিন্তু যেন দেখিলাম রামের আকার।
তাহে বোধ হল্য বধ্য নহে মো-সবার ॥ ৪৮
সম্প্রতি সে রাম লয়্যা ভল্ল-কপি-কুলে।
উত্তরিলা আসিয়া উত্তর সিন্ধুকূলে ॥ ৪৯
এত শুনি কহিতেছে কোপেতে রাবণ।
যাহ যাহ কর গিয়া উদর ভরণ ॥ ৫০
তবে তারা সাধ্বসেতে গেল পলাইয়া।
কিছু কাল রহে রাজা অবাক্ হইয়া ॥ ৫১
পরে সব মন্ত্রিগণে করি সম্বোধন।
কহিবারে আরম্ভিলা রাজা দশানন ॥ ৫২
শুন শুন ভ্রাতৃবর আর মন্ত্রিগণ।
মনোযোগ করি কিছু আমার বচন ॥ ৫৩
রাম-দূত হনুমান্ আসিয়া লঙ্কাতে।
করি গেল সম্ভাষণ জানকীর সাতে ॥ ৫৪
ভাঙ্গিয়া অশোক বন মারি বহু বীরে।
দগ্ধ করি গেলা অনায়াসে এ পুরীরে ॥ ৫৫
এ সব সংবাদ শুনি সে রাম-লক্ষ্মণ।
আসিয়াছে সিন্ধুকূলে করিলে শ্রবণ ॥ ৫৬
যে কোনো প্রকারে পার হইবে সাগরে।
করিবে ব্যাকুল এই সকল নগরে ॥ ৫৭
অতএব এক্ষণ কর্ত্তব্য কিবা হয়।
মন্ত্রণা করিয়া তাহা করহ নিশ্চয় ॥ ৫৮

বিজয়ের মূল হয় উচিত মন্ত্রণা।
মন্ত্রণা ছাড়িলে পায় নৃপতি যন্ত্রণা ॥ ৫৯
সেইত মন্ত্রণা দেখি ত্রিবিধ শাস্ত্রেতে।
উত্তম মধ্যম আর কনিষ্ঠ ভেদেতে ॥ ৬০
ঐকমত্য করি সবে শাস্ত্র অনুসারে।
যে মন্ত্রণা করে কহি উত্তম তাহারে ॥ ৬১
নানা জনে নানা মতি করয়ে প্রথম।
ঐকমত্য হয় শেষে সে মন্ত্র মধ্যম ॥ ৬২
সবে করে পরস্পর মতির নিন্দন।
ঐকমত্য নহে সেই অধম মন্ত্রণ ॥ ৬৩
তোবা সবে হও নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
উত্তম মন্ত্রণা কর যাহে হয় হিত ॥ ৬৪
এত রাবণের বাণী শুনিয়া সাদর।
বিভীষণ বিনা কহে সব নিশাচর ॥ ৬৫
মহারাজ হয় অতি ক্ষুদ্র এ বিষয়।
ইহা লাগি মন্ত্রণা করিতে নাহি হয় ॥ ৬৬
হয়্যা গেছে এক কর্ম্ম প্রমাদ-কারণ।
তার লাগি যোগ্য নহে ভাবনা করণ ॥ ৬৭
মধ্যে রহিয়াছে সিন্ধু শতেক যোজন।
ইহা পার হয় হেন নাহি অন্য জন ॥ ৬৮
যদ্যপি আইসে পুন সেইত বানর।
পাঠাইব মোরা তারে শমন-নগর ॥ ৬৯
যদি বা কোনহ মতে সবে পার হয়।
তাহাতেও কিছু নাহি ভাবনা-বিষয় ॥ ৭০
রহিয়াছে অনুচর তোমার যে সব।
কে পারে করিতে ইহাদিগে পরাভব ॥ ৭১
অতএব যদি সহসৈন্যে আসে রাম।
পাঠাইব মোরা তারে শমনের ধাম ॥ ৭২
প্রত্যয় না হয় যদি কর আজ্ঞাপন।
দ্বাদশ আদিত্য করি ভূমিতে পাতন ॥ ৭৩
চর্ব্বণ করিয়া চূর্ণ করি শশধরে।
বান্ধি আনি আজ্ঞা কর রামে স-বানরে ॥ ৭৪
আপুনিহ ত্রিভুবনে করি পরাজয়।
ক্ষুদ্র শত্রু লাগি ভাব এ উচিত নয় ॥ ৭৫
দেখ দেখ আপুনি জিনিয়া বৈশ্রবণে।
কাড়ি আনিয়াছ তার পুষ্পক স্যন্দনে ॥ ৭৬
মহাদেবসহিত কৈলাস মহাচলে।
উদ্ধার করিলে তুমি নিজ বাহুবলে ॥ ৭৭
দানবেন্দ্র ময় সেহ ভয়েতে তোমার।
করিয়াছে তোহে দান কন্যা আপনার ॥ ৭৮
মধু দৈত্য মহামত্ত হয়্যাছিল বলে।
পরাজয় করিলে তাহারে কুতূহলে ॥ ৭৯
পাতালে যাইয়া তুমি যত নাগগণে।
জয় করি কত রত্ন আনিলে ভবনে ॥ ৮০
নিবাতকবচ সনে এক সংবৎসর।
যুদ্ধ করি তাদিগে করিলে অনুচর ॥ ৮১
শমনের সঙ্গে তুমি করিয়া সমর।
তারে পরাজয় করি হয়্যাছ অমর ॥ ৮২
পূর্ব্বেতে আছিল কত রাজা ধরাতলে।
যাহাদের সম নহে রাম বীর্য্যবলে ॥ ৮৩
যে সকলে অনায়াসে করিয়াছ জয়।
ক্ষুদ্র রাম হৈতে শঙ্কা উচিত না হয় ॥ ৮৪
তাহাতে তাহার সেনা বন্য কপিগণ।
যাহাদিগে রাক্ষসেরা করয়ে ভক্ষণ ॥ ৮৫
অতএব শঙ্কা নাহি কর কিছু চিতে।
পরাজয় হবে রাম সেনার সহিতে ॥ ৮৬
অথবা তুমিহ বসি থাকহ ভবনে।
একা ইন্দ্রজিত জয় করিবেন রণে ॥ ৮৭
এহ যজ্ঞে তুষ্ট করি বিধি-মহেশ্বরে।
পায়্যাছেন তাঁহাদের স্থানে কত বরে ॥ ৮৮
সহসৈন্য পরাজয় করি পুরন্দরে।
বান্ধি আনিছিলা এই লঙ্কার ভিতরে ॥ ৮৯
হেন জন নাহি দেখি ভুবন-মাঝারে।
ইহঁ না পারেন যারে জয় করিবারে ॥ ৯০
ইহাঁরে নিযুক্ত করি থাক অসংশয়।
এহঁ করিবেন সব বানরের ক্ষয় ॥ ৯১
এত বাণী শুনি মাতামহ মাল্যবান্।
কহিতেছে রাবণেরে মহা বুদ্ধিমান্ ॥ ৯২
নিশাচররাজ যে কহিলা মন্ত্রিগণ।
ইহাতে প্রত্যয় নাহি করে মোর মন ॥ ৯৩
কহিল ইহারা যদি আস্যে হনূমান।
পাঠাইব মোরা তারে শমনের স্থান ॥ ৯৪
যদি এত বল আছে ইহাদের গায়।
গিয়াছিল অক্ষ-বধ সময়ে কোথায় ॥ ৯৫
ভাগ্যে ছিল ইন্দ্রজিৎ কুমার এখানে।
রাখিলেক তেঁই নিশাচরদের মানে ॥ ৯৬

এব ইন্দ্রজিৎ দ্বিতীয় আপনি।
বিনে আর সবে আমি মিথ্যা গণি ॥ ৯৭
বাণী শুনি যাবদীয় নিশাচর।
অত্যন্ত কোপে আবিষ্ট অন্তর ॥ ৯৮
মাঝে প্রগল্‌ভ প্রহস্ত ক্রুদ্ধচিতে।
কার দশাননে লাগিলা কহিতে ॥ ৯৯
দানব দৈত্যে নাহি হেন জন।
নগরে আসি করয়ে ধর্ষণ ॥ ১০০
কোন ক্ষুদ্র হয় কপি হনুমান্।
দোষে পাইয়াছি মোরা অপমান ॥ ১০
মত্ত কপি বলি ঘৃণা করি মনে।
নাহি গেল যুঝিবারে তার সনে ॥ ১০২
সেই কপি অক্ষকুমারে বধিলা।
নিজে যুবরাজ সমরে সাজিলা ॥ ১০৩
দেখি ঘৃণা করি না মারি তাহারে।
আনিলা এই সভার মাঝারে ॥ ১০৪
দেখিয়া মোরা করিয়া বিশ্বাস।
করিলুঁ আর তার মারণে প্রয়াস ॥ ১০৫
কোনো বিদ্যাগুণে ছাড়ায়্যা বন্ধন।
গেল এই দিব্য নগরী-দহন ॥ ১০৬
মোরা করিতাম তাহারে মারিতে।
তবে কি সেহ পারিত যাইতে ॥ ১০
দোষে হয়্যা গেছে এক কাজ।
আর কেন হবে মহারাজ ॥ ১০৮
দাও মো-সবারে নিশাচর-মণি।
মৃগ-শূন্য করি সকল ধরণী ॥ ১০৯
বজ্রদংষ্ট্র নামে বিকট রাক্ষস।
কহে কোপেতে অবশ ॥ ১১০
বানরে রাম লক্ষ্মণ থাকিতে।
তাদিগে এই গদার আঘাতে ॥ ১১১
সুগ্রীবের করিয়া মারণ।
শেষেতে বধিব কপিগণ ॥ ১১২
কহিতেছে ত্রিশিরা হাঁকারী।
আর কোপ-বেগ সহিতে না পারি ॥ ১১৩
যাইয়া বধি রামে স-বানরে।
কহি মহারাজার অন্তরে ॥ ১১৪
দুর্মুখ নামে রাক্ষস দুর্জ্জয়।
কহিয়া এই ... ॥ ১১৫

নিজ নিজ প্রেয়সী লইয়া নিরন্তর।
আনন্দে থাকুক যাবদীয় নিশাচর ॥ ১১৬
একা আমি যাবদীয় কপিগণ- সনে।
ভক্ষণ করিব রাম-সুগ্রীব-লক্ষ্মণে ॥ ১১৭
তবে কুম্ভকর্ণ-পুত্র কুম্ভ মহাবীর।
কহিতেছে দম্ভ করি কোপেতে অস্থির ॥ ১১৮
মহারাজ যাবদীয় তব অনুচর।
সুখেতে থাকুক সবে লঙ্কার ভিতর ॥ ১১৯
একা আমি গমন করিব সিন্ধু-পার।
বধ করি আসি গিয়া শত্রুরে তোমার ॥ ১২০
তবে ইন্দ্রজিৎ কহে রাজার নন্দন।
পিতা চিন্তা কর কেন তুমি অকারণ ॥ ১২১
থাকিতে তোমার এ সকল ভৃত্যজন।
কি করিবে ভক্ষণীয় নর কপিগণ ॥ ১২২
আপুনিহ নিশ্চিন্ত বসিয়া থাক ধামে।
এই আমি চাললাম বধিবারে রামে ॥ ১২৩
এত বলি মহাক্রোধে পূরিত হইয়া।
উঠি দাঁড়াইলা শর কার্ম্মুক ধরিয়া ॥ ১২৪
তাহা দেখি প্রহস্ত প্রঘস বিরূপাক্ষ:
বজ্রদংষ্ট্র মহাপার্শ্ব দুর্ম্মুখ ধূম্রাক্ষ ॥ ১২৫
নিকুম্ভ সরভ সূর্য্যশত্রু মহাকেতু।
মহোদর যজ্ঞকোপ কুম্ভ রশ্মিকেতু ॥ ১২৬
ইত্যাদি করিয়া বহুতর নিশাচর।
নিজ নিজ অস্ত্র ধরি উঠিলা সত্বর ॥ ১২৭
কেহ কহে আমি রামে করিব সংহার।
কেহ কহে লক্ষ্মণের বধ মোর ভার ॥ ১২৮
কেহ কহে আমি সুগ্রীবেরে সংহারিব।
কেহ কহে আমি হনুমানেরে মারিব ॥ ১২৯
রঘু কহে শুন শুন রাক্ষস সকল।
কিছুদিন পরে দেখা যাবে সব বল ॥ ১৩০
রাক্ষসের রীতি দেখি তবে বিভীষণ।
বসাইলা সকলেরে করিয়া সান্ত্বন ॥ ১৩১
তারপর কৃতাঞ্জলি হয়্যা দশাননে।
নীতিশাস্ত্র অনুসারে বুঝান যতনে ॥ ১৩২
মহারাজ যে কহিলা তব ভৃত্যগণ।
যোগ্য বটে ভৃত্যদের এমত করণ ॥ ১৩৩
কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হেন শৌর্য্যে নাহি হয়।
কার্য্যসিদ্ধি-মূল হয় মন্ত্রণা নিশ্চয় ॥ ১৩৪

দেখ দেখ সাম দান ভেদ দণ্ডময়।
শত্রুবশীকরণে উপায় চারি হয়॥ ১৩৫
তাহে সাম মিষ্টবাক্যে প্রীতি আচরণ।
ইহার উচিত পাত্র গুণবান জন॥ ১৩৬
দান মণি রত্ন বস্ত্র ভূম্যাদি অর্পণ।
লুব্ধজন-বশীকারে এ যোগ্য সাধন॥ ১৩৭
ভেদ কহি বিপক্ষের ভয় উৎপাদন।
শঙ্কিত জনেতে যোগ্য তার আচরণ॥ ১৩৮
এ তিন উপায়ে যদি কার্য্য নাহি হয়।
তবে বিজ্ঞ জন সেথা চতুর্থ করয়॥ ১৩৯
সেহ দণ্ড হয় যুদ্ধে অস্ত্রাদিপাতন।
তাহার উচিত পাত্র হয় দুষ্টজন॥ ১৪০
অথবা যে ব্যক্তি হয় নিজ অপকারী।
তাহারো উপরি দণ্ড করিবারে পারি॥ ১৪১
সে দণ্ডের কাল হয় ত্রিবিধ প্রকার।
শ্রবণ করহ তাহা বদনে আমার॥ ১৪২
শত্রু যবে অবধান-রহিত থাকিবে।
অথবা তাহার যবে বিপদ ঘটিবে॥ ১৪৩
কিম্বা যবে দৈব তার বিরুদ্ধ হইবে।
তখন তাহার প্রতি সংগ্রামে সাজিবে॥ ১৪৪
তাহে দেখ রামচন্দ্র এ দণ্ড-বিষয়।
নাহি হন কোনো মতে সর্ব্বগুণালয়॥ ১৪৫
না করেন তিঁহ কিছু তব অপকার।
তাঁর প্রতি যুদ্ধোদ্যম হয় অবিচার॥ ১৪৬
যদি কহ মারিয়াছে আমার ভ্রাতারে।
ইহাতেও অপকারী কহি না তাঁহারে॥ ১৪৭
দেখ চৌদ্দসহস্র-সংখ্যক নিশাচর।
লয়্যা তাঁরে মারিবারে গিয়াছিল খর॥ ১৪৮
নিজ প্রাণরক্ষা লাগি বধিলা তাহারে
ইথে অপকার করা হইতে না পারে॥ ৪৯
যদি কহ ভগিনীর কৈলা অপমান।
তাহেও অবশ্য কিছু থাকিবে নিদান॥
স্ত্রীজাতি চঞ্চল হয় স্বভাবের বশে।
করিয়া থাকিবে কিছু দোষ তাঁর স্থলে ১৫১
যদি কহ মারিয়াছে আমার সখারে।
মহারাজ তাহাও না গণি অপকারে॥ ১৫২
তাঁহাদের রাজ্য হয় ভারত ভূমিতে।
নৃপতির যোগ্য ধর্ম্ম রক্ষণ করিতে॥ ১৫৩
শুনিয়াছি তব মিত্র বালী বল করি।
কাড়ি লয়্যাছিল নিজ অনুজ-সুন্দরী॥ ১৫৪
এই অপরাধে তারে শ্রীরাম বধিল।
ইথে তব অপকার কিরূপে হইল॥ ১৫৫
অতএব তাহে যোগ্য নহে যুদ্ধোদ্যম।
করিলেও বিফল হইবে সব শ্রম॥ ১৫৬
যেহেতু যুদ্ধের যোগ্য যে তিন সময়।
তাহার সম্বন্ধ রামচন্দ্রে নাহি হয়॥ ১৫৭
সাবধানে রয়্যাছেন তিঁহ নিরন্তর।
কিরূপে সংগ্রাম তাহে হবে কার্য্যকর॥ ১৫৮
দেখিতে না পাই তাঁর এক্ষণ বিপত্তি।
বরঞ্চ দেখিয়ে সেনা-বান্ধব-সম্পত্তি॥ ১৫৯
যদি কহ প্রতিকূল দৈব আছে তাঁর।
তাহাতেও শ্রদ্ধা নাহি জন্ময়ে আমার॥ ১
দেখ যদি দৈব তাঁর বিরুদ্ধ হইবে।
দূরে আসি এত কার্য্য কিরূপে সাধিবে॥
বহু সৈন্য সহযোগে অক্ষের মারণ।
তোমার সাক্ষাতে লঙ্কা-নগর দাহন॥ ১৬২
এ সকল কর্ম্ম কৈল একটা বানর।
ইথে বোধ হয় দৈব অনুকূলতর॥ ১৬৩
অতএব যুদ্ধের উদ্যম তাঁর প্রতি।
করিতে উচিত নহে এই মোর মতি॥ ১৬৪
শাস্ত্রেতেও কহে আদি উপায়ত্রয়ীতে।
কার্য্য সিদ্ধ না হইলে চতুর্থ করিতে॥ ১৬৫
তাহে ভেদ নহে তাঁর আগে কার্য্যকর।
যেহেতু নহেন তিঁহ শঙ্কিত-অন্তর॥ ১৬৬
দ্বিতীয় উপায় যেই ধন-সমর্পণ।
তাহা হৈতে এখানে না হবে প্রয়োজন॥ ১
উপস্থিত দিব্য রাজ্য ছাড়িল যে জন।
ধন দিয়া কিরূপে ভুলাবে তার মন॥ ১৬৮
অতএব তেজি [illegible] প্রণ[illegible]
অপর উপায় যোগ্য না হয় এখানে॥ ১৬৯
উপায়মধ্যেও সেই সাম মুখ্য হয়।
এই লাগি প্রথমেতে তাহারে গণয়॥ ১৭০
সকল উপায়মধ্যে দণ্ড মন্দ হয়।
এই লাগি শেষে তারে গণে জ্ঞানিচয়॥ ১
অতএব সেই দণ্ডে তেজি আয়োজন।
সামেতেই কার্য্য পাবে যত বিজ্ঞজন॥ ১৭২

অতএব আমাদেরো সম্প্রতি উচিত।
যমার্গে রাম-সঙ্গে মিলন ত্বরিত ॥ ১৭৩
মিলনেও জানকীর অর্পণ বিহনে।
আর কিছু দ্বার নাহি নিরখি নয়নে ॥ ১৭৪
যেহেতুক তিঁহ মাত্র মূল এ কলহে।
তারে নাহি দিলে ইহা কভু শান্ত নহে ॥ ১৭৫
অতএব জানকীরে যানেতে লইয়া।
ফিরি দিয়া রামচন্দ্র-সঙ্গে মিল গিয়া ॥ ১৭৬
যদ্যপি আপুনি লজ্জা কর যাইবারে।
মহারাজ তবে আজ্ঞা করহ আমারে ॥ ১৭৭
শুনিয়াছি অত্যন্ত সুশীল রঘুমণি।
অবশ্য তেজিবা বাদ পাইলে ঘরণী ॥ ১৭৮
এইত কহিলুঁ বুদ্ধি অনুসারে আমি।
যাহা ভাল লাগে তাহা কর লঙ্কাস্বামী ॥ ১৭৯
এতেক পর্য্যন্ত নিবেদিয়া বিভীষণ।
করিলেন তার পরে মৌনাবলম্বন ॥ ১৮০
রাবণ তাঁহার বাক্যে শ্রদ্ধা না করিয়া।
পুনর্ব্বার কহে মন্ত্রিগণে সম্বোধিয়া ॥ ১৮১
ওহে মন্ত্রিগণ শুন আমার বচন।
সকলে মিলিয়া কর উচিত মন্ত্রণ ॥ ১৮২
মন্ত্রণার গুণে হয় শত্রুপরাজয়।
মন্ত্রণার গুণে হয় নিজবলক্ষয় ॥ ১৮৩
সে মন্ত্রণা করিবেক যে মন্ত্রী লইয়া।
তাহার লক্ষণ শুন শ্রবণ পাতিয়া ॥ ১৮৪
নীতিজ্ঞ কুলীন ধনী স্বামি-ভক্তিযুক্ত।
হেন জন হয় মন্ত্রিকার্য্যে উপযুক্ত ॥ ১৮৫
এসকল বিপরীত গুণ যার হয়।
এ কর্ম্মে উপযুক্ত সেহ কভু নয় ॥ ১৮৬
যদি মন্ত্রিজন নীতিশাস্ত্র না জানয়।
তবে ক্ষণে ক্ষণে করে রাজকার্য্যক্ষয় ॥ ১৮৭
মন্ত্রীর জনম যদি নীচ কুলে হয়।
তবে নীচ কর্ম্মে নৃপে প্রবৃত্ত করয় ॥ ১৮৮
যদি ধনবান্ নাহি হয় মন্ত্রিজন।
ধনলোভ করে রাজকার্য্য-বিনাশন ॥ ১৮৯
যদি ভক্তি নাহি থাকে মন্ত্রীর স্বামীতে।
তবে সব কার্য্য নষ্ট করে দুষ্টচিতে ॥ ১৯০
এই দোষমধ্যে না এই দোষ হয়।
একা এক করে সব গুণে পরিক্ষয় ॥ ১৯১
তোরা সবে এই সব দোষে বিবর্জ্জিত।
আর যাবদীয় যোগ্য গুণেতে ভূষিত ॥ ১৯২
এই লাগি তোমাদিগে কহি বার বার।
করহ মন্ত্রণা সবে করিয়া বিচার ॥ ১৯৩
আত্মশক্তি পরশক্তি দেশ কাল বল।
বিবেচনা করি মন্ত্র কর অবিকল ॥ ১৯৪
আমাদের কার্য্যসিদ্ধি শত্রুপরাজয়।
যেরূপেতে হয় তাহা করহ নিশ্চয় ॥ ১৯৫
এতেক বচন শুনি প্রহস্ত প্রথমে।
কহিবারে আরম্ভিলা নিশাচরোত্তমে ॥ ১৯৬
মহারাজ আপুনি যে কৈলা আজ্ঞাপন।
কার সাধ্য করিবারে ইহার লঙ্ঘন ॥ ১৯৭
মন্ত্রণা বিহনে কার্য্যসিদ্ধি নাহি হয়।
মন্ত্রণা বিহনে নাহি হয় শত্রুজয় ॥ ১৯৮
সে মন্ত্রণা করিবে লইয়া বিজ্ঞজন।
গোপনে রাখিবে তাহা করিয়া যতন ॥ ১৯৯
যদ্যপি মন্ত্রণা কভু পায় প্রকাশন।
তবে হয় কার্য্যনাশ অনর্থঘটন ॥ ২০০
যা কহিলা প্রভুর অনুজ মহাশয়।
শত্রু বশীকরণে উপায়চতুষ্টয় ॥ ২০১
ইহার অন্যথা করে হেন সাধ্য কার।
কিন্তু এক বুদ্ধি হয় ইহাতে আমার ॥ ২০২
তাহা নিবেদন করি প্রভুর গোচরে।
শ্রবণ করিয়া কর যে লয় অন্তরে ॥ ২০৩
সামের উচিত পাত্র রাম নাহি হয়।
যেহেতু উত্তম জন তাহার বিষয় ॥ ২০৪
দেখ সেই রাম করি তাড়কামারণ।
হয়্যাছে স্ত্রীবধ-পাপসমুদ্রে মগন ॥ ২০৫
অত্যন্ত অস্পৃশ্য গুহ চণ্ডালের সনে।
সখা করিয়াছে যাহে নিন্দে ত্রিভুবনে ॥ ২০৬
বালিকে লুকায়্যা থাকি তাহার ভয়ারে।
এ লাগি অধম করি কহিয়ে তাহারে ॥ ২০৭
তোমার এরূপ নহে হেন স্থানে দান।
যেহেতু কহিলে দান হবে ভয়ভান ॥ ২০৮
এ লাগি দামের লোভ আছে কিবা নাই।
তাহার বিচার করি কিবা ফল পাই ॥ ২০৯
শূরের কর্ত্তব্য নহে ভেদ আচরণ।
করয়ে তাহারে রণে বিমুখ যে জন ॥ ২১০

এ লাগি রামের শঙ্কা আছে কিম্বা নাই।
তাহার বিচারে ফল দেখিতে না পাই ॥ ২১১
অতএব করি তিন উপায় লঙ্ঘন।
রামের উচিত হয় চতুর্থ করণ ॥ ২১২
শত্রু পক্ষে দণ্ড বিনে অন্য নহে ধন্য।
নবজ্বরে লঙ্ঘন বিহনে যেন অন্য ॥ ২১৩
যদি কহ রাম তার পাত্র কি প্রকারে।
তবে শুন দুই মতে পাত্র কহি তারে ॥ ২১৪
পূর্ব্বোক্ত দোষেতে সেহ দুষ্টতা আশ্রয়।
আমাদ্দেরো নানামতে অপকারী হয় ॥ ২১৫
দেখ দেখ মারিলেক মারীচমাতারে।
বধিল সুবাহু আদি বন্ধু অবিচারে ॥ ২১৬
আমাদ্দের ইষ্টদেব হন শূলপাণি।
ভাঙ্গিলেক কন্যালোভে তাঁর ধনুখানি ॥ ২১৭
সম্প্রতি পাঠাল্যা দূত কপি এক জন।
করিল সে বিবিধ অনিষ্ট আচরণ ॥ ২১৮
শাস্ত্রে কহে দূতে বার্ত্তা মাত্র কহিবারে।
এ করিল শাস্ত্র লঙ্ঘি নানা অপকারে ॥ ২১৯
অতএব রাম বটে দণ্ডের বিষয়।
ইহাতে না করিবেন কোনহ সংশয় ॥ ২২০
যদি কহ যোগ্য নহে তার এ সময়।
তোমাদ্দের কহিবার যোগ্য ইহা নয় ॥ ২২১
করিবে বিপত্তিকালে শত্রুর দমন।
এ কথা কি প্রবেশয়ে মানীর শ্রবণ ॥ ২২২
দেখ দেখ চন্দ্র যবে পরিপূর্ণ হয়।
তখনি গরাসে রাহু অন্যথা তেজয় ॥ ২২৩
অতএব দূরে ত্যজি সাম দান ভেদ।
করহ রণেতে রামে শরে করি ভেদ ॥ ২২৪
চির দিনাবধি মোসবার অস্ত্রগণ।
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আছে না পাইয়া বণ ॥ ২২৫
এক্ষণে আপনি সজ্জা করিলে কন্দলে।
আনন্দিত হবে তারা যুদ্ধ-কুতূহলে ॥ ২২৬
চিরদিন রক্তপান করে নাই ধরা।
বানরের রক্তে হকু পুরিতজঠরা ॥ ২২৭
আজ্ঞা কর অদ্যই সকল স্বসেনারে।
সজ্জা করু ত্বরিতে সংগ্রামে যাইবারে ॥ ২২৮
মারিতে হইবে রণে যারে যেই জন।
আপুনি করিয়া দাও তাহার বণ্টন ॥ ২২৯
এই ত কহিনু আমি যথা নিজজ্ঞান।
শ্রবণ করুন আর সকলের স্থান ॥ ২৩০
প্রহস্তের এত বাক্য শুনি মহোদর।
কহিবারে আরম্ভিলা রাবণ-গোচর ॥ ২৩১
মহারাজ যে কহিলা নীতিজ্ঞ প্রহস্ত।
মোর মন সঙ্গে ইহা মিলিল সমস্ত ॥ ২৩২
অতএব এইত মন্ত্রণা হিত হয়।
ইহাতে না আছে আর কিছুই সংশয় ॥ ২৩৩
করিয়াছি আমি আর বিশেষ মন্ত্রণ।
শ্রবণ করুন তাহা করি নিবেদন ॥ ২৩৪
উপস্থিত হবে যবে শত্রুসঙ্গে রণ।
করিবেক দেশ কাল বল বিবেচন ॥ ২৩৫
তাহা দেখি এই তিন বস্তু মো-সবার।
হইয়াছে অত্যুত্তম দৈব-অনুসার ॥ ২৩৬
দেখ দেখ থাকি মোরা দুর্গের ভিতর।
থাকিবেক অনাশ্রয় যাবৎ বানর ॥ ২৩৭
ইথে তাহাদিগে পরাজয় করিবারে।
কিছু মাত্র শ্রম না ঘটিবে মোসবারে ॥ ২৩৮
তাহে পুন আরম্ভিব রাত্রিতে সমর।
যাহে অতি বলবান্ হয় নিশাচর ॥ ২৩৯
শক্তিতো আছয়ে সমুচিত মো-সবার।
কপিবধ হবে কলামাত্রেই যাহার ॥ ২৪০
অতএব যোগ্য বটে দেশ কাল বল।
আরম্ভ করহ রণ পাবে জয়ফল ॥ ২৪১
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র করি উপার্জ্জন।
করিব সকলে রণ-ভিতরি গমন ॥ ২৪২
ছিন্ন ভিন্ন হবে যত ভল্লূক বানর।
তাহাদ্দের রক্তে পেট পূরু নিশাচর ॥ ২৪৩
হইয়াছে ধরণীতে ধূলি অতিশয়।
বানর-রুধিরে তাহা হয়্যা যাকু ক্ষয় ॥ ২৪৪
শরের প্রহার খাই কত কপিগণ।
মরিবে করিবে কেহ কেহ পলায়ন ॥ ২৪৫
কেহ কেহ মো-সবারে মাগিবে শরণ।
এ সকল দেখি সুখী হবে তব মন ॥ ২৪৬
অসহায় হয়্যা তবে রাম পলাইবে।
অথবা তোমার শরে পরাণ তেজিবে ॥ ২৪৭
তবে তুমি সীতা লয়্যা করিবে বিহার।
এইত নিশ্চয় মন্ত্র হইল আমার ॥ ২৪৮

...হাদেব-বাক্য শুনি পরে বিরূপাক্ষ।
...হিতে লাগিল মদ্যপানে ঘূর্ণিতাক্ষ ॥ ২৪৯
...রাজ কহিলেন যে কথা প্রহস্ত।
...মাবো মনেতে হয় এই সুপ্রশস্ত ॥ ২৫০
...হেতুক আরম্ভ করিলে এ সমর।
...বশ্য হইবে তব জয় লঙ্কেশ্বর ॥ ২৫১
...ন দেখ সেনা হয় বলের সাধন।
...য়ে তার চারি অঙ্গ করয়ে গণন ॥ ২৫২
...দাতি তুরঙ্গ আর মাতঙ্গ স্যন্দন।
...ত্র সেনার অঙ্গ এই নিরূপণ ॥ ২৫৩
...া বিনে নির্ব্বাহ না হয় কভু রণ।
...পিসৈন্যে হবে ইহা কিরূপে ঘটন ॥ ২৫৪
...ই চতুরঙ্গ সৈন্যে মোরা গেলে রণে।
... করিবে আমাদের শাখামৃগগণে ॥ ২৫৫
...হাতে করিব মোরা ব্যূহ-বিরচন।
...া ভেদ করিতে না পারে দেবগণ ॥ ২৫৬
...ই ব্যূহে প্রবেশ করিতে না পারিয়া।
...াইবে কপিগণ সমর ছাড়িয়া ॥ ২৫৭
...গা কথো বিদ্ধ হয্যা আমাদের শরে।
...ণ ত্যেজি পড়িবেক পৃথিবী-উপরে ॥ ২৫৮
...রধারাতে ছন্ন যত কপিগণ।
...জবেক কুসুমিত কিংশুক যেমন ॥ ২৫৯
...ে যাবৎ ধলি বানর-শোণিতে।
...বেক কর্দ্দম হইয়া পৃথিবীতে ॥ ২৬০
...াদের সৈন্য যত পিশাচ রাক্ষস।
...বেক পেট পূরি কপি-মাংস-রস ॥ ২৬১
...াপে কপিসৈন্য করি পরাজয়।
...তে করিব রাম-লক্ষ্মণের ক্ষয় ॥ ২৬২
...র্বিত্যাগ করি সকল সংশয়।
...করিব বলি করহ নিশ্চয় ॥ ২৬৩
...ই কহিলুঁ আমি আপন মন্ত্রণ।
...আর সকলের বদনে শ্রবণ ॥ ২৬৪
...কহি বিরূপাক্ষ বিরত হইলা।
...সব মন্ত্রিগণ কহিতে লাগিলা ॥ ২৬৫
...াজ যে হইল এইত মন্ত্রণ।
...ে নাহিক আর কারো দ্বিধা মন ॥ ২৬৬
...এব ঐকমত্য-লক্ষণ দেখিয়া।
...এই মন্ত্রণারে উত্তম বলিয়া ॥ ২৬৭

রাখিতে হইবে ইহা করিয়া গোপন।
যোগ্যকালে করিতে হইবে প্রকাশন ॥ ২৬৮
নিজ মনোমত কথা শুনি দশানন।
করিলেক মন্ত্রিগণে বহু প্রশংসন ॥ ২৬৯
তাহা শুনি পরম ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ।
পুনর্ব্বার কহিতে করিলা আরম্ভণ ॥ ২৭০
মহারাজ এ সকল তব মন্ত্রিগণ।
কহিলা বিশেষ মতে সুপ্রিয় বচন ॥ ২৭১
কিন্তু যদি কার্য্য কর এই অনুসারে।
মঙ্গল না হবে তবে কোনহ প্রকারে ॥ ২৭২
অতএব যদ্যপি না জিজ্ঞাস আমারে।
তথাপি অবশ্য মোরে হয় কহিবারে ॥ ২৭৩
যে জন যাহার হিত বাসনা করিবে।
জিজ্ঞাসা না করিলেও সে তাবে কহিবে ॥ ২৭৪
এই লাগি পুন কিছু করি নিবেদন।
মহারাজ মন দিয়া করহ শ্রবণ ॥ ২৭৫
মন্ত্রিগণ যে করিলা মন্ত্রণা-নির্ণয়।
এ সকল নীতি-শাস্ত্র-সম্মত না হয় ॥ ২৭৬
দেখ দেখ যাবদীয় নীতি-শাস্ত্রচয়।
রাজাদের করণীয় ছয় গুণ কয় ॥ ২৭৭
সন্ধি ও বিগ্রহ যান চতুর্থ আসন।
পঞ্চম তাহাতে দ্বৈধ ষষ্ঠ আশ্রয়ণ ॥ ২৭৮
তাহে সন্ধি হয় শত্রুসহিতে মিলন।
বিগ্রহ-পদেতে কহে শত্রু-সঙ্গে রণ ॥ ২৭৯
যান পদে যাত্রা হয় রিপু বরাবরে।
আসন কহিয়ে স্থিতি শত্রুর গোচরে ॥ ২৮০
দ্বৈধ হয় শত্রুদের অমাত্য-ভেদন।
আশ্রয়পদেতে কহি অন্যে আশ্রয়ণ ॥ ২৮১
তার মধ্যে সন্ধি আর বিগ্রহ প্রধান।
আর চারি উভয়ের অঙ্গে সমাধান ॥ ২৮২
করিবেক সে সন্ধি বিগ্রহ শত্রু-সনে।
মন্ত্রিসঙ্গে করিয়া ত্রিবর্গ বিবেচনে ॥ ২৮৩
ত্রিবর্গ-পদেতে হয় বৃদ্ধি স্থান ক্ষয়।
তাহে বৃদ্ধি হয় সৈন্য-ধন-উপচয় ॥ ২৮৪
ক্ষয়-পদে হয় সৈন্য-ধন-পরিহানি।
স্থান-পদে বৃদ্ধিক্ষয় অভাব বাখানি ॥ ২৮৫
তাহে এথা রাম-সঙ্গে বিগ্রহ তেজিয়া।
উচিত করিতে সন্ধি এই মোর হিয়া ॥ ২৮৬

যে হেতুক তার সঙ্গে বিবাদ করণে।
ঘটিতে না পারে তব বুদ্ধি বিবেচনে ॥ ২৮৭
তাঁর সৈন্য হয় বন্য বানর সকল।
তাহাদিগে জিনি লয়্যা কি হইবে ফল ॥ ২৮৮
তাঁহারাও নির্দ্ধন তপস্বী দুই জন।
জিনিলেও তাঁহাদিগে কি পাইবে ধন ॥ ২৮৯
সীতা-লাভ হবে বলি যদি কর মন।
এ কেবল অতিশয় অনর্থ-ঘটন ॥ ২৯০
একে পরনারী তাহে সতী শিবা যথা।
তারে হরি আনি পাইতেছ এই ব্যথা ॥ ২৯১
যেন পতিব্রতা-ধর্ম্ম শুনিয়ে তাঁহার।
কোপদৃষ্টি-মাত্রে লঙ্কা করিবা সংহার ॥ ২৯২
যদি কহ স্থান লাগি করিব সমর।
তাহাও না সিদ্ধ হবে রাম-বরাবর ॥ ২৯৩
যেরূপ তাঁহার সৈন্য যেন বাহুবল।
তাহে তব ধন সৈন্য যাইবে সকল ॥ ২৯৪
অতএব বুদ্ধি আর স্থানে উল্লঙ্ঘিয়া।
এ রণে তোমার ক্ষয় ঘটিবে আসিয়া ॥ ২৯৫
দেখ দেখ পরাক্রম রামের যেমন।
ইথে তাঁরে জিনিতে না পারে ত্রিভুবন ॥ ২৯৬
তাহে পুন মিলিয়াছে সৈন্য যে সকল।
ইথে যুদ্ধ-আয়োজন কেবল নিষ্ফল ॥ ২৯৭
দেখ আর এক কপি আসি এ নগরে।
নাশি গেল কত না পিশাচ নিশাচরে ॥ ২৯৮
যদি কহ সুগ্রীবের মতি ভেদ করি।
জিনিব রামেরে ইহা শ্রবণে না ধরি ॥ ২৯৯
নাহি তার লোভ নাহি তোমা হৈতে ভয়।
কি কারণে হবে সেহ বিভিন্ন-আশয় ॥ ৩০০
তাঁর সঙ্গে আছে যত ভল্লুক বানর।
তাহারাও নাহি হবে ভেদের গোচর ॥ ৩০১
নাহি চাহে তারা রত্ন বস্ত্র অলঙ্কার।
কিরূপেতে ভুলাইবে মন তা-সবার ॥ ৩০২
যদি বা তাহাও কোনো মতে সিদ্ধ হয়।
তাহাতেই কিবা হবে তোমার অভয় ॥ ৩০৪
একা রাম ধনুক ধরিয়া দাঁড়াইলে।
কিছু না করিতে পারে ত্রিভুবন মিলে ॥ ৪০৪
দেখ বহু রাক্ষস সহিতে সুবাহুরে।
একা তিঁহ পাঠাইলা শমনের পুরে ॥ ৩০৫

ভাঙ্গিল অভজ্য মহেশের শরাসন।
ভৃগুপতি-মহাদর্প করিলা খণ্ডন ॥ ৩০৬
বধিলা ত্রিলোকজয়ী সদূষণ খরে।
মারিলেন দুর্দ্দান্ত বালীরে এক শরে ॥ ৩০৭
এ সকল কর্ম্ম শুনি হেন হয় মন।
জিনিতে পারেন তিঁহ একা ত্রিভুবন ॥ ৩০৮
তাহে পুন নিজ সম লক্ষ্মণ সহিতে।
তিঁহ দাঁড়াইলে কে পারিবে কি করিতে ॥ ৩০৯
অতএব করিলেও দ্বৈধ আচরণ।
কিছু মাত্র সিদ্ধ না হইবে প্রযোজন ॥ ৩১০
যদি কহ সে রামেরে করিবারে জয়।
আশ্রয় করিব অন্যে সেহ মিথ্যা হয় ॥ ৩১১
রাম হৈতে শ্রেষ্ঠ কিম্বা সমান তাঁহার।
নাহি দেখি কোনো জন ভুবনমাঝার ॥ ৩১২
অতএব কোন্ জনে করিয়া আশ্রয়।
মহারাজ সংগ্রামে করিবে রামজয় ॥ ৩১৩
যুদ্ধে গিয়া যদি তাঁর জয় নাহি হয়।
তবে মিথ্যা হয় যান আসন উভয় ॥ ৩১৪
যদি কহ যুদ্ধ সন্ধি কিছু না করিব।
কিন্তু নিজ গড মাঝে বসিয়া থাকিব ৩১৫
মহারাজ তাহাতেও না হবে মঙ্গল।
শ্রবণ করহ তার কারণ সকল ॥ ৩১৬
চিরদিন দুর্গমাঝে নিরুদ্ধ থাকিতে।
তোমাদের উপদ্রব হবে নানা রীতে। ৩১৭
বাহিরেতে রহিবেন তাঁরা স্বেচ্ছাচারে।
ইথে তাঁহাদের হানি হবে কি প্রকারে ॥ ৩১৮
অতএব অপর সকলে ছাড়ি আশ।
কর রাম-সঙ্গে সন্ধি করিতে প্রায়স ॥ ৩১৯
করহ তাহার চারি অঙ্গের সাধন।
যাহাতে রামের সঙ্গে ঘটয়ে মিলন ॥ ৩২০
শুভক্ষণে যাত্রা কর সুমন্ত্রী লইয়া।
রাম-সন্নিধানেতে আসন কর গিয়া ॥ ৩২১
ভেদ কর তাঁর সুগ্রীবাদি মন্ত্রিগণে।
সমর্পণ করি স্তুতি বিনীতি রতনে ॥ ৩২২
আশ্রয় করহ তাহে জানকীর পায়।
মিলিবে শ্রীরামসঙ্গ যাঁহার কৃপায় ॥ ৩২৩
এইরূপে রামসঙ্গে সন্ধান বিহনে।
মঙ্গলের পথ নাহি নিরখি নয়নে ॥ ৩২৪

[illegible]ক-অংশে যে কহিলা তব মন্ত্রিগণ ।
বিচার দেখিলে সত্য নহে সে বচন ॥ ৩২৫
[illegible] দোষ গণিলেক তাড়কামারণ ।
এ কথা কি বিজ্ঞজনে করয়ে শ্রবণ ॥ ৩২৬
সর্ব্বদর্শী এই কহে দেবগণ ।
অধার্ম্মিক যারে তাবে করিবে শাসন ॥ ৩২৭
বিরোচনসুতা দীর্ঘজিহ্বা নিশাচরী ।
মারিলা তাহারে ইন্দ্র শাস্ত্র অনুসরি ॥ ৩২৮
[illegible]কসঙ্গেতে সখ্য দোষ কভু নয় ।
কিন্তু সীমাশঙ্ক মহা কৃপাগুণ হয় ॥ ৩২৯
লুকাইয়া থাকিয়া বালি-বানর-মারণ ।
কখন না হয় রামচন্দ্রের দূষণ ॥ ৩৩০
মৃগ আর শাখামৃগ দুই এক হয় ।
ক্ষত্রিয় লুকায়্যা মৃগে মারিতে পারয় ॥ ৩৩১
আর যে কহিলা অপকারী করি তাঁরে ।
কোন লগ্ন হয় কার হৃদয় মাঝারে ॥ ৩৩২
তাড়কাদি-বধে যদি মান অপকার ।
তখনি করিতে হত্য তবে প্রতিকার ॥ ৩৩৩
শিবধনুভঙ্গে ছিল অনুমতি তাঁর ।
তাহাতে হইল কিসে তব অপকার ॥ ৩৩৪
যে কহিলা দূতে আসি কৈলা অপকার ।
ইহা সত্য বটে কিন্তু নহে অবিচার ॥ ৩৩৫
বিনাদোষে হরি আনিয়াছ তাঁর নারী ।
এক্ষণ এ অপকার নিন্দিতে না পারি ॥ ৩৩৬
যদি কহ দূতের কর্ত্তব্য ইহা নয় ।
এ কথা আমার মনে লগ্ন নাহি হয় ॥ ৩৩৭
নিজ কার্য্য সাধি অন্য কার্য্যের সাধনে ।
সমর্থ যে দূত সেই ছাড়িবে কেমনে ॥ ৩৩৮
আর যে কহিলা দেশ কাল বলত্রয় ।
সে-সবার অনুগুণ ইহা সত্য নয় ॥ ৩৩৯
একা হনূমান হয় ইহাতে প্রমাণ ।
যে দহিল এই পুরী তোমা বিদ্যমান ॥ ৩৪০
রজনীতে ফিরিল এখানে ঘরে ঘরে ।
মারিলেক একা কত কোটি নিশাচরে ॥ ৩৪১
অতএব তোমাদের দেশ কাল বল ।
তাহাদের আগে হবে কেবল নিষ্ফল ॥ ৩৪২
আর যেই চতুরঙ্গ সেনার গরব ।
খণ্ডিয়াছে খর-অক্ষ-বধে তাহা সব ॥ ৩৪৩

দেবের অভেদ্য তোমাদের ব্যূহ বটে ।
দেব-জয়ী কপি আগে কোন কার্য্য ঘটে ॥ ৩৪৪
প্রশংসিল ঐকমত্য বলি যে মন্ত্রণে ।
তাহা প্রবেশয়ে কিবা বিজ্ঞের শ্রবণে ॥ ৩৪৫
কোটী অন্ধে যদি করে পথ বলি জ্ঞান ।
তবে অপথে কি হয় গতিসমাধান ॥ ৩৪৬
অতএব এ সব মন্ত্রণে না শুনিয়া ।
শ্রীরামের নারী দাও তাঁহারে ফিরিয়া ॥ ৩৪৭
কুল-রক্ষা লাগি লোক তেজে একজন ।
গ্রাম-রক্ষা লাগি করে কুলেরে বর্জ্জন ॥ ৩৪৮
দেশ-রক্ষা লাগি করে কুলে পরিহার ।
আত্ম-রক্ষা লাগি লোক তেজয়ে সংসার ॥ ৩৪৯
তুমি কুল গ্রাম দেশ আত্মারে রাখিতে ।
পর-নারী ত্যাগ নাহি কর কি যুক্তিতে ॥ ৩৫০
তাহে দেখ রামচন্দ্র ধর্ম্মনিষ্ঠ শিষ্ট ।
তাঁহার রমণী রাখা অত্যন্ত অনিষ্ট ॥ ৩৫১
যদি না ফিরিয়া দাও তাঁহার সুন্দরী ।
মজিবে বিপদ সিন্ধু-মাঝে এ নগরী ॥ ৩৫২
অতএব ধরি আমি তোমার চরণে ।
জানকী ফিরিয়া দাও শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ৩৫৩
না আস্যেন হেথা রাম সসৈন্যে যাবত ।
ফিরি দাও শ্রীরামের রমণী তাবত ॥ ৩৫৪
নাহি বেড়ে কপিসৈন্য লঙ্কাতে যাবত ।
ফিরি দাও শ্রীরামের রমণী তাবত ॥ ৩৫৫
নিক্ষেপ করেন বাণ রাম না যাবত ।
ফিরি দাও শ্রীরামের রমণী তাবত ॥ ৩৫৬
লক্ষ্মণের বাণ লঙ্কা না দহে যাবত ।
ফিরি দাও শ্রীরামের রমণী তাবত ॥ ৩৫৭
না করে রাক্ষসীগণ ক্রন্দন যাবত ।
ফিরি দাও শ্রীরামের রমণী তাবত ॥ ৩৫৮
শুনি বিভীষণ-মুখে এতেক বচন ।
ক্রোধেতে আবিষ্ট হল্য রাজা দশানন ॥ ৩৫৯
যেন সন্নিপাতজ্বরে তৃষ্ণাতুর জন ।
ক্রুদ্ধ হয় করি জল-বারণ শ্রবণ ॥ ৩৬০
আরক্ত হইল তার বিংশতি লোচন ।
দশ মুখে দন্তে দন্তে করয়ে দংশন ॥ ৩৬১
তার ক্রোধ জানিয়া যাবত মন্ত্রিগণ ।
হইলা অত্যন্ত শঙ্কা-ভয়যুক্ত-মন ॥ ৩৬২

তবে কর-তলে কর করিয়া ঘর্ষণ।
বিভীষণ প্রতি ক্রোধে কহয়ে রাবণ ॥ ৩৬৩
দুর্ব্বুদ্ধি কহিলে তুমি যাবত বচন।
তাহা আমি কিছু নাহি করিয়ে গ্রহণ ॥ ৩৬৪
চিরদিন হও তুমি শত্রুপক্ষে রত।
তোমার বচন শুনিবারে নহে মত ॥ ৩৬৫
তাহে করিতেছ আজি পরের স্তবন।
বচনের ভঙ্গীক্রমে আমার নিন্দন ॥ ৩৬৬
এ লাগিয়া তোহে মন্ত্রি-মাঝে নাহি গণি।
কিন্তু শত্রুপক্ষ বলি বিশেষেতে ভণি ॥ ৩৬৭
যদি জান রামে শূর অশূর আমায়।
যাহ তবে কর গিয়া আশ্রয় তাহায় ॥ ৩৬৮
দেখিতেছি আছে তোর তাহে ভক্তিসার।
করিছ শ্রীশব্দযোগে নাম-গান তার ॥ ৩৬৯
ইহা কি সহিতে পারি শুনি নিজ কাণে।
যাহ যাহ কিছু কাজ নাহিক এ স্থানে ॥ ৩৭০
জানি জানি অতি ভীত জনের আশয়।
যুদ্ধ উপস্থিত দেখি পরপক্ষ হয় ॥ ৩৭১
শূর কেবা হেন জন ত্রিলোকে আছয়।
অপমান পাই যেবা সহ্য করি রয় ॥ ৩৭২
সে জন হইতে ভাল বলি সে ধূলিরে।
পদাঘাত খাই যেই উড়ি উঠে শিরে ॥ ৩৭৩
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহু তোরে বিভীষণ।
রাক্ষসকুলেতে জন্মি যার ভীত মন ॥ ৩৭৪
বীর্য্য-শৌর্য্য-গুণ-হীন হয় যেই জন।
ভীত হয় সেই উপস্থিত দেখি রণ ॥ ৩৭৫
রামের দেখিলি তুই কিবা এত বল।
যাহে ভয় পাই এত হইছ বিহ্বল ॥ ৩৭৬
যাহ যাহ তোর মত রণ-ভীত জনে।
কিছু প্রযোজন নাই রাখিয়া ভবনে ॥ ৩৭৭
থাকুক সকল সৈন্য সুখে নিজ ধামে।
একা আমি সহ-সৈন্যে বধিব সে রামে ॥ ৩৭৮
ওহে মন্ত্রিগণ তোরা তেজি এই ছারে।
মন্ত্রণা-নিশ্চয় কর রণ করিবারে ॥ ৩৭৯
এতেক বচন শুনি রাবণ-বদনে।
বিভীষণ ভাবনা করেন মনে মনে ॥ ৩৮০
যে লাগি আইনু মাতৃ-আজ্ঞা অনুসারে।
তাহাত না সিদ্ধ হল্য কোনহ প্রকারে ॥ ৩৮১

অনুমান সবংশেতে মরিবে রাবণ।
কিরূপে সাক্ষাতে তাহা করিব দর্শন ॥ ৩৮২
অতএব পরিত্যাগ করি এই স্থান।
শ্রীরাম নিকটে আমি করিব পয়াণ ॥ ৩৮৩
শুনিয়াছি তিঁহ কৃপা-পারাবার হন।
উপেক্ষা না করিবেন লইলে শরণ ॥ ৩৮৪
অতএব রাম-কাছে যাইব নিশ্চয়।
তভু রাবণেরে আরো বুঝাইতে হয় ॥ ৩৮৫
নিজ বাক্য বুদ্ধি বল যাবত থাকিবে।
বন্ধুজন বন্ধুরে তাবত বুঝাইবে ॥ ৩৮৬
এতেক নিশ্চয় করি বিজ্ঞ বিভীষণ।
পুনর্ব্বার কহিতে করিলা আরম্ভণ ॥ ৩৮৭
লঙ্কাপতি বটে এই বিনাশলক্ষণ।
ধর্ম্মপথ তেজিয়া কুপথে প্রবর্ত্তন ॥ ৩৮৮
বিদ্যুৎ যেমন মেঘ-গর্জ্জন-কারণ।
অধর্ম্মে প্রবৃত্তি তেন বিনাশসাধন ॥ ৩৮৯
ইহাতেও দোষ নাহি তোমার বিস্তর।
যেহেতু হয়্যাছ তুমি শুদ্ধ কাম-পর ॥ ৩৯০
কেবল কামেতে সক্ত হয় যেই জন।
সে করিতে নারে ধর্ম্মমার্গেতে গমন ॥ ৩৯১
তাহে যদি ধর্ম্মনিষ্ঠ হয় মন্ত্রিগণ।
তবে কভু ফিরাইতে পারে তার মন ॥ ৩৯২
এখানে যেমন তুমি হয়্যাছ ভূপতি।
মিলিয়াছে ভাগ্য গুণে তেন মন্ত্রি-ততি ॥ ৩৯৩
ইহাদের সঙ্গে করি মন্ত্রণা-নিশ্চয়।
করহ তাহাই যাহা মনে লয় হয় ॥ ৩৯৪
একমাত্র এই দুঃখ হইতেছে চিতে।
কেহ না রহিবে এই বংশে পিণ্ড দিতে ॥ ৩৯৫
জিজ্ঞাসিলে শ্রীরামের বল যে আমারে।
কি সাধ্য আমার তাহা সব কহিবারে ॥ ৩৯৬
তাড়কারে বধিলা সে রাম এক শরে।
মারিলা সুবাহু আদি বহু নিশাচরে ॥ ৩৯৭
ভাঙ্গিয়া অত্যন্ত দৃঢ় মহেশ্বরচাপ।
চূর্ণ কৈলা ত্রিলোকবিজয়ি-ভৃগুদাপ ॥ ৩৯৮
মারিলেন বিরাধ-দূষণ-বীরবরে।
আর চৌদ্দসহস্র-রাক্ষস-সনে খরে ॥ ৩৯৯
এক এক বাণে মাল্যা মারীচ বালীরে।
ইহা হৈতে কি বল আছয়ে কোন্ ধীরে ॥ ৪০০

...হেতু না হয় তাঁর অধিক পৌরুষ।
...হেতু না হন তিঁহ সামান্য মানুষ ॥ ৪০১
...খ বন-পশু বশ তাঁর গুণগণে।
...হ কি ঘটিতে পারে যেন তেন জনে ॥ ৪
শুনিয়াছি আমি কুম্ভকর্ণ দাদা-স্থানে।
তাহা কহি মন দিয়া প্রবেশাও কাণে ॥ ৪০
...কদিন নিদ্রা তেজি করিয়া আহার।
উদরপূরণ নাহি হইল তাঁহার ॥ ৪০৪
...রে পশু খাইবারে তিঁহ গেলা বন।
...খানে নারদ-সঙ্গে হল্য সন্দর্শন ॥ ৪০৫
...রে দেখি প্রণমিয়া কৈলা জিজ্ঞাসন।
...নিবর কোথা হতে হল্য আগমন ॥ ৪০৬
...বে সেই মুনি তারে লাগিলা কহিতে।
...ইলাম আমি মেরুশিখর হইতে ॥ ৪০৭
...খলাম সেখানে সকল দেবগণ।
...রিছে রাবণ-বধ লাগিয়া মন্ত্রণ ॥ ৪০৮
...ভুবনে রাবণের দৌরাত্ম্য শুনিয়া।
...হিলেন পিতামহ ক্ষণেক চিন্তিয়া ॥ ৪০৯
...য়াছি আমিহ বর তাহারে পূরবে।
...ব দৈত্য আদি হত্যে মরণ না হবে ॥ ৪১০
...বল অবজ্ঞা করি মনুষ্য বানরে।
...লয়াছে তাহা হৈতে অবধ্যতা বরে ॥ ৪১
...তএব নরলীলা করি অঙ্গীকার।
...দশরথগৃহে হরি করু অবতার ॥ ৪১২
...রা সবে জন্ম গিয়া নিজ নিজ অংশে।
...ক কুলেতে আর শাখামৃগবংশে ॥ ৪১৩
... অনায়াসে হবে রাবণ-সংহার।
... না হয় দেখ করিয়া বিচার ॥ ৪১৪
...ক নিশ্চয় করি যত দেবগণ।
...নিজ স্থানে সবে করিলা গমন ॥ ৪১৫
...শুনি আমি তোমাদিগে কহিবারে।
...ছিলাম এই লঙ্কার মাঝারে ॥ ৪১৬
...সিদ্ধ হলা এবে যাই অন্য স্থান।
...কহি শ্রীনারদ করিলা পয়াণ ॥ ৪১৭
...কথা শুনি কুম্ভকর্ণ দাদা-স্থানে।
...রামে নারায়ণ বলি অনুমানে ॥ ৪১৮
...পুন দেখি অসম্ভব সব ক্রিয়া ॥
...করিয়ে তাঁরে ঈশ্বর বলিয়া ॥ ৪১৯

অতএব কহি রাজা তেজি দুষ্ট মন।
শ্রীরাম-চরণে গিয়া লভহ শরণ ॥ ৪২০
কহিতেছ তেজিতে আমারে এই স্থান।
এ কেবল হয় পিষ্টপেষণ বিধান ॥ ৪২১
আমি তেজি অধার্ম্মিকজন-সহবাস।
যাইব অদ্যই সেই শ্রীরামের পাশ ॥ ৪২২
শুনিয়াছি তিঁহ হন আশ্রিত-রক্ষক।
অত্যন্ত কৃপালু ভক্ত-অভীষ্টপূরক ॥ ৪২৩
তাঁর পদে ভক্তি করে হরি পঞ্চানন।
আমি তাহে হই কিবা অতিক্ষুদ্র জন ॥ ৪২৪
তভু শুনি নীচ প্রতি করুণা তাহার।
সেবন করিতে মন বাসনে আমার ॥ ৪২৫
অতএব যাব রামনিকটে নিশ্চয়।
তথাপি কহিলুঁ যাহে তব হিত হয় ॥ ৪২৬
এখনো কহিয়ে তোহে আমি বার বার।
রাম-সঙ্গে করহ কলহ পরিহার ॥ ৪২৭
অন্যথা এমন লঙ্কা ছারখার হবে।
নিশাচর-কুল-মাঝে কেহ নাহি রবে ॥ ৪২৮
তুমি যে করিছ নিজ বীর্য্যের বড়াই।
বালীর বধেতে তাহা হল্যা গেছে ছাই ॥ ৪২
বিভীষণ-বাণী এত করিয়া শ্রবণ।
অতিশয় কোপে মগ্ন হলা দশানন ॥ ৪৩০
অতি ভয়ঙ্কর হলা তাহার আকার।
অট্ট অট্ট হাসিয়া কহয়ে পুনর্ব্বার ॥ ৪৩১
ভাল ভাল ভাল রে দুর্ব্বুদ্ধি বিভীষণ।
ভাল দেখিয়াছ তুমি রামে নারায়ণ ॥ ৪৩২
তাড়কা একেতে নারী তাহে বৃদ্ধ ছিল।
তার বধে কিবা তোর বিস্ময় হইল ॥ ৪৩৩
মারিয়াছে সুবাহু প্রভৃতি নিশাচর।
ইথে কি আশ্চর্য্য বোধ করয়ে অন্তর ॥ ৪৩৪
তারা কেহ রণ-সাজে নাহি গিয়াছিল।
হঠাৎ অন্যায় করি তাদিগে বধিল ॥ ৪৩৫
ভঞ্জন করিলা যেই শিবশরাসন।
বিধির নির্ব্বন্ধ হয় তাহার কারণ ॥ ৪৩৬
ভৃগুপতি একে বৃদ্ধ তাহাতে ব্রাহ্মণ।
কিবা আছে তার বীর্য্য কিবা জানে রণ ॥ ৪৩
বধিলা বিরাধে এহ নহে চমৎকার।
কুবেরশাপান্তবাক্য নিমিত্ত তাহার ॥ ৪৩৮

মারিল মারীচে ইহা নাহি গণি মনে।
গিয়াছিল মৃগরূপে সে অস্ত্র-বিহনে ॥ ৪৩৯
মিত্রারে মারিল মোর এ অতি নিন্দিত।
সে রণ করিতেছিল সুগ্রীবসহিত ॥ ৪৪০
কহিবে সসৈন্য খরে করিল মারণ।
তাহার তাৎপর্য্য তবে করহ শ্রবণ ॥ ৪৪১
খরের যেমত বল যেমন শূরতা।
ইথে রাম বধে তারে কেন কি যোগ্যতা ॥ ৪৪২
অতএব অনুমান করি এই মনে।
হয়াছিল আয় শেষ তার সেই ক্ষণে ॥ ৪৪৩
যেহেতুক প্রাপ্তকাল হয় যেই জন।
কুশাগ্রস্পর্শেও সেহ তেজয়ে জীবন ॥ ৪৪৪
ত্রিশিরা দূষণ আদি আর যত জন।
তেনই জানহ তুমি তাদেরো মরণ ॥ ৪৪৫
বনপশু বশ করিযাছে যে রাঘব।
কহক জানিলে তাহা নহে অসম্ভব ॥ ৪৪৬
অতএব এ সকল কর্ম্ম দেখি তাব।
বিষ্ণু-বুদ্ধি করে লোক নাহি আছে যাব ॥ ৪৪৭
দেখ দেখ সেহ যদি হবে জনার্দ্দন।
রমণীর লাগি কেন করিবে ক্রন্দন ॥ ৪৪৮
বিষ্ণুবে পূজন করে যাবৎ অমরে।
সে কেন করিবে সখা চণ্ডাল বানরে ॥ ৪৪৯
সর্ব্বজ্ঞ করিযা তারে কহয়ে শ্রুতিতে।
সে কেন পাঠাবে দূত সীতা অন্বেষিতে ॥ ৪৫০
তবে যে কহিলি তুই নারদ-বচন।
ইহাতে প্রত্যয় নাহি করে মোর মন ॥ ৪৫১
যদি নারদের কথা হয় পরমাণ।
তবে তাঁর আশয় করিয়ে অনুমান ॥ ৪৫২
তিঁহ সদা অভিলাষী কলহ দেখিতে।
কয্যাছিলা দেবসঙ্গে দ্বন্দ্ব লাগাইতে ॥ ৪৫৩
যেহেতু বিচারি তাহা কিবা প্রয়োজন।
মুনিসকলেও করি শত্রুতে গণন ॥ ৪৫৪
তুমি যদি বিষ্ণু বলি জানিযাছ তায।
যাহ যাহ তবে ভজ গিয়া তার পায ॥ ৪৫৫
আমি আসি নাই তোমা স্থানে শিক্ষা নিতে।
মোর প্রতি উপদেশ হবে না করিতে ॥ ৪৫৬
কহিলে যে মোর প্রতি তুমি কুবচন।
ভাই বলি কারলাম তাহা ক্ষমাপণ ॥ ৪৫৭

যদি কহ হেন কুবচন আরবার।
পাইবে উচিত ফল তখনি তাহার ॥ ৪৫৮
রাবণ-বদনে শুনি এ সব বচন।
মনে মনে ভাবনা করেন বিভীষণ ॥ ৪৫৯
যে জন মন্ত্রণা লাগি ডাকিবে যাহ রে।
তাহারে সে হিত কবে শাস্ত্র-অনুসারে ॥ ৪৬০
তাহা শুনি হয যদি সেজন কুপিত।
তথাপি না কহিবেক কদাচ অহিত ॥ ৪৬১
তাও করে যতক্ষণ গঞ্জা না ধরয।
তাহা করিলেই তার দোষ হয় ক্ষয ॥ ৪৬২
অতএব আপনার দোস ঘুচাইতে।
হইতেছে আরো কিছু রাবণে কহিতে ॥ ৪৬৩
এত চিন্তা করি বিভীষণ মহামতি।
পুনর্ব্বার কহিছেন দশানন প্রতি ॥ ৪৬৪
নিশাচর-রাজ তব যেন জ্ঞান-বল।
কহিলে তাহারি যোগ্য বচন সকল ॥ ৪৬৫
প্রকটেও ঈশ্বরে না চিনে অজ্ঞজন।
অন্ধ যেন জানিতে না পারয়ে রতন ॥ ৪৬৬
রহিয়াছে চক্ষু কিন্তু দেখিতে না পায।
পেঁচক যেমন সূর্য্যমণ্ডলে দিবায ॥ ৪৬৭
ইহাতেও নাহি মানি তোমার দূষণ।
যেহেতু নিজেরে প্রভু করযে গোপন ॥ ৪৬৮
প্রণাম করিয়ে তাঁর শকতি মায়ায়।
নয়ন-আগেও যেই ঢাকি রাখে তায ॥ ৪৬৯
থাকুক সে সব কথা এখনো তোমারে।
কহি আমি না মজাও তুমি আপনারে ॥ ৪৭০
আনিযাছ সীতা কাল-ভুজঙ্গীরে ঘরে।
রাখিলে সসৈন্যে যাবে শমননগরে ॥ ৪৭১
এহেন সুন্দর রাজ্য এহেন সম্পদ্।
নিজ দোষে কেন আনি ঘটাও আপদ্ ॥ ৪৭২
চিরকাল তপ করি পায্যাছ এ রাজ্য।
কিছু দিন ভোগ কর ছাড়িয়া অন্যায্য ॥ ৪৭৩
যদি কহ তুমি কেন কহ কুবচন।
তার অভিপ্রায় কহি করহ শ্রবণ ॥ ৪৭৪
জিজ্ঞাসিলে মন্ত্রণা কহিতে হয় হিত।
অন্যথা করিলে হয় পাপ উপস্থিত ॥ ৪৭৫
অতএব কহিতেছি তোহে হিত কথা।
কদাচিত ইহা নাহি করহ অন্যথা ॥ ৪৭৬

ইহা না মানিয়া যদি কর স্বেচ্ছাচার।
সবংশে দেখিবে তবে শমনের দ্বার ॥ ৪৭৭
যেই মাত্র এ কথা কহিলা বিভীষণ।
মহাকোপে উন্মত্ত হইলা দশানন ॥ ৪৭৮
দন্ত কড়মড় করি ছাড়িয়া হুঙ্কার।
বিকট নিনাদে কহিতেছে আরবার ॥ ৪৭৯
একি একি একিরে দুর্ম্মতি বিভীষণ।
ধরিয়াছে বুঝি তোর চিকুরে শমন ॥ ৪৮০
চৌদ্দ চতুর্যুগ হৈল আমার জনন।
ইতো মধ্যে শুনি নাই হেন দুর্ব্বচন ॥ ৪৮১
করিযাছি কলহ ইন্দ্রাদি দেব সনে।
কেহ পারে নাই কহিবারে কুবচনে ॥ ৪৮২
তাহা শুনাইলি তুই ক্ষুদ্র হয্যা মোরে।
কিন্তু তার ফল এই দেখাইব তোরে ॥ ৪৮৩
এত কহি খরতর খড়্গ ধরি করে।
লম্ফ দিয়া পড়িলেক ভূতল-উপরে ॥ ৪৮৪
তার পদাঘাতে লঙ্কা করে টলমল।
ক্রোধ দেখি অতি ভীত রাক্ষস সকল ॥ ৪৮৫
তবে সেই দশানন মহাবেগ-বলে।
পদাঘাত কৈলা বিভীষণ-বক্ষঃস্থলে ॥৪৮৬
বিভীষণ অচেতন হইয়া তাহায।
পড়িলা ধরণীতলে ছিন্নতরু-প্রায ॥ ৪৮৭
তাহা দেখি যাবদীয নিশাচরগণ।
হাহাকার করে সবে অতি দুঃখী-মন ॥ ৪৮৮
নিরীক্ষণ করি তাহা যত সুরততি।
পরস্পর কহিতেছে এ সব ভারতী ॥ ৪৮৯
গেল গেল গেল এবে নিশ্চয রাবণ।
বিভীষণ-অঙ্গে করি চরণ-অর্পণ ॥ ৪৯০
বরঞ্চ সহেন রাম নিজ তিরস্কার।
ভক্ত অপমান সহ্য না হয় তাঁহার ॥ ৪৯১
এখানে প্রহস্ত উঠি ধরি দশাননে।
সান্ত্বনা করিযা বসাইলা সিংহাসনে ॥ ৪৯২
হস্ত হতো ছাড়ায়্যা লইয়া খড়্গখান্।
কোষে আচ্ছাদিয়া রাখিলেক অন্তস্থান ॥ ৪৯৩
বিভীষণ-মন্ত্রী চারিজন নিশাচর।
তুলি বসাইলা তাঁরে আসন উপর ॥ ৪৯৪
ক্ষণকাল পর্য্যন্ত যাবত সভ্যজন।
রহিলা নিঃশব্দ হয়্যা পুত্তলী যেমন ॥ ৪৯৫

বিভীষণ ক্ষণকাল করি বিবেচন।
পুনর্ব্বার রাবণে কহেন এ বচন ॥ ৪৯৬
মহারাজ করিলে যে কর্ম্ম আচরণ।
ইহাতে দুঃখিত কিছু নহে মোর মন ॥ ৪৯৭
ঐশ্বর্য্য-মদেতে মত্ত যারা অতিশয়।
তাহাদের এইরূপ দুঃস্বভাব হয় ॥ ৪৯৮
ইহাতেও মোর নাহি বড় দুঃখ আর।
চলিলাম আমি তোহে করি পরিহার ॥ ৪৯৯
একমাত্র খেদ এই রহি গেল মনে।
সমুদায কুল গেল তোমার দূষণে ॥ ৫০০
এত বাণী শুনি অতি ক্রুদ্ধ লঙ্কাপতি।
কহিতেছে পুনর্ব্বার বিভীষণ প্রতি ॥ ৫০১
জানি জানি বিভীষণ জ্ঞাতির হৃদয।
জ্ঞাতির বিপদ্ দেখি আনন্দিত হয় ॥ ৫০২
জ্ঞাতিমধ্যে কেহ যদি হয় ধনী সুখী।
তাহা দেখি অন্য জ্ঞাতি হয় মহাদুখী ॥ ৫০৩
বরঞ্চ আপন মৃত্যু পারে সহিবারে।
জ্ঞাতির ঐশ্বর্য্য কিন্তু দেখিতে না পারে ॥ ৫০৪
তাহে পুন কাপট্য করিয়া প্রকাশন।
নিরন্তর তার ছিদ্র করে অন্বেষণ ॥ ৫০৫
পাবামাত্র কোনো ছিদ্র বিবিধ প্রকারে।
আযোজন করে সমূলত নাশিবারে ॥ ৫০৬
সম্ভাবা গাবীতে ধন তপস্যা ব্রাহ্মণে।
চাপল্য নারীতে তেন ভয জ্ঞাতিজনে ॥ ৫০৭
হইয়াছি আমি যে ঈশ্বর লোকপতি।
ভাল না লাগিল তোহে তাহা দুষ্টমতি ॥ ৫০৮
যাহ যাহ লঙ্কা ছাড়ি তুমি এইক্ষণে।
তুমি গেলে আমরা থাকিব সুখি-মনে ॥ ৫০৯
ইহাতে প্রমাণ হয় নীতিশাস্ত্রগণ।
তার অর্থ কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥ ৫১০
বরঞ্চ ভুজঙ্গ কিম্বা শত্রু-সঙ্গে রবে।
শত্রু-সেবি-জন-সহবাসী নাহি হবে ॥ ৫১১
তুমি একে জ্ঞাতি তাহে শত্রু-ভক্তিমান্।
তুমিহ থাকিতে মোর না হবে কল্যাণ ॥ ৫১২
অতএব যাহ তুমি ছাড়ি মোর দেশ।
বিলম্ব করিলে পাবে অতিশয় ক্লেশ ॥ ৫১৩
এত কথা শুনি বিভীষণ মহামতি।
কহিতে লাগিলা পুনর্ব্বার এ ভারতী ॥ ৫১৪

প্রিয়বাদী জন রাজা সর্ব্বত্র সুলভ।
অপ্রিয় পথ্যের বক্তা শ্রোতাও দুর্লভ॥ ৫১৫
নিশ্চয় ধর্য্যাছে তব চিকুরে শমন।
তেঁই মোর হিতবাক্য না কৈলে গ্রহণ॥ ৫১৬
যার মৃত্যু উপস্থিত সেহ লঙ্কাপতি।
না শুনে না দেখে বন্ধু-বাক্য অরুন্ধতী॥ ৫১৭
এ লাগি করিলুঁ আমি তোমারে বর্জ্জন।
জ্বলিত গৃহেরে যেন তেজে বিজ্ঞজন॥ ৫১৮
করিলে তুমিহ মোর যত পরিভব।
জ্যেষ্ঠ বলি সহিলাম আমি তাহা সব॥ ৫১৯
অন্য কোনো জন যদি করিত এ কাজ।
দেখাত্যাম তারে ফল নিশাচর-রাজ॥ ৫২০
শুন শুন মোর কথা ওহে বন্ধুগণ।
চল মোর সঙ্গে যদি হয় কারো মন॥ ৫২১
যদ্যপি বাসনা হয় জীবন রাখিতে।
চল তবে শ্রীরামের চরণ সেবিতে॥ ৫২২
এত কহি রাবণেরে করিয়া বন্দন।
উঠিলা আকাশপথে তবে বিভীষণ॥ ৫২৩
তাহা দেখি তাঁহার অমাত্য চারিজন।
তারাও করিল তাঁর পশ্চাতে গমন॥ ৫২৪
অনিল অনল ভীম সম্পাতি অপর।
এই চারিজন মালিসন্তান-সোদর॥ ৫২৫
তাহাদের সহিত যাইয়া বিভীষণ।
মাতার নিকটে সব কৈলা নিবেদন॥ ৫২৬
তাঁর অনুমতি লয়্যা প্রণমিয়া তাঁরে।
তারপর গেলা নিজ বাটীর মাঝারে॥ ৫২৭
নিজভার্য্যা সরমারে নিকটে ডাকিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু প্রণয় করিয়া॥৫২৮
প্রিয়ে আমি রামচন্দ্রে শরণ লইতে।
চলিলাম এই চারি অমাত্য সহিতে॥ ৫২৯
তুমিহ জানকী-কাছে থাকি নিরন্তর।
সেবন করিবে তাঁরে হইয়া তৎপর॥ ৫৩০
তিঁহ যদি অনুগ্রহ করেন তোমারে।
তবে রাম অঙ্গীকার করিবা আমারে॥ ৫৩১
সুশীলা সরমা জানকীতে ভক্তিমতী।
যে আজ্ঞা বলিয়া তাহে দিলা অনুমতি॥ ৫৩২
তবে বিভীষণ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়া।
যাত্রা কৈলা চারি মন্ত্রী সঙ্গেতে করিয়া॥ ৫৩৩
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ৫৩৪

ইতি শ্রীরামরসায়নে সুন্দরকাণ্ডলীলাকথা-
বর্ণনে বিভীষণ-লঙ্কাত্যাগো নাম
দশমঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ১০॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের সহিত বিভীষণের সম্মিলন।

প্রপন্নাতে যঃ শরণং সকৃন্মাং
তস্মা অয়েদং ন মমাস্তি কিঞ্চিৎ।
ইতীব বিজ্ঞাপয়িতুং দদানং
বিভীষণে প্রেম ভজামি রামম্॥ ১

লঙ্কা ছাড়ি ব্যোমপথে যাইতে যাইতে।
মন্ত্রীদিগে বিভীষণ লাগিলা কহিতে॥ ২
উপস্থিত বিপদ করিয়া নিরীক্ষণ।
করিলাম আমিহ অগ্রজে উপেক্ষণ॥ ৩
তাহে যদি রামকাছে করিয়ে গমন।
বিগান করিবে যাবদীয় অজ্ঞজন॥ ৪
অতএব মনে করি এবে না যাইব।
রাবণবিনাশ-পরে প্রস্থান করিব॥ ৫
এক্ষণ থাকিয়া কোনো নির্জ্জন কাননে।
শ্রীরামচরণপদ্ম ধ্যান করি মনে॥ ৬
এই পরামর্শ করি কিন্তু নিজ মন।
সুস্থির করিতে নারি পাইয়া যতন॥ ৭
এহ রাম-পাদপদ্ম করিতে সেবন।
চঞ্চল হয়্যাছে বড় না মানে বারণ॥ ৮
অতএব কি করিব না হয় নিশ্চয়।
তোরা সব কহ ইথে কি কর্ত্তব্য হয়॥ ৯
করিতেছি আমি ইথে পরামর্শ আর।
তাহাও কহিয়ে শুনি করহ বিচার॥ ১০
মোদের অগ্রজ ভ্রাতা হন ধনপতি।
সুশীল পরম বিজ্ঞ অতি শুদ্ধমতি॥ ১১

কি কহিব আর তাঁর গুণের বিস্তার।
সখা হয়্যাছেন শম্ভু গুণেতে যাঁহার ॥ ১২
তাঁরে জিজ্ঞাসিলে যে করিবে আজ্ঞাপন।
করিব তাহাই এই হয় মোর মন ॥ ১৩
বিভীষণবাণী শুনি চারি মন্ত্রী কয়।
কর্য়াছেন এই অতি সুন্দর নিশ্চয় ॥ ১৪
অতএব সেই স্থানে চলহ এক্ষণ।
করিবে পরেতে তিঁহ কহিবা যেমন ॥ ১৫
এতেক বচন শুনি আনন্দিতমন।
ব্যোম-পথে কৈলাসে চলিলা বিভীষণ ॥ ১৬
এখানেতে নিজস্থানে থাকি পশুপতি।
সকল বৃত্তান্ত জানি কন শিবা প্রতি ॥ ১৭
প্রিয়ে শুন রাবণ-অনুজ বিভীষণ।
করিতেছে সখার নিকটে আগমন ॥ ১৮
সীতা ফিরি দিয়া রাম-সঙ্গে মিলিবারে।
কয়্যাছিল এহ রাবণেরে বারে বারে ॥ ১৯
সেহ তাহা না শুনি কর্য়াছে অপমান।
এই লাগি তারে ছাড়ি আসিছে এখান ॥ ২০
হইয়াছে তার মন শ্রীরামে ভজিতে।
কিন্তু করিতেছে পুন নানা শঙ্কা চিতে ॥ ২১
সেইত সংশয়চ্ছেদ করিবার আশে।
আসিতেছে মোর প্রিয় সুহৃদের পাশে ॥ ২২
যদি সখা না পারেন তারে বুঝাইতে।
তবে পড়িবেক সেহ সঙ্কটনদীতে ॥ ২৩
অতএব চল যাব আমিহ সেথায়।
রামকাছে পাঠাইতে হইবে তাহায় ॥ ২৪
যদি কেহ রামচন্দ্রে করয়ে আশ্রয়।
তবে মোর কত না পরমানন্দ হয় ॥ ২৫
দেখ দেখ সংসার অসংখ্য জীবময়।
মধ্যে হিতে রত কেহ কেহ হয় ॥ ২৬
তার কোটিমধ্যে একজন ধর্ম্মপর।
তার কোটিমধ্যেতে মুমুক্ষু এক নর ॥ ২৭
তার কোটিমধ্যে একজন হয় মুক্ত।
তার কোটিমধ্যে এক রাম-ভক্তিযুক্ত ॥ ২৮
রামভক্ত যদি হয় কোনো জন।
তার গুণে কত লোক পায় বিমোচন ॥ ২৯
অতএব সতত বাসনা মোর মনে।
ভজুক সকল লোক শ্রীরামচরণে ॥ ৩০

তাহে বিভীষণ গেলে রাম-সন্নিধানে।
হইবে তাঁহার কত হিত রণস্থানে ॥ ৩১
অতএব খণ্ডি তার সকল সংশয়।
পাঠাইব প্রভু কাছে অদ্যই নিশ্চয় ॥ ৩২
এত কহি নন্দীরে কহেন ত্রিলোচন।
শীঘ্র সাজাইয়া বৃষ কর আনয়ন ॥ ৩৩
তবে নন্দী গিয়া বৃষে করিয়া সাজন।
করিলেক প্রভুর অগ্রেতে আনয়ন ॥ ৩৪
তবে মহাদেব উঠি শিবা-করে ধরি।
আরোহণ করিলেন বৃষের উপরি ॥ ৩৫
হইল যেরূপ শোভা সেকালে তাঁহার।
তাহা ভাবি মন সুখী না হয় কাহার ॥ ৩৬
কিবা শোভিছেন শম্ভু বৃষপৃষ্ঠে বাস করি।
করি ঐরাবতপৃষ্ঠের উপরে যেন হরি ॥ ৩৭
হরি-তাল গৌরমূর্ত্তি শুভ্র ভস্মে বিলসিত।
সিত-কিরণ-কিরণে যেন মেরু সুশোভিত ॥৩৮
ভিত ললাটের যাহাতে করয়ে ঝলমল।
মল-রহিত কিবা সে শিরে জটা অবিকল ॥৩৯
কল কল শব্দ করে সুরতটিনী তাহায়।
হায় মূর্খ আমি কি বর্ণিব তাহার শোভায় ॥ ৪০
ভায় ললাটমাঝারে অর্দ্ধচন্দ্র মনোরম।
রম-ণীয় জটাজূটে কত শত ভুজঙ্গম ॥ ৪১
গম-নের কালে তারা দোলিতেছে ঘনেঘন।
ঘন-রব জিনি মাঝে মাঝে করয়ে গর্জ্জন ॥ ৪২
জন-মনোহর ফণিময় কর্ণে অলঙ্কার।
কার মনে নাহি লাগে তিন নয়ন তাঁহার ॥ ৪৩
হার হইয়াছে তাঁর বুকে বাসুকি ভুজগ।
জগ-তের মনোহর সর্পবলয় সুভগ ॥ ৪৪
ভগ-বতী বামদিগে অতিশয় শোভমান।
মান করি প্রভু যারে অর্দ্ধ অঙ্গ কৈলা দান ॥৪৫
দান-বারিনাম জপমালা শোভে যার করে।
করে ব্যাঘ্রচর্ম্ম মহাশোভা কটীর উপরে ॥ ৪৬
পরে তদুপরি ফণিময় শৃঙ্খলা সুন্দর।
দশ-শন করি যাহা দ্রবে ভকতনিকর ॥ ৪৭
কর-তালী দিয়া চারিদিগে চলে ভৃত্যসব।
শব-অস্থিমালা কণ্ঠে পরি নাচয়ে ভৈরব ॥ ৪৮
রব করে গাল বাজাইয়া নন্দী মহাকাল।
কাল পিঙ্গল বরণ কত নাচয়ে বেতাল ॥ ৪৯

তাল-তরু হেন কারো কারো দীর্ঘ কলেবর।
বর হ্রস্বতনু কেহ কেহ তাঁর অনুচর ॥ ৫০
চর-ণের ভরে তাহাদের সেইত অচল।
চল-নের কালে করিতে লাগিল টলমল ॥ ৫১
মল-নাশন শিবের নাম গান করে তারা।
তারা-নামে মিলাইয়া যেন অমৃতের ধারা ॥ ৫২
ধারা-বাহিক তাদের গান করিয়া শরণ।
বন-পশুপাখীগণ সব করে আগমন ॥ ৫৩
মন-নের ভঙ্গ হল্য কত যোগীর তাহায়।
হায় অপর কি কব স্বেদ ঝরে শম্ভুগায় ॥ ৫৪
গায় মাঝে মাঝে রঘুপতিচরিত তাহাতে।
হাতে ডমরু লইয়া শিব স্বর দেন তাতে ॥ ৫৫
এইরূপে পার্শ্বদ সহিতে পঞ্চানন।
গমন করিলা নিজ সখার ভবন ॥ ৫৬
দূর হৈতে তাঁরে নিরখিয়া ধনপতি।
অগ্রসর হইয়া আইলা শীঘ্রগতি ॥ ৫৭
বৃষাকপি বৃষ হৈতে নামিয়া ভূতলে।
আলিঙ্গন করিলা কুবেরে কুতূহলে ॥ ৫৮
তবে দুই জনে কর ধরাধরি করি।
বসিলা যাইয়া দিব্য আসন-উপরি ॥ ৫৯
শিষ্য আর যাবদীয় শিবভক্তগণ।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিলা সুখি-মন ॥ ৬০
তবে পশুপতি নিজ সখার সহিত।
করিলেন প্রেম-আলাপন যে উচিত ॥ ৬১
হেনকালে চারিমন্ত্রি-সাথে বিভীষণ।
করিলেন কৈলাস-ভূধরে আগমন ॥ ৬২
তারা সবে চারিদিগে ফিরায়্যা নয়ন।
করিছেন কৈলাসের শোভা নিরীক্ষণ ॥ ৬৩
কিবা সে কৈলাস গিরি, বর্ণন করিতে নারি,
রূপ্যময় যার কলেবর।
নীল রক্ত পীত রঙ্গ, নানা মণিময় শৃঙ্গ,
শোভা করে তাহে থরে থর ॥ ৬৪
তাহে নানাজাতি বৃক্ষ, বেল শাল লক্ষ লক্ষ,
পারিজাত সরল চন্দন।
খর্জ্জুর গুবাক তাল, নারিকেল সুরসাল,
নাগেশ্বর রুদ্রাক্ষ কাঞ্চন ॥ ৬৫
কেতকী কাঁঠাল বক, আম্র জম্বু আম্রাতক,
বকুলাদি তরু অগণিত।
দিব্যলতা নানাজাতি, মল্লিক যুথিকা জাতি,
মাধবী কুন্দাদি যথোচিত ॥ ৬৬
শুক-সারী নীলকণ্ঠ, ভৃঙ্গরাজ কুহু-কণ্ঠ,
নানা পক্ষী কোলাহল করে।
কৃষ্ণসার রুরু ন্যঙ্কু, গোকর্ণ চমর শঙ্কু
প্রভৃতি কুরঙ্গগণ চরে ॥ ৬৭
সিংহ ব্যাঘ্র অশ্ব হাতী, ভল্লুক মহিষ ভ[illegible]
শশক শেজারু কপিগণ।
এই আদি পশুবৃন্দ, ছাড়ি পরস্পর দ্বন্দ্ব
বাস করি আছে সুখিমন ॥ ৬৮
দিব্য নানা সরোবর, সুরধুনী মনোহর
তাহে ডাকে পক্ষী জলচর।
চক্রবাক রাজহংস, শরালিকা কলহংস
সসারস ডাহুকনিকর ॥ ৬৯
আছে এক বটবৃক্ষ, যার শাখা লক্ষ লক্ষ
পঁচাত্তর-যোজন প্রমাণ।
উর্দ্ধে চারিশত ক্রোশ, নাই বাসা কোনো দো[illegible]
তাপশূন্য শিব বাসস্থান ॥ ৭০
স্থানে স্থানে বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-[illegible]
যক্ষ ভূত পিশাচ অমর।
শিবাশিব-সেবারঙ্গে, স্ব স্ব ভার্য্যা করি স[illegible]
বাস করি আছে নিরন্তর ॥ ৭১
ভবানীর অনুচরী, ফিরে তাহে সারি সা[illegible]
ডাকিনী যোগিনী যক্ষীগণ।
শ্রীরঘুনন্দন কহে, মোর বুদ্ধিগম্য [illegible]
কৈলাসের সব বিবরণ ॥ ৭২
তবে আর কথো দূর গিয়া বিভীষণ।
করিলেন কুবেরের উদ্যান দর্শন ॥ ৭৩
চৈত্ররথ নামে সেহ অতি মনোহর।
কত কল্পবৃক্ষ আছে যাহার ভিতর ॥ ৭৪
দেখিলা অলকা নামে পুরী তারপর।
ধনপতি হয়্যাছেন যাহার ঈশ্বর ॥ ৭৫
দিব্য মণি-সুবর্ণে রচিত সে নগর।
বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত পরম সুন্দর ॥ ৭৬
সে নগরী মাঝে প্রবেশিয়া বিভীষণ।
করিলেন কুবেরের সভাতে গমন ॥ ৭৭
দূর হৈতে বিভীষণ দেখি পশুপতি।
বলিছেন সুখি-মনে কুবেরের প্রতি ॥ ৭৮

সখা দেখ রাবণ-অনুজ বিভীষণ।
করিতেছে তোমার নিকটে আগমন ॥ ৭৯
এই কহিছিল রাবণেরে ন্যায়রীতে।
সীতা ফিরি দিয়া রাম- সহিত মিলিতে ॥ ৮০
তাহা না শুনিয়া সে করাছে অপমান।
এই লাগি লঙ্কা ছাড়ি আসিছে এখান ॥ ৮১
ইচ্ছা হইয়াছে রামে করিতে আশ্রয়।
কিন্তু হৃদয়েতে আছে কিঞ্চিৎ সংশয় ॥ ৮২
এই লাগি আসিতেছে তোহে জিজ্ঞাসিতে।
পাঠাও ইহারে রাম-নিকটে ত্বরিতে ॥ ৮৩
ইহ সেখানেতে গেলে বিবিধ প্রকার।
হইবেক শ্রীরামচন্দ্রের উপকার ॥ ৮৪
ইহা যাবামাত্র সখা করি রঘুবর।
ইহারে করিবা রাজা রাক্ষস-উপর ॥ ৮৫
এইরূপ কুবেরে কহেন পঞ্চানন।
দেখিয়া দূরেতে থাকি তাঁরে বিভীষণ ॥ ৮৬
তাহে হয়্যা অতিশয় আনন্দিত-মতি।
কহিতে লাগিলা নিজ মন্ত্রীদের প্রতি ॥ ৮৭
একি একি দেখিয়াছি মোর ভাগ্যোদয়।
সভামাঝে বসিয়া কৃপালু মৃত্যুঞ্জয় ॥ ৮৮
যাঁহারে দেখিতে বাঞ্ছা করে দেবগণ ॥
যোগী সব ধ্যান করে যাঁহার চরণ ॥ ৮৯
মুনিগণ পরমার্থ-তত্ত্ব জানিবারে।
ভক্তিভাবে নিরবধি সেবা করে যাঁরে ॥ ৯০
হেন প্রভু দেখিতে পাইলুঁ অযতনে।
মনোরথ পরিপূর্ণ হল্য এইক্ষণে ॥ ৯১
এইরূপ কহিতে কহিতে আগে গিয়া।
পড়িলেন তাঁহাদের পদে লোটাইয়া ॥ ৯২
মহাদেব আশীর্ব্বাদ কৈলা তাঁর প্রতি।
আলিঙ্গন করিলা সাদরে ধনপতি ॥ ৯৩
তবে আজ্ঞা লয়্যা বসিলেন বিভীষণ।
কুবের তাঁহার প্রতি কহেন বচন ॥ ৯৪
আসিয়াছ পথে সুখে ভ্রাতা বিভীষণ।
কুশলে আছয়ে তব সব বন্ধুগণ ॥ ৯৫
দেখিতেছি কিছু ম্লান তোমার বদন।
কহ কহ কি কারণে চিন্তাযুক্ত মন ॥ ৯৬
কুবেরের এত বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নিবেদন করিতে লাগিলা বিভীষণ ॥ ৯৭
প্রভু করিয়াছি পথে সুখে আগমন।
সম্প্রতি আছয়ে সুখে সব বন্ধুজন ॥ ৯৮
কিন্তু এক দুঃখ হইতেছে উপস্থিত।
এই লাগি আইলাম এখানে ত্বরিত ॥ ৯৯
দশানন-দাদা রামচন্দ্রের ভার্য্যারে।
হরিয়া আনিয়াছেন লঙ্কার মাঝারে ॥ ১০০
তাঁর দূত হয়্যা আসিছিলা হনুমান্।
সীতা ভেটি গিয়াছে দহিয়া লঙ্কাখান ॥ ১০১
সম্প্রতি সে রামচন্দ্র লয়্যা কপিগণ।
করাছেন সাগর-কূলেতে আগমন ॥ ১০২
তাহা জানি কহিলাম আমিহ দাদারে।
সীতা ফিরি দিয়া রাম-সঙ্গে মিলিবারে ॥ ১০৩
তাহা না শুনিয়া মোর কৈলা অপমান।
এ লাগি তেজিয়া লঙ্কা আইলুঁ এখান ॥ ১০৪
সম্প্রতি উচিত হয় মোর কি করণ।
তাহা আজ্ঞা কর আমি লইলুঁ শরণ ॥ ১০৫
শুনি বিভীষণ-বাণী শুনি ধনপতি
কহিবারে আরম্ভ করিলা তাঁর প্রতি ॥ ১০৬
ভ্রাতা ইহা মোরা জানি পূর্ব্বেই হইতে।
তবু জিজ্ঞাসিলুঁ তব বদনে শুনিতে ॥ ১০৭
করিয়াছ যাহা তুমি এ অতি উচিত।
না হইবে ইথে কোন প্রকারে চিন্তিত ॥ ১০৮
যাহ যাহ এইক্ষণে করহ গমন।
যেখানে আছেন রাম সুগ্রীব লক্ষ্মণ ॥ ১০৯
তুমি যাবামাত্র রামচন্দ্র বরাবর।
সখা করিবেন তোহে প্রভু রঘুবর ॥ ১১০
আর সব নিশাচর-রাজ্য-অধিকারে।
করিবেন অভিষেক অদ্যই তোমারে ॥ ১১১
সবান্ধবে রাবণে করিয়া বিনাশন।
তোহে রাজ্য দিয়া রাম যাইবা ভবন ॥ ১১২
অতএব ত্যজ তুমি সকল সন্দেহ।
শ্রীরামের নিকটে যাইতে মন দেহ ॥ ১১৩
রাম সঙ্গে মিলিয়া যাবৎ নিশাচরে।
সংহার করহ গিয়া তেজ সব ডরে ॥ ১১৪
রাবণ অধর্ম্মী দেব দ্বিজ-দ্রোহকারী।
ত্রিভুবনে সুখী কর তাহারে সংহারী ॥ ১১৫
হইবে ইহাতে এই বিশ্বের মঙ্গল।
তোমারে হবেন তুষ্ট অমর সকল ॥ ১১৬

আশীর্ব্বাদ করিবা তোমারে ঋষিগণ।
গাইবে এ দিব্য যশ সদা ত্রিভুবন ॥ ১১৭
কুবেরের মুখে শুনি এতেক বচন।
অধোমুখ হইয়া ভাবেন বিভীষণ ॥ ১১৮
তাহা দেখি পরম কৃপালু শূলপাণি।
কহিতে লাগিলা তাঁর অভিপ্রায় জানি ॥ ১১৯
ভাবিতেছ অকারণে কিবা বিভীষণ।
কর নিজ অগ্রজের বচনপালন ॥ ১২০
যাহ যাহ শ্রীরামের নিকটে ত্বরিত।
করহ নিজের আর সংসারের হিত ॥ ১২১
এত বিরূপাক্ষবাণী শুনি বিভীষণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন ॥ ১২২
যে আজ্ঞা করিছ প্রভু তোরা দুইজন।
কার সাধ্য করিবারে ইহারে লঙ্ঘন ॥ ১২৩
আমিহও রাম কাছে যাইব বলিয়া।
আসিয়াছি গৃহ ধন বান্ধব ত্যজিয়া ॥ ১২৪
কিন্তু তাহে অনেক সংশয় করে মন।
অনুগ্রহ করি তাহা করযে খণ্ডন ॥ ১২৫
দেখ যদি রাম কাছে যাইয়ে এক্ষণ।
করিবেক সব লোকে আমারে নিন্দন ॥ ১২৬
কহিবেক রাবণের বিপদ দেখিয়া।
বিভীষণ তারে ছাড়ি গেল দুষ্ট-হিয়া ॥ ১২৭
তাহে পুন যদি মোরে রাজ্য দেন রাম।
তবে দোষ ঘুষিবে সংসারে অনুপাম ॥ ১২৮
বলিবে সকলে বিভীষণ রাজ্যলোভে।
বধিলেক সবান্ধবে অগ্রজে অক্ষোভে ॥ ১২৯
অতএব এইক্ষণ যাত্যে নহে মন।
পরেতে করিব যে করিবে আজ্ঞাপন ॥ ১৩০
এত কহি বিভীষণ বিরত হইলা।
হাসি হাসি তাঁরে ভব ভাষিতে লাগিলা ॥১৩১
একি একি বিভীষণ বড় চমৎকার।
হইতেছে এ সংশয় কিরূপে তোমার ॥ ১৩২
কহিতেছি মোরা যারে করিতে আশ্রয়।
তাঁহার ভজনে নাহি সময়নির্ণয় ॥ ১৩৩
বুঝি রামে আছে তব নর বলি জ্ঞান।
এই লাগি করিতেছ সংশয়বিধান ॥ ১৩৪
এহ বোধ অতিশয় অনুচিত হয়।
শুন শুন কিছু তাঁর স্বরূপ-নির্ণয় ॥ ১৩৫
সত্যসুখজ্ঞানঘন-তনু রঘুপতি।
পরমাত্মা ভগবান কহে শ্রুতিততি ॥ ১৩৬
জীবের নিয়ন্তা অবিচিন্ত্যশক্তিধর।
সৃষ্টি-স্থিতি লয়কর্ত্তা জগত-ঈশ্বর ॥ ১৩৭
কেহ তাঁরে ব্রহ্ম বলি করে উপাসন।
কেহ নারায়ণরূপে করয়ে ভজন ॥ ১৩৮
হয়্যাছেন তিঁহ লোকে সম্প্রতি প্রকট।
সাধিতে ভক্তের সুখ নাশিতে সঙ্কট ॥ ১৩৯
সময় নির্ব্বন্ধ নাহি তাঁহার ভজনে।
করিবে তখনি যবে ইচ্ছা হবে মনে ॥ ১৪০
সেইত তাঁহার ভক্ত হেন গুণ ধরে।
ইচ্ছা হবামাত্র সংসারেরে ত্যক্ত করে ॥ ১৪১
তুমিহ ত্যজিয়া আসিয়াছ বন্ধুগণে।
ইথে জানিতেছি ইচ্ছা হইয়াছে মনে ॥ ১৪২
অতএব সংশয় করহ কি কারণ।
যাহ যাহ কর গিয়া শ্রীরামে সেবন ॥ ১৪৩
যারে মোরা ধ্যান করি দেখি মনোরথে।
তিঁহ ভাগ্যগুণে রয়্যাছেন নেত্রপথে ॥ ১৪৪
ইহাতে সাক্ষাৎ সেবা-সুখ পরিহরি।
কেন ক্লেশ পাইবে অন্যত্র ধ্যান করি ॥ ১৪৫
এলাগিয়া কহিতেছি তোহে বার বার।
যাহ রামনিকটেতে তেজিয়া বিচার ॥ ১৪৬
তবে যে কহিলে গালি দিবে লোক বলি।
বিবাদ-সময়ে বন্ধুত্যাগ কৈলে বলি ॥ ১৪৭
এ কথাত কভু শুনিবার যোগ্য নয়।
ভকতি জন্মিলে কেবা কোথা গৃহে রয় ॥ ১৪৮
তাহে প্রভু রয়্যাছেন প্রকট হইয়া।
কিরূপে থাকিবে তাঁরে নেত্রে না দেখিয়া ॥১৪৯
আর দেখ রতি জন্মে যাহার ভজনে।
সেহ ত্যাগ করে গুণবান বন্ধুজনে ॥ ১৫০
রাম-সেবা লাগি ত্যজি দুষ্ট বন্ধুগণ।
তুমিহ কিরূপে হবে নিন্দার ভাজন ॥ ১৫১
বরঞ্চ তোমার এই যশ ত্রিভুবনে।
গান করিবেক সব স্থানে বিজ্ঞজনে ॥ ১৫২
আর যে কহিলে যদি রাজ্য দেন রাম।
তবে দোষ ঘুষিবে সংসারে অনুপাম ॥ ১৫৩
এ কথাও উচিত না হয় শুনিবার।
যেহেতু রাজ্যেতে আশা নাহিক তোমার ॥ ১৫৪

যদি তুমি রাজ্য পাব বলিয়া যাইতে।
বরঞ্চ তোমারে তবে পারিত নিন্দিতে ॥ ১৫৫
তিঁহ যদি বলে রাজা করেন তোমারে।
ইথে কেন অপযশ পাইবে সংসারে ॥ ১৫৬
দেখ দেখ বধ করি প্রহ্লাদ-পিতারে।
নৃসিংহ প্রহ্লাদে রাজা কৈলা বলাৎকারে ॥১৫৭
ইথে তাঁর বিগান করয়ে কোন্ জন।
বরঞ্চ করয়ে সবে যশঃ প্রশংসন ॥ ১৫৮
যেন বধ করি দশাননে শার্ঙ্গপাণি।
তোহে রাজা দেন তাহে কি দোষ না জানি ॥
মিত্র যে কহিলা বধিবারে দশাননে।
তাহাতেও কিছু দোষ নাহি ভাব মনে ॥ ১৬০
শান্ত ধর্ম্মিষ্ঠ যাবদীয় মুনিগণ।
তাহারাও দুষ্ট-বধে করে আয়োজন ॥ ১৬১
দেখ বেণ নামে রাজা অধার্ম্মিক ছিল।
মুনিগণ তারে নানা মতে শিখাইল ॥ ১৬২
সেহ যবে না শুনিল তাঁদের বচন।
হুঙ্কারে করিলা তারে তাঁহারা মারণ ১৬৩
তুমিও রাবণ-বধে করি আয়োজন।
না হইবে কোনো মতে অধর্ম্ম-ভাজন ॥ ১৬৪
তাহে পুন ইথে হবে রাম-উপকার।
জন্মিবে রামের প্রীতি সংসারের সার ॥ ১৬৫
ধর্ম লাগি যদি কেহ করে পাপ কর্ম্ম।
সেহ হয় সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধ মহাধর্ম্ম ॥ ১৬৬
তার সাক্ষী দেখ চৌর্য্য সর্ব্বত্র নিন্দিত।
ধর্ম লাগি পুষ্প-চৌর্য্য শাস্ত্রেতে বিহিত ॥ ১৬৭
অতএব ইথে কিছু না কর সংশয়।
কর রাবণবধে অধর্ম্মের ভয় ॥ ১৬৮
[illegible]-বধ বলি যদি করহ সংশয়।
[illegible] শাস্ত্র বিচারিলে সিদ্ধ নাহি হয় ॥ ১৬৯
[illegible] দেখ যত দেহী আছে ত্রিভুবনে।
[illegible] বলে তারা আত্ম-হিতকারী জনে ॥ ১৭০
[illegible] জন আপনা করয়ে অহিত।
[illegible] শত্রু কহে এই সকলের রীত ॥ ১৭১
[illegible] পরম আত্মা হন রঘূত্তম।
[illegible] শত্রু নিজ শত্রু হইতে অধম ॥ ১৭২
[illegible] মারি রাম-শত্রু দশাননে।
[illegible]নন্দিত করহ সমস্ত ত্রিভুবনে ॥ ১৭৩

আর শুন রাম হন জগতের পতি।
সকলের অন্তর্য্যামী অচিন্ত্য-শকতি ॥ ১৭৪
তিঁহ করিবেন তোহে যাহে নিয়োজন।
করিতে নারিবে কভু তাহার লঙ্ঘন ॥ ১৭৫
জানিতেছি আমি তাঁর লীলার প্রকার।
বধিবা রাবণে তিঁহ তোহে করি দ্বার ॥ ১৭৬
অতএব সকল সংশয় পরিহরি।
যাহ রামনিকটেতে তুমি ত্বরা করি ॥ ১৭৭
রাম-কার্য্য সাধ গিয়া করি প্রাণপণ।
তরিবে সকল দুঃখ পাবে প্রেমধন ॥ ১৭৮
মহেশের মুখে শুনি এ সব বচন।
অতি আনন্দিতচিত হল্যা বিভীষণ ॥ ১৭৯
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল নয়ন।
গদগদ স্বরেতে করেন নিবেদন ॥ ১৮০
প্রভু অনুগ্রহ-দৃষ্টি-বলেতে তোমার।
সকল সংশয় নষ্ট হইল আমার ॥ ১৮১
জানিতেছি কৃতার্থ করিয়া আপনারে।
আজ্ঞা দাও যাই এবে রাম দেখিবারে ॥ ১৮২
এত কহি মহেশের অনুজ্ঞা লইয়া।
প্রদক্ষিণ কৈলা তাঁরে ভকতি করিয়া ॥ ১৮৩
এই সব শ্লোক পড়ি ভক্তিযুক্ত মনে।
পুনঃপুন প্রণাম করেন পঞ্চাননে ॥ ১৮৪

শম্ভু সদাশিব হে মদনারে
ত্বং জয় শূলধর ত্রিপুরারে।
চন্দ্রকলাময়-শেখর-ধারী
কুণ্ডলিকুণ্ডল-মণ্ডনকারী ॥ ১৮৫
পর্ব্বত-নন্দিনী-শোভিতবামং
ত্বাং প্রণমামি সদা জিতকামম্।
পীত-বিষোদিত-কালগলাভং
ভক্তজনপ্রিয়-সেবনলাভম্ ॥ ১৮৬
ত্বাং ভব শর্ব্ব দিগম্বর বন্দে
ভর্গ কৃপাং কুরু ভো ময়ি মন্দে।
দক্ষমখান্তক শঙ্কর শূলিন্
ভস্ম-বিভূষিত বাসুকিমালিন্ ॥ ১৮৭
ঈশ মহেশমনাদিমনন্তং
ভূতগণেশ ভজামি ভবন্তম্।
দৈবত-দানব-মানুষ-মাঙ্গং
শ্রীরঘুনন্দনভক্তিবদান্যম্ ॥ ১৮৮

এইরূপে প্রণাম করিয়া পঞ্চাননে।
পরে প্রণমিলা শিবা আর বৈশ্রবণে ॥ ১৮৯
তবে চারিজন মন্ত্রী সঙ্গেতে লইয়া।
চলিলা শ্রীরাম-কাছে আনন্দিত-হিয়া ॥ ১৯০
যাইতে যাইতে ব্যোমপথে বিভীষণ।
করিছেন মনে মনে বিবিধ চিন্তন ॥ ১৯১
করিয়াছি আমি পূর্ব্বজন্মে কত দান।
কত বা তপস্যা যাগ যোগ জপ ধ্যান ॥ ১৯২
যেহেতু দেখিব আজি শ্রীরঘুনন্দনে।
দেখিতে না পায় যারে যোগী সব মনে ॥ ১৯৩
অথবা আমার ভাগ্যে শ্রীরামদর্শন।
ঘটিতে না পারে বুঝি এই হয় মন ॥ ১৯৪
দেখ কোথা তিঁহ যোগিমৃগ্য-শ্রীচরণ!
কোথা আমি নিশাচর কুকর্ম্মভাজন ॥ ১৯৫
তাঁহার দর্শন মোর পারে না ঘটিতে।
পেচক না পায় যেন পূষারে দেখিতে ॥ ১৯৬
কিম্বা তাঁর দরশন ঘটিতে পারয়।
যেহেতু তাঁহার কৃপা বলবতী হয় ॥ ১৯৭
যদি আমি পাই রামচন্দ্র-দরশন।
সফল হইবে তবে জনম জীবন ॥ ১৯৮
বুঝিলাম আজি মোর দাদা লঙ্কাপতি।
করিয়াছে বড় অনুগ্রহ মোর প্রতি ॥ ১৯৯
সে যদি না করিত আমার অপমান।
তবে ত না আসিতাম রাম-সন্নিধান ॥ ২০০
অতএব সেই অপমানেরে এক্ষণ।
সম্মান বলিয়া মানিতেছে মোর মন ॥ ২০১
দেখ দেখ যার বলে রামের চরণ।
দেখিব বলিয়া হইতেছে সম্ভাবন ॥ ২০২
যেখান হইতে তাঁরে দেখিতে পাইব।
সেই স্থানে ভূমে পড়ি প্রণাম করিব ॥ ২০৩
যদি তিঁহ নিকটেতে ডাকেন আমায়।
লোটাইয়া পড়িব তখন তাঁর পায় ॥ ২০৪
সেকালে হইয়া কৃপারসে আর্দ্র-মন।
চাহিবা কি মোর পানে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২০৫
যদি কহ তোহে রাবণের ভ্রাতা জানি।
শত্রু বুদ্ধি করিবেন ইহা নাহি মানি ॥ ২০৬
তিঁহ হন সর্ব্ব-অন্তর্যামী সর্ব্বেশ্বর।
জানিছেন সকলের যেমত অন্তর ॥ ২০৭
আর দেখ কেবা এই সংসার মাঝার।
আছে শত্রু মিত্র প্রিয় অপ্রিয় তাঁহার ॥ ২০৮
তথাপি আশ্রয় করে তাঁরে যেই জন।
তার প্রতি করেন করুণা বিতরণ ॥ ২০৯
অতএব আমি গেলে নিকটে তাঁহার।
করিবেন অবশ্য আমারে অঙ্গীকার ॥ ২১০
তার পর পাদপদ্ম কিম্বা পদ্মকর।
প্রভু কি দিবেন মোর মস্তক উপর ॥ ২১১
তখন হইব আমি কৃতার্থ সর্ব্বথা।
বিনষ্ট হইবে সব সাংসারিক ব্যথা ॥ ২১২
এত ভাবি পুনশ্চ কহেন নিজ মনে।
রোমাঞ্চিত কলেবর সজল নয়নে ॥ ২১৩
অরে মন পাই তুমি কুবের ভরস।
করিতেছ আর কেন বিষয়ে লালসা ॥ ২১৪
এ কেবল অতিশয় লোভকার্য্য হয়।
লুব্ধজন নিজ অযোগ্যতা না দেখয় ॥ ২১৫
দেখ দেখ কোথা আমি অতি দুরাশয়।
কোথা বা সে বস্তু ব্রহ্মা যার যোগ্য নয় ॥ ২১৬
তুমি লোভ করিতেছ তাহাও পাইতে।
এ যেন বামন চাহে সুধাংশু ধরিতে ॥ ২১৭
রঘু কহে বিভীষণ না হও বিহ্বল।
হইবেক তব আশা সকল সফল ॥ ২১৮
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ব্যোমপথে।
চলি যান বিভীষণ নানা মনোরথে ॥ ২১৯
হইয়াছে ত্বরা রামে দেখিতে উৎকট।
দুইদণ্ড কালে গেলা তাঁহার নিকট ॥ ২২০
আকাশ-উপরি দেখি পঞ্চ নিশাচরে।
সুগ্রীব কপীন্দ্র চিন্তা করেন অন্তরে ॥ ২২১
ক্ষণেক পরেতে পুন নিশ্চয় করিয়া।
কহিছেন বানরসমূহে দেখাইয়া ॥ ২২২
দেখ দেখ আসিতেছে আকাশ-উপর।
অস্ত্র শস্ত্র ধরি পঞ্চজন নিশাচর ॥ ২২৩
বুঝিয়ে ইহারা রাবণের ভৃত্য হয়।
আসিতেছে মোসবারে বধিতে নিশ্চয় ॥ ২২৪
অতএব বৃক্ষ শিলা করিয়া ধারণ।
সাবধান হয়্যা থাক সব কপিগণ ॥ ২২৫
সুগ্রীবের বাণী শুনি বৃক্ষ উপারিয়া।
কহিছেন কপি সব গরব করিয়া ॥ ২২৬

মহারাজ আজ্ঞা কর আমা সবাকারে।
নষ্ট করি পঞ্চজন পাদপপ্রহারে ॥ ২২৭
সে কথা শুনিয়া শূন্যে থাকি বিভীষণ।
কহিছেন কপিগণে মধুর বচন ॥ ২২৮
শুন শুন শ্রীরামকিঙ্কর কপিগণ।
করি আমি আপন বৃত্তান্ত নিবেদন ॥ ২২৯
জান সবে রাবণ লঙ্কার অধিকারী।
হরি আনিয়াছে যেই রাঘবের নারী ॥ ২৩০
তাহার অনুজ আমি নাম বিভীষণ।
আসিয়াছি শ্রীরামের লইতে শরণ ॥ ২৩১
কহিয়াছিলাম আমি সেই দশাননে।
সীতা ফিরি দিয়া মিলিবারে রাম-সনে ॥ ২৩২
সেহ তাহা না শুনি করিল অপমান।
এই লাগি লঙ্কা তেজি আইলুঁ এখান ॥ ২৩৩
ভবন বান্ধব জ্ঞাতি সব পরিহরি।
আসিয়াছি এই চারি মন্ত্রী সঙ্গে করি ॥ ২৩৪
শুনিয়া রামের গুণ লোকের বদনে।
তাঁহারে সেবিতে ইচ্ছা হইয়াছে মনে ॥ ২৩৫
নাহিক আমার ইচ্ছা ধনে পরিজনে।
সেবিব সকল ছাড়ি শ্রীরামচরণে ॥ ২৩৬
সত্য কহিতেছি আমি এই সব কথা।
শঙ্কা নাহি কর তোরা ভাবিয়া অন্যথা ॥ ২৩৭
সম্প্রতি তোমরা কৃপা করিয়া আমায়।
মোর বার্ত্তা নিবেদহ রামচন্দ্র-পায় ॥ ২৩৮
বিভীষণ-বাণী শুনি সুগ্রীব রাজন।
শ্রীরাম-নিকটে গিয়া করে নিবেদন ॥ ২৩৯
রঘুবর রাবণ-অনুজ বিভীষণ।
চারি মন্ত্রী-সঙ্গে করিয়াছে আগমন ॥ ২৪০
কহিতেছে শ্রীরামেরে লইতে শরণ।
আসিয়াছি আমি এথা তেজিয়া ভবন ॥ ২৪১
এক্ষণ কর্ত্তব্য এ বিষয়ে কিবা হয়।
তাহা আজ্ঞা কর প্রভু করিয়া নিশ্চয় ॥ ২৪২
মোর মনে হয় এহ রাবণ-প্রেরিত।
আসিয়াছে মোসবার করিতে অহিত ॥ ২৪৩
অতএব ইহারে তাড়িয়া করি দূর।
অথবা পাঠায়্যা দিয়ে শমনের পুর ॥ ২৪৪
ইহাতে করিয়া পরামর্শ সুনিশ্চয়।
আজ্ঞা কর মোদের কর্ত্তব্য যাহা হয় ॥ ২৪৫

সুগ্রীবের বচন শুনিয়া রঘুপতি।
কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি এ ভারতী ॥ ২৪৬
মিতা করিতেছ তুমি যেরূপ সংশয়।
করিতেছে এইরূপ আমারো হৃদয় ॥ ২৪৭
রাজাদের রীতি বোধ-গম্য নাহি হয়।
কত ছল করি শত্রুলোকে বিনাশয় ॥ ২৪৮
তাহে দশানন মহামায়ী ক্রূরতর।
ইহাতে হইতে পারে সংশয় বিস্তর ॥ ২৪৯
অতএব ডাক মুখ্য মুখ্য কপিগণ।
করহ সকলে মিলি উচিত মন্ত্রণ ॥ ২৫০
রাম-আজ্ঞা শুনিয়া সুগ্রীব কপিবর।
ডাকাইলা যাবদীয় প্রধান বানর ॥ ২৫১
তবে তাঁহাদিগে কহিছেন শার্ঙ্গপাণি।
কপিগণ শুন সবে মোর এক বাণী ॥ ২৫২
রাবণের সোদর অনুজ বিভীষণ।
আসিয়াছে মোর কাছে লইতে শরণ ॥ ২৫৩
এক্ষণ কর্ত্তব্য হয় ইথে যে উচিত।
মন্ত্রণা করিয়া তাহা করহ নিশ্চিত ॥ ২৫৪
রামের বচন শুনি যত কপিগণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করয়ে নিবেদন ॥ ২৫৫
প্রভু তব অজ্ঞাত কি আছয়ে সংসারে।
জানিছ আপনি সব স্বেচ্ছা-অনুসারে ॥ ২৫৬
তভু করিতেছ কপিগণে জিজ্ঞাসন।
এ তোমার অভিপ্রায় বুঝে কোন জন ॥ ২৫৭
কিন্তু তুমি আজ্ঞা কৈলে না পারি লঙ্ঘিতে।
এই লাগি যথামতি হল্য নিবেদিতে ॥ ২৫৮
তাহে অনুচিত সবে একত্র কথন।
অতএব কহি ক্রমে এক এক জন ॥ ২৫৯
এত কহি সকলেতে মৌন আলম্বিলা।
প্রথমেতে বালিপুত্র কহিতে লাগিলা ॥ ২৬০
প্রভু শত্রু নিকট হইতে বিভীষণ।
আসিয়াছে এহ নহে বিশ্বাসভাজন ॥ ২৬১
শত্রু সব নানা ছলে ফিরে নিরন্তর।
ছিদ্র পাই প্রহারয়ে শত্রুর উপর ॥ ২৬২
তাহে পুন রাবণ রাক্ষস দুরাশয়।
কিরূপে করিবে তার ভ্রাতার প্রত্যয় ॥ ২৬৩
তথাপি শরণাগত-ত্যাগদোষ ভয়ে।
বিচারি দেখিতে হয় দোষগুণচয়ে ॥ ২৬৪

যদ্যপি থাকয়ে তাহে দোষ অতিশয়।
তবে তার স্বীকার করিতে যোগ্য নয় ॥ ২৬৫
যদি কিছু থাকে গুণ তাহে চমৎকার।
অবশ্য করিতে হয় তবে অঙ্গীকার ॥ ২৬৬
এত কহি বালিপুত্র বিরত হইলা।
পরেতে শরভ কহিবারে আরম্ভিলা ॥ ২৬৭
রঘুবর যে কহিলা কপীন্দ্র-তনয়।
ইহাতেই লাগিতেছে আমার হৃদয় ॥ ২৬৮
কিন্তু সেই দোষ-গুণ পরীক্ষা করিতে।
উপযুক্ত হয় যোগ্য চর পাঠাইতে ॥ ২৬৯

অভিপ্রায় জানি তার মধুর বচনে।
করিবেন পরে যেই হয় বিবেচনে ॥ ২৭০
এইরূপে দ্বিবিদপ্রভৃতি কপিগণ।
কহিলেক এই অভিপ্রায়েই বচন ॥ ২৭১
তবে সকলের পরে মারুতি সুমতি।
কহিবারে আরম্ভিলা শ্রীরামের প্রতি ॥ ২৭২
প্রভু যে কহিলা এই সব কপিগণ।
নীতিশাস্ত্র-সিদ্ধ বটে এ সব বচন ॥ ২৭৩
কিন্তু যে কহিলা দোষগুণ বিবেচিতে।
নাহি পারে অতি শীঘ্র তাহাত ঘটিতে ॥ ২৭৪
না করিলে চিরদিন সহযোগে বাস।
যার যেই দোষগুণ না পায় প্রকাশ ॥ ২৭৫
অতএব চর পাঠাইয়া একবার।
জানিবেন কিরূপেতে দোষগুণ তার ॥ ২৭৬
যদি নাহি জানা যায় আশয় তাহার।
যোগ্য নহে তবে তার করিতে স্বীকার ॥ ২৭৭
কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি হয় শুদ্ধাশয়।
তবেত শরনা তি-ত্যাগে দোষ হয় ॥ ২৭৮
অতএব এরূপ উভয়-সঙ্কটে।
বিবেচনা না করিলে নানা দোষ ঘটে ॥ ২৭৯
তাহে আমি আপনার বুদ্ধি অনুসারে।
এক নিবেদন করি প্রভু-সাক্ষাৎকারে ॥ ২৮০
সীতা অন্বেষতে আমি যাইয়া লঙ্কায়।
ফিরিয়াছিলাম প্রতি ঘরে ঘরে প্রায় ॥ ২৮১
দেখিলাম তাহে বিভীষণের ভবন।
মদ্য-মাংস-[illegible]-রহিত সুশোভন ॥ ২৮২
এই তুলসীর মূলে করি জাগরণ।
করিছেন হরি-[illegible]-নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৮৩

এরূপ যাহার হয় বিশুদ্ধ-আশয়।
সেই কিরূপেতে অবিশ্বাসপাত্র হয় ॥ ২৮৪
করিয়াছি জানকীরো বদনে শ্রবণ।
প্রভু-হিতে সচেষ্টিত সদা বিভীষণ ॥ ২৮৫
তাহাও হইল মোর প্রত্যক্ষগোচর।
গিয়াছিলুঁ দিনে যবে সভার ভিতর ॥ ২৮৬
অতএব বিভীষণে আমার হৃদয়।
কোনই প্রকারে নাহি করে অপ্রত্যয় ॥ ২৮৭
যদি কন অকালে করয়াছে আগমন।
এই লাগি তাহাতে সন্দেহ করে মন ॥ ২৮৮
তাহে কহি এই কাল বিভীষণ প্রতি।
না হয় অনুপযুক্ত এই মোর মতি ॥ ২৮৯
সেই দেখি সমরেতে উদ্‌যোগ তোমার।
আপন ভ্রাতার দেখি কদর্য্য আচার ॥ ২৯০
শুনিয়া বালীর বধ সুগ্রীবের রাজ্য।
শরণ লইতে পারে না হয় অন্যায্য ॥ ২৯১
এইত কহিলুঁ আমি বুদ্ধি-অনুসারে।
করহ যে ভাল হয় প্রভুর বিচারে ॥ ২৯২
আপুনিহ জানিতেছ সকলের মন।
অধিক করিব আর কিবা নিবেদন ॥ ২৯৩
এতেক বচন শুনি প্রভু কৃপাময়।
কহিছেন প্রকাশিয়া আপন হৃদয় ॥ ২৯৪
সমীরণ-পুত্র শুনি তোমার বচন।
অতিশয় আনন্দিত হল্য মোর মন ॥ ২৯৫
তুমিহ কয়্যাছ মোর হৃদয়ের কথা।
শাস্ত্রেরো তাৎপর্য্য হয় এইত সর্ব্বথা ॥ ২৯৬
দেখ দেখ যত শাস্ত্র আছে পৃথিবীতে।
শরণার্থী জনে কহে রক্ষণ করিতে ॥ ২৯৭
কণ্ডু মুনি করি সব শাস্ত্রার্থ নির্ণয়।
কয়্যাছেন তাহার তাৎপর্য্য এই হয় ॥ ২৯৮
শত্রুও যদ্যপি আসি মাগয়ে শরণ।
নিজ প্রাণ তেজিয়াও করিবে রক্ষণ ॥ ২৯৯
যদ্যপি ভয়েতে কিম্বা মোহেতে তাহায়।
রক্ষণ না করে তবে নরকেতে যায় ॥ ৩০০
সেই শরণার্থী জন অরক্ষিত হয়্যা।
ফিরি যায় তাহার সকল পুণ্য লয়্যা ॥ ৩০১
এইত শরণাগত-ত্যাগে দোষ হয়।
এ লাগি করিতে তাহা কভু যোগ্য নয় ॥ ৩০২

এ বিষয়ে আর এক কহি ইতিহাস।
যাহার শ্রবণে হয় সংশয়বিনাশ ॥ ৩০৩ *
এক বৃক্ষে কপোত কপোতী দুই জন।
বাস করি ছিল বহু দিন সুখিমন ॥ ৩০৪
কদাচিত তারা চরিবারে গিয়াছিল।
এক ব্যাধ কপোতীরে সে কালে বধিল ॥ ৩০৫
তাহা দেখি সে কপোত শোকেতে কাতর।
আইল আপন বাস-বৃক্ষের উপর ॥ ৩০৬
সেহ ব্যাধ আর কিছু পক্ষী না পাইয়া।
সেই বৃক্ষমূলে আল্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ॥ ৩০৭
অনল জ্বালিয়া সেই বৃক্ষের তলায়।
কপোতীরে পোড়াইয়া খাইল ক্ষুধায় ॥ ৩০৮
তথাপি তাহার ক্ষুধা শান্ত না হইল।
জঠর-অনলে গাত্র জ্বলিতে লাগিল ॥ ৩০৯
তবে সেহ অতিশয় ক্ষুধাতে কাতর।
কহিতে লাগিল এই বাক্য উচ্চস্বর ॥ ৩১০
যদি কেহ থাক এই বৃক্ষের উপর।
শরণ লইলুঁ আমি তার বরাবর ॥ ৩১১
হইয়াছি অতিশয় ক্ষুধায় পীড়িত।
বাঁচাও আমারে দিয়া আহার কিঞ্চিত ॥ ৩১২
শুনিয়া কপোত সেই ব্যাধের বচন।
মনে মনে করিতেছে এইত চিন্তন ॥ ৩১৩
এই ব্যাধ বধিয়াছে আমার রমণী।
অতএব ইহারে বিপক্ষ বলি গণি ॥ ৩১৪
কিন্তু লইতেছে এহ আমার শরণ।
এ লাগি করিতে হয় ইহারে রক্ষণ ॥ ৩১৫
এত ভাবি কহিলেক সে পক্ষী তাহারে।
বাঁচহ তুমিহ ব্যাধ খাইয়া আমারে ॥ ৩১৬
এত কহি সেই অগ্নি উপর পড়িলা।
খাইয়া তাহার মাংস সে ব্যাধ বাঁচিলা ॥ ৩১৭
অতএব শরণার্থী জনের রক্ষণ।
অবশ্য করিতে হয় এই মোর মন ॥ ৩১৮

*তথাচ—
"শ্রূয়তে হি কপোতেন শত্রুঃ শরণমাগতঃ।
অর্চ্চিতশ্চ যথান্যায়ং স্ব-মাংসৈরপি মন্ত্রিতঃ।
স তাবৎ প্রতিজগ্রাহ খগো ভার্য্যানিসূদনম্।
ইতি।

আর দেখ যদি সেহ হয় দুষ্টচিত।
তথাপি করিতে নারে মোদের অহিত ॥ ৩১৯
যত আছে দৈত্য নিশাচর এ সংসারে।
পারি আমি সকলেরে জয় করিবারে ॥ ৩২০
অতএব কিছু ভয় নাহি তা হইতে।
কিছু শঙ্কা নাহি কর তোমাসবে চিতে ॥ ৩২১
আর এক আছে গুপ্ত ইহার কারণ।
তাহাও কহিযে সবে করহ শ্রবণ ॥ ৩২২
সকৃৎ আমারে হয় যে শরণাগত।
তাহারে রাখিয়ে আমি এই মোর ব্রত ॥ ৩২৩
অতএব অভয় দিলাম বিভীষণে।
আনয়ন করহ তাহারে এইক্ষণে ॥ ৩২৪
এতেক বচন শুনি যত কপিগণ।
পুলকিত-অঙ্গ হল্যা আনন্দিত-মন ॥ ৩২৫
সকলেতে কহিতেছে তারা পরস্পরে।
এমন দয়ালু নাহি ভুবন-ভিতরে ॥ ৩২৬
না করিয়া শত্রুমিত্র স্বভাব-বিচার।
শরণ লইবামাত্র করে অঙ্গীকার ॥ ৩২৭
এইরূপে কহিতেছে যত কপিততি।
নিবেদন করেন সুগ্রীব প্রভু প্রতি ॥ ৩২৮
রঘুবর শরণার্থজনের স্বীকার।
তোমাতে আশ্চর্য্য নহে করিলে বিচার ॥ ৩২৯
যেমত তোমার কৃপা বলবতী হয়।
তার পাত্র ত্রিভুবনে কোন জন নয় ॥ ৩৩০
এহত রাবণভ্রাতা মারুতি-বাণীতে।
যোগ্য বটে যুক্তিমতে বিশ্বাস করিতে ॥ ৩৩১
আমিহ জানিযে তারে পূর্ব্বেই হইতে।
বিশুদ্ধস্বভাব বটে সেহ সর্ব্ব রীতে ॥ ৩৩২
কিন্তু জানিবারে প্রভুবর তব মন।
কহিছিলুঁ পূর্ব্বে কিছু বিরুদ্ধ বচন ॥ ৩৩৩
এক্ষণ জানিলুঁ তব আশয় যেমন।
করি এবে রাবণ-অনুজে আনয়ন ॥ ৩৩৪
এত কহি বিভীষণনিকটে যাইয়া।
কহিতে লাগিলা তাঁরে প্রণয় করিয়া ॥ ৩৩৫
আস্থ আস্থ বিভীষণ ভূতল-উপর।
অভয় দিলেন তোহে প্রভু রঘুবর ॥ ৩৩৬
আস্থ আস্থ মোর সঙ্গে কর আগমন।
কর আসি রামচন্দ্র-চরণ দর্শন ॥ ৩৩৭

সুগ্রীবের এত বাণী শুনি বিভীষণ।
ভূতলে নামিলা আসি আনন্দিতমন ॥ ৩৩৮
এক বৃক্ষে অস্ত্র রাখি তারা পঞ্চজন।
করিলেন মনুষ্য-মূরতি সন্ধারণ ॥ ৩৩৯
সুগ্রীবের সঙ্গে তবে পরিচয় করি।
বিভীষণ আলিঙ্গন কৈলা প্রেমে ভরি ৩৪০
তবেত সুগ্রীব তাঁর করেতে ধরিয়া।
চলিলেন শ্রীরামের নিকটে লইয়া ॥ ৩৪১
দূর হৈতে বিভীষণ শ্রীরঘুনন্দনে।
নিরীক্ষণ করিছেন আনন্দিত মনে ॥ ৩৪২

কিবা রঘুবর, পরম সুন্দর,
সকল বানরমাঝে।
তারকানিকর, মাঝে মনোহর,
যেন জলধর রাজে ॥ ৩৪৩
পাতি মৃগচাম, অতি অভিরাম,
মনোহর ঠাম করি।
আছেন বসিয়া, নয়ন পাতিয়া,
পথ পানে হিয়া ধরি ॥ ৩৪৪
অতি সুশোভন, অঙ্গের গঠন,
নিরখি মদন মাতে।
কিবা সে বদন, কমল যেমন,
অরুণ নয়ন তাতে ॥ ৩৪৫
আজানু লম্বিত, ভুজ সুশোভিত,
জগতের হিতকর।
শর শরাসন, ধারণে শোভন,
পল্লব যেমন কর ॥ ৩৪৬
বিশাল-হৃদয়, কমলা-আলয়,
নারী সুখোদয়-কারী।
উরু করি-কর, জিনি মনোহর,
রমণী-অন্তর-হারী ॥ ৩৪৭
থল-শতদল, হেন পদতল,
নখে ঝলমল তাতে।
কটিতে বাকল, শোভে অবিকল
জটার পটল মাতে ॥ ৩৪৮
বামেতে লক্ষ্মণ, অতি সুলক্ষণ,
সুমেরু যেমন রয়।
শ্রীরঘুনন্দন, দেখি বিভীষণ,
হৃদয় মগন হয় ॥ ৩৪৯

হেনমতে রামচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ।
প্রেমরসে অতি আর্দ্র হল্যা বিভীষণ ॥ ৩৫
নয়নেতে অশ্রুজল গলে ঝরঝর।
পুলকিত হইল সকল কলে র ॥ ৩৫১
সেই স্থানে দণ্ডবৎ পড়িয়া ভূমিতে।
প্রণাম করিলা কত ভক্তিযুক্ত চিতে ৩৫২
তবে থরথর করি কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
উপস্থিত হল্যা রাম-অগ্রেতে যাইয়া ৩৫৩
গলে বস্ত্র দিয়া দণ্ডবত পরণাম।
করিয়া পড়েন এই স্তুতি অনুপাম ॥ ৩৫৪
জয় জয় রামচন্দ্র জগত-জীবন।
জয় জয় রঘুপতি বিশ্বের কারণ ॥ ৩৫৫
জয় জয় রঘুবংশ-সিন্ধু-সুধাকর।
জয় জয় সেবক-কমল-দিবাকর ॥ ৩৫৬
জয় জয় সুরগণ-শস্য-জলধর।
জয় বিপ্র-চম্পক-বসন্ত ঋতুবর ॥ ৩৫৭
জয় জয় নিশাচর-তৃণ-বৈশ্বানর।
জয় অগণিত-গুণরত্ন-রত্নাকর ॥ ৩৫৮
করিতেছি তব পদে অসংখ্য বন্দন।
কর মোর প্রতি কৃপা-কটাক্ষ অর্পণ ॥ ৩৫৯
শুনিয়া তোমার কৃপা অতি বলবতী।
শরণ লইতে আসিয়াছি রঘুপতি ॥ ৩৬০
আমি হই অতি হীন পাপী দুরাশয়।
ইহা বলি উপেক্ষা না কর কৃপাময় ॥ ৩৬১
যদি কহ কিবা দুখ আছয়ে তোমার।
তাহা নিবেদিয়ে শুন কৃপাপারাবার ॥ ৩৬২
আছয়ে আমার সঙ্গে শত্রু ছয়জন।
কর্ণ ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা নাসা আর মন ॥ ৩৬৩
করিয়াছে তারা মোরে বশ অতিশয়।
যা করায় তাহাই করিতে মোরে হয় ॥ ৩৬৪
কর্ণ কভু বৈষয়িক কথা শুনিবারে।
সঙ্গে করি লয়্যা যায় বলেতে আমারে ॥ ৩৬৫
ত্বগিন্দ্রিয় কভু ক্ষুদ্র-স্পর্শসুখ-রসে।
লয়্যা যায় আমারে করিয়া নিজ বশে ৩৬৬
চক্ষু কভু বৈষয়িক রূপ দেখিবারে।
ধরিয়া লইয়া যায় মোরে বলাৎকারে ৬৭
কদাচিৎ জিহ্বা তুষ্ট-রসাস্বাদ-রঙ্গে।
লয়্যা যায় মোরে বশ করি নিজ সঙ্গে ৩৬৮

কভু নাসা ক্ষুদ্র গন্ধ করিতে গ্রহণ।
করে আপনার সঙ্গে মোরে আকর্ষণ ॥ ৩৬৯
কদাচিৎ কবিবারে বিষয়চিন্তন।
আকর্ষণ করয়ে আমারে দুষ্ট মন ॥ ৩৭০
এইরূপে সবে মোরে টানাটানি করে।
দুঃখ দেয় যেন বহু নারী এক নরে ॥ ৩৭১
অতএব সেই সব দুঃখ পরিহরি।
রাখহ আমারে প্রভু নিজ ভৃত্য করি ॥ ৩৭২
যদি কহ তাহে মোর কি আছে শকতি।
তবে কৃপা করি শুন আমার ভারতী ॥ ৩৭৩
গিয়াছিলুঁ আমি আজি শিব-সন্নিধানে।
শুনিয়া আইলুঁ তব তত্ত্ব তাঁর স্থানে ॥ ৩৭৪
তুমি হও সৎ চিৎ সুখ কলেবর।
অবিচিন্ত্য অগণিত মহাশক্তি-ধর ॥ ৩৭৫
আপন কটাক্ষমাত্রে নিয়োজি মায়ায়।
সৃষ্টি কর নানাবিধ ব্রহ্মাণ্ড-ঘটায় ॥ ৩৭৬
তাহাতে প্রবিষ্ট হয়্যা করহ পালন।
পুনশ্চ কালেতে কর সব সংহরণ ॥ ৩৭৭
এ সকল কর্ম্ম যার ইচ্ছামাত্রে হয়।
মোর দুঃখনাশন অসাধ্য তার নয় ॥ ৩৭৮
অতএব দৃষ্টি করি করুণ-নয়নে।
ভৃত্য বলি অঙ্গীকার কর এ দুর্জ্জনে ॥ ৩৭৯
জয় জয় কৃপা-সুধা-রসের সাগর।
জয় জয় শ্রীগুহক-প্রিয় মিত্রবর ॥ ৩৮০
জয় জয় শবরীর সংসার-মোচন।
জয় শ্রীসুগ্রীব-সখা মারুতি-জীবন ॥ ৩৮১
দশনেতে তৃণ ধরি করিয়ে প্রার্থন।
কৃপাময় নাহি কর মোরে উপেক্ষণ ॥ ৩৮২
এত স্তুতি শুনি রাম প্রেমে আর্দ্র-মন।
উঠি বিভীষণে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ৩৮৩
গদ্গদ বচনে কহেন বার বার।
রাক্ষসেন্দ্র সখা হলো তুমিহ আমার ॥ ৩৮৪
রামের এ হেন কৃপা দেখি বিভীষণে।
পুষ্প বরিষণ করে যত দেবগণে ॥ ৩৮৫
বিস্ময় পাইয়া তারা করে প্রশংসন।
দেখ দেখ কিবা ভাগ্যবান্ বিভীষণ ॥ ৩৮৬
যাহে অধিকারী নহে বিধি পঞ্চানন।
হেন বস্তু কিরূপে পাইল এই জন ॥ ৩৮৭
কোথা সনকাদি-চিন্তনীয় রঘুবর।
কোথা রজোগুণাধিক এই নিশাচর ॥ ৩৮৮
প্রভুর প্রসাদ হলা যেমত ইহায়।
কৃপা বিনে তার হেতু দেখা নাহি যায় ॥ ৩৮৯
এখানেতে বিভীষণ পাই আলিঙ্গন।
পুনর্ব্বার কৈলা রাম-চরণে বন্দন ॥ ৩৯০
তবে প্রভু নিজে বসি তারে বসাইয়া।
কহিতে লাগিলা পুনঃ প্রণয় করিয়া ॥ ৩৯১
নিশাচরবর কহ কিসের কারণ।
করিয়াছ আমার নিকটে আগমন ॥ ৩৯২
হইয়াছি তব স্তবে আমি বড় বশ।
তাহা চাহি নাও তুমি যে হয় মানস ॥ ৩৯৩
এতেক বচন শুনি তবে বিভীষণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন ॥ ৩৯৪
রঘুবর আমি নিজ অগ্রজ ভ্রাতারে।
কহিয়াছিলাম সীতা ফিরিয়া দিবারে ॥ ৩৯৫
তাহা না শুনিয়া সে করিলা অপমান।
অতএব লঙ্কা তেজি আইলুঁ এখান ॥ ৩৯৬
কৃতার্থ হইলুঁ দেখি তোমার চরণ।
আর কোনো বস্তু নাহি চাহে মোর মন ॥ ৩৯৭
নাহি চাহি রাজ্য নাহি চাহি ইন্দ্রপদ।
নাহি চাহি ব্রহ্মলোক ঐশ্বর্য্য সম্পদ ॥ ৩৯৮
অপর কি কবমুক্তি বাঞ্ছা নাহি করি।
চাহি মাত্র তব পদে ভকতিলহরী ॥ ৩৯৯
করুণা করিয়া তাহা করি সমর্পণ।
ভৃত্য বলি প্রভু মোরে করহ রক্ষণ ॥ ৪০০
বিভীষণ-বচন শুনিয়া রঘুপতি।
কহিতে লাগিলা কৃপা করি তার প্রতি ॥ ৪০১
মিতা তুমি চাহিতেছ যে বস্তু আমায়।
তাহাত হয়্যাছে সিদ্ধ শিবের কৃপায় ॥ ৪০২
করিলে যে দিব্য স্তুতি তুমিহ আমার।
দেখাইতে হয় মোরে কিছু ফল তার ॥ ৪০৩
এ লাগি করিব কিছু আমি বিতরণ।
তাহে না হইবে তুমি সঙ্কুচিতমন ॥ ৪০৪
এত কহি লক্ষ্মণে কহেন রঘুবীর।
ভ্রাতৃবর আনয়ন কর সিন্ধুনীর ॥ ৪০৫
এই স্থানে মোর প্রিয় মিত্র বিভীষণে।
লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করি এইক্ষণে ॥ ৪০৬

কপিগণ আন শুক্ল পুষ্পে ছত্র করি ।
ধরিতে হইবে মোর মিতার উপরি ॥ ৪০৭
রাম-আজ্ঞা পাই যাবদীয় কপিগণ ।
করিলেক কোটি কোটি কুম্ভ আনয়ন ॥ ৪০৮
দিব্য এক শিলাতে বসায়্যা বিভীষণে ।
প্রভু নিজে রাজ্যটীকা দিলা সুখ-মনে ॥ ৪০৯
কোন কপি ছত্র করি আনি পুষ্প-পাতে ।
ধরিলেক সুখী হয়্যা বিভীষণ-মাতে ॥ ৪১০
কলসে কলসে জল আনে কপিগণ ।
অভিষেক করেন আপুনি শ্রীলক্ষ্মণ ॥ ৪১১
তাহা নিরীক্ষণ করি যত দেবগণ ।
বিভীষণ-শিরে করে কুসুম বর্ষণ ॥ ৪১২
সেই পুষ্পবৃষ্টি তার মস্তকে পড়িলা ।
বুঝি লঙ্কা-লক্ষ্মী আসি তাঁরে প্রবেশিলা ॥ ৪১৩
গন্ধর্ব্বেতে গান করে অতি মনোহর ।
নাচিতে লাগিল কত অপ্সরানিকর ॥ ৪১৪
এখানেতে কপিগণ আনন্দিতমন ।
জয় জয় নিনাদ করয়ে ঘনেঘন ॥ ৪১৫
এইরূপে অভিষেক করি বিভীষণে ।
বসিলা শ্রীরামচন্দ্র আনন্দিত মনে ॥ ৪১৬
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন ।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪১৭

ইতি শ্রীরামরসায়নে সুন্দরকাণ্ডলীলাকথা-
বর্ণনে বিভীষণ-সঙ্গমো নাম একাদশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

সাগরে সেতু-নির্ম্মাণ ।

বদ্ধা সেতুং সাগরে বিস্ময়াখ্যো,
সিন্ধৌ সর্ব্বান্ মজ্জয়ামাস লোকান
যস্তং নানাশক্তিকং চিত্রলীলং,
ভূয়ো ভূয়ো রামচন্দ্রং ভজামি ॥ ১

তবে সকলেতে হয়্যা আনন্দিতমন ।
বসিলেন রামচন্দ্রে করিয়া বেষ্টন ॥ ২
রঘুবর কপিগণে করি সম্বোধন ।
করিতে লাগিলা মিষ্ট বাক্যে জিজ্ঞাসন ॥ ৩
যে কার্য্য লাগিয়া এথা আল্যে তোমাসবে ।
পরামর্শ কর তাহা কিসে সিদ্ধ হবে ॥ ৪
মধ্যেতে অলঙ্ঘ্য-সিন্ধু শতেকযোজন ।
কিরূপে ইহার পারে করিবে গমন ॥ ৫
এতেক বচন শুনি সব কপিগণ ।
করিতে লাগিল রামচন্দ্রে নিবেদন ॥ ৬
করিলে আপুনি প্রভু যেই আজ্ঞাপন ।
আমরাও করিতেছি ইহাই চিন্তন ॥ ৭
কেহ কেহ পারি সিন্ধু করিতে লঙ্ঘন ।
কিন্তু তাহে হল্যে নারে কার্য্য সুসাধন ॥ ৮
অতএব এইরূপ পরামর্শ করি ।
নৌকাতে চড়িয়া এই পারাবার তরি ॥ ৯
এত বাণী শুনিয়া কহেন রঘুমণি ।
এই পরামর্শে আমি ভাল নাহি গণি ॥ ১০
আমাদের সৈন্যের না দেখি কিছু পার ।
কতদিনে নৌকাতে হইবে পারাপার ॥ ১১
অত্যন্ত দুর্গম হয় এই ত সাগর ।
কিরূপে বা নৌকা যাবে ইহার উপর ॥ ১২
আর দেখ অতি দুরাশয় শত্রু সব ।
করিবেক পথ-মাঝে নানা উপদ্রব ॥ ১৩
অতএব এ মন্ত্রণা কর্ম্মকর নয় ।
করহ অপর বুদ্ধি যাহে হিত হয় ॥ ১৪
এতেক বচন শুনি সুগ্রীব লক্ষ্মণ ।
কহিতে লাগিলা বিভীষণে এ বচন ॥ ১৫
নিশাচরমণি তুমি সদ্‌বুদ্ধি ভাজন ।
এই লাগি তোমারে করিয়ে জিজ্ঞাসন ॥ ১৬
মোরা সকলেতে হই রামের কিঙ্কর ।
তার মধ্যে তুমিহ হইলে শ্রেষ্ঠতর ॥ ১৭
করিতে হইবে এই রাবণ সংহারে ।
রামের সাহায্য তোহে বিবিধ প্রকারে ॥ ১৮
তাহাতে সম্প্রতি মোরা কিরূপে সাগরে ।
পার হয়্যা যাই লয়্যা ভল্লুক-বানরে ॥ ১৯
যদি তুমি জান কিছু ইহার উপায় ।
তবে কহ শ্রীরামের হিত হয় যায় ॥ ২০
এত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ ।
পরামর্শ করিয়া তাঁদের প্রতি কন ॥ ২১

বিশ্ব-সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা রঘূত্তম।
কি করিবে তাঁহার সাহায্য জীবাধম ॥ ২২
তথাপি প্রভুর প্রীতি হইবে যাহায়।
তাহাই করিব কায়-মানস-ভাষায় ॥ ২৩
যেখানেতে অধিপতি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর।
কিবা সেথা পরামর্শ করে নিশাচর ॥ ২৪
তথাপি তোমরা জিজ্ঞাসিতেছ আমারে।
এই লাগি কহি প্রভুলীলা অনুসারে ॥ ২৫
শ্রীরামের পূর্ব্ববংশ সগরের কৃত।
এই সিন্ধু ইহাঁদের হয়েন সুহৃত ॥ ২৬
অতএব নিজ কার্য্য লাগিয়া ইহারে।
আশ্রয় করুন রাম উচিত আচারে ॥ ২৭
তবে এই পয়োনিধি হয়্যা প্রীতিমান।
করিবে অবশ্য রাম-কার্য্য সমাধান ॥ ২৮
এতেক বচন শুনি সানন্দঅন্তর।
সুগ্রীব-লক্ষ্মণ প্রতি কন রঘুবর ॥ ২৯
শুনিলে সুগ্রীব মিত্র ভ্রাতা রে লক্ষ্মণ।
কহিলা যে কথা মোর মিত্র বিভীষণ ॥ ৩০
মোর মনে বড় লাগিয়াছে এ বচন।
কহ শুনি তোমাদের হয় কিবা মন ॥ ৩১
এতেক বচন শুনি তাঁরা দুইজন।
করিছেন শ্রীরামচন্দ্রেরে নিবেদন ॥ ৩২
প্রভু যে কহিলা এই নিশাচরমণি।
আমরাও ইহারেই যোগ্য করি গণি ॥ ৩৩
সাগরের কৃপা বিনে সকল বানর।
কিরূপে যাইতে পাবে লঙ্কার ভিতর ॥ ৩৪
অতএব যাহে তুষ্ট হন নদীপতি।
তাহাই করিতে যোগ্য হয় শীঘ্রগতি ॥ ৩৫
এত বাণী শুনি রাম শাস্ত্র অনুসারে।
নদের পূজা কৈলা বিবিধ প্রকারে ॥ ৩৬
পরে কৃতাঞ্জলি হয়্যা ভক্তিযুক্তমন।
করিতে লাগিলা নদীপতিরে স্তবন ॥ ৩৭
জয় জয় তীর্থরাজ নদনদীপতি।
কৃপাদৃষ্টি করহ আপুনি মোর প্রতি ॥ ৩৮
বিপদে পীড়িত হয়্যা লইলুঁ শরণ।
একবার দাও তুমি মোরে দরশন ॥ ৩৯
সগর নৃপতি হৈতে উৎপত্তি তোমার।
তাঁহারি কুলেতে জন্ম হয়্যাছে আমার ॥ ৪০
অতএব মোর প্রতি করুণা করিতে।
অবশ্য উচিত হয় তোঁহে সর্ব্বরীতে ॥ ৪১
এইরূপ স্তুতি করি পাতি কুশাসন।
ভূমিতলে সীতাপতি করিলা শয়ন ॥ ৪২
এইরূপে তিন রাত্রি করিল গমন।
তথাপি সমুদ্র নাহি দিলা দরশন ॥ ৪৩
তবেত চতুর্থ দিনে কুমার লক্ষ্মণে।
কহিতে লাগিলা প্রভু মধুর বচনে ॥ ৪৪
ভ্রাতৃবর রঘুবংশে নিন্দ্য যেই ক্রিয়া।
তাহাও করিলুঁ নিজ কার্য্যের লাগিয়া ॥ ৪৫
দেখ দেখ করিলাম ইহারে যাচন।
অপর কি কব কৈলুঁ ইহারে বন্দন ॥ ৪৬
তভু নাহি সিন্ধু দিল মোরে দরশন।
দেখ দেখ অনুচিত ইহার করণ ॥ ৪৭
বুঝিলাম যারা হয় অত্যন্ত গর্ব্বিত।
তাহাদের এইরূপ হয় দুষ্ট রীত ॥ ৪৮
কিন্তু সেই গর্ব্ব যেই নাশিতে পারিবে।
সেহ তাহা কভু নাহি সহিয়া থাকিবে ॥ ৪৯
যেহেতু অত্যন্ত মৃদু যেই জন হয়।
কোনো লোকে তাহার আদর না করয় ॥ ৫০
অতি মৃদু হল্যে কার্য্যসিদ্ধি নাহি হয়।
সংগ্রামেও নাহি হয় শত্রুপরাজয় ॥ ৫১
যেই ব্যক্তি হয় ধৃষ্ট সদা দণ্ডধর।
তাহারে সম্মান করে যাবদীয় নর ॥ ৫২
অপরাধ ক্ষমা করি থাকয়ে যে জন।
অসমর্থ বলি তারে করয়ে গণন ॥ ৫৩
দেখ দেখ মোরে মৃদু ক্ষান্ত নিরখিয়া।
দেখা নাহি দিল সিন্ধু অবজ্ঞা করিয়া ॥ ৫৪
এইরূপ কহিতে কহিতে রঘুবর।
হইলা কিঞ্চিৎ কোপে আবিষ্ট-অন্তর ॥ ৫৫
আরক্ত হইল তাঁর যুগল নয়ন।
পুনর্ব্বার লক্ষ্মণের প্রতি এই কন ॥ ৫৬
শুবে প্রাণাধিক ধিক্ ধিক্ ক্ষমাশীল নরে।
দেখ যাহাদিকে ক্ষুদ্রলোকে অপমান করে ॥ ৫৭
ইহা মোর আর সহিবার সাধ্য নাহি হয়।
অতি মহাবল রোষানল দাহিছে হৃদয় ॥ ৫৮
আন ধনুখান আর বাণ অতি তীক্ষ্ণতর।
আমি এই দুষ্ট-গর্ব্বে নষ্ট করিয়ে সত্বর ॥ ৫৯

আছে যত বারি বাণে করি তাহারে শোষিব।
যত জলচর তাহা শর-প্রতাপে মারিব ॥ ৬০
কহি এত বাণী রঘুমণি লয়্যা শরাসন।
তাহে গুণ দিয়া ক্রুদ্ধ-হিয়া করিলা কর্ষণ ॥ ৬১
তেন ক্রুদ্ধমতি রঘুপতি করিয়া দর্শন।
করে টলবল ধরাতল ভয়যুক্তমন ॥ ৬২
আর ধ্বান্তগণ আচ্ছাদন কৈলা তিন লোক।
আর অনিবার হাহাকার করে দেবলোক ॥ ৬৩
তবে রঘুবর লয়্যা শর যুড়ি শরাসনে।
অতি ক্রুদ্ধমন বরিষণ করেন সঘনে ॥ ৬৪
অতি বেগবান সেই বাণ প্রবেশে সাগরে।
যেন মহাবল দাবানল তৃণবনান্তরে ॥ ৬৫
তাহে সিন্ধুজল কলকল নিনাদ করিয়া।
যেন ভীতচিতে চারিভিতে যায় পলাইয়া ॥ ৬৬
সেই শরতাপ পাই সাপসমূহ কাতর।
তারা মহাবেগে চারিদিকে পলায় সত্বর ॥ ৬৭
আর যত মীন হয়্যা দীন করে পলায়ন।
কত সম-কর শঙ্খবর শুক্তি তিমিগণ ॥ ৬৮
যত জলকরী তারা করি বিকট নিস্বন।
করে পলায়ন ভীতমন ছাড়ি বন্ধুজন ॥ ৬৯
কত বল-ধর নাগবর দানব-নিকর।
তারা তপ্ত হয়্যা ভয় পায়্যা পলায় সত্বর ॥ ৭০
তারা দ্রুতগতি নদীপতি নিকটে যাইয়া।
কৈলা বার্ত্তাগণ নিবেদন কাতর হইয়া ॥ ৭১
এথা রঘুবর রত্নাকর-দৃষ্টি না পাইয়া।
পুন লক্ষ্মণেরে কহিবারে লাগিলা রুষিয়া ॥ ৭২
ওরে শ্রীলক্ষ্মণ দরশন কৈলা সিন্ধু-কাজ।
বুঝি মরিবারে ইচ্ছা করে দুষ্ট নদীরাজ ॥ ৭৩
ইহা ভাল বটে দেখ ঘটে ইথে উপকার।
এহ শুকাইলে অবহেলে হবে পারাপার ॥ ৭৪
কহি এত বাণী রঘুমণি মহাক্রুদ্ধ মনে।
লয়্যা অগ্নিবাণ সুসন্ধান কৈলা শরাসনে ॥ ৭৫
তাহা নিরীক্ষণ করি জন সকল কাতর।
কহে কি হইবে কি হইবে রাখ রঘুবর ॥ ৭৬
এথা জলচর-মুখে শুনিয়া বৃত্তান্ত।
পয়োনিধি হইলেন ত্রাসিত নিতান্ত ॥ ৭৭
লয়্যা বহু উপায়ন সহ পরিবারে।
চলিলা স-গলবস্ত্রে রাম দেখিবারে ॥ ৭৮

যেকালে যুড়িয়াছেন প্রভু অগ্নি-বাণ।
তখনি আইলা সিন্ধু তাঁর বিদ্যমান ॥ ৭৯
কিবা সেই পয়োনিধি দিব্য-মূর্ত্তিধর।
নব-জলধর জিনি শ্যাম-কলেবর ॥ ৮০
সুবর্ণ-নির্ম্মিত বহু ভূষণে ভূষিত।
নানাবর্ণ মণিময় মালাতে শোভিত ॥ ৮১
বামে গঙ্গা দক্ষিণে যমুনা দুইজন।
দক্ষিণ-বামেতে পাছে জলচরগণ ॥ ৮২
সেহ বহু রত্ন দিয়া অঞ্জলি করিয়া।
প্রণাম করিলা রামপদে লোটাইয়া ॥ ৮৩
উঠি দাণ্ডাইয়া পুন হয়্যা কৃতাঞ্জলি।
স্তব করে রঘুবরে করিয়া বিকলী ॥ ৮৪

জয় জয় জয় জয় রঘুপতি,
অখিল-ভুবন-জনগণ-গতি,
অগণিত-গুণ ভকতশরণ, অমরনিকর-পাল।
জয় দিনকর-কুল-কুবলয়-
সুখকর-শশধর-সমুদয়-
অবনীসুরসুখকারণ, রজনীচর-কাল ॥ ৮৫
জয় জয় জয় জনক-নৃপতি-
তনয়া-মন-সরসিজরতি-
সুখদায়কবর-ভাস্কর, জন-রঞ্জন-শীল।
জয় পশুপতি-ধনুভঞ্জন
জয় ভৃগুপতি-মদ-খণ্ডন
জয় বাসবসুত-মদহর, অতি সুন্দরলীল ॥ ৮৬
জয় জয় জয় খর-দূষণ-
রজনীচর-বলনাশন,
কপি-কুলপতি-বালিদমন, ত্রিভুবনকপি-বীর।
বিধি-পশুপতি-সেব্যচরণ,
মুনিগণ কমনীয়-ভজন,
বহু-দিতিসুতগণ-মারণ, করুণার্ণব ধীর ॥ ৮৭
কমলাকর-সেবিত-পদ
জগদীশ্বর জগদাস্পদ,
প্রকৃতি-পুরুষ-নিয়মনকর, প্রকটিত-বহুধাম
জয় জয় জয় রঘুনন্দন,
জয় দশরথ-জীবন-ধন,
সুবশীকৃত-সব-বানর, জয় জয় জয় রাম ৮৮
এত স্তুতি করি পুন করিয়া প্রণতি।
শ্রীরামেরে নিবেদন করে নদীপতি ॥ ৮৯

প্রভু দীন দয়াময় করুণাসাগর।
রক্ষা কর রক্ষা কর মোরে রঘুবর ॥ ৯০
না জানি তোমার তত্ত্ব কর্যাছি দূষণ।
করুণা করিয়া তাহা কর ক্ষমাপণ ॥ ৯১
আর দেখ প্রভু যদি করহ বিচার।
তবেত অধিক দোষ না ঘটে আমার ॥ ৯২
আকাশ অনিল তেজ জল আর ভূমি।
এই পঞ্চভূতে সৃষ্টি করিয়াছ তুমি ॥ ৯৩
ইহারা স্বভাবে জড় জ্ঞানহীন হয়।
আমিহ তাহারি মধ্যে হই জলময় ॥ ৯৪
অতএব আমি তত্ত্বজ্ঞানহীন মূঢ়।
আপনি পরমতত্ত্ব বেদেতে নিগূঢ় ॥ ৯৫
এমত তোমারে আমি জানিব কি করি।
অতএব ক্রোধ যোগ্য নহে মমুপরি ॥ ৯৬
আর দেখ প্রভু আমি সগরখনিত।
এলাগি সাগর বলি লোকেতে বিদিত ॥ ৯৭
যদি তুমি বিনাশন করহ আমারে।
তোমারি কুলের কীর্ত্তি লোপ হত্যে পারে ॥৯৮
সেহ বা যে হকু প্রভু লইলে শরণ।
যোগ্য নহে ক্ষুদ্র জনে করিতে মারণ ॥ ৯৯
আশ্রিতরক্ষক বলি তোহে বেদে কয়।
তোমার আশ্রিত বধ করা যোগ্য নয় ॥ ১০০
দীনবন্ধু দেহ মোরে আপনি আশ্রয়।
তব বাণ দেখি মোর কাঁপিছে হৃদয় ॥ ১০১
যে আজ্ঞা করহ তাহা করিয়ে সাধন।
এবার করহ মোর দোষ ক্ষমাপণ ॥ ১০২
এতেক সমুদ্রবাণী করিয়া শ্রবণ।
করুণায় আর্দ্র হয়্যা রামচন্দ্র কন ॥ ১০৩
সাধু সাধু তোমার স্তবে পাইয়া সন্তোষ।
ক্ষমাপণ করিলাম তব সব দোষ ॥ ১০৪
কিন্তু মোর শর হয় অমোঘসন্ধান।
কহ কোথা নিক্ষেপ করিব এই বাণ ॥ ১০৫
এত বাণী শুনি সিন্ধু সেই রামশরে।
নিজ করে স্পর্শ করি কন রঘুবরে ॥ ১০৬
উত্তর প্রদেশে দ্রুমকুল্য নামে স্থান।
আছয়ে সেখানে বহু আভীরসন্তান ॥ ১০৭
অত্যন্ত কদর্য্য তারা পাপিষ্ঠ বিনষ্ট।
নিরন্তর দেয় মোরে নানাবিধ কষ্ট ॥ ১০৮
মোরে কৃপা করি ছাড় সেই দেশে বাণে।
রাখহ আপন যশ প্রভু সব স্থানে ॥ ১০৯
তথাস্তু বলিয়া প্রভু ছাড়িলেন শর।
সেই শর দগ্ধ কৈল আভীর-নিকর ॥ ১১০
কিবা দয়াময় প্রভু বিভীষণ-মিত।
এ দোষেও কৈলা সিন্ধুর পুন হিত ॥ ১১১
ক্ষণমাত্রে সেই বাণ ফিরিয়া আসিয়া।
রহিলা শ্রীরামতূণে প্রবিষ্ট হইয়া ॥ ১১২
তাহা দেখি কিছু সুস্থ হইলা সাগর।
তার প্রতি কহিছেন তবে রঘুবর ॥ ১১৩
শুনিয়াছ দশানন আমার ভার্য্যারে।
হরি লয়্যা রাখিয়াছে লঙ্কার মাঝারে ॥ ১১৪
তাহারে বধিতে যাব সহসৈন্যে আমি।
অতএব পথদাও মোরে নদীস্বামি ॥ ১১৫
এত শুনি কৃতাঞ্জলি হয়্যা নদীপতি।
নিবেদন করিতে লাগিলা প্রভু প্রতি ॥ ১১৬
প্রভু করিয়াছ তুমি আমারে অগাধ।
যদি অল্পজল কর কে করিবে বাধ ॥ ১১৭
কিন্তু তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হইবেক ইথে।
এই লাগি যোগ্য নহে ইহা আচরিতে ॥ ১১৮
আমি এক উপায় করিয়ে নিবেদন।
অনুগ্রহ করি তাহা করহ শ্রবণ ॥ ১১৯
বৃক্ষ শিলা পর্ব্বত করিয়া আনয়ন।
করহ আমার জলে সেতু বিরচন ॥ ১২০
নল নামে আছে যেই কপি তব সনে।
নিযুক্ত করহ তাহে এ সেতুবন্ধনে ॥ ১২১
এহ বিশ্বকর্ম্মার তনয় তার সম।
করিবেক অনায়াসে সেতু অনুপম ॥ ১২২
করিবেক এহ যেই বৃক্ষাদিক্ষেপণ।
আমিহ করিব তাহা উপরি ধারণ ॥ ১২৩
স্তম্ভন করিব আমি আপনার জল।
থাকিবেক তদুপরি বৃক্ষ-শিলাচল ॥ ১২৪
যাবত থাকিব আমি ব্রহ্মাণ্ড-মাঝার।
তাবত থাকিবে এই সৎকীর্ত্তি তোমার ॥ ১২৫
এতেক সমুদ্র-বাণী করিয়া শ্রবণ।
নল পানে চাহিলেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১২৬
তাহা নিরীক্ষণ করি হয়্যা যোড়পাণি।
করিতে লাগিলা নল শ্রীরামে এ বাণী ॥ ১২৭

রঘুমণি রত্নাকর তোঁহে যে কহিলা।
মিথ্যা নহে ইহা মোর স্মরণ হইলা॥ ১২৮
মন্দর পর্ব্বতে মোর জননীর প্রতি।
বর দিয়াছিলা বিশ্বকর্ম্মা শিল্পপতি॥ ১২৯
তোমার গর্ভেতে মোর হবে যে তনয়।
হইবে সে মোর সম সর্ব্ব-গুণালয়॥ ১৩০
শ্রীরাম-সঙ্গেতে গিয়া সাগর-উপরি।
বান্ধিবেক সেতু গিরি-শিলা-বৃক্ষে করি॥ ১৩১
এ সকল কথা আমি মাতার বদনে।
শুনিয়াছিলাম আজি পড়ি গেল মনে॥ ১৩২
অতএব পিতৃবরে তব কৃপাবলে।
বান্ধিব আমিহ সেতু সাগরের জলে॥ ১৩৩
নলের বদনে শুনি এতেক বচন।
হইলেন রঘুপতি আনন্দিত-মন॥ ১৩৪
তাহা দেখি সুস্থচিত্ত হইয়া সাগর।
শ্রীরামের আজ্ঞা লয়্যা গেল নিজ ঘর॥ ১৩৫
তবে রাম ডাকিয়া সকল কপিগণে।
কহিতে লাগিলা অতি প্রীতিযুক্ত মনে॥ ১৩৬
কপিবৃন্দ সকলেতে করিলে শ্রবণ।
সমুদ্রের বাণী আর নলের বচন॥ ১৩৭
এক্ষণ কর্ত্তব্য যাহা কর তাহা সবে।
তোমাদের যত্ন বিনে এ কর্ম্ম না হবে॥ ১৩৮
ইহা শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া কপিপতি।
আজ্ঞাপন করিলেন কপিগণ প্রতি॥ ১৩৯
যাহ যাহ সকলেতে দিক্ দিগন্তর।
আনয়ন কর বৃক্ষ শিলা ধরাধর॥ ১৪০
তাহা শুনি কোটি কোটি শাখামৃগগণ।
রামজয় শব্দ করি করিলা গমন॥ ১৪১
এথানেতে রঘুবর নিজ মন্ত্রিগণে।
কহিছেন পুনর্ব্বার মধুর বচনে॥ ১৪২
করিতেছি আমি এক মনোরথ মনে।
শ্রবণ করহ তাহা কহি সব জনে॥ ১৪৩
করিতে হইবে কর্ম্ম অতি দুর্ঘটন।
অলঙ্ঘ্য-সাগর মাঝে সেতুবিরচন॥ ১৪৪
নানামত বিঘ্ন ইথে হইতে পারয়ে।
অতএব এক বুদ্ধি করিয়ে হৃদয়ে॥ ১৪৫
সর্ব্ববিঘ্ন-নিবারণ হন পঞ্চানন।
এ কর্ম্ম-আরম্ভে তাঁরে করিয়ে পূজন॥ ১৪৬

তাঁহার কৃপায় সব বিঘ্ন হবে দূর।
অনায়াসে সিদ্ধ হবে অভীষ্ট প্রচুর॥ ১৪৭
এতেক বচন শুনি যত মন্ত্রিগণ।
সাধু সাধু বলি তাঁরে কৈলা প্রশংসন॥ ১৪৮
তবে প্রভু শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপন।
করিলেন যথাবিধি তাঁহারে পূজন॥ ১৪৯
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য অর্পিয়া।
পড়িতে লাগিলা স্তুতি ভকতি করিয়া॥ ১৫০

প্রণমামি শিবং জগদেকশুচিং
সুচিরোজ্ঝিতদোষসুবর্ণরুচিম্।
রুচিরেন্দুলসন্মুখতামরসং
রসনাবিলসচ্ছ্রুতিসারবসম্॥ ১৫১
বসনাপরিকল্পিত-সর্পবরং
বর-অর্পণতোষিত-সন্নিকরম্।
করণীকৃতযোনিধিজাতগরং
গল-শোভিত-নীলিতবর্ণধরম্॥ ১৫২
ধরণীধরনন্দিনী-শোভি-পদং
পদগণ্ডিত-রক্তসরোজমদম্।
মদনাঙ্গবিদাহকরং শরণং
রণখণ্ডিত-অন্ধক-সৈন্যগণম্॥ ১৫৩
গণনায়ক-বর্ণিতমব্যসনং
সনকাদিমুনীপ্সিত-সন্তজনম্।
জনমঙ্গলকারিকলানিলয়ং
লয়কারণমুত্তমবোধময়ম্॥ ১৫৪
ময়দানবকৢপ্তপুরীদহনং
হননাবিসয়ং জগতাং ভবনম্।
বন-পর্ব্বতশৃঙ্গ-নিবাসপরং
পরমং রঘুবংশ-সুভব্যকরম্॥ ১৫৫

এইরূপ স্তুতি পাঠ করিয়া প্রণতি।
বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত রঘুপতি॥ ১৫৬
তাহা দেখি স্বর্গে থাকি যত মুনিগণ।
কহিছেন রামচন্দ্রে করি সম্বোধন॥ ১৫৭
প্রভু রঘুপতি রাখ মোদের বচন।
নাহি কর আপুনি ইহারে বিসর্জ্জন॥ ১৫৮
করিব আমরা সদা ইহারে পূজন।
ইহা হৈতে সংসার তরিবে বহুজন॥ ১৫৯
যেই জন ইহারে করিবে দরশন।
তৎক্ষণাৎ হবে সব পাপ-বিমোচন॥ ১৬০

যে জন প্রণাম করি এই পঞ্চাননে।
স্নান করি সাগরেতে শ্রদ্ধাযুক্ত মনে ॥ ১৬১
নিয়মপূর্ব্বক গিয়া শ্রীকাশীনগরী।
গঙ্গাজল আনি দিবে ইহাঁর উপরি ॥ ১৬২
সেই মুক্ত হয়্যা সব সংসার-বন্ধনে।
অচিরাৎ যাইবেক বৈকুণ্ঠ-ভবনে ॥ ১৬৩
এতেক বচন শুনি তবে রঘুপতি।
কহিতে লাগিলা সব নিজ জন প্রতি ॥ ১৬৪
নন্দের বচন শুনিলে বন্ধুগণ।
অতএব না হল্য শিবের বিসর্জ্জন ॥ ১৬৫
যদ্যপি রহিলা এহ করুণা করিয়া।
রাখিতে হইল তবে নাম বিবেচিয়া ॥ ১৬৬
রামের ঈশ্বর হন এই গঙ্গাধর।
এ লাগি ইহাঁর নাম হল্য রামেশ্বর ॥ ১৬৭
শুনি সেই লিঙ্গে হৈল দৈববাণী।
প্রভু এথা তৎপুরুষ-সমাস না মানি ॥ ১৬৮
শ্রীরাম ঈশ্বর যাঁর তেঁই রামেশ্বর।
এইরূপে বহুব্রীহি কর রঘুবর ॥ ১৬৯
এতেক বচন শুনি রাম-ভৃত্যগণ।
হইলা সকলে অতি আনন্দিতমন ॥ ১৭০
বে সেই যাবদীয় বানর-নিকর।
আনিতে লাগিলা বৃক্ষ শিলা ধরাধর ॥ ১৭১
কেহ আনে শাল কেহ অর্জ্জুন তমাল।
কেহ বট প্লক্ষ বংশ কুটজ রসাল ॥ ১৭২
দাব অঞ্জীর জম্বু কেশর চম্পক।
বাক সরল নারিকেল আম্রাতক ॥ ১৭৩
অশোক কিংশুক শমী শিরীষ মন্দার।
কুল বান্ধুলী বেত্র আদি কত আর ॥ ১৭৪
করে নানাবিধ শিলা আনয়ন।
নীল সিত রক্ত পীত বিচিত্র-বরণ ॥ ১৭৫
আনয়ন করে পর্ব্বতশিখর।
বান কেহ কেহ আনে ধরাধর ॥ ১৭৬
হা দেখি নল বান্দ শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
প্রণাম করিলা সুগ্রীবাদি কপিগণে ॥ ১৭৭
কলের অনুমতি লয়্যা শুভক্ষণে।
আরম্ভিলা সেতুবন্ধ আনন্দিত মনে ॥ ১৭৮
পিগণ লয়্যা বৃক্ষ শিলা ধরাধরে।
অর্পণ করে সেই নলবীর করে ॥ ১৭৯
তিঁহ শ্রীরামের নাম করি উচ্চারণ।
করেন সাগর-জল-উপরি ক্ষেপণ ॥ ১৮০
বিশ্বকর্ম্মবরে আর রামের ইচ্ছায়।
ভাসয়ে সে সব জলে তরণীর প্রায় ॥ ১৮১
তাহার উপরি যাবদীয় কপিগণ।
করিতেছে বৃক্ষ শিলা গিরি নিক্ষেপণ ॥ ১৮২
তাহে ঠেকাঠেকি হয়্যা উঠে ঘোর রব।
আনন্দেতে কলকল করে কপি সব ॥ ১৮৩
বৃক্ষ-শিলা-গিরি-পাতে সমুদ্রের জল।
ক্ষুভিত হইয়া শব্দ করে কোলাহল ॥ ১৮৪
সে শব্দ শুনিয়া তীরবাসী পশু পাখী।
পলায়ন করে স্ব স্ব বাসা রাখি রাখি ॥ ১৮৫
কপিদের সূর্য্যতাপ করিতে বারণ।
শ্রীরাম-ইচ্ছাতে আল্য জলধরগণ ॥ ১৮৬
আচ্ছাদন করি তারা সূর্য্যের কিরণ।
মন্দ মন্দ বরিষণ করে জলকণ ॥ ১৮৭
বানরগণের শ্রম করিতে বারণ।
শ্রীরাম-ইচ্ছায় বহে শুভ সমীরণ ॥ ১৮৮
কপিদের ভক্ষণার্থে যাবৎ শাখীতে।
অবিরত মধুধারা লাগিল ঝরিতে ॥ ১৮৯
সেই মধু পান করি আনন্দিতমন।
করিতেছে কপি সব সাগরবন্ধন ॥ ১৯০
সেই সেতু করি দশযোজন বিস্তার।
বান্ধিতে লাগিলা সবে সাগর-মাঝার ॥ ১৯১
শ্রীরাম বান্ধেন সেতু সমুদ্র-উপরে।
এই শব্দ ব্যাপিলেক দশদিগন্তরে ॥ ১৯২
তাহা শুনি সেই সেতু করিতে দর্শন।
আকাশেতে আইলা যাবৎ দেবগণ ॥ ১৯৩
ঋষি-পিতৃগণ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
পিশাচ গুহ্যক সিদ্ধ অপ্সর-নিকর ॥ ১৯৪
নিকটে আসিয়া তারা আনন্দিত-মন।
কহিছেন পরস্পরে এইত বচন ॥ ১৯৫
যে কর্ম্ম করিলা রঘুনন্দন আপুনি।
ত্রিলোকে কোথাও ইহা না দেখি না শুনি ॥ ১৯৬
করে নাই কেহ ইহা পূর্ব্বে ত্রিলোকীতে।
পরেতেও কেহ ইহা নারিবে করিতে ॥ ১৯৭
একি চমৎকার দেখ একি চমৎকার।
পাষাণ পর্ব্বত ভাসে সাগর-মাঝার ॥ ১৯৮

এ গুণ পাষাণ-গিরি-বৃক্ষের না হয়।
নলেরো না হয় ইহা সমুদ্রেরো নয়॥ ১৯৯
কিন্তু যাঁর গুণেতে পাষাণ নারী হয়।
তারি গুণে ভাসে ইহা এইত নিশ্চয়॥ ২০০
এই সেতুবন্ধকালে রামে যে দেখিবে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাহার হইবে॥ ২০১
যাবৎ পর্য্যন্ত সেতু রবে পারাবারে।
তাবৎ রামের কীর্ত্তি রহিবে সংসারে॥ ২০২
যেই এই সেতুবন্ধ করিবে দর্শন।
ব্রহ্মহত্যাপাপ হৈতে পাইবে মোচন॥ ২০৩
এইরূপ কহি কহি দেবাদি-নিকর।
দর্শন করেন থাকি আকাশ-উপর॥ ২০৪
সেতুবন্ধ নিরখিয়া নিশাচরগণ।
রাবণের কাছে গিয়া করে নিবেদন॥ ২০৫
মহারাজ দেখিলাম অপরূপ কাম।
সাগর-উপরি সেতু করিতেছে রাম॥ ২০৬
দেখিলাম বড়ই আশ্চর্য্য তাহে এক।
ভাসিছে জলেতে শিলা গিরি পরতেক॥ ২০৭
চরের বদনে শুনি এতেক বচন।
উপহাস করিলা অনেক দশানন॥ ২০৮
পরে পাঠাইলা এক বিজ্ঞ নিশাচরে।
সেহ দেখি আসি কহে তাহার গোচরে॥ ২০৯
মহারাজ যে শুনিলে চরের বদনে।
সত্য বটে মিথ্যা নহে দেখিলুঁ নয়নে॥ ২১০
এত শুনি বিস্মিত হইয়া দশানন।
এককালে দশ মুখে কহে এ বচন॥ ২১১
এত বড় অসম্ভব ভুবন-ভিতরে।
না দেখি না শুনি সেতুবন্ধন সাগরে॥ ২১২
ডাকি আন ডাকি আন সব মন্ত্রিগণ।
করিতে হইল পুন উচিত মন্ত্রণ॥ ২১৩
এই আজ্ঞা যেইমাত্র করিল রাবণ।
সেইক্ষণে মন্ত্রিগণ কৈল আগমন॥ ২১৪
তাহাদিগে দেখি কহে মেঘনাদতাত।
শুনিয়াছ তোরা সবে এ অনর্থপাত॥ ২১৫
ফেলি ফেলি জলে বৃক্ষ পাষাণ শিখরী।
বান্ধিতেছে রাম সেতু সাগর-উপরি॥ ২১৬
শুনিতেছি ভাসিতেছে জলেতে পাষাণ।
অতএব বুঝি সেতু হবে সমাধান॥ ২১৭

এক্ষণে কর্ত্তব্য কিনা হয় মো-সবার।
মন্ত্রণা করিয়া তাহা করহ নির্দ্ধার॥ ২১৮
মোর মন হয় সেথা করিয়া গমন।
করি গিয়া সেতুভঙ্গ রাম-সনে রণ॥ ২১৯
রাবণের মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিলা যাবদীয় মন্ত্রিগণ॥ ২২০
মহারাজ রাম জানে কুহকসন্ধান।
তাহাতেই ভাসাইছে জলেতে পাষাণ॥ ২২১
অতএব সেতু সিদ্ধ হৈতে নারে ইতে।
এ কেবল করিতেছে ভয় দেখাইতে॥ ২২২
যদিবা তাহাও সিদ্ধ হয় কদাচিত।
তথাপি আপনি না হইবে সচিন্তিত॥ ২২৩
দেবের অজেয় তব সব অনুচর।
মানুষ-বানর হৈতে কিবা আছে ডর॥ ২২৪
যখন করিবে তারা এথা আগমন।
রণ করি করিব তাদিগে সংহরণ॥ ২২৫
থাকিব আমরা গড় করিয়া আশ্রয়।
বাহিরে থাকিয়া তারা মরিবে নিশ্চয়॥ ২২৬
আপুনি যে কহিতেছ সেখানে যাইতে।
তাহা ভাল নাহি লাগে মো-সবার চিতে॥ ২২৭
সেখানে যাইলে মোরা হব অনাশ্রয়।
অনাশ্রয় হল্যে যুদ্ধে অনেক সংশয়॥ ২২৮
করিতে হইবে সেথা সৈন্যের রক্ষণ।
এখানে করিতে হবে নগর গোপন॥ ২২৯
দুই স্থান রক্ষণ হইতে গড়ে রহি।
সংগ্রাম করণ সর্ব্বমতে ভাল কহি॥ ২৩০
অবশ্য করিতে যদি হইল সমর।
তবে যোগ্য নহে তেজিবারে হেন গড়॥ ২৩১
আর যে কহিলে সেতু করিব ভঞ্জন।
না হইতে পারে কভু তাহার ঘটন॥ ২৩২
অতি যত্নে করিতেছে তাহারা রক্ষণ।
সেখানেতে ঘটিতে না পারয়ে গমন॥ ২৩৩
এইত কহিলুঁ মোরা সবে যথাজ্ঞান।
যে কহ আপুনি তাহা করিয়ে বিধান॥ ২৩৪
এতেক বচন শুনি রাজা দশানন।
তাহাতেই শ্রদ্ধা করি হল্যা সুস্থমন॥ ২৩৫
এখানেতে রামচন্দ্র লয়্যা কপিগণ।
প্রতিদিন করিছেন সাগর বন্ধন॥ ২৩৬

সেই সেতু এক মাসে সম্পূর্ণ হইয়া। *
লগ্ন হল্য দক্ষিণের কূলেতে যাইয়া॥ ২৩৭
তাহা দেখি আনন্দিত হয়্যা কপিগণ।
শ্রীরামচন্দ্রেরে আসি কৈলা নিবেদন॥ ২৩৮
সেতুবন্ধ পূর্ণ হল্য শুনি কপি-মুখে।
রামচন্দ্র মগ্ন হল্যা অতিশয় সুখে॥ ২৩৯
হেনকালে নানা দ্রব্য লয়্যা পারাবার।
আইলেন শ্রীরাম-নিকটে পুনর্ব্বার॥ ২৪০
পুনঃপুন রামচন্দ্রে করিয়া বন্দন।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন॥ ২৪১
যদ্যপি আপুনি বট প্রভু পরমেশ।
তভু যুদ্ধে উচিত না হয় মুনিবেশ॥ ২৪২
অতএব আমি কিছু রণ-আভরণ।
আনিয়াছি তোঁহে পরাইব করি মন॥ ২৪৩
অনুগ্রহ করি ইহা কর অঙ্গীকার।
মনোরথ পরিপূর্ণ করহ আমার॥ ২৪৪
এত কহি দিলা দিব্য ধনু দুইখান।
অভেদ্য কবচ দুই দিব্য দিব্য বাণ॥ ২৪৫
দুই দুই খড়্গ চর্ম্ম চক্র যমধার।
দুই দুই ভিন্দিপাল নারাচ কুঠার॥ ২৪৬
সেই সব দ্রব্য প্রভু করি অঙ্গীকার।
লক্ষ্মণেরে অর্দ্ধ অর্দ্ধ দিলেন তাহার॥ ২৪৭
সেই সানা পরি অস্ত্র করিয়া ধারণ।
অতিশয় শোভিত হইলা দুইজন॥ ২৪৮
তাহা দেখি আনন্দিত হইয়া সাগর।
রাম-অনুমতি লয়্যা গেলা নিজঘর॥ ২৪৯
তবে শুভক্ষণে প্রভু লয়্যা কপিগণ।
করিলেন সেতুর উপরি আরোহণ॥ ২৫০
মারুতির পৃষ্ঠেতে চাপিয়া রঘুবর।
অঙ্গদের পৃষ্ঠে পুন লক্ষ্মণ কোঙর॥ ২৫১
আগে পাছে কপিগণ জয় শব্দ করি।
যাইতেছে সারি সারি আনন্দেতে ভরি॥ ২৫২
কেহ যায় সেতুর উপরি লম্ফ দিয়া।
কেহ যায় আকাশেতে সেতু না ছুঁইয়া॥২৫৩

* তথাচ,—

"বন্ধনাদেব সেতোস্তু জগ্মুর্মাসেন সাগরম্।
নিষ্পাদ্য হরয়ঃ সেতুং প্রতীতাঃ সন্তরর্ণবম্॥"

এইরূপে সিন্ধুপার হয়্যা রঘুবর।
নিবাস করিলা-গিরি সুবেল নিয়ড়॥ ২৫৪
দিব্য এক বৃক্ষমূলে পাতি মৃগ-চাম।
বসিলেন আনন্দিত-হৃদয়ে শ্রীরাম॥ ২৫৫
চারিদিগে বসিলেন আর সব জন।
আনন্দেতে জয়ধ্বনি করে কপিগণ॥ ২৫৬
তবে সবে হল্য অতি আনন্দিত-মন।
মারুতি মনেতে কিছু করেন চিন্তন॥ ২৫৭
সসৈন্যে আইলা প্রভু সিন্ধু হয়্যা পার।
মনোরথ প্রায় পূর্ণ হইল আমার॥ ২৫৮
কিন্তু এই বার্ত্তা এবে জানকী মাতারে।
যোগ্য হয় নিবেদিতে অবশ্য আমারে॥ ২৫৯
দেখিয়া গিয়াছি তাঁরে উদ্বিগ্ন যেমন।
তাহাতে দুর্ঘট বড় জীবন-ধারণ॥ ২৬০
একমাস-মধ্যে রামে আনিব এখানে।
এই মোর বাক্যে তিঁহ রাখিছেন প্রাণে॥২৬১
কিন্তু বহি গেছে সেই এক মাস কাল।
ইহাতেই মনে হয় সংশয় বিশাল॥ ২৬২
যে হকু অশোকবনে যাই একবার।
জানকীর তত্ত্ব করা উচিত আমার॥ ২৬৩
কিন্তু তাহা শ্রীরামের আদেশ বিহনে।
করিতে উচিত নহে আপনার মনে॥ ২৬৪
প্রভু যদি আজ্ঞা দেন করুণা করিয়া।
তবে বড় আনন্দিত হয় মোর হিয়া॥ ২৬৫
এইরূপ ভাবিছেন পবনকুমার।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরাম মন জানিলা তাঁহার॥ ২৬৬
নিকটে ডাকিয়া তবে সেই কপিবরে।
কহিতে লাগিলা প্রভু সুমধুর স্বরে॥ ২৬৭
বায়ুপুত্র একবার অশোক-কাননে।
যাহ তুমি গুপ্তরূপে জানকীদর্শনে॥ ২৬৮
জনকনন্দিনী বাঁচি আছে কি না আছে।
ইহা জানি ফিরিয়া আস্যহ মোর কাছে॥ ২৬৯
যদি মোর বার্ত্তা কিছু না পাইয়া থাকে।
তবে বুঝি দেখিতে না পাও তুমি তাকে॥২৭০
যেহেতুক জানকী কহিয়াছিল তোরে।
একমাস গেলে না দেখিতে পাবে মোরে॥২৭১
অতএব মোর বুদ্ধি হয় আশঙ্কিনী।
আছে কি না আছে প্রাণে জনকনন্দিনী॥ ২৭২

যদি বাঁচি থাকে শুভ-দৈবযোগে প্রিয়া।
তবে ত কহিবে মোর বার্ত্তা বিবরিয়া ॥ ২৭৩
সান্ত্বনা করিবে তারে মধুর-বচনে।
আর যেন কিছু ভয় নাহি করে মনে ॥ ২৭৪
সবান্ধবে বধ করি দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে।
উদ্ধারিব আমি তারে অত্যল্প বাসরে ॥ ২৭৫
এতেক প্রভুর আজ্ঞা শুনি হনুমান।
প্রণাম করিয়া তাঁরে করিলা প্রস্থান ॥ ২৭৬
ওখানে অশোকবনে জনকতনয়া।
কহিছেন সরমারে কাতর-হৃদয়া ॥ ২৭৭
কহ কহ প্রিয়সখি মোর প্রাণেশ্বর।
অদ্যাপি না আল্যা কেন লঙ্কার ভিতর ॥ ২৭৮
কহি গেল হনুমান একমাসমাজে।
সহসৈন্যে এখানে আনিব রঘুরাজে ॥ ২৭৯
কিন্তু একমাস কাল অতীত হইল।
তথাপি প্রভুর বার্ত্তা কিছু না আইল ॥ ২৮০
ইথে ত্যজিতাম বিষ খাইয়া জীবন।
তুমি তাহে করিয়াছ বাধ আচরণ ॥ ২৮১
সে দিন কহিলে নাথ সিন্ধুর ওকূলে।
এস্যাছেন সঙ্গে লয়্যা ভল্ল-কপিকুলে ॥ ২৮২
এই লাগি রাখিয়াছি হত দেহে প্রাণ।
কিন্তু না আইলা নাথ অদ্যাপি এখান ॥ ২৮৩
অতএব কি করিব কহ প্রিয়সখি।
আর না রহিতে পারি নাথে না নিরখি ॥ ২৮৪
এত বাণী শুনি কন সরমা তাঁহায়।
জনকনন্দিনি স্থির করহ হিয়ায় ॥ ২৮৫
শুনিয়াছি লোক মুখে প্রভু রত্নাকরে।
সেতুবন্ধ করিছেন পাদপ-পাথরে ॥ ২৮৬
সেতু পূর্ণ হইলেই আসিয়া এথায়।
উদ্ধার করিবা অল্প দিবসে তোমায় ॥ ২৮৭
দেখিয়াছি আমি আজি নিশাতে স্বপন।
প্রভু যেন কর্যাছেন এথা আগমন ॥ ২৮৮
সঙ্গে আসিয়াছে বহু ভল্লুক বানর।
মারুতি এ বার্ত্তা দিল তোমার গোচর ॥ ২৮৯
জানকী কহেন সখি ইথা কি হইবে।
সিন্ধু পার হয়্যা নাথ এখানে আসিবে ॥ ২৯০
এইরূপে আলাপ করেন দুই জনে।
গুপ্তরূপে মারুতি আইলা সেই বনে ॥ ২৯১
না দেখি বিরুদ্ধ লোক নিজ মূর্ত্তি ধরি।
বন্দিলা সীতারে রামজয় শব্দ করি ॥ ২৯২
হঠাৎ দেখিয়া তাঁরে জনক-দুহিতা।
চিত্রপুত্তলীর ন্যায় হইলা স্তম্ভিতা ॥ ২৯৩
সরমা কহেন সখি কর হে চেতন।
দেখ দেখি সত্য হল্য আমার বচন ॥ ২৯৪
আগমন কর্যাছেন পবননন্দন।
করহ প্রভুর বার্ত্তা সব জিজ্ঞাসন ॥ ২৯৫
তবে স্থির হইয়া শ্রীসীতা ঠাকুরাণী।
কহিছেন মারুতির প্রতি এই বাণী ॥ ২৯৬
কহ কহ বাছা নাথ আছেন কুশলে।
দেবর লক্ষ্মণ মোর আছেন মঙ্গলে ॥ ২৯৭
মিতা কপিরাজ আর যাবৎ বানর।
সকলে আছেন সুখে কহ সবিস্তর ॥ ২৯৮
জানকীর বাণী শুনি পবননন্দন।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন ॥ ২৯৯
জননি শ্রীরাম শ্রীলক্ষ্মণ কপিপতি।
কুশলে আছেন আর যত কপিততি ॥ ৩০০
পাঠাইলা প্রভু মোরে নিকটে তোমার।
জানাইতে সকল মঙ্গল সমাচার ॥ ৩০১
আমি গেলে প্রভু সব সৈন্য সঙ্গে নিয়া।
উত্তরিলা সাগরের ওকূলে আসিয়া ॥ ৩০২
তবে দশাননের অনুজ বিভীষণ।
প্রভুর নিকটে গিয়া লইলা শরণ ॥ ৩০৩
তাঁরে মিতা করি প্রভু লঙ্কা-অধিকারে।
অভিষিক্ত করিলেন শাস্ত্র-অনুসারে ॥ ৩০৪
তাঁর পরামর্শে সিন্ধু দেখিবার আশে।
ত্রিরাত্রি রহিলা সিন্ধুকূলে উপবাসে ॥ ৩০৫
তথাপি না হল্যা যবে সমুদ্র সাক্ষাত।
তবে ক্রুদ্ধ হয়্যা প্রভু কৈলা শরাঘাত ॥ ৩০৬
তাহে ভীত হয়্যা সিন্ধু সাক্ষাত হইয়া।
কহিলেন যাহ পারে সেতু বিরচিয়া ॥ ৩০৭
তবে বৃক্ষ-শিলাতে সাগরে সেতু করি।
অদ্য আইলেন প্রভু লঙ্কার ভিতরি ॥ ৩০৮
সুবেল-নিকটে বসি ডাকিয়া আমারে।
কহিলেন যাহ বাছা লঙ্কার মাঝারে ॥ ৩০৯
আস্য আমাদের বার্ত্তা সীতারে কহিয়া।
জানকী কিরূপ আছে তাহাও জানিয়া ॥ ৩১০

কহিবে তাহারে যেন না করে চিন্তন।
উদ্ধারিব শীঘ্র তারে বধিয়া রাবণ ॥ ৩১১
এইত প্রভুর আজ্ঞা ধরিয়া মাথায়।
আইলাম আমি এই দেখিতে মাতায় ॥ ৩১২
আজ্ঞা দাও প্রভুপাশে যাইব এক্ষণ।
করিছেন তিঁহ মোর পথ নিরীক্ষণ ॥ ৩১৩
এতেক বচন শুনি গদগদ স্বরে।
কহিছেন ঠাকুরাণী পবন-কোঙরে ॥ ৩১৪
বাপধন দিলে তুমি যে সুখ আমারে।
কি আছে আমার দিয়া শোধিব এ ধারে ॥ ৩১৫
যদ্যপি প্রসন্ন হয় বিধি কদাচিত।
তখন করিব যেই আছে মোর চিত ॥ ৩১৬
আর যে কহিলে তুমি প্রভু রঘুমণি।
মিতা করাছেন বিভীষণেরে আপুনি ॥ ৩১৭
যাথে যে আনন্দ হল্য আমার অন্তরে।
কহিতে না পারি তাহা সহস্র বৎসরে ॥ ৩১৮
যাহ শীঘ্র তুমি প্রভুপাশে এইক্ষণে।
মোর বার্ত্তা কহ গিয়া তাঁহার চরণে ॥ ৩১৯
হয়্যাছে বিলম্ব বাছা অধিক তোমার।
ইথে প্রাণ না রহিত কদাচ আমার ॥ ৩২০
এই মোর সখী সরমার গুণগণে।
দেখিতে পাইলে তুমি আমারে জীবনে ॥ ৩২১
সমুদ্র-উত্তরকূলে প্রভু-আগমন।
শুনিয়া ইহারি মুখে আছয়ে জীবন ॥ ৩২২
এখানে আইলা প্রভু সসৈন্যে এক্ষণ।
করহ যাহাতে শীঘ্র মরয়ে রাবণ ॥ ৩২৩
এত বাক্য শুনি তাঁরে করি আশ্বাসন।
মারুতি রামের কাছে করিলা গমন ॥ ৩২৪
জিজ্ঞাসিলা প্রভু তারে কহ বাপধন।
কেমনে জানকী মোর আছে সজীবন ॥ ৩২৫
প্রভুরে বন্দিয়া কহিছেন কপিমণি।
জীবনে আছেন প্রভু আমার জননী ॥ ৩২৬
প্রভুর বিরহে তিঁহ যেরূপ ব্যথিত।
ইথে তব বিলম্বেতে প্রাণ না রহিত ॥ ৩২৭
কেবল শ্রীবিভীষণ-ভার্য্যা-গুণগণে।
দেখিতে পাইনুঁ গিয়া তাঁহার জীবনে ॥ ৩২৮
এইত করিলুঁ সব বার্ত্তা নিবেদন।
এক্ষণ করহ শীঘ্র তাঁর উদ্ধারণ ॥ ৩২৯

মারুতির মুখে শুনি জানকী-বৃত্তান্ত।
রঘুমণি আনন্দিত হইলা নিতান্ত ॥ ৩৩০
লক্ষ্মণ সুগ্রীব আর যত কপিগণ।
সকলেই হল্যা অতি আনন্দিতমন ॥ ৩৩১
এইত সুন্দরকাণ্ড-লীলা-বিবরণ।
শুনহ ইহার অনুক্রমণী এক্ষণ ॥ ৩৩২
আদ্য পরিচ্ছেদে মারুতির জন্মকথা।
পারাবার লঙ্ঘন করিলা তিঁহ যথা ॥ ৩৩৩
দ্বিতীয়েতে দশাননরাজার মন্ত্রণ।
মারুতির লঙ্কাতে ভ্রমণ বিলপন ॥ ৩৩৪
তৃতীয়ে অশোক-বনে জানকী-দর্শন।
জানকী করিলা যাহে রাবণে ভর্ৎসন ॥ ৩৩৫
চতুর্থে শ্রীজানকীর বিরহ-বর্ণন।
মারুতি সহিতে তাঁর প্রিয়সম্ভাষণ ॥ ৩৩৬
পঞ্চমে কানন-ভঙ্গ রাক্ষস-মারণ।
অক্ষ-বধ দশানন-সভায় গমন ॥ ৩৩৭
ষষ্ঠেতে রাবণ-সঙ্গে আলাপ তাহার।
লঙ্কাপুর পোড়াইয়া কৈলা ছারখার ॥ ৩৩৮
সপ্তমে সাগর-পার হইয়া আসিয়া।
কপিগণে সম্ভাষিলা মধু পিয়াইয়া ॥ ৩৩৯
অষ্টমে শ্রীরাম-কাছে তাঁর আগমন।
বার্ত্তা দিয়া সুখী কৈলা শ্রীরামের মন ॥ ৩৪০
নবমে লঙ্কার কথা শ্রবণ করিয়া।
শুভ যাত্রা কৈলা রাম কটকে লইয়া ॥ ৩৪১
দশমেতে রাবণের পুনশ্চ মন্ত্রণ।
লঙ্কা পরিত্যাগ করি গেলা বিভীষণ ॥ ৩৪২
একাদশে বিভীষণে শিবের শিক্ষণ।
শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার মিলন ॥ ৩৪৩
দ্বাদশে সাগর-দণ্ড সেতুবিরচন।
লঙ্কাতে প্রবেশ আর সীতার সান্ত্বন ॥ ৩৪৪
এইত সুন্দরকাণ্ড হইল পূরণ।
রামপ্রীতে রামজয় বল বন্ধুগণ ॥ ৩৪৫
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩৪৬

ইতি শ্রীরামরসায়নে সুন্দরকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে সেতুবন্ধনো নাম দ্বাদশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীরামরসায়ন।

যুদ্ধকাণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

হত্বা সৈন্য-সগোত্র-পুত্রসহিতং
লঙ্কাধিনাথং রণে, রাজ্যে তস্য নিবেশ্য
তস্য সহজং স্বীকৃত্য পৃথ্বীসুতাম্।
আগত্য স্বপুরীং স্বসৈন্যসহিতো
রাজাধিরাজো ভবন্, আনন্দং জনয়ন
সমস্তজগতাং রামোঽনুকম্পাং ক্রিয়াৎ ॥ ১

জয় জয় রঘুবর, ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর,
অপ্রাকৃতগুণ-রত্নখনি।
জগতের পরায়ণ, ভক্তজন প্রাণধন,
অমর-নিকর-চূড়ামণি ॥ ২
সহসৈন্য-বন্ধুগণে, বধ করি দশাননে,
আনন্দিত করি জগজ্জন।
বিভীষণ-নিশাচরে, রাজ্য দিয়া লঙ্কাপুরে,
স্ব-প্রতিজ্ঞা করিলে পূরণ ॥ ৩
লোক-শিক্ষা প্রয়োজনে, জানকীরে হুতাশনে,
করাইলে দিব্য পরীক্ষণ।
পুষ্পকে আরূঢ় হয়া, সঙ্গে কপিসৈন্য লয়া,
নিজদেশে কৈলে আগমন ॥ ৪
গুহক-মিতার সঙ্গে, মিলিয়া মনের রঙ্গে,
নন্দিগ্রামে করি প্রবেশন।
মিলি বন্ধুগণ-সাতে, যাইয়া শ্রীঅযোধ্যাতে,
রাজা হৈয়া তুষিলে ভুবন ॥ ৫
তব লীলা এ সকল, ভুবনের সুমঙ্গল,
বর্ণন করিতে করি মন।
তোমার করুণা বিনে, নাহি স্ফুরে বাক্যে মনে,
কৃপা কর শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৬

জয় জয় বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ জয়।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তচয় ॥ ৭
জয় জয় রামচন্দ্র মহেশ-সহিত।
প্রিয়তম পরিবার-সমূহসহিত ॥ ৮
এবে কৃপা করি শুন সব ভক্তজন।
যুদ্ধকাণ্ড-লীলা-কথা করিয়ে বর্ণন ॥ ৯

রাবণের রামসৈন্য-দর্শন।

শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ যৎ সৈন্যং বিভায় দশকন্ধরঃ।
সোঽস্মাসু করুণাং কুর্য্যাৎ প্রভুর্দশরথাত্মজঃ ॥

সসৈন্য আইলা রাম লঙ্কাতে শুনিয়া।
কহিছে রাবণ শুক শারণে ডাকিয়া ॥ ২
শুন শুন মন্ত্রিবর শুক হে শারণ।
আসিয়াছে রাম সঙ্গে লয়া কপিগণ ॥ ৩
করিল আশ্চর্য্য কর্ম্ম সেতু পারাবারে।
দেখি নাই শুনি নাই জগৎ-মাঝারে ॥ ৪
এ কর্ম্মেতে ক্ষুব্ধ করিয়াছে মোর মন।
বুঝি কাল করিলেক হস্তপ্রসারণ ॥ ৫
যে হউক সম্প্রতি তার কত সেনগণ।
করিতে হয়্যাছে তাহা অবশ্য গণন ॥ ৬
অতএব কপিরূপ করিয়া ধারণ।
গুপ্ত ভাবে দেখ যাহ তোরা দুইজন ॥ ৭
কত সৈন্য বটে তার কত মুখ্য বীর।
কে কে বা আছয়ে মন্ত্রী মন্ত্রণাতে ধীর ॥ ৮
এই সব জানিয়া করহ আগমন।
করিব পরেতে তবে যোগ্য যে করণ ॥ ৯

শুনিয়া সে কথা শুক-শারণ সত্বর।
সে আজ্ঞা বলিয়া গেলা রাম-বরাবর ॥ ১০
কপিরূপ ধরি তারা কপিসৈন্যে গিয়া।
ফিরিতেছে মাঝে মাঝে দেখিয়া দেখিয়া ॥ ১১
অসংখ্য বানর-সৈন্য করি নিরীক্ষণ।
মহাচমৎকারযুক্ত হৈল দুইজন ॥ ১২
রয়্যাছে কথোক বনে কথোক ভূধরে।
কেহ সিন্ধুজলে সেতু-উপরি অম্বরে ॥ ১৩
কেহ নিদ্রাগত কেহ করিছে ভোজন।
কেহ বসি আছে কেহ করিছে ভ্রমণ ॥ ১৪
এইরূপ কপিগণে দেখিতে দেখিতে।
পড়ি গেল তারা বিভীষণের দৃষ্টিতে ॥ ১৫
রাক্ষস বলিয়া জানি তিঁহ দুইজনে।
ইঙ্গিতে জানায়্যা দিলা যত কপিগণে ॥ ১৬
তবে তারা ধরিলেক সে শুক-শারণে।
বান্ধিয়া করয়ে নানা তর্জ্জন-তাড়নে ॥ ১৭
ভীত হয়্যা তারা তবে কহে কপিগণে।
ভাই কেন আমাদিগে করিলে ধারণে ॥ ১৮
তোমাদেবি সঙ্গী হই মোরা দুইজন।
অকারণে কর কেন মোদিগে তাড়ন ॥ ১৯
তাহা শুনি হাসি হাসি কপিগণ কহে।
সত্য বটে সত্য বটে ইহা মিথ্যা নহে ॥ ২০
কিন্তু মো-সবার এই জাতির আচার।
পরস্পরে তাড়ন করয়ে অনিবার ॥ ২১
সে তাড়নে স্বজাতির ব্যথা নাহি হয়।
তোরা কেন ইথে হও ব্যথিত আশয় ॥ ২২
আর মো-সবার এই ধারণ মাত্রত।
তোমাদের হল্য কেন বদন এমন ॥ ২৩
শুষ্ক হই গেল কণ্ঠ স্ফুরে না বচন।
তোরা কহ মো-সবারে ইহার কারণ ॥ ২৪
এতেক বচন শুনি সে শুক-শারণ।
কহিতে না পারে কিছু ভয়যুক্ত মন ॥ ২৫
তবে বিভীষণবাক্যে কথোক বানর।
লয়্যা গেল তাহাদিগে রাম-বরাবর ॥ ২৬
বিভীষণ রামেরে করিলা নিবেদন।
প্রভু এই দুইজনে কর নিরীক্ষণ ॥ ২৭
ইহারা রাক্ষস হয় রাবণের চর।
আসিছিল কপিরূপে সৈন্যের ভিতর ॥ ২৮
ইহাদের প্রতি যাহা করিতে উচিত।
আজ্ঞাপন কর তাহা আপনি তুরিত ॥ ২৯
বিভীষণবাণী শুনি তবে রঘুপতি।
চাহিলেন সেই দুই নিশাচর প্রতি ॥ ৩০
তাহা দেখি অতিশয় ভয়যুক্তমন।
রঘুপতি প্রতি তারা করে নিবেদন ॥ ৩১
রঘুবর সত্য মোরা রাবণের চর।
আসিয়াছিলাম তব সৈন্যের ভিতর ॥ ৩২
রাবণ-আজ্ঞায় তব সৈন্য গণিবারে।
আসিয়াছিলাম ধরি বানর আকারে ॥ ৩৩
এইত করিলুঁ নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন।
করহ উচিত যেই শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩৪
এতেক শুনিয়া প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা তবে সান্ত্বনা করিয়া ॥ ৩৫
চরবর নাহি হও শঙ্কিতহৃদয়।
এক্ষণ দিলাম আমি তো-দিগে অভয় ॥ ৩৬
একে চর তাহে পুন ভয়েতে কম্পিত।
আমা হৈতে তোমাদের নাহি এবে ভীত ॥ ৩৭
যাহ যাহ সব সৈন্য করিয়া গণন।
রাবণের কাছে গিয়া কর বিজ্ঞাপন ॥ ৩৮
কিছু বাক্য কহি আমি দুষ্ট দশাননে।
কহিবে সে সব কথা অশঙ্কিতমনে ॥ ৩৯
হরিয়াছ দুষ্ট মোর জানকী যে বলে।
দেখাও সে বল এবে সসৈন্যে সকলে ॥ ৪০
প্রভাত হইলে কালি তোর এ নগরী।
ছারখার করিব আমিহ বাণে করি ॥ ৪১
মারিবে আমার সৈন্যে তোর বন্ধুগণে।
না রাখিব কাহাকেও তোর পিণ্ডার্পণে ॥ ৪২
আমিহ তোমারে বধি কাকে ভুঞ্জাইব।
নিজ কোপানল তব রক্তে নিভাইব ॥ ৪৩
এত কহি প্রভু কহিছেন বিভীষণে।
যাহ যাহ মিতা সঙ্গে লৈয়া দুইজনে ॥ ৪৪
যাবত মোদের সৈন্য সব দেখাইয়া।
ছাড়ি দেহ রাবণেরে কহুক যাইয়া ॥ ৪৫
এত শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া বিভীষণ।
শুক-শারণেরে লয়্যা করিল গমন ॥ ৪৬
প্রত্যেকত সব সৈন্য করায়্যা দর্শন।
তাহাদিগে লঙ্কাপুরে করিলা প্রেষণ ॥ ৪৭

রাবণের আগে গিয়া তারা দুইজন।
করিতে লাগিল সব বৃত্তান্ত বর্ণন ॥ ৪৮
মহারাজ কপিরূপে মোরা দুই চর।
প্রবেশিয়াছিলুঁ রাম-সৈন্যের ভিতর ॥ ৪৯
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই সৈন্যের মাঝারে।
পড়িলাম তব অনুজের সাক্ষাৎকারে ॥ ৫০
তিঁহ জানি কপিদিগে কৈলা আজ্ঞাপন।
তাহারা করিল বান্ধি অনেক তাড়ন ॥ ৫১
পরে লয়্যা গেলা রামচন্দ্র-বিদ্যমান।
তিঁহ কৈলা আমাদিগে অভয় প্রদান ॥ ৫২
কহিলেন তোরা দেখি মোর সেনাগণ।
রাবণ আগেতে গিয়া কর বিজ্ঞাপন ॥ ৫৩
আর যে কহিলা কিছু কঠোর বচন।
তাহা কহিবারে সশঙ্কিত হয় মন ॥ ৫৪
রাবণ বোলয়ে কিছু নাহি ভয় চিতে।
রাম কি কহিল তাহা কহ সেই রীতে ॥ ৫৫
এতেক বচন শুনি তারা দুইজন।
কহিতে লাগিল শ্রীরামের সে বচন ॥ ৫৬
মহারাজ মো-সবারে অর্পিয়া অভয়।
তারপর কহিলেন ইহা মহাশয় ॥ ৫৭
কিছু বাক্য কহি আমি দুষ্ট দশাননে।
কহিবে সে সব কথা অশঙ্কিতমনে ॥ ৫৮
হরিয়াছ দুষ্ট মোর জানকী যে বলে।
দেখাও সে বল এবে সসৈন্যে সকলে ॥ ৫৯
প্রভাত হইলে কালি তোর এ নগরী।
ছারখার করিব আমিহ বাণে করি ॥ ৬০
মারিবে আমার সৈন্যে তোর বন্ধুগণে।
না রাখিব কাহাকেও তোর পিণ্ডার্পণে ॥ ৬১
আমিহ তোমারে বধি কাকে ভুঞ্জাইব।
নিজ কোপানল তোর রক্তে নিবাইব ॥ ৬২
এত বাণী শুনিয়া কুপিত দশানন।
দন্ত কড়মড় করে বিকট বদন ॥ ৬৩
তাহা দেখি পুন কহে সে শুক-শারণ।
মহারাজ স্থির হও শান্ত কর মন ॥ ৬৪
রামের যেমত সৈন্য যেন পরাক্রম।
ইথে নহে তাঁর সনে বিবাদ উত্তম ॥ ৬৫
রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সুগ্রীব বিভীষণ।
এক স্থানে মিলিয়াছে এই চারিজন ॥ ৬৬

যদ্যপি ইহারা মনে বাসনা করয়।
তবে লঙ্কা সমুদ্রেতে ডুবাত্যে পারয় ॥ ৬৭
তাঁহারাও দূরে রহু যে সব বানর।
একে একে বধিবে সকল নিশাচর ॥ ৬৮
রহিয়াছে হেন যত শাখামৃগগণ।
কে করিতে পারে তার সকল গণন ॥ ৬৯
আকাশে ভূমিতে জলে বৃক্ষেতে গিরিতে।
বানর বিহনে কিছু না পাই দেখিতে ॥ ৭০
অতএব ফিরি দিয়া রামের রমণী।
রামসঙ্গে সন্ধি কর নিশাচরমণি ॥ ৭১
শুনি চরেদের মুখে এ সব বচন।
কহিতে লাগিল তাহাদিগে দশানন ॥ ৭২
যদ্যপি করিতে যুদ্ধ আইসে সংসার।
তভু রামে ফিরি নাহি দিব ভার্য্যা তার ॥ ৭৩
তোমরা বানর-সৈন্য দেখি হয়্যা ভীত।
মানিতেছ জানকী ফিরিয়া দেয়া হিত ॥ ৭৪
এ ভয় তোদের অতি অনুচিত হয়।
ত্রিভুবনে মোরে কে করিবে পরাজয় ॥ ৭৫
করিছ যে তোরা রাম-সৈন্যের বড়াই।
আমিহ শুনিয়া তাহা প্রত্যয় না যাই ॥ ৭৬
অতএব চলহ করিব নিরীক্ষণ।
কেমন রামের সৈন্য সেহ বা কেমন ॥ ৭৭
এত কহি মন্ত্রিগণ-সঙ্গে লঙ্কেশ্বর।
উঠিল অত্যুচ্চ এক প্রাসাদ উপর ॥ ৭৮
রামসৈন্য নিরখিয়া রাজা দশানন।
হইল বিস্ময়-সিন্ধু-মাঝারে মগন ॥ ৭৯
চারিদিগে চাহে রাজা পসারি নয়ন।
ঊর্দ্ধ হয়্যা দাঁড়াইল সব রোমগণ ॥ ৮০
পরে সেই ভাবে কিছু করি সম্বরণ।
শুক-শারণের প্রতি কহে এ বচন ॥ ৮১
কহ কহ চরবর করি বিবরণ।
মোর প্রতি রাম-সৈন্য-বিশেষবর্ণন ॥ ৮২
কার কিবা নাম আর কার কত বল।
মুখ্য মুখ্য বীর কেহ কহ তা সকল ॥ ৮৩
রাবণবচন শুনি সেই দুই চর।
কহিতে লাগিল অতি সাদর-অন্তর ॥ ৮৪
মহারাজ দেখিতেছ রাম-সেনাগণ।
কিরূপে করিব ইহা সকল বর্ণন ॥ ৮৫

মুখ্য মুখ্য কথোক বীরের নাম শুন।
বর্ণন করিয়ে যেন আপন নৈপুণ ॥ ৮৬
দেখ দেখ লঙ্কাদিগে সম্মুখ হইয়া।
যে করিছে ঘোর শব্দ লঙ্কা কাঁপাইয়া ॥ ৮৭
যে করিল সিন্ধুমাঝে সেতু বিরচন।
যেই হয় সুগ্রীবের অতি প্রিয়জন ॥ ৮৮
যার সঙ্গে আছে লক্ষসংখ্য যূথপতি।
বিশ্বকর্ম্মপুত্র এই নল মহামতি ॥ ৮৯
মহাবলবান যুদ্ধে অতি শূরতর।
দশকোটি আট লক্ষ যার অনুচর ॥ ৯০
সুতনু নামেতে এই বানরপ্রধান।
ইচ্ছা করিতেছে ভাঙ্গিবারে লঙ্কাখান ॥ ৯১
কৈলাস পর্ব্বত সম যার কলেবর।
সুগ্রীবে সম্ভাষি যায় সেনার ভিতর ॥ ৯২
সঙ্কোচন নামে এই শাখামৃগবর।
বহুকোটি বানরের হয় অধীশ্বর ॥ ৯৩
দেখ দেখ যার পুচ্ছ নানাবর্ণময়।
যেই কোটিসহস্র কপির পতি হয় ॥ ৯৪
সেই এই মহারাজ শ্রীকুমুদ নাম।
চাহিতেছে তব সঙ্গে করিতে সংগ্রাম ॥ ৯৫
সুগ্রীবের সখা এই নামে বেগবান।
লক্ষকোটী বানরের এহত প্রধান ॥ ৯৬
লঙ্কাপানে চাহি যেই করিছে গর্জ্জন।
সিংহের সমান দীর্ঘ কেশর রাজন ॥ ৯৭
যার সঙ্গে ত্রিশলক্ষ আছয়ে বানর।
সহ্যগিরিবাসী এই রম্ভ কপিবর ॥ ৯৮
করিতেছে ভেরীর সমান যেই ধ্বনি।
যার সঙ্গে তিনশতকোটি কপিমণি ॥ ৯৯
পারিপাত্রপর্ব্বত-নিবাসী এই জন।
পনস নামেতে বীর কর নিরীক্ষণ ॥ ১০০
সমুদ্রতীরেতে দেখ আর এক বীর।
মন্দর পর্ব্বত সম যাহার শরীর ॥ ১০১
একাদশকোটি কপি যার অনুচর।
বিনত নামেতে এই শাখামৃগবর ॥ ১০২
ক্রথন নামেতে দেখ শাখামৃগ আর।
ষষ্টিলক্ষ অনুচর সঙ্গেতে যাহার ॥ ১০৩
গৈরিক সমান যার অরুণ মুরতি।
ক্রুদ্ধ হয়্যা চাহিতেছে যেই লঙ্কা প্রতি ॥ ১০৪
যার সঙ্গে অযুতসংখ্যক প্লবঙ্গম।
গবয় নামেতে এই কপি শূরতম ॥ ১০৫
যাহার লাঙ্গুল দেখ নানাবর্ণময়।
যার পাছে বৃক্ষ ধরি বহে কপিচয় ॥ ১০৬
এই কোটিসহস্র-বানর-অধীশ্বর।
দধিমুখ নামে বীর দেখ লঙ্কেশ্বর ॥ ১০৭
যোজনপ্রমাণ উচ্চ যার কলেবর।
যে করিল পরাজয় ইন্দ্রের কুঞ্জর ॥ ১০৮
সেই এই বীর দেখ শতসন্নাদন।
যার অনুচর বহুকোটি কপিগণ ॥ ১০৯
মেঘসম শ্যামবর্ণ করিছে গর্জ্জন।
কপিসৈন্য সব যেই করিছে সাজন ॥ ১১০
যেহত অনল হৈতে গন্ধর্ব্বকন্যায়।
জন্মিয়াছে মহাবীর বলে সবে যায় ॥ ১১১
যারে বর দিলা তব জ্যেষ্ঠ যক্ষেশ্বর।
যার নিজ সৈন্য দশ-কোটি সে বানর ॥ ১১২
সেই এই নীল নামে রাম-সেনাপতি।
চাহিতেছে লঙ্কারে নাশিতে মহামতি ॥ ১১৩
আগে দেখ প্রথামী নামেতে কপিবর।
যার লক্ষ-সহস্র সঙ্গেতে অনুচর ॥ ১১৪
দেখ যারে শ্যামবর্ণ মেঘের সমান।
যার সঙ্গে গোলাঙ্গুল নিখর্ব্ব-প্রমাণ ॥ ১১৫
সেই এই বানরেন্দ্র গবাক্ষ-আখ্যান।
ইচ্ছা করিতেছে ভাঙ্গিবারে লঙ্কাখান ॥ ১১৬
কেশরী নামেতে বীর দেখ লঙ্কেশ্বর।
যার সঙ্গে দশ কোটি-সহস্র বানর ॥ ১১৭
সুষেণ নামেতে বীর তাহার জনক।
পূর্ব্ব-সম শাখামৃগ-সৈন্যের নায়ক ॥ ১১৮
শতবলী নামে বীর তত-সৈন্যপতি।
চাহিতেছে অতি ক্রোধ করি লঙ্কা প্রতি ॥ ১১৯
আর দেখ দুই বীর দেবতা-সমান।
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ নামে নাসত্য-সন্তান ॥ ১২০
ইহাদের সম বীর নাহি ত্রিভুবনে।
দশশত-কোটি-বীর যাহাদের সনে ॥ ১২১
ইহাদের পার্শ্বে দেখ আর দুই বীর।
পর্ব্বত-প্রমাণ হয় যাদের শরীর ॥ ১২২
সুমুখ বিমুখ দুই যমের তনয়।
দশ-কোটি শাখামৃগ যার সঙ্গী হয় ॥ ১২৩

লক্ষাধিক-খর্ব্বসংখ্য যার সেনাগণ।
আগে নিরীক্ষণ কর সে গন্ধমাদন ॥ ১২৪
অংশুমান্ নামে বীর দেখ লঙ্কাপতি।
অযুত-অধিক লক্ষ যার সেনাপতি ॥ ১২৫
একলক্ষ দুইশত যার অনুচর।
দুর্ম্মুখ নামেতে দেখ মহাবলধর ॥ ১২৬
গবাক্ষ নামেতে বীর দেখ অতি ধন্য।
যার সৈন্য একখর্ব্ব-পরিমাণ গণ্য ॥ ১২৭
তার নামে বীর দেখ আর একজন।
পঞ্চ-কোটিপরিমিত যার সেনাগণ ॥ ১২৮
দধীমুখ নামে বীর কর নিরীক্ষণ।
যার সৈন্য লক্ষ-কোটি করিয়ে গণন ॥ ১২৯
ইন্দ্রজানু নামে বীর কপির প্রধান।
যার সঙ্গে সৈন্য চারিকোটি-পরিমাণ ॥ ১৩০
লক্ষপতি দেখহ শরভ বলবান।
কোটি-কপিপালক আগেতে রুমন্বান ॥ ১৩১
আর এক বীর দেখ গয় অভিধান।
যার সৈন্য একাদশ-কোটিপরিমাণ ॥ ১৩২
দেখিতেছ আগে যারে নিশাচর-পতি।
মত্ত-করিবর হেন যার দিব্য গতি ॥ ১৩৩
কেশরীর ক্ষেত্রজাত বায়ুর তনয়।
হনুমান্ বলি যার লোকে খ্যাতি হয় ॥ ১৩৪
এই পূর্ব্বে করিছিলা সাগর লঙ্ঘন।
কুমার অক্ষের বধ লঙ্কার দাহন ॥ ১৩৫
কামরূপধারী এহ অনিবার্য্য-গতি।
একোটিসহস্র-বানর-অধিপতি ॥ ১৩৬
আছুক সুগ্রীব-সৈন্য সব এক ভিতে।
একা এহ পারে সব লঙ্কা বিনাশিতে ॥ ১৩৭
আর এক বীর দেখ পর্ব্বতপ্রমাণ।
যার অঙ্গ-কান্তি পদ্ম-কিঞ্জল্ক-সমান ॥ ১৩৮
লঙ্কা-অভিমুখ হয়্যা অতিশয় কোপে।
জৃম্ভা তুলিতেছে ঘন ভয়ঙ্করাটোপে ॥ ১৩৯
যাহার লাঙ্গুল-শব্দে দশদিকপথে।
হইতেছে প্রতিধ্বনি যেন হয় রথে ॥ ১৪০
কপি-রাজ্য-যৌবরাজ্যে সুগ্রীব যাহারে।
অভিষেক করিয়াছে কিষ্কিন্ধ্যা-মাঝারে ॥ ১৪১
সেইত অঙ্গদ এই বলী মহামতি।
দশশত-পদ্ম-শত-শঙ্খ-সেনাপতি ॥ ১৪২

দেখ দেখ এই বালিপুত্র হয়্যা ক্রুদ্ধ।
ইচ্ছা করে তোমা সনে করিবারে যুদ্ধ ॥ ১৪৩
আর দেখ ঋক্ষবন্ত-পর্ব্বতনিবাসী।
ধূম্র নামে ভল্লুকাধিপতি বলরাশি ॥ ১৪৪
ইহার সঙ্গেতে ত্রিসহস্র-কোটি ভল্ল।
যাহাদের বিক্রমেতে ভয় পায় মল্ল ॥ ১৪৫
ইহার অগ্রজ-ভ্রাতা ব্রহ্মার সন্তান।
স্থির ধীর বুদ্ধিমান নামে জাম্ববান ॥ ১৪৬
যার সম-পরাক্রম নাহি ত্রিভুবনে।
কোটিবৃন্দ ভল্লুক আছয়ে যার সনে ॥ ১৪৭
শতপদ্মময় কাঞ্চনের অভিরাম।
যার গলে দোলে সুধাদত্ত দিব্যদাম ॥ ১৪৮
সর্ব্ব-কপি-ভল্লুকের যেই অধিপতি।
কিষ্কিন্ধ্যানগরমাঝে যাহার বসতি ॥ ১৪৯
তব মিত্র বালীরে বধিয়া রঘুমণি।
কপিরাজ্যে বসাইলা যাহারে আপনি ॥ ১৫০
সেই এই শ্রীসুগ্রীব সূর্য্যের নন্দন।
রাম লাগি করাছেন এথা আগমন ॥ ১৫১
না করিতে পারি লেখা গুণের ইহার।
রামচন্দ্র হয়্যাছেন সখা গুণে যাঁর ॥ ১৫২
একশত সহস্রেতে এক লক্ষ হয়।
একশত লক্ষে এককোটি করি কয় ॥ ১৫৩
শতকোটি সহস্রেরে শঙ্খ করি মানি।
শতশঙ্খ-সহস্রেরে বৃন্দ বলি জানি ॥ ১৫৪
শতবৃন্দসহস্রেতে মহাবৃন্দ হয়।
শতমহাবৃন্দ-সহস্রেরে পদ্ম কয় ॥ ১৫৫
মহাপদ্ম হয় শতসহস্র কমলে।
এইত গণনা সব সঙ্খ্যা-শাস্ত্রে বলে ॥ ১৫৬
এইত সুগ্রীব-সঙ্গে যত সেনা হয়।
একমনে শুন তার করিয়ে নিশ্চয় ॥ ১৫৭
শতমহাপদ্ম পদ্ম দশশতমিত।
মহাবৃন্দশত বৃন্দসহস্র-গণিত ॥ ১৫৮
একশতশঙ্খ কোটি-সহস্রপ্রমাণ।
সুগ্রীব রাজার সঙ্গে সেনার সংখ্যান ॥ ১৫৯
তারা সবে মহাবল মহাপরাক্রম।
দেবতা মনুষ্য যক্ষ রাক্ষসে অসম ॥ ১৬০
এ সব সুগ্রীব-সৈন্য করি নিরীক্ষণ।
কর মহারাজ যেই যোগ্য আচরণ ॥ ১৬১

এতেক পর্য্যন্ত কহি পুন দুই চর।
কহিতে লাগিল দশাননের গোচর ॥ ১৬২
দেখ দেখ মহারাজ, রামের সভার সাজ,
এক মুখে না হয় বর্ণন।
তাহে মোরা মূর্চ্চিত, রাম-শোভা অগণিত,
যথাশক্তি করি বিবরণ ॥ ১৬৩
দেখ কপি-যূথমাজ, বিরাজিত রঘুরাজ,
গিরিরাজ সুবেলনিয়ড়ে।
পাতি অতি অভিরাম, মারীচ-মৃগের চাম,
বস্যাছেন আনন্দ-অন্তরে ॥ ১৬৪
রাজা একি চমৎকার, রামের মাধুর্য্য-সার,
দুনয়নে ধরিতে না পারে।
আঁখি যে অঙ্গেতে পড়ে, তা হইতে নাহি নড়ে,
ধন্য ধন্য বহু বিধাতারে ॥ ১৬৫
নব-দূর্ব্বাদল জিনি, অঙ্গের বরণখানি,
চুয়াইয়া পড়িছে লাবণ্য।
বদনের শোভা দেখি, হৃদয় অত্যন্ত সুখী,
শশধরে মানয়ে অধন্য ॥ ১৬৬
কিবা পরিসর বুক, দেখি মন সকৌতুক,
বাহুদণ্ড করিশুণ্ডাকার।
মাঝা অতি ক্ষীণতর, কটি উচ্চ-পরিসর,
উরুযুগ সমান রম্ভার ॥ ১৬৭
চরণের কিবা শোভা, আহা মরি মনোলোভা,
ঘুরি ঘুরি পড়য়ে নয়ন।
দেখিয়াছি গিয়া কাছে, উহাতে কি মধু আছে,
উড়ি পড়ে যাহে ভৃঙ্গগণ ॥ ১৬৮
কিবা মাধুর্য্যের বল, স্বরূপেই ঝলমল,
অলঙ্কার অপেক্ষা না করে।
যার বলে বৃক্ষছাল, জটা আর ধূলিজাল,
ইহারাও অতি শোভা ধরে ॥ ১৬৯
যেন রূপ গুণ তেন, জগতে না দেখি হেন,
কৃপাবান গভীর-আশয়।
মৃষ্টভাষী কৃতী শান্ত, বলী বীর ক্ষান্ত দান্ত,
রাম-গুণ-গণনা না হয় ॥ ১৭০
রামের দক্ষিণ-ধারে, দেখ রাম-অনুজেরে,
রূপে গুণে রামের সমান।
আছে ভেদ একমাত্র, রাম হন শ্যামগাত্র,
লক্ষ্মণ কাঞ্চন-কান্তিমান্ ॥ ১৭১
লক্ষ্মণের দক্ষিণেতে, দেখহ ভাস্বরসুতে,
সুগ্রীব বানর-কুলরাজে।
বালী বিনে পরাক্রম, বলে বড় কিম্বা সম,
অন্য যার নাহি বিশ্বমাজে ॥ ১৭২
শ্রীরামের বাম দিকে, দেখ নিজ কনিষ্ঠকে,
ধর্ম্মশীল মন্ত্রী সুবিবেক।
তুষ্ট হয়্যা রাম যারে, এই তব লঙ্কাপুরে,
করয়াছেন রাজ্য-অভিষেক ॥ ১৭৩
অগ্রে হয়্যা কৃতাঞ্জলি, রয়্যাছেন কুতূহলী,
বায়ুপুত্র ভুবনে বিদিত।
ব্রহ্ম-পুত্র জাম্ববান, নল নীল বলবান,
মৈন্দ আদি বহে চারিভিত ॥ ১৭৪
এই আদি লক্ষ লক্ষ, কপি মন্ত্রণাতে দক্ষ,
দেখ সবে নয়ন পূরিয়া।
শ্রীরঘুনন্দন-সৈন্য, দেখি করি ধন্য ধন্য,
না দেখি না শুনি জনমিয়া ॥ ১৭৫
এত বাণী শুনি শুক-শারণবদনে।
জলিয়া উঠিল কোপ দশানন-মনে ॥ ১৭৬
তাহে বামপাশে দেখি আপন ভ্রাতারে।
দ্বিগুণ জ্বলিছে সম্বরিতে নাহি পারে ॥ ১৭৭
দেখিয়াও রামসৈন্য অত্যন্ত বিস্তর।
হয়্যাছে কিঞ্চিৎ ত্রাস-সংযুক্ত অন্তর ॥ ১৭৮
তাহা সম্বরণ করি কোপ আবিষ্কারে।
বাসনা করয়ে চরদিগে ভর্ৎসিবারে ॥ ১৭৯
হেনই সময়ে পুন শুক মহাজ্ঞানী।
রাবণের প্রতি কহে একা এই বাণী ॥ ১৮০
মহারাজ বর্ণিলুঁ যে জানকীভর্ত্তারে।
এ কেবল অপাতত দৃষ্টি-অনুসারে ॥ ১৮১
বস্তুত শ্রীরামচন্দ্র না হয়েন নর।
সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ জগত-ঈশ্বর ॥ ১৮২
জানকী জগতমাতা সাক্ষাত কমলা।
লক্ষ্মণ শ্রীসঙ্কর্ষণ শেষ যার কলা ॥ ১৮৩
তাহা নাহি জানি তুমি জগতমাতারে।
হরি আনিয়াছ লঙ্কা-নগর-মাঝারে ॥ ১৮৪
ইহাতে আমার বিবেচনা অনুসারে।
কোনোমতে তোমার মঙ্গল হৈতে নারে ॥ ১৮৫
অতএব এখনও যদ্যপি বাস হিত।
তবে রামসঙ্গে দ্বেষ ছাড়িতে উচিত ॥ ১৮৬

দোলাতে করিয়া লয়্যা জানকী মাতারে।
শরণ লভহ গিয়া জগত-পিতারে ॥ ১৮৭
তিঁহ হন অতিশয় করুণা-ভাজন।
উপেক্ষা না করিবেন লইলে শরণ ॥ ১৮৮
এত বাক্য শুনি পুন শুকের বদনে।
অত্যন্ত জ্বলিল কোপ দশানন-মনে ॥ ১৮৯
হইল অত্যন্ত রক্ত বিংশতি লোচন।
শুক-শারণেরে কহে কঠোর বচন ॥ ১৯০
অরে দুষ্ট চিরকাল সেবি গুরুজন।
করিয়াছ বৃথা তোরা শাস্ত্র অধ্যয়ন ॥ ১৯১
যেহেতুক নীতিশাস্ত্র মাঝে যেই সার।
নাহি করিয়াছ তাহা তোরা অঙ্গীকার ॥ ১৯২
অন্যথা জানিলা শাস্ত্র হেন কেবা আছে।
অপ্রিয় বচন কহে নৃপতির কাছে ॥ ১৯৩
তাহে তোরা ভৃত্য হয়্যা আমার সাক্ষাতে।
করিছ আমার শত্রু-স্তুতি আশঙ্কাতে ॥ ১৯৪
বুঝিলাম মোর বড় শুভাদৃষ্ট হয়।
হেন মুর্খ-ভৃত্যদোষে না হয়্যাছি ক্ষয় ॥ ১৯৫
ধিক্ ধিক্ রহু মন্দবুদ্ধি তো-সবারে।
করিছ শত্রুর স্তুতি মোর সাক্ষাৎকারে ॥ ১৯৬
এত কহি অট্ট অট্ট হাসি ঘনেঘন।
শুক প্রতি পুনর্ব্বার কহে দশানন ॥ ১৯৭
ভালরে ভালরে শুক ভালরে তোমারে।
ভাল দেখিয়াছ বিষ্ণু তুমিহ রামেরে ॥ ১৯৮
যাহ যাহ তুমিহই ভজ গিয়া তারে।
মোরে শিক্ষা করাইতে না হবে তোমারে ॥ ১৯
বুঝিলাম তোমারে বৈরাগী বিভীষণা।
করায়্যাছে এই তত্ত্ববিজ্ঞানশিক্ষণা ॥ ২০০
যাহ যাহ তারি কাছে তোরা দুইজন।
এমত মন্ত্রীতে মোর নাহি প্রয়োজন ॥ ২০১
যেরূপ হইছে ক্রোধ আমার হৃদয়ে।
বধিতাম এইক্ষণে তোদিগে উভয়ে ॥ ২০২
কিন্তু পূর্ব্ব-উপকার করিয়া স্মরণ।
করিলাম সেই কোপে আমি সম্বরণ ॥ ২০৩
কিন্তু না দেখিব আর তোদের বদন।
অতএব এথা হৈতে করহ গমন ॥ ২০৪
এত বাণী শুনি তবে সেই দুই চর।
লজ্জিত হইয়া পলাইল স্থানান্তর ॥ ২০৫

তার মধ্যে সেই শুক লঙ্কারে ছাড়িয়া।
তপস্যা করিতে গেলা তপস্বী হইয়া ॥ ২০৬ *
সেহ পূর্ব্বে ছিল অতি ব্রহ্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
করিত সে বান-প্রস্থ ধর্ম্ম আচরণ ॥ ২০৭
সেহ দেববৃদ্ধি নিশাচর-নাশ লাগি।
করিবারে আরম্ভিল যজ্ঞ অনুরাগী ॥ ২০৮
তাহা শুনি যাবদীয় নিশাচরগণ।
হইল তাহার প্রতি সবে ক্রুদ্ধ-মন ॥ ২০৯
চতুর রাক্ষস এক বজ্রদংষ্ট্র নামে।
সেই স্থানে থাকিল শুকের দণ্ড-কামে ॥ ২১০
কদাচিত অগস্ত্য মুনীন্দ্র মহাশয়।
শুকের অতিথি হলা মধ্যাহ্ন-সময় ॥ ২১১
নিমন্ত্রিত হয়্যা স্নানে গেলা সরোবর।
তাহা দেখিলেক বজ্রদংষ্ট্র নিশাচর ॥ ২১২
অগস্ত্যের রূপ ধরি শুকপাশে আসি।
কহিতে লাগিল তার প্রতি হাসি হাসি ॥ ২১৩
বহু দিন আমি ছাগমাংস খাই নাই।
অতএব তাহা আন কিছু যত্ন পাই ॥ ২১৪
সেহ শুক যে আজ্ঞা বলিয়া স্বজায়ারে।
কহিলেন ছাগমাংস পাক করিবারে ॥ ২১৫
ভোজনে বসিলা যবে অগস্ত্য সাদরে।
শুকের গৃহিণী অন্নসমর্পন করে ॥ ২১৬
তার মধ্যে সেই বজ্রদংষ্ট্র মায়া করি।
সেই স্থানে আল্য শুকপত্নীমূর্ত্তি ধরি ॥ ২১৭
নরমাংস সমর্পণ করি মুনিবরে।
অন্তর্হিত হয়্যা সেহ গেল স্থানান্তরে ॥ ২১৮
অভক্ষ্য মানুষ-মাংস দেখি তপোধন।
ক্রুদ্ধ হয়্যা শুক প্রতি কহেন বচন ॥ ২১৯
দিল যেন নর-মাংস খাইতে আমারে।
রাক্ষস হইয়া তেন খাও গিয়া তারে ॥ ২২০
শাপকথা শুনি শুক সশঙ্কিত মনে।
কাকুতি করিয়া কহে অগস্ত্যচরণে ॥ ২২১
প্রভু কহি গেলে মাংস করিব ভক্ষণ।
তবে কেন শাপ দাও আমারে এক্ষণ ॥ ২২২
এত শুনি শ্রীঅগস্ত্য চিন্তিয়া মানসে।
সকল বৃত্তান্ত জানি কন সে তাপসে ॥ ২২৩

* তত্র প্রমাণম্ অধ্যাত্মরামায়ণে দৃশ্যম্।

তব শক্র রাক্ষসে করায়াছে এই কাজ।
অবিচারে আমি শাপ দিনুঁ মুনিরাজ ॥ ২২৪
তথাপি আমার ব কা না হবে অন্যথা।
কিছুকাল ভুঞ্জিতে হইল তোহে ব্যথা ॥ ২২৫
কিন্তু ইথে অতিশয় খেদ না করিবে।
যেহেতু উত্তর কালে মঙ্গল হইবে ॥ ২২৬
রাবণের মন্ত্রী হয়্যা থাকগ্যা তাবত।
রামচন্দ্র অবতার না হন যাবত ॥ ২২৭
যখন আসিবা রাম বধিতে রাবণে।
তুমি যাবে গণিতে তাঁহার সেনাগণে ॥ ২২৮
ক্রমে দেখি ফিরি আসি রাবণগোচরে।
বর্ণিবে রামের গুণ অতি সমাদরে ॥ ২২৯
সেই কালে এই শাপে বিমুক্ত হইয়া।
আসিবে পুনশ্চ নিজ আশ্রমে ফিরিয়া ॥ ২৩০
রামের দর্শনফলে অতি অল্প দিনে।
পাইবে শ্রীরামচন্দ্র-চরণ-নলিনে ॥ ২৩১
এইরূপ অগস্ত্যের শাপ শুকে ছিল।
শ্রীরামদর্শনে তাহা খণ্ডিত হইল ॥ ২৩২
অতএব সেই শুক বিপ্রদেহ পাই।
তপস্যা করিতে গেল আপনার ঠাঁই ॥ ২৩৩
এখানে রাবণ রাজা কহে মহোদরে।
ডাকিয়া আনহ তুমি শীঘ্র অন্য চরে ॥ ২৩৪
আজ্ঞা-মাত্র রাজার তৎক্ষণে বহু চর।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা আল্য রাবণগোচর ॥ ২৩৫
তার মধ্যে শার্দ্দূল নামেতে একজন।
তার প্রতি কহিতেছে রাজা দশানন ॥ ২৩৬
শার্দ্দূল তুমিও হও মহা-বুদ্ধিমান।
রাজকার্য্যে রত নীতি-শাস্ত্রেতে বিদ্বান ॥ ২৩৭
সহ তুমি দুই তিন চর সঙ্গে করি।
রামসৈন্য-মাঝারে বানর-মূর্ত্তি ধরি ॥ ২৩৮
জানি আস্য সেখানের সকল বিষয়।
করিতেছে রাম কিবা সম্প্রতি আশয় ॥ ২৩৯
কত মুখ্য বীর আছে রাম-অনুচর।
গুপ্ত মন্ত্রণা করে কাদের গোচর ॥ ২৪০
বিবেক এথা কোন পথে আগমন।
এই সব জানি আস্য তোরা এইক্ষণ ॥ ২৪১
শার্দ্দূল প্রভৃতি তবে তিন চারি চর।
আজ্ঞা বলিয়া গেল রামবরাবর ॥ ২৪২
কপিমূর্ত্তি ধরি ফিরে সেনার মাঝারে।
বিভীষণ দেখিতে পাইলা তাসবারে ॥ ২৪৩
পূর্ব্বমতে তাহাদিগে তাড়নাদি করি।
রামচন্দ্র নিকটে লইয়া গেলা ধরি ॥ ২৪৪
প্রভু পূর্ব্বমতে কৈলা তাদিগে মোচন।
সব সৈন্য দেখি তারা করিল গমন ॥ ২৪৫
তাদিগে বিষণ্ণ দেখি রাজা দশানন।
সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে করিতেছে জিজ্ঞাসন ॥ ২৪৬
কহ কহ শার্দ্দূল চতুর মহাগুণী।
সেখানের বৃত্তান্ত তোমার মুখে শুনি ॥ ২৪৭
কহ কেন তোমাদের মলিন বদন।
দীঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়হ কি কারণ ॥ ২৪৮
এতেক বচন শুনি রাবণ বদনে।
শার্দ্দূল রাক্ষস তারে কর যোড়ি ভণে ॥ ২৪৯
মহারাজ মোরা রাম-সৈন্য-মাঝে গিয়া।
ভ্রমিতেছিলাম মাঝে দেখিয়া দেখিয়া ॥ ২৫০
হেনকালে তবানুজ করি নিরীক্ষণ।
আজ্ঞা দিলা কপিকুলে করিতে বন্ধন ॥ ২৫১
তাহারা বান্ধিয়া কৈল অনেক তাড়ন।
শেষে রাম-আগে লয়্যা করিল গমন ॥ ২৫২
তিঁহ সব বৃত্তান্ত জানিয়া বিভীষণে।
কহিলেন এই কথা হসিতবদনে ॥ ২৫৩
মিত্র কেন পুনঃপুন রাবণের চরে।
বন্ধন করিয়া আন আমা বরাবরে ॥ ২৫৪
যে সন্দেহ আছে তার অন্তর-মাঝারে।
নিবৃত্তি করাকু তাহা সেহ চর দ্বারে ॥ ২৫৫
আর না আনিবে তুমি ধরি তার চর।
ভ্রমুক যথেষ্টরূপে সৈন্যের ভিতর ॥ ২৫৬
যদ্যপি আইসে হেন কোটি জন চার।
আমাদের কি করিতে পারে অপকার ॥ ২৫৭
অতএব ছাড়ি দাও এই কয় জনে।
সৈন্য সব দেখি কহ গিয়া দশাননে ॥ ২৫৮
তবে সেই বিভীষণ যে আজ্ঞা বলিয়া।
আমাদের বন্ধন দিলেন ছাড়াইয়া ॥ ২৫৯
এইরূপ মোরা সেথা পাই অপমান।
আইলাম সৈন্য দেখি তব সন্নিধান ॥ ২৬০
দেখিলাম যেরূপ রামের সৈন্য হয়।
ইথে তাঁর সঙ্গে বাদ যোগ্য কভু নয় ॥ ২৬১

দেখিলুঁ রামের যেন প্রকৃতি মূরতি।
তাহাতে না ঘটয়ে সামান্য নরমতি॥ ২৬২
অতএব মোসবার পরামর্শ-রীতে।
যোগ্য হয় তাহারে জানকী ফিরি দিতে॥২৬৩
এতেক বচন শুনি নিশাচরপতি।
ক্রুদ্ধ হয়্যা কহিতেছে শার্দ্দূলের প্রতি॥ ২৬৪
এক প্রশ্ন কৈলে দাও অপর উত্তর।
একি ব্যবহার তোমাদের নিশাচর॥ ২৬৫
যদ্যপি আইসে যুদ্ধ করিতে সংসার।
তথাপি না ফিরি দিব রামে তার দার॥ ২৬৬
দেখি আলি রামসেনা কত কথা তার।
কত মুখ্য বীর তাহে কে তনয় কার॥ ২৬৭
কার পরাক্রম কত কত বল ধরে।
এই সব কথা কহ তোরা সবিস্তরে॥ ২৬৮
শার্দ্দূল রাক্ষস তবে যে আজ্ঞা বলিয়া।
কহিতে লাগিল সব কথা বিবরিয়া॥ ২৬৯
মহারাজ রাম-সৈন্য যত মুখ্য জন।
কে করিতে পারে তাহা সকল বর্ণন॥ ২৭০
মুখ্য মধ্যে মুখ্য আছে যাবত বানর।
তাহাদের কথা কহি শুন লঙ্কেশ্বর॥ ২৭১
সকল সৈন্যের রাজা সুগ্রীব-আখ্যান।
ঋক্ষরাজগ্রীবাজাত সূর্য্যের সন্তান॥ ২৭২
বল-বীর্য্য-পরাক্রম-পৌরুষের যার।
বালী বিনে ভুবনে তুলনা নাহি আর॥ ২৭৩
সুষেণ ধর্ম্মের পুত্র মহা বীর্য্যবান।
দধিমুখ নামে বীর সোমের সন্তান॥ ২৭৪
সুমুখ বিমুখ বেদদর্শী তিন জন।
মহাবল-পরাক্রম যমের নন্দন॥ ২৭৫
রাম-সেনাপতি নীল অনলতনয়।
বল-বীর্য্য পরাক্রমে অগ্নিসম হয়॥ ২৭৬
হনূমান্ নামে বীর পবনকুমার।
সবার প্রত্যক্ষ আছে বিক্রম যাহার॥ ২৭৭
বাসবের পৌত্র বালি বাবের সন্তান।
যুবরাজ অঙ্গদ বিচিত্র-বীর্য্যবান্॥ ২৭৮
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ নামে আর দুই বীর।
অশ্বিনীকুমার-পুত্র প্রকাণ্ডশরীর॥ ২৭৯
গবাক্ষ গবয় গয় শ্রীগন্ধমাদন।
শরভ সহিত যমপুত্র পঞ্চজন॥ ২৮০
জ্যোতির্ম্মুখ শ্বেতাঙ্গ নামেতে বীরদ্বয়।
সূর্য্যের সমান তেজ সূর্য্যের তনয়॥ ২৮১
বরুণের পুত্র হেমকূট মহাদেহ।
বিশ্বকর্ম্মা-পুত্র নল সেতু কৈল যেহ॥ ২৮২
সর্ব্ব-ভল্ল্যধিপতি ব্রহ্মার তনয়।
মন্ত্রী বীর ধীর জাম্ববান্ মহাশয়॥ ২৮৩
আর কত প্রত্যেকেতে করিব বর্ণন।
সংক্ষেপে কহিযে কিছু করহ শ্রবণ॥ ২৮৪
মহাশয় বলবান দেবতা-সন্তান।
রাম-সঙ্গে কপি দশ কোটি পরিমাণ॥ ২৮৫
অপর যাবত বীর আছে সঙ্গে তার।
তার কথা কহিবারে শক্তি আছে কার॥ ২৮৬
সেই সব সৈন্য লয়্যা রাম রঘুপতি।
কর্য্যাছেন সুবেলের নিকটে বসতি॥ ২৮৭
যার পরাক্রম-কথা খ্যাত ত্রিভুবনে।
বধিলা সসৈন্যে যেই শ্রীখর-দূষণে॥ ২৮৮
এক বাণে বধিল যে বালীর জীবন।
কি আর করিব তাঁর বীর্য্য-নিবেদন॥ ২৮৯
রামের সমান পরাক্রমী মহাবলী।
তাহার অনুজ সমরেতে কুতূহলী॥ ২৯০
তোমার অনুজ ছাড়ি গিয়া এ নগর।
করিছেন রামকার্য্যে সর্ব্বদা তৎপর॥ ২৯১
আসিবেক তারা হেথা কোন্ পদবীতে।
না পারিলুঁ তাহা কিছু আমরা বুঝিতে॥ ২৯২
অত্যন্ত গভীর হয় রামের মন্ত্রণ।
তাহে প্রবেশিতে নারে মোসবার মন॥ ২৯৩
অতএব কি আশয় করেন এক্ষণ।
তাহাও বুঝিতে নাহি পারিলুঁ রাজন॥ ২৯৪
এইত করিলুঁ রাম-সৈন্যের বর্ণন।
করহ উচিত যেই হয় তব মন॥ ২৯৫
এতেক বচন শুনি শার্দ্দূল বদনে।
হইল কিঞ্চিৎ ত্রাস দশানন-মনে॥ ২৯৬
তবে সভা মাঝে গিয়া মন্ত্রিগন-সনে।
কিছু পরামর্শ করি গেল স্বভবনে॥ ২৯৭
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ২৯৮

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাকথা-বর্ণনে
সৈন্যদর্শনো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ১॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাবণাদেশে সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন।

যস্মদ্ভয়দ্দশশিরা জনকাত্মজাং তাং,
মায়াশিরঃ কলযতি ক্ষণমুন্মনাঃ স্ম।
মন্থঃ ক্ষণঞ্চ বিদধে নগরস্য গুপ্তিং,
চক্রে ক্ষণং স দয়তাং মম রামচন্দ্রঃ॥ ১

তবে দশানন রাজা অন্তঃপুরে গিয়া।
বিদ্যুজ্জিহ্ব রাক্ষসে আনিলা ডাকাইয়া॥ ২
নির্জ্জনে ডাকিয়া তারে কহে দশানন।
শুন শুন বিদ্যুজ্জিহ্ব আমার বচন॥ ৩
তুমি জান অবিলঙ্ঘ্য-মায়া নানা-মত।
যাহাতে করিয়া মুগ্ধ হয় ত্রিজগত॥ ৪
অতএব আমিহ দিতেছি তোহে ভার।
মায়াবলে এক কার্য্য সাধহ আমার॥ ৫
গড়ি আন এক মুণ্ড রামের সমান।
আর তার সম শরাসন তূণ বাণ॥ ৬
তাহা দেখাইয়া আমি রামের ভার্য্যারে।
বঞ্চনা করিয়া ভজাইব আপনারে॥ ৭
যদি সেই রামভার্য্যা ভজয়ে আমায়।
বিরক্ত হইয়া তবে রাম ফিরি যায়॥ ৮
গমন করিবে আমি প্রথমে তোমাতে।
আমিহ ডাকিলে তুমি যাইবে পশ্চাতে॥ ৯
এত শুনি সেই বিদ্যুজ্জিহ্ব দুষ্টমতি।
যে আজ্ঞা বলিয়া তাহে দিল অনুমতি॥ ১০
তবে রাজা তারে দিয়া বহু বস্ত্র ধন।
অশোক-বনেতে নিজে করিল গমন॥ ১১
সীতা দূর হৈতে তারে করি নিরীক্ষণ।
বসিলেন নিজ অঙ্গ করি সম্বরণ॥ ১২
তাহার নিকটে বসি দুষ্ট দশানন।
কহিতে লাগিল কিছু কদর্য্য বচন॥ ১৩
সীতা বুঝাইলুঁ আমি তোহে বহুবার।
তথাপি না বশ হলো তুমিহ আমার॥ ১৪
কিন্তু তোর যেই বড় গর্ব্ব ছিল চিতে।
তাহা নষ্ট হইয়াছে গত রজনীতে॥ ১৫
সে সব বৃত্তান্ত কহি করি বিবরণ।
শ্রবণ করহ তাহা স্থির করি মন॥ ১৬
তোর পতি বহু কপি-সৈন্য সঙ্গে লয়্যা।
আসিছিল এখানেতে সিন্ধু পার হয়্যা॥ ১৭
তাহা জানি কল্য অর্দ্ধ-রজনী-সময়।
গিয়াছিল প্রহস্ত লইয়া সেনাচয়॥ ১৮
পথশ্রমে কপিগণ আছিল নিদ্রিত।
হেন কালে মোর সেনা হল্য উপস্থিত॥ ১৯
সেই সব সৈন্য মোর সমরে অসম।
কাটিতে লাগিল কপি করি পরাক্রম॥ ২০
মৈন্দেরে মারিল মুণ্ডে মুষল মারিয়া।
দ্বিবিদে বিদীর্ণ কৈল বাণেতে বিন্ধিয়া॥ ২১
পাণি-পাদ-পুচ্ছ-হীন পরশুপ্রহারে।
পনস পনস হেন পড়িল পাথারে॥ ২২
দরীমুখ দারুণ বিদারি স্ববদন।
নিজ নামে করিয়াছে সার্থক সাধন॥ ২৩
সুষেণ শরভ শতবলিরে মারিয়া।
কুমুদেরে কাটিয়াছে কুঠারে করিয়া॥ ২৪
কেশরীকে শরীরেতে শূন্য করিয়াছে।
জাম্ববানে যমের ভবনে ভেটিয়াছে॥ ২৫
নাথীতে নাশিল নলে যেন নলে নাগ।
ছার নীলে ছেদিয়াছে যেন ছেদে ছাগ॥ ২৬
গবাক্ষ গবয় গয় সগন্ধমাদন।
গিয়াছে গদার গুণে শমনসদন॥ ২৭
ইন্দ্রজানু ভগ্নজানু গেল যমঘরে।
অঙ্গদের অঙ্গ চূর্ণ করিল মুদ্গরে॥ ২৮
হনূমান্ হনূহীন হল্য ভেতিপাতে।
সুগ্রীবের গ্রীবা ভগ্ন হলা গদাঘাতে॥ ২৯
আর যত কপিকুল কেহ পলাইল।
সাগরসলিলে কেহ সাধ্বসে পশিল॥ ৩০
মদমত্ত মাতঙ্গেতে কথোক মারিল।
অশ্বখরখুরে কেহ খণ্ডিত হইল॥ ৩১
রথচক্রচাপে চূর্ণ হল্য বহুতর।
পদাতির পদপাতে পড়িল বিস্তর॥ ৩২
ভাল ভাল ভল্ল যত ভল্লের প্রতাপে।
গেলাম গেলাম করি গেল গুহাদ্বারে॥ ৩৩
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পেট করিয়া পূরণ।
না রাখিল রামসৈন্য রাক্ষসের গণ॥ ৩৪

এইরূপে সব সৈন্য নিঃশেষ হইল।
পরেতে প্রহস্ত নিজে প্রহারে চলিল ॥ ৩৫
খরশাণ খড়্গখান করে করি ধরি।
তোমার স্বামীর শির কাটিল কি করি ॥ ৩৬
তাহা দেখি দুরাশয় দেবর লক্ষ্মণ।
প্রাণ পরিত্রাণ আশে কৈলা পলায়ন ॥ ৩৭
এইত কহিলুঁ গত রজনীর্বৃত্তান্ত।
অতএব তুমি অন্য আশে হও ক্ষান্ত ॥ ৩৮
এখনো তোমারে কহি আমি হিত-ভাষ।
আমার মহিষী হও ছাড়ি রাম আশ ॥ ৩৯
এতেক বচন শুনি রাবণ-বদনে।
হইল অধিক ত্রাস জানকীর মনে ॥ ৪০
যদ্যপি নিতান্ত মিথ্যা সেইত বচন।
তথাপি হইল তাহে ত্রাস উদ্গমন ॥ ৪১
শুষ্ক হই গেল কণ্ঠ কম্পিত হৃদয়।
বদন-কমলে বাক্যস্ফূর্ত্তি নাহি হয় ॥ ৪২
তবে পুনর্ব্বার সেই দুষ্ট দশানন।
চেড়ী একজনে কহে এইত বচন ॥ ৪৩
ডাকিয়া আনহ বিদ্যুজ্জিহ্ব মহাবীরে।
আনিয়াছে রণ হৈতে সেই রামশিরে ॥ ৪৪
যে আজ্ঞা বলিয়া চেড়ী বাহিরে আসিয়া।
আনিলেক বিদ্যুজ্জিহ্ব রাক্ষসে ডাকিয়া ॥ ৪৫
সেহ লয়্যা মায়ামুণ্ড ধনু তুণ শর।
প্রণাম করিল আসি রাবণ-গোচর ॥ ৪৬
তারে দেখি কহিতে লাগিল দশানন।
বিদ্যুজ্জিহ্ব শুন তুমি আমার বচন ॥ ৪৭
আনিয়াছ রামের মস্তক ধনু বাণ।
সমর্পণ কর তাহা সীতা-বিদ্যমান ॥ ৪৮
যে আজ্ঞা বলিযা তবে সেই নিশাচর।
সমর্পিলা মায়াকৃত মুণ্ড ধনু শর ॥ ৪৯
তাহা দেখি শ্রীজানকী মায়াতে মোহিত।
হইলেন অতিশয় সমুদ্বিগ্নচিত ॥ ৫০
লীলাশক্তি কিবা গুণ ধরে চমৎকার।
মোহ কৈল যেহ ক্ষুদ্র মায়াতে সীতার ॥ ৫১
কিবা দেখ বিদ্যুজ্জিহ্ব শক্তি-চমৎকৃতি।
যাহাতে গঢ়িল রাম-মুণ্ড-প্রতিকৃতি ॥ ৫২
সেই ওষ্ঠ সেই দন্ত সেইত নয়ন।
সেইত নাসিকা গণ্ড ললাট শ্রবণ ॥ ৫৩
সেই কেশ সেই কণ্ঠ সেইত বরণ।
কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য না হয় দর্শন ॥ ৫৪
সেই মুণ্ড দেখিয়া জানকী স্বনয়নে।
শ্রীরামেরি বলিযা নিশ্চয় কৈলা মনে ॥ ৫৫
তবে অতিশয় শোকে হইয়া মূর্চ্ছিত।
ছিন্নরম্ভা হেন ভূমে হইলা পতিত ॥ ৫৬
ক্ষণেক পরেতে পুন পাইয়া চেতন।
সেই মুণ্ড কোলে লয়্যা করেন ক্রন্দন ॥ ৫৭

হায হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল,
আচম্বিতে শিরে বজ্রাঘাত।
দেখিতে না পাই নেত্রে, শুনিতে না পাই শ্রোত্রে
একি দৈব হৈল অকস্মাত ॥ ৫৮
বিধি বড় ক্রূর তুমি, তোহে কি কহিব আমি,
করিলিরে সর্ব্বনাশ মোর।
হেন গুণ-রত্ন-নিধি, দিযা কাঢ়ি নিলি বিধি,
কিছুই করুণা নাই তোর ॥ ৫৯
হায হায প্রাণবন্ধু, অগণিত-গুণসিন্ধু,
কোথা গেলে আমারে ছাড়িয়া।
ধিক্ ধিক্ মোরে ছি ছি, এখনো বাঁচিয়া আছি,
তোমার এ দশা নিরখিয়া ॥ ৬০
যাবদীয় মুনিততি, কহিছিলা মোর প্রতি,
বৈধব্য না হইবে তোমার।
চিরায়ু তোমার স্বামী, বড ভাগ্যবতী তুমি,
মিথ্যা হল্য বাক্য তাসবার ॥ ৬১
আমি অতি হতভাগী, আপুনি আমার লাগি,
পাইলে না কতমত ক্লেশ।
প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট, ছিল তাও হল্য নষ্ট,
মোরে ধিক্ ধিক সবিশেষ ॥ ৬২
পার হয়্যা সিন্ধুজল, না আসিতে এই স্থল,
তবে কেন হবে এ কুক্রিয়া।
নিজ দেশে গিয়া তুমি, সুখেতে থাকিতে আমি,
মরিতাম বালাই লইয়া ॥ ৬৩
কহিতে আমার প্রতি, আমি তব বশ অতি,
কখনো না ছাড়ব তোমারে।
সে বচন মিথ্যা করি, অভাগীরে পরিহরি,
প্রভু চলি গেলে কোথাকারে ॥ ৬৪
অরেরে রাবণ দুষ্ট, দিলি মোরে বড় কষ্ট,
অত্যন্ত কঠিন তোর হিয়া।

হেন মৃতকলেবরে, করাইলি কি প্রকারে,
অস্ত্রাঘাত মুখ না চাহিয়া ॥ ৬৫
এক্ষণ করহ কাজ, করি দেহ চিতা-সাজ,
প্রবেশিব আমি হুতাশন।
অগ্নির করুণাবলে, পাই যেন পরকালে,
প্রাণপতি শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৬৬
এরূপে কান্দেন সীতা কর মারি ভালে।
রাবণ-নিকটে দ্বারী আল্য হেন কালে ॥ ৬৭
সেহ ত্বরান্বিত হয়্যা জানাল্য আকারে।
কোন কার্য্যে মন্ত্রিগণ আসিয়াছে দ্বারে ॥ ৬৮
তাহার ইঙ্গিত বুঝি রাজা দশানন।
বিদ্যুজ্জিহ্বে লয়্যা শীঘ্র করিলা গমন ॥ ৬৯
দ্বারে আসি মন্ত্রিগণে করে জিজ্ঞাসন।
কহ কহ তোরা এথা আল্যে কি কারণ ॥ ৭০
তারা কহে চরমুখে করিলুঁ শ্রবণ।
কালি আসিবেক রাম করিবারে রণ ॥ ৭১
এক্ষণে কর্ত্তব্য আমাদের কিবা কাজ।
আজ্ঞা কর বিবেচিয়া তাহা মহারাজ ॥ ৭২
মন্ত্রি-মুখে এত বাণী শুনি দশানন।
সভামাঝে গেলা সঙ্গে লয়্যা মন্ত্রিগণ ॥ ৭৩
সেথা বসি মন্ত্রি-সঙ্গে করিয়া মন্ত্রণ।
সেনাপতি প্রহস্তেরে করে আজ্ঞাপন ॥ ৭৪
সেনাপতি কর সব সৈন্য আনয়ন।
বিলম্ব করিতে যোগ্য নহে এইক্ষণ ॥ ৭৫
দাও ভৃত্য সকলে বেতন যার যত।
রণের সামগ্রী সব কর যোগ্যমত ॥ ৭৬
এত শুনি সেনাপতি নগরভিতরি।
ঘোষণা দেওয়ায় তবে ভেরী-বাদ্য করি ॥ ৭৭
তাহা শুনি কোলাহল করি সেনাগণ।
চলিতে লাগিল রাজদর্শনকারণ ॥ ৭৮
এখানেতে বিদ্যুজ্জিহ্ব আইলে বাহিরে।
সেই সব মায়া উড়ি গেল ধীরে ধীরে ॥ ৭৯
নাহিক সে মায়ামুণ্ড ধনু তূণ বাণ।
স্বপ্ন যেন দূরে যায় জনমিলে জ্ঞান ॥ ৮০
তাহা কিছু না দেখেন জনক-তনয়া।
কেবল কান্দেন পড়ি ব্যাকুল-হৃদয়া ॥ ৮১
হেন কালে শ্রীসরমা সেই কথা শুনি।
অতি শীঘ্র সেখানেতে আইলা আপুনি ॥ ৮২
জানকীরে ভূমিতলে পতিত দেখিয়া।
কোলে তুলি বসাইলা ব্যথিত হইয়া ॥ ৮৩
মুছিয়া নয়নজল আপনার করে।
ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূলি কন মৃদুস্বরে ॥ ৮৪
জনক-নন্দিনি স্থির কর নিজ মন।
অকারণে করিতেছ কেন বা ক্রন্দন ॥ ৮৫
রাক্ষসের মায়া কিছু না পার বুঝিতে।
এই লাগি এত বৃথা দুখ পাল্যে চিতে ॥ ৮৬
যে কথা কহিলা তোরে রাজা দশানন।
করিয়াছি আমি তাহা সকলি শ্রবণ ॥ ৮৭
যদি সত্যবোধ থাকে মোর বাক্য প্রতি।
তবে সে কথাতে নাহি কর সত্যমতি ॥ ৮৮
নাহি সেই মায়ামুণ্ড নাহি ধনুর্ব্বাণ।
রাবণ গিয়াছে এথা হত্যে অন্য স্থান ॥ ৮৯
চাহ চাহ মোর পানে মিলিয়া নয়ান।
আমি হই তব দাসী সরমা-আখ্যান ॥ ৯০
এতেক বচন শুনি সরমার স্থানে।
নেত্র মিলি জানকী চাহিলা তার পানে ॥ ৯১
সরমা কহেন কেন কান্দ বৃথা শোকে।
কোথায় দেখিলে স্বামি-মুণ্ড কহ মোকে ॥ ৯২
তাহা শুনি শ্রীজানকী চারিদিকে চান।
সে সকল মায়া কিছু দেখিতে না পান ॥ ৯৩
তবে কিছু স্থির হয়্যা উঠিয়া বসিয়া।
জিজ্ঞাসেন সরমারে বিস্মিত হইয়া ॥ ৯৪
কহ কহ সখি হয়্যা গেল একি কাজ।
আসিছিল এই স্থানে নিশাচররাজ ॥ ৯৫
দেখাইল মোরে মুণ্ড নাথের সমান।
আর তাঁর সমান ধনুক তূণ বাণ ॥ ৯৬
সে সকল কোথা গেল আর দশানন।
কহ কহ যদি জান ইহার কারণ ॥ ৯৭
হাসি হাসি সরমা কহেন শ্রীসীতারে।
সব বার্ত্তা জানি আমি কহিয়ে তোমারে ॥ ৯৮
বিদ্যুজ্জিহ্ব নিশাচরে ডাকি দশানন।
নির্জ্জনে করিল এইরূপ আজ্ঞাপন ॥ ৯৯
তুমি জান অবিলজ্ঘ্য মায়া নানামত।
যাহাতে করিয়া মুগ্ধ হয় ত্রিজগত ॥ ১০০
অতএব আমিহ দিতেছি তোহে ভার।
মায়াবলে এক কার্য্য সাধহ আমার ॥ ১০১

গড়ি আন এক মুণ্ড রামের সমান।
আর তার সম শরাসন তূণ বাণ ॥ ১০২
তাহা দেখাইয়া আমি রামের ভার্য্যারে।
বঞ্চনা করিয়া ভজাইব আপনারে ॥ ১০৩
যদি সেই রাম-ভার্য্যা ভজয়ে আমায়।
বিরক্ত হইয়া তবে রাম ফিরি যায় ॥ ১০৪
গমন করিয়ে আমি প্রথমে তথাতে।
আমিহ ডাকিলে তুমি যাইবে পশ্চাতে ॥ ১০৫
আমিহ পাইয়া সেই মন্ত্রণা-সঞ্চার।
আইলাম কহিবারে নিকটে তোমার ॥ ১০৬
হেনই সময়ে এথা আল্য দশানন।
অতএব আমি ফিরি করিলুঁ গমন ॥ ১০৭
সেহত রাবণ তোহে দেখাইয়া ভয়।
গিয়াছে সভাতে মন্ত্র করিতে নিশ্চয় ॥ ১০৮
যেইমাত্র বিদ্যুজ্জিহ্ব এথা হত্যে গেল।
তেইমাত্র সেই সব মায়া নষ্ট ভেল ॥ ১০৯
অতএব বৃথা কেন শোকেতে বিকল।
রাক্ষসের মায়া বলি জান এ সকল ॥ ১১০
অন্যথা কি ঘটে কভু রাক্ষস হইতে।
শ্রীরামচন্দ্রের নাশ বান্ধব-সহিতে ॥ ১১১
প্রভু হন নীতিশাস্ত্রে পরম বিদ্বান্।
শত্রুপুরে অবশ্য থাকিবা সাবধান ॥ ১১২
রক্ষণ করয়ে তারে জাগি কপিগণ।
করিবে কিরূপে সেথা রাক্ষস গমন ॥ ১১৩
কপি সব হয় অতিশয় বলধর।
কিরূপে নাশিবে তাহাদিগে নিশাচর ॥ ১১৪
শ্রীরামেতে অতি প্রীতিযুক্ত শ্রীলক্ষ্মণ।
নাহি ঘটে রামে ছাড়ি তাঁর পলায়ন ॥ ১১৫
অতএব পরিত্যাগ করহ চিন্তন।
সুখেতে আছেন প্রভু লয়্যা বন্ধুগণ ॥ ১১৬
অই শুন শুন ভেরী ধ্বনি নগরীতে।
দিতেছে ঘোষণা সব সৈন্যে জানাইতে ॥ ১১৭
যদি রামে জয় করি থাকিত রাবণ।
তবে কেন সৈন্য সব করিবে সাজন ॥ ১১৮
যদি ইহাতেও তব শঙ্কা নাহি নাশে।
আজ্ঞা দাও তবে আমি যাই রাম-পাশে ॥ ১১৯
তোমার কুশল জানাইয়া তাঁর পায়।
তাঁহার কুশল কহি আসিয়া তোমায় ॥ ১২০
হেন শক্তি ধরি আমি তোমার কৃপায়।
ইচ্ছা কৈলে মোরে কেহ দেখিতে না পায় ॥ ১২১
তব সুখ লাগি মোর অকার্য্য না আছে।
আজ্ঞা দাও যাই আমি রঘুবরকাছে ॥ ১২২
সরমার কথা সীতা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দিত হইয়া তাঁহার প্রতি কন ॥ ১২৩
সখি তব বাক্যে মোর নাহি অবিশ্বাস।
হয়্যাছিল যত শঙ্কা সব হল্য নাশ ॥ ১২৪
তোমার কথায় স্থির হল্য মোর হিয়া।
অতএব কিবা কার্য্য প্রভুপাশে গিয়া ॥ ১২৫
সম্প্রতি রাবণ রাজা কি করে মন্ত্রণ।
তাহা জানিবারে ইচ্ছা করে মোর মন ॥ ১২৬
অতএব একবার গুপ্ত রূপ ধরি।
যাহ সখি রাবণের সভার ভিতরি ॥ ১২৭
তাহা শুনি শ্রীসরমা যে আজ্ঞা বলিয়া।
রাবণ-সভাতে গেলা অদৃশ্য হইয়া ॥ ১২৮
সেথানে রাবণ বসি আছয়ে সভায়।
হেনকালে তার মাতা আইল তথায় ॥ ১২৯
দেখিয়া রাবণ অতি সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসিতে আসন নিজে দিল প্রণমিয়া ॥ ১৩০
তবে ত নিকষা বসি সে দিব্য আসনে।
কহিতে লাগিল কিছু আপন নন্দনে ॥ ১৩১
বাপধন আমি কিছু কহিতে তোমারে।
আসিয়াছি এতদূর সভার মাঝারে ॥ ১৩২
মনোযোগ করি তাহা শ্রবণ করিয়া।
করহ যাহাতে মোর সুখী হয় হিয়া ॥ ১৩৩
ত্রিভুবনে জয় করি তুমি বাহুবলে।
রাজ্য করিতেছ লয়্যা বান্ধব সকলে ॥ ১৩৪
স্বর্গ হত্যে পরম সুন্দর তব ঘর।
দেবগণ সকল তোমার আজ্ঞাকর ॥ ১৩৫
পুত্র পৌত্র আদি যত জ্ঞাতি বন্ধুগণ।
না করে তোমার কেহ আজ্ঞার লঙ্ঘন ॥ ১৩৬
হেন দিব্য রাজ্য এক নারীর লাগিয়া।
বিনাশিতে উদ্যত হইছ কি ভাবিয়া ॥ ১৩৭
রহিয়াছে শত শত তোমার ঘরণী।
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-নাগ-কিন্নর-রমণী ॥ ১৩৮
তবে কেন মানুষীতে করিয়া আবেশ।
এমন সোনার রাজ্যপদে কর শেষ ॥ ১৩৯

তাহে সে জানকী মহাপতিব্রতা হয়।
তাহাতে আসক্তি কৈলে অশুভ-শুভ-ক্ষয় ॥ ১৪০
অতএব জানকীর এখানে রক্ষণ।
কোনো মতে যোগ্য নহে এই মোর মন ॥ ১৪১
দেখ তার স্বামী শূর যোদ্ধা বলবান।
নীতিশাস্ত্র-অস্ত্রশাস্ত্রে পরম বিদ্বান ॥ ১৪২
সেহ সঙ্গে করি কপিসেনা অগণিত।
সিন্ধু পার হয়্যা এথা হৈল উপস্থিত ॥ ১৪৩
ইথে বুঝি তার সঙ্গে করিলে বিবাদ।
মজিবেক লঙ্কাপুরী পাইবে বিষাদ ॥ ১৪৪
তাহার করণ শুনি হেন বোধ হয়।
রাম যেন সামান্য মানুষ কভু নয় ॥ ১৪৫
দেখ দেখ ভুবন-বিজয়কারি-খরে।
হেন নর কেবা আছে যে মারে সমরে ॥ ১৪৬
দুন্দুভি-দানব-শক্র বালীর বিজয়।
সামান্য মানুষ হতো কদাচ না হয় ॥ ১৪৭
আর এই সাগরেতে সেতুবিবচন।
দেখিয়া বড়ই সশঙ্কিত মম মন ॥ ১৪৮
অতএব মোর মনঃপ্রীতি করিবারে।
রামেরে ফিরিয়া দাও তুমিহ সীতারে ॥ ১৪৯
পূর্ব্বে আমি এই কথা জানাবার আশে।
বিভীষণে পাঠাইয়াছিলুঁ তব পাশে ॥ ১৫০
তুমি না করিয়া তার বচন শ্রবণ।
অপমান করি তারে করাছ বর্জ্জন ॥ ১৫১
শুনিয়াছি সেহ গিয়া এখান হইতে।
প্রীতি করিয়াছে রামচন্দ্রের সহিতে ॥ ১৫২
মোর মন হয় বাপ তুমিহ তথাই।
সীতা দিয়া প্রীতি কর রাম-সঙ্গে যাই ॥ ১৫৩
অন্যথা যেমত শুনি রামের বাখান।
তাহে লঙ্কানগরে বিপদ অনুমান ॥ ১৫৪
রাখ রাখ বাছা মোর জননীর কথা।
রাম-সঙ্গে সন্ধি কর নাশ মোর ব্যথা ॥ ১৫৫
এত কহি সে নিকষা নিরস্ত হইল।
মাতামহ মাল্যবান কহিতে লাগিল ॥ ১৫৬
মহারাজ নীতিশাস্ত্র যে করে বিচার।
ঐশ্বর্য্য না নষ্ট হয় সেই ত রাজার ॥ ১৫৭
করি নিজ বল পরবল বিবেচন।
করিবেক সন্ধি কিম্বা যুদ্ধআরম্ভণ ॥ ১৫৮
নিজ বল হীন হলো সন্ধি হিতকারী।
পরবল হীন দেখি কলহ প্রসারি ॥ ১৫৯
তাহে দেখ গড়াছেন বিধি পক্ষদ্বয়।
সুরপক্ষ অসুরের পক্ষ বেদে কয় ॥ ১৬০
ধর্ম্ম-বৃদ্ধিকালে সুরবলবৃদ্ধি হয়।
অধর্ম্মবৃদ্ধিতে অসুরের বলোদয় ॥ ১৬১
দেখ এতদিনাবধি তোমার শাসনে।
ধর্ম্মের প্রচার নাহি ছিল ত্রিভুবনে ॥ ১৬২
দেখিতেছি এক্ষণ ধর্ম্মের পরচার।
ইথে বুঝি জয়কাল নহে মোসবার ॥ ১৬৩
দেখ দেখ সংসারেতে যত দ্বিজগণ।
নির্ব্বিঘ্নেতে করিতেছে যজ্ঞ আচরণ ॥ ১৬৪
উচ্চ করি বেদ পড়ে যাবত ব্রাহ্মণ।
যাহা শুনি সশঙ্কিত নিশাচরমন ॥ ১৬৫
ঋষিদের যজ্ঞধূম ব্যাপি দিগন্তরে।
নিশাচর সকলের তেজের সংহরে ॥ ১৬৬
তপস্বিসকলে করে তপ আচরণ।
যাহে তাপ পাইতেছে নিশাচরগণ ॥ ১৬৭
অতএব বোধ হয় এই ত সময়।
যুদ্ধ মোসবার শুভদায়ী নাহি হয় ॥ ১৬৮
আর দেখ নানা মত দেখিয়া উৎপাত।
শঙ্কা করি রাক্ষসের হইবে ব্যাঘাত ॥ ১৬৯
ঘোরতর শব্দ করি যত পয়োধর।
শোণিত বর্ষণ করে লঙ্কার ভিতর ॥ ১৭০
দিক সব ধূলি বিনে হয়্যাছে ধূসর।
নির্ঘাতনিনাদ হয় অতি ঘোরতর ॥ ১৭১
বায়ু বহে খরতর ধূলি উড়াইয়া।
কাঁপিয়া উঠয়ে ভূমি থাকিয়া থাকিয়া ॥ ১৭২
শুষ্ক হইতেছে নদ নদী সরোবর।
থাকি থাকি গর্জ্জন করয়ে ঘোরতর ॥ ১৭৩
দেবতা প্রতিমা যত আছয়ে ভবনে।
হাসে হাসে কান্দে কাঁপি উঠে ক্ষণে ক্ষণে ॥
দিবসেতে শিবা সব আসিয়া নগরে।
মুখে মুখে অতি ভয়ঙ্কর রব করে ॥ ১৭৫
কুক্কুর-সমূহ শব্দ করে নানামত।
কভু ক্রন্দনের ন্যায় কভু গীতবত ॥ ১৭৬
মূষিক করয়ে ক্রীড়া মার্জ্জারের সঙ্গে।
মার্জ্জার করয়ে খেলা ব্যাঘ্রসহ রঙ্গে ॥ ১৭৭

ডাকয়ে পেচক পাখী প্রতি ঘরে ঘরে।
গৃধ্রগণ বসি থাকে গৃহের উপরে॥ ১৭৮
কৃষ্ণবর্ণ নারী এক অগ্রেতে আসিয়া।
হাসয়ে বিকট শব্দে দন্ত দেখাইয়া॥ ১৭৯
কৃষ্ণ পিঙ্গবর্ণমুণ্ড অতি ভয়ঙ্কর।
গৃহে গৃহে ভ্রমণ করয়ে এক নর॥ ১৮০
গৃহে থাকে যেই দেব-পূজা-উপহার।
প্রেত আসি করি যায় তাহারে আহার॥ ১৮১
ধ্বজ সব হইয়াছে অত্যন্ত মলিন।
বাহন সকল কান্দে হয়্যা অতি দীন॥ ১৮২
আছয়ে তোমার যত এথা সৈন্যগণ।
তাহাদের দেখি নানা মৃত্যুর লক্ষণ॥ ১৮৩
অল্প আহারেতে হয় মল বহুতর।
মক্ষিকা উড়য়ে সদা অঙ্গের উপর॥ ১৮৪
দেখিতে না পায় শির আপন ছায়ায়।
একেক বস্তুতে দুই দেখিবারে পায়॥ ১৮৫
এইরূপ আরো বহু উৎপাত দেখিয়া।
মহারাজ বড়ই শঙ্কিত মোর হিয়া॥ ১৮৬
অতএব কহি রামে সীতা ফিরি দিয়া।
তাঁর সঙ্গে সন্ধি কর মিত্রতা করিয়া॥ ১৮৭
সেহ রাম নাহি হন মানুষ সামান্য।
তোমার মিত্রের পাত্র বটে অতি মান্য॥ ১৮৮
যদি সন্ধি না করিয়া কলহ পাতিবে।
তবেত মঙ্গল কদাচিত না হইবে॥ ১৮৯
এতেক বচন শুনি রাজা দশানন।
তার প্রতি হল্যা অতিশয় ক্রুদ্ধমন॥ ১৯০
ভ্রূকুটি করিয়া বিশ নেত্র ঘুরাইয়া।
কহিতে লাগিলা তারে আটোপ করিয়া॥ ১৯১
হিত বুদ্ধি করি যেই কহিলে আপুনি।
মোর কর্ণসুখ নাহি হল্য ইহা শুনি॥ ১৯২
আমিহ রাক্ষসপতি দেব-ভয়ঙ্কর।
ত্রিভুবন-বিজয়ী বিক্রম-বলধর॥ ১৯৩
রাম হয় নর কপি-ভল্লুক-আশ্রিত।
পিতৃপরিত্যক্ত বন্ধু-বান্ধব-রহিত॥ ১৯৪
হেন আমা হৈতে তুমি কি গুণে রামেরে।
দেখিলে উত্তম যাহে প্রশংসহ তারে॥ ১৯৫
অনুমান করি দ্বেষে কিম্বা পক্ষপাতে।
কহিলে কঠিন বাক্য তুমিহ সাক্ষাতে॥ ১৯৬
তোহে আমি মাতামহ বলিয়া সম্মানি।
এই লাগি সহিলাম এ সকল বাণী॥ ১৯৭
দেখ জানকীরে বল করি আনি হরি।
এক্ষণ ফিরিয়া দিব তাহারে কি করি॥ ১৯৮
কহিবে সকলে ভয়ে ফিরি দিল সীতা।
মরণ হইতে দুঃখ হেন কলঙ্কিতা॥ ১৯৯
বরঞ্চ ভাঙ্গিব তভু না হইব নত।
এ মোর সহজ দোষ আছয়ে অক্ষত॥ ২০০
জানহ সকলে সেই স্বভাব আমার।
তবে কেন হেন কথা কহ বার বার॥ ২০১
যে কহিছ ভয় দেখি রামসেনাগণ।
এ কেবল স্বপ্ন-ব্যাঘ্র দেখিয়া চিন্তন॥ ২০২
সসৈন্যে আমিহ গেলে রণের ভিতর।
কি করিবে নর আর ভল্লুক বানর॥ ২০৩
দিব্য করি কহিতেছি আমিহ তোমার।
করিব সসৈন্যে রামে তুরিতে সংহার॥ ২০৪
এতেক রাবণ-বাণী শুনি মাল্যবান্।
ক্রুদ্ধ দেখি তারে উঠি করিল পয়াণ॥ ২০৫
রাবণ-জননী রুষ্ট দেখিয়া রাবণে।
ভয়ে উঠি ধীরে ধীরে গেলা স্বভবনে॥ ২০৬
তবে মন্ত্রি-সঙ্গে মন্ত্র করি দশানন।
আজ্ঞা দিল করিবারে নগর-রক্ষণ॥ ২০৭
প্রহস্ত মাতুল তুমি যাহ পূর্ব্ব দ্বারে।
সঙ্গে লয়্যা বহুকোটি প্রবল যোদ্ধারে॥ ২০৮
মহাপার্শ্ব মহোদর তোরা দুই জন।
বহু সৈন্য লয়্যা কর দক্ষিণে গমন॥ ২০৯
ইন্দ্রজিৎ বাছা তুমি লয়্যা সেনাচয়।
পশ্চিম দ্বারেতে নিজে করহ বিজয়॥ ২১০
উত্তর দ্বারেতে যাহ তুমিহ শারণ।
আমিহ আপুনি সেথা করিব গমন॥ ২১১
বিরূপাক্ষ তুমিহ অনেক সৈন্য নিয়া।
নগরের মধ্যস্থলে থানা দেহ গিয়া॥ ২১২
রাবণের এই আজ্ঞা শুনিয়া সকলে।
যে আজ্ঞা বলিয়া গেলা সেই সেই স্থলে॥ ২১৩
সরমা শুনিয়া সব রাবণমন্ত্রণ।
জানকী-নিকটে গিয়া কৈলা নিবেদন॥ ২১৪
দশানন মন্ত্রিগণে কহে আরবার।
প্রভাতে করিতে হবে কল্য কার্য্য আর॥ ২১৫

এক দূত পাঠাইব রামবরাবর।
নির্ভয় বাচাল বুদ্ধিযুক্ত বলধর * ॥ ২১৬
সেহ গিয়া আমার ঐশ্বর্য্য পরাক্রম।
কহিবে রামের আগে অতি অনুপম ॥ ২১৭
যদি তাহা শুনি সেহ ভয়েতে পলায়।
তবে সব উপদ্রব অনায়াসে যায় ॥ ২১৮
এক বাক্য শুনিয়া নির্বোধ মন্ত্রিতিতি।
এইত কর্ত্তব্য বলি দিলা অনুমতি ॥ ২১৯
তবে রাজা মন্ত্রিগণে বিদায় করিয়া।
অন্তঃপুর-মাঝে গেল সচিন্তিত-হিয়া ॥ ২২০
তুইলাকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২২১

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাকথা-
বর্ণনে মায়ামুণ্ডাবলোকনো নাম
দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বানরসৈন্য-দ্বারা লঙ্কা-অবরোধ।

ভল্লূকৈশ্চ প্লবঙ্গৈশ্চ লঙ্কাং রোধয়তি স্ম যঃ।
রাবণস্য শ্বাসমিব শ্রীরামো নঃ স রক্ষতু ॥ ১
প্রভাতে উঠিয়া তবে রাজা দশানন।
সভাতে বসিল আসি লয়্যা মন্ত্রিগণ ॥ ২
তবে রামচন্দ্র কাছে পাঠাতে লিখন।
পত্র লিখিবারে আজ্ঞা দিল দশানন ॥ ৩
তবে পত্রনবিস লিখিল পত্র এক।
প্রভু-আজ্ঞা-অনুসারে বিচারি অনেক ॥ ৪
তবেত নিকুম্ভ নামে এক নিশাচরে।
কহিতে লাগিল রাজা ডাকিয়া সাদরে ॥ ৫
বাছা তুমি হও বক্তা সূক্ষ্মবুদ্ধিমান্।
নির্ভয় চতুর স্থির ধীর বলবান্ ॥ ৬
তুমি যাহ একবার রাম-সন্নিধান।
এ কর্ম্মেতে যোগ্য নাহি তোমা বিনে আন ॥ ৭
এই পত্র রাম আগে করিয়া অর্পণ।
বাচিকে করিবে তারে এই বিজ্ঞাপন ॥ ৮
না করিবে ভয় তারে কোনহ বিষয়ে।
কহিবে সকল কথা অক্ষুব্ধ-হৃদয়ে ॥ ৯
এত কহি বাচিক সকল শিখাইল।
নানা অলঙ্কার দিয়া তাহারে তোষিল। ১০
তবে সে নিকুম্ভ প্রণমিয়া দশাননে।
পত্র লয়্যা যাত্রা কৈল রাম-দরশনে ॥ ১১
এখানেতে শ্রীরাম সুবেল সন্নিধানে।
বসিয়া জিজ্ঞাসা করিছেন মন্ত্রিস্থানে। ১২
দেখ দেখ মোরা পার হইয়া সাগর।
প্রবেশিনু আসি লঙ্কাদ্বীপের ভিতর ॥ ১৩
আমাদের কর্ত্তব্য কি হয়ত এক্ষণ।
নিশ্চয় করিয়া তাহা কহ বন্ধুগণ ॥ ১৪
তবে কৃতাঞ্জলিপুট হয়্যা বিভীষণ।
করিছেন প্রভুর অগ্রেতে নিবেদন ॥ ১৫
প্রভু কি করিতেছে সম্প্রতি দশানন।
ইহাই জানিতে যোগ্য হয়ত এক্ষণ ॥ ১৬
তার অভিপ্রায় জানি কর্ত্তব্য যে হয়।
পরে করিবেন তাহা সকলে নিশ্চয় ॥ ১৭
প্রভু কন দুর্গমাঝে আছে দশানন।
কিরূপে জানিবে সে কি করে আয়োজন ॥ ১৮
বিভীষণ ভাষেণ না করহ ভাবন।
উপায় আছয়ে আমি করি নিবেদন ॥ ১৯
অনিল প্রভৃতি মোর মন্ত্রী চারিজন।
গুপ্তরূপে লঙ্কামাঝে করুক গমন ॥ ২০
করিতেছে কি কার্য্য এক্ষণ দশানন।
তাহা জানি শীঘ্র এথা করু আগমন ॥ ২১
তবে জ্ঞাত হয়্যা লঙ্কাপুরীর বৃত্তান্ত।
করিবেন যাহে মরে রাবণ দুর্দ্দান্ত ॥ ২২
বিভীষণবচন শুনিয়া রঘুপতি।
ভাল ভাল বলিয়া দিলেন অনুমতি ॥ ২৩
তবে সেই অনলাদি চারি নিশাচর।
গুপ্তরূপে গেলা লঙ্কাপুরীর ভিতর ॥ ২৪
এখানে নিকুম্ভ ধরি পক্ষীর আকার।
প্রবেশ করিলা রাম-সৈন্যের মাঝার ॥ ২৫
শ্রীরামের অগ্রে গিয়া পত্র সমর্পিয়া।
দাঁড়াইল নিশাচর স্বমূর্ত্তি ধরিয়া ॥ ২৬

---

*অত্র প্রমাণং মহানাটকে—
আদায় লেখং দশকন্ধরস্য" ইত্যাদি।

এতেক বচন শুনি তবে রঘুপতি।
কহিতে লাগিলা কিছু সকলের প্রতি ॥ ৯
শ্রবণ করিলে সবে মিতার বচন।
এক্ষণ করহ শীঘ্র সমরে সাজন ॥ ৯৮
বেড়িতে হইবে তার পুরী চারি ধারে।
রাখিতে হইবে বীর বড় বড় দ্বারে ॥ ৯৯
তাহে পূর্ব্ব দ্বারে সঙ্গে লয়্যা কপিততি।
রোধ করু গিয়া নিজে নীল সেনাপতি ॥
বহু সৈন্য সঙ্গে লয়্যা অঙ্গদ কুমার।
থানা দিয়া রোধ করু দক্ষিণের দ্বার ॥ ১
বহু সৈন্য সঙ্গে লয়্যা পবন-নন্দন।
রোধিতে পশ্চিম দ্বার করুক গমন ॥ ১০
উত্তর দ্বারেতে আমি আর শ্রীলক্ষ্মণ।
থানা দিয়া বসিব লইয়া কপিগণ ॥ ১০৩
মোর দুই মিতা ঋক্ষরাজ জাম্ববান।
চারিজনে থানা দাও চারি মধ্যস্থান ॥ ১
আর যত বীর আছে আমাদের দলে।
রাখিতে হইবে যোগ্য মতে স্থলে স্থলে ১০৫
এক্ষণ বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন।
চল চল সুবেলে করিব আরোহণ ॥ ১০
গিরির উপরে থাকি লঙ্কা নিরখিব।
আজিকার রজনী তোথাই গোঁয়াইব ১০৭
প্রভাতে যাইয়া বেড়ি রাবণ-নগর।
যুদ্ধ লাগি আয়োজন করিব সত্বর ॥ ১০৮
এইরূপ পরামর্শ নিশ্চয় করিয়া।
যাত্রা কৈলা রঘুবর সকলে লইয়া ॥ ১০৯
তাহা দেখি মারুতি অঙ্গদ দুই জন।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ আগে কৈলা আগমন ॥ ১১০
দুই ভ্রাতা তাহাদের দুই পৃষ্ঠে চঢ়ি।
প্রস্থান করিলা গিরি-সুবেল-উপরি ॥ ১১১
আর তাঁহাদের যাবদীয় সঙ্গী জন।
কোলাহল করি সবে করিয়া গমন ॥ ১১২
শ্রীরামের সেনা ব্যাপি ত্রিযোজন স্থান।
ক্রমে ক্রমে সুবেলেতে করিলা উত্থান ॥ ১১৩
তবে রঘুবর সেই গিরি-উপরিতে।
উঠিলেন ক্রমে ক্রমে স্ব-সৈন্য সহিতে ॥ ১১৪
দিব্য এক স্থল দেখি করিলা বসতি।
চারিদিগে বেড়িয়া বসিল কপিততি ॥ ১১৫

হেনই সময়ে অস্ত গেলা দিবাকর।
সে রাত্রি রহিলা সবে পর্ব্বত-উপর ॥ ১১৬
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু বান্ধব সহিতে।
দেখিতে লাগিলা লঙ্কাপুরী সুখি-চিতে ॥ ১১৭
লঙ্কা-শোভা দেখি প্রভু বিস্মিত হইলা।
তাহা দেখি বিভীষণ ভাষিতে লাগিলা ॥ ১১৮
দেখ দেখ রঘুমণি, রাবণের পুরখানি,
বিশ্বকর্ম্মা গঢ়িয়াছে যারে।
জাম্বুনদ-মণিময়, দেখিয়া আনন্দ হয়,
ইচ্ছা হয় সদা দেখিবারে ॥ ১১৯
দেখ দেখ বাহিরেতে, গড়-খাওয়া চারিভিতে,
অত্যন্ত গভীর যার বারি।
সেই জল উপরিতে, ভাসিতেছে সুখিচিতে,
মকর মকরী সারি সারি ॥ ১২০
তার তীরে দেখ বন, তাহে ডাকে পক্ষিগণ,
পশুগণ রহে অগণিত।
তার পরে পরিষ্কার, অতি উচ্চ সুবিস্তার,
লৌহের প্রাচীর চারিভিত ॥ ১২১
চারিদিগে চারিদ্বার, লৌহের কপাট তার,
রক্ষা করে বহু নিশাচরে।
বিশেষত এ সময়, দেখি বহু বীরচয়,
সজ্জ হয়্যা আছে থরে থরে ॥ ১২২
দেখ চারিদ্বার আগে, পরিখা-উপরিভাগে,
চারি সাঁকো অতি মনোহর।
ইথে দিব্যযন্ত্র আছে, শত্রুলোক গেলে কাছে,
ডুবে তারা জলের ভিতর ॥ ১২৩
লৌহের প্রাচীর পরে, দেখ আর কথোদূরে,
শিলার প্রাচীর পূর্ব্বরীত।
তেনই পিত্তল কাঁসা, তাম্র রূপ্য স্বর্ণ খাসা,
পঞ্চপ্রস্থে পাঁচখান ভিত ॥ ১২৪
সাত খণ্ড এই মতে, রাক্ষস নিবাস তাতে
গৃহসব স্বর্ণমণিময়।
মধ্যে রাবণের বাটী, দেখ তার পরিপাটী,
ফিরাইয়া নেত্র-পদ্মদ্বয় ॥ ১২৫
অন্বেষিতে জানকীরে, আসি এই লঙ্কাপুরে,
দহি গিয়াছিল বায়ুসুত।
পুন বিশ্বকর্ম্ম-দ্বারে, পূর্ব্বমতে এই পুরে,
করায়্যাছে রাবণ প্রস্তুত ॥ ১২৬

অই দেখ সভাস্থল, করিতেছে ঝলমল,
অই দেখ রাজ-অন্তঃপুরী।
অইত অশোকবন, রাখিয়াছে দশানন,
যেথা আনি সীতা করি চুরি ॥ ১২৭
অই দেখ ঘোড়াশাল, হস্তিনিকেতন-জাল,
রথশালা অস্ত্রনিকেতন।
অই দেখ ভাণ্ডাগার, সেনাশালা পরিষ্কার,
গোশালার না হয় গণন ॥ ১২৮
দেখ প্রতি দ্বারে দ্বারে, দিব্য নহবত ঘরে,
গীতশালা নাট্যশালাগণ।
রাজপথে গতাগতি, করিতেছে সেনাতৃতি,
দেখ দেখ শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১২৯
দশানন-নগর দেখিয়া রঘুপতি।
কহিছেন এই বাণী বিভীষণ প্রতি ॥ ১৩০
মিত্রবর হেন মত সুন্দর নগরী।
নাহি দেখি নাহি শুনি ভুবন-ভিতরি ॥ ১৩১
এ হেন ঐশ্বর্য্য পাই রাজা দশানন।
কেন হলা কদর্য্য কর্ম্মেতে লুব্ধমন ॥ ১৩২
বুঝিলু ইহার কেশে ধরিয়াছে শমন।
এই লাগি হইয়াছে কুকর্ম্মে মগন ॥ ১৩৩
এক্ষণ বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন।
চল করি গিয়া লঙ্কানগর রোধন ॥ ১৩৪
তুমি সব কপিগণে কর নিয়োজন।
প্রস্থান করিতে সবে করুক সাজন ॥ ১৩৫
বিভীষণে এত কথা কহি রঘুপতি।
লক্ষ্মণের প্রতি কহিছেন হৃষ্টমতি ॥ ১৩৬
শুন শুন ভ্রাতৃবর প্রাণের লক্ষ্মণ।
গিরি-অধোদেশে চল করিব গমন ॥ ১৩৭
ভঞ্জন করিল গিরিপ্রান্ত উপবন।
থাকিতে হইবে করি ব্যূহবিরচন ॥ ১৩৮
নিশাচর সব হয় বড় মায়াবান।
অতএব থাকিতে হইবে সাবধান ॥ ১৩৯
দেখিয়াছি নানা মত যে সব লক্ষণ।
ইথে বোধ হয় ক্ষয় হবে বীরগণ ॥ ১৪০
বহিতেছে রুক্ষবায়ু কাঁপিছে ধরণী।
গিরি সব কাঁপিতেছে করিতেছে ধ্বনি ॥ ১৪১
মেঘ সব করি অতি ভয়ঙ্কর রব।
বর্ষণ করিছে রক্তবিন্দু লব লব ॥ ১৪২
সন্ধ্যা দেখা যায় অতি লোহিত বরণ।
ভাস্করমণ্ডল হতে পড়ে হুতাশন ॥ ১৪৩
অতি হ্রস্ব অতি রুক্ষ আরক্ত-বরণ।
আদিত্যমণ্ডলে সদা হয় দরশন ॥ ১৪৪
কৃষ্ণ-রক্তপ্রান্তভাগ হয়্যা রজনীতে।
নিশাকর উদয় করয়ে তাপ দিতে ॥ ১৪৫
কঙ্ক গৃধ্র আদি পক্ষী করে আগমন।
শিবা সব করিতেছে অশুভ নিস্বন ॥ ১৪৬
ইহাতেই জানিতেছি আমিহ নিশ্চয়।
হইবেক অল্পকালে বহু প্রাণি-ক্ষয় ॥ ১৪৭
কিন্তু হইলেও এই সকল উৎপাত।
আমাদের জয়ে নাহি হইবে ব্যাঘাত ॥ ১৪৮
যে হেতু দক্ষিণ অঙ্গ করিছে স্পন্দন।
দক্ষিণ করেতে মোর করে কণ্ডুয়ন ॥ ১৪৯
অনুলোম হয়্যা বায়ু করিছে গমন।
কঙ্ক আদি পক্ষী আগে করিছে ধাবন ॥ ১৫০
অবশ্য করিব দুষ্ট দশাননে জয়।
এই ভাবে সুপ্রসন্ন আছয়ে হৃদয় ॥ ১৫১
অতএব জয়ে কিছু না আছে সংশয়।
চলহ চলহ সঙ্গে লয়্যা কপিচয় ॥ ১৫২
এত বলি যাত্রা কৈলা শ্রীরঘুনন্দন।
উঠিলা যে আজ্ঞা বলি ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ ১৫৩
তবে শ্রীরাম উঠিলা দেখি শাখামৃগ সব।
শব্দ কৈলা রামজয় বলি অতি অসম্ভব ॥ ১৫৪
ভব শুনিতে পাইলা যাহা থাকি হিমাচলে।
চলে সেই শব্দ অচিরাত সপ্তস্বর্গতলে ॥ ১৫৫
তলে চলি গেল ভুজঙ্গম নগরনিকরে।
করে সেই শব্দে আচ্ছাদন দিগন্ত-গহ্বরে ॥ ১৫৬
ভরে এইমতে ব্রহ্ম-অণ্ডকটাহ বিবর।
বর ভূধর কম্পিত খসি পড়য়ে পাথর ॥ ১৫৭
থর থর করি কাঁপিতে লাগিল বসুমতী।
মতি-হারা হল্য তাহে সব রাক্ষস সম্প্রতি ॥ ১৫৮
প্রতি-আদেশ প্রভুর পাই বানর সকল।
কল-রব করি লঙ্কাপুরে চলে মহাবল ॥ ১৫৯
বল কি বর্ণিব তাহাদের গতির প্রকার।
কার বুদ্ধির গোচর সব প্রকার তাহার ॥ ১৬
হার হেন শ্রেণীমতে তারা যায় অভিরাম।
রাম-লক্ষ্মণে করিয়া মাঝে অতি অনুপাম ॥ ১৬১

পামরের পুরী বিনাশিব এই মন করি।
কার-অরি সম বিক্রমে চলয়ে সব হরি ॥ ১৬২
হরি-বোল বলে কেহ কেহ করে হুহুঙ্কার।
কার শুনি তাহা হৃদয় না কাঁপে অনিবার ॥ ১৬৩
বার বার কেহ তাল মারে বাহুতে সঘনে।
ঘনে বর্ষাকালে মেঘ শব্দ করয়ে গগনে ॥ ১৬৪
গণে সে শব্দবৈভব হেন কে আছে ধীমান্।
মান রহিত হইল যাহে বজ্রের নিস্বান ॥ ১৬৫
আনয়ন করে তারা বৃক্ষ পর্ব্বত শিখর।
খর রাক্ষসে মারিব এই করিয়া অন্তর ॥ ১৬৬
অন্তর-শিরে ঢাকি তাহাদের পদধূলি যায়।
যায় দেখি ভয় উপজিল রাক্ষসসভায় ॥ ১৬৭
ভায় নাহি সেই ধূলিজালে দিগন্ত অম্বর।
বর আনন্দিত তাহা নিরখিয়া রঘুবর ॥ ১৬৮
এইরূপে রাম গিরি সুবেল হইতে।
ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হইলা ভূমিতে ॥ ১৬৯
তবে ক্রমে লঙ্কাপুরী কাছে রঘুনাথ।
উপস্থিত হল্যা আসি সৈন্যগণ-সাথ ॥ ১৭০
উত্তর দ্বারের আগে এক বৃক্ষতলে।
অবস্থিতি কৈলা প্রভু দিব্যজলস্থলে ॥ ১৭১
মারীচের চর্ম্মেতে বসিলা রঘুবর।
নিকটে বসিলা তাঁর লক্ষ্মণ কোঙর ॥ ১৭২
তবে আর তিন দ্বার রোধ করিবারে।
আজ্ঞা দিলা বিভীষণ কপীন্দ্র মিতারে ॥ ১৭৩
সেই আজ্ঞা শুনি যাবদীয় কপিগণ।
রামজয় শব্দ করি করিল গমন ॥ ১৭৪
পূর্ব্বদ্বার রোধ কৈলা নীল সেনাপতি।
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ গেলা তাহার সংহতি ॥ ১৭৫
ঋষভ গবাক্ষ গয় পনস সহিতে।
অঙ্গদ আপুনি গেলা দক্ষিণ রোধিতে ॥ ১৭৬
সঙ্গে লয়্যা প্রঘস প্রমাথী দুই জন।
গেলা পশ্চিমের দ্বারে পবননন্দন ॥ ১৭৭
একেক দ্বারেতে গেলা কোটি কোটি বীর।
বলবান্ পরাক্রমী সমরেতে স্থির ॥ ১৭৮
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে চারিদিগেতে বেড়িয়া।
রহিল বানর দশযোজন ব্যাপিয়া ॥ ১৭৯
সঙ্গে লয়্যা ছত্রিশ সহস্র কপিততি।
প্রভুর পশ্চিমে থানা দিলা কপিপতি ॥ ১৮০
মারুতি দক্ষিণে আর অঙ্গদের বামে।
জাম্ববান বসিলা লইয়া ভল্লগ্রামে ॥ ১৮১
অঙ্গদ-দক্ষিণে আর নীল-বাম-ভিতে।
ঋক্ষরাজ থানা দিলা স্বসৈন্য সহিতে ॥ ১৮২
শ্রীরামের বাম দিগে লয়্যা কপিততি।
দশাননানুজ থানা দিলা মহামতি ॥ ১৮৩
আর যত নল রম্ভ আদি বীরগণ।
স্থানে স্থানে থানা দিতে করিল গমন ॥ ১৮৪
এইরূপে একশত যোজন লঙ্কারে।
বেড়িলেক বানরকটকে চারি ধারে ॥ ১৮৫
হেন মতে বেষ্টন কর্য্যাছে কপিগণ।
প্রবেশিতে নারে যার মাঝে সমীরণ ॥ ১৮৬
করে তারা রামজয় শব্দ কল কল।
যাহা শুনি ত্রাস পায় রাক্ষস সকল ॥ ১৮৭
কপিদের পদাঘাতে হুঙ্কার-ধ্বনিতে।
টলমল করে লঙ্কা পর্ব্বতসাহিতে ॥ ১৮৮
এ সকল দেখি শুনি বহু নিশাচর।
সংবাদ জানাত্যে গেল রাবণ-গোচর ॥ ১৮৯
তাহাদিগে ত্রস্ত দেখি জিজ্ঞাসে রাবণ।
কি বটে কি বটে কেন কৈলে আগমন ॥ ১৯০
তারা কহে মহারাজ কি বলিব আর।
দেখিতে না পাই কিছু বাহিরে লঙ্কার ॥ ১৯১
দেখিতে দেখিতে এই সকল নগরে।
ঘেরিলেক চারিদিকে ভল্লুক-বানরে ॥ ১৯২
আসিতেছে হেনমতে ভল্ল কপিগণ।
কুজ্ঝটিকা-কণ যেন করে আগমন ॥ ১৯৩
এক্ষণ কর্ত্তব্য আমাদের কিবা হয়।
তাহা আজ্ঞা কর আর বিলম্ব না সয় ॥ ১৯৪
তবে দশানন কিছু অন্তরে ত্রাসিত।
মুখে আরভটি করি কহে বিপরীত ॥ ১৯৫
একি একি তোরা হয়্যা রাক্ষস-তনয়।
বানর দেখিয়া পাইয়াছ এত ভয় ॥ ১৯৬
নিকটেতে নিরখিয়া আপন আহার।
ত্রাসের উদ্গাম হয় হৃদয়ে কাহার ॥ ১৯৭
যাহ যাহ নিজ ভাগ্যে শ্লাঘ্য করি মানি।
মাংস খাইবারে শাণাহ গা দন্তপাণি ॥ ১৯৮
যদি ভয় হয়্যা থাকে হৃদয় মাঝারে।
তবে রোধ করগা কবাট দিয়া দ্বারে ॥ ১৯৯

চারিদিকে বাহিরের প্রাচীর-উপরি।
বহু বীর থাক গিয়া অস্ত্র-শস্ত্র ধরি ॥ ২০০
এমন করিয়া গড়ে করিলে গোপন।
কার সাধ্য এখানে করয়ে প্রবেশন ॥ ২০১
তথাপি থাকিবে সবে সদা সাবধান।
শুনিয়াছি আসিযাছে দুষ্ট হনুমান ॥ ২০২
পরে আমি জানি শুভ যাত্রার সময়।
রণে যাই করিব সসৈন্যে বামে ক্ষয় ॥ ২০৩
রঘু কহে রাজা ভঙ্গী অনেক করিলে।
কিন্তু হৃদয়ের ত্রাস ঢাকিতে নারিলে ॥ ২০৪
রাবণ-বদনে শুনি সে সব বচন।
তাহাই করিতে গেল নিশাচরগণ ॥ ২০৫
কবাট আঁটিয়া রোধ কৈল সব দ্বারে।
মুরুচা উপরে বীর রহে চারি ধারে ॥ ২০৬
এখানে শ্রীরাম বসি মৃগচর্ম্মাসনে।
দেখিছেন নিজ সৈন্য-শোভা সুখি-মনে ॥ ২০৭
তবে অস্তাচলে প্রবেশিলা দিবাকর।
ফল জল খাইয়া শুতিলা রঘুবর ॥ ২০৮
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২০৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাকথা-
বর্ণনে লঙ্কাবরোধো নাম তৃতীয়ঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অঙ্গদের দূতরূপে রাবণ-সভায় গমন।

একস্য বক্রস্য বচোবিলাসৈঃ,
পরাজিতো যেন দশাননোহপি।
তদীয়দোষং চরণেন ভঞ্জন্
জীয়াদসৌ বালিকপীন্দ্র-পুত্রঃ ॥ ১

প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ডাকি মন্ত্রিগণে।
কহিতে লাগিলা সবে মধুর বচনে ॥ ২
বন্ধুগণ মোরা সবে এখানে আসিয়া।
রহিয়াছি কালি হতো নগরে ঘেরিয়া ॥ ৩
তথাপি মোদের সঙ্গে করিবারে রণ।
রাবণের কিছু নাহি দেখি আয়োজন ॥ ৪
দ্বারেতে কবাট দিয়া রহিলা বসিয়া।
এক্ষণ কর্ত্তব্য কিবা কহ বিবেচিয়া ॥ ৫
এত শুনি নল নীল আদি কপিগণ।
কহিতে লাগিল করি গভীর গর্জ্জন ॥ ৬
প্রভু আজ্ঞা দাও এবে আমা সবাকারে।
করিযে যে ইচ্ছা হয় হৃদয়মাঝারে ॥ ৭
পরিখা পুরাই ফেলি পাদপ-পাথর।
পদপাতে পিষ্ট করি প্রাচীরপ্রকর ॥ ৮
কিল মারি কপাটেরে কুটি কুটি করি।
লয়্যা আসি ধরিয়া ধরিয়া নিশাচরী ॥ ৯
ভাঙ্গি গিয়া ঘর দ্বার সভা উপবন।
করি গিয়া নিশাচর-নিকরে নিধন ॥ ১০
তবেই বাহির হবে রাবণ রণেতে।
কিম্বা পড়িবেক আসি প্রভুর পদেতে ॥ ১১
অতএব বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।
আজ্ঞা দাও মোরা সবে করযে সাজন ॥ ১২
এত শুনি চান প্রভু বিভীষণ প্রতি।
কহিতে লাগিলা তিঁহ স্থির করি মতি ॥ ১৩
প্রভু যে কহিলা এই সব তব ভৃত্য।
করিতে উচিত বটে এই সব কৃত্য ॥ ১৪
কিন্তু কিছু কাল পরে হবে এই কাজ।
সম্প্রতি কর্ত্তব্য যেই শুন রঘুরাজ ॥ ১৫
নীতিশাস্ত্রে কহে রাজা ঘেরি শত্রুপুরে।
কিছু কাল প্রতীক্ষা করিয়া রবে দূরে ॥ ১৬
যদি সেই শত্রু আস্থে যুদ্ধ করিবারে।
করিবেক তবে যুদ্ধ শক্তি অনুসারে ॥ ১৭
যদি সেহ না আইসে করিতে সমর।
তবে পাঠাইবে তার পাশে যোগ্যচর ॥ ১৮
যদি দূতবাক্যে ভীত হয়্যা সন্ধি করে।
তবে না করিবে ইচ্ছা কদাচ সমরে ॥ ১৯
যেহেতু যুদ্ধেতে আছে অনেক দূষণ।
জয়েতে সংশয় আর সেনার মরণ ॥ ২০
অতএব মোর পরামর্শে একজন।
দূত পাঠাইতে যোগ্য হয় এইক্ষণ ॥ ২১
এ বচন শুনি বিভীষণের বদনে।
স্বীকার করিলা সবে সুপ্রসন্ন মনে ॥ ২২

বালি-পুত্র সেই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মনে মনে আশা করি করেন চিন্তন ॥ ২৩
যদ্যপি করেন শ্রীরামচন্দ্র আজ্ঞাপন।
তবে আমি কবি আজি এ কর্ম্মে গমন ॥ ২৪
দেখিয়ে রাবণে বুঝাইয়ে হিতভাব।
না শুনিলে করি আসি বিক্রমপ্রকাশ ॥ ২৫
তবে পুন সুগ্রীবে কহেন রঘুবর।
নিশ্চয় করহ মিতা কে যাইবে চর ॥ ২৬
দেখিতেছি বড়ই দুর্গম্য এ নগর।
সকলে যাইতে নারে ইহার ভিতর ॥ ২৭
মহাবল সুবুদ্ধি সাহসী যে হইবে।
সেই জন প্রবেশিতে ইহায় পারিবে ॥ ২৮
তাহে রাবণের সভামধ্যেতে যাইয়া।
কহিতে হইবে সব কথা বিবরিয়া ॥ ২৯
এ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবেক কোন্ জন।
তাহার নিশ্চয় কর কবি বিবেচন ॥ ৩০
এতেক বচন শুনি তবে কপিপতি।
কহিবারে আরম্ভিলা রামচন্দ্র প্রতি ॥ ৩১
রঘুবর এ কর্ম্ম করিতে সমাধান।
একমাত্র যোগ্য হয় পবন-সন্তান ॥ ৩২
বিক্রমী সাহসী শূর মহাবলবান্।
আমাদের সৈন্য-মাঝে হেন নাহি আন্ ॥ ৩৩
তাহে দেখি আসিয়াছে রাবণ-সমাজ।
এ লাগি মারুতি ইথে যোগ্য রঘুরাজ ॥ ৩৪
এতেক বচন যদি সুগ্রীব কহিলা।
অধোমুখ হয়্যা তেঁই অঙ্গদ বসিলা ॥ ৩৫
সুগ্রীববচন শুনি মন্ত্রণে পণ্ডিত।
জাম্ববান্ কহিতে লাগিলা অতি হিত ॥ ৩৬
কপিরাজ আপনি কহিলে যেই কথা।
ইহাই কর্ত্তব্য বটে না হয় অন্যথা ॥ ৩৭
কিন্তু মোর মনে এক পরামর্শ হয়।
তাহা শুনি যে উচিত করহ নিশ্চয় ॥ ৩৮
পূর্ব্বে শ্রীমারুতি সীতা-তত্ত্ব করিবারে।
গিয়াছিলা একবার লঙ্কার মাঝারে ॥ ৩৯
সে কালেতে রাবণের সঙ্গেতে তাহার।
হয়্যাছিল সম্ভাষণ বিবিধপ্রকার ॥ ৪০
অতএব পুনর্ব্বার তাহার সেথায়।
দৌত্যকর্ম্মে গতি মোর ভাল নাহি ভায় ॥ ৪১
পুনঃপুন গতায়াত কৈলে এক জন।
আমাদের প্রতি ঘৃণা করিবে রাবণ ॥ ৪২
জানিবেক নিশ্চয়েতে শ্রীরামের সনে।
আর কেহ বীর নাই মারুতি বিহনে ॥ ৪৩
অতএব পরামর্শ হয় মোর চিতে।
অন্য আর এক জন যোগ্য পাঠাইতে ॥ ৪৪
তাহাতেও যোগ্য নাহি দেখি অন্য জন।
একমাত্র যোগ্য বীর বালীর নন্দন ॥ ৪৫
সাহসী সমর্থ শূর কুশল বচনে।
যথাযোগ্য মতে বুঝাইবে দশাননে ॥ ৪৬
জাম্ববান্ বচন শুনিয়া শ্রীঅঙ্গদ।
কহিতে লাগিল তাঁরে বাক্য গদগদ ॥ ৪৭
তুমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছ ভল্লরায়।
অতএব কহিতেছ অযোগ্য কথায় ॥ ৪৮
পিতৃব্য কহিলা যদি মারুতি বিহনে।
যোগ্য লোক নাহি তবে বাদ কি কারণে ॥ ৪৯
হনুমান-বাণী অঙ্গদের শুনি।
কহিতে লাগিলা তাঁরে শ্রীরাম আপুনি ॥ ৫০
বাপধন না বুঝিয়া মিতার আশয়।
নাহি হও কদাচিত দুঃখিত-হৃদয় ॥ ৫১
তুমি হও রাজপুত্র সবার প্রধান।
দৌত্যকর্ম্মে অনুচিত তোমার প্রস্থান ॥ ৫২
এই বিবেচনা করি মিতা কপিপতি।
কহিলেন এই বাক্য জাম্ববান্ প্রতি ॥ ৫৩
আমিহ তোমারে দেখি পুত্রের সমান।
সঙ্কটে পাঠাতে তোহে হয় শঙ্কাভান ॥ ৫৪
এত কথা শুনি তবে প্রভুর বদনে।
কহিলা শ্রীবালিপুত্র তাঁহার চরণে ॥ ৫৫
প্রভুবর একি কহ ঈশ্বরের কাছে।
রাজপুত্র আর নীচে কি বিশেষ আছে ॥ ৫৬
তব দৌত্য করে চতুর্ম্মুখ পঞ্চানন।
আমার অযোগ্য হবে কেন সে করণ ॥ ৫৭
আর যে কহিলে তোরে সঙ্কটে প্রেষিতে।
শঙ্কা করি ইহা শুনি শঙ্কা হল্য চিতে ॥ ৫৮
যে জনার প্রতি তব থাকে কৃপালেশ
তাহার সঙ্কট বলি আছে কোন দেশ ॥ ৫৯
অতএব বুঝি কৃপা নাই মোর প্রতি।
তেঁই লঙ্কা-মাঝে পাঠাইতে ভীত-মতি ॥ ৬০

অঙ্গদের বাক্যে প্রভু পাই পরাজয়।
কহিছেন তাঁর প্রতি সুখিত হৃদয় ॥ ৬১
বাপধন আর লজ্জা না দাও আমায়।
কহিতেছি আমি যাহ রাবণ সভায় ॥ ৬২
তোরে পাঠাইতে ইচ্ছা নাহি ছিল মোর।
কিন্তু পাঠাইতে হল্য দুঃখ দেখি তোর ॥ ৬৩
যাহ যাহ তুষ্ট দশানন বরাবরে।
বুঝাইবে বিবিধ প্রকারে সে বর্ব্বরে ॥ ৬৪
আমি যে সকল কথা করাই শিক্ষণ।
কহিবে সে সব হয়্যা শঙ্কাশূন্যমন ॥ ৬৫
তুমি হও চতুর বাচাল বুদ্ধিযুক্ত।
অন্য কথা কবে যেই হয় উপযুক্ত ॥ ৬৬
এত কহি শিখাইলা বক্তব্য বচন।
অঙ্গদ করিলা তবে প্রভুরে বন্দন ॥ ৬৭
তাহার মস্তকোপরি দিয়া পদ্মকর।
আশীর্ব্বাদ করিলা শ্রীযুক্ত রঘুবর ॥ ৬৮
সেই আশীর্ব্বাদ পাই বালীর সন্তান।
আপনারে মানিলা সকল শক্তিমান ॥ ৬৯
তবে বন্দি শ্রীলক্ষ্মণে আপন খুড়ারে।
বন্ধুবর্গে সম্ভাষিলা যোগ্য অনুসারে ॥ ৭০

তবেত বালি, তনয় ভালী,
রামজয় রব করি।
লাফেতে তাল, মারিয়া ভাল,
উঠিল আকাশোপরি ॥ ৭১
সে ঘোর ধ্বনি, শ্রবণে শুনি,
যত বন পশুগণ।
কাতর হয়্যা, যায় পলায়্যা,
ভয়ে অতি ভীতমন ॥ ৭২
অঙ্গের বায়, উড়িয়া যায়,
বড় বড় তরুগণ।
লক্ষের রবে, কাতর সবে,
বুক কাঁপে ঘনে-ঘন ॥ ৭৩
গগন মাজে, উঠি বিরাজে,
সেইত বালীর সুত।
সোণার গিরি, পাখ পসারি,
লড়ে যেন অদ্ভুত ॥ ৭৪
গভীর স্বরে, হুঙ্কার করে,
যেন প্রলয়ের ঘন।
যাহারে শুনি, ত্রাসিত প্রাণী,
সহ নিশাচরগণ ॥ ৭৫
ক্রমেতে গিয়া, গড় লঙ্ঘিয়া,
প্রবেশিলা পুরীমাজ।
নিরখি তাহা, হইল মহা-,
আনন্দিত রঘুরাজ ॥ ৭৬

অঙ্গদের শব্দ শুনি নিশাচরগণ।
কি বটে বলিয়া করে উর্দ্ধ নিরীক্ষণ ॥ ৭৭
গগনে সুমেরু সম দেখিয়া বানর।
ত্রাসেতে কহিতে গেল রাবণগোচর ॥ ৭৮
মহারাজ এক কপি আকাশ উপরে।
আসিছে দক্ষিণ মুখে যেন এ নগরে ॥ ৭৯
এত শুনি দশানন কহে তাসবারে।
যাহ যাহ শীঘ্র রোধ কর সব দ্বারে ॥ ৮০
এত শুনি যাবদীয় নিশাচরগণ।
দ্বার রোধ করিবারে করিছে ধাবন ॥ ৮১
কেন বোধ নাহি ভয়ে তাহা সবাকার।
আকাশে যে যায় কি করিবে দ্বারে তার ॥ ৮২
তবে তারা দ্বার রোধ করিতে করিতে।
প্রবেশ করিলা শ্রীঅঙ্গদ সে পুরীতে ॥ ৮৩
ছয় প্রস্থ পার হয়্যা বালীর কুমার।
ভূমিতে নামিলা রাবণের সভা-দ্বার ॥ ৮৪
দ্বারের বাহিরে থাকি দ্বার দেখি রুদ্ধ।
কহিছেন দ্বারী প্রতি হয়্যা কিছু ক্রুদ্ধ ॥ ৮৫
অরে দ্বারী শীঘ্র কর কবাট মোচন।
করিব রাবণ আগে আমিহ গমন ॥ ৮৬
দ্বারী কহে কে বটহ দেহ পরিচয়।
শুনিয়া কহিব তাহা যে উচিত হয় ॥ ৮৭
অঙ্গদ কহেন আমি বালীর নন্দন।
আসিয়াছি রাবণে করিতে সম্ভাষণ ॥ ৮৮
এ সংবাদ জানাইয়া তুমিহ রাবণে।
ফিরিয়া আসিবে এথা সত্বর গমনে ॥ ৮৯
প্রবেশিতে নাই দ্বার বিনে কারো ঘর
এ লাগি দাঁড়ায়্যা রহিলাম নিশাচর ॥ ৯০
এতেক বচন শুনি দ্বারী উর্দ্ধশ্বাসে।
উপস্থিত হলা গিয়া দশানপাশে ॥ ৯১
তারে দেখি জিজ্ঞাসা করয়ে দশানন।
কহ কহ কেন এত বেগে আগমন ॥ ৯২

দ্বারী কহে মহারাজ বালীর কুমার।
আসিয়াছে সম্ভাষিতে নিকটে তোমার ॥ ৯৩
দ্বারেতে রাখিয়া তারে কৈলুঁ আগমন।
আজ্ঞা কর মহারাজ কি করি এখন ॥ ৯৪
এতেক বচন শুনি কহে দশানন।
মন্ত্রিগণ শুনিলে হে দ্বারীর বচন ॥ ৯৫
কহ কহ সকলে করিয়া বিবেচন।
মিত্রার তনয় এথা আল্য কি কারণ ॥ ৯৬
মন্ত্রিগণ কহে রাজা দেখিলুঁ ভাবিয়া।
বালি-পুত্র এখানে আইল যে লাগিয়া ॥ ৯৭
অন্যায়ে মারিয়া রাম বালী কপিবরে।
দিয়াছে তাহার রাজ্য সুগ্রীববানরে ॥ ৯৮
এই লাগি করিতে রামের প্রতিকার।
অঙ্গদ শরণ নিতে আসিছে তোমার ॥ ৯৯
অতএব মান করি তাহারে আনিয়া।
নিকটে রাখিতে হয় আশ্বাস করিয়া ॥ ১০০
এত শুনি দশানন আনন্দিত মতি।
কহিতে লাগিল সেই দ্বারপাল প্রতি ॥ ১০১
মন্ত্রিগণ যে কহিলা করিয়া নিশ্চয়।
আমারো মনেতে এই পরামর্শ হয় ॥ ১০২
অতএব যাহ তুমি অতি শীঘ্র দ্বারে।
সম্মান করিয়া আন মোর পাশে তারে ॥ ১০৩
ভাল হল্য পাই নিজ মিত্রার কুমারে।
বিভীষণ-শোক পাশরিব-তার দ্বারে ॥ ১০৪
শ্রীরঘুনন্দন কহে রাজা কথোক্ষণ।
মনে মনে করি নাও কদলীভক্ষণ ॥ ১০৫
এইরূপে কথাবার্ত্তা হয় সভামাজ।
দ্বারে থাকি ভাবয়ে অঙ্গদ যুবরাজ ॥ ১০৬
রাবণ নিকটে দ্বারী গেল বহুক্ষণ।
এখনো ফিরিয়া নাহি কৈল আগমন ॥ ১০৭
ভিক্ষুকের মত দ্বারে দাঁড়ায়্যা থাকিতে।
না হয় বাসনা আর আমার বুদ্ধিতে ॥ ১০৮
অতএব রাম-পদ করিয়া স্মরণ।
যাইব সভাতে দ্বার করিয়া ভঞ্জন ॥ ১০৯
এত ভাবি হুঙ্কার করিয়া ঘোরতর।
পদাঘাত কৈল বীর কবাট উপর ॥ ১১০
সেই পদাঘাতে এক যোজন প্রমাণ।
প্রাচীর সহিত ভাঙ্গ গেল দ্বার খান ॥ ১১১

দ্বারেতে আছিল যত দ্বারী নিশাচর।
প্রাচীর চাপনে তারা গেল যমঘর ॥ ১১২
সেই শব্দ শুনিতে পাইয়া দশানন।
কি হল্য কি হল্য বলে সশঙ্কিত-মন ॥ ১১৩
দ্বারী কহে মহারাজ সেইত অঙ্গদ।
ঘটাইল বুঝিলাম এইত আপদ ॥ ১১৪
কয়্যাছিনু সেহ শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।
গৌণ হল্যে করিব যে মনেতে হইবে ॥ ১১৫
অনুমানে বুঝি সেই যে কোন প্রকারে।
ভাঙ্গিয়া থাকিবে দ্বার কবাট-প্রাকারে ॥ ১১৬
এইরূপ কহিতে কহিতে আর জন।
ধাইয়া আসিয়া করিতেছে নিবেদন ॥ ১১৭
মহারাজ আসি এক কপি মহাবীর।
ভাঙ্গিলেক পদাঘাতে দ্বারের প্রাচীর ॥ ১১৮
তাহার চাপনে বহু দ্বারী নিশাচর।
পরাণ তেজিয়া চলি গেল যম-ঘর ॥ ১১৯
এইরূপে সেই কপি অশঙ্কিত-মন।
দেখিলাম করিতেছে এথা আগমন ॥ ১২০
এতেক বচন শুনি রাজা দশানন।
ভগ্নমনোরথ হয়্যা কহয়ে বচন ॥ ১২১
বুঝিলুঁ না হবে এই মিত্রার কুমার।
তাহা হল্যে হবে কেন হেন ব্যবহার ॥ ১২২
অথবা বানরজাতি রামে দ্বেষ ছাড়ি।
আসিয়াছে কোনো কার্য্য করিতে তাহারি ॥
এইরূপ কহিতে কহিতে যুবরাজ।
দেখা দিলা সেইক্ষণে আসি সভামাজ ॥ ১২৪
কিবা দুই বাহুদণ্ড দোলায়্যা সঘনে।
আসিছেন মত্তকরি-সমান গমনে ॥ ১২৫
তারে দেখি যাবদীয় পদাতিকগণ।
বারণ করিব বলি করয়ে ধাবন ॥ ১২৬
কিন্তু যেইমাত্র তিঁহ হন সন্নিহিত।
পথ ছাড়ি দেয় তারা হয়্যা অতি ভীত ॥ ১২৭
এই মতে গেলা তিঁহ সভার মাঝারে।
কেহ কিছু কহিতে না পারিল তাঁহারে ॥ ১২৮
সভাতে না কৈল কেহ কিছু সম্ভাষণ।
বসিতে আসন নাহি দিল কোনো জন ॥ ১২৯
তবে তিঁহ এক কুম্ভকর্ণের আসন।
রাবণের অগ্রদেশে কৈলা নিরীক্ষণ ॥ ১৩০

অশঙ্কিত-চিত্ত সেই বালীর কোঙর।
উঠিয়া বসিয়া সেই আসন-উপর ॥ ১৩১
শোভিলা অঙ্গদ কিবা সে দিব্যাসনেতে।
দিবাকর যেন পূর্ব্বগিরি-শিখরেতে ॥ ১৩২
অঙ্গদ রাক্ষসপতি শোভে পরস্পর।
যেন সন্নিহিত মেরু নীল-ধরাধর ॥ ১৩৩
কুম্ভকর্ণ-আসনে দেখিয়া কপিবরে।
সব নিশাচর ক্রুদ্ধ হইলা অন্তরে ॥ ১৩৪
কারো কারো ঘর্ম্মজলে ভাসিল বদন।
কারো কারো রক্তবর্ণ হইল নয়ন ॥ ১৩৫
রাবণ অঙ্গদে দেখি অতি ক্রুদ্ধ-মন।
করিতে লাগিলা তার প্রতি জিজ্ঞাসন ॥ ১৩৬
কহ কহ কপি তোর কোন দেশে ঘর।
কি নাম তোমার তুমি কাহার কোঙর ॥ ১৩৭
কেন বা করয়াছ তুমি এথা আগমন।
কিরূপে বা এখানে করিলে প্রবেশন ॥ ১৩৮
কি লাগি আমার দ্বার করিলে ভঞ্জন।
এ সকল কথা কহ করি বিবরণ ॥ ১৩৯
রাবণ-বদনে শুনি এ সব বচন।
কহিতে লাগিলা তারে বালীর নন্দন ॥ ১৪০
লঙ্কাপতি শুন শুন স্থির করি মন।
কহি যেই আমি তোহে উত্তরবচন ॥ ১৪১
কিষ্কিন্ধ্যা-নগরে হয় বসতি আমার।
অঙ্গদ-আখ্যান আমি বালীর কুমার ॥ ১৪২
শ্রীরামচন্দ্রের দৌত্যকর্ম্ম করিবারে।
আসিয়াছি আমি তব সভার মাঝারে ॥ ১৪৩
তোমার পুরীর সব প্রাচীরপ্রাকারে।
লঙ্ঘিয়া আইলুঁ এই পুরীর ভিতরে ॥ ১৪৪
কঠিন কেমন তব কবাট জানিতে।
করিলাম পদাঘাত তার উপরিতে ॥ ১৪৫
কেবল কবাট তাতে ভগ্ন না হইল।
যোজনপ্রমাণ-ভিত্তি-সহিতে ভাঙ্গিল ॥ ১৪৬
এই ত করিলুঁ নিজ বৃত্তান্ত-বর্ণন।
কহ আর কি শুনিতে হয় তব মন ॥ ১৪৭
এত শুনি অট্ট অট্ট হাসি দশানন।
বালিপুত্রে বলিতে লাগিল এ বচন ॥ ১৪৮
বনের বানর দিলে যেই পরিচয়।
ইথে কিছু নাহি গেল মনের সংশয় ॥ ১৪৯
জিজ্ঞাসিলে হেন পরিচয় হয় দিতে।
যাহা শুনি সব লোকে পারয় জানিতে ॥ ১৫০
বালী কপি আর রাম আছয়ে ভুবনে।
এ কথা প্রবেশে নাহি অদ্যাপি শ্রবণে ॥ ১৫১
তবে তাহাদের নাম করিলে গ্রহণ।
কিরূপে বুঝিব তুমি বট কোন জন ॥ ১৫২
এত শুনি হাসি কহে বালীর নন্দন।
মহারাজ যোগ্য বটে বালি-বিস্মরণ ॥ ১৫৩
যেহেতু তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতসময়।
মূর্চ্ছা পাই তাঁর কক্ষে ছিলা মহাশয় ॥ ১৫৪
কিন্তু নাসা-কর্ণ-শূন্য-ভগিনী থাকিতে।
ভুলিয়াছ রামচন্দ্রে তুমি কি যুক্তিতে ॥ ১৫৫
এতেক বচন শুনি রাজা দশানন।
লজ্জা-কোপ-সাগরেতে হইলা মগন ॥ ১৫৬
তবে সেই দুই ভাব গোপন করিতে।
হাস্য করি আরবার লাগিলা কহিতে ॥ ১৫৭
হইল হইল মনে হইল স্মরণ।
ছিল বটে বালী নামে কপি একজন ॥ ১৫৮
যেই দুষ্ট আপন অনুজ-ভ্রাতৃ-দারে।
হরণ করিয়া লয়্যাছিল বলাৎকারে ॥ ১৫৯
শুনিয়াছি রাম-নামে ব্যাধ এক জন।
করিয়াছে বিনা দোষে তাহারে মারণ ॥ ১৬০
তুমি হও কিবা সেই বালীর নন্দন।
কহ রে কহ রে তাহা করি বিবরণ ॥ ১৬১
অঙ্গদ কহেন রাজা ইহাই প্রমাণ।
আমি হই সেই বালি-রাজার সন্তান ॥ ১৬২
তুমিহ ভুলিলে সে বালীরে কি প্রকারে।
বুঝিতে না পারি তাহা করিয়া বিচারে ॥ ১৬৩
গিয়াছিলে তাঁর সঙ্গে করিবারে রণ।
তাহা মনে কর তবে হইবে স্মরণ ॥ ১৬৪
ইহাতেও যদ্যাপি স্মরণ নাহি হয়।
তবে নিজ কণ্ঠে হস্ত দাও মহাশয় ॥ ১৬৫
চাপি ছিল মোর পিতা তোহে কক্ষতলে।
ভুলিয়াছ কিন্তু দাগ থাকিবেক গলে ॥ ১৬৬
কহিলে যে তার ভ্রাতৃ-রমণী হরণ।
পশুতে না হয় সেহ অত্যন্ত দূষণ ॥ ১৬৭
মহারাজ ঋষি-পুত্র হয়্যা কি প্রকারে।
ভ্রাতৃবধূ হরি মুখ দেখাও সভারে ॥ ১৬৮

ব্যাধ বলি জানিয়াছ তুমি যে শ্রীরামে।
ইহা যোগ্য বটে তিঁহ ব্যাধ নিজ কামে ॥১৬৯
যেহেতুক দুষ্ট-নিশাচর-পশুগণে।
বধ করিছেন তিঁহ বিন্ধিয়া মার্গণে ॥ ১৭০
এবে ঘেরি চারিদিকে এ লঙ্কা বিপিনে।
অন্বেষণ করিছেন রাবণ-হরিণে ॥ ১৭১
এত শুনি কোপেতে কম্পিত দশানন।
অঙ্গদেরে ভর্ৎসিব বলিয়া করে মন ॥ ১৭২
কিন্তু তাঁর বাক্যে বড় পাইতেছে লাজ।
এ লাগিয়া কুণ্ঠিত হয়্যাছে লঙ্কারাজ ॥ ১৭৩
সেই হেতু ভর্ৎসন করিতে না পারিয়া।
কহিতেছে আরবার হাসিয়া হাসিয়া ॥ ১৭৪
বুঝিলুঁ বুঝিলুঁ আমি আশয় তোমার।
তুমি বট রামহত-বালীর কুমার ॥ ১৭৫
কিন্তু কহ জিজ্ঞাসিয়ে আমিহ তোমারে।
সে রামের দৌত্যে আল্যে তুমি কি প্রকারে ॥
আপনার পিতারে মারিল যেই জন।
তার দৌত্যে কোন্ মূর্খ করে আগমন ॥ ১৭৭
অঙ্গদ কহেন রাজা উত্তম হইল।
বালীরে এক্ষণে তব মনে যে পড়িল ॥ ১৭৮
এক্ষণ শুনহ আইলাম যে প্রকারে।
আমিহ শ্রীরামচন্দ্র-দৌত্য করিবারে ॥ ১৭৯
রাম হেন সর্ব্বকর্ত্তা সকল-রক্ষক।
সকলের হিতকারী সর্ব্ব-সংহারক ॥ ১৮০
জগতের ঈশ্বর জগতপূজনীয়।
নাহি তাঁর কেহ শত্রু নাহি কেহ প্রিয় ॥ ১৮১
সেই প্রভু জীবের অদৃষ্ট-অনুসারে।
কাহারেও রক্ষা করে কারেও সংহারে ॥ ১৮২
কারেও নরক দেন কারে স্বর্গপদ।
কারেও বিপদ্ দেন কারেও সম্পদ ॥ ১৮৩
ইথে তার কিছু মাত্র নাহিক দূষণ।
কর্ম্ম অনুসারে তাঁর এ সব করণ ॥ ১৮৪
কিন্তু যেই করে তাঁর চরণ আশ্রয়।
তারে দিব্য-পদ দেন করি কর্ম্মক্ষয় ॥ ১৮৫
আমি এই কথা শুনি পণ্ডিতবদনে।
দ্বেষ ছাড়ি সেবিতেছি তাঁর শ্রীচরণে ॥ ১৮৬
ইহাতেও প্রসিদ্ধ আছয়ে সদাচার।
দেখ তুমি ভাই পানে চাহি আপনার ॥ ১৮৭
তুমিহ যদ্যপি জান রামে শত্রু বলি।
তভু সে আশ্রয় কৈল তাঁরে কুতুহলী ॥ ১৮৮
অতএব রামে দ্বেষ করে যেই জন।
মহামূর্খ-মধ্যে তারে করিয়ে গণন ॥ ১৮৯
রাবণ এ বাণী শুনি অঙ্গদবদনে।
বহুক্ষণ হাস্য করি পরে কিছু ভণে ॥ ১৯০
শুনিলে কপির কথা সব মন্ত্রিবর।
ভাল দেখিয়াছে এহ রামেরে ঈশ্বর ॥ ১৯১
ওরে কপি রামে দেখি কিবা চৎকার।
ঈশ্বর বলিয়া বোধ হয়্যাছে তোমার ॥ ১৯২
কহ কহ কিছু তাহা করি বিবরণ।
শ্রবণ করুক যাবদীয় সভা জন ॥ ১৯৩
তবে শ্রীঅঙ্গদ আর সেই লঙ্কেশ্বর।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকে কবে উক্তি-প্রত্যুত্তর ॥ ১৯৪
রাম তাড়কারে এক শরে করিলা মারণ।
সেহ একে নারী তাহে বুড়ি কিবা জানে রণ ॥
প্রভু সুবাহুরে বাহু-জোরে করিলা সংহার।
সেহ বীর নয় কিবা হয় প্রশংসা তাহার ॥ ১৯৬
দিয়া পদ-ধূলা মুক্ত কৈলা গৌতম-ভার্য্যারে।
তার পতিবাণী ছিল জানি শাপ খণ্ডিবারে ॥১৯৭
প্রভু পদে করি ছুঁয্যা তরি করিলা কাঞ্চন।
সেহ বাজী জানে তার গুণে দেখাল্য তেমন ॥
বাহু-পরতাপে হরচাপে করিলা ভঞ্জন।
সেহ জরাজীর্ণ ঘুনাকীর্ণ কি তার বর্ণন ॥ ১৯৯
প্রভু ভৃগুরামে পরাক্রমে কৈলা পরাভব।
একে দ্বিজ তাহে বৃদ্ধ নহে সেহ অসম্ভব ॥ ২০০
রাম একবাণে নিলা প্রাণে বীর-বিরাধের।
তারে ক্রুদ্ধ হৈয়া শাপ দিয়াছিল যে কুবের ॥ ২০১
প্রভু মারীচেরে এক শরে নিধন করিলা।
সেহ তার পাশে যুদ্ধবেশে নাহি গিয়াছিলা ॥
তিঁহ দুন্দুভির সে শরীর ফেলিলা বিদূরে।
সেহ মাংসহীন অতিক্ষীণ ভার নাহি স্ফুরে ॥২০৩
এক বাণে ভেদ করি ছেদ কৈলা সপ্ততালে।
এ বি-চিত্র নহে তৃণ কহে তালে শাস্ত্রজালে ॥
প্রভু একশরে শ্রীবালীরে করিলা সংহার।
কপি সে হইত কি ধারিত সংগ্রামের ধার ॥ ২০৫
প্রভু রত্নাকর-জলোপর বিরচিলা সেতু।
ওরে হায় হায় ছিল তায় নল মুখ্য হেতু ॥ ২০৬

তব ভ্রাতা খরে রণান্তরে মাল্যা বধুবীর।
ইহা মিছা নয় নাহি হয় কিন্তু কিছু স্থির ॥ ২০৭
তবে এত বাণী শুনি ভণি রাজা লঙ্কেশ্বর।
হয়্যা অপ্রস্তুত গর্ব্বহত হইলা ফাঁপর ॥ ২০৮
তাহা ঢাকিবারে অঙ্গদেরে অর্দ্ধার্দ্ধপয়ারে।
করে জিজ্ঞাসন তিঁহ কন উত্তর তাহারে ॥ ২০৯
রাম হল্যে হরি বনে ফিরি বুলে কি কারণে।
শুন দশানন দুষ্টজন-নাশ প্রয়োজনে ॥ ২১০
কেন জটা ধরে শিরে পরে কটিতে বাকল।
মুনি সবাকারে শিখাবারে ধর্ম্ম অবিকল ॥ ২১১
কেন নারী লাগি দুঃখভাগী কান্দে বারে বারে।
নিজ ভক্ত প্রতি নিজ প্রীতি লোকে জানাবারে
কেন চণ্ডালেরে সখা করে হল্যে নারায়ণ।
ঈশ্বরের কাছে নাহি আছে জাতিবিবেচন ॥
কেন যুঝিবারে মর্কটেরে করয়ে সহায়।
এত রঘুপতি-লীলাততি বুঝা নাহি যায় ॥ ২১৪
অঙ্গদের বাক্যে ভয় পাই দশানন।
মনে মনে করিতেছে এইত চিন্তন ॥ ২১৫
একি একি মর্কটের বুদ্ধির বৈভব।
আমারেও বাক্যে কৈল প্রায় পরাভব ॥ ২১৬
এক্ষণ কি করিয়া ইহারে হারাইব।
কিরূপে বা আপনার সম্মান রাখিব ॥ ২১৭
এইরূপে ভাবনা করয়ে লঙ্কাপতি।
পুনর্ব্বার অঙ্গদ কহেন তার প্রতি ॥ ২১৮
পরিচয় পাইলে আমার লঙ্কেশ্বর।
আমি হই যার পুত্র যাহার কিঙ্কর ॥ ২১৯
এক্ষণ শুনিতে কিছু তব পরিচয়।
আমার মনেতে বড় মনোরথ হয় ॥ ২২০
এত বাণী শুনিয়া হাসিয়া লঙ্কাপতি।
কহিতে লাগিলা সেই বালিপুত্র প্রতি ॥ ২২১
বানর তুমিহ দেখি বড়ই বর্ব্বর।
অদ্যাপি না জান তুমি রাজা লঙ্কেশ্বর ॥ ২২২
কেন আছে কোন্‌জন এ তিন ভুবনে।
নাহি জানে বিশেষে যে পৌলস্ত্য-নন্দনে ॥ ১২
তবে হাসি হাসি বালী রাজার নন্দন।
পুনর্ব্বার রাবণে করেন বিজ্ঞাপন ॥ ২২৪
মহারাজ আছে কিছু আমার সংশয়।
এই লাগি জিজ্ঞাসিয়ে তব পরিচয় ॥ ২২৫
বহু রাবণের কথা করাছি শ্রবণ।
তার মধ্যে মহাশয় হন কোন্ জন ॥ ২২৬
একদশানন গিয়া অর্জ্জুনে জিনিতে।
কথো দিন বদ্ধ ছিল তাহার পুরিতে ॥ ২২৭
একজন গিয়া ছিল বলিরাজপুরে।
পড়িছিল বিষ্ণু-পদাঘাতে বহুদূরে ॥ ২২৮
এক জন গিয়াছিল জিনিতে শমন।
বাঁচাইয়া দিল যারে কমল-আসন ॥ ২২৯
মান্ধাতা জিনিতে গিয়াছিল এক জন।
বাঁচাইল যাহারে পুলস্ত্য তপোধন ॥ ২৩০
এক জন অগ্রজের অপমান করি।
হরিয়া লইল তার পুষ্পক-নগরী ॥ ২৩১
আর জন যোগিবেশ ধাবণ করিয়া।
ভ্রমিয়া বেড়ায় পর-রমণী লাগিয়া ॥ ২৩২
এই কয় রাবণের মধ্যেতে আপুনি।
কেহ হন কিম্বা অন্য না জানি না শুনি ॥ ২৩৩
যদি বিবরণ করি কন মহাশয়।
তবেত নিবৃত্ত হয় আমার সংশয় ॥ ২৩৪
এত বাণী শ্রবণ করিয়া লঙ্কেশ্বর।
কহিতে লাগিলা মহা কুপিত-অন্তর ॥ ২৩৫
মর্কট বানর তুমি বড় মূর্খতম।
না কর্য্যাছ কদাচিতো সজ্জন-সঙ্গম ॥ ২৩৬
অন্যথা ত্রিলোকীখ্যাত লঙ্কানাথ প্রতি।
সংশয় ঘটিতে পারে তোর কি দুর্ম্মতি ॥ ২৩৭
এ তিন ভুবনে আমি বিনে অন্যজন।
কেবা আছে শ্রীরাবণ নামের ভাজন ॥ ২৩৮
তুমি একে পশু তাহে অত্যল্পবয়স।
এ লাগি না শুনিয়াছ মোর সব যশ ॥ ২৩৯
জিনিয়াছি আমি যাবদীয় দেবগণ।
মনুষ্য কিন্নর দৈত্য যক্ষ সর্পজন ॥ ২৪০
আমি যাব রণে না করিলুঁ পরাজয়।
হেন জন ত্রিভুবনে দর্শন না হয় ॥ ২৪১
তোমার অগ্রেতে তার বিশেষ-বর্ণন।
করিয়া নাহিক কিছু মাত্র প্রয়োজন ॥ ২৪২
তুমি কহ কহ রে সম্প্রতি মোর কাছে।
রাম তোরে কি লাগিয়া এথা পাঠায়্যাছে ॥ ২৪৩
অঙ্গদ কহেন রাজা বুঝিলুঁ আশয়।
মোর কহা যত কর্ম্ম সব তব হয় ॥ ২৪৪

ভাল হল্য পাইলাম তব পরিচয়।
এক্ষণ রামের কার্য্য শুন মহাশয়॥ ২৪৫
তুমি রাম-অসাক্ষাতে তাঁহার ভার্য্যায়।
হরি লয়্যা পলাইয়া এস্যাছ এথায়॥ ২৪৬
তাহা জানি তিঁহ লয়্যা কপি-ভল্লগণ।
তোমারে বধিতে কর্য্যাছেন আগমন॥ ২৪৭
সেতু বান্ধি সসৈন্যে হইয়া সিন্ধু পার।
বেঢ়্যাছেন তব লঙ্কাপুরে চারিধার॥ ২৪৮
এখন তোমারে কিছু হিত বুঝাবারে।
পাঠাইলা তব সভা-ভিতরে আমারে॥ ২৪৯
তুমি মোর মুখে তাঁর আদেশ শুনিয়া।
উত্তর প্রদান কর শীঘ্র বিবেচিয়া॥ ২৫০
এত শুনি অট্ট অট্ট হাসি দশানন।
কুপিত হইয়া কহে গভীর-নিস্বন॥ ২৫১
হায় হায় হায় একি একি চমৎকার।
প্রতিপক্ষ হল্য রাম-তাপস আমার॥ ২৫২
সেহ পুন কর্য্যাছে আমারে আজ্ঞাপন।
বাঁচিয়া থাকিলে হয় কত না দর্শন॥ ২৫৩
কহ রে কহ রে কপি রাম কি কয়্যাছে।
তাহা শুনিবারে মন উৎসুক হইয়্যাছে॥ ২৫৪
অঙ্গদ কহেন রাজা যে কহিলে বাণী।
এ সকল আমি অতি সত্য করি মানি॥ ২৫৫
কহিলে আমার রাম প্রতিপক্ষ নয়।
এ কথাত কদাচিত মিথ্যা নাহি হয়॥ ২৫৬
শাস্ত্রে কহে যাদের সমান বল ধন।
তাহাদেরি পরস্পরে শত্রুতা শোভন॥ ২৫৭
কোথা রামচন্দ্র ত্রিভুবন-অধিপতি।
কোথা তুমি ক্ষুদ্র জীব অতি মন্দ মতি॥ ২৫৮
তব যোগ্য শত্রু নাহি হন রঘুমণি।
এ কথাত আমি অতি উপযুক্ত ভণি॥ ২৫৯
আর যে কহিলে তুমি থাকিলে জীবন।
অদ্ভুত দেখিতে পাই সত্য এ বচন॥ ২৬০
দশানন যদি তুমি বাঁচি না থাকিতে।
তবে রাম-অবতার কিরূপে দেখিতে॥ ২৬১
কিরূপে বা শূর্পণখা-নাসিকা-ছেদন।
আপনার নয়নেতে করিতে দর্শন॥ ২৬২
কিরূপে বা সাক্ষাৎ হইত মোর সনে।
কিরূপে বা রাম-আজ্ঞা শুনিতে শ্রবণে॥ ২৬৩
বাঁচি আছ ভাল হইয়াছে দশানন।
এক্ষণ শুনহ রাম-আদেশ-বচন॥ ২৬৪
আসিবার কালে প্রভু কহিলা আমারে।
মোর এই বাণী তুমি কহিবে তাহারে॥ ২৬৫
অরে দুষ্টমতি লঙ্কাপতি স্থির করি মন।
তুমি মোর বাণী হিত মানি করহ শ্রবণ॥ ২৬৬
তুমি বিনা দোষে বৃথা দ্বেষে মোর অসাক্ষাতে।
দুষ্ট মোর নারী চুরি করি এন্যাছ লঙ্কাতে॥
তোহে বুঝাবারে মারুতিরে দিলুঁ পাঠাইয়া।
সেহ তোর পুরী দগ্ধ করি এস্যাছে ফিরিয়া॥
তভু না বুঝিলি নাহি দিলি ফিরিয়া সীতায়।
তেঁই দুষ্ট তোরে বধিবারে এস্যাছি এথায়॥ ২৬
ছিল অহঙ্কার সিন্ধু পার হইতে নারিবে।
তাহা হল্য নষ্ট এবে দুষ্ট তুমি কি করিবে॥ ২৭০
তোর এই পুরে চারিধারে মোর কপিততি।
সব ঘেরিয়াছে করি আছে দ্বারেতে বসতি॥
তোর পালাবার পথ আর নাহি কোনোস্থানে।
ওরে সবান্ধবে তুমি এবে পড়িলে নিদানে॥ ২৭
তোরে হিতবাণী আমি ভণি এখনো রাবণ।
তুমি সবান্ধবে প্রেতভাবে না কর গমন॥ ২৭
এবে জানকীরে আনি মোরে করি সমর্পণ।
ধরি দন্তে ঘাস মোর পাশ মাগহ শরণ॥ ২৭৪
মোর কৃপাভরে এই পুরে পুত্র ভৃত্য লয়্যা।
হেন রাজ্যপদ এ সম্পদ্ ভুঞ্জ সুখী হয়্যা॥ ২৭
যদি মত্তমনে এ বচনে না কর আদর।
তবে করি সাজ রণমাঝ আস্যহ সত্বর॥ ২৭৬
নিজে বীর মানি বলী জানি দ্বারে দেখি পরে।
রোধ করি দ্বারে কিপ্রকারে রহিয়াছে ঘরে॥
দ্বার ঘুচাইয়া সেনা নিয়া আস্য রণস্থলে।
করু দরশন জগজন তব বাহুবলে॥ ২৭৮
আমি শর ধরি সত্য করি কহি বারবার।
তোরে সহগোত্রে সহপুত্রে করিব সংহার॥ ২৭৯
আর কি কহিব না রাখিব বংশে একজন।
একা তোমাসবে পিণ্ড দিবে মিত্র বিভীষণ॥
যদি তেজি পুরে স্থানান্তরে কর পলায়ন।
তভু না ছাড়িব বিনাশিব করি অন্বেষণ॥ ২৮১
তুমি মোর ভয়ে সুরালয়ে পাতালে বা যাও।
কিন্তু রঘুবীর-ঘোর-তীর হত্যে না এড়াও॥

এতেক পর্য্যন্ত কহি বালীর নন্দন।
নিজে কিছু রাবণে করেন বিজ্ঞাপন ॥ ২৮৩
লঙ্কাপতি প্রভু আজ্ঞা শুনিলে প্রকাশ।
আমিহ তোমারে কিছু কহি হিত-ভাষ ॥ ২৮৪
পরের রমণী লাগি এ হেন সম্পদ্।
কেন নষ্ট কর নিজ ঘটায়্যা আপদ্ ॥ ২৮৫
এখনো উত্তম-মন্ত্রিসঙ্গে যুক্তি করি।
শ্রীরামেরে ফিরি দাও তাঁহার সুন্দরী ॥ ২৮৬
জানকীর দোলা নিজে স্কন্ধে আরোপিয়া।
চলহ রামের কাছে গলে বস্ত্র দিয়া ॥ ২৮৭
অন্যথা বধিবা প্রভু তোহে সবান্ধবে।
পিণ্ড দিতে তোহে একজন নাহি রবে ॥ ২৮৮
যেমন রামেব সৈন্য বিক্রম যেমন।
তাহে তাঁর সঙ্গে রণে কেবল মরণ ॥ ২৮৯
থাকুন শ্রীরাম দূরে অনুজ তাঁহার।
তোমারে সসৈন্যে তিঁহ করিবা সংহার ॥ ২৯০
তিঁহও থাকুন দূরে যত কপিকুল।
তারাই করিবে তোহে অক্লেশে নির্ম্মূল ॥ ২৯১
দশানন বড়ই সম্ভ্রম তব আছে।
নাহি নষ্ট কর তাহা বানরের কাছে ॥ ২৯২
চল চল পড় গিয়া শ্রীরামচরণে।
অবশ্য চাহিবা তিঁহ করুণনয়নে ॥ ২৯৩
এতেক বচন শুনি অঙ্গদ-বদনে।
জ্বলিত হইল ক্রোধ রাবণের মনে ॥ ২৯৪
অরুণ হইল তার বিংশতি নয়ন।
রোমমূলে ঘর্ম্মজল ঝরে কণ কণ ॥ ২৯৫
পরে সেই কোপে কিছু করি সম্বরণ।
অঙ্গদের প্রতি কহিতেছে দশানন ॥ ২৯৬
বানর তুমিহ পশু বুদ্ধি-বিবর্জ্জিত।
এই লাগি কহিতেছ বাক্য অনুচিত ॥ ২৯৭
কোথা আমি ত্রিভুবন-বিজয়ী রাবণ।
কোথা ক্ষুদ্র নর রাম দুর্ব্বল নির্দ্ধন ॥ ২৯৮
সেহ আসিয়াছে মোর সঙ্গে যুঝিবারে।
ইহা শুনি হাস্য লাগে অন্তর-মাঝারে ॥ ২৯৯
দেখ দেখ মোর বাহুবল পরাক্রম।
ত্রিভুবনমাঝে যার কেহ নাহি সম ॥ ৩০০
তুলিলাম আমি শিব-শিবানী-সহিত।
নিজ ভুজবলে সে কৈলাস বিপরীত ॥ ৩০১
জয় করিলাম আমি এ তিন ভুবনে।
দেবলোক মর্ত্ত্যলোক আর নাগগণে ॥ ৩০২
মোর স্থানে পরাজয় পাই পুরন্দর।
সর্ব্বদা সেবয়ে মোরে সভয়-অন্তর ॥ ৩০৩
পাবক পাইয়া পরাভব মোর রণে।
মোর প্রিয় কর্ম্ম করে সদা প্রাণপণে ॥ ৩০৪
প্রেতপতি পরাভূত হয়্যা মোর শরে।
অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছে এ নগরে ॥ ৩০৫
বরুণ বিজিত হয়্যা বড় বড় বাণে।
যোগায় আমারে জল যেখানে সেখানে ॥ ৩০৬
বায়ু মোর বৈভব বিলোকি ব্যগ্র-মন।
মন্দ মন্দ বহি সদা করয়ে সেবন ॥ ৩০৭
কুবের কাতর মোর কৃপাণ দেখিয়া।
পুরী পরিহরি গিয়াছিল পলাইয়া ॥ ৩০৮
প্রভাকর পরাভূত আমার প্রতাপে।
মোর পুরে প্রকাশয়ে মৃদু মৃদু তাপে ॥ ৩০৯
কলানিধি মোর কোপে হইয়া কাতর।
পরিপূর্ণ থাকে মোর পুরে নিরন্তর ॥ ৩১০
এইত কহিলুঁ দেবগণের দুর্গতি।
নর-নাগ-লোকের কহিব আর কতি ॥ ৩১১
হেন মোর সঙ্গে ক্ষুদ্র রাম কি সাহসে।
আসিয়াছে কহ যুদ্ধ-করণমানসে ॥ ৩১২
যেমন কেশরী সঙ্গে সমর করিতে।
জম্বুক-বালক যায় তাহার দরীতে ॥ ৩১৩
কহ গিয়া তারে তুমি আমার বচনে।
প্রাণ লয়্যা পলাইয়া যাকু স্বভবনে ॥ ৩১৪
যাবত সসৈন্য আমি না গিয়াছি রণে।
তাবত পলায়্যা যাকু লয়্যা কপিগণে ॥ ৩১৫
আমি রণে গেলে কারু না রবে জীবন।
অতএব এইক্ষণে করু পলায়ন ॥ ৩১৬
না দিব জানকী আমি কভু তার ডরে।
তারে পাইবার আশে রাম কেন মরে ॥ ৩১৭
যাহ যাহ তুমি রামে হিত বুঝাইয়া।
লয়্যা যাও সিন্ধুপারে প্রাণ বাঁচাইয়া ॥ ৩১৮
এতেক বচন শুনি বালীর কুমার।
কহিছেন দশানন প্রতি আরবার ॥ ৩১৯
রাক্ষস বুঝিলুঁ তব লজ্জা কিছু নাই।
এই লাগি করিতেছ আপন বড়াই ॥ ৩২০

কহিতেছ রাম হত্যে বড় আপনারে।
ইহা হত্যে হাস্যাস্পদ কি আছে সংসারে ॥৩২১
কোথা ত্রিজগত-নাথ শ্রীজানকী-পতি।
কোথা ক্ষুদ্র নিশাচর তুমি মূঢ়মতি ॥ ৩২২
হয়্যাছে কৈলাস তুলি গরব তোমার।
শ্রীরামনিকটে এই কর্ম্ম কোন ভার ॥ ৩২৩
দেখ প্রভু সুধা লাগি অজিত-শরীরে।
তুলিয়া লইয়া গেলা মন্দর-গিরিবে ॥ ৩২৪
সেই কুলাচলে পুন কূর্ম্মমূর্ত্তি ধরি।
ধারণ করিলা নিজ পৃষ্ঠের উপরি ॥ ৩২৫
এহ অতি ক্ষুদ্র কথা অনন্ত-আকার।
ধরেন ধরণী বহুভূধর-আধার ॥ ৩২৬
প্রলয়েতে পৃথ্বী যবে জলে মগ্ন হয়।
বরাহরূপেতে রাম তারে উদ্ধারয় ॥ ৩২৭
এহ অতি ক্ষুদ্র কথা আগে শুন আর।
বুঝিবে যাহাতে রাম-বিক্রম অপার ॥ ৩২৮
চতুর্দ্দশ ভুবনে আপন নাভিকূপে।
ধরিছেন প্রভু শ্রীগর্ভোদশায়িরূপে ॥ ৩২৯
এহ অতি ক্ষুদ্র আরো করহ শ্রবণ।
যাহাতে বুঝিবে রাম-বিক্রম যেমন ॥ ৩৩০
পঞ্চাশকোটি যোজন ব্রহ্মাণ্ড-বিবর।
ইথে আছে কত গিরি ধরণী সাগর ॥ ৩৩১
তার পর ক্রমে সপ্ত আবরণ হয়।
পঞ্চভূত অহঙ্কার মহত্তত্ত্বময় ॥ ৩৩২
প্রথমাবরণ অণ্ড বিবরসমান।
পরে পরে দশ দশগুণ পরিমাণ ॥ ৩৩৩
এ হেন ব্রহ্মাণ্ড কোটি কোটি অবিরত।
রাম-রোমমূলে করিতেছে গতাগত ॥ ৩৩৪
সেসব ব্রহ্মাণ্ড যেই করয়ে ধারণ।
দেখ দেখ রাজা বল তাহার কেমন ॥ ৩৩৫
তুমি তুলি অতি ক্ষুদ্র একটি শিখরী।
তাহা হত্যে বড় হৈতে বাসহ কি করি ॥ ৩৩৬
আর যে কহিলে জিনিয়াছি ত্রিভুবনে।
ইহা মিথ্যা নাহি হয় জানে সব জনে ॥ ৩৩৭
কিন্তু তব পরাজয়-বালি-কপিবরে।
বিনাশ করিলা যেই একমাত্র শরে ॥ ৩৩৮
সেহ রাম তোমা হত্যে ছোট কিম্বা বড়।
মহারাজ আপুনি সে বিবেচনা কর ॥ ৩৩৯

আর দেব শ্রীঅর্জ্জুন বিজয়ী তোমার।
সে অর্জ্জুনে ভৃগুবর্য্য করিলা সংহার ॥ ৩৪০
সে ভৃগুবর্য্যেরে জয় কৈলা যে হাসিয়া।
সে রামে আপুনি ক্ষুদ্র বল কি করিয়া ॥ ৩৪১
আর যে কহিলে মোর বশ দেবগণ।
এ কথা না কর আর তুমি উচ্চারণ ॥ ৩৪২
লঙ্কাদাহ আর অক্ষ-মরণ দেখিয়া।
এই সব কথা তুমি কহ কি করিয়া ॥ ৩৪৩
এ সকল কর্ম্ম করি গেল দূতে যার।
তুমি তার সঙ্গে স্পর্দ্ধা কর কি প্রকার ॥ ৩৪৪
তিঁহও থাকুন তাঁর অনুজ লক্ষ্মণে।
না পারিবে রাজা তুমি কদাচিত রণে ॥ ৩৪৫
তাঁহাদ্দেরো কথা দূরে করুক বিশ্রাম।
কপিদ্দেরি হস্তে লুপ্ত হবে তব নাম ॥ ৩৪৬
শুনি দশানন তবে এতেক বচনে।
উত্তর না স্ফুরে কিছু লজ্জায় বদনে ॥ ৩৪৭
কিন্তু কপি-নাম শুনি অঙ্গদ আননে।
রাবণের হনূমানে পড়ি গেলা মনে ॥ ৩৪৮
তবে সশঙ্কিত-চিত হয়্যা দশানন।
বালি-পুত্রে করিতে লাগিল জিজ্ঞাসন ॥ ৩৪৯
বনের বানর নর মোদের আহার।
তাহা হৈতে কি হইতে পারে মোসবার ॥ ৩৫০
এক মাত্র কিছু বীর বটে হনূমান্।
পূর্ব্বেতে আসিয়াছিল যে জন এথান ॥ ৩৫১
বধিল অনেক বীর লঙ্ঘিল সাগর।
দগ্ধ করি গেল মোর এইত নগর ॥ ৩৫২
তার সম আর বীর রামের সেনায়।
আছে কি না আছে তাহা কহ রে আমায় ॥
এথা হৈতে ফিরি গেলে পবনকুমারে।
কি উত্তম কর্ম্ম রাম দিয়াছে তাহারে ॥ ৩৫৪
হেন অসম্ভব কার্য্য সাধে যেই জন।
অবশ্য করিতে হয় তারে সম্মানন ॥ ৩৫৫
তাহা শুনি অঙ্গদ চতুর মহাজ্ঞানী।
কহিতে লাগিলা দশাননে এই বাণী ॥ ৩৫৬
রাবণ করিলে যেই গর্ব্ব এ পর্য্যন্ত।
তোমারি বচনে তাহা সব হল্য অন্ত ॥ ৩৫৭
এতই বিক্রম বল যদি তব হবে।
মারুতি হইতে ভয় পাবে কেন তবে ॥ ৩৫৮

যদি তব তারেই নিরখি এত ভয়।
না জানি কি হবে তবে দেখি বীরচয়॥ ৩৫৯
মোরাতো মাৰুতিরে না গণি বীর-মাজ।
অতএব সেহ সদা করে দৌত্য-কাজ॥ ৩৬০
আর যে কহিলে সেহ পাইল কি মান।
তাহার উত্তর শুন রাক্ষসপ্রধান॥ ৩৬১
যবে এই লঙ্কাতে আইল সে বানর।
তবে তিন কর্ম্মে ভার দিলা কপিবর॥ ৩৬২
লঙ্কারে তুলিয়া রাম-অগ্রেতে আনিবে।
কিম্বা সবান্ধবে দশাননেরে বধিবে॥ ৩৬৩
তাহাও যদ্যপি নাহি পার করিবারে।
তবে বান্ধি আনিবে একাকী সেই ছারে॥৩৬৪
এ তিন কর্ম্মের কিছু করিতে নারিয়া।
সীতাবার্ত্তা মাত্র লয়্যা সে গেল ফিরিয়া॥ ৩৬৫
তাহা শুনি কপিপতি অতি ক্রুদ্ধ চিতে।
বাহির করিল তারে কটক হইতে॥ ৩৬৬
শুনিয়াছি তথাপি সে দেখিবারে রণ।
করিয়াছে কটক সঙ্গেতে আগমন॥ ৩৬৭
এইত কহিলুঁ তব প্রশ্নের উত্তর।
কহ আর কি শুনিতে বাসয়ে অন্তর॥ ৩৬৮
অঙ্গদের বাক্যে রাজা পাইয়া বিস্ময়।
চিত্রপুত্তলীর ন্যায় স্থির হয়্যা রয়॥ ৩৬৯
কিছুকাল পরে পুন সে ভাবে ঢাকিতে।
অঙ্গদের প্রতি পুন লাগিলা কহিতে॥ ৩৭০
থাকুক এ অপ্রস্তুত বচন এক্ষণ।
শুনহ তুমিহ কিছু প্রস্তুত বচন॥ ৩৭১
করিলে আমার যেন ঐশ্বর্য্য দর্শন।
কহিবে এ সব রামে করি বিবরণ॥ ৩৭২
সেহ হয় তোমার খুড়ার প্রিয় মিত।
বুঝাইবে তাহারে বিবিধমতে হিত॥ ৩৭৩
প্রাণ হৈতে ধন কিছু নাহিক সংসারে।
নিজে বাঁচিবারে লোক তেজে পুত্র-দারে॥৩৭৪
অতএব বুঝাইবে তুমিহ তাহারে।
রমণীর লাগি যেন নিজে নাহি মরে॥ ৩৭৫
বিবাহ করিলে পুন রমণী পাইবে।
এ হেন মনুষ্য-দেহ আর না হইবে॥ ৩৭৬
অতএব আপনার প্রাণ বাঁচাবারে।
পলাইয়া যায় যেন শীঘ্র সিন্ধু-পারে॥ ৩৭৭
করিয়াছে সেহ মোর বহু অপচয়।
সে সকল তারে পুন সাধি দিতে হয়॥ ৩৭৮
যে হকু সে সব আমি পারিব সহিতে।
অবশ্য হইবে সিন্ধু-সেতু ভাঙ্গি দিতে॥ ৩৭৯
যেহেতু আমার গড়খাত সিন্ধু হয়।
তাহে সেতু-বন্ধ মোরে কভু নাহি সয়॥ ৩৮০
তাহা যদি না ভাঙ্গিয়া করে পলায়ন।
যেখানে সেখানে যাকু করিব মারণ॥ ৩৮১
রাবণের এত বাণী করিয়া শ্রবণ।
কহিছেন তারে পুন বালীর নন্দন॥ ৩৮২
বুঝিলাম দশানন তোমার আশয়।
পাইয়াছ রাম হৈতে তুমি বড় ভয়॥ ৩৮৩
মুখে করিতেছ আরভটি অনুপাম।
কিন্তু ইথে সিদ্ধ নাহি হবে তব কাম॥ ৩৮৪
না বুঝিলে নিজ হিত না কৈলে মিলন।
বুঝিলাম কালপাশে হয়্যাছ বন্ধন॥ ৩৮৫
আর যে কহিলে নিজ অপচয়-কথা।
তাহা শুনি মোর মনে হল্য বড় ব্যথা॥ ৩৮৬
হইয়াছে তোমার যে সব অপচয়।
রামেরে অবশ্য তাহা সাধি দিতে হয়॥ ৩৮৭
তার মধ্যে বন আর পুরী ঘর দ্বার।
সম্পন্ন হইতে পারে যত্নে পুনর্ব্বার॥ ৩৮৮
কিন্তু মোর মনে এক হয্যেছে ভাবনা।
শূর্পণখা-নাসা হবে কিরূপে ঘটনা॥ ৩৮৯
বিধবা হয়্যাছে অক্ষকুমার-রমণী।
কোথা তার স্বামীরে পাবেন রঘুমণি॥ ৩৯০
যেই মাত্র এই কথা অঙ্গদ কহিলা।
দশানন কোপানলে জ্বলিয়া উঠিলা॥ ৩৯১
হেন রক্ত হল্য তার বিংশতি নয়ন।
উগারয়ে যেন কণ কণ হুতাশন॥ ৩৯২
হুঙ্কার ছাড়িয়া ঘষি দশনে দশন।
কহিবারে আরম্ভিলা গভীর-নিস্বন॥ ৩৯৩
অরে প্লবঙ্গম মূর্খতম দেখিয়ে তোমায়।
বুঝি যমদ্বারে দেখিবারে বাসিছ হিয়ায়॥ ৩৯৪
তাহা না হইলে কোন্ বলে মোর অগ্রভাগে।
তুমি হেন কথা কহ যথা শিবা সিংহ-আছে॥
কিন্তু শাস্ত্রমতে বিনাশিতে নাহি আছে চরে।
তেঁই কপি তোরে মারিবারে নারি ধর্ম্ম-ডরে॥

যদি জীবনেতে ইচ্ছা চিতে থাকয়ে তোমার।
তবে নাহি রহ নাহি রহ মোর আগে আর ॥
তবে এতবাণী তার শুনি বালীর নন্দন।
হাসি রাবণেরে কহিবারে কৈলা আরম্ভণ ॥
আহা লঙ্কাপতি তব মতি এত ধর্ম্মভীত।
ইহা নাহি জানি নাহি শুনি আমি কদাচিত ॥
যার পরদারে হরিবারে নাহি ধর্ম্ম-ভয়।
তার দূত প্রতি হেন মতি কিরূপেতে হয় ॥৪০০
ওহে বধে মোর যদি তোর হয় অধরম।
তাহা লব আমি কর তুমি মোর বধে শ্রম ॥ ৪০১
একা পার পার কিম্বা নার দেখহ বুঝিয়া।
তবে বন্ধুগণ আনয়ন কর ডাক দিয়া ॥ ৪০২
আমি কহি তোরে বারে বারে শপথ সহিতে।
তুমি যথাশক্তি কর যুক্তি আমারে বধিতে ॥ ৪০৩
তবে দশানন এ বচন করিয়া শ্রবণ।
মহা-ক্রোধভরে কহিবারে কৈলা আরম্ভণ ॥ ৪০৪
অরে বীরগণ নিরীক্ষণ কর কিবা আর।
এই দুষ্টে মার ধর ধর করহ প্রহার ॥ ৪০৫
এত দশানন-আজ্ঞাপন শ্রবণ করিয়া।
মহা-ক্রুদ্ধমন চারিজন দাঁড়াল্য উঠিয়া ॥ ৪০৬
তাহা নিরীক্ষণ করি কন বালীর তনয়।
আস্ তোরা বেগে মোর আগে যার ইচ্ছা হয়
এত বাণী শুনি বীরমানী সেই চারিজন।
গিয়া নিকটেতে বালিসুতে করিলা ধারণ ॥ ৪০৮
তিঁহ পসারিয়া ভুজ দিয়া ধরিলা তাদিকে।
যেন মত্তকরী শুণ্ডে করি কদলী-রাশিকে ॥ ৪০৯
তবে অনিবার সহুঙ্কার রাম-শব্দ করি।
বীর করি দাপ দিলা ঝাঁপ তাসবারে ধরি ॥ ৪১০
তাঁর বাহুচাপে মায়ে বাপে ডাকিতেছে তারা।
কেহ কহে হায় প্রাণ যায় না রহিল পারা ॥ ৪১১
তবে এক বলি-পুত্র ভালী অট্টালী দেখিলা।
করি বীরদম্ফ দিয়া লম্ফ তাহাতে উঠিলা ॥৪১২
পরে সেথা হৈতে ভূতলেতে সেই চারিজনে।
বীর মহাবলী দিল ফেলি নির্ঘাত মারণে ॥৪১৩
পাই সে প্রহার তাসবার দেহ হল্য চূর।
তারা বেগ-ভরে দেখিবারে গেল যমপুর ॥৪১৪
এথা মহাবলী সেই বালি-রাজার তনয়।
আরো বিক্রমেরে জানাইবারে করিলা আশয় ॥

তবে অবিবাদ সিংহনাদ করি ঘোরতর।
কৈলা অচিরাত পদাঘাত প্রাসাদ-উপর ॥ ৪১৬
তাহে সুশোভন সে সদন হয়্যা কম্পবান্।
ভূমিতলে মগ্ন হল্য ভগ্ন হয়্যা খান্ খান্ ॥ ৪১৭
তার ভঙ্গ-রব অসম্ভব ঢাকে লঙ্কা সব।
যাহা নিজস্থানে বসি কাণে শুনিলা রাঘব ॥ ৪১৮
সেই গৃহমাত্র ভগ্নপাত্র তাহে না হইল।
কিন্তু দশশির-দশশির যেমন ভাঙ্গিল ॥ ৪১৯
তবে ব্যোমতলে থাকি বলে বালীর নন্দন ॥
রাজা বস্য তুমি যাই আমি রামদরশন ॥ ৪২০
তবে এত বলি কুতূহলী বালীর সন্তান।
করি জয়ধ্বনি রঘুমণি দেখিবারে যান ॥ ৪২১
তার সেই শব্দ শুনি আনন্দিত-মন।
কপিগণ উর্দ্ধমুখে করে নিরীক্ষণ ॥ ৪২২
রামচন্দ্র সেই শব্দ করিয়া শ্রবণ।
কহিছেন মন্ত্রিগণ প্রতি এ বচন ॥ ৪২৩
শুনিলে সকলে অঙ্গদের সিংহ-রব।
ইথে বুঝি রাবণে করয়াছে পরাভব ॥ ৪২৪
এখনি শুন্যাছ সবে এক শব্দ আর।
শঙ্কা করি করিয়াছে কিছু চুরমার ॥ ৪২৫
এইরূপ রঘুপতি কহিতে কহিতে।
আইলা অঙ্গদ সেই স্থানে হৃষ্টচিতে ॥ ৪২৬
দূর হতে দেখি তাঁরে প্রভু কুতূহলী।
ডাকিছেন আস্থ বাপ আস্থ বাপ বলি ॥ ৪২৭
তবেত অঙ্গদ সবে প্রণাম করিয়া।
বসিলেন রামচন্দ্র-নিদেশ লইয়া ॥ ৪২৮
তার কথা শুনিবারে উৎকণ্ঠিত মন।
চারিদিকে বেড়িয়া বসিল কপিগণ ॥ ৪২৯
তবে রামচন্দ্র করিলেন জিজ্ঞাসন।
সব বার্ত্তা কহিলেন-বালীর নন্দন ॥ ৪৩০
তাহা শুনি আনন্দিত হয়্যা রঘুবর।
কোলে লয়্যা আশীর্ব্বাদ করিলা বিস্তর ॥ ৪৩১
রাবণের অভিপ্রায় নিশ্চয় জানিয়া।
প্রশংসা করেন তাঁরে বিস্মিত হইয়া ॥ ৪৩২
ভাল ভাল বীর বটে রাজা দশানন।
এ তিন ভুবনে হেন নাহি অন্য জন ॥ ৪৩৩
যেহেতু আমার হেন যুদ্ধ-পরিকর।
দেখিয়াও নাহি হল্য সমরে কাতর ॥ ৪৩৪

হেন প্রতিপক্ষ-সনে যে করে সংগ্রাম।
জয়ে পরাজয়ে যশ হয় অনুপাম ॥ ৪৩৫
মন্ত্রিগণ শুনিলেতো রাবণ-আশয়।
এক্ষণ কর্ত্তব্য যেই করহ নিশ্চয় ॥ ৪৩৬
তাহা শুনি মন্ত্রিগণ করিয়া মন্ত্রণ।
নিশ্চয় করিলা তবে যুদ্ধ-আচরণ ॥ ৪৩৭
রঘুপতি সে মন্ত্রণা করিয়া শ্রবণ।
হইলেন অতিশয় আনন্দিত মন ॥ ৪৩৮
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪৩৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে দূতপ্রেষণবর্ণনো নাম
চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাম ও রাবণসৈন্যের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ।

দৈবী সেনা নামমাত্রেণ যস্যা-
ভীতিং প্রাপ্তা মূর্চ্ছিতত্বং জগাম।
তামপ্যেতাং রাক্ষসেন্দ্রস্য সেনাং,
যুদ্ধেহস্তন্তী রামসেনা মুদেহস্তু ॥ ১

তবে রাম-অনুমতি লয়্যা কপিপতি।
কহিতে লাগিলা সব সেনাপতি প্রতি ॥ ২
যাহ যাহ তোমা সবে নিজ নিজ স্থানে।
থাকিবে সকলে অতিশয় সাবধানে ॥ ৩
কর গিয়া রাবণের নানা অপকার।
যাহে শীঘ্র হয় সে সমরে আগুসার ॥ ৪
এত শুনি যাবদীয় সেনাপতি-গণ।
নিজ নিজ স্থানে সবে করিলা গমন ॥ ৫
সেই আজ্ঞা-বাণী শুনি শুনি শাখামৃগ সব
করে সুখিমনে ঘনে ঘনে রামজয় রব ॥ ৬
সেই সুমঙ্গল কোলাহল ব্যাপিল ভুবন।
যেন প্রলয়ের জলদের গভীর নিস্বন ॥ ৭
সেই শব্দে করি লঙ্কাপুরী করে টলমল।
যত নিশাচর থর থর করয়ে বিকল ॥ ৮
সেই যত কপি নানারূপী কিবা চমৎকার।
কেহ যেন করী কেহ গিরি-সমান আকার ॥ ৯
কেহ উষ্ট্র হয় সম হয় কেহ যেন খর।
কেহ ব্যাঘ্র যেন শিবা হেন কেহ ক্ষুদ্রতর ॥ ১০
তারা সবে মিলি কুতূহলী করিবারে রণ।
সেই গড়খাতে পূরাইতে কৈলা আরম্ভণ ॥ ১১
তারা করি ভঙ্গ গিরিশৃঙ্গ পাদপ আনিয়া।
খাত-প্রপূরণ আরম্ভণ কৈলা সুখি-হিয়া ॥ ১২
তাহে মহত্তর বলধর যত কপিগণ।
তারা পরিখারে লঙ্ঘি পারে করয়ে গমন ॥ ১৩
সেই উপবন-বৃক্ষগণ করিয়া ভঞ্জন।
ফেলি চারিধারে পরিখারে করয়ে পূরণ ॥ ১৪
কেহ করি রঙ্গ করে ভঙ্গ নগরের দ্বার।
কেহ ভাঙ্গি ফেলে খাওয়া-জলে তোরণ-প্রাকার
সেই কপিদের চরণের প্রহার পাইয়া।
হল্য কম্পবান্ লঙ্কাখান দুর্দ্দুর করিয়া ॥ ১৬
কপি-পদধূলি গেল চলি দশ দিগন্তরে।
উঠি ব্যোমমাজে গ্রহরাজে আচ্ছাদন করে ॥ ১৭
কিবা প্রেমভরে উচ্চস্বরে ডাকে কপিপতি।
মহা-কৃপাধাম প্রভুরাম জয়তি জয়তি ॥ ১৮
কিবা সুলক্ষণ শ্রীলক্ষ্মণ জয়তি সর্ব্বদা।
আর মহামতি কপিপতি জয়তি নিত্যদা ॥ ১৯
এই বলি বলি কুতূহলী ছাড়ি সব শঙ্কা।
যত রঘুবর-অনুচর ভাঙ্গিতেছে লঙ্কা ॥ ২০
তাহা নিরখিয়া দুই চারি নিশাচর।
জানাইতে গেল দশানন-বরাবর ॥ ২১
প্রণাম করিয়া তারা রাজা লঙ্কেশ্বরে।
কহিতে লাগিল অতি উদ্বিগ্ন-অন্তরে ॥ ২২
মহারাজ রামের আজ্ঞায় কপিগণ।
করিতেছে পুরীর পরিখা প্রপূরণ ॥ ২৩
ভাঙ্গিতেছে পরিখার প্রান্ত উপবন।
করিছে প্রাচীর দ্বার-কবাট-ভঞ্জন ॥ ২৪
তাহা শুনি অতি ক্রুদ্ধ হয়্যা দশানন।
দেখিবারে প্রাসাদে করিলা আরোহণ ॥ ২৫

তার সঙ্গে গেল যাবদীয় মন্ত্রিগণ।
করিতেছে সবে রাম-সৈন্য নিরীক্ষণ ॥ ২৬
দেখি কারো মনে হইতেছে চমৎকার।
কারো মনে হইতেছে ক্রোধের সঞ্চার ॥ ২৭
হইতেছে কাহারো উৎসাহ যুঝিবারে।
হইছে কাহারো ত্রাস অন্তর-মাঝারে ॥ ২৮
রাবণে দেখিয়া যাবদীয় কপিগণ।
উচ্চ করি সিংহনাদ করে ঘনেঘন ॥ ২৯
তাহে অতি ক্রুদ্ধ হয়্যা রাজা দশানন।
কপিদিগে বধিবারে কৈলা আজ্ঞাপন ॥ ৩০
তবে অস্ত্র-শস্ত্র লয়্যা বহু নিশাচর।
নিক্ষেপিতে আরম্ভিলা বানর-উপর ॥ ৩১
কেহ কেহ ধরি কোন কোনহ বানরে।
প্রাচীর হইতে ফেলি দেয় ভূমিপরে ॥ ৩২
কপিরাও সেই সব রাক্ষস-উপরি।
বৃক্ষ শিলা মারিতে লাগিলা বল করি ॥ ৩৩
কেহ কেহ নখে করি করে বিদারণ।
কেহ কেহ দশনেতে করয়ে দংশন ॥ ৩৪
কেহ মুষ্টি মারি কারো মুণ্ড-উপরিতে।
ভূতলে পাতন করে প্রাচীর হইতে ॥ ৩৫
বিভীষণ দেখি তবে রাজা লঙ্কেশ্বরে।
কহিতে লাগিলা কিছু প্রভু রঘুবরে ॥ ৩৬
রঘুবর জয় জয়, ফিরায়্যা নয়নদ্বয়,
দক্ষিণেতে কর নিরীক্ষণ।
অইত প্রাসাদ-মাতে, কিবা কবি হৃদয়েতে,
দাঁড়ায়্যা রয়্যাছে দশানন ॥ ৩৭
পর্ব্বত-সমান-কায়, মণি-অলঙ্কার তায়,
শোভা করিতেছে অবিকল।
যেন নব জলধরে, সৌদামিনী পরিস্ফুরে,
স্থানে স্থানে হয়্যা অচঞ্চল ॥ ৩৮
অরুণ-সমান ভাস, পরিয়াছে পট্টবাস,
কটিতটে কিবা শোভা করে!
যেন সন্ধ্যা-সময়েতে, নীলগিরি-মেখলাতে,
শোভা পায় জলদনিকরে ॥ ৩৯
দশমুণ্ড শোভা করে, যেন শৃঙ্গ ধরাধরে
তাহাতে কিরীট মনোহর।
শরদেহ শশধর, জিনিয়া সুন্দর তর,
ছত্র শোভে মস্তক-উপর ॥ ৪০
বামেতে দক্ষিণে পাছে, রহিয়াছে কাছে কাছে,
প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণ।
কপিসৈন্যে বধিবারে, নিয়োজিছে নিশাচরে,
দেখ দেখ শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৪১
দশাননে নিরখিয়া শ্রীরঘুনন্দন।
কহিছেন বিভীষণ প্রতি এ বচন ॥ ৪২
মিতা যেন শুনিয়াছি রাবণের বল।
তার অনুরূপ বটে শরীর সকল ॥ ৪৩
কিন্তু নিরীক্ষণ করি ইহারে আমার।
অন্তরেতে ক্রোধোদয় হইছে অপার ॥ ৪৪
তার ফল কিঞ্চিৎ দুষ্টেরে দেখাইব।
দুরন্তের গর্ব্ব-গিরি-শিখরে ভাঙ্গিব ॥ ৪৫
এত কহি গুণযোগ করি শরাসনে।
নিক্ষেপিলা একাদশ বাণ এককালে ॥ ৪৬ *
কাটিলেন তার রাজচ্ছত্র এক বাণে।
দশ বাণে কাটিলা মুকুট দশখানে ॥ ৪৭
তবে ছত্র মুকুট হারায়্যা দশানন।
লজ্জা-কোপ-সাগরেতে হইলা মগন ॥ ৪৮
সেস্থান ছাড়িয়া গিয়া বসি সিংহাসনে।
কহিতে লাগিলা যত সেনাপতিগণে ॥ ৪৯
দেখিলে দেখিলে সবে তোরা বিদ্যমান।
বালিপুত্র করিলেক যত অপমান ॥ ৫০
অতি প্রিয়তম মোর ছিল যেই ঘর।
তাহা ভাঙ্গি বড় দুঃখ দিল সে বানর ॥ ৫১
দেখিলে সকলে দুষ্ট রাম এইক্ষণ।
করিলেক ছত্র আর কিরীটচ্ছেদন ॥ ৫২
এ সকল অপমান আমা হৈতে আর।
সহ্য হইবারে নাহি পারে বারবার ॥ ৫৩
যাহ যাহ আছে মোর যত সেনাগণ।
সব লয়্যা আরম্ভ করহ গিয়া রণ ॥ ৫৪
বিভীষণে রামে আর সুগ্রীবে লক্ষ্মণে।
যে মারিবে তাহারে তোষিব বহুধনে ॥ ৫৫
এত শুনি যাবদীয় নিশাচরগণ।
কোলাহল করি কহে প্রাগল্‌ভ্য বচন ॥ ৫৬
মহারাজ কিবা চিন্তা করহ অন্তরে।
হত হইয়াছে বলি জানহ সে নরে ॥ ৫৭

* অত্র প্রমাণমধ্যাত্মরামায়ণে দৃষ্টম্।

মোরা চতুরঙ্গ বলে যাইব যখন।
কি করিবে তবে ক্ষুদ্র নর কপিগণ ॥ ৫৮
এত বলি সমর-সাজন করিবারে।
বীরগণ গেলা নতি করিয়া রাজারে ॥ ৫৯
ইন্দ্রজিৎ প্রহস্ত প্রজঙ্ঘ বিরূপাক্ষ।
অতিকায় সুপ্তঘ্ন শারণ মকরাক্ষ ॥ ৬০
মহোদর মহাপার্শ্ব আর নরান্তক।
অগ্নিকেতু রশ্মিকেতু আর দেবান্তক ॥ ৬১
বিদ্যুজ্জিহ্ব জম্বুমালী দুর্দ্ধর্ষ নিকুম্ভ।
অকম্পন ত্রিশিরা মিত্রঘ্ন আর কুম্ভ ॥৬২
এই আদি করি যত নিশাচরগণ।
আপন আপন স্থানে করিল গমন ॥ ৬৩
বাজিতে লাগিল রণভেরি অতিশয়।
যাহা শুনি সব সৈন্যসমূহ সাজয় ॥ ৬৪
তবে তারা নিজ নিজ ঘরে করিয়া গমন।
মন লাগাইয়া করয়ে স্ব স্ব অঙ্গের সাজন ॥ ৬৫
জন-মোহন বসন পরে কটিতে সুন্দর।
দর-শন করি যাহা ভুলে অমর-বিসর ॥ ৬৬
শর প্রবেশিতে নারে যারে ভেদি কদাচিত।
চিত সুখেতে পরিলা সেই কবচ ত্বরিত ॥ ৬৭
রীত অনুসারে শিরোপরে পরিলা টোপরে।
পরে মণিময় বলয় ধারণ কৈলা করে ॥ ৬৮
করে ভুজদ্বন্দ্বে দিব্য বাজুবন্ধ সন্ধারণ।
রণ-স্থলী হবে যাহার কিরণে সুসাজন ॥ ৬৯
জন-মোহন কুণ্ডল পরে শ্রবণযুগলে।
গলে মুক্তাহার পরিধান করিলা সকলে ॥ ৭০
কলে-বরে বান্ধে অস্ত্র-শস্ত্র বিবিধপ্রকার।
কার শক্তি আছে নিরূপণ করিতে তাহার ॥৭১
হার হেন পট্ট ডোরিতে করিয়া পৃষ্ঠোপরি।
পরি-স্কার তুণ বান্ধিল সুতীক্ষ্ণ শরে ভরি ॥ ৭২
অরি সকলেরে করিযাছে যাহে পরাভব।
ভব-ধনুসম সে ধনু লইল তারা সব ॥ ৭৩
সব-স্কন্ধ ধরে খড়্গ ছোরা ছুরিকা সাধার।
ধার যাহাদের বজ্র হেন অতি পরিষ্কার ॥ ৭৪
কাল পাইয়া সাজায় তবে যত তুরঙ্গম।
গম-নের বেগে যারা বায়ু হৈতে মনোরম ॥ ৭৫
রম-ণীর জিন আরোপিল পৃষ্ঠেতে সবার।
বার বার কসি কসি গ্রন্থি বিরচিল তার ॥ ৭৬
তার বান্ধিলেক সুমধুর-স্বর ঘণ্টাততি।
ততি দিল আর সুবর্ণ-রচিত ঝাঁপা কতি ॥ ৭৭
অতি মনোহর দিল গলে সুবর্ণের দাম।
দাম যার হয় সহস্র সুবর্ণ-অভিরাম ॥ ৭৮
রাম-সৈন্যে দেখাইতে দিল ললাটে সুন্দর।
দর-পণ হেন পদক নির্ম্মল কলেবর ॥ ৭৯
বর লাগাম কড়্যালী দিল বদনে সভার।
ভার বড় হয় সবিশেষ বর্ণন তাহার ॥ ৮০
আর হস্তিশালে সাজায় যাবৎ দন্তাবলে।
বলে যাহাদের তুল্য নাই জগৎ সকলে।
কলে-বরে যারা পরাজয় করয়ে ভূধরে।
ধরে চিত্রবস্ত্র তাহাদের পৃষ্ঠের উপরে ॥ ৮২
পরে কণ্ঠদেশে বান্ধি দিল ঘণ্টা অবিরল।
কল-শব্দ করে যাহারা চলিতে অবিরল ॥ ৮৩
ললনার স্তনে যেন চিত্র করে বিলক্ষণ।
ক্ষণ মাত্রে কুম্ভস্থলে তেন করিল রঞ্জন ॥ ৮৪
জন-প্রিয়া যাহা কদাচিৎ দর্শন না করি।
করি-লেক হেন কপালে তিলক তুলী ধরি ॥ ৮৫
ধরি-লেক তেন উষ্ট্র আদি অঙ্গে আভরণ।
রণ করিবারে রথেরে সাজায় ভৃত্যগণ ॥ ৮৬
গণ-নাতে যার মূল্য নিরূপণ নাহি হয়।
হয় যুড়িল সে সব সাজাইয়া অতিশয় ॥ ৮৭
সয় অস্ত্রের প্রহার যারা অক্লেশে সমস্ত।
মস্ত-কেতে আরোপিল হেন ধ্বজ সুবিশস্ত ॥ ৮৮
শস্ত তুলী পাতে বসিবার স্থলের উপরে।
পরে কত বান্ধে ক্ষুদ্র ঘণ্টা চামরনিকরে ॥ ৮৯
করে নানাবর্ণ পতাকা রোপণ চারিভিতে।
ভীতে ছাড়ে যাহা দেখি বীর সংগ্রাম রচিতে ॥
চিতে জিনিব শ্রীরঘুবরে বলিয়া মানয়।
নয় রথে তুলি নানামত অস্ত্র-শস্ত্রচয় ॥ ৯১
এইরূপে রাবণের চতুরঙ্গ সৈন্য।
প্রস্তুত হইল সাজি তেজি ভয়-দৈন্য ॥ ৯২
বীরগণে রণসজ্জ করি নিরীক্ষণ।
তাদের রমণী সব করয়ে চিন্তন ॥ ৯৩
না জানি কি আছে ভাগ্যে আমা সবাকার।
এই রণ উপস্থিত হল্য ফলে যার ॥ ৯৪
নর কপি প্রতিপক্ষ দেখি বুক ধরি ॥
খর-অক্ষ-মরণ স্মরিয়া ভাবি মরি ॥ ৯৫

তাহে পুন নৃত্য করি দক্ষিণ নয়ন।
উদ্বেগ-সমুদ্র-মাঝে করায় মগন ॥ ৯৬
আগে যদি জানিতাম হইবে এমন।
করিতাম পতি-পুত্র লয়্যা পলায়ন ॥ ৯৭
এবে যদি করি রণে যাইতে বারণ।
বধিবে সবংশে তবে দুর্দ্দান্ত রাবণ ॥ ৯৮
সমরেতে মরণের আছয়ে সংশয়।
মরিলেও রণে স্বর্গপদলাভ হয় ॥ ৯৯
অতএব যেহকু সেহকু মোসবার।
বারণ উচিত নহে ইহা সবাকার ॥ ১০০
করিলেও বারণ শুনিবে কেন শূর।
যাত্রায় হইবে মাত্র অশুভ প্রচুর ॥ ১০১
এইরূপ ভাবনাতে চঞ্চল-অন্তর।
স্থির হত্যে নারে বীর-রমণীনিকর ॥ ১০২
উদ্বেগে নয়নে-অশ্রু-সলিল সঞ্চরে।
অশুভশঙ্কায় তাহা যত্নেতে সম্বরে ॥ ১০৩
নিরখিয়া তাহাদের মলিন-বদন।
বীরগণ করে স্বস্ব পত্নীরে সান্ত্বন ॥ ১০৪
প্রিয়ে কেন মলিন দেখিয়ে তব মুখ।
বুঝি রণযাত্রা দেখি হইয়াছে দুখ ॥ ১০৫
না কর না কর চিন্তা কদাচ অন্তরে।
মোসবার কি করিবে কপি আর নরে ॥ ১০৬
অতএব নিরুদ্বেগে থাকহ ভবনে।
জয় হইযাছে রণ বলি জান মনে ॥ ১০৭
এত কহি আলিঙ্গন চুম্বন করিয়া।
সন্তোষিলা বীরগণ নিজ নিজ প্রিয়া ॥ ১০৮
হেনই সময় পুন বাজে রণভেরী।
তাহা শুনি বীরগণ যায় বেগে পূরি ॥ ১০৯
তবে সবে একস্থানে হইয়া মিলিত।
যুদ্ধ করিবার আশে চলিল ত্বরিত ॥ ১১০
কেহ চঢে রথে কেহ গজে কেহ হয়ে।
কেহ উষ্ট্রে কেহ কেহ গর্দ্দভে চঢয়ে ॥ ১১১
কেহ চঢ়ে অশ্বতরে কেহত বৃষভে।
কেহ ব্যাঘ্রে কেহ সিংহে কেহত শরভে ॥ ১১২
কেহ চঢে ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রে কেহত শৃগালে।
কেহ চঢে কুক্কুরেতে কেহ বা বিড়ালে ॥ ১১৩
শূকরে চঢিল কেহ কেহ বা শশকে।
মহিষে চাপিল কেহ কেহত গণ্ডকে ॥ ১১৪
শল্যকে চঢ়িল কেহ কেহ মৃগে চলে।
গবয়েতে কেহ কেহ মেষেতে ছাগলে ॥ ১১৫
কেহ কেহ পক্ষীতে করিল আরোহণ।
কেহ কেহ পদব্রজে করয়ে গমন ॥ ১১৬
যাত্রাকালে সেই সব নিশাচরগণ।
নানামত অমঙ্গল করে নিরীক্ষণ ॥ ১১৭
করী ছাড়ে সুদীর্ঘ নিশ্বাস গতি স্খলে।
প্রতিলোমে ধায় তেজে বহুবার মলে ॥ ১১৮
অশ্ব সব মুহুর্ম্মুহু করয়ে মূত্রণ।
হেতু বিনা ভীত হয় করয়ে রোদন ॥ ১১৯
কোনো রাক্ষসের কাঁপি উঠয়ে হৃদয়।
কারো ধ্বজ ছত্র অস্ত্র ভূমিতে পড়য় ॥ ১২০
অগ্রে দেখে তুষ গুড় অঙ্গার লবণ।
পঙ্গু অন্ধ মুক্তকেশ মুণ্ড ক্ষিপ্তমন ॥ ১২১
অগ্রে কাক পাখা নাড়ি করে ঘোর রব।
পশ্চাতে চলয়ে মাংসভক্ষী পক্ষী সব ॥ ১২২
এ সব অশুভ দেখি না করে গণন।
বুঝিলাম ধরিয়াছে চিকুরে শমন ॥ ১২৩
তবে বাজিতে লাগিল বহু বিচিত্র বাজনা।
তার কোন্‌জন করিবারে পারয়ে গণনা ॥ ১২৪
কিবা সহস্র সহস্র শঙ্খ শুভ শব্দ করে।
আর বহুত বহুত বেণু বাজে দিব্য স্বরে ॥ ১২৫
কত মৃদু মৃদু শব্দে বাজে মধুর মুরলী।
যার কুহুকণ্ঠ-কণ্ঠরব সমান কাকলী ॥ ১২৬
তায় রাশি রাশি বাঁশী বাজে বড় সুমধুর।
কত কাংস্য করতাল কাঁসী কাঁসর প্রচুর ॥ ১২৭
কিবা মনোহর রব করে মৃদঙ্গ মর্দ্দল।
আর কোটি কোটি কাহলা করয়ে কল কল ॥
তাহে কত কত কাড়াতে করযে কড় কড়।
করে দিব্য দিব্য দামামাতে দারুণ রগড় ॥ ১২৯
তায় ঢেম ঢেম ঢেম করি বাজিতেছে ঢোল।
আর খাসা খাসা খমক খঞ্জরী আর খোল ॥ ১৩০
কত টীকারা বাজয়ে করি টঙ টঙ টঙ।
আর ডিণ্ডিমে করয়ে রব ডঙ ডঙ ডঙ ॥ ১৩১
তাহে ভেঁও ভেঁও ভেঁও করি বাজিঝে তুরঙ্গ
যেন সেই শব্দে সুরপুরে করয়ে সুলুঙ্গ ॥ ১৩২
আর ঢেমচা ঢোলক বাজে লক্ষ লক্ষ ঢাক।
বাজে বহুত বহুত বগোঁ বাঘমুখা বাঁক ॥ ১৩৩

কত যোড়া যোড়া যোড়ঘাই বাজে ঠাঁইঠাঁই।
আর মধুর মুচঙ্গ মড্ডু পরিমাণ নাই ॥১৩৪
তাহে শিঙ্গা শানী স্বর্ণাচীর সুন্দর নিস্বন।
যত ডুকুস্পদ তাস তুরী তার কি গণন ॥১৩৫
কত ঝঞ্জন্ করিয়া বাজে ঝমক ঝর্ঝরী।
আর ডমরুক ডম্ফ খাসা খমক খঞ্জরী ॥ ১৩৬
তাহে ধামসার ধ্বনিতে ধরণী ধরাধর।
অতি অথির হইয়া কাঁপে থর থর থর ॥ ১৩৭
তবে সেই সব বাদ্যশব্দ একত্র হইয়া।
সেহ চলি যায় দশদিক্ আকাশ ছাইয়া ॥ ১৩৮
তাহে চলাচল হইতেছে অচল সকল।
আর বসুমতী বার বার কাঁপিয়া বিহ্বল ॥১৩৯
আর সাগর সকল করিতেছে কল কল।
কিবা দেবতার বিমান করয়ে টলমল ॥ ১৪০
তাহে সজ্জিত স্যন্দন ষষ্টিসহস্রসম্মিত।
কবে ঘর্ঘর ঘর্ঘর করি গভীর গর্জ্জিত ॥ ১৪১
তাহে মদে মত্ত মতঙ্গজ যায় মগ্নমন।
যেন অচল-সঞ্চয় চলে পাইয়া চরণ ॥ ১৪২
তার মধ্যে মধ্যে মাথে মারে মাহুত মুদ্গর।
তাহে চেতন পাইয়া করে চীৎকার বিস্তর ॥১৪৩
কিবা ঘন ঘন ঘোটকেতে করে হন হন।
তারা দম্ফ করি লম্ফ দিয়া করয়ে গমন ॥১৪৪
আর বহুবিধ বাহন আছয়ে যত তায়।
তারা নিজ নিজ শক্তি অনুসারে চলি যায় ॥
কিবা তাহাদের চরণপ্রহারে ধূলিগণ।
উঠি আচ্ছাদিল প্রভাকর দিগন্ত গগন ॥১৪৬
তবে সেই সব সৈন্য চলি যায় এই রীতে।
কিবা শ্রীরঘুনন্দন আগে সংগ্রাম করিতে ॥ ১৪৭
সেই ধূলি দেখি আর শুনি সেই ধ্বনি।
বিভীষণে কহিতে লাগিলা রঘুমণি ॥ ১৪৮
মিতা শুনিতেছি বড় লঙ্কাতে বাজনা।
বুঝি দশানন করে সমরে সাজনা ॥ ১৪৯
উড়িছে আকাশে দেখ ধূলি অতিশয়।
আসিতেছে সৈন্য সব সমরে নিশ্চয় ॥ ১৫০
আমাদেরো সব সৈন্যে দাও সমাচার।
সাবধান হয়্যা সবে করে আগুসার ॥ ১৫১
যে আজ্ঞা বলিয়া তবে বিজ্ঞ বিভীষণ।
সব সৈন্য সজ্জা করি কৈলা আগমন ॥ ১৫২
হেনই সময়ে রাবণের সেনাপতি।
দ্বার খুলি বাহিরেতে করিলা বসতি ॥ ১৫৩
রাম-রাবণের সেনা উদ্যত সমরে।
দেখিয়া আইল যত অমর অম্বরে ॥ ১৫৪
আহা কিবা দেখি, হয়্যা মনে সুখী,
সনকাদি মুনি সনে।
কমল-আসন, কৈলা আগমন,
হংসযানে সুখিমনে ॥ ১৫৫
বৃষের উপরি, চটি ত্রিপুরারি,
করিলেন আগমন।
সঙ্গে মহাকাল, ভৈরব বেতাল,
ভূত প্রেত দানাগণ ॥ ১৫৬
কেশরি-উপরি, চড়িয়া শঙ্করী,
আইলেন কুতূহলে।
ডাকিনী যোগিনী, হাকিনী শাকিনী,
কোটি কোটি সঙ্গে চলে ॥ ১৫৭
ঐরাবতে চটি, আইলা বৃত্রারি,
শচী শোভে বামপাশে।
দেবতা কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
চারিদিগে পবকাশে ॥ ১৫৮
ছাগে হুতাশন, মহিষে শমন,
বরুণ মকরে চাপি।
পবন হরিণে, চটি নরযানে,
ধনপতি সুপ্রতাপী ॥ ১৫৯
গ্রহ নয়জন, বসু রুদ্রগণ,
নারদাদি মুনিততি।
ভুজঙ্গ-নিকর, বিহঙ্গ-বিসর,
যাবদীয় প্রজাপতি ॥ ১৬০
রাবণের ভীতে, নারে প্রকাশিতে,
মেঘেতে লুকায়্যা রয়।
শ্রীরঘুনন্দন, জয় কর রণ,
এই কথা মনে কয় ॥ ১৬১
তবে এথা রাম-রাবণের সৈন্যগণ।
করিতেছে পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভণ ॥ ১৬২
প্রথমেতে সব রাবণের সেনাগণ।
কপিগণ প্রতি কহে করিয়া ভর্ৎসন ॥ ১৬৩
ওরে মন্দমতি কপিপতি ছাড়ি কোলাহল।
তোরা মোসবার শুন সার বচন সকল ॥ ১৬৪

যদি তোসবার বাঁচিবার আশা থাকে মনে।
তবে এইক্ষণ পলায়ন করহ ভবনে ॥ ১৬৫
যদি না পলাবে তোরা তবে নিশ্চয় মরিবে।
হায় আপনার পুত্র দার দেখা না পাইবে ॥ ১৬৬
তোরা আমাদের ভূপালের সেনা দেখি হেন।
আছ দাঁড়াইয়া কি করিয়া এখানেতে যেন ॥১৬৭
তেঁই বুঝি মোরা গেল তোরা শমনসভারে।
আন রামে ডাকি সেহ থাকি বাঁচাকু সবারে ॥
এই মোরা অস্ত্র নানা শস্ত্র করি নিক্ষেপণ।
মারি তোসবারে দর্শশরে করিব তোষণ ॥ ১৬৯
শুনি এ বচন কপিগণ হয়্যা ক্রুদ্ধমন।
তাঁরা রাবণের সেনাদের প্রতি কিছু কন ॥ ১৭
ওরে দুষ্টমন দশানন-কিঙ্কর-সংহতি।
বুঝি মুখমাঝে তোরা লাজে না দাও বসতি ॥
মোরা এই পুরে চারি ধারে তিন দিন ঘেরি।
আছি থানা করি কিন্তু অরি কারেও না হেরি
আজি মহাব্যথা পাই এথা আসি তোরাসব।
অরে মোসবার আগে আর না কর গরব ॥ ১৭৩
এই কপিগণ সন্ধারণ করে যেন বল।
তাহা রণে ধীর অক্ষবীর জানিত কেবল ॥১৭৪
তোরা নাহি জান তেঁই হেন গর্ব কর মনে।
কিন্তু বুঝি তারে জানিবারে পার এইক্ষণে ॥
কিন্তু কহি মোরা হিত তোরা এখনো পলাও।
কেন পরদোষে কপিপাশে জীবন হারাও ॥১৭৬
তোরা যুঝিবারে রাবণেরে করগা প্রেষণ।
মোরা চাহি তায় তোসবায় নাহি প্রয়োজন ॥
ইহা না শুনিবে না পলাবে করিবে সমর।
তবে এইক্ষণে তেজি প্রাণে যাবে লোকান্তর ॥
তবে এত বাণী কর্ণে শুনি নিশাচরগণ।
করে ক্রুদ্ধচিতে ধনুকেতে গুণ আরোপন ॥ ১৭৯
তাহে করি বাণ সুসন্ধান করে বরিষণ।
যেন মেঘজালে বর্ষাকালে বর্ষে জলকণ ॥ ১৮০
কেহ মহাশক্তি করি শক্তি করে প্রহরণ।
তাহে কারো বক্ষ কারো কক্ষ করে বিদারণ ॥
কেহ মহা তেজে চক্র তেজে কপির উপর
কেহ খড়্গ করি করে ধরি করে প্রহরণ।
তাহে কারো মস্ত কারো হস্ত করয়ে ছেদন ॥
কেহ শূল শাল ভিন্দিপাল কাটার তোমার।
মারি কাটে পুচ্ছ গুচ্ছ গুচ্ছ কারো উরু কর ॥
তাহে অনিবার রক্তধার বহে কপিগায়
যেন শিখরিতে চারিভিতে গিরি শোভা পায় ॥
তবে ক্রুদ্ধমতি কপিততি হুঙ্কার করয়।
যেন প্রলয়েতে জলদেতে গভীর গর্জ্জয় ॥১৮৭
তারা গিরিশৃঙ্গ তরু ভঙ্গ করি লক্ষ লক্ষ।
তাহা বেগভরে নিশাচরে মারে করি লক্ষ্য ॥
কেহ মুষ্টিপাতে কারো মাতে করে চুরমার।
কেহ মারি লাতী কারো ছাতী ভাঙ্গে কারোহাড়
কেহ চড় মারি দন্তশারি কাহারো পাড়য়।
কেহ কোপে ভরি দন্তে করি কারেও দংশয় ॥
কেহ স্বলাঙ্গুলে কারো গলে বেড়াইয়া ধরে।
ধরি ভূমিতলে মহাবলে আছাড়ি সংহরে ॥১৯১
কেহ বক্ষোপরে কারো করে নখে বিদারণ।
কেহ রোষে মাতি কারো ছাতি করয়ে চর্ব্বণ ॥
কেহ কোন জনে ফেলি রণে ঘর্ষণ করয়।
কেহ বুকে বসি কারো কসি মুটকা মারয় ॥১৯৩
কেহ চরণেতে ধরি হাতে করি কোনো জনে।
মারে ঘুরাইয়া আছাড়িয়া নির্ঘাত মারণে ॥ ১৯৪
দুই নিশাচরে ধরি ঘাড়ে মাথায় মাথায়।
করি প্রহরণ কোনো জন মারয়ে দোঁহায় ॥১৯৫
কেহ করে করি চাপি ধরি কারো এক পায়।
অন্য চরণেতে ধরি হাতে করি ফাড়ে তায় ॥
কারো দুইজনে দু-চরণে করিয়া ধারণ।
করি টানাটানি তনুখানি করে বিদারণ ॥ ১৯৭
কারো দুই হাতে দু'জনাতে ধারণ করিয়া।
বলে দেয় টান তাহে যান দু-বাহু ছিঁড়িয়া ॥১৯৮
যত ক্ষুদ্ররূপী আছে কপি সেনা তারা সব।
কারো স্কন্ধে চড়ি কর্ণে ধরি করে ঘোর রব ॥
কেহ কারো মুণ্ডে বসি ছিঁড়ে চিকুর টোপরে।
কেহ নাসা কাণ খান খান করয়ে কামড়ে ॥২০০
কেহ করে তুলি লয়্যা ধূলি দেয় কারো তুণ্ডে।
কেহ লম্ফ দিয়া উঠি গিয়া মূত্র করে মুণ্ডে ॥ ২০১
কত যূথে যূথে কারো রথে চড়িয়া হাঁকারি।
করে তারে ব্যস্ত অতিত্রস্ত কিল চড় মারি ॥

কেহ দন্তাবল-কুম্ভস্থল উপরি চড়িয়া ।
নখাঘাত করে লাথ মারে হুঙ্কার করিয়া ॥ ২০৩
কেহ ধরি হয়-পুচ্ছে ভয় তেজি দেয় টান ।
কেহ পৃষ্ঠে চড়ি দন্তে করি দংশে খান খান ॥২০৪
কেহ কেহ যায় কপি তায় বাদ্যকর-পাশে ।
ছিটে ঢাক ঢোল ডম্ফ খোল কত কাড়া তাসে
ভাঙ্গে মুষ্টি মারি তুলী ভেরী শানী করতাল ।
কাড়ি লয়্যা ফেলে সিন্ধুজলে কেহ বাদ্যজাল ॥
কত পতাকারে ছিটি করে কেহ খণ্ড খণ্ড ।
কেহ চূর্ণ করে নিশানেরে ভাঙ্গি তার দণ্ড ॥২০৭
মহা-বলধর কপিবর যত আছে তায় ।
তারা প্রকাশয় অতিশয় বিক্রম সেথায় ॥ ২০৮
কেহ উষ্ট্র-খরে ঘোটকেরে করে করি ধরি ।
আছাড়িয়া মারে তাসবারে অন্যের উপরি ॥২০৯
কেহ কুতূহলে দন্তাবলে করিয়া ধারণ ।
করে অন্য করি-গাত্রোপরি ফেলিয়া মারণ ॥
কেহ মহাবলী রথে তুলি অন্য রথে ফেলি ।
করে চুরমার সর্ব তার রথিসহ মেলি ॥ ২১১
কেহ রথ করী অশ্ব ধরি ঘুরায়্যা গগনে ।
বলে ক্ষেপি ফেলে সিন্ধুজলে কেহ বা কাননে
তবে রণে ধন্য সেই সৈন্যযুগ অনুপাম ।
পরে এইমতে উভয়েতে তুমুল সংগ্রাম ॥ ২১৩
কাহে গেল তুণ্ড কারো মুণ্ড কারো নাসা কাণ
কারো গেল উরু কারো ভুরু হস্ত পদখান ॥২১৪
কেহ মরে তায় মূর্চ্ছা পায় কোনো কোনো জন
কেহ তৃষ্ণাভরে পান করে সলিল সঘন ॥ ২১৫
কেহ মারি খাই মুখ বাই রক্ত বান্তি করে ।
কেহ ভূমে পড়ি গড়াগড়ি দেয় খেদভরে ॥ ২১৬
পরে কহে তারা আর মোরা না পারি সহিতে ।
পরে মার মার শত্রু আর না রাখ ভূমিতে ॥২১৭
পরে কেনমতে উৎসাহেতে মাতিয়া অন্তরে ।
এই দশশির-রঘুবীর-সেনা যুদ্ধ করে ॥ ২১৮
এইরূপে কা৷ বহু তুমুল সমর ।
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ করিল তা৷ পর ॥ ২১৯
পবন-তনয় আর বালীর তনয় ।
উভয়েতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করয় ॥ ২২০
প্রজঙ্ঘ সম্পাতি জম্বুমালী হনূমান্ ।
মিত্রঘ্ন সঙ্গেতে বিভীষণ বুদ্ধিমা৷ ২২১
তপন-সঙ্গেতে নল করয়ে সমর ।
নিকুম্ভ-সহিত নীল অনলকোঙর ॥ ২২২
প্রঘস-সহিত যুদ্ধ করে কপিপতি ।
বজ্রমুষ্টি-সনে যোঝে মৈন্দ মহামতি ॥ ২২৩
প্রতপন-সঙ্গে গজ করয়ে সমর ।
মহোদর-সহযোগে সুষেণ বানর ॥ ২২৪
অশনি-প্রভেতে আর দ্বিবিদে সমর ।
মকরাক্ষ-সঙ্গে যুদ্ধ করে ভল্লবর ॥ ২২৫
কুম্ভ-সঙ্গে ধূম্র নরান্তকেতে পনসে ।
দেবান্তকে গবাক্ষেতে যোঝে ক্রোধবশে ॥২২৬
ত্রিশিরা শরভে অকম্পনে কুমুদেতে ।
সারণের সঙ্গে যোঝে ঋষভ রণেতে ॥ ২২৭
অতিকায়-সঙ্গে রম্ভ বিনত উভয় ।
ধূম্রাক্ষ-সহিতে শ্রীকেশরী মহাশয় ॥ ২২৮
মহাপার্শ্ব-সঙ্গে যোঝে শ্রীগন্ধমাদন ।
বিদ্যুজ্জিহ্ব শতবলি উভয়েতে রণ ॥ ২২৯
এইরূপে দশানন-রাম-সৈন্যগণ ।
পরস্পরে করে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভণ ॥ ২৩০
তার মধ্যে বিরূপাক্ষ আর রশ্মিকেতু ।
অগ্নিকেতু সুপ্তঘ্ন অপর যজ্ঞকেতু ॥ ২৩১
এই পঞ্চরথী অতিশয় বীরমানী ।
কহিতেছে সংগ্রাম স্থলেতে এই বাণী ॥ ২৩২
ওহে নিশাচর সব ক্ষুদ্র কপিসনে ।
যুদ্ধ করি কিবা যশ হইবে ভুবনে ॥ ২৩৩
মোরা পঞ্চজন রাম-লক্ষ্মণ সংহতি ।
সংগ্রাম করিব যাহা ঘুষিবে জগতি ॥ ২৩৪
এত কহি যায় রাম-লক্ষ্মণ-নিকটে ।
পথে গর্ব্ব করি বিরূপাক্ষ কিছু রটে ॥ ২৩৫
আমি এক পক্ষ এক তোরা চারি জন ।
কহ কহ কার সঙ্গে কে করিবে রণ ॥ ২৩৬
তারা কহে শুনিয়াছি রাম বীর হয় ।
তার সঙ্গে একা তব রণ-যোগ্য নয় ॥ ২৩৭
তুমি একা যাহ রাম-অনুজ নিকড়ে ।
মোরা চারিজন যাই রাম-বরাবরে ॥ ২৩৮
এতেক নিশ্চয় করি তারা পঞ্চজন ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-পাশে করিলা গমন ॥ ২৩৯
তবে দুই সৈন্যে আরম্ভিলা দ্বন্দ্ব রণ ।
শ্রবণ করহ কিছু তার বিবরণ ॥ ২৪০

তাহে মেঘনাদ সিংহনাদ করিয়া সঘন।
ধরি গদা করে অঙ্গদেরে কৈলা প্রহরণ ॥ ২৪১
তিঁহ সহি তাহা করি মহা ঘোর হুহুঙ্কার।
মারি এক লাথে তার রথে কৈলা চুরমার ॥২৪২
তার রথঘোড়া চারিযোড়া করিল মারণ।
আর সারথিরে যমঘরে করিলা প্রেরণ ॥ ২৪৩
আর সম্পাতিরে তিন শরে প্রজঙ্ঘ বিন্ধিলা।
সেহ ক্রোধে রুক্ষ শালবৃক্ষ এক উপাড়িলা ॥২৪৪
তাহা ঘুরাইয়া আছাড়িয়া প্রহার করিলা।
তাহে সে প্রজঙ্ঘ-অঙ্গসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া পড়িলা ॥
আর জম্বুমালী মহাবলী শক্তি অস্ত্র ধরি।
মারে গুণপাত্র বায়ুপুত্র-বুকের উপরি ॥ ২৪৬
তাহে ক্রোধবান্ হনূমান্ রথে উঠি তার।
এক চাপড়েতে তার মাতে কৈলা চুরমার ॥২৪৭
আর বিভীষণে বাক্যবাণে আগে দিয়া খেদ।
পরে তীক্ষ্ণ শরে তাঁরে করে মিত্রঘ্ন বিভেদ ॥২৪৮
তাহে ক্রুদ্ধমন বিভীষণ গদা ধরি করে।
তার বুকে মারি চূর্ণ করি পাড়িলা সত্বরে ॥২৪৯
আর বীর নলে শরজালে বিন্ধিল তপন।
তার নেত্রে নল করতল করিলা পাতন ॥ ২৫০
সেই করাঘাতে ভূতলেতে পড়ে দুই অক্ষি।
তবু নিশাচর বর্ষে শর অনুমানে লক্ষি ॥ ২৫১
তবে উপাড়িয়া নল নিয়া কুটজ তরুরে।
তার প্রহরণে সে তপনে নিলা যমপুরে ॥ ২৫২
ধরি ধনুশর তীক্ষ্ণতর করি মহাদম্ভ।
কিবা নীলবীরে কুম্ভ করে বিন্ধিতে আরম্ভ ॥
তারি রথচক্র লয়্যা শক্রসম-বিক্রমণ।
নীল নিকুম্ভের মস্তকের করিলা ছেদন ॥ ২৫৪
বাণ-বরিষণে কপিগণে বধিছে প্রঘস।
দেখি কপীশ্বর অগ্রসর হল্যা অসাধ্বস ॥ ২৫৫
সেহ সুগ্রীবেরে দেখি ছাড়ে নারাচ অনেক।
তিঁহ ক্রুদ্ধ হৈলা উপাড়িলা সপ্তপর্ণ এক ॥২৫৬
বৃক্ষ-পরহারে প্রঘসেরে করিয়া মারণ।
মহা সিংহরব করি সব ঢাকিলা গগন ॥ ২৫৭
আর বজ্রমুষ্টি শক্তি ঋষ্টি মারে মৈন্দবীরে।
তিঁহ বলে খ্যাত মুষ্টিপাত কৈলা তার শিরে ॥
তাহে তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল।
যেন বজ্রাঘাতে গিরিমাতে ভঙ্গ উপজিল ॥ ২৫৯
আর প্রতপন দুষ্টমন গজ কপিবরে।
মারে পার্শ্বদেশে রোষাবেশে চপেট নির্ভরে ॥
গজ সহি তাহা লয়্যা মহাবলী শালসারে।
তার পরহারে যমদ্বারে পাঠাইলা তারে ॥ ২৬১
আর মহোদর ধনুশর করিয়া ধারণ।
করে শ্রীসুষেণে পঞ্চবাণে বুকেতে বেধন ॥ ২৬২
আর তিনশরে বেধ করে ললাটে তাহার।
তাহে ধর্ম্মপুত্র অতিমাত্র রুষিলা অপার ॥ ২৬৩
তিঁহ শিলাযুথে তার রথে করিয়া চূর্ণিত।
আর রথঘোড়া কৈল মারা সারথি-সহিত ॥২৬৪
আর দ্বিবিদেরে বাণ মারে অশনিপ্রভাক্ষ।
যার শরাঘাতে স্থির হৈতে নারে সহস্রাক্ষ ॥২৬৫
করি মহারঙ্গ গিরিশৃঙ্গ লইয়া দ্বিবিদ।
তাহা মারি তারে নষ্ট করে সমরে কোবিদ ॥
আর মকরাক্ষ রণে দক্ষ ধরি ধনুঃশর।
সেহ জাম্ববানে বিন্ধি বাণে করিল জর্জ্জর ॥ ২৬৭
তাহে রণে মাতি ভল্লপতি বৃক্ষ উপাড়িয়া।
ছাড়ে লক্ষ লক্ষ মকরাক্ষ উপরি কুপিয়া ॥ ২৬৮
সেহ বলবান ছাড়ি বাণ কাটে বৃক্ষগণ।
আর ভল্লবরে চারি শরে করিলা বেধন ॥ ২৬৯
এক বুকে বাজে দুই ভুজে বাজে দুইশর।
আর ললাটেতে ভালমতে পশিল অপর ॥ ২৭০
তবে ক্রুদ্ধচিতে নিকটেতে গেল জাম্ববান্।
মারি সারথিরে তার পরে ভাঙ্গে রথখান ॥ ২৭১
আর করি দম্ভ বীর কুম্ভ লয়্যা সৈন্যগণ।
করে ধূম্র সনে সেই স্থানে অতিবড রণ ॥ ২৭২
সেহ মহাবীর মারে তীর তাহার উপর।
ধূম্র সেনা সাথে বর্ষে মাথে পাদপ পাথর ॥২৭৩
আর নরান্তক কালান্তক যমের সমান।
সেহ বিন্ধি শরে পনসেরে কৈলা খানখান ॥ ২৭৪
সেহ কপি রুষ্ট কৈল নষ্ট তার সারথিরে।
মারি গিরিশৃঙ্গ রথভঙ্গ করিল অচিরে ॥ ২৭৫
আর মহাঠক দেবান্তক পঞ্চবাণ ধরি।
কিবা শ্রীগবাক্ষে বিন্ধে বক্ষে সিংহনাদ করি ॥
তাহে মুগ্ধমন হয়্যা ক্ষণ পরেতে গবাক্ষ।
শাল বৃক্ষ এক ছাড়িলেক কোপে অরুণাক্ষ ॥
সেহ সপ্তশরে সে বৃক্ষেরে কাটিয়া ফেলায়।
আর নয় কাণ্ড এড়ি খণ্ড খণ্ড কৈল তায় ॥২৭৮

তবে সেই হরি এক গিরিশৃঙ্গ মারি তারে।
তার যত সেনা তাহে হানা দেয় অনিবারে ॥২৭৯
চড়ি মহত্তর-গজোপর ত্রিশিরা কুমার।
করে শরভেরে বলভরে তোমরে প্রহার ॥ ২৮০
কপি কোপে পূর্ণ সপ্তপর্ণ বৃক্ষ উপাড়িয়া।
মারি সে গজেরে যমঘরে দিলা পাঠাইয়া ॥ ২৮১
আর অকম্পন দুষ্টমন রোষানলে পূরি।
কপি কুমুদেরে শিরে মারে ধরিয়া লগুড়ী ॥২৮২
সেহ কপিপতি জানু পাতি ভূমেতে পড়িলা।
এক ক্ষণপরে আপনারে সারিয়া উঠিলা ॥ ২৮৩
মহা ক্রোধভরে মুষ্টি মারে অকম্পনমাতে।
। অচেতন অকম্পন পড়িলা তাহাতে ॥২৮৪
আর চড়ি রথে ধনু হাতে রাক্ষস সারণ।
করে ঋষভেরে বধিবারে বাণ-বরিষণ ॥ ২৮৫
তাহে হয়্যা বিদ্ধ অতি ক্রুদ্ধ ঋষভ বানর।
ধরি এক বৃক্ষে তার বক্ষে মারিলা সত্বর ॥ ২৮৬
সেই প্রহারেতে মূর্চ্ছাগত হইযা সারণ।
ফেলি ধনুঃশর ভূমিপর করিলা পতন ॥ ২৮৭
অতিকায় বীর রণে ধীর ধরিয়া মার্গণ।
করে মহাদম্ভে কপি রম্ভে বিনতে বেধন ॥ ২৮৮
সেই কপিদ্বয় অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়্যা মনে।
শিলাবরিষণে মারে প্রাণে তার সৈন্যগণে ॥২৮৯
ছাড়ি বহু শরে কেশরীরে ধূম্রাক্ষ বিন্ধিলা।
শিলা বৃষ্টি করি শ্রীকেশরী তাহারে মোহিলা ॥
মহা-পার্শ্ব বাণে করি হানে শ্রীগন্ধমাদনে।
তিঁহ নখে চিরি দন্তে করি করয়ে দংশনে ॥ ২৯১
বিত্যাজ্জিহ্ব বীর রণে ধীর ধরি শরাসন।
মহাকোপযুত করে শতবলিরে বেধন ॥ ২৯২
সেই শতবলি কুতুহলী শালবৃক্ষ করি।
তবে প্রহারিলা পাঠাইলা শমননগরী ॥ ২৯৩
হবে রঘুপতি-লঙ্কাপতি-সৈন্য এই রীত।
করে দ্বন্দ্বরণ ত্রিভুবন যা দেখি বিস্মিত ॥ ২৯৪
বিরূপাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষস পঞ্চজন।
শ্রীলক্ষ্মণ রাম-কাছে করিলা গমন ॥ ২৯৫
দূরে থাকি করে তারা গভীর গর্জ্জন।
কোথা রে লক্ষ্মণ রাম ডাকে ঘনেঘন ॥ ২৯৬
তাহাদিগে নিজ সঙ্গে যুদ্ধেচ্ছু দেখিয়া।
দুই ভাই রণবেশ করিলা উঠিয়া ॥ ২৯৭

আঁটিয়া বান্ধিলা জটা কটির বাকল।
পড়িলেন নানা সিন্ধুদত্ত অবিকল ॥ ২৯৮
বান্ধিলেন দিব্য দিব্য খড়্গ চর্ম্ম তূণ।
শরাসন লইল সংযোগ করি গুণ ॥ ২৯৯
তবে পঞ্চ নিশাচর ধরি শরাসনে।
শর বর্ষে বেধ করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥ ৩০০
তাহা দেখি তাঁরা দোঁহে কিঞ্চিৎ কৌতুকে।
টঙ্কার প্রদান কৈলা আপন ধনুকে ॥ ৩০১
সজল-জলদ-শব্দে করিয়া হুঙ্কার।
আচ্ছাদিল সেই শব্দ সকল সংসার ॥ ৩০২
তাহে কত নিশাচর হইল কম্পিত।
কেহ ভূমে পড়ে কেহ হইয়া মূর্চ্ছিত ॥ ৩০৩
সেই ঘোরতর রব করিয়া শ্রবণ।
চীৎকার করিয়া করী করে পলায়ন ॥ ৩০৪
তবে বাণ যুড়ি দুই ভাই শরাসনে।
কাটিলা তাদের সব শর একক্ষণে ॥ ৩০৫
তার পর লক্ষ্মণ তেজিয়া একবাণ।
বিরূপাক্ষ কণ্ঠে কাটি কৈলা দুইখান ॥ ৩০৬
রামচন্দ্র চালায়্যা প্রচণ্ড চারি তীরে।
বধিলেন অগ্নিকেতু-আদি চারি বীরে ॥ ৩০৭
তবে দুই ভ্রাতা কিছু কৌতুক করিয়া।
তেজিতে লাগিয়া বাণ হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৩০৮
সেই সব বাণ পড়ে রাক্ষসনিকরে।
অশনিবর্ষণ হয় যেমন ভূধরে ॥ ৩০৯
তাহে কাটা যায় কারো ধনু কারো শর।
কারো উরু কারো বুক কারো বাহু কর ॥ ৩১
কারো কণ্ঠ কারো মুণ্ড কারো বা টোপর।
কারো ঘোড়া কারো হাতী কারো উষ্ট্র-খর ॥৩১১
কারো কারো রথ কাটি কৈলা খণ্ডখণ্ড।
কাটিলা সারথি রথী কারো ধ্বজদণ্ড ॥ ৩১২
হেনমতে কপি-ভল্ল-রাক্ষস-শোণিতে।
শত শত নদী বহি যায় চারি ভিতে ॥ ৩১৩
নিশাচর-চিকুর শৈবাল ভাসে তায়।
ছিন্নহস্ত মীনগণ তাহে শোভা পায় ॥ ৩১৪
শতদল হয় তাহে বীরের বদন।
নানাবর্ণ পাগ হয় নানা পক্ষিগণ ॥ ৩১৫
ছিন্ন কপি-লাঙ্গুল তাহাতে সর্প হয়।
যাবদীয় ঢাল তাহে কচ্ছপ সঞ্চয় ॥ ৩১৬

উষ্ট্র হয় গর্দ্দভাদি বাহন যাবত।
তারা হয় কুম্ভীরাদি জন্তু নানামত ॥ ৩১৭
ক্ষুদ্র কপি হয় উদবিড়াল তাহায়।
ভল্লুক শশক সব ভাসি ভাসি যায় ॥ ৩১৮
মধ্যে মধ্যে বড় বড় করী পড়ি রহে।
তারা নদীমধ্যে স্থিত দ্বীপ-শোভা বহে ॥ ৩১৯
বীর-মুণ্ড সব তাহে হয়্যাছে পাথর।
মণি-অলঙ্কারগণ শর্করা-শর্কর ॥ ৩২০
এইরূপ রক্তনদী বহি বহি যায়।
কাক কঙ্ক গৃধ্র উর্দ্ধকণ্ঠে রক্ত খায় ॥ ৩২১
কুক্কুর শৃগাল আদি যত পশুগণ।
পেট পূরি করে তারা মাংসাদি ভক্ষণ ॥ ৩২২
ক্ষুধাতুর হয় যে পিশাচ নিশাচর।
তারাও ভক্ষণ করে ভল্লুক বানর ॥ ৩২৩
রুধিরসম্বন্ধে পঙ্ক হইল ভূমিতে।
তাহে রথ হাতী ঘোরা না পারে চলিতে ॥ ৩২৪
সেই রক্ত-মাংসগন্ধে মাতি নিশাচর।
করিতেছে কপিসঙ্গে উৎকট সমর ॥ ৩২৫
তাহে কপি ভল্লুক বানর রাত্রিচর।
কত কোটি কোটি গেল শমননগর ॥ ৩২৬
কপি ভল্ল নিশাচর কবন্ধ বিস্তর।
উঠিয়া করয়ে নৃত্য অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৩২৭
হেন মতে করিতে করিতে ঘোর রণ।
সূর্য্য অস্ত গেল রাত্রি কৈলা আগমন ॥ ৩২৮
তবে ঘোর অন্ধকারে সে সৈন্যযুগল।
চিনিতে না পারে আত্ম-বল পর-বল ॥ ৩২৯
রাক্ষস বলিয়া কপি মারয়ে বানরে।
কপি বলি নিশাচর মারে নিশাচরে ॥ ৩৩০
শত্রু বলি কেহ নিজ জনে প্রহারিয়া।
দুঃখ মাঝে মগ্ন হয় পরেতে জানিয়া ॥ ৩৩১
মার কাট করে বিদারণ আকর্ষণ।
এইরূপে শব্দ করে কত কত জন ॥ ৩৩২
মরিলাম মরিলাম রাখবে আমায়।
এত বলি কত জন ডাকে উভরায় ॥ ৩৩৩
বাণ ধনু তেজিয়া সকল নিশাচর।
খড়্গা ছোরা ছুরি ধরি করয়ে সমর ॥ ৩৩৪
গিরিশৃঙ্গ বৃক্ষ শিলা তেজি কপিগণ।
নখ দন্ত হস্ত পদে করে প্রহরণ ॥ ৩৩৫
তারা দন্তে ধরি হয় পদাতি কুঞ্জর।
টানিয়া লইয়া ফিরে রণের ভিতর ॥ ৩৩৬
গোলাঙ্গুল কপি আর ভল্লুকনিকর।
মহাক্রোধে ধরি ধরি খায় নিশাচর ॥ ৩৩৭
বাদ্য নানা বাহন-রাক্ষস-কপিরবে।
অতি ভয়ঙ্কর হল্য সে রজনী তবে ॥ ৩৩৮
পরে রামচন্দ্র এক বাণ ছাড়ি দিলা।
তাহে অন্ধকার কিছু বিরল হইলা ॥ ৩৩৯
তবে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর নিশাচরগণে।
পুঙ্খানুপুঙ্খেতে প্রভু ছাড়েন সঘনে ॥ ৩৪০
সে সকল বাণ কিবা করয়ে গমন।
মেঘান্ধ রাত্রিতে যেন খদ্যোতের গণ ॥ ৩৪১
সেই শর রাক্ষসশরীরে মগ্ন হয়।
জলদে যেমন বিদ্যুল্লতা প্রবেশয় ॥ ৩৪২
তাহে প্রাণপীড়া পাই নিশাচরগণ।
কাতর হইয়া করে বিকট নিস্বন ॥ ৩৪৩
তাহা দেখি শুনি ছয় জন নিশাচর।
হইলা অত্যন্ত কোপে উন্মত্ত-অন্তর ॥ ৩৪৪
যজ্ঞকেতু মহাপার্শ্ব আর মহোদর।
বজ্রদংষ্ট্র শাবণ দুর্দ্ধর্ষ বলধর ॥ ৩৪৫
এই ছয় জন সহ-সৈন্য ধনু ধরি।
এককালে বাণ বর্ষে শ্রীরাম-উপরি ॥ ৩৪৬
তাদের সে সব অস্ত্র করিয়া ছেদন।
বহুবাণে তাসবারে করিলা বেধন ॥ ৩৪৭
তাহে কাটা গেল তাসবার রথ-হয়।
সারথি মরিল ছিন্ন হল্য অস্ত্রচয় ॥ ৩৪৮
প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট লয়্যা ছয় জন।
যুদ্ধ ছাড়ি অস্তে ব্যস্তে কৈলা পলায়ন ॥ ৩৪৯
তাহাদের সৈন্য যাবদীয় নিশাচর।
রাম বাণে হত হয়্যা গেল যমঘর ॥ ৩৫০
হেনই সময়ে পুন বীর ইন্দ্রজিত।
অন্য রথে চড়ি আসি হল্য উপনীত ॥ ৩৫১
পূর্ব্ব ক্রোধে অঙ্গদেরে আর সৈন্যগণে।
বিন্ধে টানিটান তীক্ষ্ণবাণে ঘনে ঘনে ॥ ৩৫২
তাহে অঙ্গদের সেনা মরিল বিস্তর।
অবশিষ্ট যে সকল পলায় কাতর ॥ ৩৫৩
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়্যা বালীর নন্দন।
বড় এক শালবৃক্ষ কৈলা উৎপাটন ॥ ৩৫৪

তাহার প্রহারে ধ্বজ-চক্রাদি-সহিত।
সেই ইন্দ্রজিত-রথে করিলা চূর্ণিত ॥ ৩৫৫
রথের সারথি আর যত ছিল হয়।
সেই বজ্রপ্রহারে পাঠাল্যা যমালয় ॥ ৩৫৬
অঙ্গদের সেই কর্ম্ম দেখি দেবগণ।
হইলা বিস্ময়-সিন্ধু-তরঙ্গে মগন ॥ ৩৫৭
কপি সব সুখে করে জয় জয় ধ্বনি।
সাধুবাদ করিলা লক্ষ্মণ রঘুমণি ॥ ৩৫৮
তবে অপমান পাই সেই ইন্দ্রজিৎ।
মায়াবলে সেই স্থানে হৈলা অন্তর্হিত ॥ ৩৫৯
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলীলাবর্ণনে
প্রথমসংগ্রামো নাম পঞ্চমঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাম-লক্ষ্মণের নাগপাশে-বন্ধন মোচন।

রামং সমস্তবিপদো বয়মুদ্ধরাম,
ইত্যক্তবানরমদস্য বিনাশনায়।
বিজ্ঞাপনায় চ জনো মম মন্ত্রবীর্য্য-
নিত্যাদদৎ ফণিশরান্ হৃদি নোহস্তু রামঃ

তবে ইন্দ্রজিৎ ছাড়ি গিয়া রণস্থান।
যজ্ঞস্থলে যজ্ঞ আরম্ভিলা সুবিধান ॥ ২
রক্তবর্ণ বস্ত্র মাল্য পরিধান করি।
বিভীতক কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালে মন্ত্র পড়ি ॥ ৩
কৃষ্ণবর্ণ ছাগে ছেদি রুধির লইয়া।
হবন করয়ে লৌহস্রুবেতে করিয়া ॥ ৪
তাহাতে সন্তুষ্ট হয়্যা যজ্ঞহুতাশন।
প্রদক্ষিণাবর্ত্ত হয়্যা করয়ে জ্বলন ॥ ৫
সেই যজ্ঞ হৈতে অগ্নি ইচ্ছা পরমাণ।
উঠিল সুবর্ণময় রথ একখান ॥ ৬
নানামত অস্ত্র-শস্ত্র-সমূহ-শোভিত।
চারি অশ্ব তাহে নানা ভূষণ ভূষিত ॥ ৭
স্বর্ণময় বহুবিধ রত্নে মনোহর।
ধ্বজ হল্য এক নাগ রথের উপর ॥ ৮
সেইত আকাশচারী রথ নিরখিয়া।
ইন্দ্রজিৎ হইলা বড়ই সুখি-হিয়া ॥ ৯
তবে স্বস্তিবাচন করায়্যা বিপ্রগণে।
আরোহণ কৈলা সেই রথে মগ্ন মনে ॥ ১০
সেই রথ আকাশেতে করিল গমন।
অগ্নিবরে কেহ তার না পায় দর্শন ॥ ১১
তবে রণস্থলে আসি থাকিয়া আকাশে।
ইন্দ্রজিৎ নিক্ষেপ করয়ে নাগপাশে ॥ ১২
রথ-অশ্ব-ধনু-শব্দ না হয় শ্রবণ।
কেবল ভুজঙ্গশর হয় দরশন ॥ ১৩
ভুজঙ্গ আকার বাণ যূথে যূথে চলে।
মুখে বিষময় অগ্নি ধিকিধিকি জ্বলে ॥ ১৪
অতিশয় তীক্ষ্ণ সেই সর্পময় শর।
যূথে যূথে পড়ে রাম-লক্ষ্মণ-উপর ॥ ১৫
তাহা দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ সশঙ্কিত।
নয়ন ফিরায়্যা চাহিছেন চারিভিত ॥ ১৬
কিন্তু কোনো স্থানে কারো না পান দর্শন।
তাহা দেখি মেঘনাদ কহিছে বচন ॥ ১৭
বর্ব্বর চাহিছ কেন চারিদিগ প্রতি।
মেঘনাদ আমি আছি গগনে সম্প্রতি ॥ ১৮
আমার দর্শন নাহি পায় পুরন্দর।
দেখিবি কিরূপে তোরা মানুষ বানর ॥ ১৯
আজি আমি তোদিকে পাঠায়্যা যমদ্বারে।
আনন্দিত করিব গা আপন পিতারে ॥ ২০
এত শুনি দুই ভাই হয়্যা ক্রুদ্ধ-মন।
করিছেন ঊর্দ্ধদিকে বাণ বরিষণ ॥ ২১
সে সকল বাণ না পরশি ইন্দ্রজিতে।
ব্যর্থ হয়্যা পড়িছে ভূতল-উপরিতে ॥ ২২
ইন্দ্রজিৎ ফিরে সব দিগেতে অলক্ষ্য।
রামসৈন্যে বাণবৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ ॥ ২৩
কেহ তারে তার রথে না পায় দেখিতে।
দেখে মাত্র তার বাণ নিজ মূরতিতে ॥ ২৪
তাহাতে কাতর হয়্যা কপি-সৈন্যগণ।
পড়িতে লাগিল ভূমে হয়্যা অচেতন ॥ ২৫

রাম-লক্ষ্মণেও সেই রাবণ কোঙর।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ বিন্ধি করয়ে জর্জ্জর ॥ ২৬
যদ্যপি অভেদ্য হয় ঈশ্বরের অঙ্গ।
নাহি হয় তাহে অস্ত্রপরশপ্রসঙ্গ ॥ ২৭
তভু লীলা-সিদ্ধি লাগি প্রভু ভগবান।
মায়াবলে প্রতিবীরে সে সব দেখান ॥ ২৮
মেঘনাদ-দৌরাত্ম্যে কুপিত শ্রীলক্ষ্মণ।
কহিছেন রামচন্দ্র প্রতি এ বচন ॥ ২৯
প্রভু আমি আর ক্রোধ সহিতে না পারি।
ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িয়া সব রাক্ষসে সংহারি ॥ ৩০
শ্রীরাম কহেন ভাই এত যোগ্য নয়।
একের দোষেতে বহু রাক্ষসের ক্ষয় ॥ ৩১
এইত দুষ্টের বধ হইবে যাহায়।
নিশ্চয় করিলুঁ আমি ভাবি সে উপায় ॥ ৩২
কামগামী মহাবল কতক বানরে।
পাঠাইয়া দিয়ে শীঘ্র আকাশ-উপরে ॥ ৩৩
তাহারা দেখিয়া অই দুষ্টনিশাচরে।
প্রেষণ করুক প্রেতপতির নগরে ॥ ৩৪
এত কহি তবে মহাবীর দশ জনে।
আজ্ঞা দিলা উঠিবারে শ্রীরাম গগনে ॥ ৩৫
তবে নীল মারুতি প্রভৃতি দশ জন।
বৃক্ষ ধরি গগনে করিল আরোহণ ॥ ৩৬
তাহা দেখি মেঘনাদ হয়্যা কোপবান।
তাহাদের উপরি বর্ষণ করে বাণ ॥ ৩৭
সে সকল বাণ-বেগ না পারি সহিতে।
পড়িলা সে দশ বীর ভূমি-উপরিতে ॥ ৩৮
তবে ইন্দ্রজিৎ পুন নাগপাশ-শরে।
বিন্ধিতে লাগিলা রাম-লক্ষ্মণে নির্ভরে ॥ ৩৯
তার বাণে তাঁহাদের উভয়ের কায়।
তিল মাত্র বেধ-শূন্য না রহিল প্রায় ॥ ৪০
তবে তাঁরা বদ্ধ হয়্যা নাগপাশ-বাণে।
নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন রণস্থানে ॥ ৪১
প্রকাশিতে গরুড়ের মহিমা ভুবনে।
স্বীকার করিলা প্রভু সে বাণ-বন্ধনে ॥ ৪২
করিয়াও নিজ পরাভব অঙ্গীকার।
প্রভু করে নিজভক্তমহিমা প্রচার ॥ ৪৩
কিছু কাল পরে সেই স্থানে বিভীষণ।
সুগ্রীবাদি সঙ্গেতে করিলা আগমন ॥ ৪৪
নাগপাশে বদ্ধ দেখি দুই রঘুবরে।
নিমগ্ন হইলা তারা উদ্বেগ-সাগরে ॥ ৪৫
তবে গগনেতে থাকি-রাবণ-কুমার।
গর্ব্ব করি কহিতেছে করিয়া হুঙ্কার ॥ ৪৬
অরে মহামূর্খ পশু সুগ্রীব বানর।
দেখিতেছ কিবা আর চিন্তিত-অন্তর ॥ ৪৭
আমি মেঘনাদ নিজ বাহুর বিক্রমে।
বান্ধিয়াছি তোর বন্ধু দুই নরাধমে ॥ ৪৮
যদ্যপি একত্র হয়্যা আস্থে ত্রিভুবন।
তথাপি নারিবে ইহা করিতে মোচন ॥ ৪৯
অতএব যদি চাহ রাখিতে জীবন।
তবে তোরা লঙ্কা ছাড়ি কর পলায়ন ॥ ৫০
অন্যথা হেনই মতে বান্ধি নাগপাশে।
তোদিগেও পাঠাইব আজি যমবাসে ॥ ৫১
মোর মায়াবল ইন্দ্র সহিতে অক্ষম।
কি করিবি তোরা তাহে নর প্লবঙ্গম ॥ ৫২
এত কহি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরেতে করিয়া।
কপিসৈন্য বিন্ধে বীর গর্জ্জন করিয়া ॥ ৫৩
তাহাতে কাতর কপি করে হাহাকার।
করিতে না পারে কিছু তার প্রতিকার ॥ ৫৪
তবে মন্ত্রপূত জলে করি বিভীষণ।
সুগ্রীবের দুই চক্ষু কৈল প্রক্ষালন ॥ ৫৫
সে জলপ্রভাবে তিঁহ রাবণনন্দনে।
দেখিতে পাইলা গগনেতে স্বনয়নে ॥ ৫৬
তবে এক শূল ধরি হুঙ্কার ছাড়িয়া।
গগনে উঠিলা সূর্য্যপুত্র লম্ফ দিয়া ॥ ৫৭
তারে দেখি সংগ্রাম ছাড়িয়া ইন্দ্রজিত।
চলি গেল সব সৈন্য লইয়া তুরিত ॥ ৫৮
পিতার নিকটে গিয়া করিয়া প্রণতি।
কহিতে লাগিল গর্ব্ব করি তার প্রতি ॥ ৫৯
তব পদপ্রসাদেতে আজিকার রণে।
বান্ধিয়া আইলুঁ আমি সে রাম-লক্ষ্মণে ॥ ৬০
যজ্ঞের প্রভাবে পাই দিব্য রথ শর।
নাগপাশে বান্ধিলাম দুষ্ট দুই নর ॥ ৬১
এতেক বচন শুনি সুখী দশানন।
উঠিয়া আপন পুত্রে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৬২
তবে আসনেতে বসি সব মন্ত্রিগণে।
আজ্ঞা দিল নানামত উৎসবকরণে ॥ ৬৩

তবে যত নিশাচর মহাকুতূহলে।
নহবত বাজনা বাজায় নানাস্থলে॥ ৬৪
তুলিলেক দিব্য দিব্য পতাকা নিশান।
নানাস্থানে করিতেছে বাদ্য নৃত্য গান॥ ৬৫
মদ্য মাংস খায় সবে আনন্দিতমন।
নিজ নিজ নারী সঙ্গে করে বিহরণ॥ ৬৬
দশানন ঘোষণা দিবারে আজ্ঞা দিয়া।
অন্তঃপুরে গেলা অতি আনন্দিত হিয়া॥ ৬৭
এখানেতে সুগ্রীবাদি যত কপিগণ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণকাছে কৈলা আগমন॥ ৬৮
তরু গিরি-শৃঙ্গ ধরি সাবধান-মনে।
চারিদিগে বেড়ি থাকে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥ ৬৯
দশানন তবে এক পরামর্শ করি।
ডাকাইয়া আনিল ত্রিজটা নিশাচরী॥ ৭০
আগে তারে দেখি কহে রাজা দশানন।
আজিকার কথা কিছু কর‍্যাছ শ্রবণ॥ ৭১
আজি গিয়া সমরে কুমার মেঘনাদ।
ঘুচায়্যাছে আমার মনের অবসাদ॥ ৭২
নাগপাশ বাণে করি রাম-লক্ষ্মণারে।
পাঠাইয়া আসিয়াছে শমনের দ্বারে॥ ৭৩
যাহাদের বলে সীতা মোরে না ভজিত।
সে বল তাহার আজি হইল খণ্ডিত॥ ৭৪
অতএব তুমিহ পুষ্পকে চড়াইয়া।
সীতারে লইয়া গিয়া আন দেখাইয়া॥ ৭৫
দেখিলে জানকী রাম-লক্ষ্মণ-মরণ।
ভজিবে অবশ্য মোরে অশঙ্কিত-মন॥ ৭৬
যদ্যাপি বা নাহি ভজে কাম-অনুসারে।
ভয়েতেও তথাপি পারিবে ভজিবারে॥ ৭৭
অতএব তুমি শীঘ্র করহ গমন।
সীতারে দেখায়্যা রণ কর আনয়ন॥ ৭৮
ত্রিজটা রাক্ষসী তবে যে আজ্ঞা বলিয়া।
জানকীনিকটে গেল পুষ্পক লইয়া॥ ৭৯
ত্রিজটা বিনয় করি করে নিবেদন।
জানকি শুনহ কিছু আমার বচন॥ ৮০
কহিলেন লঙ্কাপতি আমারে ডাকিয়া।
জানকীরে রণস্থলী আন দেখাইয়া॥ ৮১
অতএব পুষ্পকে করিয়া আরোহণ।
একবার রণস্থলে করহ গমন॥ ৮২
এত বাক্য শুনি সীতা সশঙ্কিত-মন।
ত্রিজটার প্রতি করিছেন জিজ্ঞাসন॥ ৮৩
কহ কহ ত্রিজটা করিয়া বিবরণ।
আমার সংগ্রাম-নিরীক্ষণে কি কারণ॥ ৮৪
তাহা শুনি সে ত্রিজটা কোমল-আশয়।
রণের বৃত্তান্ত কিছু কহিতে নারয়॥ ৮৫
হেনকালে নগরেতে রাবণের চর।
ঘোষণা ফুকার করে অতি উচ্চস্বর॥ ৮৬
আজিকার রণে ইন্দ্রজিৎ নাগপাশে।
পাঠায়্যাছে রাম-লক্ষ্মণেরে যম-বাসে॥ ৮৭
যেই মাত্র এই বাণী কর্ণেতে পশিলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া সীতা ভূমিতে পড়িলা॥ ৮৮
দণ্ডেক পরেতে পুন পাইয়া চেতন।
পাগলীর প্রায় হয়্যা ত্রিজটারে কন॥ ৮৯
ত্রিজটা গো ওকি ওকি দিতেছে ঘোষণ।
কর্ণেতে পশিল মোর কুলিশ যেমন॥ ৯০
চল চল তুমি মোরে শীঘ্র লয়্যা রণে।
না দেখি রহিতে নারি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥ ৯১
তবেত পুষ্পকে জানকীরে চড়াইয়া।
ত্রিজটা লইয়া গেল আকাশ বাহিয়া॥ ৯২
যাইতে যাইতে সীতা করেন দর্শন।
সুখী নিশাচর সব দুখী কপিগণ॥ ৯৩
তাহা দেখি অতিশয় সশঙ্কিত মন।
দেখিলেন তার পর শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥ ৯৪
শরশয্যা-উপরেতে করিয়া শয়ন।
নিশ্চেষ্ট হইয়া রয়্যাছেন দুইজন॥ ৯৫
ভূমে পড়িয়াছে অস্ত্র-শস্ত্র শরাসন।
চতুর্দ্দিকে কপিগণ করিছে ক্রন্দন॥ ৯৬
তাহা দেখি শ্রীজানকী হইয়া মূর্চ্ছিত।
ছিন্ন-রম্ভা হেন রথে হইলা পতিত॥ ৯৭
ত্রিজটা তাহারে উঠাইয়া বসাইয়া।
চেতন করাল্য বহু যতন করিয়া॥ ৯৮
উঠি পুন সীতা দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
হাহাকার রব করি করেন ক্রন্দন॥ ৯৯
দুই করে বুক মুখ মুণ্ড প্রহারিয়া।
রথে গড়াগড়ি যান বিহ্বল হইয়া॥ ১০০
অবিরল অশ্রুধার নয়নে বহয়ে।
বিলাপ করেন যাহে পাষাণ গলয়ে॥ ১০১

হায় হায় প্রাণেশ্বর, মোর মুণ্ডে ঘোরতর,
বজ্র পাড়ি কর এ কেমন।
ছাড়িয়া দুখিনী মোরে, যাইতেছ লোকান্তরে,
এত অনুচিত আচরণ॥ ১০২
পূর্ব্বে কহিছিলে মোরে, কভু না ছাড়িব তোরে,
তুমি মোর প্রিয়া তব আমি।
আজি সে সকল বাণী, মিথ্যা করি রঘুমণি,
কেন হও পরলোকগামী॥ ১০৩
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সহকুলে সহবলে,
বধিব দুরন্ত দশাননে।
তাহা পূর্ণ নাহি করি, আমারেও না উদ্ধারি,
শূন্য করিতেছ ত্রিভুবনে॥ ১০৪
যেন তব সুলক্ষণ, যেন শুভ আচরণ,
না হয় অকালে মৃত্যু তায়।
বুঝি মোর ভাগ্যদোষে, তুমি পাই নানাক্লেশে
অবশেষে লভিলে তাহায়॥ ১০৫
আহা অভাগিনী-বন্ধু, অগণিত-গুণসিন্ধু,
কোথা যাও আমারে ছাড়িয়া।
দেখি তবে হেন দশা, দূর হলো সব আশা,
হৃদয় যাইছে বিদরিয়া॥ ১০৬
কোমল শয়নোপর, ব্যথিত যে কলেবর,
শঙ্কা হতো করে পরশিতে।
হেন সুকোমল গায়, সর্পের বন্ধন হায়,
দয়া নাহি বিধাতার চিতে॥ ১০৭
আমি বড় অভাগিনী, সব অনর্থের খনি,
ধিক্ ধিক্ রহুক আমায়।
মোর লাগি রণস্থানে, তুমি পড়ি ভাই সনে,
দেখি বুক বিদরিয়া যায়॥ ১০৮
হা দেবর মহামতি, কি কহিব তোমা প্রতি,
মোর লাগি পালো কত ক্লেশ।
ছাড়ি নিজ গৃহ দার, রাম-সেবা করি সার,
এই দশা হলো অবশেষ॥ ১০৯
বিধি তুই দুরাচারী, কৈকেয়ীর বেশধারি,
মোসবারে আনিলি কাননে।
আমাদিগে করি নাশ, পূরাইলে নিজ আশ,
সংহারিলে শ্রীরঘুনন্দনে॥ ১১০
এতেক বিলাপ করি শিরে কর হানি।
পুনর্ব্বার জানকী কহেন এই বাণী॥ ১১১

ত্রিজটা গো মোর সম ভুবনমণ্ডলে।
অভাগিনী রমণী না দেখি কোনো স্থলে॥ ১১২
হায় এক আমি নিজে থাকিয়া জীবনে।
দেখিতেছি প্রভুর এ দশা স্বনয়নে॥ ১১৩
ধিক্ ধিক্ মোরে ধিক্ আমার জনমে।
মোর লাগি এ দশা ঘটিল রঘুত্তমে॥ ১১৪
কি করিব কোথাকারে করিব গমন।
কিরূপে প্রভুর হবে এ দুঃখমোচন॥ ১১৫
নিজ লাগি আমি বহু চিন্তা নাহি করি।
শ্বশ্রূঠাকুরাণী লাগি ভাবি ভাবি মরি॥ ১১৬
যবে তিঁহ এই বার্ত্তা করিবা শ্রবণ।
না জানি কি দশা তাঁর হইবে সেক্ষণ॥ ১১৭
দেবরের মাতাকেও ভাবি খেদ হয়।
মোর লাগি হারাইলা আপন তনয়॥ ১১৮
এক দেখি মোর ভাগ্যদোষে জ্ঞানিগণ।
হইলেন সকলেতে অনৃতবচন॥ ১১৯
আমার লক্ষণ দেখি কয়াছিলা তাঁরা।
হবে তুমি ভাগ্যবতী ভূপতির দারা॥ ১২০
বৈধব্যযন্ত্রণা কদাচিত না পাইবে।
গুণবান্ তনয়যুগল প্রসবিবে॥ ১২১
প্রভুর নিধনে আজি সে সব বচন।
মিথ্যা হলো কাল-বল না হয় লঙ্ঘন॥ ১২২
সম্প্রতি চলহ মোরে ভূতলে লইয়া।
পরাণ তেজিব নাথ-চরণ স্পর্শিয়া॥ ১২৩
এত কহি ত্রিজটার বিলম্ব দেখিয়া।
উদ্যম করেন সীতা পড়িতে লাফিয়া॥ ১২৪
তাহা দেখি ত্রিজটা সে অতি সশঙ্কিত।
কি কর কি কর বলি ধরিয়া তুরিত॥ ১২৫
নিজ করে নয়নের জল মোছাইয়া।
কহিতে লাগিলা তাঁরে সান্ত্বনা করিয়া॥ ১২৬
জানকী কান্দহ কেন তুমি অকারণ।
মন স্থির কর শুন আমার বচন॥ ১২৭
দেখিতেছ শ্রীরামের কষ্ট যে সকল।
ইহা সত্য নহে কিন্তু হয় মায়াবল॥ ১২৮
তাহার কারণ আমি করি নিবেদন।
একবার মন দিয়া করহ শ্রবণ॥ ১২৯
নাহি দেখি কিছু তোহে বৈধব্যলক্ষণ।
তবে কিরূপেতে হবে হেন বিঘটন॥ ১৩০

অতি দীর্ঘ নাহি হয় তব কলেবর।
অতি হ্রস্ব অতি কৃশ কিম্বা স্থূলতর ॥ ১৩১
তব কেশ নহে স্থূল না হয় পিঙ্গল।
না হয় বিষমাকার অত্যন্ত দীঘল ॥ ১৩২
না হয় চিপিট উচ্চ তোমার কপাল।
ভুরু নহে পরস্পর মিলিত বিশাল ॥ ১৩৩
পিঙ্গল না দেখি তব নয়ন উভয়।
হাস্যকালে কপোলেতে কূপ নাহি হয় ॥ ১৩৪
নাসা অতি উচ্চ নহে অত্যন্ত গহ্বর।
কৃষ্ণবর্ণ নহে তব রসনা অধর ॥ ১৩৫
বিরল না নিরখিয়ে তোমার দশন।
অধর-ওষ্ঠেতে রোম না হয় দর্শন ॥ ১৩৬
শিরাযুক্ত নহে তব ভুজের যুগল।
বিরল না হয় তব অঙ্গুলীসকল ॥ ১৩৭
পয়োধর নহে তব বিষম বিরল।
অত্যুচ্চ চুচুক নহে না হয় দীঘল ॥ ১৩৮
স্থূল নহে তোমার অঙ্গের রোমগণ।
পৃষ্ঠেতে না দেখি তব আবর্ত্ত-লক্ষণ ॥ ১৩৯
ঊরু তব শিরাযুক্ত রোমশ না হয়।
এ উভয় দোষ যুক্ত নহে জঙ্ঘাদ্বয় ॥ ১৪০
ভূমিকম্প নাহি করে তোমার গমন।
অতি শীঘ্র নহে নাহি বরয়ে নিস্বন ॥ ১৪১
ভূমি-স্পর্শ-হীন নহে তব পদতল।
গুল্ফ দীর্ঘ নহে নহে অঙ্গুলী বিরল ॥ ১৪২
কোনহ অঙ্গুলী ভূমি-স্পর্শ-হীন নয়।
তব অঙ্গে ন্যূনাধিক কিছু নাহি হয় ॥ ১৪৩
এ দোষের কিছু নহে যাহার মুর্ত্তিতে।
তাহাব না পারে কভু বৈধব্য ঘটিতে ॥ ১৪৪
আর দেখ নিজ মুখে সিন্দূর ললিত।
বৈধব্য হইলে না থাকিত এ শোভিত ॥ ১৪৫
আর দেখ যদি রামে বিপদ ঘটিত।
তবে কপি-সৈন্য অতি মলিন হইত ॥ ১৪৬
প্রধান হইলে নষ্ট তার সেনাগণে।
প্রসন্নতা উৎসাহ না দেখিয়ে নয়নে ॥ ১৪৭
দেখ রামচন্দ্র-লক্ষ্মণ-বদন।
রহিয়াছে পূর্ব্বসম শোভার ভাজন ॥ ১৪৮
গতপ্রাণ হয় কোনো স্থানে যেই জন।
না থাকে প্রফুল্ল তার কদাচ বদন ॥ ১৪৯
আর দেখ যদি রাম নিধন হইত।
তবে এই পুষ্পক তোমারে না বহিত ॥ ১৫০
অত্যন্ত পবিত্র হয় এইত স্যন্দন।
অশুদ্ধ জনেরে কভু না করে বহন ॥ ১৫১
অতএব মোর বাক্যে করিয়া বিশ্বাস।
তেজহ আপুনি শোক দুঃখ পরিত্রাস ॥ ১৫২
মিথ্যা বাক্য নাহি কহি আমি কদাচিৎ।
তাহা জান তবে কেন না কর সম্বিৎ ॥ ১৫৩
এত শুনি সীতা কিছু আশ্বস্ত হইয়া।
কহিতে লাগিলা তাঁরে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥১৫৪
ত্রিজটা আমার ভাগ্য হবে কি এমন।
সফল হইবে তব এ সব বচন ॥ ১৫৫
যেই মাত্র এই কথা জানকী কহিলা।
তেই আকাশেতে এই বাণী উপজিলা ॥ ১৫৬
জানকি ত্রিজটা কহিলেক যেই হিত।
ইথে মিথ্যা-বুদ্ধি নাহি কর কদাচিত ॥ ১৫৭
বধ্য নাহি হন কারো শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
অতএব শোক তেজি স্থির কর মন ॥ ১৫৮
এতেক আকাশবাণী করিয়া শ্রবণ।
জনকনন্দিনী হল্যা কিছু স্বস্থ-মন ॥ ১৫৯
তবেত ত্রিজটা লয়্যা গিয়া শ্রীসীতারে।
রাখিলেক সে অশোক-কানন-মাঝারে ॥ ১৬০
এখানেতে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে অচেতন।
দেখি কাণাকাণি করে ক্ষুদ্র কপিগণ ॥ ১৬১
কেহ কেহ অতিশয় ত্রাসযুক্ত-চিতে।
উদ্যম করয়ে লঙ্কা ছাড়ি পলাইতে ॥ ১৬২
তাহা দেখি সুগ্রীবে কহেন বিভীষণ।
মিতা নিজ সৈন্য-দশা করিছ দর্শন ॥ ১৬৩
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে বাণে বিবশ দেখিয়া।
পলাইতে ইচ্ছা করে সাধ্বস পাইয়া ॥ ১৬৪
অতএব তুমি রাখ শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
আমি স্থির করি আসি সব সেনাগণে ॥ ১৬৫
এত কহি চারি মন্ত্রি-সঙ্গে বিভীষণ।
সেনা স্থির করিবারে করিলা গমন ॥ ১৬৬
এখানেতে কিছুকাল শ্রীরঘুনন্দন।
রহিলেন অস্ত্র-মর্য্যাদার্থে অচেতন ॥ ১৬৭
চৈতন্য পাইয়া পুন কিছুকাল পরে।
চাহিছেন চারিদিগে করুণ-অন্তরে ॥ ১৬৮

লক্ষ্মণেরে বাণে বদ্ধ করি নিরীক্ষণ।
বিলাপ করেন শোকে সজল-নয়ন ॥ ১৬৯
একি দুঃখ হায় হায়, দেখি বুক ফাটি যায়,
স্থির নাহি হয় মোর মন।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোরে, প্রাণাধিক সহোদরে,
শরে বদ্ধ করিয়ে দর্শন ॥ ১৭০
যেখানে সেখানে যাই, রমণী তনয় পাই,
অন্য অন্য বন্ধুও সুলভ।
ত্রিজগতে যত স্থান, ভূত ভাবী বর্ত্তমান,
সর্ব্বত্রেই সোদর দুর্লভ ॥ ১৭১
কল্পবৃক্ষ চিন্তামণি, সুরভি দাতায় গণি,
তারা সব বস্তু দিতে পারে।
তাহারাও করি যত্ন, সহোদর ভ্রাতৃরত্ন,
কদাচিতো সমর্পিতে নারে ॥ ১৭২
হেন ভ্রাতা সহোদর, তাহে সর্ব্বগুণাকর,
নাহি দেখি কিছু দোষলেশ।
হেন প্রাণ লক্ষ্মণেরে, একটা ভার্য্যার তরে
দিলাম আমিহ হেন ক্লেশ ॥ ১৭৩
কৌশল্যা জননী হৈতে, শ্রীসুমিত্রা সর্ব্বমতে,
আমা প্রতি অতি স্নেহ করে।
এই লাগি মোর সনে, দিয়াছিলা শ্রীলক্ষ্মণে,
সমর্পণ করি মোর করে ॥ ১৭৪
আমি হেন ভ্রাতৃবরে, হারাইয়া লঙ্কাপুরে,
কিরূপেতে দেশেতে যাইব।
কৌশল্যা কৈকয়ী মাতা, ভরত শত্রুঘ্ন ভ্রাতা,
ইহাদিগে কি কথা কহিব ॥ ১৭৫
সুমিত্রা জননী আর্ত্তা, পুছিবা লক্ষ্মণবার্ত্তা,
যবে তবে কব কি বচন।
কিরূপে বা আগে তাঁর, দেখাইব এই ছার,
আপনার বিলজ্জ বদন ॥ ১৭৬
তাহাও রহুক দূরে, আপনার হৃদয়েরে,
না পারিয়ে করিতে সান্ত্বন।
অতএব তেজি প্রাণ, যাইব যমের স্থান,
অভাগিয়া এ রঘুনন্দন ॥ ১৭৭
এতেক বিলাপ করি তবে রঘুবর।
সুগ্রীবের প্রতি কন গদগদস্বর ॥ ১৭৮
মিতা নিজ সুখ তেজি প্রাণের লক্ষ্মণ।
করিয়াছে মোর সঙ্গে যেন আগমন ॥ ১৭৯
আমিহও তেন নিজ প্রাণ পরিহরি।
যাইব ইহার সঙ্গে শমন-নগরী ॥ ১৮০
তুমিহ করিলে মোর লাগি বহুশ্রম।
নানা কষ্ট পাইল সকল প্লবঙ্গম ॥ ১৮১
মোর লাগি যত কপি তেজিল জীবন।
তাহাদের ঋণে মোর না হল্য মোচন ॥ ১৮২
এক্ষণ শুনহ তুমি আমার বচন।
নিজ সৈন্য লয়্যা কর দেশেতে গমন ॥ ১৮৩
মোর সঙ্গে আসি যারা পায়্যাছে নিধন।
তাহাদের বন্ধুগণে করিবে সান্ত্বন ॥ ১৮৪
বদ্ধ আছি আমি মিতা-বিভীষণ-ঋণে।
তাহতো মোচন মোর করিবে নির্ব্বর্ণে ॥ ১৮৫
মোর নাম করি কবে ভরত ভ্রাতায়।
অর্দ্ধ রাজ্য দেয় যেন রাক্ষস-মিতায় ॥ ১৮৬
সেহ হয় সুশীল আমাতে ভক্তিমান্।
অবশ্য করিবে মোর বচন প্রমাণ ॥ ১৮৭
মোর লাগি এক চিতা দেহ সাজাইয়া।
পরাণ তেজিব আমি তাহে প্রবেশিয়া ॥ ১৮৮
এতেক পর্য্যন্ত কহি সুগ্রীব-রাজনে।
কহিতে লাগিলা প্রভু পবন-নন্দনে ॥ ১৮৯
বাপধন হনুমান্ মোর কার্য্য লাগি।
তুমিহ হইলে নানামত ক্লেশ-ভাগী ॥ ১৯০
করিযাছ তুমিহ আমার যেই হিতে।
না পারিব তাহা কোটি জন্মেও শোধিতে ॥
মারুতির প্রতি কহি এতেক বচন।
কপিগণ প্রতি কন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৯২
কপিগণ তোমা সবে আমার কারণে।
পাইলে সংক্লেশ দুঃখ কত ক্ষণে ক্ষণে ॥ ১৯৩
করিলে বান্ধব-কার্য্য যে তোরা সকলে।
ব্যর্থ হল্য সে সকল মোর দৈব-বশে ॥ ১৯৪
এক্ষণ কহিয়ে আমি তোদিগে সাদরে।
গমন করহ সবে নিজ নিজ ঘরে ॥ ১৯৫
এতেক বচন শুনি প্রভুর বদনে।
অশ্রুজল পড়িতেছে সবার নয়নে ॥ ১৯৬
হেনকালে সেনাগণে করি আশ্বাসন।
বিভীষণ করেন ফিরিয়া আগমন ॥ ১৯৭
দূর হৈতে তাঁরে দেখি ক্ষুদ্র কপিগণ।
মেঘনাদ শঙ্কা করি করে পলায়ন ॥ ১৯৮

হইয়াছে মেঘনাদ হতো অতি ভয়।
লজ্জা তেজি পলায়ন করে কপিচয় ॥ ১৯৯
তাহা দেখি শ্রীসুগ্রীব বালির নন্দনে।
করিছেন জিজ্ঞাসন দুঃখযুক্ত মনে ॥ ২০০
বাছা কেন কপিকুল করে পলায়ন।
জানিয়া আস্তহ তুমি ইহার কারণ ॥ ২০১
এইরূপ কহিতে কহিতে বিভীষণ।
সুগ্রীবের নিকটে করিলা আগমন ॥ ২০২
তাঁরে দেখি কহেন সুগ্রীব ধূম্রবীরে।
স্থির কর স্থির কর সকল কপিরে ॥ ২০৩
যারে দেখি পলাইতেছিল কপিগণ।
এহ ইন্দ্রজিত নহে কিন্তু বিভীষণ ॥ ২০৪
তবে ধূম্র গিয়া কপিগণে বুঝাইয়া।
স্থির কৈলা বিভীষণবার্ত্তা জানাইয়া ॥ ২০৫
এখানেতে নিরখিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
বিভীষণ ক্রন্দন করেন দুখি-মনে ॥ ২০৬
তাঁরে দেখি নিকটে ডাকিয়া রঘুবর।
কহিতে লাগিলা কিছু করুণ অন্তর ॥ ২০৭
মিতা তুমি ছাড়ি নিজ জ্ঞাতি বন্ধুজন।
করিছিলে আমার নিকটে আগমন ॥ ২০৮
প্রতিশ্রুত হয়্যাছিলুঁ আমিহ তোমায়।
রাজ্যপদ দিব তোহে এইত লঙ্কায় ॥ ২০৯
দৈববলে তাহা পূর্ণ করিতে নারিলুঁ।
তোমার ঋণেতে মিতা নিবদ্ধ রহিলুঁ ॥ ২১০
সম্প্রতি তুমিহ কপিরাজ মিতা সনে।
গমন করহ মোর অযোধ্যা ভবনে ॥ ২১১
নিজ রাজ্য অর্দ্ধ তোহে ভরত অর্পিবে।
মোর প্রীতি লাগি তাহা স্বীকার করিবে ॥ ২১২
অধিক বচন মোর আর না নিঃসরে।
ভ্রাতা অচেতন দেখি হৃদয় বিদরে ॥ ২১৩
এ সব বচন শুনি রঘুবর-মুখে।
বিভীষণ ক্রন্দন করেন মহাদুখে ॥ ২১৪
হায় হায় কি হইল বিধি-বিঘটন।
যাহে হেন দুঃখ পান শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ ২১৫
অতি দুষ্ট-মতি সেহ রাবণ-নন্দন।
মায়াযুদ্ধে করি গেল শরেতে বন্ধন ॥ ২১৬
ধিক্ মোসবার বজ্র কঠিন হৃদয়।
ইহাদিগে হেন দেখি বিদীর্ণ না হয় ॥ ২১৭
এত কহি মুক্তকণ্ঠ হয়্যা বিভীষণ।
করিছেন ভূমিতলে পড়িয়া ক্রন্দন ॥ ২১৮
শ্রীসুগ্রীব তাঁহারে উঠায়্যা বসাইয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু সান্ত্বনা করিয়া ॥ ২১৯
মিতা কেন হইতেছ এতেক কাতর।
স্থির হও নাহি হও চিন্তিত-অন্তর ॥ ২২০
শঙ্কা নাহি কর কিছু শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
বধিবেন সবান্ধবে দুষ্ট দশানন ॥ ২২১
অস্ত্রের মর্য্যাদা রাখিবারে দুইজন।
করয়াছেন অঙ্গীকার সর্পাস্ত্র-বন্ধন ॥ ২২২
কিছুকাল পরে পুন ইহা করি ভেদ।
উঠিয়া নাশিবা আমাদের সব খেদ ॥ ২২৩
প্রতিজ্ঞা যে করয়াছেন শ্রীরঘুনন্দন।
কখন না মিথ্যা হবে সে সব বচন ॥ ২২৪
বিভীষণে এত কহি পুন কপিপতি।
কহিতে লাগিলা বীর সুষেণের প্রতি ॥ ২২৫
শ্বশুর-ঠাকুর তুমি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে লয়্যা যাহ প্রাণপণে ॥ ২২৬
সঙ্গেতে লইয়া যাহ যাবত বানরে।
রাখি যাহ একমাত্র পবনকোঙরে ॥ ২২৭
একা আমি সঙ্গেতে লইয়া মারুতিরে।
বধি যাব সবান্ধবে দুষ্ট দশশিরে ॥ ২২৮
একা আমি লঙ্কায় করিব ছারখার।
চূর্ণ করি ফেলাইব সাগরমাঝার ॥ ২২৯
আজি মোর বলবীর্য্য শ্রীরামে ভকতি।
দেখিয়া সুখ্যাতি করু সব লোক-ততি ॥ ২৩০
করয়াছেন মিতা যত মোর উপকার।
তাহারে শোধিব করি জানকী-উদ্ধার ॥ ২৩১
যবে আমি লইয়া যাইব শ্রীসীতারে।
ভুলিবা সকল দুঃখ মিতা দেখি তাঁরে ॥ ২৩২
আর করয়াছেন যে প্রতিজ্ঞা রঘুমণি।
তাহাও করিব সত্য সত্য করি ভণি ॥ ২৩৩
আপনার বাহুবলে বধিয়া রাবণে।
লঙ্কারাজ্যে বসাইব মিতা বিভীষণে ॥ ২৩৪
ইথে যদি বিবাদ করয়ে ত্রিভুবন।
করিতে নারিবে কেহ বিঘ্ন আচরণ ॥ ২৩৫
সুগ্রীবের মুখে শুনি এ সব বচন।
কপিগণ হইলা কিঞ্চিৎ সুস্থ মন ॥ ২৩৬

তবে সুশীতল জল লয়্যা বিভীষণ।
লক্ষ্মণের বদন করিলা প্রক্ষালন॥ ২৩৭
তবে তিঁহ চাহিলেন মিলিয়া নয়ন।
যাহা দেখি কিছু স্বস্থ শ্রীরঘুনন্দন॥ ২৩৮
নাগপাশে বদ্ধ দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
দেবগণ কহিতে লাগিলা সমীরণে॥ ২৩৯
যাহ যাহ রামকাছে তুমি গুপ্তরূপে।
স্মরণ করাহ তাঁরে তাঁহার স্বরূপে॥ ২৪০
লীলাবশে হয়্যাছেন আত্মবিস্মরণ।
কহ গিয়া পক্ষিরাজে করিতে চিন্তন॥ ২৪১
এত শুনি বায়ু গিয়া রাম-সন্নিধানে।
কহিতে লাগিলা মৃদুস্বরে কাণে কাণে॥ ২৪২
রঘুবর এত কেন আবেশ লীলায়।
স্মরণ করহ একবার আপনায়॥ ২৪৩
হয়্যা নিজে মহামায়া-পতি নারায়ণ।
রাক্ষস মায়াতে নিজে ভুল এ কেমন॥ ২৪৪
গরুড়েরে একবার করহ স্মরণ।
এখনি হইবে দূর নাগাস্ত্রবন্ধন॥ ২৪৫
এত কহি সমীরণ গেলা স্থানান্তরে।
গরুড় গরুড় বলি প্রভু চিন্তা করে॥ ২৪৬
সেইত স্মরণবলে দ্বীপশাল্মলিতে।
আসন শ্রীগরুড়ের লাগিল টলিতে॥ ২৪৭
তবে মনে মনে ধ্যান করি পক্ষিপতি।
করিলেন সকল বৃত্তান্ত-অবগতি॥ ২৪৮
ইন্দ্রজিতসঙ্গে রণে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
হয়্যাছেন ভুজঙ্গম-পাশেতে বন্ধন॥ ২৪৯
এই লাগি রামচন্দ্র ডাকিছেন মোরে।
তেঁইত আসন মোর বার বার ঘোরে॥ ২৫০
প্রভু হয়্যা ভৃত্যজনে স্মরণ করয়।
ইহা হন্তে কিবা ভাগ্য আমার আছয়॥ ২৫১
প্রভু যেই কর্য্যাছেন মোরে নাগান্তক।
সেই গুণ বুঝি আজি হইল সার্থক। ২৫২
এত চিন্তা করি নাগ-অরি বিনতানন্দন।
ত্বরা-যুক্তচিতে গগনেতে কৈলা আরোহণ॥ ২৫৩
কিবা শোভা তার দেখি কার বিস্ময় না হয়।
যেন মেরু গিরি পক্ষ ধরি গগনে উড়য়॥ ২৫৪
তার গতি দক্ষ দুইপক্ষ ঘন আন্দোলয়।
যাহে সাম বেদ স্বরভেদ সহ গান হয়॥ ২৫৫
সেই পক্ষরবে লোক সবে লাগে চমৎকার।
হায় তার বাতে ত্রিজগতে বিবিধ বিকার॥২৫৬
ছিল ব্যোমতলে স্থলে স্থলে যত ধরাধর।
তারা বেগভরে পড়ে দূরে দিগ্‌দিগন্তর॥ ২৫৭
যবে পাখাদ্বয়ে আকর্ষয়ে সেই পক্ষিরায়।
তাহে দূরস্থিত বস্তু যত নিকটেতে ধায়॥ ২৫৮
ছিল গগনেতে স্থিরবাতে যাবত বিমান।
তারা উলটিয়া পালটিয়া গড়াগড়ি যান॥ ২৫৯
যত দেবচয় সবিস্ময় একদৃষ্টি চায়।
সব মুনিগণ জয় স্বন করে উভরায়॥ ২৬০
যত ধরাধর থর থর করিয়া কাঁপয়।
তাহে পাই ভঙ্গ কত শৃঙ্গ ভূমিতে পড়য়॥ ২৬১
পক্ষ-সমীরণ-পরশন পায় অঙ্গে যার।
সেই তরুচয় ভগ্ন হয় করি ঝঞ্ঝাকার॥ ২৬২
হত ক্ষুদ্র শিলা লোষ্ট্র খোলা সঙ্গে উড়ি যায়।
আর সিন্ধুজল কল কল করি তীরে ধায়॥ ২৬৩
যত জলচর ভীততর পঙ্কে মগ্ন হয়।
আর জলকরী ভয়ে ভরি চীৎকার করয়॥ ২৬৪
ছিল নদী যত শত শত উত্তরগামিনী।
তার বেগবলে তারা চলে দক্ষিণবাহিনী॥ ২৬৫
পাতালের তলে নানাস্থলে যত সর্প ছিল।
তারা ভীতচিতে পলাইতে আরম্ভ করিল॥২৬৬
তবে হেনমতে আকাশেতে বিনতা-তনয়।
করে আগমন যারে মন ধরিতে নারয়॥ ২৬৭
তিঁহ দ্বীপদ্বয় সিন্ধুদ্বয় লঙ্ঘিয়া ত্বরিত।
জম্বুদ্বীপ-মাঝ পক্ষিরাজ হল্যা উপস্থিত॥২৬৮
তিঁহ মহাদক্ষ সপ্তলক্ষ- যোজন-অন্তরে।
এক যামকালে নিজবলে আইলা সত্বরে॥ ২৬৯
পরে জম্বুখণ্ডে দুই দণ্ডে করিয়া লঙ্ঘন।
লঙ্কা-উত্তরেতে আকাশেতে দিলা দরশন॥২৭০
তার পরকাশে দিক্ দশে প্রকাশ হইল।
রাত্রি-অন্ধকার হাহাকার করি পলাইল॥ ২৭১
তারে কপিগণ নিরীক্ষণ করিয়া ভাবয়।
এক চিত্রভানু কিম্বা ভানু করিলা উদয়॥ ২৭২
সেই পক্ষিপাত-পক্ষজাত-শুভ-সমীরণ।
অতি শুভ শীত সুবাসিত করয়ে গমন॥ ২৭৩
সেই সমীরণ-পরশন-সুগন্ধ পাইয়া।
যত সর্পবাণ ভীতমান পড়য়ে খসিয়া॥ ২৭৪

তারা সেই বাতে ভীতচিতে চারিদিকে চায়।
তবে পক্ষিবরে দেখিবারে উত্তরেতে পায় ॥ ২৭৫
তাঁরে নিরখিয়া ভীতহিয়া সর্প-অস্ত্রগণ।
ছাড়ি রঘুবর-কলেবর করে পলায়ন ॥ ২৭৬
তারা ভয় ভরে কেহ কারে অপেক্ষা না করে।
যায় একমুখে মনোদুখে দিগ্‌দিগন্তরে ॥ ২৭৭
কেহ মহাভয়ে প্রবেশয়ে পর্ব্বতগহ্বরে।
কেহ সিন্ধুজলে কেহ বিলে তরুর কোটরে ॥ ২৭৮
তবে হেনকালে কুতূহলে বিনতানন্দন।
আল্যা সুখিচিতে যেখানেতে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৭৯
শ্রীরামলক্ষ্মণ কাছে বসি পক্ষিবর।
তাঁহাদের অঙ্গেতে বুলান নিজ কর ॥ ২৮০
তাঁহাদের অঙ্গে যত ব্রণ হয়্যাছিল।
গরুড়ের স্পর্শে সব বিদূর হইল ॥ ২৮১
তবে তাঁরা উঠিয়া বসিয়া দুই জন।
গরুড়েরে করিলেন প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ২৮২
পক্ষিরাজ মনে মনে বহু প্রণমিলা।
লীলাসিদ্ধি লাগিয়া প্রকাশ না করিলা ॥ ২৮৩
যদ্যপি জানেন রাম সব নিজ চিতে।
তথাপি পুছেন তারে লোক জানাইতে ॥ ২৮৪
কে বট কে বট তুমি বিহঙ্গমবর।
কহ নিজ পরিচয় মোদের গোচর ॥ ২৮৫
করিলে মোদের তুমি হিত অতিশয়।
বান্ধবজনেতে যাহা করিতে নারয় ॥ ২৮৬
বান্ধিছিল নাগপাশে রাবণ-নন্দন।
করিলে তুমিহ তাহা হইতে মোচন ॥ ২৮৭
পিতার পিতারে দেখি সুখ হয় যেন।
তোহে দেখি মোদের আনন্দ হয় তেন ॥ ২৮৮
অতএব তোমারে জানিতে হয় মন।
কহ পরিচয় এথা আল্যে কি কারণ ॥ ২৮৯
এত শুনি হাস্য করি বিনতা-নন্দন।
করিছেন মনে মনে এইত চিন্তন ॥ ২৯০
কর‍্যাছেন প্রভু নর-লীলা অঙ্গীকার।
না করিবা ইথে নিজ ঐশ্বর্য্যপ্রচার ॥ ২৯১
অন্যথা বধিতে হাতি ক্ষুদ্র নিশাচর।
সহায় করিবা কেন ভল্লুক বানর ॥ ২৯২
অনন্ত-শয়ন হয়্যা নাগারি-বাহন।
কেন বা করিবা সর্পবন্ধ-স্বীকরণ ॥ ২৯৩
অতএব প্রকাশিয়া ঈশ্বরত্ব জ্ঞান।
উচিত আমারো নহে পরিচয়দান ॥ ২৯৪
এত ভাবি হাসি হাসি প্রকাশবচনে।
করিছেন পক্ষিরাজ শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ২৯৫
রঘুবর হই আমি কশ্যপসন্তান।
বিনতার গর্ভজাত গরুড়-আখ্যান ॥ ২৯৬
লোকমুখে শুনি আমি তোমার সঙ্কট।
ঘুচাত্যে আইলুঁ তাহা তোমার নিকট ॥ ২৯৭
করিছিল ইন্দ্রজিৎ যে এই বন্ধন।
ইহা ঘুচাইতে না পারিত ত্রিভুবন ॥ ২৯৮
তোমাদিগে বন্ধন করিযাছিল যারা।
শর নহে কিন্তু মায়াময় সর্প তারা ॥ ২৯৯
ইহাদিগে নিবারণ করে হেন জন।
ত্রিভুবন মাঝে নাহি হয় দরশন ॥ ৩০০
আমার বান্ধব হও তোমরা দুজন।
এই লাগি করিলাম আমি আগমন ॥ ৩০১
যেরূপ বান্ধব তাহা করি নিবেদন।
রঘুবর কর্ণপাতি করহ শ্রবণ ॥ ৩০২
মোরা দুইজন হই কশ্যপকোঙর।
আমি আর সর্ব্বগ্রহপতি দিবাকর ॥ ৩০৩
সেই সূর্য্যবংশে হয় তোমার জনম।
এই এক মোর বন্ধু ভাবেতে কারণ ॥ ৩০৪
আর এক কারণ শুনহ রঘুবর।
জটায়ু সম্পাতি দুই আমার কোঙর ॥ ৩০৫
তার মধ্যে জটায়ু তোমার পিতৃমিত।
তিঁহ তোমা সবে বাসি পৌত্রের সম্মিত ॥ ৩০৬
আর মোর মিত্রতা আছয়ে তোমাসনে।
তাহা আর জিজ্ঞাসা না করিবে এক্ষণে ॥ ৩০৭
দুষ্ট দশাননে যবে সবংশে বধিবে।
তবে বিধিবাক্যে তাহা আপুনি জানিবে ॥ ৩০৮
এক্ষণ করিয়ে আমি এক নিবেদন।
সাবধানে করিবে রাক্ষস সঙ্গে রণ ॥ ৩০৯
অত্যন্ত মায়াবী হয় নিশাচরচয়।
ইহাদের নিকটে ঋজুতা যোগ্য নয় ॥ ৩১০
সম্প্রতি করিয়ে আমি তোমারে প্রার্থন।
অনুমতি দেহ করি স্বস্থানে গমন ॥ ৩১১
এতেক বচন শুনি তবে রঘুপতি।
কহিছেন প্রীতি করি গরুড়ের প্রতি ॥ ৩১২

কশ্যপনন্দন আর কি কব তোমারে।
স্নেহ প্রকাশিয়া বাঁচাইলে মোসবারে ॥ ৩১৩
হল্যে তুমি জটায়ু-সম্বন্ধে পিতামহ।
পাইলাম তোহে দেখি স্বাস্থ্য সুখাবহ ॥ ৩১৪
তোমার এ দিব্য গুণ সবে নাহি জানে।
প্রকাশিলে আজি তাহা সর্ব্বত্র এখানে ॥৩১৫
যদি না থাকিত তব লোকেতে প্রকাশ।
তবে বুঝি সর্পেতে করিত সব গ্রাস ॥ ৩১৬
জানিতাম তব হয় যে জনে প্রসাদ।
সর্পে না করিতে পারে তারে অবসাদ ৩১৭
করিলে তুমিহ যেই হিত মোসবার।
ইহা শোধিবারে শক্তি আছয়ে কাহার ৩১৮
নিজ গুণে এই ঋণে শোধন করিবে।
আর মোর এক বাক্য হৃদয়ে রাখিবে ॥ ৩১৯
যদি কভু ঘটে আর বিপদ এমন।
স্মরণ করিলে মোরা কর্য্য আগমন ॥ ৩২০
এক্ষণ পরমানন্দে যাহ স্বভবনে।
কুশল করুন তব সব দেবগণে ॥ ৩২১
এতেক বচন শুনি বিনতাকুমার।
শ্রীরামেরে প্রদক্ষিণ কৈলা চারিবার ॥ ৩২২
ভক্তিযুক্ত হয়্যা মনে করিয়া বন্দন।
ব্যোমমার্গ দিয়া গেলা আপন ভবন ॥ ৩২৩
এথা বন্ধমুক্ত দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
দেবগণ আনন্দিত হইলা গগনে ॥ ৩২৪
করিছেন তাঁরা শঙ্খ মৃদঙ্গ বাদন।
গন্ধর্ব্ব করয়ে গান অপ্সর নর্ত্তন ॥ ৩২৫
রামচন্দ্র লক্ষ্মণে লইয়া নিজ কোলে।
অভিষিক্ত কৈলা অশ্রুসলিল-হিল্লোলে ॥ ৩২৬
বিভীষণ সুগ্রীব প্রভৃতি যত জন।
প্রেমানন্দে হল্যা সবে সজলনয়ন ॥ ৩২৭
কপিগণ অতিশয় আনন্দিতমন।
রামজয় নিনাদ করয়ে ঘনেঘন ॥ ৩২৮
কেহ কেহ লম্ফ দেয় হুঙ্কার ছাড়িয়া।
নৃত্য করিতেছে কক্ষতল বাজাইয়া ॥ ৩২৯
কেহ পুচ্ছ উর্দ্ধ করি করয়ে ধাবন।
বৃক্ষের উপরি লম্ফ দেয় কোনজন ॥ ৩৩০
কেহ কেহ যাই লঙ্কা নগরের দ্বারে।
যুদ্ধ ইচ্ছা করি ঘোর সিংহনাদ ছাড়ে ॥ ৩৩১
হেন মতে কপির আনন্দ কোলাহল।
করিতে লাগিল লঙ্কাপুরে টলমল ॥ ৩৩২
যাহা শুনি ভক্তসঙ্গে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
হইলেন অতিশয় আনন্দিত মন ॥ ৩৩৩
সেই সব বার্ত্তা জানাইয়া জানকীরে।
ত্রিজটা সুখিত কৈলা তাঁহারে অচিরে ॥ ৩৩৪
তুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩৩৫

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে
নাগপাশমোচনো নাম ষষ্ঠঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধূম্রাক্ষাদি রাক্ষসচতুষ্টয়-বধ।

নিহত্য ধূম্রাক্ষমকম্পনঞ্চ,
শ্রীমারুতিঃ সংযতি বজ্রদংষ্ট্রম্।
কপীশ্বরো বহ্নিসুতঃ প্রহস্তং,
পিপ্রায় যং তং রঘুনাথমীড়ে ॥ ১

শুনি সেই কপিদের কোলাহলধ্বনি।
নিদ্রা তেজি উঠিল রজনীচরমণি ॥ ২
হেনই সময়ে সূর্য্য উদয় করিলা।
দশানন আসি সভা করিয়া বসিলা ॥ ৩
রাবণ-নিকটে তবে আসি মন্ত্রিগণ।
কহিতে লাগিল শুনি বানরনিস্বন ॥ ৪
মহারাজ কর্য্যাছেন আপুনি শ্রবণ।
সিংহনাদ করিতেছে শাখামৃগগণ ॥ ৫
ইথে অনুমান করিতেছি মোরা সব।
উহাদের কিছু হয়্যা থাকিবে উৎসব ॥ ৬
এতেক বচন শুনি নিশাচর-পতি।
কহিতে লাগিল তুই চারি চর প্রতি ॥ ৭
যাহ যাহ জানি আস্য রণের সংবাদ।
কি আনন্দে কপিগণ করে সিংহনাদ ॥ ৮
তবে গিয়া প্রাচীরে উঠিয়া সব চর।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেখে সংগ্রাম-ভিতর ॥ ৯

তবে তারা ভীত হয়্যা আসিয়া সভাতে।
নিবেদন করিতেছে ইন্দ্রজি-তাতে ॥ ১০
মহারাজ ইন্দ্রজিত যেই দুই নরে।
বন্ধন করিয়াছিলা নাগপাশ-শরে ॥ ১১
তারা বন্ধমুক্ত হয়্যা বসিয়া হাসিছে।
সেই সুখে কপিকুল হুঙ্কার করিছে ॥ ১২
এতেক বচন শুনি রাজা দশানন।
দণ্ডেক রহিলা হয়্যা বিনম্রবদন ॥ ১৩
পরে অতি উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কহিতে লাগিলা অতি চিন্তিত হইয়া ॥ ১৪
একি যজ্ঞ-অগ্নি-লব্ধ সর্পাস্ত্র-বন্ধন।
কিরূপেতে ঘুচাইল নর দুইজন ॥ ১৫
যদি হেন সর্প-অস্ত্র বিফল হইল।
তবে বুঝি লঙ্কাখান সংশয়ে মজিল ॥ ১৬
এত কহি নিশ্বাস ছাড়িয়া ঘনেঘন।
ধূম্রাক্ষ রাক্ষস প্রতি কহে দশানন ॥ ১৭
ধূম্রাক্ষ তুমিহ নিজ কটক লইয়া।
রাম-রণে হানা দেহ এখনি যাইয়া ॥ ১৮
যুদ্ধেতে নিপুণ হয় তারা দুই জন।
সাবধানে করিবে তাদের সঙ্গে রণ ॥ ১৯
এতেক বচন শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া।
চলিল ধূম্রাক্ষ দশাননে প্রণমিয়া ॥ ২০
বাহিরে আসিয়া কহে সেনাধ্যক্ষ প্রতি।
সেনাসজ্জা করি দাও আমার সংপ্রতি ॥ ২১
তবে বলাধ্যক্ষ আজ্ঞা দিলা সেনাগণে।
সাজিয়া আইল তারা আনন্দিত-মনে ॥ ২২
বাজিতে লাগিল বাদ্য বিবিধ সঘনে।
যাহা শুনি উৎসাহ বাড়য়ে বীর-মনে ॥ ২৩
তবে নানা অস্ত্র-শস্ত্র ধরি বীরগণ।
ধূম্রাক্ষনিকটে আসি দিল দরশন ॥ ২৪
কেহ রথে কেহ গজে কেহ বা তুরঙ্গে।
পদব্রজে চলে কত বীর মহারঙ্গে ॥ ২৫
ধূম্রাক্ষ-সারথি রথ করিয়া সাজন।
ধূম্রাক্ষের অগ্রেতে করিল আনয়ন ॥ ২৬
বাহন যাহার ব্যাঘ্র সিংহমুখ খর।
নানা অস্ত্র-শস্ত্রে পূর্ণ অতি মনোহর ॥ ২৭
সেই রথে ধূম্রাক্ষ করিয়া অরোহণ।
পশ্চিমদিগের দ্বারে করিলা গমন ॥ ২৮

যাত্রাকালে তার রথধ্বজের উপর।
বসিয়া ডাকয়ে গৃধ্র-পেচক-নিকর ॥ ২৯
রক্তে আর্দ্র শ্বেতবর্ণ বিকট কবন্ধ।
অগ্রে নৃত্য করে করি নানা ছন্দবন্ধ ॥ ৩০
উপরিতে রক্তকণ বরিষণ হয়।
নির্ঘাত নিনাদ উঠে ধরণী কাঁপয় ॥ ৩১
প্রতিলোম হইয়া বহয়ে সমীরণ।
অন্ধকারে হল্য দশ দিক্ আচ্ছাদন ॥ ৩২
গৃধ্র কাক কঙ্ক-আদি যত পক্ষিগণ।
ধূম্রাক্ষ নিকটে করে বিকট নিস্বন ॥ ৩৩
সে সকল উৎপাত না করিয়া গণন।
ধূম্রাক্ষ পশ্চিমদ্বারে দিল দরশন ॥ ৩৪

তবে, তাহারে দেখি, হৃদয়ে সুখী,
যাবৎ বানরগণ।
তারা, গভীর স্বরে, হুঙ্কার করে,
রণে উলসিত-মন ॥ ৩৫
পরে,শুনিয়া তাহা, রাক্ষস মহা,
কোপেতে কম্পমান।
তারা, করিয়া দাপ, টানিয়া চাপ,
বরিষণ করে বাণ ॥ ৩৬
যেন, জলদযুথে, গিরির মাথে,
বরিষয়ে বারিধারা।
তেন, বানরগণে, নিশিত বাণে,
বেধ করিতেছে তারা ॥ ৩৭
তবে, দেখিয়া তায়, কোপেতে ধায়,
যাবৎ বানরজাল।
তারা, ধরিয়া করে, গিরি-শিখরে,
কেহ কেহ তরুডাল ॥ ৩৮
কিবা কোনহ কপি, মনেতে কুপি,
ঘুরাইয়া তরুবরে।
তাহা, কাহারও মাথে, মারয়ে তাথে,
সেহ যায় যমঘরে ॥ ৩৯
কেহ, কেহ বা কারে, গিরিশিখরে,
প্রহারিয়া করে চুর।
কেহ, ধ্বজ উপাড়ি, তাহাতে করি,
কারও করিছে দূর ॥ ৪০
কেহ, রথের চাক, ধরিয়া পাক,
দিয়া কোনো জনে মারে।

কেহ, ধরিয়া করী, তুলিয়া মারি,
বধিতেছে কাহাকারে ॥ ৪১
আর, কেহ বা খরে, করিয়া মারে,
কেহ বা ঘোটকে করি।
কিবা, কেহ বা নখে, কেহ বা মুখে,
কেহ বা লাঙ্গুলে ধরি ॥ ৪২
সেই, প্রহারে হত, রাক্ষস যত,
মরি মরি রব করে।
কেহ, তেজিয়া প্রাণ, যমের স্থান,
চলে দেখিবার তরে ॥ ৪৩
কেহ, ভূমিতে পড়ি, দিতেছে গড়ি,
কেহ হয় মূরছিত।
কেহ, রুধির-ধারে, বমন করে,
মুখ দিয়া মূঢ়চিত ॥ ৪৪
কারো, ভাঙ্গিল হস্ত, কাহারো মস্ত,
কাহারো জঙ্ঘা উরু।
কারো, ভাঙ্গিল বক্ষ, কাহারো কক্ষ,
কারো নাসা কাণ ভুরু ॥ ৪৫
তাহে, হইয়া ভীত, রাক্ষস যত,
পলায়ন করিতেছে।
তারা, আপনা পরে, দৃষ্টি না করে,
একমুখে ধাইতেছে ॥ ৪৬
তবে, ছাড়িয়া থানা, পলায় সেনা,
দেখিয়া ধূম্রাক্ষবীর।
সেহ, ভরিয়া কোপে, টানিয়া চাপে,
বরিষণ করে তীর ॥ ৪৭
সেহ, কাটিয়া ফেলে, কাহারো গলে,
কাহারো চরণ করে।
কিবা, কাহারো ভুজে, কাহারো লেজে,
কারো বুকের জঠরে ॥ ৪৮
আর, মুগ্দর ধরি, কারেও মারি,
ফেলায় ধরণীতলে।
কিবা, কারেও দণ্ডে, করিয়া খণ্ডে,
ছোরা ছুরি মারি বলে ॥ ৪৯
সেই, প্রহারে তার, করে চীৎকার,
যাবত বানরগণ।
কেহ, শমনপুরে, গমন করে,
হারাইয়া স্বজীবন ॥ ৫০
কেহ, হইয়া ছিন্ন, কেহ বা ভিন্ন,
ভূমে গড়াগড়ি যায়।
কেহ, রুধিরে রঙ্গ, সমরে ভঙ্গ,
দিয়া পলাইয়া ধায় ॥ ৫১
হেন, কপির গতি, দেখি মারুতি,
হইয়া কুপিতমন।
এক বিপুল শিলা, ধরিয়া লীলা,
ক'র কৈলা আগমন ॥ ৫২
তারে, ধূম্রাক্ষ দেখি, মনেতে রোখি,
কহিতেছে করি দাপ।
ওরে, পবনপুত্র, মরিতে অত্র,
কেন আলি তুই পাপ ॥ ৫৩
ছিল, আমার মনে, অনেক দিনে,
রণে সাধ তোর সনে।
তাহা, তুষিয়া বিধি, দিলেক সাধি,
তোর দৈব-বিঘটনে ॥ ৫৪
আজি, আপন জোরে, বধিয়া তোরে
দশাননে সুখ দিব।
আর, প্রমোদসিন্ধু, মাঝারে বন্ধু,
সমূহেরে ডুবাইব ॥ ৫৫
তবে, এ সব বাণী, মারুতি শুনি,
কহিছেন ডাকদিয়া।
ওরে, কুমতি পাপ, না কর দাপ,
বৃথা রণ না জিতিয়া ॥ ৫৬
এই, শিলার ঘাতে, তোমার মাতে,
করি আমি বিদারণ।
যদি, থাকয়ে বীর্য্য, প্রকাশি শৌর্য্য,
কর নিজের রক্ষণ ॥ ৫৭
তবে, কহিয়া এই, তুলিয়া সেই,
পাষাণে হুঙ্কার করি।
সেই, সমীরসুত, ছাড়িলা দ্রুত,
ধূম্রাক্ষের রথোপরি ॥ ৫৮
তবে, দেখিয়া তাহা, ধূম্রাক্ষ মহা,
শঙ্কায় তরলহিয়া।
এক, গদায় ধরি, ভূতলোপরি,
পড়িলক লাফ দিয়া ॥৫৯
তবে, সেই পাষাণে, তাহার যানে,
সারথি ঘোটক সনে।

কিবা, করিয়া ভগ্ন, মারুতি মগ্ন,
সিংহনাদ করে ঘনে ॥ ৬০
ধরি, গিরির শৃঙ্গ, করিয়া রঙ্গ,
ধূম্রাক্ষে বধিতে যান।
সেহ, নিরখি তাহা, ধূম্রাক্ষ মহা,
বেগে হল্য আগুয়ান ॥ ৬১
সেহ, গদায় ধরি, ঘূর্ণিত করি,
মারিল মারুতি-বুকে।
কিবা, সমরে ধীর, মারুতি বীর,
না গণিলা তা কৌতুকে ॥ ৬২
কিন্তু, তাহার মুণ্ডে, সে গিরি-খণ্ডে,
করিয়া মারিলা বীর।
তাহে, হইল চূর্ণ, তাহার স্বর্ণ,
মুকুট সহিত শির ॥ ৬৩
তবে, রাক্ষস যত, দেখিয়া হত,
সেনাপতি নিশাচরে।
তারা, ত্রাসিত চিতে, পলায় দ্রুতে,
রণ ছাড়ি নিজ ঘরে ॥ ৬৪
কিবা, ধরিয়া গাছে, তাদের পাছে,
যতেক বানরগণ।
তারা, হুঙ্কার ছাড়ি, যাইছে তাড়ি,
অতি আনন্দিত মন ॥ ৬৫
তবে, জিনিয়া রণে, আপন স্থানে,
আসি বসি বায়ুসুত।
কিবা, ভাবেন মনে, রঘুনন্দনে,
আনন্দে উল্লাসযুত ॥ ৬৬
তবে পলায়িত সেই নিশাচরগণ।
রাবণ নিকটে গিয়া কবে নিবেদন ॥ ৬৭
মহারাজ ধূম্রাক্ষেরে বহু সৈন্য সনে।
হনুমান পাঠাইলা শমনভবনে ॥ ৬৮
তাহা শুনি দশানন কুপিত হৃদয়।
অকম্পন পানে চাহি বলাধ্যক্ষে কয় ॥ ৬৯
যাও বলাধ্যক্ষ সজ্জা কর সেনাগণ।
যুদ্ধেতে যাইবে এবে বীর অকম্পন ॥ ৭০
এই হয় বলী শূর সমরে কুশল।
নিরন্তর ইচ্ছা করে আমার মঙ্গল ॥ ৭১
ইহারে যুদ্ধেতে কেহ কাঁপাতে নারয়।
এই লাগি এহ অকম্পন নাম হয় ॥ ৭২

বধিবে অক্লেশে এহ সে রাম-লক্ষ্মণে।
মারুতি সুগ্রীব বিভীষণ কপিগণে ॥ ৭৩
এত শুনি বলাধ্যক্ষ যে আজ্ঞা বলিয়া।
সাজাইতে গেল সৈন্য সত্বর হইয়া ॥ ৭৪
অকম্পন দশাননে করি সম্ভাষণ।
নিজ স্থানে সাজিবারে করিলা গমন ॥ ৭৫
এখানেতে সাজি সৈন্য প্রস্তুত হইল।
অকম্পন রণ-বেশ করিয়া আইল ॥ ৭৬
নানা অস্ত্রশস্ত্র ধনু করিয়া ধারণ।
দিব্য অশ্বযুক্ত রথে কৈলা আরোহণ ॥ ৭৭
বাজিতে লাগিল তবে বিবিধ বাজন।
চতুরঙ্গ সৈন্য সব করয় গমন ॥ ৭৮
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখে অকম্পন।
অকস্মাৎ রথ-অশ্ব হয় প্রস্খলন ॥ ৭৯
কাঁপিতে লাগিল তার উভয় চরণ।
বাম বাহু বাম নেত্র করয়ে স্পন্দন ॥ ৮০
বিকৃত হইল তার মুখের বরণ।
গদগদ কণ্ঠেতে স্ফূর্ত্তি না হয় বচন ॥ ৮১
সে সকল উৎপাতে না করিয়া গণন।
সহ সৈন্য সমরে চলিল অকম্পন ॥ ৮২
ভ্রাতৃবধে কুপিয়াছে মারুতি-কুমারে।
অতএব গেল সেহ পশ্চিমের দ্বারে ॥ ৮৩
পদাতি তুরঙ্গ গজ রথের নিস্বনে।
যাইতেছে কম্পিত করিয়া ত্রিভুবনে ॥ ৮৪
সে শব্দ শুনিয়া সেই সব কপিগণ।
পাদপ পাষাণ ধরি করিলা ধাবন ॥ ৮৫
তবে দুই দলে দ্বন্দ্ব দারুণ লাগিল।
যাহা দেখি দেব দৈত্য দানব মোহিল ॥ ৮৬
শাণিত শাণিত শর ছাড়ে নিশাচর।
প্লবগে প্রক্ষেপ করে পাদপ পাথর ॥ ৮৭
তাহাদের পদপাতে পৃথিবী হইতে।
উঠিয়া উৎকট ধূলি রোধে ঊর্দ্ধভিতে ॥ ৮৮
সেই অন্ধকারে অন্ধ হয়্যা দুই দল।
দেখিতে না পায় কেহ নিজ পরবল ॥ ৮৯
রথ রথী সারথি দ্বিরদ খর হয়।
বানর ভল্লুক কিছু দর্শন না হয় ॥ ৯০
মার মার মল্যাম মল্যাম হায় হায়।
এইরূপ কেবল নিস্বন শুনা যায় ॥ ৯১

চিনিতে না পারে তারা আপনারে পরে।
রাক্ষস রাক্ষসে মারে বানর বানরে ॥ ৯২
সেই ত রুধিরে রেণু কর্দ্দম হইল।
তবে কপি-নিশাচরে সংগ্রাম লাগিল ॥ ৯৩
কপিকুল কোপযুক্ত হুঙ্কার করিয়া।
মারে শিলা শৈল-শস্ত্র শাখী উপাড়িয়া ॥ ৯৪
কুপিল কৌণপ ধরি করেতে কোদণ্ড।
শরে করি সে সকলে করে খণ্ড খণ্ড ॥ ৯৫
তেজিয়া সুতীক্ষ্ণ শূল শাল শঙ্কু শর।
বিন্ধিয়া বিন্ধিয়া করে বানরে জর্জ্জর ॥ ৯৬
তাহে কপিকুল হল্যা কিঞ্চিত কাতর।
তাহা দেখি চারি বীর হল্যা অগ্রসর ॥ ৯৭
শরভ কুমুদ নল শ্রীমৈন্দ অপর।
চারি বীরে আরম্ভিলা তুমুল সমর ॥ ৯৮
মারিয়া মারিয়া মুষ্টি মাথার উপর।
চূর্ণ করে চারি জনে চণ্ড নিশাচর ॥ ৯৯
চটচটা নিনাদেতে চালায়্যা চাপড়।
কত কোটি কৌণপেরে করিল কাতর ॥ ১০০
খণ্ড খণ্ড কৈল কত খর নখক্ষতে।
চরণ-চাপনে চাপটিল কত শতে ॥ ১০১
তাহাদের বিক্রম না পারিয়া সহিতে।
অকম্পন সৈন্যসব ভাগে চারিভিতে ॥ ১০২
তাহা দেখি সারথিরে কহে অকম্পন।
দেখিতেছ কাতর হয়্যাছে সৈন্যগণ ॥ ১০৩
অই স্থানে রথ লয়্যা চলহ ত্বরিতে।
করিব কলহ অই কপির সহিতে ॥ ১০৪
দেখিতেছি অই চারি কপি মহাবল।
উহাদের সঙ্গে রণে হয় কুতূহল ॥ ১০৫
এত শুনি রথ লয়্যা সারথি তাহার।
শরভাদিনিকটে করিল আগুসার ॥ ১০৬
প্রচণ্ড চাপেতে চড়া দিয়া অকম্পন।
চারি বীর প্রতি করে বাণ বরিষণ ॥ ১০৭
তাহা দেখি শরভ কুমুদ মৈন্দ নল।
তাহার উপরে শিলা ফেলে অবিরল ॥ ১০৮
সে সকল শিলাসঙ্ঘ সুশাণিত শরে।
অকম্পন কাটি কাটি কণা কণা করে ॥ ১০৯
অপর বাণেতে বিন্ধি সেই চারি বীরে।
জর জর করিল তাসবার শরীরে ॥ ১১০
তাহাতে বিহ্বল হয়্যা সে চারি বানর।
স্থির হত্যে নাহি পারে সমর-ভিতর ॥ ১১১
তাহা সন্দর্শন করি সমীর সন্তান।
উপস্থিত হইলা আসিয়া সেই স্থান ॥ ১১২
তারে দেখি যাবত বানর পাই বল।
পুনর্ব্বার কলহে করিলা কুতূহল ॥ ১১৩
শাল শিলা শিখরি-শিখর ধরি হাতে।
দাঁড়াইল দীর্ঘ দীর্ঘ পুচ্ছ তুলি মাতে ॥ ১১৪
নিরখিয়া অনিলনন্দনে অকম্পন।
কোপে কম্পমান কহে কঠিন বচন ॥ ১১৫
ভাল হল্য মর্কট আইলে আগে মোর।
করিতেছিলাম আমি অন্বেষণ তোর ॥ ১১৬
জ্বলিতেছে কোপানল ধূম্রাক্ষমরণে।
নিবাইব তাহা তোর রুধির বর্ষণে ॥ ১১৭
করি নাই আপন ভ্রাতারে পিণ্ডদান।
তোর মাংসে করিব সে ক্রিয়া সমাধান ॥ ১১৮
এত কহি কোদণ্ড করিয়া আকর্ষণ।
কঠোর কঠোর কাণ্ড করয়ে মোচন ॥ ১১৯
মারুতি কহেন শুন শুন মহাশয়।
এখনি এতেক কোপ করা যোগ্য নয় ॥ ১২০
একের বধেতে যদি অস্থির হইলে।
কি করিবে তবে আমি সকলে বধিলে ॥ ১২১
কিম্বা তোহে দেখি ভাগ্যবান্ অতিশয়।
অতএব না দেখিবে আর বন্ধুক্ষয় ॥ ১২২
এসব ইঙ্গিত বাণী মারুতির স্থানে।
শুনি অকম্পন কোপে বরিষয়ে বাণে ॥ ১২৩
সে সকল শরে সহি সমীর-সন্তান।
এক শাল করে করি করিলা পয়াণ ॥ ১২৪
মারুতির করে শাল দেখি অকম্পন।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে করি করিলা ছেদন ॥ ১২৫
তাহে ক্রুদ্ধ হয়্যা পুন পবন-নন্দন।
অন্য শাল শাখীরে করিলা উৎপাটন ॥ ১২৬
শিখরি সমান সেই শিখরে ধরিয়া।
ধর ধর করি ধান ধরা কাঁপাইয়া ॥ ১২৭
তার বেগে তুরগ দ্বিরদ রথ রথী।
পৃথিবীতে পড়ি গড়াগড়ি যায় তথি ॥ ১২৮
কত ঘোড়া হাতী রথী সারথি পদাতি।
প্রাণ পরিহার পাই মারুতির নাতি ॥ ১২৯

সাক্ষাত শমন বলি বোধ করি তায়।
নিশাচর চারিদিগে না চাহি পলায়॥ ১৩০
তাহা দেখি কোপতে কম্পিত অকম্পন।
চতুর্দ্দশ বাণে তারে করিল বেধন॥ ১৩১
তাহে অবরিল রক্তধারা বহে গায়।
গিরি যেন গৈরিক ধারায় শোভা পায়॥ ১৩২
ক্রুদ্ধমত পবনকুমার।
সেই শাল তার শিরে করিল প্রহার॥ ১৩৩
তাহে হত হয়্যা কাঁপি কাঁপি অকম্পন।
প্রাণ পরিহরি কৈলা পৃথ্বীতে পতন॥ ১৩৪
তাহা নিরখিয়া আর যত নিশাচর।
পলাইল পরিত্যাগ করিয়া সমর॥ ১৩৫
রণ জয় করিয়া যাবত কপিগণ।
সিংহনাদ করিতে লাগিলা ঘনেঘন॥ ১৩৬
দুই বীরে বিনাশিয়া পবনন্দন।
শ্রীরামনিকটে গিয়া করিল বন্দন॥ ১৩৭
তার মুখে শ্রবণ করিয়া সব বোল।
প্রভু আনন্দিত হয়্যা দিলা তারে কোল॥ ১৩৮
লক্ষ্মণ সুগ্রীব বালিপুত্র জাম্ববান্।
করিলেন সকলেই মারুতি-সম্মান॥ ১৩৯
এখানেতে রণভগ্ন নিশাচরগণ।
দশানন-কাছে গিয়া করে নিবেদন॥ ১৪০
মহারাজ ধূম্রাক্ষ গিয়াছে যেই ঠাঁই।
অকম্পনে পাঠাইল মারুতি তাঁহাই॥ ১৪১
অকম্পনমৃত্যু শুনি চরের বদনে।
কিছু ত্রাস উপজিল দশানন-মনে॥ ১৪২
হৃদয়ে করিয়া পরামর্শ বহুতর।
যুদ্ধ বিনা হিত নাহি দেখিল অপর॥ ১৪৩
তবে আগে দেখি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচরে।
কহিতে লাগিল তার প্রতি সমাদরে॥ ১৪৪
বজ্রদংষ্ট্র তুমি হও সুপণ্ডিত রণে।
তোমার সমান বীর না দেখি ভুবনে॥ ১৪৫
ধনুক ধরিয়া তুমি দাঁড়াল্যে সমরে।
নিজে ইন্দ্র সাক্ষাত হইতে নারে ডরে॥ ১৪৬
তোমারে সহায় করি আমি দেবগণে।
পরাজয় করিয়াছি অক্লেশেতে রণে॥ ১৪৭
অপর কি কব সর্ব্বনাশক-শমনে।
তোমার সাহায্যে জিতিয়াছি অযতনে॥ ১৪৮
তুমিহ সমরে যাই স্বসৈন্য লইয়া।
সুগ্রীব-লক্ষ্মণ-রামে আস্তহ বধিয়া॥ ১৪৯
এত বাণী শুনি বজ্রদংষ্ট্র নিশাচর।
প্রণমিয়া কহিতেছে রাবণগোচর॥ ১৫০
মহারাজ এই আমি চলিলাম রণে।
আপুনি পরমানন্দে থাকুন ভবনে॥ ১৫১
বধিব তোমার শত্রু সেই দুই নরে।
সুগ্রীব মারুতি মুখ্য মুখ্য কপিবরে॥ ১৫২
আপুনি মঙ্গলচিন্তা করিয়া আমার।
গৃহে থাকি সীতা লয়্যা করহ বিহার॥ ১৫৩
রঘু কহে যদি হয় তোমার মঙ্গল।
তবে যে কহিলে তাহা হইবে সফল॥ ১৫৪
তবে বলাধ্যক্ষ করি সেনার সাজন।
দশানন-আগে আসি কৈল নিবেদন॥ ১৫৫
তাহা শুনি প্রণাম করিয়া দশাননে।
বজ্রদংষ্ট্র বীর যাত্রা করিলেক রণে॥ ১৫৬
করিলা বিবিধমতে মঙ্গলাচরণ।
বান্ধিলেক নিজ অঙ্গে অনেক রক্ষণ॥ ১৫৭
পরিলেক অঙ্গে সানা মাথায় টোপর।
পৃষ্ঠেতে বান্ধিল তূণ পুরি তীক্ষ্ণ শর॥ ১৫৮
আর নানা অস্ত্র-শস্ত্র করিয়া বন্ধন।
রথের উপরি গিয়া কৈলা আরোহণ॥ ১৫৯
কিবা তার রথ অতি মনোহর হয়।
অলঙ্কৃত দিব্য দিব্য ঘোটকে বহয়॥ ১৬০
তার রথ-দুইদিকে যায় মনোরম।
দ্বিসহস্রসপ্ততিসংখ্যক তুরঙ্গম॥ ১৬১
ঘোড়ার পশ্চাতে দুইসহস্র সপ্ততি।
যাইতেছে মদমত্ত হাতী মন্দগতি॥ ১৬২
মধ্যেতে যাইছে বজ্রদংষ্ট্র দিব্য রথে।
এক লক্ষ ধনুর্দ্ধর যায় অগ্রপথে॥ ১৬৩
আর কত ঢালি শূলী তোমরী খর্পরী।
যাইতেছে রথে গজে ঘোটকেতে চড়ি॥ ১৬৪
বাজিতেছে সহস্র সহস্র রণভেরী।
নিনাদ ছাড়য়ে ঘোড়া হাতী বেরি বেরি॥ ১৬৫
সেই সব শব্দে লঙ্কা করি দলমাল।
রথে যায় বজ্রদংষ্ট্র যেন মহাকাল॥ ১৬৬
যাইতে যাইতে দেখে নানা অমঙ্গল।
অগ্রেতে পড়য়ে তার উল্কা ঝলমল॥ ১৬৭

মুখ দিয়া অগ্নিশিখা করয়ে বমন ।
শিবা সব করিতেছে অশিব-নিস্বন ॥ ১৬৮
রথের ঘোড়ার নেত্রে পড়ে অশ্রুজল ।
পুনঃপুন ত্যাগ করে তারা মূত্র মল ॥ ১৬৯
তাহা দেখিয়াও বজ্রদংষ্ট্র অশঙ্কিত ।
কহিতেছে সৈন্যদিগে অত্যন্ত গর্ব্বিত ॥ ১৭০
অমঙ্গল দেখি কেহ না কর চিন্তন ।
অতি মন্দ শুভকারী কহে সর্ব্বজন ॥ ১৭১
আর শুন কি করিবে এই অমঙ্গলে ।
সব অমঙ্গল বিনাশিব বাহুবলে ॥ ১৭২
দেখিবে সকলে তোরা বিক্রম আমার ।
বধিব সসৈন্যে আমি শত্রুকে রাজার ॥ ১৭৩
আজি মোর বাণে হত কপির আমিষে ।
নিশাচর পিণ্ড দিবে বান্ধবে হরিষে ॥ ১৭৪
আমিহ বধিয়া সুগ্রীবাদি কপিগণে ।
ভক্ষণ করিব নিজে সে রাম-লক্ষ্মণে ॥ ১৭৫
বজ্রদংষ্ট্র নাম মোর বজ্র হেন দাঁত ।
চর্ব্বণ করিব তাহাদের আমি হাড় ॥ ১৭৬
তোরা সবে ভয় ত্যজি চলহ সমরে ।
শত্রু-বধ করি শীঘ্র ফিরি যাবে ঘরে ॥ ১৭৭
এত কহি বজ্রদংষ্ট্র সৈন্য-সহকারে ।
উপস্থিত হল্য আসি উত্তরের দ্বারে ॥ ১৭৮

তবে দেখি তাহারে, সেইত দ্বারে,
প্লবঙ্গমগণ ।
তারা তরু শিখরী, করেতে ধরি,
রহে সুখিমন ॥ ১৭৯
তাহা নিরখি তারা, মেঘের ধারা,
হেন বর্ষে বাণ ।
তাহে বানরগণে, বিন্ধি সঘনে,
কৈলা খান খান ॥ ১৮০
তবে কুপিতমতি, বানর-অতি,
বৃক্ষ শিলা মারি ।
করে কুলিশদন্ত, সেনার অন্ত,
গভীর হাঁকারী ॥ ১৮১
তাহে ত্রাসিতমন, কৌণপগণ,
পলায়ন করে ।
তাহা দেখি দুরন্ত, বজরদন্ত,
বরিষয়ে শরে ॥ ১৮২

তার বাণের তুণে, ধনুর গুণে,
কর্ণে বারে বারে ।
কর ভ্রমণ করে, কেহ তাহারে,
লখিতে না পারে ॥ ১৮৩
তাহার শরনিকরে, যত বানরে,
জর্জ্জর করিল ।
তাহে রুধির ধারে, রণভিতরে,
তটিনী হইল ॥ ১৮৪
তাহে প্রাণ ছাড়িয়া, যায় ভাসিয়া,
ভল্ল কপিগণ ।
তাহে কাক শৃগালী, টানিয়া তুলি,
করয়ে ভক্ষণ ॥ ১৮৫
সেই বজ্রদন্ত, শরেতে শান্ত,
দেখি বন্ধুকুলে ।
যত বানরবৃন্দ, তেজিয়া দ্বন্দ্ব,
ভাগে সিন্ধুকূলে ॥ ১৮৬
তাহা করিয়া দৃষ্ট, হইয়া রুষ্ট,
কপিচূড়ামণি ।
নিজে চলিলা রণে, করি সঘনে,
ঘোর সিংহ-ধ্বনি ॥ ১৮৭
শুনি সেইত রব, কৌণপ সব,
মূর্চ্ছিত হইল ।
কত ঘোটক করী, ভূমেতে পড়ি,
চীৎকার করিল ॥ ১৮৮
পরে তারে দেখিয়া, ত্রাস পাইয়া,
বজ্রদংষ্ট্র-সেনা ।
তারা পলায়্যা যায়, পাছে না চায়,
বারণ শুনে না ॥ ১৮৯
তবে তাহা নিরখি, মনেতে রোখি,
বজ্রদংষ্ট্রবীর ।
সে তপন-সুতে, অতি বেগেতে,
বিন্ধে বহু তীর ॥ ১৯০
তাহে কুপিত-মতি, কপির পতি,
চপেট প্রহারে ।
তার বাম-ডাহিনে, ঘোটকগণে,
নিলা যমদ্বারে ॥ ১৯১
আর দুই পাশেতে, সারি ক্রমেতে,
যত করী ছিলা ।

মারি গাছের বাড়ি, যমের বাড়ী,
তাদিগে প্রেষিলা ॥ ১৯২
[illegible]রে শাল উপাড়ি, ঘূর্ণিত করি,
তপন-কুমার।
সেই বজ্রদশন, প্রতি ক্ষেপণ,
কৈলা সহুঙ্কার ॥ ১৯৩
সেহ রজনীচর, ছাড়িয়া শর,
শত পরিমাণ।
সেই শাল তরুরে, কাটিয়া পাড়ে,
করি খান খান ॥ ১৯৪
তাহা নিরখি সূর্য্য-, তনয় শৌর্য্য,
করি প্রকাশন।
এক মহত শিলা, তুলিয়া নিলা,
পর্ব্বত যেমন ॥ ১৯৫
তারে বজ্রদন্ত, রথের অন্ত,
করিতে ছাড়িলা।
তাহা সেহ দেখিয়া, রথ ছাড়িয়া
ভূমিতে নামিলা ॥ ১৯৬
সেই ঘোর পাষাণে, তাহার যানে,
সুগ্রীব ভাঙ্গিলা।
আর ঘোটক সাতে, ধ্বজ সহিতে,
সারথি নাশিলা ॥ ১৯৭
পরে এক তরুরে, ধরিয়া করে,
করিয়া ঘূর্ণিত।
সেই বজ্রদন্ত-, সেনার অন্ত,
কৈলা রাম-মিত ॥ ১৯৮
[illegible]তহ গিরির শৃঙ্গ, করিয়া ভঙ্গ,
ছাড়িয়া হুঙ্কার।
বজ্র-দশন বীরে, মারিতে পরে,
হল্যা আগুসার ॥ ১৯৯
তাহা নিরখি সেহ, বিকট দেহ,
গদা ঘুরাইয়া।
বীর তপন-সুতে, মারিলা মাতে,
গর্জ্জন করিয়া ॥ ২০০
কিবা সুগ্রীব-শিরে, ঠেকিয়া ভরে
সেই গদাদণ্ড।
এক অশ্রুতকথা, কর্কটী যথা,
হৈলা শত খণ্ড ॥ ২০১
তবে কপিভূপতি, তাহার প্রতি,
সেই গিরিচূড়া।
নিজ বাহুর জোরে, মারিয়া শিরে,
করিলেন গুঁড়া ॥ ২০২
তাহে রুধির-ধার, বদনে তার
বহে অনিবার।
সেহ পড়িল ভূমে, দেখিতে যমে,
গেল প্রাণ তার ॥ ২০৩
তবে বজ্রদশন, পাল্য মরণ,
দেখি তার সেনা।
তারা ত্রাসিত হয়্যা, যায় পলায়্যা,
ফিরিয়া চাহে না ॥ ২০৪
তবে সমর জিতি, বানরপতি,
করি সিংহনাদ।
দিলা আপন সখা, নিকটে দেখা,
মনেতে আহ্লাদ ॥ ২০৫
শুনি তাঁহার বাণী, রঘুর মণি,
করি প্রশংসন।
দিলা বাহু পসারি, হৃদয় ভরি,
তারে আলিঙ্গন ২০৬
এখানেতে ভগ্নদূত যাইয়া লঙ্কায়।
বজ্রদংষ্ট্র-মৃত্যুকথা জানাল্য রাজায় ॥ ২০৭
মুহূর্ত্তেক চিন্তা করি তবে লঙ্কাপতি।
কহিতে লাগিল কিছু প্রহস্তের প্রতি ॥ ২০৮
সেনাপতি বুঝিলাম আমি বিচারিয়া।
রামজয় না হইল শ্রম না করিয়া ॥ ২০৯
দেখ দেখ ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি তিন বীরে।
মারিলেক অনায়াসে বানরে অচিরে ॥ ২১০
অতএব বুঝিলাম রাম-পরাজয়।
যাহা তাহা হত্যে সিদ্ধ হইতে নারয় ॥ ২১১
আমি কুম্ভকর্ণ কিম্বা তুমি সেনাপতি।
ইন্দ্রজিত অথবা নিকুম্ভ মহামতি ॥ ২১২
এই পঞ্চ জন বিনে সংসারমাঝার।
হেন নাহি দেখি যে উদ্ধারে এই ভার ॥ ২১৩
অতএব তুমি রণে গিয়া একবার।
সংহার করিয়া আশু বিপক্ষে আমার ॥ ২১৪
দেখি মাত্র তোমারে যাবত কপিগণ।
করিবেক ভয়ে ভীত হয়্যা পলায়ন ॥ ২১৫

তবে নিঃসহায় হয়্যা সে রাম-লক্ষ্মণ।
পাইবেক তব হস্তে অবশ্য নিধন ॥ ২১৬
এ কর্ম্ম তোমাতে নাহি হয় অসম্ভব।
করিয়াছ তুমি সব দেবে পরাভব ॥ ২১৭
মোর যে ঐশ্বর্য্য আর ত্রিভুবনজয়।
এ সকল-নিদান তোমার বীর্য্য হয় ॥ ২১৮
তাহে অতি ক্ষুদ্র-কপি-মানুষ-সংহার।
অতিশয় শ্রমসাধ্য না হয় তোমার ॥ ২১৯
অতএব বহুতর সেনা সঙ্গে করি।
যাত্রা কর একবার সংগ্রামভিতরি ॥ ২২০
এত বাণী শুনিয়া প্রহস্ত সেনাপতি।
কহিতে লাগিল তবে দশানন প্রতি ॥ ২২১
মহারাজ আপুনি যে কর আজ্ঞাপন।
তাহা লঙ্ঘে ত্রিভুবনে নাহি হেন জন ॥ ২২২
তাহে তুমি দান-মানে পোষিছ আমারে।
আমিহ লঙ্ঘিব তব আজ্ঞা কি প্রকারে ॥ ২২৩
আর এক শুন তুমি আমার আশয়।
তোমা লাগি কিছু মোর অকার্য্য না হয় ॥ ২২৪
তোমা লাগি তেজিতে পারিয়ে বন্ধুজ্ঞাতি।
নিকেতন তনয় রমণী নিজ জাতি ॥ ২২৫
অপর কি কব যদি হয় তব হিত।
তেজিতে পারিয়ে তবে আপন জীবিত ॥ ২২৬
নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি থাক বসি ঘরে।
এই আমি চলিলাম আপুনি সমরে ॥ ২২৭
বধিব তোমার যাবদীয় শত্রুজনে।
সন্তোষিত করিব তাহাতে তব মনে ॥ ২২৮
দশাননে এত কহি সেই সেনাপতি।
কহিতে লাগিল পুন বলাধ্যক্ষ প্রতি ॥ ২২৯
বলাধ্যক্ষ মোর সেনা করিয়া সাজন।
করহ এখানে তুমি শীঘ্র আনয়ন ॥ ২৩০
আজি আমি বধি রাম-লক্ষ্মণ-বানরে।
তোষিব রাজারে আর সব নিশাচরে ॥ ২৩১
তবে বলাধ্যক্ষ গিয়া সেনা সাজাইতে।
দেয়াইল রণের ঘোষণা নগরীতে ॥ ২৩২
তাহা শুনি প্রহস্তের যত সেনাগণ।
করিতে লাগিল সবে সমরে সাজন ॥ ২৩৩
কেহ যজ্ঞ করে কেহ পুজন মানন।
কেহ ব্রাহ্মণেরে স্বস্তি করায় বাচন ॥ ২৩৪
কেহ কেহ নিজ অঙ্গে বান্ধিল রক্ষণ।
সকলে করিল স্মরবস্ত্র-সন্ধারণ ॥ ২৩৫
রঘু কহে কর তোরা যত যত্ন আছে।
কিন্তু ব্যর্থ হবে সব বানরের কাছে ॥ ২৩৬
তবে প্রহস্তের যাবদীয় সেনাগণ।
করিলেক নানা অস্ত্র-শস্ত্রসন্ধারণ ॥ ২৩৭
কেহ রথে করীতে করিল আরোহণ।
কেহ অশ্বে কেহ করে পদেই গমন ॥ ২৩৮
সবে তারা সজ্জ হয়্যা রাবণ গোচর।
উপস্থিত হল্য আসি মুদিত-অন্তর ॥ ২৩৯
হেনকালে প্রহস্তের সারথি সত্বরে।
সাজায়্যা আনিল রথ রাবণ-গোচরে ॥ ২৪০
কিবা সেই রথ হয় অতি মনোরম।
যুড়িয়াছে যাহে মনোজব তুরঙ্গম ॥ ২৪১
অশ্বাকার ধ্বজ তুলিয়াছে রথোপর।
নানা অস্ত্র লইয়াছে তাহার ভিতর ॥ ২৪২
তাহা দেখি প্রহস্ত সম্ভাষি দশাননে।
যাত্রা করিলেক রণে আনন্দিত-মনে ॥ ২৪৩
প্রীতিযুক্ত হইয়া তাহারে দশানন।
দিলেক বিবিধমত বসন ভূষণ ॥ ২৪৪
সে সকল স্বীকার করিয়া সেনাপতি।
রথে আরোহণ কৈল আনন্দিত মতি ॥ ২৪৫
বাজিতে লাগিল কত দুন্দুভি মর্দ্দল।
তুরী ভেরী ঝঝুরী করয়ে কোলাহল ॥ ২৪৬
মদমত্ত মাতঙ্গ করয়ে চীৎকার।
হনহন করে হয় রথের হাঁকার ॥ ২৪৭
সেই শব্দে টলমল করিয়া লঙ্কারে।
উপস্থিত হইল প্রহস্ত পূর্ব্বদ্বারে ॥ ২৪৮
তাহার গমনকালে যত জীবগণ।
করিতে লাগিল সবে বিকট নিস্বন ॥ ২৪৯
বিনা মেঘে রক্ত-বৃষ্টি হইছে অম্বরে।
গৃধ্র পাখী উড়ি পড়ে রথের শিখরে ॥ ২৫০
প্রহস্তের দেহ-চ্ছায়া বিকৃত হইল।
সারথির হস্ত হত্যে পাঁচনা পড়িল ॥ ২৫১
দেখিয়াও এ সব উৎপাত অশঙ্কিত।
কহিতেছে সেনাগণে প্রহস্ত গর্ব্বিত ॥ ২৫২
যমের শমন আমি অগ্নির দহন।
মৃত্যুরে লভাত্যে পারি আমিহ মরণ ॥ ২৫৩

ঘোর আগে এই সব উৎপাত-দর্শন।
নদীবেগ-আগে যেন বালুকা-বন্ধন ॥ ॥ ২৫৪
শিবারে ভখিতে যদি যায় মৃগপতি।
উৎপাতে করয়ে কিবা তাহার ব্যাহতি ॥ ২৫৫
যাবা মাত্র আমি রাম-লক্ষ্মণে বধিব।
তোমাদের শরে সব বানর মরিব ॥ ২৫৬
প্রহস্তের মুখে শুনি এ সব বচন।
অশঙ্কিত মনে যায় নিশাচরগণ ॥ ২৫৭
সেই সব সৈন্য সঙ্গে লয়্যা সেনাপতি।
পূর্ব্বদ্বারে উপনীত হল্যা ক্রুদ্ধমতি ॥ ২৫৮
সেই সেনাগণ নিরীক্ষণ করি কপি সব।
করি বীরদম্ভ দেয় লম্ফ করে সিংহরব ॥ ২৫৯
তাহে ক্রুদ্ধচিত্ত মদে মত্ত যত নিশাচর।
তারা ধনু ধরি ত্বরা করি বৃষ্টি করে শর ॥ ২৬০
কেহ খড়্গ করি করে করি করয়ে প্রহার।
কেহ গদা টাঙ্গি শূল শাঙ্গি ধরি করে মার ॥২৬১
তাহে ক্রুদ্ধমন কপিগণ বৃক্ষ শিলা ধরি।
মারে অনিবার সহুঙ্কার রাক্ষস-উপরি ॥ ২৬২
তাহে ক্রুদ্ধতর নিশাচর বেধ করি শরে।
কত প্লবঙ্গমে যম ধামে পাঠায় সত্বরে ॥ ২৬৩
কেহ শূল ধরি কারো মারে বুকের উপর।
কেহ গদাঘাতে কারো মাতে করে চূর্ণতর ॥ ২৬৪
কেহ কারো গলে কাটি ফেলে কুঠার ধরিয়া।
কেহ খড়্গে কাটে কারো পেটে দ্বিখণ্ড করিয়া ॥
তাহে হয়্যা হত কপি কত গড়াগড়ি যায়।
কেহ মুখদ্বারে ব্যস্তি করে রুধিরধারায় ॥ ২৬৬
তাহা দেখি অতি রুষ্টমতি বড় কপিগণ।
ধরি গিরিশৃঙ্গে রণরঙ্গে কৈলা আগমন ॥ ২৬৭
তার সম্প্রহারে নিশাচরে চূর্ণিত করয়।
কেহ বৃক্ষ ধরি তাহে করি কারেও মারয় ॥২৬৮
কেহ মুষ্টিপাতে কারো মাতে চূর্ণিত করিছে।
কেহ মারি নাতি কারো ছাতি ভাঙ্গিয়া পাড়িছে
কেহ কারো মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করয়ে চর্ব্বিয়া।
কেহ কাহাকারে ছিঁটি পাড়ে নখরে করিয়া ॥
হেন প্লবঙ্গম-সুবিক্রম সহিতে না পারি।
নিশাচর সব আর্ত্তরব করে যুদ্ধ ছাড়ি ॥ ২৭১
আল্য তাহা দেখি মহারোখি চারি নিশাচর।
তারা রণে শক্ত সে প্রহস্ত-সহায়প্রবর ॥ ২৭২
এক বলধর ধুরন্ধর কুম্ভহনু অন্য।
আর মহানদ সমুন্নদ সংগ্রামেতে ধন্য ॥ ২৭৩
তারা বাণগণ নিক্ষেপণ করে অনিবার।
যেন বর্ষাকালে মেঘজালে বর্ষে জলধার ॥ ২৭৪
তাহে জর্জ্জরিত হয়্যা ভীত যত কপিগণ।
তারা সংগ্রামেতে স্থির হৈতে নারে একক্ষণ ॥
তাহা নিরখিয়া রুষ্ট হিয়া চারি রামদাস।
করি হুহুঙ্কার আগুসার হইলা অত্রাস ॥ ২৭৬
মহা বলবান জাম্ববান দ্বিবিদ অপর।
অন্য বীর তার নাম আর দুর্ম্মুখ বানর ॥ ২৭৭
তাহে গিরিশৃঙ্গ ধরি রঙ্গ করিয়া কোবিদ।
সেই ধুরন্ধরে যমদ্বারে পাঠালা দ্বিবিদ ॥ ২৭৮
আর রণে ধীর তার বীর কৈলা তরুঘাত।
তাহে কুম্ভহনু গেলা ভানু-তনয়-সাক্ষাৎ ॥২৭৯
আর জাম্ববান্ একখান পাষাণ ধরিয়া।
মহানদবুকে মারি তাকে ফেলিলা বধিয়া ॥ ২৮০
আর মনে রোষী এক শাখী মারিয়া দুর্ম্মুখ।
সমুন্নদে মারি দিলা ভারি বন্ধুগণে সুখ ॥ ২৮১
তাহা নিরখিয়া রুষ্টহিয়া প্রহস্ত আপনি।
অতি তীক্ষ্ণতর বর্ষে শর যেন ঘোর ফণী ॥ ২৮২
শরসঙ্ঘ সেই কপিদেহ-প্রবেশন করে।
যেন বজ্রগা প্রবেশন করে ধরাধরে ॥ ২৮৩
তাহে রক্তধারে শোভা করে কপিকলেবর।
যেন চৈত্রমাসে পরকাশে পলাশনিকর ॥ ২৮৪
সেই রক্তকুলে রণস্থলে কত নদী বয়।
যাহে গোলাঙ্গুল কপিকুল ভল্লুক ভাসয় ॥ ২৮৫
তবে হেন রণে কপিগণে প্রহস্ত মারয়।
তাহা নিরখিয়া ক্রুদ্ধ-হিয়া অনল-তনয় ॥ ২৮৬
করি হুহুঙ্কার আগুসার হইয়া সত্বর।
ধরি তরু এক মারিলেক প্রহস্ত উপর ॥ ২৮৭
তাহে হয়্যা হত ক্রুদ্ধ-চিত টানি ধনুখান।
সেহ নীলবীরে বৃষ্টি করে লাখে লাখে বাণ ॥ ২৮৮
যেন বৃষ্টিধারে সহ্য করে মত্ত বৃষবর।
তেন মুদি নেত্র অগ্নিপুত্র সহিলা সে শর ॥ ২৮৯
পরে ক্রোধে পূর্ণ অতিতূর্ণ ধরি এক তাল।
তার রথগত অশ্ব যত বধিলা বিশাল ॥ ২৯০
তবে হয়্যা ত্রস্ত সে প্রহস্ত মুষল ধরিয়া।
সেহ রথ হৈতে ধরণীতে পড়িল লাফিয়া ॥ ২৯১

পরে মহাবল সে মুষল নীলের কপালে।
মারি অবিষাদ সিংহনাদ করে ভালে ভালে॥
তাহে নদীপারা রক্তধারা বহিতে লাগিল।
তাহা সহ্য করি তরু ধরি প্রহস্তে মারিল॥ ২৯৩
সেহ সহি তাহা ধরি মহা কঠিন মুষল।
অগ্নি-তনয়েরে মারিবারে চলে মহাবল॥ ২৯৪
তাহা নিরখিয়া করে নিয়া বড় এক শিলা।
নীল প্রহস্তের মস্তকের উপরি মারিলা॥ ২৯৫
তাহে তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল।
সেহ ছাড়ি প্রাণ যমস্থান দেখিতে চলিল॥২৯৬
তাহা নিরখিয়া ভীতহিয়া যত নিশাচর।
করে পালয়ন ছাড়ি রণ তেজি ধনু শর॥ ২৯৭
তাহা দেখি অতি হৃষ্টমতি যত কপিগণ।
তারা ধরি গাছে পাছে পাছে করয়ে ধাবন॥
কেহ কারো পৃষ্ঠে শিলাকাষ্ঠে করয়ে প্রহার।
কারো মস্তকেতে করাঘাতে করয়ে সংহার॥
কেহ পদে করি পৃষ্ঠোপরি কারে লাথি মারি।
ভূমিতলে পড়ে তাহে পড়ে তার দন্তসারি॥ ৩০০
কেহ রোষাবেশে কারো কেশে করে করি ধরে
সেহ ছাড়াইতে নানামতে আয়োজন করে॥৩০১
যদি নিজজোরে নাহি পারে ছাড়াইতে করে।
তবে ছুরীধারে কেশভারে কাটি ধায় ঘরে॥৩০২
কেহ ভীতমনে অস্ত্রগণে ভারবোধ করে।
তাহা ফেলি দূরে ভয়ভরে পলায় সত্বরে॥ ৩০৩
তাহে ধনুচড়া পদে বেড়া কাহারো লাগয়।
তাহে ভূমে পড়ি গড়াগড়ি চীৎকার করয়॥ ৩০৪
আর কোনোমতে ভূতলেতে যে জন পড়য়।
সেহ নিজজ্ঞাতিগণ-লাথি খাইয়া মরয়॥ ৩০৫
যেহ পলাইতে পলাইতে পশ্চাতে পড়িছে।
সেহ যমধাম যাইলাম বলিয়া ভাবিছে॥ ৩০৬
যদি মহাবেগে অগ্রভাগে যায় কোনো জন।
সেহ মনে করে এইবারে পাইলুঁ রক্ষণ॥ ৩০৭
যত বড় হাতী মদে মাতি মন্দ মন্দ যায়।
ছাড়ি তাহাদিগে নিজবেগে কেহ কেহ ধায়॥
করি নানারঙ্গ যে তুরঙ্গ করয়ে গমন।
তারে ভীততর নিশাচর করয়ে তাড়ন॥ ৩০৯
গতিভঙ্গী তেজি যেই বাজী করয়ে ধাবন।
তারে সুখিমন প্রশংসন করে চরগণ॥ ৩১০
হেন পরকারে লঙ্কাদ্বারে যত নিশাচর।
গেল মুক্তকেশে শ্লথবাসে মহাশ্বাসধর॥ ৩১১
তারা পাছুপানে ঘনে ঘনে করে নিরীক্ষণ।
সবে অগ্রে দ্বারে পশিবারে করে আয়োজন॥
তাহে যেইজন প্রবেশন আগেতে করয়।
সেই ভাবে মনে এইক্ষণে বাঁচিলুঁ নিশ্চয়॥ ৩১৩
তবে হেনমতে ভীতচিতে পুরী প্রবেশিয়া।
যত নিশাচর দিল গড়-কবাট আঁটিয়া॥ ৩১৪
তবে কপিগণ জিতি রণ সিংহনাদ করি
গেলা রঘুবরে দেখিবারে আনন্দেতে ভরি॥
জানি প্রহস্তের মরণের কথা কপি-বোলে।
হয়্যা সুখি-মতি রঘুপতি নীলে কৈলা কোলে॥
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ৩১৭

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ড-লীলাবর্ণনে
ধূম্রাক্ষাকম্পন-বজ্রদংষ্ট্র-প্রহস্তবধো
নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ৭॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাবণের প্রথম যুদ্ধ।

দশাস্যস্য কিরীটানি দশ ছিত্বা দিশো দশ।
যঃ প্রাপয়ামাস মুদং তং ভজে রঘুনন্দনম্॥

তবে পলায়িত সেই নিশাচরগণ।
রাবণ-নিকটে গিয়া দিল দরশন॥ ২
নাহি কারো হস্তে অস্ত্র বহে দীর্ঘশ্বাস।
হইয়াছে গলিত চিকুর শ্লথবাস॥ ৩
কারো ভাঙ্গিয়াছে হস্ত কাহারো চরণ।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির-ধারা বহিছে সঘন॥ ৪
তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া দশানন।
শঙ্কিত-হৃদয় হয়্যা করে জিজ্ঞাসন॥ ৫
কহ রে কহ রে কহ কহরে সত্বর।
রণের কুশল-কথা আমার গোচর॥ ৬
তাহা শুনি সেই সব নিশাচরততি।
ব্যাকুল-বচনে বলে দশানন-প্রতি॥ ৭

হারাজ কি কহিব রণের কুশল।
রামসৈন্য আগে নাহি দেখিয়ে মঙ্গল ॥ ৮
হাসৈন্যে রণে গিয়া তব সেনাপতি।
নীল-কপি-হাতে প্রাণ তেজিলা সম্প্রতি ॥ ৯
রের বচন শুনি রাক্ষস-প্রধান।
মুহূর্ত্তেক অধোমুখে কৈলা অবস্থান ॥ ১০
পরে ডাকাইয়া আনি সব নিশাচরে।
কহিতে লাগিলা মহাকুপিত অন্তরে ॥ ১১
বুঝিলাম শক্রগণে অবজ্ঞা করিতে।
উচিত না হয় কদাচিত কোনো নীতে ॥ ১২
দেখহ অবজ্ঞা করি ক্ষুদ্র শক্র-প্রতি।
হারাইলুঁ আমিহ অনেক সেনাপতি ॥ ১৩
আর কি কহিব সর্ব্ববিজয়ী প্রহস্তে।
হারাইলুঁ আমি আজি বানরের হস্তে ॥ ১৪
অতএব আজি নিজে যাব যুঝিবারে।
সহসৈন্যে রামে মারি তোষিব সবারে ॥ ১৫
দেহ দেহ নগরেতে ত্বরিত ঘোষণা।
করুক সকল সৈন্য সমরে সাজনা ॥ ১৬
আছয়ে যাবত সেনা আমার নগরে।
আজি সকলেরে হবে যাইতে সমরে ॥ ১৭
একমাত্র নগর-রক্ষণ করিবারে।
ইন্দ্রজিত থাকিবেক পুরীর মাঝারে ॥ ১৮
এত শুনি সাজিবারে গেল বীরগণ।
কোতোয়াল নগরেতে দিতেছে ঘোষণা ॥ ১৯
তাহা শুনি সশঙ্কিত রাণী মন্দোদরী।
আপনি চলিলা সভা-মাঝে ত্বরা করি ॥ ২০
মাল্যবান্ অতিকায় অগ্রেতে করিয়া।
গণ বৃদ্ধ নারীবেষ্টিত হইয়া ॥ ২১
আগে তার ধায় বেত্রধারী বহুজন।
চারিদিকে দাসী করে চামর বীজন ॥ ২২
হেন মতে আসি তবে রাণী মন্দোদরী।
উপস্থিত হইলা রাজ-সভার ভিতরি ॥ ২৩
সম্ভাষণ করি তারা সবে দশাননে।
যত্ন লয়া বসিলেক যথোচিতাসনে ॥ ২৪
তবে অতি প্রণয় করিয়া দশানন।
মন্দোদরী প্রতি করিতেছে জিজ্ঞাসন ॥ ২৫
কহ কহ প্রিয়ে মোরে বিবরিয়া।
ইলে এমন কালে তুমি কি লাগিয়া ॥ ২৬
দেখিতেছি তোহে কিছু উৎকণ্ঠিত-মন।
কহ কহ শীঘ্র তাহা করি বিবরণ ॥ ২৭
তাহা শুনি মন্দোদরী সাঞ্জলি হইয়া।
কহিতেছে দশাননে বিনয় করিয়া ॥ ২৮
মহারাজ আমি কিছু করি নিবেদন।
না করিবে ইথে মোর দূষণ গ্রহণ ॥ ২৯
স্ত্রীজাতি স্বভাবে অজ্ঞ বিবেচনাহীন।
তাহার বাক্যের দোষ না লয় প্রবীণ ॥ ৩০
শুনিয়াছি আমি রাম লয়্যা কপিগণ।
করিয়াছে আসি লঙ্কা নগরী-রোধন ॥ ৩১
শুনিয়াছি বধিয়াছে বহু নিশাচর।
ধূম্রাক্ষ প্রহস্ত আদি বীর বহুতর ॥ ৩২
সম্প্রতি আপুনি রণে যাতে উৎকণ্ঠিত।
ইহা শুনি আইলাম আমিহ ত্বরিত ॥ ৩৩
মহারাজ রাম-সনে সংগ্রাম করিতে।
উচিত না হয় তোহে কদাচ যাইতে ॥ ৩৪
শুনিয়াছি লোক-মুখে ভুবন-সকলে।
রামের সমান বীর নাহি কোনো স্থলে ॥ ৩৫
সেই রাম কোনো মতে মানুষ না হয়।
মানুষেতে তাঁর কর্ম্ম ঘটিতে নারয় ॥ ৩৬
দেখ দেখ যদি রাম মানুষ হইত।
মহাবীর সুবাহুরে বধিতে নারিত ॥ ৩৭
ত্রিশিরা কবন্ধ আর মারীচ রাক্ষসে।
মারিলেক সেহ অনায়াসে অসাধ্বসে ॥ ৩৮
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সহকারে।
মারিলা দুর্জ্জয় খর-দূষণ দোঁহারে ॥ ৩৯
এক বাণে বধিলেক বালী কপিবরে।
হেন জনে কোন্ জন নর-বুদ্ধি করে ॥ ৪০
তাঁহারি সমান হয় তাঁহার কনিষ্ঠ।
রামচন্দ্রে ভক্তিমান্ বীরের বরিষ্ঠ ॥ ৪১
তাঁহাদের সঙ্গে রণ করিতে গমন।
কদাচ উচিত নহে এই মোর মন ॥ ৪২
তাঁহারাও মহারাজ রহু দূরতরে।
কপি-বীর্য্য দেখি ভয় উপজে অন্তরে ॥ ৪৩
দেখ দেখ প্রহস্ত প্রভৃতি নিশাচর।
করিলেক যথাশক্তি প্রচণ্ড সমর ॥ ৪৪
কিন্তু না পারিল একবার বধিবারে।
নিজে পুন প্রাণ ছাড়ি গেলা যমদ্বারে ॥ ৪৫

সে সকল সৈন্যসনে রামে হারাইতে।
কদাচিৎ না পারিবে এই হয় চিতে ॥ ৪৬
যদ্যপি বা মহাকষ্টে পারহ জিনিতে।
তাহাতেও কিছু লাভ না পাই দেখিতে ॥ ৪৭
মরিবে অবশ্য রণে পুত্র বন্ধুজন।
এমন জয়েতে কিবা হবে প্রয়োজন ॥ ৪৮
আর দেখ সীতা অতি পতিনিষ্ঠ হয়।
তাঁহারে রাখিলে ঘরে না ঘুচিবে ভয় ॥ ৪৯
অতএব রামসঙ্গে সংগ্রাম তেজিয়া।
সন্ধি করিবারে যোগ্য এই মোর হিয়া ॥ ৫০
ইহাও কেবল নহে আমারি সম্মত।
এ সকল মন্ত্রিদেরো হয় অভিমত ॥ ৫১
অতএব সীতারে দোলায় চঢাইয়া।
রামের নিকটে তুমি দাও পাঠাইয়া ॥ ৫২
সঙ্গেতে যাউন মাল্যবান্ মহাশয়।
আর পুত্র অতিকায় সরল-আশয় ॥ ৫৩
ইহারা করিয়া স্তুতি-বাণী যোড়করে।
সন্তোষিত-হৃদয় করিবা রঘুবরে ॥ ৫৪
সেখানেও আছেন দেবর বিভীষণ।
করিবেন তিঁহ রামচন্দ্রের সান্ত্বন ॥ ৫৫
আমিহও পাঠাইয়া দিব তার পাশে।
বাস ভূষা হয় গজ রথ দাসী দাসে ॥ ৫৬
সে সকল দ্রব্য আর আপন রমণী।
পাইলে অবশ্য তুষ্ট হবে রঘুমণি ॥ ৫৭
শুনিয়াছি তিঁহ বড় দয়াবান্ হন।
শরণ লইলে না করিবা উপেক্ষণ ॥ ৫৮
অতএব দ্বন্দ্ব পরিহরি রামসনে।
সন্ধি কর এই ইচ্ছা হয় মোর মনে ॥ ৫৯
তিঁহও তোমার সঙ্গে মিত্রতা করিতে।
দেহ দেখ উপযুক্ত হন সর্ব্ব-রীতে ॥ ৬০
অতএব অভিমান পরিত্যাগ করি।
কলহ ত্যজহ নাথ আমি পদে ধরি ॥ ৬১
এত কহি মন্দোদরী হইয়া কাতর।
দশানন-পদে ধরে ব্যাকুল-অন্তর ॥ ৬২
তবে মন্দোদরী-কর ধরি নিজ করে।
দশানন বুঝায় তাহারে সমাদরে ॥ ৬৩
একি প্রিয়ে হয়্যা তুমি গৃহিণী আমার।
কহিতেছ বচন এ কেমন প্রকার ॥ ৬৪

পূর্ব্বে হরি আনিয়া সে রামের ভার্য্যারে।
তারে পুন শরণ লইব কি প্রকারে ॥ ৬৫
মানী জন আপনার প্রাণেও হইতে।
মানেরে অধিক করি মানে সদা চিতে ॥ ৬৬
হেন মানে প্রাণ লাগি তেজে যেই জন।
কাপুরুষ বলি তারে করিয়ে গণন ॥ ৬৭
এ সকল শাস্ত্র-অর্থ আমিহ জানিয়া।
শরণ লইব রামে আজি কি করিয়া ॥ ৬৮
আমার স্বভাব আছে বিদিত জগতে।
বরঞ্চ ভাঙ্গিব না নুইব কোনো মতে ॥ ৬৯
আর দেখ হেন জন নাহি ত্রিভুবনে।
আমি যারে পরাজয় না করিলুঁ রণে ॥ ৭০
হেন আমি ক্ষুদ্র নর-আগে কি করিয়া।
শরণ লইতে যাব জীবনে থাকিয়া ॥ ৭১
তুমি যে কহিলে রাম মানুষ না হয়।
হইলেও তাহা সত্য কিবা মোর ভয় ॥ ৭২
ইন্দ্র আদি যাবদীয় দেব-দৈত্যগণে।
যে জিনিল সে ডরায় কারে ত্রিভুবনে ॥ ৭৩
অতএব রাম-সঙ্গে আমি কদাচিত।
সন্ধি না করিব রণে হইব সজ্জিত ॥ ৭৪
তুমি না করিবে কিছু অন্তরে সংশয়।
যাবামাত্র রামে আমি বধিব নিশ্চয় ॥ ৭৫
লক্ষ্মণ সুগ্রীব বায়ু-পুত্র বিভীষণে।
অনায়াসে বধিব সকল কপিগণে ॥ ৭৬
মেঘনাদ প্রভৃতি তোমার যত সুত।
ত্রিভুবন-জয়ী সবে মহা বলযুত ॥ ৭৭
তারা সবে যবে রণে করিবে গমন।
না রহিবে তবে কোনো শত্রুর জীবন ॥ ৭৮
অতএব তুমি তেজি সকল চিন্তন।
সুখিচিতে অন্তঃপুরে করহ গমন ॥ ৭৯
এতেক বচন শুনি রাণী মন্দোদরী।
গমন করিলা অন্তঃপুরের ভিতরি ॥ ৮০
কিন্তু হয়্যা অতিশয় উৎকণ্ঠিত মন।
করিতে লাগিল মনে মনেতে চিন্তন ॥ ৮১
এথানেতে নিশাচর প্রতি দশানন।
কহিতে লাগিল অতি ত্বরাযুক্ত মন ॥ ৮২
আন সাজাইয়া মোর রথেরে তুরিতে।
আর আমি নাহি পারি বিলম্ব সহিতে ॥ ৮৩

চিরদিনাবধি রাম-সঙ্গে যুঝিবারে।
বাসনা আছয়ে মোর অন্তর-মাঝারে ॥ ৮৪
সেইত বাসনা আজি সফল করিব।
নিজ রোষানল রাম-রক্তে নিবাইব ॥ ৮৫
বহু দিন ক্ষুধিত আছয়ে মোর শর।
পূরিব কপির রক্তে তাদের উদর ॥ ৮৬
আছে মোর নগরেতে বহু নিশাচর।
পূরিব বানর-মাংসে সবার জঠর ॥ ৮৭
এত বাণী শুনিয়া সে সব নিশাচর।
রণসজ্জা করিবারে চলিল সত্বর ॥ ৮৮
তবে এখানেতে রাবণের অনুচর যত।
যতনেতে সজ্জা করে সবে সমরে উন্মত ॥ ৮৯
মত সবার অমূল্য বলি জন্ম যে যাহায়।
যাহা হারাইতে পারিল সে মুকুট মাতায় ॥ ৯০
তায় কেহ কেহ বান্ধে পাগ বিচিত্র টোপর।
পর-অস্ত্র-নিবারণে যারা হয় দৃঢ়তর ॥ ৯১
তরণির মত দীপ্ত মণি বান্ধে তদুপরি।
পরিলেক দেহে সানা অতি দৃঢ়তর করি ॥ ৯২
করিলেক শ্রুতিযুগে মণিকুণ্ডল ধারণ।
গণ্ডস্থল যার প্রকাশে হইবে সুচিকণ ॥ ৯৩
কনকের বাজুবন্ধ বালা পরিলেক করে।
করে মুক্তাহার পরিধান বুকের উপরে ॥ ৯৪
পরে ধরিলেক ধনু তূণ কাটার কুঠার।
আর চক্র গদা শূর শাল অসি যমধার ॥ ৯৫
ধার বজ্র হেন হয় যার সে সব কৃপাণ।
পান করিবারে কপি-রক্ত করিলা আদান ॥৯৬
দান করিলা বিপ্রেতে ধন বিবিধ প্রকার।
যার শক্তি আছে গণনা করিতে সে সবার ॥৯৭
রাবণের মত তারা বহু মদ্য পান করি।
হরি-রথ-অশ্বে চড়ি চলে রণোৎসাহ ধরি ॥ ৯৮
ধরিত্রী সে সৈন্য-পদভরে করে টলমল।
বল দেখিয়া রাবণ-মনে মহা কুতূহল ॥ ৯৯
হল হলা শব্দে সেই কালে রাবণসারথি।
রথি-নিকটে আনিল রথ সাজাইয়া তথি ॥ ১০০
তথি-রতা ছাড়ি যত্ন করি যারে সূত্রধার।
ধার-যুক্ত অস্ত্রে গড়িয়াছে করিয়া বিস্তার ॥ ১০১
তার সব গাত্রে পাতিয়াছে হেমপত্রগণ।
গণনা-রহিত রতনে করিয়াছে সাজন ॥ ১০২

জন-মনোহর ধ্বজ তুলি দিয়াছে উপরি।
পরিষ্কার ঘণ্টা-পতাকা দিয়াছে বদ্ধ করি ॥ ১০৩
অরি-সৈন্য মাঝে যাত্যে যারা ভীত নাহি হয়।
হয় যুড়িয়াছে হেন মহা বেগের আলয় ॥ ১০৪
লয়-কাল-মেঘ সম যার মহা ঘোররাব।
রাবণের সেই রথে দেখি বাড়িল প্রভাব ॥১০৫
ভাব-নারে দূর করি তবে রাক্ষস ঈশ্বর।
বর রণবেশ করে নিজে হইয়া তৎপর ॥ ১০৬
পর-পক্ষ-অস্ত্র-শস্ত্র যেই করে নিবারণ।
রণ-হিতকর সানা কায়ে করিল বন্ধন ॥ ১০৭
ধন অগণিত হয় যার মূল্যের নির্ণয়।
নয় হেন দশ মুকুট মস্তকে মণিময় ॥ ১০৮
ময়-দানব-প্রদত্ত মণি ভূষণ-নিকর।
কর-বাহু-গলে ধারণ করিলা মনোহর ॥ ১০৯
হর-শূলসম দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রের সংহতি।
হতি করিব শত্রুরে বলি দিলা লঙ্কাপতি ॥ ১১০
অতি কুতূহলে চড়ি সেই রথের উপরে।
পরে পয়াণ করিল সে সমর বরাবরে ॥ ১১১
বলে আজ্ঞা দেয় ঘন সেহ চল চল বলি।
বলি-রাক্ষস পিশাচ তাহে চলে কুতূহলী ॥১১২
হরি-করি-রথে করি তারা সবে আরোহণ।
হন হন রবে সমরেতে করিলা গমন ॥ ১১৩
মন-রঞ্জন বাজয়ে কত তাহাতে বাজন।
জন-সুখকরী তুরী ভেরী পিনাকিনীগণ ॥ ১১৪
গণ-পতিপ্রিয় ডমরু ডিণ্ডিম করতাল।
তাল ধরে মন্দিরাতে বাজে মৃদঙ্গ রসাল ॥ ১১৫
শাল শূল ঢাল খাণ্ডা ধরি চলে কত চর।
চর-গের ভরে কাঁপায়্যা ধরণী-ধরাধর ॥ ১১৬
ধর ধর মার মার রব করি যায় সবে ॥
সবে-গিত হয়্যা রঘুপতি-আগে ঘোররবে ॥১১৭
হেন মতে সংসৈন্যে রাজা দশান।
উত্তর দ্বারেতে গিয়া দিল দরশন ॥ ১১৮
পুরী-বাহির হয়্যা রাজা কৈলা আজ্ঞাপন।
সেনাগণে করিবারে ব্যূহ-বিরচন ॥ ১১৯
কিবা ক্রম অনুসারে সেই সৈন্যচয়।
দাঁড়াইল যাহা দেখি চমৎকার হয় ॥ ১২০
নানা অস্ত্র ধরি আগে দাঁড়ায় পদাতি।
তাহার পশ্চাতে কিবা অশ্বারোহপাতি ॥ ১২১

গজারোহগণ দাঁড়াইল পাছে তার।
রথী সব দাঁড়াইল পশ্চাতে তাহার ॥ ১২২
তার মধ্যে আপুনি রহিল দশানন।
পশ্চাতে রহিল বহু নিশাচরগণ ॥ ১২৩
দুই পাশে দাঁড়াইল যত বাদ্যকর।
যাহাদের বাদ্যরবে কাঁপে চরাচর ॥ ১২৪
শুনি তা-সবার সেই কোলাহল-ধ্বনি।
চমৎকারযুক্ত হয়্যা চান রঘুমণি ॥ ১২৫
তবে আগে দেখি রাবণের সেনাগণ।
করিছেন বিভীষণ-প্রতি জিজ্ঞাসন ॥ ১২৬
মিতা সমুদ্রের মত করি কোলাহল।
অগ্রে অগণিত দেখিতেছি কার বল ॥ ১২৭
হেন বহুতর সেনা এ তিন ভুবনে।
না দেখি কাহারো নাহি শুনিযে শ্রবণে ॥ ১২৮
বিভীষণ বলিছেন প্রভু রঘুপতি।
দেখিতেছি রাবণের এহ সৈন্য-তিতি ॥ ১২৯
অনুমানে বুঝি আজি রণে আসিযাছে।
লঙ্কাপুরে যত যোদ্ধা নিশাচর আছে ॥ ১৩০
আর যত রথ করী অশ্বাদি বাহন।
দেখিতেছি করিয়াছে সবে আগমন ॥ ১৩১
এত শুনি প্রভু পুন কহেন তাহারে।
মিতা কহ কহ তুমি বিশেষ আমারে ॥ ১৩২
ইহা মধ্যে প্রধান যাবত নিশাচর।
তার পরিচয় কহ আমার গোচর ॥ ১৩৩
এত শুনি কৃতাঞ্জলি হয়্যা বিভীষণ।
শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি করে নিবেদন ॥ ১৩৪
দেখ দেখ রঘুপতি, রাবণের সেনা-তিতি,
হইয়াছে অতি বহুতর।
এ সবার পরিচয়, দিতে মোর শক্তি নয়,
কিছু কহি তোমার গোচর ॥ ১৩৫
দেখ আগে দিব্য রথে,শোভিতেছে যার মাথে,
ছত্র পূর্ণচন্দ্রের সমান।
দশমুণ্ডে মণিময়, মুকুট শোভিত হয়,
অই লঙ্কাপতি বলবান্ ॥ ১৩৬
ধনুক ধরিয়া হাথে, চড়ি অতি দিব্য রথে,
গিরিবরসমান-আকার।
অতিরথ-যোদ্ধাপতি, ধীর বীর মহামতি,
অতিকায় রাবণকুমার ॥ ১৩৭
অরুণসমান আঁখি, গর্দ্দভ উপরি দেখি,
রাবণের ভ্রাতা মহোদর।
মহাপার্শ্ব-নামধর, আর এক ভ্রাতৃবর,
অই দেখ মাতঙ্গ-উপর ॥ ১৩৮
ত্রিশূল ধরিয়া করে, চড়িয়া দ্বিরদবরে,
রাবণের কুমার ত্রিশির।
অস্ত্রশস্ত্রে সুশোভন, রথে করি আরোহণ,
রাজপুত্র নরান্তক বীর ॥ ১৩৯
ত্রিশূল ধারণ করি, করীর উপরি চড়ি,
দেবান্তক তাব সহোদর।
কবচ-কিরীট পরি, রহিয়াছে গজোপরি,
মকরাক্ষ খরের কোঙর ॥ ১৪০
নাগরাজধ্বজ-রথে, শরাসন ধরি হাথে,
কুম্ভকর্ণ-পুত্র বীর কুম্ভ।
লগুড় ধরিয়া করে, চড়ি দিব্য রথবরে,
সহোদর উহার নিকুম্ভ ॥ ১৪১
অরুণ-সমান-আঁখি, মাতঙ্গ-উপরি দেখি,
যারে অই বীরবাহু নাম।
চড়িয়া ঘোটকোপরি, প্রাস-অস্ত্র করে ধরি,
মহাক্ষ-আখ্যান বলধাম ॥ ১৪২
আর যত দেখ বীর, সকলে সমরে ধীর,
মহাবল বিক্রম-ভাজন।
এ সবার সবিশেষ, পরিচয়ে বৃথা ক্লেশ,
শুন শুন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৪৩
এতেক বচন শুনি শ্রীরঘুনন্দন।
বিভীষণ-প্রতি কহিছেন এ বচন ॥ ১৪৪
মিতা ত্রিভুবনে হেন ভাগ্যবান্ জন।
নাহি দেখি কোনো স্থানে না করি শ্রবণ ॥ ১৪৫
যেন এই লঙ্কা তার যোগ্য এই পতি।
ইহারি উচিত বটে এই সেনা-তিতি ॥ ১৪৬
যেন রাবণের রূপ প্রভাব অপার।
তেন দেখি তার পুত্র অনুজ সবার ॥ ১৪৭
কামে মুগ্ধ হয়্যা কেন এ হেন ঐশ্বর্য্য।
হায় হায় মজাইল নিশাচরবর্য্য ॥ ১৪৮
এইরূপ কহিছেন প্রভু বিভীষণে।
এথানে লাগিল রণ দুই সৈন্যগণে ॥ ১৪৯
এককালে বাণ ছাড়ে যত নিশাচর।
বর্ষাকালে বৃষ্টি করে যেন ধরাধর ॥ ১৫০

তাহে দিক্ আকাশ দর্শন নাহি হয়।
হইল সকল স্থান অন্ধকারময় ॥ ১৫১
সে সকল শরে বিদ্ধ হয়্যা কপিগণ।
করিতেছে বৃক্ষ শিলা পর্ব্বত বর্ষণ ॥ ১৫২
তাহে হত হল্য কত রাক্ষস বানর।
বহে বহু রক্ত-নদী সমর-ভিতর ॥ ১৫৩
তবে দশানন নিজে হয়্যা অগ্রসর।
কহিতেছে সেনাগণে সুগভীর-স্বর ॥ ১৫৪
অরে অরে যাবদীয় নিশাচরগণ।
শুন শুন তোরা সবে আমার বচন ॥ ১৫৫
করিয়াছ বহুবার তোমরা সংগ্রাম।
আজিকার রণে তোরা করহ বিশ্রাম ॥ ১৫৬
মোর পরাক্রম সবে দেখ বিদ্যমান।
একা আমি আজি যুদ্ধ করি সমাধান ॥ ১৫৭
করিতেছে কণ্ডূ মোর বিশ বাহুমূলে।
তাহা নিবারিব আজি বধি শত্রুকুলে ॥ ১৫৮
কহি দশ চাপে দিলেক টঙ্কার।
শ্রাবণ-মেঘেতে যেন করয়ে হুঙ্কার ॥ ১৫৯
তাহা শুনি কপিগণ অতি চমকিত।
কত কত ক্ষুদ্র কপি হইল মূর্চ্ছিত ॥ ১৬০
তবে দশ করে শর ধরি দশানন।
কপি-সৈন্য-উপরিতে করয়ে বর্ষণ ॥ ১৬১
কিবা সেই রাবণের হস্তের লাঘব।
দেখি শুনি চমৎকৃত হয় লোক সব ॥ ১৬২
সকলে বর্ষিতেছিল যত বাণগণ।
তাহার সমান একা বর্ষয়ে রাবণ ॥ ১৬৩
[illegible] সৈন্য রাম-সৈন্য দেখা নাহি যায়।
[illegible]গুলী বাণে হল্য অন্ধকারপ্রায় ॥ ১৬৪
[illegible]তে জর্জ্জর হয়্যা যাবত বানর।
স্থির হত্যে নাহি পাবে সংগ্রামভিতর ॥ ১৬৫
ইহ দেখি কপিপতি কুপিত-অন্তর।
আপুনি সমরে হইলেন অগ্রসর ॥ ১৬৬
তাহারে নিরখি ক্রুদ্ধ হয়্যা দশানন।
কহিতেছে তাঁর প্রতি গভীর-নিস্বন ॥ ১৬৭
বর্ব্বর বানর তুমি মোর অগ্রভিতে।
আসিতেছে কেন নিজ প্রাণ হারাইতে ॥ ১৬৮
মোর মিত্রভাব তোর জ্যেষ্ঠ সনে।
ছোট কপি পলাইয়া যাহ তুমি বনে ॥ ১৬৯
করিতেছ তুমি মোর বহু অপকার।
তাও ক্ষমা করি ভাই বলিয়া মিতার ॥ ১৭০
যদি মোর কথা নাহি শুনিয়া আসিবে।
তবে এই ক্ষণে নিজ প্রাণ হারাইবে ॥ ১৭১
তাহা শুনি হাসিয়া হাসিয়া কপিপতি।
কহিতে লাগিলা কিছু দশানন-প্রতি ॥ ১৭২
দুষ্টমতি বালিরাজে মিতা বলিবারে।
লজ্জা নাহি হয় তব মুখে কিপ্রকারে ॥ ১৭৩
চারি-সিন্ধু-সলিল খাইলে শুণে যার।
তারে মিতা বল স্ববদনে কি প্রকার ॥ ১৭৪
হও বা তুমিহ কোনো মতে মিতা তার।
সে সম্বন্ধে না বাঁচিবে সাক্ষাতে আমার ॥ ১৭৫
শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে শত্রুতা যাহার।
তার সঙ্গে আছে কিবা সম্বন্ধ কাহার ॥ ১৭৬
অতএব তুমি হও সংসারের অরি।
তোহে বধি আমিহ জগতে সুখী করি ॥ ১৭৭
এত কহি এক গিরিশৃঙ্গ উপাড়িয়া।
নিক্ষেপ করিলা সিংহ-নিনাদ ছাড়িয়া ॥ ১৭৮
তাহা দেখি দশানন ছাড়ি বহু বাণ।
সেই গিরিশৃঙ্গ কাটি কৈলা খান খান ॥ ১৭৯
তাহা কাটি পুন ধরিলেক এক শর।
বজ্রের সমান যার দৃঢ় কলেবর ॥ ১৮০
সেই বাণ কর্ণমূল পর্য্যন্ত টানিয়া।
নিক্ষেপ করিলা কপিরাজে উদ্দেশিয়া ॥ ১৮১
সেই শর মহাশব্দে করি আগমন।
কপিরাজ-বুকেতে করিলা প্রবেশন ॥ ১৮২
তাহার প্রহারে হত হয়্যা কপিবর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হয়্যা ভূতল-উপর ॥ ১৮৩
তাহা দেখি হাহাকার করে কপিগণ।
নিশাচরে সিংহনাদ করয়ে সঘন ॥ ১৮৪
তাহে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা কপি সপ্ত জন।
গবাক্ষ গবয় মৈন্দ বালীর নন্দন ॥ ১৮৫
জ্যোতির্ম্মুখ নল আর সুদংষ্ট্র-আখ্যান।
সাত জনে সাত শৈল করিলা আদান ॥ ১৮৬
মহাবেগভরে সেই সাত ধরাধর।
ছাড়িলেন সাত জনে রাবণ-উপর ॥ ১৮৭
তাহা দেখি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শত শত শর।
ছাড়িয়া কাটিল সেই সপ্ত ধরাধর ॥ ১৮৮

আর শত শত বাণে প্রত্যেক বানরে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল মহাকোপ ভরে॥ ১৮৯
সেই সব শরাঘাতে হইয়া মূর্চ্ছিত।
সপ্ত কপিবর হল্যা ভূতলে পাতিত॥ ১৯০
তবে সিংহনাদ ছাড়ি পুন দশানন।
অন্য কপিগণে করে বাণ-বরিষণ॥ ১৯১
তাহাতে কাটিল কারো মুণ্ড কারো কর।
কাহারো চরণ কারো হৃদয় জঠর॥ ১৯২
তাহাতে কাতর হয়্যা যত কপিগণ।
সংগ্রাম ছাড়িয়া সবে করে পলায়ন॥ ১৯৩
কেহ কেহ রামচন্দ্র-নিকটে যাইয়া।
নিবেদন করিতেছে ব্যাকুল হইয়া॥ ১৯৪
প্রভু তব মিতা শ্রীসুগ্রীব কপিবর।
মূর্চ্ছিত হয়্যাছে খাই রাবণের শর॥ ১৯৫
গবাক্ষ গবয় নল অঙ্গদ প্রভৃতি।
মূর্চ্ছিত হয়্যাছে আর কত মহাকৃতী॥ ১৯৬
আর যাবদীয় কপি শরেতে জর্জ্জর।
পলায়ন করিতেছে দিক্ দিগন্তর॥ ১৯৭
এক্ষণ করহ নিজে সমরে সাজন।
অন্যথা না হয় এই দুষ্টের দমন॥ ১৯৮
এতেক বচন শুনি তবে রঘুবর।
উঠিলেন আপুনি ধরিয়া ধনু-শর॥ ১৯৯
তাহা দেখি কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষ্মণ।
করিছেন মৃদু মৃদু বাক্যে নিবেদন॥ ২০০
এ কি প্রভু থাকিতে এ ভৃত্য বিদ্যমান।
আপুনি করিতেছেন সমরে পয়াণ॥ ২০১
করুন আপুনি দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ।
বধিয়া আসিয়ে আমি দুষ্ট দশানন॥ ২০২
এতেক বচন শুনি তবে রঘুপতি।
কহিছেন প্রীতি করি শ্রীলক্ষ্মণ-প্রতি॥ ২০৩
এই বটে এই বটে প্রাণের লক্ষ্মণ।
ক্ষত্রিয়ের যোগ্য হয় এইত করণ॥ ২০৪
যে ক্ষত্রিয় রণ দেখি উৎসাহ করয়।
তার সুনির্ম্মল কীর্ত্তি দিব্য ধর্ম্ম হয়॥ ২০৫
অতএব তোমার শুনিয়া এ বচন।
সুধারস-সিক্ত যেন হল্য মোর মন॥ ২০৬
কিন্তু এক বাক্য কহি আমিহ তোমারে।
কদাচ বিস্মৃত নাহি হইবে ইহারে॥ ২০৭
দশানন হয় মহাযোদ্ধা মহাবল।
ইহারে জিনিতে নারে ত্রিলোকী সকল॥ ২০৮
অতএব সাবধানে সমর করিবে।
আপনার সৈন্যগণে যতনে রাখিবে॥ ২০৯
করিবে তাহার ছিদ্র সদা অন্বেষণ।
আপনার ছিদ্র যত্নে করিবে গোপন॥ ২১০
এতেক বচন শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া।
বন্দিলা লক্ষ্মণ তাঁরে ভূমে লোটাইয়া॥ ২১১
তবে রামচন্দ্র তাঁরে আলিঙ্গন করি।
আশীর্ব্বাদ কৈলা বহু প্রেমানন্দে ভরি॥ ২১২
তবে ধনুর্ব্বাণ ধরি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
আনন্দেতে রণস্থলে করিলা গমন॥ ২১৩
রণে যাই লক্ষ্মণ দেখেন দশাননে।
বিন্ধিতেছে বাণজালে প্লবঙ্গমগণে॥ ২১৪
হেনকালে তোথা আসি পবনসম্ভব।
দেখিলেন কপিন্দের দুর্গতি সে সব॥ ২১৫
তাহে ক্রুদ্ধ হয়্যা ঘোর সিংনাদ করি।
চলিলেন চড়িতে রাবণ রথোপরি॥ ২১৬
রাবণের বাণ সব হস্তে নিবারিয়া।
চড়িলেন তার রথে এক লম্ফ দিয়া॥ ২১৭
সারথির হাতের পাঁচনী কাড়ি নিয়া।
কহিছেন রাবণেরে গরব করিয়া॥ ২১৮
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ পন্নগ দানব।
লঙ্কাপতি জিনিয়াছ তুমি লোক সব॥ ২১৯
কিন্তু আজি ঠেকিয়াছ বানরের হাতে।
জানিতে পারিবে আপনার বল যাতে॥ ২২০
এই মোর বাহু শাল-বৃক্ষের সমান।
পাঠাইবে শমন-নগরে তব প্রাণ॥ ২২১
এত শুনি দশানন অরুণ নয়নে।
কহিতে লাগিলা সেই পবন-নন্দনে॥ ২২২
বানর আছয়ে যত শকতি তোমার।
তাহা প্রকাশিয়া কর আমাতে প্রহার॥ ২২৩
দেখি আগে তোর বল-বিক্রম যেমন।
পরেতে নাশিব আমি তোমার জীবন॥ ২২৪
তাহা শুনি হাসি কহে পবন-কুমার।
করিয়াছি তোহে আমি পূর্ব্বেই প্রহার॥ ২২৫
আত্মা পুত্ররূপে জন্মে কহে শাস্ত্ররাশি।
অতএব মারিয়াছি তোহে অক্ষে নাশি॥ ২২৬

শুনি মারুতির বাণী ক্রুদ্ধ দশানন।
তাহার বুকেতে কৈল চপেট মারণ ॥ ২২৭
তাহে হত হয়্যা সেই পবন-কোঙর।
দুই দণ্ড হইলা কম্পিত কলেবর ॥ ২২৮
পরে স্থির হয়্যা সেই রাবণের বুকে।
মারিলা চপেট এক সমর-কৌতুকে ॥ ২২৯
সেই তাহে ধূমাকার দেখিয়া গগন।
কাঁপিতে লাগিল দুই দণ্ড অচেতন ॥ ২৩০
তাহা দেখি অতিশয় আনন্দিত-মন।
মনে মনে জয়শব্দ করে দেবগণ ॥ ২৩১
পরে স্থির হয়্যা কহে নিকষাসন্তান।
ভাল রে ভাল রে কপি বট বলবান্ ॥ ২৩২
তাহা শুনি কহিছেন পবন-নন্দন ॥
রাবণ করিছ কিবা মোরে প্রশংসন ॥ ২৩৩
ধিক্ ধিক্ মোরে ধিক্ ধিক্ বলে মোর।
আমার চাপড়ে প্রাণ রহি গেল তোর ॥ ২৩৪
প্রহার করহ তুমি পুনশ্চ আমারে।
তবে এই মুষ্টি বধ করিবে তোমারে ॥ ২৩৫
এতেক বচন শুনি তবে লঙ্কাপতি।
হইলা অত্যন্ত কোপে প্রজ্বলিতমতি ॥ ২৩৬
রক্তনেত্র হয়্যা করি ঘোর হুহুঙ্কার।
মারুতির বুকে মুষ্টি করিলা প্রহার ॥ ২৩৭
তাহে অচেতন হয়্যা পবন-নন্দন।
রথ হৈতে ভূমে পড়ি কাঁপে ঘনেঘন ॥ ২৩৮
প্রহারে কাতর দেখি রাজা দশানন।
নীল-সেনাপতি-পাশে করিলা গমন ॥ ২৩৯
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণবৃষ্টি করি ঘনে ঘনে।
বিন্ধিতে লাগিল রাজা অনল-নন্দনে ॥ ২৪০
তাহে ক্রুদ্ধ হয়্যা এক গিরিশৃঙ্গ ধরি।
নিক্ষেপ করিলা নীল রাবণ-উপরি ॥ ২৪১
সেইকালে হনুমান চেতন পাইয়া।
রাবণনিকটে গেলা সমর লাগিয়া ॥ ২৪২
নীল সঙ্গে যুঝিছে রাবণ নিরখিয়া।
প্রহার না করি তারে কহেন কুপিয়া ॥ ২৪৩
এ কি দশানন হয় । সমরপণ্ডিত।
করিতেছ কেন কর্ম্ম অতি অনুচিত ॥ ২৪৪
মোর সঙ্গে যুদ্ধ পাতি ছাড়িয়া আমারে।
অন্যসঙ্গে পুন যুদ্ধ কর কি প্রকারে ॥ ২৪৫
এ বচনে আদর না করি দশানন।
সেই গিরিশৃঙ্গে কৈলা সপ্তধা ছেদন ॥ ২৪৬
তাহে ক্রুদ্ধ হয়্যা সেই অনল-নন্দন।
করিছেন নানাজাতি বৃক্ষ-নিক্ষেপণ ॥ ২৪৭
সে সকল বৃক্ষচ্ছেদ করি দশানন।
নীলেরে বিস্তর বাণে করিলা বেধন ॥ ২৪৮
তবে ক্ষুদ্রমূর্ত্তি হয়্যা অনল-কোঙর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন ধ্বজের উপর ॥ ২৪৯
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়্যা বিন্ধিতে তাহায়।
অতি তীক্ষ্ণ শর যোড়ে নিশাচররায় ॥ ২৫০
নীল তাহা নিরখিয়া অতিশয় রাগে।
আইলেন রাবণের ধনুকের আগে ॥ ২৫১
নিরখিয়া তাহা সম্ভ্রমেতে দশানন।
করিলেক করে তীক্ষ্ণ খড়্গ সন্ধারণ ॥ ২৫১
তবে নীল ধনু-অগ্র পরিত্যাগ করি।
চড়িলেন রাবণের মুকুট উপরি ॥ ২৫৩
তবে খড়্গ-ধনুক ছাড়িয়া লঙ্কানাথ।
নীলেরে ধরিব করি বাড়াইল হাত ॥ ২৫৪
তিঁহ তাহা দেখি সেই মুকুট ছাড়িয়া।
অপর মুকুটে বীর পড়িল লাফিয়া ॥ ২৫৫
তবে দশানন কুড়ি কর একেবারে।
নিক্ষেপ করিলা কোপে নীলে ধরিবারে ॥ ২৫৬
তিঁহ তাহা দেখি মুণ্ডে পদাঘাত করি।
পুনর্ব্বার উঠিলেন ধ্বজের উপরি ॥ ২৫৭
লাথি খাই মহাক্রুদ্ধ হয়্যা লঙ্কেশ্বর।
পুনর্ব্বার ধনুকেতে যুড়িলেক শর ॥ ২৫৮
তাহা দেখি পূর্ব্বমত অনল-নন্দন।
ধনু-আগে মুকুটেতে করেন ভ্রমণ ॥ ২৫৯
সেই পূর্ব্বমত তারে বধিবার তরে।
সম্ভ্রান্ত হইয়া নানা আয়োজন করে ॥ ২৬০
নীলের চাতুরী দেখি সকলে বিস্মিত।
অপর কি কব রাম হল্যা চমকিত ॥ ২৬১
দশানন হয়্যা অতি সম্ভ্রান্ত-হৃদয়।
করিতে না পারে কিছু কর্ত্তব্য নিশ্চয় ॥ ২৬২
তবে দশাননে অস্তব্যস্ত নিরখিয়া।
কপিগণ হাস্য করে করতালী দিয়া ॥ ২৬৩
তাহে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা রাজা দশানন।
করেতে করিল বহ্নি-বাণ সন্ধারণ ॥ ২৬৪

ধ্বজ আগে নীল বীরে করি নিরীক্ষণ ।
কহিতে লাগিল মহা কোপযুক্তমন ॥ ২৬৫
বানর বুঝিলুঁ আমি করি বিবেচন ।
বট তুমি পলায়নে বড় বিচক্ষণ ॥ ২৬৬
নানা রূপ ধরিতে পারহ মায়াময় ।
কিন্তু আজি যম-ঘর দেখিলে নিশ্চয় ॥ ২৬৭
এই আমি ধনুকেতে যুড়িলাম শর ।
রক্ষা কর তুমি নিজে হইয়া তৎপর ॥ ২৬৮
এত কহি হুহুঙ্কার ছাড়ি দশানন ।
মহাবেগে সেই বাণ করিলা ক্ষেপণ ॥ ২৬৯
কিবা রাবণের সেই বেগ অতিশয় ।
নীলের তাদৃশ বেগে যে করিলা জয় ॥ ২৭০
অন্য স্থানে যাত্যে নীল যে ক্ষণে বাসয়ে ।
তখনি বাজিল বাণ আসিয়া হৃদয়ে ॥ ২৭১
সেই শরপ্রহারেতে হইয়া কাতর ।
পড়িলেন অগ্নি-পুত্র ভূতল-উপর ॥ ২৭২
পিতার কৃপায় আর আপনার বলে ।
না মরিলা জানু পাতি পড়িলা ভূতলে ॥ ২৭৩
নীলে অচেতন দেখি তবে দশানন ।
লক্ষ্মণের আগে বেগে করিলা গমন ॥ ২৭৪
তারে দেখি কহিছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
আস্য আস্য মোর আগে তুমি দশানন ॥ ২৭৫
ত্রিভুবনজয়ী বলি করি অহঙ্কার ।
কপি-সঙ্গে যুদ্ধ করা অযোগ্য তোমার ॥ ২৭৬
এত কহি ধনুকেতে দিলেন টঙ্কার ।
প্রলয়-জলদে যেন করয়ে হুঙ্কার ॥ ২৭৭
লক্ষ্মণের বাণী আর ধনুক-নিস্বন ।
শুনিয়া অধিক কোপে কহে দশানন ॥ ২৭৮
ভাল ভাল ভাল কথা কয়্যাছ লক্ষ্মণ ।
যোগ্য নাহি হয় মোর কপিসঙ্গে রণ ॥ ২৭৯
দেখিতে না পাই আমি তোমা দুইজনে ।
বধিতেছিলাম এই ক্ষুদ্র পশুগণে ॥ ২৮০
ভাল হল্য আল্যে তুমি আমার অগ্রেতে ।
দেখহ বিক্রম মোর নিজ নয়নেতে ॥ ২৮১
মোর এই অতি তীক্ষ্ণ বাণে তেজি প্রাণ ।
দিব্য সুখ-ভোগ কর গিয়া স্বর্গ-স্থান ॥ ২৮২
করি রাবণের এত বচন-শ্রবণ ।
কহিছেন তার প্রতি ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ ২৮৩

লঙ্কাপতি তুমি নিজে শূর বলি মানি ।
কেন অশূরের মত কহিতেছ বাণী ॥ ২৮৪
লোক-মাঝে যে সকল জন শূর হয় ।
তারা কদাচিত বৃথা শ্লাঘা না করয় ॥ ২৮৫
যেন তব পরাক্রম বীর্য্য বা যেমত ।
জানকী-চৌর্য্যেই তাহা আছে অবগত ॥ ২৮৬
যদি এত বড় তব শূরতা আছিল ।
তবে কেন চৌর্য্য-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইল ॥ ২৮৭
এক্ষণ সে সব কথা রহু অতি দূরে ।
দেখাও আপনি বল তুমি সব শূরে ॥ ২৮৮
লক্ষ্মণের এত বাণী শুনি দশানন ।
ক্রুদ্ধ হয়্যা সপ্ত শর কৈলা নিক্ষেপণ ॥ ২৮৯
শ্রীলক্ষ্মণো সেই সব শর নিরখিয়া ।
সপ্ত শর ছাড়ি তাহা ফেলিলা কাটিয়া ॥ ২৯০
তাহা নিরীক্ষণ করি মহা ক্রুদ্ধতর ।
নানাজাতি বাণবৃষ্টি করে লঙ্কেশ্বর ॥ ২৯১
ক্ষুরধার অর্দ্ধচন্দ্র ভল্ল বজ্রধার ।
সূচীমুখ ব্যাঘ্রদন্ত অমোঘপ্রহার ॥ ২৯২
সে সকল শরে প্রতিশরেতে করিয়া ।
ফেলিলেন ভূমিতলে লক্ষ্মণ কাটিয়া ॥ ২৯৩
তাহা কাটি রাবণে বধিব করি মন ।
করিছেন নানাজাতি বাণ বরিষণ ॥ ২৯৪
সিংহদন্ত বিপাঠ বিকর্ণ নলী শর ।
বৎসদন্ত বহুমুখ নালীক প্রখর ॥ ২৯৫
সে সকল বাণে ছেদ করি লঙ্কেশ্বর ।
যুড়িলা ধনুকে এক ব্রহ্মদত্ত শর ॥ ২৯৬
অগ্নি সম সেই বাণ করি আকর্ষণ ।
লক্ষ্মণের ললাটেতে করিলা বেধন ॥ ২৯৭
তাহে সংজ্ঞা রহিত হইলা শ্রীলক্ষ্মণ ।
কিঞ্চিৎ হইল শ্লথ ধনুকধারণ ॥ ২৯৮
পরে সংজ্ঞা পাইয়া ধনুকে যুড় বাণ ।
রাবণের ধনু কাটি করিলা দুখান ॥ ২৯৯
অনন্তর মোচন করিয়া তিন শর ।
দশাননে বিন্ধিয়া করিলা জরজর ॥ ৩০০
তাহে আর্দ্র হল্য সেহ রুধির-নির্ঝরে ।
অচেতন হইয়া পড়িল রথোপরে ॥ ৩০১
কিছুকাল পরে পুন পাইয়া চেতন ।
ব্রহ্মদত্ত এক শক্তি করিলা গ্রহণ ॥ ৩০২

মন্ত্রপূত করি তারে ক্ষেপণ করিলা।
জ্বলিত অনলসম সে শক্তি চলিলা॥ ৩০৩
তাহা নিরীক্ষণ করি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
যতনে করেন বহু বাণ বরিষণ॥ ৩০৪
সে সকল বাণে সেই শক্তি ব্যর্থ করি।
প্রবেশিল লক্ষ্মণের বুকের ভিতরি॥ ৩০৫
তাহে বিদ্ধ হয়্যা তবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
ভূমিতলে পড়িলেন হয্যা অচেতন॥ ৩০৬
তাহা দেখি রথ হৈতে নামি দশানন।
লক্ষ্মণের নিকটে করিলা আগমন॥ ৩০৭
তুলিয়া লইয়া যাব লঙ্কাতে ইহারে।
এত ভাবি ধরিলেক দুই করে তাঁরে॥ ৩০৮
দুই করে তাঁরে নড়াইতে না পাইয়া।
পুন আর দুই কর দিল নিযোজিয়া॥ ৩০৯
তাহাতেও যখন তুলিতে না পারিল।
পুন আর দুই কর তবে নিয়োজিল॥ ৩১০
এইরূপে বিংশতি ভুজেরে ক্রমে ক্রমে।
লাগায্যাও তুলিতে নারিল রঘূত্তমে॥ ৩১১
মধু কহে কি হইবে বিংশতি পাণিতে।
কোটি হস্ত পাইলেও নারিবে তুলিতে॥ ৩১২
তবে মহা বিস্মিত হইয়া দশানন।
মনে মনে করিতেছে এইত চিন্তন॥ ৩১৩
এ কি আমি তুলিয়াছি কৈলাস-ভূধর।
তুলিতে পারিয়ে-মেরু নিষধ মন্দর॥ ৩১৪
এইত লক্ষ্মণ নর তাহে ক্ষুদ্রাকার।
তুলিতে নারিলুঁ এত বড় চমৎকার॥ ৩১৫
মধু কহে কিছুই না জান দশানন।
সাক্ষাৎ অনন্ত দেব হয়েন লক্ষ্মণ॥ ৩১৬
কোটি কোটি বিশ্ব যেই ধরয়ে ফণায়।
কি বলে রাক্ষস তুমি তুলিবে তাঁহায়॥ ৩১৭
সেকালে সেথা আসি পবনকুমার।
রাবণের বুকে কৈল মুষ্টির প্রহার॥ ৩১৮
পর্বত উপরি যেন হয় বজ্রাঘাত।
রাবণের বুকে তেন সেই মুষ্টিপাত॥ ৩১৯
তাহে অচেতন হয়্যা সেই লঙ্কেশ্বর।
জানু পাতি পড়ি গেল ধরণী-উপর॥ ৩২০
রাবণে মূর্চ্ছিত দেখি যত দেবগণ।
হনূমানে সাধুবাদ করেন সঘন॥ ৩২১
হনূমান্ দুই ভুজে করিয়া তুলিয়া।
রামসন্নিধানে গেলা লক্ষ্মণে লইয়া॥ ৩২২
দেখ দেখ ভক্তিদেবী কিবা ধরে গুণ।
যে করিব তার হীন সে অনন্তে পুন॥ ৩২৩
রামচন্দ্র অচেতন দেখিয়া ভ্রাতারে।
কি হল্য কি হল্য বলি কোলে নিল তাঁরে॥ ৩২৪
তাঁর স্পর্শ মাত্রে রাবণের শক্তিখান।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া গেল দশানন-স্থান॥ ৩২৫
তবে সুস্থ হইয়া উঠিলা শ্রীলক্ষ্মণ।
তাহা দেখি আনন্দিত শ্রীরঘুনন্দন॥ ৩২৬
এখানেতে দশানন পাইয়া চেতন।
উঠি আপনার রথে কৈলা আরোহণ॥ ৩২৭
পুনর্ব্বার ধনুর্ব্বাণ করিয়া ধারণ।
করিতে লাগিল কপিকুলের বেধন॥ ৩২৮
তাহা দেখি রঘুপতি কুপিত হইয়া।
চলিলা আপুনি বাণ-ধনুক ধরিয়া॥ ৩২৯
নিরীক্ষণ করি তাহা পবন-নন্দন।
শ্রীরাম-অগ্রেতে আসি করে নিবেদন॥ ৩৩০
প্রভু রথে চড়িয়া রয়্যাছে দশানন।
তোমারে করিতে হবে ভূমে থাকি রণ॥ ৩৩১
ইহা আমি কোনো মতে সহিতে না পারি।
চলহ চড়িয়া মোর পৃষ্ঠে রাক্ষসারি॥ ৩৩২
তাহা শুনি হাসিয়া কহেন রঘুপতি।
বাছা তব যাহে সুখ সেই মোর মতি॥ ৩৩৩
এত কহি মারুতির পৃষ্ঠেতে চড়িলা।
ইন্দ্র যেন ঐরাবত-গজে আরোহিলা॥ ৩৩৪
কিবা রামে পৃষ্ঠে ধরি শোভে কপিবর।
নবমেঘ উদয়েতে যেমত মন্দর॥ ৩৩৫
তবে রঘুবীর দশশির অগ্রেতে আসিয়া।
দিলা পরতাপে নিজচাপে টঙ্কার টানিয়া॥ ৩৩৬
সেই মহারবে দিক্ সবে প্রতিধ্বনি হয়।
আর কাপগণ ভীতমন চীৎকার করয়॥ ৩৩৭
কত অশ্বততি জানু পাতি পড়য়ে মূর্চ্ছিত।
কত যাতুধান হতজ্ঞান ভূতলে পতিত॥ ৩৩৮
তাহে লঙ্কাপতি লোলমতি একদিকে চায়।
তবে রঘুবীর সুগভীর স্বরে কন তায়॥ ৩৩৯
অরে দুষ্টমতি লঙ্কাপতি চির প্রত্যাশাতে।
আজি আমিতোরে দেখিবারে পায়্যাছি সাক্ষাতে

তুমি মোর নারী চুরী করি এখানে আসিয়া।
দুষ্ট মোর ডরে এই পুরে ছিলে লুকাইয়া ॥৩৪১
আমি বারে বারে দূতদ্বারে বুঝালুঁ তোহারে।
তাহা না শুনিলে তার ফলে দেখহ এবারে ॥
আমি এই শরে তোমা ছারে সংহার করিব।
তোরে দিতে পিণ্ড একছণ্ড বংশ না রাখিব ॥
তুমি মোর ডরে এ সংসারে যেখানে যাইবে।
কেহ তোর শিরে বাঁচাবারে কদাচ নারিবে ॥
অন্য থাকু দূরে পুরন্দরে সূর্য্যে বা শমনে।
কিম্বা বিধাতারে মহেশ্বরে লভগা শরণে ॥ ৩৪৫
কেহ তব প্রাণ মোর বাণ-আগে বাঁচাইতে।
কভু না পারিবে না পারিবে বিশ্বভিতরিতে ॥
এত রঘুমণি-কোপবাণী শুনি দশানন।
কাঁপে কোপভরে দিতে নারে উত্তরবচন ॥৩৪৭
কিন্তু পূর্ব্বকোপে মহাদাপে টানি ধনুখান।
বিন্ধি তীক্ষ্ণশরে মারুতিরে করে খান খান ॥৩৪৮
তাহে ক্রুদ্ধমতি শ্রীমারুতি কন তার প্রতি।
ওরে নিশাচর অবসর পায়্যাছ সম্প্রতি ॥ ৩৪৯
যবে অন্তকালে রণস্থলে তোমারে দেখিব।
তবে এই ঘোর কর্ম্ম তোর আমিহ শোধিব ॥
আর যত তত নানামত ছাড়িতেছ বাণ।
তাহা রঘুপতি স্পর্শে মতি করি তৃণজ্ঞান ॥৩৫১
এত কহি বাণী কাপমণি ছাড়েন হুঙ্কার।
তাহে দশানন অশ্বগণ করয়ে চিৎকার ২
তবে রঘুপতি শ্রীমারুতি-অঙ্গে দেখি ব্রণ।
নিজ শরাসনে যুড়ি বাণে ছাড়েন সঘন ॥ ৩৫৩
তাহে রাবণের স্যন্দনের ধ্বজেরে কাটিলা।
আর রথহয় চক্রচয় কাটিয়া ফেলিলা ॥ ৩৫৪
ছাড়ি তীক্ষ্ণতর অন্য শর বজ্রসম-ধার।
তাহে কাটি শিরে সারথিরে করিলা সংহার ॥
এক নিমেষণ দশানন করিতে করিতে।
এই সব কার্য্য রঘুবর্য্য সাধিলা তুরিতে ॥ ৩৫৬
তাহা নিরখিয়া রুষ্ট হয়্যা রাজা দশানন।
নিজ শরাসনে তীক্ষ্ণবাণে করে নিয়োজন ॥ ৩৫৭
তবে রঘুবর যুড়ি শর নিজ ধনুর্গুণে।
কাটিলেন তার ধনু আর শর আর তূণে ॥৩৫৮
আর বেগবান্ বহুবাণ করিয়া মোচন।
কৈলা রথখান খান খান করিয়া ভঞ্জন ॥ ৩৫৯

তবে পাই ডর খড়্গবর ধরিলা রাবণ।
তাহে রঘুবীর এড়ি তীর করিলা ছেদন ॥ ৩৬০
পরে মহাজোরে এক শরে করিয়া তাড়ন।
তাহে দশগল-বক্ষঃস্থল কথিলা বেধন ॥ ৩৬১
যেহ দেবরাজ-অসুররাজ-তাড়নে না গণে।
সেহ রামবাণ-হতজ্ঞান কাঁপয়ে সঘনে ॥ ৩৬২
তারে বিহ্বলিত মুর্চ্ছিত দেখি রঘুবর।
কৈলা সন্ধারণ সুচিক্কণ অর্দ্ধচন্দ্র শর ॥ ৩৬৩
ছাড়ি সেই তীর দশশির-মুকুট সকলে।
কাটি রঘুমণি সিংহধ্বনি কৈলা কুতূহলে ॥ ৩৬৪
তাহে পাই জ্ঞান হতমান রাজা দশানন।
সেহ চাহিবারে নাহি পারে তুলিয়া বদন ॥ ৩৬৫
পরে তার প্রতি রঘুপতি কহেন হাসিয়া।
ওরে নারী-চোর কথা মোর শুন মন দিয়া ॥৩৬৬
তুমি আজ রণে কপি-সনে করিয়া সমর।
মহা-শ্রমযুক্ত বলমুক্ত হয়্যাছ কাতর ॥ ৩৬৭
এই লাগি তোরে বধিবারে আজি যোগ্য নয়
মোরা শ্রান্ত-জনে ভগ্নযানে নাহি কর ক্ষয় ॥
তুমি নিজ বল মোর বল দেখিয়ে নয়নে।
আজি দিলুঁ ছাড়ি ধৈর্য্য ধরি পলাও ভবনে ॥
শুনি এত কথা পাই ব্যথা কাতর লজ্জায়।
তবে লঙ্কাস্বামী রণভূমি ছাড়িয়া পলায় ॥ ৩৭০
তারে দেখি ভগ্ন সমুদ্বিগ্ন যত নিশাচর।
তারা জ্ঞানহত ইতস্তত পলায় সত্বর ॥ ৩৭১
তাহা নিরখিয়া হৃষ্ট হয়্যা যত কপিগণ।
তারা দিয়া গালি করতালী করয়ে নর্ত্তন ॥ ৩৭২
তাহে পাই দুখ অধোমুখ হইয়া রাবণ।
সব সৈন্য নিয়া পুরে গিয়া কৈল প্রবেশন ॥৩৭৩
এথা সুখিমতি রঘুপতি করিলা বীক্ষণ।
কৃপা-দৃষ্টিবলে কপিকুলে করিলা নির্ব্রণ ॥ ৩৭৪
তারা মহানন্দে নানা ছন্দে নর্ত্তন করয়।
আর ঘনে ঘনে সুখিমনে ডাকে রামজয় ॥৩৭৫
সেই কল কল মহীতল সকল ভরিল।
তাহে লঙ্কাপুরী থরহরি কাঁপিতে লাগিল ॥৩৭৬
যত সুরগণ দশানন-ভঙ্গ নিরখিয়া।
আর মুনিজন সিদ্ধগণ হল্যা সুখিহিয়া ॥ ৩৭৭
এথা রঘুপতি কপিপতি সকল সহিত।
আসি নিজ স্থানে চর্ম্মাসনে বসিলা সুখিত ॥

দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রাম-রসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ৩৭৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে রাবণভঙ্গো নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ॥৮॥

নবম পরিচ্ছেদ।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।

কুম্ভকর্ণস্য নিদ্রা সা বরলব্ধাপি বেধসঃ।
যদিচ্ছাতোঽপযাতি স্ম তং ভজে রঘুনন্দনম্॥
তবে অপমান পাই রাজা দশানন।
সিংহাসনে বসিল অত্যন্ত দুখিমন॥২
শ্রীরামের পরাক্রম করিয়া স্মরণ।
চমকিত হইয়া উঠয়ে ঘনেঘন॥ ৩
দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস তেজিয়া বার বার।
কহিতে লাগিল নিজে ছাড়িয়া হুঙ্কার॥ ৪
ধিক্ ধিক্ বহু মোরে একি অপমান।
সংসারে হইল মোর শত্রু বিদ্যমান॥ ৫
সেই শত্রু আসিয়া রয়্যাছে পুরদ্বারে।
ইহা হত্যে কিবা দুখ আছয়ে সংসারে॥ ৬
তাহে পুন কাটিল মুকুট দশখান।
ধিক ধিক্ এখনো আছয়ে মোর প্রাণ॥ ৭
জিনিয়া দেবতা দৈত্য যক্ষ সিদ্ধগণ।
নর হত্যে পরাজয় পাইলুঁ এক্ষণ॥ ৮
করিয়াছিলাম যত তপ অনুপম।
নিরর্থক হল্য মোর সে সকল শ্রম॥ ৯
বুঝি প্রতিকূল হইয়াছে দৈব সব।
অন্যথা হইবে কেন হেন পরাভব॥ ১০
যে কালে বিধাতা বর দিলেন আমারে।
সে কালে পুছিয়াছিলুঁ আমিহ তাঁহারে॥ ১১
দেবতা দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
পিশাচ রাক্ষস ভূত আর বিদ্যাধর॥ ১২
এ সকল কাছে মোরে অমর করিলে।
তবে কেন অমরত্ব-বর নাহি দিলে॥ ১৩
তাহা শুনি কহিলা বিধাতা মহাশয়।
থাকিল মানুষকাছে তব কিছু ভয়॥ ১৪
সেই বিধিবাক্য বুদ্ধি সময় পাইল।
মানুষনিকটে মোরে ঠেকিতে হইল॥ ১৫
আর কপি-বদন নন্দীরে নিরখিয়া।
করিয়াছিলাম হাস্য গরবে মাতিয়া॥ ১৬
তাহে ক্রুদ্ধ হয়্যা সেহ শাপ ছিল মোরে।
তব দর্প চূর্ণ হবে বানরের জোরে॥ ১৭
মহাশয় হয় সেহ শিব-ভক্তিমান।
তাহার বচন কভু না হইবে আন॥ ১৮
নানা হিতবাণী কহিছিল বিভীষণ।
দুর্দ্দৈবপ্রযুক্ত তাহা না কৈলুঁ গ্রহণ॥ ১৯
সেই সব কুকর্ম্মের ফলেতে আমারে।
অপমান পাত্যে হল্য বিবিধ প্রকারে॥ ২০
অন্য বা আছয়ে কিবা ললাটে লিখন।
তাহা না বুঝিতে পারি করিয়া চিন্তন॥ ২১
যে হকু এক্ষণ তোরা করিয়া যতন।
করহ সকলে মিলি নগর রক্ষণ॥ ২২
পুরদ্বারে প্রাচীর উপরে বীরগণ।
থাকু গিয়া অস্ত্র শস্ত্র করিয়া ধারণ॥ ২৩
নিদ্রাবিষ্ট হয়্যা আছে কুম্ভকর্ণ ভাই।
জাগাও তাহারে যত্ন করি সবে যাই॥ ২৪
সেহ হয় নিশাচরসমূহে বলিষ্ঠ।
মহাপরাক্রমী বীর-সমূহ-বরিষ্ঠ॥ ২৫
সে জাগিলে বধিবেক অনায়াসে রণে।
রাম-লক্ষ্মণেরে আর কপি-ভল্লগণে॥ ২৬
রাম-বাণে মোসবার যে হয়্যাছে ভয়।
সে জাগিবামাত্র সব করিবেক ক্ষয়॥ ২৭
তাহারে দেখিবামাত্র যাবত বানর।
ভয়েতেই প্রাণ তেজি যাবে যমঘর॥ ২৮
ইহাতেও বিলম্ব কদাচ না করিবে।
বিলম্ব হইলে লঙ্কাপুরী না রহিবে॥ ২৯
ছয়মাস নিদ্রাগত থাকি ব্রহ্মবরে।
একদিন-মাত্র সেহ জাগরণ করে॥ ৩০
সে কাল অপেক্ষা করি হইলে থাকিতে।
এই লঙ্কা নষ্ট হবে সকল-সহিতে॥ ৩১
অতএব তোরা সবে যে কোন প্রকারে।
জাগর করাহ গিয়া মধ্যম ভ্রাতারে॥ ৩২
দয়া ভয় কিছু মাত্র তারে না করিবে।
প্রহারাদি করিয়াও তারে জাগাইবে॥ ৩৩

এ হেন বিপদে যেই হিত না করিবে ।
থাকিলে তেমন ভ্রাতা কি কার্য্য হইবে ॥ ৩৪
এত দশাননবাণী করিয়া শ্রবণ ।
যে আজ্ঞা বলিয়া গেল নিশাচরগণ ॥ ৩৫
গন্ধ পুষ্প মাল্য ধূপ বিবিধ আহার ।
নানাজাতি মাংস আর মদ্য ভার ভার ॥ ৩৬
এই সব দ্রব্য লয়্যা যত নিশাচর।
গমন করিল কুম্ভকর্ণ বরাবর ॥ ৩৭
যোজন প্রমাণ দীর্ঘ রম্য নিকেতনে ।
শয়ন করিয়া আছে বিচিত্র শয়নে ॥ ৩৮
সেই গৃহে প্রবেশন করিবার আশে ।
নিশাচর নিকুম্ভ যায় দ্বার-পাশে ॥ ৩৯
বহুক দূরেতে সেই ভবনে প্রবেশ ।
উড়ি উড়ি পড়ে নিশ্বাসেতে দূর-দেশ ॥ ৪০
উঠি উঠি পুন যায় দ্বারের নিয়ড়ে ।
পুনর্ব্বার নিশ্বাসেতে দূরে উড়ি পড়ে ॥ ৪১
এইরূপে পুনঃপুন করি গতাগতি ।
এক বুদ্ধি করিলেক নিশাচরতিতি ॥ ৪২
যবে কুম্ভকর্ণ করে শ্বাস আকর্ষণ ।
সেইকালে দ্বারদেশে করিল গমন ॥ ৪৩
তবে তার উচ্ছ্বাসেতে আকৃষ্ট হইয়া ।
গৃহমধ্যে তারা সবে প্রবেশিল গিয়া ॥ ৪৪
তার মধ্যে কোনহ কোনহ নিশাচর ।
প্রবেশ করিল তার নাসিকাভিতর ॥ ৪৫
পুন সেহ যখন নিশ্বাস ত্যাগ করে ।
তখন পড়য়ে তারা বাহিরে সত্বরে ॥ ৪৬
তার মধ্যে কোনো কোনো জন বুদ্ধিমান ।
নাসিকার লোম ধরি করে অবস্থান ॥ ৪৭
তবে বলবান বড় বড় নিশাচর ।
মহাযত্ন করি প্রবেশিল সেই ঘর ॥ ৪৮
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় এ চারি প্রকার ।
কুম্ভকর্ণ-আগে রাখে নানা উপহার ॥ ৪৯
কলসে কলসে পূরি বিবিধ শোণিত ।
নানাজাতি মদ্যকুম্ভ রাখে চারিভিত ॥ ৫০
চন্দন কুঙ্কুম মৃগমদ-আদি করি ।
নানাগন্ধ লেপে তার শরীর উপরি ॥ ৫১
সুগন্ধি কোমল পুষ্পমালা অঙ্গে দিল ।
ধূপ জালি চামর ঢুলাত্যে আরম্ভিল ॥ ৫২
সে সকল যবে কুম্ভকর্ণ না জাগিল ।
তবে তারা অন্ত মত করিতে লাগিল ॥ ৫৩
সুমধুর স্বরে স্তুতিপাঠ করে ভাট ।
কেহ কেহ করে মনোহর গীত-নাট ॥ ৫৪
মৃদঙ্গ মুরজ বীণা শাহিনী সারঙ্গী ।
নানা বাদ্য বাজাইছে করি নানা ভঙ্গী ॥ ৫৫
ইহাতেও তার নিদ্রা না ভাঙ্গিল যবে ।
অপর উপায় তারা আরম্ভিল তবে ॥ ৫৬
কেহ কেহ হস্ত-পদ চাপে হস্তে করি ।
কেহ কেহ বাজাইছে শঙ্খ তূরী ধরি ॥ ৫৭
কেহ বা কর্ণের কাছে নিজ-মুখ দিয়া ।
বিকট নিনাদ করে অত্যুচ্চ করিয়া ॥ ৫৮
তাহাতেও নাহি দেখি নিদ্রার ভঞ্জন ।
অপর অপর বাদ্য কৈল আনয়ন ॥ ৫৯
ঢাক ঢোল কাড়া তাস দামামা ঝর্ঝরী ।
বাজাইতে লাগিল বিকট গোল করি ॥ ৬০
সেই শব্দ শুনিয়া যাবত পক্ষিগণ ।
নিজ নিজ বাসা ছাড়ি কৈল পলায়ন ॥ ৬১
কিন্তু তাহাতেও কুম্ভকর্ণ না জাগিল ।
তবে নিশাচর আর উপায় সৃজিল ॥ ৬২
কেহ তার কেশে ধরি করে আকর্ষণ ।
কেহ কেহ নখে করি করে বিদারণ ॥ ৬৩
কেহ কেহ নাসা-কর্ণে করয়ে দংশন ।
কেহ কেহ করে মুষ্টি চাপড়মারণ ॥ ৬৪
তাহাতেও না দেখিয়া তার জাগরণ ।
করে সবে নানামতে অস্ত্রপ্রহরণ ॥ ৬৫
মুষল মুদ্গার যষ্টি পর্ব্বতশিখর ।
মারিতে লাগিল তার অঙ্গের উপর ॥ ৬৬
অযুত রাক্ষসে করে এসব প্রহার ।
তভু নিদ্রা ভঙ্গ নাহি হইল তাহার ॥ ৬৭
তবে একসহস্র রাক্ষস স্থূলতর ।
ভ্রমিতে লাগিল তার শরীর-উপর ॥ ৬৮
তাহাও নিরর্থ দেখি নিশাচরগণ ।
দশশত মতঙ্গজ কৈল আনয়ন ॥ ৬৯
সেই সব করী কুম্ভকর্ণ-কলেবরে ।
ধাইতে লাগিল ভরে জিনি ধারাধরে ॥ ৭০
দেখ বিধাতার বর কিবা ধরে বলে ।
কুম্ভকর্ণ না জাগিল এ কর্ম্ম সকলে ॥ ৭১

তবে ভগ্নোদ্যম হয়্যা নিশাচরগণ।
বসিয়া সকলে মিলি করয়ে চিন্তন ॥ ৭২
তবে তারা পরামর্শ নিশ্চয় করিয়া।
যুবতী রমণীগণে আনিল ডাকিয়া ॥ ৭৩
রাক্ষসী গন্ধর্ব্বী যক্ষী মানুষী কিন্নরী।
নাগকন্যা দৈত্যকন্যা আর বিদ্যাধরী ॥ ৭৪
দিব্য বেশ-ভূষা করি নানা যন্ত্র ধরি।
প্রবিষ্ট হইল তারা সে গৃহ-ভিতরি ॥ ৭৫
কেহ গায় বাদ্য করে কেহ বা নর্ত্তন।
কেহ কেহ কুম্ভকর্ণে করয়ে স্পর্শন ॥ ৭৬
তাহাদের গান বাদ্য ভূষণের রব।
সুকোমল স্পর্শ অঙ্গ-গন্ধ অসম্ভব ॥ ৭৭
কর্ণ ত্বক্ নাসারন্ধ্রে প্রবেশি আশয়।
ক্ষুভিত করিল কুম্ভকর্ণের হৃদয় ॥ ৭৮
দেখ কিবা গুণ ধরে রমণীনিকর।
তাহাতে অন্যথা হল্য বিধাতার বর ॥ ৭৯
শ্রীরঘুনন্দন কহে শুন সাধুজন।
শ্রীরামের ইচ্ছা ইথে প্রধান কারণ ॥ ৮০
তবে সেই কুম্ভকর্ণ পাই জাগরণ।
চাহিতে লাগিল ক্রমে মেলিয়া নয়ন ॥ ৮১
কিবা শোভা করে তার যুগল নয়ন।
প্রভাত সময়ে যেন অরুণ তপন ॥ ৮২
সেই দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘনেঘন।
প্রলয়কালেতে যেন বহে সমীরণ ॥ ৮৩
হুঙ্কার ছাড়িয়া সেই অঙ্গমোড়া দিল।
গিরি-ভঙ্গ হেন রব যাহে উপজিল ॥ ৮৪
তবে শয্যা তেজি সেই উঠিয়া বসিল।
বিন্ধ্যগিরি পুনর্ব্বার যেমন উঠিল ॥ ৮৫
শেষ-সর্পসম দুই বাহু উর্দ্ধে করি।
ঘন ঘন হাই তোলে বদন বিবরি ॥ ৮৬
সে কালেতে তার মুখ কিবা প্রকাশয়।
যা দেখি পাতালে লোক ধিক্কার করয় ॥ ৮৭
তবে রক্ত নয়নে চাহিয়া চারিভিতে।
চর প্রতি কুম্ভকর্ণ লাগিল কহিতে ॥ ৮৮
কহ কহ কি লাগিয়া করিয়া যতন।
করাইলে তোরা সবে মোরে জাগরণ ॥ ৮৯
অনুমানে বুঝিতেছি আমিহ অন্তরে।
যদি কোনো বিপদ ঘট্যাছে লঙ্কেশ্বরে ॥ ৯০
অন্যথা অকালে মোর নিদ্রাভাঙ্গাবারে।
তোমাদের শকতি ঘটয়ে কি প্রকারে ॥ ৯১
এতেক বচন শুনি যত নিশাচর।
নিবেদন করিতেছে হয়্যা যোড়কর ॥ ৯২
যুবরাজ চারিদিন থাকিয়া নিদ্রিত।
হইয়াছ আপুনি তৃষিত বুভুক্ষিত ॥ ৯৩
স্নানাদি করিয়া আগে হও সুস্থ মন।
তবে নিবেদিব নিদ্রাভঞ্জন-কারণ ॥ ৯৪
এত শুনি কুম্ভকর্ণ করিয়া উত্থান।
মুখ প্রক্ষালন করি করিলেক স্নান ॥ ৯৫
দিব্য বস্ত্র পরি দিব্য আসনে বসিল।
ভৃত্যগণ নানা ভক্ষ্য আনিতে লাগিল ॥ ৯৬
নানাজাতি অন্ন আর ব্যঞ্জন বিস্তর।
সুপক্ক-বরাহ-মৃগ-মাংস বহুতর ॥ ৯৭
কুম্ভকর্ণ তাহা খাই দুই চারি গ্রাসে।
শতকুম্ভ শোণিত খাইল এক শ্বাসে ॥ ৯৮
আর শত শত মেদ-কুম্ভ পান করি।
খাইলেক আটশত পশু পেট ভরি ॥ ৯৯
ভোজন করিয়া নর একুইশ জন।
সহস্রকলস মদ্য করিল সেবন ॥ ১০০
এইরূপে কুম্ভকর্ণ করিয়া ভোজন।
হৃষ্ট হয়্যা চারিদিগে করে জিজ্ঞাসন ॥ ১০১
কহ নিশাচর সব মোরে কিকারণ।
জাগাইলে অসময়ে করিয়া যতন ॥ ১০২
কুশলে আছেন রাজা আর বন্ধুজন।
কোনো উপদ্রব নাহি করে দেবগণ ॥ ১০৩
অথবা বিপদ কিছু হয়্যাছে লঙ্কায়।
অন্যথা অকালে কেন জাগাবে আমায় ॥ ১০৪
কহ কহ এ সকল করি বিবরণ।
তোমাদিগে উদ্বেগ দিতেছে কোন্ জন ॥ ১০৫
দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ অথবা কিন্নর।
ভুজঙ্গ দানব সিদ্ধ কিম্বা বিদ্যাধর ॥ ১০৬
ত্রিভুবন-মাঝে হয় যেই কোনোজন।
কহ কহ তার আমি করিয়ে দমন ॥ ১০৭
এত শুনি যূপাক্ষ নামেতে নিশাচর।
কহিতেছে কুম্ভকর্ণে হয়্যা যোড়কর ॥ ১০৮
দেবতা দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব হইতে।
কিছু ভয় মোসবার নাহি ত্রিলোকীতে ॥ ১০৯

অদৃষ্ট অশ্রুত অসম্ভাব্য এক ভয়।
নর হৈতে হয়্যাছে সম্প্রতি মহাশয়॥ ১১০
এ বচন যেই মাত্র যূপাক্ষ কহিল।
মহাকোপে কুম্ভকর্ণ কহিতে লাগিল॥ ১১১
একি একি কুম্ভকর্ণ বাঁচিয়া থাকিতে।
রাবণের ভয় হল্য মানুষ হইতে॥ ১১২
হেন কোন্ মানুষ হয়্যাছে এ সংসারে।
যে ভয় দিতেছে মোর অগ্রজ ভ্রাতারে ১১৩
চল চল এখনি দেখায়্যা দাও তারে।
বিনাশ করিব আমি সেই দুরাচারে॥ ১১৪
এত কহি কুম্ভকর্ণ উদ্যত উঠিতে।
তাহা দেখি মহোদর লাগিলা কহিতে॥ ১১৫
মহাশয় মহারাজ তোমারে দেখিতে।
করিছেন অতিশয় অভিপ্রায় চিতে॥ ১১৬
অতএব তাঁর সঙ্গে করিয়া সাক্ষাৎ।
সব বার্ত্তা জানি শত্রু বধিবে পশ্চাৎ॥ ১১৭
এতেক বচন শুনি ভাল ভাল বলি।
রাবণনিকটে চলে হয়্যা কুতূহলী॥ ১১৮
সহস্র কলস মদ্য পুন করি পান।
কুম্ভকর্ণ সভামাঝে করিল প্রস্থান॥ ১১৯
আগে পাছে ধায় কোটি কোটি নিশাচর।
পদ-ভরে লঙ্কাখান করে থর থর॥ ১২০
রাজপথে কুম্ভকর্ণ করয়ে গমন।
নারীগণ করিতেছে কুসুমবর্ষণ॥ ১২১
পূর্ব্বে পক্ষধারী গিরি চলিত যেমন।
কুম্ভকর্ণ যায় পথ ঢাকিয়া তেমন॥ ১২২
লঙ্কার প্রাচীর হয় অতি উচ্চতর।
কুম্ভকর্ণ-দেহ উঠিয়াছে তদুপর॥ ১২৩
অতি ভয়ঙ্কর তারে করি নিরীক্ষণ।
ভীত হয়্যা কপিকুল করে পলায়ন॥ ১২৪
কেহ কেহ অতিশয় হইয়া ত্রাসিত।
মূর্চ্ছিত হইয়া হয় ভূতলে পতিত॥ ১২৫
কেহ কেহ রাম-কাছে করিয়া গমন।
কুম্ভকর্ণে দেখাইছে ভয়যুক্ত-মন॥ ১২৬
তারে দেখি সবিস্ময় হয়্যা রঘুপতি।
জিজ্ঞাসা করেন কিছু বিভীষণ প্রতি॥ ১২৭
দেখ দেখ মিতা লঙ্কামাঝে কোন্ জন।
কম্পিত করিয়া ভূমি করিছে গমন॥ ১২৮
প্রাচীর-উপরি উঠিয়াছে কলেবর।
মণির মুকুট শোভে মস্তক-উপর॥ ১২৯
দেখিয়া উহারে মনে করি অনুমান।
বিন্ধ্যগিরি পুন যেন করিল উত্থান॥ ১৩০
হেন বীর না দেখি না শুনি এসংসারে।
পলাইছে কপিগণ দেখিয়া যাহারে॥ ১৩১
কার পুত্র হয় এহ কি নাম ইহার।
কহ কহ মিতা তাহা করিয়া বিস্তার॥ ১৩২
শ্রীরামের এত বাণী শুনি বিভীষণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন॥ ১৩৩
বিশ্রবার পুত্র হয় এহ রঘুবর।
রাবণ-অনুজ কুম্ভকর্ণ নামধর॥ ১৩৪
জিনিয়াছে এহ ইন্দ্র-কুবের-শমনে।
মানব-ভুজঙ্গ-যক্ষ-বিদ্যাধরগণে॥ ১৩৫
যাবত রাক্ষস আছে ভুবন-মাঝার।
বরলব্ধ বল হয় তাহা সবাকার॥ ১৩৬
এহ কারো বরে নাহি করি অপেক্ষণ।
নিজ বাহুবলে জিনিয়াছে ত্রিভুবন॥ ১৩৭
যখন ভূমিষ্ঠ হল্য ও গর্ভ হইতে।
আইল অনেক লোক উহারে দেখিতে॥ ১৩৮
সেই কালে এহ অতি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া।
খাইলেক সপ্তজন অপ্সরা ধরিয়া॥ ১৩৯
আর খাইলেক ইন্দ্রভৃত্য দশজন।
দশশত ঋষি ধরি করিল ভক্ষণ॥ ১৪০
সহস্র সহস্র আর প্রাণী নানাজাতি।
ভক্ষণ করিল এহ ক্ষুধাবলে মাতি॥ ১৪১
তাহা দেখি কাতর হইয়া প্রজাগণ।
ইন্দ্রের নিকটে গিয়া কৈলা নিবেদন॥ ১৪২
তবে ঐরাবতে চাড় আসি সুরপতি।
বজ্র-নিক্ষেপণ কৈলা কুম্ভকর্ণ প্রতি॥ ১৪৩
বজ্রহত হয়্যা এহ কৈল এক নাদ।
যাহা শুনি দেবগণ গণিল প্রমাদ॥ ১৪৪
তবে সেই বজ্রের প্রহারে ব্যর্থ করি।
উপাড়িল ঐরাবত-দন্ত এক ধরি॥ ১৪৫
মারিল ইন্দ্রের বুকে তাহা ঘুরাইয়া।
ভূতলে পাড়িলা ইন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া॥ ১৪৬
তাহা নিরখিয়া যত দেব-দৈত্যগণ।
বিষণ্ণ হইয়া সবে কৈল পলায়ন॥ ১৪৭

পুরন্দর কিছু পরে পাইয়া চেতন।
লজ্জিত হইয়া গেল আপন ভবন ॥ ১৪৮
যাবত দেবতা-ঋষিগণ সঙ্গে করি।
পুরন্দর গেলা পুন বিরিঞ্চি-নগরী ॥ ১৪৯
কুম্ভকর্ণ-দৌরাত্ম্য বিধিরে নিবেদিলা।
তাহা শুনি তিঁহ সবাকারে আশ্বাসিলা ॥ ১৫০
যাহ যাহ তোরা সবে আপন ভবন।
করিব আমিহ কুম্ভকর্ণের সান্ত্বন ॥ ১৫১
এত বিধিবাক্য শুনি সুর মুনিগণ।
আপন আপন স্থানে করিল গমন ॥ ১৫২
এখানেতে অই কুম্ভকর্ণ কিছু কাল।
করিলেন সংসারেতে বিবিধ জঞ্জাল ॥ ১৫৩
সর্ব্বদা ভক্ষণ করে যাহা মনে লয়।
তথাপি উহার আশা-নিবৃত্তি না হয় ॥ ১৫৪
এই লাগি নিরন্তর করিব ভোজন।
এই আশে তপস্যা করিতে গেল বন ॥ ১৫৫
উৎকট তপস্যা কৈল অযুত বৎসর।
তাহে তুষ্ট হয়্যা বিধি দিতে আল্যা বর ॥ ১৫৬
বরং বৃণু বচন কহিলা বিধি যবে।
কুম্ভকর্ণ তুর্দ্দৈবে কহিল ইহা তবে ॥ ১৫৭
সহস্র সহস্র বর্ষ আমি একাসনে।
নিদ্রা যাই এই বর দাও এই জনে ॥ ১৫৮
তথাস্তু বলিয়া বিধি গেলা নিজ ঘর।
দশানন শুনিলেন কুম্ভকর্ণ-বর ॥ ১৫৯
সংক্রুদ্ধ হয়্যা তিঁহ কহিলা বিধিরে।
এ কি বর দিলে প্রভু আমার ভাইরে ॥ ১৬০
তবে বিধি কৈলা এক নির্ব্বন্ধঘটন।
ছয় মাস পরে একদিন জাগরণ ॥ ১৬১
সেই দিনে করিবেক উৎকট ভোজন।
করিবেক অসম্ভব কর্ম্ম আচরণ ॥ ১৬২
সেই কুম্ভকর্ণে আজি বিপদে পড়িয়া।
দশানন জাগায়্যাছে যতন করিয়া ॥ ১৬৩
বুঝিলাম অই আজি আসিবেক রণে।
ভক্ষণ করিবে বহুতর কপিগণে ॥ ১৬৪
দেখি মাত্র উহারে পলায় কপিগণ।
না জানি করিবে ইথে কি প্রকারে রণ ॥ ১৬৫
কহিতে হয়্যাছে যাবদীয় কপিগণে।
ইহারে দেখিয়া ভয় নাহি করে মনে ॥ ১৬৬
রাক্ষস না হয় এহ কিন্তু যন্ত্র হয়।
ইহা শুনি কপিগণ তেজিলেক ভয় ॥ ১৬৭
বিভীষণ-বাণী শুনি নীলকে ডাকিয়া।
কহিছেন রঘুপতি প্রণয় করিয়া ॥ ১৬৮
অগ্নিপুত্র বিভীষণ মিতারে লইয়া।
তুমি কপিগণে স্থির করহ যাইয়া ॥ ১৬৯
বৃক্ষ শিলা ধরি সবে রহ সাবধানে।
না জানি আইসে কোন্ বীর রণস্থানে ॥ ১৭০
এতেক বচন শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া।
চলিলেন নীল বিভীষণে সঙ্গে নিয়া ॥ ১৭১
যাবত বানরগণে করি আশ্বাসন।
রহিলা সকলে করি কাল-প্রতীক্ষণ ॥ ১৭২
এখানেতে কুম্ভকর্ণ করিয়া গমন।
রাবণ-নিকটে আসি দিল দরশন ॥ ১৭৩
দশানন দেখি তারে কিঞ্চিত উঠিয়া।
আস্থ আস্থ বলি ডাকে আদর করিয়া ॥ ১৭৪
তাহা দেখি কুম্ভকর্ণ সম্ভ্রান্ত হইয়া।
রাবণে প্রণাম কৈলা ভূমিতে পড়িয়া ॥ ১৭৫
রাবণ উঠিয়া তারে করি আলিঙ্গন।
বসিবারে দেখাইয়া দিল দিব্যাসন ॥ ১৭৬
তবে দুই আসনে বসিলা দুইজন।
রাহু কেতু যেন কৈল মেরু আরোহণ ॥ ১৭৭
তবে কুম্ভকর্ণ কিছু কুপিত অন্তরে।
কহিবারে আরম্ভিল রাবণগোচরে ॥ ১৭৮
মহারাজ আজ্ঞা কর মোরে কি লাগিয়া।
অসময়ে জাগাইলে যতন করিয়া ॥ ১৭৯
বুঝিলাম কেহ বুঝি কোনহ প্রকারে।
পীড়া দিয়া থাকিবেক উৎকট তোমারে ॥ ১৮০
লঙ্কায় না দেখি কেন শোভা পূর্ব্বমত।
না দেখিতে পাই কেন বন্ধুগণ যত ॥ ১৮১
কহ কহ কি বিপদ হয়্যাছে লঙ্কায়।
আমি বিদ্যমানে কেবা ব্যথিবে তোমায় ॥ ১৮২
ইন্দ্র কিম্বা যম কিম্বা বরুণ তপন।
চন্দ্র কিম্বা অনল কুবের সমীরণ ॥ ১৮৩
কিম্বা অন্য দেবতা দানব বিদ্যাধর।
গন্ধর্ব্ব রাক্ষস যক্ষ পিশাচ কিন্নর ॥ ১৮৪
এ সকল মধ্যে দুঃখ যে দেয় তোমারে।
আজ্ঞা কর এখনি বধিয়ে আমি তারে ॥ ১৮৫

পুরন্দরে পাঠাইয়ে প্রেতপতি-পুরে।
শমনে শমন করি বাধিয়ে বায়ুরে ॥ ১৮৬
মিহিরে মারিয়ে মুষ্টি মারিয়া মাতায়।
চন্দ্রকে চপেটে চূর্ণ করিয়ে হেলায় ॥ ১৮৭
পাবকেরে পান করি কাটিয়ে কুবেরে।
বাহুবলে বান্ধিয়া আনিয়ে বরুণেরে ॥ ১৮৮
অপর কি কব পাল্যে আদেশ তোমার।
চূর্ণ করিবারে পারি ধামে বিধাতার ॥ ১৮৯
অন্য কোন ক্ষুদ্র জনে করিয়ে গণন।
ইচ্ছা হল্যে ভাঙ্গিতে পারিয়ে ত্রিভুবন ॥ ১৯০
কহ মহারাজ তব শত্রু কোন্ জন।
দেখুক সকল লোকে মোর বিক্রমণ ॥ ১৯১
ভাঙ্গিব সকল গিরি পদাঘাত করি।
সাগরে শোষিব এক গণ্ডূষেতে ভরি ॥ ১৯২
রসাতলমাঝে ডুবাইব ভূমিতলে।
না রাখিব তব শত্রু সংসারমণ্ডলে ॥ ১৯৩
কুম্ভকর্ণমুখে শুনি এতেক বচন।
বাচিলুঁ বলিয়া মানিলেক দশানন ॥ ১৯৪
কুম্ভকর্ণবল সেহ ভাল মতে জানে।
শ্রদ্ধা করি বাক্যে তার কহে তার স্থানে ॥১৯৫
ভ্রাতৃবর চিরদিন ছিলে নিদ্রান্বিত।
নাহি জান কিছু তুমি আপন অহিত ॥ ১৯৬
দেবতা দানব যক্ষ ভুজঙ্গ কিন্নর।
অসুর প্রমথ সিদ্ধ আর বিদ্যাধর ॥ ১৯৭
এই আদি যত বলী আছয়ে সংসারে।
তারা কেহ দুঃখ দিতে না পারে আমারে ॥১৯৮
স্বপ্নেতেও কদাচ সম্ভাব্য যাহা নয়।
হইয়াছে হেন এক নর হৈতে ভয় ॥ ১৯৯
এই লাগি হয়্যা আমি অত্যন্ত কাতর।
অকালেতে জাগাইলুঁ তোহে ভ্রাতৃবর ॥ ২০০
তুমিই সমরে যাত্রা করি একবার।
নিবারণ কর এই আপদ আমার ॥ ২০১
এতেক বচন শুনি দশাননমুখে।
হাসি হাসি কুম্ভকর্ণ কহে মনোদুখে ॥ ২০২
মহারাজ শুনিলাম একি চমৎকার।
মানুষ হইতে ভয় হয়্যাছে তোমার ॥ ২০৩
অবলীলাক্রমে যে জিতিল ত্রিভুবনে।
তার শত্রু মানুষ হইল কি এক্ষণে ॥ ২০৪
কহ কহ তব শত্রু ধরে কিবা নাম।
কার পুত্র হয় সেহ কোথা তার ধাম ॥ ২০৫
তাহা জানি সেখানে যাইয়া এইক্ষণে।
বধ করি আসি আমি তব শত্রুজনে ॥ ২০৬
এতেক বচন শুনি তবে লঙ্কাপতি।
কহিতে লাগিল পুন কুম্ভকর্ণ প্রতি ॥ ২০৭
ভ্রাতা কি কহিব আর আপনার গ্লানি।
কহিবারে লজ্জা হয় নাহি স্ফুরে বাণী ॥ ২০৮
অনরণ্যকুলজাত অযোধ্যায় ধাম।
আছিল ক্ষত্রিয় এক দশরথ নাম ॥ ২০৯
তার পুত্র রামনাম আছে এক জন।
তার সঙ্গে হইয়াছে শত্রুতা ঘটন ॥ ২১০
সেহ সঙ্গে লয়্যা বহু কপি-ভল্লগণ।
করিয়াছে সাগরেতে সেতু-বিরচন ॥ ২১১
তাহে সিন্ধু উত্তরিয়া আসি এই পারে।
কপি লয়্যা লঙ্কা বেড়িয়াছে চারি ধারে ॥ ২১২
তাহাদের সংযোগে করিয়া সমর।
মরিয়াছে আমাদের সৈন্য বহুতর ॥ ২১৩
উষ্ট্র অশ্ব গজ রথী সারথি পদাতি।
গিয়াছে বিস্তর যমপুরে যুদ্ধে মাতি ॥ ২১৪
অতএব জাগাইলুঁ অকালে তোমারে।
তুমি রক্ষা কর এই বিপদে আমারে ॥ ২১৫
জয় করিয়াছ তুমি ভুবন সকলে।
তোমার সমান বীর নাহি কোন স্থলে ॥ ২১৬
হেন নিজ পরাক্রম লোকে জানাইতে।
একবার সাজ তুমি সমর করিতে ॥ ২১৭
সহসৈন্যে রামে তুমি করিয়া মারণ।
ভ্রাতৃবর আনন্দিত কর মোর মন ॥ ২১৮
আমি অদ্যাবধি হেন কাতর্য্যবচন।
নাহি করিয়াছি কারো প্রতি উচ্চারণ ॥ ২১৯
এ সকল বাক্য শুনি বিপদ দেখিয়া।
করহ উচিত যেই হয় বিবেচিয়া ॥ ২২০
রাবণের মুখে শুনি এ সব বচন।
কুম্ভকর্ণ মনে মনে করয়ে চিন্তন ॥ ২২১
একি শুনিলাম কথা অতি অবিদিত।
বানর-ভালুকে করে মানুষের হিত ॥ ২২২
আর এক শুনিলাম অতি চমৎকার।
সেতুবন্ধ করিয়াছে সাগরমাঝার ॥ ২২৩

ইথে অনুমান করি যুক্তি-অনুসারে।
শ্রীরাম সামান্য নর হইতে না পারে ॥ ২২৪
পূর্ব্বেও নারদমুখে কর‍্যাছি শ্রবণ।
সূর্য্যবংশে অবতার হবে নারায়ণ ॥ ২২৫
অদৃষ্ট অশ্রুত কর্ম্ম দেখি শঙ্কা হয়।
বুঝি এই বিপদে সবার ক্ষয় হয় ॥ ২২৬
এত ভাবি হয়্যা অতি উদ্বিগ্নহৃদয়।
পুনর্ব্বার কুম্ভকর্ণ দশাননে কয় ॥ ২২৭
মহারাজ কহ কহ রামের সহিত।
কি কারণে হল্য এই বাদ উপস্থিত ॥ ২২৮
অতি দূরদেশে তাহাদের রাজ্য হয়।
তা-সঙ্গে বিবাদ আমাদের না ঘটয় ॥ ২২৯
তবে কিরূপেতে হল্য বিবাদঘটন।
সবিশেষ তাহা মোরে কর আজ্ঞাপন ॥ ২৩০
আর সেই রামের যাবত কপিগণ।
কি কারণে করয়ে সাহায্য আচরণ ॥ ২৩১
ধর্ম্মজ্ঞ সুশীল ভ্রাতৃবর বিভীষণ।
কেন বা না কৈল তোহে এ কর্ম্মে বারণ ॥২৩২
এতেক বচন শুনি কহে দশানন।
শুন শুন ভ্রাতৃবর বিবাদকারণ ॥ ২৩৩
পিতৃ-আজ্ঞা পালিবারে ভার্য্যা ভাই সনে।
আসিছিল অই রাম দণ্ডক-কাননে ॥ ২৩৪
শূর্পণখা ভগ্নী গিয়াছিল সেই স্থানে।
অপমান কৈল তার কাটি নাসা-কাণে ॥ ২৩৫
তাহা শুনি ক্রুদ্ধ হয়্যা গিয়াছিল খর।
সংসৈন্যে বধিল তাহারে দুষ্ট নর ॥ ২৩৬
এ সব বৃত্তান্ত আমি করিয়া শ্রবণ।
তাহাদিগে বধিবারে করিলুঁ গমন ॥ ২৩৭
আমার গমন জানি তারা দুই ভাই।
প্রাণ-ভয়ে পলাইয়া গেল অন্য ঠাঁই ॥ ২৩৮
তবে আমি তাহাদের দেখা না পাইয়া।
রামের রমণী সীতা আনিলুঁ হরিয়া ॥ ২৩৯
সেই রাম ঋষ্যমুক-গিরিতে আসিয়া।
সুগ্রীবেরে সখা কৈল গৌরব তেজিয়া ॥ ২৪০
লুকায়্যা থাকিয়া বধি বালী কপিবরে।
সুগ্রীবেরে রাজা কৈল কিষ্কিন্ধ্যানগরে ॥ ২৪১
সেই ত সুগ্রীব জানকীর অন্বেষণে।
চারিদিকে পাঠাইয়াছিল কপিগণে ॥ ২৪২
তাহে হনুমান নামে একটা বানর।
আগমন করিছিল লঙ্কার ভিতর ॥ ২৪৩
সেহ জানকীর সঙ্গে করি সম্ভাষণ।
ভাঙ্গিলেক অকারণে মোর উপবন ॥ ২৪৪
তাহার কারণ জিজ্ঞাসিতে গেল চর।
যাবামাত্র তাহাদিগে বধিল বানর ॥ ২৪৫
তারপর পাঠাইলুঁ সেনা বহুতর।
তাদিগেও বধিলেক সেই দুষ্টচর ॥ ২৪৬
অপর কি কব অক্ষকুমার বাছারে।
বধিলেক সেই দুষ্ট কপি অবিচারে ॥ ২৪৭
তবে পুত্র ইন্দ্রজিত গিয়া সে বানরে।
বন্ধ করি আনিলেক সভার ভিতরে ॥ ২৪৮
জিজ্ঞাসা করিলুঁ যবে পরিচয় তারে।
তবে বহু কটু কথা কহিল আমারে ॥ ২৪৯
তবে ক্রুদ্ধ হয়্যা আমি কহিলুঁ সভারে।
অগ্নি দিয়া তাহার লাঙ্গুল দহিবারে ॥ ২৫০
তবে পুচ্ছে বস্ত্র বেঢ়াইয়া অগ্নি দিল।
সেহ সেই অনলে লঙ্কারে পোড়াইল ॥ ২৫১
তারপর লম্ফ দিয়া লাঙ্ঘয়া সাগর।
রামেরে আনিল এথা সেইত বানর ॥ ২৫২
তাহা শুনি আমিহ লইয়া মন্ত্রিগণ।
করিতে লাগিলুঁ নিজ মঙ্গল মন্ত্রণ ॥ ২৫৩
তাহে সব বার্ত্তা শুনি ভ্রাতা বিভীষণ।
কহিলা যে কথা তাহা করহ শ্রবণ ॥ ২৫৪
দোলায় করিয়া লয়্যা রাম-রমণীরে।
শরণ লভহ গিয়া তুমি রঘুবীরে ॥ ২৫৫
আমি অপমান বোধ করি সে করণে।
আদর না করিলাম তাহার বচনে ॥ ২৫৬
তবে ক্রুদ্ধ হয়্যা কটু কহিয়া আমায়।
চলি গেল রামকাছে তেজিয়া লঙ্কায় ॥ ২৫৭
সেহ রাম কপিগণ সঙ্গেতে লইয়া।
সাগরে বান্ধিল সেতু পর্ব্বত ফেলিয়া ॥ ২৫৮
তাহে উত্তরিয়া যত কপি ভল্লগণ।
লঙ্কাপুরে চারি ধারে করিল বেষ্টন ॥ ২৫৯
ভাঙ্গিতে লাগিল বৃক্ষ মুরচা প্রাকার।
করিতে লাগিল লঙ্কাবাসীরে প্রহার ॥ ২৬০
তবে আমি যুদ্ধে পাঠাইলুঁ সৈন্যচয়।
তাহাতে হইল বহু নিশাচর-ক্ষয় ॥ ২৬১

অকম্পন বজ্রদংষ্ট্র ধূম্রাক্ষ প্রহস্ত।
এই আদি বহু মহাবীর হল্য ধ্বস্ত ॥ ২৬২
অতএব রাম-ভয়ে হইয়া কাতর।
জাগাইলুঁ তোমারে আমিহ ভ্রাতৃবর ॥ ২৬৩
তুমিহ লঙ্কার দশা করি নিরীক্ষণ।
করহ যাহাতে হয় সকল রক্ষণ ॥ ২৬৪
এ সব বচন শুনি রাবণ-বদনে।
কহিতে লাগিল কুম্ভকর্ণ দুখিমনে ॥ ২৬৫
মহারাজ না করিয়া কিছু বিবেচন।
করিয়াছ এই কর্ম্ম আপুনি ঘটন ॥ ২৬৬
পূর্ব্বে বিবেচনা করি নিজ বলাবল।
যে জন করয়ে কর্ম্ম সে পায় মঙ্গল ॥ ২৬৭
তাহা না করিয়া যেই করয়ে অন্যথা।
তার কার্য্য সিদ্ধ নহে পায় নানা ব্য॰ ২৬৮
অতএব মন্ত্রিসনে করিয়া মন্ত্রণা।
রাজারে করিতে হয় বিবাদ ঘটনা ॥ ২৬৯
সেহ মন্ত্রিগণ হবে শাস্ত্রে সুবিদ্বান্।
না হইবে মূর্খ তব মন্ত্রীর সমান ॥ ২৭০
যদি মন্ত্রিবর্গ নীতিশাস্ত্রে অজ্ঞ হয়।
তবে নৃপে বিপদেতে নিমগ্ন করয় ॥ ২৭১
আপনিহ মন্ত্রিদোষে করি এ কুকাজ।
ঠেকিয়াছ মহাপদে নিশাচর-রাজ ॥ ২৭২
এ কি বালি-বধ সেতুবন্ধ পারাবারে।
দেখিয়া বিবাদ আরম্ভিলে কি প্রকারে ॥ ২৭৩
তাহে পুন নিষেধিয়াছিল বিভীষণ।
তাহাও না করিয়াছ কেন বা শ্রবণ ॥ ২৭৪
ঐশ্বর্য্যে মাতিয়া করি অকার্য্য-ঘটন।
কিরূপে বিপদ হৈতে তরিবে এখন ॥ ২৭৫
কুম্ভকর্ণমুখে শুনি এ সব বচন।
অধিক কুপিত হল্য রাজা দশানন ॥ ২৭৬
ললাটে উঠিল রক্ত বিংশতি নয়ন।
ভ্রূকুটি করিয়া কহে ভ্রাতারে বচন ॥ ২৭৭
কুম্ভকর্ণ এ কেমন তব ব্যবহার।
যাহা নিরখিয়া হল্য মোর চমৎকার ॥ ২৭৮
গুরু যেন ভৃত্য জনে করয়ে শাসন।
কহিতেছ তুমি মোরে তেমত বচন ॥ ২৭৯
স্থির হও নাহি কর বৃথা বাক্যব্যয়।
নাহি হই আমি তব শাসন-বিষয় ॥ ২৮০

যদ্যপি অগ্রজ বলি থাকয়ে ভকতি।
সময়-উচিত কর্ম্ম করহ সম্প্রতি ॥ ২৮১
ভ্রমাদিপ্রযুক্ত যেই কর্ম্ম হয়্যা যায়।
পশ্চাতে তাহার খেদ শোভা নাহি পায় ॥ ২৮২
দেখ দেখ শাস্ত্রেতে সুহৃৎ কহে তারে।
যে জন বান্ধব-জনে বিপদে উদ্ধারে ॥ ২৮৩
অতীত দুষ্কর্ম্ম কহি যে করে ভর্ৎসন।
তাহারে সুহৃৎ বলি না করে গণন ॥ ২৮৪
অতএব ভ্রমে কিম্বা ঐশ্বর্য্যগরবে।
যে হয়্যাছে তাহে খেদ নাহি কর সবে ॥ ২৮৫
সম্প্রতি সে সব দোষ যাহে হয় ক্ষয়।
হেন পরাক্রম প্রকাশিতে যোগ্য হয় ॥ ২৮৬
এত বাণী শুনি ক্রুদ্ধ দেখি দশাননে।
তাহারে সান্ত্বনা করি কুম্ভকর্ণ ভণে ॥ ২৮৭
মহারাজ শুনি মোর এ সব বচন।
মোর প্রতি না হবেন কভু ক্রুদ্ধমন ॥ ২৮৮
আপুনি যে আজ্ঞাপন করিলে আমারে।
তাহা কিছু মিথ্যা নহে শাস্ত্র-অনুসারে ॥ ২৮৯
বিপদে সাহায্য বন্ধু-জন-কার্য্য হয়।
তাহা না করিলে তারে সবে শত্রু কয় ॥ ২৯০
কিন্তু ভাবি দেখিলাম রাক্ষস-নায়ক।
এ বিপদে মোদের সাহায্য নিরর্থক ॥ ২৯১
তাহার কারণ আমি করি নিবেদন।
অনুগ্রহ করি তাহা করহ শ্রবণ ॥ ২৯২
কদাচিৎ পূর্ব্বকালে, আমি ছয়মাস গেলে,
নিদ্রা তেজি করিলুঁ উত্থান।
খাইলাম নানাদ্রব্য, চূষ্য লেহ্য পেয় চর্ব্ব্য
তভু ক্ষুধা না হল্য নির্ব্বাণ ॥ ২৯৩
তবে আমি গিয়া বনে, খাই বহু প্রাণিগণে,
তুষ্ট হয়্যা বসিলুঁ পাষাণে।
হেনকালে মহাজ্ঞানী, শ্রীনারদ মহামুনি
আগমন কৈলা সেই স্থানে ॥ ২৯৪
নতি করি তাঁর পায়, পুছিলুঁ আমিহ তায়
কোথা হৈতে আইলে আপুনি।
সম্প্রতি দেবতাগণ, করিতেছে কি মন্ত্রণ
যদি জান কহ মহামুনি ॥ ২৯৫
তবে সেই মহামতি, কহিলেন মোর প্রতি
কুম্ভকর্ণ করহ শ্রবণ।

আর দেখ যে জন মো-সবারে বধিতে।
মানুষ হইয়া আসিয়াছে ধরণীতে ॥ ৩২৭
তার সঙ্গে কিরূপে যাইব মিলিবারে।
যাইলেও মিলিবে না সে কোনো প্রকারে ॥ ৩২৮
আর দেখ যদ্যপি সে হয় নারায়ণ।
তথাপি কি আছে তব ভয়ের কারণ ॥ ৩২৯
যেহেতুক বল-হীন হয় জনার্দ্দন।
তাহা জানে ত্রিভুবনে যাবদীয় জন ॥ ৩৩০
তাহা না হইলে কেন হইয়া বামন।
বলিরে করিবে যাচ্ঞা ভিক্ষুক যেমন ॥ ৩৩১
যখন জিনিলে তুমি সব দেবগণে।
তখন না আল্য কেন সেই বিষ্ণু রণে ॥ ৩৩২
এ লাগিও কহি আমি দুর্ব্বল শ্রীধরে।
তাহা হৈতে কিবা ভয় পায়্যাছ অন্তরে ॥ ৩৩৩
আর যে কয়্যাছ তুমি শরণ লইতে।
বিষ্ণু হল্যে তাহা যোগ্য নহে কোনো নীতে ॥
যেহেতু বিশ্বাসঘাতী হয় সেই জন।
কোন্ মূর্খ কহে তারে লইতে শরণ ॥ ৩৩৫
দেখ বলিরাজা তারে সর্ব্বস্ব অর্পিল।
তথাপি তাহারে সেহ পাশেতে বান্ধিল ॥ ৩৩৬
কি হইবে হেন জনে লইলে শরণ।
তাহা কহ তুমি মোরে করি বিবরণ ॥ ৩৩৭
ধিক্ তোরে ধিক্ ধিক্ বুদ্ধিরে তোমার।
শক্ররে শরণ নিতে কহ বার বার ॥ ৩৩৮
একি একি পূর্ব্বে হরি আনি নারী তার।
এক্ষণ শরণ লভা বীর-ব্যবহার ॥ ৩৩৯
বুঝিলাম প্রাণ-ভয় হয়্যাছে তোমার।
এই লাগি কহিতেছ ক্লীবের আচার ॥ ৩৪০
যাহ যাহ পিণ্ডীশূর ভুঞ্জিয়া যথেষ্ট।
শয্যায় পড়িয়া নিদ্রা ভজগা অচেষ্ট ॥ ৩৪১
তুমি নিদ্রাগত হয়্যা পড়িয়া থাকিলে।
না বধিবে রাম তোরে নিদ্রিত জানিলে ॥ ৩৪২
আমিহ যাইয়া নিজে সমর-ভিতরে।
বধিব সসৈন্যে সেই দুই দুষ্ট নরে ॥ ৩৪৩
তার পর দেবগণে সংহার করিয়া।
বধিব বিষ্ণুরে নিজে সমর করিয়া ॥ ৩৪৪
বিধিবরে হইয়া অমর বিশ্বজিত।
মানুষে শরণ না লইব কদাচিত ॥ ৩৪৫
অথবা যদ্যপি রাম সত্য বিষ্ণু হয়।
সেহ যদি সমরেতে আমারে মারয় ॥ ৩৪৬
তথাপি তাহারে কভু না লব শরণ।
শরণ হইতে ভাল বরঞ্চ মরণ ॥ ৩৪৭
এত অভিমান-বাক্য শুনি পাই ব্যথা।
কুম্ভকর্ণ কহে মনে মনে এই কথা ॥ ৩৪৮
বুঝিলাম সত্য হল্য নারদবচন।
ধর্য্যাছে ইহার কেশে নিশ্চয় শমন ॥ ৩৪৯
এলাগি ইহার মৃত্যু না করি দর্শন।
পূর্ব্বেতেই যোগ্য হয় মোদের মরণ ॥ ৩৫০
অতএব বাদ তেজি ইহার সহিত।
সমরে যাইয়া প্রাণ ত্যজিব ত্বরিত ॥ ৩৫১
এতেক নিশ্চয় করি মনেতে ভাবিয়া।
কহিতেছে রাবণেরে বিনয় করিয়া ॥ ৩৫২
না কর না কর দুখ নিশাচরপতি।
ক্রোধ পরিত্যাগ করি স্থির কর মতি ॥ ৩৫৩
মহারাজ মোর দেহে থাকিতে জীবন।
যোগ্য নহে তোমারে কহিতে এ বচন ॥ ৩৫৪
বন্ধুজন আপনার বোধ-অনুসারে।
হিতাহিত বুঝাইবে বান্ধব জনারে ॥ ৩৫৫
এই লাগি আপনার যেন বুদ্ধি-বল।
কহিলাম সেইরূপ তোমারে সকল ॥ ৩৫৬
তাহা যদি অভিমত না হল্য তোমার।
তবে আর তাহে প্রৌঢ়ি নাহিক আমার ॥৩৫৭
এক্ষণ চলিলুঁ আমি সমর-মাঝারে।
তোমার যাবত শক্র বধ করিবারে ॥ ৩৫৮
চিরদিন ক্ষুধার্ত্ত আছয়ে এ উদর।
পূরিব প্রথমে খাই ভল্লুক বানর ॥ ৩৫৯
তার পর প্রধান প্রধান কপিগণে।
সংহার করিব আমি শূল-প্রহরণে ॥ ৩৬০
তবে মারি মারুতিরে মুষ্টি মারি উরে।
নির্ব্বাণ করিব তব কোপ-কৃশানুরে ॥ ৩৬১
সুগ্রীবে সংহার করি শেষে শূলাঘাতে।
সব শোক বিনাশিব তব অচিরাতে ॥ ৩৬২
লক্ষ্মণেরে লয় করি লীলায় সংগ্রামে।
পরিপূর্ণ করিব আমিহ তব কামে ॥ ৩৬৩
মর্দ্দন করিয়া রাম-মস্তক মুদ্গরে।
করিব প্রমোদে পূর্ণ প্রভুর অন্তরে ॥ ৩৬৪

মরিয়াছে মোসবার যত বন্ধুজন।
করিব সকলে কপি-রুধিরে তর্পণ ॥ ৩৬৫
প্লবঙ্গম-পললেতে পিণ্ডদান করি।
পাঠাইব তা-সবারে বাসবনগরী ॥ ৩৬৬
অতএব মহারাজ স্থির কর মনে।
খেদ না রহিবে তব আমি গেলে রণে ॥ ৩৬৭
সুরপতি শমন অথবা সমীরণ।
কুবের বরুণ কিম্বা সূর্য্য হুতাশন ॥ ৩৬৮
যে কেহ আসুক মোর সহিত যুঝিতে।
ফিরি নাহি যাবে সেহ জীবন থাকিতে ॥ ৩৬৯
তাহে রাম মানুষ সহায়-বলহীন।
আমি দেখি তারে যেন তৃণ অতি ক্ষীণ ॥ ৩৭০
তীক্ষ্ণ শূল ধরি আমি যাইলে সমরে।
অক্লেশেতে বিনাশিব সব কপি-নরে ॥ ৩৭১
মারিয়া তোমার শত্রু তোমারে তোষিব।
আপনার মানসের খেদ নিবারিব ॥ ৩৭২
কিন্তু করি আমি তোহে এক নিবেদন।
না করিবে তুমি ইথে বাধ-বিরচন ॥ ৩৭৩
একা আমি সমবেতে করিব গমন।
না লইব সঙ্গেতে অপর কোনো জন ॥ ৩৭৪
এই অসাধারণ সমরে জিনি রামে।
পরিপূর্ণ করিব তোমার মনস্কামে ॥ ৩৭৫
আপুনিহ গৃহে থাকি তেজিয়া বিষাদে।
নানাবিধ সুখভোগ কর অবিবাদে ॥ ৩৭৬
এ সব বচন শুনি কুম্ভকর্ণ-মুখে।
কহিতেছে দশানন তাবে মহাসুখে ॥ ৩৭৭
এই বটে এই বটে ভ্রাতারে আমার।
যোগ্য বটে এই বাক্য আমার ভ্রাতার ॥ ৩৭৮
তুমি যদি আজি রণে বিমুখ হইতে।
তবে বড় কলঙ্ক হইত ত্রিলোকীতে ॥ ৩৭৯
এক্ষণ তোমার এই বচন শুনিয়া।
অতিশয় আনন্দিত হল্য মোর হিয়া ॥ ৩৮০
তুমি যাবামাত্র রণে যত শত্রুচয়।
অবিলম্বে নষ্ট হবে জানিয়ে নিশ্চয় ॥ ৩৮১
তথাপি একাকী তোহে রণে পাঠাইতে।
নানামত সন্দেহ করয়ে মোর চিতে ॥ ৩৮২
বানর সকল হয় মহাবলবান্।
যোগ্য নহে তাহাদের রণে একা যান ॥ ৩৮৩
শূর মহাযোদ্ধা হয় সে রাম-লক্ষ্মণ।
তাহাদেরো আগে একা অযোগ্য গমন ॥ ৩৮৪
অতএব বহু সৈন্য সঙ্গেতে লইয়া।
সমবেত শুভযাত্রা কর সুখি-হিয়া ॥ ৩৮৫
কুম্ভকর্ণে এত কহি তবে লঙ্কাপতি।
কহিবারে আরম্ভিল সেনাধ্যক্ষ প্রতি ॥ ৩৮৬
সেনাধ্যক্ষ যাহ শীঘ্র সৈন্য-নিকেতনে।
সাজন করিয়া আন গিয়া সেনাগণে ॥ ৩৮৭
তাহা শুনি বলাধ্যক্ষ যে আজ্ঞা বলিয়া।
সেনা সাজাইতে গেল সত্বর হইয়া ॥ ৩৮৮
এখানে আসন হইতে উঠি দশানন।
করিতে লাগিল নিজে ভ্রাতার সাজন ॥ ৩৮৯

কিবা দশানন, ভ্রাতার সাজন,
করয়ে স্বাগত-মনে।
যাহা নিরীক্ষণ, করে সব জন,
অনিমিষ-বিলোচনে ॥ ৩৯০
প্রথমেতে সোণা-, বিরচিত সানা,
পরাইল কলেবরে।
যাহার শোভাতে, প্রবল তড়িতে,
অতিশয় ঘৃণা করে ॥ ৩৯১
সেই সানাখান, করি পরিধান,
রাবণ-অনুজ সাজে।
সন্ধ্যা-মেঘাবৃত, ভূধর যেমত,
অতিশয় সুররাজে ॥ ৩৯২
পরেতে তাহার, মাথায় ভ্রাতার
মুকুট বান্ধিয়া দিল।
যেন দিবাকর, উদয়-ভূধর-,
শিখরেতে প্রকাশিল ॥ ৩৯৩
দুই শ্রুতিমূলে, পরাল্য কুণ্ডলে,
তার শির শোভে তায়।
যেমন সন্ধ্যাতে, রবি-শশি-সাতে,
সুমেরু শিখরী ভায় ॥ ৩৯৪
গলে দিল হার, বিবিধপ্রকার,
তাহে বুক পরিসর।
শোভে গঙ্গাজল-, ধারায় উজ্জ্বল,
যেন নীল গিরিবর ॥ ৩৯৫
অতি সুশোভন, বলয়-কঙ্কণ,
ভুজযুগে আরোপিল।

মল্লিকা মালতী, কুন্দ যূথী জাতি,
মালা গলে সমর্পিল ॥ ৩৯৬
দূর্ব্বা-ধান্য শিরে, দিয়া নিজ করে,
করিয়া আশীষততি।
রণসিংহ-আগে, কুম্ভকর্ণ-ছাগে,
পাঠাইল লঙ্কাপতি ॥ ৩৯৭
তবে প্রণমিয়া কুম্ভকর্ণ লঙ্কেশ্বরে।
রণে যাত্রা কৈল এক শূল ধরি করে ৩৯৮
হেনকালে তার রথ করিয়া সাজন।
সারথি সভার দ্বারে কৈল আনয়ন ৩৯৯
কিবা অতি মনোহর সেই রথখান।
দ্বিসহস্রহস্ত হয় যাহার প্রমাণ ॥ ৪০০
শোভিতেছে অষ্ট চক্র যাহে মনোহর।
গৃধ্রাকার ধ্বজ-দণ্ড পরম সুন্দর ॥ ৪০১
যুড়িয়াছে মহাবল দশশত খর।
পাতিয়াছে মধ্যদেশে আসন সুন্দর ॥ ৪০২
সেই রথে কুম্ভকর্ণ করি আরোহণ।
রণ করিবার আশে করিল গমন ॥ ৪০৩
তাব সঙ্গে অনেক পিশাচ নিশাচর।
রাবণ-আজ্ঞায় চলে সাজিয়া সত্বর ॥ ৪০৪
কেহ রথে কেহ গজে কেহ বা তুরঙ্গে।
কেহ উষ্ট্রে কেহ খরে কেহ সিংহে রঙ্গে ॥ ৪০
আর নানা বাহনেতে যায় কত জন।
পদব্রজে করিতেছে অনেকে গমন ॥ ৪০৬
সবার হাতে শূল শাল অসি ধনুর্ব্বাণ।
স্মরণ করিয়া করে সমরে পয়াণ ॥ ৪০৭
বাজিতে লাগিল বাদ্য বিবিধপ্রকার।
টলবল করে লঙ্কা শব্দেতে যাহার ॥ ৪০৮
এইমতে কুম্ভকর্ণ যাইতে যাইতে।
নানামত অমঙ্গল লাগিল দেখিতে ॥ ৪০৯
মেঘ নাহি আকাশেতে হয় বজ্রপাত।
কম্পিত হইছে ভূমি বহে ঘোর বাত ॥ ৪১০
অগ্নিমুখী হয়া শিবা করে ঘোর রব।
যুথে যুথে দাক্ষণে ধাইছে খর সব ॥ ৪১১
ধ্বজেতে বসিয়া গৃধ্র করয়ে চীৎকার।
আকাশ হইতে উল্কা পড়ে অনিবার ॥ ৪১২
প্রভাশূন্য হইলেন দেব দিবাকর।
নৃত্য করে বাম-অঙ্গ সভয় অন্তর ॥ ৪১৩

এ সকল অমঙ্গল করি নিরীক্ষণ।
কুম্ভকর্ণ কহিতে লাগিল এ বচন ॥ ৪১৪
ওরে ওরে যাবদীয় নিশাচরগণ।
দেখিতেছ দুষ্ট দেবগণের করণ ॥ ৪১৫
জন্মাইতে মো-সবার অন্তরেতে ভয়।
দেখাইছে নানামত অমঙ্গলচয় ॥ ৪১৬
কিন্তু এ সকল আমি কিছু নাহি মানি।
যেহেতুক রামে ক্ষুদ্র তৃণতুল্য জানি ॥ ৪১৭
আমি শূল ধরি গেলে সমর-ভিতর।
কি করিবে রাম কিবা করিবে অপর ॥ ৪১৮
যদ্যপি বা দৈবযোগে রাম মোরে মারে।
তভু কিছু খেদ নাই মানসমাঝারে ॥ ৪১৯
যেহেতুক ভবে জন্ম হয় যেই কালে।
তখনি মরণ লেখে বিধাতা কপালে ॥ ৪২০
তার মধ্যে সম্মুখে মরণ রণস্থলে।
অতিশয় প্রশংসিত সব শাস্ত্রে বলে ॥ ৪২১
হেন মৃত্যু পরিহরি করে পলায়ন।
মহা মহামূঢ়তম হয় সেই জন ॥ ৪২২
আর দেখ আগে যদি মোর মৃত্যু হয়।
তাহাতেও দেখি এক লাভ অতিশয় ॥ ৪২৩
যার হয় সমরের প্রথমে মরণ।
সেহ নাহি করে বন্ধু-মরণ দর্শন ॥ ৪২৪
অতএব এই সব অমঙ্গল দেখি।
না ফিরিব কভু আমি সমর উপেখি ॥ ৪২৫
তোরাও সকলে এই করিয়া নিশ্চয়।
না কর না কর কভু ফিরিতে আশয় ॥ ৪২৬
এইরূপ কহি কহি সব সৈন্যসনে।
কুম্ভকর্ণ প্রস্থান করিল রাম-রণে ॥ ৪২৭
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪২৮

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ড-লীলাবর্ণনে
কুম্ভকর্ণ-নির্য্যাণো নাম নবমঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৯ ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

কুম্ভকর্ণ-বধ।

যস্মিন ব্যর্থমভূদ্দম্ভং বজ্রপাণেঃ সুদুর্জ্জয়ম্।
তং কুম্ভকর্ণং কাণ্ডেন কৃন্তন্ জীয়াদ্রঘূত্তমঃ॥ ১

তবে কুম্ভকর্ণ আসি পুরী-বহির্দ্দেশে।
সেনা লয়্যা দাণ্ডাইল সমর-আবেশে॥ ২
তাকে দেখিমাত্র যত কপি-ভল্লগণ।
মহাভয়যুক্ত হয়্যা করে পলায়ন॥ ৩
তাহা নিরীক্ষণ করি বালীর নন্দন।
কহিছেন তা-সবারে এইরূপ বচন॥ ৪
অরে অরে অরে মহামূর্খ কপিগণ।
করিতেছ তোরা সবে এ কি অকরণ॥ ৫
নিজ নিজ বংশ-বীর্য্য বিস্মৃত হইয়া।
যাইতেছ তোরা সবে কোথা পলাইয়া॥ ৬
হায় হায় রণ ছাড়ি করি পলায়ন।
গৃহে গিয়া কিরূপেতে দেখাবে বদন॥ ৭
দাঁড়াও দাঁড়াও তোরা সবে একক্ষণ।
করহ আমার কিছু বচন শ্রবণ॥ ৮
করিতেছ তোরা সবে যেই পলায়ন।
ইহা যোগ্য হয় যদি এড়াও মরণ॥ ৯
বিবেচনা করি তোরা সংসার-মাঝারে।
যমের অগম্য স্থান দেখাও আমারে॥ ১০
আর দেখ শমন রহুক এক ধারে।
পলাইলে মারিব আমিহ তো-সবারে॥ ১১
অতএব কীর্ত্তি ধর্ম্ম উভয় ত্যেজিয়া।
কোথা মরিবারে যাও লজ্জারে খাইয়া॥ ১২
আর দেখ তোরা যেই করিতেছ ভয়।
আমি বাঁচি থাকিতে এ অতি মিথ্যা হয়॥ ১৩
নিজ পরাক্রমে জয় করিয়া ইহারে।
সন্তোষিব আমি দেখ তোমা সবাকারে॥ ১৪
দেখিতেছ যেই এই বড় নিশাচর।
এ কেবল বিভীষিকা নহে কার্য্যকর॥ ১৫
ইহা হৈতে কোনো মতে ভয় না করিয়া।
সমরে দাঁড়াও সবে সাহস ধরিয়া॥ ১৬
এতেক বচন শুনি অঙ্গদবদনে।
ফিরিল বানর সব করিবারে রণে॥ ১৭
হেনকালে কুম্ভকর্ণ-আগে বিভীষণ।
গমন করিয়া তারে করিল বন্দন॥ ১৮
সেহ বিভীষণে দেখি আনন্দিত-মন।
আলিঙ্গন করি তারে করে সম্ভাষণ॥ ১৯
ভাল হল্য ভাল হল্য ভ্রাতা হেন ক্ষণে।
তোমা সনে সাক্ষাৎ হইল যেই রণে॥ ২০
না জানি রণের কথা কিবা শেষ হয়।
দেখা না হইলে খেদ হত্য অতিশয়॥ ২১
দেখিতেছি যেন এই যুদ্ধের আকার॥
ইথে বোধ হয় কারো না হবে নিস্তার॥ ২২
বুঝাইলুঁ নানামত করিয়া দাদারে।
না বুঝিলা নিজ হিত কোনহ প্রকারে॥ ২৩
বিভীষণ বলেন আমিহ নীতিরীতে।
কহিয়াছিলাম রামসঙ্গিত মিলিতে॥ ২৪
তাহা কোনো মতে নাহি করিলা শ্রবণ।
ক্রুদ্ধ হয়্যা কৈলা বুকে চরণতাড়ন॥ ২৫
তবে আমি লঙ্কাপুরী করিয়া বর্জ্জন।
কুবের দাদার কাছে করিলুঁ গমন॥ ২৬
তাঁহার বচনে আর শিবের আজ্ঞায়।
শরণ লভিয়াছি আসিয়া রাম-পায়॥ ২৭
কুম্ভকর্ণ কহে ভাল করিয়াছ ভাই।
তোমা হত্যে পিণ্ডলাভ-আশা হল্য স্থাই॥ ২৮
এক্ষণ না কর আর বিলম্ব এখানে।
তুরিতে পয়াণ কর রামসন্নিধানে॥ ২৯
আমিহ হয়্যাছি যুদ্ধ-মদেতে পাগল।
দেখিতে না পাই নিজ বল পর-বল॥ ৩০
অতএব সমরেতে মরি কিবা মারি।
তাহাতে বিলম্ব আর সহিতে না পারি॥ ৩১
এত বাক্য শুনি তবে কুম্ভকর্ণ-স্থানে।
বিভীষণ চলি গেলা রামসন্নিধানে॥ ৩২
এখানেতে যাবত বানর নিশাচর।
আরম্ভ করিল সবে প্রচণ্ড সমর॥ ৩৩
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র ছাড়ি নিশাচরগণ।
কত কোটি কোটি কপি করিল ছেদন॥ ৩৪
তাহে ক্রুদ্ধমন হয়্যা যাবত বানর।
শিলা বৃক্ষ বৃষ্টি করে রাক্ষস-উপর॥ ৩৫
তাহাতে মারিল কত উষ্ট্র ঘোড়া হাতী।
পিশাচ রাক্ষস রথী সারথি পদাতি॥ ৩৬

তাহে বহি যায় কত রুধিরতটিনী।
রক্ত পান করে তাহে কুক্কুর গৃধিনী ॥ ৩৭
তবে নিজ সৈন্য ভীত করি নিরীক্ষণ।
কুম্ভকর্ণ কৈল নিজে অগ্রেতে গমন ॥ ৩৮
করেতে ধরিয়া এক শূল ভয়ঙ্কর।
করিলেক এক সিংহনাদ ঘোরতর ॥ ৩৯
সে নাদের উপমান নাহি ত্রিভুবনে।
তাহার তুলনা হয় তারি মাত্র সনে ॥ ৪০
সেই শব্দে উচ্ছলিত হয়্যা সিন্ধুজল।
তীর-অভিমুখে ধায় করি কল কল ॥ ৪১
দশদিগে প্রতিধ্বনি হয় ঘোরতর।
কাঁপিতে লাগিল ধরা সব ধরাধব ॥ ৪২
সেই শব্দ শুনি যত ভল্ল-কপিগণ।
প্রায় সবে পড়িলা ভূতলে অচেতন ॥ ৪৩
কারো কারো কর্ণরন্ধ্র বধির হইল।
কেহ কেহ চক্ষু মুদি ঘুরিতে লাগিল ॥ ৪৪
কেহ কেহ স্তব্ধ হয়্যা আছয়ে বসিয়া।
কারো কারো দুর্দ্দুর করিয়া কাঁপে হিয়া ॥ ৪৫
ক্ষণেক পরেতে তারা পাইয়া চেতন।
আগে কুম্ভকর্ণে দেখি করে পলায়ন ॥ ৪৬
আগে পাছে কেহ নাহি করয়ে দর্শন।
ভাই বন্ধু কারো নাহি করে প্রতীক্ষণ ॥ ৪৭
তাহা দেখি আনন্দিত নিশাচরগণ।
মার মার করি পাছে করয়ে তাড়ন ॥ ৪৮
তাহে অতিশয় ভীত ভল্লূক বানর।
পলাইল কত কোটি উত্তরি সাগর ॥ ৩৯
কেহ কেহ লঙ্ঘিয়া লাঙ্ঘিয়া বন্ধুজনে।
পলাইয়া যাইতেছে অতিদূর বনে ॥ ৫০
কেহ কেহ লম্ফ দিয়া উঠয়ে অম্বরে।
কেহ কেহ বৃক্ষে কেহ কেহ বা ভূধরে ॥ ৫১
কেহ কেহ সাগরের জলে ডুবি রয়।
মধ্যে মধ্যে বদন তুলিয়া নিরখয় ॥ ৫২
কেহ কেহ প্রবেশিল গিরির গুহায়।
কেহ কেহ গর্ত্তে গড়াগড়ি দিয়া যায় ॥ ৫৩
এইরূপে সকলেতে করে পলায়ন।
আছে মাত্র সমরেতে দশ বিশ জন ॥ ৫৪
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়্যা বালীর নন্দন।
কহিছেন করিয়া বিক্রমপ্রকাশন ॥ ৫৫

ওরে ওরে যাবৎ ভল্লূক প্রবঙ্গম।
দেখিতেছি তো-সবারে বড় মূর্খতম ॥ ৫৬
বুঝাইলুঁ এখনি তোদিগে কত মত।
বিস্মৃত হইলা কি করিয়া সে তাবত ॥ ৫৭
পূর্ব্বে করিছিলে তোরা যে সব গর্জ্জন।
সে সকল কিরূপে করিলে বিস্মরণ ॥ ৫৮
উত্তম কুলেতে জন্ম অঙ্গীকার করি।
পলাইছ কিরূপে সমর পরিহরি ॥ ৫৯
রণ হৈতে পলাইয়া বাঁচে যেই জন।
ধিক্কার করয়ে তারে এ তিন ভুবন ॥ ৬০
অতএব ক্লীবপথ করি পরিহার।
শূরপথে সকলে করহ আগুসার ॥ ৬১
মরিয়া সমরে পাই ব্রহ্মার ভবন।
মারিয়া পাইবে যশ অতি সুশোভন ॥ ৬২
এই বুদ্ধি করি সবে স্থির হও রণে।
আশা নাহি কর কেহ কভু পলায়নে ॥ ৬৩
শ্রীরাম-অগ্রেতে আসি এই নিশাচর।
জীবন থাকিতে ফিরি নাহি যাবে ঘর ॥ ৬৪
তবে কেন বৃথা ভয়ে কাতর হইয়া।
পলায়ন কর তোরা লজ্জা উপেখিয়া ॥ ৬৫
বালিপুত্র-মুখে শুনি এ সব বচন।
পলায়ন তেজিয়া দাঁড়ায় কপিগণ ॥ ৬৬
তবে তারা বৃক্ষ-শিলা করিয়া ধারণ।
কুম্ভকর্ণ-উপরিতে করয়ে ক্ষেপণ ॥ ৬৭
সে সকল শিলা বৃক্ষ কুম্ভকর্ণ গায়।
ঠেকিয়া ঠেকিয়া পড়ে হয়্যা চূর্ণপ্রায় ॥ ৬৮
তবে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা কপি অষ্টজন।
কুম্ভকর্ণ-সমীপেতে করয়ে গমন ॥ ৬৯
অঙ্গদ কুমুদ নীল গবাক্ষ গবয়।
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ আর বিনত নির্ভয় ॥ ৭০
এককালে ধরি তারা অষ্ট ধরাধর।
নিক্ষেপিল কুম্ভকর্ণ-রথের উপর ॥ ৭১
তাহে ধ্বজ-সারথি বাহন-সহকার।
চূর্ণ হয়্যা রথখান পড়িল তাহার ॥ ৭২
তবে কুম্ভকর্ণ ভগ্ন-রথে উপেখিয়া।
ভূতলে নামিল অঙ্গ শরীর ধরিয়া ॥ ৭৩
কিবা ভয়ানক সেই শরীর তাহার।
বড় বড় ধরাধরে করয়ে হুঙ্কার ॥ ৭৪

চারিশত হস্ত হয় যাহার বিস্তার।
ছয়শত ব্যাস হয় উচ্চতা যাহার ॥ ৭৫
পর্ব্বতের গুহা হেন যাহার বদন।
শকটের চক্র হেন দুখান নয়ন ॥ ৭৬
পর্ব্বতের শৃঙ্গ হেন দন্ত দুই শারি।
বাসুকি সর্পেও ভুজ-তুলা দিতে ৭৭
সেহ হস্তে ধরি এক শূল ভয়ঙ্কর।
কহিতে লাগিলা শব্দ করি ঘোরতর ॥ ৭৮
আজি আমি এই তীক্ষ্ণ শূল-প্রহরণে।
ভস্মসাৎ করিব যাবত কপিগণে ॥ ৭৯
যদি কেহ ইহাতে থাকয়ে অবশেষ।
করাইব তাহাদিগে উদরে প্রবেশ ॥ ৮০
অথবা বানরে বধি কিবা প্রয়োজন।
ইহারা ত হয় উপবনের ভূষণ ॥ ৮১
অতএব ইহাদিগে করি উপেক্ষণ।
রাম-লক্ষ্মণেরে আগে করিয়ে মারণ ॥ ৮২
তাহারাই হইয়াছে সকলের মূল।
তাদিগে মারিলে মরি যাবে কপিকুল ॥ ৮৩
কুম্ভকর্ণ-কথা শুনি কহে কপিগণ।
নিশাচর কহ কেন প্রলাপ-বচন ॥ ৮৪
যদি তুমি মো-সবারে পার জিনিবারে।
যাইতে পাইবে তবে রাম সাক্ষাৎকারে। ৮৫
মোবাই তোমারে মারি ফেলিয়া সাগরে।
তুষ্ট করিব সব কুম্ভীর-মকরে ॥ ৮৬
তবে এত বলি মহাবলী যত কপিরায়।
কোপে রক্তবর্ণ কুম্ভকর্ণ-সম্মুখেতে ধায় ॥ ৮৭
তারা শিলা বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ করিয়া ধারণ।
মহা বেগভরে তদুপরে করয়ে বর্ষণ ॥ ৮৮
সেই শিলা-তরু ঠেকি গুরু-বেগে তার গায়।
একি চমৎকার পরিকার চূর্ণ হয়্যা যায় ॥ ৮৯
সেহ কোপ করি শূল ধরি করয়ে প্রহার।
তাহে হয়্যা হত কপি যত করয়ে চীৎকার ॥ ৯০
তাহে হল্য ধ্বস্ত কারো মস্ত কারো কণ্ঠমূল।
কারো বাহু কর ভুজান্তর কাহারো লাঙ্গুল ॥৯১
প্রাণ তেজি তাথে যূথে যূথে শাখামৃগগণ।
পড়ি রণস্থলে রক্তজলে ভাসয়ে সঘন ॥ ৯২
কত বৃষপ্রভৃতি মদে মাতি দশ বিশ জন।
কপি ভুজে করি বেড়ি ধরি করয়ে পেষণ ॥ ৯৩
কপি কত শতে পদ ঘাতে চূর্ণিত করয়।
মত্ত দন্তাবল যেন নল-বিপিন ভাঙ্গয় ॥ ৯৪
তবে ক্রুদ্ধ-মন সমীরণ-পুত্র আগে আসি।
শিলা বৃক্ষ ধরি তদুপরি বর্ষে রাশি রাশি ॥ ৯৫
তাহে রুষ্ট-হিয়া ঘুরাইয়া কুম্ভকর্ণ শূলে।
সেই গিরিশৃঙ্গ-তরুভঙ্গ করিলা নির্ম্মূলে ॥ ৯৬
পরে হনূমান্ বেগবান্ এক গিরি ধরি।
করি সুগর্জ্জন নিক্ষেপণ কৈলা তদুপরি ॥ ৯৭
সেই প্রহারেতে ক্রুদ্ধচিতে করিয়া হুঙ্কার।
সেই নিশাচর শূলবর করিলা প্রহার ॥ ৯৮
তাহে হয়্যা হত বায়ু-সুত কাতর হইলা।
তাঁর মুখ দ্বারা রক্তধারা বহিতে লাগিলা ॥ ৯৯
তাঁরে মুগ্ধ দেখি মহাসুখী নিশাচরগণ।
তারা অবিষাদ সিংহনাদ করয়ে সঘন ॥ ১০১
যত কপিগণ নিরীক্ষণ করি হনূমানে।
করে ভীত-মন পলায়ন বারণ না মানে ॥ ১০১
তাহা দেখি নীল যুদ্ধশীল আশ্বাসি বানরে।
গিরি-শৃঙ্গ এক মারিলেক কুম্ভকর্ণ-পরে ॥ ১০২
তাহা নিরখিয়া ক্রুদ্ধ-হিয়া কুম্ভকর্ণ তূর্ণ।
এক মুষ্টি মারি সেই গিরি-শৃঙ্গ কৈল চূর্ণ ॥ ১০৩
তাহা দেখি রুষ্ট রণে ধৃষ্ট কপি পঞ্চজন।
করি হুহুঙ্কার কৈলা তার অগ্রে • গমন ॥১০৪
নীল শ্রীগবাক্ষ রণে দক্ষ শ্রীগন্ধমাদন।
আর শ্রীশরভ শ্রীঋষভ এই পঞ্চজন ॥ ১০৫
কেহ মারে গিরি বৃক্ষ করি কেহ বা চপড়।
কেহ মুষ্টিপাত পদাঘাত করে ঘোরতর ॥ ১০৬
সেহ সে প্রহারে বোধ করে যেন পুষ্পপাত।
তাহে নাহি মানে কিছু মনে আপন ব্যাঘাত ॥
ধরি ভুজান্তরে ঋষভেরে করিল চাপন।
তাহে সেহ করে মুখদ্বারে রুধিরবমন ॥ ১০৮
আর শরভেরে মুষ্টিদ্বারে করিল তাড়ন।
সেহ ভূমে পড়ি গড়াগড়ি হল্য অচেতন ॥১০৯
কিবা অগ্নিসুতে জানুঘাতে করিলা মারণ।
সেহ অবসাদ পাই নাদ করয়ে সঘন ॥ ১১০
আর গবাক্ষেরে নিজকরে মারিল চাপড়ে।
সেহ ঘুরি ঘুরি ভূমে পড়ি রক্তবান্তি করে ॥১১১
গন্ধমাদনেরে মহা জোরে কৈল পদাঘাত।
সেহ জ্ঞানহত ভূমিগত হৈল অচিরাত ॥ ১১২

তবে এই মতে সংগ্রামেতে পঞ্চবীর পড়ে।
দেখি কোপযুত দশশত কপি চলে রঙ্গে॥ ১১৩
তারা করি দম্ফ দিয়া লম্ফ কুম্ভকর্ণগায়।
উঠে মহাজোরে ধরাধরে যেন তারা ধায়॥ ১১৪
সেই কুম্ভকর্ণ নানাবর্ণ কপিগণে ভায়।
যেন নীলগিরি শৃঙ্গে করি মহাশোভা পায়॥১১৫
সেই কপিগণ আরোহণ করিয়া তাহারে।
করে মুষ্টিপাত নখাঘাত দশনে বিদারে॥ ১১৬
তাহে রক্তধার বহে তার সব কলেবরে।
তাহা শোভা পায় যেন তায় গৈরিক ভূধরে॥
তবে কুম্ভশ্রুতি কোপে মাতি ধরি তা-সবারে।
নিজ মুখ মেলি দেয় ফেলি তাহে একবারে॥
তার মুখ-গর্ত্ত-মাঝে ধূর্ত্ত সেই কপিগণ।
মহা কুতূহলে যেন বিলে করয়ে ধাবন॥ ১১৯
তাহে ক্ষুদ্রাকৃতি কপিততি নাসা কর্ণ দিয়া।
তারা বহির্দ্দেশে অনায়াসে যায় পলাইয়া॥১২০
তাহে স্থূলতর কপিবর যাবৎ আছিল।
সেই তা-সবায় দন্তঘায় চর্ব্বণ করিল॥১২১
তবে বলধর কপিবর কোটি কোটি মেলি।
কুম্ভকর্ণে মারে বাহুজোরে গিরি তরু ফেলি॥
তাহে ক্রুদ্ধমতি কুম্ভশ্রুতি প্রহারিয়া শূলে।
যত মর্কটেরে দাহ করে অগ্নি যেন তূলে॥ ১২৩
তার সম্মুখেতে না থাকিতে পারি কপিগণ।
তারা ভীতচিতে চারিভিতে করে পলায়ন॥১২৪
তাহা নিরখিয়া আগে গিয়া নিজে কপিপতি।
মৃদু আশ্বাসনে কপিগণে কৈলা স্থিরমতি॥১২৫
নিজে এক ভাল মহাশাল তরু করে ধরি।
কুম্ভকর্ণ প্রতি কহে অতিশয় দর্প করি॥ ১২৬
ওহে কুম্ভশ্রুতি তুমি অতি শ্রেষ্ঠ বলধর।
বট রণে বীর মহাবীর রাক্ষসপ্রবর॥ ১২৭
তুমি সুদুষ্কর ঘোরতর করিছ সমর।
মহা বলধর বহুতর বধিলে বানর॥ ১২৮
আর অগণন কপিগণ করিলে ভক্ষণ।
আজি রণস্থলে সাধি নিলে কীর্ত্তি সুশোভন॥
কিন্তু আগে মোর যদি তোর এ বিক্রম রয়।
তবে মোর নাম আর কাম সব মিথ্যা হয়॥ ১৩০
আমি এই বৃক্ষ তোরে লক্ষ্য করিয়া ছাড়িয়ে।
যদি সহ তাহে তবে তোহে বীরেতে গণিয়ে॥

শুনি এ বচন দশানন-অনুজ বোলয়।
ওহে কপিমণি এই বাণী তব যোগ্য নয়॥ ১৩২
তুমি দেববর-দিবাকর-সন্তান হইয়া।
নাহি জিনি রণ এ গর্জ্জন কর কি করিয়া॥১৩৩
যারা বীর হয় না করয় নিজ প্রশংসন।
কিন্তু কর্ম্মদ্বারে আপনারে করে প্রকাশন॥১৩৪
এত কথা শুনি কপিমণি কুপিত-অন্তর।
কুম্ভকর্ণে লক্ষ্য করি বৃক্ষ ছাড়িলা সত্বর॥ ১৩৫
সেই অশ্বকর্ণ কুম্ভকর্ণ-বুকেতে ঠেকিয়া।
পড়ে বেগবলে ভূমিতলে চূর্ণিত হইয়া॥ ১৩৬
তবে কুম্ভশ্রুতি হাসি অতি বিকটনিস্বন।
ধরি এক শূলে মহাবলে করায় ঘূর্ণন॥ ১৩৭
সেই দশশত-ভারমিত লোহেতে নির্ম্মিত।
অতি সুচিক্কণ মণিগণ-হীরকে খচিত॥ ১৩৮
সেই শূলখান কুম্ভকাণ বেগেতে ছাড়িল।
সেই বজ্র যেন যায় তেন বেগেতে চলিল॥১৩৯
সেই শূলে দেখি মহাসুখী নিশাচরগণ।
তারা ঘোর রবে করে সবে জয়-উচ্চারণ॥১৪০
দেখি শূলখান বলবান্ সূর্য্যের নন্দন।
লম্ফ দিয়া জোরে বাম করে করিলা ধারণ॥
ধরি জানুপরে রাখি তারে দুহাতে দাবিয়া।
বীর অসাধ্বসে অনায়াসে ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
তাহা দেখি কুম্ভ-কর্ণ দন্ত করি মহত্তর।
এক গিরিশৃঙ্গ করি ভঙ্গ ছাড়িল সত্বর॥ ১৪৩
সেই শৃঙ্গঘায় কপিরায় না পারি সহিতে।
হয়্যা অচেতন প্রপতন করিলা ভূমিতে॥ ১৪৪
তাহা দেখি ভীত কপি যত পলাইল দূরে।
যত নিশাচর হৃষ্টতর সিংহনাদ পূরে॥ ১৪৫
কুম্ভ-কর্ণ তবে মহাজবে নিকটে আসিয়া।
সূর্য্যপুত্রে কোলে তুলি বলে চলিলা লইয়া॥
সাজে কুম্ভকর্ণ-কোলে স্বর্ণ-বর্ণ কপিপতি।
যেন নীলগিরি-তটোপরি সন্ধ্যা-মেঘততি॥১৪৭
তাহা নিরখিয়া সুখি-হিয়া যত যাতুধান।
তারা করে স্তুতি কুম্ভশ্রুতি-আগে নৃত্যগান॥
তবে দশানন-ভ্রাতা মন-মাঝারে চিন্তয়।
আমি রঘুনাথে সেনা-সাথে জিনিলুঁ নিশ্চয়॥
কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবেরে লইয়া চলিল।
কপিগণ হাহাকার করিতে লাগিল॥ ১৫০

চেতন পাইয়া তাহা দেখি হনুমান্।
মনে মনে করিছেন মন্ত্রণা বিধান ॥ ১৫১
কুম্ভকর্ণ লয়্যা গেল যদি কপিরাজ।
মো-সবার এক্ষণ উচিত কিবা কাজ ॥ ১৫২
অগ্রে যাই পরাক্রম করি কপিবরে।
মোচন করিয়া আনি সেনার ভিতরে ॥ ১৫৩
অথবা আপনি এহ পাইবা মোচন।
যেহেতুক মহাবলবান্ এহ হন ॥ ১৫৪
অচেতন হয্যাছেন শৃঙ্গাঘাতভরে।
চেতন পাবেন পুন কিছুকাল পরে ॥ ১৫৫
তার পর বিবেচনা করি যেই হয়।
তাহা করিবেন নিজে এই মহাশয় ॥ ১৫৬
অথবা আমিহ যদি করিয়ে মোচন।
অখুসী হইবে তবে নৃপতির মন ॥ ১৫৭
যেহেতুক আমি তাঁরে করিলে মোচন।
দুর্বল বলিবে তাবে মূর্খ সবজন ॥ ১৫৮
অতএব কিছুকাল করি প্রতীক্ষণ।
স্থির করি কপিগণে করি আশ্বাসন ॥ ১৫৯
এতেক নিশ্চয় করি পবন-নন্দন।
কপিগণে স্থির কৈলা করিয়া যতন ॥ ১৬০
তবে তারা ধরি পুন বৃক্ষ শিলা গিরি।
যুদ্ধ করিবার আশে দাঁড়াইল ফিরি ॥ ১৬১
এখানেতে কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবে লইয়া।
প্রবেশ করিলা লঙ্কানগরে যাইয়া ॥ ১৬২
মনে মনে ভাবে এই সুগ্রীবে লইয়া।
রাজার নিকটে ভেট দিব আজি গিয়া ॥ ১৬৩
তাহারে দেখিতে যত পুরবাসী জন।
সুখে সুখে আনন্দে করিছে আগমন ॥ ১৬৪
নিশাচরীগণ চড়ি প্রাসাদ-উপরে।
কুম্ভকর্ণশিরে পুষ্প-লাজ বৃষ্টি করে ॥ ১৬৫
এইরূপে সুখে সেহ করিছে গমন।
হেনকালে কপিরাজ পাইলা চেতন ॥ ১৬৬
কিঞ্চিৎ মেলিয়া নেত্র করি নিরীক্ষণ।
কপিরাজ মনে মনে করয়ে চিন্তন ॥ ১৬৭
রাক্ষস এ কি আমারে দেখিয়া অচেতন।
কুম্ভকর্ণ তুলি লয়্যা কর্যাছে গমন ॥ ১৬৮
নিশাচর আনিয়াছে লঙ্কার ভিতরে।
লয়্যা যাবে মোরে বুঝি রাবণ-গোচরে ॥ ১৬৯
পরাভব পাইয়া রাবণ-কাছে গতি।
উচিত না হয় মোর এরূপে সম্প্রতি ॥ ১৭০
এ লাগি ইহার কিছু করি অপমান।
শ্রীরামনিকটে আমি করিয়ে পয়াণ ॥ ১৭১
এতেক নিশ্চয় করি তবে কপিমণি।
করিলেন এক অতি ঘোর সিংহধ্বনি ॥ ১৭২
তাহে কত নিশাচর মূর্চ্ছিত হইল।
প্রাসাদ হইতে কত রাক্ষসী পড়িল ॥ ১৭৩
সেই রবে কুম্ভকর্ণ চকিত হইয়া।
এক দিঠে তার পানে রহিল চাহিয়া ॥ ১৭৪
তবে কপিরাজ দুই করেতে করিয়া।
কুম্ভকর্ণ-কর্ণযুগে ধরিলা আঁটিয়া ॥ ১৭৫
দশনে করিয়া দিয়া নাসায় কামড়।
এককালে তিন অঙ্গ ছিঁড়িলা সত্বর ॥ ১৭৬
রঘু কহে সুগ্রীব রসিক বড ছিলা।
যেমন ভগিনী তেন ভ্রাতাও করিলা ॥ ১৭৭
কপিরাজ কুম্ভকর্ণে বুকে আর পাশে।
বিদরিলা পদ-নখে করিয়া অত্রাসে ॥ ১৭৮
তবে কুম্ভকর্ণ হয্যা কর্ণ-নাসা-হীন।
ধরিলেক সুগ্রীবেরে অত্যন্ত কঠিন ॥ ১৭৯
কোপেতে উন্মত্ত হয্যা ভূতল-উপরে।
আছাড়িয়া ফেলিলেক সেই কপিবরে ॥ ১৮০
তেঁহ ভূমিতল হৈতে করিয়া উত্থান।
ব্যোম-পথে রামকাছে করিলা পয়াণ ॥ ১৮১
প্রভু-আগে কুম্ভকর্ণ-কর্ণ-নাসা দিয়া।
প্রণাম করিলা সব বৃত্তান্ত কহিয়া ॥ ১৮২
তবে মহা আনন্দিত হয্যা রঘুপতি।
প্রেম আলিঙ্গন দিলা কপিরাজ প্রতি ॥ ১৮৩
সেই সব কথা শুনি যত কপিগণ।
আনন্দেতে সিংহনাদ করে ঘনেঘন ॥ ১৮৪
এখানেতে কুম্ভকর্ণ হইয়া লজ্জিত।
পুনর্ব্বার সমরেতে চলিল ত্বরিত ॥ ১৮৫
কর্ণ-নাসা-বুক বাহি রুধির পড়িছে।
ছিন্নপক্ষ ধরাধর যেমন চলিছে ॥ ১৮৬
তবে সেহ আসি লঙ্কা-পুরীর বাহিরে।
ভুঞ্জিতে লাগিল যত ভল্লুক-কপিরে ॥ ১৮৭
চারি পাঁচ দশ বিশ চল্লিশ নবতি।
ধরি ধরি মুখে পুরে ভল্ল-কপি-ততি ॥ ১৮৮

হইয়াছে অতিশয় ক্ষুধা-উদ্দীপন।
কোনো মতে নাহি হয় তাহা নিবারণ ॥ ১৮৯
তবে দুই বাহুতে করিয়া আকর্ষণ।
শত শত কপি-ভল্ল করয়ে ভক্ষণ ॥ ১৯০
কভু আকর্ষণ করি বদন-পবনে।
পূরণ করয়ে মুখে ভল্ল-কপিগণে ॥ ১৯১
গৃহ-দ্বারে ধূলী যায় চণ্ডবাতে যেন।
প্রবেশে বানরগণ তার মুখে তেন ॥ ১৯২
তার মধ্যে ক্ষুদ্র যত প্লবঙ্গমগণ।
কর্ণ-নাসারন্ধ্রে করে বাহিরে গমন ॥ ১৯৩
তাহা দেখি বড় কপি নিন্দে আপনায়।
হায় বিধি কেন বড় করিল আমায় ॥ ১৯৪
যদি হইতাম ক্ষুদ্র এ সব-সমান।
তবে কেন মুখে থাকি হারাইব প্রাণ ॥ ১৯৫
ভল্লুক যাবৎ তারা গিরিগুহা মানি।
কর্ণ-নাসা-ছিদ্রে রহে সুখিত-পরাণী ॥ ১৯৬
এইরূপে করে সেহ উৎকট ভোজন।
তথাপি না হয় তার উদর-ভরণ ॥ ১৯৭
তবে নিজ-পর-সৈন্য ভেদ নাহি করি।
রাক্ষস সহিত কপি খায় ধরি ধরি ॥ ১৯৮
রঘু কহে কুম্ভকর্ণ তুমি রাম-ভৃত্য।
না করিবে কেন নিজ প্রভু-হিত-কৃত্য ॥ ১৯৯
আর তার সম্মুখেতে যেই পড়ি যায়।
হাতী ঘোড়া উষ্ট্র আদি কেহ না এড়ায় ॥ ২০০
যখন রাক্ষসে কুম্ভকর্ণ আকর্ষয়।
অস্তব্যস্ত হয়্যা তবে রাক্ষস কান্দয় ॥ ২০১
যুবরাজ মো মো মোরা ভৃত্য তো তোমার।
মো মোদিগে কে কে কেন করহ সংহার ॥ ২০২
না না হই মো মো মোরা ভ ভল্ল-বানর।
ত তবে পাঠাও কেন য য যমঘর ॥ ২০৩
য যদি কি কিছু করি থা থাকি দূষণ।
এ এবার মত তাহা কর ক্ষমাপণ ॥ ২০৪
এইরূপে নিশাচর করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষুধা-মত্ত কুম্ভকর্ণ না করে শ্রবণ ॥ ২০৫
এইরূপে কপি-ভল্ল-নিশাচরগণ।
খায় কুম্ভকর্ণ যেন তৃণে হুতাশন ॥ ২০৬
মুখ বাহি পড়ে তার রক্ত-বসাধার।
ধরাধরে হয় যেন নির্ঝরসঞ্চার ॥ ২০৭
সেহ ধারা পুন বহি পড়ে উরস্থলে।
ক্ষুদ্র নদী যেন বহে পর্ব্বত সকলে ॥ ২০৮
যখন মুণ্ডাদি সেহ করয়ে চর্ব্বণ।
তবে হয় মড মড় করি ঘোর স্বন ॥ ২০৯
তবে তার সেই কর্ম্ম করি নিরীক্ষণ।
উভয়ের সৈন্যগণ করে পলায়ন ॥ ২১০
তার মধ্যে হস্ত বাঢ়াইয়া পায় যারে।
ধরি আনি কুম্ভকর্ণ মুখে পূরে তারে ॥ ২১১
হেনমতে কুম্ভকর্ণ-দৌরাত্ম্য দেখিয়া।
রাক্ষস-বানর-সৈন্য যায় পলাইয়া ॥ ২১২
তার মধ্যে কপিগণে দেখিয়া কাতর।
কহিতে লাগিলা কিছু বালীর কোঙর ॥ ২১৩
ওরে ওরে মূর্খ কপি তোমা-সবাকারে।
কত বুঝাইব আর আমি বারে বারে ॥ ২১৪
ধর্ম্ম লোকলজ্জা-ভয় সব পরিহরি।
কিরূপে যাইছ তোরা পলায়ন করি ॥ ২১৫
দাঁড়াও দাঁড়াও তোরা সবে একবার।
শ্রবণ করহ কিছু বচন আমার ॥ ২১৬
এত শুনি কুম্ভকর্ণ-ভয়েতে কাতর।
কহিতেছে অঙ্গদেরে যাবত বানর ॥ ২১৭
দাঁড়াইয়া তব কথা করিয়ে শ্রবণ।
তার কাল নহে এই কপীন্দ্র-নন্দন ॥ ২১৮
কুম্ভকর্ণ সকলের করিল নিধন।
অতএব পলাইয়া রাখিয়ে জীবন ॥ ২১৯
জীবন হইতে প্রিয় নাহি কিছু আর।
তাহা গেলে কি করিবে শিক্ষায় তোমার ॥ ২২০
এত কহি পলায় যাবত কপিগণ।
নাহি শুনি কোনো মতে কাহারো বারণ ॥ ২২১
তার মধ্যে কেহ কেহ রাম-আগে গিয়া।
নিবেদন করিতেছে ব্যাকুল হইয়া ॥ ২২২
প্রভু এ এ এস্যাছে এ এক নিশাচর।
কু কু কুম্ভকর্ণ নামধর ঘোরতর ॥ ২২৩
সে সে সব ক কপি ভল্লুক সংহারিল।
ক কব অপর কিবা রাক্ষস খাইল ॥ ২২৪
কে কে কেহ তা তা তারে না পারি সমরে।
প প পলাইল সব যত্র তত্র ডরে ॥ ২২৫
শু শু শুনিলেন সব মোদের বদনে।
এক্ষণ করুন যাহা লয় তব মনে ॥ ২২৬

তাহা শুনি কপিগণে করি আশ্বাসন।
গা-তুলি দাঁড়াল্যা প্রভু যাইবারে রণ॥ ২২৭
তাহা দেখি শ্রীলক্ষ্মণ রণের ভূষণ।
করিলেন রঘুবর-অগ্রে আনয়ন॥ ২২৮
সেই সব সিন্ধুদত্ত কবচ টোপর।
পরিলেন আপনার অঙ্গে রঘুবর॥ ২২৯
দিব্য শরে পূর্ণ তূণ পৃষ্ঠেতে বান্ধিলা।
ইন্দ্রদত্ত শরাসন করেতে লইলা॥ ২৩০
বিশ্বামিত্র-উদ্দেশেতে করিয়া প্রণাম।
শুভ যাত্রা কৈলা সুখি-হৃদয়ে শ্রীরাম॥ ২৩১
তার সঙ্গে লক্ষ্মণ সুগ্রীব বিভীষণ।
প্রস্থান করিলা আর কপি-ভল্লগণ॥ ২৩২
রণস্থলে গমন করিয়া রঘুবর।
দেখিছেন কুম্ভকর্ণে সমর-ভিতর॥ ২৩৩
কিবা সেই কুম্ভকর্ণ, নবমেঘসম বর্ণ,
মহাগিরি-সম কলেবর।
মুকুট শোভয়ে শিরে, যেন পূর্ব্ব-ধরাধরে,
প্রভাতে উদিত দিবাকর॥ ২৩৪
ছাটিয়াছে কর্ণদ্বয়, তাহে রক্তধারা বয়,
নাসাতেও বহিছে রুধির।
বিকট বদনদ্বারে, রক্তধারা বান্তি করে,
তাহে রক্ত হয়্যাছে শরীর॥ ২৩৫
অতি দীর্ঘ সুবিস্তর, জিহ্বাখান ঘোরতর,
বারি করি ওষ্ঠদ্বয় চাটে।
মধ্যে মধ্যে তোলে হাই, তাহাতে দেখিতে পাই,
পাতালসমান মুখবাটে॥ ২৩৬
বাহুতে বেড়িয়া ধরি, কপি ভল্ল শারি শারি,
করিতেছে মুখেতে পূরণ।
চরণের চাপনেতে, কত কপি-ভল্ল শতে,
করিতেছে নিঃশেষে চূর্ণন॥ ২৩৭
যে দিগে যখন যায়, দেখি ভয়ে কপি ধায়,
পথ নাহি করয়ে দর্শন।
দেখি কুম্ভকর্ণরাতি, বিস্মিত শ্রীরঘুপতি,
এক দিঠে করেন বীক্ষণ॥ ১৩৮
দেখি তারে চাপে গুণ আর্পিয়া শ্রীরাম।
টঙ্কার দিলেন তাহে অতি অনুপাম॥ ২৩৯
কুম্ভকর্ণ সেই শব্দ করিয়া শ্রবণ।
সহিতে না পারি হল্য অতিক্রুদ্ধ-মন॥ ২৪০

তবে কপি-ভল্লগণে করি উপেক্ষণ।
রাম-অভিমুখ হয়্যা করিলা ধাবন॥ ২৪১
ধারণ কর্য্যাছে এক বিশাল মুদ্গর।
পদভরে ধরণী করয়ে থর থর॥ ২৪২
তাহা নিরীক্ষণ করি সুমিত্রা-সন্তান।
নিক্ষেপ করিলা অতি দৃঢ় সপ্ত বাণ॥ ২৪৩
ঘোরতর শব্দ করি সেই সপ্ত শর।
প্রবেশ করিল কুম্ভকর্ণ-কলেবর॥ ২৪৪
পুন সপ্ত শর ধরি সুমিত্রানন্দন।
কুম্ভকর্ণ-কলেবরে করিলা বেধন॥ ২৪৫
সেহ সেই শরে নাহি করিয়া গণন।
রাম-অভিমুখ হয়্যা করিল ধাবন॥ ২৪৬
তাহা নিরীক্ষণ করি জন-নাথ রঘুপতি।
করে শর ধরি আশুসরি কন তার প্রতি॥ ২৪৭
ওহে দশানন-ভ্রাতা মন দিয়া শুন বাণী।
তুমি অনুপম পরাক্রম ধর তাহা জানি॥ ২৪৮
বট রণে ধীর মহাবীর প্রচণ্ড যেমন।
তেন পরিষ্কার অস্থসার পায়্যাছ বদন॥ ২৪৯
ছিল ক্ষুধা যত তাহা গত হয়্যাছে সম্প্রতি।
এবে সুস্থ মনে দিব্যাসনে যোগ্য নিদ্রাগতি॥
তোরে অকালেতে ভীতচিতে জাগাল্যা রাবণ।
মহা নিদ্রাভরে আমি তোরে করিয়ে মগন॥
তুমি মোর নলী শর-ফলী রমণীরে বুকে।
ধরি রণস্থলে শয্যাতলে শুতহ কৌতুকে॥ ২৫২
এত রঘুমণি-বাণী শুনি রাবণসোদর।
জানি রাম বলি কুতুহলী হাসে ঘোরতর॥ ২৫৩
শুনি সেই রব কপি সব ত্রাসযুক্তমন।
ঘন কাঁপে বুক হল্য মূক মলিন বদন॥ ২৫৪
কুম্ভকর্ণ কহে শুন ওহে শ্রীরাম রাঘব।
মোর সম্মুখত তুমি এত না কর গরব॥ ২৫৫
আমি নহি খর মূঢ়তর বিরাধ দূষণ।
নহি তাড়কার পুত্র আর বালী অভাজন॥ ২৫৬
আমি ত্রিজগত-মধ্যে যত বীর অনুপাম।
দেব-দৈত্যজিত সুবিদিত কুম্ভকর্ণ নাম॥ ২৫৭
দেখ মোর কর-মাঝে বর লৌহের মুদ্গর।
জিনি-য়াছি ইথে দেবযূথে কি কব অপর॥ ২৫৮
এই মুদ্গরেতে করি মাতে মারিয়া তোমার।
আমি অচিরাতে অক্লেশেতে করিব সংহার॥

মোর নাসাশ্রুতি কপিপতি কর‍্যাছে খণ্ডিত।
ইহা করি জ্ঞান অবজ্ঞান না কর কিঞ্চিত ॥ ২৬০
কর্ণ-নাসা-ভঙ্গে মোর অঙ্গে নাহি কিছু ব্যথা।
পুষ্প-পরিগ্রহে বৃক্ষদেহে ব্যথা নহে যথা ॥ ২৬১
তুমি এ লাগিয়া প্রকাশিয়া আপন বিক্রম।
নিজ শরগণ নিক্ষেপণ কর রঘুত্তম ॥ ২৬২
আগে তব বীর্য্য রঘুবর্য্য করি নিরীক্ষণ।
পরে করে করি তোরে ধরি করিব ভক্ষণ ॥ ২৬৩
এত বাণী শুনি রঘুমণি আকর্ষিয়া চাপ।
করিছেন শর-বৃষ্টি বর প্রবল-প্রতাপ ॥ ২৬৪
যেই শরজালে সপ্ততালে বেধ করিছিলা।
যাহে মহাবলী বীর বালী বানরে বধিলা ॥ ২৬৫
সেই সব শর পুরন্দর-বজ্রসম যায়।
কিন্তু নাহি ব্যথে প্রায় তাথে নিশাচররায় ॥২৬৬
তবে রঘুবর অন্য শর ছাড়েন বিস্তর।
সেহ করে চূর্ণ অতি তূর্ণ ঘুরায়্যা মুদ্গর ॥ ২৬৭
তবে রাম তন্ত্র-উক্ত মন্ত্র করি উচ্চারণ।
পুন তার প্রতি শর-তৃতি করিলা ক্ষেপণ ॥ ২৬৮
সেই সব বাণ বুকখান বিদারি তাহার।
করে প্রবেশন মহাস্বন করি অনিবার ॥ ২৬৯
কুম্ভকর্ণ তাহে পাই মোহে কিঞ্চিত কাতর।
তার কর হৈতে ভূতলেতে পড়িল মুদ্গর ॥ ২৭০
পরে একক্ষণ সচেতন হয়্যা কোপে ধায়।
তার মুখদ্বারে বারে বারে বহ্নি বাহিরায় ॥ ২৭১
সেহ করাঘাতে পদাঘাতে ভল্লুক বানরে।
মারে আর খায় কত তায় কপি-নিশাচরে ॥ ১৭
তাহা নিরীক্ষণ করি কন সুমিত্রাতনয়।
আমি এ-জনের মরণের করিলুঁ নিশ্চয় ॥ ২৭৩
মহা-স্থূলরূপী যত কপি উহার শরীরে।
করু আরোহণ গিরিগণ ধরিয়া অধীরে ॥ ২৭৪
সেই সব ভারে বহিবারে না পারি এ-জন।
পড়ি ভূমিতলে এইকালে পাইবে মরণ ॥ ২৭৫
যদি পাতভরে নাহি মরে তবে সেইক্ষণে।
তরু শিলা গিরি তদুপরি ফেলু কপিগণে ॥ ২৭৬
শুনি এতবাক্য করি ঐক্য যত কপিগণ।
গয় শ্রীগবাক্ষ নীল ঋক্ষ-পতি সঙ্কোচন ॥ ২৭৭
এই আদি করি বলধারী বহু বনচর।
উঠে তার অঙ্গে গিরিশৃঙ্গে যেন জলধর ॥ ২৭৮
সেহ তাহা দেখি বড় রোখি অঙ্গ নাড়া দিল।
তাহে যত কপি কাঁপি কাঁপি ভূতলে পড়িল ॥
তবে রঘুবর্য্য মহাবীর্য্য বলি জানি তায়।
কৈলা বায়ুবাণ সুসন্ধান চাপের চড়ায় ॥ ২৮০
নিরখিয়া তাহা সেহ মহা-কোপেতে অস্থির।
ধরি সে মুদ্গরে দক্ষকরে ধাইল অধীর ॥ ২৮১
তবে রঘুবর সেই শর মোচন করিলা।
তাহে সমুদ্গর তার বর বাহুরে কাটিলা ২৮২
সেই ভুজদণ্ড মেরুখণ্ডসমান-আকার।
পড়ি ভূমিতলে কপিকুলে কৈল চুরমার ॥ ২৮৩
তবে কুম্ভকর্ণ রক্তবর্ণ হয়্যা কোপানলে।
করি এক রবে কপিসবে পাড়িল ভূতলে ॥২৮
পরে মহাগুরু এক তরু বামকরে ধরি।
উপাড়িয়া আগে ধায় বেগে মার মার করি ॥
তবে রামচন্দ্র ছাড়ি ইন্দ্র-বাণ সুপ্রচণ্ড।
কাটিলেন তার সেহ শাল-সহ বাহুদণ্ড ॥ ২৮৬
সেই বাহু তার পড়িবার কালে নিজ ভারে
চূর্ণ করি ফেলে তরুশৈলে রাক্ষস-বানরে ॥ ২
দশাননানুজ ছিন্নভুজ কিবা শোভা পায়।
যেন ছিন্নপক্ষ হয়্যা ঋক্ষধরাধর ভায় ॥ ২৮৮
তভু নাহি ভয় অতিশয় কোপেতে কম্পিত
রামে গিলিবারে আশা করে চলয়ে ত্বরিত ॥
তবে রঘুবর দুই শর অর্দ্ধচন্দ্রাকার।
গুণে যোগ করি দিলা ছাড়ি চরণে তাহার ॥
সেই দুইবাণ দুইখান চরণ কাটিল।
তাহে বহুতর নিশাচর পরাণ তেজিল ॥ ২৯
তভু করি দাপ দিয়া ঝাঁপ লাগিল চলিতে।
যেন পর্ব্বকালে রাহু চলে চন্দ্র গরাসিতে ॥ ২
তবে রঘুপতি শরততি করিয়া বর্ষণ।
তার হৃদাকার মুখ-দ্বার করিলা পূরণ ॥ ২৯৩
তবে রুদ্ধমুখ হয়্যা দুখ পাই বহুতর।
করে অবিস্পষ্ট শব্দ কষ্ট-জনক বিস্তর ॥ ২৯৪
তবে রঘুবর ইন্দ্রশর এক নিলা হাতে।
যেহ ব্রহ্মদণ্ড-যম-দণ্ড-সমান প্রভাতে ॥ ২৯৫
লৌহদণ্ড জিনি তনুখানি হয়্যাছে যাহার।
সূর্য্য-কালানল-সম-ফল যার পারস্কার ॥ ২৯৬
কিবা সমীরণ আর মন-সম যার গতি।
সেই মহাবাণে ধনুর্গুণে দিলা রঘুপতি ॥ ২৯

আকর্ষিয়া তারে বাহুজোরে শ্রবণ পর্য্যন্ত।
সিংহ-নাদ করি দিলা ছাড়ি বিক্রমে অনন্ত॥
চলে সেই শর ঘোরতর নিনাদ করিয়া।
নিজ পরকাশে দিক্‌দশে অতি প্রকাশিয়া॥ ২৯৯
সেই রাবণের অনুজের বিন্ধি বক্ষঃস্থল।
তাহা হয়্যা পার আরবার পড়িল ভূতল॥ ৩০০
পরে ভগবান্ অন্যবাণ যুড়িলা চড়াতে।
যার কলেবর দৃঢ়তর বাঁক নাহি যাতে॥ ৩০১
যার নানাবর্ণ হীরা-স্বর্ণ-বদ্ধ পুঙ্খদেশ।
ফল সুচিক্কণ হুতাশন তেজে অবিশেষ॥ ৩০২
তার মুখে ভানু ভানুসূনু অনল বসিলা।
দেহে দেবগণ সমীরণ পক্ষেতে রহিলা॥ ৩০৩
পরে রঘুবীর সেই তীর করি আকর্ষণ।
সিংহ-নাদ ছাড়ি দিলা এড়ি উলসিত মন॥৩০৪
তবে সেই কাণ্ড অতি চণ্ড নিনাদে চলিল।
তেজে লয়-কাল-বহ্নিজাল ধিক্কার করিল॥৩০৫
সেই কুম্ভকর্ণ-কাছে তূর্ণ করি আগমন।
তার কণ্ঠদেশে অনায়াসে করিল ছেদন॥৩০৬
তাহে হয়্যা হত সেই শত-মেঘের সমান।
করি ঘোরতর শব্দবর তেজিল পরাণ॥ ৩০৭
তবে তার শির সেই তীর-খণ্ডিত হইয়া।
পড়ে বহুতর নিশাচরসমূহে চাপিয়া॥ ৩০৮
তার পাতভরে লঙ্কাপুরে কত গৃহ-দ্বার।
ভাঙ্গি হল্য চূর্ণ কত স্বর্ণ-নির্ম্মিত প্রাকার॥৩০৯
তার স্থূলতর কলেবর পড়িল ভূমিতে।
সেই কৈল হত বিশশত কপিরে ত্বরিতে॥ ৩১০
সেই যেইক্ষণ প্রপতন ভূতলে করিল।
তবে ধরাতল কুলাচল সকল কাঁপিল॥ ৩১১
আর সিন্ধুজল কলকল রব করি ধায়।
যত জলচর পাই ডর দূরেতে পলায়॥ ৩১২
দেখি তারে নষ্ট অবশিষ্ট যত নিশাচর।
তারা তেজি রণ পলায়ন করিল সত্বর॥ ৩১৩
যত দেবগণ তপোধন মুনীন্দ্রনিকর।
নাগ সিদ্ধ যক্ষ লক্ষ লক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥ ৩১৪
তারা গগনেতে অলক্ষ্যেতে দেখিতে আছিল
দেখি সুখি-মন জয়ধ্বন করিয়া উঠিল॥ ৩১৫
দেখি মৃত্যু তার এ সংসার সুখিত হইল।
যত সুরগ্রাম বাঁচিলাম বলিয়া মানিল॥ ৩১৬

এথা কপিপতি সুখি-মতি আসি রামপাশে।
জয় ধ্বনি করি ফিরি ফিরি নাচয়ে উল্লাসে॥
তবে রঘুবর ধনু শর করিয়া মোচন।
আসি নিজ স্থানে চর্ম্মাসনে করিলা আসন।
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ৩১৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে কুম্ভকর্ণবধো নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ১০॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নরান্তকাদি-বধ।

যং বালিজঃ খলু নরান্তকরাক্ষসং স্বন
দেবান্তকং ত্রিশিরসঞ্চ সমীর-পুত্রঃ।
নীলো মহোদরমদঃ সহজঞ্চ বাঢ়ং
শ্রীলর্ষভোঽহপাৎসুখয়ত্তমুপৈমি রামম্॥ ১

তবে রণভগ্ন যত নিশাচরগণ।
রণস্থলী ছাড়ি কৈল লঙ্কা-প্রবেশন॥ ২
এথা কুম্ভকর্ণে পাঠাইয়া রাম-রণে।
দশানন চিন্তা করিতেছে মনে মনে॥ ৩
সমরে গিযাছে আজি কুম্ভকর্ণ ভাই।
এখনি জিনিবে রণ কিছু শঙ্কা নাই॥ ৪
জযবার্ত্তা দিবে দূত যে কালে আসিয়া।
তুষিব তাহারে তবে বহু ধন দিয়া॥ ৫
নগরে করিয়া নানা মঙ্গল আচার।
ভ্রাতারে আনিতে নিজে হব আগুসার॥ ৬
না করিতে না করিতে প্রণাম আমারে।
অগ্রেতেই আমি কোলে লইব তাহারে॥ ৭
রণবেশ ঘুচাইয়া দিব্য বেশ করি।
দুভাই বসিব এক আসন-উপরি॥ ৮
বন্ধুজন সকলে করিয়া আনয়ন।
নানামত করিব উৎসব আচরণ॥ ৯
এত ভাবি কিছুকাল পরে দশানন।
উৎকণ্ঠিত হয়্যা পুন করয়ে চিন্তন॥ ১০

ভ্রাতা মোর গিয়াছে হইল বহুক্ষণ।
এখনো না কৈল কেন দূত আগমন ॥ ১১
বুঝিতে না পারি কিছু রণের বিষয়।
হইল কি না হইল শত্রু-পরাজয় ॥ ১২
বুঝি শত্রু-জয় নাহি হইয়া থাকিবে।
জয় হল্যে কেন মোর হৃদয় কাঁপিবে ॥ ১৩
এইরূপ করিতে করিতে মনোরথে।
শুনিতে পাইল কোলাহল ব্যোমপথে ॥ ১৪
তাহা শুনি হইয়া বিস্ময়যুক্ত-মন।
উদ্বিগ্ন হইয়া করে বিবিধ চিন্তন ॥ ১৫
একি একি আজি দেব-মুনি-যক্ষগণ।
করিতেছে আকাশেতে জয়-উচ্চারণ ॥ ১৬
বাঁচিয়া থাকিতে মোর কুম্ভকর্ণ ভাই।
ইহাদের মুখে জয়-শব্দ শুনি নাই ॥ ১৭
অতএব বড় শঙ্কা হয় মোর চিতে।
না জানি হত্যেছে কিবা সংগ্রাম-ভূমিতে ॥ ১৮
রঘু কহে মহারাজ ভাবিত নহিবে।
শুভবার্ত্তা লয়্যা দূত এখনি আসিবে ॥ ১৯
এইরূপে চিন্তা করে রাজা দশানন।
হেনকালে ভগ্নদূত কৈল আগমন ॥ ২০
তারে দেখি জিজ্ঞাসে রাবণ সশঙ্কিত।
কহ রে কহ রে রণ-মঙ্গল তুরিত ॥ ২১
ভীত-মন হয়্যা দূত কহিতে না পারে।
আরবার রাজা তারে কহে কহিবারে ॥ ২২
তবে কান্দি কান্দি সেই ভগ্নদূত বলে।
মহারাজ কি কহিব রণের কুশলে ॥ ২৩
তোমার অনুজ গিয়া সমর ভিতর।
বধিলেন বহুতর ভল্লূক-বানর ॥ ২৪
পরে রাম-বাণে হত হয়্যা তেজি প্রাণ।
মহারাজ স্বর্গপুরে করিলা প্রস্থান ॥ ২৫
যেই মাত্র এই কথা চরেতে কহিল।
মূর্চ্ছা পাই দশানন ভূতলে পড়িল ॥ ২৬
তাহা দেখি মহাপার্শ্ব আর মহোদর।
উঠাইয়া বসাইল আসন-উপর ॥ ২৭
কুম্ভকর্ণ-মৃত্যুকথা করিয়া শ্রবণ।
ক্রন্দন করয়ে যত লঙ্কাবাসী জন ॥ ২৮
মুহূর্ত্তেক পরে রাজা চেতন পাইয়া।
বিলাপ করয়ে শোকে কাতর হইয়া ॥ ২৯

হায় হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল,
প্রাণাধিক ভাই নিল হরি।
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে তারে পাব
তা বিনে কিরূপে প্রাণ ধরি ॥ ৩০
ওরে প্রাণাধিকভ্রাতা, মোরে ছাড়ি গেলে কোথা
দেখিতে না পাই আর তোরে।
ধিক্ ধিক্ প্রাণে মোর, শুনিয়া মরণ তোর,
এখনো না ছাড়ে দেহ মোরে ॥ ৩১
কহি গেলে তুমি মোরে, মারি আসি রাঘবেরে,
আপুনিহ বসি থাকো সুখে।
তাহা না করিতে পারি, নিজে গেলে যমপুরী,
ফেলিলে আমারে ঘোর দুখে ॥ ৩২
জিনিলে অসুর সুর, গন্ধর্ব্ব-ভুজঙ্গপুর,
যক্ষ গুহ্য সিদ্ধ বিদ্যাধর।
জয় করি এ সংসারে, ক্ষুদ্র মানুষের করে,
প্রাণ হারাইলে ভ্রাতৃবর ॥ ৩৩
যে তোমার শরীরেতে, নাহি পারি প্রবেশিতে,
বজ্র ভূমিতলে পড়িছিল।
সে তুমি রামের শরে, বিদ্ধ হল্যে কিপ্রকারে,
আমার কপালে এ কি ছিল ॥ ৩৪
আর আমি কিপ্রকারে, জিনিব সে পুরন্দরে,
শমনে বরুণে দৈত্যগণে।
উপস্থিত-শত্রুজনে, কিরূপে বধিব রণে,
লঙ্কা-রক্ষা করিব কেমনে ॥ ৩৫
ওরে ওরে ভ্রাতৃবর, তোমাবিনে মোর ডর,
না করিবে আর কোনো জন।
অপর [illegible] আর, যাবৎ বানর ছার,
তারা হল্য অশঙ্কিতমন ॥ ৩৬
না মরিতে না মরিতে, তুমি অই আকাশেতে,
কোলাহল করে দেবগণ।
বুঝিয়ে ইহার পরে, উপহাস করে মোরে,
করতালী দিয়া সব জন ॥ ৩৭
মারীচ কহিলা হিত, অতিশয় সমুচিত,
কহিলেক ভ্রাতা বিভীষণ।
তুমিহ কহিলে পথ্য, সব কথা অতি তথ্য,
কিছু নাহি করিনু শ্রবণ ॥ ৩৮
ধার্ম্মিক বিশুদ্ধ মন, সেই ভ্রাতা বিভীষণ,
করিলাম তার অপমান।

...ই পাপে বুঝি মোরে, নর বানরের করে,
পাইতে হইল অবসান॥ ৩৯
ভ্রাতা তুমি যদি গেলে, কি ফল ঐশ্বর্য্য-বলে,
কি কার্য্য সীতায় আর প্রাণে।
কি ফল সমর-জয়ে, কি ফল বান্ধবচয়ে,
প্রাণ দিব রঘুপতি-বাণে॥ ৪০
এইরূপ ক্রন্দন করয়ে দশানন।
অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল বদন॥ ৪১
রাবণে কাতর দেখি ত্রিশিরা-নন্দন।
কহিতেছে তাঁর প্রতি করিয়া সান্ত্বন॥ ৪২
মহারাজ যে কহিলে সকল বাস্তব।
শুনিলে খুড়ার কথা না হত্য এ সব॥ ৪৩
পূর্ব্বে হইয়া গেছে ভ্রমে যেই কাজ।
এক্ষণ অযোগ্য তাহে খেদ মহারাজ॥ ৪৪
কুম্ভকর্ণ খুড়া লাগি কান্দছ যে শোকে।
...হাত উচিত নহে ভবদ্বিধ লোকে॥ ৪৫
...ন্মিলেই সংসারে মরয়ে সব জন।
...জ্ঞজন নাহি করে তাহাতে ক্রন্দন॥ ৪৬
...তএব স্থির হয়্যা পরামর্শ করি।
...শ্চয় করহ যাহে মরে সব অরি॥ ৪৭
...াপুনি সমর্থ হন ত্রিভুবন-জয়ে।
...দ্র শত্রু দেখি কেন মজহ সংশয়ে॥ ৪৮
...াছে তব ব্রহ্মদত্ত বল অতিশয়।
...ভদ্য কবচ শর অমোঘ অক্ষয়॥ ৪৯
...চ্ছেদ্য ধনুক আর শূল দৃঢ়তর।
...র-গর্দ্দভযুক্ত রথ মনোহর॥ ৫০
...ত্ত শক্তি এক শত্রুবিনাশিনী।
...চ তীক্ষ্ণ খড়্গ আছে বজ্রধার জিনি॥ ৫১
...কল অস্ত্র ধরি তুমি রণে গেলে।
...বে রামেরে সহ-সৈন্যে অবহেলে॥ ৫২
...া আপুনি থাক হয়্যা গৃহবাসী।
...া দাও মোরে তব শত্রু বধি আসি॥ ৫৩
... দেখি রামে ক্ষুদ্র শলভসমান।
তাহারে যেন সর্পে গরুত্মান্॥ ৫৪
...ার মুখে শুনি এ সব বচন।
...াম বলিয়া মানিল দশানন॥ ৫৫
...ালে দেবান্তক নরান্তক আর।
...চ লাগিল অতিকায়-সহকার॥ ৫৬
মহারাজ যে কহিলা ত্রিশিরা সুমতি।
এইত কর্ত্তব্য হয় মোদের সম্প্রতি॥ ৫৭
ত্রিশিরার সঙ্গেতে মোরাও তিন জন।
করিব একত্রে আজি সমরে গমন॥ ৫৮
যাবা মাত্র বধিব তোমার শত্রুভাগে।
আনি দিব তাহাদের মুণ্ড তব আগে॥ ৫৯
এত বাণী শ্রবণ করিয়া লঙ্কাপতি।
সুখী হয়্যা কহিতেছে তাহাদের প্রতি॥ ৬০
এই বটে এই বটে প্রাণের নন্দন।
যোগ্য বটে এই সব তোদের বচন॥ ৬১
করিয়া আমার বীর্য্যে জন্ম-অঙ্গীকার।
শৌর্য্য না হইবে কেন তোমা সবাকার॥ ৬২
যাহ যাহ বাপ সব সমর-মাঝারে।
শত্রু-জয় করি আস্ত যে কোনো প্রকারে॥ ৬৩
অন্যথা এ তিন লোকে মুখ দেখাবার।
স্থান না রহিবে আর কোথাও আমার॥ ৬৪
আস্ত আস্ত তোরা চারি ভাই মোর ঠাঁই।
তোমাদিগে কোলে করি আমিহ জুড়াই॥ ৬৫
এত কহি চারি সুতে করি আলিঙ্গন।
নানা অলঙ্কার দিয়া সাজাল্য রাবণ॥ ৬৬
তাহাদিগে আশীর্ব্বাদ করিল বিস্তর।
মহোদর-মহাপার্শ্বে কহে লঙ্কেশ্বর॥ ৬৭
ভ্রাতৃবর আজি রণে তোরা দুইজন।
চারি তনয়ের সঙ্গে করহ গমন॥ ৬৮
যদ্যপি ইহারা বটে সমরে কুশল।
তথাপি আমার মন সংশয়চঞ্চল॥ ৬৯
তোরা দুইজনে সঙ্গে করিলে গমন।
সংশয় তেজিয়া সুখী হবে মোর মন॥ ৭০
এত শুনি মহাপার্শ্ব আর মহোদর।
উঠিল যে আজ্ঞা বলি সুখিত-অন্তর॥ ৭১
তাদিগেও দিল নানা বসন ভূষণ।
দশানন নিজ করে করিল সাজন॥ ৭২
তবে তারা ছয়জন প্রণমিয়া তারে।
প্রস্থান করিল রাম-সঙ্গে যুঝিবারে॥ ৭৩
তবে সাজাইয়া তাহাদের [illegible]
করে আনয়ন ভৃত্যগণ সভা-[illegible]
বলে মত্ত তাহে করিয়া মঙ্গল আচরণ।
রণ-দক্ষ মহোদর কৈল গজে আরোহণ॥ [illegible]

ন পূর্ব্ব-বংশ যার দেবরাজের বারণ।
ণস্থলে যারে দেখি ভয় পাইত শমন ॥ ৭৬
ন রঞ্জন অঞ্জন হেন বরণ সুন্দর।
রশন করি শুণ্ডা হয় সুখিত-অন্তর ॥ ৭৭
চরণির মত সিন্দূরে ললাট সুরঞ্জন।
জন-মনোহর বিচিত্র বসনে আচ্ছাদন ॥ ৭৮
ন্ত বান্ধিয়া দিয়াছে স্বর্ণবলয়-প্রবালে।
ারে বারে শব্দ করে ঘণ্টাযুগ্ম গতিকালে ॥৭৯
চালে জয় করে সাহাদের প্রভাব বিসর।
গর-আদি নানা অস্ত্র তুলি দিল তদুপর ॥ ৮০
গর-মানন্দেতে এক রথে ত্রিশিরা কুমার।
ার করিবারে আরোহিল অতি চমৎকার ॥৮১
ক্তার শক্তি আছে সেই রথে বর্ণন করয়।
য় যাহে অঙ্গোপাঙ্গ সব শুদ্ধস্বর্ণময় ॥ ৮২
ময়-দানব-নির্ম্মিত স্বর্ণনগরী যেমন।
মন ভুলয়ে সবার যাহা করি বিলোকন ॥ ৮৩
কন-কের নানা ভূষণে ভূষিত তুরঙ্গম।
গমনেতে খ্যাত যাহে যুড়িয়াছে সুবিক্রম ॥ ৮৪
ক্রম-অনুসারে বান্ধিয়াছে পতাকা বিস্তর।
তরঙ্গের মত দোলে তারা পাই বায়ুভর ॥ ৮৫
ভর-মের জন্ম উচ্চৈঃশ্রবা বলি যারে হয়।
হয়-পৃষ্ঠে আরোহিল নরান্তক দুরাশয় ॥ ৮৬
সয় যেহ হয় রণে অস্ত্র-শস্ত্রের প্রহার।
হার গলেতে দিয়াছে যায় নানা অলঙ্কার ॥ ৮৭
আর দেবান্তক মহাপার্শ্ব দুই বীরেশ্বর।
বর বাহনেতে তারা নাহি করিলা আদর ॥ ৮৮
দরপেতে মাতি দুই গদা ধরি স্ব স্ব করে।
করে রণে যাত্রা ক্রুদ্ধ হয়্যা শক্রর উপরে ॥ ৮৯
পরে আনিলেক অতিকায় বীর রথখান।
আন কি কহিব রাম যার করিলা বাখান ॥ ৯০
খান খান পাতিয়াছে স্বর্ণপীঠিকা যাহায়।
হায় একমুখে কি বর্ণিব তাহার শোভায় ॥ ৯১
ভায় যার অঙ্গ জ্যোতি জিতি সহস্র ভাস্করে।
করে মণিগণ কিবা শোভা নিন্দি শশধরে ॥ ৯২
ধরে নরমুণ্ডসমান আকার ধ্বজ তথি।
অথি-রতাহীন পঙ্কজন যাহাতে সারথি ॥ ৯৩
রথি চারিদিগে রাখিয়াছে অস্ত্র নানামত।
মত-অনুসারে যুড়িয়াছে অশ্ব দশশত ॥ ৯৪

শত-মন্যুজয়ী অতিকায় সেই রথোপরি।
পরিষ্কার মতে আরোহিল রণবেশ করি ॥ ৯৫
করি-অশ্ব-রথে আরোহিয়া কত নিশাচর।
চর-ণেতে চলি যায় কত পদাতিবিসর ॥ ৯৬
শর ধনুক মুদ্গার গদা ভূষণ্ডী তোমর।
মর্ম্ম-ভেদ-কর ধরিয়াছে খড়্গ বহুতর ॥ ৯৭
তর-ঙ্গিণী তরঙ্গের মত করি ঘোর রাব।
রাব-ণের পুত্র-সৈন্য চলে উত্তম-প্রভাব ॥ ৯৮
ভাব-ভঙ্গী করি বাজানা বাজায় বাদ্যকর।
কর-তাল কাঁসী ঢাক ঢোল দুন্দুভি দগড় ॥ ৯৯
গড় গড় করি সেই শব্দ ত্রিলোকে ঢাকয়।
কয় শোঙ্কল প্রভৃতি রঘুবরে কর জয় ॥ ১০০
এইরূপে মাহযোদ্ধা ছয় নিশাচর।
সহ-সৈন্যে চলিতেছে করিতে সমর ॥ ১০১
পথে তারা করে নানা অশুভ দর্শন।
তথাপি না করে রণযাত্রাবিঘটন ॥ ১০২
মারি কিম্বা মরি এই নিশ্চয় করিয়া।
সমর-ভূমিতে উপস্থিত হল্যা গিয়া ॥ ১০৩
বাজিতেছে বহুবিধ বিচিত্র বাজন।
তার শব্দে ঢাকিতেছে দিগন্ত গগন ॥ ১০৪
সেই শব্দ শুনি যত ঋক্ষ-কপিগণ।
বৃক্ষ শিলা ধরি করে সমরে ধাবন ॥ ১০৫
ঘোরতর সিংহনাদ করি ঘনেঘন।
নিশাচর সেনা প্রতি কহয়ে বচন ॥ ১০৬
অরে অরে মূঢ়মতি ক্ষুদ্র নিশাচর।
তোরা আসিয়াছ কেন এ রণাভিতর ॥ ১০৭
রাবণ-অনুজ যেথা পাইল সংহার।
সে রণেতে তোরা সব হও কোন্ ছার ॥ ১০৮
যাহ যাহ প্রাণ লয়্যা তোরা পলাইয়া।
দেহ গিয়া দুষ্ট দশাননে পাঠাইয়া ॥ ১০৯
সে মরিলে তোমাদের ভয় নাহি রবে।
বিভীষণ ভূপতির তোরা প্রজা হবে ॥ ১১০
শ্রীরামচরণে তোরা লইবে শরণ।
মোরা না করিব আর তোদিগে মারণ ॥ ১১১
এতেক বচন শুনি যত নিশাচর।
কহিতেছে কপিদিগে কঠোর উত্তর ॥ ১১২
অরে অরে মহামূর্খ বনপশুগণ।
না কহ কুকথা যদি বাঁচাবে জীবন ॥ ১১৩

কুম্ভকর্ণে অসময়ে রাজা জাগাইলা।
অতএব তাঁর নেত্রে নিদ্রাবেশ ছিলা ॥ ১১৪
নিদ্রিত জনেরে বধ করি সবে মিলি।
কিরূপে করিছ গর্ব্ব তোরা মুখ মেলি ॥ ১১৫
আজি যদি বাঁচি যাও মোসবার রণে।
করিবি গরব যেই ইচ্ছা হয় মনে ॥ ১১৬
এতেক বচন শুনি রাক্ষসবদনে।
হাসি হাসি কপিগণ তাহাদিগে ভণে ॥ ১১৭
ভাল ভাল ভাল রে সুবুদ্ধি নিশাচর।
করিয়াছ তোরা বড উচিত উত্তর ॥ ১১৮
অগণিত হাতী ঘোড়া যে কৈল ভক্ষণ।
সেই নিদ্রাবিষ্ট ছিল এ দিব্য বচন ॥ ১১৯
ভাল ভাল থাকুক দূরেতে কথা তার।
তোরাত আছহ সবে জাগি নির্ব্বিকার ॥ ১২০
দেখিব কিমত বল তোমা সবাকার।
সহ দেখি মো-সবার এইত প্রহার ॥ ১২১
এত কহি বৃক্ষ-গিরিশৃঙ্গ উপাড়িয়া।
নিক্ষেপয়ে কপিগণ বিকট গর্জ্জিয়া ॥ ১২২
কেহ কেহ আকাশে করিয়া আরোহণ।
করিতেছে বৃক্ষ-শিলাসমূহ বর্ষণ ॥ ১২৩
কেহ বৃক্ষে থাকি কেহ পর্ব্বত-শিখরে।
বৃক্ষ শিলা বৃষ্টি করে রাক্ষস উপরে ॥ ১২৪
কেহ মুষ্টি মারে কেহ দশনে দংশয়।
কেহ কেহ পদাঘাত করিয়া মারয় ॥ ১২৫
কেহ রথে লম্ফ দিয়া করি আরোহণ।
রথীরে পাঠায় কোপে শমন-সদন ॥ ১২৬
এইরূপে গজ অশ্ব উষ্ট্রাদি উপরে।
চড়ি মারে বাহন-সহিত নিশাচরে ॥ ১২৭
তবে ক্রুদ্ধ হইয়া যাবত নিশাচর।
অস্ত্র-বৃষ্টি করে কপি-সৈন্যের উপর ॥ ১২৮
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার ভল্ল ভাল ভাল।
বগধপ্রমাণ নলী কাণ্ড শূল পাল ॥ ১২৯
কেহ কেহ ঘুরাইয়া মুষল মুদ্গার।
কত কোটি কপিরে পাঠাল্য যমঘর ॥ ১৩০
কেহ কেহ খড়্গচর্ম্ম করিয়া ধারণ।
রণস্থলে ফিরিতেছে করিয়া ছেদন ॥ ১৩১
সেই সব রক্ত-বসা গন্ধেতে মাতিয়া।
কপি-নিশাচর-সৈন্য ফিরয়ে ঘুরিয়া ॥ ১৩২

কোনো কোনো কপি অশ্বে মারে অশ্বে করি।
রাক্ষসে রাক্ষস কেহ গজে করি করী ॥ ১৩৩
কোনহ কোনহ শাখামৃগ বলভরে।
রথ ফেলি রথি-সহ রথে চূর্ণ করে ॥ ১৩৪
কেহ কেহ রাক্ষসের অস্ত্র কাড়ি লয়্যা।
সেই অস্ত্রে করি তারে বধে ক্রুদ্ধ হয়্যা ॥ ১৩৫
এইরূপে নিশাচর যুদ্ধের উন্মাদে।
অস্ত্র ছাড়ি প্রহার করয়ে হস্ত-পাদে ॥ ১৩৬
নখে করি কোন জনে করে বিদারণ।
কারেও কোপেতে মাতি করয়ে চর্ব্বণ ॥ ১৩৭
কাহারো লাঙ্গূলে ধরি ঊর্দ্ধে ঘুরাইয়া।
অন্য কপি-উপরিতে মারে আছাড়িয়া ॥ ১৩৮
কপিহস্ত হতে বৃক্ষ শিলা কাড়ি নিয়া।
কপিরে মারয়ে কেহ তাহাতে করিয়া ॥ ১৩৯
এইরূপ অতি ঘোর তুমুল সমরে।
মারিছে উভয়সৈন্য হানি পরস্পরে ॥ ১৪০
তাহে দুইদণ্ডমাঝে সেই রণস্থলে।
কর্দ্দম হইল বসা-রুধির সকলে ॥ ১৪১
মৃত-কপি রাক্ষস-দ্বিরদ-হয়শালী।
ভয়ঙ্কর হল্য সেই রণস্থলী ভালী ॥ ১৪২
এইমতে যাবত বানর নিশাচর।
করিতেছে ন্যূনাধিক্যরহিত সমর ॥ ১৪৩
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়্যা নরান্তক নিশাচর।
সেই অশ্বে চড়ি বড়শা ধরি হল্য অগ্রসর ॥ ১৪৪
সেই একক্ষণমাত্রে সপ্তদশ কপি জনে।
কিবা প্রভিন্ন করিল সেই প্রাস-প্রহরণে ॥ ১৪৫
আর এইমতে নরান্তক থাকি অশ্বোপর।
করে কপিকুলে সেই কুন্তে করিয়া জর্জ্জর ॥ ১৪৬
তার সেই ঘোড়া ঘুরিতেছে সৈন্যের ভিতর।
যেন সলিলসমূহে সঞ্চরয়ে মৎস্যবর ॥ ১৪৭
সেই কেন বেগে করিতেছে সমরে ধাবন।
যেন নিজ নিজ কাছে তারে দেখে কপিগণ ॥
সেই ঘোটকেতে থাকি প্রাস ধরি নরান্তক।
কিবা বিন্ধিতেছে ভল্ল আর বানর-কটক ॥ ১৪৯
সেই যেদিকেতে যেই কালে করয়ে গমন।
তবে সে দিগেতে রক্ত নদী বয়ে সঘন ॥ ১৫০
আর তার পথভিতে যত রহে কপিগণ।
কিবা ছিন্ন-ভিন্ন বিনা তাহা না হয় দর্শন ॥ ১৫১

কিবা বিক্রম করিতে মন করিতে করিতে।
সেহ প্রাসে করি বেধ করে কপির ছাতীতে ॥
কেহ বৃক্ষগিরি করিতে করিতে উৎপাটন।
সেহ নরান্তক করে তারে প্রাসেতে বেধন ॥ ১৫৩
তবে এইরূপ নরান্তক পরাক্রমভরে।
যত কপিগণ স্থির হতে পারে না সমরে ॥ ১৫৪
কেহ উঠিতে বসিতে দাঁড়াইতে নাহি পারে।
নারে ধাইতে পলাতে যুদ্ধ রহু একধারে ॥ ১৫৫
তারা প্রাসপাণি নরান্তকে করি নিরীক্ষণ।
সবে কালান্তক যম বলি করয়ে মানন ॥ ১৫৬
তার সেই প্রাস-প্রহারেতে হয়্যা ছিন্ন-কায়।
ভূমিতলে পড়ি কপিকুল গড়াগড়ি যায় ॥ ১৫৭
আগে কুম্ভকর্ণ-রণে যারা নাহি পড়িছিল।
তারা নরান্তক-প্রাস-প্রহরণেতে পড়িল ॥ ১৫৮
তবে অতিশয় কাতর হইয়া কপিগণ।
সবে রণস্থল ছাড়িয়া করয়ে পলায়ন ॥ ১৫৯
তাহা নিরীক্ষণ করিয়া সুগ্রীব কপিপতি।
কিবা কহিছেন যুবরাজ অঙ্গদের প্রতি ॥ ১৬০
অরে বাপধন দেখিতেছ রাবন-তনয়।
ক্ষয় করিতেছে আমাদের সব সেনা-ক্ষয় ॥ ১৬১
বুঝি ইহারে বধিতে না পারিল কোনো জন।
তুমি অতএব নিজে রণে করহ গমন ॥ ১৬২
তবে এত বাণী শুনি সেই বালীর নন্দন।
নিজে সমরে চলিলা অতি আনন্দিত-মন ॥ ১৬৩
তিঁহ অসাধবসে নরান্তক-অগ্রেতে যাইয়া।
কিবা কহিছেন তার প্রতি বিক্রম করিয়া ॥ ১৬৪
ওরে রাবণতনয় তুমি স্থির হও রণে।
বৃথা বধিতেছ ক্ষুদ্রকপি কিবা প্রয়োজনে ॥১৬৫
তুমি যুদ্ধ কর একবার আমার সহিত।
তোর মহাদর্প এই আমি করিয়ে চূর্ণিত ॥ ১৬৬
তুমি যেই প্রাসে বধিতেছ ক্ষুদ্র কপিপাতি।
তাহা নিক্ষেপ করহ আমি দিলু বুক পাতি ॥১৬৭
এত অঙ্গদের কথা শুনি কম্পবান্ কোপে।
সেই নরান্তক নিজ ওষ্ঠে দশন আরোপে ॥ ১৬৮
আর সুদীর্ঘ নিশ্বাস তেজি করিয়া গর্জ্জন।
মহাতেজেতে করিল সেই প্রাস-প্রহরণ ॥ ১৬৯
সেহ প্রাস-অস্ত্র অতি তীক্ষ্ণ অতি দৃঢ়তর।
কিন্তু ব্যর্থ হল্য বালিপুত্র-বুকের উপর ॥ ১৭০
কিবা চমৎকার কেবল নিরর্থ না হইল।
কিন্তু বুকে ঠেকি ভগ্ন হয়্যা ভূতলে পড়িল ॥ ১৭১
তবে অট্ট অট্ট হাস্য করি বালীর কোঙর।
বীর নরান্তক-অশ্ব-মাথে মারিল চাপড় ॥ ১৭২
সেহ চপেট-প্রহারে সেই ঘোটকের শির।
কিবা পঙ্ককর্কটীর ন্যায় হইল চৌচীর ॥ ১৭৩
তবে সেই ঘোড়া জানু পাতি জিহ্বা বারি করি
তেজি বিষ্ঠা-মূত্র পরাণ পড়িল ধরোপরি ॥ ১৭৪
তবে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা সেই রাবণ-কুমার।
বীর বালি পুত্র-শিরে কৈল মুষ্টির প্রহার ॥১৭৫
তাহে বিদীর্ণ হইল সেই বালিপুত্র-শির।
তাহে কিছুকাল ক্লেশ পাই হইলা অস্থির ॥ ১৭৬
পরে ক্ষণান্তরে জ্ঞান পাই রাবণ-কুমারে।
তিঁহ কহিছেন সাধু সাধু সাধু রে তোমারে ॥১৭৭
আমি জানিলাম তুমি বট সমরে কুশল।
কিন্তু সহ যদি এই মুষ্টি তবে জানি বল ॥ ১৭৮
এত বলি বালিপুত্র সেই নরান্তকবুকে।
কিবা মারিলেন এক মুষ্টি সমর-কৌতুকে ॥১৭৯
সেই মুষ্টিপাতে পিষ্ট হল্য তার বক্ষঃস্থল।
তার রক্ত বাহি রক্তধারা পড়ে অবিরল ॥ ১৮০
তাহে প্রাণ ছাড়ি নরান্তক পৃথ্বীতে পড়িল।
যেন বজ্রাঘাতে বড় গিরি স্খলিত হইল ॥ ১৮১
তাহা দেখি যত কপিগণ আনন্দিত মন।
তারা অঙ্গদের জয় বলি করয়ে নর্ত্তন ॥ ১৮২
তবে নরান্তকনিধন করিয়া নিরীক্ষণ।
হাহা রব করি রাক্ষস করয়ে পলায়ন ॥ ১৮৩
তাহা দেখিয়া ত্রিশিরা দেবান্তক মহোদর।
বালি-পুত্রেরে বেড়িল আসি তিন নিশাচর ॥
তাহা দেখিয়া নির্ভয়চিত্তে বালীর নন্দন।
এক মহাতরু উপাড়িয়া করিলা ধারণ ॥ ১৮৫
তারে বাহুবলে বহুবার করায়্যা ঘূর্ণন।
বীর দেবান্তক-উপরি করিলা নিক্ষেপণ ॥ ১৮৬
তাহা নিরখিয়া ত্রিশিরা ছাড়িয়া বহুবাণ।
সেই মহাবৃক্ষে কাটিয়া করিল খানখান ॥ ১৮৭
তাহা নিরখিয়া কোপযুক্ত বালীর নন্দন।
পুন করিছেন বহুবৃক্ষ-পাষাণ বর্ষণ ॥ ১৮৮
সেই সব বৃক্ষ পাষাণে তেজিয়া বহুশর।
কিবা ছিন্নভিন্ন করিছে ত্রিশিরা নিশাচর ॥১৮৯

আর দেবান্তক ঘুরাইয়া বিকট মুদ্গর।
সেই সব তরু-শিলাগণে ভাঙ্গিল সত্বর ॥ ১৯০
ভাঙ্গি সে সকলে পুন সেই বীর তিনজন।
করে অঙ্গদ-উপরে নানা অস্ত্রানক্ষেপণ ॥ ১৯১
তাহে রথের উপরে থাকি ত্রিশিরাকুমার।
সেহ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ বরিষয়ে অনিবার ॥ ১৯২
আর গজের উপরি থাকি বীর মহোদর।
মারে অঙ্গদের বুকেতে শাবল দৃঢ়তর ॥ ১৯৩
আর দেবান্তক দর্প করি ঘুরায়্যা মুদ্গর।
সেহ মুহুর্মুহু মারে বালি-পুত্রের উপর ॥ ১৯৪
একি কিবা বীর হন সেই বালীর তনয়।
এত অস্ত্রপ্রহারেতে নাহি কিছু ব্যথা-ভয় ॥১৯৫
তবে লম্ফ দিয়া দেবান্তক-দন্তীর কপালে।
চাপ মারিলা চাপর ছাড়ি হুঙ্কার বিশালে ॥ ১৯
তাহে সে হস্তীর দুই নেত্র ভূতলে পড়িল।
সেহ ব্যথা পাই ঘোরতর চীৎকার করিল ॥ ১৯৭
তবে বালিপুত্র তার এক দশনে ধরিয়া।
বীর মহাবলে টান দিয়া নিল উপাড়িয়া ॥ ১৯৮
সেই দন্তে করি দেবান্তক-বুকের উপরি।
বীর প্রহার করিল ঘোর সিংহনাদ করি ॥ ১৯৯
তাহে হতহ্য়্যা ভূতলে পড়িলা দেবান্তক।
তার মুখে উঠে রক্তধারা ঝলকে ঝলক ॥ ২০০
সেহ কিছুকাল পরে স্থির হইয়া উঠিয়া।
বালিপুত্রেরে মারিল ঘোর মুদ্গরে করিয়া ॥২০১
তবে প্রহারেতে জানু পাতি পড়িয়া ভূতলে।
বালি-পুত্র পুন উঠি দাঁড়াইলা নিজবলে ॥ ২০২
তাহা দেখিয়া ত্রিশিরা তিন তীর ত্যাগ করি।
বেধ করিল বালীর পুত্রে বুকের উপরি ॥ ২০৩
আর তিন কঙ্কপত্র বাণ করিয়া মোচন।
সেই ত্রিশিরা করিল তার কপালে বেধন ॥২০৪
তবে এইমতে অঙ্গদে পীড়িত নিরখিয়া।
কিবা নীল আর শ্রীমারুতি আইল ধাইয়া ॥২০৫
তাহে অগ্নিপুত্র ধরি এক শিখরি-শিখর।
সেহ মহাবেগে নিক্ষেপিলা ত্রিশিরা-উপর ॥২০
সেহ মহাবীর বর্ষণ করিয়া বহুবাণ।
সেই শিখরি-শিখরে খণ্ড কৈল খান খান ॥ ২০
তাহা দেখি দেবান্তক অতি মুদিতঅন্তর।
সেহ হনুমান্-আগে ধায় ধরিয়া মুদ্গর ॥ ২০৮
তবে শ্রীমারুতি লম্ফ দিয়া সিংহনাদ করি।
এক মারিলা মুটকী তার মুণ্ডের উপরি ॥ ২০৯
তাহে সেই দেবান্তক-মুণ্ড দুখান হইল।
সেহ প্রাণ তেজি প্রেত হয়্যা পৃথ্বীতে পড়িল ॥
তবে দেবান্তক-দশা দেখি দুষ্ট মহোদর।
সেহ ধনু ধরি বৃষ্টি করে পর পর শর ॥ ২১১
সেহ তার মাঝে নীলবীরে মারি বহুবাণ।
তাহে মূর্চ্ছিত করিল তারে মহাবলবান্ ॥ ২১২
সেহ বহ্নিপুত্র ক্ষণপরে চেতন পাইয়া।
এক গিরি ধরি আকাশে উঠিলা লাফ দিয়া ॥
অতি উচ্চদেশে থাকি মহাবলে সে শিখরী।
বীর নিক্ষেপিলা মহোদর-রাক্ষস-উপরি ॥
তবে মহোদর সেই গিরি-প্রপাতে পীড়িত।
সেহ চূর্ণিত হইল নিজ গজের সহিত ॥ ২১৫
তাহা নিরখিয়া অতি ক্রুদ্ধ ত্রিশিরাকুমার।
সেহ চলে নীল সঙ্গে করিবারে সম্প্রহার ॥ ২১৬
তবে হেনকালে বায়ুপুত্র আগে দাঁড়াইলা।
তাঁরে দেখি সেহ কোপে বাণ বিন্ধিতে লাগিলা
তাহে ক্রুদ্ধ হয়্যা বায়ুপুত্র গিরিশৃঙ্গ ধরি।
সেই ত্রিশিরার উপরি ছাড়িল রঙ্গ করি ॥২১৮
সেহ দেখি তাহা বহুবাণ করি বিসর্জন।
সেই গিরিশৃঙ্গে কাটিয়া করিল নিপাতন ॥২১৯
তবে গিরিশৃঙ্গে ব্যর্থ দেখি পবন-নন্দন।
পুন করিছেন তদুপরি বৃক্ষ বরিষণ ॥ ২২০
সেহ বৃক্ষগণে বাণ ছাড়ি রাবণ-নন্দন।
করে খণ্ড খণ্ড করি মহাবেগেতে ছেদন ॥২২১
তবে লম্ফ দিয়া হনুমান নখে বিদারিয়া।
তার স্যন্দনের চারি হয়ে ফেলিলা মারিয়া ॥২২২
তবে মহারুষ্ট হয়্যা সেই রাবণ-কুমার।
এক শক্তি নিক্ষেপিলা তারে করিতে সংহার ॥
সেই শেল উল্কা-সমান প্রচণ্ড বেগে ধায়।
কিবা বায়ুপুত্র ধরি ভাঙ্গি ফেলিলা তাহায় ॥
তাহা ভাঙ্গি করিলেন এক ঘোর সিংহনাদ।
আর কপি সব হুঙ্কার করয়ে অবিষাদ ॥ ২২৫
তবে ত্রিশিরা সুতীক্ষ্ণ তরবার ধরি করে।
রথ হৈতে নামি কোপ কৈল মারুতি-উপরে ॥
তবে হুহুঙ্কার করি সেই পবন-কোঙর।
এক মুষ্টিপাত কৈল তার বুকের উপর ॥ ২২৭

সেই মুষ্টির প্রহারে হত রাবণ-নন্দন।
হয়্যা শ্লথগাত্র ভূতলে পড়িল অচেতন ॥ ২২৮
তবে ভূতলে পড়িল সেই দশানন-সুত।
তার হস্ত হতো খড়্গ কাড়ি নিল বায়ুসুত ॥
সেই খড়্গ ধরি বায়ুপুত্র করিলা গর্জ্জন।
যাহে অচেতন হল্য কত নিশাচরগণ ॥ ২৩০
তবে সেই শব্দে ত্রিশিরা হইয়া সচেতন।
উঠি মারুতির প্রতি কৈল মুষ্টিপ্রহরণ ॥ ২৩১
তাহে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা সেই পবনকুমার।
বাম করে করি ধরিলেন কেশেতে তাহার ॥
তার খড়্গে করি তার তিন মুণ্ডে অচিরাতে
কাটি ফেলাইলা যেন ইন্দ্র বিশ্বরূপ-মাতে ২৩৩
তবে ত্রিশিরার তিন মুণ্ড ভূতলে পড়িল।
তাহা দেখি প্লবঙ্গমগণ গর্জ্জিতে লাগিল ॥ ২৩৪
আর যত নিশাচর ছিল তার অনুচর।
তারা ভয়যুক্ত হয়্যা ধায় দিগ্‌দিগন্তর ॥ ২৩৫
তারা পলাইতে পলাইতে কহে বন্ধুগণে।
ওরে পলারে পলারে যদি থাকিবে জীবনে ॥
একি একে হনুমান্ তাহে ধরিয়াছে অসি।
বুঝি না রাখিবে লঙ্কাপুরে সধবা রাক্ষসী ॥ ২৩৭
তবে তিন ভ্রাতৃপুত্র মল্য এক সহোদর।
দেখি ক্রুদ্ধ হয়্যা মহাপার্শ্ব হল্য অগ্রসর ॥ ২৩৮
সেই লৌহময় এক গদা ধরিয়াছে করে।
যেহ ঘৃণা করে ঐরাবত-করি-শুণ্ডবরে ॥ ২৩৯
যাহে শত শত শোভে স্বর্ণবলয় সুন্দর।
আর ক্ষুদ্র ঘণ্টা কিঙ্কিণী বাজয়ে মনোহর ॥২৪০
যেহ হইয়াছে বানরের রুধিরে রঞ্জিত।
অতি ভয়ানক মাংস-মেদ-বসাতে প্রক্ষিত ॥ ২৪১
হেন গদা ধরি মহাপার্শ্ব সিংহনাদ করি।
সেই কপিগণে মারিবারে ধায় মদে ভরি ॥ ২৪২
তাহা দেখিয়া বরুণ-পুত্র ঋষভ বানর।
তার পথ-মাঝে দাঁড়াইলা নির্ভর-অন্তর ॥ ২৪৩
তাহা নিরখিয়া মহাপার্শ্ব গদা ঘুরাইয়া।
তার বুকেতে মারিল সিংহনিনাদ ছাড়িয়া ॥২৪৪
সেই গদাঘাতে বিদীর্ণ হইলা বুকখান।
তাহে রক্তধারা বহে তিঁহ হইলা অজ্ঞান ॥২৪৫
এক ক্ষণপরে সে ঋষভ চেতন পাইয়া।
তার হস্ত হত্যে সেই গদা লইলা কাড়িয়া ॥ ২৪৬
তাহা মহাবেগে ঘুরাইয়া সিংহনাদ করি।
লম্ফ দিয়া মারিলেক তার মুণ্ডের উপরি ॥ ২৪৭
সেই গদাঘাতে মহাপার্শ্ব মস্তক ভাঙ্গিল।
সেহ বজ্র-হত-বৃক্ষমত মরিয়া পড়িল ॥ ২৪৮
তাহা দেখি যত নিশাচর ত্রাসযুক্ত-মন।
তারা অতিকায়-নিকটে করয়ে পলায়ন ॥ ২৪৯
এথা শ্রীরঘুনন্দন-সৈন্য মহা আনন্দিত।
করে সিংহনাদ কেহ কেহ করে নৃত্য গীত ॥
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রাম-রসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৫১

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে নরান্তক-দেবান্তক-মহোদর-ত্রিশিরো-মহাপার্শ্ব-বধো নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অতিকায়-বধ।

অভেদ্যবর্ম্মাপ্যতিঘোরকর্ম্মা,
বীরোঽতিকায়ঃ সমরেঽনপায়ঃ।
অঘানি যেন প্রসভং ক্ষণেন,
শ্রীলক্ষ্মণং তং প্রণমামানন্তম্ ॥ ১

তবে অতিকায় দেখি নিজ সৈন্য-ক্ষয়।
তিন ভ্রাতা আর দুই পিতৃব্যের লয় ॥ ২
মহাক্রোধযুক্ত মনে হয়্যা আগুসার।
দিলেক আপন দিব্য চাপেতে টঙ্কার ॥ ৩
কিবা ঘোরতর সেই চাপের নিস্বন।
যাহা শুনি মূর্চ্ছিত হইল কপিগণ ॥ ৪
বড় বড় বীর যত ভল্লুক বানর।
তাহাদের বক্ষঃস্থল কাঁপে থর থর ॥ ৫
তবে সেহ রথে থাকি গভীর গর্জ্জনে।
কহিতেছে সম্বোধিয়া প্লবঙ্গমগণে ॥ ৬
অরে অরে মহামূর্খ মর্কট সকল।
পলাও পলাও তোরা ছাড়ি রণস্থল ॥ ৭
ত্রিভুবনে অতি খ্যাত অতিকায়-নাম।
আসিয়াছি আমি আজি করিতে সংগ্রাম ॥ ৮

আজি না রাখিব এই ভুবন ভিতর।
আপন পিতার রিপু কপি কিবা নর॥ ৯
তোবা কেন মর মোর সম্মুখে থাকিয়া।
হিত কহি প্রাণ লয়্যা যাও পলাইয়া॥ ১০
এত কহি সিংহনাদ করে ঘনে ঘন।
তাহে অতি ত্রাসিত হইল কপিগণ॥১১
আর তার অতিশয় ভয়ঙ্কর কায়।
দেখিয়া বানর সব সাধ্বসে পলায়॥ ১২
কেহ কেহ সেতু দিয়া যায় সিন্ধুপারে।
কেহ প্রবেশয়ে বনে কেহ দরীদ্বারে॥ ১৩
কেহ কেহ সিন্ধুজলে থাকয়ে ড়ুবিয়া।
কেহ পত্রলতাদিতে নিজে আচ্ছাদিয়া॥ ১৪
কেহ কেহ প্রবেশয়ে রক্ষের কোটরে।
কেহ কেহ কুম্ভকর্ণ বদন বিবরে॥ ১৫
কেহ কেহ ভযে নিজে মৃত জানাবারে।
শয়ন করিয়া রহে শবের মাঝারে॥ ১৬
কেহ কেহ রা-চন্দ্র নিকটে যাইয়া।
কহিতেছে অতিকায বীরে দেখাইয়া॥ ১৭
দেখ দেখ রঘুবর রণের ভিতর।
আসিয়াছে অতি বড় এক নিশাচর॥ ১৮
উহারে দেখিয়া মাত্র যত কপিগণ।
ত্রাসিত হইয়া সবে কৈল পলায়ন॥ ১৯
কপিদের কথা শুনি শ্রীরঘুনন্দন।
অতিকায় দেখি হল্যা সবিস্ময় মন॥ ২০
যদ্যপি প্রথমে রণে দেখিছিলা তারে।
তথাপি বিস্ময় হল্য অন্তর মাঝারে॥ ২১
অলৌকিক পদার্থের এই ধর্ম্ম হয়।
দেখিলেও নব নব রূপে প্রকাশয়॥ ২২
তবে রঘুপতি নিজ মিত্র বিভীষণে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর বচনে॥ ২৩
দেখ মিত্র বিভীষণ, রণে আল্য কোন্ জন,
পর্ব্বতপ্রমাণ রথে চাপি।
নিজেও ভূধরে জিতি, শ্যামবর্ণ স্থূলাকৃতি,
অতি ভয়ঙ্কর সুপ্রতাপী॥ ২৪
মুকুট শোভয়ে শিরে, যেন নীল ধরাধরে,
সুবর্ণের শৃঙ্গ শোভা পায়।
পিঙ্গল নয়নদ্বয়, ভুজেতে অঙ্গদচয়,
গলে নানা আভরণ ভায়॥ ২৫
কিবা দেখি রথখান, দশশত পরিমাণ,
ঘোটকেতে বহিতেছে যারে।
পঞ্চ সুসারথি যার, ধ্বজ নরমুণ্ডাকার,
পতাকা উড়িছে চারি ধারে॥ ২৬
দেখি রথ-উপরিতে, অস্ত্র শস্ত্র নানা মতে,
শূল শাল মুষল মুদ্গার।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ভিন্দিপাল, শত শত তরবাল,
কঠোর কুঠার বহুতর॥ ২৭
অতিশয় ভয়ঙ্কর, লৌহময়-বাণধর,
অষ্টাত্রিংশ তূণ শোভা করে।
স্বর্ণ-বদ্ধ সুশোভন দিব্য দিব্য শরাসন;
চারিদিগে রহে থরে থরে॥ ২৮
দশহস্ত-পরিমাণ, দুই পাশে দুই খান,
খড়্গ দুলিতেছে ভয়ঙ্কর।
ধরিয়াছে বামকরে, একখান ধনুকেরে,
ইন্দ্রধনু সম দীর্ঘতর॥ ২৯
নিরখিয়া এই জনে, পলাইছে স্থানে স্থানে,
বানর সকল ভীত-মনে।
কে বটে কাহার পৌত্র, কি নাম কাহার পুত্র,
কহ তাহা এ রঘুনন্দনে॥ ৩০
শ্রীরাম বদনে শুনি এ সব বচন।
বিভীষণ তাঁহারে করেন নিবেদন॥ ৩১
প্রভু বিশ্রবার পৌত্র রাবণ নন্দন।
অতিকায় নামধারী হয় এই জন॥ ৩২
জনম ইহার ধন্যমানিনী জঠরে।
আপন পিতার তুল্য এ হয় সমরে॥ ৩৩
জ্ঞানিজন-সেবনেতে এহ অনুরক্ত।
একবার শ্রুতিমাত্রে শাস্ত্রাভ্যাসে শক্ত॥ ৩৪
সাম দান ভেদ দণ্ড এ চারি উপায়ে।
অত্যন্ত নিপুণ আর মন্ত্রণা-নিশ্চয়ে॥ ৩৫
ধর্ম্মশাস্ত্র-অর্থশাস্ত্র-কামশাস্ত্রে ধীর।
অশ্বপৃষ্ঠে গজস্কন্ধে রথে মহা স্থির॥ ৩৬
ধনুক ধারণে আর বাণ বিমোচনে।
ইহার সমান নাই রাবণ বিহনে॥ ৩৭
খড়্গচর্ম্ম যুদ্ধে আর গদাপ্রহরণে।
ইহার সমান নাই এ লঙ্কা-ভুবনে॥ ৩৮
ইহার বাহুর বলে করিয়া আশ্রয়।
নিরবধি লঙ্কাপুরী আছয়ে নির্ভয়॥ ৩৯

ইহার প্রভাবে প্রশংসয়ে সর্ব্বজন।
দেবতা দানব যক্ষ বিদ্যাধরগণ ॥ ৪০
এহ ঘোর তপ করি অনেক বরষ।
বিধাতারে করিয়াছে আপনার বশ ॥ ৪১
তাঁর স্থানে পাইয়াছে এই দিব্য যান।
আর পাইয়াছে নানা অস্ত্র শস্ত্র বাণ ॥ ৪২
দিব্য এক অভেদ্য কবচ পাইয়াছে।
সুরাসুরনিকটে অভেদ্য হইয়াছে ॥ ৪৩
এহ জিনিয়াছে বহু দেবতা-দানবে।
যক্ষ-বিদ্যাধর নাগ কিন্নরাদি সবে ॥ ৪৪
এহ করিছিল বাণে বজ্রের স্তম্ভন।
বরুণের পাশে করিছিল নিবারণ ॥ ৪৫
এহ লঙ্কামাঝে সব বীরের প্রধান।
দেব দৈত্য-জয়ী শূর বীর বলবান্ ॥ ৪৬
এহ রণে যাবদীয় কপি-ভল্লগণে।
সংহার করিবে শরজালে এইক্ষণে ॥ ৪৭
অতএব ইহারে করিতে সংহরণ।
করিতে হইবে অতি শীঘ্র আয়োজন ॥ ৪৮
এইরূপে বিভীষণ কন প্রভুবরে।
অতিকায় প্রবেশিল সমর ভিতরে ॥ ৪৯
ধনুকেতে গুণ দিয়া দিলেক টঙ্কার।
আর তার সঙ্গে করে গভীর হুঙ্কার ॥ ৫০
সেই শব্দ শুনি যত ক্ষুদ্র কপিগণ।
ত্রাসেতে হইল তারা সবে অচেতন ॥ ৫১
তবে নীল কুমুদ দ্বিবিদ আদি করি।
প্রধান প্রধান যত কপি কোপে ভরি ॥ ৫২
নানা মত পাদপ পর্ব্বতশৃঙ্গ ধরি।
ছাড়িতে লাগিল অতিকায়ের উপরি ॥ ৫৩
কেহ শাল কেহ তাল খর্জ্জুর তমাল।
কেহ নারিকেল কেহ গুবাক পিয়াল ॥ ৫৪
কেহ কেহ গিরিশৃঙ্গ করয়ে ক্ষেপণ।
কেহ বা পর্ব্বত তুলি করে প্রহরণ ॥ ৫৫
সেহ মহা ধনুর্দ্ধর তেজি মহাবাণ।
সেই সব বৃক্ষ শৃঙ্গে কৈলা খান খান ॥ ৫৬
আর তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ তীর ছাড়িয়া বিস্তর।
সে সব কপিরে বিন্ধি করিল জর্জ্জর ॥ ৫৭
কারো বিন্ধিলেক মুণ্ডে কারো বা কপালে।
কারো মুখে কারো বুকে কারো কণ্ঠে গালে ॥৫৮
কাহারো করেতে বিন্ধে কারো ভুজমূলে।
কাহারো উরুতে পাদে কাহারো লাঙ্গূলে ॥ ৫৯
সে সকল কপি বিদ্ধ হয়্যা শরে তার।
করিতে না পারে কিছু তার প্রতীকার ॥ ৬০
কিন্তু তারে দেখি সবে ত্রাসযুক্তমন।
সিংহেরে দেখিয়া যেন ক্ষুদ্র মৃগগণ ॥ ৬১
সেহ অতিকায় বীর ধর্ম্মযুদ্ধ করে।
যে তারে না মারে সেহ তারে না প্রহারে ॥ ৬২
এ লাগি উপেখি সব ভল্লুক-বানরে।
অতিকায় চলিল শ্রীরামবরাবরে ॥ ৬৩
থাকি সেহ শ্রীরামচন্দ্রের অগ্রভিতে।
গর্ব্ব করি উচ্চ রবে লাগিলা কহিতে ॥ ৬৪
আমি অতিকায়-নাম রাবণনন্দন।
রিপুপক্ষ-বিনাশনে সাক্ষাৎ শমন ॥ ৬৫
যুদ্ধ নাহি করি আমি ক্ষুদ্রের সঙ্গিতে।
আর যে না জানে অস্ত্র ধারণ করিতে ॥ ৬৬
হেন আমি আসিযাছি আজ এই রণে।
যার ইচ্ছা হয় যুদ্ধ কর মোর সনে ॥ ৬৭
তার সেই কথা শুনি ক্রুদ্ধ শ্রীলক্ষ্মণ।
গা তুলি দাঁড়াল্যা করি ধনুক ধারণ ॥ ৬৮
তাহা দেখি রামচন্দ্র শঙ্কাযুক্ত মন।
কহিছেন তাঁর প্রতি মধুর বচন ॥ ৬৯
একি দেখি একি দেখি প্রাণাধিক ভাই।
মোরে না কহিয়া তুমি যাও কোন্ ঠাঁই ॥৭০
দেখিতেছি ঘোরতর এই নিশাচর।
এ যুদ্ধে পাঠাত্যে তোরে আমি করি ডর ॥৭১
তুমি থাক এই স্থানে সকলে লইয়া।
ইহারে বধিয়া আসি আমিহ যাইয়া ॥ ৭২
এতেক শ্রীরামবাণী শুনিয়া লক্ষ্মণ।
করিছেন হাসি হাসি তাঁরে নিবেদন ॥ ৭৩
প্রভু হয়্যা নিজে বিবেচক মহাজ্ঞানী।
কহিতেছ কেন হেন অনুচিত বাণী ॥ ৭৪
ভৃত্যজন নিকটে থাকিতে বিদ্যমান।
স্বামী নিজে কোথা করে সমরে প্রস্থান ॥ ৭৫
ভৃত্য জন নাহি পারে যে কর্ম্ম সাধিতে।
তাহাতেই হয় নিজে স্বামীরে সাজিতে ॥ ৭৬
আমিহ তোমার শ্রীচরণকৃপা-লেশে।
বিনাশিব এই দুষ্ট রাক্ষসে অক্লেশে ॥ ৭৭

অতএব আপনি না করিবে বারণ।
করিলেও বারণ না করিব শ্রবণ ৭৮
যদি মোরে নাহি দিবে সমরে যাইতে।
তবে কেন আনিছিলে আপন সহিতে ॥ ৭৯
যদি কহ অন্যসঙ্গে যাইবে যুঝিতে।
তার সম্ভাবনা আমি না পাই দেখিতে ॥ ৮০
দেখ দেখ যত বীর লঙ্কা হত্যে আসে।
প্রায় তা-সবারে কপিগণই বিনাশে ॥ ৮১
প্রধান প্রধান যত রাক্ষস আসিবে।
তাহাদের সঙ্গে নিজে যুঝিতে যাইবে ॥ ৮২
তবে আমি কোন কর্ম্ম করি আচরণ।
করিব শ্রীজানকীর মানস-তোষণ ॥ ৮৩
বনযাত্রা-কালে মাতা কহিলা আমারে।
অগ্রেতে যাইবে তুমি শত্রুসাক্ষাৎকারে ॥ ৮৪
সে আজ্ঞা লঙ্ঘিলে পাপ হইবে আমার।
তোমারো হইতে পারে দোষের সঞ্চার ॥ ৮৫
আপনি যে কহিছেন শঙ্কা হয় মনে।
সে যোগ্য বটে কিন্তু নহে এই জনে ॥ ৮৬
যদি জ্ঞান মোর প্রতি নিজ কৃপা আছে।
তবে কি সংশয় পাঠাইতে শত্রু-কাছে ॥ ৮৭
এত মর্ম্মকথা শুনি লক্ষ্মণ-আননে।
কহিছেন প্রভু তাঁরে হসিত-বদনে ॥ ৮৮
ভ্রাতৃবর তোমার যাহাতে হয় সুখ।
তাহাই করহ মোর কিছু নাহি দুখ ॥ ৮৯
এত বাক্য শুনি তবে যে আজ্ঞা বলিয়া।
চলিলা সুমিত্রা-সুত তাঁরে প্রণমিয়া ॥ ৯০
তাঁর সঙ্গে প্রধান প্রধান কপিগণ।
রামজয় শব্দ করি করিলা গমন ॥ ৯১
তবে শ্রীলক্ষ্মণ করি রণ-স্থানে আগমন।
কৈলা অচিরাতে ধনুকেতে গুণসমর্পণ ॥ ৯২
কিবা সেই ধনু হয় জনু ইন্দ্র-শরাসন।
তার গুণখান শোভমান বাসুকি যেমন ॥ ৯৩
পরতাপে সেই চাপে দিলেন টঙ্কার।
নিজ রবে মেঘ সবে করিল ধিক্কার ॥ ৯৪
সেই রব দিক্ সব সাগর গগন।
রি-গুহান্তরে স্বর্গপুরে করিল পূরণ ॥ ৯৫
যত পাখী ছাড়ি শাখী দূরে পলাইল।
পশুগণ অচেতন ভূতলে পড়িল ॥ ৯৬

ছিল অতিকায় রথে তায় যত অশ্বগণ।
তারা স্তব্ধ ভেল পাশরিল আপন গমন ॥ ৯৭
যত নিশাচর পাই ডর কাঁপে ঘনেঘন।
কারো পড়ে কর হত্যে শর কেহ অচেতন ॥৯৮
সেই গুণধ্বনি কর্ণে শুনি রাবণনন্দন।
হয়্যা সুবিস্মিত একচিত করে নিরীক্ষণ ॥ ৯৯
পরে হয়্যা ক্রুদ্ধ মহাযুদ্ধ শূর অতিকায়।
মহা গর্ব্বভরে লক্ষ্মণেরে কহে উভরায় ॥ ১০০
ওহে শুন শুন শ্রীলক্ষ্মণ সুমিত্রানন্দন।
তুমি মোর সনে কেন রণে কৈলে আগমন ॥১০১
তুমি অল্পবয়া ক্ষুদ্রকায়া কোমলমূরতি।
নহ রণে ধীর নহ বীর বলিষ্ঠ সু-তি ॥ ১০২
আমি অতিকায় দেবরায়-পরাভবকারী।
নাহি ত্রিভুবনে কোনোজনে তুলনা হামারী ॥
আমি বাহুজোরে যেই শরে করিয়ে মোচন।
তাহা সহিবারে নাহি পারে বিশ্বে কোনোজন ॥
কিবা কব আন জগৎপ্রাণ ধরণী অম্বর।
তারা মোর শর-বেগভর সহিতে কাতর ॥ ১০৫
হেন মোর পার্শ্বে পরামর্শে শুনিয়া কাহার।
তুমি আসিয়াছ করিয়াছ রণে আগুসার ॥ ১০৬
তোহে হিতবাণী আমি ভণি করহ শ্রবণ।
কেন কালফণি-মুখে পাণি করহ অর্পণ ॥ ১০৭
যদি আপনার হিত আর জীবন বাসহ।
তবে ধনুর্ব্বাণ তেজি আন-স্থানে গিয়া রহ ॥১০৮
দেখ এই মোর শর ঘোর সর্পের সমান।
বিন্ধি তব ছাতি রক্ততাতি করিবেক পান ॥১০৯
তাহা নিবারিতে কোনোমতে নারিবে তুমিহ।
তেঁই এথা হইতে পলাইতে কহিয়ে আমিহ ॥
যদি মোর বাণী নাহি শুনি না পলাও ডরে।
তবে সুনিশ্চয় যমালয় যাইবে সত্বরে ॥ ১১১
কিন্তু এক ইতে মোর চিতে খেদ এই হয়।
আমি কি প্রকারে বালকেরে করিব সংক্ষয় ॥১১২
দেখ বীর্য্যপরা-ক্রমে যারা দুজন তুলিত।
তারা পরস্পরে সম্প্রহারে হয় সমুচিত ॥ ১১৩
আমি মহাবীর্য্য দেববীর্য্য জিনিয়াছি রণে।
এবে তোহে জিতি কিবা খ্যাতি হইবে ভুবনে
তেঁই পুনঃপুন কহি শুন আমার বচন।
তুমি ফেলি বাণ লয়্যা প্রাণ কর পলায়ন ॥১১৫

যদি মোর সঙ্গে যুদ্ধরঙ্গে বাসনা নিতান্ত।
তবে যথাশক্তি শরমুক্তি কর অবিশ্রান্ত ॥ ১১৬
আমি তার পরে নিজ শরে করিয়া বেধন।
তোহে বধ করি যমপুরী করিব প্রেষণ ॥ ১১৭
অতি-কায়-বাণী এত শুনি শ্রীমান্ লক্ষ্মণ।
তাহে নাহি রুষি হাসি হাসি কহেন বচন ॥ ১১৮
ওহে লঙ্কাপতি-পুত্র অতি-কায় নিশাচর।
তুমি কর কেন গর্ব্ব হেন অনুচিততর ॥ ১১৯
যারা শূর হয় না করয় বাক্যেতে শ্লাঘন।
কিন্তু করি কার্য্য নিজবীর্য্য করে প্রকাশন ॥১২০
তুমি স্ববদনে নিজগুণে যাবৎ বর্ণিলে।
তাহা প্রকাশন হবে রণমাঝে একত্রিলে ॥ ১২১
নানা অস্ত্র-সাথে দিব্যরথে রয়্যাছ তুমিহ।
ভূমি আলম্বিয়া দাণ্ডাইয়া রয়্যাছি আমিহ ॥ ১২২
তভু তব শৌর্য্য বাহুবীর্য্য বিক্রম যেমন।
তাহা সব জনে এই ক্ষণে করাব দর্শন ॥ ১২৩
মোর যত বাণ তব প্রাণ সহ রক্তধারে।
পান করি করি পেট পূরি নাশিবে ক্ষুধারে ॥১২৪
অল্প-বয়া করি মোরে করিতেছ অবজ্ঞান।
ইহা যোগ্য নয় কোথা হয় বয়স প্রধান ॥ ১২৫
দেখ বনজাল বহুকাল জন্মিয়া থাকয়।
কিন্তু বীতিহোত্র জন্মি মাত্র করে ভস্মময় ॥ ১২৬
মোরে ক্ষুদ্রমূর্ত্তি দেখি স্ফূর্ত্তি হইছে তোমার।
ইহা হাসিবার কথা তার শুনহ বিস্তার ॥ ১২৭
দেখ অতিশয় স্থূল হয় যত দন্তিচয়।
কিন্তু ক্ষুদ্রকায় সিংহ তায় অক্লেশে মারয় ॥১২৮
তেন আমি তোরে একশরে বধিব নিশ্চয়।
তুমি মোরে জান নিজপ্রাণ-নাশী অসংশয় ॥১২৯
তুমি প্রথমেতে নানামতে জানাও বিক্রম।
তবে আমি তোহে যমগেহে করাব সঙ্গম ॥ ১৩০
এত শ্রীলক্ষ্মণ সুবচন করিয়া শ্রবণ।
ক্রুদ্ধ হয়্যা তায় অতিকায় যুদ্ধে দিল মন ॥১৩১
সেহ উভয়ের সমরের মাধুরী দেখিতে।
যত দেবগণ সুখিমন আল্যা উপরিতে ॥ ১৩২
আর বিদ্যাধর সকিন্নর গুহ্যক তপসী।
যক্ষ-সিদ্ধ-ভূত ভূতপতি তাদের প্রেয়সী ॥১৩৩
তবে দশশির-পুত্র তীর একটা ছাড়িলা।
সেহ মহাবল দাবানল-সমান চলিলা ॥ ১৩৪
করি নিরীক্ষণ শ্রীলক্ষ্মণ সেই ঘোর বাণ।
অর্দ্ধ-চন্দ্রশরে করি তারে করিলা দুখান ॥ ১৩৫
তবে ক্রুদ্ধমতি লঙ্কাপতি-পুত্র পঞ্চশর।
চাপে যোগ করি দিলা ছাড়ি লক্ষ্মণ-উপর ॥১৩৬
তাহা নিরখিয়া ক্রুদ্ধ-হিয়া সুমিত্রা-সন্তান।
ছাড়ি পঞ্চবাণ খান খান কৈলা সেই বাণ ॥১৩৭
তবে শ্রীলক্ষ্মণ বিলক্ষণ এক শরে ধরি।
ধনুর্গুণে দিলা আকর্ষিলা কর্ণবরাবরি ॥ ১৩৮
অতি বেগভরে সেই শরে করিলা মোচন।
সেহ নিরখিতে নিরখিতে করিল গমন ॥ ১৩৯
সেহ আসি অতি বেগে অতিকায়ের কপালে
কৈল পরবেশ ভুজঙ্গেশ যেন নিজ খালে ॥ ১৪০
সেই শরাঘাতে ধারামতে রক্ত বাহিরায়।
তাহে সেহ ভাসে জম্বরসে যেন গিরিকায় ॥১৪১
সেই বাণঘায় অতিকায় মূর্চ্ছিত হইয়া।
সেহ কম্পবান্ হল বাণধনুক ফেলিয়া ॥ ১৪২
পরে একক্ষণ সচেতন হইয়া বসিয়া।
নিজ মনে মনে এই ভণে বিস্ময় পাইয়া ॥ ১৪৩
ওহে দাশরথি মহারথি সাধু হে তোমারে।
সাধু তব শরে ধনুকেরে সাধু বাহুসারে ॥ ১৪৪
আমি দেখিলাম বুঝিলাম সংসারমাঝার।
তুমি যোগ্য বট যোগ্য বট বিপক্ষ আমার ॥
এত কহি মনে একবাণে করিলা ক্ষেপণ।
ছাড়ি এক শর রঘুবর করিলা ছেদন ॥ ১৪৬
তবে নিশাচর তিন শর করিলা মোচন।
তারে শরত্রয় ছাড়ি ক্ষয় করিলা লক্ষ্মণ ॥১৪৭
পুন দশশির-পুত্র বীর ছাড়ে পঞ্চবাণ।
শ্রীলক্ষ্মণ তারে পঞ্চশরে কৈলা খান খান ॥১৪৮
তবে অতিকায় বীররায় কোপেতে কম্পিত
পুন সপ্তখান তীক্ষ্ণবাণ ছাড়িলা ত্বরিত ॥ ১৪৯
মহাবলে ক্ষিপ্ত সেই সপ্ত শর বেগে ধায়।
যেন এককালে ব্যোমতলে সপ্তভানু যায় ॥ ১
দেখি রঘুবীর সপ্ততীর করিয়া যোজন।
টানি আকর্ণান্ত অসম্ভ্রান্ত করিলা মোচন ॥ ১
সেই সাত কাণ্ড সুপ্রকাণ্ড তেজেতে উজ্জ্বল
করি উভরায় বেগে ধায় যেন কালানল ॥ ১৫
সেই শরস্পৃষ্ট হয়্যা নষ্ট হল্য তার শর।
তাহা দেখি অতি ক্রুদ্ধমতি রাবণকোঙর ॥১

সেই মহত্তর বেগভর করি আবিষ্কার।
কিবা শরগণ বরিষণ করে অনিবার ॥ ১৫৪
কিবা অদ্ভুত শত শত লক্ষকোটি ক্রমে।
শর বৃষ্টি করে জলধরে জলধারাসমে ॥ ১৫৫
তাহে ধরাতল সিন্ধুজল দিগন্ত আকাশ।
কিছু নাহি ভায় হল্য প্রায় অন্ধপরকাশ ॥১৫৬
তাহা দেখি ভীত কপি যত করে পলায়ন।
কহে কি হইবে কি হইবে না দেখি লক্ষ্মণ ॥ ১৫
তবে তা-সবার অনিবার ক্রন্দন শুনিয়া।
দশরথ-পুত্র বায়ব্যাস্ত্র দিলেন ছাড়িয়া ॥ ১৫৮
কিবা মন্ত্রগুণে সেই বাণে হল্য মহাঝড়।
তাহে উড়ি পড়ে লঙ্কাপারে অতিকায়-শর ॥১৫৯
তাহা নিরখিয়া সুখি-হিয়া যাবৎ বানর।
করে ঘন ঘন সগর্জ্জন হুঙ্কার বিস্তর ॥ ১৬০
তাহে মহাকোপে নিজ চাপে একশর যুড়ি।
নিশাচরপতি-পুত্র অতিকায় দিল ছুড়ি ॥ ১৬১
মহা ঘোরতর সেই শর অতি বেগভরে।
কৈল প্রবেশন শ্রীলক্ষ্মণ-বুকের ভিতরে ॥ ১৬২
তাহে বার বার রক্তধার লাগিল বহিতে।
তাহে ব্যথা পাই রামভাই লাগিল কাঁপিতে ॥
কিছুকাল পরে সেই শরে উপাড়ি ফেলিয়া।
নিজ শরাসনে একবাণে যুড়িয়া লইয়া ॥ ১৬৪
অগ্নিমন্ত্র পরি পূত করি সে শরে ছাড়িলা।
সেই প্রলয়ের অনলের সমান চলিলা ॥ ১৬৫
করি নিরীক্ষণ দশানন-পুত্র সেই শরে।
নিজ সূর্য্যবাণ সুসন্ধান কৈলা বেগভরে ॥ ১৬৬
সেই শর তবে মহাজবে করিল গমন।
যেন সূর্য্যগণ এককক্ষণ কৈল প্রকাশন ॥ ১৬৭
তবে রঘুবর নিশাচর উভয়ের শর।
নিজ তেজভরে দাহ করে ব্যোম-দিগন্তর ॥১৬৮
সেই দুই শরে পরস্পরে মিলন হইয়া।
তাহা ভূমে পড়ে পরস্পরে ভসম করিয়া ॥ ১৬৯
অতি-কায় বীর রণে ধীর ঐষীকাখ্যশরে।
কৈলা নিয়োজন সন সন শব্দে সে সত্বরে ॥১৭
তবে মহাভুজ রামানুজ যুড়ি ইন্দ্র-বাণ।
সেই ঐষীকেরে তার জোরে কৈলা খান খান।
তবে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা যুদ্ধ-বিজ্ঞ নিশাচর।
[illegible]

তাহা দেখি জানি রঘুমণি বায়ব্য ছাড়িলা।
তাহে প্রেত-পতিবাণে অতি শীঘ্র বিনাশিলা ॥
তাহে দশানন-পুত্রমন দহে কোপভরে।
সেই জলধর-সম শর-জাল বৃষ্টি করে ॥ ১৭৪
পরে রঘুবর সেই শর নিজ শরে কাটি।
তারে নাশিবারে বৃষ্টি করে শর আঁটি আঁটি ॥
সেই শরততি তীক্ষ্ণ অতি বেগেতে সঞ্চারে।
কিন্তু অতিকায়-বীরগায় প্রবেশিতে নারে ॥১৭৬
সেই মহাশক্ত ব্রহ্মদত্ত সানা দেহে পরে।
তাহে হয়্যা লগ্ন অগ্রভগ্ন শর ভূমে পড়ে ॥ ১৭৭
তাহা দেখি অতি ক্রুদ্ধমতি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
পুন বাণগণ বরিষণ করেন সঘন ॥ ১৭৮
তাহে নাহি পায় অতিকায় কিছুমাত্র ব্যথা।
জল-ধারা-যূথে নাহি ব্যথে ছত্রধারী যথা ॥১৭৯
সেই কালফণি-তনু জিনি অতি ভয়ঙ্কর।
কৈলা নিক্ষেপণ শ্রীলক্ষ্মণ প্রতি একশর ॥ ১৮০
সেই ঘোরতীর রঘুবীর-বক্ষেতে বাজিলা।
তাহে কতক্ষণ শ্রীলক্ষ্মণ অজ্ঞান হইলা ॥ ১৮১
দুই দণ্ড পরে জ্ঞানবরে পাইয়া লক্ষ্মণ।
কৈলা দশশির-পুত্রবীর-বরে প্রশংসন ॥ ১৮২
পরে সুপ্রকাণ্ড চারিকাণ্ড করি নিয়োজন।
তার দুই যোড়া শ্রেষ্ঠঘোড়া কৈলা বিনাশন ॥
আর একশরে সারথিরে করিলা মারণ।
অন্য এককাণ্ডে ধ্বজদণ্ডে করিলা ছেদন ॥১৮৪
ধ্বজ-চ্ছেদ দেখি বড় রোষী রাবণ নন্দন।
শর-বৃষ্টি করে তদুপরে কুজ্ঝটি যেমন ॥ ১৮৫
তবে ক্রুদ্ধ-মন শ্রীলক্ষ্মণ ছাড়ি শরগণ।
তার শরজালে অবহেলে কৈলা নিবারণ ॥১৮৬
আর সেই বীরে বধিবারে দৃঢ় তীক্ষ্ণশরে।
কত কোটি কোটি আঁটি আঁটি ছাড়েন নির্ভরে
কিন্তু সেই সব তীরলব মাত্র তার গায়।
প্রবে-শিতে নারি ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় ॥
দেখি সে আশ্চর্য্য রঘুবর্য্য শঙ্কিত অন্তরে।
ভাবি-ছেন চিতে কিরূপেতে বধি নিশাচরে ॥
আসি সেইকালে কর্ণমূলে কহেন পবন।
প্রভু কর্ণ পাতি কর শ্রুতি আমার বচন ॥ ১৯০
এই অতিকায় নিজ গায় ব্রহ্মদত্ত সানা।
[illegible]

নাহি ভাব তাহে কিন্তু কহে ব্রহ্ম-অস্ত্র যারে।
সেই বাণ ছাড়ি মন্ত্র পড়ি বধহ ইহারে ॥ ১৯২
সেহ ব্রহ্মঅস্ত্র সুপ্রশস্ত অমোঘ অক্ষয়।
নিয়ো-জিবা মাত্র স্বজবক্ষে ভেদিবা নিশ্চয় ॥১৯৩
এত নাহি জানে সেই বাণে প্রয়োগ করিতে।
কভু না পারিবে না পারিবে তাহা সংহারিতে ॥
কহি এ বচন সমীরণ গেলা নিজস্থানে।
শুনি সেই বাণী রঘুমণি লইলা সে বাণে ॥ ১৯৫
যবে রঘুবর সেই শর চাপেতে যুড়িলা।
তবে সিন্ধুধরা-ধর ধরা কাঁপিতে লাগিলা ॥ ১৯৬
যত গ্রহগণ ভীত-মন গতি বিস্মরিলা।
আর দিক্‌চয় ধুমময় জলিতে লাগিলা ॥ ১৯৭
তবে মহাবীর্য্য রঘুবর্য্য টানি চাপবরে।
মন্ত্র-পূত করি দিলা ছাড়ি সেই দিব্য শরে ॥
তার সব পক্ষ করি লক্ষ্য বসিলা পবন।
মুখে দণ্ডধর বৈশ্বানর প্রচণ্ড তপন ॥ ১৯৯
দেহে দেব যক্ষ লক্ষ লক্ষ কৈলা আবেশন।
সেহ স্বপ্রকাশে দিক্‌দশে কৈলা প্রকাশন ॥ ২০০
সেহ নিজ তেজে জিনি বাজে গমন করিল।
তার শুনি রব লোক সব মূর্চ্ছিত হইল ॥ ২০১
দেখি সেই শর নিশাচররাজের তনয়।
মহা সম্ভ্রমেতে শক্তিমতে বর্ষে বাণচয় ॥ ২০২
সেই সব শর ব্রহ্মশর-তেজে ভস্ম হয়।
যেন তৃণগণ হুতাশন-স্পর্শে নাহি রয় ॥ ২০৩
তবে যথাশক্তি বহুশক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপিল।
কিবা সে সকল অবিকল নিষ্ফল হইল ॥ ২০৪
তবে অগ্রদেশে দেখিয়া সে বিধাতার শরে।
কত শূল শাল ভিন্দিপাল গদাঘাত করে ॥ ২০৫
সেহ বলবান ব্রহ্মবাণ কিছু না মানিল।
কিন্তু দশকণ্ঠ-পুত্রকণ্ঠদেশেরে কাটিল ॥ ২০৬
তবে হয়্যা খণ্ড তার মুণ্ড মুকুট-সহিত।
সেহ সেই কালে ধরাতলে হইল পতিত ॥ ২০৭
তাহা দেখি তার ভৃত্য আর যত বন্ধুগণ।
তারা হাহাকার করে আর করে পলায়ন ॥ ২০৮
তাহা দৃষ্টি করি সুখে ভরি যত কপিগণ।
তারা সিংহনাদ অবিষাদ করয়ে সঘন ॥ ২০৯
যত দেববৃন্দ মহানন্দ-ভরে উলসিত।
তারা জয়ধ্বনি করে মুনি সমূহ-সহিত ॥ ২১০

এথা শ্রীলক্ষ্মণ সুখিমন রাম-আগে গিয়া।
তাঁর শ্রীচরণে প্রীতমনে বন্দিলা পড়িয়া ॥ ২১১
সব বার্ত্তা শুনি রঘুমণি আনন্দিত মন।
নিজ অনুজেরে লয়্যা কোরে কৈলা আলিঙ্গন।
যত কপিততি সুখিমতি দুই রঘুবরে।
কিবা বেড়ি বেড়ি করতারী দিয়া নৃত্য করে ॥
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২১৪

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলা-বর্ণনে
অতিকায়বধো নাম দ্বাদশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মেঘনাদের মায়া-যুদ্ধ।

উৎপাট্য বাহুদ্বিতয়েন বীর্য্যা-
দানীতবানোষধিভূধরং যম্।
চক্রে সসৈন্যৌ রঘুরাজপুত্রৌ
যো নির্ব্রণৌ তং হনুমন্তমীড়ে ॥ ১

তবে ভগ্নদূত গিয়া দশানন পাশে।
নিবেদন করিতেছে গদগদ ভাষে ॥ ২
মহারাজ-চারিজন তনয় তোমার।
রণে গিয়াছিল দুই জন ভ্রাতা আর ॥ ৩
তার মধ্যে পঞ্চজনে বানরে বধিল।
অতিকায় লক্ষ্মণের বাণেতে মরিল ॥ ৪
দূতমুখে এত বাণী করিয়া শ্রবণ।
কিছুকাল স্তব্ধ হয়্যা রহে দশানন ॥ ৫
মুহূর্ত্তেক পরে পুন পাইয়া চেতন।
কি কহিলে বলিয়া করয়ে জিজ্ঞাসন ॥ ৬
পুনর্ব্বার দূত কৈল সব নিবেদন।
তাহা শুনি মূর্চ্ছিত হইল দশানন ॥ ৭
কিছুকাল পরে পুন সম্বিত পাইয়া।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে হুঙ্কার করিয়া ॥ ৮
হইয়াছে অতিশয় শোকেতে মগন।
না পারয়ে করিবারে ধৈরযধারণ ॥ ৯

বিগলিত নয়নে ঘন অশ্রুধারা বয়।
মুক্তকণ্ঠ হয়্যা রাজা ক্রন্দন করয়॥ ১০
হইল হায় হায়, দুখ নাহি সহা যায়,
আর দেহে প্রাণ নাহি রহে।
কানল বিপরীত, হয়্যা অতি প্রজ্বলিত,
নিরবধি প্রাণ মন দহে॥ ১১
মরিতেছি একে, কুম্ভকর্ণ-ভ্রাতৃশোকে,
ক্ষণকাল স্থির নহে মন।
পার আর বার, এই বজ্র-সম্প্রহার,
কি করিয়া ধরিব জীবন॥ ১২
ওরে অতিকায় পুত্র, সকল গুণের পাত্র,
কোন্ স্থানে করিলে গমন।
দেখিয়া মুখ তোর, বিদরয়ে বুক মোর,
ধৈর্য্য নাহি ধরে মোর মন॥ ১৩
মা বিনে ঘর-দ্বার, সব হল্য অন্ধকার,
শূন্য দেখি এ তিন ভুবন।
অন্ধ হল্য সব নেত্র, জ্বলিতেছে মোর গাত্র,
হৃদয় হইছে উচাটন॥ ১৪
ওরে বাছা মোর, না দেখিব আর তোর,
সুধাংশুসমান সে বদন।
তোরে নিজকোরে, না বসাব ধরি করে,
না শুনিব সে মিষ্ট বচন॥ ১৫
কহিবে মোরে আর, হিত কথা শাস্ত্রসার,
কে করিবে বিপদে মোচন।
করিবে শত্রুজয়, কে তোষিবে বন্ধুচয়,
সম্মানিবে কেবা মান্যজন॥ ১৬
বাপ দেবান্তক, ত্রিশিরা রে নরান্তক,
ভ্রাতা মহাপার্শ্ব মহোদর।
সবে ছাড়ি মোরে,গেলে কোন্ দেশান্তরে
না দেখিয়া পোড়য়ে অন্তর॥ ১৭
গেলে তোরা সবে, জীবনে কি কার্য্য তবে,
মরিব ডুবিয়া রত্নাকরে।
মাত্র রহি গেল, হৃদয়েতে খেদ শেল,
জিনিতে নারিলুঁ রঘুবরে॥ ১৮
রূপে ক্রন্দন করয়ে দশানন।
মনো মত্তে স্থির নাহি হয় একক্ষণ ১৯
তার ক্রন্দন শুনি কান্দে সব জন।
[illegible] ...ন॥ ২০

তবে ইন্দ্রজিত নিজ ক্রন্দন সম্বরি।
কহিতেছে দশাননে অহঙ্কার করি॥ ২১
মহারাজ এ ত নহে শোকের সময়।
বিষাদ তেজিয়া স্থির করহ হৃদয়॥ ২২
দ্বারেতে দাঁড়ায়্যা শত্রু করে সিংহনাদ।
এ সময়ে যোগ্য নহে করিতে বিষাদ॥ ২৩
কি লাগিয়া করিতেছ শোক লঙ্কাস্বামী।
তাহারো কারণ কিছু নাহি দেখি আমি॥ ২৪
সংগ্রাম আরম্ভ করি পুত্রাদি-মরণে।
শোক যোগ্য নাহি হয় ভবদ্বিধ জনে॥ ২৫
শত্রুজয় লাগি যেই হইছ চিন্তিত।
তাহা যোগ্য নাহি হয় থাকিতে ইন্দ্রজিত॥ ২৬
তাড়িত হইয়া মোর তীক্ষ্ণ তীরধারে।
প্রাণরক্ষা করিবারে কোন্ জন পারে॥ ২৭
জিনিয়াছি আমি সহশত্রু সুরগণে।
কি করিবে আমার মানুষ কপিজনে॥ ২৮
এই আমি চলিলাম সমর-ভিতর।
বাঁধিবারে তব শত্রু মানুষ বানর॥ ২৯
দেখিবে আমার বীর্য্য আজি ত্রিভুবন।
শিব-শক্র-বিষ্ণু আদি যত সুরগণ॥ ৩০
আজি বাণে বিন্ধি বিন্ধি যাবত বানরে।
পাঠাইব প্রাণ নাশি প্রেতপতিঘরে॥ ৩১
রাম-কার্য্যে আসিয়াছে যত পশুগণ।
না রাখিব তার মধ্যে কাহারো জীবন॥ ৩২
রাম-লক্ষ্মণেরে বহু বাণে বেধ করি।
দেখাইব অদ্য আমি শমন-নগরী॥ ৩৩
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহি সম্মুখে তোমার।
শত্রু না রাখিব আজি সংসারমাঝার॥ ৩৪
এক্ষণেতে আজ্ঞা দাও আপুনি আমারে।
যাই আমি তব শত্রু নাশ করিবারে॥ ৩৫
এতেক বচন শুনি নিশাচরপতি।
কহিতেছে প্রশংসা করিয়া তার প্রতি॥ ৩৬
বাপধন তোমার বালাই লয়্যা মরি।
দেখিলে তোমায় সব শোকেরে পাসরি॥ ৩৭
করিতেছ তুমি যেই নিজের ব্যাখ্যান।
তাহা কিছু মিথ্যা নহে সকল প্রমাণ॥ ৩৮
জিনিয়াছ তুমি সহসৈন্যে পুরন্দরে।
কি আশ্চর্য্য জিনিবে যে মানুষ-বানরে॥ ৩৯

এত কহি নিজ কণ্ঠ হৈতে মণিহার।
উত্তরিয়া নিজে দিল কণ্ঠেতে তাহার ॥ ৪০
তবে মেঘনাদ প্রণমিয়া দশাননে।
রণসজ্জা করিবারে গেল স্বভবনে ॥ ৪১
ইন্দ্রজিত আজি রণে করিবে গমন।
শুনিয়া রাক্ষস সব করয়ে সাজন ॥ ৪২
যূথে যূথে হস্তী ঘোড়া রথ কত শত।
পদাতি সাজিছে যত গণিব তা কত ॥ ৪৩
মেঘনাদ-নিকটে তাহার ভৃত্যগণ।
রণের সাজন সব কৈল আনয়ন ॥ ৪৪
তবে ইন্দ্রজিত দিব্য সানাহ শরীরে।
পরিলা মুকুট নানা মণিময় শিরে ॥ ৪৫
কর্ণেতে কুণ্ডল পরে অতি অনুপাম।
গলে মণিময় হার হেম-মুক্তাদাম ॥ ৪৬
ভুজে বাজুবন্ধ পরে হীরকে খচিত।
করেতে বলয় মণি মাণিক্যজড়িত ॥ ৪৭
অঙ্গুলীতে মণিময় অঙ্গুরী পরিল।
কটিতটে ক্ষুদ্র ঘণ্টা কিঙ্কিণী বান্ধিল ॥ ৪৮
পৃষ্ঠেতে বান্ধিল তূণ শরেতে পূরিত।
খরশাণ খড়্গ নিল ধনু বিপরীত ॥ ৪৯
আর নানা অস্ত্র-শস্ত্র করিয়া ধারণ।
করিলেক নানামতে মঙ্গলাচরণ ॥ ৫০
হেনকালে সজ্জা করি তাহার স্যন্দন।
সেইস্থানে সারথি করিল আনয়ন ॥ ৫১
কিবা সেই রথখান অতি সুশোভিত।
স্বর্ণময় মণি-মুক্তা-হীরকে খচিত ॥ ৫২
দোলিতেছে স্বর্ণঝাঁপা কত শারি শারি।
মুক্তাময় ঝারা ঝারা অতি মনোহারী ॥ ৫৩
থরে থরে দোলে সিত-অসিত চামর।
মধ্যস্থানে টাঙ্গিয়াছে বিতান সুন্দর ॥ ৫৪
অতি ভয়ঙ্কর ধ্বজ দিয়াছে মাথায়।
উড়িছে পতাকা কত মৃদু মৃদু বায় ॥ ৫৫
নানাজাতি অস্ত্র-শস্ত্র তাহে তুলিয়াছে।
সজ্জিত তুরঙ্গ দশশত যুড়িয়াছে ॥ ৫৬
সেই রথে আরোহণ করি ইন্দ্রজিত।
সমরে পয়াণ করে অতি হরষিত ॥ ৫৭
তার সঙ্গে যায় অশ্বী গজী রথী কত।
শর ধনু ধরি পদাতিক শত শত ॥ ৫৮
খড়্গ চর্ম্ম শূল শাল পরশু তোমর।
গদা চক্র ধরি যায় কত নিশাচর ॥ ৫৯
বাজিতে লাগিল কত বিবিধ বাজন।
আকাশে উড়িছে কত পতাকা শোভন ॥ ৬০
হেন সৈন্য অগ্রে করি বীর ইন্দ্রজিত।
পয়াণ করিল রণ করিতে তুরিত ॥ ৬১
কিবা সাজিতেছে সেই রথের উপর।
বিমান-উপরি যেন রাহু ঘোরতর ॥ ৬২
ধরিয়াছে তার শিরে ছত্র সুপাণ্ডর।
পূর্ণচন্দ্র উঠে যেন মেঘের উপর ॥ ৬৩
দুই পাশে দাঁড়ায়্যা সজ্জিত ভৃত্যগণ।
করিতেছে শুক্লবর্ণ চামর বীজন ॥ ৬৪
এইরূপে মেঘনাদ যাইতে যাইতে।
পরামর্শ করে কিছু আপনার চিতে ॥ ৬৫
লক্ষ্মণ-রামের হয় যেন বাহুবল।
যেন পরাক্রম যেন সমর-কৌশল ॥ ৬৬
তাহাতে সম্মুখ-যুদ্ধ করি রণজয়।
বুঝি কোনমতে নাহি হইতে পারয় ॥ ৬৭
জিনিলেক তারা বড় বড় নিশাচরে।
অপর কি কব অতিকায় ভ্রাতৃবরে ॥ ৬৮
অতএব আমি এই করিয়ে মন্ত্রণ।
গুপ্তভাবে থাকি জয় করি আজি রণ ॥ ৬৯
কিন্তু অগ্নি-কৃপা বিনে সেই গুপ্তরণ।
না হইতে পারে অনায়াসেতে সাধন ॥ ৭০
অতএব নিকুম্ভিলা প্রবেশ করিয়া।
অনলে তোষিব আগে হবন করিয়া ॥ ৭১
তার পর রণস্থানে করিয়া গমন।
অগ্নির কৃপাতে বিনাশিব শত্রুজন ॥ ৭২
এতেক নিশ্চয় করি সারথিরে ভাষে।
রথ লয়্যা চল মোর নিকুম্ভিলা-পাশে ॥ ৭৩
সেখানে করিয়া যজ্ঞ অনলে তোষিব।
তার পর সমরভূমিতে প্রবেশিব ॥ ৭৪
এতেক বচন শুনি সারথি সত্বর।
রথ লয়্যা গেল নিকুম্ভিলা-বরাবর ॥ ৭৫
তবে রথ হৈতে নামি রাবণনন্দন।
করিতেছে নিজ সৈন্য প্রতি আজ্ঞাপন ॥ ৭৬
আমি এই নিকুম্ভিলা মাঝে প্রবেশিয়া।
হবন করিব নিজ অভীষ্ট-লাগিয়া ॥ ৭৭

আমিহ বাহিরে নাহি আসিয়ে যাবত।
তারা সব সাবধানে রহিবে তাবত ॥ ৭৮
আর হয় যত এই যজ্ঞোপকরণ।
তাহা সজ্জ করি শীঘ্র কর আনয়ন ॥ ৭৯
এত কহি প্রবেশিলা সেই যজ্ঞস্থান।
ভৃত্যগণ কৈল তার আজ্ঞা-সমাধান ॥ ৮০
রক্ত বস্ত্র পরি নিশাচর তিন জন।
করে তার যজ্ঞের সামগ্রী আহরণ ॥ ৮১
নির্মিত বিবিধ অস্ত্র স্রুব লৌহময়।
যুত রক্তবস্ত্র বিভীতক-কাষ্ঠচয় ॥ ৮২
তবে ইন্দ্রজিত কৃষ্ণছাগ-রক্ত নিয়া।
যথাবিধি হোম করে কাষ্ঠেতে প্রক্ষিয়া ॥ ৮৩
সেই অগ্নি সুচাইয়া তার রণজয়।
করিতে লাগিল প্রদক্ষিণাবর্ত্তময় ॥ ৮৪
তবে অগ্নি মূর্ত্তি-ধরি প্রকট হইয়া।
আহুতি গ্রহণ কৈলা সন্তোষিত-হিয়া ॥ ৮৫
তবে সেই মন্ত্র পড়ি করিল আহ্বান।
রথ নানা অস্ত্রশস্ত্র ধনু ব্রহ্মবাণ ॥ ৮৬
তার যজ্ঞে কুণ্ড সেই অনল হইতে।
আহ্বান মাত্রত সব উঠিল তুরিতে ॥ ৮৭
তবে সেই অনলেরে প্রদক্ষিণ করি।
আরোহণ কৈল সেই রথের উপরি ॥ ৮৮
কিবা অগ্নি দত্ত সেই রথ মনোহর।
অতিশয় শ্যামবর্ণ যেন জলধর ॥ ৮৯
কিবা অদ্ভুত গুণ সে করে ধারণ।
দেখিতে না পায় তারে কোনো শত্রুজন ॥ ৯০
ব্যোমগামী চারি ঘোড়া সেই রথে রয়।
মাঝে শোভে শঙ্খাকার ধ্বজ স্বর্ণময় ॥ ৯১
উড়িতেছে নানাবর্ণ পতাকা বিস্তর।
নানা অস্ত্র-শস্ত্রে পূর্ণ তাহার ভিতর ॥ ৯২
ইন্দ্রজিত সেই রথ-উপরি চড়িয়া।
মানিল নিজেরে বিশ্ব-বিজয়ী বলিয়া ॥ ৯৩
তবে সেই বাহিরে করিয়া আগমন।
কহিতেছে নিজ সৈন্য প্রতি এ বচন ॥ ৯৪
তোমরা সবে কর স্ব স্ব গৃহেতে গমন।
একা আমি যাব আজি করিবারে রণ ॥ ৯৫
বধিয়া পিতার শত্রু সে রাম-লক্ষ্মণে।
সন্তোষিত করিব আমিহ তাঁর মনে ॥ ৯৬

এত কহি সেই স্থানে কৈলা অন্তর্দ্ধান।
সেনা সব স্ব স্ব স্থানে করিলা পয়াণ ॥ ৯৭
হেনই সময়ে সূর্য্য গেলা অস্তাচলে।
গরাসিল ত্রিজগত তিমিরমণ্ডলে ॥ ৯৮
তবে ইন্দ্রজিত চটি আকাশ-উপরে।
অলাত-চক্রের ন্যায় ফিরয়ে সমরে ॥ ৯৯
পবন-সমান বেগে তার রথ চলে।
রথে থাকি বৃষ্টি করে সে অস্ত্র সকলে ॥১০০
সূচীমুখ কালমুখ বুক-বিদারণ।
সিংহদন্ত ব্যাঘ্রদন্ত জীবনহরণ ॥ ১০১
বজ্রধার যমধার হৃদয়শোষণ।
অস্থিভেদী বুকভেদী মস্তকচ্ছেদন ॥ ১০২
রক্তপায়ী ভয়দায়ী শত্রু-সংহারণ।
* * * ॥ ১০৩
এই আদি কত জাতি বরিষয়ে শর।
কাটারি কুঠার শূল তোমর মুদ্গর ॥ ১০৪
বজনীতে মেঘ যেন পাষাণ বর্ষয়।
তেন ইন্দ্রজিত অস্ত্র-বর্ষণ করয় ॥ ১০৫
সে সকল অস্ত্রে হত হয়্যা কপিগণ।
দশ দিক্ পানে চাহে ফিরায়্যা নয়ন ॥ ১০৬
কিন্তু যোদ্ধা কোনো স্থানে দেখিতে না পায়।
দেখে মাত্র অস্ত্রগণ তড়িল্লতাপ্রায় ॥ ১০৭
যে সকল অস্ত্র বেগে করি আগমন।
করিতেছে কপিকুল-কায়ে প্রবেশন ॥ ১০৮
তাহে কাটে কারো মুণ্ড কারো বাহু কর।
কারো বক্ষস্থল কারো হৃদয় জঠর ॥ ১০৯
কারো কটি কারো উরু কাহারো লাঙ্গুল।
কারো জানু কারো জঙ্ঘা কারো পাদমূল ॥১১০
কেহ বাণ-শব্দ শুনি চাহিছে গগনে।
সেই কালে বাণ পড়ে তাহার নয়নে ॥ ১১১
কাহারো কাটয়ে নাসা কাহারো শ্রবণ।
কারো কারো বাণে পূর্ণ করয়ে বদন ॥ ১১২
এক বাণ ধরিতে বাড়ায় কেহ কর।
অন্য বাণ পড়ে সেই হস্তের উপর ॥ ১১৩
কেহ একবাণ-ভয়ে অন্য স্থানে যায়।
সেখানেতে অন্য বাণ-বেধে ব্যথা পায় ॥ ১১৪
কেহ কেহ ছিল ভূমিতলেতে শুতিয়া।
রহিল তেমনি বাণে বেধিত হইয়া ॥ ১১৫

শুইতে বসিতে দাঁড়াইতে পলাইতে।
কেহ অবকাশ নাহি পায় কোনভিতে॥ ১১৬
যেন কুজ্ঝটিকাকণ করে আগমন।
তেন আস্থে রাবণ-পুত্রের শরগণ॥ ১১৭
সেই সব শরে হত হয়্যা কপি সব।
বারণ করিতে নারি করে আর্ত্তরব॥ ১১৮
মল্যাম মল্যাম আহা উহু মরি মরি।
হায় কোথা রহিল তনয় গৃহেশ্বরী॥ ১১৯
রাখ রে রাখ রে কেহ মরিয়ে জ্বালায়।
জল দাও জল দাও মরি পিপাসায়॥ ১২০
এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে করয়ে ক্রন্দন।
পড়িতেছে প্রাণ তেজি আর কত জন॥ ১২১
কি কহিব মেঘনাদ-বীর্য্য সুগভীর।
চারি দণ্ডে বধে সপ্তষষ্টিকোটি বীর॥ ১২২
ছিন্ন ভিন্ন অস্থি-ভগ্ন বিদীর্ণ বিক্ষত।
হইল যাবৎ কপি কহিব তা কত॥ ১২৩
সুগ্রীব সমীর-পুত্র বালীর সন্তান।
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ নীল নল জাম্ববান্॥ ১২৪
গবাক্ষ গবয় গয় শ্রীগন্ধমাদন।
বেগদর্শী কেশরী সম্পাতি সূর্য্যানন॥ ১২৫
ঋষভ কুমুদ তার ধূম্র জ্যোতির্ম্মুখ।
চন্দন বিনত শ্রীপনস দধিমুখ॥ ১২৬
এই আদি মুখ্য মুখ্য যাবত বানর।
বাণে বিদ্ধ কৈল বীর সবারে জর্জ্জর॥ ১২৭
তার মধ্যে কারো বল দেহে নাহি স্ফুরে।
উঠিতে বসিতে দাঁড়াবার কথা দূরে॥ ১২৮
সবে তারা বাণাঘাতে বিষণ্ণ হইয়া।
মূর্চ্ছাগত রহিলেন ভূতলে পড়িয়া॥ ১২৯
এইরূপ কাতর দেখিয়া কপিগণে।
রঘুবর জিজ্ঞাসা করেন বিভীষণে॥ ১৩০
মিতা আজি রজনীতে আসি কোন্‌জন।
করিতেছে আমাদের সৈন্য সংহরণ॥ ১৩১
দেখিতে না পাই কোন জনেরে দৃষ্টিতে।
কিন্তু বাণ পড়িতেছে আকাশ হইতে॥ ১৩২
শুনিতে না পাই কিছু হস্তি-ঘোড়া-রব।
কিন্তু বাণাঘাতে কান্দিতেছে কপি সব॥ ১৩৩
বিভীষণ কহেন শুনহ রঘুমণি।
ইন্দ্রজিত আসিয়াছে এই মনে গণি॥ ১৩৪
সেহ জানে নানামত মায়া ঘোরতর।
অদৃশ্য হইয়া পারে করিতে সমর॥ ১৩৫
আছয়ে তাহার প্রতি বিধাতার বর।
যজ্ঞ কৈলে উঠে তাহে রথ ধনু শর॥ ১৩৬
সেই রথ মেঘনাদ-ইচ্ছা-অনুসারে।
পারে সব স্থানে অনায়াসে যাইবারে॥ ১৩৭
সেহ শর ব্রহ্মদত্ত অমোঘ অক্ষয়।
কোনো জন তারে বধিবারে না পারয়॥ ১৩৮
অতএব আমি মনে অনুমান করি।
মেঘনাদ আসিয়াছে রণের ভিতরি॥ ১৩৯
এইরূপ বিভীষণ কহিতে কহিতে।
ইন্দ্রজিত উপস্থিত হল্য উপরিতে॥ ১৪০
সেহ জয় করি সব ভল্লকপিগণে।
শেষে বাণ বৃষ্টি করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥ ১৪১
গিরির উপরি যেন পড়ে বৃষ্টিধার।
তেন বাণ পড়িতেছে শরীরে দোঁহার॥ ১৪২
তবে মহা ক্রুদ্ধ হয়্যা লক্ষ্মণ কুমার।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দিলেন টঙ্কার॥ ১৪৩
তাহা দেখি রামচন্দ্র কহেন লক্ষ্মণে।
প্রাণাধিক কেন গুণ দিলে শরাসনে॥ ১৪৪
মহা মায়াধর এই রাবণ-নন্দন।
আসিয়াছে রজনীতে করিবারে রণ॥ ১৪৫
একে অন্ধকার তাহে আচ্ছন্ন মায়াতে।
সন্ধান করিবে বাণ কিরূপে উহাতে॥ ১৪৬
আর দেখ লুকাইয়া যে করে সমর।
তার প্রতি ধর্ম্মজ্ঞ কে নিযোজয়ে শর॥ ১৪৭
যদি কহ নিজ রক্ষা লাগি ছাড়ি শর।
তাহাও উচিত নহে শুন ভ্রাতৃবর॥ ১৪৮
না পড়িব যদবধি মোরা দুই জন।
তদবধি না ত্যজিবে এই জন রণ॥ ১৪৯
তাহা হৈলে হবে বহু বানরের ক্ষয়।
অতএব ইথে এক কর্ম্ম যোগ্য হয়॥ ১৫০
ব্রহ্মাস্ত্রমর্য্যাদা করি মোরা দুই জন।
ভূমিতলে পড়ি হয়্যা যেন অচেতন॥ ১৫১
তবে এহ মৃত বলি জানি মো-সবারে।
যাইবেক জয়বার্ত্তা দিতে স্বপিতারে॥ ১৫২
তার পর রজনী হইলে অবসান।
করিব যাহাতে হয় সবার কল্যাণ॥ ১৫৩

এতেক প্রভুর বাণী শুনিয়া লক্ষ্মণ।
যে আজ্ঞা বলিয়া কৈলা ফিরি আগমন ॥ ১৫৪
তবে তাঁরা দুই জন মেঘনাদ-শরে।
বিদ্ধ হয়্যা পড়িলেন ভূতল-উপরে ॥ ১৫৫
নিজ হৈতে বেদ-আজ্ঞা মান্য হয় তাঁর।
এ লাগিয়া কৈলা প্রভু ব্রহ্মাস্ত্র স্বীকার ॥ ১৫৬
তবে তাঁহাদিগে মৃত মানি মেঘনাদ।
আনন্দিত হয়্যা কৈলা ঘোর সিংহনাদ ॥ ১৫৭
পরে রণ ছাড়ি গিয়া লঙ্কার ভিতরে।
কহিতে লাগিল প্রণমিয়া লঙ্কেশ্বরে ॥ ১৫৮
মহারাজ আর কেন করহ চিন্তন।
বধিয়া আইলুঁ আমি তব শত্রুজন ॥ ১৫৯
অদৃশ্য হইয়া থাকি আকাশ-উপর।
বধিলাম সহ সৈন্যে দুই রঘুবর ॥ ১৬০
যত ছিল মানুষ ভল্লুক কপিগণ।
তার মধ্যে একজন নাহি সঞ্জীবন ॥ ১৬১
মেঘনাদমুখে শুনি এ সব বচন।
দশানন উঠি তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৬২
আনন্দেতে আপনার কোলে বসাইয়া।
পরাইল নিজ অলঙ্কার উত্তারিয়া ॥ ১৬৩
বার বার মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া।
কহিতেছে তার প্রতি প্রশংসা করিয়া ॥ ১৬৪
তোমার বালাই লয়্যা মরি বাপধন।
চিরজীবী হও তুমি সুখের ভাজন ॥ ১৬৫
বিনাশ করিয়া এই সব শত্রুজন।
সম্মান রাখিলে কৈলে লজ্জা-নিবারণ ॥ ১৬৬
যাহ আজি গৃহে গিয়া করহ শয়ন।
করিব দিবসে কল্য উৎসবাচরণ ॥ ১৬৭
এত কহি মেঘনাদে বিদায় করিয়া।
আপুনিও অন্তঃপুরে গেল সুখিহিয়া ॥ ১৬৮
কিন্তু নাগপাশ-মোক্ষ করিয়া স্মরণ।
রহিল কিঞ্চিত শঙ্কাযুক্ত তার মন ॥ ১৬৯
অতএব কোনহ উৎসব নাহি করি।
শয়ন করিতে গেল বাটীর ভিতরি ॥ ১৭০
রঘু কহে দশানন উত্তম বুঝিলে।
লজ্জামাত্র লাভ হত্যা উৎসব করিলে ॥ ১৭১
এথা অবসন্ন দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
মহামোহ-সর্পে গ্রাস কৈল কপিগণে ॥ ১৭২
যার যার জীবন আছয়ে কলেবরে।
তাহাদেরো কোনো বুদ্ধি বল না সঞ্চরে ॥ ১৭৩
তবে কপিসৈন্যে মুগ্ধ দেখি বিভীষণ।
কহিছেন সকলে করিয়া আশ্বাসন ॥ ১৭৪
কপিগণ শুন সবে আমার বচন।
না কর বিষাদ তোমা সবে একক্ষণ ॥ ১৭৫
অবসন্ন দেখি সবে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
অন্যমত কিছু তোরা নাহি ভাব মনে ॥ ১৭৬
ব্রহ্মাস্ত্রমর্য্যাদা লাগি স্বেচ্ছা-অনুসার।
কৈলা মেঘনাদ-শরে ইহারা স্বীকার ॥ ১৭৭
অতএব তোরা কেহ নাহি কর দুখ।
কিছুকাল পরে পুন হবে মহাসুখ ॥ ১৭৮
বিভীষণবাক্য শুনি সমীরসন্তান।
বাণগণে ঘুচাইয়া কৈলা গাত্রোত্থান ॥ ১৭৯
দেবগণ-বরে আর জানকীর বরে।
কিছু বাণব্যথা নাই তার কলেবরে ॥ ১৮০
তবে তিঁহ বিভীষণ-নিকটে আসিয়া।
কহিছেন তাঁর প্রতি বিনয় করিয়া ॥ ১৮১
নিশাচররাজ তুমি কহিলে যে বাণী।
এই অতি সত্য হয় আমি ভাল জানি ॥ ১৮২
কিন্তু আমাদের সৈন্য মেঘনাদডরে।
হইয়াছে অতিশয় কাতর অন্তরে ॥ ১৮৩
অতএব বাঁচি আছে যেই যেই জন।
হইতেছে তাদিগে করিতে আশ্বাসন ॥ ১৮৪
মারুতির মুখে শুনি এতেক বচন।
ভাল ভাল বলিয়া চলিলা বিভীষণ ॥ ১৮৫
তবে তাঁরা দুই জনে উল্কা হস্তে করি।
দেখি দেখি ফিরিছেন সৈন্যের ভিতরি ॥ ১৮৬
দেখিছেন ছিন্ন হস্ত কত কত জন।
ছিন্ন বাহু ছিন্ন-পদ বিদীর্ণ-বদন ॥ ১৮৭
ছিন্ন হইয়াছে কারো কর্ণ কারো ভুরু।
কারো কণ্ঠ কারো বুক কারো পেট উরু ॥ ১৮৮
কেহ কেহ ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়।
কেহ কেহ জল জল করে পিপাসায় ॥ ১৮৯
কেহ কেহ মরি মরি করিয়া কান্দয়।
কেহ কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি রয় ॥ ১৯০
সপ্তষষ্টিকোটী কপি পরাণ তেজিয়া।
দেখিছেন স্থানে স্থানে আছয়ে পড়িয়া ॥ ১৯১

তবে তাঁরা আশ্বাসি সজীব যারা আছে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আল্যা জাম্ববান্ কাছে ॥ ১৯২
শত শত শরে বিদ্ধ দেখিয়া তাঁহারে।
বিভীষণ জিজ্ঞাসা করেন বারে বারে ॥ ১৯৩
কহ কহ ভল্লপতি ইন্দ্রজিত-বাণে।
পীড়া নাহি হয়্যাছেতো তোমার পরাণে ॥ ১৯৪
বিভীষণ-বাণী শুনি ভল্লুকাধিপতি।
কষ্টে গদগদ বাক্যে কন তাঁর প্রতি ॥ ১৯৫
রাক্ষসেন্দ্র আমি তোহে জানিয়াছি স্বরে।
কিন্তু নেত্রে দেখিতে না পাই ব্যথাভরে ॥ ১৯৬
শরেতে জর্জ্জর হইয়াছে অঙ্গ সব।
নয়ন মিলিতে নাহি পারি এক লব ॥ ১৯৭
যাহকু মোদের তাহে ভীত নহে মন।
কহ দেখি বায়ুপুত্র আছেন কেমন ॥ ১৯৮
মারুতি-প্রভাব আর জাম্ববান্-মতি।
জানিবারে বিভীষণ কন তার প্রতি ॥ ১৯৯
একি একি ভল্লপতি সুগ্রীব রাজনে।
উপেখি মারুতি-বার্ত্তা পুছ কি কারণে ॥ ২০০
তিঁহও রহুন দূরে যাঁহাদের লাগি।
মোরা সবে হইতেছি এত ক্লেশ-ভাগি ॥ ২০১
যাঁরা মাত্র হয়্যাছেন আমাদের বল।
যাহাদের মঙ্গলেই সবার মঙ্গল ॥ ২০২
হেন রাম-লক্ষ্মণেরে করি উপেক্ষণ।
মারুতির বার্ত্তা পুছ তুমি কি কারণ ॥ ২০৩
এত কথা শুনিয়া কহেন ভল্লপতি।
শুন শুন তাহার কারণ মহামতি ॥ ২০৪
যদ্যপি বাঁচিয়া থাকে পবন-নন্দন।
তবে মরিয়াও মোরা পাইব জীবন ॥ ২০৫
যদ্যপি মরিয়া থাকে পবন-নন্দন।
তবে বাঁচিয়াও মোরা তেজিব জীবন ॥ ২০৬
এত বাক্য শুনিয়া সুখিত বিভীষণ।
জাম্ববান্ প্রতি গদগদ রবে কন ॥ ২০৭
মহামতি ভল্লপতি না কর চিন্তন।
জীবনে আছেন এই পবন-নন্দন ॥ ২০৮
ইহারেই দেখিয়া জীবনবিষয়েতে।
হইতেছে আমাদের প্রত্যাশা মনেতে ॥ ২০৯
তবে হনুমান জাম্ববান্ আগে গিয়া।
প্রণাম করিলা নিজ নাম জানাইয়া ॥ ২১০
মারুতির শব্দ শুনি মহাসুখি-মতি।
কহিছেন ভল্লুকাধিপতি তাঁর প্রতি ॥ ২১১
আস্থ আস্থ বায়ুপুত্র প্রকাশি বিক্রম।
রক্ষা কর তুমি এই সব প্লবঙ্গম ॥ ২১২
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ উভয়ের কলেবরে।
বিশল্য নির্ব্রণ কর তুমিহ সত্বরে ॥ ২১৩
তোমা বিনে এ তিন ভুবনে অন্য জন।
না দেখি এ বিপদেতে যে করে রক্ষণ ॥ ২১৪
মারুতি কহেন কহ কহ ভল্লরাজ।
কি করিলে রক্ষা পায় বানরসমাজ ॥ ২১৫
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ কিসে হয়েন নির্ব্রণ।
কর তুমি মোব প্রতি তাহা আজ্ঞাপন ॥ ২১৬
যে কর্ম্ম করিলে সিদ্ধ হবে এই কাজ।
তাহাই করিব আমি শুন মন্ত্রিরাজ ॥ ২১৭
যদি কহ বান্ধি আনি এখনি শমনে।
অমৃত আনিতে পারি জিনি সুরগণে ॥ ২১৮
যদি কহ আনিবারে অশ্বিনী-কোঙরে।
এখনি বান্ধিয়া আনি তোমা-বরাবরে ॥ ২১৯
অপর কি কব সমর্পিলে নিজ প্রাণ।
রামকার্য্য হয় তবে করি তাহা দান ॥ ২২০
এতেক মারুতি-মুখে শুনিয়া বচন।
তার প্রতি পুন কন ভল্লুক-রাজন ॥ ২২১
এই বটে পবন-সন্তান গুণধাম।
হেন না হইলে কেন রাম-দাস নাম ॥ ২২২
যদি না থাকিতে তুমি রাম-সহকারে।
তবে সীতা-উদ্ধার হইত কি প্রকারে ॥ ২২৩
এক্ষণ করিলে যাহা শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
নির্ব্রণ হইবা তাহা করহ শ্রবণ ॥ ২২৪
হিমালয় পর্ব্বতের অনেক শিখর।
স্বর্ণ-রূপ্য-মণিময় অতি মনোহর ॥ ২২৫
তার মধ্যে এক শৃঙ্গ শুদ্ধ স্বর্ণময়।
ঋষভ নামেতে অতি মনোহর হয় ॥ ২২৬
আর এক শৃঙ্গ রূপ্যময় মনোহর।
সদাশিব-বসতি কৈলাস নামধর ॥ ২২৭
সেই দুই গিরিমধ্যে সর্ব্বৌষধি-যুত।
ওষধি-পর্ব্বত আছে অতি অদভুত ॥ ২২৮
সেই স্থানে শীঘ্র তুমি করিয়া গমন।
কর এই সকল ওষধি আনয়ন ॥ ২২৯

মৃতসঞ্জীবনী আর বিশল্যকরণী।
তৃতীয় সন্ধিনী তুর্য্য সবর্ণকরণী॥ ২৩০
এ চারি ওষধি আছে ওষধি-ভূধরে।
আপন প্রভায় দশ দিক্ আলো করে॥২৩১
সেই চারি ওষধি যেসব গুণ ধরে।
তাহা শুন কহি আমি তোমার গোচরে॥ ২৩২
মৃতজনে প্রাণ দেয় মৃত-সঞ্জীবনী।
শল্য সব দূর করে বি-শল্যকরণী॥ ২৩৩
সন্ধিনী সে ভগ্ন অস্থি সন্ধান করয়।
সবর্ণকরণী ব্রণ-বৈবর্ণ্য হরয়॥ ২৩৪
এই চারি ওষধি করহ আনয়ন।
নির্ব্রণ হইবা তবে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥ ২৩৫
আর যাবদীয় আমাদের সৈন্যগণ।
পূর্ব্বমত হবে সবে পাইয়া জীবন॥ ২৩৬
কিন্তু এই রাত্রি-মধ্যে ফিরিয়া আসিবে।
দিবস হইলে সব নিরর্থ হইবে॥ ২৩৭
মরণ-চ্ছেদাদি দিন হইলে অত্যয়।
সে সব ওষধি কিছু করিতে নারয়॥ ২৩৮
এখানে সেখানে পথ কহে সব জন।
একশতাধিক দশসহস্র যোজন॥ ২৩৯
সেখানে যাইয়া অদ্য করে আগমন।
হেন জন তোমাবিনে না হয় দর্শন॥ ২৪০
অতএব তুমি শীঘ্র গিয়া সেই স্থান।
এ চারি ওষধি আনি দেহ সবে প্রাণ॥ ২৪১
শুনি জাম্ববানমুখে এ সব বচন।
কহেন মারুতি তাঁরে হরষিতমন॥ ২৪২
জগপতি শ্রীরামচন্দ্রের কৃপালেশে।
এ কর্ম্ম সাধিব আমি অদ্যই অক্লেশে॥ ২৪৩
সাহস করিয়ে চারি সাগর হইতে।
ফিরিয়া আসিতে পারি অদ্যই রাত্রিতে॥ ২৪৪
এত কাহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণ দুই জনে।
প্রদক্ষিণ নতি কৈলা ভক্তিযুক্তমনে॥ ২৪৫
আর মান্য কপিগণে করিলা বন্দন।
সুবেল পর্ব্বতোপরি কৈলা আরোহণ॥ ২৪৬
তবে পর্ব্বত উপরি চাপি পবন কুমার।
নিজ কলেবরে বাড়াইলা অতি চমৎকার॥ ২৪৭
কিবা স্বর্ণধরাধর হেন বর্ণ-বিশালতা।
তার গগন উপরি উঠিয়াছে পুচ্ছলতা॥ ২৪৮
তায় পিঙ্গল নয়নদ্বয় অনল যেমন।
বহে নাসিকায় বায়ু যেন প্রচণ্ড পবন॥ ২৪৯
তবে তাহার ভরেতে সেই সুবেল ভূধর।
হয়্যা অতিশয় কাতর করয়ে থরথর॥ ২৫০
তার ভাঙ্গিয়া পড়িল কত বিপুল শিখর।
আর উপাড়িয়া পড়ে কত পাদপনিকর॥ ২৫১
আর ঘূর্ণ্যমান্ সেই গিরি-শিখর হইতে।
কত সিংহ করী আদি পশু পড়য়ে ভূমিতে॥২৫২
যত কপিগণ ছিল তদুপরি বাস কার।
তারা স্খলিত হইয়া পড়ে ভূতল-উপরি॥ ২৫৩
সেই গিরির কম্পনে লঙ্কা করে টলবল।
তার ভাঙ্গি পড়ে ঘর দ্বার প্রাচীর সকল॥২৫৪
তবে নিশাচর সকল ধরণী-কম্প গণি।
ছাড়ি ভবন পলায় লয়্যা তনয়-রমণী॥ ২৫৫
তবে বায়ুপুত্র সেই গিরি-উপরি থাকিয়া।
কৈলা অতি উচ্চ সিংহনাদ শ্রীরাম বলিয়া॥২৫৬
কিবা সেই শব্দ শুনি যত নিশাচরগণ।
তারা স্পন্দন করিতে নারে অতিভীতমন॥২৫৭
তবে শ্রীমারুতি লম্ফ দিয়া উঠিলা গগনে।
নিজ বেগবলে চমৎকার করিয়া ভুবনে॥ ২৫৮
কিবা তাঁর বেগে সে গিরির তরুশিলাগণ।
তাঁর সঙ্গে ধায় মহাবাতে যেন পত্রগণ॥ ২৫৯
আর নদীপতি-জল যত কল কল করি।
তারা সেই বেগে উঠিতেছে আকাশ-উপরি॥
সেই জলের বেগেতে পুন কত জলধর।
তারা সেই জল-সঙ্গে উঠে অম্বর-উপর॥ ২৬১
আর করী আদি করি যত বড় পশুগণ।
তারা মারুতির পাছে পাছে করয়ে গমন॥২৬২
তারা কথোদূরে গিয়া তার লম্ফ-বেগভরে।
পুনঃ পদবেগে পড়ে জলে গিরির শিখরে॥ ২৬৩
তবে আকাশমার্গেতে উঠি পবননন্দন।
কিবা বেগে যান যেন বিষ্ণুচক্র সুদর্শন॥ ২৬৪
তবে সাগর লঙ্ঘন করি পবননন্দন।
কিবা যাইছেন চারিদিকে করি নিরীক্ষণ॥২৬৫
কত পর্ব্বত পাদপ নদী নদ সরোবর।
আর উপবন দেশ গ্রাম বিবিধ নগর॥ ২৬৬
তবে কিছুকাল তিঁহ লঙ্ঘি পথ বহুতর।
কিছু দূরে থাকি দেখিছেন হিম-ধরাধর॥ ২৬৭

কিবা অন্ধকার-মাঝে সেই হিমগিরি জলে ।
যেন নবনীত-রাশি নীলমণিময় স্থলে ॥ ২৬৮
তাহে শোভে কত শৃঙ্গ নানাধাতুমণিময় ।
আর কত জাতি বৃক্ষলতা নিকুঞ্জনিচয় ॥ ২৬৯
আর বিবিধ ওষধি আর কত মণিগণ ।
তাহে জ্বলিতেছে রত্নময় প্রদীপ যেমন ॥ ২৭০
আর গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সিদ্ধ বিদ্যাধর ।
উপ-দেব অপ্সরাদি গৃহ কত মনোহর ॥ ২৭১
আর সেই গিরিনিকটেতে তীর্থের সংহতি ।
আর দেখিছেন মনোহর কুবের-বসতি ॥ ২৭২
আর কৈলাস ঋষভ দুই পর্ব্বত দেখিয়া ।
বীর নামিলেন ওষধি-পর্ব্বতে সুখিহিয়া ॥ ২৭৩
তবে সেই গিরি-উপরি সে পবননন্দন ।
কিবা করিছেন ওষধিসকল অন্বেষণ ॥ ২৭৪
কিন্তু তাহাদিগে দেখিতে না পান কোনোস্থানে
তারা লুকায়্যাছে গ্রাহক জানিয়া হনুমানে ॥
ইথে অসম্ভব কিছুমাত্র নাহি ভায় চিতে ।
তারা যাহা ইচ্ছা করে পারে সেরূপ ধরিতে ॥
ইথে এক অনুমান করে আমার হৃদয় ।
তাহা শ্রবণ করহ যাবদীয় ভক্তচয় ॥২৭৭
সেই গিরি ইচ্ছা করিয়াছে রামেরে দেখিতে ।
তেঁই লুকাইল সে সকল ওষধি ত্বরিতে ॥ ২৭৮
তবে সে সকল ওষধি না দেখি মহামতি ।
মহা কোপযুক্ত কহিছেন সে পর্ব্বত প্রতি ॥২৭৯
ওহে গিরিবর এ কেমন তব ব্যবহার ।
নাহি-রামচন্দ্র-পদে তব স্নেহের আকার ॥ ২৮০
দেখ ত্রিজগতে আছে যত ভাল জীবচয় ।
তারা সকলেই করে রামচরণপ্রণয় ॥ ২৮১
তুমি হয়্যা মহাদেব-দেব শিবের বসতি ।
রাম-চন্দ্রে নাহি কর স্নেহ এ কেমন মতি ॥২৮২
যত বনপশু প্রাণ দিয়া করে রাম-হিত ।
তুমি কিরূপে ওষধি চারি কৈলে আচ্ছাদিত ॥
কিম্বা দিব্য গুণ সেই সব মহৌষধিগণ ।
মোর নয়নের দর্শনগোচর নাহি হন ॥ ২৮৪
তাহা যেহেতু আমিহ রাম-প্রসাদে তোমায় ।
উপাড়িয়া লয়্যা যাব রাম আছেন যথায় ॥ ২৮৫
তবে এত কহি শ্রীমারুতি ধরি সে ভূধরে ।
করি হুহুঙ্কার উৎপাটন করেন সত্বরে ॥ ২৮৬
যবে টানিছেন তার শৃঙ্গে করিয়া ধারণ ।
তবে ত্রাসেতে চীৎকার করে গিরিবাসিজন ॥
কত বিদ্যাধর বিদ্যাধরী কিন্নর কিন্নরী ।
তারা কাঁপি কাঁপি পড়িতেছে গিরির উপরি ॥
কত বনপশু সর্প পাখী পড়ে ভীত-চিতে ।
কত শৃঙ্গ তরু ভাঙ্গি ভাঙ্গি পড়ে ধরণীতে ॥
তবে জয়রাম শব্দ করি পবননন্দন ।
সেই ওষধিপর্ব্বতে লয়্যা করিলা গমন ॥ ২৯০
কিবা শ্রীমারুতি আর গিরি শোভয়ে আকাশে
যেন এককালে অরুণ তপন পরকাশে ॥ ২৯১
তবে কিছুকালে আসি তিঁহ লঙ্কা-সন্নিধানে ।
জয় জয় রব করিলেন গভীর নিস্বনে ॥ ২৯২
তবে তারে দেখি সুখিত সজীব কপি সব ।
তারা করিতেছে উচ্চ করি জয় জয় রব ॥ ২৯৩
তবে সে ওষধি-গিরি লয়্যা পবন-কুমার ।
লঙ্কা কাঁপাইয়া নামিলেন সৈন্যের মাঝার ॥ ২৯৪
পরে নামাইয়া সেই গিরিবরে ভূমিতলে ।
বীর যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলা সকলে ॥ ২৯৫
তবে সেই চারি ওষধির সৌরভ পাইয়া ।
যত কপিগণ উঠিতেছে নিষ্পীড় হইয়া ॥ ২৯৬
যার প্রাণ গিয়াছিল সেহ পাইল পরাণ ।
আর নির্গত হইয়া পড়ে অঙ্গমগ্ন বাণ ॥ ২৯৭
যার অস্থি ভাঙ্গিছিল তার পুনশ্চ যুড়িল ।
আর অঙ্গের ব্রণের দাগ সব মিলাইল ॥ ২৯৮
তবে তারা সবে উঠি উঠি চাহে পরস্পরে ।
একি হইল বলিয়া সবে মনে চিন্তা করে ॥ ২৯৯
আর সে ওষধি-গন্ধ পাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
কিবা উঠিয়া বসিলা হয়্যা বিশল্য নির্ব্রণ ॥৩০০
তাহা দেখিয়া যাবত কপি আনন্দিত-মন ।
তারা রামজয় শব্দ করি করয়ে নর্ত্তন ॥ ৩০১
তবে আনন্দিত হৃদয় শ্রীযুক্ত রঘুমণি ।
কিবা বিভীষণে জিজ্ঞাসন করেন আপনি ॥ ৩০২
ওরে মিতা কহ কহ করিলেক কোন্ জন ।
হেন বিপদ হইতে মোসবারে বিমোচন ॥ ৩০৩
তিঁহ কহিছেন আনি এই ওষধিভূধর ।
এই বিপদ নাশিলা এই পবনকোঙর ॥ ৩০৪
তবে রামচন্দ্র উঠি দুই বাহু পসারিয়া ।
বায়ুপুত্রে কোলে করি কহিছেন সুখিহিয়া ॥২

ওরে বাপধন বাপের ঠাকুর গুণবান্ ।
তোর বালাই লইয়া মরি আমি হনুমান্ ॥ ৩০
তুমি যে কর্ম্ম করিয়া বাঁচাইলে মো-সবারে
আমি না শোধিতে পারিব কদাচ এই ধারে ॥
আমি কি করিব এক মুখে তোব প্রশংসন।
বাঞ্ছা করি বিধি দেকু মোরে সহস্র বদন ॥ ৩০৮
একি চমৎকার অল্পকালে রজনী-ভিতরি ।
বিশ-সহস্রযোজন তুমি লঙ্ঘিলে কি করি ॥৩০৯
তোব এই কর্ম্ম গাইবেক এ তিন ভুবন।
আমি রহিলাম তোর গুণে হইয়া বন্ধন ॥ ৩১০
তুমি আনিয়াছ যেই হিমগিরির শিখর।
ইথে বিলাস করয়ে যত অমরনিকর ॥ ৩১১
এই হেতু এথা ইহাবে রাখিতে অনুচিত ।
যাহ ইহারে স্বস্থানে রাখি আইস ত্বরিত ॥ ৩১২
এত বাণী শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া হনুমান ।
রামে প্রণমিয়া গিরি লয়্যা করিলা পয়াণ ॥ ৩১৩
ক্ষণ মাত্র কালে সেই স্থানে রাখি সে ভূধরে।
পুন ফিরিয়া আইল রামচন্দ্র-বরাবরে ॥ ৩১৪
তবে রামচন্দ্র-ভৃত্য যত কপি ভল্লগণ ।
তারা রামজয় ধ্বনি করি করয়ে নর্ত্তন ॥ ৩১৫
সেই শব্দে আর নৃত্যে লঙ্কা করয়ে কম্পন ।
তাহা দেখি শুনি আনন্দিত শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩১৬
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩১৭

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলা-বর্ণনে
মায়াযুদ্ধব্যর্থাভাবো নাম ত্রয়োদশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বানর সৈন্য কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার লঙ্কা-দাহ।

লঙ্কাং দহন্তী রজনৌ মহাবলা,
শঙ্কাং দশাস্যস্য ভৃশং বিতন্বতী।
ক্ষয়ং নয়ন্তী কিল তস্য বাহিনীং,
জয়ত্যসৌ দাশরথের্মহাচমূঃ ॥ ১

তবে কপিকুলের আনন্দ-কোলাহলে।
দশানন জাগিয়া বসিল শয্যাতলে ॥ ২
হেনই সময়ে রাত্রি প্রভাত হইল।
দশানন সভামাঝে আসিয়া বসিল ॥ ৩
তবে সেহ দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কহিতে লাগিল বড় চিন্তিত হইয়া ॥ ৪
ধূম্রাক্ষ সে বজ্রদংষ্ট্র আর অকম্পন।
প্রহস্ত সে কুম্ভকর্ণ রণে বিচক্ষণ ॥ ৫
দেবান্তক নরান্তক আর মহোদর।
মহাপার্শ্ব অতিকায় ত্রিশিরা-কোঙর ॥ ৬
এ সকল মহা যোদ্ধা শূর মহাবল।
সুরাসুরজয়ী মহা সমরে কুশল ॥ ৭
তারা সবে সহসৈন্যে গিয়া রামরণে।
কেহ না আইল ফিরি পুনশ্চ ভবনে ॥ ৮
ইন্দ্রজিত নাগপাশে করিল বন্ধন।
অনায়াসে তাহা হৈতে হইল মোচন ॥ ৯
পুনর্ব্বার কলা বধ করিয়া আইল।
কিরূপেতে তারা সবে জীবন পাইল ॥ ১০
অতএব নাহি দেখি আর হেন জন।
যে করিতে পারে রাম-লক্ষ্মণে মারণ ॥ ১১
একি বলবান্ রাম একি অস্ত্র-বল।
এ কেমন চমৎকার সমরে কৌশল ॥ ১২
যাহারা বক্রমে মোর এ লঙ্কা নগরী।
শূন্যাকার হইল সমস্ত বীর মরি ॥ ১৩
এক্ষণ রামের সঙ্গে সমর করিতে।
বাসনা না হয় কোনমতে আর চিতে ॥ ১৪
অতএব তোরা সবে নগরের দ্বারে।
কপাট লাগায়্যা রোধ কর চারিধারে ॥ ১৫
অস্ত্র-শস্ত্র ধরিয়া অনেক নিশাচর।
সাবধানে রহ সদা দ্বারের ভিতর ॥ ১৬
স্থানে স্থানে সজ্জ হয়্যা রহ বীরগণ।
নিরন্তর কর এই নগরী রক্ষণ ॥ ১৭
অশোক-কাননে আছে জানকী যেখানে।
নিযুক্ত রহুক চর সেথা সাবধানে ॥ ১৮
আর দিবা রাতি সবে অস্ত্র-শস্ত্র ধরি।
দেখি দেখি ফিরিবেক সমগ্র নগরী ॥ ১৯
প্রভাতে দিবসে সন্ধ্যাকালে রজনীতে।
রহিবে সর্ব্বদা সবে সাবধান-চিতে ॥ ২০

প্রাচীর-উপরি করি অস্ত্রসঞ্চারণ।
রহ গিয়া সর্ব্বদা অনেক বীরগণ ॥ ২১
এইরূপে নিজপুরে করিলে রক্ষণ।
প্রবেশিতে নারিবে কোনহ শত্রুজন ॥ ২২
তবে কিছু দিন থাকি নিরাশ হইয়া।
আপনার দেশে রাম যাইবে ফিরিয়া ॥ ২৩
শুনিলে সকলে মোর এ সব বচন।
কর গিয়া শীঘ্র এই সব আচরণ ॥ ২৪
রঘু কহে ভাল বুদ্ধি কৈলে মহাশয়।
কিন্তু বানরের হাতে না জানি কি হয় ॥ ২৫
রাবণ-বচন শুনি যত নিশাচর।
সেই সব নিষ্পাদন করিল সত্বর ॥ ২৬
তবে কিছু নিশ্চিন্ত হইয়া লঙ্কেশ্বর।
প্রবেশ করিল নিজ ভবন-ভিতর ॥ ২৭
এইরূপে দিবস হইল অবশেষ।
পরেতে রজনী আসি করিল প্রবেশ ॥ ২৮
তবে রামসাক্ষাতে থাকিয়া কপিপতি।
কহিবারে আরম্ভিলা শ্রীমারুতি প্রতি ॥ ২৯
বায়ুপুত্র দেখ দেখ রাজা লঙ্কেশ্বর।
নিশ্চিন্ত রহিল গৃহে তেজিয়া সমর ॥ ৩০
দেখ দেখ যাবদীয় নগরের দ্বার।
করিয়াছে তাহা বন্ধ না দেখি সঞ্চার ॥ ৩১
প্রাচীর-উপরি করি অস্ত্র-সঞ্চারণ।
ভ্রমিতেছে অবিচ্ছেদে নিশাচরগণ ॥ ৩২
ইথে অনুমান করি রাজা দশানন।
এক্ষণ না করিবেক বুঝি আর রণ ॥ ৩৩
কিন্তু আমাদের যোগ্য নাহি হয় ইথে।
নিশ্চিন্ত হইয়া এথা বসিয়া থাকিতে ॥ ৩৪
আছে মহাবলধর অনেক বানর।
প্রবেশ করুক লঙ্কা তারা লঙ্ঘি গড় ॥ ৩৫
প্রজ্বলিত উল্কা হস্তে করিয়া ধারণ।
পুরীমাঝে করুক গিয়া অনল অর্পণ ॥ ৩৬
তবে ক্রুদ্ধ হইয়া যাবৎ নিশাচর।
বাহিরে আসিবে পুন করিতে সমর ॥ ৩৭
এতেক বচন শুনি পবননন্দন।
কহিছেন তার প্রতি আনন্দিত মন ॥ ৩৮
কপিরাজ করি এই দিব্য পরামর্শ।
আপুনি দিলেন মোরে অতি বড় হর্ষ ॥ ৩৯

পূর্ব্বে একা এই লঙ্কাপুরী পোড়াইয়া।
বড় সুখী নাহি হয়াছিল মোর হিয়া ॥ ৪০
আজি তব আজ্ঞাক্রমে বন্ধুগণ সঙ্গে।
পুন পোড়াইব লঙ্কা করি নানা রঙ্গে ॥ ৪১
তবে এত কহি জয়রাম জয়রাম বলি।
কিবা সাজিলেন হনুমান মহাকুতুহলী ॥ ৪২
তিঁহ উল্কাহস্ত কপিগণ সঙ্গেতে লইয়া।
লঙ্কা প্রবেশ করেন গড়খাতেরে লঙ্ঘিয়া ॥ ৪৩
যবে উঠিলেন তাঁহারা প্রাচীরে লম্ফ দিয়া।
তবে পলায় প্রাচীরবর্ত্তী রাক্ষস দেখিয়া ॥ ৪৪
তারা উল্কাহস্ত কপিগণে করি নিরীক্ষণ।
অস্ত্র শস্ত্র ছাড়ি প্রাণ লয়্যা করে পলায়ন ॥ ৪৫
তবে কপিগণ পুরীমাঝে করি প্রবেশন।
সেই নগরেতে করিছেন অনল অর্পণ ॥ ৪৬
যত প্রাচীর তোরণ দ্বার সভা ভাণ্ডাগার।
আর নৃত্য-শাল গীত-শাল বাদ্যের আগার ॥ ৪৭
যত অট্টালিকা অশ্বশাল করি-নিকেতন।
আর বাদ্যঘর অস্ত্রঘর সৈন্যের ভবন ॥ ৪৮
এই আদি করি যত স্থান আছয়ে লঙ্কাতে।
তাহে কপিগণ অগ্নিদান কৈল অচিরাতে ॥ ৪৯
তবে সেই অগ্নি ক্রমে ক্রমে হইয়া প্রবল।
কিবা দহিছেন সেই লঙ্কা নগরী সকল ॥ ৫০
তবে রজনীতে অকস্মাৎ দেখিয়া অনল।
যত রাক্ষস রাক্ষসী হল্য তরল বিরল ॥ ৫১
তবে গৃহ ছাড়ি ছাড়ি তারা আসিতে বাহিরে।
সবে আয়োজন করে লয়্যা পুত্র-রমণীরে ॥ ৫২
তাহা নিরখিয়া কপিগণ দ্বার রোধ করি।
রহে দাঁড়াইয়া প্রজ্বলিত কাষ্ঠ হস্তে ধরি ॥ ৫৩
যদি কোনোজন কোনোমতে আইসে বাহিরে।
তারে তাড়াইয়া প্রবেশয়ে পুনশ্চ মন্দিরে ॥ ৫৪
তবে বাহিরে আসিতে না পারিয়া তারা সবে।
কান্দে মরিলাম মরিলাম বলি আর্ত্তরবে ॥ ৫৫
তবে ক্রমে ক্রমে সেই অগ্নি ঘেরিল পুরীরে।
তাহা দেখি কপিগণ আল্যা পুরীর বাহিরে ॥ ৫৬
কিন্তু নগরের বহির্দ্বার সব রোধ করি।
তাঁরা রহিলেন দাঁড়াইয়া উল্কা হস্তে ধরি ॥ ৫৭
তবে সেই অগ্নি অতিশয় জ্বলিত হইয়া।
সেই পুরীখান দাহ করে গুর্গুর করিয়া ॥ ৫৮

কিবা অতিঘোর হয় সেই অগ্নির নিস্বন।
দশ যোজনে থাকিয়া হয় যাহার শ্রবণ ॥ ৫৯
সেই অনলেতে দগ্ধ হয় উচ্চ উচ্চ ঘর।
যেন গ্রীষ্মকালে দাবানলে শিখরিশিখর ॥ ৬০
কাহে দগ্ধ হয়্যা ভাঙ্গি ভাঙ্গি পড়ে গৃহগণ।
তায় রাক্ষস-রাক্ষসী কত পাইছে মরণ ॥ ৬১
সবে ভীত হয়্যা গৃহ ছাড়ি তাহারা পলায়।
কাহে কতজন বাহিরেও জীবন হারায় ॥ ৬২
কেহ বাহিরে আসিয়া পুন পুত্রাদি আনিতে।
গৃহ প্রবেশিয়া দগ্ধ হয় তাদের সহিতে ॥ ৬৩
আর কত স্থানে পোড়ে কত নিদ্রাগত জন।
আর মদমত্ত মূর্চ্ছাগত শোকে অচেতন ॥ ৬৪
কত রমণী বালক বৃদ্ধ নারী পলাবারে।
পুড়ি ভস্ম হয় সেই ঘোর অনল-মাঝারে ॥ ৬৫
পোড়ে কারো কেশ কারো মুখ কাহারো শ্রবণ।
কারো বুক পৃষ্ঠ কারো হস্ত কাহারো চরণ ॥ ৬৬
তবে হেনমতে ব্যগ্র হয়্যা যত নিশাচর।
তারা ইতস্তত ধায় আর কান্দে উচ্চস্বর ॥ ৬৭
ওরে কি হইল কি হইল মরিলুঁ মরিলুঁ।
হায় বিনা দোষে মোরা সবে প্রাণ হারাইলুঁ ॥
কেহ হা পুত্র হা পুত্র করি ডাকয়ে পুত্রেরে।
কেহ হা তাত হা তাত বলি আপন তাতেরে ॥
এই প্রকারেতে নিজ নিজ বান্ধব সকলে।
সবে ডাকে আর যায় জলাশয় যেই স্থলে ॥ ৭০
কাহে মুগ্ধ মুগ্ধ শিশুগণ জলের মাঝারে।
অগ্নিপ্রতিবিম্ব দেখি ভয়ে প্রবেশিতে নারে ॥৭১
কেহ জলে প্রবেশিয়া অগ্নিপ্রতিবিম্ব দেখি।
অগ্নি মানি ভয়ে উঠি ধায় সলিল উপেখি ॥ ৭২
কেহ পলাত্যে পলাত্যে মণিবদ্ধ পথ-ভিতে।
অগ্নিপ্রতিবিম্ব দেখি ভয়ে না পারে যাইতে ॥৭৩
তবে হেনমতে যত নিশাচরী-নিশাচর।
তারা অনল-তাপেতে হল্য অধিক কাতর ॥ ৭৪
আর অশ্ব গজ উষ্ট্র আদি যাবত বাহন।
তারা কেহ পোড়ে কেহ ভয়ে করে পলায়ন ॥৭৫
তবে এইমতে সেই পুরী মুহূর্ত্ত সময়ে।
হল্য প্রজ্বলিত যেন এই সংসার প্রলয়ে ॥ ৭৬
তবে সেই অগ্নি সন্তাপেতে যত নিশাচর।
তারা রহিতে না পারে আর লঙ্কার ভিতর ॥ ৭৭

তবে তারা সবে ব্যোমপথে বাহিয়া বাহিয়া।
বেগে পলাইতে আরম্ভিল লাফিয়া লাফিয়া ॥
তাহা দেখি রামচন্দ্র আর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
চাপে গুণ দিয়া আরম্ভিলা বাণ বরিষণ ॥ ৭৯
পড়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বাণ লঙ্কার উপরে।
যেন বর্ষাকালে জলধারা পড়য়ে ভূধরে ॥ ৮০
কিবা সেই সব বাণগণ আকাশেতে চলে।
যেন অতি বড় উল্কাগণ যায় ব্যোমতলে ॥ ৮১
তবে সেই বাণে বিদ্ধ হয়্যা যত নিশাচর।
ছিন্ন-ভিন্ন হয়্যা পড়ে সেই অনল-উপর ॥ ৮২
তবে হেনমতে অগ্নি আর প্রভুদের বাণে।
কত কোটি কোটি নিশাচর তেজয়ে পরাণে ॥
তবে প্রভুদ্দের বাণে ছিন্ন দেখিয়া গগন।
সেই পথে গতি ছাড়িলেক নিশাচরগণ ॥ ৮৪
তারা থাকিতে না পারি তবে পুরীর ভিতরি।
পুরী-বহির্দ্বার কপাট ঘুচাল্য যত্ন করি ॥ ৮৫
তাহা নিরখিয়া কপিরাজ কৈলা আজ্ঞাপন।
ওরে সাবধান হও যাবদীয় কপিগণ ॥ ৮৬
যার দ্বারেতে পলাবে নিশাচর একজন।
আমি করিব তাহার প্রতি দণ্ডনিপাতন ॥ ৮৭
তবে কপিগণ এত বাক্য শ্রবণ করিয়া।
তারা দ্বারে দাঁড়াইলা উল্কা করেতে ধরিয়া ॥
যদি বাহিরেতে আইসে কোনহ নিশাচর।
তারে উল্কাঘাত করে রঘুবর-অনুচর ॥ ৮৯
তবে দ্বারে বাহিরে না আসিতে পারিয়া।
রাক্ষস রাবণ কাছে গেল দুখিহিয়া ॥ ৯০
তারা কহে মহারাজ আজি এ পুরীতে।
বুঝি এক নিশাচর না পারে বাঁচিতে ॥ ৯১
দেখ দেখ চারিদিগে বেঢ়িল দহন।
ঊর্দ্ধ রুধিয়াছে শরে সে রাম লক্ষ্মণ ॥ ৯২
দ্বার রুধিয়াছে উল্কাহস্ত কপিচয়।
হেন উপদ্রবে কিরূপেতে প্রাণ রয় ॥ ৯৩
এত বাণী শুনি মহাক্রুদ্ধ দশানন।
নয়নে উগারে তার অগ্নি কণ কণ ॥ ৯৪
তবে সেহ কুম্ভকর্ণতনয়ে ডাকিয়া।
কহিতে লাগিল মহা কুপিত হইয়া ॥ ৯৫
ওরে বাছা শ্রীকুম্ভ নিকুম্ভ দুইজন।
তোরা হও মহাবল বিক্রম-ভাজন ॥ ৯৬

তবেত যূপাক্ষ শোণিতাক্ষ দুইজন।
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদসঙ্গে করে বাহুরণ ॥ ১৫৯
কেহ কোনো জনে কভু করে আকর্ষণ।
কেহ কোনো জনে করে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১৬০
কেহ কোনো জনে ঠেলি ঠেলি লয়্যা যায়।
কেহ কোনো জনে কভু বলেতে ঘুরায় ॥ ১৬১
কেহ কোনো জনে কভু তোলে উপরিতে।
কেহ কোনো জনে কভু ফেলে ধরণীতে ॥ ১৬২
মধ্যে মধ্যে মুষ্টিপাত করাঘাত করে।
কভু বিদারণ করে দশন নখরে ॥ ১৬৩
এইরূপে কিছুকাল হল্য তুল্য রণ।
পরে অতি কুপিল কপীন্দ্র দুইজন ॥ ১৬৪
তার মধ্যে শোণিতাক্ষে দ্বিবিদ বানর।
নখে বিদারণ করি করিলা জর্জ্জর ॥ ১৬৫
আর তার দুই ভুজে ধরি ঘুরাইয়া।
মারিলেন তাহারে ভূতলে আছাড়িয়া ॥ ১৬৬
শ্রীমৈন্দ যূপাক্ষসনে করি বহু রণ।
পরে তারে ভুজে ধরি করিলা চাপন ॥ ১৬৭
তাহাতে যূপাক্ষ করি শব্দ ঘোরতর।
চলি গেল দেখিবারে প্রেতপুরীশ্বর ॥ ১৬৮
তবে বিরূপাক্ষ নামে এক নিশাচর।
কপিসৈন্য-উপরি বর্ষণ করে শর ॥ ১৬৯
তার শরপ্রহার সহিতে না পারিয়া।
পলায় বানর সব সমর ত্যেজিয়া ॥ ১৭০
তাহা দেখি মৈন্দ এক মহীধর ধরি।
নিক্ষেপিলা বিরূপাক্ষ-মস্তক উপরি ॥ ১৭১
তাহে হত হয়্যা বিরূপাক্ষ নিশাচর।
ভূতলে পড়িল যেন ছিন্ন ধরাধর ॥ ১৭২
তবে মৈন্দ মহাঘোর সিংহনাদ করি।
বধিতে লাগিল মুষ্টি মারি সব অরি ॥ ১৭৩
তাহা দেখি বিদ্যুন্মালী নামে জাতুধান।
রথে থাকি বৃষ্টি করে বহুতর বাণ ॥ ১৭৪
দশদিক আচ্ছাদন করি সেই শরে।
বিন্ধিতে লাগিল যত ভল্লুক বানরে ॥ ১৭৫
তার শরাঘাতে কেহ স্থির হত্যে নারে।
বাসনা করয়ে রণ ছাড়ি পলাবারে ॥ ১৭৬
তাহা নিরখিয়া নল লয়্যা তরুশিলা।
বিদ্যুন্মালী বধিবারে বর্ষিতে লাগিলা ॥ ১৭৭
সেহ শত শত শর করিয়া বর্ষণ।
সেই সব শাখী শিলা করিলা কর্ত্তন ॥ ১৭৮
পুনশ্চ নলের প্রাণপ্রণাশ করিতে।
কোদণ্ড কর্ষিয়া কাণ্ড লাগিল এড়িতে ॥ ১৭৯
সে সকল শরে বিশ্বকর্ম্মার নন্দন।
শাল শিলা ফেলাইয়া করিলা বারণ ॥ ১৮০
এইরূপে নল বৃষ্টি করে বৃক্ষগণ।
বিদ্যুন্মালী করে তাহা বাণেতে ছেদন ॥ ১৮১
বিদ্যুন্মালী যাবদীয় শরবৃষ্টি করে।
নল তাহা নিবারয়ে পাদপ প্রস্তরে ॥ ১৮২
এইরূপে কিছুকাল সেই দুইজন।
করিলেক সমভাবে ঘোরতর রণ ॥ ১৮৩
তবে সেই নিশাচর নিঃশর হইয়া।
কহিতেছে নল প্রতি চাতুরী করিয়া ॥ ১৮৪
বিশ্বকর্ম্মপুত্র আমি তোমা সঙ্গে রণে।
বড়ই আনন্দ পাইলাম আজি মনে ॥ ১৮৫
দেখিয়া তোমার বল বিক্রম অপার।
ইচ্ছা হয় বাহু-যুদ্ধ করিতে আমার ॥ ১৮৬
বলিছেন বিশ্বকর্ম্মনন্দন তাহারে।
আমারো বাসনা এই অন্তর-মাঝারে ॥ ১৮৭
তাহা শুনি রথ হত্যে রাক্ষস নামিল।
তবে দুই বীরে বাহুযুদ্ধ আরম্ভিল ॥ ১৮৮
হাতে হাতে ভুজে ভুজে কপালে কপালে।
বুকে বুকে প্রহার করয়ে দুই শালে ॥ ১৮৯
মত্ত মতঙ্গজ যেন দশনে দশনে।
যুদ্ধ করে তেন শব্দ হয় ঘনে ঘনে ॥ ১৯০
বজ্রের সমান অঙ্গ উভয়েরি হয়।
কাহারো প্রহারে কোনো জন ব্যগ্র নয় ॥ ১৯১
কভু বাহু-প্রহার করয়ে কোনো জন।
বজ্রেতে করয়ে যেন বিকট নিস্বন ॥ ১৯২
কভু নলে ঠেলি লয়্যা যায় বিদ্যুন্মালী।
কভু বিদ্যুন্মালীরে সে নল বলশালী ॥ ১৯৩
কভু আকর্ষয়ে কভু করে উত্তোলন।
কভু চাপি ধরে কভু করয়ে পাতন ॥ ১৯৪
মুষ্টি দন্ত নখে কভু করয়ে প্রহার।
দুই সিংহ করে যেন যুদ্ধ অনিবার ॥ ১৯৫
এইরূপে দুইদণ্ড কাল দুইজন।
করিলেক ন্যূনাধিক্যশূন্য বাহুরণ ॥ ১৯৬

তবেত নলের বলে না পারি সহিতে।
বিদ্যুন্মালী তার হস্ত ছাড়াল্য শ্রান্তিতে॥ ১৯৭
পুনর্ব্বার রথে শীঘ্র করি আরোহণ।
অতি ঘোর এক শক্তি করিল ধারণ॥ ১৯৮
তাহা দেখি নল এক গিরিশৃঙ্গ লয়্যা।
বিদ্যুন্মালি-উপরে ছাড়িলা ক্রুদ্ধ হয়্যা॥ ১৯৯
সেই শৃঙ্গ-পাতে রথ সারথি সহিত।
বিদ্যুন্মালী প্রাণ তেজি হইলা চূর্ণিত॥ ২০০
তবে ভীত হয়্যা যত নিশাচরগণ।
কুম্ভকর্ণ-পুত্র কাছে করে পলায়ন॥ ২০১
তাহা দেখি যাবদীয় বানরনিকর।
ঘনে ঘনে সিংহনাদ করে ঘোরতর॥ ২০২
তাহা শুনি কুম্ভ বীর অধিক কুপিল।
সৈন্যে সান্ত্বনা করি সমরে সাজিল॥ ২০৩
তবে কুম্ভবীর রণে ধীর ধরি শরাসন।
অতি খরতর বহুশর করয়ে বর্ষণ॥ ২০৪
যেন চিত্রভানু হত্যে ভানুসমূহ নিঃসরে।
তেন কুম্ভবীর হত্যে তীর-নিকর সঞ্চরে॥ ২০৫
সেই শরাঘাতে স্থির হৈতে নারি কপিসব।
গড়াগড়ি রণে পড়ি করে আর্ত্তরব॥ ২০৬
মহাকোপি মৈন্দকপি শিলা তরু ধরি।
ঘনে ঘন বরিষণ কুম্ভের উপরি॥ ২০৭
কুম্ভ শীঘ্রগতি শরততি করিয়া মোচন।
শিলা-তরুকুলে কাটি ফেলে করি কণ কণ॥২০৮
কুম্ভ পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণধার বর্ষে বহু শর।
সেই শরে রোধ করে ফেলিয়া ভূধর॥২০৯
এমতে দ্বন্দ্ব করে মৈন্দ আর কুম্ভবীর।
গগন-পথে নাহি বাধে সমরে সুধীর॥ ২১০
তবে মহাদম্ভ করি কুম্ভ নিজ শরাসনে।
পুঙ্খবর এক শর যোড়ে ক্রূর মনে॥ ২১১
তবে নিজশ্রুতি সীমাপ্রতি করি আকর্ষণ।
ছাড়ি দিল তায় সেহ ধায় অশনি যেমন॥ ২১২
মহাবেগে আসি লাগে মৈন্দ-বক্ষস্থলে।
তাতে জ্ঞানশূন্য কপিমান্য পড়িলা ভূতলে॥২১৩
তাহা দেখি তার ভ্রাতা তার দ্বিবিদ বানর।
এক শিলা দাঁড়াইলা সমরে প্রখর॥ ২১৪
কুম্ভ-সুতে নানামতে করিয়া ভৎর্সন।
বেগভরে সে শিলারে করিলা মোচন॥ ২১৫

দেখি কোপে ভরি হাস্য করি এড়ি সপ্ত বাণ।
কুম্ভ সেই শিলা নিবারিল করি অষ্টখান॥ ২১৬
আর কালফণি-বরে-জিনি তীক্ষ্ণ এক শর।
ছাড়ি সম্প্রহার কৈলা তার বুকের উপর॥ ২১৭
তাহে হয়্যা হত মূর্চ্ছাগত দ্বিবিদ পড়িলা।
তবে কোপভরে যুঝিবারে অঙ্গদ আইলা ২১৮
তাহা দেখি কোপে যুড়ি চাপে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর
কুম্ভ বারে বারে বিন্ধি তারে করিল জর্জ্জর॥২১৯
তাহা সহ্য করি বৃক্ষ গিরি-শৃঙ্গ শিলা ধরি।
ফেলে শ্রীঅঙ্গদ কুম্ভ-মদ নাশিতে উপরি॥ ২২০
সেহ কুম্ভশ্রুতিপুত্র অতি বেগে ছাড়ি বাণ।
তরু-শিলাকুলে কাটি ফেলে করি খান খান॥
আর দুই শরে বেধ করে কপালে তাহার।
যেন হস্তিমাতে অঙ্কুশেতে করয়ে প্রহার॥ ২২২
তবে বালিপুত্র মুছি নেত্র-রক্ত বামকরে।
দক্ষ-করতলে এক শালে ধরিলা সত্বরে॥ ২২৩
সেই শালবৃক্ষ কুম্ভে লক্ষ করিয়া ছাড়িল।
সেহ সপ্ত শরে সে শালেরে কাটিয়া ফেলিল॥
আর বেগবান্ এক বাণ ছাড়ি মহাবলে।
বালি-তনয়েরে বেধ করে দৃঢ় বক্ষঃস্থলে॥ ২২৫
খাই সেই শর ঘোরতর নিনাদ করিয়া।
বালিপুত্র পড়ে ধরোপরে মূর্চ্ছিত হইয়া॥ ২২৬
তাহা নিরখিয়া ভীত-হিয়া যত কপিগণ।
রাম বরাবরে গিয়া তারে কৈল নিবেদন॥২২৭
শুনি ভল্লপতি আদি অতি শ্রেষ্ঠ বীরগণে।
বালিতনয়েরে যোগাবারে পাঠাইলা রণে॥২২৮
তবে তারা সবে মহাজবে সংগ্রামে আসিয়া।
বালিতনয়েরে চারিধারে রহিল ঘেরিয়া॥ ২২৯
হয়্যা কোপবান্ জাম্ববান্ শ্রীসুষেণ অন্য।
বেগ-দর্শী আর আশুসার হল্যা রণে ধন্য॥২৩০
তাহা দেখি অতি ক্রুদ্ধমতি কুম্ভ নিশাচর।
শর-বৃষ্টি করে জলধারে যেন জলধর॥ ২৩১
সেই শরঘায় সব গায় বেধিত হইয়া।
তারা যাইবারে নাহি পারে অগ্রেতে চলিয়া॥
তবে কপিপতি কপিততি ব্যগ্রতা-দেখিয়া।
নিজে অগ্রসর হল্যা বর-শালেরে ধরিয়া॥২৩৩
কুম্ভে করি লক্ষ সেই বৃক্ষ বেগেতে ছাড়িলা।
আর শত শত নানামত পাদপ এড়িলা॥ ২৩৪

বৃক্ষ-বৃষ্টি দেখি মহারোথী কুম্ভ বলবান্।
শর বর্ষি আঁটি বৃক্ষ কাটি কৈলা খান খান॥
তবে কোপে মাতি কপিপতি করি সিংহস্বন।
তার রথোপরে চড়িবারে করিলা গমন॥ ২৩৬
তাহা দেখি সেহ দৃঢ়দেহ দীর্ঘ দীর্ঘ শর।
ছাড়ে অগণিত সুশাণিত অতি শীঘ্রতর॥ ২৩৭
সেই শরজালে অবহেলে করিয়া সহন।
সেই রথমাঝ কপিরাজ কৈলা আরোহণ॥ ২৩৮
কুম্ভ-হস্ত হৈতে অচিরাতে কাড়িয়া লইয়া।
তার ধনুখান বেগবান্ ফেলিলা ভাঙ্গিয়া॥২৩৯
এক ক্ষণকালে অবহেলে একার্য্য করিয়া।
ধরাতলে নামি কপিস্বামী কহেন কুপিয়া॥ ২৪০
ওহে কুম্ভশ্রুতি-পুত্র অতি বলিষ্ঠ বিক্রমী।
তুমি দশাননো হত্যে কোনো গুণে নহ কমি॥
সেহ লঙ্কেশ্বর বিধিবর-বলে বিশ্বজিত।
তুমি নিজ জোরে এ সংসারে হয়্যাছ বিদিত॥
তেঁই আমি বলি তোহে বলি-কুম্ভকর্ণসম।
আর ধনুকেতে ইন্দ্রজিতে করাছ উপম॥ ২৪৩
আজি অসম্ভব কর্ম্ম সব তুমিহ করিলে।
আর মারি তীর বড় বীর বিস্তর বধিলে॥ ২৪৪
তব পরাক্রম দেখি মম ইচ্ছা করে মন।
করি তব সনে এই স্থানে ভুজে ভুজে রণ॥ ২৪৫
এই লাগি তোরে রথোপরে না কৈল্যুঁ প্রহার।
তোহে প্রহারিলে সেই কালে হইতে সংহার॥
তুমি যুদ্ধ করি শ্রমে পরি-ক্লিষ্ট হয়্যাছিলে।
সবে দিত মোরে গালি তোর গ্লানিতে বধিলে
এবে পরিশ্রম তেজি ক্রম-রহিত হইলে।
এবে মোর সনে করি রণে দেখাও অখিলে॥
শুনি কথা এত ক্রুদ্ধচিত কুম্ভ নিশাচর।
সেহ রথ হৈতে ভূতলেতে নামিল সত্বর॥ ২৪৯
সেই নিশাচর কপীশ্বর এই বীরদ্বয়।
তবে অতি ক্রুদ্ধ বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করয়॥ ২৫০
আগে মহাতেজে তারা ভুজে মারিলেক তাল।
যেন সনির্ঘাত বজ্রপাত হয় এককাল॥ ২৫১
সেই শব্দে কত মূর্চ্ছাগত কপি নিশাচর।
আর লঙ্কাখান কম্পমান করে থর থর॥ ২৫২
তবে দুইজন করে রণ ভুজে ভুজে ধরি।
যেন মদে মাতি দুই হাতী শুণ্ডে শুণ্ডে করি॥

কভু মাতে মাতে বৃষমতে করয়ে সমর।
তাহে উঠে ধ্বনি হেন মানি ভাঙ্গয়ে ভূধর॥২৫৪
কভু দুই বলী ঠেলাঠেলি করে পরস্পরে।
কভু ভুজে করি বেটি ধরি চাপে নির্ভরে ২৫৫
কভু ব্যোমতলে তুলি বলে ফেলে আছাড়িয়া।
কভু ফেলি ভূমে পরাক্রমে ফিরে টানি নিয়া।
তবে হেনমতে দুজনেতে করে মহারণ।
দোঁহা মুখদ্বারে বিনিঃসরে অগ্নি কণ কণ॥ ২৫৭
আর পদাঘাতে ভূতলেতে গর্ত্ত হইতেছে।
আর ধরাতল টলবল করি কাঁপিতেছে॥ ২৫৮
আর পারাবার বারবার উছলিত হয়।
যত জলচর পাই ডর ধাবন করয়॥ ২৫৯
তবে কপিপতি পরে অতি বল প্রকাশিলা।
সেহ কুম্ভবীরে পারাবারে তুলিয়া ফেলিলা॥২৬০
তার পাত-ভরে চারি ধারে উচ্ছলি উচ্ছলি।
যত সিন্ধু-জল কল কল করি যায় চলি॥ ২৬১
সেহ কুম্ভ বীর জলধির তলাবধি গিয়া।
পুন জল হৈতে উপরিতে উঠিল লাফিয়া॥ ২৬২
উঠি কপিপতিকাছে অতি বেগেতে আইলা।
তার উরস্থলে মহাবলে মুটকী মারিলা॥ ২৬৩
সেই মুষ্টিপাতে বুক হৈতে রক্তধারা বয়।
তভু কপিরায় নাহি পায় কিছু ব্যথা-ভয়॥২৬৪
বরং আবিষ্কার হল্য তার তেজ অতিশয়।
যেন বজ্রাঘাতে সুমেরুতে জ্বালা নিকসয়॥২৬৫
তবে রোষযুত সূর্য্যসুত যেন বজ্রাঘাত।
তেন কুম্ভবুকে মহাঝোঁকে কৈলা মুষ্টিপাত॥ ২৬৬
সেই সম্প্রহারে তার উরে হইল বিদার।
যত অস্থিচয় চূর্ণময় হইল তাহার॥ ২৬৭
তার বুকে রক্তধারা ব্যক্ত বহিয়া পড়িল।
আর বদনেতে ধারামতে রুধির গলয়॥ ২৬৮
তবে ধূমগণ নিস্বমন করিয়া বদনে।
কুম্ভ হতজ্ঞান তেজি প্রাণ পড়ি গেল রণে॥২৬৯
তার প্রপতনে ঘনে ঘনে কাঁপে বসুমতী।
আর মহীধর তরুবর ভাঙ্গে গৃহ-ততি॥ ২৭০
তারে হত দেখি হল্য দুখী যত নিশাচর।
আর কপিগণ সুখিমন গর্জ্জে ঘোরতর॥ ২৭১
তবে জ্যেষ্ঠে নষ্ট দেখি রুষ্ট নিকুম্ভ কুমতি।
সেহ চণ্ডদৃষ্টি করে দৃষ্টি কপিপতি প্রতি॥ ২৭২

এক অসম্ভব সিংহরব করিয়া বিকট।
এক লগুড়েরে নিল করে অত্যন্ত উৎকট ॥২৭৩
সেই যষ্টি হয় লৌহময় অতি চমৎকার।
মেরু-গিরিশৃঙ্গ জিনি অঙ্গ বিপুল যাহার ॥২৭৪
শোভে শত শত লৌহকৃত কণ্টক যাহায়।
মণি-স্বর্ণময় সুবলয় বহুতর তায় ॥ ২৭৫
স্বর্ণ-মণি মতি-মালা ততি যাহে শোভা করে।
আর ক্ষুদ্রঘণ্টা বড়ঘণ্টা শোভে থরে থরে ॥ ২৭৬
যম-দণ্ডে ঘৃণা করে তৃণা-ধিক্ করি যেহ।
আর উগারয় অগ্নিচয় জ্বালা যার দেহ ॥ ২৭৭
সেই লগুড়েরে ধরি করে নিকুম্ভ ঘুরায়।
তাহে লক্ষ লক্ষ বড় বৃক্ষ চূর্ণ হয়্যা যায় ॥ ২৭৮
যত স্বর্গিজন ভীতমন লগুড়ে দেখিয়া।
... স্ববিমান তেজি আন স্থানে পলাইয়া ॥ ২৭
...র নবগ্রহ তারাসহ সকল গগন।
...খি হেন লাগে যষ্টিবেগে ঘুরয়ে যেমন ॥ ২৮০
...ই যষ্টি ধরি কোপে ভরি নিকুম্ভ চলিল।
...র পদাঘাতে ভূতলেতে কম্প উপজিল ॥ ২৮১
...খি দেব সব হাহারব করে মহাভয়ে।
... পুণ্যজন কপিগণ নড়িতে নারয়ে ॥ ২৮২
...বে কপিবরে মারিবারে নিকুম্ভ চলয়।
...হা নিরীক্ষণ করি কন পবনতনয় ॥ ২৮৩
...রে মহামূর্খ পাই দুঃখ যাও কোথাকারে।
...মি বিদ্যমানে রাজস্থানে যাবে কিপ্রকারে ॥
...মি এই যষ্টি ধরি তুষ্টি পাইয়াছ বড়।
...পিনাথে জিতি পাবে খ্যাতি জানিয়াছ দড় ॥
...হা বড় দূরে আগে মোরে করহ প্রহার।
...মি এই পাতি দিলুঁ ছাতি আগেতে তোমার
...খি আগে তোর যষ্টি মোর কি করিতে পারে
...রে নিজ বীর্য্য আর শৌর্য্য দেখাব তোমারে
... এত বাণী কপিমণি পসারিয়া বুকে।
...র অগ্রদেশে অসাধ্বসে দাঁড়াল্যা কৌতুকে ॥
... বীর কুম্ভ করি দম্ভ সেই দণ্ডবরে।
...ন-পুত্র-উরে মহাজোরে মারিলা নির্ভরে ॥২৮
...কি অদ্ভুত বায়ুসুত-বুক সুকঠিন।
...হে হেন দণ্ড শতখণ্ড হল্যা ছিন্নভিন্ন ॥ ২৯০
...ই খণ্ড সব উল্কা-লব হেন চারিভাগে।
...লে মহাজোরে সেই মরে যার অঙ্গে লাগে ॥

তেন দণ্ডঘায় কপিরায় কাঁপিলা কিঞ্চিৎ।
তেন ভূকম্পেতে অল্পমতে ভূধর কম্পিত ॥২৯২
তবে কপিমণি সিংহধ্বনি করি যুদ্ধশীল।
সেই কুম্ভবুকে মহাঝোঁকে মাল্যা এক কীল ॥
তাহে তার চর্ম্ম আর মর্ম্ম বিদীর্ণ হইল।
তাহে অনিবার রক্তধার বহিতে লাগিল ॥২৯৪
সেহ একক্ষণ অচেতন থাকি সব্যথায়।
পরে হয়্যা স্থির মারুতির নিকটেতে যায় ॥২৯৫
সেহ মহারোষে শঙ্খদেশে পবনকোঙরে।
এক মুষ্টি মারে ঘোর স্বরে সিংহনাদ করে ॥ ২৯৬
সেই প্রহারত মূর্চ্ছাগত কিছু হনুমান্।
তারে লয়্যা তুলি যায় চলি কুম্ভ বলবান ॥২৯৭
তারে নিরখিয়া সুখিহিয়া নিশাচরগণ।
তারা লম্ফ দিয়া ঝম্ফ দিয়া কহে এ বচন ॥২৯৮
ওরে কি আনন্দ কি আনন্দ কুম্ভ বীর বটে।
দেখ রণে মারি আনি ধরি ঘরপোড়া মর্কটে ॥
কহে কোনজন কি কারণ আনিছে উহায়।
নাহি জানা যায় কোন্ দায় ঘটাবে লঙ্কায় ॥৩০০
তবে কিছুদূরে গেলে পরে মারুতি জানিলা।
জানি অতি বড় একচড় কুম্ভেরে মারিলা ॥ ৩০১
আর দুইপাশে বক্ষদেশে নখে বিদারিয়া।
তার কর হৈতে ভূতলেতে পড়িলা লাফিয়া ॥
পুন করি দম্ফ দিয়া লম্ফ তার স্কন্ধোপরি।
উঠি সুভৈরব সিংহরব কৈলা অক্ষ-অরি ॥ ৩০৩
দুই ভুজে করি বেঢ়ি ধরি তাহার গলায়।
বীর টান দিয়া উপাড়িয়া ফেলিলা মাথায় ॥৩০৪
যবে দেন টান বলবান্ পবনকোঙর।
তবে হয়্যা জব্দ গোঁ গোঁ শব্দ করে নিশাচর ॥
যবে ভূতলেতে তার মাতে ছিণ্ডিয়া ফেলিলা।
তবে গিরি যেন পড়ে হেন ভূমি কাঁপাইয়া ॥৩০৬
তবে কুম্ভ-শক্তি-পুত্র-মূর্তি দেখি নিশাচর।
তারা ছাড়ি রণ পলায়ন করয়ে কাতর ॥ ৩০৭
যত কপিগণ সুখিমন রাম রাম বলে।
কৈল ত্রিভুবন আচ্ছাদন সেই কোলাহলে ॥৩০৮
ছিল মূর্চ্ছাগত কপি যত সেইত সময়ে।
তারা সেই ধ্বনি শুনি শুনি উঠয়ে সত্বরে ॥ ৩০৯
কিবা মিষ্টতর-গুণধর রামনাম হয়।
যার শ্রবণত মূর্চ্ছাগত পায় জ্ঞানোদয় ॥ ৩১০

তারা সবে মিলি গেলা চলি রাম-বরাবরে।
প্রভু তাহাদিগে অগ্রভাগে বসাল্যা সাদরে ॥
তবে রঘুমণি সব শুনি হল্যা আনন্দিত।
সব বীরগণে সম্ভাষণে করিলা তোষিত ॥ ৩১২
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩১৩

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে পুনর্লঙ্কাদাহপূর্ব্বককুম্ভনিকুম্ভপ্রধান-বহুবীরবধো নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মকরাক্ষ-বধ।

মকরাক্ষং রণে দক্ষং খরপুত্রং জঘান যঃ।
সোঽস্মাসু করুণাং কুর্য্যাৎ কৃপালুঃ শ্রীরঘূত্তমঃ

তবে রণভগ্ন যাবদীয় নিশাচর।
প্রবিষ্ট হইল গিয়া লঙ্কার ভিতর ॥ ২
হেনই সময়ে সূর্য্য উদয় হইল।
দূত সব দশানন নিকটে ভেটিল ॥ ৩
তাহাদের মুখ দেখি প্রকাশ-রহিত।
জিজ্ঞাসা করয়ে রাজা অত্যন্ত শঙ্কিত ॥ ৪
কহ রে কহ রে দূত কহ রে সত্বরে।
কি হইল আজিকার রজনী-সমরে ॥ ৫
দূত কহে মহারাজ কি কহিব আর।
বানরেতে করিল সকল ছারখার ॥ ৬
মরিল যাবত সৈন্য তার পরিচয়।
প্রত্যেকে দিবার মোর শক্তি নাহি হয় ॥ ৭
শোণিতাক্ষ প্রজঙ্ঘ প্রভৃতি বীরগণ।
বানরের হাতে সব তেজিল জীবন ॥ ৮
অপর কি কব কুম্ভকর্ণপুত্রদ্বয়।
সুগ্রীব-মারুতি-হাতে পাইয়াছে ক্ষয় ॥ ৯
এতেক বচন শুনি রাজা লঙ্কেশ্বর।
হইল অত্যন্ত শোকে নিতান্ত কাতর ॥ ১০
বিংশতি নয়নে অশ্রু গলে ঘনেঘন।
বুকে করাঘাত করি করয়ে ক্রন্দন ॥ ১১
ওরে বাপধন কুম্ভ নিকুম্ভ বাছা রে।
কোথা গেলে তোরা দোঁহে ছাড়িয়া আমারে।
আর আমি তোদিগে দেখিতে না পাইব।
আর রণে তোদের কৌশল না দেখিব ॥ ১৩
তোমাদিগে দেখিতাম আমি যতক্ষণ।
হইতাম কুম্ভকর্ণ-শোকে বিস্মরণ ॥ ১৪
এবে কুম্ভকর্ণ শোক-অনল জ্বলিল।
তোমাদের শোক তাহে আহুতি হইল ॥ ১৫
বুঝিলাম এই শোকে না রহিল প্রাণ।
তাহাই প্রার্থনা করি আমি দৈবস্থান ॥ ১৬
এক মাত্র এই খেদ রহি গেল মনে।
দেখিতে না পাইলাম বিপক্ষমরণে ॥ ১৭
এতেক কহিতে পুন কোপ উপাজল।
খরপুত্র মকরাক্ষে কহিতে লাগিল ॥ ১৮
বাপধন মকরাক্ষ আজিকার রণে।
গমন করহ তুমি লয়্যা সৈন্যগণে ॥ ১৯
প্রকাশ করিয়া নিজ বিক্রম অপার।
সহসৈন্যে রামে করি আশুহ সংহার ॥ ২০
জাগিছে খরের শোক অদ্যাপি অন্তরে।
তুমি তাহা দূর কর বধি দুই নরে ॥ ২১
তুমি হও মহাবল দিব্যাস্ত্রে পণ্ডিত।
পরাক্রমে আপনার পিতার সম্মিত ॥ ২২
নানা মত মায়াযুদ্ধে অতি বড় ধীর।
দেব-দৈত্য-পরাজয়ী সমরে সুস্থির ॥ ২৩
তব বাণে অক্লেশে মরিবে শত্রুগণ।
প্রচণ্ড অনলে পড়ে পতঙ্গ যেমন ॥ ২৪
তোমার সঙ্গেতে এই পুত্র ইন্দ্রজিত।
গমন করিবে রণে হইয়া সজ্জিত ॥ ২৫
এত কহি না হতে না হতে অনুমতি।
উঠিয়া সাজায় তারে নিজে লঙ্কাপতি ॥ ২৬
দিব্য গন্ধ মাল্য দিল বিচিত্র বসন।
প্রতি অঙ্গে পরাইল দিব্য আভরণ ॥ ২৭
তবে শূরমানী সেহ খরের নন্দন।
প্রণাম করিয়া তারে করে নিবেদন ॥ ২৮
মহারাজ যেই আজ্ঞা করিলে আপনি।
তাহা সাধিবারে আমি চলিলুঁ এখনি ॥ ২৯
কিন্তু ইন্দ্রজিত দাদা অদ্য সমরেতে।
যাইতে না পাইবেন আমার সঙ্গেতে ॥ ৩০

একা আমি আজ রণে গমন করিব।
তব শত্রু বধি আনি তোঁহে ভেট দিব ॥ ৩১
এত শুনি সন্তুষ্ট হইয়া দশানন।
ভাল ভাল বলি তারে কৈল প্রশংসন ॥ ৩২
তবে মকরাক্ষ বার বার দশাননে।
প্রদক্ষিণ নতি কৈল ভক্তিযুক্ত মনে ॥ ৩৩
বিপ্রগণে বার বার করিয়া প্রণতি।
বাহিরে আসিয়া কহে বলাধ্যক্ষ প্রতি ॥ ৩৪
বলাধ্যক্ষ সমরে যাইব আমি অদ্য।
রথ-সৈন্য সাজাইয়া আন তুমি সদ্য ॥ ৩৫
তবে বলাধ্যক্ষ সৈন্যে সাজিতে কহিল।
সারথিরে রথ সাজাইতে আজ্ঞা দিল ॥ ৩৬
তবে সে সেনাগণ, করয়ে সুসাজন,
সানাহ পরে সবে গায়।
বান্ধয়ে কটি আঁটি, কিঙ্কিণী পরিপাটী,
টোপর পরিছে মাথায় ॥ ৩৭
কেহ বা বীরমাটী, মাখিছে গায় ধটী,
পরিছে আঁটিয়া কটিতে।
বান্ধিল পিঠে তূণ, ধনুতে দিয়া গুণ,
তুলিয়া লইল পাণিতে ॥ ৩৮
বান্ধিছে শূল শাল, প্রখর অসি ঢাল,
তোমর কাটার কুঠার।
শাবল ছুরি টাঙ্গী, বরশী দৃঢ় শাঙ্গী,
মুগুড় খাসা যমধার ॥ ৩৯
কেহ বা রথে চাপে, কেহ বা চড়ে দ্বিপে,
কেহ বা ঘোটকেতে যায়।
কেহ বা উষ্ট্রে চড়ে, কেহ বা সিংহোপরে,
কেহবা চরণেতে ধায় ॥ ৪০
সেইত রণপথে, খরসুতের রথে,
সাজায়্যা আনিল সারথি।
কিবা সে রথখান, কনক-নিরমাণ,
মুকুর বসায়্যাছে তথি ॥ ৪১
হীরক-মণিগণ, খচিত সুচিক্কণ,
মুকুতা-ঝাঁপা কত দোলে।
ঘাঘর ঘণ্টা কত, কিঙ্কিণী শত শত,
চামর নানা জাতি ঝোলে ॥ ৪২
শিরেতে ধ্বজ শোহে, যুড়্যাছে বাজী তাহে,
ভূষিত বিবিধ ভূষণে
খরের পুত্র তায়, দেখিয়া নিজ গায়,
করয়ে সমর-সাজনে ॥ ৪৩
সুদৃঢ় সানা পরে মুকুট দিল শিরে,
শ্রবণে কনক-কুণ্ডল।
গলেতে মণিদাম, ভুজেতে অভিরাম,
বলয় বাজু ঝলমল ॥ ৪৪
ধনুক অসি শর, পরশু সুতোমর,
প্রভৃতি লয়্যা অস্ত্রগণে।
রথেতে আরোহণ, করিল সুখিমন,
যুঝিতে রঘুপতি সনে ॥ ৪৫
রথে আরোহণ করি খরের নন্দন।
কহিতেছে সৈন্যগণে করি সম্বোধন ॥ ৪৬
আস্ত আস্ত তোরা সবে আমার সহিতে।
যাইতে হইবে আজি সমর করিতে ॥ ৪৭
আজ্ঞা দিয়াছেন মোরে রাজা দশানন।
বধিবারে সহসৈন্যে সে রাম-লক্ষ্মণ ॥ ৪৮
অতএব আমি রণে করিব গমন।
বধিব অগ্রেতে দুষ্ট নর দুই জন ॥ ৪৯
তাহার পরেতে বধ করি বিভীষণে।
বধিব সুগ্রীব আর বড় কপিগণে ॥ ৫০
আজি এই শাণিত শূলের সম্প্রহারে।
শুষ্ক তৃণে অগ্নি যেন দহিব সবারে ॥ ৫১
মকরাক্ষ বাক্য শুনি নিশাচরগণ।
করিয়া উঠিল সবে গভীর গর্জ্জন ॥ ৫২
তবে মকরাক্ষ সেই সৈন্যগণ সনে।
পয়াণ করিল রণে অতি হৃষ্ট মনে ॥ ৫৩
বাজিতে লাগিল কাড়া মর্দ্দল কাহল।
দগড় দুন্দুভি ঢাক-ঢোল করতাল ॥ ৫৪
কাঁসী বাঁশী তুরী ভেরী খঞ্জরী ঝুঝুরী।
ডম্ফ জগঝম্প আর দোসরী মহুরী ॥ ৫৫
সেই সব শব্দে লঙ্কা কম্পিত করিয়া।
মকরাক্ষ রণে যায় হর্ষিত হইয়া ॥ ৫৬
যাইতে যাইতে পথে তার অশ্বগণ।
স্খলিত হইয়া পড়ে করয়ে ক্রন্দন ॥ ৫৭
সারথির হস্ত হত্যে পাঁচনী পড়িল।
বিনা উপদ্রবে রথনিশান ভাঙ্গিল ॥ ৫৮
পাংশু উড়াইয়া বহে প্রখর পবন।
যোদ্ধা সকলের বুক কাঁপে ঘনেঘন ॥ ৫৯

এ সকল অমঙ্গল করিয়া বীক্ষণ।
ভয়শূন্য মকরাক্ষ করিল গমন ॥ ৬০
তবে সেই সব সৈন্য উত্তরের দ্বারে।
গমন করিল লঙ্ঘি গড় পরিখারে ॥ ৬১
সৈন্য দেখি যুদ্ধ করিবারে কপিগণ।
লম্ফ দিয়া লম্ফ দিয়া করিল গমন ॥ ৬২
তবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল দুই দলে।
আচ্ছাদিল লঙ্কা মার মার কোলাহলে ॥ ৬৩
বৃক্ষ শিলা নিক্ষেপ করয়ে কপিগণ।
শর মারি নিশাচর করয়ে ছেদন ॥ ৬৪
শক্তি শূল শর বৃষ্টি করে নিশাচর।
পাষাণ পাদপ ফেলি নিবারে বানর ॥ ৬৫
কেহ কেহ সে প্রহার বারিতে না পারি।
তাহে হত হয়্যা ভূমে পড়ে প্রাণ ছাড়ি ॥ ৬৬
কাটা গেল কারো মুণ্ড কারো বাহুদ্বয়।
কারো উরু কারো বক্ষ চরণ উভয় ॥ ৬৭
ভাঙ্গিয়াছে কারো মাথা কারো বাহু কর।
কারো বুক কারো কটি কাহারো জঠর ॥ ৬৮
নখেতে বিদীর্ণ হয়্যা পড়ে কত জন।
দশন-দংশনে কত তেজিল জীবন ॥ ৬৯
মরিল বিস্তর করী অশ্ব উষ্ট্রগণ।
চূর্ণিত হইল কত বিচিত্র স্যন্দন ॥ ৭০
এই মতে ন্যূনাধিক্য-রহিত সমর।
করিতেছে যাবত বানর নিশাচর ॥ ৭১
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়্যা খরের নন্দন।
নিজে অগ্রসর হল্যা করিবারে রণ ॥ ৭২
টানিয়া টানিয়া ধনু তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর।
অবিরত বৃষ্টি করে বানর-উপর ॥ ৭৩
তাহা দেখি এক হয়্যা যাবত বানর।
বৃক্ষবৃষ্টি করিছেন তাহার উপর ॥ ৭৪
সে সকল বৃক্ষে মকরাক্ষ মহাবীর।
খণ্ড খণ্ড করে ছাড়ি লক্ষ লক্ষ তীর ॥ ৭৫
বৃক্ষ-শিলাবর্ষে আর বাণের বর্ষণে।
কিছুমাত্র দৃষ্টি নাহি হয় সেই রণে ॥ ৭৬
তবে মহাযোদ্ধা সেই খরের নন্দন।
অতিশয় শীঘ্রতা করিল প্রকাশন ॥ ৭৭
কপিগণ বৃক্ষ শিলা ধরিতে ধরিতে।
কাটিয়া ফেলয়ে তাহা হস্তেই থাকিতে ॥ ৭৮
বেগে বৃষ্টি করি আর বহুতর শর।
কপিকুলে কলেবরে করিল জর্জ্জর ॥ ৭৯
পুঙ্খ-অনুপুঙ্খে তার চলে শরগণ।
প্রবেশিতে নারে তার মাঝে সমীরণ ॥ ৮০
শক্তি শূল তোমর ভূষণ্ডী আদি যত।
সেহ অস্ত্রবৃষ্টি করে গণিব তা কত ॥ ৮১
জীবন তেজিল তাহে অনেক বানর।
ছিন্ন ভিন্ন মূর্চ্ছিত হইল বহুতর ॥ ৮২
তবে কপিকুল অতি কাতর হইয়া।
পলায়ন করে সবে সমর ছাড়িয়া ॥ ৮৩
কেহ নাহি করয়ে কাহারো প্রতীক্ষণ।
নিজ মাত্র লইয়া করয়ে পলায়ন ॥ ৮৪
তাহা দেখি সুখী হয়্যা নিশাচরগণ।
সিংহনাদ করি পাছে করয়ে তাড়ন ॥ ৮৫
কেহ গদা মারে কেহ বিন্ধে প্রাসে করি।
কেহবা ছেদন করে খড়্গ ছোরা ধরি ॥ ৮৬
তাহাতে কাতর হয়্যা শাখামৃগ সব।
মল্যাম মল্যাম বলি করে আর্ত্তরব ॥ ৮৭
তবে নিজ সৈন্য অতি কাতর দেখিয়া।
সম্ভ্রমে দাঁড়াল্যা রাম ধনুক ধরিয়া ॥ ৮৮
ত্বরিতে তেজিয়া তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ তীরগণ।
সে সকল নিশাচরে কৈল্যা নিবারণ ॥ ৮৯
দূরে রহু তাঁর বাণ দেখি মাত্র তাঁরে।
নিশাচর সব পলাইছে চারি ধারে ॥ ৯০
যেন সিংহ দেখি ক্ষুদ্র হারণ পলায়।
তেন রামে দেখি নিশাচর সব ধায় ॥ ৯১
তাহা দেখি মকরাক্ষ জিজ্ঞাসয়ে চরে।
পলাইছে নিশাচর সব কার ডরে ॥ ৯২
চর কহে মহাশয় রামেরে দেখিয়া।
আসিছে রাক্ষস সব ভয়ে পলাইয়া ॥ ৯৩
তাহা শুনি মকরাক্ষ কোপেতে কম্পিত।
সারথির প্রতি কহে বচন গর্ব্বিত ॥ ৯৪
সারথি যেখানে আছে রাম দুষ্টমতি।
সেই স্থানে রথ লয়্যা চল শীঘ্রগতি ॥ ৯৫
বধিয়াছে সেই দুষ্ট আমার পিতায়।
সে কোপ অদ্যাপি আছে আমার হিয়ায় ॥ ৯৬
আজি সেই রামে বধি তাহার রুধিরে।
নির্ব্বাণ করিব আমি সেই কোপাগ্নিরে ॥ ৯৭

তার পরে লক্ষ্মণ সুগ্রীব বিভীষণে।
বিনাশিব আর যত প্লবঙ্গমগণে ॥ ৯৮
সেই সব নর-কপি-রুধির-মাংসেতে।
তর্পণ করিব পিণ্ড দিব সব প্রেতে ॥ ৯৯
এতেক বচন তার শ্রবণ করিয়া।
সারথি চলিল রাম-আগে রথ নিয়া ॥ ১০০
তাহা দেখি বলবান বিস্তর বানর।
পথ-মাঝে দাঁড়াইল করিতে সমর ॥ ১০১
সবারে কহে সেই খরের নন্দন।
তোরা সবে পথরোধ কর কি কারণ ॥ ১০
আমি তোমাদের সনে কভু না যুঝিব।
এক মাত্র রাম-সনে সমর করিব ॥ ১০৩
সে মোর পিতৃঘাতী হয় মোর অরি।
তারে মাত্র চাহি আমি সমর-ভিতরি ॥ ১
এত কহি কপিগণে করি উপেক্ষণ।
সমর-ভিতরে করে রামে অন্বেষণ ॥ ১০৫
কিছু দূর হৈতে নিরীক্ষণ করি তাঁয়।
কহিছে মকরাক্ষ কুপিত-হিয়ায় ॥ ১০৬
রে অরে রাম রঘুবংশের পাংশন।
এদিনে পাইলাম তোর দরশন ॥ ১০৭
আমি মকরাক্ষ-নাম খরের নন্দন।
করব তোমার সঙ্গে আজি দ্বন্দ্বরণ ॥ ১০৮
যে অবধি বধিয়াছ তুমি মোর বাপে।
সেই হতো জ্বলে মোর তনু কোপতাপে ॥ ১০৯
কভু নাহি হয়্যাছিল দেখা তোর সনে।
এ লাগি সেই কোপ ছিল মনে মনে ॥ ১১০
আজ ভাগ্যে পাইয়াছি দেখিতে তোমায়।
সে কোপ নিবাইব তোমার বসায় ॥ ১১১
যেন সিংহ মৃগ চাহিতে চাহিতে।
যেন নিজে আস্যে তাহার দৃষ্টিতে ॥ ১১২
তুমি আইলে আমার সাক্ষাৎকারে
যাবে না যাবে আর আপন আগারে ॥ ১১৩
মেরেছ তুমি রণে যে সকল জনে।
তাদিগে দেখ গিয়া শমন-সদনে ॥ ১১৪
তোমার সঙ্গে আমি দ্বন্দ্ব-রণ।
হয়্যা সব লোকে করুক দরশন ॥ ১১৫
কিম্বা ভুজে ভুজে অথবা গদাতে
১১৬
ইথে তুমি বিমুখ না হবে কদাচিত।
যদি হয়্যা থাক শ্রেষ্ঠ কুলে উপনীত ॥ ১১৭
মকরাক্ষ-বচন শুনিয়া রঘুপতি।
কহিছেন হাসিয়া হাসিয়া তার প্রতি ॥ ১১৮
মকরাক্ষ বুঝিলাম তুমি বীররাজ।
কিন্তু বচনেতে হও নহ রণমাজ ॥ ১১৯
সমরেতে বীর হয় যেই কোনো জন।
নাহি কহে সেহ কভু গর্ব্বিত-বচন ॥ ১২০
করিতেছ তুমি যেই গর্ব্ব পরকাশ।
মোর আগে এ কেবল হয় উপহাস ॥ ১২১
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সহকারে।
জিনিয়াছি দুষ্ট আমি তোমার পিতারে ॥ ১২
তাহা জানি তুমি গর্ব্ব কর মোর আগে।
ইহা শুনি কার মুখে হাস্য নাহি লাগে ॥ ১২৩
যদি কহ আমি পিতা হতো বীরবর।
তাহা জানা যাবে আজি সমর-ভিতর ॥ ১২৪
দেখিতেছি তুমি নিজ পিতারে দেখিতে।
অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছ চিতে ॥ ১২৫
অতএব তোরে আর এথা না রাখিব।
অদ্যই খরের নিকটেতে পাঠাইব ॥ ১২৬
আর এই শিবা কাক কুক্কুরাদিগণ।
তোর মাংস লাগি মোরে করিছে প্রার্থন ॥ :
অতএব তোর মাংস করায়্যা ভোজন।
করিব এ সকলেরে আমি তৃপ্ত-মন ॥ ১২৮
এত কহি মকরাক্ষে পরে রঘুপতি।
কহিছেন এই কথা নিজ সৈন্য প্রতি ॥
আসিয়াছে এহ বড় আশা করি মনে।
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিবেক আজি মোর সনে ॥
এ লাগি সাক্ষীর ন্যায় দেখ তোমা সবে
ইহার প্রহারে কেহ চেষ্টিত না হবে ॥ :
কহি এত বাণী রঘুমণি ক্ষুরধার
নিজ ধনুকেতে অচিরাতে করিলা সন্ধান।
তারে নিজশ্রুতি-সীমাপ্রতি করি আকর্ষণ
খর-পুত্রপ্রতি শীঘ্রগতি করিলা মোচন ॥
সেই ঘোর শর দণ্ডধর-সম ভয়ঙ্কর।
সেহ খরসুতে বিনাশিতে চলিল সত্বর ॥
তাহা নিরখিয়া ক্রুদ্ধ-হিয়া সেহ মহামল্ল।
কৈলা চারিখণ্ড সেই কাণ্ড এড়ি তিন ভল্ল

তবে রঘুবর ছয় শর করিয়া মোচন।
তার ললাটেতে অতি দ্রুতে করিলা বেধন ॥১৩৬
সেহ একুইশ মহাবিষ সর্পের সোদর।
নারা-চাখ্য বাণ সুসন্ধান করিল সত্বর ॥ ১৩৭
হেম-পুঙ্খধর সেই শর চলে ব্যোমবাটে।
তারা অতিবেগে আসি লাগে শ্রীরামললাটে ॥
তবে ক্রুদ্ধমতি রঘুপতি নারাচ বিস্তর।
ছাড়ি খরসুতে ললাটেতে করিলা জর্জ্জর ॥১৩৯
তার মুখমাঝে কিবা সাজে সে সকল শর।
যেন ইন্দীবরে থরে থরে বসে মধুকর ॥ ১৪০
তবে রক্ত-অক্ষ মকরাক্ষ রণেতে পণ্ডিত।
নিজ শরাসনে বহুবাণে কৈলা নিয়োজিত ॥১৪১
তবে রঘুপতি শীঘ্রগতি এক ভল্লবাণ।
ছাড়ি তার চাপে মহাকোপে কৈলা দুইখান ॥
আর এক কাণ্ডে ধ্বজদণ্ডে চ্ছেদন করিলা।
ছাড়ি অন্য তীর সারথির পাঁচনী কাটিলা ॥ ১৪৩
ছাড়ি আর চারি শর চারি ঘোটকে বিন্ধিলা।
মকরাক্ষবীরে পঞ্চ শরে তাড়ন করিলা ॥ ১৪৪
সেহ রণে ধন্য ধনু অন্য ধরি এইক্ষণে।
করে আঁটি আঁটি কোটি কোটি বাণ বরিষণে ॥
তাহা নিরখিয়া ক্রুদ্ধ-হিয়া প্রভু রঘুবীর।
কিবা সেই মতে শতে শতে ছাড়িছেন তীর ॥
সেই সব শর পরস্পর ঠেকাঠেকি হয়।
হয়্যা অগ্নিকণ উগারণ করিয়া পড়য় ॥ ১৪৭
তবে খরসুত অদভুত অগ্নিবাণ ধরি।
কৈল বিসর্জ্জন সুশোভন মন্ত্রপাঠ করি ॥ ১৪৮
সেই দিব্য শর ঘোরতর উগারি অনল।
চলে মহাজবে দিক্ সবে করিয়া উজ্জ্বল ॥ ১৪৯
দেখি সেই শরে মহাডরে যত কপিগণ।
তারা হাহারবে করি সবে করে পলায়ন ॥ ১৫০
রঘু-পতি তাহা দেখি মহা বেগিত হইয়া।
তাহে যথাশাস্ত্র বরুণাস্ত্র দিলেন ছাড়িয়া ॥১৫১
কিবা গুণধর সেই শর কিবা মন্ত্র-বল।
সেই শর হৈতে মেঘমতে বৃষ্টি হয় জল ॥ ১৫২
সেই জলধারে অগ্নিশরে নির্ব্বাণ করিল।
দেখি নিশাচর ক্রুদ্ধতর তামস এড়িল ॥ ১৫৩
সেই শর তার অন্ধকার-বৃন্দ উগারয়।
তাহে সব রণ আচ্ছাদন হল্য অন্ধময় ॥ ১৫৪

তাহে কারো নেত্র কিছুমাত্র দেখিতে না পায়।
সবে অন্ধজন হেন রণ-মাঝারে বেড়ায় ॥১৫৫
তবে সীতাকান্ত সেই ধ্বান্ত করি নিরীক্ষণ।
কিবা দিবাকর নাম শর করিলা মোচন ॥ ১৫৬
তার তেজজালে রণস্থলে হল্য প্রকাশন।
যেন এককালে ব্যোমতলে উঠে সূর্য্যগণ ॥ ১৫৭
সেহ অন্ধকার ছারখার হল্য সেই তেজে।
তবে ক্রোধযুত খরসুত নাগ অস্ত্র তেজে ॥১৫৮
সেই শরমুখে লাখে লাখে সর্প নিকসয়।
তারা মুখদ্বারে বান্তি করে অগ্নি বিষময় ॥ ১৫৯
তাহা অবলোকি শ্রীজানকীনাথ রুষ্ট হল্যা।
তবে পক্ষিপতি-বাণ অতি বেগে মুক্ত কল্যা ॥
কিবা মন্ত্রগুণে সেই বাণে গরুড় জন্মিল।
সেহ সে কুণ্ডলিগণে গিলি নিঃশেষ করিল ॥১৬১
তবে কোপে ভরি সেহ গিরিবাণ নিয়োজিল।
তাহে বহুতর ধরাধর প্রকাশ হইল ॥ ১৬২
দেখি রঘুবর ইন্দ্রশর মোচন করিলা।
সেই সব গিরি ছেদ করি ভূতলে পড়িলা ॥ ১৬৩
তবে মহারুষ্ট হয়্যা দুষ্ট-মতি খরসুত।
রাম-চন্দ্রোপরে বৃষ্টি করে শরলক্ষাযুত ॥ ১৬৪
তবে অতিত্রস্ত শীঘ্রহস্ত প্রভু রঘুবর।
সেই সব শরে কাটিবারে ছাড়িলেন শর ॥১৬৫
সেই অসম্ভব বাণ সব ঠোক পরস্পরে।
তারা কেহ ভিন্ন কেহ ছিন্ন ভূমিতলে পড়ে ॥১৬৬
তবে তীক্ষ্ণতর অন্যশর কোটি-পরিমাণ।
প্রভু নিশাচরে নাশিবারে করিলা সন্ধান ॥১৬৭
সেহ আঁটি আঁটি কোটি কোটি শরবৃষ্টি করি।
সেই সব শরে চ্ছেদ করে মহাক্রোধে ভরি ॥
তবে এইরূপে মহাকোপে সেই দুইজন।
কিবা অবিশ্রাম শর-গ্রাম করয়ে বর্ষণ ॥ ১৬৯
তবে তাঁহাদ্দের উভয়ের সে শর সকলে।
হল্য ভূগগন আচ্ছাদন দৃষ্টি নাহি চলে ॥ ১৭০
সেই দুইবীরে দেখিবারে কেহ নাহি পায়।
ধনু-গুণ-শর-শব্দ-ভর মাত্র শুণা যায় ॥ ১৭১
সেই চমৎকার মহামার করি নিরীক্ষণ।
হল্য-ত্রিভুবন-সর্ব্বজন সবিস্ময়-মন ॥ ১৭২
তারা দুইজন শরগণ-বেধে জর্জ্জরিত।
হল্য দুইবীর স্বরুধির-রসেতে রঞ্জিত ॥ ১৭৩

তবে অতি স্পষ্ট রোষাবিষ্ট হইয়া রাঘব।
কিছু প্রকাশিলা করি লীলা হস্তের লাঘব ॥ ১৭৪
তবে একবাণ বেগবান করিয়া মোচন।
তার শরাসনে একক্ষণে করিলা খণ্ডন ॥ ১৭৫
আর বাণে সুষ্ট-তর অষ্ট নারাচ এড়িয়া।
তার সারথিরে যমঘরে দিলা পাঠাইয়া ॥ ১৭৬
চারি ঘোটকেরে অষ্টশরে করিয়া বেধন।
কৈলা তাহাদের সকলের প্রাণবিয়োজন ॥ ১৭৭
তবে রথ ছাড়ি ভূমে পড়ি খরের নন্দন।
এক সুবিপুল তীক্ষ্ণ শূল করিলা ধারণ ॥ ১৭৮
সেই শূলখান কিবা ধ্যান কৈলে হয় ভয়।
যেন অতি বল দাবানল তেন প্রকাশয় ॥ ১৭৯
নিজ ভুজবলে সেই শূলে করায়্যা ঘূর্ণন।
কৈল নিশাচর রঘুবর প্রতি নিক্ষেপণ ॥ ১৮০
সেই শূলখান বেগবান্ করিল ধাবন।
যার কলেবরে বৈশ্বানরে করে উদ্গিরণ ॥ ১৮১
দেখি তার গতি পাই ভীতি যত দেবগণ।
হর্ষে হাহারব কপি সব হলা অচেতন ॥ ১৮২
তবে রঘুবর তীক্ষ্ণতর তিন শর ছাড়ি।
সেই শূলখান চারিখান কৈলা তাহে ফাড়ি ॥
সেই চারি অংশ করি ধ্বংস বহু নিশাচরে।
পড়ে ধরোপরি যেন চারি উল্কা ঘোর স্বরে ॥ ১
তবে শূল নষ্ট দেখি হৃষ্ট হয়্যা সব সুরে।
করে সাধুবাদ সিংহনাদ কপিগণে পূরে ॥ ১৮
তবে অস্ত্রশূন্য হল্যা ধন্য মকরাক্ষ বীর।
কিছু নাহি ভয় রামে কয় বচন গভীর ॥
ওহে মূঢ়মতি মোরে অতি ক্ষীণাস্ত্র দেখিয়
তুমি কোনো মতে বিজয়েতে নাহি কর ॥
তাহে বিনাশিতে এখানেতে বহু অস্ত্র
রথচয় গজ হয় কপি সব তোর ॥ ১৮
হা রহু দূরে এই করে মুটকী করিয়া।
তব শিরে মারি যমপুরী দিব পাঠাইয়া ১৮৯
এ কথা বলি মহাবলী সেই নিশাচর।
-মুষ্টি হয়্যা যায় ধায়্যা রাম-বরাবর ॥ ১৯০
তা দেখি শুনি রঘুমণি হাসিয়া হাসিয়া।
নিজ শরাসনে অগ্নিবাণে যুড়িলা লইয়া ॥ ১৯১
সেই ঘোরতর সেই শর প্রচণ্ডপ্রকাশ।

তবে রঘুমণি সিংহধ্বনি করি ঘনেঘন।
নিজ বাহুজোরে সেই শরে করিলা মোচন ॥ ১৯
সেহ মহাবেগে তার আগে করিল গমন।
তাহা দেখি দেখি মহাতুখী নিশাচরগণ ॥ ১৯৪
সেই বাণ তার সানা আর দৃঢ় বক্ষঃস্থল।
করি বিদারণ প্রবেশন করিল ভূতল ॥ ১৯৫
সেহ খরপুত্র অতিমাত্র হইয়া ব্যথিত।
ঘোর শব্দ করি ভূমে পড়ি তেজিল জীবিত ॥
তাহা দৃষ্টি করি ভয়ে ভরি যত নিশাচর।
তারা পলায়ন করে রণ ছাড়িয়া সত্বর ॥ ১৯৭
মুনি সুর যক্ষ মকরাক্ষ-মরণ দেখিয়া।
সবে সাধুবাদ জয় নাদ করে সুখি-হিয়া ॥ ১৯
যত কপিবৃন্দ মহানন্দ-রসে মগ্ন-মন।
নাচে রামজয় রামজয় বলি ঘনেঘন ॥ ১৯৯
তবে সুখিমতি রঘুপতি স্বস্থানে আইলা।
ছাড়ি রণবেশ আর ক্লেশ আসনে বসিলা ॥ ২
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২০১

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলা-বর্ণনে
মকরাক্ষবধো নাম পঞ্চদশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছে

ইন্দ্রজিতের রণে ভঙ্গ।

যদীয়রোষারুণনেত্রসূর্য্যং
বিলোক্য লঙ্কেশসুতান্ধকারঃ।
লঙ্কাপুরীমধ্যগুহাং বিবেশ
ত্রাসাত্তমীড়ে রঘুনাথদেবম্ ॥ ১

এথা ভগ্নদূত গিয়া লঙ্কার ভিতরে।
রাবণ-নিকটে বার্ত্তা নিবেদন করে ॥
মহারাজ রাম-বাণে তেজি নিজ প্রা
মকরাক্ষ গেল নিজ জনকের স্থান ॥
তাহা শুনি কোপে আর শোকেতে
কিছুকাল রহে রাজা হইয়া নিশ্চল ॥

পরে হুহুঙ্কার ছাড়ি সজল-নয়ন।
কহিতেছে ইন্দ্রজিতে করি সম্বোধন ॥ ৫
ওরে পুত্র ইন্দ্রজিত শুন মোর কথা।
তো-বিনে নাশিতে না পারিল কেহ ব্যথা ॥ ৬
দেখ দেখ যত বীর পাঠাইলুঁ রণে।
কেহ ফিরি না আইল পুনশ্চ ভবনে ॥ ৭
তুমি দুইবার গিয়া সমর-মাঝারে।
জয় করি আসিয়াছ শত্রু সবাকারে ॥ ৮
অতএব আমি মনে অনুমান করি।
বধিতে পারিবে তুমি মোর সব অরি ॥ ৯
এ কর্ম্ম অদ্ভুত নহে তোহে কোনোরূপে।
জিনিয়াছ তুমিহ সমরে সুরভূপে ॥ ১০
অতএব একবার সমরে যাইয়া।
আস্ত গিয়া সেই রাম-লক্ষ্মণে বধিয়া ॥ ১১
দর্শনে থাকিয়া কিম্বা থাকি অদর্শনে।
বধিবে তুমিহ সেই দুষ্ট দুই জনে ॥ ১২
তুমি জান মায়াযুদ্ধ বিবি প্রকার।
অতিশয় বলী শূর সংসার-মাঝার ॥ ১৩
তেঁই তোরে কহিতেছি আমি প্রৌঢ়ি করি।
একবার যাও বাপ সংগ্রাম-ভিতরি ॥ ১৪
রঘু কহে রাজা নিজ বংশসংহরণে।
তোমাসম বাক্য-ভঙ্গী কে জানে ভুবনে ॥ ১৫
ইন্দ্রজিত কহে করি গর্ব্ব প্রকাশন।
বুঝি তার কেশে এবে ধরিল শমন ॥ ১৬
করিতেছ আপুনি যে আজ্ঞা মহারাজ।
আমিহও নিশ্চয় করিয়াছি এই কাজ ॥ ১৭
আজি নিজে সমরেতে করিয়া সাজন।
নিঃশেষেতে বিনাশিব সব শত্রু-জন ॥ ১৮
জিনিয়াছি পুরন্দর বরুণ শমনে।
দেব দৈত্য যক্ষ সিদ্ধ গন্ধর্ব্বাদিগণে ॥ ১৯
তাহে কোন্ ক্ষুদ্র হয় মনুষ্য বানর।
যাবামাত্র পাঠাইব সবে যমঘর ॥ ২০
কাটি কাটি কোটি কোটি মর্কটের শিরে।
রঞ্জিত করিব রণ-ধরণী রুধিরে ॥ ২১
বানর-নরের মাংস করায়্যা ভোজন।
সন্তোষিত করিব যাবৎ বন্ধুগণ ॥ ২২
এবার রণেতে রাখি শত্রু অবশেষ।
না করিব কোনো মতে ভবনে প্রবেশ ॥ ২৩

এত কহি দশাননে প্রণাম করিয়া।
উঠিল সে ইন্দ্রজিত সংগ্রাম লাগিয়া।
তাহা দেখি দশানন আপনি উঠিয়া।
আপন ভূষণ সব দিল পরাইয়া ॥ ২৫
রঘু কহে রাজা তব এই পরিক্লেশ।
বুঝি অদ্য হইতেই হইল নিঃশেষ ॥ ২৬
তবে ইন্দ্রজিত পুন তাতে প্রণমিয়া।
নিজ গৃহে গেল রণ-সাজন-লাগিয়া ॥ ২৭
দশানন ঘোষণা দেয়াল্য লঙ্কামাজ।
ইন্দ্রজিত রণে যাবে কর সবে সাজ ॥ ২৮ *
সেই ঘোষণারে শ্রুতিদ্বারে করিয়া শ্রবণ।
যত যোদ্ধাগণ করে রণ-উচিত সাজন ॥ ২৯
তারা আগে পরে কলেবরে কবচ সুন্দর।
যাহে প্রকাশয় মণিচয় অতি মনোহর ॥ ৩০
পরে তুন্দবন্ধ দৃঢবন্ধ করিল জঠরে।
আর দিব্যছটা স্বর্ণপাটা উরঃস্থলে ধরে ॥ ৩১
পরে তারা পরে নিজশিরে বিচিত্র টোপর।
কেহ স্বর্ণকৃত মণিযুত মুকুট সুন্দর ॥ ৩২
কিবা কর্ণযুগে পরে আগে মকর-কুণ্ডল।
ভুজে বাজুবন্ধ করে বন্ধ বলয় উজ্জ্বল ॥ ৩৩
গলে চমৎকার মণিহার মুক্তাদাম দিল।
জিনি শশধর শোভাকর পদক পরিল ॥ ৩৪
বান্ধে পৃষ্ঠোপরি শরে পূরি দিব্য দিব্য তূণ।
নিল সুচিক্কণ শরাসন দিয়া দিব্যগুণ ॥ ৩৫
আর খড়্গ ফরী ছোরা ছুরী কাটার বান্ধিল।
কত ভিন্দিপাল শূল শাল শাবল লইল ॥ ৩৬
করি কোলাহল সে সকল নিশাচরগণ।
ইন্দ্রজিত-দ্বারে থরে থরে করয়ে গমন ॥ ৩৭
কেহ রথে চাপে কেহ দ্বিপে কেহ বা ঘোড়ায়।
কেহ উষ্ট্রোপরি কেহ হরি-পৃষ্ঠে চাঢ যায় ॥ ৩৮
আর বীর কতি ক্রমে গতি অপর বাহনে।
কেহ পদব্রজে যায় গজে জিনিয়া গমনে ॥ ৩৯
তবে তারা সবে কলরবে ইন্দ্রজিত-দ্বারে।
হল্য উপস্থিত ত্বরান্বিত রণে যাইবারে ॥ ৪০
তবে সেইক্ষণ সেই স্থানে মেঘনাদ-যানে।
তার ভৃত্যগণ আনয়ন করে সাবধানে ॥ ৪১

* সেইত ঘোষণা শুনি যত যোদ্ধাগণ।
করিতেছে সকলেতে সমরে সাজন ॥

কিবা সুগঠন সুচিক্কণ সেই রথখান।
যার দিব্যবর্ণ মণিস্বর্ণ রজতে নির্ম্মাণ ॥ ৪২
তাহে সুশোভন দরপণ কত পাতিয়াছে।
বসিবার স্থানে দিব্যাসনে পাতি সাজায়াছে ॥
আর নানাজাতি মুক্তা মোতি ঝালর বিতান।
দিল বহুতর সমাচার ঘণ্টা নানা স্থান ॥ ৪৪
কত নীল সিত রক্ত পীত পতাকা বান্ধিল।
যারা সমীরণস্পর্শে ঘন দোলিতে লাগিল ॥ ৪৫
করি সুসাজন অশ্বগণ যুড়িল তাহায়।
যারা ব্যোমতলে ধরাতলে তুল্যমতে ধায় ॥ ৪৬
তার উপরিতে নানামতে রাখে অস্ত্রগণ।
বাণে পূর্ণ তূণ দৃঢ়গুণ কত শরাসন ॥৪৭
আর কত চর্ম্ম অসি কর্ম্ম-কার-সুশাণিত।
আর চক্রশাল ভিন্দিশাল আদি অগণিত ॥ ৪৮
সেই রথ নিয়া দ্বারে গিয়া হলা উপনীত।
এথা রণসাজ করে রাজ-পুত্র ইন্দ্রজিত ॥ ৪৯
আগে অনলেতে বিধিমতে করিল হবন।
আর মনসুখে চতুর্ম্মুখে করিল পূজন ॥ ৫০
আর বিপ্রগণে প্রীতমনে করিল বন্দন।
আর নানামতে করে কত শান্তি আচরণ ॥ ৫১
পরে নানাজাতি দ্রব্যাতি ভোজন করিয়া।
পান করে সুধা মধুধারা উদর পূরিয়া ॥ ৫২
পরে আচমন করি রণ-বেশ আরম্ভিল।
তাহে প্রথমেতে শরীরেতে কবচ পরিল ॥ ৫৩
শিরে মণিগণ সুশোভন মুকুট অর্পিল।
তার রত্ন-মণি সুকিঙ্কিণী কটিতে বান্ধিল ॥ ৫৪
কর্ণে রত্ন-মকর মনোহর অর্পিল কুণ্ডল।
আর ভুজদ্বন্দ্বে বাজুবন্ধে করিল উজ্জ্বল ॥ ৫৫
পরিধান করে তার পরে করেতে কঙ্কণ।
কণ্ঠে মুক্তামাল বুকে ভাল-পদক শোভন ॥ ৫৬
এই মতে সাজ করি রাজ-পুত্র দুরাশয়।
শীঘ্র বন্ধুপাত-আগে গতি করিতে বাসয় ॥ ৫৭
হেনকালে মন্দোদরী ঘোষণা শুনিয়া।
ইন্দ্রজিত-আগে আলা শঙ্কিত হইয়া ॥ ৫৮
তারে দেখি ইন্দ্রজিত প্রণাম করিয়া।
বসিতে আসন দিল আপুনি লইয়া ॥ ৫৯
আসনে বসিলা রাণী সশঙ্কিত-মন।
ইন্দ্রজিত করে কিছু তারে নিবেদন ॥ ৬০
মাতা কেন আপুনি এখানে এ সময়।
আগমন করিলেন ব্যস্ত অতিশয় ॥ ৬১
রাণী কহে বাপ ধন শুনহ বচন।
তোরে কিছু কহিতে করিলুঁ আগমন ॥ ৬২
লোকমুখে শুনিলাম আজিকার রণে।
যাইবে তুমিহ বাপ রাজার শাসনে ॥ ৬৩
অতএব তোমারে করিতে নিবারণ।
আমি অস্ত-ব্যস্ত হয়্যা কৈলুঁ আগমন ॥ ৬৪
রাম-লক্ষ্মণের বীর্য্য শুনি লাগে ডর।
এ লাগি নিষেধি তোরে যাইতে সমর ॥ ৬৫
দেখ দেখ বধিলেন রাম লীলাক্রমে।
ভুবন-বিজয়ী কুম্ভকর্ণ সুবিক্রমে ॥ ৬৬
শুনিয়াছি পূর্ব্বেতেও দণ্ডক-ভিতরে।
বধিয়াছে মহাবীর দূ-দূষণ খরে ॥ ৬৭
খরের নন্দন অতি বড় বীর ছিল।
তারে রামচন্দ্র কলা নিধন করিল ॥ ৬৮
অতিকায়-পুত্র ছিল বীরের প্রধান।
সংহার করিল তারে সুমিত্রা-সন্তান ॥ ৬৯
অতএব মোর মন বড় শঙ্কা করে।
নাহি যাহ তুমি বাপ তাদের সমরে ॥ ৭০
আর দেখ তুমি যদি নাহি যাও রণে।
তবে কিছু ভয় হবে ভূপতির মনে ॥ ৭১
তাহা হলো রামসঙ্গে বিবাদ ছাড়িয়া।
সন্ধি করিবেন জানকীরে ফিরি দিয়া ॥ ৭২
অন্যথা না দেখি আর কিছুই উপায়।
হইবেক এ লঙ্কার কুশল যাহায় ॥ ৭৩
দেখ দেখ ছিল যত পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি।
বন্ধু ভৃত্য রথ উষ্ট্র তুরঙ্গম হাতী ॥ ৭৪
সে সকল বাছা প্রায় হইয়াছে ক্ষয়।
তেন লঙ্কাপুরী শূন্যাকার দৃষ্ট হয় ॥ ৭৫
অন্তঃপুরে সদা শুনি ক্রন্দনের ধ্বনি।
যে দিগেতে চাহি দেখি বিধবা রমণী ॥ ৭৬
যে হয়্যাছে সে হয়্যাছে যে আছে সম্প্রতি।
তাহা আর না মজাও এই মোর মতি ॥ ৭৭
ছাড় বা না ছাড় বাদ রঘুপতি সনে।
কিন্তু না যাইতে দিব তোরে আর রণে ॥ ৭৮
যদ্যপি ইহাতে মহারাজ ক্রুদ্ধ হন।
করিব তাঁহারে ক্ষান্ত ধরিয়া চরণ ॥ ৭৯

যদি বা না হন তিঁহ ক্ষান্ত কুক্রিয়ায়।
তথাপি তোমার দোষ না হবে ইহায়॥ ৮০
মাতা মাননীয় হন পিতার সমান।
ইহাতে যাবত বেদ-পুরাণ প্রমাণ॥ ৮১
অতএব মোর বাক্য করিয়া পালন।
তুমি গৃহে রহিলে না হইবে দূষণ॥ ৮২
যে হকু সে হকু তোহে কোনহ প্রকারে।
যাইতে না দিব রামসঙ্গে যুঝিবারে॥ ৮৩
এতেক বচন শুনি বীর ইন্দ্রজিত।
কহিছে জননী প্রতি কিঞ্চিৎ কুপিত॥ ৮৪
জননি কহিলে তুমি যে কথা আমারে।
তোহে ইহা যোগ্য নহে কোনহ প্রকারে॥ ৮৫
ধার্ম্মিক কশ্যপ-বংশে তোমার উৎপত্তি।
পিতা তব মহাশূর ধার্ম্মিক সুমতি॥ ৮৬
তব মুখে যদি হেন কথা বাহি হবে।
উত্তম কুলেতে জন্মি কিবা কার্য্য তবে॥ ৮৭
দেখ দেখ দ্বারেতে দেখিয়া শক্রজন।
কোন্ জন করে যুদ্ধে যাইতে বারণ॥ ৮৮
তাহে সব জ্ঞাতি বন্ধু হইয়াছে ক্ষয়।
এ সময়ে রণ ত্যাগ কভু যোগ্য নয়॥ ৮৯
এ সময়ে যুদ্ধ তেজি রহিলে ভবনে।
অত্যন্ত অযশ হবে এ তিন ভুবনে॥ ৯০
অযশ লইয়া যেহ বাঁচিয়া থাকয়।
তাহার মরণ ভাল এই শাস্ত্রে কয়॥ ৯১
অতএব কোনমতে গৃহে না থাকিব।
রাম-রণে যাই পরাক্রম দেখাইব॥ ৯২
আপুনি যে করিতেছ বারণ যাইতে।
পিতার আজ্ঞায় এহ না পারে বাধিতে॥ ৯৩
দেখ দেখ ভৃগুপতি পিতৃ-আজ্ঞা-বলে।
জননীর শিরশ্ছেদ কৈলা কুতূহলে॥ ৯৪
ইহাও রহুক দূরে বীর যেই হয়।
রণযাত্রাকালে সে বারণ না শুনয়॥ ৯৫
অতএব তুমি যদি করহ বারণ।
হইবেক সে কেবল অশুভ-সূচন॥ ৯৬
এ লাগি বারণ নাহি করিয়া আমায়।
রণে যাত্যে আজ্ঞা দাও প্রসন্নহিয়ায়॥ ৯৭
রামের বিক্রম শুনি করিছ যে ভয়।
ইহাও আমাতে কভু যোগ্য নাহি হয়॥ ৯৮
জিনিয়াছি আমি রণে দেব পুরন্দরে।
কি করিতে পারে মোর মানুষ-বানরে॥ ৯৯
তাহাদিগে দুই-তিনবার রণস্থলে।
পরাভব করিয়াছি নিজ বাহুবলে॥ ১০০
আজিও সমরে গিয়া রাম-সঙ্গিজনে।
কাহারেও না ছাড়িব থাকিতে জীবনে॥ ১০১
এ লাগি আপুনি সব শঙ্কা পরিহরি।
নিজ গৃহে যাহ মোরে আশীর্ব্বাদ করি॥ ১০২
এতেক বচন শুনি মন্দোদরী রাণী।
নিশ্বাস ছাড়িয়া তারে কহিতেছে বাণী॥ ১০৩
বাপধন যদ্যপি নিতান্ত যাবে রণে।
আশীষ করিয়ে শীঘ্র আসিহ ভবনে॥ ১০৪
বিপ্র-অনুগ্রহে আর বিধাতার বরে।
রণজয়ী হয়্যা শীঘ্র ফিরি আস্য ঘরে॥ ১০৫
তবে ইন্দ্রজিত পুন করিলা প্রণাম।
তারে আশীর্ব্বাদ করি রাণী গেল ধাম॥ ১০৬
মেঘনাদ করি নানা মঙ্গলাচরণ।
বাহিরে আসিয়া কৈলা রথে আরোহণ॥ ১০৭
বাজিতে লাগিল তবে বিবিধ বাজনা।
কে করিতে পারে তার সকল গণনা॥ ১০৮
কড়াকড় করিয়া কাড়ায় পড়ে কাটি।
থম থম নিনাদে থঞ্জরী পরিপাটী॥ ১০৯
গড় গড় গড় করি বাজিছে দগড়।
ঘনর ঘনর শব্দ করয়ে কাঁসর॥ ১১০
চড় চড় চড় করি তাসে করে রব।
ঝনঞ ঝনঞ করি বাজে করতাল সব॥ ১১১
টঙ্‌ টঙ্‌ টঙ্‌ করি টিকারা বাজয়।
ঠঙ্‌ ঠঙ্‌ ঠঙ্‌ শব্দ করে ঘণ্টাচয়॥ ১১২
ডেঙ্‌ ডেঙ্‌ ডেঙ্‌ করি বাজে বহু ঢাক।
ঢেম ঢেম ঢেম করি ঢোল ঝাঁকে ঝাঁক॥ ১১৩
ত্রাঙ ত্রাঙ করি বাজে মৃদঙ্গ মর্দ্দল।
থিয়া থিয়া করি বাজে মুরজ সকল॥ ১১৪
দৃমি দৃমি শব্দ করি বাজিছে তবল।
ধাঙ ধাঙ ধামসাতে করে কোলাহল॥ ১১৫
নুনু নুনু করিয়া বাজয়ে বীণাগণ।
পোঁও পোঁও শব্দে শানী বাজিছে শোভন॥ ১১৬
ভুভু ভুভু করি বাজে তুরঙ্গ বিস্তর।
ভেঁও ভেঁও শব্দ করে শিঙ্গা বহুতর॥ ১১৭

আর কত শব্দে কত বাজিছে বাজনা।
কহিতে পারয়ে কেবা সে সব বর্ণনা ॥ ১১৮
তবে সেই সৈন্যগণ সঙ্গেতে লইয়া।
চলিল রাবণপুত্র সমর লাগিয়া ॥ ১১৯
কিবা সজ্জ হইয়াছে সেই সৈন্যগণ।
যাহা দেখি আনন্দিত হয় বীরজন ॥ ১২০
শ্বেত নীল রক্ত পীত অতি মনোহর।
উড়িতেছে অগ্রদেশে পতাকা বিস্তর ॥ ১২১
তাহার পশ্চাতে চলে যত বাদ্যকর।
তার পাছে অস্ত্রধর পদাতি-নিকর ॥ ১২২
তার পাছে তুরঙ্গম তার পাছে হাতী।
তাহার পশ্চাতে চলে রথী রণে মাতি ॥ ১২৩
তাহার মধ্যেতে দিব্য রথে ইন্দ্রজিত।
চলিতেছে সমর করিতে সুসজ্জিত ॥ ১২৪
যাইবার কালে সেহ গগনে ভূতলে।
নিজ অঙ্গে বিস্তর দেখয়ে অমঙ্গলে ॥ ১২৫
বিদীর্ণ দেখিছে সেহ ভাস্কর-মণ্ডল।
রক্তপূর্য বৃষ্টি করে জলদ সকল ॥ ১২৬
দিক সব হইল ধূমেতে আচ্ছাদিত।
সম্মুখ বহিছে বায়ু ধূলি-সম্মিশ্রিত ॥ ১২৭
রথের ধ্বজেতে বসি কঙ্ক করে নাদ।
ঘোটক ভূমেতে পড়ি পাই অবসাদ ॥ ১২৮
বীর সকলের হস্ত হত্যে অস্ত্র স্খলে।
দক্ষিণে গর্দ্দভ যায় বৃষ বামে চলে ॥ ১২৯
বাম অঙ্গ সব তার কাঁপে ঘনেঘন।
শঙ্কাপ্রায় হৃদয় হইছে অকারণ ॥ ১৩০
এ সব অশুভ দেখে তবু নাহি মানে।
বুঝিলাম কাল এবে চাহে তার পানে ॥ ১৩১
তবে সেই সব সৈন্য মার মার করি।
চলিতেছে কম্পিত করিয়া সে নগরী ॥ ১৩২
ঘর্ঘর ঘর্ঘর শব্দ করে রথ সব।
তুরঙ্গ-মাতঙ্গে করে ঘোরতর রব ॥ ১৩৩
সেই সব শব্দে দশদিক্ আচ্ছাদিয়া।
বাহির হইল উত্তরের দ্বারে গিয়া ॥ ১৩৪
তাহা দেখি শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যগণ।
বৃক্ষ শিলা ধরি সবে কৈলা আগমন ॥ ১৩৫
তবে সে উভয় সৈন্যে তুমুল সমর।
আরম্ভ করিল অতিশয় ঘোরতর ॥ ১৩৬
তাহে ধনু টানাটানি কত নিশাচর।
শর-বৃষ্টি করিতেছে বানর উপর ॥ ১৩৭
কেহ বা অঙ্কুশ মারে কেহ বা তোমর।
কেহ গদাঘাত করে কেহ বা মুদ্গর ॥ ১৩৮
কেহ চক্র ভূষণ্ডী কেহ বা শূল শাল।
কেহ খড়্গ মারে কেহ টাঙ্গী ভিন্দিপাল ॥ ১৩৯
তাহে ছিন্ন ভিন্ন করে কত না কাঁপিবে।
ভাঙ্গয়ে কাহারো অস্থি কাটে কারো শিরে ॥
তবে ক্রুদ্ধ হয়া যত শাখামৃগগণ।
বৃক্ষ গিরিশৃঙ্গ ধরি করে প্রহরণ ১৪১
কেহ কেহ বৃষ্টি করে ইষ্টক পাথর।
কেহ কেহ ধূলিক্ষেপ করয়ে বিস্তর ॥ ১৪২
কেহ কেহ রাক্ষসের অস্ত্র কাড়ি নিয়া।
রাক্ষসে প্রহার করে তাহেই করিয়া ॥ ১৪৩
কেহ কেহ মারে মুষ্টি চাপড় নির্ভরে।
কেহ কেহ নখ দন্তে বিদারণ করে ॥ ১৪৪
তাহে কত নিশাচর তেজিল জীবন।
হইল কাহার হস্ত চরণ-ছেদন ॥ ১৪৫
ভাঙ্গি গেল কারো মুণ্ড কারো পদ কর।
বিদীর্ণ হইল কারো হৃদয় জঠর ॥ ১৪৬
কেহ কেহ প্রাণ তেজি হইলা পতিত।
কত জন পড়িতেছে হইয়া মূর্চ্ছিত ॥ ১৪৭
কেহ কেহ খাই মুষ্টি শিলাদি প্রহার।
ধূম দেখি ঘুরি ঘুরি বুলে অনিবার ॥ ১৪৮
কাহারো ধূলিতে অন্ধ হয়্যাছে নয়ন।
পথ না দেখিতে পাই করয়ে ভ্রমণ ॥ ১৪৯
সবে তারা রক্তধারে হয়্যাছে রঞ্জিত।
পলাশ-পাদপ যেন বসন্তে পুষ্পিত ॥ ১৫০
তবে কপিদের বীর্য্য সহিতে না পারি।
পলায় রাক্ষস সব ইন্দ্রজিতে ছাড়ি ॥ ১৫১
সে সকল নিশাচর-পদপাত-ভরে।
সমুদায় লঙ্কাখান টলবল করে ॥ ১৫২
তাহা নিরীক্ষণ করি বীর মেঘনাদ।
নিজে অগ্রসর হয়্যা করি সিংহনাদ ॥ ১৫৩
ধনুক ধরিয়া বীর দিলেক টঙ্কার।
যাহা শুনি সকলের হয়্যা চমৎকার ॥ ১৫৪
তবে সেহ নিয়োজিয়া তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর।
বিদ্ধ করিতেছে যত ভল্লুক বানর ॥ ১৫৫

কিবা বাহুবীর্য্য তার এক এক শরে।
পাঁচ সাত নয় দশ কপি বেধ করে ॥ ১৫৬
অষ্টাদশ বাণে বিন্ধে শ্রীগন্ধমাদনে।
বিন্ধিলেক নলে নয় বাণে সেইক্ষণে ॥ ১৫৭
আর সাত শরে বেধ করিয়া গবয়ে।
পাঁচ বাণে বিন্ধিলেক মহাবীর গয়ে ॥ ১৫৮
আর যাবদীয় কপি ছিল সেই স্থানে।
সকলেরে বেধ কৈল সাত সাত বাণে ॥ ১৫৯
সেই সব বাণে কেহ ত্যজিল জীবন।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে কত জন ॥ ১৬০
কেহ কেহ আর্ত্তরবে করয়ে ক্রন্দন।
কেহ কেহ রণ ছাড়ি করে পলায়ন ॥ ১৬১
কেহ বৃক্ষে আরোহিল কেহ বা ভূধরে।
কেহ কেহ পলাইছে আকাশ-উপরে ॥ ১৬২
কেহ কেহ মগ্ন হয়্যা সমুদ্র মাঝারে।
কেহ কেহ সেতু বাহি যায় সিন্ধু-পারে ॥ ১৬৩
এইরূপে রণ ছাড়ি কপি ভল্লগণ।
দিক্ দিগন্তরে সবে করে পলায়ন ॥ ১৬৪
তাহা নিরখিয়া ক্রুদ্ধহিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
হল্যা অগ্রসর ধনুঃশর করিয়া ধারণ ॥ ১৬৫
তাহা কপিততি দেখি অতি সাহস পাইয়া।
চলে পুনর্ব্বার যুঝিবার আশেতে ফিরিয়া ॥ ১৬৬
তারা ধরি ধরি বৃক্ষ গিরি ধাবন করয়।
আর অনিবার মার মার রব উচ্চারয় ॥ ১৬৭
তবে ক্রুদ্ধচিত ইন্দ্রজিত বৃষ্টি করি শর।
সেই লক্ষ লক্ষ কপি ঋক্ষ করয়ে জর্জ্জর ॥ ১৬৮
দেখি সেই শর রঘুবর আর শ্রীলক্ষ্মণ।
টানি শরাসনে বাণগণে করেন বর্ষণ ॥ ১৬৯
সেই সব শর শীঘ্রতর করয়ে গমন।
মেঘ-নাদ শরে কাটি করে ভূতলে পাতন ॥১৭০
তবে কপিগণ বিক্ষেপণ করে বৃক্ষ শিলা।
দাশরথি-দ্বয় শরচয় বরিষে লাগিলা ॥১৭১
তবে দেখি তাহা সেই মহা-মায়ী ইন্দ্রজিত।
মায়াবলে এক সৃজিলেক তিমিরে ত্বরিত ॥১৭২
কুহু রজনীতে চারিভিতে কজ্জ্বলি সকলে।
অন্ধকার যেন হয় তেন হল্য রণস্থলে ॥ ১৭৩
সেই তিমিরত হয়্যা বৃত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সেই নিশাচরে দেখিবারে না পান তখন ॥ ১৭৪
সেই অনিবার অন্ধকার মাঝারে থাকিয়া।
সেই বাণচয় বরিষয় ধনুক টানিয়া ॥ ১৭৫
সেই বাণগণ আগমন অন্ধকারে করে।
যেন তারাততি পরে অতি অন্ধ নিশান্তরে ॥
তাহা দেখি রঘুপতি লঘু ভ্রাতার সহিত।
সেই বাণপথে শরযূথে ছাড়েন ত্বরিত ॥ ১৭৭
তবে ইন্দ্রজিত ত্বরান্বিত সেইত তিমিরে।
সেই কুম্ভকার-চক্রাকার চারিদিকে ফিরে ॥
যেই দিকে চাই দুই ভাই ছাড়িছেন বাণে।
সেই দিক্ ছাড়ি ইন্দ্র-অরি যায় অন্য স্থানে ॥
তবে তাঁহাদের উভয়ের সে সকল শর।
নিরর্থক হয়্যা পড়ে গিয়া ভূতল-উপর ॥ ১৮০
সেই দশস্কন্ধ-পুত্র অন্ধকারে আচ্ছাদিত।
দৃষ্ট নাহি হয় রথ-হয-সারথি-সহিত ॥ ১৮১
কিন্তু তারা তুল্য বহুমূল্য বাণ সমুদায়।
পড়ে চারিদিকে মহাবেগে এই দেখা যায় ॥
সেই বাণব্যূহ-বিদ্ধদেহ হইয়া বানর।
যায় বহুতর যমঘর কথো বা কাতর ॥ ১৮৩
আর রামধন শ্রীলক্ষ্মণ দোঁহা-কলেবর।
লীলা-অনুসারে সেই শরে হইলা জর্জ্জর ॥ ১৮৪
তবে ক্রোধাবিষ্ট হয়্যা দুষ্ট-দমন লক্ষ্মণ।
করি-ছেন রাম-আগে সাম বাক্যে নিবেদন ॥
প্রভু দেখ সেই দুষ্ট এই রাবণ-তনয়।
মায়া পরকাশি কপিরাশি করিতেছে ক্ষয় ॥ ১৮৬
এই দুরাত্মার কর্ম্ম আর সহিতে না পারি।
ছাড়ি ব্রহ্মশর নিশাচর সকলে সংহারি ॥ ১৮৭
এত বাক্য শুনি রঘুমণি কহেন লক্ষ্মণে।
সকলের ক্ষয় যোগ্য নয় একের দূষণে ॥ ১৮৮
দেখ দেখ তুমি এই আমি দুষ্ট ইন্দ্রজিতে।
করি বিনাশন নারায়ণ-বাণেতে ত্বরিতে ॥১৮৯
যাকু যেথানেতে সেথানেতে মায়ায় লুকিয়া।
আমি বাণবলে ভূমিতলে পাড়িব নাশিয়া ॥
এই সব বাণী রঘুমণি কহিতে কহিতে।
তাঁর অতিচারু দুই ভুরু উঠে উপরিতে ॥ ১৯১
প্রভাতের ভানু-সম তনু কোপেতে হইল।
অগ্নি কণ কণ প্রকাশন হইতে লাগিল ॥ ১৯২
সেই রঘুবর কোপভর করি নিরীক্ষণ।
অতি সশঙ্কিত সুকম্পিত হল্য দেবগণ ॥ ১৯৩

তবে মহাদাপে নিজ চাপে প্রভু রঘুবর।
কৈলা নিয়োজন নারায়ণ নাম মহাশয় ॥ ১৯৪
তাহা দেখি ভীত ইন্দ্রজিত ছাড়িয়া সমর।
প্রবেশিল গিয়া রথ নিয়া লঙ্কার ভিতর ॥ ১৯৫
সেই যেইকালে রণস্থলে ছাড়ি চলি গেল।
তবে মায়াময় অন্ধচয় সব দূর ভেল ॥ ১৯৬
তবে ইন্দ্রজিতে সমরেতে না পাই দেখিতে।
প্রভু রঘুবর নিজ শর রাখিলা তূণীতে ॥ ১৯৭
যে কপিচক্র দেখি শক্র-জিত পলায়ন।
সে আর কয় জয় জয় শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৯৮
দইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ১৯৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে
ইন্দ্রজিৎপলায়ন-বর্ণনো নাম ষোড়শঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মায়াসীতার মস্তক ছেদন।

মায়াসীতাচ্ছেদমাকর্ণ্য মুগ্ধং
শ্রীমদ্রামং সান্ত্বয়ংস্তৎসুখায়।
...তুম্পুংস্তাপি মুক্তোরুপায়ং,
জয়ন জীয়াদ্রাক্ষসেন্দ্রানুজন্মা ॥ ১

ইন্দ্রজিত গিয়া লঙ্কার ভিতরে।
মনে কদর্য্য মন্ত্রণা এক করে ॥ ২
সমর করি আমি কত কালে।
কবিব এই রাম-সৈন্যজালে ॥ ৩
নিকুম্ভিলা মধ্যেতে যাইয়া।
সব বিধানেতে হবন করিয়া ॥ ৪
ইমে লয়্যা বর রথ ধনু শর।
আমিও এই সব কপি নর ॥ ৫
যজ্ঞ করিতে যাইলে এ সময়ে।
বিঘ্ন করিবে যাইয়া কপিচয়ে ॥ ৬
আগি মায়াতে এক জানকী স্বৃজিয়া।
ছেদন করিব শত্রুগণে দেখাইয়া ॥ ৭
তাহা দেখি আর করিয়া শ্রবণ।
কাতর হবে সে রাম লক্ষ্মণ ॥ ৮

সেই অবকাশে আমি যজ্ঞ সমাপিয়া।
বধিব সকলে রণ-ভিতরে আসিয়া ॥ ৯
এত পরামর্শ করি রাবণনন্দন।
মায়াবলে কৈল এক জানকী-সৃজন ॥ ১০
কিবা চমৎকার সেই রাক্ষসশকতি।
যাহে নাহি হয় সীতা নহে বলি মতি ॥ ১১
সেই বর্ণ সেই কেশ সেইত বদন।
সেই নাসা সেই ভুরু সেইত নয়ন ॥ ১২
সেই বাহু সেই কর সেই বক্ষঃস্থল।
সেই উরু সেই জানু সেই পদতল ॥ ১৩
সেই দৃষ্টি সেই স্বর সেই মিষ্টভাষ।
তেমনই মলিনা কৃশা সেই ম্লান বাস ॥ ১৪
সেই মায়াসীতা দেখি আনন্দিত-চিত।
মনে পুন পরামর্শ করে ইন্দ্রজিত ॥ ১৫
ইহারে লইয়া আমি যাই কোন দ্বারে।
ছেদন করি বা গিয়া কার সাক্ষাৎকারে ॥ ১৬
রামে বিষ্ণু করিয়া কহয়ে লোক সবে।
যদি সত্য হয় তবে মায়া নাহি রবে ॥ ১৭
শুনিয়াছি সেহ বিষ্ণু নানা মায়া ধরে।
মায়াবীর আগে মায়া-কার্য্য নাহি করে ॥ ১৮
আর তার কাছে থাকে খুড়া বিভীষণ।
সেহ জানিবেক সব মায়া-বিরচন ॥ ১৯
অতএব রাম-আগে যাওয়া যোগ্য নয়।
অন্য দ্বারে মায়া-সীতা-বধ যোগ্য হয় ॥ ২০
তাহে যেই কপি না দেখিয়াছে সীতারে।
তারা সীতা বলি জানিবেক কি প্রকারে ॥ ২১
অতএব যাব আমি পশ্চিমের দ্বারে।
বধিব মারুতি-আগে এ মায়াসীতারে ॥ ২২
সেহ দেখিয়াছে দৌত্য-সময়ে সীতায়।
জানিবে জানকী বলি দেখিলে ইহায় ॥ ২৩
এতেক নিশ্চয় করি মায়া-সীতা লয়্যা।
ইন্দ্রজিত রথে আরোহিল সুখী হয়্যা ॥ ২৪
সঙ্গেতে লইয়া বহুতর সৈন্যগণ।
পশ্চিম দ্বারেতে গিয়া দিল দরশন ॥ ২৫
তাহাদের কোলাহল করিয়া শ্রবণ।
যুঝিবারে কপি সবে করয়ে ধাবন ॥ ২৬
কেহ শিলা ধরি কেহ ধরিয়া পাষাণ।
সিংহনাদ করি সবে করিলা পয়াণ ॥ ২৭

দেখি সেনা-ক্ষয়, রাবণ-তনয়,
ফিরিয়া চলয় রণ ছাড়িয়া।
পবন-নন্দন, কৈলা নিবর্ত্তন,
শ্রীরঘুনন্দন পদ ভাবিয়া॥ ৮৬
তবে মেঘনাদে রণে নিবৃত্ত করিয়া।
কহিছেন বায়ুপুত্র স্বসৈন্যে ডাকিয়া॥ ৮৭
যার লাগি মোরা সবে প্রাণ উপেখিয়া।
করিতেছিলাম রণ যতন করিয়া॥ ৮৮
সেই ত সীতারে দুষ্ট রাবণ-কুমার।
করি গেল সবাকার সাক্ষাতে সংহার॥ ৮৯
অতএব এখানেতে থাকিয়া এক্ষণ।
দেখিতে না পাই আর কিছু প্রয়োজন॥ ৯০
চল চল সবে যাই রাম-সন্দর্শনে।
এই বার্ত্তা কহি গিয়া তাঁহার চরণে॥ ৯১
ইহা শুনি যে আজ্ঞা করিবা রঘুবর।
তাহাই করিব সবে হইয়া তৎপর॥ ৯২
এত কহি সব সৈন্য সঙ্গেতে লইয়া।
চলিলা শ্রীহনুমান্ কান্দিয়া কান্দিয়া॥ ৯৩
রামে কি কহিব বলি হইয়াছে ভয়।
এ লাগি না হল্য তাঁর শোক অতিশয়॥ ৯৪
মারুতি চলিলা দেখি দুষ্ট ইন্দ্রজিত।
যজ্ঞ লাগি নিকুম্ভিলা চলিলা ত্বরিত॥ ৯৫
সঙ্গে লয়্যা বহুতর সেনা সুসজ্জিত।
নিকুম্ভিলা কাছে গিয়া হল্য উপনীত॥ ৯৬
সেখানে যাইয়া কহে নিজ সৈন্যগণে।
শুন শুন তোরা সবে আমার বচনে॥ ৯৭
আমিহ করিব যজ্ঞ নিকুম্ভিলা-মাজ।
তুষ্ট করি অনলে সাধিব নিজ কাজ॥ ৯৮
আমিহ বাহিরে নাহি আসিযে যাবত।
সাবধানে তোরা সবে রহিবে তাবত॥ ৯৯
এই বনে বেড়ি ব্যূহ বিরচন করি।
থাকহ সকলে করে অস্ত্রশস্ত্র ধরি॥ ১০০
যদাপি আইসে কোনো শত্রু-পক্ষ জন।
প্রবেশিতে নাহি দিবে তাহারে এ বন॥ ১০১
ইন্দ্রজিত আজ্ঞা শুনি যত নিশাচর।
করিলেক সেইরূপ হইয়া তৎপর॥ ১০২
তবে ইন্দ্রজিত প্রবেশিয়া নিকুম্ভিলা।
বিধিমতে যজ্ঞ করিবারে আরম্ভিলা॥ ১০৩

এখানেতে পূর্ব্বকৃত মেঘনাদ-ধ্বনি।
শুনি জাম্ববানে কহিছেন রঘুমণি॥ ১০৪
ভল্লপতি শুনিতেছি আমি বারে বারে।
ঘোরতর সিংহনাদ পশ্চিমের দ্বারে॥ ১০৫
তাহা শুনি মোর হয় এই অনুমান।
সংগ্রাম করিছে যেন পুত্র হনুমান॥ ১০৬
অতএব তুমি তার সাহায্য করিতে।
বহু সৈন্য লয়্যা যাও পশ্চিমে ত্বরিতে॥ ১০
তাহা শুনি জাম্ববান যে আজ্ঞা বলিয়া।
চলিলেন বহু সৈন্য সঙ্গেতে লইয়া॥ ১০৮
কিছু দূর গিয়া তিঁহ যুদ্ধ-মনোরথে।
দেখিতে পাইলা মারুতিরে মধ্যপথে॥ ১০৯
তবে শ্রীমারুতি সব বার্ত্তা কহি তারে।
সবে মিলি আইলেন রাম-সাক্ষাৎকারে॥ ১১০
শ্রীরাম-চরণে তারা প্রণাম করিয়া।
বসিলা সকলে অধোবদন হইয়া॥ ১১১
কি করি কহিব এই বার্ত্তা রঘুবরে।
এই চিন্তা করিছেন সকলে অন্তরে॥ ১১২
তাহা দেখি রামচন্দ্র সশঙ্কিত মন।
করিছেন পবননন্দনে জিজ্ঞাসন॥ ১১৩
বাপধন আপনার থানা উপেখিয়া।
কি কারণে আইলে সকল সৈন্য নিয়া॥ ১১৪
আসি বা এখানে কেন অতি দুঃখিমন।
বসিলে সকলে অধো করিয়া বদন॥ ১১৫
কহ কহ এ সকল করি বিবরণ।
তোমাদিগে দেখি শঙ্কা করে মোর মন॥ ১১৬
শ্রীরামচন্দ্রের বাণী করিয়া শ্রবণ।
কান্দি কান্দি কহিছেন পবননন্দন॥ ১১৭
প্রভুবর কি আর করিব নিবেদন।
নিরর্থক হইল সকল আয়োজন॥ ১১৮
দুষ্ট ইন্দ্রজিত গিয়া মোর সাক্ষাৎকারে।
খড়্গা করি কাটি গেল জানকী-মাতারে॥ ১১৯
তাহা দেখি মোরা সবে হইয়া নিরাশ।
আইলাম থানা উপেখিয়া প্রভু-পাশ॥ ১২০
যেই মাত্র এই কথা মারুতি কহিলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া প্রভু ভূতলে পড়িলা॥ ১২১
এলায়্যা পড়িল তাঁর দিব্য জটাভার।
শ্লথ হল্য পরিধান-বল্কল তাঁহার॥ ১২২

ভূমিতে পড়িল হস্ত হতে ধনুঃশর।
চেষ্টাশূন্য হইল সকল কলেবর ॥ ১২৩
যদ্যপি সর্ব্বজ্ঞ হন প্রভু ভগবান্।
কভু লীলাবশে তাহা নাহি হয় ভান ॥ ১২৪
এব শুনিয়া সে অনিষ্টবচন।
প্রেমময় মোহে প্রভু হইলা মগন ॥ ১২৫
দেখি মহাবেগে লক্ষ্মণ কুমার।
ভূমে তুলিয়া নিলা কোলে আপনার ॥ ১২৬
জানকী-শোক দহিছে তাঁহার।
রাম-দুঃখ দেখি তাহা নাহি ভায় ॥ ১২৭
জ্বর-তপ্ত জন প্রবেশি অগ্নিতে।
সন্তাপে আর না পারে জানিতে ॥ ১২৮
রাম-দুঃখে অতি দুঃখিত হইয়া।
কোলে নিলা সীতা-শোক পাসরিয়া ॥ ১২৯
না কি হল্য বলি করেন ক্রন্দন।
নেত্র-সলিল মুখে করেন মার্জ্জন ॥ ১৩০
অঙ্গদ নল আদি কপিগণ।
করিছেন সকলে রামের শুশ্রূষণ ॥ ১৩১
মুখে দেন অতি সুশীতল জল।
করেন কেহ ধরি পদ্মদল ॥ ১৩২
কিছু পরে প্রভু চেতন পাইয়া।
কহিছেন লক্ষ্মণের বদন চাহিয়া ॥ ১৩৩
অরে ভ্রাতৃবর, কি হইল ঘোরতর,
দুর্দ্দৈব বিপাক উপস্থিত।
যাব কোথা, এ হেন উৎকট ব্যথা,
সহিতে না পারয়ে জীবিত ॥ ১৩৪
প্রাণের প্রিয়া, যাবে মোরে উপেখিয়া,
ইহা নাহি ছিল কভু মনে।
এ কি আচম্বিতে, বজ্রপাত মস্তকেতে,
কিরূপে বা ধরিব জীবনে ॥ ১৩৫
প্রিয়ে চন্দ্রমুখি,কোথা গেলে মোরে রাখি,
রাক্ষসের হাতে তেজি প্রাণী।
দেখিব আরবার, মুখশশী সে তোমার,
না শুনিব সুধাসম বাণী ॥ ১৩৬
আমার সাতে, নিষেধিলুঁ নানামতে,
কোনরূপে তাহা না শুনিলে।
ছাড়িয়া মোরে,নিজে গিয়া লোকান্তরে,
দুঃখার্ণবে আমারে ভাসিলে ॥ ১৩৭

এ হেন বিরহ-ক্লেশে, তোমারে পাবার আশে,
রাখিয়াছিলাম এ জীবন।
সেই আশা এতকালে, নষ্ট হল্য দৈববলে,
আর বাঁচি নাহি প্রয়োজন ॥ ১৩৮
আপনি পাইলুঁ ব্যথা, ভ্রাতারে দিলাম তথা,
বহুক্লেশ দিলুঁ বন্ধুগণে।
আমার দুর্দ্দৈব দোষে, সব ব্যর্থ হল্য শেষে,
ধিক্ ধিক্ এ রঘুনন্দনে ॥ ১৩৯
এইরূপে বিলাপ করেন রঘুবীর।
মুখ বাহি পড়ে শতধার অশ্রুনীর ॥ ১৪০
দেখ দেখ প্রেমধন কিবা গুণ ধরে।
ঈশ্বরেও যেহ আপনার বশ করে ॥ ১৪১
যে গুণেতে সর্ব্বজ্ঞতা স্ফূর্ত্তি নাহি পায়।
অনিষ্টশঙ্কাতে তাঁরে ক্রন্দন করায় ॥ ১৪২
তাঁহার ক্রন্দন শুনি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
ক্রন্দন করেন আর যত কপিগণ ॥ ১৪৩
পরেতে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য করিয়া লক্ষ্মণ।
দুঃখ-শোক-রোষাবেশে শ্রীরামেরে কন ॥ ১৪৪
রঘুবর তুমি কভু না ছাড় ধরমে।
কিন্তু সেই ধর্ম্ম তোঁহে পালে না বিষমে ॥ ১৪৫
অন্য অন্য বস্তু যেন পাই দেখিবারে।
তেন ধর্ম্ম দেখিতে না পাই এ সংসারে ॥ ১৪৬
অতএব ধর্ম্ম নাই এই আমি ভণি।
কি কারণে তার সেবা করহ আপনি ॥ ১৪৭
ধর্ম্ম সত্য হইলে রাবণ না বাড়িত।
তোমারেও এ দুঃখ ভুঞ্জিতে না হইত ॥ ১৪৮
তার বৃদ্ধি তব হানি দেখিয়া বিচারি।
ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম না হয় কার্য্যকারী ॥ ১৪৯
বরঞ্চ অধর্ম্ম করি সুখ পায় লোক।
ধার্ম্মিক জনেতে দেখি পায় দুঃখ শোক ॥ ১৫০
যদ্যপি অধর্ম্ম হৈতে সুখ না হইত।
তবে ইন্দ্র বিশ্বরূপ-বধ না করিত ॥ ১৫১
তুমিহ কেবল ধর্ম্মে করিয়া আশ্রয়।
পাইতেছ নানামত ক্লেশ অতিশয় ॥ ১৫২
দেখ যদি দিতে মোরে ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িতে।
তবে কেন এই শোক হইবে পাইতে ॥ ১৫৩
পূর্ব্বেতেও কহিছিলুঁ হইতে নৃপাত।
তাহা হলে ঘটিবেক কেন এ বিপত্তি ॥ ১৫৪

আর দেখ তুমি যেই কর ধর্ম্ম ধর্ম্ম।
তাহাও কর‍্যাছ ক্ষয় ছাড়ি রাজকর্ম্ম ॥ ১৫৫
যেই হেতু ধর্ম্মের কারণ হয় দান।
অর্থ সব হয় সেই দানের নিদান ॥ ১৫৬
আপুনিহ পরিত্যাগ করি সেই অর্থ।
পাইতেছ এই সব উৎকট অনর্থ ॥ ১৫৭
দেখ দেখ যার অর্থ আছয়ে সে জন।
সুবুদ্ধি কুলীন গুণী সুখের ভাজন ॥ ১৫৮
যে জনের অর্থ থাকে সে জনের প্রতি।
অনুকূল হয় এই সব ত্রিজগতী ॥ ১৫৯
এ হেন অর্থেরে তুমি হেলায় ছাড়িয়া।
পাইলে এতেক দুঃখ কথা না শুনিয়া ॥ ১৬০
যোগ্য নহে এসময়ে এ কথা কহিতে।
তভু কহিতেছি দুঃখ না পারি সহিতে ॥ ১৬১
অত্যন্ত অসহ্য দুঃখ দিল মেঘনাদ।
কি করিব সহিতে না পারিয়ে বিষাদ ॥ ১৬২
যদ্যপি আপুনি একবার স্থির হন।
তবে আমি করি এই শোক নিবারণ ॥ ১৬৩
হয় গজ রথ রথী পদাতি সহিতে।
বধি বাণ ছাড়ি দুষ্ট রাবণে তুরিতে ॥ ১৬৪
যদি যুদ্ধ করিতে বাহির নাহি হয়।
তবে লঙ্কা-নগরী সহিতে করি ক্ষয় ॥ ১৬৫
এ লাগি সামান্য নর-ভাবাবেশ ছাড়ি।
একবার স্থির হও বিশ্ব-অধিকারী ॥ ১৬৬
এইরূপে রামচন্দ্রে কহেন লক্ষ্মণ।
হেনকালে সেখানে আইলা বিভীষণ ॥১৬৭
গিয়াছিল তিঁহ সেনা দর্শন করিতে।
তাহা করি আইলেন স্বমন্ত্রিসহিতে ॥ ১৬৮
তিঁহ আসি দেখিছেন বানর সকলে।
দুঃখিত হইয়া পড়িয়াছে ভূমিতলে ॥ ১৬৯
কান্দিতেছে কেহ কেহ নিশ্বাস ছাড়িছে।
কেহ কেহ অধোমুখ হইয়া ভাবিছে ॥ ১৭০
তাহা দেখি অতিশয় সশঙ্কিত-মন।
রামচন্দ্র কাছে তিঁহ করিলা গমন ॥ ১৭১
লক্ষ্মণের কোলে মুগ্ধ দেখি রঘুবরে।
বিভীষণ মগ্ন হল্যা উদ্বেগ-সাগরে ॥ ১৭২
না পারেন কাহারেও কিছু জিজ্ঞাসিতে।
চাহেন সবার পানে সশঙ্কিত-চিতে ॥ ১৭৩

তাহা দেখি কান্দি কান্দি কহেন লক্ষ্মণ।
মিতা আর করিতেছ কিবা নিরীক্ষণ ॥ ১৭৪
ইন্দ্রজিৎ গিয়া এথা হইতে লঙ্কারে।
জানকীরে বধিয়াছে পশ্চিমের দ্বারে ॥ ১৭৫
মারুতির মুখে তাহা করিয়া শ্রবণ।
শোকাকুল হয়্যাছেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৭৬
এত বাণী শ্রবণ করিয়া বিভীষণ।
করিছেন রামচন্দ্র-প্রতি নিবেদন ॥ ১৭৭
রঘুবর যে কহিলা পবনতনয়।
ইহা কোনো প্রকারেতে সম্ভব না হয় ॥ ১৭৮
সাগর শোষণ আর সুমেরু-পতন।
যেন অসম্ভব তেন জানকী-মরণ ॥ ১৭৯
জানকীরে যেই অস্ত্রে করিবে ছেদন।
ত্রিভুবন মাঝে তাহা না হয় দর্শন ॥ ১৮০
অস্ত্রেতে না হয় যেন আকাশের ছেদ।
তেন জানকীতে নাহি হয় অস্ত্রভেদ ॥ ১৮১
তাহাও থাকুক জানি রাবণের মন।
জানকীরে কভু নাহি করিবে মারণ ॥ ১৮২
কহিয়াছিলাম আমি বহুবার তারে।
জানকী ফিরিয়া আনি তোমায় দিবারে ॥ ১[illegible]
তাহা না করিল যেহ মোহিত-মদনে।
সে তাহারে বিনাশিতে দিবেক কেমনে ॥ ১৮৪
বধ-কথা দূরে থাকু সেহ ইন্দ্রজিত।
জানকীরে দেখিতে না পায় কদাচিত ॥ ১৮৫
সাম-দান ভেদ দণ্ড এ চারি যুক্তিতে।
অপর পুরুষ তাঁরে না পায় দেখিতে ॥ ১৮৬
অতএব অনিষ্ট-আশঙ্কা করি দূর।
মোর স্থানে তত্ত্ব কথা শুনহ ঠাকুর ॥ ১৮৭
মেঘনাদ যবে শত্রু জিনিবারে চায়।
নিকুম্ভিলা-মাঝে তবে হোম করি যায় ॥ ১৮৮
সেথা হোম করি গেলে বিধাতার বরে।
সবার অজেয় হয় সে দুষ্ট সমরে ॥ ১৮৯
অতএব আমি মনে করি অনুমান।
যজ্ঞ করিবারে সেহ গেছে সেই স্থান ॥ ১৯০
সেহ স্থান হয় লঙ্কাপুরীর বাহিরে।
পশ্চিম দিকেতে বনে পরিখার তীরে ॥ ১৯১
সেথা যাই দিতে পারে বানরে যন্ত্রণা।
এই ভাবি ইন্দ্রজিত কর‍্যাছে মন্ত্রণা ॥ ১৯২

সেই যজ্ঞে নির্ব্বিঘ্নে করিতে সমাপন।
করিয়া গিয়াছে এই মায়া প্রদর্শন ॥ ১৯৩
অতএব এই মিথ্যা শোকে পরিহরি।
সে দুষ্টের বিনাশ করহ ত্বরা করি ॥ ১৯৪
সেই স্থান বিনে তার না হইবে ক্ষয়।
অতএব ইহাতে বিলম্ব যোগ্য নয় ॥ ১৯৫
এতেক পর্য্যন্ত কহি বিজ্ঞ বিভীষণ।
আপনার হৃদয়েতে করেন চিন্তন ॥ ১৯৬
ইন্দ্রজিত প্রতি বর আছে বিধাতার।
অন্য জনের হাতে না হবে সংহার ॥ ১৯৭
দ্বাদশ বৎসর যেই শয়ন-ভোজন।
না করিবে তার হাতে তাহার মরণ ॥ ১৯৮
দেখে প্রায় প্রতিদিন করি নিরীক্ষণ।
রামচন্দ্র নিদ্রা যান করেন ভোজন ॥ ১৯৯
লক্ষ্মণে না দেখি কভু শয়ন করিতে।
না দেখিও ফল জল কদাচ ভুঞ্জিতে ॥ ২০০
অতএব করি আমি এইত নিশ্চয়।
ইহারি করেতে হবে মেঘনাদ ক্ষয় ॥ ২০১
অন্যথা না দেখি আর তাহার মরণ।
তব মৃত্যু বিনে না মরিবে দশানন ॥ ২০২
কিন্তু অনরণ্য-নৃপ-শাপ-পরমাণে।
মরিবেক দশানন শ্রীরামের বাণে ॥ ২০৩
অতএব অনুমান করে মোর চিত।
মরিবেক লক্ষ্মণের হাতে ইন্দ্রজিত ॥ ২০৪
এ লাগিয়া লইয়া যাইয়া শ্রীলক্ষ্মণে।
বিনাশ করিব আজি রাবণ-নন্দনে ॥ ২০৫
এতেক নিশ্চয় করি পুন রঘুবরে।
কহিতে লাগিলা বিভীষণ যোড় করে ॥ ২০৬
প্রভু কেন উত্তর না দাও মোর প্রতি।
বিলম্ব করিতে যোগ্য না হয় সম্প্রতি ॥ ২০৭
আপুনিহ সুস্থ হয়্যা উঠিয়া বসিলে।
ইন্দ্রজিতে বধি আসি মোরা সবে মিলে ॥ ২০৮
শ্রীলক্ষ্মণে মাত্র তুমি দাও মোর সঙ্গে।
বধিবেন ইহঁ তারে অনায়াস রঙ্গে ॥ ২০৯
ইহাতেও বিলম্ব না কর রঘুরাজ।
যজ্ঞ পূর্ণ হল্যে সিদ্ধ না হবে এ কাজ ॥ ২১০
অতএব আপুনি বসিলে সুস্থচিতে।
মোরা সবে যাই মেঘনাদে বিনাশিতে ॥ ২১১
এ সকল বিভীষণ-বচন শুনিয়া।
কিছু স্থির হয়্যা প্রভু বসিলা উঠিয়া ॥ ২১২
নিজ করপদ্মে মুছি নয়নের পানী।
কহিছেন বিভীষণ-প্রতি এই বাণী ॥ ২১৩
মিতা যে সকল তুমি করিলে বর্ণন।
না হয়্যাছে তার কিছু আমার গ্রহণ ॥ ২১৪
অতএব পুনর্ব্বার করি বিবরণ।
কহ সেই সব কথা করিয়ে শ্রবণ ॥ ২১৫
এত বাণী শ্রবণ করিয়া বিভীষণ।
পুনর্ব্বার শ্রীরামে করেন নিবেদন ॥ ২১৬
প্রভু শুনিয়াছ তুমি যেই দুষ্ট কথা।
তাহা সত্য নহে অতএব ত্যেজ ব্যথা ॥ ২১৭
এই কর্ম্ম মেঘনাদ-মায়ার বৈভবে।
দেখায়্যাছে মারুতি প্রভৃতি কপি সবে ॥ ২১৮
তাহা দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া সবারে।
নিকুম্ভিলা গিয়াছে সে যজ্ঞ করিবারে ॥ ২১৯
সেথা যজ্ঞ করি যদি অস্ত্র রথ পায়।
তবে কেহ জিনিতে না পারিবে তাহায় ॥ ২২০
বিধাতার বর আছে সেই দুরাচারে।
সেথা যজ্ঞ করি গেলে কোথাও না হারে ॥ ২২১
অতএব তার যজ্ঞ পূর্ণ না হইতে।
সেখানে যাইয়া তারে হইবে বধিতে ॥ ২২২
যেহেতুক বরদান-কালে প্রজাপতি।
কহিয়াছিলেন এই ইন্দ্রজিত-প্রতি ॥ ২২৩
নিকুম্ভিলা মাঝে যজ্ঞ না হল্যে পূরণ।
যে শত্রু ঘেরিবে তোর তা হল্যে মরণ ॥ ২২৪
অতএব মোর সঙ্গে দেহ শ্রীলক্ষ্মণে।
বধ করি আসি আমি রাবণনন্দনে ॥ ২২৫
তার বধ বিনে দশানন না মরিবে।
সেহ না মরিলে সীতা কভু না পাইবে ॥ ২২৬
যদি পাবে সীতা যদি বধিবে রাবণ।
তবে মোর পরামর্শ করহ শ্রবণ ॥ ২২৭
এতেক বচন শুনি তবে রঘুপতি।
কহিতে লাগিলা পুন বিভীষণ প্রতি ॥ ২২৮
মিত্রবর তব বাক্য করিয়া শ্রবণ।
করিলাম আমি সব শোক নিবারণ ॥ ২২৯
কিন্তু যে কহিলে তুমি ইন্দ্রজিত রণে।
লক্ষ্মণে পাঠাল্যে তাহে শঙ্কা হয় মনে ॥ ২৩০

মহাযোদ্ধা মহামায়ী হয় ইন্দ্রজিত।
তার রণে লক্ষ্মণে পাঠাতো্যে হয় ভীত ॥ ২৩১
চল চল সেই দুষ্টে করিতে মারণ।
আমিহ করিব তব সঙ্গেতে গমন ॥ ২৩২
এতেক বচন শুনি কহেন লক্ষ্মণ ॥
প্রভু কেন কহ হেন অযোগ্য বচন ॥ ২৩৩
ভৃত্য হতো যেই কর্ম্ম হইতে পারয়।
তাহাতে প্রভুরে যাত্যে শাস্ত্রে নিষেধয় ॥ ২৩৪
তাহে মিতা কহিছেন যাইতে আমায়।
কি লাগিয়া বাধ কর আপুনি তাহায় ॥ ২৩৫
মাযাবী বলিয়া তাবে যে কর সংশয়।
ইহা ত আমার প্রতি কভু যোগ্য নয় ॥ ২৩৬
তব নাম-উচ্চারণে মহামায়া নাশে।
ক্ষুদ্র মায়া কি করিতে পারে তব দাসে ॥ ২৩৭
বিভীষণ কহিছেন পুন রঘুবরে।
প্রভু কোনো শঙ্কা নাহি করহ অন্তরে ॥ ২৩৮
ন্যাস-ধন যেন কেহ দেয় কোনো জনে।
তেনই আমারে তুমি দেহ শ্রীলক্ষ্মণে ॥ ২৩৯
যদ্যপি বিশ্বাস তব মোর প্রতি হয়।
তবে ইহে কিছু না কর সংশয় ॥ ২৪০
বিভীষণ-বচন শুনিয়া রঘুপতি।
কহিছেন এই বাণী শ্রীলক্ষ্মণ প্রতি ॥ ২৪১
ভ্রাতৃবর ইন্দ্রজিতে করিতে সংহার।
তোঁহে লয়্যা যাত্যে ইচ্ছা হয়্যাছে মিতার ॥২৪২
অতএব যাহ তুমি মিতার সহিতে।
করিবে সমর কিন্তু সাবধান-চিতে ॥ ২৪৩
দেখিয়াছ সে দুষ্টের মায়াবল রণে।
এ লাগি থাকিবে সদা সাবধানমনে ॥ ২৪৪
তব সঙ্গে যাকু সহ-সৈন্যে হনূমান্।
আর নিজ সৈন্য লয়্যা ভল্লূক প্রধান ॥ ২৪৫
নিজ মন্ত্রিসঙ্গে লয়্যা মিতা বিভীষণ।
করিবেন তব পৃষ্ঠদেশেতে গমন ॥ ২৪৬
জানেন রাক্ষস মিতা সেই যজ্ঞস্থান।
কহিবেন আর সব কর্ম্মের সন্ধান ॥ ২৪৭
এতেক বচন শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া।
উঠিলেন শ্রীলক্ষ্মণ রামে প্রণমিয়া ॥ ২৪৮
তবে রঘুপতি অতি সুখিত-অন্তরে।
লক্ষ্মণের বেশ করিছেন নিজ করে ॥ ২৪৯

জটা-সমূহে করি বন্ধ আঁটি।
মাখাইলা উজ্জ্বল বীরমাটি ॥ ২৫০
তাহে কিবা শোভিল তাঁর কায়।
সন্ধ্যা-পয়োদে জনু মেরু ভায় ॥ ২৫১
পরাইলা সাগর-দত্ত সানা।
রণে করে যে পর অস্ত্র মানা ॥ ২৫২
দিলা কিবা রম্য কিরীট মাতে।
শোভে মণি স্বর্ণ বিচিত্র যাতে ॥ ২৫৩
কর্ণে দিলা কুণ্ডল চারু শোভা।
যে দেখয়ে তার মনের লোভা ॥ ২৫৪
ভুজদ্বয়ে সুন্দর তাড় বালা।
গলে দিলা রত্ন সুবর্ণ মালা ॥ ২৫৫
পৃষ্ঠে দিলা অক্ষয় তূণ আনি।
কক্ষে ফরী খড়্গ ছুরী আনি ॥ ২৫৬
হস্তে দিলা বারিধিদত্ত চাপে।
যাহা বিলোকী যম কাল কাঁপে ॥ ২৫৭
এতেক ভূষা করি দূষণারি।
আশীষ কৈলা শ্রুতি-পাঠকারী ॥ ২৫৮
রক্ষা করু প্রাণ-সমান তোরে।
শচীপতি পূর্ব্বদিকে স্বজোরে ॥ ২৫৯
আগ্নেয-কোণে হুতভোগকারী।
যাম্যে সদা রক্ষতু দণ্ডধারী ॥ ২৬০
নৈঋত্য-কোণে নির্ঋতির্বলিষ্ঠঃ।
পশ্চাদ্দিকেতে বরুণো মহিষ্ঠঃ ॥ ২৬১
বায়ব্যকোণে বলবান্ সমীরঃ।
তারোপরে যক্ষপতিঃ সুধীরঃ ॥ ২৬২
ঈশানকোণে প্রভু-পর্ব্বতেশঃ।
অধঃস্থলে দেব-অনন্ত শেষঃ ॥ ২৬৩
বিরিঞ্চি রক্ষা করু ঊর্দ্ধদেশে।
গোবিন্দ সর্ব্বত্র সদা বিশেষে ॥ ২৬৪
এবং শুভাশী অনুজে করিয়া।
নিশ্চিন্ত হৈলা রঘুনাথ হিয়া ॥ ২৬৫
লক্ষ্মণ কহেন প্রভু আপনি ইচ্ছাতে।
রক্ষা কৈলে এবে কর মোর বাসনাতে ॥ ২৬৬
নিজ পদধূলি দেহ মোর সর্ব্বগায়।
চরণ-কমল দাও আমার মাথায় ॥ ২৬৭
তবেই সমরে আমি দুষ্ট ইন্দ্রজিতে।
বধিয়া আসিব অতি অ... তুরিতে ॥ ২৬৮

এত কহি তাঁর পদে ঠেকাইয়া শির।
প্রণাম করিলা পুনঃপুন মহাবীর ॥ ২৬৯
শ্রীরাম-চরণ-ধূলী লয়্যা নিজ হাতে।
মাখিলা আপন কলেবরে আর মাতে ॥ ২৭০
তবে প্রদক্ষিণ করি পুন প্রণমিয়া।
কহিতে লাগিলা বিভীষণে সম্বোধিয়া ॥ ২৭১
এখন আমিহ এই জগত-মাঝারে।
সকল-বিজয়ী বলি মানি আপনারে ॥ ২৭২
বধিব অক্লেশে দুই রাবণ-কোঙরে।
অন্য বা আসিবে যেই যুঝিতে সমরে ॥ ২৭৩
আজি মোর ভুজচ্যুত তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ।
করিবেক রাবণ-পুত্রের রক্ত পান ॥ ২৭৪
আর কি কহিব যদি আস্থে ত্রিভুবন ॥
রাখিতে নারিবে মেঘনাদের জীবন ॥ ২৭৫
এতেক বচন শুনি লক্ষ্মণ-বদনে।
রঘুপতি অতিশয় সুখী হল্যা মনে ॥ ২৭৬
তথাপি কহেন স্নেহে শঙ্কিত অন্তরে।
ধরিয়া শ্রীবিভীষণ বায়ুপুত্র করে ॥ ২৭৭
মিত্র লঙ্কানাথ বাছা পবন-সন্তান।
দিতেছি তোদিগে আমি আপনার প্রাণ ॥ ২৭৮
। হয়্যা সদা রক্ষণ করিবে।
যেন লয়্যা যাইতেছ তেন আনি দিবে ॥ ২৭৯
তাহারা কহেন প্রভু না হবে শঙ্কিত।
মোরা আনি দিব প্রভু লক্ষ্মণে ত্বরিত ॥ ২৮০
যদি হিম উষ্ণ হয় অনল শীতল।
তবু না হইবে লক্ষ্মণের অমঙ্গল ॥ ২৮১
তবে তারা সকলে শ্রীরামে প্রণমিয়া।
চলিলেন নিকুম্ভিলা-মুখে সুখিহিয়া ॥ ২৮২
তবে হনুমান্ শ্রীলক্ষ্মণ-আগে গিয়া।
কহিতে লাগিলা তাঁরে প্রণাম করিয়া ॥ ২৮৩
প্রভু বহু-দূর পথ আপুনি কেমনে।
যাইয়া যাইবে অতি কোমল-চরণে ॥ ২৮৪
করি চড় এই ভৃত্য-উপরিতে।
লইয়া যাইয়ে আমি তোমারে ত্বরিতে ॥ ২৮৫
এতেক বচন শুনি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
করিলেন মারুতির পৃষ্ঠে আরোহণ ॥ ২৮৬
প্রভু লক্ষ্মণ মারুতি-পৃষ্ঠপরে।
ধরে ॥ ২৮৭

কপিরাজ-বিরাজিত রাজবরে।
জনু মন্দর হেমলসংশিখরে ॥ ২৮৮
তদনন্তর ভল্লুক কীশ-ততি।
চলিলা সকলে রণমত্ত-মতি ॥ ২৮৯
জয় রাম নিনাদ করী সঘনে।
পরিপূর্ণ করী দশ দিগ্ গগনে ॥ ২৯০
নিজ পুচ্ছসব গগনে তুলিয়া।
তরু ভূধর শৃঙ্গ করে ধরিয়া ॥ ২৯১
করি লম্ফন ঝম্ফন দম্ফ ঘনে।
চলিছে করি লঙ্ঘন বৃক্ষগণে ॥ ২৯২
রণসজ্জ হয়্যা ধনু তূণ ধরি।
নিজ মন্ত্রি-চতুর্জ্জন সঙ্গি করি ॥ ২৯৩
চলিলেন বিভীষণ মগ্ন চিতে।
নৃপনন্দন লক্ষ্মণ দক্ষভিতে ॥ ২৯৪
বিধিনন্দন লক্ষ্মণ বামদিগে।
চলিলা লইয়া নিজ সৈন্যদিগে ॥ ২৯৫
বিধিপুত্র বিভীষণ মধ্য চলি।
কি রুচী হইলা রঘুরাজ বলী ॥ ২৯৬
জলদদ্বয়-মধ্য বিমান বসি।
জনু শোভিত নষ্টকলঙ্ক-শশী ॥ ২৯৭
শরভ ক্রথনাদি কপীন্দ্র ঘটা।
চলু চারিদিকে করি ঘোর ঘটা ॥ ২৯৮
কপিসৈন্য পদোত্থিত ধূলিগণে।
সব ঢাকিল দিগ্ গগনে তপনে ॥ ২৯৯
অনুকূল সুশীত সুগন্ধ হয়্যা।
বহিছে মৃদু মারুত ভদ্র কয়্যা ॥ ৩০০
চলিছে হারণাবলি দক্ষভিতে।
অতি হর্ষ হল্যা নৃপপুত্র-চিতে ॥ ৩০১
নিরখী জয়সূচক সে সকলে।
রঘুরত্ন কুতুহলচিত্তে চলে ॥ ৩০২
তুইলোকে গাত যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩০৩

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলা-বর্ণনে
মেঘনাদবধোদ্যোগো নাম সপ্তদশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রজিত-বধ।

বৃত্রাদি-ঘোরাসুরবৃন্দ-জৈত্রং,
জিগায় যো দেববরং মহেন্দ্রম্।
তং মেঘনাদং নিজঘান যোঽসৌ,
শ্রীলক্ষ্মণো নো হৃদয়ে চকাস্তু ॥ ১

তবে সেই নিকুম্ভিলা-নিকটে লক্ষ্মণ।
সহসৈন্যে উপনীত হল্যা সুখি-মন ॥ ২
নিকুম্ভিলা দেখি তবে বিজ্ঞ বিভীষণ।
করিছেন শ্রীলক্ষ্মণ প্রতি নিবেদন ॥ ৩
রঘুবর দেখিতেছ যেহ সৈন্য আগে।
নিকুম্ভিলা আছয়ে উহারি মধ্যভাগে ॥ ৪
চারিদিগে অতিশয় ঘোরতর বন।
প্রবেশ করিতে নারে যাহাতে নয়ন ॥ ৫
তার মধ্যে আছে এক বট সুবিশাল।
অত্যন্ত নিবিড় পত্র যাহে সর্ব্বকাল ॥ ৬
তার তলে নাহি সূর্য্যকিরণ-সঞ্চার।
দিনেও না চলে দৃষ্টি ঘোর অন্ধকার ॥ ৭
সেই স্থানে ইন্দ্রজিত যজ্ঞ করিতেছে।
অই দেখ দেখ যজ্ঞধূম উঠিতেছে ॥ ৮
সেহ নিজ যজ্ঞবিঘ্ন করিতে বারণ।
বাহিরে রাখিয়া গেছে এই সৈন্যগণ ॥ ৯
এইত সৈন্যের ব্যূহ করিলে ভঞ্জন।
দেখিতে পাইবে সেই রাবণনন্দন ॥ ১০
অতএব বৃষ্টি করি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরে।
ভঞ্জন করহ সেনা-ব্যূহেরে সত্বরে ॥ ১১
এত বাণী শুনি ভূমে নামি লক্ষ্মণ কুমার।
মার করিবারে ধনুকেতে দিলেন টঙ্কার ॥ ১২
কার সেই শব্দ বর্ণিবারে আছয়ে শকতি।
কতি ভাঙ্গিয়া পড়িল যাহে লঙ্কার বসতি ॥ ১৩
অতি ভয় পাই কাঁপে কত রাক্ষসনিকর।
কর হৈতে খসি কারো কারো পড়ে ধনু শর ॥
সর-মের ভয়ে মাত্র তারা দাঁড়ায়্যা থাকয়।
কয় মনে মনে এইবারে মরণ নিশ্চয় ॥ ১৫
নয়-নেরে মুদি কত জন হইল স্তম্ভিত।
ভীত-চিত্ত হয়্যা কত জন হল্যা চমকিত ॥ ১৬
ইত-স্তত ধায় চীৎকার করিয়া বারণ।
রণ-ভূমিতে পড়য়ে অশ্ব সকল সঘন ॥ ১৭
ঘন ঘন যোগ করি বাণ ধনুকে লক্ষ্মণ।
মন হেন বেগে করিছেন রাক্ষসে বর্ষণ ॥ ১৮
সন সন শব্দ করি সেই সব তীক্ষ্ণ শর।
সর্প হেন প্রবেশয়ে নিশাচর-কলেবর ॥ ১৯
বড় বড় গিরিশৃঙ্গ তরু শিলা ধরি করে।
করে প্রহরণ কপি সব রাক্ষস-উপরে ॥ ২০
পরে নিশাচর সকল অত্যন্ত কোপবান্।
বাণ বৃষ্টি করে যার নাহি হয় পরিমাণ ॥ ২১
মান ভঙ্গ করে প্রতিপক্ষ বীরের যাহাতে।
হাতে সেই খড়্গ ধরি কাটে কেহ কপিমাতে ॥
মাতে যুদ্ধে তারা ধরি শূল কুঠার মুদ্গর।
গর-জন করি ক্ষেপ করে বানর উপর ॥ ২৩
পর-পক্ষনাশি লক্ষ্মণের সেই সৈন্যগণ।
গণ-না করে না সেই অস্ত্র সেহ প্রহরণ ॥ ২৪
রণ-মদে সহ্য করি সেই অস্ত্রের নিকরে।
করে তাদিগে প্রহার ধরি বৃক্ষ ধরাধরে ॥ ২৫
ধরে কেহ কেহ কারো কারো কেশেতে চরণে।
রণে আছাড়িয়া দূর করে তাদের জীবনে ॥ ২৬
বনে ক্ষুদ্র বৃক্ষ পদে যেন চূর্ণ করে করী।
করী-লেক তেন নিশাচরে চূর্ণ সব হরি ॥ ২৭
হরি হরি শব্দ করি তবে রাক্ষস সকল।
অল-ঙ্কার অস্ত্রজাল তেজি পলায় বিকল ॥ ২৮
কল-রব করি কপি সব ধরিয়া অচলে।
চলে তাহাদের পশ্চাতে তাড়িয়া মহাবলে ॥ ২৯
বলে সে সব রাক্ষস গিয়া রাবণিনিকট।
কট-কের উপস্থিত হল্য বিপদ উৎকট ॥ ৩০
অট-বীরে ঘেরিলেক আসি রামসহোদর।
দর-শন হয় চারিদিগে কেবল বানর ॥ ৩১
নর-বানর-বিক্রম-ভয়ে আপনা পাসরি।
সরি আইলাম মোরা কত কষ্ট স্পষ্ট করি ॥ ৩২
করি-তেছে এই নিবেদন রাক্ষস বিকল।
কল কল করি আল্য তোথা বানর সকল ॥ ৩৩
কর-পদাঘাতে দূর করি রাক্ষসনিকরে।
করে প্রবেশন মেঘনাদ যেথা যজ্ঞ করে ॥ ৩৪

অরে দুরাত্মা কি কর বলি রাবণ-কুমারে।
মারে কেহ কিল দেহ চড় উপেখি সভারে ॥ ৩৫
ভারে চরণের ভাঙ্গে কেহ যজ্ঞপাত্র যত।
যত-নেতে মূত্র করি কৈলা যজ্ঞ-অগ্নি হত ॥ ৩৬
অত-এব দুঃখ রোষযুক্ত রাবণতনয়।
নয় ইচ্ছা তভু যজ্ঞ ছাড়ি উঠিলা দুর্জ্জয় ॥ ৩৭
জয় করিবার আশে সব রঘুপতিচরে।
চলে নিকুম্ভিলা অন্ধকার তেজিয়া সত্বরে ॥ ৩৮
তবে বাহিরেতে আসি রাবণনন্দন।
করিলেক আপনার রথে আরোহণ ॥ ৩৯
তাহা দেখি সাহস পাইয়া সেনা তার।
দাঁড়াইল রণ করিবারে পুনর্ব্বার ॥ ৪০
কপিগণ তাহা দেখি বৃক্ষ উপাড়িয়া।
মারিতে লাগিল নিশাচরে ঘুরাইয়া ॥ ৪১
তাহারাও নানামত অস্ত্র-শস্ত্র ধরি।
প্রহার করয়ে কপি-ভল্লুক-উপরি ॥ ৪২
তবে অতি বড় এক তরুরে ধরিয়া।
চলিলেন হনুমান হুঙ্কার করিয়া ॥ ৪৩
মন হেন মহাবেগে রাক্ষস-ভিতরে।
ফিরিছেন তিঁহ বধ করি নিশাচরে ॥ ৪৪
কালানল যেন করে প্রজাগণে ক্ষয়।
তেন নিশাচরে নাশে পবন-তনয় ॥ ৪৫
তাহা দেখি সহস্র সহস্র নিশাচর।
একত্র হইয়া চলে তাঁহার উপর ॥ ৪৬
শূল শক্তি গদা চক্র পরশু তোমর।
বৃষ্টি করে তদুপরি কোটি কোটি শর ॥ ৪৭
সেই অস্ত্রে নাহি গণে পবন-কুমার।
মক্ষিকা-দংশনে যেন হস্তী মাতোয়ার ॥ ৪৮
কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়্যা সেই নিশাচরগণে।
বিনাশ করেন সেই বৃক্ষ আঘাতনে ॥ ৪৯
এক এক ঘাতে পাঁচ ছয় সাত অষ্ট।
দশ বিশ ত্রিশজনে করিছেন নষ্ট ॥ ৫০
চরণ-চাপনে চূর্ণ [illegible] কত চরে।
করী যেন নল[illegible] করে ॥ ৫১
কোন্ দিগে যান তিঁহ দেখা নাহি পায়।
রাক্ষস মরিয়া পড়ে এই দেখা যায় ॥ ৫২
তাঁর তেন পরাক্রম সহিতে না পারি।
মেঘনাদ[illegible] পলাইছে লজ্জা ছাড়ি ॥ ৫৩
তবে নিজ সৈন্যে দেখি অত্যন্ত কাতর।
সারথির প্রতি কহে রাবণকোঙর ॥ ৫৪
চল চল রথ লয়্যা মারুতি-নিকটে।
মোর সৈন্যে ফেলিয়াছে এ বড় সঙ্কটে ॥ ৫৫
উপেক্ষা করিলা এহ মহাবলধর।
বিনাশ করিবে এই সব নিশাচর ॥ ৫৬
এত শুনি সে সারথি যে আজ্ঞা বলিয়া।
মারুতি-নিকটে গেল রথ চালাইয়া ॥ ৫৭
ধনুকেতে যোগ করি খরশান শর।
নিক্ষেপ করয়ে বায়ু-তনয়-উপর ॥ ৫৮
সে সকল সহ্য করি পবন-সন্তান।
কহিছেন মেঘনাদে মহাকোপবান্ ॥ ৫৯
দুরাত্মা দুর্ম্মতি দুষ্ট দুষ্টমায়াধর।
ভাল হল্য হল্যে তুমি মোর অগ্রসর ॥ ৬০
যদি হও শূর যদি হও বলধাম।
তবে আস্য মোর সঙ্গে করহ সংগ্রাম ॥ ৬১
মায়াবলে কর তুমি সমর সকল।
ইথে নাহি জানা যায় পরাক্রম বল ॥ ৬২
আজি যদি মোর আগে থাক একবার।
তবে ফিরি নাহি যাবে লঙ্কার মাঝার ॥ ৬৩
এইরূপ কহিছেন পবননন্দন।
বন-আড়ে তাহা শুনি কন বিভীষণ ॥ ৬৪
রঘুবর শুনিতেছ মারুতির স্বর।
কহিতেছে মেঘনাদে কথা কটুতর ॥ ৬৫
যজ্ঞ-ভঙ্গ হইয়াছে করি অনুমান।
নিশ্চয় মরিল এবে রাবণ-সন্তান ॥ ৬৬
চল চল আগে চল প্রবেশ এ বন।
বিনাশহ দুষ্টে করি বীর্য্য-প্রকাশন ॥ ৬৭
এতেক বচন শুনি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
প্রবেশ করিলা সেই নিকুম্ভিলা-বন ॥ ৬৮
বন লঙ্ঘি নিকুম্ভিলা-নিকটে যাইয়া।
বিভীষণ কন মেঘনাদে দেখাইয়া ॥ ৬৯
রঘুবর অই দেখ রথের উপরি।
রহিয়াছে ইন্দ্রজিত অস্ত্র-শস্ত্র ধরি ॥ ৭০
লক্ষ্মণ কহেন তবে মেঘনাদ প্রতি।
দাঁড়াও দাঁড়াও মোর আগে দুষ্টমতি ৭১
আসিয়াছি আমি তোর সহিতে বুঝিতে।
যুদ্ধ কর দুষ্ট তুমি আমার সহিতে ॥ ৭২

লক্ষ্মণের এত কথা শুনি ইন্দ্রজিত।
চাহিতেছে তাঁর পানে অধিক কুপিত ॥ ৭৩
তাহে পুন বিভীষণে দেখি অতি রুষ্ট।
কহিতেছে তাঁর প্রতি বাক্য অতি দুষ্ট ॥ ৭৪
নিকষানন্দন এই সংসার-মাঝার।
তোমা সম ক্রূরমতি না দেখিয়ে আর ॥ ৭৫
একি তুমি হয়্যা মোর পিতার সোদর।
মোরে বিনাশিতে এত হয়্যাছ তৎপর ॥ ৭৬
জ্ঞাতি-বন্ধু-স্নেহ আর ধর্ম্ম উপেখিতে।
কিছু লজ্জা ভয় তব না হইল চিতে ॥ ৭৭
জন্মিলে রাক্ষস-কুলে তাহেই বাড়িলে।
কিরূপে তাহারে তুমি উপেক্ষা করিলে ॥ ৭৮
একযূথ হয়্যা যে সকল পশু চরে।
তাহারাও স্নেহ নাহি ছাড়ে পরস্পরে ॥ ৭৯
তুমি শাস্ত্র পড়ি করি বৃদ্ধের সেবন।
কিরূপে করিলে হেন কুকর্ম্মাচরণ ॥ ৮০
তব এই কর্ম্ম দেখি এ তিন ভুবন।
বিস্ময় পাইয়া সবে করিছে নিন্দন ॥ ৮১
হায় একি জ্ঞাতি ছাড়ি সেবিতে অপরে।
কিছু লজ্জা না হইল তোমার অন্তরে ॥ ৮২
নিজ জন পর জনে কত দূর হয়।
তব বুদ্ধি নাহি জানে তাহার নির্ণয় ॥ ৮৩
স্বজন নির্গুণ পরজন গুণধর।
নির্গুণ স্বজন ভাল যে পর সে পর ॥ ৮৪
তুমি তেজি নানা গুণ-যুক্ত সহোদরে।
কিরূপেতে সেবিতেছ গুণহীন পরে ॥ ৮৫
বুঝিলাম রাজ্য দেখি আপন ভ্রাতার।
বড়ই উদ্বেগ হয় হৃদয়ে তোমার ॥ ৮৬
যেন কামী কাপুরুষ শূরের হিয়ায়।
সুন্দর রমণী দেখি বড় দুঃখ পায় ॥ ৮৭
সেইত উদ্বেগে লঙ্কা পাইবার আশে।
দাস্য করিতেছ তুমি মানুষের পাশে ॥ ৮৮
সেহত তোমার আশা অতি অনুচিত।
কভু সিদ্ধ না হবে থাকিতে ইন্দ্রজিত ॥ ৮৯
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোহে লোভ করি ধনে।
বিনাশিলে আপনার জ্ঞাতি-বন্ধুগণে ॥ ৯০
এত বাণী শুনি ইন্দ্রজিত-মুখ-দ্বারে।
বিভীষণ দিতেছেন উত্তর তাহারে ॥ ৯১

অরে অরে নিশাচর-বংশের পাংশন।
মোর মন জানি কেন কহ কুবচন ॥ ৯২
জন্মিয়াছিমাত্র আমি রাক্ষসী-মাতায়।
কিন্তু রাক্ষসের ধর্ম্ম নাহিক আমায় ॥ ৯৩
তেঁই তোসবারে নাহি করি জ্ঞাতি-মতি।
নাহি করি কভু স্নেহ তোমাদের প্রতি ॥ ৯৪
তবে দুষ্ট তোদিগে করিতে উপেক্ষণ।
লজ্জা হইবেক মোর কিসের কারণ ॥ ৯৫
তুমিহই কহিলে যাবত পশুগণ।
সযূথ পশুতে করে স্নেহ আচরণ ॥ ৯৬
অতএব আমি সমভাব জন-সনে।
প্রীতি করি ইথে লোক নিন্দিবে কেমনে ॥ ৯৭
নিন্দা বা স্তুতি বা করু যেই ইচ্ছা যার।
শ্রীরাম-সেবন ছাড়ে তাহে কোন্ ছার ॥ ৯৮
নিজ জন সেব্য সেব্য নহে পরজন।
তুমি যে কহিলে সেহ আমারি বচন ॥ ৯৯
সে হেতুক নিজ পর কৈলে বিবেচন।
তোরা কভু না হইবে মোর নিজ জন ॥ ১০০
যেন এক জলে জন্মে পদ্ম ইন্দীবর।
নাহি হয় নিজ জন তারা পরস্পর ॥ ১০১
তেন আমি আর তোরা জন্মি এক বংশে।
তভু নাহি আত্মীয়তা হবে কোন অংশে ॥১০২
অতএব তোদিগে তেজিয়া রঘুবরে।
আমি যেই ভজি ইহা কেবা নিন্দা করে ॥ ১০৩
তুমি যে নির্গুণ করি কহিছ তাঁহারে।
তাহা অতি যোগ্য তব জ্ঞান-অনুসারে ॥ ১০৪
যেন অন্ধজন বস্তু দেখিতে না পায়।
তেন ভক্তি বিনে রাম-গুণ নাহি ভায় ॥ ১০৫
আর যে কহিছ গুণবান্ মোর তাত।
তাহা সত্য বটে কিন্তু হয়্যাছে ব্যাঘাত ॥ ১০৬
পরের রমণী পর-ধনের হরণ।
দেবতার দ্বেষ মুনিগণের পীড়ন ॥ ১০৭
ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য মদন।
এই সব দোষে কৈল গুণ আচ্ছাদন ॥ ১০৮
এত দোষ দেখি আমি তেজি তব তাতে।
গিয়াছি শ্রীরাম-পদ সেবিতে শ্রদ্ধাতে ॥ ১০৯
তুমি যে কহিলে সেবিতেছ রাজ্য-আশে।
তাহার উত্তর দিব কি তোমার পাশে ॥ ১১০

যে আনন্দ আছে রামচরণ ভজনে।
তাহা কে জানয়ে তার সেবকবিহনে ॥ ১১১
যে সুখের লেশ পাই মোক্ষে ঘৃণা করি।
তাহে কোন্ ক্ষুদ্রপদ এ লঙ্কা-নগরী ॥ ১১২
তুমি তাহা নাহি জান পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
তেঁই কটু কথা কহিতেছ মোর প্রতি ॥ ১১৩
কহ কহ যাহা ইচ্ছা হয় তব মনে।
ক্ষমা না করি আমি তোর দুর্ব্বচনে ॥ ১১৪
যেহেতু বালক তুমি তাহে মূর্খতম।
তাহাতে সম্প্রতি কেশে ধরিয়াছে যম ॥ ১১৫
যাহার মরণকাল হয় উপস্থিত।
সেই হেন প্রলাপ করয়ে অনুচিত ॥ ১১৬
কহি নাও কিছু কাল যেই ইচ্ছা হয়।
যাবত লক্ষ্মণ-বাণে না হয়্যাছে ক্ষয় ॥ ১১৭
পিতৃবৈরীর বচন শুনিয়া ইন্দ্রজিত।
অগ্নি যেন ঘৃত পাই হল্য প্রজ্বলিত ॥ ১১৮
করে শর ধনু করি গভীরনিস্বনে।
কহিছে লক্ষ্মণে আর সব কপিগণে ॥ ১১৯
অরে রে লক্ষ্মণ কপিগণ তোরা মোর রণে।
শুনি বিভীষণ-কুমন্ত্রণ আল্য কি কারণে ॥ ১২০
আমি নিজ-জোরে পুরন্দরে আনিছিলুঁ ধরি।
তোরা কপি নর মোর শর সহিবে কি করি ॥
মোর ধনুচ্যুত শর যত নাশিবে তোদিকে।
যেন মহাবল দাবানল তুলার রাশিকে ॥ ১২২
আমি নিজশরে তো-সবারে আজি বিনাশিব।
তাহে সংযধ্বনি পুরখানি পূরিত করিব ॥ ১২৩
এত মেঘনাদ-দুষ্টবাদ করিয়া শ্রবণ।
কিছু ক্রুদ্ধমতি তার প্রতি কহেন লক্ষ্মণ ॥ ১২৪
ওরে দুষ্টমন দশানন-পুত্র দুরাচার।
ভ্রম কর কেন বৃথা হেন মত অহঙ্কার ॥ ১২৫
যার আছে বুদ্ধি কার্য্য সিদ্ধি করি সে দেখায়।
তুমি বাক্যমাত্রে শৌর্য্য-পাত্রে জান আপনায় ॥
যদি ছাড়ি রণ পলায়ন নাহি কর ত্রাসে।
তবে কত বীর্য্য আর শৌর্য্য এখনি প্রকাশে ॥
মোরা কটু কথা কিছু বৃথা তোরে না কহিব।
কিন্তু নিজবল শরবল তোরে দেখাইব ॥ ১২৮
নাহি কহে কিন্তু দহে অগ্নি যেন বন।
নাহি কয় উপাড়য় বড় বৃক্ষগণ ॥ ১২৯

এত রঘুমণি-বাক্য শুনি রাবণকুমার।
আপনার চাপে মহাকোপে দিলেক টঙ্কার ॥
তবে শ্রীলক্ষ্মণ দশানন-তনয়ের রণ।
কিবা নিরখিতে উপরিতে আল্য দেবগণ ॥
কত সিদ্ধগণ মুনিজন কিন্নর কিন্নরী।
কত ভূত যক্ষ লক্ষ লক্ষ সাধ্য বিদ্যাধরী ॥ ১৩২
তারা সকলেতে নিজ চিতে করয়ে চিন্তন।
হউ আজি রণে এই স্থানে বিজয়ী লক্ষ্মণ ॥ ১৩৩
এথা দশশির-পুত্র বীর অধিক কুপিত।
সেই শরাসনে তিন বাণে যুড়িলা ত্বরিত ॥ ১৩৪
অতি মহাবল তীক্ষ্ণফল সে বাণ ছাড়িল।
তারা রঘুবর-কলেবর আসি প্রবেশিল ॥ ১৩৫
তবে শ্রীলক্ষ্মণ সুচিক্কণ যুড়ি তিন শরে।
টানি কর্ণমূলে মহাবলে ছাড়িলা সত্বরে ॥ ১৩৬
সেই শরত্রয় অতিশয় বেগেতে যাইয়া।
ইন্দ্রজিত-বুকে সুকৌতুকে প্রবেশিল গিয়া ॥
সেই শরাঘাতে ক্রুদ্ধচিতে রাবণনন্দন।
সেই তিন শরে লক্ষ্মণেরে করিল বেধন ॥ ১৩৮
তবে এই মতে দুজনেতে করেন সমর।
জয় করিবারে বাণ ছাড়ে দোঁহে ঘোরতর ॥
তাঁরা দুই বীর রণে ধীর মহাবলবান।
আর অস্ত্র-শস্ত্রে মন্ত্রশাস্ত্রে পরম বিদ্বান ॥ ১৪০
দুই শীঘ্রহস্ত সুপ্রশস্ত পরাক্রমধর।
দুই রণে ধৃষ্ট মহাহৃষ্ট যুদ্ধে অকাতর ॥ ১৪১
দুই মত্তকরী দুই হরি গ্রহ দুই জন।
যেন করে রণ দুই জন বুঝয়ে তেমন ॥ ১৪২
তারা দুই জনে বাণগণে এমন বর্ষয়।
যার উপমান দিতে স্থান দৃষ্টি নাহি হয় ॥ ১৪৩
যদি এককালে ব্যোমতলে উঠে রবিদ্বয়।
তবে উপমার স্থান তার কিরণেতে হয় ॥ ১৪৪
এই পরকারে দুই বীরে তাঁরা বহুক্ষণ।
ন্যূনাধিক্যশূন্য অতি ধন্য করিছেন রণ ॥ ১৪৫
তবে অতিক্রুদ্ধ হয়্যা যুদ্ধ-নিপুণ লক্ষ্মণ।
মেঘনাদ-বুকে শর একে করিলা বেধন ॥ ১৪৬
সেই সর্পাকার-শর আর চাপের নিনাদ।
সহিবারে নারি ইন্দ্র-অরি পাইল বিষাদ ॥ ১৪৭
ম্লান-মুখ তাহে হয়্যা চাহে লক্ষ্মণের পানে।
তাহা বিভীষণ দেখি কন নৃপতি-সন্তানে ॥ ১৪৮

ওহে নরস্বামী দেখি আমি যেমন লক্ষণ।
তাহে বোধ হয় দুরাশয় করে পলায়ন ॥ ১৪৯
তুমি একারণ প্রহরণ ছাড়িয়া তুরিতে।
বধ এ দুষ্টেরে নাহি পারে যেন পলাইতে ॥ ১৫০
শুনি এত বাণী রঘুমণি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর।
ছাড়ি অচিরাতে ইন্দ্রজিতে করিলা-জর্জ্জর ॥১৫১
তবে সেই বাণ খাই জ্ঞান-হত ইন্দ্রজিত।
সেহ দুই ঘড়ি রথোপরি হইলা মূর্চ্ছিত ॥ ১৫২
পরে জ্ঞানোদয় পাই কয় মনে সবিস্ময়।
একি মহাশ্চর্য্য রঘুবর্য্য সামান্য না হয় ॥ ১৫৩
মোরে বজ্রাঘাতে না করিতে পারয়ে কম্পিত।
এহ বাণে করি হরি হরি করিল মূর্চ্ছিত ॥ ১৫৪
এত চিন্তা করি নিজ অরি-অগ্রেতে দেখিল।
তাহে কোপাবিষ্ট হয়্যা দুষ্ট কহিতে লাগিল ॥
ওরে নরাধম পরিশ্রম করি হেন রীতে।
তুমি কেন বৃথা পাও ব্যথা নারিবে জিনিতে ॥
মম বিক্রমণে কর মনে প্রথমের রণে।
যাহে হয়্যা হত ভূমিগত হলা দুইজনে ॥ ১৫৭
কিম্বা তার পর যে সমর তাহা চিন্তা কর।
তাহে সপ্তষষ্টি কপি কোটি গেল যমঘর ॥ ১৫৮
কিম্বা সেই মোর বীর্য্য তোর নহিবে স্মরণ।
যাহে সেইকালে তো-সকলে ছিলে অচেতন ॥
তাহা থাকু সদ্য দেখ অদ্য মোর বাহুবল।
যদি এককক্ষণ হও রণ-মধ্যেতে নিশ্চল ॥ ১৬০
এত কহি পরে সপ্তশরে বিন্ধিল লক্ষ্মণে।
আর দশশরে বেধ করে পবননন্দনে ॥ ১৬১
মহাকোপে ভরি যোগ করি সহস্রমার্গণে।
অতি ত্বরান্বিত জর্জ্জরিত কৈল বিভীষণে ॥ ১৬২
তবে রঘুবর সেই শর উপাড়ি ফেলিয়া।
তারে উপহাস করি ভাষ কহেন হাসিয়া ॥ ১৬৩
ওহে মেঘস্বর সাধ বর ছিল মোর চিতে।
তব বাহুবল শরবল কিঞ্চিত দেখিতে ॥ ১৬৪
তাহা দেখিলাম আজি হাম আপন নয়নে।
দেখি সুবিস্তার চমৎকার পাইলাম মনে ॥ ১৬৫
যারা হয় বীর হেন তীর তারা না ছাড়য়।
নাহি ব্যথে মর্ম্ম যাহে চর্ম্ম মাত্র বিদারয় ॥ ১৬৬
ধিক্ ধিক্ তোরে এই জোরে এত অহঙ্কার।
কর নিরীক্ষণ এইক্ষণ বিক্রম আমার ॥ ১৬৭
পূর্ব্ব রণ-কথা যেই এথা করিলে বিস্তার।
সেহ রণ নয় কিন্তু হয় চোরের আচার ॥ ১৬৮
আজি দেখ ঘোর বীর্য্য মোর আপন নয়নে।
যদি ছাড়ি রঙ্গ-স্থান ভঙ্গ নাহি দেও রণে ॥ ১৬৯
এত কথা বলি মহাবলী ঠাকুর লক্ষ্মণ।
অতি সুচিক্কণ শরগণ করেন বর্ষণ ॥ ১৭০
তাহে স্বর্ণকৃত্ত রত্নযুক্ত কবচ তাহার।
ছিন্ন হয়্যা পড়ে গাত্রে ঝরে রুধিরের ধার ॥ ১৭১
তাহে ইন্দ্রজিত সুশোভিত হইল তেমন।
যেন মধুমাসে বনদেশে কিংশুক-কানন ॥ ১৭২
তাহে অতিক্রুদ্ধ মহাযুদ্ধ করে আরবার।
যাহা দেখি শুনি সুর মুনি পাল্য চমৎকার ॥১৭৩
তাঁরা দুই বীর করে তীর-সমূহ বর্ষণ।
দুই ধরাধরে বৃষ্টি করে যেন্ বারিকণ ॥ ১৭৪
সেই সব শর ঘোরতর না হয় বর্নন।
কত সিংহমুখ ব্যাঘ্রমুখ ভুজঙ্গ-বদন ॥ ১৭৫
কত যমদণ্ড কালদণ্ড সিংহদন্ত আন।
আর সূচীমুখ বহুমুখ বিকট-বয়ান ॥ ১৭৬
আর মহাচণ্ড অতিচণ্ড সাগর-শোষণ।
আর শিরশ্ছেদী বুকভেদী অস্থি-বিদারণ ॥ ১৭৭
সেই সব শর পরস্পর ঠেকাঠেকি হয়।
তাহে কেহ ছিন্ন কেহ ভিন্ন হইয়া পড়য় ॥ ১৭৮
কেহ কেহ তায় চলি যায় লঙ্ঘি সব শরে।
তারা উভয়ের শরীরের ছেদ ভেদ করে ॥১৭৯
তাহে দোঁহাকার রক্তধার বহয়ে সঘন।
তাহে সুশোভিত কুসুমিত পলাশ যেমন ॥১৮০
পরে এই মতে ইন্দ্রজিতে আর রঘুরত্নে।
করিছেন রণ অনুক্ষণ দোঁহে মহাযত্নে ॥ ১৮১
এইরূপ যুদ্ধ দেখি সবিস্ময়-মন।
দাঁড়ায়্যা দেখিছে কপি নিশাচরগণ ॥ ১৮২
তাহা দেখি বিভীষণ ধরি ধনুঃশর।
আপনি হইলা সমরেতে অগ্রসর ॥ ১৮৩
শূর মহাবলবান্ সেই বিভীষণ।
করিছেন ইন্দ্রজিত-সেনারে বেধন ॥ ১৮৪
সেই সব শর বেগে করিয়া ধাবন।
করিতেছে নিশাচর-দেহে প্রবেশন ॥ ১৮৫
তাহা দেখি বিভীষণ-মন্ত্রী চারিজন।
রাক্ষস-উপরি করে নানাস্ত্র বর্ষণ ॥ ১৮৬

কেহ শূল কেহ শাল পাঁটিশ তোমর।
কেহ খড়্গ গদা চক্র দিব্য দিব্য শর ॥ ১৮৭
তবে মেঘনাদ ভৃত্য নিশাচরগণ।
করিতে লাগিল নানা অস্ত্র বিমোচন ॥ ১৮৮
তাহা দেখি বিভীষণ যাবৎ বানরে।
কহিছেন উৎসাহ বাঢায়্যা সমাদরে ॥ ১৮৯
ওহে বন্ধুগণ তোরা দাঁড়ায়্যা কি কর।
সবে মিলি এই মেঘনাদেরে সংহর ॥ ১৯০
এক মাত্র রাবণের এই আছে বল।
ইহারে বধিলে হয় রামের মঙ্গল ॥ ১৯১
প্রহস্ত নিকুম্ভ কুম্ভ ধূম্রাক্ষ তপন।
জম্বুমালী দেবান্তক কাল অকম্পন ॥ ১৯২
বিদ্যুজ্জিহ্ব বজ্রদংষ্ট্র প্রজঙ্ঘ প্রঘস।
এই আদি কত কোটি বধিলে রাক্ষস ॥ ১৯৩
এ সকলে বধি কেন রাখ মেঘনাদে।
সিন্ধু তরি কেবা কোথা ঠেকে বৎস-পাদে ॥
এই মাত্র শেষ আছে করিবারে জয়।
এই মরিলেই হবে রাবণের ক্ষয় ॥ ১৯৫
ভ্রাতৃপুত্র পুত্রসম সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
তার বধ করাইতে মোর যোগ্য নয় ॥ ১৯৬
শাস্ত্রেতে নিষিদ্ধ ইহা লোকেও নিন্দিত।
তথাপি করিয়ে ইহা অতি হরষিত ॥ ১৯৭
যে কর্ম্ম করিলে হয় রামের সন্তোষ।
তাহা করি কিছু না বিচারি গুণ-দোষ ॥ ১৯৮
অতএব বধিতাম নিজে ইন্দ্রজিতে।
কিন্তু তাহা নাহি পারি বিধি বিঘটিতে ॥ ১৯৯
যেই মাত্র বাণ যোগ করি শরাসনে।
তেঁই অশ্রুজল আসি ঢাকয়ে নয়নে ॥ ২০০
অতু মোর এ কর্ম্ম করিতে না হইবে।
লক্ষ্মণ এখনি এই দুষ্টেরে বধিবে ॥ ২০১
তোমা সবে মিলি করি বিক্রম প্রকাশ।
করহ দুষ্টের সব সেনার বিনাশ ॥ ২০২
বিভীষণ-বাণী শুনি সুখী কপিগণ।
জলধর-নিনাদেতে ময়ূর যেমন ॥ ২০৩
তবে তারা বৃক্ষ শিলা করিয়া ধারণ।
করিতে লাগিল নিশাচরে প্রহরণ ॥ ২০৪
জাম্বুবান্ নিজগণ সহিত মিলিয়া।
রাক্ষসে বধেন নখ-দন্তে বিদারিয়া ॥ ২০৫
হনুমান্ গিরিশৃঙ্গ গিরি ধরি ধরি।
নিক্ষেপ করেন সব রাক্ষস উপরি ॥ ২০৬
বিভীষণ নিজ মন্ত্রী চারি জন সনে।
বাণবৃষ্টি করিছেন নিশাচরগণে ॥ ২০৭
তারাও সকলে হয়্যা ক্রুদ্ধ অতিশয়।
বানর উপরি ছাড়ে অস্ত্রশস্ত্রচয় ॥ ২০৮
তবে সে উভয় সৈন্যে তুমুল সমর।
করিতে লাগিল যেন অম্বুব সমর ॥ ২০৯
তবে লক্ষ্মণ কুমার আর রাবণনন্দন।
তাঁরা করিছেন উভয়েতে চমৎকার রণ ॥ ২১০
কবে করিছেন তূণ হতো শর সন্ধারণ।
কবে করিছেন তার পুন ধনুতে যোজন ॥ ২১১
কবে করিছেন সেই সব শরে আকর্ষণ।
কবে করিছেন সেই সব শরে বিমোচন ॥ ২১২
তাহা কিছু মাত্র দেখিতে না পায় কোনজন।
সবে শুনে মাত্র শরের নিনাদ সন সন ॥ ২১৩
সেই সব শরে আচ্ছাদিত হইল গগন।
তাহে বাণ বিনে আন নাহি হয় দরশন ॥ ২১৪
সেই শরজালে রণস্থলে হল্য অন্ধকার।
তাহে সমীরণ করিতে না পারয়ে সঞ্চার ॥ ২১৫
যবে বাণে বাণে ঠেকাঠেকি অগ্নি উগারয়।
তবে সেই মাত্র তড়িত সমান দৃষ্টি হয় ॥ ২১৬
হেন উভয়ের অতিশয় ঘোরতর রণ।
দেখি বিস্ময়মাঝারে মগ্ন হল্য ত্রিভুবন ॥ ২১৭
অন্য কি কহিব সে সময়ে সমীর না চলে।
সূর্য্য-পরকাশ নাহি হয় অনল না জ্বলে ॥ ২১৮
তাহে ভীত হয়্যা মন্ত্র জপ করে মুনিগণ।
কহে তারা সবে রণজয়ী হউন লক্ষ্মণ ॥ ২১৯
সেই রণ দেখি ভীত কত গন্ধর্ব্ব চারণ।
তারা বিমান ছাড়িয়া পড়ে হয়্যা অচেতন ॥ ২২০
তবে হেনমতে এক নিশা আর দুই দিন।
তাঁরা দুইজনে যুঝিলেন ন্যূনাধিক্যহীন ॥ ২২১
পরে দ্বিতীয় দিবস-শেষে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কিছু করিলেন অধিক বিক্রম প্রকাশন ॥ ২২২
তবে চারিশরে তার চারি ঘোড়ারে বিন্ধিলা।
আর এক শরে সারথির মস্তক কাটিলা ॥ ২২৩
সেই সারথির মৃত্যু দেখি রাবণতনয়।
জয় আশা ছাড়ি হল্য কিছু বিষণ্ণহৃদয় ॥ ২২৪

তবে তাহারে বিষণ্ণ দেখি মহাবেগ করি ।
চারি কপি চলে রাবণ-তনয় বরাবরি ॥ ২২৫
তারা প্রমাথী শরভ গন্ধমাদন ক্রথন ।
এই চারিজন কৈলা চারি অশ্বে আরোহণ ॥২২৬
গিরি সমান সে কপিভর সহিতে না পারি ।
মরি গেল রক্তবান্তি করি সেই অশ্ব চারি ॥২২৭
তবে লম্ফ দিয়া ক্ষণমাত্রে চড়ি চারিজনে ।
সেই রথখান চূর্ণ কৈল চরণচাপনে ॥ ২২৮
তবে ভগ্ন রথ উপেক্ষিয়া বীর ইন্দ্রজিত ।
মহা লম্ফ দিয়া ভূমিতলে পড়িল ত্বরিত ॥২২৯
পড়ি পূর্ব্বমতে পুন করে বাণ বরিষণ ।
তাহা বারণ করেন নিজ শরেতে লক্ষ্মণ ॥ ২৩০
তেন লক্ষ্মণ ছাড়েন যত খরশান শর ।
তাহা বারণ করয়ে বাণে রাবণ-কোঙর ॥২৩১
তবে হেনমতে ইন্দ্রজিত আর রঘুমণি ।
কিবা যুঝিতে যুঝিতে আল্য দ্বিতীয় রজনী ॥২৩২
তাহা দেখি ইন্দ্রজিৎ নিজ সৈন্যগণে ।
কহিতে লাগিল কিছু কোমল বচনে ॥ ২৩৩
দেখ দেখ অন্ধকারে গগন ভূতল ।
অতিশয় আচ্ছাদিত হইল সকল ॥ ২৩৪
রজনীতে বাড়িবেক তোমাদের বল ।
মানুষ বানর সব হইবে বিকল ॥ ২৩৫
অতএব কিছুকাল সাধ্বস তেজিয়া ।
তোরা সবে যুদ্ধ কর সাহস করিয়া ॥ ২৩৬
আমিহ লঙ্কাতে গিয়া রথ সজ্জা করি ।
শীঘ্র লয়্যা আসিতেছি সমর-ভিতরি ॥ ২৩৭
কিন্তু আমি ফিরিয়া না আসিয়ে যাবত ।
তোরা সবে সাবধানে যুঝিবে তাবত ॥ ২৩৮
এত কহি বিভীষণ লক্ষ্মণ বানরে ।
বঞ্চনা করিয়া গেল নগর-ভিতরে ॥ ২৩৯
ক্ষণমাত্রে দিব্য রথ করায়্যা সাজন ।
আপনার অঙ্গে কৈল কবচ ধারণ ॥ ২৪০
রথে নানা অস্ত্র-শস্ত্র লয়্যা আরোহিল ।
দৈবেতে মোহিত পুন সমরে চলিল ॥ ২৪১
এখানেতে ইন্দ্রজিতে না দেখি লক্ষ্মণ ।
বিভীষণ-প্রভৃতি করিছেন জিজ্ঞাসন ॥ ২৪২
মিতা দেখ কোথা গেল রাবণকুমার ।
দেখিতে না পাই তারে সমর-মাঝার ॥ ২৪৩
প্রবেশিল নিকুম্ভিলা অথবা নগরে ।
তাহারে না দেখি হয় সংশয় অন্তরে ॥ ২৪৪
এইরূপ জিজ্ঞাসন করেন লক্ষ্মণ ।
হেনকালে ইন্দ্রজিত দিল দরশন ॥ ২৪৫
তাহারে সজ্জিতরথে আরূঢ় দেখিয়া ।
কহিছেন শ্রীলক্ষ্মণ বিস্ময় পাইয়া ॥ ২৪৬
মিতা হেন বেগবান্ বীর ত্রিভুবনে ।
নাহি দেখি নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে ॥ ২৪৭
যদি হেন লাঘব ইহার না হইবে ।
তবে কিরূপেতে দেবরাজেরে জিনিবে ॥ ২৪৮
দেখ দেখ এই এক ক্ষণের ভিতরে ।
লঙ্কা গিয়া রথ লয়্যা আইল সমরে ॥ ২৪৯
এইরূপ কহিছেন লক্ষ্মণ কুমার ।
ইন্দ্রজিত দিল পুন চাপেতে টঙ্কার ॥ ২৫০
অবিবাদ মেঘনাদ ধরি চাপ বাণে ।
করি দ্বন্দ্ব কপিবৃন্দ কত লক্ষ হানে ॥ ২৫১
অনিবার শর তার সহিতে না পারি ।
কপিজাল ভয়-লোল চলু যুদ্ধ ছাড়ি ॥ ২৫২
ইহা দেখি বড় রোখী অতিকায়-দারী ।
এড়ি বাণ ধনুখান কাটিলেন তারি ॥ ২৫৩
রণ-ধন্য সেহ অন্য ধরি ঘোর চাপে ।
অতি তূর্ণ গুণ-পূর্ণ করিলেক দাপে ॥ ২৫৪
রঘুবীর তিন তীর পুন ছাড়ি আঁটি ।
সে কোদণ্ড চারিখণ্ড করিলেন কাটি ॥ ২৫৫
করি জোর অতি ঘোর পুন পঞ্চতীরে ।
করি লক্ষ্য তার বক্ষ বিন্ধিলা অধীরে ॥ ২৫৬
শর সেহ তার দেহ তুরিতে বিদরী ।
ক্ষিতি-দেশ পরবেশ করিলেক ফরী ॥ ২৫৭
রণবীর রঘুবীর-অনুজাত-তীরে ।
দশস্কন্ধ সুত অন্ধ বমিলা রুধিরে ॥ ২৫৮
করি দাপ পুন চাপ ধরি বাসবারি ।
অতি ভাল শরজাল বরিষে হাঁকারী ॥ ২৫৯
রঘুবীর তেজি তীর বহু কোটি আঁটি ।
তার কাণ্ড বহু খণ্ড করিলেন কাটি ॥ ২৬০
যত বীর দশশির-সুত সাথী ছিলা ।
তিন তিন তেজি বাণ সে সবে বধিলা ॥ ২৬১
রঘুমল্ল পুন ভল্ল শর এক ছাড়ি ।
সারথির তার শির কাটিলেন ভারি ॥ ২৬২

পুন চারি শর ছাড়ি রথ-অশ্ব মারি।
বহু বাণ ছাড়ি যান ভাঙ্গিলা তাহারি॥ ২৬৩
রঘুবর্য্য-ভুজবীর্য্য নয়নে দেখিয়া।
দশমস্ত-সুত ত্রস্ত রহিলা চাহিয়া॥ ২৬৪
তবে ভগ্ন রথ উপেখিয়া রাবণ-কুমার।
মার করিতে লাগিল ভূমে নামিয়া দুর্ব্বার॥২৬৫
বার বার তাতে বৃষ্টি করে কোটি কোটি শর।
শর-দেব আগে বর্ষে যেন নীরদ নিকর॥ ২৬৬
কর-বেগ পরকাশি পুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
মন হেন বেগে করিল সে বাণ নিবারণ॥২৬৭
রণ-দক্ষ তিঁহ পুন ছাড়িলেন বাণপাঁতি।
পাতি ধনুর্ব্বাণে তাহা কাটে ইন্দ্রের অরাতি॥
রাতি দিন এইরূপে তাঁরা করেন সমর।
মর-মের স্থান ছিন্ন ভিন্ন হইল বিস্তর॥ ২৬৯
তর-ণির মত তিন বাণ পরে যোগ করি।
অরি-ইন্দ্রের বিন্ধিল প্রভু ললাট-উপরি॥ ২৭০
পরি-পাটী পঞ্চশরে করি সুমিত্রাতনয়।
নয়-নের উপরিতে তার বিন্ধিলা অক্ষয়॥২৭১
ক্ষয় করিতে না পারি মেঘনাথ সেই শর।
শর-মেতে পড়ি ক্রুদ্ধ হল্য খুড়ার উপর॥ ২৭২
পর-সৈন্য আগে তবে তারে করি নিরীক্ষণ।
ক্ষণ মাত্রে তাঁর মুখে কৈল তিন শরার্পণ॥২৭৩
পণ অধিক যাহার হেন তিন বাণ ধরি।
ধরিত্রীপতিপুত্ত্রেরে বেধ কৈল কোপ করি॥
করি-অরি-সম শূর সেহ বানর-নিকরে।
করে একেক বাণেতে বেধ সবার উপরে॥ ২৭৫
পরে কিছু ক্রুদ্ধ হয়্যা ধরি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর।
সর-মার পতি ইন্দ্রজিতে বিন্ধিলা সত্বর॥ ২৭৬
বড় বেগে সেই শর শব্দ করিয়া গুগুর।
উর বেধ করি তার পড়ে গিয়া অতি দূর॥২৭৭
দূর-স্থ সে তাহে অতি ক্রুদ্ধ রাবণনন্দন।
দন-নাস্ত্র বিভীষণ প্রতি কৈলা নিয়োজন॥২৭৮
জন-কের ভ্রাতা তার তাহা করিয়া দর্শন।
সন সন শব্দে রৌদ্র-অস্ত্র ছাড়িলা তেমন॥২৭৯
মন হেন বেগে দুই বাণ ঠেকি পরস্পরে।
পড়ে ভূমিতলে দুই উল্কা যেমন অম্বরে॥ ২৮০
বরে বিধাতার মহাবলী রাবণ-তনয়।
জয় যমদণ্ড নাম শর পরম দুর্জ্জয়॥ ২৮১
জয় করণে তাহার শক্তি না দেখি মিতায়।
তার আগে দাঁড়াইল রঘুরাজার কুমার॥ ২৮২
তিঁহ শরাসনে একবাণে যোজন করিলা।
যাহা তাঁর প্রতি ধনপতি স্বপ্নে দিয়াছিলা॥২৮৩
সেই দুই তার দুই বীর ছাড়িলা যখন।
তবে সশঙ্কিত ভীত-চিত হল্য সবজন॥ ২৮৪
সেই দুইবাণ বেগবান্ তেজ প্রকাশিয়া।
চলে দশদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে অনল বর্ষিয়া॥২৮৫
সেই দুই শর পরস্পর মিলিত হইয়া।
করি দোঁহে বাদ ছাড়ি নাদ পড়িলা ভাঙ্গিয়া॥
তাহা দেখি অতি ক্রুদ্ধমতি রাবণনন্দন।
সেহ অসুরাস্ত্র যথাশাস্ত্র করিল মোচন॥ ২৮৭
সেই অস্ত্রেতে শতে শতে হইছে নির্গত।
কত গদা অসি চক্ররাশি শূল শত শত॥২৮৮
কত যমধার ছুরী আর ভূষণ্ডী তোমর।
কত শেল শাঙ্গী ছোড়া টাঙ্গী কুঠার মুদ্গর॥
করি নিরীক্ষণ শ্রীলক্ষ্মণ মহেশ্বরবাণ।
নিজ ধনুকেতে অচিরাতে করিলা সন্ধান॥২৯০
সেই অস্ত্রহত হয়্যা যত মায়া-অস্ত্র-পাঁতি।
তাহা হল্য ক্ষয় সূর্য্যোদয় হল্যে যেন রাতি॥
তবে তিন দিন রাত্রি তিন এইত প্রকারে।
সেই দুই বীর সুগভীর করিলা প্রহারে॥ ২৯২
পরে শ্রীলক্ষ্মণ তারে কন ওরে দুষ্টমন।
আর আছে যাহা শক্তি তাহা কর প্রকাশন॥
আমি এই শরে তোর শির করিব ছেদন।
তুমি যত্ন করি ধনু ধরি করহ রক্ষণ॥ ২৯৪
আমি এই শরে যদি তোরে বধ নাহি করি।
তবে বৃথা রাম-দাস নাম সংসারেতে ধরি॥২৯৫
এত কথা বলি মহাবলী কুমার লক্ষ্মণ।
নিজ শরাসনে একবাণে করিলা যোজন॥ ২৯৬
কিবা সেই শর পুরন্দর কানন-মাঝারে।
দিয়াছিলা যারে রঘুবরে অগস্ত্যের দ্বারে॥২৯৭
সেই শরবলে পূর্ব্বকালে দেবাসুর-রণে।
দেব শচীপতি দৈত্যপতি জিনিছিলা ক্ষণে॥
কিবা সেই শর কলেবর যার সুকঠিন।
তাহে নাহি টোল অতিগোল বক্রতা-বিহীন॥
যার পর্ব্বগণ সুচিক্কণ পাখা চমৎকার।
মণি-স্বর্ণময় যার হয় পুঙ্খ পরিষ্কার॥ ৩০০

যার কালানল সম ফল অতি ভয়ঙ্কর।
যাহা দেখি ভয় যুক্ত হয় যমুনাসোদর ॥ ৩০১
হেন দিব্যশর মহেশ্বর-মন্ত্রপূত করি।
তবে করি লীলা আকর্ষিলা অতিকায়-অরি ॥
সেই কালে ভীত ইন্দ্রজিত-জননীর স্তনে।
ক্ষরে রক্তধার কাঁপে তার হৃদয় সঘনে ॥ ৩০৩
তবে রঘুসিংহ করি সিংহ-নিনাদ গভীর।
জয় রাম বলি কুতূহলী ছাড়িলা সে তীর ॥ ৩০৪
সেই শররাজ ইন্দ্রবাজ সমান ছুটিল।
নিজ তেজভরে দিগন্তরে প্রকাশি চলিল ॥ ৩০৫
দেখি ইন্দ্রজিত ত্বরান্বিত নানা অস্ত্র ছাড়ে।
কিন্তু তেজে তার ছারখার করি সব পাড়ে ॥
তবে সেই কাণ্ড সুপ্রকাণ্ড মেঘনাদমাতে।
কিবা কাটি ফেলে ভূমিতলে অতি অচিরাতে ॥
সেহ তার মুণ্ড সে ভূখণ্ড করিয়া কম্পিত।
যেন পড়ে গিরি-শৃঙ্গ হরি-বজ্রেতে চ্ছেদিত ॥
আর তার সেহ মহাদেহ কাঁপায়্যা ধরণী।
যেন ছিন্নপক্ষ গিরি ঋক্ষ পড়য়ে তেমনি ॥ ৩০৯
মেঘ-নাদে নষ্ট করি হৃষ্ট হয়্যা শ্রীলক্ষ্মণ।
কৈলা অবিষাদ সিংহনাদ জলদ যেমন ॥ ৩১০
যত কপিগণ বিভীষণ আনন্দিত-মন।
তারা করে সবে উচ্চরবে গভীর গর্জ্জন ॥ ৩১১
আর ব্যোম-গত ছিলা যত অমরাদি জন।
বলি ভালী ভালী করতালী দিলা সুখিমন ॥৩১২
তারা সুখি-মতি নানাজাতি কুসুম লইয়া।
শ্রীলক্ষ্মণ-শিরে বৃষ্টি করে জয় উচ্চারিয়া ॥ ৩১৩
যত মুনিবৃন্দ মহানন্দ-সাগরে মগন।
তারা পূর্ণ-আশ আশীর্ভাষ করয়ে পঠন ॥ ৩১৭
যত দেবগণ সুখি-মন বিশেষে বাসব।
তারা তেজি ভয় করে জয় কোলাহল-রব ॥ ৩১
যত সকিন্নর বিদ্যাধর বিদ্যাধরীগণ।
তারা ধরি তান করে গান অতি সুশোভন ॥
যত বাদ্যকর মনোহর বাজায় মৃদঙ্গ।
বীণা বেণু শানী আলাপিনী তম্বুরা মুচঙ্গ ॥৩১৭
যত বিদ্যাধরী বেশ করি সুখিতহৃদয়।
তাল অনুসারে ভাবভরে নর্ত্তন করয় ॥ ৩১৮
মেঘ-নাদনাশে পরকাশে দিগন্ত গগন।
বায়ু সুশীতল সুনির্ম্মল জল আর মন ॥ ৩১৯

তার মরণেতে ত্রিজগতে আনন্দ যেমন।
তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে নাহি হেন জন ॥৩২০
মেঘ-নাদনাশ দেখি ত্রাস পাই তার সেনা।
করে পলায়ন তেজি রণ কারেও দেখে না ॥৩২১
তাহে কপি সব ঘোর রব করি পাছে ধায়।
তাহে অতিত্রস্ত অবধ্বস্ত হইয়া পলায় ॥ ৩২২
ফেলি ধনু ফরী খড়্গ ছুরী করয়ে ধাবন।
রথ অশ্ব করী পরিহরি ধায় কত জন ॥ ৩২৩
কেহ গতিকালে ভূমিতলে স্খলিয়া পড়য়।
সেহ অপরের চরণের প্রহারে মরয় ॥ ৩২৪
যেহ নিজ বেগে অগ্রভাগে যাইতে পারয়।
সেহ জীবনেতে আশা চিতে কিঞ্চিৎ করয় ॥ ৩২৫
যদি কোনোমতে পাছুভিতে পড়ে কোন জন।
সেহ বাঁচিবার আশা আর না করে ধারণ ॥ ৩২৬
তবে হেন মতে ভীতচিতে ধায় নিশাচর।
কেহ ঘোরবন প্রবেশন করয়ে কাতর ॥ ৩২৭
কেহ ধরাধরে উঠে ডরে প্রবেশে সাগরে।
কেহ প্রবেশয়ে মহাভয়ে লঙ্কার ভিতরে ॥ ৩২৮
তবে শত্রুগণ-পলায়ন দেখি কপিগণ।
তারা লক্ষ্মণেরি কাছে ফিরি কৈলা আগমন ॥
তারা সবে মিলি পুচ্ছ তুলি আনন্দে নাচয়।
আর কহে সবে উচ্চরবে লক্ষ্মণের জয় ॥ ৩৩০
আর শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীচরণ-বন্দন করয়।
দিয়া করতালি ভালী ভালী বলিয়া নাচয় ॥ ৩৩১
পরে জাম্ববান্ হনুমান্ আর বিভীষণ।
তারা শ্রীলক্ষ্মণে প্রীতমনে করিলা বন্দন ॥ ৩৩২
তারা কহে সবে আর এবে কিছু নাহি ভয়।
এবে দুষ্টমতি লঙ্কাপতি মরিল নিশ্চয় ॥ ৩৩৩
ছিল ভয় যারে তুমি তারে করিলে সংক্ষয়।
এবে রঘুমণি স্বগৃহিণী পাইবা নিশ্চয় ॥ ৩৩৪
শুনি এ বচন শ্রীলক্ষ্মণ আনন্দিত মন।
কৈলা প্রেমভরে তাসবারে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥৩৩৫
মহা-সুখে তবে তাঁরা সবে অতি উলসিত।
প্রভু রঘুবরে দেখিবারে হল্যা উৎকণ্ঠিত ॥ ৩৩৬
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩৩৭
ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে মেঘ-
নাদবধো নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বহু সৈন্যসহ রাবণের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন।

বধং নিশম্যেন্দ্রজিতঃ সুখীভবন্,
দশাননেন প্রহিতং হতং হরন্।
ততশ্চ তং নির্গময়ন্ পুরান্তরাদ্-
॥ ১

তবে রামে দেখিবারে উৎকণ্ঠিত-মন।
বিভীষণে কহিছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ ২
নিশাচরবর্য্য তব অপূর্ব্ব মন্ত্রণে।
বধ হল্য দুষ্ট ইন্দ্রজিত অযতনে ॥ ৩
এক্ষণ চলহ প্রভু-নিকটে ত্বরিত।
তাঁহারে দেখিতে মন বড় উৎকণ্ঠিত ॥ ৪
তিন দিন তিন রাত্রি দেখি নাই তাঁয়।
অতএব দেখি গিয়া চলহ ত্বরায় ॥ ৫
কিন্তু শরে তনু মোর হয়্যাছে জর্জ্জর।
চড়িতে নারিব বায়ু-পুত্রের উপর ॥ ৬
তুমি আর হনুমান্ চল দুই দিকে।
চলি যাব আমি ভর দিয়া তোমাদিকে ॥ ৭
এত বাক্য শুনিয়া দক্ষিণে বিভীষণ।
দাঁড়াইলা বামদিকে পবননন্দন ॥ ৮
তাঁহাদের স্কন্ধে হস্ত করিয়া অর্পণ।
চলিলেন সহসৈন্যে ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ ৯
চারিদিগে কপিকুল লম্ফ দিয়া চলে।
জয় জয় শব্দে আচ্ছাদিয়া ব্যোমতলে ॥ ১০
এখানেতে উৎকণ্ঠিতচিত্ত রঘুপতি।
কহিছেন এই কথা শ্রীসুগ্রীব প্রতি ॥ ১১
মিতা বিভীষণ মিতা লক্ষ্মণ ভ্রাতারে।
লয়্যা গিয়াছেন মেঘনাদে বধিবারে ॥ ১২
কিন্তু তিন দিন তিন রাত্রি নিঃসরিল।
অদ্যাপি লক্ষ্মণ কেন ফিরি না আইল ॥ ১৩
অত্যন্ত মায়াবী হয় দুষ্ট ইন্দ্রজিত।
অতএব বড়ই উদ্বিগ্ন-মোর চিত ॥ ১৪
এত বাণী শুনিয়া কহেন কপীশ্বর।
না হবে আপুনি আর শঙ্কিত-অন্তর ॥ ১৫
অই শুন শুনা যায় জয় জয় রব।
আসিতেছে জয়ী হয়্যা যেন কপি সব ॥ ১৬
এইরূপ কহিতে কহিতে কপিগণ।
জয় জয় শব্দ করি দিল দরশন ॥ ১৭
পরে রাম-আগে আসি কুমার লক্ষ্মণ।
করিলেন তাঁর পদযুগলে বন্দন ॥ ১৮
তাঁহার বদন পানে চাহি রঘুবর।
জিজ্ঞাসা করেন অতি শঙ্কিত-অন্তর ॥ ১৯
আস্থ আস্থ আস্থ প্রাণাধিক ভ্রাতৃবর।
কহ কহ কহ রণ-বৃত্তান্ত সত্বর ॥ ২০
এত শুনি শ্রীলক্ষ্মণ কিছু না কহিলা।
মৃদু হাস্য করি অধোবদন হইলা ॥ ২১
বিভীষণ কন প্রভু মঙ্গল সমস্ত।
শ্রীলক্ষ্মণ কাটিলেন মেঘনাদ-মস্ত ॥ ২২
এতেক বচন শুনি অতি সুখিমন।
উঠি প্রভু লক্ষ্মণেরে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২৩
মস্তকে আঘ্রাণ লয়্যা পুনঃপুনর্ব্বার।
বসাইলা বলাৎকারে কোলে আপনার ॥ ২৪
তাহাতে লজ্জিত হৈয়া ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কোল হৈতে নামিবারে করেন যতন ॥ ২৫
রামচন্দ্র স্নেহে করি দৃঢ় আলিঙ্গন।
কহিছেন কপিরাজে মধুর বচন ॥ ২৬
মিতা যে দুষ্কর কর্ম্ম সাধিলা লক্ষ্মণ।
আমা হৈতে না হইত ইহার সাধন ॥ ২৭
একি মহাসুখ মিতা একি চমৎকার।
ইন্দ্রজিতে বধিলেক অনুজ আমার ॥ ২৮
আজি আমি প্রাপ্ত বলি মানি জানকীরে।
আজি আমি হত বলি জানি দশশিরে ॥ ২৯
মেঘনাদ রাবণের দক্ষ হস্ত ছিল।
তারে বধি রাবণেই লক্ষ্মণ বধিল ॥ ৩০
ইহার পরেতে সেহ আইলে সমরে।
অক্লেশে পাঠাব আমি তারে যমঘরে ॥ ৩১
লক্ষ্মণ হইতে মোর হল্য শত্রুজয়।
লক্ষ্মণ হইতে সীতা পাইলুঁ নিশ্চয় ॥ ৩২
লক্ষ্মণ হইতে যশ হইল নির্ম্মল।
লক্ষ্মণ হইতে মোর সকল মঙ্গল ॥ ৩৩
বিভীষণ মিতার কহিব কিবা গুণ।
যাহত্যে জিনিলুঁ আমি লঙ্কা সুদারুণ ॥ ৩৪

যদি এ মিতার সঙ্গে না হত্য মিলন।
তবে না হইত কভু সীতা-উদ্ধারণ ॥ ৩৫
এইরূপ কহিতে কহিতে রঘুবর।
দেখিছেন লক্ষ্মণের সব কলেবর ৩৬
বাণে ছিন্ন-ভিন্ন দেখি তাঁহার শরীর।
অতিশয় দুঃখিত হইলা রঘুবীর ॥ ৩৭
তবে নিকটেতে ডাকি ধর্ম্মের নন্দনে।
কহিতে লাগিলা প্রভু মধুর বচনে ॥ ৩৮
কপিবর তুমি হও স্বর্বৈদ্য-সমান।
জানহ অনেক মত চিকিৎসা বিধান ॥ ৩৯
প্রাণাধিক ভাই মোর সুস্থ হয় যাতে।
তাহা শীঘ্র কর তুমি আপন বিদ্যাতে ॥ ৪০
বিভীষণ মিতা আর যত সৈন্যগণ।
ইহাদেরো সকলের দূর কর ব্রণ ॥ ৪১
তবেত সুষেণ শুনি রামের বচন।
চিকিৎসাতে দূর কৈলা সবাকার ব্রণ ॥ ৪২
তাহা নিরীক্ষণ করি শ্রীরঘুনন্দন।
অতি সুখী হলা আর যত কপিগণ ॥ ৪৩
তবে পুন প্রভু অতি কৌতুহল মনে।
যুদ্ধের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে ॥ ৪৪
তদাদি তদন্ত তিঁহ সকল কহিলা।
তাহা শুনি সবে অতি সানন্দ হইলা ॥ ৪৫
এথা ইন্দ্রজিত সৈন্যে যে আছিল শেষ।
করিলেক তারা গিয়া লঙ্কায় প্রবেশ ॥ ৪৬
কিরূপে কহিব এই বার্ত্তা দশশিরে।
ইহা ভাবি ভাবি তারা চলে ধীরে ধীরে ॥ ৪৭
সেকালেতে দশানন-সভায় বসিয়া।
কহিতেছে নিজ মন্ত্রিগণে সম্বোধিয়া ॥ ৪৮
মোর আগে বিদায় হইয়া ইন্দ্রজিত।
করিতে গিয়াছে যুদ্ধ রামের সহিত ॥ ৪৯
কিন্তু তাহে তিন দিন অতীত হইল।
তথাপি তনয় কেন ফিরি না আইল ॥ ৫০
অতএব তোরা শীঘ্র পাঠাইয়া চর।
রণের কুশল-বার্ত্তা আনহ সত্বর ॥ ৫১
তার শুভবার্ত্তা বিনে আমার হৃদয়।
অতিশয় উৎকণ্ঠিত স্থির নাহি হয় ॥ ৫২
না জানি কারণ আজি এ তিন ভুবন।
শূন্য করি দেখে কেন আমার নয়ন ॥ ৫৩
বামনেত্র বামবাহু করয়ে নর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র স্থির নাহি হয় কেন মন ॥ ৫৪
অতএব বিলম্ব না কর তোরা ইতে।
মেঘনাদ-শুভবার্ত্তা আনাহ তুরিতে ॥ ৫৫
এইরূপ কহিতেছে রাজা লঙ্কেশ্বর।
হেন কালে আল্য সেই সব ভগ্নচর ॥ ৫৬
না আছে কাহারো সানা নাহি ধনু শর।
ছিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ সব শরেতে জর্জ্জর ॥ ৫৭
তাহাদিগে সেইরূপ করি নিরীক্ষণ।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা অতি সশঙ্কিত মন ॥ ৫৮
কহ রে কহ রে চর রণের ব্যবস্থা।
কে করিল তোদের এতেক দুরবস্থা ॥ ৫৯
প্রাণাধিক পুত্র মোর আছয়ে কোথায়।
কি কারণে তোদিগে বা পাঠাল্য এথায় ॥ ৬০
তিন দিন তার শুভবার্ত্তা না পাইয়া।
বড়ই উদ্বিগ্ন আছি কহ বিবরিয়া ॥ ৬১
চর কহে মহারাজ তোমার নন্দন।
এথা হৈতে গিয়া করিলেন ঘোর রণ ॥ ৬২
পরে মায়াবলে এক জানকী সৃজিয়া।
পশ্চিম দ্বারেতে তারে কাটিলেন গিয়া ॥ ৬৩
তাহাতে মোহিত করি সব কপিগণে।
যজ্ঞ করিবারে গেলা নিকুম্ভিলা-বনে ॥ ৬৪
না হত্যে না হত্যে তাঁর সে যজ্ঞ পূরণ।
লক্ষ্মণে লইয়া তোথা আল্যা বিভীষণ ॥ ৬৫
কপিগণে যজ্ঞস্থান দেখাইয়া দিল।
তাহারা দৌরাত্ম্য করি অগ্নি নিবাইল ॥ ৬৬
তবে ক্রুদ্ধ হয়্যা যুবরাজ ইন্দ্রজিত।
যুদ্ধ আরম্ভিলা সেই লক্ষ্মণ সহিত ॥ ৬৭
তিন দিন তিন রাত্রি করি ঘোর রণ।
শেষে লক্ষ্মণের হাতে-হারাল্যা জীবন ॥ ৬৮
যেই মাত্র এই কথা কহিলেক চর।
মূর্চ্ছা পাই ভূমিতে পড়িল লঙ্কেশ্বর ॥ ৬৯
খসিয়া পড়িল তার বসন ভূষণ।
অঙ্গের স্পন্দন নাহি নাহিক চেতন ॥ ৭০
তাহা দেখি মন্ত্রিগণ সকলে মিলিয়া।
তুলি বসাইলা তারে যতন করিয়া ॥ ৭১
বহুকাল পরে সেহ পাইয়া চেতন।
হায় হায় কি হইল বলে ঘনে ঘন ॥ ৭২

বিংশতি লোচনে অশ্রু গলে অবিরল।
ক্রন্দন করয়ে রাজা শোকেতে বিহ্বল ॥ ৭৩
হায় হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল,
পুত্র ইন্দ্রজিতে নিল হরি।
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে তারে পাব,
তাহা বিনে রহিব কি করি ॥ ৭৪
ওরে ওরে পুত্র মোর, অনুচিত কর্ম্ম তোর,
ইন্দ্রে জয় কার বাহুবলে।
ক্ষুদ্র মানুষের করে, কাটাইলে নিজ শিরে,
সিন্ধু লঙ্ঘি ডুবি গেলে স্থলে ॥ ৭৫
বাছা তুমি নিজ জোরে, বিদারিতে পার শরে,
মন্দর সুমেরুভূমিধরে।
একি চমৎকার তায়, ক্ষুদ্র মানুষের কায়,
বিদারিতে নারিলে সে শরে ॥ ৭৬
আজি তোর মৃত্যু দেখি, দেব সব হল্য সুখী,
আনন্দিত হল্য ঋষিগণ।
তেঁই করতালি দিয়া, জয় শব্দ উচ্চারিয়া,
করিতেছে দুন্দুভি বাজন ॥ ৭৭
আজি যত দেবগণ, হইয়া নির্ভয়-মন,
পরম আনন্দে ঘুমাইবে।
বিপ্রগণ তেজি ভীতি, পড়িবে সকল শ্রুতি,
মুনি সব তপস্যা করিবে ॥ ৭৮
আজি এই লঙ্কাপুরী, শয়ন ভূষণ নারী,
হয় গজ রথ ভৃত্যজন।
তোমা-বিনে শূন্যপ্রায়, মোর নয়নেতে ভায়,
শূন্য দেখি এ তিন ভুবন ॥ ৭৯
আজি পুত্রবধূগণ, করিবেক সংক্রন্দন,
তাহা মোরে হইবে শুনিতে।
কি করিলে মোর বাপ, দিলে কেন এত তাপ,
আর তোরে না পাব দেখিতে ॥ ৮০
এ হেন লঙ্কার রাজ্য, ত্রিভুবনে মহৈশ্বর্য্য,
মাতা পিতা রমণী তরুণী।
পরিহরি এ সকলে, গেলে তুমি কোন্‌স্থলে,
কহ কহ বাপ তাহা শুনি ॥ ৮১
অগ্রেতে তেজিয়া প্রাণ, যাব আমি যমস্থান,
প্রেতক্রিয়া তুমিহ করিবে।
এই হয় ন্যায়রীত, তাহা করি বিপরীত,
নাহি জানি তুমিহ মরিবে ॥ ৮২
লক্ষ্মণ সুগ্রীব আর, বিভীষণ দুরাচার,
কপিগণ সে রঘুনন্দন।
এ সকল আর আমি, বাঁচিয়া থাকিতে তুমি,
কি রূপেতে তেজিলে জীবন ॥ ৮৩
এত কহি মুক্তকণ্ঠ হয়্যা দশানন।
করিতেছে অতিশয় শোকেতে ক্রন্দন ॥ ৮৪
তাহার ক্রন্দন শুনি যত নিশাচর।
ক্রন্দন করয়ে সবে শোকেতে কাতর ॥ ৮৫
সেই শব্দে আচ্ছাদিল সকল নগরী।
শুনিতে পাইল তাহা রাণী মন্দোদরী ॥ ৮৬
সেহ পূর্ব্বে রক্ত-ধারা দেখি নিজ স্তনে।
ভাবনা করিতেছিল সশঙ্কিত-মনে ॥ ৮৭
তাহে পুন শুনি সেই ক্রন্দন-নিনাদ।
বিহ্বল হইল সেহ পাইয়া বিষাদ ॥ ৮৮
হেন কালে এক দাসী করি আগমন।
কহিলেক তারে মেঘনাদের মরণ ॥ ৮৯
তাহা শুনি মন্দোদরী হইয়া মূর্চ্ছিত।
বায়ুভগ্ন-রম্ভা ন্যায় হইল পতিত ॥ ৯০
তাহা দেখি দাসীগণ ধাইয়া আসিয়া।
তুলি বসাইল তারে যতন করিয়া ॥ ৯১
বহুক্ষণ পরে রাণী চেতন পাইয়া।
ক্রন্দন করয়ে অতি কাতর হইয়া ॥ ৯২
অত্যন্ত করুণ সেই ক্রন্দন শুনিয়া।
বন্ধু দূরে রহু দ্রবে বিপক্ষের হিয়া ॥ ৯৩
হায় কি হইল হায় হায় কি হইল।
ক্রূর বিধি মোর শিরে বজ্র হানিল ॥ ৯৪
ওরে ওরে বিধি তুমি নিতান্ত মূরখ।
বিবেচনা-হীন নাহি জান পর-দুখ ॥ ৯৫
যদি তুমি অতিশয় মূর্খ না হইবে।
তবে কেন সৃষ্টি করি নিজে বিনাশিবে ॥ ৯৬
অগ্রে জন্মে যে তারে মারিতে আগে হয়।
পশ্চাতে তাহারে যেই পশ্চাতে জন্ময় ॥ ৯৭
তাহা না করিয়া তুমি কর বিপরীত।
এই লাগি তোরে কহি বিবেকরহিত ॥ ৯৮
যদ্যপি জানিতে তুমি পরের বেদন।
তবে কেন বিনাশিবে আমার নন্দন ॥ ৯৯
ওরে ওরে মেঘনাদ পুত্র বাপধন।
মোরে ছাড়ি কোন্ স্থানে করিলে গমন ॥ ১০০

কত নিষেধিলুঁ তোরে যাইবারে রণে।
তাহা না শুনিয়া বাপ হারাল্যে জীবনে ॥ ১০১
না দেখি তোমারে বাপ বিদরয়ে মন।
আর না দেখিব তোর সে চাঁদবদন ॥ ১০২
না শুনিব তোর মুখে মা-বচন আর।
মস্তকে আঘ্রাণ আর না লব তোমার ॥ ১০৩
আর তোর অঙ্গ নাহি পরশিব করে।
চুম্ব নাহি দিব আর মুখ-শশধরে ॥ ১০৪
ধিক্ ধিক্ আমা হেন অভাগ্য-ভাজন।
এ তিন ভুবন-মাঝে নাহি কোন জন ॥ ১০৫
যেহেতু দুখিনী আমি বাঁচিয়া থাকিতে।
তোমা হেন পুত্র গেল যমের পুরীতে ॥ ১০৬
শূন্য হল্য গৃহ লঙ্কা সকল সংসার।
যে দিকে চাহিয়ে দেখি সব অন্ধকার ॥ ১০৭
তাহে পুন বিধবা দেখিয়া বধূগণ।
কিরূপেতে হত প্রাণ করিব ধারণ ॥ ১০৮
মরিব সাগর-জলে পরবেশ করি।
কিম্বা বিষ খাই কিম্বা অনলেতে পড়ি ॥ ১০৯
এইরূপ কহি কহি কান্দে মন্দোদরী।
কঙ্কণ-আঘাত করে মস্তক উপরি। ১১০
তাহার ক্রন্দনশব্দ করিয়া শ্রবণ।
ধাইয়া আইল অন্তঃপুর-নারীগণ ॥ ১১১
তারাও সকলে মিলি কান্দিতে লাগিল।
সেই শব্দে লঙ্কাপুরী সকল ব্যাপিল ॥ ১১২
শুনি সে ক্রন্দন শব্দ রাজা দশানন।
জানকীর প্রতি হল্য অতি ক্রুদ্ধমন ॥ ১১৩
অতি ভয়ঙ্কর রূপ তাহার স্বভাবে।
শতগুণ হল্য পুন কোপের প্রভাবে ॥ ১১৪
তার অঙ্গ হৈতে ক্রোধে জ্বালা নিকসয়।
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর যেন দীপ্তি উগারয় ॥ ১১৫
ভয়ঙ্কর ভুরু তার ললাটে উঠিল।
জ্বলিত অঙ্গার হেন নয়ন হইল ॥ ১১৬
অশ্রুজল বিন্দু বিন্দু পড়ে সে নয়নে।
সাগ্নি তৈলবিন্দু যেন প্রদীপ-বদনে ॥ ১১৭
কোপে জৃম্ভা তোলে সেহ মুখ মিলি যবে।
সধুম অনল যেন উগারয়ে তবে ॥ ১১৮
হুহুঙ্কার করি দন্ত কড় মড় করে।
শত শত বাতা যেন ক্ষুরে এক ঘরে ॥ ১১৯

সেহ যে দিগেতে নেত্র ঘুরাইয়া চায়।
সে দিক্ ছাড়িয়া ভয়ে রাক্ষস পলায় ॥ ১২০
তার ক্রোধ দেখি সবে অত্যন্ত কাতর।
কহিতে না পারে কিছু কাঁপে থর থর ॥ ১২১
তবে হুহুঙ্কার ছাড়ি পুন দশানন।
শোক-রোষ-আবেশে কহিছে এ বচন ॥ ১২২
একি একি অতিশয় চমৎকার ক্রিয়া।
না দেখি না শুনি কিবা থাকিলে বাঁচিয়া ॥ ১২৩
চৌদ্দ চতুর্যুগ মোর রাজ্য লঙ্কামাঝ।
নাহি দেখি ইতোমধ্যে কভু হেন কাজ ॥ ১২৪
আর নাহি শুনি কভু শোকের ক্রন্দন।
অদ্য হল্য সে সকল দর্শন শ্রবণ ॥ ১২৫
কিন্তু এই সকল কষ্টের মূল হয়।
সেই ছার মূঢ়মতি মৈথিলা নিশ্চয় ॥ ১২৬
অতএব তার কণ্ঠ করিয়া কর্ত্তন।
সকল দুঃখেরে দূর করিব এক্ষণ ॥ ১২৭
মায়াময় সীতা কাটিছিল ইন্দ্রজিত।
আমি সত্য সীতা কাটি তুষি নিজ চিত ॥ ১২৮
তার পর বিভীষণ আর দুই নরে।
বধিব সমরে আর সকল বানরে ॥ ১২৯
এত কহি একখান তীক্ষ্ণ খড়্গ ধরি।
চলিল আছেন যেথা জানকী সুন্দরী ॥ ১৩০
তাহা দেখি মূর্খ নিশাচর সব কয়।
মরিল মরিল আজি জানকী নিশ্চয় ॥ ১৩১
আর সেই দুই নর আর বিভীষণ।
তাহারাও নিশ্চয়েতে পাইল নিধন ॥ ১৩২
যেহ জয় করিয়াছে এ তিন ভুবন।
সে রাবণ কুপিলে বাঁচিবে কোন্ জন ॥ ১৩৩
রঘু কহে যে কহিছ সব সত্য হয়।
কিন্তু পাবে অল্পকালে সব পরিচয় ॥ ১৩৪
রাবণ চলিল দেখি বিজ্ঞ বন্ধুগণ।
করিতেছে নানামতে উচিত বারণ ॥ ১৩৫
তাহা কিছু নাহি শুনি কোপেতে মাতিয়া।
চলয়ে অশোক-বনে ভূমি কাঁপাইয়া ॥ ১৩৬
যেখানেতে যায় সেহ দেখিয়া তাহায়।
সিংহে দেখি মৃগ হেন রাক্ষস পলায় ॥ ১৩৭
এখানেতে সরমা সীতার আগে আসি।
কহিছেন রণের বৃত্তান্ত হাসি হাসি ॥ ১৩৮

রাম-প্রিয়ে আর কিছু না কর চিন্তন।
ইন্দ্রজিতে বধ কৈলা দেবর লক্ষ্মণ॥ ১৩৯
তাহারেই শঙ্কা ছিল তাহা হল্য ক্ষয়।
অনায়াসে পাবে এবে শ্রীরামে-নিশ্চয়॥ ১৪০
এইরূপ কহিছেন সরমা সুমতি।
হেন কালে আল্য তোথা লঙ্কা-অধিপতি॥১৪১
তারে দেখি সরমা করিলা পলায়ন।
জানকী শঙ্কিত হয়্যা করেন চিন্তন॥ ১৪২
এক একি দুষ্ট কেন এখানে এক্ষণ।
করিতেছে অতিশয় বেগে আগমন॥ ১৪৩
দেখিতেছি অতিশয় কুপিত ইহারে।
বুঝি নষ্ট করিবারে আইল আমারে॥ ১৪৪
নিশ্চয় বুঝিলুঁ শুনি পুত্রের মরণ।
বধিতে আইল মোরে পাপ এই জন॥ ১৪৫
হায় কি করিব এবে কে মোরে রাখিবে।
এই দুষ্ট জনে কোন্ জন ফিরাইবে॥ ১৪৬
মরি মরি তাহে বড় খেদ নাহি চিতে।
এক মাত্র খেদ নাথে না পাল্যুঁ দেখিতে॥ ১৪৭
এইরূপ ভাবিছেন জনক-নন্দিনী।
দাবানলে দেখি যেন ত্রাসিত হরিণী॥ ১৪৮
হেন কালে অবিন্ধ্য নামেতে নিশাচর।
ধাইয়া আইল সেই রাবণ-গোচর॥ ১৪৯
সেহ বুদ্ধিমান্ নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
কহিতেছে রাবণে বুঝায়্যা কিছু হিত॥ ১৫০
মহারাজ শ্রীপুলস্ত্য তব পিতামহ।
পিতা তব শ্রীবিশ্রবা সর্ব্ব ধর্ম্মাবহ॥ ১৫১
নিজেও হইয়া বেদ-বিজ্ঞ ধর্ম্মপর।
কিরূপে করিতে চাহ কর্ম্ম ঘোরতর॥ ১৫২
স্ত্রীবধ হইতে পাপ না আছে ভুবনে।
যাহে হরে আয়ু যশ বল রাজ্য ধনে॥ ১৫৩
পরলোকেতেও দিব্য গতি নষ্ট করে।
হেন পাপ কেবা করে জগত-ভিতরে॥ ১৫৪
বিশেষত যে সকল জন শূর হয়।
তারা নারী-বধে অতি নিন্দন করয়॥ ১৫৫
আর দেখ যদ্যপি বা বধহ সীতায়।
তথাপি কি ইষ্ট-সিদ্ধি হইবে তাহায়॥ ১৫৬
যাবৎ বাঁচিয়া আছে সে রাম লক্ষ্মণ।
তাবৎ মঙ্গল কিছু না হয় দর্শন॥ ১৫৭
অতএব সেই রাম-লক্ষ্মণ-উপর।
বিসর্জ্জন কর এই ক্রোধ ঘোরতর॥ ১৫৮
অদ্য কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী বিদ্যমান।
কর ইথে যুদ্ধের সামগ্রী সমাধান॥ ১৫৯
কল্য অমাবস্যা দিনে প্রস্থান করিবে।
আপনার শত্রুগণে অবশ্য জিনিবে॥ ১৬০
তুমি ধনুর্ব্বাণ ধরি যবে যাবে রণে।
হেন কোন্ শত্রু আছে থাকিবে জীবনে॥ ১৬১
সে সব শত্রুরে বধ করিয়া আসিয়া।
ভুঞ্জিবে বিষয়-সুখ জানকী লইয়া॥ ১৬২
অতএব সীতা-বধে নিবৃত্ত হইয়া।
সমরে সাজন কর সৈন্য সাজাইয়া॥ ১৬৩
অবিন্ধ্যের এত বাণী করিয়া শ্রবণ।
ফিরিয়া সভাতে গেল রাজা দশানন॥ ১৬৪
সিংহাসনে বসি ডাকি সেনাপতিগণে।
কহিতে লাগিল অতিশয় ক্রুদ্ধ-মনে॥ ১৬৫
যাহ যাহ তোরা সবে হইয়া সজ্জিত।
রামের সমরে যাত্রা করহ ত্বরিত॥ ১৬৬
আছে যত রথী হাতী ঘোটক পদাতি।
সব লয়্যা চলহ বধিতে সে অরাতি॥ ১৬৭
সবে মিলি তোরা উপেখিয়া কপিগণে।
বধিবে কেবল দুষ্ট সে রাম-লক্ষ্মণে॥ ১৬৮
আমিহ পশ্চাতে অমাবস্যা হল্যে পরে।
সজ্জিত হইয়া যাব সমর-ভিতরে॥ ১৬৯
তাবত সকলে তোরা করিয়া গমন।
কর গিয়া শত্রু-সনে রণ আরম্ভণ॥ ১৭০

এত দশানন, বচন শ্রবণ,
করি বীরগণ, উঠি সকলে।
নিজ নিজ ঘরে, সাজ করিবারে,
চলয়ে সত্বরে, সকুতূহলে॥ ১৭১
নিবারিতে হানা, পরিতেছে সানা,
মণি মতি সোনা- কৃত টোপরে।
দিল গলে হার, মণি-মুকুতার,
ভুজ করে তাড়, বলয় পরে॥ ১৭২
কর্ণেতে মকর, কুণ্ডল সুন্দর,
কটির উপর, কিঙ্কিণী ধরে।
শরেতে অনূন, পৃষ্ঠে বান্ধে তূণ,
দৃঢ়তর-গুণ, ধনুক করে॥ ১৭৩

নিল তাল ভাল, সবে শূল শাল,
গদা তরবাল, কুঠার করী।
করে বার বার, বিবিধ প্রকার,
কুশল আচার, যতন করি ॥ ১৭৪
তাদের বাহন, করিয়া সাজন,
করে আনয়ন, কিঙ্করগণে।
কত শত শত, রথ সুসজ্জিত,
হাতী ঘোড়া কত, তাহা কে গণে ॥ ১৭৫
চটি তদুপর, যত নিশাচর,
চলিল সত্বর, রাজ-গোচরে।
সেখানে যাইয়া, একতা হইয়া,
সাজন করিয়া, চলে সমরে ॥ ১৭৬
আগেতে পদাতি, পিছে ঘোড়া হাতী,
পরে রথিততি, সকল চলে।
বাদ্য বাজে যত, গণিব তা কত,
ব্যাপিল জগত, সে কোলাহলে ॥ ১৭৭
তবে তারা চলে, মহা কোলাহলে,
কাঁপায়্যা ভূতলে, চরণ-ভয়ে।
দেখে নানাজাতি, অমঙ্গলততি,
তভু শূরমতি, না ফিরে ঘরে ॥ ১৭৮
তবে রণস্থলে, তাহারা সকলে,
মহা কুতূহলে, যবে চলিলা।
হেনই কালেতে, প্রকাশি জগতে
উদয়-পর্ব্বতে, ভানু উঠিলা ॥ ১৭৯
দেখি দশানন, সেনা আগমন,
শাখামৃগগণ রণ করিতে।
করে ধরি ধরি, শিলা তরু গিরি,
গরজন করি, চলে তুরিতে ॥ ১৮০
তবে নিশাচর, কুপিত অন্তর,
বানর উপর, প্রহার করে।
খর খর শর, পরশু তোমর,
কাটার মুদ্গর, অসি-নিকরে ॥ ১৮১
শাখামৃগ-তাত, নিশাচর প্রাত,
মারে কাল লাথি, নখে বিদারে।
কেহ বা দশনে, করয়ে চর্ব্বণে,
পাদপ পাষাণে, কেহ বা মারে ॥ ১৮২
তাহাতে উভয়, সেনা হয় ক্ষয়,
তটিনী বহয়, রুধির-পূরে।
তাহে ভাসি যায়, মৃত বীর-কায়,
টানি লয়্যা খায়, শিবা কুক্কুরে ॥ ১৮৩
তাহা নিরীক্ষণ, করি ক্রুদ্ধমন,
শ্রীরঘুনন্দন, উঠি আপনে।
ধরি ধনুর্ব্বাণ, করিলা পয়াণ,
নিবারিয়া প্রাণ,-সম লক্ষ্মণে ॥ ১৮৪
তবে রঘুপতি আগে অতি করিয়া সত্বর।
নিজে শরগণ বরিষণ করেন নির্ভর ॥ ১৮৫
তাঁরে নিরখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া যত নিশাচর।
সবে মেলি করি তদুপরি বৃষ্টি করে শর ॥ ১৮৬
কিবা চমৎকার শক্তি তাঁর কে পারে বর্ণিতে।
যাহা শুনি শুনি মনবাণী নারে প্রবেশিতে ॥ ১৮৭
তারা বহুবীর যত তীর ছাড়ে এক বেলে।
এ'।সব বাণ খান খান করিলেন হেলে ॥ ১৮৮
পরে রঘুবর হেন শর ছাড়েন ত্বরায়।
যাহা দেখি শুনি মহাজ্ঞানী জনে মোহ পায় ॥
যেন সূর্য্যবথে যূথে যূথে কিরণ উগারে।
তেন রঘুবর-চাপে শরসমূহে সঞ্চারে ॥ ১৯০
সেই শরপাতে গগনেতে দৃষ্টি নাহি যায়।
নিশা চর তাথে রঘুনাথে দেখিতে না পায় ॥
দেখে এইমাত্র নিজগাত্র শরে জর্জ্জরিত।
কেহ দেখে ছিন্ন কেহ ভিন্ন কেহ বিদারিত ॥
দেখে ঘোড়া হাতী রথী রথী পদাতি-নিকর।
প্রাণ ছাড়ি ছাড়ি গড়াগড়ি ভূতল উপর ॥ ১৯৩
তবে নিশাচর সব ডর পাই বিপরীত।
কহে এই কথা একি ব্যথা গেল রে জীবিত ॥
দেখ দেখ ওরে সকলেরে রাম সংহারিল।
এই মহাবল দন্তাবল সমূহে মারিল ॥ ১৯৫
এই কত রথী মহারথি-সমূহে নাশিল।
এই সপদাতি হয়ততি-জীবন হরিত ॥ ১৯৬
এত কহি সবে ভীতভাবে ভাবে তা দেখিয়া।
শ্রীগ-ন্ধর্ব্বশর রঘুবর দিলেন ছাড়িয়া ॥ ১৯৭
সেই শরগুণে মুগ্ধমনে নিশাচর-চয়।
নিজ সেনাগণে জনে জনে দেখে রামময় ॥ ১৯৮
তবে এই রাম এই রাম এই রাম বলি।
তারা ভীতচিত্তে নানামতে করিছে বিকলী।
কিন্তু যে দিগেতে পলাইতে বাসনা করয়।
রামে সেই দিগে দেখি আগে পলাজ্জোনায়

তারা পড়ি পাকে অপরেকে ধরিয়া সাহসে।
এই রাম বলি কুতূহলী প্রহারে রাক্ষসে ॥ ২০১
সেই রামজ্ঞানে তারে হানে অস্ত্র করি ভারী।
এই পরকারে পরস্পরে তারা করে মারী ॥ ২০২
তাহে হয়্যা হত শত শত গেল যমধাম।
তাহা নিরখিয়া সুখিহিয়া হাসিছেন রাম ॥ ২০৩
কিছু কাল পরে সেই শরে করি সংহারণ।
প্রভু অস্ত্রজাতি শরততি করেন মোচন ॥ ২০৪
সেই কালে তাঁর চক্রাকার ধনু হৈতে শর।
নদী-বেগ যেন চলে তেন চলে নিরন্তর ॥ ২০৫
তাহে কি আশ্চর্য্য রঘুবর্য্য চারিদণ্ড বেলে।
একি ধন্য ধন্য এত সৈন্য নাশিলেন হেলে ॥ ২০৬
তার বিবরণ এক জন দ্বিজিহ্ব-আখ্যান।
আর বিমর্দ্দন প্রমর্দ্দন বিতানাক্ষ আন ॥ ২০৭
আর শঙ্কুকর্ণ হস্তিকর্ণ সংহ্রাদী সপ্তম।
কুম্ভ হনু খরকেতু বর শূর সে নবম ॥ ২০৮
হয়-গ্রীব এই দশ সেই সৈন্যে সেনাপতি।
প্রভু প্রাণ হরি যমপুরী পাঠাল্যা ভূপতি ॥ ২০৯
আর অসাধ্বস রথী দশ-সহস্র বধিলা।
আর মত্ত হাতী অষ্টাশীতি-সহস্র নাশিলা ॥২১০
করি শরবৃষ্টি চতুঃষষ্টি-সহস্র বাজীকে।
বধি রণদক্ষ ত্রিশলক্ষ মাল্যা পদাতিকে ॥ ২১১
আর সেই করী হয়োপরি ছিল যত বীর।
তা-সবারে হানি সিংহধ্বনি করিলা গভীর ॥
চারি-দণ্ডকালে এ সকলে শ্রীরাম বধিলা।
অবশিষ্ট কতি জন অতি ত্রাসে পলাইলা ॥২১৩
হেন শ্রীরামের সংগ্রামের সৌষ্ঠব দেখিয়া।
সাধু-বাদ করে সব সুরে সানন্দ হইয়া ॥ ২১৪
এথা বিভীষণ কপিগণ আর কপিরায়।
দেখি সে বিচিত্র হল্যা চিত্র-পুত্তলীর স্থায় ॥ ২১৫
তাহা নিরীক্ষণ করি কন হাসি রঘুবর।
শুন মিত্রবর নিশাচর-রাজ কপীশ্বর ॥ ২১৬
দেখি মোর বীর্য্য মহাশ্চর্য্য পায়্যাছ সকলে।
ইহা যোগ্য বটে নাহি ঘটে একর্ম্ম ভূতলে ॥২১৭
হেন বীর্য্যধর গঙ্গাধর আর আমি মাত্র।
ইহা বিনে আর কেহ তার নাহি আছে পাত্র ॥
কহি এত বাণী রঘুমণি জিনিয়া সংগ্রাম।
নিজ গণ লয়্যা সুখী হয়্যা করিলা বিশ্রাম ॥ ২১৯

তবে ভগ্নদূত গিয়া লঙ্কার ভিতরে।
রণবার্ত্তা জানাইল রাবণ-গোচরে ॥ ২২০
তাহা শুনি কিছু নাহি কহিয়া রাবণ।
অধো-মুখ হয়্যা বসি করয়ে চিন্তন ॥ ২২১
কোথা যাব এক্ষণ করিব কি উপায়।
কিরূপে বধিব রাম-লক্ষ্মণ দোঁহায় ॥ ২২২
প্রায় শেষ হইয়াছে সব বন্ধুজন।
আর কে বধিবে শত্রু না দেখি তেমন ॥ ২২৩
মরিয়াছে পুত্র ইন্দ্রজিত যেই দিন।
সেই দিন জয়-আশা হইয়াছে ক্ষীণ ॥ ২২৪
অনুমান করি এবে নন্দীশ্বর-শাপে।
গরাস করিল মোর সকল প্রতাপে ॥ ২২৫
এইরূপ নানা চিন্তা করে দশানন।
বিশনেত্রে অশ্রুজল পড়য়ে সঘন ॥ ২২৬
এথা রণবার্ত্তা শুনি নিশাচরীগণ।
এক কালে হল্যা সবে শোকেতে মগন ॥ ২২৭
মরিয়াছে কারো স্বামী কারো পিতা ভ্রাতা।
কারো পুত্র কারো খুড়া কাহারো জামাতা ॥
কারো কারো মাতামহ কাহারো মাতুল।
কাহারো শ্বশুর কারো বান্ধব সকুল ॥ ২২৯
সেই সব শোকে হয়্যা অতি দুঃখি-মন।
মুক্তকণ্ঠে কান্দিতেছে নিশাচরীগণ ॥ ২৩০
হায় হায় কি হইল আমা সবাকার।
নাহি দেখি ত্রিভুবনে দুঃখের নিস্তার ॥ ২৩১
পরলোকে গেল সব জ্ঞাতি বন্ধুজন।
কি করিব কিরূপেতে ধরিব জীবন ॥ ২৩২
হায় হায় এই ঘোর দুঃখ পারাবারে।
ফেলাইল শূর্পণখা একা মো-সবারে ॥ ২৩৩
সে কুমতি যদি রাম-কাছে না যাইবে।
তবে কেন আমাদিগে এ দুঃখ ঘটিবে ॥ ২৩৪
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহু সেই পাপিষ্ঠারে।
কামে মাতি রাম-কাছে গেল কি প্রকারে ॥ ২৩৫
কাম হৈতে অধিক সুন্দর রঘুবর্য্য।
সেহ হয় অতিশয় দেখিতে কদর্য্য ॥ ২৩৬
তেমন রামের রূপ দেখিয়া নয়নে।
কিরূপে তাহার যোগ্য মানিল আপনে ॥ ২৩৭
আর দেখ নিজে হয়্যা জরা-জর্জ্জরিত।
কিরূপে হইল কাম-শরেতে মোহিত ॥ ২৩৮

আলো আলো শুক্লকেশী দুর্ম্মুখী কুৎসিতা।
কিরূপে হইতে গেলি রামের বনিতা ॥ ২৩৯
ধর্ম্ম-মার্গ লোক-লজ্জা লোক-উপহাস।
এ সকল হতে তোর না হইল ত্রাস ॥ ২৪০
তুই যদি নাহি যাবি এ কর্ম্ম করিতে।
তবে কেন লঙ্কাখান মজিবে অনীতে ॥ ২৪১
তোরি মুখে সীতা-রূপ করিয়া শ্রবণ।
কাল-ভুজঙ্গিনী সীতা আনিল রাবণ ॥ ২৪২
সেহ সীতা কভু তারে কামনা না করে।
তথাপি দুরন্ত তারে নাহি পরিহরে ॥ ২৪৩
তার লাগি মহাবলবান্ রাম-সনে।
বাদ আরম্ভিলা লঙ্কা-বিনাশকারণে ॥ ২৪৪
কত যত্ন করি বুঝাইল বিভীষণ।
সে সকল বচন না করিল শ্রবণ ॥ ২৪৫
যদ্যপি শুনিত রাজা বিভীষণ কথা।
তবে কেন কান্দিবেক রাক্ষসী সব্যথা ॥ ২৪৬
হনুমান্ যবে আল্য দৌত্যে এ নগরে।
অশীতিসহস্র সেহ বধিল কিঙ্করে ॥ ২৪৭
সেনাপতি পঞ্চজনে বিনাশ করিল।
অক্ষ নামে ভূপতির পুত্রেরে বধিল ॥ ২৪৮
এ সকল কর্ম্ম দেখি যদি সীতা দিত।
তবে লঙ্কাপুরী হেন দুঃখে না মজিত ॥ ২৪৯
যখন সাগরে কার সেতু-বিরচন।
সহসৈন্যে রাম এথা কৈলা আগমন ॥ ২৫০
তখনো যদ্যপি দিত রামে সীতা ঘুরি।
তবে কেন লণ্ডভণ্ড হবে এই পুরী ॥ ২৫১
হায় হায় একা এই রাবণ-দূষণে।
সকল রাক্ষস গেল শমন-সদনে ॥ ২৫২
এখনো দেখিয়ে নানা জাতি অকুশল।
রাবণে বিনাশি হবে সে সব সফল ॥ ২৫৩
যেহেতুক প্রজাপতি মানুষের হাতে।
অভয় না দিয়াছেন এই লঙ্কানাথে ॥ ২৫৪
সেইত মানব-সনে করিয়া বিবাদ।
সবংশে রাবণ এবে পাল্য অবসাদ ॥ ২৫৫
বুঝি ইন্দ্র কিম্বা রুদ্র কিম্বা নারায়ণ।
করিতেছে রাম-রূপে মো-দিগে নাশন ॥ ২৫৬
আর পূর্ব্বে দশানন-ভয়ে ভীতমন।
মহাদেবে সেবা করিছিলা দেবগণ ॥ ২৫৭
তাহাতে সন্তুষ্ট হয়্যা দিলা তিঁহ বর।
না হইবে তোরা আর ত্রাসিত অন্তর ॥ ২৫৮
তোমাদের হিত লাগি ভারত-ভূমিতে।
জন্মিবেক এক নারী রাক্ষস নাশিতে ॥ ২৫৯
বুঝিলাম এই সীতা সেই নারী হয়।
করিবে রাক্ষস কুলে অসংশয়ে ক্ষয় ॥ ২৬০
দেখিতে না পাই ত্রিভুবনে হেন জন।
করিতে পারয়ে যেই মোদিগে রক্ষণ ॥ ২৬১
ব্রহ্মার বরেতে মত্ত হয়্যা দশানন।
হেন ঘোর বিপদে না করয়ে গণন ॥ ২৬২
কি করিব রাবণে বুঝাবে কোন্ জন।
কোথা গেলে হবে এই বিপদ মোচন ॥ ২৬৩
এইরূপ কহি কহি অত্যন্ত কাতর।
কান্দিতেছে সব নিশাচরী-নিশাচর ॥ ২৬৪
স্বকর্ণেতে তাহা শুনি রাজা দশানন।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি করয়ে চিন্তন ॥ ২৬৫
মুহূর্ত্তেক পরে মহা কুপিত হইয়া।
চাহিতেছে চারিদিগে নেত্র ঘুরাইয়া ॥ ২৬৬
দশনে চাহিয়া ওষ্ঠ করিয়া দংশন।
ঘোরতর হুহুঙ্কার করে ঘনেঘন ॥ ২৬৭
তার কোপ দেখি যত নিশাচরগণ।
ভয়ে স্তব্ধ হয়্যা রহে প্রায় অচেতন ॥ ২৬৮
তবে অতি গভীর নিনাদে লঙ্কাপতি।
কহিতেছে যাবদীয় নিশাচর প্রতি ॥ ২৬৯
যাহ যাহ যত আছ মোর সেনাগণ।
কর গিয়া সকলেতে সমর-সাজন ॥ ২৭০
শ্রীমত্ত উন্মত্ত বিরূপাক্ষ তিনজনে।
অগ্রসর করি সবে যাত্রা কর রণে ॥ ২৭১
আমারো রণের রথ করিয়া সজ্জিত।
আনয়ন করিবারে বলহ ত্বরিত ॥ ২৭২
আজি রণে গিয়া নিজে খরবাণগণে।
বধিব লক্ষ্মণ-রামে আর বিভীষণে ॥ ২৭৩
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ তীর-তেজ-চণ্ডদাবানলে।
বিনাশ করিব কপি-পতঙ্গ সকলে ॥ ২৭৪
আজি মোর বাণ-জালে দিগন্ত গগন।
ভূতল সাগর নাহি হবে প্রকাশন ॥ ২৭৫
আজি নিজ বাহুবলে এক এক শরে।
নির্ভেদ করিব শত শত কপিবরে ॥ ২৭৬

আজি আমি মারি কপি-ভল্লুক সকলে।
আচ্ছাদিত করিব সকল রণস্থলে॥ ২৭৭
বানর-ভল্লুক-রক্ত-বসা মেদে করি।
করিব কতেক নদী রণের ভিতরী॥ ২৭৮
শৃগাল কুক্কুর কাক কঙ্ক গৃধ্রগণে।
তর্পিত করিব মাংস রক্ত বিতরণে॥ ২৭৯
মরিয়াছে যাহাদের বান্ধব-নিকর।
সুখিত করিব সেই রাক্ষসী-অন্তর॥ ২৮০
করিব আমিহ আজি বধি শত্রুজন।
পরলোকগত বন্ধুগণের তোষণ॥ ২৮১
জ্বলিতেছে কোপানল ইন্দ্রজিত-ক্ষয়ে।
তাহা নিবাইব আজি রিপু-রক্তচয়ে॥ ২৮২
পড়িছে যে অশ্রু নিশাচরী-নেত্র-দ্বারে।
মোছাইব শত্রুবধ-কীর্ত্তি-পটে তারে॥ ২৮৩
আজি দেখিবেক মোর এ তিন ভুবন।
ভুজবীর্য্য পরাক্রম অস্ত্রের শিক্ষণ॥ ২৮৪
অতএব যাহ যাহ সকলে তুরিত।
মোর আগে আস্য শীঘ্র হইয়া সজ্জিত॥ ২৮৫
যে জন না যাবে আজি করিতে সমর।
তাহারে পাঠাব আমি নিজে যম-ঘর॥ ২৮৬
এত শুনি যাবদীয় নিশাচরগণ।
যে আজ্ঞা বলিয়া কৈল সাজিতে গমন॥ ২৮৭
সেনাধ্যক্ষ তবে নিজে গিয়া ঘরে ঘরে।
সাজিতে নিযুক্ত কৈল সব নিশাচরে॥২৮৮
তবে রাবণের আজ্ঞা শুনি নিশাচর যত।
যত-নেতে হলা সবে রণ-সাজনে উদ্যত॥২৮৯
অতঃ প্রথমেতে করে সবে দেবতা-পূজন।
জন সকলেতে নানা ধন করে বিতরণ॥ ২৯০
রণ-সাজন করয়ে পরে তাহারা সকলে।
কলে-বরে পরে দিব্য দিব্য-সানা অবিকলে॥
করে মস্তকেতে মনোহর মুকুট বন্ধন।
ধন অনেক যাহার মূল্য যেহ সুচিক্কণ॥ ২৯২
কন-কের অলঙ্কারে যুক্ত পাগুড়ী সুন্দর।
দর-পণ দেখ দেখি বান্ধে কত রাত্রিচর॥২৯৩
চরণেতে পরিধান করে বাজন্ত নূপুর।
পুর-ন্দর যাহা দেখি হয় লোভেতে আতুর॥
উর-স্থলে পরিলেক দিব্য মণি-মুক্তাদাম।
দাম সহস্র-অধিক যার স্রেহ অভিরাম॥ ২৯৫

রাম-রম্ভা জিনি ভুজে বাজু পরিধান করে।
করে মণিময় বলয় ধারণ কৈল পরে॥ ২৯৬
পরে শ্রবণে কুণ্ডল দিব্য মকর-আকার।
কার শক্তি আছে বর্ণিবারে সৌন্দর্য্য তাহার॥
আর কক্ষেতে বান্ধিল অসি চর্ম্ম বিপরীত।
রীত অনুসারে পৃষ্ঠে তুণ শরেতে শোভিত॥
ভীত-রহিত তাহারা আর নানা অস্ত্র ধরি।
অরি-নিকটে যাইতে চড়ে বাহন-উপরি॥ ২৯৯
পরি-পাটী রথে কেহ কেহ কেহ বা বারণে।
রণে দক্ষ হয়ে চড়ি কেহ করয়ে গমনে॥ ৩০০
মনে কুতূহলী তারা করি কলকল রব।
রাবণের আগে যায় সবে প্রকাশি প্রভাব॥
ভাব-না-রহিত তা সবারে দেখি লঙ্কেশ্বর।
বড় আনন্দেতে নিজ সাজ করয়ে তৎপর॥ ৩০২
পর-পক্ষ অস্ত্র-শস্ত্রে যেই করয়ে বঞ্চিত।
চিত-হারী সানা তেন অঙ্গে কৈলা পরিহিত॥
হিত করে রণে যেই তেন মুকুটদশক।
সক-লের সার পরিলেক লঙ্কার রক্ষক॥ ৩০৪
অক-লঙ্ক-শশী হেন দশ মণি মনোহর।
হর-ষিত-চিতে বান্ধিলেক ললাট-উপর॥ ৩০৫
পর-মানন্দেতে বিশভুজে পরে তারবালা।
আলা দেখি যার সবাকার নেত্রে লাগে তালা॥
তারা-পতিতুল্য মণিতে সাজাল্য উরঃস্থল।
অল-স্কৃত কৈল মুক্তামণি-দামে দশগল॥ ৩০৭
গর-বেতে মাতি ধনুক ধরিল দশখান।
খান খান করে শত্রুগণে যাহে তেজি বাণ॥
বান-রেন্দ্রমিতে বাণ বর্ষিবারে অবসরে।
শরে পূর্ণ দশতুণ বান্ধে পৃষ্ঠের উপরে॥ ৩০৯
থরে খড়্গচর্ম্ম ছোরা ছুরা বান্ধে শারি শারি।
সারি-লেক হেন মতে অস্ত্র ধারণ দেবারি॥
বারি হইল সে যেইমাত্র তেজি সভাস্থান।
আন-য়ন কৈল সেইকালে তার দিব্যযান॥৩১১
আন তুলনা কি দিব তার ভুবন-মাঝার।
যার তুল্য নাহি হয় পুরী ইন্দ্র-বিধাতার॥ ৩১২
তার শিরেতে দিয়াছে ধ্বজ কনকরচিত।
চিত-ভয়ঙ্কর নরমুণ্ডাকৃতি উল্লসিত॥ ৩১৩
সিত-নীল-পীত পতাকা দিয়াছে যার মাঝে।
মাঝে বীর সব যাহা দেখি সমর-সম্পাতে॥ ৩১৪

তাঁর সেই ভারে সহিবারে না পারি পীড়িত।
রথ অশ্বচয় পাই ক্ষয় হইল পতিত ॥ ২৪
তবে কপিবর ঘোরতর চাপড় মারিয়া।
তার সারথিরে যম-ঘরে দিলা পাঠাইয়া ॥ ২৫
বিরূ-পাক্ষ বীর সারথির দেখিয়া মরণ।
সেই রথ ছাড়ি ভূমে পড়ি দাঁড়াল্য তখন ॥২৬
তবে কপি-পতি-মন্ত্রিততি সেই রথখান।
করি পদাঘাত অচিরাত কৈলা খান খান ॥ ২৭
তবে রণে দক্ষ বিরূপাক্ষ হইয়া কুপিত।
হন্ত নারাচেতে সূর্য্যসুতে বিন্ধয়ে তুরিত ॥ ২৮
তার রথে ভগ্ন দেখি মগ্ন দুঃখেতে হইয়া।
তারে লঙ্কাপতি এক হাতী দিলা পাঠাইয়া ॥
সেই গজে চড়ি সেহ ছাড়ি লক্ষ লক্ষ শরে।
কৈলা আচ্ছাদন বিকর্ত্তন-নন্দনে সত্বরে ॥ ৩০
তবে সুবলিষ্ঠ কপিশ্রেষ্ঠ তার হস্তিমাতে।
জিনি বজ্রপাত মুষ্টিঘাত কৈল অচিরাতে ॥ ৩১
সেই মুষ্টিঘায় নাসিকায় সেইত হস্তীর।
কিবা অনিবার রক্তধার হইছে বাহির ॥ ৩২
সেহ চারিহাত স্বপশ্চাত দিকেতে হটিয়া।
ঘোর শব্দ করি ধরোপরি পড়িল মরিয়া ॥ ৩৩
বিরূপাক্ষ তবে নামি জবে সে হস্তী হইতে।
ধরি চর্ম্ম অসি মহাক্রুধি লাগিল কাঁপিতে ॥ ৩৪
তবে কপিস্বামী রণভূমি-স্থিত চর্ম্ম অসি।
করি সন্ধারণ সুগর্জ্জন করিলেন কসি ॥ ৩৫
তারা দুইবীর রণে ধীর খড়্গচর্ম্ম ধরি।
বাম-দক্ষভিতে চক্ররীতে ঘুরে খেলা করি ॥ ৩৬
কভু এককালে ঢালে ঢালে করি ঠেকাঠেকি।
ঠেলাঠেলি করে খড়্গ মারে চমৎকার একি ॥৩৭
কভু করি দাপ শূন্যে ঝাঁপ দেয় বল-ভরে।
কভু জানু পাতি দোঁহে ক্ষিতিতলে খেলা করে
তাহে দোঁহাকার খড়্গধার-চ্ছেদে রক্ত ঝরে।
যেন অনিবার ক্ষীরধার ছিন্নবৃক্ষে পড়ে ॥ ৩৯
তবে এইমতে দুজনেতে যুঝিলা বিস্তর।
পরে কপীশ্বর ঘোরতর ধরিলা প্রস্তর ॥ ৪০
সেই বড় শিলা নিক্ষেপিলা বিরূপাক্ষ প্রতি।
সেহ তার ডরে স্থানান্তরে গেল শীঘ্রগতি ॥ ৪১
সেই শিলাখান রণস্থান চাপিয়া পড়িল।
দেখি কাছে আসি সেহ অসি সুগ্রীবে হানিল ॥

তাহে কোপে মাতি কপিপতি চিরিয়া নখরে।
তার সানাখান খান খান করিয়া সত্বরে ॥ ৪৩
আর মহাবলী তারে ঠেলি দিলেন গর্জ্জিয়া।
বিরূ-পাক্ষ তাতে ভূতলেতে পড়িল ঘুরিয়া ॥৪৪
সেহ পুনর্ব্বার উঠি তাঁর কাছে গিয়া রঙ্গে।
করি সুভৈরব সিংহরব মারিল চাপড়ে ॥ ৪৫
তাহা নাহি গণি কপিমণি উপার তাহার।
কিবা করি হেলা চালাইয়া চপেটপ্রহার ॥ ৪৬
সেহ সে চাপড়ে নিজ রড়ে করিয়া বঞ্চন।
তাঁর বক্ষদেশে কৈলা রোষে মুষ্টিপ্রহরণ ॥
তাহে ক্রুদ্ধমতি কপি-পতি মারিলা তাহারে।
ভ্রূক কর্ণমাঝে জিনি বাজে চাপড় প্রহারে ॥৪৮
সেই মহাবল করতল-ঘাতে বিরূপাক্ষ।
করি রক্ত বমি হল্য ভূমি-গত উত্তানাক্ষ ॥ ৪৯
তবে তারে হত দেখি যত শাখামৃগগণ।
করে জয়ধ্বনি রঘুমণি নাম উচ্চারণ ॥ ৫০
বিরূপাক্ষ-বধ দেখি রাজা দশানন।
হই গেল অতিশয় কোপেতে মগন ॥ ৫১
তাহে দৈব-বিপর্য্যয় দেখি দুখিমন।
কহিতেছে মত্ত প্রতি এইত বচন ॥ ৫২
মত্ত তুমি হও মহাবীর মহাবল।
সুরাসুর-নাগ-জয়ী সমরে কুশল ॥ ৫৩
এ রণ বিজয়-আশা কেবল তোমায়।
সম্প্রতি আছয়ে আর কাহেও না ভায় ॥ ৫৪
অতএব পরাক্রম করি প্রকাশন।
করহ স্বামীর উপকার আচরণ ॥ ৫৫
মত্ত কহে যেই আজ্ঞা করিছ আপুনি।
মোসবার এইত কর্ত্তব্য করি গণি ॥ ৫৬
চিরদিন পোষিয়াছ আমা সবাকারে।
ইহা না করিলে শোধ হবে কি কারণে ॥ ৫৭
এত কহি প্রবেশিল শ্রীরামসেনায়।
পতঙ্গ যেমন দাবানল-মাঝে যায় ॥ ৫৮
তবে রথে থাকি মত্ত করি রাবণে প্রণাম।
নাম শুনাইয়া শরবৃষ্টি করে অবিরাম ॥ ৫৯
রাম-সৈন্য তাহে ক্রুদ্ধ হয়্যা তরু-শিলাগণ।
গণ গণ শব্দে তদুপরি করয়ে বর্ষণ ॥ ৬০
সন সন রবে সেহ ছাড়ি কোটি কোটি বাণ।
বানরের তরু শিলা কাটি কৈল খান খান ॥ ৬১

আন বাণ লক্ষ-লক্ষে বিন্ধি বানর-পতিকেরে।
তিলে তিলে জর্জ্জরিত কৈল সবার মূর্ত্তিরে ॥৭২
তীরে সহিতে না পারি তার যাবতবানর।
নর-পতি-সখা কাছে যায় হইয়া কাতর ॥ ৭৩
তর-লিত নিজ সৈন্যে দেখি হয়্যা কোপবান্।
বান-রেন্দ্র নিজে সমরে হইলা অগুয়ান্ ॥ ৭৪
আন-নেতে সিংহনাদ করি এক শিলা ধরি।
ধরি-ত্রীপতির সখা ছাড়িলেন তদুপরি ॥ ৭৫
''রি-খণ্ডিত করিয়া মত্ত সে শিলারে শরে।
ক্ষরে মরিলি বলিয়া সুগ্রীবেরে বেধ করে ॥ ৭৬
করে ধরি তবে কপিনাথ একটা লগুড়।
গুড় গুড় শব্দে ঘুরায়্যা সে শরে কৈলা দূর ॥৭৭
ত্তর-স্তের চারি রথ-অশ্বে মারিয়া মুদ্গর।
গন্ধ-জন করি পাঠাইলা যম-বরাবর ॥ ৭৮
বর বেগে রথ হত্যে নামি মত্ত কোপ ভরে।
ভরে কাঁপায়্যা ধরণী এক গদা নিল করে ॥ ৭৯
করে সে গদা প্রহার সেই বানররাজারে।
যারে দেখি কপি সব কাঁপে সাধ্বস-বিস্তারে ॥
তারে নিবারিতে দণ্ড নিক্ষেপিলা কপি পতি।
অতি ঘোর গদা-বেগে সেহ পাইল ব্যাহতি ॥
অতি কাছে দেখি তবে তিঁহ লৌহের মুষল।
অল-ক্ষিত-বেগে নিক্ষেপিলা কোপেতে বিহ্বল
বল-বান্ সেহ অন্য গদা প্রেরিল তাহায়।
ঋয় দোঁহে তারা ঠেকাঠেকি ভাঙ্গিল দোঁহায় ॥
আয় আয় বলি ডাকি তবে তারা পরস্পরে।
পরে অস্ত্রশূন্য হইয়া যুঝয়ে করে করে ॥ ৭৪
কভু মুষ্টিপাত কভু কভু মারয়ে চাপড়ি।
পড়ি ভূমিতলে তাহে দোঁহে দেয় গড়াগড়ি ॥
পড়ি আপনারে পুন উঠি করয়ে সমর।
মর-মেতে মুষ্টি চাপড় মারয়ে পরস্পর ॥ ৭৬
পর-ক্ষণেতে সুগ্রীব আর মত্ত নিশাচর।
চর্ম্ম অসি ধরি দুই জনে যুঝে ঘোরতর ॥ ৭৭
তরণির মত তাহাদের দু-অসি শোভয়।
ভয়-রহিত তাহারা রণে ঘূর্ণমান হয় ॥ ৭৮
হয় হেন লম্ফ দিয়া তবে মত্ত খড়্গ করি।
করি-লেক হানা সুগ্রীবের ঢালের উপরি ॥ ৭৯
পরি-শ্রমে যবে সে কর্ষণ করে সে অসির।
শির কাটিলা সুগ্রীব তার তখনি অধীর ॥ ৮০
ধীর-বিদ্বেষী সে মত্ত শব্দ করি অসম্ভব।
অব-হিত হয়্যা পড়িল চাপিয়া সৈন্য সব ॥ ৮১
সব-গণ সিংহনাদ করি তবে কপীশ্বর।
বর আনন্দিত কৈলা রঘুনন্দন-অন্তর ॥ ৮২
তবে মত্তের মরণ দেখি যত নিশাচর।
তারা চারিদিকে পলাইছে ত্রাসিত-অন্তর ॥৮৩
তাহা দেখিয়া উন্মত্ত বীর কুপিয়া কহয়।
ওরে না পলাও না পলাও নাহি কিছু ভয় ॥ ৮৪
আমি বাঁচিয়া থাকিতে এই শাখামৃগ সব।
কিছু করিতে নারিবে তোমাদের পরাভব ॥ ৮৫
এত কহিয়া উন্মত্ত বাণবৃন্দ বৃষ্টি করে।
যেন জলধর জল-বৃষ্টি করে ধরাধরে ॥ ৮৬
তাহে কাটিলেক কত মুখ্য বানরের মুণ্ড।
কারো হস্ত কারো পদ কারো ভুজ কারো তুণ্ড
কারো বুকেতে বিন্ধিল কারো কারো পার্শ্বদেশে
কারো পৃষ্ঠে কারো গলে কারো পদে রোষাবেশে
তার সেই সব শর সহ্য করিতে না পারি।
যত কপিগণ পলায় সমর ছাড়ি ছাড়ি ॥ ৮৯
তাহা নিরীক্ষণ করি তবে বালীর নন্দন।
নিজে আগে গেলা কপিকুলে করিয়া সান্ত্বন ॥
পরে তুলি লয়্যা এক বড় লৌহের লগুড়।
সেই উন্মত্ত-উপরি ঘাত করিলা নিষ্ঠুর ॥ ৯১
তাহে অচেতন হয়্যা সে উন্মত্ত নিশাচর।
রথ হইতে পতিত হল্য ধরণী-উপর ॥ ৯২
তাহা দেখি জাম্ববান্ লয়্যা এক বড় শিলা।
তার রথের উপরি মহা-বেগেতে মারিলা ॥৯৩
তাহে চূর্ণিত হইল তার সেই রথখান।
আর রথের ঘোটক সব ত্যজিল পরাণ ॥ ৯৪
সেহ মুহূর্ত্তেক পরেতে উন্মত্ত পাই জ্ঞান।
উঠি অঙ্গদের বুকেতে বিন্ধিল পাঁচবাণ ॥ ৯৫
আর জাম্ববানে তিন বাণে করিলা বেধন।
আর গবাক্ষেরে বহুশরে করিল তাড়ন ॥ ৯৬
তবে ভল্লপতি-গবাক্ষেরে দেখিয়া পীড়িত।
বালি-পুত্র হল্যা অতিশয় কোপেতে কম্পিত ॥
তিঁহ সেই লৌহ-লগুড়েরে ঘূর্ণিত করিয়া।
সেই উন্মত্তের উপরিতে দিলেন ছাড়িয়া ॥ ৯৮
সেই লৌহদণ্ড চূর্ণ করে তার ধনুঃশর।
তার মস্তক হইতে ভাঙ্গি পাড়িল টোপর ॥ ৯৯

পুন বালিপুত্র বেগে গিয়া তাহার নিয়ড়ে।
তার কর্ণমূলে মারিলেন বিকট চাপড়ে ॥ ১০০
তাহে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা সে উন্মত্ত নিশাচর।
করে ধারণ করিল এক পরশু প্রখর ॥ ১০১
তাহা করি বালিতনয়ের বামস্কন্ধ-দেশে।
সেহ করিল উৎকট কোপ কোপের আবেশে ॥
সেহ পরশুপ্রহারে বালিরাজার নন্দন।
দুই দণ্ড কাল হইয়া রহিলা অচেতন ॥ ১০৩
পরে উঠিয়া উন্মত্ত-নিশাচর-বক্ষোপরে।
বীর বজ্রসম মুষ্টিপাত করিলা সত্বরে ॥ ১০৪
সেই মুষ্টিঘাতে তার বক্ষ বিদীর্ণ হইল।
তাহে প্রাণ ছাড়ি সে উন্মত্ত ভূতলে পড়িল ॥
তাহা দেখি রঘুপতি সৈন্য সানন্দ হইয়া।
করে সিংহনাদ সহ নৃত্য করতালি দিয়া ॥ ১০৬
এইরূপে সমরে পড়িল তিন বীর।
দেখি মহাকুপিত হইল দশশির ॥ ১০৭
কোপে রক্তবর্ণ তার হইল শরীর।
তাহে সূর্য্যসম তেজ হইছে বাহির ॥ ১০৮
তবে অতি গম্ভীর নিনাদে লঙ্কাপতি।
কহিতেছে আপনার সারথির প্রতি ॥ ১০৯
চল চল মোর রথ চালায়্যা লইয়া।
সংহারিব শত্রুজনে সমর করিয়া ॥ ১১০
মারিয়াছে যত মোর পুত্র বন্ধুগণ।
রামে মারি সেই শোক করিব বারণ ॥ ১১১
কঠিন কঠিন বাণ কঠোর কুঠারে।
কর্ত্তন করিব রাম-স্বরূপ-রম্ভারে ॥ ১১২
যার শাখা হইয়াছে শাখামৃগকুল।
জানকী-লক্ষ্মণ যার হয় ফল ফুল ॥ ১১৩
সেই রামকদলীরে করিয়া ছেদন।
রাক্ষস-কুঞ্জরগণে করাব ভোজন ॥ ১১৪
সেইত শাসন শুনি সারথি সত্বর।
চালাইল রথখান সানন্দ-অন্তর ॥ ১১৫
ঘর্ঘর ঘর্ঘর রবে চলে সেই রথ।
[illegible]হে আচ্ছাদিল দিক্ অন্তরীক্ষ-পথ ॥ ১১৬
রথ-শব্দ শুনি শাখামৃগগণ।
[illegible]ইল উৎকট ত্রাসে আন্দোলিত-মন ॥ ১১৭
[illegible]ত লাগিল ধরা ভূধর সকল।
[illegible]ইছে বনপশু বিহঙ্গ বিহ্বল ॥ ১১৮

তবে দশানন ধরি দশখান চাপ।
গভীর টঙ্কার দিল করিয়া প্রতাপ ॥ ১১৯
যাহা শুনি কপিকুল কাঁপিতে লাগিল।
কেহ কেহ ভূমিতলে খলিয়া পড়িল ॥ ১২০
কেহ কেহ স্তব্ধ হয়্যা রহে দাঁড়াইয়া।
কেহ কেহ তার পানে চাহে চমকিয়া ॥ ১২১
তবে দশানন অতি গভীর গর্জ্জনে।
কহিতে লাগিল যাবদীয় কপিগণে ॥ ১২২
ওরে ওরে বর্ব্বর বানর বনচর।
না কর না কর তোরা গরব বিস্তর ॥ ১২৩
আমি দশ-দিগন্ত বিজয়ী দশানন।
করিয়াছি তো-দিগে বধিতে আগমন ॥ ১২৪
আজিকার রণে করি শর বরিষণ।
না রাখিব জীবনে তোদিগে একজন ॥ ১২৫
এত কহি সিংহনাদ করি ঘনেঘন।
দিগন্ত গগন সব করিল পূরণ ॥ ১২৬
তার সেই শব্দে যত ক্ষুদ্র কপিগণ।
হইল তাহারা সবে প্রায় অচেতন ॥ ১২৭
বলবান্ শূর যত ভল্লুক বানর।
দাঁড়াইল তারা সবে করিতে সমর ॥ ১২৮
তবে দশানন দশ শরাসন ধরি।
দশ করে শরবর্ষে বানরউপরি ॥ ১২৯
সূর্য্য হৈতে হয় যেন কিরণ-সঞ্চার।
তেন রাবণের বাণ চলে অনিবার ॥ ১৩০
যে সকল শর অতি সত্বরে চলয়।
বানর-ভল্লুকগণে তাহাতে বিন্ধয় ॥ ১৩১
রাবণের বাহুবল কিবা চমৎকার।
দেখিতে না পাই তেন জগত-মাঝার ॥ ১৩২
যাহে এক এক শরে পাঁচ সাত নয়।
দশ বিশ ত্রিশ কপি ভল্লুকে বিন্ধয় ॥ ১৩৩
তাহে ছিন্ন ভিন্ন বিদ্ধ হয়্যা কপি সব।
পড়িতেছে ভূমিতলে করি আর্ত্তরব ॥ ১৩৪
রণস্থানে শাখামৃগ-ভল্লরক্তধারে।
বহি যায় শত শত নদী চারিধারে ॥ ১৩৫
তাহে ভাসি ভাসি যায় ভল্লুক বানর।
রক্ত-মাংস খায় কাক কঙ্ক নিশাচর ॥ ১৩৬
তবে রাবণের শর সহিতে না পারি।
শাখামৃগ সকল পলায় রণ ছাড়ি ॥ ১৩৭

তাহা দেখি যাবতীয় সেনাপতিগণ।
বৃক্ষ শিলা গিরি ধরি করিল ধাবন॥ ১৩৮
এককালে সেই তরু পাষাণ শিখরী।
প্রক্ষেপ করয়ে তারা রাবণ-উপরি॥ ১৩৯
সেহ মহাশূর তেজি কোটি কোটি শর।
কাটিলেক সেই গিরি পাদপ পাথর॥ ১৪০
পুন বজ্রতুল্য শত শত শরগণে।
বেধ করিতেছে যত সেনাপতি-জনে॥ ১৪১
অষ্টাদশ বাণে বিন্ধে শ্রীগন্ধমাদনে।
দুই বাণে বিন্ধে বিশ্বকর্ম্মার নন্দনে॥ ১৪২
সপ্ততি শরেতে মৈন্দে করিয়া মর্দ্দন।
শত শরে গবয়েরে করিল বেধন॥ ১৪৩
ত্রিশ বাণে সমীর-সন্তানে করি ছেদ।
শত শরে নীল বীরে করিল বিভেদ॥ ১৪৪
গবাক্ষে পঁচিশ বাণে বেধন করিল।
ইন্দ্রজনু বীরে শত শরেতে বিন্ধিল॥ ১৪৫
দরে ছয় বাণে পনসেরে দশে।
চন্দ্রবানে সাতে কুমুদেরে পঞ্চদশে॥ ১৪৬
তার-বীরে তিন বাণে বিনতেরে অষ্টে।
অঙ্গদে অশীতি শরে বিন্ধিল অকষ্টে॥ ১৪৭
শত শরে শরভে ক্রথনে নয় শরে।
বিন্ধিলেক সপ্তষষ্টি শরে কপীশ্বরে॥ ১৪৮
মাথীরে তিন বাণে ধূম্রে অষ্টাদশে।
তার-বীরে পুনর্ব্বার বিন্ধে বাণ দশে॥ ১৪৯
[illegible]য়েরে অশীতি বাণে সুষেণে পঁচিশে।
[illegible]ধিমুখে ষষ্টিবাণে বিন্ধিল হরিষে॥ ১৫০
[illegible]ইরূপে বেধ করি সেনাপতিগণে।
[illegible] বেধ করে অন্য বানরে সঘনে॥ ১৫১
[illegible]ন মতে করিতেছে বাণ-বরিষণ।
[illegible]হাতে না হয় কপি-শরীর-দর্শন॥ ১৫২
[illegible] ছিন্ন-ভিন্ন হল্য সবার শরীর।
[illegible]াণ ছাড়ি ভূমিতলে পড়ে কত বীর॥ ১৫৩
[illegible]ন্ন-ভিন্ন মৃত কপি-ভল্লুকের কায়।
[illegible]াচ্ছাদিত কৈল রণভূমি সর্ব্বথায়॥ ১৫৪
[illegible]হিতে লাগিল রক্ত-বসা-বিরচিত।
[illegible] শত তটিনী রণের চারিভিত॥ ১৫৫
[illegible]বে বাণ সহিতে না পারি কপিগণ।
[illegible]র ছাড়িয়া সবে করে পলায়ন॥ ১৫৬

দূর হৈতে তাহা দেখি শ্রীরঘুনন্দন।
করিছেন বিভীষণ প্রতি জিজ্ঞাসন॥ ১৫৭
মিতা দেখ দেখ কার ভয়ে কপি সব।
পলাইছে রণ ছাড়ি করি আর্ত্তরব॥ ১৫৮
এত শুনি নিরীক্ষণ করি বিভীষণ।
করিছেন রঘুবরে এই নিবেদন॥ ১৫৯
প্রভু দেখিতেছি আগে রাজা লঙ্কেশ্বরে।
করিতেছে বাণ-বৃষ্টি বানর-উপরে॥ ১৬০
উহারি ভয়েতে পলাইছে কপিগণ।
নাহি দেখি রণে অভিমুখ একজন॥ ১৬১
এক্ষণ প্রভুরে রণে সাজিবারে হয়।
অন্যথা করিবে এহ সব কপি ক্ষয়॥ ১৬২
বিভীষণ-বচন শুনিয়া রঘুবর।
করিছেন রণ-সজ্জা নিজে মনোহর॥ ১৬৩

তবে অবিকল, পরিলা বাকল,
কটিতটে দৃঢ় করি।
বনলতা দিয়া, বান্ধিলা কসিয়া
জটাজূট শিরোপরি॥ ১৬৪
অতি পরিপাটী, রাঙ্গা বীর-মাটী,
মাখিলেন কলেবরে।
কিবা শোভা পায়, তাহাতে সন্ধ্যায়
যেন মেঘ ধরাধরে॥ ১৬৫
পয়োধি-অর্পিত, সানা সুশোভিত,
পরিলা সুন্দর গায়।
বিমল কাঞ্চন, মণি-বিরচন,
মুকুট দিলা মাথায়॥ ১৬৬
অক্ষয় শাণিত, শরেতে পূরিত,
পৃষ্ঠেতে বান্ধিলা তুণ।
বাম করতলে, নিলা কুতূহলে,
ধনু দিয়া দিব্য গুণ॥ ১৬৭
বাম কক্ষে কসি, দিব্য চর্ম্ম অসি,
বান্ধিলেন সুশোভন।
দক্ষিণ উদরে, তীক্ষ্ণ যমধারে,
করিলেন সন্ধারণ॥ ১৬৮
অশেষ বিশেষে, করি হেন বেশে,
প্রভু রঘুকুলপতি।
দশানন-সনে, করিবারে রণে,
চলিলেন সুধি-মতি॥ ১৬৯

তার সঙ্গে চলিলেন কুমার লক্ষ্মণ।
সমর-সজ্জিত হয়্যা আর বিভীষণ ॥ ১৭০
তবে রামচন্দ্রে দেখি সমরে সজ্জিত।
কপি সব ফিরি রণে চলে তেজি ভীত ॥ ১৭১
তবে রামচন্দ্র আর রাজা দশানন।
রণস্থলে পরস্পরে হল্য সন্দর্শন ॥ ১৭২
তাহে এককালে সেই উভয় জনার।
হইল অত্যন্ত ঘোর রোষ আবিষ্কার ॥ ১৭৩
রক্তবর্ণ হই গেল দোঁহার নয়ন।
দোঁহারি অঙ্গেতে ঝরে ঘর্ম্ম কণ কণ ॥ ১৭৪
তবে রঘুপতি ক্রুদ্ধমতি দেখি দশাননে।
কিছু তার প্রতি কন অতি গভীর নিস্বনে ॥১৭৫
ওরে দুষ্টমন দশানন চিরদিন পরে।
পাই-লাম তোরে দেখিবারে আমি রণান্তরে ॥
তুমি একদিন দুই তিন ক্ষণ মোর সনে।
করি কিছু রণ অদর্শন আছিলে ভবনে ॥ ১৭৭
ইহা যোগ্য নয় যেহ হয় বীর বলাশ্রয়।
সেহ দ্বারে অরি দেখি পুরী-মাঝে নাহি রয় ॥
নিজে বীর মানি বলী জানি কোন্ দুষ্ট জন।
নিজে থাকি ঘরে জ্ঞাতিদ্দেরে করায় নিধন ॥
তুমি সব জ্ঞাতি বন্ধুততি করায়্যা নাশন।
এবে অবশেষে রণদেশে কৈলে আগমন ॥১৮০
এত ভাল হয় পরিক্ষয় না কৈলে তোমার।
এই অতি ঘোর ক্রোধ মোর না হত্য সংহার ॥
আজি দেখিবারে পালুঁ তোরে সমরে এক্ষণ।
করি তোরে নাশ অভিলাষ করিব পূরণ ॥১৮২
কহি এত বাণী রঘুমণি যুড়ি এক শর।
কৈলা নিক্ষেপণ দশানন-উপরি সত্বর ॥ ১৮৩
সেহ মহামল্ল তিন ভল্ল বাণ নিক্ষেপিল।
তাহে রাক্ষসারি বাণে চারি খান করি দিল ॥
রাম-বাণে ছিন্ন দেখি ক্লিন্ন হয়্যা ঘর্ম্মজলে।
তবে শ্রীলক্ষ্মণ শরাসন নিলা করতলে ॥ ১৮৫
তাহে গুণ দিয়া তুলি নিয়া দিলেন টঙ্কার।
অতি ঘোররবে দিক্সবে ব্যাপিল যাহার ॥ ১৮৬
যাহে সহাচল মহীতল কাঁপিতে লাগিল।
যাহে নিশাচর সব ডর অধিক পাইল ॥ ১৮৭
সেই শ্রীলক্ষ্মণ ধনুস্বন করিয়া শ্রবণ।
হয়্যা সবিস্ময় তারে কয় কোপে দশানন ॥১৮৮
ওরে মূর্খ অতি মূঢ়মতি সুমিত্রা নন্দন।
তুই কি সাহসে মোর পাশে কৈলি আগমন ॥
আমি ত্রিভুবন-জয়ী রণ-কর্কশ রাবণ।
তুই বলহীন অতি ক্ষীণ বালক যেমন ॥ ১৯০
সঙ্গে হেন তোর রণ মোর শোভা নাহি পায়।
যেন শিবা-সনে কভু রণে সিংহ নাহি যায় ॥১৯১
তবু যদি মোর সঙ্গে তোর যুদ্ধে ইচ্ছা হয়।
তবে আয় আয় বাণ-ঘায় যাহ যমালয় ॥ ১৯২
দেখ এই ঘোর শর মোর রিপু-দর্প-হর।
বুক বিদারিবে তোর পিবে রুধির বিস্তর ॥
শুনি এ বচন শ্রীলক্ষ্মণ কহেন রাবণে।
তুমি বৃথা কেন কহ হেন গর্ব্ব-বাণী রণে ॥ ১৯৪
যারা বীর হয় রণজয় করি গর্ব্ব করে।
তাহা শোভা পায় নাহি পায় প্রকার অন্তরে ॥
তুমি আগে যথা-শক্তি তথা বৃষ্টি কর বাণ।
পরে মোর শরে যমঘরে করিবে পয়াণ ॥ ১৯৬
এত লক্ষ্মণের বচনের হল্যো অবসান।
মহা ক্রুদ্ধমতি লঙ্কাপতি ছাড়ে এক বাণ ॥১৯৭
চলে সেই শর ঘোরতর করিয়া নিস্বন।
তারে এড়ি কাণ্ড তিনখণ্ড কৈলা শ্রীলক্ষ্মণ ॥
তবে লঙ্কাপতি করি অতি বেগ প্রকাশন।
দশ শত শরে লক্ষ্মণেরে কৈলা আচ্ছাদন ॥১৯৯
নিজ ধনুঃশরে সুগ্রীবেরে আর কপি সবে।
বিন্ধি বহুবাণে রাম-স্থানে চলে মহাজবে ॥২০০
তবে রঘুবর নিশাচর-পতি দুই জনে।
অতি ঘোর রণ আরম্ভণ কৈলা ক্রুদ্ধমনে ॥২০১
সেই দুজনার মহামার দেখিতে সাদরে।
যত সুরগণ মুনিজন আইলা অম্বরে ॥ ২০২
তবে রঘুবর বেগ-ভর করি প্রকাশন।
সেই দশাননে ঘনে ঘনে করেন বেধন ॥ ২০৩
তাঁর শরাদান সুসন্ধান তার-শরাসনে।
তার মোক্ষ আর আপনার বাণের ছেদনে।
দেখি দশানন ক্ষুব্ধমন হয়্যা অতিশয়।
নিজ মনসাথে রঘুনাথে প্রশংসা করয় ॥ ২০৪
সেই অবসরে লঙ্কেশ্বরে দশ শত শরে।
প্রভু আচ্ছাদিলা করি লীলা মহাবেগভরে ॥২০৫
তাহা নিরখিয়া সুখি-হিয়া শাখামৃগ সব।
করে তরুগণ নিক্ষেপণ ঘোর সিংহরব ॥ ২০৬

তবে কোপে মাতি লঙ্কাপতি তামস-আখ্যান।
নিজ শরাসনে একবাণে করিলা সন্ধান ॥ ২০৮
সেই বাণ হৈতে অচিরাতে অস্ত্রশস্ত্রচয়।
কত নিকসয় যাহে হয় কপি-চিতে ভয় ॥ ২০৯
সেই অস্ত্রগণ সন সন নিনাদে চলয়।
তারা কপিকুল-কণ্ঠমূল কাটিয়া ফেলয় ॥ ২১০
অতি ঘোরতর সেই শর সহিতে না পারি।
যত কপিগণ পলায়ন করে রণ ছাড়ি ॥ ২১১
তাহা দেখি রঘু-মণি লঘু ভ্রাতার সহিত।
তার অগ্রদেশে অসাধ্বসে দাঁড়াল্যা ত্বরিত ॥
তবে ধনুর্গুণে ঘনে ঘনে টঙ্কার অর্পিয়া।
দশানন প্রতি কন অতি গভীর গর্জ্জিয়া ॥২১৩
ওরে লঙ্কানাথ মোর সাথ যুদ্ধ আরম্ভিলা।
তুমি ছাড়ি মোকে কপিদিকে বধ কি লাগিয়া ॥
যদি আছে তোর বাহু-জোর অস্ত্রেতে কৌশল
তবে মোর সনে যুঝি রণে করহ সফল ॥ ২১৫
এত কহি দাপে পুন চাপে দিলেন টঙ্কার।
যাহে রাত্রিচর সব ডর পায় অনিবার ॥ ২১৬
তাহে শত শত মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়য়।
আর কতজন ভীত মন নয়ন মুদয় ॥ ২১৭
তবে সলক্ষ্মণ রামধন কাছে বিশবাহু।
শোভে নিশাকর-দিনকর-আগে যেন রাহু ॥২১৮
তাহে প্রথমেতে তার সাথে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
আরম্ভিলা রণ বাণগণ করিতে বর্ষণ ॥ ২১৯
সেই বাণগণ শ্রীলক্ষ্মণ ছাড়িতে ছাড়িতে।
লঙ্কাপতি তারে ছেদ করে শরেতে ত্বরিতে ॥
তার একশরে একশরে তিনে তিনে বাণে।
কাটে পাঁচ বাণে পাঁচ বাণে দশে দশখানে ॥
এই পরকারে লক্ষ্মণেরে অতিক্রম করি।
বীর লঙ্কেশ্বর বর্ষে শর রামের উপরি ॥ ২২২
সেই সব বাণ খান খান করি রঘুবর।
পুন অন্য শর তদুপর ছাড়েন সত্বর ॥ ২২৩
সেই মহাবীর বহুতীর করিয়া বর্ষণ।
তাঁর সব শরে ছেদ করে করয়ে বেধন ॥ ২২৪
এই পরকারে দুইবীরে করিছেন রণ।
যেন মহাকাল আর কাল যুঝে দুই জন ॥ ২২৫
তাঁরা দুই বীর রণে ধীর দুই বলবান্।
দুই শীঘ্রহস্ত সুপ্রশস্ত অস্ত্রে সুবিদ্বান ॥ ২২৬
দোঁহে অসাধ্বস অনল শ্রম-বিবর্জ্জিত।
দোঁহে দোঁহাকারে জিনিবারে অতি সচেষ্টিত ॥
সেই দোঁহাকার অনিবার শর বরিষণে।
সব রণস্থল ব্যোমতল ঢাকিল সঘনে ॥ ২২৮
কুজ্ঝটিকা-কণ আগমন করয়ে যেমন।
তেন চমৎকার দোঁহাকার চলে শরগণ ॥ ২২৯
সেই সব বাণে রণস্থানে হল্য অন্ধকার।
প্রবেশিতে নারে বায়ু যারে নেত্র কোন্ ছার ॥
সেই অন্ধচয়ে আচ্ছাদয়ে সূর্য্যের কিরণ।
নাহি প্রকাশয় দিক্‌চয় ভূতল গগন ॥ ২৩১
তাহে এক মাত্র হয় নেত্র-পথে নিরীক্ষণ।
উভয়ের শর তেজ-ভর বিদ্যুত যেমন ॥ ২৩২
তবে ঘোরতর সে সমর করি নিরীক্ষণ।
অতি ভীতমন ত্রিভুবন কাঁপে ঘনেঘন ॥ ২৩৩
আর সবানর কপীশ্বর আর বিভীষণ।
নিশাচরচয় নিরখয় সবিস্ময়-মন ॥ ২৩৪
সেই সব জন নিমেষণ-রহিত হইয়া।
দেখে ঘোরতর সে সমর স্থির দাঁড়াইয়া ॥ ২৩৫
তবে লঙ্কাপতি শীঘ্রগতি তেজি বহু শরে।
কিবা বেধ করে শ্রীরামেরে ললাট উপরে ॥২৩৬
সেই সব শর রঘুবর-মুখে শোভা পায়।
যেন ইন্দীবরে থরে থরে ভৃঙ্গমালা ভায় ॥ ২৩৭
সেই শরগণ রামধন করিয়া সহন।
নিজে যথাশাস্ত্র রৌদ্র অস্ত্র করিলা যোজন ॥
সেই সব বাণ বেগবান গমন করয়।
কিন্তু বিশবাহু সানা লহু ভেদিতে নারয় ॥ ২৩৯
যেন ধরাধরে লোষ্ট্র মারে যদি কোনোজন।
তারা নাহি পারে কিছু তারে করিতে ভেদন ॥
বাণে ব্যর্থ দেখি মহারোথী তবে রঘুবর।
শ্রীগান্ধর্ব্ববাণ সুসন্ধান করিলা সত্বর ॥ ২৪১
সেই সব শর বিষধর-মূরতি ধরিয়া।
যায় দশানন-কাছে ঘন নিশ্বাস ছাড়িয়া ॥ ২৪২
কিন্তু সেই সব শর লব মাত্র তার গায়।
প্রবেশিতে নারি ভূমে পড়ি প্রবেশে তাহায় ॥
পরে দশানন রুষ্টমন অসুরাস্ত্র ধরে।
যাহে নানাজাতি বাণততি উগারণ করে ॥২৪৪
কত ব্যাঘ্রমুখ সিংহমুখ ভল্লুকবদন।
আর কঙ্কমুখ কাকমুখ কুক্কুর-আনন ॥ ২৪৫

কত গৃধ্রমুখ বকমুখ বরাহ-দশন।
কত সর্পমুখ বৃকমুখ বরাহ-বদন ॥ ২৪৬
এইরূপ কত শত শত বাণবৃষ্টি করে।
তারা চলে সোর করি জোর রাম বরাবরে ॥২৪৭
তাহা দেখি রাম অবিশ্রাম কোপযুক্তমন।
নিজ শরাসনে অগ্নিবাণে করিলা যোজন ॥ ২৪৮
তাহে নানাজাতি বাণ-ততি করে উগারণ।
কত রুদ্রতুণ্ড কালতুণ্ড ঘোর দরশন ॥ ২৪৯
কত সূর্য্যমুখ অগ্নিমুখ বিদ্যুত-বদন।
ধূম-কেতুমুখ উল্কামুখ অশনি আনন ॥ ২৫০
সেই সবশরে দূর করে রাবণের শরে।
তাহা দেখি দেখি কপি সুখী সিংহনাদ করে ॥
তাহা নিরখিয়া ক্রুদ্ধহিয়া রাজা লঙ্কেশ্বর।
ময়-কৃত বাণ সুসন্ধান করিল সত্বর ॥ ২৫২
সেই মায়াময় বাণে হয় নানাস্ত্র প্রকাশ।
কত সুবিপুল গদা শূল চক্র ছুরী প্রাস ॥ ২৫৩
কত তরবার যমধার মুষল মুদ্গার।
কত ঠাঙ্গী শাল ভিন্দিপাল কুঠার তোমর ॥
দেখি সীতাপতি শীঘ্রগতি শ্রীগান্ধর্ব্ব বাণ।
নিজ ধনুকেতে মন্ত্রপূতে করিলা সন্ধান ॥ ২৫৫
সেই বাণবলে ক্ষণকালে রাবণের শর।
পাল্য পরিক্ষয় জ্ঞানোদয় হল্যে যেন ডর ॥২৫৬
তাহা দেখি লঙ্কা-পতি শঙ্কা পাইয়া কিঞ্চিত।
চাপে যথাশাস্ত্র পিশাচাস্ত্র যুড়িলা ত্বরিত ॥ ২৫৭
সেই চাপ হৈতে যূথ মতে চক্র তীক্ষ্ণধার।
পড়িতেছে আসি কত অসি কুঠার কাটার ॥২৫৮
সেই অস্ত্রজাল তেজে ভাল প্রকাশে গগন।
যেন এককালে প্রকাশিলে অনেক তপন ॥২৫৯
তবে রঘুবর বহুশর করি বিসর্জ্জন।
সেই চক্র আদি অস্ত্র ছেদি করিলা পাতন ॥
তবে দশশির দশতীর ছাড়ি কোপ ভরে।
দশ-রথ-সুতে মরমেতে বিন্ধিল সত্বরে ॥ ২৬১
সেই সব বাণ ভগবান্ গণনা না করি।
ছাড়িছেন শর বহুতর রাবণ-উপরি ॥ ২৬২
তাহে ধ্বজ হয় চক্রচয় সারথি সহিত।
তার রথ-খান ভজ্যমান হইল পতিত ॥ ২৬৩
আর বাণ খাই মূর্চ্ছা পাই রাজা দশানন।
সেহ ধনু ছাড়ি রথোপরি পড়ে অচেতন ॥ ২৬৪

তাহা দেখি অতি সুখিমতি শ্রীরঘুনন্দন।
করি অবিষাদ সিংহনাদ ভরিলা ভুবন ॥ ২৬৫
নিমেষ পরেতে পুন পাইয়া চেতন।
অন্য রথে আরোহণ কৈল দশানন ॥ ২৬৬
তবে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ।
আরম্ভ করিল ঘোরতর মায়া-রণ ॥ ২৬৭
মোহন ক্ষোভণ নিদ্রাপণ বিলাপন।
গান্ধর্ব্ব নর্ত্তন আর তাপন জৃম্ভণ ॥ ২৬৮
এই সব বাণ ত্রিভুবনে সুদুর্জ্জয়।
রামচন্দ্র প্রতি লঙ্কাপতি নিয়োজয় ॥ ২৬৯
তাহে নিক্ষেপিল যবে সে মোহন শর।
মোহিত হইলা তাহে প্রভু রঘুবর ॥ ২৭০
ক্ষোভণ বাণেতে পুন হইলা ক্ষুভিত।
নিদ্রাপণ বাণে প্রভু হয়েন নিদ্রিত ॥ ২৭১
বিলাপন বাণে পুন করেন বিলাপ।
গন্ধর্ব্ব বাণেতে করিছেন গীতালাপ ॥ ২৭২
নর্ত্তন বাণেতে প্রভু করেন নর্ত্তন।
তাপন বাণেতে প্রভু পরিতপ্ত হন ॥ ২৭৩
জৃম্ভণ বাণেরে যবে করয়ে যোজন।
অস্ত্র ছাড়ি প্রভু তবে করেন জৃম্ভণ ॥ ২৭৪
এইরূপে রাবণের বীর্য্য অতিশয়।
দেখিয়া দেবগণ সব কহে সবিস্ময় ॥ ২৭৫
এই বটে এই বটে রাজা লঙ্কেশ্বর।
বট তুমি যাবদীয় বীরের শেখর ॥ ২৭৬
হেন পরাক্রম যদি তব না হইবে।
তবে কেন প্রভু তোহে শাপ দেয়াইবে ॥ ২৭৭
ত্রিভুবন মাঝে আছে হেন কোন্‌জন।
যে করিতে পারে যুদ্ধে প্রভুরে তোষণ ॥ ২৭৮
অতএব নিজ যুদ্ধ-সুখ সাধিবারে।
শাপ দেয়াইলা প্রভু তোহে মুনিদ্বারে ॥ ২৭৯
সেই সুখে আজি তুমি সম্পূর্ণ করিলে।
এ তিন সংসারে বিস্ময়েতে ডুবাইলে ॥ ২৮০
তোমাতেও অসম্ভব নহে এই কৃত্য।
যেহেতুক তুমি হও শ্রীরামের ভৃত্য ॥ ২৮১
শ্রীরামের পারিষদ হয় যেই জন।
সেহ হয় তাঁর সম বিক্রম-ভাজন ॥ ২৮২
অতএব করিতেছ তুমি যে বিক্রম।
যোগ্য বটে তাহা তোহে নিশাচরোত্তম ॥২৮৩

এইরূপ কহিছেন যত দেবগণ।
এখানের বার্ত্তা এবে করহ শ্রবণ ॥ ২৮৪
শ্রীরামে অলস দেখি বিজ্ঞ বিভীষণ।
ভয়ভীত কপিগণে করেন সান্ত্বন ॥ ২৮৫
নিরখিয়া তোরা হেন প্রভুরে অবশ।
নাহি কর কোনো মতে অন্তরে সাধ্বস ॥ ২৮৬
বেদের মর্য্যাদা রক্ষা লাগি রঘুবর।
অঙ্গীকার করিছেন এই সব শর ॥ ২৮৭
কিছুকাল পরে ইহা করি উপেক্ষণ।
করিবেন আপনার শত্রুরে মারণ ॥ ২৮৮
এইরূপে সান্ত্বনা করেন বিভীষণ।
হেনকালে অগ্রসর হইলা লক্ষ্মণ ॥ ২৮৯
মহাবেগে সাত বাণ করিয়া মোচন।
রাবণের রথধ্বজে করিয়া ছেদন ॥ ২৯০
অন্য আর এক বাণ ছাড়ি তীক্ষ্ণতুণ্ড।
ছেদন করিলা তার সারথির মুণ্ড ॥ ২৯১
প্রত্যেকেতে পাঁচ পাঁচ বাণ নিক্ষেপণে।
কাটিলেন রাবণের দশ শরাসনে ॥ ২৯২
সেই কালে বিভীষণ গদার প্রহারে।
মারিলেন তার অষ্ট রথের ঘোড়ারে ॥ ২৯৩
তবে বিভীষণ প্রতি অতি ক্রুদ্ধ-মন।
রথ হৈতে ভূতলে নামিল দশানন ॥ ২৯৪
বজ্রের সমান এক শক্তি ধরি করে।
কহিতেছে বিভীষণে সুগভীর স্বরে ॥ ২৯৫
ওরে ওরে বিভীষণ দুষ্ট দুরাচার।
ভাল হল্য আলি তুই আগেতে আমার ॥ ২৯৬
বধ করিয়াছ তুমি পুত্র ইন্দ্রজিতে।
সেই ক্রোধ অনল জ্বলিছে মোর চিতে ॥ ২৯৭
আজি তোরে বধি সেই অগ্নি নিবাইব।
কুকুর-শৃগালে তোর মাংস ভুঞ্জাইব ॥ ২৯৮
যার লাগি বিনাশিলে আমার কুমারে।
ডাক তারে রক্ষা করু সে আসি তোমারে ॥
এত কহি বজ্রসম সেই শক্তিখান।
নিক্ষেপ করিল মহাবেগে বলবান ॥ ৩০০
গুর্গুর নিনাদ করি সেই শক্তি চলে।
যাহা দেখি হাহাকার করে কপিদলে ॥ ৩০১
তবে সেই শক্তিরে দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মণ।
[illegible]র তিন শর করিলা ক্ষেপণ ॥ ৩০২
পথমাঝে সে শক্তিরে সেই তিন বাণ।
ভূতলে পাড়িল ছেদ করি চারিখান ॥ ৩০৩
তাহা দেখি যাবদীয় শ্রীরামের পক্ষ।
জয় জয় শব্দ করে বাজাইয়া কক্ষ ॥ ৩০৪
সেই কালে আপন প্রভাবে রঘুবর।
ক্ষয় করিলেন সেই সব মায়াশর ॥ ৩০৫
তাহা নিরীক্ষণ করি অতি সুখিমন।
জয় জয় কোলাহল করে কপিগণ ॥ ৩০৬
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩০৭

ইতি

রামরাবণ-যুদ্ধবর্ণনো নাম বিংশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাবণের শক্তি-প্রহারে লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা।

শক্রঃ স্বয়ম্প্যস্মি বিধাতুমন্যথা,
ন তু প্রভাবং তপসঃ কদাচন।
এতজ্জগজ্জ্ঞাপয়িতুং ময়স্য যঃ,
শক্তিং হৃদাধাজ্জয়তাৎ স লক্ষ্মণঃ ॥ ১

তবে আপনার শেলে দেখি নিরর্থক।
হইল অধিক ক্রুদ্ধ লঙ্কার রক্ষক ॥ ২
তাহে পুন কপিদের শুনিয়া গর্জ্জন।
করিতে না পারে আর কোপ সম্বরণ ॥ ৩
তবে তার এক শক্তি মনেতে পড়িল।
তাহারি শ্বশুর তারে যাহা দিয়াছিল ॥ ৪
অব্যর্থ যে হয় একপুরুষ সংহারে।
গড়িয়াছে তপস্যার বলে ময় যারে ॥ ৫
প্রলয় অনল উল্কা সহস্র বজ্জরে।
আপনার তেজে যেই পরাজয় করে ॥ ৬
ক্ষুরধার তক্ষক নাগের জিহ্বা জিনি।
অতি তীক্ষ্ণ যার ধার বক্ষবিদারিণী ॥ ৭

অষ্ট ঘণ্টা শোভা পায় যার কলেবরে।
শত শত ক্ষুদ্র ঘণ্টা যাহে রব করে॥ ৮
সেই শক্তি ধরি তবে রাজা দশানন।
লক্ষ্মণেরে কহে করি গভীর নিস্বন॥ ৯
ওরে রে লক্ষ্মণ এইবারে বিভীষণে।
রক্ষা কর তুমি দেখি করি প্রাণপণে॥ ১০
এত কহি সিংহনাদ করিয়া গভীর।
বার বার সেই শক্তি লোফে দশশির॥ ১১
বিভীষণ-বিপদ দেখিয়া শ্রীলক্ষ্মণ।
দশাননে বৃষ্টি করিছেন শরগণ॥ ১২
হেন শীঘ্র বৃষ্টি করিছেন তিঁহ শর।
যাহে দৃষ্ট নাহি হয় সেই লঙ্কেশ্বর॥ ১৩
সেই শরে জর্জ্জরিত হল্য তার তনু।
রুধিরে শোভয়ে প্রভাতের ভানু-জনু॥ ১৪
উপরি উপরি বিদ্ধ হয়্যা শরে তাঁর।
অবকাশ নাহি পায় শক্তি ছাড়িবার॥ ১৫
তাহে লক্ষ্মণের প্রতি অত্যন্ত কুপিয়া।
কহিতে লাগিল তার সম্মুখ হইয়া॥ ১৬
ভাল রে ভাল রে ভাল ভাল রে লক্ষ্মণ।
বট তুমি সমরেতে প্রশংসা-ভাজন॥ ১৭
কিন্তু রক্ষা কর তুমি এবে আপনারে।
এই শক্তি ছাড়ি আমি তোরে বধিবারে॥ ১৮
ইন্দ্রজিতে বধি শেল মারিয়াছ মোরে।
তার শোধে এই শেল মারি আমি তোরে॥ ১৯
এই শক্তি মোর বাহু-প্রেরিত হইয়া।
নাশিবে তোমার প্রাণ বুক বিদারিয়া॥ ২০
পরলোকে যাইবে তুমিহ অসংশয়।
এক্ষণ রামেরে কহ যে কহিতে হয়॥ ২১
বিভীষণ সুগ্রীব মারুতি কপিগণে।
যে কহিতে হয় তাহা কহ এইক্ষণে॥ ২২
এইসব তুষ্ট জন সহিত তোমার।
দেখা না হইবে কদাচিত পুনর্ব্বার॥ ২৩
মাতা পিতা ভার্য্যা আর যত বন্ধুগণে।
স্মরণ করহ একবার মনে মনে॥ ২৪
এইরূপ কহিতেছে লঙ্কা-অধিপতি।
তার হস্তে শক্তি দেখি ক্ষুব্ধ ত্রিজগতী॥ ২৫
হাহাকার করিছেন সব দেবগণ।
ত্রাসা-শঙ্কু হইলেন সূর্য্য হুতাশন॥ ২৬
পিশাচ কিন্নর যক্ষ সিদ্ধ বিদ্যাধর।
অতিশয় ত্রাসেতে কাঁপয়ে থর থর॥ ২৭
গগন দিগন্ত হল্য অন্ধকারময়।
নদী সব ভয়ে প্রতিলোমেতে বহয়॥ ২৮
কোনোদিগে বায়ু নাহি কহয়ে স্পন্দন।
অচেতন প্রায় হল্য এ তিন ভুবন॥ ২৯
তবে ঘোর সিংহনাদ করি দশানন।
বাহুবলে সেই শক্তি করিল ক্ষেপণ॥ ৩০
প্রলয়ের বজ্র হেন করিয়া গর্জ্জন।
মহাবেগে সেই শক্তি করিল গমন॥ ৩১
প্রভাতের ভানু হেন অরুণ-বরণ।
করিতেছে চারিদিগে অগ্নি-উগারণ ৩২
যার তেজ দেখি যাবদীয় কপিগণ।
মূর্চ্ছিত হইল কেহ মুদিল নয়ন॥ ৩৩
সেই শেলে দেখি তবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
করিছেন নানা অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপণ॥ ৩৪
কিন্তু শক্তি কাছে কেহ যাইতে নারয়।
তার তেজে ভস্ম হয়্যা ভূতলে পড়য়॥ ৩৫
সেই শক্তি দেখি তবে শ্রীরঘুনন্দন।
কহিছেন অতিশয় সশঙ্কিত মন॥ ৩৬
লক্ষ্মণেরে রক্ষা কর সব দেবগণ।
হউক আমার ভ্রাতা কুশল-ভাজন॥ ৩৭
শক্তি তুমি মোর প্রতি করুণা করিয়া।
ব্যর্থ হও লক্ষ্মণেরে অঙ্গেতে ঠেকিয়া॥ ৩৮
এইরূপ রামচন্দ্র কহিতে কহিতে।
সেই শক্তি প্রবেশিলা লক্ষ্মণ-ছাতিতে॥ ৩৯
এই শক্তিবিদ্ধ হয়্যা কুমার লক্ষ্মণ।
পড়িলেন ভূমিতলে হরিয়া চেতন॥ ৪০
এই ঘোর শক্তি তাঁর বুকে বেধ করি।
প্রবেশ করিল গিয়া ভূতল ভিতরি॥ ৪১
ইথে অন্য শঙ্কা নাহি কর বিজ্ঞজন।
অ-বিতর্ক হয় নরলীলা আচরণ॥ ৪২
অন্যথা অবেধ্যদেহ শাস্ত্রে যারে গায়।
কিরূপে হইবে শক্তি ভেদ তাঁর গায়॥ ৪৩
অতএব অনুমান করিয়ে অন্তরে।
মায়া-বলে প্রভু ইহা প্রকাশন করে॥ ৪৪
ছেদ ভেদ আদি যদি না পায় দেখিতে।
উৎসাহ না বাড়ে তবে বিপক্ষের চিতে॥ ৪৫

অতএব বিপক্ষ-উৎসাহ বাড়াবারে।
মায়াতে দেখায় প্রভু ছেদাদি সবারে ॥ ৪৬
আর দেখ যদি কর সূক্ষ্ম বিবেচন।
সম্ভবেও তবে তাঁহে শক্তি-প্রবেশন ॥ ৪৭
তিঁহ হন সর্ব্বব্যাপী সবার আশ্রয়।
তাহে শক্তি-পরবেশ অসম্ভব নয় ॥ ৪৮
যেন সর্ব্ব পদার্থের আশ্রয় গগন।
তাহাতে না হয় কোনো বস্তু প্রবেশন ॥ ৪৯
কিন্তু তাহে তাঁর যেন নাহি হয় ব্যথা।
তেনই লক্ষ্মণে জান শক্তি-বেধ কথা ॥ ৫০
যদি কহ তবে কেন মিথ্যা কহ তায়।
তাহার উত্তর শুন শাস্ত্রে যে যুয়ায় ॥ ৫১
যাহার মধ্যেতে সদা যেহ বস্তু রয়।
তাহে তার কি প্রকারে প্রবেশ ঘটয় ॥ ৫২
এই লাগি শক্তির আধার লক্ষ্মণেতে।
ঘটিবেক শক্তির প্রবেশ কিরূপেতে ॥ ৫৩
অতএব তাহে অস্ত্র-প্রবেশ দর্শন।
মায়াকৃত হয় এই কহে শাস্ত্রগণ ॥ ৫৪
মোহ গ্লানি প্রভৃতি যে সকল বিকার।
সেহ হয় বিচিত্রতা মনুষ্য-লীলার ॥ ৫৫
অতএব সব শঙ্কা করিয়া বর্জ্জন।
পরের লীলার কথা শুন ভক্ত-জন ॥ ৫৬
লক্ষ্মণেরে শক্তি-বিদ্ধ দেখি রঘুবর।
হইলেন ভ্রাতৃ-স্নেহে বিহ্বল অন্তর ॥ ৫৭
কিছুকাল চিন্তা করি করিলা নিশ্চয়।
বিষাদ করিতে যোগ্য নহে এ সময় ॥ ৫৮
এত ভাবি অতিশয় হইলা কুপিত।
যুগান্ত অনল যেন হয় প্রজ্বলিত ॥ ৫৯
তবে করি অতিশয় বেগ-প্রকাশন।
করিছেন দশাননে বাণ বরিষণ ॥ ৬০
প্রলয়ের মেঘ যেন বর্ষে জলধার।
তেন শর বর্ষিছেন প্রভু অনিবার ॥ ৬১
তাহে দশানন কিছু দেখিতে না পায়।
দেখে মাত্র শরগণ আপনার গায় ॥ ৬২
সহিতে না পারি সেই সব ঘোর শর।
মোহ পাই ভূতলে পড়িল লঙ্কেশ্বর ॥ ৬৩
তবে প্রভু লক্ষ্মণের নিকটে যাইয়া।
কহিছেন কপিগণে কাতর হইয়া ॥ ৬৪
বন্ধুগণ করিতেছ কিবা দাঁড়াইয়া।
ভ্রাতার বুকের শেল ফেল উপাড়িয়া ॥ ৬৫
দেখিয়া কঠিন শেল হৃদয়ে ভ্রাতার।
বিদীর্ণ হইয়া যায় হৃদয় আমার ॥ ৬৬
এতেক বচন শুনি বালীর নন্দন।
প্রথমে লক্ষ্মণকাছে করিলা গমন ॥ ৬৭
টানিছেন ধরিয়া শক্তিরে যথাবলে।
উঠিবার দায় রহু কিঞ্চিতো না চলে ॥ ৬৮
তাহে সেই কালে জ্ঞান পাইয়া রাবণ।
করিতেছে কোটি কোটি বাণ বরিষণ ॥ ৬৯
অবশ হইল অঙ্গ সেই সব তীরে।
উঠাইতে নারিল অঙ্গদ সে শক্তিরে ॥ ৭০
এইরূপে আর আর বীর সব গেলা।
কিন্তু কেহ উপাড়িতে শক্ত নাহি ভেলা ॥ ৭১
অপর কি কব বায়ু-পুত্র কপিরাজ।
সিদ্ধ করিবারে না পারিলা সেই কাজ ॥ ৭২
তবে নিজে রামচন্দ্র করিলা গমন।
তাহা দেখি বাণ-বৃষ্টি করে দশানন ॥ ৭৩
সে সকল শরে নাহি করিয়া গণন।
শক্তিরে উপাড়ি প্রভু করিলা ভঞ্জন ॥ ৭৪
পরে নিজ কোলেতে তুলিয়া শ্রীলক্ষ্মণে।
লইয়া গেলেন প্রভু আপন আসনে ॥ ৭৫
শোয়াইয়া তারে মৃগচর্ম্মের উপরে।
কহিছেন যাবদীয় ভল্লুক বানরে ॥ ৭৬
তোমা সবে চারিদিগে বেড়িয়া যতনে।
রক্ষা কর সাবধানে প্রাণের লক্ষ্মণে ॥ ৭৭
এ সময়ে এথা মোর স্থিতি যোগ্য নয়।
কিন্তু পরাক্রম প্রকাশিতে যোগ্য হয় ॥ ৭৮
আগে সিংহনাদ করে দুষ্ট দশানন।
করিতে না পারি তাহা আমিহ সহন ॥ ৭৯
এ লাগি উহার সনে যুঝিব এক্ষণ।
তোমা সবে দাঁড়াইয়া কর নিরীক্ষণ ॥ ৮০
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহি আমি তোমা সবে।
রাবণ অথবা রাম আজি নাহি রবে ॥ ৮১
এতেক বচন শুনি যত সেনাপতি।
লক্ষ্মণে বেড়িয়া রহিলেন সবে তথি ॥ ৮২
হেন কালে দশানন দশ ধনু ধরি।
বাণ-বৃষ্টি করিতেছে তাদের উপরি ॥ ৮৩

যেন জলধরে জল বর্ষে ধরাধরে।
তেন বাণ পড়ে সেই বানর-উপরে ॥ ৮৪
সে সকল বাণ অতি তীক্ষ্ণ মহাবল।
কপি-দেহ পার হয়্যা প্রবেশে ভূতল ॥ ৮৫
তাহা সহ্য করিতে না পারি কপিগণ।
লক্ষ্মণে উপেক্ষা করি করে পলায়ন ॥ ৮৬
মারুতি অঙ্গদ নীল ভল্লেন্দ্র সুগ্রীব।
এই পঞ্চজন মাত্র রহিলা অক্লীব ॥ ৮৭
কপিগণে পলায়িত দেখি রঘুপতি।
কহিছেন এই কথা তাহাদের প্রতি ॥ ৮৮
না কর না কর ভয় ওহে কপিগণ।
কিছু কাল স্থির হয়্যা কর নিরীক্ষণ ॥ ৮৯
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি কহি তো সবায়।
বধিব রাবণে সত্য যদি না পলায় ॥ ৯০
জানকী-হরণ আর জটায়ু-মরণ।
তোমাদের নানা ক্লেশ ভ্রাতার নিধন ॥ ৯১
এই সব দুঃখে আজি করিব মার্জ্জন।
বিনাশ করিয়া এই দুষ্টের জীবন ॥ ৯২
যার লাগি বধিলাম আমি বালী বীরে।
যার লাগি আনিলাম সকল কপিরে ॥ ৯৩
যার লাগি সেতু বান্ধিলাম রত্নাকরে।
যার লাগি ভ্রাতা পড়ি ভূতল-উপরে ॥ ৯৪
সেই দুষ্ট থাকি মোর আগে এক ক্ষণ।
ফিরিয়া না যাবে আজি থাকিতে জীবন ॥ ৯৫
যেন দৃষ্টি-বিষ সর্প-নয়নে পড়িয়া।
কোনো জন নাহি যায় জীবন লইয়া ॥ ৯৬
দেখুক দেখুক আজি এ তিন ভুবন।
এই ত রামের হয় রামত্ব যেমন ॥ ৯৭
করিব আমিও আজি হেন কর্ম্ম রণে।
গাইবেক যাহা সবে এ তিন ভুবনে ॥ ৯৮
তোরা সবে গিরি-আগে করি আরোহণ।
দেখ দেখ রাবণ-সহিতে মোর রণ ॥ ৯৯
এত কহি ধনুক ধরিয়া দৃঢ়তর।
রাবণ-উপরি বৃষ্টি করিছেন শর ॥ ১০০
সেহ মহাক্রুদ্ধ হয়্যা দশখান চাপে।
এককালে শরবৃষ্টি করে মহা দাপে ॥ ১০১
তবে রামচন্দ্র দশানন দুই জনে।
আরম্ভ করিলা অতি ঘোরতর রণে ॥ ১০২

দুইজনে বর্ষিছেন ঘন ঘন শর।
যাহাতে আচ্ছন্ন হল্যা ভূতল অম্বর ॥ ১০৩
তাহে নিজ পর কিছু না হয় দর্শন।
শুনা যায় কেবল শরের ঠন ঠন ॥ ১০৪
তাহে উভয়ের ধনু করয়ে ক্রেঙ্কার।
সেই শব্দে আচ্ছাদিল সকল সংসার ॥ ১০৫
যাহা দেখি-শুনি যাবদীয় প্রাণিগণ।
কাঁপিতে লাগিল অতি ত্রাসযুক্তমন ॥ ১০৬
কিবা তাঁহাদের শর-বৃষ্টি চমৎকার।
ত্রিভুবনে উপমান দিতে নাহি যার ॥ ১০৭
সূর্য্যের কিরণে যেন ঢাকে ব্যোমতল।
তেন শরে দোঁহার ঢাকিল রণস্থল ॥ ১০৮
মুখে মুখে ঠেকাঠেকি হয়্যা কত শর।
অনল উগরি পড়ে ভূতল-উপর ॥ ১০৯
কারো বাণ কারো বাণে ফেলায় কাটিয়া।
কারো বাণ কারো বাণে ফেলায় ভাঙ্গিয়া ॥ ১১০
তাহে উভয়েরি কোনো কোনো দৃঢ় শর।
বেগে যাই প্রবেশে দোঁহার কলেবর ॥ ১১১
এইরূপ কিছুকাল করিয়া সমর।
প্রকাশিলা কিছু পরাক্রম রঘুবর ॥ ১১২
যাহে দশ চাপেতেও ছাড়ি শর-তিতি।
নিবারিতে নারে তাঁর শরে লঙ্কাপতি ॥ ১১৩
তার দশ ধনুকের কাটি শরগণে।
রামবাণ পড়ে তার উপরি সঘনে ॥ ১০৪
তাহে জরজর হয়্যা রাজা লঙ্কেশ্বর।
সহিতে না পারে আর শ্রীরামের শর ॥ ১১৫
মেঘ যেন বায়ুবেগ সহিতে না পারি।
উড়িয়া পর্ব্বতে পড়ে অন্তরীক্ষ ছাড়ি ॥ ১১৬
তেন রাম-পরাক্রম না পারি সহিতে।
রণ ছাড়ি পলাইল রাবণ পুরীতে ॥ ১১৭
এথা রঘুপতি ফিরি স্বস্থানে আসিয়া।
মহাদুঃখে মগ্ন হল্যা লক্ষ্মণে দেখিয়া ॥ ১১৮
শুষ্ক হল্যা তাঁর কণ্ঠ হৃদয় বদন।
স্তব্ধ হল্যা যাবদীয় অবয়বগণ ॥ ১১৯
হস্ত হত্যে খসিয়া পড়িল ধনুর্ব্বাণ।
তিঁহও পড়িলা ভূমে হারাইয়া জ্ঞান ॥ ১২০
আহা মরি মরি স্নেহ কিবা গুণ ধরে।
ঈশ্বরেও যেহ আপনার বশ করে ॥ ১২১

যাহাতে প্রভুর সে ঐশ্বর্য্য নাহি স্ফুরে।
আপনারে বিস্মরণ করায় প্রভুরে॥ ১২২
সেই স্নেহে বিবশ হইয়া রঘুবর।
মূর্চ্ছা পাই পড়্যাছেন ধরণী উপর॥ ১২৩
তাহা দেখি সুগ্রীব মারুতি বিভীষণ।
তুলি বসাইল তাঁরে করিয়া যতন॥ ১২৪
সুশীতল জল দিয়া বদন-কমলে।
বীজন করেন সবে কমলের দলে॥ ১২৫
তবে কিছুকাল পরে পাইয়া চেতন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া প্রভু মেলিলা নয়ন॥ ১২৬
তাহে শ্রীলক্ষ্মণে আগে করি নিরীক্ষণ।
কাতর হইয়া প্রভু করেন ক্রন্দন॥ ১২৭
কি হইল হায় হায়, দুঃখ-শোকে প্রাণ যায়,
শরীর ধরিতে নাহি পারি।
ভ্রাতার এ দশা দেখি, মিলিতে না পারি আঁখি,
বুক ফাটে স্থির হৈতে নারি॥ ১২৮
ওরে বিধি সুনিষ্ঠুর, হও তুমি বড় ক্রূর,
কিছুমাত্র নাহি বিবেচন।
তোমা বিনে এ ভুবনে, নাহি দেখি হেন জনে,
মৃত জনে যে করে মারণ॥ ১২৯
আগেতে বাধিলে পিতা, পশ্চাতে হরিলে সীতা,
নানামত পরিক্লেশ দিলে।
একমাত্র আলম্বন, ছিল এই ভ্রাতৃ-ধন,
অবশেষে তারেও হরিলে॥ ১৩০
ওরে প্রাণাধিক ভাই, নয়ন মিলিয়া চাই,
কহ মোর প্রতি কিছু কথা।
দেখি হেন দশা তোর, হৃদয় বিদরে মোর,
সহিতে না পারি আর ব্যথা॥ ১৩১
ছাড়িয়া অযোধ্যাপুরি, সব ভোগ পরিহরি,
বিপিনে আইলে সহি ক্লেশ।
পাইলে যন্ত্রণা কত, এবে হয়্যা শক্তিহত,
যাইতেছ ভ্রাতা কোন্ দেশ॥ ১৩২
বাল্যকাল আরম্ভিয়া, না করিতে কোন ক্রিয়া,
কভু মোর আজ্ঞা না লইয়া।
আজি মোরে না জিজ্ঞাসি, হও পরলোকবাসী,
যোগ্য নহে তোর এই ক্রিয়া॥১৩৩
জন্ম বিদ্যা অধ্যয়ন, পত্নী-পাণিসংগ্রহণ,
সব কার্য্যে আগে করি মোরে।
যাইতে শমন ঘর, নিজে হও অগ্রসর,
এ কর্ম্ম না সাজে কভু তোরে॥ ১৩৪
উঠ উঠ ভ্রাতৃবর, দেহ মোরে প্রত্যুত্তর,
সৈন্যগণে করহ সান্ত্বন।
দশাননে না বধিয়া, সীতারে না উদ্ধারিয়া,
কি নিশ্চিন্তে করিছ শয়ন॥ ১৩৫
শত্রু সব আসি রণে, বধিতেছে কপিগণে,
উঠ ভাই ধরি ধনুঃশর।
দশাননে রণে মারি, জানকী-উদ্ধার করি,
চল ভাই অযোধ্যানগর॥ ১৩৬
যদি তুমি না উঠিবে, কিছু গৌণ কর তবে,
পরেতে করিবে যেই মন।
অনলে প্রবেশ করি, আগে যাকু যমপুরী,
অভাগিয়া এ রঘুনন্দন॥ ১৩৭
এইরূপ বিলাপ করিয়া রঘুবর।
ক্রন্দন করেন অতি গদগদস্বর॥ ১৩৮
নয়নেতে অশ্রুধার বহে অবিরল।
বক্ষস্থলে প্রহার করেন করতল॥ ১৩৯
তাঁহার ক্রন্দন শুনি লক্ষ্মণে দেখিয়া।
কান্দিতেছে কপি সব কাতর হইয়া॥ ১৪০
বিশেষতঃ বায়ুপুত্র অত্যন্ত কাতর।
মৃতবৎ পড়ি আছে ভূতল-উপর॥ ১৪১
এইরূপে সকলেতে করেন ক্রন্দন।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি করিল গমন॥ ১৪২
তবে শাখামৃগরাজ আর বিভীষণ।
নিজে স্থির হয়্যা রামে করেন সান্ত্বন॥ ১৪৩
স্থির হও স্থির হও প্রভু একবার।
এমত কাতর্য্য যোগ্য না হয় তোমার॥ ১৪৪
সমরে ঘটেই ঘটে নানামত শোক।
ক্ষুব্ধ নাহি হয় তাহে ভবদ্বিধ লোক॥ ১৪৫
আপনি কিঞ্চিত স্থির হইয়া বসিলে।
উপায় চিন্তন করি মোরা সবে মিলে॥ ১৪৬
এতেক বচন শুনি কান্দিতে কান্দিতে।
তাহাদের প্রতি প্রভু লাগিলা কহিতে॥ ১৪৭
মিতা হেন দশা দেখি প্রাণের ভ্রাতার।
কিরূপে করিব স্থির মনে আপনার॥ ১৪৮
কুসুম-পরশে যেই অঙ্গে ব্যথা হয়।
তাহে শক্তি বেধ দেখি প্রাণে কি সহয়॥ ১৪৯

স্থির নাহি হয় একবার মোর মন।
বিদীর্ণ হইয়া যায় হৃদয় যেমন ॥ ১৫০
নয়নযুগলে কিছু না পাই দেখিতে।
আপনার কলেবর না পারি ধরিতে ॥ ১৫১
কি হইল হায় মিতা কি হইল হায়।
প্রাণের অধিক ভ্রাতা মোর ছাড়ি যায় ॥ ১৫২
বান্ধব যাবত আছে ভুবন মাঝার।
তার মধ্যে কেহ তুল্য না হয় ভ্রাতার ॥ ১৫৩
তাহে মোর ভ্রাতা দোষ-হীন গুণবান্।
অতি সুচরিত মান্যজনে ভক্তিমান্ ॥ ১৫৪
একটা নারীর লাগি এ হেন ভ্রাতারে।
হারাইলুঁ আমি ধিক্ রহুক আমারে ॥ ১৫৫
মৃত্তিকা কুম্ভের রন্ধ্র করিতে মুদ্রিত।
কেহ যেন চিন্তামণি করয়ে চূর্ণিত ॥ ১৫৬
যদি যায় হেন ভ্রাতা আমারে ছাড়িয়া।
কিবা প্রয়োজন তবে রাবণে জিনিয়া ॥ ১৫৭
জানকী-উদ্ধার করি কিবা প্রয়োজন।
কিবা কার্য্য ছার প্রাণ করিয়া ধারণ ॥ ১৫৮
এখনি তেজিব প্রাণ প্রবেশি সাগরে।
অথবা পুড়িব পড়ি অনল ভিতরে ॥ ১৫৯
এত কহি লক্ষ্মণের অঙ্গে দিয়া শির।
মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করেন রঘুবীর ॥ ১৬০
তবে মহাচিকিৎসক সুষেণ সুমতি।
কহিতে লাগিলা কিছু রামচন্দ্র প্রতি ॥ ১৬১
প্রভুবর একবার স্থির করি মন।
করহ কিঞ্চিৎ মোর বচন শ্রবণ ॥ ১৬২
যার লাগি হইতেছ শোকেতে কাতর।
নাহি গিয়াছেন প্রভু ইহঁ লোকান্তর ॥ ১৬৩
পরলোক গমন করয়ে যেই জন।
শ্যামবর্ণ ম্লান হয় তাহার বদন ॥ ১৬৪
আর তাহাদের হস্ত চরণ নয়ন।
প্রসন্ন না রহে হয় বৈবর্ণ্যভাজন ॥ ১৬৫
ইহাঁর বদন হস্ত চরণ নয়ন।
সহজ-সুন্দর আছে নহে বিবরণ ॥ ১৬৬
আর দেখ মন্দ মন্দ কাঁপিছে হৃদয়।
যাহাতে নিশ্বাস-বায়ু অনুমান হয় ॥ ১৬৭
এতএব আমিহ জানিয়ে অসংশয়।
পরলোকে নাহি গিয়াছেন মহাশয় ॥ ১৬৮
কিন্তু অস্ত্র-আঘাতনে মূর্চ্ছিত হইয়া।
অচেতন প্রায় ইহঁ আছেন পড়িয়া ॥ ১৬৯
এতেক বচন শুনি তবে রঘুপতি।
মুখ তুলি সুষেণে কহেন সুখিমতি ॥ ১৭০
কি কহিলে কি কহিলে ধর্ম্মের নন্দন।
জীবনে কি আছে মোর প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ ১৭১
সত্য করি সত্য করি কহ আর বার।
বাঁচিয়া আছয়ে কিবা লক্ষ্মণ আমার ॥ ১৭২
সুষেণ কহেন প্রভু নহ উত্তরল।
বাঁচিয়া আছেন শ্রীলক্ষ্মণ মহাবল ॥ ১৭৩
অস্ত্র-বেদনাতে মাত্র পীড়িত হইয়া।
রয়্যাছেন অচেতন হইয়া শুতিয়া ॥ ১৭৪
অতএব চিন্তা তেজি স্থির করি মন।
করহ কিঞ্চিৎ মোর বচন শ্রবণ ॥ ১৭৫
হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকেতে।
এক গিরি আছে গন্ধমাদন নামেতে ॥ ১৭৬
তাহে আছে দিব্যৌষধি বিশল্যকরণী।
তাহা শীঘ্র আনয়ন করাহ আপুনি ॥ ১৭৭
এই রাত্রি মধ্যে তাহা কৈলে আনয়ন।
বাঁচাইয়া দিব আমি ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ ১৭৮
প্রভাত হইলে সিদ্ধ না হইবে কাজ।
অতএব ইথে ত্বরা কর রঘুরাজ ॥ ১৭৯
এত বাণী শুনি প্রভু কহেন সুগ্রীবে।
মিতা কহ কোন্ জন এ কার্য্য সাধিবে ॥ ১৮০
রাত্রি আছে সবে দুই যাম অবশিষ্ট।
পথ নয়সহস্রযোজন সুনির্দ্দিষ্ট ॥ ১৮১
ইথে এই কর্ম্ম সাধিবেক কোন্ জন।
করহ সকলে মিলি তাহা বিবেচন ॥ ১৮২
প্রভুর বচন শুনি যত কপিগণ।
অধোমুখ হয়্যা সবে করয়ে চিন্তন ॥ ১৮৩
তবে নল কহিছেন সুগ্রীব তনয়ে।
ফিরিয়া আসিতে পারি আমি দিনত্রয়ে ॥ ১৮৪
পরে মৈন্দ দ্বিবিদ বোলয়ে ধীরে ধীরে।
দুই দিনে আসিতে পারিয়ে মোরা ফিরি ॥ ১৮৫
তবে কহিছেন নীল সেনা অধিকারী।
এক দিনে ফিরিয়া আসিতে আমি পারি ॥ ১৮৬
বালীর তনয় তবে লাগিলা কহিতে।
চারি প্রহরেতে আমি পারিয়ে আসিতে ॥ ১৮৭

ার পর সব কপি নীরব হইলা।
জাম্ববান্ মারুতিরে কহিতে লাগিলা ॥ ১৮৮
বায়ুপুত্র শুনিলে ত সুষেণ-বচন।
উঠ একবার করি শোক সম্বরণ ॥ ১৮৯
এই কর্ম্ম সাধন করয়ে হেন জন।
তুমি বিনে এখানে না হয় দরশন ॥ ১৯০
অবহেলে লঙ্ঘিলে তুমিহ পারাবারে।
ওষধি-পর্ব্বত আনি জিয়াল্যে সবারে ॥ ১৯১
আজি কবি বিশল্যকরণী আনয়ন।
বাঁচাও লক্ষ্মণ রাখ সবার জীবন ॥ ১৯২
রাত্রি অবশিষ্ট আছে ছুইত প্রহর।
ইহারি মধ্যেই ফিরি আসিবে সত্বর ॥ ১৯৩
এতেক বচন শুনি মারুতি সুমতি।
উঠি বসি কহিছেন জাম্ববান্ প্রতি ॥ ১৯৪
ভল্লপতি এই আমি করিয়ে গমন।
করিবারে বিশল্যকরণী আনয়ন ॥ ১৯৫
প্রাণ দিলে যদি সুস্থ হয়েন লক্ষ্মণ।
তাহাও করিতে পারে পবন-নন্দন ॥ ১৯৬
এত কোন কর্ম্ম হয় অসম্ভবপাত্র।
শরীরের শ্রম-সাধ্য যাতায়াত মাত্র ॥ ১৯৭
কিন্তু আমি সেইত ওষধি না জানিয়ে।
কিরূপে আনিব তাহা বিপিনে চিনিয়ে ॥ ১৯৮
সুষেণ বলেন তার না কর চিন্তন।
কহিয়া দিতেছি আমি তাহার লক্ষণ ॥ ১৯৯
রক্তবর্ণ পুষ্প তার লতা সুলোহিত।
হরিত বর্ণের ফল পত্র সব পীত ॥ ২০০
সেইত ওষধি লয়্যা ত্বরিতে আসিবে।
যাইতে আসিতে সেথা গৌণ না করিবে ॥ ২০১
সাবধানে করিবে পথেও গতায়াত।
করিবে রাক্ষস সব বিস্তর ব্যাঘাত ॥ ২০২
হাহা হুহু নামে দুই গন্ধর্ব্ব প্রধান।
তিন কোটি চরসঙ্গে আছে সেই স্থান ॥ ২০৩
তাহাদের সঙ্গে নাহি করিবে বিবাদ।
বিবাদ হইলে কার্য্যে হবে অবসাদ ॥ ২০৪
সেইত ওষধি লয়্যা ত্বরিতে আসিবে।
রাত্রি গত হল্যে কার্য্য সিদ্ধ না হইবে ॥ ২০৫
সুষেণ-বচন শুনি ভাল ভাল বলি।
উঠিলেন পবন-নন্দন মহাবলী ॥ ২০৬
প্রণাম করিলা তবে শ্রীরঘুমণিরে।
করিছেন তিঁহ হস্ত দিয়া তার শিরে ॥ ২০৭
বাপধন অতি শীঘ্র করিবে গমন।
পথে তোর কুশল করুন দেবগণ ॥ ২০৮
সমীর দেউন তোরে শরীরেতে বল।
না করুন কেহ তোর কিছু অকুশল ॥ ২০৯
তবে বায়ুপুত্র প্রণমিয়া শ্রীলক্ষ্মণে।
বন্দন করিলা সব মান্য-কপিগণে ॥ ২১০
আর সকলেরে করি যোগ্য সম্ভাষণ।
সুবেল পর্ব্বতে বীর কৈলা আরোহণ ॥ ২১১
বলবান হনুমান চটিয়া সুবেলে।
করি দম্ফ দিল লম্ফ অচিরাৎ হেলে ॥ ২১২
গিরি তার অতিভার সহিতে না পারি।
তরুসাত সংমাথ কঙ্ক কম্প ভারি ॥ ২১৩
হই ভঙ্গ তরুশৃঙ্গ পড়িছে মহীতে।
পশু জাল ভয় ভাল চলু চারি ভিতে ॥ ২১৪
জয়-রাম জয় রাম বলি চিত্ত সাধে।
পবমান-সুত যান গগনে অবাধে ॥ ২১৫
কিবা তাব ভুজ আর পদ বেগলেশে।
তরু-খণ্ড গিরি খণ্ড চলু পৃষ্ঠদেশে ॥ ২১৬
তার গায় হত্যে যায় যে দিকে সমীরা।
সে দিকের সকলের করে ঘোর পীড়া ॥ ২১৭
কপিবর-সুশরীর-পবনের সঙ্গে।
জলধির জল তীবমুখ ধায় রঙ্গে ॥ ২১৮
দেখি বাত-তনুজাত-কৃত এই খেলা।
রঘুবংশ অবতংস চমকিত ভেলা ॥ ২১৯
এইরূপে হনুমান্ করিলা গমন।
রাবণের কথা এবে করহ শ্রবণ ॥ ২২০
রণ ছাড়ি গিয়া সেহ বসি সিংহাসনে।
পাঠাইল রামকাছে চর একজনে ॥ ২২১
সেহ গুপ্তরূপে থাকি সকল জানিয়া।
নিবেদিল রাবণের নিকটে যাইয়া ॥ ২২২
সেইকালে হনুমান্ চলেন গগনে।
দূর হৈতে দশানন দেখিল নয়নে ॥ ২২৩
তবে সেহ ডাক কালনেমি নিশাচরে।
কহিতে লাগিলা অতিশয় সমাদরে ॥ ২২৪
কালনেমি হও তুমি মহা বলবান্।
সাহসী বিক্রমী শূর মহা বুদ্ধিমান্ ॥ ২২৫

এক কর্ম্ম যদি তুমি কর সমাধান।
তবে লঙ্কা থাকে আর সকলের মান ॥ ২২৬
এই দেখ মারুতি লক্ষ্মণে বাঁচাইতে।
যাইতেছে বিশল্যকরণী আহরিতে ॥ ২২৭
হিমালয়-কাছে গিরি শ্রীগন্ধমাদন।
সেথা যাবে সে ওষধি লাগি এই জন ॥ ২২৮
তুমিহ সেখানে গিয়া যে-কোনো প্রকারে।
বিনাশ করহ এই সমীর-কুমারে ॥ ২২৯
তাহারো উপায় এক আছে সুশোভন।
আমার বদনে তাহা করহ শ্রবণ ॥ ২৩০
সে গিরি-দক্ষিণে আছে এক সরোবর।
কমল-কুমুদ জলচরে মনোহর ॥ ২৩১
আছয়ে কুম্ভীরী এক সেই সরোবরে।
প্রবেশে তাহাতে যে তারেই গ্রাস করে ॥ ২৩২
কত খাইয়াছে সেহ দেবতা কিন্নরে।
কি আশ্চর্য্য খাইবে যে একটা বানরে ॥ ২৩৩
সেই সরোবর কাছে তুমি মায়াবলে।
বিরচিবে এক দিব্য তপস্যার স্থলে ॥ ২৩৪
নিজে ঋষি-রূপ ধরি সেখানে রহিবে।
হনুমান্ গেলে মিষ্ট-বাক্যে সম্ভাষিবে ॥ ২৩৫
যে কোন উপায় করি সেই সরোবরে।
প্রবেশ করিবে এই দুরন্ত বানরে ॥ ২৩৬
তবেই উহারে সেই কুম্ভীরী ধরিবে।
সেহ ধরিলেই এহ অবশ্য মরিবে ॥ ২৩৭
হনুমান্ মরিলে ওষধি না আসিবে।
ওষধি না আইলে লক্ষ্মণ না বাঁচিবে ॥ ২৩৮
লক্ষ্মণ মরিলে রাম ত্যজিবে জীবন।
সে মরিলে সুগ্রীবের হইবে নিধন ॥ ২৩৯
সুগ্রীব মরিলে সব কপি পলাইবে।
তবেই আমার জয় সর্ব্বথা হইবে ॥ ২৪০
অতএব তুমি শীঘ্র করিয়া গমন।
করহ আমার এই কার্য্যের সাধন ॥ ২৪১
যদি পার করিতে এ কার্য্য সমাধান।
তবে তোরে দিব আমি রাজ্য অর্দ্ধখান ॥ ২৪২
এতেক বচন শুনি আনন্দিতমতি।
কহিতেছে কালনেমি দশানন-প্রতি ॥ ২৪৩
মহারাজ যেই আজ্ঞা করিলে আপনি।
যে কোনো রূপেতে তাহা সাধিব এখনি ॥ ২৪৪
মায়াবলে হয় ভাল নহে বাহুবলে।
বধিব ইহারে আমি আপন কৌশলে ॥ ২৪৫
এত কহি কালনেমি সম্ভাষি রাজায়।
প্রস্থান করিল গন্ধমাদনে ত্বরায় ॥ ২৪৬
সেথা গিয়া সেই গিরিকাছে সেইক্ষণে।
মায়াবলে কৈল এক দিব্য তপোবনে ॥ ২৪৭
নিজ মূর্ত্তি গুপ্ত করি হল্য-তপোধন।
দীর্ঘ শ্মশ্রু দীর্ঘ নখ বল্কল-বসন ॥ ২৪৮
উপবাসে কৃশ দেহ হস্তে কুশ করি।
মন্ত্র জপ করয়ে রুদ্রাক্ষমালা ধরি ॥ ২৪৯
এই রূপে কালনেমি রহিলা সে স্থলে।
এখানেতে মারুতি চলেন ব্যোমতলে ॥ ২৫০
লঙ্ঘি সিন্ধু কিষ্কিন্ধ্যা ভূধর জন-স্থান।
উপস্থিত হল্যা নন্দীগ্রাম-সন্নিধান ॥ ২৫১
সেখানে আছেন শ্রীভরত গুণবান্।
শ্রীরাম বিহনে সদা সন্তাপিত প্রাণ ॥ ২৫২
নিদ্রা নাহি যান তিঁহ কভু একক্ষণ।
করেন সর্ব্বদা রাম-চরণ চিন্তন ॥ ২৫৩
সে কালেতে নিদ্রিত হয়্যাছে সবজন।
তিঁহ করিছেন রামপাদুকা বীজন ॥ ২৫৪
তিঁহ নিরীক্ষণ করি পবন-নন্দনে।
করিছেন এই চিন্তা আপনার মনে ॥ ২৫৫
একি দেখি আকাশ-উপরি চমৎকার।
যাইতেছে এক প্রাণী পর্ব্বত-আকার ॥ ২৫৬
গরুড় হইতে দেখি বেগে অতিশয়।
অঙ্গের তেজেতে সব দিক্ প্রকাশয় ॥ ২৫৭
যে হকু সে হকু কিন্তু আমিহ থাকিতে।
প্রভুর পাদুকা লঙ্ঘি না পারে যাইতে ॥ ২৫৮
বাণ-বলে ভূমিতলে উহারে পাড়িব।
জিজ্ঞাসিয়া পরিচয় সকল জানিব ॥ ২৫৯
এত পরামর্শ করি ধরি শরাসন।
উদ্যম করেন বাণ করিতে যোজন ॥ ২৬০
এইরূপ ভরতে করিয়া নিরীক্ষণ।
ভাবিছেন হনুমান্ সবিস্ময় মন ॥ ২৬১
একি এক দেখিতেছি ভূতল মাঝার।
মূর্ত্তি ধরি রহিয়াছে লাবণ্যের সার ॥ ২৬২
অশ্বিনীকুমার হয় কিম্বা শচীপতি।
কিম্বা কাম আসিয়াছে ধরিয়া মুরতি ॥ ২৬৩

অথবা না হবে এহ তার মধ্যে কেহ।
দেখিতেছি আমার প্রভুর তুল্য দেহ ॥ ২৬৭
কিম্বা করিতেছি আমি বৃথা এ সংশয়।
এহ হন মোর সেই প্রভু সুনিশ্চয় ॥ ২৬৫
তাহা বিনে এই তিন ভুবন-মাঝার।
এমত সুন্দরাকৃতি নাহি দেখি আর ॥ ২৬৬
লক্ষ্মণের স্নেহে তিঁহ হয়্যা আর্দ্রমন।
করয়াছেন ওষধি লইতে আগমন ॥ ২৬৭
আমার বিলম্ব দেখি ক্রোধযুক্ত চিতে।
ধরয়াছেন ধনুর্ব্বাণ আমারে বধিতে ॥ ২৬৮
অথবা না হন এহঁ অভীষ্ট আমার।
হইবেন শ্রীভরত কনিষ্ঠ তাঁহার ॥ ২৬৯
আগে এই নন্দীগ্রাম দেখিয়ে নয়নে।
শুনিয়াছি ভরত থাকেন এইস্থানে ॥ ২৭০
আর দেখি ইহাঁর নিকটে একজন।
লক্ষ্মণের সম যার আকৃতি বরণ ॥ ২৭১
হইবেন ইহঁ শ্রীশত্রুঘ্ন তাঁর ভাই।
ইহাতে সংশয় আর কিছু মোর নাই ॥ ২৭২
যদ্যপি হইল ইহঁ ভরত কুমার।
তবে সম্ভাষিতে যোগ্য অবশ্য আমার ॥ ২৭৩
বন্দন করিব গিয়া উহাঁর চরণ।
শ্রীরামের বৃত্তান্ত করিব নিবেদন ॥ ২৭৪
এক্ষণে কহিয়ে আপনার পরিচয়।
যাহে মোর গমনেতে বিঘ্ন নাহি হয় ॥ ২৭৫
এতেক নিশ্চয় করি পবন-নন্দন।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা করিছেন নিবেদন ॥ ২৭৬
দশরথ পুত্র তুমি নাহি ছাড শর।
আমি হই বায়ুপুত্র রামের কিঙ্কর ॥ ২৭৭
রাবণের সঙ্গে রণে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
শক্তি-বিদ্ধ হয়্যা হয়্যাছেন অচেতন ॥ ২৭৮
তাঁর লাগি বিশল্যকরণী আনয়নে।
যাইতেছি আমি গিরি শ্রীগন্ধমাদনে ॥ ২৭৯
অতএব মোর বিঘ্ন না কর আপনি।
আমি গেলে উঠিবে লক্ষ্মণ গুণমণি ॥ ২৮০
এহ বাণী শুনিয়া ভরত গুণবান্।
ভূমিতলে পড়িলেন হইয়া অজ্ঞান ॥ ২৮১
তাহা দেখি কি হইল বলি হনুমান্।
নামিলেন তাঁহার নিকটে ত্বরাবান্ ॥ ২৮২
ভুজ-যুগলেতে ধরি তুলি বসাইলা।
নানামত যতনে চেতন করাইলা ॥ ২৮৩
তার পরে শ্রীভরত পাইয়া চেতন।
করিছেন বায়ুপুত্র-প্রতি জিজ্ঞাসন ॥ ২৮৪
কপিবর কহ কত রাবণের সনে।
শ্রীরামের বিবাদ হইল কি কারণে ॥ ২৮৫
কিরূপে বা তাঁর সঙ্গে তোমার মিলন।
হইল সে কথা কহ করি বিবরণ ॥ ২৮৬
ভরতের বাণী শুনি কন হনুমান্।
শ্রবণ করহ প্রভু করি অবধান ॥ ২৮৭
চিত্রকূটে রাখি রামে, আপনি আইলে ধামে,
রাম গেলা দণ্ডক কাননে।
সেথা পঞ্চবটী স্থানে, ভার্য্যা আর ভাই সনে,
বাস করিছিলা সুখিমনে ॥ ২৮৮
পরে শূর্পণখা নাম, রাবণ-ভগিনী রাম,
কাছে আল্য কামেতে মাতিয়া।
লক্ষ্মণ দণ্ডিলা তারে, সেহ গিয়া লঙ্কাপুরে,
রাবণে জানাল্য বিবরিয়া ॥ ২৮৯
সেহ তাহে ক্রুদ্ধ হয়্যা, মারীচেরে সঙ্গে লয়্যা,
আসি পঞ্চবটীর ভিতরে।
মায়ামৃগ দেখাইয়া, শ্রীরামেরে ভুলাইয়া,
সীতা হরি লয়্যা গেল ঘরে ॥ ২৯০
এথা জানকীর শোকে,কান্দি কান্দি সবলোকে,
পুছি পুছি শ্রীরামলক্ষ্মণ।
ভ্রমিয়া অনেক স্থানে, ঋষ্যমূক-সন্নিধানে,
গমন করিলা দুইজন ॥ ২৯১
সখা করি সুগ্রীবেরে, বধি বালী কপিবরে,
মিত্রে রাজ্য দিলা কিষ্কিন্ধ্যায়।
তিঁহ চারিদিগে চর, পাঠাইয়া বহুতর,
আনাইলা জানকী-বার্ত্তায় ॥ ২৯২
তবে কপি-সৈন্য নিয়া, দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়া,
রঘুমণি নিবাস করিলা।
তবে বিভীষণ নাম, দশানন-ভ্রাতা রাম,
কাছে আসি শরণ লইলা ॥ ২৯৩
তার সঙ্গে সখ্য করি, পারাবার-জলোপরি,
সেতু বিরচিলা রঘুবর।
প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরে, দশানন-সহকারে,
আরম্ভিলা তুমুল সমর ॥ ২৯৪

তাহাতে হইল হত, দশানন-সেনা যত,
ইন্দ্রজিতে লক্ষ্মণ বধিলা।
তাহে হয়্যা ক্রুদ্ধ-মন, রণে আসি দশানন,
শ্রীলক্ষ্মণে শক্তি প্রহারিলা ॥ ২৯৫
তাহে হয়্যা অচেতন, রয়্যাছেন শ্রীলক্ষ্মণ,
শুতি রাম-কোলের মাঝারে।
তারে সুস্থ করিবারে, যাই গন্ধমাদনেরে,
বিশল্যাকরণী আনিবারে ॥ ২৯৬
এইত সকল কথা, নিবেদিলুঁ আর এথা,
বিলম্বে সাহস নাহি ধরি।
রঘুপতি-অনুজ্ঞাত, আজ্ঞা দেও অচিরাত,
আমি রামকার্য্যে যাত্রা করি ॥ ২৯৭
এ সব বচন শুনি মারুতির মুখে।
শ্রীভরত মগ্ন হল্যা অতিশয় দুখে ॥ ২৯৮
শড়িতেছে বুক মুখ বহি অশ্রুপানী।
কান্দি কান্দি খেদে কহিছেন এই বাণী ॥২৯৯
হায় হায় হায় একি দুঃখ ঘোরতর।
শুনিয়া বিদরে বুক দহে কলেবর ॥ ৩০০
হাহা প্রভু রঘুবর রয়্যাছ কোথায়।
নাহি জানি পাইতেছ কত বা ব্যথায় ॥ ৩০১
একে বনবাস তাহে জানকী-বিরহ।
তাহে লক্ষ্মণের হেন বেদনা দুঃসহ ॥ ৩০২
এ সকল কর্ম্মে কত পাইতেছ ক্লেশ।
তাহা ভাবি বুক বিদরয়ে সবিশেষ ॥ ৩০৩
হাহা সীতে শ্রীজনক-নরেন্দ্র নন্দিনী।
পাইতেছ কষ্ট ক্লেশ যেন অনাথিনী ॥ ৩০৪
একে সুকোমল পদে বিপিনে ভ্রমণ।
সুকোমল অঙ্গে-ভূমি-তলেতে শয়ন ॥ ৩০৫
তাতে পুন রামসনে বিরহ উৎকট।
রাক্ষসের দর্শনেতে সাধ্বস বিকট ॥ ৩০৬
এ সকল দুঃখ তুমি সহিছ কেমনে।
ভাবিয়া ধৈরয নাহি ধরে মোর মনে ॥ ৩০৭
হাহা প্রাণাধিক-প্রিয় ভ্রাতা রে লক্ষ্মণ।
তোর দুঃখ ভাবি ভাবি দহিতেছে মন ॥ ৩০৮
তাহে আজিকার কথা শ্রবণ করিয়া।
হৃদয় বিদরি যায় শতধা হইয়া ॥ ৩০৯
এ সকল তোমাদের দুঃখের কারণ।
হই একা এই আমি দুষ্কৃত-ভাজন ॥ ৩১০

ধিক ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহুক আমারে।
যার লাগি এ দুঃখ ঘটিল তো-সবারে। ৩১১
যদি নাহি জন্মিতাম আমি এ ভুবনে।
তবে কেন রামচন্দ্র যাইবেন বনে ॥ ৩১২
কেন বা জানকী হরি লইবে রাবণ।
কেন বা শক্তিতে বিদ্ধ হইবে লক্ষ্মণ ॥ ৩১৩
হায় হায় হায় হেন দুর্যশ-পাথারে।
ডুবাইল অভাগিনী কৈকয়ী আমারে ॥ ৩১৪
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহু আমার মাতায়।
যার লাগি এ তিন ভুবন দুঃখ পায় ॥ ৩১৫
একি একি পশু বশ যার গুণগণে।
হেন রামে কি করি সে পাঠাইল বনে ॥ ৩১৬
আপনারে আমারে অযশে ডুবাইল।
আপনার স্বামী নৃপবরে বিনাশিল ॥ ৩১৭
রাজারেও ধিক্কার করিয়ে বার বার।
তিঁহ অতিশয় বশ ছিলেন ভার্য্যার ॥ ৩১৮
তিঁহ যদি না হবেন কৈকয়ীর বশ।
তবে কেন হবে মোর এ হেন দুর্যশ ॥ ৩১৯
কপিবর চল মোরে লঙ্কায় লইয়া।
মরিব আমিহ রণ-অগ্নি প্রবেশিয়া ॥ ৩২০
অন্যথা এ অপযশ কিরূপে নাশিব।
কিরূপে বা লোক-আগে মুখ দেখাইব ॥ ৩২১
যদি না লইয়া যাও আমারে তুমিহ।
তবে বুকে শেল মারি মরিব আমিহ ॥ ৩২২
অন্যথা কৌশল্যা আর সুমিত্রা মাতারে।
বাঁচি থাকি এ সংবাদ দিব কি প্রকারে ॥ ৩২৩
অতএব চল তুমি আমারে লইয়া।
পরাণ তেজিব রাম-লক্ষ্মণে দেখিয়া ॥ ৩২৪
এইরূপ কহি কহি ভূতলে পড়িয়া।
কান্দিছেন শ্রীভরত ব্যাকুল হইয়া ॥ ৩২৫
তাঁরে তুলি বসাইয়া পবন-নন্দন।
করিছেন মধুর বচনে আশ্বাসন ॥ ৩২৬
উঠ উঠ রঘুবর স্থির কর মন।
নাহি কর এত খেদ না কর চিন্তন ॥ ৩২৭
আমি যাবামাত্র সুস্থ হইবা লক্ষ্মণ।
তার পরে সমরে আসিবে দশানন ॥ ৩২৮
তারে বধি জানকী-লক্ষ্মণ সঙ্গে করি।
শীঘ্র আসিবেন রাম অযোধ্যা নগরী ॥ ৩২৯

দেখিবেন অতি শীঘ্র তোঁহা সবাকারে।
এখন যাইতে আজ্ঞা করহ আমারে ॥ ৩৩০
ভরত কহেন কহ কহ কপিবর।
কি করিব কিসে স্থির হইবে অন্তর ॥ ৩৩১
আস্থ দেখি একবার তোহে করি কোলে।
যদ্যপি তাহাতে মন কিছু দুঃখ ভোলে ॥ ৩৩২
পাইয়াছ তুমি রাম-চরণস্পর্শন।
তোমারে স্পর্শিলে সুখী হবে মোর মন ॥ ৩৩৩
এত কহি ভুজদণ্ড করি পসারণ।
শ্রীভরত বায়ুপুত্রে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৩৩৪
তবে হনুমান তার পদে প্রণমিয়া।
নিবেদন করিছেন সাঞ্জলি হইয়া ॥ ৩৩৫
একি কর একি কর প্রভু রঘুবর।
তব আলিঙ্গনযোগ্য না হয় বানর ॥ ৩৩৬
তুমি হও রাম-ভ্রাতা রামের প্রকাশ।
আমি হই তাঁর দাস-দাস-অনুদাস ॥ ৩৩৭
কিন্তু তব শ্রীচরণ করিয়া দর্শন।
নিজে ধন্য বলি আজি করিয়ে মানন ॥ ৩৩৮
শ্রীরামেও অতিশয় ধন্য বলি গণি।
যাঁহার অনুজ ভ্রাতা হয়্যাছ আপনি ॥ ৩৩৯
নাহি দেখি ত্রিভুবনে তোমার সমান।
অগ্রজ ভ্রাতায় অতিশয় ভক্তিমান্ ॥ ৩৪০
রাম-মুখে শুনি সদা সাদ্‌গুণ্য তোমার।
অনেক সংশয় ছিল হৃদয়ে আমার ॥ ৩৪১
তোঁহে দেখি তাহা আজি হইল ভঞ্জন।
সফল হইল মোর নয়ন জীবন ॥ ৩৪২
এক্ষণ আপুনি শীঘ্র কর আজ্ঞা দান।
ঔষধ আনিতে আমি করিয়ে প্রস্থান ॥ ৩৪৩
ভরত কহেন বাপ পবন-তনয়।
তোর বাক্যে মোর অতি সত্য বোধ হয় ॥ ৩৪৪
দেখিয়াও তোমার এমত বিক্রমণ।
লক্ষ্মণ বাঁচিবে বলি বোধ করে মন ॥ ৩৪৫
তোমাদের মত বন্ধুজন থাকে যার।
বিপদ না ঘটে কোনো প্রকারে তাহার ॥ ৩৪৬
অতএব স্থির হত্যে করিয়ে আশয়।
তভু কোনো মতে মন স্থির নাহি হয় ॥ ৩৪৭
যদি তুমি পার মোরে লইয়া যাইতে।
লক্ষ্মণে দেখিয়া তবে স্থির করি চিতে ॥ ৩৪৮
মারুতি কহেন প্রভু নহ উৎকণ্ঠিত।
দেখিবে লক্ষ্মণে শীঘ্র রাঘব-সহিত ॥ ৩৪৯
প্রভু-আজ্ঞা নাই তোঁহে লইয়া যাইতে।
অতএব মোর শক্তি না হইবে ইতে ॥ ৩৫০
কি লাগিয়া আপুনিহ করিবে গমন।
আমি যাবামাত্র সুস্থ হবেন লক্ষ্মণ ॥ ৩৫১
যদ্যপি বিলম্ব হয় কোনমতে তায়।
তবে প্রভু-আজ্ঞা লয়্যা আসিব এথায় ॥ ৩৫২
যদি তিঁহ সুস্থ হন ওষধি পাইয়া।
তবে আমি এথানে না আসিব ফিরিয়া ॥ ৩৫৩
যদি আমি ফিরিয়া না করি আগমন।
তবে আর আপনি না করিবে চিন্তন ॥ ৩৫৪
এত কহি শ্রীভরতে পবন-নন্দন।
প্রদক্ষিণ করিছেন ভক্তিযুক্তমন ॥ ৩৫৫
কান্দি কান্দি শ্রীভরত গদগদ স্বরে।
কহিছেন তবে সেই পবন-কোঙরে ॥ ৩৫৬
বাপ ধন যদি তুমি নিশ্চয় যাইবে।
তবে প্রভুপদে মোর প্রণাম কহিবে ॥ ৩৫৭
আর তাঁর চরণে করিবে নিবেদন।
এ ভৃত্য বলিয়া যেন রাখেন স্মরণ ॥ ৩৫৮
লক্ষ্মণে কহিবে মোর আশীষবচন।
মিতা দুই জনে কর্য্য প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ৩৫৯
সবে মিলি শীঘ্র সীতা উদ্ধার করিয়া।
আসিবে অযোধ্যাপুরী প্রভুরে লইয়া ॥ ৩৬০
যদ্যপি বিলম্ব কর তোরা সবে ইতে।
তবে আর এ ভরতে না পাবে দেখিতে ॥ ৩৬১
প্রভুর পাদুকা এই মস্তকেতে ধরি।
মরিব অনল জ্বালি পরবেশ করি ॥ ৩৬২
এত কহি আর নাহি বচন স্ফুরিল।
বাষ্পজলে তার কণ্ঠ-নিরোধ হইল ॥ ৩৬৩
তবে শ্রীমারুতি তাঁর পদে প্রণমিয়া।
প্রণমিলা শ্রীশত্রুঘ্নে ভকতি করিয়া ॥ ৩৬৪
শ্রীরামের সে পাদুকা-যুগলে বন্দিয়া।
চলিলেন পুনর্ব্বার আকাশে উঠিয়া ॥ ৩৬৫
তার পর শ্রীভরত সুস্থির হইয়া।
আনাইলা মন্ত্রিসকলেরে ডাকাইয়া ॥ ৩৬৬
সকল বৃত্তান্ত কহি তাহা সবাকারে।
নিশ্চয় করিলা রণ-যাত্রা করিবারে ॥ ৩৬৭

সকল রাজার কাছে পত্রসহকারে।
দূত পাঠাইলা সৈন্যসহ আসিবারে ॥ ৩৬৮
তাহা শুনি আসিয়া বশিষ্ঠ তপোধন।
কহিছেন তাঁর প্রতি উচিত বচন ॥ ৩৬৯
করিতেছ তুমি লঙ্কা যাত্রে যে উদ্যম।
এ কেবল হয় গাঢ় স্নেহের বিক্রম ॥ ৩৭০
কিন্তু নাহি যাত্রা কর সেথা কদাচিত।
শত্রু বধি রাম গৃহে আসিবা ত্বরিত ॥ ৩৭১
চর পাঠাইলে যে আনিতে রাজগণ।
তাহা ভাল বটে আছে তাহে প্রয়োজন ॥৩৭২
এত কহি আপনার স্থানে তিঁহ গেলা।
তাঁর বাক্য শুনিয়া ভরত স্থির ভেলা ॥ ৩৭৩
কৌশল্যাদি মাতৃগণে এ বার্ত্তা কহিতে।
বারণ করিলা সবে শঙ্কা করি চিতে ॥ ৩৭৪
এথানেতে হনুমান্ গিয়া মহা রড়ে।
নামিলেন সেই গন্ধমাদন-নিয়ড়ে ॥ ৩৭৫
সেথানে নামিয়া করিছেন নিরীক্ষণ।
কালনেমি-মায়া-কৃত দিব্য তপোবন ॥ ৩৭৬
সেহ মারুতিরে দেখি উঠিয়া আসিয়া।
কহিতেছে তাঁর প্রতি আদর করিয়া ॥ ৩৭৭
আস্থ আস্থ কপিবর মোর কুটীরেতে।
আসিয়াছ আপুনিত পথে কুশলেতে ॥ ৩৭৮
কি ভাগ্য আমার আজি কি ভাগ্য আমার।
আইলা পবনপুত্র আশ্রমেতে যার ॥ ৩৭৯
যদ্যপি আইলে এথা মোর ভাগ্যোদয়ে।
তবে একবার আস্থ আমার আলয়ে ॥ ৩৮০
পাদ্য অর্ঘ আসন করহ অঙ্গীকার।
কিঞ্চিৎ গ্রহণ কর পূজন আমার ॥ ৩৮১
তুমি পবনের পুত্র মান্য অগ্রগণ্য।
আমার আতিথ্য লয়্যা কর মোরে ধন্য ॥ ৩৮২
কালনেমি-বচন শুনিয়া হনুমান্।
কহিছেন তার প্রতি করিয়া সম্মান ॥ ৩৮৩
[illegible]যিবর যেই আজ্ঞা করিছ আপনে।
[illegible] আমি শক্ত নহি ইহার পালনে ॥ ৩৮৪
[illegible]সিয়াছি আমি রাম-কার্য্য সাধিবারে।
[illegible]হা সিদ্ধ না করি রহিব কি প্রকারে ॥ ৩৮৫
[illegible]র ভার্য্যা হরি আনিয়াছে দশানন।
[illegible] লাগি তাঁর সঙ্গে হইতেছে রণ ॥ ৩৮৬
তাহে রাম-অনুজ লক্ষ্মণে দশানন।
করিয়াছে শক্তি-প্রহারেতে অচেতন ॥ ৩৮৭
তাঁরে সুস্থ করিবারে সুষেণ-কথায়।
এস্যাছি ওষধি নিতে আমিহ এথায় ॥ ৩৮৮
এই রাত্রিতেই সেথা যাইতে হইবে।
অন্যথা শ্রীলক্ষ্মণের বাথা না ঘুচিবে ॥ ৩৮৯
অতএব বিলম্ব করিতে না পারিব।
এই ক্ষণমাত্রে রাম-নিকটে যাইব ॥ ৩৯০
এত শুনি কালনেমি কপট করিয়া।
কহিতেছে পবননন্দনে সম্বোধিয়া ॥ ৩৯১
একি কথা শুনাইলে পবন-নন্দন।
তুমি করিয়াছ রাম-চরণ দর্শন ॥ ৩৯২
কৃতার্থ হইলুঁ আমি দর্শনে তোমার।
সফল হইল দেহ জীবন আমার ॥ ৩৯৩
শ্রীরাম-চরণ-পদ্ম দেখে যেই জন।
তারে দেখি পূত হয় এ তিন ভুবন ॥ ৩৯৪
যদি পাইলাম আজি দেখিতে তোমারে।
তবে না ছাড়িয়া দিব কোনহ প্রকারে ॥ ৩৯৫
যথাবিধি মতে তোহে পূজন করিব।
তব মুখে রাম-লীলা-বর্ণন শুনিব ॥ ৩৯৬
আজিকার রাত্রি এথা বিশ্রাম করিয়া।
প্রভাতে যাইবে লঙ্কা ওষধি লইয়া ॥ ৩৯৭
লক্ষ্মণ লাগিয়া নাহি করিবে চিন্তন।
তিঁহ হন্ শ্রীঅনন্ত জগত-কারণ ॥ ৩৯৮
অক্ষয় অব্যয় তিঁহ নাশ নাহি তাঁর।
ওষধিতে কিবা কার্য্য আছয়ে তাঁহার ॥ ৩৯৯
করিবারে তিঁহ অস্ত্র-মর্য্যাদা-রক্ষণ।
আছেন কিঞ্চিৎকাল হয়্যা অচেতন ॥ ৪০০
কিছুকাল পরে পুন চেতন পাইয়া।
বধিবেন দশাননে সমর করিয়া ॥ ৪০১
তাঁর লাগি তুমি নাহি করহ চিন্তন।
করহ আমার কিছু আতিথ্য গ্রহণ ॥ ৪০২
আর এক হিত কহি আমিহ তোমায়।
শ্রীরাম-সেবনে সুখ পাবে তুমি যায় ॥ ৪০৩
আগে দেখিতেছ এই যেই সরোবর।
তপস্যা-অর্জ্জিত মোর মহাগুণধর ॥ ৪০৪
যেই জন জলপান করয়ে ইহার।
একবর্ষ ক্ষুধা-তৃষ্ণা না হয় তাহার ॥ ৪০৫

শ্চিন্ত সেবিবে একবর্ষ রঘুবরে ॥ ৪০৬
ত শুনি শ্রীমারুতি সুখিত-অন্তরে।
ল ভাল বলি গেলা সেই সরোবরে ॥ ৪০৭
ই মাত্র তিঁহ সেই জলেতে নামিলা।
হ সে মকরী তাঁর চরণে ধরিলা ॥ ৪০৮
বে অতিশয় বেগে পবন-নন্দন।
রাবর-তীরে তারে কৈল উত্তোলন ॥ ৪০৯
থাপি না ছাড়ে তাঁরে সেইত মকরী।
বে তাবে বিদারিলা তিঁহ নখে করি ॥ ৪১০
র দেহ হত্যে তবে পরম সুন্দরী।
ঠল রমণী এক আকাশ-উপরি ॥ ৪১১
র দেখি অতিশয় পাইয়া বিস্ময়।
হলেন একদিঠে পবন-তনয় ॥ ৪১২
ব সেই রমণী কহিছে তাঁর প্রতি।
য় না কর বায়ুপুত্র মহামতি ॥ ৪১৩
মি হই গন্ধকালী নামেতে অপ্সরা।
তে ছিলাম অতি গর্ব্বিত প্রখরা ॥ ৪১৪
দিন বিমানে করিয়া আরোহণ।
তছিলাম আমি কুবের-ভবন ॥ ৪১৫
থে দক্ষ নামে এক মুনিবর।
করিতেছিলা অতি ঘোরতর ॥ ৪১৬
অঙ্গে ঠেকি গেল আমার বিমান।
ক্রুদ্ধ হয়্যা তিঁহ কৈলা শাপ দান ॥ ৪১৭
মরে গন্ধকালি দুঃশীল কুমতি।
ও না দেখ তুমি গরবেতে মাতি ॥ ৪১৮
ব যাও গন্ধমাদন-নিয়ড়ে।
হইয়া থাক গিয়া সরোবরে ॥ ৪১৯
প শুনি আমি হইয়া কাতর।
স্তুতি ভক্তি প্রণতি বিস্তর ॥ ৪২০
শাযুক্ত হয়্যা সেই মহাজ্ঞানী।
মোর প্রতি পুন এই বাণী ॥ ৪২১
পুত্র লক্ষণের কারণেতে।
ঔষধি নিতে গন্ধমাদনেতে ॥ ৪২২
মারুতিরে নষ্ট করাবারে।
ঠাবে কালনেমি দুরাচারে ॥ ৪২৩
শ ধরি কপট করিয়া।
সরোবরে দিবে পাঠাইয়া ॥ ৪২৪
তুমি সেই মারুতির চরণে ধরিবে।
তিঁহ তোহে বিনাশিলে বিমুক্ত হইবে ॥ ৪২৫
অতএব আমিহ তোমার করুণায়।
বায়ুপুত্র পাইলাম আজ পূর্ব্বকায় ॥ ৪২৬
এক্ষণ তুমিহ মোরে দাও অনুমতি।
স্বস্থান করিয়ে আমি আপন বসতি ॥ ৪২৭
এত কহি মারুতির অনুমতি লয়্যা।
গন্ধকালী নিজ ঘরে গেলা সুখী হয়্যা ॥ ৪২৮
হনুমান্ তার কথা করিয়া শ্রবণ।
করিছেন মনে মনে এইত চিন্তন ॥ ৪২৯
ই বটে এই বটে না হইলে হেন।
মোরে এত সমাদর এ করিবে কেন ॥ ৪৩০
যদি এহ সত্য তপস্বী হইত।
তবে মোরে ভয়স্থানে নাহি পাঠাইত ॥ ৪৩১
মোরো উদ্বেগ কথা করিয়া শ্রবণ।
করিত কভু মোরে রাখিতে যতন ॥ ৪৩২
অতএব সেহ নিশাচর সুনিশ্চিত।
দিব তাহারে ফল যে হয় উচিত ॥ ৪৩৩
এ ভাবি চলিলেন পবন-নন্দন।
এ নেতে কালনেমি করয়ে চিন্তন ॥ ৪৩৪
এ চমৎকার মোর ভাগ্যের উদয়।
অ য়াসে বিনাশিলুঁ পবনতনয় ॥ ৪৩৫
এ ণ লঙ্কায় গিয়া দশাননস্থান।
বর্ণ করিয়া লব রাজ্য-অর্দ্ধখান ॥ ৪৩৬
কি এক আছে তাহে বিবাদ-বিষয়।
পু ক বিমান তার কি হবে নির্ণয় ॥ ৪৩৭
তা এক দিন মোর এক দিন তাঁর।
যুক্তি অনুসারে যোগ্য হয় অধিকার ॥ ৪৩৮
আর যেই যেই বস্তু আছে এ প্রকার।
তাহ তও এই মতে হবে ব্যবহার ॥ ৪৩৯
এইরূপ কালনেমি করয়ে ভাবন।
হেন লে আল্যা তথা পবন-নন্দন ॥ ৪৪০
তাঁরে দেখি কালনেমি শঙ্কিত অন্তর।
আসু ফল খাও বলি করে সমাদর ॥ ৪৪১
মারুতি কহেন জানিয়াছি নিশাচর।
নাহি র তুমি আর কপট বিস্তর ॥ ৪৪২
ডাক ক নিজ স্বামী রাবণে এক্ষণ।
কর সি মোর হাতে তোমারে রক্ষণ ॥ ৪৪৩

এত বাক্য শুনি কালনেমি নিশাচর।
ধরিল আপন মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৪৪৪
চারি হস্ত চারি মুখ অষ্ট-নেত্রধর।
বিকট-দশন অতিশয় ঘোরতর ॥ ৪৪৫
সেই মূর্ত্তি ধরি সেহ কহে ঘোর স্বরে।
আস্থ আস্থ কপি তুমি মোর বরাবরে ॥ ৪৪৬
তোমারে বিনাশ করিবারে মোর প্রতি।
আজ্ঞা দিয়াছেন মহারাজ লঙ্কাপতি ॥ ৪৪৭
অতএব আমি তোরে করিয়া বিনষ্ট।
মহারাজ রাবণের ঘুচাইব কষ্ট ॥ ৪৪৮
তার বাক্য শুনি তবে পবন-সন্তান।
সমর লাগিয়া তারে করিলা আহ্বান ॥ ৪৪৯
তবে বৃক্ষ উপাড়ি ধরিয়া দুইজন।
আরম্ভ করিলা অতি ঘোরতর রণ ॥ ৪৫০
কারেও মারয়ে কেহ বৃক্ষ ঘুরাইয়া।
সেহ নিবারয়ে অন্য বৃক্ষেতে করিয়া ॥ ৪৫১
কেহ কাহারেও মারে বৃক্ষ ধরি করে।
সেহ বৃক্ষ চূর্ণ হয় ঠেকি কলেবরে ॥ ৪৫২
তাহাদের হেন পরস্পর প্রহরণে।
এক মাত্র বৃক্ষ না রহিল সেই বনে ॥ ৪৫৩
পরেতে পাষাণ ধরি তারা দুই জন।
দোঁহাকার উপরি করয়ে নিক্ষেপণ ॥ ৪৫৪
সে সকল শিলা ঠেকি অঙ্গে দোঁহাকার।
ভূমিতলে পড়য়ে হইয়া চুরমার ॥ ৪৫৫
তাহে শিলা-শূন্য হল্য সেইত কানন।
তবে তারা বাহুযুদ্ধ কৈল আরম্ভণ ॥ ৪৫৬
বাহুতে মারয়ে তাল তারা ঘনেঘন।
যেই শব্দে প্রাণী সব হল্য অচেতন ॥ ৪৫৭
তবে তারা পরস্পর ভুজে ভুজে ধরি।
ঠেলাঠেলি করিতেছে মহাকোপে ভরি ॥ ৪৫৮
তাহাদের উভয়ের চরণের ভরে।
কানন-প্রদেশ সব থর থর করে ॥ ৪৫৯
কভু কেহ কাহারেও ভূতলে ফেলয়।
কেহ কাহারেও ব্যোম উপরি তোলয় ॥ ৪৬০
কেহ কাহারেও কভু ফেলে ঠেলি ঠেলি।
পুন উঠি যুদ্ধ করে দুই জনে মেলি ॥ ৪৬১
মাঝে মাঝে চড় কীল চাপড় মারয়।
কভু দন্তে দংশে কভু নখে বিদরয় ॥ ৪৬২

পরে হনুমান মহাকুপিত হইয়া।
বাম ভুজে করি তারে ধরিলা চাপিয়া ॥ ৪৬৩
তাহে সেই ক্রূর কালনেমির পঞ্জর।
করিতে লাগিল ঘোর শব্দ মড় মড় ॥ ৪৬৪
সেহ সেই বেদনা সহিতে নাহি পারি।
মরি মরি শব্দ করে চারি মুখ ফারী ॥ ৪৬৫
যেই শব্দ শুনি সেহ মহীধরস্থিত।
ত্রিকোটি গন্ধর্ব্ব হল্য অধিক ত্রাসিত ॥ ৪৬৬
তবে কালনেমি মুখে রক্ত বান্তি করি।
কালপ্রাপ্ত হয়্যা গেল কালের নগরী ॥ ৪৬৭
তাহা দেখি যাবদীয় সুর মুনিগণ।
মারুতি-উপরি কৈল কুসুমবর্ষণ ॥ ৪৬৮
তবে বায়ুপুত্র বধি-দুষ্ট নিশাচরে।
আরোহণ কৈলা গন্ধমাদন-ভূধরে ॥ ৪৬৯
তাঁরে দেখি দুর্ম্মতি গন্ধর্ব্ব কোটিত্রয়।
জিজ্ঞাসা করয়ে কিছু তেজিয়া বিনয় ॥ ৪৭০
কে বট বানর তুমি কোথা তোর বাস।
দেবস্থানে আসিয়াছ করি কিবা আশ ॥ ৪৭১
মারুতি কহেন জান কিষ্কিন্ধ্যা নগর।
যেখানে থাকেন রাজা সুগ্রীব বানর ॥ ৪৭২
সেই স্থানে বাস মোর নাম হনুমান।
আমি হই দেববর-সমীর-সন্তান ॥ ৪৭৩
রামের সেবক আমি তাঁহার আজ্ঞায়।
আসিয়াছি রামকার্য্য সাধিতে এথায় ॥ ৪৭৪
তাঁর ভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মণ রাবণের রণে।
অচেতন হয়্যাছেন শক্তি-প্রহরণে ॥ ৪৭৫
তাঁর লাগি বিশল্যকরণী-লতা নিতে।
আসিয়াছি আমি গন্ধমাদন-গিরিতে ॥ ৪৭৬
কিন্তু আমি সেইত ওষধি না চিনিয়ে।
ভাল হয় তোরা যদি দেও দেখাইয়ে ॥ ৪৭৭
করিতেও হয় রামকার্য্য তো-সবারে।
যেহেতুক আছ তোরা তাঁর অধিকারে ॥ ৪৭৮
এত বাণী শুনি সেহ গন্ধর্ব্বসংহতি।
করিতেছে আরভটী করি ক্রুদ্ধমতি ॥ ৪৭৯
বানরের কথা শুনি লাগে ক্রোধ হাস।
কে রাম কাহার রাজ্যে মোরা করি বাস।
হাহা হুহু দুই জন গন্ধর্ব্বভূপাল।
তাহাদের প্রজা হই মোরা সর্ব্বকাল ॥ ৪৮১

তাহা বিনে অন্য কভু না জানি ঈশ্বর।
আজি কি নূতন কথা কহে এ বানর ॥ ৪৮২
কিন্তু ইহা শুনি কোপ না পারি সহিতে।
বধ বধ দুষ্টমতি কপিরে ত্বরিতে ॥ ৪৮৩
এত কহি তিনকোটি গন্ধর্ব্ব সকল।
ঘেরিলেক বায়ুসুতে করি কোলাহল ॥ ৪৮৪
এককালে তারা সবে করয়ে প্রহার।
কেহ কীল কেহ চড় চাপড় দুর্ব্বার ॥ ৪৮৫
কেহ গদা কেহ খড়্গ কেহ ছোরা ছুরী।
কেহ বা প্রহার করে তরু শিলা ধরি ॥ ৪৮৬
সে সব প্রহারে নাহি করিয়া গণন।
অতিশয় ক্রুদ্ধ হল্যা পবন-নন্দন ॥ ৪৮৭
তবে অতি সুগভীর সিংহনাদ করি।
প্রহার করেন সেই গন্ধর্ব্ব-উপরি ॥ ৪৮৮
কারেও মুষ্টিতে করি কারেও চাপড়ে।
বিদারণ করিছেন কারেও কামড়ে ॥ ৪৮৯
নখরে খণ্ডিয়া বধিছেন কত জনে।
চূর্ণিত করিলা কত চরণ চাপনে ॥ ৪৯০
লাঙ্গুলপ্রহারে কত জনে বিনাশিলা।
অঙ্গ-পরশনে কত গন্ধর্ব্বে বধিলা ॥ ৪৯১
এইরূপে ত্রিকোটী গন্ধর্ব্বে প্রেত দেশে।
পাঠাইলা বায়ুপুত্র একটি নিমিষে ॥ ৪৯২
যেন পিপীলিকাসমূহেরে কোনো জন।
এক মাত্র নিমিষে করয়ে বিনাশন ॥ ৪৯৩
তবে বায়ুপুত্র বধি গন্ধর্ব্বনিকরে।
ওষধির অন্বেষণ করয়ে ভূধরে ॥ ৪৯৪
কিন্তু ভরতের শোক দেখি মুগ্ধমন।
হয্যাছেন ওষধির চিহ্ন বিস্মরণ ॥ ৪৯৫
অতএব ওষধি না পারিয়া চিনিতে।
এই পরামর্শ করিছেন নিজ চিতে ॥ ৪৯৬
কি করিব কি করিব আমিহ এক্ষণ।
ওষধির চিহ্ন কিছু না হয় স্মরণ ॥ ৪৯৭
চিন্তা করিতেও নাহি পাই অবসর।
দেখিতেছি রজনী না আছয়ে বিস্তর ॥ ৪৯৮
অতএব বিলম্ব করিতে যোগ্য নয়।
ইথে এক পরামর্শ করিয়ে নির্ণয় ॥ ৪৯৯
কয্যাছেন আমারে সুষেণ কপিমণি।
এইত পর্ব্বতে আছে বিশল্যকরণী ॥ ৫০০
অতএব লয়্যা যাই এ গন্ধমাদনে।
ওষধি লইবা তিঁহ চিনিয়া আপনে ॥ ৫০১
এত পরামর্শ করি নামিয়া ভূমিতে।
দুই হস্তে ধরিলা পর্ব্বতে উপাড়িতে ॥ ৫০২
যবে তিঁহ উৎপাটন করেন ভূধরে।
তবে সেই ঘোর চড় চড় রব করে ॥ ৫০৩
আর সেই গিরি তাহে লাগিল দোলিতে।
ক্ষুদ্র তরু দোলে যেন টানিলে করীতে ॥ ৫০৪
সেইত পর্ব্বতে যত পশুগণ ছিল।
সেই আন্দোলনে তারা ভূতলে পড়িল ॥ ৫০৫
কত তরু আর শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়য়।
কিন্নর-কিন্নরীগণ ত্রাসযুক্ত হয় ॥ ৫০৬
আর দূরে পড়ে তার নির্ঝরের জল।
বুঝি কান্দে সেই গিরি হইয়া বিহ্বল ॥ ৫০৭
তবে বায়ুপুত্র উপাড়িয়া সে শিখরী।
উঠাইলা অবহেলে মস্তক-উপরি ॥ ৫০৮
কিবা হয় তার ভুজ-বীর্য্য চমৎকার।
ত্রিভুবনে উপমান-পাত্র নাহি যার ॥ ৫০৯
সেই গিরি হয় পঞ্চযোজন বিস্তার।
দীর্ঘেতে প্রমাণ অষ্টযোজন যাহার ॥ ৫১০
উচ্চ হয় যেই দশযোজন প্রমাণ।
তাহারে তুলিলা লীলাক্রমে হনূমান ॥ ৫১১
তবে জয় রাম জয় রাম শব্দ করি।
মহাবেগে চলিলেন আকাশ-উপরি ॥ ৫১২
তাহা দেখি যাবদীয় সুর মুনিগণ।
করিছেন সকলে তাঁহারে প্রশংসন ॥ ৫১৩
সাধু সাধু বায়ুপুত্র সাধু হনুমান্।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান ॥ ৫১৪
এত পথ লঙ্ঘি আল্যে অতি অল্প বেলে।
সর্ব্বগ্রাসী মকরী মারিলে অবহেলে ॥ ৫১৫
মহাবলধর কালনেমিরে সংহারি।
তিনকোটি গন্ধর্ব্বে নাশিলে হেলা করি ॥ ৫১৬
উপাড়িলে এত বড় গিরি অনায়াসে।
পুন তারে শিরে ধরি যাইছ আকাশে ॥ ৫১৭
তোমা বিনে ভুবনে না দেখি হেন জন।
যে করিতে পারে এই সকল সাধন ॥ ৫১৮
বাঁচাবে লক্ষ্মণে তাহে এ তিন ভুবনে।
গাইবে এ যশ তব যাবদীয় জনে ॥ ৫১৯

এইরূপ তারা সবে কহিতে কহিতে।
মারুতি আইলা লঙ্কানিকটে ত্বরিতে ॥ ৫২০
এখানেতে রামচন্দ্র অতি উৎকণ্ঠিত।
কহিছেন কপিরাজ প্রতি সশঙ্কিত ॥ ৫২১
মিতা দেখ প্রায় রাত্রি হল্য অবসান।
এখনো ফিরিয়া না আইল হনূমান্ ॥ ৫২২
আপন দুর্দ্দৈব কিছু না হয় বিদিত।
পথে বুঝি কোনো বিঘ্ন হল্য উপস্থিত ॥ ৫২৩
কিম্বা হেথা হৈতে বহু দূর সেই গিরি।
এ লাগি এখনো সেহ না আইল ফিরি ॥ ৫২৪
অথবা না পারিয়াছে ওষধি চিনিতে।
তেঁই না আইল লজ্জা-ত্রাসযুক্ত চিতে ॥ ৫২৫
কি হইবে কি হইবে কহ মিত্রবর।
মারুতিবিলম্বে মোর বিদরে অন্তর ॥ ৫২৬
মন হইতেছে হেন যদি পাখা পাই।
ওষধি আনিতে তবে নিজে উড়ি যাই ॥ ৫২৭
রামের বচন শুনি কন কপিপতি।
প্রভু নাহি হও এত উৎকণ্ঠিতমতি ॥ ৫২৮
হেন ভৃত্য নহে তব পবন-কুমার।
সাধিতে না পারে যেহ এই কার্য্য-ভার ॥ ৫২৯
হেন বা কি কার্য্য আছে সংসারমাঝারে।
পবন-নন্দন যাহা সাধিতে না পারে ॥ ৫৩০
অতএব কিছু চিন্তা না কর অন্তরে।
জানহ আগতপ্রায় পবন-কোঙরে ॥ ৫৩১
এইরূপ কহিছেন রামে কপিমণি।
হেন কালে করিলা মারুতি রামধ্বনি ॥ ৫৩২
তাহা শুনি সুগ্রীব কহেন পুনর্ব্বার।
প্রভু নাহি ভাব আল্য পবন-কুমার ॥ ৫৩৩
অই শুন কিছু দূরে আকাশ-উপরি।
তব নাম করে বায়ুপুত্র উচ্চ করি ॥ ৫৩৪
ইহাতেও আমি মনে করি অনুমান।
কৃতকার্য্য হয়্যা আসিয়াছে হনূমান্ ॥ ৫৩৫
এইরূপ কহিতে কহিতে রবি-সুত।
নিকটেই উপস্থিত হৈলা বায়ুপুত ॥ ৫৩৬
ভূতলে নামিয়া রাখি সেই গিরিবরে।
রাম আগে গিয়া কহিছেন যোড়করে ॥ ৫৩৭
প্রভু মোর বিশল্যকরণী-আনয়নে।
বিলম্ব হইল বহু বিঘ্নের কারণে ॥ ৫৩৮
সে সকল কথা পরে করি বিবরণ।
করিব প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন ॥ ৫৩৯
এক্ষণ করিয়া সেই দোষ ক্ষমাপণ।
শ্রবণ করুন কিছু আমার বচন ॥ ৫৪০
সেই সব বিঘ্নে মোর ব্যস্ত হল্য মন।
বিস্মৃত হইলুঁ তাহে সুষেণ-বচন ॥ ৫৪১
অতএব ওষধি চিনিতে না পারিয়া।
আনিয়াছি সেই গিরি সব উপাড়িয়া ॥ ৫৪২
এক্ষণ করুন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দনে।
ওষধি দেখিয়া আনি দেউন লক্ষ্মণে ॥ ৫৪৩
এতেক বচন শুনি মারুতির মুখে।
সাধুবাদ কৈলা প্রভু তারে মহাসুখে ॥ ৫৪৪
বিভীষণ সুগ্রীব প্রভৃতি যত জন।
প্রশংসন করিলা তাহারে সুখিমন ॥ ৫৪৫
তবে সেই সুষেণ উঠিয়া গিরিবরে।
ওষধি তুলিয়া আনিলেন নিজকরে ॥ ৫৪৬
অপূর্ব্ব শিলাতে তারে করিয়া বণ্টন।
লক্ষ্মণের নাসিকাতে করিলা অর্পণ ॥ ৫৪৭
কিবা সেই ওষধির গুণ চমৎকার।
ত্রিভুবন-মাঝে উপমান নাহি যার ॥ ৫৪৮
যেই মাত্র নাসাতে সে কৈলা প্রবেশন।
উঠিলা লক্ষ্মণ তেই পাইয়া চেতন ॥ ৫৪৯
গ্লানি ব্রণ-বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব।
ক্ষণকাল মাত্রে তাহা দূর হল্য সব ॥ ৫৫০
যুদ্ধ হইতেছে এই ভ্রমে ধনু ধরি।
রণ-অভিমুখে যান্ মার মার করি ॥ ৫৫১
তাহা দেখি রামচন্দ্র ধাইয়া যাইয়া।
ধরিলেন নিজ দুই ভুজ পসারিয়া ॥ ৫৫২
নয়নেতে প্রেমানন্দে অশ্রুজল ঝরে।
কহিছেন এই কথা গদগদ স্বরে ॥ ৫৫৩
কোথা যাও কোথা যাও প্রাণাধিক ভাই।
পলায়্যাছে দশানন রণস্থলে নাই ॥ ৫৫৪
আস্থ আস্থ বস্থ বস্থ তেজি ধনুর্ব্বাণ।
চান্দমুখ দেখাইয়া রাখ মোর প্রাণ ॥ ৫৫৫
একি কিছু বিবেচনা না দেখি তোমার।
শূন্য করিছিলে ভাই এখনি সংসার ॥ ৫৫৬
বুঝিলাম অতি বড় ভাগ্যবল মোর।
যাহা হৈতে পুন দেখা পাইলাম তোর ॥ ৫৫৭

আস্থ আস্থ মোর কোলে বস্থ একবার।
তোমারে পরশি প্রাণ জুড়াকু আমার॥ ৫৫৮
এত কহি মৃগচর্ম্মে বসিয়া আপনি।
লক্ষ্মণে বসাল্যা নিজ কোলে রঘুমণি॥ ৫৫৯
মুহুর্ম্মুহু লইছেন মস্তকে আঘ্রাণ।
বার বার দেখিছেন তাহার বয়ান॥ ৫৬০
লক্ষ্মণের স্বাস্থ্য দেখি কপি-ভল্লগণ।
আনন্দিত হয়্যা সবে করয়ে নর্ত্তন॥ ৫৬১
জয় রাম জয় রাম জয় রাম বলি।
কোলাহল করে সবে মহাকুতুহলী॥ ৫৬২
কেহ কেহ কক্ষ-তল বাজায় সঘন।
কেহ কেহ পুচ্ছ তুলি দিতেছে লম্ফন॥ ৫৬৩
কেহ কেহ বৃক্ষে চটি ছাড়য়ে হুঙ্কার।
মহানন্দে এই কথা কহে বার বার॥ ৫৬৪
জয় জয় রামচন্দ্র জয় শ্রীলক্ষ্মণ।
জয় জয় শ্রীরামের মিতা তুই জন॥ ৫৬৫
জয় জয় শ্রীসুষেণ পবন-নন্দন।
যাহাদের গুণেতে বাঁচিলা শ্রীলক্ষ্মণ॥ ৫৬৬
এখন আসুক রণে দুষ্ট দশানন।
ফিরিয়া না যাবে আর আপন ভবন॥ ৫৬৭
ত বলি সিংহনাদ করে কপিগণ।
হা শুনি প্রভু হল্যা মহা সুখমন॥ ৫৬৮
লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ৫৬৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে
ময়শক্তিব্যর্থীভাবো নাম একবিংশঃ
[illegible]ঃ॥ ২১॥

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাবণের পুনরায় যুদ্ধোদ্‌যোগ।

ং গন্ধমাদনগিরিং মরুদাত্মজেন,
ানং তদায়মভিযাপয়তি স্ম যোঽসৌ।
জ্ঞং প্রভজ্য কপিভির্নগরাদ্দশাস্যং,
র্য্যাপয়তাপি পুরা জয়তাৎ স রামঃ॥ ১
পরম আনন্দ-মহোৎসবে।
ঐ রাত্রি গোঁয়াইলা তাঁরা সবে॥ ২
পরে ছলছল আঁখি গদগদ স্বরে।
কহিছেন রঘুবর সুষেণ বানরে॥ ৩
কপিবর আজি তব প্রসাদ-হিল্লোলে।
পাইলাম আজি প্রাণাধিক ভাই কোলে॥ ৪
করিলে যে হিত আজি তুমিহ আমার।
শোধিবারে না পারিব আমি এই ধার॥ ৫
কিন্তু তব এই গুণে এ জন্ম যাবৎ।
রহিলাম তব পাশে বিক্রীত তাবৎ॥ ৬
সুষেণ কহেন প্রভু কহ একি বাণী।
ভৃত্য জনে হেন কথা অনুচিত মানি॥ ৭
যার কৃপা-কটাক্ষ-লেশের মূল্য নাই।
সেহ কি বিকায় কভু ভৃত্যজন ঠাঁই॥ ৮
যদ্যপি প্রভুর কিছু হয়্যা থাকে তুষ্টি।
তবে করিবেন মোর প্রতি কৃপাদৃষ্টি॥ ৯
তবেই হইবে সিদ্ধ মোর সব কাম।
তব ভৃত্য বলি নাম হবে অভিরাম॥ ১০
তবে প্রভু মারুতিরে নিকটে ডাকিয়া।
কহিছেন প্রেমরসে গদগদ হইয়া॥ ১১
বাপধন বাপের ঠাকুর হনুমান্।
বাঁচাইলে তুমি আজি লক্ষ্মণের প্রাণ॥ ১২
কি দিয়া শোধিব আমি তোর এই ধার।
নিশ্চয় করিতে নারি ভাবিয়া তাহার॥ ১৩
বিধি মোরে কর্য্যাছেন অত্যন্ত নির্দ্ধন।
কি দিব তোমারে বাপ না হয় দর্শন॥ ১৪
সবে মাত্র আছে এই শরীর আমার।
ইহাই লইয়া শোধ কর এই ধার॥ ১৫
প্রভুর বচন শুনি পবন-তনয়।
কহিছেন মৃদু হাস্য করি সপ্রণয়॥ ১৬
প্রভু হয়্যা বিবেচক-মুকুট-রতন।
কহিছেন কেহ হেন অন্যায্য বচন॥ ১৭
এখান সুষেণে তুমি দিলে আপনারে।
পুন তাহা দিতে চাহ মোরে কি প্রকারে॥ ১৮
দত্ত বস্তু পুন দান করে কোন জন!
জানিলে সে বস্তু কেবা করয়ে গ্রহণ॥ ১৯
অতএব মোরে আত্মদান যোগ্য নয়।
আমারো উচিত তার গ্রহণ না হয়॥ ২০
যদি মোরে কিছু বস্তু দিতে ইচ্ছা হয়।
তাহাই দিবেন যাহা অদত্ত আছয়॥ ২১

শ্রীরাম কহেন বাছা কিবা আছে মোর ।
যাহা দিয়া পরিশোধ করি ধার তোর ॥ ২২
সবে মাত্র ধন আছে দেহ আপনার ।
তাহাত না করিতেছ তুমি অঙ্গীকার ॥ ২৩
মারুতি কহেন প্রভু বুঝিলাম আমি ।
তুমি হও কৃপণসমূহ মহাস্বামী ॥ ২৪
কৃপণের এই রীতি দেখিয়া অধীরে ।
কিছু নাহি বলে আর নিন্দয়ে বিধিরে ॥ ২৫
হেন বস্তু রহিয়াছে প্রভু তব পাশে ।
মুনিগণ তব করে যার প্রাপ্তি আশে ॥ ২৬
যার লাগি ধ্যানযোগ করে বিধি হর ।
যার লাগি লক্ষ্মী তোঁহে সেবে নিরন্তর ॥ ২৭
ভক্তজনে দিলেও যাহার নাহি ক্ষয় ।
যেহেতুক সদা সেহ নব নব হয় ॥ ২৮
সে হেন চরণধূলি থাকিতে তোমার ।
প্রভু কেন শোধ নাহি কর মোর ধার ॥ ২৯
এই মোর শিরে তাহা কর সমর্পণ ।
যাহে তোঁহে দাতা বলি কহিবে ভুবন ॥ ৩০
এতেক বচন শু'ন মারুতি-বদনে ।
সাধুবাদ করিতেছে তাঁরে সব জনে ॥ ৩১
রঘুবর শুনি তার মধুর বচন ।
কহিছেন তার প্রতি সজল-নয়ন ॥ ৩২
বাপধন তোমার এ বিশুদ্ধ প্রেমায় ।
অতিশয় বশীভূত করিল আমায় ॥ ৩৩
বিক্রীত হইলুঁ আমি এই গুণে তোর ।
বায়ুপুত্র-ক্রীত বলি নাম হল্য মোর ॥ ৩৪
এই নামে মোরে যেই আহ্বান করিবে ।
শীঘ্র তার সব কাম সফল হইবে ॥ ৩৫
তোমারেও দিয়ে বাছা আমি এক নাম ।
শ্রীলক্ষ্মণ-প্রাণদাতা বলি অনুপাম ॥ ৩৬
এই নাম বলি তোরে ডাকিবে যে জন ।
তার প্রতি অতি তুষ্ট হবে মোর মন ॥ ৩৭
এই নামে মোর আগে তোরে যে ডাকিবে ।
তাহার অলভ্য কোনো বস্তু না রহিবে ॥ ৩৮
এক্ষণ করহ তুমি মোর এক হিত ।
যাহাতে সুস্থির হয় মোর এই চিত ॥ ৩৯
বাসনা করয়ে মন তোরে কোলে নিতে ।
কিন্তু লক্ষ্মণেরে ছাড়ি না পারি উঠিতে ॥ ৪০
হারাইয়া পাইয়াছি প্রাণাধিক ভাই ।
ক্ষণে শত বার বাসি হারাই হারাই ॥ ৪১
এ লাগিয়া নাহি পারি রাখিয়া উঠিতে ।
তোমারেও কোলে নিতে ইচ্ছা বড় চিতে ॥ ৪২
অতএব বাম কোলে তুমি বস্ত মোর ।
বসাইয়া লক্ষ্মণেরে দক্ষিণেতে তোর ॥ ৪৩
শ্রীরামের মুখে শুনি এতেক বচন ।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা কন পবন-নন্দন ॥ ৪৪
প্রভু নিজে ভুলিয়াছ স্নেহেতে মাতিয়া ॥
কহিছ অযোগ্য কথা ভৃত্যে এ লাগিয়া ॥ ৪৫
যে কোলের যোগ্য হন লক্ষ্মণ কুমার ।
তাহে কি ভৃত্যের কভু হয় অধিকার ॥ ৪৬
আমিহও ইহাতে না করি অভিলাষ ।
জানায়্যাছি আপন অভীষ্ট প্রভু-পাশ ॥ ৪৭
যদি হয়্যা থাক তুমি সন্তুষ্ট আমাতে ।
তবে ওই পদধূলি দাও মোর মাতে ॥ ৪৮
এত কহি দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ।
প্রভু তার শিরে শ্রীচরণ-পদ্ম দিলা ॥ ৪৯
আর তার করে ধরি করি আকর্ষণ ।
বাম ভুজে করি তারে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৫০
তবে বায়ুপুত্র পুন রামে প্রণমিয়া ।
উঠিয়া বসিলা করযুগল যুড়িয়া ॥ ৫১
তবে তাঁহার প্রতি পুন শ্রীরঘুনন্দন ।
করিছেন মধুর বচনে জিজ্ঞাসন ॥ ৫২
বাপধন কহ কহ তুমিহ এক্ষণ ।
কিরূপে আনিলে গিরি এ গন্ধমাদন ॥ ৫৩
কিবা বিঘ্ন হয়্যাছিল সেখানে তোমার ।
তাহাও সকল কহ করিয়া বিস্তার ॥ ৫৪
মারুতি কহেন প্রভু তোমার অগ্রেতে ।
বিদায় হইয়া-আমি চলিলুঁ ব্যোমেতে ॥ ৫৫
নানা দেশ লঙ্ঘি নন্দীগ্রাম কাছে গিয়া ।
শ্রীভরতে দেখিলাম দূরেতে থাকিয়া ॥ ৫৬
এতেক কহিলা সেই পবনকোঙর ।
অতি উৎকণ্ঠিত হয়্যা কন রঘুবর ॥ ৫৭
কি কহিলে কি কহিলে মোর বাপধন ।
তুমি কি কর্য়াছ মোর ভরতে দর্শন ॥ ৫৮
কহ কহ বিস্তার করিয়া বাছা তাই ।
কুশলে তো আছে মোর প্রাণাধিক ভাই ।

বায়ুপুত্র বলেন শুনহ রঘুবর।
কুশলে আছেন তব ভ্রাতা গুণধর ॥ ৬০
তবে আমি তাঁহারে করিলুঁ নিরীক্ষণ।
করিছেন তিঁহ তব পাদুকা বীজন ॥ ৬১
তিঁহ মোরে দেখি তবে হয়্যা ক্রুদ্ধমন।
ধারণ করিলা করে শর শরাসন ॥ ৬২
পরে বুঝিলাম আমি তাহার কারণ।
পাদুকা লঙ্ঘিয়া গতি করিতে বারণ ॥ ৬৩
তবে আমি ধনুর্ব্বাণ দেখি তাঁর হাতে।
প্রভুর সকল বার্ত্তা নিবেদিলুঁ তাঁতে ॥ ৬৪
তাহা শুনিমাত্র তিঁহ হইয়া মূর্চ্ছিত।
ছিন্ন কদলীর ন্যায় হইলা পতিত ॥ ৬৫
তাহা দেখি আমি বেগে ভূমিতে নামিয়া।
করিলুঁ চেতন তাঁরে যতন করিয়া ॥ ৬৬
তবে তিঁহ আজ্ঞা দিলা পুনশ্চ আমারে।
প্রভুর বৃত্তান্ত বিবরিয়া কহিবারে ॥ ৬৭
আমিহ কহিলুঁ তাহা করি বিবরণ।
তাহা শুনি তিঁহ হল্যা অতি মুগ্ধমন ॥ ৬৮
কহিলা যে কিছু তিঁহ খেদেতে বচন।
তাহা শুনি দ্রবে অতি কঠিনের মন ॥ ৬৯
যেরূপ দেখিলুঁ ভক্তি তোমাতে তাঁহার।
ত্রিভুবনে না দেখি স্থান তাঁর উপমার ॥ ৭০
যেমন আপনি প্রভু তেন তব ভাই।
কি করিব আমি তাঁর সাদ্‌গুণ্য বড়াই ॥ ৭১
এতেক পর্য্যন্ত শুনি মারুতি-বচন।
ভ্রাতৃস্নেহে প্রভু হল্যা অতি আর্দ্রমন ॥ ৭২
পুলকিত হল্যা অঙ্গ নেত্রে বহে পানী।
কহিছেন গদগদ-কণ্ঠে এই বাণী ॥ ৭৩
বাপধন কি কহিব ভরত-চরিত।
ত্রিভুবন মাঝে কারো না হয় বিদিত ॥ ৭৪
যদি কু ভূমির রেণু গণিতে পারয়।
ভরতের গুণের গণনা নাহি হয় ॥ ৭৫
কহ কহ কি কহিলা শ্রীভরত পরে।
তুমি বা কিরূপে গেলে সেই মহীধরে ॥ ৭৬
মারুতি কহেন প্রভু পরেতে আমারে।
কহিলেন মুহু নিজে এথা আনিবারে ॥ ৭৭
তাহে আমি আজ্ঞা নাই প্রভুর বলিয়া।
বিরত করিলুঁ তাঁরে যতন করিয়া ॥ ৭৮

পরে মোর বিদায়-সময়ে যে বচন।
কহিলেন তিঁহ তাহা করহ শ্রবণ ॥ ৭৯
বাপধন যদি তুমি নিশ্চয় যাইবে।
তবে প্রভু-পদে মোর প্রণাম কহিবে ॥ ৮০
আর তাঁর চরণে করিবে নিবেদন।
এ ভৃত্য বলিয়া যেন রাখেন স্মরণ ॥ ৮১
লক্ষ্মণে কহিবে মোর আশীষ-বচন।
মিতা দুই জনে করা প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ৮২
সবে মিলি শীঘ্র সীতা উদ্ধার করিয়া।
আসিবে অযোধ্যাপুরী প্রভুরে লইয়া ॥ ৮৩
যদ্যপি বিলম্ব কর তোরা সবে ইতে।
তবে আর এ ভরতে না পাবে দেখিতে ॥ ৮৪
প্রভুর পাদুকা এই মস্তকেতে ধরি।
মরিব অনল জ্বালি পরবেশ করি ॥ ৮৫
এত কহি আর নাহি বচন স্ফুরিল।
বাষ্পজলে তাঁর কণ্ঠ নিরোধ হইল ॥ ৮৬
ভরত-বচন শুনি মারুতি-বদনে।
কহিছেন রঘুপতি সজল-নয়নে ॥ ৮৭
বাপধন শুনাল্যো কি কঠিন বচন।
শুনি স্থির করিতে না পারি আমি মন ॥ ৮৮
আপনার দুঃখ আমি গণনা না করি।
ভরতের দুঃখ ভাবি প্রাণে পুড়ি মরি ॥ ৮৯
মোর দুঃখ শুনি দুঃখ হয়্যাছে যে তার।
তাহা ভাবি বিদরয়ে হৃদয় আমার ॥ ৯০
ইচ্ছা হইতেছে যদি দুই পাখা পাই।
এইক্ষণ মাত্রে তার কাছে উড়ি যাই ॥ ৯১
যদি না থাকিত বাপ পিতার বচন।
তোর পৃষ্ঠে চাঢ়ি যাইতাম এইক্ষণ ॥ ৯২
তারে দেখি করি মিষ্ট বচনে সান্ত্বন।
পুনর্ব্বার এথা করিতাম আগমন ॥ ৯৩
রাম ভরতের হেন স্নেহ পরস্পর।
দেখি শুনি সবজন বিস্মিত-অন্তর ॥ ৯৪
মারুতি কহেন প্রভু নহ উৎকণ্ঠিত।
দেখিবেন শ্রীভরতে আপুনি ত্বরিত ॥ ৯৫
অতি অল্পকাল আর আছে অবশেষ।
ইহা পূর্ণ হইলে যাবেন নিজ দেশ ॥ ৯৬
এত বাণী শুনি তবে হয়্যা কিছু স্থির।
কহিছেন মারুতিরে পুন রঘুবীর ॥ ৯৭

কহ কহ পরের বৃত্তান্ত বাপধন।
কিরূপে আনিলে তবে এ গন্ধমাদন ॥ ৯৮
মারুতি কহেন পরে ভরতে বন্দিয়া।
এই গিরি-কাছে আমি গেলাম চলিয়া ॥ ৯৯
সেখানেতে পাঠায়্যা দিয়াছে লঙ্কেশ্বর।
কালনেমি নামে এক ঘোর নিশাচর ॥ ১০০
সেই মুনি বেশ ধরি থাকিয়া সেথায়।
অতিশয় সমাদর করিল আমায় ॥ ১০১
কহিলেক দেখাইয়া এক সরোবর।
ইহার সলিল পিয় পবন-কোঙর ॥ ১০২
যেই জন পান করে সলিল ইহার।
এক বর্ষ ক্ষুধা তৃষ্ণা না হয় তাহার ॥ ১০৩
আমি তার কাপট্য বুঝিতে না পারিয়া।
প্রবেশ করিলুঁ সেই সরসীতে গিয়া ॥ ১০৪
পরে এক মকরী ধরিল মোর পায়।
আমি তীরে তুলি নখে বিদারিলুঁ তায় ॥ ১০৫
তার দেহ হত্যে এক অপূর্ব্ব বনিতা।
বাহির হইয়া মোরে করিল সুখিতা ॥ ১০৬
আমি গন্ধকালী নাম অপ্সরা সুন্দরী।
দক্ষশাপে হয়্যাছিলুঁ দুরন্ত মকরী ॥ ১০৭
তাঁহারি শাপান্ত-কৃপা-বচন-প্রমাণ।
তব হাতে মরিয়া পাইলুঁ পরিত্রাণ ॥ ১০৮
এত কহি সব কথা কহিল আমায়।
জানিলুঁ রাক্ষসে আমি তাহার কথায় ॥ ১০৯
তবে তার কাছে গিয়া করি ঘোর রণ।
বিনাশ করিলুঁ সেই দুষ্টের জীবন ॥ ১১০
এতেক বচন শুনি সবিস্ময়-মন।
সুগ্রীবেরে কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১১১
মিতা একি কহিতেছে পবনকুমার।
সুধারসেতে সিঞ্চিল শরীর আমার ॥ ১১২
একি চমৎকার মিতা একি চমৎকার।
কিবা বেগ কিবা বল আমার বাছার ॥ ১১৩
লঙ্ঘিল এতেক পথ অতি অল্পকালে।
বধিল মকরী কালনেমি মহাবলে ॥ ১১৪
মজিয়াছে মোর মন ইহার চরিতে।
ইচ্ছা হয় কোটি মুখ ধরিয়া গাইতে ॥ ১১৫
এত কহি কন পুন পবনকোঙরে।
কহ কহ বাছা কৈলে কিবা তার পরে ॥ ১১৬
তোর কথা শুনি মোর তৃপ্তি নাহি হয়।
উত্তর উত্তর লুব্ধ হইছে হৃদয় ॥ ১১৭
মারুতি কহেন প্রভু করহ শ্রবণ।
পরে গন্ধমাদনে করিলুঁ আরোহণ ॥ ১১৮
সেখানেতে ত্রিকোটি গন্ধর্ব্ব দেখা পায়্যা।
কহিলুঁ তাঁদিগে দিতে ওষধি দেখায়্যা ॥ ১১৯
তাহা শুনি তারা মোরে উপহাস করি।
প্রহার করিল বহু আমার উপরি ॥ ১২০
তবে আমি প্রভুর চরণকৃপা-বলে।
বিনাশ করিলুঁ সেই গন্ধর্ব্ব সকলে ॥ ১২১
এত শুনি প্রভু অতি আনন্দিত-মন।
পুলকিত-অঙ্গ হয়্যা কহেন বচন ॥ ১২২
বাপধন শুনি তোর কর্ম্ম চমৎকার।
ধরিতে না পারে সুখ হৃদয়ে আমার ॥ ১২৩
করিতেছি কিবা আছি যেবা কোন্ স্থান।
করিতে না পারি কিছু তাহা অনুমান ॥ ১২৪
এই মাত্র বোধ হয় কিঞ্চিৎ অন্তরে।
ভাসি বুলিতেছি যেন আনন্দ-সাগরে ॥ ১২৫
কহ কহ বাপধন কথা তার পর।
কিরূপে আনিলে গন্ধমাদন-ভূধর ॥ ১২৬
মারুতি কহেন প্রভু আমি তার পরে।
বিশল্যকরণী অন্বেষিয়ে সে ভূধরে ॥ ১২৭
কিন্তু ওষধির চিহ্ন ভরত-রুদিতে।
ভুলিছিলুঁ তেঁই তাহা নারিলুঁ চিনিতে ॥ ১২৮
অতএব উপাড়িয়া সেই গিরিবরে।
আনয়ন করিলাম প্রভু বরাবরে ॥ ১২৯
এত বাণী শুনি প্রভু লক্ষ্মণে রাখিয়া।
উঠিলেন মহানন্দে মগন হইয়া ॥ ১৩০
আস্থ বাপ বলি দুই বাহু পসারিয়া।
কোল দিলা পবন-নন্দনে সুখিহিয়া ॥ ১৩১
তাহা দেখি কপিগণ আনন্দিত মন।
সবে মিলি করে জয়-শব্দ উচ্চারণ ॥ ১৩২
তবে শ্রীমারুতি পুন প্রভুরে বন্দিলা।
প্রভুও সুখিত-মনে আসনে বসিলা ॥ ১৩৩
হেনকালে যাবদীয় শাখামৃগগণ।
সুগ্রীবের আগে আসি করে নিবেদন ॥ ১৩৪
কপিরাজ সকলের ইচ্ছা হয় মনে।
দেখি গিয়া একবার এ গন্ধমাদনে ॥ ১৩৫

তাহা শুনি আনন্দিত হয়্যা কপিপতি।
যাহ যাহ বলি সবে দিলা অনুমতি ॥ ১৩৬
তবে জয় রাম শব্দ করি কপিগণ।
করিলেক গন্ধমাদনেতে আরোহণ ॥ ১৩৭
ঋষিকুণ্ড-জলে তারা সবে স্নান করি।
ফল মূল পত্র পুষ্প খায় পেট ভরি ॥ ১৩৮
সুশীতল জলপান করি সমাদরে।
হরিতাল হিঙ্গুল কুসুমে বেশ করে ॥ ১৩৯
তবে তারা সকলেতে আনন্দিত-মন।
পর্ব্বত হইতে নামি কৈল আগমন ॥ ১৪০
তাহা নিরখিয়া ডাকি পবননন্দনে।
কহিছেন তারে প্রভু মধুর বচনে ॥ ১৪১
বাছা এই গিরি দেব-বাসস্থান হয়।
যথে দেবগণ সদা বিহার করয় ॥ ১৪২
অতএব যোগ্য নহে এখানে রাখিতে।
স্বস্থানে রাখি আস্য ইহারে তুরিতে ॥ ১৪৩
এত শুনি শ্রীমারুতি যে-আজ্ঞা বলিয়া।
চলিলেন তাঁর পদে প্রণতি করিয়া ॥ ১৪৪
[illegible]র সব মান্য জনে করিয়া বন্দন।
[illegible]রি লয়্যা আকাশেতে করিলা গমন ॥ ১৪৫
[illegible] হৈতে তাহা নিরখিয়া দশানন।
[illegible]ষ্ট জন নিশাচরে করে আজ্ঞাপন ॥ ১৪৬
[illegible]র তালজঙ্ঘ সিংহবক্ত্র হস্তিকর্ণ।
[illegible]াদর উল্কামুখ আর মহাকর্ণ ॥ ১৪৭
[illegible] নেত্র কঙ্কতুণ্ড তোরা অষ্টজন।
[illegible]ণ করহ কিছু আমার বচন ॥ ১৪৮
[illegible] দেখ বায়ুপুত্র গিরি লয়্যা যায়।
[illegible] আস্য তোরা সবে মিলিয়া উহায় ॥ ১৪৯
[illegible] হস্ত আছে কপি নারিবে যুঝিতে।
[illegible]া সবে অনায়াসে পারিবে বধিতে ॥ ১৫০
[illegible]প করিতে পার এ কর্ম্ম সাধন।
[illegible] তোদিগে আমি যথেষ্ট তোষণ ॥ ১৫১
[illegible] তারা অষ্ট জন অস্ত্র-শস্ত্র ধরি।
[illegible] দিয়া চড়িলেক আকাশ-উপরি ॥ ১৫২
[illegible]গে গিয়া তারা মারুতি-নিকটে।
প্রকাশ করি তার প্রতি রটে ॥ ১৫৩
কপি যাইতেছ লয়্যা ধরাধর।
[illegible]র তুমি নিশাচর হস্তে ডর ॥ ১৫৪
তোরে বধিবারে মোরা কৈলুঁ আগমন।
রক্ষা করিবেক তোহে এবে কোন্ জন ॥ ১৫৫
তাহা শুনি মারুতি কহেন হাসি হাসি।
কে রক্ষা করিবে মোরে এখানেতে আসি ॥ ১৫৬
যথাশক্তি আপুনি করিয়ে আয়োজন।
পারি বা না পারি ইথে বাঁচাত্যে জীবন ॥ ১৫৭
কিন্তু আমি দিব্য দিয়া কহি তো-সবারে।
বিলম্ব না কর তোরা মোরে বধিবারে ॥ ১৫৮
এত শুনি ক্রুদ্ধ হয়্যা তারা অষ্ট জন।
মারুতি-উপরে করে অস্ত্র বরিষণ ॥ ১৫৯
কেহ শর কেহ শূল কেহ বা তোমর।
কেহ শক্তি কেহ ছোরা কেহ বা মুদ্গর ॥ ১৬০
সে সকল অস্ত্রগণে গণনা না করি।
ক্রুদ্ধ হয়্যা যুঝিছেন কালনেমি-অরি ॥ ১৬১
চরণ-আঘাতে চূর্ণ করি চারি জনে।
তিনজনে বধ কৈলা চর্ব্বিয়া দশনে ॥ ১৬২
তাহা দেখি তালজঙ্ঘ ত্রাসিত হইয়া।
অস্ত্র-শস্ত্র পরিহরি যায় পলাইয়া ॥ ১৬৩
নিরীক্ষণ করি তাহা পবনকুমার।
লাঙ্গূলে বেড়িয়া ধরিলেন কণ্ঠে তার ॥ ১৬৪
কিবা শোভে তাঁর পুচ্ছ-আগে নিশাচর।
স্বর্ণসূত্র-আগে যেন শ্যামল প্রস্তর ॥ ১৬৫
যবে পুচ্ছে বেড়িলেন তারে হনুমান্।
মরিলুঁ এবারে বলি করিল সে জ্ঞান ॥ ১৬৬
নখে কার পুচ্ছে বিদারয়ে বার বার।
তথাপি না ছাড়ে তারে পবনকুমার ॥ ১৬৭
পরে মহাযত্নে পুচ্ছ বন্ধ ঘুচাইয়া।
পলাইল তালজঙ্ঘ পরাণ লইয়া ॥ ১৬৮
যায় যায় সেহ পাছে চায় ঘনেঘন।
ধরিল ধরিল বলি সদা করে মন ॥ ১৬৯
এইরূপে গেল সেহ লঙ্কার ভিতর।
তথাপি না হয় স্থির তাহার অন্তর ॥ ১৭০
ঊর্দ্ধশ্বাস বহিতেছে অত্যন্ত প্রবল।
তৃষ্ণায় কাতর পান কৈল বহু জল ॥ ১৭১
পরে দশানন-কাছে করিয়া গমন।
করিতেছে রণের বৃত্তান্ত নিবেদন ॥ ১৭২
মহারাজ বড় দুষ্ট পবন-তনয়।
কোনোমতে নাহি হল্য তার পরাজয় ॥ ১৭৩

দুই ভুজে ধরি থাকি তেমন শিখরী।
সাত বীরে বধিলেক পদদস্তে করি ॥ ১৭৪
আমারেও ধরিছিল লাঙ্গুলে বেড়িয়া।
আসিয়াছি কষ্টে সৃষ্টে আমি ছাড়াইয়া ॥ ১৭৫
এতেক বচন শুনি রাজা দশানন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া হল্য সচিন্তিত-মন ॥ ১৭৬
এথানে মারুতি গিয়া তুরিত গমনে।
পূর্ব্বস্থানে রাখিলেন সে গন্ধমাদনে ॥ ১৭৭
তাহা দেখি আনন্দিত হয়্যা দেবগণ।
করিলেন তদুপরি কুসুম বর্ষণ ॥ ১৭৮
তবে মহাবেগে পুন পবনসন্তান।
ফিরিয়া আইলা রামচন্দ্র-সন্নিধান ॥ ১৭৯
তারে দেখি আনন্দিত শ্রীরঘুনন্দন।
কহিছেন তার প্রতি মধুর বচন ॥ ১৮০
আস্য আস্য বাপধন আইলে ত সুখে।
নাহি পায়্যাছতো তুমি পথে কোনো দুখে ॥
তাঁহারে বন্দিয়া কন পবনতনয়।
প্রভু তব প্রসাদেতে সব সুখ হয় ॥ ১৮২
রাবণ-প্রেরিত নিশাচর অষ্টজন।
গিয়াছিল পথে মোর করিতে মারণ ॥ ১৮৩
প্রভুর প্রসাদে তার মধ্যে সাত জনে।
বিনাশিলুঁ একটা পালাল্য ভীত-মনে ॥ ১৮৪
তার পর পূর্ব্ব স্থানে রাখি গিরিবরে।
আইলাম এই আমি প্রভুর গোচরে ॥ ১৮৫
এত শুনি অতিশয় আনন্দিত-মন।
তাঁর প্রতি কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৮৬
বাপধন কি কহিব তোর-গুণগণে।
যাহা হৈতে পাইলাম প্রাণের লক্ষ্মণে ॥ ১৮৭
যদি মোর প্রাণাধিক ভাই না বাঁচিত।
তবে রণজয়ে মোর কি কার্য্য হইত ॥ ১৮৮
কিবা করিতাম আমি লইয়া সীতায়।
কিবা করিতাম অভাগিয়া আপনায় ॥ ১৮৯
এক্ষণ করিয়ে এই বাসনা অন্তরে।
লক্ষ্মণে লইয়া চলি যাই নিজ ঘরে ॥ ১৯০
প্রভুর বচন শুনি হইয়া দুঃখিত।
শ্রীলক্ষ্মণ কহিছেন তাঁহারে কিঞ্চিত ॥ ১৯১
একি প্রভু পূর্ব্বে তেন প্রতিজ্ঞা করিয়া।
এক্ষণ অযোগ্য কথা কহ কি লাগিয়া ॥ ১৯২
প্রতিজ্ঞা করিয়া ভবদ্বিধ সাধু জন।
তাহার অন্যথা ভাব করয়ে কখন ॥ ১৯৩
অতএব কোনো মতে আশা না ছাড়িয়া।
প্রতিজ্ঞা সফল কর রাবণে বধিয়া ॥ ১৯৪
মোরে লয়্যা চাহিতেছ যাইতে ভবনে।
তাহা না হইবে সীতা-উদ্ধার বিহনে ॥ ১৯৫
সীতারে লঙ্কায় রাখি যাব পলাইয়া।
কিবা কার্য্য তবে ছার পরাণ রাখিয়া ॥ ১৯৬
যেই ইচ্ছা হয় তাহা করহ আপনি।
না ফিরিব আমি এথা রাখিয়া জননী ॥ ১৯৭
শুনি লক্ষ্মণের এত বাক্য সাভিমান।
কহিছেন তার প্রতি প্রভু ভগবান্ ॥ ১৯৮
ভ্রাতৃবর যাহে হয় তোমার আরতি।
তাহাতেই সর্ব্বদা আমার অনুমতি ॥ ১৯৯
অতএব কর সবে লয়্যা আয়োজন।
যাহাতে সমরে শীঘ্র আস্যে দশানন ॥ ২০০
এত বাণী শুনি সুখী হইলা লক্ষ্মণ।
জয় জয় কোলাহল করে কপিগণ ॥ ২০১
এথা ময়দত্ত শক্তি নিরর্থ দেখিয়া।
রাবণ ভাবিত হল্য জয়াশা ছাড়িয়া ॥ ২০২
তবে সেহ এক পরামর্শ করি মনে।
একাকী চলিয়া গেলা শুক্রের সদনে ॥ ২০৩
তাঁহার চরণে করি বিস্তর বন্দন।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করয়ে নিবেদন ॥ ২০৪
প্রভু তুমি হও জ্ঞানিসমূহে প্রধান।
অসুর রাক্ষসে অতিশয় কৃপাবান্ ॥ ২০৫
বিশেষতঃ অতি সকরুণ মোর প্রতি।
কর সদা শুভ মোর অশুভ-ব্যাহতি ॥ ২০৬
অতএব তব আগে কৈলুঁ আগমন।
কৃপা করি শুন মোর কিছু নিবেদন ॥ ২০৭
রাম-উপদ্রবে আমি হইয়া কাতর।
আইলুঁ শরণ নিতে তব বরাবর ॥ ২০৮
প্রভু রাম-সঙ্গে করি বাদ আরম্ভণ।
সংহার হইল মোর সব বন্ধুগণ ॥ ২০৯
সবে মাত্র একা আমি আছি অবশেষ।
কি করি বধিব শত্রু কর উপদেশ ॥ ২১০
অন্যথা আমিহ আর লঙ্কা না যাইব।
তোমার চরণ-আগে জীবন তেজিব ॥ ২১১

এতেক বচন শুনি কৃপাযুক্ত-চিত।
কহিছেন দশাননে দৈত্য-পুরোহিত॥ ২১২
লঙ্কাপতি করিতেছ তুমি যে প্রার্থন।
অতি অসম্ভব হয় ইহার সাধন॥ ২১৩
তথাপি করিয়ে আমি এক উপদেশ।
যাহে সিদ্ধ হবে তব কার্য্য সবিশেষ॥ ২১৪
মোর স্থানে শিক্ষা করি বেদমন্ত্রগণ।
গুপ্ত স্থানে কর গিয়া যজ্ঞ আচরণ॥ ২১৫
উঠিবে সে যজ্ঞে রণ-সামগ্রী উচিত।
ধনুর্ব্বাণ অস্ত্র-শস্ত্র রথ সুসজ্জিত॥ ২১৬
সেই রথে চড়ি তুমি যাহ রণস্থলে।
অনায়াসে বিজয় করিবে শত্রুদলে॥ ২১৭
কিন্তু অতি সাবধানে একর্ম্ম সাধিবে।
বিঘ্ন হলো কার্য্য-সিদ্ধি হইতে নারিবে॥ ২১৮
এত কহি নানা মন্ত্র আদেশ করিলা।
তবে দশানন ফিরি লঙ্কায় আইলা॥ ২১৯
দৃঢ় করি কবাট অর্পিয়া পুরদ্বারে।
বড় এক গুহা কৈল ঘরের মাঝারে॥ ২২০
তার চারিদিকে রাখি সৈন্য বহুতর।
প্রবেশ করিল নিজে তাহার ভিতর॥ ২২১
তার মধ্যে করি যজ্ঞ-দ্রব্য আহরণ।
দ্বার রোধ করি কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ॥ ২২২
এখানেতে বিভীষণ প্রতি রামধন।
কহিছেন মধুর স্বরেতে এ বচন॥ ২২৩
মিত্র দশানন রণ ছাড়িয়া যাইয়া।
গৃহেতে রহিল বসি নিশ্চিন্ত হইয়া॥ ২২৪
দেখিতেছি রোধ করিয়াছে সব দ্বার।
বুঝি রণে এক্ষণ না হবে আগুসার॥ ২২৫
অতএব করি কোনো উচিত উপায়।
জানহ সম্প্রতি সে দুষ্টের অভিপ্রায়॥ ২২৬
এতেক বচন শুনি তবে বিভীষণ।
নিজ মন্ত্রী চারিজনে কৈলা নিয়োজন॥ ২২৭
তবে তারা গুপ্তরূপে লঙ্কায় যাইয়া।
রাবণের কর্ম্ম সব আইল দেখিয়া॥ ২২৮
তাহাদের মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
বিভীষণ শ্রীরামে করেন নিবেদন॥ ২২৯
শুনিলাম প্রভু শুনি দূতের বচন।
রণজয় হইতে যজ্ঞ করে দশানন॥ ২৩০
অতএব এই যজ্ঞ ভঞ্জন করিতে।
হইতেছে কথোজন কপি পাঠাইতে॥ ২৩১
এত শুনি আজ্ঞা দিলা প্রভু কপিগণে।
তবে তারা দশকোটী চলে সুখিমনে॥ ২৩২
তবে বালিপুত্র বায়ুপুত্র-আদি কপি সব।
যজ্ঞ ভাঙ্গিবারে যাইবারে কৈল সিংহরব॥ ২৩৩
পরে করি দাপ দিয়া ঝাঁপ লঙ্ঘি সেই গড়ে।
কৈলা সুখিমন প্রবেশন লঙ্কার ভিতরে॥ ২৩৪
তবে তারা সবে মহাজবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
সেই যজ্ঞস্থান-সন্নিধান আইলা ত্বরিতে॥ ২৩৫
দেখি তাসবারে ক্রোধভরে পূরিত হইয়া।
যত নিশাচর ছাড়ে শর গুর্গুর করিয়া॥ ২৩৬
তবে ক্রুদ্ধমন কপিগণ করি বেগ ভারী।
সেই লঙ্কারাজ-সৈন্যমাজ প্রবেশে হাঁকারি॥
করি প্রবেশন প্রহরণ করে তাসবারে।
কেহ মুষ্টি মারে কেহ কারে চরণে প্রহারে॥২৩৮
কেহ নখে করি ফেলে চিরি কত নিশাচরে।
কেহ দন্তাঘাতে কারো মাতে চূরমার করে॥
কেহ করে ধরি ঘোড়া করী আছাড়ি মারয়।
কেহ পদাঘাতে অচিরাতে রথেরে ভাঙ্গয়॥২৪০
এই প্রকারত তারা যত রক্ষাকরগণে।
করি বিনাশন অন্বেষণ করে দশাননে॥ ২৪১
তবে বিভীষণ-পত্নী রণ-নিকটে আইলা।
আসি যাগস্থলী করাঙ্গুলী নাড়ি দেখাইলা॥২৪২
তবে শ্রীঅঙ্গদ করি পদ-আঘাত নির্ভর।
ভাঙ্গি দ্বারশিলা প্রকাশিলা গুহায় সত্বর॥ ২৪৩
তবে সবে মিলি যজ্ঞস্থলা প্রবেশ করিয়া।
লঙ্কা-পতি-দাস-গণে ত্রাস দিতেছে তর্জ্জিয়া॥
যজ্ঞ-বস্তুততি লয়্যা অতি বেগে যজ্ঞানলে।
তারা সবে ফেলে ভাঙ্গে বলে কত পদতলে॥
তবে শ্রীমারুতি লঙ্কাপতি করাগ্র হইতে।
স্রুব লয়্যা হরি তারে করি মারেন ত্বরিতে॥
কেহ যজ্ঞদারু ধরি গুরু প্রহার করয়।
কেহ দন্ত-নখে করি রোখে তারে বিদারয়॥
তভু তেজি ধ্যান সমুত্থান না করে রাবণ।
তাহা দেখি অতি ক্রুদ্ধমতি বালীর নন্দন॥ ২৪৮
গিয়া অন্তঃপুরী মন্দোদরী-চিকুরে ধরিয়া।
কৈল আনয়ন দশানন-নিকটে টানিয়া॥ ২৪৯

সেহ মহারাণী কাকুবাণী কহিয়া কান্দয়।
নাথ রাখ মোরে নষ্ট করে বালীর তনয় ॥ ২৫
শুনি এ বচন দশানন না ছাড়ে আসন।
তবে মন্দোদরী কোপ করি কহিছে বচন ॥ ২৫১
ধিক্ ধিক্ তোহে একি মোহে ধরি এই কেশে
করে আকর্ষণ শত্রুজন তব অগ্রদেশে ॥ ২৫২
যার অন্যজন প্রধর্ষণ করয়ে ভার্য্যায়।
কহে সর্ব্বজন ধিগ্‌বচন সর্ব্বদা তাহায় ॥ ২৫৩
শুনি মন্দোদরী-বাণী পরিক্রুদ্ধ দশানন।
অসি ধরি করে বেগভরে তেজিল আসন ॥২৫৪
ছাড় ছাড় বলি মহাবলী সেহ বার বার।
সেই খড়্গাধারে অঙ্গদেরে করিল প্রহার ॥ ২৫৫
তবে মন্দোদরী-কেশ ছাড়ি বালীর নন্দন।
লয়্যা কপিগণে রাম-স্থানে করিলা গমন॥২৫৬
তার মুখে শুনি সব বাণী শ্রীরঘুনন্দন।
অতি সুখভরে তাসবারে কৈলা প্রশংসন ॥২৫৭
এখানেতে দশানন মন্দোদরী প্রতি।
কহিছে সান্ত্বনা করি মধুর ভারতী ॥ ২৫৮
প্রিয়ে তুমি হও অতি বিবেচনাবতী।
না হইবে এ কর্ম্মেতে কিছু দুখিমতি ॥ ২৫৯
দৈবের অধীন হয় সকল সংসার।
মান অপমান সব অধীন তাঁহার ॥ ২৬০
অজ্ঞজন তাহে করি মিথ্যা অভিমান।
করে মান-অপমানে সুখ-দুঃখ জ্ঞান ॥ ২৬১
আর দেখ আত্মা হয় শুদ্ধ নিরঞ্জন।
নাহি হয় মান-অপমানের ভাজন ॥ ২৬২
সর্ব্বদা আনন্দরূপ করি বেদে গায়।
কিরূপেতে দুঃখ স্পর্শ হইবে তাহায় ॥ ২৬৩
অতএব করি নিজ স্বরূপ চিন্তন।
না কর এ কর্ম্মে কিছু ধিক্কার মনন ॥ ২৬৪
রাণী কহে নাথ যদি হেন তত্ত্ব জান।
তবে রামে সীতা দান কেন নাহি মান ॥ ২৬৫
কহিতেছ আত্ম বস্তু হয় নিরঞ্জন।
তাহে কিরূপেতে হয় কামের স্পর্শন ॥ ২৬৬
কাম না থাকিলে কিবা কার্য্য রমণীতে।
অতএব যোগ্য হয় সীতা ফিরি দিতে ॥ ২৬৭
তাহাতেও কিছু না হইবে মান-হানি।
যেহেতুক কহিতেছ আত্মারে অমানী ॥ ২৬৮

অতএব চল দোঁহে দোলা স্কন্ধে করি।
ফিরি দিব রাম-কাছে রামের সুন্দরী ॥ ২৬৯
মন্দোদরী বাণী শুনি রাজা দশানন।
মৌনী হয়্যা রহে কিছু স্ফুরে না বচন ॥ ২৭০
কিছু কাল পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কহিতেছে তার প্রতি প্রণয় করিয়া ॥ ২৭১
প্রিয়ে যে কহিলে তুমি এই সত্য হয়।
নাহি আছে ইহাতেও কিছুই সংশয় ॥ ২৭২
কিন্তু এক আছে মোর স্বভাব দুর্দ্দান্ত।
হইতে না পারি আমি যাহা হৈতে ক্ষান্ত ॥২৭৩
বরঞ্চ ভাঙ্গিব না নমিব কদাচিত।
এইত স্বভাবে আমি সর্ব্বদা বাধিত ॥ ২৭৪
অতএব না পারি জানকী ফিরি দিতে।
না পারি ও রাম সঙ্গে মিলন করিতে ॥ ২৭৫
ইহাতেও চিন্তিত না হবে কভু তুমি।
আজি নিজে চলিলাম আমি রণভূমি ॥ ২৭৬
যাবামাত্র সহ সৈন্যে রাঘবে বধিয়া।
সুখিত করিব তোহে ভবনে আসিয়া ॥ ২৭৭
এত শুনি মন্দোদরী কহে দশাননে।
মহারাজ এই আশা নাহি কর মনে ॥ ২৭৮
রামে জয় করিতে পারয়ে হেন জন।
ত্রিভুবন মধ্যে নাহি হয় দরশন ॥ ২৭৯
যেহেতু মানুষ নাহি হন রঘুবর।
কিন্তু স্বয়ং নারায়ণ পরম ঈশ্বর ॥ ২৮০
অই রাম মৎস্যমূর্ত্তি ধরিয়া প্রলয়ে।
রক্ষা করিছিলা সত্যব্রত-মহাশয়ে ॥ ২৮১
বরাহ-রূপেতে করি ধরা-উদ্ধারণ।
বধিলেন বিশ্বজয়ী দিতির নন্দন ॥ ২৮২
কূর্ম্ম-রূপে ক্ষীরসিন্ধু মন্থন লাগিয়া।
ধরিলা মন্দরগিরি পৃষ্ঠেতে করিয়া ॥ ২৮৩
নরহরি মূর্ত্তি ধরি প্রহ্লাদ-পিতারে।
বধিলেন বিদারিয়া নখের প্রহারে ॥ ২৮৪
বামন-বপুতে বলি-অসুরে ছলিয়া।
লয়্যাছিলা রাম তার সর্ব্বস্ব হরিয়া ॥ ২৮৫
ভৃগুপতিরূপ ধরি একুইশ বার।
নিঃক্ষত্রিয় কৈলা রাম সকল সংসার ॥ ২৮৬
হেন-রামে করিতে নারিবে পরাজয়।
অতএব মিলন করিতে যোগ্য হয় ॥ ২৮৭

চল চল সীতা লয়্যা যাই দুই জন।
রাম আগে দিয়া তাঁরে লভিগা শরণ ॥ ২৮৮
গলবস্ত্র হয়্যা তাঁর চরণে পড়িয়া।
প্রসন্ন করিব আমি যতন করিয়া ॥ ২৮৯
একে নারী তাহে মৃতপুত্রা মোরে দেখি।
অবশ্য করিবা দয়া বিদ্বেষ উপেখি ॥ ২৯০
অতএব বিলম্ব না কর একক্ষণ।
সীতা লয়্যা রাম-কাছে করহ গমন ॥ ২৯১
মন্দোদরী মুখে শুনি এতেক বচন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া তারে কহে দশানন ॥ ২৯২
প্রিয়ে তুমি যে কহিলে সব সত্য হয়।
আমিহও ইহা সব জানি অসংশয় ॥ ২৯৩
সীতা লক্ষ্মী হয় রাম হয় নারায়ণ।
তাহারি করেতে মোর হইবে মরণ ॥ ২৯৪
এ সকল জানি তভু নাহি ঘুচে দ্বেষ।
থাকিবে ইহাতে কিছু কারণ বিশেষ॥ ২৯৫
তাহাও রহুক দূরে কৈলে বিবেচন।
এ সময় সর্ব্বমতে অযোগ্য মিলন ॥ ২৯৬
দেখ তেন ভ্রাতা তেন পুত্রে সংহারিয়া।
থাকিব কিরূপে রামে শরণ লইয়া ॥ ২৯৭
অতএব সমরেতে অবশ্য যাইব।
মারিব রামেরে কিম্বা আপুনি মরিব ॥ ২৯৮
এ মোর প্রতিজ্ঞা কদাচিত না টলিবে।
তুমিও ইহাতে আর প্রৌঢ়ি না করিবে ॥ ২৯৯
[illegible] কহি অন্তঃপুরে পাঠায়্যা রাণীরে।
দশানন গুহা তেজি চলিল বাহিরে ॥ ৩০০
[illegible]ইতে যাইতে পথে তাহার সাক্ষাৎ।
শূর্পণখা রাণ্ডী উপস্থিত অকস্মাৎ ॥ ৩০১
[illegible]রে দেখি মুখ বাঁকাইল দশানন।
[illegible]হা দেখি শূর্পণখা কহে রুষ্টমন ॥ ৩০২
[illegible]না দোষে মোরে যেন কৈলে অপমান।
[illegible]বা মাত্র রাম-বাণে হারাইবে প্রাণ ॥ ৩০৩
[illegible]ণ করিয়া শূর্পণখার বচন।
[illegible] হৃদয় গেল বাহিরে রাবণ ॥ ৩০৪
[illegible]খানে আসিয়া দিব্য নিজ মায়াবলে।
[illegible]ণ করিল এক রথ কুতুহলে ॥ ৩০৫
[illegible] সেই রথখান, অর্দ্ধক্রোশ-পরিমাণ,
স্বর্ণ মণি-রজতে খচিত।
মনুষ্য-মস্তকাকার, ধ্বজ শোভে মাথে তার,
পতাকা উড়য়ে সুললিত ॥ ৩০৬
অষ্টকোণ শোভে তায়, চামর দোলয়ে বায়,
বাজিতেছে ঘণ্টা অগণিত।
রথী বসিবার স্থানে, সাজায়্যাছে দিব্যাসনে,
চাঁদোয়া দিয়াছে সুচিত্রিত ॥ ৩০৭
অতি দৃঢ় সুললিত, যোল চক্র-সুশোভিত,
অস্ত্র-শস্ত্রগণে পরিপূর্ণ।
মনুষ্য-বদন ঘোড়া, যুড়িয়াছে দুই যোড়া,
যাহাতে চলয়ে অতি তূর্ণ ॥ ৩০৮
সেই রথে আরোহিয়া, চারি রথী সঙ্গে নিয়া,
সমরে চলিল দশানন।
বাদ্য বাজে নানাজাতি,তাহাতে কাঁপয়ে ক্ষিতি
আগে পাছে ধায় সৈন্যগণ ॥ ৩০৯
সেহ যাইবার কালে, দেখে নানা অকুশলে,
অঙ্গবাস খসিয়া পড়য়।
খসি পড়ে বার বার, মুকুট কোদণ্ড তার,
বাম অঙ্গ সঘনে নাচয় ॥ ৩১০
আগে দেখে তুষাঙ্গার, কার্পাস লবণ আর,
কাষ্ঠ রোগাতুর মুণ্ড শির।
বামদেশে গাবী যায়, ঘন ঘন হুঁচে তায়,
কম্পিত-হৃদয় সব বীর ॥ ৩১১
এ সকল অলক্ষণ, দেখে রাজা দশানন,
তথাপি না গণনা করিল।
শ্রীরঘুনন্দন সনে, রণ করিবার মনে,
সহসৈন্যে বাহির হইল ॥ ৩১২
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩১৩

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলা-বর্ণনে
পুনর্দ্দশানন-নির্য্যাণ-বর্ণনো নাম
দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাবণ-বধ।

বিদার্য্য তীক্ষ্ণেষু-নখপ্রহারৈ-
র্যো মারয়িত্বা দশকণ্ঠনাগম্।
ররক্ষ তস্মাৎ সুর-পদ্মসঙ্ঘং
জীয়াৎ সদা রাঘবকেশরী সঃ॥ ১

তবে পুরী-বাহিরে আসিয়া দশানন।
নিয়োজিল সমরেতে রথী চারি জন॥ ২
অগ্নিবর্ণ সর্ব্বরোমা খড়্গরোমা আর।
বৃক্ষরোমা এই চারি হলা আগুসার॥ ৩
তাহাদিগে দেখি রাম-ভৃত্য কপিগণ।
দাঁড়াইল তরু ধরি করিবারে রণ॥ ৪
তবে সেই চারি নিশাচর এককালে।
শরবেধ করিতেছে শাখামৃগ-জালে॥ ৫
তাহাদের তীক্ষ্ণ শর না পারি সহিতে।
রণ ছাড়ি কপিগণ ধায় চারিভিতে॥ ৬
তাহা দেখি মারুতি অঙ্গদ নল নীল।
অগ্রসর হইলা ধরিয়া তরু শিল॥ ৭
কিছুকাল যুদ্ধ করি তাসবার সনে।
বিনাশিলা চারিজন ক্রমে চারিজনে॥ ৮
তাহা দেখি মহাক্রুদ্ধ হয়্যা দশানন।
ধনুর্ব্বাণ ধরি আগে করিল গমন॥ ৯
এক কালে দশ চাপে ছাড়ি ছাড়ি শর।
বেধ করিতেছে যত ভল্লুক বানর॥ ১০
মহাকোপে মহাবলে ছাড়ি সেই শর।
বানর ভল্লুককুলে করিল জর্জ্জর॥ ১১
তারা যত বৃক্ষ শিলা করয়ে বর্ষণ।
খান খান করি তাহা করয়ে ছেদন॥ ১২
তবে নিজ প্রয়াসেরে নিরর্থ দেখিয়া।
বানর ভল্লুক ধায় রণ উপেখিয়া॥ ১৩
তাহা দেখি রামচন্দ্র ধরি ধনুর্ব্বাণ।
সমর করিতে নিজে করিলা প্রস্থান॥ ১৪
তবে দশশির, আর রঘুবীর-
সমর দেখিব করি।
কুতূহলি-মন, সুরমুনিগণ,
আইল গগনোপরি॥ ১৫
তাহে সনাতন, আর সনন্দন,
নারদাদি মুনিসনে।
কৈলা আগমন, কমল-আসন,
হংসে চড়ি সুখিমনে॥ ১৬
বৃষভ-উপর, চড়ি গঙ্গাধর,
করিলেন আগমন।
বেতাল ভৈরব, জয় জয় রব,
করিতেছে ঘনেঘন॥ ১৭
কেশরি-উপরি, সঙ্গে অনুচরী,
আইলেন শ্রীপার্ব্বতী।
চড়ি ঐরাবতে, অনুচর সাতে,
আইল অমরপতি॥ ১৮
এইরূপে আন, সকল গীর্ব্বাণ,
করিলেন সমাগতি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, আর বিদ্যাধর,
পিশাচ গুহ্যকততি॥ ১৯
তাহারা সকলে, থাকে ব্যোমতলে,
দেখে আনন্দিতমন।
করয়ে প্রার্থন, শ্রীরঘুনন্দন,
আজি জয় কর রণ॥ ২০
তার মধ্যে যাবদীয় সুরমুনিগণ।
কহিছেন পরস্পর এ সব বচন॥ ২১
এত হয় অতি বড় অযোগ্য করণ।
ভূতলে আছেন রাম রথে দশানন॥ ২২
দিব্য এক রথ পান যদি রঘুপতি।
তবে যুদ্ধ দেখি সুখ পায় ত্রিজগতী॥ ২৩
সুর-মুনি-মুখে শুনি এ সব বচন।
মাতলিরে ডাকি কন জলদ-বাহন॥ ২৪
সারথি তুমিহ যাহ লঙ্কার ভিতরে।
মোর রথ লয়্যা শীঘ্র রাম-বরাবরে॥ ২৫
লয়্যা যাও মোর সানা টোপ শরাসন।
দিব্য তূণ খড়্গ চর্ম্ম আদি অস্ত্রগণ॥ ২৬
এ সকল সমর্পিবে শ্রীরঘুনন্দনে।
ইহাতে বধিবা তিঁহ দুষ্ট দশাননে॥ ২৭
এতেক বচন শুনি সুমতি মাতলি।
রথ লয়্যা রাম-কাছে গেলা কুতূহলী॥ ২৮

কিবা সেই যান, অধিক সুঠান,
কনকেতে বিরচিত।
সিত নীল পীত, হরিত লোহিত,
মণিগণে সুখচিত ॥ ২৯
হরিত বরণ, কনক ভূষণ,
মণিময়-চূড়াধর।
যুড়িয়াছে ঘোড়া, পঞ্চশত যোড়া,
শীঘ্রগতি মনোহর ॥ ৩০
শিরেতে তাহার, বংশের আকার,
কনকের ধ্বজ সাজে।
সুললিত বায়, উড়িছে মাথায়,
পতাকা-গগনমাজে ॥ ৩১
বাজিছে ঘাঘর, ঘণ্টা মনোহর,
ঠন ঠন ঠন-রবে।
চামরের চয়, সঘনে দোলয়,
দেখি সুখ পায় সবে ॥ ৩২
বসিবার স্থল, অতি সুকোমল,
আসনেতে ঢাকিয়াছে।
মুকুতা-ঝালর, বিতান সুন্দর,
উপরেতে তুলিয়াছে ॥ ৩৩
হেন রথ লয়্যা, আনন্দিত হয়্যা,
জয় জয় রাম বলি।
শ্রীরঘুনন্দন, আগে আগমন,
করিলেন শ্রীমাতলি ॥ ৩৪
সেই রথ দেখি সহ-সৈন্যে রঘুবর।
কহিছেন পরস্পরে বিস্মিত-অন্তর ॥ ৩৫
একি একি রণমাঝে কোথায় হইতে।
আইল এ হেন দিব্য রথ আচম্বিতে ॥ ৩৬
দেখিতেছি সজ্জরথ কিন্তু নাই রথী।
কার বটে কেন এথা আনিল সারথি ॥ ৩৭
বুঝি কোনো কুবুদ্ধি করিয়া দশানন।
করিয়াছে এই রথ এখানে প্রেরণ ॥ ৩৮
এই কহিছেন তাঁরা সবে পরস্পরে।
হেনকালে মাতলি কহেন রঘুবরে ॥ ৩৯
রামচন্দ্র আমি হই ইন্দ্রের কিঙ্কর।
আইলাম তাঁর বাক্যে প্রভুবরাবর ॥ ৪০
এই রথ এই সানা এই ধনু শর।
দিয়াছেন তোমারে পাঠায়্যা পুরন্দর ॥ ৪১
এই সব আপনি করিয়া অঙ্গীকার।
এই রথে চড়ি বধ শত্রু আপনার ॥ ৪২
মাতলির কথা শুনি তবে চক্রপাণি।
কহিছেন বিভীষণ সুগ্রীবে এ বাণী ॥ ৪৩
মিতা দেখ দেখ সবে করি বিবেচন।
সত্য কিম্বা মিথ্যা হয় ইহার বচন ॥ ৪৪
তোরা সবে যে কহিবে পরীক্ষা করিয়া।
তাহাই করিব আমি নিঃশঙ্ক হইয়া ॥ ৪৫
এতেক বচন শুনি প্রভুর বদনে।
মন্ত্রিগণ সঙ্গে লয়্যা গেলা দুইজনে ॥ ৪৬
ভালমতে সেই রথে পরীক্ষা করিয়া।
নিবেদন করিছেন প্রভুরে আসিয়া ॥ ৪৭
প্রভু দেখিলাম মোরা করি বিবেচন।
এই রথ নাহি হয় মায়া-বিরচন ॥ ৪৮
বিভীষণ বলেন ইন্দ্রের রথ হয়।
চড়হ আপুনি ইথে ত্যজিয়া সংশয় ॥ ৪৯
এত শুনি প্রদক্ষিণ করি শাস্ত্র-রীতে।
চড়িলেন প্রভু সেই রথে সুখি-চিতে ॥ ৫০
সেই রথে কিবা শোভিলেন রঘুবর।
সুমেরু-উপরি যেন নব জলধর ॥ ৫১
ইন্দ্রদত্ত সানা অঙ্গে কৈলা পরিধান।
মস্তকেতে টোপর পরিলা ভগবান্ ॥ ৫২
ইন্দ্রের অক্ষয় তূণ পৃষ্ঠেতে বান্ধিলা।
ইন্দ্রের কোদণ্ড নিজ করেতে ধরিলা ॥ ৫৩
ইন্দ্র-রথ নিরীক্ষণ করি দশানন।
হইল ইন্দ্রের প্রতি অতি ক্রুদ্ধ-মন ॥ ৫৪
সেহত কোপের বেগ সহিতে না পারি।
লম্ফ দিয়া উঠিল আকাশে রথ ছাড়ি ॥ ৫৫
ইন্দ্রের সঙ্কট দেখি প্রভু রঘুপতি।
নয়ন ফিরিয়া চান বালিপুত্র প্রতি ॥ ৫৬
তবে তিঁহ সিংহনাদ করি ঘোরতর।
লম্ফ দিয়া উঠিলেন আকাশ-উপর ॥ ৫৭
রাবণের পদে ধরি করি আকর্ষণ।
মহাবলে ভূমিতলে করিলা পাতন ॥ ৫৮
তবে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা রাক্ষস-ঈশ্বর।
রথে চড়ি কপি-সৈন্যে বৃষ্টি করে শর ॥ ৫৯
কপিরাও সকলে মিলিয়া এক কালে।
রাক্ষ-সৈন্যেতে ছাড়ে তরুশিলা-জালে ॥ ৬০

তাহাদের প্রহার সহিতে না পারিয়া।
রাবণের সৈন্য সব যায় পলাইয়া ॥ ৬১
তবে মহাক্রুদ্ধ-মন হয়্যা দশানন।
করিলেক গান্ধর্ব্ব অস্ত্রেরে নিয়োজন ॥ ৬২
যাহে মুগ্ধ হয়্যা শ্রীরামের সৈন্যগণ।
তার সৈন্যে কপিময় করে নিরীক্ষণ ॥ ৬৩
তবে কপিগণ নিজ বন্ধু-বুদ্ধি করি।
প্রহার করিতে নারে রাক্ষস-উপরি ॥ ৬৪
রাক্ষস সকল তাহে পাই অবকাশ।
করিতেছে শাখা-মৃগ সমূহে বিনাশ ॥ ৬৫
তাহা নিরখিয়া রুষ্টহিয়া প্রভু রঘুবর।
শ্রীগান্ধর্ব্ববাণ সুসন্ধান করিলা সত্বর ॥ ৬৬
তাহে লঙ্কাপতি-শরে অতি বেগে সংহারিলা।
তবে রথিদ্বয় অতিশয় রণ আরম্ভিলা ॥ ৬৭
তাহে লঙ্কাপতি ক্রুদ্ধমতি শূরবাণ ছাড়ে।
এড়ি শূরবাণ ভগবান্ সংহারিলা তারে ॥ ৬৮
তবে দশশির সর্পতীর করিল মোচন।
তারা হয়্যা সর্প করি দর্প করয়ে ধাবন ॥ ৬৯
তারা মুখদ্বারে বাম্তিকরে অগ্নি কণকণ।
আর ব্যোমতল রসাতল করে আচ্ছাদন ॥ ৭০
তবে যথাশাস্ত্র গারুড়াস্ত্র তেজিলা রাঘব।
তাহে বহুতর খগেশ্বর হইল সম্ভব ॥ ৭১
তারা ব্যোমতলে উড়ি চলে পক্ষ পসারিয়া।
আর লঙ্কেশ্বর-সর্পশর গিলয়ে ধরিয়া ॥ ৭২
বাণ ব্যর্থ দেখি মহারোথী রাজা দশানন।
রাম-চন্দ্রোপরি বেগ করি বর্ষে শরগণ ॥ ৭৩
সেহ নিমেষত দশশত শরে বিন্ধি তাঁরে।
আর ক্ষণকালে বাণজালে মাতলিরে মারে ॥ ৭৪
আর বহুকাণ্ডে ধ্বজদণ্ডে করিয়া বেধন।
ঘোড়া সহস্রেরে বেগভরে বর্ষে শরগণ ॥ ৭৫
পরে পুনর্ব্বার অনিবার বৃষ্টি করি শর।
সহ রঘুপতি শ্রীমুরতি করিল জর্জ্জর ॥ ৭৬
তার শর-ততি রঘুপতি না পারি সহিতে।
র-লীলাবশে কিছু ত্রাসে সমুদ্বিগ্ন-চিতে ॥ ৭৭
তাহা নিরখিয়া দুঃখি-হিয়া সুর মুনিগণ।
করে অনিবার হাহাকার সশঙ্কিত-মন ॥ ৭৮
আর বিভীষণ কপিগণ সুগ্রীবাদি জন।
তারা কি হইল কি হইল বলে ভীতমন ॥ ৭৯
তাহে ভক্তগণে স্বনয়নে দুঃখিত দেখিয়া।
প্রভু রোষভরে আপনারে গেলেন ভুলিয়া ॥ ৮০
তাহে তাঁর তনু নব্য-ভানু-সবর্ণ হইল।
আর ভ্রূকুদণ্ড অতি চণ্ড ললাটে উঠিল ॥ ৮১
দেখি কোপ তাঁর এ সংসার অতি ভীতমন।
কাঁপে ধরাতল কুলাচল সকল সঘন ॥ ৮২
আর নদীপতি হল্যা অতি ক্ষোভেতে ব্যাকুল।
উঠি আকাশেতে সাধ্বসেতে ডাকে পক্ষিকুল ॥
দেখি রামে রুষ্ট আর দুষ্ট উৎপাত সকল।
সেহ লঙ্কাপতি কিছু ভীতি পাইয়া বিহ্বল ॥ ৮৪
তবে রঘুবরে রোষভরে পূরিত দেখিয়া।
যত দেবগণ মুনিজন হল্য সুখি-হিয়া ॥ ৮৫
তাঁরা সকলেতে করি সাতে খেচরাদিগণে।
থাকি ব্যোমতলে কুতূহলে দেখিছেন রণে ॥ ৮৬
তাহে দুঃস্বভাব দৈত্যভাব ছিল যত জন।
তারা সবে কয় রামে জয় কর দশানন ॥ ৮৭
আর লক্ষ লক্ষ সুরপক্ষ করি কোলাহল।
রাম জয় কর জয় কর বলে অবিরল ॥ ৮৮
তবে রঘুবীর দশশির-উপরি সঘন।
বরি-ষেণ শর জলধর যেন জলকণ ॥ ৮৯
তবে লঙ্কেশ্বর সেই শর-ঘাতে ক্রুদ্ধহিয়া।
অতি সুবিপুল এক শূল লইল তুলিয়া ॥ ৯০
যার ধরাধর হস্তো বর তনুখান হয়।
গিরি-শৃঙ্গ হেন যাহে ঘন কণ্টক শোভয় ॥ ৯১
অরি-রক্তধার অঙ্গে যার হয়্যাছে লেপন।
যাহে ঘণ্টাকোটী পরিপাটী করয়ে নিস্বন ॥ ৯২
সেই ভয়ঙ্কর শূলবর করিয়া ধারণ।
অতি সুভৈরব এক রব কৈল দশানন ॥ ৯৩
যাহে মহাচল ধরাতল দিগন্ত গগন।
কাঁপে অতিশয় পায় ভয় এ তিন ভুবন ॥ ৯৪
যত নদীগণ ক্ষুব্ধমন গতি পাসরিল।
আর পারাবার বার বার কাঁপিতে লাগিল ॥
যত মুনিগণ ভীতমন শান্তি পাঠ করে।
আর কপিগণ ছাড়ি রণ পলাইছে ডরে ॥ ৯৬
সেই শূলবরে লোকে করে করিয়া সঘন।
আর রঘুপতি প্রভুপ্রতি করে দশানন ॥ ৯৭
ওরে মূঢ়মতি রাম অতি অভাগ্য-ভাজন।
এই শূল তোরে নাশিবারে করিয়ে ক্ষেপণ ॥৯৮

তোরে ইথে করি নষ্ট করি রাক্ষসতন্তিরে।
আমি সন্তোষিব পিয়াইব তোমার রুধিরে ॥ ৯৯
আর তোর মাংসে নিজবংশে পিণ্ড-সমর্পিব।
তবে নিজ গোত্রনারী-নেত্র মার্জ্জন করিব ॥১০০
এত কহি কোপে মহাদাপে সে শূল ছাড়িল।
সেই হুতাশন উগারণ করিয়া চলিল ॥ ১০১
তার তেজোগণ-ভূ-গগন আচ্ছাদিয়া যায়।
যাহা দেখি দেখি যুদ্ধ রাখি বানর পলায় ॥১০২
সেই ঘোরতর শূলবর করি নিরীক্ষণ।
প্রভু রঘুবীর নানাতীর করেন বর্ষণ ॥ ১০৩
সেই সব শর তীক্ষ্ণতর মহাবেগে ধায়।
কিন্তু ঠেকি ঠেকি শূলে একি ভস্ম হয়্যা যায় ॥
তবে রামচন্দ্র এক ইন্দ্র-শক্তি লয়্যা করে।
শূল নিবারিতে শাস্ত্রনীতে ছাড়িলা সত্বরে ॥ ১০৫
সেই শক্তি তবে মহাজবে আকাশে চলিল।
তাতে ঘণ্টাগণ ঠন ঠন্ বাজিতে লাগিল ॥১০৬
আর তার তেজে ব্যোমমাঝে কিছু নাহি ভায়
যাহা দেখি ত্রাহি ত্রাহি কহি রাক্ষস পলায় ॥
সেই ইন্দ্রশক্তি রামশক্তি-প্রেরিত হইয়া।
দশানন-শূলে মহাবলে পড়িল গর্জ্জিয়া ॥ ১০৮
তার স্পর্শগত হয়্যা শতখণ্ড সেই শূল।
পড়ে ভূমিভাগে মহাবেগে যেন গৃধ্রকুল ॥ ১০৯
তবে রঘুবর বহু শর করিয়া মোচন।
কৈলা জরজর লঙ্কেশ্বর-রথ-অশ্বগণ ॥ ১১০
আর বহুবাণে উরঃস্থানে বিন্ধি লঙ্কাপালে।
তীক্ষ্ণ তিনতীরে পুন তারে বিন্ধিলা কপালে ॥
সেই সব শরে রক্ত ঝরে রাবণের গায়।
যেন অশোকের শরীরের মাঝে পুষ্প ভায় ॥
সেই শরভেদে পাই খেদে লঙ্কা-অধীশ্বর।
মহা কোপভরে রঘুবরে বৃষ্টি করে শর ॥ ১১৩
সেই সব বাণ বেগবান পড়ে রঘুবরে।
যেন মেঘ হৈতে ভূধরেতে জলধারা পড়ে ॥ ১১৪
সেই সব শরে রাঘবেরে কৈল আচ্ছাদন।
তাহি দেখি তাঁরে হাহা করে শাখামৃগগণ ॥১১৫
সেই শর সব পরাভব করি নিজ শরে।
পরে করি লীলা প্রকাশিলা প্রভু রণান্তরে ॥
যেন দিবাকর জলধর-বৃন্দ ভেদ্র করি।
করে সুশোভন প্রকাশন গগন-উপরি ॥ ১১৭

তাঁর পরকাশ দেখি ত্রাস তেজি কপি সব।
করে সুখিমন ঘনেঘন জয় জয় রব ॥ ১১৮
তবে রঘুবর ঘোরতর ক্রোধেতে ভরিয়া।
লঙ্কা-নাথ প্রতি কন অতি গভীর গর্জ্জিয়া ॥
অরে দুরাশয় পাপময় কপট-নিধান।
আজি হাতে মোর কভু তোর না রহিবে প্রাণ
তুমি মোর নারী আনি হরি মোর অগোচরে।
নিজে শূর মান নাহি জান মোর বলভরে ॥
সেই দিন তোর সঙ্গে মোর হইত দর্শন।
তবে তোর জ্ঞাতি বন্ধুর্তাত না হত্য নিধন ॥
আমি শরে করি তোরে মারি রাখিতাম সীতা
তবে না হইত পতিচ্যুত রাক্ষসবনিতা ॥ ১২৩
এহ হল্য ভাল যাহে হৈল দেবতার হিত।
এবে তোরে মারি তুষ্ট করি আপনার চিত ॥
তোর বিনাশন নিষ্পাদন করিতে না পাই।
আমি দিবানিশি ভাবি বসি নিদ্রা নাহি যাই ॥
আজি ভাগ্যবশে রণস্থলে পাইলুঁ তোহারে।
এবে শরে করি যমপুরী দেখাব তো ছারে ॥১২৬
আজি তোর শিরে কাটি তীরে ভূতলে ফেলিব
আর সেই মুণ্ডে গৃধ্রতুণ্ডে করি ভাঙ্গাইব ॥ ১২৭
তোর যেই শিরে শোভা করে ভূষণ প্রচুর।
তাহে অচিরাত পদাঘাত করিবে কুকুর ॥ ১২৮
তোর অন্ত্রনাড়ী ছিঁড়ি ছিঁড়ি শৃগালে খাইবে
আর কাক কঙ্ক অবিশঙ্ক রক্ত মেদ পিবে ॥ ১২৯
কহি এতবাণী রঘুমণি টানি শরাসন।
সেই দশাননে শরগণে করেন বেধন ॥ ১৩০
তাঁর রোষাবেশে সবিশেষে বাড়ে ভুজবল।
আর দ্বিগুণিত হল্য চিত-উৎসাহ প্রবল ॥ ১৩১
আর সুর-মিত্র বিশ্বামিত্র যাহা দিয়াছিলা।
সেই অস্ত্রসব প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিলা ॥ ১৩২
করি নিরীক্ষণ সুলক্ষণ নিজের এ সব।
অতি সুখিমনে দশাননে বিন্ধেন রাঘব ॥ ১৩৩
মহা বেগবান্ রামবাণ সহিতে না পারি।
হল্য অতিত্রস্ত অস্তব্যস্ত লঙ্কা-অধিকারী ॥১৩৪
তাহে সে সময় কপিচয় পাদপ পাথর।
ধরি ধরি করে বৃষ্টি করে রাবণ-উপর ॥ ১৩৫
সেই শরাঘাতে শিলাপাতে বিহ্বলহৃদয়।
সেই দশশির আর তীর ছাড়িতে নাড়য় ॥ ১৩৬

আর শরাসন-আকর্ষণ-উদাম না করে।
কিন্তু হয়্যা দীন বাক্যহীন বিদ্ধ হয় শরে ॥ ১৩৭
যবে হেনরূপে লঙ্কাভূপে বিষণ্ন দেখিল।
তবে রথ নিয়া পলাইয়া সারথি ধাইল ॥ ১৩৮
তাহা নিরখিয়া সুখি-হিয়া যাবত বানর।
কহে অহো ধন্য অহো ধন্য প্রভু রঘুবর ॥১৩৯
কিছুকাল পরে জ্ঞান পাই লঙ্কাপতি।
কহিতেছে ক্রুদ্ধ হয়্যা সারথির প্রতি ॥ ১৪০
অরে মূঢ় তুমি মোরে নাহি জিজ্ঞাসিয়া।
করিয়াছ একি অতি অনুচিত ক্রিয়া ॥ ১৪১
হায় একি শত্রু-মধ্য হইতে আমার।
রথ লয়্যা পলায়্যা এস্যাছ দুরাচার ॥ ১৪২
বীর্য্য-পরাক্রম-মান-বিবর্জ্জিত জনে।
যেন কেহ লয়্যা যায় উপেখিয়া রণে ॥ ১৪৩
হায় হায় হায় তোর দোষে কি হইল।
চিরকালার্জ্জিত মোর যশ বিনাশিল ॥ ১৪৪
হেন পরাক্রম হেন তেজ হেন মান।
তোর দোষে সকল হইয়া গেল আন ॥ ১৪৫
বুঝিলাম তোরে ভেদ করিয়াছে রাম।
প্রতিশ্রুত হয়্যা বাস ভূষা রত্ন-গ্রাম ॥ ১৪৬
অথবা হয়্যাছ ভীত কিম্বা মূঢ়মতি।
কিম্বা স্নেহশূন্য হইয়াছ মোর প্রতি ॥ ১৪৭
অন্যথা না ঘটে এ দুষ্ক্রিয়া সারথিতে।
শত্রুতেও নাহি পারে যে কর্ম্ম করিতে ॥ ১৪৮
অতএব হইতেছে হেন ক্রোধোদয়।
যাহে তোর মুণ্ড কাটিবার ইচ্ছা হয় ॥ ১৪৯
রাবণের মুখে শুনি কঠোর বচন।
কর যুড়ি সারথি করয়ে নিবেদন ॥ ১৫০
মহারাজ ক্রোধ পরিহরি মোর প্রতি।
করহ আমার নিবেদনে অবগতি ॥ ১৫১
ভেদ নাহি করিয়াছে শত্রুজনে মোহে।
নাহি আমি ভীত মূঢ় স্নেহশূন্য তোঁহে ॥ ১৫২
তথাপি করিলুঁ যে লাগিয়া এই কাজ।
শ্রবণ করহ তাহা নিশাচররাজ ॥ ১৫৩
আজি আমি দেখিলাম সমরে তোমারে।
অত্যন্ত বিষণ্ন শ্রমে শরের প্রহারে ॥ ১৫৪
নাহি দেখি তব হর্ষ বাণ-বিমোচনে।
নাহি দেখি উৎসাহ ধনুক-আকর্ষণে ॥১৫৫
তোমার রথের এই সব তুরঙ্গম।
পায়্যাছিল অতিশয় তৃষ্ণা পরিশ্রম ॥ ১৫৬
দেখিয়া আমিহ এই সব অলক্ষণ।
রথ লয়্যা করিয়াছি এথা আগমন ॥ ১৫৭
শাস্ত্রে আছে পরস্পরে পালিবে দোঁহারে।
রথী সারথিরে আর সারথি তাহারে ॥ ১৫৮
সারথি জানিবে ভালমতে এ সকল।
দেশ-কাল রথীর উৎসাহ বলাবল ॥ ১৫৯
ভালমতে এ সকল করি বিবেচন।
করিবেক রণে স্থিতি কিম্বা পলায়ন ॥ ১৬০
অতএব আমি তব হিতের লাগিয়া।
আসিয়াছি রথ লয়্যা দূরে পলাইয়া ॥ ১৬১
স্থির হল্যে তুমি স্থির হল্য রথহয়।
আজ্ঞা কর এক্ষণ যে তব ইষ্ট হয় ॥ ১৬২
এত সারথির বাণী শুনি দশানন।
তুষ্ট হয়্যা তারে দিল স্বহস্ত-ভূষণ ॥ ১৬৩
করিয়া তাহারে নানামতে প্রশংসন।
পুনর্ব্বার তার প্রতি কহে এ বচন ॥ ১৬৪
চল শীঘ্র রথ লয়্যা রামবরাবর।
তারে না বধিয়া না ফিরিবে লঙ্কেশ্বর ॥ ১৬৫
এতেক বচন শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া।
চলিল সারথি রথ চালায়্যা লইয়া ॥ ১৬৬
তার রথ দেখি তবে প্রভু রঘুপতি।
কহিছেন এই বাক্য মাতলির প্রতি ॥ ১৬৭
দেবরাজ-সারথি করহ নিরীক্ষণ।
পুনর্ব্বার সমরে আইল দশানন ॥ ১৬৮
পলাইয়া গিয়া পুন আইসে সমরে।
অতএব বুঝি যাবে শমন-নগরে ॥ ১৬৯
আমিহও এহারে করিব বিনাশন।
তুমি সাবধানে রথ করহ চালন ॥ ১৭০
ইন্দ্রের সারথি তুমি এ কর্ম্মে পণ্ডিত।
তোহে শিক্ষা দেয়া মোর অতি অনুচিত ॥১৭১
কিন্তু মোর বড়ই উৎকণ্ঠা যুঝিবারে।
তেঁই কহিতেছি হেন বচন তোমারে ॥ ১৭২
ইথে তুমি না করিবে দূষণ ভাবন।
শিক্ষা নহে হয় এ ত কেবল স্মরণ ॥ ১৭৩
প্রভুর বচন শুনি মুদিত মাতলি।
নিবেদন করিছেন হয়্যা কৃতাঞ্জলি ॥ ১৭৪

প্রভু এ কেমন আজ্ঞা করিছেন স্বামী।
এ বচন কহিবার পাত্র নহি আমি ॥ ১৭৫
তোমা স্থানে শিক্ষা লয় বিধি পঞ্চানন।
তাহে আমি কোন্ ছার অতি অভাজন ॥ ১৭৬
না জানি কি করিছিলুঁ তপ পূর্ব্ব ভবে।
করিলাম যার ফলে তব সেবালবে ॥ ১৭৭
করিবে আপুনি এই কৃপাপ্রকাশন।
জন্মে জন্মে করি যেন এইত সেবন ॥ ১৭৮
এক্ষণ করিয়া শীঘ্র রাবণে মারণ।
সুস্থ কর যাবদীয় সুর-মুনিগণ ॥ ১৭৯
এত কহি সে মাতলি আনন্দিত চিতে।
প্রেরণ করিলা সেই স্যন্দনে তুরিতে ॥ ১৮০
প্রদক্ষিণ ক্রমে ঘুরি রাবণ-স্যন্দনে।
চক্রের ধূলিতে আচ্ছাদিলা দশাননে ॥ ১৮১
তাহে অতি কুপিত হইয়া দশশির।
রঘুবর-উপরিতে বৃষ্টি করে তীর ॥ ১৮২
সে শর-প্রহারে ক্রুদ্ধ হয়্যা রঘুবর।
ইন্দ্র-শরাসন ধরি ছাড়িছেন শর ॥ ১৮৩
আরম্ভ হইল তবে অতি ঘোরতর।
শ্রীরাঘব-রাবণের দ্বৈরথ সমর ॥ ১৮৪
সেকালে রণস্থলে, রাবণ-অকুশলে,
হইছে নানা উপদ্রব।
বরিষে জলধর, তাহার রথোপর,
রুধিরধারা লব লব ॥ ১৮৫
হইয়া চক্রাকার, মারুত অনিবার,
ঘুরয়ে তার রথ ঘেরি।
গৃধিনী পাখী সব, করিয়া ঘোর রব,
উড়য়ে রথে বেড়ি বেড়ি ॥ ১৮৬
জিনিয়া ওড়ফুল, অধিক সু-রাতুল,
দিবসে হল্য সন্ধ্যোদয়।
বিকট উল্কাগণ, পড়য়ে ঘনেঘন,
নির্ঘাত-রব মুহু হয় ॥ ১৮৭
সেখানে দশানন, সেখানে ঘনেঘন,
কাঁপয়ে ভূমি বার বার।
রাবণ সেনা-মাঝ, পড়য়ে ঘোর বাজ,
জলদ বিনে অনিবার ॥ ১৮৮
ঘেরিয়া দশাননে, উপারি হুতাশনে,
শৃগালী ডাকে ঘোর সোঁরে।
হরিত সিত লাল, রবির করজাল,
স্ফুরয়ে রাবণের কোরে ॥ ১৮৯
এ সব উৎপাত, দেখিয়া অকস্মাত,
রাবণ সশঙ্কিত-মন।
বিবিধ সুলক্ষণ, করিয়া নিরীক্ষণ,
সুখিত শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৯০
তবে দশরথ-সুত আর লঙ্কার ঈশ্বর।
বর চমৎকার যুদ্ধ আরম্ভিলা পরস্পর ॥ ১৯১
শত্রু উদাসীন আত্মীয় এ ত্রিবিধ প্রকার।
কার সেই রণ দেখি না হইল চমৎকার ॥ ১৯২
কপি-নিশাচর যত তারা দেখি সে বিচিত্র।
চিত্র-পুত্তলীর ন্যায় রহে ছাড়ি স্বচরিত্র ॥ ১৯৩
তারা বৃক্ষ শিলা অস্ত্র-শস্ত্র করিয়া ধারণ।
রণ-ধারে ধারে দাঁড়ায়্যা করয়ে নিরীক্ষণ ॥ ১৯৪
কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র-তরু-শিলা ছাড়িতে নারয়।
রয় স্তব্ধ-নেত্র হয়্যা যেন প্রতিমা মৃন্ময় ॥ ১৯৫
অন্য কি কহিব আপুনি শ্রীলক্ষ্মণ কুমার।
মার পরিহরি দেখিছেন সেই চমৎকার ॥ ১৯৬
তবে উৎপাত-সকল দেখি রাম-লঙ্কাপতি।
অতি ঘোর যুদ্ধ করিছেন রণে স্থিরমতি ॥ ১৯৭
তাহে রাবণ মারিব বলি করয়ে সংগ্রাম।
রাম যুঝিছেন মারিব বলিয়া অনুপাম ॥ ১৯৮
তবে দশানন কিছুকাল করিয়া সমর।
মর-মেতে বিষণ্ণ হয়্যা কুপিত-অন্তর ॥ ১৯৯
তবে শ্রীরামচন্দ্রের রথধ্বজে লক্ষ্য করি।
করি-লেক তিন শর বিমোচন ক্রোধে ভরি ॥
মহা শব্দে সেই তিন শর করিল গমন।
মন হেন বেগে রামরথে করিল পতন ॥ ২০১
কিন্তু রথরক্ষাকারী শূলে ঠেকিয়া সত্বর।
বর শব্দ করি পড়ে তারা ভূতল-উপর ॥ ২০২
তাহা নিরখিয়া শ্রীরাঘব কোপে কম্পবান্।
বাণ যুড়িলা ধনুতে এক অতি খরশাণ ॥ ২০৩
মহা-বেগে গিয়া সেই শর করি ঘোর রাব।
রাব-ণের রথধ্বজেরে কাটিল সুপ্রভাব ॥ ২০৪
সেহ ধ্বজ রথ হইতে পড়িল ধরা পরে।
পড়ে তালবৃক্ষ যেন গিরি হৈতে বায়ুভরে ॥ ২০৫
তবে ধ্বজচ্ছেদ দেখি কোপে জলয়ে রাবণ।
বন-দাহে প্রজ্বলিত হয় যেন হুতাশন ॥ ২০৬

সহ শ্রীরামচন্দ্রের রথ-ঘোটক-নিকরে।
করে প্রত্যেকেরে বাণ-বৃষ্টি মহাবেগ-ভরে॥
কিন্তু সে শরের প্রহারে সেই দিব্য-অশ্বগণ।
গণ-না করে যেন হস্তী মালার তাড়ন॥ ২০৮
তাহা নিরীক্ষণ করি তবে সেহ দশস্কন্ধ।
অন্ধ হয়্যা রোষে অস্ত্র ছাড়ে মায়া-পরবন্ধ॥২০৯
কত চক্র গদা অর্দ্ধচন্দ্র মুষল তোমর।
মর-ণের হেতু শূল তন্নু-ভূধর-শিখর॥ ২১০
কত ভূষণ্ডী খর্পর খড়্গ অঙ্কুশ মুদ্গর।
গর-জন করি ঘোরতর ছাড়য়ে বিস্তর॥ ২১১
সেই মায়া-অস্ত্র-শস্ত্র রাম- রথেতে ঠেকিয়া।
কি আশ্চর্য্য ভূমিতলে পড়ে নিষ্ফল-হইয়া॥ ২১২
তাহে লঙ্কাপতি অতিশয় কোপেতে মাতিল।
তিল একে লক্ষ লক্ষ বাণ ছাড়িতে লাগিল॥
তাহা দেখি রামচন্দ্র তেন বেগ প্রকাশিলা।
শিলা-বৃষ্টি হেন বাণজাল বর্ষিতে লাগিলা॥ ২১৪
তবে তাঁদের দোঁহার শর গমনাগমনে।
মনে বোধ হয় অবকাশ না ছিল গগনে॥ ২১৫
সেই শরে তেন সমাচ্ছন্ন হইল অম্বর।
বর-বৃষ্টি-জলধারে যেন গগন-ভিতর॥ ২১৬
কবে আস্তে কবে যায় সেই সব ঘোরবাণ।
বানরাদি কেহ তাহা না করিতে পারে জ্ঞান॥
এক মাত্র দেখিবারে পায় শরের কিরণ।
রণ-স্থলী যার তেজে হইতেছে প্রকাশন॥ ২১৮
আর কর্ণে ঠনঠনী-নাদ পায় শুনিবারে।
বারে বারে যাহে মূর্চ্ছা পাই ভূমে তনু ডারে॥
তাহে দোঁহার সারথি দুই রণে বিচক্ষণ।
ক্ষণ মাত্রে কতমতে রথে করায় গমন॥ ২২০
কভু চারিদিকে ঘুরে হয়্যা মণ্ডল-আকার।
কার নয়ন লখিতে পারে গমন তাহার॥ ২২১
তাহে কভু প্রদক্ষিণে যায় কভু বামাবর্ত্তে।
বর্ত্তে সম্মুখে আসিয়া পুন সমরে প্রবর্ত্তে॥ ২২২
কভু বাম-দক্ষিণেতে যায় তেজি রণস্থান।
আন পথে পুন সম্মুখেতে করয়ে পয়াণ॥ ২২৩
কভু অভিমুখ হয়্যা দুই রথে নিয়োজয়।
জয় করিবারে পরস্পরে বেগ প্রকাশয়॥ ২২৪
তাহে রথে রথে পরস্পরে ঠেকাঠেকি হয়।
হয় উভয়ের মুখে মুখে সমর করয়॥ ২২৫

আর ঘোর শব্দ করে ঈশে ঈশে ঠেকাঠেকি।
একি পতাকাতে করে জড়াজড়ি ঝোঁকাঝুঁকি।
তবে সারথির এই কর্ম্মে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম।
রাম-রাবণ পাইয়া পুন করেন সংগ্রাম॥ ২২৭
তাহে রাবণ তামসবাণ কৈল অবতার।
তার প্রভাবেতে রণস্থল হল্য অন্ধকার॥ ২২৮
তাহে শ্রীরামের ঘোড়া পথ দেখিতে না পায়।
তাহে বাঢাত্যে না পারি স্থির হইয়া দাঁড়ায়॥
সেই অন্ধকার নিরখিয়া জানকীরমণ।
মন হেন বেগে সূর্য্যবাণ করিলা মোচন॥ ২৩০
সেই শর-তেজে অন্ধকার পাইল প্রলয়।
লয়-বহ্নি হেন তবে তার তেজ প্রকাশয়॥ ২৩১
তবে তাহা দেখি চন্দ্রশর তেজে লঙ্কাপতি।
অতি-শয় উগারয়ে সেহ নীহার সংহতি॥ ২৩২
সেই হিমেতে কুণ্ঠিত দেখি তেন সূর্য্যবাণ।
বান-রেন্দ্র-মিতা অগ্নিশর করিলা সন্ধান॥ ২৩৩
সেহ ঝলকে ঝলকে উগারিয়া হুতাশন।
শন শন শব্দে চলে করি সকলে দাহন॥ ২৩৪
তাহা নিরীক্ষণ করি তবে নিকষা-তনয়।
নয়-অনুসারে মেঘবাণ নিযুক্ত করয়॥ ২৩৫
তাহে জনমিল নানা-জাতি জলধর জাল।
যার বর্ষণে নির্ব্বাণ হল্য সে বহ্নি বিশাল॥ ২৩৬
আর সেই সব সলিলে ঢাকিল বসুমতী।
মতি জান্মিতে না পারে পথ-বিপথ সম্প্রতি॥
তবে বায়ুবাণ বিসর্জ্জন কৈলা রঘুপতি।
অতি বেগে উড়াইল তারা সেই মেঘততি॥২৩৮
আর রাবণের রথ তাহে হয় কম্পবান্।
বাণ ছাড়িল তবেত সেহ পর্ব্বত-আখ্যান॥২৩৯
তাহে জন্মিয়া অনেক গিরি ঠেলি সমীরণে।
রণে আগুলিয়া চলে রামে চাপিবার মনে॥২৪০
তবে রঘুপতি ইন্দ্রবাণ বিমোচন করি।
করি-লেন সংহরণ সেই সকল শিখরী॥ ২৪১
আর চারিবাণে রাবণের চারিটা তুরঙ্গে।
রঙ্গে বেধ করিলেন প্রভু বেগের তরঙ্গে॥২৪২
সেই চারি ঘোড়া রাম-বাণপ্রহারে ক্ষুভিত।
ভীত হইয়া পশ্চাতে হঠি চলয়ে কিঞ্চিত॥ ২৪৩
তাহে অতিক্রুদ্ধ লঙ্কাপতি রামে করি লক্ষ্য
লক্ষ লক্ষ শর বিন্ধতেছে রণে মহাদক্ষ

স সে-কল শরে ব্যথা কিম্বা বিকার কিঞ্চিত।
চত-মাঝে রাম না পাইলা না হল্যা বিস্মিত॥
কন্তু ছাড়ি বাণ সহস্র সহস্র বজ্রসম।
নম-রেতে মাতি রাবণেরে বিন্ধিলা অশ্রম॥ ২৪৬
পরে দশানন ক্রুদ্ধ হয়্যা মাতলি-উপর।
পর-মাধিক বেগেতে বৃষ্টি করে বহু শর॥ ২৪৭
কিন্তু মাতলির কলেবরে শর সেই সব।
অব-সাদ করিবারে নাহি পারে এক লব ২৪৮
দেখি মাতলির উপরেতে বাণ-বিমোচন।
চণ্ড-কোপেতে কম্পিত হল্যা রাজীবলোচন॥
তবে দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশত।
শত সহস্র অযুত বাণ ছাড়েন ক্রমত॥ ২৫০
তাহে দশাননো বাণ ছাড়ে তেনই প্রকারে।
কারে কোনোজন পরাভব করিতে না পারে॥
তাঁরা দোঁহে বীর বলবান্ সাধ্বস রহিত।
হিত-সাধনে তৎপর বাণ-বিদ্যায় পণ্ডিত॥২৫২
দোঁহে শীঘ্রহস্ত অক্ষয় তূণীর-ধনুর্দ্ধর।
ধর্ম্ম-যুদ্ধ-কর অনুপম জগত-ভিতর॥ ২৫৩
তাহে কতজাতি ছাড়িছেন তাঁরা বাণগণ।
গণ-না কে করিবেক তার সব বিবরণ॥ ২৫৪
কত বুক-বেধী মুণ্ডচ্ছেদী বাহুচ্ছেদকর।
কর-চ্ছেদকারী উরুদণ্ড-বিদারী প্রখর॥ ২৫৫
কত মাংসভোজী বসাপায়ী রুধির-ভোজন।
জন-প্রাণহর অস্থিভেদী অতি ঘোরস্বন॥ ২৫৬
কত সিংহমুখ ব্যাঘ্রমুখ কুক্কুর-বদন।
দন্দ-শূক-মুখ শিবা-মুখ বিড়াল-আনন॥ ২৫৭
কত সিংহদন্ত ব্যাঘ্রদন্ত বরাহ-বদন।
দন্তি-দন্তাকার বৃকদন্ত ভুজঙ্গ-দশন॥ ২৫৮
আর যমদণ্ড কালদণ্ড তীক্ষ্ণ বজ্রধার।
আর উল্কামুখ সূর্য্যমুখ ভীষণ-আকার॥ ২৫৯
কত অগ্নিবক্ত্র বহুবক্ত্র ধূম-উগারণ।
রণ-প্রকাশন মনোজব সমীরগমন॥ ২৬০
কত অর্দ্ধচন্দ্র সূচামুখ বিকর্ণ বিপাঠ।
পাঠ করি শেষ করিবে কে সে শরের ঠাট॥২৬১
সেই সব শর বরিষণ করেন দোঁহায়।
হায় ত্রিভুবনে উপমান দিতে নাহি তায়॥২৬২
যদি একদা গগনে উঠি দুই প্রভাকর।
কর-সমূহ নিক্ষেপ করে দোঁহে পরস্পর॥ ২৬৩

কিম্বা দুই প্রলয়ের মেঘ উঠিয়া উপর।
পরস্পরে জলধারাসেক করে নিরন্তর॥ ২৬৪
তবে তাঁদের উপমা দিতে পারিয়ে কিঞ্চিত।
চিত তাহা না মানিয়া কহে অতি সঙ্কুচিত॥ ২৬৫
রাম-রাবণের যুদ্ধ হয় নিজেরি সমান।
আন স্থানেতে না হয় কভু তার উপমান॥২৬৬
তবে দেখি তেন তাদের সমর পরিষ্কার।
কার ত্রিভুবনে না হইল চিত্তে চমৎকার॥ ২৬৭
তাহে অমর সকল চিত্রপুত্তলী যেমন।
মন-সুখে সবিস্ময় হয়্যা করে নিরীক্ষণ॥ ২৬৮
আর কিন্নর-গন্ধর্ব্ব-আদি উপদেব-ততি।
অতি ত্রাসে স্থির হত্যে নারে কম্পিত-মুরতি॥ ২৬৯
আর মুনি-সিদ্ধগণ অতি চিন্তিত-অন্তর।
তর-লিত চিতে করিছেন আশীষ বিস্তর॥ ২৭০
হকু গো দ্বিজ অমর সব কুশল-ভাজন।
জন-সকলে থাকুক সদা আনন্দিত-মন॥ ২৭১
পরাজয় করি রঘুবীর আপন রিপুরে।
পুরে করুন রাজত্ব দান আপন বন্ধুরে॥ ২৭২
এইরূপ নানা আশীষ করয়ে মুনি যত।
যতনেতে শান্তিমন্ত্র পাঠ করে অবিরত॥ ২৭৩
আর প্রভাশূন্য হল্যা সূর্য্য সহস্রকিরণ।
রণ দেখি ভয়ে বহিতে না পারে সমীরণ॥ ২৭৪
আর ঘনে ঘনে কাঁপে গিরি সহ বসুমতী।
মতি স্থির করিবারে নারে দেখি ত্রিজগতী॥২৭৫
আর সাগর-সকল তাহে হইল ক্ষুভিত।
ভীতি পায় তাহে নাগগণ দানব-সহিত॥২৭৬
আর দিক্করী সকল করে উৎকট চীৎকার।
কার শুনি তাহা নাহি হয় সাধ্বস অপার॥২৭৭
তবে হেন মতে বহুকাল করিয়া সংগ্রাম।
রাম-চন্দ্র কিছু বল প্রকাশিলা অভিরাম॥ ২৭৮
তবে তীক্ষ্ণতর এক বাণ ক্ষুরপ্র-সমান।
মান করি নিজ শরাসনে করিলা সন্ধান॥ ২৭৯
সেই বাণ মহাবেগে গিয়া করি ঘোররাব।
রাব-ণের এক মস্তকে কাটিলা সুপ্রভাব॥২৮০
তাহা নিরীক্ষণ করি সুখে হইলা মগন।
গণ-সহিত মহেন্দ্র আর শ্রীরঘুনন্দন॥ ২৮১
যেই মাত্র রাবণের মস্তক পড়িল।
তেঁই সেই স্থানে অন্য মস্তক উঠিল॥ ২৮২

পুনর্ব্বার তাহারে কাটিলা রঘুবীর।
পুন সেই ক্ষণে উঠে তেন এক শির ॥ ২৮৩
এইরূপে রামচন্দ্র কাটিলা তাহার।
এক এক মস্তকেরে দশ দশ বার ॥ ২৮৪
বুঝি দশদিক্ পালেরে দশ দশ দিকে।
এক এক ভেট দিতে কাটিলা তা-দিকে ॥ ২৮৫
গড়াগড়ি যায় তার সে মুণ্ড সকল।
ভাদ্রমাসে যেন পরিপক্ক তাল-ফল ॥ ২৮৬
এইরূপে একশত মস্তক কাটিলা।
তথাপি সে দশকণ্ঠ প্রাণ না তেজিলা ॥ ২৮৭
তবে প্রভু পুন এক মস্তক ছেদিলা।
সেহ পূর্ব্বরীতে সেই ক্ষণেই উঠিলা ॥ ২৮৮
তাহা দেখি বিস্ময় পাইয়া রামধন।
করিছেন মনে মনে এইত চিন্তন ॥ ২৮৯
একি চমৎকার একাধিক শত মুণ্ড।
কাটিলাম তথাপি না মরে দশতুণ্ড ॥ ২৯০
মারীচ দূষণ খর বিরাধ কবন্ধ।
মহাবল বালী কুম্ভকর্ণ মহাস্কন্ধ ॥ ২৯১
বধিলুঁ এ সব বীরে যে সকল শরে।
তাহা নিরর্থক হল্য দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে ॥ ২৯২
ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারি।
কিরূপে বধিব এই দুর্জ্জয় দেবারি ॥ ২৯৩
এইরূপ ভাবনা করেন মনে মনে।
রাবণেও শরবৃষ্টি করেন সঘনে ॥ ২৯৪
তবে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা সেই দশানন।
শ্রীরাম-উপরি করে মুষল বর্ষণ ॥ ২৯৫
সে সকল ঘোরতর মুষল দেখিয়া।
শ্রীরাম কাটিলা বাণ বিস্তর বর্ষিয়া ॥ ২৯৬
তবে দশানন করি মায়া বিরচন।
করিতে লাগিল অতি ঘোরতর রণ ॥ ২৯৭
ার নয়ন লা
... সেই রথখান।
... কভু প্রদক্ষিণে যায় ক... ॥ ২৯৮

মাতলির সারথ্য দেখিয়া রঘুবর।
তুষ্ট হয়্যা প্রশংসিলা তাহারে বিস্তর ॥ ৩০২
তবে অন্য মায়া বিরচিল দশানন।
যাহা দেখি হাহাকার করে ত্রিভুবন ॥ ৩০৩
যাহে প্রথমেতে উড়াইয়া পাংশুগণ।
বহিতে লাগিল ঘোরতর সমীরণ ॥ ৩০৪
পরে আকাশেতে আসি জলধরচয়।
রক্ত পূয় মেদ মূত্র বর্ষণ করয় ॥ ৩০৫
পাখা ধরি গিরিগণ গগনে উড়য়।
নানা অস্ত্র শস্ত্র তরু পাষাণ বর্ষয় ॥ ৩০৬
তরু সব হয়্যা হুতাশনে প্রজ্বলিত।
পড়িতেছে সমর-উপরি চারি ভিত ॥ ৩০৭
মুখে অগ্নি বমন করিয়া ঘোরতর।
গিরি হত্যে পড়ে কোটি কোটি বিষধর ॥ ৩০
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি হিংস্র পশুগণ।
যূথে যূথে রণমাঝে করয়ে ভ্রমণ ॥ ৩০৯
মুক্তকেশ দিগম্বর কত নিশাচরী।
রাম-আগে নৃত্য করে শূল শাল ধরি ॥ ৩১০
কত শত কবন্ধ উঠিয়া রণস্থলে।
নৃত্য করে ভূমি কাঁপাইয়া পদতলে ॥ ৩১১
কপি-সৈন্যে বেড়ে আসি প্রচণ্ড অনল।
উছলি উঠয়ে চারিদিকে সিন্ধুজল ॥ ৩১২
হেন ঘোর মায়া দেখি এ তিন ভুবন।
হাহাকার করে সবে অতি ভীত-মন ॥ ৩১৩
তাহা দেখি রামচন্দ্র নিজ শরাসনে।
সন্ধান করিলা বাণ নাম নারায়ণে ॥ ৩১৪
তার তেজে সেই সব মায়া হল্য ক্ষয়।
সূর্য্যোদয়ে যেন অন্ধকার নাশ হয় ॥ ৩১৫
পরে দশানন অন্য মায়া বিরচিল।
যাহা দেখি ত্রিভুবন বিস্ময় পাইল ॥ ৩১৬
সরথ-সারথি যেন নিজে দশানন।
স্বর্গ লোক তেন সেহ বিস্তর রাবন ॥ ৩১৭

তাহা দেখি সশঙ্কিত নিকষা-নন্দন।
করিলেক আপনার মায়া সম্বরণ ॥ ৩২১
তবে প্রভু করি নিজ ঐশ্বর্য্য গোপন।
পুন দশানন-সঙ্গে করিছেন রণ ॥ ৩২২
এইরূপে আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত।
হইল সমর সপ্ত দিবস অত্যন্ত ॥ ৩২৩
তাহাতে দিবস-রাত্রি মধ্যে একযাম।
কিবা দণ্ড পল ক্ষণ না দেখি বিশ্রাম ॥ ৩২৪
নাহিক আহার নাহি বিহার শয়ন।
অবিরত সমর করেন দুই জন ॥ ৩২৫
তা দেখি দেখি যত অমরাদিগণ।
তাহারাও কৈলা সপ্ত দিবস যাপন ॥ ৩২৬
পরে রঘুবর-আগে হয়্যা কৃতাঞ্জলি।
নিবেদন করিছেন তাঁহারে মাতলি ॥ ৩২৭
প্রভু একি করি নর-ভাব অঙ্গীকার।
অজ্ঞ-জন সম যুদ্ধ কর অনিবার ॥ ৩২৮
আছয়ে বিধির বর এই দশাননে।
হইবে ইহার মৃত্যু মস্তকচ্ছেদনে ॥ ৩২৯
অতএব ব্রহ্ম-অস্ত্র করিয়া মোচন।
র্শ্বে বিন্ধি নষ্ট কর দুষ্টের জীবন ॥ ৩৩০
দেখিয়া তোমার এই কর্ম্ম চমৎকার।
নিতান্ত হউক সুখী সকল সংসার ॥ ৩৩১
সুর-মুনি আর যত উপদেব-গণ।
অভয় হইয়া করুক জগতে ভ্রমণ ॥ ৩৩২
প্রসন্ন হউক দিক্ অন্তরীক্ষ জল।
হউক পরমানন্দ ভুবন-সকল ॥ ৩৩৩
তবে অতি ধীর মাতলির শুনি এ বচন।
হয়্যা তাঁর প্রতি তুষ্টমতি শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩৩৪
প্রশংসিয়া তারে বারে বারে স্বতূণ হইতে।
লইলা ব্রহ্মশরে নিজকরে আনন্দিত চিতে ॥৩৩৫
তবে দেবরাজ-হিতকাঙ্ক্ষ করিতে সাধন।
যুড়ি-ছিলা বিধি যথাবিধি লয়্যা তেজগণ ॥৩৩৬
সেই শরে করি বৃত্র-অরি সুখে অচিরাতে।
করি-ছিলা জয় সুদর্জ্জয় বিপক্ষসঙ্ঘাতে ॥ ৩৩৭
সেই দিব্যশর পুরন্দর অগস্ত্যের ধামে।
রাখিছিলা দিয়াছিলা তিঁহ যাহা রামে ॥
যে পঞ্চপর্ব্ব যার সর্ব্ব অঙ্গ ঋজুতর।
[illegible] । তুচ্ছ করে সুমেরু-মন্দর ॥ ৩৩৯
যেহ সুকঠিন দোষহীন গ্রন্থি যার মস্ত।
যার পুঙ্খদেশে বায়ু বসে ঊনপঞ্চাশত ॥ ৩৪০
পঞ্চ পর্ব্বে যার ইন্দ্র আর বরুণ শমন।
এই আদি করি শারি শারি বন্দে দেবগণ ॥৩৪১
ফলে বন্দে যার সূর্য্য আর দেব হুতাশন।
যার পক্ষততি পক্ষিপতি-পক্ষে বিরচন ॥ ৩৪২
যেহ নর-করি-অশ্ব গিরি-দৈত্য কলেবরে।
করে বিদারণ অস্ত্রগণ সকল সংহারে ॥ ৩৪৩
নানা মেদরক্ত অভিষিক্ত যার তনু হয়।
যেহ মাংসভক্ষি-পশু পক্ষি-গণেরে তোষয় ॥৩৪৪
রূপ দেখি যার এ সংসার পায় বড় ভয়।
নিশা-চর যত বিশেষত কম্পিত-অন্তর ॥ ৩৪৫
হেন দিব্য শরে ধরি করে মন্ত্রপূত করি।
ইন্দ্র-দত্ত চাপে পরতাপে যুড়িলা শ্রীহরি ॥ ৩৪৬
যবে ধনুর্গুণে সেই বাণে যুড়িলা রাঘব।
তবে পাই ডর থরথর কাঁপে লোক সব ॥ ৩৪৭
আর ধরাতল কুলাচল সকল কাঁপয়।
নিশা-চরকুল ভয়াকুল কাঁপে অতিশয় ॥ ৩৪৮
তবে রঘুবর সেই শর কর্ণান্ত টানিয়া।
করি সিংহনাদ আবষাদ দিলেন ছাড়িয়া ॥ ৩৪৯
তবে ঘোরতর সেই শর আকাশে উঠয়।
উঠি সেখানেতে প্রথমেতে ধূম উগারয় ॥ ৩৫০
পরে মহাবল কালানল-সমান হইয়া।
চলে দশমুখ-অভিমুখ হইয়া গর্জ্জিয়া ॥ ৩৫১
তবে উল্কাকার তেজ তার করি নিরীক্ষণ।
যত নিশাচর পাই ডর হল্য অচেতন ॥ ৩৫২
কেহ কেহ তায় পড়ি যায় ভূতল-উপর।
আর স্থিরনেত্র স্তব্ধ-গাত্র কত নিশাচর ॥ ৩৫৩
যত বীরব্রাত পাই ভীতি মুদিয়া নয়ন।
মনে মনে কয় একি হয় গেল রে জীবন ॥ ৩৫৪
এই পরকারে দেখি তারে সবে ভীতমন।
তাহে বজ্র জিনি তার ধ্বনি প্রবেশে শ্রবণ ॥৩৫৫
তাহে বায়ুহত বৃক্ষমত পড়ে কত জন।
কেহ ঘুরি বোলে কেহ বলে কি হল্য সঘন ॥
দেখি সেই শর লঙ্কেশ্বর শঙ্কিত-অন্তর।
তারে নিবারিতে নানামতে বৃষ্টি করে শর ॥৩৫৭
সেই সব শর ঘোরতর তেজেতে সঞ্চারে।
কিন্তু রঘুবর-ব্রহ্মশর ছেদিতে না পারে ॥ ৩৫৮

ছেদ-কথা দূরে রহু তারে না পারে ছুঁইতে।
তার তেজে নষ্ট হয়্যা ভ্রষ্ট হয় পৃথিবীতে ॥৩৫৯
তবে এই মতে সকলেতে দেখিতে দেখিতে।
পরে সেই কাণ্ড দশমুণ্ড-বক্ষ-উপরিতে ॥ ৩৬০
সেই রামবাণ বুকখান বিদরিয়া তার।
প্রাণ হরি নিয়া পৃষ্ঠ দিয়া হয়্যা গেল পার ॥৩৬১
সেই রক্ত-মেদে বসা ক্লেদে রঞ্জিত হইল।
তেঁই সিন্ধুবারি-স্নান করি তূণে প্রবেশিল ॥৩৬২
তবে লঙ্কেশ্বর-কলেবর ছাড়ি গেল প্রাণ।
তার হস্ত হতো ভূতলেতে পড়ে ধনুর্ব্বাণ ॥ ৩৬৩
পরে বজ্রহত-গিরি মত ভূপতি লঙ্কার।
ভূমি-তলে পড়ে নিজ ভরে কাঁপায়্যা সংসার ॥
তার বিশশত-হস্তমিত শরীর পতনে।
কপি-নিশাচর বহুতর তেজিল জীবনে ॥ ৩৬৫
তবে অক্ষতাত-ভূমিপাত করি নিরীক্ষণ।
তার সৈন্যগণ ভীতমন করে পলায়ন ॥ ৩৬৬
তাহা নিরখিয়া সুখিহিয়া রাম সৈন্যগণ।
তরু-শিলা ধরি পাছে তাড়ি করয়ে ধাবন ॥৩৬৭
সেই নিশাচর-রামচর-পদপাত ভরে।
সেই লঙ্কাপুরী থরহরি কাঁপয়ে নির্ভরে ॥ ৩৬৮
তাহে অতিশয় পাই ভয় নিশাচর-কুল।
ধায় মহাজবে ফেলি সবে হইয়া ব্যাকুল ॥ ৩৬৯
কেহ তেজি দাপ ফেলি চাপ পলাইয়া যায়।
কেহ ছিঁটি গুণ ফেলি তূণ ঊর্দ্ধমুখে ধায় ॥৩৭০
কেহ ফেলে ঢাল কেহ শাল কেহ বা তোমর।
কেহ অলঙ্কার ফেলে আর সানাহ টোপর ॥৩৭১
কেহ কেহ করি-পৃষ্ঠে চড়ি যাইতে যাইতে।
ধীর গতি দেখি তারে রাখি ধাইছে ভূমিতে ॥
করে যেই হয় সে সময় নর্ত্তন কুর্দ্দন।
তারা সে ঘোড়ারে নাহি করে কিছু প্রশংসন ॥
কিন্তু যে তুরঙ্গ তেজি রঙ্গ করয়ে ধাবন।
তারে সুখিমন প্রশংসন করে সব জন ॥ ৩৭৪
তবে এই মতে ভীতচিতে তারা পথে যায়।
অতি ত্রস্তমন কতজন বিপথেও ধায় ॥ ৩৭৫
তারা যায় যায় কেহ তায় যদ্যপি পড়য়।
সেহ মহাগোলে ঠেলি বলে উঠিতে নারয় ॥৩৭৬
আর স্থূল দেহ কেহ কেহ ধাইতে না পারে।
নিজ কলেবরে নিন্দা করে আর বিধাতারে ॥
তারা কৃশব্যক্তি-গতিশক্তি করি নিরীক্ষণ।
তাহা সবাকারে বারে বারে করে প্রশংসন ॥
এইরূপে তায় যেহ যায় লঙ্কার ভিতরে।
সেহ বাঁচিলাম বাঁচিলাম বলি মনে করে ॥ ৩৭৯
যার দ্বার-দেশে পরবেশে কিছু গৌণ হয়।
সেহ মরিলাম মরিলাম করয়ে নিশ্চয় ॥ ৩৮০
এই পরকারে পুরদ্বারে বহু নিশাচর।
কৈল প্রবেশন কত জন গেল স্থানান্তর ॥ ৩৮১
কেহ সিন্ধু জলে নদীকূলে বনে প্রবেশিল।
কেহ ধরাধর-গুহান্তর-প্রবেশ করিল ॥ ৩৮২
কেহ লঙ্কাপুরী-পরিহরি গেল রসাতলে।
কেহ হইলাম মোরা রাম-দাস এই বলে ॥ ৩৮৩
তবে নিশাচর সব ডর পাই পলাইল।
দেখি রাম-সেনা তেজি হানা ফিরিয়া আইল ॥
প্রভু রঘুপতি লঙ্কাপতি-বিনাশ দেখিয়া।
হল্য সুস্থচিত আনন্দিত উলসিত-হিয়া ॥৩৮৫
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩৮৬

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলা-বর্ণনে রাবণ-বধো নাম ত্রয়োবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাবণ-বধে ত্রিভুবনের আনন্দ।

দশাস্যমেবং দশমীমবাপয়ন্,
দশাং দশাশা-স্থিতলোকসঞ্চয়ৈঃ।
যো হৃষ্টচিত্তৈর্ব্বহুধা স্ম সেব্যতে,
স রামচন্দ্রো হৃদয়ে বিভাতু নঃ ॥ ১

রাবণ মরিল দেখি এ তিন ভুবন।
আনন্দ-সমুদ্র-মাঝে হইল মগন ॥ ২
এককালে সংসারের তেন সুখোদয়।
এক মুখে বর্ণিবারে কার সাধ্য হয় ॥ ৩
অতএব বাক্য বুদ্ধি শকতি যেমন।
ক্রমে ক্রমে তাহা কিছু করিয়ে বর্ণন ॥ ৪
তবে যেই মাত্র ভূতলে পড়িল দশানন।
তেঁই বাজিয়া উঠিল স্বর্গে বিবিধ বাজন ॥ ৫

দিব্য দুন্দুভি দামামা শঙ্খ মৃদঙ্গ মর্দ্দল।
আর তুরী ভেরী পিনাকিনী শাহিনী কাহল ॥৬
ত ঘণ্টা করতাল কাসি মন্দিরা কাঁসর।
কিবা মায়ূর মুরজ মড্ডু প্রভৃতি বিস্তর ॥ ৭
তবে সেই সব শব্দ শুনি যত স্বর্গবাসী।
তারা লঙ্কার-উপরি উপস্থিত হল্যা আসি ॥ ৮
তারা করিয়া অনেক জাতি কুসুমচয়ন।
রাম-চন্দ্র-উপরিতে করে আনন্দে বর্ষণ ॥ ৯
ত পারিজাত পলাশ পুন্নাগ নাগেশ্বর।
দিব্য মালতী মল্লিকা মৃত্ মাধবী তগর ॥ ১০
আর নানাজাতি জাতি যূথী জীবক শেফালী।
ত কুমুদ কমল কোকনদ কাঞ্চমালী ॥ ১১
এইরূপ সেই নানা জাতি কুসুমনিকর।
ধারা-বাহী হয়্যা পড়ে রামচন্দ্রের উপর ॥ ১২
তার উপমা দিবার স্থান করি অন্বেষণ।
কিন্তু সংসারের মাঝে তাহা না হয় দর্শন ॥ ১৩
যদি কভু অধোদেশে মেঘ উর্দ্ধে বৃষ্টি হয়।
তবে তার কিছু উপমান হইতে পারয় ॥ ১৪
এমন মতে পুষ্প বৃষ্টি করে যত দেবগণ।
আর জয় রাম জয় রাম করে উচ্চারণ ॥ ১৫
করে অতিশয় আনন্দে মাতিয়া তারা সবে।
করে নর্ত্তন বাদন গীত কলকল-রবে ॥ ১৬
তাহে চতুর্ম্মুখ চারিবেদ পড়ি চারি মুখে।
সঙ্গে সনকাদি মুনি নাচিছেন মহাসুখে ॥ ১৭
প্রভু পঞ্চানন পঞ্চমুখে করি রাম-নাম।
নিজ পার্ষদসহিতে নাচিছেন অভিরাম ॥ ১৮
তার জটা-জূটে জহ্নুসুতা করে কলকল।
কিবা পদভরে ব্যোমতল করে টলমল ॥ ১৯
তাহে আনন্দিত নন্দী করে ডমরু বাদন।
আর মহাকাল গালবাদ্য করয়ে সঘন ॥ ২০
দেব লম্বোদর সুমধুর মৃদঙ্গ বাজান।
সঙ্গে সদাশিব করেন শ্রীরাম-গুণ-গান ॥ ২১
নানা যন্ত্রবাদ্য করে কত ডাকিনী হাঁকিনী।
সঙ্গে করতলে তাল দেন গিরীন্দ্রনন্দিনী ॥ ২২
এই-রূপে ইন্দ্র চন্দ্র কুবেরাদি দেবগণ।
সবে নর্ত্তন করয়ে অতি আনন্দিত-মন ॥ ২৩
তাহে নারদ তুম্বুরু আদি গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
তারা দিব্য গান করে অতি সুমধুর-স্বর ॥ ২৪
আর উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরা।
তারা নৃত্য করে ভূষণ-ভূষিত-কলেবরা ॥ ২৫
তাহে দেব-ভৃত্য যাবদীয় বাদকের গণ।
তারা নানা যন্ত্র বাদ্য করে সুমধুর-স্বন ॥ ২৫
কিবা নিতান্ত নির্ম্মল হল্য গগনমণ্ডল।
তাহে প্রসন্ন হইল দশ দিগন্ত সকল ॥ ২৭
কিবা শীতল সুগন্ধ মন্দ বহে সমীরণ।
নাহি তাহে ভস্ম ধূলি-আদি কিছুই দূষণ ॥ ২৮
তাহে প্রকাশ রূপেতে রবি করিলা উদয়।
কিবা শান্তরূপে জলে যজ্ঞ-হুতাশনচয় ॥ ২৯
আর নির্ম্মল হইলা সিন্ধুনদী-জলাশয়।
তাহে বিকসিল শতদল-আদি পুষ্পচয় ॥ ৩০
আর ধরণী হইলা স্থির নির্ভর সুখিত।
তাহে তরুলতা সব হল্য সকল-পুষ্পিত ॥ ৩১
গ্রামে বনে ছিল যাবদীয় পশুপাখিগণ।
তারা সকলে হইল অতি আনন্দিত-মন ॥ ৩২
যত যোগী মুনি বানপ্রস্থ-আদি বনচর।
তারা নির্ভয় হইয়া হল্য স্বধর্ম্ম-তৎপর ॥ ৩৩
আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি।
তারা স্ব স্ব ধর্ম্মে রত হল্য আনন্দেতে মাতি ॥
আর পাতালেতে বাসুকি প্রভৃতি নাগ সব।
তারা আনন্দিত হয়্যা করে জয় জয় রব ॥ ৩৫
আর পৃথিবীর ভার-হরণেতে সুখি-মন।
কিবা দিক্করী সকলে করে আনন্দে গর্জ্জন ॥ ৩৬
আর বলিরাজ প্রভৃতি যাবত দৈত্যগণ।
তারা আনন্দিত মনে করে জয় জয় স্বন ॥ ৩৭
অন্য কি কহিব শ্রীঅনন্ত দশশত মুখে।
কিবা শ্রীরঘুনন্দন-গুণ গাইছেন সুখে ॥ ৩৮
এইরূপ মহানন্দ সাগরে মগন।
কিছুকাল গোয়াইলা এ তিন ভুবন ॥ ৩৯
পরেতে প্রভুর কিছু নিকটে আসিয়া।
ক্রমে ক্রমে স্তুতি করে সবে সুখি-হিয়া ॥ ৪০
তাহে প্রথমেতে দেবদেব প্রজাপতি।
কহিছেন কৃতাঞ্জলি হয়্যা করি নতি ॥ ৪১
জয় জয় রঘুবর, ভুবন-আনন্দকর,
জগত-ঈশ্বর জগন্ময়।
প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, সর্ব্ব-জীব-নিয়ামক,
কালরূপী জগত আশ্রয় ॥ ৪২

মায়া জীব কাল কর্ম্ম, এই চারি ভিন্ন ধর্ম্ম-
বস্তুরে লইয়া লীলা করি।
স্বজিয়া ব্রহ্মাণ্ডগণ, কর তাহে প্রবেশন,
আপুনি পুরুষরূপ ধরি ॥ ৪৩
তাহে অস্মদাদি দ্বারে, সৃষ্টি করি চরাচরে,
রুদ্র-রূপে কর সংহরণ।
মধ্যে রক্ষা কর তারে, নানা লীলা অবতারে,
করি দুষ্ট সকলে দমন ॥ ৪৪
সম্প্রতি এ লঙ্কেশ্বর, মোর স্থানে পাই বর,
পীড়া দির্তেছিল ত্রিভুবনে।
সবংশে ইহারে নাশি, রক্ষা কৈলে সব ঋষি,
সুরভি অমর বিপ্রগণে ॥ ৪৫
এক্ষণ মো-সবাকার, বাক্য করি অঙ্গীকার,
জানকীর করি উদ্ধারণ।
অযোধ্যা নগরে গিয়া, শিরে ছত্র ধরাইয়া,
রাজ্য কর শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৪৬
এইরূপ বিধি-বাক্য হল্যো অবসান।
পরেতে ভাষেণ ভব ভক্তির নিধান ॥ ৪৭
জয় জয় রাম রঘুপতি জগত কারণ।
রণ-দক্ষ ভক্ত-নয়ন-চাতক-ঘনাঘন ॥ ৪৮
ঘন-অজ্ঞান-তিমির-বিদারণ-দিবাকর।
কর-পদ্মধৃত-শর-শরাসন লক্ষ্মীধর ॥ ৪৯
ধরণী-তনয়া-কুমুদিনী-কুমুদবান্ধব।
ধবলিত সর্ব্ব-দিগন্তর সুকীর্ত্তি-বৈভব ॥ ৫০
ভব-মহারোগ-নিবারণে অশ্বিনীকুমার।
মার-কোটিকমনীয় সুলাবণ্যপারাবার ॥ ৫১
বার-ণেন্দ্র তুল্য দশাস্য-মারণে পঞ্চানন।
অন-ন্তের প্রিয় দশরথ-নৃপতিজীবন ॥ ৫২
বন-বাসি-ঋষি-ভিক্ষুক-রাক্ষস-বিনাশন।
সন-কাদিমুনি-চিন্তনীয় বিলাস ভাজন ॥ ৫৩
জন-ক্লেশকর-কুম্ভকর্ণ-জীবন-শমক।
মক-রাক্ষ খর দূষণাদি দুষ্ট-বিনাশক ॥ ৫৪
সক-লেরে সুখী করিলে আপুনি এই ভবে।
ভবে করুণা-কটাক্ষ-লেশ করিবেন কবে ॥ ৫৫
করে এই স্তুতি যে জন তোমাতে ভক্তি করি।
করি-বেন রঘুবর-কৃপাদৃষ্টি তদুপরি ॥ ৫৬
এত স্তুতি করি শিব বিরত হইলা।
পরেতে পার্ব্বতী কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ৫৭

জয়তি জয়তি রঘুকুলপতি,
জয়তি জয়তি রাম।
জয়তি জয়তি, জনকনৃপতি-
দুহিতৃ-হৃদয়ধাম ॥ ৫৮
বধিয়া রাবণে, তুষিলে ভুবনে,
ভূষিলে জগতে যশে।
আমার আরতি, শুন রঘুপতি,
কহি ও পদ-সারসে ॥ ৫৯
যেরূপে তোমারে, আমিহ অন্তরে,
সদা দেখিবারে বাসি।
তাহা সিদ্ধ কর, প্রভু রঘুবর,
করুণা-অমৃত-রাশি ॥ ৬০
আহা মরি মরি, রথের উপরি,
বিরাজিত রণ-মাজ।
কিবা শোভা করে, নানা কলেবরে,
মাথায় টোপর-রাজ ॥ ৬১
বামকরে চাপ, প্রবল প্রতাপ,
দক্ষিণ করেতে শর।
শরেতে পূরিত, পৃষ্ঠে সুশোভিত,
দিব্য তূণ মনোহর ॥ ৬২
স্বেদ-জলকণ, অঙ্গের সাজন,
যেমন মুকুতা-দাম।
কোপেতে কিঞ্চিত, নয়ন মোহিত,
ভ্রূযুগ বঙ্কিমধাম ॥ ৬৩
এইরূপে তোঁহে, দেখিবারে চাহে,
সতত আমার মন।
শ্রীরঘুনন্দন, করয়ে সাধন,
করি কৃপাবলোকন ॥ ৬৪
পরে সনকাদি মহামুনি চারি জন।
করিছেন শ্রীরামচন্দ্রেরে নিবেদন ॥ ৬৫
জয় জয় রাম, অতি অনুপাম,
সব গুণধাম ভুবনপতি।
অসীম অপার, মহিমা তোমার,
বুঝিবারে কার হয় শকতি ॥ ৬৬
নিজ দ্বারিজনে, প্রেরি মনে মনে,
মোদের গমনে বাধ করাল্যে।
তেন মো-সবারে, প্রেরি তা সবারে,
তুমিহ প্রকারে শাপ দেয়াল্যে ॥ ৬৭

সেই শাপভরে, জনমিল পরে,
দিতির জঠরে সেই দুই দ্বারী।
তুমি তা-সবার; করিলে সংহার,
দুই অবতার করি মুরারি॥ ৬৮
তারা পুনর্ব্বার, গর্ভে নিকষার,
বিশ্রবাকুমার হয়্যা জন্মিল।
তাদিকে নাশিতে, অমর পালিতে,
তোমার জগতে জন্ম হইল॥ ৬৯
করিলে এক্ষণ, তা-দিগে নাশন,
সুর মুনিগণ স্থির করিলে।
শ্রীরঘুনন্দন. করহ এক্ষণ,
ভবনে গমন সকলে মিলে॥ ৭০
এইরূপে সনকাদি-স্তুতি-অবসানে।
নারদাদি মুনিগণ কন ভগবানে॥ ৭১
জয়তি রাঘব, জগত-বান্ধব,
দীন-জীবন নাম।
অমর-পালন, অসুর-নাশন,
ভুবন-পাবন রাম॥ ৭২
প্রবল-রাবণ, বিকট বারণ,
নাশ মৃগপতি-রাজ।
ইতর রাক্ষস- নিকর বায়স,
জীবহর বর বাজ॥ ৭৩
ভকত-মানস, বিমল-মানস,
নীল সরসিজ-দাম।
অজ-নৃপাত্মজ, হৃদয় বারিজ-,
মোদ-রবি অনুপাম॥ ৭৪
জনক-নন্দিনী, কনক-কুমুদিনী,
মোদচন্দ্রমা অমন্দ।
অদিতি-নন্দন, ধরণি-সুরগণ,
ধরণি-গোমুখ-কন্দ॥ ৭৫
যোগি-মুনি-জন-, হৃদয়-ভৃঙ্গণ,
অমিতগুণাভিরাম।
রঘুকুলোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয়তি কমলা-ধাম॥ ৭৬
তার পর পুরন্দর-আদি দেব সব।
পজ্ঝটিকাচ্ছন্দে রামে করিছেন স্তব॥ ৭৭
জয় জয় রাম ভুবন-হিতকারী।
জয় জয় দুর্জ্জন-কুল-সংহারী॥ ৭৮
জয় দানবকুল-বিপিন-কৃশানুঃ।
অবনী-সুর-সরসীরুহ-ভানুঃ॥ ৭৯
সুর-শিখি-মোদপ্রদ-নব-মেহঃ।
ত্রিভুবনলোচন-সুখকর-দেহঃ॥ ৮০
জয় জয় মৈথিল-তনয়া-কান্তঃ।
জয় জয় শরকৃত-মারীচান্তঃ॥ ৮১
বালি-কপীশ্বর-সুর-পদ-দাতা।
সুগ্রীবাখ্য-কপীন্দ্র-ত্রাতা॥ ৮২
জয় জয় সাগর-বিরচিত-সেতুঃ।
জয় রাক্ষস-কুলনাশন হেতুঃ॥ ৮৩
অস্মদ্দুঃখাবলি-সংহর্ত্তা।
দশমুখ-মৌলি-চ্ছেদন-কর্ত্তা॥ ৮৪
জয় শীতলিত-ত্রিভুবন-সর্জ্জন।
জয় রঘুনন্দন জয় রঘুনন্দন॥ ৮৫
তার পর যাবদীয় প্রজাপতিগণ।
করিছেন রামচন্দ্রে কিঞ্চিৎ স্তবন॥ ৮৬
অতি সুখদ, পরম-পদ,
ভুবন-হিতকারী।
শুভ-চরিত, মল-রহিত,
গুণ-নিকর-ধারী॥ ৮৭
রজনী-চর- কুল-তিমির,
লয়কর দিনেশ।
ত্রিশির খর, ভুজগবর-,
নিধন বিহগেশ॥ ৮৮
নমুচি-অরি-, তনয়-করি-
দলন মৃগরাজ।
যত অপর, রজনী-চর,
বিহগ-পর-বাজ॥ ৮৯
খর তনয়, দৃঢ়হৃদয়,
গিরিবর-বিদারী।
দশ-বদন-, দব-দহন-
পরিশমন-কারী॥ ৯০
সুরভি-সুর-, ধরণী-সুর-,
সব-বিপদ-নাশী।
সতত জয়, সতত জয়,
রঘুকুল-বিকাশী॥ ৯১
পরে পিতৃলোক সব করিয়া প্রণয়।
স্তুতি পাঠ করে অতি সানন্দ-হৃদয়॥ ৯২

অতি-সকরুণ, নিরমল-গুণ,
অমর-মুকুট-হীর।
জয় রঘুবর, জয় রঘুবর,
জয় রঘুবর-বীর ॥ ৯৩
সুরভি-অবনি, সব সুরমণি-,
ভয়হর রণথির।
জয় রঘুবর, জয় রঘুবর,
জয় রঘুবর ধীর ॥ ৯৪
অপরি-গণিত-, মহিম-খচিত-,
বচন-মন-বিদুর।
জয় রঘুবর, জয় রঘুবর,
জয় রঘুবর শূর ॥ ৯৫
অচল-সচল-, প্রভৃতি সকল-,
ভুবন-সৃজন ধাত।
জয় রঘুবর, জয় রঘুবর,
জয় রঘুবর তাত ॥ ৯৬
দশ-মুখ-বল-, হর-ভুজ-বল,
মধুরিম-রস-কূপ।
জয় রঘুবর, জয় রঘুবর,
জয় রঘুবর ভূপ ॥ ৯৭
তার পরে সানন্দ হইয়া সাধ্যগণ।
স্তুতি পাঠ করে অতি মধুর-বচন ॥ ৯৮
জয় রাঘব হে ভব সৃষ্টিকরঃ।
সুর-ভূসুর-গোক্ষিতি-শঙ্ক-হরঃ ॥ ৯৯
অবতীর্ণ হয়্যা তুমি ভূমিতলে।
বহু কেলি করি তুষিলে সকলে ॥ ১০০
বহু রাক্ষস-সৈন্য-সমূহ-যুতে।
বধিলে খর-দূষণ-সুন্দ-সুতে ॥ ১০১
বধিয়া কপি-ভূপতি এক তীরে।
কপি-রাজ্য দিলেন রুমাপতিরে ॥ ১০২
লবণোদ-জলে বর সেতু করি।
বসিলে দশমুণ্ডপুরী-উপরি ॥ ১০৩
সহ-বান্ধব-সৈন্য-ঘটা-সহিতে।
বধিলে দশদিগ্‌জয়ী বালি-মিতে ॥ ১০৪
প্রভু সম্প্রতি মৈথিল-নন্দিনীরে।
লইয়া চল আত্ম-ঘরে অচিরে ॥ ১০৫
রঘুরাজ-কুলাব্জ-ঘটা-তরণে।
জয় হে রঘুনন্দন দেবসনে ॥ ১০৬

তাহার পরেতে যত গুহ্যক-নিকর।
স্তুতি পাঠ করে অতি সুমধুরস্বর ॥ ১০৭
জগদাশ্রয়, করুণাময়,
নিখিলশকতি-ধারী।
জয় রঘুবর, জয় রঘুবর,
সুরমুনি-হিতকারী ॥ ১০৮
শুনি সুরগণ, কৃতযাচন,
জগতে অবতারী।
জয় রঘুবর, জয় রঘুবর,
রাবণ-মদহারী ॥ ১০৯
গোতম মুনি-, রাজগৃহিণী-
পাবন-পদরেণুঃ।
জয় রঘুবর, জয় রঘুবর,
পালিত-সুর-ধেনুঃ ॥ ১১০
জনক-নাম-, নৃপতি-কাম-,
পূরক-ভুজদণ্ডঃ।
জয় রঘুবর, জয় রঘুবর,
কৃত ভৃগু-মদ-খণ্ডঃ ॥ ১১১
রজনীচর-, সজ্ঞ-তিমির-,
পরিনাশন-ভানুঃ।
জয় রঘুবর, জয় রঘুবর,
অসুর-বল-কৃশানুঃ ॥ ১১২
পরে সিদ্ধগণ অতি বিশুদ্ধ-আশয়।
চতুষ্পদী ছন্দে রামে স্তবন করয় ॥ ১১৩
জয় জয় রঘুপতি, পতিত জনার গতি,
অবিচিন্ত্যশক্তি-ততি, ঐশ্বর্য্য-নিধান।
জগতের জন্মদাতা, মধ্যে তার পালয়িতা,
অবশেষে নাশয়িতা, তুমি ভগবান্ ॥ ১১৪
তোমার মহিমা সার, বুঝিবার সাধ্য কার,
সকল সংসার-ভার, ধর তুমি শিরেতে।
তথাপি না হয় শ্রম, নাহি দেখি কিছু কম,
ইহাতে জন্ময়ে ভ্রম, সবারি অন্তরেতে ॥ ১১৫
মধ্যম আকৃতি ধর, অতি স্থূল-কৃশতর,
সর্ব্ববাহ্য সর্ব্বান্তর, এই আদি করিয়া।
বিরুদ্ধ যাবত ধর্ম্ম, তেনই বিবিধ কর্ম্ম,
ভক্তজন পায় শর্ম্ম, যাহা শুনি ভণিয়া ॥ ১১৬
নাহি তব স্বীয় পর, সর্ব্বসম সমাদর,
তভু ভক্ত শুভঙ্কর এই কহে সুজনে।

তাহাতে হইল দৃষ্ট, সাধিতে দেবতাইষ্ট,
রঘুবংশে জন্মি নষ্ট, কৈলে এই রাবণে ॥ ১১৭
তাহার পরেতে যাবদীয় যক্ষ-ততি।
করিতেছে শ্রীরামেরে স্তুতি সপ্রণতি ॥ ১১৮
ত্বাং নমামি নাথ রাম বিশ্ব-সৃষ্টি-কারণম্।
জ্ঞানবীর্য্য-শান্তি-ধৈর্য্য-আদিধর্ম্মভাজনম্ ॥ ১১৯
সূর্য্য-চন্দ্র-বায়ু-ইন্দ্র-আদি-দেব-পূজিতম্।
নারদাদি-বেদবাদি-শুদ্ধচিত্ত-চিন্তিতম্ ॥ ১২০
দিব্য-শক্তি-প্রেম-ভক্তিমাত্র-বশ্যমানসম্।
স্বপ্রতাপ-সূর্য্যতাপ-লুপ্ত-দুষ্ট-তামসম্ ॥ ১২১
শ্রীভূষণ্ডি-তর্কখণ্ডি-চিত্তহারি-শৈশবম্।
শ্রীজয়ন্ত-গর্ব্ব-অন্তকারি-বাণবৈভবম্ ॥ ১২২
বালিবীর-নাশি-তীর-সিন্ধু-শোষি-মার্গণম্।
বীর-কুম্ভকর্ণ-দম্ভ-ভেদি-বাহু-বল্গনম্ ॥ ১২৩
দিশ-গণ্ড-মুণ্ড-খণ্ড-কারি-ঘোর-তীরকম্।
পূজয়ামি চিন্তয়ামি তং রঘুপ্রবীরকম্ ॥ ১২৪
সুন্দর রাগিণী রাগ আলাপি সুস্বর।
স্তুতি করে বিদ্যাধর-গন্ধর্ব্ব-নিকর ॥ ১২৫
জয় জয় জয় জয় রঘুবর,
সকল ভুবন-জন-হিতকর,
অপরি-গণিত মহিম-খচিত,
ধরণী-সুখকারী।
অখিল-ভুবন-সৃষ্টি-করণ,
পরিপালন-লয়-কারণ,
সকল-শকতি-পুরুষ-প্রকৃতি,
কালরূপধারী ॥ ১২৬
এ বিধি-অণ্ড সৃষ্টি করিয়া,
পুরুষরূপে তাহে প্রবেশিয়া,
হর-বিধি-হরি তিন রূপ ধরি,
কর তুমি তিন কাম।
প্রলয় করহ হইয়া হর,
সৃজহ বিধাতৃ-মূর্ত্তি-ধর,
হয়া জনার্দ্দন করহ পালন,
ত্রিভুবনে অভিরাম ॥ ১২৭
ভকত-জনার অধীন তুমি,
ভকতের প্রিয় ভকত-স্বামী,
ভকত-পিরীতে বিবিধ রূপেতে,
কর তুমি অবতার।

কভু মীনরূপ কদাচ শূকর,
কভু নরহরি কদাচ অমর,
কভু বিহঙ্গম কভু তুরঙ্গম,
কভু মুনি সদাচার ॥ ১২৮
এবে দশরথ নৃপতি-বর্য্য-
গৃহে অবতরি অমর-বর্য্য,
করি নানামত মধুর চরিত,
তুষিলে ভকত নিচয়ে।
ভকত-পীড়ক-রাক্ষস নাশিলে,
নিরমল যশে ভুবন ভরিলে,
শ্রীরঘুনন্দন ভবনে গমন,
কর এবে সুখী হৃদয়ে ॥ ১২৯
তার পর অপ্সরা সকল রঘুবরে।
কোকিল সমান মিষ্ট স্বরে স্তুতি করে ॥ ১৩০
জয় জয় রাঘব, জগজ্জন-বান্ধব,
সকলভুবন-হিতকারী।
নির্ম্মল-গুণগণ, পতিতোদ্ধারণ,
ধরণী-ভরসংহারী ॥ ১৩১
জগদবতংসে, রঘু-নৃপবংশে,
দশরথ-গৃহিণী-জঠরে।
করিয়া প্রকটন, তুষিলে মুনিগণ,
সুরভী-দৈবত-নিকরে ॥ ১৩২
দশরথ-বচনে, পরিহরি ভবনে,
দণ্ডকবন পরবেশি।
রহি সে স্থানে, বধিলে বাণে,
মারীচক মৃগবেশী ॥ ১৩৩
সীতা-হরণে, সসলিল-নয়নে,
ভ্রমিয়া বহু বন-দেশে।
রবিসুত-সঙ্গে, মানস-রঙ্গে,
সখ্য করিলে শেষে ॥ ১৩৪
লই কপিনিকরে, পশি ইহ নগরে,
রাবণ নাশি সবংশে।
শ্রীরঘুনন্দন, করিলে ত্রিভুবন-,
সজ্জন-বিপদধ্বংসে ॥ ১৩৫
তৎপরে বাসুকি প্রভৃতি নাগগণ।
করিতেছে শ্রীরামের মহিমা বর্ণন ॥ ১৩৬
জয় প্রভো শ্রীযুত-রামচন্দ্রঃ।
লোক-ত্রয়ীসংসৃজনে অতন্দ্রঃ ॥ ১৩৭

ক্ষীরোদতীরে শুনি দেববাণী।
প্রকাশ কৈলে ইহ রূপখানি ॥ ১৩৮
তুমি গিয়া গাধিতনুজ-সঙ্গে।
হেলে করিলে হরচাপ-ভঙ্গে ॥ ১৩৯
জগত্রয়ীমঙ্গল সাধিবারে।
গেলে বনে ত্যজি নৃপাধিকারে ॥ ১৪০
চউদ্দ-সহস্র পদাতি সাতে।
বিনাশ কৈলে মকরাক্ষ-তাতে ॥ ১৪১
কপীন্দ্র সঙ্গে করি ঘেরি লঙ্কা।
জন্মাইলে রাক্ষসরাজ-শঙ্কা ॥ ১৪২
পরে করিয়া অতি ঘোর মারি।
বিনাশিলে রাবণ-সৈন্য ভারি ॥ ১৪৩
দশাননে ঘোর রণে বধিলে।
রঘূদ্বহশ্রেষ্ঠ জগভুষিলে ॥ ১৪৪
তার পরে শ্রীবলি-প্রভৃতি দৈত্য সব।
করিছেন দশরথ-তনয়েরে স্তব ॥ ১৪৫
জয় জয় রামচন্দ্র জগততারণ।
জয় জয় শ্যাম-অঙ্গ সকলকারণ ॥ ১৪৬
মহীপেন্দ্র-অজরাজ-পুত্র-ভক্তি-ভরে।
করিলেন অবতার ভুবন-ভিতরে ॥ ১৪৭
বিশ্বামিত্র-তাপসসঙ্গিতে গিয়া বন।
বিশ্বাহিত রাক্ষস করিলে বিনাশন ॥ ১৪৮
শতানন্দমাতারে করিয়া উদ্ধরণ।
মহানন্দ-পাথারে করিলা সুমজ্জন ॥ ১৪৯
শঙ্করের চাপ ভাঙ্গি করিয়া কর্ষণ।
জনকের তাপ নাশি করিলা হর্ষণ ॥ ১৫০
রামের গরব নাশি মার্গে অবহেলে।
তাতের বচন পালিবারে বনে গেলে ॥ ১৫১
ব্রাহ্মণ অমর মুনি করিতে রক্ষণ।
রাক্ষস সকল তুমি করিলে হরণ ॥ ১৫২
এমতে চরিত্র তব অতি বহুতর।
কেমনে বর্ণিব অজ্ঞমতি রঘুবর ॥ ১৫৩
তার পরে ব্রহ্মা আদি সকলে মিলিয়া।
লক্ষ্মণেরে স্তুতি করে ভকতি করিয়া ॥ ১৫৪
জয় শ্রীলক্ষ্মণ সুলক্ষণ পরম ঈশ্বর।
জয় যোগিধন সঙ্কর্ষণ ব্যূহরূপধর ॥ ১৫৫
তুমি প্রকৃতিরে পুরুষেরে করি নিয়োজন।
রাম লীলা-ভাণ্ড এ ব্রহ্মাণ্ড করহ সৃজন ॥ ১৫৬

তাহে প্রবেশিয়া নিরমিয়া গর্ভোদ-সাগরে।
তাহে শুয়ে থাকি এ ত্রিলোকী ধরহ জঠরে ॥
ক্ষীর-পারাবারমধ্যে আর রূপে থাক স্বামী।
হও এই ভব-বৃত্তি-সবজীব অন্তর্যামী ॥ ১৫৮
তুমি ধরণীরে ধর শিরে অনন্ত মূর্তিতে।
তব মহিমারে এ সংসারে কে পারে বর্ণিতে ॥
নিজে পূর্ণকাম তভু রাম-ভক্তিসুখে মাতি।
নানা পরকারে শ্রীরামেরে সেব দিবারাতি ॥
তুমি শ্রীরামের শয়নের খট্টা উপাধান।
তুমি বস্ত্র আর অলঙ্কার পরিচ্ছদ যান ॥ ১৬১
হেন পরকারে রঘুবরে সেব নিরন্তর।
তবু নাহি হও নাহি হও তর্পিত-অন্তর ॥ ১৬২
তেঁই রামে শ্রেষ্ঠ করি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ হইয়া।
রামে সেবিবারে এ সংসারে জন্মিলে আসিয়া ॥
তাহে গৃহ পুরী দিব্য নারী বসন ভূষণ।
সব তেজি রঙ্গে রামসঙ্গে আইলে কানন ॥১৬৪
বনে নিদ্রাহার পরিহার করি নিরন্তর।
রাম-পদদ্বন্দ্ব সেবানন্দ ভুঞ্জিলে সাদর ॥ ১৬৫
তুমি দশানন-সৈন্যবন বিনাশে দহন।
অতিকায় বীরে নিজ তীরে করিলে মারণ ॥
ত্রিভুবনজিত ইন্দ্রজিত করিয়া নাশন।
তুমি সবলোক-দুঃখ-শোক করিলে মোচন ॥
তব লীলাগণ অগণন বোধ নাহি হয়।
মোরা কিবা জানি কিবা ভণি বিমূঢ়-আশয় ॥
এক নিবেদন শ্রীচরণ-কমলে তোমার।
রঘুনাথে নিয়া গৃহে গিয়া কর দণ্ডধার ॥ ১৬৯
এইরূপে যাবদীয় অমরাদিগণ।
করিতেছে রামে স্তুতি সঙ্গীত নর্তন ॥ ১৭০
এথানেতে যাবদীয় কপি ভল্লগণ।
রামচন্দ্র নিকটে করিল আগমন ॥ ১৭১
মগ্ন হইয়াছে তারা আনন্দ-সাগরে।
অতএব কুতুহলে নানা কেলি করে ॥ ১৭২
কেহ কেহ সিংহনাদ করে অনিবার।
কেহ কেহ লম্ফ দিয়া করিছে হুঙ্কার ॥ ১৭৩
কেহ পুচ্ছ উচ্চ করি করয়ে কুর্দ্দন।
কেহ কক্ষ বাজাইয়া করয়ে নর্তন ॥ ১৭৪
কেহ কেহ বৃক্ষ-গিরি উপরি উঠিয়া।
লম্ফ দিয়া ভ্রমিতেছে গর্জ্জন করিয়া ॥ ১৭৫

কেহ কেহ রাবণের ছিন্ন মুণ্ড নিয়া।
করয়ে কন্দুক-কেলি কৌতুক করিয়া ॥ ১৭৬
শ্রীরামচন্দ্রের রথে বেড়িয়া বেড়িয়া।
এই স্তুতি পাঠ করে নাচিয়া নাচিয়া ॥ ১৭৭
জয় রাম জয় রাম জন-মোদকারী।
রঘুবংশ-অবতংস গুণবৃন্দধারী ॥ ১৭৮
অরুণাক্ষ-মকরাক্ষ-দৃঢ় বক্ষ-ভেদী।
ক্ষিতিভার ত্রিশিরার তিন মুণ্ডচ্ছেদী ॥ ১৭৯
বলশালি কপিবালি-দলন-বিধায়ী।
গ্রহরাজ-সুতরাজ-পদ-ভোগদায়ী ॥ ১৮০
ঘটকর্ণ-বলবর্ণ অম্বু-নাশ-কর্ত্তা।
দশতুণ্ড-বহুমুণ্ডগণ-জীব-হর্ত্তা ॥ ১৮১
জয় ধীর রঘুবর-অনুজ প্রকাশী।
বলি-রায় অতিকায় মেঘনাদ-নাশী ॥ ১৮২
এইরূপে অতিশয় আনন্দিতমন।
স্তুতি পড়ি নৃত্য করে শাখামৃগগণ ॥ ১৮৩
তবে রাম সমর-আবেশ পরিহরি।
রথ হৈতে নামিলেন ভূতল-উপরি ॥ ১৮৪
শ্রীলক্ষ্মণ কপিরাজ আর বিভীষণে।
ক্রমে ক্রমে আলিঙ্গন কৈলা সুখি-মনে ॥ ১৮৫
পরেতে সুগ্রীব বিভীষণ কপিগণে।
সম্বোধিয়া কহিছেন আনন্দিত-মনে ॥ ১৮৬
তোমাদের বাহুবল-মন্ত্রণা বৈভবে।
মরিলা রাক্ষসরাজ সসৈন্য-বান্ধবে ॥ ১৮৭
অত্যন্ত অদ্ভুত এই তোমাদের কাজ।
যাহার তুলনা নাহি দেখি লোক-মাজ ॥ ১৮৮
ভূমি গিরি শশী সূর্য্য যাবত রহিবে।
তোমাদের এই কীর্ত্তি সকলে ঘুষিবে ॥ ১৮৯
আমিহও তোমাদের এইত করণে।
নিঃসীম পরমানন্দ পাইলাম মনে ॥ ১৯০
এত শুনি তারা সবে হয়্যা যোড়পাণি।
শ্রীরামচন্দ্রেরে এই কহিতেছে বাণী ॥ ১৯১
রঘুবর লঙ্কাপতি তোমারি প্রভাবে।
নষ্ট হল্য জ্ঞাতি বন্ধু সেনা সহ ভাবে ॥ ১৯২
অতি ক্ষুদ্র আমাদের শকতি প্রকৃতি।
একর্ম্ম করিতে কিবা মোরা হই কৃতী ॥ ১৯৩
সংসারে যে কোনো জন আছে বলবান্।
তুমি হও তাহাদের বলের নিধান ॥ ১৯৪
অতএব তব কর্ম্ম অন্য কোন্ জন।
রঘুবর করিবারে পারয়ে সাধন ॥ ১৯৫
এতক বচন শুনি প্রভু রঘুপতি।
হইলেন অতিশয় আনন্দিত-মতি ॥ ১৯৬
ত্রিলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ১৯৭

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে
জগদানন্দো নাম চতুর্বিংশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য-দান।

মহীপতায়ামভিষিচ্য ধীরং,
বিভীষণং পুণ্যজন-ব্রজস্থ।
নিযুজ্য তং ধর্ম্মকৃতৌ তদাখ্যাং,
সার্থাং বিতন্বন্ জয়তাৎ স রামঃ ॥ ১

রাবণের মরণ করিয়া নিরীক্ষণ।
বিভীষণ-মনে হল্য শোক-উদ্গমন ॥ ২
করিছেন যত্ন তারে করিতে গোপন।
তথাপি না মানে সেহ তাহে নিবারণ ॥ ৩
যদ্যপি হয়েন তিঁহ পণ্ডিত বিশিষ্ট।
তথাপি সোদর-স্নেহ কৈল শোকাবিষ্ট ॥ ৪
তাহে মুগ্ধ হয়্যা দশানন-উপকণ্ঠে।
ভূতলে পড়িয়া কান্দিছেন মুক্তকণ্ঠে ॥ ৫
মহারাজ বীররাজ নীতিতে পণ্ডিত।
হইয়া রয়্যাছ কেন ভূতলে পতিত ॥ ৬
শয়ন করয়ে যেহ দিব্য শয্যাতলে।
সেহ কি শুইতে যোগ্য রণ-ভূমিস্থলে ॥ ৭
কহিলাম সীতা ফিরি দিতে বার বার।
না করিলে কোনোমতে তাহা অঙ্গীকার ॥ ৮
কামে মুগ্ধ হয়্যা বাদ কৈলে রাম-সনে।
সেই ফলে রাম-বাণে তেজিলে জীবনে ॥ ৯

হায় হায় হায় একি দুর্দৈব হইল।
রবি যেন অকস্মাৎ ভূতলে পড়িল ॥ ১০
প্রতাপ-জ্বালায় যুক্ত অবিষহ্য বল।
লঙ্কাতে জ্বলিতেছিল রাবণ-অনল ॥ ১১
নিবাইল তারে বৃষ্টি করি বাণ-বারি।
রাম-মেঘ অমর-ময়ূর-মোদকারী ॥ ১২
নিশাচর-পক্ষিপোষ্টা ভুজ-শাখাধর।
লঙ্কা-বনে ছিল দশানন-তরুবর ॥ ১৩
রাম নাম মহাবল মারুত আসিয়া।
ফেলিল তাহারে সমূলত উপাড়িয়া ॥ ১৪
আছিল অমর-পদ্মবন-ভঙ্গকর।
মদমত্ত মহাবল রাবণকুঞ্জর ॥ ১৫
বিনাশিল তারে শর-নখরে বিদরী।
মহাবল-পরাক্রম শ্রীরাম-কেশরী ॥ ১৬
এইরূপে যদি প্রাণ তেজিল রাবণ।
কি হইবে নিশাচর-কুলের এক্ষণ ॥ ১৭
কেবা রক্ষা করিবেক এ লঙ্কা নগরে।
কেবা রক্ষা করিবেক সব নিশাচরে ॥ ১৮
এইরূপে ক্রন্দন করেন বিভীষণ।
নয়ন বাহিয়া অশ্রু পড়য়ে সঘন ॥ ১৯
এখানেতে চর-মুখে রাবণ-মরণ।
শ্রবণ করিল সব লঙ্কাবাসি-জন ॥ ২০
হইয়া অত্যন্ত শোকে কাতর-অন্তর।
চলিল সকলে তারা সমর-ভিতর ॥ ২১
তার মধ্যে যাবদীয় নিশাচরীগণ।
অত্যন্ত কাতর হয়্যা করয়ে ধাবন ॥ ২২
স্খলিতবসন শ্লথ-চিকুর হইয়া।
যায় তারা শিরে কর-আঘাত করিয়া ॥ ২৩
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে ঘনেঘন।
উত্তর-দ্বারেতে রণে কৈল আগমন ॥ ২৪
নিজ নিজ পতি দেহ কোলেতে লইয়া।
কান্দিতেছে মুক্তকণ্ঠে বিহ্বল হইয়া ॥ ২৫
রাবণের যাবদীয় সীমন্তিনীগণ।
তাহারা করিল দশাননে নিরীক্ষণ ॥ ২৬
দেখি মাত্র তারা সবে হইয়া মূর্চ্ছিত।
রাবণের উপরিতে হইলা পতিত ॥ ২৭
অনেক পরেতে সবে পাইয়া চেতন।
করে শোকে মুগ্ধমন ॥ ২৮
কেহ তারে দৃঢ় করি করে আলিঙ্গন।
কেহ তার বাহু করে কণ্ঠে আরোপণ ॥ ২৯
ধরে নিজ বক্ষঃস্থলে কেহ তার কর।
কেহ তার পদ ধরে স্তনের উপর ॥ ৩০
কেহ নিজ শির দেয় তার বক্ষঃস্থলে।
কেহ তার মস্তক রাখয়ে করতলে ॥ ৩১
কেহ তার ছিন্ন মুণ্ড কোলে তুলি লয়্যা।
নিরীক্ষণ করে অনিমিষ-নেত্র হয়্যা ॥ ৩২
সবে তারা ক্লিন্নমুখী হয়্যা অশ্রুজলে।
রোদন করয়ে মুক্তকণ্ঠে কোলাহলে ॥ ৩৩
হায় হায় হায় মোরা কি দুর্ভাগ্যবতী।
জীবন তেজিল যাহাদের হেন পতি ॥ ৩৪
যে জিনিল পুরন্দর বরুণ শমন।
গন্ধর্ব্ব-অসুর-আদি এ তিন ভুবন ॥ ৩৫
দেবতা-অসুর-যক্ষ-গন্ধর্ব্বাদি-করে।
যার মৃত্যু নাহি ছিল প্রজাপতি-বরে ॥ ৩৬
হেনজন মানুষের হাতে হল্য ক্ষয়।
বুঝিলাম কাল-বল অন্যথা না হয় ॥ ৩৭
প্রাণনাথ আমাদিগে দিতে এত ব্যথা।
শ্রবণ না কৈলে তুমি অবিন্ধ্যের কথা ॥ ৩৮
অতি হিত-বচন কহিলা বিভীষণ।
না করিলে কোনমতে তাহাও শ্রবণ ॥ ৩৯
যদ্যপি ফিরিয়া দিতে রামেরে সীতায়।
তবে কেন এ দুর্দ্দশা ঘটিবে তোমায় ॥ ৪০
বুঝিলাম বড়ই প্রবল দৈবগতি।
অন্যথা হইবে কেন তব এ দুর্ম্মতি ॥ ৪১
হায় হায় কি হইল আমা সবাকার।
কোথা যাব দাঁড়াইব নিকটে কাহার ॥ ৪২
এইরূপে যাবদীয় সীমন্তিনীগন।
শোকেতে কাতর হয়্যা করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪৩
তাহাদের সেই ত ক্রন্দনশব্দে করি।
আচ্ছাদিত হইল সে রাক্ষস-নগরী ॥ ৪৪
তার মধ্যে পট্ট-মহারাণী মন্দোদরী।
ক্রন্দন করয়ে শিরে করাঘাত করি ॥ ৪৫
মহারাজ একি তব নাহি হয় লাজ।
শয়ন করিয়া রহিবারে রণমাজ ॥ ৪৬
তুমি ক্রুদ্ধ হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অসুর চারণ ॥ ৪৭

কেহ না পারিত তব থাকিতে সাক্ষাতে।
হেন তুমি কিরূপে মরিলে নর-হাতে ॥ ৪৮
মানুষ সকল হয় রাক্ষসের ভোগ্য।
তার হস্তে তব মৃত্যু অত্যন্ত অযোগ্য ॥ ৪৯
ত্রিভুবনে জিনি রাম-নিকটে ঠেকিলে।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যেন গোষ্পদে ডুবিলে ॥ ৫০
ত্রিলোকবিজয়ী কোথা রাক্ষস ঈশ্বর।
কোথা রাম নর যার সহায় বানর ॥ ৫১
তেন তুমি হেন রাম-হাতে কি প্রকারে।
মরিলে নিশ্চয় তার না হয় বিচারে ॥ ৫২
অথবা কি করিতেছি আমিহ প্রলাপ।
মানুষে সম্ভব নহে রামের প্রতাপ ॥ ৫৩
তোমার অনুজ খরে বধিল যে জন।
তাহাতে মানুষ-বুদ্ধি না হয় ঘটন ॥ ৫৪
মহামায়ী মারীচের যে করিল ক্ষয়।
তাহাতে মানুষ-বুদ্ধি প্রভু যোগ্য নয় ॥ ৫৫
তোমা হৈতে বলবান্ বালি-কপিবরে।
যে বধিল তারে কে মানুষ-বুদ্ধি করে ॥ ৫৬
তুমি তাহা কোনহ প্রকারে না বুঝিলে।
তেঁই রামসঙ্গে বাদ করিয়া মরিলে ॥ ৫৭
কত মতে বুঝাইল বিজ্ঞ বিভীষণ।
কোনোমতে তাহাও না করিলে শ্রবণ ॥ ৫৮
আমিহও বুঝাইলুঁ তোঁহে বার বার।
না করিলে কোনোমতে তাহাও স্বীকার ॥ ৫৯
সেই সব দুরাগ্রহ-ফলেতে এখন।
প্রাণ তেজি পরলোকে করিলে গমন ॥ ৬০
হায় কেন তব হেন ভ্রান্ত হল্য মতি।
সকাম হইলে কেন অকামার প্রতি ॥ ৬১
অরুন্ধতী হৈতে সতী রামের রমণী।
হায় কেন তাহে কাম করিলে আপনি ॥ ৬২
শত শত মনোহর রমণী থাকিতে।
হায় কেন আসক্ত হইলে জানকীতে ॥ ৬৩
বুঝিলাম দৈব কেহ লঙ্ঘিতে না পারে।
অন্যথা এ বুদ্ধি কেন ঘটিবে তোমারে ॥ ৬৪
এত কহি অতিশয় পাইয়া সন্তাপ।
মুক্তকণ্ঠ হয়্যা রাণী করয়ে বিলাপ ॥ ৬৫
হায় হায় কি করিলে, প্রাণনাথ কোথা গেলে,
অভাগিনী আমারে ছাড়িয়া।
তোমার এ দশা দেখি, মিলিতে না পারি আঁখি,
বিদরিয়া যাইতেছে হিয়া ॥ ৬৬
ধিক ধিক্ ধিক্ মোরে. আমা সমা এ সংসারে,
অভাগিনী কেহ নাহি আর।
এ তিন ভুবন-জয়ী, মোর প্রতি সুপ্রণয়ী,
তোমা হেন স্বামী মল্য যার ॥ ৬৭
শ্রীময় আমার তাত, স্বামী মোর অক্ষ-তাত,
মেঘনাদ আমার নন্দন।
আমা সমা ভাগ্যবতী, কেবা আছে ত্রিজগতী-
মধ্যে এই ছিল মোর মন ॥ ৬৮
এক্ষণ দুর্দ্দৈব-বলে, তাহা গেল ভস্মতলে,
মজিলাম দুঃখের মাঝার।
সব সুখ হল্য নষ্ট, হইলুঁ ভোগেতে ভ্রষ্ট,
দশদিক্ হল্য অন্ধকার ॥ ৬৯
নাহি যাব তোমা সঙ্গে, বিহার করিতে রঙ্গে,
আর কভু দেবোদ্যান-বনে।
চড়িয়া পুষ্পক যানে, নাহি যাব তোমা সনে,
দেখিবারে এ তিন ভুবনে ॥ ৭০
আর কভু মুখে তব, প্রিয় কথা না শুনিব,
না দেখিব হসিত বয়নে।
না বসিব একাসনে, আর কভু দুইজনে,
না করিব মধুরস-পান ॥ ৭১
তাহাও রহুক দূরে, দেখি তব এ দশারে,
ধরিতে না পারিয়ে হৃদয়।
দেখিতে না পাই নেত্রে, বৈবশ্য হইল গাত্রে,
প্রাণ আর দেহে নাহি রয় ॥ ৭২
হায় যেই এই অঙ্গ, রত্নময় সুপালঙ্ক,
সুকোমল তুলীতে শুইত।
সম্প্রতি সে রণস্থলে, পড়ি এই ধূলিজালে,
দেখি স্থির নাহি হয় চিত ॥ ৭৩
অপর কি কব আর, শোভিত উপরি যার,
রত্নময় মুকুট সুন্দর।
সে মস্তক ভূমে পড়ি, যাইতেছে গড়াগড়ি,
দেখি স্থির হয় কি অন্তর ॥ ৭৪
উঠ উঠ প্রাণনাথ বীরবর্গে করি সাথ,
রথে আরোহিয়া কর রণ।
ধনুর্ব্বাণ করে নিয়া, রয়াছেন দাঁড়াইয়া,
আগে তব শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৭৫

এতেক বিলাপ করি মন্দোদরী রাণী।
পুনর্ব্বার কহিতেছে এই সব বাণী ॥ ৭৬
একি স্বপ্ন দেখিতেছি তোমার মরণ।
যেহেতু অজয় কহে তোহে সর্ব্বজন ॥ ৭৭
যদি নাহি তেজিয়াছ তুমিহ জীবন।
তবে কেন মোরে নাহি কর সম্ভাষণ ॥ ৭৮
কিম্বা আমি লজ্জা তেজি এস্যাছি সমরে।
তেঁই হইয়াছে ক্রোধ তোমার অন্তরে ॥ ৭৯
মহারাজ ক্ষমা কর এ দোষ আমার।
কভু না করিব হেন কর্ম্ম আরবার ॥ ৮০
দেখ দেখ যাবদীয় তব পরিজন।
হইয়াছে সকলেই শোকে অচেতন ॥ ৮১
ইহাদিগে কহি কিছু মধুর বচন।
প্রাণনাথ একবার করহ সান্ত্বন ॥ ৮২
আমিহ ও পুনঃপুন করিয়ে ক্রন্দন।
নাহি কর কেন তুমি আমারে সান্ত্বন ॥ ৮৩
অথবা তোমার প্রাণত্যাগ সত্য বটে।
অন্যথা দেবতাগণে এ সুখ না ঘটে ॥ ৮৪
নাচিছে গাইছে পুষ্প করিছে বর্ষণ।
এ কর্ম্ম কি ঘটে তব থাকিতে জীবন ॥ ৮৫
ধিক্ ধিক্ মোরে তব মরণ দেখিয়া।
রহিয়াছি এখনো যে আমিহ বাঁচিয়া ॥ ৮৬
ত্রিলোকবিজয়ী ত্রিলোকীর ভয়কারী।
লোকপাল-জয় ব-পর্ব্বত-উদ্ধারী ॥ ৮৭
দানবেন্দ্র-নিবাতকবচ-যক্ষ-জয়ী।
যজ্ঞভঙ্গকারী নিজ জনে সুপ্রণয়ী ॥ ৮৮
ধর্ম্মবিঘ্নকর মায়া-সমরে বিদ্বান্।
শক্রপক্ষ-ক্ষয়-কারী মহা বলবান ॥ ৮৯
দেবাসুরযক্ষকন্যা-আহরণ-কর।
লঙ্কাদ্বীপ-রক্ষা-কর্ত্তা মহারথিবর ॥ ৯০
এ হেন স্বামীর মৃত্যু দেখি যে না মরে।
ধিক্ রহু সে নারীরে সংসার-ভিতরে ॥ ৯১
একি অভাগিনী মোরা জগতমণ্ডলে।
মরিলে আপুনি যাহাদের কর্ম্মফলে ॥ ৯২
অথবা পূর্ব্বেতে যত পতিব্রতা নারী।
বিধবা করিয়াছিলে তুমি পতি মারি ॥ ৯৩
তাহাদের শাপবলে তব পত্নীগণ।
হইল দুখিনী সবে বৈধব্য-ভাজন ॥ ৯৪
যে হকু সে হকু তোহে নাহি করি শোক।
রণে মরি তুমিহ পাইলে দিব্য-লোক ॥ ৯৫
আপনারে মাত্র মোরা করিয়ে শোচন।
তোমা বিনে নিন্দ্য হল্য যাদের জীবন ॥ ৯৬
এ লাগি এ ছার প্রাণ আর না রাখিব।
অনলেতে প্রবেশিয়া পুড়িয়া মরিব ॥ ৯৭
এইরূপ কহিতে কহিতে মন্দোদরী।
পড়িল মূর্চ্ছিত হয়্যা রাবণ-উপরি ॥ ৯৮
সপত্নী সকল তার তাহা নিরখিয়া।
তুলি বসাইল তারে যতন করিয়া ॥ ৯৯
মিষ্টবাক্যে করে সবে তাহারে সান্ত্বন।
সেহ তাহা নাহি শুনি করয়ে ক্রন্দন ॥ ১০০
শুনি রাণী সকলের সেইত ক্রন্দন।
কৃপার্দ্র হইয়া রাম লক্ষ্মণেরে কন ॥ ১০১
ভ্রাতৃবর যাহ যাহ তুমি একবার।
সান্ত্বনা করহ গিয়া মিতারে আমার ॥ ১০২
কহ গিয়া সৎকার করিতে দশাননে।
অন্তঃপুরে পাঠাইতে নিশাচরীগণে ॥ ১০৩
এত বাণী শুনি গিয়া ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বিভীষণ-প্রতি কহিছেন এ বচন ॥ ১০৪
নিশাচরপতি নিজে হয়্যা বিচক্ষণ।
কেন হও তুমি হেন শোকের ভাজন ॥ ১০৫
দেখিয়া কালের গতি আপন নয়নে।
যোগ্য নহে শোকাবেশ তোমা হেন জনে ॥ ১০৬
মহাবল ধরে কাল সকল-সংহারে।
তাহারে বধিতে কেহ না পারে সংসারে ॥ ১০৭
সেই কাল যদ্যপি রাবণে কৈল নাশ।
তবে শোক করিবারে নাহি অবকাশ ॥ ১০৮
কাল বিনে শমন-বিজয়ী দশাননে।
সংহার করিতে পারে কেবা ত্রিভুবনে ॥ ১০৯
অতএব এ বিষয়ে শোক নাহি কর।
আর এক হিতকথা শ্রবণেতে ধর ॥ ১১০
সংসারে জন্মিলে মৃত্যু আবশ্যক হয়।
তার মধ্যে প্রশংসিত হয় মৃত্যুদ্বয় ॥ ১১১
এক মৃত্যু যোগীদের হয় যোগবলে।
দ্বিতীয় শূরের শক্র-আগে রণস্থলে ॥ ১১২
এই দুই মৃত্যু-বাঞ্ছা করে সব লোক।
এ মৃত্যু হইলে বড় অনুচিত শোক ॥ ১১৩

তাহে পুন রাজাদের ধর্ম্ম এই হয়।
যুঝিবেক শত্রুসনে হইয়া নির্ভয় ॥ ১১৪
তাহাতে যদ্যপি মরে সম্মুখপ্রহারে।
কদাচিতো শোক নাহি করিবেক তারে ॥ ১১৫
অতএব শোক তেজি বস্থহ উঠিয়া।
এক্ষণ কর্ত্তব্য যাহা কর বিবেচিয়া ॥ ১১৬
প্রভু আজ্ঞা করিলেন তোহে বার বার।
দশানন-কলেবরে করিতে সংকার ॥ ১১৭
আর এই নিশাচরীগণে প্রবোধিয়া।
কহিলেন অন্তঃপুরে দিতে পাঠাইয়া ॥ ১১৮
এইসব কর্ম্ম তুমি করহ সাধন।
বৃথা শোকে আর কেন হও নিমগন ॥ ১১৯
লক্ষ্মণের এত বাণী শুনি বিভীষণ।
উঠিয়া বসিল করি শোক সম্বরণ ॥ ১২০
সেই বাক্য শুনি যত নিশাচরীগণ।
তাহারাও হইল কিঞ্চিত স্থির-মন ॥ ১২১
তবে রাম-সন্নিধানে গেলা বিভীষণ ॥
তাঁরে দেখি কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১২২
মিত্রবর বিলম্ব না কর তুমি আর।
করহ আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সংকার ॥ ১২৩
এই সব নারীগণে প্রবোধ করিয়া।
অন্তঃপুরী ভিতরেতে দাও পাঠাইয়া ॥ ১২৪
শ্রীরামচন্দ্রের বাণী শুনি বিভীষণ।
করিছেন কৃতাঞ্জলি হয়্যা নিবেদন ॥ ১২৫
প্রভু মোর শত্রু এই ছিল দশানন ॥
করিছিল মোর বুকে চরণতাড়ন ॥ ১২৬
অতএব করিবারে ইহারে সংকার।
মনেতে বাসনা কভু না হয় আমার ॥ ১২৭
আর দেখ পাপাচার ছিলা এইজন।
পরদার-রত পরধর্ম্ম-বিনাশন ॥ ১২৮
অতএব এহ জ্যেষ্ঠ হল্যেও আমার।
ইচ্ছা নাহি হয় মোর করিতে সংকার ॥ ১২৯
বিশেষত তব শত্রু ছিল এই জন।
এ লাগি না হয় কভু সংকার-ভাজন ॥ ১৩০
অতএব কদাচিত আমিহ ইহার।
না করিব পিণ্ডদান তর্পণ সংকার ॥ ১৩১
ইথে যদি লোকে মোরে করয়ে নিন্দন।
তাহা না করিব আমি হৃদয়ে গণন ॥ ১৩২

তাহে ইথে কেহ মোরে নিন্দা না করিবে।
বরঞ্চ রাবণ-গুণ শুনি প্রশংসিবে ॥ ১৩৩
এত শুনি কৃপাময় শ্রীরঘুনন্দন।
পুনর্ব্বার বিভীষণে কহেন বচন ॥ ১৩৪
মিত্র তুমি কহিতেছ অনুচিত কথা।
শুনিয়া আমিহ ইহা পাইলাম ব্যথা ॥ ১৩৫
তাবৎ শত্রুতা থাকে শত্রুর সহিতে।
যাবৎ না পারি তারে সমরে জিনিতে ॥ ১৩৬
যদ্যপি সমরে শত্রু পাইল নিধন।
তবে আর তার প্রতি ক্রোধ কি কারণ ॥ ১৩৭
অতএব পূর্ব্বে যে যাহার গুরু রয়।
কলহ-শেষেতে সেহ পূর্ব্বরূপ হয় ॥ ১৩৮
অতএব তব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দশানন।
সংকার করিতে যোগ্য তোমার এক্ষণ ॥ ১৩৯
পাপাচার বলি ঘৃণা না কর ইহারে।
মহাভাগ্যবান্ ছিল এহ এ সংসারে ॥ ১৪০
ইন্দ্রাদি দেবতা যার আজ্ঞাকারী হয়।
পাপী হইলেও সেহ ঘৃণাপাত্র নয় ॥ ১৪১
মোর শত্রু বলি যেই করিছ নিন্দন।
উচিত না হয় আর তাহাও এক্ষণ ॥ ১৪২
শত্রুভাব সকলেরি হয় মরণান্ত।
শত্রু মরিলেই সব বাদ হয় শান্ত ॥ ১৪৩
এক্ষণ তোমার যেন ভ্রাতা দশানন।
আমারো তেনই হয় এই মোর মন ॥ ১৪৪
অতএব যথাবিধি ইহার সংকার।
করহ যাহাতে প্রীতি হইবে আমার ॥ ১৪৫
এইত কহিনু আমি নিজ অভিপ্রায়।
তুমিহও বিবেচনা করহ ইহায় ॥ ১৪৬
যেহেতুক তোমার বুদ্ধির অগোচর।
না দেখি বিষয় কিছু জগৎ-ভিতর ॥ ১৪৭
আর তুমি যাহে হও সুখিত-হৃদয়।
তাহাই অভীষ্ট মোর এইত নিশ্চয় ॥ ১৪৮
অতএব ভালমতে করি বিবেচন।
কর তাহা যাহে প্রশংসয়ে সর্ব্বজন ॥ ১৪৯
এতেক বচন শুনি অঞ্জলি করিয়া।
বিভীষণ কহিছেন গলে বস্ত্র দিয়া ॥ ১৫০
চলিলাম চলিলাম আমি রঘুবর।
সংকার করিতে দশানন-কলেবর ॥ ১৫১

ছিল মোর অন্তরেতে যাবৎ সংশয়
তোমার বচনে তাহা সব হল্য ক্ষয় ॥ ১৫২
তুমি যারে ভ্রাতা বলি করিলে সম্মান।
জানিলাম সে রাবণে মহাপুণ্যবান্ ॥ ১৫৩
মোর পূজ্যতম আর জগতের হিত।
তুইরূপে দশানন করিলুঁ নিশ্চিত ॥ ১৫৪
ভাল ভাল ভাল বট তুমি কৃপাবান্।
শত্রুরেও করে যেহ বন্ধু বলি জ্ঞান ॥ ১৫৫
এত কহি গমন করিয়া বিভীষণ।
রাণীগণে মিষ্টবাক্যে করিলা সান্ত্বন ॥ ১৫৬
নানামত শাস্ত্র-যুক্তি করি প্রদর্শন।
মন্দোদরী রাণীরে করিলা প্রবোধন ॥ ১৫৭
তবে বিভীষণ অবিন্ধ্যাদি মন্ত্রিজনে।
আজ্ঞা দিলা সৎকার করিতে দশাননে ॥ ১৫৮
তাহারা সকলে তাঁর আজ্ঞা অনুসারে।
আরম্ভিলা সৎকারের দ্রব্য করিবারে ॥ ১৫৯
তাহা দেখি লক্ষ্মণ-সুগ্রীব কপিগণে।
কহিছেন রঘুপতি মধুর বচনে ॥ ১৬০
ত্রিভুবন-পতি ছিল পৌলস্ত্য-তনয়।
ইহার সৎকার ভালমতে কার্য্য হয় ॥ ১৬১
অতএব করহ সকলে আয়োজন।
যাহে যোগ্য-মতে হয় ইহার দহন ॥ ১৬২
তবে কপিরাজ কপিগণে আজ্ঞা দিলা।
তারা সবে আয়োজন করিতে লাগিলা ॥ ১৬৩
চন্দন-অগুরু আদি কাষ্ঠ নানাজাতি।
আনিয়া সাজাল্য চিতা শাখামৃগততি ॥ ১৬৪
সুবর্ণ কলসে করি চারিসিন্ধু-জল।
আহরণ করিয়া আনিল সুনির্ম্মল ॥ ১৬৫
নানাজাতি পুষ্প সপ্ত কুলাদ্রি হইতে।
আনি দিল রাবণের সৎকার করিতে ॥ ১৬৬
আর যাবতীয় দ্রব্য সে কর্ম্মে উচিত।
তাহা নিশাচর সব আনিল ত্বরিত ॥ ১৬৭
রাবণের নিত্য-যজ্ঞ-অনল যে ছিল।
তার দাহ করিবারে তাহাও আনিল ॥ ১৬৮
তবে পুরোহিতগণ শাস্ত্র অনুসারে।
ভেছে দশানন-শরীর সৎকারে ॥ ১৬৯
বিভীষণ নিজে করি মন্ত্র উচ্চারণ।
রিলেন দশাননে অগ্নি সমর্পণ ॥ ১৭০
এইরূপে অন্য অন্য বন্ধু সবাকারে।
দাহাদি করিলা করাইলা বন্ধুদ্বারে ॥ ১৭১
তবে স্নান তর্পণ করিয়া বিভীষণ।
নারীগণে অন্তঃপুরে করিলা প্রেরণ ॥ ১৭২
তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া বন্ধুগণ।
শ্রীরামচন্দ্রের আগে কৈলা আগমন ॥ ১৭৩
তাঁহারে আশ্বাস করি প্রভু রঘুপতি।
রণ-বেশ ছাড়ি কন মাতলির প্রতি ॥ ১৭৪
দেবরাজ-সারথি তুমিহ মোর লাগি।
হইলে বিবিধমতে রণে ক্লেশভাগী ॥ ১৭৫
তোমার সাহায্যে আমি জিনিলুঁ রাবণে।
তোমার সাহায্যে যশ হৈল ত্রিভুবনে ॥ ১৭৬
এক্ষণ তুমিহ যাও ইন্দ্রসন্নিধান।
লইয়া তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র সানা যান ॥ ১৭৭
কহিবে তাঁহারে মোর বিস্তর প্রণতি।
কৃপাদৃষ্টি করিবারে মোসবার প্রতি ॥ ১৭৮
তাঁহা সবাকার কৃপা-যুক্তদৃষ্টিলেশে।
বধিলাম আমি দশাননেরে অক্লেশে ॥ ১৭৯
করিতে কহিবে এই আশীষ এক্ষণ।
ভরতে দেখিয়ে যেন কুশল-ভাজন ॥ ১৮০
এতেক বচন শুনি হয়্যা কৃতাঞ্জলি।
তাঁর প্রতি নিবেদন করেন মাতলি ॥ ১৮১
প্রভু তব অনুগ্রহ-বলে এ সমরে।
কিছু ব্যথা না হয়্যাছে মোর কলেবরে ॥ ১৮২
রাবণ বিন্ধিয়াছিল যে সকল শরে।
তাহা স্পর্শ করে নাই মোর কলেবরে ॥ ১৮৩
করিয়া প্রভুর শ্রীচরণ সন্দর্শন।
সফল হইল মোর জনম জীবন ॥ ১৮৪
নিবেদন করি এই প্রভুর চরণে।
ভৃত্য বলি এই জনে রাখিবেন মনে ॥ ১৮৫
এত কহি প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া।
মাতলি স্বর্গেতে গেলা ইন্দ্র-রথ নিয়া ॥ ১৮৬
তবে মুনি দেবতা যক্ষাদি সব জন।
নিজ নিজ স্থানে গেলা আনন্দিত মন ॥ ১৮৭
রাম-লক্ষ্মণের বল-বীর্য্য সুশোভন।
কপিদের বীর্য্য বিভীষণের মন্ত্রণ ॥ ১৮৮
এ সকলে প্রশংসন করিতে করিতে।
গেলা তারা সকলেতে আনন্দিত-চিতে ॥ ১৮৯

এখানেতে রামচন্দ্র আনন্দিত-মন।
বিশ্রামস্থানেতে করিলেন আগমন ॥ ১৯০
লক্ষ্মণ আনিয়া অতি সুশীতল পানী।
প্রক্ষালিয়া দিলা তাঁর চরণ দুখানি ॥ ১৯১
হস্তমুখ প্রক্ষালিয়া বসিয়া আসনে।
সুগ্রীবে কহেন প্রভু তবে সুখিমনে ॥ ১৯২
মিতা কপিরাজ তব প্রসাদের বলে।
সিদ্ধ হল্য মোর মনোরথ অবিকলে ॥ ১৯৩
দেব-শত্রু রাবণেরে করিয়া সংহার।
পাইলাম আজি আমি প্রতিজ্ঞার পার ॥ ১৯৪
একমাত্র কর্ম্ম মোর আছে অবশেষ।
তাহা সিদ্ধ করহ সম্প্রতি সবিশেষ ॥ ১৯৫
এই লঙ্কাপুরে মোর মিতা বিভীষণে।
অভিষিক্ত কর শীঘ্র রাজসিংহাসনে ॥ ১৯৬
তবেই প্রতিজ্ঞা মোর হয় ফলবতী।
অত্যন্ত পরমানন্দ পায় মোর মতি ॥ ১৯৭
এত কহি কপিরাজে ডাকি বিভীষণে।
কহিছেন রামচন্দ্র আনন্দিত-মনে ॥ ১৯৮
মিতা তুমি যাহ লঙ্কাপুরে একবার।
সফল করিতে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা আমার ॥ ১৯৯
স্বীকার করহ গিয়া রাজ-সিংহাসন।
না করিবে ইথে কিছু বাদ-আচরণ ॥ ২০০
এত শুনি প্রণাম করিয়া রঘুবরে।
উঠি দাঁড়াইলা বিভীষণ যোড়করে ॥ ২০১
তাহা দেখি অতিশয় আনন্দিত-মতি।
কহিছেন রামচন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণ-প্রতি ॥ ২০২
ভ্রাতৃবর যাহ তুমি লঙ্কার মাঝারে।
অভিষেক কর গিয়া রাক্ষস-মিতারে ॥ ২০৩
এই মাত্র অভিলাষ আছে মোর মনে।
লঙ্কাতে ভূপাত দেখি মিতা বিভীষণে ॥ ২০৪
এত শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া শ্রীলক্ষ্মণ।
বিভীষণে সঙ্গে লয়্যা করিলা গমন ॥ ২০৫
তাঁর সঙ্গে গেলা শ্রীমারুতি কপিপতি।
জাম্ববান্ শ্রীঅঙ্গদ-আদি কপিতভি ॥ ২০৬
তবে ত শ্রীলক্ষ্মণ ডাকিয়া দ্বিজগণে।
যথাবিধি অভিষেক কৈলা বিভীষণে ॥ ২০৭
তবে রাম-কৃপাগুণে, পাই রাজসিংহাসনে,
পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ।
ডাকি বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ, আর যত প্রজাগণ,
সকলে করিলা আশ্বাসন ॥ ২০৮
আপনার সহচারী, অনিল প্রভৃতি চারি,
চনে মন্ত্রি-প্রধান করিলা।
নিজ রাজ্য অধিকারে, প্রতি ঘরে প্রতি দ্বারে,
রামের দোহাই ফিরাইলা ॥ ২০৯
তাঁহার শাসনে ডর, পাই সব নিশাচর,
তেজিলেক অধর্ম্মেতে মতি।
ব্রাহ্মণ তপস্বি-দেবে, তেজিলেক দ্বেষভাবে,
করিলেক ধর্ম্মে কর্ম্মে রতি ॥ ২১০
তাহা জানি বিভীষণ, হয়্যা আনন্দিতমন,
তোষিলা সকলে নানা ধনে।
বন্দী ছিল যত নারী, সকলেরে দিলা ছাড়ি,
তুষ্ট করি মধুর বচনে ॥ ২১১
বিভীষণে রাজাসনে, দেখিয়া সুখিত-মনে,
কুসুম বর্ষয়ে দেবগণ।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায়, নাচিছে অপ্সরা তায়
স্বর্গে বাজে দুন্দুভি-বাজন ॥ ২১২
তার পরে শ্রীলক্ষ্মণে, সুগ্রীবাদি কপিগণে,
নানা মতে করিয়া পূজন।
সকলের সহকারে, রামচন্দ্রে দেখিবারে,
যাত্রা কৈলা বিজ্ঞ বিভীষণ ॥ ২১৩
অক্ষত মোদক খদি, দধি পুষ্প কুঙ্কুমাদি,
শুভ বস্তু আছয়ে যাবত।
রামচন্দ্রে অর্পিবারে, লয়্যা যায় ভারে ভারে,
নিশাচর কত শত শত ॥ ২১৪
সেই সব উপায়ন, রাম-আগে সমর্পণ,
করি নিজ করে বিভীষণ।
বসন অর্পিয়া গলে, তাঁহার চরণতলে,
ভূমে পড়ি করিলা বন্দন ॥ ২১৫
প্রভু আনন্দিতমন, তাঁরে করি আলিঙ্গন,
বসাইলা আপন-নিকটে।
আনন্দেতে-কপিগণ করে জয় জয় স্বন,
শ্রীরঘুনন্দন-নাম রটে ॥ ২১৬
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২১৭
ইতি শ্রীরামরসায়নে বিভীষণ-রাজ্যাভিষেকো
নাম পঞ্চবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা।

নিত্যপ্রিয়ামপ্যতিনির্ম্মলামপি,
শ্রীজানকীং লোকসুশিক্ষণার্থকম্।
বিধায় শুদ্ধাং হুতভুক্‌প্রবেশনাৎ
জগ্রাহ যাং তং রঘুনন্দনং ভজে ॥ ১

অরে মন আর নাহি হও উতরল।
বুঝি হয় তব আশা এক্ষণে সফল ॥ ২
দেখিতেছি মধ্যে আর কিছু নাই বাধ।
স্থির হয়্যা শুন এবে পূর্ব্ববিবেক সাধ ॥ ৩
তবে রঘুপতি কাছে ডাকি মারুতিরে।
কহিছেন তার প্রতি কিছু ধীরে ধীরে ॥ ৪
বাপধন লয়্যা লঙ্কাভূপ অনুমতি।
যাহ তুমি সীতার নিকটে শীঘ্রগতি ॥ ৫
জানাইয়া আমাদের কুশল সংবাদ।
কহিবে তাহারে রণ-বিজয়-আহ্লাদ ॥ ৬
তাহা শুনি সীতা যেই সন্দেশ কহিবে।
তাহা লয়্যা তুমি শীঘ্র এখানে আসিবে ॥ ৭
এত শুনি বিভীষণ-অনুমতি লয়্যা।
চলিলা বায়ুর পুত্র আনন্দিত হয়্যা ॥ ৮
এথানে অশোকবনে জনকতনয়া।
ভাবিছেন মনে মনে তরল-হৃদয়া ॥ ৯
শুনিয়াছি সমরে গিয়াছে দশানন।
কিন্তু তার বার্ত্তা কিছু না হয় শ্রবণ ॥ ১০
যদ্যপি হইত সেই দুষ্টের বিনাশ।
তবে প্রভু দূত পাঠাইতা মোর পাশ ॥ ১১
অতএব আমি করি হৃদয়ে সংশয়।
না হয়্যাছে এথনো সে দুষ্টপরাজয় ॥ ১২
হেন দিন আমার কি কথনো হইবে।
দুষ্টবধ-বার্ত্তা লয়্যা মারুতি আসিবে ॥ ১৩
এইরূপ শ্রীজানকী করেন চিন্তন।
হেনকালে মারুতি করিলা আগমন ॥ ১৪
জানকী তাহারে দেখি আস্ত বাপ বলি।
পুনঃপুন ডাকিছেন মহাকুতূহলী ॥ ১৫
তিঁহ তাঁর পাদপদ্মে করিয়া বন্দন।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন ॥ ১৬
জননি শ্রীরঘুপতি পাঠাল্যা আমারে।
কুশল-সংবাদ তোমা প্রতি কহিবারে ॥ ১৭
কুশলে আছেন রাম কুশলে লক্ষ্মণ।
কুশলী আছেন তুই মিতা কপিগণ ॥ ১৮
রাবণের ছিল যত সৈন্য বন্ধুজন।
হইয়াছে তাহাদের সবার নিধন ॥ ১৯
সাত দিন সমর করিয়া ঘোরতর।
দশাননে বধিলেন প্রভু রঘুবর ॥ ২০
এইত বিজয়বার্ত্তা তোঁহে জানাবারে।
পাঠাইলা প্রভু তব নিকটে আমারে ॥ ২১
এক্ষণ মরিল শত্রু ঘুচিল সন্তাপ।
নাহি কর তুমি আর কিছু অনুতাপ ॥ ২২
পূর্ব্বে তব আগে আমি করিছিলুঁ যারে।
তরিলুঁ রামের গুণে সেই প্রতিজ্ঞারে ॥ ২৩
এক্ষণ হইলে শত্রুরহিত আপনি।
নাহি কর আর চিন্তা নৃপবধূমণি ॥ ২৪
রাক্ষসগৃহেতে আছি বলিয়া চিন্তন।
নাহি কর নিজ গৃহ বলি কর মন ॥ ২৫
যেহেতুক এই লঙ্কারাজ্য-অধিকার।
বিভীষণে দিয়াছেন প্রভু সে আমার ॥ ২৬
এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রে সন্দেশ যে আছে।
তাহা কহ আমি শীঘ্র যাব তাঁর কাছে ॥ ২৭
এতেক বচন শুনি মারুতির মুখে।
শ্রীজানকী স্তম্ভিত হইলা মহাসুখে ॥ ২৮
নাহি হয় তাঁর কোনো অঙ্গেতে স্পন্দন।
বদনেতে নাহি হয় বচনস্ফুরণ ॥ ২৯
তাহা দেখি সশঙ্কিত হয়্যা হনুমান।
জিজ্ঞাসা করেন মৃদু বাক্যে তাঁর স্থান ॥ ৩০
নরেন্দ্রনন্দিনি কিবা করিছ চিন্তন।
নাহি কর কেন মোরে কিছু সম্ভাষণ ॥ ৩১
তবে বোধ পাইয়া শ্রীজনক-তনয়া।
কহিছেন গদগদস্বরে সুহৃদয়া ॥ ৩২
বাপধন আমি কিছু না করি চিন্তন।
কিন্তু মহানন্দে নাহি স্ফুরয়ে বচন ॥ ৩৩
তোর মুখে শুনি প্রাণনাথের বিজয়।
কি করি আছি বা কোথা না হয় নিশ্চয় ॥ ৩৪

অতএব তোহে কিছু না পারি কহিতে।
ইথে তুমি অন্য চিন্তা নাহি কর চিতে ॥ ৩৫
আর এক চিন্তা আমি করিয়ে হিয়ায়।
কি দিয়া তোষিব বাছা আমিহ তোমায় ॥ ৩৬
যে প্রিয়বচন তুমি কহিলে আমারে।
ইহার উচিত দ্রব্য না দেখি সংসারে ॥ ৩৭
স্বর্ণ রত্ন গ্রাম পুরী সব বসুমতি।
কিবা স্বর্গ অথবা সকল লোকতিতি ॥ ৩৮
এ সকল দিলেও তোমার এই ধার।
শোধিত না হয় এই আমার বিচার ॥ ৩৯
তাহে আমি সম্প্রতি দুখিনী অতিশয়।
কি দিব তোমারে তাহা দৃষ্ট নাহি হয় ॥ ৪০
এতেক বচন শুনি জানকীবদনে।
কহিছেন শ্রীমারুতি আনন্দিত মনে ॥ ৪১
জননি এমত স্নিগ্ধ বাক্য কহিবারে।
তুমি মাত্র যোগ্য হও সকল সংসারে ॥ ৪২
তব এই মিষ্ট বাক্যামৃত করি পান।
পাইলাম আমি কত কোটি বরদান ॥ ৪৩
বর দিতে চাহিতেছ তুমি আর যত।
পূর্ব্বেতেই পাইয়াছি আমিহ তাবত ॥ ৪৪
যেহেতুক হত-শত্রু বিজয় ভাজন।
শ্রীরামচন্দ্রেরে করিতেছি নিরীক্ষণ ॥ ৪৫
তভু যদি তুমি কিছু দিতে কর আশ।
তবে এক বর মাগি আমি তব পাশ ॥ ৪৬
শুনিয়াছি পূর্ব্বে আমি আপন শ্রবণে।
এই সব চেড়ী তোঁহে কুবচন ভণে ॥ ৪৭
অতএব আমি মনে করি যে বাসনা।
ইহাদিগে মনোমত দিবারে যন্ত্রণা ॥ ৪৮
ইচ্ছা হয় কাহারেও মুটকী মারিয়ে।
কাহারেও পদে করি প্রহার করিয়ে ॥ ৪৯
মুষ্টি মারি কারো করি দন্ত-নিপাতন।
কর্ণ নাসা ছিটি কারো উপাড়ি নয়ন ॥ ৫০
কারো জিহ্বা ধরি কারে টানি উৎপাটন।
কারো মুখে ভস্ম-ধূলি করিয়ে পূরণ ॥ ৫১
এইরূপে ইহাদের করিয়ে প্রহার।
এই বর দাও তুমি অভীষ্ট আমার ॥ ৫২
মারুতির বাণী শুনি সেই চেড়ীগণ।
মল্যাম মল্যাম বলি করয়ে চিন্তন ॥ ৫৩
কাহারেও কেহ কিছু কহিতে না পারে।
ঊর্দ্ধমুখী হয়্যা সীতাবদন নেহারে ॥ ৫৪
বায়ুপুত্র-বাণী শুনি জনকতনয়া।
কহিছেন মৃদু হাস্য করিয়া সদয়া ॥ ৫৫
বাপধন পরবশ হয় যেই জন।
তার প্রতি যোগ্য নহে ক্রোধ-উদ্দীপন ॥ ৫৬
ইহারা পূর্ব্বেতে ছিল রাবণ-কিঙ্করী।
তর্জ্জিত আমারে তার আজ্ঞা-অনুসরি ॥ ৫৭
এক্ষণ মরিল যদি দুষ্ট দশানন।
না করিবে আর মোরে ইহারা তর্জ্জন ॥ ৫৮
অতএব ইহাদিগে না কর তাড়ন।
ভিক্ষা দাও মোরে ইহা-সবার জীবন ॥ ৫৯
এত শুনি প্রাণ দান পাল্য চেড়ীগণ।
সীতারে কহেন পুন পবন-নন্দন ॥ ৬০
এই বটে এই বটে আমার জননী।
কৃপাময়ী নারী-সমূহের শিরোমণি ॥ ৬১
এমত তোমার গুণ যদি না থাকিবে।
তবে কিরূপেতে রাম-প্রেয়সী হইবে ॥ ৬২
এক্ষণ করহ মোরে তাহা উপদেশ।
শ্রীরামচরণে যেই থাকয়ে সন্দেশ ॥ ৬৩
এত শুনি শ্রীজানকী আনন্দিত-মতি।
গদগদবচনে কহেন তাঁর প্রতি ॥ ৬৪
বাপধন প্রভু-পদকমলে আমার।
জানাইবে পরণাম কোটি কোটি বার ॥ ৬৫
চাহি মাত্র দেখিতে তাঁহার শ্রীচরণ।
আর কিছু নাহি মোর সন্দেশ-বচন ॥ ৬৬
তবে শ্রীমারুতি তাঁরে করি আশ্বাসন।
প্রণমিয়া রাম-কাছে করিলা গমন ॥ ৬৭
তাঁহার চরণে করি সাষ্টাঙ্গ-বন্দন।
জানকীর বৃত্তান্ত করেন নিবেদন ॥ ৬৮
প্রভু তব জয়-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
যে সুখ পাইলা সীতা না হয় বর্ণন ॥ ৬৯
আমিহ কহিলুঁ কহ প্রভুরে সন্দেশ।
তবে তিঁহ মোরে এই কৈলা উপদেশ ॥ ৭০
বাপধন প্রভু-পদকমলে আমার।
জানাইবে পরণাম কোটি কোটি বার ॥ ৭১
চাহি মাত্র দেখিতে তাঁহার শ্রীচরণ।
আর কিছু নাহি মোর সন্দেশ-বচন ॥ ৭২

প্রভু অতএব যোগ্য হয় এইক্ষণ ।
জানকীরে এখানেতে শীঘ্র আনয়ন ॥ ৭৩
তোমার বিয়োগে তিঁহ অত্যন্ত কাতর ।
সহিতে না পারিবেন বিলম্ব বিস্তর ॥ ৭৪
এইত কহিলুঁ আমি বুদ্ধি অনুসারে ।
করহ আপুনি তাহে যে হয় বিচারে ॥ ৭৫
এত শুনি সুগভীর শ্রীরঘুনন্দন ।
অধোমুখ হইয়া রহিলা কথোক্ষণ ॥ ৭৬
পরে দীর্ঘ নিশ্বাস তেজিয়া ঘনেঘন ।
কহিছেন বিভীষণে সজল-নয়ন ॥ ৭৭
মিতা তুমি শীঘ্র করি জনক সুতারে ।
আনয়ন করহ আমার সাক্ষাৎকারে ॥ ৭৮
অঙ্গ-মল ঘুচাইয়া করায্যা স্নাপন ।
দিব্য বেশ-ভূষা করি কর আনয়ন ॥ ৭৯
এত শুনি আনন্দিত হয্যা বিভীষণ ।
জানকীর নিকটেতে করিলা গমন ॥ ৮০
প্রণাম করিয়া তাঁরে হয্যা যোড়পাণি ।
নিবেদন করিছেন সুমধুর বাণী ॥ ৮১
জানকি তোমারে ইচ্ছা করিয়া দেখিতে ।
পাঠাইলা প্রভু মোরে তোমারে লইতে ॥ ৮২
অতএব স্নান করি বাস-ভূষা পরি ।
চল রামচন্দ্র পাশে দিব্য যানে চড়ি ॥ ৮৩
এত শুনি শ্রীজনক-নরেন্দ্র দুহিতা ।
কহেন মধুর বাণী অতি আনন্দিতা ॥ ৮৪
নিশাচর-অধিপতি আমি এই বেশে ।
যাইবারে ইচ্ছা করি প্রভুর স্বদেশে ॥ ৮৫
বিভীষণ বলেন শুনহ ঠাকুরাণি ।
না কর সংশয় কিছু শুনি মোর বাণী ॥ ৮৬
শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা আছয়ে আমায় ।
বেশ-ভূষা করি লয্যা যাইতে তোমায় ॥ ৮৭
অতএব মোর বাক্যে করি আদরণ ।
করহ আপুনি বেশ-ভূষা বিরচন ॥ ৮৮
এত শুনি শ্রীজানকী অনুমতি দিলা ।
তবে বিভীষণ অন্তঃপুরেতে চলিলা ॥ ৮৯
সেথা গিয়া সরমারে কৈলা আজ্ঞাপন ।
কর গিয়া জানকীর বেশ বিরচন ॥ ৯০
প্রভু দিয়াছেন আজ্ঞা বেশ ভূষা করি ।
জানকীরে লয্যা যাত্যে তাঁর বরাবরি ॥ ৯১
এত শুনি সরমা অত্যন্ত আনন্দিত ।
দাসীগণ সঙ্গে লয্যা চলিলা ত্বরিত ॥ ৯২
স্নানীয় বিবিধ দ্রব্য বসন-ভূষণ ।
লইয়া জানকী-পাশে করিল গমন ॥ ৯৩
বসায্যা সীতারে রত্ন-চৌকীর উপরে ।
শ্রীঅঙ্গের ধুলি-মলা আগে দূর করে ॥ ৯৪
মাখাইয়া সুচিক্কণ-গন্ধ-উদ্বর্ত্তন ।
করিতেছে নানামতে শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জন ॥ ৯৫
তাহে দূর হয় মলা কান্তি পরকাশে ।
চন্দ্রকান্তি-শোভা পায় যেন মেঘনাশে ॥ ৯৬
কেশে ছিল এক বেণী তাহা ঘুচাইয়া ।
মার্জ্জন করিল গন্ধ আমলকী দিয়া ৯৭
কেশাবধি চরণ পর্য্যন্ত প্রক্ষালিয়া ।
পোঁছাইয়া অতি সূক্ষ্ম বসনে করিয়া ॥ ৯৮
পরেতে সুগন্ধি তৈল করিয়া ম্রক্ষণ ।
সুবর্ণ-কলসে জল ঢালে নারীগণ ৯৯
সে সময়ে কিবা শোভা হইল তাঁহার ।
ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে যেন কমলার ॥ ১০০
জলকুম্ভ-ধরি শোভে নারী-ভুজ তেন ।
লক্ষ্মী অভিষেকে দিগ্গজের শুণ্ড যেন ॥ ১০১
নারী-বাহু-অগ্র হত্যে কেশে জল পড়ে ।
করি-শুণ্ড হত্যে যেন মেঘের উপরে ॥ ১০২
জলে আর্দ্র চূর্ণ-কেশ বদনে ঢাকয়ে ।
রাহু যেন শশধরে গরাস করয়ে ॥ ১০৩
কেশ হৈতে সেই জল পড়ে পয়োধরে ।
জলদ হইতে যেন সুমেরু-শিখরে ॥ ১০৪
স্তন হত্যে পড়ে জল জঘন উপর ।
গিরি হত্যে ভূমিতলে যেমন নির্ঝর ॥ ১০৫
জলে আর্দ্র হয্যা বস্ত্র মিলাইল গায় ।
ত্যাগ-ভয়ে দৃঢ় করি ধরিল কি তায় ॥ ১০৬
এইরূপে স্নান করাইয়া দাসীগণ ।
সূক্ষ্ম বস্ত্রে করি করে জলাপসারণ ॥ ১০৭
প্রথমেতে কেশে বাস দিয়া নিঙ্গড়িল ।
অনুমান করি তাহে এই জানাইল ॥ ১০৮
বক্কিম-স্বভাব যেহ সে পায় যন্ত্রণা ।
দেখ দেখ সবে তার কেশে নিদর্শনা ॥ ১০৯
নিঙ্গড়িতে সেই কেশ হৈতে জল ঝরে ।
ক্রন্দন করয়ে কেশ বুঝি ক্লেশ ভরে ॥ ১১০

তার পর পোঁছাইয়া অন্য সব অঙ্গ।
পরিধান করাইলা বসন সুরঙ্গ ॥ ১১১
তার পর অন্য আসনেতে বসাইয়া।
দিব্য-বেশ করে তারা যতন করিয়া ॥ ১১২
নারী-ততি, ধরিয়া কঙ্কতি,
করে বেণী অতি, চিকণ-কেশে।
তাহে ঝুটি করি, তাহার উপরি,
করে সুমাধুরী, কুসুম-বেশে ॥ ১১৩
হীরক-রচিত, মুকুতা-খচিত,
সিঁথি সুশোভন, সিঁথায়-দিল।
ললাট-ফলকে, সিন্দূর ঝলকে,
চন্দন-বিন্দুকে, তারে বেড়িল ॥ ১১৪
অতি নিরমল, মণি ঝলমল,
কনককুণ্ডল, পরায় কাণে।
দিল মনোহর, নাসাগ্রে বেশর,
তিলক সুন্দর, উপরি স্থানে ॥ ১১৫
পয়োধরোপরি, মৃগমদে করি,
লিখিল মকরী, কুসুমদলে।
তাহার উপরি, বিচিত্র কাঁচুরী,
পরাইল পরিপাটী সকলে ॥ ১১৬
গলে অভিরাম, দিল মণিদাম,
পদক সুঠাম, মুকুতামালা।
ভুজে দিল তার, মণিময় তাড়,
করে চুড়ী আর, কঙ্কণ বালা ॥ ১১৭
অতি সুশোভন, বিচিত্র বসন,
করিল বন্ধন, কটি-উপরে।
তাতে স্বর্ণ-মণি, রচিত কিঙ্কিণী,
বান্ধে যার ধ্বনি, শ্রবণ হরে ॥ ১১৮
মনের উল্লাসে, চরণ-সারসে,
যাবকের রসে, রঞ্জিত করি।
পরাল্য নূপুর, অতি সুমধুর,
পঞ্চম ঘুঙ্গুর, সুখেতে ভরি ॥ ১১৯
তবে শ্রীজানকী, হৃদয়ে কৌতুকী,
মুকুরে বিলোকি, নিজ প্রকাশে।
শ্রীরঘুনন্দন,— নিকটে গমন,
করিতে তখন, ধরিলা আশে ॥ ১২০
হেন কালে শিবিকা লইয়া বিভীষণ।
অশোককানন-দ্বারে কৈলা আগমন ॥ ১২১

চেড়ীদ্বারে বার্ত্তা জানাইলা শ্রীসীতায়।
তাহা শুনি তিঁহ সুখ পাইলা হিয়ায় ॥ ১২২
তবে সীতা চাহি সরমার মুখপানে।
কহিছেন তাঁরে কিছু সজল-নয়নে ॥ ১২৩
প্রিয়সখি বান্ধববর্জ্জিত এই স্থলে।
বাঁচিয়াছিলাম আমি তোরি স্নেহবলে ॥ ১২৪
তুমিহ করিলে মোর যত উপকার।
শোধিতে নারিলুঁ আমি কিছুই তাহার ॥ ১২৫
বরঞ্চ দিয়াছি তোহে দুঃখ নানাবার।
তুমি না রাখিবে চিতে সে দোষ আমার ॥ ১২৬
অনুমতি দাও তুমি এখন আমারে।
যাই আমি নিজ প্রাণনাথ দেখিবারে ॥ ১২৭
সখী বলি সদা মোরে করিবে স্মরণ।
অধিক কহিতে আর স্ফুরে না বচন ॥ ১২৮
জানকীর এত বাণী শ্রবণ করিয়া।
কহেন সরমা তাঁরে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১২৯
জনক-নন্দিনি এত অনুচিত-বাণী।
দাসীজন-প্রতি কেন কহ ঠাকুরাণী ॥ ১৩০
কৃতার্থ হইলুঁ আমি তব আগমনে।
বিশেষত ও-চরণ দর্শন-স্পর্শনে ॥ ১৩১
তোঁহে পাই মনে করি মন্দোদরী-পতি।
বড় কৃপাযুক্ত ছিল মো-সবার প্রতি ॥ ১৩২
তিঁহ যদি না আনিত এখানে তোমারে।
তবে মোরা পাইতাম তোঁহে কি প্রকারে ॥ ১৩৩
যে সুখ হইয়াছিল মোর তোঁহে পাই।
তাহার উপমাস্থান ত্রিভুবনে নাই ॥ ১৩৪
কিন্তু এবে উপস্থিত বিয়োগ দেখিয়া।
অতিশয় কাতর হইছে মোর হিয়া ॥ ১৩৫
কিরূপে থাকিব না দেখিয়া ও-চরণ।
এই ভাবি স্থির নাহি হয় মোর মন ॥ ১৩৬
কি করিব পরাধীন হয় নারীজন।
অন্যথা তোমার সনে করিতুঁ গমন ॥ ১৩৭
দাসী হয়্যা করিতাম তোমারে সেবন।
মহানন্দে করিতাম সময়-যাপন ॥ ১৩৮
তাহা যদি না হইল দুর্দ্দৈব শক্তিতে।
না হকু তাহাতে মোর খেদ নাহি চিতে ॥ ১৩৯
সাক্ষাৎ সেবন হতে মানস চিন্তনে।
অধিক আনন্দ হয় সব শাস্ত্রে ভণে ॥ ১৪০

অতএব করি তব চরণ-ভাবনা।
মহাসুখে করিব এ জনম-যাপনা॥ ১৪১
অথবা যে হবু মোর তাহে নাহি দুখ।
আপুনি পাইলে পতি এই মহাসুখ॥ ১৪২
কিঙ্করী বলিয়া মোরে মনেতে রাখিবে।
তবেই আমার জন্ম সফল হইবে॥ ১৪৩
এত কহি সরমার গদগদ ভাষ।
মুখে আর বচন না হয় পরকাশ॥ ১৪৪
তার পর শ্রীজানকী মধুর বচনে।
সন্তোষিলা ত্রিজটাদি নিশাচরীগণে॥ ১৪৫
পরে সকলের স্থানে অনুমতি নিয়া।
শিবিকায় আরোহিলা শ্রীরামে ভাবিয়া॥ ১৪৬
তবে দিব্য বস্ত্রে সেই শিবিকা ঢাকিয়া।
রাক্ষসে লইয়া যায় স্কন্ধেতে করিয়া॥ ১৪৭
চারিদিকে বেড়ি ধায় বেত্রধারিগণ।
আগে আগে বিভীষণ করেন গমন॥ ১৪৮
জানকীর শিবিকা করিয়া নিরীক্ষণ।
মনে মনে ভাবিছেন পবন-নন্দন॥ ১৪৯
দেখিতেছি জানকী আইলা রাম-কাছে।
এক্ষণ কর্ত্তব্য মোর কর্ম্ম এক আছে॥ ১৫০
যখন বসিবা একাসনে দুই জন।
করিব তখন আমি দোঁহারে পূজন॥ ১৫১
অতএব সুবেল-পর্ব্বতে আরোহিয়া।
আনি নানাজাতি-পুষ্প চয়ন করিয়া॥ ১৫২
এতেক নিশ্চয় করি আনন্দিত-মন।
সুবেল-উপরি গেলা পবন-নন্দন॥ ১৫৩
এখানেতে জানকী লইয়া বিভীষণ।
করিছেন শ্রীরাম-নিকটে আগমন॥ ১৫৪
সে সময়ে কপি-ভল্ল-নিশাচরগণ।
জানকী দেখিতে সবে করিছে ধাবন॥ ১৫৫
তাহাদের সঙ্ঘটনে পথ রুদ্ধ হয়।
তাহে জানকীর-যান শীঘ্র না চলয়॥ ১৫৬
সেই জনসঙ্ঘট্ট করিতে নিবারণ।
ভৃত্যগণে বিভীষণ কৈলা আজ্ঞাপন॥ ১৫৭
তাহা শুনি যাবদায় বেত্রধারিগণ।
বেত্রাঘাত করি সবে করে নিবারণ॥ ১৫৮
সেই ভয়ে কপি-ভল্ল-নিশাচরগণ।
পথ ছাড়ি অতি দূরে করে পলায়ন॥ ১৫৯
দূর হৈতে তাহা দেখি প্রভু কৃপাময়।
কহিছেন বিভীষণে কুপিত-হৃদয়॥ ১৬০
নিশাচরনাথ তুমি না পুছি আমারে।
তাড়ন করাও কেন এ সব জনারে॥ ১৬১
ইহারা সকলে হয় আত্মীয় আমার।
ইহাদের নিকটেতে লজ্জা কি সীতার॥ ১৬২
যেরূপে ইহারা সবে দেখিবারে পায়।
তেনই প্রকারে আন সীতারে এথায়॥ ১৬৩
তাহা শুনি দুঃখিত হইয়া বিভীষণ।
ঘুচাইয়া দিলা শিবিকার আবরণ॥ ১৬৪
যেই মাত্র দূর হল্য আচ্ছাদন-বাস।
তেঁই জানকীর জ্যোতি পাইল প্রকাশ॥ ১৬৫
এককালে যেন মেঘ-মাঝার হইতে।
পরকাশে পূর্ণ-শশী ব্যোম-উপরিতে॥ ১৬৬
তাহা দেখি কপি-ভল্ল-নিশাচর যত।
স্তম্ভিত হইল চিত্রপুত্তলীর মত॥ ১৬৭
ক্ষণেক পরেতে সবে পাইয়া চেতন।
কহিতেছে কোলাহল কবি এ বচন॥ ১৬৮
এ কি চমৎকার দেখি এ কি চমৎকার।
না দেখি সুন্দরী হেন জগত-মাঝার॥ ১৬৯
এমত ইহাঁর রূপ যদি না হইবে।
তবে কেন দশানন সবংশে মরিবে॥ ১৭০
শ্রীরামচন্দ্র বা কেন এত আয়োজন।
করিবেন প্রাণপণে ইহাঁর কারণ॥ ১৭১
যোগ্য বটে বধিলা যে ইহাঁর লাগিয়া।
বালি-বীরে রঘুবর থাকি লুকাইয়া॥ ১৭২
যোগ্য বটে সাগরেতে সেতু-বিরচন।
যোগ্য বটে দশানন সঙ্গে এত রণ॥ ১৭৩
এইরূপ কহিতেছে হয়্যা সাবিস্ময়।
ভল্লুক বানর আর নিশাচরচয়॥ ১৭৪
শিবিকার আবরণ ঘুচিল দেখিয়া।
জানকী হইলা কিছু কোপযুক্ত হিয়া॥ ১৭৫
কিন্তু শ্রীরামের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মনেতেই কৈলা সেই কোপ সম্বরণ॥ ১৭৬
দূর হৈতে রামচন্দ্রে কারি নিরীক্ষণ।
হর্ষেতে হইলা কিছু প্রফুল্লবদন॥ ১৭৭
লজ্জা লাগি ঢাকিতে সে আনন্দবিকার।
আচ্ছাদিলা বস্ত্রে কারি অঙ্গ আপনার॥ ১৭৮

এখানেতে রামচন্দ্র গম্ভীর নিস্বনে।
কহিছেন কোপে কিছু পুন বিভীষণে॥ ১৭৯
লঙ্কাপতি জান তুমি শাস্ত্র-সদাচার।
পুত্রতুল্য হয় প্রজা সকল রাজার॥ ১৮০
অতএব সীতা মাতৃ-তুল্য এ সবার।
ইথে কেন এত শঙ্কা হইছে তোমার॥ ১৮১
অতএব শিবিকা হইতে নামাইয়া।
জানকীরে আন হেথা পদে চালাইয়া॥ ১৮২
স্ত্রীজাতির আবরণ হয় সদাচার।
না হয় বসন যান ভবন প্রাকার॥ ১৮৩
আর দেখ বিপদ-সময়ে যজ্ঞ-ঘরে।
বিবাহ-সময়ে আর সভার ভিতরে॥ ১৮৪
এ সকলে বাধ নাই নারীর দর্শনে।
এই কথা সর্ব্ববেদ-পুরাণেতে ভণে॥ ১৮৫
অতএব জানকীর বিপদ-সময়।
সর্ব্বলোকদর্শনেও দোষ নাহি হয়॥ ১৮৬
তাহে পুন সভা হইয়াছে এই স্থান।
এখানে দর্শনে কিছু না দেখি বিগান॥ ১৮৭
বিশেষত আমার সাক্ষাতে আগমনে।
কিছু দোষ নাহি আছে সর্ব্বশাস্ত্রে ভণে॥ ১৮৮
অতএব পরিত্যাগ করি শিবিকারে।
জানকীরে আন তুমি মোর সাক্ষাৎকারে॥ ১৮৯
প্রভুর কঠোর বাণী শুনি বিভীষণ।
হইলেন অতিশয় দুঃখযুক্তমন॥ ১৯০
কহিতে না পারিছেন কিছুই সীতারে।
লইয়াও যাইতে না পারেন তাঁহারে॥ ১৯১
জানকী সে বাক্য শুনি অত্যন্ত শঙ্কিত।
শিবিকা হইতে ভূমে নামিলা ত্বরিত॥ ১৯২
তাহা দেখি সেখানেতে ছিল যত জন।
সকলেই হল্যা অতি সশঙ্কিতমন॥ ১৯৩
তারা করি পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ।
কহিছেন ধীরে ধীরে সজল-নয়ন॥ ১৯৪
কি হয় কি হয় কিছু বুঝা নাহি যায়।
গম্ভীরহৃদয় শ্রীরামের অভিপ্রায়॥ ১৯৫
দেখিতেছি যেন রামচন্দ্রের আকার।
ইথে বুঝি হইয়াছে কোপের সঞ্চার॥ ১৯৬
না জানি কি কন প্রভু জানকীর প্রতি।
কিরূপ বা ব্যবহার করেন সংপ্রতি॥ ১৯৭

এইরূপ কহে তারা সবে পরস্পরে।
এক দৃষ্টে রামমুখ নিরীক্ষণ করে॥ ১৯৮
লক্ষ্মণ সুগ্রীব আর বালীর নন্দন।
লজ্জা-দুঃখে তুলিবারে নারেন বদন॥ ১৯৯
তবে চিন্তাযুক্ত বিভীষণ আগে যান।
তাঁর পাছে শ্রীজানকী করেন পয়াণ॥ ২০০
হইয়াছে হৃদয়েতে শঙ্কা অতিশয়।
ভালমতে তাঁহার চরণ না চলয়॥ ২০১
ভয়েতে কম্পিত হয় সব কলেবর।
মস্তকের ঘর্ম্ম পড়ে চরণ-উপর॥ ২০২
শুষ্ক হইয়াছে তাঁর হৃদয়-বদন।
ধীরে ধীরে রাম-আগে করেন গমন॥ ২০৩
গলবস্ত্র হয়্যা রামে করিয়া প্রণতি।
দাঁড়াইলা করযোড় করি ভীতমতি॥ ২০৪
নিকটে আইলা সীতা করি নিরীক্ষণ।
শ্রীরাম বসিলা বক্র করিয়া বদন॥ ২০৫
একি একি সে সময় শ্রীরামের মন।
একবারে ক্রোধে স্নেহে করে আকর্ষণ॥ ২০৬
তাহে ক্রোধে রক্তবর্ণ হইছে বদন।
স্নেহে নয়নেতে হয় অশ্রু উদ্গমন॥ ২০৭
কিন্তু স্নেহ হত্যে ক্রোধ হইল প্রবল।
অতএব নেত্রে স্তব্ধ হল্য অশ্রুজল॥ ২০৮
সেই ক্রোধে বশীভূত হয়্যা রঘুবর।
না করিলা জানকীরে কিছুই আদর॥ ২০৯
না কহিলা তাঁর প্রতি কোনহ বচন।
না করিলা শীতল নয়নে নিরীক্ষণ॥ ২১০
তাহা বিলোকন করি জানকী-অন্তরে।
এককালে নানাভাব আবির্ভাব করে॥ ২১১
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য মোহ জাড্য ভয়।
চিন্তা লজ্জা শঙ্কা-আদি করিল উদয়॥ ২১২
কভু সব অঙ্গ হয় তাহার স্তম্ভিত।
কদাচ কম্পিত কভু বৈবর্ণ-রঞ্জিত॥ ২১৩
অধোমুখী হয়্যা পদে লিখেন ভূমিতে।
তাহে মোরা এই অনুমান করি চিতে॥ ২১৪
বুঝি লজ্জা-ভয়ে ভূমি প্রবেশ করিতে।
অঙ্গুলি ঘসিয়া ছিদ্র করেন ভূমিতে॥ ২১৫
দীর্ঘ উষ্ণ-নিশ্বাস ছাড়েন ঘনেঘন।
মুখ বাহি অবিরল পড়ে অশ্রুকণ॥ ২১৬

সেই অশ্রুকণ শোভে নয়নযুগলে।
প্রভাতে নীহারবিন্দু যেন পদ্মদলে ॥ ২১৭
সেই জল সকজ্জল পড়িয়া অধরে।
শোভে নীলমণি যেন প্রবাল-উপরে ॥২১৮
বদন হইতে অশ্রু পড়য়ে চুচুকে।
স্ফুটপদ্ম হত্যে যেন নীহার কোরকে ॥ ২১৯
যদ্যপি হইত অল্প সেই অশ্রুজল।
হৃদয়-তাপেতে তবে শোষিত সকল ॥ ২২০
তাহা নাহি হয় সেহ হয় বহুতর।
তেঁই স্তন হত্যে পড়ে চরণ-উপর ॥ ২২১
সেই জলে কর্দ্দম হইল মহীতল।
তাহা দেখি কান্দিতেছে বানর সকল ॥ ২২২
লক্ষ্মণ বাকলে করি ঢাকিয়া বদন।
রাম-ভয়ে যত্নে কৈলা অশ্রু সম্বরণ ॥ ২২৩
তবে অধোমুখ হয়্যা শ্রীরঘুনন্দন।
কহিছেন জানকীরে নীরস-বচন ॥ ২২৪
জানকী আমিহ করি শত্রুরে সংহার।
করিলাম বাহুবলে তোমারে উদ্ধার ॥ ২২৫
পুরুষের করণীয় হয যে করণ।
তাহা করিলাম আমি সর্ব্বথা সাধন ॥ ২২৬
হয়্যাছিল জগতে অকীর্ত্তি অপমান।
করিয়া তাহার ক্ষয় রাখিলাম মান ॥ ২২৭
পাইলাম অপার কোপের আজি পার।
দেখিলাম পুরুষার্থ নেত্রে আপনার ॥ ২২৮
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলুঁ পূর্ব্বেতে যাবত।
সার্থক হইল আজি সে সব তাবত ॥ ২২৯
শ্রীসুগ্রীব মিতা ক্লেশ যতেক পাইল।
তোহে উদ্ধারিয়া তাহা সফল হইল ॥ ২৩০
পাইলা যাবত ক্লেশ মিতা বিভীষণ।
আজি সে সকল হল্য সাফল্যভাজন ॥ ২৩১
পরিশ্রম কৈল যত বানরসকল।
তোমার উদ্ধারে তাহা হইল সফল ॥ ২৩২
অপর কি কব প্রিয় লক্ষ্মণ-মরণে।
আজি আমি সফল করিযা মানি মনে ॥ ২৩৩
যেহেতুক শত্রুবধ করিতে না নারে।
তাহারে ধিক্কার করে সকল সংসারে ॥ ২৩৪
আমি শত্রুহস্ত হত্যে উদ্ধারি তোমারে।
নিস্তারিলুঁ সে ধিক্কার হত্যে আপনারে ॥ ২৩৫

শুনিয়া রামের মুখে এ সকল বাণী।
না পারেন আশয় বুঝিতে ঠাকুরাণী ॥ ২৩৬
অতএব নানা মত করেন সংশয়।
তাহে হৃদয়েতে হয় নানা ভাবোদয় ॥ ২৩৭
গভীর বচন শুনি না বুঝি আশয়।
পাইছেন কদাচিত অত্যন্ত বিস্ময় ॥ ২৩৮
মোর লাগি এত শ্রম প্রভু কৈলা বলি।
নিজে ভাগ্যবতী মানি আনন্দে পাগলী ॥২৩৯
সে সব নীরস বাণী করিয়া শ্রবণ।
কদাচিত প্রেমার স্বভাবে ক্রুদ্ধ মন ॥ ২৪০
কভু অন্য ক্রূর শঙ্কা করি অতিশয়।
ভয়-খেদ-শোকে হন কাতর-হৃদয় ॥ ২৪১
সেই সব ভাবের উদয়ে আর লয়ে।
নানারূপ হয়্যা তাঁর তনু প্রকাশয়ে ॥ ২৪২
কভু রোমাঞ্চিত কভু ঘর্ম্মেতে সিঞ্চিত।
কভু রক্তবর্ণ কভু হয় শ্যামলিত ॥ ২৪৩
পরে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়্যা রঘুবর।
বাক্যবিষ বর্ষিছেন জানকী-উপর ॥ ২৪৪
জানকি তোমারে যেই করিলুঁ উদ্ধার।
তোমার লাগিয়া নহে এ শ্রম আমার ॥ ২৪৫
এ কেবল জান নিজ লজ্জা নিবারিতে।
ভুবন ব্যাপক স্ব-কলঙ্ক ঘুচাইতে ॥ ২৪৬
আমাদের কুল অতি সুনির্ম্মল হয়।
ইথে কোন অপবাদস্পর্শ নাহি সয় ॥ ২৪৭
অতএব শত্রুগণে করিয়া সংহার।
করিলাম শ্রম করি তোমারে উদ্ধার ॥ ২৪৮
কিন্তু তোহে সম্প্রতি করিয়া নিরীক্ষণ।
জ্বালিতেছে যেন মোর নেত্র আর মন ॥ ২৪৯
অতএব তোহে আমি দেখিতে না পারি।
যাহ তুমি আমার নয়নপথ ছাড়ি ॥ ২৫০
অনুজ্ঞা দিতেছি আমি তোমারে সম্প্রতি।
যাহ তুমি যেখানেতে হয় তব মতি ॥ ২৫১
নাহিক তোমাতে মোর ইচ্ছা একক্ষণ।
নাহিক তোমাতে মোর কিছু প্রয়োজন ॥ ২৫২
উত্তম কুলেতে জন্ম অঙ্গীকার করি।
কে করে স্বীকার পর-গৃহস্থ-সুন্দরী ॥ ২৫৩
তাহে তুমি রাবণের শরীরপরশে।
মলিন হয়্যাছ অতি উৎকট দুর্দ্দশে ॥ ২৫৪

চবদিন ছিলে পুন রাবণের ঘরে।
ইহাতে জন্ময়ে শঙ্কা সবার অন্তরে ॥ ২৫৫
অতএব তোহে মোর নাহি প্রয়োজন।
কর তুমি যার তার নিকটে গমন ॥ ২৫৬
লক্ষ্মণে ভরতে কিম্বা সুগ্রীব রাজনে।
ভজ গিয়া তুমি কিম্বা রাজা বিভীষণে ॥ ২৫৭
এতেক বচন শুনি প্রভুর বদনে।
হইল উৎকট দুঃখ জানকীর মনে ॥ ২৫৮
যেরূপ হৃদয়ে দুঃখ হইল তাঁহার।
তাহা বিনে বেদ্য হয়ে সেহ অন্য কার ॥ ২৫৯
অনুমান করি তাঁর হৃদয়-সন্তাপে।
ধিক্কার করিয়াছিল বাড়বাগ্নি-তাপে ॥ ২৬০
সেই তাপে বুঝি দেহজল উথলিল।
ঘর্ম্ম অশ্রুরূপে তাই বাহিরে আইল ॥ ২৬১
পরে তাঁর সেই রাম-নিষ্ঠুরবচনে।
হইল অধিক ক্রোধ উদ্দীপন মনে ॥ ২৬২
রক্তবর্ণ হল্য তাহে নয়নকমল।
নেত্রে গাত্রে ঝরে জলকণ অবিরল ॥ ২৬৩
পরে অঞ্চলেতে করি মুছিয়া নয়ন।
কিঞ্চিত তুলিলা শশিসমান-বদন ॥ ২৬৪
কিঞ্চিৎ বাঙ্কম করি ভুরু-যুগলেরে।
কহিছেন গদগদভাষে রাঘবেরে ॥ ২৬৫
মহারাজ তুমি হও স্বতন্ত্র-আচার।
যে বল যে কর তাহা বাধ্য হয় কার ॥ ২৬৬
কিন্তু যেই বল যেই কর আচরণ।
করিতে উচিত হয় তাহে বিবেচন ॥ ২৬৭
সৎকুলে প্রদান মোর সৎকুলে উৎপত্তি।
আপুনিহ হই সদা ধর্ম্মনিষ্ঠ-মতি ॥ ২৬৮
হেন মোরে যেহ কটু কহিতেছ প্রভু।
ইহা কহিবার পাত্র আমি নাহ কভু ॥ ২৬৯
তুমি করিতেছ যেই আমাতে সংশয়।
আমি কদাচিত নাহি তাহার বিষয় ॥ ২৭০
আপনার ধর্ম্মের শপথ করি কহি।
প্রত্যয় করহ তুমি আমি দুষ্ট নাহি ॥ ২৭১
যদি কহ ছুঁয়্যাছিল তোমারে রাবণ।
ইচ্ছাতে সে নহে তাহে দুর্দ্দৈব কারণ ॥ ২৭২
পরাধীন হয় অঙ্গ কি করিব তায়।
আমার অধীন মন সে আছে তোমায় ॥ ২৭৩

যদি মোর মন কভু হয় ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট।
সেই সত্যে দেবগণ করু মোরে নষ্ট ॥ ২৭৪
এত কাল নিকটেতে আমারে রাখিলে।
তথাপি আমার মন বুঝিতে নারিলে ॥ ২৭৫
অথবা কেবল ক্রোধে হইয়া মগন।
না করিলে আমার স্বভাব বিবেচন ॥ ২৭৬
মোর শীল ভক্তি সব পৃষ্ঠেতে করিয়া।
তেজিলে আমারে কিছু নাহি বিবেচিয়া ॥ ২৭৭
যদ্যপি ইহাই ছিল অন্তর-মাঝারে।
পূর্ব্বে কেন কহ নাই মারুতির দ্বারে ॥ ২৭৮
শুনি তাহা মরিতাম আমিহ তখনি।
তবে কেন এত ক্লেশ পাইবে আপনি ॥ ২৭৯
জীবন-সংশয় কেন পাইবে লক্ষ্মণ।
পাইবে বা এত ক্লেশ কেন কপিগণ ॥ ২৮০
তাহাও যে হকু তুমি আপন ভার্য্যারে।
নট হেন দিতে চাহ পরে কি প্রকারে ॥ ২৮১
তেজস্বী পুরুষ হেন কে আছে সংসারে।
অন্যে দিতে চাহে কেহ আপনার দারে ॥ ২৮২
এতেক পর্য্যন্ত কহি শ্রীরঘুনন্দনে।
কহিছেন পুনর্ব্বার কুমার লক্ষ্মণে ॥ ২৮৩
দেবর করহ তুমি এক উপকার।
যাহে হয় এই দুঃখ-নিবৃত্তি আমার ॥ ২৮৪
পতি-ত্যক্ত হয়্যা পাই অপবাদ ঘোর।
ক্ষণেক বাঁচিতে সাধ নাহি হয় মোর ॥ ২৮৫
অতএব করি দাও চিতা-বিরচন।
করিব আমিহ হুতাশনে প্রবেশন ॥ ২৮৬
এত শুনি শ্রীলক্ষ্মণ সজল-নয়নে।
চাহিছেন দুঃখি-মনে রাম মুখ পানে ॥ ২৮৭
তবে প্রভু শ্রীলক্ষ্মণে ইঙ্গিত করিলা।
তিঁহ তবে চিতা করিবারে আরম্ভিলা ॥ ২৮৮
জনকনন্দিনী প্রবেশিবা হুতাশন।
শুনিয়া দেখিতে আল্য লঙ্কাবাসিগণ ॥ ২৮৯
বালক তরুণ বৃদ্ধ পুরুষ সুন্দরী।
ধাইয়া আইসে সবে হায় হায় করি ॥ ২৯০
তবে সেই লক্ষ্মণ-সজ্জিত চিতাখান।
জ্বলিতে লাগিল করি ঘোরতর ধ্বান ॥ ২৯১
উঠিল অনল তার ব্যাপিয়া গগন।
যাহা দেখি ভীত কপি-নিশাচরগণ ॥ ২৯২

শ্রীজানকী দেখি তবে চিতা প্রজ্বলিত।
প্রদক্ষিণ করেন রামেরে স্থির-চিত ॥ ২৯৩
রামচন্দ্রে অধোমুখ করি নিরীক্ষণএ
করিছেন কোমল-বচনে নিবেদন ॥ ২৯৪
মহারাজ একবার তুলিয়া বদন।
কর দাসী-জন-প্রতি কটাক্ষ-পাতন ॥ ২৯৫
প্রবেশ করিতে যাইতেছি হুতাশনে।
এ সময় একবার দেখাও আননে ॥ ২৯৬
এইরূপ কহেন জানকী বার বার।
তভু মুখ না তুলিলা কৌশলা-কুমার ॥ ২৯৭
তবে শ্রীজানকী চিতা-নিকটে যাইয়া।
কহিছেন এই কথা অঞ্জলি করিয়া ॥ ২৯৮
সর্ব্বধর্ম্ম-রক্ষাকর, দেব-দেব দিবাকর,
রজনী-রক্ষক শশধর।
সর্ব্বভূত-অন্তশ্চর, সমীরণ বলধর,
তোরা জান আমার অন্তর ॥ ২৯৯
সর্ব্বভূত-সন্ধারিণী, মোর মাতা হে ধরণি,
সর্ব্ববস্তু-ব্যাপক গগন।
জগত-পাবিত্র্যকারী, শীতল-স্বভাব বারি,
জান তোমা সবে মোর মন ॥ ৩০০
মন তুমি হৃদে রহ, সব কর্ম্ম নিরখহ,
যম তুমি হও ধর্ম্মপতি।
দুই সন্ধ্যা দিন রাতি, ধর্ম্ম সকলের গতি,
জান তোরা সবে মোর মতি ॥৩০১
যদি আমি কভু মনে, রাম বিনা অন্য জনে,
করিয়া থাকিয়ে অভিলাষ।
কহিতেছি কৃতাঞ্জলি, তবে তোমা সবে মিলি,
করিবেন আমারে বিনাশ ॥ ৩০২
অগ্নি তুমি নিজে শুদ্ধ, অন্য ধর্ম্মে কর সিদ্ধ,
সকলের পুণ্যাপুণ্য-সাথী।
মোর প্রতি হয় যেই, যোগ্য দণ্ড কর সেই,
মোর মুখাপেক্ষা নাহি রাখি ॥ ৩০৩
স্বপ্ন কিম্বা জাগরণে, শরীর-বচন-মনে,
রাম-ভিন্ন অপরে আমার।
হয়্যা থাকে যদি কভু, পতিভাব তবে প্রভু,
তুমি মোরে কর ছারখার ॥ ৩০৪
শ্রীরামে অনন্যগতি, থাকে যদি মোর মতি,
যদি হই আমি পতিব্রতা।
রঘুপতি-পদতল- ভক্তিবলে সুশীতল,
হয়্যা মোরে কর্য অব্যাহতা ॥ ৩০৫
এত কহি প্রদক্ষিণ করি হুতাশনে।
প্রবেশ করিলা সীতা অশঙ্কিত মনে ॥ ৩০৬
তাঁর পাতিব্রত্য-ধর্ম্মবলে সে অনল।
হইলেন তাঁর প্রতি অতি সুশীতল ॥ ৩০৭
যেমন জাহ্নবী-জলে থাকয়ে শফরী।
তেমন রহিল সীতা সে অগ্নি-ভিতরি ॥ ৩০৮
এখানেতে সব জন তাহা নাহি জানি।
অত্যন্ত দুঃখিত হয়্যা কহে এই বাণী ॥ ৩০৯
হায় হায় হায় কি করিলা রঘুমণি।
উপেক্ষা করিলা কেন এমন রমণী ॥ ৩১০
যেন রূপ তেন গুণ তেন ধর্ম্মাচার।
উপেখিতে যোগ্য নহে কভু হেন দার ॥ ৩১১
এইরূপ কহে যত সাধারণ জন।
সুগ্রীবাদি সকলেতে প্রায় অচেতন ॥ ৩১২
অপর কি কব নিজে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
অধোমুখ হয়্যাছিলা পুত্তলি যেমন ॥ ৩১৩
তাহা দেখি শুনিয়া সামান্য-জনকথা।
পাইলেন প্রভু বড় হৃদয়েতে ব্যথা ॥ ৩১৪
স্নেহেতে ব্যাকুল হয়্যা সজল-নয়ন।
অধোমুখ হয়্যা তাহা করেন গোপন ॥ ৩১৫
নির্ব্বেদ বিষাদ আদি নানা ভাবগণে।
বিহ্বল হইয়া ভাবিছেন মনে মনে ॥ ৩১৬
হায় হায় হায় আমি কি কাজ করিলুঁ।
আপনার দোষে তেন প্রিয়া হারাইলুঁ ॥ ৩১৭
ক্রোধে অন্ধ হয়্যা না বুঝিলুঁ হিতাহিত।
করিলাম কর্ম্ম অতিশয় অনুচিত ॥ ৩১৮
এত শ্রম করি তারে করিয়া উদ্ধার।
বিনাদোষে কেন বা করিলুঁ পরিহার ॥ ৩১৯
হায় কোথা পাব তেন গুণবতী প্রিয়া।
না দেখিয়া তারে বুক যায় বিদরিয়া ॥ ৩২০
এতেক কহিয়া করি ধৈর্য্য আলম্বন।
পুনর্ব্বার আপন হৃদয় প্রতি কন ॥ ৩২১
হৃদয় না হও তুমি এত উতরল।
স্থির হও অবাধ্য দেখিয়া দৈববল ॥ ৩২২
চিরকাল ব্যাপি কারো সঙ্গেতে মিলন।
নাহি থাকে দৈববলে হয় বিয়োজন ॥ ৩২৩

এত কহি পুনর্ব্বার কোপযুক্ত মন।
কহিছেন মনে মনে কঠোর বচন ॥ ৩২৪
ধিক্ মোরে করিতেছি কিবা এ ভাবনা।
গ্রহণ করিতে যোগ্যা নহে এ অঙ্গনা ॥ ৩২৫
হরণ করিয়া আনি যারে রাখে পরে।
তাহারে স্বীকার কৈলে লোকে নিন্দা করে ॥৩২৬
অতএব জানকী যে অগ্নি প্রবেশিল।
সর্ব্বমতে এই কর্ম্ম উচিত হইল ॥ ৩২৭
এত ভাবি কন পুন উৎকণ্ঠা-আরত।
কিন্তু নাহি পারি তারে হইতে বিস্মৃত ॥ ৩২৮
কি করিব কোথা গেলে সে প্রিয়া পাইব।
তারে না পাইলে প্রাণ কিরূপে রাখিব ॥ ৩২৯
এত ভাবি তার পর করি নির্দ্ধারণ।
কহিছেন পুনর্ব্বার অপর বচন ॥ ৩৩০
করিতেছিলাম আমি যে তুষ্টি-সংশয়।
বিচার করিলে তাহা সব মিথ্যা হয় ॥ ৩৩১
দেখ যদি তাহে কিছু অধর্ম্ম থাকিত।
তবে তার লাগি মোর মন না কান্দিত ॥ ৩৩২
এরূপে করেন প্রভু বিবিধ চিন্তন।
হেনকালে আলা সেথা পবন-নন্দন ॥ ৩৩৩
কুসুম লইয়া পূজা করিবার আশে।
আসিছেন তিঁহ অতি আনন্দ-উল্লাসে ॥ ৩৩৪
কিন্তু দূর হতে দেখি চিতা-হুতাশন।
হইলেন তিঁহ কিছু সশঙ্কিত মন ॥ ৩৩৫
তবে রামকাছে আসি সীতা না দেখিয়া।
হইলেন তিঁহ অতি সশঙ্কিত-হিয়া ॥ ৩৩৬
অতি শুষ্ক হল্য তাঁর হৃদয়-বদন।
সকলের মুখপানে চান ঘনেঘন ॥ ৩৩৭
কিন্তু কোন জনে জিজ্ঞাসিতে কোন কথা।
না পারেন কিন্তু পান হৃদয়েতে ব্যথা ॥ ৩৩৮
তাহা দেখি কপিরাজ তাঁহারে ডাকিয়া।
কহিছেন মৃদু মৃদু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ৩৩৯
বায়ুপুত্র কিবা আর কর নিরীক্ষণ।
হইয়াছে অতিশয় অনর্থ-ঘটন ॥ ৩৪০
কপিদের ক্লেশ আর মোর আয়োজন।
তব পরিশ্রম সব হল্য অকারণ ॥ ৩৪১
যেহেতুক রঘুবর হয়্যা ক্রুদ্ধমন।
সীতারে আসিবা মাত্র করিলা বর্জ্জন ॥ ৩৪২
তিঁহও হইয়া তাহে কুপিত-অন্তর।
প্রবেশ করিলা এই চিতার ভিতর ॥ ৩৪৩
অতএব মোরা সবে হইয়া হতাশ।
বসিয়াছি পাই চিন্তা শোক দুঃখ ত্রাস ॥ ৩৪৪
এতেক বচন শুনি পবনতনয়।
হইলেন অতিশয় দুঃখিত-হৃদয় ॥৩৪৫
স্তম্ভিত হইল তাঁর সব অঙ্গগণ।
বদনেতে কিছু মাত্র স্ফুরে না বচন ॥ ৩৪৬
কিছুকাল পরে তিঁহ চেতন পাইয়া।
নিশ্বাস ছাড়িলা হায় কি হলো বলিয়া ॥ ৩৪৭
পরে দুঃখ-অভিমানে রোষাবিষ্টমন।
কহিছেন গদগদকণ্ঠে এ বচন ॥ ৩৪৮
কপিরাজ মোরা বড় দুর্ভাগ্যভাজন।
কোনমতে মনোরথ না হয় পূরণ ॥ ৩৪৯
রামবামে সীতা দেখিবারে করি আশ।
সহিলাম নানা দুঃখ বিবিধ প্রয়াস ॥ ৩৫০
কিন্তু সে সকল নিজ দুর্ভাগ্যের বলে।
প্রবেশ করিল আজি ভস্মরাশিতলে ॥ ৩৫১
কিরূপে বা ইষ্টসিদ্ধি হবে মো-সবার।
যাহাদের প্রভু অতি কঠোর-আচার ॥ ৩৫২
এ কি গুণ-দোষ বিবেচনা নাহি করি।
কিরূপেতে উপেখিলা তেমন সুন্দরী ॥ ৩৫৩
মোর মুখে শুনিয়াও তাঁর ব্যবহার।
প্রত্যয় না হল্য কিছু হৃদয়মাঝার ॥ ৩৫৪
আপুনিহ জানিয়াও তাঁহার চরিত।
কিরূপেতে উপেক্ষা করিলা আচম্বিত ॥ ৩৫৫
অনন্যগতিক জনে যে করে বর্জ্জন।
তাহারে করুণাময় কহে কোন্ জন ॥ ৩৫৬
যে হল্য তাহাতে মোর খেদ নাহি আর।
যেহেতুক প্রাণ না রাখিব আপনার ॥ ৩৫৭
তেন কৃপাময়ী মাতা ছাড়ি গেলা যারে।
তাহার কি সুখ আর বাঁচিয়া সংসারে ॥ ৩৫৮
এত মারুতির বাণী শুনি রঘুবর।
হইলেন করুণারসেতে দরদর ॥ ৩৫৯
অধোমুখ হয়্যা নখে লিখেন ভূতল।
নয়ন বাহিয়া পড়ে অতি উষ্ণজল ॥ ৩৬০
মারুতির এত কথা কহিতে কহিতে।
অনলের প্রতি উগ্র কোপ হল্য চিতে ॥ ৩৬১

তবে হুহুঙ্কার করি অরুণ-নয়ন।
কহিছেন পুনর্ব্বার করিয়া গর্জ্জন ॥ ৩৬২
মরিব নিশ্চয় আমি মাকে না দেখিয়া।
কিন্তু নিজ পরাক্রম কিছু দেখাইয়া ॥ ৩৬৩
আমি বিদ্যমানে মোর মাতারে দহন।
দাহ করে যদি ইহা হবে না সহন ॥ ৩৬৪
অতএব যত অগ্নি আছয়ে সংসারে।
পান করি নিঃশেষ করিব তা সবারে ॥ ৩৬৫
তাহে যদি দেবগণ বাধ করিবারে।
আইসে বধিব তবে তাহা সবাকারে ॥ ৩৬৬
শমনেরে নাশ করি সমর করিয়া।
আনিব এখানে নিজ জননী ফিরিয়া ॥ ৩৬৭
যদি সেথা নাহি পাই তাঁহার দর্শন।
অন্বেষিব তবে আমি এ তিন ভুবন ॥ ৩৬৮
যেখানে দেখিব তাঁরে সেখান হইতে।
ফিরিয়া আনিব আমি আপন শক্তিতে ॥ ৩৬৯
যদি না দেখিতে পাই তাঁরে কোনো স্থলে।
নাশিব ব্রহ্মাণ্ড তবে আপনার বলে ॥ ৩৭০
গিরিগণে গুঁড়াইবে গুলফের প্রহারে।
পৃথিবীরে ডুবাইব গর্ভোদ-পাথারে ॥ ৩৭১
সাগরের জল পান করিয়া শোষিব।
তার পর স্বর্গলোকে সংহার করিব ॥ ৩৭২
তথাপি জানকী মায়ে না পাব যখন।
তেজিব তখন আমি আপন জীবন ॥ ৩৭৩
এত কহি অনল নাশিতে আশ করি।
উদ্যম করেন বায়ুপুত্র কোপে ভরি ॥ ৩৭৪
তাহা দেখি তাঁরে নিবারিতে বিভীষণে।
নিয়োজিলা রঘুপতি নয়নচালনে ॥ ৩৭৫
বুঝি তাঁর মন বিবেচক বিভীষণ।
কহিছেন মারুতিরে করিয়া সান্ত্বন ॥ ৩৭৬
স্থির হও স্থির হও পবনকুমার।
এত ক্রোধাবেশ যোগ্য না হয় তোমার ॥ ৩৭৭
বিশেষত জানকীর বিনাশ-শঙ্কায়।
হেন ক্রোধ নাহি সাজে কদাচ তোমায় ॥ ৩৭৮
বরঞ্চ হইতে পারে অনল শীতল।
বরঞ্চ শোষিতে পারে সাগরের জল ॥ ৩৭৯
বরঞ্চ সুমেরু গিরি টলিতে পারয়।
তথাপি সীতার মৃত্যু কভু না ঘটয় ॥ ৩৮০
অনলে সীতার নাশ অসম্ভব হয়।
অগ্নিতে সূর্য্যের কান্তি কোথা পায় ক্ষয় ॥ ৩৮১
অতএব নাহি হও কোপে উত্তরল।
হইবে উত্তরকালে সকল মঙ্গল ॥ ৩৮২
দেখ প্রভু হইয়াও কৃপা পারাবার।
উপেক্ষা করিলা যেই আপনার দার ॥ ৩৮৩
ইহাতে গভীর কিছু আশয় থাকিবে।
অবিলম্বে সে সকল প্রকাশ পাইবে ॥ ৩৮৪
অতএব কিছু কাল স্থির কর চিত।
পরেতে করিবে যাহা হয় সমুচিত ॥ ৩৮৫
এত বিভীষণবাণী করিয়া শ্রবণ।
কিছু স্থির হইলেন পবননন্দন ॥ ৩৮৬
হেনই সময়ে যাবদীয় দেবগণ।
শ্রীরামের নিকটে করিলা আগমন ॥ ৩৮৭
কুবের বরুণ যম আর পুরন্দর।
চন্দ্র-সূর্য্য আদি করি যাবত অমর ॥ ৩৮৮
সিদ্ধ যক্ষ বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
নিজগণ সঙ্গে করি আল্যা গঙ্গাধর ॥ ৩৮৯
বিধাতা আইলা মুনিগণে সঙ্গে নিয়া।
দশরথ রাজা আল্যা বিমানে চাঢ়য়া ॥ ৩৯০
সুরগণে নিরীক্ষণ করি রঘুবর।
প্রণাম করিলা সবে করিয়া আদর ॥ ৩৯১
তবে সব সুরগণ হয়্যা যোড়পাণি।
কহিছেন রামচন্দ্র প্রতি এই বাণী ॥ ৩৯২
প্রভু এক নিজে হয়্যা সর্ব্ব-অন্তর্যামী।
উপেখিছ জানকীরে কেন লক্ষ্মীস্বামী ॥ ৩৯৩
নিত্যপ্রিয়া হন তব জানকী সুন্দরী।
তাঁর প্রতি দুষ্ট শঙ্কা করহ কি করি ॥ ৩৯৪
আপনার স্বরূপ না কর অনুভব।
প্রাকৃত জনের ন্যায় কর কর্ম্ম সব ॥ ৩৯৫
এত শুনি নিজতত্ত্ব লোকে জানাবারে।
জিজ্ঞাসা করেন রামচন্দ্র তা-সবারে ॥ ৩৯৬
মানুষ ক্ষত্রিয় দশরথের নন্দন।
এই মাত্র নিজে আমি করিয়ে মনন ॥ ৩৯৭
ইহা বিনে নাহি জানি তত্ত্ব আপনার।
তোমা সবে কহ শুনি স্বরূপ আমার ॥ ৩৯৮
প্রভুর বচন শুনি তবে প্রজাপতি।
কহিছেন কৃতাঞ্জলি হয়্যা তাঁর প্রতি ॥ ৩৯৯

রঘুবর তব তত্ত্ব, গুণলীলা সুমহত্ত্ব,
বেদে নাহি জানয়ে সকল।
তাহে মোরা অল্পজ্ঞান, কি করিব সে ব্যাখ্যান,
কহি যেন বাক্য-বুদ্ধি বল॥ ৪০০
সচ্চিত্ত-আনন্দময়, সর্ব্বশক্তি-সমাশ্রয়,
অনাদি অব্যয় অনিধন।
সর্ব্বকাল সর্ব্বদেশ, ব্যাপ্তিশীল সর্ব্বশেষ,
তুমি হও দেব নারায়ণ॥ ৪০১
কেহ ব্রহ্ম কহে তোঁহে, কেহ পরমাত্মা কহে,
কেহ কহে তোঁহে ভগবান্।
উপাসনা অনুসারে, ফল দাও সবাকারে,
ভব হত্যে কর পরিত্রাণ॥ ৪০২
সহস্র চরণ ধর, সহস্র মস্তক কর,
পরম-পুরুষ হও তুমি।
মৎস্য কূর্ম্ম শ্রীশূকর, নরসিংহ ভৃগুবর,
বামন অচিন্ত্যগুণভূমি॥ ৪০৩
তুমি যজ্ঞ তুমি মন্ত্র, তুমি অগ্নি তুমি তন্ত্র,
তুমি ঘৃত তুমি সে হবন।
তুমি যজ্ঞফল-ভোক্তা, তুমি যজ্ঞ ফলযোক্তা,
তুমি যজ্ঞফল বিলক্ষণ॥ ৪০৪
বিশ্বরূপধারী তুমি, চরণ তোমার ভূমি,
জঠর তোমার রত্নাকর।
নাহি হয় ব্যোম তল জ্যোতিশ্চক্র উরঃস্থল,
বাহু তব ইন্দ্রাদি অমর॥ ৪০৫
মুখ তব হুতাশন, নাসা হয় সমীরণ,
দিবাকর তোমার নয়ন।
দিক্ সব হয় শ্রুতি, জিহ্বা দেবী সরস্বতী,
ভুরুদণ্ড তোমার শমন॥ ৪০৬
কেশ-তব জলধর, অস্থি হয় মহীধর,
রোম তব বৃক্ষ-লতা-তৃণ।
নখ তব শিলা-মণি, নাড়ী সব তরঙ্গিণী,
হাস্য হয় মায়া বলবতী॥ ৪০৭
আমি তব হই মতি, মন তব নিশাপতি,
অহঙ্কার শ্রীযুক্ত মহেশ।
হৃদয় তোমার ধর্ম্ম, পৃষ্ঠ তব পাপকর্ম্ম,
দিন-রাত্রি উন্মেষ নিমেষ॥ ৪০৮
তুমি বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা, তাহার পালক হর্ত্তা,
বিশ্বময় বিশ্বের আশ্রয়।
তোমার প্রেয়সী সীতা, এই জগতের মাতা,
লক্ষ্মী এই সব বেদে কয়॥ ৪০৯
আপনারা দুইজনে, পালিবারে দেবগণে,
দশাননে করিতে সংহার।
শেষরূপ শ্রীলক্ষ্মণে, সঙ্গে লয়্যা ত্রিভুবনে,
করিয়াছ নর-অবতার॥ ৪১০
সকলের হিতলাগি, নিজে হয়্যা ক্লেশ-ভাগী,
বনে বনে করিয়া ভ্রমণ।
বধিয়া রাক্ষসগণে, তুষিলে সকল জনে,
যশেতে ভূষিলে ত্রিভুবন॥ ৪১১
এক্ষণ সীতারে নিয়া, অযোধ্যা-নগরে গিয়া,
স্বীকার করিয়া রাজাসন।
জ্ঞাতি-বন্ধু-মন্ত্রি-জনে, দেশবাসি-প্রজাগণে,
সুখী কর শ্রীরঘুনন্দন॥ ৪১২
এতেক বিবিধ বাক্য হল্যো অবসান।
চিতা হত্যে উঠিলা অনল মূর্ত্তিমান॥ ৪১৩
ক্রোড়েতে কন্যার মত সীতারে লইয়া।
সমর্পিলা রামচন্দ্র-আগেতে আসিয়া॥ ৪১৪
পূর্ব্বকান্তি পূর্ব্ববেশ দেখিয়া সীতার।
কপি-নিশাচর-মনে হল্য চমৎকার॥ ৪১৫
রামচন্দ্র জানকীরে করি নিরীক্ষণ।
হইলেন প্রেমাবেশে সজল-নয়ন॥ ৪১৬
তবে লোক-ধর্ম্মসাক্ষী দেব হুতাশন।
করিছেন শ্রীরামচন্দ্রেরে নিবেদন॥ ৪১৭
রঘুবর কর তুমি সীতারে গ্রহণ।
না আছে ইহাতে কিছু পাপের স্পর্শন॥ ৪১৮
আমি জানি সকলের সকল করম।
যে যাহা করয়ে পাপ অথবা ধরম॥ ৪১৯
এহত জানকী কায় বাক্য কিম্বা মনে।
প্রবৃত্ত নহেন কভু পাপ-আচরণে॥ ৪২০
যদ্যপি থাকিত কিছু দূষণ ইহায়।
তবে রক্ষা না পাইতো আমার জ্বালায়॥ ৪২১
বন হত্যে দশানন বলেতে হরিয়া।
রাখিছিল আপনার পুরীতে আনিয়া॥ ৪২২
রাক্ষসীদ্বারেতে সদা করিত ভর্ৎসন।
করিতে বিবিধ মত লোভ প্রদর্শন॥ ৪২৩
তথাপি কদাচ ইঁহ দশানন প্রতি।
স্বপ্নেতেও নাহি করিছিলা ইষ্টমতি॥ ৪২৪

এ সকল বার্ত্তা আমি জানি সর্ব্বথায়।
অতএব কিছু শঙ্কা না কর ইহায় ॥ ৪২৫
আর দেখ দুর্ব্বাদ হইলে সবজন।
তপ্ত লৌহ হস্তে করি দেয় পরীক্ষণ ॥ ৪২৬
ইহত প্রবেশ কবি অনল-মাঝার।
উত্তীর্ণ হইলা ইথে কিবা শঙ্কা আর ॥ ৪২৭
অতএব নাহি কিছু ইহাতে দূষণ।
আপনি স্বীকার কর অশঙ্কিত-মন ॥ ৪২৮
এতেক বচন শুনি তবে রঘুপতি।
কহিছেন এই কথা দেবগণপ্রতি ॥ ৪২৯
কিছু পাপ নাহি আছে মোর জানকীতে।
ইহা আমি সর্ব্বকাল জানি নিজ-চিতে ॥ ৪৩০
তভু মূর্খ-লোক হৈতে শঙ্কিত হইয়া।
উপেক্ষা করিয়াছিলুঁ প্রাণাধিক-প্রিয়া ॥ ৪৩১
চিরদিন ছিলা এহ রাবণ-ভবনে।
চেড়ীগণে রুদ্ধ হয্যা অশোক কাননে ॥ ৪৩২
পরীক্ষা না করাইয়া যদ্যপি ইহারে।
অঙ্গীকার করিতাম আমি হঠাৎকারে ॥ ৪৩৩
তবে মোরে যাবদীয় অনভিজ্ঞ জন।
কামুক স্ত্রীবশ বলি করিত নিন্দন ॥ ৪৩৪
সেই আপনার নিন্দা সীতার অযশ।
নিবারিতে করিছিলুঁ আমি এ সাহস ॥ ৪৩৫
এক্ষণে নিবৃত্ত হল্য সবার সংশয়।
জানকী নির্দ্দুষ্ট বলি হইল প্রত্যয় ॥ ৪৩৬
এখন করিব আমি ইহারে স্বীকার।
অতএব পরমাণ করি তোমা সবাকার ॥ ৪৩৭
শ্রীরামের এই বাক্য যেন সুধাধার।
প্রবেশ করিল গিয়া কর্ণেতে সীতার ॥ ৪৩৮
প্রবেশিবা মাত্র সেহ করিল সংহার।
যাবত সন্তাপ ছিল হৃদয়ে তাঁহার ॥ ৪৩৯
তার পর শ্রীরামে কহেন দেবগণ।
প্রভু তব অভিপ্রায় বুঝিলুঁ এক্ষণ ॥ ৪৪০
আপুনি ধর্ম্মের বক্তা ধর্ম্মের পালক।
নিজে ধর্ম্ম করি হও ধর্ম্মের শিক্ষক ॥ ৪৪১
এ তোমার ভাব তব করুণা বিহনে।
বুঝিতে পারয়ে হেন কে আছে ভুবনে ॥ ৪৪২
তবে শিবা-প্রেরিত হইয়া পঞ্চানন।
করিছেন রামচন্দ্রে কিছু নিবেদন ॥ ৪৪৩
প্রভু মোরা বড় এক আশা করি মনে।
আগমন করিয়াছি তব সন্নিধানে ॥ ৪৪৪
আমার মুখেতে তাহা করিয়া শ্রবণ।
তোমারে করিতে হয় তাহারে পূরণ ॥ ৪৪৫
চিরদিন দেখি নাই আমরা নয়নে।
একাসন-উপরিতে লক্ষ্মী-নারায়ণে ॥ ৪৪৬
যদ্যপি ধ্যানেতে সদা করি নিরীক্ষণ।
তথাপি নেত্রে দেখিবারে উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৪৪৭
অতএব ইচ্ছা হয় সকলের মনে।
জানকী বসেন তব বামে চর্ম্মাসনে ॥ ৪৪৮
তোমাদিগে একত্র করিয়া নিরীক্ষণ।
আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হুকু ত্রিভুবন ॥ ৪৪৯
এতেক শিবের বাণী শুনি রঘুবর।
মৃদু হাসি নম্র কৈলা মুখ-শশধর ॥ ৪৫০
তবে তাঁর অভিপ্রায় জানিয়া শঙ্করী।
জানকীরে লয্যা যান করপদ্মে ধরি ॥ ৪৫১
সে কালে যে সুখ হল্য জানকীর মনে।
তাঁরি বেদ্য তাহা নাহি জানে অন্য জনে ॥ ৪৫২
হইতেছে সেই সুখে নানা ভাবোদয়।
ঢাকিছেন তাহা যত্ন করি অতিশয় ॥ ৪৫৩
কিন্তু তাহে গুপ্ত না হইল তিন ভাব।
লোমাঞ্চ প্রস্বেদ আর নেত্রে জলস্রাব ॥ ৪৫৪
তবে রাম-বামে স্বর্ণ-মৃগচর্ম্মোপরি।
বসাইলা পার্ব্বতী সীতারে যত্ন করি ॥ ৪৫৫
তাহা দেখি স্বর্গে বাজে দুন্দুভি বাজন।
রাম-সীতা-মাথে হয় কুসুমবর্ষণ ॥ ৪৫৬
অপ্সরা সকল নাচে সানন্দ-অন্তর।
গান করে বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥ ৪৫৭
লঙ্কাবাসী যাবদীয় সীমন্তিনীগণ।
উলু উলু রব করে আনন্দিত-মন ॥ ৪৫৮
সুর মুনি সিদ্ধ যক্ষ নিশাচর সব।
আনন্দ-উল্লাসে করে জয় জয় রব ॥ ৪৫৯
বানর-ভল্লুকগণ আনন্দিত-মন।
জয় জয় ধ্বনি করি করয়ে নর্ত্তন ॥ ৪৬০
কেহ কেহ করি দিব্য পুষ্প আহরণ।
রাম-সীতা-চরণে করয়ে সমর্পণ ॥ ৪৬১
কেহ উপায়ন দেয় আনি দিব্য ফল।
কেহ কেহ আনি দেয় সুকোমল দল ॥ ৪৬২

হেন কালে পুষ্প লয়্যা পবন-নন্দন।
রাম-আগে দাঁড়াইলা বিনম্র-বদন ॥ ৪৬৩
তারে দেখি কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন।
আস্থ আস্থ আগে আস্থ মোর বাপধন ॥৪৬৪
তবে শ্রীমারুতি প্রভু-নিকটে বসিয়া।
পূজন করেন প্রেমে পুলকী হইয়া ॥ ৪৬৫
অঞ্জলি অঞ্জলি লয়্যা নানা পুষ্প-ততি।
রাম-সীতা-পদে দেন করিয়া ভকতি ॥ ৪৬৬
এইরূপ পরম আনন্দ-কুতূহলে।
মগ্ন হয়্যা রহিলেন তাঁহারা সকলে ॥ ৪৬৭
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪৬৮

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে
সীতা-সমাগমো নাম ষড়্‌বিংশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের স্বদেশ-গমন।

বলীবদন-তারকা-বিপুল-মণ্ডলীবেষ্টিত',
লসজ্জনকনন্দিনী-রুচির-রোহিণী-সেবিতম্।
নভোবলয়চারিণা বররথেন যান্তং গৃহং,
স্মরামি হৃদি সন্ততং রঘুকুলেন্দ্র-দোষাপতিম্ ॥

তবে দেবসমূহ সহিতে পদ্মাসন।
সুখিমনে শ্রীরামে করেন নিবেদন ॥ ২
রঘুবর আপনি করিয়া অবতার।
করিলে মোদের অতিশয় উপকার ॥ ৩
রাবণভয়েতে যাবদীয় দেবগণ।
নিরবধি ছিলা অতি সশঙ্কিতমন ॥ ৪
খাইতে শুইতে আর বসিতে ভ্রমিতে।
ক্ষণকাল স্বাস্থ্য নাহি ছিল কারো চিতে ॥ ৫
লয়্যাছিল যজ্ঞভাগ হরিয়া সবার।
ভবন বসন যান দিব্য অলঙ্কার ॥ ৬
আর যত করিছিল সে দুষ্ট কুকাজ।
পরিচয় দিতে তাহা মুখে হয় লাজ ॥ ৭
সে সকল লজ্জা শোক দুঃখ আর ভয়।
বিনাশ করিলে তুমি হইয়া সদয় ॥ ৮
বেদের অবেদ্য হয় তোমার মহিমা।
বর্ণন করিয়া তার নাহি হয় সীমা ॥ ৯
যেমন আপনি তেন জানকী সুন্দরী।
উভয়ের তুল্য নাহি ভুবন-ভিতরি ॥ ১০
তোমা দোঁহা বিনে এই সকল ভুবনে।
অন্য বস্তু কিছু নাহি দেখিয়ে নয়নে ॥ ১১
তুমি নারায়ণ সীতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
তুমি পঞ্চানন এহ হয়েন ভবানী ॥ ১২
তুমি সুরবাজ সীতা হন তার জায়া।
তুমি দিনকর সীতা হন সংজ্ঞা-ছায়া ॥ ১৩
তুমি শশধর এহ হয়েন রোহিণী।
তুমি হুতাশন স্বাহা জনকনন্দিনী ॥ ১৪
এইরূপে বিশ্বে যত আছে নরনারী।
তারা সকলেই অংশ তোমা দোঁহাকারি ॥ ১৫
তোমাদের ইচ্ছামাত্রে দেবশত্রু মরে।
তভু নানা লীলা কর তুষিতে কিঙ্করে ॥ ১৬
তোমাদের কৃপার বালাই লয়্যা মরি।
ভক্তে সুখ দেও নিজে ক্লেশ সহ্য করি ॥ ১৭
লক্ষ্মণের গুণ কিছু না হয় বর্ণন।
যার যশে পরিপূর্ণ হইল ভুবন ॥ ১৮
বর্ণন করিব গুণ কি ইহার মোরা।
যার গুণে তুমি নিজে হইয়াছ ভোরা ॥ ১৯
সম্প্রতি করিয়ে এক মাত্র নিবেদন।
করহ আপুনি শীঘ্র গৃহেতে গমন ॥ ২০
তোমারে না দেখি তব যত বন্ধুজন।
হয়্যাছেন সবে অতি কাতর্য্য-ভাজন ॥ ২১
বিশেষত শ্রীভরত তোমার বিয়োগে।
সর্ব্বদা ভাবেন তোঁহে ছাড়ি সব ভোগে ॥ ২২
গৃহে গিয়া তা-সবারে করি আনন্দিত।
রাজ্য-ভোগ কর গিয়া লয়্যা জ্ঞাতি-মিত ॥২৩
আর এক শুন ইন্দ্রভবন হইতে।
আস্যাছেন তব পিতা তোমারে দেখিতে ॥ ২৪
রয়্যাছেন এই দিব্য বিমান-মাঝারে।
তোমা সবে সম্ভাষণ করহ ইঁহারে ॥ ২৫
এতেক বচন শুনি প্রভু রঘুপতি।
হইলেন অতিশয় আনন্দিত-মতি ॥ ২৬

কোথা কোথা পিতা এই কহি বার বার ।
জানকী-লক্ষ্মণ সঙ্গে আগে গেলা তাঁর ॥ ২৭
তবে দশরথ রাজা সজলনয়ন ।
আস্থ বাপ বলিয়া ডাকেন ঘনেঘন ॥ ২৮
শ্রীরাম শ্রীজনকনন্দিনী শ্রীলক্ষ্মণ ।
প্রণাম করিলা তাঁরে পরশি চরণ ॥ ২৯
সেহ রাজা দুই পুত্রে করি আলিঙ্গন ।
কোলে বসাইয়া রামচন্দ্রে কিছু কন ॥ ৩০
বাপধন এতদিন না দেখি তোমারে ।
গোয়াইলুঁ কি দুঃখে তা কহিতে কে পারে ॥ ৩১
ইন্দ্রপদ সুখময় সর্ব্বজনে কয় ।
কিন্তু আমি মানি তোমা বিনে দুঃখময় ॥ ৩২
আর এক দুঃখ তাহে সদা দহে মন ।
দুষ্টমতি কৈকেয়ীর সেই কুবচন ॥ ৩৩
যে হকু সে সব তোহে দেখি শুভযুক্ত ।
আজি আমি হইলাম সর্ব্ব দুঃখে মুক্ত ॥ ৩৪
চিরজীবী হও বাপ তুমি পুত্রবান ।
তোমার গুণের কিবা করিব ব্যাখ্যান ॥ ৩৫
করিলে আমারে সত্য-সঙ্কটে রক্ষণ ।
আপনার যশেতে পূরিলে ত্রিভুবন ॥ ৩৬
বধিয়া রাবণে তুষ্ট কৈলে দেব সবে ।
তোমা হত্যে মোর বড় যশ হলা ভবে ॥ ৩৭
পাই আমি তোমা হেন উত্তম কুমার ।
তরিলাম এই ঘোর অপার-সংসার ॥ ৩৮
জানিলাম বিধিবাক্যে তুমি নারায়ণ ।
জন্মিয়াছ সুরকার্য্য করিতে সাধন ॥ ৩৯
ইথে আমি কবিলাম নিশ্চয় এক্ষণ ।
মোর সম ভাগ্যবান্ নাহি কোনো জন ॥ ৪০
কৃতার্থ হইলুঁ আমি পাইয়া তোমারে ।
কৃতার্থ হইল কুল তব অবতারে ॥ ৪১
একমাত্র খেদ মোর রহি গেল মনে ।
দেখিতে না পাইলাম তোহে রাজাসনে ॥ ৪২
বড় ভাগ্যবতী হয় তোমার জননী ।
দেখিবে যে সিংহাসনে তোহে রঘুমণি ॥ ৪৩
ভাগ্যবান্ হয় অযোধ্যার প্রজাগণ ।
যারা তোরে সিংহাসনে করিবে দর্শন ॥ ৪৪
ধন্য ধন্য হয় তব ভ্রাতা এ লক্ষ্মণ ।
যার যশে আচ্ছাদিল এ তিন ভুবন ॥ ৪৫
পরম পবিত্র মোর জানকী জননী ।
ইহাতে কোনহ শঙ্কা না কর আপনি ॥ ৪৬
ধর্ম্মাধর্ম্মসাক্ষী এই সব দেবগণ ।
কহিলা ইহার যেন হয় আচরণ ॥ ৪৭
আমিহ তোমার পিতা-কহিযে তোমারে ।
স্বীকার করহ তুমি নির্ভয়ে ইহারে ॥ ৪৮
বহুদিন নিবাস করিয়া থাকি বনে ।
পায়্যাছ বিবিধ ক্লেশ বহু তাপ মনে ॥ ৪৯
এক্ষণ জানকী লয়্যা গৃহেতে যাইয়া ।
রাজ্যভোগ কর চিরদিবস ব্যাপিয়া ॥ ৫০
তাহাতেও বিলম্ব না করিবে বিস্তর ।
অযোধ্যানিবাসী সবে বড়ই কাতর ॥ ৫১
বিশেষতঃ কৌশল্যা সুমিত্রা দুই জন ।
হইযাছে অতিশয় দুঃখেতে মগন ॥ ৫২
অতএব শীঘ্র করি ভবনে গমন ।
সন্তুষ্ট করহ গিয়া সকলের মন ॥ ৫৩
শত্রুঘ্ন আছয়ে মোর কনিষ্ঠ নন্দন ।
করিবে পিরীতে করি তাহারে পোষণ ॥ ৫৪
এতেক বচন শুনি শ্রীরঘুনন্দন ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন ॥ ৫৫
পিতা যে সকল তুমি কৈলে আজ্ঞাপন ।
আমি নিজ শিরে তাহা করিলুঁ ধারণ ॥ ৫৬
এক নিবেদন করি আমি ওচরণে ।
স্বীকার করুন তাহা সুপ্রসন্ন মনে ॥ ৫৭
শ্রীকৈকয়ী মাতা শ্রীভরত ভ্রাতা প্রতি ।
আছয়ে অন্তরে তব কিছু দ্বেষমতি ॥ ৫৮
প্রণাম করিয়া আমি ধরিয়ে চরণে ।
আপুনি প্রসন্ন হও এই দুই জনে ॥ ৫৯
দশরথ কহেন শুনহ বাপ মোর ।
তাহাই আমার ইষ্ট যেই ইষ্ট তোর ॥ ৬০
কৈকেয়ী ভরত প্রতি ছাড়িলাম দ্বেষ ।
প্রসন্ন হইলুঁ তাহাদিগে সবিশেষ ॥ ৬১
এত কহি লক্ষ্মণে কহেন পুনর্ব্বার ।
বাছারে বালাই লয়্যা মরিয়ে তোমার ॥ ৬২
তোমার গুণের কিবা করিব বর্ণন ।
ঝুরিতেছে তোর গুণে এ তিন ভুবন ॥ ৬৩
অকপট-প্রেমে তুমি সেবিয়া ভ্রাতারে ।
নিরমল যশ বিস্তারিলে এ সংসারে ॥ ৬৪

জানিয়াছ রামচন্দ্রে তুমি সর্ব্বথায়।
তেঁই এত দৃঢ় প্রীতি তোমার ইহায়॥ ৬৫
করিলে তুমিহ যেন রামেরে সেবন।
কদাচ কোথাও ইহা নহে সম্ভাবন॥ ৬৬
এই তব ভ্রাতৃসেবা-যশে সবজন।
গাইবে রহিবে যত দিন এ ভুবন॥ ৬৭
লক্ষ্মণেরে এত কহি অজের নন্দন।
জানকীর প্রতি কন মধুর বচন॥ ৬৮
জননি জানকি কি কহিব গুণ তোর।
তিন কুলে উজ্জ্বল করিলে মাতা মোর॥ ৬৯
সংসারে আছয়ে সাধ্বী যাবত রমণী।
তুমি হও তাদের সবার শিরোমণি॥ ৭০
যেমন কুলেতে জন্ম তেমই আচার।
তেমই হইল যশ ভুবন-মাঝার॥ ৭১
ছিল সতীসমূহের যেই কীর্ত্তি সব।
তব যশে তাদিগে করিল পরাভব॥ ৭২
অসঙ্কটে সবে ধর্ম্ম রাখিতে পারয়।
কেহ না রাখিতে পারে সঙ্কট-সময়॥ ৭৩
তুমি এত সঙ্কটেতে ধর্ম্ম রক্ষা করি।
চূড়ামণি হল্যে সতীসমূহ-উপরি॥ ৭৪
এক কথা উপদেশ করিয়ে তোমারে।
অবশ্য রাখিবে ইহা অন্তর-মাঝারে॥ ৭৫
তোহে রাম করিছিল যেই উপেক্ষণ।
সেহ দ্বেষে নহে কিন্তু শুদ্ধির কারণ॥ ৭৬
অতএব বাছা তুমি মোর রঘুবরে।
না করিবে কিছু ক্রোধ কদাচ অন্তরে॥ ৭৭
দোষ করিলেও সেব্য রমণীর পতি।
পতি বিনে রমণীর নাহি অন্য গতি॥ ৭৮
তাহে তব স্বামী কিছু না জানে দূষণ।
ইহারে সেবিবে সদা তুমি প্রাণপণ॥ ৭৯
তুমি ইহা জান ভালে না হয় কহিতে।
তথাপি কহায় মোরে স্নেহের শক্তিতে॥ ৮০
এত বাণী শুনি শিরে করিয়া অঞ্জলি।
অঙ্গীকার কৈলা সীতা যথা-আজ্ঞা বলি॥ ৮১
তবে পুত্র-পুত্রবধূ-অনুমতি লয়্যা।
দশরথ ইন্দ্রলোকে গেলা সুখী হয়্যা॥ ৮২
এখানেতে দশরথ রাজা গেলে পরে।
পুরন্দর কহিছেন প্রভু রঘুবরে॥ ৮৩
রামচন্দ্র আপুনি যদ্যপি লক্ষ্মীপতি।
তভু নরলীলা-হেতু মনুষ্য সম্প্রতি॥ ৮৪
অতএব তোহে বর দিতে ইচ্ছা হয়।
তোমারেও লইবারে অনুচিত নয়॥ ৮৫
যেহেতু আপুনি এই আমা সবাকারে।
অমোঘদর্শন করিয়াছ এ সংসারে॥ ৮৬
তুমি যদি নিজে তাহা নাহি প্রকাশিবে।
তবে অন্য জনে তাহা কিরূপে জানিবে॥ ৮৭
এতেক বচন শুনি প্রভু রঘুপতি।
কহিছেন হাস্য করি পুরন্দর-প্রতি॥ ৮৮
প্রভু যদি মোর প্রতি প্রীতি হয়্যা থাকে।
তবে এই বর দাও আপুনি আমাকে॥ ৮৯
যত ভল্ল-কপি মরিয়াছে এ সমরে।
জীবন পাউক তারা তোমাদের বরে॥ ৯০
যাহাদের অঙ্গ আছে ব্রণপীড়াযুক্ত।
তোমাদের বরে তারা হকু তাহে মুক্ত॥ ৯১
চিরদিন ক্ষুধার্ত্ত আছয়ে কপিগণ।
আর এক বর মাগি তাদের কারণ॥ ৯২
এখানে আছয়ে যত বৃক্ষ-লতাকুল।
অকালেতে হকু তাহে পুষ্প-ফল-মূল॥ ৯৩
এতেক বচন শুনি শচীপতি কন।
তাহাই হইবে প্রভু যাহে তব মন॥ ৯৪
বাঁচিবে রাক্ষস-হত বানর-সকল।
ব্রণপীড়া শূন্য হবে পাবে দিব্য বল॥ ৯৫
অকালে হইবে বৃক্ষে পুষ্প-মূল-ফল।
নদী সকলেতে পরিপূর্ণ হবে জল॥ ৯৬
এত কহি মেঘগণে কৈলা আজ্ঞাপন।
করিতে লাগিল তারা অমৃত বর্ষণ॥ ৯৭
সেই সুধাস্পর্শে যত মৃত কপিগণ।
উঠিতে লাগিল তারা পাইয়া চেতন॥ ৯৮
অমৃতের গুণ মৃত জনেরে বাঁচায়।
কিন্তু তাহে নিশাচর প্রাণ নাহি পায়॥ ৯৯
রাম-ইচ্ছা-বিনে অন্য ইহার কারণ।
বিচার করিলে কিছু না হয় ঘটন॥ ১০০
যেন স্বাতি-জল রাম-ইচ্ছা-অনুসারে।
শুক্তিতে করয়ে মুক্তা শম্বুকে না পারে॥ ১০১
তেন এই সুধারস তাঁহার ইচ্ছায়।
কপিরে বাঁচায় নিশাচরে না বাঁচায়॥ ১০২

তবে প্রাণ পাই সেই সব কপিগণ।
উঠি মার মার শব্দে করয়ে ধাবন ॥ ১০৩
পূর্ব্বে করিছিল যারা যার সঙ্গে রণ।
তার নাম ধরি ডাকে সমর-কারণ ॥ ১০৪
পরে তারা দেখি রণ-নিবৃত্তি-লক্ষণ।
পরস্পর মুখপানে করে নিরীক্ষণ ॥ ১০৫
নিজ নিজ পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া।
পরস্পর কহে তারা বিস্ময় পাইয়া ॥ ১০৬
একি চমৎকার দেখি একি চমৎকার।
সঞ্চারিল কেবা প্রাণ দেহে মোসবার ॥ ১০৭
পূর্ব্বে বাণে ছিন্নভিন্ন ছিল অঙ্গগণ।
এক্ষণ করিল কেবা তাহারে নিব্রণ ॥ ১০৮
তবে তারা সব বার্ত্তা শুনি বন্ধুমুখে।
দেখিবারে যায় রঘুমণি মহাসুখে ॥ ১০৯
জয় রাম জয় রাম শব্দ উচ্চারিয়া।
জানকী-সহিত রামে দেখিল আসিয়া ॥ ১১০
তাহাদিগে দেখি প্রভু হরষিত-মন।
মধুর বচনে কৈলা সকলে তোষণ ॥ ১১১
তবে তারা আনন্দিত হয়্যা পরস্পরে।
রামচন্দ্র-জানকীর প্রশংসন করে ॥ ১১২
ভাই যদি হেন গুণ রামেতে না রবে।
তবে কেন বনপশু এত বশ হবে ॥ ১১৩
এমন ঠাকুর আর না দেখি সংসারে।
মরিলে যে পুনর্ব্বার প্রাণ দিতে পারে ॥ ১১৪
এ হেন ঠাকুর ছাড়ি ভজে যে অপরে।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহু সদা সে বর্ব্বরে ॥ ১১৫
মোরা মনে মনে এই করিয়ে নিশ্চয়।
নিরবধি সেবিব রামের পদদ্বয় ॥ ১১৬
জানকীর রূপ দেখি এই মনে গণি।
নাহি হন এহ কভু সামান্য রমণী ॥ ১১৭
এমন সৌন্দর্য্য যদি ইহাঁর না রবে।
তবে কেন রঘুমণি এত বশ হবে ॥ ১১৮
দেখিয়া ইহার রূপ অঙ্গের লাবণী।
মোদের মরণশ্রম স্বার্থ করি গণি ॥ ১১৯
এইরূপ কহি কহি আনন্দিত-মন।
জয় জয় কোলাহল করে কপিগণ ॥ ১২০
তার পরে ব্রহ্মা-আদি যত দেব-ততি।
নিবেদন করিছেন রামচন্দ্র-প্রতি ॥ ১২১
প্রভু এবে লক্ষ্মণ জানকী সঙ্গে করি।
প্রস্থান করহ নিজ অযোধ্যানগরী ॥ ১২২
ভরত আছেন ক্লিষ্ট বিরহে তোমার।
আনন্দিত কর গিয়া হৃদয় তাঁহার ॥ ১২৩
মাতারে সান্ত্বনা করি বসি সিংহাসনে।
পালন করহ গিয়া নিজ প্রজাগণে ॥ ১২৪
অনুমতি দাও আমা সবারে এক্ষণ।
আপন আপন স্থানে করিয়ে গমন ॥ ১২৫
এত কহি শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা লয়্যা।
দেবগণ স্বর্গপুরে গেলা সুখী হয়্যা ॥ ১২৬
তবে আসি উপস্থিত হইল রজনী।
ফল-জল খাইয়া বসিলা রঘুমণি ॥ ১২৭
পূর্ব্ব পূর্ব্ব রণকথা-বর্ণন শ্রবণে।
গোঁয়াইলা সেই রাত্রি সবে সুখিমনে ॥ ১২৮
প্রাতে উঠি নিত্যকৃত্য করি বিভীষণ।
করিছেন শ্রীরাম-অগ্রেতে নিবেদন ॥ ১২৯
প্রভু সব কার্য্য সিদ্ধ হইল তোমার।
এবে এক মনোরথ পূরহ আমার ॥ ১৩০
চিরদিন এই আশা আছে মোর মনে।
প্রভুরে লইয়া যাব আপন ভবনে ॥ ১৩১
এই লঙ্কারাজ্য তব পদে সমর্পিয়া।
সেবিব আপুনি তোঁহে যতন করিয়া ॥ ১৩২
স্বর্ণময় অতি মনোহর এ নগর।
তোমা বিনে অন্যে নাহি সাজে রঘুবর ॥ ১৩৩
অতএব সঙ্গে লয়্যা নিজ বন্ধুগণ।
করহ এক্ষণে লঙ্কাভিতরে গমন ॥ ১৩৪
বিভীষণ-বচন শুনিয়া রঘুপতি।
কহিছেন তাঁর প্রতি মধুর ভারতী ॥ ১৩৫
মিতা তব যেই ইষ্ট সেই মোর হয়।
ইথে নাহি আছে কিছু কদাচ সংশয় ॥ ১৩৬
তথাপি নারিব আমি এখানে থাকিতে।
তাহার কারণ কহি শুন স্থির চিতে ॥ ১৩৭
আমিহ গৃহেতে ফিরি না যাব যাবত।
না ছাড়িবে মুনি-বেশ ভরত তাবত ॥ ১৩৮
না করিবে সেহ রাজ-আসন স্বীকার।
জীবনেও সংশয় হইবে মিতা তার ॥ ১৩৯
কৌশল্যা কৈকয়ী সুমিত্রাদি মাতৃগণ।
আমার বিয়োগে সবে ব্যথিত জীবন ॥ ১৪০

পুরোহিত মন্ত্রী প্রজা ভৃত্য-আদি যত।
তাহারাও আমার বিয়োগে প্রায় হত ॥ ১৪১
তা'পর কি কব পশু-পক্ষী পুরবাসী।
জলচর তরুলতা সকলে উদাসী ॥ ১৪২
গুহক নামেতে মোর আছে এক মিত।
তিহও বিরহে মোর অত্যন্ত ব্যথিত ॥ ১৪৩
এ সকল জনেরে সান্ত্বনা না করিয়া।
কি করি রহিব আমি দেখহ ভাবিয়া ॥ ১৪৪
অতএব এ বিষয় লাগি পুনর্ব্বার।
মিতা তুমি মোর প্রতি নাহি দাও ভার ॥ ১৪৫
প্রভুর বচন শুনি সুদুঃখিত-মন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া পুন কন বিভীষণ ॥ ১৪৬
প্রভু যদি চিরদিন না রবে এথায়।
তবে কৃপা করি রাখ এইত কথায় ॥ ১৪৭
কিছুদিন এই সব বন্ধুগণ-সনে।
বাস করি থাক এই আমার ভবনে ॥ ১৪৮
আছয়ে অনেক আশা করিতে সেবন।
কিছুদিন থাকি তাহা করহ পূরণ ॥ ১৪৯
বিভীষণ বচন শুনিয়া রঘুবর।
করিছেন তাঁর প্রতি মধুর উত্তর ॥ ১৫০
মিতা এথা রাখিতে আমারে বার বার।
প্রৌঢ়ি করি কেন লজ্জা জন্মাও আমার ॥ ১৫১
থাকিতে নারিব আমি এখানে এক্ষণে।
পড়িয়াছে প্রাণাধিক ভরতেরে মনে ॥ ১৫২
মোর লাগি পাইতেছে সেহ যত ক্লেশ।
কহিতে না পারি তাহা করিয়া বিশেষ ॥ ১৫৩
অতএব শীঘ্র করি গৃহেতে গমন।
করিতে উচিত মোর তাহারে সান্ত্বন ॥ ১৫৪
তাহাতেও বিলম্ব না সহে এরক্ষণ।
তাহার কারণ কহি করহ শ্রবণ ॥ ১৫৫
চিত্রকূটে মোর আগে ভরত সুন্দর।
প্রতিজ্ঞা করিয়া গেছে এই দৃঢ়তর ॥ ১৫৬
চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে করিয়া গণন।
পাঁচদিন পর্য্যন্ত করিব প্রতীক্ষণ ॥ ১৫৭
তার পর যদি না করহ আগমন।
ষষ্ঠ দিবসেতে তবে ত্যজিব জীবন ॥ ১৫৮
এইরূপে গুহকের প্রতিজ্ঞা আছয়।
পঞ্চদিন দেখি তিহ মরিবা নিশ্চয় ॥ ১৫৯
তাহে দেখ অদ্য চৌদ্দবৎসর পূরিয়া।
তিন দিন গত হল্য দেখিলুঁ গণিয়া ॥ ১৬০
ইথে এতদূর পথ এ দুই দিবসে।
কিরূপে যাইব তাহা ভাবিয়ে মানসে ॥ ১৬১
ইহার উপায় কিছু মিতা যদি থাকে।
তাহা কহি তুমি স্থির করহ আমাকে ॥ ১৬২
না কর আগ্রহ মোরে রাখিতে এথায়।
তবেই জানিব প্রীতি আছয়ে আমায় ॥ ১৬৩
এত শুনি বিভীষণ কন রঘুবরে।
প্রভু এ বিষয়ে চিন্তা না কর অন্তরে ॥ ১৬৪
এই দুই দিন মাঝে আমি অনায়াসে।
পাঠাইয়া দিব তোঁহে অযোধ্যানিবাসে ॥ ১৬৫
আছে এই লঙ্কাপুরে পুষ্পক-বিমান।
কামগামী শীঘ্রগামী অধিক সুঠাম ॥ ১৬৬
পূর্ব্বে সে বিমান ছিল কুবেরের ঘরে।
রাবণ কাড়িয়া আনি ছিল এ নগরে ॥ ১৬৭
সেই যানে করি আমি তোমারে অক্লেশে।
দুইদিন মধ্যেই পাঠাইয়া দিব দেশে ॥ ১৬৮
তার লাগি আপনি ভাবনা না করিবে।
কিন্তু মোর এক কথা রাখিতে হইবে ॥ ১৬৯
এরূপ তপস্বিবেশে গৃহেতে গমন।
উচিত না হয় এই মানে মোর মন ॥ ১৭০
জটা ঘুচাইয়া গাত্রে মাখি উদ্বর্ত্তন।
দিব্য জলে স্নান কর ভাই দুইজন ॥ ১৭১
দিব্য বস্ত্র ভূষা পরি করিয়া ভোজন।
পুষ্পকে চাড়য়া কর দেশেতে গমন ॥ ১৭২
ভৃত্য বলি স্নেহ যদি থাকে মোর প্রতি।
তবে এই কথা মোর রাখ রঘুপতি ॥ ১৭৩
শ্রীরাম কহেন মিতা অভিজ্ঞ হইয়া।
অনুচিত কথা কহ তুমি কি লাগিয়া ॥ ১৭৪
মোর লাগি জটা ধরিয়াছে যে মাথায়।
আমি জটা ঘুচাব কিমতে রাখি তায় ॥ ১৭৫
মোর লাগি তেজিল যে বসন-ভূষণ।
তারে রাখি যোগ্য নহে সে সব ধারণ ॥ ১৭৬
মোর লাগি যে তেজিল অন্নাদি ভোজন।
তারে রাখি যোগ্য নহে তাহার ভক্ষণ ॥ ১৭৭
এ লাগি ভরতে রাখি না করিব স্নান।
ইথে তুমি না করিবে কিছু দুঃখজ্ঞান ॥ ১৭৮

ইথে যদি অসন্তুষ্ট রহে তব মন।
তবে আর এক কথা করহ শ্রবণ ॥ ১৭৯
এই সব সুগ্রীবাদি শাখামৃগগণে।
দেহ তুমি স্নানদ্রব্য বসন-ভূষণে ॥ ১৮০
ইহারা করিলে স্নান বস্ত্রাদি ধারণ।
অতিশয় সন্তুষ্ট হইবে মোর মন ॥ ১৮১
নিজ পূজা হৈতে প্রিয়জনের পূজনে।
কোটিগুণাধিক করি আমি মানি মনে ॥ ১৮২
এইরূপ বাক্যে বিভীষণে সম্ভাষিলা।
কিন্তু কিছু বস্তু তাঁর প্রভু না লইলা ॥ ১৮৩
বিচার করিলে শাস্ত্র তাহার কারণ।
লোকশিক্ষা বিনে আর না হয় দর্শন ॥ ১৮৪
ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ বড়ই নিন্দিত।
আতিথেয় বিনে সেহ না লবে কিঞ্চিত ॥ ১৮৫
এই ধর্ম্ম লোকেতে করিতে পরচার।
কিছুমাত্র প্রভু না করিলা অঙ্গীকার ॥ ১৮৬
রামবাক্যে বিভীষণ হল্যা আনন্দিত।
ভরতে পিরীতি দেখি হইলা বিস্মিত ॥ ১৮৭
তবে নানাবিধ স্নানদ্রব্য আনাইয়া।
কপিগণে সমর্পিলা সানন্দ হইয়া ॥ ১৮৮
সুগন্ধ চন্দন মাল্য বস্ত্র-অলঙ্কার।
নিশাচর সকলে আনয়ে ভারেভার ॥ ১৮৯
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকার।
আনয়ন করিতেছে নানা উপহার ॥ ১৯০
তবে কপিগণ স্নান বেশভূষা করি।
উপহার সকল খাইলা পেট ভরি ॥ ১৯১
তাহা দেখি আনন্দিতচিত রঘুবর।
বিভীষণে কহিছেন বাক্য মনোহর ॥ ১৯২
মিতা এই কপিদের স্নানাদি দেখিয়া।
হইলাম আমি বড় আনন্দিত-হিয়া ॥ ১৯৩
এক্ষণ না কর আর গৌণ-আচরণ।
শীঘ্র কর পুষ্পক বিমান আনয়ন ॥ ১৯৪
তাহা শুনি বিভীষণ লঙ্কাতে যাইয়া।
তুরিতে আইলা সেই পুষ্পক লইয়া ॥ ১৯৫
কিবা সে পুষ্পক যান, বিধাতার নিরমাণ,
ত্রিভুবনমধ্যে অনুপাম।
দীর্ঘ যার ক্রোশ ছয়, বিস্তারেতে ক্রোশদ্বয়,
বিবিধ বিচিত্র গুণধাম ॥ ১৯৬
নিজ ইচ্ছা অনুসারে, যথেষ্ট বাড়িতে পারে,
হইতেও পারে ক্ষুদ্রদেহ।
যেখানেতে ইচ্ছা করে, সেখানে যাইতে পারে,
নানারূপ হত্যে পারে যেহ ॥ ১৯৭
আকাশ উপরি যায়, মন হেন বেগে ধায়,
হংসবাহনেতে যারে বয়।
অতি উষ্ণ নাহি হয়, অত্যন্ত শীতল নয়,
সর্ব্বকাল করে সুখোদয় ॥ ১৯৮
আছে তাহে মনোহর, অতি দিব্য সভাঘর,
বিশ্রামের স্থান সুশোভন।
বিহারের নিকেতন, মণিকৃত উপবন,
সুশোভিত অনেক প্রাঙ্গণ ॥ ১৯৯
আছে তাহে নহবত, বাজে সেহ অবিরত,
গায়ক আছয়ে বহুতর।
নর্ত্তক নর্ত্তকী কত, বাদ্যকর শত শত,
সুখ দেয় তারা নিরন্তর ॥ ২০০
কিবা তার সুগঠন, স্বর্ণমণি-বিচ্ছন,
তেজ ধরে সূর্য্যের সমান।
তাহে শোভে সুশোভন, শত শত নিকেতন,
স্বর্ণ-মণি-রজতনির্ম্মাণ ॥ ২০১
মধ্যে এক গৃহ তার, শোভা কি বর্ণিব তার,
ইন্দ্রপুরে করয়ে ধিক্কার।
স্ফটিক প্রবাল মতি, হীরা ইন্দ্রনীলততি,
মাণিক্যরচিত অঙ্গ তার ॥ ২০২
মধ্যে বসিবার স্থল, নানা-মণি ঝলমল,
উপরিতে চন্দ্রাতপ সাজে।
তার মধ্যে দিব্যতুলী, বালিশ দিয়াছে ভালা,
মুকুতার ঝালর বিরাজে ॥ ২০৩
স্বর্ণঝাপা শোভে তায়, চামর উড়য়ে বায়,
বাজয়ে কিঙ্কিণী ঘণ্টাগণ।
সেই রথে নিরখিয়া, হৈলা আনন্দিত-হিয়া
সহগণে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২০৪
তবে সেই রথে ইচ্ছা করিয়া চড়িতে।
বিভীষণে ডাকি প্রভু কহেন সংপ্রীতে ॥ ২০৫
মিতা দেখ এই কপিদের গুণগণে।
পরাজয় করিলাম আমি দশাননে ॥ ২০৬
তুমিহও ইহাদেরি সাহায্যেতে করি।
রাজ্যপদ পাইলে পাইলে এ নগরী ॥ ২০৭

অতএব দিয়া বহু বস্ত্র-অলঙ্কার।
সম্মানন কর তুমি ইহা সবাকার ॥ ২০৮
তোহে দেখি কৃপাবান্ দাতা মহাধন।
এই লাগি কহিতেছি আমি এ বচন ॥ ২০৯
প্রভুর এতেক বাণী শুনি বিভীষণ।
হইলেন অতিশয় আনন্দিত-মন ॥ ২১০
তবে আনাইয়া বস্ত্র-ভূষণ-রতন।
কপিগণে যথেষ্ট করিলা সমর্পণ ॥ ২১১
তাহা দেখি আনন্দিত হয়্যা রঘুবর।
আরোহণ করিছেন বিমান-উপর ॥ ২১২
সঙ্গেতে লইয়া শ্রীজানকী শ্রীলক্ষ্মণ।
প্রদক্ষিণ করি রথে কৈলা আরোহণ ॥ ২১৩
নিজে অগ্রে উঠি জানকীর করে ধরি।
উঠাইলা প্রীতি করি রথের উপরি ॥ ২১৪
শোভিলা তখন প্রভু কিবা রথোপরে।
সতড়িৎ মেঘ যেন উঠয়ে মন্দরে ॥ ২১৫
তবে রামচন্দ্র রথে করি আরোহণ।
কহিছেন সুগ্রীবাদি প্রতি সুখিমন ॥ ২১৬
মিতা কপিরাজ তুমি মোর হিত-লাগি।
হইলে বিবিধমতে দুঃখ-ক্লেশভাগী ॥ ২১৭
তোমার সাহায্যে আর বাহুবীর্য্যে করি।
পরাজয় করিলাম আমি সব অরি ॥ ২১৮
মিতারে করিতে হয় যে সব করণ।
তাহা তুমি সর্ব্বমতে কৈলে নিষ্পাদন ॥ ২১৯
ঋণে মুক্ত হল্যে করি প্রতিজ্ঞাপূরণ।
এক্ষণে গৃহেতে যাও লয়্যা কপিগণ ॥ ২২০
চিরদিন মোর সঙ্গে পাল্যে বহু দুখ।
এক্ষণে গৃহেতে গিয়া ভুঞ্জ নানা সুখ ॥ ২২১
আমারেও করহ অনুজ্ঞা-বিতরণ।
করিয়ে আমিহ নিজ ভবনে গমন ॥ ২২২
কপিগণ তোরাও সকলে দিয়া মন।
শ্রবণ করহ কিছু আমার বচন ॥ ২২৩
তোমাদের ভুজবলে আর আয়োজনে।
পাইলুঁ জানকী আমি জিনি দশাননে ॥ ২২৪
তোমা সবে মোর উপকার করিবারে।
পাইলে বিস্তর দুঃখ বিবিধ প্রকারে ॥ ২২৫
স্ত্রী পুত্র বান্ধব তেজি আসি মোর সনে।
ত মতে পরিক্লেশ পাল্যে সবে রণে ॥ ২২৬
সে সকল দুঃখ কিছু না করিবে মনে।
সুখী হয়্যা যাও সবে স্ব স্ব নিকেতনে ॥ ২২৭
মিতা লঙ্কাপতি তুমি বিবিধ প্রকারে।
মোর হিত কৈলে যাহা ঘুষিবে সংসারে ॥ ২২৮
তোমার সাহায্যে আমি রাবণে জিনিলুঁ।
তোমার সাহায্যে এই জানকী পাইলুঁ ॥ ২২৯
এক্ষণ অনুজ্ঞা দাও মোরে সুখিমনে।
প্রস্থান করিয়ে আমি আপন-ভবনে ॥ ২৩০
তুমি এই লঙ্কাপুরে লয়্যা বন্ধুগণ।
করহ সর্ব্বদা সুখে রাজত্ব পালন ॥ ২৩১
দিলাম তোমারে আয়ুঃ কল্পান্ত পর্য্যন্ত।
ভুঞ্জহ বিবিধ ভোগ নাহি যার অন্ত ॥ ২৩২
দেবতা দানব যক্ষ-আদি কোনো জন।
করিতে নারিবে কেহ তোমারে ধর্ষণ ॥ ২৩৩
প্রভুর বচন শুনি তাহারা সকলে।
কহিছেন কৃতাঞ্জলি হয়্যা কুতূহলে ॥ ২৩৪
প্রভু এক ইচ্ছা হয় আমা সবাকার।
অযোধ্যানগরে যাই সঙ্গেতে তোমার ॥ ২৩৫
দেখিব অযোধ্যাপুরী তব মাতৃগণ।
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে করিব দর্শন ॥ ২৩৬
তব অভিষেক দেখি রাজসিংহাসনে।
নিজ নিজ গৃহে যাব আনন্দিত মনে ॥ ২৩৭
এইত কহিলুঁ মোরা আপন আশয়।
আজ্ঞা কর ইথে তব অভীষ্ট যে হয় ॥ ২৩৮
এতেক বচন শুনি মহা হৃষ্টমন।
কহিছেন সকলেরে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৩৯
এ কি শুনাইলি তোরা সুমধুর বাণী।
সাক্ষাৎ অমৃত কিম্বা আনন্দ না জানি ॥ ২৪০
শুনিয়া তর্পিত হল্য মোর প্রাণ মন।
ভাসিতেছি সুধারস-সমুদ্রে যেমন ॥ ২৪১
আস্থ আস্থ সহগণে মিতা কপিবর।
আস্থ আস্থ সহগণে মিতা লঙ্কেশ্বর ॥ ২৪২
উঠ আসি তোমাসবে পুষ্পক-উপরি।
যাইব সকলে লয়্যা আমি স্বনগরী ॥ ২৪৩
প্রভুর এতেক বাণী শুনি তারা সবে।
উঠিতে লাগিলা রথে জয় জয় রবে ॥ ২৪৪
সব কপি-সঙ্গে উঠিলেন কপিপতি।
ভল্লগণ লয়্যা জাম্ববান্ মহামতি ॥ ২৪৫

বিস্তর রাক্ষস সঙ্গে করি বিভীষণ।
সুখী হয়্যা পুষ্পকে করিলা আরোহণ॥ ২৪৬
কিবা গুণ ধরে সেই পুষ্পক বিমান।
এত সৈন্য যাহে সুখে কৈলা অবস্থান॥ ২৪৭
মধ্য গৃহে বসিলা তাহার রঘুপতি।
বামেতে করিয়া কিবা জানকী শ্রীমতী॥ ২৪৮
দক্ষিণে বসিলা তাঁর কুমার লক্ষ্মণ।
আগে বিভীষণ আর মুখ্য কপিগণ॥ ২৪৯
আর যত শাখামৃগ নিশাচর-ততি।
স্থানে স্থানে করিল তাহারা নিবসতি॥ ২৫০
তবে রঘুপতি আজ্ঞা দিলা রথবরে।
উঠিল তবেত সেহ আকাশ-উপরে॥ ২৫১
কিবা শোভা গগনেতে পুষ্পক-বিমান।
জ্যোতিষ-চক্রেতে হয় যার উপমান॥ ২৫২
হয়্যাছেন রঘুপতি তাহে দিবাকর।
জনক-তনয়া-মুখ পূর্ণ শশধর॥ ২৫৩
লক্ষ্মণ ঠাকুর তাহে হয়েন ভার্গব।
অন্য অন্য মুখ্য কপি হয় গ্রহসব॥ ২৫৪
অপর বানরগণ তারকামণ্ডল।
ভল্লুক রাক্ষস সব কেতু অবিকল॥ ২৫৫
তবে ব্যোমপথে উঠি সেইত বিমান।
করিল উত্তর-মুখে মঙ্গলপ্রস্থান॥ ২৫৬
বাজে তাহে কত ঘণ্টা কিঙ্কিণীনিকর।
পতাকা উড়য়ে মাথে বিচিত্র সুন্দর॥ ২৫৭
রাম-আগে গায়কেতে গীত-বাদ্য করে।
নর্ত্তকী সকল নাচে ভাব ভঙ্গীভরে॥ ২৫৮
মধ্যে মধ্যে নিশাচর বানর সকল।
রাম জয় জয় কার করি কোলাহল॥ ২৫৯
বধি দশানন, সীতাউদ্ধারণ,
  করি রামধন, যান ভবনে।
এ তিন ভুবন, উলসিতমন,
  করে নিরীক্ষণ, স্থির নয়নে॥ ২৬০
কিবা সে বিমান, শশীর সমান,
  তেজে শোভমান, গগনে চলে।
যে দেখে তাহার, আনন্দ অপার,
  করায় বিথার, আঁখি যুগলে॥ ২৬১
তাহা নিরীক্ষণ, করি ঋষিগণ,
  সজলনয়ন, আনন্দভরে।
ধরিয়া সুতান, করে সামগান,
  আশীষবিধান, বিস্তর করে॥ ২৬২
যাবৎ অমর, সানন্দ অন্তর,
  কুসুমনিকর বর্ষণ করে।
থমক খঞ্জরী, দুন্দুভি ঝঝরী,
  বাজায় বাঁশরী, মধুর স্বরে॥ ২৬৩
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, মনোহরস্বর,
  গায় রঘুবর-বিমল-যশে।
অতি সুগঠন, বিদ্যাধরীগণ,
  করয়ে নর্ত্তন, ভাবের বশে॥ ২৬৪
সৌগন্ধ্য-ভাজন, মৃদু সমীরণ,
  করয়ে গমন, শুভ লক্ষণে।
এ সব লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ,
  শ্রীরঘুনন্দন, সুখী স্বগণে॥ ২৬৫
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ২৬৬

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে দেশপ্রস্থানবর্ণনো নাম সপ্তবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ২৭॥

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের কিষ্কিন্ধ্যায় বিশ্রাম।

রণস্থলীভূধরসাগরাদিকান্,
প্রদর্শয়ন্ মৈথিল-রাজকন্যকাম্।
প্লবঙ্গরাজস্য পুরীং জগাম যঃ,
স রামচন্দ্রঃ কুশলং করোতু বঃ॥ ১

তবে আকাশেতে উঠি প্রভু রঘুপতি।
জানকীর প্রতি কহিছেন এ ভারতী॥ ২
শ্রীজনক নৃপ-সুতে তুলিয়া বদন।
কর তুমি লঙ্কাপুরী-শোভা নিরীক্ষণ॥ ৩
ত্রিকূট পর্ব্বত-মাথে এ লঙ্কা-নগর।
বিরিঞ্চিনগরী যেন সুমেরু-উপর॥ ৪
বিশ্বকর্ম্মা করিছিলা এ পুরী নির্ম্মাণ।
ত্রিভুবনে ইহার না দেখি উপমান॥ ৫

হেন পুরী মহাবল পবন-কুমার।
তোমার লাগিয়া করিছিল ছারখার ॥ ৬
পরে এই রণস্থলী কর নিরীক্ষণ।
রাক্ষস-বানর-রক্তে অরুণ-বরণ ॥ ৭
এই স্থানে মারিছিল কপি নিশাচর।
বাঁচিল বানর তাহে পাই ইন্দ্রবর ॥ ৮
এই স্থানে কুম্ভকর্ণ রাবণ-কনিষ্ঠ।
সমর করিয়াছিল অত্যন্ত বরিষ্ঠ ॥ ৯
যারে দেখি মোর সেনা ভল্লুক-বানর।
ভয়ে পলাইয়াছিল দিগ্ দিগন্তর ॥ ১০
যেহ অতিশয় ক্ষুধা-পীড়িত হইয়া।
খাইছিল বহু কপি, ভল্লুক ধরিয়া ॥ ১১
কিন্তু নাসা-কর্ণ বিবরের গুণে তার।
প্রায় কপি-ভল্ল নাহি হইল সংহার ॥ ১২
যেহ ক্ষুধাবলে কৈল মোর উপকার।
রাক্ষস সকলে পূরি উদর-মাঝার ॥ ১৩
মিতা কপিরাজ যার সঙ্গে করি রণ।
করিছিলা যার কর্ণ-নাসিকা-চ্ছেদন ॥ ১৪
এত শুনি শ্রীজানকী প্রভু রঘু-বীরে।
কহিছেন মৃদু হাস্য করি ধীরে ধীরে ॥ ১৫
প্রভু তব মিতা বড় বিবেচক হন।
যেন ভগ্নী করিছিলা ভ্রাতাও তেমন ॥ ১৬
সীতার বচন শুনি সবে সুখিমন।
পরে কহিছেন পুনঃ শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৭
তার পর এই স্থান কর নিরীক্ষণ।
প্রহস্তে বধিলা এথা অনল-নন্দন ॥ ১৮
এই স্থানে মেঘনাদে বধিলা লক্ষ্মণ।
তিন দিন করি অতি ঘোরতর রণ ॥ ১৯
এই স্থানে নিকুম্ভে বধিলা হনুমান।
কুম্ভেরে বধিলা মোর মিতা বলবান ॥ ২০
এই স্থানে বজ্রকণ্ঠে আর অকম্পনে।
বধিছিলা বালিপুত্র তোমার কারণে ॥ ২১
এই স্থানে বিরূপাক্ষে শ্রীমৈন্দ বধিলা।
বিদ্যুন্মালী নিশাচরে নল বিনাশিলা ॥ ২২
মহাপার্শ্বে মারিল ঋষভ এই স্থলে।
মহোদরে মারুতি বধিলা ভুজবলে ॥ ২৩
এই স্থানে ধূম্রাক্ষেরে আর অকম্পনে।
বধিছিল বায়ুপুত্র দুষ্ট দুই জনে ॥ ২৪
এই স্থানে বিদ্যুজ্জিহ্বে বীর শতবলী।
যমপুরী পাঠাইলা রণে কুতূহলী ॥ ২৫
এত শুনি জানকী কহেন রঘুবরে।
প্রভু বড় সুখ হল্য আমার অন্তরে ॥ ২৬
অই দুষ্ট তব মায়া-মুণ্ড নিরমিয়া।
বড় দুঃখ দিয়াছিল মোরে দেখাইয়া ॥ ২৭
হইলাম তার মৃত্যু শুনি সুখিমতি।
তবে পুন তাঁহারে কহেন রঘুপতি ॥ ২৮
মকরাক্ষে এথা আমি কৈলুঁ বিনাশন।
এই স্থানে অতিকায়ে বধিল লক্ষ্মণ ॥ ২৯
এই স্থানে নাগপাশে রাবণনন্দন।
করিছিল মোরে আর লক্ষ্মণে বন্ধন ॥ ৩০
যেই মাত্র এই কথা শ্রীরাম কহিলা।
জনকনন্দিনী তেঁই স্তম্ভিত হইলা ॥ ৩১
পূর্ব্বের তাঁদের দশা করিয়া স্মরণ।
হইলা অত্যন্ত দুঃখসাগরে মগন ॥ ৩২
ক্ষণকাল পরে পুন পাইয়া চেতন।
কহিছেন রঘুবরে সজল নয়ন ॥ ৩৩
প্রভু এই ক্রূর কথা নাহি কহ আর।
ইহা শুনি বিদরয়ে হৃদয় আমার ॥ ৩৪
তোমাদের সেই দশা করিতে দর্শন।
উঠাইয়াছিল মোরে দুষ্ট দশানন ॥ ৩৫
এইত পুষ্পক রথে মোরে চড়াইয়া।
ত্রিজটা আনিয়াছিল গগন বাহিয়া ॥ ৩৬
শ্রীরাম কহেন প্রিয়ে না কর চিন্তন।
তার পর শুভ কথা করহ শ্রবণ ॥ ৩৭
অই স্থানে গরুড়েরে করিতে স্মরণ।
মোর প্রতি উপদেশ কৈলা সমীরণ ॥ ৩৮
তবে আমি স্মরণ করিবা মাত্র আসি।
ঘুচাইলা গরুড় সে সব সর্প-ফাঁসী ॥ ৩৯
রাত্রিযুদ্ধে ইন্দ্রজিত বিন্ধিল সকলে।
মারুতি বাঁচাল্য আনি ওষধি অচলে ॥ ৪০
এই স্থানে দশানন অতি ক্রুদ্ধ মনে।
অমোঘ শক্তিতে করি বিন্ধিল লক্ষ্মণে ॥ ৪১
এতবাণী শুনি সীতা সজল নয়নে।
চাহিছেন একদিকে শ্রীলক্ষ্মণ-পানে ॥ ৪২
শ্রীরাম কহেন প্রিয়ে নহ উত্তরল।
শুনহ পরের কথা অপূর্ব্ব মঙ্গল ॥ ৪৩

ভ্রাতারে মূর্চ্ছিত দেখি সুষেণ তখনি।
কহিলেন আনিবারে বিশল্যকরণী ॥ ৪৪
তবে গন্ধমাদনে যাইয়া হনুমান্।
আনিল উপাড়ি শীঘ্র সেই গিরিখান ॥ ৪৫
সে ঔষধি নাসিকাতে সুষেণ অর্পিলা।
তবে শ্রীলক্ষ্মণ জ্ঞান পাইয়া উঠিলা ॥ ৪৬
এত শুনি জানকী কহেন সাশ্রুধার।
শোধিতে নারিবে প্রভু মারুতির ধার ॥ ৪৭
যদ্যপি মারুতি তব সঙ্গে না আসিত।
এ সব সঙ্কটে তবে কেবা উদ্ধারিত ॥ ৪৮
শ্রীরাম কহেন পুন প্রিয়ে দেখ পরে।
এখানে আইল পুন রাবণ সমরে ॥ ৪৯
সপ্ত দিন-রাত্রি করি অবিচ্ছেদে রণ।
বধিলাম আমি সেই দুষ্ট দশানন ॥ ৫০
এই দেখ এই দেখ সুবেল ভূধর।
সিন্ধু তরি মোরা ছিলুঁ ইহার উপর ॥ ৫১
এই দেখ শোভিতেছে কিবা পারাবার।
যেহ কীর্ত্তি হয় সেই সগর রাজার ॥ ৫২
এই দেখ সিন্ধুমাঝে সেতু মনোহর।
তোমালাগি কৈলা যারে নল কপিবর ॥ ৫৩
সিংহিকা নামেতে রাক্ষসীরে এই স্থান।
পাঠাইলা শমনসদনে হনুমান ॥ ৫৪
এই দেখ মৈনাক নামেতে গিরিবর।
করিছিলা যেহ বায়ুপুত্রেরে আদর ॥ ৫৫
সুরসা নামেতে নাগমাতা এই স্থলে।
পরীক্ষা করিয়াছিলা মারুতির বলে ॥ ৫৬
এই দেখ সিন্ধুকূলে মহেন্দ্র ভূধর।
এথাই প্রথমে ছিল সকল বানর ॥ ৫৭
এই স্থানে এই মোর মিতা বিভীষণ।
আসি করিছিলা মোর সহিত মিলন ॥ ৫৮
এই স্থানে সাগর দেখিতে করি আশ।
তিন দিন ছিলুঁ আমি করি উপবাস ॥ ৫৯
তথাপি সাগরে নাহি দেখিতে পাইয়া।
বাণ যুড়িলাম আমি কুপিত হইয়া ॥ ৬০
তবে সিন্ধু আসিয়া আমার সাক্ষাৎকারে।
অনুমতি দিয়াছিলা সেতু করিবারে ॥ ৬১
এই স্থানে কৈলুঁ আমি শঙ্করে পূজন।
তিঁহ কৃপা করি তাহা করিলা গ্রহণ ॥ ৬২
মোর প্রতি কৃপা করি আছেন প্রকটে।
প্রণাম করহ তাঁরে গলে দিয়া পটে ॥ ৬৩
এত শুনি জানকী কহেন রঘুবরে।
দেখিতে বাসনা হয় প্রভু মহেশ্বরে ॥ ৬৪
তবে রঘুপতি পুষ্পকেরে আজ্ঞা দিলা।
সেহ রামেশ্বর সন্নিধানেতে নামিলা ॥ ৬৫
তবে সবে বিমান হইতে অবতরি।
প্রণাম করিলা শিবে স্তুতি ভক্তি করি ॥ ৬৬
তবে কৃপাময় রাম ভাবি মনে মনে।
কহিছেন নিকটে ডাকিয়া শ্রীলক্ষ্মণে ॥ ৬৭
ভ্রাতৃবর দেখ দেখি এ লঙ্কানগর।
স্বর্গপুরী হইতে অধিক মনোহর ॥ ৬৮
এ পুরী লইতে যার নাহি হয় মন।
হেন জন প্রায় নাহি হয় নিরীক্ষণ ॥ ৬৯
ইথে এই সেতু যদি এই ভাবে রয়।
তবে এথা উপদ্রব হইতে পারয় ॥ ৭০
ভারতবর্ষেতে বলী হবে যেই জন।
করিবেক সেহ ইহা লইবারে মন ॥ ৭১
তাহে মোর মিতা এই নিশাচর বর।
উদ্বেগ পাইবা নানামতে নিরন্তর ॥ ৭২
অতএব এই সেতু ভাঙ্গ হেন রীতে।
যেন কেহ নাহি পারে লঙ্ঘিয়া যাইতে ॥ ৭৩
এত শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া শ্রীলক্ষ্মণ।
শরাসন করে লয়্যা করিলা গমন ॥ ৭৪
তার অগ্রে ধরি দশ-যোজন প্রমাণ।
সেতু ভাঙ্গি ডুবাইলা পাদপ পাষাণ ॥ ৭৫
এইরূপে ভাঙ্গিয়া অপর এক স্থানে।
আগমন করিলেন রামসন্নিধানে ॥ ৭৬
লক্ষ্মণের সেই কর্ম্ম করি নিরীক্ষণ।
বিস্ময় পাইল বড় এ তিন ভুবন ॥ ৭৭
কপিগণ তাহা দেখি পাইয়া বিস্ময়।
পরস্পর মুখ চাহি এই কথা কয় ॥ ৭৮
একি চমৎকার ভাই একি চমৎকার।
হেন বল নাহি দেখি সংসার-মাঝার ॥ ৭৯
গিরি-তরু-শিলা-বদ্ধ দৃঢ় বিপরীত।
বিস্তার যাহার দশ-যোজনসম্মিত ॥ ৮০
হেন সেতু চাপাগ্রে করিয়া অবহেলে।
ভাঙ্গিলা চল্লিশ ক্রোশ ক্ষণমাত্র বেলে ॥ ৮১

হেন বল নাহি দেখি না শুনিয়ে কাণে।
উপমান দিব এ বলের কোন্ স্থানে ॥ ৮২
রঘু কহে নাহি ভাব না কর বিস্ময়।
লক্ষ্মণ ঠাকুর মোর সঙ্কর্ষণ হয় ॥ ৮৩
যেহ ইচ্ছা-মাত্র করে ব্রহ্মাণ্ড-ভঞ্জন।
তাহাতে আশ্চর্য্য নহে এ কর্ম্ম করণ ॥ ৮৪
তবে সকলেতে চড়ি বিমান উপরে।
চলিলেন পূর্ব্বমত পুনশ্চ অম্বরে ॥ ৮৫
তবে পুনর্ব্বার শ্রীজনকসুতা প্রতি।
কহিছেন প্রীতি করি প্রভু রঘুপতি ॥ ৮৬
দেখ দেখ জানকি মলয় গিরিবর।
যাহার উপমা নাহি ভুবন-ভিতর ॥ ৮৭
দেখিতেছি ইহাতে যাবৎ তরুগণ।
ইহারা সকল হয় সুগন্ধ চন্দন ॥ ৮৮
তার পর দেখ এই শ্রীবিন্ধ্য-শিখরী।
অগস্ত্য-আজ্ঞায় যেহ আছে ভূমে পড়ি ॥ ৮৯
এই দেখ মাল্যবান নামে গিরিবরে।
বর্ষা গোঁয়াইলুঁ আমি যাহার শিখরে ॥ ৯০
তোমার বিরহে হয়্যা অত্যন্ত কাতর।
দিন রাত্রি কান্দিতাম ইহার উপর ॥ ৯১
এত শুনি শ্রীজানকী সজল-নয়ন।
দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ছাড়েন ঘনেঘন ॥ ৯২
শ্রীরাম কহেন প্রিয়ে কর নিরীক্ষণ।
কিষ্কিন্ধ্যা-নগরী মোর মিতার ভবন ॥ ৯৩
এই স্থানে আমি বধি মিতার ভ্রাতারে।
তারা রুমা রাজ্যপদ দিয়াছি মিতারে ॥ ৯৪
এতেক কহিলা যবে প্রভু রঘুবর।
সুগ্রীব কহেন তাঁরে হয়্যা যোড়-কর ॥ ৯৫
প্রভু এক মনোরথ করে মোর মন।
করুণা করিয়া তাহা করহ শ্রবণ ॥ ৯৬
দেখ দেখ আজি দিন হল্য অবসান।
অতএব উচিত করিতে অবস্থান ॥ ৯৭
নিকট হইল এই ভৃত্যের ভবন।
অতএব যোগ্য নহে করিতে গমন ॥ ৯৮
বাসনা করিয়ে আনি কিছু মূল-ফল।
সেবন করিয়ে তব চরণ-কমল ॥ ৯৯
সৈন্য সকলেও করে কিঞ্চিৎ ভোজন।
ইহাতেও যে মত হয় প্রভু তব মন ॥ ১০০
হেন কালে জানকী কহেন রঘুবরে।
প্রভু এক ইচ্ছা আছে আমারো অন্তরে ॥ ১০১
কপীন্দ্র-মিতার ভার্য্যা দুইজন সনে।
সম্ভাষণ করিয়া যাইতে হয় মনে ॥ ১০২
এত শুনি সুগ্রীবে কহেন রঘুপতি।
মিতা তব যেই ইষ্ট সেই মোর মতি ॥ ১০৩
এত কহি পুষ্পকে করিলা আজ্ঞাদান।
নামিল সে ত্বরিতে কিষ্কিন্ধ্যা-সন্নিধান ॥ ১০৪
তবে নিজ গৃহেতে যাইয়া কপিপতি।
জানাইলা সকলেরে রামের আগতি ॥ ১০৫
তাহা শুনি শ্রীরামে দেখিতে কপিগণ।
বালক যুবক বৃদ্ধ করয়ে ধাবন ॥ ১০৬
তবে ভাণ্ডারে নানাবিধ দ্রব্য-ততি।
রঘুবরনিকটে পাঠান কপিপতি ॥ ১০৭
চর্ব্ব্য-চোষ্য লেহ্য-পেয় বিবিধপ্রকার।
প্রভুদের উপযুক্ত বস্ত্র অলঙ্কার ॥ ১০৮
বিভীষণ আদি করি যাবদীয় জন।
পাঠালা সবার যোগ্য বসন-ভূষণ ॥ ১০৯
সুপক্ব কাঁঠাল কোলি করঞ্জ কমলা।
আম্র আম্রাতক আর আঙ্গুর আমলা ॥ ১১০
বদরী বাদাম বিল্ব বাতাপি বিস্তর।
মন্দার মধুক দ্রাক্ষা দাড়িম্ব সুন্দর ॥ ১১১
নারিকেল নোনা পীলু সুপক্ব পিয়াল।
আঞ্জীর গোলাবজাম জম্বু সুবসাল ॥ ১১২
ফলসা ফলের রাজা পক্ব আনারস।
খর্জ্জুর খিরাই খারা খর্ম্মুজা সুরস ॥ ১১৩
কেন্দু কামরাঙ্গা কত কপিত্থ কদম।
পক্ব পীকা নারিকেল তাল মনোরম ॥ ১১৪
ছোহারা ছোলঙ্গ পিণ্ডখর্জ্জুর নারঙ্গ।
কর্কটী গোড়ুমী সরবতী দিব্যরঙ্গ ॥ ১১৫
রামরম্ভা চম্পককদলী মর্ত্তমান।
কাঁঠালিয়া অনুপাম সৌগন্ধ্য-বিধান ॥ ১১৬
এইরূপ গ্রাম্য বন্য কত ফল আনে।
গণন করিতে পারে তাহা কে এখানে ॥ ১১৭
গুড়-আলু মধু-আলু মূলক কেশর।
এই আদি করি মূল আনিল বিস্তর ॥ ১১৮
নারিকেল তাল আদি ফলের অঙ্কুর।
আনিল অনেক জাতি মধু সুমধুর ॥ ১১৯

এ সকল অঙ্গীকার করি রঘুপতি।
ভোজন করিলা সঙ্গে লয়্যা সৈন্য-ততি ॥ ১২০
হেন-কালে শুনিয়া রামের আগমন।
আইলা সেখানে তারা-প্রভৃতি স্ত্রীগণ ॥ ১২১
তারা সবে রাম-সীতা দেখিতে দেখিতে।
কহিতেছে সবিস্ময় আনন্দিত-চিতে ॥ ১২২
একি চমৎকার, বিমান-মাঝার,
দেখি পরিষ্কার মেঘের ঘটা।
জুড়াইল মন, ভুলিল নয়ন,
করি নিরীক্ষণ ইহার ছটা ॥ ১২৩
এই জলধরে, কিবা শোভা করে,
দেখ রে দেখ রে বিমল শশী।
তাহার উপরি, কাল বিষধরী,
শরীর পসারি রয়্যাছে বসি ॥ ১২৪
একি অবিকল, নীল শতদল,
করে টল টল তাহার কাছে।
অতি সুরাতুল, জগতে অতুল,
বান্ধুলীর ফুল আর রয়্যাছে ॥ ১২৫
অতি মনোহর, দুই করি-কর,
দুলিছে সুন্দর তার দুভিতে।
বামেতে বিজুরী, অতি মনোহারী,
নিরীক্ষণ করি লাগিল চিতে ॥ ১২৬
অপরূপ আর, উপরি তাহার,
শতদলসার শোভা করিছে।
অতিসুশোভন, হৃদয়-রঞ্জন,
যুগল খঞ্জন তাহে নাচিছে ॥ ১২৭
কেতকীর দল, পক্ক বিম্বফল,
কলস-যুগল তাহার তলে।
মৃণাল-যুগল, আগে ঝলমল,
করে শতদল শশি-সকলে ॥ ১২৮
দেখিতে পাইত, অদৃষ্ট অশ্রুত,
হেন অদভুত কেবা নয়নে।
যদি রঘুপতি, এখানে আগতি,
না করিতা অতি সদয়-মনে ॥ ১২৯
এইরূপ কহি কহি আসিয়া নিয়ড়ে।
প্রণাম করিলা রামচন্দ্রে যোড়-করে ॥ ১৩০
তারারে দেখিয়া কহিছেন রঘুমণি।
আস্ত আস্ত সুখে আছ অঙ্গদ-জননি ॥ ১৩১
আমি তোমা সকলের সৌহার্দ্দেতে করি।
জানকীরে পাইয়াছি বধি সব অরি ॥ ১৩২
সুগ্রীব মিতার আর অঙ্গদ বাছার।
করিব কি এক মুখে গুণের বিস্তার ॥ ১৩৩
এই দুই জন হত্যে হল্য শত্রু-ক্ষয়।
সীতা-লাভ আর দিব্য যশ অতিশয় ॥ ১৩৪
সুষেণ শ্বশুর মোর করিলা যে হিত।
তাহে শোধিবার সাধ্য নহে কদাচিত ॥ ১৩৫
শক্তিঘাতে শ্রীলক্ষ্মণ প্রাণে মরিছিলা।
ওষধি আনায়্যা তারে এহ বাঁচাইলা ॥ ১৩৬
শ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ দুই সোদর তোমার।
করিলেক নানামতে মোর উপকার ॥ ১৩৭
আর যত এই সব তব পরিকর।
করিলেন মোর হিত সবেই বিস্তর ॥ ১৩৮
তোমাদের গুণে আমি পাইলাম সীতা।
এ তিন ভুবনে কীর্ত্তি হল্য উল্লসিতা ॥ ১৩৯
এত শুনি কৃতাঞ্জলি হয়্যা তারারাণী।
কহিতেছে রামচন্দ্র-প্রতি এই বাণী ॥ ১৪০
প্রভু তুমি হও নিজে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তব হিত কর্ম্ম কিবা করিবে বানর ॥ ১৪১
কিন্তু নিজ হিত নিজে করি রঘুরাজ।
কহিতেছ বানরে করিল মোর কাজ ॥ ১৪২
যেহেতুক আছে তব গুণ অনুপাম।
নিজে কর্ম্ম সাধি দাও ভকতের নাম ॥ ১৪৩
যে হকু সে সব কথা কহি নাহি ফল।
সীতা-লাভ হল্য এই পরম-মঙ্গল ॥ ১৪৪
দেখি তোমাদিগে জুড়াইল মন-প্রাণী।
যেমন আপনি তেন শ্রীজানকী রাণী ॥ ১৪৫
আহা মরি বিধি কত বিবেচনা করি।
গঢ়িয়াছে অনুপম এমন সুন্দরী ॥ ১৪৬
বুঝি সব দ্রব্যের লাবণ্য আকর্ষিয়া।
গঢ়্যাছে ইহারে বিধি তাহাতে করিয়া ॥ ১৪৭
আহা মরি কিবা অঙ্গ-বরণ-সুন্দর।
কুন্দনকনক-শণকুসুম-সোঁসর ॥ ১৪৮
মরি মরি কিবা কেশ চামর সমান।
কিবা পূর্ণ শশধর-সমান বয়ান ॥ ১৪৯
ললাট ধিক্কার করে মণি-দরপণে।
ইন্দীবর-গর্ব্বে দূর করয়ে নয়নে ॥ ১৫০

স্বর্ণ-তিল-পুষ্প-জিনি নাসিকা সুন্দর।
বিম্বফল-জবাপুষ্প-সমান অধর ॥ ১৫১
সুবর্ণ-মৃণাল-সম ভুজের বলনী।
অশোক-পল্লবে করি হস্তের নিছনী ॥ ১৫২
সুবলিত বক্ষঃস্থল তাহে রোমাবলী।
ক্ষীণ মাঝা বেড়ি শোভা করয়ে ত্রিবলী ॥ ১৫৩
নিবিড় নিতম্ব উরু রম্ভার-সমান।
চরণের ভুবনে না দেখি উপমান ॥ ১৫৪
গড়িয়াও হেন নারী অপাত্রে অর্পিত।
তবে বিধাতারে সবে অবিজ্ঞ বলিত ॥ ১৫৫
কিন্তু তোঁহে সমর্পিয়া এমত যুবতী।
লয়্যাছে যোটনে বড় যশ প্রজাপতি ॥ ১৫৬
আপুনি পাইল যশ তুষিল ভুবনে।
সফল করিল আমা-সবার নয়নে ॥ ১৫৭
তার পরে সীতারে কহেন রঘুমণি।
প্রিয়ে এহ তারা রাণী অঙ্গদ-জননী ॥ ১৫৮
তোমারে দেখিতে কর্য্যাছেন আগমন।
কর গিয়া ইহার সহিত সম্ভাষণ ॥ ১৫৯
তবে শ্রীজানকী উঠি গিয়া স্থানান্তরে।
সম্ভাষিলা তাহাদিগে উচিত আদরে ॥ ১৬০
পরে তাহাদিগে গৃহে করিয়া প্রেরণ।
শ্রীরামচন্দ্রের আগে কৈলা আগমন ॥ ১৬১
হেন কালে সেই দেশবাসী ঋষিগণ।
রামচন্দ্রে দেখিবারে কৈলা আগমন ॥ ১৬২
তাহাদিগে দেখি প্রভু স্বগণ-সহিত।
গা তুলিয়া প্রণাম করিলা প্রীত চিত ॥ ১৬৩
তাঁরা দূর্ব্বা ধান্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করি।
বসিলেন দিব্য দিব্য আসন-উপরি ॥ ১৬৪
হেনই সময়ে দিন হল্য অবশেষ।
সন্ধ্যা করি সকলে করিলা উপবেশ ॥ ১৬৫
পরস্পর কুশল-সংবাদ আলাপনে।
রহিলা সকলে তাঁরা আনন্দিত মনে ॥ ১৬৬
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ১৬৭

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে।
কিষ্কিন্ধ্যাবিশ্রামো নাম অষ্টাবিংশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সসৈন্যে রামচন্দ্রের ভরদ্বাজাশ্রমে আতিথ্য-গ্রহণ।

আতিথ্যমাত্মীয়বলস্য তাবতো,
নিষ্কিঞ্চনেনাপ্যর্ষিণা য উত্তমম্।
বিধাপ্য ভক্তের্বলমত্র পিষ্টপে,
প্রাকাশয়ত্তং রঘুপুঙ্গবং ভজে ॥ ১

পরদিন বিদায় করিয়া মুনিগণে।
পুষ্পরথে চলিলেন শ্রীরাম গগনে ॥ ২
যাইতে যাইতে শ্রীজনকসুতা-প্রতি।
কহিছেন রঘুবর আনন্দিত-মতি ॥ ৩
দেখ প্রিয়ে আগে ঋষ্যমূক-গিরিবর।
সুগ্রীব-সহিতে সখ্য ইহারি উপর ॥ ৪
এত শুনি জানকী করেন নিবেদন।
হইল হইল এই পর্ব্বতে স্মরণ ॥ ৫
ইহাতেই দেখি আমি কপি পঞ্চজন।
ফেলি দিয়াছিলুঁ নিজ বসন-ভূষণ ॥ ৬
শ্রীরাম কহেন প্রিয়ে সে বস্ত্র-ভূষণ।
কপিপতি করিছিলা মোরে সমর্পণ ॥ ৭
তাহাই দেখিয়া মোর মনে হল্য আশ।
তেঁই তব অন্বেষণে করিলুঁ প্রয়াস ॥ ৮
পরে দেখ মনোহর পম্পা সরোবর।
যাহা দেখি করিছিলুঁ বিলাপ বিস্তর ॥ ৯
এই দেখ মাতঙ্গ মুনির তপোবন।
যেখানে শবরী ছিলা অতি শুদ্ধমন ॥ ১০
এই স্থানে কবন্ধে বধিলুঁ দুইজনে।
কহি গেল সে মিলিতে কপিরাজ-সনে ॥ ১১
এই স্থানে জটায়ু পিতার মিত্রবর।
করিছিলা দশানন-সহিতে সমর ॥ ১২
এত শুনি জানকী করেন জিজ্ঞাসন।
তাঁর সঙ্গে হয়্যাছিল প্রভুর দর্শন ॥ ১৩
করিছিলা মোর লাগি তিঁহ বহু রণ।
কিন্তু শেষে পক্ষ কাটি গেল দশানন ॥ ১৪
শ্রীরাম কহেন প্রিয়ে তাঁহাই হইতে।
প্রথমে তোমার বার্ত্তা পাইলুঁ শুনিতে ॥ ১৫

মোরে বার্ত্তা দিয়া তিঁহ ত্যজিলা জীবন।
আমি তাঁরে দাহ করি করিলুঁ গমন ॥ ১৬
অই দেখ জনস্থানে বৃক্ষ মনোহর।
করিছিলুঁ যার মূলে থাকিয়া সমর ॥ ১৭
অই দেখ সেই পত্রকুটীর তোমার।
যেথা হৈতে তোরে হরিছিল দুরাচার ॥ ১৮
এত শুনি জানকী কহেন পাই ব্যথা।
প্রভু নাহি কহ আর এ স্থানের কথা ॥ ১৯
পূর্ব্বের সে সব দুঃখ করিয়া স্মরণ।
বিদরয়ে মোর বুক পোড়য়ে জীবন ॥ ২০
শ্রীরাম কহেন প্রিয়ে নহ ব্যগ্র-মন।
আগে কর অগস্ত্য-আশ্রম নিরীক্ষণ ॥ ২১
শরভঙ্গ-আশ্রম দেখহ তারপর।
যে মুনিরে নিতে আসিছিলা পুরন্দর ॥ ২২
তার পর দেখ অত্রি-মুনিরাজ-স্থান।
যাঁর পত্নী কৈলা তোহে ভূষণাদি দান ॥ ২৩
পরে দেখ চিত্রকূট নামেতে শিখরী।
যেথা মোরা কিছু কাল ছিলুঁ বাস করি ॥ ২৪
আসিছিল ভরত সুন্দর এই স্থলে।
মোরে ফিরাইতে সঙ্গে লইয়া সকলে ॥ ২৫
তার পর দেখ এই যমুনা সুন্দরী।
পার হয়্যাছিলুঁ যারে মোরা ভেলা করি ॥ ২৬
পরে দেখ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম।
প্রয়াগ যাহার নাম অতি মনোরম ॥ ২৭
আজিকার দিবস হইল অবসান।
অতএব এথাই করিব অবস্থান ॥ ২৮
এত বাণী প্রভুমুখে যেই নিকসিল।
পুষ্পক-বিমান তেঁই ভূতলে নামিল ॥ ২৯
তবে প্রভু সব সৈন্য রাখি সেই স্থলে।
সঙ্গেতে লইয়া মুখ্য বা·র-সকলে ॥ ৩০
লক্ষ্মণ-জানকী-বিভীষণে সঙ্গে করি।
প্রবেশ করিলা মুনি-আশ্রম-ভিতরি ॥ ৩১
দূর হৈতে রামে দেখি মুনি মহাজ্ঞানী।
সসম্ভ্রম হইয়া কহেন এই বাণী ॥ ৩২
কি ভাগ্য কি ভাগ্য আজি কি ভাগ্য আমার
রামচন্দ্র আশ্রমেতে আইলা যাহার ॥ ৩৩
আস্থ আস্থ মোর গৃহে কর আগমন।
এত কহি অগ্রেতে আইলা তপোধন ॥ ৩৪
তাঁরে দেখি রঘুবর সকলসহিত।
প্রণাম করিলা হয়্যা ভূতলে পতিত ॥ ৩৫
মুনি দূর্ব্বা-ধান্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করি।
লয়্যা গেলা তাঁহাদিগে কুটীর-ভিতরি ॥ ৩৬
সকলেরে বসাইয়া উচিত আসনে।
কহিছেন মুনিরাজ শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ৩৭
রঘুবর সুখেতে করিলে আগমন।
সুখেতে আইলা শ্রীজানকী শ্রীলক্ষ্মণ ॥ ৩৮
শ্রীরাম কহেন প্রভু তোমার প্রসাদে।
আসিয়াছি মোরা সবে পথে মহাহ্লাদে ॥ ৩৯
কিন্তু নিজ দেশের বৃত্তান্ত না জানিয়া।
রহিয়াছি অতিশয় চিন্তিত হইয়া ॥ ৪০
কহ কহ অনুগ্রহ করি মহাশয়।
আমাদের দেশেতে দুর্ভিক্ষ নাহি হয় ॥ ৪১
কুশলেতে আছে মোর ভাই দুইজন।
বাঁচিয়া আছেন কৌশল্যাদি মাতৃগণ ॥ ৪২
এত শুনি কহে মুনি, শুন শুন রঘুমণি,
ধরণী সুভিক্ষ তব বলে।
কৌশল্যা কেকয়সুতা, সুমিত্রাদি তব মাতা,
প্রাণে প্রাণে আছেন সকলে ॥ ৪৩
শ্রীভরত শ্রীশত্রুঘ্ন, দোঁহাকার নাহি বিঘ্ন,
বাঁচি আছে আর সব জন।
কিন্তু তব বিরহত, সবাকার অবিরত,
দুঃখ-শোকে দহিছে জীবন ॥ ৪৪
বিশেষত শ্রীভরত, পাইতেছে দুঃখ যত,
নাহি হয় তাহার বর্ণন।
সে দুঃখ ভাবন করি, ধৈরয ধরিতে নারি,
বক্ষঃস্থল বিদরে যেমন ॥ ৪৫
চিত্রকূট-গিরি হৈতে, ফিরি আসি অযোধ্যাতে,
তোমা বিনা দেখি শূন্যকার।
সেথানে রহিতে নারি, নন্দীগ্রামে বাস করি,
আছয়ে দুঃখিত অনিবার ॥ ৪৬
তোমার পাদুকা দুটি, বসাইয়া পরিপাটী,
স্বর্ণ-সিংহাসন-উপরিতে।
তাঁরে করি নিবেদন, রাজকর্ম্ম আচরণ,
করয়ে সর্ব্বদা শাস্ত্ররীতে ॥ ৪৭
নাহি সুখভোগ তার, তাহে কার্শ্য সুবিস্তার,
অঙ্গেতে মালিন্য অতিশয়।

প্রতিদিন ক্ষণে ক্ষণে, গণনা করয়ে দিনে,
ফলমাত্র ভক্ষণ করয় ॥ ৪৮
মস্তকেতে জটা ধরে, বৃক্ষের বাকল পরে,
ভূমিতলে করয়ে শয়ন।
এবে শুনি লোকস্থানে, গোমূত্রে যবের কণে,
পাক করি করয়ে ভক্ষণ ॥ ৪৯
অতএব ত্বরা করি, যাইয়া আপন পুরী,
ভরতেরে করহ সান্ত্বন।
দেখা দিয়া মাতৃগণে, প্রজা মন্ত্রী বন্ধুজনে,
স্থির কর শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৫০
ভরতের দশা শুনি ভরদ্বাজ-মুখে।
ক্রন্দন করেন প্রভু অতিশয় দুখে ॥ ৫১
তবে কহিছেন মুনি তাঁহে পুনর্ব্বার।
রামচন্দ্র ক্রন্দন করহ কেন আর ॥ ৫২
নিকট হয়্যাছে এবে তোমার ভবন।
শীঘ্র গিয়া ভরতেরে করহ সান্ত্বন ॥ ৫৩
কিন্তু ইথে বিলম্ব করিতে যোগ্য নয়।
শুনিয়াছি লোকমুখে তাহার নির্ণয় ॥ ৫৪
চতুর্দ্দশবর্ষ পঞ্চ দিবস দেখিয়া।
জীবন ত্যেজিবা সেহ অনলে পশিয়া ॥ ৫৫
তাহে আজি চতুর্দ্দশ বৎসর পূরিয়া।
পঞ্চ দিন গত হলা দেখিলুঁ গণিয়া ॥ ৫৬
অতএব অতি শীঘ্র যাহ তুমি ঘরে।
কিম্বা দূত পাঠাহ ভরত-বরাবরে ॥ ৫৭
এই ত কহিলুঁ সব ভরতের কথা।
তোমারে কি জিজ্ঞাসিব বনে ছিলে যথা ॥ ৫৮
করিযাছ যেই কার্য্য তুমি বনে গিয়া।
তাহা সব জানি আমি এথাই থাকিয়া ॥ ৫৯
চিত্রকূট ছাড়ি গিয়া গয়াশ্রাদ্ধ করি।
মুনিদিগে দেখা দিলে বনের ভিতরি ॥ ৬০
জনস্থানে বধিলে সসৈন্যে দূষ্ট খরে।
সংহার করিলে মারীচেরে তার পরে ॥ ৬১
পরে সীতা হরি লয়্যা গেল দশানন।
বনে বনে ফিরি তারে কৈলে অন্বেষণ ॥ ৬২
জটায়ু-সৎকার করি বধিযা কবন্ধে।
শবরীরে দিলে গতি নাশি মায়া-বন্ধে ॥ ৬৩
সুগ্রীবেরে সখা করি বালীরে বধিয়া।
সীতা-অন্বেষণ কৈলে কপি পাঠাইয়া ॥ ৬৪
মারুতির মুখে শুনি সীতার বৃত্তান্ত।
সৈন্য লয়্যা চলি গেলে পয়োনিধিপ্রান্ত ॥ ৬৫
সাগরেতে সেতু করি লঙ্কাতে যাইয়া।
সবংশে নাশিলে দশাননেরে যুঝিয়া ॥ ৬৬
বিভীষণে রাজ্যপদ করিলে অর্পণ।
তবে তোমা বর দিলা সব দেবগণ ॥ ৬৭
আমিহও বাঞ্ছা করি তোমা বর দিতে।
আপনার তপোবল সার্থক করিতে ॥ ৬৮
আপনি যদ্যপি হও পরম ঈশ্বর।
তভু নরলীলাতে উচিত নিতে বর ॥ ৬৯
আমিহও এক বর মাগিয়ে তোমায়।
সসৈন্যে অতিথি হও আমার এথায় ॥ ৭০
আজি অবস্থিতি কর মোর তপোবনে।
কল্য দিন গমন করিবে নিকেতনে ॥ ৭১
এত বাণী শুনিযা কহেন রঘুরাজ।
প্রভুর যে আজ্ঞা সেই হয় মোর কাজ ॥ ৭২
যদি মোর প্রতি বর দিতে হয় মন।
তবে এই বর মোরে করুন অর্পণ ॥ ৭৩
বিস্তর বানর মোর সঙ্গে আসিয়াছে।
তাহাদের লাগি পুষ্প-ফল হকু গাছে ॥ ৭৪
নহে যাহাদের পুষ্প-ফলের সময়।
তাহাতেও হকু পুষ্প ফল অতিশয় ॥ ৭৫
শুষ্ক হয়্যা আছে যত বৃক্ষ নানা স্থলে।
তারাও পূরিত হকু পত্র-পুষ্প-ফলে ॥ ৭৬
স্রবুক সকল বৃক্ষে মিষ্ট মধুধার।
পরিপূর্ণ হকু জল সব নিম্নগার ॥ ৭৭
এতেক বচন শুনি সেই তপোধন।
তথাস্তু বলিয়া বর করিলা অর্পণ ॥ ৭৮
পরে ভরদ্বাজ প্রবেশিয়া যজ্ঞ-ঘরে।
আহ্বান করিলা বিশ্বকর্ম্ম-শিল্পিবরে ॥ ৭৯
তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মা সেথানে আইলা।
তাঁর প্রতি ভরদ্বাজ কহিতে লাগিলা ॥ ৮০
শিল্পবর সহসৈন্যে শ্রীরঘুনন্দনে।
অতিথি করিলুঁ আমি আপন ভবনে ॥ ৮১
অতএব এই মোর হৃদয়ের কাম।
যাহে সিদ্ধ হয় তুমি কর সেই কাম ॥ ৮২
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা যে আজ্ঞা বলিয়া।
করিছেন সব কর্ম্ম যতন করিয়া ॥ ৮৩

প্রথমে রচিলা এক বাটী মনোহর।
আয়াম বিস্তার যার অতি বহুতর ॥ ৮৪
অপর কি কব তত রাম-সৈন্য যায়।
নিবাস করিবে সবে যোগ্য ব্যবস্থায় ॥ ৮৫
সে বাটীতে কৈলা কত বিচিত্র ভবন।
স্বর্ণময় মণিময় বিচিত্র-রচন ॥ ৮৬
তাহে কত মণি-বদ্ধ দিব্য সরোবর।
উপবন কত পুষ্পফলে মনোহর ॥ ৮৭
নানা স্থানে কত শত হইল তটিনী।
সবে তারা সুধাসম-সলিল-বাহিনী ॥ ৮৮
দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু সুরা ইক্ষুরস।
বহে আর কত নদী কত বা পায়স ॥ ৮৯
সে সকল গৃহ মুনিরাজের বচনে।
পূরিত হইল বস্ত্র-ভূষণ-শয়নে ॥ ৯০
ভোজন-পানের পাত্র তাম্বূল-ভাজন।
পাদুকা চামর ছত্র বিতান আসন ॥ ৯১
এই আদি পরিচ্ছদ গৃহের যাবৎ।
মুনির বচনে পূর্ণ হইল তাবৎ ॥ ৯২
চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ অন্ন।
মুনির ইচ্ছায় সব হইল সম্পন্ন ॥ ৯৩
তবে নিজ তপোবলে সেই মুনিবর।
সৃজিলেন কত অনুচরী অনুচর ॥ ৯৪
সে সকল দেখি মুনি উলসিত-প্রাণী।
রামের নিকটে গিয়া কহেন এ বাণী ॥ ৯৫
রঘুবর তুমি হও কমলার স্বামী।
তব সেবা যোগ্য দ্রব্য কোথা পাব আমি ॥৯৬
কিন্তু তব ভৃত্যগণে করিতে সেবন।
তব কৃপাবলে কৈলুঁ কিছু আহরণ ॥ ৯৭
আপনি সে সকল দেখিয়া একবার।
আজ্ঞা দাও সকলে করিতে অঙ্গীকার ॥ ৯৮
এত শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া রঘুবর।
প্রবেশ করিলা সেই বাটীর ভিতর ॥ ৯৯
দেখিয়া বাটীর শোভা অতি পরিষ্কার।
সকলের হৃদয়ে হইল চমৎকার ॥ ১০০ ॥
তবে প্রভু সৈন্যগণে কৈলা আজ্ঞাপন।
তারা সকলেতে আসি কৈল প্রবেশন ॥ ১০১
তবে করযোড় করি প্রভু রঘুপতি।
নিবেদন করিছেন মুনিরাজ-প্রতি ॥ ১০২
প্রভু তব মুখে শুনি ভরতের ক্লেশ।
পাইয়াছি আমি মনে উদ্বেগ বিশেষ ॥ ১০৩
অতএব তাহা বিনে ভুঞ্জিতে বিষয়।
কদাচ আমার মনে বাসনা না হয় ॥ ১০৪
ইহাতে দিবেন আজ্ঞা আপুনি যেমন।
তাহাই করিব আমি এই নিবেদন ॥ ১০৫
মুনিবর কহেন শুনহ রঘুপতি।
জানি তব স্নেহ যেন ভরতের প্রতি ॥ ১০৬
এ লাগি তোমারে এথা না কব রহিতে।
ইথে এত শঙ্কা তুমি কেন কর চিতে ॥ ১০৭
আর দেখ সেবিলে তোমার ভক্তজনে।
যেন তব তোষ তেন নহে স্বসেবনে ॥ ১০৮
অতএব এই সব ভল্লুক-বানরে।
সেবিব আমিহ এই সামগ্রীনিকরে ॥ ১০৯
এত কহি ভল্ল-কপি-রাক্ষস-সেবনে।
নিযুক্ত করিয়া সব দাস-দাসীজনে ॥ ১১০
সঙ্গেতে লইয়া রাম-জানকী-লক্ষ্মণে।
কুটীরে আইলা মুনি আনন্দিত-মনে ॥ ১১১
বন্য মূল-ফল-জল করিয়া অর্পণ।
রামের আতিথ্য করি সুখী তপোধন ॥ ১১২
তবে ভোজনাদি করি কথা আলাপনে।
শ্রীরাম রহিলা মুনিপাশে সুখি-মনে ॥ ১১৩
এখানেতে কপি-ভল্ল-রাক্ষস দেখিয়া।
ঘেরিলেক দাস-দাসী সকল আসিয়া ॥ ১১৪
এক একজন-কাছে দুই তিন করি।
সেবাতে নিযুক্ত হল্য দাস অনুচরী ॥ ১১৫
বিভীষণ সুগ্রীবাদি মুখ্য কপিগণে।
লয়্যা গেল তারা সবে উচিত ভবনে ॥ ১১৬
স্নান-বস্ত্র-ভূষা নানা ভোগ-উপভোগে।
তাহারা তাঁদিগে সুখী কৈল সেবাযোগে ॥১১৭
তাঁহারাও সেই ভোগ-বিভোগে মগন।
স্বর্গে আছি এই বলি করিছেন মন ॥ ১১৮
অতঃপর ক্ষুদ্র কপি ভল্লুক-চরিত।
শ্রবণ করহ সবে বর্ণিব কিঞ্চিৎ ॥ ১১৯
শ্রীরামচন্দ্রের নিজ দেশ-আগমনে।
অতিশয় সুখোদ্রেক হইয়াছে মনে ॥ ১২০
এ লাগি না লবে দোষ আমার বচনে।
মত্তজন অবক্তব্য কথা কে না ভণে ॥ ১২১

ক্ষুদ্র কপি দাসদাসীগণে দেখি কাছে।
ত্রাস পাই লম্ফ দিয়া উঠিয়েছে গাছে ॥ ১২২
সেখানে উঠিয়া নানা মুখভঙ্গী করি।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে তাদের উপরি ॥ ১২৩
তারা সবে মুনি-ভয়ে সশঙ্কিত-মন।
তাহাদের প্রতি কহে মধুর বচন ॥ ১২৪
কেন তোমা সবে উঠ বৃক্ষের উপরি।
নামি আস্য মোরা তোমাদের সেবা করি ॥ ১২৫
স্নান করি বস্ত্র-ভূষা কবি পরিধান।
নানারস-অন্ন খাও কর মধুপান ॥ ১২৬
দিব্য গৃহে বিলাস করহ সুখমনে।
গীত-বাদ্য শুন সবে দেখহ নর্ত্তনে ॥ ১২৭
বিচিত্র শয়নে স্বর্গরমণী লইয়া।
শয়ন করিয়া থাক সুখিত হইয়া ॥ ১২৮
এত শুনি আনন্দিত কপি-ভল্লগণ।
দাসদাসী-নিকটে করিল আগমন ॥ ১২৯
তবে তারা লয্যা দিব্য গন্ধ উদ্বর্ত্তন।
করিতেছে কপি-ভল্ল-অঙ্গেতে লেপন ॥ ১৩০
তাহে তাহাদের রোমদৃষ্টি নাহি হয়।
তাহে দুঃখী হয্যা কপি ক্রন্দন করয় ॥ ১৩১
একমনে তোমা সবে করহ সেবন।
যাহে নষ্ট হল্য রোম চিরন্তন ধন ॥ ১৩২
ক্রন্দন শুনিয়া হাসি সে সব সুন্দরী।
সুগন্ধি-সলিল ঢালে তাদের উপরি ॥ ১৩৩
সেই জলে গলিয়া পড়য়ে উদ্বর্ত্তন।
তাহে পরকাশে তাহাদের রোমগণ ॥ ১৩৪
তাহা দেখি কপি সব কহে হস্ত তুলি।
যায় নাই যায় নাই আছে রোমগুলি ॥ ১৩৫
কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া গন্ধজলে।
স্নান লাগি সরোবরে যায় কুতূহলে ॥ ১৩৬
নিজ প্রতিবিম্ব দেখি নির্ম্মল সে জলে।
অন্য বোধ করি ডাকে বান্ধব সকলে ॥ ১৩৭
আস্য আস্য সবে আসি কর নিরীক্ষণ।
জলের ভিতরে প্রবেশিল কোন্ জন ॥ ১৩৮
সেই বাক্য-প্রতিধ্বনি প্রবেশে শ্রবণে।
ইঙ্গিত করিল বলি তাহে মানে মনে ॥ ১৩৯
তাহে নানামত নেত্র-মুখ-ভঙ্গী করি।
ইঙ্গিত করয়ে প্রতিবিম্বে কোপে ভরি ॥ ১৪০

সেই সব ভঙ্গী পুন ছায়াতে দেখিয়া।
অতিশয় কোপেতে হইল মত্ত-হিয়া ॥ ১৪১
ভুজে তাল দিয়া দন্ত কড়মড়ি করি।
লম্ফ দিয়া পড়িল সে জলের উপরি ॥ ১৪২
সেখানে কারেও নাহি পাইয়া দেখিতে।
লজ্জিত হইয়া উঠি আল্য উপরিতে ॥ ১৪৩
তবে তাহাদের অঙ্গ করিয়া প্রোক্ষন।
পরিবারে দিল দিব্য বসন-ভূষণ ॥ ১৪৪
লইয়া তাহারা সেই বস্ত্র-অলঙ্কারে।
পরিধান করে নিজ ইচ্ছা-অনুসারে ॥ ১৪৫
যেখানে পরিতে যোগ্য নহে যে ভূষণ।
সেই স্থানে তাহারে করয়ে সমর্পণ ॥ ১৪৬
মণিময়-হার পরে চরণ-উপরে।
কটির কিঙ্কিণী উরে পরিধান করে ॥ ১৪৭
করের বলয় চরণেতে পরিবারে।
আয়োজন করে তারা বিবিধ প্রকারে ॥ ১৪৮
তথাপি যখন তাহা পরা নাহি যায়।
তখন কুপিত হয্যা ভাঙ্গিয়া ফেলায় ॥ ১৪৯
কেহ কেহ মণিময়-পদক-ভিতর।
নিজ-প্রতিবিম্ব দেখি শঙ্কিত-অন্তর ॥ ১৫০
তুলি তুলি পুনঃপুন তল দেখে তার।
না দেখিতে পাই কিছু পায় চমৎকার ॥ ১৫১
এইরূপে তারা সবে বেশ-ভূষা করি।
প্রবেশয়ে ভোজনের ভবন-ভিতরি ॥ ১৫২
সেখানে দিয়াছে বসিবারে বহুতর।
শারি শারি স্বর্ণপীঠ অতি মনোহর ॥ ১৫৩
সে সব আসন দেখি শঙ্কিত-অন্তর।
বসিতে না পারে কপি তাহার উপর ॥ ১৫৪
কেহ কেহ সে আসন তুলি রাখি মাতে।
আপনারা বসিতেছে শুদ্ধ মৃত্তিকাতে ॥ ১৫৫
তবে ভৃত্যগণ কহে এইত আসনে।
বসিয়া ভোজন কর সবে সুখিমনে ॥ ১৫৬
তাহা শুনি লজ্জিত হইয়া কপিগণ।
বসিতেছে আসনেতে করিতে ভোজন ॥ ১৫৭
তবে যত অনুচরে, পরিবেশ কর্ম্ম করে,
সেই কপি ভল্লূক সকলে।
প্রথমেতে পরিপাটী, দিল স্বর্ণ ঘটী বাটী,
পরিপূর্ণ করি শীতজলে ॥ ১৫৮

রজত-কাঞ্চন-মণি, পাত্রে পূর্ণ করি আনি,
ভক্ষ্য দ্রব্য করয়ে অর্পণ।
ছয় রসে সুপ্রশস্ত, লেহ্য পেয় চর্ব্ব্য চোষ্য,
সব তাহা না হয় বর্ণন ॥ ১৫৯
অন্ন সুমধুর-পাক, কতজাতি মিষ্ট শাক,
কতমত শুক্তা চমৎকার।
কত ঝাল ঝোল সূপ, নানা মত ভাজি পূপ,
অম্লরস বিবিধপ্রকার ॥ ১৬০
দধি দুগ্ধ শিখরিণী, পরমান্ন খণ্ড চিনি,
রোটি পুরী বড়া নানামত।
লড্ডু খাজা মণ্ডা মণ্ডী, মনোহরা বীরখণ্ডী,
পেঁড়া ক্ষীরপুলী আদি কত ॥ ১৬১
শ্রীরঘুনন্দন বলে. মুনিরাজ-তপোবলে,
যত দ্রব্য হল্য উপস্থিত।
তাহা কে বর্ণিতে পারে, নিজ শক্তি-অনুসারে,
কহিলাম কিঞ্চিত কিঞ্চিত ॥ ১৬২
নিরখিয়া সেই সব ওদন-ব্যঞ্জন।
আনন্দিত হয়্যা কপি করয়ে ভোজন ॥ ১৬৩
তাহে কটু দ্রব্য যবে ভক্ষণ করয়।
নেত্র বাহি অশ্রুজল সে কালে পড়য় ॥ ১৬৪
তবে সশঙ্কিত হয়্যা তাহারা সকলে।
পরস্পর মুখ চাহি এই কথা বলে ॥ ১৬৫
চল চল ভাই সবে করি পলায়ন।
এমত ভোজনে আর নাহি প্রয়োজন ॥ ১৬৬
বুঝিতেছি এই মুনি বড় দুষ্টমন।
বিষ দিয়া বধিলেক সবার জীবন ॥ ১৬৭
অথবা এ ব্যক্তি নহে সত্য তপোধন।
অনুমানে বুঝি এহ হইবে রাবণ ॥ ১৬৮
সেহ মরি এই দেহ ধরি মায়াবলে।
আসিয়াছে মো-দিগে বধিতে এই স্থলে ॥ ১৬৯
ইহা না হইলে মুনিজনে কি প্রকারে।
হেন মত দুরাচার ঘটিবারে পারে ॥ ১৭০
দেখ দেখ জলিতেছে হৃদয়-বদন।
বুঝি অবশেষ হল্য ইথেই জীবন ॥ ১৭১
যে হকু সম্প্রতি জ্বালা সহিতে না পারি।
শীতল করিয়ে তনু পিয়ে এই বারি ॥ ১৭২
এত কহি প্রপাণক-পাত্র তুলি করে।
নিজ-প্রতিবিম্ব দেখে তাহার ভিতরে ॥ ১৭৩
তাহে পুন অতিশয় শঙ্কাযুক্ত মন।
সেহ পাত্র ভূমে ফেলি কহে এ বচন ॥ ১৭৪
হইল হইল এবে হইল নিশ্চয়।
বিষ বটে এ সকল নাহিক সংশয় ॥ ১৭৫
লোকে কহে কুক্কুরাদি বিষ যেহ খায়।
সেহ জলে তার মূর্ত্তি দেখিবারে পায় ॥ ১৭৬
মোরাও সকলে দেখ এইত পানীতে।
দেখিতেছি কার মূর্ত্তি না পারি চিনিতে ॥ ১৭৭
এত কহি ভয়েতে কম্পিত-কলেবর।
মল্যাম মল্যাম বলি কান্দয়ে বানর ॥ ১৭৮
তাহা দেখি হাসি কহে দাস-দাসীগণ।
ইহার ঔষধ এই পানক-সেবন ॥ ১৭৯
এত শুনি পান করে তারা সেই পানা।
তাহে কিছু কৈল ঝাল-যন্ত্রণার মানা ॥ ১৮০
তবে আনন্দিত হয়্যা কহে কপিগণ।
যেন রোগ বটে তার ঔষধ তেমন ॥ ১৮১
মোতিচুর মনোহরা দেখি কেহ কয়।
দেখ কোন বৃক্ষের এ সব ফল হয় ॥ ১৮২
অন্য জন কহে এহ ফল কভু নয়।
ফল হৈলে বোঁটা-চিহ্ন রহিত নিশ্চয় ॥ ১৮৩
মোর মনে হয় ডিম্ব হইতে পারিবে।
অতএব বুঝি ইহা ভক্ষণ করিবে ॥ ১৮৪
অন্য জন ওলা দেখি শঙ্কা করি ভণে।
স্ফটিক পাষাণ এহ না দাও বদনে ॥ ১৮৫
জিলেবী দেখিয়া কেহ সর্প সর্প বলি।
দূরে ফেলি দেয় তাহা করিয়া বিকলী ॥ ১৮৬
এইরূপ বানরের আচার দেখিয়া।
হাস্য করে নারীগণ বদন ঢাকিয়া ॥ ১৮৭
হেন মতে করিয়া ভোজন-সমাপন।
আচমন করয়ে যাবত কপিগণ ॥ ১৮৮
দাসীগণ জল দেয় স্বর্ণঝারি ধরি।
তাহে জল পড়ে ভুগ-ভুগ ধ্বনি করি ॥ ১৮৯
তাহা শুনি চমকিত হয়্যা কপিগণ।
দেখয়ে ঝারির নালে পাতিয়া নয়ন ॥ ১৯০
কেহ কহে কোন জীব ইহাতে আছয়ে।
সেই এহ শব্দ করে মোর মনে হয় ॥ ১৯১
আর এক অনুমান করে মোর মন।
এহ জল নহে কিন্তু তাহারি মূত্রণ ॥ ১৯২

অতএব কেহ ইহা না দাও বদনে।
এত কহি অন্ধ জলে কৈল আচমনে ॥ ১৯৩
তবে ভৃত্যগণ করি তাম্বুল সজ্জিত।
কপিন্দের আগে আনি অর্পিল ত্বরিত ॥ ১৯৪
সেইত তাম্বুল সবে করিয়া ভক্ষণ।
পরস্পর মুখপানে করে নিরীক্ষণ ॥ ১৯৫
তাহে রক্তবর্ণ দেখি সবার বদন।
কহিতেছে এই কথা অতি ভীত-মন ॥ ১৯৬
একি একি উপদ্রব হয় দরশন।
উঠিছে সবার মুখে রক্ত কি কারণ ॥ ১৯৭
তাহা দেখি সকলেই থুৎকার করয়।
তাহা রক্তবর্ণ দেখি আরো ভীত হয় ॥ ১৯৮
তাহা দেখি হাসি কহে দাস-দাসীগণ।
ভাল হবে রোগ কর মুখ-প্রক্ষালন ॥ ১৯৯
তবে তারা প্রক্ষালিয়া নিজ নিজ মুখ।
নানা শুক্লবর্ণ দেখি পাল্য বড় সুখ ॥ ২০০
এইরূপ কৌতুকে দিবস হল্য শেষ।
তবে রাত্রি আসিয়া করিল পরবেশ ॥ ২০১
মুনি-আজ্ঞা-বলে তবে বহয়ে পবন।
শীতল সৌগন্ধ্য-মান্দ্য-গুণের ভাজন ॥ ২০২
বিকসিত-পুষ্প হল্য সব উপবন।
নিনাদ করয়ে তাহে ভৃঙ্গ-পক্ষিগণ ॥ ২০৩
মুনির আজ্ঞায় আসি বিদ্যাধরীগণ।
গন্ধর্ব্ব-সহিত করে সঙ্গীত নর্ত্তন ॥ ২০
এইরূপ নৃত্যগীত-বাদ্য সুখে করি।
মহানন্দে গত প্রায় হল্য বিভাবরী ॥ ২০৫
তবে সবে নিদ্রাবেশে করিতে শয়ন।
প্রবেশ করয়ে দিব্য দিব্য নিকেতন ॥ ২০৬
সে সকল গৃহ অতি মনোহর হয়।
ভিত্ত সব তাহাদের হয় মণিময় ॥ ২০৭
তাহে প্রতিবিম্ব দেখি মূর্খ কপিগণ।
কহিতেছে এই কথা সশঙ্কিত-মন ॥ ২০৮
একি একি চমৎকার আমি কি প্রকারে।
প্রবেশ করিলুঁ এই ভিত্তির মাঝারে ॥ ২০৯
কি করি বা বাহির হইব পুনর্ব্বার।
এত বলি কান্দয়ে করিয়া হাহাকার ॥ ২১
তাহা শুনি হাসি হাসি কহে দাসীগণ।
বাহির হইবে শুন মোদের বচন ॥ ২১১
চক্ষু মুদি ঘুরি কর দ্বার নিরীক্ষণ।
তবেই হইবে বাহিরেতে আগমন ॥ ২১২
তাহা শুনি সেইরূপ করিয়া বানর।
নিজ পানে চাহি হয় সুখিত অন্তর ॥ ২১৩
অন্য কপি বহুতর নির্ম্মল দর্পণে।
নিজ-ছায়াগণ দেখি এই কথা ভণে ॥ ২১৪
একি মোর সম আর না হয় দর্শন।
এথা দেখা যায় মোর সম বহুজন ॥ ২১৫
অনুমান করে ইথে আমার হৃদয়।
ইহারা সকল হবে রাক্ষস নিশ্চয় ॥ ২১৬
মরিয়াছে মোর হাতে যত নিশাচর।
তারা পাইয়াছে মোর-সম কলেবর ॥ ২১৭
লোকে কহে মৃত্যুকালে যে ভাবে যাহারে।
সেই মরি পায় তার সমান আকারে ॥ ২১৮
অতএব মোরে ভাবি যে যে মরিয়াছে।
সে সে মোর-সম কলেবর পাইয়াছে ॥ ২১৯
সেই সব নিশাচর একত্র মিলিয়া।
আসিয়াছে এথা মোরে বাঁধিব বলিয়া ॥ ২২০
আমারেও যোগ্য এবে বিক্রম করিতে।
উচিত না হয় কোনো মতে পলাইতে ॥ ২২১
এত কহি হয়্যা অতি কুপিত-অন্তর।
মুষ্টিপাত করে এক দর্পণ-উপর ॥ ২২২
তাহে ভিন্ন হয়্যা গেল সেইত দর্পণ।
সেই প্রতিবিম্ব তাব হল্য অদর্শন ॥ ২২৩
তাহা দেখি সেহ কহে সানন্দ-অন্তর।
কেমন কেমন ফল পাল্যো নিশাচর ॥ ২২৪
এইরূপে যত ছিল সেথানে দর্পণ।
সে সকল করিলেক তাহারা ভঞ্জন ॥ ২২৫
কেহ কেহ পূর্ব্বমত অনুমান করি।
ভয়ে পলাইয়া যায় গৃহ পরিহরি ॥ ২২৬
...দিগে প্রবোধ করিয়া দাসীগণ।
শয়ন-গৃহেতে লয়্যা করায় শয়ন ॥ ২২৭
তাহে কারো কারো স্ত্রীসঙ্গমে ধায় মন।
মুনির বরেতে তাও হইল পূরণ ॥ ২২৮
এইরূপ নানা ভোগে অতি হৃষ্টমন।
কহিতেছে কপি সব হৃদয়ে চিন্তন ॥ ২২৯
কি কার্য্য মোদের গিয়া অযোধ্যানগরে।
কিবা কার্য্য আছয়ে যাইয়া নিজ ঘরে ॥ ২৩০

এই স্থানে মোরা বাস করিয়া রহিব।
মুনির প্রসাদে নানা বিভোগ করিব ॥ ২৩১
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কপিগণে।
নিদ্রা আসি আকর্ষণ করিল নয়নে ॥ ২৩২
তবে তারা নিদ্রা যায় আনন্দ-আবেশে।
দাসীগণ সেবা করে অশেষ বিশেষে ॥ ২৩৩
চামর ঢুলায় কেহ কেহ বা ব্যজন।
কেহ ধূপ জ্বালি দেয় মাথায় চন্দন ॥ ২৩৪
হেন মতে কপিগণ রামচন্দ্র-স্নেহে।
স্বর্গ-সুখভোগ কৈল থাকি পশু-দেহে ॥ ২৩৫
হেন কৃপাময় প্রভু না ভজে যে জন।
ধিক্ তারে জন্মিল সে মূর্খ কি কারণ ॥ ২৩৬
অতএব শুনহ সকল সাধুজন।
দৃঢ়ভাবে সেবা কর শ্রীরাম-চরণ ॥ ২৩৭
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৩৮

ইতি রামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে
ভরদ্বাজাশ্রমনিবাসো নাম ঊনত্রিংশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সৈন্যসহ শ্রীরামের শৃঙ্গবেরপুরে বিশ্রাম।

স্বভ্রাতরং বরমুপেক্ষিতুমস্মি শক্তো,
ন ত্বাত্মভক্তমিতি বেদয়িতুং জনান্ যঃ।
তস্থৌ গুহস্য গৃহ এব নতু ব্যতীতে,
সীমাদিনেঽপি ভরতং সমগাত্তমীড়ে ॥ ১

তবে অতি প্রভাতে উঠিয়া রঘুপতি।
বায়ুপুত্রে ডাকিয়া কহেন তাঁর প্রতি ॥ ২
বাপধন শুন তুমি আমার বচন।
যাহ অতি শীঘ্র করি অযোধ্যা ভবন ॥ ৩
যাইবার কালে শৃঙ্গবের-পুর মাজে।
সংবাদ জানায়্যা যাবে মিতা গুহরাজে ॥ ৪
মোর লাগি আছে সেহ বড় উৎকণ্ঠিত।
সান্ত্বনা করিবে তারে তুমি যথোচিত ॥ ৫
কহিবে মিতারে আমি তাহারে দেখিতে।
অদ্যই যাইব তার নিকটে ত্বরিতে ॥ ৬
চণ্ডাল বলিয়া তারে ঘৃণা না করিবে।
আমার সমান করি সর্ব্বথা দেখিবে ॥ ৭ *
মোর বার্ত্তা শুনি প্রীতি হইবে তাহার।
তাহার প্রীতেই প্রীতি জানিবে আমার ॥ ৮
মিতারে সংবাদ দিয়া করিয়া সান্ত্বন।
অদ্যই ভরত-কাছে করিবে গমন ॥ ৯
তাহাতেও কদাচ বিলম্ব নাহি হয়।
বিলম্ব হইলে তার দর্শনে সংশয় ॥ ১০
শুনিয়াছ মোর মুখে প্রতিজ্ঞা তাহার।
যাহা ভাবি সদা মন শঙ্কিত আমার ॥ ১১
চৌদ্দবর্ষ পঞ্চদিন কারি প্রতীক্ষণ।
আমি নাহি গেলে সেহ তেজিবে জীবন ॥ ১২
তাহে চৌদ্দ-বর্ষ পঞ্চদিন বহিয়াছে।
ষষ্ঠ দিবসের অদ্য আরম্ভ হয়্যাছে ॥ ১৩
অতএব তুমি যথাশক্তি বেগ করি।
যাহ প্রাণাধিক ভরতের বরাবরি ॥ ১৪
কহিবে তাহারে মোর বৃত্তান্ত সকল।
জিজ্ঞাসিবে সেথাকার সবার মঙ্গল ॥ ১৫
যদি কিছু হয়্যা থাকে সেখানে বিপত্তি।
তবে তুমি শীঘ্র আগে করিবে আগতি ॥ ১৬
উৎকট অশুভ যদি সেথা কিছু হয়।
তবে আমি গৃহে নাহি যাইব নিশ্চয় ॥ ১৭
অতএব তুমি শীঘ্র সেখানে যাইয়া।
শুভাশুভ বার্ত্তা জান বিশেষ করিয়া ॥ ১৮
আমারো অদ্যই ভরতেরে দেখিবারে।
ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহা বুঝি হত্যে নারে ॥ ১৯
মধ্য পথে মিতা আছে উৎকণ্ঠিত-মন।
করিতে হইবে তার সঙ্গে সম্ভাষণ ॥ ২০
অতএব আজি রহি মিতার নগরে।
দেখিব যাইয়া কল্য দিন ভ্রাতৃবরে ॥ ২১
জানাইয়া তারে এই সব সমাচার।
প্রবোধিয়া রাখিবে দিবস আজিকার ॥ ২২

* তথাচ—
"ভবিষ্যতি গুহঃ প্রীতঃ স মমাত্মসমঃ সখা"
ইতি।

প্রভুর বচন শুনি পবননন্দন।
প্রণাম করিয়া তাঁরে করিলা গমন ॥ ২৩
আকাশমার্গেতে উঠি জাহ্নবী লঙ্ঘিয়া।
শৃঙ্গবের পুরে গেলা আনন্দিত-হিয়া ॥ ২৪
আমার বদনে শুনি রাম আগমন।
পশু বলি শ্রদ্ধা না করিবে কোনো জন ॥ ২৫
এত ভাবি ধরি হিঁহ মানুষ-মূরতি।
গুহের নিকটে যাইছেন শীঘ্রগতি ॥ ২৬
এখানে নিষাদ-রাজ প্রভাত সময়ে।
বসিয়াছে লয়্যা নিজ বান্ধব-সঞ্চয়ে ॥ ২৭
শ্রীরামবিরহে অতি উৎকণ্ঠিত-মতি।
কহিছেন সেই সব বন্ধুজন প্রতি ॥ ২৮
দেখ দেখ বন্ধুগণ করি বিবেচন।
মিতা মোর অদ্যাপি না আল্য কি কারণ ॥২৯
কহি গেলা হল্যে চতুর্দ্দশ-বর্ষ শেষ।
পঞ্চদিন-মধ্যে আমি আসিব এ দেশ ॥ ৩০
তাহে দেখ আজ ষষ্ঠ দিন প্রবেশিল।
তথাপি আমার মিতা কেন না আইল ॥ ৩১
অথবা গিয়াছে ঘরে অন্য পথ দিয়া।
এপথে না আল্য কোনো কার্য্যের লাগিয়া ॥
অথবা চণ্ডাল বলি ঘৃণা করি মনে।
অন্য পথে গেলা মিতা আপন-ভবনে ॥ ৩৩
কোথা সে সুন্দর গুণী অযোধ্যাভূপতি।
কোথা আমি কুৎসিত নির্গুণ নীচ অতি ॥ ৩৪
মোর প্রতি তাঁর ঘৃণা যোগ্য সর্ব্বথায়।
অতএব সেহ নাহি আইল এথায় ॥ ৩৫
অথবা যেমন প্রীতি আমাতে তাঁহার।
তাহে কভু সম্ভাবনা না হয় ঘৃণার ॥ ৩৬
অতএব বুঝি মিতা কোনো বিপত্তিতে।
ঠেকিয়াছে তেঁই না পারিয়াছে ফিরিতে ॥ ৩৭
যে হকু সে হকু আর না পারি সহিতে।
মিতার বিয়োগ-দুঃখ দহিতেছে চিতে ॥ ৩৮
অতএব তোরা মোরে দাও অনুমতি।
জীবন তেজিব ভাবি চিতায় মূরতি ॥ ৩৯
এতেক গুহের বাণী করিয়া শ্রবণ।
কহিতেছে তাঁর প্রতি তাঁর মন্ত্রিগণ ॥ ৪০
মহারাজ যেই কথা কহিছ আপনি।
আমরাও এইরূপ মনে মনে গণি ॥ ৪১
কিন্তু আজিকার দিন কর প্রতীক্ষণ।
করিবে তাহাই কল্য যাহে হয় মন ॥ ৪২
আজি চারিদিগে চর করিয়ে প্রেরণ।
করিবারে তোমার মিতার অন্বেষণ ॥ ৪৩
তারা ফিরি আইলে তাদের কথা শুনি।
যেই ইচ্ছা হয় তাহা করিবে আপুনি ॥ ৪৪
এত শুনি অনুমতি দিলা গুহ তায়।
তবে চারিদিগে চর যূথে যূথে ধায় ॥ ৪৫
তারা সবে হাহা রাম কোথা রাম বলি।
যাইতেছে অতিশয় করিয়া বিকলী ॥ ৪৬
পথমধ্যে তাহাদিগে দেখি বায়ুসুত।
জিজ্ঞাসা করেন অতিশয় শঙ্কাযুত ॥ ৪৭
কে বট কে বট তোরা কোথা যাইতেছ।
কি লাগিয়া রাম রাম বলি কান্দিতেছ ॥ ৪৮
তারা কহে মোরা হই গুহকের চর।
যাইতেছি অন্বেষিতে রাম রঘুবর ॥ ৪৯
রামের বিরহ-দুঃখে চণ্ডালভূপতি।
করিছেন মরিবারে উদ্যম সম্প্রতি ॥ ৫০
অতএব মোরা অন্বেষিতে রঘুবরে।
যাইতেছি বহু চর দিকদিগন্তরে ॥ ৫১
এত শুনি সসম্ভ্রমে কহেন হনুমান্।
ফিরি চল আসিছেন রাম ভগবান্ ॥ ৫২
এত কহি তাহাদিগে সঙ্গেতে লইয়া।
গুহকের কাছে যান সত্বর হইয়া ॥ ৫৩
তবে দূত ফিরিল করিয়া নিরীক্ষণ।
জিজ্ঞাসা করেন গুহ সশঙ্কিত-মন ॥ ৫৪
এইমাত্র গেলি তোরা রাম-অন্বেষণে।
এইক্ষণে ফিরিয়া আইলি কি কারণে ॥ ৫৫
দূত কহে মহারাজ স্থির কর মন।
আসিছেন তব মিতা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৫৬
এই কথা এই জন-বদনে শুনিয়া।
মোরা মহারাজ-কাছে আইনু ফিরিয়া ॥ ৫৭
এতেক বচন শুনি নিষাদভূপতি।
চমকিত হয়্যা চান বায়ুপুত্র-প্রতি ॥ ৫৮
পুলকিত হল্য তাঁর সকল মূরতি।
সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসেন বায়ুপুত্র-প্রতি ॥ ৫৯
কোথা রাম মিতা কোথা তাঁহার রমণী।
কোথা বা লক্ষ্মণ ভ্রাতা গুণ-রত্নখনি ॥ ৬০

কহ কহ বন্ধুবর যথার্থ আপুনি।
কোথায় দেখিলে মোর মিতা রঘুমণি ॥ ৬১
কিরূপে বা তাঁর সঙ্গে তব সন্দর্শন।
হইল সে সব কহ করি বিবরণ ॥ ৬২
মারুতি কহেন শুন শুন সাধুবর।
আমি হই তব মিত্র রামের কিঙ্কর ॥ ৬৩
বিনাশ করিয়া প্রভু সসৈন্যে রাবণে।
আসিছেন কপিগণ-সহিত ভবনে ॥ ৬৪
ভরদ্বাজ আশ্রমেতে কল্য দিন ছিলা।
প্রভাতে ডাকিয়া প্রভু আমারে কহিলা ॥ ৬৫
শীঘ্র তুমি নন্দীগ্রামে করহ গমন।
ভরতেরে জানাবারে মোর আগমন ॥ ৬৬
মোর মিতা গুহ শৃঙ্গবের পুরে আছে।
আমার কুশল কহি যাবে তার কাছে ॥ ৬৭
কহিবে মিতারে আমি তাহারে দেখিতে।
অদ্যই যাইব তার নিকটে তুরিতে ॥ ৬৮
অতএব তুমি আর না কর চিন্তন।
এখনি করিবে রামচন্দ্রে নিরীক্ষণ ॥ ৬৯
যেই এই কথা কহিলেন হনুমান।
গুহক হইলা প্রেম-মদে অগেয়ান ॥ ৭০
পুলকিত-অঙ্গ হল্যা সজল-নয়ন।
মারুতিরে কোলে লয়্যা করেন নর্ত্তন ॥ ৭১

গুহের নাচন, করি নিরীক্ষণ,
তার জ্ঞাতি বন্ধুজন।
আনন্দিত-মন, করয়ে ধাবন,
নাচিবারে করি মন ॥ ৭২
আঁটি আঁটি কটী, পরে রাঙ্গা-ধটী,
বীরমাটী মাখে গায়।
বান্ধে পরিপাটী, উবু করি ঝুঁটি,
কুসুম বেড়িল তায় ॥ ৭৩
কিবা যোড়া যোড়া, কদমের কোঁড়া
শ্রবণ ভূষণ করে।
কেহ তালদল, রচিত কুণ্ডল,
কেহ শঙ্খময় পরে ॥ ৭৪
গলে গুঞ্জাহার, মাঝে মাঝে তার,
শঙ্খ-জতুময় মাল।
শঙ্খের বলয়, করেতে পরয়,
হাতে লাঠি ভাল ভাল ॥ ৭৫
সেই কথা শুনি, তাদের রমণী,
সেই মত বেশ করি।
তারাও সকলে, নাচিবারে চলে,
লাজভয় পরিহরি ॥ ৭৬
বাজায় মাদল, মুরলী সকল,
আর কলসীর কানা।
দিয়া করতারী, নাচে নরনারী,
গান করে ধরি তানা ॥ ৭৭
আজি মো-সবার, আনন্দ অপার,
প্রসন্ন হইল বিধি।
শ্রীরঘুনন্দন দেশে আগমন,
করিছেন গুণনিধি ॥ ৭৮

এইরূপ গান করি আনন্দিত-মন।
নৃত্য করে শৃঙ্গবের-পুরবাসি-জন ॥ ৭৯
বাল যুব বৃদ্ধ যত পুরুষ অবলা।
নৃত্য গীত বাদ্য করে করি ভাবকলা ॥ ৮০
আনন্দ-উল্লাসে সবে হইয়্যাছে বিহ্বল।
পুলকিত-অঙ্গ নেত্রে গলে অশ্রুজল ॥ ৮১
তাহাদ্দের মুখ দেখি পাইয়া বিস্ময়।
মনে মনে কহিছেন পবনতনয় ॥ ৮২
এক চমৎকার চর্য্যা ইহা সবাকার।
রামবার্ত্তা পাই হেন আনন্দ-অপার ॥ ৮৩
হেন প্রেম ইহাদের যদি নাহি হবে।
তবে মোর প্রভু কেন এত বশ হবে ॥ ৮৪
এত কহি আপুনিও প্রেমেতে মগন।
শ্রীমারুতি আরম্ভিলা করিতে নর্ত্তন ॥ ৮৫
কিছুকাল এই সুখে যাপন করিয়া।
পরে কহিছেন গুহকেরে সম্বোধিয়া ॥ ৮৬
নিষাদ-ভূপতি তব চরিত্র দেখিয়া।
অতিশয় বিস্ময় পাইল মোর হিয়া ॥ ৮৭
হেন প্রেম-পরিপাটী শ্রীরঘুনন্দনে।
না দেখি না শুনি কারো এ তিন ভুবনে ॥ ৮৮
আজি মোর শুভদিন শুভ ভাগ্যোদয়।
তোমারে দেখিলুঁ যার গুণে মহাশয় ॥ ৮৯
দেখিতাম তোমার মিলন রামসনে।
এই আশা করিতেছিলাম বড় মনে ॥ ৯০
কিন্তু রঘুপতি-আজ্ঞা আছয়ে আমারে।
এখনি ভেটিতে হবে ভরত কুমারে ॥ ৯১

অতএব যাও তুমি মোরে অনুমানে।
নন্দীগ্রামে আসিহ করিয়ে শীঘ্রগতি ॥ ৯২
এত কহি গুহকের অনুজ্ঞা লইয়া।
মারুতি চলিলা পুন আকাশ বাহিয়া ॥ ৯৩
এথা রাম মারুতিরে বিদায় করিয়া।
গঙ্গাস্নান করিবারে গেলা সবে নিয়া ॥ ৯৪
বিধিমতে স্নান করি জাহ্নবীর জলে।
সন্ধ্যা-আদি নিত্য কর্ম্ম করিলা সকলে ॥ ৯৫
তবে পুষ্প-মূল-ফল করিয়া অর্পণ।
গঙ্গারে পূজিয়া প্রভু করেন স্তবন ॥ ৯৬
জয় জাহ্নবি জহ্নুমুনীন্দ্রসুতে।
যমভীতি-নিবারণ-শীলযুতে ॥ ৯৭
জয় বামনদেব-পদার্ঘ্য-ভবে।
ভবভীতজনে করুণা কি হবে ॥ ৯৮
ধরণী-সুরলোক অধোভুবনে।
করিতেছ পবিত্র নিজাম্বুকণে ॥ ৯৯
নৃপসিংহ-ভগীরথ-ভক্তিবলে।
অবতীর্ণ হলো তুমি ভূমিতলে ॥ ১০০
সগরাখ্য-মহীপতি-পুত্রকুলে।
পরমী শুভলোক দিলে অতুলে ॥ ১০১
সিতিকণ্ঠ-মনোজ্ঞ-জটাপটলে।
তুমি মালতি-দাম কহে সকলে ॥ ১০২
দ্বিজ-গো-বধ-আদিক পাপঘটা।
পরিনষ্ট করে তব বারিছটা ॥ ১০৩
করুণাং রঘুনন্দন-নামজনে।
কুরু ঘোর-অমঙ্গল-ভীতমনে ॥ ১০৪
জনকনন্দিনী করি গঙ্গারে পূজন।
করিছেন কৃতাঞ্জলি এই নিবেদন ॥ ১০৫
মাতা তব অনুগ্রহে প্রভু রঘুপতি।
করিলেন কুশলেতে দেশে সমাগতি ॥ ১০৬
গিয়াছিলুঁ পূর্ব্বে যেই মানস করিয়া।
প্রভু রাজা হলো তাহা দিব পাঠাইয়া ॥ ১০৭
এইরূপ আর সবে স্তুতিভক্তি করি।
ভরদ্বাজ-নিকটেতে আইলা বাহুড়ি ॥ ১০৮
তবে প্রভু মুনি-আগে বিদায় হইয়া।
প্রস্থান করিলা পুন পুষ্পকে চড়িয়া ॥ ১০৯
এথানে গুহক রাম-বিলম্ব দেখিয়া।
অগ্রেতে চলিলা সব বান্ধব লইয়া ॥ ১১০
হয়্যাছে উৎকণ্ঠা বড় রামে দেখিবারে।
ক্ষণেক বিলম্ব তাহে সহিতে না পারে ॥ ১১১
তৃষিত-চাতক যেন গ্রীষ্মঋতু-শেষে।
উৎকণ্ঠায় ধায় মেঘ দেখিতে আবেশে ॥ ১১২
ধাইছেন আর কহিছেন বারবার।
এখনো না আল্যা কেন মিতা সে আমার ॥ ১১৩
কহিলেত তাঁর দূত এই মোর স্থানে।
প্রয়াগে আছেন আজি আসিবা এখানে ॥ ১১৪
সেহত প্রয়াগ দূর না হয় বিস্তর।
তবে কেন এখনো না আল্য রঘুবর ॥ ১১৫
তাহার বিলম্বে আর স্থির নহে মন।
ইচ্ছা হয় পক্ষ ধরি করিয়ে গমন ॥ ১১৬
এইরূপ কহি কহি অতি উৎকণ্ঠিত।
কান্দি কান্দি যান গুহ স্বগণসহিত ॥ ১১৭
এখানেতে আসিতে আসিতে রঘুপতি।
কহিছেন জনক-ভূপতি-সুতা-প্রতি ॥ ১১৮
প্রিয়ে দেখ দেখ আগে জাহ্নবীর তীর।
যেথা করিছিলুঁ জটা দিয়া বটক্ষীর ॥ ১১৯
এই স্থানে সুমন্ত্রেরে করিয়া বিদায়।
গঙ্গাপার হয়্যাছিলুঁ চড়িয়া নৌকায় ॥ ১২০
অই জীবপুত্ররক্ষ কর নিরীক্ষণ।
যার মূলে শুয়্যাছিলুঁ মোরা দুইজন ॥ ১২১
এত কহি গুহকে দেখিয়া রঘুবর।
কহিছেন পুনর্ব্বার সানন্দ-অন্তর ॥ ১২২
অই দেখ অই দেখ আমারে দেখিতে।
আসিছে আমার মিতা স্বগণ সহিতে ॥ ১২৩
নামো নামো এই স্থানে তুমি রথবর।
মিতার সঙ্গেতে আমি মিলিব সত্বর ॥ ১২৪
প্রভুর বচন শুনি পুষ্পক-বিমান।
নামিতে লাগিল অবিলম্বে সেইস্থান ॥ ১২
গুহক শ্রীরামে দেখি মহা আনন্দিত।
নয়নে গলয়ে অশ্রু হল্যা পুলকিত ॥ ১২৬
অই মিতা অই মিতা অই মিতা বলি।
নাচিতে লাগিলা বাজাইয়া করতালী ॥ ১২৭
গুহকের সঙ্গে নাচে যাবত চণ্ডাল।
জয় জয় শব্দ করি দিয়া করতাল ॥ ১২৮
শৃঙ্গবের-পুরবাসী সীমন্তিনী সব।
নর্ত্তন করয়ে করি উলু উলু রব। ১২৯

হেন কালে পুষ্পক নামিল সেই স্থলে।
শ্রীরামচন্দ্রও নামিলেন ভূমিতলে ॥ ১৩০
প্রেমে গদগদ হয়্যা ধাইয়া আসিয়া।
গুহকে করিলা কোলে বাহু পসারিয়া ॥ ১৩১
দোঁহার পরশে দোঁহে আনন্দিত-মন।
পুলকিত-কলেবর সজল-নয়ন ॥ ১৩২ ॥
গুহক পাইয়া রাম-অঙ্গ-পরশন।
স্তম্ভিত হইলা সুখে পুত্তলী যেমন ॥ ১৩৩
ক্ষণেক পরেতে পুন পাইয়া চেতন।
কহিছেন রঘুবরে সজল-নয়ন ॥ ১৩৪
কহ কহ মিতা কহ আপন-মঙ্গল।
কুশলেতে ছিলে বনে তোমরা সকল ॥ ১৩৫
শ্রীরাম কহেন মিতা কুশলে তোমার।
সর্ব্বদা কুশল হয় আমা সবাকার ॥ ১৩৬
কহ কহ তোমার মঙ্গল-সমাচার।
শুনিবারে উৎকণ্ঠিত হৃদয় আমার ॥ ১৩৭
গুহক কহেন মিতা কি কহিব আর।
জীবন আছয়ে এই কুশল আমার ॥ ১৩৮
যদি মোর দেহেতে না রহিত জীবন।
তবে তোর সঙ্গে না হইত দরশন ॥ ১৩৯
যদ্যপি তোমার দূত আজি না আসিত।
তবে এত দিন বাঁচা নিরর্থ হইত ॥ ১৪০
সহিতে না পারি তব বিয়োগযন্ত্রণ।
করিছিলুঁ আমি মরিবারে আয়োজন ॥ ১৪১
তোর দূত-মুখে পাই তোর সমাচারে।
হইল পুনশ্চ সাধ বাঁচি থাকিবারে ॥ ১৪২
এক্ষণ পাইয়া তোরে পাইলুঁ জীবন।
জুড়াইল প্রাণ মোর স্থির হল্য মন ॥ ১৪৩
আছয়ে অনেক কথা কহিব তা পরে।
এক্ষণ সকলে লয়্যা চল মোর ঘরে ॥ ১৪৪
রামে এত কহি গুহ কুমার লক্ষ্মণে।
আয় ভাই বলি কোলে নিলা সুখিমনে ॥ ১৪৫
পরস্পর আলিঙ্গনে সুখী পরস্পর।
পুলকিত হইল দোঁহার কলেবর ॥ ১৪৬
তবে রাম কপিরাজ-বিভীষণ-সঙ্গে।
গুহকের পরিচয় করি দিলা রঙ্গে ॥ ১৪৭
তবে তাঁরা আলিঙ্গন-প্রীতি-সম্ভাষণে।
পরম আনন্দ পাল্যা পরস্পর মনে ॥ ১৪৮
তবে গুহ ধরিয়া শ্রীরামচন্দ্র-করে।
লইয়া চলিলা সহসৈন্য স্বনগরে ॥ ১৪৯
আগে আগে গুহকের জ্ঞাতি-বন্ধুজন।
গীত বাদ্য নৃত্য করি করয়ে গমন ॥ ১৫০
কেহ করবাদ্য করে কেহ কক্ষতল।
কেহ মুখে বাদ্য করে কেহ বা মর্দ্দল ॥ ১৫১
নারী সব আনন্দেতে নাচি নাচি যায়।
সুমধুর স্বরে এই সব গীত গায় ॥ ১৫২

এ কি সুমঙ্গল, হইল মঙ্গল,
দিন আজি সবিশেষে।
আমা সবাকার, এইত রাজার,
মিতা আজি আল্য দেশে ॥ ১৫৩
হইল সকল জগৎ শীতল,
দশদিক্ প্রকাশিল।
দুঃখময় রাতি, পলাইল কতি,
সুখদিন উপাজিল ॥ ১৫৪
রামের বদন, করি নিরীক্ষণ,
জুড়াইল সব আঁখি।
জিনি সুধাধার, বচন-বিথার,
মন সুখী তাহা চাখি ॥ ১৫৫
হেন সুখ আর, হবে মো-সবার,
ইহা মনে নাহি ছিল।
বিধি মহাশয়, হইয়া সদয়,
তাও আনি ঘটাইল ॥ ১৫৬
শ্রীরঘুনন্দন, দেশে আগমন,
করিয়া সকল জনে।
করিলা সুখিত, যেমন তৃষিত,
চাতকেরে নবঘনে ॥ ১৫৭

এই গীত গাইয়া নাচয়ে তারা সবে
মধ্যে মধ্যে রাম জয় বলে উচ্চরবে ॥ ১৫৮
সে সুখে বিভোর হয়্যা নিষাদ-প্রধান।
রামে ছাড়ি কভু করিছেন নৃত্য গান ॥ ১৫৯
পুন রাম-কাছে আসি করে কর ধরি।
হারাধন হেন দেখে নিমিষে পাসরি ॥ ১৬০
গুহকের চর্য্যা দেখি প্রভু আনন্দিত।
বিভীষণ-সুগ্রীবাদি সকলে বিস্মিত ॥ ১৬১
হেন মতে নগরের নিকটে যাইয়া।
কহিছেন প্রভু গুহে প্রণয় করিয়া ॥ ১৬২

মিতা শ্রীভরত বিনে নগর-ভিতর।
প্রবেশিতে নাহি হয় আমার অন্তর ॥ ১৬৩
অতএব এই স্থানে করি অবস্থান।
ইহাতে তোমার যেই হয় অনুজ্ঞান ॥ ১৬৪
এত শুনি গুহক কহেন মিতা তোর।
যাহাতে আনন্দ হয় সেই ইষ্ট মোর ॥ ১৬৫
থাক থাক বাস করি এই বৃক্ষতলে।
স্বীকার করহ মোর কিছু মূল-ফলে ॥ ১৬৬
এত কহি নিজ বন্ধুগণে আজ্ঞা দিলা।
তারা ফল-মূল আদি আনিতে চলিলা ॥ ১৬৭
তবে রামচন্দ্র অতি সকরুণ-মতি।
জিজ্ঞাসন করিছেন শ্রীগুহক-প্রতি ॥ ১৬৮
মিতা মিতা পাইলাম দেখিতে সবায়।
না দেখিতে পাই কেন এখনো মাতায় ॥ ১৬৯
প্রাণে প্রাণে বাঁচিযাছে আছেন জননী।
কহ কহ মিতা তাহা তুমিহ এখনি ॥ ১৭০
গুহক কহেন মাতা আছেন ভবনে।
তার লাগি ভাবনা না কর তুমি মনে ॥ ১৭১
কিন্তু নাহি এস্যাছেন তিঁহ কি কারণ।
তাহা নাহি জানি দূত করিয়ে প্রেরণ ॥ ১৭২
রূপ কহেন চণ্ডাল-চূড়ামণি।
হেন কালে আল্যা কোথা তাহার জননী ॥ ১৭৩
তৃণধান্য-সালুকবীজের দিয়া খই।
হস্তে করি কহিতেছে বাছা রাম কই ॥ ১৭৪
তারে দেখি রামচন্দ্র কৃপা-পারাবার।
ডাকিছেন আস্য মাতা বলি বার বার ॥ ১৭৫
তবে গুহকের মাতা নিকটে আসিয়া।
কহিছেন রামে অঙ্গে কর বুলাইয়া ॥ ১৭৬
বাপধন এতদিন তোরে না দেখিয়া।
ছিলাম আমিহ যেন প্রাণেতে মরিয়া ॥ ১৭৭
তোরে দেখি পরাণ পাইলুঁ পুনর্ব্বার।
জুড়াইল দেহ মন নয়ন আমার ॥ ১৭৮
কহ কহ বাপ মোর তোরা সবে বনে।
ছিলে এতদিন শুভযুক্ত সুখিমনে ॥ ১৭৯
আর এক কথা কহ মোর বাপধন।
কিরূপেতে বনে তুমি করিতে ভ্রমণ ॥ ১৮০
অতি সুকোমল তোর চরণকমল।
সর্করা-কণ্টকযুক্ত সব বনস্থল ॥ ১৮১
তাহে কত ব্যথা হইয়াছে তোর পায়।
তাহা ভাবি মোর বুক বিদরিয়া যায় ॥ ১৮২
তোমাদেবো যে হকু পুরুষ হও তোরা।
জানকী মাতার লাগি বড় ভাবি মোরা ॥ ১৮৩
রাজকন্যা রাজবধূ অতি সুকুমার।
কিরূপে ভ্রমিত এহ বনের মাঝার ॥ ১৮৪
শ্রীরাম কহেন মাতা তব স্নেহবলে।
কোন দুঃখ পাই নাই মোরা বনস্থলে ॥ ১৮৫
দিয়াছিল দুষ্ট দশানন কিছু কষ্ট।
তব পিতৃপুণ্যে সেহ হইয়াছে নষ্ট ॥ ১৮৬
প্রভুর বচন শুনি গুহক-জননী।
কহেন শ্রীরামে পুন প্রফুল্লবয়নী ॥ ১৮৭
বাপধন কুশলে আছিলে তোরা সবে।
ইহা শুনি প্রাণ মোর এবে স্থির হবে ॥ ১৮৮
তোমাদিগে দেখি মোর আঁখি জুড়াইল।
দেহ প্রাণ মন সব শীতল হইল ॥ ১৮৯
বড় আশা ছিল এই আমার হিয়ায়।
বন হল্যে ফিরি আল্যে দেখিব তোমায় ॥ ১৯০
তাহা পরিপূর্ণ হল্য কল্যাণে তোমার।
আর এক মনোরথ আছয়ে আমার ॥ ১৯১
তোহে ভুঞ্জাইব বলি মানস করিয়া।
রাখিয়াছি যৎকিঞ্চিত বস্তু যোগাইয়া ॥ ১৯২
তাহাই প্রস্তুত করি লইয়া আসিতে।
বিলম্ব হইল তোর বদন দেখিতে ॥ ১৯৩
সেই এই বস্তু তুমি করিয়া ভোজন।
কর বাপধন মোর মানস পূরণ ॥ ১৯৪
কোথা রাজপুত্র তুমি অতি সুকুমার।
কোথা এই বস্তু অতি নীরস আমার ॥ ১৯৫
এই লাগি বাপ তোরে দিতে লজ্জা হয়।
কিন্তু না দিয়াও স্থির হয় না হৃদয় ॥ ১৯৬
এতেক বচন শুনি প্রভু রঘুবর।
কহিছেন তার প্রতি পাতি দুই কর ॥ ১৯৭
দাও মাতা দাও মাতা আমার পাণিতে।
আনিয়াছ কিবা বস্তু মোরে ভুঞ্জাইতে ॥ ১৯৮
তুমি রাখিয়াছ যাহা আমার উদ্দেশে।
নীরস হল্যেও তাহা সরস বিশেষে ॥ ১৯৯
তবে গুহকের মাতা প্রভুর পাণিতে।
উড়ীধান্য ভেটখই দিলা প্রীত-চিতে ॥ ২০০

ধরি গুহকের মাতা কিবা ভাগ্যবতী।
যার কাছে কর পাতিলেন লক্ষ্মীপতি ॥ ২০১
তবে প্রভু অতিশয় আনন্দিত-মন।
করিছেন সেই লাজ প্রেমেতে ভোজন ॥ ২০
তাহা দেখি জাম্ববান বিস্মিত অন্তরে।
কহিছেন বিভীষণে মৃদু মৃদু স্বরে ॥ ২০৩
পতি দেখিতেছ প্রভুর চরিত।
দেখি বিস্ময়-সাগরে ডুবে চিত ॥ ২০৪
যজ্ঞাহুতি যেহ না করে ভোজন।
সেহ নীচ-জাতি-বস্তু করয়ে ভক্ষণ ॥ ২০৫
ব্রহ্মাদি দেবতা যারে করয়ে স্তবন।
সেহ ওরে হেঁরে বাক্য শুনি সুখি-মন ॥ ২০৬
ব্রহ্মাদি যাহার পদস্পর্শ বাঞ্ছা করে।
সেহ সুখী চণ্ডালেরে স্পর্শ করি করে ॥ ২০৭
যারে দেখিবারে যত্ন করে যোগিগণ।
সেহ নীচে দেখিবারে উৎকণ্ঠিত-মন ॥ ২০৮
শিব শেষ আদি যারে করয়ে চিন্তন।
সেহ নীচজনে সদা করয়ে স্মরণ ॥ ২০৯
মরি মরি প্রেমরস কিবা গুণ ধরে।
স্বাধীন প্রভুরে যেহ পরাধীন করে ॥ ২১০
ভল্লপতি-আশয় বুঝিয়া রঘুপতি।
কহিছেন তাঁর প্রতি মধুর ভারতী ॥ ২১১
ভল্লরাজ নিরখিয়া আমার চরিত।
না করিবে তুমি ইথে বিস্ময় কিঞ্চিত ॥ ২১২
প্রীতির স্বভাব এই বিখ্যাত আছয়ে।
অতিশয় বশ করে আপন বিষয়ে ॥ ২১৩
এ লাগি আমিও বশ হইয়া প্রেমত।
সব কর্ম্ম করি প্রিয়জন-ইচ্ছামত ॥ ২১৪
তাহে অতি প্রিয় মোর নিষাদরতন।
ইহার সম্বন্ধে প্রিয় এই সব জন ॥ ২১৫
অতএব ইহারা যে মোর সেবা করে।
তাহে বড় সুখ হয় আমার অন্তরে ॥ ২১৬
এই খই খাই সুখ হল্য যে আমার।
সুধা পানেতেও গন্ধ নাহি হয় তার ॥ ২১৭
ইহাদের রূঢ় বাক্যে হয় যত প্রীতি।
তার কণা নাহি হয় শুনি সামগীতি ॥ ২১৮
ইহাদের স্পর্শে হয় যেই সুখোদয়।
তাহার তুলনা ত্রিজগতে নাহি হয় ॥ ২১৯

যোগি জন যত সুখ পায় মোরে পেখি।
ততোধিক সুখ মোর ইহাদিগে দেখি ॥ ২২০
মোর যে উৎকণ্ঠা ইহা সবারে দেখিতে।
যোগীর না হয় তাহা মোরে নিরখিতে ॥ ২২১
এই লাগি আমার উদ্দেশে প্রিয় জন।
যে কর্ম্ম করয়ে তাহে সুখী মোর মন ॥ ২২২
অতএব ইথে কিছু না কর সংশয়।
শুদ্ধ প্রেমগুণ এই জানহ নিশ্চয় ॥ ২২৩
প্রভু-মুখে প্রেমগুণ করিয়া শ্রবণ।
অতি আনন্দিত হল্যা সব ভক্তজন ॥ ২২৪
রোমাঞ্চিত হইল সবার কলেবর।
নয়নেতে অশ্রুজল বহে ঝর ঝর ॥ ২২৫
তবে কৃতাঞ্জলি হয়্যা ভল্লুকাধিপতি।
নিবেদন করিছেন রামচন্দ্র প্রতি ॥ ২২৬
প্রভু তব প্রেমার এ হেন দিব্য গুণ।
কে জানিতে পারে হয়্যা শাস্ত্রেও নিপুণ ॥ ২২৭
জানহ ইহার তত্ত্ব তুমি একমাত্র।
আর কোনো কোনো ভক্ত তব কৃপা-পাত্র ॥
তাহে মোরা পশুজাতি অবিজ্ঞস্বভাব।
কিরূপে জানিব তব প্রেমার প্রভাব ॥ ২২৯
এক্ষণ তোমার মুখে করিয়া শ্রবণ।
নিশ্চয় করিলুঁ প্রেম বিনে নাহি ধন ॥ ২৩০
জাম্ববান্-বাক্য শুনি প্রভু সুখিমন।
হেন কালে দেখা দিল গুহ-ভৃত্যগণ ॥ ২৩১
ভারে ভারে করি লয়্যা মিষ্ট মূল ফল।
কেহ কেহ আনে সুশীতল গঙ্গাজল ॥ ২৩২
সেই সব দ্রব্য প্রভু-আগে সমর্পিয়া।
কহেন গুহক তাঁরে প্রণয় করিয়া ॥ ২৩৩
মিতা তব সঙ্গে সৈন্য হয় অগণিত।
মোর মূল ফল জল হয় যৎকিঞ্চিত ॥ ২৩৪
অতএব যে প্রকারে পায় সব জন।
তাহা কর তুমিহ করিয়া বিবেচন ॥ ২৩৫
শ্রীরাম কহেন মিতা কি কর ভাবন।
যত তব দ্রব্য তত নহে সেনাগণ ॥ ২৩৬
এত কহি ডাকি সব সেনা-অধীশ্বরে।
সৈন্যে সৈন্যে ফল বাঁটি দেন নিজ-করে ॥ ২৩৭
প্রভু-কর-স্পর্শ পাই সেই ফল-মূল।
বাড়িতে লাগিল হয়্যা সুমিষ্ট অতুল ॥ ২৩৮

সেই সব ফল মূল খাই কপিগণ।
পূরিতজঠর হয়্যা হল্যা সুখি-মন। ২৩৯
তবে প্রভু সকলে ভোজন করাইয়া।
আপুনি খাইলা শেষে সুখিত হইয়া॥ ২৪০
এইরূপে সুখে দিন হইল যাপন।
তবে আসি রজনী করিল প্রবেশন॥ ২৪১
তবে শ্রীগুহক বসি রাম-সন্নিধানে।
জিজ্ঞাসেন বনের বৃত্তান্ত এক তানে॥ ২৪২
তাহা শুনি প্রভুও হইয়া সুখি-স্বান্ত।
কহিছেন বিবরিয়া সকল বৃত্তান্ত॥ ২৪৩
তাহা শুনি গুহকও আনন্দিত-মন।
ক . ক্রুদ্ধ হন কভু করেন ক্রন্দন॥ ২৪৪
প্রভু মিষ্ট বাক্যে তারে করিয়া সান্ত্বন।
পরের বৃত্তান্ত পুন করেন বর্ণন॥ ২৪৫
এইরূপে মহানন্দে প্রভু রঘুনাথ।
রহিলেন শৃঙ্গবের পুরে সৈন্য-সাথ॥ ২৪৬
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ২৪৭

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে
শৃঙ্গবেরপুরনিবাসো নাম ত্রিংশঃ
পরিচ্ছেদঃ॥ ৩০॥

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামচন্দ্রের আগমনবার্ত্তায় ভরতের আনন্দ।

শ্রীরামবিচ্ছেদ-ভুজঙ্গদষ্টং,
সন্তাপযুক্তং ভরতং কুমারম্।
শ্রীরামবার্ত্তামমৃতাকরোদ্ যঃ,
স্বস্থং স জীয়াৎ পবমানপুত্রঃ॥ ১

এইরূপে রহিলেন শ্রীরঘুনন্দন।
মারুতি-বৃত্তান্ত এবে করহ শ্রবণ॥ ২
বিদায় হইয়া তিঁহ গুহক-নিকটে।
চলিলেন মহাবেগে অন্তরীক্ষ-তটে॥ ৩
এখানে ভরত সেই দিন সভাস্থলে।
ডাকাইলা নিজ মন্ত্রী বান্ধব সকলে॥ ৪
তা-সবারে লয়্যা সভা করিয়া বসিয়া।
কহিছেন রাম-শোকে বিকল হইয়া॥ ৫
আসিয়াছ যত জন, হয়্যা সবে এক-মন
শুন কিছু বচন আমার।
না আইলা কৃপা করি, মোর প্রভু গৃহে ফিরি
না আইল বার্ত্তাও তাঁহার॥ ৬
পূর্ব্বে ছিল কথা তাঁর, চতুর্দ্দশ বর্ষ পার,
হল্যে পঞ্চদিবস-মাঝার।
আসিব দেশেতে ফিরি, কিন্তু দেখ সংখ্যা করি,
সে দিন হয়্যাছে কালি পার॥ ৭
তিঁহ হন স্বেচ্ছাচার, হইবেন বশ কার,
যে করেন সেই শোভা পায়।
মোরা হই আজ্ঞাকারী,আজ্ঞা না লঙ্ঘিতে পারি
তেঁই ক্লেশ হয় সর্ব্বথায়॥৮
দেখ চিত্রকূট-মাঝে, সাধিলাম কত মতে,
কিছু না করিলা অঙ্গীকার।
এই গৃহ-কারাগারে, পাঠাইলা মোসবারে,
আপুনি করিলা বলাৎকার॥ ৯
গৃহে আসিবার কথা, কয়্যাছিলা যত তোথা,
সে কেবল প্রস্তোভবচন।
বুঝিলাম এ দেশেতে, না আসিবা কোনোমতে,
অভাগিয়া আমার কারণ॥ ১০
কহি গেল হনুমান, বধিয়া রাবণ-প্রাণ,
আসিবেন তিঁহ শীঘ্র ঘরে।
আমিহ দুর্ভাগ্যবান, তেঁই তাহা হল্যা আন,
না দেখিয়ে কারণ অপরে॥ ১১
অথবা অভাগ্য-বলে, লক্ষ্মণ মরিল শেলে,
তার শোকে প্রভু কৃপাময়।
পাইয়া হৃদয়ে ব্যথা, কি করিলা গেলা কোথা,
তাহার নিশ্চয় নাহি হয়॥ ১২
সৈন্য লয়্যা লঙ্কাপুরী, যাইতে বাসনা করি,
করিতেছিলাম আয়োজনে।
তাহে কৈলা নিবারণ, শ্রীবশিষ্ঠ তপোধন,
কিবা পরমার্শ করি মনে॥ ১৩
বুঝি মুনি মহাজ্ঞানী, রামের অশুভ জানি,
নিষেধিলা আমার গমন।

কিম্বা প্রভু মোর প্রতি, আছেন বিরক্তিমতি,
তেঁই মোরে করিলা বারণ ॥ ১৪
যে হকু সে সব কথা, প্রভু না আইলা এথা,
এই মোর হইল অন্তর।
অতএব এই ছার, প্রাণ না রাখিব আর,
প্রবেশিব অনল-ভিতর ॥ ১৫
যদি এ দেশেতে কভু, আইসেন মোর প্রভু,
নিবেদিবে তাঁহার চরণে।
তোমার বিরহ-ক্লেশে, সহিতে না পারি শেষে,
তেজিয়াছে ভরত জীবনে ॥ ১৬
শত্রুঘ্ন প্রাণের ভ্রাতা, বিরচন কর চিতা,
আর নাহি কর বিলম্বন।
দূরে যাকু সব দুখ, কৈকেয়ীর হকু সুখ,
প্রবেশিযে আমি হুতাশন ॥ ১৭
জ্ঞাতি বন্ধু মন্ত্রিততি, ইথে দাও অনুমতি,
দুর্ভগা ভরত এই মাগে।
পশ্চাহ আমার সাধ, কেহ নাহি কর বাদ,
শ্রীরঘুনন্দন-দিব্য লাগে ॥ ১৮
ভরতের মুখে শুনি দারুণ বচন।
অধোমুখ হয়্যা সবে করয়ে চিন্তন ॥ ১৯
নখেতে কবিযা করে ধরণী লেখন।
দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘনেঘন ॥ ২০
কিন্তু কেহ কোন কথা না পারে কহিতে।
ঘর্ম্মজলে আর্দ্র হয় দুঃখে আর ভীতে ॥ ২১
শ্রীশত্রুঘ্ন তাহে অতি সুদুঃখিত-চিত।
আছেন পুত্তলী-ন্যায় হইয়া স্তম্ভিত ॥ ২২
তবে কেহ চিতা বিরচন না কবিলা
তাহা দেখি শ্রীভরত আপনি উঠিলা ॥ ২৩
নিজে চিতা সজ্জ করি জ্বালিয়া দহন।
শ্রীরাম-পাদুকা-কাছে করিলা গমন ॥ ২৪
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়া বারবার।
শিরে তুলি লয়্যা গেলা নিকটে চিতার ॥ ২৫
তাহা নিরীক্ষণ করি যাবদীয় জন।
মুক্তকণ্ঠ হয়্যা সবে করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৬
কেহ করাঘাত করে আপন মাথায়।
কেহ কেহ ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় ॥ ২৭
কেহ কেহ কহে হায় হায় কি হইবে।
কোন জন ভরতেরে সান্ত্বনা করিবে ॥ ২৮

শ্রীরাম-বিরহে মোরা জীবন ধরিয়া।
ছিলাম কেবল এই ভরতে দেখিয়া ॥ ২৯
তাহে এহ করিছেন যে ঘোর সাহস।
তাহা দেখি হইতেছে বড়ই সাধ্বস ॥ ৩০
হায় কি হইবে কেবা করিবে রক্ষণ।
একালে রহিলে কোথা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩১
এইরূপ কহি সবে করযে ক্রন্দন।
হেন কালে আল্যা তোথা পবননন্দন ॥ ৩২
গগনে থাকিয়া শুনি সে সব বচন।
ভরতেরে দেখি মনে করেন চিন্তন ॥ ৩৩
একি দেখি প্রেমের প্রভাব চমৎকার।
যার বল প্রাণেতেও করায় ধিক্কার ॥ ৩৪
সংযোগ-সময়ে সেহ যত দেয় সুখ।
বিরহসময়ে দেয় ততোধিক দুখ ॥ ৩৫
সেই প্রেমে মুগ্ধ হয়্যা এইত ভরত।
হয়্যাছেন জীবন তেজিতে সমুদ্যত ॥ ৩৬
কিবা হয় ভরতের প্রেম চমৎকার।
ত্রিভুবনে নাহি হয় তুলনা যাহার ॥ ৩৭
বড় যোগ্য কালে আমি হৈলুঁ উপস্থিত।
সব বৃথা হৈত্য গৌণ হইলে কিঞ্চিত ॥ ৩৮
কিন্তু আর যোগ্য নহে গৌণ-আচরণ।
এই স্থান হইতেই করিযে সান্ত্বন ॥ ৩৯
এত পরামর্শ করি থাকিয়া অম্বরে।
কহিছেন শ্রীভরতে সুগম্ভীর স্বরে ॥ ৪০
প্রভু রামানুজ হয়্যা মিথ্যা শোকে বশ।
করিতেছ এ কেমন উৎকট সাহস ॥ ৪১
বিরম বিরম প্রভু এ কর্ম্ম হইতে।
দেশে আইলেন রাম বান্ধব-সহিতে ॥ ৪২
মারুতির এত বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সকলেই ব্যোম-পানে করে নিরীক্ষণ ॥ ৪৩
শ্রীভরত দেখি তাবে মানুষ-আকার।
সংশয় করেন হৃদয়েতে আপনার ॥ ৪৪
একি চমৎকার দেখি আমি নয়নেতে।
মানুষ উঠিল অন্তরীক্ষে কিরূপেতে ॥ ৪৫
বুঝিলাম মোর মৃত্যু করিতে বারণ।
করিয়াছে কোনো জন মায়া বিরচন ॥ ৪৬
অন্যথা আমার দুষ্ট ভাগ্য অনুসারে।
শ্রীরামের আগমন ঘটিতে না পারে ॥ ৪৭

অতএব আমি ইথে নিবৃত্ত না হব।
চিতা প্রবেশিয়া সব দুঃখ নিবারিব ॥ ৪৮
এই পরামর্শ করি চিতা-হুতাশনে।
প্রদক্ষিণ করিছেন শোকাবিষ্ট মনে ॥ ৪৯
তাহা দেখি অতি ভীত পবনকুমার।
কহিছেন আকাশে থাকিয়া আরবার ॥ ৫০
স্থির হও স্থির হও ভূপতি-কুমার।
রামের শপথ দিয়ে আমি বহুবার ॥ ৫১
আমি হই শ্রীরামচন্দ্রের অনুচর।
পাঠাইলা মোরে তব কাছে রঘুবর ॥ ৫২
মোর মুখে একবার শুনি তাঁর কথা।
পরেতে করহ সব ইচ্ছা হয় যথা ॥ ৫৩
এইরূপ কহি কহি আসিয়া নিয়ড়ে।
প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলা যোড় করে ॥ ৫৪
শ্রীভরতো শ্রীরামের শপথ শুনিয়া।
স্থির হয়্যা দাঁড়াইলা বিস্ময় পাইয়া ॥ ৫৫
তবে তাঁরে সম্বোধিয়া পবননন্দন।
কহিছেন সুধাধার-সমান বচন ॥ ৫৬
প্রভু যার লাগি তুমি হয়্যাছ বিহ্বল।
কয়্যাছেন সেই রাম তোমারে কুশল ॥ ৫৭
সবান্ধবে বধ করি রাক্ষস-পতিরে।
উদ্ধার করিয়াছেন প্রভু জানকীরে ॥ ৫৮
জানকী লক্ষ্মণ আর সৈন্যগণে লয়্যা।
দেশে আসিছেন রাম আনন্দিত হয়্যা ॥ ৫৯
কল্য ভরদ্বাজমুনি-তপোবনে ছিলা।
প্রভাতে আমারে ডাকি এই আজ্ঞা দিলা ॥ ৬০
যাহ তুমি ত্বরিতে ভরত-বরাবরে।
আমার সংবাদ তারে জানাহ সত্বরে ॥ ৬১
শুনিয়াছ মোর মুখে প্রতিজ্ঞা তাহার।
যাহা ভাবি সদা মন শঙ্কিত আমার ॥ ৬২
চৌদ্দবর্ষ পঞ্চদিন করি প্রতীক্ষণ।
আমি নাহি গেলে সেহ তেজিবে জীবন ॥ ৬৩
তাতে চৌদ্দবর্ষ পঞ্চদিন বহিয়াছে।
ষষ্ঠ দিবসের অদ্য আরম্ভ হয়্যাছে ॥ ৬৪
অতএব তুমি যথাশক্তি বেগ করি।
যাহ প্রাণাধিক ভরতের বরাবরি ॥ ৬৫
সেই আজ্ঞা আমি শিরে করিয়া ধারণ।
করিলাম তোমার নিকটে আগমন ॥ ৬৬
সত্য কহিতেছি আমি না কহি অন্যথা।
বিশ্বাস করহ প্রভু শুনি মোর কথা ॥ ৬৭
নিবৃত্ত হউন ঘোর সাহস হইতে।
দেখিবেন সহগণে শ্রীরামে ত্বরিতে ॥ ৬৮
এই বাক্য মারুতির বদনে ক্ষরিল।
শশী হতে যেন সুধা-নদী নিকসিল ॥ ৬৯
সেই বাক্য-সুধারস করিয়া সেবন।
রাম-শোক-দগ্ধজন পাইল জীবন ॥ ৭০
পুলকিত হইল সবার কলেবর।
নয়নেতে অশ্রুজল পড়ে ঝরঝর ॥ ৭১
শ্রীভরত মহানন্দ-মোহেতে মগন।
পড়িলা ধরণীতলে হয়্যা অচেতন ॥ ৭২
তাহা দেখি বায়ুপুত্র সম্ভ্রান্ত হইয়া।
তুলি বসাইলা তাঁরে যতন করিয়া ॥ ৭৩
দুই দণ্ড পরে তিঁহ পাইয়া চেতন।
জিজ্ঞাসেন পূর্ব্ব কথা হয়্যা বিস্মরণ ॥ ৭৪
কে বট কে বট তুমি বান্ধব আমার।
কি কহিলে কহ সেই কথা আর বার ॥ ৭৫
শুনিলাম তব মুখে মধুর বচন।
এই মাত্র স্মরণ করিছে মোর মন ॥ ৭৬
কিন্তু সবিশেষ কিছু না হয় স্মরণ।
অতএব পুনর্ব্বার করহ বর্ণন ॥ ৭৭
ভরতের বাণী শুনি পাইয়া বিস্ময়।
কহিছেন পুলকিত পবন-তনয় ॥ ৭৮
প্রভু আমি হই তব অগ্রজের চর।
আসিয়াছি তাঁর বাক্যে তোমা-বরাবর ॥ ৭৯
তিঁহ বধ করি সবান্ধবে দশাননে।
আসিছেন কপিসৈন্য লয়্যা নিকেতনে ॥ ৮০
কল্য ভরদ্বাজমুনি তপোবনে ছিলা।
প্রভাতে আমারে তব কাছে পাঠাইলা ॥ ৮১
অতএব শোক তেজি স্থির কর মন।
করিবেন অতি শীঘ্র রামে দরশন ॥ ৮২
এতেক বচন শুনি ভরত উঠিয়া।
কোলে নিলা বায়ুপুত্রে বাহু পসারিয়া ॥ ৮৩
আনন্দ-অশ্রুতে স্নান করাইয়া তাঁরে।
কহিছেন গদ্গদ প্রেমার বিকারে ॥ ৮৪
দেবতা অথবা উপদেব কিম্বা নর।
যে হও সে হও তুমি মোর বন্ধুবর ॥ ৮৫

যেই প্রিয় কথা তুমি শুনাল্যে আমারে।
ইহার উচিত বর না দেখি সংসারে ॥ ৮৬
তথাপি তোমারে আমি অর্পিয়ে কিঞ্চিত।
স্বীকার করহ তুমি ভাবি মোর হিত ॥ ৮৭
সবৎসা সগুণা অল্পবয়া দুগ্ধবতী।
লক্ষ গাবী দিয়ে তোঁহে সুন্দর-মূরতি ॥ ৮৮
তিনশত গ্রাম ষোল কন্যা রূপরাশি।
একশত দাস আর একশত দাসী ॥ ৮৯
সুবর্ণ সহস্রদ্বয় করিয়ে অর্পণ।
কহ আর যে বস্তুতে হয় তব মন ॥ ৯০
দিতাম সকল রাজ্য আমিহ তোমায়।
কিন্তু অধিকার নাহি আমার ইহায় ॥ ৯১
শ্রীরামের রাজ্য এহ আমি ভৃত্য তাঁর।
ভৃত্যের অধিক দানে নাহি অধিকার ॥ ৯২
ভরতের এত বাণী করিয়া শ্রবণ।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা কন পবন-নন্দন ॥ ৯৩
প্রভু রামচন্দ্র মোর গুরু জ্ঞানদাতা।
বিক্রয় কর্যাছি আমি তাঁর পদে মাথা ৯৪
অতএব তাঁর বস্তু না লব কিঞ্চিত।
প্রভুরেও তাহা মোরে দিতে অনুচিত ॥ ৯৫
তোমার নিজের বস্তু আছে পদধূলি।
তাহাই আমার শিরে দাও পদ তুলি ॥ ৯৬
অন্য বস্তু কিছু আমি না করি প্রার্থন।
আপুনি দিলেও নাহি করিব গ্রহণ ॥ ৯৭
মারুতির মিষ্টবাণী করিয়া শ্রবণ।
কহিছেন তার প্রতি ভূপতি-নন্দন ॥ ৯৮
আস্থ আস্থ বাপ মোর কোলে আরবার।
শ্রীরামের শিষ্য তুমি সুপ্রিয় আমার ॥ ৯৯
কহ কহ কিছু রামচন্দ্রের চরিত্র।
কিরূপে বধিলা প্রভু আপন অমিত্র ॥ ১০০
পূর্ব্বে শুনিছিলুঁ কিছু মারুতিবদনে।
শোকাবেশে তাহা কিছু নাহি আছে মনে ॥১০
তুমি হও নিজের বিশেষ পরিচয়।
কহ মোরে কিবা নাম কার বা তনয় ॥ ১০২
এত শুনি কৃতাঞ্জলি হয়্যা হনুমান্।
কহিছেন রাম-কথা ভরতের স্থান ॥ ১০৩
চিত্রকূট হৈত্যে ফিরি আইলে আপুনি।
দণ্ডক-কাননে প্রবেশিলা রঘুমণি ॥ ১০৪

অত্রি মুনি দেখি গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ করি।
ভ্রমিলেন বহু দিন দণ্ডক-ভিতরি ॥ ১০৫
অগস্ত্যে দর্শন করি পঞ্চবটী বনে।
নিবাস করিলা সব-শেষে তিন জনে ॥ ১০৬
রাবণ-ভগিনী শূর্পণখা সেই স্থানে।
দেখা দিল রাম-আগে মাতি পঞ্চবাণে ॥ ১০৭
তার কর্ণ-নাসা-চ্ছেদ করিলা লক্ষ্মণ।
তবে খর-দূষণে সে কৈলা বিজ্ঞাপন ॥ ১০৮
তারা চৌদ্দসহস্র রাক্ষস সঙ্গে নিয়া।
উপস্থিত হল্যা রণ করিতে আসিয়া ॥ ১০৯
একা মাত্র রামচন্দ্র করি ঘোর রণ।
সেই সব নিশাচরে করিলা মারণ ॥ ১১০
তবে শূর্পণখা গিয়া লঙ্কার ভিতর।
কহিল সকল কথা রাবণ-গোচর ॥ ১১১
সেহ জানকীর রূপ শ্রবণ করিয়া।
মারীচ-নিকটে গেল মদনে মাতিয়া ॥ ১১২
ভয় লোভ দেখাইয়া নানামতে তারে।
সঙ্গে লয়্যা আল্য পঞ্চবটীর মাঝারে ॥ ১১৩
তবে সে মারীচ স্বর্ণমৃগ-রূপ ধরি।
জানকীরে ভুলাইল নানা ভঙ্গী করি ॥ ১১৪
তবে সীতা সেই মৃগ ধরি আনিবারে।
কহিলেন রামচন্দ্র প্রতি বারে বারে ॥ ১১৫
তবে তিঁহ করেতে ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ।
মারীচের পাছে পাছে করিলা প্রস্থান ॥ ১১৬
কথো দূর গিয়া তারে ধরিতে নারিয়া।
বধিলেন বেধ করি বাণেতে করিয়া ॥ ১১৭
সেহ মৃত্যুকালে করি বিকট নিস্বন।
রাখ রে লক্ষ্মণ বলি তেজিল জীবন ॥ ১১৮
তাহা শুনি শ্রীজানকী সশঙ্কিত মনে।
লক্ষ্মণেরে পাঠাইলা তাঁর অন্বেষণে ॥ ১১৯
সেই অবকাশ পাই দুষ্ট দশানন।
জানকীরে হরি লয়্যা করিল গমন ॥ ১২০
পথে শ্রীজটায়ু-সঙ্গে হইল সমর।
তার পক্ষ কাটি দুষ্ট গেল নিজ ঘর ॥ ১২১
শ্রীরাম লক্ষ্মণ-সঙ্গে আশ্রমে আ সয়া।
কাতর হইলা শোকে সীতা না দেখিয়া ॥ ১২২
কান্দি কান্দি বনে বনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
সন্দর্শন হইল শ্রীজটায়ুসহিতে ॥ ১২৩

তিঁহ সব বৃত্তান্ত কহিয়া রঘুবরে।
জীবন তেজিয়া গেলা দিব্য লোকান্তরে॥ ১২৪
তবে প্রভু জটায়ুর সৎকার করিয়া।
চলিলা দক্ষিণমুখে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ ১২৫
পথ-মধ্যে বিনাশ করিলা কবন্ধেরে।
সেহ কহি গেল মিলিবারে সুগ্রীবেরে॥ ১২৬
তবে প্রভু সুগ্রীব সহিতে সখ্য করি।
বালী বধি দিলা তাঁরে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী॥ ১২৭
তিঁহ করিবারে জানকীর অন্বেষণ।
চারিদিগে কপিগণে করিলা প্রেরণ॥ ১২৮
তার মধ্যে অঙ্গদ প্রভৃতি কপিগণ।
দক্ষিণ দিকেতে মোরা করিলুঁ গমন॥ ১২৯
সম্পাতি নামেতে পক্ষী জটায়ু-সোদর।
কহিলেন সীতা-বার্ত্তা মোদের গোচর॥ ১৩০
তবে আমি লঙ্ঘি শত যোজন সাগর।
প্রবেশ করিলুঁ গিয়া লঙ্কার ভিতর॥ ১৩১
রজনীতে জানকীরে করি সম্ভাষণ।
দিবসেতে ভাঙ্গিলাম দিব্য উপবন॥ ১৩২
তাহে ক্রুদ্ধ হয়্যা আল্য বহু নিশাচর।
পাঠাইলুঁ তাহা সবাকারে যম-ঘর॥ ১৩৩
পরে মোরে বান্ধি লয়্যা গেলা ইন্দ্রজিতা।
মোর পুচ্ছ দহিতে কহিল তার পিতা॥ ১৩৪
তবে মোর পুচ্ছে অগ্নি দিল লাগাইয়া।
লঙ্কায় দহিলুঁ আমি তাহেই করিয়া॥ ১৩৫
পরে পুন লঙ্ঘন করিয়া রত্নাকরে।
সংবাদ দিলাম আমি প্রভু রঘুবরে॥ ১৩৬
পরে সঙ্গে লয়্যা অগণিত কপিততি।
সিন্ধুকূলে গিয়া থানা দিলা রঘুপতি॥ ১৩৭
সেই স্থানে রাবণ-অনুজ বিভীষণ।
আসিয়া লইল প্রভু-চরণে শরণ॥ ১৩৮
তবে প্রভু সাগরে দেখিতে করি আশ।
তিন দিন রহিলা করিয়া উপবাস॥ ১৩৯
তথাপি সাক্ষাত নাহি হইলা সাগর।
তবে প্রভু ক্রুদ্ধ হয়্যা ছাড়িলেন শর॥ ১৪০
তবে ভীত হয়্যা সিন্ধু করি আগমন।
কহি গেলা নলে সেতু করিতে রচন॥ ১৪১
তবে দিব্য সেতু বিরচন কৈলা নল।
তাহে পার হয়্যা গেল বানর সকল॥ ১৪২
তবে দুই দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।
তাহে দুইপক্ষ-সেনা বিস্তর মরিল॥ ১৪৩
প্রহস্তে বধিলা নীল কুম্ভে কপিপতি।
প্রজঙ্ঘে বধিলা বালি-পুত্র মহামতি॥ ১৪৪
আর আর যাবত রাবণ-অনুচরে।
বধিলেক শ্রীরামের কিঙ্কর বানরে॥ ১৪৫
অতিকায়-ইন্দ্রজিতে লক্ষ্মণ বধিলা।
কুম্ভকর্ণ-দশাননে শ্রীরাম নাশিলা॥ ১৪৬
তবে জানকীরে অগ্নি-বিশুদ্ধ করিয়া।
দেশে আসিছেন রাম পুষ্পকে চঢ়িয়া॥ ১৪৭
পরশ্ব ছিলেন কপিরাজের ভবনে।
কল্য দিন ছিলা ভরদ্বাজ-তপোবনে॥ ১৪৮
অদ্য রহিবেন প্রভু গুহক-নগরে।
কল্য দিন আসিবা তোমার বরাবরে॥ ১৪৯
অতএব এক দিন বিলম্ব জানিয়া।
তোহে বার্ত্তা দিতে মোরে দিলা পাঠাইয়া॥ ১৫০
এইত কহিলুঁ রামচন্দ্রের চরিত।
নিজ পরিচয় এবে করি নিবেদিত॥ ১৫১
প্রভু যেহ বিশল্যকরণী নিতে আসি।
গিয়াছিল ক্ষণকাল প্রভুরে সম্ভাষি॥ ১৫২
সেই কপি আমি হনুমান-নামধর।
সমীরণ-পুত্র প্রভু রামের কিঙ্কর॥ ১৫৩
কামরূপ হই আমি দেববর-দ্বারে।
ধরিতে পারিয়ে মূর্ত্তি ইচ্ছা-অনুসারে॥ ১৫৪
সম্প্রতি কপির বাক্যে হইবে সন্দেহ।
এই ভাবি ধরিয়াছি মানুষের দেহ॥ ১৫৫
এইত কহিলুঁ আমি নিজ পরিচয়।
সেবকের বাক্যে কিছু না কর সংশয়॥ ১৫৬
যেই মাত্র এই কথা মারুতি কহিলা।
হর্ষে মাতি শ্রীভরত কহিতে লাগিলা॥ ১৫৭
একি তুমি মোর বাপধন-হনুমান্।
তাহা না হইলে আর কেবা দিবে প্রাণ॥ ১৫৮
একি আমাদের কুল-রক্ষা করিবারে।
কৃপা করি বিধি মিলাইয়াছে তোমারে॥ ১৫৯
সেখানে বাঁচাল্যে তুমি প্রাণের লক্ষ্মণ।
এখানে বাঁচাল্যে আজি এই সব জন॥ ১৬০
মরি মরি বাপ তোর বালাই লইয়া।
কি আনন্দ দিলে আজি রামবার্ত্তা দিয়া॥ ১৬১

এত কহি মারুতিরে কোলেতে লইয়া।
নাচিতে লাগিলা শ্রীভরত সুখি-হিয়া ॥১৬২
কিছুকাল পরে পুন ধৈরয পাইয়া।
বসিলেন আসনেতে সুখিত হইয়া ॥ ১৬৩
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ১৬৪

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ড-লীলাবর্ণনে ভরতহর্ষবর্ণনো নাম একত্রিংশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামচন্দ্রের আগমনে অযোধ্যা-বাসীর আনন্দ।

শ্রীরামবিচ্ছেদ-খরাংশুতেজসা,
ম্লানামযোধ্যানগরীকুমুদ্বতীম্।
তদীয়বার্ত্তা-সুধয়া দিধিন্ব যো,
জীয়াৎ স শত্রুঘ্নসুধাকরঃ সদা ॥ ১

তবে শ্রীশত্রুঘ্নে ডাকি ভরত ঠাকুর।
কহিছেন এই কথা অতি সুমধুর ॥ ২
ওরে প্রাণাধিক ভ্রাতা করিলে শ্রবণ।
কহিল যে শুভ কথা পবন-নন্দন ॥ ৩
অতএব যাহ শীঘ্র অযোধ্যানগরে।
এই বার্ত্তা ঘোষণা দেয়াহ ঘরে ঘরে ॥ ৪
আছেন নগর-মাঝে যত দেবগণ।
করাহ তা-সবাকার বিশেষ পূজন ॥ ৫
পুর-শোভা করাইবে বিবিধবিধান।
এথা হৈতে পথ সব করাহ সমান ॥ ৬
বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ-সূত-বন্দি-ভট্টগণে।
পাঠাইবে অনিবারে শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ৭
বেশ্যাগণে বেশ করাইয়া পাঠাইবে।
গায়ক বাদক নট সকলে প্রেষিবে ॥ ৮
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি জন।
শুভদ্রব্য হস্তে লয়্যা করিবে গমন ॥ ৯
রথ-রথি-হস্তি-ঘোড়া-পদাতিক-ততি।
সজ্জিত হইয়া সবে করিবে আগতি ॥ ১০
এস্যাছেন জনকাদি যত নৃপগণ।
সকলেরে এথানেতে করিবে প্রেষণ ॥ ১১
পরে তুমি এই সব কার্য্য সমাধিয়া।
আসিবে এথানে মাতা সকলে লইয়া ॥ ১২
এত শুনি শ্রীশত্রুঘ্ন যে আজ্ঞা বলিয়া।
চলিলা অযোধ্যাপুরী সুখিত হইয়া ॥ ১৩
এথানেতে শ্রীকৌশল্যা অন্তঃপুরে থাকি।
কহিছেন সুমিত্রারে নিজ কাছে ডাকি ॥ ১৪
প্রাণাধিক ও ভগিনি, শুন শুন মোর বাণী,
কহ কহ কি করি উপায়।
না দেখিয়া রামধন, স্থির নাহি হয় মন,
আর প্রাণ ধরা নাহি যায় ॥ ১৫
চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে, অবশ্য আসিব ঘরে,
এই কথা কহি গেলা রাম।
তাহাতেই করি আশা, সহি এত দুঃখ-দশা,
এই ছার দেহ রাখিলাম ॥ ১৬
কিন্তু দেখ সংখ্যা করি, চতুর্দ্দশবর্ষ পূরি,
আজ ষষ্ঠ দিবস হইল।
নাহি জানি সে কারণ, কেন মোর বাপধন,
অদ্যাবধি ঘরে না আইল ॥ ১৭
শুনিয়াছি দাসীস্থানে, নানাদেশি-নৃপগণে,
আনাইছে ভরত সুন্দর।
না জানি কারণ তার, শঙ্কা করে অনিবার,
কত মত আমার অন্তর ॥ ১৮
বুঝি কারো রাম-সনে, বিবাদ হয়্যাছে বনে,
শ্রীভরত তাহা শুনিয়াছে।
তার সাহ্য করিবারে, সহসৈন্যে রাজাদেরে,
চর পাঠাইয়া আনায়্যাছে ॥ ১৯
তাহে আরো অতিশয়, হৃদয় চঞ্চল হয়,
কোনো মতে ধৈর্য্য নাহি ধরে।
কি করিব কোথা যাব,কোথা গেলে রামে পাব,
কহ কহ ভগিনী সত্বরে ॥ ২০
চৌদ্দবর্ষ বহি গেল, তভু যদি না আইল,
গৃহে ফিরি শ্রীরঘুনন্দন।
তবে এই দেহ রাখি, কিছু কার্য্য নাহি দেখি,
বিষ খাই তেজিব জীবন ॥ ২১

কৌশল্যার এত কথা করিয়া শ্রবণ।
কহেন সুমিত্রা তাঁরে মধুর বচন ॥ ২১
ভগিনী কহিলে তুমি যে সব বচন।
সত্য বটে রাম বিনে নিরর্থ জীবন ॥ ২২
কিন্তু আমি আজি প্রাতে দেখ্যাছি সপন।
ঘরে আসিযাছে রাম জানকী লক্ষ্মণ ॥ ২৫
আসিতেছিলাম তাহা তোমায় কহিতে।
হেন কালে দাসী গেল আমারে ডাকিতে ॥ ২৭
অতএব কিছুদিন কর প্রতীক্ষণ।
মিথ্যা নাহি হয় কভু প্রাতের সপন ॥ ২৮
আর দেখ চতুর্দ্দশ বৎসরের পর।
প্রসন্ন লাগিছে আজি সব দিগন্তর ॥ ২৭
জল সব অতিশয় নির্ম্মল হইছে।
তরুলতাগণে ফল-কুসুম ধরিছে। ২৮
সজ্জা কেহ করে নাই তথাপি নগর।
হইতেছে আজি দেখ শোভা-মনোহর ॥ ২৯
পশু-পক্ষিগণ সব আনন্দিত-মন
করিতেছে আজি অতি মধুর নিস্বন ॥ ৩০
নগর-নিবাসী যত নর নারী জন।
তা-সবারে দেখি আজি প্রসন্ন-বদন ॥ ৩১
আমাদেরো হৃদয়েতে কারণ-বিহনে।
আনন্দ-উদ্গম হয় আজি ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৩২
অতএব অনুমান করে মোর মন।
গৃহে আসিতেছে রাম জানকী লক্ষ্মণ ॥ ৩৩
এইরূপ শ্রীসুমিত্রা কহিতে কহিতে।
কৌশল্যার বাম অঙ্গ লাগিল নাচিতে ॥ ৩৪
তবে কিছু হৃষ্ট-চিত্ত হয়্যা মহারাণী।
কহিছেন সুমিত্রারে পুন এই বাণী ॥ ৩৫
ভগিনি যে অনুমান করিছ মনেতে।
ইহা কি হইবে সত্য মোদের ভাগ্যেতে ॥ ৩৬
হেন ভাগ্যবল নাহি দেখি মো-সবার।
যাহে রামে দেখিতে পাইব পুনর্ব্বার ॥ ৩৭
অতএব রাঘবনে লোচন বলিয়া।
উৎসাহ করিতে নাহি পারে মোর হিয়া ॥ ৩৮
কিন্তু বাম অঙ্গ নাচিতেছে এইক্ষণ।
এ লাগি দেখিতে তারে আশা করে মন ॥৩৯
হেন দিন মো-সবার কভু কি হইবে।
বিধি কৃপা করি রামে গৃহে আনি দিবে ॥ ৪০
এইরূপ কহিছেন তাঁরা দুইজন।
হেনকালে শত্রুঘ্ন করিলা আগমন ॥ ৪১
দূর হৈতে দেখি তিঁহ মাতা দুইজনে।
কহিছেন উচ্চ করি প্রেমার্দ্র বচনে ॥ ৪২
কুশল-সংবাদ শুন শুন গো জননি।
কুশলে আইলা দেশে প্রভু রঘুমণি ॥ ৪৩
অমৃতনদীর সম এই ত বচন।
প্রবেশ করিল দুই রাণীর শ্রবণ ॥ ৪৪
যেই মাত্র কর্ণেতে পশিল এই বাণী।
মহাহর্ষে স্তম্ভিত হইলা দুইরাণী ॥ ৪৫
তবে তাঁহাদের কাছে শত্রুঘ্ন যাইয়া।
পুনর্ব্বার কহিছেন প্রণাম করিয়া ॥ ৪৬
জননি ধৈরয ধরি স্থির করি মন।
কর মোর মুখে শুভ-সংবাদ শ্রবণ ॥ ৪৭
তবে স্থির-চিত্ত হয়্যা সেই দুই রাণী।
কহিছেন শ্রীশত্রুঘ্ন-প্রতি এই বাণী ॥ ৪৮
কি কহিলে কি কহিলে তুমি বাপধন।
পুনর্ব্বার সেই কথা করহ বর্ণন ॥ ৪৯
কহিলে যে সব কথা তুমিত প্রথমেতে।
তাহা কিছু মো-সবার না পশে মনেতে ॥ ৫০
শত্রুঘ্ন কহেন শুন শুভ-সমাচার।
ভবনেতে আসিছেন শ্রীরাম তোমার ॥ ৫১
এত শুনি শ্রীকৌশল্যা হরষিত-হিয়া।
শত্রুঘ্নেরে কোলে নিলা বাহু পসারিয়া ॥ ৫২
শত শত চুম্ব দিয়া বদন-উপর।
কহিছেন তাঁর শিরে বুলাইয়া কর ॥ ৫৩
বাপধন বাপধন বাপের ঠাকুর।
চিরজীবী হও তুমি বিঘ্ন যাক দূর ॥ ৫৪
অক্ষয় অব্যয় হক তোর কলেবর।
পুত্র-মুখ নিরীক্ষণ করহ সত্বর ॥ ৫৫
এত কহি শ্রীরামে দেখিতে উৎকণ্ঠিত।
উঠি দাণ্ডাইলা রাণী সসম্ভ্রম-চিত ॥ ৫৬
কোথা রাম কোথা রাম দেখারে আমায়।
এত কহি মহারাণী মহা বেগে ধায় ॥ ৫৭
সুদুর্ব্বল রাণী দুই তিন পদ গিয়া।
ভূমিতলে পড়িলেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া ॥ ৫৮
তাহা দেখি শত্রুঘ্ন সুমিত্রা দুইজন।
সসম্ভ্রম হয়্যা তাঁরে করিলা ধারণ ॥ ৫৯

শত্রুঘ্ন কহেন মাতা নহ উত্তরল।
মোর মুখে শুন আগে বৃত্তান্ত সকল ॥ ৬০
পরে মোর সঙ্গেতে যাইয়া নন্দিগ্রামে।
দেখিবেন নয়ন ভরিয়া প্রভু রামে ॥ ৬১
এত শুনি নিশ্বাস ছাড়িয়া মহারাণী।
কহিছেন শ্রীশত্রুঘ্ন-প্রতি এই বাণী ॥ ৬২
বাপধন বুঝিলাম তোর অভিপ্রায়।
এখনো না আসিয়াছে রাঘব এথায় ॥ ৬৩
কহ কহ কত দূরে মোর রামধন।
তাঁরে না দেখিয়া আর স্থির নহে মন ॥ ৬৪
শত্রুঘ্ন কহেন মাতা শুন স্থির মনে।
আছেন শ্রীরাম আজি গুহক-ভবনে ॥ ৬৫
আসিবেন নন্দিগ্রামে কল্য প্রত্যূষেতে।
এই কথা কহিলেক তাঁহার চরেতে ॥ ৬৬
অতএব লইয়া সকল মাতৃগণে।
প্রস্থান করহ নন্দিগ্রামে মোর সনে ॥ ৬৭
তাহাতেও হবে কিছু বিলম্ব সহিতে।
যাবত না পারিতেছি আমিহ ফিরিতে ॥ ৬৮
আমিহও করাইয়া নগর-সাজন।
ত্বরিতেই করিতেছি ফিরি আগমন ॥ ৬৯
এত কহি মাতাদের অনুমতি লয়্যা।
বাহিরে আইলা শ্রীশত্রুঘ্ন সুখী হয়্যা ॥ ৭০
এথানে কৌশল্যা রাণী আনন্দিত মনে।
দাসী পাঠাইলা ডাকিবারে ভগ্নীগণে ॥ ৭১
শ্রীশত্রুঘ্ন আগমন করি সভা-ঘরে।
ডাকি আনাইলা বশিষ্ঠাদি দ্বিজবরে ॥ ৭২
বন্ধু মন্ত্রী আর মুখ্য মুখ্য প্রজাগণে।
ডাকি সেই সংবাদ কহিলা সব জনে ॥ ৭৩
তাহা শুনি যে সুখ পাইল তারা সবে।
কোন্ জন এক মুখে সে সকল কবে ॥ ৭৪
চিরদিন ঘোর অনাবৃষ্টি-অবশেষে।
মহাবৃষ্টি হলো যেন সুখ সর্ব্বদেশে ॥ ৭৫
চিরদিন অন্ধ-থাকি চক্ষুষ্মান্ জন।
যেন সুখ পায় পুন পাইলে নয়ন ॥ ৭৬
মৃতদেহে পুনর্ব্বার আইলে জীবন।
যেমন আনন্দ পায় তার বন্ধুগণ ॥ ৭৭
ততোধিক আনন্দেতে হইলা মগন।
রামবার্ত্তা শুনিয়া অযোধ্যাবাসিজন ॥ ৭৮

তবে শ্রীশত্রুঘ্ন অতি আনন্দিত-মন।
নগরে ঘোষণা দিতে কৈলা আজ্ঞাপন ॥ ৭৯
তবে দিব্য দুন্দুভি বাজায়্যা কোতোয়াল।
নগরে ঘোষণা দেয় অতি সুরসাল ॥ ৮০
পুরবাসি-জন, করহ শ্রবণ,
ভরতের আজ্ঞাপন।
তেজিয়া বিষাদ, কুশল-সংবাদ,
শুন হয়্যা একমন ॥ ৮১
চিরদিন পরে, আসিছেন ঘরে,
কুশলেতে রঘুপতি।
অতএব শোক, তেজি সব লোক,
হও আনন্দিত-মতি ॥ ৮২
শৃঙ্গবের পুরে, গুহকের ঘরে,
আজি রয়্যাছেন রাম।
কালি পরভাতে, সকলে তুষিতে,
আসিবেন নন্দিগ্রাম ॥ ৮৩
এ লাগি নগরে, বিবিধ প্রকারে,
কর সবে সুসাজন।
নগরে যাবত, আছেন দৈবত,
কর সবে সুপূজন ॥ ৮৪
রথ ঘোড়া হাতী, যাবত পদাতি,
সকলে সাজায়্যা লয়্যা।
আসিবে এথানে, শ্রীরঘুনন্দনে,
দেখিবারে সুখী হয়্যা ॥ ৮৫
শুনি এই ঘোষণা-নিনাদ মেঘ-রব।
সুখী হল্যা অযোধ্যা-নিবাসি-শিখী সব ॥ ৮৬
যে সুখ-উদয় হল্যা তাহা সবাকার।
ত্রিজগতে উপমান না দেখি তাহার ॥ ৮৭
স্থলে পড়ি যদি মৎস্যগণ দুঃখ পায়।
যদি বন্যা তারে ভাসাইয়া লয়্যা যায় ॥ ৮৮
তাহাদের হয় যেই সুখ অতিশয়।
ইহার উপমা তাহে হইতে পারয় ॥ ৮৯
তবে তারা সকলেতে পাই দেহে বল।
করিতে লাগিল পুর-সাজন সকল ॥ ৯০
তবে সব আগে পথভাগে তৃণ ঘুচাইল।
তাহে যত উচ আর নীচ সমান করিল ॥ ৯১
তবে ঝাড়ু ধরি দূর করি তৃণাদি কাঁকর।
চন্দনের জল অবিরল ঢালে তদুপর ॥ ৯২

আর কতজাতি পুষ্পততি সুবাসিত বারি।
করি নিসেচন পুষ্পগণ পাতে শারি শারি ॥ ৯৩
পরে দুই ভিতে দুই ভিতে কবিল রোপণ।
কত লক্ষ লক্ষ রম্ভারক্ষ গুবাক শোভন ॥ ৯৪
প্রতি দ্বারে দ্বারে দুই ধারে কদলী রোপয়।
তার মূল-স্থলে পূর্ণ জলে হেমঘটদ্বয় ॥ ৯৫
মুখে তা-সবার পরিষ্কার আম্রকিশলয়।
গলে দিল মালা দীপমালা কাছে রত্নময় ॥ ৯৬
দ্বার-উপরিতে শাস্ত্ররীতে বান্ধয়ে তোরণ।
তাহে থরে থরে শোভা করে পুষ্পমালাগণ ॥ ৯৭
যত গৃহগণ সুমার্জ্জন করি গন্ধনীরে।
স্বর্ণ-মণিময় কুম্ভচয় দিল তার শিরে ॥ ৯৮
তার ঊর্দ্ধদেশে স্বর্ণবসে চিত্রিত পতাকা।
দিল কত লক্ষ অন্তরীক্ষ যাহে গেল ঢাকা ॥৯৯
তবে কত শত নহবত বাজে স্থলে স্থলে।
যাহা শুনি শুনি সব প্রাণী ভাসে কুতূহলে ॥ ১০০
ছিল সে পত্তনে যত স্থানে দেবতা-আলয়।
তাহা সবিশেষে সাজ বেশে সজ্জিত করয় ॥১০১
নানা উপহারে দেবতারে করিয়া পূজন।
তাহাদের আগে বর মাগে শ্রীরামদর্শন ॥১০২
তবে সৈন্যগণ সুখি-মন করয়ে সাজন।
তাহা বর্ণিবারে এ সংসারে পারে কোন জন ॥
আগে সুখি-মনে রথগণে করয়ে সাজন।
দিয়া গন্ধবারি ধৌত করি করিল প্রোক্ষণ ॥ ১০৪
শিরে তা-সবার পরিষ্কার ধ্বজদণ্ড দিল।
আর করি রঙ্গ নানারঙ্গ পতাকা অর্পিল ॥১০৫
দিল থরে থর কতবর চামর টাঙ্গিয়া।
দিল কাছে তার ঘণ্টা আর কিঙ্কিণী বান্ধিয়া ॥
দিল মধ্যে তার চমৎকার চন্দ্রাতপ তুলি।
যাহে অভিরাম মুক্তাদাম শোভা দুলি দুলি ॥
বসি-বার স্থল সুকোমল আসনে ঢাকিল।
তার চারিধারে থরে থরে বালিশ অর্পিল ॥ ১০৮
তাহে করি সাজ পক্ষিরাজ ঘোটক যুড়িল।
দেখি যাহাদিকে সবলোকে বিস্ময় লাগিল ॥১০৯
পরে হস্তিচয় শক্রঞ্জয় প্রভৃতি যাবত।
করে তা-সবার চমৎকার বেশ যোগ্যমত ॥১১০
স্নান করাইয়া পোঁছাইয়া সব কলেবর।
দিল নানারঙ্গ বস্ত্র অঙ্গ ঢাকি পৃষ্ঠোপর ॥ ১১১

তাহে পট্টরসী দিয়া কসি করিল বন্ধন।
আর থোপা থোপা স্বর্ণঝাঁপা করিল অর্পণ ॥
পরে পৃষ্ঠোপরি যত্ন করি বস্ত্রচৌকী দিল।
আর কণ্ঠদেশে দুই পাশে ঘণ্টা দোলাইল ॥
পরে হরিতাল অতিলাল সিন্দুর জাঙ্গালে।
কৈল নানাজাতি চিত্রততি কুম্ভেতে কপালে ॥
কিবা বস্তাতরু যিনি গুরু দশন সকলে।
দিল স্বর্ণময় মণিময় বলয়মণ্ডলে ॥ ১১৫
পরে যত বাজী তুর্গী তাজী পক্ষিরাজ আদি।
করে তা সবার অলঙ্কার হইয়া আহ্লাদি ॥১১৬
দিল পৃষ্ঠে জীন দিব্য চীন-বস্ত্রে আচ্ছাদিত।
যেন নানাবর্ণ মণি-স্বর্ণ-মুক্তায় চিত্রিত ॥ ১১৭
তাহে স্বর্ণঘুরী শারি শারি করয়ে বন্ধন।
ক্ষুদ্র ঘণ্টাততি যার অতি মধুর নিস্বন ॥ ১১৮
মুখে স্বর্ণময় সমর্পয় কড়্যালি লাগাম।
গলে অভিরাম স্বর্ণদাম পদক সুঠাম ॥ ১১৯
চূড়া দিল মাতে শোভে যাতে মুক্তা মণিগণ।
পদে সুমধুর সঘুঙ্ঘুর নূপুর বাজন ॥ ১২০
পরে মহারথী আর রথি-পদাতি-নিকর।
তারা করে বেশ সবিশেষ সানন্দ-অন্তর ॥ ১২১
আগে কলেবরে সানা পরে কেহ জোড়া জামা
শিরে পাগ ধরে কেহ পরে টুপি অনুপামা ॥১২২
তাহে করি যত্ন দিব্য রত্নভূষণ বান্ধিল।
কর্ণে মণিকৃত সুচিত্রিত কুণ্ডল পরিল ॥ ১২৩
গলে মুক্তামালা হাতে বালা ভুজে বাজুবন্ধ।
করে মধ্যদেশে চিত্রবাসে ছন্দ করি বন্ধ ॥ ১২৪
তার উপরিতে বান্ধে রীতে কিঙ্কিণী ঘুঙ্ঘুর।
চর-ণেতে পরে তারা পরে বাজন্ত নূপুর ॥ ১২৫
পৃষ্ঠে বান্ধে তূণ সহ গুণ ধনু নিল করে।
কক্ষে ছোরা ছুরি অসি ফরী বান্ধে থরে থরে
যত মন্ত্রিজন প্রজাগণ তারাও সকলে।
করে দিব্য সাজ রঘুরাজ-দৃষ্টি-কুতূহলে ॥ ১২৭
পাগ বান্ধে মাতে শরীরেতে জামাজোড়া পরে
যত অলঙ্কার মুক্তাহার পুষ্পমালা ধরে ॥ ১২৮
এত করি সাজ তারা রাজ-দ্বারেতে আইসে।
প্রভু রঘুবরে দেখিবারে যাইতে হরিষে ॥ ১২৯

ঘোষণা শুনিয়া, উল্লসিত-হিয়া,
যত পুরনারীগণ।

রামে নিরখিতে, গমন করিতে,
করে বেশ বিরচন ॥ ১৩০
প্রথমে চিকুর, আঁচরি মধুর,
লোটন বান্ধিল তায়।
বুকের উপরি, বিচিত্র কাঁচুরি,
বান্ধিল কিবা সে ভায় ॥ ১৩১
অতি সুচিক্কণ, সুরঙ্গ বসন,
পরিলেক কটিদেশে।
মুকুতা-ঝালর, সিঁথি মনোহর,
বান্ধিল ললাট-কেশে ॥ ১৩২
কপালে সিন্দূর- বিন্দু সুমধুর,
নাসাতে তিলক পরে।
গণ্ড-দরপণে, কুঙ্কুম চন্দনে,
পত্রাবলী চিত্র করে ॥ ১৩৩
নাসায় বেশর, মণি মনোহর,
কুণ্ডল পরিল কাণে।
গলে মতিদাম, পদক সুঠাম,
খচিত হীরার খানে ॥ ১৩৪
ভুজে মণিময়, তাড়ঙ্ক পরয়,
কনক-কঙ্কণ করে।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী, নিতম্ব-উপরি,
বাজন্ত কিঙ্কিণী পরে ॥ ১৩৫
যাবকের জল, দিয়া পদতল,
অধিক বঞ্জিত করি।
পাশুলী নূপুর, পঞ্চম ঘুঙ্ঘুর,
পরিলেক ভভুপরি ॥ ১৩৬
এত বেশ করি, শুভবস্তু পূরি,
সাজায়্যা মঙ্গলধারী।
শ্রীরঘুনন্দন- দর্শন-কারণ,
উৎকণ্ঠিত সব নারী ॥ ১৩৭
ঘোষণা-নিনাদ শুনি শ্রীকৈকয়ী রাণী।
কহিছেন দাসীজন প্রতি এই বাণী ॥ ১৩৮
কি শুনি কি শুনি আজ নগরে ঘোষণা।
চিরদিন পরে বাজে মঙ্গল-বাজনা ॥ ১৩৯
যে অবধি কাননে গিয়াছে রামধন।
সে অবধি নগরে না বাজয়ে বাজন ॥ ১৪০
আজি অকস্মাৎ কেন বাজনা বাজিছে।
বুঝি রামধন ফিরি ভবনে আসিছে ॥ ১৪১
শুনি আয় শুনি আয় বিশেষ করিয়া।
কিসের বাজনা বটে নিশ্চয় জানিয়া ॥ ১৪২
এত শুনি প্রাসাদ উপরি চড়ি দাসী।
সব বার্ত্তা জানি কহিতেছে ফিরি আসি ॥ ১৪৩
রাণি কি কহিব আর শুভ সমাচার।
সত্য আসিছেন গৃহে শ্রীরাম তোমার ॥ ১৪৪
নন্দিগ্রামে করিবেন কল্য আগমন।
তাঁরে দেখিবারে সেথা যাবে সবজন ॥ ১৪৫
ভরতজননী শুনি দাসীর বচন।
অবশ হইলা মহাসুখে মুগ্ধ-মন ॥ ১৪৬
ক্ষণেক পরেতে পুন সুস্থির হইয়া।
দিব্য হার দিল সেই দাসীরে তুষিয়া ॥ ১৪৭
তবে রামে দেখিতে যাইতে উৎকণ্ঠিত।
মনে মনে ভাবনা করেন সশঙ্কিত ॥ ১৪৮
করিয়াছি আমি যেই কুকর্ম্মাচরণ।
তাহে ক্রুদ্ধ আছে মোর ভরত নন্দন ॥ ১৪৯
অতএব সেই নন্দিগ্রামে যাইবারে।
অবশ্য বারণ করি থাকিবে আমারে ॥ ১৫০
অতএব কি করিব কিরূপে যাইব।
কিরূপে বা রামধনে দর্শন করিব ॥ ১৫১
অথবা আমিহ নাহি করিব গমন।
মোরে দেখি মনে দুঃখ পাবে রামধন ॥ ১৫২
এতেক পর্য্যন্ত ভাবি উৎকণ্ঠিত-মন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া পুন এই কথা কন ॥ ১৫৩
হায় হায় তার চান্দ-মুখ না দেখিয়া।
গৃহেতে থাকিব বসি কেমন করিয়া ॥ ১৫৪
বাঁচিয়া রহিলুঁ সহি দুঃখ-উপহাসে।
কেবল তাহার মুখ দেখিবার আশে ॥ ১৫৫
তাহে যদি দর্শন না করিব এক্ষণ।
তবে কেন রাখিলাম বৃথা এ জীবন ॥ ১৫৬
মোরে দেখি দুঃখ না পাইবে রামধন।
নাহি করে সেহ কারো দূষণ গ্রহণ ॥ ১৫৭
অতএব কোনো মতে নারিব রহিতে।
অবশ্য যাইতে হবে শ্রীরামে দেখিতে ॥ ১৫৮
কিন্তু ভরতের ভয়ে কাঁপিতেছে মন।
সহায় হইবে মোর ইথে কোন্ জন ॥ ১৫৯
এমন দয়ালু জন নাহি দেখি আর।
শ্রীকৌশল্যা রাণী বিনে জগত-মাঝার ॥ ১৬

অতএব তাঁরে গিয়া করি নিবেদন।
আমারে সঙ্গেতে লয়্যা করুন গমন ॥ ১৬১
এইরূপ ভাবিছেন শ্রীকৈকেয়ী মনে।
কৌশল্যার দাসী আল্য তোথা সেইক্ষণে ॥১৬২
প্রণমিয়া কয় সেহ কেকয়-সুতায়।
চল শীঘ্র মহারাণী ডাকিলা তোমায় ॥ ১৬৩
রামচন্দ্র করিছেন দেশে আগমন।
তাহারে দেখিতে যাইবেক সব জন ॥ ১৬৪
অতএব রামচন্দ্রে দেখিতে যাইতে।
মহারাণী পাঠাইলা তোমারে লইতে ॥ ১৬৫
দাসী-মুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ।
কৈকয়ী হইলা অতি আনন্দিত-মন ॥ ১৬৬
তাই বলি হেন দয়া যদি না থাকিবে।
তবে কিরূপেতে রাম-জননী হইবে ॥ ১৬৭
এইরূপে বহু প্রশংসিয়া কৌশল্যারে।
সে দাসীরে দিলা নানা বস্ত্র অলঙ্কারে ॥ ১৬৮
তবে রাম-নিরীক্ষণে উৎকণ্ঠিত-মন।
কৌশল্যা রাণীর কাছে করিলা গমন ॥ ১৬৯
তারে দেখি শ্রীকৌশল্যা আদর করিয়া।
বসাইলা নিজ কাছে করেতে ধরিয়া ॥ ১৭০
এইরূপ করিতে করিতে সাজ-বেশ।
সে দিন রজনী হয়্যা গেল অবশেষ ॥ ১৭১
তবে শ্রীশত্রুঘ্ন সজ্জ করি দিব্য যান।
সংবাদ জানাল্যা শ্রীকৌশল্যা বিদ্যমান ॥ ১৭২
তবে তারা সবে অতি হরষিত-মন।
দিব্য দিব্য নরযানে কৈলা আরোহণ ॥ ১৭৩
দিব্য রথযানে তবে করি আরোহণ।
সর্ব্বাগ্রে চলিলা বশিষ্ঠাদি বিপ্রগণ ॥ ১৭৪
পরে সমাগত জনকাদি নৃপতি।
রথে আরোহিয়া চলিলেন সুখিমতি ॥ ১৭৫
আর কত রথ হাতী ঘোটক গাড়ীতে।
চড়ি চড়ি যায় লোক না পারি গণিতে ॥ ১৭৬
পদব্রজে যায় যত পুরুষ-অঙ্গনা।
কে করিতে পারে তার সকলে গণনা ॥ ১৭৭
বালক যুবক বৃদ্ধ যত জন ছিল।
প্রায় সকলেই নন্দিগ্রামেতে চলিল ॥ ১৭৮
অপর কি কব যত পশু পক্ষিগণ।
তাহারাও কুতূহলে করিল গমন ॥ ১৭৯
তবে তারা নন্দিগ্রামে হল্যা উপস্থিত।
তাহা দেখি শ্রীভরত হল্যা আনন্দিত ॥ ১৮০
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ১৮১

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে
অযোধ্যাবাসি-হর্ষণো নাম দ্বাত্রিংশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩২

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে ভরতাদির আগমন।

সবিরহ-দব-তপ্তান স্বপ্রজাবৃক্ষসঙ্ঘান,
নিজরুচিজলসেকৈঃ প্রাপয়ন্ শীতলত্বম্।
স্বজনহৃদয়পালী-তর্ষিতস্তোককালী-
মসুখশরদধিকং যস্তং ভজে রামমেঘম্ ॥১

তবে সকলেরে লয়্যা ভরত কুমার।
শ্রীরামে আনিতে করিলেন আগুসার ॥ ২
বাজিতে লাগিল নানা মঙ্গল-বাজন।
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ পনব বাদ্যগণ ॥ ৩
তাহে সব আগে শঙ্খধ্বনি-করা যায়।
তার পাছে নিশান-পতাকাধারী ধায় ॥ ৪
নাচি নাচি যায় আগে নর্ত্তকী সকল।
গায়কেতে গীত গায় করি কোলাহল ॥ ৫
বারবধূ-সকল উত্তম বেশ করি।
যাইতেছে হাব-ভাবে কর-ধরাধরি ॥ ৬
সাম গান করি যায় যাবত ব্রাহ্মণ।
স্তুতি পাঠ করে ভট্ট-সূত-বন্দিগণ ॥ ৭
দধি লাজ মাল্য ঘৃত মোদক কুসুম।
নানা মণি মিষ্টফল রোচনা কুঙ্কুম ॥ ৮
এই আদি শুভবস্তু-পাত্র করে নিয়া।
প্রজা সব যায় হৃষ্ট-মানস হইয়া ॥ ৯
শিরে লয়্যা শ্রীরামের পাদুকাযুগল।
পদব্রজে চলিলেন ভরত দুর্ব্বল ॥ ১০

রাজচ্ছত্র ধরি যায় পাতুকা-উপর।
ব্যজন করয়ে তাহে ধবল চামর॥ ১১
চারিদিকে মন্ত্রিগণ তাঁরে বেড়ি যায়।
অন্য যাবদীয় লোক তার পাছে ধায়॥ ১২
সকলের পশ্চাতে যাবত নারীজন।
তার পাছে যানে চড়ি রাম-মাতৃগণ॥ ১৩
এইরূপে শ্রীভরত লয্যা স্বজনে।
চলিলেন রামচন্দ্র-চরণ-দর্শনে॥ ১৪
এখানেতে রঘুপতি প্রভাতসময়ে।
কহিছেন প্রীতি করি গুহ মহাশয়ে॥ ১৫
মিতা দেখ রজনী হইল অবসান।
ভরতে দেখিতে এবে করিব প্রস্থান॥ ১৬
অতএব তুমি নিজ বান্ধব লইয়া।
পুষ্পকেতে আরোহণ করহ আসিয়া॥ ১৭
এতেক বচন শুনি নিষাদ-ভূপতি।
সজ্জিত হইয়া আইলেন শীঘ্রগতি॥ ১৮
তবে প্রভু সকলেরে সঙ্গেতে লইয়া।
প্রস্থান করিলা পুষ্পকেতে আরোহিয়া॥ ১৯
এখানেতে শ্রীভরত কথোদূর গিয়া।
উৎকণ্ঠাতে চলিলেন সকলে রাখিয়া॥ ২০
তাঁর সঙ্গে কেহ কেহ যাইছে ধাইয়া।
শ্রীরামে দেখিতে অতি উৎকণ্ঠা করিয়া॥ ২১
তবে শ্রীভরত গিয়া আর কথো দূর।
কহিছেন বায়ুপুত্রে উৎকণ্ঠা-প্রচুর॥ ২২
কপিবর হয্যা গেল বেলা বহুতর।
এখনো না আইলেন কেন রঘুবর॥ ২৩
ইথে আমি মনে এই করিয়ে সংশয়।
তব এই কর্ম্ম কপিজাতিযোগ্য হয়॥ ২৪
তাহা শুনি কৃতাঞ্জলি হয্যা হনুমান্।
কহিছেন দেখায়্যা ভরত বিদ্যমান॥ ২৫
প্রভু চাহি দেখ এই লতা-তরুগণ।
অকালে কর্য্যাছে ফল-কুসুম ধারণ॥ ২৬
ভরদ্বাজ বর দিয়াছেন প্রভু প্রতি।
অকালেতে বৃক্ষে হবে ফল-পুষ্পততি॥ ২৭
অতএব মোর বাক্যে না কর সংশয়।
এখনি দেখিবে প্রভু রামেরে নিশ্চয়॥ ২৮
এত নিবেদন করি শুনি পাতি শ্রুতি।
পুনর্ব্বার ভরতে কহেন শ্রীমারুতি॥ ২৯

অই শুন অই শুন পাতিয়া শ্রবণ।
রামজয় শব্দ করিতেছে কপিগণ॥ ৩০
এইরূপ কহিতে কহিতে হনুমান।
আকাশেতে দেখা দিল পুষ্পক-বিমান॥ ৩১
তাহা দেখি ভরতে কহেন কপিবর।
অই দেখ রাম আল্যা আকাশ-উপর॥ ৩২
তবে রামে দেখি নারী-পুরুষ সকলে।
এককালে অই রাম অই রাম বলে॥ ৩৩
বাল যুবা বৃদ্ধ সকলের সেই রব।
আচ্ছাদিল দিগন্ত আকাশ দিক্ সব॥ ৩৪
রথ-হাতি-ঘোটকেতে ছিল যত জন।
সকলে ভূমিতে নামি করে দরশন॥ ৩৫
শ্রীভরত রামচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ।
হইলেন অতিশয় আনন্দিত-মন॥ ৩৬
পুলকিত-অঙ্গ হল্যা নেত্রে অশ্রু গলে।
কৃতাঞ্জলি হইয়া পড়িলা ভূমিতলে॥ ৩৭
প্রণাম করিয়া রামে পুনশ্চ উঠিয়া।
একদৃষ্টি দেখিছেন সাঞ্জলি হইয়া॥ ৩৮
শ্রীরামচন্দ্রও দেখি ভরত-কুমারে।
কহিছেন সুখি-মনে আপন মিতারে॥ ৩৯
দেখ দেখ মিতা আগে কর নিরীক্ষণ।
মোরে নিতে ভরত করিছে আগমন॥ ৪০
হইয়াছে অতি কৃশ বিরহে আমার।
পরিধান বাকল মস্তকে জটাভার॥ ৪১
মস্তকে লইয়া মোর পাদুকাযুগল।
আসিতেছে কান্দি কান্দি প্রেমেতে বিহ্বল॥ ৪২
আর দেখ যাবদীয় নিজ মন্ত্রিগণে।
পরিধান করায়্যাছে কষায়-বসনে॥ ৪৩
হেন ভ্রাতৃভক্ত-জন এ তিন ভুবনে।
না দেখি নয়নে নাহি শুনিয়ে শ্রবণে॥ ৪৪
চিরদিন পরে আজি উহারে দেখিয়া।
জুড়াইল দেহ মোর জুড়াইল হিয়া॥ ৪৫
এইরূপ কহি কহি প্রেমেতে বিহ্বল।
ক্রন্দন করেন প্রভু আঁখি ছল ছল॥ ৪৬
প্রভুর বচন শুনি যত কপিগণ।
উর্দ্ধ গ্রীবা করি করে ভরতে দর্শন॥ ৪৭
ভরতের চর্য্যা দেখি সুগ্রীবাদি জন।
হইলা বিস্ময়-সুখসাগরে মগন॥ ৪৮

তবে অতি আনন্দিত হয়্যা কপি সব।
ঘন ঘন করে রাম জয় জয় রব ॥ ৪৯
তাহা শুনি অতিশয় আনন্দ-উল্লাসী।
জয়ধ্বনি করে যত অযোধ্যানিবাসী ॥ ৫০
সে কালেতে ভূমিতলে আর উপরিতে।
যে শোভা হইল তাহা কে পাবে বর্ণিতে ॥ ৫১
পুষ্পক-ধরণীধর, তদুপরি রঘুবর,
নবমেঘ হইলা উদয়।
দূর্ব্বাদল ইন্দীবর, জিনি শ্যাম কলেবর,
তাপ-নিবর্ত্তক অতিশয় ॥ ৫২
লক্ষ্মণ জনকসুতা, যাহাতে বিদ্যুতলতা,
শোভিছেন পরম শোভন।
গভীর মধুর বাণী, যাহাতে গর্জ্জিতধ্বনি,
ইন্দ্রধনু হয় শরাসন ॥ ৫৩
সেই মেঘে সুশীতল, বৃষ্টি করে রুচিজল,
যাহে বিশ্ব শীতল হইল।
সকলের কলেবর, তরু অতি মনোহর,
রোমোদ্গাম-অঙ্কুরে ভরিল ॥ ৫৪
সেই জলধরে দেখি, অযোধ্যানিবাসি-শিখি,-
সমূহ হইযা সুখি-মন।
অতিশয কুতূহলী, উত্তরীয়-পুচ্ছ তুলি,
আরম্ভিলা করিতে নর্ত্তন ॥ ৫৫
ভরতের দুই আঁখি, হয়্যাছে চাতকপাখী,
তারা সেই জল পান করে।
তাহে মগ্ন মহাসুখে, একদৃষ্টি হয়্যা দেখে,
সেই রঘুপতি-জলধরে ॥ ৫৬
তবে রামচন্দ্র অতি উৎকণ্ঠিত মন।
শীঘ্র নামো নামো বলি পুষ্পকেরে কন ॥ ৫৭
সেই ত বিমানরাজ প্রভু-আজ্ঞা পাই।
নামিলা ধরণীতলে শীঘ্র সেই ঠাঁই ॥ ৫৮
যেই মাত্র ভূমিতলে পুষ্পক নামিলা।
দণ্ডবত হয়্যা পুন ভরত পড়িলা ॥ ৫৯
তবে রামচন্দ্র বেগে নামি ভূমিতলে।
ভাই ভাই বলি তাঁরে নিলা বক্ষঃস্থলে ॥ ৬০
দোঁহার পরশে দোঁহে আনন্দিত-মন।
নিঃসরে দোঁহার অঙ্গে ঘর্ম্ম কণ-কণ ॥ ৬১
মুখ বুক বাহি পড়ে অশ্রুজল-ধার।
গদগদে কণ্ঠরোধ হয়্যাছে দোঁহার ॥ ৬২
চিরদিন পরে দোঁহে পাইয়া দোঁহারে।
না পারেন দৃঢ় আলিঙ্গন ছাড়িবারে ॥ ৬৩
সে কালে যে সুখ হল্য তাঁহাদের মনে।
অন্য জন কে জানিবে তা দোঁহা বিহনে ॥ ৬৪
রামচন্দ্র অতিশয় আর্দ্র স্নেহনীরে।
মুহুর্মুহু ঘ্রাণ নেন ভরতের শিরে ॥ ৬৫
তবে শ্রীভরত পুন রামে প্রণমিলা।
রামচন্দ্র তাঁরে জিজ্ঞাসিতে আরম্ভিলা ॥ ৬৬
প্রাণাধিক ভ্রাতা কহ আপন কুশল।
কুশলে আছেন মোর জননী সকল ॥ ৬৭
কুশলে আছেন শ্রীবশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণ।
জ্ঞাতি বন্ধু মন্ত্রি-ভৃত্য আর প্রজাগণ ॥ ৬৮
কুশলে আছেন সব দেশবাসিচয।
ধান্য হইয়াছে দেশে নাহি মারীভয় ॥ ৬৯
ভরত কহেন প্রভু তব আগমনে।
পরিপূর্ণ হল্য দেশ সর্ব্বশুভগণে ॥ ৭০
জিজ্ঞাসিলে যাহাদের আপনি কুশল।
বাঁচি আছে প্রাণ এই পরম মঙ্গল ॥ ৭১
তব রাজ্যে না হইবে শস্য কি কারণ।
নাহি আছে কভু মারীভয়-সম্ভাবন ॥ ৭২
যেবা এক অমঙ্গল সবাকার ছিল।
তব আগমনে তাহা দূরে পলাইল ॥ ৭৩
এক্ষণ বাসনা করে মো-সবার মন।
প্রভুর মঙ্গল-কথা করিতে শ্রবণ ॥ ৭৪
শ্রীরাম কহেন ভ্রাতা কল্যাণে তোমার।
সতত কল্যাণ হয় আমা সবাকার ॥ ৭৫
যেবা এক পীড়া মোর অন্তরেতে ছিল।
তোরে দেখি আজি তাও বিনষ্ট হইল ॥ ৭৬
এইরূপ ভরতে কহেন ভগবান্।
হেনকালে শত্রুঘ্ন আইল সেই স্থান ॥ ৭৭
আকুল হইয়া নয়নের অশ্রুজলে।
পড়িলেন রামচন্দ্র-চরণ-কমলে ॥ ৭৮
তাঁরে দেখি রামচন্দ্র কোলেতে লইয়া।
আশীষ করেন শিরে হস্ত বুলাইযা ॥ ৭৯
ভরত জানকী-আগে করিয়া গমন।
ভক্তিভাবে কৈলা তাঁর চরণ বন্দন ॥ ৮০
আশীষ করিয়া তাঁরে সীতা ঠাকুরাণী।
মৃদু মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসেন এই বাণী ॥ ৮১

কহ কহ দেবর কুশল সমাচার।
কেন এত দেহ ক্ষীণ হয়্যাছে তোমার ॥ ৮২
ভরত কহেন শুন নৃপ-রাজরাণী।
তব আশীর্ব্বাদে অন্য দুঃখ নাহি জানি ॥ ৮৩
এক দুঃখ ছিল তোমাদের অদর্শনে।
তাহা দূর হল্য আজি শুভ-আগমনে ॥ ৮৪
এইরূপ জানকীরে কহেন ভরত।
হেনকালে লক্ষ্মণ বন্দিলা দণ্ডবত ॥ ৮৫
তাঁরে দেখি শ্রীভরত স্নেহে মুগ্ধমন।
পড়িলেন তদুপরি হয়্যা অচেতন ॥ ৮৬
তাহা দেখি হনুমান ধাইয়া আসিয়া।
তুলি বসাইলা তাঁরে যতন করিয়া ॥ ৮৭
ক্ষণেক পরেতে তিঁহ পাইয়া চেতন।
লক্ষ্মণেরে কোলে লয়্যা করেন ক্রন্দন ॥ ৮৮
প্রাণাধিক মরিছিলে তুমি শেল-বলে।
হারাধন দেখিতে পাইলুঁ ভাগ্যবলে ॥ ৮৯
মরি মরি অতি দুষ্ট নিশাচরপতি।
কিরূপে ছাড়িয়াছিল শক্তি তোর প্রতি ॥ ৯০
হেন সুকুমার অঙ্গ দেখিয়া তোমার।
দয়া না হইল কেন হৃদয়ে তাহার ॥ ৯১
মরি মরি ক্রূরমতি পাপ দশানন।
কোন্ স্থানে করিছিল শক্তিতে বেধন ॥ ৯২
এত কহি ফুকুরিয়া করেন ক্রন্দন।
তাঁহারে সান্ত্বনা করি কহেন লক্ষ্মণ ॥ ৯৩
স্থির হও প্রভু নাহি করহ ক্রন্দন।
এত খেদ করে কোথা ভবদ্বিধ জন ॥ ৯৪
যুদ্ধে গেলে অস্ত্রবেধ অবশ্যই হয়।
তাহাতে এতেক খেদ সমুচিত নয় ॥ ৯৫
তাহে আমি তোমাদের চরণ-প্রসাদে।
মুক্ত হইয়াছি সেই সব অবসাদে ॥ ৯৬
অতএব এই শোক-ক্রন্দন সম্বরি।
আপন কুশল বার্ত্তা কহ কৃপা করি ॥ ৯৭
ভরত কহেন ভাই তোমার কল্যাণে।
সকলেরি নিরন্তর কল্যাণ এখানে ॥ ৯৮
মারুতির মুখে শুনি তোমার চরিত।
হইয়াছি আমি সুধা-রসেতে সিঞ্চিত ॥ ৯৯
অকপট-ভাবে তুমি শ্রীরামে সেবিলে।
আপনার যশে তিন ভুবন ভরিলে ॥ ১০০
যাবত রহিবে এই সকল সংসার।
তাবত গাইবে সবে এ কীর্ত্তি তোমার ॥ ১০১
এইরূপ কহিছেন ভরত লক্ষ্মণে।
সেই স্থলে শত্রুঘ্ন আইলা সেইক্ষণে ॥ ১০২
জানকীরে প্রণাম করিয়া প্রীতমনে।
প্রণাম করিলা আসি লক্ষ্মণ-চরণে ॥ ১০৩
লক্ষ্মণ তাহারে কোলে তুলিয়া লইয়া।
শুভ সম্ভাষণ কৈলা আলিঙ্গন দিয়া ॥ ১০৪
তবে শ্রীভরত দিয়া প্রেম-আলিঙ্গন।
কপিরাজ বিভীষণ প্রতি কিছু কন ॥ ১০৫
কপিনাথ লঙ্কানাথ তোমাদের বলে।
বধিয়া আইলা প্রভু দশানন খলে ॥ ১০৬
যে করিলে শ্রীরামের তোমা উপকার।
ইহার তুলনা ত্রিজগতে নাহি আর ॥ ১০৭
পূর্ব্বেতে ছিলাম মোরা ভ্রাতা চারিজন।
তোমাদিগে পাই ছয় হইলুঁ এক্ষণ ॥ ১০৮
শ্রীসুগ্রীব বিভীষণ কহেন তাঁহারে।
এত স্তুতি কর কেন আমা সবাকারে ॥ ১০৯
মোরা হই শ্রীরামের দাস-অনুদাস।
করিবে মোদের প্রতি করুণা প্রকাশ ॥ ১১০
তবে শ্রীভরত আর সব কপিগণে।
সম্ভাষিলা আলিঙ্গন-মধুর-বচনে ॥ ১১১
ভরতের বিনয় দেখিয়া কপিচয়।
আনন্দিত হয়্যা সবে ধন্য ধন্য কয় ॥ ১১২
পরে জনকাদি যাবদীয় নৃপগণ।
শ্রীরাম সঙ্গেতে আসি কৈলা সম্ভাষণ ॥ ১১৩
তাহে প্রভু শ্রীজনকে বন্দিলা যখন।
জনক কোলেতে লয়্যা তাঁর প্রতি কন ॥ ১১৪
বাপধন এত দিন না দেখি তোমারে।
ডুবিয়াছিলাম মোরা ঘোর অন্ধকারে ॥ ১১৫
আজি তব আগমনে তাহা হল্য ক্ষয়।
অন্ধকার নাশে যেন রবির উদয় ॥ ১১৬
বর্ণন করিব আমি কি গুণ তোমার।
তোমা হত্যে মোর কুল হইল উদ্ধার ॥ ১১৭
পালিতে পিতার বাক্য রাজ্য উপেখিয়া।
দেবতার হিত কৈলে রাবণে বধিয়া ॥ ১১৮
তোহে কন্যা দিয়া আমি সংসার তরিলুঁ।
আপনার পূর্ব্ববংশে উদ্ধার করিলুঁ ॥ ১১৯

কন্যার ভাগ্যের কথা কি কহিব আর ।
সর্ব্বগুণপাত্র তুমি বল্লভ যাহার ॥ ১২০
এত কহি নিরখিয়া আপন ঝিয়ারী ।
ধাই গিয়া কোলে নিলা মিথিলাধিকারী ॥ ১২১
মুহুর্ম্মুহু তাঁর শিরে আঘ্রাণ লইয়া ।
কহিছেন তাঁর প্রতি কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১২২
মাগো মাগো তোর দুঃখ করিয়া শ্রবণ ।
বড় ক্রূর আমি তেঁই আছয়ে জীবন ॥ ১২৩
আর এক বাঁচিবার আছয়ে কারণ ।
তোর পাতিব্রত্যধর্ম্ম-সৎকীর্ত্তিশ্রবণ ॥ ১২৪
তোমা হৈতে মোর কুল হইল উজ্জ্বল ।
তোমা হৈতে কীর্ত্তি হৈলা অতি সুনির্ম্মল ॥ ১২৫
জানকী কহেন পিতা আশীষে তোমার ।
কোনো দুঃখ হয় নাই কাননে আমার ॥ ১২৬
এক দুঃখ দিয়াছিল দুষ্ট দশানন ।
পাইয়াছে সেহ তব প্রসাদে নিধন ॥ ১২৭
অতএব মোর লাগি না কর ক্রন্দন ।
কহ কহ মোর মাতা আছেন কেমন ॥ ১২৮
কুশলে আছয়ে মোর ভগিনী সকল ।
মিথিলা-নিবাসী সব জনের মঙ্গল ॥ ১২৯
এত কহি শ্রীজানকী বন্দিলা তাঁর পায় ।
তুষিলা জনক তাঁরে কুশল কথায় ॥ ১৩০
তবে শ্রীলক্ষ্মণ আসি জনকে বন্দিলা ।
তিঁহ কোলে লয়্যা শুভ-প্রশ্নে সন্তোষিলা ॥ ১৩১
হেন কালে শ্রীবশিষ্ঠ-আদি বিপ্রগণ ।
শ্রীরামচন্দ্রের আগে কৈলা আগমন ॥ ১৩২
তাঁহাদিগে দেখি প্রভু স্বগণ-সহিতে ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ধরণীতে ॥ ১৩৩
তাঁরা সবে শিরে দূর্ব্বা ধান্য সমর্পিয়া ।
কহিছেন বার বার আশীষ করিয়া ॥ ১৩৪
চিরজীবী হও তুমি ভূপতি-কুমার ।
কহ কহ আপনার শুভ সমাচার ॥ ১৩৫
প্রভু কন তোমা সবে কৃপা কর যারে ।
তার কি অশুভ কভু আছয়ে সংসারে ॥ ১৩৬
তোমাদের শ্রীচরণ-কৃপালেশ-বলে ।
জিনিলাম দশাননে সসৈন্যে সকলে ॥ ১৩৭
বশিষ্ঠ কহেন তুমি যে কার্য্য করিলে ।
ইহার উপমা ত্রিভুবনে নাহি মিলে ॥ ১৩৮
করিলে দেবতা-মুনি সকলের হিত ।
আপনার যশে কৈলে ভুবনে ভূষিত ॥ ১৩৯
এক্ষণ বসিয়া নিজ রাজসিংহাসনে ।
আনন্দিত করহ সকল প্রজাগণে ॥ ১৪০
এইরূপে কহেন বশিষ্ঠ তপোধন ।
হেনকালে প্রজাগণ কৈল আগমন ॥ ১৪১
মঙ্গলসূচক দ্রব্য হস্তেতে লইয়া ।
কহিছেন তারা সবে অঞ্জলি তুলিয়া ॥ ১৪২
জয় জয় রঘুপতি কৌশল্যা-নন্দন ।
সুখেতে করিলে তুমি দেশে আগমন ॥ ১৪৩
চতুর্দ্দশবর্ষ মোরা তব দৃষ্টি-আশে ।
জীবন ধরিয়া আছি অনেক প্রয়াসে ॥ ১৪৪
আজি বিধি প্রসন্ন হইয়া মো-সবায় ।
পরিপূর্ণ করিলেন সেই ত আশায় ॥ ১৪৫
আজি শুভ দিন হৈলা আমা সবাকার ।
দূর হৈলা যাবদীয় দুঃখ-অন্ধকার ॥ ১৪৬
এত কহি যাবদীয় পুরবাসি-জন ।
জয় জয় ধ্বনি করি করয়ে নর্ত্তন ॥ ১৪৭
প্রভু তাঁহাদিগে যথোচিত সম্ভাষণে ।
সন্তোষিত করিলা কুশলজিজ্ঞাসনে ॥ ১৪৮
রামে নিরীক্ষণ করি সীমন্তিনী সব ।
সুখিত হইয়া করে উলু উলু রব ॥ ১৪৯
তবে রামচন্দ্র দূরে দেখি মাতৃগণে ।
ধাইয়া চলিলা অতি উৎকণ্ঠিত মনে ॥ ১৫০
কৌশল্যাও ধাই যান দেখি রঘুবরে ।
গাভী যেন বৎস দেখি চিরদিন পরে ॥ ১৫১
ওমা ওমা বলিয়া ডাকেন রঘুমণি ।
বাপ বাপ বলিছেন তাঁহার জননী ॥ ১৫২
তবে রামচন্দ্র তাঁর নিকটে আসিয়া ।
প্রণাম করিলা ভূমিতলেতে পড়িয়া ॥ ১৫৩
স্নেহেতে অবশ রাণী বাহ্যজ্ঞান হরি ।
পড়িলা স্খলিত হয়্যা প্রভুর উপরি ॥ ১৫৪
তাহা দেখি শ্রীসুমিত্রা ধাইয়া আসিয়া ।
তুলি বসাইলা তাঁরে যতন করিয়া ॥ ১৫৫
তবে মহারাণী পুন চেতন পাইয়া ।
শ্রীরামে লইলা কোলে বাহু পসারিয়া ॥ ১৫৬
সে কালে যে প্রেমানন্দ হইল তাঁহার ।
তিঁহ বিনে তাহা জানিবারে শক্তি কার ॥ ১৫৭

পুলকিত হইল তাঁহার কলেবর।
বাষ্পজলে নিরোধ হইল তাঁর স্বর ॥ ১৫৮
সে কালে হইল আর বড় চমৎকার।
যাহা ভাবি হয় মনে আনন্দ অপার ॥ ১৫৯
দেখ দেখ লোকে মেঘ জল বৃষ্টি করি।
সেচন করযে গিরি চাতক উপরি ॥ ১৬০
সেই মেঘ-কোলে থাকে লুকায়্যা তড়িত।
সেই ক্ষণকাল নাহি হয় অবস্থিত ॥ ১৬১
এথা দেখি কৌশল্যার কুচগিরিবর।
দুগ্ধ-জল বৃষ্টি করে রাম মেঘোপর ॥ ১৬২
আর তার নয়ন-চাতক-পক্ষিদ্বয়।
বৃষ্টি করে সেই মেঘে অশ্রু জলচয় ॥ ১৬৩
শ্রীকৌশল্যা-বিদ্যুল্লতা-কোলের ভিতর।
লুকাইয়া রয়্যাছেন রাম-জলধর ॥ ১৬৪
সেহত বিদ্যুত হয়্যা আছেন স্তম্ভিত।
হেন অদভুত লোকে অতি অবিদিত ॥ ১৬৫
মরি মরি কৌশল্যার স্নেহ অতিশয়।
বর্ণব কি বাক্য-বুদ্ধি-গম্য নাহি হয় ॥ ১৬৬
বিবশ হইয়া রাণী বলেতে যাহার।
করেন বিবিধ চর্য্যা অতি চমৎকার ॥ ১৬৭
কখন দেখেন মুখ চিবুকে ধরিয়া।
কভু চুম্ব দেন মুখে প্রেমার্দ্র হইয়া ॥ ১৬৮
কখনো করেন তাঁর মস্তক আঘ্রাণ।
কখন অঙ্গেতে কর-কমল বুলান ॥ ১৬৯
এইরূপে কিছুকাল করিয়া যাপন।
পরে গদগদ রবে কান্দি কান্দি কন ॥ ১৭০
বাপধন এতদিন তোরে না দেখিয়া।
ছিলাম আমিহ যেন প্রাণেতে মরিয়া ॥ ১৭১
আমার পরাণ হয় বড়ই কঠিন।
তেই এত দুখেতেও ছিল এত দিন ॥ ১৭২
দশদিক সব হয়্যাছিল অন্ধকার।
দেখিতাম এ তিন জগৎ শূন্যাকার ॥ ১৭৩
আজি তোর চান্দমুখ করি নিরীক্ষণ।
সব দুঃখ দূর হল্য জুড়াল্য জীবন ॥ ১৭৪
দেখিতে পাইব তোর এ চান্দবদনে।
ইহা বলি বিশ্বাস না ছিল মোর মনে ॥ ১৭৫
তাহাও সদয় হয়্যা ঘটাইল বিধি।
দরিদ্র জনেরে যেন দেয় হারানিধি ॥ ১৭৬
জুড়াইল নেত্র তোর বদন দেখিয়া।
শীতল করহ কর্ণ শুভ বার্ত্তা দিয়া ॥ ১৭৭
কহ রে কহ রে বাপ কিরূপেতে বনে।
ভ্রমণ করিতে তোরা কমল-চরণে ॥ ১৭৮
কিরূপে সহিতে বৃষ্টি আতপ পবন।
কিরূপে বিরস ফল করিতে ভক্ষণ ॥ ১৭৯
হেন সুকুমার অঙ্গে কিরূপে শুইতে।
তৃণাসনে কদাচিত কদাচ ভূমিতে ॥ ১৮০
আছে ব্যাঘ্র সিংহ-আদি হিংস্র পশুসব।
কিরূপে সহিতে তাহাদের উপদ্রব ॥ ১৮১
শ্রীরাম কহেন মাতা আশীষে তোমার।
কিছু দুঃখ হয় নাই বনে মো-সবার ॥ ১৮২
তব আশীর্ব্বাদে সব কানন-ভূতল।
হয়্যাছিল আমাদিগে অতি সুকোমল ॥ ১৮৩
রহিতাম যেখানেতে মোরা যেইক্ষণ।
অতি বৃষ্টি না করিত সেথা মেঘগণ ॥ ১৮৪
অতিশয় তাপ নাহি দিতেন তপন।
অসহ্য রূপেতে নাহি বহিত পবন ॥ ১৮৫
কটু তিক্ত কষায় যে সব মূল-ফল।
তোমার আশীষে হত্য সুমিষ্ট কোমল ॥ ১৮৬
তৃণাসনে পদ্মাসন ধরণী পাষাণ।
তব তনুগ্রহে হত্য তুলীর সমান ॥ ১৮৭
যাত্রাকালে বান্ধিছিলে তুমি যে রক্ষণ।
তার গুণে কাছে না আসিত হিংস্রগণ ॥ ১৮৮
একমাত্র শঙ্কা ছিল তোমার লাগিয়া।
তাহা দূর হল্য এবে ওপদ দেখিয়া ॥ ১৮৯
এত কহি সুমিত্রার নিকটে যাইয়া।
প্রণাম করিলা প্রভু চরণ স্পর্শিয়া ॥ ১৯০
তবে শ্রীসুমিত্রা রামে কোলেতে লইয়া।
কহিছেন বার বার আশীষ করিয়া ॥ ১৯১
চিরজীবী হও রাম তুমি বাপধন।
পাইলাম তোরে দেখি সকলে জীবন ॥ ১৯২
কহ কহ বাপ নিজ শুভ সমাচার।
তাহাই শুনিতে মন চঞ্চল আমার ॥ ১৯৩
আর এক কথা কহ মোর বাপধন।
লক্ষ্মণ করিত তোর কেমন সেবন ॥ ১৯৪
শ্রীরাম কহেন মাতা আশীষে তোমার।
কিছু মাত্র অমঙ্গল নাহি মো-সবার ॥ ১৯৫

করিয়াছে লক্ষ্মণ আমার যত সেবা।
তার লেশ বর্ণন করিতে পারে কেবা॥ ১৯৬
সে সকল কথা হয় অধিক বিস্তর।
পরে নিবেদিব তাহা চরণে তোমার॥ ১৯৭
হেনকালে শ্রীজানকী আগেতে আসিয়া।
কৌশল্যার চরণে পড়িলা লোটাইয়া॥ ১৯৮
মহারাণী তারে দেখি আস্য মাতা বলি।
কোলেতে লইয়া ভুজে ধরি কুতূহলী॥ ১৯৯
শত শত চুম্ব দিয়া বদন-উপরি।
কহিছেন নানামত আশীর্ব্বাদ করি॥ ২০০
চিরজীবী হও মাতা শুভ ভাগ্যবতী।
পুত্র মুখ দেখ শীঘ্র বাঁচি রহু পতি॥ ২০১
সেবিছিলুঁ পূর্ব্বে আমি দেবতাসকলে।
তোমা হেন বধূ পাইয়াছি তারি ফলে॥ ২০২
যে কর্ম্ম করিলে তুমি অতি সুদুষ্কর।
কে করিতে পারে ইহা জগতভিতর॥ ২০৩
একে রাজকন্যা তাহে সুকুমারতর।
ফিরিলে স্বামীর সঙ্গে কানন-ভিতর॥ ২০৪
কভু উপবাস কভু ফলাদি ভোজন।
এত ক্লেশ সহি কৈলে স্বামীর সেবন॥ ২০৫
এইত তোমার যশ করিয়া শ্রবণ।
বিস্ময় পাইবে সব সতী নারীগণ॥ ২০৬
এইরূপ কহিছেন কৌশল্যা সীতায়।
হেনকালে শ্রীসুমিত্রা আইলা তোথায়॥ ২০৭
তাঁরে দেখি শ্রীজানকী করিলা বন্দন।
তিঁহ কোলে লয়্যা তাঁরে প্রীত করি কন॥ ২০৮
মাতা চিরজীবী হও স্বামি-সহযোগে।
পুত্রবতী পট্টরাণী হও রাজভোগে॥ ২০৯
কহিব কি আমি তোর সদ্‌গুণ অগণ্য।
ত্রিজগত করিতেছে তোহে ধন্য ধন্য॥ ২১০
একমাত্র কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
লক্ষ্মণ করিত সেবা তোর কি প্রকারে॥ ২১১
জানকী কহেন শুন শুন ঠাকুরাণী।
দেবরের গুণ আমি কহিতে না জানি॥ ২১২
চউদ্দবৎসর আমি তাঁহার সেবনে।
কিছু মাত্র ক্লেশ নাহি পাইয়াছি বনে॥ ২১৩
মোর লাগি যত দুঃখ পাইলা দেবর।
তাহা নহে মোর বাক্য-মনের গোচর॥ ২১৪
এইরূপ কহেন জানকী সুমিত্রায়।
হেনকালে শ্রীলক্ষ্মণ আইলা তোথায়॥ ২১৫
দুই পদ ধরিয়া পড়িয়া ভূমিতলে।
প্রণাম করিলা মাতৃ-চরণ-কমলে॥ ২১৬
আয় বাপ আয় বাপ বলি বার বার।
সুমিত্রা লইলা কোলে তুলি আপনার॥ ২১৭
অশ্রুজল-স্তনদুগ্ধে করিয়া সেচন।
কহিছেন তাঁরে রাণী এইত বচন॥ ২১৮
চিরজীবী হও তুমি বাপধন মোর।
অক্ষয় অব্যয় হক্ কলেবর তোর॥ ২১৯
রাম-সীতা-মুখে শুনি তোমার চরিত।
হইলাম আমি বড় আনন্দিত-চিত॥ ২২০
তোমা পুত্রগুণে মোর হবে দিব্য গতি।
কহিবে সকল জনে মোরে ভাগ্যবতী॥ ২২১
এইরূপে ছিলা আর যত মাতৃগণ।
তাঁদিগে বন্দিলা রাম জানকী লক্ষ্মণ॥ ২২২
তবে কৈকেয়ীরে না দেখিয়া রঘুপতি।
জিজ্ঞাসেন কৌশল্যারে সশঙ্কিত-মতি॥ ২২৩
মা গো মা গো দেখিতেছি সকল মাতারে।
দেখিতে না পাই কেন কেকয়-সুতারে॥ ২২৪
বুঝি কেহ কহিয়াছে তাঁরে কটু কথা।
সেই লাগি মরিয়াছে মাতা পাই ব্যথা॥ ২২৫
অথবা ভরত করিয়াছে অপমান।
তাহাতেই মাতা মোর তেজিয়াছে প্রাণ॥ ২২৬
কহ কহ তাঁরে নিরীক্ষণ না করিয়া।
অতিশয় চঞ্চল হইছে মোর হিয়া॥ ২২৭
কৌশল্যা কহেন তুমি কর যাহে ভক্তি।
তাঁরে কটু কথা কহে হেন কার শক্তি॥ ২২৮
ভরত তোমার ভক্ত জানে তব মন।
সে কেন করিবে কৈকয়ীরে বিমানন॥ ২২৯
মরে নাই মরে নাই ভরত-জননী।
তার লাগি ভাবনা না কর রঘুমণি॥ ২৩০
আসিয়াছে সেহ বাপ দেখিতে তোমায়।
বুঝি দেখা দিতে না পারিয়াছে লজ্জায়॥ ২৩১
এতেক বচন শুনি প্রভু রঘুমণি।
কৈকয়ীরে অন্বেষণ করেন আপনি॥ ২৩২
দেখিছেন সব পুররমণী-পশ্চাতে।
রয়্যাছেন শ্রীকৈকয়ী দাঁড়ায়্যা লজ্জাতে॥ ২৩৩

মলিন-বসনা অধোবদনা হইয়া।
লেখন করেন ভূমি চরণে করিয়া ॥ ২৩৪
তাঁর দশা দেখি দয়াময় রঘুবর।
দুঃখিত হইয়া যান তাঁর বরাবর ॥ ২৩৫
দূরে হতে দেখি রামে কৈকয়ীর মনে।
নানাবিধ ভাব প্রকাশয়ে একক্ষণে ॥ ২৩৬
করুণা নির্ব্বেদ দৈন্য চিন্তা লজ্জা ভয়।
হর্ষ-আদি নানাভাব পায় জন্ম লয় ॥ ২৩৭
কত দুঃখ পাইয়াছে বনে রামধন।
এত ভাবি হন রাণী করুণার্দ্র-মন ॥ ২৩৮
ধিক্ মোরে হেন গুণযুক্ত পুত্রবরে।
এত দুঃখ দিলুঁ বলি নির্ব্বেদ-অন্তরে ॥ ২৩৯
তাহাতেই হয় দৈন্য-ভাবের উদয়।
যাহে শরীরেতে অতি মলিনতা হয় ॥ ২৪০
কভু চিন্তা করিছেন এত দুঃখ দিয়া।
ছার মুখ দেখাইব রামে কি করিয়া ॥ ২৪১
নিকটেতে রামচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ।
লজ্জাভরে তুলিতে না পারেন বদন ॥ ২৪২
তাহে পুন ভরত কি কহিবে বলিয়া।
হইছেন কভু ভয়ে প্রকম্পিত-হিয়া ॥ ২৪৩
রাম আসিয়াছে আর ভরতে কি ভয়।
এত ভাবি কভু হৃদয়েতে হর্ষ হয় ॥ ২৪৪
এইরূপ নানাভাবে সে রাণী ক্ষুভিত।
হেন কালে প্রভু কাছে হল্যা উপস্থিত ॥ ২৪৫
একি একি মাতা কেন এখানে দাঁড়ায়্যা।
এত বলি পড়িলেন চরণে লোটায়্যা ॥ ২৪৬
তবে শ্রীকৈকয়ী বাপ আলিরে বলিয়া।
কোলে নিলা রামে ভুজে ধরিয়া তুলিয়া ॥ ২৪৭
চিবুক অর্পিয়া তাঁর মস্তক-উপরি।
ক্রন্দন করেন রাণী ফুকরি ফুকরি ॥ ২৪৮
তবে তাঁরে দেখি লজ্জা-দুঃখেতে কাতর।
মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করেন রঘুবর ॥ ২৪৯
স্থির হও স্থির হও মাতা একবার।
ঘরে আসিয়াছি আমি কান্দ কেন আর ॥ ২৫০
জনক-নন্দিনী আমি ভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মণ।
কুশলে করিলুঁ ফিরি দেশে আগমন ॥ ২৫১
তবে শ্রীকৈকয়ী কিছু সম্বরি ক্রন্দন।
গদগদ ভাষে রামচন্দ্র-প্রতি কন ॥ ২৫২

চিরজীবী হও রাম তুমি বাপধন।
জুড়াইল তোরে দেখি দেহ প্রাণ মন ॥ ২৫৩
বিনাশ পাইল আজি সন্তাপ সকল।
শীতল হইল তিন ভুবনমণ্ডল ॥ ২৫৪
কিন্তু আমি পূর্ব্ব-কর্ম্ম করিয়া স্মরণ।
করিতে না পারি স্থির আপনার মন ॥ ২৫৫
বিনা অপরাধে তোমা-হেন পুত্রধনে।
এত দিন দুঃখ দিলুঁ কত না কাননে ॥ ২৫৬
মোর দোষে তেন রাজা তেজিলা জীবন।
দুঃখ দিলুঁ সকলে পাঠায়্যা তোহে বন ॥ ২৫৭
এ লজ্জাতে এত দিন প্রাণ না রহিত।
যদি তোর দৃষ্টি-আশা রক্ষা না করিত ॥ ২৫৮
সম্পূর্ণ হইল সেই বাসনা এক্ষণ।
না রাখিব আমি আর এছার জীবন ॥ ২৫৯
অতএব অনুমতি দেহ বাপধন।
মরিব আমিহ প্রবেশিয়া হুতাশন ॥ ২৬০
শ্রীরাম কহেন স্থির হও গো জননি।
অকারণে কেন খেদ করিছ আপনি ॥ ২৬১
মোর বনবাসে ছিল অনেক কারণ।
করিবে সে সব কথা পরেতে শ্রবণ ॥ ২৬২
আপুনি পাইলে যে কিঞ্চিত মনস্তাপ।
তার প্রতি কারণ কেবল বিপ্রশাপ ॥ ২৬৩
অতএব এ বিষয়ে কোনহ প্রকারে।
আপুনি না কর খেদ হৃদয়-মাঝারে ॥ ২৬৪
আর দেখ বনবাসে যাইয়া আমার।
হইয়াছে অর্থলাভ বিবিধ প্রকার ॥ ২৬৫
জানিলাম জানকীর যেমন ভকতি।
জানিলুঁ আমাতে যেন ভ্রাতাদের মতি ॥ ২৬৬
জানিলাম আপনার যেন বাহুবল।
দেব-হিত করি হৈল জনম সফল ॥ ২৬৭
আর পাইয়াছি অতি উত্তম বান্ধব।
দেখিছেন এই যত কপি-ভল্ল-সব ॥ ২৬৮
পাইযাছি আর দুই চিন্তামণি-বর।
মিতা কপিরাজ আর মিতা লঙ্কেশ্বর ॥ ২৬৯
আর এক কল্পবৃক্ষ পাইয়াছি মাতা।
হনূমান্ নাম সব বিপদের ত্রাতা ॥ ২৭০
অতএব বনবাসে নাহি কিছু দুখ।
বরঞ্চ বিবিধমতে পাইয়াছি সুখ ॥ ২৭১

এ লাগি অ পুনি দুঃখী নহ কদাচিত।
আশীর্ব্বাদ কর সবে হয়্যা সুস্থ-চিত ॥ ২৭২
রামের বচন শুনি আনন্দিত-মন।
ভরত-জননী পুনি তাঁর প্রতি কন ॥ ২৭৩
বাপধন তবে আমি কথা রাখি তোর।
যদি তুমি রক্ষা কর এক বাক্য মোর ॥ ২৭৪
গৃহে গিয়া স্বীকার করিয়া সিংহাসন।
করহ সুখেতে প্রজা-সমূহে পালন ॥ ২৭৫
ইথে যদি নাহি কহ বিরুদ্ধ-বচন।
তবে রাখি আমি তোর কথায় জীবন ॥ ২৭৬
কৈকয়ীর বচন শুনিয়া রঘুপতি।
যে আজ্ঞা বলিয়া তাহে দিলা অনুমতি ॥ ২৭৭
তবে শ্রীকৈকয়ী অতি হরষিত হয়্যা।
আশীষ করিলা পুন রামে কোলে লয়্যা ॥ ২৭৮
হেন কালে শ্রীজানকী আর শ্রীলক্ষ্মণ।
কৈকয়ীর পদে আসি করিলা বন্দন ॥ ২৭৯
তিঁহ কোলে লয়্যা তাঁহাদিগে দুই জনে।
আশীষ করিলা অতি মধুর বচনে ॥ ২৮০
এইরূপে আর আর যাবদীয় জন।
করিলা সবার সঙ্গে তাঁরা সম্ভাষণ ॥ ২৮১
তবে শ্রীভরত রাম-নিকটে আসিয়া।
কহিছেন যোড়করে প্রণাম করিয়া ॥ ২৮২
প্রভু হল্য সকলের সঙ্গে সম্ভাষণ।
করহ এক্ষণে মোর আশ্রমে গমন ॥ ২৮৩
এত শুনি ভাল ভাল বলি রঘুপতি।
নন্দিগ্রামে যাইবারে দিলা অনুমতি ॥ ২৮৪
তবে শ্রীভরত কুশপাদুকাযুগলে।
পরাইয়া দিলা রাম-চরণকমলে ॥ ২৮৫
তবে প্রভু সব সৈন্য-পুরবাসিসনে।
চঢিলা পুষ্পকে অতি আনন্দিত মনে ॥ ২৮৬
তবে সে পুষ্পক পাই প্রভু আজ্ঞাপন।
ক্ষণমাত্রে কৈলা নন্দিগ্রামে আগমন ॥ ২৮৭
তবে প্রভু সংগণে ভূতলে নামিয়া।
কহিছেন পুষ্পকেরে প্রণয় করিয়া ॥ ২৮৮
রথরাজ হও তুমি কুবের-বাহন।
হরি আনিছিল বলে তোহে দশানন ॥ ২৮৯
আমিহ অনুজ্ঞা করি তোমারে এক্ষণ।
পুনশ্চ কুবের-কাছে করহ গমন ॥ ২৯০
প্রভুর বচন শুনি সেইত বিমান।
করিলা উত্তরমুখ হইয়া প্রস্থান ॥ ২৯১
এখানেতে শ্রীভরত দিব্য কুশাসন।
শ্রীরামে বসিতে নিজে করিলা অর্পণ ॥ ২৯২
বশিষ্ঠাদি বিপ্রগণে আসন অর্পিলা।
তবে তারা সকলেতে তাহাতে বসিলা ॥ ২৯৩
আর যাবদীয় জন তাঁহারা সকলে।
বসিলা সানন্দমনে যথাযোগ্যস্থলে ॥ ২৯৪
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৯৫

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে
ভরতাদিসমাগমো নাম ত্রয়স্ত্রিংশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রবেশ।

উদ্যন্নযোধ্যানগরোদয়াদ্রৌ,
সম্প্রীণয়ন বান্ধব-কৈরবাণি।
সমস্তলোকোল্বণতাপনাশী,
জীয়াৎ সুরত্নে, রঘুনাথচন্দ্রঃ ॥ ১

পরে শ্রীভরত প্রভু আগে দাঁড়াইয়া।
কহিছেন গলবস্ত্র-সাঞ্জলি হইয়া ॥ ২
প্রভু জনকের আজ্ঞা করিতে পালন।
এত দিন কৈলে তুমি কাননে ভ্রমণ ॥ ৩
আমিহ মস্তকে ধরি তব আজ্ঞাপনে।
তব ন্যাস-ধন-রাজ্য রাখিলুঁ যতনে ॥ ৪
এক্ষণে আপনি দেশে কৈলে আগমন।
দেখি লও আপনার রাজ্য ন্যাস-ধন ॥ ৫
বহিতে না পারি আমি এ ভার তোমার।
পিপীলিকা যেন মহাবৃষভের ভার ॥ ৬
অতএব কৃপা করি নিজ ভার নিয়া।
পালন করহ রাজ্য ভূপতি হইয়া ॥ ৭
যদি তুমি মোসবার না কর পালন।
তবে মোর এক বাক্য করহ শ্রবণ ॥ ৮

যদি কেহ বাটী-মধ্যে বৃক্ষ আরোপয়।
সেই কালে স্কন্ধ-শাখা-পরিপূর্ণ হয় ॥ ৯
পুষ্প ধরে কিন্তু সেহ না দেখায় ফল।
সেই তরু হবে তব উপমার স্থল ॥ ১০
বর্ষাকালে যেই মেঘ বৃষ্টি নাহি করে।
তাহাতেও তোমার তুলনা হবে পরে ॥ ১১
অতএব করুণা করিয়া মোর প্রতি।
রাজ্য অঙ্গীকার কর আপনি সম্প্রতি ॥ ১২
সার্থক করহ মোর শ্রম এ সকল।
চিরদিন আশা মোর করহ সফল ॥ ১৩
ঘোড়া হাতী রথ রথী পুরী ভাণ্ডাগার।
দশগুণ করিয়াছি প্রভাবে তোমার ॥ ১৪
সে সকল অঙ্গীকার করিয়া আপনি।
পালন করহ এই সকল ধরণী ॥ ১৫
ভরতের মুখে শুনি এ সব বচন।
সাধুবাদ করয়ে তাঁহারে সব জন ॥ ১৬
এই বটে এই বটে কৈকয়ীকুমার।
যেমন কুলেতে জন্ম তেন ব্যবহার ॥ ১৭
শ্রীরামচন্দ্রেতে তব যেমন ভকতি।
তাহা কহিবারে কার আছয়ে শকতি ॥ ১৮
তোমার ভক্তির গুণে মোরা রঘুনাথে।
পুনর্ব্বার দেখিতে পাইলুঁ সীতা-সাথে ॥ ১৯
তোমারি গুণেতে পুন রামে সিংহাসনে।
দেখিব বলিয়া আশা করিতেছি মনে ॥ ২০
এইরূপ কহি যত পুরবাসি-জন।
সুখিমনে করে ভরতেরে প্রশংসন ॥ ২১
ভরতের বাক্য শুনি কপি ভল্লগণ।
আনন্দে অবশ হয়্যা করয়ে ক্রন্দন ॥ ২২
রামচন্দ্র শুনি ভরতের নিবেদন।
কহিছেন তাঁর প্রতি প্রীতিযুক্তমন ॥ ২৩
ভ্রাতৃবর যাহা ইষ্ট হয়্যাছে তোমার।
তাহে অন্যমত কভু না আছে আমার ॥ ২৪
কিন্তু আগে নাও তুমি মোর এক ভার।
রাখিব আমিহ তবে বচন তোমার ॥ ২৫
মোর বনবাসাবধি কৈকয়ী-মাতায়।
স্নেহশূন্য আছে তব মন এই ভায় ॥ ২৬
সে মনোমালিন্য তুমি কর পরিহার।
তবে আমি করিব রাজত্ব অঙ্গীকার ॥ ২৭
রামের বচন শুনি সাঞ্জলি হইয়া।
কহিছেন শ্রীভরত কাকুতি করিয়া ॥ ২৮
একি প্রভু দাসদাস-অনুদাস জনে।
হেন অনুচিত কথা কহ কি কারণে ॥ ২৯
যে জন যাহার আজ্ঞা মস্তকে ধরয়।
তার প্রতি কেহ কোথা ভার সমর্পয় ॥ ৩০
যে হকু সে কথা কিন্তু যে আজ্ঞা তোমার।
তাহা কি লঙ্ঘিতে শক্তি অছয়ে আমার ॥ ৩১
এত কহি শ্রীকৈকয়ী-রাণীর চরণে।
পড়িলেন শ্রীভরত ভক্তিযুক্ত মনে ॥ ৩২
বাপধন বাপধন আয় বলি মুখে।
কৈকয়ী ভরতে কোলে লইলেন সুখে ॥ ৩৩
চতুর্দ্দশবর্ষ পরে পুত্র পাই কোলে।
ভাসেন কৈকয়ী রাণী আনন্দ-হিল্লোলে ॥ ৩৪
তবে আনন্দিত হয়্যা প্রভু রঘুপতি।
শত্রুঘ্নেরে ডাকিয়া কহেন সুখি-মতি ॥ ৩৫
প্রাণাধিক ভাই ডাকি আনহ নাপিত।
ক্ষৌরকর্ম্ম করি মোরা সকলে তৃষিত ॥ ৩৬
স্নানের উচিত দ্রব্য বসন ভূষণ।
সকলের উপযুক্ত কর আনয়ন ॥ ৩৭
প্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শত শত নাপিত করিল আগমন ॥ ৩৮
শীঘ্র-হস্ত সুখ-হস্ত তীক্ষ্ণক্ষুরধর।
ক্ষৌরকর্ম্ম করে কত নাপিতপ্রবর ॥ ৩৯
তবে সকলের ক্ষৌর হৈল সমাপন।
উদ্বর্ত্তন লয়্যা আল্য রামভৃত্যগণ ॥ ৪০
প্রথমেতে জটাজুট করিয়া মোচন।
উদ্বর্ত্তন দিয়া তাহা কৈল প্রক্ষালন ॥ ৪১
তাহে কিবা শোভিত হইল কেশভার।
জটিল চামর যেন কৈলে পরিষ্কার ॥ ৪২
এইরূপে আর তিন ভ্রাতার জটায়।
প্রক্ষালন কৈল উদ্বর্ত্তন দিয়া তায় ॥ ৪৩
পরে সকলের গাত্রে দিয়া উদ্বর্ত্তন।
ধূলি-মল দূর কৈল করিয়া যতন ॥ ৪৪
তার পর গন্ধতৈল করায়্যা ম্রক্ষণ।
স্নানার্থে সুগন্ধ জল কৈল আহরণ ॥ ৪৫
তবে প্রভু আজ্ঞা দিলা কিঙ্কর সবারে।
আগে নিজ সঙ্গী সৈন্যে স্নান করা বারে ॥ ৪৬

তবে শ্রীসুগ্রীব গুহ আর বিভীষণ।
স্নান কৈলা সঙ্গে লয়্যা স্ব স্ব সৈন্যগণ ॥ ৪৭
শ্রীরাম-আজ্ঞায় যত তাঁর ভৃত্যজন।
তাহাদিগে সবে দিলা বসন ভূষণ ॥ ৪৮
কাষায় বসন পরি যত মন্ত্রী ছিলা।
তাহাদিগে দিব্য বাস ভূষা দেয়াইলা ॥ ৪৯
তার পর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ শ্রীভরতে।
স্নান করাইল রামচন্দ্র-আজ্ঞামতে ॥ ৫০
বাকল তেজিয়া তাঁরা করিলা ধারণ।
বস্ত্র অলঙ্কার মালা সুগন্ধ চন্দন ॥ ৫১
সবশেষে প্রভু নিজে করিলেন স্নান।
ভৃত্যগণ করে তবে সুবেশ বিধান ॥ ৫২
অঙ্গজল পোঁছাইয়া ঘুচাব্যা বাকল।
পরাইল দিব্য পীত বস্ত্র সুনির্ম্মল ॥ ৫৩
কিবা শ্যাম অঙ্গে সেই বস্ত্র শোভা পায়।
নীলধরাধরে যেন হেমতট ভায় ॥ ৫৪
পীত উত্তরীয় প্রভু ধরিলেন উরে।
স্বর্ণলতা যেন নব তমালেতে স্ফুরে ॥ ৫৫
শিরে পরাইল মণি-মুকুট সুন্দর।
উদয়ভূধরমাথে যেন দিনকর ॥ ৫৬
পরিলা কর্ণেতে দুই মকরকুণ্ডল।
দিবামণি হীরকে যে করে ঝলমল ॥ ৫৭
সে কুণ্ডল-মুখের দুদিকে শোভা পায়।
গুরু শুক্রে যেন পূর্ণচন্দ্রপাশে ভায় ॥ ৫৮
ভুজে বাজুবন্ধ দিলা করেতে বলয়।
অঙ্গুলিতে অপূর্ব্ব অঙ্গুরী মণিময় ॥ ৫৯
উরে মুক্তাহার দিলা কিবা শোভা তার।
নীলগিরিতটে যেন সুরধুনী-ধার ॥ ৬০
কটিতটে সুবর্ণ-শিকলি সুমধুর।
চরণ-যুগলে দিল কনক-নূপুর ॥ ৬১
কুঙ্কুমতিলক কৈল ললাটমাঝার।
নীলপদ্ম-মাঝে যেন শোভে কর্ণিকার ॥ ৬২
সর্ব্বাঙ্গেতে করি নানা ভঙ্গী বিরচন।
মাখাইল সকর্পূর কুঙ্কুম-চন্দন ॥ ৬৩
সেইত কুঙ্কুমরাগ শোভে রাম-গায়।
নীলগিরি-শৃঙ্গে যেন সন্ধ্যা-মেঘ ভায় ॥ ৬৪
দিল মল্লিকার মালা শোভে বক্ষঃস্থলে।
রাজহংস-পংক্তি যেন যমুনার জলে ॥ ৬৫

সেরূপ প্রভুর বেশ দেখিয়া সবার।
উপজিল প্রেমময় আনন্দ অপার ॥ ৬৬
এইরূপে কৌশল্যা প্রভৃতি রাণীগণ।
করিলেন স্নানান্তরে সীতার সাজন ॥ ৬৭
তবে শুভক্ষণ জানি সুমন্ত্রের প্রতি।
কহিলা ভরত রথ আন শীঘ্রগতি ॥ ৬৮
তবে সে সুমন্ত্র অতি আনন্দিত-মন।
সাজাইয়া দিব্য রথ কৈলা আনয়ন ॥ ৬৯
পরে শ্রীভরত শুভবিধান-কারণে।
পাঠাইলা অযোধ্যায় আগে বহুজনে ॥ ৭০
যদ্যপি রামেরে রাখি যাতে নহে মন।
তভু রাম-মঙ্গলার্থে গেলা বহুজন ॥ ৭১
এখানেতে রথ নিরখিয়া রঘুপতি।
কহিছেন প্রীতি করি শ্রীভরত-প্রতি ॥ ৭২
ভ্রাতৃবর রথ হাতী ঘোড়া যত আছে।
তাহা আনাইয়া দাও কপিদের কাছে ॥ ৭৩
সে সকলে চড়ি চড়ি কপি-ভল্লগণ।
করিবেক মোর আগে আগেতে গমন ॥ ৭৪
তাহা শুনি শ্রীভরত যে আজ্ঞা বলিয়া।
সে সকল কপি-আগে দিলা আনাইয়া ॥ ৭৫
তবে রামচন্দ্র-আজ্ঞা পাই কপিগণ।
ইচ্ছামতে করে সে সকলে আরোহণ ॥ ৭৬
প্রধান প্রধান যত তাহাতে বানর।
নরমূর্ত্তি হয়্যা চড়ে যানের উপর ॥ ৭৭
অপর যাবত ক্ষুদ্র বানর ভল্লূক।
চড়িতেছে বর্ণিব কি তাহার কৌতুক ॥ ৭৮
কেহ আরোহণ করে রথের শিখরে।
কেহ তার ধ্বজদণ্ডে আরোহণ করে ॥ ৭৯
কেহ চক্র-উপরি করয়ে আরোহণ।
কেহ দোলে ঈষাদণ্ড করিয়া ধারণ ॥ ৮০
কেহ চড়ে করীর দশনে লাফ দিয়া।
কেহ দুলিতেছে তার শুণ্ডায় ধরিয়া ॥ ৮১
কেহ লম্ফ দিয়া উঠে কুম্ভের উপরি।
কেহ দোলে লাঙ্গুলেতে কেহ কর্ণ ধরি ॥৮২
সেই মতে ঘোটকেতে চড়ে কত জন।
কেহ কেহ তার স্কন্ধে করে আরোহণ ॥ ৮৩
কেহ বা দোলয়ে তার স্কন্ধ-রোম ধরি।
কেহ পৃষ্ঠে চড়ে পুচ্ছদিকে মুখ করি ॥ ৮৪

এইরূপ বানরের দেখি আচরণ।
হাস্য করিতেছে যত পুরবাসিজন ॥ ৮৫
তবে শ্রীকৌশল্যা আদি রাম-মাতৃগণ।
সীতা লয়্যা রামকাছে কৈলা আগমন ॥ ৮৬
কহিছেন তাঁহারা সকলে রঘুবরে।
বধূরে তুলিয়া লহ রথের উপরে ॥ ৮৭
চিরদিন আশা আছে সকলের মনে।
দেখিবেক রাম-সীতা দোঁহে একাসনে ॥ ৮৮
সেই বাক্য শুনি প্রভু যে আজ্ঞা বলিয়া।
উঠিলেন রথোপরি জানকী লইয়া ॥ ৮৯
তাহা দেখি কৌশল্যাদি রাণী সুখিমন।
নিজ নিজ যানে গিয়া কৈলা আরোহণ ॥ ৯০
এখানেতে রামচন্দ্র সীতা বামে করি।
বসিলেন রথ-মধ্য-আসন-উপরি ॥ ৯১
শত্রুঘ্ন ধরিলা ছত্র প্রভুর মস্তকে।
পূর্ণচন্দ্র যেন মেঘ-উপরি ঝলকে ॥ ৯২
লক্ষ্মণ ঠাকুর আর পবন-নন্দন।
দুদিগে দোলান দুই বসন-ব্যজন ॥ ৯৩
কপিরাজ শ্রীসুগ্রীব আর বিভীষণ।
করিছেন দুই শুক্ল-চামর-ব্যজন ॥ ৯৪
জাম্ববান্ আর বালি-রাজার সন্তান।
ময়ূরচন্দ্রিকাকৃত ব্যজন দোলান ॥ ৯৫
বাম করে অশ্বরজ্জু দক্ষিণে পাঁচনী।
ধরিয়া ভরত রথ চালান আপনি ॥ ৯৬
তবে রঘুপতি শুভগতি করি নিরীক্ষণ।
হয়্যা সুখিপ্রাণী জয়ধ্বনি করে সব জন ॥ ৯৭
তাহে প্রথমেতে ঝাড়ু হাতে করি বহুজন।
পথে তৃণ-ধূলি দূরে ফেলি করয়ে মার্জ্জন ॥ ৯৮
তার পর চলে গন্ধজলে করিয়া সেচন।
কত ভস্ত্রাধারী শারি শারি আনন্দিত মন ॥ ৯৯
তার পরভাগে অনুরাগে নকীব চলয়।
প্রভু রঘুবর আল্যা ঘর ফুকারী বোলয় ॥ ১০০
তার পাছে করি উষ্ট্রোপরি বাজে দিব্য ডঙ্কা।
যাহা শুনি নাশ পায় ত্রাস উদ্বেগ আশঙ্কা ॥ ১০১
পাছে শারি শারি ধ্বজধারী পতাকাধারক।
ধায় সনিশান বেত্রবান্ লোক অসংখ্যক ॥ ১০২
পরে তাসবার বাদ্যকার অগণিত যায়।
তাহে শঙ্খ ভেরী বর্গ তুরী কত না বাজায় ॥
কত ঢোল শালী পিনাকিনী খমক খঞ্জরী।
কাড়া করতাল ভাল ভাল মহুরী দোসরী ॥ ১০৪
বাজে জগঝম্প কত ডম্ফ মন্দিরা মৃদঙ্গ।
কত বীণা বাঁশী তাস কাঁসী দগাড় মুচঙ্গ ॥ ১০৫
সেই বাদ্যকারী পাছে কবী অসিধারী জন।
তারা সুখে ভরি নৃত্য করি করয়ে গমন ॥ ১০৬
চলে শূল-শাঙ্গি-ছোরা-টাঙ্গি-ধনুর্ব্বাণধর।
কত চক্রধর পাশকর পদাতিনিকর ॥ ১০৭
চলে পাছে তার পরিষ্কার নাচিয়া নাচিয়া।
যত তুরঙ্গম মনোরম গতি প্রকাশিয়া ॥ ১০৮
পরে যত হাতী মদে মাতি করি টলমল।
কাঁপাইয়া ক্ষিতি চলে তথি যেমন অচল ॥ ১০৯
পরে রথবৃন্দ মন্দ মন্দ করয়ে পয়াণ।
যেন ব্যোমতলে সদা চলে গ্রহের বিমান ॥ ১১০
পুরবাসিজন সুখিমন তার পাছুভিতে।
চলে ফিরি-ফিরি রাবণারি দেখিতে দেখিতে ॥
পরে বারনারী শ রি শারি হস্ত ধরাধরি।
ধীরে চলে হাস পরিহাস হাব-ভাব করি ॥ ১১২
যত ব ন্দজন সূতগণ আর ভট্টচয়।
তারা রঘুপতি-গুণততি পড়িয়া চলয় ॥ ১১৩
ধরি দিব্য তান করে গান গায়কসঞ্চয়।
কত দিব্যনটী পরিপাটী নর্ত্তন করয় ॥ ১১৪
পাছে তাহাদের শ্রীরামের চলয়ে স্যন্দন।
পরে নরযান চড়ি যান রাম-মাতৃগণ ॥ ১১৫
পাছে তা-সবার অযোধ্যার রমণী সকল।
দিয়া হুলাহুলী যায় চলি করি কলকল ॥ ১১৬
তবে এইমতে অযোধ্যাতে প্রভুযাত্রা হৈব।
যত সুরচয় বরিষয় পুষ্প বেরি বেরি ॥ ১১৭
এথা অভিরাম নন্দিগ্রাম অযোধ্যানগরে।
হল্য একাকার মধ্যে তার তিল নাহি ধরে ॥ ১১৮
তাহে অশ্ব করী আদি করি যাবত বাহন।
তারা স্ব স্ব রব অসম্ভব করে সুখিমন ॥ ১১৯
রথ-চক্র-ততি করে অতি ঘর্ঘর নিনাদ।
আর বাদ্যজাল করে ভাল শব্দ অবিষাদ ॥ ১২০
যত মহামল্ল কপি ভল্ল চণ্ডাল রাক্ষস।
তারা জয় রাম জয় রাম বোলয়ে সরস ॥ ১২১
পুর-বাসিজন সুখি-মন জয়ধ্বনি করি।
গীত-বেদনাদ স্তুতিবাদ মধুর সঞ্চরে ॥ ১২২

নারী সকলের ভূষণের মধুর ঝঞ্ঝনি।
আর তাসবার পরিষ্কার উলু উলু ধ্বনি ॥ ১২৩
সেই সব রাব একভাব পাইয়া বাঢ়িল।
দিক্ সুরলোক নরলোক সব আচ্ছাদিল ॥ ১২৪
সেই অসংখ্যান-লোক-ম্লান চরণপ্রহারে।
উঠি ধূলিগণ আচ্ছাদন করিতে সংসারে ॥ ১২৫
যদি সে পথের ভরতের আজ্ঞা অনুসারে।
সেক না করিত সুবাসিত-সলিলসংস্কারে ॥ ১২৬
তবে হেন মতে অযোধ্যাতে চলিলা শ্রীরাম ॥
দেখি ত্রিভুবন-সর্বজন হৈলা পূর্ণকাম ॥ ১২৭
তবে পূর্ণ-আশ রাম-দাস শ্রীরঘুনন্দন।
সেই পথে পাড়ি দিয়া গাড়ি করয়ে গমন ॥ ১২৮
এইরূপে রামচন্দ্র সকল সহিত।
অযোধ্যার নিকটেতে হৈলা উপস্থিত ॥ ১২৯
তাহা জানি নগরে যে ছিল নর-নারী।
বাহির হইল মহাসুখে শারি শারি ॥ ১৩০
আতপ তণ্ডুল ঘৃত কুসুম দর্পণ।
চামর মোদক লাজ কুঙ্কুম চন্দন ॥ ১৩১
এই আদি শুভদ্রব্য-পাত্র হস্তে ধরি।
অগ্রেতে দাঁড়াল্য নরনারী শারি করি ॥ ১৩২
সবৎসা সুরভী আর হরিণ ব্রাহ্মণ।
রামের দক্ষিণেতে দাঁড়াল্য সুখি-মন ॥ ১৩৩
বামদিগে দিব্যবেশ অনেক সুন্দরী।
দাঁড়াইল জলপূর্ণ কুম্ভ কক্ষে করি ॥ ১৩৪
তবে শুভ সময়েতে প্রভু রঘুবর।
প্রবেশিলা সুখি-মনে অযোধ্যানগর ॥ ১৩৫
তবে শ্রীভরত-আজ্ঞা মতে ভৃত্যগণ।
দরিদ্র দুঃখিত জনে দেয় নানাধন ॥ ১৩৬

রাম-আগমন, করিয়া শ্রবণ,
যত কুলবধূ-ততি।
লাজ উপেখিয়া, বাহিরে আসিয়া,
দেখিতেছে রঘুপতি ॥ ১৩৭
অটালী-উপর, আরোহণ করি,
নিরখয়ে কতজন।
রামের উপরে, বরিষণ করে,
সকুসুম লাজগণ ॥ ১৩৮
অতি কুতুহলী, দেয় হুলাহুলি,
করে উলু উলু রব।
সজল-নয়ন, কহে এ বচন,
পুলকিত অঙ্গ সব ॥ ১৩৯
আজি মো-সবার, কিবা চমৎকার,
শুভদিন হৈল্য আসি।
চিরদিন পরে, আইলেন ঘরে,
রঘুপতি সুখরাশি ॥ ১৪০
অশেস বিশেষ, সহি মোরা ক্লেশ,
রাখিছিলুঁ যে জীবনে।
আজি সে সকল, হইল সফল,
রঘুপতি-দরশনে ॥ ১৪১

এইরূপে কহি কহি পুরনারীগণ।
করিতেছে একদিঠে রামে নিরীক্ষণ ॥ ১৪২
অধিক বয়স যত দ্বিজনারী-ততি।
কহিছেন তাঁহারা সকলে সুখিমতি ॥ ১৪৩
রঘুবর হও তুমি কুশলভাজন।
শত্রু সব যাকু তব শমন-ভবন ॥ ১৪৪
বুঝিলাম মোরা আজি যত দেবততি।
প্রসন্ন হইয়াছেন মোসবার প্রতি ॥ ১৪৫
সেই বলে মোরা আজি এ সকল জন।
করিলাম তোমার বদন নিরীক্ষণ ॥ ১৪৬
এত দিন দর্শন না করিয়া তোমায়।
ছিলাম আমরা সবে হয়্যা মৃতপ্রায় ॥ ১৪৭
দিবাকর বিনে যেন হয়ত গগন।
নিশাকর-বিহনেতে রজনী যেমন ॥ ১৪৮
প্রাণ বিনে যেন হয় শব কলেবর।
তোমা বিনে তেন হয়্যাছিল এ নগর ॥ ১৪৯
তোমারে না দেখি এই পুরবাসিগণ।
যে দুঃখ পায়াছে তাহা না হয় বর্ণন ॥ ১৫০
বিশেষতঃ কৌশল্যা ভরত দুইজন।
যে দুঃখেতে ছিলা তাহা ভাবি কান্দে মন ॥ ১৫১
এক্ষণ তোমারে পাই গেল সব দুখ।
হইল সবার মনে পরিপূর্ণ সুখ ॥ ১৫২
এইরূপ কহে যত বৃদ্ধ নারী-ততি।
তাহা শুনি শুনি যাইছেন রঘুপতি ॥ ১৫৩
বণিক্ সকল লয়্যা নানা উপায়ন।
রাম-আগে দিয়া করে তাঁহারে বন্দন ॥ ১৫৪
প্রভু যথাযোগ্য মতে সে সকল জনে।
সন্তোষিত করিছেন মধুর-বচনে ॥ ১৫৫

তবে অতি আনন্দিত পুরবাসি-জন।
উড়ায়্যা উত্তর-বস্ত্র করয়ে নর্ত্তন ॥ ১৫৬
তবে ক্রমে ক্রমে আসি প্রভু রঘুবর।
উপস্থিত হল্যা রাজদ্বার-বরাবর ॥ ১৫৭
তবে শ্রীভরত আজ্ঞা দিল ভৃত্যগণে।
আনিবারে স্বর্ণ-রূপ্য-বসন-ভূষণে ॥ ১৫৮
তাঁর আজ্ঞা পাইয়া যাবত ভৃত্যজন।
রাশি রাশি সব দ্রব্য করে আনয়ন ॥ ১৫৯
গায়ক বাদক নট সূত ভট্টগণে।
সেই সব দ্রব্য দিলা আনন্দিত-মনে ॥ ১৬০
দরিদ্র দুঃখিত জনে দিলা যত ধন।
কার শক্তি সে সকল করিতে বর্ণন ১৬১
তবে প্রভু রথ হৈতে নামি শুভক্ষণে।
বাটী প্রবেশিলা অগ্রে করি বিপ্রগণে ॥ ১৬২
যাইতে যাইতে শূন্য দেখি সভাস্থান।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভগবান্ ॥ ১৬৩
তাহা দেখি কপিরাজ আর বিভীষণ।
তুলি বসাইলা তাঁরে করিয়া যতন ॥ ১৬৪
কিঞ্চিত পরেতে প্রভু পাইয়া চেতন।
করিছেন পিতৃশোকাবেশেতে ক্রন্দন ॥ ১৬৫
হায় হায় অকরুণ বিধি কি করিল।
তেন দয়াময় পিতা হরিয়া লইল ॥ ১৬৬
কে করিবে আর এই রাজ্যের রক্ষণ।
কে করিবে আর আমা-সবারে পালন ॥ ১৬৭
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আর কেবা শিখাইবে।
বিপথ-প্রবৃত্তি হত্যে কেবা নিবারিবে ॥ ১৬৮
সেই রাজা বিনে এই দিব্য সিংহাসন।
নাহি শোভে সূর্য্য বিনে যেমন গগন ॥ ১৬৯
সেই রাজা বিনে আমি এই পুরীখান।
দেখিতেছি অন্ধকার-গর্ত্তের সমান ॥ ১৭০
আজি যদি বাঁচি রহিতেন সে নৃপতি।
করিতেন মোসবারে কত না আরতি ॥ ১৭১
করিতেন কোলে বসাইয়া আলিঙ্গন।
করিতেন কত না আশীষ বিতরণ ॥ ১৭২
সে সকল করিবেক আর কোন্ জন।
ধিক্ ধিক্ মোরা বড় অভাগ্য-ভাজন ॥ ১৭৩
এইরূপ কহিয়া কান্দেন রঘুবীর।
তাঁর প্রতি কহিছেন শ্রীবশিষ্ঠ ধীর ॥ ১৭৪
রঘুবর নাহি কর তুমি আর শোক।
তোমার শোকেতে দুঃখ পায় সব লোক ॥ ১৭৫
সংসারের ধর্ম্ম হয় জনম-মরণ।
জন্মিলেই হয় মৃত্যু বিধির লিখন ॥ ১৭৬
দেখ দেখ তার সাক্ষী রাবণ হইল।
যমেও জিনিয়া শেষে সবংশে মরিল ॥ ১৭৭
অতএব নাহি কান্দ রাজার মরণে।
রাজা হও আপনি সম্প্রতি সিংহাসনে ॥ ১৭৮
চিরদিন আশা আছে সকলের চিতে।
সিংহাসন-উপরিতে তোমারে দেখিতে ॥ ১৭৯
সেই আশা পরিপূর্ণ করহ সবার।
অঙ্গীকার করিয়া আপন রাজ্যভার ॥ ১৮০
বশিষ্ঠের বচন শুনিয়া রঘুবীর।
ক্রন্দন তেজিয়া হইলেন কিছু স্থির ॥ ১৮১
তবে অন্তঃপুরে গিয়া সব মাতৃগণে।
বন্দন করিলা পুন ভক্তিযুক্ত মনে ॥ ১৮২
পরে ভ্রাতা তিন জনে সঙ্গেতে লইয়া।
বসিলেন সুখিমনে সভাতে আসিয়া ॥ ১৮৩
তবে ভরতেরে সম্বোধিয়া রঘুপতি।
কহিছেন প্রণয় করিয়া এ ভারতী ॥ ১৮৪
ভ্রাতৃবর মোর সঙ্গী যাবদীয় জন।
দেহ ইহা সবাকারে বাসের ভবন ॥ ১৮৫
অশোক কাননমাঝে যেই দিব্য গেহ।
সেই স্থানে সুগ্রীব মিতারে বাসা দেহ ॥ ১৮৬
আমার নিজের ছিল যেই সভাঘর।
বিভীষণ মিত্রে রাখ তাহার ভিতর ॥ ১৮৭
গুহক মিতারে আর কপি-ভল্লগণে।
বাসা দেহ সকলেরে উচিত ভবনে ॥ ১৮৮
শ্রীরামের আজ্ঞা শুনি ভরত সুন্দর।
উঠিল যে আজ্ঞা বলি সানন্দ অন্তর ॥ ১৮৯
বিভীষণ সুগ্রীবের ধরিয়া পাণিতে।
লইয়া চলিলা নিজে বাসা স্থান দিতে ॥ ১৯০
সুগ্রীবেরে বাসা দিয়া অশোক কাননে।
রামচন্দ্র-সভাগৃহ দিলা বিভীষণে ॥ ১৯১
অন্য কপিগণে আর নিষাদপ্রবরে।
বাসা দেয়াইলা যোগ্য যোগ্য নানাঘরে।
তবে শ্রীশত্রুঘ্ন-আজ্ঞা পাই ভৃত্যগণ।
সেই সব স্থানে করে দ্রব্য আহরণ ॥ ১৯৩

গজদন্তনির্ম্মিত পালঙ্ক মনোহর।
সুকোমল তুলী আর বালিশ বিস্তর ॥ ১৯৪
আর কত নানাজাতি বিচিত্র আসন।
সুবর্ণনির্ম্মিত কুম্ভ ঘটী বাটীগণ ॥ ১৯৫
বসন ভূষণ মাল্য গন্ধ নানাজাতি।
ব্যজন চামর ঘৃতপূর্ণ দীপপাঁতি ॥ ১৯৬
চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকার।
আনিল যাবত গণিবারে শক্তি কার ॥ ১৯৭
তবে শ্রীভরত সকলেরে বাসা দিয়া।
রামচন্দ্র-কাছে আসি বসিলা বান্দিয়া ॥ ১৯৮
তার মুখে সব কথা করিয়া শ্রবণ।
রামচন্দ্র হল্যা অতি আনন্দিত-মন ॥ ১৯৯
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২০০

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে
অযোধ্যাপ্রবেশো নাম চতুস্ত্রিংশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩৪॥

১৭৭

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকোদ্যোগ

বিশ্বম্ভরানাথ-পদাভিষেক-
মহোৎসবে ভাবিনি রাঘবস্য।
প্রমোদমত্যুত্তমমাপ্নুবন্তো-
জয়ন্ত্যযোধ্যাপুরবাসিলোকাঃ ॥ ১

তবে শ্রীভরত যোড় করি দুই পাণি।
বশিষ্ঠেরে নিবেদন করেন এ বাণী ॥ ২
মুনিবর করিয়া করুণা প্রকাশন।
শ্রবণ করহ মোর এক নিবেদন ॥ ৩
প্রভুর দেশেতে আজি শুভ আগমনে।
পাইল পরমানন্দ সকলেই মনে ॥ ৪
সেই সুখে ন্যূনতা আছয়ে যৎকিঞ্চিত।
পরিপূর্ণ কর তাহা সকলে ত্বরিত ॥ ৫
এই সিংহাসনে বসাইয়া রঘুনাথে।
অভিষেক কর মো-সবারে লয়্যা সাথে ॥ ৬
তাহাতেও নাহি হয় বিলম্ব যেমন।
তেমন করিয়া কর দিন নিরূপণ ॥ ৭
ভরতের কথা শুনি যাবদীয় জন।
করিল তাঁহারে নানা মত প্রশংসন ॥ ৮
সেইত আনন্দ-কোলাহল-অবসানে।
কহিছেন শ্রীবশিষ্ঠ কৈকয়ীসন্তানে ॥ ৯
কৈকয়ী-নন্দন তুমি কহিলে যে বাণী।
আমরাও ইহাই উত্তম করি মানি ॥ ১০
তাহে বিধি মো-সবারে প্রসন্ন হইয়া।
রাখিয়াছে কল্য দিন পুষ্য ঘটাইয়া ॥ ১১
তুমি হও পূর্ব্বাবধি সব রাজগণে।
আনাইয়া রাখিয়াছ অযোধ্যা-ভবনে ॥ ১২
অতএব কল্যই প্রভাতে রঘুবরে।
বসাইব রাজসিংহাসনের উপরে ॥ ১৩
এত শুনি শ্রীভরত মহাসুখি-মন।
পুনর্ব্বার বশিষ্ঠে করেন নিবেদন ॥ ১৪
প্রভু যেই কাবলে আপনি আজ্ঞাপন।
এই পরামর্শ হয় অতি সুশোভন ॥ ১৫
রাজ্য-অভিষেকে চাহি যেই আয়োজন।
তাহা শুনি আজ্ঞাপন করহ এক্ষণ ॥ ১৬
বশিষ্ঠ বলেন শুন শুন সব জন।
করিতে হইবে যত দ্রব্য আহরণ ॥ ১৭
দধি দুগ্ধ ঘৃত আর গোমূত্র গোময়।
শুক্ল পুষ্প মালা গন্ধ মধু লাজচয় ॥ ১৮
ধৌত নববস্ত্র শুক্ল ব্যজন চামর।
শ্বেত-ধ্বজ হেম-দণ্ড ছত্র সুপাণ্ডর ॥ ১৯
ধান্য দূর্ব্বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম নানা আভরণ।
সুবর্ণ রজত আর বিবিধ রতন ॥ ২০
নানা তীর্থসলিলেতে পরিপূর্ণ করি।
কাঞ্চনকল্পিত-কুম্ভ রাখ ধরি ধরি ॥ ২১
সর্ব্বৌষধি-আদি যত শুভ দ্রব্যগণ।
সাবধানে কর আজি সকল সাধন ॥ ২২
নগরের অলঙ্কার কর মনোহর।
ভূষিত হইবে পুরবাসী নারী নর ॥ ২৩
রাজদ্বারে রাখ ঘোড়া শুক্লবর্ণধর।
আর চারিদন্ত শ্বেতবর্ণ দন্তিবর ॥ ২৪
দিব্য রথ রাখ দ্বারে সুসজ্জ করিয়া।
নানামত অস্ত্র শস্ত্র সুন্দর মাজিয়া ॥ ২৫

কোটি কোটি যোদ্ধগণ শুভ বেশ করি।
দাঁড়াইয়া রহু দ্বারে দিব্য অস্ত্র ধরি ॥ ২৬
নগরে আছয়ে যত দেবতার গণ।
সবার করিতে হবে অধিক পূজন ॥ ২৭
সবাজগণে কর আজ্ঞাপন।
প্রাতে আসিবেন সবে লয়্যা উপায়ন ॥ ২৮
শ্রীরাম জানকী আজি উপবাস করি।
জাগরণ করি গোঁয়াইবা বিভাবরী ॥ ২৯
বশিষ্ঠবচন শুনি ভরত সুমতি।
সুগ্রীবেরে ডাকি আনাইলা শীঘ্রগতি ॥ ৩০
তবে তিঁহ আসি সভামধ্যেতে বসিলা।
শ্রীভরত তাঁর প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ ৩১
কপিরাজ কল্য পরভাতে শুভক্ষণে।
অভিষেক হইবে প্রভুর সিংহাসনে ॥ ৩২
তাহাতে চাহিয়ে চারি-সাগরের জল।
আর এথা আছে পুণ্যতীর্থ যে সকল ॥ ৩৩
অতএব শীঘ্রগামী কথোক বানরে।
নিযুক্ত করহ এই কর্ম্মেতে সত্বরে ॥ ৩৪
তবে শ্রীসুগ্রীব ডাকি যাবত বানরে।
সেই কথা আজ্ঞাপন করিলা সাদরে ॥ ৩৫
তাহা শুনি উঠি দাঁড়াইলা চারিজন।
করিবারে চারিসিন্ধু-জল আনয়ন ॥ ৩৬
বায়ুপুত্র অঙ্গদ সুষেণ জাম্ববান্।
সিন্ধুজল আনিবারে করিলা প্রস্থান ॥ ৩৭
তাহাদিগে সুবর্ণ কলস চারি দিয়া।
কহিছেন কপিরাজ প্রণয় করিয়া ॥ ৩৮
দিবাকর উদয় না হইতে অম্বরে।
জলপূর্ণ কুম্ভ লয়্যা আসিবে সত্বরে ॥ ৩৯
কপিরাজ-কথা শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া।
চারি বীর চলিলেন সুখিত হইয়া ॥ ৪০
বায়ুপুত্র গেলা তাহে উত্তর-সাগরে।
চলিলেন অঙ্গদ দক্ষিণ রত্নাকরে ॥ ৪১
সুমতি সুষেণ গেলা পূর্ব্ব নদীপতি।
পশ্চিমে চলিলা জাম্ববান্ মহামতি ॥ ৪২
পরে মৈন্দ প্রভৃতি প্রধান কপিগণে।
বহু কুম্ভ দিলা তীর্থ-সলিল-কারণে ॥ ৪৩
তাহারা সকলে অতি আনন্দিত-মন।
তীর্থজল আনিবারে করিলা গমন ॥ ৪৪

এখানেতে বিদায় করিয়া কপিগণে।
শ্রীভরত গেলা শ্রীকৌশল্যার ভবনে ॥ ৪৫
তাঁহার চরণে করি সাষ্টাঙ্গ বন্দন।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন ॥ ৪৬
ও জননি ঠাকুরাণি, অপূর্ব্ব মঙ্গল-বাণী,
সবে মিলি করহ শ্রবণ।
একে সুখনদী বহে, বন্যা পড়িতেছে তাহে
ভাসাইবে যাহে এ ভুবন ॥ ৪৭
শ্রীবশিষ্ঠ তপোধন, আদি করি যত জন,
সকলেতে করিলা নিশ্চয়।
কল্য দিন শুভক্ষণে, শ্রীরামের সিংহাসনে,
হবে অভিষেক মহোদয় ॥ ৪৮
অতএব সীতা সাথে, আজি রাত্রি রঘুনাথে,
করিতে হইবে উপোষণ।
নিয়ম ধারণ করি, আজিকার বিভাবরী,
করিবেন দোঁহে জাগরণ ॥ ৪৯
মঙ্গল আচার যত, এ কর্ম্মেতে সমুচিত,
তাহা সব কর যত্ন করি।
ব্রাহ্মণেতে দাও ধন, পূজা কর নারায়ণ,
লক্ষ্মী আর শঙ্কর-শঙ্করী ॥ ৫০
শুনি ভরতের বাণী, আনন্দিত মহারাণী,
আশীর্ব্বাদ করিলা ভরতে।
রঘুবর-শুভ-আশে, লয়্যা ভগ্নী-দাসী-দাসে,
করিছেন শুভ যথামতে ॥ ৫১
শ্রীভরত বাহিরে আসিয়া মন্ত্রিগণে।
আজ্ঞা দিলা করিতে সকল আয়োজনে ॥ ৫২
কোতোয়ালে ডাকিয়া করিলা আজ্ঞাপন।
নগর-মাঝারে দিতে মঙ্গল ঘোষণ ॥ ৫৩
সেহ গিয়া বাজাইয়া ভেরী মনোহর।
পথে পথে দেয় এই ঘোষণা সুস্বর ॥ ৫৪
হয়্যা একমন, শুনহ বচন,
অযোধ্যার প্রজাততি।
কালি শুভক্ষণে, রাজ-সিংহাসনে,
বসিবেন রঘুপতি ॥ ৫৫
এ লাগি সকলে, পরভাতকালে,
সাজাইয়া দ্বার ঘর।
করিয়া সাজন, লয়্যা উপায়ন,
যাবে প্রভু-বরাবর ॥ ৫৬

যত পুরনারী, দিব্য পট্ট পরি,
পরি নানা অলঙ্কারে।
শুভ বস্তু পুরি, সাজাইয়া থারী,
যাবে রামে দেখিবারে ॥ ৫৭
আসিয়াছ যত, নৃপ শত শত,
রহিয়াছ এ পুরীতে।
রাম-অভিষেক, আনন্দ উদ্রেক,
আসিবেন নিরখিতে ॥ ৫৮
আছ যেবা আর, রাম-পরিবার,
শুন সবে একমতি।
কালি পরভাতে, আসিবে সভাতে,
দেখিবারে রঘুপতি ॥ ৫৯
শুনি শুনি এইরূপ মঙ্গল ঘোষণ।
আনন্দ-পাথারে ভাসে অযোধ্যার জন ॥ ৬০
পুলকিত হইল সবার কলেবর।
এই কথা কহে তারা সবে পরস্পর ॥ ৬১
একি চমৎকার একি অতি চমৎকার।
কবা দিন আসিয়াছে আজি মোসবার ॥ ৬২
বুঝিলাম বিধি যারে সুপ্রসন্ন হয়।
আনন্দ-উপরি তারে আনন্দ অর্পয় ॥ ৬৩
দেখ আজি শ্রীরামের আগতি-মঙ্গলে।
ভাসিতেছি মহানন্দ-হিল্লোলে সকলে ॥ ৬৪
তাহে রাম-অভিষেক-ঘোষণা বন্যায়।
জানিতে না পারি কোথা লইয়া ডুবায় ॥ ৬৫
চিরদিন আশা ছিল সকলের মনে।
দেখিব শ্রীরামচন্দ্রে রাজসিংহাসনে ॥ ৬৬
দয়াময় বিধি আজি তাহা কৈল পূর্ণ।
রজনি তুমিহ অবসান হও তূর্ণ ॥ ৬৭
এইরূপ কহি কহি যাবদীয় জন।
রজনীর অবসান করে প্রতীক্ষণ ॥ ৬৮
এখানেতে সব কার্য্য সাধন করিয়া।
ভরত বসিলা রাম-নিকটে আসিয়া ॥ ৬৯
তবে মুখ্য মুখ্য যত পুরবাসিজন।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা রামে করে নিবেদন ॥ ৭০
প্রভু শ্রীবশিষ্ঠ মুনি কৈলা আজ্ঞাপন।
প্রভুরে করিতে হবে অদ্য জাগরণ ॥ ৭১
মোরাও সকলে আজি প্রভুর সহিত।
জাগি রহি এই স্থানে এই হয় চিত ॥ ৭২
তাহে আর এক আশা হয় সবাকার।
শুনিবারে বনের সকল সমাচার ॥ ৭৩
ইহাতে প্রভুর যদি অনুগ্রহ হয়।
তবে সকলের সুখ হয় অতিশয় ॥ ৭৪
তাহা শুনি ভাল ভাল বলি রঘুমণি।
কহিতে লাগিলা বনবৃত্তান্ত আপনি ॥ ৭৫
এইরূপে অন্তঃপুরে জনকদুলারে।
জিজ্ঞাসিলা বনের বৃত্তান্ত শুনিবারে ॥ ৭৬
তিঁহ শ্বশ্রূ-সকলের অগ্রেতে বসিয়া।
কহিছেন সব কথা সাঞ্জলি হইয়া ॥ ৭৭
চিত্রকূট হৈতে সবে ফিরি অল্পো পরে।
প্রবেশ করিলা প্রভু দণ্ডক-ভিতরে ॥ ৭৮
তাহে প্রথমেতে অত্রি মুনিরে ভেটিলা।
তার পত্নী মোরে বস্ত্র বস্ত্র-ভূষা দিলা ॥ ৭৯
তার পর নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ।
গঙ্গা-তীর্থে গিয়া কৈলা শ্রাদ্ধ আচরণ ॥ ৮০
এত শুনি সুখিমনে কহে রাণীগণ।
চিরজীবী হইয়া রহুক রামধন ॥ ৮১
এমত ধার্ম্মিক হয় যাহার সন্তান।
ত্রিভুবন-মাঝে সেই বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৮২
পিতৃ-মাতৃ-শ্বশুরকুলেরে তরাইল।
আপনার যশে এই ভুবন ভরিল ॥ ৮৩
কহ কহ মাতা তার পরে কি হইল।
শুনিতে রামের গুণ উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥ ৮৪
জানকী কহেন তার পরে রঘুবর।
প্রবেশ করিলা পুন দণ্ডক-ভিতর ॥ ৮৫
বিরাধ রাক্ষসে বধ করি সপ্ত শরে।
শরভঙ্গ-আশ্রমেতে গেলা তার পরে ॥ ৮৬
এইরূপে যাবদীয় মুনির আশ্রমে।
ভ্রমণ করিলা মোর প্রভু ক্রমে ক্রমে ॥ ৮৭
পরে শ্রীজটায়ু-সঙ্গে করি সম্ভাষণ।
পঞ্চবটী বনে কৈলা কুটীর রচন ॥ ৮৮
এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর রহিল।
পরে শূর্পণখা এক দিবস আইল ॥ ৮৯
দিব্য নারীবেশ ধরি সেই দুষ্ট-আশে।
উপস্থিত হৈলা আসি রঘুপতি-পাশে ॥ ৯০
তার দুষ্টভঙ্গী দেখি শুনি দুষ্টভাষ।
দেবরে ডাকিলা প্রভু করি মৃদু হাস ॥ ৯১

তবে রঘুবর-আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মণ।
করিলেন তার কর্ণ-নাসিকা-চ্ছেদন ॥ ৯২
সেহ তাহে ক্রুদ্ধ হয়্যা গিয়া স্থানান্তরে।
পাঠাইয়া দিল রাবণের ভ্রাতা খরে ॥ ৯৩
সেহ চৌদ্দসহস্র রাক্ষস সেনা নিয়া।
যুদ্ধ করিবারে আল্য কুপিত হইয়া ॥ ৯৪
এত শুনি ভয়যুক্ত হয়্যা রাণীগণ।
জানকীর প্রতি করিছেন জিজ্ঞাসন ॥ ৯৫
মা গো মা গো কহিলে কি নিদারুণ কথা।
শুনিয়া কাঁপয়ে বুক মনে হয় ব্যথা ॥ ৯৬
একা রামধন তত নিশাচর-সনে।
কিরূপে করিলা রণ তাহা ভাবি মনে ॥ ৯৭
জানকী কহেন নাহি হও উত্তরল।
তোমাদের আশীর্ব্বাদে সকল মঙ্গল ॥ ৯৮
তাবত সৈন্যেরে প্রভু দুই দণ্ডবেলে।
বধি খর-দূষণে নাশিলা অবহেলে ॥ ৯৯
এত শুনি সুস্থির হইলা রাণীগণ।
জানকী পরের কথা তার পরে কন ॥ ১০০
পরে শূর্পণখা গিয়া লঙ্কানগরীতে।
কহিল সকল কথা দুষ্ট দশ-শিরে ॥ ১০১
তাহে অতি ক্রুদ্ধ হয়্যা সেইত রাবণ।
মারীচে লইয়া আল্য পঞ্চবটী-বন ॥ ১০২
এত শুনি শঙ্কিত কহেন রাণীগণ।
একি কহিতেছ মাতা দারুণ বচন ॥ ১০৩
শুনিয়াছি ত্রিভুবন-বিজয়ী রাবণ।
ক্রূর বিধি তারে কেন কৈল আনয়ন ॥ ১০৪
রাজ্য ছাড়াইয়া রামে বনেতে প্রেরিল।
ক্রূর বিধি সেখানেও সুখে না রাখিল ॥ ১০৫
কহ কহ মাতা কি হইল তার পর।
শুনিবারে উৎকণ্ঠিত সবার অন্তর ॥ ১০৬
জানকী কহেন ধৈর্য্য ধরিয়া কিঞ্চিত।
শুনিবেন সকলেতে পরের চরিত ॥ ১০৭
মধ্যে মধ্যে আছে যে ইহাতে দুঃখকথা।
কিন্তু নাহি ভাবিবেন তাহে কিছু ব্যথা ॥ ১০৮
যেহেতুক সেইত সকল দুঃখচয়।
হইয়াছে উত্তর-কালেতে সুখময় ॥ ১০৯
অতএব কর খেদ-শঙ্কাদি বর্জ্জন।
পরের বৃত্তান্ত সবে করুন শ্রবণ ॥ ১১০
বনে আসি রাবণ মারীচে দুষ্ট আশে।
মৃগরূপ ধরায়্যা পাঠাল্য প্রভু-পাশে ॥ ১১১
কিবা অদ্ভুত সেই মৃগ স্বর্ণময়।
নানামণি চিত্রিত যাহার অঙ্গ হয় ॥ ১১২
তারে দেখি আমার দুর্ভাগ্য অনুসারে।
জন্মিল হৃদয়ে লোভ লইতে তাহারে ॥ ১১৩
তবে আমি ধরিবারে সেই ত হরিণে।
নিবেদন কৈলুঁ প্রভু-চরণ-নলিনে ॥ ১১৪
তবে মোর রক্ষা লাগি রাখিয়া দেবরে।
মৃগ-পাছে গেলা প্রভু ধরি ধনুশরে ॥ ১১৫
কথো দূরে গিয়া তারে বিন্ধিলেন বাণে।
হা লক্ষ্মণ বলি সেহ ত্যজিলেক প্রাণে ॥ ১১৬
সেই শব্দ শুনি আমি শঙ্কিত-অন্তরে।
পাঠাইলুঁ অন্বেষণ করিতে দেবরে ॥ ১১৭
সেই অবকাশ পাই দুষ্ট দশানন।
যোগিবেশে মোর পাশে কৈল আগমন ॥ ১১৮
সেই দুষ্ট আশা করি মোরে ভুলাইতে।
আরম্ভিলা নানামত কুকথা কহিতে ॥ ১১৯
মোর স্থানে পাই তার উচিত উত্তর।
অত্যন্ত কুপিত হল্য দুষ্ট লঙ্কেশ্বর ॥ ১২০
তবে নিজ কলেবর ধারণ করিয়া।
চলিল আমারে বলে হরিয়া লইয়া ॥ ১২১
জানকীর মুখে শুনি এ সব বচন।
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে সব জন ॥ ১২২
একি কথা মাতা তোর মুখে নিঃসরিল।
বজ্রসম মোসবার বুকে প্রবেশিল ॥ ১২৩
ওরে বিধি বট তুমি অতি দুরাশয়।
তথাপি এ কর্ম্ম করিবারে যোগ্য নয় ॥ ১২৪
একে রাজকন্যা তাহে অতি সুকুমারী।
সেহ হল্য পতিসেবা লাগি বনচারী ॥ ১২৫
তারে পতিসঙ্গ ছাড়া করিয়া তোমার।
কি লাভ হইল কিবা যশ পরিষ্কার ॥ ১২৬
হায় রামধন যবে ফিরি আসিছিল।
পর্ণশালা শূন্য দেখি কিবা করিছিল ॥ ১২৭
সব দুঃখ পাসরিত নিরখি তাহারে।
নিদারুণ বিধি দূর-দেশে নিল তারে ॥ ১২৮
এইরূপ কহি দশরথ-রাণীগণ।
মুক্তকণ্ঠ হয়্যা সবে করেন ক্রন্দন ॥ ১২৯

বিশেষতঃ শ্রীকৈকয়ী খেদযুক্ত-মন।
শিরে করাঘাত করি কান্দি কান্দি কন ॥ ১৩০
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহুক আমারে।
এত দুঃখ দিলুঁ আমি তোমা সবাকারে ॥ ১৩১
যদ্যপি না জন্মিতাম আমি এই ভবে।
মাতা কেন এত দুঃখ পাবে তোরা তবে ॥১৩২
এত বলি শ্রীকৈকয়ী করেন ক্রন্দন।
সকলে সান্ত্বনা করি সীতা পুন কন ॥ ১৩৩
বহিয়া গিয়াছে সে সকল দুঃখকথা।
তাহা শুনি যোগ্য নহে এবে এত ব্যথা ॥১৩৪
অতএব ত্যজি শোক বিষাদ ক্রন্দন।
পরের বৃত্তান্ত এবে করহ শ্রবণ ॥ ১৩৫
মোরে রথে তুলি লয়া যায় দশানন।
পথে শ্রীজটায়ু-সঙ্গে হইল দর্শন ॥ ১৩৬
করিলেন তিঁহ যুদ্ধ বিবিধ প্রকার।
শেষে তাঁর পক্ষ কাটি গেল দুরাচার ॥ ১৩৭
পরে ঋষ্যমূকে দেখি কপি পঞ্চজন।
ফেলিয়া দিলাম আমি বসন ভূষণ ॥ ১৩৮
পরে সিন্ধু পার হয়া নিশাচর-রাজ।
রাখিলেক আমারে অশোক-বন-মাজ ॥ ১৩৯
এখানেতে রঘুবর দেবরে দেখিয়া।
আইলেন কুটীরেতে শঙ্কিত হইয়া ॥ ১৪০
সেখানেতে দেখিতে না পাইয়া আমারে।
কান্দি কান্দি ফিরিলেন কানন-মাঝারে ॥ ১৪১
শ্রীজটায়ু-মুখে শুনি সংবাদ আমার।
তিঁহ মরিলের পর করিলা সৎকার ॥ ১৪২
পরে বিরাধেরে বধি তাঁহার বচনে।
মিত্রতা করিলা গিয়া সুগ্রীবের সনে ॥ ১৪৩
বালীরে বধিয়া তাঁরে করিলা ভূপতি।
তিঁহ আনাইলা যাবদীয় কপিততি ॥ ১৪৪
মোরে অন্বেষিতে তা-সবারে পাঠাইলা।
তারা সব দিকদিগন্তরেতে চলিলা ॥ ১৪৫
তার মধ্যে হনুমান্ পবন-নন্দন।
সিন্ধু লঙ্ঘি মোর কাছে করিল গমন ॥ ১৪৬
রাত্রিকালে মোর সঙ্গে করি সম্ভাষণ।
দিবসে করিল বহু রাক্ষস-মারণ ॥ ১৪৭
রাবণের পুত্র অক্ষে বিনাশ করিয়া।
দহিলেক লঙ্কাপুরী অগ্নি লাগাইয়া ॥ ১৪৮
পুন সিন্ধু লঙ্ঘি আসি কপিসৈন্যসাথে।
সমুদ্রের তীরে লয়া গেল রঘুনাথে ॥ ১৪৯
সেই কালে লঙ্কা উপেখিয়া বিভীষণ।
প্রভুর চরণে আসি লইল শরণ ॥ ১৫০
তাঁর পরামর্শে প্রভু করি উপবাস।
তিন দিন সমুদ্রের কূলে কৈলা বাস ॥ ১৫১
তথাপি সাগর নাহি দিল দরশন।
তবে প্রভু কৈলা বাণবৃষ্টি আরম্ভণ ॥ ১৫২
তাহে ভীত হয়া সিন্ধু আসি সাক্ষাৎকারে।
কহি গেলা নলবীরে সেতু করিবারে ॥ ১৫৩
তবে তরুশিলা ফেলি সেতু বিরচিয়া।
সিন্ধুপারে গেলা প্রভু কটক লইয়া ॥ ১৫৪
তবে মায়াবলে দুষ্ট রাঘবের মুণ্ড।
বিরচিয়া মোরে দেখাইল দশতুণ্ড ॥ ১৫৫
বিভীষণ-গৃহিণী শ্রীসরমা আখ্যান।
করিলেন মোরে সেই দুঃখে পরিত্রাণ ॥ ১৫৬
তবে দুই সৈন্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।
তাহাতে উভয়সৈন্য মরিতে লাগিল ॥ ১৫৭
রজনীতে মেঘনাদ রাবণ-সন্তান।
বান্ধিল রাঘবদ্বয়ে এড়ি সর্পবাণ ॥ ১৫৮
তাহা দেখাইতে মোরে চঢ়াইয়া রথে।
পাঠাইল দশানন অন্তরীক্ষ-পথে ॥ ১৫৯
তাহা দেখি আমিহ উদ্যত মরিবারে।
বারণ করিলা সব দেবতা আমারে ॥ ১৬০
পরে প্রভু গরুড়েরে করিলা স্মরণ।
তিঁহ আসি সেই বন্ধ করিলা মোচন ॥ ১৬১
পরে ক্রমে মরিতে লাগিল নিশাচর।
কুম্ভকর্ণে বধিলেন প্রভু রঘুবর ॥ ১৬২
অতিকায় ইন্দ্রজিত দুষ্ট নিশাচরে।
বধিলা দেবর অতি বিকট সমরে ॥ ১৬৩
তবে দশানন অতি কুপিত-অন্তরে।
অমোঘ শক্তিতে বেধ করিল দেবরে ॥ ১৬৪
তাহে বিদ্ধ হয়া তিঁহ হল্যা অচেতন।
তাঁহার শোকেতে প্রভু করেন ক্রন্দন ॥ ১৬৫
এতেক বচন শুনি যত রাণীগণ।
হাহাকার শব্দ করি করেন ক্রন্দন ॥ ১৬৬
সকলেই সীতারে কহেন বার বার।
শীঘ্র কহ কহ মাতা শুভ সমাচার ॥ ১৬৭

শুনিয়া লক্ষ্মণবুকে শেলের প্রহার।
বদ্ধ হল্য শেলে বুক আমা সবাকার ॥ ১৬৮
জানকী কহেন স্থির করিয়া হৃদয়।
শুন শুন তার পরে মঙ্গল উদয় ॥ ১৬৯
সুষেণের উপদেশে পবন-নন্দন।
করিলেক মৃতসঞ্জীবনী আনয়ন ॥ ১৭০
সেইত ওষধি লয়্যা নাসিকাতে দিলা।
তাহে সুস্থ হয়্যা মোর দেবর উঠিলা ॥ ১৭১
পরে প্রভু সপ্ত দিন-রাত্রি করি রণ।
করিলেন দুষ্ট দশাননে বিনাশন ॥ ১৭২
বিভীষণে লঙ্কারাজ্য করি সমর্পণ।
মোরে কাছে আনাইয়া করিলা বর্জ্জন ॥ ১৭৩
তবে আমি বুঝিয়া প্রভুর অভিপ্রায়।
চিতা সজ্জ করাইয়া প্রবেশিলুঁ তায় ॥ ১৭৪
সীতার বদনে শুনি এতেক বচন।
অতিশয় বিস্মিত হইল সব জন ॥ ১৭৫
অনিমিষ-নেত্রে দেখে সীতার বদন।
আশ্বাসিয়া তা-সবারে পুন সীতা কন ॥ ১৭৬
তোমাদের কৃপা আর প্রভুপদে মতি।
করিল সে অগ্নি হত্যে মোর অব্যাহতি ॥ ১৭৭
তবে অগ্নি মোরে লয়্যা হয়্যা মূর্ত্তিমান্।
সমর্পণ কৈলা আসি প্রভু-বিদ্যমান ॥ ১৭৮
তাঁর বাক্যে প্রভু মোরে স্বীকার করিলা।
দেবগণ প্রভুরে বিস্তর প্রশংশিলা ॥ ১৭৯
দেবমাঝে দেখিলাম শ্বশুর রাজারে।
আশীর্ব্বাদ কৈলা তিঁহ আমা সবাকারে ॥ ১৮০
তবে প্রভু-বাক্যে ইন্দ্র অমৃত বর্ষিয়া।
প্রভুর সকল সৈন্য দিলা বাঁচাইয়া ॥ ১৮১
তবে প্রভু পুষ্পকে করিয়া আরোহণ।
সকলে লইয়া দেশে কৈলা আগমন ॥ ১৮২
জানকীর মুখে শুনি এ সব বচন।
অতিশয় সুখিত হইল সব জন ॥ ১৮৩
শ্রীকৌশল্যা রাণী তাঁরে কোলেতে লইয়া।
কহিছেন অশ্রুজলে সিঞ্চিত করিয়া ॥ ১৮৪
চিরজীবী হও মাতা নেত্র-আহ্লাদিনী।
মরি মরি আমি তোর লইয়া নিছনী ॥ ১৮৫
পিতৃকুল মাতৃকুল শ্বশুরের কুল।
আপনার যশে তুমি করিলে অতুল ॥ ১৮৬
তোর পতিব্রতা-ধর্ম্ম করিয়া শ্রবণ।
বিস্ময় পাইবে সব পতিব্রতাগণ ॥ ১৮৭
এইরূপে রামগুণ-বর্ণন-শ্রবণে।
যাপন করেন নিশা তাঁরা সুখিমনে ॥ ১৮৮
এখানেও রামচন্দ্রেপুর বাসিগণ।
করিলেক বনের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসন ॥ ১৮৯
প্রভুও কহিলা সেই সকল বৃত্তান্ত।
বিবরণ করি করি হয়্যা সুখি-স্বান্ত ॥ ১৯০
তাহা শুনি যাবদীয় পুরবাসিজন।
কভু কান্দে কভু হাসে কভু সুখিমন ॥ ১৯১
সুগ্রীবের সখ্য আর লক্ষ্মণের ভক্তি।
বিভীষণ রাজার শ্বচরণে আসক্তি ॥ ১৯২
মারুতির সেই সেই কর্ম্ম অসম্ভব।
সমরেতে সকলের শৌর্য্য সেই সব ॥ ১৯৩
এই সব কহিছেন প্রভু বার বার।
শুনিয়া সবার মনে মহাচমৎকার ॥ ১৯৪
এইরূপ কথোপকথন-সুখাবেশে।
সেইত রজনী প্রায় পাই গেল শেষে ॥ ১৯৫
তবে তীর্থজল লয়্যা যত কপিগণ।
করিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে আগমন ॥ ১৯৬
ইঙ্গুদীপল্লব দিয়া কলসের মুখে।
সুষেণ আনিলা পূর্ব্বসিন্ধুজল সুখে ॥ ১৯৭
অরুণচন্দন-শাখা আচ্ছাদন করি।
অঙ্গদ আনিলা সেতুবন্ধ-জল ভরি ॥ ১৯৮
অগুরু পল্লবে ঢাকি কুম্ভ-মুখখানি।
জাম্ববান্ আনিলা পশ্চিমসিন্ধু-পানী ॥ ১৯৯
নমেরুপল্লবে ঢাকি পবন-নন্দন।
উত্তরসাগরজল কৈল আনয়ন ॥ ২০০
আর আর যাবদীয় শাখামৃগগণ।
করিতেছে মহানদী-জল আনয়ন ॥ ২০১
শ্রীগঙ্গা গণ্ডকী গোদাবরী মন্দাকিনী।
কাবেরী কলিন্দ-কন্যা কুশিকনন্দিনী ॥ ২০২
তুঙ্গভদ্রা তাম্রপর্ণী তাপী সরস্বতী।
কৃতমালা করতোয়া কিবা দৃশদ্বতী ॥ ২০৩
বৈহায়সী বেণ্বা কৃষ্ণবেণ্বা ওঘবতী।
সরযূ শর্করাবর্ত্ত; রেবা ষষ্ঠীবতী ॥ ২০৪
চন্দ্রবশা চন্দ্রভাগা আর চর্ম্মণ্বতী।
পয়োষ্ণী বিপাশা মহানদী পয়স্বতী ॥ ২০৫

শতদ্রু সুষোমা শোণ সিন্ধু সপ্তবতী।
ঋষিকুল্যা বেদস্মৃতি বিশ্বা বেত্রবতী॥ ২০৬
নর্ম্মদা নির্বিন্ধ্যা মরুস্পৃশা পদ্মাবতী।
অম্বুনদ অংটোদা আর শরাবতী॥ ২০৭
এই আদি করি যত নদনদীগণ।
সকলের করিলেক জল আহরণ॥ ২০৮
মানস পুষ্কর নারায়ণাদি সরসী।
সবার সলিল আনে কলসী কলসী॥ ২০৯
আর যে সকল দ্রব্য চাহি অভিষেকে।
সেব সব সাধিল ভৃত্যলোক পরতেকে॥ ২১০
তবে পূর্ব্বদিকে হল্য অরুণউদয়।
বাজিতে লাগিল প্রভাতের বাদ্যচয়॥ ২১১
তবে সবে নিত্যক্রিয়া করিতে বিধান।
আপন আপন স্থানে করিলা পয়াণ॥ ২১২
ত্রইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ২১৩

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাবর্ণনে
শ্রীরামাভিষেক-পূর্ব্বদিনকৃত্যবর্ণনো নাম
পঞ্চত্রিংশঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক।

রামং শ্রীশোভিরামং কনকমণিলসদ্-
ভূষণৌঘাভিরামং,
বার্ভিঃ সৌগন্ধ্য-ভাগ্‌ভির্ম্মুনি-বিবুধমুখৈঃ
সিচ্যমানং সুবাগ্‌ভিঃ।
বাণং দীর্ঘপ্রমাণং ধনুরপি দধতং,
হস্তযোর্ভ্রাজমানং
ধ্যেয়ং যোগীন্দ্রগেয়ং কনকময়নৃপ-ত্যাসনে
চিন্তয়েয়ম্॥ ১

তবে সুপ্রভাত দেখি রাম ভৃত্যগণ।
বাজাত্যে লাগিল কত মঙ্গল-বাজন॥ ২
সেই শব্দ শুনি যত পুরবাসি-জন।
দেখিতে যাইতে রামে করে আয়োজন॥ ৩
স্নান করি শুক্লবস্ত্র পরিধান করি।
নানা উপায়ন লয়্যা যায় সুখে তরি॥ ৪
রাম-দর্শনে যাইতে যত পুরের রমণী।
মণি-দর্পণ দেখিয়া করে অঙ্গের মার্জনী॥ ৫
জনি-মধ্যে যাহা কার নাই কভু বিলোকন।
কন-কের বসে চিত্রিত পরিল সে বসন॥ ৬
শর্ণ-পুষ্পবা বস্ত্র রূপা-রসেতে চিত্রিত।
নীল অনুসারে পরে কেহ কেহ রক্ত-সিত॥ ৭
ইত-স্তত মৃগমদ আর কুঙ্কুমেতে করি।
করি-কুম্ভ সম কুচে চিত্র করয়ে মকরী॥ ৮
করি তদুপরি বান্ধিল কাঁচুলা মনোহর।
হরষিত চিতে দিল শিরে উত্তরী-অম্বর॥ ৯
বব যত্নেতে নিবদ্ধ করি যাবত কুন্তল।
ভালদেশে সীমন্তের দিল সিঁথী সমুজ্জ্বল॥ ১০
জল-দের মত পরে রাঙ্গা সিন্দুর কপালে।
পারে প্রভাত-ভাস্করে যেহ ঘৃণা করিবারে॥ ১১
বারে বারে মাজি কর্ণে পরে কুণ্ডল-সন্ধান।
আন নাহি দেখি এ জগতে যার উপমান॥ ১২
মান করিবার যোগ্য মুক্তা দিল নাসিকায়।
কার চমৎকার নাহি লাগে দেখিয়া তাহায়॥ ১৩
হায় হায় করে যারে দেখি তারকা-পঙ্‌ক্তি।
কণ্ঠি-মুক্তাহার পরে গলে উত্তমমূরতি॥ ১৪
অতি রুচি-শিল্পি-গঠিত তাড়ঙ্ক মনোরম।
রম-ণীয় ভুজে পরিধান করিল উত্তম॥ ১৫
অমলেন্দ্রনীল-মণিযুক্ত সুবর্ণকঙ্কণ।
কন-কের বালা অঙ্গুরীয় করিল ধারণ॥ ১৬
রণ-রণ ধ্বনি করে যারা করিতে গমন।
মন-মোহন কটিতে পরে কিঙ্কিণী চিকণ॥ ১৭
কণ-কণ শব্দ চরণ তুলিতে যারা করে।
করে করি মাজি সেইত পঞ্চমপাতা পরে॥ ১৮
পরে মঙ্গল দ্রব্যেতে থালী করিয়া সাজন।
জন-প্রিয় রঘুনাথে করে দেখিতে গমন॥ ১৯
রঘুনাথ-নৃপাসন-সেক-কথা।
শুনি দেবঘটা চলিলেন তথা॥ ২০
সনকাদি-মুনীন্দ্র-ততী সহিতে।
চলিলা কমলাসন হৃষ্টচিতে॥ ২১
নিজ চারিমুখে শ্রুতি পাঠ-করি।
বরহংস-পিঠে সুখ-মগ্ন চড়ি॥ ২২

রষভেন্দ্র-পিঠে কুতুকে চড়িয়া ।
নিজ বামদিগে গিরিজা লইয়া ॥ ২৩
মাণমন্মদ-আদিক ভৃত্যগণে ।
লইয়া শিখিবাহন নান্দ-সনে ॥ ২৪
রঘুরাজকথা কহিতে কহিতে ।
চলিলা শশিশেখর মগ্নচিতে ॥ ২৫
গজরাজ-পিঠে চড়িয়া বসিয়া ।
সুর কিন্নর দেব নটী লইয়া ॥ ২৬
রুচবেশ শচী নিজ সঙ্গি করি ।
চলিলা সুরনায়ক মোদ-ভরি ॥ ২৭
চড়িয়া অজবাহন-পৃষ্ঠপরে ।
চলু পাবক দেব প্রমোদভরে ॥ ২৮
পরিবার সনে চড়িয়া মহিষে ।
চলিলা যমরাজ মহাহরিষে ॥ ২৯
জলরাজ চলা চড়িয়া মকরে ।
পবমান মৃগোপরি চাপি চলে ॥ ৩০
নরযান-পরে চড়ি ফুল্ল-মুখে ।
চলিলেন কুবের মনের সুখে ॥ ৩১
শশিভাস্কর-আদিক দেব-তাত ।
নিজ যান চড়ি চলিলেন তাত ॥ ৩২
নিজপুত্র-নৃপত্যভিষেক-রসে ।
রঘুনাথ-পিতা চলিলা হরষে ॥ ৩৩
এইরূপে সিদ্ধ-যক্ষ-বিদ্যাধরগণ ।
নাগলোক সকলে করিল আগমন ॥ ৩৪
বশিষ্ঠাদি মুনি আর যাবত ব্রাহ্মণ ।
ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র-আদি যত প্রজা-জন ॥ ৩৫
সে সকলে দেখিয়া ভরত যুড়ি পাণি ।
শ্রীবশিষ্ঠ-প্রতি কহিছেন এই বাণী ॥ ৩৬
সকল প্রস্তুত হইয়াছে তপোধন ।
শ্রীরামের অভিষেক করহ এক্ষণ ॥ ৩৭
তাহা শুনি শ্রীবশিষ্ঠ ভাল ভাল বলি ।
শ্রীরাম-নিকটে গেলা মহাকুতুহলী ॥ ৩৮
তাঁরে দেখি রঘুবর প্রণাম করিলা ।
তবে মুনিবর তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ৩৯
উঠ উঠ বিলম্ব না কর রঘুবর ।
রাজবেশ করি চল সভার ভিতর ॥ ৪০
তোহে যজাইব বলি আশা করি মনে ।
চিরদিন আছি আমি এইত ভুবনে ॥ ৪১
সেই আশা পরিপূর্ণ করহ আমার ।
অভিষেক করি গিয়া চলহ তোমার ॥ ৪২
এইরূপ কহেন বশিষ্ঠ তপোধন ।
হেন কালে আল্যা তোথা রাম-মাতৃগণ ॥ ৪৩
সাজাইয়া ভাল মতে জনক-সুতারে ।
সঙ্গে করি আনিলেন রাম-সাক্ষাৎকারে ॥ ৪৪
তবে মাতাদের পদে করিয়া প্রণতি ।
অনুমতি লইলেন প্রভু রঘুপতি ॥ ৪৫
তাঁহারা মঙ্গল করি সানন্দ-অন্তরে ।
শুভযাত্রা করাইলা সীতা-রঘুবরে ॥ ৪৬
রামে যাত্রা করাইয়া জননী সকল ।
অভিষেক দেখিবারে গেলা যোগ্যস্থল ॥ ৪৭
শ্রীরাম জানকী বশিষ্ঠেরে অগ্রে করি ।
দর্শন দিলেন আসি সভার ভিতরি ॥ ৪৮
বিপ্রগণ মান্যজনে করিয়া প্রণাম ।
তাঁহাদের অনুমতি লইয়া শ্রীরাম ॥ ৪৯
সভাজন সকলের অনুজ্ঞা লইয়া ।
শুভক্ষণে সিংহাসনে বসিলা উঠিয়া ॥ ৫০
পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিলা রঘুপতি ।
বামেতে বসিলা তাঁর জনক-সন্ততি ॥ ৫১
তাহা দেখি কহে সবে জয় জয় রব ।
উলু উলু ধ্বনি করে সীমন্তিনী সব ॥ ৫২
স্বর্গলোকে নরলোকে বাজে ঘনেঘন ।
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গাদি মঙ্গল-বাজন ॥ ৫৩
স্বর্গেতে অপ্সরা নাচে দিব্য গীত গায় ।
মনুষ্যেতে নৃত্য গীত করয়ে সভায় ॥ ৫৪
তবে শ্রীবশিষ্ঠ বামদেব কাত্যায়ন ।
বিশ্বামিত্র গৌতম প্রভৃতি তপোধন ॥ ৫৫
দিব্য গন্ধ তীর্থজল লয্যা কলসীতে ।
অভিষেক করিছেন শ্রুতি-স্মৃতি-রীতে ॥ ৫৬
স্বর্ণকুম্ভ হত্যে জল রাম-শিরে ক্ষরে ।
মেরু হত্যে গঙ্গা যেন নীলাদ্রিশিখরে ॥ ৫৭
কিবা প্রভুমুখ বাহি পড়ে যেই ধারা ।
শশাঙ্কমণ্ডল বাহি বিষ্ণুপদী-পারা ॥ ৫৮
মুখ হৈতে সেই জল পড়ে উরঃস্থলে ।
চন্দ্র হত্যে সুধাধারা যেন ব্যোমতলে ॥ ৫৯
সেই জল প্রভু-বক্ষঃস্থলে বহি যায় ।
স্বর্গগঙ্গা যেন আকাশেতে শোভা পায় ॥ ৬০

বোমাবলি সঙ্গে শোভে সেই জলধার।
কালিন্দী সহিত যেন ধারা শ্রীগঙ্গার॥ ৬১
সে জল চরণে পড়ি চারিদিকে চলে।
কমল হইতে যেন মধুধারা গলে॥ ৬২
এইরূপে শ্রীজনক-নৃপতি-সুতায়।
মুনিগণ অভিষেক করে যথান্যায়॥ ৬৩
মন্ত্র পড়ি মুনি জল ঢালে সীতা-মাথে।
গর্জিয়া জলদ যেন সুবর্ণলতাতে॥ ৬৪
সেই জল চূর্ণকেশ হতো মুখে পড়ে॥
অলি যেন পদ্মোপরি মকরন্দ উগারে॥ ৬৫
সেই জল মুখবাহি পড়ে পয়োধরে।
তাহার উপমা নাহি জগত-ভিতরে॥ ৬৬
যদি চন্দ্র করিকুম্ভে মুক্তা বরিষয়।
তবে তার কিঞ্চিৎ উপমাস্থান হয়॥ ৬৭
কুঙ্কুমে রঞ্জিত জল কুচেতে সঞ্চরে।
জহ্নুনদী যেন মেরু-মন্দর-শিখরে॥ ৬৮
সেই জলধারা বোমাবলিতে মিলয়।
সরস্বতী যেন যমুনাতে যুক্তা হয়॥ ৬৯
সে জল উরুতে পড়ি চারিদিকে যায়।
স্বর্ণময় স্থলে যেন তরঙ্গিণী ধায়॥ ৭০
রাম-সীতামধ্যে চলে সেই জলকণ।
কিবা শোভা পায় সেহ না হয় বর্ণন॥ ৭১
অর্দ্ধশ্যাম অর্দ্ধ-পীত দোঁহার প্রভায়।
মুক্তা যেন নীলপীত মণিমাঝে ভায়॥ ৭২
এইরূপে অভিষেক কৈলা মুনিগণ।
পরে আরম্ভিলা যত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ॥ ৭৩
বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য মুখ্য মুখ্য শূদ্র যত।
তাহারাও অভিষেক করে বিধিমতে॥ ৭৪
সালঙ্কার পরম সুন্দরী কন্যা সব।
অভিষেক করে করি উলু উলু রব॥ ৭৫
সেনা-সকলের মধ্যে মুখ্য যত জন।
তারা করে রাম-সীতা দোঁহারে সেচন॥ ৭৬
যাবদীয় দেবগণ আকাশে থাকিয়া।
অভিষেক করিছেন সানন্দ হইয়া॥ ৭৭
পরেতে সহস্রধার কলস লইয়া।
শ্রীবশিষ্ঠ মুনি রাম-উপরি ধরিয়া॥ ৭৮
তাহে দিয়া সর্ব্বৌষধি-আদি দ্রব্যততি।
অভিষেক করিলেন মহাসুখিমতি॥ ৭৯

পরে আর্দ্র বস্ত্র ত্যজি দিব্য বেশ করি।
বসিলেন রামচন্দ্র সিংহাসনোপরি॥ ৮০
জানকীও স্নানাগারে গিয়া করি বেশ।
পুন বামবামে আসি কৈলা উপবেশ॥ ৮১
তবে দিব্য রাজচ্ছত্র লইয়া লক্ষ্মণ।
করিলেন রামচন্দ্র-উপরি ধারণ॥ ৮২
শুক্লবর্ণ চামর লইয়া দুই জন।
বীজন করেন কপিপতি-বিভীষণ॥ ৮৩
সে কালে শ্রীরাম-সীতা-মাধুর্য্য দেখিয়া।
সকলেতে হৈল অতি আনন্দিত-হিয়া॥ ৮৪
তাহে কারো কারো অঙ্গ হইল স্তম্ভিত।
কারো কারো হই গেল পুলকে পূরিত॥ ৮৫
কারো কারো অঙ্গে ঝরে ঘর্ম্ম কণ কণ।
কারো কারো অশ্রুজলে ভাসয়ে নয়ন॥ ৮৬
তার মধ্যে যাবদীয় পুরনারীগণ।
পরস্পর কহে তারা এ সব বচন॥ ৮৭
সখি দেখি রাম আর রাম-প্রিয়া এ যুগল।
হলা মো-সবার নেত্র আর জনম সফল॥ ৮৮
যুড়াইল নেত্র আর গাত্র হৃদয় জীবন।
দেখ দেখ সবে এক ভাবে পাতিয়া নয়ন॥ ৮৯
ইহা দোঁহাকারে বর্ণিবারে বাসয়ে হৃদয়।
কিন্তু সেই সাধ বুঝি বাদ করে নেত্রদ্বয়॥ ৯০
এই দুজনেতে যে অঙ্গেতে দোঁহার পড়িছে।
তাহা ছাড়ি আন স্থানে যান করিতে নারিছে
কিন্তু আছে এক পরতেক ইহার সাধক।
সব অঙ্গ হয় অতিশয় নেত্র-আকর্ষক॥ ৯২
তারা যে যখন আকর্ষণ করিবে নয়নে।
সেই ক্ষণে তারে বর্ণিবারে পারিব বচনে॥ ৯৩
আহা কিবা রাম-দেহে শ্যাম-ছটা সুচিক্কণ।
যাহা দেখি নব-মেঘগর্ব্ব পায় বিনাশন॥ ৯৪
যাতে ইন্দ্রনীল-মণি তিল উপমা না ধরে।
তাহে ইন্দীবর দূর্ব্বাদল গণনা কে করে॥ ৯৫
দেখ দিব্যবেশ কিবা কেশ শ্যামল চিকণ।
যার শোভা দেখি লাজে শিখী প্রবেশিল বন॥
দেখ এ কুন্তল নব-জল-ধরে ঘৃণা করি।
তাহে কোন্ জন সুশোভন কর্য্যাছে কবরী॥ ৯৭
কিবা শোভা করে রামশিরে মুকুট সুন্দর।
যেন পূর্ব্বগিরি-শৃঙ্গোপরি প্রভাত-ভাস্কর॥ ৯৮

দেখ দেখ সুখে রামমুখে সখি এক মনে।
যার উপমান দিতে স্থান নাহি ত্রিভুবনে ॥ ৯৯
এক নিশাপতি সেহ অতি কলঙ্কে মলিন।
দিনে নাহি ভায় আর পায় ক্ষয় প্রতিদিন ॥১০০
দেখি তেন সোমে লজ্জাক্রমে যে মুখ ঢাকয়।
সেহ পদ্মাততি রঘুপতি-মুখতুল্য নয় ॥ ১০১
সেই মুখোপরি শারি শারি চূর্ণকেশ দোলে।
যেন মধুকর-পংক্তি রব কমলের কোলে ॥১০২
তাহে অতি চারু যোড়া ভূরু কিবা শোভা পায়।
বুঝি পুষ্পচাপ নিজ চাপ দিয়াছে উহায় ॥ ১০৩
দেখ পরে তার পরিষ্কার নয়ন সাদরে।
যাহা দেখি চিত বিকসিত পদ্মে ঘৃণা করে ॥১০৪
যদি আলরাজে নিজ-মাজে কমল ধরয়।
তবে রঘুনাথ-নেত্রসাথ তুলনা লভয় ॥ ১০৫
দেখ মুখ-মাজে কিবা সাজে নাসা অতিশয়।
তিল-পুষ্পময় তূণ হয় কামের নিশ্চয় ॥ ১০৬
জিনি জবাফুল সুরাতুল অধর-সম্পদ।
হতো যার দাস উদবাস করে কোকনদ ॥ ১০৭
কিবা শোভা করে মুখান্তরে মৃদু মৃদু হাস;
যেন পূর্ণশশী সুধারাশি করযে প্রকাশ ॥ ১০৮
দেখ জিনি মোতি দন্তপাতি সুন্দর আকার।
যার কান্তি করে শশধরে পরম ধিক্কার ॥ ১০৯
ইন্দ্র-নীলমণি-দরপণী জিনি গণ্ডস্থল।
তাহে মনোহর মকর দোলযে কুণ্ডল ॥ ১১০
দেখ দুই শ্রুতি রতিপতি-পাশাস্ত্রসমান।
যাহে নারী-দিঠী-খঞ্জরীটী বান্ধে পঞ্চবাণ ॥ ১১১
পরে কণ্ঠদেশ সবিশেষ কর নিরীক্ষণ।
যাহা দেখি কম্বু লাজে অম্বু-মাঝারে গমন ॥১১২
ইথে মণিকৃত নানামত ভূষণ অর্পিলি।
বুঝি পণ জিতি রতিপতি স্বশঙ্খে পূজিল ॥ ১১৩
কিবা ভুজদণ্ড করিশুণ্ড-সমান আকার।
নীলমণি-স্তম্ভ তেজে দম্ভ শোভা দেখি যার ॥
তাহে নানাবর্ণ মণি-স্বর্ণ তাড়-বালা সাজে।
যেন কল্পতরু-শাখা চারু ভূষণে বিরাজে ॥১১৫
ভুজ-অগ্রদেশে পরকাশে কর সুকোমল।
যেন রহে করি-শুণ্ড ধরি অরুণ কমল ॥ ১১৬
কর-অগ্রভাগে কিবা জাগে সুন্দর নখর।
যেন বহুকায় হয়্যা ভায় পদ্মে সুধাকর ॥ ১১৭

করে শোভমান ধনুর্ব্বাণ অতি অভিরাম।
দেখি হয় জ্ঞান মূর্ত্তিমান্ এহ যেন কাম ॥ ১১৮
দেখ নীলমণিতটী জিনি পরিসর বুক।
যাহে নারীমতি-মৃগী শুতি থাকে সকৌতুক ॥
তাহে স্বর্ণমালা করে আলা অতি অদভুত।
যেন জলধরে শোভা করে সুস্থির বিদ্যুত ॥
শোভে স্বর্ণদাম অভিরাম বুকে মুক্তাহার।
যেন সতড়িত মেঘে স্থিত পংক্তি বলাকার ॥
মুক্তা-হারান্তরে কিবা স্ফোরে পদক-উজ্জ্বল।
যেন তারা-স্তোম-মধ্যে সোম শোভে পূর্ণকল ॥
পরে লোমাবলী কাল ব্যালী করহ দর্শন।
নারী-লজ্জাভেকী যা বিলোকী করে পলায়ন।
দেখ বলিত্রয় অতিশয় সুন্দর-নির্ম্মাণ।
যাহা নিরখিয়া মোর হিয়া করে অনুমান ॥ ১২৫
বুঝি মাঝখানি ক্ষীণ জানি বিধি বিচক্ষণ।
ভাঙ্গি-বেক বলি দিয়া বলি কর্য়াছে বন্ধন ॥
দেখ মধ্যদেশ সবিশেষ কৃশ সুগঠন।
যাহা মৃগপতি দেখি অতি লাজে গেছে বন ॥
দেখ নাভিকূপ অপরূপ পড়িলে যাহায়।
নারী-নেত্র-মীন হয় লীন উঠিতে না চায় ॥ ১২৭
কিবা শোভে কটী গিরিতটী জিনি পরিসর।
তাহে সুপ্রকাশ পীতবাস অতি মনোহর ॥ ১২৮
দেখ তদুপরে শোভা করে সুবর্ণ-শিকলী।
যাহে নারী-মন-করিগণ বান্ধে কাম বলী ॥১২৯
কিবা দুই উরু রম্ভাতরু-সমান গঠন।
যাহা দেখি করি-শুণ্ডে কার ধিক্কার বচন ॥১৩০
পরে পরিপাটী জানু দুটী দেখহ চাহিয়া।
যাহা আমি মানি নীলমণি-সম্পুট বলিয়া ॥ ১৩১
সখি জঙ্ঘা দুই দেখি মুই শঙ্কিয়ে সর্ব্বদা।
নীল-মণিময় এহ হয় মদনের গদা ॥ ১৩২
অতি সুকোমল পদতল দেখহ নয়নে।
যার তুলনার স্থান আর না দেখি ভুবনে।
আছে এক মাত্র শতপত্র অরুণ-বরণ।
সেহ যোগ্য নহে যোগ্য নহে কৈলে বিবেচন।
দেখ সেহ ইন্দুস্পর্শবিন্দু পাই ভয়ে মরে।
এহ নখচ্ছলে ইন্দুকুলে নিজ অঙ্গে ধরে ॥ ১৩৫
তাহে বিলক্ষণ চিহ্নগণ শোভয়ে উজ্জ্বল।
ধ্বজ-বজ্র আর চমৎকার অঙ্কুশ কমল ॥ ১৩৬

তার দিব্যগন্ধ লোভে অন্ধ হয়্যা অলিগণ।
তাহে পড়ে গিয়া গুঞ্জরিয়া আনন্দিতমন ॥ ১৩৭
একে রাম-শোভা মনোলোভা নারি বর্ণিবারে।
তাহে বিজ্ঞমণি বিধি আনি দিয়াছে সীতারে ॥
দেখ দেখ একি শ্রীজানকী-রাণীর মাধুরী।
যার তুলা নারী নাহি হেরি ত্রিভুবন ঘুরি ॥১৩৯
কিবা অঙ্গ-রুচি-অগ্নি শুচি স্বর্ণে করে জয়।
যাহা দেখি লাজে ভূমি-মাজে হরিতাল রয় ॥১৪০
যাহা দেখি করে সুচামরে মন ছিছিকার।
দেখ শ্রীসীতার কেশভার কিবা পরিষ্কার ॥১৪১
তাহে কোন্ জন সুগঠন বেণী করিয়াছে।
যাহা দেখি সর্প ছাড়ি দর্প গর্ত্তে লুকায়্যাছে ॥
তাহে মল্লিমাল দিয়া ভাল কর্য্যাছে সাজন।
কালিন্দীর জলে যেন খেলে রাজহংসগণ ॥১৪৩
করি পরিপাটী দিব্য পাটী কর্য্যাছে কপালে।
যাহা দেখি মন নিমগন এই শঙ্কাজালে ॥ ১৪৪
সীতা-মুখে শশি করি বাসি মুগ্ধ ক্ষুধাক্ষোভে।
রাহু তার কাছে আসিয়াছে মুখ মেলি লোভে ॥
পাটী-মধ্যদেশে পরকাশে সিঁতি মুক্তাময়।
যেন মেঘমালা-কোলে আলা করে তারাচয় ॥
দেখ মনোহর পরিসর ললাট সুন্দর।
যার শোভা-আশে শ্রীমহেশে সেবে শশধর ॥
তাহে কোন্ জন সুশোভন সিন্দূর দিয়াছে।
যেন শশি-সাথে দিননাথ উদয় কর্য্যাছে ॥ ১৪৮
সীতা-ভূরুদ্বয় দেখি হয় মনে অনুমান।
রতি-পুষ্পধনু দুই ধনু করিয়াছে দান ॥ ১৪৯
দেখ সীতা-আঁখি যাহা দেখি লাজে স্বনয়নে।
করে পদার্পণ কণ্ডুয়ন-চ্ছলে মৃগীগণে ॥ ১৫০
তাহে তুলী ধরি যত্ন করি দিয়াছে অঞ্জন।
যার দেখি গতি মজে অতি লাজেতে খঞ্জন ॥
পরে দেখ ঘ্রাণ গরুত্মান-নাসার সমান।
তাহে অবিকল মুক্তাফল শোভে লম্বমান ॥১৫২
সীতা-ওষ্ঠরাগে কিবা লাগে সেই মুক্তাফল।
যেন জবাফুল-কাছে স্থূল একবিন্দু জল ॥ ১৫৩
কিবা ওষ্ঠাধর মনোহর পক্ব-বিম্বাকার।
যাহে রঘুবীর-চিত্ত-কীর লুব্ধ অনিবার ॥ ১৫৪
মুখ-শশধরে শোভাকরে কিবা হাস্যামৃত।
যাহা চাখি চাখি রাম-আঁখি-চকোর নিবৃত্ত ॥

কিবা রম্য-কাঁতি দন্তপাতি সমান সুন্দর।
কুন্দ-কলিকারে ঘৃণা করে যারা নিরন্তর ॥ ১৫৬
দেখ গণ্ডস্থল ঝলমল করে স্বপ্রভায়।
তাহে কর্ণফুল রত্নকুল তেজে আরো ভায় ॥১৫৭
সেই কপোলেতে নানামতে কর্য্যাছে লিখন।
মৃগ-মদে করি শারি শারি পত্রাবলীগণ ॥ ১৫৮
কিবা দুই কর্ণ মণি-স্বর্ণ-কুণ্ডলে ভূষিত।
যাহা দেখি হয় অতিশয় মুগ্ধ রামচিত ॥ ১৫৯
বুঝি চতুর্ম্মুখ সীতা-মুখ গঠিয়া কৌতুকে।
ধরি দেখিয়াছে চিহ্ন আছে তাহারি চিবুকে ॥
দেখ কণ্ঠদেশ সবিশেষ ত্রিরেখা অঙ্কিত।
যাহে রতিপতি শম্ভুমতি করে মোর চিত ॥১৬১
তাহে করি যত্ন স্বর্ণ-রত্ন-কৃত অলঙ্কার।
কত পরায়্যাছে নাহি আছে তুলনা যাহার ॥১৬২
সখি দেখি সীতা-বাহুলতা পদ্মের মৃণাল।
লাজে লুকাইয়া আছে গিয়া যথা পঙ্কজাল ॥
তাহে শোভে তাড় চুড়ী আর বলয় কঙ্কণ।
মনো-হারি ঝুরি সগুঞ্জরী অঙ্গুরী চিকণ ॥ ১৬৪
অতি মনোহর দুই কর ভুজ-অগ্রে সাজে।
যেন পদ্মনাল আগে লাল কমল বিরাজে ॥১৬৫
তাহে দশাঙ্গুলী চাঁপাকলী-সমান সুন্দর।
সাজে আগে তার পরিষ্কার নখ-সুধাকর ॥১৬৬
সীতা কুচদ্বয় দেখি হয় মোর এই মন।
বিশ্ব-জয় করি দুই ভেরী থুয়্যাছে মদন ॥ ১৬৭
তাহে নানাজাতি চিত্রভাতি কর্য্যাছে লিখন।
করি-কুম্ভযুগে পত্রযোগে করয়ে যেমন ॥ ১৬৮
তাহে চিত্রযুক্ত শোভে রক্ত কাঁচুলী সুরঙ্গ।
সন্ধ্যা-মেঘচয় আচ্ছাদয় যেন মেরু-অঙ্গ ॥ ১৬৯
কিবা কুচোপরি শোভে পরি-স্কৃত মুক্তাহার।
যেন মেরুগিরি-শৃঙ্গোপরি সুরধুনীধার ॥ ১৭০
সীতা-পয়োধরে শোভা করে নীলমণি-দাম।
স্বর্ণ পদ্মকলি-স্থিত অলি-মালা অভিরাম ॥ ১৭১
কিবা হেম দাম শোভে রাম-প্রিয়াকুচতটে।
যেন ঝিণ্টিমালা করে আলা মঙ্গলের ঘটে ॥১৭
কিবা কুচদ্বয়-মাঝে রয় নীলমণি বর।
যেন স্বর্ণময় শিবদ্বয় মাঝে গদাধর ॥ ১৭৩
সীতা-রোমশ্রেণী কালফণী কুচাদ্রি হইতে।
নাভি-সরসীতে প্রবেশিতে যাইছে তৃষিতে ॥১

সীতা-মধ্য ধরি মুষ্টি করি বিধি মাপিয়াছে।
সে অঙ্গুলী-ভরে এ জঠরে ত্রিবলী হয়্যাছে॥
সীতা নাভি হয় অসংশয় অরুণ-কমল।
যাহা রাম আঁখি-অলি দেখি সুখেতে পাগল॥
দেখি সীতা-শ্রেণী অনুমানি আমি মনে মনে।
নিজ চক্রখান পঞ্চবাণ থুয়্যাছে যতনে॥ ১৭৭
সীতা-কটি-তটে-রক্ত-পটে কর নিরীক্ষণ।
যেন পূর্ব্বগিরি-তটে হেরি অরুণ-কিরণ॥ ১৭৮
তাহে অভিরাম কাঞ্চীদাম করাছে বন্ধন।
যেন গৃহদ্বারে বন্ধ করে মঙ্গল তোরণ॥ ১৭৯
সীতা-উরুদ্বয় পরাজয় করে করি-করে।
তাহে রম্ভাগণে তার সনে তুলনা কে করে॥
সীতা-জানু হেরি মনে করি রয়্যাছে অনঙ্গ।
রাম-চিত্ত-হীরে রাখিবারে সম্পুট সুবঙ্গ॥ ১৮১
জঙ্ঘা দুইখানি দেখি মানি স্বর্ণময় থাম।
রাম-নয়নেরে বান্ধিবারে রাখিয়াছে কাম॥১৮২
সীতা দুই পদ কোকনদ জিনিয়া সুন্দর।
কিবা দেখ তায় শোভা পায় নখ-সুধাকর॥১৮৩
কিবা শোভে তথি মণিততি-কৃত অনুপম।
পাতা বঙ্কমল ঝলমল পাশুলি পঞ্চম॥ ১৮৪
ইহা দোঁহাকার চমৎকার মাধুরী বর্ণন।
এক মুখে করি নাহি পারি করিতে পূরণ॥১৮৫
যদি কৃপা করি দেয় হরি সহস্র-আনন।
তবে রঘুপতি সীতা সতী করিয়ে বর্ণন॥ ১৮৬
এইরূপ কহিতেছে পুরনারীগণ।
তাহা শুনি আনন্দিত হয় সর্ব্বজন॥ ১৮৭
হেনকালে মহেন্দ্রপ্রেরিত সমীরণ।
দুই হার লয়্যা তোথা কৈলা আগমন॥ ১৮৮
শতপদ্মপুষ্পযুক্ত কাঞ্চনের দাম।
রামচন্দ্র-কণ্ঠে সমর্পিলা অভিরাম॥ ১৮৯
সর্ব্ব-রত্ন সুশোভিত আর এক হার।
শ্রীলক্ষ্মণ-কণ্ঠে সমর্পিলা পরিষ্কার॥ ১৯০
তাহা দেখি সুখে সবে করে কোলাহল।
কুসুম-বর্ষণ করে অমর সকল॥ ১৯১
বেদ-মন্ত্রপাঠ করে যত ঋষিগণ।
নানাবিধ বাদ্য করে মধুর-নিস্বন॥ ১৯২
গন্ধর্ব্বগণেতে গীত গায় মিষ্ট-স্বরে।
বিদ্যাধরী অপ্সরা সকল নৃত্য করে॥ ১৯৩

তবে যাবদীয় মুনি অমরমণ্ডলী।
স্তুতি করে রামচন্দ্রে হয়্যা কুতূহলী॥ ১৯৪
জয় জয় রঘুপতি, সকল সংসার-গতি,
দেবদেব দেব নারায়ণ।
সত্য-জ্ঞান-সুখরূপ, সকল-ব্রহ্মাণ্ড-ভূপ,
অবিচিন্ত্য-শক্তি-নিকেতন॥ ১৯৫
মো-সবারে কৃপা করি, ভূমণ্ডলে অবতরি,
নিজ রূপ-গুণ প্রকাশিয়া।
তুষিলে জগতজন, বিশেষত ভক্ত-মন,
আপন স্বরূপ দেখাইয়া॥ ১৯৬
বধ করি তাড়কারে আর দুষ্ট সুবাহুরে,
সন্তোষিলে সব মুনিগণে।
চরণের রজ দিয়া, অহল্যারে উদ্ধারিয়া,
সন্তোষিলে শতানন্দ-মনে॥ ১৯৭
ভগ্ন করি হরচাপ, ঘুচায়্যা জনক-তাপ,
বিবাহ করিলে শ্রীসীতারে।
ভৃগুপতি-দর্প নাশি, আপনার গৃহে আসি,
আনন্দিত করিলে সভারে॥ ১৯৮
পিতৃআজ্ঞা-ছল করি, নাশিতে মোদের অরি,
উপস্থিত রাজ্য উপেখিয়া।
জানকী লক্ষ্মণসনে, ভ্রমিলেন বনে বনে,
মুনিগণে দরশন দিয়া॥ ১৯৯
শূর্পণখা-দণ্ড করি, খর দূষণেরে মারি,
নিষ্কণ্টক কৈলে জনস্থান।
জানকী-বিরহক্লেশে, ভ্রমিয়া অনেক দেশে,
ঋষ্যমূকে করিলে প্রস্থান॥ ২০০
রাজা করি সুগ্রীবেরে, পাঠাইয়া বহুচরে,
জানকীর বৃত্তান্ত জানিয়া!
কপিগণ সঙ্গে নিয়া, লঙ্কারে ঘেরিলে গিয়া,
সমুদ্রেতে সেতু বিরচিয়া॥ ২০১
সবংশে রাবণে মারি, জানকী-উদ্ধার করি,
দেশে আসি তুষিলে সবারে।
তোমারে দেখিয়া রাজা, জুড়াইল সব প্রজা,
ভাসিতেছে আনন্দ-পাথারে॥ ২০২
তব অনুগ্রহ-গুণে, মহানন্দ ত্রিভুবনে,
সুখী সুর-গো-ব্রাহ্মণকুল।
সুখিত হইলা ভূমি, তোমারে পাইয়া স্বামী,
উজ্জ্বলিত রঘুরাজকুল॥ ২০৩

এইরূপে স্তুতি করি সুর-মুনিগণ।
শ্রীরাম-জানকী দেখি আনন্দিত-মন ॥ ২০৪
দশরথ রাজা রামে দেখি সিংহাসনে।
প্রেমায় মগন হয়্যা ভুলিলা আপনে ॥ ২০৫
এখানেতে যাবদীয় রাম-প্রজাজন।
রাম-সীতা দোঁহে দেয় নানা উপায়ন ॥ ২০৬
প্রথমতঃ বিপ্রগণ দিয়া দূর্ব্বা ধান।
বেদমন্ত্র পড়ি কৈলা আশীষ-বিধান ॥ ২০৭
তার পর যাবদীয় ভূপতি-নিকর।
দেয় মণি স্বর্ণ যান ভূষণ অম্বর ॥ ২০৮
পরে প্রজাগণ আর যত ভৃত্যগণ।
আনন্দিত-চিতে দেয় নানা উপায়ন ॥ ২০৯
তবে ভট্ট-সূত-বন্দি-মাগধনিকর।
প্রভু-আগে স্তুতি পাঠ করয়ে সুস্বর ॥ ২১০

জয় জয় রাম, অতি অভিরাম,
সব গুণধাম, পরম-শুচি।
অতি মনোহর, সব কলেবর,
সুলক্ষণধর, মধুর-রুচি ॥ ২১১
তেজে ঝলমল, অতিশয় বল,
বয়স উজ্জ্বল, মধুরভাষী।
নানা ভাষাগণ, অতি বিচক্ষণ,
সুসত্য-বচন, অধর্ম্ম-নাশী ॥ ২১২
অধিক বাচাল, পাণ্ডিত্য-বসাল,
পাত্র দেশ কাল, বিবেককারী।
সুবুদ্ধি চতুর, বৈদগ্ধী-মধুর,
কর্ম্ম-দক্ষ শূর, প্রতিভাধারী ॥ ২১৩
কৃতজ্ঞ-সুস্থির, সাগর-গম্ভীর,
ক্ষমাশীল ধীর, করুণ-দাতা।
মান্য-মান-কর, সরল-অন্তর,
সর্ব্ব-শুভঙ্কর, আশ্রিত-ত্রাতা ॥ ২১৪
এই আদি যত, গুণ শত শত,
তোমার ভকত, জানিতে পারে।
তার এক কণ, করিতে স্পর্শন,
আমাদের মন, বচন নারে ॥ ২১৫
তব যশরাশি, শরদের শশি-
সমান প্রকাশী, ভুবনে শোভে।
যাহারে বিলোকি, এ সব ত্রিলোকী-
নয়ন-চাতকী, সমূহ লোভে ॥ ২১৬
প্রতাপ-অনল করে ঝলমল,
ভুবন সকল, যার প্রকাশে।
যাহে ঢালি অঙ্গ, রাক্ষস-পতঙ্গ,
গেল করি রঙ্গ, অমর-বাসে ॥ ২১৭
এ দুই তোমার, গুণ চমৎকার,
আমা সবাকার জীবন-গতি।
শ্রীরঘুনন্দন, যাহার বর্ণন,
করি পায় ধন, ভোগ-ভকতি ॥ ২১৮

এইরূপে পাঠ করে তারা নানা স্তব।
হেনকালে অগ্রসর হলা ভণ্ড সব ॥ ২১৯
বিবিধ বিকৃত-বেশ করিয়া ধারণ।
করিতেছে নানামত রস প্রকাশন ॥ ২২০
কেহ কেহ সাজিয়াছে তাহে নিশাচর।
কেহ কেহ হইয়াছে ভল্লুক বানর ॥ ২২১
তাহে কপি ধায় সব নিশাচরে তাড়ি।
যাহা দেখি হাসে লোক সবে ধৈর্য্য ছাড়ি ॥ ২২২
কেহ ছিন্ন-নাসা-শূর্পণখা-বেশ ধরি।
হাসায় সকল লোকে কান্দি গোনা করি ॥ ২২৩
হেন দেখাইয়া বহু বেশের মাধুরী।
পরে নিবেদয়ে রামে করিয়া চাতুরী ॥ ২২৪
রঘুবর লোকে কহে আপুনি জগতে।
জনমি দেবতা হিত কৈলে নানা মতে ॥ ২২৫
কিন্তু মোরা দেখিলাম করি বিবেচন।
করিলে আপুনি দেব-অহিতাচরণ ॥ ২২৬
দেখ দেখ তারা সবে নিশ্চিন্ত হইয়া।
ভুঞ্জিত বিষয়সুখ স্ত্রী পুত্র লইয়া ॥ ২২৭
এক্ষণ বিনাশ করি তুমিহ রাবণে।
যজ্ঞের আরম্ভ করাইলে এ ভুবনে ॥ ২২৮
তাহাতে আসিতে হবে অমর সবারে।
না হবে বিষয়-ভোগ কোনহ প্রকারে ॥ ২২৯
আর দেখ চির দিন যজ্ঞ না পাইয়া।
দেবতা সকল আছে নষ্টাগ্নি হইয়া ॥ ২৩০
সম্প্রতি অনেক যজ্ঞ করিয়া ভোজন।
মরাপেটে পীড়িত হইবে দেবগণ ॥ ২৩১
মুনিদেরো হিতকারী তোহে সবে কহে।
বিবেচনা করিলে তাহাও সত্য নহে ॥ ২৩২
দেখ খর-দূষণের ভয়ে মুনিগণ।
নিশ্চিন্ত আছিল তেজি তপ-আচরণ ॥ ২৩৩

তুমিহ করিয়া খর-দূষণেরে নষ্ট।
করিলে তাদের পুন সেই তপকষ্ট ॥ ২৩৪
অন্য জন কহে থাকু এ সব বর্ণন।
শুন তুমি আপনার যশের দূষণ ॥ ২৩৫
বিষম তোমার যশ ছাইয়া জগতে।
দিতেছে সকলে দুঃখ দেখ নানা মতে ॥ ২৩৬
আপন কান্তিতে এহ সকল সংসার।
করিয়াছে অতিশয় ধবল আকার ॥ ২৩৭
এ লাগি ব্রহ্মাণী যবে বিধি-পাশে যায়।
সরস্বতী ভ্রমে সেহ তা পানে না চায় ॥ ২৩৮
যদি স্বভাবেতে মন তাহে লগ্ন হয়।
ধর্ম্মভয়ে তবে বিধি নয়ন মুদয় ॥ ২৩
শিবের কণ্ঠেতে শ্যাম না দেখি পার্ব্বতী।
নাহি যায় তার কাছে সশঙ্কিতমতি ॥ ২৪০
শুক্লবর্ণ দেখি নিজ মহিষ-আকারে।
বৃষ বলি যম তাহে চড়িতে না পারে ॥ ২৪১
এখানেতে যাবদীয় গোপেন্দের নারী।
দুগ্ধ বলি পাক করে তুলি আনি বারি ॥ ২৪২
এ হেন তোমার যশে যারা গঙ্গা বলে।
তাদের সমান অজ্ঞ নাহি ভূমণ্ডলে ॥ ২৪৩
গঙ্গাজল-স্নানে অঙ্গ ধূলি দূরে যায়।
তব কীর্ত্তিস্নানে বহু ধূলি লাগে গায় ॥ ২৪৪
গঙ্গাজল পান কৈলে হয় তৃষ্ণাক্ষয়।
তব কীর্ত্তি-পানে তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাঢ়য় ॥ ২৪৫
গঙ্গাজল পান কৈলে চিত্ত স্থির হয়।
তব কীর্ত্তি সেই মনে উন্মত্ত করয় ॥ ২৪৬
অতএব অনুমান করি মোরা সবে।
তব কীর্ত্তি কোনো সুরাতরঙ্গিণী হবে ॥ ২৪৭
এইরূপে রসিক বাচাল ভণ্ডগণ।
রাম-আগে করে কত কৌতুকবচন ॥ ২৪৮
ব্যাজ-স্তুতিময় তাহাদের সে বচন।
শুনি নানামত বোধ করে নানা জন ॥ ২৪৯
অজ্ঞজন রাম-নিন্দা বলি ক্রুদ্ধ হয়।
চঞ্চলস্বভাব জন কৌতুকে হাসয় ॥ ২৫০
পণ্ডিত সকল সুখে সাধু সাধু ভাষে।
ভক্তজন প্রেমামৃত-সাগরেতে ভাসে ॥ ২৫১
এইরূপে কিছুকাল করিল গমন।
পরে আল্য গায়ক বাদক নটীগণ ॥ ২৫২

নানা যন্ত্র মিলিত করিয়া তারা সবে।
রামচন্দ্র-গুণ গায় সুমধুর রবে ॥ ২৫৩

জয় জয় রাঘব, জগজ্জন-বান্ধব,
অমর-নিকর-হিতকারী।
দশকন্ধব-কুল- তৃণ-দাবানল,
মুনিজন-সাধ্বসহারী ॥ ২৫৪
জগদেকাশ্রয়, সকল-জগন্ময়,
নিখিলশকতি-সঞ্চারী।
অতিশয়-নির্ম্মল-, যশ-বিধুমণ্ডল,
সবদিক-অন্ধ-বিদারী ॥ ২৫৫
খর হর-উজ্জ্বল-, পরতাপানল-,
ভস্মিত-দুষ্টপতঙ্গ।
লাবণ্যামৃত-, পূর-বিবর্দ্ধিত-,
সজ্জন-চাতক-রঙ্গ ॥ ২৫৬
বদন-নিশাপতি-, শোভা-সন্ততি-,
জিত-বিকসিত-অরবিন্দ।
প্রসর-উরস্থল, বিজিত-পট্টতল,
ভুজকৃত-শুণ্ডানিন্দ ॥ ২৫৭
মধ্য বিনিন্দিত-, সিংহ সুশোভিত-,
কটিতট উরু-অভিরাম।
পদ্ম-পরাজয়-, কারি-পদদ্বয়,
জয় রঘুনন্দন রাম ॥ ২৫৮

এইরূপে নানাগীত গায়কেতে গায়।
তার সঙ্গে দিব্য যন্ত্র অনেক বাজায় ॥ ২৫৯
সেই সব গীত বাদ্য তাল অনুসারি।
নর্ত্তকী সকল নাচে হাব-ভাব করি ॥ ২৬০
এইরূপে শ্রীরামের রাজ্য-অভিষেকে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দাতিরেকে ॥ ২৬
পরে প্রভু বিপ্রগণে করিয়া সম্মান।
দশলক্ষ দিব্যধেনু করিলা প্রদান ॥ ২৬২
বৃষ দশসহস্র করিলা সমর্পণ।
ত্রিশকোটি সুবর্ণ করিলা বিতরণ ॥ ২৬৩
বসন-ভূষণ যান শয়ন ভবন।
দিলা কত তার কেবা করিবে গণন ॥ ২৬৪
শস্যপূর্ণা ভূমি কত কত পুষ্পোদ্যান।
কত শত দিব্য গ্রাম করিলা প্রদান ॥ ২৬৫
গায়ক বাদক নট ভণ্ড বন্দিজনে।
তুষিলা শ্রীরাম বস্ত্র-ভূষণ-রতনে ॥ ২৬৬

পূর্ব্বে সীতা জাহ্নবীরে যেই মানি ছিলা।
সে সকল লোক দ্বারা পাঠাইয়া দিলা ॥ ২৬৭
তবে নানা মণিযুক্ত অতি অভিরাম।
সুগ্রীব রাজারে দিলা এক স্বর্ণদাম ॥ ২৬৮
সুবর্ণ-নির্ম্মিত নানাবর্ণ মণিময়।
অঙ্গদকুমারে দিলা যুগল বলয় ॥ ২৬৯
তবে শ্রীজানকী নিজ গলায় হইতে।
দিব্য এক হার তুলি লইলা পাণিতে ॥ ২৭০
বানর-সমূহ আর নিজ পতি প্রতি।
পুনঃপুন চাহেন করিয়া কিছু মতি ॥ ২৭১
তাঁর অভিপ্রায় জানি প্রভু রঘুবর।
কহিছেন তাঁর প্রতি সানন্দ-অন্তর ॥ ২৭২
প্রিয়ে যারে দিতে ইচ্ছা হয় তব মনে।
এই দিব্য হার তুমি দাও সেই জনে ॥ ২৭৩
শ্রীরামচন্দ্রের বাণী শুনিয়া সুখিতা।
মারুতির কণ্ঠে সেই হার দিলা সীতা ॥ ২৭৪
কিবা শোভা পাইল মারুতি সেই হারে।
সুমেরু ভূধর যেন সুরধুনীধারে ॥ ২৭৫
তবে জাম্ববান নীল দ্বিবিদ প্রভৃতি।
মুখ্য মুখ্য যত সেনাপতি মহাকৃতি ॥ ২৭৬
তা-সবারে অলঙ্কার বিবিধ বসন।
যথাযোগ্যমতে প্রভু কৈলা সমর্পণ ॥ ২৭৭
অপর অপর ভল্লপ্লবঙ্গমগণে।
সম্মান করিলা প্রভু দিয়া নানাধনে ॥ ২৭৮
পরে শ্রীলক্ষ্মণ-প্রতি প্রীতিযুক্ত-মনে।
কহিছেন রঘুপতি মধুর-বচনে ॥ ২৭৯
ভ্রাতৃবর রাজাদের রীতি শাস্ত্রে গায়।
রাজ্যকর্ম্মে একজন যুবরাজ চায় ॥ ২৮০
এ লাগি বাসনা হয় হৃদয়ে আমার।
যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবে তোমার ॥ ২৮১
শ্রীরামচন্দ্রের বাণী শুনিয়া লক্ষ্মণ।
করিছেন তাঁর প্রতি এই নিবেদন ॥ ২৮২
প্রভু নিজে হয়্যা বিবেচকশিরোমণি।
কহ কেন অনুচিত-বচন আপনি ॥ ২৮৩
যৌব্যরাজ্যে রাজ্যে কিবা বিশেষ আছয়।
সে কর্ম্মেতে রাজতুল্য লোক যোগ্য হয় ॥২৮৪
অতএব মদগ্রজ ভরত থাকিতে।
মোর প্রতি অনুচিত এ কথা কহিতে ॥২৮৫
ইঁহারেই করহ আপুনি অভিষিক্ত।
আর কেহ যোগ্য নহে ইঁহা ব্যতিরিক্ত ॥ ২৮৬
রাজাকর্ম্ম করিবে তোমরা দুইজন।
আমিহ করিব তোমা দোঁহারে সেবন ॥ ২৮৭
এই ত কহিলুঁ আমি আপন আশয়।
করহ আপনি ইথে যেই মনে লয় ॥ ২৮৮
লক্ষ্মণের বাণী শুনি প্রভু সুপ্রিমন।
সাধুবাদ করে তাঁর প্রতি সম্ভাজন ॥ ২৮৯
তবে যুবরাজাসনে বসায়্যা ভরতে।
অভিষেক করাইলা প্রভু বিধিমতে ॥ ২৯০
তাহা দেখি সব জন আনন্দিত-মন।
জয় জয় নিনাদ করয়ে ঘনেঘন ॥ ২৯১
এইরূপ রামচন্দ্র-রাজ্যাভিষেচনে।
উৎকট আনন্দ হলা এ তিন ভুবনে ॥ ২৯২
আমিহও এই লীলা করিয়া বর্ণন।
আপনারে মানিলাম সৌভাগ্য-ভাজন ॥ ২৯৩
বর্ণন করিয়া রাম-বনবাস-কথা।
হয়্যাছিল হৃদয়েতে অতিশয় ব্যথা ॥ ২৯৪
তাহে নিজ পরমায়ু ইয়ত্তা না জানি।
পাইত সর্ব্বদা মন উদ্বেগেতে গ্লানি ॥ ২৯৫
যদি শীঘ্র পরমায়ু হয়্যা যায় ক্ষয়।
তবে রাম অভিষেক বর্ণন না হয় ॥ ২৯৬
এই ভাবি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ছিল মন।
প্রভু কৃপা করি তাহা করিলা খণ্ডন ॥ ২৯৭
অবশিষ্ট আছে আর যে লীলা বর্ণিতে।
প্রভু কৃপা হৈলে তাও পারিবে হইতে ॥ ২৯৮
এই যুদ্ধকাণ্ডলীলা করিলুঁ বর্ণন।
তার অনুক্রমণিকা শুন বন্ধুজন ॥ ২৯৯
আদি পরিচ্ছেদে চরমুখে দশানন।
রামসৈন্য শুনি নিজে করিল দর্শন ॥ ৩০০
দ্বিতীয়েতে মায়ামুণ্ড দর্শন-বর্ণন।
রাবণ-মন্ত্রণা আর নগর-রক্ষণ ॥ ৩০১
তৃতীয়ে রাবণ-দূত আল্য রাম-আগে।
লঙ্কা ঘেরিলেন রাম লয়্যা সৈন্যভাগে ॥ ৩০২
চতুর্থে শ্রীরামদূত অঙ্গদ যাইয়া।
কহিলেন দশাননে নানা যুক্তি দিয়া ॥ ৩০৩
পঞ্চমে রাবণ রাম-সেনা অনুপাম।
করিলেক পরস্পরে তুমুল সংগ্রাম ॥ ৩০৪

ষষ্ঠে নাগপাশে বন্ধ কৈল মেঘনাদ।
গরুড় ঘুচাল্যা আসি সেই অবসাদ ॥ ৩০৫
সপ্তমে ধূম্রাক্ষ বীর আর অকম্পন।
বজ্রদংষ্ট্র প্রহস্ত মরিল চারিজন ॥ ৩০৬
অষ্টমে প্রথম যুদ্ধে আল্য দশানন।
মুকুট কাটিলা তার শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩০৭
নবমেতে কুম্ভকর্ণে জাগাল্য রাবণ।
সেহ তারে বুঝাত্যে না পারি গেল রণ ॥ ৩০৮
দশমেতে কুম্ভকর্ণ-বিক্রম-প্রকাশ।
শেষে তারে রামচন্দ্র করিলা বিনাশ ॥ ৩০৯
একাদশে নরান্তক-আদি পঞ্চ জনে।
চারি কপি পাঠাইলা শমন-সদনে ॥ ৩১০
দ্বাদশেতে অতিকায় রাবণ-নন্দন।
লক্ষ্মণের সঙ্গে রণে তেজিল জীবন ॥ ৩১১
ত্রয়োদশে মায়াযুদ্ধ কৈল মেঘনাদ।
মারুতি ওষধি আনি ঘুচাল্যা বিষাদ ॥ ৩১২
চতুর্দ্দশে পুনর্ব্বার লঙ্কার দহন।
কুম্ভ-নিকুম্ভাদি বহু রাক্ষস-নিধন ॥ ৩১৩
পঞ্চদশে মকরাক্ষ খরের তনয়।
রাম-সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে গেল যমালয় ॥ ৩১৪
ষোড়শে পুনশ্চ মেঘনাদ আসি রণে।
রামে ক্রুদ্ধ দেখি পলাইল ভীত মনে ॥ ৩১৫
সপ্তদশে মায়াসীতা-মস্তক-চ্ছেদন।
ইন্দ্রজিত-বধ লাগি লক্ষ্মণ-গমন ॥ ৩১৬
অষ্টাদশে তিন দিন করি ঘোর রণ।
ইন্দ্রজিতে বধিলেন কুমার লক্ষ্মণ ॥ ৩১৭
ঊনবিংশে রাবণের শোক-রোষাবেশ।
বহু সৈন্য লয়্যা নিজে সমর-প্রবেশ ॥ ৩১৮
বিংশে বিরূপাক্ষ-মত্ত উন্মত্ত-নিধন।
রাবণের অতিশয় চমৎকার রণ ॥ ৩১৯
একবিংশে লক্ষ্মণের শক্তিতে প্রহার।
মারুতির পরাক্রম অতি চমৎকার ॥ ৩২০
দ্বাবিংশে মারুতি-প্রতি প্রভুর প্রসাদ।
যজ্ঞভঙ্গ মন্দোদরী-রাবণ-সংবাদ ॥ ৩২১
ত্রয়োবিংশে রামচন্দ্র-রাবণে সমর।
যাহাতে রাবণ গেল শমন-নগর ॥ ৩২২
চতুর্ব্বিংশে ত্রিজগত-আনন্দ-বর্ণন।
অমরাদি-কৃত রামচন্দ্রের স্তবন ॥ ৩২৩
পঞ্চবিংশে রাবণের শবীব-সংস্কার।
বিভীষণে দিলা প্রভু লঙ্কা-অধিকার ॥ ৩২৪
ষড়্‌বিংশে জানকী-ত্যাগ তাঁর পরীক্ষণ।
ব্রহ্মাদিবচনে পুন তাঁহার গ্রহণ ॥ ৩২৫
সপ্তবিংশে দশরথ-সঙ্গে সন্দর্শন।
পুষ্পকে চড়িয়া নিজ দেশেতে গমন ॥ ৩২৬
অষ্টবিংশে সাগরের বন্ধন-মোচন।
কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবের আতিথ্য গ্রহণ ॥ ৩২৭
ঊনত্রিংশে ভরদ্বাজ-আশ্রমে নিবাস।
সহসৈন্যে মুনি কৈলা আতিথ্য-বিলাস ॥ ৩২৮
ত্রিংশে নন্দিগ্রামে বায়ুপুত্রের প্রেষণ।
গুহক-সহিত রামচন্দ্রের মিলন ॥ ৩২৯
একত্রিংশে ভরতের উৎকণ্ঠাতিশয়।
রামবার্ত্তা পাই পুন আনন্দ-উদয় ॥ ৩৩০
দ্বাত্রিংশে শ্রীশত্রুঘ্নের অযোধ্যা-প্রবেশ।
রামবার্ত্তা পাই পুরে প্রমোদ-আবেশ ॥ ৩৩১
ত্রয়স্ত্রিংশে ভরতাদি সহিত মিলন।
নন্দিগ্রামে প্রবেশ পুষ্পক-বিসর্জ্জন ॥ ৩৩২
চতুস্ত্রিংশে জটাবন্ধ-বল্কল-মোচন।
পরম-আনন্দে নিজ গৃহেতে গমন ॥ ৩৩৩
পঞ্চত্রিংশে রাজ্য-অভিষেক আয়োজন।
বান্ধব-নিকটে সব বৃত্তান্ত কথন ॥ ৩৩৪
ষট্‌ত্রিংশে শ্রীরামচন্দ্র-রাজ্য-অভিষেক।
যাহে হল্য ত্রিভুবনে আনন্দ-উদ্রেক ॥ ৩৩৫
এইত করিলুঁ অনুক্রমণী বর্ণন।
যাহা শুনি পুনঃপুনঃ কথা আস্বাদন ॥ ৩৩৬
এই যুদ্ধকাণ্ড-কথা হইল পূরণ।
রামপ্রীতে রাম জয় বল বন্ধুজন ॥ ৩৩৭
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৩৩৮

ইতি শ্রীরামরসায়নে যুদ্ধকাণ্ডলীলাকথা-
বর্ণনে শ্রীরামরাজ্যাভিষেকো নাম
ষট্‌ত্রিংশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩৬ ॥

সমাপ্তা চেয়ং যুদ্ধকাণ্ডলীলাকথেতি

উত্তরকাণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রামসমীপে অগস্ত্যাদি মুনিগণের আগমন ও লক্ষ্মণ-ভোজন।

সৌমিত্রেগুণসঙ্ঘং মুনিগণৈঃ
সম্যক্ প্রকাশ্যাতুলং,
শ্রুত্বা তন্মুখতো দশাস্য-চরিতং
নানেতিহাসাংস্তথা।
প্রস্থাপ্য প্লব[illegible]াদিকান্ নিজজনান
স্বং স্বং গৃহং সাদরং,
রম্যোহ[illegible]কবনে বিলাসমতনোদ-
যস্তং ভজে রাঘবম্ ॥ ১

জয় জয় রামচন্দ্র, কোশলনগরী-ইন্দ্র,
ব্রাহ্মণ-সুরভি-ভূপালক।
অধর্ম্ম-সঞ্চার-হারী, সর্ব্বধর্ম্ম-রক্ষা-কারী,
সর্ব্বধর্ম্মমার্গের শিক্ষক ॥ ২
অজ্ঞভাব প্রকাশিয়া, মুনিগণে জিজ্ঞাসিয়া,
মেঘনাদ মরণকারণ।
লক্ষ্মণের গুণগণ, লোকে কৈলে প্রকাশন,
যাহা শুনি ঝুরে সবজন ॥ ৩
কুম্ভকর্ণ-দশানন, জন্ম-কর্ম্ম-বিবরণ,
শ্রবণ করিয়া মুনি-মুখে।
তাহাদের পূর্ব্বকথা, শ্রবণ করিলে তথা,
নানাবিধ ইতিহাস সুখে ॥ ৪
শাখামৃগ-ভল্লগণে, আর যত বন্ধুজনে,
স্ব স্ব দেশে করিয়া প্রেরণ।
অশোক-কাননে গিয়া, জনকনন্দিনী নিয়া,
নানামত কৈলে বিহরণ ॥ ৫
এ সকল তব কেলি, গান করে কুতুহলী,
যাবদায় দেব-মুনিগণ। ●
কৃপা করি মোর প্রতি, অর্পিয়া কিঞ্চিত মতি,
প্রকাশহ শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৬
জয় জয় বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ জয়।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তচয় ॥ ৭
জয় জয় রামচন্দ্র মহেশ-মহিত।
প্রিয়তম পরিবার-সমূহ সহিত ॥ ৮
এবে কৃপা করি শুন সব ভক্তজন।
উত্তরকাণ্ডের কথা কারয়ে বর্ণন ॥ ৯

নিশম্য যান্ সর্ব্বগুণাকরোহপি,
শ্রীরাঘবো বিস্ময়মাপ বাঢম্।
তান কুম্ভজন্মাদি-মুনীন্দ্রগীতান,
গুণান স্মরামো হৃদি লক্ষ্মণস্য ॥ ১

রাজা হইয়া বসিলেন রাম সিংহাসনে ॥
অদ্ভুত এক কথা শুন সেইক্ষণে ॥ ২
লক্ষ্মণের পূর্ব্ব-আজ্ঞা করিয়া স্মরণ।
সভামধ্যে আলস্য ক্ষুধা-নিদ্রা দুইজন ॥ ৩
অন্য কেহ নাহি পায় তাদের দর্শন।
দেখিলা কেবল মাত্র ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ ৪
তবে পূর্ব্বকথা স্মৃতি করিয়া অন্তরে।
হাসিলা কিঞ্চিত তিঁহ সবার গোচরে ॥ ৫

নাহি জানি তাঁহার হাস্যের সে কারণ।
নানামত শঙ্কা করে সভ্য সব জন ॥ ৬
কপি ভল্লগণ ভাবে আমা সবাকারে।
পরাইলা রামচন্দ্র বস্ত্র-অলঙ্কারে ॥ ৭
তাহাই দেখিয়া বুঝি করি উপহাস।
করিলেন লক্ষ্মণ ঠাকুর এই হাস ॥ ৮
বিভীষণ সুগ্রীব ভাবেন মনে মনে।
হাসিলা লক্ষ্মণ বুঝি আমা দুই জনে ॥ ৯
আপন আপন জ্যেষ্ঠে করিয়া মারণ।
করিয়াছি মোরা দোঁহে রাজত্ব গ্রহণ ॥ ১০
উপস্থিত যৌবরাজ্য এহ জ্যেষ্ঠে দিলা।
এই লাগি আমাদিগে কটাক্ষ করিলা ॥ ১১
ভরত ভাবেন মোর মাতা রঘুবরে।
পাঠাইয়াছিলা চৌদ্দবর্ষ বনান্তরে ॥ ১২
তার পুত্র মোরে প্রভু দিলা যৌবরাজ্য।
অতএব মোরে হাস্য কৈলা অতি ন্যায্য ॥ ১৩
জানকী ভাবেন মনে প্রভু মোরে আনি।
উপেক্ষা করিয়াছিলা কহি কটু বাণী ॥ ১৪
পুন সিংহাসনে মোরে বামে বসাইলা।
এ লাগি দেবর মোরে ইঙ্গিত করিলা ॥ ১৫
শ্রীলক্ষ্মণো অন্য-মন দেখি সবজনে।
দুঃখিত হইয়া ভাবিছেন মনে মনে ॥ ১৬
হায় কি করিলুঁ আমি হাসিয়া অকাজ।
মোর হাস্য দেখি দুঃখ পাইল সমাজ ॥ ১৭
যদি নিজে কহি আমি হাস্যের কারণ।
তাহা শুনি প্রতীত না হবে কোনো জন ॥ ১৮
ইথে গতি রঘুনাথ করুণা-ভাণ্ডার।
কোনো যুক্তি করিয়া সঙ্কটে কর পার ॥ ১৯
এইরূপে যত জন আছিল সেথায়।
নানা শঙ্কা করিতেছে সকলেই প্রায় ॥ ২০

হেন কালে দ্বারী রাম-অগ্রেতে আসিয়া।
নিবেদন করিতেছে প্রণাম করিয়া ॥ ২১
প্রভু সঙ্গে লইয়া বিস্তর মুনিগণ।
এসেছেন দ্বারেতে অগস্ত্য তপোধন ॥ ২২
তাহা শুনি রামচন্দ্র কহিলা দ্বারীরে।
শীঘ্র আনয়ন কর সকল মুনিরে ॥ ২৩
তবে দ্বারী গিয়া মুনিগণে নিবেদয়।
সভার ভিতরে শীঘ্র চল মহাশয় ॥ ২৪
তাহা শুনি আনন্দিত হয়্যা মুনিগণ।
শ্রীরামচন্দ্রের আগে করিলা গমন ॥ ২৫
বিশ্বামিত্র যবক্রীত শ্রীরৈক্য চ্যবন।
কণ্ব মেধাতিথি পুত্র ধূম্র তপোধন ॥ ২৬
স্বস্ত্যাত্রেয় সুমুচ বিমুচ ভরদ্বাজ।
কমঠ কশ্যপ অত্রি ভৃগু মুনিরাজ ॥ ২৭
এই আদি করি মুনি শিষ্য-সহকারে।
অগস্ত্য-সঙ্গেতে গেলা প্রভু-সাক্ষাৎকারে ॥ ২৮
তাঁহাদিগে দেখি প্রভু সভার সহিত।
গা তুলিয়া দাঁড়াইলা আনন্দিতচিত ॥ ২৯
প্রণাম করিলা প্রভু ভূতলে পড়িয়া।
আশীর্ব্বাদ কৈলা তাঁরে দূর্ব্বা ধান দিয়া ॥ ৩০
তবে দিয়া দিব্য দিব্য সুবর্ণ-আসন।
বসাইলা মুনিগণে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩১
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন করি সমর্পণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন ॥ ৩২
কি ভাগ্য কি ভাগ্য আজি কি ভাগ্য আমার
আইলে আপনা সবে গৃহেতে যাহার ॥ ৩৩
সফল হইল আজি আমার জনম।
সফল হইল তপ জপাদি করম ॥ ৩৪
পবিত্র হইলুঁ মোরা সহ নিজগণে।
তোমাদের দর্শন-বন্দন-পরশনে ॥ ৩৫
যেহেতুক তোমা সবে পরম পাবন।
সর্ব্বেশ্বর-নারায়ণ-নিবাস-ভবন ॥ ৩৬
তোমাদের স্মরণেই সর্ব্ব পাপ যায়।
দরশ পরশে যাবে কি আশ্চর্য্য তায় ॥ ৩৭
তোমাদিগে দেখি মোরা হইলুঁ কৃতার্থ।
হৃদয় বাসনা করে একমাত্র স্বার্থ ॥ ৩৮
চিরদিন পরে দেখি তোমা সবাকারে।
ইচ্ছা হয় কুশল সংবাদ শুনিবারে ॥ ৩৯
প্রভুর বচন শুনি সবার প্রধান।
কহিছেন তাঁহারে অগস্ত্য জ্ঞানবান্ ॥ ৪০
রঘুবর ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা করণ।
তোমাতে না হয় কদাচিত অঘটন ॥ ৪১
যেহেতু ব্রহ্মণ্যদেব বলিয়া তোমায়।
শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস সকলেই গায় ॥ ৪২
আপনি করিয়া বিপ্র-মর্য্যাদা-স্থাপন।
সব লোকে বিপ্রসেবা করাও শিক্ষণ ॥ ৪৩

তুমি যদি নাহি কর বিপ্র-সম্মানন।
তবে সেই ধর্ম্ম ত্যাগ করে সব জন ॥ ৪৪
ধর্ম্ম-শিক্ষা লাগি লীলা এ সব তোমার।
ইহাতে বিস্ময় নাহি হয় মো-সবার ॥ ৪৫
কুশল জিজ্ঞাসা যেই করিলে আপনি।
তাহার উত্তরে এবে শুন রঘুমণি ॥ ৪৬
যে অবধি তোমার হয়্যাছে অবতার।
সেই হত্যে মঙ্গল সর্ব্বদা মো-সবার ॥ ৪৭
সবে মাত্র ছিল এক উদ্বেগ-কারণ।
পরিবার-সহিত দুর্দ্দান্ত দশানন ॥ ৪৮
তাহারে বধিয়া সুখী কৈলে ত্রিভুবনে।
বিশেষতঃ যাবদীয় সুর-মুনিগণে ॥ ৪৯
অকম্পনে আপুনি করিয়া বিনাশন।
দেবতা-হৃদয়কম্প করিলে বারণ ॥ ৫০
প্রহস্তে বধিয়া হস্ত-কম্প ঘুচাইলে।
দেবান্তকে বধিয়া অন্তকে সুখ দিলে ॥ ৫১
বিকটে বধিয়া ইন্দ্রে সঙ্কটে তারিলে।
যজ্ঞকোপে কাটি যজ্ঞ প্রকট করিলে ॥ ৫২
যুদ্ধোন্মত্তে মারি নষ্ট কৈলে বিশ্বশোকে।
ত্রিশিরে সংহারি সুখী কৈলে তিনলোকে ॥৫৩
অতিকায়ে বধি কায না দিলে পিরীতি।
প্রখর-খরেরে নাশি ঘুচাইলে ভীতি ॥ ৫৪
মহোদরে কুম্ভকর্ণে করিয়া সংহার।
করিলে জগত-জন-জীবন-নিস্তার ॥ ৫৫
দশকণ্ঠ-কণ্ঠকুলে করিয়া কর্ত্তন।
সুগিত করিলে তুমি এ তিন ভুবন ॥ ৫৬
এ সকল বীরে তুমি করিলে যে জয়।
ইহাতে তোমাতে অতি অদভুত নয় ॥ ৫৭
যদ্যপি দাঁড়াও তুমি ধরি শরাসন।
জয় করিবারে পার এ তিন ভুবন ॥ ৫৮
এক মাত্র অদভুত নর-লীলাবীতে।
বধিয়াছ যেই মহাবীর ইন্দ্রজিতে ॥ ৫৯
মহেন্দ্র-বিজয়ী সেহ অবধ্য সবার।
তারে নষ্ট করি রক্ষা করিলে সংহার ॥ ৬০
এতেক বচন শুনি বিস্মিত-অন্তর।
মুনিবরে জিজ্ঞাসা করেন রঘুবর ॥ ৬১
প্রভু এক বড় বড় রাক্ষসে লঙ্ঘিয়া।
ইন্দ্রজিতে এত স্তুতি কর কি লাগিয়া॥ ৬২

অন্য দূরে রহু কুম্ভকর্ণ-দশাননে।
লঙ্ঘি ইন্দ্রজিতে স্তুতি করহ কেমনে ॥ ৬৩
কিসের প্রভাব তার কিবা এত বল।
কি কারণে রাবণ হইতে শ্রেষ্ঠ বল ॥ ৬৪
এ সকল যদি শুনিবার যোগ্য হয়।
অনুগ্রহ করি তবে কহ মহাশয় ॥ ৬৫
অগস্ত্য বলেন বসি রাজসিংহাসনে।
এ সকল কথা শুন আমার বদনে ॥ ৬৬
যে আজ্ঞা বলিয়া প্রভু আসনে বসিলা।
তবে শ্রীঅগস্ত্য কহিবারে আরম্ভিলা ॥ ৬৭
রঘুবর মেঘনাদ তপে হয়্যা প্রীত।
বিধি দিয়াছিলা বর তারে অতি হিত ॥ ৬৮
যুদ্ধার্থী হইয়া যবে সে যজ্ঞ করিত।
যজ্ঞানলে রথ-বাণ-কোদণ্ড উঠিত ॥ ৬৯
সেই রথে চড়ি সেহ যুঝিত যখন।
দেখিতে না পাইত তাহারে কোনো জন ॥ ৭
যবে গিয়াছিল ইন্দ্রে জিনিতে রাবণ।
তবে হয়্যাছিল অতিশয় ঘোর রণ ॥ ৭১
সেই কালে ইন্দ্রজিত সে রথে থাকিয়া।
লয়্যা গিয়াছিল ইন্দ্রে জিনিয়া বান্ধিয়া ॥ ৭২
তাহা জানি বিধাতা লইয়া দেবগণে।
লঙ্কাতে যাইয়া কহিলেন দশাননে ॥ ৭৩
লঙ্কানাথ পরাজয় করি পুরন্দরে।
পরাজয় কৈলে তুমি ভুবন-নিকরে ॥ ৭৪
তব পুত্র মেঘনাদ জিনি সংক্রন্দনে।
ইন্দ্রজিত বলি খ্যাত হইবে ভুবনে ॥ ৭৫
মোর বাক্যে ছাড়ি দেহ ইন্দ্রেরে এক্ষণ।
ইন্দ্রজিতে কিছু বর দেকু দেবগণ ॥ ৭৬
এত শুনি ইন্দ্রজিত কহে বিধি প্রতি।
অমর করহ তবে ছাড়ি শচীপতি ॥ ৭৭
তবে ইন্দ্রজিতে কহিলেন পদ্মাসন।
সর্ব্বথা অমর কভু নাহি হয় জন ॥ ৭৮
অতএব পরামর্শ করি কারো সনে।
অন্যবর লহ তুমি যেই হয় মনে ॥ ৭৯
এ সব বচন শুনি ভাবি মনে মনে।
কহিল সে ইন্দ্রজিত পুন পদ্মাসনে ॥ ৮০
যজ্ঞ পূর্ণ করি আমি যবে যাব রণে।
মোরে জয় করিতে নারিবে কোনো জনে ॥ ৮১

নিকুম্ভিলা মাঝে যজ্ঞ পূর্ণ না হইতে।
যে শত্রু ঘিরিবে সেই পারিবে মারিতে॥ ৮২
কিন্তু যদি দ্বাদশ বৎসর সেই জন।
বর্জ্জন করয়ে পান ভোজন শয়ন॥ ৮৩
এত শুনি তথাস্তু বলিয়া দেববর।
ইন্দ্রে ছাড়াইয়া লয়্যা গেলা নিজ ঘর॥ ৮৪
অতএব কহি আমি রাবণ-কুমারে।
সর্ব্ববীর হৈতে শ্রেষ্ঠ সংসার-মাঝারে॥ ৮৫
যদি মোর বাক্যে শঙ্কা না হয় ভঞ্জন।
তবে বিভীষণ প্রতি কর জিজ্ঞাসন॥ ৮৬
মুনির বচন শুনি নিশাচর-পতি।
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন প্রভু-প্রতি॥ ৮৭
রঘুবর যে কহিলা মুনি মহাজ্ঞানী।
এ সকল অতি সত্য আমি ভাল জানি॥ ৮৮
এই লাগি মেঘনাদে বধিতে যাইতে।
বারণ করিয়াছিলুঁ প্রভুবে সাজিতে॥ ৮৯
নাহি দেখি লক্ষ্মণের শয়ন ভোজন।
ইহারেই লয়্যা করিছিলাম গমন॥ ৯০
মেঘনাদ-মরণেতে হইল প্রকাশ।
লক্ষ্মণের তাবত জাগর-উপবাস॥ ৯১
মুনির বচন বিভীষণ-বাণী তথি।
শুনি সুধারসে সিক্ত হল্যা রঘুপতি॥ ৯২
তভু সকলের শঙ্কা নিরাস-কারণ।
লক্ষ্মণে ডাকিয়া করিছেন জিজ্ঞাসন॥ ৯৩
ভ্রাতৃবর মুনি আর মিতার বচনে।
সব শঙ্কা নষ্ট হল্যা যেই ছিল মনে॥ ৯৪
এক মাত্র আছে মোর হৃদয়ে সংশয়।
তাহা নিবারহ তুমি প্রকাশি হৃদয়॥ ৯৫
কভু তুমি মোর আজ্ঞা না কর লঙ্ঘন।
তাহা ভালমতে জ্ঞাত আছে মোর মন॥ ৯৬
তাহে আমি আজ্ঞা দিলে ভোজন করিতে।
কিরূপে ভোজন তেজি তুমিহ থাকিতে॥ ৯৭
আর দেখ উপোষিণা ভোজন শয়ন।
করিতে না পারে জীব মাসেক যাপন॥ ৯৮
তাহে তুমি এতদিন নিদ্রা ভোগ ছাড়ি।
কিরূপেতে গোয়াইলে বুঝিতে না পারি॥ ৯৯
যোগী সব যত্ন করে যাদিগে জিনিতে।
হেন ক্ষুধা নিদ্রা তুমি জিনিলে কি রীতে॥১০০
অতএব প্রথম দিবস আরম্ভিয়া।
এই সব কথা তুমি কহ বিবরিয়া॥ ১০১
প্রভুর বচন শুনি লক্ষ্মণ কুমার।
কহিতে নারেন লাজে গুণ আপনার॥ ১০২
তাহা দেখি রামচন্দ্র আর মুনিগণ।
কহ কহ বলিয়া করেন নিয়োজন॥ ১০৩
তবে কৃতাঞ্জলি হয়্যা ঠাকুর লক্ষ্মণ।
অধোমুখ হইয়া করেন নিবেদন॥ ১০৪
প্রভু যে দিবস বনে করিলে পয়াণ।
বাস হৈল সন্ধ্যাতে তমসা-সন্নিধান॥ ১০৫
জলমাত্র পান করি করিলে শয়ন।
আমিহ রহিলুঁ দূরে করি জাগরণ॥ ১০৬
সেই কালে ক্ষুধা-নিদ্রা হল্যা উপস্থিত।
তাদিগে দেখিয়া আমি হইলুঁ চিন্তিত॥ ১০৭
উদর-ভরণ চেষ্টা যদ্যপি রহিল।
তবে সীতারাম সেবা সদা না হইল॥ ১০৮
রজনীতে নিদ্রা যদি করে আকর্ষণ।
কিরূপে রাখিব তবে মাতার বচন॥ ১০৯
এত ভাবি বহু স্তুতি করিলুঁ দোঁহারে।
তথাপি সে দুই জন না ছাড়ে আমারে॥ ১১০
তবে কোপে কার্ম্মুকেতে করি শরাপণ।
দুই জনে বধিতে করিলুঁ আয়োজন॥ ১১১
বুঝি ক্ষুধা-নিদ্রা দোঁহে হয়্যা মূর্ত্তিমতী।
আমারে করিল স্তুতি ভকতি প্রণতি॥ ১১২
তবে আমি কহিলাম তাহাদের প্রতি।
রাখ তোরা মোর এই বচন সম্প্রতি॥ ১১৩
যত দিন রাম-সীতা রহিবেন বনে।
তাবত না পরশিবে মোরে দুই জনে॥ ১১৪
রাম বসিবেন রাজ-সিংহাসনে যবে।
তোরা দুই জন যাবে মোর স্থানে তবে॥ ১১৫
তবে তারা মোর বাক্যে অনুমতি দিয়া।
নিজ নিজ স্থানে গেল সুখিত হইয়া॥ ১১৬
দ্বিতীয় দিনেও প্রভু জল মাত্র পিয়া।
রহিলেন শৃঙ্গবের পুরেতে শুতিয়া॥ ১১৭
তৃতীয় দিবসে পার হয়্যা সুরধুনী।
এক বটমূলে বাস করিলে আপুনি॥ ১১৮
তবে আমি পাইয়া প্রভুর আজ্ঞাপন।
করিলাম কিছু বন্য ফল আহরণ॥ ১১৯

প্রভু তাহা তিন ভাগ করেন বণ্টন।
তাহা দেখি আমি মনে করিলুঁ ভাবন ॥ ১২০
যদ্যপি করেন আজ্ঞা প্রভু খাইবারে।
তবে ত সঙ্কট বড় ঘটিবে আমারে ॥ ১২১
প্রভু হও ভকতের অভীষ্ট সাধন।
তেঁই মোর প্রতি কৈলে এই আজ্ঞাপন ১২২
আপনার ভাগ নাও ধর রে লক্ষ্মণ।
তাহা শুনি আমিহ হইলুঁ সুখিমন ॥ ১২৩
আজ্ঞা করিলেন প্রভু ফল ধরিবারে।
এ লাগি রাখিলুঁ ফল তূণের মাঝারে ॥ ১২৪
এইরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর রহিল।
তব কৃপাবলে ক্ষুধা নিদ্রা না বাধিল ॥ ১২৫
আজি সেই ক্ষুধা নিদ্রা পুর্ব্বের কথাতে।
আসিছিল এই ক্ষণে আমার সাক্ষাতে ॥ ১২৬
আমি তাহাদিগে দেখি হাসিলুঁ কিঞ্চিত।
তাহা দেখি সকলেই হইলা শঙ্কিত ॥ ১২৭
সেই ভয়ে লইলাম প্রভুরে শরণ।
প্রভু কৃপা করি আনিলেন মুনিগণ ॥ ১২৮
মুনিমুখে সব বার্ত্তা হইল শ্রবণ।
করুন সকলে এবে শঙ্কা বিবর্জ্জন ॥ ১২৯
লক্ষ্মণের বাণী শুনি যত অজ্ঞজন।
সংশয় করয়ে সবে সর্ব্ববিস্মিত-মন ॥ ১৩০
চতুর্দ্দশ বৎসরের প্রতিদিনফল।
ধরিল কিরূপে এক তূণেতে সকল ॥ ১৩১
সর্ব্বজ্ঞ অগস্ত্য তাহাদের মন জানি।
কহিছেন শ্রীলক্ষ্মণ-প্রতি এই বাণী ॥ ১৩২
সুমিত্রানন্দন শুনি তোমার বচন।
এক সংশয়েতে মগ্ন সবলের মন ॥ ১৩৩
চতুর্দ্দশ বৎসরের ফল বহুতর।
কিরূপে ধরিল এক তূণের ভিতর ॥ ১৩৪
অতএব আপনার তূণ আনাইয়া।
সব শঙ্কা নিবারহ ফল দেখাইয়া ॥ ১৩৫
তাহা শুনি শ্রীলক্ষ্মণ পবন-কুমারে।
পাঠাইলা আপনার তূণ আনিবারে ॥ ১৩৬
তিঁহ তূণ আনি শ্রীলক্ষ্মণে সমর্পিলা।
শ্রীলক্ষ্মণ ফল ঢালিবারে আরম্ভিলা ॥ ১৩৭
ক্ষুদ্র তূণ হৈতে নিকসয়ে বহু ফল।
শিব-জটা হৈতে যেন সুরধুনী-জল ॥ ১৩৮
তাহা দেখি বিস্ময় পাইল সব জন।
তাহাদিগে প্রবোধিয়া শ্রীঅগস্ত্য কন ॥ ১৩৯
সভ্য জন তোরা দেখি তূণের প্রভাব।
নাহি কর ইথে কোনো শঙ্কাযুক্ত ভাব ॥ ১৪০
ঈশ্বরের ইচ্ছা হলো মক্ষী-মুখ-দ্বারে।
বহু শত গজযূথ ধরিবারে পারে ॥ ১৪১
তার সাক্ষী দেখ এই আমার জঠর।
ধরিছিল ইহাকেই সাতটা সাগর ॥ ১৪২
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি, আর লক্ষ্মণের বাণী,
নিরীক্ষণ করি সব ফল।
যাবদীয় সভ্যজন, সুখিত বিস্মিত-মন,
করে জয় জয় কোলাহল ॥ ১৪৩
স্বর্গে থাকি দেবগণ, অতি আনন্দিত-মন,
ঘনে ঘনে জয় শব্দ করি।
মল্লিকা মালতী জাতি, পুষ্প লয়্যা নানাজাতি,
বৃষ্টি করে লক্ষ্মণ-উপরি ॥ ১৪৪
শ্রীজানকী মহারাণী, শুনিয়া লক্ষ্মণ-বাণী,
কান্দি কন আপনা পাসরি।
মরি মরি হে দেবর, মোর লাগি ঘোরতর,
এত দুঃখ সহিলে কি করি ॥ ১৪৫
শ্রীকোশল-নৃপসুতা, আর লক্ষ্মণের মাতা,
কৈকেয়ী প্রভৃতি নারীগণ।
শুনি লক্ষ্মণের বাণী, পাইয়া হৃদয়ে গ্লানি,
করিছেন সকলে ক্রন্দন ॥ ১৪৬
নিজে প্রভু রঘুবর, প্রেমানন্দে ঢর ঢর,
পুলকিত সজল-নয়ন।
দুই বাহু পসারিয়া, শ্রীলক্ষ্মণে কোলে নিয়া,
অশ্রুজলে করেন সিঞ্চন ॥ ১৪৭
গদগদ রবে কন, তুমি মোর প্রাণ ধন,
কি আর অধিক তোরে কব।
বালাই লইয়া তোর, আমি মরি তুমি মোর,
আয়ু লয়্যা চিরজীবী ভব ॥ ১৪৮
সেবিলে যেরূপে মোরে, তুমি তার এ সংসারে,
উপমান না হয় দর্শন।
এই তোর দিব্যগুণে, জন্ম জন্ম তোর স্থানে,
বদ্ধ হল্য এ রঘুনন্দন ॥ ১৪৯
এত কহি শ্রীজানকী প্রতি রঘুবর।
কহিছেন এই কথা গদগদ স্বর ॥ ১৫০

ভূপতি-নন্দিনি যাহ বাটীর মাঝারে।
পাক কর গিয়া অন্ন বিবিধ প্রকারে॥ ১৫১
এই সব মুনি বিপ্র আর বন্ধুগণ।
লইয়া করিব চারি ভ্রাতায় ভোজন॥ ১৫২
ইহার উচিত অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
প্রস্তুত করহ শীঘ্র অতি বিলক্ষণ॥ ১৫৩
যে আজ্ঞা বলিয়া তবে জানকী সুন্দরী।
অন্তঃপুরে গেলা দাসীগণে সঙ্গে করি॥ ১৫৪
তাহা দেখি যাবদীয় রামের জননী।
অন্তঃপুরে গেলা লয়্যা যাবত রমণী॥ ১৫৫
তবে শ্রীজানকী সখীগণ করি সঙ্গে।
পাকশালা প্রবেশিলা মহানন্দ- ঙ্গে॥ ১৫৬
দাসীগণ করি দেয় দ্রব্য আহরণ।
নিজ হস্তে লক্ষ্মী নিজে করেন রন্ধন॥ ১৫৭
প্রথমেতে গব্য দুগ্ধ সুগন্ধি ওদন।
শর্করা উত্তম ঘৃত করি সমর্পণ॥ ১৫৮
এলাচী-মরীচ চূর্ণ কর্পূর অর্পিয়া।
পায়স করিলা যেহ জিনয়ে অমিয়া॥ ১৫৯
তণ্ডুলেব স্থানে দিয়া চণকের কণা।
অপর পায়স দিব্য করিলা রচনা॥ ১৬০
তণ্ডুলের স্থানে গোধূমের সূত্র দিয়া।
অপর পায়স কৈলা যতন করিয়া॥ ১৬১
তণ্ডুলের স্থানে দিয়া গোধূমের কণ।
সংযাব করিলা পাক অতি সুশোভন॥ ১৬২
তণ্ডুলের স্থানে দিয়া তুম্বীফল-শস্য।
দুগ্ধলাউ করিলেন উত্তম প্রশস্য॥ ১৬৩
নারিকেল-চূর্ণ বাটি বার্ত্তাকু অর্পিয়া।
পালঙ্ক-শাকের ঘণ্ট কৈলা হিঙ্গু দিয়া॥ ১৬৪
এইরূপে কচুশাক তণ্ডুলীয় শাক।
অপূর্ব্ব যতন করি করিলেন পাক॥ ১৬৫
মুদ্গাবটী-নারিকেল-অলাবুমিশ্রিত।
সুশুনীর শাক গন্ধ-দ্রব্যে আমোদিত॥ ১৬৬
ছোলা মুদ্গাবটী হিঙ্গু করি সমর্পণ।
কলম্বী-নালিতা শাক করিলা রন্ধন॥ ১৬৭
সর্ষপের কল্কবটী পটোল খণ্ডিত।
সংযোগেতে ক্ষুদ্রনট্যা কৈলা সুরন্ধিত॥ ১৬৮
এইরূপে কাকমাচী-পুনর্ণবা আদি।
নানা-শাক পাক কৈলা হৃদয়-আহ্লাদি॥ ১৬৯

বাস্তুক মহুরী ক্ষুদ্র নটিয়া প্রভৃতি।
তৈলেতে ভর্জ্জিত কৈলা শাক অবিকৃতি॥ ১৭০
মটরের বটী ছোলা শর্করা সহিত।
মোচাঘণ্ট দারুচিনী গন্ধে আমোদিত॥ ১৭১
কমল-মৃণাল-ঘণ্ট কৈলা এইরূপ।
শালুক-দণ্ডের ঘণ্ট দিব্য রসকূপ॥ ১৭২
ভর্জ্জিত সর্ষপ মেথী মহুরী জীরক।
সংযোগে কুষ্মাণ্ড-শুক্তা কৈলা সুরোচক॥ ১৭৩
এইরূপে রম্ভাগর্ভ-কচু বটী দিয়া।
অন্য শুক্তা করিলেন যতন করিয়া॥ ১৭৪
বার্ত্তাকু-পটোল-কচু-কদলী-পনস।
সংযোগে করিলা শুক্তা অপর সুরস॥ ১৭৫
ঝিঙ্গা-শশা-ডিঙ্গিশাদি দ্রব্য এক এক।
পটোলপত্রাদি-যোগে শুক্তা পরতেক॥ ১৭৬
মানকচু-ওল-আলু-বার্ত্তাকু-কাঁঠাল।
প্রত্যেক বস্তুতে কৈলা এক এক ঝাল॥ ১৭৭
এই সব বস্তু দুই তিন চারি মেলি।
কত শত ঝাল কৈলা তপ্ত ঘৃতে ফেলি॥ ১৭৮
মুদ্গাবটী ছোলা চিনী নারিকেলচূর॥
অর্পিয়া করিলা তুম্বী-ঝাল সুমধুর॥ ১৭৯
ঘৃত-তৈলে বিরচিত নানাজাতি বটী।
পৃথক্ পৃথক্ কৈলা ঝোল সুধা-ঘটী॥ ১৮০
তিলবটী পোস্তবটী কর্কটী করলা।
তৈলে ঘৃতে ভর্জ্জিত করিলা কাঁচকলা॥ ১৮১
বার্ত্তাকু-কুষ্মাণ্ড-মূলা-কচু-শশা-মান।
নানাজাতি আলু ওল মাধুর্য্যনিধান॥ ১৮২
এ সকল দ্রব্য ভাজি অতি চমৎকার।
চণকাদি কল্কযোগে অপরপ্রকার॥ ১৮৩
ব্রীহি মুদ্গ-কলায়-চণক-কল্ক গুলি।
মধুর লবণ ভেদে ঘৃতভৃষ্ট পুলী॥ ১৮৪
পক্করম্ভা ছোলাচূর্ণ শর্করা-মিশ্রিত।
সুমধুর বড়া কৈলা ঘৃতে সুভর্জ্জিত॥ ১৮৫
নানাজাতি বড়া করি দধি মিশাইয়া।
দিব্য দধি-বড়া কৈলা জীরাচূর্ণ দিয়া॥ ১৮৬
কপিত্থ তিন্তিড়ী আম্র চালিতা আমলা।
দাড়িম করুণানেবু বাতাবী কমলা॥ ১৮৭
এ সকল অম্লরসে নানা দ্রব্য দিয়া।
পাক কৈলা মধুরাম্ল শুদ্ধাম্ল করিয়া॥ ১৮৮

সুন্দর মর্দ্দন করি গোধূমের চূর্ণ।
রোটি কৈলা যেন শশী ষোলকলা পূর্ণ॥ ১৮৯
ঘন দধি দুগ্ধ চিনি এলাচি কর্প্র।
মিশ্রণে করিলা শিখরিণী সুমধুর॥ ১৯০
দধি চিনি ঘৃত মধু মরীচ লবণ।
কর্প্রাদি দিয়া কৈলা রসালা শোভন॥ ১৯১
অসিত-হরিত-পীতবর্ণ ভেদে চারি।
মুদেতে করিলা সুপ চিত্ত-সুখকারী॥ ১৯২
প্রথমেতে ভৃষ্টাভৃষ্ট ভেদে অষ্টমত।
যোড়া প্রকার কৈলা অন্নের সঙ্গত॥ ১৯৩
অন্নের বিবিধ ভেদে বিবিধ প্রকার।
সে সকল গণন করিতে সাধ্য কার॥ ১৯৪
তেনই মটর ব্রীহি ছোলা অরহর।
নানাজাতি সূপ কৈলা হইয়া সাদর॥ ১৯৫
এইরূপে কত মত করিলা ব্যঞ্জন।
কার শক্তি সে সকল করিতে বর্ণন॥ ১৯৬
সূক্ষ্ম শুক্ল শুভগন্ধ সুন্দর তণ্ডুলে।
দিব্য অন্ন পাক কৈলা জিনি কুন্দফুলে॥ ১৯৭
রন্ধন প্রস্তুত করি দাস-দাসীগণে।
আজ্ঞা দিলা শ্রীজানকী স্থান বিরচনে॥ ১৯৮
তারা স্থান করি দিব্য আসন পাতিয়া।
স্বর্ণপাত্র স্বর্ণঘটী দিল সাজাইয়া॥ ১৯৯
তবে শ্রীজানকী সঙ্গে লয়্যা সখীগণ।
করিলেন পরিবেশ-ক্রিয়া আরম্ভণ॥ ২০০
সেই সব দ্রব্য লক্ষ্মীকরপরশনে।
বাড়িতে লাগিল যত ইচ্ছা তাঁর মনে॥ ২০১
তবে রামমাতা সব প্রস্তুত দেখিয়া।
লোকদ্বারে রামে দিলা বার্ত্তা পাঠাইয়া॥ ২০২
তবে প্রভু মুনি বন্ধু বানরাদি লয়্যা।
ভোজন করিতে গেলা আনন্দিত হয়্যা॥ ২০৩
অল্পক্ষণে এত পাক দেখি সবজন।
বিস্ময়সাগরমাঝে হইলা মগন॥ ২০৪
তবে প্রভু প্রথমেতে মুনি-বিপ্রগণে।
ভোজন করিতে বসাইলা সুখিমনে॥ ২০৫
লক্ষ্মীর হস্তের পাক করিয়া ভোজন।
মহানন্দ পাইলেন মুনি বিপ্রগণ॥ ২০৬
তবে মুনি-বিপ্রস্থানে লয়্যা অনুমতি।
ভোজন করিতে বসিলেন রঘুপতি॥ ২০৭
ভ্রাতৃ-বন্ধু-কপি-ভল্ল-রাক্ষস-চণ্ডালে।
বসাইলা যোগ্য যোগ্য স্থলে দিব্য থালে॥ ২০৮
তবে শ্রীভরত রামপ্রসাদ লইয়া।
সকলের পাত্রে দিলা বণ্টন করিয়া॥ ২০৯
তবে আনন্দিত হয়্যা যাবদীয় জন।
লক্ষ্মণ সহিত সবে করেন ভোজন॥ ২১০
লক্ষ্মীপক্ক অন্ন তাহে রামের প্রসাদ।
সুধা হৈতে কোটীগুণ তাহার আস্বাদ॥ ২১১
সেই অন্ন ভোজন করিয়া সকলেতে।
নিমগ্ন হইল মহাসুখ-সাগরেতে॥ ২১২
হেন মতে ভোজন করিয়া রঘুবর।
আচমন করি গেলা সভার ভিতর॥ ২১৩
মুনি-বিপ্র-কপিআদি আর যত জন।
তাঁহারাও সভামাঝে করিলা গমন॥ ২১৪
অতঃপর নারীগণ ভোজন করিয়া।
পূর্ব্বস্থানে আল্যা সবে সুখিত হইয়া॥ ২১৫
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ২১৬

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ড-লীলাকথা-
কথনে লক্ষ্মণ-ভোজন-বিলাসো নাম
প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ১॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাবণাদির জন্মবিবরণ।

অগস্ত্য-ভূমীধর-রাজ-নির্গতা,
দশাননোৎপত্তি-কথা-তরঙ্গিণী।
বিশন্ত্যসৌ সম্মদপূরিতং ব্যধাদ্-
যমেষ রামাম্বুধিরস্তু নো মুদে॥ ১

সভাতে বসিয়া তবে প্রভু রঘুপতি।
কহিছেন এই বাণী শ্রীঅগস্ত্য প্রতি॥ ২
প্রভু তব মুখে শুনি রাবণচরিত।
তৃপ্তি নাহি হইয়াছে মোর কর্ণ-চিত॥ ৩
অতএব যদি কৃপা করি কিছু কন।
তবে সকলেতে মোরা করিয়ে শ্রবণ॥ ৪

প্রভুর বচন শুনি অগস্ত্য বিদ্বান।
কহিছেন রামচন্দ্রে হসিতবয়ান ॥ ৫
রঘুবর এই কথা অধিক বিস্তার।
অল্পকালে নাহি হয় কথন ইহার ॥ ৬
তাহে মোরা বহুদিন না পাব রহিতে।
এ লাগি এ কথা হবে সর্ব্বদা শুনিতে ॥ ৭
এতেক বচন শুনি কন রঘুপতি।
যে আজ্ঞা প্রভুর সেই মো-সবার মতি ॥ ৮
সব কর্ম্ম উপেখিয়া মোরা সবজন।
সর্ব্বদা করিব তব বচন শ্রবণ ॥ ৯
তবে ভাল ভাল বলি অগস্ত্য পণ্ডিত।
কহিবারে আরম্ভিলা রাবণ-চরিত ॥ ১০
ব্রহ্মার তনয় ঋষি শ্রীপুলস্ত্য-নাম।
ব্রহ্মার সমান যার হয় গুণগ্রাম ॥ ১১
পূর্ব্বে সত্যযুগে তিঁহ মেরুসন্নিধিতে।
গমন করিয়াছিলা তপস্যা করিতে ॥ ১২
তৃণবিন্দু নামে রাজ-ঋষি-তপোবনে।
নিবাস করিয়া কৈলা তপ আরম্ভণে ॥ ১৩
নাগকন্যা-দেবকন্যা-ঋষিকন্যাগণ।
সেই স্থানে প্রতিদিন করে বিহরণ ॥ ১৪
তাহাদের ক্রীড়া দেখি পুলস্ত্যের চিত।
হইল তা সভা প্রতি আবিষ্ট কিঞ্চিত ॥ ১৫
তাহা জানি ক্রুদ্ধ হয়্যা সেই তপোধন।
কহিলেন তা-সবার প্রতি এ বচন ॥ ১৬
আজি হৈতে এথা আসি মোরে যে দেখিবে।
সেই ক্ষণে সেই কন্যা গর্ভিণী হইবে ॥ ১৭
মুনির বচন শুনি দেবকন্যাগণ।
তেজিল সেদিন হৈতে সেই তপোবন ॥ ১৮
তৃণবিন্দু-নৃপকন্যা তাহা না জানিয়া।
সেই বনে ফিরে কভু সখী অন্বেষিয়া ॥ ১৯
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেহ দেখি তপোধনে।
পাণ্ডুবর্ণ দেহ হৈলা মুনির বচনে ॥ ২০
তাহা দেখি অতিশয় শঙ্কিত হইয়া।
পিতার নিকটে গেলা কাঁপিয়া কাঁপিয়া ॥ ২১
তাহারে তেমন দেখি সেই নৃপবর।
কহিছেন এই বাণী দুঃখিত অন্তর ॥ ২২
একি দেখি তোহে আজি বিরূপ এমন।
কহ কহ কহ শীঘ্র ইহার কারণ ॥ ২৩
কন্যা কহে পিতা আমি কহি সত্যবাণী।
এমন হইলুঁ কেন তাহা নাহি জানি ॥ ২৪
গিয়াছিলুঁ মাত্র আমি সখী-অন্বেষণে।
শ্রীপুলস্ত্য নাম মহামুনি-তপোবনে ॥ ২৫
দেখিতে না পাইলাম কোনো সখীজনে।
এইত দুর্দ্দশা মাত্র লভিলুঁ আপনে ॥ ২৬
কন্যার বচন শুনি তৃণবিন্দু রাজ।
ধ্যান করি দেখিয়া জানিলা সব কাজ ॥ ২৭
তবে সেই কন্যা লয়্যা নৃপ মহাজ্ঞানী।
পুলস্ত্যনিকটে গিয়া কহে এই বাণী ॥ ২৮
মুনিবর মোর এই অদত্তা নন্দিনী।
আনিয়াছি করি দিতে তোমার গৃহিণী ॥ ২৯
সর্ব্বদা করিবে এহ তব শুশ্রূষণ।
কৃপা করি কর তুমি ইহারে গ্রহণ ॥ ৩০
রাজার বচন শুনি সকল জানিয়া।
অঙ্গীকার কৈলা মুনি তথাস্তু বলিয়া ॥ ৩১
তবে তারে কন্যা দিলা সেই নৃপবর।
আপন আশ্রমে গেলা সানন্দ-অন্তর ॥ ৩২
তৃণবিন্দুকন্যা সদা ভক্তিযুক্ত মনে।
আপনি স্বামীর সেবা করে প্রাণপণে ॥ ৩৩
কিছুদিনে তুষ্ট হয়্যা তাহার সেবায়।
মুনিবর কহিলেন আপন ভার্য্যায় ॥ ৩৪
প্রিয়ে তব গুণে আমি হইয়াছি তুষ্ট।
দিলাম তোমারে পুত্র স্বতুল্য অদুষ্ট ॥ ৩৫
মোর বেদপাঠ শুনি গর্ভের সঞ্চার।
এ লাগি বিশ্রবা বলি খ্যাতি হবে তার ॥ ৩৬
মুনির বচন শুনি তৃণবিন্দুকন্যা।
সুখিত হইলা মানি আপনারে ধন্যা ॥ ৩৭
পরে যথাকালে এক পুত্র প্রসবিলা।
বিশ্রবা বলিয়া তার আখ্যান থুইলা ॥ ৩৮
জন্মকালাবধি তিঁহ পরম ধর্ম্মিষ্ঠ।
পণ্ডিত হইয়া বেদে তপেতে বরিষ্ঠ ॥ ৩৯
তাঁর গুণ জানি ভরদ্বাজ তপোধন।
ইলাবিলা নামে কন্যা কৈলা সমর্পণ ॥ ৪০
তার গর্ভে এক পুত্র হইল তাঁহার।
কুবের বলিয়া নাম রাখিলা যাহার ॥ ৪১
তিঁহ তপ করি চৌদ্দসহস্র বৎসরে।
সন্তুষ্ট করিলা প্রজাপতি দেববরে ॥ ৪২

তবে বিধি দেবগণ সহিত আসিয়া।
কহিলা তাহারে বর নাও যেই হিয়া ॥ ৪৩
তাহা শুনি কুবের কহিলা তাঁর প্রতি।
লোকপাল কর মোরে ধন-অধিপতি ॥ ৪৪
বিরিঞ্চি কহেন যেই ইষ্ট তব মনে।
তাহাই হইবে সিদ্ধ আমার বচনে ॥ ৪৫
কামরূপী কামগামী এ পুষ্পক যান।
আপনার রথ লাগি করহ আদান ॥ ৪৬
এত কহি বিধি গেলা আপনার স্থানে।
কুবের আইলা নিজ পিতৃবিদ্যমানে ॥ ৪৭
বরলাভকথা সব করি নিবেদন।
কহিলেন আর কিছু পিতারে বচন ॥ ৪৮
বরমাত্র দিয়া গেলা কমল-আসন।
না করিলা কিন্তু মোর স্থান নিরূপণ ॥ ৪৯
অতএব আমিহ থাকিব কোন স্থলে।
তাহা নিরূপণ কর করুনার বলে ॥ ৫০
পুত্রের বচন শুনি সুখিত হইয়া।
কহিলা বিশ্রবা তাঁরে ধ্যানেতে দেখিয়া ॥ ৫১
নিশাচর সকলের নিবাস-কারণ।
করিছিলা বিশ্বকর্ম্মা লঙ্কা-বিরচন ॥ ৫২
বিষ্ণুভয়ে তাহা ছাড়ি সব নিশাচর।
আছে গিয়া লুকাইয়া পাতাল-ভিতর ॥ ৫৩
দক্ষিণসাগর-মাঝে সে লঙ্কা-নগরী।
সেথা থাক গিয়া তুমি সুখে বাস করি ॥ ৫৪
পিতার বচন শুনি তাঁরে প্রণমিয়া।
কুবের লঙ্কাতে গেলা পুষ্পকে চড়িয়া ॥ ৫৫
এতেক পর্য্যন্ত শুনি অগস্ত্য-বচন।
তাঁর প্রতি জিজ্ঞাসিলা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৫৬
প্রভু শুনিয়াছি মোরা পুলস্ত্য-বংশেতে।
নিশাচর সকলের জন্ম এ বিশ্বেতে ॥ ৫৭
ইহা ভিন্ন আছে আর অন্য নিশাচর।
তোমার বচনে এবে হইল গোচর ॥ ৫৮
কিবা নাম ধরে সেই রাক্ষস-সকল।
কার পুত্র কেমন তাদের হয় বল ॥ ৫৯
কিবা অপরাধে বিষ্ণু তাহা সবাকারে।
লঙ্কা ছাড়াইলা কহ এ সব আমারে ॥ ৬০
শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ।
তাঁর প্রতি কহেন অগস্ত্য তপোধন ॥ ৬১

পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রথমেতে সৃষ্টির সময়।
সৃজিলা কথোক প্রাণী অতি জলাশয় ॥ ৬২
তাহারা পীড়িত হয়্যা উৎকট ক্ষুধায়।
খাইবারে বাইল সকলে বিধাতায় ॥ ৬৩
কেহ কেহ কহে কর ইহারে ভক্ষণ।
কেহ কহে নাহি খাও করহ রক্ষণ ॥ ৬৪
তাহা শুনি তাদিগে কহেন পদ্মাসন।
নাহি খাও মোরে তোরা আমার নন্দন ॥ ৬৫
খাইতে কহিলে যারা তারা হবে যক্ষ।
রাখিতে কহিলে যারা তারা হবে রক্ষ ॥ ৬৬
বিধির বচনে তারা নিবৃত্ত হইল।
কিন্তু সেই হইতে রাক্ষস উপজিল ॥ ৬৭
তাহাতে প্রহেতি হেতি ভ্রাতা দুই জন।
মধুকৈটভের মত বিক্রম-ভাজন ॥ ৬৮
প্রহেতি মুমুক্ষু তাহে ভার্য্যা না করিল।
হেতি বিবাহের লাগি সযত্ন হইল ॥ ৬৯
ভয়া নামে কালের ভগিনী এক ছিল।
তাহারেই আনি সেহ বিবাহ করিল ॥ ৭০
তার গর্ভে হল্য পুত্র বিদ্যুৎকেশ-নাম।
কালে সে হইল যুবা সর্ব্বগুণধাম ॥ ৭১
তবে হেতি সন্ধ্যা-কাছে করিয়া গমন।
পুত্র লাগি তার কন্যা করিল প্রার্থন ॥ ৭২
সেহ সন্ধ্যা মনে মনে করিয়া বিচারে।
শালকটঙ্কটা নামে কন্যা দিল তারে ॥ ৭৩
সেহ আনি সেই কন্যা বিদ্যুৎকেশে দিল।
বিদ্যুৎকেশ তারে পাই সুখিত হইল ॥ ৭৪
তবে তারা দুইজন সানন্দ-অন্তরে।
হাস্য-পরিহাস-রসে নানা ক্রীড়া করে ॥ ৭৫
কালে শালকটঙ্কটা গর্ভিণী হইল।
মন্দর পর্ব্বতে গিয়া পুত্র প্রসবিল ॥ ৭৬
সেই স্থানে পুত্র ত্যজি স্বামি-সুখলাগি।
স্বামি-সঙ্গে রতি করে অতি অনুরাগী ॥ ৭৭
মাতারে না দেখি সেই তাহার তনয়।
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দুঃখে ক্রন্দন করয় ॥ ৭৮
সে কালে আকাশ-পথে যাইতে যাইতে।
পার্ব্বতী মহেশ তারে পাইলা দেখিতে ॥ ৭৯
তবে তাঁরা দুই জন করুণা করিয়া।
নানা বর দিলা তারে মন্দরে নামিয়া ॥ ৮০

মহেশ করিলা তারে অব্যয় অমর।
ব্যোমগামী যান এক দিলা মনোহর ॥ ৮১
পার্ব্বতী দিলেন বর অদ্যাবধি করি।
গর্ভ হবামাত্র প্রসবিবে নিশাচরী ॥ ৮২
জন্ম-কালাবধি করি রাক্ষসী-সন্তান।
হইবেক সবে সদা যুবা বলবান্ ॥ ৮৩
এত বর দিয়া দোঁহে কৈলাসে চলিলা।
সুকেশ আপন তাত-নিকটে আইলা ॥ ৮৪
ধার্ম্মিক অমর করি সুকেশে জানিয়া।
গ্রামণী গন্ধর্ব্ব কন্যা অর্পিল আনিয়া ॥ ৮৫
সেই দেববতী সুকেশের বীর্য্যবলে।
তিন পুত্র প্রসবিল খ্যাত ভূমণ্ডলে ॥ ৮৬
মাল্যবান্ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মধ্যম সুমালী।
দোঁহার কনিষ্ঠ মহাবলবান্ মালী ॥ ৮৭
তারা তিন ভ্রাতা দেখি পিতার ঐশ্বর্য্য।
তপস্যা করিতে গেলা মেরু গিরিবর্য্য ॥ ৮৮
তবে তারা ঘোরতর তপ আরম্ভিল।
যাহা দেখি ত্রিভুবন বিস্মিত হইল ॥ ৮৯
সেই তপে তুষ্ট হয়্যা কমল-আসন।
বর দিতে সেখানেতে করিলা গমন ॥ ৯০
বরং বৃণু বরং বৃণু কহেন বিধাতা।
তাঁরে প্রণমিয়া নিবেদয়ে তিন ভ্রাতা ॥ ৯১
যদ্যপি তপেতে তুষ্ট হয়্যাছ আপনি।
তবে এই বর দাও দেব-চূড়ামণি ॥ ৯২
চিরজীবী প্রভাবী বিপক্ষ-জয়কর।
কর আমাদিগে অনুগত পরস্পর ॥ ৯৩
এত শুনি পিতামহ তথাস্তু বলিয়া।
আপন স্থানেতে গেলা সুখিত হইয়া ॥ ৯৪
তবে তারা তিন জন মাতি বাধিবরে।
বাধিতে লাগিল যত অসুর-অমরে ॥ ৯৫
এক দিন তারা বিশ্বকর্ম্মায় ডাকিয়া।
কহিতে লাগিল কিছু প্রণয় করিয়া ॥ ৯৬
নির্ম্মাণ করহ তুমি সুরেন্দ্রের ঘর।
আমাদেরো গড়ি দাও স্থান মনোহর ॥ ৯৭
মনোরম কোনো মহাভূধর-শিখরে।
করহ মোদের বাস যাহে মন হরে ॥ ৯৮
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা কন তিন জনে।
শুন শুন তোমা সবে আমার বচনে ৯৯

দক্ষিণ সমুদ্র-মাঝে লঙ্কা নাম ধর।
এক দ্বীপ আছে অতিশয় মনোহর ॥ ১০০
তাহাতে ত্রিকূট গিরি আছে অনুপাম।
তিন শৃঙ্গ ধরে সেহ অতি অভিরাম ॥ ১০১
তার মধ্য-শৃঙ্গ ইন্দ্র-আজ্ঞা-অনুসরি।
করিয়াছি আমি এক সুবর্ণ-পুরী ॥ ১০২
শতেক যোজন দীর্ঘে প্রমাণ তাহার।
সুন্দর-গঠন ত্রিশযোজন বিস্তার ॥ ১০৩
বাস কর গিয়া তোরা সে পুরী-মাঝারে।
গড়িয়াছি তোমাদেরি লাগিয়া তাহারে ॥ ১০৪
বিশ্বকর্ম্ম-বাণী শুনি তারা তিন জন।
লঙ্কাতে চলিল লয়্যা নিজ বন্ধুগণ ॥ ১০৫
সেখানে যাইয়া দেখি উত্তম-নগর।
নিবাস করিল তারা সানন্দ-অন্তর ॥ ১০৬
তবে এক গন্ধর্ব্বী নর্ম্মদা-নামধর।
তিন কন্যা লয়্যা আল্য সেইত নগর ॥ ১০৭
জ্যেষ্ঠক্রমে সেহ সেই তিন নন্দিনীরে।
দান কৈল মাল্যবান্-সুমালি-মালীরে ॥ ১০৮
তাহে মাল্যবন্ত-ভার্য্যা সুন্দরী-আখ্যান।
প্রসব করিল এই সকল সন্তান ॥ ১০৯
বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ দুর্ম্মুখ সুপ্তঘ্ন।
যজ্ঞকোপ মত্তোন্মত্ত সাত বিপক্ষঘ্ন ॥ ১১০
সুবেলা নামেতে আর একটি দুহিতা।
প্রসব করিল মাল্যবন্তের বনিতা ॥ ১১১
সুমালীর ভার্য্যা হয় নামে কেতুমতী।
তাহার সন্তানকন্যা শুন রঘুপতি ॥ ১১২
প্রহস্ত কালিকামুখ আর অকম্পন।
বিকট ধূম্রাক্ষ দণ্ড এই ছয় জন ॥ ১১৩
সুপার্শ্ব সংহ্রাদী ভাসকর্ণ সে প্রঘস।
এই চারিজন হৈল সবে মিলি দশ ॥ ১১৪
রাকা পুষ্পোৎকটা আর নিকষা তৃতীয়া।
কুম্ভনসী এই চারি কন্যা সজাতীয়া ॥ ১১৫
মালীর বসুদা নামে ভার্য্যা রূপবতী।
তাহার তনয় শুন কোশলাধিপতি ॥ ১১৬
অনিল অনল ভীম চতুর্থ সম্পাতি।
বিভীষণ-মিত্র এই চারি শুদ্ধ-খ্যাতি ॥ ১১৭
এ সকল পুত্রে পাই তারা তিন জন।
পরাজয় করিল এ সকল ভুবন ॥ ১১৮

দেবতা তপস্বী যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর।
অসুর দানব নাগ সিদ্ধ ভূত নর ॥ ১১৯
এই আদি যত জনে পীড়িতে লাগিল।
যজ্ঞ দান তপ আদি সব নিবারিল ॥ ১২০
তবে যত তপোধন আর দেবগণ।
মহাদেব-কাছে গিয়া কৈলা নিবেদন ॥ ১২১
প্রভুবর তিন জন সুকেশ-তনয়।
আমা সাবাকারে পীড়া দেয় অতিশয় ॥ ১২২
যজ্ঞ-দান-তপ-আদি বাধা করিয়াছে।
ইন্দ্রাদি দেবের স্থান কাড়ি লইয়াছে ॥ ১২৩
তাহাদ্দের ভয়ে মোরা লইলুঁ শরণ।
তাহাদিগে বধি কর মোদিগে রক্ষণ ॥ ১২৪
দেবতাদি-মুখে শুনি এতেক বচন।
তাহা সবা প্রতি কহিছেন পঞ্চানন ॥ ১২৫
সুকেশে আছয়ে মোর প্রীতি অতিশয়।
বধিতে নারিব আমি তাহার তনয় ॥ ১২৬
কিন্তু কহি দিয়ে এক উত্তম উপায়।
হইবেক তাহাদ্দের বিনাশ যাহায় ॥ ১২৭
এইরূপে ক্ষীরোদে যাইয়া তোমা সবে।
শরণ লও গিয়া প্রভু শ্রীকেশবে ॥ ১২৮
তিঁহ তোমাদিগে এই আপদ হইতে।
অবশ্য করিবা রক্ষা কৃপা করি চিতে ॥ ১২৯
এত শুনি তারা সবে ক্ষীরোদ যাইয়া।
স্তুতি করে জনার্দ্দনে ভক্তি করিয়া ॥ ১৩০

জয় জয় কৃপাময়, সর্ব্বজন-সমাশ্রয়,
অমর-সমূহ-চূড়ামণি।
জগতের সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয়ের এক কৃতি,
নানাবিধ-গুণরত্ন-খনি ॥ ১৩১
করি নানা অবতার, রক্ষা কর এ সংসার,
সংহার করিয়া দুষ্টগণ।
সম্প্রতি করুণা করি, শ্রবণ করহ হরি,
আমাদের এক নিবেদন ॥ ১৩২
মাল্যবন্ত-আদি করি, মহাবীর্য্য-শৌর্য্যধারী
সুকেশতনয় তিন জন।
থাকি লঙ্কানামপুরে, পীড়া দেয় সকলেরে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম করয়ে বারণ ॥ ১৩৩
বর পাই বিধাতার, জিনিয়াছে এ সংসার,
কাহারেও না করে গণন।
পীড়া দেয় সকলেরে, যাহা ইচ্ছা তাহা করে,
কি করিব বিস্তর বর্ণন ॥ ১৩৪
অতএব এক বার, প্রকাশি করুণাসার,
তাহাদিগে করহ নিধন।
ভাগবত-জন গতি, প্রভু জগতের পতি,
ত্রিজগতে করহ রক্ষণ ॥ ১৩৫

দেব-মুনি সকলের শুনি এত স্তব।
কহিলেন তা সবার প্রতি শ্রীকেশব ॥ ১৩৬
যাহ তোমা সবে নিজ নিজ নিকেতনে।
নাহি কর কিছু ভয় সুকেশনন্দনে ॥ ১৩৭
সংগ্রাম করিয়া আমি নিজে তা-সবায়।
বধিব অবশ্য যদি ভয়ে না পলায় ॥ ১৩৮
প্রভুর বচন শুনি তাঁহারা সকলে।
আনন্দিত হয়্যা গেলা নিজ নিজ স্থলে ॥ ১৩৯
সুরেদ্দের এ সকল পরামর্শ জানি।
মাল্যবান্ ভ্রাতাদিগে কহে এই বাণী ॥ ১৪০
মুনিগণে সঙ্গে করি যত দেবগণ।
করিছিল সদাশিব-নিকটে গমন ॥ ১৪১
নিবেদন করিছিল সকলে তাঁহারে।
আমাদ্দের তিনজনে বধ করিবারে ॥ ১৪২
তিঁহ তাহা নিজে অঙ্গীকার না করিয়া।
তাহাদিগে দিলা এক মন্ত্রণা কহিয়া ॥ ১৪৩
সেই পরামর্শে তারা বিষ্ণুকাছে গিয়া।
নিবেদন করিছিলা মোদের লাগিয়া ॥ ১৪৪
তাহা শুনি আমাদিগে করিতে নিধন।
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন দেব নারায়ণ ॥ ১৪৫
তাঁহারো না দেখি কিছু ইহাতে দূষণ।
আমাদ্দেরি দোষে তাঁর টলিয়াছে মন ॥ ১৪৬
অতএব মোদের কর্ত্তব্য কি সম্প্রতি।
তাহা স্থির কর সবে হয়্যা একমতি ॥ ১৪৭
আমি এক পরামর্শ করিয়ে ইহাতে।
বাদ তেজি প্রীতি করি দেবগণ-সাতে ॥ ১৪৮
অন্যথা না দেখি কিছু এমত উপায়।
নারায়ণে জিনিবারে যাহে পারা যায় ॥ ১৪৯
হিরণ্যকশিপু আদি যত বীরচয়।
বিষ্ণু-কাছে সবে পাইয়াছে পরাজয় ॥ ১৫০
অতএব বড় শঙ্কা করে মোর মন।
তোমা সবে কর ইথে যোগ্য বিবেচন ॥ ১৫১

এত শুনি মালী আর সুমালী গর্ব্বিত।
মাল্যবন্ত-প্রতি কহে স্বভাব-উচিত ॥ ১৫২
বিধি-বরে মোরা সবে হয়্যাছি অজয়।
পাইয়াছি পরমায়ু অক্ষয় অব্যয় ॥ ১৫৩
বাহুবলে জিনিয়াছি এ তিন ভুবন।
কার শক্তি মো-সবারে করিতে বারণ ॥ ১৫৪
ইন্দ্র যম মহেশ্বর আর নারায়ণ।
মো-সবার সঙ্গে না করিতে পারে রণ ১৫৫
অতএব কোন চিন্তা না কর অন্তরে।
অনায়াসে জিনিব আমরা গদাধরে ॥ ১৫৬
কিন্তু এই কর্ম্মে নাহি কেশবের দোষ।
সুরেন্দের কথায় হয়্যাছে তাঁর রোষ ॥ ১৫৭
অতএব চল সবে করিয়া সাজন।
অদ্যাই বধিব গিয়া সব দেবগণ ॥ ১৫৮
এত কহি তারা সবে সেনা সাজাইয়া।
চলিল অমর-সঙ্গে সমর লাগিয়া ॥ ১৫৯
গমনকালেতে তারা নানা অমঙ্গল।
দেখে তভু না ফিরে অলঙ্ঘ্য দৈব-বল ॥ ১৬০
তাহাদের উদ্‌যোগ দেখিয়া দেবগণ।
ভীত হয়্যা বিষ্ণু-কাছে করিলা গমন ॥ ১৬১
সকল বৃত্তান্ত শুনি প্রভু চক্রধর।
অভয় অর্পিয়া রণে সাজিলা সত্বর ॥ ১৬২
গরুড়ের পৃষ্ঠেতে করিয়া আরোহণ।
নিশাচরসৈন্য-আগে করিলা গমন ॥ ১৬৩
পক্ষিপতি-পক্ষ-বায়ু-মহাবেগ-বলে।
কাঁপিতে লাগিল সেই রাক্ষস সকলে ॥ ১৬৪
তবে তারা মহাকোপে সিংহনাদ করি।
বেড়িলেক নারায়ণে অস্ত্র-শস্ত্র ধরি ॥ ১৬৫
তবে সেই নিশাচর সঙ্গে নারায়ণ।
আরম্ভ করিলা সিন্ধু-কূলে ঘোর রণ ॥ ১৬৬
তাহে প্রথমেতে যাবদীয় নিশাচরগণ।
বাণ-বৃষ্টি করে নারায়ণ-উপরে সঘন ॥ ১৬৭
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথেতে থাকিয়া।
নানা অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়ে মহাকোপেতে ভরিয়া ॥
সেই অস্ত্রবর্ষণেতে তাবে করে আচ্ছাদন।
ধারা-বর্ষণেতে মেঘ নীলভূধর যেমন ॥ ১৬৯
তবে প্রভু শার্ঙ্গ ধনুকেতে গুণ যোগ করি।
বাণ বর্ষণ করেন সেই রাক্ষস-উপরি ॥ ১৭০

যেন কিরণ বর্ষণ করে দেব দিবাকর।
তেন নারায়ণ বর্ষণ করেন তীক্ষ্ণ শর ॥ ১৭১
সেই শরে ছিন্ন হল্য কারো মুণ্ড কারো কর।
কারো বুক কারো ভুজদণ্ড কাহারো জঠর ॥১৭২
কারো ধনু কারো অসি কারো ছোরা ছুরীকরী
কারো রথ কারো ধ্বজ কারো অশ্ব কারো করী
হেন পরাক্রম প্রকাশিয়া প্রভু নারায়ণ।
নিজ পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ করিলা বাজন ॥ ১৭৪
সেই শঙ্খরাজ কিবা শব্দ কৈল চমৎকার।
যেন প্রলয়কালের মেঘ করয়ে হুঁকার ॥ ১৭৫
সেই শব্দ শুনি চীৎকার করয়ে সব করী।
যত অশ্ব দাঁড়াইতে নারে থর থর করি ॥ ১৭৬
ঘোড়া হাতী রথ হইতে পড়য়ে বীর সব।
কেহ মূর্চ্ছা পায় কেহ করে মরি মরি রব ॥ ১৭৭
তবে লক্ষ্মীপতি পুন টানি টানি শরাসন।
সেই রাক্ষস-সৈন্যেতে বাণ করেন বর্ষণ ॥ ১৭৮
তাহে কাটা যায় কত কত শত নিশাচর।
কত উষ্ট্র-করি তুরঙ্গম-গর্দ্দভ-নিকর ॥ ১৭৯
সেই সকলের রুধিরেতে নদী বহি যায়।
তাহে শৃগাল কুক্কুর কাক কঙ্ক রক্ত খায় ॥ ১৮০
তবে নারায়ণ-বাণ তেজ সহিতে না পারি।
লঙ্কা অভিমুখে পলায় রাক্ষস রণ ছাড়ি ॥ ১৮১
যেন সিংহ-ভয়ে পলায়ন করে করিগণ।
হেন বিষ্ণুভয়ে নিশাচর করয়ে ধাবন ॥ ১৮২
তবে নিজ সৈন্য ভগ্ন দেখি সুমালী রাক্ষস।
নিজে অগ্রসর হল্য ক্রুদ্ধ হয়্যা অসাধ্বস ॥ ১৮৩
তার উদ্যম দেখিয়া যত ভগ্ন নিশাচর।
তারা ফিরি দাঁড়াইল সবে ধরি ধনুশর ॥ ১৮৪
তবে সুমালী ধনুকে শর করিয়া যোজন।
দেব নারায়ন-উপরিতে করয়ে বর্ষণ ॥ ১৮৫
সেই শরজালে আচ্ছাদন করি নারায়ণে।
সেহ ঘোরতর সিংহনাদ করে ঘনে ঘনে ॥ ১৮৬
তবে গদাধর করি এক বাণ বিমোচন।
তার সারথির মস্তকেরে করিলা ছেদন ॥ ১৮৭
সেই সারথি মরিলে তার রথ অশ্বগণ।
ইতস্তত রথ লয়্যা তার করয়ে ভ্রমণ ॥ ১৮৮
তবে সুমালী ধরিয়া অশ্বরজ্জু নিজ করে।
স্থির করিল আপন রথ ঘোটক-নিকরে ॥ ১৮৯

তবে সুমালি-সারথি-মৃত্যু নিরখিয়া মালী।
ধরি ধনুর্ব্বাণ আগে আল্য রণে বলশালী ॥ ১৯০
সেই ধনু টানি টানি বৃষ্টি করে বহুশর।
যাহে দৃষ্টি নাহি হয় নারায়ণ-কলেবর ॥ ১৯১
তাহে ক্ষুব্ধ নাহি হয়্যা প্রভু নিজ ধনু ধরি।
বাণ বর্ষণ করেন সেই মালীর উপরি ॥ ১৯২
সেই শর সব তার অঙ্গে প্রবেশ করিয়া।
রক্ত বসা পান করে তৃষ্ণা ক্ষুধা নিবারিয়া ॥ ১৯৩
সেই সব শর সহিতে না পারি সে রাক্ষস।
রণে বিমুখ হইল অঙ্গ হইল অবশ ॥ ১৯৪
সেই অবকাশে প্রভু ছাড়ি ছাড়ি তীক্ষ্ণ বাণ।
তার কাটিলা রথের ধ্বজ ঘোড়া ধনুখান ॥১৯৫
তবে গদা ধরি ভূতলে পড়িয়া লম্ফ দিয়া।
মালী গরুড়ের নিকটেতে আইল ধাইয়া ॥ ১৯৬
সেই গদা ঘুরাইয়া বেগে গরুড়-উপরে।
মালী নিক্ষেপ করিলা যেন বজ্র ধরাধরে ॥ ১৯৭
সেই গদার প্রহারে হত হয়্যা পক্ষিবর।
রণবিমুখ হইলা কিছু হইয়া কাতর ॥ ১৯৮
তাহা দেখিয়া রাক্ষস সব আনন্দিতমন।
তারা অতি ঘোর সিংহনাদ ছাড়ে ঘনে ঘন ॥
তাহা শুনি প্রভু গরুড়ের স্কন্ধেতে থাকিয়া।
হাসি সুদর্শন চক্রেতে ছাড়িলা ঘুড়াইয়া ॥ ২০০
সেই সুদর্শন কোটি-সূর্য্য সমান প্রকাশ।
গিয়া মালীর মস্তক কাটি কৈলা তারে নাশ ॥
তাহা দেখিয়া যাবত মুনি অমরনিকর।
তারা কহে সাধু সাধু জয় জয় গদাধর ॥ ২০২
তবে ভ্রাতার মরণ দেখি শোকযুক্ত-মন।
চলে মাল্যবান্ সুমালী ছাড়িয়া সেই রণ ॥ ২০৩
তাহা নিরখিয়া তাহাদের যত সৈন্যগণ।
তারা ভয়েতে কাতর হয়্যা করে পলায়ন ॥ ২০৪
এথা স্থির হয়্যা পক্ষিরাজ ফিরি কোপভরে।
কেবা বধিতে লাগিলা পক্ষবাতে নিশাচরে ॥
তার পক্ষবাত যার অঙ্গে পরশন হয়।
সেই কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়য় ॥ ২০৬
তাহে ভগবান্ নানা অস্ত্র করেন মোচন।
তাহে রাক্ষস সকল পড়ে ত্যজিয়া জীবন ॥২০৭
কারে বাণে করি পৃষ্ঠদেশে করেন বেধন।
কারো চক্রে করি করিছেন মস্তক ছেদন ॥২০৮
আর কারেও খড়্গেতে করি করেন দুখান।
কারো পৃষ্ঠদেশে করিছেন শাবল সন্ধান ॥ ২০৯
কারো কণ্ঠেতে লাঙ্গল দিয়া করি আকর্ষণ।
তারে মুষলপ্রহারে প্রভু করেন চূর্ণন ॥ ২১০
হেন মতে হত হয়্যা সেই সব নিশাচর।
পড়ে বজ্রহত গিরি যেন সাগর-উপর ॥ ২১
তবে মাল্যবান্ দেখি নিজ সেনার দুর্গতি।
সেই ফিরি দাণ্ডাইয়া কহে নারায়ণ প্রতি ॥ ২১২
ওহে বিষ্ণু বুঝি নাহি জান ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
তুমি করিতেছ যেহেতুক অনুচিত কর্ম্ম ॥ ২১৩
দেখ সমর ছাড়িয়া যেহ করে পলায়ন।
তারে প্রহার না করে কোনো ধর্ম্মনিষ্ঠ জন ॥
তুমি এ সকল রণভগ্ন নিশাচরে মারি।
হায় কণ্টক দিতেছ যুদ্ধ-ধর্ম্মপথে ভারি ॥ ২১৫
যদি যুদ্ধে ইচ্ছা থাকে তব আর বাহুবল।
তবে আমার নিকটে আসি করহ সফল ॥ ২১৬
এত কহিয়া অগ্রেতে দাণ্ডাইল মাল্যবান।
তারে হাস্য করি কহিতে লাগিলা ভগবান্ ॥
ওহে নিশাচর নাহি জান আমার আশয়।
মোরে দোষ দাও ইহা কভু উচিত না হয় ॥
আমি প্রতিজ্ঞা কর্যাছি দেব-সমূহ-অগ্রেতে।
বধ করিব তোদিগে যেন-তেন প্রকারেতে ॥
সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষণ-হেতু করি এই কর্ম্ম।
যাহে প্রতিজ্ঞা-রক্ষণ সম নাহি অন্য ধর্ম্ম ॥ ২২০
আর আছয়ে আমার এক নিয়ম নিশ্চিত।
আমি প্রাণেও উপেখি করি দেব-মুনিহিত ॥২২১
সেই নিয়ম রাখিতে আমি তোদিগে বধিব।
ইথে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কিছু নাহি বিবেচিব ॥ ২২২
এত মাধবের বাণী শুনি সেই মাল্যবান্।
এক শক্তি নিক্ষেপিল তাঁর প্রতি কোপবান্ ॥
সেই শক্তি মহাশব্দ করি আসি বেগভরে।
সেহ পড়িল দানববৈরি-বুকের উপরে ॥ ২২৪
সেই শক্তি ধরি লয়্যা পুন দেব নারায়ণ।
সেই মাল্যবান্ প্রতি তারে করিলা ক্ষেপণ ॥২২৫
সেহ বিষ্ণু-বাহুবলে মহাবেগেতে যাইয়া।
সেই নিশাচর-বক্ষদেশে পড়িলা গর্জ্জিয়া ॥ ২২৬
সেই শক্তিঘাতে মূর্চ্ছিত হইল মাল্যবান্।
কিছু-কাল পরে পুনশ্চ উঠিল পাই জ্ঞান ॥ ২২৭

তবে লৌহবিনির্ম্মিত এক মহাশূল ধরি।
সেই পুনশ্চ মারিল বিষ্ণু-বক্ষের উপরি ॥ ২২৮
আর ঘোরতর মুষ্টি এক মারিয়া গরুড়ে।
সেই সিংহনাদ করি দাঁড়াইল কিছুদূরে ॥ ২২৯
তার এই কর্ম্ম দেখি নিজ পর-পক্ষ জন।
সবে সাধুবাদ করিল তাঁহারে ঘনেঘন ॥ ২৩০
তবে মাধবের মন জানি সেই পক্ষিপতি।
নিজ বাম পক্ষ চালাইলা মাল্যবন্ত প্রতি ॥২৩১
সেই পক্ষবাতে মাল্যবান্ উড়ি উড়ি যায়।
যেন শুষ্ক পত্র বায়ুবেগে আকাশেতে ধায় ॥ ২৩২
সেই সেই বায়ুবেগে উড়ি যাইয়া যাইয়া।
লঙ্কা ভিতরে পড়িল গিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ॥ ২৩৩
তার সে দশা দেখিয়া তবে সুমালী রাক্ষস।
গেল সৈন্য লয়া লঙ্কাপুরে পাইয়া সাধ্বস ॥ ২৩৪
এথা রণ জয় করি আশ্বাসিয়া দেবগণে।
প্রভু নারায়ণ চলি গেলা আপন ভবনে ॥ ২৩৫
এই আপনার পূর্ব্বকথা করিলে শ্রবণ।
এবে রাবণ-চরিত শুন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৩৬
মাল্যবান্ প্রভৃতি যাবত নিশাচর।
বিষ্ণু ভয়ে হৈল্য সদা শঙ্কিতঅন্তর ॥ ২৩৭
তবে তারা লঙ্কাপুরে না পারি রহিতে।
নিবাস করিল গিয়া পাতাল পুরীতে ॥ ২৩৮
হেন মতে লঙ্কাপুরী শূন্য হয়্যাছিলা।
কালেতে কুবের তোথা বসতি করিলা ॥ ২৩৯
এইত কহিলুঁ হেতি-নিশাচরকুল।
যাহে হয়্যাছিল বীর সকল অতুল ॥ ২৪০
এসকল নিশাচরে বিনা নারায়ণে।
দমন করয়ে হেন নাহি ত্রিভুবনে ॥ ২৪১
সাধুলোক রক্ষা লাগি দেব জনার্দ্দন।
নানারূপে নিশাচরে করেন দমন ॥ ২৪২
সেই নারায়ণ তুমি মনুষ্য হইয়া।
সম্প্রতিও জন্মিয়াছ রাক্ষস লাগিয়া ॥ ২৪৩
বধিলে রাক্ষসগণে বিক্রম প্রকাশি।
বিস্তারিলে ভুবনেতে দিব্য যশোরাশি ॥ ২৪৪
করিয়া তোমার লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সংসার-বন্ধনে মুক্ত হবে সব জন ॥ ২৪৫
অগস্ত্য-বদনে শুনি এ সব বচন।
মহাসুখে মগ্ন হৈল্য সব সভ্যজন ॥ ২৪৬
প্রভু আনন্দিত হয়্যা কন বার বার।
মুনিবর শুনাইলে একি চমৎকার ॥ ২৪৭
কহ কহ এক্ষণ অপর সব কথা।
পূর্ব্বে তব পদে প্রশ্ন করিয়াছি যথা ॥ ২৪৮
শ্রীঅগস্ত্য কহেন শুনহ রঘুপতি।
এক্ষণ কহিয়ে দশকণ্ঠের উৎপতি ॥ ২৪৯
কদাচিত রসাতল হইতে সুমালী।
মর্ত্ত্য-লোকে আসিছিল কুতূহল-শালী ॥ ২৫০
নিকষা নামেতে কন্যা সঙ্গেতে লইয়া।
ভ্রমণ করয়ে তার বর অন্বেষিয়া ২৫১
হেন কালে ধনপতি চড়িয়া পুষ্পকে।
যাইছেন দেখিবারে আপন জনকে ॥ ২৫২
তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখি সুমালী দুঃখিত।
মনে মনে পরামর্শ করয়ে নিশ্চিত ॥ ২৫৩
কি করিব কিরূপেতে ঘুচিবে আপদ।
কিরূপে পাইব হেন উত্তম সম্পদ ॥ ২৫৪
এই কন্যা সমর্পিব মুনি বিশ্রবারে।
দৌহিত্র জন্মিলে দুঃখ পারে ঘুচিবারে ॥ ২৫৫
এত পরামর্শ করি নিকষার প্রতি।
কহিবারে আরম্ভিল সুমালী দুর্ম্মতি ॥ ২৫৬
পুত্রি হইয়াছে তব প্রদান-সময়।
কিন্তু তব যোগ্যবর দর্শন না হয় ॥ ২৫৭
সর্ব্ব-গুণযুক্ত তুমি লক্ষ্মীর সমান।
না দেখি এমন জন তোহে করি দান ॥ ২৫৮
অঙ্গীকার করিবে না তুমি এই ভয়ে।
কোনহ দেবতা তোহে যাচিতে নারয়ে ॥ ২৫৯
অতএব তব যোগ্য না পাইয়া বর।
হইয়াছি মোরা সবে বড়ই কাতর ॥ ২৬০
যাবত পর্য্যন্ত কন্যা পাত্রস্থ না হয়।
তাবত তাহার পিতা উদ্বেগে ভাসয় ॥ ২৬১
অতএব তুমি মোর মঙ্গল কারণ।
বিশ্রবা মুনিরে নিজে করহ বরণ ॥ ২৬২
এ মুনির বিধাতার বংশেতে জনম।
ত্রিভুবনে খ্যাত এহ সর্ব্বথা উত্তম ॥ ২৬৩
ইহা হৈতে হবে তব উত্তম সন্তান।
দেখ যেন এই ধনপতি বিদ্যমান ॥ ২৬৪
এমন উত্তম তব হইলে তনয়।
আমাদের দূর হবে সব দুঃখ-ভয় ॥ ২৬৫

শুনিয়া নিকষা এত বচন পিতার।
যে আজ্ঞা বলিয়া গেল কাছে বিশ্রবার ॥ ২৬৬
সন্ধ্যা করিছেন সায়ংকালে তপোধন।
সেই কালে নিকষা করিল আগমন ॥ ২৬৭
তারে দেখি জিজ্ঞাসা করিলা মুনিবর।
কে বট তুমিহ কার কন্যা কোথা ঘর ॥ ২৬৮
কি কারণে এখানে করিলে আগমন।
কহ এ সকল কথা করি বিবরণ ॥ ২৬৯
এত শুনি নিকষা বলয়ে যুড়ি কর।
সুমালি-রাক্ষস-কন্যা আমি মুনিবর ॥ ২৭০
নিকষা আমার নাম পিতার বচনে।
আসিয়াছি আমিহ তোমার দরশনে ॥ ২৭১
অবশেষ কথা আর যে সব আছয়।
তপোবলে নিজে তাহা জান মহাশয় ॥ ২৭২
এত শুনি মুনি ধ্যান করিয়া দেখিয়া।
কহিছেন পুন নিকষারে সম্বোধিয়া ॥ ২৭৩
সুন্দরি জানিলুঁ আমি তোমার অন্তর।
পুত্র ইচ্ছা করি আসিয়াছ মোর ঘর ॥ ২৭৪
হইবে সে মনোরথ তোমার পূরণ।
কিন্তু লোক-[illegible]াযে হবে এক বিঘটন ॥ ২৭৫
দারুণ সম[illegible] তুমি কৈলে আগমন।
দারুণ-স্ব[illegible]াব পুত্র হবে এ কারণ ॥ ২৭৬
এতেক [illegible]চন শুনি সুমালিনন্দিনী।
মুনিবরে নিবেদন করয়ে দুঃখিনী ॥ ২৭৭
প্রভু তপোধন-মধ্যে উত্তম আপনি।
তোমার সমান মুনি না দেখি না শুনি ॥ ২৭৮
তোমা হৈতে দুষ্ট পুত্র যদি উপজিবে।
মোর ক্ষতি নাই তোহে শোভা না পাইবে ॥
নিকষার মুখে শুনি এতেক বচন।
পুনর্ব্বার মুনিবর তার প্রতি কন ॥ ২৮০
হইবে সন্তান যেই তোমার কনিষ্ঠ।
আমার বংশের মত হবে সে ধর্ম্মিষ্ঠ ॥ ২৮১
ধার্ম্মিক সুশীল সত্যবাদী সদাচার।
গাইবেক ত্রিভুবন চরিত্র যাহার ॥ ২৮২
এত শুনি নিকষা হইয়া আনন্দিত।
স্বামীরে সেবয়ে সদা যেমন উচিত ॥ ২৮৩
কালে প্রসবিল সেই অদ্ভুত নন্দন।
দশ-মুণ্ড বিশ-বাহু বিংশতিলোচন ॥ ২৮৪
অঞ্জন-সমূহ-সম শ্যামল-বরণ।
তপ্ততাম্র-সম-কেশ বিকট বদন ॥ ২৮৫
তার জন্মকালে যাবদীয় শিবাগণ।
অনল উগারি করে বিকট নিস্বন ॥ ২৮৬
উৎকট নিনাদ করি জলধরগণ।
রুধির অঙ্গারকণ করয়ে বর্ষণ ॥ ২৮৭
উল্কাপাত ভূমিকম্প হয় ঘনেঘন।
প্রকাশ না পায় কিছু সূর্য্যের কিরণ ॥ ২৮৮
গর্দ্দভ সকল করে অতি ঘোর রব।
প্রচণ্ড পবনে ভাঙ্গি পড়ে বৃক্ষ সব ॥ ২৮৯
ক্ষোভিত হইলা যত তটিনী সাগর।
কুলাচল সকল কাঁপয়ে থর থর ॥ ২৯০
এ সকল উৎপাত করিয়া নিরীক্ষণ।
অতিশয় শঙ্কিত হইল সব জন ॥ ২৯১
তার নামকরণ করিলা মুনিবর।
দশগ্রীব হবে এহ দশমুণ্ডধর ॥ ২৯২
তার পরে এক পুত্র জনম লভিলা।
কুম্ভকর্ণ বলি তাঁর আখ্যান থুইলা ॥ ২৯৩
যখন ভূমিষ্ঠ হলা সেই গর্ভ হৈতে।
আইল অনেক লোক তাহারে দেখিতে ॥ ২৯৪
সেইকালে সেহ অতি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া।
খাইলেক সপ্ত জন অপ্সরা ধরিয়া ॥ ২৯৫
আর খাইলেক ইন্দ্রভৃত্য দশজন।
দশশত ঋষি ধরি করিল ভক্ষণ ॥ ২৯৬
সহস্র সহস্র আর প্রাণী নানাজাতি।
ভক্ষণ করিল সেহ ক্ষুধানলে মাতি ॥ ২৯৭
তাহা দেখি কাতর হইয়া প্রজাগণ।
ইন্দ্রের নিকটে গিয়া কৈল নিবেদন ॥ ২৯৮
তবে ঐরাবতে চড় আসি সুরপতি।
বজ্র নিক্ষেপণ কৈলা কুম্ভকর্ণ প্রতি ॥ ২৯৯
বজ্র-হত হয়্যা সেহ কৈল এক নাদ।
যাহা শুনি দেবগণ গণিলা প্রমাদ ॥ ৩০০
তবে সেই বজ্রের প্রহারে ব্যর্থ করি।
উপাড়িল ঐরাবতদন্ত এক ধরি ॥ ৩০১
মারিল ইন্দ্রের বুকে তাহা ঘুরাইয়া।
ভূতলে পড়িল ইন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ৩০২
তাহা নিরখিয়া যত দেব-দৈত্যগণ।
বিষণ্ণ হইয়া সবে কৈল পলায়ন ॥ ৩০৩

পুরন্দর কিছু পরে পাইয়া চেতন।
লজ্জিত হইলা গেলা আপন ভবন ॥ ৩০৪
যাবত দেবতা ঋষিগণ সঙ্গে করি।
পুরন্দর গেলা পুন বিরিঞ্চিনগরী ॥ ৩০৫
কুম্ভকর্ণ-দৌরাত্ম্য বিধিরে নিবেদিলা।
তাহা শুনি তিঁহ সবাকারে আশ্বাসিলা ॥ ৩০৬
যাহ যাহ তোবা সবে আপন ভবন।
করিব আমিহ কুম্ভকর্ণেরে সান্ত্বন ॥ ৩০৭
এত বিধিবাক্য শুনি সুর-মুনিগণ।
আপন আপন স্থানে করিল গমন ॥ ৩০৮
তবে ত নিকষা এক কন্যা প্রসবিলা।
সূর্পণখা বলি নাম তাহার রাখিলা ॥ ৩০৯
সব শেষে জনমিলা এই বিভীষণ।
যার জন্মে আনন্দিত হল্য ত্রিভুবন ॥ ৩১০
বাজিতে লাগিল স্বর্গে দুন্দুভি বাজন।
সাধু শব্দ জয় শব্দ কুসুমবর্ষণ ॥ ৩১১
জন্মাবধি তারা পিতৃবাক্য অনুসারে।
করে নিজ নিজ ভাব-উচিত আচারে ॥ ৩১২
দশানন কুম্ভকর্ণ পীড়য়ে সবায়।
বিশেষতঃ কুম্ভকর্ণ মুনি মারি খায় ॥ ৩১৩
বিভীষণ ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশুদ্ধ আশয়।
নিরন্তর সাধু-জনে সেবন করয় ॥ ৩১৪
এইরূপে মুনি-মুখে রাবণ-উৎপতি।
শ্রবণ করিয়া সুখী হল্যা রঘুপতি ॥ ৩১৫
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩১৬

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ডলীলাবর্ণনে
রাবণাদি-জন্ম-শ্রবণ-বর্ণনো নাম
দ্বিতীয়ঃ পারচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাবণাদির তপস্যা ও মেঘনাদের জন্ম-বিবরণ।

রাবণাদি-তপো ঘোরং মেঘনাদস্য জন্ম চ।
শ্রুত্বাগস্ত্যমুখাৎ প্রীতঃ শ্রীরামো নোঽভব মানসে

শ্রীরাম কহেন কহ কহ মুনিবর।
কি কর্ম্ম করিল তার পরে লঙ্কেশ্বর ॥ ২
মুনিবর কহিছেন করহ শ্রবণ।
যে কর্ম্ম করিল তার পরে দশানন ॥ ৩
এইরূপ পিতৃ-গৃহে আছে দশানন।
কভু ধনপতি তোথা কৈলা আগমন ॥ ৪
তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখি নিকষা কুমতি।
কহিতে লাগিল নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতি ॥ ৫
দেখ দেখ বাপ নিজ অগ্রজ ভ্রাতারে।
যার সম ভাগ্যবান নাহি এ সংসারে ॥ ৬
যদ্যপি একের পুত্র তোরা দুইজন।
তভু আপনারে দেখ অভাগ্য-ভাজন ॥ ৭
অতএব কর হেন যতন বিধান।
যাহে হও কুবের-সমান ভাগ্যবান ॥ ৮
মাতার বচন শুনি রাবণ কুপিল।
সবার সাক্ষাতে এই প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ৯
জননি প্রতিজ্ঞা করি কহিয়ে তোমারে।
নাহি কর খেদ আব কোনহ প্রকারে ॥ ১০
দাদার সমান কিম্বা শ্রেষ্ঠ তা হইতে।
হইব অবশ্য আমি তপের বৃদ্ধিতে ॥ ১১
এত কহি সঙ্গে লয়্যা দুই ত ভ্রাতারে।
গোকর্ণ-আশ্রমে গেল তপ করিবারে ॥ ১২
সেখানে করিলা যেই তপস্যা যে জন।
আমার মুখেতে শুন তার বিবরণ ॥ ১৩
বিভীষণ নিষ্কাম পরম-শুদ্ধ-মন।
করিতে লাগিল দিব্য তপ-আচরণ ॥ ১৪
এক পদে দাঁড়াইয়া থাকি নিরন্তর।
তপস্যা করিলা পঞ্চসহস্র বৎসর ॥ ১৫
তেন মতে ঊর্দ্ধবাহু চাহি সূর্য্য-পানে।
গোঁয়াইল তত বর্ষ তপস্যাবিধানে ॥ ১৬

এইত প্রকারে দশসহস্র বৎসর।
তপস্যা করিলা বিভীষণ ধর্ম্মপর ॥ ১৭
কুম্ভকর্ণ করিল যে তপস্যা-সাধন।
তাহার বিস্তর কথা করহ শ্রবণ ॥ ১৮
সর্ব্বদা ভক্ষণ করে যাহা মনে লয়।
তথাপি তাহার আশানিবৃত্তি না হয় ॥ ১৯
সেই হেতু নিরন্তর করিব ভোজন।
এই আশে তপস্যা করিল আরম্ভণ ॥ ২০
চারিদিকে চারি অগ্নি উপরি তপন।
এইরূপে গ্রীষ্মকাল করিল যাপন ॥ ২১
বর্ষাকালে বৃষ্টিধারা-পাত দেহে সহে।
শীতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবায়্যা জলে রহে ॥ ২২
এইরূপে দশবর্ষসহস্র ব্যাপিয়া।
কুম্ভকর্ণ কৈল তপ বরের লাগিয়া ॥ ২৩
রাবণ করিল যেহ তপ আচরণ।
কার শক্তি হয় তাহা করিতে বর্ণন ॥ ২৪
নিরাহারে থাকি সদা করে ঘোর তপ।
পূজন স্তবন হোম ধ্যান মন্ত্র জপ ॥ ২৫
এইরূপে দশশত বৎসর বহিল।
তথাপি ব্রহ্মারে দেখিবারে না পাইল ॥ ২৬
তবে হয়্যা অতিশয় উৎকণ্ঠিত-মন।
এক মুণ্ড কাটি কৈল অনলে হবন ॥ ২৭
হেন মতে গেল নয়সহস্র বৎসর।
নয় মুণ্ড সমর্পিল অনল-ভিতর ॥ ২৮
দশম সহস্রবর্ষ সম্পূর্ণ হইতে।
উদ্‌যোগ করিল শেষ মস্তক কাটিতে ॥ ২৯
হেন কালে ব্রহ্মা দেবসমূহসহিত।
তাহার নিকটে গিয়া হল্যা উপস্থিত ॥ ৩০
বাছা বাছা দশকণ্ঠ স্থির কর চিত।
নাহি হও মোর লাগি এত উৎকণ্ঠিত ॥ ৩১
আসিয়াছি আমি তোর তপে হয্যা প্রীত।
প্রার্থনা করহ যাহা হয় তোর হিত ॥ ৩২
বিধি-বাক্য শ্রবণ করিয়া দশানন।
ভূতলে পড়িয়া কৈলা তাঁহারে বন্দন ॥ ৩৩
উঠি দাঁড়াইয়া পুন যোড় করি কর।
নিবেদন করে তাঁরে গদগদ-স্বর ॥ ৩৪
প্রভু কৃপাময় এই সংসারমাঝার।
প্রাণীদের মৃত্যু-সম ভয় নাহি আর ॥ ৩৫

অতএব যদ্যপি দিবেন মোরে বর।
করুণা প্রকাশি তবে করুন অমর ॥ ৩৬
বিধাতা কহেন কেহ অমর না হয়।
অন্য বর লহ যাহা মনেতে লাগয় ॥ ৩৭
তবে মনে পরামর্শ করিয়া নিশ্চয়।
বিধাতার প্রতি পুন দশানন কয় ॥ ৩৮
দেবতা দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
গরুড় পিশাচ নাগ সিদ্ধ নিশাচর ॥ ৩৯
এ সবার অবধ্য করহ মোরে স্বামী।
মনুষ্য প্রভৃতি অন্যে নাহি গণি আমি ॥ ৪০
এত বাণী শুনিয়া কহেন পদ্মাসন।
এ সব অভীষ্ট তব হইবে পূরণ ॥ ৪১
তব তপে বড় তুষ্ট করিয়াছে আমারে।
আরো কিছু বর দিব অভীষ্ট তোমারে ॥ ৪২
ব্রহ্মাস্ত্র জানিবে তুমি না করি শিক্ষণ।
করিতে পারিবে ইষ্ট শরীর ধারণ ॥ ৪৩
কাটিয়াছ মোর লাগি মুণ্ড অবিকল।
অক্ষয় হইবে তব মস্তক সকল ॥ ৪৪
যেই মাত্র এই বর দিলেন বিধাতা।
তেঁই হল্য রাবণের পূর্ব্বমত মাথা ॥ ৪৫
দশাননে এত বর দিয়া পদ্মাসন।
বিভীষণ-কাছে গিয়া তার প্রতি কন ॥ ৪৬
বিভীষণ তব তপে হইয়াছি বশ।
লহ বর যেই হয় তোমার মানস ॥ ৪৭
পিতামহ-বচন শুনিয়া বিভীষণ।
প্রণাম করিয়া করিলেন নিবেদন ॥ ৪৮
প্রভু মোর মনোরথ হয়্যাছে পূরণ।
যেহেতুক দেখিলাম তোমার চরণ ॥ ৪৯
তথাপি যদাপি বর দিবে প্রজাপতি।
বিপদেও থাকে যেন ধর্ম্মে মোর মতি ॥ ৫০
শিক্ষণ বিনেও যেন ব্রহ্মঅস্ত্র জানি।
অধর্ম্মে না যায় যেন তনু-মন-বাণী ॥ ৫১
এত শুনি সন্তুষ্ট হইয়া প্রজাপতি।
কহিতে লাগিলা তবে বিভীষণ প্রতি ॥ ৫২
বাছা তোর বাক্যে বড় তুষ্ট হল্য মন।
সিদ্ধ হবে সব যাহা করিলে প্রার্থন ॥ ৫৩
রাক্ষস হয়্যাও তুমি এত ধর্ম্মপর।
এ লাগি করিলুঁ আমি তোমারে অমর ॥ ৫৪

এত কহি বিধি যান কুম্ভকর্ণ-পাশে।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা তাঁরে দেবগণ ভাষে ॥ ৫৫
প্রভু কুম্ভকর্ণে তুমি নাহি দাও বর।
জান যেন দুঃস্বভাব এই নিশাচর ॥ ৫৬
স্বভাবেই পীড়া দেয় এহ ত্রিভুবনে।
বর পাইলে ত না রাখিবে কোনো জনে ॥ ৫৭
পূর্ব্বেতেও প্রভু-পদে ইহার লাগিয়া।
নিবেদিয়াছিলুঁ মোরা সকলে মিলিয়া ॥ ৫৮
অতএব যাহে হয় সংসারের ত্রাণ।
কৃপা করি আপুনি করহ সে বিধান ॥ ৫৯
যদ্যপি অবশ্য বর দিতে হয় মন।
বরের বদলে নিদ্রা কর সমর্পণ ॥ ৬০
তাহে সুখ মানি এহ হইবেক ক্ষান্ত।
রক্ষা পাবে ত্রিভুবন দুঃখ হবে শান্ত ॥ ৬১
তবে বিধি চিন্তিলা বাণীরে সমাদরে।
উপস্থিত হল্যা তিঁহ আসিয়া সত্বরে ॥ ৬২
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন।
কি লাগি আমারে প্রভু করিলে স্মরণ ॥ ৬৩
বিধাতা কহেন তুমি কুম্ভকর্ণ-মুখে।
বসিয়া সাধিয়া দাও দেবগণ-সুখে ॥ ৬৪
তাহা শুনি সরস্বতী যে আজ্ঞা বলিয়া।
বসিলেন কুম্ভকর্ণ-জিহ্বায় যাইয়া ॥ ৬৫
তবে কুম্ভকর্ণ কাছে গিয়া পদ্মাসন।
কহিলেন বর নাও যেই হয় মন ॥ ৬৬
বরং বৃণু বচন কহিলা বিধি যবে।
কুম্ভকর্ণ মুখে বাণী নিঃসরিল তবে ॥ ৬৭
সহস্র সহস্র বর্ষ আমি একাসনে।
নিদ্রা যাই এই বর নিতে ইচ্ছা মনে ॥ ৬৮
তথাস্তু বলিয়া বিধি গেলা নিজ স্থান।
কুম্ভকর্ণে তেজি বাণী করিলা পয়াণ ॥ ৬৯
সরস্বতী ছাড়ি গেলে পাইয়া চেতন।
কুম্ভকর্ণ মহাখেদে করয়ে ক্রন্দন ॥ ৭০
হায় হায় কি দুর্দ্দৈব আমারে ঘটিল।
একি দুষ্ট-বাক্য মোর মুখে নিঃসরিল ॥ ৭১
সহস্র সহস্র বর্ষ আমি একাসনে।
বসি খাই এই বর নিতে ইচ্ছা মনে ॥ ৭২
এই কথা বলিবারে করিছিলুঁ মন।
ভাগ্য-দোষে নিঃসরিল এ কি দুর্ব্বচন ॥ ৭৩

এত দুঃখ সহি কৈলুঁ তপস্যা সঞ্চয়।
দৈব-দোষে তুচ্ছ ফলে তাহা হল্য ক্ষয় ॥ ৭৪
যেন কেহ রত্ন আনি ডুবি পারাবারে।
জলেতে ফেলায় তাহা ভেক মারিবারে ॥ ৭৫
এত কহি ভূমে পড়ি করয়ে ক্রন্দন।
শুনিল সে সব কথা তবে দশানন ॥ ৭৬
তাহা শুনি দুঃখযুক্ত হইয়া রাবণ।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কৈল নিবেদন ॥ ৭৭
একি বর কুম্ভকর্ণে দিয়াছ আপনি।
বড় দুঃখ পাইলাম আমি তাহা শুনি ॥ ৭৮
যেন কেহ বৃক্ষ রোপি কাটে ফল-কালে।
তেনই করিলে তুমি আমার কপালে ॥ ৭৯
প্রভুরো বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়।
অতএব কর কিছু সময় নির্ণয় ॥ ৮০
রাবণের এত বাণী শ্রবণ করিয়া।
কহিলা বিধাতা তারে সদয় হইয়া ॥ ৮১
ছয় মাস নিদ্রাবেশে করিয়া শয়ন।
করিবেক এহ এক দিন জাগরণ ॥ ৮২
সেই দিনে করিবেক উৎকট ভোজন।
করিবেক অসম্ভব-কর্ম্ম আচরণ ॥ ৮৩
বিধির বচন শুনি সুখিত হইয়া।
দশানন ভাই-কাছে আইল ফিরিয়া ॥ ৮৪
বিধির সকল কথা কহিয়া তাহারে।
সান্ত্বনা করিলা তারে বিবিধ প্রকারে ॥ ৮৫
এইরূপে সবে তারা পাই ইষ্ট বর।
সুখিত হইয়া গেলা আপনার ঘর ॥ ৮৬
তাহাদিগে প্রাপ্তবর জানিয়া সুমালী।
উঠিল পাতাল হৈতে কুতূহলশালী ॥ ৮৭
মাল্যবন্ত আদি সব বন্ধু সঙ্গে নিয়া।
উপস্থিত হইল রাবণ-কাছে গিয়া ॥ ৮৮
তারে দেখি প্রণাম করিল দশানন।
সুমালী বোলয়ে তারে করি আলিঙ্গন ॥ ৮৯
চিরজীবী হও তুমি বাপ দশানন।
ইষ্ট সিদ্ধি কৈলে সেবি বিধির চরণ ॥ ৯০
যে লাগি পলায়্যা ছিলুঁ মোরা ছাড়ি লঙ্কা।
ঘুচাইলে তুমি বিষ্ণু হৈতে সেই শঙ্কা ॥ ৯১
মোদের বসতি ছিল পূর্ব্বেতে লঙ্কায়।
পাতালে গিয়াছি মোরা কৃষ্ণের জালায় ॥ ৯২

সম্প্রতি সে নগরে আছয়ে ধনপতি।
কিন্তু পূর্ব্বাবধি সেহ রাক্ষস-বসতি ॥ ৯৩
অতএব সেথা প্রীতে অথবা বিরোধে।
নিবাস করহ এই হয় মোর বোধে ॥ ৯৪
দেখিতেছি তুমি হবে সর্ব্বলোকেশ্বর।
তোমার উচিত স্থান হয় সে নগর ॥ ৯৫
সুমালীর বচন শুনিয়া লঙ্কাপতি।
কহিতে লাগিল কিছু কোপে তার প্রতি ॥ ৯৬
কুবের হয়েন জ্যেষ্ঠ আমা সবাকার।
তাঁর প্রতি যোগ্য নহে এ বাক্য তোমার ॥ ৯৭
রাবণ-বচন শুনি সুমালী লজ্জায়।
কিছু না কহিল কিন্তু রহিল তথায় ॥ ৯৮
কিছু দিন পরে এক দিবস প্রহস্ত।
কহিতে লাগিল দশাননে সুপ্রশস্ত ॥ ৯৯
শুন বাছা দশানন, মোর কিছু সম্ভাষণ,
যাহে হবে সকলের হিত।
পূর্ব্বে মোর জনকেরে, কহিছিলে অনাদরে,
তুমি যেই সে নহে উচিত ॥ ১০০
যারা শূরমানী হয়, তাহাদের নাহি হয়,
ভ্রাতৃ-স্নেহ কভু পরস্পর।
ইহার প্রমাণ স্থান, আছে দেখ বিদ্যমান,
বিদীয় অসুর অমর। ১০১
কশ্যপের দুই ভার্য্যা, রূপে গুণে অতি বর্য্যা,
দিতি আর অদিতি আখ্যান।
দৈত্য সব দিতি সুত, আদিত্য অদিতিপুত,
সকলেই কশ্যপ-সন্তান ॥ ১০২
তাহে পূর্ব্বে দৈত্যগণ, মহাবল নিকেতন,
ছিল এই বিশ্ব অধিপতি।
তাহাদিগে রণে মারি, বিশ্ব রাজ্য নিল কাড়ি,
উপেন্দ্রে পাইয়া দেব-ততি ॥ ১০৩
এইরূপ সবাকার, খ্যাত আছে শিষ্টাচার,
অতএব উপেখিয়া শঙ্কা।
প্রণয়ে অথবা ছলে, অথবা প্রকাশি বলে,
লইতে উচিত হয় লঙ্কা ॥ ১০৪
প্রহস্তের এত বাণী, শুনিয়া বিংশতি-পাণি,
ফিরিয়া কুপথে দিল মন।
দেখ দেখ রঘুপতি, একি অতি চমৎকৃতি,
কিবা গুণ ধরে খলজন ॥ ১০৫

তবে তুই দণ্ড সেহ বরিয়া চিন্তন।
প্রহস্তেরে করিল অনেক প্রশংসন ॥ ১০৬
তবে নিজ জনকের নিকটে যাইয়া।
কহিতে লাগিল তাঁর পদে প্রণমিয়া ॥ ১০৭
পিতা তব প্রথম সন্তান ধনপতি।
শুনিয়াছি করাছেন লঙ্কায় বসতি ॥ ১০৮
ডাকিয়া আপুনি তাঁরে দেহ আজ্ঞা করি।
ছাড়ি দেন তিঁহ আমাদের সে নগরী ॥ ১০৯
রাবণের বাক্য শুনি পুলস্ত্যনন্দন।
কহিতে লাগিলা তারে মধুর বচন ॥ ১১০
দশানন তুমি হয়্যা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।
কহিছ এ বাক্য কেন অতি অনুচিত ॥ ১১১
কুবের তোমার জ্যেষ্ঠ তাহে শুদ্ধাচার।
তার সঙ্গে যোগ্য নহে হেন ব্যবহার ॥ ১১২
তুমিহ হয়্যাছ কৃতী মহাভাগ্যবান।
ইচ্ছামতে করি নাও আপনার স্থান ॥ ১১৩
পিতার বচন শুনি তবে দশানন।
পুনর্ব্বার কহে তাঁরে কিছু ক্রুদ্ধমন ॥ ১১৪
লঙ্কাপুরী বিশ্বকর্ম্মা রাক্ষস লাগিয়া।
গড়িছিলা মহেন্দ্রের শাসন পাইয়া ॥ ১১৫
সে নগরী মোদের নিবাস-যোগ্য হয়।
কদাচ সেখানে তার স্থিতি যোগ্য নয় ॥ ১১৬
এ লাগি যদ্যপি তুমি তাঁরে না কহিবে।
তথাপি সে পুরী মোরে লইতে হইবে ॥ ১১৭
এত দশানন-বাণী শুনি মুনিবর।
ক্রুদ্ধ হয়্যা গালি দিলা তাহারে বিস্তর ॥ ১১৮
তথাপি সে তাহা কিছু না করি শ্রবণ।
সেই দিবসেই কৈল লঙ্কাতে গমন ॥ ১১৯
সঙ্গে লয়্যা প্রহস্ত প্রভৃতি নিশাচর।
নিবাস করিল গিয়া ত্রিকূট উপর ॥ ১২০
সেখানে থাকিয়া সব কথা শিখাইয়া।
প্রহস্তে কুবের-কাছে দিলা পাঠাইয়া ॥ ১২১
সেহ গিয়া সভা-মাঝে সম্ভাষিয়া তাঁরে।
আরম্ভিল রাবণ-সন্দেশ কহিবারে ॥ ১২২
ধনপতি তোমার নিকটে দশানন।
করিলেন এক কার্য্যে আমারে প্রেরণ ॥ ১২৩
মোর মুখে শুনি তুমি তাহার সন্দেশ।
শীঘ্র মোর প্রতি কর উত্তম আদেশ ॥ ১২৪

আপনি অগ্রজ হও আমা সবাকার।
আমাদ্দের পোষণের তোহে লাগে ভার ॥১২৫
তাহে অন্য ভার কিছু তোহে না অর্পিয়ে।
নিবাসের স্থান মাত্র কিঞ্চিত চাহিয়ে ॥ ১২৬
নিশাচর-বাস লাগি এ লঙ্কা-নগরী।
গঢ়িছিলা বিশ্বকর্ম্মা পূর্ব্বে যত্ন করি ॥ ১২৭
সেই এই নগরেতে যত নিশাচর।
নিবাস করিত পূর্ব্বে সুখিত-অন্তর ॥ ১২৮
কোনহ কারণে তারা এই ত নগরে।
তেজিয়া আছিল গিয়া পাতাল-ভিতরে ॥ ১২৯
তুমিহ আছহ এ নগরে শূন্য পাই।
ইহা যোগ্য বটে তুমি হও মোর ভাই ॥ ১৩০
কিন্তু দৈবে সম্প্রতি সে সব নিশাচর।
আসিয়াছে পুন এই লঙ্কার ভিতর ॥ ১৩১
অতএব এ নগর যদি মো-সবায়।
ছাড়ি দাও তবে ভাল হয় এই ভায ॥ ১৩২
আমার আনন্দ হয় প্রীতি সবাকার।
ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা সুখ্যাতি তোমার ॥ ১৩৩
প্রহস্তের মুখে শুনি রাবণ-বচন।
কহিতে লাগিলা তার প্রতি বৈশ্রবণ ॥ ১৩৪
যে কথা কহিয়াছেন ভ্রাতা দশানন।
অবশ্য করিব আমি তাহা সম্পাদন ॥ ১৩৫
কিন্তু তুমি কিছুকাল কর প্রতীক্ষণ।
করি আসি তাবত পিতারে নিবেদন ॥ ১৩৬
এত কহি পিতৃ-কাছে করিয়া গমন।
কহিলা সকল তাঁরে করি বিবরণ ॥ ১৩৭
তাহা শুনি শ্রীবিশ্রবা কহিলা তাঁহারে।
এ কথা কহিয়াছিল পূর্ব্বে সে আমারে ॥ ১৩৮
আমি তাহে নানা মতে করিলুঁ ভর্ৎসন।
কিন্তু না করিল কিছু সে তাহা শ্রবণ ॥ ১৩৯
গর্ব্বে মাতিযাছে সেহ পাই বিধিবর।
মান্যামান্য বোধ নাহি করয়ে বর্ব্বর ॥ ১৪০
প্রয়োজন নাহি তার সঙ্গে বাদ করি।
ছাড়ি দাও গিয়া তুমি তারে সে নগরী ॥ ১৪১
তুমি নিজ বাস লাগি কৈলাস-ভূধরে।
প্রস্থান করহ লয়্যা নিজ পরিকরে ॥ ১৪২
সেহ স্থান হয় অতিশয় সুশোভন।
সেখানে নিবাস করে যত দেবগণ ॥ ১৪৩
দেবদেব পঞ্চানন থাকেন সেখানে।
দেখিতে পাইবে তাঁরে সর্ব্বদা নয়নে ॥ ১৪৪
অতএব কর তুমি সেখানে গমন।
নাহি কর দুষ্ট-সঙ্গে বাদ আরম্ভণ ॥ ১৪৫
পিতার বচন শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া।
কুবের লঙ্কায় গেলা সুখিত হইয়া ॥ ১৪৬
প্রহস্তেরে সম্বোধিয়া কহিলা তাহারে।
যাহ তুমি মোর বাক্য কহ গা ভ্রাতারে ॥ ১৪৭
যাহে তব সুখ সেই কর্ত্তব্য আমার।
আমার যে ধন আছে সে সব তোমার ॥ ১৪৮
তুমি নিজ বন্ধু লয়্যা আস্যহ লঙ্কায।
কৈলাসে চলিলুঁ আমি লইয়া সবায় ॥ ১৪৯
এত কহি লইয়া আপন ধন জন।
কৈলাসেতে গমন করিল বৈশ্রবণ ॥ ১৫০
এখানে রাবণ আগে প্রহস্ত আসিয়া।
সব কথা কহিল তাহারে বিবরিয়া ॥ ১৫১
তাহা শুনি সেহ অতি আনন্দিত-মন।
প্রবেশিল লঙ্কামাঝে লয়্যা বন্ধুগণ ॥ ১৫২
সে পুরীয় সৌন্দর্য্য করিয়া নিরীক্ষণ।
হইল সকলে মহাসুখেতে মগন ॥ ১৫৩
তবে সব নিশাচর মিলি দশাননে।
অভিষেক করিল ভূপতি-সিংহাসনে ॥ ১৫৪
তবে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাবণ।
করিছিল ভগিনীর পাত্র অন্বেষণ ॥ ১৫৫
বিদ্যুজিহ্ব নামে এক দানবেন্দ্র ছিল।
তাহারেই আনি শূর্পণখা সমর্পিল ॥ ১৫৬
তবে কভু মৃগয়া করিতে দশানন।
বিন্ধ্যগিরি-বনে আসি করয়ে ভ্রমণ ॥ ১৫৭
হেনকালে সেখানেতে দুহিতা-সহিত।
ময়দানবেন্দ্র আসি হল্য উপস্থিত ॥ ১৫৮
মন্দোদরীরূপ দেখি চঞ্চল-আশয়।
ময়দানবের প্রতি দশানন কয় ॥ ১৫৯
কে বট তুমিহ কোথা তোমার ভবন।
কি কারণে ঘোর বনে করিছ ভ্রমণ ॥ ১৬০
তোমা সঙ্গে দেখি এই অপূর্ব্ব বনিতা।
কি নাম ইহার এই কাহার দুহিতা ॥ ১৬১
রাবণ বচন শুনি দানবেন্দ্র ময়।
তার প্রতি কহিছিলা নিজ পরিচয় ॥ ১৬২

কশ্যপের পুত্র আমি ময় মোর নাম।
ভ্রমিতেছি বনে করি এক মনস্কাম ॥ ১৬৩
হেমা নামে আছে এক অপ্সরী সুন্দরী।
সুখী হন ইন্দ্র যার নৃত্য দৃষ্টি করি ॥ ১৬৪
সেই অপ্সরাকে যাবদীয় দেবগণ।
করিছিলা তুষ্ট হয়্যা মোরে সমর্পণ ॥ ১৬৫
তার লাগি এই বনে ভূতল-ভিতরি।
করিযাছি আমি এক অপূর্ব্ব নগরী ॥ ১৬৬
সেহ চৌদ্দবর্ষ রাখি এখানে আমারে।
গিযাছে অমরলোকে নৃত্য করিবারে ॥ ১৬৭
তাহা বিনে সে পুরীতে থাকিতে না পারি।
বাহিরে এস্যাছি আমি সেই পুরী ছাড়ি ॥ ১৬৮
তার গর্ভজাত এই কন্যা মন্দোদরী।
ফিরিয়ে ইহার বর অন্বেষণ করি ॥ ১৬৯
কতদিনে প্রজাপতি করুণা করিবা।
যোগ্য বর মোর আগে মিলাইয়া দিবা ॥ ১৭০
এই ত দিলাম আমি নিজ পরিচয়।
তোমারে জানিতে এবে মনে ইচ্ছা হয় ॥ ১৭১
এত শুনি ময়ের বচন লঙ্কাপতি।
নিজ পরিচয় দেয় তারে সুখিমতি ॥ ১৭২
জানহ বিশ্রবা মুনি পুলস্ত্য-নন্দন।
তাঁহার তনয় আমি নাম দশানন ॥ ১৭৩
আমি নিশাচর-কুল-অধিপতি।
সিন্ধু লঙ্কাপুরে আমার বসতি ॥ ১৭৪
সম্প্রতি মৃগয়া করিবারে কুতূহলে।
আসিয়াছি এই বনে লঙ্ঘি সিন্ধু-জলে ॥ ১৭৫
এত বাণী শুনি মনে পরামর্শ করি।
পুনর্ব্বার কহে ময় কন্যা-হস্তে ধরি ॥ ১৭৬
লঙ্কানাথ মন্দোদরী এ কন্যা আমার।
দিলাম তোমারে তুমি কর অঙ্গীকার ॥ ১৭৭
ময়ের বচন শুনি আনন্দিত-মতি।
ভাল বলি অঙ্গীকার কৈল লঙ্কাপতি ॥ ১৭৮
তবে বনে যথাবিধি জালিয়া দহন।
বিবাহ করিল মন্দোদরীরে রাবণ ॥ ১৭৯
তারে ময় এক শক্তি দিলেক যৌতুকে।
মারিছিল দুষ্ট যাহা লক্ষ্মণের বুকে ॥ ১৮০
তবে মন্দোদরী লয়্যা রাজা দশানন।
সুখী হয়্যা লঙ্কাপুরে করিল গমন ॥ ১৮১
বলির দৌহিত্রী বিদ্যুজ্জিহ্বা নামে ছিল।
তারে আনি কুম্ভকর্ণভার্য্যা করি দিল ॥ ১৮২
শৈলুষ-গন্ধর্ব্ব-কন্যা সরমা-আখ্যান।
তারে আনি বিভীষণে করাইল দান ॥ ১৮৩
এইরূপে বিবাহ করিয়া তিন জন।
লঙ্কাপুরে রহে অতি আনন্দিত-মন ॥ ১৮৪
তবে নিদ্রা বিধাতার বচন-প্রেরিত।
কুম্ভকর্ণ-দেহে আসি হৈলা উপস্থিত ॥ ১৮৫
তাহা জানি কুম্ভকর্ণ কহিলা ভ্রাতারে।
মহারাজ নিদ্রাবেশ করিছে আমারে ॥ ১৮৬
অতএব মোর নিদ্রা যাইতে উচিত।
গড়াইয়া দেও এক ভবন ত্বরিত ১৮৭
তাহা শুনি শিল্পিগণে আনায়্যা রাবণ।
করাইল দিব্য এক গৃহ বিরচন ॥ ১৮৮
যোজন-প্রমাণ দীর্ঘে অতি সুগঠন।
নানাবর্ণ মণিগণে পরম শোভন ॥ ১৮৯
সেই গৃহে বিচিত্র শয়ন পাতি দিল।
তাহে কুম্ভকর্ণ নিদ্রাবেশেতে রহিল ॥ ১৯০
তবে কালে মন্দোদরী গর্ভিণী হইল।
অতি ঘোর এক পুত্র প্রসব করিল ॥ ১৯১
জন্মিমাত্র যে করিল ঘোর এক রব।
লজ্জা পায় যাহা শুনি বর্ষামেঘ-সব ॥ ১৯২
সে শব্দে পর্ব্বত-বন-গৃহাদি-সহিত।
সেই লঙ্কাপুরী খান হইল কম্পিত ॥ ১৯৩
সেই মেঘতুল্য নাদ করিয়া শ্রবণ।
তার নাম মেঘনাদ রাখিল রাবণ ॥ ১৯৪
তবে সেহ কালে হয়্যা যুবা জ্ঞানবান্।
তপস্যা করিতে বনে করিল পয়াণ ॥ ১৯৫
বহুদিন ঘোরতর তপস্যা করিলা।
তাহে তুষ্ট হয়্যা বিধি সাক্ষাত হইলা ॥ ১৯৬
বরং বৃণু বরং বৃণু কন প্রজাপতি।
তাহা শুনি ইন্দ্রজিত কহে তাঁর প্রতি ॥ ১৯৭
যদ্যপি হয়্যাছ প্রভু সন্তুষ্ট-অন্তর।
তবে কৃপা করি মোরে করহ অমর ॥ ১৯৮
বিধাতা কহেন কেহ অমর না হয়।
অন্য বর নাও যেই তব মনে লয় ॥ ১৯৯
মেঘনাদ কহে যদি মৃত্যু না ঘুচিবে।
তবে এই মাত্র বর তুমি মোরে দিবে ॥ ২০০

যুদ্ধার্থী হইয়া যজ্ঞ করিব যখন।
যজ্ঞে রথ-ধনুর্ব্বাণ উঠিবে তখন ॥ ২০১
সেই রথ আমার বাসনা-অনুসারে।
সকল স্থানেতে যেন যাইবারে পারে ॥ ২০২
আর সেই রথে চটি যুঝিব যখন।
দেখিতে না পাবে তবে মোরে কোনোজন ॥
সেই রথ হইবেক অমোঘ অক্ষয়।
কোনো জন তারে যেন বাধিতে নারয় ॥ ২০৪
এত বর শুনি মেঘনাদের বদনে।
তথাস্তু বলিয়া বিধি গেলা স্ব-ভবনে ॥ ২০৫
অগস্ত্য-বদনে শুনি এ সব বচন।
রামচন্দ্র হল্যা অতি আনন্দিত-মন ॥ ২০৬
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২০৭

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ডলীলাবর্ণনে
রাবণাদি-তপোবর্ণনপূর্ব্বক-মেঘনাদ-
জন্ম-শ্রবণবর্ণনো নাম তৃতীয়ঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাবণ-কর্ত্তৃক কুবেরের পরাজয়।

কৃতং দশাস্যেন কুবেরনির্জ্জয়ং
সংশ্রাব্য যঃ কোশলপুর্য্যধীশ্বরম্।
প্রমোদসিন্ধৌ নিতরামবীবিশৎ
বন্দামহে তং কলসোদ্ভবং মুনিম্ ॥ ১

মেঘনাদ তপস্যাতে করিলে গমন।
উপদ্রব আরম্ভিল সংসারে রাবণ ॥ ২
দেবতা দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
মুনি সিদ্ধ সাধ্য নাগ আর যত নর ॥ ৩
এ সকলে করি নানামত উপদ্রব।
পীড়া দিতে আরম্ভিল অতি অসম্ভব ॥ ৪
কারেও তাড়ন করে কারেও বিনাশ।
কাহারো অনল দিয়া পোড়ায় নিবাস ॥ ৫
রমণী রতন বস্ত্র রথ অশ্ব করী।
যার যাহা ভাল দেখে তাহা নেয় হরি ॥ ৬
নন্দনাদি যাবদীয় স্বর্গ-উপবন।
আপুনি যাইয়া করে সে সব ভঞ্জন ॥ ৭
লোক-মুখে শুনি তার এ সব করণ।
অতিশয় দুঃখিত হইলা বৈশ্রবণ ॥ ৮
তবে তারে সান্ত্বনা করিতে করি আশ।
পাঠাইলা এক দূত দশানন-পাশ ॥ ৯
সেই আগে গিয়া বিভীষণ বরাবরে।
সম্ভাষণ কৈলা তাঁরে অধিক আদরে ॥ ১০
বিভীষণ জিজ্ঞাসিলা কুবের-কুশল।
কহিল প্রকাশ করি সেই সে সকল ॥ ১১
পরে বিভীষণ সব বৃত্তান্ত জানিয়া।
রাবণ-নিকটে গেলা দূতেরে লইয়া ॥ ১২
রাজারে সম্ভাষি দূত তাঁর আজ্ঞা নিয়া।
কহিতে লাগিল কিছু আসনে বসিয়া ॥ ১৩
মহারাজ তোমার অগ্রজ বৈশ্রবণ।
তোমার নিকটে মোরে করিলা প্রেষণ ॥ ১৪
কহ্যাছেন তিঁহ তোমাপ্রতি যে বচন।
আমার মুখেতে তাহা করহ শ্রবণ ॥ ১৫
ভ্রাতৃবর দশানন, নিবিষ্ট করিয়া মন,
শুন কিছু আমার বচন।
তুমি হও মহাবীর, বিদ্বান্ গভীর স্থির,
বিবেচক সৌভাগ্য-ভাজন ॥ ১৬
ঘোরতর তপস্যায়, বশ করি বিধাতায়,
পাইয়া দুর্লভ নানা বর।
লঙ্কায় পাইয়া রাজ্য, করিতেছ নিঃশ্বৈর্য্য,
শুনি হয় সুখিত অন্তর ॥ ১৭
আমি হিমালয়-বনে, যাইয়া নির্জ্জন স্থানে,
করি নানা নিয়ম ধারণ।
দেবদেব পঞ্চাননে, দেখিব করিয়া মনে,
করিছিলুঁ তপ আরম্ভণ ॥ ১৮
কদাচিত সেখানেতে, হিমালয়সুতা-সাথে,
দেখিতে পাইলুঁ পশুপতি।
কে বটেন এই বলি, বাম নেত্রে কুতূহলী,
চাহিছিলুঁ তাহে শিবা প্রতি ॥ ১৯
তাহে হয়্যা ক্রুদ্ধ-মতি, চাহিল আমার প্রতি
মহামায়া পর্ব্বতনন্দিনী।
সেই দৃষ্টি-পরভাবে, পাইল পিঙ্গলভাবে
মোর বামনেত্র বহ্নি জিনি ॥ ২০

তবে আমি সেই গিরি, অন্যতটে বাস করি,
অষ্টশত বৎসর ব্যাপিয়া।
ভাবিলাম এক ব্রতে, সাক্ষাত হইলা তাতে,
পশুপতি রূপা প্রকাশিয়া ॥ ২১
কহিলা আমার প্রতি, তোমার তপেতে অতি,
সন্তুষ্ট হয়্যাছে মোর চিত।
অতএব তোহে আমি, বর সমর্পিয়ে তুমি,
হইবে আমার প্রিয় মিত ॥ ২২
দুর্গা-রোষ-দৃষ্টিপাতে, তব বাম নয়নেতে,
হইয়াছে পিঙ্গল বরণ
তেই এক-পিঙ্গেক্ষণ, বলিবে সকল জন,
প্রমাণিয়া আমার বচন ॥ ২৩
এইরূপ পাই বর, আসিয়া আপন ঘর,
শুনিলাম লোকের বদনে।
করি নানা উপদ্রব, পীড়িতেছ তুমি সব,
নাগ-নর সুরলোক-জনে ॥ ২৪
তব হেন দুরাচারে, নাহি পারি সহিবারে,
যাবদীয় সুর-মুনিগণ
পাইয়া উৎকট ত্রাস, তোমারে করিতে নাশ,
করিতেছে উপায় চিন্তন ॥ ২৫
অতএব কহি তোহে, ত্যজি কাম লোভ মোহে,
সু-পথে কর অবস্থান।
অধর্ম্মে মতি, ধর্ম্ম-পথে কর রতি,
মোর বাক্য করহ প্রমাণ ॥ ২৬
পুলস্ত মুনির পৌত্র, হয়্যা বিশ্রবার পুত্র,
যোগ্য নহে হেন আচরণ।
যেন কুলে তব জন্ম, করহ তেমন কর্ম্ম,
লোকে যাহে করে প্রশংসন ॥ ২৭
হেন স্ববান্ধবে, হিত কথা শিখাইবে,
এই লাগি কহিযে তোমারে।
ভাগবত জ্ঞানী, সর্ব্বজ্ঞ বাল্মীকি মুনি,
প্রমাণ বচন অনুসারে ॥ ২৮
কহিলুঁ রাজা কুবের-বচন।
ইহার উত্তর দাও করি বিবেচন ॥ ২৯
দূতের বদনে শুনি কুবের-ভাষণ।
অতিশয় ক্রোধযুক্ত হল্য দশানন ॥ ৩০
দন্তকড়-মড় করি ঘষি করে কর।
করিতে লাগিল তারে কঠোর উত্তর ॥ ৩১
দূত তুমি কহিলে যে বচন আমায়।
বুঝিয়াছি আমিহ তাঁহার অভিপ্রায় ॥ ৩২
হিতবাণী কহে নাই সে কিছু আমায়।
বুঝিয়াছি আমি তার যেই অভিপ্রায় ॥ ৩৩
লঙ্কাপুরী ছাড়ি দিয়া কুবের কুমাত।
মোরে জিনিবারে সেবিয়াছে পশুপতি ॥ ৩৪
তার সখা হয়্যা নিজে বলবান মানি।
কহি পাঠায়্যাছে মোরে এ সকল বাণী ॥ ৩৫
এতদিন গুরু বলি মানিতাম তারে।
ভাল হল্য ঘুচাইল আপনি তাহারে ॥ ৩৬
এক্ষণ বুঝিলুঁ এই তা হত্যে হইল
একের দোষেতে সব সংসার মজিল ॥ ৩৭
শুভ যাত্রা করি আমি অদ্য এইক্ষণে।
বিজয় করিব এই সকল ভুবনে ॥ ৩৮
হেন জন না রাখিব সংসার-মাঝারে
হেন মত আজ্ঞা করে যে দুষ্ট আমারে ॥ ৩৯
আর এক কর্ম্ম মোরে হইবে করিতে।
তোর মত দুষ্ট দূতগণে শিখাইতে ॥ ৪০
যেন তোর মত আর কোনো দুষ্ট জন।
নাহি কহে মোরে কভু হেন দুর্ব্বচন ॥ ৪১
এত কহি তীক্ষ্ণ খড়্গে করি কাটি তারে।
নিশাচর সকলেরে দিল খাইবারে ॥ ৪২
পরে নিজ মন্ত্রিগণে করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিল মহাকোপ-যুক্তমন ॥ ৪৩
যাহ যাহ সবে গিয়া করহ সাজন।
অদ্যাই যাইব জিনিবারে ত্রিভুবন ॥ ৪৪
প্রথমেতে কুবেরের বিনাশি গরব।
পরেতে জিনিব যাবদীয় বীর সব ॥ ৪৫
এত দশশির- বচন গভীর,
শুনি তার মন্ত্রিগণ।
রণের সাজন- বিধানে গমন,
করিল সুখিত-মন ॥ ৪৬
সানা পরে গায়, বাজে নাহি যায়,
কলেবরে রিপু-বাণ।
শিরেতে টোপর, মণি মনোহর,
দিল অতি শোভমান ॥ ৪৭
মণি ঝলমল, মকর-কুণ্ডল,
শ্রবণেতে সমর্পিল।

গলে মণিদাম, ভুজে অভিরাম,
বাজু বালা হাতে দিল ॥ ৪৮
পিঠে বান্ধে তূণ, দিয়া দিব্য গুণ,
ধনুক লইল করে।
ছুরি শূল শাল, গদা অসি ঢাল,
বান্ধিলেক থরে থরে ॥ ৪৯
এমত সাজন, করি ছয় জন,
ধূম্রাক্ষ মারীচ শুক।
প্রহস্ত শারণ, মহোদর রণ-
হেতু চলে সকৌতুক ॥ ৫০
নিজে দশানন, করিয়া সাজন,
চড়িয়া অপূর্ব্ব রথে।
ছয় রথী লয়া, কতুহলী হয়া,
চলিল আকাশ-পথে ॥ ৫১
লঙ্ঘিয়া সাগর, কত বা নগর,
নদী বন ধরাধর।
মুহূর্ত্ত-মাঝারে, কৈলাস-ভূধরে,
সেহ গেল রঘুবর ॥ ৫২
কৈলাসে যাইয়া বাস করিল রাবণ।
এই বার্ত্তা শুনিতে পাইল যক্ষগণ ॥ ৫৩
কুবেরের ভ্রাতা বলি তারে দেখিবারে।
আইল অনেক যক্ষ শিষ্ট-ব্যবহারে ॥ ৫৪
তাহাদিগে দেখি কাছে ডাকিয়া রাবণ।
কহিতে লাগিল তা সবারে এবচন ॥
ওরে মূর্খ তোরা সব ধাইতেছ কেন।
সিংহ দেখিবারে ধায় মৃগগণ যেন ॥ ৫৬
আসিয়াছি আমি তোমাদিগে বধিবারে।
সংবাদ জানাহ গিয়া তোদের রাজারে ॥ ৫৭
মোর আগমন জানাইয়া বৈশ্রবণে।
কহিবে তাহারে কিছু আমার বচনে ॥ ৫৮
পাঠাইয়াছিলে দূত আমার নিকটে।
যেন মূর্খ হও তুমি তেন দূত বটে ॥ ৫৯
কহিছিল সেহ মোরে যেই কুবচন।
তার ফল পাইয়াছে মস্তকচ্ছেদন ॥ ৬০
তুমি যে কয়াছ কটু কথা মোর প্রতি।
তার ফল দিতে এথা এস্যাছি সম্প্রতি ॥ ৬১
অতএব যাবত তোমার বল আছে।
তাহা লয়্যা ত্বরিতে আইস মোর কাছে ॥ ৬২
এ সব বচন মোর কুবেরে কহিয়া।
শীঘ্র তোরা দেহ মোরে উত্তর আনিয়া ॥ ৬৩
রাবণ-বচন শুনি সেই যক্ষদল।
কুবের-নিকটে গিয়া কহিল সকল ॥ ৬৪
তাহা শুনি ধনপতি কুপিত অন্তরে।
আজ্ঞা দিল তা সবারে সাজিতে সমরে ॥ ৬৫
তবে কুবেরের কথা শুনি যত যক্ষগণ।
তারা সমর করিতে চলে করিয়া সাজন ॥ ৬৬
তাহা সবাকার চরণ বাহন পদভরে।
সেই গিরিরাজ কম্পবান থর থর করে ॥ ৬৭
তবে কোলাহল করি যত কুবেরের দানা।
কিবা দশানন-অগ্রদেশে আসি দিল থানা ॥ ৬৮
তাহা দেখিয়া দারুণ দর্প করি দশানন।
নিজ সৈন্যসঙ্গে সমরে করিল নিয়োজন ॥ ৬৯
তবে দুই দলে সুদারুণ দ্বন্দ্ব আরম্ভিল।
যাহা দেখিতে দানব দৈত্য দেবতা আইল ॥ ৭০
তাহে দুই সৈন্যে শর ছাড়ে করি শন শন।
যাহে নাহি হয় কারো দশ দিগন্ত দর্শন ॥ ৭১
পরে সহিতে না পারি যক্ষ সকলের শর।
ছয় রাবণের সেনাপতি হইল কা[illegible]র ॥ ৭২
তাহা দেখি [illegible] নিজে দারুণ দ[illegible]তি।
ঘোর সিংহনাদ ক[illegible] আগে আইল [illegible]ত ॥ ৭৩
তারে দেখিয়া সাহস করি তার সৈন্য [illegible]।
তারা সকলেই দাঁড়াইল করি সিংহরব ॥ ৭৪
পরে একে একে প্রহস্ত প্রভৃতি ছয় জন
তারা সহস্র সহস্র যক্ষ সঙ্গে করে রণ ॥
আর দশানন যত যক্ষ সঙ্গেতে যুঝয়।
তাহা যত্ন করিয়াও কেবা গণিতে পারয় ॥
সেই সব যক্ষ লক্ষ লক্ষ বৃষ্টি করে শর।
যাহে আচ্ছাদিল রথ ঘোড়া সহ লঙ্কেশ্বর ॥
তবে মহাকোপে মত্ত হয়্যা রাজা দশানন।
এক গদা ধরি ভূমিতলে নামিল তখন ॥ ৭৮
সেই গদা ঘুরাইয়া সব শরে চূর্ণ করি।
সেহ প্রবেশিল গিয়া যক্ষ-সৈন্যের ভিতরি ॥ ৭৯
তাহে প্রবেশিয়া গদা ঘুরাইতে আরম্ভিল।
যাহে যক্ষ-সকলেরে চূর্ণ করিতে লাগিল ॥ ৮০
তার সেই গদা কিবা বেগে করয়ে ঘূর্ণন।
যার যেথানেতে পায় করে তাহাই চূর্ণন ॥ ৮১

তাহে গেল কারো মুণ্ড কারো বাহু কারো কর
কারো বুক কারো মধ্যদেশ ভাঙ্গিল বিস্তর ॥ ৮২
তাহে মরিল অনেক যক্ষ গদা-প্রহরণে।
কেহ কেহ ভগ্ন-অঙ্গ হয়্যা পড়ি গেল রণে ॥ ৮৩
অবশিষ্ট বাঁচি রহিল যে কত শত জন।
তারা রণ ছাড়ি পলাইতে কৈল আরম্ভণ ॥ ৮৪
তাহা দেখি বহির্দ্বারেতে থাকিয়া ধনপতি।
সেনাপতি গণ্ডবিন্দুকে পাঠালা শীঘ্রগতি ॥৮৫
সেই গণ্ডবিন্দু সমরে করিয়া আগমন।
এক চক্র ধরি মারীচেরে করিল ক্ষেপণ ॥ ৮৬
সেই চক্রের প্রহারে সুন্দপুত্র হয়্যা হত।
সেই ভূমিতলে পড়িল হইয়া মূর্চ্ছাগত ॥ ৮৭
পুন দুইদণ্ড কাল পরে পাইয়া চেতন।
উঠি করিতে লাগিল তার সঙ্গে ঘোর রণ ॥ ৮৮
সেই মারীচের বাণবেগ সহিতে না পারি।
সেই গণ্ডবিন্দু পলায়ন কৈল রণ ছাড়ি ॥ ৮৯
তবে রণস্থল শূন্য নিরখিয়া দশানন।
সেই ধনপতি-পুরদ্বারে করিল গমন ॥ ৯০
সেই প্রবেশ করিতে যায় দ্বারের ভিতরে।
তাহা দেখি সূর্য্যভানু দ্বারী নিবারণ করে ॥ ৯১
তা বারণ না শুনি প্রবেশয়ে দশানন।
তাহে সূর্য্যভানু হৈলা মহাকোপযুক্ত মন ॥ ৯২
সেই দ্বারের তোরণ-কাষ্ঠ উৎপাটন করি।
সেই প্রহার করিল কোপে রাবণ-উপরি ॥ ৯৩
সেই তোরণ-প্রহারে হত হয়্যা দশানন।
রক্তধারায় শোভিল গিরি হিঙ্গুলে যেমন ॥৯৪
কিন্তু তেমন প্রহারে হত হয়্যাও রাবণ।
ভূমিতলে না পড়িল বিধি-বরের কারণ ॥ ৯৫
কিন্তু তার হস্ত হতে কাড়ি লয়্যা সে তোরণ।
তাহা করি সূর্য্যভানুকে করিল প্রহরণ ॥ ৯৬
সেই তোরণ-প্রহারে সূর্য্যভানু সে মরিল।
তাহা দেখিয়া অপর যক্ষ সব পলাইল ॥ ৯৭
তাহা দেখি মালিভদ্র নামে যক্ষেরে ডাকিয়া।
তারে কহিলা কুবের কিছু প্রণয় করিয়া ॥ ৯৮
ওহে যক্ষবর তুমি রণে করিয়া গমন।
বধ করিয়া আইস এই দুষ্ট দশানন ॥ ৯৯
তাহা শুনি মালিভদ্র তবে যে আজ্ঞা বলিয়া।
রণে চলিলা সানন্দ-চিতে সজ্জিত হইয়া ॥ ১০০
চারি সহস্র সংখ্যক যক্ষ সঙ্গেতে তাহার।
নানা অস্ত্র-শস্ত্র ধরিয়া হইল আগুসার ॥ ১০১
তারা মুষল মুদ্গর গদা ছুরিকা তোমর।
নানাজাতি বাণ ছাড়িতেছে রাক্ষস-উপর ॥১০২
তাহে ক্রুদ্ধ হয়্যা রাবণের মন্ত্রী ছয় জন
তাহা সবার উপরি করে বাণ বরিষণ ॥ ১০৩
তাহে প্রহস্ত নিমেষ মাত্র কালে সে সমরে।
এক সহস্র যক্ষেরে পাঠাইলা যমঘরে ॥ ১০৪
আর নিমেষপ্রমাণ মাত্র কালে মহোদর।
তত যক্ষে পাঠাইয়া দিলা শমননগর ॥ ১০৫
অবশিষ্ট আর দ্বিসহস্র কুবেরকিঙ্করে।
কিবা মারীচ মারিল এক নিমেষ-ভিতরে ॥ ১০৬
কোথা মহামায়াময় সেই রাক্ষসের গণ।
কোথা সরলস্বভাব সেই সব যক্ষগণ ॥ ১০৭
সেই লাগি যক্ষ সকল না পারিয়া যুঝিতে।
প্রাণ পরিহরি চলি গেল শমনপুরীতে ॥ ১০৮
তবে মালিভদ্র দেখি নিজ সৈন্যের মরণ।
নিজে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা কৈলা অগ্রেতে গমন ॥১০৯
তারে নিরখি ধূম্রাক্ষ এক মুষল ধরিয়া।
তার বুকেতে প্রহার কৈল বেগে ঘুরাইয়া ॥১১০
সেই মুষল-প্রহার সহি গদা ধরি করে।
পরে মারিলেক ধূম্রাক্ষের মস্তক-উপরে ॥ ১১১
সেই গদার প্রহারে হয়্যা রুধিরে রঞ্জিত।
সেই নিশাচর ভূমিতলে পড়িল মূর্চ্ছিত ॥ ১১২
তাহা দেখি দশকণ্ঠ কোপে হয়্যা কম্পবান।
এক গদা ধরি রণ-আগে করিল প্রস্থান ॥ ১১৩
তারে দেখি মালিভদ্র ছাড়ি শক্তি তিনখান।
সেই দশাননে বিন্ধিয়া করিল খানখান ॥ ১১৪
তাহে অতিশয় ক্রুদ্ধচিত হয়্যা দশানন।
সেই মালিভদ্র-শিরে কৈল গদা নিপাতন ॥১১৫
সেই গদার প্রহারে ঘুরি গেল তার মুণ্ড।
সেই দিবস অবধি সেহ হৈলা পার্শ্বতুণ্ড ॥ ১১৬
তবে পার্শ্বমুখ হয়্যা মালিভদ্র যক্ষরাজ।
রণ ছাড়ি পলাইয়া গেল পাই বড় লাজ ॥ ১১৭
তবে মালিভদ্র-পলায়ন দেখি নিশাচর।
করে ঘনে ঘনে সিংহনাদ শুন রঘুবর ॥ ১১৮

মালিভদ্র পলাইল দেখি যক্ষবর।
আপনি প্রস্থান কৈলা সমর-ভিতর ॥ ১১৯

পদ্ম-শঙ্খ-আদি নিধিসমূহে বেষ্টিত।
রণ-মাঝে আসিয়া হইলা উপস্থিত ॥ ১২০
তিঁহ অগ্রে নিরখিয়া রাজা দশাননে।
কহিতে লাগিলা তারে কঠোর-বচনে ॥ ১২১
দুষ্ট তোর হিত লাগি আমি দূত দ্বারে।
কহি পাঠাইয়াছিলুঁ কিঞ্চিৎ তোমারে ॥ ১২২
তাহা না মানিয়া আসিয়াছ যুঝিবারে।
যোগ্য বটে ইহা লোক শাস্ত্র অনুসারে ॥ ১২৩
দুষ্টের স্বভাব কৈলে হিত-উপদেশ।
হিত-বুদ্ধি নাহি করি করে তাতে দ্বেষ ॥ ১২৪
কিন্তু না করিলে গ্রাহ্য মোর যে বচন।
কালেতে করিবে ইহা সকল স্মরণ ॥ ১২৫
বুঝিলাম বিরুদ্ধ হয়্যাছে দৈব তোর।
এ লাগিয়া না শুনিলে হিত বাক্য মোর ॥ ১২৬
মাতা পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আচার্য্য ব্রাহ্মণ।
ইহাদের বাক্য নাহি মানে দুষ্টজন ॥ ১২৭
যেই জন এ সবার বাক্য না মানয়।
তাহারে না সম্ভাষিবে এই শাস্ত্রে কয় ॥ ১২৮
ক্ষণকাল তোর সঙ্গে আলাপ করিতে।
অতএব মাত্র বাঞ্ছা নাহি মোর চিতে ॥ ১২৯
কুবেরের কথা শুনি কুপিত রাবণ।
কহিতে লাগিল তারে কর্কশ বচন ॥ ১৩০
সমরে আইসে শূর জন যেই সব।
না দেখায় তারা কভু সম্বন্ধ-গৌরব ॥ ১৩১
রণে আসি সম্বন্ধ-গৌরব যে দেখায়।
সেই জনে ক্লীব বলি সর্ব্বলোকে গায় ॥ ১৩২
অতএব এক্ষণ সে কথা উপেখিয়া।
শূরত্ব প্রকাশ কর সমর করিয়া ॥ ১৩৩
শিক্ষা নিতে তোমা-কাছে যাইব যখন।
যে আছে গৌরব তাহা দেখাবে তখন ॥ ১৩৪
দশানন-বচনেতে কুপিত হইয়া।
রণে আল্যা যক্ষপতি গদা ঘুরাইয়া ॥ ১৩৫
দশাননো তাহা দেখি গদা লয়্যা করে।
প্রবেশিলা সিংহনাদ করিয়া সমরে ॥ ১৩৬
তবে দুই জনে গদাযুদ্ধ আরম্ভিলা।
যাহা দেখি ত্রিভুবন বিস্ময় হইলা ॥ ১৩৭
কিন্তু সেই সমরে সমান দুই জন।
না হইল জয় পরাজয় এ কারণ ॥ ১৩৮
তবে গদাযুদ্ধ তেজি ধরি ধনুঃশর।
আরম্ভিলা দুইজনে প্রচণ্ড সমর ১৩৯
কুবের ছাড়িলা প্রথমেতে বহ্নিশর।
যার তেজে দহিতে লাগিল দিগন্তর ॥ ১৪০
রাবণ বারুণবাণ কৈলা বিমোচন।
তার বলে বহ্নিবাণে কৈল নিবারণ ॥ ১৪১
তবে নিজ মায়াবলে রাজা দশানন।
করিলেক নানাবিধ মুরতি ধারণ ॥ ১৪২
শরভ শার্দ্দূল সিংহ দ্বিরদ শূকর।
মহিষ মার্জ্জার মেষ মেঘ মহীধর ॥ ১৪৩
দেবতা দানব দৈত্য দহন সাগর।
ভুজঙ্গ ভৈরব ভূত জম্বুক মকর ॥ ১৪৪
এ সকল মায়া দেখি অতি ঋজু-চিত।
ধনপতি মোহ পাই হইলা স্তম্ভিত ॥ ১৪৫
সেই অবকাশে কাছে আসি দশানন।
কুবেরের মাথে কৈলা গদা নিপাতন ॥ ১৪৬
তাহার প্রহারে তিঁহ হইয়া মূর্চ্ছিত।
হইলা রুধিরে আর্দ্র ভূতলে পতিত ॥ ১৪৭
কুবেরে কাতর দেখি তাঁর অনুচর।
তাঁরে লয়্যা পলায়ন করিল সত্বর ॥ ১৪৮
স্বর্গেতে নন্দনবনে লইয়া তাঁহারে।
সুস্থ কৈলা যত্ন করি নানা উপচারে ॥ ১৪৯
এখানে সমর-জয় করি লঙ্কেশ্বর।
প্রবেশিল কুবেরের নগর-ভিতর ॥ ১৫০
পুষ্পক-বিমান ছিল কুবের-ভবনে।
গ্রহণ করিল তাহা আপন কারণে ॥ ১৫১
সেইত পুষ্পকে পাই চঢ়িয়া তাহায়।
মানিল জগত-জয়ী বলি আপনায় ॥ ১৫২
সে পুরীতে যত দিব্য রত্ন নারী ছিল।
বলে হরি আনি সেই রথে তুলি নিল ॥ ১৫৩
এইরূপে কুবেরে করিয়া পরাজয়।
নামিল সেখান হৈতে রাবণ নির্ভয় ॥ ১৫৪
অগস্ত্য-বদনে শুনি রাবণ-চরিত।
রামচন্দ্র হইলেন সুখিত বিস্মিত ॥ ১৫৫
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ১৫৬

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ডলীলাকথা-
বর্ণনে চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাবণের কৈলাস উত্তোলন ও দিগ্বিজয়।

কৈলাস-ভূধর-সমুদ্ধরণং মরুত্ত-
ক্ষ্মাপালসঙ্গমমথার্জ্জুনতো জয়ঞ্চ।
লঙ্কাপতেঃ কলসজান্নিশময্য চিত্রং
হাসং সুখঞ্চ কলয়ন্ হৃদি মোহস্ত রামঃ॥১

কুবের নগর হৈতে বাহির হইয়া।
রাবণ কৈলাসে ভ্রমে পুষ্পকে চড়িয়া॥ ২
কিছু দূর গিয়া সেহ দেখে শরবণ।
যেখানে জন্মিযাছিলা ময়ূরবাহন॥ ৩
সেই বন স্বর্ণময় পরম সুন্দর।
তেজে ঝলমল করে যেমন ভাস্কর॥ ৪
সেই বন দিয়া সেহ পর্ব্বত-উপরে।
যাইবারে অন্তরেতে মনোরথ করে॥ ৫
কিন্তু সে পুষ্পক সেই স্থানের শক্তিতে।
স্তম্ভিত হইল আর পারে না যাইতে॥ ৬
তাহা দেখি বিস্মিত হইয়া লঙ্কাপতি।
[illegible] লাগিল নিজ মন্ত্রিগণ প্রতি॥ ৭
একি কামগামী পুষ্পক-বিমান।
কারণে এখানেতে না করে পয়াণ॥ ৮
অগম্য স্থান না আছে কিঞ্চিত।
কারণে এহ এথা হইল স্তম্ভিত॥ ৯
শুনি কহে তারে তাড়কানন্দন।
শুন শুন মহারাজ ইহার কারণ॥ ১০
পুষ্পক রথ কুবের-বিহনে।
নাহি বহে কদাচিতো অন্য কোনো জনে॥১১
সম্প্রতি আমরা সবে চড়িয়াছি ইথে।
অতএব নাহি চলে এই হয় চিতে॥ ১২
এইরূপ কহিতেছে তাহারা সকলে।
হেন কালে শ্রীনন্দী আইলা সেই স্থলে॥ ১৩
গিরিতটে থাকি কন নিকষা-সন্তানে।
দশগ্রীব ফিরি যাহ না আস্য এখানে॥ ১৪
মহাদেব শ্রীশঙ্কর পার্ব্বতী-সহিতে।
বিহার করেন সদা এইত গিরিতে॥ ১৫
তিঁহই অসুর নিশাচর আদি করি।
সবার অগম্য কর্য়াছেন এ শিখরী॥ ১৬
অতএব এখানেতে নাহি আস্য আর।
আইলে তোমার হবে অবশ্য সংহার॥ ১৭
নন্দীর বচন শুনি ক্রোধযুক্ত-মন।
রথ হৈতে লম্ফ দিয়া নামিল রাবণ॥ ১৮
কে শিব কে শিব বলি কিছু দূর গিয়া।
নন্দীরে দেখিল সেহ উর্দ্ধেতে চাহিয়া॥ ১৯
বানর-সমান মুখ তাঁহার দেখিয়া।
হাসিল বিস্তর সেই ইঙ্গিত করিয়া॥ ২০
তার হাস্য দেখি রুষ্ট হয়্যা নন্দীশ্বর।
কহিতে লাগিল তারে কঠোর-উত্তর॥ ২১
দুষ্ট তুমি কপি-মুখ দেখিয়া আমারে।
হাস্য করিতেছ মাতি গরব-বিথারে॥ ২২
অতএব আমি তোকে দিয়ে একশাপ।
বানর হইতে তুমি পাবে মনস্তাপ॥ ২৩
বানরের হাতে হবে তব গর্ব্ব-ক্ষয়।
বানর হইতে তব বংশ পাবে লয়॥ ২৪
আমিহ যে পারি দণ্ড করিতে তোমার।
কিন্তু তাহা যোগ্য নহে আমা সবাকার॥ ২৫
আপন কুকর্ম্মে হত হয় সেই জন।
সাধু জন তারে নাহি করয়ে হনন॥ ২৬
নন্দীশ্বর-শাপ বাক্য না করি গণন।
তাঁর প্রতি কহিলেক পুন দশানন॥ ২৭
যে বাধ করিল মোর পুষ্পকের গতি।
তার প্রতিকার করি আমিহ সম্প্রতি॥ ২৮
কি বলে সর্ব্বদা এথা বিহরে শঙ্কর।
নাহি জানে এথা আসিয়াছে লঙ্কেশ্বর॥ ২৯
তোদের গোপতি মোর গতি বাধ করে।
উৎপাটন করি আমি তাহার ভূধরে॥ ৩০
তবে এত বলি মহাবলী রাজা দশানন।
নিজ ভুজে করি সেই গিরি করিল ধারণ॥ ৩১
যেন কোনো করি শুণ্ডে ধরি কোনো বৃক্ষবরে।
উপাড়িতে তারে বলভরে আকর্ষণ করে॥ ৩২
তেন কৈলাসেরে ধরি করে টানে দশানন।
তাহে শিব-বাস সে কৈলাস করয়ে ঘূর্ণন॥ ৩৩
তাহে পায় ভঙ্গ নানারঙ্গ শিখর খসয়।
কত মহাবৃক্ষ লক্ষ লক্ষ উপাড়ি পড়য়॥ ৩৪

তাহে করি-হরি-আদি করি যত পশু ছিল।
তারা পাই ভয় অতিশয় কান্দিতে লাগিল ॥ ৩৫
আর ছিল যত শত শত কিন্নর-কিন্নরী।
তারা ভীত-হয়্যা উঠে গিয়া আকাশ-উপরি ॥
যত শ্রীশঙ্কর-অনুচর-অনুচরী ছিল।
তারা সশঙ্কিত ভীতচিত কাঁদিতে লাগিল ॥ ৩৭
আর লম্বোদর শক্তিধর আদি যত জন।
তাঁরা কি হইল কি হইল বলেন সঘন ॥ ৩৮
অন্ত কব কিবা নিজে শিবা ত্রাসযুক্ত-মন।
ভুজে ধরি কণ্ঠে নীলকণ্ঠে করিলা বেষ্টন ॥ ৩৯
এথা দশস্কন্ধ রোষে অন্ধ হয়্যা বিলক্ষণ।
সেই কৈলাসেরে নিজজোরে কৈল উৎপাটন ॥
একি পুন আর চমৎকার তেন গিরিবরে।
তুলিলেক ধরি হেলা করি আকাশ-উপরে ॥ ৪১
হেন ভুজবল দেখি জল-স্থল-ব্যোম-বাসী।
সবে সবিস্ময় হয়্যা কয় একি বলরাশি ॥ ৪২
তবে শূলপাণি সব জানি কিঞ্চিত হাসিয়া।
বাম পদাঙ্গুষ্ঠে শৈলপৃষ্ঠে ধরিলা চাপিয়া ॥ ৪৩
তাঁর পদভারে সহিবারে না পারি কাতর।
সেই লঙ্কাপতি-ভুজতিতি করে চড় চড় ॥ ৪৪
সেই ভুজক্লেশে আর রোষে হয়্যা অভিভূত।
নিশাচর-মণি এক ধ্বনি কৈল অদভূত ॥ ৪৫
সেই ঘোর স্বন কোন্ জন পারয়ে বর্ণিতে।
যাহে ত্রিভুবন ঘনেঘন লাগিলা কাঁপিতে ॥ ৪৬
যত দেবততি হয়্যা অতি সশঙ্কিতমন।
তারা কি হইল কি হইল করয়ে চিন্তন ॥ ৪৭
যত দিতিসুত ভয়যুত নর-নাগচয়।
তারা পাই ভয় সবে কয় হইল প্রলয় ॥ ৪৮
এত দশানন বিক্রমণ দেখি মহেশ্বর।
হয়্যা তুষ্টমন দরশন দিলা রঘুবর ॥ ৪৯
পর্ব্বত শিখরে আসি দাঁড়ায়্যা শঙ্কর।
কহিলেন রাবণে সংহার নিজ ডর ॥
দশানন দেখি তব দিব্য ভুজবল।
হইলাম আমি বড় আনন্দে বিহ্বল ॥ ৫১
অতএব তোহে কহিতেছি তুষ্ট চিতে।
যাহ তুমি ইচ্ছা হয় যেদিগে যাইতে ॥ ৫২
করিলে তুমিহ যেই অসম্ভব রব।
ইহাতে শঙ্কিত হল্যা ত্রিভুবন সব ॥ ৫৩
অতএব তব নাম হইল রাবণ।
ডাকিবেক এই নামে তোহে ত্রিভুবন ॥ ৫৪
শিবের বচন শুনি রাজা লঙ্কেশ্বর।
পূর্ব্ব স্থানে নামাইল কৈলাস ভূধর ॥ ৫৫
মহাদেব-কাছে গিয়া করিয়া প্রণতি।
নিবেদন করে তাঁরে ভক্তিযুক্ত-মতি ॥ ৫৬
বুঝিলাম প্রভু তোমা-সম কৃপাময়।
এ তিন ভুবনমাঝে কেহ নাহি হয় ॥ ৫৭
একি দেখি যে দৌরাত্ম্য করিয়াছি আমি।
ইথে মোর সংহারেতে যোগ্য হন স্বামী ॥ ৫৮
তাহা না করিয়া কৈলে করুণা বিস্তার।
ইহাতে জানিলুঁ সীমা নাহি করুণার ॥ ৫৯
অতএব আজি হৈতে করি প্রাণপণ।
আশ্রয় করিলুঁ আমি তোমার চরণ ॥ ৬০
এত কহি পুন তাঁরে করিয়া বন্দন।
পুষ্পকে চড়িয়া যাত্রা করিল রাবণ ॥ ৬১
স্বর্ণময় এক লিঙ্গ করিয়া গঠন।
সেই দিন হত্যে নিত্য করে শিবার্চ্চন ॥ ৬২
তবে ভূমিতলে আসি রাজা দশানন।
দিগ্বিজয় করি সদা করয়ে ভ্রমণ ॥ ৬৩
তাহে যারা দর্পে মাতি করয়ে সমর।
তাহাদিগে বধিয়া পাঠায় যমঘর ॥ ৬৪
যারা ভীত হয়্যা দেয় জয়পত্র লেখি।
তাহাদিগে প্রাণে রাখে অবসন্ন দেখি ॥
এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে দশানন।
করিল উশীরবীজ-পর্ব্বতে গমন ॥ ৬৬
সেথা মুনি সংবর্ত্তেরে করিয়া আচার্য্য।
মরুত্ত-নৃপতি যজ্ঞ করে মহা আর্য্য ॥ ৬৭
যজ্ঞ-স্থানে বসিয়া আছেন দেবগণ।
হেন কালে সেখানে আইল দশানন ॥ ৬৮
তাহারে দেখিয়া তবে যাবত অমর।
নিজ নিজ মূর্ত্তি ত্যজি ধরিলা অপর। ৬৯
মহেন্দ্র ময়ূর হৈল জলপাত হাঁস।
যম কাক হইলা কুবের কৃকলাস ॥ ৭০
এইরূপে আর আর যত দেবগণ।
অপর অপর মূর্ত্তি করিলা ধারণ ॥ ৭১
তবে সেই যজ্ঞস্থলে প্রবেশি রাবণ।
কহিল মরুত্ত নৃপতিরে এ বচন ॥ ৭২

মহারাজ যুদ্ধ কর তুমি মোর সনে।
কিম্বা পরাজয় মাগি নাও স্ববদনে ॥ ৭৩
রাবণ-বচন শুনি মরুত্ত ভূপতি।
পরিচয় জিজ্ঞাসিলা দশানন প্রতি ॥ ৭৪
তাহা শুনি অট্টহাস করি দশানন।
মরুত্তের প্রতি কহিলেক এ বচন ॥ ৭৫
মহারাজ তুমি নাহি জানহ আমারে।
দশানন-নাম আমি বিখ্যাত সংসারে ॥ ৭৬
বিশ্রবার পুত্র আমি কুবের-অনুজ।
মোরে নাহি জানে হেন আছে কে মনুজ ॥ ৭৭
সংসৈন্যে পরাজয় করি বৈশ্রবণে।
কাটিয়া লয়্যাছি আমি পুষ্পক স্যন্দনে ॥ ৭৮
দশানন-বচন শুনিয়া হাসি হাসি।
তাহারে কহিলা রাজা অযোধ্যা-নিবাসী ॥ ৭৯
ধন্য ধন্য দশানন তুমি মহাশয়।
যে করিলে অগ্রজেরে রণে পরাজয় ॥ ৮০
এ কর্ম্মেতে নাহি বড় অধর্ম্মসঞ্চার।
লোকেতেও বড় নিন্দা না করে ইহার ॥ ৮১
হেন কর্ম্ম করি শ্লাঘা কর স্ববদনে।
তোমা-সম নির্লজ্জ কে আছে ত্রিভুবনে ॥ ৮২
থাক করিয়াছ তুমি যত দুরাচার।
তোমারে দেখাই আজি আমি ফল তার ॥ ৮৩
এত বলি ধনুর্ব্বাণ করিয়া ধারণ।
যুদ্ধ করিবারে রাজা করয়ে গমন ॥ ৮৪
নিরখিয়া শ্রীসম্বর্ত্ত তপোধন।
থাণ্ডলিয়া তারে কহেন বচন ॥ ৮৫
কর মহারাজ অযোগ্য করণ।
তোর কর্ত্তব্য নহে সম্প্রতি এ রণ ॥ ৮৬
দীক্ষিত হয়্যাছ তুমি যজ্ঞেতে সম্প্রতি।
হিংসা কৈলে হবে তাহাতে ব্যাহতি ॥ ৮৭
মাহেশ্বর-যজ্ঞ যদি হয় ভ্রষ্ট।
সমুদয় কুল করিবেক নষ্ট ॥ ৮৮
আর দেখ রণেতেও না দেখি নিশ্চয়।
হইবে ইহাতে জয় কিংবা পরাজয় ॥ ৮৯
অতএব যদি মান আমার বচন।
তবে তুমি সমরেতে না কর গমন ॥ ৯০
মুনির বচন শুনি ভূপতি সুব্রত।
হইলা সমর-যাত্রা হইতে নিবৃত্ত ॥ ৯১
তাহা নিরখিয়া শুক দিলেক ঘোষণ।
মরুত্ত রাজারে জয় করিলা রাবণ ॥ ৯২
পরে সে যজ্ঞেতে ছিল যত মুনিগণ।
রাক্ষসেরা কৈল প্রায় তা সবে ভক্ষণ ॥ ৯৩
পরে নিজে জয়ী বলি মানি দশানন।
সৈন্য লয়্যা অন্য স্থানে করিল গমন ॥ ৯৪
রাবণ যাইলে পরে যত দেবগণ।
আপন আপন মূর্ত্তি করিল ধারণ ॥ ৯৫
তার মধ্যে মহাসুখী হয়্যা পুরন্দর।
ময়ূর পক্ষীর প্রতি দিলা এই বর ॥ ৯৬
ময়ূর হয়্যাছি আমি তুষ্ট তোমা প্রতি।
অতএব কিছু বর অর্পিয়ে সম্প্রতি ॥ ৯৭
আমার আছয়ে যেন সহস্র নয়ন।
হইবে তোমার তেন দিব্য বর্হগণ ॥ ৯৮
আমিহ করিব যবে বৃষ্টি মেঘদ্বারে।
পাইবে তুমিহ তবে আনন্দ বিস্তারে ॥ ৯৯
পূর্ব্বে ময়ূরের বর্হ নীলমাত্র ছিল।
মহেন্দ্রের বর পাই বিচিত্র হইল ॥ ১০০
বরুণ কহিলা কিছু রাজহংস-প্রতি।
তোহে কিছু বর দিয়ে আমি পক্ষিপতি ॥ ১০১
হইবে সকল শুক্ল তব পক্ষ সব।
জল পাই তুমি সুখ পাবে অসম্ভব ॥ ১০২
পূর্ব্বে হংসপাখা সব শুক্ল নাহি ছিল।
বরুণের বরে শুক্ল সকল হইল ॥ ১০৩
কৃকলাস প্রতি কহিলেন বৈশ্রবণ।
আমি কিছু করি তোহে বর সমর্পণ ॥ ১০৪
কৃষ্ণবর্ণ আছে তব সব কলেবর।
ইহা ঘুচি হবে তুমি নানা-বর্ণধর ॥ ১০৫
কাকেরে সন্তুষ্ট হয়্যা কহিল শমন।
তোহে কিছু বর দিব আমি তুষ্টমন ॥ ১০৬
সব জন হয় যেন রোগেতে পীড়িত।
তেন মতে না হইবে তুমি কদাচিত ॥ ১০৭
যাবত তোমারে কোনো জন না মারিবে।
তাবত তোমার মৃত্যু কভু না হইবে ॥ ১০৮
মনুষ্য যে প্রেতলোকে পিণ্ড সমর্পিবে।
তুমিহ খাইলে সেহ তর্পিত হইবে ॥ ১০৯
এইরূপে বর দিয়া যজ্ঞ পূর্ণ করি।
দেবতাসকল গেলা আপন নগরী ॥ ১১০

এখানে রাবণ রাজা ভ্রমিয়া ভুবনে।
পরাজয় করিতে লাগিল নৃপগণে ॥ ১১১
বড় বড় নৃপ-কাছে করিয়া গমন।
এই কথা জিজ্ঞাসা করয়ে দশানন ॥ ১১২
মহারাজ মোর সঙ্গে কর তুমি রণ।
কিম্বা পরাজয়পত্র করহ লিখন ॥ ১১৩
তাহা শুনি কত রাজা করিয়া সমর।
পরাণ তেজিয়া গেল শমন-নগর ॥ ১১৪
দুষ্মন্ত সুরথ গাধি পুরূরবা গয়।
এই আদি সবে লিখি দিল পরাজয় ॥ ১১৫
অগস্ত্যবদনে শুনি এতেক বচন।
রামচন্দ্র করেন তাঁহারে জিজ্ঞাসন ॥ ১১৬
মুনিবর পূর্ব্বে কি এ ধরণীমণ্ডলে।
কোনোজন বীর নাহি ছিল কোনো স্থলে ॥ ১১৭
যেহেতুক দিগ্বিজয়ে গিয়া দশানন।
কোনো স্থানে না পাইল কিছুই ধর্ষণ ॥ ১১৮
প্রভু-বাক্য শুনিয়া অগস্ত্য মহাজ্ঞানী।
কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি এই বাণী ॥ ১১৯
রঘুবর শ্রবণ করহ মোর স্থানে।
দশানন পরাভব পাইল যেখানে ॥ ১২০
এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে দশানন।
মাহিষ্মতী নগরেতে করিল গমন ॥ ১২১
যেখানেতে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন-আখ্যান।
বাস করি ছিলা রাজা মহা ভাগ্যবান্ ॥ ১২২
সেথা গিয়া অর্জ্জুনে না দেখিয়া রাবণ।
অর্জ্জুনের মন্ত্রিগণে কৈল জিজ্ঞাসন ॥ ১২৩
তোমাদের স্বামী কোথা অর্জ্জুন নৃপতি।
কহ গিয়া শীঘ্র তারে মোর সমাগতি ॥ ১২৪
যুদ্ধ লাগি আমি করিয়াছি আগমন।
শীঘ্র আসি করু সেহ মোর সঙ্গে রণ ॥ ১২৫
রাবণের বাক্য শুনি রাজমন্ত্রিগণ।
উত্তর করিল তারে ভয়-শূন্য-মন ॥ ১২৬
লঙ্কাপতি আজি মো-সবার মহারাজ।
নর্ম্মদায় গিয়াছেন লয়্যা স্ত্রী-সমাজ ॥ ১২৭
করিবেন সেখানেতে জল-বিহরণ।
যদি ইচ্ছা হয় সেথা করহ গমন ॥ ১২৮
তাহা শুনি দশানন নিজ সৈন্যসঙ্গে।
নর্ম্মদায় গমন করিল যুদ্ধরঙ্গে ॥ ১২৯

কথোদূর গিয়া দেখি নর্ম্মদা নদীরে।
কহিতে লাগিল সব নিশাচর-বীরে ॥ ১৩০
দেখ দেখ আকাশের মধ্যে দিনপতি।
উপস্থিত হইয়াছে আসিয়া সম্প্রতি ॥ ১৩১
এহ অদ্য ধীরে ধীরে করিছে গমন।
বুঝি মোরে দেখিয়া হয়্যাছে ভীতমন ॥ ১৩২
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহে সমীরণ।
বুঝি করিতেছে এহ আমার সেবন ॥ ১৩৩
নিস্তরঙ্গ হয়্যা আছে নর্ম্মদা তটিনী।
মোরে দেখি স্তব্ধ যেন সভয় ভাবিনী ॥ ১৩৪
অতি রমণীয় দেখি এই তটে স্থান।
করিব আমরা সবে এইস্থানে স্নান ॥ ১৩৫
অতএব তোরা সবে অঙ্গ প্রক্ষালিয়া।
আনহ আমার লাগি কুসুম তুলিয়া ॥ ১৩৬
আমি স্নান করি এই তরঙ্গিণী-তীরে।
পূজন করিব মহাদেব পিনাকীরে ॥ ১৩৭
রাবণ-বচন শুনি নিশাচরগণ।
শুদ্ধ হয়্যা কৈল বহু পুষ্প আহরণ ॥ ১৩৮
তাহা দেখি নিজে স্নান করি দশানন।
নদীতটে কৈলা শিবপূজা আরম্ভণ ॥ ১৩৯
বালুকাবেদিতে রাখি লিঙ্গ স্বর্ণময়।
গন্ধ পুষ্প আদি দিয়া পূজন করয় ॥ ১৪০
পূজা করি গাল বাজাইয়া দশানন।
করতালী দিয়া কৈল বিস্তর নর্ত্তন ॥ ১৪১
পুনর্ব্বার আসনেতে বসিয়া রাবণ।
করিলেক পুনরপি পূজা আরম্ভণ ॥ ১৪২
হেনই সময়ে হল্য একি চমৎকার।
শ্রবণ করহ তাহা বদনে আমার ॥ ১৪৩
যেখানে রাবণ পূজা করে শ্রীশম্ভুরে।
কার্ত্তবীর্য্য কেলি করে তার কিছু দূরে ॥ ১৪৪
সহস্র সুন্দরী লয়্যা নর্ম্মদার জলে।
জলক্রীড়া করে রাজা মহাকুতূহলে ॥ ১৪৫
কিছু দূরে অস্ত্রধারী রাজভৃত্যগণ।
পথরোধ করিয়াছে নির্জ্জন কারণ ॥ ১৪৬
সেই রাজা নারীগণ-বৈকল্য দেখিতে।
করিলেক এক কর্ম্ম অদ্ভুত শুনিতে ॥ ১৪৭
দশশত বাহু জলে করিয়া ক্ষেপণ।
করিলেক নর্ম্মদার স্রোত নিবারণ ॥ ১৪৮

স্রোতোবদ্ধ হয়্যা জল বাঢ়য়ে সত্বরে।
তাহাতে রমণীগণ উঠুডুবু করে ॥ ১৪৯
কেহ ভীত হয়্যা ধরে নরপতি-গলে।
তাহাতে ভাসয়ে সেহ মহাকুতূহলে ॥ ১৫০
এইরূপে বিহরয়ে সেই নৃপরায়।
এথা সেই নদীজল প্রতিলোমে ধায় ॥ ১৫১
সেইজল বেগেতে ধাবন করি আসি।
ভাসাইল রাবণের পূজাপুষ্পরাশি ॥ ১৫২
তাহা দেখি দশানন সম্ভ্রান্ত হইয়া।
উঠি দাঁড়াইল পূজা নাহি সমাপিয়া ॥ ১৫৩
কোথা হতে আলা জল জানিবার তরে।
বিংশতি নয়নে চাহে চারি দিগন্তরে ॥ ১৫৪
তবে পশ্চিমেতে দেখি জল আগমন।
নিশ্চয় করিতে নাহি পারিল কারণ ॥ ১৫৫
যেহেতুক সেই নদী পশ্চিমবাহিনী।
হইতে না পাবে সেই পূরব-গামিনী ॥ ১৫৬
সমুদ্রেরো তরঙ্গ না পারে সম্ভাবিতে।
যেহেতু সে স্থান দূর সমুদ্র হইতে ॥ ১৫৭
তবে সেহ দক্ষহস্ত-অঙ্গুলি-চালনে।
প্রেরিল জানিতে শুক সহিতে সারণে ॥ ১৫৮
পশ্চিমাভিমুখে তারা গগনমার্গেতে।
[illegible]লের হেতু জানিতে বেগেতে ॥ ১৫৯
[illegible]শ যাই তবে তারা দুই জন।
[illegible]তে অর্জ্জুনেরে করিল দর্শন ॥ ১৬০
[illegible]ত ভুজে করি নদী রোধ করি।
ক্রীড়া করে লয়্যা সহস্র সুন্দরী ॥ ১৬১
[illegible]হা দেখি বিস্মিত হইয়া দুইজন।
[illegible]ণ-নিকটে আসি কৈল নিবেদন ॥ ১৬২
[illegible] পর্ব্বতপ্রমাণ এক নর।
[illegible]র্কি-সমান-দশশত-ভুজধর ॥ ১৬৩
[illegible] রমণী লয়্যা নর্ম্মদার জলে।
[illegible]লক্রীড়া করিতেছে কাম-কুতূহলে ॥ ১৬৪
সেহ ভুজে করি নদী-রোধ করিয়াছে।
তাহাতেই এই জল ফিরি আসিয়াছে ॥ ১৬৫
চরের বচন শুনি রাজা লঙ্কেশ্বর।
সেইত অর্জ্জুন বলি উঠিল সত্বর ॥ ১৬৬
সঙ্গে লয়্যা আপনার সব সৈন্যগণ।
চলিল অর্জ্জুন-কাছে করিবারে রণ ॥ ১৬৭
যাত্রাকালে হয় তার নানা অমঙ্গল।
ক্ষুব্ধ হয়্যা শব্দ করে সমুদ্র-সকল ॥ ১৬৮
অভিমুখ হয়্যা বহে প্রচণ্ড পবন।
বাম ভুজ নেত্র তার করয়ে নর্ত্তন ॥ ১৬৯
সে সকলে কিছু নাহি করিয়া গণন।
যুদ্ধ-কুতূহলে মাতি চলে দশানন ॥ ১৭০
অর্জ্জুনের সেনা দেখে কিছু দূর গিয়া।
পথ আগুলিয়া রয়্যাছে থানা দিয়া ॥ ১৭১
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়্যা রাজা দশানন।
কহিতে লাগিল তাহাদিগে এ বচন ॥ ১৭২
যাহ তোরা কহ গিয়া অর্জ্জুন রাজায়।
যুদ্ধ লাগি এস্যাছেন রাবণ এথায় ॥ ১৭৩
তার বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন সৈন্য-ততি।
অস্ত্র ধরি দাঁড়াইয়া কহে তার প্রতি ॥ ১৭৪
ভাল বটে ভাল বটে ওহে দশানন।
ভাল করিয়াছ যুদ্ধকাল-নিরূপণ ॥ ১৭৫
যে জন মাতিয়া রহে নারীসঙ্গ-রঙ্গে।
যুঝিতে কে কুতূহলী হয় তার সঙ্গে ॥ ১৭৬
ক্ষমা কর থাক অদ্য বিশ্রাম করিয়া।
কল্য মহারাজ তোহে তুষিবা যুঝিয়া ॥ ১৭৭
যদি বা হইয়া থাক বড় উৎকণ্ঠিত।
তবে আগে যুদ্ধ কর মোদের সহিত ॥ ১৭৮
এত কহি তারা সবে সাজি দাড়াইল।
তবে দুই দলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১৭৯
শর শূল শেল শঙ্কু শাণিত শাবল।
নিক্ষেপ করয়ে পরস্পরে দুইদল ॥ ১৮০
এইরূপ কিছুকাল করি ঘোর রণ।
পরাক্রম প্রকাশিল নিশাচরগণ ॥ ১৮১
দাবানল যেন দহে শুষ্ক তৃণবন।
তেন নৃপসৈন্যে তারা কৈল সংহরণ ॥ ১৮২
তাহা দেখি দ্বারী গিয়া অর্জ্জুন-গোচর।
সেই বার্ত্তা নিবেদন করে যোড়কর ॥ ১৮৩
মহারাজ নিশাচরপতি-দশানন।
আসিয়াছে তব সঙ্গে করিবারে রণ ॥ ১৮৪
পথমধ্যে প্রভুর যাবত্ত অনুচর।
আরম্ভিয়াছিল তার সহিত সমর ॥ ১৮৫
কিন্তু দেখিলাম তারা হয় মহাবল।
ক্ষণমাত্রে প্রভু-সৈন্যে নাশিল সকল ॥ ১৮৬

এক্ষণ কর্ত্তব্য কিবা আমা সবাকার।
তাহা আজ্ঞা কর মোরে করিয়া বিচার॥ ১৮৭
দশানন-আগমন শুনি নারীগণ।
ভয়েতে অর্জ্জুন-মুখ করে নিরীক্ষণ॥ ১৮৮
কিছু ভয় নাই তোরা থাক এই স্থান।
বান্ধি আনি আমি তারে করি অপমান॥ ১৮৯
এত কহি কোপে অতি অরুণ-নয়ন।
তীরেতে উঠিল কৃতবীর্য্যের নন্দন॥ ১৯০
এক গদা পঞ্চশতবাহু-পরিমাণ।
ধরিয়া ধাইল ধরা করি কম্পমান॥ ১৯১
তবে দূর হৈতে তারে দেখি প্রহস্ত প্রবল।
পথ-মধ্যে আসি দাঁড়াইল ধরিয়া মুষল॥ ১৯২
যবে কার্ত্তবীর্য্য নিকটে ক'রল আগমন।
তবে মহাবেগে মুষল সে করিল ক্ষেপণ॥ ১৯৩
সেই মুষল উগারে অগ্নি ঝলকে ঝলকে।
যেন বাসব-বজ্রেতে বহ্নি বহুত ললকে॥ ১৯৪
সেই মুষল দেখিয়া কৃতবীর্য্যের নন্দন।
নিজ গদা প্রহারেতে কৈল মুষলে বঞ্চন॥ ১৯৫
আর নিজ গদা পুনর্ব্বার করিয়া ঘূর্ণন।
সেই প্রহস্তের উপরি করিল নিক্ষেপণ॥ ১৯৬
সেই গদার প্রহারে হত হইয়া প্রহস্ত।
মূর্চ্ছা পাইয়া পড়িল যেন গিরি ভিন্নমস্ত॥ ১৯৭
তবে প্রহস্তে পতিত দেখি মারীচাদি সবে।
রণ উপেখিয়া পলাইল ভয়ের বৈভবে॥ ১৯৮
তাহা দেখি মহাক্রুদ্ধ হয়্যা রাজা দশানন।
নিজে গদা ধরি অগ্রদেশে করিল গমন॥ ১৯৯
তারে দেখিয়া অর্জ্জুন কহে ওরে মূঢ়চিত।
তুমি নাহি জান কিছু নিজ হিত বা অহিত॥
তুমি বিশখানি বাহু লয়্যা আমার সহিতে।
কোন সাহসেতে আসিয়াছ সমর করিতে॥ ২০১
যেন পিপীলিকা পক্ষ পাই মহাকুতূহলে।
হায় নির্ব্বাণ করিতে ধায় প্রচণ্ড অনলে॥ ২০২
এত অর্জ্জুনের বাণী শুনি নিশাচরপতি।
মহাকোপেতে কম্পিত হয়্যা কহে তার প্রতি॥
ওরে মূঢ়মতি দেখাইয়া বাহু দশশত।
তুমি আমার অগ্রেতে গর্ব্ব না কর এমত॥২০৪
আমি তোর এই দশশত ভুজে মানি হেন।
মহামত্ত মত্তগজ নলতৃণ-বনে যেন॥ ২০৫
আমি গদার প্রহারে তোর এ ভুজ সকলে।
আজি ভঞ্জন করিব আপনার বাহুবলে॥ ২০৬
এত কহি তারা দুইজনে দুই গদা ধরি।
কিবা আরম্ভিলা মহাযুদ্ধ রোষাবেশে ভরি॥২০৭
যেন দুই বৃষে যুদ্ধ করে শৃঙ্গে শৃঙ্গে করি।
কিবা দন্তে দন্তে যোঝে যেন মত্ত দুই করী॥
তেন দুই জনে দুই গদা করিয়া ধাও
করে ঘোর রণ যাহাতে বিস্মিত ত্রিভুবন॥২০৯
তারা দুই জন বলবান্ সাহসী নির্ভয়।
দোঁহে সমরেতে অতিশয় বিচক্ষণ হয়॥ ২১০
তারা ভুজজোরে ঘুরাইয়া করে গদাঘাত।
যেন প্রচণ্ড প্রতাপে হয় ঘোর বজ্রপাত॥ ২১১
কভু ঠেকাঠেকি হয় দুই গদায় গদায়।
কভু দোঁহাকার গদা লাগে দোঁহাকার গায়॥
কিন্তু যেখানে যেখানে সেই গদা-স্পর্শ হয়।
এ কি চমৎকার সেই স্থানে অনল উঠয়॥২১৩
তারা হেন মতে দুই জনে করয়ে সমর।
যাহা দেখিয়া সকলে হল্য বিস্মিত-অন্তর॥ ২১৪
এই মতে তারা কৈল রণ অনেক সময়।
কিন্তু কারো নাহি হল্য তাহে জয় পরাজয়॥
তবে কার্ত্তবীর্য্য কুপিত হইয়া মহাবলে।
নিজ গদা নিক্ষেপিল দশানন-বক্ষঃস্থলে॥ ২১৬
সেই গদাখান দশানন-বুকেতে ঠেকিয়া।
ভূমি-তলেতে পড়িল ভাঙ্গি দ্বিখণ্ড হইয়া॥২১৭
সেই দশানন সেই সেই গদাঘাতে বিহ্বলিত।
চারি হস্ত পাছু হঠি হল্য ভূতলে পতিত॥২১৮
তবে দশাননে অবসন্ন দেখি নৃপবর।
তারে ধরিল আসিয়া যেন সর্পে খগেশ্বর॥২
বাহু-সহস্রে করিয়া তারে করিয়া ধারণ।
দৃঢ় রজ্জু দিয়া দৃঢ় মতে করিল বন্ধন॥ ২২
তবে দশাননে বদ্ধ দেখি মুনি দেবগণ।
সেই কার্ত্তবীর্য্য-শিরে কৈলা কুসুমবর্ষণ॥ ২২
সেই বান্ধি তারে করিলেক ঘোর সিংহনাদ।
যাহা শুনিয়া রাক্ষস সব পাইল বিষাদ॥ ২২২
সেই শব্দেতে চেতন পাই প্রহস্ত উঠিল।
সেহ দশাননে বদ্ধ দেখি কোপেতে ধাইল॥২২৩
তার উৎসাহ দেখিয়া আর যত নিশাচর।
তারা সকলেই চলিল অর্জ্জুন বরাবর॥ ২২৪

তারা ছাড় ছাড় দাঁড়া দাঁড়া বলে বার বার।
করে অর্জ্জুন-উপরি শূল মুষল প্রহার ॥ ২২৫
সেই সে সকল অস্ত্র নিজ অঙ্গ না ছুঁইতে।
নিজ হস্তে করি আরম্ভিল ধরিয়া লইতে ॥ ২২৬
আর সেই সব অস্ত্রে করি নিজ বাহুবলে।
কিবা প্রহার করয়ে সেই রাক্ষস-সকলে ॥ ২২৭
তার প্রহার সহিতে না পারিয়া তারা সবে।
ছাড়ি দশাননে পলাইল দূরে মহাজবে ॥ ২২৮
তবে দশাননে বান্ধি লয়্যা বানরে যেমন।
পুন নর্ম্মদাতে কার্ত্তবীর্য্য করিল গমন ॥ ২২৯
সেথা দশাননে বদ্ধ দেখি যত বেশ্যাগণ।
তারা নানামতে কৌতুক করয়ে সুগিমন ॥২৩০
কেহ ধূলি ছড়াইয়া দেয় তার কলেবরে।
কেহ জলযন্ত্রে করি জল সমর্পণ করে ॥ ২৩১
কেহ কহে মোরা এই দিব্য বানরে লইয়া।
সখি দেখাইব অন্তঃপুরে বান্ধিয়া রাখিয়া ॥২৩২
এই মতে তারা করে নানা উপহাস তারে।
তাহে লজ্জায় রাবণ মুখ তুলিতে না পারে ॥২৩৩
তবে কার্ত্তবীর্য্য দশাননে আর নারীগণে।
সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল আপন ভবনে ॥ ২৩৪
এথা প্রহস্ত প্রভৃতি যত রাবণানুচর।
তারা রহিল পুষ্পকে আগুলিয়া রঘুবর ॥ ২৩৫
রাবণে বান্ধিয়া লৈয়া গেলা শ্রীঅর্জ্জুন।
এ কথা শুনিয়া শ্রীপুলস্ত্য সকরুণ ॥২৩৬
পৌত্র দশানন স্নেহে হয়্যা উৎকণ্ঠিত।
অর্জ্জুন-নিকটে যাত্রা করিলা ত্বরিত ॥ ২৩৭
বায়ুতুল্য শীঘ্রগতি সেই তপোধন।
চলিলেন বায়ুমার্গ করি আলম্বন ॥ ২৩৮
ক্ষণকাল মাঝে তিঁহ মাহীষ্মতীপুরে।
আসি উপস্থিত রাজদ্বার-আবদূরে ॥ ২৩৯
তাঁহারে নিরখি দ্বারী ত্বরিত হইয়া।
কার্ত্তবীর্য্যে নিবেদন করিল যাইয়া ॥ ২৪০
তাহা শুনি কার্ত্তবীর্য্য মন্ত্রিগণ-সনে।
ত্বরিতে চলিলা শ্রীপুলস্ত্য দরশনে ॥ ২৪১
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক লয়্যা পুরোহিত।
অগ্রেতে অগ্রেতে তারা চলিলা ত্বরিত ॥ ২৪২
তবে রাজা পুলস্ত্যের দর্শন করিয়া।
প্রণাম করিলা তাঁরে ভূতলে পড়িয়া ॥ ২৪৩

পাদ্য-অর্ঘ্য মধুপর্ক নিবেদন করি।
আদরে লইয়া গেলা সভার ভিতরি ॥ ২৪৪
উত্তম আসন দিয়া বসাইয়া তাতে।
নিবেদন করিতে লাগিলা যোড়হাতে ॥ ২৪৫
প্রভু আজি হলো মোর কি ভাগ্য উদয়।
ভাবনা করিয়া তাব না হয় নিশ্চয় ॥ ২৪৬
পবিত্র হইলুঁ আমি যাবত বান্ধব।
পবিত্র হইল পুরী আর রাজ্য সব ॥ ২৪৭
হইল অমরাবতী আজি এ নগরী।
আমি আপনারে মানি ইন্দ্রতুল্য করি ॥ ২৪৮
যে হেতুক তব দেব-অদৃশ্য চরণে।
দেখিতে পাইলুঁ আমি আপন নয়নে ॥ ২৪৯
অর্জ্জুন-বচন শুনি আনন্দিত-মন।
কহিছেন তাঁহারে পুলস্ত্য তপোধন ॥ ২৫০
কহ কহ মহারাজ আপন মঙ্গল।
কহ কহ আপনার ধর্ম্মের কুশল ॥ ২৫১
বন্ধু মন্ত্রী সৈন্য প্রজা সবার কল্যাণ।
যাহাদের কুশলেতে রাজা শুভবান ॥ ২৫২
রাজা কহে প্রভুর চরণ-কৃপাবলে।
পরম আনন্দে আছি আমরা সকলে ॥ ২৫৩
প্রভুর কৃপাতে ধর্ম্ম সর্ব্বদা অক্ষয়।
প্রভুর কৃপায় কোনো বিঘ্ন নাহি হয় ॥ ২৫৪
কহ কহ প্রভু কৃপা করিয়া আমায়।
কি কারণে আগমন হয়্যাছে এথায় ॥ ২৫৫
যে আজ্ঞা করেন কৃপা করি মোর প্রতি।
তাহাই সাধন করি আমিহ সম্প্রতি ॥ ২৫৬
রাজার বচন শুনি শ্রীপুলস্ত্য মুনি।
কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি মহাগুণী ॥ ২৫৭
মহারাজ মোর পৌত্র বিশ্রবার সুত।
দশানন নাম মহাবল-বীর্য্যযুত ॥ ২৫৮
সেহ আসিছিল তোমাসঙ্গে যুঝিবারে।
যার ভয়ে সমীরণ চলিতে না পারে ॥ ২৫৯
তাহে তুমি বান্ধিয়াছ প্রকাশি বিক্রম।
বুঝিলাম কেহ নাহি বলে তব সম ॥ ২৬০
যে কর্ম্ম করিলে তুমি অতি অসম্ভব।
ইথে যশে পরিপূর্ণ কৈলে লোক সব ॥ ২৬১
সেহ দশানন কভু সামান্য না হয়।
তুলিয়াছে যে কৈলাস মহেশ-আলয় ॥ ২৬২

অতএব আমিহ বাসনা করি মনে।
তুমি সখ্য ভাব কর দশানন-সনে ॥ ২৬৩
তাহা হৈলে আমি সুখ পাইয়ে অমন্দ।
বিশ্রবারো হৃদয়েতে হয় মহানন্দ ॥ ২৬৪
পুলস্ত্যের অভিপ্রায় জানিয়া হৈহয়।
অঙ্গীকার কৈলা তাঁর বাক্য মহাশয় ॥ ২৬৫
নিজে গিয়া সব কথা কহি লঙ্কেশ্বরে।
মুক্ত করি আনিলেন মুনি-বরাবরে ॥ ২৬৬
পিতামহে নিরখিয়া রাজা দশানন।
লজ্জিত হইয়া কৈল তাঁহারে বন্দন ॥ ২৬৭
তবে কার্ত্তবীর্য্য করি অগ্নি প্রজ্বলিত।
সখ্য ভাব করিলেন রাবণ-সহিত ॥ ২৬৮
তাহা দেখি সুখী হয়্যা পুলস্ত্য বিদ্বান্।
অর্জ্জুনে আশীষ করি গেলা নিজ স্থান ॥ ২৬৯
দশানন কার্ত্তবীর্য্যে করি সম্ভাষণ।
পুষ্পকবিমান-কাছে করিল গমন ॥ ২৭০
অগস্ত্যবদনে শুনি এ সব বচন।
রামচন্দ্র হল্যা অতি আনন্দিত-মন ॥ ২৭১
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৭২

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ডলীলাবর্ণনে
কৈলাসোদ্ধরণ-মরুত্ত-কার্ত্তবীর্য্য-সমা-
গম-শ্রবণবর্ণনো নাম পঞ্চমঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥

পরিচ্ছেদ।

বালীর নিকট রাবণের পরাজয়।

পরাজয়ং বালি-বলীমুখেশাৎ,
লঙ্কাপতের্দশধরেণ সার্দ্ধম্।
রণঞ্চ কুম্ভোদ্ভবতো নিশম্য,
প্রীতং স্মরামো হৃদি কোশলেন্দ্রম্ ॥ ১

পুষ্পকে চাপিয়া তবে রাজা দশানন।
পুনর্ব্বার সংসারেতে করয়ে ভ্রমণ ॥ ২
যারে বলবান্ বলি করয়ে শ্রবণ।
তারি কাছে যুদ্ধ লাগি করয়ে গমন ॥ ৩
কদাচিত দেখা হল্য নারদের সাতে।
জিজ্ঞাসা করিল তাঁরে বন্দি যোড়হাতে ॥ ৪
মুনিবর আপনি জানহ ত্রিভুবন।
কহ মোরে মহাবল হয় কোন্ জন ॥ ৫
তাহার সঙ্গেতে আমি করিয়া সমর।
নিবারিব নিজবাহু-কণ্ডুতি সত্বর ॥ ৬
রাবণের এ বচন শ্রবণ করিয়া।
নারদ কহিলা তারে কিঞ্চিত হাসিয়া ॥ ৭
লঙ্কাপতি তোমা সঙ্গে করয়ে সমর।
হেন জন নাহি দেখি পৃথিবী-ভিতর ॥ ৮
এক মাত্র বালী কপি আছে কিষ্কিন্ধ্যায়।
হইতে পারয়ে যুদ্ধ তোমায় তাহায় ॥ ৯
এত শুনি দশানন সানন্দ-অন্তরে।
উপস্থিত হল্য গিয়া কিষ্কিন্ধ্যা-নগরে ॥ ১০
সেখানেতে বালিরে না দেখিতে পাইয়া।
কহিতে লাগিল তার ভৃত্যে সম্বোধিয়া ॥ ১১
ওরে ওরে কপিসব বালী আছে কোথা।
মোর আগমন-কথা কহ গিয়া তোথা ॥ ১২
আসিয়াছি যুদ্ধ লাগি আমি তার সনে।
আসিবারে কহ তারে মোর দরশনে।
এত শুনি বালি-মন্ত্রী কপি তার নাম।
কহিতে লাগিল তারে বাক্য অনুপাম ॥
লঙ্কাপতি বালি-রাজা অদ্য নাহি ঘরে।
গিয়াছেন তিঁহ সন্ধ্যা করিতে সাগরে ॥
চারি সমুদ্রেতে করি সন্ধ্যা-উপাসন।
মুহূর্ত্ত পরেতে করিবেন আগমন ॥ ১৬
তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে যদি আছে তব আশ।
তবে এক মুহূর্ত্ত এখানে কর বাস ॥ ১৭
কিন্তু তোহে কহি আমি উপদেশ-হিত।
তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে তুমি নহ উৎকণ্ঠিত ॥ ১৮
যদ্যপি অমৃতরস করি থাক পান।
তথাপি বালীর হাতে না রহিবে প্রাণ ॥ ১৯
এই দেখ বীর সকলের অস্থিচয়।
বালি-সঙ্গে যুঝি যারা গেছে যমালয় ॥ ২০
অতএব তোহে আমি কহি বার বার।
প্রয়োজন নাহি তাঁর সঙ্গে করি মার ॥ ২১

অথবা যদ্যপি ইচ্ছা হয় মরিবারে।
যাহ তবে তুমিই দক্ষিণ পারাবারে ॥ ২২
তাদেব বচন শুনি করিয়া ভর্ৎসন।
দক্ষিণ-সাগরে গেল রাজা দশানন ॥ ২৩
সেখানে যাইয়া দেখে বালি কপিবরে।
সিন্ধুতীরে বসি সন্ধ্যা-উপাসনা করে ॥ ২৪
তবে বালিকাছে গমন করিয়া দশানন।
ওহে রণং দেহি রণং দেহি বলয়ে সঘন। ২৫
সেই বচন শুনিয়া কিছু মিলিয়া নয়নে।
বালী নিকটেতে দেখিলেন সেই দশাননে ॥ ২৬
কিন্তু সেহ তারে দেখি কিছু না কৈল সম্ভ্রম।
যেন সিংহ গজ নিরখি গরুড় ভুজঙ্গম ॥ ২৭
সেহ তারে দেখি মনে মনে পরামর্শ করে।
আজি বিনাশ করিব এ দুষ্টেরে গর্ব্ব-ভরে ॥২৮
এহ পরাজয় করিয়াছে প্রায় সবাকারে
কিন্তু ইহার দুর্গতি আজি দেখাব সংসারে ॥২৯
এত পরামর্শ করি সেহ বসিয়া রহিল
কিন্তু দশানন প্রতি কিছু উত্তর না দিল ॥ ৩০
তবে অতিশয় কুপিত হইয়া লঙ্কাপতি।
পুন কহিতে লাগিল বালী কপীশ্বর প্রতি ॥ ৩১
ওরে বানর বর্ব্বর তুমি মহামূঢ়মতি।
[illegible]রি ছাড়ি পূজা কর কাহার সম্প্রতি ॥
[illegible]ইয়াছি ভাগ হরি সব দেবতার।
[illegible]াগে তুমি পূজা কর অপব কাহার ॥ ৩৩
[illegible]সুর মনুষ্য নাগ বিজয় করিয়া।
আসিয়াছি তোর কাছে সমর লাগিয়া ॥ [illegible]
[illegible]রে কহিলা নারদ মুনি তোহে বলবান্।
[illegible] লাগি তোর নিকটেতে আমার পয়াণ ॥৩৫
[illegible]মি দশানন তোমার আগেতে দাঁড়াইয়া।
[illegible] নাহি দেখ মোরে তুমি নয়ন মিলিয়া ॥৩৬
[illegible] চরণ-আঘাত করি তোর বক্ষঃস্থলে।
[illegible]রে ভুঞ্জাইব এখনি দেবতাপূজাফলে ॥ ৩৭
এত শুনি বালী হাসি হাসি কহে কপিবর।
ওরে জানি জানি তোরে আমি দুষ্ট লঙ্কেশ্বর ॥
আস্ত আস্ত যদি যুদ্ধে তোর হয়্যা থাকে মন।
আজি দেখুক তোমার বল এ তিন ভুবন ॥ ৩৯
তবে বালীর বচন শুনি ক্রুদ্ধ দশানন।
মুষ্টি মারিবার আশে কৈল নিকটে গমন ॥ ৪০

তাহা দেখি হাসি হাসি বালী বানর অক্লেশে।
বাম ভুজে করি ধরিলেক তার কণ্ঠদেশে ॥ ৪১
যেন সর্প মূষিকের গর্ত্তে প্রবেশয়ে বলে।
তেন রাবণে লইল বালী বামকক্ষ-তলে ॥ ৪২
বালি-কক্ষের বাহিরে তার দশমুণ্ড ভায়।
যেন পেচকসকল বৃক্ষ-কোটরে সন্ধ্যায় ॥ ৪৩
তাব কক্ষতলে বদ্ধ হয়্যা রাজা দশানন।
সেহ নড়িতে না পারে প্রায় হলা অচেতন ॥৪৪
ঘন শ্বাস বহে রক্তবর্ণ হলা দশতুণ্ড।
বড়-পর্ব্বত-চাপনে যেন সর্প দশ-মুণ্ড ॥ ৪৫
তবে বালী রাজা পুনর্ব্বার করি আচমন।
সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্ম্ম সব কৈল সমাপন ॥ ৪৬
পরে কক্ষে করি চাপিয়া লইয়া দশাননে।
বালি-কপিরাজ লম্ফ দিয়া উঠিল গগনে ॥ ৪৭
তাহা নিরখিয়া বড়ই শঙ্কিত দশানন।
নিজ নখে করি করে বালি-অঙ্গ বিদারণ ॥৪৮
তবে বালী আরো কিছু কক্ষ চাপিয়া ধরিল।
তাহে পীড়া পাই চুপ করি রাবণ রহিল ॥ ৪৯
তবে রাবণের দশা দেখি তাব মন্ত্রিগণ।
তারে ছাড়াইতে বালি পাছে করিল ধাবন ॥
কিবা শোভিল তখন বালি-পাছে নিশাচর।
যেন মেঘ পাছে করি ধায় গগনে ভাস্কর ॥৫১
সেই নিশাচর সব মহাবেগে ধাই যায়।
তভু কোনোমতে বালীর লাগালি নাহি পায় ॥
হায় বরঞ্চ বালীর বাহু-উরু-বায়ু-জবে।
তারা পড়িল যাইয়া ভূমি-তলে দূরে সবে ॥ ৫৩
এহ অদ্ভুত না হয় সেই বালীর বেগেতে।
কত বড় বড় ভূমিধর পড়য়ে দূরেতে ॥ ৫৪
তবে বালিরাজা যাইয়া পশ্চিম পারাবারে।
সেহ আরম্ভিল জলে নামি স্নান করিবারে ॥ ৫৫
সেহ কৌতুক করিয়া ডুবি থাকে বহুক্ষণ।
তাহে শ্বাস-বদ্ধ হয়্যা পীড়া পায় দশানন ॥ ৫৬
কিন্তু রাবণের হল্য তাহে এক উপকার।
জল-পানে উপশম হল্য তাহার তৃষ্ণার ॥ ৫৭
পরে স্নান করি উঠি সেই ইন্দ্রের নন্দন।
সন্ধ্যা-উপাসনা আদি কর্ম্ম কৈল সমাপন ॥ ৫৮
এই মতে আর দুই সাগরেতে স্নান করি।
সেহ ক্ষণকালমাত্রে আল্য কিষ্কিন্ধ্যা-ভিতরি ॥

এত বালীর বিক্রম বিলোকিয়া ত্রিভুবন।
তারে সাধুবাদ কৈল সবে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৬০
তবে কক্ষ হতে মুক্ত করিয়া রাবণে।
কহিতে লাগিল বালী হসিত-বদনে ॥ ৬১
বীরের প্রধান তুমি হও দশানন।
ইচ্ছা আছে তোমা-সঙ্গে করিবারে রণ ॥ ৬২
পূর্ব্বে সূর্য্যসেবাতে হৃদয় মগ্ন ছিল।
এ কারণে কিছুকাল বিলম্ব হইল ॥ ৬৩
সম্প্রতি হইলুঁ আমি নিশ্চিন্ত-হৃদয়।
আস আস এবে যুদ্ধ কর মহাশয় ॥ ৬৪
শুনিয়া বালীর মুখে ইঙ্গিত-বচন।
অধোমুখ হইল লজ্জাতে দশানন ॥ ৬৫
ক্ষণকাল ভাবি আর না দেখি উপায়।
কালোচিত বচন রাবণ কহে তায় ॥ ৬৬
বানরেন্দ্র বট তুমি বল-বীর্য্যবান।
ত্রিলোকেতে নাহি বীর তোমার সমান ॥ ৬৭
আমিহ আইলুঁ করি সব লোকে জয়।
দেখিলাম তব তুল্য কেহ নাহি হয় ॥ ৬৮
একি চমৎকার বল বিক্রম তোমার।
ঘুরাইলে মোরে তুমি চারি পারাবার ॥ ৬৯
তব বেগ দেখি আমি করি অনুমান।
বায়ু মন বিনে তব নাহি উপমান ॥ ৭০
তোমার বিক্রম দেখি আমি করি মনে।
অগ্নি সাক্ষী রাখি সখ্য করি তোমা সনে ॥ ৭১
স্ত্রী পুত্র নগর রাজ্য আর ভাণ্ডাগার।
অবিভক্ত হকু সব তোমার আমার ॥ ৭২
এত বাণী শুনি বালী তথাস্তু বলিয়া।
সখ্য কৈলা তার সঙ্গে অনল জ্বালিয়া ॥ ৭৩
দোঁহে দোঁহাকারে প্রেম-আলিঙ্গন করি।
প্রবেশিল কিষ্কিন্ধ্যায় হস্ত-ধরাধরি ॥ ৭৪
তবে নানা সুখভোগে রাজা লঙ্কেশ্বর।
এক মাস রহিল সে কিষ্কিন্ধ্যা-ভিতর ॥ ৭৫
তার পর প্রহস্ত প্রভৃতি মন্ত্রিগণ।
লয়্যা গেল তারে দিক-বিজয়-কারণ ॥ ৭৬
এইত কহিলুঁ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন।
যে রূপেতে পরাভব পাইল রাবণ ॥ ৭৭
যে বালী করিল দশাননে হেন জয়।
তাহারেও তুমি পাঠায়্যাছ যমালয় ॥ ৭৮

এতেক বচন শুনি অগস্ত্য বদনে।
শ্রীরাম কহেন তাঁরে মধুর বচনে ॥ ৭৯
মুনিবর শুনিয়া বালীর বীর্য্য ভরে।
মগ্ন হইলাম মোরা বিস্ময়-সাগরে ॥ ৮০
রাবণ তাহার পর গেল কোন্ স্থল।
সম্প্রতি শুনিতে তাহা হয় কুতূহল ॥ ৮১
রামচন্দ্র-বচন শুনিয়া মুনিবর।
কহিতে লাগিলা তাঁরে সানন্দ-অন্তর ॥ ৮২
রঘুবর কিষ্কিন্ধ্যা হইতে দশানন।
বাহির হইয়া করে ভূতলে ভ্রমণ ॥ ৮৩
বলবান বলি যারে করয়ে শ্রবণ।
তার কাছে গিয়া তারে করয়ে মারণ ॥ ৮৪
এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কদাচিত।
দেখা হল্য পুনর্ব্বার নারদ-সহিত ॥ ৮৫
তাঁরে দেখি প্রণাম করিয়া লঙ্কাপতি।
নিবেদন করিতে লাগিল তাঁর প্রতি ॥ ৮৬
প্রভু কহিছিলে যে আপুনি উপদেশ।
তাহে পাইয়াছি আমি আনন্দ বিশেষ ॥ ৮৭
ভাল বলবান্ বটে বালী কপিবর।
তার বল দেখি পাইয়াছি সুখ-ভর ॥ ৮৮
কিন্তু তারে বলে তুল্য দেখি না খুঝিয়া।
আসয়াছি তার সঙ্গে মিত্রতা করিয়া ॥ ৮৯
অতএব ভুজ-কণ্ডু না হয়্যাছে ক্ষয়।
কহ পুন আপুনি যে বলিষ্ঠ আছয় ॥ ৯০
রাবণ-বদনে এত নিবেদন শুনি।
কহিলেন তারে হাসি শ্রীনারদ মুনি ॥ ৯১
দশানন দেখি শুনি তব বীর্য্য বল।
বিস্মিত হয়্যাছে তিন ভুবনমণ্ডল ॥ ৯২
আমিহও দেখি শুনি তব বলোদয়।
হইয়াছি হৃদয়েতে সুখী অতিশয় ॥ ৯৩
যেন দেখি কেশবের দৈত্য-পরাজয়।
হয়্যাছিল পূর্ব্বে মোর সুখিত হৃদয় ॥ ৯৪
সম্প্রতি তোমারে কহি এক উপদেশ।
করিবে ইহাতে তুমি আদর বিশেষ ॥ ৯৫
হয়্যা নিজে দেবতাদি সবার অজয়।
বধিছ মনুষ্যে তুমি ইহা যোগ্য নয় ॥ ৯৬
দেখ দেখ চিন্তা-ব্যাধি শোকেতে জর্জ্জর।
মৃতপ্রায় হইয়া রয়্যাছে সব নর ॥ ৯৭

তাহে পুন ক্ষুধা-পিপাসাতে সদা ক্লান্ত।
নিজ দেহ ভার বোধ করয়ে নিতান্ত ॥ ৯৮
হেন দুঃখী নর লোকে তোমা হেন জন।
কদাচিতো নাহি করে অস্ত্র-প্রহরণ ॥ ৯৯
অতএব যদি মান আমার বচন।
তবে তুমি মনুষ্য-সহিত ছাড় রণ ॥ ১০০
যদি বিশ্বজয়-ইচ্ছা হয়্যা থাকে মনে।
তবে যোগ্য হয় জয় করিতে শমনে ॥ ১০১
সেহ সব জনেরেই সংহার করয়।
তাহারে জিনিলে হবে সংসারের জয় ॥ ১০২
নারদের বচন শুনিয়া লঙ্কাপতি।
হাস্য করি কহিতে লাগিল তাঁর প্রতি ॥ ১০৩
মুনিবর বাসনা হয়্যাছে মোর মনে।
পরাজয় করিব প্রথমে নরগণে ॥ ১০৪
[illegible]বে পরাজয় করি ভুজঙ্গ-নিকরে।
শেষে জয় করিব গা যাবত অমরে ॥ ১০৫
[illegible]ত শুনি কলিপ্রিয় মুনি মহাজ্ঞানী।
[illegible]হিলেন তার প্রতি পুন এই বাণী ॥ ১০৬
[illegible]শানন করিয়াছ তুমি যে মন্ত্রণ।
[illegible]হা হত্যে আমার মন্ত্রণা সুশোভন ॥ ১০৭
[illegible]হেতুক পরাজয় করিলে শমনে।
[illegible]নায়াসে [illegible]জিনিতে পারিবে ত্রিভুবনে ॥ ১০৮
[illegible]রি দে[illegible] এথা হত্যে কাছে যমালয়।
[illegible] উ[illegible]খিয়া যাইবারে যোগ্য নয় ॥ ১০৯
[illegible] শু[illegible]ন হাসি পুন কহে দশানন।
[illegible]ম মুনিবর আমি তব মন ॥ ১১০
[illegible]ত শমন-সঙ্গে আমার সমরে।
[illegible] হইয়াছে বড় প্রভুর অন্তরে ॥ ১১১
[illegible] ভাল তাহাই করিয়ে এই আমি।
[illegible]ম যেখানে আছয়ে প্রেতস্বামী ॥ ১১২
[illegible]কহি শ্রীনারদে করিয়ে বন্দন।
[illegible]রে প্রস্থান করিল দশানন ॥ ১১৩
[illegible]খানে নারদমুনি করেন চিন্তন।
[illegible]ত হয়্যাছে মোরে শমন-ভবন ॥ ১১৪
[illegible]প শমন-সঙ্গে যোঝে দশানন।
[illegible]ত হইবে তাহা আমারে দর্শন ॥ ১১৫
[illegible]ভয়ে কম্পিত সকল ত্রিভুবন।
[illegible]যাজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারে কোন জন ॥
যে জন সংহার করে সব প্রজাগণ।
তার সঙ্গে কিরূপে করিবে এহ রণ ॥ ১১৭
আর এহ কি করে যাইয়া যমাগারে।
যাইতে হয়্যাছে মোরে তাহা দেখিবারে ॥ ১১
এত ভাবি মনোজব সেই মুনিবর।
তৎক্ষণাৎ চলি গেলা শমন-নগর ॥ ১১৯
মুনিবরে নিরীক্ষণ করিয়া শমন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈলা তাহারে পূজন ॥ ১২০
প্রণাম করিয়া বসাইয়া দিব্যাসনে।
নিবেদন করিলেন মধুর-বচনে ॥ ১২১
মুনিবর কিবা আজ সুদিন আমার।
যার গুণে পাইলাম দর্শন তোমার ॥ ১২২
কহ কহ কৃপা করি আজি কি কারণে।
আগমন করিলেন মোর নিকেতনে ॥ ১২৩
যম-বাক্য শুনিয়া কহিলা তপোধন।
মোর আগমন-হেতু করহ শ্রবণ ॥ ১২৪
দেখিলাম নিশাচর-পতি দশানন।
করিয়াছে দিগ্বিজয় করিয়া ভ্রমণ ॥ ১২৫
যাবত আছিলা বীর পৃথিবী-মণ্ডলে।
করিয়াছে জয় প্রায় তাদিগে সকলে ॥ ১২৬
কুবেরে করিয়া জয় সেহ বলবান্।
কাড়িয়া লয়্যাছে তার পুষ্পক-বিমান ॥ ১২৭
সম্প্রতি দেখিলুঁ সেহ জিনিতে তোমারে।
আসিতেছে সজ্জ হয়্যা তোমার আগারে ॥ ১২৮
অতএব আইলাম আমিহ এখানে।
জানাইতে এহত বৃত্তান্ত তোমাস্থানে ॥ ১২৯
এইরূপে শমনে কহেন তপোধন।
হেন কালে দশানন কৈল আগমন ॥ ১৩০

প্রবেশিয়া যমপুরী, দশানন ফিরি ফিরি,
চারিদিগে করে নিরীক্ষণ।
বহুবিধ নরকেতে, দুঃখ পায় কত মতে,
পাপিষ্ঠ যাবত নরগণ ॥ ১৩১
আছে নদী বৈতরণী, এই সব যার পানী,
রক্ত মূত্র বসা লালা পূয।
পড়ি সেই নদী-জলে, ভুঞ্জে নিজ কর্ম্মফলে,
কত কোটিসহস্র মনুজ ॥ ১৩২
রৌরবেতে কত জনে, ছিঁড়ি খায় কৃমিগণে,
তাহে তারা করয় ক্রন্দন

তপ্ততৈল কুম্ভীপাক, তাহে ফেলি করে পাক,
কত জনে যমভৃত্যগণ॥ ১৩৩
অযুত-যোজন মান, তাম্রময় খলখান,
কালসূত্র নাম ঘোরতর।
তপ্ত সেই সূর্য্যকরে, অধোদেশে বৈশ্বানরে,
তাহে দুঃখ পায় কত নর॥ ১৩৪
অসিপত্রবন-নাম, নরক দুঃখের ধাম,
তাহে ছিন্ন হয় কতজন।
শূকরবদন-স্থানে, মহাপাপী কত জনে,
শূকরেতে করয়ে চর্ব্বণ॥ ১৩৫
অন্ধকূপে পশু পক্ষী, সর্প মৃগ যূকা মক্ষী,
হিংসা করে কত পাপিচয়ে।
কৃমি কুণ্ডে কেহ পড়ি, খায় কৃমি ধরি ধরি,
কভু তারে তাহারা ভুঞ্জয়ে॥ ১৩৬
এইরূপ নানাজাতি, নরকেতে প্রজাততি,
নিজ নিজ কর্ম্ম ভোগ করে।
তাহা দেখি রঘুবর, করুণা জন্মিল বর,
দশানন রাজার অন্তরে॥ ১৩৭
তবেতে পুষ্পক হতে নামি দশানন।
নারকী সবার করে বন্ধন মোচন॥ ১৩৮
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়্যা যম-ভৃত্যগণ।
দশানন কাছে গিয়া করে জিজ্ঞাসন॥ ১৩৯
কি নাম তোমার কোথা তোমার ভবন।
করিতেছ এমত অন্যায় কি কারণ॥ ১৪০
বেদবাক্য-পরমাণে যমের শাসনে।
বান্ধি রাখিয়াছি মোরা এই সব জনে॥ ১৪১
ভোগ বিনা ইহাদের না হবে মোচন।
তুমি কেন করিতেছ বন্ধ-বিয়োজন॥ ১৪২
এত শুনি ক্রুদ্ধ হয়্যা কহে লঙ্কাপতি।
যাহ যাহ কহ গিয়া তোরা যম-প্রতি॥ ১৪৩
লঙ্কা-অধিপতি আমি নাম দশানন।
আসিয়াছি হেথা যমে করিতে শাসন॥ ১৪৪
শুনিলাম লোকমুখে কদর্য্য শমন।
দুঃখ দেয় লোকে না করিয়া বিবেচন॥ ১৪৫
অতএব আসিয়াছি তাহারে বধিতে।
আর এই সব দুঃখি-দুঃখ ঘুচাইতে॥ ১৪৬
যাহ তোরা কহ গিয়া সে দুষ্টে সত্বরে।
রণ-সজ্জ হয়্যা আসু মোর বরাবরে॥ ১৪৭
দশানন-বাণী শুনি যম ভৃত্যগণ।
পুন দশাননে কহে উচিত বচন॥ ১৪৮
নিশাচর তোহে কেবা দিল এ দুর্ম্মতি।
জিনিবারে আসিয়াছ যাহে প্রেতপতি॥ ১৪৯
যে জন সংহার করে সকল সংসারে।
কি সাহসে আসিয়াছ তারে জিনিবারে॥ ১৫০
থাকুন থাকুন তিঁহ বসি সিংহাসনে।
মোরাই খণ্ডিয়ে তোর এই দর্পবনে॥ ১৫১
তবে এত কহি শমনের যাবদীয় চর।
তারা সমর করিতে সবে হল্য অগ্রসর॥ ১৫২
তারা শূল শাল মুষল মুদ্গর গদা ধরি।
সবে প্রহার করয়ে সেই পুষ্পক-উপরি॥ ১৫৩
তাহে পুষ্পকের অঙ্গ সব ভাঙ্গিয়া পড়য়।
কিন্তু বিধাতার তেজে পুন পূর্ব্বমত হয়॥ ১৫৪
তবে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা দশানন-মন্ত্রিগণ।
সেই যম সৈন্য প্রতি করে অস্ত্র বরিষণ॥ ১৫৫
কিন্তু যমচর সকল তা-সবারে তর্জ্জিয়া।
একা দশানন-প্রতি শূল ছাড়য়ে কুপিয়া॥ ১৫৬
সেই শূলের প্রহারে রাজা হইয়া জর্জ্জর।
সেই পুষ্পিত অশোক-সম হল্য মনোহর॥ ১৫৭
তবে ধনুকে টঙ্কার দিয়া নানা জাতি শর।
সেই যমচর-উপরি ছাড়য়ে লঙ্কেশ্বর॥ ১৫৮
তারা সে সকল বাণে ছেদ করি শূলে [illegible]।
কিবা লক্ষ লক্ষ শূল ছাড়ে রাবণ-উপরি॥ ১৫৯
সেই শূল-ধারে তার নানা হইল বিদীর্ণ।
সেই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িল বিশীর্ণ॥
দুই দণ্ড পরে চেতন পাইয়া পুনর্ব্বার।
উঠি মহাকোপে ধনুকেতে দিলেক টঙ্কার
তাহে পাশুপত বাণ যোগ করি আকর্ষিয়া।
কর্ণ অবধি টানিয়া দিল সে শর ছাড়িয়া॥
কিবা প্রজ্বলিত হল্য সেই পশুপাত-শর।
যেন শুষ্কবন-দাহকালে ঘোর বৈশ্বানর
সেই ঘোরতর জ্বালারাশি উদ্গার করিয়া।
মহা বেগেতে চলিল বৃক্ষ সমূহে দাহিয়া॥ ১
সেই দেখিতে দেখিতে যম-সৈন্যেতে পড়িল
তার তেজে তারা সকলেতে ভসম হইল॥
তবে রণ জয় করি সুখী হয়্যা লঙ্কেশ্বর।
নিজ মন্ত্রী সনে সিংহনাদ করে রঘুবর॥ ১

তাহা দেখি শমনের অন্য অনুচর।
যম-কাছে গিয়া নিবেদয়ে যোড়কর ॥ ১৬৭
মহারাজ তোমা সনে করিতে সমর।
আসিয়াছে রাবণ নামেতে নিশাচর ॥ ১৬৮
সেই আসি নরকস্থ মনুষ্যসকলে।
মোচন করিতেছিল আপনার বলে ॥ ১৬৯
তাহা দেখি মোরা সবে করিলুঁ বারণ।
কোনোমতে সেই তাহা না কৈল শ্রবণ ॥ ১৭০
তবে তার সঙ্গে মোরা আরম্ভিলুঁ রণ।
কিন্তু সেই করিলেক সবারে মারণ ॥ ১৭১
এক্ষণ কর্ত্তব্য আর কিবা মো সবার।
তাহা আজ্ঞা করহ মন্ত্রণা করি সার ॥ ১৭২
চরের বচন শুনি সারথির প্রতি।
রথ আনিবারে আজ্ঞা দিলা প্রেতপতি ॥ ১৭৩
তাহা শুনি সারথি যাইয়া সুসত্বর।
রথ-সজ্জা করিয়া আনিল মনোহর ॥ ১৭৪
কিবা সেই রথখান মনোহর হয়।
যুড়িয়াছে যাহে চারি রক্তবর্ণ হয় ॥ ১৭৫
সেই রথে রণ-বেশ করিয়া শমন।
নারদের আজ্ঞা লয়্যা কৈলা আরোহণ ॥ ১৭৬
পাশ আর মুষল ধরিয়া দুই হাতে।
বসিলেন মৃত্যু সেই শমন-সাক্ষাতে ॥ ১৭৭
মান কালদণ্ড দাঁড়াইল পাশে।
তেজ কালানল-গরব বিনাশে ॥ ১৭৮
। যমের সেই রণ-পরিকর।
ত্রিভুবন ক্ষুব্ধ হয়্যা করে থর থর ॥ ১৭৯
বেত সারথি অশ্ব করিয়া চালন।
লয়্যা গেল শীঘ্র যেখানে রাবণ ॥ ১৮০
শ্রীনারদো আকাশে করিয়া আরোহণ।
করিলা দেখিবারে সেই রণ ॥ ১৮১
তবে ভয়ঙ্কর দণ্ডধর-রথ নিরখিয়া।
যত দশানন-মন্ত্রিগণ হৈলা ভীত-হিয়া ॥ ১৮২
কহে কোন্ জন করে রণ এ দুষ্টের সনে।
চল পলাইব পলাইব লইয়া জীবনে ॥ ১৮৩
এত কহি তারা জ্ঞানহারা ত্যজিয়া লজ্জায়।
হয়্যা কম্পমান রণস্থান-উপেখি পলায় ॥ ১৮৪
তেন ঘোরতর রথ-বর যদ্যপি দেখিল।
তভু নিশাচর-পতি ডর কিছু না করিল ॥ ১৮৫

তবে দশানন প্রতি কন আপুনি শমন।
তবে লঙ্কাপতি তুমি অতি মূর্খতা-ভাজন ॥১৮৬
তুমি কারো ঠাঁই শুন নাই আমার শকতি।
তেঁই সঙ্গে মোর যুদ্ধে তোর হইয়াছে মতি ॥
আমি নিজ জোরে এ সংসারে করিয়ে সংহার।
মোর বল সম হেন হয় শকতি কাহার ॥ ১৮৮
এত যম-বাণী কর্ণে শুনি রাজা দশানন।
মহা-কোপভরে দণ্ডধরে কহে এ বচন ॥ ১৮৯
ওরে মূঢ়মতি প্রেতপতি না করি প্রতাপ।
মোর সম্মুখেতে হেন মতে নাহি কর দাপ ॥
নিজ কর্মফলে ধরাতলে মরে লোক সব।
তাহে তুমি কেন কর হেন উৎকট গরব ॥ ১৯১
আজি তোরে মারি আমি করি জগতে নির্ভয়।
সব নারকীরে স্বর্গপুরে পাঠাব নিশ্চয় ॥ ১৯২
তবে এত কহি লঙ্কা-মহীপতি আর যম।
তারা দুই জন করে রণ প্রকাশি বিক্রম ॥ ১৯৩
তাহে দণ্ডধর শক্তি শর তোমর ছাড়িয়া।
কৈলা জরজর নিশাচর-পতিরে বিন্ধিয়া ॥ ১৯৪
তাহে ক্রুদ্ধমন দশানন ছাড়ে শরগণ।
যেন বর্ষাকালে মেঘজালে বর্ষে জলকণ ॥ ১৯৫
তবে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা যুদ্ধ-নিপুণ শমন।
শক্তি একশতে দশ-মাতে কৈলা বেধন ॥১৯৬
সে শক্তিফলে উরস্থলে হইয়া জর্জ্জর।
সেই দশানন ক্ষুব্ধমন হইল কাতর ॥ ১৯৭
কিছুকাল পরে আপনারে সুস্থির করিয়া।
পুন করি দাপ বিন্ধে চাপ টানিয়া টানিয়া ॥১৯৮
পুন ভানুমান-সুসন্তান ছাড়ি ভল্লশর।
সেই দশাননে নানাস্থানে করিল জর্জ্জর ॥ ১৯৯
তাহে মুগ্ধমন কথোক্ষণ থাকি দশানন।
পুন পূর্ব্বমতে তাঁর সাথে করে ঘোর রণ ॥২০০
এই মতে সপ্ত দিন সপ্ত রজনী রহিল।
কত বার তায় লঙ্কারায় ধিক্কার পাইল ॥ ২০১
সেই দুইজন-মহারণ দর্শন করিতে।
আল্যা প্রজাপতি-মুনি-ততি অমরসহিতে ॥ ২০২
তবে কোপভরে দশকরে ধনু দশখান।
ধরি লঙ্কাপতি যম-প্রতি বৃষ্টি করে বাণ ॥ ২০৩
তার শরগণ আচ্ছাদন করিল গগন।
তাহে চলে নাহি দৃষ্টি নাহি চলে সমীরণ ॥ ২০৪

সেই সাত শরে সারথিরে বেধন করিল।
আর বাণ চারি বেগে ছাড়ি মৃত্যুরে বিন্ধিল॥
আর তীক্ষ্ণতর লক্ষ শর করিয়া মোচন।
সেই দণ্ডধর-কলেবর কৈল বিদারণ॥ ২০৬
তবে সূর্য্যপুত্র অতিমাত্র কোপেতে বিহ্বল।
তাঁর মুখদ্বারে বিনিঃসরে জ্বলিত অনল॥ ২০৭
দেখি সেই যুদ্ধ হয়্যা ক্রুদ্ধ মৃত্যু যমে কয়।
আজ্ঞা কর মোরে এ দুষ্টেরে করি আমি ক্ষয়॥
আমি নিশাচর-বিষধর-দৈত্য-যক্ষগণ।
পারি সংহারিতে করি চিত্তে যাহার মারণ॥ ২০৯
কিবা কব আর এ সংসার প্রলয়-বেলেতে।
আমি করি ক্ষয় এই হয় কি ছার তাহাতে॥
এত মৃত্যু-বাণী যম শুনি কহেন তাহারে।
ইহা যোগ্য নয় অসময় তোহে ছাড়িবারে॥২১১
যদি ক্ষুদ্র জন-সংহারণ করিতে তোমারে।
আজ্ঞা দিতে হবে তবে কবে কে যম আমারে
তুমি স্থির হও স্থির হও এ দুষ্টেরে আমি।
কালদণ্ডে করি নষ্ট করি দেখ তুমি থামি॥২১৩
এত কহি তায় প্রেত-রায় অতি ক্রুদ্ধ-মন।
নিজভুজদণ্ডে কালদণ্ডে করিলা ধারণ॥ ২১৪
যার পার্শ্বদেশে কালপাশে দেখি লাগে ডর।
যার শিরোপরি শোভে অরি-বিনাশি-মুদ্গার॥
দেখি মাত্র যারে ভয়ে মরে যত প্রাণিগণ।
তার প্রহারেতে কিরূপেতে রহিবে জীবন॥ ২১৬
সেই কালদণ্ড দেখি দণ্ড-ধরের পাণিতে।
যত প্রাণিগণ পলায়ন করে চারি-ভিতে॥ ২১৭
কিবা কব আর দেবতার সমূহ সকল।
করে থর থর মহাডর পাইয়া বিকল॥ ২১৮
তবে দেখি কাল-করে কাল-দণ্ড ভয়ঙ্কর।
নিজে পদ্মাসন আল্য রণ-মাঝে রঘুবর॥ ২১৯
যমের অগ্রেতে দাঁড়াইয়া পদ্মাসন।
কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি এ বচন॥ ২২০
সূর্য্যপুত্র মহারাজ কালদণ্ডে করি!
প্রহার না কর তুমি রাবণ-উপরি॥ ২২১
আমিহ দিয়াছি বর এই লঙ্কানাথে।
না মারিবে এই কোনো দেবতার হাতে॥ ২২২
এ কালদণ্ডেও আমি করয়াছি নির্ম্মাণ।
ইহার প্রহারে কারো নাহি রহে প্রাণ॥ ২২৩
এ লাগি এ দণ্ড যদি তেজহ রাবণে।
উভয় সঙ্কট তবে হইবে এক্ষণে॥ ২২৪
এ দণ্ড-পতনে যদি না মরে রাবণ।
তবে মিথ্যা হইবেক আমার বচন॥ ২২৫
যদি বা এ দণ্ডাঘাতে রাবণ মরয়।
তথাপি আমার বরদান মিথ্যা হয়॥ ২২৬
অতএব এই দণ্ডে করি দশাননে।
না কর প্রহার তুমি আমার বচনে॥ ২২৭
এতেক বচন শুনি সূর্য্যের নন্দন।
বিধাতার প্রতি কহিলেন এ বচন॥ ২২৮
দেবদেব তুমি হও প্রভু মো-সবার।
তাহাই করিয়ে মোরা যে আজ্ঞা তোমার॥২২৯
যদ্যপি করিলে প্রভু আপনি বারণ।
তবে না করিব আর দণ্ড নিপাতন॥ ২৩০
যদি না পাইলুঁ দণ্ড প্রহার করিতে।
তবে যোগ্য এক্ষণ আমারে পালাইতে॥২৩১
এত কহি অশ্ব-রথ-সারথি-সহিত।
সেই স্থানে শমন হইলা অন্তর্হিত॥ ২৩২
শ্রীনারদ মুনি ব্রহ্ম-আদি দেবগণ।
সকলে করিল স্বর্গপুরেতে গমন॥ ২৩৩
তবে পুষ্পকেতে আরোহিয়া দশানন।
সংযমনী-বাহিরে আইলা সুখিমন॥ ২৩৪
অগস্ত্য বদনে শুনি যম-পরাজয়।
রামচন্দ্র হল্যা অতি সুখিত-হৃদয়॥ ২৩৫
দুইলোকে গাতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥ ২৩৬

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ড লীলাবর্ণনে
বালিসখ্য-যমপরাজয়শ্রবণবর্ণনো নাম
ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ॥ ৬॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাবণের পাতালে ভ্রমণ ও মান্ধাতার সহিত যুদ্ধ।

শ্রুত্বা বাসুকি-নাগভূপতি-জয়ং
লঙ্কাপতেঃ কুম্ভজাৎ,
সখ্যং তস্য তথা নিবাতকবচৈঃ
সার্দ্ধং রণানন্তরম্।
শ্রীমৎপাশিপুরীজয়ং বলি-মহা-
দৈত্যেন্দ্রসম্ভাষণং,
মান্ধাত্রা সমরঞ্চ মোদভরিতো
রামো মুদং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ ১

সংযমনী-বাহিরে আইল দশানন।
দেখি কাছে আইল তাহার মন্ত্রিগণ ॥ ২
রণজয়-বার্ত্তা শুনি দশানন-মুখে।
চড়িল পুষ্পকে তারা পাই মহাসুখে ॥ ৩
তবে রসাতলে প্রবেশিল দশানন।
পরাজয় করিবারে নাগদৈত্যগণ ॥ ৪
তাহে প্রথমেতে ভোগবতী প্রবেশিয়া।
বাসুকিরে জয় কৈল সমর করিয়া ॥ ৫
দিবা নিশা কন্যা বলে হরিয়া লইয়া।

কিন্তু সে সমরে কারো জয় পরাজয়।
না হইল দেখি সবে পাইল বিস্ময় ॥ ১৪
তবে প্রজাপতি নিজে আসি সেই রণে।
কহিতে লাগিলা সম্বোধিয়া দশাননে ॥ ১৫
লঙ্কাপতি হেন জন নাহি ত্রিভুবনে।
তোমে জয় করিতে পারয়ে যেই রণে ॥ ১৬
ইহারাও মহাবীর বলবান হয়।
কেহ না করিতে পারে ইহাদিগে জয় ॥ ১৭
অতএব আমি কহি তোমা-দিগে সাদরে।
সখ্যভাব কর তোমা সবে পরস্পরে ॥ ১৮
বিধির বচন শুনি তাহারা সকলে।
নিরস্ত হইল ত্যজি যুদ্ধ-কুতূহলে ॥ ১৯
তবে দশানন সাক্ষী রাখিয়া দহনে।
সখ্য কৈলা নিবাত-কবচগণ-সনে ॥ ২০
তবে তারা দশাননে করিয়া আদর।
রাখিল আপন ঘরে এক সম্বৎসর ॥ ২১
সেখানে থাকিয়া বড় পিরীতি পাইয়া।
প্রস্থান করিল পুন পুষ্পকে চাপিয়া ॥ ২২
তবে অশ্ম-নগরেতে করিয়া গমন।
আরম্ভিল দৈত্যগণ-সঙ্গে মহারণ ॥ ২৩
এক দণ্ড রণ করি তাহাদের সনে।
অযুত দৈত্যের বধ কৈল অযতনে ॥ ২৪
অবশিষ্ট রহিল তাহারা যত জন।

তারা গিয়া বরুণের তনয়-নিকরে।
সেই বার্ত্তা নিবেদন করিল সত্বরে ॥ ৩৩
তাহা শুনি ক্রুদ্ধ হয়্যা যত বরুণ-নন্দন।
তারা সেনাসবে সাজিতে করিলা আজ্ঞাপন ॥
তবে তাহাদের আজ্ঞা পাই যত সৈন্যগণ।
তারা রণবেশ করি শীঘ্র কৈল আগমন ॥ ৩৫
তবে বরুণ-তনয় সব নিজ নিজ রথে।
কিবা রণবেশ করি চঢ়ে যুদ্ধ-মনোরথে ॥ ৩৬
কিবা তাহাদের সেই সব রথ মনোরম।
যাহে যুতিয়াছে দিব্য দিব্য ঘোড়া কামগম ॥ ৩৭
সেই রথে আরোহিয়া তারা সৈন্য সঙ্গে করি।
যুদ্ধ করিবারে বাহিরে আইল অস্ত্র ধরি ॥ ৩৮
তবে দশানন-সৈন্য সনে তাহারা সকলে।
অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভিল রণস্থলে ॥ ৩৯
তাহে দুই সৈন্যে নানা মত অস্ত্র বরিষয়।
যাহে সেই রণস্থলে কারো দৃষ্টি না চলয় ॥ ৪০
তবে এইরূপ ক্ষণকাল করিয়া সমর।
জলপতি-সৈন্যে নাশিল রাবণ-অনুচর ॥ ৪১
তবে সৈন্যনাশ দেখি যত বরুণ-নন্দন।
তারা নিশাচরগণে বেধ করে ক্রুদ্ধমন ॥ ৪২
তারা পুঙ্খানুপুঙ্খেতে বাণবৃষ্টি করে হেন।
যাহে ব্যোমমণ্ডল ভূমিতল আচ্ছাদিল যেন ॥ ৪৩
তবে তাহাদের শর সহ্য করিতে না পারি।
যত দশানন-মন্ত্রী তারা ধায় রণ ছাড়ি ॥ ৪৪
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়্যা তবে লঙ্কার ঈশ্বর।
যুদ্ধ করিবারে উঠিলা গা আকাশ-উপর ॥ ৪৫
তবে বরুণের পুত্র সব তাহা নিরখিয়া।
নিজ রথ লয়্যা তাহারাও উঠিল যাইয়া ॥ ৪৬
তবে আকাশে রাবণ আর বরুণ-নন্দন।
কিবা আরম্ভিল অতিশয় ঘোরতর রণ ॥ ৪৭
পরে কিছু কাল যুদ্ধ করি রাজা লঙ্কেশ্বর।
আর সহিতে না পারে জলপতি-পুত্র-শর ॥ ৪৮
তবে তাহাদের শরাঘাতে হইয়া কাতর।
এক সময়ে বিমুখ হল্য রাক্ষসপ্রবর ॥ ৪৯
তাহা দেখি হৃষ্ট হয়্যা যত বরুণ-তনয়।
তারা তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরে তার মর্ম্মেতে বিন্ধয় ॥৫
তবে দশাননে অবসন্ন দেখি মহোদর।
সেহ গদা ধরি উঠিলা গা আকাশ-উপর ॥ ৫১

সেহ বরুণ তনয়-রথ ঘোটক সকলে।
সেই গদাপ্রহারেতে বিনাশিল ভুজবলে ॥ ৫২
আর সেই গদাপ্রহার করিয়া বার বার।
কিবা চূর্ণিত করিল রথ তাহা সবাকার ॥ ৫৩
করি হেন মতে দিব্য পরাক্রম প্রকাশন।
সুখে মহোদর সিংহনাদ করে ঘনেঘন ॥ ৫৪
তবে ভূতলে পড়িল রথ করি নিরীক্ষণ।
কিবা আকাশে দাঁড়াল্য যত বরুণ-নন্দন ॥ ৫৫
তারা বিরথ হইল তবু নাহি কিছু ভয়।
কিন্তু দশানন-উপরিতে বাণ বরিষয় ॥ ৫৬
তাহে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা মহাবেগে দশানন।
করে তাদের উপরি নানা অস্ত্র বিমোচন ॥ ৫৭
কত শর শক্তি ভিন্দিপাল মুষল মুদ্গর।
কত শূল শাল শতঘ্নী শাবল তীক্ষ্ণতর ॥ ৫৮
তবে বিরথ হইয়া যত বরুণ-নন্দন।
তারা সহিবারে নাহি পারে সেই অস্ত্রগণ ॥ ৫৯
তবে জর্জ্জরশরীর তারা হইয়া মূর্চ্ছিত।
সবে আকাশ হইতে হল্য ভূতলে পতিত ॥ ৬০
তাহা নিরখিয়া বরুণের যত অনুচর।
তাহাদিগে শীঘ্র লয়্যা গেল নগর-ভিতর ॥ ৬১
তবে এইরূপে রণজয় করি দশানন।
সেহ ভূতলে নামিল পুন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৬২
তবে সেহ বরুণের মন্ত্রীরে ডাকিয়া।
কহিলেক পুনর্ব্বার গর্ব্ব প্রকাশিয়া ॥ ৬
যাহ যাহ কহ গিয়া তোদের রাজারে।
এক্ষণ আসুক সেহ নিজে যুঝিবারে ॥ ৬৪
এত শুনি প্রভাস নামেতে মন্ত্রীবর।
দশাননে দিল কাল-উচিত উত্তর ॥ ৬৫
নিশাচর-পতি আমাদের মহারাজ।
গিয়াছেন ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সমাজ ॥ ৬৬
গন্ধর্ব্বে করিবে সেথা হরিলীলা গান।
শ্রবণ করিবা তাহা প্রীতি-ভাক্‌মান্ ॥ ৬৭
তিঁহ নাহি আসিবেন এখানে এক্ষণ।
তাঁর সঙ্গে না হইবে তব সন্দর্শন ॥ ৬৮
এখানে ছিলেন যত রাজার তনয়।
তা-সবারে করিয়াছ তুমি পরাজয় ॥ ৬৯
অতএব হেথা থাক নাহি প্রয়োজন।
ইহাতে করহ তুমি যেই হয় মন ॥ ৭০

এত শুনি বিজয় ঘোষণা দেয়াইয়া।
রাবণ চলিল সেই নগর ছাড়িয়া ॥ ৭১
তবে সেই ভ্রমিতে ভ্রমিতে কিছু পরে।
উপস্থিত হইল গিয়া সুতল-ভিতরে ॥ ৭২
সেখানে দেখিয়া এক সুন্দর নগর।
প্রহস্তের প্রতি কহিলেক লঙ্কেশ্বর ॥ ৭৩
মাতুল তুমিই রথ হইতে নামিয়া।
এ নগর কার বটে আইস জানিয়া ॥ ৭৪
রাবণের বাণী শুনি প্রহস্ত সত্বর।
প্রবেশ করিল গিয়া সে পুরী-ভিতর ॥ ৭৫
দ্বারে গিয়া শূন্য দেখে নাহি কোন জন।
পরেতে করিল অন্য গৃহেতে গমন ॥ ৭৬
এইরূপে ছয় প্রস্থ করিয়া লঙ্ঘন।
সপ্তম দ্বারেতে কৈল অদ্ভুত দর্শন ॥ ৭৭
প্রথমে দেখিল সেই বিশদ ভাস্বর।
রাশি রাশি তেজ জিনি কোটিদিবাকর ॥ ৭৮
দিব্য এক পুরুষ দেখিল মাঝে তার।
চতুর্ভুজ গদাধারী দিব্য-অলঙ্কার ॥ ৭৯
সে পুরুষ প্রহস্তে করিয়া নিরীক্ষণ।
হাসিলা জানিয়া দশানন-আগমন ॥ ৮০
তাঁর হাস্য দেখি ত্রাস পাইলা প্রহস্ত।
[illegible]ত অঙ্গ হয়্যা হৈল্য অস্তব্যস্ত ॥ ৮১
পুছিতে না পারি কিছু তাঁরে।
জানাল্য আসি রাবণ রাজারে ॥ ৮২
তাহা শুনি নামি পুষ্পক হইতে।
[illegible]হলী হইয়া চলিল নিরখিতে ॥ ৮৩
[illegible]ই তাঁর অগ্রে গিয়া দেখিয়া তাঁহারে।
[illegible]লোকিত হইল বিস্ময়-চমৎকারে ॥ ৮৪
কাঁপয়ে তার শরীর হৃদয়।
[illegible]না মত অলক্ষণ দর্শন করয় ॥ ৮৫
[illegible]হা দেখি সেই চিন্তা করে ভীত-মন।
তার প্রতি সেইত পুরুষ হাসি কন ॥ ৮৬
কিবা চিন্তা করিতেছ নিশাচর-পতি।
কহ কহ তাহা শীঘ্র তুমি মোর প্রতি ॥ ৮৭
তাহা শুনি করি নিজ ভাব সঙ্গোপন।
তাঁর প্রতি কহিতে লাগিল দশানন ॥ ৮৮
শুনিয়াছি আমি বলি হয় বলধর।
অতএব আসিয়াছি করিতে সমর ॥ ৮৯

তুমিই তাহার কাছে করিয়া গমন।
জানাইয়া আইস তারে মোর আগমন ॥ ৯০
রাবণ বচন শুনি সে পুরুষবর।
কহিলেন তার প্রতি এইরূপ উত্তর ॥ ৯১
বলিরাজ মহাশয় মহাপরাক্রম।
শত্রুজন-আগে যেন দণ্ড-হস্ত যম ॥ ৯২
তেজস্বী দুর্জ্জয় শত্রুজেতা বলবান।
সংসারে কোথাও যার নাহি ভয়স্থান ॥ ৯৩
হেন জন সঙ্গে তোমা করিবারে রণ।
পরামর্শ দিয়াছে দুর্ব্বুদ্ধি কোন জন ॥ ৯৪
করিতেছি আমি তোমা উপদেশ হিত।
দেখা নাহি কর তুমি বলির সহিত ॥ ৯৫
এত বাণী শ্রবণ করিয়া লঙ্কেশ্বর।
কোপ-ভরে হইল কম্পিত-কলেবর ॥ ৯৬
তবে সে অবজ্ঞা করি সে পুরুষবরে।
প্রবেশিতে যায় সেই দ্বারের ভিতরে ॥ ৯৭
তাহা দেখি হাসি বামপদাঙ্গুষ্ঠে করি।
তুলি ফেলি দিলা তারে পুরুষকেশরী ॥ ৯৮
সেই তাঁর সেই পদাঙ্গুষ্ঠ-প্রহরণে।
পড়িল গিয়া দশকোটি প্রমাণ যোজনে ॥ ৯৯
অচেতন হয়া পড়ি থাকি বহুক্ষণ।
চেতন পাইয়া উঠি করয়ে চিন্তন ॥ ১০০
দেখিলাম আজি আমি এক চমৎকার।
হেন বল নাহি দেখি সংসার-মাঝার ॥ ১০১
আমি ত্রিভুবন-জয়ী রাজা দশানন।
করিয়াছি কৈলাস ভূধর উত্তোলন ॥ ১০২
হেন মোরে পদাঙ্গুষ্ঠে তুলি এই জন।
অতি দূরদেশে কৈল অক্লেশে ক্ষেপণ ॥ ১০৩
এ জন রয়াছে দ্বারী যাহার হইয়া।
কি কাজ সে বলি-সঙ্গে সমর করিয়া ॥ ১০৪
কিন্তু এই কে বটে কি নাম বা ইহার।
জানিতে হয়্যাছে মোরে যথার্থ তাহার ॥ ১০৫
এত ভাবি পুন সেই গেল সেই দ্বারে।
তাহা দেখি সে পুরুষ কহিলা তাহারে ॥ ১০৬
দশানন বুঝিলাম বলির সহিতে।
বড় ইচ্ছা হইয়াছে তোমার যুঝিতে ॥ ১০৭
যাহ যাহ যাহ তুমি বলিরাজ-কাছে।
সম্ভাষণ কর গিয়া যেই ইচ্ছা আছে ॥ ১০৮

তাঁহার বচন শুনি ত্রাসে দশানন।
কিছু না কহিয়া কৈল বাটীতে গমন ॥ ১০৯
তারে দেখি বলিরাজ হসিত-বদন।
বসাইলা কোলে লয়্যা বালকে যেমন ॥ ১১০
তাহে বড় লজ্জিত হইল লঙ্কাপতি।
বলিরাজ হাসিয়া কহিল তার প্রতি ॥ ১১১
আস্থ আস্থ নিশাচর-পতি দশানন।
কহ কহ সুখেতো হয়্যাছে আগমন ॥ ১১২
কি কারণে আসিযাছ নিকটে আমার।
কহ কহ কিবা কার্য্য করিব তোমার ॥ ১১৩
দেখিয়া বলির বল বিস্মিত হইয়া।
দশানন কহে সেই ভাব আচ্ছাদিয়া ॥ ১১৪
লোক-মুখে শুনিলাম পূর্ব্বে জনার্দ্দন।
অন্যায়েতে করিছিল তোমারে বন্ধন ॥ ১১৫
অতএব আইলাম আমিহ এথায়।
বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে তোমায় ॥ ১১৬
কোথা আছে সেই বিষ্ণু বলহ আমারে।
মুক্ত করি যাই তার দায়েতে তোমারে ॥ ১১৭
এত দশানন-বাণী শ্রবণ করিয়া।
কহিলেন তারে বলি হাসিয়া হাসিয়া ॥ ১১৮
শুন শুন দশানন, একি তুমি একক্ষণ,
কর নাই সজ্জন-সঙ্গম।
যেই হেতু নাহি জান, দেবদেব নারায়ণ,
অবিচিন্ত্য-গুণ-পরাক্রম ॥ ১১৯
বিষ্ণু হন সর্ব্বেশ্বর, অবিচিন্ত্য-শক্তিধর,
বিভু সত্য-জ্ঞান-সুখময়।
জগতের বিরচন, রক্ষা আর সংহরণ,
তিন কর্ম্ম-কর্ত্তা বিশ্বাশ্রয় ॥ ১২০
দেবতা দানব যক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর রক্ষ,
নর নাগ পশু পক্ষী তরু।
ভূমি জল তেজ বাত, আকাশাদি বস্তুজাত,
সর্ব্বময় তাহে সব ভরু ॥ ১২১
তিঁহ যজ্ঞ যজমান, তিঁহ স্মৃত তিঁহ দান,
তিঁহ মন্ত্র তিঁহ হন ধর্ম্ম।
তিঁহ সর্ব্ব-কর্ম্মফল, তিঁহ যোগ তপোবল,
তিঁহ জ্ঞান ভক্তিশাস্ত্রমর্ম্ম ॥ ১২২
আমি-তুমি-আদি প্রাণী, যাবৎ বলিষ্ঠমানী,
আছ এই সংসার-মাঝার।
তাহাদের বল বীর্য্য, সমর-কৌশল শৌর্য্য
সব জান অধীন তাঁহার ॥ ১২৩
দিতি-পুত্র হিরণ্যাক্ষ, শ্রীকৈটভ রণে দক্ষ,
হিরণ্যকশিপু মধু মানী।
এই আদি দৈত্যগণ, জিনিছিল ত্রিভুবন,
শেষেতে বধিলা চক্রপাণি ॥ ১২৪
সেহ যেই কর্ম্ম করে, অন্যথা করিতে পারে,
সংসারেতে তাহা কোন জন।
তাঁর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন, করে যেই দুষ্টজন,
তিঁহ তারে করেন দমন ॥ ১২৫
পুছিলে সে আছে কোথা, এমতি অজ্ঞের কথা
তাঁহা ছাড়া আছে কোন্ স্থান।
সেহ নাহি যেই স্থানে, হেন স্থান ত্রিভুবনে,
দেখাইতে পারে না বিদ্বান ॥ ১২৬
হেন সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে, নিজ বীর্য্য দেখাবারে,
করিতেছ তুমি অভিপ্রায়।
ইহা শুনি ধীর জন, আর ভাগবতগণ,
উপহাস করিবে তোমায় ॥ ১২৭
বলির বচন শুনি রাজা দশানন।
ক্রুদ্ধ হয়্যা তাঁর প্রতি কহে এ বচন ॥ ১২৮
জানি তোহে হও তুমি প্রহ্লাদের নাতি।
কর তোরা কৃষ্ণের ঈশ্বর বলি খ্যাতি ॥ ১২৯
তোমাদের কুলে থাকু সেই তত্ত্বজ্ঞান।
করিতে না হবে তাহা আমাদিগে দান ॥ ১৩০
ইচ্ছা ছিল তোর দায় করিতে মোচন।
কিন্তু তাহা না হইল তোমারি কারণ ॥ ১৩১
যে হেতুক পরাজয় দেখিবার ডরে।
দেখাইতে না পারিলে সেই দামোদরে ॥ ১৩২
না হউক তাহা মোর ক্ষতি নাহি তায়।
কহ এক কথা তুমি সম্প্রতি আমায় ॥ ১৩৩
দেখিলাম তোমার দ্বারেতে এক জন।
দাঁড়াইয়া আছে গদা করিয়া ধারণ ॥ ১৩৪
কে বটে সে কিবা হয় আখ্যান তাহার।
কহ তুমি সেই কথা করিয়া বিস্তার ॥ ১৩৫
দেখিলাম তাহে এক বড় চমৎকার।
এই লাগি পরিচয় জিজ্ঞাসি তাহার ॥ ১৩৬
করিয়াছি আমিহ শমনে পরাজয়।
তারে দেখি নাহি হয়্যাছিল মোর ভয় ॥ ১৩৭

এ জনেরে নিরখিয়া মাত্র মোর চিত।
হয়্যাছিল ক্ষণকাল কিঞ্চিত ত্রাসিত ॥ ১৩৮
তাহাতে হয়্যাছে মোর বড়ই বিস্ময়।
অতএব কহ তুমি তার পরিচয় ॥ ১৩৯
রাবণ-বচন শুনি মৃদু হাস্য করি।
তার প্রতি কন বলি শঙ্কা পরিহরি ॥ ১৪০
নিশাচর-পতি তুমি এইত সাহসে।
করিছিলে বিষ্ণু-সঙ্গে যুঝিতে লালসে ॥ ১৪১
যারে দেখিমাত্র তুমি পাইয়াছ ভয়।
তিঁহই হয়েন বিষ্ণু জগত-আশ্রয় ॥ ১৪২
তিঁহই রাখিয়াছেন বান্ধিয়া আমারে।
তিঁহই করিয়াছেন লঙ্কেশ তোমারে ॥ ১৪৩
তাঁর বাক্যগুণে বদ্ধ ভুবনমণ্ডলী।
আজ্ঞা-অনুসারে তাঁরে বহি দেয় বলি ॥ ১৪৪
কাল-মহাকাল তিঁহ শমন-শমন।
মৃত্যুর মরণ বিশ্ব-সংহারকারণ ॥ ১৪৫
তাঁরে দেখি তুমি যেই পাইযাছ ভয়।
এত কদাচিত অদভূত নাহি হয় ॥ ১৪৬
বলির বচনে বিষ্ণু বলি জানি তাঁরে।
যুদ্ধ-আশে দশানন পুন গেল দ্বারে ॥ ১৪৭
সেরূপে অবধ্য করি জানিয়া রাবণে।
অন্তর্দ্ধান করিলা শ্রীবিষ্ণু সেই ক্ষণে ॥ ১৪৮
না দেখি তবে রাজা দশানন।
[illegible]দ করিল অনেক সুখি-মন ॥ ১৪৯
মহোদর দিল গভীর ঘোষণ।
[illegible]াল-সকলে জয় করিল রাবণ ॥ ১৫০
তবে পুষ্পকেতে চড়ি রাজা দশানন।
[illegible]লোকে জিনিবারে করিল গমন ॥ ১৫১
বার সময়ে সুমেরু-ভূমিধরে।
[illegible]তে পাইল শ্রীপর্ব্বত মুনিবরে ॥ ১৫২
[illegible]র দেখি বন্দনা করিয়া দশানন।
তাঞ্জলি হইয়া করিল নিবেদন ॥ ১৫৩
নিবর কর তুমি মোরে আজ্ঞাপন।
লাগি করি আমি কাহারে প্রার্থন ॥ ১৫৪
পারিবে কে মোর বাহু কণ্ডু নিবারিতে।
ক পারিবে মোরে যুদ্ধ করিযা তুষিতে ॥ ১৫৫
াবণের বচন শুনিয়া তপোধন।
নন তার প্রতি হাসি এ বচন ॥ ১৫৬

দশানন যুবনাশ্ব-তনয় মান্ধাতা।
অযোধ্যার অধিপতি সপ্তদ্বীপ-ত্রাতা ॥ ১৫৭
মহাবলবান যোদ্ধা বিখ্যাত সংসারে।
সেই যোগ্য তোমারে সমরে তুষিবারে ॥ ১৫৮
তিঁহও আসিবা আজি এখানে এক্ষণে।
যুঝিবে তাঁহার সঙ্গে যদি হয় মনে ॥ ১৫৯
এইরূপে পর্ব্বত কহেন দশাননে।
মান্ধাতা আইলা সেই স্থানে সেই ক্ষণে ॥ ১৬০
স্বর্ণময় দিব্যরথে করি আরোহণ।
সঙ্গেতে লইয়া নিজ সৈন্য কত জন ॥ ১৬১
তাঁরে দেখিয়া সুখিত হৈলা রাজা দশানন।
তার নিকটে যাইয়া তাঁরে কহে এ বচন ॥ ১৬২
ওহে মহারাজ আমি লঙ্কাপতি শ্রীরাবণ।
আমি রয়্যাছি প্রতীক্ষা করি তব আগমন ॥ ১৬৩
মোরে কহিলা পর্ব্বত-নাম মুনি জ্ঞানবান্।
তুমি জিনিয়াছ নাকি এই দ্বীপ সপ্তখান ॥ ১৬৪
তাহা শুনিয়া তোমারে জানি বলবান্ বলি।
আমি তোমা সঙ্গে যুঝিতে হয়্যাছি কুতূহলী ॥
আমি জিনিয়াছি কুবের-বরুণ-দণ্ডধরে।
আর কহিতে না পারি যত নাগ-দৈত্য-নরে ॥
কিন্তু সুখ না হয়্যাছে যুঝি তাদের সহিত।
আর ভুজেরো কণ্ডূতি নাহি হয়্যাছে খণ্ডিত ॥
আজি সে তুই সাধিব রণ করি তোমা সনে।
এই স্থানে বাস করিয়া রয়্যাছি এই মনে ॥ ১৬৮
তুমি মহাবল-পরাক্রম যুদ্ধে বিচক্ষণ।
মোর এই তুই মনোরথে করহ পূরণ ॥ ১৬৯
এত লঙ্কাপতি-বচন শুনিয়া নৃপবর।
কিবা কহিলেন হাসি হাসি তাহারে উত্তর ॥ ১৭০
ওহে দশানন বল-বীর্য্য তোমার যেমন।
তাহা করিয়াছি আমি লোক-মুখেতে শ্রবণ ॥ ১৭১
তুমি গিয়াছিলে অর্জ্জুনেরে যুদ্ধে জিনিবারে।
সেথা যে হয়্যাছে তাহা খ্যাত হয়্যাছে সংসারে
আর যে দশা হইয়াছিল বালি-কপিকাছে।
তাহা এ তিন ভুবনে সব লোকে জানিয়াছে ॥
তভু যদাপি আছয়ে তব ভুজ-কণ্ডূয়ন।
তবে আস্য আস্য করহ আমার সঙ্গে রণ ॥ ১৭৪
এত মান্ধাতার বাণী শুনি ক্রুদ্ধ দশানন।
নিজ মন্ত্রিগণে যুঝিবারে কৈল আজ্ঞাপন ॥ ১৭৫

তবে মহোদর মারীচ প্রভৃতি নিশাচর।
চাপে গুণ দিয়া আরম্ভিল ছাড়িবারে শর ॥ ১৭৬
তাহা দেখি মান্ধাতার সঙ্গে যত সৈন্য ছিল।
তারা সবে বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভিল ॥ ১৭৭
সেই দুইসৈন্য-শরে ভূমি দিগন্ত গগন।
সব আচ্ছাদিল কিছু নাহি হয় দরশন ॥ ১৭৮
তাহে রাক্ষসের ঘোর শর না পারি সহিতে।
সেই মান্ধাতার সৈন্য আরম্ভিল পলাইতে ॥১৭৯
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়্যা নিজে অযোধ্যা-ভূপতি
নিজে বর্ষিতে লাগিল বাণ নিশাচর প্রতি ॥১৮০
তাহে মহোদর প্রভৃতি যাবত নিশাচর।
তারা মান্ধাতার শরেতে হইল জরজর ॥ ১৮১
তাহা দেখিয়া প্রহস্ত মহাকোপে কম্পমান।
সেহ মহাবেগে ছাড়িতে লাগিল তীক্ষ্ণ বাণ ॥
তার শর সব চলিতে লাগিল বেগে তেন।
বর্ষ-কালে জল-ধারা অন্তরীক্ষ-পথে যেন ॥১৮৩
কিন্তু সে সকল শরে পথে আসিতে আসিতে।
নিজ শরে করি রাজা কাটি ফেলিলা ত্বরিতে ॥
তাহা দেখি দশানন দিয়া ধনুকে টঙ্কার।
মহা কোপেতে বর্ষণ করে শর অনিবার ॥ ১৮৫
তবে খরতর তোমর ছাড়িয়া পাঁচখান।
রাজা দশাননে বিন্ধিয়া করিলা খান খান ॥১৮৬
পুন মান্ধাতা ধরিয়া এক মহত মুদ্গর।
মহা বেগেতে মারিলা সেই রাবণ-উপর ॥ ১৮৭
সেই মুদ্গর গভীর নাদে তেজে প্রজ্বলিত।
সেই রাবণের বুকে গিয়া পড়িল ত্বরিত ॥ ১৮৮
সেই মুদ্গর-প্রহারে হত হয়্যা দশানন।
সেহ ভূতলে পড়িল ভগ্ন পাদপ যেমন ॥ ১৮৯
তাহা দেখি মহাহৃষ্ট হয়্যা অযোধ্যা ঈশ্বর।
বহু সিংহনাদ করিলা জিনিয়া জলধর ॥ ১৯০
তবে রাবণে মূর্চ্ছিত দেখি রাক্ষসসমূহ।
তারা চারিদিগে বেঢ়িয়া থাকিল করি ব্যূহ ॥১৯১
তবে বহুক্ষণ পরে পুন পাইয়া চেতন।
উঠি মান্ধাতারে বেধ করে ক্রুদ্ধ দশানন ॥১৯২
আর নানামত অস্ত্রশস্ত্র করিয়া মোচন।
তার অশ্ব-সূত-সহ রথে করিল ভঞ্জন ॥ ১৯৩
তবে বিরথ হইয়া মহাকোপে মহীপতি।
এক শক্তি নিক্ষেপণ কৈলা দশানন প্রতি ॥১৯৪
সেহ প্রচণ্ড উল্কার মত ধায় মহাবেগে।
যাহা দেখিয়া পলায় প্রাণিসকল উদ্বেগে ॥ ১৯৫
তাহা নিরখিয়া লঙ্কাপতি ছাড়ি এক শূলে।
সেই শক্তিরে করিল ভস্ম বহ্নি যেন তুলে ॥
আর সুতীক্ষ্ণ নারাচ এক অতি ভয়ঙ্কর।
সেহ নিক্ষেপিল মান্ধাতার বুকের উপর ॥ ১৯৭
তার প্রহারে মূর্চ্ছিত হয়্যা ভূপতি পড়িলা।
দেখি রাক্ষসসকল সিংহনাদ আরম্ভিলা ॥১৯৮
তবে মুহূর্ত্তেক পরে রাজা পাইয়া চেতন।
উঠি দেখিলা রাবণে অতি আনন্দিত-মন
তাহে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা সেহ ধরি ধনুঃশর।
পুন শরবৃষ্টি করে রাজা রাক্ষস-উপর ॥ ২০০
তবে দশাননো মহাক্রুদ্ধ টানি টানি চাপ।
সেই রাজারে করয়ে বেধ প্রবলপ্রতাপ ॥২০১
তারা দুইজন মহাশূর দোঁহে মহাবল।
দোঁহে সাধ্বস রহিত দোঁহে সমর-কুশল ॥ ২০২
তারা দুই জনে অবিশ্রান্ত ছাড়িতেছে শর।
যাহে জরজর হইল দোঁহার কলেবর ॥ ২০৩
তভু কারো নাহি সমবেতে কিঞ্চিত অলস।
দোঁহে দোঁহাকারে জিনিবারে করয়ে সাহস ॥
তবে দশানন রৌদ্র অস্ত্র করিলা মোচন।
তারে বহ্নিবাণে নৃপবর করিলা বারণ ॥ ২০৫
তবে রাবণ গন্ধর্ব্ববাণ মোচন করিলা।
তারে বারুণ বাণেতে করি মান্ধাতা বারিলা ॥
তবে এইরূপে কিছুকাল যুঝি লঙ্কেশ্বর।
আর সহিতে না পারে মান্ধাতার তেজভর ॥
তবে না দেখি উপায় আর ত্রাসিত রাবণ।
নিজ ধনুকেতে ব্রহ্ম-অস্ত্র করিল যোজন ॥ ২০৮
তাহা দেখি মান্ধাতা পাশুপত মহাবাণ।
নিজ ধনুকেতে মন্ত্র পড়ি করিল সন্ধান ॥
তবে দুইজন-হস্তে দেখি দুই ঘোর শর।
এই ত্রিভুবন ভয়েতে কাঁপয়ে থর থর ॥ ২১০
অন্য কি কহিব দেবগণ কাঁপিতে লাগিল।
যত নাগ সব সাধ্বসেতে গর্ত্তে প্রবেশিল ॥ ২
তবে মান্ধাতা-সহিত রাবণের সেই রণ।
ধ্যানে জানিল পুলস্ত্য মুনি শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২১
তবে তিঁহ গালবেরে সঙ্গেতে লইয়া।
উপস্থিত হল্যা রণস্থলেতে আসিয়া ॥ ২১৩

দশানন-মান্ধাতার মধ্যে দাঁড়াইয়া।
কহিলেন তাঁরা দুই জনে সম্বোধিয়া ॥ ২১৪
ওহে নৃপবর ওহে রাজা দশানন
শুন শুন তোমা দোঁহে মোদের বচন ॥ ২১৫
করিতেছ তোমা দোঁহে যেই এই রণ।
দেখিতে না পাই মোরা ইথে প্রয়োজন ॥ ২১৬
যেহেতুক তোমা দোঁহে তুল্য সমস্থান।
জয় পরাজয় কারো না হবে ইহায় ॥ ২১৭
অতএব শুনি দোঁহে মোদের বচন।
পরস্পরে প্রীতি কর ছাড়ি এই রণ ॥ ২১৮
মুনিদের বাক্য শুনি মান্ধাতা রাবণ।
ধনুর্ব্বাণ তেজি কৈল কাছে আগমন ॥ ২১৯
ভূমিতলে পড়িয়া তাহারা দুই জন।
মুনিদের চরণেতে করিলা বন্দন ॥ ২২০
তবে তাঁরা আশীর্ব্বাদ করি দুই জনে।
কহিতে লাগিলা তাহাদিগে সুখিমনে ॥ ২২১
মোদের বচনে তোরা ত্যজিলে যে রণ।
ইথে তুষ্ট হইলাম মোরা দুই জন ॥ ২২২
এক্ষণে তোমরা প্রীত কর পরস্পরে।
তাহা দেখি মোরা যাই অমর নগরে ॥ ২২৩
এতবাক্য শুনিয়া মান্ধাতা দশানন।
প্রীতমনে দোঁহে দোঁহা কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২২৪
[illegible] সুখিত পুলস্ত্য তপোধন।
গালব-[illegible]হিত স্বর্গে করিলা গমন ॥ ২২৫
মান্ধা[illegible] ও নিজ সৈন্য সঙ্গেতে লইয়া।
[illegible]া নগরে গেলা সুখিত হইয়া ॥ ২২৬
[illegible] তার পরে করিল যে কাজ।
করহ তাহা রঘুকুল-রাজ ॥ ২২৭
[illegible]ক বচন শুনি অগস্ত্য-বদনে।
আনন্দ পাইলা বড় মনে ॥ ২২৮
[illegible]কে গতি যার শ্রীবংশমোহন।
[illegible]রসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২২৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ডলীলাবর্ণনে
[illegible]পাতালভ্রমণ-মান্ধাতৃ-সমরশ্রবণবর্ণনো
নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাবণের চন্দ্রলোকে গমন, অনরণ্য-বধ ও বিষ্ণুদর্শন।

লঙ্কাপতেনিশময়ঙ্কশিলোকযানং,
তত্রানরণ্য-ধরণীপতি-শাপদানম্ ।
তত্রৈব কেশববিলোকমপি প্রবেশং,
রামো গৃহে কলসজাৎ প্রমদায় নোহষ্ম ॥ ১

পুলস্ত্য গালব গেলে পরে দশানন।
চন্দ্রলোক জিনিবারে করিল গমন ॥ ২
সেই লোক দুই লক্ষ যোজন-উপর।
ক্রমে ক্রমে দেখা গেল লঙ্কা-অধীশ্বর ॥ ৩
তাহারে যুদ্ধার্থী করি জানি শশধর।
বর্ষণ করিতে আরম্ভিলা নিজ কর ॥ ৪
অত্যন্ত শীতল হয় চন্দ্রের কিরণ।
সহিতে না পারে তাহা নিশাচরগণ ॥ ৫
তবে দশানন প্রতি কহিল প্রহস্ত।
মহারাজ মোরা বড় শীতে অস্তব্যস্ত ॥ ৬
কোনোমতে আগে আর না পারি যাইতে।
অতএব ফিরিবার ইচ্ছা করি চিতে ॥ ৭
প্রহস্তের বাণী শুনি রাজা লঙ্কেশ্বর।
ক্রুদ্ধ হয়্যা ধনুকেতে যুড়িলেক শর ॥ ৮
হেনই সময়ে তেথা করি আগমন।
দশাননে কহিতে লাগিলা পদ্মাসন ॥ ৯
দশানন সংহার করহ এই শর।
নাহি ছাড় কদাচিত চন্দ্রের উপর ॥ ১০
এই দ্বিজরাজ সদা করে লোক-হিত।
পীড়া দেয়া ইহারে না হয় সমুচিত ॥ ১১
অতএব ফির তুমি নিশাচর-স্বামী।
এক পারিতোষিক তোমারে দিব আমি ॥ ১২
এক স্তব করি তোহে আমি সমর্পণ।
প্রাণ-পীড়া কালে ইহা করিবে পঠন ॥ ১৩
পাঠ করে প্রাণভয়ে ইহা যেই জন।
সেহ নাহি পায় সেই ভয়েতে মরণ ॥ ১৪
এত শুনি ধনুর্ব্বাণ তেজি দশানন।
নিবেদয়ে বিধাতারে করিয়া বন্দন ॥ ১৫

দেবদেব হইয়াছ যদি তুষ্ট-মন।
তবে মোরে হেন স্তব কর সমর্পণ ॥ ১৬
যাহা জপ করি আমি সমর-সময়।
সর্ব্ব-দেবাসুর কাছে হইয়ে নির্ভয় ॥ ১৭
বিধাতা কহেন যবে প্রাণ-পীড়া হবে।
সেই কালে স্মরণ করিবে এই স্তবে ॥ ১৮
যেকালে সেকালে নাহি করিবে স্মরণ।
করিলেও না হইবে অভীষ্ট সাধন ॥ ১৯
এত কহি দশানন-প্রতি পদ্মভব।
কহিতে লাগিলা দিব্য মহাদেব-স্তব ॥ ২০
রক্ষ রক্ষ মহাদেব, বিশ্বপতি দেবদেব,
ভূত-ভব্য-ভবত্-ঈশ্বর।
পিঙ্গললোচন-বান, ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-পরিধান,
দিব্য-ধর্ম্ম-মার্গ-রক্ষাকর ॥ ২১
রক্ষ রক্ষ শ্রীগণেশ, লোকপাল ত্রিলোকেশ,
মহাভুজ অনল-লোচন।
মহাভাগ মহাশূলী, মহাদেব মহাবলী,
কালরূপী বৃষভ-বাহন ॥ ২২
রক্ষ রক্ষ মহাকাল, নীলকণ্ঠ করতাল,
গালবাদ্য-প্রিয় পশুপতি।
দেবান্তক জটাধারী, ভূতেশ্বর সর্ব্বকারী,
গণপতি সেবকের গতি ॥ ২৩
রক্ষ রক্ষ সর্ব্বময়, সর্ব্ব-আত্মা সর্ব্বাশ্রয়,
মৃত্যুরূপ কমণ্ডলু-ধর।
পিনাকী ত্রিশূল-ধারী, শঙ্কর শ্মশানচারী,
উমাপতি শশাঙ্ক-শেখর ॥ ২৪
রক্ষ রক্ষ গঙ্গাধর, ভগনেত্র-নাশকর,
পূষার দশন-নিপাতন।
মদনবিজয়ী সর্ব্ব, অন্ধক-নাশন সর্ব্ব,
ভাগবতপ্রিয় পঞ্চানন ॥ ২৫
এই স্তব প্রাণপীড়া সময়ে জপিবে।
ইহার প্রভাবে তাহে বিমুক্ত হইবে ॥ ২৬
এই স্তব দশাননে দিয়া পদ্মাসন।
ব্রহ্মলোকে সুখিমনে করিলা গমন ॥ ২৭
দশাননো চন্দ্রলোক হইতে ফিরিয়া।
ভ্রমিতে লাগিল পুন ভূতলে আসিয়া ॥ ২৮
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই কথো দিন পরে।
উপস্থিত হল্য আসি অযোধ্যানগরে ॥ ২৯
সে সময়ে সে নগরে বহুগুণধাম।
হয্যাছিল ভূমিপতি অনরণ্য নাম ॥ ৩০
তাহার নিকটে গিয়া রাজা দশানন।
করিলেক নিজ মুখে সমর প্রার্থন ॥ ৩১
মহারাজ তুমি কর মোর সঙ্গে রণ।
কিম্বা পরাজয়-পত্র করহ লেখন ॥ ৩২
তাহা শুনি অনরণ্য কহিলা কুপিত।
চলহ করিব যুদ্ধ তোমার সহিত ॥ ৩৩
এত কহি সৈন্যদিগে কৈল আজ্ঞাপন।
চলহ সকলে রণে করিয়া সাজন ॥ ৩৪
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া তাহার সৈন্যগণ।
সজ্জ হয্যা সকলে করিলা আগমন ॥ ৩৫
আইল সজ্জিত দশসহস্র মাতঙ্গ।
তাহার সমান অতি উত্তম তুরঙ্গ ॥ ৩৬
তার উপযুক্ত রথী পদাতি আইল।
রাজার উচিত রথ সাজায্যা আনিল ॥ ৩৭
তবে রথে আরোহিয়া লয্যা সৈন্যগণ।
রণস্থলে অনরণ্য করিলা গমন ॥ ৩৮
তবে সেই দুই সৈন্য মিলি পরস্পর।
আরম্ভ করিল যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৩৯
নানা অস্ত্র শস্ত্র তারা করয়ে বর্ষণ।
জলধরে যেমন বর্ষয়ে জলকণ ॥ ৪০
কিন্তু অনরণ্য-সৈন্যে রাক্ষসসকল।
বিনাশিল শুষ্ক তৃণে যেমন অনল ॥ ৪১
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয্যা নিজে মহীপতি।
বাণবৃষ্টি করিছেন নিশাচর প্রতি ॥ ৪২
যূথে যূথে পড়ে বাণ তাহার তেমন।
দৃষ্টি নাহি হয় যাহে নিশাচরগণ ॥ ৪৩
তবে তার বাণ-বেগ সহিতে না পারি।
প্রহস্ত প্রভৃতি পলাইল রণ ছাড়ি ॥ ৪৪
তাহা দেখি মহাকোপে রাজা লঙ্কেশ্বর।
ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া হইল অগ্রসর ॥ ৪৫
তারে দেখি অনরণ্য তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর।
টানি টানি বৃষ্টি করে তাহার উপর ॥ ৪৬
কিন্তু সে সকল শর রাবণ-শরীরে।
কিছু পীড়া দিতে না পারিয়া পড়ে ফিরে ॥ ৪৭
মত্তকরি-অঙ্গে যেন কুসুমের হার।
ভূমিধর-শিখরেতে যেন জলধার ॥ ৪৮

তাহা দেখি ধনুর্ব্বাণ তেজি দশানন।
অনরণ্য-নিকটেতে করিল গমন ॥ ৪৯
অতি ঘোরতর এক সিংহনাদ করি।
চাপড় মারিলা তার মস্তক-উপরি ॥ ৫০
সেইত চাপড় খাই অনরণ্য ভূপ।
ভূমিতলে পড়িলা যেমন ছিন্ন যূপ ॥ ৫১
কিছুকাল পরে কিছু পাইয়া চেতন।
অবশ-অঙ্গেতে অল্প মিলিলা নয়ন ॥ ৫২
তাহা দেখি অটহাস্য করি লঙ্কাপতি।
কহিতে লাগিল সেই ভূপতির প্রতি ॥ ৫৩
দেখিলে দেখিলে তুমি আপনার বল।
দেখিলে দেখিলে যুদ্ধে আপন কৌশল ॥ ৫৪
এই পরাক্রমে তুমি আমার সহিতে।
আসিছিলে কি সাহসে সমর করিতে ॥ ৫৫
আমি ত্রিভুবনজয়ী রাজা দশানন।
মোর অঙ্গে কারো অস্ত্র না করে ভেদন ॥ ৫৬
হেন মোর সঙ্গে তুমি এই বাহুবলে।
যুঝিতে আসিয়া পাইলে ত যোগ্য ফলে ॥ ৫৭
এত রাবণের বাণী শ্রবণ করিয়া।
কহিলা ভূপতি অতি বিষণ্ণ হইয়া ॥ ৫৮
দুষ্ট তুমি মহামূর্খ অজ্ঞান-ভাজন।
এই লাগি করিতেছ গরব এমন ॥ ৫৯
সৎকুলে জনম যার যেহ শূর হয়।
শত্রু বধি গর্ব্ব না করয় ॥ ৬০
যেহেতু কাহারো সাধ্য না হয় মারণ।
কালমাত্র একা হয় তাহার কারণ ॥ ৬১
অকালেতে কেহ নাহি মরে বজ্রপাতে।
প্ত হইলে মরয়ে তৃণাঘাতে ॥ ৬২
ালে করিলেক আমার নিধন।
ত্র হও তুমি ইথে দশানন ॥ ৬৩
তছি শীঘ্র মৃত্যু হইল আমার।
তে না পারিলাম তোর প্রতিকার ॥ ৬৪
আমার সাধ্য হয় যেই কাজ।
মি তাহা দেখ নিশাচর-রাজ ॥ ৬৫
রি থাকি দান-হোম-দ্বিজার্চ্চন।
থাকি গুরু-দেবতা-সেবন ॥ ৬৬
বংশে হেন ভূপতি জন্মিবে।
ারে সবংশেতে সংহার করিবে ॥ ৬৭

যেই মাত্র এই শাপ দিলা অনরণ্য।
দেবগণ করিলা তাঁহারে ধন্য ধন্য ॥ ৬৮
বাজাইলা মহানন্দে দুন্দুভি-বাজন।
[illegible] তাঁহার শিরে কুসুম-বরষণ ॥ ৬৯
এই কালে সেই রাজা দেহ ত্যাগ করি।
বিমানে চড়িয়া গেলা অমর-নগরী ॥ ৭০
সত্য করিবারে সেই বচন রাজার।
তাঁর কুলে হয়াছে আপনি অবতার ॥ ৭১
দশানন সেখানেতে বিজয়ী হইয়া।
অপর স্থানেতে গেলা পুষ্পকে চড়িয়া ॥ ৭২
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পুন ত্বার কদাচিত।
সাক্ষাত হইল মুনি-নারদ-সহিত ॥ ৭৩
তাঁরে দেখি প্রণাম করিয়া দশানন।
কৃতাঞ্জলি হয়া কৈল এই নিবেদন ॥ ৭৪
প্রভু মোরে কৃপা করি কর উপদেশ।
প্রতিযোদ্ধা পাব আমি গেলে কোন্ দেশ ॥ ৭৫
অন্যথা সমর-ইচ্ছা-নিবৃত্তি না হয়।
সমর লাগিয়া সদা চঞ্চল হৃদয় ॥ ৭৬
রাবণ-বচন শুনি কিঞ্চিত চিন্তিয়া।
তার প্রতি তপোধন কহিলা হাসিয়া ॥ ৭৭
পশ্চিম ক্ষীরোদ-মাঝে অতি মনোহর।
দিব্য এক দ্বীপ আছে শুক্লবর্ণ-ধর ॥ ৭৮
সেই স্থানে যাহ তুমি চড়ি এই যানে।
যুদ্ধ-ইচ্ছা-নিবৃত্তি হইবে সেই স্থানে ॥ ৭৯
এত কহি সুরলোকে গেলা তপোধন।
ক্ষীরোদ-সাগরে গেল রাজা দশানন ॥ ৮০
সেই সিন্ধু-মাঝে দেখে দিব্য সেই দ্বীপ।
শ্বেতবর্ণ সর্ব্বদা প্রকাশে যেন দীপ ॥ ৮১
সেই দ্বীপ-মধ্যে এক পুরুষ-রতনে।
দেখিলেক দশগ্রীব আপন নয়নে ॥ ৮২
কিবা মনোহর, সে পুরুষ-বর,
মহাতেজে ঝলমল।
নব মেঘগণ, জিনিয়া বরণ,
লাবণ্যেতে ঢল ঢল ॥ ৮৩
রাতা উতপল, জিনি পদতল,
উরু যেন করি কর।
কটি পরিসর, মাঝা ক্ষীণতর,
কিবা নাভি সরোবর ॥ ৮৪

অশ্বত্থের দল, নিজ বক্ষঃস্থল,
তাহে রোমাবলী সাজে।
জিনি করি-শুণ্ড, চারি ভুজ-দণ্ড,
কমলেরে কর গাঁজে ॥ ৮৫
মুখ মনোহর, যেন শশধর,
অধর বান্ধুলী-ফুল।
দিব্য গণ্ডস্থল, নয়ন কমল,
নাসিকার নাহি তুল ॥ ৮৬
চৌরস কপাল, কাল কেশজাল,
চামর জিনিয়া শোভা।
মুকুট কুণ্ডল, পদক উজ্জ্বল,
মুক্তাহার মনোলোভা ॥ ৮৭
বাজুবন্ধ আর, বালা মণিহার,
সুবর্ণমালিকাসার।
কিঙ্কিণী নূপুর, আদি সুমধুর
ভূষণেতে উজিয়ার ॥ ৮৮
দেখি সেই জনে, আপন নয়নে,
সেই রাজা লঙ্কেশ্বর।
লয়্যা সেনাগণ, করিল গমন,
তাঁর কাছে রঘুবর ॥ ৮৯

তাঁর কাছে গমন করিয়া দশানন।
যুদ্ধ দাও যুদ্ধ দাও বলে ঘনেঘন ॥ ৯০
দন্ত কড় মড় করে যমের সমান।
গর্জ্জন করয়ে ঘন মহাকোপবান্ ॥ ৯১
তাহাতেও যবে তিঁহ কিছু না কহিলা।
তবে দশানন তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ৯২
দেখিতেছি তোমার সুন্দর কলেবর।
অঙ্গ দেখি বোধ হয় বট বলধর ॥ ৯৩
আগে বীর দেখি কেন না কর সম্ভাষ।
বুঝি মুক হবে কিম্বা পাইয়াছ ত্রাস ॥ ৯৪
এত কহি শূল শক্তি খড়্গ আদি করি।
নিক্ষেপ করয়ে সেই পুরুষ-উপরি ॥ ৯৫
সে সব প্রহারে তিঁহ না করি গণন।
হাস্য করি দশাননে কহিলা বচন ॥ ৯৬
দশানন বুঝিলাম তোমার অন্তর।
বড় ইচ্ছা হইয়াছে করিতে সমর ॥ ৯৭
থাক্ থাক্ থাক্ তোর এই মনোরথ।
পূরাইব শীঘ্র কহি করিয়া শপথ ॥ ৯৮
এত কহি সে পুরুষ অকুপিত মনে।
মারিলেন একটী চাপড় দশাননে ॥ ৯৯
সেইত চাপড় খাই রাজা লঙ্কাপতি।
ভূতলে পড়িল মূর্চ্ছা পাই হত-মতি ॥ ১০০
তাহা দেখি প্রহস্ত প্রভৃতি নিশাচর।
ছাড়িতে লাগিল অস্ত্র তাঁহার-উপর ॥ ১০১
সে সকল অস্ত্র তিঁহ ধরি লয়্যা করে।
প্রবেশ করিলা এক গর্ত্তের ভিতরে ॥ ১০২
তার পর দশানন চেতন পাইয়া।
নিজ মন্ত্রী সকলেরে পুছিলা উঠিয়া ॥ ১০৩
দেখিয়াছ দেখিয়াছ ওহে মন্ত্রিগণ।
কোন্ স্থানে সে পুরুষ করিলা গমন ॥ ১০৪
তারা সবে কহে দেখি মূর্চ্ছিত তোমারে।
করিতে লাগিলুঁ মোরা প্রহার তাহারে ॥ ১০[illegible]
সেই সব অস্ত্রে তিঁহ ধরি লয়্যা করে।
প্রবেশ করিলা এই গর্ত্তের ভিতরে ॥ ১০৬
তাহা শুনি তাহাদিগে বাহিরে রাখিয়া।
প্রবেশিল দশানন সে গর্ত্ত বাহিয়া ॥ ১০৭
কথোদূর গিয়া দেখে দিব্য এক পুরী।
যার শোভা বর্ণিতে না পারে কোনো সুরী
সে পুরীর দ্বারে গিয়া রাজা দশানন।
দেখিলেক তিন কোটী পুরুষ-রতন [illegible]
নবমেঘ-সমবর্ণ চতুর্ভুজ-ধর।
নানামণি-ভূষণে ভূষিত-কলেবর ॥ ১[illegible]
পীতবস্ত্র-পরিধান বনমালা-ধারী।
সদা সুখী দুঃখহীন অতি মনোহারী
পূর্ব্বে দেখিছিল যে পুরুষে লঙ্কাপতি
তাঁর সম সবাকার প্রকৃত মূরতি ॥ ১১[illegible]
সে সব পুরুষে দেখি বিস্মিত-অন্তর।
রোমাঞ্চিত হইল রাক্ষস-অধীশ্বর ॥ ১১[illegible]
আছেন আবিষ্ট হয়্যা তাঁরা দিব্য গানে
কিছু মাত্র না কহিলা দশানন-স্থানে ॥ [illegible]
তবে দশানন প্রবেশিয়া অভ্যন্তরে।
দেখিলেক অতি মনোহর এক ঘরে ॥ [illegible]
তার মধ্যে দিব্য গজদন্তে বিরচিত।
দিব্য এক পালঙ্ক আছয়ে সুশোভিত।
তাহে দুগ্ধফেননিভ তুলার উপরি।
সে পুরুষ শুইয়া আছেন লীলা করি ॥

পীতবর্ণ পট্ট বস্ত্রে আচ্ছাদি বদন।
রয়্যাছেন কপটেতে করিয়া শয়ন ॥ ১১৮
তাঁহার চরণতলে পালঙ্কেতে বসি।
চামর ঢুলান এক অপূর্ব্ব রূপসী ॥ ১১৯
দিব্য অঙ্গ দিব্যকান্তি দিব্য-গন্ধ-ধরা।
দিব্যভূষা দিব্য মালা বিচিত্র-অম্বরা ॥ ১২০
তাঁর রূপ দেখি আর পাইয়া সুগন্ধ।
দশানন হল্য কাম-মদে মহা-অন্ধ ॥ ১২১
তবে সেই যায় তাঁরে ধরিবার আশে।
যেন কেহ নিদ্রাগত কালসর্পী-পাশে ॥ ১২২
তার দুষ্ট আশয় সে পুরুষ জানিয়া।
হাস্য কৈলা বদনের বস্ত্র ঘুচাইয়া ॥ ১২৩
তাঁর হাস্য দেখি ভয়ে মূর্চ্ছিত রাবণ।
ভূতলে পড়িল ছিন্ন পাদপ যেমন ॥ ১২৪
মুহূর্ত্তেক পরে সেই পাইয়া চেতন।
চাহিলেক ধীরে ধীরে মিলিয়া নয়ন ॥ ১২৫
তাহা দেখি সে পুরুষ কহিলা রাবণে।
উঠ উঠ দশানন স্থির কর মনে ॥ ১২৬
বিধাতার বর আছে রক্ষক তোমার।
এক্ষণ না হবে তব কোথাও সংহার ॥ ১২৭
এতেক বচন শুনি উঠি দাঁড়াইয়া।
রাবণ তাঁরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ॥ ১২৮
আপনি কাল-অনল-সমান।
তেজস্বী মহাপ্রভাব-নিধান ॥ ১২৯
শুনি হাসি মেঘ-গভীর বচনে।
লেন পুনর্ব্বার তিঁহ দশাননে ॥ ১৩০
ই আমিহ নাম যে হয় আমার।
জানি প্রয়োজন কি আছে তোমার ॥ ১৩১
তার বরে নাহি পাইলে মরণ।
নেতে ইচ্ছা হয় করহ গমন ॥ ১৩২
বাক্য শুনিয়া হইয়া যোড়-পাণি।
পতি তাঁহাকে কহিল এই বাণী ॥ ১৩৩
র হয্যাছি আমি প্রজাপতি-বরে।
নো জন না পারিবে আমারে সমরে ॥ ১৩৪
এব না হইবে আমার মরণ।
লাগিয়ে নির্ভয় আছয়ে মোর মন ॥ ১৩৫
াপি যদ্যাপি কোনো প্রকারে ঘটয়।
ব যেন তোমারি করেতে তাহা হয় ॥ ১৩৬
দেখিতেছি তুমি হও পুরুষ-রতন।
অতি শ্লাঘা হয় তব করেতে মরণ ॥ ১৩৭
এইরূপ কহিতে কহিতে দশানন।
দেখিলেক তাঁর কাছে এ তিন ভুবন ॥ ১৩৮
পদতলে তাঁর দেখে পাতালমণ্ডলে।
চরণ-উপরি নিরখিল রসাতলে ॥ ১৩৯
গুল্‌ফে মহাতল জঙ্ঘাযুগে তলাতল।
জানুতে সুতল উরুদ্বয়েতে বিতল ॥ ১৪০
উরুমূলে অতল কটিতে মহীতল।
নাভিদেশে ভুবর্লোক দেখিল সকল ॥ ১৪১
উরঃস্থলে স্বর্গ গ্রীবাদেশে মহর্লোক।
মুখে জনলোক ললাটেতে তপোলোক ॥ ১৪২
কেশে মেঘসকলে করিলা নিরীক্ষণ।
ললাটে কালাগ্নিরুদ্রে করিলা দর্শন ॥ ১৪৩
উন্মেষ-নিমেষে দেখে দিবস রজনী।
দুই নয়নেতে শশধর-দীনমণি ॥ ১৪৪
কর্ণে দিক্ সব নাসাযুগলে সমীরে।
অধরে দেখিলা লোভে জিহ্বায় পানীরে ॥ ১৪৫
দশনেতে নিরীক্ষণ করিল শমনে।
মৃদু হাস্যে মায়ারে দেখিল স্বনয়নে ॥ ১৪৬
কণ্ঠেতে দেখিল যাবদীয় দেবগণ।
বাহুতে দিক্‌পালগণে করিলা দর্শন ॥ ১৪৭
বক্ষঃস্থলে জ্যোতিশ্চক্র পৃষ্ঠে পাপাচারে।
কুক্ষিদেশে দেখিলা যাবত পারাবারে ॥ ১৪৮
জঘনে দানব-দৈত্য নিশাচরগণ।
গুহ্যদেশে বিধাতারে করিল দর্শন ॥ ১৪৯
বস্ত্রে সন্ধ্যা দেখিল উরুতে বায়ুগণ।
জানুতে যাবত পক্ষী করে নিরীক্ষণ ॥ ১৫০
জঙ্ঘাতে দেখিল ক্ষুদ্র ভূধর সকলে।
নখেতে দেখিল পশু-পাষাণ-মণ্ডলে ॥ ১৫১
অস্থিতে দেখিল যাবদীয় কুলাচল।
নাড়ীতে তটিনী লোমে পাদপ সকল ॥ ১৫২
এইরূপে তাঁর দেহে সকল ভুবন।
দেখি মূর্চ্ছা পাই ভূমে পড়িল রাবণ ॥ ১৫৩
এতেক বচন শুনি প্রভু রঘুপতি।
জিজ্ঞাসা করিলা শ্রীঅগস্ত্য-মুনি প্রতি ॥ ১৫৪
মুনিবর যে পুরুষে দেখিল রাবণ।
কি নাম তাঁহার তিঁহ হন কোন্ জন ॥ ১৫৫

আর দেখিছিল যত জনে তাঁর দ্বারে।
তাহারা কে হয় সেথা আছে কি প্রকারে ॥ ১৫৬
রঘুপতি-মুখে শুনি এতেক বচন।
হাসি হাসি কহেন অগস্ত্য তপোধন ॥ ১৫৭
রঘুপতি যারে দেখিছিল লঙ্কেশ্বর।
তিঁহ বিষ্ণু সকল জগত-রক্ষাকর ॥ ১৫৮
দেখিছিল যার যেই তিনকোটি নর।
তাহারা তাঁহারি ভৃত্য সর্ব্বগুণধর ॥ ১৫৯
কেহ নিত্য সিদ্ধ কেহ সিদ্ধ সুসাধনে।
সকলেই সদামগ্ন প্রেম-রসায়নে ॥ ১৬০
এইত করিলুঁ তব প্রশ্নের উত্তর।
এক্ষণ শুনহ যে করিল লঙ্কেশ্বর ॥ ১৬১
কিছুকাল পরে জ্ঞান পাই দশানন।
উঠি চারিদিক্ পানে করে নিরীক্ষণ ॥ ১৬২
কিন্তু পূর্ব্ব-দৃষ্ট কিছু না পায় দেখিতে।
তাহে অতি বিস্ময় হইল তার চিতে ॥ ১৬৩
লক্ষ্মী-মহাপুরুষেরো না পায় দর্শন।
তবে সেহ বাহিরে করিল আগমন ॥ ১৬৪
সকল বৃত্তান্ত কহি নিজ মন্ত্রিগণে।
প্রস্থান করিল চড়ি পুষ্পক-স্যন্দনে ॥ ১৬৫
তবে তার ইচ্ছা হল্য যাইতে ভবন।
দিগ্বিজয়ে আগ্রহ তেজিল এ কারণ ॥ ১৬৬
ঘর যাইবার কালে সেহ দশানন।
করিতে লাগিল অন্য কুক্রিয়াচরণ ॥ ১৬৭
সুন্দর-রমণী দেখে যেখানে সেখানে।
তাহারে তুলিয়া লয় পুষ্পক-বিমানে ॥ ১৬৮
দেবী নারী নাগী যক্ষী গন্ধর্ব্বী কিন্নরী।
ঋষিকন্যা অসুরী অপ্সরা নিশাচরী ॥ ১৬৯
এই আদি করি দেখে যাবত সুন্দরী।
কাহারেও নাহি ছাড়ে লয়্যা যায় হরি ॥ ১৭০
তাহে যদি বাদ করে কারো বন্ধুজন।
তাদিগে বধিয়া তারে করয়ে গ্রহণ ॥ ১৭১
এইরূপে অনেকসহস্র পরনারী।
হরণ করিল সেই লঙ্কা-অধিকারী ॥ ১৭২
তারা সবে শোক-ভয় দুঃখেতে কাতর।
পুষ্পকে থাকিয়া কান্দিতেছে নিরন্তর ॥ ১৭৩
তাহাদের অতি উষ্ণ অশ্রুজল ঝরে।
তাহাতে পুষ্পকরথে প্রক্ষালন করে ॥ ১৭৪
তাহাদের দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাসপবনে।
উত্তপ্ত করিছে সেই পুষ্পক-স্যন্দনে ॥ ১৭৫
তবে তারা পরিত্রাণ-উপায় না দেখি।
সবে মিলি কান্দে লজ্জ-সম্ভ্রম উপেখি ॥ ১৭৬
হায় হায় কি হইল দৈব বিঘটন।
হরিল মো-সবে যাহে দুষ্ট এই জন ॥ ১৭৭
পূর্ব্ব জন্মে করিছিলুঁ মোরা কত পাপ।
যার ফলে পাইলাম এত মনস্তাপ ॥ ১৭৮
কোথায় রহিল মাতা পিতা সহোদর।
কোথায় রহিল বন্ধুজন অনুচর ॥ ১৭৯
হায় সে সকলে ছাড়ি কিরূপে রহিব।
কিরূপে বা এই দুঃখে প্রাণ বাঁচাইব ॥ ১৮০
অথবা জীবনে কিছু নাহি প্রয়োজন।
শীঘ্র নাও নিজ কাছে মোদিগে শমন ॥ ১৮১
অন্যথা দেখিতে নাহি পাই হেনজন।
যে করিতে পারে এই দুঃখের মোচন ॥ ১৮২
এহ দুষ্ট বিশ্বজয়ী মহাবল হয়।
কে করিতে পারয়ে ইহারে পরাজয় ॥ ১৮৩
তাহে কিবা মো-সবার আছয়ে শকতি।
যাহে দণ্ড করিতে পারয়ে ইহা প্রতি ॥ ১৮৪
যেই মাত্র সাধ্য আছে মোদের কিঞ্চিত।
তাহাই সম্প্রতি করি সময়-উচিত ॥ ১৮৫
যদি ধর্ম্মপথে থাকে মো-সবার মতি
যদি সত্য হন নারায়ণ বেদ-ততি ॥ ১৮৬
তবে পর-রমণী-লম্পট এ দুর্জ্জন।
পর নারী নিমিত্তেই পাইবে নিধন ॥ ১৮৭
যেই মাত্র এই শাপ দিলা নারীগণ।
তেঁই স্বর্গপুরে হল্য দুন্দুভি-বাদন ॥ ১৮৮
পতিব্রতা-নারী-মুখে শুনি শাপকথা।
দশানন কিঞ্চিত পাইল মনে ব্যথা ॥ ১৮৯
তাহা জানি যাবদীয় তার মন্ত্রিগণ।
ইষ্টবাক্যে করিলেক তাহারে সান্ত্বন ॥ ১৯০
তবে দশানন সেই নারীগণ লয়্যা।
লঙ্কাপুরে প্রবেশিল আনন্দিত হয়্যা ॥ ১৯১
এতেক বচন শুনি অগস্ত্য-বদনে।
রঘুবর আনন্দ পাইলা বড় মনে ॥ ১৯২
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ১৯৩

নবম পরিচ্ছেদ

রাবণের স্বর্গবিজয়।

অশুশ্রুবদ্ যং মানিবাসগাস্যো,
যুদ্ধং দশাস্যাস্য সমং সুরৈর্বৈঃ।
পরাভবক্রেন্দ্রজিতা মঘোন-
স্তং রাবণং চিন্তা চিরং নিতান্ত॥ ১

তবে লঙ্কা-প্রবিষ্ট হইয়া দশানন।
সভাতে বসিল লয়া নিজ মন্ত্রিগণ॥ ২
হেনকালে শূর্পণখা আসি সেই স্থানে।
কান্দি ভূমে পড়িল রাবণ-বিদ্যমানে॥ ৩
তাহা দেখি দশানন দুঃখিত-অন্তর।
কহিতে লাগিল তারে করি সমাদর॥ ৪
একি একি ভগ্নি কেন কর ক্রন্দন।
উঠ উঠ কহ শীঘ্র ক্রন্দন-কারণ॥ ৫
মোর ভগ্নী তুমি তব কিবা আছে দুখ।
কি কারণে কান্দিতেছ হয়া ম্লানমুখ॥ ৬
শুনি শূর্পণখা এত রাবণ-বচন।
উঠি দাঁড়াইয়া তারে করে নিবেদন॥ ৭
মহারাজ তব ভগ্নী আমি সত্য বটে।
সত্য বটে মোর কিছু দুঃখ নাহি ঘটে॥ ৮
কিন্তু তুমি আপুনি দুঃখের পারাবারে।
নিমগ্ন করিয়াছ অভাগী আমারে॥ ৯
কালকঞ্জ দৈত্যগণে জিনিতে যাইয়া।
বধিয়াছ মোর স্বামী দৌরাত্ম্য করিয়া॥ ১০
দৈবে যোগাইলে হত্যা তোহে তারে।
না করিয়া নিজে মালো কি প্রকারে॥ ১১
এব কি আমি দুঃখেতে ক্রন্দন।
কারব কে করিবে আমারে পালন॥ ১২
শুনি লজ্জিত হইয়া দশানন।
কহিতে লাগিল তারে করিয়া সান্ত্বন॥ ১৩
না কর না কর আর ভগিনি রোদন।
না কর আমারে আর লজ্জায় মগন॥ ১৪
অলঙ্ঘ্য দৈবের বল না হয় অন্যথা।
অতএব পাইলে এতেক চিত্ত-ব্যথা॥ ১৫
যুদ্ধে মাতি যবে আমি বৃষ্টি করি শর।
সে সময়ে চিনিতে না পারি আত্ম-পর॥ ১৬
অতএব হইয়াছে এই ঘোর কাজ।
মরিয়াছে তাহে তুমি নাহি দাও লাজ॥ ১৭
করিব এক্ষণ যেই কর্ত্তব্য উচিত।
দান-মানে সর্ব্বদা তোষিব তব চিত॥ ১৮
ভ্রাতা খরে রাজা দিব দণ্ডককাননে।
যাবে চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস তার সনে॥ ১৯
দূষণ হইবে তার সেনা-অধিপতি।
তুমিও প্রস্থান কর তাহার সংহতি॥ ২০
যে কথা কহিবে খরে তুমি যেই ক্ষণ।
সেই ক্ষণে দিবে তাহা করিয়া সাধন॥ ২১
নামমাত্র রাজা হবে খর সেই বনে।
রাজত্ব তোমার হবে বল্প বিবেচনে॥ ২২
এত কহি খরে অভিষেক রাজটীকা দিয়া।
বিদায় করিল দশানন তুষ্ট-হিয়া॥ ২৩
তবে খর-শূর্পণখা সৈন্য সঙ্গে করি।
রাজত্ব করিতে গেল দণ্ডক-ভিতরি॥ ২৪
এখানেতে ইন্দ্রজিতে না দেখি রাবণ।
মন্ত্রিগণে সম্বোধিয়া করে জিজ্ঞাসন॥ ২৫
দেখিবারে পাই আমি সব বন্ধুজনে।
মেঘনাদে দেখিতে না পাই কি কারণে॥ ২৬
মন্ত্রিগণ কহে রাজা নিকুম্ভিলা-বনে।
যজ্ঞ করিছেন শুক্রাচার্য্যে লয়্যা সনে॥ ২৭
তাহা শুনি দশানন লয়্যা মন্ত্রিগণ।
ত্বরান্বিত হয়্যা সেথা করিল গমন॥ ২৮
তারে দেখি মেঘনাদ প্রণাম করিল।
দশানন কোল দিয়া কহিতে লাগিল॥ ২৯
বাপধন করিতেছ তুমি এ কি কর্ম্ম।
কহ কহ মোর প্রতি আপনার মর্ম্ম॥ ৩০
রাবণ-বচন শুনি কন শুক্রাচার্য্য।
শুন মহারাজ নিজ তনয়ের কার্য্য॥ ৩১
সাত যজ্ঞ করয়াছেন সন্তান তোমার।
অগ্নিষ্টোম অশ্বমেধ রাজসূয় আর॥ ৩২
বহুস্বর্ণ গো-সব বৈষ্ণব-নাম যাগ।
মাহেশ্বর সপ্তম করিলা মহাভাগ॥ ৩৩
মাহেশ্বরে সাক্ষাত হইয়া পশুপতি।
দিয়াছেন নানাবর মেঘনাদ প্রতি॥ ৩৪

কামগামী দিব্য এক রথ মনোহর।
তামসী নামেতে মায়া মায়ার প্রবর ॥ ৩৫
যাহার প্রভাবে মেঘনাদের সমরে।
লখিতে নারিবে কেহ জগত-ভিতরে ॥ ৩৬
আর শত্রু-ক্ষয়কর নানা অস্ত্রগণ।
কর্য্যাছেন মহেশ ইঁহারে সমর্পণ ॥ ৩৭
সম্প্রতি করিতে এই যজ্ঞ সমাপন।
রয়্যাছেন তোমারে করিয়া প্রতীক্ষণ ॥ ৩৮
এতেক বচন শুনি কহে দশানন।
উত্তম না হইযাছে এইত করণ ॥ ৩৯
আমাদ্দের শত্রু হয় যত দেবগণ।
উচিত না হয় কভু তাদের পূজন ॥ ৪০
না জানিয়া যে কর্য্যাছ নাহি কব আর।
যজ্ঞ তেজি আস্য যাই সভার মাঝার ॥ ৪১
এত কহি মেঘনাদে সঙ্গেতে লইয়া।
দশানন সভামাঝে বসিল যাইয়া ॥ ৪২
হেন কালে দশানন-হৃত নারীগণ।
দুঃখ-শোকে সবে মিলি করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪৩
তাহা শুনি পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ।
করিছেন দশানন-প্রতি নিবেদন ॥ ৪৪
মহারাজ এইরূপে তব দুরাচারে।
হইতেছে উৎকট অকীর্ত্তি এ সংসারে ॥ ৪৫
হইতেছে ইথে পাপ পূর্ব্ব পুণ্য ভ্রষ্ট।
এই দোষে হইবে সকল কুল নষ্ট ॥ ৪৬
তাহা দূরে রহু এ কুকর্ম্মের ফলে।
কুম্ভীনসী হরি মধু লয়্যা গেছে বলে ॥ ৪৭
রাবণ বোলযে কথা বুঝিতে না পারি।
কে মধু কে কুম্ভীনসী বোলহ বিস্তারি ॥ ৪৮
বিভীষণ কহেন করহ অবধান।
আমাদ্দের মাতামহ যেহ মাল্যবান্ ॥ ৪৯
তাঁর কন্যা সুবেলা মোদের মাতৃস্বসা।
তাঁর কন্যা কুম্ভীনসী আমাদ্দের স্বসা ॥ ৫০
তারে হরি লয়্যা গেছে করি বলাৎকার।
মধুবন-বাসী মধুদৈত্য দুরাচার ॥ ৫১
যে কালেতে মেঘনাদ ছিল যজ্ঞকর্ম্মে।
আমি জলবাসে ছিলুঁ আপনার ধর্ম্মে ॥ ৫২
সেই কালে মধু আসি বধি সৈন্যগণে।
কুম্ভীনসী হরি লয়্যা গেছে মধুবনে ॥ ৫৩
হইযাছে এই যে উৎকট অপমান।
তোমার পাপের ফলে এই হয় জ্ঞান ॥ ৫৪
এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হয়্যা দশানন।
কহিতেছে হুঙ্কার করিয়া ঘনেঘন ॥ ৫৫
অদ্যই যাইব আমি মধুরে বধিতে।
রথ সাজাইয়া আন আমার ত্বরিতে ॥ ৫৬
মেঘনাদ-আদি যত মুখ্য নিশাচর।
রণসজ্জ হয়্যা সবে আস্যহ সত্বর ॥ ৫৭
আজি যুদ্ধে মধুর করিয়া বিনাশন।
ইন্দ্রলোক জিনিবারে করিব গমন ॥ ৫৮
দেবগণ-সহযোগে জিনি পুরন্দরে।
করিব রাজত্ব আমি ত্রিলোক-ভিতরে ॥ ৫৯
রাবণ-বচন শুনি যত নিশাচর।
সমর লাগিয়া চলে সাজিয়া সত্বর ॥ ৬০
সাজিল যতেক সৈন্য শুন তার কথা।
চারি-সহস্রাক্ষৌহিণী শাস্ত্রে শুনি যথা ॥ ৬১
তাহার গণন শুন সবে মন দিয়া।
কহিতেছি রাজনীতি-শাস্ত্র আলোচিয়া ॥ ৬২
একলক্ষ আর নয়সহস্র ত্রিশত।
পঞ্চশত পদাতি যাহাতে অভিমত ॥ ৬৩
পঞ্চষষ্টি-সহস্র ষট্-শত আর দশ।
ঘোটক থাকয়ে যাহে রণে অসাধ্বস ॥ ৬৪
একুইশ সহস্র অপর অষ্টশত।
সপ্ততি যাহাতে হাতী আর রথ তত ॥ ৬৫
এই সব মিলি হয় এক অক্ষৌহিণী।
শুনহ মিলিত তার সংখ্যার কাহিনী ॥
দুইলক্ষ আঠার-সহস্র সপ্তশত।
অক্ষৌহিণী সংখ্যা সব পুরাণ-সম্মত ॥ ৬৭
তারে চারি-সহস্রেতে করিলে পূরণ।
যে সংখ্যা গণিত তাহা করহ শ্রবণ ॥ ৬৮
তেচল্লিশ-কোটি চোয়াত্তরি-লাখ আর।
পদাতি হইল সংখ্যা গণিতে নির্দ্ধার ॥ ৬৯
ষড়্বিংশত-কোটি আর চতুর্ব্বিংশ-লক্ষ।
চল্লিশ-সহস্র অশ্ব কহে সংখ্যা-দক্ষ ॥ ৭০
অষ্টকোটি চোয়াত্তরি-লক্ষ অষ্টাযুত।
হস্তী আর রথ সেই সংখ্যায সংযুত ॥ ৭১
এইরূপে অশ্বী গজী রথী পদাতিক।
মিলি যত যোদ্ধা হল্য শুন তার ঠিক ॥ ৭২

অশীতি-কোটি অষ্ট-চৌয়াল্লিশ লক্ষ।
যাদ্ধার নির্ণয় কহে সংখ্যাশাস্ত্রে দক্ষ॥ ৭৩
বণ উত্তম রথে করি আরোহণ।
ত্রা কৈল সঙ্গে লয়্যা সেই সৈন্যগণ॥ ৭৪
দেবযুদ্ধে দশাননে সজ্জিত দেখিয়া।
দৈত্যসব সঙ্গে সাজে সহায় হইয়া॥ ৭৫
তবে মধুপুরে গিয়া লঙ্কা-অধিপতি।
চারিদিগে ঘেরিলেক লয়্যা সৈন্য-ততি॥ ৭৬
কুম্ভীনসী জানি তবে রাবণ-আশয়।
পড়িল আগেতে আসি ত্রাসিত-হৃদয়॥ ৭৭
তারে অতি ভীত দেখি কহে দশানন।
উঠ উঠ ভগিনি কান্দহ কি কারণ॥ ৭৮
কি করিব তব হিত কহ তেজি ভয়।
তবে উঠি কুম্ভীনসী দশাননে কয়॥ ৭৯
মহারাজ যদি মোরে করিবে প্রসাদ।
তবে মোর স্বামিসঙ্গে তেজহ বিবাদ॥ ৮০
করিলে এখনি মোরে যে অভয় দান।
সত্য কর তাহা রাখি মোর স্বামি-প্রাণ॥ ৮১
দশানন কহে ভগ্নি তব স্নেহ-বলে।
নিবৃত্ত হইলুঁ আমি এইত কন্দলে॥ ৮২
কোথা আছে মধু তারে আনহ ত্বরিতে।
তারে সঙ্গে লয়্যা যাব ইন্দ্রেরে জিনিতে॥ ৮৩
তবে কুম্ভীনসী হৃষ্ট করিল গমন।
যেথা আছে মধুদৈত্য করিয়া শয়ন॥ ৮৪
তাবে জাগাইয়া সব কথা জানাইল।
সেহ দশানন-সঙ্গে আসিয়া মিলিল॥ ৮৫
যথাযোগ্য সম্মান করিয়া দশাননে।
সহসৈন্য লয়্যা গেল আপন ভবনে॥ ৮৬
সে দিবস মধুগৃহে থাকিয়া রাবণ।
পরদিন স্বর্গপুরে করিল গমন॥ ৮৭
সন্ধ্যাকাল উপস্থিত দেখি লঙ্কেশ্বর।
নিবাস রচনা কৈল কৈলাস-উপর॥ ৮৮
হেন কালে শশধর উদয় করিল।
শীতল সুগন্ধ বায়ু বহিতে লাগিল॥ ৮৯
তাহাতে মদনে মত্ত হয়্যা দশানন।
কৈলাস-উপরি বনে করয়ে ভ্রমণ॥ ৯০
হেন কালে রম্ভা-নাম উত্তম অপ্সরা।
সেই পথে গমন করয়ে মনোহরা॥ ৯১
তার রূপ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া লঙ্কাপতি।
হইল মদন-মদে মহামত্ত-মতি॥ ৯২
তবে সেহ তার করে করিয়া ধারণ।
কহিতে লাগিল চাহি তাহার বদন॥ ৯৩
কহ কহ রম্ভা কোথা করিছ গমন।
দেখিবে কে আজি তোহে ভাগ্যবান্ জন॥ ৯৪
মোর ইচ্ছা হয় বসি এই শিলাতলে।
কিছুকাল বিলাস করহ কুতূহলে॥ ৯৫
ত্রিভুবনে কেহ নাহি আমার সমান।
যোগ্য নহে মোরে তেজি অন্যপাশে যান॥ ৯৬
রাবণ-বচন শুনি অত্যন্ত সভয়।
কম্পিত-শরীর রম্ভা তার প্রতি কয়॥ ৯৭
মহারাজ কি বল কি করহ অন্যায়।
আমি তব পুত্রবধূ ছাড়হ আমায়॥ ৯৮
রাবণ হাসিয়া কহে কহ নির্তন্বিনি।
তুমি হও মোর কোন পুত্রের গৃহিণী॥ ৯৯
রম্ভা কহে মহারাজ সব শাস্ত্রে কয়।
ভ্রাতৃ-পুত্র নিজ-পুত্র কভু ভিন্ন নয়॥ ১০০
কুবের তোমার ভ্রাতা অমর-প্রবর।
তার পুত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীনলকুবর॥ ১০১
তিহ করয়্যাছেন আজি সঙ্কেত আমারে।
অতএব যাব আমি সেবিতে তাঁহারে॥ ১০২
প্রবেশ করয়্যাছি আমি মনে করি তাঁরে।
আমি তাঁর ভার্য্যা আজি শাস্ত্র-অনুসারে॥
তিহ রয়্যাছেন মোরে করি প্রতীক্ষণ।
না কর আপুনি ইথে বিঘ্ন-আচরণ॥ ১০৪
সাধু-জন যেই মার্গে করেন গমন।
সেই মার্গে থাকি কর আমারে রক্ষণ॥ ১০৫
এইরূপ নানামত করিয়া বিনয়।
রম্ভা দশানন-প্রতি ধর্ম্মকথা কয়॥ ১০৬
কিন্তু তাহা কিছু নাহি শুনিল রাবণ।
চোরা না হি শুনে কভু ধরম-শিক্ষণ॥ ১০৭
তবে কিছু কুপিত হইয়া লঙ্কাপতি।
কহিতে লাগিল পুন সেই রম্ভা-প্রতি॥ ১০৮
তোরা হও স্বর্গ-বেশ্যা সকলের ভোগ্য।
হেন সতীধর্ম্ম নহে তোমাদের যোগ্য॥ ১০৯
ধনে কিম্বা বলে যেই লইতে পারয়।
তাহাকেই তোদের সেবিতে যোগ্য হয়॥ ১১০

এত কহি বলাৎকার করিয়া রাবণ।
হইল রম্ভায় কাম-ক্রীড়ায় মগন ॥ ১১১
পরে মুক্ত হয়্যা রম্ভা ত্রাসিত-হৃদয়।
চলিল আছেন যথা কুবের-তনয় ॥ ১১২
সেই রম্ভা ভয়েতে কম্পিত-কলেবর।
পড়িল যাইয়া তাঁর চরণ-উপর ॥ ১১৩
তারে ভীত দেখি কন কুবের-নন্দন।
একি একি চরণে পড়িছ কি কারণ ॥ ১১৪
কেন বা দেখিয়ে তোহে ব্যাকুল-অন্তর।
কহ কহ প্রিয়ে তাহা আমারে সত্বর ॥ ১১৫
রম্ভা কহে শুন দেব দুষ্ট লঙ্কেশ্বর।
সহ-সৈন্যে রহিয়াছে কৈলাস-উপর ॥ ১১৬
মোরে দেখি সেই কামে হয়্যা অচেতন।
ধরিল আমার করে সঙ্গম-কারণ ॥ ১১৭
আমি তারে কহিলাম সকল বৃত্তান্ত।
কিন্তু কিছু না মানিল রাক্ষস দুর্দান্ত ॥ ১১৮
অতএব ক্ষমা কর আমার দূষণ।
কি করিব নারীজাতি দৌর্ব্বল্য-ভাজন ॥ ১১৯
রম্ভার বচন শুনি কুবের-নন্দন।
মৌন হয়্যা দেখিলেন করিয়া চিন্তন ॥ ১২০
ধ্যানবলে রাবণের দৌরাত্ম্য জানিয়া।
দিলেন উৎকট শাপ জল পরশিয়া ॥ ১২১
আজি হৈতে অকাম-নারীতে দশানন।
করিতে নারিবে কভু বলেতে ধর্ষণ ॥ ১২২
যদি কভু অকামাতে করে বলাৎকার।
সেইক্ষণে সাতখণ্ড হবে মুণ্ড তার ॥ ১২৩
যেই এই শাপ দিলা কুবের-নন্দন।
হইল দুন্দুভিবাদ্য পুষ্প-বরিষণ ॥ ১২৪
প্রজাপতি হাস্য কৈলা সেই শাপ শুনি।
তুষ্ট হৈলা দেবগণ আর যত মুনি ॥ ১২৫
লোকমুখে সেই শাপ শুনি দশানন।
সেই হৈতে তেজিলেক অকামা-ধর্ষণ ॥ ১২৬
পরদিন প্রভাতে লইয়া সৈন্যগণ।
ইন্দ্রলোকে জিনিবারে করিল গমন ॥ ১২৭
তাহা শুনি শচীপতি ত্রাসযুক্ত-মন।
ক্ষীরোদে যাইয়া কৃষ্ণে কৈল নিবেদন ॥ ১২৮
জয় জয় লক্ষ্মীপতি, সকল জীবের গতি,
সর্ব্বকর্ত্তা সকল ঈশ্বর।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডগণ, সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশন,
সাধক বিচিত্র শক্তিধর ॥ ১২৯
সৃষ্টিস্থিতিলয়-কাল, অনুসারে কর্ম্মজাল,
বিস্তারিয়া কর তিন ক্রিয়া।
অনুসরি পুণ্য পাপ, ভুঞ্জাহ আনন্দ তাপ,
অস্মদাদি জীবেরে লইয়া ॥ ১৩০
রক্ষি কর সৃষ্টিক্ষণে, যত প্রজাপতিগণে,
স্থিতিকালে দেবতাদিকেরে।
দেখি স্থিতিকাল-শেষ, করিয়া কটাক্ষ-লেশ,
বাড়াও অসুর নিশাচরে ॥ ১৩১
তাহে স্থিতিকাল এবে, বাড়াইতে হয় দেবে
অসুর রাক্ষসে দণ্ড করি।
ছাড়িয়া সে নিজ রীত, কর কেন বিপরীত,
মোদের কি দোষ অনুসরি ॥ ১৩২
দেখ দেখ লক্ষ্মীপতি, লইয়া রাক্ষস-ততি
আসিতেছে যেমন উদ্যমে।
ইথে করি অনুমান, লবে মো-সবার স্থান,
রাখিতে নারিব পরিশ্রমে ॥ ১৩৩
অতএব প্রভু-পায়, নিবেদিয়ে হবে যায়
এ দুঃখে মোদের পরিত্রাণ।
রণে হয়্যা অগ্রসর, বিনাশহ লঙ্কেশ্বর,
রক্ষা কর ভাগবত-প্রাণ ॥ ১৩৪
মহেন্দ্রের স্তব শুনি প্রভু নারায়ণ।
সাক্ষাতে হইয়া তারে কৈলা আজ্ঞাপন ॥ ১৩৫
দেবরাজ উৎকণ্ঠিত না হবে এক্ষণ।
এক্ষণ জয়ের যোগ্য নয় হয় রাবণ ॥ ১৩৬
যদ্যপি মিলিত হয় সকল ভুবন।
তভু নাহি পরাজয় পাবে দশানন ॥ ১৩৭
দেখিতেছি বিধাতার বরে লঙ্কেশ্বর।
পুত্র সহ করিলেক কর্ম্ম ঘোরতর ॥ ১৩৮
মোরে যে কহিলে তুমি করিবারে রণ।
তাহা না পারিব আমি করিতে এক্ষণ ॥ ১৩৯
না বধিয়া রিপু আমি না ফিরি সমরে।
এই মোর দৃঢ় ব্রত আছয়ে অন্তরে ॥ ১৪০
এক্ষণ সমরে গেলে মোর সে নিয়ম।
থাকিতে না পারে এই হয় অবগম ॥ ১৪১
কিন্তু তোঁহে কহি আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া।
বধিব সবংশে দুষ্টে সময় পাইয়া ॥ ১৪২

এক্ষণ তুমিহ দেবগণে সঙ্গে করি
সংগ্রাম করহ গিয়া ভয় পরিহরি ॥ ১৪৩
নারায়ণ-বচন শুনিয়া পুরন্দর ।
মনঃক্ষুণ্ণ হয়্যা ফিরি গেলা নিজ ঘর ॥ ১৪৪
তবে সব দেবগণে করিয়া আহ্বান ।
সমরে সাজিতে ইন্দ্র কৈল আজ্ঞা দান ॥ ১৪৫
তবে রুদ্রগণ বিশ্বগণ আদিত্যসকল ।
যত বসুগণ সাধ্যগণ তৃষিত অনল ॥ ১৪৬
উন-পঞ্চাশ পবন যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর ।
যত পিশাচ গুহ্যক সিদ্ধ ভূত বিদ্যাধর ॥১৪৭
তারা সানাহ টোপর পরি অস্ত্র-শস্ত্র ধরি ।
সবে আলা স্ব স্ব বাহনেতে আরোহণ করি ॥
তবে হেনই সময়ে সহসৈন্যে লঙ্কেশ্বর ।
আসি ঘেরিলেক চারিদিকে ইন্দ্রের নগর ॥১৪৯
সেই দিনে জাগি কুম্ভকর্ণ শুনি সব কথা ।
আশু আসি উপস্থিত হৈলা দশানন যথা ॥ ১৫০
তবে শচীপতি সুর-সৈন্যে কৈলা আজ্ঞাপন ।
তারা কোলাহল করি কৈলা সমরে গমন ॥১৫১
তবে দুই দলে আরম্ভ করিল ঘোর রণ ।
যাহা দেখি শুনি চমৎকৃত হৈলা ত্রিভুবন ॥ ১৫২
তাহে সুমালী নামেতে রাবণের মাতামহ ।
সেই প্রধান হইয়া যোঝে দেবগণ সহ ॥ ১৫৩
তার সঙ্গী হৈলা মারীচ প্রহস্ত মহোদর ।
শুক সারণ নিকুম্ভ মহাপার্শ্ব ঘটোদর ॥ ১৫৪
তারা সবে বাণবৃষ্টি করি অমর-সেনায় ।
ছিন্ন ভিন্ন কৈল অতিশয় সকলের গায় ॥ ১৫৫
তাহে কাতর হইয়া যত অমরনিকর ।
তারা স্থির হতে নারে কেহ সমর-ভিতর ॥১৫৬
তাহা দেখিয়া সাবিত্র নাম বসু বলবান ।
নিজ সৈন্য সঙ্গে লইয়া হইল আগুয়ান ॥ ১৫৭
তার সহায় হইল ত্বষ্টা পূষা দুইজন ।
তবে দুই দলে আরম্ভ করিল ঘোর রণ ॥ ১৫৮
তাহে সুমালী বিবিধ অস্ত্র করিয়া বর্ষণ ।
যত দেবগণে বিন্ধিয়া করিল বিদারণ ॥ ১৫৯
তবে সাবিত্র নামেতে বসু হয়্যা অগ্রসর ।
দুই সুমালি-সহিতে যুদ্ধ করে ঘোরতর ॥ ১৬০
তাহে সাবিত্র সহস্র শর করিয়া মোচন ।
সুমালীর স্যন্দনেরে করিলা খণ্ডন ॥ ১৬১
তবে কালদণ্ড-তুল্য এক ঘোর গদা ধরি ।
সেই মহাবলে নিক্ষেপিল সুমালি-উপরি ॥ ১৬২
সেই গদার প্রহারে তার চূর্ণ হৈল শির ।
তার না রহিল অস্থি না রহিল মাংস শির ॥ ১৬৩
তবে সুমালীর মৃত্যু দেখি যাবত রাক্ষস ।
তারা রণ ছাড়ি পলাইল পাইয়া সাধ্বস ॥ ১৬৪
তাহা দেখি মেঘনাদ মহাকোপে কম্পবান ।
শর-ধনু হাতে করি হইল আগুয়ান ॥ ১৬৫
সেই সৈন্যে সাহস দিয়া ফিরাইয়া লইয়া ।
দেব-সৈন্য-আগে উপস্থিত হইল যাইয়া ॥ ১৬৬
তার ভয়ঙ্কর রূপ দেখি মাত্র দেবগণ ।
ভয়ে রণ ছাড়ি ইন্দ্র-কাছে করে পলায়ন ॥ ১৬৭
তাহা নিরখিয়া মহেন্দ্র কহেন দেবগণে ।
ভয়ে না পলাও না পলাও স্থির হও রণে ॥১৬৮
তোমা সবাকার সহযোগে করিতে সমর ।
এই দেখ পুত্র জয়ন্ত হইল অগ্রসর ॥ ১৬৯
তবে ইন্দ্রের বচন শুনি জয়ন্ত কোঙর ।
দিব্যরথে চড়ি সমরেতে চলিলা সত্বর ॥ ১৭০
তারে দেখিয়া দেবতাগণ পাইয়া সাহস ।
পুন যুদ্ধ আরম্ভিলা সবে ছেড়িয়া সাধ্বস ॥ ১৭১
তবে জয়ন্ত-সারথি নিরখিল মেঘনাদ ।
শত শত শরে বিন্ধিতে লাগিল অবিষাদ ॥১৭২
সেই মহেন্দ্রনন্দন মেঘনাদ-সারথিরে ।
বিন্ধি বজ্রবাণে মেঘনাদে পুন বিন্ধে তীরে ॥ ১৭
তাহে মহাক্রুদ্ধ হয়্যা দশকণ্ঠের নন্দন ।
ইন্দ্র-তনয়-উপরি করে বাণ-বরিষণ ॥ ১৭৪
আর সুর-সৈন্য সুশাণিত অস্ত্রশস্ত্রগণ ।
কত বৃক্ষ শিলা গিরিশৃঙ্গ করয়ে বর্ষণ ॥ ১৭৫
আর ঘোরতর মায়াবলে কৈল অন্ধকার ।
যাহে রণস্থলে ঢাকিল নয়ন সবাকার ॥ ১৭৬
সেই অন্ধকারে মোহিত হইয়া দেবগণ ।
করে আপনারা পরস্পরে প্রহার মারণ ॥ ১৭৭
তবে হেনকালে শচীপিতা পুলোমা আসিয়া ।
সেই জয়ন্তে সাগরে লয়্যা গেল পলাইয়া ॥ ১৭৮
তবে জয়ন্তে বিনষ্ট মানি যত দেবগণ ।
তারা সমর ছাড়িয়া ভয়ে করে পলায়ন ॥ ১৭৯
তাহা দেখিয়া সুখিত-মন রাবণ-নন্দন ।
ঘোর সিংহনাদ ছাড়ি করে পশ্চাত ধাবন ॥১৮০

তবে দেবগণ-মুখে শুনি সমর-বৃত্তান্ত।
ইন্দ্র হল্য শোকে আর কোপে অধিক আক্রান্ত
তিঁহ মাতলি সারথি প্রতি কৈলা আজ্ঞাপন।
ওহে ত্বরিতে আমার রথ কর আনয়ন ॥ ১৮২
তবে ইন্দ্রের আদেশ পাই সেই ত মাতলি।
সেই-ক্ষণে রথ আনয়ন কৈলা কুতুহলী ॥ ১৮৩
যার বর্ণন করিতে কারো শক্তি নাহি হয়।
যাহে হরিতবরণ দশশত অশ্ব রয় ॥ ১৮৪
যার আগে আগে স-তড়িত জলধরগণ।
কিবা গভীর গর্জ্জন করি করয়ে গমন ॥ ১৮৫
যাহে নানাবাদ্য বাজে গান করয়ে কিন্নর।
আর সুন্দরী কিন্নরী সব নাচে মনোহর ॥ ১৮৬
সেই রথে আরোহণ করি দেব পুরন্দর।
কিবা চলিলা কুপিত মনে সমর-ভিতর ॥ ১৮৭
তাঁর পয়াণ দেখিয়া যত সুরসৈন্যগণ।
তারা সাহস পাইয়া পুন করয়ে গমন ॥ ১৮৮
কিন্তু মহেন্দ্রের যাত্রাকালে হয় উল্কাপাত।
আর প্রভাহীন হল্যা সূর্য্য অনেক নির্ঘাত ॥১৮৯
কিন্তু সে সকল কিছু নাহি মানি কোপভরে।
ইন্দ্র প্রবেশ করিলা গিয়া সমর-ভিতরে ॥ ১৯০
তাহা দেখি এক দিব্য রথে করি আরোহণ।
নিজে সমরেতে অগ্রসর হল্য দশানন ॥ ১৯১
সেহ নিজপুত্র মেঘনাদে করিয়া বারণ।
নিজে আরম্ভ করিল অতি ঘোরতর রণ ॥ ১৯২
তার সঙ্গেতে যাবত দৈত্য আর নিশাচর।
তারা সকলেতে বৃষ্টি করে ঘোরতর শর ॥ ১৯৩
আর কুম্ভকর্ণ রণে মত্ত মুদ্গরপ্রহারে।
কেবা গণিতে পারয়ে যত দেবসৈন্য মারে ॥ ১৯৪
কিবা করিবেক মুদ্গরেতে তার উপকার।
সেহ চরণ-চাপনে সবে করে চূরমার ॥ ১৯৫
ছয় মাসের আছিল ক্ষুধা তাহার জঠরে।
তাহা নিবারণ করে খাই দেব-অনুচরে ॥ ১৯৬
তবে নিজ সৈন্যে ছিন্ন-ভিন্ন দেখি পুরন্দর।
নিজে ছাড়িতে লাগিলা দশানন-সৈন্যে শর ॥
কিবা হস্তের লাঘব তাঁর সমর-কৌশল।
যাহে ছাড়িছেন বাণ যেন মেঘে বর্ষে জল ॥
তাহে ছিন্ন ভিন্ন হল্য কত দৈত্য নিশাচর।
গেল কারো মুণ্ড কারো বাহু কারো কারো কর

তাহে রুধিরের নদী কত বহিতে লাগিল।
তাহে যূথে যূথে মৃতদেহ ভাসিয়া চলিল ॥ ২০০
তবে নিজ সৈন্যে কাতর দেখিয়া দশানন।
দেব-গণে তেজি ইন্দ্র-আগে করিল গমন ॥
তারে দেখি ইন্দ্র নিজ চাপে দিলেন টঙ্কার।
যার নিনাদেতে আচ্ছাদিল সকল সংসার ॥২০২
সেই ধনু টানি টানি তবে দেব পুরন্দর।
সেই রাবণ-উপরি বৃষ্টি করিছেন শর ॥ ২০৩
সেহ দশানন দশ ধনু করি আকর্ষণ।
ইন্দ্র-উপরিতে ঘন করে বাণ বরিষণ ॥ ২০৪
সেই শরবর্ষে অন্ধকার হল্য রণস্থল।
তাহে দেখিতে না পায় কেহ নিজ-পরবল ॥ ২০৫
তিন জন মাত্র সেখানেতে দেখিবারে পায়।
কিবা দশানন ইন্দ্রজিত আর দেবরায় ॥ ২০৬
তবে এইরূপ কিছুকাল করিয়া সমর।
পরে মহাপরাক্রম প্রকাশিলা পুরন্দর ॥ ২০৭
তিঁহ খণ্ডিলা স্বশরে করি দশানন-শর।
যেন নীহারের কণে বিনাশয়ে দিনকর ॥ ২০৮
তাহা দেখিয়া সাহস পাই যত দেবগণ।
তারা দশানন-সৈন্যে করে শর-বরিষণ ॥ ২০৯
তাহে মরিল অনেক দৈত্য আর নিশাচর।
কত মূর্চ্ছিত হইল কত ছিন্ন-কলেবর ॥ ২১০
তবে দশানন-সৈন্য রণে না পারি থাকিতে।
রণ ছাড়ি ছাড়ি পলাতে লাগিল চারিভিতে।
তাহা দেখি আনন্দিত ইন্দ্র কন দেবগণে।
আজি বান্ধিয়া লইয়া চল দুষ্ট দশাননে ॥ ২১২
এহ বধ্য নহে মো-সবার বিধাতার বরে।
কিন্তু বান্ধিয়া রাখিতে যোগ্য বন্ধনের ঘরে।
এই কথা শুনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ।
তবে দেবগণে বর্ষিতে লাগিল শরগণ ॥ ২১৪
সেহ মহাকোপে মহাবলে ছাড়ে যত শর।
তাহা বারণ করিতে নারে কোনহ অমর ॥ ২১৫
তারা ছিন্ন ভিন্ন বিদ্ধ হয্যা আতুর-হৃদয়।
সবে মরিলাম মরিলাম নিনাদ করয় ॥ ২১৬
তবে নিজ সৈন্যে কাতর দেখিয়া সুরপতি।
নিজে বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলা ক্রুদ্ধমতি
তাঁর শর সব অবিচ্ছেদে চলয়ে তেমন।
যেন তরঙ্গিণী-জলধারা করয়ে গমন ॥ ২১৮

সেই বাণেতে আচ্ছন্ন হল্য রাবণের রথ।
আর রুদ্ধ হল্য তার শর-সকলের পথ ॥ ৩১৯
তবে রাবণে না দেখি যত তার অনুচর।
হায় কি হইল বলি কান্দে উৎকট-কাতর ॥ ২২০
তাহা দেখি শুনি মেঘনাদ কুপিত-অন্তর।
সব দেবগণে উপেখিয়া হল্য অগ্রসর ॥ ২২১
সেহ শিবদত্তমায়া-বলে হয়্যা লুক্কায়িত।
ইন্দ্র-উপরিতে বাণ-বৃষ্টি করে অগণিত ॥ ১২২
তার শরাঘাতে ইন্দ্রের সারথি জরজর।
রথ-অশ্ব চালাইতে নাহি পারয়ে কাতর ॥ ২২৩
তবে রথ উপেখিয়া ইন্দ্র চটি ঐরাবণে।
নিজে মেঘনাদে অন্বেষণ করেন গগনে ॥ ২২৪
কিন্তু শিব-মায়াবলে সেহ আছে লুকাইয়া।
তারে দেখিতে না পাল্যা ইন্দ্র যতন করিয়া ॥
তবে মেঘনাদ মহেন্দ্রেরে মায়াতে বান্ধিয়া।
নিজ সৈন্য-মাঝে চলি গেল তাহারে লইয়া ॥
তবে মহেন্দ্রেরে বন্ধ দেখে যত দেবগণ।
তারা ভাবিতে লাগিলা সবে উপেখিয়া রণ ॥
এথা ইন্দ্রে বান্ধি লয়্যা গিয়া রাবণ-নন্দন।
নিজ জনকের প্রতি করে এই নিবেদন ॥ ২২৮
ওগো মহারাজ আর কেন শ্রম কর রণে।
আস্থ ফিরিয়া যাইযে মোরা আপন ভবনে ॥
মোরা জিনিয়াছি জান সব অমর-নিকরে।
দেখ বান্ধি আনিয়াছি দেবরাজ পুরন্দরে ॥ ২৩০
আর কেন রণ-শ্রম কর আপুনি নিষ্ফল।
নিজে ইন্দ্র হয়্যা ভোগ কর ভুবনসকল ॥ ২৩১
এত পুত্রের বচন শুনি কহে দশানন।
বাপ চিরজীবী হও তুমি বংশের ভূষণ ॥ ২৩২
তুমি করিলে যে কর্ম্ম ইহা অদভুত হয়।
হেন কে আছে সংসারে করে ইন্দ্রে পরাজয় ॥
রথে তুলি নাও বাপ এই দুষ্ট পুরন্দরে।
সব সেনাতে বেষ্টিত হয়্যা চল যাই ঘরে ॥ ২৩৪
এত কহি দশানন সবে সঙ্গেতে লইয়া।
নিজ নগরেতে গেল রণে বিজয়ী হইয়া ॥ ২৩৫
এথা হতাশ হইয়া যাবদীয় দেবগণ।
সবে বিধাতার কাছে গেলা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ২৩৬
দেব-মুখে সব বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
সবে লয়্যা বিধি কৈলা লঙ্কাতে গমন ॥ ২৩৭
তাঁরে দেখি দশানন করিলা প্রণতি।
আকাশে থাকিয়া তারে কন প্রজাপতি ॥ ২৩৮
বাছা দশানন তব পুত্রের সমরে।
বড় প্রীতি পাইলাম আমিহ অন্তরে ॥ ২৩৯
ইহার বিক্রম-কথা কি কব অপর।
তোমার সমান কিম্বা তোমা হত্যে বর ॥ ২৪০
ইহার বলেতে সব দেবে কৈলে বশ।
ভুঞ্জহ ত্রিলোকী রাজ্য এবে অসাধ্বস ॥ ২৪১
এহ কৈল ইন্দ্রজয় কর্ম্ম অদভুত।
ইন্দ্রজিত বলি লোকে হইবে বিশ্রুত ॥ ২৪২
আমিহ সম্প্রতি তোহে করিয়ে প্রার্থন।
ছাড়ি দেহ ইন্দ্রে তুমি ঘুচায়্যা বন্ধন ॥ ২৪৩
এহ লোক অধিপতি সর্ব্বদেবরায়।
ইহার বন্ধন কভু শোভা নাহি পায় ॥ ২৪৪
ইন্দ্রে ছাড়ি দিলে ইন্দ্রজিতে দেবগণ।
করিবেন কিছু পারিতোষিক অর্পণ ॥ ২৪৫
বিধির বচন শুনি রাবণ-নন্দন।
কহিলেক তাহারে করিয়া সম্বোধন ॥ ২৪৬
যদ্যপি আপুনি চাহ ইন্দ্রের মোচন।
তবে মোবে অমরত্ব কর সমর্পণ ॥ ২৪৭
বিধি কন যত জীব আছয়ে সংসারে।
অমর না আছে কেহ তাহার মাঝারে ॥ ২৪৮
অতএব অমরত্ব বর না পাইবে।
ইহা ছাড়া দিব যেই তুমিহ চাহিবে ॥ ২৪৯
ইন্দ্রজিত কহে যদি না হব অমর।
তবে মোরে সমর্পণ কর এই বর ॥ ২৫০
নিকুম্ভিলা-মাঝে আমি নিত্য হোম করি।
তাহা সিদ্ধ হল্যে মোরে না পারিবে অরি ॥ ২৫১
পূর্ণ না হইতে যজ্ঞ আমারে সেখানে।
যে শত্রু ঘেরিবে মৃত্যু হবে তার স্থানে ॥ ২৫২
কিন্তু যদি দ্বাদশ বৎসর সেই জন।
বর্জ্জন করয়ে পান ভোজন শয়ন ॥ ২৫৩
তপোবলে চাহে সবে হইতে অমর।
আমি নিজ বিক্রমে চাহিলুঁ এই বর ॥ ২৫৪
এত শুনি তথাস্তু বলিয়া পদ্মাসন।
ইন্দ্রে লয়্যা স্বর্গপুরে করিলা গমন ॥ ২৫৫
বন্ধমুক্ত হয়্যা লজ্জা-ভয়ে শচীপতি।
দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়েন দুঃখি-মতি ॥ ২৫৬

তাহা দেখি মহেন্দ্রে কহেন পদ্মাসন।
দেবরাজ কেন চিন্তা করহ এক্ষণ ॥ ২৫৭
পূর্ব্বে গোতমের কাছে করিছিলে পাপ।
তিঁহ ক্রুদ্ধ হয়্যা তোহে দিয়াছিলা শাপ ॥ ২৫৮
সেই শাপে শক্র-হাতে পাইলে বন্ধন।
এক্ষণ করহ খেদ কিসের কারণ ॥ ২৫৯
সম্প্রতি বৈষ্ণব-যাগ করি আচরণ।
শুদ্ধ হয়্যা নিজ পদ করহ গ্রহণ ॥ ২৬০
পুত্রেরো লাগিয়া চিন্তা না কর অন্তরে।
পুলোমা লইয়া গেছে তাহারে সাগরে ॥ ২৬১
এত শুনি সেই যজ্ঞ করি পুরন্দর।
ইন্দ্রপদে বসিলেন সুখিত-অন্তর ॥ ২৬২
এইত কহিলুঁ আমি তোহে রঘুবর।
দশানন-ইন্দ্রজিত-চরিত বিস্তর ॥ ২৬৩
আর কি শুনিতে হয় অভিলাষ মনে।
কহ তাহা নিবেদন করিয়ে এক্ষণে ॥ ২৬৪
মুনির বদনে শুনি রাবণ-চরিত।
রামচন্দ্র হইলা অত্যন্ত আনন্দিত ॥ ২৬৫
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৬৬

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ডলীলাবর্ণনে
পুরন্দরপরাজয়শ্রবণবর্ণনো নাম
নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৯ ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক্ষের জন্ম

দশকন্ধর-কুম্ভকর্ণয়ো-
শ্চরিতং কিল পৌর্ব্বদৈহিকম্।
নিশময্য মুনীন্দ্রবক্ত্রতো
মুদিতো হৃদি নোহস্তু রাঘবঃ ॥ ১

পূর্ব্ব সব কথা শুনি অগস্ত্য-বদনে।
জিজ্ঞাসেন প্রভু তাঁরে সবিস্ময়-মনে ॥ ২
যে বর্ণন করিলে আপুনি মুনিবর্য্য।
রাবণের পরাক্রম আর মহৈশ্বর্য্য ॥ ৩
এ সকল অসম্ভব সাধারণ জনে।
এ লাগি অনেক শঙ্কা হয় মোর মনে ॥ ৪
যদি বা বিধির বরে রাবণে ঘটয়।
কুম্ভকর্ণে তেন বল সম্ভব না হয় ॥ ৫
যার কাছে ইন্দ্র-বজ্র ব্যর্থ হয়্যাছিল।
ঐরাবত-দন্ত যেই টানি উপাড়িল ॥ ৬
সেই দন্ত প্রহার করিয়া পুরন্দরে।
মূর্চ্ছিত করিয়াছিল যেহ রণান্তরে ॥ ৭
তার প্রতি কারো কিছু বশ নাহি ছিল।
তবে কিরূপেতে তার সে বীর্য্য হইল ॥ ৮
অতএব কুম্ভকর্ণ আর দশানন।
ইহাদের পূর্ব্বকথা করুন বর্ণন ॥ ৯
যত ভূত ভবিষ্যত আর বর্ত্তমান।
প্রভুর অজ্ঞেয় কিছু নাহি হয় ভান ॥ ১০
অতএব কৃপা করি মো-সবার প্রতি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কিছু কহুন সম্প্রতি ॥ ১১
এইরূপ প্রশ্ন রামচন্দ্র-মুখে শুনি।
হাসি হাসি কহিতে লাগিলা মহামুনি ॥ ১২
যদি এ বৃত্তান্ত তুমি কিছু নাহি জান।
রঘুবর তবে শুন করি অবধান ॥ ১৩
আছেন শ্রীবিধাতার মানস-নন্দন।
মহাযোগিশ্রেষ্ঠ সনকাদি চারি জন ॥ ১৪
যদ্যপি হয়েন তারা অগ্রজ সবার।
তভু পঞ্চবৎসর-বালক-তুল্যাকার ॥ ১৫
ব্রহ্মানন্দ-রসে তাঁরা সর্ব্বদা মগন।
দিগম্বর ভুবনেতে করেন ভ্রমণ ॥ ১৬
বাসনা করেন তাঁরা যাইতে যেথায়।
কভু কোনমতে বাধা নাহি হয় তায় ॥ ১৭
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কভু তাঁরা চারিজন।
দেখিতে বৈকুণ্ঠলোক করিলা গমন ॥ ১৮
কিবা সে বৈকুণ্ঠধাম, ত্রিভুবন-অনুপাম,
এক মুখে বলি না হয়।
কমলার প্রার্থনাতে, প্রকাশিলা এ জগতে,
যেই ধামে বিকুণ্ঠা-তনয় ॥ ১৯
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে রহে, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে,
তভু নাহি প্রকৃতি-সম্বন্ধ।
যেন সকলের দেহে, পরমাত্মা সদা রহে,
তভু নাহি মায়া-স্পর্শ-গন্ধ ॥ ২০

অপ্রাকৃত-শুদ্ধ-সত্ত্ব, সত্য-জ্ঞান-সুখ-তত্ত্ব-,
স্বরূপ যাহার পরকাশ।
অজিতের তুল্যাকার, ভক্তগণ মধ্যে যার,
করিয়া আছেন সদা বাস ॥ ২১
যেখানেতে ভগবান, হয়্যা দিব্য মূর্তিমান,
লক্ষ্মী-গরুড়াদি সহ মেলি।
সুখ দিতে ভক্তগণে, বিরাজিত সুখিমনে,
সর্ব্বদা করেন নানা কেলি ॥ ২২
দিব্য কল্পদ্রুমময়, যেখানে কানন হয়,
নৈঃশ্রেয়স বলি যার নাম।
ছয় ঋতু বর্ত্তমান, মোক্ষ যেন মূর্তিমান,
মৃগপক্ষিগণ অবিরাম ॥ ২৩
যেখানে অমৃত-জল, বিকসিত-শতদল,
দিব্য দিব্য আছে সরোবর
মণিবদ্ধ তট যার, শব্দ করে অনিবার,
হংস-আদি পক্ষী মনোহর ॥ ২৪
যেখানেতে ভক্তগণ, ভক্তিরসে মগ্নমন,
দিব্য দিব্য বিমানে থাকিয়া।
হয়্যা সবে একচিত, কৃষ্ণ-গুণ-লীলামৃত,
আস্বাদন করেন মিলিয়া ॥ ২৫
কাম মোহ মদ রোষ, এই আদি যত দোষ,
সত্ত্ব রজ তম নাহি যায়।
অন্য কি কহিব আর, রঘুবর দ্বারে যার,
মায়ার শকতি না জুয়ায় ॥ ২৬

সেই ত বৈকুণ্ঠে দেখি মুনি চারিজন।
অপূর্ব্ব আনন্দ-মাঝে হইলা মগন ॥ ২৭
সেই ধামে ছয় দ্বার করিয়া লঙ্ঘন।
সপ্তম দ্বারেতে তাঁরা করিলা গমন ॥ ২৮
সেই দ্বারে দুই পাশে করিলা দর্শন।
দাঁড়ায়্যা আছেন দ্বারপাল দুইজন ॥ ২৯
নবঘনশ্যাম চতুর্ভুজ পীতাম্বর।
বনমালী ভূষণে ভূষিত গদাধর ॥ ৩০
দেখিয়াও তাঁদিগে না করি জিজ্ঞাসন।
প্রবেশেন সেই দ্বারে তাঁরা চারি জন ॥ ৩১
যেহেতু বিষম-বুদ্ধি শঙ্কা আর ভয়।
তাঁহাদের হৃদয়েতে কোথাও না হয় ॥ ৩২
তাঁদিগে দিগম্বর নিরীক্ষণ করি।
নিরোধ কৈলা দুই দ্বারী বেত্র ধরি ॥ ৩৩
কহিলাও হাস্য করি একি চমৎকার।
এখানেও এত ধার্ষ্ট্য চাপল্য অপার ॥ ৩৪
দ্বার-রোধ দেখি সনকাদি চারিজন।
হইলা অত্যন্ত দুঃখে ব্যাকুলিত-মন ॥ ৩৫
বড় ইচ্ছা হয়াছিল শ্রীকৃষ্ণে দেখিতে।
সে ভঙ্গে ক্রোধোদ্গম উপজিল চিতে ॥ ৩৬
তবে তাঁরা ক্রোধে হয়্যা অরুণ-নয়ন।
কহিতে লাগিলা জয়বিজয়ে বচন ॥ ৩৭
একি দেখিলাম আজি বড় চমৎকার।
কৃষ্ণ-ভক্ত তোমাদের একি ব্যবহার ॥ ৩৮
সংসারেও আছে যত কৃষ্ণ-ভক্ত জন।
তাহাদের কৃষ্ণের সমান আচরণ ॥ ৩৯
তোমা দুই জনে থাকি বৈকুণ্ঠধামেতে।
পাইয়াছ বিরুদ্ধ স্বভাব কিরূপেতে ॥ ৪০
দেখ দেখ কৃষ্ণ হন সর্ব্বত্র সমান।
নাহি তাঁর কোনো স্থানে শত্রু-মিত্রভান ॥ ৪১
তোমা সকলেও তেন হইতে উচিত।
তাহা না হইয়া কেন হেন বিপরীত ॥ ৪২
যদি কহ দ্বারীদের যোগ্য ইহা বটে।
না দিবে যাইতে সবে স্বামীর নিকটে ॥ ৪৩
তবে শুন যাদের স্ব-পর-বুদ্ধি আছে।
যোগ্য এই ব্যবহার তাহাদেরি কাছে ॥ ৪৪
যাঁহার জঠরে রহিয়াছে এ সংসার।
নাহি আছে পর-বুদ্ধি কোনো স্থানে যাঁর ॥ ৪৫
এমন শ্রীকৃষ্ণ-কাছে মোদের গমনে।
কিবা ভয়-শঙ্কা হৈল্য তোমাদের মনে ॥ ৪৬
যে হউক যাহা বলি হইয়া শঙ্কিত।
করিলে মোদের ইষ্ট-দর্শনে বাধিত ॥ ৪৭
সেই শত্রু-ভাব পাই তোমা সর্ব্বেশ্বরে।
এথা হৈতে জন্ম গিয়া সংসার-ভিতরে ॥ ৪৮
এইরূপ ব্রহ্মশাপ করিয়া শ্রবণ।
ত্রাসিত হইলা বড় দ্বারী দুই জন ॥ ৪৯
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি সজল-নয়ন।
মুনিদের পদে পড়ি করে নিবেদন ॥ ৫০
প্রভু মোরা করিলাম যে উৎকট পাপ।
যোগ্য বটে তাহে দিতে হেন ঘোর শাপ ॥ ৫১
এ শাপেও অনুগ্রহ বলি মোরা মানি।
যাহা হৈতে হবে মো-সবার পাপ-হানি ॥ ৫২

অতএব ইতে দুঃখ নাহি মো-সবার।
এ লাগি না মাগি এই শাপ-পরিহার ॥ ৫৩
এক মাত্র প্রভুদিগে করিয়ে প্রার্থন।
করুণা করিয়া তাহা কর বিতরণ ॥ ৫৪
এই অপরাধে মোরা পাইয়া সংসার।
নাহি ভুলি যেন ইষ্টদেবে আপনার ॥ ৫৫
এত শুনি সদয় হইয়া চতুঃসন।
কহিলেন তাঁহাদিগে এইত বচন ॥ ৫৬
না ভুলিবে তোরা কভু আপন-ঈশ্বরে।
পাইবে ইহারে পুন কিছুকাল পরে ॥ ৫৭
এইরূপে কথা হয় বৈকুণ্ঠের দ্বারে।
জানিলা শ্রীপতি থাকি বাটীর মাঝারে ॥ ৫৮
তবে বিপ্র-কাছে ভক্ত-অপরাধ জানি।
ত্বরিত হইয়া সেথা যান চক্রপাণি ॥ ৫৯
তাহাতে পাদুকা নাহি দিলা শ্রীচরণে।
তার অভিপ্রায় এই কহে বিজ্ঞজনে ॥ ৬০
আমার চরণ দেখিবারে করি মন।
কর্য্যাছেন চতুঃসন এথা আগমন ॥ ৬১
দেখিতে না পাই তাহা হইয়াছে রোষ।
করিব দেখায়্যা পদ তাঁদের সন্তোষ ॥ ৬২
কিছু গোপ্য নাহি মোর মুনিদ্দের আগে।
এই কথা জানাইতে দ্বারপালভাগে ॥ ৬৩
সঙ্গেতে লইয়া প্রভু আপন প্রিয়ারে।
উপস্থিত হল্যা শীঘ্র আসি সেই দ্বারে ॥ ৬৪
তবে সেই সনকাদি মুনি চারিজন।
করিছেন অনিমিষে প্রভুরে দর্শন ॥ ৬৫
কিবা সেই লক্ষ্মীপতি, সব সাধনের গতি,
মুনিদ্দের সমাধির ফল।
নিত্য সত্য সুখ জ্ঞান, ব্রহ্ম ঘন মূর্ত্তিমান,
অবিনাশী অনন্ত উজ্জ্বল ॥ ৬৬
কোটি-সূর্য্য-পরকাশ, নবমেঘ-সম-ভাস,
কোটিকলানিধি-সুশীতল।
লাবণ্য-অমৃতধার, গলিতেছে অনিবার,
পিয়ে যাহা ভকতসকল ॥ ৬৭
জিনি রক্ত-শতদল, সুকোমল পদতল,
ধ্বজ-বজ্র-পদ্মাদি-শোভিত।
যার গন্ধ-লোভে মাতি, পদ্ম-ভ্রমে অলি-পাঁতি,
গুঞ্জরিয়া ধায় চারিভিত ॥ ৬৮

তাহে নখ নিশাবন্ধু, যাহা দেখি সুখ-সিন্ধু,
বাঢে ভক্তসকল-অন্তরে।
যাহার কিরণচয়, জ্ঞানানন্দ সুধাময়,
ভক্ত-ক্লেশতিমির সংহারে ॥ ৬৯
জঙ্ঘা-যুগ অভিরাম, জিনি নীলমণি-থাম,
অতি মনোহর উরুদ্বয়।
বিশাল নিতম্বদেশে, পীত বস্ত্র পরকাশে,
শোভয়ে কিঙ্কণী মণিময় ॥ ৭০
নাভি শতদলসম, সিংহ জিনি সুমধ্যম,
শোভয়ে ত্রিবলী রোমপাঁতি।
বুকে বনমালা হার, স্বর্ণরেখাময়ী আর,
শোভিছেন লক্ষ্মী রম্যকাঁতি ॥ ৭১
শুণ্ড জিনি চারি ভুজে, নানা আভরণ সাজে,
কণ্ঠেতে কৌস্তুভ বিরাজিত।
মুখ পূর্ণশশধরে, নয়নকমল স্ফোরে,
ক্ষরে হাস্যামৃত সুললিত ॥ ৭২
সুচিক্কণ গণ্ডস্থলে, মকরকুণ্ডল দোলে,
গুরু শুক্র যেন চন্দ্র পাশে।
মস্তকেতে নিরমল, নানামণি ঝলমল,
সুন্দর মুকুট পরকাশে ॥ ৭৩
শুক্লচ্ছত্র তদুপরি, যেন নীলমণিগিরি,
উপরিতে পূর্ণ শশধর।
কিবা তাঁর দুই পাশে, চামরযুগল ভা[illegible]
দোলাইছে দুই ভক্তবর ॥ ৭৪
প্রভু চতুর্ভুজধারী, দক্ষিণ করেতে ধ[illegible]
নীলপদ্ম করেন ঘূর্ণন।
গরুড়ের স্কন্ধোপরি, বামকর পদ্ম
অন্য করে পরেন বসন ॥ ৭৫
হেন অতি অপরূপ, দেখিয়া প্রভুর রূপ,
প্রেম-রসে হয়্যা আর্দ্রমন।
রঘুবর চারিজন, সনকাদি তপোধন,
ভূমে পড়ি করিলা বন্দন ॥ ৭৬
যখন পড়িলা ভূমে মুনি চারিজন।
হইল সেকালে এক অপূর্ব্ব ঘটন ॥ ৭৭
শ্রীকৃষ্ণের চরণ-তুলসী-দিব্যগন্ধ।
মুনিদ্দের ঘ্রাণে আসি পাইলা সম্বন্ধ ॥ ৭৮
সেই গন্ধে তাঁহাদ্দের ক্ষুব্ধ হল্য মন।
নাচিতে লাগিল যাবদীয় রোমগণ ॥ ৭৯

যদ্যপি ছিলেন তাঁরা ব্রহ্মেতে মগন।
সে গন্ধ তাঁদিগে তভু কৈলা আকর্ষণ ॥ ৮০
অতএব শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেতে কয়।
জ্ঞানানন্দ হৈতে প্রেমানন্দ শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ৮১
তবে প্রেমরসে মগ্ন মুনি চারিজন।
ঊর্দ্ধমুখে দেখিলেন প্রভুর বদন ॥ ৮২
দেখিয়া বদন-পদ্ম-শোভা কথোক্ষণ।
দেখিতে চরণ-পদ্ম হৈলা লুব্ধমন ॥ ৮৩
কিছুকাল ব্যাপি তাহা করি নিরীক্ষণ।
পুনর্ব্বার মুখপদ্ম করেন দর্শন ॥ ৮৪
এইরূপ মুহুর্মুহু করেন বীক্ষণ।
তাহার কারণ কন সাধু ভক্তজন ॥ ৮৫
মুখপদ্ম পাদপদ্ম কেবা সুশোভন।
এই বিবেচনা হয় তাহার কারণ ॥ ৮৬
পরে শ্রীচরণ-পদ্মে জানি মনোহর।
হৃদয়ে ধরিলা তাহা চারি মুনিবর ॥ ৮৭
গা তুলিয়া দাঁড়াইয়া হয়্যা যোড়কর।
নিবেদন করিছেন গদগদ-স্বর ॥ ৮৮
জয় জয় জগন্নাথ করুণা-সাগর।
জয় জয় অবিচিন্ত্য-গুণগণাকর ॥ ৮৯
সকল জগতে তুমি করিয়া রচন।
প্রবেশি তাহাতে তারে করহ পালন ॥ ৯০
সর্ব্বভূত-হৃদয়েতে করহ বসতি।
দেখিতে না পায় তভু তোঁহে মূঢ়মতি ॥ ৯১
মোরাতো বিধির মুখে শুনিলুঁ যে ক্ষণে।
তখনি দেখিতে পাইলাম তোঁহে মনে ॥ ৯২
সেই রূপে এ পর্য্যন্ত করিলুঁ দর্শন ॥
অদ্যাই দেখিলুঁ নয়নেতে শ্রীচরণ ॥ ৯৩
সফল হইল আজি জ্ঞানযোগাভ্যাস।
সফল হইল আর যাবত প্রযাস ॥ ৯৪
যেহেতুক প্রভু তব করুণার বলে।
দেখিলাম যোগি-ধ্যেয় চরণ-কমলে ॥ ৯৫
জানিলাম আজি মোরা করি অনুভব।
ভক্তগণ যে করেন যোগ্য তাহা সব ॥ ৯৬
তাঁহারা তোমার ভক্তি-রসে নিমগণ।
কৈবল্য মোক্ষেও নাহি করেন গণন ॥ ৯৭
তাহা যোগ্য বটে কোথা তব প্রেমরস।
কোথা মোক্ষ অতিশয় নীরস কর্কশ ॥ ৯৮
যোগ্য বটে ভক্ত করে মোক্ষে অবজ্ঞান।
সুধাভোজী করে কোথা কূপরস পান ॥ ৯৯
তব ভক্তি হন সর্ব্বপুরুষার্থ-শ্রেষ্ঠ ॥
সেই ভক্তি করে যেই সেই তব প্রেষ্ঠ ॥ ১০০
হেন ভক্ত-কাছে যেই করে অপরাধ।
সেহ না করুক কভু প্রেমরসে সাধ ॥ ১০১
বরঞ্চ স্ব-অপরাধ পারহ সহিতে।
ভক্ত-অপরাধ তুমি না পার ক্ষমিতে ॥ ১০২
হেন ভক্ত কাছে মোরা করিলুঁ দূষণ।
তাহা জান তুমি মিথ্যা তার নিবেদন ॥ ১০৩
অতএব নরকেতে আমা সবাকার।
অবশ্য হইবে জন্ম কোটি কোটি বার ॥ ১০৪
তাহা হকু তাহে মোরা নাহি করি খেদ।
দণ্ড বিনে পাপকর্ম্মে না হয় নির্ব্বেদ ॥ ১০৫
একমাত্র প্রভুকাছে মাগি মোরা বর।
তাহা দিতে হবে তোঁহে করুণাসাগর ॥ ১০৬
যেখানে সেখানে মোরা জন্মি কর্ম্মফলে।
মন যেন থাকে তব চরণ-কমলে ॥ ১০৭
যদি নাহি হয় এত ভাগ্যের উদয়।
জিহ্বা যেন নিরন্তর তব গুণ কয় ॥ ১০৮
তাহাও না হয় যদি তবে করা তথা।
প্রসঙ্গেও কর্ণ যেন শুনে তব কথা ॥ ১০৯
যেহেতুক আজি মোরা দেখিয়া তোমারে।
নিশ্চয় করিলুঁ এই বিবিধ বিচারে ॥ ১১০
তব ভক্তি-রস বিনে নাহি পুরুষার্থ।
তাহা যেই পায় তারে কহিয়ে কৃতার্থ ॥ ১১১
ভক্তি ছাড়ি জ্ঞানাদি যে করয়ে সাধন।
সুধা ছাড়ি নিম্বরস পিয়ে সেই জন ॥ ১১২
হেন ভক্তি-লতা তব করুণার বলে।
অঙ্কুরিত হয়্যাছিল চিত্ত-মরুস্থলে ॥ ১১৩
কিন্তু বুঝি নষ্ট হয় সেহ দৈব-বলে।
তব ভক্ত-অপরাধ-চণ্ড-দাবানলে ॥ ১১৪
এ লাগি চাহিলুঁ ধ্যান কীর্ত্তন শ্রবণ।
যেহেতু তাঁহারা তিন সুধারূপী হন ॥ ১১৫
তার মধ্যে যদি কারো সম্বন্ধ ঘটয়।
প্রেমলতাঙ্কুর তবে শুষ্ক নাহি হয় ॥ ১১৬
প্রভু হও সীমাশূন্য-করুণা-ভাজন।
করহ ইহাতে যেই হয় বিবেচন ॥ ১১৭

এতেক বচন শুনি প্রভু চক্রপাণি।
মুনিদিগে কহিতে লাগিলা এই বাণী ॥ ১১৮
মুনিবর তোমা-সবে কহিলে যে কথা।
ইহা সত্য বটে কভু না হয় অন্যথা ॥ ১১৯
মোর ভক্ত-কাছে যেই করে অপরাধ।
নাহি সিদ্ধ হয় কভু তার ভক্তিসাধ ॥ ১২০
কিন্তু তোমা সবে এই দোষেতে দূষিত।
নিজে মানিতেছ যেই এ নহে উচিত ॥ ১২১
যেহেতুক প্রথমেতে এই দুই জন।
করিয়াছে তোমাদের আগেতে দূষণ ॥ ১২২
যদি পথ-রোধ নাহি করিত ইহারা।
তবেত না হইতেন ক্রুদ্ধ আপনারা ॥ ১২৩
অতএব ইহাদিগে যে দিয়াছ শাপ।
তাহে কিছু দোষ নাহি কেন কর তাপ ॥ ১২৪
করিছিল যেন পাপ হলা দণ্ড তার।
ইথে সুখী হইয়াছে হৃদয় আমার ॥ ১২৫
একমাত্র আছে মোর হৃদয়েতে খেদ।
কৃপা করি তোমা সবে কর তাহা ভেদ ॥ ১২৬
এ বিষয়ে মোর যেই হইয়াছে দোষ।
তাহা ক্ষমা কর মোরে করিয়া সন্তোষ ॥ ১২৭
যদি কহ কিবা দোষ আছয়ে তোমার।
তবে কৃপা করি শুন বচন আমার ॥ ১২৮
ভৃত্যজন করিলে সাধুর অপমান।
তাহার স্বামীর হয় সংসারে বিগান ॥ ১২৯
অমুকের ভৃত্য মোর কৈল তিরস্কার।
এই বাক্যে করে স্বামি-যশে ছারখার ॥ ১৩০
অতএব কহিতেছি আমি বার বার।
কৃপা করি মোর দোষ কর পরিহার ॥ ১৩১
মোর ইষ্টদেব হন যাবত ব্রাহ্মণ।
সর্ব্বদা সেবিয়ে আমি তাঁদের চরণ ॥ ১৩২
ব্রাহ্মণ-কৃপায় পাইয়াছি হেন যশ।
যাহা গাই তরে লোক সংসার-সাধ্বস ॥ ১৩৩
বিপ্র-পদধূলি-স্পর্শে পবিত্র আমায়।
উপেখিয়া কমলা অন্যত্র নাহি যায় ॥ ১৩৪
বিপ্র-মুখে আমি যেন করিয়ে ভোজন।
যজ্ঞের অনলে কভু না খাই তেমন ॥ ১৩৫
মোর মূর্ত্তি ভাবি যেই ব্রাহ্মণে পূজয়।
নিজ পূজা-সম তুষ্টি তাহে মোর হয় ॥ ১৩৬

যাঁহাদের পদধূলি আমি শিরে ধরি।
তাঁহাদের সম আছে কে ভব-ভিতরি ॥ ১৩৭
এমন ব্রাহ্মণে যেই করে অপমান।
আমিহ অবশ্য নষ্ট করি তার প্রাণ ॥ ১৩৮
অপর কি কব যদি সে হয় দিক্‌পাল।
তথাপি হইব আমি সে দুষ্টের কাল ॥ ১৩৯
মোর তনু ভিন্ন বলি যে মানে ব্রাহ্মণে।
খাবে তারে মোর ভৃত্য যমগৃধ্রগণে ॥ ১৪০
হেন মোর অভিপ্রায় জানিতে না পারি।
করিয়াছে এই দুই জন পাপ ভারি ॥ ১৪১
সেই অপরাধে যেই পাইয়াছে শাপ।
তাহে খেদ নাই যাহে শুদ্ধ হবে পাপ ॥ ১৪২
এক অনুগ্রহ ইথে করিবে আমায়।
শীঘ্র শাপে মুক্ত হয়্যা মোরে যেন পায় ॥ ১৪৩
শ্রীবৈকুণ্ঠ-মুখে শুনি এ সব বচন।
তৃপ্ত নাহি হইলেন মুনি চারিজন ॥ ১৪৪
যেন কোনো মর্ত্ত্যজন অমৃত পাইয়া।
তৃপ্তি নাহি পায় কভু খাইয়া খাইয়া ॥ ১৪৫
কিন্তু বাক্য-তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া।
কহিছেন কিছুকাল মনে বিচারিয়া ॥ ১৪৬
প্রভু তব অত্যন্ত দুর্গম অভিপ্রায়।
মো-সবার বুদ্ধি প্রবেশিতে নারে তায় ॥ ১৪৭
যার অনুগ্রহ বাঞ্ছে বিধি পঞ্চানন।
সে তুমি মোদের কৃপা করহ প্রার্থন ॥ ১৪৮
তুমি হও ব্রহ্মাদি দেবের ইষ্টদেব।
তব ইষ্টদেব হবে কিরূপে ভূদেব ॥ ১৪৯
তোমার কৃপাতে লোক মোক্ষপদ পায়।
তুমি যশ পাইবে কি বিপ্রের কৃপায় ॥ ১৫০
তব পদ সেবিলে পবিত্র এ সংসার।
তোমা হে শুদ্ধ করিবেক পদধূলি কার ॥ ১৫১
অথবা বুঝিলে তব বাক্যের আশয়।
ধর্ম্ম-শিক্ষা-হেতু তব এই চর্য্যা হয় ॥ ১৫২
নিজ বাক্যে কর তুমি ধর্ম্মের বিধান।
নানা অবতারে কর তার পরিত্রাণ ॥ ১৫৩
নিজে ধর্ম্ম করি লোকে করাও শিক্ষণ।
নিজ মুখে ধার্ম্মিকেরে কর প্রশংসন ॥ ১৫৪
হেন মতে তুমি যদি না পালিতে ধর্ম্মে।
তবে সবে প্রবৃত্ত হইত পাপকর্ম্মে ॥ ১৫৫

যে হকু সে বিবরণে নাহি প্রয়োজন।
সম্প্রতি অপর কথা করহ শ্রবণ ॥ ১৫৬
দিয়াছি যে শাপ মোরা দ্বারী দুই জনে।
তাহে অনুমতি কর যদি হয় মনে ॥ ১৫৭
কিম্বা অন্য দণ্ড করিবারে ইচ্ছা হয়।
তাহাই করহ কিম্বা কৃপা অতিশয় ॥ ১৫৮
আমাদের প্রতি যেই দণ্ড সমুচিত।
তাহাও বিধান কর আমাদের হিত ॥ ১৫৯
যেহেতুক অপরাধ বিনা এ দোঁহারে।
দিয়াছি উৎকট শাপ অতি অবিচারে ॥ ১৬০
মুনিদের মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিলেন পুন তাঁহাদিগে জনার্দ্দন ॥ ১৬১
দিয়াছ তোমরা যেই শাপ এ দোঁহারে।
আমারো অভীষ্ট তাই সকল প্রকারে ॥ ১৬২
অতএব ইহারা অসুর-ভাব পাই।
মোর শত্রুভাবে জনমিবে ভব যাই ॥ ১৬৩
ইথে শঙ্কা না করিবে তোমরা কিঞ্চন।
যেহেতুক এই শাপ আমারি নির্ম্মাণ ॥ ১৬৪
মোরে কৃপা করি দেহ এই মাত্র বর।
শীঘ্র যেন ইহারা আইসে মোর ঘর ॥ ১৬৫
করিতেছ যেই নিজ দণ্ডের প্রার্থন।
পূর্ব্বেতেই করিয়াছি তাহার খণ্ডন ॥ ১৬৬
প্রভুর বচন শুনি মুনি চারি জন।
পুনর্ব্বার তাঁহারে করেন নিবেদন ॥ ১৬৭
প্রভুর যে অভিপ্রায় হইয়াছে চিতে।
কার শক্তি আছে তাহা অন্যথা করিতে ॥ ১৬৮
অতএব তব মনে যেই ইষ্ট ছিল।
তাহাই হইল অন্য মত না হইল ॥ ১৬৯
ইহাদিগে আমরা দিয়াছি যেই শাপ।
তিন জন্মে মুক্ত হইবেক সেই তাপ ॥ ১৭০
এত কহি প্রদক্ষিণ প্রণতি করিয়া।
মুনি সবে অন্য স্থানে গেলা সুখি-হিয়া ॥ ১৭১
পরে শ্রীবৈকুণ্ঠ নিজ দ্বারী দুই জনে।
কহিতে লাগিলা অতি মধুর বচনে ॥ ১৭২
যাহ যাহ তোরা দোঁহে নাহি হও ভীত।
সুখেতে থাকিবে সদা দুঃখ-বিবর্জ্জিত ॥ ১৭৩
মোর সঙ্গে রিপু-ভাবে ব্রহ্মশাপে তরি।
ত্বরিতে আসিবে পুন আমার নগরী ॥ ১৭৪
পারি আমি ব্রহ্মতেজে অন্যথা করিতে।
তাহা না করিব মোর ইচ্ছা এই চিতে ॥ ১৭৫
এই ত আদেশ করি দ্বারী দুই জনে।
প্রবিষ্ট হইলা প্রভু আপন ভবনে ॥ ১৭৬
অগস্ত্যের এত বাণী করিয়া শ্রবণ।
দুঃখিত হইলা যাবদীয় ভক্তজন ॥ ১৭৭
সকলে মলিন-মুখ চাহি পরস্পরে।
জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করয়ে অন্তরে ॥ ১৭৮
তাহা দেখি কহেন অগস্ত্য তপোধন।
কহ কহ তোমা সবে কেন ক্ষুন্নমন ॥ ১৭৯
এত শুনি সবাকার লয়া-অনুমতি।
জিজ্ঞাসা করেন কিছু নিশাচরপতি ॥ ১৮০
মুনিবর তব বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নানা মত শঙ্কা করে আমাদের মন ॥ ১৮১
শান্ত দান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনি চারি জন।
তাঁদের কিরূপে হলা ক্রোধ-উদ্দীপন ॥ ১৮২
কৃষ্ণতুল্য-স্বভাব তাঁহারা চারিজন।
কেন কৈলা তাঁরা বিপ্র-অনিষ্টাচরণ ॥ ১৮৩
আর দেখ বৈকুণ্ঠনিবাসী যারা হয়।
তাদের কিরূপে পুন জনম ঘটয় ॥ ১৮৪
তাহাও যে হকু ভক্তবৎসল শ্রীপতি।
কিরূপে উপেক্ষা কৈলা নিজ ভক্ত প্রতি ॥ ১৮৫
এ সব সংশয়ে ঘুরে আমাদের মন।
কৃপা করি আপুনি করহ নিবারণ ॥ ১৮৬
বিভীষণ-প্রশ্ন শুনি সন্তুষ্ট-অন্তর।
কহিতে লাগিলা তাঁর প্রতি মুনিবর ॥ ১৮৭
ভাল ভাল পুছিয়াছ নিশাচর-পতি।
বটে ভক্তি-সিদ্ধান্তে নিপুণ তব মতি ॥ ১৮৮
শুন শুন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিশ্চয়।
যাহার শ্রবণমাত্রে ঘুচিবে সংশয় ॥ ১৮৯
জীবাদৃষ্ট-অনুসারে সৃষ্ট্যাদি করিতে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন হয় কভু চিতে ॥ ১৯০
তেন কর্ম্ম-অনুসারে করিবারে রণ।
কদাচিত অভিলাষ করে তাঁর মন ॥ ১৯১
তাহে অন্য জীব সব অল্পবল হয়।
তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে নহে সুখোদয় ॥ ১৯২
তুল্য-বল বটেন যদ্যপি ভক্তগণ।
তভু দ্বেষাভাব লাগি নাহি হয় রণ ॥ ১৯৩

অতএব সেই যুদ্ধ করিতে সাধন ।
করেন আপুনি প্রভু দুর্ঘট-ঘটন ॥ ১৯৪
সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী তিঁহ সবার আশ্রয় ।
যাহারে করান যাহা সে তাই করয় ॥ ১৯৫
সেইরূপে এখানেও দ্বারী দুইজনে ।
নিযুক্ত করিলা সনকাদি-নিবারণে ॥ ১৯৬
সনকাদি-মনেতেও ক্রোধ জন্মাইয়া ।
দেয়াইলা এই শাপ হৃদি নিয়োজিয়া ॥ ১৯৭
এই অভিপ্রায় পাই সুস্পষ্ট দেখিতে ।
করয়াছেন প্রভু মোর ইষ্ট এই চিতে ॥ ১৯৮
আর যে কহিলে যারা বৈকুণ্ঠে থাকয় ।
তাদের কিরূপে পুন আবৃত্তি ঘটয় ॥ ১৯৯
শাস্ত্র-অনুসারে কহি ইহার সিদ্ধান্ত ।
যাহা শুনি সকল সংশয় হবে শান্ত ॥ ২০০
সংসারে প্রবেশ মাত্র না হয় দূষণ ।
আবেশ হইলে দোষ কহে শাস্ত্রগণ । ২০১
অন্যথা এ দোষ সদা ঘটয়ে ঈশ্বরে ।
যেহেতু আছেন তিঁহ ভবের ভিতরে ॥ ২০২
অতএব অনাবেশে শ্রীজয়-বিজয় ।
আইলা যে ভব-মাঝে সেহ দোষ নয় ॥ ২০৩
ভবে থাকিলেও তারা ভব-দোষগণ ।
করিতে না পারে কভু তাদিগে স্পর্শন ॥ ২০৪
আছে ভক্তি-অক্ষয় কবচ আচ্ছাদন ।
কিরূপে করিবে দোষ-বাণ প্রবেশন ॥ ২০৫
তবে যে দেখহ তার সাংসারিক কর্ম্ম ।
সে কেবল লীলামাত্র এই শাস্ত্র-মর্ম্ম ॥ ২০৬
আর যে পুছিলে প্রভু আপন ভকতে ।
উপেখিলা কিরূপে তা শুন শাস্ত্রমতে ॥ ২০৭
এমন স্থলেতে কভু না হয় উপেক্ষা ।
বরঞ্চ ইহাতে তায় বড়ই অপেক্ষা ॥ ২০৮
যদি সেবকের দুঃখ ইহাতে থাকিত ।
প্রভুরো উপেক্ষা তবে ঘটিতে পারিত ॥ ২০৯
পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি দুঃখ না ঘটিল ।
প্রভুরো উপেক্ষা তবে দূরে পলাইল ॥ ২১০
এবে শুন অতিশয় অপেক্ষার কথা ।
কুতর্ক করিলে যাহা না হয় অন্যথা ॥ ২১১
যাহা বিনে যাহার সাধন নাহি হয় ।
তাহার অপেক্ষা তাহে সর্ব্বজনে কয় ॥ ২১২
তেন এখানেতে যুদ্ধলীলা-সিদ্ধি-বলে ।
অপেক্ষা-বিহনে কভু উপেক্ষা না ফলে ॥ ২১৪
আর এক দৃষ্টান্ত শুনহ সব জন ।
যাহার শ্রবণে হবে সংশয়-ভঞ্জন ॥ ২১৪
মাতা যেন বালকেরে হৃদয়ে রাখিয়া ।
লালন করয়ে নানা প্রকার করিয়া ॥ ২১৫
তার মধ্যে কভু করে আকাশে ক্ষেপণ ।
পুন নিজ হৃদয়েতে করয়ে ধারণ ॥ ২১৬
তাহে ব্যোম-উৎক্ষেপণে মাতার যেমন ।
উপেক্ষা না হয় জান প্রভুর তেমন ॥ ২১৭
এত অগস্ত্যের বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
প্রণাম করিয়া পুন কন বিভীষণ ॥ ২১৮
প্রভু তব মুখে শুনি এমন সিদ্ধান্ত ।
মো-সবার সকল সংশয় হলা শান্ত ॥ ২১৯
এক্ষণ কহুন তার পরের বৃত্তান্ত ।
তাহা শুনিবারে অভিলাষ করে স্বান্ত ॥ ২২০
বিভীষণ-বচন শুনিয়া মুনিবর ।
কহিতে লাগিলা পুন কথা তার পর ॥ ২২১
এইরূপে ব্রহ্মশাপে হয়্যা অভিভূত ।
শ্রীজয় বিজয় হৈলা শ্রীবৈকুণ্ঠচ্যুত ॥ ২২২
যেরূপে জন্মিলা তারা সংসারে আসিয়া ।
তাহা শুন এক্ষণ সকলে মন দিয়া ॥ ২২৩
প্রথমে জন্মিলা তারা দিতি-গর্ভে যাই ।
হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক্ষ দুই ভাই ॥ ২২৪
বধিলা বরাহ হয়্যা হিরণ্যাক্ষে হরি ।
হিরণ্যকশিপুরে নৃসিংহ-মূর্ত্তি ধরি ॥ ২২৫
অগস্ত্য-বদনে শুনি এতেক বচন ।
রঘুবর তাহারে করেন জিজ্ঞাসন ॥ ২২৬
প্রভু দিতি-পুত্রেদের জন্মাদি-বৃত্তান্ত ।
শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত না হইল স্বান্ত ॥ ২২৭
অতএব কিঞ্চিত করিয়া বিবরণ ।
তাহাদের চরিত্র করুন আজ্ঞাপন ॥ ২২৮
অগস্ত্য কহেন প্রভু করহ শ্রবণ ।
যেরূপে জন্মিলা আদি দৈত্য দুই জন ॥ ২২৯
মরীচি-নামেতে ঋষি ব্রহ্মার তনয় ।
তাঁর পুত্র হয়েন কশ্যপ মহাশয় ॥ ২৩০
দক্ষ-কন্যা সপ্তদশ অদিতি প্রভৃতি ।
বিবাহ করিলা তিঁহ যথা-শ্রুতি-স্মৃতি ॥ ২৩১

সেইত কশ্যপ সন্ধ্যাকালে কদাচিত।
বসিছিলা অগ্নিগৃহে হয়্যা সমাহিত ॥ ২৩২
হেনকালে কামাতুরা দিতি দাক্ষায়ণী।
পুত্রকামা হয়্যা আসি কহিলা আপনি ॥ ২৩৩
প্রাণনাথ তোমা লাগি ধরি শরাসন।
বিন্ধিতেছে বাণে করি আমারে মদন ॥ ২৩৪
অতএব অনুগ্রহ করি মোর প্রতি।
রক্ষা কর মোরে এই সঙ্কটে সম্প্রতি ॥ ২৩৫
কেবল কামেতে আমি না করি প্রার্থন।
আছয়ে ইহাতে আরো বিশেষ কারণ ॥ ২৩৬
পুত্রবতী হল্য মোর সপত্নী সকল।
একমাত্র মোর জন্ম যাইছে বিফল ॥ ২৩৭
অতএব মোর প্রতি করি কৃপালেশ।
নিবৃত্ত করহ মোর এই দুই ক্লেশ ॥ ২৩৮
এতেক বচন শুনি মরীচি-নন্দন।
কহিতে লাগিলা তাঁরে করিয়া সান্ত্বন ॥ ২৩৯
প্রিয়ে তুমি যে করিলে আমারে প্রার্থন।
অবশ্য করিব আমি এ সব সাধন ॥ ২৪০
যাহা হৈতে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম লাভ হয়।
তার অভিলাষ পূর্ণ কেবা না করয় ॥ ২৪১
যারে আপনার অর্দ্ধ কহে সব বেদ।
যাহারে আশ্রয় করি তরি সব খেদ ॥ ২৪২
যাহাতে আপন ভার করি সমর্পণ।
পুরুষ নিশ্চিন্ত হয়্যা করয়ে ভ্রমণ ॥ ২৪৩
অন্যাশ্রমে সুদুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় সকলে।
অনায়াসে জয় করি মোরা যার বলে ॥ ২৪৪
এমন ভার্য্যার ঋণ করিতে শোধন।
শক্ত হয় এ তিন ভুবনে কোন জন ॥ ২৪৫
তভু আমি শক্তি-অনুসারে আপনার।
করিব সাধন এই অভীষ্ট তোমার ॥ ২৪৬
কিন্তু মুহূর্ত্তেক কাল কর প্রতীক্ষণ।
লোকে যেন আমারে না করয়ে নিন্দন ॥ ২৪৭
এই সন্ধ্যাকাল স্বভাবেতে ঘোরতর।
চরয়ে সর্ব্বত্র এবে রুদ্র-অনুচর ॥ ২৪৮
নিজে রুদ্র বেষ্টিত হইয়া ভূতগণে।
ভ্রমণ করেন এবে সর্ব্বত্র ভুবনে ॥ ২৪৯
তিঁহ তিন লোচনেতে করেন দর্শন।
লোক সকলের শুভ-অশুভ করণ ॥ ২৫০

অতএব বিলম্ব করহ কিছুক্ষণ।
অন্যথা হইবে ইথে অশুভ ঘটন ॥ ২৫১
এত বাণী শুনি দিতি কামে মুগ্ধ-মন।
লজ্জা তেজি ধরিলেন কশ্যপ-বসন ॥ ২৫২
তার দুরাগ্রহ জানি ঈশ্বরে বন্দিয়া।
কশ্যপ নির্জ্জনে গেলা তাঁহারে লইয়া ॥ ২৫৩
সেই কশ্যপের বীর্য্য করিয়া আশ্রয়।
দিতি-গর্ভে প্রবেশিলা সে জয়-বিজয় ॥ ২৫৪
পরে প্রজাপতি স্নান আচমন করি।
প্রণব জপিতে আরম্ভিলা ধৈর্য্য ধরি ॥ ২৫৫
দিতি সেই দুষ্ট কর্ম্মে লজ্জিত হইয়া।
কহিতে লাগিলা স্বামি-কাছে দাঁড়াইয়া ॥ ২৫৬
প্রভু হেন অনুগ্রহ কর মোর প্রতি।
যেন গর্ভে নষ্ট না করেন পশুপতি ॥ ২৫৭
প্রণাম করিয়ে আমি শ্রীরুদ্রের পদে।
রক্ষণ করুন তিঁহ মোরে এ আপদে ॥ ২৫৮
স্ত্রী-জাতির স্বভাব যেমন দুষ্ট হয়।
তাহা জানি মোর প্রতি ক্রোধ যোগ্য নয় ॥ ২৫৯
গৃহিণীর বচন শুনিয়া প্রজাপতি।
কহিতে লাগিলা তারে কিছু ক্রুদ্ধমতি ॥ ২৬০
কার্ম্মুক কালের দোষ আর দোষ তোর।
রুদ্রের হেলন আর আজ্ঞা-ভঙ্গ মোর ॥ ২৬১
এই সব দোষ হেতু জঠরে তোমার।
হইবেক দুই পুত্র অতি দুরাচার ॥ ২৬২
তাহাদের দৌরাত্ম্যেতে দেবতা-সহিত।
কান্দিবেক ত্রিভুবন সর্ব্বদা-পীড়িত ॥ ২৬৩
করিবেক অপরাধ সাধু-জন-পাশ।
তাহে ক্রুদ্ধ হয়্যা হরি করিবেন নাশ ॥ ২৬৪
স্বামীর বচন শুনি আনন্দিত মন।
কহিছেন দিতি তাঁরে মধুর বচন ॥ ২৬৫
ভাগ্য করি মানি হরি-হাতে পুত্রনাশ।
ব্রাহ্মণেতো শাপ দিয়া না করিবে গ্রাস ॥ ২৬৬
যেহেতুক ব্রহ্মশাপে যেই দুষ্ট মরে।
নারকী জনেও তারে মহাঘৃণা করে ॥ ২৬৭
দিতির বচন শুনি আনন্দিত-মতি।
পুনর্ব্বার তাঁহারে কহিলা প্রজাপতি ॥ ২৬৮
অপরাধ করি যেই করিতেছ খেদ।
করিলে যে যোগ্য আর অযোগ্য-বিচ্ছেদ ॥

শঙ্করে আমাতে আর প্রভু নারায়ণে।
করিছ আদর যেই কায়-বাক্য-মনে ॥ ২৭০
এই সব হেতু তব পৌত্র একজন।
হইবে পরম সাধু সদ্‌গুণভাজন ॥ ২৭১
কাম-ক্রোধ-আদি ছয় দোষ-বিবর্জ্জিত।
পরসুখে সুখী পরদুঃখেতে দুঃখিত ॥ ২৭২
যাবত হবেন সাধু জগত-মাঝার।
তারা সবে অভ্যাস করিবা শীল যার ॥ ২৭৩
যার যশ হইবেক কৃষ্ণের সমান।
যার গুণে তুষ্ট হইবেন ভগবান্ ॥ ২৭৪
অপর কি কব সেহ বাহিরে অন্তরে।
সাক্ষাত দেখিবে সদা দেব দামোদরে ॥ ২৭৫
এতেক বচন শুনি দক্ষের তনয়া।
হইলেন অতিশয় সুখিতহৃদয়া ॥ ২৭৬
পুত্র হৈতে শঙ্কা করি দেবতা-পীড়ন।
সেই গর্ভ শত বর্ষ করিলা ধারণ ॥ ২৭৭
সেই গর্ভ-তেজে সব তেজ কৈল গ্রাস।
অন্ধকার হৈল্য লোক না হয় প্রকাশ ॥ ২৭৮
শতবর্ষ পরে আর না পারি রাখিতে।
উদ্যত হইলা দিতি প্রসব করিতে ॥ ২৭৯
তাহাদ্দের জন্মকালে নানা উপদ্রব।
হইতে লাগিল যাহে ভীত লোক সব ॥ ২৮০
কাঁপিতে লাগিল ধরা যাবত ভূধর।
উল্কাপাত বজ্রাঘাত হয় ঘোরতর ॥ ২৮১
ভয়ঙ্কর কেতুগণ করিল উদয়।
দিক্ সব দহিতে লাগিল অতিশয় ॥ ২৮২
ফন ফন শব্দ করি বৃক্ষ উপাড়িয়া।
বহিতে লাগিল বায়ু ধুলি উড়াইয়া ॥ ২৮৩
ঘোরতর জলধরে ঢাকিল গগন।
আচ্ছন্ন হইল যাহে সব জ্যোতির্গণ ॥ ২৮৪
ক্রন্দন করয়ে ক্ষুব্ধ হয়্যা রত্নাকর।
নদী-নদ-পুষ্করিণী ক্ষুব্ধ নিরন্তর ॥ ২৮৫
রাহু করে শশি-সূর্য্য-গ্রাস ঘনেঘন।
তাহে পুন পরিবেশ করয়ে বেষ্টন ॥ ২৮৬
ঘোরতর নির্ঘাত নিনাদ ঘন হয়।
অগ্নিমুখী হয়্যা শিবা গ্রামেতে কান্দয় ॥ ২৮৭
ঊর্দ্ধমুখ হয়্যা করে কুক্কুরে নিস্বান।
রোদন-সমান কভু সঙ্গীতসমান ॥ ২৮৮
খুরাঘাত করি ভূমে গর্দ্দভনিকর।
যূথে যূথে ধায় শব্দ করি ঘোরতর ॥ ২৮৯
সেই শব্দ-ভয়েতে পলায় পক্ষিকুল।
বিষ্ঠামূত্র ত্যেজে পশুসকল আকুল ॥ ২৯০
গো-সকল রক্তদুগ্ধ করয়ে ক্ষরণ।
জলধর রক্ত পূয করয়ে বর্ষণ ॥ ২৯১
দেবতাপ্রতিমা সব ক্রন্দন করয়।
বায়ু-বিনে বৃক্ষ সব উপাড়ি পড়য় ॥ ২৯২
শুভগ্রহ সকলে অশুভ গ্রহগণ।
অতিচারী হয়্যা যান করেণ যোধন ॥ ২৯৩
হেন নানা উৎপাত করিয়া নিরীক্ষণ।
অতিশয় ভীত হল্য এ তিন ভুবন ॥ ২৯৪
হেনই সময়ে দিতি যমল-নন্দন।
প্রসব করিলা অতি বিকট-দর্শন ॥ ২৯৫
অগস্ত্য-বদনে দিতি-পুত্রের উৎপত্তি।
শ্রবণ করিয়া সুখী হৈলা রঘুপতি ॥ ২৯৬
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৯৭

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ডলীলাবর্ণনে
আদি-দৈত্য-জন্ম-শ্রবণ-বর্ণনো নাম
দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হিরণ্যাক্ষ-বধ।

অগস্ত্যশাপ-প্রলয়াব্ধি-মগ্নাং,
সমুদ্ধরন্তং ধরণীং স-শৈলাম্।
ঘ্নন্তং হিরণ্যাক্ষমসহ্যবীর্য্যং,
নিরন্তরং যজ্ঞ-বরাহমীড়ে ॥ ১

শ্রীরাম কহেন প্রভু কহ তার পর।
তাহা শুনি কহেন অগস্ত্য মুনিবর ॥ ২
পরে সেই দুই জন দিতির নন্দন।
বাড়িতে লাগিল অতিশয় প্রতিক্ষণ ॥ ৩
ব্যক্ত হৈল তাহাদ্দের পূর্ব্বসিদ্ধ বল।
লৌহময় যেন হল্য শরীর সকল ॥ ৪

বিন্ধ্যগিরি জিনি হল্য তাদের আকার।
উপমান দিতে নাহি পারিয়ে তাহার ॥ ৫
অপর কি কব যবে তাহারা দাণ্ডায়।
সূর্য্যের উপরি তবে কটিদেশ ভায় ॥ ৬
এমন তনয় দেখি কশ্যপ আসিয়া।
তাহাদের নাম রাখিলেন বিবেচিয়া ॥ ৭
নিজ দেহ হৈতে যেই আগে জন্মিছিলা।
হিরণ্যকশিপু নাম তাহার রাখিলা ॥ ৮
আগে যারে প্রসবিযাছিলা তাঁর দার।
হিরণ্যাক্ষ বলি নাম থুইলা তাহার ॥ ৯
চিরদিন তপস্যা করিয়া বিধাতার।
লইল তাহারা বর বিবিধ প্রকার ॥ ১০
হিরণ্যকশিপু জ্যেষ্ঠ নিজ বাহুবলে।
বশ করিলেক তিনভুবন-সকলে ॥ ১১
তাহার অনুজ হিরণ্যাক্ষ মহাবলী।
জ্যেষ্ঠের পিরীতি করে সদা কুতুহলী ॥ ১২
জম্ভ দানবের কন্যা কয়াধূ আখ্যান।
হিরণ্যকশিপু তারে করিল আদান। ১৩
তার গর্ভে জনমিল তিনটি নন্দন।
শ্রীসংহ্লাদ অনুহ্লাদ হ্লাদ অন্য জন ॥ ১৪
উপদানবী হইল হিরণ্যাক্ষ-দারা।
বৈশ্বানর দানবের কন্যা রম্যাকারা ॥ ১৫
তার গর্ভে হইল তনয় নয় জন।
শকুনি শম্বর ধৃষ্ট ভূতসন্তাপন ॥ ১৬
বৃক কালনাভ মহানাভ সাত হয়।
হরিশ্মশ্রু উৎকচ মিলিয়া হল্য নয় ॥ ১৭
কদাচিত হিরণ্যাক্ষ গদা ধরি করে।
যুদ্ধ-আশে যাত্রা কৈল অমর-নগরে ॥ ১৮
তারে দেখি দেবগণ ভয়েতে পলায়।
গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গম ধায় ॥ ১৯
তবে হিরণ্যাক্ষ না দেখিয়া দেবগণে।
কৈল এক সিংহনাদ গভীর গর্জ্জনে ॥ ২০
পরে সেহ সলিল-বিহার করিবারে।
প্রবিষ্ট হইল গিয়া সাগর-মাঝারে ॥ ২১
তারে দেখি বরুণের যত অনুচর।
অতিশয় ভয় পাই হইল কাতর ॥ ২২
যদ্যপি সে তাদিগে প্রহার না করিল।
তভু তারা তার ভয়ে দূরে পলাইল ॥ ২৩
সেহ হিরণ্যাক্ষ সেই সাগরের জলে।
বিহার করয়ে বহুকাল কুতুহলে ॥ ২৪
উঠে যত সাগরের প্রবল তরঙ্গ।
সেহ গদাপ্রহারে করযে তাহা ভঙ্গ ॥ ২৫
এইরূপে কত বর্ষ করি বিহরণ।
বরুণ-নগরে সেহ করিল গমন ॥ ২৬
সেথা গিয়া বরুণে করিয়া নিরীক্ষণ।
ইঙ্গিত করিয়া তারে করিল বন্দন ॥ ২৭
কৃতাঞ্জলি হয়্যা পুন করি উপহাস।
কহিতে লাগিলা কিছু মৃদু মৃদু ভাষ ॥ ২৮
মহারাজ বিশ্বে যত লোকপাল হয়।
সকলের অধিপতি হন মহাশয় ॥ ২৮
সংসারেতে আছে যত বীরমানী জন।
কর্য্যাছ তাদের তুমি গর্ব্ব-বিনাশন ॥ ৩০
যেহেতুক সব সুরাসুরে করি জয়।
রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছ মহাশয় ॥ ৩১
অতএব জানিয়াছি আমিহ নিশ্চয়।
তোমার সমান কেহ বলিষ্ঠ না হয় ॥ ৩২
এ লাগি করিয়ে আমি তোমারে প্রার্থন।
কর তুমি মোর সঙ্গে একবার রণ ॥ ৩৩
হিরণ্যাক্ষ-মুখে এত উপহাসবাণী।
শুনিয়া কিঞ্চিত ক্রুদ্ধ হল্যা পাশপাণি ॥ ৩৪
সেই ক্রোধে সম্বরণ করিয়া যতনে।
কহিতে লাগিলা তারে যথার্থ বচনে ॥ ৩৫
দৈত্যবর মোরা যুদ্ধ-কৌতুক হইতে।
নিবৃত্ত হয়্যাছি রাগ-শূন্য হয়্যা চিতে ॥ ৩৬
আর দেখ পুরাতন পুরুষ-বিহনে।
কে আছে এমন তোহে তুষ্ট করে রণে ॥ ৩৭
তিঁহ হন সমরেতে পরম নিপুণ।
তোমা সম বীরগণ গায় যার গুণ ॥ ৩৮
তুমিও দেখিতে পাবে তাঁহারে তুরিত।
যাঁর সঙ্গে যুঝি বীর হয় আনন্দিত ॥ ৩৯
যিঁহ তোমা সবাকারে শাস্ত করিবারে।
ধারণ করেন রূপ বিবিধ প্রকারে ॥ ৪০
তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করি মহানিদ্রাবেশে।
শয়ন করিয়া রবে সুখে রণদেশে ॥ ৪১
তোমারে করিয়া চারিদিগেতে বেষ্টন।
গ্রামসিংহ সকলেতে করিবে রক্ষণ ॥ ৪২

বরুণ-বদনে শুনি এতেক বচন।
অতি সুখি-মতি হল্য দিতির নন্দন ॥ ৪৩
যদ্যপি কহিলা জলপতি দুর্ব্বচন।
তভু না কুপিল যুদ্ধ-লাভে করি মন ॥ ৪৪
তবে সে বরুণে আর কিছু না কহিয়া।
সেথা হৈতে বাহির হইল সুখি-হিয়া ॥ ৪৫
যাইতে যাইতে পথে নারদ-সহিত।
হইল সাক্ষাতকার তার আচম্বিত ॥ ৪৬
তাঁরে দেখি প্রণমিয়া দিতির নন্দন।
মধুর বচনে তাঁরে কৈল জিজ্ঞাসন ॥ ৪৭
কহ কহ মোরে কৃপা করি তপোধন।
কোথা পাব পুরাতন-পুরুষ-দর্শন ॥ ৪৮
বরুণ কহিলা মোরে তাহার সহিত।
সংগ্রাম করিলে হবে হৃদয়ের প্রীত ॥ ৪৯
নারদ কহেন শুন শুন দৈত্যবর।
আছেন সম্প্রতি তিঁহ জলের ভিতর ॥ ৫০
প্রলয়-সমুদ্রজলে ডুবিয়াছে ধরা।
গিয়াছেন তাহা তুলিবারে করি ত্বরা ॥ ৫১
সেখানে যাইবামাত্র পাইবে দেখিতে।
করিবে সমর যত ইচ্ছা আছে চিতে ॥ ৫২
মুনি-বাক্য শুনি হিরণ্যাক্ষ ত্বরা করি।
প্রবেশ করিল গিয়া সলিল-ভিতরি ॥ ৫৩
সেখানে দেখিল সেহ দেব নারায়ণ।
রয়্যাছেন ক্রোড়মূর্ত্তি করিয়া ধারণ ॥ ৫৪
প্রলয়াম্বু-মগ্ন ধরণীরে দন্তে ধরি।
করিছেন আয়োজন আনিতে উপরি ॥ ৫৫
অগস্ত্যবদনে শুনি এতেক বচন।
রামচন্দ্র করিলা তাঁহারে জিজ্ঞাসন ॥ ৫৬
মুনিবর তব বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সংশয়েতে নিমগ্ন হয়্যাছে মোর মন ॥ ৫৭
স্বায়ম্ভুব মনুবংশে প্রচেতা হইতে।
দক্ষের জনম এই শুনিয়ে স্মৃতিতে ॥ ৫৮
সেই দক্ষ-কন্যা দিতি তাহার তনয়।
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ এ উভয় ॥ ৫৯
সে দক্ষের সৃজন চাক্ষুষ মন্বন্তরে।
দৈত্যেন্দ্রেরো জন্ম হয় তাহারি ভিতরে ॥ ৬০
কল্পান্ত-সময় বিনে না হয় প্রলয়।
প্রলয়-বিহনে ভূমি মগ্ন নাহি হয় ॥ ৬১
তবে কিরূপেতে সে চাক্ষুষ মন্বন্তরে।
নিমগ্ন হইল ভূমি সলিল-ভিতরে ॥ ৬২
যদি বা ডুবিল ভূমি কোনো মতে জলে।
তবে দিতিপুত্রাদি রহিল কোন্ স্থলে ॥ ৬৩
শ্রীরামচন্দ্রের এই জিজ্ঞাসা শুনিয়া।
কহিছেন মুনিবর বিচার করিয়া ॥ ৬৪
রঘুবর তুমি যে করিলে জিজ্ঞাসন।
ইহার সিদ্ধান্ত-তত্ত্ব করহ শ্রবণ ॥ ৬৫
কল্পান্ত-সময়-বিনে প্রলয় না হয়।
এই সব শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-নিশ্চয় ॥ ৬৬
কিন্তু মোর নিকটে চাক্ষুষ মনুবর।
করিছিলা এক অপরাধ ঘোরতর ॥ ৬৭
তাহে শাপ দিলুঁ আমি কুপিত হৃদয়।
তেঁহ মন্বন্তর-মাঝে হইল প্রলয় ॥ ৬৮
ডুবিছিল সে প্রলয়সাগর-মাঝার।
ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্গলোক আর ॥ ৬৯
সে সময় সুরগণ আর মুনিগণ।
ছিলা মহর্লোকাদিকে করি আশ্রয়ণ ॥ ৭০
দিতিপুত্র দনুপুত্র প্রভৃতি যাবত।
অধোভুবনেতে ছিলা সকলে তাবত ॥ ৭১
এইত কহিলুঁ তব প্রশ্নের উত্তর।
এক্ষণ পরের কথা শুন রঘুবর ॥ ৭২
তবে হিরণ্যাক্ষ শ্রীবরাহে নিরখিয়া।
কহিতে লাগিলা তাঁরে ইঙ্গিত করিয়া ॥ ৭৩
হায় একি এহই হয়েন নারায়ণ।
বনচর পশু দেখি অপূর্ব্ব-গঠন ॥ ৭৪
কিবা হয় মুনি সকলের অবধান।
যাহাতে তাহাতে করে নারায়ণ-জ্ঞান ॥ ৭৫
এইরূপ কহিতেছে দিতির সন্তান।
হেন কালে ধরণী তুলিলা ভগবান্ ॥ ৭৬
তাহা দেখি নারায়ণ-নিশ্চয় করিয়া।
কহিতেছে পুনর্ব্বার কুপিত হইয়া ॥ ৭৭
মূঢ় রসাতল-বাসী আমা-সবাকারে।
দিয়াছেন পিতামহ এই বসুধারে ॥ ৭৮
অন্যথা এ বসুন্ধরা থাকিতে উপরি।
কি কারণে প্রবেশিল পাতাল-ভিতরি ॥ ৭৯
অতএব যদি সুখ চাহ আপনার।
তবে তেজ ধরণীরে আমা সবাকার ॥ ৮০

যদি নাহি শুন তুমি আমার বচন।
তবে তোহে এখনি করিব বিনাশন॥ ৮১
আমাদ্দের রিপু যাবদীয় দেবগণ।
মোদিগে বধিতে তোহে কর‍্যাছে পোষণ॥৮২
তুমিহ লুকায়্যা থাকি করি মায়ারণ।
মোদের বান্ধবদিগে করহ মারণ॥ ৮৩
আজি তোহে পাইয়াছি দেখিতে সাক্ষাত।
বিনাশিব তোহে করি এই গদাঘাত॥ ৮৪
তোমারে বধিয়া নিজ বন্ধু যত জন।
করিব তা-সবাকার অশ্রু-সম্মার্জ্জন॥ ৮৫
তুমি নষ্ট হৈলে আর যাবত অমর।
নির্ম্মূল হইয়া সবে যাবে যমঘর॥ ৮৬
এত হিরণ্যাক্ষ-বাণী করিয়া শ্রবণ।
ধরণী হইলা অতিশয় ভীত-মন॥ ৮৭
তাঁরে ভীত দেখি যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্।
কিছু না কহিয়া জল-উপরিতে যান॥ ৮৮
তাহা দেখি অট্ট অট্ট হাসি দৈত্যবর।
কহিতে লাগিল তাঁর প্রতি দুরক্ষর॥ ৮৯
মূঢ় আমি বুঝিলাম করিয়া নিশ্চয়।
নির্লজ্জ জনের কিছু অকার্য্য না হয়॥ ৯০
দেখ আমি যুদ্ধ লাগি ডাকিতেছি তোরে।
তুমি পলাইছ নাহি সম্ভাষিয়া মোরে॥ ৯১
এইরূপ নানাকথা কহে হিরণ্যাক্ষ।
তাহা না গণিয়া চলিলেন কমলাক্ষ॥ ৯২
যবে তিঁহ সলিলের উপরি আইলা।
দেবগণ তদুপরি কুসুম বর্ষিলা॥ ৯৩
তবে জল-উপরিতে রাখি অচলাবে।
আপন আধারশক্তি প্রভু দিলা তাঁরে॥ ৯৪
তার পর হাসি হাসি হিরণ্যাক্ষ প্রতি।
কহিতে লাগিলা মেঘ-শব্দে লক্ষ্মীপতি॥ ৯৫
শুন শুন শুন ওহে কশ্যপ-কোঙর।
সত্য বটে মোরা হই পশু বনচর॥ ৯৬
কিন্তু তোমাদ্দের মত গ্রামসিংহগণে।
অন্বেষণ করিতেছি আমরা যতনে॥ ৯৭
সত্য বটে এই ভূমি তোমাদ্দের ধন।
সত্য করিতেছি মোরা তাহারে হরণ॥ ৯৮
সত্য বটে যদি আমি না তেজি ধরণী।
তবে তুমি বিনাশিবে আমারে এখনি॥ ৯৯
সত্য বটে মোরে পোষে যত দেবগণ।
সত্য বটে আমিহ লুকায়্যা করি রণ॥ ১০০
সত্য বটে আজি এই গদার প্রহারে।
বিনাশ করিবে তুমি এখনি আমারে॥ ১০১
সত্য বটে বন্ধু-অশ্রু করিবে মার্জ্জন।
সত্য মোর নাশে নষ্ট হবে দেবগণ॥ ১০২
সত্য বটে আমাদ্দের কিছু নাহি লাজ।
এই লাগি পলায়ন করি দৈত্যরাজ॥ ১০৩
তথাপি সম্প্রতি দাঁড়াইলুঁ এই ঠাঁই।
যেহেতুক পলাইতে আর স্থান নাই॥ ১০৪
তুমি হও যাবদীয় বীরের প্রধান।
সফল করহ নিজ প্রতিজ্ঞা-বিধান॥ ১০৫
কিন্তু যদি না পার প্রতিজ্ঞা পালিবারে।
কদর্য্য কহিবে তবে সকলে তোমারে॥ ১০৬
তবে এত বাণী চক্রপাণি-বদনে শুনিয়া।
সেহ হিরণ্যাক্ষ লোহিতাক্ষ হইল কুপিয়া॥১০৭
তবে দীর্ঘতর শ্বাসভর ছাড়ি বহুবার।
দন্তে ওষ্ঠ চাপি কাঁপি কাঁপি হল্য আগুসার॥
সেই হিরণ্যাক্ষ রণে দক্ষ গদা ঘুরাইয়া।
বরাহের বক্ষ করি লক্ষ্য হানিল গর্জ্জিয়া॥ ১০৯
প্রভু দেখি তায় নিজ কায় বাঁকায়্যা কিঞ্চিত।
সেই গদাঘাতে অচিরাতে করিলা বঞ্চিত॥ ১১০
পুন গদা ধরি দেব-অরি ঘুরায়্যা সঘন।
মহা-কোপ-বেগে প্রভু-আগে করিল ধাবন॥
তাহা নিরখিয়া প্রভু নিয়া গদা আপনার।
তার দক্ষ ভুরু-দেশে গুরু করিলা প্রহার॥ ১১২
সেই হিরণ্যাক্ষ রণে দক্ষ গদাতে করিয়া।
তাঁর গদা প্রতি অবহতি করিল কুপিয়া॥ ১১৩
এই প্রকারত রণগত তাঁরা দুই জন।
হয়্যা মহাক্রুদ্ধ গদাযুদ্ধ করেন সঘন॥ ১১৪
সেই অদভুত দিতি-সুত-সঙ্গে হরি-রণ।
কিবা নিরখিতে অম্বরেতে আল্যা দেবগণ॥১১৫
তাহে দৈত্যবর বল-ভর-কৌশল সমরে।
দেখি শঙ্কি-মন বিধি কন প্রভু গদাধরে॥ ১১৬
প্রভু এই দিতি-পুত্র অতি দুরন্ত-আশয়।
এই মুনিজন দেবগণ সকলে পীড়য়॥ ১১৭
তব ভক্তিপাত্র দেখিমাত্র দেয় মহাব্যথা।
যত পাপ করে কহিবারে কে পারে সে কথা॥

এই ত্রিভুবনে নানাস্থানে ছিল বীর যত।
তাহা সবাকার গর্ব্বভার করিয়াছে হত ॥ ১১৯
এই দুষ্ট-সঙ্গে খেলা-রঙ্গে নাহি কর রণ।
এই মহামায় আর তায় বলের ভাজন ॥ ১২০
এই সন্ধ্যাকাল পাই কাল-সমান হইবে।
তাহা-হল্যে পরে-এ দুষ্টেরে বধিতে নারিবে ॥
এই উপস্থিত অভিজিত-মুহূর্ত্ত-সময়।
এই শুভক্ষণে এই জনে কর পরাজয় ॥ ১২২
এই দৈবযোগে তব আগে হল্য উপস্থিত।
বধি ইহাকারে এ সংসারে করহ সুখিত ॥ ১২৩
এত বিধাতার বাক্য-সার শুনিয়া শ্রীহরি।
কৈলা অঙ্গীকার হাস্য আর কটাক্ষেতে করি ॥
পরে সম্মুখেতে দিতি-সুতে করিয়া দর্শন।
গদা নিক্ষেপণে হনুস্থানে করিলা তাড়ন ॥ ১২৫
সেই হয়্যা হত ক্রোধযুত নিজ গদা ধরি।
কৈল আঘাতন জনার্দ্দন-গদার উপরি ॥ ১২৬
সেই গদাঘাতে হরি-হাতে হৈতে গদাখান।
পড়ে ক্ষিতিতলে ভুমণ্ডলে করি কম্পমান ॥ ১২৭
তবে সে কালেতে প্রভু-হাতে অস্ত্র না রহিল।
ধর্ম্ম বোধ করি দেব-অরি তভু না হানিল ॥১২৮
কিন্তু কহে তাঁয় হরি হায় এই বল নিয়া।
মোর সহকারে যুঝিবারে আল্যে কি করিয়া ॥
প্রভু গদাচ্যুত দেখি যত সুর-মুনিগণ।
তাঁরা অনিবার হাহাকার করে ভীত-মন ॥১৩০
তাহা সবাকারে বারে বারে অভয় অর্পিলা।
প্রভু সুদর্শনে মনে মনে স্মরণ করিলা ॥ ১৩১
তবে সেই ক্ষণে সেই স্থানে আল্যা সুদর্শন।
নিজ করে করি তাঁরে হরি করিলা ধারণ ॥ ১৩২
তাহা নিরখিয়া সুখি-হিয়া কহে দেবগণ।
প্রভু এ দুষ্টেরে চক্রধারে করহ ছেদন ॥ ১৩৩
তবে দেব-অরি চক্রধারী হরিরে দেখিয়া।
কোপে হতজ্ঞান গদাখান দিলেক ছাড়িয়া ॥১৩৪
প্রভু বাম পায় করি তায় কৈলা আঘাতন।
সেই গদা তায় বসুধায় করিল পতন ॥ ১৩৫
তারে কন হরি পুন ধরি এই গদাদণ্ড।
পুন কর রণ ক্ষুব্ধ-মন নহ এক দণ্ড ॥ ১৩৬
শুনি বাণী তাঁর পুনর্ব্বার সেই গদা ধরি।
কৈল আঘাতন সুগর্জ্জন করি দেব-অরি ॥১৩৭

সেই গদাখান ভগবান্ ধরি বাম করে।
এই লও বলি দিলা ফেলি কশ্যপ-কোঙরে ॥
সেই লজ্জা-ভরে সে গদারে না করি গ্রহণ।
কৈল এক বড় ঘোরতর ত্রিশূল ক্ষেপণ ॥ ১৩৯
সেই শূলখান বেগবান্ তেজেতে উজ্জ্বল।
ধায় রণস্থলে কল্পকালে যেমন অনল ॥ ১৪০
তাহা দেখি হরি মুক্ত করি দিলা সুদর্শনে।
তিঁহ সেই শূলে সহ মূলে নাশিলেন ক্ষণে ॥১৪১
তবে শূলে নষ্ট দেখি রুষ্ট কশ্যপসন্তান।
সেই মহাবেগে প্রভু-আগে করিল পয়াণ ॥ ১৪২
করি সিংহনাদ অবিষাদ শ্রীবরাহ-বুকে।
এক মুষ্টি মারি মায়া করি লুকাল্য কৌতুকে ॥
জিনি বজ্রাঘাত মুষ্টিপাত যদ্যপি তাহার।
তভু না কাঁপিলা না ব্যথিলা প্রভু একবার ॥
সেই মায়াবলে রণস্থলে হয়্যা লুকাইত।
নানা পরকারে সৃষ্টি করে মায়া অঘটিত ॥ ১৪৫
তাহে প্রথমেতে কত মতে ধুলি উড়াইয়া।
বহে ঘোরস্বন সমীরণ বৃক্ষ উপাড়িয়া ॥ ১৪৬
চারি দিক্পথে যূথে যূথে মহাবেগ-ভরে।
পড়ে শিলাগণ শন শন নিনাদে সমরে ॥ ১৪৭
কত মেঘগণ ঘনেঘন করিয়া গর্জ্জন।
বিষ্ঠামূত্রযুক্ত পূয রক্ত করয়ে বর্ষণ ॥ ১৪৮
আসি রণোপরি কত গিরি অস্ত্র বরিষয়।
কত দিগম্বর শূলধর রাক্ষসী নাচয় ॥ ১৪৯
কত প্রেত যক্ষ ভূত রক্ষ আসিয়া সমরে।
তারা অনিবার মার মার কাট কাট করে ॥১৫০
দেখি সেই সকল মায়াবল এ তিন ভুবন।
হয়্যা ভীতচিত সশঙ্কিত করয়ে চিন্তন ॥১৫১
প্রভু দেখি তার সে মায়ার কার্য্য সে সকল।
কৈল নিয়োজন সুদর্শন অস্ত্র মহাবল ॥ ১৫২
তবে সেইক্ষণে দিতিস্তনে রুধির পড়িল।
নিজ স্বামী-বাণী মনে গণি হৃদয় কাঁপিল ॥১৫৩
সেই অসম্ভব মায়া সব ক্ষণমাত্র কালে।
কৈলা বিনাশন সুদর্শন নিজ তেজ-জালে ॥
তবে মায়া নষ্ট দেখি রুষ্ট হয়্যা দৈত্যরায়।
প্রভু-কাছে আসি ধরে কসি ভুজে করি তায় ॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দৈত্যবর্য্য দেখে নেত্রে করি।
যেন আগে গিয়া দাণ্ডাইয়া রয়্যাছেন হরি ॥

তবে রোষাবেশে প্রভুপাশে গিয়া দৈত্যপতি।
প্রভু বরাহেরে মুষ্টি মারে ভয়শূন্য-মতি ॥ ১৫৭
প্রভু করি লীলা অবহেলা কর্ণমূলে তার।
কৈলা করাঘাত বজ্রপাত জিনি একবার ॥১৫৮
সেই করাঘাতে পদ-হাতে কবিয়া কম্পিত।
হয়্যা উর্দ্ধনেত্র দিতিপুত্র হইল প্রতিত ॥ ১৫৯
তবে দেখি তার মৃত্যু আর প্রভুর বিজয়।
হল্যা ত্রিভুবন সুখি-মন শ্রীরঘুতনয় ॥ ১৬০
হিরণ্যাক্ষ মৃত্যু দেখি সুখী দেবগণ।
প্রভুর উপরি করে কুসুম-বর্ষণ ॥ ১৬১
ঋষিগণ দেবগণ সকলে মিলিয়া।
করিলেন তাঁরে স্তব সানন্দ হইয়া ॥ ১৬২
জয় জয় জনার্দ্দন, যোগীর জীবন-ধন,
সৃষ্টি-স্থিতিপালন কারণ।
নানাশক্তি-নিকেতন, সচ্চিত-আনন্দ ঘন,
কৃপাময় পুরুষ-রতন ॥ ১৬৩
তব এই মূর্ত্তিখানি, ধ্যান করে সব জ্ঞানী,
এহ হন সর্ব্বযজ্ঞময়।
এ তনুর রোমমূলে, বিশ্বের প্রলয়-কালে,
সপ্ত পারাবার পায় লয় ॥ ১৬৪
যাবদীয় কুলাচল, সহ এই ভূমণ্ডল,
দশনেতে করিয়া ধারণ।
হেলে কৈলে উদ্ধারণ, অসম্ভব এ করণ,
তোমা বিনে করে কোন্ জন ॥ ১৬৫
তোমাতে এ কর্ম্ম সব, নাহি হয় অসম্ভব
তুমি হও জগত-ঈশ্বর।
কত কোটি ব্রহ্মাণ্ডেরে, ধর তুমি স্বজঠরে,
তাহে ভূমি কোন্ ক্ষুদ্রতর ॥ ১৬৬
আর এক চমৎকার, এ তিন ভুবনে যার,
ভয়ে সদা কাঁপে থর থর।
হেন হিরণ্যাক্ষ বীরে, হেলা করি রণান্তরে,
পাঠাইলা শমন-নগর ॥ ১৬৭
তব বল পরাক্রম, ত্রিভুবনে অনুপম,
কেহ তাহা না পারে বুঝিতে।
যদি ভাগবত জন, সঙ্গ করে অনুক্ষণ,
তবে কিছু পারয়ে জানিতে ॥ ১৬৮
এত দেবগণ-স্তুতি করিয়া শ্রবণ।
[illegible] করিলা গমন ॥ ১৬৯

এইত কহিলুঁ কিছু বিবরণ করি।
যেরূপেতে হিরণ্যাক্ষে বধিলেন হরি ১৭০
শুনিয়া অগস্ত্যমুখে এ সব বচন।
রঘুপতি হল্যা অতি আনন্দিত-মন ॥ ১৭১
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ১৭২

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ডলীলাবর্ণনে
হিরণ্যাক্ষ-বধ-শ্রবণ-বর্ণনো নাম
একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হিরণ্যকশিপুর বরপ্রাপ্তি ও ত্রিভুবন-রাজত্ব।

হিরণ্যকশিপোর্ঘোর-তপোর্জ্জনিতসম্পদম্।
অগস্ত্যবদনাৎ শৃণ্বন্ প্রীতো রামোঽভবন্মানসে

শ্রীরাম কহেন প্রভু কহ তার পর।
কহিছেন তাঁর প্রতি পুন মুনিবর ॥ ২
হিরণ্যাক্ষে নষ্ট দেখি শ্রীনারদ মুনি।
তার জ্যেষ্ঠে বার্ত্তা দিলা যাইয়া আপুনি ॥ ৩
তাহা শুনি অতিশয় শোকেতে মগন।
হিরণ্যকশিপু করে পড়িয়া ক্রন্দন ॥ ৪
দিতি আর হিরণ্যাক্ষভার্য্যাপুত্র সব।
শোকে মগ্ন হয়্যা কান্দে করি উচ্চরব ॥ ৫
হিরণ্যকশিপু শুনি তাদের ক্রন্দন।
হইল হরির প্রতি রোষাবিষ্ট-মন ॥ ৬
সেই ক্রোধে তার নেত্র হৈতে ক্ষণ ক্ষণ।
ধূমের সহিত অগ্নি হয় নিঃসরণ ॥ ৭
সেহ হয়্যা কোপে অতি ভীষণ-বদন।
দৈত্য দানবাদি প্রতি কহে এ বচন ॥ ৮
ওহে ওহে দ্বিমূর্দ্ধা শম্বর মহাবল।
শতবাহু ত্রিলোচন নমুচি ইল্বল ॥ ৯
হয়গ্রীব বিপ্রচিত্তি আদি যত জন।
তোমা সবে শুন কিছু আমার বচন ॥ ১০

মো-সবার ক্ষুদ্র শত্রু হয় দেবগণ।
তারা হয় দুর্ব্বল অকৃতি অন্তাজন ॥ ১১
তারা সবে মিলিয়াও আমা সবাকার।
করিতে না পারয়ে কিঞ্চিতো অপকার ॥ ১২
অতএব তারা সবে মিলিয়া যতনে।
অতিশয় বশ করিয়াছে নারায়ণে ॥ ১৩
শূকর-শরীর-ধরি সেই নারায়ণ।
দেবকার্য্য লাগি কৈল ভ্রাতারে মারণ ॥ ১৪
তারে সমস্বভাব করিয়া সবে ভণে।
ছাড়িয়াছে সেহ তাহা তাদের সেবনে ॥ ১৫
যেহেতুক বালক সমান সেহ হয়।
যে তাহারে ভজে সেহ তারেই ভজয় ॥১৬
ছাড়ি নিজ স্বভাবে সে বধিল ভ্রাতায়।
তার ফল দেখাইব আমিহ তাহায় ॥ ১৭
এই মোর শূলে করি মাথা কাটি তার।
তর্পণ করিব রক্তে আপন ভ্রাতার ॥ ১৮
সে বিষ্ণু মরিলে বিষ্ণু-মূল দেবগণ।
আপুনি যাইবে সবে শমন-ভবন ॥ ১৯
বৃক্ষের যেমন মূল করিলে ছেদন।
আপুনি শুকায় তেন হবে দেবগণ ॥ ২০
সে দুষ্টের দেখা আমি না পাই যাবত।
তোমা সবে এই কর্ম্ম করহ তাবত ॥ ২১
পৃথিবীতে যাইয়া ধার্ম্মিক বিপ্রগণে।
নষ্ট কর সকলেতে করিয়া যতনে ॥ ২২
যেহেতুক বিপ্রগণ যে ধর্ম্ম করয়।
সেই ধর্ম্ম সেইত বিষ্ণুর মূল হয় ॥ ২৩
সে ধর্ম্মে নাশিলে বিষ্ণু মরিবে আপনি।
মূল উপাড়িলে বৃক্ষ মরয়ে তখনি ॥ ২৪
অতএব যে যে আছে ধর্ম্মের সাধক।
হও গিয়া তোরা সবে তাদের বাধক ॥ ২৫
এতেক স্বামীর আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ।
যে আজ্ঞা বলিয়া গেল দেবশত্রুগণ ॥ ২৬
স্বভাবে আসক্ত তারা পরের পীড়ায়।
অধিক তৎপর হল্য স্বামীর আজ্ঞায় ॥ ২৭
পুর-গ্রাম-আশ্রম প্রভৃতি যত স্থান।
করিতে লাগিল তাহে অনল প্রদান ॥ ২৮
ছিল যত নদী সেতু প্রাচীর ভবন।
কুদ্দাল করেতে করি করয়ে ভেদন ॥ ২৯
সকল পাদপগণে করয়ে ছেদন।
পক্বশস্য-ক্ষেত্রে করে অনল অর্পণ ॥ ৩০
দেবলোকে গিয়া করে নানা উপদ্রব।
যাহা সহ্য করিতে না পারে দেব সব ॥ ৩১
তবে তাঁরা নিজ নিজ স্থান পরিহরি।
পলাইল অপর অপর বেশ ধরি ॥ ৩২
এথানে অসুরগণে করি নিয়োজন।
হিরণ্যকশিপু কৈল ভ্রাতার তর্পণ ॥ ৩৩
ভ্রাতুষ্পুত্র সকলেরে আশ্বাসন দিয়া।
কহিতে লাগিল সবে সান্ত্বনা করিয়া ॥ ৩৪
হে জননি ভ্রাতৃবধূ ভ্রাতৃ-পুত্রগণ।
শুন তোমা সবে কিছু আমার বচন ॥ ৩৫
আমার ভ্রাতারে তোরা না কর শোচন।
শত্রু-অভিমুখে ইষ্ট শূরের মরণ ॥ ৩৬
যদি কহ রণ-মৃত্যু শ্লাঘ্য বটে তার।
কিন্তু বন্ধু-বিয়োগ হইল মো-সবার ॥ ৩৭
তবে শুন বন্ধুবুদ্ধি কর কোন্ জনে।
কেবা কার বন্ধু আছে এ তিন ভুবনে ॥ ৩৮
পথিক-সঙ্গম যেন জলপানস্থানে।
জীব-সকলের তেন সংযোগ এথানে ॥ ৩৯
অতএব সংসারে মরিলে কোনো জন।
না করিবে কোনো মতে কদাচ ক্রন্দন ॥ ৪০
এ বিষয়ে শুন এক পূর্ব্ব ইতিহাস।
যাহার শ্রবণে হবে শোক মোহনাশ ॥ ৪১
উশীনর-দেশে ছিল সুযজ্ঞ ভূপতি।
সমরে বধিল তারে বিপক্ষ-সংহতি ॥ ৪২
তারে হত দেখি তার ভার্য্যা-বন্ধু জন।
চারি দিকে বেড়ি করে সকলে ক্রন্দন ॥ ৪৩
কান্দিতে কান্দিতে দিন হল্য অবসান।
তবু না করিতে দেয় দাহাদি-বিধান ॥ ৪৪
তাহাদিকে দেখি অতি শোকেতে কাতর।
কৃপা করি আল্যা সেথা নিজে দণ্ডধর ॥ ৪৫
বালক-মুরতি ধরি নিকটে যাইয়া।
কহিতে লাগিলা তা-সবারে সম্বোধিয়া ॥ ৪৬
একি চমৎকার চর্য্যা তোমা সবাকার।
দেখিয়াও ভবরীতি মোহ এ প্রকার ॥ ৪৭
যেথান হইতে লোক আইসে এথায়।
সেথানে যাইলে কেবা খেদ করে তায় ॥ ৪৮

নিজেও সেখানে শীঘ্র হইবে যাইতে।
তবে কেন করিয়াছ আরম্ভ কান্দিতে ॥ ৪৯ ॥
যদি কহ কান্দি মোরা রক্ষক বিহনে।
তবে মন দিয়া শুন আমার বচনে ॥ ৫০
পিতা মাতা করিয়াছে মোদিগে বর্জ্জন।
তথাপি না করি কিছু আমরা চিন্তন ॥ ৫১
ব্যাঘ্রাদিও আমাদিগে ধরিয়া না খায়।
গর্ভে যে রক্ষক সেই আছয়ে এথায় ॥ ৫২
পথে পড়ি থাকিয়াও সেহ নাহি মরে।
যারে কৃপা করিয়া ঈশ্বর রক্ষা করে ॥ ৫৩
গৃহে থাকিয়াও মরি যায় সেই জন।
যাহারে পরমেশ্বর না করে রক্ষণ ॥ ৫৪
অতএব তোরা নাহি খেদ কর আর।
করিলেও সুযত্নে না পাবে আর বার ॥ ৫৫
বরঞ্চ করিতে যোগ্য নিজ মৃত্যু-ভয়।
এই হয় সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত নির্ণয় ॥ ৫৬
নিজ মৃত্যু হৈতে যে না হয় সাবধান।
হঠাৎ মরয়ে সেহ কুলিঙ্গ-সমান ॥ ৫৭
কুলিঙ্গ কুলিঙ্গী দুই পাখী এক বনে।
বাস করিছিল অতি আনন্দিত-মনে ॥ ৫৮
কদাচিত এক ব্যাধ সেখানে আসিয়া।
পাতিল অনেক জাল লোভ্য বস্তু দিয়া ॥ ৫৯
কুলিঙ্গী প্রথমে তাহে দেখি সে আহার।
লোভেতে পড়িল গিয়া জালের মাঝার ॥ ৬০
কুলিঙ্গ তাহারে বদ্ধ করি নিরীক্ষণ।
বিলাপ করয়ে শোকে ব্যাকুলিত-মন ॥ ৬১
হায় একি বিধি এত কঠিন-অন্তর।
বজ্র নিপাতন কৈল দুঃখিত-উপর ॥ ৬২
হায় একা বাঁচি থাকি আমি কি করিব।
কিরূপে অজাত-পক্ষ বালকে পুষিব ॥ ৬৩
অর্দ্ধ অঙ্গ যদি মোর হইল বিনষ্ট।
তবে না রাখিব প্রাণ পাই বৃথা কষ্ট ॥ ৬৪
এইরূপে সে কুলিঙ্গ শোকেতে কাতর।
ক্রন্দন করয়ে থাকি বৃক্ষের উপর ॥ ৬৫
সেইত কুলিঙ্গে দৈব-প্রেরিত হইয়া।
বিন্ধিলেক সেই ব্যাধ বাণেতে করিয়া ॥ ৬৬
তেন তোরা অন্য লাগি কান্দিতে কান্দিতে।
হারাইবে নিজ প্রাণ দেখিতে দেখিতে ॥ ৬৭
অতএব অন্য শোক করিয়া বর্জ্জন।
আপন আপন হিত করহ চিন্তন ॥ ৬৮
এত কহি শমন করিলা অন্তর্দ্ধান।
সুযজ্ঞের বন্ধু সব পাল্যা দিব্য জ্ঞান ॥ ৬৯
তোমরাও তেন মতে হিরণ্যাক্ষ প্রতি।
শোক ছাড়ি স্থির কর নিজ নিজ মতি ॥ ৭০
হিরণ্যকশিপু-মুখে শুনি এত কথা।
স্থির হৈলা সকলে তেজিয়া শোক-ব্যথা ॥ ৭১
তার পর হিরণ্যকশিপু যথোচিত।
করাইল প্রেত-ক্রিয়া ভ্রাতার বিহিত ॥ ৭২
পরেতে মন্দর-গিরি-গুহায় যাইয়া।
ব্রহ্মার তপস্যা করে সযত্ন হইয়া ॥ ৭৩
চরণ-অঙ্গুষ্ঠ-মাত্রে দাঁড়ায়্যা ভূমিতে।
ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি ঊর্দ্ধ-বাহু ধ্যান করে চিতে ॥ ৭৪
স্থির হয়্যা করে সেহ সর্ব্বদা মনন।
বল্মীক-মৃত্তিকা কৈল তারে আচ্ছাদন ॥ ৭৫
তদুপরি হইল অনেক ঘাস-বাঁশ।
পিপীলিকা-সমূহে খাইল রক্ত-মাস ॥ ৭৬
তাহারে না দেখিতে পাইয়া দেবগণ।
সুখী হয়্যা স্ব স্ব স্থানে করিলা গমন ॥ ৭৭
পিপীলিকাগণ যেন খায় দুষ্ট সাপে।
তেন খাইয়াছে তারা এই দৈত্য-পাপে ॥ ৭৮
এত কহি সবে তারা হইয়া মিলিত।
যাত্রা কৈল যুঝিবারে অসুর-সহিত ॥ ৭৯
তাদের উদ্যম দেখি যাবত অসুর।
পলায়ন করে ছাড়ি ধন-বন্ধু-পুর ॥ ৮০
তবে জয়ী হইয়া যাবত দেবগণ।
হিরণ্যকশিপুপুরী করিল লুণ্ঠন ॥ ৮১
কয়াধুরে নিরখিয়া দিব্য গর্ভবতী।
তাহারে হরিয়া লয়্যা গেলা শচীপতি ॥ ৮২
সেহ দৈত্যপতি-ভার্য্যা কান্দি কান্দি যায়।
হেনকালে শ্রীনারদ আইলা তথায় ॥ ৮৩
কহিলা ইন্দ্রেরে তিঁহ একি অকরণ।
পর-নারী হরণ করহ কি কারণ ॥ ৮৪
ছাড় ছাড় ছাড় এই সতী অবলারে।
অন্যথা নরকে ডুবাইবে আপনারে ॥ ৮৫
ইন্দ্র কহে আছে গর্ভ ইহার জঠরে।
যাহারে দেখিয়া হয় আশ্চর্য্য অন্তরে ॥ ৮৬

অতএব এ গর্ভ জন্মিলে তারে মারি ।
ছাড়ি দিব আমি এই অসুরের নারী ॥ ৮৭
নারদ কহেন ইহা না করিবে মনে ।
এহ বধ্য নাহি হয় কারো ত্রিভুবনে ॥ ৮৮
মহাভাগবত এহ কৃষ্ণ-অনুচর ।
ইহারে বধিতে নারে কোটি পুরন্দর ॥ ৮৯
এত শুনি ভক্তিযুক্ত হয়্যা দেববর ।
কয়াধুরে প্রদক্ষিণ করি গেলা ঘর ॥ ৯০
শ্রীনারদ কয়াধুরে আশ্বাস করিয়া ।
রাখিলেন আপনার আশ্রমে লইয়া ॥ ৯১
কহিলা তোমার স্বামী না আস্যে যাবত ।
নির্ভয়ে থাকহ তুমি এখানে তাবত ॥ ৯২
কয়াধু করয়ে সদা নারদে সেবন ।
গর্ভের কুশল ইচ্ছা প্রসব-কারণ ॥ ৯৩
ঋষিবর তাহা জানি অতি কৃপাময় ।
তপোবলে সিদ্ধ করি দিলা সে উভয় ॥ ৯৪
গর্ভস্থ বালকে উদ্দেশিয়া ঋষিবর ।
কয়াধুরে শাস্ত্র-অর্থ কহিলা বিস্তর ॥ ৯৫
এথা উগ্র তপ করে দিতির নন্দন ।
যাহা দেখি আশ্চর্য্য পাইল ত্রিভুবন ॥ ৯৬
জল বায়ু পর্য্যন্ত আহার উপেখিয়া ।
তপ কৈল দিব্য শত বৎসর ব্যাপিয়া ॥ ৯৭
মানুষ-বৎসরে দিব্য এক দিন কয় ।
তিনশত ষষ্টিবর্ষে দিব্য বর্ষ হয় ॥ ৯৮
অতএব দিব্য শতবৎসর প্রমাণে ।
ছত্রিশ-সহস্র বর্ষ হৈল নর-মানে ॥ ৯৯
এত দিন তেন তপ কৈল দৈত্যবর ।
যাহা কভু শুনি নাই ত্রিলোক-ভিতর ॥ ১০০
তাহার তপস্যা-শেষ-সময়ে অপর ।
আশ্চর্য্য হইল তাহা শুন রঘুবর ॥ ১০১
তমোময় সধূমাগ্নি মস্তক হইতে ।
উঠি আরম্ভিল দশ দিকে তাপ দিতে ॥ ১০২
তাহে ক্ষুব্ধ হল্যা যত নদী পারাবার ।
কাঁপিতে লাগিল ভূমি গিরি বার বার ॥ ১০৩
গ্রহগণ তারাগণ উত্তপ্ত হইয়া ।
পড়িতে লাগিল স্ব স্ব বিমান তেজিয়া ॥ ১০৪
দেবগণ সেই তাপে তাপিত হইয়া ।
নিবেদন কৈলা বিধি-নিকটে যাইয়া ॥ ১০৫
দেবদেব হিরণ্যকশিপু-তপোবলে ।
থাকিতে না পারি মোরা নিজ নিজ স্থলে ॥ ১০৬
দশদিক্ তার তেজে সর্ব্বদা দহিছে ।
তাহে সব লোক মহাসংক্লেশ পাইছে ॥ ১০৭
সেহ দুষ্ট করিয়াছে যে সঙ্কল্প মনে ।
শ্রবণ করহ তাহা মোদের বদনে ॥ ১০৮
তপোযোগ-বলে সৃষ্টি করি ত্রিভুবন ।
সর্ব্বলোক-উপরি আছেন পদ্মাসন ॥ ১০৯
আমিহও সেইরূপ তপস্যা করিয়া ।
লইব ব্রহ্মার পদ বলেতে হরিয়া ॥ ১১০
ব্রহ্মলোক বিনে আর আছে যত স্থল ।
কল্প-শেষে কালবলে নাশে সে সকল ॥ ১১১
অতএব বৈকুণ্ঠাদি লোক না লইব ।
তপোবলে ব্রহ্মপদ অবশ্য সাধিব ॥ ১১২
ব্রহ্মা হয়্যা দেবগণে করিব অসুর ।
করিব অসুর সকলেরে আমি সুর ॥ ১১৩
দুরিতে করিব পুণ্য পুণ্যেরে দুরিত ।
এইরূপ সকল সৃজিব বিপরীত ॥ ১১৪
এইত কহিলুঁ সেই দুষ্টের আশয় ।
করহ আপুনি ইথে যে উচিত হয় ॥ ১১৫
এত শুনি বিধি আশ্বাসিয়া দেবগণে ।
হিরণ্যকশিপু-কাছে গেলা সেইক্ষণে ॥ ১১৬
বংশ-তৃণ বল্মীকে হয়্যাছে আচ্ছাদন ।
দেখিতে না পান তারে কমল-আসন ॥ ১১৭
কিন্তু তার তেজ অতিশয় প্রকাশয় ।
মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্য যেন আলোক করয় । ১১৮
তাহা দেখি প্রজাপতি বিস্মিত হইয়া ।
কহিতে লাগিলা দৈত্য-বরে সম্বোধিয়া ॥ ১১৯
উঠ উঠ উঠ ওহে কশ্যপ-নন্দন ।
সিদ্ধ হইয়াছে তব তপস্যা-সাধন ॥ ১২০
করিয়াছি বর দিতে আমি আগমন ।
যেই ইষ্ট হয় তাহা করহ প্রার্থন ॥ ১২১
দেখিয়া তোমার ধৈর্য্য আর তপঃক্লেশ ।
পাইয়াছি আমি বড় আশ্চর্য্য বিশেষ ॥ ১২২
একি চর্ম্ম-মাংস-রক্ত নাহি কলেবরে ।
প্রাণ মাত্র রহিয়াছে অস্থির ভিতরে ॥ ১২৩
কোথাও না দেখি হেন তেজি সর্ব্বাহার ।
দেবমানে শতবর্ষ প্রাণ থাকে যার ॥ ১২৪

অত্যন্ত দুষ্কর এই তব তপস্যায়।
অতিশয় বশীভূত করিল আমায়॥ ১২৫
অতএব অমরত্ব বিনে যে চাহিবে।
তাহাই অর্পিব কভু অন্যথা নহিবে॥ ১২৬
এত কহি লয়্যা নিজ কমণ্ডলু-নীরে।
সেচন করিলা বিধি সেই দৈত্যবীরে॥ ১২৭
সেই জল-স্পর্শমাত্রে সেই দৈত্যবর।
পাইলেক সেইক্ষণে দিব্য কলেবর॥ ১২৮
গলিতসুবর্ণ-বর্ণ দৃঢ় বজ্রসম।
সর্ব্ব অবয়বে পূর্ণ বলে অনুপম॥ ১২৯
কাষ্ঠ হৈতে অগ্নি যেন হয় বহির্ভূত।
বল্মীক হইতে তেন হৈল দিতিসুত॥ ১৩০
সেহ হংস-উপরিতে দেখি বিধাতায়।
দণ্ডবত হইয়া পড়িল বসুধায়॥ ১৩১
উঠি কৃতাঞ্জলি হয্যা ভক্তিযুক্ত মনে।
স্তব করিবারে আরম্ভিল পদ্মাসনে॥ ১৩২
জয় জয় প্রজাপতি, সর্ব্বদেব-অধিপতি,
জগত-কারণ জগন্ময়।
জগতের অধিষ্ঠান, অবিলুপ্ত-দিব্যজ্ঞান,
অবিচিন্ত্য-শকতি-আশ্রয়॥ ১৩৩
প্রলয়ের অন্ধকার, ঢাকিছিল এ সংসার,
নিজ তেজে তারে প্রকাশিয়া।
রজোগুণে কর সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে তার পুষ্টি,
নাশ কর তম আলম্বিয়া॥ ১৩৪
চারি মুখে চারি বেদ, নানারূপ শাখা-ভেদ,
পুরাণ আগম উচ্চারিয়া।
নানাবিধ যজ্ঞ তপ, প্রাণায়াম ধ্যান জপ,
শিখাইলে করুণা করিয়া॥ ১৩৫
তুমি ধরি কাল-বেশ, সবার আয়ব শেষ,
ক্ষণ-নিমেষাদিরূপে কর।
ধর্ম্মিষ্ঠেরে দাও সুখ, অধর্ম্মিষ্ঠে দাও দুখ,
ব্রহ্মাণ্ডেরে নিজ গর্ভে ধর॥ ১৩৬
গুণময়ী মায়া-শক্তি, অতি শুদ্ধজ্ঞান-শক্তি,
এই দুই করহ ধারণ।
তেঁই ভাগবতচয়, তোহে ভগবান্ কয়,
এই কহে সর্ব্বশাস্ত্রগণ॥ ১৩৭
এত স্তব করি পুন কশ্যপ-নন্দন।
প্রজাপতি-আগে পুন করয়ে প্রার্থন॥ ১৩৮
প্রভু যদি দিবে মোরে অভিমত বর।
তবে প্রথমেতে শুন আমার অন্তর॥ ১৩৯
প্রভু করিয়াছ যেই ভূতেরে সৃজন।
তাহাদের হস্তে মোর না হবে মরণ॥ ১৪০
অন্যেতেও করিয়াছে সৃজন যাহারে।
তাহারাও যেন মোরে বধিতে না পারে॥ ১৪১
না মরিব ভবনের বাহিরে ভিতরে।
না মরিব দিনে কিম্বা রজনী-অন্তরে॥ ১৪২
মৃত্যু না হইবে মোর ভূমিতে অম্বরে।
নর-মৃগ-নাগ-সুর-অসুরের করে॥ ১৪৩
অপ্রাণ যে সব আছে যেবা প্রাণবান্।
মরণ না হবে মোর তাহাদের স্থান॥ ১৪৪
প্রতিযোদ্ধা কেহ নাহি রহিবে সংসারে।
সকল দেহীর পতি করহ আমারে॥ ১৪৫
ইন্দ্র-আদি যাবদীয় আছে লোকপতি।
দেহ মোরে তা সবার ঐশ্বর্য্য-শকতি॥ ১৪৬
যোগ-সাধ্য যেই অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য।
তাহা মোরে প্রদান করহ প্রভু-বর্য্য॥ ১৪৭
এত কহি দিতি-পুত্র আর না কহিলা।
তার প্রতি প্রজাপতি কহিতে লাগিলা॥ ১৪৮
দৈত্যবর চাহিতেছ তুমি যে যে বর।
এ সকল হয় অতি সুদুর্ল্লভতর॥ ১৪৯
তথাপি তোমার তপে তুষ্ট অতিশয়।
দিলাম এ সব আমি তোহে অসংশয়॥ ১৫০
এত কহি দিতিসুতে কমল-আসন।
আপনার নিকেতনে করিলা গমন॥ ১৫১
হিরণ্যকশিপু পাই এই সব বর।
আনন্দিত হয্যা আল্য আপনার ঘর॥ ১৫২
তারে দেখি যাবদীয় অসুর সকল।
বেড়িলেক সুখি-মনে করি কোলাহল॥ ১৫৩
শ্রীনারদ মুনি জানি তার আগমন।
কয়াধুরে আনিয়া করিলা সমর্পণ॥ ১৫৪
তবে সেহ আপনার রাজসিংহাসনে।
বসিয়া রাজত্ব করে আনন্দিত-মনে॥ ১৫৫
সেহ পাই বিধাতার স্থানে নানাবর।
মানিলেক আপনারে অজয়-অমর॥ ১৫৬
হিরণ্যাক্ষ-বধ মনে করিয়া স্মরণ।
বিষ্ণু-সঙ্গে বিদ্বেষ করয়ে অনুক্ষণ॥ ১৫৭

সেহ বিধি-বরে আর নিজ-ভুজবলে।
পরাজয় কৈল তিন-ভুবন-সকলে ॥ ১৫৮
দেবতা অসুর নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
নাগ সিদ্ধ চারণ পিশাচ বিদ্যাধর ॥ ১৫৯
ঋষি পিতৃলোক মনু যক্ষ নিশাচর।
প্রেত ভূত সকলে জিনিল দৈত্যবর ॥ ১৬০
যাবদীয় লোকপাল আছয়ে এখানে।
কাড়ি নিল তাহাদের তেজ আর স্থানে ॥১৬১
বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত মহেন্দ্র-ভবনে।
বাস করিলেক গিয়া লয়্যা বন্ধুগণে ॥ ১৬২
ইন্দ্রের আসনে সেহ যখন বসিল।
সুরাদি সকলে তারে সেবিতে লাগিল ॥ ১৬৩
তিন জন মাত্র তারে না কৈলা সেবন।
পিতামহ পঞ্চানন আর নারায়ণ ॥ ১৬৪
তাহা বিনে আর যত অমরাদি জন।
সেবিত তাহারে হস্তে লয়্যা উপায়ন ॥ ১৬৫
তার আগে বিদ্যাধরী সকল নাচিত।
গন্ধর্ব্বসকলে দিব্য সঙ্গীত করিত ॥ ১৬৬
অপর কি সব সিদ্ধ-সাধ্য-ঋষিগণ।
করিত তাহার অগ্রে সর্ব্বদা স্তবন ॥ ১৬৭
দেবগণে যে আহুতি করিত অর্পণ।
নিজ বলে সে সকল করিত গ্রহণ ॥ ১৬৮
পিতৃলোকে দিত সবে যেই পিণ্ড-জল।
ভোজন করিত বলে সে দৈত্য সকল ॥ ১৬৯
সপ্তদ্বীপা মহী তার কর্ষণ বিহনে।
পক্কশস্যা হইয়া রহিত অনুক্ষণে ॥ ১৭০
করিত সে যে বস্তু কামনা যেই ক্ষণ।
সেইক্ষণে স্বর্গ তাহা করিত পূরণ ॥ ১৭১
যাবদীয় নদী আর সপ্ত রত্নাকর।
মণি-রত্ন বহি দিত তারে নিরন্তর ॥ ১৭২
করি মনোহর মণিময় দিব্য দরী।
গিরিগণ দিত তারে ক্রীড়া-স্থান করি ॥ ১৭৩
ছয় ঋতু-মধ্যে হয় যত পুষ্প ফল।
তার রাজ্যে সর্ব্বদা হইত সে সকল ॥ ১৭৪
যত লোকপাল আছে সংসার-ভিতর।
ধরিত সবার গুণ একা দৈত্যবর ॥ ১৭৫
নিজে হয়্যাছিল ইন্দ্র সূর্য্য নিশাকর।
বায়ু বহ্নি কুবের বরুণ দণ্ডধর ॥ ১৭৬
গন্ধর্ব্ব সকলে বলে করি নিজ বশ।
গান করাইত সেহ আপনার যশ ॥ ১৭৭
কুবেরের অনুচর যক্ষগণে আনি।
করাইত বহন আপন যানখানি ॥ ১৭৮
ধরিয়া আনিয়া সেহ কিন্নরসকলে।
বেতন না দিয়া কর্ম্ম করাইত বলে ॥ ১৭৯
এইমত দশদিকে করি পরাজয়।
নিরন্তর ভোগ করে সে নানা বিষয় ॥ ১৮০
তভু তার কোনো মতে তৃপ্ত নহে মন।
হেন মতে বহুদিন করিল গমন ॥ ১৮১
তার উগ্র দণ্ডে ভীত হয়্যা দেবগণ।
ক্ষীরোদ-সাগর-তীরে করিল গমন ॥ ১৮২
নিদ্রা তেজি বায়ুমাত্র করিয়া ভোজন।
ধ্যান করে সবে কৃষ্ণে হয়্যা স্থির-মন ॥ ১৮৩
তাঁহাদের দুঃখ জানি থাকি অদর্শনে।
কহিলা তাদিগে প্রভু গভীর বচনে ॥ ১৮৪
ওহে দেবগণ আর নাহি কর ভয়।
আমার চিন্তন সব বিপদ নাশয় ॥ ১৮৫
জানিয়াছি আমি দিতি-তনয়ের রীতি।
যেরূপে দিতেছে সেহ তোমাদিগে ভীতি ॥ ১৮৬
সেহ ভয় করিব আমিহ নিবারণ।
কিন্তু কর তোরা কিছু কাল প্রতীক্ষণ ॥ ১৮৭
যবে বেদে দেবে ভক্তে ধর্ম্মে গো-ব্রাহ্মণে।
আমাতে করিবে দ্বেষ মরিবে সে ক্ষণে ॥ ১৮৮
জন্মিবে ইহার এক তনয় কনিষ্ঠ।
প্রশান্ত-স্বভাব সর্ব্বগুণেতে বরিষ্ঠ ॥ ১৮৯
তার প্রতি দ্রোহ করিবেক যে সময়।
তখনি নাশিব তারে কহিলুঁ নিশ্চয় ॥ ১৯০
এত প্রভু বাক্য শুনি আনন্দিত-মন।
নিজ নিজ স্থানে গেলা সব দেবগণ ॥ ১৯১
অগস্ত্যের মুখে শুনি এ সব বচন।
হইলা শ্রীরামচন্দ্র সুখেতে মগন ॥ ১৯২
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ১৯৩

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ড-লীলাবর্ণনে
হিরণ্যকশিপু-তপস্যা-রাজ্য-শ্রবণবর্ণনো
নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রহ্লাদের ভগবদ্ভক্তি।

বিহায় সর্ব্বেশ্বরতামুপেতং,
স্বতাতমপ্যাশ্রয়দচ্যুতং যঃ।
তং ভক্তি-নিষ্ঠাজিত-সর্ব্ববিঘ্নং,
প্রহ্লাদমীড়ে স্বকুলং পুনানম্॥ ১

শ্রীরাম কহেন প্রভু কহ তার পর।
অগস্ত্য কহেন শুন শুন রঘুবর॥ ২
তার পর কয়াধু সুন্দরী শুভক্ষণে।
প্রসব করিলা এক অপূর্ব্ব নন্দনে॥ ৩
তাঁর জন্ম কালে হৈল বিবিধ মঙ্গল।
যাহা দেখি সুখী হৈল ভুবন সকল॥ ৪
সে সময়ে আহ্লাদিত হইল ভুবন।
রাখিলা প্রহ্লাদ নাম এই সে কারণ॥ ৫
জন্মকালাবধি সেহ অতি শান্তমন।
ক্রীড়াতে আসক্ত নহে কভু একক্ষণ॥ ৬
না হয় ইন্দ্রিয় তার কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত।
অসুর-স্বভাব হৈতে সর্ব্বদা নিবৃত্ত॥ ৭
জিতেন্দ্রিয় সুশীল ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতে সদা প্রীতিমান্॥ ৮
মান্যজন-নিকটেতে দাসের সমান।
পিতা যেন পুত্রে তেন দীনে স্নেহবান্॥ ৯
ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করে স্ব-সদৃশ জনে।
গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি সদা করে মনে॥ ১০
ত্রিভুবন-পতি-পুত্র কুলীন সুন্দর।
তথাপি সর্ব্বদা গর্ব্ব-রহিত-অন্তর॥ ১১
বিপদেও উদ্বিগ্ন না হয় কদাচিত।
শ্রুত দৃষ্ট বিষয়েতে আকাঙ্ক্ষা-রহিত॥ ১২
লোষ্ট্রে আর মণি-রত্নে সমান ভাবন।
মিথ্যা নাহি হয় কভু প্রতিজ্ঞা-বচন॥ ১৩
আর কি কহিব দৈত্যরিপু-দেবচয়।
সাধুর গণনে যারে দৃষ্টান্ত করয়॥ ১৪
তাও দূরে রহু গুণবাচ্য যেই যেই।
কৃষ্ণবত প্রহ্লাদেতে আছে সেই সেই॥ ১৫
প্রয়োজন নাহি আর গুণ গণি তার।
বাসুদেবে দৃঢ় ভক্তি থাছয়ে যাহার॥ ১৬
বাসুদেব-পদে যার থাকয়ে ভকতি।
তাহাতে যাবত গুণ করয়ে বসতি॥ ১৭
সেই ত প্রহ্লাদ খেলা তেজি বাল্যাবধি।
বাসুদেব-ভজন করয়ে নিরবধি॥ ১৮
কৃষ্ণাবেশে মগ্ন হয়্যা রহে রাত্রিদিন।
যেন কেহ ভূতাবেশে বাহ্য-জ্ঞান-হীন॥ ১৯
শয়ন ভোজন পান নিবাস ভ্রমণ।
করিয়াও তাহাতে না হয় মগ্নমন॥ ২০
কভু কৃষ্ণে না পাইলুঁ বলিয়া ভাবিয়া।
ক্রন্দন করয়ে ভূমিতলেতে পড়িয়া॥ ২১
কভু কৃষ্ণে অগ্রে দেখি সুখিত হইয়া।
ভাল ভাল ভাল বলি উঠয়ে হাসিয়া॥ ২২
কভু কৃষ্ণগুণ-গান করি আনন্দিত।
কভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে উৎকণ্ঠিত॥ ২৩
নির্লজ্জ হইয়া কভু করয়ে নর্ত্তন।
কখনো করয়ে কৃষ্ণ-লীলানুকরণ॥ ২৪
কভু পুলকিত-অঙ্গ সজল-নয়ন।
মৌন হয়্যা বসি কৃষ্ণে করয়ে চিন্তন॥ ২৫
এইরূপে সাধুসঙ্গ-লব্ধ-ভক্তিরসে।
মহাসুখে মগ্ন কৈলা আপন-মানসে॥ ২৬
কহিব অপর কিবা তাহার বৃত্তান্ত।
নিজ সঙ্গে কত দুষ্টে কৈলা সেহ শান্ত॥ ২৭
হেন মহাভাগবত নিজ পুত্র প্রতি।
দ্বেষ করিবারে আরম্ভিলা দৈত্যপতি॥ ২৮
এত শুনি কহিছেন কৌশল্যা-কুমার।
প্রভু একি কহিলেন অতি চমৎকার॥ ২৯
পুত্র যদি প্রতিকূল হয় কদাচিত।
শিক্ষণ করান পিতা তাহারে উচিত॥ ৩০
কিন্তু তার প্রতি কভু না করেন দ্বেষ।
এই রীতি দেখি সব লোকে সবিশেষ॥ ৩১
তাহাতে সুশীল পিতৃভক্ত স্বনন্দনে।
হিরণ্যকশিপু দ্বেষ কৈল কি কারণে॥ ৩২
অগস্ত্য কহেন শুন শ্রীরঘুনন্দন।
কহিব সকল কথা করি বিবরণ॥ ৩৩
দৈত্যকুল-পুরোহিত শুক্র ভৃগু-সুত।
ষণ্ড আর অমর্ক তাঁহার দুই পুত॥ ৩৪

দৈত্যরাজ-গৃহ-কাছে তারা দুইজন।
থাকি দৈত্য-বালকে করায় অধ্যয়ন ॥ ৩৫
সেই স্থানে পিতৃ-বাক্যে হয়্যা নিয়ন্ত্রিত।
প্রহ্লাদো করেন পাঠ বয়স্য-সহিত ॥ ৩৬
যদ্যপি হয়েন নিজে সর্ব্বশাস্ত্র-জ্ঞানী।
তথাপি পঢেন পালিবারে পিতৃ-বাণী ॥ ৩৭
কিন্তু ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-ত্রিবর্গ-তৎপর।
যে শাস্ত্র তাহাতে তাঁর না হয় আদর ॥ ৩৮
শ্রবণ করেন আর করেন পঠন।
কিন্তু তার অর্থ নাহি করেন গ্রহণ ॥ ৩৯
যেহেতু সে সব শাস্ত্র কৃষ্ণভক্তিহীন।
কৃষ্ণভক্ত-মন তাহে কেন হবে লীন ॥ ৪০
কদাচিত অন্তঃপুরে থাকি দৈত্যপতি।
কহিতে লাগিলা কোলে লয়্যা তাঁর প্রতি ॥ ৪১
প্রহ্লাদ সুবুদ্ধি জানি তোরে মাতা তোর।
সর্ব্বদা প্রশংসা করে সন্নিধানে মোর ॥ ৪২
অতএব তব মাতা আর মো-সবায়।
দেখাও কিঞ্চিত তুমি আচার্য্যশিক্ষায় ॥ ৪৩
এত দিন পটি জানিয়াছ যে শোভন।
কহ কহ তাহাই করিয়া বিবেচন ॥ ৪৪
এতেক পিতার বাণী শ্রবণ করিয়া।
প্রহ্লাদ কহেন কর-যুগল যুড়িয়া ॥ ৪৫
মহারাজ মানি আমি এইত শোভন।
গৃহ ছাড়ি বনে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥ ৪৬
এতেক পুত্রের বাণী করিয়া শ্রবণ।
দৈত্যরাজ-মনে হল্য ক্রোধ-উদ্দীপন ॥ ৪৭
তথাপি করিয়া সেই কোপে সম্বরণ।
কহিতেছে পুন চাহি কয়াধু-বদন ॥ ৪৮
বালকের বুদ্ধি অতি সুকোমল হয়।
পরের বুদ্ধিতে তারে বিভেদ করয় ॥ ৪৯
অতএব সাবধানে গুরু-নিকেতনে।
ইহারে রাখিতে হবে সর্ব্বদা যতনে ॥ ৫০
যেন ছন্নরূপে আসি বিষ্ণু-পক্ষ-জন।
ইহার বুদ্ধিতে নাহি জন্মায় দূষণ ॥ ৫১
এত কহি দুই চারি দৈত্যে ডাকাইয়া।
কহিতে লাগিল তাহাদিগে সম্বোধিয়া ॥ ৫২
প্রহ্লাদেরে লয়্যা যাও আচার্য্য-ভবনে।
কহিবে শ্রীষণ্ডামর্কে আমার বচনে ॥ ৫৩

নিরন্তর ইহারে করেন আবরণ।
দেখিতে না পায় যেন কোনো বিষ্ণুজন ॥ ৫৪
দেখিতেছি হইয়াছে বৈষ্ণব সহিত।
ইহার দুঃসঙ্গ তেঁই কহে অনুচিত ॥ ৫৫
অতএব সাবধানে কহিবে রাখিতে।
কবে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-শাস্ত্র শিখাইতে ॥ ৫৬
এত শুনি দৈত্য সব যে আজ্ঞা বলিয়া।
ষণ্ডামর্ক গৃহে গেল প্রহ্লাদে লইয়া ॥ ৫৭
তাহাদের মুখে শুনি সব বিবরণ।
প্রহ্লাদেরে ষণ্ডামর্ক করে জিজ্ঞাসন ॥ ৫৮
বাছা রে প্রহ্লাদ তুমি কহ সত্য বাণী।
কেন বিপরীত হল্য তোর বুদ্ধিখানি ॥ ৫৯
সঙ্গে লয়্যা এই সব দৈত্য-পুত্রগণ।
আমাদেরি স্থানে তুমি কর অধ্যয়ন ॥ ৬০
তবে কিরূপেতে তব অপর প্রকার।
মোদিগে লঙ্ঘিয়া হল্য বুদ্ধির প্রচার ॥ ৬১
এই বুদ্ধি ভেদ তব করিয়াছে পরে।
কিম্বা নিজে করিয়াছ ভাবিয়া অন্তরে ॥ ৬২
কহ কহ বাপ তাহা করি বিবরণ।
এত শুনি কহিছেন কয়াধু-নন্দন ॥ ৬৩
প্রভু হইয়াছে সত্য মোর বুদ্ধি-ভেদ।
ইহাতে তোমরা কিছু না করিবে খেদ ॥ ৬৪
যেহেতু ইহার হেতু নহে অন্য জন।
আমিহও নাহি হই ইহার কারণ ॥ ৬৫
কিন্তু সর্ব্ব-অন্তর্যামী সবার ঈশ্বর।
করিছেন মোর বুদ্ধি-ভেদ দামোদর ॥ ৬৬
চুম্বক-নিকটে যেন ভ্রমে লৌহ-কণ।
চক্রপাণি-সন্নিধানে তেন মোর মন ॥ ৬৭
এতেক পর্য্যন্ত কহি কয়াধু-নন্দন।
কর যোড়ি রহিলেন সম্বরি বচন ॥ ৬৮
তাহারে ভৎর্সন করি শুক্রের তনয়।
কহিতে লাগিলা দৈত্য-ভৃত্য দুরাশয় ॥ ৬৯
অরে ছাত্র সব কর বেত্র আনয়ন।
কুলাঙ্গার এ দুষ্টের করিব দমন ॥ ৭০
একি মোরা হই দৈত্য-কুল-পুরোহিত।
মোদের অযশ কৈল এই দুষ্ট-চিত ॥ ৭১
দৈত্য-কুল-চন্দন-বনেতে এই ছার।
হইয়াছে কণ্টক-পাদপ-অবতার ॥ ৭২

সে বন-ছেদনে হয় কেশব-কুঠার।
এই দুষ্ট হবে দণ্ড বুঝিয়ে তাহার ॥ ৭৩
এত কহি সেই দৈত্য-যাজক ব্রাহ্মণ।
প্রহ্লাদের প্রতি করে তর্জ্জন তাড়ন ॥ ৭৪
ইহা যোগ্য বটে তারা হয় ষণ্ডামর্ক।
থাকিবেক কেন তাতে বিবেক-সম্পর্ক ৭৫
শুক্রাচার্য্য অতিশয় বিবেচক হন।
যোগ্যনাম থুয়্যাছেন করি বিবেচন ৭৬
ষণ্ড-পদে বৃষে কহে সেই পশুশ্রেষ্ঠ।
তাহার সমান জ্ঞানী তেঁই ষণ্ড জ্যেষ্ঠ ॥ ৭৭
মর্ক-পদে কপি নঞা সদৃশার্থ কয়।
অতএব অমর্ক বানর তুল্য হয় ॥ ৭৮
সেই দুষ্ট মহামূর্খ শুক্রের নন্দন।
প্রহ্লাদে ত্রিবর্গ-শাস্ত্র করায় শিক্ষণ ॥ ৭৯
তিঁহও তাদের দুরাগ্রহ নিরখিয়া।
পড়েন কেবল অঙ্গীকার না করিয়া ॥ ৮০
তবে তাঁরে কৃতবিদ্য জানিয়া নিশ্চয়।
রাজ-আগে লয়্যা গেল শুক্রের তনয় ॥ ৮১
প্রহ্লাদ করিলা পিতৃ-চরণে বন্দন।
সেহ তাঁরে কোলে লয়্যা কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮২
মস্তক-আঘ্রাণ লয়্যা আনন্দিতমন।
প্রীতি করি করে কিছু তাঁরে জিজ্ঞাসন ॥ ৮৩
বাপ এত দিন করি গুরু-কুলে বাস।
করিয়াছ কিবা তুমি উত্তম অভ্যাস ॥ ৮৪
তাহা কিছু মো-সবারে করাও শ্রবণ।
যাহা শুনি সুশীতল হয় কর্ণ মন ॥ ৮৫
পিতার বচন শুনি হয়্যা যোড়কর।
প্রহ্লাদ কহেন তাঁরে গদ-গদ-স্বর ॥ ৮৬
শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ কীর্ত্তন সংস্মরণ।
পরিচর্য্যা যথাবিধি অর্চ্চন বন্দন ॥ ৮৭
দাস্যভাব সখ্যভাব আত্ম-নিবেদন।
এই নববিধ হয় শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥ ৮৮
যদি জীব করে ইহা শ্রদ্ধান্বিতমন।
তবেই কহিয়ে তারে শ্রেষ্ঠ অধ্যয়ন ॥ ৮৯
এতেক বচন শুনি প্রহ্লাদ-বদনে।
অতিশয় কোপ হল্য দৈত্যরাজ-মনে ॥ ৯০
তবে অতি রক্ত-নেত্র কম্পিত-অধর।
গুরুপুত্র-প্রতি কহিতেছে দৈত্যবর ॥ ৯১

অরে বিপ্রাধম একি দুষ্ট আচরণ।
করিয়াছ একি তোরা ইহারে শিক্ষণ ॥ ৯২
বুঝিলাম তোরা হও বিপক্ষ আমার।
ছিলে মোর কাছে করি কপট আচার ॥ ৯৩
এক্ষণ সময় পাই নিজ-হিতকর।
সাধিলে আপনকার্য্য হইয়া তৎপর ॥ ৯৪
পাপ যেন শরীরে থাকয়ে লুকাইয়া।
কালে দুঃখ দেয় সেই রোগ জন্মাইয়া ॥ ৯৫
এতেক বচন শুনি অতি ত্রস্ত-মতি।
ষণ্ডামর্ক কহিতেছে দৈত্যরাজ-প্রতি ॥ ৯৬
মহারাজ স্থির হও নাহি কর রোষ।
বিনা দোষে আমাদিগে নাহি দাও দোষ ॥৯৭
মোরা যা শিখাই তাহা এহ না শিখয়।
এই বুদ্ধি ইহার সহজ-সিদ্ধ হয় ॥ ৯৮
গুরুপুত্র-বাণী শুনি অতি ক্রুদ্ধ-মন।
নিজ পুত্রে দৈত্যপতি করে জিজ্ঞাসন ॥ ৯৯
দুষ্ট যদি গুরুস্থানে নাহি শিখিয়াছ।
তবে তুমি এই বুদ্ধি কোথা পাইয়াছ ॥ ১০০
প্রহ্লাদ কহেন রাজা স্থির করি মন।
শ্রবণ করহ কিছু আমার বচন ॥ ১০১
গৃহেতে আসক্ত হয়্যা রহে যেই জন।
তার কভু কৃষ্ণে মগ্ন নাহি হয় মন ॥ ১০২
স্বত নাহি হয় পর হৈতেও না হয়।
সাধু-কৃপা বিনে কৃষ্ণে মতি না জন্ময় ॥ ১০৩
সে সকল সাধু হয় ধীর নিষ্কিঞ্চন।
কৃপালু সুশীল শান্ত কৃষ্ণাসক্ত-মন ॥ ১০৪
তেন সাধু তেজি যারা সেবে অন্য জন।
তারা কভু নাহি জানে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥ ১০৫
কিন্তু সেই মহামূর্খ গুরু-উপদেশে।
সংসারেতে ক্লেশ পায় অশেষ-বিশেষে ॥ ১০৬
যেন অন্ধজন-সঙ্গে করিয়া গমন।
পথে নানা দুঃখ পায় অন্য অন্ধ জন ॥ ১০৭
এত কহি শ্রীপ্রহ্লাদ নিবৃত্ত হইলা।
তাহা শুনি দৈত্যপতি কোপেতে মাতিলা ॥
ক্রোড় হৈতে পুত্রেরে ফেলিয়া ভূমিতলে।
কহিতে লাগিল ডাকি রাক্ষস সকলে ॥ ১০৯
অরে রে রাক্ষস সব শুন মোর কথা।
এ দুষ্টেরে বধ শীঘ্র না কর অন্যথা ॥ ১১০

এই দুষ্ট নাহি হয় আমার তনয় ।
হয় এহ মোর ভ্রাতৃ-হন্তা সে নিশ্চয় ॥ ১১১
অন্যথা আপন বন্ধুগণে উপেখিয়া ।
পিতৃব্য-হন্তারে ভজে এহ কি করিয়া ॥ ১১২
বিষ্ণু বা কিরূপে কৈল ইহারে স্বীকার ।
ছাড়িল যে অল্পকালে সৌহার্দ্দ পিতার ॥ ১১৩
অতএব এ দুষ্টেরে তোরা সবে মেলি ।
বিনাশ করহ শীঘ্র অস্ত্র-শস্ত্র ফেলি ॥ ১১৪
পুত্র-বধ বলি ইথে না কর সংশয় ।
শুনহ তাহাতে সব শাস্ত্রার্থ-নিশ্চয় ॥ ১১৫
হিতকারী হয় পর সেহ পুত্র সম ।
ঔষধ যেমন হয় অতি প্রিয়তম ॥ ১১৬
আত্মজ হয়্যাও পুত্র যদি দুষ্ট-মন ।
সেহ শত্রু-তুল্য হয় যেন রোগগণ ॥ ১১৭
ইহাও থাকুক যদি অঙ্গ আপনার ।
দুষ্ট হয় তবে ছেদ করিয়ে তাহার ॥ ১১৮
অতএব তোরা সবে এই দুরাচারে ।
বিনাশ করহ শীঘ্র যে কোনো প্রকারে ॥ ১১৯
মোর পুত্র বলি যদি না কর মারণ ।
তবে আমি তো-সবার নাশিব জীবন ॥ ১২০
এত শুনি সেই সব নিশাচরগণ ।
প্রহ্লাদেরে বধিবারে করে আয়োজন ॥ ১২১
তাহা দেখি প্রহ্লাদের নাহি কিছু ভয় ।
কৃষ্ণভক্ত কোন্ জন হৈতে ভীত হয় ॥ ১২২
মহাকাল হৈতে তারা নাহি করে ডর ।
কোন্ ক্ষুদ্র হয় তার আগে নিশাচর ॥ ১২৩
সেই সব নিশাচর শূল শাল ধরি ।
প্রহার করয়ে তবে প্রহ্লাদ-উপরি ॥ ১২৪
তাহা দেখি অসাধ্বস কয়াধু-নন্দন ।
কৃষ্ণ-ধ্যানস্মজবক্ত্র করিলা ধারণ ॥ ১২৫
তাহার প্রভাবে সেই শূল-শাল সব ।
করিতে নারিল তার অঙ্গে ছেদ-লব ॥ ১২৬
বরঞ্চ হইয়া তারা নিজে খণ্ড খণ্ড ।
রাক্ষসের অঙ্গকাটি কৈল লণ্ড ভণ্ড ॥ ১২৭
ইহাতে আশ্চর্য্য নহে ভক্তের নিকটে ।
অপরাধ করিলে সদ্যই ফল ঘটে ॥ ১২৮
তবে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যর্থ দেখি দৈত্যপতি ।
নানা মত চিন্তা করে সশঙ্কিত-মতি ॥ ১২৯

তবে সেহ নিশ্চয় করিয়া মনে মনে ।
কহিতে লাগিল ডাকি আনি নাগগণে ॥ ১৩০
এই মোর পুত্র হয় অতি দুষ্ট-চিত ।
তোরা সবে নষ্ট কর ইহারে ত্বরিত ॥ ১৩১
তবে আজ্ঞা শুনি সেই দুষ্ট নাগগণ ।
প্রহ্লাদের কলেবরে করয়ে দংশন ॥ ১৩২
তাহা নিরীক্ষণ করি দৈত্যেন্দ্র-নন্দন ।
গরুড় বাহনে মনে করিলা চিন্তন ॥ ১৩৩
সেহ প্রভু আরোহিয়া গরুড়-উপর ।
প্রাদুর্ভূত কৈলা তাঁর হৃদয়-ভিতর ॥ ১৩৪
তবে সে সকল নাগ যে কৈল দংশন ।
তাহা মিথ্যা হৈল স্বপ্ন-রাজত্ব যেমন ॥ ১৩৫
প্রত্যুত দশন ছিল তাদের যাবত ।
ভগ্ন হয়্যা ভূমিতলে পড়িল তাবত ॥ ১৩৬
অলক্ষ্যেতে গরুড় করিয়া আগমন ।
নখ-চঞ্চু-প্রহারেতে করেন তাড়ন ॥ ১৩৭
তাহা সহ্য করিতে না পারি নাগগণ ।
হিরণ্যকশিপু-আগে করে নিবেদন ॥ ১৩৮
মহারাজ মো-সবার হেন আছে বল ।
বিনাশিতে পারি যাহে সংসার সকল ॥ ১৩৯
শুষ্ক করিবারে পারি সকল সাগর ।
বিষে ভস্ম করিতে পারিয়ে ধরাধর ॥ ১৪০
কিন্তু মোরা যথাশক্তি করিয়া প্রহার ।
করিতে নারিলুঁ কিছু পুত্রের তোমার ॥ ১৪১
বরঞ্চ যে ছিল দন্ত চিরন্তন ধন ।
তাহা ভাঙ্গি পাইলাম বড়ই বেদন ॥ ১৪২
আর কোথা হৈতে আসি একটা বিহঙ্গ ।
নখ-তুণ্ডে বিদারিল সবাকার অঙ্গ ॥ ১৪৩
অতএব মোরা কিছু নারিলুঁ করিতে ।
এত কহি গেল তারা ভাবিতে ভাবিতে ॥ ১৪৪
তবে সশঙ্কিত হয়্যা দিতির তনয় ।
মন্ত্রিগণে ডাকিয়া নির্জ্জনে কিছু কয় ॥ ১৪৫
দেখিলে দেখিলে সবে এ দুষ্টের বল ।
অস্ত্র-শস্ত্র বিষ যাহে হইল নিষ্ফল ॥ ১৪৬
এক্ষণ কিরূপে বধ করিয়ে ইহারে ।
নিশ্চয় করিয়া তাহা বলহ আমারে ॥ ১৪৭
দুষ্ট মন্ত্রিগণ কহে শুন মহারাজ ।
বিস্ময় জন্মাতে নাহি পারে এই কাজ ॥ ১৪৮

আছে হেন মন্ত্র আর ওষধি নির্ম্মল।
যাহে ব্যর্থ করে অস্ত্র গরলাদি-বল॥ ১৪৯
তাহাই জানয়ে কিছু তোমার তনয়।
ইহাতে না হইবেন শঙ্কিত-হৃদয়॥ ১৫০
যদ্যপি [illegible] বধিতে ইহারে।
তবে তাহা[illegible]র দিগ্‌গজের দ্বারে॥ ১৫১
কিন্তু কহি হেন গুণ-বিশিষ্ট তনয়।
বধিবারে কদাচিত যোগ্য নাহি হয়॥ ১৫২
অতএব একবার প্রহ্লাদে ডাকিয়া।
আপুনি বুঝাও মিষ্ট বাক্যে সম্বোধিয়া॥ ১৫৩
তবেই করিয়া সেহ দুর্ব্বুদ্ধি বর্জ্জন
করিবেক তোমার অভীষ্ট-আচরণ॥ ১৫৪
এত শুনি ভাল ভাল কহি দৈত্যপতি।
প্রহ্লাদে ডাকিয়া কহিছেন তাঁর প্রতি॥ ১৫৫
প্রহ্লাদ আপন পুত্র যদি দুষ্ট হয়।
তভু নষ্ট করিবারে কভু যোগ্য নয়॥ ১৫৬
এ লাগি হইল মোর করুণা বিশেষ।
অতএব করি তোরে হিত-উপদেশ॥ ১৫৭
শত্রু সেবা সর্ব্বমতে করিয়া বর্জ্জন।
নিজ-জন-সঙ্গে প্রীতি কর অনুক্ষণ॥ ১৫৮
তবে আর তোরে আমি নষ্ট না করিব।
আপনার রাজ্য পদ সব ভুঞ্জাইব॥ ১৫৯
পিতার বচন শুনি কয়াধু-নন্দন।
কৃতাঞ্জলি হইয়া তাহার প্রতি কন॥ ১৬০
মহারাজ আপুনি যে কৈলে আজ্ঞাপন।
অতি উপযুক্ত হয় এ সব বচন॥ ১৬১
কিন্তু করি সেই শত্রু-মিত্র বিবেচন।
করিতে উচিত হয় সে আজ্ঞা পালন॥ ১৬২
শত্রু কহি আপনারে দেয় যেই দুখ।
মিত্র কহি তারে যেই সদা দেয় সুখ॥ ১৬৩
তাহে বিবেচনা কৈলে শাস্ত্র-অনুসারে।
মন বিনা কেহ শত্রু না হয় সংসারে॥ ১৬৪
সেই হয় যাবদীয় দুঃখের নিদান।
যেহেতুক করে সেই দুঃখ বলি জ্ঞান॥ ১৬৫
অতএব সবাকার শত্রু হয় মন।
করিতে উচিত নহে তাহার সেবন॥ ১৬৬
মিত্র হন কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত জন।
হিত করে জীবের যাঁহারা অনুক্ষণ॥ ১৬৭
সামান্য লোকেতে যারে মিত্র করি কয়।
বিবেচনা কৈলে তারা মিত্র নাহি হয়॥ ১৬৮
যেহেতুক মিত্র-বুদ্ধি করয়ে যাহায়।
দিনান্তরে সেই পুন শত্রুভাব পায়॥ ১৬৯
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত হয় করুণা-ভাজন।
অকারণে করে যারা হিত আচরণ॥ ১৭০
অতএব অন্য মিত্রে করি উপেক্ষণ।
যোগ্য হয় তাহাদেরি করিতে সেবন॥ ১৭১
এই লাগি আমি শত্রু-সেবা পরিহরি।
নিরন্তর মিত্র-সেবা করি যত্ন করি॥ ১৭২
কহিলেন আপুনি যে অপর বচন।
উচিত না হয় তাহা করিতে গ্রহণ॥ ১৭৩
দেখি যদি মোরে কৃষ্ণ করয়ে মারণ।
তবে রক্ষা করিতে নারিবে কোনোজন॥ ১৭৪
যদ্যপি করেন [illegible] রক্ষণ আমারে।
কার সাধ্য তবে মোরে নষ্ট করিবারে॥ ১৭৫
যদি বা আপুনি মোরে পারহ বধিতে।
তাহাতেও কিছু ক্ষতি না পাই দেখিতে॥ ১৭৬
যেহেতুক জন্মমৃত্যু শরীরের হয়।
শরীরবিনাশে মোর না হইবে ক্ষয়॥ ১৭৭
রাজ্য ভুঞ্জাইব বলি যে দেখান লোভ।
ইহাতে আমার মন নাহি পায় ক্ষোভ॥ ১৭৮
স্বপ্ন-মনোরথতুল্য তুচ্ছ রাজ্যপদ।
ইথে লোভ করে কেবা মানিয়া সম্পদ॥ ১৭৯
তারে রাজ্য-সুখ কহি যে নষ্ট না হয়।
সে কেবল কৃষ্ণ-ভক্তি অক্ষয় অব্যয়॥ ১৮০
অতএব ছাড়ি আমি বিষয়-লালসা।
করিয়াছি শ্রীকৃষ্ণের চরণ-ভরসা॥ ১৮১
এতেক বচন শুনি প্রহ্লাদবদনে।
হইল উৎকট কোপ দৈত্যরাজ-মনে॥ ১৮২
তবে সেহ ঘোরতর হুঙ্কার ছাড়িয়া।
আনাইল দিগ্‌গজ-সকলে ডাকাইয়া॥ ১৮৩
শুনিমাত্র আজ্ঞা তারা কৈল আগমন।
তাহাদের প্রতি কহে কশ্যপ-নন্দন॥ ১৮৪
দিগ্‌গজ-সকল তোরা হও বলধর।
এইত দুষ্টেরে নষ্ট করহ সত্বর॥ ১৮৫
ক্ষুদ্র বলি ঘৃণা না করিবে ইহা-প্রতি।
অত্যন্ত কঠিন হয় এই দুষ্ট-মতি॥ ১৮৬

তাহা শুনি মহাবল এক দিক্‌করী।
ধরিল প্রহ্লাদে তুলিবারে শুণ্ডে করি॥ ১৮৭
তাহা দেখি শ্রীপ্রহ্লাদ আপন অন্তরে।
ধারণা করিলা ভক্ত প্রিয় বিশ্বম্ভরে॥ ১৮৮
সেহ হস্তী যথাশক্তি করি আয়োজন।
না পারিল প্রহ্লাদেরে করিতে চালন॥ ১৮৯
তবে অন্য করী তার সঙ্গে যোগ দিল।
তাহাতেও কিছু তুলিবারে না পারিল॥ ১৯০
তবে ক্রুদ্ধ হয়্যা তারা সকলে ধরিল।
তভু তাঁরে তিলমাত্র তুলিতে নারিল॥ ১৯১
কুলাচল লয়্যা যারা গেণ্ডু খেলা করে।
নড়াত্যে নারিল তারা কয়াধু-কোঙরে॥ ১৯২
এহতো আশ্চর্য্য নহে কোটি-বিশ্বাশ্রয়।
কৃষ্ণ যার চিত্তে তারে তোলা সাধ্য নয়॥১৯৩
তবে সে সকল করী কুপিত-অন্তর।
দশনপ্রহার করে প্রহ্লাদ-উপর॥ ১৯৪
বজ্র হত্যে অধিক কঠিন যারা হয়।
যাহার প্রহারে গিরি ভাঙ্গিতে পারয়॥ ১৯৫
এমন সে সব দিগ্‌দন্তি-দন্ত-ধারে।
না পারিল প্রহ্লাদের চর্ম্ম ভেদিবারে॥ ১৯৬
বরঞ্চ সমূলে নিজে উপাড়ি পড়িল।
অবিরল রক্ত ধারা বহিতে লাগিল॥ ১৯৭
তবে তারা চীৎকার করিয়া ঘোরতর।
পলাইল যে দিগে সে দিগে পাই ডর॥ ১৯৮
তাহা দেখি দৈত্যরাজ কহে দৈত্যগণে।
নষ্ট কর ইহারে জ্বালিয়া হুতাশনে॥ ১৯৯
শুনি দৈত্যপতি-বাণী, যোড় করি নিজ পাণি,
যে আজ্ঞা বলিয়া দৈত্যগণ।
আনি রাশি রাশি দারু, সাজাইলা অতিচারু,
চিতা তাহে দিল হুতাশন॥ ২০০
কলসে কলসে ঘৃত, তৈল ঢালে অপ্রমিত,
রাশি রা শ জতু দেয় তাহে।
তাহে জলে হুতাশন, ব্যোমে করি আচ্ছাদন,
সব লোক ভয় পায় যাহে॥ ২০১
তবে প্রহ্লাদেরে ধরি, শৃঙ্খলাতে বদ্ধ করি,
দুষ্টমতি সেই দৈত্যগণ।
ফেলি সে চিতায় তাঁরে, তদুপরি ভারে ভারে,
শুষ্ক কাষ্ঠ করয়ে ক্ষেপণ॥ ২০২

তাহা করি নিরীক্ষণ, যাবদীয় শিষ্টজন,
সকলে করয়ে হাহাকার।
হিরণ্যকশিপু বলে, আপন দুর্ব্বুদ্ধি-ফলে,
এবে দুষ্ট হইল সংহার॥
প্রহ্লাদ অনলে পড়ি,
জনার্দ্দিনে করেন
প্রভু কহে দেবগণ,
তিঁহ মোরে করিবা রক্ষণ
আর শুনি পুরাণেতে, অবতরি গোকুলেতে,
নিজে পান করি দাবানলে।
রক্ষা কর গোপগণে, সে তোমার ভৃত্যজনে,
নাশিবে অনল কোন্ বলে॥ ২০৫
প্রহ্লাদের কষ্ট জানি, দয়াময় চক্রপাণি,
অগ্নিরে করিলা আজ্ঞাপন।
সেহ হয়্যা সুশীতল, ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ-বল,
নিবাইল শ্রীরঘুনন্দন॥ ২০৬
তবে দৈত্য-পতি দেখি অগ্নির নির্ব্বাণ।
প্রহ্লাদে দেখিতে নিজে করিল প্রস্থান॥ ২০৭
দগ্ধ না হয়্যাছে একটিও রোম তার।
দেখি দৈত্য-ভূপতি পাইল চমৎকার॥ ২০৮
তাহে পুন মহাক্রুদ্ধ খড়্গ ধরি করে।
প্রহ্লাদে বধিতে নিজে আয়োজন করে॥ ২০৯
তাহা দেখি তাহার যাবত মন্ত্রিগণ।
করিতে লাগিল তার প্রতি নিবেদন॥ ২১০
মহারাজ একি অতি ক্ষুদ্র কর্ম্ম লাগি।
হইছেন নিজে কেন বৃথা ক্লেশ-ভাগী॥ ২১১
ইহারে মোদিগে দাও আমরা সকলে।
নষ্ট করি ইহারে মন্ত্রণা-যুক্তি-বলে॥ ২১২
হিরণ্যকশিপু কহে কি কহিব আর।
যে বধিবে ইহারে অর্দ্ধেক রাজ্য তার॥ ২১৩
কিন্তু কহি ইহারে রাখিবে সাবধানে।
যেন পলাইতে নাহি পারে অন্য স্থানে॥ ২১৪
ইহা শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া মন্ত্রিগণ।
প্রহ্লাদে লইয়া গেল অন্যত্রে গমন॥ ২১৫
প্রথমে করিয়া তারা এক কুমন্ত্রণ।
প্রহ্লাদের প্রতি কহে কপট বচন॥ ২১৬
রাজপুত্র মহারাজ আজি ক্রুদ্ধ হয়্যা।
বধিতেন তোমারে নিশ্চয় খড়্গ লয়্যা॥ ২১৭

তাঁহারে সান্ত্বনা করি আমরা সকলে।
আনিয়াছি তোমারে বাঁচায়া বাক্যচ্ছলে॥২১৮
এক্ষণ আনন্দে তুমি আমাদের কাছে।
থাকি কৃষ্ণ-সেবা কর যেই মনে আছে॥ ২১৯
তাহা শুনি সুখী হৈলা কয়াধু-নন্দন।
সর্ব্বত্রেই বিশ্বাস করয়ে সাধুজন॥ ২২০
তবে তিঁহ নিশ্চিন্ত হইয়া সেই স্থানে।
সুখেতে রাহিলা কৃষ্ণ-ভক্তি-অনুষ্ঠানে॥ ২২১
মন্ত্রিগণ করে তার লালন-পালন।
যথাকালে প্রীত করি করায় ভোজন॥ ২২২
এক দিন সেই দুষ্ট অসুর সকল।
অজ্ঞাতে তাহার অন্নে দিলেক গরল॥ ২২৩
তিঁহ প্রীত মনে করি কৃষ্ণে সমর্পণ।
শ্রীমহাপ্রসাদ বলি করিলা ভোজন॥ ২২৪
তাহা নিরখিয়া সেই দুষ্ট মন্ত্রিগণ।
মরিল প্রহ্লাদ বলি হৈলা সুখিমন॥ ২২৫
নাহি জানে তারা কৃষ্ণ-অর্পণে সে অন্ন।
হইয়াছে সুধাময়রূপেতে সম্পন্ন॥ ২২৬
দিন শেষ হইল প্রহ্লাদ না মরিল।
তবে দুষ্ট মন্ত্রী অন্য দুর্ব্বুদ্ধি করিল॥ ২২৭
রাত্রিকালে প্রহ্লাদেরে নিদ্রিত দেখিয়া।
গেল তারা তাঁরে স্থানান্তরেতে লইয়া॥ ২২৮
আনিয়া অত্যন্ত বড় এক ধরাধর।
চাপাইয়া দিল তাঁর বুকের উপর॥ ২২৯
তাহা জানি দয়াময় গোবর্দ্ধনধর।
রক্ষা কৈলা অলক্ষ্যেতে ধরি সে ভূধর॥ ২৩০
রাত্রি গত হৈলে পরে অসুর-সকল।
প্রহ্লাদে দেখিতে আল্য করি কোলাহল॥২৩১
পর্ব্বত তুলিয়া তারা করে নিরীক্ষণ।
পূর্ব্বমতে রয়্যাছেন করিয়া শয়ন॥ ২৩২
তাহাদিগে দেখিয়া প্রহ্লাদ কিছু কন।
কেন তোরা কৈলে মোর অহিতাচরণ॥ ২৩৩
নির্জ্জন পাইয়াছিলুঁ কৃষ্ণ-ধ্যান-সুখে।
গিরি ঘুচাইয়া কেন তোরা দিলে দুখে॥ ২৩৪
এত শুনি বিস্ময় পাইয়া দৈত্যগণ।
কহিতেছে তাঁর প্রতি করি কুমন্ত্রণ॥ ২৩৫
রাজপুত্র যদি তুমি থাকিবে নির্জ্জনে।
সুখে থাক তবে শুন মোদের বচনে॥ ২৩৬
দিব্য এক গুহা আছে এই ধরাধরে।
তোমারে লইয়া রাখি তাহার ভিতরে॥ ২৩৭
এত কহি অনুমতি পাইয়া তাঁহার।
লয়্যা গেল তাঁরে মধ্যে সেইত গুহার॥ ২৩৮
সেখানে রাখিয়া তাঁরে বাহিরে আসিয়া।
দ্বার-রোধ কৈল তারা মৃত্তিকাদি দিয়া॥ ২৩৯
তাহা দেখি শ্রীপ্রহ্লাদ প্রাণ রোধ করি।
ভাবনা করেন মনে কৃপাময় হরি॥ ২৪০
মাতৃগর্ভে গুহামাঝে যে করে রক্ষণ।
সেই প্রভু এ গুহাতে করুন পালন॥ ২৪১
প্রহ্লাদের সঙ্কট জানিয়া লক্ষ্মীপতি।
করিলা তাঁহারে সে বিপদে অব্যাহতি॥ ২৪২
বায়ু-রোধ ক্ষুধা-তৃষ্ণা আদি উপদ্রব।
ইচ্ছা মাত্রে নিবারণ করিলা সে সব॥ ২৪৩
তবে কিছু দিন পরে সেই দৈত্যগণ।
প্রহ্লাদেরে দেখিতে করিল আগমন॥ ২৪৪

দ্বার মুক্ত করি তারা করে নিরীক্ষণ।
পূর্ব্ব মতে রয়্যাছেন কয়াধু-নন্দন॥ ২৪৫
তাহা দেখি পাই তারা সবিস্ময় ডর।
তাঁহারে লইয়া গেল রাজার গোচর॥ ২৪৬
তাহাদের মুখে শুনি সকল বৃত্তান্ত।
হিরণ্যকশিপু হল্য চিন্তিত নিতান্ত॥ ২৪৭
তাহা দেখি নানামায়া-পণ্ডিত শম্বর।
কৃতাঞ্জলি হয়্যা কহে রাজার গোচর॥ ২৪৮
মহারাজ কেন কর আপুনি চিন্তন।
আমি করিতেছি এই দুষ্টে বিনাশন॥ ২৪৯
করিছেন ইহারে নাশিতে যত বল।
দৈববলে তরিতেছে এহ সে সকল॥ ২৫০
মায়া বিনে সে দৈববলের বিনাশনে।
সমর্থ না আছে কেহ এ তিন ভুবনে॥ ২৫১
অতএব আমি মায়া-বল প্রকাশিয়া।
প্রহ্লাদে বিনাশি সুখী করি তব হিয়া॥ ২৫২
এতেক বচন শুনি তবে দৈত্যপতি।
উঠিয়া শম্বরে কোল দিলা হৃষ্টমতি॥ ২৫৩
করিলা তাহারে নানামত আশ্বাসন।
তবে সেহ স্থানান্তরে করিল গমন॥ ২৫৪
সঙ্গে লয়্যা মায়াবী অসুর বহুতর।
প্রহ্লাদ-উপরি মায়া প্রকাশে শম্বর॥ ২৫৫

তারা নানা অস্ত্র সর্প-কীটাদি সহিত।
জলিত অঙ্গার বর্ষে প্রহ্লাদে ত্বরিত ॥ ২৫৬
তাহা দেখি শ্রীপ্রহ্লাদ অসাধ্বস-মনে।
ভাবনা করেন মহামায়ী নারায়ণে ॥ ২৫৭
তবে কৃষ্ণ অঙ্গারাদি নিজ মায়াবলে।
ফেলিতে লাগিল সেই শম্বরের বলে ॥ ২৫৮
তাহে অঙ্গারেতে দগ্ধ হয়্যা দৈত্যগণ।
গেলাম গেলাম বলি করয়ে রোদন ॥ ২৫৯
কেহ কেহ অস্ত্রে-শস্ত্রে ছিন্ন-ভিন্ন হয়।
কেহ কেহ সর্পদষ্ট হইয়া কান্দয় ॥ ২৬০
কত কত জনে দংশে বৃশ্চিকাদিগণ।
তাহে ভীত হয়্যা তারা করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৬১
নিজ নিজ গৃহে যায় সুস্থ হইবারে।
সে সকল গৃহে হরি ফেলেন অঙ্গারে ॥ ২৬২
তাহে দগ্ধ হয় তাহাদ্দের নিকেতন।
তবে মহাদুঃখে কান্দে দৈত্য-নারী জন ॥ ২৬৩
তাদের ক্রন্দন শুনি কয়াধু-নন্দন।
কৃপাযুক্ত হইয়া করিলা বিলোকন ॥ ২৬৪
তাঁর কৃপা-দৃষ্টিপাতে অগ্নি নিবাইল।
অসুর সকল ক্লেশ-বিমুক্ত হইল ॥ ২৬৫
তবে মহালজ্জিত হইয়া সে শম্বর।
অধোমুখ হয়্যা গেল রাজ-বরাবর ॥ ২৬৬
তার স্থানে শুনি সেই বৃত্তান্ত সকল।
পাইল উৎকট ক্লেশ রাজা মহাখল ॥ ২৬৭
তবে সেহ দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়য়।
তাহা দেখি তারে কহে শুক্রের তনয় ॥ ২৬৮
মহারাজ কেন কর আপুনি চিন্তন।
করিব আমরা তব উদ্বেগ বারণ ॥ ২৬৯
প্রহ্লাদে লইয়া যাই মোরা নিজ স্থানে।
শিখাব উহারে হিত বিবিধ বিধানে ॥ ২৭০
তভু যদি নাহি ছাড়ে এহ দুষ্ট-মন।
তবে অভিচার করি করিব মারণ ॥ ২৭১
এত শুনি সুখিত হইয়া দৈত্যপতি।
ভাল বলি যণ্ডামর্কে দিলা অনুমতি ॥ ২৭২
তবে সেই দুই দৈত্য-যাজক ব্রাহ্মণ।
প্রহ্লাদেরে গৃহে লয়্যা কহে এ বচন ॥ ২৭৩
প্রহ্লাদ তুমিহ বট অতি সূক্ষ্মমতি।
তবে কেন বৃথা ক্লেশ ভুঞ্জিছ সম্প্রতি ॥ ২৭৪
সংসারে দেখিয়ে যার আছে বুদ্ধি-বল।
সেহ কভু ক্লেশ ভোগ না করে নিষ্ফল ॥ ২৭৫
তুমি যদি হরি-সেবা করিলে বর্জ্জন।
সব ক্লেশ যায় নাহি কর কি কারণ ॥ ২৭৬
দেবতা-দুর্লভ তব পিতার সম্পদ।
ইহা ছাড়ি বৃথা ক্লেশ পাইছ আপদ ॥ ২৭৭
যে কহেন রাজা তাই কর আচরণ।
নানা সুখভোগে কর সময় যাপন ॥ ২৭৮
যদ্যপি বাসনা থাকে কৃষ্ণে ভজিবারে।
করিবে কালেতে তাহা শক্তি-অনুসারে ॥ ২৭৯
যদি মো-সবার বাক্যে কর অনাদর।
তবে তোহে মোরা দেখাইব যমঘর ॥ ২৮০
যণ্ডামর্ক-বাক্য শুনি কয়াধু-সন্তান।
হাসিয়া করিলা তার উত্তর প্রদান ॥ ২৮১
দ্বিজবর যেই ক্লেশ ভোগ্য আছে যার।
তাহার অন্যথা করে হেন শক্তি কার ॥ ২৮২
বুদ্ধিবলে তাহা যদি হইত অন্যথা।
তবে কি পাইতে তোরা পৌরোহিত্য-ব্যথা ॥
অতএব কি করিব ছাড়ি হরিসেবা।
করিয়া বা ছাড়িতে পারয়ে তাহা কেবা ॥ ২৮৪
দেবতা-দুর্ল্লভ বটে পিতার সম্পদ।
কিন্তু আমি তাহে বোধ করিয়ে আপদ ॥ ২৮৫
অতএব তাহাতে না করি আমি আশ।
তোমরা কি লাগি পাও এতেক প্রয়াস ॥ ২৮৬
আর যে কহিলে কৃষ্ণে ভজিবে সময়ে।
এ কথা লাগয়ে কোন্ বিজ্ঞের হৃদয়ে ॥ ২৮৭
সকল কর্ম্মেতে আছে কাল-নিরূপণ।
কৃষ্ণ-সেবনেতে তাহা না হয় দর্শন ॥ ২৮৮
যেহেতুক অনিশ্চিত জীবের মরণ।
যদি মৃত্যু হয় তবে না হয় ভজন ॥ ২৮৯
আর দেখ যে করয়ে কৃষ্ণের সেবন।
সেহ বাধ করিতে না পারে একক্ষণ ॥ ২৯০
যেন জল-পান-কালে তৃষ্ণাতুর জন।
করিতে না পারে কিছু বিলম্বসহন ॥ ২৯১
আর দেখ অন্য হৈতে যেই পায় ভয়।
সেহ তাহা বিনাশিতে শ্রীকৃষ্ণে ভাবয় ॥ ২৯২
আমি অন্তভয়ে তেজি শ্রীকৃষ্ণ-সেবন
কিরূপেতে দেখাইব সভাতে বদন ॥ ২৯৩

তোমাদেরো নিকটেতে করিয়ে প্রার্থন।
পুন নাহি কর মোরে হেন আজ্ঞাপন ॥ ২৯৪
বিপ্র হও তোরা বেদ-শাস্ত্রেতে বিদ্বান্।
হেন শিক্ষা করাইলে হইবে বিগান ॥ ২৯৫
প্রহ্লাদের মুখে শুনি এতেক বচন।
ক্রুদ্ধ হয়্যা পুন কহে শুক্রের নন্দন ॥ ২৯৬
বুঝিলাম দুষ্টমতি তোমার আশয়।
করিয়াছ কৃত্যানলে মরিতে নিশ্চয় ॥ ২৯৭
তাহা শুনি কহিছেন কয়াধু-নন্দন।
প্রভু নাহি কর কভু কৃত্যাবিরচন ॥ ২৯৮
থাকিতে অনেক আর বধের উপায়।
বেদ-মন্ত্র নিয়োগ করিতে না যুয়ায় ॥ ২৯৯
তাহার কারণ এই কৃষ্ণেচ্ছাবিহনে।
কাহারো মরণ নাহি হয় ত্রিভুবনে ॥ ৩০০
অতএব যদি মোর না হয় মরণ।
তবে হইবেক বেদ-মর্য্যাদালঙ্ঘন ॥ ৩০১
তেঁই কহি বধ মোরে অপর প্রকারে।
উচিত না হয় অভিচার করিবারে ॥ ৩০২
প্রহ্লাদের বাক্য শুনি অধিক-কুপিত।
এক যজ্ঞ আরম্ভিলা দৈত্য-পুরোহিত ॥ ৩০৩
তবে বেদ-মন্ত্র-বলে যজ্ঞাগ্নি হইতে।
মূর্ত্তিমান্ কৃত্যা-অগ্নি উঠিল তুরিতে ॥ ৩০৪
অতি ভয়ঙ্করতনু মহাজ্বালাধর।
ত্রিশূল ধরিয়া করে গর্জ্জে ঘোরতর ॥ ৩০৫
তার অঙ্গ-ছটা পড়ে যেখানে যেখানে।
জ্বলিয়া উঠয়ে অগ্নি সেখানে সেখানে ॥ ৩০৬
তারে দেখি মহাডরে পুরবাসিজন।
হাহাকার করি সবে করে পলায়ন ॥ ৩০৭
তবে ষণ্ডামর্ক-আদি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।
প্রহ্লাদে বধিতে তারে কৈল নিয়োজন ॥ ৩০৮
সেহ কৃত্যা-অগ্নি করি গভীর গর্জ্জন।
প্রহ্লাদ-উপরি কৈলা শূল নিক্ষেপণ ॥ ৩০৯
সেই শূল ঘোর শব্দে করিয়া বিক্রম।
প্রহ্লাদ-উপরি পড়ে কালানল সম ॥ ৩১০
সে শূল বৈষ্ণব-তেজে পাই গেল লয়।
সমুদ্রেতে অগ্নি-কণ যেন লীন হয় ॥ ৩১১
তাহা দেখি কৃত্যা-অগ্নি পাই বড় ডর।
যাইতে নারিল আর প্রহ্লাদ-গোচর ॥ ৩১২

তবে সেহ পরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়া।
বিপ্রেন্দ্রের প্রতি ধায় কুপিত হইয়া ॥ ৩১৩
অভিচার কর্ম্মের স্বভাব এই হয়।
না পারিলে উদ্দেশ্যেরে কর্ত্তারে পীড়য় ॥ ৩১৪
যেন লোষ্ট্র নিক্ষেপিলে পর্ব্বত-উপরি।
ক্ষেপকেই প্রহার করয়ে সে বাহুড়ি ॥ ৩১৫
সেই কৃত্যা-অগ্নি-তেজে হইয়া আক্রান্ত।
বিপ্র সব ক্রন্দন করয়ে সুসম্ভ্রান্ত ॥ ৩১৬
তবে বিপ্রগণে দেখি অনলে পীড়িত।
প্রহ্লাদ হইলা মনে অত্যন্ত ব্যথিত ॥ ৩১৭
সাধুর স্বভাব এই পরদুঃখে দুখী।
পরসুখ দেখিয়া হয়েন তাঁরা সুখী ॥ ৩১৮
তবে তিঁহ অতিশয় কৃপাযুক্ত-মন।
বিপ্র-লাগি শ্রীকৃষ্ণেরে করিলা প্রার্থন ॥ ৩১৯
প্রভু যদি থাকে তব প্রীতি মোর প্রতি।
তবে বিপ্রগণে রক্ষা করহ সম্প্রতি ॥ ৩২০
তুমি যেন নিজ ভৃত্যে করহ পালন।
সেই সত্যে বিপ্রগণে করহ রক্ষণ ॥ ৩২১
তাহা শুনি প্রসন্ন হইলা ভগবান।
তাঁর ইচ্ছামাত্রে অগ্নি হইল নির্ব্বাণ ॥ ৩২২
তবে স্বাস্থ্য পাইয়া সে সকল ব্রাহ্মণ।
প্রহ্লাদে করিল বহু আশীষ-অর্পণ ॥ ৩২৩
পরে দৈত্য-পতি-কাছে করিয়া গমন।
লজ্জাযুক্ত হয়্যা কৈল সব নিবেদন ॥ ৩২৪
তাহা শুনি সেহ অতি শঙ্কিত হইল।
প্রহ্লাদেরে আনাইয়া কহিতে লাগিল ॥ ৩২৫
প্রহ্লাদ তুমিহ জান নানামত মায়া।
শম্বরের মায়া নহে যে মায়ার ছায়া ॥ ৩২৬
সে মায়ার বলে তুমি করিলে নিস্ফল।
বেদ-মন্ত্র-বিপ্র-তেজ আর কৃত্যানল ॥ ৩২৭
আমা হৈতে জন্মমাত্রে এ শক্তি পাইলে।
অধিক পাইবে আরো স্বধর্ম্ম সেবিলে ॥ ৩২৮
বৈষ্ণবের বলে আর আমাদের বলে।
বহু ন্যূনাধিক হয় বিবেচিলে ফলে ॥ ৩২৯
তাহে তোহে জানাইতে এ সব ব্রাহ্মণে।
নিয়োজিয়াছিলুঁ আমি তোমার মারণে ॥ ৩৩০
ব্রাহ্মণ যাবত আছে সব বিষ্ণু-ভক্ত।
তোর পরাভবে তারা না হইল শক্ত ॥ ৩৩১

নিজ-বল পর-বল দেখিলে এক্ষণ।
করহ সম্প্রতি নিজ-ধর্ম্ম-আচরণ ॥ ৩৩২
দৈত্যেন্দ্র-বচন শুনি করি মৃদু হাস।
প্রহ্লাদ কহেন তারে সুমধুর-ভাষ ॥ ৩৩৩
মহারাজ করি বিষ্ণু-মায়ারে বন্দন।
যাহে মুগ্ধ হয়্যা বিপরীত দেখে জন ॥ ৩৩৪
অন্যথা বৈষ্ণববল অসুরের বলে।
পরাজিত হয় ইহা কোন্ জন বলে ॥ ৩৩৫
সেই মায়াবল বিনে কোন্ বুদ্ধিমান্।
অসুরের কর্ম্মে করে ধর্ম্ম বলি জ্ঞান ॥ ৩৩৬
প্রহ্লাদের বাক্য শুনি মহাক্রুদ্ধ-মতি।
দন্ত কড় মড় করি কহে দৈত্যপতি ॥ ৩৩৭
ওরে দুষ্ট বুঝি তুই নিতান্ত মরিবি।
অন্যথা এমন কেন দুর্ব্বুদ্ধি হইবি ॥ ৩৩৮
মোর আগে কটু কহি বাঁচে কোন্ জন।
অতএব হৈল তোর নিশ্চয় মরণ ॥ ৩৩৯
এত কহি প্রহ্লাদেরে তুলি লয়্যা করে।
উঠিল যাইয়া নিজ-প্রাসাদ-উপরে ॥ ৩৪০
অতিশয় উচ্চ সেই প্রাসাদ হইতে।
নিক্ষেপিল প্রহ্লাদেরে কোপে ধরণীতে ॥ ৩৪১
তাহা নিরখিয়া সর্ব্বগামী সমীরণ।
অলক্ষ্যেতে করিলেন তাহারে ধারণ ॥ ৩৪২
বিষ্ণুভক্ত-স্পর্শে অতি আনন্দিত মন।
ক্রমে ক্রমে ভূতলে করেন আনয়ন ॥ ৩৪৩
কাছে উপস্থিত দেখি তাঁহারে ধরণী।
উঠিলেন দিব্য মূর্ত্তি ধরিয়া আপনি ॥ ৩৪৪
কর পাতি ধরি লয়্যা কয়াধু-কুমারে।
ভূতল-উপরি রাখি কহেন তাঁহারে ॥ ৩৪৫
দৈত্যকুল-চূড়ামণি, প্রহ্লাদ সদ্গুণ-খনি,
শুন কিছু আমার বচন।
ভূ'ম বলি জান মোহে,আমি স্পর্শিবারে তোঁহে,
করিয়াছি এথা আগমন ॥ ৩৪৬
তুমি হও কৃষ্ণ-দাস, তোমার পরশে আশ,
করে পদ্মাসন ত্রিলোচন।
আমি তোঁহে স্পর্শ করি, দেখিয়া নয়ন ভরি,
আপনারে করিলুঁ শোধন ॥ ৩৪৭
বৈষ্ণবের স্পর্শে দেহ, দর্শনে নয়ন গেহ,
চরণ-ধূলিতে শুদ্ধ হয়।
মহিমা তাঁদের সব, হয় অতি অসম্ভব,
কোন্ জন বলিতে পারয় ॥ ৩৪৮
তুমি সে বৈষ্ণব-জনে, শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব গুণগণে,
পবিত্র করিলে এ সংসার।
অপর কি কব আর, শমনের অধিকার,
ঘুচাইলে সংসার-মাঝার ॥ ৩৪৯
তব সব গুণগণ, চতুর্ম্মুখ-পঞ্চানন,
নাহি পারে করিতে বর্ণন।
তাহা কিছু নাহি জানি, তব পিতা মহামানী,
তোঁহে পীড়া দিতে করে মন ॥ ৩৫০
সেহ ইহা নাহি জানে, বৈষ্ণবের নাম-গানে,
পদধূলি পরশে চিন্তনে।
সর্ব্ব দুঃখ পায় ক্ষয়, কৃষ্ণ যার ত্রাতা হয়,
তারে দুঃখ দিবে কোন্ জনে ॥ ৩৫১
থাকিল অপর কথা, জানিতে তোমার ব্যথা,
আসিতেছে তব তাত-চর।
যাই এবে নিজ স্থান, তোমার আশীষ দান,
করি আমি ভাগবত-বর ॥ ৩৫২
এতেক বচন শুনি ধরণী-বদনে।
প্রহ্লাদ প্রণাম কৈলা তাঁহারে চরণে ॥ ৩৫৩
তিঁহ তারে করিয়া আশীষ বিতরণ।
আপনার নিকেতনে করিলা গমন ॥ ৩৫৪
এথানেতে পাই দৈত্যরাজ-আজ্ঞাপন।
প্রহ্লাদেরে দেখিতে আইল চরগণ ॥ ৩৫৫
দেখিয়া তাঁহারে তারা অক্ষয় অব্যয়।
কিছু না কহিয়া গেল পাই বড় ভয় ॥ ৩৫৬
তাহাদিগে জিজ্ঞাসা করয়ে দৈত্যরাজ।
কহ রে কহ রে চর সিদ্ধ বটে কাজ ॥ ৩৫৭
চর কহে মহারাজ কি কহিব আর।
কোনো মতে মৃত্যু নাহি পুত্রের তোমার ॥ ৩৫৮
চরের বচন শুনি দিতির তনয়।
অধোমুখ হয়্যা ভাবে উদ্বিগ্ন হৃদয় ॥ ৩৫৯
কিছু কাল ভাবি করি এক কুমন্ত্রণ।
অসুর সকলে পুন করে আজ্ঞাপন ॥ ৩৬০
আজি রাত্রি-কালে নাগপাশেতে বান্ধিয়া।
দিয় তোরা প্রহ্লাদেরে সাগরে ফেলিয়া ॥ ৩৬১
তাহার উপরি চাপাইবে ধরাধর।
তবেই অবশ্য সেহ যাবে যম-ঘর ॥ ৩৬২

এত শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া দৈত্যগণ।
রাত্রিতে প্রহ্লাদ কাছে করিল গমন ॥ ৩৬৩
যোগ-নিদ্রা আলম্বনে আছেন বসিয়া।
বান্ধিল তাঁহারে তারা নাগপাশ দিয়া ॥ ৩৬৪
তভু না হইল কিছু বাহ্য জ্ঞান তাঁর।
তবে তাঁরে নিক্ষেপিল সাগর-মাঝার ॥ ৩৬৫
তদুপরি চাপাইয়া অনেক ভূধর।
কৃতকার্য্য মানি নিজে তারা গেল ঘর ॥ ৩৬৬
রাজার নিকটে কৈল সব নিবেদন।
সেহ শুনি তুষ্ট হয়্যা দিল বহুধন ॥ ৩৬৭
এখানে প্রহ্লাদ থাকি শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তনে।
না জানেন সিন্ধুপাত পর্ব্বত-চাপনে ॥ ৩৬৮
কিন্তু তাঁরে দেখি যত কুম্ভীর মকর।
দূরে পলায়ন কৈল পাই বড় ডর ॥ ৩৬৯
পয়োধিও নিজ জলে মগ্ন দেখি তাঁয়।
পাইলা অত্যন্ত ক্ষোভ শঙ্কিত-হিয়ায় ॥ ৩৭০
তবে গিরি দূর করি তরঙ্গে করিয়া।
প্রহ্লাদে রাখিলা নিজ তটেতে আনিয়া ॥৩৭১
সেই কালে পক্ষিরাজ করি আগমন।
করি গেলা তাঁর বন্ধ-ভুজঙ্গ ভক্ষণ ॥ ৩৭২
তবে সিন্ধু তাঁহার সাক্ষাতে নিজে আসি।
কহিতে লাগিলা আগে দিয়া রত্নরাশি ॥ ৩৭৩
প্রহ্লাদ নয়ন মিলি দেখহ আমারে।
আমি সিন্ধু আসিয়াছি দেখিতে তোমারে ॥
তুমিহ পরম ধন্য কৃষ্ণ প্রেমাধার।
পবিত্র করহ মোরে চাহি একবার ॥ ৩৭৫
শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনি সমুদ্রের মুখে।
হইল সমাধি-ভঙ্গ প্রহ্লাদের সুখে ॥ ৩৭৬
তবে নেত্র মিলি চাহি দেখিয়া সাগরে।
প্রণাম করিয়া তাঁরে কন যোড় করে ॥ ৩৭৭
এ কি আমি করি নাই তোমারে দর্শন।
কতক্ষণ হয়্যাছে প্রভুর আগমন ॥ ৩৭৮
সমুদ্র কহেন ছিলে কৃষ্ণ-ধ্যানাবেশে।
কিছুই না জান তুমি আছ কোন দেশে ॥ ৩৭৯
নাগপাশে বান্ধি তোহে অসুর সকলে।
গিরি চাপা দিয়াছিল ফেলি মোর জলে ॥ ৩৮০
আমি তাহা দেখি বড় ভয় পাই চিতে।
রাখিলাম তোহে তটে আনিয়া তুরিতে ॥ ৩৮১
হেনই সময়ে আসি বিহঙ্গম-বর।
খাই গেলা সেই সর্পনিকরে সত্বর ॥ ৩৮২
পরে আইলাম আমি তোহে দেখিবারে।
অনুগ্রহ কর তুমি কিঞ্চিৎ আমারে ॥ ৩৮৩
মোর দত্ত এই রত্ন করিয়া গ্রহণ।
পবিত্র করহ মোরে আর মোর ধন ॥ ৩৮৪
যদ্যপি তোমার ধনে নাহি প্রয়োজন।
তথাপি আমার লাগি করহ গ্রহণ ॥ ৩৮৫
এত বাণী শুনি রত্ন গ্রহণ করিয়া।
প্রহ্লাদ কহেন তারে সুখিত হইয়া ॥ ৩৮৬
নদীনাথ তুমি হও মহা ভাগ্যবান।
মোর প্রতি কর তুমি করুণা-বিধান ॥ ৩৮৭
তুমি হও আমার প্রভুর নিকেতন।
একবার তাঁরে মোরে করাও দর্শন ॥ ৩৮৮
এত কহি পড়িলেন সাগরের পায়।
কহিতে লাগিলা তিঁহ উঠাইয়া তায়। ৩৮৯
প্রহ্লাদ তুমিহ হও ভক্তের প্রধান।
হৃদয়েতে দেখিতেছ সদা ভগবান ॥ ৩৯০
যদি ইচ্ছা হয় তাঁরে দেখিতে নয়নে।
তবে সেবা কর তাঁরে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ ৩৯১
তাঁর ইচ্ছা বিনে তাঁরে দেখাইতে পারে।
হেন জন নাহি দেখি সংসার-মাঝারে ॥ ৩৯২
এত কহি সিন্ধু গেলা নিজ নিকেতনে।
প্রহ্লাদ করেন এই চিন্তা নিজমনে ॥ ৩৯৩
কোটিকল্পে যোগী যারে না পায় দেখিতে।
আমি তাঁর দেখা পাব নাহি লয় চিতে ॥ ৩৯৪
কোথা দৈত্য-জাতি আমি তমোগুণময়।
কোথা তিঁহ শুদ্ধ-জ্ঞান-স্বরূপ অব্যয় ॥ ৩৯৫
পেচক না পায় সূর্য্য-দর্শন যেমন।
তেন মোর অসম্ভব শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন ॥ ৩৯৬
হায় আমি কি করিব যাইব কোথায়।
কি করিলে দেখিবারে পাইব তাঁহায় ॥ ৩৯৭
এইরূপ কহি কহি অত্যন্ত দুঃখিত।
প্রহ্লাদ পড়িলা ভূমে হইয়া মূর্চ্ছিত ॥ ৩৯৮
তাহা জানি সেইক্ষণে প্রভু নারায়ণ।
প্রহ্লাদেরে দেখিতে করিলা আগমন ॥ ৩৯৯
প্রহ্লাদে মূর্চ্ছিত দেখি খেদিত হইয়া।
উঠাইলা তারে ভুজ-যুগলে ধরিয়া ॥ ৪০০

কৃষ্ণ-স্পর্শ পাই তবে দৈত্যেন্দ্র-নন্দন।
নয়ন মিলিয়া তাঁরে করেন দর্শন ॥ ৪০১

কিবা সে শ্রীপতি, মধুর-মূরতি,
সকল সুন্দর-সার।
এ তিন ভুবন, হৃদয়-নয়ন,
সুখকর শুভাকার ॥ ৪০২
নব মেঘ-ঘটা, জিনি তনুছটা,
লাবণি চুয়ায় তায়।
কোটি দিনকর, জিনি মনোহর,
তেজে দশদিক ভায় ॥ ৪০৩
অতি সুকোমল, চরণ-কমল,
কনক-নূপুরে সাজে।
উরু মনোহর, নিতম্ব সুন্দর,
পীত বসনেতে রাজে ॥ ৪০৪
মাঝা ক্ষীণতর, বুক পরিসর,
শুণ্ডসম ভুজ চারি।
শঙ্খ-শতদল, গদা-চক্রোজ্জ্বল,
চারি কর মনোহরী ॥ ৪০৫
মুখ-শোভা বিন্দু, দেখি পূর্ণ ইন্দু,
লাজ পায় অতিশয়।
তাহে মৃদু হাস, যে করে বিনাশ,
ভকতের ভব-ভয় ॥ ৪০৬
যেখানে যে হয়, স্বর্ণ-মণিময়,
ভূষণেতে বিভূষিত।
দেখি হেন রূপ, ভাগবত-ভূপ,
হল্যা অতি সুখি-চিত ॥ ৪০৭

এইরূপে প্রভুরে দেখিয়া দৈত্যবর।
হইলেন অতিশয় সানন্দ-অন্তর ॥ ৪০৮
কিন্তু তিঁহ সে দর্শনে না করি প্রত্যয়।
স্বপ্ন দেখিতেছি বলি করিলা নিশ্চয় ॥ ৪০৯
তথাপি প্রভুর দৃষ্টি-মহানন্দ-বলে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পুন পড়িলা ভূতলে ॥ ৪১০
তাহা দেখি প্রভু নিজে ভূতলে বসিয়া।
প্রহলাদেরে লইলেন কোলেতে তুলিয়া ॥ ৪১১
জননীর মত স্নেহে হয়্যা আর্দ্রমন।
নিজ কর-পদ্মে করি করেন লালন ॥ ৪১২
তবে পুন শ্রীপ্রহলাদ পাইয়া চেতন।
সভয়-বিস্ময় তাঁরে করেন দর্শন ॥ ৪১৩
তাঁরে ভীত দেখি প্রভু কন বার বার।
বাছা রে প্রহ্লাদ কেন ভয় কর আর ॥ ৪১৪
কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ-স্পর্শ-স্বরূপ-বচন।
অনুভব করিয়া প্রহলাদ মগ্ন-মন ॥ ৪১৫
তবে তিঁহ অনিমিষ নয়ন-যুগলে।
দেখিছেন শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমলে ॥ ৪১৬
শ্রীকৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যে মগ্ন হৈল তাঁর মন।
করিতে নারেন তিঁহ কিছু বিবেচন ॥ ৪১৭
কে আমি কি করিতেছি আছি কোন্ স্থলে।
জানিতে নারেন কিছু তিঁহ এ সকলে ॥ ৪১৮
কভু তাঁর ক্ষণকাল হয় জ্ঞানোদয়।
পুনর্ব্বার ক্ষণকাল তিরোহিত হয় ॥ ৪১৯
কভু চক্ষু মিলিয়া করেন নিরীক্ষণ।
কভু কোনো ভাবাবেশে মুদ্রিত-নয়ন ॥ ৪২০
কভু অশ্রুজল বহে কখনো কম্পিত।
কভু স্তব্ধ-অঙ্গ হয় কভু পুলকিত ॥ ৪২১
কখনো করেন মনে এই সে ঈশ্বর।
যাহার ইচ্ছাতে হয় এই চরাচর ॥ ৪২২
সর্ব্ববেদ-সার অর্থ যোগীদের ধন।
এই প্রভু সদা মোরে করেন রক্ষণ ॥ ৪২৩
এইরূপ ভাবি ভাবি কয়াধু-নন্দন।
কৃষ্ণ-কোলে আপনারে করিলা দর্শন ॥ ৪২৪
তবে সসম্ভ্রমে প্রভু-কোল উপেখিয়া।
পড়িলেন দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ॥ ৪২৫
পুনঃপুনঃ কহেন প্রসীদ জয় জয়।
আর কিছু বাক্য তাঁর স্ফূর্ত্তি নাহি হয় ॥ ৪২৬
প্রভু পুন তাঁরে উঠাইয়া করে ধরি।
কহিতে লাগিলা অতিশয় প্রীতি করি ॥ ৪২৭
বাপধন কেন কর এতেক সম্ভ্রম।
ভক্তের সম্ভ্রম মোর নহে মনোহর ॥ ৪২৮
নির্ভয়ে আমারে ভক্ত করয়ে দর্শন।
মোর মন সদা করে ইহাই প্রার্থন ॥ ৪২৯
তাহা হইতেও মোর এই ইষ্টতর।
ভক্ত মোর কাছে যেই মাগে ইষ্টবর ॥ ৪৩০
অতএব তোমার যে কিছু ইষ্ট হয়।
তাহা মাগি তুষ্ট কর আমার হৃদয় ॥ ৪৩১
এত শুনি প্রহ্লাদ করেন নিবেদন।
দেখিতে দেখিতে তাঁর কমল বদন ॥ ৪৩২

প্রসীদ প্রসীদ প্রভু মোরে কৃপাময়।
অন্য বর প্রার্থনের নহে এ সময় ॥ ৪৩৩
তোমার দর্শন-সুধা-সমুদ্রে মগন।
তৃপ্ত নাহি হইতেছে মোর লুব্ধ মন ॥ ৪৩৪
আছে বা কি বস্তু হেন অতি সুশোভন।
যাহা নিব উপেখিয়া তোমার দর্শন ॥ ৪৩৫
তব দৃষ্টি-সুখ-সুধাসাগরে মগন।
চতুর্ব্বর্গে দেখি আমি গোষ্পদ যেমন ॥ ৪৩৬
অতএব অন্য বর কিছু নাহি চাই।
সর্ব্বদা তোমাকে যেন দেখিবারে পাই ॥ ৪৩৭
প্রহ্লাদের বচন শুনিয়া লক্ষ্মীপতি।
কহিতে লাগিলা তাঁরে প্রীতিযুক্তমতি ॥ ৪৩৮
যে কহিলে বাছা তাহা কিছু মিথ্যা নয়।
আমার দর্শন চতুর্ব্বর্গাধিক হয় ॥ ৪৩৯
সে দর্শন কর তুমি সর্ব্বদা অন্তরে।
পাইবে সাক্ষাতে পুন কিছুকাল পরে ॥ ৪৪০
এক্ষণ করহ পিতৃ-ভবনে গমন।
না হইবে কাহাও হইতে ভীতমন ॥ ৪৪১
মোর অদর্শনে কিছু খেদ না করিবে।
ইচ্ছা করিলেই মোরে দেখিতে পাইবে ॥ ৪৪২
এত কহি শ্রীকৃষ্ণ হইলা অন্তর্হিত।
প্রহ্লাদ না দেখি তাঁরে অত্যন্ত দুঃখিত ॥ ৪৪৩
যেন চিন্তামণি পাই অকিঞ্চন জন।
তাহা হারাইয়া হয় অতি খিন্নমন ॥ ৪৪৪
তবে তাঁরে অতিশয় দেখিয়া কাতর।
মনে দেখা দিয়া সুখী কৈলা দামোদর ॥ ৪৪৫
হেনই সময়ে সূর্য্য হইলা উদিত।
অন্ধকার গেল দিক্ হল্য প্রকাশিত ॥ ৪৪৬
তবে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা করিয়া স্মরণ।
প্রহ্লাদ করিল পিতৃগৃহেতে গমন ॥ ৪৪৭
এতেক বচন শুনি অগস্ত্য-বদনে।
রামচন্দ্র আনন্দ পাইলা বড় মনে ॥ ৪৪৮
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪৪৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ডলীলাবর্ণনে
শ্রীপ্রহ্লাদ-ভক্তিপ্রভাবশ্রবণবর্ননো নাম
ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

দৈত্যবালকসকলের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ।

দিব্যোপদেশেন বহূন্ সুরারীন্,
কৃতার্থতাং যঃ কৃপয়া নিনায়।
তং কৃষ্ণ-ভক্ত-প্রবরাগ্রগণ্যং
কায়াধবং সাঞ্জলিবন্ধমীড়ে ॥ ১

শ্রীরাম কহেন প্রভু কহ তার পর।
প্রহ্লাদ-চরিতে তৃপ্ত না হয় অন্তর ॥ ২
অগস্ত্য কহেন শুন শুন রঘুরাজ।
প্রহ্লাদ করিলা তার পরে যেই কাজ ॥ ৩
গৃহে আইসেন যবে দৈত্যেন্দ্র-নন্দন।
পথে তাঁর নানা ভাব হয় উদ্দীপন ॥ ৪
স্মরণ করিয়া সেই কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য।
কভু প্রেমে স্তব্ধ হয়্যা রহে ভক্তবর্য্য ॥ ৫
কভু তাঁর বিরহেতে হন খিন্নচিত।
পুনর্ব্বার হৃদয়ে দেখিয়া আনন্দিত ॥ ৬
কভু কৃষ্ণ দর্শনেতে নিজে ধন্য মানি।
কহিছেন কি ভাগ্য কি ভাগ্য এই বাণী ॥ ৭
কভু উর্দ্ধবাহু করি করতালী দিয়া।
নাচিছেন প্রেমরসে উন্মত্ত হইয়া ॥ ৮
কভু প্রেম-রসে অতি নিমগ্ন-অন্তর।
গাইছেন নামমালা গদগদ-স্বর ॥ ৯

জয় জয় নারায়ণ, শ্রীবৈকুণ্ঠ জনার্দ্দন,
চতুর্ভুজ শ্রীমধুসূদন।
কৃষ্ণ বিষ্ণো দামোদর, লক্ষ্মীনাথ চক্রধর,
গদাধর কমললোচন ॥ ১০
জয় জয় পদ্মাপতি, যোগিধ্যেয় যোগি-গতি,
গোবিন্দ মাধব পীতাম্বর।
বিষ্বক্‌সেন চক্রপাণি, বেদগর্ভ মহাজ্ঞানী,
ভক্ত-কল্পতরু ধরাধর ॥ ১১
জয় জয় প্রভু শেষ, সত্যব্রত হৃষীকেশ,
মুর-রিপু বৈকুণ্ঠ-সদন।
দনুজারি ত্রিবিক্রম, মধু-রিপু নরোত্তম,
পদ্ম-নাভ গরুড়বাহন ॥ ১২

জয় জয় বিশ্ব-স্রষ্টা, বিশ্ব-ভর্ত্তা বিশ্ব-দ্রষ্টা,
বিশ্ব-নাথ বিশ্ব-সংহরণ।
কেশব পুরুষোত্তম, মহাকাল মহাযম,
পুষ্করাক্ষ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥ ১৩
জয় জয় অপ্রমেয়, অবিচিন্ত্য অবিজ্ঞেয়,
বৃষাকপি অক্ষয় অব্যয়।
অনাদি-নিধন ধাতা, ভাগবত-জন-ত্রাতা,
লোকাধ্যক্ষ সর্ব্বলোকাশ্রয় ॥১৪
এইরূপ নাম-গান করিতে করিতে।
আসিছেন শ্রীপ্রহ্লাদ আনন্দিত চিতে ॥ ১৫
তাঁরে দেখি দুই চারি রাজ-ভৃত্যজন।
রাজার নিকটে গিয়া করে নিবেদন ॥ ১৬
মহারাজ দেখিলাম একি চমৎকার।
প্রহ্লাদ আসিছে পুন নগর-মাঝার ॥ ১৭
একি কিরূপেতে নাগপাশ ঘুচাইল।
কিরূপে বা তত গিরি দূরেতে ফেলিল ॥ ১৮
তাহা শুনি অধোমুখ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
হিরণ্যকশিপু ভাবে সাধ্বস পাইয়া ॥ ১৯
কি করিব এ দুষ্টেরে বধিব কিরূপে।
ফেলাইল মোরে এহ মহাচিন্তা-কূপে ॥ ২০
করিলাম বধিবারে বিবিধ উপায়।
কিন্তু নিজ-বলে মুক্ত হইল তাহায় ॥ ২১
করিলাম যাবত ইহার অপকার।
বিস্মৃত না হবে তাহা এই দুরাচার ॥ ২২
বয়সে বালক বটে কিন্তু মহাজ্ঞানী।
না ভুলিবে আমার সে সব কটুবাণী ॥ ২৩
অতএব এই বাদে ইহার সহিতে।
বুঝিয়ে আমার মৃত্যু পারয়ে হইতে ॥ ২৪
কিম্বা বিধিবরে আমি হয়্যাছি অক্ষয়।
অতএব মরণ না হইতে পারয় ॥ ২৫
এইরূপ চিন্তা করে দিতির তনয়।
তাহা দেখি ষণ্ডামর্ক তার প্রতি কয় ॥ ২৬
মহারাজ জিনিয়াছ তুমি ত্রিভুবন।
নাহি দেখি তব কিছু চিন্তার কারণ ॥ ২৭
এইত বালক হয় অজ্ঞান-ভাজন।
কি কর ইহার গুণ-দোষ-বিবেচন ॥ ২৮
নাহি আইসেন পিতা মোদের যাবত।
ইহারে রাখিয়ে লয়্যা আমরা তাবত ॥ ২৯
তিঁহ আইলের পরে কৃপায় তাঁহার।
প্রহ্লাদ হইবে ভাল তেজি দুরাচার ॥ ৩০
তাহা শুনি হিরণ্যকশিপু পুন কয়।
কর বিবেচনা করি যাহা ভাল হয় ॥ ৩১
যাবত শ্রীগুরু না করেন আগমন।
তোমরাই তত দিন করাবে শিক্ষণ ॥ ৩২
এত শুনি ষণ্ডামর্ক যে আজ্ঞা বলিয়া।
গেল দৈত্যরাজকাছে বিদায় হইয়া ॥ ৩৩
প্রহ্লাদ-নিকটে গিয়া তারা দুই জন।
কহিতে লাগিলা অতি মধুর বচন ॥ ৩৪
প্রহ্লাদ কহিলা আমাদিগে দৈত্যপতি।
লয়্যা যাও প্রহ্লাদেরে তোমরা সম্প্রতি ॥ ৩৫
যদ্যপি সে করে নীতি-শাস্ত্রের অভ্যাস।
তবে আর তারে আমি না করি বিনাশ ॥ ৩৬
অতএব চল তুমি আমাদ্দের ঘরে।
পঢ় গিয়া রাজনীতি-শাস্ত্র সমাদরে ॥ ৩৭
ইহা করিলেই যদি রাজা পান প্রীত।
তোমারও তাহাই করিতে সমুচিত ॥ ৩৮
এত কহি প্রহ্লাদের করেতে ধরিয়া।
ষণ্ডামর্ক গেলা নিজ-ভবনে লইয়া ॥ ৩৯
প্রীতি করি রাখি তাঁরে তারা দুইজন।
নীতিশাস্ত্র-সকল করায় অধ্যয়ন ॥ ৪০
তিঁহও পঢ়েন মাত্র তারা যেই কয়।
কিন্তু তাঁর মনে তাহা লগ্ন নাহি হয় ॥ ৪১
যবে তারা যায় গৃহকর্ম্ম করিবারে।
তবে দৈত্য-বালক-সমূহ কহে তাঁরে ॥ ৪২
রাজপুত্র খেলিবারে তোমার সহিত।
আমাদ্দের মন হয় বড় উৎকণ্ঠিত ॥ ৪৩
পাইয়াছি এক্ষণ সকলে অবকাশ।
অতএব করি আস্ত কৌতুক বিলাস ॥ ৪৪
তাহা শুনি প্রহ্লাদ করিয়া মৃদুহাস।
কহিতে লাগিলা তা সবারে মিষ্টভাষ ॥ ৪৫
সখা সব শুন কিছু আমার বচন।
ক্রীড়াবেশে কেন কর সময় যাপন ॥ ৪৬
অনিত্য মনুষ্যদেহ অল্পকাল স্থায়ী।
যোগ্য নহে বৃথা কালক্ষেপ তাহা পায়ি ॥ ৪৭
দেখ দেখ একশত বৎসর প্রমাণ।
পরমায়ু হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে করে গান ॥ ৪৮

তাহার অর্দ্ধেক হয় রজনীসকলে।
বৃথা যায় তাহা নিদ্রা-মদন-কন্দলে ॥ ৪৯
অর্দ্ধেক সময় ক্রীড়া ভোগ-অর্থার্জ্জনে।
বৃথাই গোঁয়ায় যাবদীয় অজ্ঞজনে ॥ ৫০
অতএব বিবেচক হবে যেই জন।
করিবে সে সাবধানে হিত-আচরণ ॥ ৫১
যেহেতুক দুর্লভ মানুষ-জন্ম হয়।
দৈবে তাহা পাই যোগ্য নহে বৃথা ক্ষয় ॥ ৫২
অতএব তোরা সবে ছাড়ি ক্রীড়াবেশ।
কর যত্ন করি নিজ হিতের উদ্দেশ ॥ ৫৩
প্রহ্লাদের বাণী শুনি প্রসঙ্গ-হৃদয়।
ভাগ্যবান কথোক বালক তাঁরে কয় ॥ ৫৪
রাজপুত্র জানিলাম আমরা নিশ্চয়।
হও তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ অতিশয় ॥ ৫৫
অতএব করি কিছু করুণা বিস্তার।
কহ যেই হিত হয় আমা সবাকার ॥ ৫৬
অসুরবালক-মুখে শুনি এত বাণী।
কহিতে লাগিলা শ্রীপ্রহ্লাদ মহাজ্ঞানী ॥ ৫৭
শুন শুন সখা সব হয়্যা একচিত।
অহিত-সংসার-মাঝে যেই হয় হিত ॥ ৫৮
যোগ্য দেহ পাই জীব বাল্যকালাবধি।
ভাগবত-ধর্ম্ম আচরিবে নিরবধি ॥ ৫৯
যাহা হৈতে পাই সর্ব্ব-দুঃখ-বিবর্জ্জিত।
সর্ব্বাধিক-সুখ ব্যয়-বিনাশরহিত ॥ ৬০
অতএব সেই ধর্ম্ম সাধিবে যতনে।
বিষয়-সুখেচ্ছা কভু না করিবে মনে ॥ ৬১
যেহেতু বিষয়সুখ থাকিলেই কায়।
জীব সব আয়াস বিনেও কভু পায় ॥ ৬২
যেন দুঃখ প্রার্থনা বিনেও লভ্য হয়।
তেন দেহ থাকিলেই হয় সুখোদয় ॥ ৬৩
সেহত বিষয়-সুখ উপাদেয় নয়।
অল্পকাল-স্থায়ী নানা দোষের আশ্রয় ॥ ৬৪
এ লাগি বিষয়-সুখে ছাড়িয়া উদ্যম।
সাধন করহ সবে পরম ধরম ॥ ৬৫
যদি কহ করিব কিঞ্চিত কাল পরে।
তবে শুন শাস্ত্রবাক্য যাহে মোহ হরে ॥ ৬৬
গৃহে যদি একবার জন্ময়ে আসক্তি।
তবে তাহা ঘুচাইতে হয় কার শক্তি ॥ ৬৭
তাহে পুন স্নেহপাশে করয়ে বন্ধন।
কিরূপে হইবে তাহা হইতে মোচন ॥ ৬৮
আর এক বস্তু আছে ধন-নাম-ধর।
প্রাণ হইতেও যেহ হয় প্রিয়তর ॥ ৬৯
যে ধনের প্রাণ দিয়া করে উপার্জ্জন।
তস্কর বণিক আর যত ভৃত্যজন ॥ ৭০
দেখ দেখ প্রাণ যাহে ইহা না গণিয়া।
ধন হরিবারে যায় চোর লুব্ধহিয়া ॥ ৭১
বণিক্ মরণ-ভয় করি উপেক্ষণ।
ধন লাগি দূর দেশে করয়ে গমন ॥ ৭২
ভৃত্য সব আপন প্রাণেও দিয়া ক্লেশ।
ধন লাগি স্বামি-সেবা করে সবিশেষ ॥ ৭৩
হেন ধনে যদি লাগে মন একবার।
তাহা আকর্ষিতে তবে শক্তি হয় কার ॥ ৭৪
তাহে পুন মিলে আসি গৃহিণী সুন্দরী।
যারে শাস্ত্রে কহে ভববন্ধ-পাশ করি ॥ ৭৫
তাহার অধর-রস মধুর ভাষণ।
আস্বাদিলে ভুলিবারে পারে কোন্ জন ॥ ৭৬
তাহে পুন জন্মে আসি তনয়াতনয়।
যাহাদের কল-বাক্যে হরয়ে হৃদয় ॥ ৭৭
সেই সব দারাপত্য-বান্ধব-ভবন।
ভাবি ভাবি সদা মগ্ন হয় তাহে মন ॥ ৭৮
সেই মন তাহা হৈতে উঠিতে না পারে।
মতঙ্গজ পড়ি যেন পঙ্কের পাথারে ॥ ৭৯
তাহে পুন নানা কর্ম্ম করি বদ্ধ হয়।
কোষকারী কীট যেন করিয়া আলয় ॥ ৮০
তাহে পুন মহাবল ইন্দ্রিয়-সকল।
পিয়ায়্যা বিষয়-রস করয়ে পাগল ॥ ৮১
বিশেষতঃ জিহ্বা-লিঙ্গ-সুখ আস্বাদনে।
মুগ্ধ হয়্যা বৈরাগ্য না করে কভু মনে ॥ ৮২
তৎপর হইয়া করে কুটুম্ব-পোষণ।
নিজ পরমায়ুঃক্ষয় না করে গণন ॥ ৮৩
দেখিয়াও চোরের দুর্গতি নানামত।
কুটুম্ব-পোষণ লাগি চৌর্য্যে হয় রত ॥ ৮৪
এ লাগি বিষয়াবেশ করিতে নিবারি।
যে হেতু হইলে তাহা নিকসিতে নারি ॥ ৮৫
আর দেখ করিয়া দেখিলে বিবেচন।
বিষয়েতে সুখ নাহি হয় এক কণ ॥ ৮৬

দেখ প্রথমেতে জীব গর্ভে থাকে যবে।
কহিতে না পারি যেই দুঃখ পায় তবে ॥ ৮৭
নড়িতে চড়িতে নারে উল্বেতে বেষ্টিত।
বড় পক্ষী যেন ক্ষুদ্র-পিঞ্জরে নিহিত ॥ ৮৮
তাহে যবে মাতা খায় উষ্ণ-কটু-ক্ষার।
তাহার পরশে মহাপীড়া হয় তার ॥ ৮৯
মল-মূত্র বসা-গর্ত্তে পড়িয়া থাকয়।
তাহে পুন নানাজাতি ক্রিমিতে দংশয় ॥ ৯০
প্রসব-সময়ে সেহ পায় যে যন্ত্রণা।
তাহা ভাবিলেও মনে পাইয়ে বেদনা ॥ ৯১
পরে বাল্য-অবস্থা করিলে বিবেচন।
কিছুমাত্র সুখ-গন্ধ না হয় দর্শন ॥ ৯২
দেখ যবে রহে সেহ শুতিয়া শয্যায়।
উকণী মশক-দংশ-ছারে তারে খায় ॥ ৯৩
নাহি পারে সে সবারে করিতে বারণ।
করে মাত্র অতিশয় দুঃখেতে ক্রন্দন ॥ ৯৪
খাইবারেঃনাহি পারে ক্ষুধার সময়।
ব্যামোহ হইলে কহিবারে না পারয় ॥ ৯৫
পরে উপস্থিত হয় বয়স পৌগণ্ড।
তাহে পড়াইতে পিতা সদা করে দণ্ড ॥ ৯৬
সে কালেতে খেলা মাত্র পরম অভীষ্ট।
তাহা না করিতে পাই সদা হয় ক্লিষ্ট ॥ ৯৭
তাহার পরেতে হয় যৌবন-উদয়।
যাহে পরকাশে কাম-আদি দোষ-ছয় ॥ ৯৮
তাহাতে যদ্যপি নিজে না হয় সুন্দর ॥
তভু আপনারে মানে অতি মনোহর ॥ ৯৯
যদি কেহ করে তার স্বরূপ বর্ণন।
তবে মহাকোপানলে পোড়ে তার মন ॥ ১০০
যদি বিদ্যা নাহি হয় তবে মহাদুখ।
হইলেও অন্যে শ্রেষ্ঠ দেখিয়া অসুখ ॥ ১০১
যদ্যপি বিদ্যায় কভু পায় পরাভব।
তবে দুঃখ পায় সেহ অতি অসম্ভব ॥ ১০২
যদি ধন নাহি হয় অদৃষ্টের ফলে।
পুড়িতে থাকয়ে সদা দুঃখ-দাবানলে ॥ ১০৩
পাইয়াও ধন যদি অন্যে দেখে ধনী।
আপনার মৃত্যু বলি মানয়ে তখনি ॥ ১০৪
যদি কভু ধনের বিনাশ ব্যয় হয়।
তবে আপনার নাশ বলিয়া মানয় ॥ ১০৫
গুণী ধনী হইয়াও না হয় বিবাহ।
তবে ভাবনাতে সদা হয় মন দহ ॥ ১০৬
যদি ভাগ্যবলে হয় বিবাহ ঘটনা।
সুন্দরী না হল্যে সেহ অধিক যন্ত্রণা ॥ ১০৭
সুন্দরী হয়্যাও যদি হয় দুষ্টমতি।
সেদুঃখ কহিতে নারি পারে বাচস্পতি ॥ ১০৮
সুন্দরী সুশীলা কিন্তু না হয় সন্তান।
সেহ ভার্য্যা হয় সদা দুঃখের নিদান ॥ ১০৯
যদি দৈবযোগে তাহে জন্মায় নন্দন।
সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন তার হিতের কারণ ॥ ১১০
সেহ যদি সুশীল সদ্‌গুণ নাহি হয়।
তবে সে দুঃখেতে সদা পোড়য়ে হৃদয় ॥ ১১১
আর সেই স্ত্রী-পুত্রাদি পোষণের লাগি।
ক্ষণমাত্র সুখ নাই সদা ক্লেশভোগী ॥ ১১২
তাহে পুন পুত্রাদিমরণ -শোকানলে।
মধ্যে মধ্যে প্রাণ-মন কলেবর জ্বলে ॥ ১১৩
এইরূপে যৌবনে ভুঞ্জিয়ে বহু ক্লেশ।
বার্দ্ধক দশাতে পায় উদ্বেগ বিশেষ ॥ ১১৪
নাহি থাকে পূর্ব্বমত ইন্দ্রিয় পাটব।
অতএব ভুঞ্জিতে না পারে ভোগ সব ॥ ১১৫
জরাতে বিরূপ হয় সব কলেবর।
তাহে পুন রোগগণে করয়ে জর্জ্জর ॥ ১১৬
এইরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে।
কিছু মাত্র সুখ নাই সংসার-অখিলে ॥ ১১৭
অতএব তোরা তেজি বিষয় আবেশ।
সেবহ পরম ধর্ম্ম যাহে যাবে ক্লেশ ॥ ১১৮
প্রহ্লাদের মুখে শুনি এ সব বচন।
অসুর-সকল তাঁরে করে জিজ্ঞাসন ॥ ১১৯
রাজপুত্র তুমি আর মোরা যত জন।
মোসবার গুরু হন শুক্রের নন্দন ॥ ১২০
ইহা দোঁহা বিনে আর অন্যজন-ঠাঁই।
তুমি আর মোরা কভু কিছু শিখি নাই ॥ ১২১
যে কালে থাকিতে তুমি মাতার নিকটে।
সে কালেও অন্যগুরু-সঙ্গ নাহি ঘটে ॥ ১২২
তবে কার স্থানে তুমি শিখিলে এ সব।
ভার্গব-নন্দনে যাহা না হয় সম্ভব ॥ ১২৩
অতএব জন্মাইতে মোদের বিশ্বাস।
কহ তুমি এই কথা করিয়া প্রকাশ ॥ ১২৪

কহিছ পরম ধর্ম্ম মোদিগে করিতে।
তাহার কি রূপ তাও হইবে কহিতে ॥ ১২৫
অসুর-বালক-সকলের কথা শুনি।
কহিতে লাগিলা শ্রীপ্রহ্লাদ মহামুনি ॥ ১২৬
সখা সব শুন তোরা হয়্যা একমন।
যেরূপে কর্য্যাছি আমি এসব শিক্ষণ ॥ ১২৭
আমার জনক গেলে তপস্যা করিতে।
দেবগণ আল্য দৈত্য সহিত যুঝিতে ॥ ১২৮
তাহা দেখি দানব সকল ভীতমন।
ধন-পরিজন তেজি করে পলায়ন ॥ ১২৯
তাহা দেখি হরষিত-চিত দেবগণ।
রাজার ভাণ্ডার ঘর করিল লুণ্ঠন ॥ ১৩০
দেবরাজ আমার মাতারে নিরখিয়া।
চলিলেন তাঁর কেশে ধরিয়া লইয়া ॥ ১৩১
হেনকালে নারদ আসিয়া উপস্থিত।
কহিলেন দেবরাজে এ-কি অনুচিত ॥ ১৩২
বাসব কহিলা গর্ভ আছয়ে ইহার।
দেখিতেছি তেজ যার অতি পরিষ্কার ॥ ১৩৩
অতএব প্রসব হইলে তারে মারি।
ছাড়ি দিব আমি এই অসুরের নারী ॥ ১৩৪
নারদ কহিলা এই শ্রীকৃষ্ণের দাস।
করিতে নারিবে কভু ইহারে বিনাশ ॥ ১৩৫
তবে ইন্দ্র মোর মায়ে পরিত্যাগ করি।
প্রদক্ষিণ করি গেলা আপন-নগরী ॥ ১৩৬
নারদ মাতারে মোর করি আশ্বাসন।
আপন আশ্রমে লয়্যা করিলা রক্ষণ ॥ ১৩৭
মাতা মোর শুভ আর প্রসব ইচ্ছায়।
বাসনা করিলা সদা সেবনে তাঁহায় ॥ ১৩৮
পরম কৃপালু মুনি আশয় জানিয়া।
মাতার সে দুই ইষ্ট দিলেন সাধিয়া ॥ ১৩৯
আমার উদ্দেশ করি জননীর প্রতি।
নানামত শাস্ত্রার্থ কহিলা মহামতি ॥ ১৪০
স্ত্রী-স্বভাব লাগি তাহা জননী ভুলিলা।
ঋষি-অনুগ্রহে মোর স্মরণে রহিলা ॥ ১৪১
এই ত কহিলুঁ নিজ শিক্ষা হৈল যথা।
এবে শুন পরম ধর্ম্মের কিছু কথা ॥ ১৪২
কায়-বাক্য-মানসের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়।
আনুকূল্যময় চেষ্টা পরধর্ম্ম হয় ॥ ১৪৩
সেহ বিশেষণ-ভেদে বিবিধপ্রকার।
তার মধ্যে নববিধ কহি সারাৎসার ॥ ১৪৪
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মৃতি সেবন অর্চ্চন।
পরণাম দাস্য সখ্য আত্ম-নিবেদন ॥ ১৪৫
এই নববিধ পরধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
ভক্তি বলি খ্যাতি যার শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ ॥ ১৪৬
তাহাতে শ্রবণ-পদে কহে শাস্ত্রগণ।
শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদি শ্রবণ ॥ ১৪৭
কীর্ত্তন কহিয়ে সেই সকলের গান।
স্মৃতি কহি মনে সেই সকলের ধ্যান ॥ ১৪৮
সেবা কহি পরিচর্য্যা বিধির প্রকার।
অর্চ্চন-পদেতে পূজা শাস্ত্র-অনুসার ॥ ১৪৯
পরণাম অষ্টাঙ্গাদি রূপেতে বন্দন।
দাস্য আমি কৃষ্ণ-দাস বলিয়া মনন ॥ ১৫০
সখ্য আমি কৃষ্ণ-সখা বলি অভিমান।
নবম শ্রীকৃষ্ণে নিজ দেহ দেহি দান ॥ ১৫১
এই নববিধ ভক্তি করিতে করিতে।
প্রেমভক্তি-জন্ম হয় সাধকের চিতে ॥ ১৫২
তার চিহ্ন এই শুনি কৃষ্ণগুণনাম।
নেত্রে অশ্রু অঙ্গেতে পুলক অবিরাম ॥ ১৫৩
কভু গায় নাচে কভু করয়ে ক্রন্দন।
কভু ধ্যান করে কভু হসিত-বদন ॥ ১৫৪
সেই প্রেমভক্তি রসে কৃষ্ণে বশ করি।
তাঁহার চরণ পায় ভবসিন্ধু-তরি ॥ ১৫৫
অতএব তেজি সব বিষয়-বাসনা।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ সেব ঘুচাত্যে যন্ত্রণা ॥ ১৫৬
যেহেতুক সর্ব্বেশ্বর হয়েন শ্রীহরি।
সংসার-কারণ মায়া তাঁর আজ্ঞাকারী ॥ ১৫৭
অতএব কৃষ্ণকৃপা বিনে এ সংসারে।
ভব-ক্লেশ ঘুচাইতে কেহ নাহি পারে ॥ ১৫৮
যদি কহ মোরা হই অসুর-সন্তান।
মো দিগে করিবা কৃপা কেন ভগবান্ ॥ ১৫৯
তবে শুন দেবতা অসুর যক্ষ নর।
পিশাচ গুহ্যক সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥ ১৬০
যেহ কেহ হকু কৃষ্ণে করিলে সেবন।
অবশ্য করিবা কৃপা তারে নারায়ণ ॥ ১৬১
তার সাক্ষী দেখ আমি অসুর-তনয়।
তথাপি করেন কৃপা মোরে দয়াময় ॥ ১৬২

দ্বিজত্ব দেবত্ব কুল ধন জ্ঞান জপ।
দান যজ্ঞ শৌচ ব্রত যোগাভ্যাস তপ ॥ ১৬৩
এ সকলে প্রীতি নাহি পান জনার্দ্দন।
ভক্তিমাত্রে প্রীতি তাঁর অস্থ বিড়ম্বন ॥ ১৬৪
অতএব তেজি ইহ-পরলোকে আশ।
হও সবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-পদ্ম-দাস ॥ ১৬৫
প্রহ্লাদের মুখে শুনি এতেক বচন।
অসুর-বালকেদের ফিরি গেল মন ॥ ১৬৬
প্রহ্লাদের ভক্তিবল করি নিরীক্ষণ।
পূর্ব্বাবধি ছিল তারা শ্রদ্ধান্বিতমন ॥ ১৬৭
তাহে পুন তাঁর স্থানে পাই উপদেশ।
শ্রীকৃষ্ণের ভজনেতে করিল আবেশ ॥ ১৬৮
তবে তারা গুরুবাক্যে আদর ছাড়িয়া।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করে সকলে মিলিয়া ॥ ১৬৯
কভু ষণ্ডামর্ক গিয়াছিল কর্ম্মান্তরে।
সেই কালে তারা সবে সঙ্কীর্ত্তন করে ॥ ১৭০
প্রহ্লাদেরে মধ্যে করি করতালি দিয়া।
সঙ্কীর্ত্তন করে সবে নাচিয়া নাচিয়া ॥ ১৭১

জয় জয় জয়, প্রভু কৃপাময়,
সকল-অমর-সার।
অমিত-শকতি, জগত-বসতি,
রক্ষা কর মো সবার ॥ ১৭২
এ ঘোর সংসার, বিষ-পারাবার,
অতিশয় ভয়ঙ্কর।
তাহাতে পড়িয়া, রয়্যাছি ডুবিয়া,
ভয়ে কাঁপে কলেবর ॥ ১৭৩
তাহে কাম-রোষ, আদি ছয় দোষ,
মকরেতে করে গ্রাস।
শোক মহাবল, বাড়ব-অনল,
দেখি পাই সদা ত্রাস ॥ ১৭৪
এই পারাবার, হইবারে পার,
না দেখি উপায় আর।
আছে একমাত্র, দিব্য যশপাত্র,
তোমার করুণা সার ॥ ১৭৫
তুমি সর্ব্বাশ্রয়, দীন-দয়াময়,
ভাগবতজন-গতি।
করি কৃপা-লেশ, এ দারুণ ক্লেশ,
ঘুচাও কমলাপতি ॥ ১৭৬

এইরূপে তাঁরা সবে করেন কীর্ত্তন।
হেন কালে আল্যা দুই শুক্রের নন্দন ॥ ১৭৭
দেখি তারা তাহাদের সে সব করণ।
দুই ভ্রাতা হৈল অতি সশঙ্কিত-মন ॥ ১৭৮
তবে দৈত্যবালক-সকলে সম্বোধিয়া।
কহিতে লাগিল তারা কুপিত হইয়া ॥ ১৭৯
অরে রে দানব-দৈত্য-বালক সকল।
করিল কে তো-সবারে এমত চঞ্চল ॥ ১৮০
একা প্রহ্লাদের দোষে অসুর-ভূপতি।
আদর না করে তেন মো-সবার প্রতি ॥ ১৮১
তাহে পুন শুনিলে তোদের এই রীতি।
করিবেক মো-সবারে অধিক অপ্রীতি ॥ ১৮২
অতএব কহ কহ করিয়া বিস্তার।
জন্মাইল বুদ্ধি-ভেদ কে তোমা-সবার ॥ ১৮৩
তাহা শুনি যাবদীয় অসুর-নন্দন।
হাসি হাসি ষণ্ডামর্কে কহে এ বচন ॥ ১৮৪
আমাদের বুদ্ধি-ভেদ করিল যে জন।
কি কারণে করিতেছ তার জিজ্ঞাসন ॥ ১৮৫
যেহেতুক সেহ নাহি হয় কদাচিত।
তোমাদের দণ্ডপাত্র না হও কুপিত ॥ ১৮৬
অসুর-বালক-বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ষণ্ডামর্ক প্রহ্লাদেরে জানিলা কারণ ॥ ১৮৭
তবে প্রহ্লাদের করে করিয়া ধারণ।
রাজার নিকটে লয়্যা গেল ভীত-মন ॥ ১৮৮
অগস্ত্যবদনে শুনি এ সব বচন।
রামচন্দ্র হল্যা অতি আনন্দিত-মন ॥ ১৮৯
দুইলোকে গাত যার শ্রীবংশীমোহন।
রাম-রসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ১৯০

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ডলীলা-বর্ণনে
প্রহ্লাদোপদেশশ্রবণ-বর্ণনো নাম
চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হিরণ্যকশিপু-বধ।

বিদারয়ন্নখাগ্রেণ হিরণ্যকশিপুদ্বিপম্।
বাল-প্রহ্লাদসংরক্ষী পায়াদ্বো নরকেশরী ॥ ১

শ্রীরাম কহেন প্রভু কহ তার পর।
অগস্ত্য কহেন শুন শুন রঘুবর ॥ ২
তবে প্রহ্লাদেরে লয়্যা যাইয়া সভায়।
ষণ্ডামর্ক নিবেদন করয়ে রাজায় ॥ ৩
মহারাজ মোরা আর তোমার তনয়ে।
রাখিবারে না পারিলুঁ আপন আলয়ে ॥ ৪
এ দুষ্টেরে লয়্যা গিয়াছিলুঁ পড়াবারে।
কিন্তু এহ বৈষ্ণব করিল সবাকারে ॥ ৫
অতএব কুলক্ষয় দেখি ভীত-চিত।
ইহারে আনিলুঁ ধরি কর যে উচিত ॥ ৬
এতেক বচন শুনি মহাক্রুদ্ধ-মতি।
হিরণ্যকশিপু কহে প্রহ্লাদের প্রতি ॥ ৭
দুষ্ট তোরে আমি হিত কহি বার বার।
কিন্তু তুমি নাহি মান বচন আমার ॥ ৮
আমি যদি হই কদাচিত ক্রুদ্ধ-মন।
তবে মোরে দেখিয়া কাঁপয়ে ত্রিভুবন ॥ ৯
এমন আমার আজ্ঞা করিছ লঙ্ঘন।
তুমি কি বলেতে কহ করিব শ্রবণ ॥ ১০
পিতার বচন শুনি হয়্যা যোড়কর।
প্রহ্লাদ কহেন তারে নির্ভয়-অন্তর ॥ ১১
মহারাজ জিজ্ঞাসিলে মোরে যেই বল।
সেহ বল নাহি হয় আমার কেবল ॥ ১২
সেই বলে আপুনি জিনিয়া ত্রিভুবন।
ভুঞ্জিছেন নানা ভোগ-বাসনা-যেমন ॥ ১৩
আর যত বলী আছে ভুবন মাঝার।
সেই মাত্র বল হয় তাহা সবাকার ॥ ১৪
অপর কি কব ব্রহ্মা-আদি দেবগণ।
সেই বলে হয়্যাছেন ঐশ্বর্য্য-ভাজন ॥ ১৫
সেইত সবার বল সর্ব্বেশ্বর হন।
তুমি তাহা নাহি জান অজ্ঞান-কারণ ॥ ১৬
তেজিয়া অসুর-ভাব শান্ত করি মন।
ঈশ্বর সহিত কর দ্বেষ-বিবর্জ্জন ॥ ১৭
আর সংসারেতে আছে যাবদীয় জন।
সে সকলে সমভাব করহ সাধন ॥ ১৮
যে হেতু সর্ব্বত্র সমভাব যে করয়।
তার প্রতি ঈশ্বরের বড় প্রীতি হয় ॥ ১৯
এ সব বচন শুনি প্রহ্লাদ-বদনে।
অতিশয় ক্রোধ হল্য দৈত্যপতি-মনে ॥ ২০
রক্তবর্ণ হল্য তার বদন-নয়ন।
নেত্র-কোণে বাহিরায় বহ্নি কণ কণ ॥ ২১
দন্ত কড়মড়ি করে করে কর ঘসি।
প্রহ্লাদেরে কহে পুন হস্তে ধরি অসি ॥ ২২
ওরে মূঢ় বুঝিলাম আমি তোর মন।
বাসনা করিছ তুমি নিশ্চয় মরণ ॥ ২৩
যে জনের নিকটেতে মৃত্যু উপস্থিত।
সেই কহে এই মত বাক্য অনুচিত ॥ ২৪
আমা হৈতে অন্য কহিতেছ যে ঈশ্বর।
কি নাম তাহার তার হয় কোথা ঘর ॥ ২৫
প্রহ্লাদ কহেন রাজা মোর যে ঈশ্বর।
অসংখ্য তাঁহার নাম বাক্য-অগোচর ॥ ২৬
কৃষ্ণ বিষ্ণু হরি জগদীশ নারায়ণ।
এই আদি করি গায় শ্রুতি-স্মৃতিগণ ॥ ২৭
তাঁর ঘর জিজ্ঞাসিলে এহ উপহাস।
যেহেতুক সর্ব্বত্রেই হয় তাঁর বাস ॥ ২৮
হিরণ্যকশিপু কহে যদি সব ঠাঁই।
থাকয়ে সে তবে কেন স্তম্ভে দেখি নাই ॥ ২৯
প্রহ্লাদ চাহিয়া স্তম্ভপানে দেখি হরি।
কহিছেন কৃতাঞ্জলি পরণাম করি ॥ ৩০
মহারাজ দেখ দেখ পাতিয়া নয়ন।
স্তম্ভের ভিতরে রয়্যাছেন নারায়ণ ॥ ৩১
হিরণ্যকশিপু তাঁরে না পায় দেখিতে।
প্রহ্লাদেরে পুন কহে কাঁপিতে কাঁপিতে ॥ ৩২
যদি স্তম্ভ-মাঝে আছে তোর নারায়ণ।
করুক দেখিয়ে তোর জীবন রক্ষণ ॥ ৩৩
এই আমি তোর মাথা কাটি খড়্গে করি।
রক্ষা করু তোরে তোর জগদীশ হরি ॥ ৩৪
এত কহি খড়্গ ধরি আসন হইতে।
হুঙ্কার করিয়া সেহ পড়িল ভূমেতে ॥ ৩৫

তথাপি তাহার পুত্র ভয়শূন্য মন।
করিছেন স্তম্ভ-মাঝে কৃষ্ণে নিরীক্ষণ ॥ ৩৬
তাহা দেখি আরো ক্রুদ্ধ হয়্যা দৈত্য-পতি।
প্রহার না করি পুন কহে তাঁর প্রতি ॥ ৩৭
ওরে মূঢ় কি দেখিছ এখনো স্তম্ভেতে।
রয়্যাছে কি তোর হরি উহার মধ্যেতে ॥ ৩৮
এত কহি সেই মণি-স্তম্ভের উপরি।
মারিলেক বজ্র হেন মুষ্টি দেব-অরি ॥ ৩৯
সেই মুষ্টিপাতে মধ্যে ভাঙ্গিল সে থাম।
উর্দ্ধখণ্ড ভূতলে পড়িল অনুপাম ॥ ৪০
উপস্থিত হল্য সন্ধ্যা হেনই সময়।
শাস্ত্রে যারে রাত্রি-দিন-ভিন্ন করি কয় ॥ ৪১
কিবা তবে সেই ক্ষণে সেই স্তম্ভের ভিতর।
হল্য অসম্ভব এক রব অতি ঘোরতর ॥ ৪২
তার উপমান দিতে স্থান তবে বুঝি হয়।
যদি এক ক্ষণে কোটি ঘনে গভীর গর্জ্জয় ॥ ৪৩
সেই ঘোর রব দিক সব ছাদন করিলা।
তাহে কূর্ম্ম-পতি ক্ষুব্ধমতি কাঁপিতে লাগিলা ॥৪৪
আর নাগপতি-ফণাততি লাগিলা ঘুরিতে।
দিক্-করি সব ঘোর রব লাগিল করিতে ॥ ৪৫
যত নাগকুল সমাকুল মুদিল নয়ন।
তারা নয়নেই করে যেই হেতুক শ্রবণ ॥ ৪৬
যত কুলাচল ধরাতল করে টলবল।
সাত পয়োনিধি অনবধি উছলয়ে জল ॥ ৪৭
যত নারী নর পাই ডর কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
পড়ে ভূমিতলে যেই স্থলে ছিল যে দাঁড়িয়া ॥৪৮
ছিল নানাস্থানে যোগাসনে যত যোগিগণ।
তারা তেজি ধ্যান হতজ্ঞান মহাক্ষুব্ধ-মন ॥ ৪৯
কিবা কব আর শ্রীঈশান পাঁচটী বদনে।
কন কি হইল কি হইল এই ঘনে ঘনে ॥ ৫০
যত স্বর্গিজন ভীত মন মূর্চ্ছিত হইল।
তাহা সবাকার ঘর দ্বার কাঁপিতে লাগিল ॥৫১
নিজে পদ্মাসন সনন্দন-সনক-সহিত।
কন একি হল্য একি হল্য কল্প উপস্থিত ॥ ৫২
কিবা কব আর চমৎকার অতি অঘটন।
কৈল সেই চণ্ড শব্দ অণ্ডকটাহ-ভেদন ॥ ৫৩
সেই সভাগত ছিল যত দৈতেয় দানব।
হল্য মূর্চ্ছাগত প্রায় হত প্রাণ তারা সব ॥ ৫৪

শুনি সেই ধ্বনি দৈত্যমণি চাহে চারি পাশে।
কে করিল এই শব্দ সেই দেখিবার আশে ॥৫৫
সেহ নিরখিতে নিরখিতে প্রভু নারায়ণ।
সেই স্তম্ভ হৈতে আচম্বিতে দিলা দরশন ॥ ৫৬
কিবা চমৎকার রূপ তাঁর অতি অনুপম।
মুখ সিংহাকার অঙ্গ আর মনুষ্যের সম ॥ ৫৭
অতি উচ্চতর কলেবর মহাভয়ঙ্কর।
কোটি-নিশাপতি-জ্যোতি জিনি কান্তি মনোহর
শিরে জটাজাল কালব্যাল জিনিয়া দোলয়।
যেন শম্ভুশিরে শোভা করে কাল সর্পচয় ॥ ৫৯
দ্রবীভূত-স্বর্ণতুল্য বর্ণ তিনটী লোচনে।
যাহা দেখি ভয় মগ্ন হয় এ তিন ভুবন ॥ ৬০
তাহে ভয়ঙ্কর উচ্চতর কুটিল ভ্রুকুটী।
মহা-কোপবেগে উর্দ্ধভাগে স্থির কর্ণ দুটী ॥ ৬১
কোপ-শ্বাসে চণ্ড নাসাদণ্ড অতি ভয়ঙ্কর।
গিরি-গুহা প্রায় মুখ তায় দন্ত ঘোরতর ॥ ৬২
মিলি সে বদন ঘনে ঘন ঘুরায়্যা রসন।
নিজ মুখপ্রান্ত রমাকান্ত চাটেন সঘন ॥ ৬৩
স্থূল গ্রীবাদেশে পরকাশে কত শত জটা।
জিনি করিশুণ্ড ভুজদণ্ড-সহস্রের ঘটা ॥ ৬৪
তাহে নখজাল মহাকাল-ত্রিশূল-সমান।
স্থূল বক্ষদেশ সবিশেষ ক্ষীণ মাঝাখান ॥ ৬৫
কটি অতি গুরু দুই উরু স্থূল মনোহর।
চরণের তল সুকোমল কমল সুন্দর ॥ ৬৬
তাঁর চারি পাশে পরকাশে দৈত্য-ভয়ঙ্কর।
কিবা অস্ত্রগণ সুদর্শন-আদি মূর্ত্তিধর ॥ ৬৭
তাঁরে দেখি দিতি-পুত্র অতি চিন্তিত অন্তর।
কহে একি হরি অর্দ্ধহরি অর্দ্ধ অঙ্গ নর ॥ ৬৮
এই মূর্ত্তি ধরি মায়া করি বুঝি নারায়ণ।
মোরে নাশিবারে এই দ্বারে কৈল আগমন ॥
হকু তাহা হৈতে কি হইতে পারিবে আমার।
আমি বিধিবরে সবাকারে কর্য্যাছি সংহার ॥
কহি এত বাণী দৈত্যমণি সিংহনাদ করি।
তাঁর কাছে যায় মহাকায় এক গদা ধরি ॥ ৭১
তাহা নিরখিয়া দুঃখিয়া তার পুত্র কন।
ওগো মহারাজ মহারাজ না কর গমন ॥ ৭২
ইচ্ছা মাত্রে যার এ সংসার সব নষ্ট হয়।
তার সঙ্গে রণ কোন্ জন করে মহাশয় ॥ ৭৩

তেজি অস্থ-ততি দ্বেষমতি হয়্যা ভক্তিমান।
পড় প্রভু-পায় হবে যায় দুঃখ-পরিত্রাণ ॥ ৭৪
এত মহাজ্ঞানি-পুত্রবাণী শুনি দৈত্যরায়।
তাহে অনাদর করি নর-হরি-কাছে যায় ॥ ৭৫
সেহ বলবান্ গদাখান ঘন ঘুরাইয়া।
প্রভু-কলেবরে বারে বারে প্রহারে কুপিয়া ॥ ৭৬
তবে নরহরি হেলা করি প্রহার তাহার।
তারে ধরিলেন সর্পে যেন বিনতাকুমার ॥ ৭৭
সেহ মহাবল নিজ বল প্রকাশ করিয়া।
হল্য অচিরাত বহির্ভূত হস্ত ছাড়াইয়া ॥ ৭৮
তাহা দেবগণ দেখি ঘন-আড়েতে থাকিয়া।
অতি সশঙ্কিত ভীতচিত কি হলা বলিয়া ॥ ৭৯
সেহ দৈত্যরায় আপনায় নৃসিংহ হইতে।
জানি মহাবলী কুতুহলী হইল যুঝিতে ॥ ৮০
তবে খড়্গ চর্ম্ম ধরি কর্ম্মকার-শাণসম।
তাঁর চারি ধারে ঘুরে তাঁরে দেখায় বিক্রম ॥ ৮১
তাহা নিরীক্ষণ করি ক্ষণ-কাল নরহরি।
কৈলা অট্টহাস পরকাশ ঘোর শব্দ করি ॥ ৮২
সেই শব্দ শুনি দৈত্যমণি দেখি তেজভরে।
হয়্যা ভীতমন স্বনয়ন মুদিল নির্ভরে ॥ ৮৩
তারে নরহরি করে করি করিলা ধারণ।
যেন বিষধরে বেগে ধরে বিনতানন্দন ॥ ৮৪
তারে দ্বার দেশে আনি শেষে উরুতে রাখিলা
তার বক্ষোপরি নখে করি বিদার করিলা ॥ ৮৫
ইন্দ্র বজ্রধার চর্ম্ম যার ভেদিতে না পারে।
প্রভু হেলা করি নখে করি বিদারিলা তারে ॥ ৮৬
পরে প্রহ্লাদের জনমের আধার বলিয়া।
তার অন্ত্রজাল কণ্ঠমাল করিলা লইয়া ॥ ৮৭
তার রক্তকণ জটাগণ বদনে লাগিলা।
তাহে করী মারি যেন হরি শোভিত হইলা ॥ ৮৮
কোপে ঘূর্ণমান তিনখান নয়ন তাহায়।
মিলি স্ববদন বিলেহন করেন জিহ্বায় ॥ ৮৯
তবে দৈত্যপতি-অবহতি করি নিরীক্ষণ।
তার ভৃত্য-ততি হল্য অতি-শয় ক্রুদ্ধ-মন ॥ ৯০
তারা করি দাপ ধরি চাপ ছাড়ে তীক্ষ্ণ তীর।
নানা অস্ত্রগণ বরিষণ করে সব বীর ॥ ৯১
তাহা দেখি হরি ত্যাগ করি দিতির নন্দনে।
তাহা সবাকারে বধিবারে যান ক্রুদ্ধ-মনে ॥ ৯২

নিজ বাহুগণ বিক্ষেপণ করি চারিদিকে
নখ-অস্ত্রে করি নরহরি বধেন তাদিকে ॥ ৯৩
নাসা-বায়ু-তাঁর দেহে যার পায় পরশন।
তারে উড়াইয়া ফেলে নিয়া মশকে যেমন ॥ ৯৪
প্রভু স্বসেবক-বিদ্বেষক প্রতি রোষাবেশে।
নিজে মাতিছিলা ভুলিছিলা নিজে সবিশেষে ॥
তেঁই তাঁর দৃষ্টি তেজ-বৃষ্টি দেখি গ্রহগণ।
তারা ম্লানি পাই ঠাঁই ঠাঁই রহে অচেতন ॥ ৯৬
তাঁরা জটাগণস্পর্শে ঘনসমূহ পড়য়।
স্বর্গি-রথ যত জটাহত হইয়া ঘুরয় ॥ ৯৭
শ্বাসে নাসিকার পারাবার সব ক্ষোভ পায়।
শুনি সিংহরব কান্দে সব দিগ্গজ তাহায় ॥ ৯৮
তার পদভরে থর থরে কাঁপে ধরাতল।
আর অঙ্গবায় উড়ি যায় কত কুলাচল ॥ ৯৯
তাঁর অঙ্গভায় নাহি ভায় দিগন্ত গগন।
হল্য জ্ঞানহত যেন মৃত সকল ভুবন ॥ ১০০
তবে এই মতে দিতিসুতে তার ভৃত্যগণে।
প্রভু লক্ষ্মীপতি রঘুপতি নাশিলেন ক্ষণে ॥ ১০১
তার পরে প্রভু বিবেচনা করি মনে।
বসিলেন হিরণ্যকশিপু-সিংহাসনে ॥ ১০২
যেহেতুক না হইলে তাঁহার প্রসাদ।
সে আসনে না বসিত কদাচ প্রহ্লাদ ॥ ১০৩
কোপাবেশে মধ্যে মধ্যে করেন হুঙ্কার।
রক্তনেত্রে দশদিকে চান বার বার ॥ ১০৪
তাঁর ক্রোধাবেশ দেখি অতি ভীতমন।
কেহ না করিতে পারে নিকটে গমন ॥ ১০৫
অপর কি কব ব্রহ্মা-আদি দেবচয়।
তাঁহারাও নিকটে আসিতে না পারয় ॥ ১০৬
কিন্তু আদি-দৈত্যবধে আনন্দিত হয়্যা।
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব-উদ্যানেতে লয়্যা ॥ ১০৭
বাদকে বাজায় দিব্য বিচিত্র বাজনা।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে সুরাঙ্গনা ॥ ১০৮
পরে দেবগণ আর উপদেবগণ।
কিছু কাছে গিয়া করে প্রভুর স্তবন ॥ ১০৯
জয় জয় জনার্দ্দন, জগতের সংহরণ,
সৃজন-পালন-কেলিকারী।
দুষ্টজন-দণ্ডধর, সেবক-রক্ষণ কর,
ভক্তজন-দুঃখশোকহারী ॥ ১১০

প্রহ্লাদের দেখি ক্লেশ, কৃপা করি সবিশেষ,
তার বাক্য সত্য করিবারে।
স্তম্ভে করি আবির্ভাব, আপন ব্যাপকভাব,
দেখাইলে সকল সংসারে ॥ ১১১
সত্য রাখিবারে বর, অর্দ্ধ-হরি অর্দ্ধ-নর,
মুরতি করিয়া পরকাশ।
রাখি নিজ উরুপরি, বিদারিয়া নখে করি,
এই দৈত্যে করিলে বিনাশ ॥ ১১২
এহ এই তিন লোকে, ডুবাইত দুঃখ শোকে,
করি সদা নানা উপদ্রব।
করিয়া ইহারে নাশ, খণ্ডিলে সবার ত্রাস
সুস্থির করিলে লোক সব ॥ ১১৩
অদ্ভুত প্রভাবধাম, দেখি তব দিব্য ধাম,
হইলাম মোরা শুদ্ধগাত্র।
ভাগবত-জন-ত্রাতা, ভক্ত-ভক্তি-সুখদাতা,
মোসবারে কর কৃপা-পাত্র ॥ ১১৪
এইরূপে দূরে থাকি সবে স্তব করে।
কিন্তু কেহ যাইতে না পারয়ে নিয়ড়ে ॥ ১১৫
তবে লক্ষ্মী-নিকটে যাইয়া দেবগণ।
প্রভুর সান্ত্বন লাগি কৈলা নিবেদন ॥ ১১৬
তিঁহ করি অতিশয় কোপ নিরীক্ষণ।
করিতে নারিল তাঁর নিকটে গমন ॥ ১১৭
তবে ব্রহ্মা প্রহ্লাদেরে নিকটে ডাকিয়া।
কহিতে লাগিলা তারে প্রণয় করিয়া ॥ ১১৮
বাপধন প্রহ্লাদ বৈষ্ণবচূড়ামণি।
যাহ একবার প্রভুনিকটে আপনি ॥ ১১৯
ক্রুদ্ধ হয্যাছেন প্রভু তব পিতা-প্রতি।
ইঁহারে সান্ত্বনা কর তুমিহ সম্প্রতি ॥ ১২০
তাহা শুনি শ্রীপ্রহ্লাদ যে আজ্ঞা বলিয়া।
প্রভুর নিকটে গেলা সুখিত হইয়া ॥ ১২১
প্রভুর আগেতে গিয়া হয্যা যোড়কর।
দণ্ডমত পড়িলেন ভূতল-উপর ॥ ১২২
পদ-মূলে প্রহ্লাদেরে পতিত দেখিয়া।
উঠিলেন প্রভু নিজে কৃপার্দ্র হইয়া ॥ ১২৩
করে করি ভুজে ধরি প্রহ্লাদে তুলিয়া।
আশীষ করিলা শিরে নিজ কর দিয়া ॥ ১২৪
তাঁর করস্পর্শ পাই দৈত্যেন্দ্র-নন্দন।
হইলেন পুলকিত সজল-নয়ন ॥ ১২৫
পরে প্রভু-চরণে অর্পিয়া চক্ষু মন।
স্তুতি আরম্ভিলা প্রেমে গদগদ-বচন ॥ ১২৬
প্রভু ব্রহ্মা-আদি দেব আর মুনিগণ।
সত্ত্ব-গুণ-প্রধান সকলে শুদ্ধমন ॥ ১২৭
তাঁহারাও স্তবেতে সমর্থ নহে যার।
সে তুমি কি তুষ্ট হবে স্তবেতে আমার ॥ ১২৮
যেহেতুক আমি হই অসুর-সন্তান।
রজোগুণ তমোগুণ-কামাদি প্রধান ॥ ১২৯
অতএব তব স্তবে সাহস না করি।
কিন্তু একমাত্র হৃদয়েতে আশা ধরি ॥ ১৩০
জন্ম-কুল-বিদ্যা আদি যত গুণগণ।
সে সব না হয় তব সন্তোষ-কারণ ॥ ১৩১
একমাত্র শুনি বেদ-পুরাণে নির্দ্ধার।
আপুনি করহ মাত্র ভক্তি অঙ্গীকার ॥ ১৩২
ইহা না হইলে সেই গজরাজ-প্রতি।
কোন্ গুণে কৃপা করিছিলে লক্ষ্মীপতি ॥ ১৩৩
অতএব ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ হইতে।
আমি শ্রেষ্ঠ মানি ভক্তিভাজন পতিতে ॥ ১৩৪
যেহেতুক ভক্তিহীন হয় যে ব্রাহ্মণ।
সে নিজে শোধিতে নারে রহু অন্য জন ॥ ১৩৫
চণ্ডাল যদ্যপি তোহে ভক্তিমান্ হয়।
সে কুল-সহিত নিজে শোধিতে পারয় ॥ ১৩৬
অতএব যদি হই অসুর-সম্ভব।
ভক্তির সাহসে তভু করি কিছু স্তব ॥ ১৩৭
করুণা করিয়া মোরে তাহা একবার।
শ্রবণ-গোচর কর কৃপাপারাবার ॥ ১৩৮
জয় জয় নারায়ণ, যোগিজন-প্রাণধন,
নিরঞ্জন মায়া-গুণাতীত।
সত্য-সুখ-জ্ঞান-দেহ বিচিত্র-শকতিদেহ,
অপার অনন্ত বেদগীত ॥ ১৩৯
আছ ব্যাপি এ সংসার, তভু তব সাক্ষাৎকার,
করিতে না পারে কোন জন।
তুমি মাত্র যার প্রতি, হও সকরুণ-মতি,
তবে দেখা পায় সেইজন ॥ ১৪০
কভু ভক্তে কৃপা করি, অভিমত রূপ ধরি,
সংসারেতে কর পরকাশ।
সেই ভক্ত-গুণে তব, যাবদীয় লোক সব,
নেত্রে দেখে তোমার বিলাস ॥ ১৪১

তুমি কৃপা-রত্নাকর, ভক্তরক্ষা-ব্রত-ধর,
ভক্তবশ ভক্তের জীবন।
সর্ব্বজীবে হও সম, তবু করি পরিশ্রম,
কর সদা ভক্তের রক্ষণ ॥ ১৪২
দেখ তব দাস-দাস, দাস-দাস-অনুদাস,
হইবারে যোগ্য নহি আমি।
তবু মোর রক্ষা লাগি, নিজে হয়্যা শ্রমভাগী,
দৈত্যবরে বাঁধিলেন স্বামী ॥ ১৪৩
আর দেখ কৃপাময়, কোথা রজস্তমোময়,
আমি হই অসুর-কোঙর।
কোথা শিব-পদ্মালয়া, সুদুর্ল্লভ তব দয়া,
যাহে শিরে দিলে পদ্মকর ॥ ১৪৪
অতএব আপনারে, আমি মানি এ সংসারে,
কৃতার্থ পরম ভাগ্যবান্।
মহানন্দে মহোদধি, মধ্যে ভাসি নিরবধি,
প্রভু ভাগবত-জন-প্রাণ ॥ ১৪৫
অতএব আমি কিছু না করি প্রার্থন।
অন্য লাগি মাত্র করি এক নিবেদন ॥ ১৪৬
তব এই রূপ দেখি এ তিন ভুবন।
হইয়াছে অতিশয় ভয়ে ক্ষুব্ধ-মন ॥ ১৪৭
অপর কি কব বিধি প্রভৃতি অমর।
হয়্যাছেন তব কোপ দেখিয়া কাতর ॥ ১৪৮
অতএব কোপ-বেগ কর সম্বরণ।
নিজ ভৃত্য সকলেরে করহ সান্ত্বন ॥ ১৪৯
এতেক বচন শুনি মৃদু হাস্য করি।
প্রহ্লাদে কৌতুক করি কহেন নৃহরি ॥ ১৫০
বাপধন পিতামহ-আদি দেবগণ।
মোর যেই রূপ দেখি হল্যা ভীত-মন ॥ ১৫১
তুমিহ বালক হয়্যা সেরূপ দেখিয়া।
কি করি আইলে কাছে সাহস করিয়া ॥ ১৫২
প্রহ্লাদ কহেন প্রভু এরূপ দেখিয়া।
কিছু মাত্র ভয় নাহি পায় মোর হিয়া ॥ ১৫৩
যেন সিংহ গজে বধি হৈলে ভয়ঙ্কর।
তাহার বালক দেখি নাহি পায় ডর ॥ ১৫৪
এক মাত্র আছে মোর ভয়ের কারণ।
এইত সংসার তব মায়া-বিরচন ॥ ১৫৫
অতএব কৃপা করি নাশ এই ত্রাসে।
ডাকিয়া লইয়া নিজ পাদপদ্ম-পাশে ॥ ১৫৬
সেহ ভয় নাহি করি আপন লাগিয়া।
কিন্তু ভবমগ্ন-জীব-সমূহে দেখিয়া ॥ ১৫৭
যদি কহ তুমি এই ভব-পারাবার।
কিরূপে তরিবে তবে শুন কথা তার ॥ ১৫৮
তব গুণাকথামৃত-পানে মগ্ন-মন।
তরিব সংসারে আমি গোষ্পদ যেমন ॥ ১৫৯
অতএব যদি মোরে নাও নিজ কাছে।
আগে নাও অন্য জনে আমি যাব পাছে ॥ ১৬০
যদি এ সকল জনে তুমি না তরাও।
আমারেও তবে মুক্তিপদ নাহি দাও ॥ ১৬১
কহ শুনি তরাইতে এই সব জনে।
কি তব প্রয়াস হয় না দেখি নয়নে ॥ ১৬২
যেই করে বিশ্ব-সৃষ্টি-পালন-সংহার।
তারে জীব-মুক্তিদান হয় কোন্ ভার ॥ ১৬৩
অতএব করুণা করিয়া এক লব।
ভব-দুঃখে মুক্ত কর এই জীব সব ॥ ১৬৪
প্রহ্লাদের মুখে শুনি এ সব বচন।
করিলেন নরহরি কোপ-সম্বরণ ॥ ১৬৫
চারিখানি মাত্র বাহু প্রকট রাখিয়া।
আর সব আচ্ছাদিলা যোগেতে করিয়া ॥ ১৬৬
তবে তাঁরে শান্ত দেখি যত দেবগণ।
নিকটে আসিয়া সবে করিলা বন্দন ॥ ১৬৭
তারপর শ্রীনৃসিংহ মহাতুষ্ট-মতি।
কহিতে লাগিলা কিছু প্রহ্লাদের প্রতি ॥ ১৬৮
বাপধন প্রহ্লাদ শুনিয়া তোর স্তব।
পাইলাম আমি প্রীতি অতি অসম্ভব ॥ ১৬৯
অতএব তোহে আমি দিব কিছু বর।
কহ কহ তাহা যাহে লাগয়ে অন্তর ॥ ১৭০
সার্ব্বভৌম-পদ কিম্বা পাতাল-সম্পদ।
ইন্দ্রাদি-ঐশ্বর্য্য কিম্বা পিতামহ-পদ ॥ ১৭১
অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি অথবা মুকতি।
যেই ইষ্ট হয় তাহা কহ মোর প্রতি ॥ ১৭২
এতেক বচন শুনি কয়াধু-সন্তান।
সে সকলে কৈল্য ভক্তি-বিঘ্ন বলি জ্ঞান ॥ ১৭৩
অতএব তাহা কিছু না করি প্রার্থন।
মৃদু মৃদু হাসি কৈলা পুনঃ নিবেদন ॥ ১৭৪
প্রভু স্বভাবেতে মোরা সদা লোভযুক্ত।
তাহে পুন প্রভু কেন করেন নিযুক্ত ॥ ১৭৫

আমিহ বিরক্ত হয়্যা যাবদীয় বরে।
করিয়াছি আশ্রয় কৃপালু প্রভুবরে॥ ১৭৬
আপুনিও চাহিছ যে মোরে বর দিতে।
সে কেবল এই ভৃত্য-লক্ষণ জানিতে॥ ১৭৭
অন্যথা তোমাতে ইহা অতি অঘটিত।
তুমি হও কৃপালু সকল-লোকহিত॥ ১৭৮
সেহ ভৃত্য নহে কহি বণিক্ তাহায়।
স্বামীর নিকটে যেহ নিজে ইষ্ট চায়॥ ১৭৯
স্বামীও না হয় সেহ মোর এই মন।
নিজ সুখ চাহি ভৃত্যে দেয় যেহ ধন॥ ১৮০
আপুনি আমার স্বামী আমিহ কিঙ্কর।
কেহ নাহি হই মোরা সকাম-অন্তর॥ ১৮১
অতএব রাজ-ভৃত্যে যেন ব্যবহার।
তোমাতে আমাতে নহে এমন প্রকার॥ ১৮২
অতএব আমি কিছু না করি প্রার্থন।
আপুনিও না করিবে কিছু সমর্পণ॥ ১৮৩
যদি মোরে অবশ্য দিবেন কিছু বর।
তবে দেহ হই যেন নিষ্কাম-অন্তর॥ ১৮৪
পুনঃপুন প্রণাম করিয়ে প্রভু পায়।
এই অনুগ্রহ কর আপুনি আমায়॥ ১৮৫
প্রহ্লাদের এত বাণী করিয়া শ্রবণ।
প্রভু করিলেন তাঁর প্রতি আজ্ঞাপন॥ ১৮৬
বাপধন যে কহিলে সব সত্য হয়।
আমার একান্তি-ভক্ত কিছু নাহি লয়॥ ১৮৭
তভু মোর বাক্যে তুমি এই মন্বন্তর।
নানা ভোগ ভুঞ্জ হয়্যা দৈত্যের ঈশ্বর॥ ১৮৮
লোক-শিক্ষা-লাগি কর ধর্ম্ম-আচরণ।
অনুরাগে কর সদা আমার ভজন॥ ১৮৯
দিব্য কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া ত্রিভুবনে।
পরেতে পাইবে তুমি আমার চরণে॥ ১৯০
তুমি যে করিলে মোর এই দিব্য স্তব।
ইহা পড়ি শুনি মুক্ত হবে লোক সব॥ ১৯১
প্রভুর আজ্ঞায় পাই কর্ম্মে অধিকার।
প্রহ্লাদ করেন নিজ অন্তরে বিচার॥ ১৯২
মোর পিতা করিতেন সদা কৃষ্ণে দ্বেষ।
কৃষ্ণভক্ত আমাতেও দ্বেষ সবিশেষ॥ ১৯৩
অতএব হন এহ সর্ব্বথা পতিত।
পতিতের প্রেত-কার্য্য করা অনুচিত॥ ১৯৪

অতএব প্রভু-কাছে করিয়া প্রার্থন।
পিতারে করিব এই দোষে বিমোচন॥ ১৯৫
এত ভাবি প্রভুরে করেন নিবেদন।
প্রভু এক বর আমি মাগিব এক্ষণ॥ ১৯৬
মোর পিতা শত্রু-বুদ্ধি করিয়া তোমারে।
সর্ব্বদা করিত নিন্দা বিবিধ প্রকারে॥ ১৯৭
তব ভক্ত মোর প্রতি করিছিলা রোষ।
সেই পাপে পূত কর ক্ষমা করি দোষ॥ ১৯৮
প্রহ্লাদের বাক্য শুনি প্রভু হাস্য করি।
তাঁর প্রতি কহিতে লাগিলা নরহরি॥ ১৯৯
বাপধন তুমি যার হয়্যাছ তনয়।
তার পাপ-শঙ্কা কদাচিত্তো নাহি হয়॥ ২০০
বৈষ্ণব-সন্তান হয় সংসারে যাহার।
একুইশ পুরুষ পবিত্র হয় তার॥ ২০১
তাও রহু মোর ভক্ত যে দেশেতে রয়।
মগধ হল্যেও সেই অতি শুদ্ধ হয়॥ ২০২
তুমি হও মোর ভক্তমধ্যেতে প্রধান।
নাহি হয় তোমার পিতার পাপ-ভান॥ ২০৩
তাহে পুন পাই মোর অঙ্গ-সংস্পর্শন।
হয়্যাছে সে অতিশয় পবিত্র-ভাজন॥ ২০৪
অতএব হয়্যা সব শঙ্কা-বিবর্জ্জিত।
করহ পিতার ক্রিয়া যে আছে বিহিত॥ ২০৫
আর এই সিংহাসনে বসি রাজা হয়্যা।
রাজত্ব করহ বেদ-বিজ্ঞ-বিপ্র লয়্যা॥ ২০৬
এত কহি লয়্যা নারদাদি মুনিগণে।
প্রহ্লাদের অভিষেক কৈলা সিংহাসনে॥ ২০৭
তবে শ্রীপ্রহ্লাদ বেদ-বিধি-অনুসারে।
করিলেন আপনার পিতার ক্রিয়ারে॥ ২০৮
প্রভুরে প্রসন্ন-মুখ দেখি পদ্মাসন।
নিকটেতে আসিয়া করেন নিবেদন॥ ২০৯
প্রভু দেব-দেব করি এই অবতার।
আমা সবা প্রতি প্রকাশিলে কৃপা-সার॥ ২১০
যদ্যপি আপুনি না হইতে অবতীর্ণ।
তবে এ দুষ্টেরে কেবা করিত বিদীর্ণ॥ ২১১
মোর স্থানে লয়্যা এহ সুদুষ্কর বরে।
অবধ্য হইয়াছিল সংসার-ভিতরে॥ ২১২
ইহারে বিনাশ করি রাখিলে সংসার।
রক্ষণ করিলে প্রিয়ভক্তে আপনার॥ ২১৩

তব এই মূর্ত্তি যেই স্মরণ করিবে।
তাহার সকল ত্রাস বিনাশ পাইবে ॥ ২১৪
ব্রহ্মার বচন শুনি কহেন শ্রীধর।
অসুরে না দিবে আর পুন হেন বর ॥ ২১৫
স্বভাবেতে অসুর সকল ক্রূরাশয়।
তাহে বর সর্পে সুধা-দান-তুল্য হয় ॥ ২১৬
এত কহি শ্রীনরকেশরী পদ্মাসনে।
গমন করিলা নিজ বৈকুণ্ঠভবনে ॥ ২১৭
এখানেতে ব্রহ্মা-আদি যাবত অমর।
প্রহ্লাদেরে আশ্বাসিয়া গেলা স্ব স্ব ঘর ॥ ২১৮
প্রভুর কৃপায় ইন্দ্র আদি দেবগণ।
পাইলেন নিজ নিজ ঐশ্বর্য্য-ভবন ॥ ২১৯
প্রহ্লাদ লইয়া নিজ জ্ঞাতি বন্ধু জনে।
করিতে লাগিলা রাজ্য আপন সদনে ॥ ২২০
তাঁহার রাজ্যেতে যত অসুর আছিল।
স্ব-স্বভাব ছাড়ি তারা ধার্ম্মিক হইল ॥ ২২১
এইত কহিলুঁ আমি তোহে যথাজ্ঞান।
দশানন-কুম্ভকর্ণ-পূর্ব্ব-জন্মাখ্যান ॥ ২২২
পূর্ব্বেতেই কহিয়াছি এ জন্মের কথা।
জান তাহা তাহাদিগে বধিয়াছ যথা ॥ ২২৩
তৃতীয় জন্মের কথা পারিয়ে কহিতে।
কিন্তু তাহা এক্ষণ নারিব প্রকাশিতে ॥ ২২৪
যেহেতুক প্রভুর আছয়ে নিবারণ।
বেদ-গুহ্য কথা না করিবে প্রকাশন ॥ ২২৫
এ সকল কথা আমি শ্রীভূষণ্ডিস্থানে।
শুনিছিলুঁ কহিলাম তোমা বিদ্যমানে ॥ ২২৬
এইত করিলুঁ তব প্রশ্নের উত্তর।
আর কি শুনিবে তাহা কহ রঘুবর ॥ ২২৭
অগস্ত্য-বদনে শুনি পূর্ব্বের বৃত্তান্ত।
হইলেন রামচন্দ্র আনন্দিত-স্বান্ত ॥ ২২৮
দুই লোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২২৯

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ডলীলাবর্ণনে
হিরণ্যকশিপু-বধ-শ্রবণ-বর্ণনো নাম
পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৫ ॥

পরিচ্ছেদ

ভূষণ্ডিকাক-চরিত্র-বর্ণন।

অদ্বৈতবাদং পরিহৃত্য যুক্ত্যা,
যো দ্বৈতবাদং সুদৃঢ়ং চকার।
তং রামপাদাম্বুজ-চঞ্চরীকং,
ভূষণ্ডিকাকং সততং নমামি ॥ ১

অগস্ত্য-বদনে শুনি পূর্ব্ব ইতিহাস।
শ্রীরাম কহেন তাঁরে সানন্দ-উল্লাস ॥ ২
প্রভু যে অপূর্ব্ব কথা করিলে বর্ণন।
করি নাই কখনো এ বৃত্তান্ত শ্রবণ ॥ ৩
ইহা শুনি পাইলাম মোরা যেই সুখ।
বর্ণিতে না পারি তাহা পাই কোটি-মুখ ॥ ৪
একমাত্র ইথে কিন্তু হইল সংশয়।
তাহা নিবারহ কৃপা করি মহাশয় ॥ ৫
কহিলেন আপুনি যে ভূষণ্ডি-বদনে।
এ সকল কথা আমি করয়াছি শ্রবণে ॥ ৬
কে হয়েন তিঁহ কোন্ স্থানে স্থিতি তাঁর।
কিরূপে বা হেন জ্ঞান হইল তাঁহার ॥ ৭
এ সকল কথা কহ করি বিবরণ।
ইহা শুনিবারে উৎকণ্ঠিত সব জন ॥ ৮
অগস্ত্য কহেন শুন শুন রঘুবর।
ভূষণ্ডির চরিত্র পরম মনোহর ॥ ৯
সুমেরু উত্তরে গিরি আছে নীল নাম।
কলি-বল নাই সেথা দিব্য পুণ্য-ধাম ॥ ১০
তাহাতে আছয়ে এক দিব্য সরোবর।
তার তীরে থাকেন ভূষণ্ডিকাক-বর ॥ ১১
বহু-কল্প-জীবী তিঁহ অজর অমর।
তব বাল-মন্ত্র-উপাসনাতে তৎপর ॥ ১২
তাঁর স্থানে আদি-দৈত্য-চরিত্র শুনিয়া।
পুছিলাম আমি তাঁরে বিনয় করিয়া ॥ ১৩
পক্ষি-বর যেই কথা কহিলে আমায়।
মুনি সকলেও ইহা নাহি জানে প্রায় ॥ ১৪
আপুনি কিরূপে জানিয়াছ এ বৃত্তান্ত!
তাহা শুনিবারে ইচ্ছা করে মোর স্বান্ত ॥ ১৫

শুনিয়া আমার স্থানে এত নিবেদন।
মোর প্রতি কহিলা ভূষণ্ডি সুখিমন ॥ ১৬
পূর্ব্বে এক কল্পে আমি কলির ভিতরি।
অযোধ্যাতে জন্মিছিলুঁ শূদ্র-দেহ ধরি ॥ ১৭
কায়মনোবাক্যে করি শিবের সেবন।
অন্য দেব সকলেরে করিয়ে নিন্দন ॥ ১৮
ধন-মদে মহামত্ত বাচাল নিতান্ত।
কুব-বুদ্ধি ক্রোধী লোভী মৎসর দুর্দ্দান্ত ॥ ১৯
যদ্যপি আছিল বাস অযোধ্যা-মাঝার।
তথাপি না জানি কিছু মহিমা তাহার ॥ ২০
কিছু দিন পরে কলিযুগ-দোষাধীন।
হইলাম আমি সব ধনেতে বিহীন ॥ ২১
তবে আমি মলিন দরিদ্র দুখি-হিয়া।
গেলাম অবন্তীপুরে ধনের লাগিয়া ॥ ২২
সেখানে করিয়া কিছু ধন উপার্জ্জন।
করিলাম সদাশিব-সেবা আরম্ভণ ॥ ২৩
সেখানেতে এক বিপ্র অতি সদাচার।
করেন শিবের সেবা শাস্ত্র-অনুসার ॥ ২৪
সরল-অন্তর বিপ্র নিন্দক না হন।
পরম পণ্ডিত নানা গুণের ভাজন ॥ ২৫
সেই বিপ্রনিকটেতে করিয়া গমন।
করি আমি তাঁরে সদা কপটে সেবন ॥ ২৬
দয়ালু-স্বভাব বিপ্র আমার সেবায়।
তুষ্ট হয়্যা মোরে পড়ালেন পুত্র-প্রায় ॥ ২৭
যথা-বিধিমতে শিব-মন্ত্র মোরে দিলা।
পূজার প্রকার কৃপা করি শিখাইলা ॥ ২৮
তবে আমি করি সদা শিবের পূজন।
শিব-গৃহে করি মন্ত্র-জপ আচরণ ॥ ২৯
তাহে হয়্যা আমি মহাদম্ভে উনমত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের দ্বেষ করিয়ে সতত ॥ ৩০
তাহা জানি মোর গুরু হয়্যা দুঃখী মনে।
বারণ করেন মোরে মধুর বচনে ॥ ৩১
সে সকল বাক্য আমি না করি গ্রহণ।
বরঞ্চ করিয়ে তাহে বিদ্বেষ ভাবন ॥ ৩২
এক দিন গুরু মোরে নিকটে ডাকিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু মোরে সম্বোধিয়া ॥ ৩৩
নারায়ণ-পদ-ভক্তি-প্রাপ্তির কারণ।
শিবের সেবন করে যাবদীয় জন ॥ ৩৪
তুমি শিবে ভজ দ্বেষ কর নারায়ণে।
ইহার কারণ কিছু না দেখি নয়নে ॥ ৩৫
নারায়ণে ভজন করেন মৃত্যুঞ্জয়।
বৈষ্ণব-সহিত তাঁর প্রীতি অতিশয় ॥ ৩৬
তুমি বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি কর দ্বেষ।
ইথে কেন তোহে কৃপা করিবা মহেশ ॥ ৩৭
যদ্যপি বাসনা কর ভক্তি কিম্বা মুক্তি।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবেরে ভজ তেজিয়া দুরুক্তি ॥ ৩৮
গুরুর এ সব বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অতিশয় ক্রুদ্ধ হল্য মোর দুষ্ট মন ॥ ৩৯
তবে আমি তাঁরে কিছু না করি উত্তর।
অনাদর করিয়া গেলাম নিজ ঘর ॥ ৪০
তথাপি গুরুর মনে না হইল ক্রোধ।
পরম দয়ালু তিঁহ গভীর সুবোধ ॥ ৪১
একদিন থাকি আমি মহেশ-ভবনে।
সদাশিব নাম করি বসিয়া আসনে ॥ ৪২
হেনকালে মোর গুরু সেইত ব্রাহ্মণ।
সেই শিব-ভবনে করিলা আগমন ॥ ৪৩
তাঁরে দেখি আমি মাতি অভিমান-মদে।
না উঠিলুঁ বন্দন না কৈলুঁ তাঁর পদে ॥ ৪৪
তথাপি দয়ালু গুরু ক্রোধ না করিলা।
কিন্তু মোর দোষ শিব সহিতে নারিলা ॥ ৪৫
তবে ক্রুদ্ধচিত্ত হয়্যা দেব পশুপতি।
আকাশ-বাণীতে কহিলেন মোর প্রতি ॥ ৪৬
ওরে মহামূঢ় মন্দ ভাগ্য মহামানী।
দুষ্টবুদ্ধি দুরাচার শুন মোর বাণী ॥ ৪৭
তোর এই গুরু হয় অতি কৃপাবান্।
এ লাগি না কৈলা তোর দণ্ডের বিধান ॥ ৪৮
না করুক এহ কিন্তু আমিহ করিব।
না করিলে ধর্ম্মপথ বিনষ্ট হইব ॥ ৪৯
গুরু-প্রতি ঈর্ষা করে যেই দুরাচার।
রৌরব-নরকে কোটি-যুগ বাস তার ॥ ৫০
যত জাতি-যোনি আছে এ তিন ভুবনে।
তাহাতে জন্মিতে হয় সেই দুষ্ট জনে ॥ ৫১
তুমিহও সেই সব ভুঞ্জ ক্রমে ক্রমে।
সম্প্রতি শুনহ যাহা পাইবে প্রথমে ॥ ৫২
অজগর সর্পমত তুমি ক্রোধ ধর।
কাহুকে দেখিয়া যেন প্রণাম না কর ॥ ৫৩

অতএব প্রথমেতে ভুজঙ্গ হইবে।
পরেতে অপর সব যোনিতে জন্মিবে ॥ ৫৪
এতেক শিবের শাপ করিয়া শ্রবণ।
কম্পিত হইনু আমি ত্রাসযুক্ত-মন ॥ ৫৫
গুরু মোর সেই শাপ শ্রবণ করিয়া।
অত্যন্ত দুঃখিত হৈলা সকরুণ-হিয়া ॥ ৫৬
তবে পরণাম করি দেবপঞ্চাননে।
করিতে লাগিলা স্তুতি ভক্তিযুক্ত মনে ॥ ৫৭

ভজে পার্ব্বতীশং গিরীশং মহেশং
সুরেশং গণেশং ভুজঙ্গেশবেশম্।
শিবং শূলিনং শঙ্করং শাঙ্গ্যঢং,
মহাদেবদেবং বৃষেন্দ্রাধিরূঢম্ ॥ ৫৮
গুরং গৌরগাত্রং গুণজ্ঞং গভীরং,
মনুষ্যাস্থিমালা-বিরাজদ্গ্রীবম্।
জটা-জূট-সংশোভি-গঙ্গাতরঙ্গং,
মৃগাঙ্কাগ্নি-মার্ত্তণ্ড-নেত্রং সরঙ্গম্ ॥ ৫৯
শ্রুতিদ্বন্দ্বরাজদ্ভুজঙ্গাবতংসং,
মহাযোগি-চেতঃসরো-রাজহংসম্।
গিরীন্দ্রাত্মজাশোভি-বামোরুদণ্ডং,
দিগাকাশবস্ত্রং দুরন্ত-প্রচণ্ডম্ ॥ ৬০
ভবং ভূতনাথং ভয়ত্রাণ-হেতুং,
সুরাস্বাসুরালী-মহাধূম'কতুম্।
মনোজন্ম-দাহক্ষমং পাশহস্তং,
রঘুশ্রেষ্ঠ-রামপ্রিয়ং সর্ব্ব-শস্তম্ ॥ ৬১

এত স্তুতি শুনি কৃপা করি পঞ্চানন।
কহিলেন সেই বিপ্রে এইত বচন ॥ ৬২
তোমার স্তবেতে আমি হইলাম বশ।
সাধিব তোমার ইষ্ট কহ অসাধ্বস ॥ ৬৩
শিবের বচন শুনি সেইত ব্রাহ্মণ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করিলা নিবেদন ॥ ৬৪
প্রভু যদি করুণা করিবে মোর প্রতি।
তবে এই জনে কর শাপে অব্যাহতি ॥ ৬৫
যে সব যোনিতে জন্ম পাবে এইজন।
তাহে যেন শীঘ্র শীঘ্র পায় বিমোচন ॥ ৬৬
বিপ্রের বচন শুনি কৃপালু মহেশ।
তথাস্তু বলিয়া মোরে কৈলা উপদেশ ॥ ৬৭
বাছা তোর গুরুর স্তবেতে তুষ্ট-মন।
করিলাম আমি তোর শাপ-বিমোচন ॥ ৬৮
জন্ম হইয়াছিল তোর অযোধ্যা-মাঝার।
করিয়াছ নানামত সেবন আমার ॥ ৬৯
দেখিতেছি এই তুই সুকৃতের বলে।
হইবে তুমিহ ভক্ত রাম-পদ-তলে ॥ ৭০
অতএব তোহে আমি দিব কিছু বর।
রামভক্ত হয় মোর অতি প্রিয়তর ॥ ৭১
ইচ্ছামত সব ঠাঁই যাইতে পারিবে।
ভূত-ভাবি-বর্ত্তমান ত্রিকাল জানিবে ॥ ৭২
এত কহি সদাশিব আর না কহিলা।
মোর গুরু মোর প্রতি কহিতে লাগিলা ॥ ৭৩
বাছা তুমি কিছু মাত্র ভয় না করিবে।
শিব-অনুগ্রহে সব মঙ্গল হইবে ॥ ৭৪
এত কহি তিঁহ গেলা আপনার ঘর।
আমি শিব-শাপেতে হইলুঁ অজগর ॥ ৭৫
কিছু দিন সেই দেহে করি অবস্থান।
শিবের কৃপায় শীঘ্র পাইলাম ত্রাণ ॥ ৭৬
এইরূপে করি সব যোনিতে ভ্রমণ।
সকল শেষেতে আমি হইলুঁ ব্রাহ্মণ ॥ ৭৭
সদাশিব-অনুগ্রহে জন্ম কালাবধি।
শ্রীরামে আসক্ত-মন থাকি নিরবধি ॥ ৭৮
সঙ্গেতে লইয়া সম-বয়-সখাগণ।
করি সদা রামচন্দ্র-লীলানুকরণ ॥ ৭৯
তার পর পিতা আরম্ভিলা পড়াইতে।
শুনি মাত্র তাহা কিন্তু নাহি ধরে চিতে ॥ ৮০
শ্রীরাম-সেবায় সদা উৎকণ্ঠিত-মন।
বিষয়-কর্ম্মেতে সেহ না হয় মগন ॥ ৮১
তভু বৃদ্ধ পিতা-মাতা অপেক্ষা করিয়া।
যাইতে না পারি গৃহ-আশ্রম ছাড়িয়া ॥ ৮২
কিছুদিন পরে রাম-কৃপা-পরকাশে।
পিতা-মাতা দেহ ছাড়ি গেলা যম-বাসে ॥ ৮৩
তবে আমি হয়্যা অতি আনন্দিত-মন।
গৃহ ছাড়ি বিপিনেতে করিলুঁ গমন ॥ ৮৪
শিব-দত্ত বরে পাই অবাধ গমন।
মুনিদের আশ্রমেতে করিয়ে ভ্রমণ ॥ ৮৫
রামরূপ-গুণ-লীলা শুনি মুনি-মুখে।
নিরন্তর ভ্রমণ করিয়ে মন-সুখে ॥ ৮৬
এইমতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কদাচিত।
হইলাম সুমেরু পর্ব্বতে উপস্থিত ॥ ৮৭

সেথা বটমূলে শ্রীলোমশ তপোধনে।
দেখিয়া বন্দিলুঁ আমি তাঁহার চরণে ॥ ৮৮
তিঁহ প্রীতি করি মোরে কৈলা জিজ্ঞাসন।
কি কারণে তুমি এথা কৈলে আগমন ॥ ৮৯
তাহা শুনি আমি তাঁরে পুনঃ প্রণমিয়া।
নিবেদন করিলাম সাঞ্জলি হইয়া ॥ ৯০
মুনিবর রাম-লীলা শ্রবণ করিতে।
উৎকণ্ঠা হয়্যাছে অতিশয় মোর চিতে ॥ ৯১
কৃপা করি যদি কিছু কহেন তাহার।
কৃতার্থ হইয়ে তবে প্রসাদে তোমার ॥ ৯২
আমার বচন শুনি সেই তপোধন।
করিলা কিঞ্চিৎ রামবিলাস-বর্ণন ॥ ৯৩
তার পর কি মনে করিয়া মহামতি।
পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলা মোর প্রতি ॥ ৯৪
যে কিছু করিলুঁ আমি সগুণ বর্ণন।
এ কেবল জান তব প্রশ্নের কারণ ॥ ৯৫
বস্তুত যদ্যপি মোক্ষলাভে হয় চিত।
নির্গুণ-ব্রহ্মেরে তবে ভজিতে উচিত ॥ ৯৬
সত্য-সুখ-জ্ঞান-রূপ অক্ষয় অব্যয়।
সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত অভেদ অদ্বয় ॥ ৯৭
আপন-অভেদ-ভাবে ভাবহ তাঁহারে।
নির্ব্বাণ-মুকুতি পাবে জিনিয়া মায়ারে ॥ ৯৮
লোমশের এত বাণী করিয়া শ্রবণ।
করিলাম আমি তাঁরে পুন নিবেদন ॥ ৯৯
প্রভু করিলেন যেই নির্গুণবর্ণন।
ইহাতে আসক্ত নাহি হয় মোর মন ॥ ১০০
অতএব করুণা করিয়া সবিশেষ।
কর মোর প্রতি রাম-ভক্তি উপদেশ ॥ ১০১
আমার বচন শুনি সেই তপোধন।
কহিলেন মোর প্রতি পুন এ বচন ॥ ১০২
দেখিতেছি তুমি বট শ্রদ্ধান্বিত-মন।
কিন্তু কভু কর নাই শাস্ত্রার্থশ্রবণ ॥ ১০৩
যেহেতুক ছাড়ি বেদ-তাৎপর্য্য-বিষয়।
সগুণ ব্রহ্মেতে মগ্ন করিছ হৃদয় ॥ ১০৪
এক মাত্র বস্তু ব্রহ্ম কহে বেদগণ।
নিরাকার নিষ্ক্রিয় নির্লেপ নিরঞ্জন ॥ ১০৫
স্বরূপ তাঁহার সৎ সুখ জ্ঞান মাত্র।
ত্রিবিধ ভেদের তিঁহ না হয়েন পাত্র ॥ ১০৬
স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত অপর।
এই তিন ভেদ হয় সকল-গোচর ॥ ১০৭
বৃক্ষেতে বৃক্ষেতে স্বজাতীয় ভেদ হয়।
বৃক্ষেতে পাষাণে বিজাতীয় ভেদ কয় ॥ ১০৮
পাদপের শাখাদিতে স্বগত বিভেদ।
এই তিন ভেদ ব্রহ্ম-নিষেধের বেদ ॥ ১০৯
সে বস্তুতে নাহি কোন বস্তুর সম্বন্ধ।
কিরূপে সম্ভব হবে তাহে গুণ-গন্ধ ॥ ১১০
অতএব বেদে নিষেধয়ে গুণ তাঁর।
অবিদ্যাকল্পিত মাত্র গুণব্যবহার ॥ ১১১
নিষেধ করিয়া সেই সব গুণগণ।
করিবারে হয় তাঁর স্বরূপ-চিন্তন ॥ ১১২
সেই আমি আমি সেই এইত প্রকারে।
আপন অভেদ চিন্তা করিবেক তাঁরে ॥ ১১৩
এইরূপ অনুভব করিতে করিতে।
অদ্বিতীয় স্বরূপ প্রকাশ পায় চিতে ॥ ১১৪
তাহা দেখিলেই বিশ্ব-ভ্রম পায় লয়।
জাগরণ হৈলে যেন স্বপ্ন নষ্ট হয় ॥ ১১৫
এমন স্বরূপ-জ্ঞান করিয়া বর্জ্জন।
সগুণ ব্রহ্মেতে কেন হয়্যাছ মগন ॥ ১১৬
যেহেতুক সালোক্যাদি তার ফল হয়।
কিছুকাল পরে তাহা হয়্যা যায় ক্ষয় ॥ ১১৭
এ লাগি অক্ষয়-সুখে করিয়া উদ্দেশ।
সগুণে ছাড়িয়া কর নির্গুণে আদেশ ॥ ১১৮
এতেক বচন শুনি লোমশের মুখে।
মজিল আমার মন অতিশয় দুখে ॥ ১১৯
তবে আমি শিব কৃপা-লব্ধ জ্ঞানবলে।
নিবেদিলুঁ পুন তাঁর চরণকমলে ॥ ১২০
মুনিবর একি কথা কহিছ আপুনি।
কোনো বেদ-পুরাণেতে যাহা নাহি শুনি ॥ ১২১
ব্রহ্ম বস্তু পরিপূর্ণ সব-গুণগণে।
এই কথা যাবদীয় শ্রুতি স্মৃতি ভণে ॥ ১২২
তাঁরে তুমি নির্গুণ কহিছ কি প্রকারে।
কহিয়া বা রাখিবেন কিরূপে বিচারে ॥ ১২৩
দেখ তাঁহা হৈতে বিশ্ব-সৃষ্টি স্থিতি-লয়।
যাবদীয় শ্রুতি সূত্র-পুরাণেতে কয় ॥ ১২৪
নির্গুণ হইলে তাহা সিদ্ধ হৈতে নারে।
কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব নাই কহ কি প্রকারে ॥ ১২৫

যদি কহ প্রকৃতি-সম্বন্ধে তাহা হয়।
তবে উপস্থিত হৈল্য বিকারিত্ব-ভয়॥ ১২৬
যদি কহ তাঁর নহে কিন্তু সে মায়ার।
তবে কেন শ্রুতি কহে কর্তৃত্ব তাঁহার॥ ১২৭
অন্যের কর্তৃত্ব লয়্যা অন্যে কর্ত্তা বলি।
হইল তোমার মতে সে শ্রুতি পাগলী॥ ১২৮
আর দেখ শ্রুতি তাঁরে সাক্ষী করি কয়।
তব মতে সে সাক্ষিত্ব ঘটিতে নারয়॥ ১২৯
যদি কহ প্রকৃতি-সম্বন্ধে তাহা হয়।
তবে শুন এ বাক্য বিচারসহ নয়॥ ১৩০
মায়া-স্পর্শ-পূর্ব্বে যদি সাক্ষিত্ব না রয়।
মায়ার বীক্ষণ তবে কিরূপে ঘটয়॥ ১৩১
তাহা না ঘটিলে নাহি হয় বিশ্ব-সর্গ।
তবে মিথ্যা হয় সৃষ্টিবাদী বেদ-বর্গ॥ ১৩২
আর তুমি কহিতেছ নির্লেপ তাঁহারে।
মায়া-স্পর্শ ঘটিবেক তাহে কি প্রকারে॥ ১৩৩
অতএব শুনি যেই ব্রহ্মের সাক্ষিতা।
সে হয় স্বরূপসিদ্ধ না হয় কল্পিতা॥ ১৩৪
এইরূপে গুণ-পদ-বাচ্য আছে যত।
ব্রহ্মেকে সহজসিদ্ধ হয় সে তাবত॥ ১৩৫
তবে যে নির্গুণ বলি কহে বেদগণ।
সে কেবল মায়া-গুণ নিষেধ-কারণ॥ ১৩৬
আর যে কহিলে তুমি তাঁরে নিরাকার।
তাহাও না ঘটে বেদ করিলে বিচার॥ ১৩৭
বেদে কহে তিঁহ ভক্তে স্বতনু দেখান। *
তনু না থাকিলে তাহা হয় অপ্রমাণ॥ ১৩৮
যদি কহ তনু-শব্দে কল্পিত বিগ্রহ।
তবে সেথা স্বশব্দ কি লাগি তাহা কহ॥ ১৩৯
অতএব দেখি শ্রুতি পুরাণ-নিবহে।
সত্য জ্ঞানানন্দ-তনু করি তাঁরে কহে॥ ১৪০
আর শুনি রাম-দেহে প্রাকৃত যে কয়।
তার মুখ যে দেখে তাহার পাপ হয়॥ ১৪১
অতএব বেদে যেই নিষেধ-মূরতি।
সে কেবল জানহ প্রাকৃত মূর্ত্তি প্রতি॥ ১৪২
এইরূপ আর যত নিষেধ আছয়ে।
সে সব জানিতে হয় প্রাকৃত বিষয়ে॥ ১৪৩
আর কহিলেন তিন ভেদ নাহি তায়।
বিচার করিলে তাও স্থৈর্য্য নাহি পায়॥ ১৪৪
দেখ দেখ কহিতেছে যাবদীয় বেদ।
জীবের সহিত তাঁর সজাতীয় ভেদ॥ ১৪৫
চিদ্রূপ হয়েন তিঁহ আর জীবগণ।
তবু পরস্পরে তাঁরা হন বিলক্ষণ॥ ১৪৬
যেন সূর্য্য আর তাঁর কিরণ-নিকর।
তেজোরূপ হইয়াও ভিন্ন পরস্পর॥ ১৪৭
জীব অণু মায়াবশ কর্ম্ম-ফল-ভোগী।
ভগবান্ এ তিন-বিরুদ্ধ-গুণযোগী॥ ১৪৮
অতএব ঈশ্বরের জীবের সহিত।
সজাতীয়-ভেদ সর্ব্ব বেদেতে বিহিত॥ ১৪৯
বিজাতীয় ভেদ তাঁর জড়বস্তু-সনে।
সেই জড়বস্তু মায়া কহে বেদগণে॥ ১৫০
আছয়ে স্বগত ভেদ না আছয়ে তাঁর।
বিচারি দেখিলে ঘটে উভয় প্রকার॥ ১৫১
কর-চরণাদি অঙ্গ আছে কহে বেদ।
তেঁই কহি আছে তাঁর স্বগত বিভেদ॥ ১৫২
সেই অঙ্গ তাঁহার স্বরূপ ভিন্ন নয়।
তেঁহ কহি স্বগত বিভেদ না আছয়॥ ১৫৩
যেন তেজঃস্বরূপ সূর্য্যের মূর্ত্তিখানি।
ভিন্ন দেখি তবু তেজ ভিন্ন নাহি মানি॥ ১৫৪
এইরূপ ভেদ আর অভেদ উভয়।
অচিন্ত্যশক্তির বলে তাঁহাতে ঘটয়॥ ১৫৫
বিচার করিলে শাস্ত্র-যুক্তি-অনুসারে।
তোমারেও সব ভেদ হয় মানিবারে॥ ১৫৬
দেখ যদি নাহি মান জীব-বস্তু ভিন্ন।
ব্রহ্মের সংসার তবে হৈল্য অবিচ্ছিন্ন॥ ১৫৭
যদি কহ মিথ্যা হয় সকল সংসার।
ইহাতে দূষণ কিছু না আছে তাঁহার॥ ১৫৮
তবে শুন যদি বিশ্ব অসত্য হইত।
তবে বেদে নানামত বিধি না কহিত॥ ১৫৯
নরশৃঙ্গ খাইতে অথবা না খাইতে।
বিজ্ঞ হয়্যা কোন জন পারে বিধি দিতে॥ ১[৬০]
আর এক কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
বেদ সত্য কিম্বা মিথ্যা তোমার বিচারে॥ ১[৬১]

* তথাচ—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বামিতি।

সত্য কহ বেদ তবে তাহাতেই করি।
তোমার অভীষ্ট সে অদ্বৈত গেল মরি ॥ ১৬২
যদি মিথ্যা কহ তবে তাহার বাক্যেতে।
সাধন করিয়া মুক্তি হবে কিরূপেতে ॥ ১৬৩
আর মিথ্যা কহিলে যে দোষ শাস্ত্রে কয়।
সে দোষেও এইমত গ্রাহ্য নাহি হয় ॥ ১৬৪
অতএব তোমারেও স্বজাতীয় ভেদ।
মানিতেই হয় ইথে না করিবে খেদ ॥ ১৬৫
বিজাতীয় ভেদ তোমাদিগে মানাইতে।
না হবে অধিক যত্ন আমারে করিতে ॥ ১৬৬
যেহেতুক তোমা সবে মায়া না মানিয়া।
কহিতে না পার কিছু বদন মিলিয়া ॥ ১৬৭
ন মান স্বগত ভেদ ইহা যোগ্য নয়।
যেহেতু তোমারি বাক্যে তাহা সিদ্ধ হয় ॥ ১৬৮
কহিলে স্বরূপ তাঁর সত্য সুখ জ্ঞান।
সেই তিন ভিন্ন কিম্বা হয় একখান ॥ ১৬৯
যদি ভিন্ন কহ তবে তাহাতেই করি।
গেল তব ইষ্টমত শমন-নগরী ॥ ১৭০
যদি সেই তিন পদ এক অর্থ হয়।
তবে মিথ্যা-প্রযুক্ত হইল পদদ্বয় ॥ ১৭১
অতএব ব্রহ্মে আছে তিন মত ভেদ।
তাহা না মানিয়া বৃথা পাও কেন খেদ ॥ ১৭২
তবে যে কহিছ বেদে ভেদ নিষেধয়।
সে কেবল তার অর্থ-জ্ঞানজন্য হয় ॥ ১৭৩
তার প্রকৃতার্থ শুন কহি এক মত।
যে অর্থ করেন মুনি-সমূহ তাবত ॥ ১৭৪
এক*পদে মুখ্য কহি তাহে এক বার।
করিল সে সর্ব্বত্রই মুখ্যতা-নির্দ্ধার ॥ ১৭৫
অদ্বিতীয় পদে সজাতীয়-ব্রহ্মান্তরে।
কিম্বা অন্য সদৃশেরে নিবারণ করে ॥ ১৭৬
সহায়-রহিত হয়্যা তিঁহ মুখ্যতম।
দ্বিতীয় পক্ষেতে এই অর্থ মনোরম ॥ ১৭৭
এইরূপ আছে সব বেদের সদর্থ।
না জানি অদ্বৈতবাদী কষ্ট পায় ব্যর্থ ॥ ১৭৮
আর যে কহিছ তাঁরে সম্বন্ধবর্জ্জিত।
তাহাও তোমার মতে না হয় উচিত ॥ ১৭৯

* একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি।

বিশ্বারোপ অধিষ্ঠান কহিছ তাঁহারে।
মায়াস্পর্শ না থাকিলে ঘটে কি প্রকারে ॥ ১৮০
স্বাবরণ বিনে যদি বিশ্বারোপ হবে।
সাক্ষাৎ শুক্তিতে রূপাভ্রম হকু তবে ॥ ১৮১
অতএব তাঁর যোগ আছে সব ঠাঁই।
কিন্তু পদ্মপত্রসম লেপ কভু নাই ॥ ১৮২
অন্যথা তাঁহারে বেদে কহে সর্ব্বাশ্রয়।
সম্বন্ধ বিহনে তাহা অতি মিথ্যা হয় ॥ ১৮৩
অবিদ্যা-কল্পিত গুণ কহিছ তাঁহার।
এ কেবল অজ্ঞজনে বিভীষিকাচার ॥ ১৮৪
অবিদ্যা-কল্পিত পদে তব কি আশয়।
তাহা কহ আগে তবে কহিব যে হয় ॥ ১৮৫
অবিদ্যা আপনি করে সে গুণ কল্পন।
অথবা অবিদ্যাদ্বারে করে অন্য জন ॥ ১৮৬
তাহে আদি পক্ষ ঘটাইতে না পারিবে।
অবিদ্যা আপুনি জড় কিরূপে কল্পিবে ॥ ১৮৭
দ্বিতীয় পক্ষেরো কিছু সম্ভাবনা নাই।
অন্য বস্তু তব মতে দেখিতে না পাই ॥ ১৮৮
যদি কহ ব্রহ্ম নিজে করেন কল্পনা।
তবে তাঁর হয় মায়া-বাধ্যত্ব-যন্ত্রণা ॥ ১৮৯
অতএব এইমত দৃঢ় নাহি হয়।
ইথে কেন মগ্ন হবে বিজ্ঞের আশয় ॥ ১৯০
সালোক্যাদি মুক্তিরে যে কহিছ নশ্বর।
সেহ হয় ক্ষুদ্রদেব-সালোক্যাদি-পর ॥ ১৯১
শ্রীরামের সালোক্যাদি পায় যেই জন।
তার নাহি হয় কভু আবৃত্তি শ্রবণ ॥ ১৯২
অতএব নির্গুণেরে করি উপেক্ষণ।
উচিত সর্ব্বতোভাবে সগুণ সেবন ॥ ১৯৩
লোকেতেও সগুণে নির্গুণে তর-তম।
যত হয় ব্রহ্মেতেও জান তাহা সম ॥ ১৯৪
অতএব মোরা করি দৃঢ় বিবেচন।
নির্গুণে উপেখি করি সগুণ-সেবন ॥ ১৯৫
মোর মুখে এত কথা শুনি মুনিবর।
কহিলেন মোরপ্রতি কুপিত-অন্তর ॥ ১৯৬
মূঢ় তুমি সত্য কথা কহিলে না মান।
আপনারে পরম সুবুদ্ধি করি জ্ঞান ॥ ১৯৭
সবা হৈতে শঙ্কা কর কাকের সমান।
অতএব কাক হও বচনপ্রমাণ ॥ ১৯৮

মুনিশাপ প্রভাবে আমিহ সেইক্ষণে।
কাক হৈয়া ভাবনা করিলুঁ মনে মনে॥ ১৯৯
মোর প্রভু মোর মন পরীক্ষা করিতে।
জন্মাইলা এই ক্রোধ মুনিবর-চিতে॥ ২০০
অন্যথা পরম জ্ঞানি মুনিবর-মনে।
কিরূপে জন্মিবে ক্রোধ উচিত বচনে॥ ২০১
হুকু তাহা কাক-দেহে কিবা আছে দুখ।
বাধ নাহি হয় যাহে রাম-সেবাসুখ॥ ২০২
রৌরবে থাকিও যদি হয় রাম-সেবা।
তবে সে নরকে দুঃখ-জ্ঞান কয়ে কেবা॥ ২০৩
যদি আমি পাই রাম-সেবা করিবারে।
থাকিতে পারিয়ে তবে বাড়ব-মাঝারে॥ ২০৪
এত ভাবি প্রণাম করিয়া মুনি-পায়।
অন্যত্র যাইতে করিলাম অভিপ্রায়॥ ২০৫
তবে রাম-প্রেষিত হইয়া মুনিবর।
কহিলেন মোরে পুনঃ সন্তুষ্ট-অন্তর॥ ২০৬
শুদ্ধমতি নিরখিয়া সৌশীল্য তোমার।
অতি আনন্দিত হল্য হৃদয় আমার॥ ২০৭
একি আমি দিলাম এ হেন ঘোর শাপ।
তথাপি না কৈলে তুমি কিছু অনুতাপ॥ ২০৮
আমার প্রতিও না করিলে ক্রোধলব।
হেনই সুশীল হন রাম-ভক্ত সব॥ ২০৯
আমি যে তোমারে কৈলুঁ শাপ সমর্পণ।
এ কেবল জানিবে দৈবের বিঘটন॥ ২১০
যেন কেহ ভূতাবেশে কহে অপলাপ।
তেন দৈবাবেশে আমি তোঁহে দিলুঁ শাপ॥২১১
তুমি যেই কহিছিলে সে মত নির্দোষ।
না জানিলুঁ তাহে কেন হল্য মোর রোষ॥ ২১২
দেখ সর্ব্বশক্তিগুণ-পূর্ণ ভগবান্।
ব্রহ্ম পরমাত্মা বলি তাঁহারি আখ্যান॥ ২১৩
কিন্তু তাঁর সেই গুণ দেখিতে না পায়।
ভক্তি নাহি করে যেই জন তাঁর পায়॥২১৪
যেন দেখিতেছি দুগ্ধে আছে গুণগণ।
তভু দর্বী করিতে না পারে আস্বাদন॥ ২১৫
আর আছে অপ্রাকৃত তার নানা কায়।
ভক্তি না থাকিলে তাও দেখিতে না পায়॥ ২১৬
যেন ভাস্করের আছে দিব্য রম্য দেহ।
দেখিতে না পায় তভু চর্ম্মচক্ষু কেহ॥ ২১৭
পাইয়াছে ভাগ্যে দিব্য নেত্র যেই জন।
সে করে সূর্য্যের দিব্য মূর্ত্তি নিরীক্ষণ॥ ২১৮
অতএব ভক্তি-মার্গে ভজে যারা তাঁয়।
তারাই সম্পূর্ণরূপে দেখিবারে পায়॥ ২১৯
জ্ঞান-মার্গে ভজন করয়ে যেই জন।
একদেশ মাত্র সেহ করে নিরীক্ষণ॥ ২২০
তুমিহ সে ভক্তিমার্গে নিজ ভাগ্যবলে।
প্রবৃত্ত হয়্যাছ রামে পাবে যার ফলে॥ ২২১
এক মাত্র আছে তব ন্যূনতা কিঞ্চিত।
পাও নাই রামমন্ত্র ভজনে উচিত॥ ২২২
আস্থ আস্থ মোর কাছে বস্থ একবার।
দিব আমি তোহে রামমন্ত্র সারাৎসার॥ ২২৩
এত কহি শ্রীরামচন্দ্রের বলি-মন্ত্র।
দিলা মোরে বিচার করিয়া সব তন্ত্র॥ ২২৪
তবে আমি প্রণমিলুঁ চরণে তাঁহার।
তিঁহ দিলা মোরে বর বিবিধ প্রকার॥ ২২৫
অচঞ্চল ভক্তি হবে তব রাম-পদে।
কামরূপ হবে তুমি আমার প্রসাদে॥ ২২৬
ইচ্ছা বিনা না হইবে তোমার মরণ।
হইবে তুমিহ জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভাজন॥ ২২৭
যেখানে সেখানে রামে দেখিতে চাহিবে।
তাঁহার প্রসাদে সেইক্ষণেতে পাইবে॥ ২২৮
কাল-কর্ম্ম-মায়াদোষ তোহে না স্পর্শিবে।
ইতিহাস পুরাণাদি সকল জানিবে॥ ২২৯
আর কি কহিব রাম-প্রসাদ-প্রভাবে।
দুর্লভ না রবে কিছু তুমি যেই চাবে॥ ২৩০
এইরূপ বর মুনি দিলা যেইক্ষণে।
তথাস্তু বলিয়া বাণী হইল গগনে॥ ২৩১
তবে আমি আনন্দিত হয়্যা মুনিবরে।
প্রণমিয়া আইলাম এই ধরাধরে॥ ২৩২
সে অবধি আছি আমি এই ত আশ্রমে।
সাতাইশ কল্প বহি গেছে ক্রমে ক্রমে॥ ২৩৩
কামরূপ হইয়াছি আমি মুনি-বরে।
তথাপি না ছাড়ি আমি এই কলেবরে॥ ২৩৪
যেহেতুক এই দেহে রামমন্ত্র-ধন
পাইয়াছি তেঁই মহাপিরীতি-ভাজন॥ ২৩৫
করেন শ্রীরামচন্দ্র যবে অবতার।
যাই আমি তবে সেই অযোধ্যা-মাঝার॥ ২৩৬

দেখি রাম-লীলা পঞ্চবৎসর অবধি।
এই স্থানে আসি তাহা ভাবি নিরবধি ॥ ২৩৭
এত কহি মোরে তিঁহ করিয়া বিদায়।
ভাবিতে লাগিলা নিজ ইষ্টদেব পায় ॥ ২৩৮
এই ত কহিলুঁ কিছু ভূষণ্ডি-চরিত।
কহ আর কি শুনিতে বাসে তব চিত ॥ ২৩৯
অগস্ত্যবদনে শুনি এ সব বচন।
রামচন্দ্র হৈলা অতি আনন্দিত-মন ॥ ২৪০
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ২৪১

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ডলীলা-
বর্ণনে ভূষণ্ডি-চরিত্র-শ্রবণ-বর্ণনো
নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্রের বন্ধুবর্গকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ।

সন্তোষ্য নানাবিধ-রত্নদানৈঃ-
স্ততোঽপি সম্প্রীতিময়ৈর্বচোভিঃ।
বন্ধুব্রজং স্ব-স্ব-নিকেতনং যঃ
সম্প্রেষয়ন্তং রঘুনাথমীড়ে ॥ ১

অগস্ত্যের বচন শুনিয়া রঘুপতি।
কহিছেন কৃতাঞ্জলি হয়্যা তাঁর প্রতি ॥ ২
প্রভু তব মুখে শুনি বৃত্তান্ত এ সব।
পাইলাম মোরা প্রীতি অতি অসম্ভব ॥ ৩
পরিপূর্ণ-মনোরথ হইয়াছে চিত।
আর কিছু শুনিতে না হয় উৎকণ্ঠিত ॥ ৪
শ্রীরামবদনে শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিলা যাবদীয় মুনিগণ ॥ ৫
রঘুবর যদি তব পূরিল বাসনা।
তবে মো-সবারে এবে করহ প্রেরণা ॥ ৬
চিরদিন আসিয়াছি আশ্রম ছাড়িয়া।
অতএব সেথানে যাইতে হয় হিয়া ॥ ৭
যদ্যপি তোমার পাইতেছি সন্দর্শন।
তথাপি আশ্রম-প্রতি ধাইতেছে মন ॥ ৮
অনুভবসিদ্ধ তব এইত কারণ।
বড় সুখ প্রদ তব নির্জ্জনে চিন্তন ॥ ৯
অতএব মোরা তব অনুমতি চাই।
আপন আপন আশ্রমেতে সবে যাই ॥ ১০
শ্রীরাম কহেন প্রভু তোমা সবাকার।
যেই ইষ্ট তাহা বাধিবারে সাধ্য কার ॥ ১১
এত কহি নানামত পূজাদ্রব্য লয়্যা।
মুনিদের পূজা কৈলা ভক্তিযুক্ত হয়্যা ॥ ১২
তবে তাঁরা করি নানা আশীর্ব্বাদ দান।
মুনিগণ চলি গেলা নিজ নিজ স্থান ॥ ১৩
মুনিগণ গেলা দেখি যাবত ভূপতি।
কহিতে লাগিলা কিছু রামচন্দ্র-প্রতি ॥ ১৪
রঘুবংশ-চূড়ামণি, সকল-সদ্গুণ-খনি,
রাক্ষসতিমির-বিকর্ত্তন।
পুরুষ-সমূহ-সার, কীর্ত্তি-সুধা-পারাবার,
শুন মো-সবার নিবেদন ॥ ১৫
শ্রীভরত মো-সবারে, দশানন-সহকারে,
সমরেতে হইতে সহায়।
করিছিলা আনয়ন, বৃথা হল্য সে ঘটন,
তুমি বধি আইলে তাহায় ॥ ১৬
হকু তাহা তোহে দেখি, হইলাম মহাসুখী,
মোরা সবে সৌভাগ্য-ভাজন।
দ্বিতীয়ত তব রাজ্য, অভিষেক-শুভকার্য্য,
দেখিয়া হইলুঁ সুখি-মন ॥ ১৭
একমাত্র মো-সবার, হৃদয়েতে অধিকার,
করিয়াছে খেদ অতিশয়।
নিজ নিজ ইষ্ট ধন, তব কাছে উপায়ন,
দিতে না পাইয়া মহাশয় ॥ ১৮
অতএব মো-সবারে, নিজ ঘর যাইবারে,
সম্প্রতি দিবেন অনুমতি।
পূর্ণ করি অভিলাষ, পাঠাইয়া প্রভু-পাশ,
কিছু কিছু বস্তু রঘুপতি ॥ ১৯
রাজাদের বচন শুনিয়া রঘুবর।
করিছেন তা-দিগে মধুর প্রত্যুত্তর ॥ ২০
ভূপাল-সমূহ তোমা-সবে নিকেতন।
যাইতে যে হইতেছে উৎকণ্ঠিত-মন ॥ ২১

ইহা যোগ্য বটে রাজা রাজ্য উপেখিয়া।
চিরদিন না থাকিবে অন্যত্র বসিয়া ॥ ২২
প্রতিদিন রাজকার্য্য যে রাজা না করে।
মরি যায় সেহ ঘোর নরক ভিতরে ॥ ২৩
অতএব তোমাদ্দের শুনি এ বচন :
অতিশয় হরষিত হল্য মোর মন ॥ ২৪
এত কহি ইঙ্গিত করিলা শ্রীভরতে।
তিঁহ আনা করাইলা দ্রব্য নানামতে ॥ ২৫
তবে কৃতাঞ্জলি হয়্যা প্রভু রঘুপতি।
কহিতে লাগিলা শ্রীজনকরাজ প্রতি ॥ ২৬
মহারাজ তুমি হও আমাদ্দের গতি।
কৃপা করিবেন সদা মো-সবার প্রতি ॥ ২৭
হইয়াছি আমরা সকলে পিতৃ-হীন।
করিবে তত্ত্বাবধান প্রভু প্রতিদিন ॥ ২৮
ইক্ষ্বাকু-বংশেতে আর শ্রীমৈথিল-বংশে।
পিরীত কখন যেন নাহি পায় ধ্বংসে ॥ ২৯
কিছু প্রীতিদায় আমি করি সমর্পণ।
অনুগ্রহ করি তাহা করহ গ্রহণ ॥ ৩০
এত কহি ভরতে কহেন রঘুনাথ।
যাহ যাহ ভ্রাতা তুমি মহারাজসাথ ॥ ৩১
মিথিলা পর্য্যন্ত যাই কুশল জানিয়া।
অতি শীঘ্র নিকেতনে আসিবে ফিরিয়া ॥ ৩২
এত শুনি শ্রীজনক প্রেমে আর্দ্র-মন।
কহিছেন রামচন্দ্রে মধুর-বচন ॥ ৩৩
বাপধন তোমাদ্দের গৃহে আগমন।
দেখি হইয়াছি মোরা আনন্দে মগন ॥ ৩৪
যে সকল রত্ন তুমি দিতেছ আমারে।
তাহা আমি দিলাম আপন দুহিতারে ॥ ৩৫
এত কহি শ্রীরামে করিলা আলিঙ্গন।
প্রভুও তাঁহার পদে করিলা বন্দন ॥ ৩৬
তবে শ্রীজনক কৈলা গৃহেতে প্রস্থান।
শ্রীভরত তাঁর সঙ্গে করিলা পয়াণ ॥ ৩৭
জনকেরে বিদায় করিয়া রঘুবর।
কহিছেন যুধাজিতে বাক্য মনোহর ॥ ৩৮
মাতুল তোমারে আর কথোক বাসর।
এথানে রাখিতে ছিল আমার অন্তর ॥ ৩৯
কিন্তু বৃদ্ধ মাতামহ তোমার লাগিয়া।
হইবেন অতিশয় সমুদ্বিগ্ন-হিয়া ॥ ৪০
অতএব অদ্যাই আপুনি নিকেতনে।
প্রস্থান করহ সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মণে ॥ ৪১
আমাদিগে অনুগ্রহ-ভাজন জানিয়া।
স্মরণ রাখিবে সদা করুণা করিয়া ॥ ৪২
যুধাজিত কহেন বাছারে বাপধন।
তোরা হও আমাদ্দের হৃদয়ভূষণ ॥ ৪৩
বরঞ্চ বিস্মৃতি হৈতে পারি আপনারে।
তোমাদ্দের বিস্মরণ ঘটিতে না পারে ॥ ৪৪
যে সকল ধন তুমি দিতেছ আমারে।
তাহা আমি সমর্পণ করিলুঁ তোমারে ॥ ৪৫
এত কহি যুধাজিত উঠি রঘুবরে।
প্রদক্ষিণ করিলেন রাজ-সমাদরে ॥ ৪৬
তাহা দেখি রামচন্দ্র এঁকি কর বলি।
প্রণাম করিলা তাঁরে হয়্যা কৃতাঞ্জলি ॥ ৪৭
যুধাজিতো পুন রামে পরণাম করি।
লক্ষ্মণ-সহিত গেলা আপন নগরী ॥ ৪৮
তার পর এথানেতে শ্রীরঘুনন্দন।
প্রতর্দ্দন ভূপতিরে কহেন বচন ॥ ৪৯
ওহে সখা কাশিরাজ চিরদিন তুমি।
ছাড়ি রহিয়াছ নিজ অধিকারভূমি ॥ ৫০
বান্ধবের করিতে যে হয় সমুচিত।
করিয়াছ তাহাই তুমিহ মোর হিত ॥ ৫১
যেহেতুক শুনিমাত্র লঙ্কার বৃত্তান্ত।
আসিয়াছ সৈন্য লয়্যা হইয়া সম্ভ্রান্ত ॥ ৫২
চিরদিন হইল রয়্যাছ ছাড়ি ঘর।
অতএব গৃহ-যাত্রা উচিত সত্বর ॥ ৫৩
শত্রুঘ্ন তোমার সঙ্গে গমন করিবে।
কিন্তু শীঘ্র ইহারে ফিরিয়া পাঠাইবে ॥ ৫৪
এত শুনি কাশিরাজ যে আজ্ঞা বলিয়া।
প্রণাম করিলা রামচন্দ্রেরে উঠিয়া ॥ ৫৫
প্রভু এঁকি এঁকি বলি আসন হইতে।
উঠি আলিঙ্গন কৈলা তাঁহারে পিরীতে ॥ ৫৬
তবে সঙ্গে লইয়া শত্রুঘ্নে প্রতর্দ্দন।
প্রস্থান করিলা শীঘ্র আপন-ভবন ॥ ৫৭
তার পর রামচন্দ্র সকল ভূপালে।
কহিছেন সম্বোধন করি এককালে ॥ ৫৮
ভূমি-পুরন্দর সবে হয়্যা একমন।
শ্রবণ করহ কিছু আমার বচন ॥ ৫৯

দুষ্ট দশানন-সঙ্গে করিতে সমর।
তোমাদিগে আনাইয়াছিল ভ্রাতৃবর ॥ ৬০
কিন্তু তোমাদের প্রভাবেতে সে রাবণে।
পাঠায়্যা এস্যাছি আমি শমন-সদনে ॥ ৬১
তোমা-সবে মোর লাগি গৃহ উপেখিয়া।
রহিয়াছ এথা চির দিবস আসিয়া ॥ ৬২
অতএব নাহি কর বিলম্ব কিঞ্চিত।
নিজ নিজ গৃহে যাহ সকলে তুরিত ॥ ৬৩
তোমা সবে ধর্ম্ম-নিষ্ঠ সকল প্রকারে।
পালন করিবে প্রজা শাস্ত্র-অনুসারে ॥ ৬৪
এতেক বচন শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া।
নিবেদয়ে রাজা সব সাঞ্জলি হইয়া ॥ ৬৫
প্রভু তুমি নিজে হও প্রশংস্য সভার।
এই লাগি প্রশংসা করিছ মোসবার ॥ ৬৬
করিয়াছ আপুনি যে অসাধ্য-সাধন।
তাহাতে সাহায্য করে কে আছে এমন ॥ ৬৭
থাকুক সে কথা মোবা চলিলুঁ এক্ষণ।
কৃপা করি মো-সবারে রাখিবে স্মরণ ॥ ৬৮
এত কহি যাবদীয় ভূমি-পতি-গণ।
রামে প্রণমিয়া গেলা নিজ-নিকেতন ॥ ৬৯
তাহারা সকলে গিয়া আপন-ভবনে।
কহিল সকল কথা মন্ত্রি-প্রজাগণে ॥ ৭০
তারা সবে করি রাম-চরিত্র শ্রবণ।
হইল বিস্ময়-সুখ-সাগরে মগন ॥ ৭১
রাজা সব শ্রীরামের প্রীতি উদ্দেশিয়া।
নানাবিধ দিব্য বস্তু দিল পাঠাইয়া ॥ ৭২
মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ বিবিধ রতন।
বিচিত্র বসন শয্যা সুবর্ণ-ভূষণ ॥ ৭৩
দাস দাসী গো মহিষ অগুরু চন্দন।
চামর পাদুকা ছত্র বিচিত্র ব্যজন ॥ ৭৪
এই আদি করি বস্তু পাঠাল্য যাবত।
আছয়ে কাহার শক্তি গণিতে তাবত ॥ ৭৫
ভরত শত্রুঘ্ন আর কুমার লক্ষ্মণ।
নানা দ্রব্য লয়্যা গৃহে কৈলা আগমন ॥ ৭৬
সেই সব বস্তু রামচন্দ্র-আগে ধরি।
প্রণাম করিলা তাঁরে ভূমিতলে পড়ি ॥ ৭৭
তাঁহাদিগে কোলে করি শিরে লয়্যা ঘ্রাণ।
কুশল পুছিলা প্রভু অতি প্রীতিমান্ ॥ ৭৮

এইরূপে কিঞ্চিত-অধিক একমাস।
বহি গেল তাঁহাদের আনন্দ-উল্লাস ॥ ৭৯
তবে প্রভু উৎকণ্ঠিত দেখি কপিগণে।
কহিছেন কদাচিত্ত ভাস্কর-নন্দনে ॥ ৮০
মিতা তোমাদিগে আর কথোক দিবস।
এখানে রাখিতে ছিল আমার স্বরস ॥ ৮১
কিন্তু দেখিতেছি সবে অতি উৎকণ্ঠিত।
এ লাগিয়া একবার প্রস্থান উচিত ॥ ৮২
চির দিন করিতেছ সকলে প্রবাস।
যোগ্য বটে গৃহ-গমনেতে অভিলাষ ॥ ৮৩
অতএব একবার লইয়া সকলে।
শুভ যাত্রা করহ গৃহেতে কুতূহলে ॥ ৮৪
পালিবে আপন রাজ্য ধর্ম্ম-অনুসারে।
দেখিবে পুত্রের সম অঙ্গদ কুমারে ॥ ৮৫
আমি কি কহিব আর মিতা তব ঠাঁই।
ত্রিভুবনে তব তুল্য মোর বন্ধু নাই ॥ ৮৬
উদ্ধারিলে ভার্য্যা মোর দুর্যশ নাশিলে।
সবান্ধবে মোর এই জীবন রাখিলে ॥ ৮৭
করিয়াছিলাম আমি যেই উপকার।
কোটি কোটি গুণ করি শোধ দিলে তার ॥ ৮৮
এই কার্য্য নিরবধি করিবে এক্ষণে।
বিস্মৃত না হবে কদাচিতো এই জনে ॥ ৮৯
এত কহি রামচন্দ্র আপুনি উঠিয়া।
নানা অলঙ্কার তাঁরে দিলা পরাইয়া ॥ ৯০
সুগ্রীব প্রণাম করি হয়্যা যোড়কর।
নিবেদন করিছেন গদগদ-স্বর ॥ ৯১
রঘুবর আমি পশু তাহাতে বানর।
তুমি হও সর্ব্ব-পূজ্য জগত-ঈশ্বর ॥ ৯২
সে তুমি কহিছ মোরে যে সব বচন।
ইথে বড় লজ্জা পাইতেছে মোর মন ॥ ৯৩
অতএব হেন কথা আর না কহিবে।
কৃপা করি মো-সবারে হৃদয়ে রাখিবে ॥ ৯৪
তুমি যদি হৃদয়েতে রাখ মো-সবারে।
তবে কষ্ট নাহি পাই মোরা এ সংসারে ॥ ৯৫
এত কহি সুগ্রীব পড়িলা রাম-পায়।
প্রভু আলিঙ্গন কৈলা পুলকিত-কায় ॥ ৯৬
তার পর বিভীষণ প্রতি রঘুবর।
কহিতে লাগিলা কিছু গদগদস্বর ॥ ৯৭

মিতা তুমি করিয়াছ মোর যেই হিত।
পারি নাই আমি তার করিতে উচিত ॥ ৯৮
দিয়াছি কিঞ্চিতমাত্র রাজা-অধিকার।
তারো ভোগ না হইছে কারণে আমার ॥ ৯৯
অতএব কহি আমি তোমারে সম্প্রতি।
করহ তুমিহ নিজ নিকেতনে গতি ॥ ১০০
করিবে ধর্ম্মত সদা রাজ্যের শাসন।
না করিবে কদাচিত অধর্ম্ম-সেবন ॥ ১০১
কুবের-অগ্রজ আর দেবগণ-সনে।
না করিবে শত্রুভাব কদাচিতো মনে ॥ ১০২
আমাদিগে না হইবে কভু বিস্মরণ।
আর কি কহিব মিতা স্ফুরে না বচন ॥ ১০৩
এত কহি রতন-ভূষণ নিজে লয়্যা।
বিভীষণে পরাইলা প্রভু সুখী হয়্যা ॥ ১০৪
প্রভুর বচন শুনি রাজা বিভীষণ।
কহিতে নারিলা কিছু প্রেমে আর্দ্র-মন ॥ ১০৫
কেবল করিয়া যোড় দুই নিজ পাণি।
অশ্রুজলে ক্ষালন করেন মুখখানি ॥ ১০৬
তবে প্রভু আরোহণ করি সিংহাসনে।
ডাকিছেন বালিপুত্র-পবন-নন্দনে ॥ ১০৭
তবে কৃতাঞ্জলি হয়্যা তাঁরা দুই জন।
রঘুবর-নিকটেতে করিলা-গমন ॥ ১০৮
তবে দুই ভুজে করি দুই জনে ধরি।
তুলি বসাইলা প্রভু কোলের উপরি ॥ ১০৯
তারা সঙ্কুচিত হয়্যা কন বার বার।
একি কর প্রভু অতি অযোগ্য বিচার ॥ ১১০
তাহে অবধান না করিয়া রঘুপতি।
কহিতে লাগিলা কিছু কপিরাজ প্রতি ॥ ১১১
মিতা তব শ্রেষ্ঠ পুত্র অঙ্গদ কুমার।
পবন-তনয় হয় মন্ত্রি-মধ্যে সার ॥ ১১২
তৎপর আমারো কার্য্যে হয় সর্ব্বক্ষণ।
অতএব সম্মানার্হ এই দুই জন ॥ ১১৩
এত কহি নিজ অঙ্গ-ভূষণ লইয়া।
তাহাদের অঙ্গেতে দিলেন পরাইয়া ॥ ১১৪
তবে তারা দুই জন পড়ি ভূমিতলে।
প্রণাম করিলা প্রভু-চরণ-কমলে ॥ ১১৫
পরে জাম্ববান-নল-নীলাদি বানরে।
সম্বোধিয়া কহিছেন প্রভু সমাদরে ॥ ১১৬
কপিগণ তোম্রা মোর পরম বান্ধব।
করিয়াছ মোর হিত অতি অসম্ভব ॥ ১১৭
প্রাণ হৈতে প্রিয়বস্তু লোকে অবিদিত।
তাও উপেখিয়া তোরা কৈলে মোর হিত ॥ ১১৮
অতএব যোগ্য হয় তোমাদিগে দিতে।
হেন বস্তু কিছু আমি না পাই দেখিতে ॥ ১১৯
তভু স্মরণার্থে মাত্র দিয়ে যে কিঞ্চিত।
গ্রহণ করহ সবে সুপ্রসন্ন-চিত ॥ ১২০
এত কহি নানামত বসন ভূষণ।
বানর-ভল্লূকগণে কৈলা সমর্পণ ॥ ১২১
তারা সবে সে সকল বস্তু শিরে ধরি।
প্রণাম করিয়া কহে করযোড় করি ॥ ১২২
প্রভু হই মোরা পশু কানন-নিবাসী।
আমাদিগে কেন দেন এই রত্নরাশি ॥ ১২৩
করিবেন মো-সবায় কৃপা-দৃষ্টি মাত্র।
তবেই হইব মোরা সর্ব্বসুখপাত্র ॥ ১২৪
কপিন্দ্রের বাণী শুনি হরষিত-মন।
রাক্ষস সকলে প্রভু দিলা নানা ধন ॥ ১২৫
এইরূপে সকলে করিয়া সন্তোষণ।
পুন মারুতিরে কন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১২৬
বাছা তুমি কাবলে যে মোর উপকার।
শোধিতে না পারিলাম আমি কিছু তার ॥ ১২৭
অতএব তব যাহে লাগয়ে অন্তর।
মোর স্থানে লহ তুমি কিছু সেই বর ॥ ১২৮
এতেক বচন শুনি সমীর-নন্দন।
কর যোড়ি দাঁড়ায়্যা করেন নিবেদন ॥ ১২৯
প্রভু দিয়াছেন যেই ভক্তি-চিন্তামণি।
তাহে পূর্ণ হয়্যা মোরা অন্য নাহি গণি ॥ ১৩০
অপর কি কব মোক্ষে দেখি যেন ঘাস।
অন্য বর প্রতি কেন হইবেক আশ ॥ ১৩১
এক মাত্র বর আমি মাগিব তোমারে।
কৃপা করি প্রভু তাহা দিবেন আমারে ॥ ১৩২
তব-লীলা-কথামৃত করিয়া শ্রবণ।
তৃপ্ত নাহি হয় কদাচিত মোর মন ॥ ১৩৩
অতএব তব কথা থাকিবে যাবত।
থাকে যেন মোর এই জীবন তাবত ॥ ১৩৪
এত শুনি অতিশয় আনন্দিত-মন।
প্রভু মারুতিরে দিলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১৩৫

মস্তকেতে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করি।
কহিছেন গদ্গদ-বচনে প্রেমে ভরি ॥ ১৩৬
বাপধন তোর কথা শুনি মোর মন।
হইল বিস্ময়-সুখ-সাগরে মগন ॥ ১৩৭
একি ত্রিভুবনে নাহি দেখি হেন জন।
কামবর পাই যে করয়ে উপেক্ষণ ॥ ১৩৮
এ যশ তোমার তত দিবস থাকিবে।
মোর কথা ভুবনেতে যাবত রহিবে ॥ ১৩৯
যাবত থাকিবে ধরা-গিরি-পারাবার।
তাবত ভুবনে কথা থাকিবে আমার ॥ ১৪০
যাবত আমার কথা থাকিবে ভুবনে।
তাবত তুমিহ বাছা থাকিবে জীবনে ॥ ১৪১
বলবান্ নীরোগ বার্দ্ধক-বিবর্জ্জিত।
হইয়া রহিবে সদা আনন্দিত-চিত ॥ ১৪২
তার পর পাই মোর সামীপ্য-মুকতি।
করিবে আমার পদ-সেবা অব্যাহতি ॥ ১৪৩
পাইয়া এতেক বর পবন-নন্দন।
ভূমে পড়ি করিলেন প্রভুরে বন্দন ॥ ১৪৪
তবে শ্রীজনক-সুতা মৃদু মৃদু স্বরে।
কহিতে লাগিলা কিছু পবন-কোঙরে ॥ ১৪৫
বাছা তোহে আমিহও দিব কিছু বর।
তাহা সিদ্ধ করুন সকল সুরেশ্বর ॥ ১৪৬
যেখানে যেখানে হবে রাম-কথা গান।
সেই সেই স্থানে তোর হবে সন্নিধান ॥ ১৪৭
যেখানে থাকিবে তুমি আপন ইচ্ছায়।
অপ্সরা গন্ধর্ব্ব তোথা সেবিবে তোমায় ॥ ১৪৮
ইচ্ছা মাত্রে যেথা সেথা হবে উপস্থিত।
মিষ্ট জল নানা ফল অমৃত-সম্মিত ॥ ১৪৯
আর যাবদীয় ভোগ আছয়ে সংসারে।
ভুঞ্জিতে পাইবে তাহা ইচ্ছা-অনুসারে ॥ ১৫০
তবে যাবদীয় কপি ভল্ল-নিশাচর।
রামজয় শব্দ কৈল গদ-গদস্বর ॥ ১৫১
রামচন্দ্রে প্রদক্ষিণ করি সিংহাসনে।
কান্দি কান্দি প্রস্থান করিলা দুখি-মনে ॥১৫২
তাহা দেখি রামচন্দ্র প্রেমে আর্দ্রমন।
করিলেন তাহাদের পশ্চাত-গমন ॥ ১৫৩
তাহা দেখি সে সভাতে যত জন ছিল।
তারাও সকলে তাঁর পশ্চাতে চলিল ॥ ১৫৪

তবে এক সরোবর পর্য্যন্ত যাইয়া।
কপি-নিশাচর সব কহিছে কান্দিয়া ॥ ১৫৫
রঘুবর তুমি আর কেন পাও ক্লেশ।
ফিরি নিজ নিকেতনে করহ প্রবেশ ॥ ১৫৬
শ্রীরাম কহেন শুন শুন বন্ধুগণ।
পথে সবে সাবধানে করিবে গমন ॥ ১৫৭
যার যবে হৃদয়েতে উৎকণ্ঠা হইবে।
সেই ক্ষণে সেই জন এখানে আসিবে ॥ ১৫৮
আর কি কহিব আমি তোমা-সবাকারে।
নিজ বন্ধু বলি সবে জানিবে আমারে ॥ ১৫৯
এতেক পর্য্যন্ত কহি প্রেমে আর্দ্র-মন।
কহিতে নারিলা আর শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৬০
তাহা দেখি কপি-ভল্ল রাক্ষস-নিকর।
কান্দি কান্দি সবে গেলা নিজ নিজ ঘর ॥ ১৬১
দেহ মাত্র লয়্যা তারা গেল নিকেতনে।
মন কিন্তু রহি গেল শ্রীরামচরণে ॥ ১৬২
কপি-ভল্ল-নিশাচর প্রস্থান করিলা।
হেন কালে গুহ রাম-আগে দাঁড়াইলা ॥ ১৬৩
কহিছেন তিঁহ মিতা ইহাদেরি সনে।
আমারেও বিদায় করহ নিকেতনে ॥ ১৬৪
চিরদিন রহিয়াছি তেজিয়া ভবন।
তভু তোরে ছাড়িয়া যাইতে নহে মন ॥ ১৬৫
কিন্তু বৃদ্ধা জননী আছেন কি প্রকারে।
এই ভাব উৎকণ্ঠা হইছে যাইবারে ॥ ১৬৬
শ্রীরাম কহেন মিতা এই যোগ্য হয়।
পিতৃ-মাতৃ-সেবা শাস্ত্রে পর ধর্ম্ম কয় ॥ ১৬৭
অকপটে করে যেই পিতৃ-মাতৃ-সেবা।
তাহা হৈতে মোর প্রিয় আছে অন্য কেবা ॥
অতএব তুমি যাবে মাতারে সেবিতে।
ইহা শুনি বড় সুখ হৈল মোর চিতে ॥ ১৬৯
কহিবে মাতারে মোর কুশল সংবাদ।
কহিবে সর্ব্বদা করিবারে আশীর্ব্বাদ ॥ ১৭০
আমিহ দিতেছি কিছু বসন তাঁহারে।
মোর বাক্যে কবে পরিধান করিবারে ॥ ১৭১
এত কহি আনাইয়া বিচিত্র বসন।
গুহক-মাতার লাগি কৈলা সমর্পণ ॥ ১৭২
আর নানাবিধ বস্ত্র বিচিত্র ভূষণ।
সহগণ গুহকেরে কৈলা বিতরণ ॥ ১৭৩

গুহকেরে দিলা দিব্য দিব্য বহু গ্রাম।
হাট ঘাট কত উপবন অভিরাম ॥ ১৭৪
এ সকল দিয়া তারে কৈলা আলিঙ্গন।
শ্রীগুহ মুদিত হয়্যা করিলা গমন ॥ ১৭৫
এখানেতে রামচন্দ্র সকলে লইয়া।
সিংহাসনে বসিলেন ফিরিয়া আসিয়া ॥ ১৭৬
তবে মন্ত্রি-সকলেরে করি সম্বোধন।
কহিছেন রঘুপতি মধুর বচন ॥ ১৭৭
মন্ত্রিগণ ইতিহাস-শ্রবণ-কারণ।
চিরদিন হয় নাই রাজ্য আলোচন ॥ ১৭৮
অতএব দেখ সবে দ্বারেতে যাইয়া।
আছে কি না আছে কেহ কার্য্যার্থী দাঁড়িয়া ॥
তাহা শুনি যে আজ্ঞা বলিয়া মন্ত্রিগণ।
দেখিলেন দ্বারদেশে করিয়া গমন ॥ ১৮০
তবে তাঁরা রাম আগে ফিরিয়া আসিয়া।
কহিতে লাগিলা করযুগল যুড়িয়া ॥ ১৮১
প্রভু মোরা করিলাম বহু অন্বেষণ।
এখানেতে নাহি কার্য্য-অর্থী কোনো জন ॥১৮২
মন্ত্রীদের বাক্য শুনি ভরত ঠাকুর।
কহিছেন রামচন্দ্রে বচন মধুর ॥ ১৮৩
রঘুবর কি প্রকারে, দাঁড়াইয়া তব দ্বারে,
থাকিবেক কার্য্য অর্থী জন।
নাহি দেখি তব রাজ্য, মধ্যেতে অন্যায় কার্য্য,
নাহি দেখি অধর্ম্মাচরণ ॥ ১৮৪
সংপ্রতিহ বর্ত্তমান, যুগ ত্রেতা-সমাখ্যান,
ইথে ধর্ম্ম একপাদন্যূন।
কিন্তু তব অধিকারে, কোথাও না দেখি তারে,
যৎকিঞ্চিৎ অংশেতেও উন ॥ ১৮৫
প্রজা সব আছে সুখে, নাহি পায় কভু দুখে,
শরীরেতে অথবা হৃদয়।
নাহি কারো গ্রহ ভয়, দেহে রোগ নাহি হয়,
নাহি দেখি কারো শত্রুভয় ॥ ১৮৬
কারো অঙ্গে নাহি গ্লানি,
নাহি জরা নাহি ম্লানি,
দৌর্ব্বল্য ইন্দ্রিয় অপাটব।
কোনো স্থানে নাহি চোর,
লোভী ক্রোধ কামী ঘোর,
কপট দূষক একলব ॥ ১৮৭

সবে নিজ-ধর্ম্ম-পর, দোষ-শূন্য গুণধর,
দুঃখহীন সদা আনন্দিত।
তব শ্রীচরণ-দ্বন্দ্ব, ভক্তি-যোগ-মহানন্দ-
উল্লাসে সর্ব্বদা আমোদিত ॥ ১৮৮
বালক যুবক লোক, বৃদ্ধ-আগে প্রেত-লোক,
প্রতি নাহি কর্য়ে পয়াণ।
বিধবা না হয় নারী, না দেখি কোথাও মারী,
ইচ্ছা বিনে নাহি যায় প্রাণ ॥ ১৮৯
পরিচ্ছদ পরিষ্কার, বস্ত্র রত্ন অলঙ্কার,
ধান্যে পূর্ণ সবার আলয়।
নাহি আছে কোন ঈতি, সদা পক্বশস্যা ক্ষিতি,
কর্ষণ করিতে নাহি হয় ॥ ১৯০
ইচ্ছা-অনুসারে বারি, বৃষ্টি করে মেঘ চারি,
সুখস্পর্শ সমীরণ বয়।
নিরন্তর ফল ফুল, পূর্ণ বৃক্ষ-লতাকুল,
নির্ম্মল-সলিল জলাশয় ॥ ১৯১
নদ নদী সরোবর, বৃক্ষ লতা ধরাধর,
ধরণী সাগর দেবগণ।
প্রজাদের অভিলাষ, পূর্ণ করে যথা আশ,
দুগ্ধে ভূমি সিঞ্চে গবীগণ ॥ ১৯২
দেখি হেন পরিষ্কার, তব রাজ্য-অধিকার,
সংসারের যাবদীয় জন।
হইয়া সুখিত-মন, সদা করে প্রশংসন,
রঘুবংশমুকুট-রতন ॥ ১৯৩
ভরতের এত বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাঁর প্রতি কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৯৪
ভ্রাতৃবর যে সকল করিলে বর্ণন।
বহু ভাগ্যবলে হয় ইহার ঘটন ॥ ১৯৫
যদি সিদ্ধ হয়্যা থাকে ইহা মো-সবার।
বুঝিলাম তবে ভাগ্যোদয় চমৎকার ॥ ১৯৬
মো-সবার প্রতি তুষ্ট হৈলা দেবগণ।
পিতৃলোক হইলেন সন্তোষ-ভাজন ॥ ১৯৭
এত কহি সব জনে বিদায় করিয়া।
অশোক-কাননে গেলা প্রভু সুখি-হিয়া ॥ ১৯৮
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ১৯৯
ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ডলীলাবর্ণনে
বান্ধবসংপ্রেষণো নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৭

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামচন্দ্রের অশোকবন-বিহার ও রামলীলা-শ্রবণ-মাহাত্ম্যবর্ণন।

ক্রীড়ামশোকবিপিনেঽতিমনোজ্ঞরূপে,
শ্রীসীতয়া সহ বিধায় যথাভিলাষম্।
ভক্তাবলেরিহ মনোরথ-পূর্ত্তিমুচ্চৈ-
শ্চক্রে য এষ দয়তাং রঘুনন্দনো নঃ॥ ১

অশোক-কাননে প্রবেশিয়া রঘুবর।
দেখিছেন তার শোভা সানন্দ-অন্তর॥ ২
কিবা অভিরাম সুর-ধাম সে অশোকবন।
যারে বর্ণিবারে নাহি পারে কোনো কবিজন॥৩
প্রভু-ইচ্ছামতে এজগতে যাহার প্রকাশ।
কৈলে বিবেচন সেই বন বৈকুণ্ঠ বিলাস॥ ৪
যেই হেতু সেই পুরী সেই বৈকুণ্ঠ অভেদ।
যত শোভা তায় তাও তায় এই কহে বেদ॥ ৫
অন্তঃ পুর-কাছে রহিয়াছে সেই উপবন।
যার উপমান দিতে স্থান না হয় নন্দন॥ ৬
তারে যেই পায় তার যায় সব শোকগণ।
তেঁই বেদগণে তারে ভণে অশোককানন॥ ৭
তার চারিপাশে পরকাশে স্ফটিক-প্রাচীর।
যাহা লঙ্ঘিবারে নাহি পারে আপুনি সমীর॥৮
তার আছে দ্বার পারক্কার দুই দুই স্থানে।
এক সভা-প্রান্ত আর অন্তঃপুর-সন্নিধানে॥ ৯
তার দ্বারে বসি চর্ম্ম-অসি ধারণ করিয়া।
আছে ষণ্ডগণ বিলক্ষণ ভূষণ পরিয়া॥ ১০
তার পথ সব অসম্ভব সুন্দর চিকণ।
যাহে করি যত্ন নীলরত্ন কর্য্যাছে পাতন॥ ১১
মাঝে মাঝে তার রক্ত আর ধবল পাষাণ।
দিয়া সাজায়্যাছে নাহি আছে যার উপমান॥
আল-বালচয় স্বর্ণময় পরম শোভন।
দিয়া নানা মণি খানি খানি কর্য্যাছে সাজন॥
তাহে বৃক্ষগণ সুশোভন না হয় বর্ণন।
পীত-মণিময় যার হয় স্কন্ধ-শাখাগণ॥ ১৪
যত পত্র তার চমৎকার হরিন্মণিময়।
যার পুষ্প যেই বর্ণ সেই মণি-কৃত হয়॥ ১৫
হেন তরুততি আছে কতি সেই ত কাননে।
তাহা কহিবারে কেবা পারে একক বদনে॥ ১৬
কত মনোহর নাগেশ্বর অশোক চম্পক।
লোধ্র কাঞ্চনার কর্ণিকার শেফালিকা বক॥ ১৭
তাহে নানাজাতি যূঁথী জাতি মল্লিকা টগর।
কর-বীর কুন্দ মুচুকুন্দ বকুল বিস্তর॥ ১৮
কত স্থবিরাজ গন্ধরাজ পুন্নাগ আমলী।
কত সপ্তপর্ণ নানাবর্ণ ঝিণ্টি কৃষ্ণকলী॥ ১৯
কিবা স্থলপদ্ম শোভাসদ্ম মাধবী মালতী।
কত খরিষ্কার গুলানার বান্ধুলী সেবতী॥ ২০
এই আদি কতি পুষ্পজাতি আছে তরুলতা।
রহু তা-সবার গণিবার দূরেতে বারতা॥ ২১
তাহে আমলকী হরীতকী কপিত্থ কাঁঠাল।
কত নারিকেল মিষ্ট বেল দাড়িম্ব রসাল॥ ২২
কত নাগীরঙ্গ সুছোলঙ্গ বাতাপি খর্জ্জুর।
কত দ্রাক্ষা তাল রম্ভাজাল কমলা আঙ্গুর॥২৩
কত মিষ্টরস আনারস অঞ্জীর বাদাম।
কত আম্রাতক মন্দারক নোনা পীলু জাম॥২৪
এই আদি করি ফলধারী যত তরুগণ।
তাহা সংখ্যা করে এ সংসারে নাহি হেন জন॥২৫
সেই বনে ছয় ঋতু রয় সদা মূর্ত্তিমান্।
তাহে ঋতুপতি সদা অতি-শয় শোভমান॥ ২৬
তাহে মনোরম বিহঙ্গম কোটি কোটি চরে।
কিবা নীলকণ্ঠ কুহুকণ্ঠ মিষ্ট রব করে॥ ২৭
তাহে সারি সারি দিব্য সারী বসি কথা কয়।
যাহা শুনি নর-বাক্যে বর ঘৃণা-বুদ্ধি হয়॥ ২৮
কত কাকাতুয়া টিয়া শুয়া কাজলা মদনা।
কত দহিয়াল হরিতাল ফুলটুনী ময়না॥ ২৯
এই আদি মিষ্ট-ভাষী হৃষ্ট-কৃত বিহঙ্গম।
তাহে অলি সব করে রব অতি মনোরম॥ ৩০
তাহে কৃষ্ণসার রঙ্কু আর রৌহিষ সম্বর।
এই আদি যত মৃগ কত খেলে মনোহর॥ ৩১
তাহে আছে কত নানা মত কৃত্রিম অচল।
তাহা দেখি মজে মহালাজে পর্ব্বত সকল॥ ৩২
তাহে মনোহর সরোবর আছে অগণিত।
নানা মণিচয়-বদ্ধ হয় যাহাদের ভিত॥ ৩৩
চারি দিগে চারি ঘাট পরিষ্কার সুচিক্কণ।
সেহ নানাবর্ণ শিলা-স্বর্ণ-পটে সুশোভন॥ ৩৪

তাহে শোভে জল সুনির্ম্মল দর্পণ-সমান।
যাহা করি পান সুধা-জ্ঞান করে সুবিদ্বান্ ॥ ৩৫
সেই জলান্তরে খেলা করে কত জলচর।
যেন অন্ধকারে উড়ি ফিরে খদ্যোতনিকর ॥ ৩৬
তাহে শোভে কত রক্ত সিত অসিত কমল।
কত ইন্দীবর মনোহর কৈরবপটল ॥ ৩৭
তাহে করে রব হংস সব শরালি সারস।
কত চক্রবাক ছাড়ে বাক ডাহুক সরস ॥ ৩৮
তাহে ভৃঙ্গ-ততি করে অতি মধুর ঝঙ্কার।
যাহা শুনি চিত বিচলিত না হয় কাহার ॥ ৩৯
সেই উপবনে মধ্যস্থানে আছে এক ঘর।
যাহা দেখি মজে মহালাজে ইন্দ্রের নগর ॥ ৪০
যার চারিপাশে পরকাশে অপূর্ব্ব অঙ্গন।
যাহে খানি খানি নানামণি করিয়াছে পাতন ॥ ৪১
তার সান্নিধিতে চারি ভিতে পিণ্ডী সুশোভন।
নীল-মণিগণ বিরচন পরম চিক্কণ ॥ ৪২
তাহে শারি শারি স্তম্ভ চারিদিগে পারিপাব।
শ্বেত-শিলা-কৃত ঐরাবত-চরণ-আকার ॥ ৪৩
চারি খান ভিত কিবা সিত-পাষাণ-নির্ম্মিত।
তাতে কত চিত্র নানা-চিত্রমণি-বিরচিত ॥ ৪৪
তাহে দ্বারগণ সুগঠন প্রবাল-গঠিত।
নানা মণিযুত স্বর্ণকৃত-কবাট-শোভিত ॥ ৪৫
তার মধ্যদেশ সবিশেষ শোভে ক্ষণে ক্ষণে।
যার মধ্যস্থল ঝলমল করে মণিগণে ॥ ৪৬
তাহে পরিপাটী ঘটীবাটী তাম্বুল-ভাজন।
কত দীপাধার জলাধার থাল-থালীগণ ॥ ৪৭
এই আদি করি যত পরি-চ্ছদ গৃহোচিত।
সেই সব দ্রব্য নিতি নব্য কনক-রচিত ॥ ৪৮
তাহে করিদন্ত-কৃত কাষ্ঠ পালঙ্ক বিমল।
তাহে অতিমুগ্ধ-তুলা দুগ্ধ-ফেন-সুকোমল ॥ ৪৯
তাহে মৃদুতর মনোহর বালিশ বিস্তর।
শয্যা-ঊর্দ্ধদেশে পরকাশে বিতান সুন্দর ॥ ৫০
তাহে দোলে ঝাঁপা থোঁপা থোঁপা মুক্তা-মণিময়।
শোভে মুখে যার পরিষ্কার পট্টসূত্রচয় ॥ ৫১
সেই গৃহ-মাঝে কত সাজে ব্যজন চামর।
কেকি-পক্ষ-কৃত সুচিত্রিত ব্যজন বিস্তর ॥ ৫২
হেন মনোহর সেই ঘর-উপরি তেমন।
আর এক গেহ হয় সেহ তেমনই শোভন ॥ ৫৩

হেন উপবন বিলোকন করি রঘুবর।
হইলা নিমগন বিলক্ষণ প্রমোদ-ভিতর ॥ ৫৪
যে কালে অশোকবনে প্রভু প্রবেশিলা।
সেই কালে সূর্য্য অস্তাগারিতে চলিলা ॥ ৫৫
তাহা দেখি প্রভু ডাকি যণ্ড একজনে।
আদেশ করিলা কিছু মধুর বচনে ॥ ৫৬
কঞ্চুকি তুমিহ শীঘ্র অন্তঃপুরে গিয়া।
জানকীরে মোর বার্ত্তা আশু জানাইয়া ॥ ৫৭
আজি হৈতে আমি এই অশোক-কাননে।
রহিব সর্ব্বদা এই করিয়াছি মনে ॥ ৫৮
অতএব সঙ্গে লয়্যা সখী দাসীগণ।
করহ গিয়া এখানে করিতে আগমন ॥ ৫৯
এত আজ্ঞা করি প্রভু সেই কঞ্চুকীরে।
সন্ধ্যা করিবারে গেলা সরোবরতীরে ॥ ৬০
এখানে কঞ্চুকী গিয়া সীতা-সন্নিধান।
প্রভু-আজ্ঞা জানাইলা তাঁর বিদ্যমান ॥ ৬১
তাহা শুনি যে আনন্দ হইল তাঁহার।
তাহা বিনে বোধ-গম্য হয় সে কাহার ॥ ৬২
চিরদিন পরে রাম-অঙ্গ-সঙ্গ-আশে।
উথলিল প্রেমানন্দ হৃদয়-আকাশে ॥ ৬৩
তাহে প্রফুল্লিত হয়্যা নাচে রোম-ততি।
স্তম্ভিত হইল সুখে সকল মূরতি ॥ ৬৪
নয়নেতে অশ্রুজল হয় নিঃসরণ।
যত্ন করি তাহারে করেন সম্বরণ ॥ ৬৫
সখী সব সেই কথা শ্রবণ করিয়া।
করয়ে সীতার সজ্জা সুখিত হইয়া ॥ ৬৬

কিবা বিচক্ষণ সে রমণীগণ,
বেশ বিরচন, সীতার করে।
কঙ্কতি ধরিয়া, কেশ আঁচরিয়া,
ঝুঁটি বানাইয়া, বান্ধিল পরে ॥ ৬৭
সিঁথার উপর, সিঁথি মনোহর,
বান্ধিল সুন্দর, যতন করি।
ললাট-ফলকে, সিন্দুর-তিলকে,
সাজাল্য ঝলকে, যেন বিজরী ॥ ৬৮
খঞ্জন-গঞ্জন, নয়নে অঞ্জন,
কর্ণেতে শোভন, কুণ্ডল দিল।
নাসায় বেশর, দিল মনোহর,
গণ্ডেতে মকর, চিত্র করিল ॥ ৬৯

ভুজে দিল তাড়, করে পরিষ্কার,
স্বর্ণচুড়ি আর, কঙ্কণ বালা।
কনক-গুজুরী, অঙ্গুলে অঙ্গুরী,
গলে সুমাধুরী, মুকুতা-মালা ॥ ৭০
কুচেতে কাঁচুরি, বান্ধে দিয়া ডুরি,
রাম-চিত চুরি, করিবে যাহে।
কটি-তটে বাস, অতি নীলভাস,
কিঙ্কিণী প্রকাশ, করিল তাহে ॥ ৭১
চরণে মধুর, অর্পিল নূপুর,
পঞ্চম ঘুঙ্ঘুর, পাঁশুলী পাতা।
শ্রীরঘুনন্দন, প্রিয় দাসীজন,
যাবকে চরণ, করিল রাতা ॥ ৭২
হেন মতে করি দিব্য বেশ বিরচন।
সকলে মিলিয়া তাঁরা করিলা গমন ॥ ৭৩
সখীগণ কেহ নিলা সুগন্ধি চন্দন।
কেহ নিলা পুষ্প মালা কুসুম-ভাজন ॥ ৭৪
কেহ নিলা মিষ্ট-অন্ন ঘৃতাদি-সাধিত।
কেহ পক্ক ঘন দুগ্ধ কর্পূর বাসিত ॥ ৭৫
কেহ নিলা সুগন্ধি-সলিল-পূর্ণ ঝারি।
কেহ নিলা তাম্বুল-ভাজন মনোহারী ॥ ৭৬
তবে জানকীরে মধ্যে করি তাঁরা সবে।
চলিলা অশোক-বনে আনন্দ-উৎসবে ॥ ৭৭
কিবা সেই গমন-মাধুরী তা-সবার।
যাহা দেখি করিণীরে করি ছিছিকার ॥ ৭৮
তাহে কিবা নূপুরের মিষ্ট কলকল।
যাহা শুনি লজ্জা পায় সারস সকল ॥ ৭৯
হেন মতে শ্রীজানকী সখীগণ-সঙ্গে।
অশোককাননে আসি প্রবেশিলা রঙ্গে ॥ ৮০
হেন কালে প্রভু সন্ধ্যা সমাপন করি।
প্রবেশ করিলা কেলী-ভবন-ভিতরি ॥ ৮১
জানকী ও সখীগণ-সহিতে মিলিয়া।
প্রবেশ করিলা সেই গৃহেতে আসিয়া ॥ ৮২
পালঙ্কে থাকিয়া ডাকিছেন রঘুপতি।
নিকটে না যান সীতা লজ্জা-যুক্ত-মতি ॥ ৮৩
পুনঃপুন আহ্বান করেন রঘুবর।
তাঁর প্রতি এক সখী কৈলা প্রত্যুত্তর ॥ ৮৪
মহারাজ সখীর আশয় না বুঝিয়া।
কি কারণে ডাক তুমি ব্যাকুলা করিয়া ॥ ৮৫
আপুনি সখীরে মিথ্যা-অপবাদ দিয়া।
পরীক্ষণ করায়াছ অনলে ফেলিয়া ॥ ৮৬
সখীও তোমার প্রতি শঙ্কা করি মনে।
পরীক্ষা প্রার্থনা করে মোদের সদনে ॥ ৮৭
যদি শুদ্ধ হও তুমি কর পরীক্ষণ।
তবে তব পাশে সখী করিবে গমন ॥ ৮৮
তাহা শুনি মৃদু হাস্য করি রঘুপতি।
কহিতে লাগিলা সেই সীতা-সখী প্রতি ॥ ৮৯
বুদ্ধিমতি তুমিহ কহিলে যেই কথা।
যোগ্য বটে ইহা কভু না হয় অন্যথা ॥ ৯০
অতএব করিব আমিহ পরীক্ষণ।
উপদেশ কর তোরা করি বিবেচন ॥ ৯১
তাহা শুনি সেই সখী কহিল সীতারে।
কহ সখি কি পরীক্ষা কহিব ইহারে ॥ ৯২
জানকী কহেন সখি সাক্ষাতে রাজার।
এ সকল বিধি দিতে শক্তি হয় কার ॥ ৯৩
তাহা শুনি কহিছেন শ্রীরঘুনন্দন।
শুন তোরা আমি দিব সেই পরীক্ষণ ॥ ৯৪
প্রচণ্ড-অনল-তপ্ত দুই স্বর্ণ-গোল।
হস্তে ধরি দিব আমি পরীক্ষা অলোল ॥ ৯৫
এত শুনি তারা সবে দিল অনুমতি।
তবে পুন কহিতে লাগিলা রঘুপতি ॥ ৯৬
সীতা-ভিন্ন অন্য রমণীতে মোর মতি।
যদি কদাচিত করি থাকে অভিরতি ॥ ৯৭
তবে সীতা-স্তন-তপ্ত-স্বর্ণ-গোলাদ্বয়।
দগ্ধ করিবেক মোর হস্তে অসংশয় ॥ ৯৮
এত কহি মৃদু মৃদু হাসি রঘুমণি।
জানকীর নিকটেতে চলিলা আপনি ॥ ৯৯
তাহা দেখি শ্রীজানকী লজ্জিত হইয়া।
কহিছেন সখীজনে দূরে পলাইয়া ॥ ১০০
সখি যার শ্রীচরণ-ভক্তিলেশ বলে।
দহিতে নারিল মোরে প্রচণ্ড অনলে ॥ ১০১
তার কি করিবে তপ্ত-সুবর্ণ-পরশে।
অতএব এ পরীক্ষা না লয় মানসে ॥ ১০২
এ লাগিয়া তোমাদের যদি মনে লয়।
কহ তবে শপথ করিতে সেই হয় ॥ ১০৩
তাহা শুনি সীতা-সখী রঘুনাথে কয়।
মহারাজ পরীক্ষাতে না যায় সংশয় ॥ ১০৪

অতএব করি তুমি শপথ কিঞ্চিত।
কর আমা-সবাকার হৃদয় প্রতীত ॥ ১০৫
শ্রীরাম কহেন সখি তোমা সবাকার।
যেই ইষ্ট হয় সেই কর্ত্তব্য আমার ॥ ১০৬
কিন্তু কহ তোমা সবে করি বিবেচন।
করিব আমিহ কোন্ দিব্য আচরণ ॥ ১০৭
সখী কহে তুমি স্পর্শ করি মহেশ্বরে।
শপথ করহ আমাদের বরাবরে ॥ ১০৮
তাহা শুনি রামচন্দ্র ভাল ভাল বলি।
জানকীর প্রতি কহিছেন কুতূহলী ॥ ১০৯
প্রিয়ে তুমি দাঁড়াও দাঁড়াও একবার।
শপথ করিয়া আমি সত্যে হই পার ॥ ১১০
তব স্তন-শিবমাথে করি করার্পণ।
করি তব সখীদের সুপ্রতীত মন ॥ ১১১
এইরূপ কহি কহি যান রঘুবর।
কিন্তু ভাবে গদগদ হইতেছে স্বর ॥ ১১২
রোমাঞ্চিত হইতেছে সব কলেবর।
ঘর্ম্মজল গলিয়া পড়িছে ঝর ঝর ॥ ১১৩
তাহা শুনি দেখি কহে সেই সখীজন।
না করিতে হবে আর দিব্য আচরণ ॥ ১১৪
জানিয়াছি শুদ্ধ বলি আমরা তোমারে।
কেন আর যত্ন কর দিব্য করিবারে ॥ ১১৫
তবে শুন দেখি যেই সাধ্বস-বিকার।
এ কেবল শ্রুতি-নেত্র-দোষ মো-সবার ॥ ১১৬
জানকীর সখীর নিকটে রঘুবর।
পরাজয় পাইয়া হইলা নিরুত্তর ॥ ১১৭
তাহা দেখি শ্রীজানকী হসিত-বদন।
সখীরে আপন হার কৈলা সমর্পণ ॥ ১১৮
মৃদু মৃদু হাস্য করি সেই সখীজনে।
কহিছেন পুনর্ব্বার মধুর বচনে ॥ ১১৯
সখি যে লাগিয়া পরীক্ষণ চাহিছিলে।
সবিশেষে পরিচয় তাহার পাইলে ॥ ১২০
তাহা রহু শুনি মোর স্থানে কথা আর।
জিজ্ঞাসা করহ তোরা চরণে উঁহার ॥ ১২১
এক বৃত্রাসুরে বধি জলদ-বাহন।
হয়াছিলা ব্রহ্মহত্যা-পাপেতে মগন ॥ ১২২
পুলস্ত্য মুনির বংশে করিয়া সংহার।
হয়াছে কি না হয়াছে অধর্ম্ম ইহাঁর ॥ ১২৩
যদি হয়্যা থাকে পাপ তবে ছুঁয়্যা মোরে।
করিবেন কেন ভাগী এই পাপ-ঘোরে ॥ ১২৪
অতএব যদি ইচ্ছা থাকয়ে ছুঁইতে।
কহ তবে সুর-তরঙ্গিণী পরশিতে ॥ ১২৫
শ্রীরাম কহেন স্বর্গ-সুখ-প্রদায়িনী।
তুমিহই হইয়াছ সুরত-রঙ্গিণী ॥ ১২৬
অতএব তোহে আমি পরশ করিয়া।
শুদ্ধ হই সব পাপে বিমুক্ত হইয়া ॥ ১২৭
এত কহি ভুজদণ্ড-যুগল পসারি।
জানকীরে কোলেতে লইলা রাবণারি ॥ ১২৮
তাহা দেখি লজ্জিত হইয়া সখীগণ।
হাসি হাসি স্থানান্তরে করিলা গমন ॥ ১২৯
চিরদিন পরে দোঁহে পরশি দোঁহারে।
নিমগ্ন হইলা প্রেমানন্দ-পারাবারে ॥ ১৩০
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাদি নানা ভাবোদয়।
ক্ষণে ক্ষণে দোঁহাকার কলেবরে হয় ॥ ১৩১
তবে প্রভু সীতাসঙ্গে পালঙ্কে বসিয়া।
কহিছেন সখী সকলেরে সম্বোধিয়া ॥ ১৩২
সখীগণ তোমাদের সখীর মানস।
নৃত্য গীত বাদ্য লাগি করিছে লালস ॥ ১৩৩
অতএব নর্ত্তকী সকলে সঙ্গে করি।
আস্থ তোমা-সবে এই ভবন-ভিতরি ॥ ১৩৪
প্রভুর বচন শুনি সীতা-সখীগণ।
প্রবেশিলা নর্ত্তকী-সহিতে সে সদন ॥ ১৩৫
তবে বিদ্যাধরী জিনি নর্ত্তকীনিকর।
সঙ্গীত আরম্ভ কৈলা অতি মনোহর ॥ ১৩৬
বীণা বেণু মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল।
তম্বুরা শারঙ্গী ডম্ফ মুরজ কাহাল ॥ ১৩৭
এই আদি নানা যন্ত্র এক মেলি করি।
বাজায় বিচিত্র বাদ্য অনেক সুন্দরী ॥ ১৩৮
দিব্য অঙ্গ-ভঙ্গী করি বিবিধপ্রকার।
নাচয়ে নর্ত্তকী সব অতি চমৎকার ॥ ১৩৯
মিষ্টস্বরে করি দিব্য রাগ আলাপন।
শ্রীরামের গুণগান করে নটীগণ ॥ ১৪০

জয়তি জয়তি, ধরণী-পতি,
জয়তি জয়তি রাম।
জনক-নৃপতি, দুহিতা-পতি,
নির্ম্মল গুণধাম ॥ ১৪১

কোটী-মদন-, মদ-খণ্ডন,
পদ-নখরুচি লেশ।
চরণ-কমল, রুচি-মণ্ডল,
জিত-নব-দিবসেশ ॥ ১৪২
কদলী-তরু, সুললিত-উরু,
মধ্যম অতি ক্ষীণ।
রমণী-মন-, মৃগ-নর্ত্তন,
মণিতট উর পীন ॥ ১৪৩
বনিতাকুল,- ধৃতি-শৈবল,

বনিতা-মদ,- তিমির-বিপদ,-
কর শশধর-তুণ্ড ॥ ১৪৪
মিথিলা-পতি,- তনয়া-ধৃতি,-
দলন-নয়ন-বাণ।
রঘু-নৃপকুল,- বিমল-কমল,
বিকশন-রবি-ভান ॥ ১৪৫
এত গীত শুনি সীতা হরষিত-মন।
নটীদিগে দিলা বহু বসন-ভূষণ ॥ ১৪৬
তবে রঘুপতি সম্বোধিয়া নটীগণে।
কহিছেন হাসি হাসি মধুর বচনে ॥ ১৪৭
তোরা সবে গান কর অতি মনোহর।
তুষিতে নারিলে কিন্তু আমার অন্তর ॥ ১৪৮
অতএব যাহে তুষ্ট হয় মোর মন।
হেন গান কর কিছু করি বিবেচন ॥ ১৪৯
তাহা শুনি সুচতুর সেই নটীগণ।
যে আজ্ঞা বলিয়া কৈল গীত আরম্ভণ ॥ ১৫০
জয়তি জয়তি, জনক-নৃপতি,-
কুল-বারিধি-কমলা।
রঘু-নৃপবর, নব-জলধর,-
অচপল-নব-চপলা ॥ ১৫১
রাম-নয়ন,- অলি-হর্ষণ,-
বদন-কনক-কমলা।
রঘুপতিমন,- ঝষকর্ষণ,-
নয়ন-বড়িশ-যুগলা ॥ ১৫২
রাম-দশন,- শুক-হর্ষণ,
পক্ক-বিম্ব-অধরা।
রঘু-ভূষণ,- সিংহ-শয়ন,-
কুচ-সুমেরু-শিখরা ॥ ১৫৩

অবনি-পাল-, নব-তমাল,-
বেষ্টন-ভুজলতিকা।
রঘুবর-মন, গজ-লেখন-
রোমাবলি-বঙ্কিকা ॥ ১৫৪
রাম-নয়ন,- বর-খঞ্জন'-
নটন-পুলিন-জঘনা।
রঘুপতি-রতি,- বিষয়ক-মতি,-
বর্দ্ধন-কর-চরণা ॥ ১৫৫
এই গীত শুনি রাম মহাসুখি-মন।
নটীদিগে দিলা বহু বসন-ভূষণ ॥ ১৫৬
শ্রীজানকী লজ্জাভরে হয়্যা ক্রুদ্ধমতি।
বক্র চক্ষু করি চান নটীদের প্রতি ॥ ১৫৭
তাহা দেখি হাসি প্রভু কহেন সীতারে।
প্রিয়ে কেন কোপ কর ইহা সবাকারে ॥ ১৫৮
যে আনন্দ দিল ইহা সকলে আমারে।
তাহার উপমাস্থান না দেখি সংসারে ॥ ১৫৯
এগান শুনিতে আরো আছিল আশয়।
কিন্তু আজি হইয়াছে শয়ন-সময় ॥ ১৬০
কল্য রজনীতে পুন ইহাদের স্থানে।
এই গান শুনিয়া তুষিব মন-প্রাণে ॥ ১৬১
প্রভু-বাণী শুনি সুচতুর সখীগণ।
ঈঙ্গিতে করিল নটীগণে বিসর্জ্জন ॥ ১৬২
তবে তারা স্থানান্তরে করিল পয়াণ।
সখীগণ কৈলা প্রভু-ভোজনের স্থান ॥ ১৬৩
তবে দিব্য আসনে বসিয়া রঘুপতি।
মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলা সুখি-মতি ॥ ১৬৪
তবে সীতা-দত্ত জলে করি আচমন।
শয়ন-স্থানেতে প্রভু করিলা গমন ॥ ১৬৫
কর্পূর-তাম্বুলে করি বদন শোধন।
কোমল শয্যায় প্রভু করিলা শয়ন ॥ ১৬৬
শ্রীজানকী সখীগণ-সহিত মিলিয়া।
খাইলেন প্রভুর প্রসাদ সুখি-হিয়া ॥ ১৬৭
তবে করি আচমন বদন-শোধন।
শ্রীরামচন্দ্রের কাছে করিলা গমন ॥ ১৬৮
সখীগণ তাঁরে রাম-কাছে পাঠাইয়া।
সুখিমনে শুইলেন স্থানান্তরে গিয়া ॥ ১৬৯
এখানেতে রামচন্দ্র প্রিয়ারে পাইয়া।
বসাইলা পালঙ্কেতে কক্ষেতে ধরিয়া ॥ ১৭০

সেকালেতে পরস্পর স্পর্শে দোঁহাকার।
যে আনন্দ হৈল তাহা বেদ্য অন্য কার॥ ১৭১
পুলকিত হইল দোঁহার কলেবর।
অবিরল স্বেদজল গলে ঝর ঝর॥ ১৭২
তবে প্রভু কোলেতে বসায়্যা শ্রীসীতারে।
চিবুক ধরিয়া করে কহেন তাঁহারে॥ ১৭৩
প্রিয়ে তোহে কোলেতে পাইব পুনর্ব্বার।
ইহা বলি মনে আশা না ছিল আমার॥ ১৭৪
কিন্তু বিধি মোর প্রতি সদয় হইয়া,
দিয়াছে অনেক ভাগ্যে তোহে মিলাইয়া॥১৭৫
তোমার বিরহে যত দুঃখ পাইছিলুঁ।
আজি তোহে পরশি সে সব পাশরিলুঁ॥ ১৭৬
আহা মরি তুমি সঙ্গ-ছাড়া হয়্যা মোর।
পাইয়াছ কত দুঃখ নাহি হয় ওর॥ ১৭৭
কিন্তু আর সে সকল দুঃখেরে এক্ষণ।
নাহি কর কদাচিত হৃদয়ে স্মরণ॥ ১৭৮
প্রভুর বচন শুনি সজল-নয়ন।
কর যুড়ি জানকী করেন নিবেদন॥ ১৭৯
প্রভু আমি পাইছিলুঁ যত কিছু দুখ।
সব ভুলিয়াছি তাহা দেখিয়া শ্রীমুখ॥ ১৮০
প্রভুর এ হেন কৃপা জানি নিজ প্রতি।
আপনারে জানিয়াছি মহাভাগ্যবতী॥ ১৮১
আপনি করিয়া এত ক্লেশ অঙ্গীকার।
করিলে কিঙ্করীজনে বিপদে উদ্ধার॥ ১৮২
এমত করুণা করে পতি যার প্রতি।
সে রমণী সংসারেতে মহাভাগ্যবতী॥ ১৮৩
অতএব নাহি কিছু দুঃখ আর মোর।
এক মাত্র আছে মনে দুঃখ অতি ঘোর॥ ১৮৪
কহিছিল লঙ্কাতে মারুতি এই কথা।
তোমার বিরহে প্রভু পাইছেন ব্যথা॥ ১৮৫
সেই কথা মোর এই হৃদয়-ভিতর।
জ্বলিতেছে গরল-সমান নিরন্তর॥ ১৮৬
হায় অতি কদর্য্য কুৎসিত কোথা আমি।
কোথা সর্ব্ব-গুণ-পাত্র কৃপাময় স্বামী॥ ১৮৭
তুমি মোর বিরহেতে পাইয়াছ ক্লেশ।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রহু মোরে সবিশেষ॥ ১৮৮
না পারিলুঁ কিছুই সেবিতে শ্রীচরণ।
হইলাম ধিক্ পুন ক্লেশের কারণ॥ ১৮৯
যে নারী লাগিয়া স্বামী পায়েন যন্ত্রণ।
মূঢ় বিধি কেন করে তাহারে সৃজন॥ ১৯০
শ্রীজানকী-মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিছেন তাঁর প্রতি শ্রীরঘুনন্দন॥ ১৯১
প্রিয়ে তব মুখে চন্দ্র বলে সর্ব্বজন।
বুঝিলাম সত্য বটে সেইত ভাষণ॥ ১৯২
যেহেতুক ইহা হৈতে মিষ্টবাক্য-রূপে।
ক্ষরিতেছে সুধারস মোর কর্ণ-কূপে॥ ১৯৩
কিন্তু পাইলাম এক ইহাতে অসুখ।
মোর দুঃখ-কথা-বিষ তোহে দিছে দুখ॥ ১৯৪
জানি আমি এক বিদ্যা তার প্রতিকার।
লোক সব কহে যারে আচমন-সার॥ ১৯৫
দেখাইয়া আমি তোহে সেই বিদ্যাবল।
দূর করি হৃদয় হইতে সে গরল॥ ১৯৬
এত কহি করি সীতা-চিবুক ধারণ।
রসিক-শেখর প্রভু করেন চুম্বন॥ ১৯৭
পুনঃপুন চুম্বন করিয়া রঘুপতি।
কহিছেন পুনর্ব্বার নিজ প্রিয়া-প্রতি॥ ১৯৮
প্রিয়ে যদি থাকে কিছু সে বিষের শেষ।
তবে পান কর এই ঔষধ-বিশেষ॥ ১৯৯
এত কহি আপন অধর সুধারস।
পিয়ান প্রিয়ারে প্রভু হয়্যা প্রেম-বশ॥ ২০০
পরে আরম্ভিলা দোঁহে কেলি অভিরাম।
যাহা দেখি লজ্জিত হইলা রতি-কাম॥ ২০১
কিবা সে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ দোঁহার।
কন্দর্প কহিতে নারে এক কলা যার॥ ২০২
পরে শ্রম দূর করি অপূর্ব্ব শয়নে।
বসিলেন দোঁহে অতি আনন্দিত-মনে॥ ২০৩
শ্রীজানকী লয়্যা দিব্য সুগন্ধি-চন্দন।
করেন শ্রীরামচন্দ্র-অঙ্গে বিলেপন॥ ২০৪
দিব্য মল্লিকার দাম দিলা প্রভু-গলে।
কুঙ্কুম-তিলক কৈলা বদন-কমলে॥ ২০৫
তবে প্রভু আনন্দিত হইয়া সীতার।
করিলেন দিব্য বেশ অতি চমৎকার॥ ২০৬
কপোল-যুগলে আর দুই পয়োধরে।
লিখিলেন পত্রাবলী সুন্দর মকরে॥ ২০৭
নাসিকাতে করি দিব্য তিলক-নির্ম্মাণ।
নিজ কণ্ঠমালা লয়্যা কণ্ঠে কৈলা দান॥ ২০৮

তবে সুকোমল শয্যা-তল আলা করি।
শয়ন করিলা দুই সুন্দর-সুন্দরী ॥ ২০৯
বাহিরে থাকিয়া যাবদীয় দাসীজন।
দোলন-ব্যজনে করি করয়ে বীজন ॥ ২১০
তবে রতি-শ্রমালসে জানকী-শ্রীরাম।
পাইলেন নিদ্রা-সুখ অতি অভিরাম ॥ ২১১
এইরূপে রজনী হইলা অবসান।
পূর্ব্বদিগে গমন করিলা ভানুমান ॥ ২১২
তাহা দেখি বহির্দ্বারে থাকি বন্দিগণ।
মিষ্ট-বাক্যে প্রভুরে করায় জাগরণ ॥ ২১৩
জয় জয় রঘুবর, জয় সর্ব্ব-গুণাকর,
জয় নৃপ-সমূহ-রতন।
করিয়া করুণা-লেশ, ছাড়ি নিদ্রা-সুখাবেশ
শুন কিছু মোদের বচন ॥ ২১৪
মহারাজ শশধর, হইয়া মলিনতর,
প্রবেশিলা অস্তাচল-বনে।
বুঝি দেখি তব যশ, নিজে হয়্যা লজ্জাবশ,
তপস্যা করিব করি মনে ॥ ২১৫
চন্দ্রের দেখিয়া নাশ, পাই দুখ শোক ত্রাস,
বিনাশ পাইল তারাগণ।
যে রমণী হয় সতী, তার দেখি এই রীতি,
পতি-বিনে নাহি রহে ক্ষণ ॥ ২১৬
অন্ধকার যত ছিল, তারা দূরে পলাইল,
দেখি সূর্য্যে আগে উপনীত।
যেন মতঙ্গজগণ, করি হরি নিরীক্ষণ,
পলায়ন করে অতি ভীত ॥ ২১৭
রবির উদয় দেখি, পদ্মিনী অত্যন্ত সুখী,
হইয়াছে প্রফুল্ল-বদনা।
যেন চিরদিন পরে, বল্লভ আইলে ঘরে,
আনন্দিত হয় সুলোচনা ॥ ২১৮
রবি-কর পরশনে, কুমুদিনী দুখিমনে,
হইয়াছে অত্যন্ত মলিন।
যেন পতিব্রতা নারী, পরপতি স্পর্শ করি,
মনোদুঃখে হয় অতি দীন ॥ ২১৯
কুমুদেরে দেখি ম্লান, তেজি তার সন্নিধান,
পদ্ম-কাছে যায় অলিগণ।
স্বকার্য্যতৎপর যেই, তার রীতি হয় এই,
পূর্ব্ব হিত না করে গণন ॥ ২২০

নিদ্রা তেজি পক্ষিসব, করিতেছে স্ব স্ব রব,
নিজ নিজ বাসায় রহিয়া।
যেন ব্রহ্মচারিগণ, করে বেদ অধ্যয়ন,
প্রাতে গুরু-নিকটে বসিয়া ॥ ২২১
এহেন প্রভাত-শোভা, জগজন-মনোলোভা,
কার শক্তি হয় বর্ণিবারে।
নিদ্রা তেজি রঘুপতি, দৃষ্টি করি তার প্রতি,
সার্থক করহ সে শোভারে ॥ ২২২
এইরূপে বন্দীদের শুনিয়া বচন।
হইলেন প্রভু অতি আনন্দিত-মন ॥ ২২৩
তবে দিবা নহবত বাজিতে লাগিল।
যাহাতে প্রভুর অতি আনন্দ বাঢ়িল ॥ ২২৪
তবে শ্রীজানকী শয্যা হইতে উঠিয়া।
সখীদের কাছে যান সত্বর হইয়া ॥ ২২৫
হেনই সময়ে মুখ-প্রক্ষালন-জল।
লইয়া আইল দ্বারে তাহারা সকল ॥ ২২৬
তবে প্রভু শয্যা তেজি উঠিয়া বসিলা।
সখী সব সুগন্ধি সলিল যোগাইলা ॥ ২২৭
তবে মুখ প্রক্ষালিয়া শ্রীরঘুনন্দন।
উপবন-বাহিরেতে করিলা গমন ॥ ২২৮
জানকীও সখীগণ-সহিত মিলিয়া।
কৌশল্যার নিকটেতে গেলা সুখি-হিয়া ॥ ২২৯
এখানে শ্রীরামচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ।
সেবাদ্রব্য লইয়া আইল ভৃত্যগণ ॥ ২৩০
তবে স্নান-দান-আদি প্রাতঃক্রিয়া করি।
সভাতে বসিলা গিয়া দশানন-অরি ॥ ২৩১
পুরোহিত মন্ত্রী আদি সকলে লইয়া।
উপস্থিত রাজকার্য্য কৈলা বিবেচিয়া ॥ ২৩২
মধ্যাহ্ন সময়ে গিয়া নিকটে মাতার।
ভোজন করিলা ইষ্ট-বন্ধু-সৎকার ॥ ২৩৩
তবে আচমন করি অশোক-কাননে।
প্রবেশ করিলা গিয়া মহাসুখি-মনে ॥ ২৩৪
জানকীও সিদ্ধ করি সে সকল ক্রিয়া।
প্রভুকাছে গেলা সখী-সহিত মিলিয়া ॥ ২৩৫
নানামত পরিহাস পাশক-খেলনে।
যাপন করেন দিন দোঁহে সুখিমনে ॥ ২৩৬
তবে সেই দিবস হইল অবসান।
তাহা দেখি বাহিরে আইলা ভগবান্ ॥ ২৩৭

বামকরে করি ধরি জানকীর কর।
বন দেখি ভ্রমণ করেন রঘুবর ॥ ২৩৮
উপবন-সরোবর-শোভা দেখাইয়া।
কহিছেন জানকীরে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২৩৯
প্রিয়ে দেখ দেখ এই দিব্য বনখানি।
তোমার সমান সুখী করে মোর প্রাণী ॥ ২৪০
অত্যন্ত শীতল জিনি চন্দ্রের জ্যোৎস্নায়।
প্রাণ-প্রিয়ে সুখ দেয় যেন তব কায় ॥ ২৪১
বিকসিত নানাজাতি পুষ্পে আমোদিত।
তব অঙ্গ হেন করে নাসায় তর্পিত ॥ ২৪২
ভ্রমর-কোকিল-কেকি-নাদে নিনাদিত।
তব কণ্ঠ হেন করে কর্ণেন্দ্রিয় প্রীত ॥ ২৪৩
দিব্য তরুলতা পক্ষী হরিণ সুন্দর।
নেত্র-সুখ করে যেন তব কলেবর ॥ ২৪৪
নানাজাতি মিষ্ট-রস পক্কফলধর।
জিহ্বা-সুখ-দায়ী যেন তোমার অধর ॥ ২৪৫
দেখ দেখ প্রিয়ে আর এই সরোবর।
ইহারো উপমা-পাত্র তব কলেবর ॥ ২৪৬
দেখ কিবা শোভে ইথে সুশীতল জল।
তোমার যৌবন যেন করে ঢল ঢল ॥ ২৪৭
সলিল-মাঝারে শোভে জলচরগণ।
নীলবস্ত্রাচ্ছন্ন তব ভূষণ যেমন ॥ ২৪৮
শোভিছে সলিলেতে শৈবাল সকল।
বসনে আচ্ছন্ন যেন তোমার কুন্তল ॥ ২৪৯
কমল-মৃণাল দেখ কিবা সুকোমল।
প্রাণপ্রিয়ে যেন তব ভুজের যুগল ॥ ২৫০
দেখ দেখ পদ্মনাল কণ্টকে শোভিত।
মোর স্পর্শে যেন তব বাহু পুলকিত ॥ ২৫১
কিবা শোভে বিকসিত কমলিনীগণ।
শশধর-মুখি যেন তোমার বদন ॥ ২৫২
তার মধ্যে রহিয়াছে দেখ মধুকর।
তোমার নয়ন যেন বদন-উপর ॥ ২৫৩
কমল-উপরি উড়ে ভ্রমর-মণ্ডল।
তব নেত্র-উপরিতে যেন ভ্রূযুগল ॥ ২৫৪
কমল হইতে মধু পড়িছে গলিয়া।
যেন তব মুখচন্দ্রে হসিত অমিয়া ॥ ২৫৫
কিবা শোভা করে নীল-উৎপল-কানন।
কুরঙ্গ-নয়নি তব কটাক্ষ যেমন ॥ ২৫৬
তাহে শোভা করে পুন মধুকর-পাঁতি।
যেন তব নয়নেতে কজ্জলের কাঁতি ॥ ২৫৭
কত শোভা করিতেছে অরুণ-কমল।
রোষাবেশে যেন তব নয়ন-যুগল ॥ ২৫৮
অলিমালা বেষ্টিত শোভয়ে কোকনদ।
নীলমণি-মঞ্জীরেতে যেন তব পদ ॥ ২৫৯
কমল-কোরক-কাছে শোভিছে শৈবাল।
যেন তব পয়োধর-পাশে রোমজাল ॥ ২৬০
মধুকর-কদম্ব করয়ে কলকল।
গতিকালে যেন তব কিঙ্কিণী সকল ॥ ২৬১
চক্রবাক-কাছে শোভে রাজহংস-জাল।
যেন তব পয়োধর বেঢ়ি মল্লী-মাল ॥ ২৬২
এইরূপ কহি কহি করেন ভ্রমণ।
দোঁহার পরেন দোঁহে কুসুম-ভূষণ ॥ ২৬৩
তবে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হৈল আসি।
তাহা দেখি শ্রীরাম কহেন হাসি হাসি ॥ ২৬৪
দেখ দেখ প্রিয়ে দিন হৈল অবসান।
অস্তাচল প্রবেশিতে যান ভানুমান্ ॥ ২৬৫
বুঝি এহ দেখি তব ললাট-সিন্দুর।
পাইয়াছে ইহা হৈতে লজ্জা সুপ্রচুর ॥ ২৬৬
তেঁই হইয়াছে তেজ-সকল কুণ্ঠিত।
প্রবেশিতে যায় তেঁই সাগরে ত্বরিতে ॥ ২৬৭
কিম্বা এহ দেখি তব সিন্দুর-প্রকাশ।
তার শোভা পাইবারে করি অভিলাষ ॥ ২৬৮
ভৃগুপাত করে অস্ত শিখর হইতে।
এইরূপ বিতর্ক করয়ে মোর চিতে ॥ ২৬৯
পূর্ব্বদিগে উদয় করিলা শশধর।
তোমার বদন হেন দেখিতে সুন্দর ॥ ২৭০
উদয়রাগেতে চন্দ্র হয়্যাছে লোহিত।
তোমার বদন যেন কুঙ্কুমে রঞ্জিত ॥ ২৭১
এই চন্দ্রে হয় কিছু কলঙ্ক দর্শন।
তব মুখে মৃগমদ-তিলক যেমন ॥ ২৭২
ক্ষরিতেছে সুধাংশু হইতে সুধা-রাশি।
তোমার বদনে যেন মৃদু মৃদু হাসি ॥ ২৭৩
অন্ধকার দূর কৈল শশী করে করি।
প্রিয় যেন লয় প্রিয়া-নীল-বস্ত্র হরি ॥ ২৭৪
শশীরে দেখিয়া বিকসিল কুমুদিনী।
প্রিয়ে দেখি আনন্দিত যেন সীমন্তিনী ॥ ২৭৫

আশা পূর্ণ নাহি হয় দেখি শশধর।
যেন তব বদন দেখিয়া নিরন্তর ॥ ২৭৬
অতএব চল যাই প্রাসাদ-উপরি।
পর্য্যঙ্কে বসিয়া চন্দ্র নিরীক্ষণ করি ॥ ২৭৭
এত কহি ধরি প্রভু জানকীর করে।
উঠিলা যাইয়া ক্রীড়া-প্রাসাদ-শিখরে ॥ ২৭৮
সেখানেতে জানকীরে বামেতে করিয়া।
বসিলেন দিব্য পর্য্যঙ্কেতে সুখি-হিয়া ॥ ২৭৯
দুই পাশে সখীগণ ঢুলায় চামর।
শচী-পুরন্দরে যেন অমরীনিকর ॥ ২৮০
কিবা সুশোভিত সে সময় সীতারাম।
ভাবিয়া দেখিলে পূর্ণ হয় মনস্কাম ॥ ২৮১
অতএব বন্ধুগণ স্থির করি মন।
কর হৃদয়েতে সেই শোভা নিরীক্ষণ ॥ ২৮২
দেখ দেখ দীনবন্ধু দয়াময় রাম।
মৃদু-দিব্য-দূর্ব্বাদল-দর্পহর-ধাম ॥ ২৮৩
প্রভাতের প্রভাকরে পরাজয় করি।
সুচারু-চরণ-শোভা চিত্ত লয় হরি ॥ ২৮৪
তাহে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-শঙ্খ-শতদল।
এই আদি শোভে শুভ লক্ষণ সকল ॥ ২৮৫
মুনি-মন-মুগ্ধকর মালা মধুমাতি।
আবেশে নিবাস করে তাহে দিন রাতি ॥ ২৮৬
তাহে নখ-নিশানাথ নিতান্ত উল্লাসে।
যা দেখিয়া জগজন জীবন প্রকাশে ॥ ২৮৭
কিবা জঙ্ঘা যুগল মুরতি-জন-লোভা।
তদুপরি তুলনা-রহিত জানু-শোভা ॥ ২৮৮
করিকর কখনো কোমল যদি হয়।
তাহার উরুর তুল্য তবে মনে লয় ॥ ২৮৯
কটিতটে তড়িত তুলিত পীতপট।
নীলমণি মহীধরে যেন হেম তট ॥ ২৯০
মনোহর মাঝাখানি দেখি লজ্জা করি।
হরি হরি করি হরি গেল গিরি-দরী ॥ ২৯১
বক্ষঃস্থল বহুতর বিশাল বিস্তর।
লোমাবলী-ব্যালবালা-বিলাসের ঘর ॥ ২৯২
বনমালামোদ-মত্ত মধুপ-বেষ্টিত।
সুন্দর শ্রীবৎস-শোভা-বৈভব-ভূষিত ॥ ২৯৩
তাহে মুক্তাময় মালা মুনি-মনোহারী।
বারিবাহ-বৃন্দে যেন বলাকার শারি ॥ ২৯৪
সুবিশাল বাহুযুগ বহু-বলধর।
নিশাচর-শৈবল-বিনাশে করিকর ॥ ২৯৫
সুবর্ণ-বলয়াবলি বিবিধ বিরাজে।
নীলমণি-স্তম্ভে যেন মণিমালা রাজে ॥ ২৯৬
সুকোমল করে তাঁর করি বিলোকন।
কমলে কমল করে তপ আচরণ ॥ ২৯৭
সুশোভন শর-শরাসন করে সাজে।
কুসুমকার্ম্মুক কিবা পর্য্যঙ্কে বিরাজে ॥ ২৯৮
কমনীয়কান্তি কণ্ঠ কম্বু-কুলজয়ী।
কনকের কণ্ঠভূষা কণ্ঠে মণিময়ী ॥ ২৯৯
বিভাবরী বন্ধু বক্ত্র-বিম্ব বিলোকিয়া।
মালিন্যে মিলিল মনে মনেতে চিন্তিয়া ॥ ৩০০
যে দেখয়ে দাশরথি-দিব্যদন্ত-পাঁতি।
দাড়িম-দানার দর্প তাহে নাহি ভাতি ॥ ৩০১
দশন-বসন দুই কিবা শোভা করে।
যা দেখি বান্ধুলী পলাইল বনান্তরে ॥ ৩০২
ফুল্ল তিলফুল-তুল্য নাসা সুশোভন।
মকর-কুণ্ডল কাণে পরম চিকণ ॥ ৩০৩
বিলোকিয়া লোচনে লভিয়া বড় লাজ।
নিমগন হয় নীরে নীরজ-সমাজ ॥ ৩০৪
ভুরু কাম-কামান কসিয়া কিবা আছে।
কালানিধি কলঙ্কী সে কপালের কাছে ॥ ৩০৫
তদুপরি চিকণ চন্দন-চারুফোঁটা।
চান্দের উপরি চান্দ চঢ়িছে কি গোটা ॥ ৩০৬
চিকণ চামর চারু চিকুর-সঞ্চয়ে।
মাণিক মুকুতা মণি-মুকুট সাজয়ে ॥ ৩০৭
বামেতে বসিয়া সীতা স্বামি-সোহাগিনী।
জলদ-জালেতে যেন স্থির সৌদামিনী ॥ ৩০৮
তরুণ-তমাল-তরুতলে উপজিয়া।
স্বর্ণলতা ঝলকিছে যেন লপটিয়া ॥ ৩০৯
ত্রিভুবন-মোহন শ্রীরাম-মনোলোভা।
এক মুখে কে কহিবে কত তার শোভা ॥ ৩১০
চপলা চম্পক চারু কনক জিনিয়া।
ঝলমল করে তনু অতি উলসিয়া ॥ ৩১১
ঝলকে নীরদ-নীল-বসন অন্তরে।
যেন হেম মণি নীল-সম্পুট-ভিতরে ॥ ৩১২
চরণকমলযুগে যাবক শোভিছে।
অরুণ আসিয়া বুঝি শরণ লভিছে ॥ ৩১৩

তাহে দশ নখর সুন্দর শশি-শোভা।
নূপুর পঙ্কমপাতা রাম-মনোলোভা ॥ ৩১৪
সুললিত উরুযুগ অতি অভিরাম।
রামমনোমত্ত-মতঙ্গজ-বন্ধথাম ॥ ৩১৫
বর্ত্তুল-নিতম্ব অতি বিশাল শোভয়ে।
কামের কনকঢাল বুঝি রাম-জয়ে ॥ ৩১৬
নীল বস্ত্রে কনক-কিঙ্কিণী শোভে ভাল।
নীলগিরি-তটে যেন কিংশুকের মাল ॥ ৩১৭
মাঝাখানি ক্ষীণ তাহে ত্রিবলি শোভিছে।
ভাঙ্গিবে বলিয়া বুঝি বিধাতা বান্ধিছে ॥ ৩১৮
রোমাবলী বিরাজয়ে উদর-উপরি।
নাভি-কূপে বারি হয় যেন বিষধরী ॥ ৩১৯
উচ-কুচ-উপরি মুকুতাময় মালা।
সুমেরু শৃঙ্গেতে যেন গঙ্গা করে আলা ॥ ৩২০
উর-উপরিতে হার সাজিছে দুলিয়া।
বুঝি মুখশশি-সুধা পড়িছে ক্ষরিয়া ॥ ৩২১
শীতল কোমল বাহুযুগল সুন্দর।
যার ভয়ে মৃণাল হয়্যাছে পঙ্কচর ॥ ৩২২
লোহিত কমল হেন দিব্য দুই কর।
তাহে অদ্ভুত দশ নখ-সুধাকর ॥ ৩২৩
তাহে কত কনক-কঙ্কণ তাড় বালা।
কম্বু-কমনীয় কণ্ঠে কত মণি-মালা ॥ ৩২৪
কলঙ্কী শশাঙ্কে দেখি যে পদ্ম লজ্জিত।
সেহ সীতা-মুখ-সম কহা অনুচিত ॥ ৩২৫
নাসার উপমা নাই জগত-ভিতর।
বুঝি স্বর্ণতূন রাখিয়াছে পঞ্চশর ॥ ৩২৬
বিমল মুকুতা এক তার আগে জাগে।
নীহারের বিন্দু যেন তিলপুষ্প-আগে ॥ ৩২৭
নাচয়ে নয়ন-যুগ বদনে শোভন।
বিকচ কমলে যেন সুখিত খঞ্জন ॥ ৩২৮
নয়ন-যুগল কজ্জলেতে করে আলা।
বিকচ কমলে যেন মধুকরমালা ॥ ৩২৯
ভুরুযুগে সাজয়ে বদন মনোহর।
কলঙ্ক-কলাতে যেন পূর্ণ নিশাকর ॥ ৩৩০
শ্রুতিযুগে কনক-কুণ্ডলযুগ ভাসে।
শুক্র-দৈত্যগুরু যেন পূর্ণশশি-পাশে ॥ ৩৩১
ললাটে সিন্দূর সাজে চন্দনের বিন্দু।
প্রাতের তপন পাশে যেন বহু ইন্দু ॥ ৩৩২
চিক্কণ চিকুর-চয় অতি মনোহর।
তাহে মুক্তাময় সিঁথি পরম সুন্দর ॥ ৩৩৩
এই ত করিলুঁ শোভা কিঞ্চিত বর্ণন।
অমৃত-সাগরে যেন বিন্দু-আস্বাদন ॥ ৩৩৪
কি কহিব বিধি নাহি হয় কৃপাবান।
কোটি মুখ নাহি দিল নাহি দিল জ্ঞান ॥ ৩৩৫
এইরূপে প্রতিদিন শ্রীরঘুনন্দন।
করেন সর্ব্বদা নানা লীল-আচরণ ॥ ৩৩৬
যদি বিধি দিত আয়ু কল্প-পরিমাণ।
করিতাম তবে সে সকল লীলা-গান ॥ ৩৩৭
করিছিলুঁ যেই কিছু মনোরথ আমি।
কৃপা করি পূর্ণ কৈলা তাহা সীতা-স্বামী ॥ ৩৩৮
এই ত বর্ণিলুঁ রাম-বিলাস কিঞ্চিত।
আর লীলা প্রতি নাহি যায় মোর চিত ॥ ৩৩৯
তাহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারি।
বহুযত্ন করি তারে ফিরাইতে না পারি ॥ ৩৪০
যদ্যপি রামের লীলা সব সুখময়।
তথাপি অবোধ মন তাহে রত নয় ॥ ৩৪১
যেন গুড়-বিকার সকল মিষ্ট হয়।
তভু কারো মন কিছু ভাল বলি লয় ॥ ৩৪২
ইহারো প্রমাণ পাই পুরাণে দেখিতে।
কহিয়াছে নিজ প্রিয় নাম উচ্চারিতে ॥ ৩৪৩
যদ্যপি সকল নাম প্রভুর সমান।
তথাপি যা নিজ ইষ্ট তা করিবে গান ॥ ৩৪৪
অতএব মোরে কেহ নাহি দাও দোষ।
এই মাত্র লীলাতে আমার চিত্ততোষ ॥ ৩৪৫
জানকী সহিত রাম অযোধ্যা-মাঝার।
ইহা হইতে বা কিবা সুখ আছে আর ॥ ৩৪৬
অতএব শ্রোতাগণ কর অবধান।
এই স্থানে করি লীলা-কথা-সমাপন ॥ ৩৪৭
তোমাদের মঙ্গল করুন নিরন্তর।
পরিবার-সহিত হইয়া রঘুবর ॥ ৩৪৮
মোর প্রতি তোমা সবে করুণা করিবে।
দুষ্ট অজ্ঞ বলিয়া বিমুখ না হইবে ॥ ৩৪৯
দন্তে তৃণ ধরি আমি করি নমস্কার।
ঘৃণা করি মোরে নাহি কর পরিহার ॥ ৩৫০
করিয়াছি আমি যত বিরস বর্ণন।
সে সব শুনিয়া না করিবে উপেক্ষণ ॥ ৩৫১

কিন্তু সে সকল দোষ করিবে শোধন।
যেহেতুক পরম কৃপালু ভক্তজন ॥ ৩৫২
কৃতাঞ্জলি হয়্যা আমি করি নিবেদন।
শ্রবণ করিবে সবে রাম-রসায়ন ॥ ৩৫৩
ভাগবতে কহে যদি অশুদ্ধও হয়।
তভু রাম-গাথা করে সর্ব্ব পাপক্ষয় ॥ ৩৫৪
যদ্যপি আমিহ হই কদর্য্য-আচার।
তথাপি রামের গাথা যোগ্য শুনিবার ॥ ৩৫৫
যেন নীচ জনেও করিলে আহরণ।
নিন্দিত না হয় মহঃ-প্রসাদ-ভোজন ॥ ৩৫৬
অতএব সবে রাম-চরিত্র শুনিবে।
যেহেতু শুনিলে সব অভীষ্ট পাইবে ॥ ৩৫৭
ইহার শ্রবণে যেই ফললাভ হয়।
তাহা কয়্যাছেন শ্রীবাল্মীকি মহাশয় ॥ ৩৫৮
শ্রীরামচন্দ্রের লীলা যে করে শ্রবণ।
সেহ পায় সর্ব্ব পাপ হইতে মোচন ॥ ৩৫৯
পুত্র-কাম পুত্র পায় ধন-কাম ধন।
কন্যা পায় দিব্য পতি সৌভাগ্য-ভাজন ॥ ৩৬০
প্রবাসস্থ বান্ধবের সমাগম হয়।
রাজা সব অনায়াসে করে শত্রু জয় ॥ ৩৬১
রমণী যদ্যপি ইহা করয়ে শ্রবণ।
নাহি মরে পতি তার না মরে নন্দন ॥ ৩৬২
বিপ্র পায় সর্ব্ব বেদ-পঠনের ফল।
রাজা পায় সসাগরা পৃথিবী-সকল ॥ ৩৬৩
বৈশ্য পায় ধান্য-মণি-সুবর্ণাদি-ধন।
শূদ্র পায় দিব্য যশ গতি বিলক্ষণ ॥ ৩৬৪
সকলের নষ্ট হয় শত্রু-রোগ-ভয়।
ধন-যশ-বুদ্ধি-বল-আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয় ॥ ৩৬৫
অপর কি কব যাহা ইচ্ছা হয় মনে।
তাহাই সাধন হয় ইহার শ্রবণে ॥ ৩৬৬
সালঙ্কার শত গাবী দ্বিজে সমর্পিয়া।
যেই ফল পায় তাহা এ কথা শুনিয়া ॥ ৩৬৭
একবার রাম-কথা করিয়া শ্রবণ।
অশ্বমেধ-ফল পায় অতি বিলক্ষণ ॥ ৩৬৮
রামলীলা শ্রবণ করয়ে যেই জন।
তার প্রতি তুষ্ট হন পিতৃ-দেবগণ ॥ ৩৬৯
অন্য কি কহিব লোকনাথ নারায়ণ
হয়েন তাহার প্রতি প্রীতিযুক্ত-মন ॥ ৩৭০
সেহ নানা সুখ-ভোগ করিয়া সংসারে।
বৈকুণ্ঠে থাকয়ে গিয়া রাম-সাক্ষাৎকারে ॥ ৩৭১
যেহ রামলীলা-কথা পাঠ করে গায়।
তাহারাও পূর্ব্ব-প্রোক্ত সব ফল পায় ॥ ৩৭২
অতএব মোরে কৃপা করি ভক্তগণ।
শ্রবণ করহ সবে রামরসায়ন ॥ ৩৭৩

(গ্রন্থকারের নিজ পরিচয়)

আর এক নিবেদন করি তোমা সবে।
শ্রবণ করহ তাহা করি কৃপা-লবে ॥ ৩৭৪
আমি হই লজ্জা-গন্ধ-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত।
তেঁই হেন কর্ম্মে ধায় মোর মূঢ় চিত ॥ ৩৭৫
তোরা হও সীমা-শূন্য কৃপা-পারাবার।
শুনিবে তাহাও মোরে করি অঙ্গীকার ॥ ৩৭৬
অতএব সাহস করিয়া অতিশয়।
দিব আমি আপনার কিছু পরিচয় ॥ ৩৭৭
তোমা সবে কৃপা করি অর্পিয় শ্রবণ।
শ্রবণ করহ সেই প্রলাপ-বচন ॥ ৩৭৮
দেখিয়া কলির রীতি, শিখাইতে কৃষ্ণপ্রীতি,
কৃপাময় প্রভু বলরাম।
অবতার করি লোকে, নিস্তারিলা সব লোকে,
ধরি নিজে নিত্যানন্দ নাম ॥ ৩৭৯
বীরভদ্র তাঁর সুত, তাঁর পুত্র গুণযুত,
গোপীজনবল্লভ বিদ্বান্।
তাঁর পুত্র গুণধাম, শ্রীরামগোবিন্দ-নাম
তাঁর পুত্র বিশ্বম্ভরাখ্যান ॥ ৩৮০
রামেশ্বর তাঁর সুত, নৃসিংহ তাঁহার পুত,
তাঁর পুত্র বলদেব-নাম।
তিন পুত্র হন তাঁর, সর্ব্ব-গুণভাণ্ডাগার,
জগতমাঝারে অনুপাম ॥ ৩৮১
শ্রীলালমোহন আর, শ্রীবংশীমোহন তার,
কনিষ্ঠ শ্রীকিশোরীমোহন।
শ্রীমধ্যম প্রভু তায়, কৃপা করি মো সবায়,
কর্য্যাছেন মন্ত্র সমর্পণ ॥ ৩৮২
কনিষ্ঠ সদ্গুণধাম, ভুবনে বিখ্যাত-নাম,
বেদ-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
অদ্বিতীয় ভাগবতে, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মতে,
করিলা যে গ্রন্থ সুবিদিত ॥ ৩৮৩

সেই প্রভু মোর পিতা, উষা-নাম মোর মাতা,
বিমাতা শ্রীমতী মধুমতী।
মোর জ্যেষ্ঠ তিন জন, বিশ্বরূপ সঙ্কর্ষণ,
শ্রীমধুসূদন মহামতি ॥ ৩৮৪
চারি ভ্রাতা বৈমাত্রেয়, শ্রীরামমোহন প্রিয়,
নারায়ণ গোবিন্দ-আখ্যান।
সকলের কনীয়ান্, বীরচন্দ্র-অভিধান,
তিন ভগ্নী সদ্গুণ-নিধান ॥ ৩৮৫
সহোদর-ভগ্নীপতি, দীপচন্দ্র মহামতি,
চট্টরাজ-বংশ-অগ্রগণ্য।
শ্রীরামগোবিন্দ প্রাজ্ঞ, শ্রীদোলগোবিন্দ বিজ্ঞ,
বৈমাত্রেয়-ভগ্নীপতি ধন্য ॥ ৩৮৬
পিতা রাশি-অনুসারে, আর এক নাম মোরে,
ভাগবত বলিয়া অর্পিলা।
কৃপা-কণ প্রকাশিয়া, নানা শাস্ত্র পড়াইয়া,
যৎকিঞ্চিত জ্ঞান জন্মাইলা ॥ ৩৮৭
বর্দ্ধমান-সন্নিধান, গ্রাম মাড়-অভিধান,
তাহাতেই আমার নিবাস।
সন্তোষিতে বন্ধুজন, এই গ্রন্থ-বিরচন,
করিলাম পাইয়া প্রয়াস ॥ ৩৮৮
কিন্তু এই শ্রমচয়, তবেই সার্থক হয়,
যদি শুন তোরা সাধুগণ।
অন্যথা সকল শ্রম, করি মিথ্যা অবগম,
উন্মত্তের প্রলাপ যেমন ॥ ৩৮৯
অতএব মোর প্রতি, হয়্যা সকরুণ-মতি,
এই গ্রন্থ করহ শ্রবণ।
যত শ্রোতা পাঠকর্ত্তা, সকলেরে সীতা-ভর্ত্তা,
নিরন্তর করুণ রক্ষণ ॥ ৩৯০
করুন দেবতাচয়, প্রজাদ্দের শুভোদয়,
কালে বৃষ্টি করু জলধর।
রক্ষণ করুক প্রজা, ধর্ম্মত সকল রাজা,
হিত করু সবে পরস্পর ॥ ৩৯১
সবে করু নিজ ধর্ম্ম, নাহি করু পাপকর্ম্ম,
শস্যপূর্ণা রহু বসুন্ধরা।
সুখে রহু সব লোক, না পাউক কোনো শোক,
না হউক কারো রোগ জরা ॥ ৩৯২
তরুক সকল জন, সংসার-দুর্গম-বন,
শ্রীরামচরণ সেবা করি।
বান্ধবসমূহ-আগে, শ্রীরঘুনন্দন মাগে,
মুখ ভরি বল হরি হরি ॥ ৩৯৩
এই ত উত্তরকাণ্ড-লীলাবিবরণ।
তার অনুক্রমণিকা শুনহ এক্ষণ ॥ ৩৯৪
আদ পরিচ্ছেদে অগস্ত্যাদি-আগমন।
লক্ষ্মণের গুণ-কথা তাঁহার ভোজন ॥ ৩৯৫
দ্বিতীয়ে কুবের পূর্ব্ব নিশাচর-কথা।
রাবণাদি-তিনজন-জনমের প্রথা ॥ ৩৯৬
তৃতীয়ে রাবণ-আদি তপ অনুপম।
লঙ্কায় নিবাস মেঘনাদের জনম ॥ ৩৯৭
চতুর্থে দিগ্বিজয়েতে রাবণগমন।
তাহে আগে পরাজয় কৈল বৈশ্রবণ ॥ ৩৯৮
পঞ্চমে কৈলাস গিরি তুলিল রাবণ।
মরুত্ত-সঙ্গম কার্ত্তবীর্য্যসঙ্গে রণ ॥ ৩৯৯
ষষ্ঠে বালি-কাছে রাবণের পরাভব।
শমন সহিত তার যুদ্ধ অসম্ভব ॥ ৪০০
সপ্তমেতে নিবাত-কবচ-সঙ্গে রণ।
বরুণ-বিজয় বলি-মান্ধাতা-দর্শন ॥ ৪০১
অষ্টমে চন্দ্রের দৃষ্টি অনরণ্যজয়।
শ্বেতদ্বীপ দেখি গেল রাবণ আলয় ॥ ৪০২
নবমে অমরলোক জিনিল রাবণ।
ইন্দ্রজিত পুরন্দরে করিল বন্ধন ॥ ৪০৩
দশমেতে হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ।
কিরূপে জন্মিলা তাহা শুনিলা পদ্মাক্ষ ॥ ৪০৪
একাদশে হিরণ্যাক্ষ জিনিয়া সংসার।
বরাহ দেবের হাতে হইল সংহার ॥ ৪০৫
দ্বাদশে তাহার জ্যেষ্ঠ তপস্যার বলে।
বর পাই রাজ্য কৈল ভুবন-সকলে ॥ ৪০৬
ত্রয়োদশে প্রহ্লাদের ভক্তি-পরকাশ।
যার বলে নানা বিঘ্ন হইল বিনাশ ॥ ৪০৭
চতুর্দ্দশে অসুর-বালকগণ প্রতি।
প্রহ্লাদ কহিলা কৃষ্ণ চরণ-ভকতি ॥ ৪০৮
পঞ্চদশে হিরণ্যকশিপু-বিনাশন।
প্রহ্লাদ করিলা নরসিংহে সুস্তবন ॥ ৪০৯
ষোড়শে ভুষণ্ডি-কাক-চরিত্র-বর্ণন।
তাহাতে অদ্বৈতবাদ করিলা খণ্ডন ॥ ৪১০
সপ্তদশে দেশে পাঠাইলা বন্ধুগণ।
মারুতির বর রামরাজত্ব-বর্ণন ॥ ৪১১

অষ্টাদশে অশোক-কাননে-রসাবেশ।
রামলীলা-শ্রবণাদি-ফল গ্রন্থশেষ ॥ ৪১২
এইত উত্তরকাণ্ড-কথা অনুক্রম।
যাহা শুনি পূর্ব্বকথা-স্বাদ অনুপম ॥ ৪১৩
এইত উত্তরকাণ্ড হইল পূরণ।
রামপ্রীতে রামজয় বল বন্ধুগণ ॥ ১১৪
এইত হইল পূর্ণ রামরসায়ন।
বল সবে হরি হরি মঙ্গল-বচন ॥ ৪১৫
করিলাম যেই রাম-বিলাস-বর্ণন।
শ্রীরাধা মাধবে ইহা করিলুঁ অর্পণ ॥ ৪১৬
যে হেতুক শ্রীচরণ-যুগল তাঁহার।
জীবনে মরণে গতি হয়ত আমার ॥ ৪১৭
তিঁহ কৃপা করি ইহা করি অঙ্গীকার।
সার্থক করুন শ্রম সকল আমার ॥ ৪১৮
অতএব পরিতোষ করিতে তাঁহার।
হরি হরি হরি ধ্বনি করি অনিবার ॥ ৪১৯
দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন ॥ ৪২০

ইতি শ্রীরামরসায়নে উত্তরকাণ্ডলীলাকথা-
বর্ণনে পূর্ণমনোরথো নামাষ্টাদশঃ
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৮ ॥

সমাপ্তা চেয়মুত্তরকাণ্ড-লীলা-কথেতি।

ইতি শ্রীমন্নিত্যানন্দ-কুল-তিলক-শ্রীল-কিশোরীমোহন-গোস্বামী-সূনু-শ্রীরঘুনন্দন-
গোস্বামি-বিরচিতো রামরসায়ননামা গ্রন্থঃ সম্পূর্ণঃ ॥

গ্রন্থ এমন বিশুদ্ধভাবে মূল টীকা একত্র করিয়া আর বোধ হয় কখনও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত-বিবুধগণের এই গ্রন্থ পরম আদরের সামগ্রী। দার্শনিকগণ ইহাতে দর্শনের প্রকৃষ্ট-তত্ত্ব দর্শন করিবেন, ভাবুক ভক্তগণ অনন্ত ভক্তির আকর পাইয়া পুলকিত হইবেন; যিনি ভক্তি চাহেন না, দর্শন চাহেন না, শুধু চাহেন কাব্য,—তিনিও মহর্ষি বেদব্যাসরচিত সর্ব্বরস-সমন্বিত এই সুমধুর কাব্য পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন। ইহা একখানি মহাপুরাণ। মূল্য যৎসামান্য। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা ৪৲ চারি টাকা; কাগজে বাঁধাই ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা। ডাকমাশুল ৸০ বার আনা।

শ্রীমদ্ভাগবত।

(সচিত্র)

(গদ্য বঙ্গানুবাদ)

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।

ইহা মহর্ষি বেদব্যাস-বিরচিত মূল সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবতেরই বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা সংস্কৃত ভাল বুঝেন না, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করুন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলা ইহাতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে; ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ প্রভৃতি ভক্তগণের পবিত্র চরিত-কথা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রেম-ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ। শোকে, তাপে, হর্ষে, বিষাদে, সকল অবস্থাতেই এই গ্রন্থ আনন্দপ্রদ। এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে ভক্তিরস-সঞ্চারে সর্ব্বশরীর সিঞ্চিত হইবে, প্রেমের পবিত্রভাবের আবেশে চক্ষে জলধারা বহিবে, অপূর্ব্ব আনন্দে প্রাণ-মন পুলকিত হইবে। অনুবাদ এতই সরল যে, স্ত্রীলোক এবং বালকেও বুঝিতে পারে। ইহার ছবিগুলি দেখিলে ভক্তের মন মাতিয়া উঠিবে। এমন অমূল্য গ্রন্থের মূল্য—কাপড়ে বাঁধাই ২॥০ আড়াই টাকা; কাগজে বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, ডাকমাশুল ॥৵০ দশ আনা।

দেবী-ভাগবতম্।

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-বিরচিতম্।

(মূল-সংস্কৃতম্)

মহামহোপাধ্যায়-পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীযুক্ত-পঞ্চানন-তর্করত্ন-সম্পাদিতম্

বৈষ্ণবের যেমন শ্রীমদ্ভাগবত, শাক্তের তেমনি দেবীভাগবত। এই গ্রন্থে ভগবতীর লীলা বর্ণিত। ইহাও একখানি মহাপুরাণ। দেবীর ভক্ত সাধকগণ, দার্শনিক পণ্ডিতগণ, কাব্যামোদী সুধীগণ—সকলেই এই গ্রন্থ পাঠে তুল্যরূপ আনন্দ লাভ করিবেন। ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, আবার তিনিই এই দেবীভাগবত রচনা করিয়াছেন।